পালি-বাংলা অভিধান

প্রথম খণ্ড
(অ থেকে ন পর্যন্ত)

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ঢাকা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Silabanta Bhante

পালি-বাংলা অভিধান ১ম খণ্ড প্রকাশিত হল। সংকলক পালি ভাষায় প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য অধিকাংশ পালি শব্দের বাংলা অর্থ এবং যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। এছাড়া বিশেষার্থবাচক শব্দসমষ্টি, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ও স্থানবিশেষে বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করেছেন। এতে যেমন পালি সাহিত্যের প্রয়োজন মেটানো হয়েছে তেমন বাংলা সাহিত্যচর্চারও সহায়ক হবে।

বাংলা ভাষা পালি শব্দ-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী। বাংলা ভাষা যতই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হোক না কেন, লেখক-কে পদে পদে পালি শব্দের শরণ নিতে হয়। বহুকাল থেকে এজাতীয় অভিধানের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। সংকলক শান্তরক্ষিত মহাস্থবির অনেক আয়াস স্বীকার করে সেই অভাব পূরণ করেছেন।

পালি-বাংলা অভিধান

প্রথম খণ্ড
(অ থেকে ন পর্যন্ত)

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
সংকলিত

সম্পাদনায়
শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথেরো
ডক্টর সুমঙ্গল বড়ুয়া
ডক্টর সুকোমল বড়ুয়া
ডক্টর রেবতপ্রিয় বড়ুয়া
ডক্টর স্বরোচিষ সরকার

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ঢাকা

প্রকাশক

ট্রাস্টি বোর্ড, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
মি: রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া, সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি	ভাইস চেয়ারম্যান
মি: কল্প রঞ্জন চাকমা, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি
শ্রীমৎ বোধিমিত্র ভিক্ষু	ট্রাস্টি
মি: দীপংকর তালুকদার, সংসদ সদস্য	ট্রাস্টি
মি: বীর বাহাদুর, সংসদ সদস্য	ট্রাস্টি
অধ্যাপিকা এ থিন (রাখাইন), সংসদ সদস্য	ট্রাস্টি
মি: বিমল কান্তি বড়ুয়া	সচিব

প্রথম প্রকাশ

বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৪৫ বুদ্ধাব্দ

মে ২০০১, বৈশাখ ১৪০৮

মুদ্রক

মোঃ হামিদুর রহমান

ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ

শচীন্দ্র লাল বড়ুয়া

মূল্য

প্রতি খণ্ড : টা: ৪০০.০০

PALI-BENGALI DICTIONARY, Compiled by Sree Shantarakshit Mahasthavir, Published by Buddhist Religious Welfare Trust, Dharmarajika Bauddha Vihar, Kamalapur, Dhaka-1214, Price Tk 400'00 US $ 8.00

উৎসর্গ

কারুঞ্ঞহৃদযো পিতা ব্রহ্মমেব জনকো,
পালিত বড্ঢিত ঞাত'হং যস্সানুকম্পায;
নাহং বন্নিতুং সক্কা তস্স পিতুনো মহগ্গুণা,
সরিত্বা পিতুগুণা চিরস্সেবং কতঞ্ঞূ'হং।

যে পিতার হৃদয় পুত্রকন্যার জন্য করুণায় পরিপূর্ণ, যে জনক ব্রহ্মাস্বরূপ সৃষ্টিকারক, যাঁহার কৃপায় আমি পালিত, বর্ধিত এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অনন্তগুণী পিতার মহাগুণের কথা ভাষায় বর্ণনা কবিরার ক্ষমতা আমার নাই। আমি কেবল পিতার গুণাবলী স্মরণ করিয়াই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির

প্রসঙ্গ-কথা

বহু প্রতিক্ষিত পালি-বাংলা অভিধান-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হল। ২য় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। পরবর্তী বুদ্ধ পূর্ণিমায় ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

পালি-বাংলা অভিধান বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের 'ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনা' কর্মসূচির প্রথম কার্যক্রম। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের মহান লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ মূলে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করে। ট্রাস্টের বিধিবদ্ধ কার্যপরিধির আওতায় ট্রাস্টি বোর্ড ৬.১১.৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভায় ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচি হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত একটি প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ১৯৮৯ সনে দুই কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প নকশা প্রণয়ন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় ট্রাস্ট উহার নিজস্ব সংরক্ষিত তহবিল হতে ১৯৯৪-৯৫ সনের বাজেটে ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা খাতে ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এবং এই অর্থ দ্বারা প্রাথমিকভাবে কি কি কাজ সম্পাদন করা যাবে তা নিরূপণ, সম্পাদনা কাজে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য নয় জন পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। ১৯.১.১৯৯৫ তারিখে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে ট্রাস্টের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান মি: রাখাল চন্দ্র বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্পাদনা পরিষদের ১ম সভা শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির কর্তৃক সঙ্কলিত পালি-বাংলা অভিধান প্রকাশের পরামর্শ প্রদান করে এবং ২৫.৫.৯৫ তারিখের সভায় উহার পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দায়িত্বভার শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাথেরো, ড: সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়ার উপর ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা ড. স্বরোচিষ সরকারকেও সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সনে ট্রাস্ট কর্তৃক ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচি গ্রহণের পর থেকে বাংলা ভাষায় অননূদিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে আমি তৎপর হই। এক পর্যায়ে মাননীয় এস. ধর্মপাল মহাথের (বর্তমানে মহামান্য সংঘনায়ক) এবং বিনাজুরী গ্রামের ঢাকা প্রবাসী মি: সুজিত কুমার বড়ুয়ার কাছ থেকে কিছু পাণ্ডুলিপির খবর পেয়ে আমি বিনাজুরী শ্মশান বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের সাক্ষাতে গমন করি। অস্থিচর্মসার জরা ব্যাধিগ্রস্থ এক অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি। সৌম্য সমাহিত ও তেজোদীপ্ত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর সারা মুখমণ্ডলে। তাঁর কাছে নিজের পরিচিতি দেয়ার পর আলাপচারিতায় জানা গেল তাঁর কাছে রয়েছে তাঁরই সঙ্কলিত ও অনূদিত পালি-বাংলা অভিধানসহ বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। মহাস্থবির মহোদয়ের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে আমি প্রস্তাব রাখি, তাঁর সাধনাপ্রসূত এই মহান সৃষ্টিকর্ম ছাপা অক্ষরে দেখে যাবার সুযোগ তাঁর নাও আসতে পারে অতএব এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের হস্তে পাণ্ডুলিপিসমূহ সমর্পণ করা হলে ট্রাস্ট ক্রমান্বয়ে উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন এবং কিছুদিন পর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাম ভিক্ষুর মাধ্যমে তাঁর কাছে রক্ষিত সকল পাণ্ডুলিপি ট্রাস্টে পাঠিয়ে দেন। ট্রাস্ট যথারীতি পাণ্ডুলিপিসমূহের প্রাপ্তি স্বীকার করেছে এবং সযত্নে সংরক্ষণ

করছে। সম্পাদনা পরিষদের বিবেচনা—অন্যান্য পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পূর্বে অভিধানটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলে পালিভাষা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে সহায়ক হবে।

এই পালি-বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজে আর যাঁরা সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে প্রকাশনা কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের, শ্রীমৎ উ পঞ্ঞাজোত থের, অধ্যাপক ড. পিন্টু মুৎসুদ্দী, মি: নির্মল কান্তি চাকমা, অধ্যাপক তপন জ্যোতি বড়ুয়া এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক মি: সুব্রত বড়ুয়া অন্যতম। ট্রাস্ট তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, অভিধান সঙ্কলক প্রয়াত পণ্ডিত শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের জীবিতাবস্থায় তাঁর হস্তে তাঁরই সৃষ্টিকর্মের ফসল ছাপা অক্ষরে তুলে দিতে পারিনি। ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান মি: রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য বোধিমিত্র ভিক্ষু অভিধানের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে যে সহায়তা দিয়েছেন তজ্জন্য ট্রাস্ট তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সময়ে কর্মরত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এই প্রকাশনার পেছনে একাগ্রতা ও সহানুভূতির সাথে যে শ্রম দিয়েছেন তজ্জন্য ট্রাস্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানটি ভুলত্রুটি বিহীন ছাপাতে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছি, তবুও যদি কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় বোর্ডকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করা হবে।

সকল প্রাণী সুখী হোক

বিমল কান্তি বড়ুয়া
সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

মুখবন্ধ

মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। মানবজীবনে শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বে প্রায় পৌনে তিন হাজার ভাষা প্রচলিত ছিল ; কালের গর্ভে অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পালি ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের মধ্যবর্তী স্তর হলেও এটি স্বতন্ত্র ভাষা। প্রাকৃত ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের কথ্যভাষায় রূপ নেয়। তার পূর্ববর্তী রূপ মাগধী এবং পরবর্তীরূপ অপভ্রংশ।

মাগধী ভাষাই পরিশীলিত হয়ে পালি ভাষা নাম ধারণ করে বিশাল পালি সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কালে কালে এই ভাষা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছে। অপভ্রংশ হতে পরবর্তী স্তর নব্যভারতীয় আর্যভাষা — বিহারী, উড়িয়া, বাংলা, অসমী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি। পণ্ডিতগণ মনে করেন, চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। বৌদ্ধ চর্যাপদ বাংলা কাব্য জগতের মূল উৎস। চর্যাপদে যে সাধনার শুরু তার পরিণতি লাভ করেছে বৈষ্ণব পদাবলী তথা বাউলের একতারার সুরে। সুতরাং পালি শব্দ-সম্ভারের বিচার বিশ্লেষণ এখন শুধু বৌদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমগ্র বিশ্বে তা পরিব্যাপ্ত।

বুদ্ধযুগে প্রাচীন ভারতের শক্তিশালী রাজ্য ছিল কোশল (উত্তরে নেপাল, দক্ষিণে গঙ্গা), গঙ্গা প্রবাহিত পশ্চিম প্রান্ত এবং পূর্বে বৃজি গণতন্ত্র ও মগধ। বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশাল অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানীয় ভাষা প্রচলিত ছিল তার উপর ভিত্তি করেই সর্বজনগ্রাহ্য যে কথ্য ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সেটাই পালি ভাষা। এক সময় কোশল ও মগধ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল পালি। ক্ষত্রিয়, শ্রেষ্ঠী, বণিক,বৈশ্য প্রভৃতি আপামর জনসাধারণ এ ভাষাতেই কথা বলতেন।

বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই পালি কথ্য ভাষাকেও যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা বলা যায়না। কারণ, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে পালি ত্রিপিটক সিংহলে (শ্রীলংকায়) লিপিবদ্ধ করা হয়। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে এই পালি ভাষা অনেক পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যরূপ লাভ করে। ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে পালি ভাষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক ভাষাসমূহের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই পালি ভাষার মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় উপ-মহাদেশের, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ অধ্যুসিত দেশসমূহের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালি ভাষার উৎকর্ষসাধন, পঠন-পাঠন ও গবেষণা চলছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, পাঠকদের জন্য পালি শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, বর্ণ-বিন্যাস, শব্দকোষ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ একান্ত অপরিহার্য। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাভাষায় এ জাতীয় অভিধানের অভাব উপলব্ধি করেই 'পালি-বাংলা অভিধান' রচনার এ প্রয়াস।

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত, ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মনীষী, ভারতীয় সংঘরাজ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের সুযোগ্য শিষ্য, পালি শাস্ত্রকোবিদ শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির পালি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে আজীবন সাধনা করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ সাংঘিক জীবনে তিনি পালি সাহিত্য ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি শিক্ষকতার পরম আদর্শকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নেত্তিপ্রকরণসহ বহু পালি গ্রন্থের অনুবাদ ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখে

বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতো একাধারে বিদর্শন চর্চা ও সাহিত্য প্রতিভার বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী খুব কমই আছেন। পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার এরূপ সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব সচরাচর দেখা যায়না।

পালি-বাংলা অভিধান সংকলনের কাজ যেমন প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তেমন দুরূহ ও কঠিন। Robert Caesar Childers যখন সর্বপ্রথম Pali Dictionary সংকলন করেছিলেন, তখন তাঁর হাতে লব্ধ মাত্র পনের হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত পালি ত্রিপিটকের উপর ভিত্তি করেই ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়েছিল। শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির লণ্ডনস্থ পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৬৬) ও T W Rhys Davids সংকলিত Pali English Dictionary এবং A.P Buddhadatta Mahathera প্রণীত (কলম্বো - ১৯৫৮) Concise Pali-English Dictionary-এই দুটি অভিধানের উপর ভিত্তি করে পালি ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনীসমূহের একটি তুলনামূলক গবেষণায় দীর্ঘদিন গভীর মনোনিবেশ সহকারে রত থেকে পালি-বাংলা অভিধানের পণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। ইংরেজি, বাংলা, বার্মিজ, সিংহলী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলেই এরূপ দুরূহ ও কঠিন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সারাজীবনের জ্ঞান চর্চার এই ফসল পালি-বাংলা অভিধানটি তিনি জীবদ্দশায় ছাপানো অবস্থায় দেখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশকের অভাবে তাঁর সেই অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হয়নি। দীর্ঘদিন পরে হলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' এ জাতীয় বিরল অভিধান প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলা ভাষাভাষী পণ্ডিত ও পাঠক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে। তজ্জন্য ট্রাস্টের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নিয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের অন্যান্য সদস্য তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও শ্রম দিয়ে সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

ইতিপূর্বে এ জাতীয় পালি-বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়নি। এটা একটি দুর্লভ কাজ। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশনায় ক্ষণিক ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পণ্ডিত, গবেষক ও পাঠকের সুপরামর্শ পেলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হবে। এই অভিধান প্রকাশিত হওয়ায় শুধু পালি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষকদের প্রভূত কল্যান সাধিত হবেনা, বাংলা ভাষা-ভাষী অনুসন্ধিৎসুদেরও বহু উপকারে আসবে।

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের

অবতরণিকা

১। অভিবাদিয রতনত্তয়ং আচরিয়ুপজ্ঝাযস্পি চ,
আরব্ভযিস্সামি আদরেন লিখিতুং বঙ্গভাসায;
ঞত্বা'হং চিরপযোজনং পালিসিক্খা মানসা,
মহাভিধানং তেসং হিতায় চ সুখায চ।

২। ব্যাকরণঞ্চ উপমাদযো এতে সমন্নাগতা,
সঙ্গহিত সদ্দাদীহি মূলাদি পিটকত্তযতো;
সদ্দসম্ভারেন ইদং মহাভিধানং যথাকারং,
সম্পাদিত মযা অতিবিরিযেন সুদুক্করং।

৩। এতেন লভন্তু ঞাণং ধম্মস্স অমতাস্সাদং,
নিব্বানাভিমুখা হোন্তু পালিসদ্দ গবেসকা;
দত্বা চ ইমং ঞাণপরিযাযস্স হেতুং,
অহম্পি যাচামি নিব্বানং সন্তিকরং সুখং।

প্রাকৃতিক ভাষার ক্রমোন্নতির পরিণতিতে প্রচলিত কথ্যভাষাই পালিভাষা। প্রাচীন তথা ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক উত্তর ভারতীয় আর্যাবর্তের স্থানসমূহে জনগণের কথ্যভাষা ছিল এই পালিভাষা।

অনাদি অনন্তকাল হইতে ভগবান বুদ্ধের সময় পর্যন্ত শ্রুতি ও স্মৃতির প্রাধান্য ছিল অধিক, লিখিত ও পরিমার্জিত ভাষার প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে। তখনকার সময়ে এই পালিভাষা ছিল প্রধান এবং জনসমাজের সহজবোধ্য। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধ তাঁহার নবলব্ধ লোকোত্তর ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন জনপ্রিয় সহজবোধ্য এই পালিভাষার মাধ্যমে। তাঁহার সেই সুমুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীসমূহ পরবর্তী সময়ে বহুশ্রুত মনীষীগণ এই পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন ইহার প্রতি গৌরব করিয়া। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই মহান কার্য সম্পাদন করা হইয়াছিল সম্রাট অশোকের সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গায়ণে। এই কার্য সম্পাদন হওয়ার পর হইতেই জগতে গ্রন্থাকারে সাহিত্য ও সাহিত্যরসের সৃষ্টি হয় বলিয়া সাহিত্যিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

হস্তলিখিত পালিসাহিত্য রচিত হওয়ার পর ইহাকে ভিত্তি করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষার গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে পাণিনি আদি ব্যাকরণ রচিত হয়। এই পালিভাষারই সংস্কার সাধন করা হয় যাহার ফলে নতুন একটি পরিমার্জিত ভাষার উদ্ভব হইয়া লিপিবদ্ধভাবে গৃহীত হয়। উহারই নাম সংস্কৃত ভাষা, যেহেতু সংস্কারকৃত সেই অর্থে সংস্কৃত। অতএব, পালি যেমন সাহিত্য ও সাহিত্যরসে জগতে আদি, তেমন পালিভাষা জননীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষার মূলভিত্তি। ভাষা গবেষণায় পরবর্তী সংস্কৃত ভাষা মার্জিত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ হইলেও সেই প্রাচীন পালিভাষা উহা অপেক্ষা অদ্যাবধি শব্দসম্ভারে, ভাবে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে ও শব্দালঙ্কারে কম ঐতিহ্যপূর্ণ নহে।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এশিয়ায় এই পালি সাহিত্য গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল, এমনকি সুদূর ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও ইহা মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। ইহাকে ভিত্তি করিয়া সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, কৃষ্টিতে জগৎ উন্নত। সত্য কথা বলিতে কি, পালি সাহিত্যের পূর্বে একমাত্র শ্রুতি ও স্মৃতি ব্যতীত সাহিত্যের যেমন প্রচলন ছিল না তেমন বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কৃষ্টিতেও জগৎ উন্নত ছিল না। পালি সাহিত্যই জগতে সভ্যতায় সর্বসংস্কৃতির আদি

প্রবর্তক, মনীষী, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকগণ প্রায়শ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই মূল্যবান পালিভাষার পালি-বাংলা অভিধান লেখায় আমার এই প্রয়াস।

বৌদ্ধভিক্ষু নাগার্জুনের প্রভাবাধীনে তৎকালীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা হইতে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। উহার নাম দেওয়া হয় মহাযান। মহারাজ কনিষ্কের সময়ে যে বৌদ্ধধর্মীয় সঙ্গায়ণ হয় উহাতে এই মহাযান মতবাদের বৌদ্ধসাহিত্যসমূহ অনুমোদিত হয়। এই বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি লিখিত হয় মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায়, যাহাকে বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষা বলা হয়। বৌদ্ধসঙ্গায়ণের ক্রমিক গণনায় সংখ্যানুসারে এই সঙ্গায়ণ ছিল চতুর্থ সঙ্গায়ণ, কিন্তু উহা মহাযানী মতে হওয়ায় উহাকে থেরবাদ বৌদ্ধ সঙ্গায়ণের ৪র্থ সংখ্যা হইতে বাদ দিয়া সিংহলে বট্টগামিনী অভয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সঙ্গায়ণ অনুষ্ঠিত হয় উহাকেই ৪র্থ সংখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনমিনের সময়ে তৎকালীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী মণ্ডালয় (মান্দাল) মহানগরীতে থেরবাদ ৫ম বৌদ্ধসঙ্গায়ণ হয়। পুনশ্চ স্বাধীন ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নু-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে ২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৪ ইংরেজির ১৫ মে তারিখে) ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন মহানগরীর অদূরবর্তী ইয়েণ্ডতে মহাপাষাণ গুহায় থেরবাদ ষষ্ঠ বৌদ্ধসঙ্গায়ণের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সঙ্গায়ণ একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল চলিতে থাকে। এই সঙ্গায়ণে পালি সাহিত্যের মূল, অর্থকথা, টীকাটিপ্পনীসমূহের ভুল শব্দ ও ভুল বানানগুলির প্রায় সংশোধন করা হইয়াছে, কিন্তু অন্তঃপ্রবিষ্ট থেরবাদী মতগুলির পরিবর্তন করা হয় নাই—যাহা মূল গ্রন্থসমূহের ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

মধ্যযুগের নানা বিপর্যয়ে বৌদ্ধধর্মের মূলভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পরিহানি ঘটে। ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও এই ধর্মের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে। তৎসঙ্গে পালিভাষারও বিলুপ্তি ঘটে। পালিভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সর্বরস সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করেন।

ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পালিসাহিত্যের প্রভাব যুগ-পরম্পরায় প্রোজ্জ্বল থাকে। এতদ্দেশে পালিভাষা গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষার মূল শব্দের বানানসমূহ ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণ অনুসারে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে লঙ্কা ও ইউরোপে পুনরায় ব্রহ্মদেশ হইতে পালিসাহিত্য সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া তদ্দেশীয় অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত হইলেও সেই ভুলগুলি প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়, যেমন—"প্রতি" শব্দের পরিবর্তে পড়িতে হয় "পটি", "পৃথিবী" শব্দের পরিবর্তে পড়িতে হয় "পঠবী"—এমন আরও অনেক শব্দ। সময়ে সময়ে নানা দেশের উচ্চারণের বিভিন্নতা হেতু এক শব্দের বানান দ্বিত্ব বা বহুল হওয়ায় শব্দ বাহুল্য ঘটিয়াছে, যেমন—"পেত্তিবিসয = পিত্তিবিসয = পিট্টিবিসয", "পথবী= পঠবী" ইত্যাদি। তদ্ধেতু মূল পালির প্রায় শব্দ ভারতীয় শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যরহিত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে ভারতে মূল পালিভাষার প্রচলন অতি বিরল, ভুলিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তথাপি উত্তর ভারতের গ্রাম অঞ্চলের কথ্য ভাষার সহিত আসামের ব্রাহ্মণ বড়ুয়াদের ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া ও চাকমা বৌদ্ধদের কথ্যভাষার সঙ্গে পালিভাষার হুবহু মিল রহিয়াছে। সুতরাং বানান পরিবর্তিত পালি শব্দগুলি ভারতীয়দের নিকট যেন কেমন ব্যঙ্গ উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। সেই কারণে শব্দবহুল হইলেও এই অভিধানে শব্দের কিছু কিছু বানান পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বাংলা বা ভারতীয় ভাষা বর্ণবহুল ভাষা, নির্বিবাদে উচ্চারণানুরূপ বর্ণ প্রতি শব্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বহির্ভারতীয় যে কোনো ভাষা বাংলা বা ভারতীয় ভাষার ন্যায় বর্ণবহুল নহে বলিয়া তাহাদের দেশে বৈদেশিক পালিভাষায় কল্পিত বর্ণ ব্যবহার করিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো হইতেছে, যেমন বাংলা ভাষায় "ড়, ঢ়" বর্ণ রহিয়াছে, উহার পরিবর্তে ব্রহ্মদেশে একশব্দে "ল্হ" বর্ণ করা হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজিতে রোমান বা ল্যাটিন

অক্ষরে বাংলার অনুরূপ 'l. lh" বর্ণদ্বয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে "য্হ", "হ্ম"-এর পরিবর্তে "ম্হ", "হ্ব" এর পরিবর্তে "ব্হ", "ত"-এর পরিবর্তে "ট", "থ"-এর পরিবর্তে "ঠ", "স্থ" ও "থ"-এর পরিবর্তে "ট্ঠ" ইত্যাদি বর্ণের অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। আমিও এই গ্রন্থে উহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া উচ্চারণানুসারে যথাযথ বর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি, যাহা পাঠকবর্গ অনুধাবন করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

১৯৫৪ ইংরেজিতে স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন মহানগরীর অদূরবর্তী ইয়েগুতে মহাপাষাণ গুহায় ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সদ্ধর্মপ্রাণ উ নু কর্তৃক থেরবাদ বৌদ্ধ ষষ্ঠ সঙ্গায়ণ অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমি ভারতস্থ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ মহানগরীর হৃদয়স্থিত গৌতমবুদ্ধ মার্গের বোধিসত্ত্ব বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময়ে কলকাতা Bengal Buddhist Association-এর সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উক্ত সঙ্গায়ণে যোগদানের জন্য আমি বর্মা গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হই। তৎসঙ্গে রেঙ্গুনে আমাদের জাতীয় বিহারে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনী বোর্ডে যোগদান করিবার জন্য নিজস্ব প্রেসে মুদ্রণের সুযোগদাতা গুমানমর্দন গ্রামের ব্রহ্মপ্রবাসী স্বনামখ্যাত Captain শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Ex. I. A. M. C. মহোদয়েরও সাদর আহ্বান পাই। তদনুসারে আমি বর্মা গভর্নমেন্টের খরচে ১৯৫৪ ইংরেজির ১৪ই মে তারিখে কলকাতা হইয়া আমরা কলকাতা নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ এবং ধর্মাঙ্কুর বিহারাধ্যক্ষ মদীয় গুরুদেব পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির তত্ত্বভূষণ, বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম বিশারদ মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং গৃহীর পক্ষে ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়া এম, এ, পি. এইচ. ডি বার-এট-ল মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা ১১জন সদস্য বর্মাপ্লেনে আকাশপথে বর্মা গভর্নমেন্টের অতিথি হইয়া রেঙ্গুন মহানগরীতে উপস্থিত হই। বর্মাগভর্নমেন্ট আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনার সহিত মিঙলাডোন প্লেন ঘাটি হইতে সঙ্গায়ণ স্থান ইয়েগুতে নিয়া যান। তথায় পৌঁছাইলে আমি এবং মদীয় গুরুদেব পূজনীয় শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় সঙ্গায়ণে সঙ্গীতিকারক (সঙ্গীতির সদস্য) নির্বাচিত হই। ১৫ই মে তারিখ হইতে আমাদের সর্বপ্রথম সঙ্গায়ণের কাজ আরম্ভ হয়। এই সঙ্গায়ণে একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল ত্রিপিটকের মূল অর্থকথা এবং টীকাদির সঙ্গায়ণ করা হয়। আমরা আমাদের প্রথম সন্নিপাতে মূল বিনয় পিটকের তিনমাস সঙ্গায়ণে সঙ্গীতিকারকের কার্য সম্পাদন করিয়া আমি এবং আমার গুরুদেব মহোদয় সঙ্গায়ণ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে রেঙ্গুন মহানগরীস্থ আমাদের জাতীয় বিহারে আসিয়া বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনী বোর্ডে যোগদান করি। এই বোর্ড হইতে ১৯৫৫ ইংরেজিতে সর্বপ্রথম "ত্রিপিটক প্রচার ফল" নামক আমার প্রথম পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৯৫৮ ইংরেজিতে মদীয় গুরুদেব পূজনীয় শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক প্রণীত "মধ্যম নিকায় ২য় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ" আমার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় যাহা বর্মা গভর্নমেন্টের মাধ্যমে বিশ্ববাসী শিক্ষিত সমাজে বিনামূল্যে সদ্ধর্মপ্রাণ Captain শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Ex. I. A. M. C. কর্তৃক বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার পর ১৯৬০ ইংরেজিতে "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র কীর্তনে" নামক আমার দ্বিতীয় পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৬২ ইংরেজিতে আমার তৃতীয় পুস্তক "বৌদ্ধ বন্দনা নীতি" প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে ১৯৬৩ ইংরেজিতে পূজনীয় রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির বিনয় বিশারদ কর্তৃক প্রণীত "দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি শ্রীত্রিপিটক পাব্লিশিং প্রেসের স্বত্বাধিকারী Captain শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Ex. I. A. M. C.মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রেসে আমার চতুর্থ পুস্তক "বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক গ্রন্থটি অর্ধছাপানো অবস্থায় ব্রহ্মদেশের শাসন বিপর্যয়ে আমাকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে ১৯৬৩ ইংরেজির ৩০শে এপ্রিল তারিখে। এই শাসন বিপর্যয়ে ব্রহ্ম সরকার বিদেশী বিতাড়ন নীতি গ্রহণ করায় বিদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই

বিপর্যয়ে আমার যন্ত্রস্থ প্রায় চারশত পৃষ্ঠার পুস্তকটি অর্ধ ছাপানো অবস্থায় আটক হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি।

১৯৫৬ ইংরেজিতে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির তাঁর পটঠান শিক্ষা উপলক্ষে রেঙ্গুনে অবস্থানকালে আমি বহুকষ্টে বহু অনুসন্ধানের পর একশত দশ টাকা মূল্যে "The Pali Text Society's Pali-English Dictionary" নামক গ্রন্থটি দেখিয়া তিনি আমার নিকট পালি বাংলার একটি অভিধান লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি প্রথমে এই দুষ্কর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না। তাঁহারই উৎসাহ এবং প্রেরণায় আমি ১৯৫৬ ইংরেজির ১৫ই মে তারিখে আমার ত্রিপিটক প্রকাশনী কার্যের অবকাশে "The Pali Text Society's Pali-English Dictionary by T. W Rhys Davids (London)" নামক অভিধানকে ভিত্তি করিয়া এই পালি-বাংলা অভিধান লেখা আরম্ভ করি। এই কার্যে আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির আমাকে "Concise Pali-English Dictionary by A. P Buddhadatta Mahathera (Ceylon)" নামক ছোট্ট একটি অভিধান দান করিয়া সাহায্য করেন। উহাতে আমার অভিধান সংকলনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। আমি ১৯৬৩ ইংরেজির ৩০শে এপ্রিল স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৬৪ ইংরেজির ২১শে জানুয়ারি তারিখে এই অভিধানের খসড়া কার্য সমাপ্ত করি। দ্বিতীয়বারে ইহার ফাইনাল কপি লেখা সমাপ্ত করি ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ইংরেজি ২৯শে ভাদ্র ১৩৭৩ বাংলা ২৫১০ বুদ্ধাব্দ। সুতরাং অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে একা এই সুমহান কার্য সম্পাদন করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্টজনিত কিরূপ ধৈর্যধারণ করিতে হইয়াছে তাহা সুধীসমাজের বিবেচ্য।

এই পালি-বাংলা অভিধানে পালিভাষার আধুনিক বাংলা শব্দার্থের সাথে বানান, বিশেষার্থ-বাচক শব্দসমষ্টির (Idiomatic Phrase) সংযোজন করিয়াছি এবং উদাহরণও যথাসম্ভব সংযোজন করিয়াছি। তৎসঙ্গে ব্যাকরণ অনুসরণেরও প্রচেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যতদূর সম্ভব বৌদ্ধযুগের তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, তথ্য, তত্ত্ব, ঘটনা, কাহিনীরও সংক্ষিপ্ত সংযোজনা করবার চেষ্টা করিয়াছি। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ষষ্ঠ সঙ্গায়ণের পূর্বে থেরীগাথার অট্ঠকথা থেরগাথা অট্ঠকথার সাথে সংযুক্ত ছিল, সেজন্য Rh. Davids এর অভিধানে কেবল থেরগাথা অট্ঠকথার উল্লেখ থাকায় আমিও উহার অনুকরণ করিয়াছি।

বহুদিনে বহু পরিশ্রমে আমি এই পালি-বাংলা অভিধানখানি লিখিয়া পালিভাষা তথা পালিশিক্ষানুরাগীদের অভাবনীয় অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পালি সাহিত্য সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, কৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক এবং লৌকিক-লোকোত্তর ভাবধারায় ভাববহুল। মানবসভ্যতার দিক দিয়া এই পালিসাহিত্যের মূল্য সমধিক, তদ্ধেতু আমি এই পালি-বাংলা অভিধান লেখার প্রয়োজন মনে করিয়াছি। ইহাতে পালিগ্রন্থ পাঠক-পাঠিকাবর্গের এবং পালিশিক্ষানুরাগীদের যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন নির্বাহ হইলে আমি আমার শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। এই বিরাট কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরিহার্য। সহৃদয় পাঠকবর্গ এরূপ কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করিলে পরবর্তী সংস্করণের জন্য সাদরে গৃহীত হইবে।

এই অভিধান সঙ্কলনে যাঁহারা আমাকে বাচনিক উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া কার্যে ব্রতী করিয়াছেন তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষত আমার বন্ধুপ্রবর মির্জাপুর পালি কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত মহাস্থবির বিনয়-সূত্রবিশারদ আমাকে "Concise Pali-English Dictionary by A. P Buddhadatta Mahathera (Ceylon)" গ্রন্থখানি দান করিয়া আমার কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। গুমানমর্দন গ্রামের রেঙ্গুন প্রবাসী Captain শ্রীযুত সুধাংশু বিমল বড়ুয়া Ex. I. A. M. C. মহোদয়ের সদ্ধর্মসেবায় উদারনীতি

আমার এই সংক্ষিপ্ত লেখনিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় বলা যায়, সদ্ধর্মসেবায় তিনি স্বীয় অর্জিত সম্পত্তির এক বৃহদাংশ দান করিয়াছেন। বর্মা গভর্নমেন্টের মৌখিক সহানুভূতিতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনী বোর্ডের মুদ্রণকার্য সম্পাদনের জন্য তিনি প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ছাড়া বোর্ডে ত্রিপিটক লেখার কার্যে রত ভিক্ষুদের যাবতীয় ব্যয়ভার ও তত্ত্বাবধান তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অনুরূপ কার্য করতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। আমি যতদিন বর্মায় ছিলাম সর্বপ্রকারে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিলাম এবং আমার আহার-বিহারাদি যাবতীয় খরচ তিনিই যোগাইয়াছেন। আমার পালি-বাংলা অভিধান লেখার জন্য তিনি একশত দশ টাকায় খরিদ করিয়া "The Pali Text Society's Pali-English Dictionary by T. W Rhys Davids (London)" গ্রন্থখানি দান করেন। যাঁহাকে ভিত্তি করিয়া আমি এই গ্রন্থ লেখার সূচনা করি তিনি আমার নিকট কেবল ধন্যবাদের পাত্র নহেন, আমি তাঁহার সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা করিতেছি। রাঙ্গুনিয়া গ্রামের রেঙ্গুনপ্রবাসী শ্রীযুত ইন্দুভূষণ তালুকদার "English-Bengali Dictionry by A. T. Dev." বইখানি দান করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আবদুলাপুর গ্রামের রেঙ্গুনপ্রবাসী শ্রীমৎ যোগানন্দ ভিক্ষু "বাঙ্গালা শব্দবোধ অভিধান by A. T Dev." গ্রন্থখানি সাময়িকভাবে দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু—

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
২৫১০ বুদ্ধাব্দ

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির
বিনাজুরী শ্মশান বিহার, বিনাজুরী, চট্টগ্রাম

পালি বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্
য্	র্	ল্	ব্	স্
	হ্	ল্		

অ-কারান্ত, আ-কারান্ত --- বর্ণমালা

ক	কা	কি	কী	কু
	কূ	কে	কো	

সংযুক্ত বর্ণমালা

ক্ক	ক্খ	ক্য	ক্রি	ক্ল
খ্য	খ্ব	গ্গ	গ্ঘ	গ্র
ঙ্ক	ঙ্খ	ঙ্গ	ঙ্ঘ	চ্চ
চ্ছ	জ্জ	জ্ঝ	ঞ্ঞ	ঞ্হ
ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ট্ট
ট্ঠ	ড্ড	ড্ঢ	ণ্ণ	ণ্ট
ণ্ঠ	ণ্ড	ণ্ঢ	ণ্হ	ত্ত
থ্য	ত্ব	ত্র	দ্দ	দ্ধ
দ্র	দ্ব	ধ্ব	ন্ত	ন্থ
ন্দ	ন্ধ	ন্ন	ন্হ	প্প
প্ফ	ব্ব	ব্ভ	ব্র	ম্প
ম্ফ	ম্ব	ম্ভ	ম্ম	ম্হ
য্য	য্হ	ল্ল	ল্য	ল্হ
ব্হ	স্স	স্ম	স্ব	হ্ম
	হ্ব	ল্হ		

বর্ণের উচ্চারণ বিভাগ

উচ্চারণ স্থান	স্বরবর্ণ ৮টি		পঞ্চবর্গের ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ				অ বর্গের ৮ টি বর্ণ	
	হ্রস্ব	দীর্ঘ	বর্গের নাম	অঘোষ বর্ণ	ঘোষ বর্ণ	ঘোষ নাসিক বর্ণ	ঘোষ বর্ণ	অঘোষ বর্ণ
কণ্ঠ guttural	অ	আ	ক বর্গ	ক খ	গ ঘ	ঙ	হ	—
তালু palatals	ই	ঈ	চ বর্গ	চ ছ	জ ঝ	ঞ	য	—
মূর্ধা cerebrals	—	—	ট বর্গ	ট ঠ	ড ঢ	ণ	ল ল্‌হ র	—
দন্ত dentals	—	—	ত বর্গ	ত থ	দ ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ libials	উ	ঊ	প বর্গ	প ফ	ব ভ	ম	—	—
কণ্ঠ-তালু palato-guttural	—	এ	—	—	—	—	—	—
কণ্ঠ-ওষ্ঠ labio-guttural	—	ও	—	—	—	—	—	—
দন্ত-ওষ্ঠ dental-labial	—	—	—	—	—	—	ব	—
নাসিক nasal	ং নিগ্রহিত (নিগৃগহিত) বা নাসিক বর্ণ							

ড় ঢ়—ইহাদের উচ্চারণ প্রায় ল এবং ল্‌হ-এর মতো। রোমান অক্ষরে ইহার পরিবর্তে ḷ, ḷh ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্মা পালিতে কেবল ড়-এর ব্যবহার আছে, ঢ়-এর ব্যবহার দেখা যায় না।

ব্যাকরণসংকেত সম্বন্ধীয় পরিচিতি

১। বিশেষ্য—

পুং—পুংলিঙ্গ Masculine (M.)
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ Feminine (F.)
ক্লী—ক্লীবলিঙ্গ Neuter (N.)
সর্ব—সর্বনাম পদ Pronoun (Pro.)
ক্রি-বি—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য Abstract (Abs.) & gerund (Ger.)

২। বিশেষণে—

বিণ—বিশেষণ Adjective (Adj.)
ব-বিণ—বর্তমান কৃদন্ত বিশেষণ Present participle (Pr. pt.) Gerundive (Grd.)

ভ-বিণ—"তব্য" উচিত বা যোগ্যার্থে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ভাববাচ্য কৃদন্ত বিশেষণ Future passive participle
অ-বিণ—অতীত কৃদন্ত বিশেষণ Past participle (P.pt.)
ক্রি-বিণ—ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ Adverb (Adv.)

৩। কারকে—

কর্তৃ—কর্তৃকারক Nominative (Nov.)
কর্ম—কর্মকারক Accusative (Acc.)
করণ—করণকারক Instrumentle (Inst.) & Causative (Cau.)
সম্প্রদান—সম্প্রদানকারক Dative (Dat.)
অপাদান—অপাদানকারক Ablative (Abl.)
সামি বা সম্বন্ধ—সামিবচন বা সম্বন্ধপদ Genitive (Gen.)
ওকাস বা অধিকরণ—ওকাস বা অধিকরণ কারক Locative (Loc.)
আলাপন বা সম্বোধন—আলাপন বা সম্বোধন পদ Vocative (Voc.)

৪। ক্রিয়ায়—

ক্রি—ক্রিয়া Verb (V.)
অতীত—অতীতকাল Aorist (Aor.) & Pretiriate (Pret.)
বর্তমান—বর্তমানকাল Present tense
ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎকাল Future tense
কর্ম-বা—কর্মবাচ্য Passive voice (Pass.)
করণে—করণকারকে Causative (Caus.)
তুম্—তুম্ বা অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ Infinitive (Inf.)
সপ্তমী—যদ্যর্থে বর্তমান ক্রিয়ার সপ্তমী বিভক্তি Potential (Pot.)
পঞ্চমী—আদেশ বা অনুনয় বা অনুমত্যার্থে বর্তমান ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তি Imperative (Imp.)
উত্তম—উত্তম পুরুষ First person (1st per.)
মধ্যম—মধ্যমপুরুষ Second person (2nd per.)
প্রথম—প্রথমপুরুষ Third person (3rd per.)

৫। বচনে—

এক-ব—একবচন Singular (Sig.)
বহু-ব—বহুবচন Plural (Plu.)

৬। অব্যয় ও অন্যান্য—

= — সমান অর্থবাচক শব্দ
অ—অব্যয় Conjunction (Con.) এবং অনিয়ন্ত্রিত বিভক্তিহীন শব্দ Indecline or Absolute
বি-ভা—বিশেষ ভাষা Phrase (Ph.)
বিপ—বিপরীত Opposite (opp.)
⇒ দ্রষ্টব্য বা দেখুন অর্থে।

পালি-বাংলা অভিধান

অ

অ—১ বর্ণমালায় স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর বা আদ্যবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজ বর্ণ বলে। ২ পদাদ্বয়ী অব্যয়। 'আ' এর ব্যবহার উপপদরূপে বা সংক্ষিপ্তভাবে এবং দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে, যথা—আ + কোসতি = **অক্কোসতি** (সংস্কৃত শব্দ—আক্রোশ), সেইরূপ **অক্খাতি** (সংস্কৃত শব্দ—আখ্যা)। ৩ 'আ' এর পরিবর্তেও স্বল্প উচ্চারণে 'অ' প্রায়ই সরল ও অনুনাসিক হইয়া একক ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে, যথা—আ + নন্তক = **অনন্তক**, আ + মজ্জপ = **অমজ্জপ**, আ + মাপয = **অমাপয**, আ + পস্সন্ত = **অপস্সন্ত**। ৪ 'না' অর্থেও ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে, যথা—ন + আগরিক = **অনাগরিক**, ন + ভাব = **অভাব**।

অংস (পুং, ক্লী) ১ অংস, স্কন্ধ, কাঁধ, স্কন্ধদেশের অর্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান। ২ ভাগ, অংশ, খণ্ড, স্থান। (দীর্ঘনিকায়) **অতীত অংসে**—অতীতে, পূর্বকালে, ইতঃপূর্বে, পুরাকালে, পূর্বভাগে।

অংসকূট (পুং, ক্লী) অংসকূট, স্কন্ধ, কাঁধ, কণ্ঠাস্থি, স্কন্ধস্থিত মাংসপিণ্ড, যেমন—ষাঁড়ের স্কন্ধস্থিত মাংসপিণ্ড বা চোঁট। অংস (স্কন্ধ) স্থিত কূট (পর্বতশিখর) অর্থাৎ উন্নত মাংসপিণ্ড।

অংসপুট = **অস্সপুট**। ⇒ **অস্সপুট**।

অংসবদ্ধক (পুং, ক্লী) = **অংসবট্টক**। ⇒ **অংসবট্টক**।

অংসবন্ধক (পুং, ক্লী) = **অংসবট্টক**। ⇒ **অংসবট্টক**।

অংসবন্ধন (পুং, ক্লী) = অংসবন্ধনী, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত একাংশিক বস্ত্র। = **অংসবট্টক**।

অংসবট্টক (পুং, ক্লী) স্কন্ধচামাটি, অংসকূট সদৃশ স্কন্ধস্থিত চামড়ার থলিবিশেষ। ⇒ **অংসবন্ধন**।

অংসবত্তক = **অংসবট্টক**। ⇒ **অংসবট্টক**।

অংসবদ্ধ (পুং, ক্লী) = **অংসবন্ধন**। ⇒ **অংসবন্ধন**। ⇒ **বদ্ধ** (৩)।

অংসবদ্ধক (পুং, ক্লী) = **অংসবদ্ধ**। ⇒ **অংসবদ্ধ**।

অংসি (পুং) (বৈদিক শব্দ : অশ্রি, অশ্র = অশনি), ধার, প্রান্ত, কোণ।

অসিযতি (ক্রি) = **অস্সিযে**। ⇒ **অস্সিযে**।

অংসু (পুং) (সংস্কৃত—অংশু) ১ সূর্যরশ্মি, আলোর ছটা। ২ সূতা, সূত্র, তন্তু।

অংসুক (ক্লী) কাপড়, বস্ত্র।

অংসুমালিন (পুং) সূর্য।

অংসুমালী (পুং) সূর্য।

অইহব তুণ্ডি—কণ্টকবন (সাহিত্যে), ঘোড়ার দাঁত। ⇒ **অস্সকণ্ণ**।

অকক্কস (বিণ) অকর্কশ, অবঙ্কুর, মসৃণ, তেলা, চিক্কণ, নরম, কোমল, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অপ্রতিহত। = **অকাচ, অগড়িত**।

অকক্কসঙ্গ (বিণ) [অ + কক্কস + অঙ্গ] মসৃণ বা সুন্দর অঙ্গযুক্ত। ⇒ **অকক্কস**।

অকক্খলতা = **অকক্খলতা**।

অকক্খল (বিণ) কর্কশ বা শক্ত নহে এমন, কোমল, নরম, হৃদয়বান, দয়ার্দ্র, সুখকর, মৃদু, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, অবঙ্কুর, মসৃণ, তেলা, চিক্কণ, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অপ্রতিহত। = **অফরুস**। ⇒ **অকক্কসঙ্গ**।

অকক্খলতা (স্ত্রী) সভ্যতা, ভদ্রতা, শান্তভাব, দয়ার্দ্রতা, প্রফুল্লতা। = **সণ্হ**।

অককখলভাব (পুং) শান্তভাব, দয়াভাব, ভদ্রভাব, সভ্যতা।

অককখল বচত—দয়াপূর্ণ কথা, সুখকর কথা, শান্তবাক্য। = **অফরুস-বাচতা, মুদুবাচতা**।

অকঙ্খ (বি) সন্দেহমুক্ত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত, যিনি সন্দেহবিমুক্ত, যিনি বিজ্জা (বিদ্যা) বা যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, পূর্ণজ্ঞানী। (যৌগিকে) **অকঙ্খ অপিহ অনুপয**। (সুত্তনিপাত) **অখিল অকঙ্খ**। (তুলনীয়) **বিতিণ্ণকঙ্খ, নিকঙ্খ**।

অকঙ্খা (স্ত্রী) নিঃসন্দেহ অবস্থা, সন্দেহরহিত অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, স্পৃহা, অপেক্ষা, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, সন্দেহমুক্ত অবস্থা, নিশ্চিত ভাব।

অকাঙ্খিন (বি) নিঃসন্দেহ, অতি বিশ্বাসী, সাহসী, সুনিশ্চিত, নিশ্চিত, বিশ্বাসযোগ্য, সন্দেহশূন্য, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য। (তুলনীয়) **অকঙ্খ**।

অকচ্ছ (বি) অকথিত। ⇒ **কচ্ছ** (৩)।

অকট (বি) **অকত**। ⇒ **অকত**।

অকটযূস (পুং, ক্লী) স্বাভাবিক রস, প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ রস। ⇒ **যূস** (২)।

অকট্ঠ (বি) অকর্ষিত, অপ্রস্তুত, চাষ দেওয়া হয় নাই এমন। ⇒ **কট্ঠ** (১)।

অকঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনতার অভাব, দৃঢ়তার অভাব, কোমলতা, নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা। (বিপ) **কঠিনতা**। (যৌগিকে) **অকঠিনতা অককখলতা**। (তুলনীয়) **অকঠিনভাব** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

অকণ (বি) ক্ষুদ-কুঁড়াহীন, কণাহীন, ভাঙ্গা কণা নাই এমন, ঢেঁকি-ছাটা, ক্ষুদ নাই এমন, গোটা গোটা চাউল। ⇒ **কণ**।

অকণিকা (বি) দাগহীন, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, তিল নাই এমন, দোষশূন্য। (বিপ) **সকণিকা**। ⇒ **কণিকা** (২)।

অকণ্টক (বি) ১ অকণ্টক, কণ্টকহীন, নিষ্কণ্টক, শত্রুহীন। = **নিক্কণ্টক**। ২ (চরিত্রে) চোরের দ্বারা নিরুপদ্রব, শান্ত, বিনাক্ষতিতে, ক্লেশহীন, আরামজনক, সহজ, সোজা, সুখজনক, ক্ষতিকর নহে এমন, মুক্ত, বাধাহীন। (বিপ) **সকণ্টক**। (তুলনীয়) **কণ্ডক**। ⇒ **কণ্টক (৪)**।

অকণ্হ (বি) কৃষ্ণবর্ণ নহে এমন, যাহা নীচ বা হীন নহে, উজ্জ্বল, আঁধার বা কালো বর্ণ নয় এমন, অসৎ প্রকৃতির নয় বা পাপী নয় এমন, নিষ্পাপ। (দীর্ঘনিকায়) **অকণ্হ-অসুক্ক**। (জাতক) **অকণ্হ নেত্ত**—উজ্জ্বল চক্ষু (পিঙ্গলনেত্ত রাজার বর্ণনায়, মারের চক্ষু পিঙ্গলনেত্ত হইলেও ইহা মারের বিপরীত শব্দ)। ⇒ **অসুক্ক**।

অকণ্হ নেত্ত (বি) উজ্জ্বল চক্ষু, যাহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল। ⇒ **অকণ্হ**।

অকত (অ-বি) [অ + কত, ন + কত] অকৃত, করা হয় নাই এমন, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক।

অকতকম্ম (বি) অকৃতকর্ম, যাহার কাজ এখনও সম্পন্ন করা হয় নাই, যে ব্যক্তি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না।

অকতকল্যাণ (বি) অকল্যাণকারী, অনুপকারী, অহিতকারী, অনিষ্টকারী। ⇒ **কতকল্যাণ**।

অকতকিব্বিস (বি) সচ্চরিত্রের, সৎ, সৎকর্মী। ⇒ **কতকিব্বিস**। (পুং) সৎ ব্যক্তি, ধার্মিক লোক।

অকতঞ্ঞু (বি) ১ অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, নিমকহারাম, উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এমন। = **কতগুণং অজানান্তা** (জাতক অর্থকথা)। ২ পুনর্জন্মরহিত জ্ঞান অর্থাৎ নিবৃত্তি বা নির্বাণ জ্ঞান (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **অকতঞ্ঞুরূপ, অকতঞ্ঞু সম্ভব**—অকৃতজ্ঞ স্বভাবযুক্ত।

অকতঞ্ঞুতা (স্ত্রী) অকৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার না করা। (যৌগিকে) **অকতঞ্ঞুতা অকতবেদিতা**।

অকঞ্ঞুরূপ (বি) অকৃতজ্ঞ স্বভাবের। **অকতঞ্ঞুসম্ভব**।

অকতঞ্ঞুসম্ভব (বি) অকৃতজ্ঞ প্রকৃতির। ⇒ **অকতঞ্ঞু**।

অকতত্তা—অসমাপ্ত রাখিয়া, অনুপস্থিতে বা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া।

অকতথদ্ধ (বি) অদৃঢ়, অশক্ত, নরম, হালকা। ⇒ **কতথদ্ধ**।

অকতপরিগ্গহ (বি) অবিবাহিত, বিবাহ করে না এমন, দারপরিগ্রহ করে নাই এমন।

অকতপাপ (বি) পাপকর্ম করে না এমন, পাপহীন, নিষ্পাপ, পুণ্যবান, ধার্মিক।

অকতপাপকম্ম--যে পাপকার্য করে নাই। ⇒ **কতপাপকম্ম**।

অকতপুঞ্ঞ (বি) অকৃতপুণ্য, অধার্মিক, যে ব্যক্তি পুণ্যকার্য করে না বা করে নাই। (পুং) পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যহীন ব্যক্তি।

অকতপুঞ্ঞতা (স্ত্রী) পুণ্যকার্য না করিবার ফলে, পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্য না থাকার ফলে।

অকতমল্লক (বি) অকৃত্রিম, আসল, প্রকৃত, স্বাভাবিক, বিশুদ্ধ, অকপট। (বিপ) **কতকমল্লক**।

অকতযোগ্গ (বি) কাজের অযোগ্য, অশিক্ষিত, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন।

অকতলুদ্দ (বি) দয়ালু, সৎ, ভদ্র, সাধু, অহিংস্র। ⇒ **কতলুদ্দ**।

অকতলুদ্ধ (বি) নির্লোভ, অলোভী, লোভহীন। ⇒ **কতলুদ্ধ**।

অকতবুদ্ধি (বি) মূর্খ, বোকা। (বিপ) **কতবুদ্ধি**।

অকতহত্থ (বি) অদক্ষ, সিদ্ধহস্ত নহে এমন, অচতুর, আনাড়ি, অপ্রস্তুত, নিপুণহস্ত নহে এমন। ⇒ **কতহত্থ**।

অকতাগস [অকত+আগস] পাপ না করিয়া। ⇒ **আগু, আগস।**

অকতাভিনিবেস (বিণ) অমনোযোগী। ⇒ **কতাভিনিবেস।**

অকত্তব্ব (বিণ) অকর্তব্য, অনুচিত, যাহা করা উচিত নয়, যাহা করিবার নয়। (ক্লী) অকর্তব্য, অকর্তব্য কার্য, অনুচিত কার্য, করিবার নয় এমন কার্য।

অকত্তব্বরূপ= অকিরিয়রূপ। ⇒ **অকিরিয়রূপ।**

অকত্থতি (ক্রি) অহঙ্কার না করা, আছে বলিয়া গর্ব না করা। (ব-বিণ) **অকত্থমান।** ⇒ **কত্থতি।**

অকত্থং কত্থিন (বিণ) সন্দেহমুক্ত (বর্ণনায়) **অরহন্ত।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনা অনুসারে ইহার অর্থ)'ইহা কিরূপে হইল এবং কিরূপে' ইহা না বলিয়া। (বি-ভা) **তিন্ন বিচিকিচ্ছো বিহরতি**—অকত্থঙ্কথী কুসলেসু ধম্মেসু (দীর্ঘনিকায়)। **ঝাযী অনেজো অকত্থঙ্কথিন** (ধর্মপদ)।

অকথন (ক্লী) না বলা, অকথন, কথা না বলা, আলাপ না করা, (ক্রোধবশে) আলাপ না করা।

অকথনসীল (বিণ) অকথনশীল, যাহার কম কথা বলিবার অভ্যাস আছে, বাচাল নহে এমন, অনতিভাষী, অল্পভাষী।

অকদ্দম (বিণ) অকর্দম, পঙ্কহীন, কর্দমমুক্ত, ধূলি কিংবা কর্দম নাই এমন, পবিত্র, পরিষ্কৃত, নিষ্পাপ।

অকনিট্ঠ (বিণ) অকনিষ্ঠ, ছোট নয় অথবা কনিষ্ঠ নয় এমন, ক্ষুদ্র নয় অথবা ছোট নয় এমন অর্থাৎ বৃহত্তর, উর্ধ্বতম। (পুং) অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোক। ইহা ভবাগ্র বা রূপব্রহ্মলোকের উর্ধ্বতন ভূমির নামবিশেষ।

অকনিট্ঠগামিন (বিণ) অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী, যিনি ধ্যান-সাধনায় ভবাগ্র অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন।⇒ **পরিনিব্বাযিন।**

অকনিট্ঠভবন— অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোক বা ব্রহ্ম-আবাস।

অকন্ত (বিণ) অবাঞ্ছিত, অনিচ্ছিত, নিরানন্দজনক, অস্বীকার্য। ⇒ **কন্ত** (১)।

অকন্তেন (ক্রি-বিণ) অকরুণ নিষ্ঠুর বচনে, কর্কশ কথায়, নিরানন্দ জনক বা অপ্রীতিকর কথায়।

অকন্দিত (বিণ) [অ+কন্দিত] ক্রন্দন বা বিলাপ করে না বা করে নাই এমন, অননুতপ্ত, শোকহীন। ⇒ **কন্দিত।**

অকপণ (বিণ) [অ + কপণ] দরিদ্র নহে এমন, ধনী। ⇒ **কপণ** (১)।

অকপ্প (বিণ) অনুপম, নিরুপম, অতুল, অতুলনীয়, কল্পনার অতীত।

অকপ্পিয (বিণ) [অ + কপ্পিয] ১ আইনসঙ্গত নহে এমন, বিধিমত নহে এমন, অবৈধ, অসঙ্গত, অযোগ্য, অপ্রকৃত, অনুপযুক্ত। ⇒ **কপ্পিয** (১)। (ক্লী) অসঙ্গত বিষয় বা ব্যাপার, অবৈধ অবস্থা, যে সব বস্তু ভিক্ষুরা গ্রহণ করিতে পারে না, অযোগ্য বা অনুপযুক্ত দ্রব্য। ২ কাল বা সময়মুক্ত, সংসারমুক্ত। (বর্ণনায়) অর্হৎ বা "**অরহত**"।

অকপ্পিয ভণ্ড (ক্লী) অনুপযুক্ত ভাণ্ড, যেসব বস্তু গ্রহণ ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা।

অকম্প (বিণ) অকম্পিত, অসঞ্চালিত, কম্পিত হয় না এমন।

অকম্পন (বিণ) কম্পিত হয় না এমন, কাঁপে না এমন, সাহসী, নির্ভীক।

অকম্পন সভাব (পুং) অকম্পন স্বভাব, নির্ভীক অবস্থা, সাহস। ⇒ **অবেধ ধম্ম।** (বিণ) অকম্পন স্বভাবযুক্ত, অবিচলিত, অক্ষোভ্য, স্থির, শান্ত। = **অবেধ।**

অকম্পমান (ব-বিণ) কম্পিত হয় না এমন, অকম্পমান, দৃঢ় আছে এমন, নিরুদ্বিগ্ন, ইতস্তত করে না এমন। ⇒ **কম্পিত।**

অকম্পিয (বিণ) অকম্পিত, অচল, কম্পনরহিত, স্থাবর, স্থির, অটল, দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তনশীল, কঠিন, স্থায়ী, অবিচলিত, অনুদ্বিগ্ন। ⇒ **কম্পিয।** (ক্লী) দৃঢ়তা অর্থাৎ যাহাকে শ্রদ্ধাবল-বীর্যবল ইত্যাদি '**পঞ্চবলানি**' বলা হয়।

অকম্পিযত্ত (ক্লী) অকম্পিত অবস্থা, অপরিবর্তনশীলতা, দৃঢ়তা, স্থিরতা, অটলতা।

অকম্মক (বিণ) কর্মে নির্ভরশীল নহে এমন, অকর্মক বা অকর্মণ্য, কর্মসম্বন্ধীয় নহে এমন, কাজের নহে এমন, কাজে লাগে না এমন। ⇒ **কম্মক।**

অকম্মকাম (বিণ) অলস, নিষ্কর্মা, জড়, নিষ্ক্রিয়, কাজ করিতে অনিচ্ছুক, অনুৎসাহী, অকর্মী। (বিপ) **কম্মকাম।**

অকম্মজ (বিণ) অকর্মজ, কর্মফল দ্বারা অনুৎপন্ন, অকর্মসম্ভূত, কর্ম দ্বারা সংঘটিত হয় না এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অকম্মজ আকাস; অকম্মজ নিব্বান।**

অকম্মজ আকাস—অকর্মজ শূন্যতা অর্থাৎ কর্মের ফল দ্বারা সম্ভূত হয় না এমন অবস্থা। (তুলনীয়) **অকম্মজ নিব্বান।**

অকম্মজ নিব্বান—পাপ ও পুণ্য যে কোনো কর্মহীন অবস্থায় শূন্যতামূলক অসম্ভূত নির্বাণ, নিরোধ বা নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ, কর্মদ্বারা সম্ভূত নহে এরূপ নির্বাণ। ⇒ **অকম্মজ।**

অকম্মএ্এ্এ (বিণ) অকর্মণ্য, অপ্রস্তুত, অনুপযুক্ত, কাজের অযোগ্য, অলস, জড়, মন্থরগতি। ⇒ **কম্মএ্এ্।**

অকম্মএ্এ্এতা (স্ত্রী) অকর্মণ্যতা, কাজের অযোগ্যতা, অনুপযুক্ততা, জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, মন্থরতা, নিশ্চেষ্টতা, অক্ষমতা, যাহা সহজে নড়ানো বা সরানো যায় না এমন অবস্থা, অলসতা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চিত্তগেলএ্এ্এং।** (বিভঙ্গ) **চেতসো লীনত্তং।**

অকম্মএ্এ্এভাব (পুং) **অকম্মএ্এ্এতা।** ⇒ **অকম্মএ্এ্এতা।**

অকম্মনিয = অকম্মএ্এ্ঞা ⇒ **অকম্মএ্এ্ঞ**।

অকম্মনিযতা অকম্মএ্এ্ঞতা। ⇒ **অকম্মএ্এ্ঞতা**।

অকম্মনিযভাব অকম্মএ্এ্ঞভাব। ⇒ **অকম্মএ্এ্ঞভাব**।

অকম্মনীয = **অকম্মএ্এ্ঞ**। ⇒ **অকম্মএ্এ্ঞ**।

অকম্মনীযতা অকম্মএ্এ্ঞতা। ⇒ **অকম্মএ্এ্ঞতা**।

অকম্মসীল (বিণ) অলস, নিষ্কর্মা, শ্রমবিমুখ।

অকম্মসীলত্তং (ক্লী) আলস্য, শ্রমবিমুখতা।

অকম্মাস (বিণ) অকলুষ, অমিশ্রিত, নির্দোষ, বিশুদ্ধ, সংলগ্ন, দোষশূন্য, ত্রুটিহীন, আদর্শ চরণবিশিষ্ট, দাসী নহে এমন। (ক্লী) সংলগ্নতা, সামঞ্জস্য। ⇒ **কম্মাস**।

অকম্মাসকারিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করে, যে ব্যক্তি নির্দোষ বা নিখুঁত কাজ করে। ⇒ **কম্মাসকারিন**।

অকরণ (ক্লী) অকরণ, অব্যবহার, অনাচার বা অনাচরণ অর্থাৎ বিরতি অর্থে। **পাণাতিপাতস্স অকরণ**—প্রাণিহত্যার কার্য না করা। ⇒ **করণ** ক্লী (১)]।

অকরণ বচন (ক্লী) না করিবার কথা, (কার্য) না করা বিষয়ে আলোচনা বা কথাবার্তা।

অকরণীয় (বিণ) অকরণীয়, করিবার অযোগ্য, অকর্তব্য, করার অনুপযুক্ত, নিষিদ্ধ, করিতে অসমর্থ, করিবার নাই বা নহে এমন। (ক্লী) নিষিদ্ধ বিষয়, যে কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

অকরুণ (বিণ) অকরুণ, দয়াহীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর।

অকরোন্তা (ব-বিণ) করে না এমন, আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করে না এমন, না করিয়া, আরব্ধ কার্য সমাপ্ত না করিয়া।

অকলহ (পুং) সমতান, স্বরের মিল, স্বর সামঞ্জস্য, মিলন, সম্মতি, মনের মিল, সামঞ্জস্য, সমন্বয়, চুক্তি, ঐক্য, অন্বয়, একমত, কলহশূন্যতা।

অকলু (পুং) সুগন্ধ মলম বা প্রলেপ। (জাতক) **অকলুঞ্চন্দনঞ্চ**; (বর্মা অক্ষরের জাতকে) **অগ্গলুন**। (জাতক অর্থকথা) **কালাকলুঞ্চ রত্তচন্দনঞ্চ** (কালো বা কৃষ্ণ বর্ণের মলম অর্থে)। (জাতক) **অকলু-চন্দনবিলিত্ত**; (বর্মা জাতকে) **অগ্গলু-চন্দনবিলিত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অকলু-তগর-তালীসক-লোহিত চন্দন**। ⇒ **অগলু**।

অকল্যতা (স্ত্রী) ভ্রান্ত, নিরানন্দ, বিভ্রম, অনুৎসুখ, অপ্রকৃতিস্থ। ইহা চিত্ত সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ। = **গিলানভাব**। ⇒ **কল্যতা**।

অকল্যরূপ (বিণ) অসন্তুষ্ট, অনুৎফুল্ল, নিরানন্দ। ⇒ **কল্যরূপ**।

অকল্যাণতা (স্ত্রী) অকল্যাণতা, অমঙ্গল অবস্থা, অশুভ অবস্থা।

অকল্যাণমিত্ত (পুং) অকল্যাণমিত্র, অধার্মিক বা অসৎ বন্ধু। ⇒ **কল্যাণমিত্ত**।

অকল্যাণমিত্ততা (স্ত্রী) অকল্যাণ মিত্রতা, অধার্মিক বা অসতের সহিত বন্ধুতা। ⇒ **কল্যাণমিত্ত**।

অকল্যাণবাক্করণ (বিণ) স্পষ্টরূপে উচ্চারণ বা আবৃত্তি করা হয় না এমন। ⇒ **কল্যাণবাক্করণ**।

অকল্ল (বিণ) ১ অনুপযুক্ত, পীড়িত, অসুস্থ, ভালো নহে এরূপ, অসত্য। ২ যথারূপে হইতেছে না এমন, ঠিকভাবে হইতেছে না এমন। ⇒ **কল্ল**।

অকল্লক (বিণ) অসুস্থ, পীড়িত, অনিচ্ছুক, বিরক্ত, প্রবৃত্তিহীন।

অকল্লতা (স্ত্রী) অতৎপরতা, অপ্রস্তুতি, সত্বর নহে এমন অবস্থা, ঢিলামি, দীর্ঘসূত্রতা, (মনে মনে) অনিচ্ছা, (মনে) প্রবৃত্তিহীনতা। (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **থীন**। = **অকল্যাণতা, অকল্যতা, অকম্মএ্এ্ঞতা**।

অকবাটক (বিণ) দরজার কবাট নাই এমন, দরজা নাই এমন, দুয়ার-শূন্য। = **অক্কবাট**।

অকসায (বিণ) নির্দোষ, ত্রুটিহীন, নিখুঁত, নিরপরাধ।

অকসাবত্তং (ক্রি-বিণ) নিখুঁতভাবে, নির্দোষরূপে, পূর্ণভাবে, সম্পূর্ণরূপে।

অকসিত (অ-বিণ) অকর্ষিত, চাষ দেওয়া হয় নাই এমন। ⇒ **কসিত**।

অকসির (বিণ) সহজ, আরামপ্রদ, অক্লেশজনক, বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় এমন। = **নিদুক্খ**।

অকসির লাভিন (বিণ, পুং) বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে লাভ করে এমন, বিনা শ্রমে লাভী, সহজলভ্য, অনায়াসে লভ্য। (মূলে) **অকিচ্ছলাভী, অকসিরলাভী** ইত্যাদি (মধ্যমনিকায়)

অকসির লাভী (বিণ) **অকসিরলাভিন**। ⇒ **অকসিরলাভিন**।

অকসিরিণী (বিণ, স্ত্রী) অনায়াসে লাভকারিণী, বিনা কষ্টে লাভকারিণী, যে স্ত্রীলোক সহজে পাইয়া থাকে। ⇒ **অকসির, অকসিরলাভিন**।

অকাচ (বিণ) "কাচ বা স্ফটিক মণি নয়" অর্থাৎ নির্দোষ, নির্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার, প্রবাহহীন, সহজে ভাব প্রকাশক, অপ্রচুর, মসৃণ, আসল, খাঁটি, স্পষ্ট, নিখুঁত। ইহা মূল্যবান পাথর সম্বন্ধে প্রযুক্ত শব্দ। = **অকক্কস** (সুত্তনিপাত)

অকাচিন (বিণ) = **অকাচ**। ⇒ **অকাচ**।

অকাম (বিণ) ১ ইচ্ছা নাই এমন অর্থাৎ অনিচ্ছুক, অনাবশ্যক, অনাকাঙ্ক্ষিত, নিরভিলাষিত, অসম্মত। **মযহংঅকামায**--আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে; **মম অনিচ্ছন্তিযা**। ২ আমার অনিচ্ছিত, আমার ইচ্ছা ব্যতীত, ইচ্ছাহীন, উত্তেজনা বা আবেগহীন। = **নিক্কাম**।

অকামক (বিণ) অনাকাঙ্ক্ষী, অনিচ্ছুক, ইচ্ছা করে না এমন, ইচ্ছায় বিরত, ইচ্ছা বিরুদ্ধ, ইচ্ছার বহির্ভূত। = **অকাম**।

অকামকামিন (বিণ) নির্লিপ্ত, উদাসীন, আবেগহীন, নিরপেক্ষ। = **বীততণ্হা, নিক্কাম**।

অকামা (ক্রি-বিণ) অনিচ্ছায়, ইচ্ছা ব্যতিরেকে, অনিচ্ছিতরূপে।

অকারিয (বিণ) অকরণীয়, করার অযোগ্য, অকর্তব্য, করা উচিত নহে এমন, অসংশোধনীয়। (বিপ) **কারিয**।

অকাল (পুং) অকাল, অসময়, অপ্রশস্ত সময়, অযোগ্য সময়। ভিক্ষুদের ভোজনের নিমিত্ত দিনের বেলা ১২ ঘটিকার অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সময়ের পর হইতে পর দিবস প্রাতে অরুণোদয় পর্যন্ত সময়কে অসময় বা অকাল বলা হয়। (বিণ) ঋতুর বহির্ভূত, উপযুক্ত সময় নহে এরূপ। (বিপ) **কাল**।

অকালচারিন (বিণ, পুং) অসময়ে যায় বা ভিক্ষাচরণ করে এমন, অসময়ে ভ্রমণকারী। ⇒ **চারিন**।

অকালচীবর—অনুপযুক্ত সময়ে বা অনির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত চীবর।

অকালভোজন—অসময়ে ভোজন, ভিক্ষুদের নিমিত্ত দিনের বেলা ১২ ঘটিকার পর হইতে পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ের মধ্যে ভোজন বিকাল ভোজন বা অসময়ে ভোজন বলা হয়। ⇒ **অকাল, কালভোজন**।

অকালমরণ (ক্লী) অকাল-মরণ, অসময়ে মৃত্যু, অপরিণত বয়সে মৃত্যু। শিশু, যুবা, কৈশোর, যুবা ও প্রৌঢ় বয়সে মৃত্যু হইলে অকালমৃত্যু বলা হয়। (বিপ) **কালমরণ**।

অকাল মেঘ—অকাল মেঘ, অসময়ে হঠাৎ উৎপন্ন মেঘ।

অকালিক (বিণ) ১ অকালিক, সময় বা অসময় বিচার না করিয়া যে কোনো সময়ে ধর্মবিধি পালন ও অনুসরণ করার উপযুক্ত, দ্রুত, অবিলম্বে, শীঘ্র। (যৌগিকে) **অকালিক সন্দিট্ঠিক** (সংযুক্তনিকায়)। ২ সময় সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পার্থিব, ইহজীবন সম্বন্ধীয়, এই জগৎ সম্বন্ধীয়, এই সংসার সম্বন্ধীয়, অনিত্য, সময় সংক্রান্ত, অন্তর্হিত বা লোপ পাওয়া সম্বন্ধীয়। ৩ অসাধারণ, ঋতু বা সময় বহির্ভূত। (তুলনীয়) **অকাল**। ⇒ **তাব-কালিক**।

অকালে (ক্রি-বিণ) অকালে, অসময়ে, বিকালে, অনুপযুক্ত সময়ে, অননুকূল ঋতুতে। = **অক্খণে**। ⇒ **বিকালে**(২), **অকাল**।

অকাসি (অতীত ক্রিয়া) করিয়াছিল, তৈয়ার করিয়াছিল, সমাপ্ত করিয়াছিল। ⇒ **করোতি**।

অকাসিয (বিণ) কাশীজাত নহে এমন, কাশীরাজ্যে প্রস্তুত নহে এমন, কাশীরাজ্যের নহে এমন, কাশীরাজ্য হইতে আনীত নহে এমন। (পুং) রাজ সরকারে নিযুক্ত কোনো কোনো কর সংগ্রহকারীর সরকার প্রদত্ত নাম।

অকিচ্চ (বিণ) অকৃত্য, অকর্তব্য, যাহা করিবার অনুপযুক্ত। (ক্লী) অকর্তব্য কার্য। ⇒ **কিচ্চ** (১)।

অকিচ্চকার (বিণ) [অ + কিচ্চ + কার] অকৃত্যকারী, কুকর্মকারী, নিষ্ফল, অকার্যকর, অফলপ্রদ (যেমন—অফলপ্রদ ঔষধ)।

অকিচ্ছ (বিণ) বিনাশ্রমে লাভ করে এমন, যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। (বি-ভা) **অকিচ্ছলাভিন**।

অকিচ্ছলাভিন (বিণ, পুং) সহজে লাভ করে বা বিনাকষ্টে পায় এমন, ইচ্ছা করিলে পায় এমন। (মধ্যমনিকায়) **অকিচ্ছলাভিন কসিরলাভিন**। ⇒ **অকিচ্ছ, অকিচ্ছলাভী**।

অকিচ্ছলাভী (বিণ, পুং) অকৃত্যলাভী, বিনাশ্রমে পায় এমন। = **অকিচ্ছলাভিন, অকসিরলাভিন**।

অকিঞ্চন (বিণ) অকিঞ্চন, নির্ধন, দরিদ্র, নিঃস্ব, (তৃষ্ণাদি) কিছু নাই এমন, অনাসক্ত, নিরাসক্ত, বিষয় বা সংসারের প্রতি অনাসক্ত, কিছুর প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ নাই এমন। (জাতক অর্থকথা) **রাগকিঞ্চনাদীহি রহিতং**। (বিশেষার্থে) নৈতিক দোষহীন অর্থাৎ **নত্থিরাগো, নত্থিদোসো, নত্থিমোহো, নত্থিমানো, নত্থিদিট্ঠি, নত্থিকিলেসো, নত্থিদুচ্চরিতো**। (অর্হতের গুণ সম্বন্ধে) **যস্স পুরে চ পচ্ছা চ ... অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং** (ধম্মপদ)। **কামে অকিঞ্চনো**— কামে আসক্ত নহে, (যেমন অঙ্গুত্তরনিকায় বর্ণনায় "**খীণাসব**")। প্রায়শ যৌগিকে "**অনাদান**" শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত শব্দ। (বিনয়) **অকিঞ্চনো কামভবে অসত্তো**—কামজগতে পুনর্জন্মের আসক্তিরহিত (সংযুক্তনিকায়)। **অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্খা**—অনাসক্ত ব্যক্তিরা দুঃখে পতিত হন না। (বিপ) **সকিঞ্চন**। ⇒ **কিঞ্চন**। (ক্লী) দারিদ্র্য। (পুং) অভাব, অনটন, নিঃস্বতা, নির্ধনতা, দরিদ্রতা।

অকিঞ্চনা (স্ত্রী) = **অকিঞ্চন**। ⇒ **অকিঞ্চন**।

অকিতব (পুং) যে ব্যক্তি প্রতারণাকারী বা শঠ নহে। = **অকেরাটিক**। ⇒ **কিতব**।

অকিরিয (বিণ) অক্রিয়, অকার্যকর, অব্যবহার্য, নির্বোধ, মূর্খ, হাস্যাস্পদ, সৎক্রিয়াহীন, কুক্রিয়াসক্ত, নিষ্ক্রিয়।

অকিরিয দিট্ঠি (স্ত্রী) **অকিরিয়বাদ**। ⇒ **অকিরিয়বাদ**।

অকিরিয়রূপ (বিণ) অকর্তব্যের মতো, অকরণীয়ের ন্যায়। = **অকত্তব্বরূপ**। ⇒ **অকত্তব্ব, অকিরিয**।

অকিরিয়বাদ (পুং) মতবাদ, বাজে কথা, অনুমান অর্থাৎ কার্য-কারণে রহিত হওয়ার পর আর কিছু থাকে না বলিয়া ধারণা, অকেজো বা অকার্যকর মত, অনভ্যস্ত মতবাদ, অবজ্ঞাসূচক বা অবিবেচনা সূচক মতবাদ। ইহা এক প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিট্ঠি**।

অকিরিয়বাদিন (বিণ, পুং) কর্ম এবং কর্মফলে অবিশ্বাসী, পাপ ও পুণ্যে অবিশ্বাসী।

অকিরিয়বাদী = **অকিরিয়বাদিন**। ⇒ **অকিরিয়বাদিন**। (পুং, ক্লী) পাপ ও পুণ্যে অবিশ্বাস কর্ম ও কর্মফলে অবিশ্বাস।

অকিরিয়া (স্ত্রী) অসম্পাদন, ভুল কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা ত্রুটি, কর্তব্যকার্যে বিরতি। **অকিরিয়া করণ** = **বেরমণী**। ⇒ **কিরিয়া**।

অকিলন্ত কায-চিত্ত—সুস্থ দেহ-মন, সবল তেজস্বী দেহ-মন, চটপটে শরীর ও মন। (বিপ) **কিলন্ত কায-চিত্ত**। ⇒ **কিলন্ত**।

অকিলমান (বিণ) অশ্রান্ত, অক্লিষ্ট, অক্লান্ত, বিরক্তিহীন।

অকিলাসু (বিণ) অক্লিষ্ট, অশ্রান্ত, অকাতর, অক্লান্ত, অপীড়িত, অম্লান, স্থির, দৃঢ়, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, অপরিশ্রান্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, ক্ষিপ্র, তৎপর, বাস্তব, প্রকৃত। (তুলনীয়) **অগিলান**।

অকিস্সব (বিণ) জ্ঞানহীন, অজ্ঞানী। সম্ভবত "**অকিঞ্চন**" শব্দের পরিবর্তে ইহা ভুল পাঠ হইয়াছে এবং ইহাকে "**অকিন্তিম, অকিঞ্চন**" শব্দরূপে পাঠ করা উচিত।

অকুক্কজাত = অকুক্কুকজাত। ⇒ **অকুক্কুকজাত**।

অকুক্কু (বিণ) বিশাল, প্রকাণ্ড, অত্যন্ত, যাহা এক হাত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ হইতেও উচ্চতায় ও দৈর্ঘ্যে অধিক।

অকুক্কুকজাত (বিণ) (বৃক্ষের) অধিক উচ্চতা সম্বন্ধীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **অকুক্কুজাত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অকুক্কুচ্চজাত**।

অকুক্কুচ্চ (বিণ) মনস্তাপহীন, মর্মপীড়াবিহীন, উদ্বেগশূন্য, নিরুদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ নাই এরূপ।

অকুক্কুচ্চকজাত = অকুক্কুকজাত। ⇒ **অকুক্কুকজাত**।

অকুজন—সরল, সোজা, বক্র বা কুটিল নহে এমন, কুঁজো নহে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **রথো অকুজনো নাম**। ⇒ **কুজন**।

অকুটিল (বিণ) অকুটিল, সরল, সোজা, অবক্র। (বিমানবত্থু) **অকুটিল মগ্গ**।

অকুটিলতা (স্ত্রী) অকুটিলতা, সরলতা, সোজা ভাব, সাধুতা, চরিত্র সম্বন্ধে সততা, ন্যায়পরায়ণতা।

অকুটিলভাব (পুং) = **অকুটিলতা**। ⇒ **অকুটিলতা**।

অকুতূহল (বিণ) অকুতূহল, অবিক্ষুব্ধ, অবিচলিত, অলজ্জিত। (জাতক বর্ণনায়) **অবিকিণ্ণ-বচো**—ন্যায়বাদী, অবিক্ষিপ্ত-বাদী, যে ব্যক্তি সোজা বা সরল কথা বলে, অকৌতূকী।

অকুতো—কোনো স্থান হইতে নহে, কোথাও হইতে নহে। = **ন কুতো**।

অকুতোভয (বিণ) অকুতোভয়, সম্পূর্ণ নির্ভীক, অসমসাহসিক, কোনো স্থানে বা যে কোনো কিছুতে ভয় করে না এমন (অর্থাৎ ভয়ের কারণ নাই এমন)। সংস্কৃত—(ন) নাই (কুতঃ) কাহা হইতে বা কোনো স্থান হইতে। (সুত্তনিপাত) **মোদামি অকুতোভয**।

অকুপ্প (বিণ) [অ + কুপ্প] অকম্পিত, অক্ষুব্ধ, অচঞ্চল, ধীর, অকুপিত, অবিকৃত, দৃঢ়চেতা, স্থির, অচল, অটল, স্থির সঙ্কল্প, দৃঢ়, নিশ্চিত, নিরাপদ। (বিনয়) **অকুপ্পা মে চেতো-বিমুত্তি**। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি) **অকুপ্প-ধম্মো**। (তুলনীয়) **অসংকুপ্প**। ⇒ **কুপ্প**।

অকুপ্পং (ক্লী) স্থিরসঙ্কল্পতা, দৃঢ়চেতা, স্থিরতা, অকম্পস্বভাব, অটলস্বভাব, ক্রোধহীনতা। (বর্ণনায়) **অরহত্ত, নিব্বান**। ⇒ **অকুপ্প**।

অকুপ্পঞাণ—অকম্পিত জ্ঞান, অটল জ্ঞান, স্থির জ্ঞান।

অকুপ্পতা (স্ত্রী) অকম্পিত অবস্থা, নিশ্চলতা, নিরাপদ অবস্থা, অকুপিত অবস্থা, নিশ্চয়তা।

অকুপ্পধম্ম (পুং) অকোপন স্বভাব, অচঞ্চল অবস্থা, স্থির অবস্থা, অকম্পন অবস্থা। ⇒ **অকুপ্প**।

অকুলিন (বিণ) অকুলীন, নীচ, নীচকুলোদ্ভব। **অকুলিনো রাজানো**—অকুলীন রাজা। ⇒ **কুলিন**।

অকুলির = অকুলিন। ⇒ **অকুলিন**।

অকুলীন = অকুলিন। ⇒ **অকুলিন**।

অকুসল (ক্লী) অকুশল, পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অশুভকার্য, মন্দকার্য, অনিপুণ, আনাড়ি, অপরাধ, (সূত্রনিপাত) **বালো অকুসলো**। (তুলনীয়) **পাপ পসুতো অকতকুসলো**। (বিণ) অচতুর, অদক্ষ, অনভিজ্ঞ, অশুভ, অস্বাস্থ্যকর, অধার্মিক, দোষযুক্ত, অন্যায়, মিথ্যা, অনুপযুক্ত, অনুচিত, অপুণ্য, অশুদ্ধ, ভ্রান্ত, অভদ্র, অশ্লীল, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অন্যায্য, অযথার্থ, অসত্য, মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, পাপ। = **পাপ** (বর্ণনায় সাধারণ অর্থে)।

অকুসল কম্মপথ—**কম্মপথ** শব্দে দ্রষ্টব্য।

অকুসলচিত্ত (ক্লী) অকুশলচিত্ত, পাপজনক মন। যেই চিত্ত জীবন-দুঃখের এবং সেই দুঃখের হেতু তৃষ্ণার জনক, পরিপোষক ও পরিবর্ধক উহাই অকুশলচিত্ত। (বিপ) **কুসলচিত্ত = পাপচিত্ত**।

অকুসলচেতনা (স্ত্রী) পাপচেতনা, পাপকার্য সম্পাদনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, পাপকার্যের সঙ্কল্প বা মনন বা ইচ্ছা, পাপপক্ষীয় "বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার" সমষ্টি। (বিপ) **পুঞ্ঞচেতনা, কুসলচেতনা**।

অকুসলধম্ম (পুং) অকুশল বা অমঙ্গলজনক কার্য, পাপকার্য, অসদাচরণ, অসৎনীতি, পাপকার্যে অভ্যাস, পাপাচার, অসৎ স্বভাব, চরিত্রহীনতা অনুশীলনে অভ্যাস। (বিপ) **কুসলধম্ম**। = **পাপকধম্ম**।

অকুসলধাতু (স্ত্রী) পাপের অবস্থা, পাপীর স্বরূপ বা অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

অকুসলপক্খ—অকুশলপক্ষ, পাপপক্ষ, অশুভজনক সহায়, অসদাচরণের সহায় বা অধিকার, পাপসহায়। (বিপ) **কুসলপক্খ**।

অকুসলপক্খিক (বিণ) অকুশলপক্ষীয়, পাপপক্ষীয়, অমঙ্গলের বা পাপের সহায়ক, সর্বপ্রকার অসদাচরণের পক্ষীয় বা অধিকারভুক্ত। (বিপ) **কুসলপক্খিক**।

অকুসলমূল (ক্লী) অকুশলের মূল, পাপ-উৎপত্তির মূল, পাপের হেতুভূত কারণ। ইহা ত্রিবিধ, যথা—"**লোভ**", **দ্বেষ, মোহ**। (বিপ) **কুসলমূল**।

অকুসীত (বিণ) চটপটে, সতর্ক, মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, সাবধান, যত্নশীল, যত্নসাধ্য। (যৌগিকে) **অকুসীত**

অলীন চিত্তো।

অকুসীততা (স্ত্রী) চটপটতা, সতর্কতা, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য, প্রফুল্লতা, চতুরতা, সুদক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, বিচক্ষণতা, সূক্ষ্মবুদ্ধিতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা।

অকুহ (বিণ) ন্যায়পর, সৎ, অকপট, সরল, ছলহীন, সত্যপ্রিয়, ঠিক সোজা, খাড়া, ন্যায়বান।

অকুহক (বিণ) অকুহকী, অযাদুকরী, ঐন্দ্রজালিক নহে এমন, অপ্রতারণাপূর্ণ, প্রবঞ্চনাপূর্ণ নহে এমন। ⇒ **কুহক**। (ক্লী) ন্যায়পরতা, সততা, সরলতা, অকপটতা, সত্যপ্রিয়তা।

অকেরাটিক (বিণ) ভদ্র, সৎ, ন্যায়পর, অকপট, ছলনারহিত, সরল, সত্যপ্রিয়, স্পষ্টভাষী। = **অকিতব, অজুতকর**।

অকেবল (বিণ) অসম্পূর্ণ, অপূর্ণ। ⇒ **কেবল**।

অকেবলিন (বিণ) অসিদ্ধ, অসম্পাদিত, অগুণান্বিত, অশিক্ষিত, অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ, অসমাপ্ত।

অকোটনে—কুটনে, ছেদনে, কর্তনে, কুটিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া। ⇒ **ছেদনে, কোট্টতি**।

অকোধাভিভূত (বিণ) অক্রোধাভিভূত, অক্রোধান্বিত, ক্রোধপ্রহীণ, দ্বেষ পরিহীন, ক্রোধহীন। ⇒ **অত্তদণ্ড**।

অকোপ (বিণ) মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অকুপিত, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, অঘৃণ্য, শত্রুতাহীন, বিদ্বেষহীন, শান্ত, স্থির, স্থিরীকৃত, মীমাংসিত।

অকোবিদ (বিণ) সত্যধর্মে বা সদ্ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞ, ধর্মমার্গ ও চারি আর্যসত্য বিষয়ে যাহার জ্ঞান পরিপক্ব নহে অথবা জ্ঞান নাই। (তুলনীয়) **অত্তানুদিট্ঠি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মস্স অকোবিদ**।

অক্ক (পুং) [সংস্কৃত-অর্ক] সূর্য, কিরণ, স্ফটিক মণি, আকন্দ গাছ, তাম্র, শোষক গাছ (বড় বা তন্তুজাতীয় আনারসের গাছ)।

অক্কনাল (ক্লী) পোশাক পরিচ্ছদের বা জামাকাপড়ের একপ্রকার মালমসলা বা উপকরণ।

অক্কন্ত (অ-বিণ) আক্রান্ত, দলিত, অতিক্রান্ত, অভিভূত, যাহার উপর কাহারও চড়াও হইয়া থাকে, সঙ্কুল, আবৃত, পীড়িত, বিহ্বল, বশীভূত, শান্তকৃত, আরোহিত। ⇒ **অক্কমতি**।

অক্কন্দতি (ক্রি) [আ +√কন্দ + অ] ক্রন্দন করা, রোদন করা, কাঁদা, কান্না করা, বিলাপ করা, শোক করা। (অতীত) **অকন্দি**। (তুম) **অক্কন্দিতুং**। (ক্রি-বি) **অক্কন্দিত্বা**।

অক্কন্দন (ক্লী) বিলাপ, শোক, ক্রন্দন, রোদন, অনুতাপ।

অক্কন্দিতুং—কান্দিতে, ক্রন্দন করিতে, বিলাপ করিতে, শোক করিতে, অনুতাপ বা অনুশোচনা করিতে। ⇒ **অক্কন্দতি**।

অক্কন্দিত্বা (ক্রি-বি) ক্রন্দন করিয়া, শোক করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে, অনুতাপ করিতে করিতে। ⇒ **অক্কন্দতি**।

অক্কমন (ক্লী) আক্রমণ, হিংসা অপহরণ বা অনিষ্ট ইত্যাদি করিবার সঙ্কল্প করিয়া বল প্রয়োগ করণ, চড়াও করণ, অতিক্রম, আরোহণ, ব্যাপ্তকরণ, বিক্ষেপ, আবির্ভাব।

অক্কমতি (ক্রি) [আ+√কম+অ] আক্রমণ করা, দমন করা, বল প্রয়োগ করা, চড়াও করা। (অতীত) **অক্কমি**। (অ-বিণ) **অক্কন্ত**। (তুম) **অক্কমিতুং**। (ক্রি-বি) **অক্কমিত্বা, অক্কম্ম**।

অক্কম্ম—আক্রমণ করিয়া, আক্রমণ করিতে করিতে। ⇒ **অক্কমতি**।

অক্কবাক (ক্লী) অর্ক বা আকন্দ গাছের বল্কল বা বাকল। ⇒ **বাক, অক্ক**।

অক্কবাট (ক্লী) আবাদ স্থানে বা উপনিবেশে গমনের একপ্রকার ফটক বা দ্বার, আকন্দ গাছ বা তন্তু জাতীয় বড় আনারস গাছের অস্থায়ী বেড়া বা ঘের। (তুলনীয়) **অক্খবাট**। (বিণ) = **অকবাটক**। ⇒ **অকবাটক**।

অক্কস্স জিযা (স্ত্রী) অর্ক বা আকন্দ গাছের বাকল দ্বারা তৈরি ধনুর জ্যা বা ছিলা।

অক্কাচিন (বিণ) (সংস্কৃত-অর্ক অর্চিন-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল) = **অকাচিন**। ⇒ **অকাচিন**।

অক্কুট্ঠ (অ-বিণ) আক্রোশকৃত, আক্রোশিত, তিরস্কৃত, অভিসম্পাদিত, নিন্দিত, বিদ্বেষিত, গালি দেওয়া হইয়াছে এমন, উচ্চৈঃস্বরে ডাকা হইয়াছে এমন। = **দসহি অক্কোস-বত্থূহি অভিসত্তো**। ⇒ **অক্কোসতি**। (ক্লী) গালি, নিন্দা, তিরস্কার, অভিসম্পাত, ক্রোধ, অভিযোগ, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। (যৌগিকে) **অক্কুট্ঠ-বন্দিত** (সূত্রনিপাত) = **অক্কোস-বন্দন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অক্কুদ্ধ (বিণ) অক্রুদ্ধ, অনুত্তেজিত, অকুপিত। (খুদ্দকপাঠ) **অক্কুদ্ধ সো ঘরং এতি**। ⇒ **কুদ্ধ**।

অক্কুল (বিণ) আকুল, ব্যাপৃত, উদ্বিগ্ন, পীড়িত, বিহ্বল, সন্দিহান, ভয়চকিত, আবিষ্ট, সসম্ভ্রম, সঙ্কীর্ণ, অস্পষ্ট, বিকৃত, বিপর্যস্ত, ব্যাপ্ত। = **আকুল**।

অক্কুল-পক্কুল (বিণ) আকুল-ব্যাকুল, অতিশয় ব্যতিব্যস্ত। = **আকুল-পাকুল**। ⇒ **আকুল-সমাকুল, অক্কুলো-পক্কুল**।

অক্কুল-পক্কুলিক (বিণ) আকুল-ব্যাকুল, ব্যস্ত-সমস্ত। = **অক্কুল-পক্কুল**।

অক্কুলো-পক্কুল **অক্কুল-পক্কুলিক**। ⇒ **অক্কুল-পক্কুলিক**।

অক্কোছি ⇒ (অতীত) **অক্কোসতি**।

অক্কোধ (পুং) অক্রোধ, ক্রোধহীনতা, বিনম্রতা, অনুরঞ্জন, সন্তুষ্টি সাধন, শান্তকরণ।

অক্কোধ উপাযাস—ক্রোধহীন অবস্থা, অক্রোধভাব, ক্রোধশূন্যতা, ভদ্রভাব। (বিপ) **কোধ উপাযাস**।

অক্কোধন (বিণ) মিত্রভাবাপন্ন, অক্রোধী, বন্ধু বা মিত্র সদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাব সূচক, প্রসন্ন, স্নেহ সূচক, প্রেমময়, প্রেমপ্রকাশক, প্রণয়ব্যঞ্জক।

অক্কোস (স্ত্রী) আক্রোশ, তিরস্কার, গালি, উচ্চৈঃস্বরে বলা, অপমান, অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা, লজ্জা, কলঙ্ক, নিন্দা, আক্রোশন, অভিসম্পাৎ, অভিযোগ, ক্রোধ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অক্কোস পরিভাস।**

অক্কোসক (পুং) আক্রোশক, যে ব্যক্তি আক্রোশ করে। (বিণ) আক্রোশকারী, নিন্দাকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অক্কোসক পরিভাসক।**

অক্কোসতি (ক্রি) [অ+√কুস+অ] আক্রোশ করা, গালি দেওয়া, অবজ্ঞা করা, তিরস্কার করা, নিন্দা করা। (যৌগিকে) **অক্কোসতি পরিভাসতি** (বিনয়)। (অতীত) **অক্কোসি, অক্কোচ্ছি।** (অ-বিণ) **অক্কুট্ঠ।** (তুম) **অক্কোসিতুং।** (ক্রি-বিণ) **অক্কোসিত্বা, অক্কোসেত্বা।**

অক্কোসবত্থু (ক্লী) দশ প্রকারের আক্রোশ বা নিন্দাবাক্য, আক্রোশ করিয়া যে গালি-নিন্দা-হিংসাদি প্রকাশ করা হয় উহা দশবিধ। (কায-বাক্য-মন?)। (জাতক) **দসঅক্কোসবত্থুনি।**

অক্খ (ক্লী) ১ মেরুদণ্ড, রথ, শকট, চক্র, চক্রের মধ্যাংশ, ব্যবহার, গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ, চাকার অক্ষদণ্ড, চাকার ধুরা। (জাতক) **অক্খস্স ফলকং যথা।** (জাতক) **সুবন্ন ফলকং বিয**—সুবর্ণ ফলক সদৃশ অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের পালিশ করা পৃষ্ঠদেশ উজ্জ্বল চকচকে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অক্খ ঈসা চক্ক।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অতিভারেন সকটস্স অক্খো ভিজ্জতি**—অতি ভারে শকটের চক্র ভাঙ্গিয়া যায়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অক্খ অক্খন। অব্‌ভঞ্জতি**—চাকার অক্ষদণ্ডের ঘর্ষণ নিবারণার্থ তৈলাক্ত বা পিচ্ছিল করা। ২ অক্ষ, পাশা, পাশক, কুস্তি। (সূত্রনিপাত) **গুলকীল**—গুলি বা গুঁটি খেলা। = **অপ্পমত্তো অযং কলি যো অক্খেসু ধনপরাজযো** (সূত্রনিপাত)। ৩ অক্ষি, চক্ষু। (বিণ) চক্ষুষ্মান, চক্ষু আছে এমন, চক্ষুযুক্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রত্তক্খ।** ৪ জ্ঞান, ভুজঙ্গ, আত্মা, ক্রয়বিক্রয় চিন্তা ইন্দ্রিয়, তূণাঞ্জন, তুঁতে, রসাঞ্জন, অবয়ব, গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ, জ্ঞাতার্থ, জন্মান্ধ।

অক্খক (ক্লী) অক্ষকাস্থি, কণ্ঠের নিম্নস্থ অস্থিদ্বয়। (বিনয়) **অধক্খকং।**

অক্খচ্ছিন্ন (বিণ) শকটের বা গাড়ির চাকার অক্ষদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, ভগ্ন অক্ষদণ্ডযুক্ত।

অক্খণ (পুং) [অ + খণ] অক্ষণ, কুক্ষণ, অসময়, অনুপযুক্ত সময়, অশুভ সময়। ⇒ **খণ** (২)। (স্ত্রী) অশনি, বজ্র, বিদ্যুৎ। = **বিজ্জু।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুরে পাতিন অক্খণ; অক্খণ মহতো কায়স্স পদালেতো।** (জাতক) "**অবিরাধিত অক্খণবেধী**" অথবা "**অক্খণং বুচ্চতি বিজ্জু**" যে বিদ্যুৎ-বেগে তীর ছোড়ে। (জাতক অর্থকথা) **অবিরদ্ধ-বেধিন বিজ্জু-আলোকেন বিজ্ঝন অক্খন সমত্থ।** (যৌগিকে) **অক্খণবেধিন** বালবেধিন। তীরন্দাজ বা ধনুর্ধর চারি প্রকার, যথা—**অক্খণ, বালবেধিন, সদ্দবেধিন, সরবেধিন।**

অক্খণবেধিন (বিণ, পুং) = **অক্খণবেধী।** ⇒ **অক্খণবেধীন।**

অক্খণবেধী (বিণ, পুং) অনুপযুক্ত সময়ে বিদ্ধকারী, অসময়ে মর্মভেদী। (পুং) নিপুণ তীরন্দাজ, দক্ষ ধনুর্ধর, যে বিদ্যুৎ-বেগে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারে, যাহার শর সন্ধান অব্যর্থ। ⇒ **অক্খণ।**

অক্খণে (ক্রি-বিণ) অক্ষণে, অসময়ে, কুক্ষণে, অশুভ সময়ে, অনুপযুক্ত সময়ে, ভুল সময়ে। = **অকালে।**

অক্খত (বিণ) অক্ষত, অনাহত, অখণ্ডিত, নিরাময়, অনুৎপীড়িত, অনুপদ্রুত, অবিসংবাদিত, নির্দোষ, দাগ বা চিহ্নহীন, আঁচড়শূন্য, অবিরোধী। (তুলনীয়) **নিদ্দোস।** (কর্ম) **অক্খতং। = অনুপদ্দুত।** (বিপ) **খত** (২)।

অক্খতং (ক্রি-বিণ) নিরাপদে, অক্ষতভাবে। (বি-ভা) **পচ্চাগমুং পাটলিপুত্তং অক্খতং**— নিরাপদে পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গিয়াছিলাম (বিমান বত্থু)। (পেতবত্থু) **নেস্সামি তং পাটলিপুত্তং অক্খতং**—তোমাকে অক্ষতভাবে পাটলিপুত্রে নিয়া যাইব। ⇒ **অক্খত।**

অক্খদস্স (পুং) অক্ষক্রীড়ার বিচারক। অক্ষদর্শক, পাশক দ্রষ্টা, বিচারক, সালিশ, তৃতীয় ব্যক্তি। (বিণ) পাশকক্রীড়া বা পাশা খেলা দর্শনকারী। (ক্লী) অক্ষদর্শন, পাশাখেলা দর্শন, বিবাদ মীমাংসা পূর্বক বিচার, ব্যবহার পরিজ্ঞান।

অক্খধুত্ত (পুং) যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়ায় বা পাশা খেলায় প্রতারণা করে। ⇒ **ধুত্ত** (১)।

অক্খধূত্ত (পুং) অক্ষ ক্রীড়ক, পাশা ক্রীড়ক। (বিণ) পাশক ক্রীড়ায় দক্ষ, অক্ষধূর্ত, জুয়াড়ি।

অক্খন = অক্খ(৩)। ⇒ **অক্খ**(৩)।

অক্খনাল = অক্কনাল। ⇒ **অক্কনাল।**

অক্খন্তি (স্ত্রী) অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা। = **কোপ, অখমনতা।** (বিপ) **খন্তি।**

অক্খভগ্গ (বিণ) অক্ষদণ্ড ভগ্ন, ভগ্ন অক্ষদণ্ডযুক্ত।

অক্খভঞ্জন (ক্লী) অক্ষদণ্ড ভঙ্গ, অক্ষদণ্ড ভঙ্গকরণ, অক্ষদণ্ডের ভঙ্গ অবস্থা, গাড়ির চাকার ধুরা নিরসন বা ভঙ্গকরণ। ⇒ **ভঞ্জন** (১)।

অক্খম (বিণ) অক্ষম, অধীর, অসহিষ্ণু, ক্রোধপরায়ণ, অসহনশীল। (যৌগিকে) **অক্খম দুব্বচ দোবচস্স করণেহি ধম্মেহি সমন্নাগত** (সংযুক্তনিকায়)। (সম্বন্ধযুক্ত শব্দ) **অক্খম রূপানং, সদ্দানং** ইত্যাদি। (বিপ) **খম।**

অক্খমন = অখমন। ⇒ **অখমন।**

অক্খমা (স্ত্রী) অক্ষমা, ক্ষমাশীল নয় এমন অবস্থা, আক্রোশের প্রতিদানে আক্রোশকরণ। (বিপ) **খমা পটিপদা, খমা।**

অক্খমা পটিপদা—ক্ষমাগুণের অভাব, সহনশীলতার অভাব, অধৈর্যতা, অসহনীয়তা, ক্ষমাহীনতা। ⇒

পটিপদা (৩খ)।

অক্ষয় (বিণ) [অ+√ক্ষয়] অক্ষয়, যাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই, ক্ষয়হীন, অব্যয়, অবিনশ্বর, চিরবর্তমান, অফুরন্ত, গ্রহহীন, নিরবচ্ছিন্ন। (পেতবত্থু) **দানং অক্ষয় ধম্মং অত্থু**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অক্ষম পটিভান**--ব্যাখ্যায় অতিশয় নিপুণ। (ক্লী) সনাতন বা নিত্য শান্তি।

অক্ষর (ক্লী) অক্ষর, অকারাদি বর্ণ, শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, হরফ, আকাশ,ধর্ম, মোক্ষ, তপস্যা, জল, বৈয়াকরণিক শিক্ষা (= সিক্‌খা)। (বহু-ব) **অক্ষরানি**—শব্দসমূহ, স্বরসমূহ, ধ্বনিসমূহ, আলেখ্য, উপাধি, শিরোনাম, কাহারও নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তক্ষর**। (কর্ম) **অক্ষরং**। (বিণ)বিনাশহীন, নিত্য, স্থির, ক্ষরণরহিত, ক্রিয়াহীন।

অক্ষর চিন্তক (পুং)অক্ষরচিন্তক, বৈয়াকরণ বা কবিতা লিখিয়ে (যে কবিতার ছড়া তৈয়ার করে), বৈয়াকরণ। (বিণ) বৈয়াকরণিক, ব্যাকরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ব্যাকরণ রচনাকারী। ⇒ **চিন্তক**।

অক্ষর জ্ঞানন—অক্ষরজ্ঞান, অক্ষর পরিচিতি।

অক্ষর পভেদ—অক্ষর প্রভেদ, অক্ষরের ভিন্নতা, অক্ষরের বৈলক্ষণ্য বা বৈষম্য, অক্ষরের প্রকার, অক্ষরের বিশৃঙ্খলতা, শব্দের বিশ্লেষণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, ধ্বনি বিজ্ঞান। = **সিক্‌খা চ নিরুত্তি চ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বি-ভা) **সক্‌খরপ্পভেদ** (দীর্ঘনিকায়)। সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অক্ষরপ্পভেদো'তি সিক্‌খা চ নিরুত্তি চ**। ⇒ **পভেদ**।

অক্ষরপিণ্ড (ক্লী) অক্ষর পিণ্ড, অক্ষর সমূহের স্তূপীকৃত, অক্ষর সমষ্টির গোলত্ব অর্থাৎ শব্দ স্বর বা অক্ষর সমষ্টি। = **অক্ষরানং সন্নিপাতো**—অক্ষর সমূহের সন্নিবেশ বা একত্রীকরণ। ⇒ **অক্ষরপুঞ্জ**।

অক্ষরপুঞ্জ(ক্লী) অক্ষরপুঞ্জ, বাক্য প্রসঙ্গ, বাক্যসূত্র, অক্ষরসমূহের অনুক্রম বা সমষ্টি, পাঠ্যক্রম বা পাঠক্রম। ⇒ **পুঞ্জ** (৩)।

অক্ষরপ্পভেদ = অক্ষর পভেদ। ⇒ **অক্ষর পভেদ**।

অক্ষর ফলক (পুং) অক্ষর ফলক, লিখিবার বোর্ড বা স্লেট।

অক্ষর ব্যঞ্জন—ভাব বা ভাষায় সৌন্দর্য, অলঙ্কারযুক্ত ভাব বা ভাষা।

অক্ষরবাট (পুং) কুস্তিখেলার মাঠের চতুষ্পার্শ্বের ঘের, রথ বা শকটের বেড়া বা ঘের।

অক্ষরসময (পুং) লিখন পঠন সম্বন্ধীয় জ্ঞান, (শব্দের) বানান। ⇒ **সময**।

অক্ষরিকা (স্ত্রী) অক্ষরিকা, অক্ষরক্রীড়া (যেমন—শূন্যে বা অপরের পৃষ্ঠে অক্ষর বা শব্দ লিখিয়া খেলা অর্থাৎ শব্দ তৈরির খেলা)। প্রাচীনকালে ভারতীয় অক্ষর সমূহ এককালীন উচ্চারণীয় শব্দাংশযুক্ত ছিল।

অক্ষস্‌সফলক (ক্লী) ১ চাকার অক্ষদণ্ডের কাষ্ঠখণ্ড, শকট বা রথচক্রের ধুরার কাষ্ঠফলক। ২ অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলার কাষ্ঠফলক। ⇒ **ফলক** (১)।

অক্খাত (কর্-অ)আখ্যাত, ব্যাখ্যাত, বর্ণিত, কথিত, আখ্যাপ্রাপ্ত, নির্দিষ্ট, আহূত, প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত, সূচিত। ⇒ **অক্খাতি**।

অক্খাতর (পুং) বর্ণনাকারক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মোপদেশক, গল্পকথক, ঘোষক।

অক্খাতি (ক্রি) [আ+√খা+অ] আখ্যা দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, প্রসিদ্ধ করা, বলা, কহা, বর্ণনা করা, ঘোষণা করা, প্রচার করা। (পঞ্চমী) **অক্খাহি**। (অতীত) **অক্খাসি = আচিক্‌খি**(⇒ **আচিক্‌খতি**)।(অ-বিণ) **অক্খাত**। (ভবিষ্যৎ) **অক্খিস্‌সতি** (পেতবত্থু); (ব্যবহারে) **অক্খিস্‌সং** (সূত্রনিপাত)। (কর্ম-বা) **অক্খায়তি**। (তুম) **অক্খাতুং, অক্খায়িতুং**।(ক্রি-বি) **অক্খেয্য, অক্খাত্বা, অক্খায়িত্বা**। ইহার অতিশয্যবাচক অথবা বীপ্সাব্যঞ্জক শব্দ—"**আচিক্‌খতি**"।

অক্খাতু (পুং) ঘোষক, আখ্যাকারক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মদেশক।

অক্খাতুং—(তুম) বর্ণনা করিতে, প্রকাশ করিতে, প্রচার করিতে। ⇒ **অক্খাতি**।

অক্খাত্বা—বর্ণনা করিয়া, প্রচার করিয়া, প্রকাশ করিয়া। ⇒ **অক্খাতি**।

অক্খান (ক্লী) (সংস্কৃত-আখ্যান) কথন, ধর্মপ্রচার, উল্লেখ, বর্ণনা, প্রসিদ্ধি, বৃত্তান্ত কথন, ইতিহাস, উপন্যাস, কল্পিত বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা, নাম, পরিচয়, শিক্ষা, আখ্যান (যেমন—মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি)। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মক্‌খান**। পঞ্চম বেদ সম্বন্ধে জাতকে—"**বেদং অক্খান পঞ্চমং**(জাতক অর্থকথা) **ইথাসপঞ্চমং বেদচতুক্কং**।

অক্খায়তি (ক্রি) প্রকাশিত হওয়া, প্রচারিত হওয়া, কথিত হওয়া।(বি-ভা) **অগ্গং অক্খায়তি**—উপরিস্থ প্রধান অথবা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে, সর্বপ্রথম বলিয়া নির্বাচন করিতে হইবে, বিখ্যাত বলিয়া মনে করিতে হইবে। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) **অগ্রম আক্খায়তে** (মহাবস্তু)। ⇒ **অক্খাতি**।

অক্খায়িক (বিণ) আখ্যায়িক, কথিত, বর্ণিত, প্রকাশিত।

অক্খায়িকা (স্ত্রী) ১ আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক বা উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ বিশেষ। ২ বর্ণনাকারিণী, প্রকাশিকা। (দীর্ঘনিকায়) **লোকক্‌খায়িকা কথা**--প্রাকৃতিক ধর্মবিষয়ক কথা।

অক্খায়িন (বিণ) বর্ণিত, কথিত, ঘোষিত।

অক্খায়ী (পুং) = **অক্খাতু**। ⇒ **অক্খাতু**। (বিণ) = **অক্খায়িন**। ⇒ **অক্খায়িন**।

অক্খি (ক্লী) অক্ষি, চক্ষু, নয়ন। যাহা রূপাদি দৃশ্যকে ব্যাপ্ত করে এই অর্থে অক্ষি।(তুলনীয়) **অক্খ**(২), **ইক্‌খণিক**। **চক্‌খু**। (মধ্যমনিকায়) **উব্‌ভতেহি অক্খীহি**। (পেতবত্থু) **অক্খীনি পগ্‌গরন্তি**—অশ্রুপাত হওয়া,

চোখের জল ঝরা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অক্‌খীনি ভমন্তি**—আমার চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইতেছে (তুলনীয়) **অক্‌খীনি মে ধূমায়ন্তি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্‌খীনি উম্মীলেত্বা**—চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিয়া, চোখ খুলিয়া চাহিয়া। "স" এর সহিত এই শব্দটি সংযুক্ত হয়, যেমন—**সচ্ছি, সক্‌খি**। ⇒ **অক্‌খ**(৩)। **অক্‌খি** (বি), কর্তৃ (এক-ব)।

অক্‌খি অঞ্জন (পুং) চোখের অঞ্জন বা কাজল, চোখের মলম, চোখের সুর্মা, চোখে প্রদীপ শীষের কালির প্রলেপ।

অক্‌খিক (বিণ) অক্ষিক, চক্ষুষ্মান, চক্ষুযুক্ত বা দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (থেরগাথা) **অঞ্জন অক্‌খিক**—অঞ্জন দ্বারা অভিষিক্ত বা কাজলে লিপ্ত চক্ষু, যাহার চক্ষুদ্বয় অঞ্জন বা কাজল দ্বারা লিপ্ত হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অন্ধ অক্‌খিক**—অর্ধচক্ষু বা সতর্ক দৃষ্টি সম্পন্ন। (ক্লী) জালের ফাঁক, জাল বুনানি, জাল। (মধ্যমনিকায়) **অক্‌খিহারক**।

অক্‌খিকহারক (পুং) যে ব্যক্তি জাল লইয়া যায়। (তুলনীয়) **অণ্ডহারক**। ⇒ **অক্‌খিক** (ক্লী)।

অক্‌খিকূপ (পুং) অক্ষিকূপ, অক্ষিকোঠর, চক্ষুকোঠর, অক্ষিকোষ, চোখের গর্ত, অক্ষিখোল বা অক্ষিগর্ত।

অক্‌খিকূপক = **অক্‌খিকূপ**। ⇒ **অক্‌খিকূপ**।

অক্‌খিগণ্ড (পুং) অক্ষিগণ্ড, চোখের মতি, চক্ষুর আঁব বা মতি, চোখের ছানি, চক্ষুর উদগতাংশ।

অক্‌খিগূথ (পুং) চক্ষুমল, নেত্রদূষিকা, পিচুটি, চোখের জল। ⇒ **গূথক**।

অক্‌খিগূথক (পুং) = **অক্‌খিগূথ**। ⇒ **অক্‌খিগূথ**। = **দ্বীহি অক্‌খিচ্ছিদ্দেহি অপনীতত্তচ মংস সদিসো অক্‌খি গূথকো**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **পীলিকোলিকা**।

অক্‌খি ছিদ্দ = **অক্‌খিচ্ছিদ্দ**। ⇒ **অক্‌খিচ্ছিদ্দ**।

অক্‌খিচ্ছিদ্দ (ক্লী) [অক্‌খি + ছিদ্দ] চক্ষুছিদ্র, চোখের গর্ত। ⇒ **ছিদ্দ** (১)।

অক্‌খিতারকা (স্ত্রী) অক্ষিতারকা, চোখের মণি, চক্ষুমণি = **অক্‌খিতারা**।

অক্‌খিতারা (বি) অক্ষিতারা, কনীনিকা, চোখের তারা, চোখের মণি।

অক্‌খিত্ত (বিণ) ১ অক্ষিপ্ত, অপ্রেরিত, অত্যক্ত। ⇒ **খিত্ত**। ২ ক্ষিপ্ত, ত্যক্ত, প্রহৃত, আহত, নিক্ষিপ্ত, মারিয়াছে এমন। = **আকড্‌ঢিত**। ৩ অব্যর্থ, উল্টাইয়া যায় নাই এমন, অবিশৃঙ্খল, অবিনষ্ট, বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই এমন, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত, বংশ তালিকা সম্পর্কে ব্রাহ্মণের আবশ্যকীয় গুণ (যেমন—**যাব সত্তমা পিতামহযুগা অক্‌খিত্তো**—দীর্ঘনিকায়)।

অক্‌খিদল (ক্লী) চোখের পাতা, চক্ষুর পাতা, অক্ষিদল। ⇒ **দল**।

অক্‌খিন (বিণ) = **অক্‌খিক**। ⇒ **অক্‌খিক**।

অক্‌খিপটল (ক্লী) চোখের ঝিল্লি বা আবরণ। ⇒ **পটল** (১)।

অক্‌খিপাত—অক্ষিপাত, চক্ষুপাত, দৃষ্টিপাত, চক্ষুপতন। **মন্দ-অক্‌খিপাত**—কোমল দৃষ্টিপাত বা করুণ দর্শন। ⇒ **পাত** (২)।

অক্‌খিপূর (বিণ) চক্ষুপূর্ণ। **অক্‌খিপূরং অস্সুং (অস্সু?)**—চক্ষুপূর্ণ অশ্রু।

অক্‌খিমল (পুং) পিচুটি। = **অক্‌খিগূথ**।

অক্‌খিরোগ (পুং) চক্ষুরোগ।

অক্‌খিস্‌সং = **অক্‌খিস্‌সতি**। ⇒ **অক্‌খাতি**।

অক্‌খেয়—উচ্চারিত হইয়া, বর্ণিত হইয়া, প্রকাশিত বা প্রচারিত হইয়া। ⇒ **অক্‌খাতি**।

অক্‌খোব্‌ভ = **অক্‌খোভ**। ⇒ **অক্‌খোভ**।

অক্‌খোভ (বিণ) অক্ষোভ, দুঃখবিহীন, অনুশোচনাহীন, ক্ষোভরহিত, সপ্রতিভ, যে অপ্রস্তুত নহে এমন।

অক্‌খোভন (বিণ) অক্ষুব্ধ, অক্ষোভী, অক্ষোভিন। = **খোভেতুং ন সক্‌খা** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অক্‌খোভ**।

অক্‌খোভিণী = **অক্‌খোহিনী**। ⇒ **অক্‌খোহিনী**।

অক্‌খোভিনী = **অক্‌খোহিনী**। ⇒ **অক্‌খোহিনী**।

অক্‌খোবিনী = **অক্‌খোহিনী**। ⇒ **অক্‌খোহিনী**।

অক্‌খোহিনী (স্ত্রী) অক্ষৌহিণী সৈন্য। ইহা বলিলে বুঝায়:—১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক (সৈন্য); ৬৫,৬১০ অশ্ব; ২১,৮৭০ হস্তী এবং ২১,৮৭০ খানা রথ—এইগুলির সমবায়ে ২,১৮,৭০০ সংখ্যক সৈন্য (১টি হস্তী, ১ খানা রথ, ৩টি অশ্ব ও পাঁচজন পদাতিক (সৈন্য)—এইগুলির সমবায়ের নাম পত্তি; এই পত্তির প্রত্যেকটির ত্রিগুণের সমবায়ে অর্থাৎ ৩টি হস্তী, ৩খানা রথ, ৯টি অশ্ব, ও ১৫জন পদাতিক (সৈন্যের) সমবায়ের নাম সেনামুখ; সেনামুখের প্রত্যেকটির ত্রিগুণের সমবায়ের নাম গুল্ম; প্রত্যেক গুল্মের ত্রিগুণের নাম বাহিনী; প্রত্যেক বাহিনীর ত্রিগুণের নাম পৃতনা; প্রত্যেক পৃতনার ত্রিগুণের নাম চমূ; প্রত্যেক চমূর ত্রিগুণের নাম অনীকিনী। এই অনীকিনীতে হস্তী ইত্যাদি চতুরঙ্গের প্রত্যেকটির দশগুণের সমবায়ের নাম হইতেছে অক্ষৌহিণী; (তাহা হইতে) অসংখ্য সেনা (অর্থাৎ ৪২ জন সেনাধ্যক্ষ; ১০৯,৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য; ৬৫,৬১০টি অশ্ব; ২১,৮৭০টি হস্তী; ২১,৮৭০ খানা রথ—এই গুলির) সমবায়ের নাম এক অক্ষৌহিণী সেনা।

অখণ্ড (বিণ) অখণ্ড, ভগ্ন হয় নাই এমন, অভগ্ন, সম্পূর্ণ, অবিভক্ত, সমগ্র।

অখণ্ডকারিন (বিণ) যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ করে, সম্পূর্ণকারী, সম্পূর্ণ সম্পাদনকারী, অবিভক্তকারী। **অখণ্ডকারিন সিক্‌খায়**—শিক্ষায় সম্পূর্ণ করিয়াছে এমন, সম্পূর্ণ অভ্যাস বা আয়ত্ত করিয়াছে এমন, সম্পূর্ণ শিক্ষা করিয়াছে এমন (পেতবত্থু)।

অখণ্ডফুল্ল (বিণ) [অ + খণ্ডফুল্ল] অখণ্ডিত, অভিন্ন, অলঙ্ঘিত, অবশ্য, অদম্য, অক্ষত, অবিকৃত, অবিভক্ত,

সম্পূর্ণ। = **খণ্ডফুল্ল**। (তুলনীয়) **অখণ্ডশীল**। **অখণ্ডফুল্লসীল**—অখণ্ড শীলধর্ম, সম্পূর্ণ শীলধর্ম, অবিভক্ত শীল। ⇒ **ফুল্ল** (২)।

অখণ্ডশীল—অখণ্ড শীলপালন, একটিও বাদ না দিয়া সম্পূর্ণ শীল বা আচারধর্ম পালন।

অখত (বিণ) অক্ষত, যাহা ক্ষত বা খনন করা হয় নাই, অখণ্ডিত, অবিসংবাদিত, নির্দোষ, দাগহীন, আঁচড়রহিত, অবিরোধী। ⇒ **খাত**।

অখমন (ক্লী) অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা। = **অখমনতা**।

অখমনতা (স্ত্রী) অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা, কটুতা, কর্কশতা, কঠোরতা, অশ্লীলতা, শ্রুতিকটুতা। = **অখমন**।

অখলিত (বিণ) নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত।

অখলুব্ধতা (স্ত্রী) কম্পিত অবস্থা, অস্থিরতা, চঞ্চলতা, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না এরূপ অবস্থা।

অখাত (বিণ) অখনিত, খনন করা বা কোদলানো হয় নাই এমন। **অখাত তলাক**—যে তড়াগ বা পুকুর খনন করা হয় নাই অর্থাৎ স্বাভাবিক হ্রদ বা সরোবর। ⇒ **অখত**।

অখিল (বিণ) অপতিত, কর্ষিত, খোলা, আবাদি, অখিল, সমগ্র, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, অনবরুদ্ধ, সরল, উদার, খোলা মন যাহার। (**দীর্ঘনিকায়**) **চিত্তং সু সমাহিতং ... অখিলং সব্বভূতেসু**। (যৌগিকে) **অখিল অনাসবা; অখিল অকঙ্খ; অখিল বিবত্তচ্ছদ** (সূত্রনিপাত)। (তুলনীয়) **বিগতখিল** (সূত্রনিপাত)। ⇒ **খিল**।

অখীলক (বিণ) খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, বাধাবিঘ্নহীন। = **নিক্কণ্টক**। (তুলনীয়) **অখিল**।

অখুদ্দাবকাস—স্বল্প অবকাশও নহে। **অখুদ্দাবকাস দস্সনায়**—দর্শনের নিমিত্ত স্বল্প অবকাশও নাই, ব্রহ্মবর্ণী সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের ধর্ম বা গুণ।

অখেত্ত (ক্লী) অক্ষেত্র, অনাবাদ, অযোগ্য স্থান, অনুর্বর জমি, যে জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় না, মরুভূমি, অপাত্র, অযোগ্য ব্যক্তি, অনুর্বর ক্ষেত্র।

অখেত্তঞ্ঞ (বিণ) ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই, অক্ষেত্রজ্ঞ, গর্তের অধিকারী, যে ব্যক্তি উর্বর ক্ষেত্রের বা ভূখণ্ডের সন্ধান জানে না, (ভিক্ষা চাওয়া সম্বন্ধে) ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রহিত, উর্বর জমি চেনে না দেখে না এমন।

অগ (পুং) পর্বত, গাছ, সূর্য, সর্প। (বিণ) গতিশূন্য, নিশ্চল, স্থির।

অগত (বিণ) যায় নাই এমন, গত হয় নাই এমন। (নির্বাণ সম্বন্ধে) **অগতং দিসং** (ধর্মপদ)। (জাতক) **পুরিসন্তরং অগতং মাতুগামং**—পুরুষান্তরে বা অপর পুরুষে গমন করে নাই এমন স্ত্রীলোক।

অগতি (স্ত্রী) ১ অগতি, লক্ষ্যহীন অবস্থা, গতিপথহীনতা, ধারা বা নীতিহীনতা, ক্রমোন্নতিহীনতা, কার্যপরম্পরাহীনতা, অধোগতি, অপায়ে গমন। (সংযুক্ত নিকায়) **অগতি তব তথ**—তথায় তোমার প্রবেশ পথ নাই। ⇒ **গতি**। (বিণ) গতিহীন, উপায়হীন, নিরুপায়, নিরাশ্রয়, অনাথ। **অগতি চতুর্বিধ**, যথা—**ছন্দ অগতি, দোস অগতি, মোহ অগতি, ভয় অগতি**। ২ = **দুগ্গতি**। ⇒ **দুগ্গতি**।

অগতিগমন (ক্লী) অগতিগমন, ভ্রান্ত ব্যবসায়, ভুলপথে পশ্চাদ্ধাবন, জীবনের ভুল পথে চলা, মৃত্যুর পর নরকাদিতে উৎপন্ন হওয়া। **অগতি গমন** চতুর্বিধ, যথা—**ছন্দ অগতিগমন, দোস অগতিগমন, মোহ অগতিগমন, ভয় অগতিগমন** (দীর্ঘনিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগতিগমনং গচ্ছতি**—জীবনের ভুল পথে চলা বা ভুল পথ অনুসরণ করা। ⇒ **ছন্দ**।

অগথিত (বিণ) অগ্রথিত, গাঁথা হয় নাই এমন, (আকাঙ্ক্ষা) মুক্ত, (আকাঙ্ক্ষায়) অনাবদ্ধ, আসক্তির বন্ধনমুক্ত, অনুরাগহীন। (সংযুক্ত নিকায়) **অগথিত মুচ্ছিত অজ্ঝাপন্ন**—অনাসক্ত অমূর্ছিত অনিমজ্জিত। ⇒ **গথিত**।

অগদ (পুং, ক্লী) অগদ, ঔষধ, রোগবিরুদ্ধ বিষ, বিষঘ্ন ঔষধ, প্রতিষেধক। (বিণ) রোগশূন্য, রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। = **ওসধং**। **অগদ হরীতক**—ঔষধরূপ হরীতকী বা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হরীতকী।

অগধ (পুং) ঔষধ। = **অগদ**।

অগধিত = **অগথিত**। ⇒ **অগথিত**।

অগন্থনিয—বিপ্রযুক্ত অবস্থা, বন্ধনহীন অবস্থা, আসক্তি বা তৃষ্ণার বন্ধন নাই এমন অবস্থা, অনুরাগহীনতা, বিরাগ। ⇒ **গন্থনিয**।

অগমনীয (বিণ) অগমনীয়, গমনের অযোগ্য, গমন বা যাওয়া বিধিবহির্ভূত। **অগমনীযট্ঠান**—গমনের অযোগ্য স্থান।

অগমনীযট্ঠান (ক্লী) অগমনীয় স্থান, অগম্য স্থান, অকরণীয় বিষয়, নিষিদ্ধ বিষয়। (তুলনীয়) **কম্মট্ঠান**। ⇒ **অগমনীয, ঠান** (৩গ)।

অগমাসি (অতীত ক্রিয়া) গেল বা গিয়াছিল। ⇒ **গচ্ছতি**।

অগম্ভীর (বিণ) অগম্ভীর, অগভীর, অসম্পূর্ণ, অনিগূঢ়, গভীরতা নাই এমন, গাম্ভীর্যের অভাবজনক।

অগরহিত (বিণ) অগর্হিত, অনিন্দ্যনীয়, নির্দোষ। = **অনিন্দিত**। ⇒ **অনবজ্জ, অনিন্দিত**।

অগরহিয (বিণ) নির্দোষী, অনিন্দিত।

অগরু (পুং) অগুরু, কৃষ্ণাগুরু নামক চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু-চন্দন। (বিণ) ১ অগুরু, ভারীনয় এমন, হালকা, লঘু, গৌরবশূন্য, অদুঃখজনক, অবিরক্তিকর, অক্লেশকর, পীড়াদায়ক নহে এমন। (বি-ভা) **সচে তে অগরু**—যদি তোমার অসুবিধা না হয়, যদি তুমি কিছু মনে না কর। ২ অশিষ্ট, অভদ্র, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন। ৩ অপূজিত, শ্রদ্ধা করা যায় না বা হয় না এমন, সম্মান করা হয় না এমন। (সূত্রনিপাত) **অগরু গোতমস্স**—যেই গৌতমকে শ্রদ্ধা করিবার নয়। (তুলনীয়) **অগলু**।

অগলিয (বিণ) অগলিত, অদ্রবীভূত, সহজে গলিত হয় না এমন। ⇒ **অটল**।

অগলু(পুং) সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু নামক চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু, অগুরু-চন্দন। **অগলু গন্ধ**—অগুরুচন্দন গন্ধ। = **অগ্গলু**।

অগলু-চন্দন—অগুরু এবং চন্দন।

অগলিত (বিণ) অবন্ধুর, মসৃণ, চিক্কণ, নরম, কোমল, সহজ, স্নিগ্ধ, শান্ত, বাধাহীন, অপ্রতিহত। (জাতক) **অগলিত মুদু; অগলিত অকক্কস**।

অগলু- অগুরু। = **অগলু**।

অগহন (বিণ) পরিষ্কার, অবাধ, বাধাবিমুক্ত। = **অকণ্টক**। (বিমানবত্থু) **অকনতক অগহন**। ⇒ **গহন**।

অগাধ (বিণ) অগাধ, অতলস্পর্শী, অতিশয় গভীর, প্রগাঢ়, অধিক, অনন্ত, অসামান্য, গভীর, দুর্বোধ্য। = **গম্ভীর**। (ক্লী) গর্ত।

অগার (ক্লী) আগার, আবাস, বাসস্থান, ঘর। (বিপ) **অনাগার**। ⇒ **পব্বজিত, অনগার**।

অগারক (ক্লী) ক্ষুদ্রগৃহ, কুটির, কুঁড়েঘর, চালাঘর।

অগারমুনি (পুং) গৃহবাসে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাদি পালনকারী ব্যক্তি, গৃহী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি। ⇒ **মুনি** (২)।

অগারযহ (বিণ) অনিন্দিত। জাতকে এই শব্দের বানান "অগ্গরযহ" দৃষ্ট হয়।

অগারব (পুং, ক্লী) অগৌরব, অশ্রদ্ধা, অসম্মান, সম্মান প্রদর্শন না করণ, অশিষ্টতা। (বিণ) অভদ্র, অশিষ্ট। (বিপ) **সগারব**। (যৌগিকে) **অগারব অপ্পতিস্স** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **গারব**।

অগারিয পটিপদা = গহট্ঠবত্ত। ⇒ **গহট্ঠবত্ত**।

অগারাগন্তুক (পুং) [অগার+আগন্তুক] অতিথিশালা, পান্থনিবাস, পান্থশালা। ⇒ **আগন্তুকাগার**।

অগারিক (বিণ) আগারিক, গৃহে অবস্থানকারী অর্থাৎ সংসারধর্ম পালনকারী, আগার বা গৃহ আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **এক অগারিক (একগারিক), দ্বগারিক** ইত্যাদি। (পুং) গৃহী, গৃহপতি, গৃহস্বামী, গৃহকর্তা। ⇒ **আগারিক**।

অগারিকা (স্ত্রী) গৃহিণী, গৃহকত্রী, গৃহস্বামিনী।।

অগারিন (বিণ) আগার বা গৃহ আছে এমন। (পুং) গৃহপতি, গৃহস্বামী। ⇒ **অগারিক**।

অগারিণী (স্ত্রী) গৃহকত্রী, গৃহিণী। = **অগারিকা, গেহস্সামিনী**।

অগারিয(পুং) গৃহস্থ, গৃহস্বামী। ⇒ **অগারিক, অগারিন**।

অগালহা (বিণ) শক্ত, শক্তিশালী, কর্কশ, অশ্লীল। ⇒ **আগালহ**।

অগিদ্ধ(বিণ) অলোভী, অনাকাঙ্ক্ষী, অনিচ্ছুক, নির্লোভী, দমিত, সংযমিত, সংযত। (সূত্রনিপাত) **অগিদ্ধ বীতগেধ**। ⇒ **গিদ্ধ**।

অগিলান (বিণ) অরুগ্ণ, অপীড়িত, সুস্থ। (তুলনীয়) **অকিলাসু**।

অগিহ (বিণ) গৃহহীন, যে ব্যক্তি ঘর সংসার করে নাই। = **পব্বজিত। অনাগার**।

অগুণ (ক্লী) অগুণ, দোষ, ত্রুটি। (বিণ) গুণহীন।

অগুণসেবক (বিণ, পুং) দোষ অন্বেষণকারী, যে ব্যক্তি পরের দোষ অন্বেষণ করে।

অগুত্ত (বিণ) অগুপ্ত, অরক্ষিত, অগোপনীয়। ⇒ **গুত্ত**।

অগুত্তদ্বার (বিণ) অরক্ষিত বা অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়যুক্ত। ⇒ **গুত্তদ্বার**।

অগুত্তদ্বারতা (স্ত্রী) আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, অসংযত ইন্দ্রিয়। ⇒ **গুত্তদ্বারতা**।

অগুত্তি (স্ত্রী) অরক্ষা, অনিয়ন্ত্রণ, অসংযম, অসংবরণ, প্রকাশ। ⇒ **গুত্তি**।

অগেধতা (স্ত্রী) লোভমুক্ততা, নির্লোভতা, লোভহীনতা। ⇒ **গেধ**।

অগোচর (পুং, ক্লী) গোচারণের অনুপযুক্ত ভূমি, শিকারের অনুপযুক্ত স্থান, খাদের অনুপযুক্ত ক্ষেত্র, জীবনের খারাপ গণ্ডী বা কুসঙ্গীর পরিবেশ। ⇒ **গোচর** (২)।

অগ্গ (বিণ) অগ্র, পুরোবর্তী, প্রথম, আদ্য, সম্মুখস্থ, উত্তম, অধিক, উচ্চতম, উর্ধ্বতম, সর্বোত্তম, শীর্ষস্থানীয়, প্রধানতম, সর্বোচ্চ, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মহান, উজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠ, সম্মানজনক, চমৎকার, প্রধান। = **মহন্ত**। ⇒ **পরম**। (দীপবংস) **অগ্গ সংগহং**--প্রথম সংগ্রহ। (জাতক) **অগ্গসাখা**—অগ্রশাখা, **উর্ধ্বস্থ** বা **উর্ধ্বশাখা**, শ্রেষ্ঠ শাখা। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্গ সত্তস্স সম্বুদ্ধ**। (পেতবত্থু) **লোকস্স বুদ্ধো অগ্গো** (অঙ্গুত্তর নিকায়—**অগ্গং**)। **পবুচ্চতি**। (সূত্রনিপাত) **অগ্গ সুদ্ধি**। (যৌগিকে) **অগ্গসেট্ঠ**—সর্বোত্তম। (ক্লী) ১ অগ্র, আগা, প্রান্তভাগ, শেষসীমা, চূড়া, অগ্রভাগ, শিরোদেশ, মস্তক, শৃঙ্গ, সর্বোচ্চপদ, শিখরদেশ, উত্তমাংশ, আদর্শ, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, প্রসিদ্ধি, উচ্চ অংশ, প্রথম স্থান। (সূত্রনিপাত) **আরগ্গ**। (ধর্মপদ) **কুসগ্গ**। (বিণ) সর্বোচ্চস্থানীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্গেন অগ্গস্স পত্তি হোতি**—সর্বোচ্চস্থানীয় শ্রেষ্ঠ লাভমাত্র। উচ্চতম স্থানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ। (বিমানবত্থু) **দুমগ্গ**। (দীর্ঘনিকায়) **ধনগ্গ**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় প্রথম অগ্র পঞ্চ শ্রেষ্ঠ দানের বর্ণনায়:— **পঞ্চ অগ্গানি** (যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—**"পঞ্চগ্গদাযক"**)পঞ্চ অগ্র দান, যথা—**খেত্তগ্গং, রাসগ্গং, কোট্ঠগ্গং, কুম্ভিগ্গং, ভোজনগ্গং**। (দীর্ঘনিকায়) **অগ্গং অক্খাযতি**—শ্রেষ্ঠ প্রশংসা বা যশ অর্জন করা, সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্গো তথাগতো**—শ্রেষ্ঠ তথাগত অর্থাৎ তথাগত বুদ্ধ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (দীর্ঘনিকায়) **অগ্গো অপ্পমাদো**। ২ (ক্লী) গৃহ, বাটী, বাসস্থান, ঘোড়ার জিনের কাপড় বা সাজ, গৃহনির্মাণ, উপযোজন, মানাইয়া লওয়া, সুবিধাজনক ব্যবস্থা, বাড়ির

বাহিরে থাকিবার-খাইবার স্থান, শরণ আশ্রয়, রক্ষাস্থান, আশ্রয়স্থান, কুঁড়েঘর, সুবৃহৎ কক্ষ, সুবৃহৎ সাধারণ কক্ষ। ক্রিয়াবিশেষণে ব্যবহার:--(করণ) **অগ্‌গেন**—প্রারম্ভে, আরম্ভ হইতে; (অব্যয়রূপে) হইতে, যদাবধি, পরে, দ্বারা; (বিনয়) **অগ্‌গেন গণ্‌হাতি**—(কিছু) হইতে লওয়া, গ্রহণ করা, বিয়োগ করা, বাদ দেওয়া, প্রভেদ দেখা (Kern. Toev. এতে নিষ্প্রয়োজনে "**অগ্‌গেন**" শব্দের পরিবর্তে "**অগ্‌ঘেন**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে); (বিনয়) **যদগ্‌গেন**—যখন অথবা যে মুহূর্ত হইতে সেই মুহূর্তে (যেমন—**যদগ্‌গেন ... তদেব** রূপে ইহার ব্যবহার হয়); (তুলনীয়) **অগ্‌গে**; (বিনয়) **ভিক্‌খগ্‌গেন**--ভিক্ষাচরণ হইতে;(বিভক্ত) **বস্‌সগ্‌গেন**—বৎসরের বা বৎসর গণনার সংখ্যার দ্বারা। (অপাদান) **অগ্‌গতো**—প্রথমে, আদিতে। (থেরীগাথা) **অগ্‌গতো কত**—যোগ্যতা দ্বারা গৃহীত, মূল্য দিয়া লওয়া হইয়াছে এমন, শ্রদ্ধা দ্বারা লব্ধ। = **অগ্‌ঘতোকত** (ওকাস বা অধিকরণ) **অগ্‌গে। যদগ্‌গে ইমং কাতুং সক্কা তদগ্‌গে সমাদাহি**—যত অগ্রে ইহা করিতে পার তত অগ্রে করিয়া ফেল, যত অনুকরণে বা অনুপাতে করিতে পার কর। ⇒ **অগ্‌গে** (২)।

অগ্‌গকারিকা (স্ত্রী) প্রথম নমুনা, প্রথম আদর্শ, প্রথম উদাহরণ, প্রথম বা অগ্রে আস্বাদন, প্রথম বা অগ্র পরীক্ষা, নমুনা, আদর্শ, উদাহরণ।

অগ্‌গকুলিক (বিণ) শ্রেষ্ঠ কুলজাত, উচ্চ বা কুলীন গোত্র সম্ভূত, অগ্রকুলজাত। ⇒ **কুলিক**।

অগ্‌গকুস—শ্রেষ্ঠ কুশতৃণ, উত্তম উত্তম কুশতৃণ।

অগ্‌গক্‌খন্ধ—বৃক্ষের অগ্রভাগ। ⇒ **বীজক্‌খন্ধ**।

অগ্‌গঙ্গুলী—প্রধান আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধাঙ্গুল।

অগ্‌গঞ্ঞ (বিণ) প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, প্রথম স্বীকারোক্তি, শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, অগ্রজ্ঞ, শীর্ষস্থানীয় বলিয়া জ্ঞাত।

অগ্‌গতা (স্ত্রী) ১ প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা, প্রসিদ্ধি, সমুন্নতি, উচ্চ অংশ, উৎকৃষ্টতা। (কথাবত্থু) **অগ্‌গংগত**। (দীপবংস) **গুণগগতং গতা**। ২ = **অগ্‌গ**। ⇒ **অগ্‌গ** [ক্লী (১)]।

অগ্‌গতো (ক্রি-বিণ) প্রথমে, আদিতে, প্রারম্ভে, সর্বপ্রথমে। (সূত্রনিপাত) **অগ্‌গতো মজ্‌ঝতো সেসতো**। ⇒ **অগ্‌গ** (ক্রিয়া বিশেষণ)।

অগ্‌গত্ত (ক্লী) ১ প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রত্ব। ২ চাষের সর্বপ্রথম উৎপন্ন শস্য বা ফসল, বিদর্শন ভাবনায় ঊর্ধ্বতম ফল বা অর্হত্ব।

অগ্‌গদন্ত (বিণ) অগ্রদান্ত, সকলের অগ্রে দমিত, উত্তমরূপে দমিত হইয়াছে এমন, উত্তমরূপে আত্মদমন করিয়াছে এমন অর্থাৎ বুদ্ধ।

অগ্‌গদান—অগ্রদান, উত্তম দান, শ্রেষ্ঠ দান।

অগ্‌গদুম—শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ, মহামহীরুহ।

অগ্‌গদ্বার—সদর দরজা, প্রধান ফটক।

অগ্‌গধ্বজ—অগ্রধ্বজা, শ্রেষ্ঠ পতাকা।

অগ্‌গনখ—নখের অগ্রভাগ, প্রধান নখ।

অগ্‌গনগর—প্রধান শহর, জাঁকজমকপূর্ণ সজ্জিত শহর।

অগ্‌গনাল = অক্কনাল। ⇒ **অক্কনাল**।

অগ্‌গনিক্‌খিত্ত (বিণ) অগ্রে বা শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিতরূপে খচিত, উচ্চ প্রশংসিত, উত্তমরূপে যশ ঘোষিত, বিশ্বাসের সহিত সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগকারী। ⇒ **নিক্‌খিত্ত**।

অগ্‌গপকতিমন্ত (বিণ) উচ্চ আদর্শ চরিত্রের, উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন, উচ্চ নামের। = **অগ্‌গসভাব**।

অগ্‌গপঞ্‌ঞা (বিণ) শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। = **বরপঞ্‌ঞা**।

অগ্‌গপত্ত (বিণ) পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সাধনাপ্রাপ্ত, সঙ্কল্প পরিপূরিত, অগ্রস্থানপ্রাপ্ত।

অগ্‌গপদ—অগ্রপদ, শ্রেষ্ঠ স্থান। ⇒ **পদ** (৪)।

অগ্‌গপব্বত—শ্রেষ্ঠ পর্বত, পর্বতশ্রেষ্ঠ।

অগ্‌গপসাদ—অগ্রপ্রসাদ, উত্তম কৃপা, উত্তম অনুগ্রহ, প্রার্থিত বস্তু লাভে উত্তম প্রীতি।

অগ্‌গপিণ্ড—শ্রেষ্ঠ পূজা, উত্তম ভিক্ষা।

অগ্‌গপিণ্ডিক (বিণ) শ্রেষ্ঠ পূজাপ্রাপ্ত।

অগ্‌গপুগ্‌গল (পুং) শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বুদ্ধ। ⇒ **পুগ্‌গল** (১)।

অগ্‌গপুরোহিত (পুং) শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বা পূজারী, প্রধানমন্ত্রী।

অগ্‌গফল (ক্লী) অগ্রফল, শ্রেষ্ঠফল, উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠতম ফল, অর্হত্বফল। ⇒ **ফল** (৩)।

অগ্‌গবীজ (ক্লী) অগ্রবীজ অর্থাৎ যে সব গাছের আগা কাটিয়া রোপণ করিলে অঙ্কুরিত হয় বা উহা হইতে গাছ জন্মে। **ইক্ষু** ইত্যাদি যত সব জিওল গাছকে অগ্রবীজ বলা হয়। ⇒ **ফণিজ্জক, বীজগ্গাম**।

অগ্‌গভব [অগ্‌গ+ভব] সর্বোচ্চ ভব বা সত্তাবাস। রূপব্রহ্মের ঊর্ধ্বতম স্থানের বা অবস্থার নাম অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক এবং অরূপ ব্রহ্মের ঊর্ধ্বতম স্থানের বা অবস্থার নাম নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন—রূপারূপ ক্রমে এই দুই স্থান বা অবস্থার নাম **অগ্‌গভব** বা ভবাগ্র বা ভবশ্রেষ্ঠ।

অগ্‌গমগ্‌গ (বিণ) [অগ্‌গং+অগ্‌গ] সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতি চমৎকার। (পুং) [অগ্‌গ+মগ্‌গ] শ্রেষ্ঠমার্গ বা উপায়, দুঃখ মুক্তির শ্রেষ্ঠ অর্হত্বমার্গ, প্রশস্ত পথ, প্রসিদ্ধ সড়ক বা রাস্তা।

অগ্‌গমধুর (বিণ) উত্তমরূপে মধুর, উৎকৃষ্টরূপে মধুর।

অগ্‌গমহেসী (স্ত্রী) অগ্রমহিষী, পাটরানী, প্রধান রানী।

অগ্‌গরযহ = অগারযহ। ⇒ **অগারযহ**।

অগ্‌গরস পরিতিত্তো (বিণ) উত্তম বা উৎকৃষ্ট রস-পরিতৃপ্ত। ⇒ **রস** (৪)।

অগ্‌গরাজা (পুং) প্রধান বা শ্রেষ্ঠ রাজা। মহারাজা বা সম্রাট।

অগ্‌গরূপ—শ্রেষ্ঠ রূপ, চমৎকার রূপ বা সৌন্দর্য।

অগ্‌গল (ক্লী) = **অগ্‌গল**। ⇒ **অগ্‌গল**।

অগ্‌গলদান—দরজার অর্গল দেওয়া বা হুড়কা লাগানো।

অগ্‌গলফলক (ক্লী) অর্গলফলক, অর্গলের খুঁটি বা বেড়া, যদ্দ্বারা প্রতিবন্ধক বা বাধা স্বরূপ অর্গল দেওয়া হয়, প্রবেশ না করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ ফটকে কিংবা নগরের প্রবেশদ্বারে যে বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা পথ বন্ধ করা হয় উহা অর্গল ফলক, অর্গল তক্তা, দুইটি খুঁটির উপর আবদ্ধ করিবার জন্য স্থাপিত বংশদণ্ড বা কাষ্ঠফলক। = **অগ্‌গলফলক**।

অগ্‌গলবট্টি (স্ত্রী) অর্গলফলক বা অর্গল তক্তা, অর্গল বা দরজার প্রান্ত, অর্গলের কিনারা। ⇒ **বট্টি** (৩)।

অগ্‌গলসূচি—অর্গলসুচ, অর্গলের বা অর্গল দেওয়ার লৌহ শলাকা।

অগ্‌গলু (পুং) অগরু, সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু-চন্দন। ⇒ **অগলু**।

অগ্‌গলুন = অকলু। ⇒ **অকলু**।

অগ্‌গলোহতা (স্ত্রী) উত্তম ধাতুরূপ অবস্থা। ⇒ **লোহতা**।

অগ্‌গল [বার্মা= অগ্‌গলহ] (ক্লী) ১ অর্গল, অর্গলা, খিল, হুড়কা, গোজ, প্রতিবন্ধক, কপাট, দরো। (দীর্ঘনিকায়) **অগ্‌গলং আকোটেতি**—অর্গলে বা কবাটে আঘাত করা; **কবাট**। (থেরগাথা) **ফুসিত অগ্‌গল**—অর্গলাবদ্ধ, দরজায় হুড়কা বা খিল দেওয়া হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **অগ্‌গলং উল্লীলেতি**—অর্গল বা প্রতিবন্ধক দণ্ড তুলিয়া লওয়া। ২ পরিচ্ছদকে বা জামাকে দৃঢ় বা টেকসই করিবার জন্য লাগানো বস্ত্রখণ্ড বিশেষ, বস্ত্রখণ্ড। (বিনয়) **অগ্‌গলতুন্নং; অগ্‌গলং দত্বা**। = **অগ্‌গল, অগ্‌গলা**।

অগ্‌গলফলক—দরজার সংলগ্ন খুঁটি। = **অগ্‌গলফলক**। ⇒ **ফলক** (৪)।

অগ্‌গলা (স্ত্রী) = **অগ্‌গল**। ⇒ **অগ্‌গড়**।

অগ্‌গলাবত্তি = **অগ্‌গলবট্টি**। ⇒ **অগ্‌গলবট্টি**।

অগ্‌গবন্ত (বিণ) প্রথম বা শীর্ষস্থান অধিকারী, উচ্চপদস্থ, খ্যাতিসম্পন্ন।

অগ্‌গবর (বিণ) শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের যোগ্য, শ্রেষ্ঠ প্রশংসনীয়, শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হ, শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন।

অগ্‌গবাদ—শ্রেষ্ঠ মৌলিকধর্ম (থেরবাদ ধর্ম), শ্রেষ্ঠ আসল ধর্ম, শ্রেষ্ঠ মূলীভূত ধর্ম, শ্রেষ্ঠ অননূদিত ধর্ম, শ্রেষ্ঠ আদি বা মূলধর্ম, বুদ্ধদেশিত ধর্ম।

অগ্‌গবাদিন (বিণ, পুং) প্রধান বা শ্রেষ্ঠ বিষয় সম্বন্ধে কথিত অর্থাৎ উত্তম বা মূল্যবান বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদানকারী, যিনি শ্রেষ্ঠধর্ম প্রচার করেন, উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রচারক অর্থাৎ বুদ্ধ। ⇒ **বাদিন**।

অগ্‌গসাবক (পুং) অগ্রশ্রাবক, প্রধান শিষ্য। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ছিলেন "ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র মহাথের", দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য ছিলেন "মহা মৌদ্গল্যায়ন মহাথের"।

অগ্‌গসাবকট্‌ঠান (ক্লী) অগ্রশ্রাবকের স্থান বা পদ, প্রধান শিষ্যের পদ, মহাজ্ঞানী ও গুণবান বা মহাগুণে গুণযুক্ত শিষ্যত্বের পদমর্যাদা বা পদ। (দীর্ঘনিকায়) ব্যক্তিগুণ বা ধর্ম ১০ প্রকার যথা—**রূপ, সদ্দ, গন্ধ, রস, ফস্‌স, আয়ু, বণ্ণ, সুখ, যস, আধিপতেয্য**; = **দসট্‌ঠানং** (সংযুক্ত নিকায়)। এতদ্ব্যতীত বিমানবত্থুতে চতুর্বিধ গুণের বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**আয়ু, বণ্ণ, সুখ, বল**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে দশবিধ "**পসংসানি**" বা প্রশংসা। ⇒ **ঠান** (৩খ)।

অগ্‌গসাবিকা (স্ত্রী) অগ্রশ্রাবিকা, প্রধান শিষ্যা। ⇒ **অগ্‌গসাবক**।

অগ্‌গহিত = **গহিত**। ⇒ **গহিত**।

অগ্‌গহিতত্ত = **গহিতভাব**। ⇒ **গহিতভাব**।

অগ্‌গহিত্বা (অ-ক্রি) ধরিয়া, গ্রহণ করিয়া, লইয়া।

অগ্‌গহেত্বা = **অগ্‌গহিত্বা**। ⇒ **অগ্‌হিত্বা**।

অগ্‌গহেসি (অতীত) = **অপনেসি**। ⇒ **অপনেতি**।

অগ্‌গালোক (পুং) [অগ্নি+আলোক] অগ্নির আলোক। ⇒ **আলোক** (১)।

অগ্‌গাসন (ক্লী) [অগ্‌গ+আসন] অগ্রাসন, শ্রেষ্ঠাসন, প্রধান আসন।

অগ্‌গি (পুং) ১ অগ্নি, বৈশ্বানর, অনল, আগুন, অগ্নিশিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকণা। (মধ্যমনিকায়) **অগ্‌গি অনাহারো নিব্বুতো**—ইন্ধনের অভাবে আগুন নিভিয়া গেল। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্‌গি স-উপাদানো জলতি**—উপাদান বা জ্বালানি সংযুক্ত, জ্বলিতেছে। = **অসনিগ্‌গি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগ্‌গিমহি তাপনং উদকে তেমনং**, (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্‌গিং উজ্জালেতি**—অগ্নি উজ্জ্বল করে, আগুনে জ্বালায়; **অগ্‌গি অজঝুপেক্‌খতি**—অগ্নিতে মনোযোগ দেয় বা আগুন রাখে; **অগ্‌গি নিব্বাপেতি**—আগুন নিভাইয়া দেয়; **অগ্‌গি নিক্‌খিপতি**—অগ্নি সংযোগ করে, আগুন লাগাইয়া দেয়। (জাতক) **অগ্‌গিং জালোতি**—আগুন জ্বালায়; **অগ্‌গিগণ্‌হাতি** [√গহ+তি] আগুন করে বা গ্রহণ করে; **অগ্‌গি দেতি**— বাতি বা প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অগ্‌গিনিব্বায়তি**—অগ্নি নির্বাপিত হয় বা নিভিয়া যায়। (জাতক) **অগ্‌গি উদকে**—অগ্নি জলের মধ্যে; **অগ্‌গি নিব্বুতো**—আগুন নিভিয়া গিয়াছে (= **অগ্নি নির্বান**)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অগ্‌গিনা দহতি**—আগুনে দগ্ধ হওয়া, আগুন লাগাইয়া দেওয়া। ২ যজ্ঞাগ্নি, (সাহিত্য মতে) অগ্নিদেব, (জাতক অর্থকথা মতে) **অগ্‌গি ভগবা** অর্থাৎ অগ্নিরূপ ঈশ্বর। **অগ্নি পরিচারিয়া**—অগ্নি পরিচর্যা, অগ্নিসেবা। (বিনয়) **অগ্‌গিং পরিচরতি**—অগ্নি পরিচর্যা করা; **জটিলা অগ্‌গী পরিচরিতু কামা**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অগ্‌গি হুত্তং পরিচরতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অগ্‌গিং হুহতি**—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া; (তুলনীয়) **অগ্‌গিহোম, অগ্‌গিহুত্ত**।

(যৌগিকে) **অগ্‌গিহুতং পরিচরতি** (সংযুক্ত নিকায়)। **অগ্‌গিং নমতি**—অগ্নিদেবকে পূজা বা নমস্কার করা; = **অগ্‌গিং সন্তপ্পতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সামিবচন বা সম্বন্ধ) **অগ্‌গিস্‌স পরিচারিতো** (জাতক)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্‌গিস্‌স অধানং**—আগুনের আধার বা পাত্র, আগুনের উনান। ৩ জ্বলার বা জ্বলন্ত আগুন, দগ্ধকারী অগ্নি, দৈহিক বা মানসিক সন্তাপজনক অগ্নি। সাধারণত অগ্নি ত্রিবিধ, যথা—**রাগগ্‌গি**(লোভাগ্নি), **দোসগ্‌গি** (দ্বেষ বা ক্রোধাগ্নি), **মোহগ্‌গি** (মোহাগ্নি বা বিহ্বলতারূপ অগ্নি)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সপ্তবিধ অগ্নি, যথা—**রাগগ্‌গি, দেসগ্‌গি, মোহগ্‌গি, আহুনেয্যগ্‌গি** (আমন্ত্রিত অতিথিরূপ অগ্নি), **গহপতগ্‌গি** (গৃহপতি বা গৃহস্বামীরূপ অগ্নি), **দক্‌খিণেয্যগ্‌গি** (পূজার যোগ্যপাত্ররূপ অগ্নি), **কট্‌ঠগ্‌গি** (কাষ্ঠাগ্নি)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচন) **অগ্‌গি:** (বহুবচন) **অগ্‌গী, অগ্‌গযো**। কর্ম (একবচন) **অগ্‌গিং** (বহুবচন) **অগ্‌গী, অগ্‌গযো**। করণ (একবচন) **অগ্‌গিনা;** (বহুবচন) **অগ্‌গীহি, অগ্‌গীভি**।

অগ্‌গি-অগার—অগ্নির আগার, অগ্ন্যাগার, অগ্নিশালা, গরম ঘর।

অগ্‌গি-ইন্দ—ইন্দ্রিয় দুঃখ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখরূপ অগ্নি।

অগ্‌গি-উদর—উদরাগ্নি, হজমশক্তি, পরিপাকজনক অগ্নি, পরিপাক শক্তি।

অগ্‌গিক (বিণ) অগ্নিপূজারী, যে ব্যক্তি অগ্নিদেবের পূজা করে।

অগ্‌গিকপ্পুট্‌ঠান (ক্লী) [অগ্‌গি+কপ্প+উট্‌ঠান] = **অগ্‌গিকপ্পুখান**। ⇒ **অগ্‌গিকপ্পুখান**।

অগ্‌গিকপ্পুখান (ক্লী) [অগ্‌গি+কপ্প+উত্থান] সর্বগত প্রকাণ্ড বা বিস্তৃত অগ্নিদাহ, সর্বজনীন বা বিশ্ব মহাযুদ্ধের আরম্ভ, অগ্নিতুল্য তেজস্বী-উগ্র বা কোপোদ্দীপ্ত উত্থান।

অগ্‌গিক্‌খন্ধ (পুং) মহা অগ্নিস্কন্ধ, বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড বা অগ্নিস্তূপ, মহা অগ্নিপিণ্ড, মহা অগ্নিস্তূপ।

অগ্‌গিগত (বিণ) অগ্নিগত, আগুনের অন্তর্গত, অগ্নিদাহনের অন্তর্ভুক্ত, আগুনের বশীভূত।

অগ্‌গিজুহন = **চমস**। ⇒ **চমস**।

অগ্‌গিট্‌ঠ = **অগ্‌গিট্‌ঠান**। ⇒ **অগ্‌গিট্‌ঠান**।

অগ্‌গিট্‌ঠান (ক্লী) অগ্নিস্থান, অগ্নি জ্বালাইবার স্থান। = **জন্তাঘরে**।

অগ্‌গিডাহ (বিণ) = **অগ্‌গিদাহ**। ⇒ **অগ্‌গিদাহ**।

অগ্‌গিডড্‌ঢ (বিণ) = **অগ্‌গিদড্‌ঢ**। ⇒ **অগ্‌গিদড্‌ঢ**।

অগ্‌গিদড্‌ঢ (বিণ) অগ্নিদগ্ধ, আগুনে দগ্ধ, আগুনে পুড়িয়াছে এমন। = **অগ্‌গিদগ্ধ**।

অগ্‌গিদদ্ধ (বিণ) অগ্নিদগ্ধ, আগুনে পুড়িয়াছে এমন, আগুনে পোড়া, অগ্নিতে সন্তপ্ত। = **অগ্‌গিদড্‌ঢ**।

অগ্‌গিদহন (ক্লী) যজ্ঞকুণ্ড বা চুল্লি হইতে আগুন উঠাইবার হাতা বা বড় চামচ। ⇒ **মস**।

অগ্‌গিদাব (পুং) দাবাগ্নি, দাবানল, বনোদ্ভব অগ্নি, দাবজাত অগ্নি, অরণ্যে স্বয়ংজাত অগ্নি।

অগ্‌গিদাহ (বিণ) আগুনে পোড়া, অগ্নিদগ্ধ। (পুং) অগ্নিদাহ, আগুনে পোড়া।

অগ্‌গিদুক্‌খ (পুং) আগুনে পোড়া দুঃখ, জ্বালাময় দুঃখ, অগ্নিময় দুঃখ।

অগ্‌গিদেব (পুং) অগ্নিদেব, অগ্নিরূপ দেবতা।

অগ্‌গিদোস (পুং) অগ্নির ন্যায় দ্বেষ বা ক্রোধ।

অগ্‌গিনল—(তুলনামূলক) অগ্নির নিকট যেমন তৃণ, নল বা খাগড়া প্রভৃতি (পুড়িয়া ভস্ম হয়)।

অগ্‌গিনি—চিত্যাগ্নি। "**সম**" (সম, ন্যায়, মতো) এর সহিত যৌগিকে, যেমন--(সূত্রনিপাত) **অগ্‌গিনি সমং জলিতং**—চিত্যাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; = **সমন্ততো জলিতং অগ্‌গিং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **অগ্‌গিনি সমাসু;** = **অগ্‌গি সমাসু** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অগ্‌গিনিকাসিন (বিণ) অগ্নিতুল্য, আগুন সদৃশ, অগ্নির ন্যায়, আগুনের মতো।

অগ্‌গিনিব্বান—অগ্নিনির্বাণ, অগ্নি নির্বাপণ, আগুন নিভিয়া যাওয়া অবস্থা, অগ্নির পুনোরুৎপত্তি রহিত অবস্থা, অগ্নি একবার নিভিয়া গেলে যেমন উহাতে সেই অগ্নির উৎপত্তি সম্ভব হয় না তদ্রূপ পুনর্জন্মরহিত অবস্থা, আগুনের বিনাশ প্রাপ্তি বা লোপ হওয়ার অবস্থা।

অগ্‌গিনি সমা (স্ত্রী) চিতা, শ্মশান।

অগ্‌গিনী = **অগ্‌গিনি**। ⇒ **অগ্‌গিনি**। (বি-ভা) **নিচ্চগ্‌গিনী** = **নিচ্চগ্‌গিনি**।

অগ্‌গিপজ্জোত—অগ্নিপ্রদ্যোত, অগ্নিরশ্মি, অগ্নির আলো।

অগ্‌গিপদীপ—অগ্নিদীপ্ত প্রদীপ (মশাল বা চাটি?)

অগ্‌গি পরিচরণ (ক্লী) অগ্নিপরিচর্যা, অগ্নিপূজা।

অগ্‌গি পরিচরণট্‌ঠান (ক্লী) অগ্নিপূজার স্থান, অগ্নি পরিচর্যার স্থান। ⇒ **পরিচরণ** (১)।

অগ্‌গি পরিচরতি—অগ্নি বা অগ্নিদেবের পূজা করা।

অগ্‌গি পরিচরিয়া (স্ত্রী) অগ্নি পরিচর্যা, অগ্নিপূজা, অগ্নি উপাসনা। ⇒ **পরিচরিয়া**।

অগ্‌গি পরিচারিক (পুং) অগ্নি পরিচর্যাকারী, অগ্নির পূজারী, অগ্নির উপসনাকারী, আগ্ন উপাসক। ⇒ **পরিচারিক**।

অগ্‌গি পরিচারিকা (স্ত্রী) অগ্নির পূজারিণী।

অগ্‌গি পরিচিত (বিণ) অগ্নি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। ⇒ **পরিচিত** (২)।

অগ্‌গি পরিজিত (বিণ) = **অগ্‌গি পরিচিত**। ⇒ **অগ্‌গি পরিচিত**।

অগ্‌গিভগবা (পুং) অগ্নিদেব, অগ্নিরূপ ঈশ্বর। ⇒ **অগ্‌গি** (২)।

অগ্‌গি ভব দুক্‌খ (পুং) ভবদুঃখরূপ অগ্নি, পুনঃপুন সংসারে জন্মগ্রহণ করা অগ্নিদাহনের ন্যায় দুঃখ।

অগ্‌গিভাজন—অগ্নি বা জ্বলন্ত কয়লা রাখিবার পাত্র। = **মন্দমুখী**।

অগ্‌গিমোহ (পুং) মোহরূপ অগ্নি, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক মোহ বা বিহ্বলতা।

অগ্‌গিরাগ (পুং) অগ্নিসদৃশ অনুরাগ বা লোভ।

অগ্‌গিবর্ণ (বিণ) অগ্নিসদৃশ। = **অগ্‌গিসদিস**। ⇒ **বণ্ণ** [১০ (বিণ)]।

অগ্‌গিবিপ্পটিসার—অগ্নি সদৃশ মনস্তাপ, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক মর্মপীড়া।

অগ্‌গিসদিস (বিণ) অগ্নি সদৃশ, আগুনের ন্যায়। = **অগ্‌গিবণ্ণ**।

অগ্‌গিসন্তাপ (পুং) অগ্নির ন্যায় উত্তাপ, আগুনের তাপ। ⇒ **সন্তাপ**।

অগ্‌গিসালা (স্ত্রী) অগ্নিশালা, যে ঘরে বা কক্ষে আগুন জ্বালা হয়। ⇒ **সালা**।

অগ্‌গিসিখা (স্ত্রী) ১ অগ্নিশিখা, আগুনের শীষ বা জ্বালা। ⇒ **সিখা**। ২ জুঁয়াতা শাক, বিশল্যা, বিশল্যকরণীর গাছ।

অগ্‌গিসোক—আগুনে দগ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক শোক। **অগ্‌গিনি সমং জলিতং**। ⇒ **অগ্‌গিনি**।

অগ্‌গিহুত্ত (ক্লী) অগ্নিহোত্র, অগ্নিতে আহুতি, অগ্নিহোম, অগ্নিযজ্ঞ, অগ্নিপূজা, অগ্নিপূজারী ব্রাহ্মণের প্রতিদিনের কর্তব্য হোমকার্য, ঘৃত বা ঘৃতাহুতি।

অগ্‌গিহুত্তক (ক্লী) অগ্নিপূজা, অগ্নিপূজার নৈবেদ্য।

অগ্‌গিহোত্ত (ক্লী) অগ্নিহোত্র, অগ্নির হোম।⇒ **অগ্‌গিহুত্ত, হোত্ত**।

অগ্‌গিহোম (ক্লী) অগ্নিহোম, অগ্নিপূজা, অগ্নিপূজার নৈবেদ্য, দেবোদ্দেশে দত্ত বস্তু। ⇒ **অগ্‌গিহোত্তক**।

অগ্‌গুপট্‌ঠাক (পুং) [অগ্‌গ+উপট্‌ঠাক] অগ্রে উপস্থাপক, প্রধান সেবক।

অগ্‌গে (ক্রি-বিণ) ১ অগ্রে, আগায়, অগ্রভাগে, উপরিভাগে। (বিপ) **মূলে**—মূলে, মূলদেশে। (সূত্রনিপাত) **ফুসিতগ্‌গে**—অগ্রভাগে বা আগায় পুষ্পযুক্ত ভাবে বা পুষ্পিতরূপে। (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) **সুপুপ্‌ফিতগ্‌গসাখা**। (জাতক) **উক্‌খগ্‌গে; কূপগ্‌গে**। ২ (অব্যয়) হইতে, দূরত, দূরে, (এই) কারণে, পরে, পশ্চাতে, সত্ত্বেও, যদিও, অনুকরণে, অনুসন্ধানার্থ, অনুপাতে, সম্বন্ধে, সেই সময় হইতে। (বি-ভা) **যদগ্‌গে** ... **তদগ্‌গে** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **অজ্জতগ্‌গে**। (বিনয়) **ভন্তগ্‌গে**। ⇒ **অগ্‌গ** (ক্রি-বিণ)।

অগ্‌গেন (ক্রি-বিণ) সর্বপ্রথমে, প্রথম হইতে, সর্বাগ্রে। ⇒ **অগ্‌গ** (ক্রি-বিণ)।

অগ্‌ঘ (পুং) অর্ঘ, মূল্য, দাম। (ক্লী) অতিথি সৎকার, পূজা, পূজাবিধি।

অগ্‌ঘ-অনগ্‌ঘ (ক্লী) অমূল্যতা, মূল্যহীনতা।

অগ্‌ঘক (বিণ) মূল্যনির্ধারিত, মূল্য দ্বারা বিনিময়কৃত, ক্রীত, মহার্ঘ, মূল্যবান। (ক্লী) মূল্য, অর্ঘ, ক্রয়, মূল্য দ্বারা বিনিময়।

অগ্‌ঘকারক (বিণ, পুং) মূল্যনির্ধারক, মূল্য নির্ধারণ কারক, যে ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেয়।

অগ্‌ঘগত (বিণ) মূল্য নির্ধারিত, মূল্য স্থিরীকৃত। **অগমং অগ্‌ঘতানং** (জাতক)।

অগ্‌ঘঠপন (ক্লী) মূল্য নির্ধারণকরণ, (কোনো কিছুর) মূল্য স্থিরীকরণ কার্য।

অগ্‌ঘতি (ক্রি) ১ [√অগ্‌ঘ+অ] মূল্য দেওয়া, মূল্য নির্ধারণ করা, মূল্য লওয়া। ২ অর্জন করা, উপযুক্ত হওয়া, পুরস্কারের যোগ্য হওয়া। **সতসহস্‌সং অগ্‌ঘতি**—শত সহস্র মূল্যের উপযুক্ত হওয়া। **অদ্ধমাসকং অগ্‌ঘতি**—অর্ধমাসা মূল্য হওয়া। **কালং নাগ্‌ঘতি (নাগ্‌ঘন্তি) সোড়সিং**—১৬ ভাগের এক ভাগ মূল্যেরও সমান নহে। **পদরজনং অগ্‌ঘতি**—পদ রঞ্জিত করিবার মূল্য। **মণিং নাগ্‌ঘাম**—আমরা মণির মূল্য দিব না। (করণে) **অগ্‌ঘাপেতি**।

অগ্‌ঘনক = **অগ্‌ঘক**। ⇒ **অগ্‌ঘক**।

অগ্‌ঘনিক (পুং) মূল্য, অর্থ, নির্ধারিত মূল্য। (বিণ) মূল্য নির্ধারিত, মূল্যে বিনিময়কৃত, ক্রীত, মহার্ঘ, মূল্যবান।

অগ্‌ঘনিকা (স্ত্রী) = **অগ্‌ঘনিক**। ⇒ **অগ্‌ঘনিক**।

অগ্‌ঘনিয (বিণ) মূল্য নির্ধারণের যোগ্য, মূল্য স্থির করার যোগ্য। ⇒ **অগ্‌ঘতি**।

অগ্‌ঘ-মহগ্‌ঘ (বিণ) দামে বা মূল্যে অধিক, মহার্ঘ, মহামূল্য, অতি মূল্যবান।

অগ্‌ঘমিগ (পুং) এক জাতীয় বন্য জন্তু বিশেষ।

অগ্‌ঘাপন (ক্লী) মূল্য নির্ধারণ, মূল্য স্থিরীকরণ।

অগ্‌ঘাপনক (বিণ,পুং) মূল্য নির্ধারক, যে ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করে।

অগ্‌ঘপনিয = **অগ্‌ঘনিয**। ⇒ **অগ্‌ঘনিয**।

অগ্‌পনিয কম্ম (ক্লী) মূল্য নির্ধারণ করিবার কার্য বা ব্যবসায়।

অগ্‌ঘাপেতি (ক্রি) মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া, মূল্য ধরিয়া দেওয়া বা রাখা। ⇒ **অগ্‌ঘতি**।

অগ্‌ঘিক (ক্লী) পূজা, পূজার উপকরণ, নৈবেদ্য, ফুল ও ফুলের ইত্যাদি দ্বারা সাজানো বা অভিবাদন অথবা তোরণাদিতে পত্র বা পুষ্পমালা ও আম্রসার দ্বারা সজ্জিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন। (জাতক) **পুপ্‌ফ অগ্‌ঘিক, রতন অগ্‌ঘিক, ধঞ্ঞ অগ্‌ঘিক, পুপ্‌ফময অগ্‌ঘিক, কুসুম অগ্‌ঘিক**।

অগ্‌ঘিয (বিণ) মূল্যবান, অমূল্য, বহুমূল্য, যাহার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। **মণি অগ্‌ঘিয**। **রতন অগ্‌ঘয**। (ক্লী) শ্রদ্ধার নৈবেদ্য বা অর্ঘ্য। ⇒ **অগ্‌ঘিক**।

অগ্‌ঘেন (ক্রি-বিণ) মূল্য দিয়া, অতিথি সৎকার দ্বারা। ⇒ **অগ্‌গ** (ক্রি-বিণ)।

অগ্যাগার (ক্লী) অগ্ন্যাগার, অগ্নিশালা, অগ্নিগৃহ, অগ্নি আগার বা যজ্ঞশালা। ⇒ **অগ্‌গি-আগার, অগ্‌গিসালা**।

অঘ [অ+ঘ] ১ (ক্লী) (সংস্কৃত—অঘ) অনিষ্ট, ক্ষতি, দুর্ভাগ্য, বিপদ, অনিষ্টকর বস্তু, দুঃখ, শোক, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, উৎপীড়ন, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড, মানসিক বা দৈহিক দুঃখকষ্ট। (মধ্যমনিকায়) **রোগ গণ্ড সল্ল অঘ**। (বিণ) কষ্টদায়ক, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর, দুঃখজনক, মনঃকষ্ট আনয়ন করে এমন, মানসিক কষ্ট বা দৈহিক যন্ত্রণা প্রদানকারী। (জাতক) **অঘম্মিগ = অঘকর** (জাতক অর্থকথা)। ২ (পুং, ক্লী) **ক)** আকাশ, অন্ধকারময় আকাশ, অন্ধকারময় স্থান, গভীর গহ্বর স্থান, ব্যসন, ঘট্টন। (জাতক) **অঘে ঠিতা = অপ্পটিঘে আকাসে ঠিতা**—যেখানে কোনো বাধা নাই সেই আকাশে অর্থাৎ উন্মুক্ত বাধাহীন আকাশে স্থিত হইয়া। **খ)** অন্ধকার, আঁধার, অজ্ঞতা। (বি-ভা) **লোকন্তরিকা অঘা অসংবুতা অন্ধকারা** (দীর্ঘনিকায়)। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) অঘসংবর্ত (মহাবস্তু)। (বিণ) অন্ধকারময়, মেঘাচ্ছন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, বিষণ্ন, গুপ্ত, অশিক্ষিত।

অঘকর (বিণ) মনঃকষ্ট প্রদানকারী, কষ্টদায়ক। = **অঘ** [১ (বিণ)]। (পুং) দুঃখজনক কার্য।

অঘগত (বিণ) আকাশ পথে গত, আকাশে আছে এমন, আকাশে গিয়াছে এমন, আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত।

অঘগামিন (বিণ) গ্রহ সদৃশ আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে বিচরণকারী, আকাশগামী, আকাশ পথে চলে এমন অর্থাৎ গ্রহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আদিচ্চো সেট্‌ঠো অঘগামিনং**—আকাশচারী গ্রহগণের মধ্যে সূর্য শ্রেষ্ঠ।

অঘট্টন (ক্লী) ১ অমিল, অসহযোগ, অসংযোগ, অমিশ্রণ, অসম্মিলিত অবস্থা। ⇒ **ঘট্টন** (১)। ২ **ক)** অঘট্টন, অঘটন, দুর্ঘটি, সংঘর্ষ না হওয়া অবস্থা। **খ** (চরিত্রে) সম্মান, আদর। ⇒ **ঘট্টন** (২)।

অঘট্টনিয (বিণ) অঘটনীয়, সংঘর্ষ হয় না এমন, যাহা ঘটিবার নয়, অসম্ভাব্য, পরস্পরের মধ্যে আঘাত লাগে না এমন, আঘাত লাগে না বা করে না এমন।

অঘট্টনীয (বিণ) = **অঘট্টনিয**। ⇒ **অঘট্টনিয**।

অঘত (বিণ) এই শব্দটি থেরগাথায় দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ সম্ভবত "**অঘগত**" (⇒ **অঘগত**) অথবা "**অগ্‌ঘগতং**" (⇒ **অগ্‌ঘগত**) অথবা "**অগঘং অগ্‌ঘতানং**"।

অঘভূত (বিণ) দুঃখের উৎসস্বরূপ, দুঃখোৎপত্তির কারণঘটিত, দুঃখের মূল্যস্বরূপ। (ক্লী) দুঃখের উৎস, দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ।

অঘম্মিগ (বিণ) [অঘ + ম + মিগ] = **অঘকর**। ⇒ **অঘকর**। (পুং) একজাতীয় বন্য জন্তুবিশেষ। = **অঘবহ মিগ**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) **অঘরিক** (দিব্যাবদান)।

অঘরিক (বিণ) ১ আকাশচারী, আকাশে গমনকারী। ২ অন্ধকারময়, দুঃখজনক।

অঘবিন (বিণ) দুঃখভোগী, দুঃখী, দুঃখে কাতর, দুরবস্থাগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত, দুঃখিত, দুর্দশাগ্রস্ত, বেদনাপীড়িত। = **দুক্‌খিত**।

অঘসিগম (বিণ) আকাশে বা শূন্যে গমন করে এমন, অবাধ স্থান দিয়া গমন করে এমন। = **বেহাসং গম** (বিমানবস্তু অর্থকথা)।

অঘা (বিণ) অন্ধকার, আঁধার। ⇒ **অঘা-অঘ**।

অঘা-অঘ—অন্ধকারময়, আকাশ, আঁধার গগন, অন্ধকারময় স্থান বা গহ্বর। (বি-ভা) **লোকান্ত অঘা অসংবুতা অন্ধকারা**—লোকান্তরিক নামক নরকের অন্ধকার অদম্য অর্থাৎ ঘোর অন্ধকারময়।

অঘাঘ [অঘা+অঘ] = **অঘা-অঘ**। ⇒ **অঘা-অঘ**।

অঘাচরতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝাচরতি**। ⇒ **অজ্‌ঝাচরতি**।

অ-ঘাতযং—হত্যা করায় না, হত্যা করিবার কারণ করে না। ⇒ **ঘাতেতি**।

অঘবহ মিগ (পুং) এক জাতীয় বন্য জন্তু। = **অঘম্মিগ**।

অঘে (ক্রি-বিণ) আকাশে, গগনে, বায়ুমণ্ডলে, নভে।

অঘে ঠিতা (বিণ) আকাশে স্থিত। = **অপ্পটিঘে আকাসে ঠিতা**। ⇒ **অঘ** (২)।

অঙ্ক (পুং) ১ অঙ্ক, রেখা, দাগ, চিহ্ন, কলঙ্ক, তপ্ত লৌহের দাগ, কলঙ্ক চিহ্ন। = **অঙ্গ**। (জাতক) অঙ্ককরণ। = **অঙ্কেতি**। ২ **ক)** আঁকড়া, আকুশি, বঁড়শি, বাঁকা পেরেক, কাস্তে। বর্মা জাতক গ্রন্থে এখানেও "**অঙ্গ**" শব্দে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **খ)** কোল, ক্রোড়, মেয়েদের পার্শ্বস্থ কোমর যেখানে শিশু ছেলেমেয়ে বসাইয়া বহন করা হয়। (বিনয়) **অঙ্কেন বহতি**। (দীর্ঘনিকায়) **অঙ্কে পরিহরতি**—কোলে গ্রহণ করা অথবা কটিদেশে বা কোমরে লইয়া বহন করা; **অঙ্কে নিসীদাপেতি**—কোলে বসায়। (মধ্যমনিকায়) **অঙ্কেন বহিত্বা** । (জাতক) **অঙ্কে নিসিন্ন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অঙ্কেন বহিত্বা**।

অঙ্ককরণ (ক্লী) তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করণ, দাগকাটা, অঙ্কিত বা চিহ্নিত করণ, কলঙ্কিত করণ। ⇒ **অঙ্ক** (১)।

অঙ্কিত (অ-বিণ) অঙ্কিত, চিহ্নিত, তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ দেওয়া হইয়াছে এমন। (জাতক) **চক্কঙ্কিতা সখু পদা; অঙ্কিত কণ্ণক**।

অঙ্কিত কণ্ণক (বিণ) যে ব্যক্তির কর্ণ বিদ্ধ বা কর্ণভেদ করা হইয়াছে। ⇒ **অঙ্কিত**।

অঙ্কুর (পুং) অঙ্কুর, বীজ হইতে সর্বপ্রথম উদ্‌গত উদ্ভিদ, কলি, কুঁড়ি, অগ্রভাগ, পল্লব, অভিনবোৎপন্ন বস্তু, প্রকাশ। (জাতক) **বুদ্ধাঙ্কুর**। (ধর্মসঙ্গনী) **অঙ্কুরবন্ন**।

অঙ্কুরবন্ন (বিণ) অঙ্কুর বর্ণ, অঙ্কুর বা কুঁড়ির বর্ণ বিশিষ্ট, কুঁড়ি সদৃশ।

অঙ্কুস (পুং) অঙ্কুশ, অঙ্কুষ, হস্তীতাড়ন-যন্ত্র, ডাঙ্গশ। ১ বঁড়শি বা অঙ্কুশযুক্ত দণ্ড (যাহা গাছ হইতে ফলাদি পারিবার জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোঁটা বা টোঁডা), বাঁক, বাঁকা জিনিস, বঁড়শি। (জাতক) **অঙ্কস পচ্ছি; পচ্ছি খনিত্তি অঙ্কুস;** = **ফলানং গণ্‌হনত্থং অঙ্কুসং** (জাতক)। ২ হস্তীতাড়ন-যন্ত্র, অঙ্কুশ। (তুলনীয়) **পতোদ, তুত্ত**। (বিনয়) **অঙ্কুস কসা**। (থেরগাথা অর্থকথা) **ওবাদং অঙ্কুসং কত্তা** (চরিত্রে—পথপ্রদর্শক বা উপদেষ্টা অর্থে)। (সন্ধিস্মোপায়ন) **দণ্ডঙ্কুস**। ৩ যুক্তবিদ্যায় (**নয**) সিদ্ধান্তের কোনো ধারার নাম যাহাতে নিজ নিজ বিশেষ গুণ দ্বারা

দর্শনকৃত বিষয়সমূহ হইতে স্বাভাবিক চরিত্রের মানসিক অবস্থার কোনোরূপ সিদ্ধান্ত অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ⇒ **অঙ্কুসক**।

অঙ্কুসক (পুং) ১ গাছ হইতে ফলাদি পাড়িবার অঙ্কুশযুক্ত দণ্ড টোঁডা। = **অঙ্কুস** (১)। ২ হস্তীচালক মাহুতের অঙ্কুশ, হস্তীতাড়ন-যন্ত্র, অঙ্কুশ।

অঙ্কুসকসা [অঙ্কুস+কসা] অঙ্কুশ ও চাবুক।

অঙ্কুসগয্হ (পুং) হস্তীচালক মাহুতের অঙ্কুশধারণ (করিবার কৌশল) এবং ধারণ। মধ্যমনিকায়ে ইহাকে বলা হইয়াছে **"সিপ্প"**।

অঙ্কুসগহ (পুং) হস্তীচালক মাহুত।

অঙ্কুশপচ্ছি—অঙ্কুশ বা ফল পাড়িবার টোঁডা এবং ঝুড়ি।

অঙ্কুসক যথ্থ—বাঁকা যষ্টি, বক্র লাঠি, লাঠি বা ধারণ করিবার দীর্ঘ দণ্ড, ফল পাড়িবার টোঁডা। (জাতক) **অঙ্কুসকযথ্থপচ্ছি**।

অঙ্কেতি (ক্রি)[√অঙ্ক+এ] অঙ্কন করা, চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা। (জাতক) **লক্খণেন অঙ্কেতি**। (অতীত) **অঙ্কেসি**। (অ-বিণ) **অঙ্কিত**।

অঙ্কোল (পুং) এক জাতীয় বৃক্ষ, অঙ্কোল, আঁশ ফলের গাছ, আঁকড় গাছ।

অঙ্কোলক (পুং) এক জাতীয় ফুলের নাম। ফ্লোরা ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে ইহার বাংলা নাম "আকরকন্ট"। ⇒ **অঙ্কোল**।

অঙ্গ (ক্লী) ১ (সাহিত্যে) অঙ্গ, শরীরে প্রয়োজনীয় অংশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ জিনিসের একটি অংশ। (যৌগিকে) **অঙ্গসম্ভার, অঙ্গপচ্চঙ্গ**। (পেতবত্থু) **সব্বঙ্গ-কল্যাণী**--সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ; = **সোভণ-সব্বঙ্গ-পচ্চঙ্গী** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিনয়) **অঙ্গসঙ্গানি**—প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ সর্বাঙ্গ। (বিমানবত্থু) **অঙ্গেহি নচ্চমান**। (পেতবত্থু) **সুনখো তে (অঙ্গানি) খাদতি**। ২ সম্পূর্ণের অথবা পদ্ধতির অথবা সংগ্রহের অংশ। (জাতক) **উপোসথঙ্গ**—উপোসথ পালনের অঙ্গ; **ভবঙ্গ**—উপাদানসমূহ অথবা পুনর্বার অস্তিত্বপ্রাপ্তির অবস্থা (⇒ **ভব**); **বোজ্ঝঙ্গ**। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত বর্ণনায়:--(অঙ্গুত্তর নিকায়) **চত্তারি অঙ্গানি**—চতুর্বিধ উপাদান বা অঙ্গ, যথা—**"সীল, সমাধি, পঞ্ঞা, বিমুত্তি"** এবং **"রূপ, বেদনা, সঞ্ঞা, ভব**। (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) **অট্ঠঙ্গিক মগ্গ**—অষ্টাঙ্গিক মার্গ; অট্ঠ অঙ্গানি অস্সাতি; **নবঙ্গ বুদ্ধ সাসন** (⇒ **নব**)। ৩ **লক্ষণ** বা। বিশেষ গুণস্বরূপ প্রয়োজনীয় অংশ, (সুস্পষ্ট অথবা স্বতন্ত্র করিয়া দেখার মতো) লক্ষণ, গুণ, চিহ্ন, বিশেষ গুণ। (দীর্ঘনিকায়) **ইমিনা পি অঙ্গেন**—এই গুণ দ্বারা, অথবা—এইরূপে, এইভাবে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তেন কারণেন**। বিশেষ ভাবার্থে:—শরীরস্থ (অস্বাভাবিক) আঘাতজনিত চিহ্ন বা দাগ (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **হত্থ-পাদাদিসু যেন কেনচি এবরূপেন অঙ্গেন সমন্নাগতো দীঘায়ু ... হোতী'তি অঙ্গসত্থন**= কর পরীক্ষা দ্বারা ভাগ্য গণনা (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (যৌগিকে) **অঙ্গ সমন্নাগত; অঙ্গসম্পন্ন** (জাতক)। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত যৌগিকে:—**তিহী অঙ্গেহি সমন্নাগত**। (দীর্ঘনিকায়) **চত্তারি সোতাপন্নস্স অঙ্গানি**। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চঙ্গ-বিপ্পহীনো**--পঞ্চ বাধা পরিত্যক্ত (⇒ **নীবরণ**); **পঞ্চঙ্গ-সমন্নাগত**—পঞ্চ সদগুণ সমন্বিত, যথা--**সীলক্খন্ধ** (⇒ **খন্ধ**)। একইরূপে দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণের পঞ্চ গুণ, যথা—**সুজাত** (সুজাত বা শুদ্ধ জন্ম), **অজ্ঝায়ক** (অধ্যায়ক বা বেদ পাঠের ছাত্র), **অভিরূপ** (অভিরূপ বা সুন্দর), **সীলব** (সচ্চরিত্রের), **পণ্ডিত** (চতুর বা বুদ্ধিশালী)। দীর্ঘনিকায়ে রাজার আটটি গুণ সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংযুক্ত নিকায়ে অর্হতের দশটি গুণ [দস্ (১) শব্দ তুলনীয়] সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। (মধ্যম নিকায়) **দসহ'ঙ্গেহি সমন্নাগতো রঞ্ঞো অস্সাজানিযো** (তুলনীয়)। ৪ (প্রকারীয় বা বাহ্যিকভাবে) অংশ, খণ্ড, ভাগ, হিস্যা, স্বার্থ, সুবিধা, লাভ, বিশেষ মনোযোগ, বৃদ্ধি, হিত, উদ্বেগ, সংস্রব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অজ্ঝত্তিকং অঙ্গং**—বাহ্যিক জগতে আমার নিজ অংশ বা সংস্রব। (মধ্যম নিকায়) **রঞ্ঞো অঙ্গং**—রাজার পক্ষে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস অথবা লাভ।

অঙ্গজাত (ক্লী) অঙ্গজাত, উপস্থ, পুরুষলিঙ্গ, শিশ্ন, স্ত্রীলিঙ্গ বা যোনি।

অঙ্গণ (ক্লী) ১ অঙ্গন, চত্বর, চাতাল, খোলা স্থান, পরিষ্কার জায়গা। = **মনুস্সানং সঞ্চরণট্ঠানে অনাবটে ভূমিভাগে** (জাতক অর্থকথা)। ২ (মুখের উপর) দাগ বা চিহ্ন, (মুখের উপর) মেছতা বা ছুলি। (মধ্যম নিকায়) **অঙ্গণরজ**। (সূত্রনিপাত) **অঙ্গণবিগত রজ= অঙ্গণানং অভাবা মলানঞ্চ বিগমা** ... (সূত্রনিপাত অর্থকথা); = **নিক্কিলেস**।

অঙ্গণট্ঠান (ক্লী) (বন কিংবা উদ্যানস্থ) পরিষ্কৃত বা মুক্ত স্থান।

অঙ্গণপরিযন্ত—অঙ্গন বা পরিষ্কৃত মুক্ত স্থানের শেষ সীমা পর্যন্ত।

অঙ্গণরজ—উঠান বা প্রাঙ্গণের ধূলা, অঙ্গন বা মুক্ত স্থানের ধুলা বা ময়লা। ⇒ **অঙ্গণ**(২)।

অঙ্গণেক—১ একমাত্র উন্মুক্ত স্থান। ২ একমাত্র দাগ বা চিহ্ন।

অঙ্গদ (ক্লী) অঙ্গদ, বাহুভূষণ, বাহুর অলঙ্কার বিশেষ।

অঙ্গদিন (বিণ) বাহুভূষণ অর্থাৎ বাহুতে অলঙ্কার পরিধান করে এমন।

অঙ্গন (ক্লী) দোষ, কলঙ্ক, চিহ্ন, দাগ, ত্রুটি, খুঁত।

অঙ্গনা (স্ত্রী) অঙ্গনা, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দরী রমণী, ভার্যা, নারী, কন্যারাশি।

অঙ্গপচ্চঙ্গ (ক্লী) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, (শরীরের) ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঙ্গসমূহ। ১ সংগৃহীতভাবে:—পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবস্থা। (বিণ) সম্পূর্ণ অঙ্গ সমন্বিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণরূপে আছে এমন, সম্পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিপুন্ন**

সব্বঙ্গ-পচ্চঙ্গবতী। (মধ্যম নিকায়) **রথস্স অঙ্গ-পচ্চঙ্গ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সব্বঙ্গ পচ্চঙ্গানি**—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ⇒ **পচ্চঙ্গ**। ২ বিভক্তরূপে:—(**ছিদ্দাবছিদ্দ, সেট্‌ঠানু-সেট্‌ঠ, খণ্ডাখণ্ড, চুন্নবিচুন্ন** শব্দ সদৃশ) অঙ্গের পর অঙ্গ, এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ (⇒ **অঙ্গমঙ্গানি**)। (বিণ) খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্পন্ন। (মধ্যম নিকায়) **অঙ্গ পচ্চঙ্গে দসেয্য**। (জাতক) **অঙ্গ-পচ্চঙ্গ ছিন্দিত্বা**।

অঙ্গপচ্চঙ্গতা (স্ত্রী)অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের পূর্ণ অবস্থা বা পূর্ণতা।

অঙ্গপচ্চঙ্গিন (বিণ, পুং) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট।

অঙ্গপচ্চঙ্গী (বিণ, স্ত্রী) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্টা।

অঙ্গপাঠক (পুং) হস্তরেখা বিচারে বা কর-কোষ্ঠী গণনায় পণ্ডিত, যে ব্যক্তি শরীরস্থ চিহ্ন ও লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করে। (তুলনীয়) **অঙ্গবিজ্জা**।

অঙ্গমঙ্গ (ক্লী) [অঙ্গং+অঙ্গ] (বহুবচনে) **অঙ্গমঙ্গানি**।

অঙ্গমঙ্গানি (ক্লী, বহুবচনে) [অঙ্গং+অঙ্গানি] এক একটি করিয়া প্রতিটি অঙ্গ বিশেষ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ অবস্থা। **অঙ্গমঙ্গেহি নচ্চমান**। ⇒ **অঙ্গ** (১), **অঙ্গ-পচ্চঙ্গ**।

অঙ্গমঙ্গানুসারিনো বাত (পুং) শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চরণকারী বায়ু। ⇒ **বাত**।

অঙ্গরাগ (পুং) অঙ্গরাগ, চন্দন-কুঙ্কুমাদি বর্ণকর দ্রব্য দ্বারা গাত্রলেপন, শরীরে বিধায়ক দ্রব্য, কুঙ্কুমাদি রঞ্জন সামগ্রী, প্রসাধন দ্রব্য, অঙ্গ ভূষণ, অঙ্গের মনোহর সৌন্দর্য, গালে বা ঠোঁটে লাগাইবার এক প্রকার লাল রং, অঙ্গ বা দেহ রঞ্জিত করণ। (বিনয়) **ভিক্‌খূ অঙ্গরাগং করোন্তি। অঙ্গরাগ মুখরাগ** (বিনয়)। ⇒ **রাগ** (১)।

অঙ্গলট্‌ঠি (স্ত্রী) প্ররোহ, প্রশাখা, অঙ্কুর, পল্লব, মঞ্জরী, অঙ্গস্বরূপ অঙ্কুর বা মঞ্জরী। ⇒ **লট্‌ঠি** (২)।

অঙ্গবাত (পুং) অঙ্গবাত, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অথবা গিরায় গিরায় বেদনা, গেঁটেবাত।

অঙ্গবিজ্জা (স্ত্রী) অঙ্গবিদ্যা, সামুদ্রিক বা হস্তরেখা পরিচয় জ্ঞান, শরীরের লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল বলার বিদ্যা, হস্তরেখা বিচার, কর-কোষ্ঠী গণনা। (তুলনীয়) **অঙ্গপাঠক**। ⇒ **বিজ্জা**।

অঙ্গবৈকল্ল (ক্লী) অঙ্গবৈকল্য, অঙ্গবিকলতা, অঙ্গহীনতা, অঙ্গের অস্বাভাবিকতা, অঙ্গবিকার, অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গে অবয়ব বৈকল্য, অন্ধতা-খঞ্জতাদিরূপ শরীরের বিকৃতিভাব। ⇒ **কেবল্ল**। (পুং) অপস্মার, মৃগীরোগ, অঙ্গের বিকার বা বিকৃতি অবস্থা।

অঙ্গসত্থ শরীরস্থ কোনো চিহ্ন দেখিয়া ভাবী শুভাশুভ গণনা করিবার বিজ্ঞান বা বিদ্যা।

অঙ্গসমন্নাগত (বিণ) অঙ্গসমন্বিত, পরিপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। = **অঙ্গসম্পন্ন**।

অঙ্গসম্পন্ন (বিণ) অঙ্গসম্পন্ন, সৌভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠ, বিশেষ গুণসম্পন্ন, গুণসমন্বিত। = **অঙ্গ সমন্নাগত**। (জাতক) **সব্বঙ্গ সম্পন্ন নগরং** সর্বাঙ্গ সম্পন্ন বা পরিপূর্ণতার সর্ব চিহ্নযুক্ত নগর। ⇒ **অঙ্গ** (৩)।

অঙ্গসম্ভার—অঙ্গসম্ভার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সংযোগ বা পরিপূর্ণতা।

অঙ্গহেতুক—১ এক জাতীয় বন্যপক্ষী। ২ বনবাস।

অঙ্গানুভাব—শরীরস্থ চিহ্নসমূহের জ্ঞান, শরীরের তিল-যৌতুকাদি চিহ্নসমূহের লক্ষণজ্ঞান।

অঙ্গার (পুং, ক্লী) অঙ্গার, কাঠকয়লা, আংরা, কলঙ্ক, গ্লানিস্বরূপ কার্য, জ্বলন্ত অঙ্গার, মঙ্গলগ্রহ, লাল রক্তবর্ণ। (বিণ) লাল রঙের, রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

অঙ্গারক (বিণ) অঙ্গারক, জ্বলন্ত লাল কয়লা সদৃশ, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, গ্রহ সদৃশ।

অঙ্গার কটাহ (পুং) অঙ্গার ধানিক, অঙ্গার ধানী, আগুনের মালসা, কয়লা রাখিবার পাত্র, অঙ্গারি, অঙ্গারিকা, অঙ্গারিণী, আগুন রাখিবার লৌহপাত্র, জ্বলন্ত কয়লা রাখিবার লৌহপাত্র। (তুলনীয়) **অঙ্গারকপল্ল**।

অঙ্গারকপল্ল (পুং) আগুন রাখার পাত্র, অগ্নিযুক্ত ছাই রাখিবার মৃন্ময়পাত্র। = **মন্দমুখী**। (তুলনীয়) **অঙ্গারকটাহ**।

অঙ্গার কম্মকর (পুং) যে ব্যক্তি কাঠকয়লা পোড়ায় বা কাঠ পোড়াইয়া কয়লা প্রস্তুত করে।

অঙ্গারকাসু (স্ত্রী) আধপোড়া কাঠ বা কয়লা রাখিবার গর্ত, ছাই ফেলিবার বা রাখিবার গর্ত। ⇒ **কাস**।

অঙ্গার গব্‌ভে—জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে, জ্বলন্ত অঙ্গার গর্ভে, আগুনের মধ্যে। ⇒ **গব্‌ভে**।

অঙ্গারদুমা (পুং, বহুবচন) মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত বৃক্ষসমূহ।

অঙ্গারপচ্ছি—ছাই বা কয়লা রাখিবার ঝুড়ি।

অঙ্গারপব্বত (পুং) জ্বলন্ত অঙ্গার পর্বত, (নরকস্থ) জ্বলন্ত অগ্নিপর্বত।

অঙ্গার মংস (ক্লী) কয়লার আগুনে সেঁকা মাংস।

অঙ্গারমসি (পুং) কয়লার কালি, অঙ্গার মশি, ছাই, কাঠকয়লার গুঁড়া বা চূর্ণ। ⇒ **মসি** (১)।

অঙ্গাররাসি (পুং) অঙ্গার রাশি, আধপোড়া কাঠ বা কয়লার স্তূপ, জ্বালানি কয়লার রাশি বা স্তূপ। ⇒ **রাসি** (২)।

অঙ্গারারোপণ [অঙ্গার আরোপণ] অঙ্গার আরোপণকরণ, অঙ্গার সংস্থান।

অঙ্গারিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক কাঠকয়লা পোড়ায় বা কাঠ পোড়াইয়া কয়লা প্রস্তুত করে।

অঙ্গারাবণ্ণ ⇒ **কিংসুকবণ্ণ**।

অঙ্গারিন (বিণ) জ্বলন্ত কয়লা সদৃশ, উজ্জ্বল লাল বর্ণের, গাঢ় লাল। = **অঙ্গারদুমা**।

অঙ্গায ছেক—ভাগ্যনির্ণয়ে চতুরতা, অদৃষ্ট গণনায় চতুরতা।

অঙ্গি-অঙ্গ (ক্লী) অঙ্গধারীর অঙ্গ বিশেষ, অঙ্গের অংশ বিশেষ।

অঙ্গিক (বিণ) অঙ্গিক, অঙ্গধারী, সর্বাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গিক, সর্বাঙ্গবিশিষ্ট। **অট্‌ঠঙ্গিক**—অষ্ট অঙ্গযুক্ত। **দুবঙ্গিক**—দুই অঙ্গযুক্ত, দুই অঙ্গ বিশিষ্ট।

অঙ্গিগত (বিণ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সম্পূর্ণ আছে এমন, অঙ্গ সমন্বিত, অঙ্গযুক্ত, পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট, বিভক্ত। (তুলনীয়) **সমঙ্গি, সমঙ্গিভূত**।

অঙ্গিন (বিণ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, অঙ্গবিশিষ্ট, অঙ্গসমন্বিত, পূর্ণাঙ্গসম্পন্ন, অঙ্গের সর্বাংশ যুক্ত ভাঁজ (⇒ **চতুরঙ্গিন, পচ্চঙ্গিন**)।

অঙ্গিনী (স্ত্রী) শাখা পল্লব, নবোদ্‌গত পল্লব। (বিণ) শরীরী, দেহধারী, শরীরধারী, প্রধান।

অঙ্গী-অঙ্গ = অঙ্গি-অঙ্গ। ⇒ **অঙ্গি-অঙ্গ**।

অঙ্গীগত = অঙ্গিগত। ⇒ **অঙ্গিগত**।

অঙ্গীরস (পুং) অঙ্গীরস, অঙ্গিরা, বুদ্ধ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্যোতির্ময় পুরুষ, যাঁহার অঙ্গ বা দেহ হইতে জ্যোতিঃরূপ রস নির্গত হয়, শরীরের জ্যোতিঃরূপ রস, এক ব্যক্তির নাম বিশেষ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জুতিযা অধিবচনং**--অর্থাৎ উজ্জ্বলতা বা সৌন্দর্য। ⇒ **রস** (৬)।

অঙ্গুট্‌ঠ (পুং) ১ অঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়া আঙ্গুল। ২ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ বা বড় আঙ্গুল।

অঙ্গুট্‌ঠক—হাতের বা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল। ⇒ **অঙ্গুট্‌ঠ**।

অঙ্গুট্‌ঠ পদ—বৃদ্ধাঙ্গুলির চিহ্ন।

অঙ্গুট্‌ঠ সিনেহ (পুং) অঙ্গুষ্ঠ স্নেহ অর্থাৎ অসাধারণ স্নেহ। = **অঙ্গুট্‌ঠস্নেহ**।

অঙ্গুড্‌চ (পুং) কিছুটা দুধের মতো বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খীর**। ⇒ **স্নেহ**।

অঙ্গুল (ক্লী) অষ্ট যবোদর পরিমাণ অর্থাৎ যবধান একত্র করিলে উহাদের মধ্যস্থানগুলির স্থূলত্ব সমষ্টি (যেমন শুভঙ্করী আর্যায় ৩ যবে এক অঙ্গুলি) এক ইঞ্চি, এক আঙ্গুল পরিমিত অংশ বা স্থান। (বিনয়) **দ্বাঙ্গুল** দুই আঙ্গুল বা দুই ইঞ্চি প্রস্ত। (মহাবংস) **অট্‌ঠঙ্গুল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একঙ্গুল**—একাঙ্গুল বা এক ইঞ্চি প্রস্থ। (পুং) আঙুল, অঙ্গুল, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পায়ের আঙ্গুল। (মধ্যমনিকায়) **বঙ্কঙ্গুলং (বঙ্কঙ্গুলিং) করোতি**—আঙুল গুলিকে বক্র করা। (জাতক) **গোণঙ্গুল; গোণঙ্গুট্‌ঠ; গোণঙ্গুলি**।

অঙ্গুলপব্ব (ক্লী) আঙ্গুলের পর্ব, আঙুলের গিরা বা সন্ধি। ⇒ **পব্ব** (১)।

অঙ্গুলঙ্গুট্‌ঠ (পুং) [অঙ্গুল+অঙ্গুট্‌ঠ] অঙ্গুলি সমূহের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি।

অঙ্গুলঙ্গুলি (স্ত্রী) [অগুল+অঙ্গুলি] হাত-পায়ের আঙুল।

অঙ্গুলঙ্গুলী = অঙ্গুলঙ্গুলি। ⇒ **অঙ্গুলঅঙ্গুলি**।

অঙ্গুলট্‌ঠি (স্ত্রী) [অঙ্গুল+অট্‌ঠি] হাতের (অথবা পায়ের) আঙ্গুল এবং অস্থি। (তুলনীয়) **অঙ্গলট্‌ঠি**।

অঙ্গুলন্তরিকা (স্ত্রী) [অঙ্গুল+অন্তরিক] দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী ফাঁক, অঙ্গুলি পরিসর, অঙ্গুলি সমীপ।

অঙ্গুল পরিমাণ—একাঙ্গুল বা এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান বা অংশ। ⇒ **অঙ্গুল** (ক্লী)।

অঙ্গুলি (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলি, আঙুল, হাতের বা পায়ের আঙুল। ২ আংটি, অঙ্গুরীয়ক। ৩ হাতিশুঁড়ার গাছ। ৪ হাতির শুঁড়ের অগ্রভাগ, করীশুণ্ডাগ্র।

অঙ্গুলিক (ক্লী) অঙ্গুলি। = **অঙ্গুলি** (১)। (জাতক) **পঞ্চঙ্গুলিক; বট্টঙ্গুলিক= পবালঙ্গুলিক; অঙ্কুর সদিসা বট্টঙ্গুলি**। ⇒ **পঞ্চঙ্গুলিক**।

অঙ্গুলিণ = অঙ্গুল। ⇒ **অঙ্গুল**।

অঙ্গুলি পতোদক (পুং) = **অঙ্গুলীপতোদক**। ⇒ **অঙ্গুলিপতোদক**। ⇒ **পতোদক**।

অঙ্গুলিপোঠ—অঙ্গুলিস্ফোটন, অঙ্গুলিতে তূরীর শব্দকরণ, অঙ্গুলি ভাঙ্গার মট মট শব্দ। = **অঙ্গুলিপোথন**। (তুলনীয়) **পোথন, ফোটেতি**। ⇒ **পোঠ**। = **অঙ্গুলীপোঠ**।

অঙ্গুলিপোথন—অঙ্গুলিস্ফোটন, অঙ্গুলি ভাঙ্গার মট মট শব্দকরণ। = **অচ্ছরা সঙ্ঘাত, অঙ্গুলিপোঠ**। ⇒ **পোথন**।

অঙ্গুলিমুদ্দিকা (স্ত্রী) অঙ্গুলের আংটি, নাম মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। যে আংটিতে নামের মুদ্রা বা মোহর মুদ্রিত থাকে। ⇒ **মুদ্দিকা** (১)।

অঙ্গুলিবেঠক—গোলাকার আংটি বা অঙ্গুরীয়ক।

অঙ্গুলী (স্ত্রী) = **অঙ্গুলি**। ⇒ **অঙ্গুলি**।

অঙ্গুলীপতোদক (ক্রি-বি) (পুং) অঙ্গুলি নির্দেশ, আঙ্গুল দ্বারা ঈশারা, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আঙুল দিয়া গুঁতা দেওয়া বা ধাক্কা মারা। = **অঙ্গুলিপতোদক**।

অঙ্গুলীপদ (ক্লী) আঙুলের দাগ বা চিহ্ন, আঙ্গুলের টিপ।

অঙ্গুলীপব্ব—অঙ্গুলিপর্ব, অঙ্গুলি পর্বণ, অঙ্গুলির গ্রন্থি মধ্যস্থিত অংশ, আঙ্গুলের পাব, আঙ্গুলের গ্রন্থি।

অঙ্গুলীপোঠ—অঙ্গুলিস্ফোটন, মট মট শব্দ করিয়া আঙ্গুল ভাঙ্গা বা আঙ্গুল মোচড়ানো, আঙ্গুলের মধ্যস্থ ফাটল বা ছিদ্র। = **অঙ্গুলিপোঠ**।

অঙ্গুলীমুদ্দা (স্ত্রী) স্বনাম খোদিত অঙ্গুরীয়ক, নিজের নাম লেখা আছে এরূপ আংটি, অঙ্গুলি দ্বারা কৃত মুদ্রা।

অঙ্গুলীমুদ্দিকা (স্ত্রী) = **অঙ্গুলীমুদ্দা**। ⇒ **অঙ্গুলীমুদ্দা**।

অঙ্গুলীয়ক (ক্লী) = **অঙ্গুলেয্যক**। ⇒ **অঙ্গুলেয্যক**।

অঙ্গুলীবট্ট—অঙ্গুলি দ্বারা কৃত বৃত্ত বা গোলাকার।

অঙ্গুলীবত্ত = অঙ্গুলীবট্ট। ⇒ **অঙ্গুলীবট্ট**।

অঙ্গুলীসঙ্ঘট্টন—অঙ্গুলি সংঘর্ষণ, অঙ্গুলিস্ফোটন। = **অঙ্গুলীপোঠ**।

অঙ্গুলেয্যক (ক্লী) আংটি, আঙ্গুলের আভরণ। = **নিক্‌খ**।

অচক্‌খু (বিণ) অচক্ষু, চক্ষুহীন, অন্ধ, দৃষ্টিহীন, দৃষ্টিশক্তিরহিত। ⇒ **চক্‌খু**।

অচক্‌খুক (বিণ) অন্ধ। = **অচক্‌খু**।

অক্‌খুস্‌স (বিণ) চোখে দেখিতে বিশ্রী, দেখিতে অমনোজ্ঞ বা কুৎসিত। ⇒ **চক্‌খুস্‌স**।

অচঙ্কম (বিণ) চলিবার বা চংক্রমণ করিবার অনুপযুক্ত অর্থাৎ উঁচু-নিচু বা বন্ধুর, আবড়া-থাবড়া, ক্ষতিজনক।

অচঙ্কম মগগ—চলিবার অনুপযুক্ত পথ, উঁচু-নিচু বা বন্ধুর পথ।

অচচিযা (স্ত্রী) একপ্রকার লতাজাতীয় গাছ, লতাগাছ। = **তক্কারী**।

অচপল (বিণ) [অ+চপল] অচপল, অচঞ্চল, স্থির, ধৈর্যশীল। ⇒ **চপল**।

অচরিম (বিণ) পূর্ববর্তী নহে এরূপ। (বিপ) **অপুব্ব**। ⇒ **অপুব্ব**।

অচল (বিণ) অচল, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, স্থাবর, অপরিবর্তনশীল, নির্বেদ, নিশ্চল, অনুভূতিহীন, অকম্পিত, অবিচলনীয়, অবিচলিত, অনালোড়িত, অবিশৃঙ্খল, গতিহীন, পঙ্গু, দৃঢ়, অপ্রচলিত, অগ্রাহ্য, ব্যবহারের অযোগ্য, অব্যবহৃত, কার্যে অনুপযুক্ত, দোষযুক্ত, নির্বাহের উপায়বিহীন, নিষ্ক্রিয়, স্পন্দনহীন। (তুলনীয়) **নিচ্চল**। **অচলট্ঠান**—অপরিবর্তনশীল স্থান অর্থাৎ নির্বাণ। **অচলং সুখং= নিব্বান**। (পুং) পর্বত, প্রস্তর, কীলক, স্থাণু।

অচলট্ঠান (ক্লী) অচলস্থান, স্থিরতা, নির্বাণ। ⇒ **অচল** (বিণ), **ঠান** (ঘ)।

অচারি (অতীত) চিরদিন বা দীর্ঘকাল আচরণ করিয়াছ, দীর্ঘদিন বা চিরকাল বিচরণ করিয়াছ।

অচারিত্ততাযং [অচারি+বত+অযং] এই (ব্যক্তি বা জীবটি) চিরকাল বা দীর্ঘদিন বিচরণ করিয়াছে বা করিয়াছিল।

অচারী (বিণ) চির অভ্যস্ত, চিরকাল আচরণ করিয়া আসিয়াছে এরূপ, দীর্ঘদিন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে এরূপ, চিরদিন বিচরণ করিয়া আসিয়াছে এরূপ।

অচাবযি (না অর্থে অতীত ক্রিয়া) নড়ায় নাই, সরায় নাই, তাড়াইয়া দেয় নাই। ⇒ **চাবেতি**।

অচিত্তং কলিঙ্গরকণ্ড (বিণ) সুখ-দুঃখ অনুভূতিহীন, অনুভবরহিত, দয়া বা সহানুভূতিশূন্য, স্পর্শ-ইন্দ্রিয়সমূহ নাই এমন। ⇒ **কলিঙ্গকণ্ড**।

অচিত্তক (বিণ) ১ অচিত্তক, ইচ্ছার বিরুদ্ধ, ভাবহীন, চেতনাহীন, চিত্ত বা প্রবৃত্তিহীন, ভাবনা বা চিন্তা রহিত, যাহার মনে করিবার ক্ষমতা বা জ্ঞান নাই, অচিত্ত (অজ্ঞান) চিত্ত, সংজ্ঞাহীন, অমনোযোগী। ২ অন্তরশূন্য, হৃদয়হীন, ভাবরহিত। (ক্রি-বিণ) **অচিত্তকেন**— চিত্তহীনভাবে, অনিচ্ছিতরূপে, ভাবহীনরূপে, চেতনাহীনভাবে, হৃদয়হীনভাবে, অন্তরশূন্যরূপে।

অচিত্তকেন (ক্রি-বিণ) ⇒ **অচিত্তক** (২)।

অচিত্তিকত (বিণ) অচিত্তকৃত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে এরূপ, করিবার ইচ্ছা নাই অথচ করা হইয়াছে এরূপ।

অচিত্তিকরোতি (ক্রি) সম্মান প্রদর্শন না করা, সম্মান না করা, পূজা না করা, শ্রদ্ধা না করা, ভক্তি না করা। (ক্রি-বি) **অচিত্তিকত্বা**। ⇒ **চিত্তিকরোতি**।

অচিত্তিকার (পুং) সম্মান প্রদর্শন না করা, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিচার, অনাদর। ⇒ **চিত্তিকার** (২)।

অচিন্তিয (বিণ) অচিন্তনীয়, চিন্তার অতীত, চিন্তা করিয়া যাহার কূল কিনারা পায় না।

অচিন্তেয্য (বিণ) অচিন্তনীয়, চিন্তা করিয়া যাহার কূল পায় না এমন, চিন্তার অতীত, কল্পনাতীত। **চত্তারি অচিন্তেয্যানি**—চতুর্বিধ অচিন্তনীয় বিষয় বা বস্তু। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অচিন্তেয্য বুদ্ধানুভাব**—বুদ্ধপ্রভাব অচিন্তনীয় বা কল্পনাতীত।

অচিন্তেয্যানি (ক্লী, বহুবচন) অচিন্তনীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা, যাহা কোনোদিন কেহ চিন্তা করে নাই তদ্বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা। "**অচিন্তেয্যানি**" চতুর্বিধ, যথা—**বুদ্ধ-বিসয, ঝান-বিসয, কর্ম-বিপাক, লোক-চিন্তা**। ⇒ **লোকচিন্তা**।

অচির (বিণ) [ন+চির] অচির, সহসা, অল্প, সত্বর, শীঘ্র, অল্পকালব্যাপী, নব, ক্ষণস্থায়ী। (ক্রি-বিণ) অচিরে, অল্প সময়ের মধ্যে, ক্ষণকালের মধ্যে, নিকটবর্তী সময়ে। (সংযুক্ত নিকায়) **অচির অরহত্তপ্পত্ত; অচির পব্বজিত**। (দীর্ঘনিকায়) **অচির পরিনিব্বুতে ভগবতি**—ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিবার পর অল্প সময়ের মধ্যে। (পুং) দীর্ঘকালাভাব, অল্পকাল। = **নচির**।

অচিরং (ক্রি-বিণ) সম্প্রতি, কিছুদিন পূর্বে, অল্পকাল পূর্বে।

অচিরপ্পভা (স্ত্রী) অচিরপ্রভা, অচির দ্যুতি, ক্ষণপ্রভা, ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ, অল্পকাল স্থায়ী জ্যোতি।

অচিরবতী নদী (স্ত্রী) বুদ্ধের সময়কালীন উত্তর ভারতীয় আর্যাবর্তের একটি নদীর নাম, অচিরবতী নদী। ⇒ **নদী**।

অচেতন (বিণ) অচেতন, চেতনারহিত, চেতনাহীন, সংজ্ঞারহিত, নির্জীব, অজ্ঞান।

অচেতনক (বিণ) চেতনাহীন, অচৈতন্য, ভাব বা অভিপ্রায় শূন্য। ⇒ **চেতনক**।

অচেতস (বিণ) যার মন বা ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তিহীন, অনিচ্ছুক, অচেতন, চেতনাহীন।

অচেতসা (ক্রি-বিণ) নির্দয়রূপে, হৃদয়হীনভাবে, সহানুভূতিহীনরূপে, ভীরুভাবে, অনুভূতিহীনের ন্যায়, অচৈতন্যভাবে, সংজ্ঞাহীনরূপে, চিত্তহীনরূপে, অনিচ্ছিতভাবে, ভাবহীনরূপে, চেতনাহীনভাবে, অন্তরশূন্যরূপে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অজ্ঞাতসারে, প্রলোভিতভাবে, প্রলব্ধভাবে, মুগ্ধ করে বা সংজ্ঞাহীন করে এরূপভাবে।

অচেল (বিণ) অচেল, নগ্ন, নেংটা, উলঙ্গ, বিবস্ত্র, জৈন সম্প্রদায়ের, দিগম্বর। (পুং) নগ্নতির্থীয় সন্ন্যাসী, দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী, জৈন বা তির্থীয় সম্প্রদায়। ইহারা বৌদ্ধবিরোধী সম্প্রদায়।

অচেলক = **অচেল**। ⇒ **অচেল**।

অচ্চেক চীবর = অতিরেক চীরক। ⇒ **অতিরেক চীবর।** ⇒ **অচ্চেক।**

অচ্চেতি (ক্রি) [অতি+√ই+অ] ১ (সময়) অতিক্রম করা, (কাল) ক্ষেপণ বা যাপন করা, ধীরে ধীরে অতিবাহিত করা; বহিয়া যাওয়া। (থেরগাথা) **অচ্চয়ন্তি অহোরত্তা।** ২ জয় করা, অতিক্রম করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুক্খং অচ্চেতি**— দুঃখকে জয় করা। (করণে) **অচ্চেতি**—যাইতে দেওয়া, চলিতে দেওয়া; (অধিকরণ) পরিধান করা, স্থাপন বা আরোপণ করা; (জাতক) **সূলস্মিং অচ্চেতি**—শূলে দেওয়া বা বিদ্ধ করা; (জাতক অর্থকথা—**আরুণেতি**)। সম্ভবত এই পাঠ **"অপ্পেতি"** হইবে। ৩ শ্রদ্ধা করা, অর্চনা করা, পূজা করা, সম্মান করা। ⇒ **অচ্চতি।** (অতীত) **অচ্চেসি।** (অ-বিণ) **অচ্চিত।**

অচ্চোগাল্হ (বিণ) [অতি+ওগাঢ়] (ধন সম্বন্ধে) খুব পর্যাপ্ত, অতিপ্রচুর; (সাহিত্যে) নিমজ্জিত, অবগাহনকৃত, (অদম্য অশ্বের ন্যায়) অতি বেগে ধাবিত।

অচ্চোদক (ক্লী) [অতি+উদক] অত্যধিক জল, অতি অধিক জল, অতি গভীর জল। (বিপ) **অনোদক।**

অচ্চোদর (ক্লী) [অতি+উদর] অতি পেটুক, উদরসর্বস্ব, যে ব্যক্তি খুব খাইতে চায়, লোভপরায়ণতা।

অচ্ছ (বিণ) ১ স্বচ্ছ, পবিত্র, নির্মল, পরিষ্কার, প্রতিবিম্বজনক, অকলুষ, নির্দোষ, অনাবিল, অতি নির্মল, যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে এরূপ পরিষ্কার। = **অনাবিল।** ২ আঘাতজনক, বেদনাব্যঞ্জক, খারাপ, মন্দ, বেদনাদায়ক। ৩ (পুং) ভল্লুক। জাতক মতে "এক জাতীয় পশুর নাম", কিন্তু জাতক অর্থকথা মতে **"আচ্ছা নাম অঘম্মিগা"**। পালিতে ইহার **"ইক্ক"** শব্দে অদ্ভুত অর্থও দৃষ্ট হয়। ৪ পাশা, ছক্কা। ⇒ **অক্খ, অচ্চিবদ্ধ।**

অচ্ছ-উদক—স্বচ্ছ বারি, নির্মল বা পরিষ্কার জল। = **অচ্ছ-ওদক, অচ্ছোদক।**

অচ্ছ-উদকপত্ত--পরিষ্কার জলপাত্র বা গ্লাস, স্ফটিকনির্মিত জলপাত্র।

অচ্ছ-উদক রহদ—পরিষ্কার জলপূর্ণ হ্রদ, স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর।

অচ্ছ-ওদক—পরিষ্কার জলপূর্ণ পদ্মপুকুর বা সরোবর। = **অচ্ছ-উদক, অচ্ছোদক।**

অচ্ছ-ওদিকা (স্ত্রী) = **অচ্ছ-ওদক।** ⇒ **অচ্ছ-ওদক।**

অচ্ছক (পুং) ভালুক, ভল্লুক। ⇒ **অচ্ছ** (৩)।

অচ্ছকঞ্জিক (ক্লী) নির্দোষ বা পবিত্র কাঞ্জি।

অচ্ছটা সঙ্ঘাত = অচ্ছরা সঙ্ঘাত। ⇒ **অচ্ছরা-সঙ্ঘাত।**

অচ্ছতি (ক্রি) [√আস+অ; আ হ্রস্ব হইয়াছে এবং স পরিবর্তন হইয়া চ্ছ হইয়াছে] ১ বসা, বসিয়া থাকা, এ পর্যন্ত বা এখনও বসিয়া থাকা। একত্রে পর্যায়ক্রমে:—**চরতি তিট্ঠতি অচ্ছতি সযতি,** যত্র "**অচ্ছতি**" শব্দের পরিবর্তে 'দাঁড়ানো' অর্থে "**নিসিন্ন**" শব্দও হইয়া থাকে। = **নিসীদতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ থাকা, অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা, একাকী ফেলিয়া যাওয়া। ৩ হওয়া, আচরণ করা, ভদ্র ব্যবহার করা, বাস করা। = **নিসীদতি বসতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। এই ভাবার্থে সকর্মক ক্রিয়ার পরিবর্তে অধিক পদতাজনক, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **অগ্গিং করিত্বা অচ্ছতি = অগ্গিং করোতি;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অগ্গিং পরিচরন্তো অচ্ছতি = অগ্গিং পরিচরতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **তন্তং পসারেন্তো অচ্ছতি = তন্তং পসারেতি।**

অচ্ছন্ন (অ-বিণ) আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, অভিভূত, পরিধানকৃত, পরিহিত; (চরিত্রে) সিক্ত, ডুবানো বা ভিজানো হইয়াছে এমন। (জাতক) **লোহিতে অচ্ছন্ন = নিমুগ্গ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **আচ্ছাদেতি।**

অচ্ছপত্ত—পরিষ্কার পাত্র, স্ফটিক নির্মিত পাত্র।

অচ্ছমণি—স্বচ্ছ বা প্রতিবিম্বজনক মণি। = **তনুচ্ছবি।**

অচ্ছম্ভিন (বিণ) **অচ্ছম্ভী।** ⇒ **অচ্ছম্ভী।**

অচ্ছম্ভী (বিণ) [অ+ছম্ভী] অভীরু, অনুত্রাসী, ভয়হীন, নির্ভীক, নির্ভয়, ভয়ে যার লোমহর্ষণ হয় না এমন। সূত্রনিপাতে ইহার পাঠ **"অছম্ভিন"**। (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **অভীরু, অনুত্রাসি** ইত্যাদি। = **নিক্কম্প** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **ছম্ভিন।**

অচ্ছযাগু—পরিষ্কার বা পবিত্র যাগু।

অচ্ছর (পুং) আঙ্গুলের তুরির শব্দমাত্র সময়, চোখের পলকমাত্র সময়, মুহূর্ত সময়। ⇒ **অচ্ছরা।**

অচ্ছরা (স্ত্রী) ১ আঙ্গুলের তুরি শব্দ, দুই আঙ্গুলের অগ্রভাগের সঙ্ঘাত শব্দ। **ক)** (সাহিত্যে) **অচ্ছরং পহরতি**—আঙ্গুল দ্বারা তুরি শব্দ করা, দুই আঙ্গুলের সংঘর্ষণে শব্দ করা। (পরিমাণ স্বরূপ:—) দুই আঙ্গুলের অগ্রভাগের যত পরিমাণ ধরা বা গ্রহণ করা যায় অথবা চিমটির অগ্রভাগ দ্বারা যতদূর লওয়া যায়, চিমটি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অচ্ছরা গহণমত্তং।** (তুলনীয়) **একচ্ছরমত্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **খ)** (চরিত্রে) আঙ্গুলের তুরি অর্থাৎ তরিৎ, শীঘ্র, অঙ্গুলির তুরিশব্দ সময়, ক্ষণ, মুহূর্ত। (মিলিন্দ পঞহো) **একচ্ছরক্খণে**—এক তুরি শব্দ সময়ে বা এক মুহূর্তে, এক পলকে। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় **"অচ্ছরিয"** শব্দের বর্ণনায়ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ স্বর্গীয় বিদ্যাধরী, অপ্সরা, স্বর্গের পরী, বনদেবতা। (বহুবচনে) **অচ্ছরাযো** (মধ্যম নিকায়)। = **দেবচ্ছরা** (থেরগাথা অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **অলম্বুসা অচ্ছরা = দেবকঞ্ঞা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অচ্ছরা সঙ্ঘ (পুং) অপ্সরাগণ। = **অচ্ছরা সমূহ।** ⇒ **সঙ্ঘ** (১)।

অচ্ছরা সঙ্ঘাত—দুই আঙ্গুলের সংঘর্ষণে উৎপন্ন শব্দ, দুই আঙ্গুলের সঙ্ঘাত শব্দ, তুরি শব্দ, অঙ্গুলি স্ফোটন শব্দ; (সময় নিরূপণার্থে) তুরি শব্দের সময়, ক্ষণ সময়, পলকের সময়, মুহূর্ত সময়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অচ্ছরা সঙ্ঘাতমত্ত** তুরি শব্দ হওয়া মাত্র; (তুলনীয় বৌদ্ধ

সংস্কৃত) অচ্ছটা সঙ্ঘাত (দিব্যাবদান)। (থেরগাথা অর্থকথা) **ঘটিকামত্তং পি খণং অঙ্গুলি পোঠনমত্তম্পি কালং।**

অচ্ছরা সদ্দ—দুই আঙ্গুলের অগ্রভাগের সংঘর্ষণে উৎপন্ন শব্দ, তুরি শব্দ, অঙ্গুলি স্ফোটন শব্দ, হাততালির শব্দ।

অচ্ছরা সমূহ—অপ্সরা সমূহ, অপ্সরা গণের জনতা বা সঙ্ঘ। = **অচ্ছরা সঙ্ঘ।**

অচ্ছরিক (ক্লী) দৈবশব্দ। (বিণ) দৈব। **অচ্ছরিকং বাদেতি**—দৈব বাদ্য বা স্বর্গীয় বাদ্য বাজা।

অচ্ছরিয (বিণ) আশ্চর্য, বিস্ময়জনক, বিস্মিত, অদ্ভুত, অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অলৌকিক। (বি-ভা) **অচ্ছরিয অব্‌ভুত (চিত্ত) জাতা**—অলৌকিক বিস্ময়কর চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ক্লী) (বিস্ময়সূচক শব্দ) কি সুন্দর !, কি অদ্ভুত !, কি আশ্চর্য !, কি অভূতপূর্ব !, কেমন অলৌকিক ব্যাপার ! (জাতক) **অহো বত ভো**—আহা, কি অদ্ভুত ব্যাপার !; **অহো অচ্ছরিয**—আহা, কি আশ্চর্য ! (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অহো'তি অচ্ছরিয়ত্থেন নিপাতো।** (যৌগিকে) **অচ্ছরিয়ং অব্‌ভুতং**—কি আশ্চর্য !, কি অদ্ভুত !, কি অদ্ভুত ব্যাপার ! (দীর্ঘনিকায়)। (বি-ভা) **অচ্ছরিয়া অদ্ভুতা ধম্মা**—কি আশ্চর্য কি অদ্ভুত ধর্মসমূহ ! অথবা বস্তু বা ব্যাপার সমূহ ! (অর্থাৎ অদ্ভুত সঙ্কেত, আশ্চর্য প্রমাণ, আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা)। বিমানবত্থু অর্থকথায় ধর্মপালের মতে:--"**অনভিণ্‌হ-প্পবত্তিতায অচ্ছরাপহরণ যোগগং**—অঙ্গুলির তুরি শব্দ হইতে না হইতে যাহা ঘটে। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধ ঘোষের মতে:—"**অচ্ছরা-যোগগং'তি অচ্ছরিয়ং অচ্ছরং পহরিতুং যুত্তং'তি অত্থো।** ⇒ **অচ্ছের, অচ্ছেরক।**

অচ্ছরিয ঘর (ক্লী) আশ্চর্য ঘর, যাদুঘর।

অচ্ছরুন্জ—১ খারাপ বীণা। ২ বেদনাদায়ক আঘাত বা ভগ্ন অবস্থা।

অচ্ছরুন্জা (স্ত্রী) ভীষণ রোগ, অত্যন্ত বেদনা বা ব্যথা। ⇒ **রুন্জা।**

অচ্ছলাখা (স্ত্রী) পরিষ্কার লাক্ষা। ⇒ **বহল।**

অচ্ছবারি = অচ্ছ-উদক। ⇒ **অচ্ছ-উদক।**

অচ্ছাদন (ক্লী) আচ্ছাদন, আবরণ, পরিধান, ঢাকনা, বস্ত্র, আশ্রয়স্থান, রক্ষাস্থান।

অচ্ছাদনা (স্ত্রী) আচ্ছাদন করণ, গোপন করণ, লুক্কায়িত করণ, আবরিত করণ, লুকাইবার স্থান। বিভঙ্গে ইহার পরিবর্তে "অচ্ছসরা" পাঠ দৃষ্ট হয়।

অচ্ছাদিত (অ-বিণ) আচ্ছাদিত, আবৃত, আবরিত, লুক্কায়িত। ⇒ **অচ্ছাদেতি।**

অচ্ছাদেতি (ক্রি) [আ+√ছদ+এ] আচ্ছাদিত করা, আবৃত করা, আচ্ছাদন করা, পরিধান করা, ঢাকিয়া রাখা, আবরিত করা; (চরিত্রে) মোড়া, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা, পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূরণ করা। (জাতক) **অব্‌ভং রজো অচ্ছাদেসি**—আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন করিল। (অতীত) **আচ্ছাদেসি।** (অ-বিণ) **অচ্ছাদিত, অচ্ছন্ন।** (ক্রি-বি) **অচ্ছাদযিত্বান = পরিদহিত্বা।**

অচ্ছি—সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দটি "অচ্চি" শব্দের পরিবর্তে ভুল বানান হইয়াছে। ⇒ **অচ্চি।**

অচ্ছিজ্জ (বিণ) ভঙ্গুর, বিধ্বংসী, ধ্বংস করা হইয়াছে এমন, নষ্টকৃত, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এমন, বধিত। ⇒ **অচ্ছেচ্ছি।**

অচ্ছিদ্দ (বিণ) [অ+ছিদ্দ] অচ্ছিদ্র, ছিদ্রহীন।

অচ্ছিদ্দ বুত্তি—নির্দোষ স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক আচরণ, ছিদ্র বা দোষ নাই বলিয়া কথিত। ⇒ **ছিদ্দ।**

অচ্ছিন্দতি (ক্রি) [আ+√ছিদ+ং+অ] সরাইয়া ফেলা, বলপূর্বক ছিনাইয়া নেওয়া, ডাকাতি করা, লুণ্ঠন করা, হরণ করা, জোর করিয়া কাড়িয়া নেওয়া, চুরি করা, অপহরণ করা, বঞ্চিত করা, দস্যুগিরি করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা। (বিনয়) **সযং অচ্ছিন্দতি**—নিজে হরণ করা বা আত্মসাৎ করা। (অতীত) **অচ্ছিন্দি।** (অ-বিণ) **অচ্ছিন্ন।** (ক্রি-বি) **অচ্ছিন্দিত্বা, অচ্ছেত্বা;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সযং অচ্ছিন্দিত্বা।** (করণে) **অচ্ছিন্দাপেতি।**

অচ্ছিন্দাপেতি (ক্রি) মানুষকে চুরি করিতে প্রবৃত্ত করা, চুরি করানো। ⇒ **অচ্ছিন্দতি।**

অচ্ছিন্ন (বিণ) [অ+√ছিদ+ক্ত] বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ ছিন্ন, অপসারিত, খণ্ডিত, অপহরণকৃত, বিলুণ্ঠিত, বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে এমন, ছিনাইয়া নিয়াছে এমন। ⇒ **অচ্ছিন্দতি।**

অচ্ছিন্নক (বিণ) অচ্ছিন্ন, অকর্তিত, যাহা কাটা বা ছিন্ন করা হয় নাই এমন। **অচ্ছিন্ন বত্থ**—অকর্তিত বা অচ্ছিন্ন বস্ত্র।

অচ্ছিন্নকেস (বিণ) ক্ষৌরকার্য করা হয় নাই এমন, চুল বা কেশ কাটা হয় নাই এমন, চুল কামানো হয় নাই এমন।

অচ্ছিপেতি (ক্রি) চুরি করানো, চুরি করিতে প্ররোচনা বা উৎসাহ দেওয়া।

অচ্ছিবদ্ধ (বিণ) ঘনবস্তুবিশিষ্ট বা পাশাখেলা ঘরের আকারবিশিষ্ট অর্থাৎ সমকোণী আয়তনক্ষেত্রের তুল্য, যে প্রাঙ্গণের চতুর্পার্শ্বে ঘর দ্বারা আবদ্ধ এমন।

অচ্ছিব (ক্লী) (সংস্কৃত—অক্ষিব, অক্ষীব) বৃক্ষের কোনো অংশবিশেষ।

অচ্ছুপতি (ক্রি) = **অচ্ছুপতি।** ⇒ **অচ্ছুপতি।**

অচ্ছুপেতি (ক্রি) [অ+√ছুপ+এ] স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণের উপায় অবলম্বন করা, সন্নিবেশিত করা, সন্নিবিষ্ট করা, অন্তঃপ্রবিষ্ট করা, পরিধান করা, ভিতরে রাখা। (বিনয়) **অগগলং অচ্ছুপেতি।**

অচ্ছে (ক্রি-বিণ) বসায়, উপবেসনে।

অচ্ছেচ্ছি (অতীত ক্রিয়া) কাটিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, নষ্ট করিয়াছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ধ্বংস করিল, কাটিয়া বাহির করিল। (যৌগিকে) **তণ্‌হং অচ্ছেচ্ছি** (মধ্যম নিকায়)। সংযুক্ত নিকায়ে "**অচ্ছেজ্জ**" শব্দের পরিবর্তেও পাঠ হইয়াছে (ধম্মপদ অর্থকথা টীকা)। "**অচ্ছিন্দি**" ধর্মপদে "**অচ্ছিদ্দ**" শব্দের পরিবর্তে "**অচ্ছেচ্ছি**"। Kern. Toev. (Toevoegselen) এতে "**অচ্ছেচ্ছি**" শব্দের পরিবর্তে বিশেষণরূপে "**অচ্ছেজ্জি**" গ্রহণ করাই ভুল, যাহার সমার্থবাচক শব্দ "অতি-এজিন(এজা)", "অচ্ছেচ্ছি" = অতি-ইচ্ছিন (**ইচ্ছা**)। ⇒ **ছিন্দতি**।

অচ্ছেজ = **অচ্ছিজ্জ**। ⇒ **অচ্ছিজ্জ**।

অচ্ছেজ্জ (বিণ) [অ+ছেজ্জ] অভঙ্গুর, অবিনষ্ট, অবিধ্বংসিত, যাহার ধ্বংস নাই, যাহা নষ্ট হয় না, ধ্বংস হয় নাই এমন, ছিন্ন হয় না এমন। ⇒ **ছিন্দতি**।

অচ্ছেজ্জি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অচ্ছেচ্ছি, ছিন্দতি** (৩)।

অচ্ছেদন (ক্লী) দস্যুতা, রাহাজানি, ডাকাতি, অপহরণ।

অচ্ছের (বিণ) আশ্চর্য, উদ্ভুত, অভূতপূর্ব, অলৌকিক। = **অচ্ছরিয**। (তুলনীয়) **অচ্ছের তর**। (পেতবত্থু) **অচ্ছের রূপ** = **অচ্ছরিয সভাব** (পেথবত্থু অর্থকথা)।

অচ্ছেরক (বিণ) আশ্চর্য, অদ্ভুত। = **অচ্ছের**।

অচ্ছেতর (বিণ) আশ্চর্যতর, অপেক্ষাকৃত অদ্ভুত, অধিকতর অভূতপূর্ব বা অলৌকিক। (তুলনীয়) **অচ্ছের**।

অচ্ছের রূপ (বিণ) আশ্চর্যজনক স্বভাব, আশ্চর্য স্বভাব, অদ্ভুত ধর্ম, অদ্ভুত ধরনের ধর্ম বা প্রকৃতি। = **অচ্ছরিয সভাব**। ⇒ **অচ্ছের**।

অচ্ছোদক [অচ্ছ+উদক] পরিষ্কার জল আছে এমন সরোবর বা পদ্মপুকুর। = **অচ্ছ-উদক, অচ্ছ-ওদক**।

অচ্ছোদক পত্ত = **অচ্ছ-উদক পত্ত**। ⇒ **অচ্ছ-উদক পত্ত**।

অচ্ছোদক রহদ = **অচ্ছ-উদক রহদ**। ⇒ **অচ্ছ-উদক রহদ**।

অচ্ছোদর (ক্লী) [অতি+উদর] পেটুক, উদরসর্বস্ব।

অচ্ছোদিকা (স্ত্রী) = **অচ্ছ-ওদিকা**। ⇒ **অচ্ছ-ওদিকা, অচ্ছোদক**।

অছন্দিক (বিণ) যথার্থরূপে চেষ্টারহিত, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট। (যৌগিকে) **অছন্দিক, অনাদর; অছন্দিক অসসদ্ধ** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি)।

অছম্ভিন (বিণ) [অ+ছম্ভিন] কঠিন, দৃঢ়, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, অটল, অচল, দৃঢ়সঙ্কল্প, অবিচলিত, স্থিরবুদ্ধি, ভয়হীন, নির্ভয়, অকম্পিত। ⇒ **অচ্ছম্ভী**।

অজ (পুং) [অ+√জন+অ] অজ, যে জন্মে না, জন্মরহিত, ছাগল, ভেড়া, মেষ। **অজা**—ছাগী, ভেড়ী।

অজ-এলক (পুং) = **অজ**।

অজক (পুং) = **অজ**। ⇒ **অজ**।

অজকর = **অজগর**। ⇒ **অজগর**।

অজকলাপক (বিণ) মেষদলের ন্যায় দলভুক্ত। (পুং) ১ এক যক্ষের নাম বিশেষ। ⇒ **যক্‌খ** (৪)। ২ মেষের দল, মেষপাল।

অজকলাপক যক্‌খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা মেষ পালের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ⇒ **অজকলাপক**।

অজগর (পুং) [অজ+গর] অজগর সর্প, এক জাতীয় বৃহৎ সর্প (ইহারা একটি মেষ আস্ত গিলিতে পারে), বোড়া সাপ। গ্‌+√অচ্‌ = গর, অজের গর (গ্রাসকারী), **ষষ্ঠী** তৎ, অথবা অজ (নিত্য) গর (বিষ) যাহার, বহুব্রীহি (বাংলা ব্যাকরণ মতে)।

অজগর গহ—অজাগর সর্পের আক্রমণ, অজাগর সর্পের আয়ত্ত বা অধিকার। ⇒ **গহ** (২)।

অজচম্ম—ছাগল বা মেষের চামড়া, মেষচর্ম। ⇒ **চম্ম**।

অজচ্চ (বিণ) [অ+জচ্চ] অজাত, অকুলীন, নীচবংশজাত, নীচ কুলে যাহার জন্ম হইয়াছে।

অজজ্জর (বিণ) [অ+জজ্জর] অজর্জর, জর্জররহিত, অবিশীর্ণ, অজীনশীর্ণ, বার্ধক্যে পরিণত হয় নাই এমন। (তুলনীয়) **অমত, অজরামর**। ⇒ **জজ্জর**।

অজঞঞ (বিণ) অপবিত্র, অপরিষ্কার, অবিশুদ্ধ, মিশ্রিত, কলঙ্কিত, দূষিত, কুৎসিত, কদাকার, অনুদার। ⇒ **জঞঞ**।

অজদ্ধু (বিণ) না খাইয়া, উপবাস থাকিয়া, অনশন থাকিয়া, অনাহারে থাকিয়া, খায় নাই এমন, উপবাসী, অনাহারক্লিষ্ট, অনশনব্রতী, অনাহারী।

অজদ্ধুক (পুং) অনশনব্রত পালনকারী লোক, যে ব্যক্তি অনাহারে থাকে। (বিণ) অনশনকারী, অনাহারী, অনশনব্রত পালনকারী।

অজদ্ধুমার (পুং) অনাহারে মৃত্যু, অনশনে মৃত্যু। = **অনাসক মরণ, অজুট্‌ঠ মরণ**।

অজদ্ধুমারিক (পুং) = **অজদ্ধুমার**। ⇒ **অজদ্ধুমার**।

অজদ্ধুমারিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে। ⇒ **অজদ্ধুমারিক**।

অজপদ (পুং) ভেড়ার পায়ের ন্যায় যাহার পদ।

অজপাল (পুং) মেষপালক, অজপালক, রাখাল, মেষ বা অজ রক্ষক। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের রম্য সপ্ত স্থানের মধ্যে একটির নাম অজপাল।

অজপালিকা (স্ত্রী) মেষ রক্ষা বা পালনকারিণী স্ত্রীলোক।

অজমোজ (সংস্কৃত--অজমোদ, তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ--অজাজি) এক জাতীয় লতাবিশেষ, জিরা, জিরাবীজ।

অজয (পুং) অজয়, পরাজয়, অগ্নি। (বিণ) অজেয়, দুর্জয়।

অজযান (ক্লী) অজরূপ যান, মেষরূপ বাহন। ⇒ **যান** (২)।

অজর বাত (পুং) নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ বায়ু। ⇒ **বাত**।

অজরামর (বিণ) [অজর+অমর] অজর এবং অমর, যাহার জরা এবং মরণ নাই, অজর অমর, জরা-মরণহীন, বার্ধক্যও নাই মরণও নাই এমন, নির্বাণ-সম্বন্ধীয়। = **অমত**। (তুলনীয়) **অজজ্জর**।

অজলক্‌খণ—অজলক্ষণ অর্থাৎ অজ বা মেষের যেই লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **এবরূপানং অজানং মংসং খাদিতব্বং এবরূপানং ন খাদিতব্বং' তি**।

অজলগুিকা (স্ত্রী, বহুবচন) মেষের বা অজার বিষ্ঠা, ছাগলের মল, মেষ বা ভেড়ার বিষ্ঠার গুটিকা বা বটিকা। (বি-ভা) **নালিমত্তা অজলগুিকা**—এক বাটি পূর্ণ ছাগলের নাদি (যাহা শাস্তিস্বরূপ দুষ্ট মন্ত্রির গলা দিয়া প্রবেশ করাইল বা খাওয়াইল)। ⇒ **লণ্ডিকা**।

অজবত (পুং, ক্লী) অজব্রত, ছাগলের আচার অভ্যাস, অজস্বভাব, অজস্বভাব অনুকরণ। পুরাকালে কোনো কোনো সাধক অজার স্বভাব অনুকরণ করিয়া অজব্রত গ্রহণে মুক্তির সাধনা করিত, কিন্তু বৌদ্ধমতে ইহাকে মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়। ⇒ **বত** (২খ)।

অজহন (বিণ) = **অরিঞ্চমান**। ⇒ **অরিঞ্চমান**।

অজা (স্ত্রী) অজা, ছাগলী, ভেড়ী, স্ত্রীজাতীয় মেষ।

অজাতিম (বিণ) সম্ভ্রান্তবংশীয় নহে এমন, নীচবংশজ, হীনকুলজাত। (বিপ) **সুজাতিমন্ত**।

অজান (বিণ) অপরিচিত, অজ্ঞাত, অবোধ্য, অজানিত। (তুলনীয়) **দুজ্জান**।

অজানন (ক্লী) [অ+জানন] না জানা, অজানা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অল্পজ্ঞান। (জাতক) **অজানন ভাব; অজানন কাল**। (বিণ) অজানিত, জানে না এমন, অজ্ঞাত, অপরিচিত। (জাতক) **অজানন সিপ্প**—অজ্ঞাত শিল্প, যে শিল্প বা বিদ্যা জানা নাই।

অজানন্ত (ক্রি-বিণ) অজ্ঞানত, অজ্ঞানবশত, না জানিয়া, অজানিতরূপে, অজ্ঞাতভাবে।

অজানন্তো (বিণ) অজ্ঞাত, না জানিয়া, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞতাপ্রকাশক, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, জানে না এমন, বুঝিতে পারে না এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অন্নপানং অজানন্তো**—অন্ন এবং পানীয় হীন (জলহীন) অবস্থায়। ⇒ **জানন্তো**।

অজানমান (ব-বিণ) জানে না এমন, অজ্ঞ। = **অজানন্তো**।

অজানাতি (ক্রি) জানে না। (ব-বিণ) **অজানমান**। (ক্রি-বি) **অজানিত্বা**।

অজানিত্বা (ক্রি-বি) না জানিয়া, জ্ঞাত না হইয়া, সঠিক বা যথার্থরূপে না জানিয়া, প্রকৃতভাবে না জানিয়া। ⇒ **অজানাতি**।

অজানিয (ক্রি-বিণ) অজ্ঞানত, অজ্ঞাতসারে, অবিদিতভাবে, অজ্ঞানবশত, অজানিতভাবে।

অজাযতি (ক্রি) উৎপন্ন হওয়া, জাগ্রত হওয়া।

অজিকা (স্ত্রী) অজা, অজী, স্ত্রী জাতীয় ছাগল, স্ত্রী জাতীয় ভেড়া, স্ত্রী জাতীয় মেষ।

অজিন (ক্লী) অজিন, মৃগচর্ম, পশুচর্ম, ঋষিদের পরিধেয় বস্ত্র। (জাতক) **খরাজিন**—পরিধেয় অমসৃণ চর্ম। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **খরানি অজিন চম্মানি**—(চিতাবাঘের ন্যায়) লোম ও মসীযুক্ত পশুচর্ম।

অজিনক্‌খিপ (পুং) মৃগচর্মের বা চিতাবাঘের চর্ম নির্মিত আচ্ছাদন। = **অজিন খিপ**।

অজিন খিপ (পুং) মৃগ চর্ম দ্বারা তৈরি ঢিলা অঙ্গরাখা বা জামা। = **অজিনক্‌খিপ**। ⇒ **খিপ**।

অজিন চম্মসাটী = **অজিনসাটী**। ⇒ **অজিনসাটী**।

অজিনপত্তা (স্ত্রী) বাদুর।

অজিন পবেণি (স্ত্রী) মৃগচর্মে বা চিতাবাঘের চর্ম দ্বারা কৃত বিছানার আস্তরণ বা চাদর, জোরা দেওয়া বা সেলাই করা চামড়া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অজীন-চম্মেহি মঞ্চপ্পমাণেন সিব্বিত্বা কতা পবেণি**।

অজিন যোনি (স্ত্রী) এক জাতীয় কৃষ্ণসার মৃগ বা হরিণ বিশেষ।

অজিনসাটী (স্ত্রী) চর্মনির্মিত পরিধেয় বা আচ্ছাদন। = **অজিন চম্মসাটী** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অজিনি (অতীত ক্রিয়া) জয় করিয়াছে বা করিল। ⇒ **জিনাতি, জযতি**।

অজিম্‌হ (বিণ) সরল, সৎ, সাধু, প্রকৃত, সোজা, অবক্র। ⇒ **উজু, জিম্‌হ**।

অজিয (স্ত্রী) = **অজিকা, অজকা**। ⇒ **অজিকা, অজকা**।

অজির (ক্লী) উঠান, প্রাঙ্গণ, বিষয়, শরীর। (পুং) বায়ু, ভেক, বেঙ।

অজীরক (ক্লী) [অ+জীরক] অজীর্ণ, বদহজম, হজমের অভাব, পরিপাকশক্তিহীনতা। **অজীরকেন**—হজমের অভাব হেতু, জীর্ণ শক্তি নাই বলিয়া, পরিপাকশক্তিহীনতাবশত। (বিণ) **ক**) জীর্ণ হয় নাই বা হয় না এমন, অপরিপাচিত, হজমশক্তিরহিত। **খ**) অজরাগ্রস্ত, বার্ধক্য নয় এমন, বৃদ্ধ বা দুর্বল নয় এমন।

অজুট্‌ঠমরণ = **অজদ্ধুমার**। ⇒ **অজদ্ধুমার**।

অজুট্‌ঠমার = **অজদ্ধুমার**। ⇒ **অজদ্ধুমার**।

অজূতকর (পুং) = **অনক্‌খ**। ⇒ **অনক্‌খ**। (বিণ) = **অকেরাটিক**। ⇒ **অকেরাটিক**।

অজেগুচ্ছ(বিণ) অঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত নহে এমন, ঘৃণাজনক বা ঘৃণিত নহে এমন। ⇒ **জেগুচ্ছ**।

অজেগুচ্ছনিয (বিণ) = **অজেগুচ্ছ**। ⇒ **অজেগুচ্ছ**।

অজেগুচ্ছিয = **অজেগুচ্ছ**। ⇒ **অজেগুচ্ছ**।

অজেট্‌ঠমারিক = **অজদ্ধুমার**। ⇒ **অজদ্ধুমার**।

অজেট্‌ঠমারিকা (স্ত্রী) **অজদ্ধুমারিকা**। ⇒ **অজদ্ধুমারিকা**।

অজেয্য (বিণ) ১ [অ+জেয্য, **জযতি** শব্দ হইতে] অজেয়,

যাহাকে জয় করা যায় না, অপরাজেয়, জোরে লওয়া যায় না এরূপ, অপরাজেয়, যাহার পরাভব হয় না এমন, অপরাভবনীয়। ২ (**জীযতি**শব্দ হইতে) অমলিন, অজর, মলিন হয় না এমন, জরাগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হয় না এমন, চিরস্থির, অমর, অপরিবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয়, চিরস্থায়ী, মৃত্যুঞ্জয়।

অজ্জ (ক্রি-বিণ বা অব্যয়) আজ, অদ্দ, এখন। (বি-ভা) **অজ্জতগ্‌গে**।

অজ্জক = **অজ্জুক**। ⇒ **অজ্জুক**।

অজ্জকালং (ক্রি-বিণ) অদ্য প্রাতে, আজ সকালে, এই সকালে বা প্রাতঃকালে।

অজ্জতগ্‌গে (ক্রি-বিণ) ("অজ্জতো+অগ্‌গে" অথবা "অজ্জ+ত+অগ্‌গে", বৌদ্ধসংস্কৃত— "অদ্যাগ্রেন"— অবদান শতক) অদ্য হইতে, আজ হইতে, এই সময় হইতে, এই হইতে, আজকের পর, অবশেষে। ⇒ **অজ্জ, অগ্‌গে** (২)।

অজ্জতন (বিণ) অদ্যকার মতো, অদ্যদিন উল্লেখ করিয়া, বর্তমানের তুল্য, এখনকার মতো, এই সময়ের মতো, আধুনিক। (সম্প্রদান) **অজ্‌ঝতনায়**।

অজ্জতনঞ্চ—আজই, অদ্যদিবসই, আজদিনই। = **অজ্জেব**।

অজ্জতনী (ব্যাকরণে) অতীতকাল অর্থাৎ যাহা অতীতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ⇒ **অতীতকাল**।

অজ্জতা (স্ত্রী) বর্তমান সময়, আজদিন।

অজ্জতি (ক্রি) (বৈদিক-**অর্জতি**) **অর্জন** করা, উপার্জন করা, আয় করা, পাওয়া, লাভ করা। (অ-বিণ) **অজ্জিত**। ⇒ **অবহৃতি**। (করণে) **অজ্জেতি**।

অজ্জতো পট্ঠায—অদ্য হইতে, আজ বা অদ্য দিবস হইতে। ⇒ **পট্ঠায**।

অজ্জদিবস—অদ্য, অদ্যদিবস, আজকের দিন, এই দিন, বর্তমান দিবস।

অজ্জর (বিণ) বার্ধক্যহীন, অবার্ধক্য, বার্ধক্যতায় জর্জরিত নহে এমন। ⇒ **জজ্জর**।

অজ্জব (পুং, ক্লী) ঋজুতা, সরলতা, সততা, অবক্রতা, ন্যায়পরতা। (বিণ) ঋজু, সোজা, সরল, অবক্র, কোমল ধর্মভীরু। (সাধারণত যৌগিকে) **অজ্জব মদ্দব** (সূত্রনিপাত)। = **উজুভাব**। ⇒ **উজু**।

অজ্জবতা (স্ত্রী) সরলতা, সততা, সাধুতা, অবক্রতা, ন্যায়পরতা। (ধম্মসঙ্গণী) **অজ্জবতা অজিম্হতা অবঙ্কতা**। ⇒ **অজ্জব** (পুং, ক্লী)।

অজ্জব মদ্দব (বিণ) কোমল শান্ত। ⇒ **অজ্জব** (বিণ), **মদ্দব** [বিণ(১)]।

অজ্জা অদ্য, এখন। **বহুতং অজ্জা**। = **ইদানীং**।

অজ্জিত (বিণ) অর্জিত, উপার্জিত, আয়কৃত, লব্ধ, প্রাপ্ত। ⇒ **অজ্জতি**।

অজ্জুক (সংস্কৃত— **অর্জক**) (বিণ) অর্জনকারী, রোজগারী, উপায়শীল, উপার্জক, রোজগেরে, যে উপার্জন করে সে, **অর্জক**। (পুং) এক জাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ শ্বেততুলসী, বাবুই তুলসী। ইহার পরিবর্তে সিংহলী দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**অজ্জক**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অজ্জুকণ্ণ (পুং) (সংস্কৃত-অর্জকর্ণ) একজাতীয় বৃক্ষের নাম (অর্জুনবৃক্ষ)। জাতকে "**অজ্জুকণ্ণ**" শব্দ দৃষ্ট হয়।

অজ্জুকন্ন = **অজ্জুকণ্ণ**। ⇒ **অজ্জুকণ্ণ**।

অজ্জুণ্‌হো (ক্রি-বিণ) (অজ্জ+জুণ্‌হো) এই জোৎস্না রাত্রে, অদ্য জ্যোৎস্নারাত্রে, আজ চন্দ্রালোকে। ⇒ **জুণ্‌হা**।

অজ্জুন (পুং) (বৈদিক—**অর্জুন**) ১ অর্জুন বৃক্ষ। (ধম্মপদ অর্থকথা) **অজ্জুন রুক্খ**। ২ এক রাজপুত্রের নাম। (বিণ) শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, সাদা রঙের। (ক্লী) চোখের অঞ্জনিরোগ (বা রক্ত ওঠা রোগ)।

অজ্জেতি (ক্রি) **অর্জন** করা। ⇒ **অজ্জতি**।

অজ্জেব = **অজ্জতবঞ্চ**। ⇒ **অজ্জতবঞ্চ**। ⇒ **এব**।

অজ্জেয্য = **অজ্জেয্য**। ⇒ **অজ্জেয্য**।

অজ্‌ঝ—**অধি** অর্থে ব্যবহৃত হয়। ⇒ **অধি**।

অজ্‌ঝগমা (অধি+আগমা) সে ব্যক্তি... দিকে আসিয়াছিল বা গিয়াছিল (আসিল অথবা গেল)।

অজ্‌ঝগমু—পাইল, লাভ করিল, উদ্ধার করিল। ⇒ **অধিগচ্ছতি**।

অজ্‌ঝগা (অতীত ক্রিয়া) [অধি+অগা] আসিয়াছে, আসিল, পাইয়াছে, পাইল, লাভ করিয়াছে, লাভ করিল, প্রতিষ্ঠিত হইল, স্থাপন করিল, আরম্ভ করিল, নির্মাণ করিল, উৎপন্ন করিল, অনুভব করিল, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হইল, সহ্য করিল, ভোগিল, পৌঁছিল, উপনীত হইল। (সংযুক্ত নিকায়) **বিমানং অজ্‌ঝগা**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা বর্ণনায়) **বিন্দি পটিলভি**। (সূত্রনিপাত) **রতিং অজ্‌ঝগা**। (মহানির্দেশ বর্ণনায়) **রত্তিং অধিগচ্ছতি**। **জাতিমরণ অজ্‌ঝগা**। (ধম্মপদ) **তণ্‌হানং খযং অজ্‌ঝগা**। (বিমানবত্থু) **বিসেসং অজ্‌ঝগা** স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এরূপ; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিসেসং অধিগত**। (বিমান বত্থু) **অমতং সন্তিং অজ্‌ঝগা**; (সিংহলী বিমানবত্থু অর্থকথায়) **অমতং সন্তিং অধিগঞ্ছি** (সাহিত্যে) **অধিগচ্ছতি**। ⇒ **অধিগচ্ছতি**।

অজ্‌ঝগূ = **অজ্‌ঝগমু**। ⇒ **অজ্‌ঝগমু**।

অজ্‌ঝতনায—অদ্যকার মতো। ⇒ **অজ্জতন**।

অজ্‌ঝত্ত (ক্লী) অধ্যাত্ম বিষয়, আধ্যাত্মিক বিষয়, পরমার্থ বিষয়, আত্ম বিষয়, ব্যক্তিগত বিষয়, এখানে (এই সংসারে) এই আত্মভাব, ইহজীবনে এই আমিত্বভাব। (বিণ) অধ্যাত্ম, আধ্যাত্মিক, অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক, পরমার্থ বিষয়ক, চিত্ত বিষয়ক, ধ্যান বিষয়ক, আভ্যন্তরিক, দ্বিতীয় ধ্যানের শান্তি-সম্বন্ধীয়, আভ্যন্তরিক শান্তি-সম্বন্ধীয়, অধ্যাত্মীয়, অন্তর্মুখী, কল্পিত। (বিপ) **বহিদ্ধা, বাহির**। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝত্তিক**। (দীর্ঘনিকায়) **অজ্‌ঝত্ত সুখং**— আধ্যাত্মিক বা

আভ্যন্তরিক সুখ। = **নিযকজ্‌ঝত্তং অত্তনো সন্তানে'তি অত্থো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **অজ্‌ঝত্তকত্থং কথী হোতি; অজ্‌ঝত্তং সুখং দুক্‌খং; অজ্‌ঝত্ত আযতনানি; অজ্‌ঝত্তংঠিতং চিত্তং অজ্‌ঝত্তং সুসণ্ঠিতং সুবিমুত্তং**—দৃঢ়মনা ও আভ্যন্তরিক সুস্থিত (সুস্থির) ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অজ্‌ঝত্ত রূপসঞ্ঞী; অজ্‌ঝত্ত কামচ্ছন্দ** ইত্যাদি; **অজ্‌ঝত্ত সুখদুক্‌খং; অজ্‌ঝত্ত চেতো সমথ; অজ্‌ঝত্ত বূপসন্তচিত্ত; অজ্‌ঝত্ত সণ্ঠিত্তং; অজ্‌ঝত্ত ইন্দ্রিয়ং; অজ্‌ঝত্ত চিত্তং; অজ্‌ঝত্ত রূপসঞ্ঞী; অজ্‌ঝত্ত চেতো সমথ; অজ্‌ঝত্ত বূপসন্তচিত্ত; অজ্‌ঝত্ত সতি**। (জাতক) **ছাতজ্‌ঝত্ত**। (পটিসম্ভিদামগ্‌গো) **অজ্‌ঝত্ত চক্‌খু** ইত্যাদি। (ধম্মসঙ্গণি অর্থকথা বর্ণনায়) **অত্তনো জাতং (অজ্‌ঝত্ত)**। (বিভঙ্গ) **অজ্‌ঝত্ত খন্ধা; অজ্‌ঝত্ত সতিং; অজ্‌ঝত্ত পঞ্ঞা; অজ্‌ঝত্ত রূপসঞ্ঞী**।

অজ্‌ঝত্তং (ক্রি-বিণ) আভ্যন্তরিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে, মধ্যস্থরূপে, অন্তস্থরূপে, মনোমধ্যস্থিতভাবে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অজ্‌ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা**—আভ্যন্তরিকভাবে অথবা বাহ্যিকরূপে। (মহানির্দেশ বর্ণনায়) **উপজ্‌ঝাযস্‌স বা আচরিযস্‌স বা তে (অজ্‌ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা) গুণা অস্‌সূ'তি**।

অজ্‌ঝত্ত-আরম্মণ—আধ্যাত্মিক গবেষণার অবলম্বন বা লক্ষ্যবস্তু, ভাবনায় উৎপন্ন আধ্যাত্মিক দৃষ্টবস্তু।

অজ্‌ঝত্ত চক্‌খু—আধ্যাত্মিক চক্ষু, অন্তর্জগৎ দর্শনকারী চক্ষু, ধ্যান চক্ষু, দিব্যচক্ষু, লোকোত্তর জ্ঞানচক্ষু।

অজ্‌ঝত্ত চিন্তিং—আধ্যাত্মিক বস্তুর ভাবনা বা গবেষণা, আধ্যাত্মিক গবেষণায় লব্ধ বস্তু।

অজ্‌ঝত্ত চিন্তিন (বিণ) আধ্যাত্মিক গবেষণাকারী, আধ্যাত্মিক চিন্তাকারী বা ভাবনাকারী।

অজ্‌ঝত্ত পচ্চত্ত (বিণ) নিজের বিবেচ্য বা বিবেচনাধীন। ⇒ **পচ্চত্ত**।

অজ্‌ঝত্ত-বহিদ্ধা—ভিতরে এবং বাহিরে, আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক, নিজের ব্যক্তিগত এবং বাহ্যিক বা অপ্রাসঙ্গিক, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক, ব্যক্তিগত বা আত্মগত এবং বাহ্যিক বা অপর সম্বন্ধীয় অথবা অপ্রাসঙ্গিক, পারস্পরিক, পরস্পরের (আত্ম-পর উভয়ের) উপর ক্রিয়াকর। ⇒ **অজ্‌ঝত্ত, বহিদ্ধা**।

অজ্‌ঝত্তরূপ—আধ্যাত্মিক রূপ বা আকৃতি, ভিতরের আকার, অধ্যাত্ম রূপ, আত্মগত স্বরূপ বা স্বভাব, স্বকীয় রূপ (দেহ), স্বকীয় বা আভ্যন্তরিক গঠন। (বিপ) **বহিদ্ধারূপ**। ⇒ **অজ্‌ঝত্ত**।

অজ্‌ঝত্ত-সঞ্ঞোজন—আধ্যাত্মিক সংযোজন, মনোবন্ধন, আধ্যাত্মিক বন্ধন।

অজ্‌ঝত্ত সন্তি—আধ্যাত্মিক শান্তি, মানসিক শান্তি, আন্তরিক বা আভ্যন্তরিক প্রীতি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অজ্‌ঝত্তানং রাগাদীনং সন্তিভাব**।

অজ্‌ঝত্ত-সমুট্‌ঠান—হৃদয় হইতে উৎপন্ন, অন্তর হইতে সমুত্থান বা উৎপন্ন বিষয়।

অজ্‌ঝত্তিক (বিণ) (অজ্‌ঝত্ত+ইক) আধ্যাত্মিক, আত্মসংক্রান্ত, আত্মঘটিত, পরমার্থসম্বন্ধীয়, অন্তর্মুখী, কল্পিত, কর্মপদীয়, অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক, স্বকীয়, ব্যক্তিগত, আভ্যন্তরিক। অধ্যাত্ম+ইক (ঠন) সম্বন্ধার্থে। স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধাতু, আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণার্হ আধ্যাত্মিক গবেষণা বা ভাবনা; এতদ্ব্যতীত অপর গবেষণা বাহ্যিক গবেষণা। (বিপ) **বাহির**—বাহ্যিক, বহিঃস্থ। ⇒ **বাহির** (২)। (মহানির্দেশ) **অজ্‌ঝত্তিকং বুচ্চতি চিত্তং**। ⇒ **আযতন**। (সংযুক্ত নিকায়) **অজ্‌ঝত্তিকা রক্‌খা ন বাহিরা; অজ্‌ঝত্তিক আযতনানি; অজ্‌ঝত্তিকং অঙ্গ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অজ্‌ঝত্তিকা ধাতুযো**। (জাতক) **বাহিরবত্থুং অযাচিত্বা অজ্‌ঝত্তিকস্‌স নামং গণ্‌হতি**।

অজ্‌ঝত্তিকং অঙ্গ—আধ্যাত্মিক অঙ্গ, সংসারের বহির্দেশে আমার স্বকীয় অংশ বা লাভ।

অজ্‌ঝত্তিকাযতন (ক্লী) [অজ্‌ঝত্তিক+আযতন] আধ্যাত্মিক আয়তন বা বস্তু। ⇒ **আযতন** (৩)। = **অজ্‌ঝত্তিক আরম্মন**। (বিপ) **বাহির আযতন**।

অজ্‌ঝদহতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝোদহতি**। ⇒ **অজ্‌ঝোদহতি**।

অজ্‌ঝপত্ত (বিণ) [অধি+আ+পত্ত (প্রাপ্ত)] ১ নিকটস্থ, নিকটে আসিয়াছে এমন, সমীপবর্তী বা সমীপবর্তী হইয়াছে এমন, উপস্থিত, উপনীত হইয়াছে এমন, সম্মুখবর্তী, সম্মুখে প্রাপ্ত, পৌঁছিয়াছে এমন। **অত্তনো সন্তিকং পত্ত** (জাতক অর্থকথা বর্ণনা)। ২ আক্রান্ত, পক্ষ সমর্থিত, দ্রুত পতিত, ঝাপাইয়া পড়িয়াছে এমন, সম্প্রাপ্ত। (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **সম্পত্ত**। ৩ লব্ধ, প্রাপ্ত, সাধিত, প্রতিষ্ঠিত। = **অধিগচ্ছি** (চূলনির্দেশ)। (জাতক অর্থকথা) **সম্পত্ত**। (জাতক) **অজ্‌ঝাপত্ত**।

অজ্‌ঝপর—অন্যের পরিবর্তে। **অচ্চসর** (সংযুক্ত নিকায়)।

অজ্‌ঝপ্পত্ত = অজ্‌ঝপত্ত। ⇒ **অজ্‌ঝপত্ত**।

অজ্‌ঝভবতি (ক্রি) [অধি+আ+ভবতি] = **অজ্‌ঝোভবতি**। ⇒ **অজ্‌ঝোভবতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝভবি**।

অজ্‌ঝভবি (অতীত ক্রিয়া) জয় করিল, পরাজয় বা পরাজিত করিল, পরাভূত করিল, বলে বশীভূত করিল। ⇒ **অজ্‌ঝভবি**। (নিষেধার্থে) **মা ডো কোধো অজ্‌ঝভবি** ক্রোধ পরাভূত হয় নাই বা ক্রোধকে জয় করে নাই। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝভূ, অজ্‌ঝোভবতি**। ⇒ **অজ্‌ঝোভবতি**।

অজ্‌ঝভাসতি (ক্রি) [অধি+আ+√ভাস+অ] কাহারও উদ্দেশে বলা বা লেখা, ভাষণ করা, সম্বোধন করিয়া বলা, বলা, কহা। (অতীত) **অজ্‌ঝভাসি**; (সংযুক্ত নিকায়) **গাথাহি অজ্‌ঝভাসি**; (সূত্রনিপাত) **গাথায় অজ্‌ঝভাসি**। (করণে) **অজ্‌ঝভাসেতি**। **অধিভাসতি**।

অজ্‌ঝভাসেতি (ক্রি) [অধি+আ+√ভাস+অ] =

অজ্‌ঝভাসতি। ⇒ **অজ্‌ঝভাসতি**।

অজ্‌ঝভি (অতীত ক্রিয়া) **অজ্‌ঝভবি**। ⇒ **অজ্‌ঝভবি**।

অজ্‌ঝভূ (অতীত ক্রিয়া) = **অজ্‌ঝভবি**। ⇒ **অজ্‌ঝভবি**। ⇒ **অধিভবতি**। **দুজ্জযং অজ্‌ঝভূ**—দুর্জেয়কে জয় করিল।

অজ্‌ঝযন (ক্লী) অধ্যয়ন, শিক্ষণ, (মনোযোগের সহিত) শিক্ষাকরণ, পাঠ, পঠন, পড়া, ত্রিপিটক শাস্ত্রের আলোচনা বা অধ্যয়ন। ⇒ **অজ্‌ঝেন**।

অজ্‌ঝরত (বিণ) আভ্যন্তরিক আনন্দ বা প্রীতিযুক্ত, আধ্যাত্মিক ভাবনায় রত অথবা পরমার্থিক ভাবনায় সুখে স্থিত। = **অজ্‌ঝত্ত সমাহিত গোচর অজ্‌ঝত্ত-সংখাতায কম্মট্‌ঠান-ভাবনায রত**—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কর্মস্থান ভাবনায় রত।

অজ্‌ঝবোদহতি (ক্রি) **অজ্‌ঝোদহতি**। ⇒ **অজ্‌ঝোদহতি**।

অজ্‌ঝবোদহি (অতীত ক্রিয়া) (সংস্কৃত—অবাধাত) রাখিল, স্থাপন করিল। সম্ভবত এই শব্দটি **অজ্‌ঝবাদহি** = সংস্কৃত—অবাধাত।

অজ্‌ঝসযানুসন্ধি (স্ত্রী) সঙ্কল্প সমাপ্তি। ⇒ **অনুসন্ধি**।

অজ্‌ঝাগারে (ক্রি-বিণ) বাড়িতে, কাহারও নিজ বাড়িতে।

অজ্‌ঝাচর = **অজ্‌ঝাচার**। ⇒ **অজ্‌ঝাচার**।

অজ্‌ঝাচরতি (ক্রি) [অধি+আ+√চর+অ] ১ লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, অপরাধী হওয়া, পাপ করা, নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ করা, ইচ্ছানুসারে কাজ করা, আত্মমতলবি কাজ করা, যথেচ্ছাচারী হওয়া। ২ প্রেমের অভিনয় করা অথবা (সম্ভবত) আলিঙ্গন করা। (জাতক) **অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং অজ্‌ঝাচরতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝাচরি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝাচিণ্ণ**। **অচ্ছাবদতি, অতিচরতি**।

অজ্‌ঝাচার (পুং) ১ অসদাচরণ, কুব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব, অত্যাচার। ২ ব্যভিচার, অন্যায়ভাবে স্ত্রীসঙ্গম, পরস্ত্রীগমন, ছিনালি, প্রেমের অভিনয়। ৩ যৌন সঙ্গম বা নারী সঙ্গম, স্ত্রীসঙ্গম।

অজ্‌ঝাচিণ্ণ (অ-বিণ) অতি-আচরিত বা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, স্বেচ্ছাকৃত, যথেচ্ছাকৃত, স্বভাববশত কৃত বা করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অজ্‌ঝাচরতি**।

অজ্‌ঝাজীব--অতি কঠোর জীবিকা অথবা অত্যন্ত উদ্যমযুক্ত জীবিকা, অসাধ্যসাধন দ্বারা জীবনধারণকরণ, অতিশয় পরিশ্রমজনিত জীবিকা। (মধ্যম নিকায়) **অজ্‌ঝাজীব অধিপাটিমোক্‌খ**।

অজ্‌ঝাপজ্জতি (ক্রি) [অধি+আ+√পদ+অ] অপরাধ করা, পাপ করা, দোষ করা, ভারাক্রান্ত করা, অধীন হওয়া, সঙ্ঘটন করা, আবদ্ধ করা, দোষী সাব্যস্ত হওয়া। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝাপন্ন**।

অজ্‌ঝাপত্ত (বিণ) (অধি+অব+পত্ত) (নির্দিষ্ট স্থানে) উপনীত, উপস্থিত, পৌঁছিয়াছে এমন।

অজ্‌ঝাপত্তি (স্ত্রী) দোষী সাব্যস্ত অবস্থা, দোষে আবদ্ধতা, দোষের অধীনতা, দোষযুক্ততা।

অজ্‌ঝাপন (ক্লী) ১ (**অজ্‌ঝেতি** শব্দ হইতে) অধ্যাপন, অধ্যাপনা, শিক্ষাদান, পড়ানো, পঠন, ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদান। ২ (অ+ঝাপন) ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ, ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা।

অজ্‌ঝাপন্ন (অ-বিণ) দোষে দোষী সাব্যস্ত, অপরাধী, দোষী, পাপী বা পাপকারী, পাপগ্রস্ত, দোষগ্রস্ত। ⇒ **অজ্‌ঝাপজ্জতি**।

অজ্‌ঝাপীড়িত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে অভিভূত, সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন, বিরক্তিকৃত, ক্লিষ্ট, হয়রানিকৃত, বশকৃত, বশীভূত, পরাভূত, জয়কৃত, বিজিত, উৎপীড়িত, পীড়িত, যন্ত্রণাগ্রস্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খুপ্পিপাসায অজ্‌ঝাপীড়িত**—ক্ষুধা-পিপাসায় পীড়িত বা ক্লিষ্ট।

অজ্‌ঝাভব (সংস্কৃত--অধ্যাভব) অসীম ক্ষমতা, অপরিমিত প্রভাব, অগ্রগণ্যতা, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, প্রধানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব।

অজ্‌ঝাভবতি (ক্রি) [অধি+আ+√ভূ+অ] প্রধান হওয়া, প্রভাবশালী হওয়া, ক্ষমতাশালী হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, বলবান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রবল হওয়া, প্রাধান্য লাভ করা, অগ্রগণ্য হওয়া, প্রভুত্ব লাভ করা।

অজ্‌ঝায (পুং) অধ্যায়, গ্রন্থের বিভাগ, গ্রন্থ পরিচ্ছেদ, গ্রন্থের বর্গ বা সর্গ।

অজ্‌ঝাযক (বিণ, পুং) অধ্যায়ক, অধ্যয়নে রত ব্যক্তি, বেদশিক্ষায় রত ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত ব্যক্তি, বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যত্নশীল ব্যক্তি, অধ্যয়নশীল ব্যক্তি, চিন্তাশীল ব্যক্তি, পাঠাভ্যাসে রত ব্যক্তি। (জাতক) **মন্তজ্‌ঝাযক**। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝাযন**। "**অজ্‌ঝাযকুল**" এর পরিবর্তে "**অজ্‌ঝাযককুল**" (সূত্রনিপাত)। সংস্কৃত–অধ্যায়ক।

অজ্‌ঝাযককুল (ক্লী) মন্ত্রপাঠক বা বেদশাস্ত্র অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণকুল। ⇒ **অজ্‌ঝাযক**।

অজ্‌ঝাযকুল = **অজ্‌ঝাযককুল**। ⇒ **অজ্‌ঝাযককুল**। ⇒ **অজ্‌ঝাযক**।

অজ্‌ঝাযন (ক্লী) অধ্যয়ন, পঠন, পাঠ, পড়া, বেদশাস্ত্রের আলোচনা, পিটকাদি শাস্ত্রের আলোচনা।

অজ্‌ঝারতি (ক্রি) = **অচ্চাবদতি, অজ্‌ঝাচরতি**। ⇒ **অচ্চাবদতি, অজ্‌ঝাচরতি**।

অজ্‌ঝারুহ (বিণ) অধ্যারূঢ়, আরূঢ়, উত্তমরূপে আরূঢ়, আরোহণকারী, অভিভূতকারী, ধ্বংসকারী, অতি বর্ধিত, অতি বাড়ন্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

অজ্‌ঝারুহতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝারূহতি**। ⇒ **অজ্‌ঝারূহতি**।

অজ্‌ঝারূলুহ (অ-বিণ) পূর্ণবয়স্ক, অতি উর্ধ্বে, অতি উচ্চে, আকাশে বর্ধিত, বাড়ন্ত। ⇒ **অজ্‌ঝারূহতি**।

অজ্‌ঝারূহ = **অজ্‌ঝারুহ**। ⇒ **অজ্‌ঝারুহ**।

অজ্‌ঝারূহতি (ক্রি) [অধি+আ+√রূহ+অ] অধিত হওয়া, বাড়িয়া উপরে ওঠা, আকাশে ওঠা, উপরে ওঠা, অতি

বৃদ্ধি পাওয়া, অত্যুন্নত হওয়া, খুব বিস্তৃত বা প্রসারিত হওয়া। = **অজ্‌ঝোত্থরতি**। (তুলনীয়) **অত্যারোহতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝারূহি, অজ্‌ঝারুহি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝারূলূহ**।

অজ্‌ঝাবদতি (ক্রি) = **অচ্চাবদতি**। ⇒ **অচ্চাবদতি**।

অজ্‌ঝাবর (পুং) বেষ্টনী, বেষ্টন, পরিবেষ্টন, চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী, অপেক্ষাকারী, পরিচর্যা, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন, বড়লোকের অনুচরবর্গ, পরিষদবর্গ। (জাতক) **অজ্‌ঝাবর পরিসা**। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝাচার**।

অজ্‌ঝাবসতর (পুং) বাসকারী ব্যক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **অজ্‌ঝাবসতর অগারং**—বাসকারী ব্যক্তির ঘর।

অজ্‌ঝাবসতি (ক্রি) [অধি+আ+√বস+অ] বাস করা, বসতি স্থাপন করা, থাকা, এখানে এই স্থানে বাস করা, বাস করিবার জন্য ঠিক করা, সারা জীবন বাস করিবার জন্য অবধারিত করা, গৃহস্থরূপে বাস করা। = **আবসতি**। **অগারং অজ্‌ঝাবসতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝাবসি**। (ক্রি-বি) **অজ্‌ঝাবসিত্বা**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝাবুত্থ**।

অজ্‌ঝাবুত্থ (বিণ) ১ বাসকৃত, বাস করিয়াছে এরূপ, অবস্থিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অজ্‌ঝাবুত্থ ঘর**। ২ (চরিত্রে) অধিকৃত, অধিকারভুক্ত। = **অন্বাসিত**।

অজ্‌ঝাসয (পুং) অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা, প্রবণতা, প্রদান, প্রয়োগ, ঝোঁক, টান, মনের গতি, বক্রতা বা বাঁকা। (বি-ভা) **অজ্‌ঝাসযানুরূপ ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছানুসারে**, যেমন মনে করে তেমন কাজ করে (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অজ্‌ঝাসযতা (স্ত্রী) ইচ্ছা হইয়াছে এরূপ ভাব, ইচ্ছা, স্পৃহা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উড়ার অজ্‌ঝাসযতা**—খুব ইচ্ছা।

অজ্‌ঝাসিত (বিণ) (কোনো বিষয়ের প্রতি) একাগ্র, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ় সঙ্কল্পিত, নত, নুইয়া পড়িয়াছে এমন, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, বক্র, ইচ্ছাকৃত, নিত্যকৃত, অভ্যস্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ঝানজ্‌ঝাসিত**। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝোসিত, নিস্‌সিত**।

অজ্‌ঝিট্‌ঠ (অ-বিণ) অনুরুদ্ধ, প্রার্থিত, জিজ্ঞাসিত, নিমন্ত্রিত। = **অজ্‌ঝোসিত, আণত্ত**। ⇒ **অজ্‌ঝোসতি, অনজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অজ্‌ঝিত্ত = **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**। ⇒ **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অজ্‌ঝিত্থ = **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**। ⇒ **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অজ্‌ঝুপগচ্ছতি (ক্রি) [অধি+উপ+√গম+অ] উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, উপনীত হওয়া, আসা, লাভ করা, একমত হওয়া, মিলিত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, সম্মতি দেওয়া, সম্মত হওয়া, রাজি হওয়া, সমর্পণ করা, বিচারার্থ পেশ করা, উপস্থাপিত করা, অধীন হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা, বশীভূত হওয়া, পরাভব স্বীকার করা, আত্মসমর্পণ করা। = **সম্পটিচ্ছতি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝুপগত**।

অজ্‌ঝুপগত (অ-বিণ) উপস্থিত, উপনীত, লব্ধ, প্রাপ্ত, আগত। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝুপেত। অজ্‌ঝুপগচ্ছতি**।

অজ্‌ঝুপগমন (ক্লী) [অধি+উপ+√গম] উপস্থিত, আগমন, আগন্তুক, চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত, মতের ঐক্যতা, মিলন, সম্মতি, স্বীকৃতি, ওজর, দোষখণ্ডন, আত্মপক্ষসমর্থন।

অজ্‌ঝুপহরতি (ক্রি) [অধি+উপ+√হৃ+অ] অন্য কাহারও জন্য (খাদ্য) লইয়া যাওয়া বা আহরণ করা। **ভত্তং অজ্‌ঝুপহরতি**। (তুলনীয়) **উপহরতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝুপাহরি** (জাতক); = **অজ্‌ঝোহরি** (জাতক অর্থকথা)।

অজ্‌ঝুপাহরি (অতীত ক্রিয়া) **অজ্‌ঝুপহরতি** শব্দে দ্রষ্টব্য। = **অজ্‌ঝোহরি**। ⇒ **অজ্‌ঝোহরি**।

অজ্‌ঝুপেক্‌খতি (ক্রি) [অধি+উপ+√ইক্‌খ+অ] ১ দেখা, তাকানো, দর্শন করা। ২ একাগ্রতার সহিত দেখা, মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করা, তত্ত্বাবধান করা, তদারক করা, সর্ববিষয়ে দেখাশুনা করা, তত্ত্ব নেওয়া, রক্ষা করা, যত্ন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কট্‌ঠগ্‌গি অজ্‌ঝুপেক্‌খতি** মনোযোগপূর্বক কাষ্ঠাগ্নি দেখা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সিসং চোলং বা**। ৩ উদাসীন হওয়া, স্বার্থশূন্য হওয়া, নিরপেক্ষ হওয়া, অপক্ষপাতী হওয়া, সাধারণ শ্রেণীর হওয়া, না ভালো না মন্দ হওয়া, উপেক্ষা করা, তুচ্ছ করা, তাচ্ছিল্য করা। (অতীত) **অজ্‌ঝুপেক্‌খি**।

অজ্‌ঝুপেক্‌খন (ক্লী) ঔদাস্য, উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা, কর্তব্যকার্যে উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, শৈথিল্য, অবহেলা, উদ্বেগ, যত্ন, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, সম্মান।

অজ্‌ঝুপেক্‌খনা (স্ত্রী) = **অজ্‌ঝুপেক্‌খন**। ⇒ **অজ্‌ঝুপেক্‌খন**।

অজ্‌ঝুপেক্‌খিতর (পুং) তত্ত্বাবধায়ক, যত্নকারক, উপদর্শক, অবধায়ক, নিয়ামক, যে ব্যক্তি (সতর্কতার সহিত) দেখে, যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া রক্ষা করে অথবা শাসনে রাখে বা নিয়ন্ত্রিত করে। (সংযুক্ত নিকায়) **সাধুকং অজ্‌ঝুপেক্‌খিতর**।

অজ্‌ঝুপেত (অ-বিণ) সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে এরূপ, দর্শন হইয়াছে এরূপ, উপনীত, আগত, প্রাপ্ত, লব্ধ, সমীপবর্তী। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝুপগত**। ⇒ **অজ্‌ঝুপেতি**।

অজ্‌ঝুপেতি (ক্রি) [অধি+উপ+√ই+এ] সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, দর্শন করিতে যাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, নিকটে আসা, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে গিয়া বলা। (অতীত) **অজ্‌ঝুপেসি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝুপেত**।

অজ্‌ঝেতি (ক্রি) [অধি+উপ+√ই+এ] (কোনো বিষয়ে) উৎকণ্ঠিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, আগ্রহান্বিত হওয়া, ক্ষয় করা, বিরক্ত করা, আন্দোলিত করা, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা। (সূত্রনিপাত) **সোচতি অজ্‌ঝেতি**। (মহানিদের্শ বর্ণনায়) **নিজ্‌ঝাযতি**; (সূত্রনিপাত

অর্থকথায়) **অভিজ্‌ঝতি;** (বর্মা সূত্রনিপাত টীকাকারের মতে) **গিজ্‌ঝতি।**

অজ্‌ঝেন (ক্লী) (সংস্কৃত—অধ্যয়ন) অধ্যয়ন, পঠন, ত্রিপিটক শাস্ত্র আলোচনা, (বর্ণনায়) বেদশাস্ত্র আলোচনা। = **জপ**। = **বেদে** (বহুবচনে)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মন্ত-অজ্‌ঝেন।** (তুলনীয়) **অজ্‌ঝেসনা।** ⇒ **অজ্‌ঝয়ন।**

অজ্‌ঝেন কুজ্জ (পুং) (**অজ্‌ঝেন কূট?**) কপট, ভণ্ড।

অজ্‌ঝেনকূট = অজ্‌ঝেনকুজ্জ। ⇒ **অজ্‌ঝেনকুজ্জ।**

অজ্‌ঝেসতি (ক্রি) [অধি+√ইসু+অ] অনুরোধ করা, নিমন্ত্রণ করা, জিজ্ঞাসা করা, আদেশ করা। (অতীত) **অজ্‌ঝেসি, অজ্‌ঝেসযি।** (অ-বিণ) **অজ্‌ঝিট্‌ঠ, অজ্‌ঝেসিত;** (তুলনীয়) **পরিযিট্‌ঠ, পরিযেসিত।** ⇒ **ইচ্ছতি।**

অজ্‌ঝেসনা (স্ত্রী) নিমন্ত্রণ, অনুরোধ, অনুনয়, সানুনয়, প্রার্থনা। **অজ্‌ঝেন** শব্দের ব্যবহারই সুন্দর। ⇒ **অজ্‌ঝেসতি।**

অজ্‌ঝেসিত (অ-বিণ) [অধি+এসিত] আকাঙ্ক্ষিত, প্রার্থিত, নিমন্ত্রিত, জিজ্ঞাসিত, অনুরুদ্ধ। = **অজ্‌ঝিট্‌ঠ।** (তুলনীয়) **পরিযিট্‌ঠ, পরিযেসিত।** ⇒ **অজ্‌ঝেসতি।**

অজ্‌ঝোকাস (পুং) [অধি+ওকাস] মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত নভমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডল। (অধিকরণ, ক্রি-বিণ) **অজ্‌ঝোকাসে**—মুক্ত আকাশে।

অজ্‌ঝোকিরতি (ক্রি) [অধি+অব+√কির+অ] (কিছুর উপর) ছড়ানো, চারিদিকে ছড়ানো বা ছড়াইয়া পড়া, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া। = **অবভোকিরতি।**

অজ্‌ঝোগাল্‌হ (অ-বিণ) প্রবিষ্ট, মগ্ন, নিমজ্জিত, জোরপূর্বক কোনো অবস্থায় পাতিত, অস্ত্র প্রবেশযোগ্য, গর্তে বা তরল পদার্থে জোরে প্রবেশযোগ্য, নিযুক্ত, অভিভূত। ⇒ **অজ্‌ঝোগাহতি।**

অজ্‌ঝোগাহতি (ক্রি) [অধি+অব+√গাহ+অ] প্রবেশ করা, মগ্ন করা, নিমজ্জন করা, নিযুক্ত করা, অভিভূত করা, গর্তে বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনো অবস্থায় পাতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, ডুব দেওয়া, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবলবেগে বিপদে পতিত হওয়া, প্রবেশ করা, ভিতরে যাওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **বনং অজ্‌ঝোগাহতি; সমুদ্দং অজ্‌ঝোগাহতি।** (মহানির্দেশ) **ওগাহতি অজ্‌ঝোগাহতি।** (তুলনীয়) **পরিযোগাহতি।** (অতীত) **অজ্‌ঝোগাহি।** (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোগাল্‌হ।**

অজ্‌ঝোগাহেতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝোগাহতি।** ⇒ **অজ্‌ঝোগাহতি।**

অজ্‌ঝোট্‌ঠপেতি (ক্রি) ⇒ **অজ্‌ঝোঠপেতি।**

অজ্‌ঝোঠপেতি (ক্রি) [অধি+অব+√ঠা+আপে] নীচে নামাইয়া আনা, নিয়া আসা, লইয়া আসা, আনা, আনয়ন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গামং অজ্‌ঝোঠপেতি।** ইহার "**অজ্‌ঝোট্‌ঠপেতি**" পাঠ হওয়া যুক্তযুক্ত।

অজ্‌ঝোত্থট = অজ্‌ঝোত্থত। ⇒ **অজ্‌ঝোত্থত।**

অজ্‌ঝোত্থত (অ-বিণ) আচ্ছাদিত, আবরিত, নিমগ্ন, নিমজ্জিত, জলমগ্ন, বিস্তৃত, আবৃত, সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত বা আবরিত, পরিতৃপ্ত, পরিপূরিত, শূন্যপদ বা ভাণ্ডার পূর্ণকৃত, পরাজিত, বিজিত, জয়যুক্ত, অতি প্রভাবিত, ভঙ্গুর, নিংড়ানো, পোষিত, দমিত, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবিষ্ট, ক্ষমতাশালী, শক্তিশালী, জলপ্লাবিত। **অধিপন্ন।** ⇒ **অজ্‌ঝোত্থরতি।**

অজ্‌ঝোত্থরতি (ক্রি) [অধি+অব+√থর+অ] বিস্তৃত করা, ছড়াইয়া দেওয়া, আচ্ছাদিত করা, আবৃত করা, আবরিত করা, আবরণ দেওয়া, জলপ্লাবিত করা, জলমগ্ন করা বা হওয়া, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, শক্তিশালী হওয়া। (অতীত) **অজ্‌ঝোত্থরি।** (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোত্থট, অজ্‌ঝোত্থত।** (কর্ম-বা) **অজ্‌ঝোত্থরিযতি।** = **পটিচরতি** (২)।

অজ্‌ঝোত্থরিযতি (ক্রি) উথলিয়া উঠা, বাড়িয়া যাওয়া, দমন করা, পীড়ন করা, পদলিত করা, আক্রমণ করা, অধিক হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, উপচাইয়া পড়া, চাপাইয়া রাখা, লুকাইয়া রাখা, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলা, চুম্বনাদিতে অভিভূত করিয়া রাখা, দম বন্ধ করিয়া দেওয়া, সম্পূর্ণ আবৃত বা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া, জলপ্লাবন হওয়া। (অতীত) **অজ্‌ঝোত্থরি;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গামপদেসো অজ্‌ঝোত্থরি** গ্রাম জলে প্লাবিত হইয়াছে। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোত্থরি।** ⇒ **অজ্‌ঝোত্থরতি।**

অজ্‌ঝোথপেতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝোঠপেতি।** ⇒ **অজ্‌ঝোঠপেতি।**

অজ্‌ঝোদহতি (ক্রি) (**অজ্‌ঝোবদহতি?**) [সংস্কৃত-অধ্যবধাতি] রাখিয়া দেওয়া, স্থাপন করা। = **ওদতি, ঠপেতি।** (অতীত) **অজ্‌ঝবোদহি, অজ্‌ঝোবদহি।**

অজ্‌ঝোপন্ন (বিণ) [অধি+আপন্ন ?] ১ মিশ্রিত, যুক্ত, সংযুক্ত। ২ লালায়িত, আকাঙ্ক্ষী। ⇒ **গিদ্ধ।** স্বার্থপরতা, লোভ, তীব্র আকাঙ্ক্ষার বন্ধন, তৃষ্ণা বা আসক্তির বন্ধন উল্লেখে বিশেষ ভাষায়:—**গথিত মুচ্ছিত অজ্‌ঝোপন্ন।** (তুলনীয়) **অজ্‌ঝাপন্ন, অজ্‌ঝোসান।** ক) "**অজ্‌ঝোপন্ন**" মধ্যমনিকায়াদি পাঠে ইহা দৃষ্ট হয়। খ) অঙ্গুত্তর পাঠে "**অজ্‌ঝোসান**" এবং অঙ্গুত্তর অর্থকথায় "**অজ্‌ঝোসায গিলিত্বা ঠিত**" দৃষ্ট হয়; চুলনির্দেশে "**নিস্‌সিত**" শব্দে দৃষ্ট হয়; উদানে হয় "**অজ্‌ঝোসন্ন**"। গ) দীর্ঘনিকায় সাহিত্য পাঠে দৃষ্ট হয় "**অজ্‌ঝাপন্ন**"; সংযুক্ত নিকায় সাহিত্যে দৃষ্ট হয় "**অজ্‌ঝপন্ন**"। Rh. Davids-এ ইহার শেষ সমাধান হয় নাই।

অজ্‌ঝোভবতি (ক্রি) [অধি+অব+√ভূ+অ] জয় করা, পরাজিত করা, বলে বশীভূত করা, পরাভূত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভগ্ন করা, বধ করা। = **অজ্‌ঝভবতি, অধিভবতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝোভবি; = অধিভবি**।

অজ্‌ঝোমদ্দতি (ক্রি) [অধি+অব+√মৃদ+অ] ভাঙ্গিয়া ফেলা, পোষণ করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা।

অজ্‌ঝোমুচ্ছিত = অধিমুচ্ছিত। ⇒ **অধিমুচ্ছিত**। **তস্‌সা অজ্‌ঝোমুচ্ছিত সরীরে**—তাহার বা সেই স্ত্রীলোকের মূর্ছিত বা আড়ষ্ট শরীরে।

অজ্‌ঝোমুচ্ছতি (ক্রি) মূর্ছিত হওয়া, মূর্ছায় শক্ত হওয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া, সংজ্ঞাহীন হওয়া। (অতীত) **অজ্‌ঝোমুচ্ছি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোমুচ্ছিত**।

অজ্‌ঝোমুচ্ছিত (বিণ) মূর্ছিত, মূর্ছিত হইয়া পতিত, মূর্ছায় শক্ত, ভয়ে আড়ষ্ট, সংজ্ঞাহীন বা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে এমন, মূর্ছিত হইয়া শায়িত। (তুলনীয়) **অধিমুচ্ছিত**। ⇒ **অজ্‌ঝোমুচ্ছতি**।

অজ্‌ঝোমুঞ্চিত = অধিমুচ্ছিত। ⇒ **অধিমুচ্ছিত**।

অজ্‌ঝোরতি (ক্রি) [অধি+ওহরতি] গিলিয়া ফেলা, নামাইয়া লওয়া।

অজ্‌ঝোলম্বতি (ক্রি) [অধি+অব+√লম্ব+অ ?] ঝুলানো, লম্বিত করা, ফাঁসি দেওয়া, লাগিয়া থাকা, সংলগ্ন হওয়া, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা।

অজ্‌ঝোবদহতি = অজ্‌ঝোদহতি। ⇒ **অজ্‌ঝোদহতি**।

অজ্‌ঝোস (ক্রি-বি) এই শব্দটি কেবল গাথায় ব্যবহৃত হয়। যেমন-- (সংযুক্ত নিকায়) **অজ্‌ঝোস তিট্‌ঠতি**—সংলগ্ন হইয়া থাকা বা দাঁড়ানো, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, লাগিয়া থাকা। = **অজ্‌ঝোসায**।

অজ্‌ঝোসতি (ক্রি) [অধি+অব+সযতি] সীমাবদ্ধ থাকা, সংযত হওয়া, (সীমা) নির্দেশ হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, আটকাইয়া যাওয়া, ধৃত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, আরোপ করা, সহি দেওয়া, সঙ্গে থাকা, সংযুক্ত থাকা, ঝুঁকিয়া পড়া, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, সংলগ্ন হওয়া, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, আসক্ত হওয়া। (মধ্যমনিকায়) **পঠবিং অজ্‌ঝোসতি** (এখানে "**অজ্‌ঝোসতি**" শব্দ প্রযুক্ত হওয়াই উত্তম)। (ভবিষ্যৎ) **অজ্‌ঝোসিস্‌সতি**। (ব-বিণ) **অজ্‌ঝোসিতভ**। (মধ্যম নিকায়) **অজ্‌ঝোসিতভ অভিনন্দিতব্ব; অজ্‌ঝোসিতভ অভিনন্দেতব্ব**। (ক্রি-বি) **অজ্‌ঝোসায**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোসিত**।

অজ্‌ঝোসান (ক্লী) (পার্থিব আনন্দের সহিত) জড়িত অবস্থা, সংলগ্নতা, ঝুলিয়া থাকা, আসক্তি, যোগাযোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুতা। (মধ্যমনিকায়) **অজ্‌ঝোসান অভিনন্দন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠি-অজ্‌ঝোসান, কাম-অজ্‌ঝোসান, তণ্‌হা-অজ্‌ঝোসান**। চুলনির্দেশে "**ছন্দ**" এবং "**নিস্‌সিত**" অংশে যৌগিকে "**ইচ্ছা-অজ্‌ঝোসান; মুচ্ছা-অজ্‌ঝোসান; তণ্‌হা-অজ্‌ঝোসান** (⇒ **অজ্‌ঝোপন্ন**)।

অজ্‌ঝোসায (ক্রি-বি) (গাথায় ব্যবহৃত শব্দ) আবদ্ধ হইয়া, সংযুক্ত হইয়া, বাধিত হইয়া, বাধ্য হইয়া, ঝুলাইয়া, লম্বিত হইয়া, ফাঁসি দিয়া, আটকাইয়া, ধরিয়া, অনুরক্ত বা আসক্ত হইয়া, আরোপ করিয়া, সহি দিয়া, সঙ্গে থাকিয়া, সংযুক্ত থাকিয়া বা হইয়া, সংযোগ করিয়া। (বি-ভা) **অজ্‌ঝোসায তিট্‌ঠতি; অজ্‌ঝোসায তিট্‌ঠতি অভিনন্দতি** (মধ্যমনিকায়)। ⇒ **অজ্‌ঝোসতি, অজ্‌ঝোস**।

অজ্‌ঝোসিত (বিণ) ঝুলিয়া রহিয়াছে এমন, লম্বিত হইয়া রহিয়াছে এমন, ফাঁসি হইয়াছে এমন, আটকাইয়া রাখা হইয়াছে এমন, সংলগ্নকৃত, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে এমন। ⇒ **অজ্‌ঝোসতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অজ্‌ঝোসিত মমাযিত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠ সুত মুত অজ্‌ঝোসিত**। (থেরীগাথা) **অসারে অজ্‌ঝোসিত = তণ্‌হাবসেন অভিনিবিট্‌ঠ** (থেরগাথা অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **অজ্‌ঝোসিত মযহংঘরে = তণ্‌হাভিনিবিসেন অভিনিবিট্‌ঠ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। বর্মাগ্রন্থে "**অজ্‌ঝেসিত**" এবং সিংহলী গ্রন্থে **অজ্‌ঝাসিত** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অজ্‌ঝোসিত পব্বজিত**।

অজ্‌ঝোহট (বিণ) গিলিয়াছে এমন, গিলিত, গলাধঃকরণকৃত। (সদ্ধর্মোপায়ন) **বলিসং মচ্ছো বিয অজ্‌ঝোহট**—বড়শি গেলার ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়াছে এমন। ⇒ **অজ্‌ঝোহরতি**।

অজ্‌ঝোহত = অজ্‌ঝোহট। ⇒ **অজ্‌ঝোহট**।

অজ্‌ঝোহরণ (ক্লী) গলাধঃকরণ, গিলন, ভোজন। = **অজ্‌ঝোহার**।

অজ্‌ঝোহরণীয (বিণ) গলাধঃকরণের যোগ্য, গিলিয়া খাওয়ার যোগ্য, খাওয়ার উপযুক্ত, খাইবার যোগ্য, খাদনীয়, ভোজনীয়, ভোজ্য, খাদ্য।

অজ্‌ঝোহরতি (ক্রি) [অধি+অব+√হর+অ] (সংস্কৃত—অভ্যবহরতি) প্রকৃতরূপে উদরস্থ করা, গিলিয়া ফেলা, গেলা, গলাধঃকরণ করা, খাওয়া, অতিমাত্রায় শোষণ করা, সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা, খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। (অতীত) **অজ্‌ঝোহরি**। (অ-বিণ) **অজ্‌ঝোহট, অজ্‌ঝোহত**।

অজ্‌ঝোহার (পুং) (সংস্কৃত-অভ্যবহার) ১ গলাধঃকরণ, খাদ্যরূপে গ্রহণ, পান-ভোজন। = **অজ্‌ঝোহরণ**। ২ এক জাতীয় মাছ, যে মাছ গিলিয়া খায়, গলধঃকরণকারী মৎস্য। জাতকে উল্লিখিত "**তিমিঙ্গল**" অর্থাৎ তিমি মাছ তুলনীয়। ⇒ **তিমিঙ্গল, তিমি**।

অজ্‌ঝোহিত (বিণ) (মুখে) ঠাসিয়া দিয়াছে এরূপ, (মুখে) পুরিয়া দিয়াছে এরূপ, আকণ্ঠপূর্ণ, অতিরিক্ত ভোজনকৃত, পরীক্ষার উপযোগী বিষয় দ্বারা মনপূরিত, গাঁটবন্ধীকৃত, না বুঝিয়া মুখস্থকৃত বা কণ্ঠস্থ।

অঞ্চতি (ক্রি) = **অঞ্জতি**। ⇒ **অঞ্জতি**। ইহার পাঠও হইবে

"অঞ্জুতি"।

অঞ্জুতি (ক্রি) টানা, টানিয়া লইয়া যাওয়া, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া লওয়া বা লইয়া যাওয়া, টানিয়া টানিয়া চলা বা লইয়া যাওয়া, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, জলাশয়ের তলদেশে অনুসন্ধান করা, অতি ধীরে ধীরে চলা, পেছনে পড়িয়া থাকা, নীরস হওয়া, জাল দিয়া মাছ ধরা, আকর্ষণ করা, বলপূর্বক টানা, উৎপাটন করা, বিচ্ছিন্ন করা, টানিয়া ছিন্ন করা বা ছেঁড়া। = **আকড্ঢতি**। (দীর্ঘনিকায়) **ভসকারো দীঘং অঞ্জুতি**; এখানে Kern. এ মন্তব্য করা হইয়াছে:—**অঞ্জন্তো'তি পি অচ্ছন্তো'তি পি পাঠো**; মধ্যম নিকায়ে এই পাঠে **"অচ্ছতি"** এবং **"অঞ্জতি"** শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। থেরগাথায় **"অঞ্চামি"** এবং **"অঞ্চাঞামি"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। জাতকে **"উদঞ্চনী"** (কূপ হইতে জল টানিয়া তোলা অর্থে) যেখানে একই বাক্যে অনুরূপ **"উদকং আকড্ঢতি"** রহিয়াছে, **"উদকং অঞ্চতি"** এতে **"অঞ্জুতি"** পাঠ হওয়া উচিত।

অঞ্জ (ক্রি) টানো, টানিতে থাকো, চলো, চলিতে থাকো, যাও, ওঠো, দাঁড়াও, আকর্ষণ করো, উৎপাটন করো, ছিন্ন করো। এই শব্দটি **"অঞ্জুতি(১)"** ক্রিয়ার বর্তমান পঞ্চমীতে আদেশার্থে ব্যবহার হয়।

অঞ্জুতি (ক্রি) [√অঞ্জু+অ] **১** টানা, টানিতে থাকা, চলা, চলিতে থাকা, যাওয়া, ওঠা, দাঁড়ানো, আকর্ষণ করা, উৎপাটন করা, ছিন্ন করা, ছেঁড়া, বিচ্ছিন্ন করা। ⇒ **অঞ্জ, অঞ্জয, অঞ্জলি, অঞ্জস**। **২** তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা বা লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষেক করা, অঞ্জন লাগানো, (চোখে) কাজল লাগানো, সুর্মা লাগানো, রং করা, রঞ্জিত করা, চিত্রিত করা, চর্বি ইত্যাদি লেপন করা। (অতীত) **অঞ্জি**। (অ-বিণ) **অঞ্জিত**। (ক্রি-বি) **অঞ্জেত্বা**; (জাতক) **অক্খীনি অঞ্জেত্বা** (বর্মা জাতক গ্রন্থে) **অঞ্জিত্বা**। (করণে) **অঞ্জাপেতি**।

অঞ্জন (ক্লী) আঁজন, অঞ্জন, কাজল, সুর্মা, প্রদীপশীষের কালি, মালিন্য, কালিমা, রসাঞ্জন, এক প্রকার ধাতু, মলম প্রলেপ। (বিণ) অঞ্জিত, রঞ্জিত, কলঙ্কিত, চিহ্নিত, কাজললিপ্ত, প্রলেপ দ্বারা প্রলিপ্ত, মসৃণ। ১ বিনয়পিটকে পাঁচ প্রকার অঞ্জনের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**কাড় (কাল) অঞ্জন** (কালো রঙের অঞ্জন বা কালো কাজল), **রস-অঞ্জন** (রস-অঞ্জন অর্থাৎ এক প্রকার গন্ধকঘটিত রাসায়নিক পদার্থ), **সোত-অঞ্জন** (কর্ণের অঞ্জন), **গেরুক-অঞ্জন** (গেরুয়া রঙের অঞ্জন), **কপল্ল-অঞ্জন** (কপালে লাগাইবার কুঙ্কুমাদি অঞ্জন)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খার-অঞ্জন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খি-অঞ্জন**—কজ্জল বা কাজল। **২** মসৃণ কালো বর্ণের অঞ্জন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের অঞ্জন, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কাজল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"অঞ্জন"** শব্দ পাঠটি ভুল, ইহা **"থনমজ্জনমত্তং"** শব্দে সংশোধন হওয়া উচিত। ⇒ **পচ্চঞ্জন**।

অঞ্জন-উপপিসন— সুগন্ধমিশ্রিত প্রলেপ (যেমন—হেজেলাইন স্নো, পমেটম ইত্যাদি)। = **অঞ্জনুপপিসন**।

অঞ্জনক্খিক (বিণ) চোখে অঞ্জন বা কাজললিপ্ত। = **অঞ্জনক্খিহ**। ⇒ **অক্খিক**।

অঞ্জনক্খিহ (বিণ) [অঞ্জন+অক্খিহ] যাহার চোখে অঞ্জন বা কাজল লাগানো হইয়াছে। = **অঞ্জনক্খিক**।

অঞ্জনচুন্ন (ক্লী) অঞ্জনচূর্ণ, (শরীরে লেপন করিবার) সুগন্ধি মসলাযুক্ত চূর্ণ (যেমন—তালকম পাউডার) ইত্যাদি)।

অঞ্জননালি = অঞ্জননালি'। ⇒ **অঞ্জননালি**।

অঞ্জননালি (স্ত্রী) অঞ্জন বা কাজল রাখিবার নল, সুর্মা রাখার চুঙ্গি, মলম বা প্রলেপের কৌটা বা বাক্স। সাজ করিবার প্রসাধনের বাক্স। (তুলনীয়) **অঞ্জনি**।

অঞ্জনরুক্খ (পুং) যে বৃক্ষ হইতে অঞ্জন বা কাজল প্রস্তুত হয় অথবা অঞ্জনের ন্যায় কালো পদার্থ পাওয়া যায় সেই বৃক্ষ।

অঞ্জনবন্ন (বিণ) অঞ্জন বা কাজল বর্ণবিশিষ্ট, অঞ্জনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ গাঢ় চকচকে কালোবর্ণ, উজ্জ্বল কালো রঙের, মসৃণ কালোবর্ণের, গাঢ় কালো বর্ণের। (দীর্ঘনিকায়) **অঞ্জনবন্ন লোমানি**। (জাতক) **অঞ্জনবন্না কেসা**। (পেতবথু অর্থকথা) **অঞ্জনবন্ন বন**।

অঞ্জনবন (ক্লী) শ্রাবস্তী রাজ্যের (অধুনা নাম সাকেত) নিকটবর্তী এক বনের নাম। এক সময় উহা বৌদ্ধ বিহারে পূর্ণ ছিল, এখনও ঐখানে বৌদ্ধ বিহার আছে। ⇒ **বন** (১)।

অঞ্জন সলাকা (স্ত্রী) চোখে অঞ্জন লাগাইবার ছোট কাঠি বা শলাকা। = **অঞ্জনিসলাকা**। ⇒ **সলাকা** (৫)।

অঞ্জনি (অঞ্জন রাখিবার) বাক্স, কৌটা, পেটরা। = **অঞ্জনী, অঞ্জননাড়ি**।

অঞ্জনি সালাকা (স্ত্রী) কজ্জলকাষ্ঠিকা, চোখে অঞ্জন বা কাজল লাগাইবার কাঠি বা শলাকা, অঞ্জনলেপনী শলাকা। = **অঞ্জনসলাকা**।

অঞ্জনী (স্ত্রী) মলম বা প্রলেপাদির কৌটা বা বাক্স, কাজল বা অঞ্জনাদির পাত্র, সাজ করিবার প্রসাধনের বাক্স বা আধার। = **অঞ্জনি**।

অঞ্জনুপপিসন ⇒ **উপপিসন**।

অঞ্জয (বিণ) সোজা, সরল, ঋজু, অকুটিল। ⇒ **অজ্জব, উজ্জুক, অকুটিল**।

অঞ্জলি (স্ত্রী) অঞ্জলি, যুক্তপাণি, আঁজলা, পরিমাণ বিশেষ, করজোড়, কৃতাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলিপুট, হাতজোড়করণ, দুই হস্ত একত্রীকরণ, দেবতাকে প্রদানের জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পরাশি, অঞ্জলি নমস্কার, যুক্ত করে বা হাত জোড় করিয়া নমস্কার, যুক্ত করে আরাধনা, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার, যুক্তহস্তে পূজা, যুক্তহস্তে পরিচর্যা। (বিমানবথু অর্থকথা) **দসনখ-সমোধান-সমুজ্জলং অঞ্জলিং পগ্গয্হ**। (বি-ভা) **অঞ্জলিং পণামেতি**—অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম করে, হাত জোড় করিয়া প্রণাম করে। (জাতক) **অঞ্জলিং পগ্গণ্হাতি**—অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার করে। (বিমানবথু অর্থকথা) **অঞ্জলি পগ্গণ্হাতি সিরস্মিং**—

অঞ্জলি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া নমস্কার করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঞ্জলিং করোতি**--অঞ্জলি নমস্কার করে। (তুলনীয়) **কতঞ্জলি, অঞ্জলিকত, পঞ্জলি**।

অঞ্জলিকত (বিণ) অঞ্জলিকৃত, যুক্তহস্ত, হস্তোত্তোলিত, (নমস্কার করিবার জন্য) হাত জোড় করিয়াছে এমন। ⇒ **অঞ্জলি**।

অঞ্জলিকম্ম (ক্লী) অঞ্জলিকর্ম, অঞ্জলি নমস্কারের কার্য, যুক্তহস্তে বা হাতজোড় করিয়া নমস্কার করণ, গৌরব করণ, অঞ্জলিদ্ধ নমস্কার করণ, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়করণ, ভক্তিকরণ, শ্রদ্ধাকরণ, সম্মান প্রদর্শন করণ। (মূলে) **নিপচ্চকার অভিবাদন পচ্চুট্ঠান**।

অঞ্জলিকরণীয (বিণ) অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার করিবার যোগ্য, করজোড় হইয়া সম্মান প্রদর্শনের যোগ্য।

অঞ্জলিকা (স্ত্রী) অঞ্জলিকা, অঞ্জলি, অঞ্জলিবদ্ধ নমস্কার, যুক্ত করে নমস্কার। = **অঞ্জলি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দসনখ-সমোধান সমুজ্জলং অঞ্জলিং সিরসি পগগণ্হন্তী গুণবিসিট্ঠানং অপচযানং অকাসিং**।

অঞ্জলিপুট (পুং) অঞ্জলিপুট, পাত্রাকারে সংযুক্ত করতলদ্বয়।

অঞ্জস (ক্লী) পথ, রাস্তা, সোজা পথ, সরল মার্গ বা রাস্তা। (বিণ) সোজা, সরল, অকুটিল, অবক্র। = **অকুটিল**। (তুলনীয়) **পঞ্জস**। ⇒ **অঞ্জতি**(১), **অঞ্জয**।

অঞ্জিত (অ-বিণ) প্রলিপ্ত, লেপনী বস্তু (মলমাদি) দ্বারা লিপ্ত, চিহ্নিত, তৈলাভিষিক্ত, কাজললিপ্ত। ⇒ **অঞ্জতি, অঞ্জেতি**। (জাতক) **সু-অঞ্জিতানি অক্খীনি; অঞ্জিতক্খ**।

অঞ্জিতক্খ (বিণ) (অঞ্জিত+ অক্খ) যাহার চোখে কাজল লেপন করা হইয়াছে বা কাজল দ্বারা রঞ্জিত করা হইয়াছে।

অঞ্জেতি (ক্রি) = **অঞ্জতি**। ⇒ **অঞ্জতি**। (অতীত) **অঞ্জেসি**। (অ-বিণ) **অঞ্জিত**।

অঞ্ঞ (বিণ) **১ ক)** ইহার নিজের দ্বারা অর্থ প্রকাশ:— অন্য, অপর, ভিন্ন, এক বিষয় বা বস্তু নয় এরূপ, স্বতন্ত্র, পৃথক, অন্য কেহ। (বিনয়) **অঞ্ঞেন** (বিশেষভাবে "মগ্গেন") **গচ্ছতি**—স্বতন্ত্র রাস্তা ধরা বা স্বতন্ত্র রাস্তায় চলা। **অত্তানং; অত্তনো**। (জাতক) **অঞ্ঞং ব্যাকরোতি**—স্বতন্ত্র বা ভিন্ন উত্তর দেওয়া। **খ)** অপর একটি, দ্বিতীয়টি, অপরটি। (ক্লী, ক্রি-বিণ) নুতবা, নচেৎ, তদ্ভিন্ন, অধিক, আরও। = **উত্তরিং** (ক্লী, ক্রি-বিণ)। (জাতক) **অঞ্ঞং কিঞ্চি**—তদ্ভিন্ন যে কিছু; **যো অঞ্ঞো**—পরপর প্রত্যেকটি, নতুবা অন্য কেহ। (বহুবচনে) **অঞ্ঞে। ২ ক)** পারস্পরিক সম্বন্ধে:—**১ (সংযোজক অর্থে) অঞ্ঞ ... অঞ্ঞ** একটি ... অপরটি (... তৃতীয়টি ইত্যাদি), এইটি, ঐটি, অপরটি, কেহ কেহ ... কোনো কোনো। **খ)** (পরস্পর আদান-প্রদান বা বিনিময় অর্থে, সাধারণত বিশেষ্য অথবা বিশেষণে একবচনে— **অঞ্ঞো অঞ্ঞং, অঞ্ঞমঞ্ঞং, অঞ্ঞোঞ্ঞং** (বহুর মধ্যে) পরস্পর, পারস্পরিকভাবে, পরস্পরে, বিনিময়ক্রমে। **অঞ্ঞো অঞ্ঞং**। **অঞ্ঞ মঞ্ঞ** (সর্বনাম পদরূপ) **নালং অঞ্ঞমঞ্ঞস্স সুখায বা দুক্খায বা** (দীর্ঘনিকায়১); **নঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খং ইচ্ছেয্য**—পরস্পরের মধ্যে পাপ-ইচ্ছা করিও না অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে কেহ কাহারও দুঃখ বা অমঙ্গল কামনা করিও না (সূত্রনিপাত)। **অঞ্ঞোঞ্ঞং:**—(জাতক) **অঞ্ঞোঞ্ঞং নিস্সিত**। (দাঠাবংস) **অঞ্ঞোঞ্ঞং অভিন্ন**। ৩ (বিয়োজক অর্থে—) **অঞ্ঞ অঞ্ঞ** একজন ... অপরজন, এইটি ... ঐটি পৃথক পৃথক, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। (দীর্ঘনিকায়) **অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং সরীরং** একটি আত্মা ... অন্যটি শরীর অর্থাৎ আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। (বিনয়) **অঞ্ঞেন অঞ্ঞং**—একে অন্যের বিরুদ্ধে।

অঞ্ঞং—নতুবা, নচেৎ, তদ্ভিন্ন। ⇒ **অঞ্ঞ** (ক্লী, ক্রি-বিণ)।

অঞ্ঞং অঞ্ঞেন—একজন অপরজনকে (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে উদ্ধার করিতে পারে), একজন অপরজন দ্বারা। ইহা এক প্রকার "**দিট্ঠি**" (মিথ্যাদৃষ্টি)। ⇒ **মিচ্ছাদিট্ঠি**।

অঞ্ঞং কিঞ্চি—অন্য কিছু। **যো অঞ্ঞো**—অপরটি, অপর কিছু।

অঞ্ঞ খন্তিক (বিণ) (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) অন্যরূপ বিশ্বাসী, অন্যরূপ বিশ্বাসের, অপরে অবিশ্বাসী, স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বা স্বতন্ত্র মতে (ধর্মে) মৌনাবলম্বনে সম্মত অথবা বিনা আপত্তিতে সম্মত, যাহার অন্যরূপ বিশ্বাস আছে, অপর ধর্ম স্বীকার করিয়া লয় এমন। ⇒ **খন্তিক**। (পুং) অপর ধর্মে বা দৃষ্টিতে মৌনাবলম্বনে অথবা বিনা আপত্তিতে সম্মতি প্রদান, অপর ধর্মে স্বীকৃতি।

অঞ্ঞতম (বিণ) অপরিচিত, অনেকের মধ্যে একজন বা একটি, যে কোনো।

অঞ্ঞতর (বিণ) কেহ, কোনও, ভালোরূপ পরিচিত নহে এমন, ভিন্ন, স্বতন্ত্র, দুইয়ের মধ্যে অপরটি। **দেবঞ্ঞতর**—কোনো দেবতা অথবা কোনও দেবতা।

অঞ্ঞতরা দেবতা—কোনও একজন দেবতা।

অঞ্ঞতি [অঞ্ঞ+√ঞা+তি] **আজানাতি**। ⇒ **আজানাতি**।

অঞ্ঞতিত্থিয (পুং) অন্যধর্মীয় সম্প্রদায়, অন্য তীর্থিক, অবৌদ্ধ, তীর্থীয় সম্প্রদায়, জৈন সম্প্রদায়, তীর্থীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি, অন্য ধর্মাবলম্বী লোক। ⇒ **তিত্থিয**।

অঞ্ঞত্ত (ক্রি-বিণ) = **অঞ্ঞত্র, অঞ্ঞত্থ**। ⇒ **অঞ্ঞত্র, অঞ্ঞত্থ**।

অঞ্ঞত্থ (ক্রি-বিণ) অন্যত্র, অন্য কোথাও, কোনো কোনো স্থানে, যে কোনো স্থানে। = **অঞ্ঞত্র, অঞ্ঞত্রত্র**।

অঞ্ঞত্রত্র (ক্রি-বিণ) অন্যত্র, অন্যস্থানে, কোথাও, কোনো কোনো স্থানে, যে কোনো স্থানে। **অঞ্ঞত্রত্র যোগ** (বিণ)

অন্য ধর্ম অনুসরণ করে এমন (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **অঞ্ঞত্র ইমিনা তপোপক্কমেন।** (সংযুক্ত নিকায়) **কিং করনিযং অঞ্ঞত্র ধম্মচরিযায?** (সূত্রনিপাত) **কোনু অঞ্ঞত্রং-অরিযেহি**—আর্যেরা ব্যতীত অন্য আর কে?; = **ঠপেত্বা সঞ্ঞা-মত্তেন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **কিং অঞ্ঞত্র**—তবে কি অর্থাৎ এই কারণ ব্যতীত আর আর কি থাকিতে পারে অথবা ইহাই ঠিক; **বুসিতবা-মানী কিং অঞ্ঞত্র অবুসিতত্তা।** (সংযুক্ত নিকায়) **কিং কিং অঞ্ঞত্র অদস্সনা** (অন্ধতা ব্যতীত)।

অঞ্ঞত্র সময়া ⇒ **সময়।**

অঞ্ঞথত্ত (ক্লী) ১ বদল, পরিবর্তন। ২ ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য। ৩ ভ্রম, ভুল, কল্পনা, অনুমান। ৪ চপলতা, অস্থিরতা, মনের পরিবর্তন, সন্দেহ, একবার এদিকে একবার ওদিকে গমন, ইতস্ততঃকরণ, দ্বিধাকরণ, দোদুল্য অবস্থা। (মধ্যমনিকায়) **অঞ্ঞথত্ত দোমনস্স**। (জাতক) **অঞ্ঞথত্ত চিত্তং।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঞ্ঞথত্ত চিত্তস্স।**

অঞ্ঞথা (ক্রি-বিণ) অন্যথা, অন্যপ্রকারে, অন্যভাবে, ভিন্নরূপে, স্বতন্ত্রভাবে, তাহা না হইলে, নানাভাবে, অন্যভাবে, নতুবা।

অঞ্ঞথাভাব (পুং) ১ ভিন্ন সত্ত্ব, স্বতন্ত্র জীব বা অস্তিত্ব। ২ ভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ পরিবর্তন, বদল, চঞ্চলতা, অস্থিরতা।

অঞ্ঞথাভাবিন (বিণ) ভিন্ন বা স্বতন্ত্র ভিত্তিমূলক, ভিন্ন ভাবাপন্ন, অন্যদৃষ্টিযুক্ত।

অঞ্ঞদত্থু (ক্রি-বিণ) (দৃঢ়তাব্যঞ্জক) যে কোনো রূপে, পক্ষান্তরে, সর্বদিক দিয়া, নিশ্চিতরূপে (**একংস বচনে নিপাতো**—দীর্ঘনিকায় অর্থকথা), কেবল, মাত্র, যাহাই হউক না কেন, যে কোনো উপায়ে। (সূত্রনিপাত) **ন ছ'ঞ্ঞদত্থ'খি পসংস-লাভ;** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ন হি এথ পসংস-লাভতো অঞ্ঞো অত্থো অত্থি।**

অঞ্ঞদত্থুদস (বিণ) নিশ্চয়রূপে দর্শন করিয়াছে এমন, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে এমন, সর্ববিষয় দর্শন করিয়াছে এমন, সর্বব্যাপী দর্শন হইয়াছে এমন, নিশ্চয়রূপে দেখা হইয়াছে এরূপ, নিশ্চিত দর্শন হইয়াছে এরূপ, সমস্ত উপলব্ধি করা হইয়াছে বা জ্ঞাত হইয়াছে এরূপ। = **সব্বং পস্সামী'তি অত্থো।** (তুলনীয়) **অঞ্ঞদস।** ⇒ **দস** (২)।

অঞ্ঞদত্থুহর (পুং) যে ব্যক্তি অপরের প্রদত্ত যে কোনো বস্তু গ্রহণ করে, পরদত্তগ্রহণকারী ব্যক্তি। ⇒ **সিত্ত পটিরূপক।**

অঞ্ঞদস (বিণ) নিশ্চিতদর্শী, প্রত্যক্ষদর্শী, প্রতিটি বিষয় দেখিয়াছে এরূপ, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী দর্শন করে এমন। (তুলনীয়) **অঞ্ঞদত্থুদস।**

অঞ্ঞদা (ক্রি-বিণ) অন্য সময়ে, নতুবা, নচেৎ, একদা, আরও, এক সময়, অপর সময়।

অঞ্ঞদিট্ঠিক (বিণ) অন্যদৃষ্টিক, অন্য মতবাদী, অন্য ধর্মমতবাদী, ভিন্ন মতবাদী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অন্য বা অন্যরূপ দৃষ্টিক, অন্যরূপ বিশ্বাসী, বিধর্মী, যাহার অন্যরূপ ধর্মবিশ্বাস আছে, অন্য ধর্মাবলম্বী, ভিন্নদৃষ্টিক, অন্যধর্ম বিশ্বাসী, অপরে বিশ্বাসী। (যৌগিকে) **অঞ্ঞদিট্ঠিক অঞ্ঞখন্তিক।** ⇒ **দিট্ঠিক।**

অঞ্ঞদ্দনদা (ক্রি-বিণ) অন্যদিন, অন্য সময়।

অঞ্ঞনেয্য (বিণ) কাহারও প্রভাবে চলে না এমন, স্বাধীন দৃষ্টিক, স্বয়ং যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে এমন, স্বয়ম্ভু। (বিপ) **পরনেয্য।**

অঞ্ঞমঞ্ঞ (বিণ) [অঞ্ঞং+অঞ্ঞ] পারস্পরিক। (দীর্ঘনিকায়) **নালং অঞ্ঞমঞ্ঞস্স সুখায় বা দুক্খায় বা** (সূত্রনিপাত) **ন'ঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খং ইচ্ছেয্য** পারস্পরিক খারাপ ধারণা বা বিদ্বেষ পোষণ করিও না। **অঞ্ঞমঞ্ঞং পিযসংবাসং বসিংসু। অঞ্ঞমঞ্ঞং বেরং বন্ধিংসু**—পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইল। **অঞ্ঞমঞ্ঞং অচ্চযং দেসেত্বা।** ⇒ **অঞ্ঞমঞ্ঞং, অঞ্ঞ** (২ খ)।

অঞ্ঞমঞ্ঞং (সর্বনাম) পরস্পর, একে অন্যে। (ক্রি-বিণ) একে অন্যের প্রতি, পারস্পরিকভাবে। (জাতক) **দ্বে জনা অঞ্ঞমঞ্ঞং ঘাতযিংসু**—দুই জনেই পরস্পরকে হত্যা করিল; **অঞ্ঞমঞ্ঞং হসন্তি; অঞ্ঞমঞ্ঞং মুসলে হন্ত্বা।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঞ্ঞমঞ্ঞং দণ্ডাভিঘাটেন (দণ্ডাভিঘাতেন)।** (মধ্যমনিকায়) **দণ্ডেহি অঞ্ঞমঞ্ঞং উপক্কমন্তি**—একে অপরকে দণ্ড দ্বারা আক্রমণ করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অঞ্ঞমঞ্ঞং অগারবো বিহরতি।** (বিণ) **অঞ্ঞমঞ্ঞং বেরং বন্ধিংসু**—পারস্পরিক শত্রুতা বাঁধিল (জাতক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অঞ্ঞমঞ্ঞং অচ্চযং দেসেত্বা**— তাহাদের পারস্পরিক ভুল প্রকাশ করিয়া। (ক্রি-বিণ) **দ্বে পি অঞ্ঞমঞ্ঞং পটিবদ্ধচিত্ত অহেসুং** (জাতক)। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **অঞ্ঞমঞ্ঞ পচ্চয**—একে অন্যের প্রত্যয় অর্থাৎ পারস্পরিক বিশ্বাস, একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া। **অঞ্ঞো অঞ্ঞং।** ⇒ **অঞ্ঞমঞ্ঞ, অঞ্ঞ** (২খ)।

অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ—ভিক্ষুসীমায় তিন জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে উপোসথ দিবসে যে উপোসথ করা হয় উহাকে "**অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ**" বলা হয়, তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক উপোসথ। ইহা "**পরিসুদ্ধি উপোসথ**" এর অন্তর্গত। ⇒ **উপোসথ, অরিয-উপোসথ।**

অঞ্ঞমঞ্ঞ পচ্চয— পারস্পরিক প্রত্যয়, পারস্পরিক আশ্রয় বা নির্ভরশীলতা, একে অন্যকে অবলম্বন করণ, একে অন্যের উপর নির্ভর করণ।

অঞ্ঞমনো (বিণ) অন্যমনস্ক, অমনোযোগী, একের মনোভাব অন্যে গ্রহণ না করা।

অঞ্ঞমোক্খ (পুং) অপর সকলের মুক্তি। (বিণ) অপর সকলের দ্বারা মুক্তিদান দেওয়া হইয়াছে এমন। বুদ্ধঘোষ অর্থকথায় ইহাকে দুইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,

গথা।—**অঞ্ঞে মোচেতুং(ন) সক্কোন্তি; কারণবচনং বা এতং;—অঞ্ঞেন মোচেতব্বা (ন) হোন্তি।** ⇒ মোক্খ।

অঞ্ঞরুচিক (বিণ) অন্য রুচিযুক্ত, যাহার অন্যরূপ রুচি বা ইচ্ছা আছে, অন্যধর্ম বিশ্বাসী, অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, অপরের প্রভাবাধীন। ⇒ **রুচিক**।

অঞ্ঞবদ (বিণ) অন্য বাদী, মতান্তর বাদী, অন্য ধর্মাবলম্বী, অন্যমত পোষণকারী, অন্যদৃষ্টিক।

অঞ্ঞবাদক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র মত পোষণ করে বা ভিন্নভাবে বলে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

অঞ্ঞবিহিত (বিণ) হতবুদ্ধি, অন্যমনস্ক, অন্যভাবাপন্ন, ভাবান্তর, কোনো কিছুতে বা কার্যে নিযুক্ত (অথবা ইহা কি "অন্য কাহারও প্রস্তুত" এবং ভাবার্থে "আহার" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে?)। ⇒ **বিহিত, বিহিতক**।

অঞ্ঞবিহিতক (বিণ) **অঞ্ঞবিহিত**। ⇒ **অঞ্ঞবিহিত**।

অঞ্ঞবিহিততা (স্ত্রী) কোনও কিছুতে বা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

অঞ্ঞবিহিতা (স্ত্রী) অন্যমনস্কতা, হতবুদ্ধি অবস্থা, ভাবান্তর অবস্থা।

অঞ্ঞসমান (বিণ) অন্য সমান, পরস্পর সমান, একে অন্যের সমান। **অঞ্ঞে সমানা চেতসিকা**—অন্যসমান বা পরস্পর সমান চৈতসিকসমূহ (অর্থাৎ দুই নামের এমন কতকগুলি চৈতসিক আছে উহারা কুশল (পুণ্য) এবং অকুশল (পাপ) উভয় পক্ষের চিত্তের সহিত সমানভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইজন্য উহাদিগকে অন্যসমান চেতসিক বলা হয়)। (বিভাবিনীটীকা) **সোভনাপেক্খায ইতরে, ইতরাপেক্খায সোভনা চ অঞ্ঞে নাম; তেসং সমানা ন উদ্ধচ্চ সদ্ধাদযো বিয অকুসলাদি সভাবা যেবা'তি অঞ্ঞসমানা**—অর্থাৎ শোভনের (কুশলের) অন্য বা অপর অশোভন (অকুশল) এবং অশোভনের অন্য শোভন বলিয়া একের অন্য বলা হয়; সেই কুশল ও অকুশল স্বভাবের সমানতা ঔদ্ধত্য এবং শ্রদ্ধাদির তুল্য নহে বলিয়া "অন্য সমান" বলা হইয়াছে।

অঞ্ঞসরণ (ক্লী) অন্যশরণ, অন্য আশ্রয় বা অন্যের আশ্রয়।

অঞ্ঞসিত (বিণ) পরাশ্রিত, অন্যে বিশ্বাসী, পরাধীন, অপরের উপর নির্ভরশীল।

অঞ্ঞা (স্ত্রী) জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা, পূর্ণজ্ঞান, দার্শনিক পরিজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অর্হত্ব। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্মদঞ্ঞা, অঞ্ঞায নিব্বুত; অঞ্ঞা দিট্ঠেব ধম্মে**। (বিনয়) **অঞ্ঞং ব্যাকরোতি** (ভাষণের দ্বারা অথবা কেবল ঘোষণা দ্বারা) কাহারও আর্হত্বলাভ প্রকাশ করা। ⇒ **অরহত্ত**।

অঞ্ঞা-অত্থিক (বিণ) উচ্চতর জ্ঞানলাভে ব্যগ্র বা অভিলাষী। (পুং) উচ্চতর জ্ঞানের সাধক।

অঞ্ঞা-আরাধনা (স্ত্রী) পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ, পূর্ণ পরিজ্ঞান লাভ।

অঞ্ঞা-ইন্দ্রিয (ক্লী) পূর্ণজ্ঞান লাভে কার্যক্ষমতা বা ধীশক্তি, জ্ঞানের পূর্ণতায় মনোবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয় বা শরীর বৃত্তি, যে কার্যক্ষমতা দ্বারা পূর্ণজ্ঞান বা অর্হত্ব লাভ করা যায়।

অঞ্ঞাচিত্ত—পূর্ণজ্ঞান লাভে চিন্তা, অর্হত্ব লাভের সঙ্কল্প।

অঞ্ঞাণ (বিণ) অজ্ঞাত, অজ্ঞ, জ্ঞানহীন, অপরিজ্ঞাত, চৈতন্যরহিত, অজ্ঞান। (ক্লী) জ্ঞানাভাব, মায়া, মোহ, অবিদ্যা, ভুল বোঝা, মিথ্যাদৃষ্টি, ভুলবিশ্বাস, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অসত্য। (বিপ) **ঞাণ**। ⇒ **অবিজ্জা, মিচ্ছাদিট্ঠি**।

অঞ্ঞাণপক্খ (বিণ) অজ্ঞানীর পক্ষ অবলম্বনকারী, অজ্ঞানীর পক্ষীয়। ⇒ **পক্খ** [১খ(বিণ)]।

অঞ্ঞাণক (ক্লী) = **অঞ্ঞাণ**। ⇒ **অঞ্ঞাণ** (ক্লী)।

অঞ্ঞাণিন (বিণ) সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই এমন, অজ্ঞানী, জানে না এমন, অজ্ঞাত। (বিপ) **সম্মা ঞাণিন**। ⇒ **অঞ্ঞাণ** (বিণ)।

অঞ্ঞাত (অ-বিণ) ১ জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত, পরিচিত, স্বীকৃত। ⇒ **জানাতি**। ২ অপরিচিত, অজ্ঞাত, অজানিত। (বিপ) জ্ঞাত হয় নাই এমন। (বিপ) **ঞাত**।

অঞ্ঞাত উঞ্ছপত্ত ⇒ **উঞ্ছপত্ত**।

অঞ্ঞাতক (বিণ, পুং) ১ [অ+ঞাতক] অজ্ঞাতি, অস্বগোত্রজ, যে ব্যক্তি এক গোত্রজ বা একবংশজ নহে, রক্তের সম্পর্কতাহীন। ২ অপরিচিত, অজ্ঞাত। (বি-ভা) **অঞ্ঞাতকবসেন**—অপরিচিত বশত, অপরিচিতি বশত, ছদ্মবেশবশত।

অঞ্ঞাতকবেস (পুং) অজ্ঞাতিবেশ, ছদ্মবেশ, অজ্ঞাত বেশ, অপরিচিতরূপ।

অঞ্ঞাতকবেসেন—অজ্ঞাতির মতো, অপরিচিতভাবে, ছদ্মবেশে।

অঞ্ঞাতমানিন (বিণ) পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছে বলিয়া নিজে নিজে অহঙ্কার করে এমন, প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া কল্পনা করে বা মনে করে এমন।

অঞ্ঞাতর (পুং) যে ব্যক্তি জানে, জ্ঞাত ব্যক্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মসস অঞ্ঞাতর** ধর্মবিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তি।

অঞ্ঞাতাবিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান লাভ করিয়াছে, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

অঞ্ঞাতাবিন-ইন্দ্রিয—জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের কার্যক্ষমতা বা মনোবৃত্তি। ⇒ **অঞ্ঞিন্দ্রিয**।

অঞ্ঞাতাবী = **অঞ্ঞাতাবিন**। ⇒ **অঞ্ঞাতাবিন**।

অঞ্ঞাতু = **অঞ্ঞাতাবী**। ⇒ **অঞ্ঞাতাবী**।

অঞ্ঞাতুকাম (বিণ) যথার্থ জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষী, প্রকৃত জ্ঞানের প্রত্যাশী বা ইচ্ছুক। ⇒ **আজানাতি**।

অঞ্ঞা'খিক **অঞ্ঞা-অত্থিক**। ⇒ **অঞ্ঞা-অত্থিক**।

অঞ্ঞাদিস (বিণ) ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

অঞ্ঞাদিসতা (স্ত্রী) ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য।

অঞ্ঞানং পক্খ (বিণ) অন্যপক্ষীয়, অপর দলের বা সম্প্রদায়ের। ⇒ **পক্খ** [১খ(বিণ)]।

অঞ্ঞা-পটিবেধ—পরিজ্ঞানের বোধশক্তি, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তি।

অঞ্ঞায (ক্রি-বি) জ্ঞাত হইয়া, জ্ঞান লাভ করিয়া, জ্ঞান লাভে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া।

অঞ্ঞায-নিব্বুত (বিণ) সম্যকরূপে নিবৃত বা নির্বাণপ্রাপ্ত।

অঞ্ঞারাধনা অঞ্ঞা-আরাধনা। ⇒ **অঞ্ঞা-আরাধনা**।

অঞ্ঞা-বিমোক্খ—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মুক্তি। (চুলনির্দেশ) **বুচ্চতি অরহত্ত-বিমোক্খো**।

অঞ্ঞাসি [√ঞা+অ+সি] জানিল, চিনিতে পারিল, জ্ঞাত হইল। = বোদি। ⇒ **অবেদি**।

অঞ্ঞিন্দ্রিয অঞ্ঞা-ইন্দ্রিয। ⇒ **প্রজ্ঞা, অঞ্ঞা-ইন্দ্রিয**। ⇒ **অঞ্ঞাতাবিন-ইন্দ্রিয**।

অঞ্ঞে—অপর সকল, অবশিষ্ট লোকেরা। ⇒ **অঞ্ঞ** (১গ)।

অঞ্ঞেন-অঞ্ঞং—একে অন্যের বিরুদ্ধে, পরস্পরের মধ্যে, একে অন্যের সহিত, স্বতন্ত্রভাবে, বিরুদ্ধে, বিপরীত দিকে, বিপরীতভাবে, বিপরীত, পরস্পরবিরোধী, অসঙ্গত, (সাহিত্যে) অপর হইতে। (বিনয়) **অঞ্ঞেন-অঞ্ঞং পটিচরতি**—একে অন্যের বিরুদ্ধে যায়, পাল্টা মোকদ্দমা করে, বিপরীত অভিযোগ করে। (দীর্ঘনিকায়) **অঞ্ঞেন-অঞ্ঞং ব্যাকাসি**—একে অন্যের বিরুদ্ধে জবাব দেয় বা বলে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অঞ্ঞং করিযমানং অঞ্ঞেন সম্ভরতি**। ⇒ **অঞ্ঞ** (৩)।

অঞ্ঞো-অঞ্ঞং (বহুরমধ্যে) পরস্পর, পারস্পরিকভাবে, পরস্পর পরস্পরে, বিনিময়ক্রমে। ⇒ **অঞ্ঞ** (২খ)।

অঞ্ঞোঞ্ঞ = **অঞ্ঞমঞ্ঞ**। ⇒ **অঞ্ঞমঞ্ঞ**।

অঞ্ঞোঞ্ঞং অঞ্ঞো-অঞ্ঞং, **অঞ্ঞমঞ্ঞং**। ⇒ অঞ্ঞো-অঞ্ঞং, **অঞ্ঞমঞ্ঞং**। ⇒ **অঞ্ঞ** (২খ)।

অঞ্ঞহতি (ক্রি)= **অস্সিযে**। ⇒ **অস্সিযে**।

অঞ্ঞহমান (ক্রি-বিণ) (সংস্কৃত-অস্নান?) খায় বা খাইতেছে এমন, খাদ্য খায় এমন, উপভোগ করে বা করিতেছে এমন। সিংহলী সূত্রনিপাতে "অসমানা" শব্দের প্রয়োগ দেখুন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আহারযমান**।

অট্ট (পুং) (√অট অর্থে ইতস্তত ঘোরাফেরা। এই ধারণায় মহানির্দেশে উল্লেখিত নরক বর্ণনায় উপর হইতে তলদেশ পর্যন্ত ঘোরাফেরা তুলনীয়)। ১ কোনো এক নরকের নামবিশেষ। ২ (বিণ) অসংখ্য।

অটণক (বিণ) ভ্রমণশীল, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ, বন্য, বিচরণকারী। (জাতক) **অটণক গাভী**—একস্থানে না চড়িয়া ইতস্তত ভ্রমণকারী গাভী।

অটন (ক্লী) এদিক ওদিক ভ্রমণ।

অটনি (স্ত্রী) খাটিয়া, খাট, খাটের নীচের রক্ষণ বা অবলম্বন, খাটিয়ার পায়াবিশেষ। Pali Text Society এর জাতকে "মরাথি অডণী অর্থাৎ তিন পায়াযুক্ত চৌকি" এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিনয় সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

অটনিয (ক্লী) কাষ্ঠ, কাঠ, লাকড়ি।

অটনিয-উপহানা—কাষ্ঠপাদুকা, খড়ম।

অটনী = **অটনি**। ⇒ **অটনি**।

অটল (বিণ) অটল, দৃঢ়, অচঞ্চল, স্থির, শক্ত, কঠিন। (বি-ভা) **অটলিয উপাহনা**—শক্ত জুতা বা চটিজুতা (মধ্যম নিকায়)। মধ্যম নিকায়ে "**পটলিযে**" এবং "**অগলিযো**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। সংযুক্ত নিকায়ে "**আটলিযো**" এবং "**আটলিকো**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ ঘোষের বর্ণনায় "**গণঙ্গণূপাহনা**", Mrs. Rh. D. ইহার অনুবাদ করিয়াছেন টেকসই জুতা।

অটবি = **অটবী**। ⇒ **অটবী**।

অটবিচোর (পুং) বন চোর, বনের চোর, জংলি চোর, যে চোর জঙ্গলে থাকিয়া চুরি করে।

অটবিমুখ (ক্লী) বনের সীমা, অরণ্যের প্রান্তদেশ বা শেষ সীমা।

অটবিরক্খিক (পুং) বনরক্ষক, বনের তত্ত্বাবধায়ক।

অটবিসঙ্কোপ—অনার্য বিক্ষোভ, বর্বর জাতির আক্রমণ।

অটবিসঙ্কোভ—পার্বত্য জাতির মধ্যে আন্দোলন।

অটবিসঙ্খেপ (পুং) ১ বনপুঞ্জ, বনরাজি। ২ পাহাড়ি জনতা, পার্বত্য জাতির সমবায়, পার্বত্যবাসী জনতা। ⇒ **সঙ্খেপ** (৩)।

অটবী (স্ত্রী) ১ বন, জঙ্গল, কানন, অরণ্য। ২ বনবাসী, বনের মানুষ, পার্বত্য জাতি, বন্যজাতি, পাহাড়ের অধিবাসী।

অট্ট (ক্লী) ১ প্রহরীর জন্য ব্যবহৃত উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান বা উন্নত মঞ্চ। ২ মোকদ্দমা, অভিযোগ, কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, ঘটনা, তদন্তের বিষয়, ঘটনার বিবরণ। (জাতক) **অট্টং বিনিচ্ছিনাতি**—মোকদ্দমার বিচার করা; **অট্টং তীরেতি**—মোকদ্দমায় প্রতারিত না করা, বরাবর ভিতর দিয়া মোকদ্দমা বা অভিযোগের বিষয় লক্ষ্য করা। (বিণ) দুঃখিত, ব্যথিত, উৎপীড়িত, বিরক্তিকৃত, পীড়িত, আহত, ক্লিষ্ট, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় মানসিক যন্ত্রণায় উৎপীড়িত। (সূত্রনিপাত) **অট্ট ব্যসনগত**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আতুর**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অট্টিত; পীলিত**। (মধ্যম নিকায়) **ইপট্ট**। বিমানবত্থু অর্থকথায়) **অট্টিত উপদ্দুত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ছাতট্ট**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বেদনট্ট**। (জাতক) **সূচিকট্ট**।

অট্ট-অট্টিত (বিণ) মোকদ্দমায় বা অভিযোগে জড়িত, মানসিক পীড়াগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত।

অট্ট-আতুর—দুঃখগ্রস্ত, দুঃখে পীড়িত।

অট্টক (ক্লী) প্রহরীদের জন্য ব্যবহৃত উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান বা উন্নত মঞ্চ, কর্মীদের কর্মমঞ্চ, স্তম্ভোপরি বা বৃক্ষোপরি প্রহরীর মাচান।

অট্টকরণ (ক্লী) = **অত্থকরণ**। ⇒ **অত্থকরণ**।

অট্টকার (পুং) যে ব্যক্তি মোকদ্দমা করে, অভিযোগকারী, মোকদ্দমাগির।

অট্টপীলিত (বিণ) অভিযোগে জড়িত, মোকদ্দমা দ্বারা উৎপীড়িত, বেদনাহত, বেদনাক্লিষ্ট।

অট্টব্যসনগত (বিণ) ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখে পতিত, বিপদগ্রস্ত, দুর্ঘটনা বা দুর্বিপাকগ্রস্ত।

অট্টস্সর—দুঃখের আর্তনাদ, আর্তের ক্রন্দন বা চিৎকার, কাতর নিনাদ।

অট্টান (ক্লী) সন্তরণকারীর জলে ব্যবহৃত রাবারের ন্যায় চতুষ্কোণ করা কাষ্ঠদণ্ডের খুঁটি। বিনয়ে এই শব্দটির ব্যবহার কিন্তু অস্পষ্ট, ইহা কি বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ "**অট্ঠান**" পাঠ হইবে?

অট্টাল (পুং) প্রহরীর জন্য ব্যবহৃত উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান বা উন্নত মঞ্চ, প্রহরীদের ব্যবহৃত উচ্চস্থান বা গৃহ, গৃহের উচ্চতম প্রকোষ্ঠ, ফটকের বা সদর দরজার সর্ব্বোচ্চ স্থান, প্রহরীদের পাহারা দিবার মতো উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট স্থান। = **অট্টালিকা**।

অট্টালক (পুং) (সংস্কৃত—অট্টালক) অট্টালক, প্রাসাদ, অট্টালিকার উপরিস্থ কক্ষ বা গৃহ, ইষ্টকাদি রচিত গৃহ, প্রকারাদির উপরিস্থ উচ্চ স্থানবিশেষ। = **অট্টাল**।

অট্টালকোট্ঠক—প্রহরীদের পাহারা দিবার জন্য প্রাসাদের উপরিস্থিত গম্বুজবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ।

অট্টিক = **অট্টিত**। ⇒ **অট্টিত**।

অট্টিত (বিণ) অর্থিত, প্রার্থিত, ব্যথিত, উপদ্রুত, হত, রোগের জ্বালায় বা মনোবেদনায় পীড়িত। ⇒ **অট্টীয়তি**, **অট্ট** (বিণ), **অদ্দিত**, **অদ্দিত**।

অট্টিত-উপদ্দুত (বিণ) উপদ্রবে পীড়িত, অত্যাচারে উপদ্রুত বা উৎপীড়িত, রোগগ্রস্ত, বেদনায় ব্যথিত।

অট্টিয়তি (ক্রি)= **অট্টীয়তি**। ⇒ **অট্টীয়তি**।

অট্টিয়ন = **অট্টীয়ন**। ⇒ **অট্টীয়ন**।

অট্টিয়মান (বিণ) = **অট্টীয়মান**। ⇒ **অট্টীয়মান**।

অট্টীয়তি (ক্রি) [অট্ট+√ঈ+য] দুঃখে পড়া, বিপদগ্রস্ত হওয়া, চিন্তিত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, ত্যক্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া। = **অট্টিয়তি**। (যৌগিকে) **অট্টিয়তি হরায়তি; অট্টিয়তি জিগুচ্ছতি** (দীর্ঘনিকায়)। = **অট্টা দুক্খিতা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। থের গাথায় ইহার বানান (উত্তম পুরুষ একবচনে) "**অদ্দিযামি**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। (অতীত) **অট্টিযি**, **অট্টীযি**। (অ-বিণ) **অট্টিত**, **অদ্দিত**। (ব-বিণ) **অট্টিযমান**, **অট্টীযমান**; (বিনয়) **অট্টিযমান হরযমান জিগুচ্ছমান**।

অট্টীয়ন (ক্লী) অপছন্দ, বিরক্তি, অতিশয় ঘৃণা, ভয়, বিতৃষ্ণা, আতঙ্ক, অপ্রবৃত্তি, অনিচ্ছা, প্রচণ্ড ভীতি, বিস্ময়, ভয়ের বস্তু, বিরক্ত।

অট্টীয়না (স্ত্রী) = **অট্টীয়ন**। ⇒ **অট্টীয়ন**।

অট্টীয়মান (বিণ) দুঃখগ্রস্ত, চিন্তাগ্রস্ত, চিন্তিত, শ্রান্ত, শ্রান্ত হয় বা হইতেছে এমন, দুঃখে পড়ে বা পড়িতেছে এমন, চিন্তা করে বা করিতেছে এমন। (যৌগিকে) **অট্টিয়মান হরায়মান জিগুচ্ছমান** (বিনয়)। ⇒ **অট্টীয়তি**।

অট্টো (বিণ) = **আতুর**। ⇒ **আতুর**।

অট্ঠ (বিণ) ৮, অষ্ট, আট। **অট্ঠঙ্গুল**, **অট্ঠনখ**, **অট্ঠপদ**, **অট্ঠপাদ** প্রভৃতি যৌগিক শব্দগুলি দেখুন। **১ ক)** দ্বিতের ধারণায় সম্মান প্রদর্শনে উপঢৌকনের চিহ্নস্বরূপ। ইহার অর্থ হয় "যুগ্ম, যুগল" যেমন—(ধর্মপদ অর্থকথা) **অট্ঠ মতকুক্কুটে অট্ঠ জীবিত কুক্কুটে গহেত্বা** (রাজাকে উপহারস্বরূপ দান দিবার ইচ্ছা করিয়া দুইটির পরিবর্তে) আটটি মৃত মোরগ এবং আটটি জীবিত মোরগ লইয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সব্বসস অট্ঠ সলাকভত্তং দাপেসি**। (বিমানবত্থু) **অট্ঠ পিণ্ডপাতানি অদ্দং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠ বত্থযুগানি**—দানস্বরূপ অষ্ট বস্ত্রযুগল বা যুগ্মবস্ত্র; **অট্ঠথেরা**। রাজার উচ্চ ধরনের দানের বর্ণনায়:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্ব-অট্ঠকং দানং** সর্বপ্রকারে আটটি করিয়া বস্তুদান (যেমন—আটটি হস্তী, আটটি অশ্ব, আটজন দাস ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের আটটি)। একই ভাবার্থে দানস্বরূপ ধর্মপদ অর্থকথায়—**অট্ঠ'ট্ঠ কহাপণা**; (বিমানবত্থু) **অট্ঠ'ট্ঠকা দিব্বাকএ্ঞা** (= **চতুসট্ঠি**—বিমানবত্থু অর্থকথা); (দীপবংস) **অট্ঠ'ট্ঠ**। "যুগ্ম বা যুগল" শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ হয় বিশেষ ভাষায়, যেমন—**সত্ত-অট্ঠ** = একটি যুগ্ম অর্থাৎ (জাতক) **সত্ত'ট্ঠ দিবসা** এক সপ্তাহ অথবা ততোধিক; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সত্ত'ট্ঠ সংবচ্ছরা**—সাত আট বৎসর। **খ)** যেখানে দানীয় বস্তু সমূহের প্রত্যেকটি কমপক্ষে আটটি করিয়া শালীনতার সহিত (ভদ্রতার সহিত) দান দেওয়া হয় যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যার দান হিসাবে অথবা দূরত্ব হিসাবে এই শব্দের ব্যবহার হয়। এইরূপে অভ্যাসমতো—(জাতক) **অট্ঠ কহাপণা**। দূরত্ব হিসাবে—(ধর্মপদ অর্থকথা) **অট্ঠ করিসা**; (জাতক) **অট্ঠ উসভা**। **গ)** শত, সহস্রের সহিত যৌগিকে ইহার অর্থ হয়—"অসংখ্য, বহু, শত শত, হাজার হাজার, অধিক সংখ্যক; যেমন—**অট্ঠসতং** (সূত্রনিপাত)। সম্পদ সম্পর্কে নামগত অর্থস্বরূপ—(ধর্মপদ অর্থকথা) **অট্ঠ'ট্ঠসত-সহস্সস বিভব**; কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে "**অট্ঠসত**"। (জাতক) **অট্ঠ সহস্সং**—৮০০০; **অট্ঠ সহস্সা নাগা**। ইহার একই অর্থে "**অসীতি**" (অর্থাৎ অধিক সংখ্যক, অসংখ্য, বহু) শব্দের ব্যবহার আছে। অথচ "**মহাপুরিস**" (মহাপুরুষ) এর ৮০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণ (⇒ **অনুব্যঞ্জন**) ৩২ প্রকার প্রধান লক্ষণ (⇒ **দ্বাত্তিংস**)

সম্পর্কেও "**অসীতি**" শব্দের ব্যবহার আছে (বিমানবত্থু অর্থকথায়)। অভ্যাসমত বা বারংবার সম্পত্তির পরিমাণস্বরূপ বুঝায় ৮০ গাড়ি (অর্থাৎ মালগাড়ি) বোঝাই (পেতবত্থু)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসীতি-কোটি বিভব**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অসীতি হত্থুব্বেধো রাসি** (স্বর্ণ সম্বন্ধে)। ⇒ **অসীতি**। এই উদাহরণগুলিও দ্রষ্টব্য, যথা—**অট্‌ঠাদস**--আঠার; (মধ্যম নিকায়) **অট্‌ঠাদস মনোপবিচারা**। **অট্‌ঠারস**--আঠার। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠারস অবেনিক বুদ্ধধম্মা** (এইগুলি বুদ্ধ ভগবানের গুণ)। পরিমাণ স্বরূপ:—(জাতকে ঘের বা প্রাচীর সম্বন্ধে) আঠার হাত উচ্চ। (জাতকে স্বর্ণের মহা স্তূপ বা বহুসংখ্যা সম্পর্কে) "**অট্‌ঠারস কোটিযো**" অথবা "**অট্‌ঠারস কোটি**"; (ধনসম্পর্কে) **অট্‌ঠারস কোটিযো ধন**-- ধর্মপদ অর্থকথায় জনতা বা মানুষ সম্পর্কেও ঐরূপ পরিমাণ দৃষ্ট হয়। (জাতক) **অট্‌ঠারস অক্‌খোহিনি-সঙ্খা সেনা**। (বিনয়) **অট্‌ঠারস বত্থু**। **অট্‌ঠাবীসতি** (অর্থাৎ ২৮):—(মহানির্দেশ) **অট্‌ঠাবীসতি নক্‌খত্তানি**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অট্‌ঠাবীসতি পটিসল্লাণগুণা**। **অট্‌ঠতিংসা** (অর্থাৎ ৩৮) :— (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অট্‌ঠতিংসা রাজপরিসা**। **অট্‌ঠচত্তারীসং** (অর্থাৎ ৪৮) :— (সূত্রনিপাত) **অট্‌ঠচত্তারীসং বস্‌সানি**। **অট্‌ঠসট্‌ঠি** (অর্থাৎ ৬৮, আটষট্টি):--(থেরগাথা) **অট্‌ঠসট্‌ঠিসিতা সবিতক্কা**; সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পাঠ হইয়াছে "**অথ সট্‌ঠি-তসিতা বিতক্কা**"। (জাতক) **অট্‌ঠসট্‌ঠি তুরিয-সতসহস্‌সানি**। **অট্‌ঠনবুতি** (অর্থাৎ ৯৮):—(সূত্রনিপাত) **অট্‌ঠনবুতি রোগা**—৯৮ প্রকার রোগ। ⇒ **নবুতি**। ২ এক জাতীয় অন্তর্নিহিত বা স্বাভাবিক সুসমঞ্জস সুষম বা সৌষ্ঠবপূর্ণ বস্তু সংগ্রহের সংখ্যাস্বরূপ "**দস**" শব্দের "অট্‌ঠ" ব্যাপক ঐক্য বা মিল সূচিত করে (ইহার প্রয়োগাদি বিধানের জন্য "**অট্‌ঠংস, অট্‌ঠঙ্গিক**" শব্দ দ্রষ্টব্য)। জাতকে ইন্দ্রের রথ সম্বন্ধে "**অট্‌ঠ মঙ্গলেন সমন্নাগত**—অষ্টবিধ শুভ লক্ষণযুক্ত।" (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠহি অক্‌খণেহি বজ্জিতং মনুস্‌সভাবং**—অষ্টবিধ অশুভ লক্ষণযুক্ত মানবত্ব। ক্রমবৃদ্ধিতে:—(জাতক) **অট্‌ঠ পেতিযো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠ কপ্পরুক্‌খা** (প্রত্যেক দিকে ৮টি করিয়া সর্বমোট ৩২টি)। (পুং) অর্থ, ভাব, শব্দবোধ। = **অত্থ**।

অট্‌ঠংস—আট অংশ, আট ভাগ, অষ্টকোণ, অষ্টভুজ, অষ্টভুজ সমতল ক্ষেত্র। (মধ্যম নিকায়) **মণি বেড়ুরিযো অট্‌ঠংস**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মণিরতন সুভং জাতিমন্তং অট্‌ঠংস** (স্বর্গীয় স্থান বা বিমানের স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে)। = **অট্‌ঠাংস সুকতা থম্ভা** (বিমানবত্থু)। (বিমানবত্থু) **আযতংস = আযতা হুত্বা** অট্‌ঠ-সোল্‌স-দ্বাত্তিংসাদি **অংসবন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। দড়ি বা সুতার গোল পিণ্ড সম্বন্ধে পেতবত্থুতে "**অট্‌ঠংস গুলপরিমণ্ডল**"।

অট্‌ঠক (বিণ) আট অংশযুক্ত, আট ভাগে বিভক্ত, অষ্টকোণযুক্ত, আট ভাঁজযুক্ত। (উদান) **অট্‌ঠক বগ্‌গিকানি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অট্‌ঠকভত্ত**।

অট্‌ঠকং (ক্লী) অষ্টকোণ আয়তনযুক্ত ক্ষেত্র বা বস্তুবিশেষ, অষ্ট অংশ, আট ভাগ, অষ্টকোণ। (বিমানবত্থু) **অট্‌ঠ-অট্‌ঠকং**—আটটি অষ্টকোণযুক্ত ক্ষেত্র বা বস্তু। **অট্‌ঠক-উপেত**—আট অংশ বা অষ্টকোণযুক্ত।

অট্‌ঠকথা (ক্লী) অর্থকথা, অর্থবই, যেই পুস্তকে সাহিত্যের শব্দার্থ সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। = **অত্থকথা**।

অট্‌ঠকা (স্ত্রী) মাসের চন্দ্রঘটিত অর্থাৎ শুক্লপক্ষের অষ্টম দিবস। (তুলনীয়) **অট্‌ঠমী**। (বি-ভা) **রত্তিসু অন্তর'ট্‌ঠকাসু**— অষ্টম দিবসের রাত্রিভাগে অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথির রাত্রিকালে। ⇒ **অন্তর**।

অট্‌ঠঙ্গ (বিণ) অষ্ট অঙ্গ, অষ্টাঙ্গ, আট ভাঁজ, অষ্ট মৌলিক পদার্থের উপাদানের সমন্বয়। ⇒ **অট্‌ঠ** (২)।

অট্‌ঠঙ্গত (বিণ) অন্তগত। ⇒ **অথঙ্গগত**।

অট্‌ঠঙ্গব্রহ্মস্‌সর (বুদ্ধের) অষ্ট-অঙ্গযুক্ত ব্রহ্মস্বর অর্থাৎ বুদ্ধের অতি সুন্দর সুমিষ্ট গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সংস্কৃত— **অষ্টাঙ্গোপেত স্বর**— বুদ্ধের অষ্টাঙ্গযুক্ত কণ্ঠস্বর।

অট্‌ঠঙ্গ সমন্নাগত (বিণ) অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট, অষ্ট-অঙ্গযুক্ত, অষ্টবিধ গুণযুক্ত। ⇒ **অঙ্গ** (৩)।

অট্‌ঠঙ্গসমন্নাগত উপোসথ—"**পাণাতিপাতা বেরমণী**" ইত্যাদি অষ্ট-অঙ্গ বা বিধি সংযুক্ত উপোসথ, অষ্টশীল পালনের উপোসথ দিবস। ⇒ **অট্‌ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্‌খাপদ**।

অট্‌ঠঙ্গিক (বিণ) অষ্টাঙ্গ সমন্বিত, অষ্টাঙ্গিক, অষ্টবিধ বিধি সংযুক্ত, অষ্ট-অঙ্গযুক্ত। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব মার্গ ও ফললাভী আর্যপুদ্গল বা অর্হৎ আর্যসঙ্ঘ অষ্টাঙ্গিক বা অষ্ট-অঙ্গ সমন্বিত। (সূত্রনিপাত) **অট্‌ঠাঙ্গিক উপোসথ** (⇒ **অট্‌ঠঙ্গ সমন্নাগত উপোসথ**)। (সূত্রনিপাত) **অরিযো অট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গো** (⇒ **অরিযো অট্‌ঠাঙ্গিক মগ্‌গো**)। বৌদ্ধ সংস্কৃত—অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশিক (দিব্যাবদান)। (সূত্রনিপাত) **মগ্‌গ উত্তম (অট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গ)**। ⇒ **অঙ্গিক**।

অট্‌ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্‌খাপদ— অষ্ট অঙ্গযুক্ত উপোসথশীল অর্থাৎ অষ্টশীল। অষ্টশীল, যথা—**পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী, অব্রহ্মচরিযা বেরমণী, মুসাবাদা বেরমণী, সুরা-মেরয-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী, বিকাল ভোজনা বেরমণী, নচ্চ-গীত-বাদিত- বিসুকদস্‌সন-মালা-গন্ধ-বিলোপন ধারণ-মণ্ডল- বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী, উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী**। ⇒ **সিক্‌খাপদ**।

অট্ঠঙ্গিক মগ্গ (পুং) আর্য অষ্টমার্গ। ⇒ **মগ্গ** (২ক)।

অট্ঠঙ্গুপেত (বিণ) [অট্ঠঙ্গ+উপেত] আটটি অংশ দ্বারা চিহ্নিত বা প্রভেদকৃত অর্থাৎ বিধি বা প্রতিজ্ঞার (ব্রতের বা সঙ্কল্পের) প্রথম আটটি অনুষ্ঠান করে বা অনুষ্ঠান পালন করে এমন, উপোসথ পালন করে এমন, উপোসথধারী, অষ্ট-উপোসথ বা অষ্টশীল পালনকারী। ⇒ **অট্ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্খাপদ, সীল**। (তুলনীয়) **অঙ্গ** (২), **অট্ঠঙ্গুপোসথিন**। (সূত্রনিপাত, অঙ্গুত্তর নিকায়) **একম্পি দিবসং অপরিচ্চজন্তো অট্ঠঙ্গুপেতং উপোসথং উপবসস্**। বৌদ্ধসংস্কৃত বিশেষ ভাষায়—"অষ্টাঙ্গ-সমন্বাগত উপবাস" (দিব্যাবদান); "ব্রত" (অবেস্ত গ্রন্থ)। একই ভাবার্থে সূত্রনিপাতে— "**অট্ঠঙ্গুপেত পটিহারিযপক্খং**; (বিমানবত্থু) **অট্ঠঙ্গুপেত সুসমাগত**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাণাতিপাতা-আদীহি অট্ঠহঙ্গেহি সমন্নাগত**।

অট্ঠঙ্গুপোসথিন (বিণ) [অট্ঠ+অঙ্গ+উপোসথিন] অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথশীল পালনকারী, অষ্ট-অঙ্গ সমন্বিত উপোসথশীল পালনকারী, অষ্টশীল পালনকারী। ⇒ **অট্ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্খাপদ, অট্ঠসীল**।

অট্ঠঙ্গুল—আট আঙ্গুল পরিমিত পুরু বা প্রস্থ, আট ইঞ্চি পরিমিত পুরু বা প্রস্থ। (মহাবংস) **সত্তঙ্গুল অট্ঠঙ্গুল**।

অট্ঠচত্তারীসং (বিণ) ৪৮, আটচল্লিশ। ⇒ **অট্ঠ**(১)।

অট্ঠচত্তালীসতি (বিণ) ৪৮, আটচল্লিশ।

অট্ঠচত্তালীসা (বিণ) ৪৮, আটচল্লিশ।

অট্ঠড্ঢ আট সংখ্যার অর্ধ অর্থাৎ চারি। (জাতক) **অট্ঠড্ঢ পাদ**।

অট্ঠতিংসতি (বিণ) ৩৮, আটত্রিশ।

অট্ঠতিংসা (বিণ) ৩৮, আটত্রিশ। ⇒ **অট্ঠ** (১গ)।

অট্ঠদ্ধ = **অট্ঠড্ঢ**। ⇒ **অট্ঠড্ঢ**।

অট্ঠনখ (বিণ) (পশু সম্বন্ধে) আটটি নখযুক্ত অথবা থাবা আছে এমন। (জাতক অর্থকথা) **একেকস্মিং পাদে দ্বিন্নং দ্বিন্নং খুরানং বসেন অট্ঠনখ**।

অট্ঠ-নব (বিণ) আট অথবা নয় সংখ্যাযুক্ত। **অট্ঠ-নবদিবসে** আট কিংবা নয় দিনের দিন অথবা দিনের মধ্যে।

অট্ঠনবুতি (বিণ) ৯৮, আটানব্বই। ⇒ **অট্ঠ** (১গ)।

অট্ঠপঞ্ঞাসা (বিণ) ৫৮, আটান্ন।

অট্ঠপদ (ক্লী) দাবা খেলার ঘর বা ছক ইত্যাদি। (বিণ) ১ আটটি চতুষ্কোণযুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেক পার্শ্বে আটটি করিয়া এক একটি চতুষ্কোণ আছে এমন (পাশাখেলার ছক)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **একেকায পন্তিয়া অট্ঠ অট্ঠ পদানি অস্সাতি**। (তুলনীয়) **দসপদ** (দীর্ঘনিকায়)। ২ আট ভাঁজের, অষ্ট অংশযুক্ত; (চুল সম্বন্ধে) আট ভাঁজে ভাঁজ করা বা বিন্যস্ত। (থেরগাথা) **অট্ঠপদ-কতা কেসা**। (জাতক) **অট্ঠপদ'ট্ঠপন**—কোণাকোণি ভাঁজ করা বা বিন্যস্ত। (পুং) অষ্টপদ, যাহার আটখানি পা আছে অর্থাৎ মাকড়শা, আট প্রকার মূল বিষয়। ⇒ **পদ** (১)।

অট্ঠপদক (ক্লী) আটভাগের এক ভাগ অর্থাৎ একখানা ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, ভগ্নস্থানের অথবা ছেঁড়া বস্ত্রের জোড় বা ছোট তালি। (পুং) অষ্টপদ অর্থাৎ মাকড়শা। (তুলনীয়) **অট্ঠপদ** (পুং)।

অট্ঠপনা (স্ত্রী) [অ+ঠপনা] অনস্থাপিত অবস্থা, স্থাপন না করার অবস্থা, স্থাপন না করা, না রাখা। = **আঠপনা**।

অট্ঠপরিক্খার (ক্লী) অষ্টপরিষ্কার, বৌদ্ধ ভিক্ষুর অষ্টপরিষ্কার বা অষ্টবিধ নিত্য আবশ্যকীয় বস্তু। যথা—**তিচীবর বা ত্রিচীবর** অর্থাৎ **১ সাঙ্ঘাটি** (দ্বিভাঁজ উত্তরীয় বস্ত্র), **২ উত্তরাসঙ্গ** (উত্তরীয় বস্ত্র), **৩ অন্তবাস** (অন্তর্বাস বা ভিতরে পরিধেয় বস্ত্র), এতদ্ব্যতীত, ৪ একটি **পত্তো** (পিণ্ড বা ভিক্ষাপাত্র), ৫ **বাসি** (ক্ষুর), ৬ **সূচি** (সুচ ও সুতা), ৭ **কায়বন্ধনং** (কটি বা কোমর বন্ধনী), ৮ **পরিস্সাবন** (জল ছাকনি বস্ত্র)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা, জাতক) **অট্ঠপরিক্খার ধর; কায়বন্ধনপরিস্সাবন-সূচি-বাসি সত্থকানি**। (ধর্মপদকথা) **অট্ঠপরিক্খার ধর তের**। ⇒ **পরিক্খারিক, পরিক্খার**।

অট্ঠপাদ (পুং) অষ্টপদবিশিষ্ট মাকড়শা, এক জাতীয় কল্পিত প্রাণীবিশেষ। সংস্কৃত—অষ্টপাদ অর্থাৎ কল্পিত এক জাতীয় অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তু যাহাকে সরভমৃগ বলা হয়। ⇒ **সরভ**।

অট্ঠপুরিস-পুগ্গলা (পুং, বহুবচন) আটজন পুরুষ পুদ্গল বা মহাধার্মিক ব্যক্তি। এই আটজন পুরুষপুদ্গল, যথা—১ স্রোতাপত্তি মার্গলাভী ব্যক্তি, ২ স্রোতাপত্তি ফললাভী ব্যক্তি, ৩ সকৃদাগামী মার্গলাভী ব্যক্তি, ৪ সকৃদাগামী ফললাভী ব্যক্তি, ৫ অনাগামী মার্গলাভী ব্যক্তি, ৬ অনাগামী ফললাভী ব্যক্তি, ৭ অর্হত্ব মার্গলাভী ব্যক্তি, ৮ অর্হত্ব ফললাভী ব্যক্তি। এই আটজন ব্যক্তিকে মার্গ ও ফল যুগ্মতায় চারি যুগ্ম বা যুগল পুরুষ বলা হয়। ⇒ **চত্তারি পুরিসযুগানি**।

অট্ঠম (পুং) অষ্টম, নির্দিষ্ট অষ্টম স্থানীয় ব্যক্তি বা বস্তু। (বিণ) অষ্টম সংখ্যক। ⇒ **অট্ঠ** (১ক)।

অট্ঠমক (পুং) অষ্টম। = **অট্ঠম**। ১ (সাহিত্যে) **অত্তমক** স্বয়ং অষ্টম। ২ (**অত্ত** শব্দের ন্যায়) আটজনের মধ্যে অষ্টম ব্যক্তিই তিনি যিনি উচ্চতম জ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন এবং যিনি ঊর্ধ্বদিকস্থ অষ্টম স্থান অর্হত্ব ফল করিয়াছেন, (নিম্নদিকে) যিনি নিম্নস্থ স্রোতাপত্তি মার্গস্থ হইয়াছেন। (বিণ) = **অট্ঠম**। ⇒ **অট্ঠম**।

অট্ঠমঙ্গল (ক্লী) অষ্টবিধ মঙ্গলজনক, অষ্ট চিহ্ন বা লক্ষণ বিশেষ। অষ্টবিধ মঙ্গলজনক চিহ্ন বা লক্ষণ, যথা—ঘোড়ার সম্মুখ দিকে বা কপালে শ্বেত কেশগুচ্ছ, লেজ, কেশর, উরু বা বক্ষ চারিটি খুড়ের প্রত্যেকটির উপরিস্থ চিহ্ন।

অট্ঠমী (স্ত্রী) কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিবস। **পক্খস চাতুদ্দসী পঞ্চদসী চ অষ্টমী। ইতো অট্ঠমি দিবসে**। (তুলনীয়) **অট্ঠকা**।

অট্ঠবঙ্ক (বিণ) অষ্টবক্র, মূল্যবান পাথরের অষ্টপাশ বা অষ্টকোণ কাটা। (সাহিত্যে) অষ্টবক্র অর্থাৎ মসৃণ করা অষ্টদিক বা কোণযুক্ত।

অট্ঠবিধ (বিণ) অষ্টবিধ, আট প্রকারের।

অট্ঠ বিমোক্খঝান (ক্লী) আট প্রকারের বিমোক্ষ বা মুক্তির ধ্যান। অষ্ট বিমোক্ষ ধ্যান, যথা—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যান, আকিঞ্চন্যায়তন (অনন্ত শূন্যময়) ধ্যান, এবং নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা-আয়তন ধ্যান। ⇒ **ঝান, বিমোক্খ**।

অট্ঠবীসতি (বিণ) ২৮, আটাশ। ⇒ **অট্ঠ** (১ গ)।

অট্ঠসট্ঠি (বিণ) ৬৮, আটষট্টি। ⇒ **অট্ঠ** (১ গ)।

অট্ঠ সত্ততি (বিণ) ৭৮, আটাত্তর।

অট্ঠ সমাপত্তি ঞাণ (ক্লী) অষ্ট প্রকার সমাপত্তি জ্ঞান বা জ্ঞানপ্রাপ্তি। অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, যথা—ধ্যান এবং ইহার অনুগামী উন্নয়ন বা ক্রমবিকাশ অর্থাৎ প্রথম ধ্যানজনিত জ্ঞান, দ্বিতীয় ধ্যানজনিত জ্ঞান, তৃতীয় ধ্যানজনিত জ্ঞান, চতুর্থ ধ্যানজনিত জ্ঞান, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানজনিত জ্ঞান, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানজনিত জ্ঞান, আকিঞ্চণ্যায়তন ধ্যানজনিত জ্ঞান এবং নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা-আয়তন ধ্যানজনিত জ্ঞান। ⇒ **ঞাণ, অট্ঠ বিমোক্খঝান**।

অট্ঠসীল (ক্লী) অষ্টশীল। = **অট্ঠঙ্গিক উপোসথ সিক্খাপদ**।

অট্ঠাদস (বিণ) অষ্টাদশ, ১৮, আঠার। ⇒ **অট্ঠ** (১গ)।

অট্ঠান (ক্লী) ১ অস্থান, ভুল স্থান, খারাপ মনোভাব, কুস্থান, অযোগ্য স্থান, অপাত্র, অপবিত্র দেশ, মন্দ স্থান, চারিপ্রকার অপায় গতি, দুঃখময় স্থান, অবিষয়, অসত্য, মিথ্যা। ২ অসম্ভব, অসাধ্য অবস্থা। ⇒ **ঠান** [৫(গ)]। ৩ [অ+ঠঠান] আড্ডা, স্থিরভাবে অবস্থান, বাধা, প্রতিরোধ, দাঁড়াইবার স্থান, দর্শকদিগের মঞ্চ, গমনে বিরতি, আধার, নির্দিষ্ট স্থান, চটি, মর্দনকৃত বা ঘর্ষণকৃত স্থানের নাম যাহা রাবারের ন্যায় জনগণের সেবায় সুদররূপে কর্তিত ও ভিতরে চতুষ্কোণ পাথর শ্রেণীর দ্বারা বাঁধানো হইয়া স্নানের ঘাট পর্যন্ত নেওয়া হইয়াছে। বিনয় গ্রন্থে "**অট্ঠানে**"।

অট্ঠান কুসল (বিণ) যুক্তিহীন, কল্পনা বহির্ভূত, ভ্রান্ত যুক্তিতর্কে নিষ্পন্ন, অযুক্তি সিদ্ধ। ⇒ **ঠান কুসল**।

অট্ঠান কুসলতা (স্ত্রী) কার্য-করণ সম্বন্ধীয় সংযোগ বা ঘটনার যোগাযোগের অনিশ্চয়তায় দক্ষতা।

অট্ঠানবুতি (বিণ) ৯৮, আটানব্বই।

অট্ঠানে (ক্রি-বিণ) ⇒ ঠঠান [৫(১)]।

অট্ঠারস (বিণ) ১৮, অষ্টাদশ, আঠার। ⇒ **অট্ঠ** (১গ)।

অট্ঠাসীতি (বিণ) ৮৮, অষ্টাশি।

অট্ঠি (ক্লী) (সংস্কৃত—অস্থি; বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে—অস্তি) ১ অস্থি, হাড়, হাড্ডি। (সূত্রনিপাত) **অট্ঠি নহারু**—অস্থি এবং শিরা (স্নায়ু) সমূহ। (জাতক) **অট্ঠিবেধিন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠি-চম্ম-নহারু-গোসীস অট্ঠি**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **অট্ঠি;** (বহুবচনে) **অট্ঠী, অট্ঠীনি**। কর্মকারক (একবচনে) **অট্ঠি;** (বহুবচনে) **অট্ঠা, অট্ঠীনি**। আলপন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **অট্ঠি;** (বহুবচনে) **অট্ঠী, অট্ঠীনি**। অন্যান্য কারকসম্বন্ধে "**অগ্গি**" শব্দের ন্যায়। ⇒ "**অগ্গি**"। ২ "**চিত্তকত**" শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতে "চিত্তিকত" এবং পালিতে "**অঙ্গভূত**" এর পরিবর্তে সংস্কৃতে "অঙ্গীভূত", যাহার সমার্থবাচক শব্দ হয় "**মনসিকত (মনসাকত)**" আর "**উপধিকরোতি**" ইত্যাদি। ঈদৃশ সংযোগ বা যৌগিকের ব্যবহার 'অতীত কৃদন্ত বিশেষণে' এবং 'ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে' সীমাবদ্ধ থাকে যেমন যথাক্রমে "**অট্ঠিকতা**" এবং "**অট্ঠিকত্তা**" অথবা "**চিত্তকত**" এবং "**চিত্তকত্তা**"। Morris এর Pali Text Society এর জাতকের ঈদৃশ সংযোগে বা যৌগিকে "**কত্তা**" এর অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিছু করা, সার বস্তু অথবা লাভজনক কার্য অথবা মূল্যবান কিছু করা, স্বভাব জানা, সাধন করা অথবা কার্যে পরিণত করা, জ্ঞাত হওয়া, জানিতে পারা"। (বি-ভা) **অট্ঠিকত্তা মনসিকত্তা** (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক অর্থকথা) **অত্তনো অত্থিক ভাবং কত্তা অত্থিকো হুত্বা সক্কচ্চং সুণেয্য**। (উদান অর্থকথা) **অধিকিচ্চ, অযং নো অত্থো অধিগন্তব্বে এবং সল্লক্খেত্বা তায দেসনাথ অত্থিকা হুত্বা**। (সদ্ধর্মোপায়ন) **অট্ঠিকত্তান**।

অট্ঠিক (ক্লী) ১ অস্থি, হাড়। = **অট্ঠি** (১)। ২ ফলের শক্ত বীজ বা আঁটি, শাঁস, পাথর। = **অট্ঠি**(২)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তালট্ঠি**—তালের বীজ বা শাঁস। ৩ = **অট্ঠিত**। ⇒ **অট্ঠিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সূচিক'ট্ঠিক**।

অট্ঠিকং—অসুভলক্খণ শব্দে অর্থ দ্রষ্টব্য।

অট্ঠিকঙ্কল (পুং) অস্থিকঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর, কঙ্কাল, অস্থি-চর্মসার দেহ, কাঁকাল। (তুলনীয়) **অট্ঠিসঙ্ঘলিক**।

অট্ঠিকঙ্কলা = অস্থিকঙ্কাল। = **অট্ঠিকঙ্কল, অট্ঠিসঙ্খলা**।

অট্ঠিকত্তা (ক্রি-বি) কোনো বিষয়ের অর্থ বাহির করা বা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া, কোনো বিষয়ের সারাংশ বা লাভজনক বস্তু অথবা মূল্যবান কিছু বাহির করিয়া, প্রকৃতি বা স্বভাব জানিয়া সাধন করিয়া বা কার্যে পরিণত করিয়া, জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া। ⇒ **অট্ঠি**(৩)।

অট্ঠিকদলি—এক জাতীয় কদলী বৃক্ষ বা কলা গাছ।

অট্ঠিকল্যাণ (ক্লী) দাঁতের বাহার, অস্থি বা দাঁতের সৌন্দর্য। ⇒ **পঞ্চকল্যাণ**।

অট্ঠিক সঙ্খলিকা (স্ত্রী) হাড়ের মালা অথবা অস্থিকঙ্কাল।

অট্ঠিক সঞ্ঞা = **অট্ঠি সঞ্ঞা**। ⇒ **অট্ঠিসঞ্ঞা**।

অট্ঠিকোটি (স্ত্রী) অস্থির অগ্রভাগ, হাড়ের তীক্ষ্ণাগ্র। ⇒ **কোটি** [ক্লী (ক)]।

অট্ঠিচমন (ক্লী) অস্থিচর্ম। = **অট্ঠি-তচ**।

অট্ঠি-চম্ম-নহারু—অস্থি-চর্ম-স্নায়ু (পেশিবন্ধনী)।

অট্ঠিত (বিণ) ১ = **ঠিত**। ⇒ **ঠিত**। ২ [আ+ঠিত] সম্পন্ন করিবার উপায় অবলম্বিত, চেষ্টাকৃত, চেষ্টিত, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গৃহীত, দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এমন, নিশ্চিত করিয়া কথিত, উপনীত, পৌঁছিয়াছে এমন, বিবেচিত, মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, মনোনিবেশিত, যত্নকৃত। = **অধিট্ঠিত** (জাতক অর্থকথা)। ৩ = **অত্থিক**। ⇒ **অত্থিক**।

অট্ঠি-তচ—অস্থিচর্ম। = **অট্ঠিচম্ম**।

অট্ঠি ধম্ম (পুং) অন্যায় আচরণ, অসঙ্গত ব্যবহার, পাপাচার, অধর্ম কার্য, অধর্মাচার।

অট্ঠিধোবন (ক্লী) অস্থি ধৌতকরণ। ⇒ **ধোপন** (১)।

অট্ঠিনং নগর (ক্লী) অস্থিনগর নামক এক শহরের নাম অথবা যেখানে রাশি রাশি অস্থি স্তূপ করিয়া রাখা হয়। ⇒ **নগর**।

অট্ঠি-নহারু—অস্থি ও স্নায়ু (পেশিবন্ধ)।

অট্ঠিপুঞ্জ (পুং) অস্থিপুঞ্জ, অস্থির স্তূপ বা রাশি। ⇒ **পুঞ্জ**।

অট্ঠিময (বিণ) অস্থিময়, হাড় দ্বারা প্রস্তুত, কেবল অস্থি দ্বারা প্রস্তুত, কেবল অস্থি ছাড়া আর অন্য কিছু নাই এমন, কেবল অস্থিময়, সর্বময় কেবল অস্থি এমন। ⇒ **ময** (১)।

অট্ঠিমিঞ্জ (ক্লী) অস্থিমজ্জা, অস্থি আর ইহার মধ্যস্থ সার পদার্থ, হাড় ও মজ্জা। ⇒ **মিঞ্জ**।

অট্ঠিমিঞ্জা (স্ত্রী) অস্থিমজ্জা। = **অট্ঠিমিঞ্জ**। ⇒ **মিঞ্জা**।

অট্ঠিযক—অস্থি ও যকৃৎ।

অট্ঠিল্ল (=সংস্কৃত শব্দ "অষ্ঠীলা", যাহার অর্থ হয় "গোল শিলা গুটি বা নুড়ি পাথর, স্বচ্ছ পরকলা, দৃষ্টি সহায়ক, কাঁচ বা প্রস্তর"।) এই শব্দটি বিনয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ ঘোষ ইহাকে "**গোজ্ঝট্টিক**" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যতদূর সম্ভব এই শব্দের অর্থ উক্ত সংস্কৃত শব্দ "অষ্ঠীলা" শব্দের তুল্যই হইবে।

অট্ঠিবেধিন (বিণ) হাড়ে হাড়ে জ্ঞাত, হাড়ে হাড়ে পীড়াদায়ক, মজ্জাগত।

অট্ঠিসঙ্খলা (স্ত্রী) অস্থি দ্বারা নির্মিত শৃঙ্খলশ্রেণী। = **অট্ঠিকঙ্কলা, অট্ঠিসঙ্খলিকা**। ⇒ **সঙ্খলা**।

অট্ঠিসঙ্খলিক (পুং) **অট্ঠিসঙ্খলিকা**। ⇒ **অট্ঠিসঙ্খলিকা**।

অট্ঠিসঙ্খলিকা (স্ত্রী) হাড়ের মালা, (বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তুতে—অস্থি সঙ্খলিকা) অস্থিকঙ্কাল, অস্থিদ্বারা তৈরি শৃঙ্খলশ্রেণী। = **অট্ঠিসঙ্খলা**। ⇒ **সঙ্খলিকা**।

অট্ঠিসঙ্ঘাট (পুং) হাড়সমূহের সংযোগ, অস্থিকঙ্কাল, অস্থিরাশি, অস্থির সারি অর্থাৎ অস্থিপুঞ্জ বা কঙ্কাল। (তুলনীয়) **সঙ্খলা** ইত্যাদি। ⇒ **সঙ্ঘাট** (৩)।

অট্ঠিসঙ্ঘাত (পুং) অস্থিরাশি। = **অট্ঠিসঙ্ঘাট**। ⇒ **সঙ্ঘাত** (৩)।

অট্ঠিসঞ্চয—অস্থি সঞ্চয়, হাড়পুঞ্জ, হাড়ের স্তূপ।

অট্ঠিসঞ্ঞা (স্ত্রী) হাড় বলিয়া সংজ্ঞা বা ধারণা, অস্থি বলিয়া জানা বা অনুভবকরণ, অস্থি বলিয়া বিশ্বাস বা কল্পনা, অস্থি অস্থি বলিয়া চিন্তা বা ভাবনা।

অট্ঠিসণ্ঠান—অস্থি পঞ্জর, অস্থিকঙ্কাল।

অট্ঠীকত্বা (ক্রি-বি) খুব মনোযোগ দিয়া, ঔৎসুক্য হইয়া। **অট্ঠি** (৩) শব্দে **অট্ঠিকত্বা** শব্দ দেখুন।

অট্ঠীযক = **অট্ঠিযক**। ⇒ **অট্ঠিযক**।

অট্ঠীযক পিণ্ড— অস্থিপিণ্ড, অস্থিগোলক। ⇒ **পিণ্ড** (১)

অড্ঢড়(বিণ) [√ডহ্ + অ] অদগ্ধ, যাহা পোড়া যায় নাই। = অডহন।

অড্ঢহন (বিণ) অদহন, অদগ্ধ, অদহিত, অদগ্ধীভূত। = অড্ঢড়।

অড্ঢ (বিণ) (সংস্কৃত—অর্ধ) ১ অর্ধ, আধা, অর্ধেক, একাংশ। অড্ঢ শব্দ কখনও কখনও এককভাবে ব্যবহৃত হয় না, এককভাবে "উপড্ঢ" শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণত "অড্ঢ" যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন—**দিয়ড্ঢ**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিয়ড্ঢসত**। = **অদ্ধ** (বিণ)। ২ আঢ্য, ধনী, ঐশ্বর্যশালী, সমৃদ্ধিশালী, ধনবান, বিষয়সম্পত্তি সম্পন্ন। (যৌগিকে) **অড্ঢ মহদ্ধন**—মহা ঐশ্বর্যশালী ধনী; **অড্ঢ মহাভোগ**—আঢ্য মহাভোগী; **অড্ঢ মহদ্ধন** (অড্ঢ মহাভোগ) **পহূত জাতরূপরজত পহূত বিত্তূপকরণ** ইত্যাদি। (বিমানবত্থু) **অড্ঢকুল**। (চুলনির্দেশ) **সক্ক = অড্ঢো মহদ্ধনো ধনবা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ইস্সর**। (সদ্ধর্মোপায়ন) **সতসাখ'ড্ঢ; গুণ'ড্ঢ**। (পুং) ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য।

অড্ঢ-উড্ঢ = **অডঢুড্ঢ**। ⇒ **অডঢুড্ঢ**।

অড্ঢক (বিণ) মহাধনী, ঐশ্বর্যশালী, আঢ্য। = **অদ্ধক**।

অড্ঢকরীস—অর্ধক্রোশ, দৈর্ঘ্যে আধাক্রোশ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অড্ঢকরীসমত্ত**। (তুলনীয়) **অট্ঠকরীস**—আটক্রোশ বা দুই যোজন। = **অদ্ধকরীস**।

অড্ঢ-কহাপণ— অর্ধকার্ষাপণ, অর্ধমুদ্রা। **অদ্ধকহাপণ**।

অড্ঢকাযিকানি (ক্লী, বহুবচন) বালিশগুলি, শিরোপাধানগুলি। ⇒ **বিম্বোহন, অড্ঢকাসিক**। = **অদ্ধকাযিকানি**।

অড্ঢকাসিক—কাশীরাজ্যে প্রচলিত মুদ্রায় অর্ধসহস্র অর্থাৎ ৫০০ টাকা মূল্য। (বিনয়) **অড্ঢকাসিক কম্বল**—কাশীরাজ্যে প্রচলিত মুদ্রায় ৫০০ টাকা মূল্যের কম্বল বা পশমি পরিচ্ছদ; **অড্ঢকাসিক বিম্বোহনানি** (ইহা **অড্ঢকাযিকানি** শব্দের পরিবর্তে পাঠ)। (জাতকে) **অড্ঢকাসিগণিকা** (**অড্ঢকাসিযগণিকা** শব্দের পরিবর্তে)। = **অদ্ধকাসিক**।

অড়্ঢকাসিগণিকা (স্ত্রী) কাশীরাজ্যের পরমাসুন্দরী বেশ্যা যাহারা অর্ধকাশীক অর্থাৎ যে ৫০০ টাকা করে দাবি করে। (বিণ, ভা) **অড়্ঢকাসিগণিকা বিষ ন বহুন্ন পিযং মনাপা** (জাতক)। **অড়্ঢকাসিযগণিকা, অদ্ধকাসিগণিকা।** ⇒ **অড়্ঢকাসিক।**

অড়্ঢকাসিয = **অড়্ঢকাসিক।** ⇒ **অড়্ঢকাসিক।**

অড়্ঢকাসিযগণিকা = **অড়্ঢকাসিগণিকা।** ⇒ **অড়্ঢকাসিগণিকা।**

অড়্ঢকুম্ভ—অর্ধপূর্ণ কলসি, যে কুম্ভ বা কলসির অর্ধেক জলপূর্ণ আছে, অর্ধেক জলে ভরা কুম্ভ। = **অদ্ধকুম্ভ।**

অড়্ঢকুল—আঢ্যকুল, ধনীবংশ, যে বংশ ঐশ্বর্যশালী, ধন্যাঢ্য কুল, সমৃদ্ধিসম্পন্ন কুল বা বংশ। = **অদ্ধকুল।** ⇒ **অড়্ঢ** (বিণ [২])।

অড়্ঢকুসি (ক্লী) অর্ধকুশি, কাপড়ের মধ্যবর্তী সেলাইয়ের ক্ষুদ্র সন্ধি বা জোড়মুখ, ভিক্ষুদের চীবরের ছোট ছোট ধুর, চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য কাপড় কাটিবার ছোট ছোট দাগ বা চিহ্নবিশেষ, অর্ধধুর। = **অদ্ধকুসি।** ⇒ **কুসি।**

অড়্ঢকুসিত্ত (ক্লী) = **অড়্ঢকুসি।** ⇒ **অড়্ঢকুসি।**

অড়্ঢকোস--প্রকোষ্ঠের অর্ধাংশ, ছোট কক্ষ। = **অড়্ঢকোসন্তর** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **কোস** (১)।

অড়্ঢকোসক—অর্ধপাত্র, পাত্রের অর্ধাংশ (কোনো বস্তু), আধাপাত্র। ⇒ **কোসক** (২)।

অড়্ঢ'ক্খিক (বিণ) [অড়্ঢ + অক্খিক] অর্ধচক্ষু, অর্ধ উন্মুক্ত চক্ষু, সতর্ক দৃষ্টিযুক্ত। (পুং) যে ব্যক্তি আড়চোখে চায়, যে গোপনে কটাক্ষ করে বা দেখে। = **অদ্ধ'ক্খিক।**

অড়্ঢগাবুত—১ অর্ধক্রোশ, আধাক্রোশ। ২ অর্ধবিঘত (১½ হাত বা ৪½ ইঞ্চি)। = **অদ্ধগাবুত।**

অড়্ঢচূল্ (ক্লী) ১ অর্ধবাহা (**বাহা**—চাউলাদি মাপিবার একপ্রকার পাত্র)।

অড়্ঢচূল্ (বিণ) অর্ধ। এই শব্দটি **বাহা** শব্দের সহিত যৌগিকে সম্পূর্ণ অর্থ সূচিত করে, যেমন—(মিল্দি প্রশ্ন) **অড়্ঢচূল্ বাহা**--অর্ধপাত্র; **অড়্ঢচূল্ বাহা বীহি**—অর্ধপাত্র পরিমাণ চাউল। (**বাহ**—এখানে চাউলাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ বা আঁড়ি)। = **আলহ।** (ক্লী) পরিমাণ, নির্ধারিত পরিমাণ, বিস্তৃতি, আয়তন, দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল ইত্যাদির একক বা মান, যদ্দ্বারা মাপা যায়, পরিমাপ পদ্ধতি, বিচারাদির মান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, পরিমিত, উপায়, যোগ্য কার্যপ্রণালী। = **অদ্ধচূল্।** ⇒ **অড়্ঢ, চূল্।**

অড়্ঢজ্ঝামক (বিণ) অর্ধভাজা। ⇒ **উপকূড়িত।**

অড়্ঢ'ট্ঠ (বিণ) [অড়্ঢ+অট্ঠ] আট সংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ চারি। **অড়্ঢ'ট্ঠ রতন।** = **অট্ঠদ্ধ, অদ্ধ'ট্ঠ।**

অড়্ঢতা (স্ত্রী) আঢ্যতা, ধন, ঐশ্বর্য, অর্থ, বিভব, সম্পত্তি। = **অদ্ধতা।**

অড়্ঢতিয (বিণ) আড়াই ভাগ, ২½ অংশ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অড়্ঢতিয মাসা।** (জাতক) **অড়্ঢতিয সত**—২৫০ বা আড়াই শত। ⇒ **উড়্ঢ।** = **অদ্ধতিয।**

অড়্ঢত্তেয্য = **অড়্ঢতিয।** ⇒ **অড়্ঢতিয।** (জাতক) **অড়্ঢত্তেয্য সত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অড়্ঢত্তেয্য সহস্স।** = **অদ্ধত্তেয্য। উড়্ঢ** শব্দে দ্রষ্টব্য।

অড়্ঢতেলস (বিণ) ১২½, সারে বারো। বৌদ্ধ সংস্কৃত—অর্ধত্রয়োদশ। (দীর্ঘনিকায়) **অড়্ঢতেলস ভিক্খুসতানি।** = **অদ্ধতেলস।**

অড়্ঢদণ্ডক (বিণ) অর্ধদণ্ড বা লাঠির অর্ধাংশ, বেঁটে দণ্ড, ক্ষুদ্র যষ্টি। (ক্লী) ভূর্জবৃক্ষের দণ্ড, বার্চশাখার চাবুকদণ্ড বা কাঠি যাহা ঢোলাদি বাজাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ⇒ **দণ্ডক।**

অড়্ঢদুক (বিণ) [**দ্ধক** অথবা **রুক** (সংস্কৃত—রুক্ম) অর্থে বক্ষে পরিধানকৃত কোনো অলঙ্কার বিশেষ] তীরের ফলাকারে নির্দেশিত, সন্দেহযুক্ত। (ক্লী) চুলের একপ্রকার বাহার বা সৌন্দর্য। বিনয় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:— "**অড়্ঢদুকং'তি উদরে লোমরাজি-ঠপনং**"--ডোরা ডোরা বা বেণী করা চুলরাশি উদর বা পেটের উপর পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকিতে দেওয়াই "**অড়্ঢদুক**"। = **অড়্ঢরুক।**

অড়্নালিক (বিণ) অর্ধনালিক, এক নালির আধা (নাড়িক বা নালিক অর্থে চাউলাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্র বিশেষ)।

অড়্ঢনালিকা (স্ত্রী) অর্ধনালিকা বা পরিমাপভাজন। (জাতক) **অড়্ঢনালিকামত্ত।** ⇒ **অড়্ঢনালিক, নালি, নালিকা।**

অড়্ঢপলঙ্ক— অর্ধকার মন্ত্রণাগৃহ, মূল্যবান পালঙ্ক বা আসন।

অড়্ঢপাদ (পুং) চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। ⇒ **অট্ঠদ্ধ, অড়্ঢট্ঠ।** (ক্লী) অর্ধ কার্ষাপণ বা অর্ধটাকা, আধুলি। ⇒ **মাসক** (২)।

অড়্ঢভাগ (পুং) অর্ধাংশ, অর্ধভাগ। = **উপড়্ঢভাগ।**

অড়্ঢমণ্ডল— অর্ধমণ্ডল, অর্ধবৃত্তাকার, অর্ধাকৃতি গোলাকার, অর্ধগোলাকার সেলাই করা।

অড়্ঢমান—অর্ধমান বা অর্ধপরিমাণ (**মান** অর্থে **অট্ঠন্নং নালিনং নামং** (জাতক অর্থকথা)।

অড়্ঢমাস—অর্ধমাস, আধামাস, একমাসের অর্ধেক, পক্ষকাল, পরদিন। (বিনয়) **ঊনক অড়্ঢমাস।** (ক্রি-বিণ) এক পক্ষের জন্য, পনের দিনের জন্য।

অড়্ঢমাসং (ক্লী) অর্ধমাস, পক্ষকাল, পনের দিন।

অড়্ঢমাসক— ১ অর্ধমাষা, এক মাষার অর্ধেক (মাষা অর্থে মাপিবার ওজন বা মূল্য বিশেষ)। ⇒ **মাসক** (১)। ২ অর্ধমাষা মুদ্রা। ⇒ **মাসক**(২)।

অড়্ঢমাসিক (বিণ) অর্ধমাসিক, পক্ষকালীন। (ক্রি-বিণ) প্রতিপক্ষে, প্রতি ১৫ দিন অন্তর, প্রতি অর্ধ মাসের পর পর।

অড়্চমাসো (পুং) অর্ধমাস, ১৫ দিন।

অড়্চমুণ্ডক (বিণ) (শাস্তি দেওয়ার চিহ্নস্বরূপ) অর্ধন্যাড়ামাথা, অর্ধমুণ্ডিত, মাথার চুল অর্ধেক মুণ্ডন করিয়াছে বা কামাইয়া দিয়াছে এমন, অর্ধমুণ্ডিতমস্তক। ⇒ **মুণ্ডক**।

অড়্চযোগ—"অর্ধসম্বন্ধযুক্ত" দালান অর্থাৎ অর্ধেক ছাদ বা চাল দেওয়া বিহার (ভিক্ষুর আবাস), কোনও প্রকার গৃহ বা প্রসাদ। বিনয় সাহিত্যে বুদ্ধঘোষের মতে অর্থ—"সুবর্ণবর্ণের বাঙ্গালা ঘর"; কিন্তু এই অর্থ ঠিক হয় নাই। আমাদের পাঠ করা উচিত "**সুপণ্ণবঙ্কগেহ**—গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার মতো অর্থাৎ যে ঘরের চাল একদিকে বক্র বা ঘুরানো। ⇒ **যোগ**(২)।

অড়্চযোজন (দূরত্বে) অর্ধযোজন। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায় "**অদ্ধান-মগ্গ**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ⇒ **যোজন**(২)।

অড়্চরত্তং (ক্রি-বিণ) অর্ধরাত্রিতে অর্থাৎ রাত দুপুরে বা মধ্যরাত্রিতে, = **অড়্চরত্তং সমযে**। ⇒ **রত্ত** (২খ)।

অড়্চরত্ত সমযে (ক্রি-বিণ) মধ্যরাত্রিতে। = **অড়্চরত্তং, অদ্ধরত্ত সমযে**। ⇒ **রত্তসমযে**।

অড়্চরত্তা—অর্ধরাত্রি, মধ্যরাত্রি, রাত্রির মধ্যমভাগ বা রাতদুপুর। = **অড়্চরত্তি, মজ্ঝিম যাম সমথ**।

অড়্চরত্তাযং (ক্রি-বিণ) = **অড়্চরত্তং**। ⇒ **অড়্চরত্তং**। = **অড়্চরত্তে, অড়্চরত্তিযং**। ⇒ **রত্ত** (২খ)।

অড়্চরত্তি—অর্ধরাত্রি, মধ্যরাত্রি। = **অড়্চরত্তা**।

অড়্চরত্তিযং = **অড়্চরত্তং**। ⇒ **অড়্চরত্তং**। = **অড়্চরত্তাযং**। ⇒ **রত্তি** (২)।

অড়্চরত্তি সমযে (ক্রি-বিণ) অর্ধরাত্রি সময়ে। = **অড়্চরত্ত সমযে**। ⇒ **সময**।

অড়্চরত্তে (ক্রি-বিণ) = **অড়্চরত্তং**। ⇒ **অড়্চরত্তং**। = **অড়্চরত্তসমযে**। **রত্ত** (২খ)।

অড়্চরুক = **অড়্চদুক**। ⇒ **অড়্চদুক**। ⇒ **রুক**।

অড়্চ'ল্হক [অড়্চ+অড়্চ] অর্ধ অড়্চক (আঁড়ি অথবা সেরী?)। **অড়্চক** অর্থে প্রকার মাপিবার পাত্র বিশেষ। ⇒ **নাড়িক, বাহা**।

অড়্চবিবট (বিণ) অর্ধেক আবরিত অর্ধেক উন্মুক্ত এরূপ, অর্ধাবরিত। (জাতক) **অড়্চবিবট দ্বার**—অর্ধেক খোলা দরজা। ⇒ **বিবটদ্বার**।

অড়্চসমযে (ক্রি-বিণ) অর্ধ সময়ের মধ্যে। ⇒ **রত্তসমযে**।

অড়্চা'ল্হ (বিণ) [অড়্চ+আলহ] = **অড়্চচুল্হ**। ⇒ অড়্চচুল্হ (বিণ)।

অড়্চিভাগ—অর্ধাংশ, অর্ধভাগ, $\frac{১}{২}$ অংশ, অর্ধেক হিস্যা। ⇒ **ভাগ**(১)।

অড়্চুড়্চ (বিণ) [অড়্চ+উড়্চ] (সংস্কৃত —চতুর্থ = মহারাষ্ট্রী ধারায়—চৌত্থ) ৩ $\frac{১}{২}$ সাড়ে তিন। ⇒ **উড়্চ**।

অড়্ঢোচিতক (বিণ) [অড়্চ-ওচিতক] অর্ধোৎপাটিত, অর্ধেক অপহৃত।

অণ (ক্লী) ঋণ, ধার, কর্জ। = **ইণ**।

অণীকদস্সন = **অনীকদস্সন**। ⇒ **অনীকদস্সন**।

অণু (বিণ) অণু, অত্যল্প, অতিক্ষুদ্র, ঈষৎ, সূক্ষ্ম, ছোট, (বর্ণনায় বা সংজ্ঞা রূপায়ণে) শক্ত ও দুরূহ। (বিপ) **থূল**। (সংযুক্ত নিকায়) **অণুবীজ**। (সূত্রনিপাত) **অণুতো অণুং**। = **অপ্পমত্তক, কিস**। "**অণু**" শব্দের বানান যৌগিকে প্রায়শঃ "**অনু**" হইয়া থাকে, যেমন—**অনুমত্ত**।

অণুংথূল (বিণ) অণু ও স্থূল, সূক্ষ্ম ও মোটা, ছোট ও বড়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। = **মহন্তঞ্চ খুদ্দকঞ্চ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অণুক (বিণ) = **অণু**। ⇒ **অণু**।

অণুকথূল = **অণুংথূল**। ⇒ **অণুংথূল**।

অণুথূল = **অণুংথূল**। ⇒ **অণুংথূল**।

অণুতো অণুং— ক্রমে ক্রমে, অনুক্রমে, ক্রমশ, অণু অপেক্ষা অণু। ⇒ **অণু**।

অণুবীজ—অণুবীজ, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম বীজ, বীজাণুবীজ। ⇒ **অণু**।

অণুমত্ত (বিণ) অণুমাত্র, ক্ষুদ্রাকারের, অল্পপরিমাণ, বিন্দুমাত্র, সামান্য পরিমাণ। এই শব্দের বানান দীর্ঘনিকায়ে "**অনুমত্ত**"। = **অনুমত্ত**।

অনুসহগত (বিণ) অল্পসংখ্যক সঙ্গী সহ অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ সঙ্গীসহ।

অণ্ড (ক্লী) ১ অণ্ড, ডিম, ডিম্ব। ২ (বহুবচনে) (পুরুষের) অণ্ডকোষ, মুষ্ক, বিচি। ৩ জলের ব্যাগ বা থলি। (জাতক) **চম্মণ্ড**।

অণ্ডক (ক্লী) ডিম। = **অণ্ড** (১)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সকুণগুক**—পাখির ডিম। (বিণ) (কেবল ভাষা বাক্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত) কর্কশ, অশ্লীল, রুক্ষ, রূঢ়, কটু, অভদ্র, অস্পষ্ট, উগ্র, প্রগল্‌ভ। (অঙ্গুত্তর অর্থকথার টীকা) **কন্টকা**।

অণ্ডকোস—অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ, মুষ্ক, বৃষণ, ডিমের খোসা।

অণ্ডচ্ছেদ (ক্লী) খোজাকরণ, নপুংসককরণ, মুষ্ক ছিন্নকরণ, খাসীকরণ, পুরুষত্বহীনকরণ, অন্তঃপুর রক্ষীকরণ, বলদকরণ (অর্থাৎ বৃষভের অণ্ডকোষের ডিম বা অণ্ড ফেলাইয়া পুরুষত্বহানিকরণ)।

অণ্ডচ্ছেদক (বিণ,পুং) অণ্ডকোষ ছেদনকারী, খোজা বা খোজা কার্যকারক, যে ব্যক্তি মুষ্ক ছেদন করে বা খোজা কার্য করে (অর্থাৎ বৃষভের বা পাঁঠা ছাগলের অণ্ডকোষ কাটিয়া উহা হইতে অণ্ড বাহির করিয়া বলদ বা খাসিরূপে পরিণত করে)। যে ব্যক্তি বৃষভ বা পাঁঠা ছাগলের অণ্ডচ্ছেদ করিয়া পুরুষত্বহীন করে।

অণ্ডজ (বিণ) অণ্ডজ, ডিম হইতে উৎপন্ন, ডিম্বজাত। (পুং) (অণ্ডজ) পক্ষী, সর্প, মৎস্য, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বিহঙ্গম, কৃকলাস প্রভৃতি। (স্ত্রী) ডিম্ব প্রসবকারিণী।

⇒ **যোনি** (২)।

অণ্ডভারিন (বিণ, পুং) অণ্ডকোষ বহনকারী অর্থাৎ পুরুষজাতি।

অণ্ডসম্ভব (পুং) ১ ডিম্ব উৎপাদন, ডিম্বসম্ভব, ডিম্ব উৎপন্ন। ২ অণ্ডজ পক্ষী প্রভৃতি। ⇒ **অণ্ডজ** (পুং)।

অণ্ডহারক = অণ্ডচ্ছেদক। ⇒ **অণ্ডচ্ছেদক**।

অণ্ডূপক (ক্লী) [অণ্ড+উপক] কুণ্ডলীর এক পাক, কুণ্ডলীকৃত বা তাল পাকানো দড়ি ইত্যাদি, কিছু রাখিবার কোমল গদি।

অণ্ব (ক্লী) ১ জল, অর্ণব। ২ অন্ন, আহার্য, ওদন, ভাত, খাদদ্রব্য, আহার্য বস্তু, ধান্য, শস্য, খাদ্য, ভক্ষ্য শস্যাদি। ⇒ **অপরণ, পুব্বণ**।

অণ্ণব (ক্লী) (সংস্কৃত—অর্ণ, অর্ণব) ১ মহা জলপ্লাবন। = **ওঘ**। ২ মহাসমুদ্র, সমুদ্র, জলধি। প্রায়শ ব্যবহৃত শব্দ "**মহণ্ণব**"। (বৌদ্ধসংস্কৃত) মহার্ণব (জাতকমালা)। (সংযুক্তনিকায়) **মহা উদকণ্ণব**। চরিত্ররূপে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**সংসার**" অর্থাৎ সংসাররূপ সমুদ্রের পরিবর্তে এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (জাতক) **অণ্ণবকুচ্ছি**। ৩ স্রোতস্বিনী, নদী, বেগবতী নদী।

অণ্ণবকুচ্ছি—সমুদ্রগর্ভ, সাগরগর্ভ, সমুদ্রমধ্যস্থ স্থান, সমুদ্রের তলদেশ। ⇒ **অণ্ণব** (২), **কুচ্ছি**।

অণ্ণবসর (পুং, ক্লী) মহাসমুদ্র। ⇒ **অণ্ণব(২), সর(৪)**।

অণ্হ (সংস্কৃত—অহ্ন = দিন) দিন, দিবস। এই শব্দটি কেবল যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**অপরণ্হ, পুব্বণ্হ, মজ্ঝণ্হ, সাযণ্হ**।

অতক্ক (বিণ) [অ+তক্ক] ১ অতক্র, ঘোলমিশ্রিত নহে এরূপ অর্থাৎ খাঁটি (দুধ)। = **অতক্কক**। ২ অতর্ক, তর্ক করিবার নাই এরূপ, তর্কাতীত, তর্কবহির্ভূত, নিঃসন্দেহ, বিতর্করহিত, তর্কহীন, সম্যক উপলব্ধিকৃত বা জ্ঞাত।

অতক্কক (বিণ) অতক্র, মাখনতোলা দুধ বা ঘোলমিশ্রিত নহে এরূপ অর্থাৎ খাঁটি (দুধ)। = **অতক্ক** (১)।

অতক্কাবচর (বিণ) [অতক্ক + আবচর] ১ তর্কাতীত হইয়া বিচরণশীল, সন্দেহাতীত হইয়া বিচরণশীল, বিতর্কহীন হইয়া বিচরণশীল, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিচরণশীল। (বিনয়শাস্ত্রে বিশেষ ভাষায়) **ধম্মা গম্ভীরা দুদ্দসা অবিতক্কাবচরা নিপুণা**—ধর্মসমূহ (দৃষ্টিসমূহ ইত্যাদি) গম্ভীর দুর্বোধ্য দুর্দর্শ (দুর্জ্ঞেয়) তর্কবহির্ভূত (অথবা ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি দ্বারা যাহার মীমাংসা নাই অর্থাৎ যেখানে সন্দেহের অবকাশ নাই বা নিঃসন্দেহ) পরম (বা সুসম্পন্ন)। ইহার ভৌগোলিক অনুবাদ "কারণ দর্শাইয়া দুর্লভ্য"। Andersen-এর মতে "চিন্তাজগতের বহির্ভূত অর্থাৎ অচিন্তনীয়"। (তুলনীয়) **অবিতক্ক**।

অতচ্ছ (বিণ) [অ + তচ্ছ] মিথ্যা, অপ্রকৃত, অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অন্যায্য বা অন্যায়। (ক্লী) মিথ্যা, মিথ্যা কথা, অসত্য বর্ণনা। = **মুসা**। (দীর্ঘনিকায়) **অভূত অতচ্ছ**। ⇒ **তচ্ছ**।

অতজ্জনিয (বিণ) অতর্জনীয়, তিরস্কার বা ভর্ৎসনার অযোগ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয়, নির্দোষ।

অতথ (ক্লী) = **বিতথ**। ⇒ **বিতথ**।

অতন্দিত (বিণ) উৎসাহী, কর্মী, সক্রিয়, কার্যকরী, ব্যস্তশীল, জীবন্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, কর্মতৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, ব্যগ্র, বিচক্ষণ, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে) খুব ভাব বা সংবেদনশীল, (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, অত্যন্ত শ্রমশীল, (কাজ সম্পর্কে) সনির্বন্ধ।

অতন্দিত কত = অতন্দিত। ⇒ **অতন্দিত**।

অতসিত (বিণ) অভীরু, নির্ভীক, নির্ভয়, সাহসী।

অতসিতাযং ঠানং—নির্ভীক অবস্থা, ভয়হীন অবস্থা, অভয় স্থান। ⇒ **ঠান** (তক)।

অতাণ (বিণ) [অ + তাণ] আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, অরক্ষিত, অত্রাণ, মুক্তি নাই এরূপ, শান্তিহীন, অশান্তি। ⇒ **তাণ**।

অতি (অব্যয়, উপসর্গ পদ) ১ (ক্রিবিণ) অভিমুখে, আরও অভিমুখে, বাহিরে পর্যন্ত অর্থাৎ সীমার বাহিরে, অতিরিক্তভাবে, কঠোরভাবে, চরমরূপে, অত্যন্ত, খুব, অতি, অতিশয়, যথাযথরূপে। (জাতক অর্থকথা) **অতি-উগ্গত = অচ্চুগত** (সাহিত্যে)। (জাতক অর্থকথা) **অতি-অহিতং = অচ্চাহিতং** (সাহিত্যে)। ২ উপসর্গ বা উপপদরূপে অর্থ : **ক)** প্রতি, অভিমুখে, নিকটে, অধিকন্তু, আরও, পর্যন্ত, সম্পূর্ণরূপে, নিচু হইতে উপরে, দিকে, সম্বন্ধে, প্রায়, কাছাকাছি, যে পর্যন্ত না। **অচ্চন্ত**— শেষ পর্যন্ত, চরমে। **অতিচ্ছতি**—অধিকন্তু বা অতিরিক্ত চায়, অতিক্রম করে। **অতিপাত**—পতিত হওয়া বা ঝাঁপাইয়া পড়া, হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ। **অতিমাপোতি**—অনিষ্ট সাধন করা অর্থাৎ ধ্বংস করা। **খ)** (কিছুর) উপর (স্পর্শ করিয়া), (কিছুর) উপরে (স্পর্শ না করিয়া), আড়াআড়ি, মধ্য দিয়া, বরাবর, অধিক, পদমর্যাদার উপর, সম্পূর্ণরূপে, অতিরিক্তভাবে, এক দিক হইতে অন্যদিকে, দেশান্তরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, অতিরিক্ত পরিমাণে, অপেক্ষাকৃত অধিক, উপরিতন, অতিক্রান্ত, অতীতে, দূরে, (সময় সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও, ব্যতীত, তাহা ছাড়া, নিকটে, পার্শ্বে, ব্যাপিয়া, দ্বারা, বিভাজিত (বিভাগকৃত), ক্রমান্বয়ে, পরে পরে, পর্যন্ত, অনুসারে, পূর্বে, শপথে, নিকটে, একপাশে, পাশ দিয়া, অতিক্রম করিয়া। ৩ অতি শব্দে প্রয়োগ : **ক)** সকর্মক ক্রিয়ার সহিত: **অতিক্কমতি**—অতিক্রম করে, পার হইয়া যায়। **অতিমঞ্ঞতি**—মনঃসংযোগ করে, অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। **অতিরোচতি**—প্রভায় বা জ্যোতিতে অতিক্রম করে। **খ)** অকর্মক ক্রিয়ার সহিত **অতিক্কন্ত**—অতিক্রান্ত। **অতিক্কম**—অতিক্রম বা ঘুরিয়া গমন। **অতিচ্চ**—অপরাধী, পাপী। **অতীত**—অতীত, গত, অতিক্রান্ত বা চলিয়া গিয়াছে এরূপ। ক্রিয়াবাচক পদের ব্যুৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তিনির্ণয়রূপে : **অচ্চয়**—ত্রুটি, ভ্রম, কর্তব্যস্খলন, অব্যবহারবশত সমাপ্তি, সময়ের গতি, পাপ, যে কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য, বিধিলঙ্ঘন,

অপরাধ, দোষ। **অতিরেক**—বাকি, অবশিষ্ট ভাগ, বিয়োগ-শেষ, পরিত্যক্ত। **অতিসয়**—অতিশয়, প্রাচুর্য, আধিক্য, (জল) প্লাবন, বাহুল্য। **অতিসার**—(কিছুর উপর) পদক্ষেপ করণ বা আক্রমণ করণ, পাপ, যে কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য। ৩ আতিশয্যরূপে, অত্যধিকভাবে, অতিরিক্তরূপে। ৪ নামমাত্র যৌগিক ব্যবহারে : ক) বিশেষ্য এবং বিশেষণের সহিত : **অতি আসন্ন**—খুব নিকটে। **অতি উত্তম**—অতি উত্তম, খুব উচ্চ ধরনের। **অতি উদক**—অতিরিক্ত বা প্রচুর জল। **অতিখিপ্প**—খুব শীঘ্র। **অতিদান**—প্রচুর দান, প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষাপ্রাপ্তি। **অতিদারুণ**—অতি দারুণ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। **অতিদীঘ**—অতি দীর্ঘ, খুব লম্বা। **অতি দূর**—খুব দূরে। **নাতিদূর**—খুব নিকটে। **অতিদেব**—শ্রেষ্ঠ বা সর্বোপরিস্থ দেবতা। **অতিপগো**—খুব সকাল। **অতিবালহ**—অত্যধিক। **অতিভার**—খুব ভারী। **অতিমনাপ**—খুব মনোজ্ঞ, অতি সুন্দর। **অতি মনোহর**—অতি মনোহর, অতিশয় মন মুগ্ধকারী। **অতি মহন্ত**—খুব বড়। **অতি বিকাল**—নিতান্ত অসময়। **অতিবেলা**—অতি গৌণ, অত্যন্ত দেরি, খুব বিলম্ব। **অতিসম্বাধ**—খুব টানটান বা আঁটসাঁট। ইত্যাদি। খ) ক্রিয়ার সহিত : **অতিভুঞ্জতি**—অতিরিক্তভাবে ভোজন করা। ৫ "অ (আ), অনু, অব, পটি, বি" প্রভৃতি অন্যান্য তুলনামূলক অথবা বিপরীত অর্থবাচক উপপদ বা উপসর্গের ন্যায় (অর্থাৎ যেমন— **"খণ্ডাখণ্ড, সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠি, ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ, অঙ্গপচ্চঙ্গ, চুণবিচুণ**") "এবং, আরও অধিক যোগ করিয়া, ইত্যাদি, আরও অধিক" ইত্যাদি অর্থে পুনরাবৃত্তিমূলক যৌগিক শব্দে "অতি" শব্দের অদ্ভুত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। "অতি" শব্দের ঈদৃশ' প্রয়োগ "আ" উপসর্গ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নহে, অবশ্য কতিপয় বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, যেমন বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে (বিনয়) **চক্কাতিচক্কং মঞ্চাতিমঞ্চং বন্ধতি**—(শোভাযাত্রা ব্যাপারে) রাশি রাশি শকটের (গাড়ির) উপর শকট আরাম কেদারার উপর আরাম কেদারা সংগ্রহ করা। (জাতক) **অতিদেবাতিদেব**—দেবতার উপরিস্থ দেবতা, দেবতা তদপেক্ষা মহাদেবতা (⇒ **অতিদেব**); **মানাতিমান**—সর্বপ্রকার মান ও অহমিকা। **বঙ্কাতিবঙ্ক**—সর্ববিষয়ে বক্র। ৬ পালিতে "অতি" যুগপৎভাবে সংস্কৃতে "অভি" উপপদের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্ত। **"অচ্চুণ্‌হ, অতি-জাত, অতি পীলিত, অতি ব্রুহেতি, অতিবস্‌সতি, অতিবাযতি, অতিবেঠেতি"।**

অতি অম্বিল (বিণ) খুব টক, অত্যন্ত অম্ল, অতি উগ্র, অত্যন্ত কটু, খুব তীব্র, অত্যন্ত কর্কশ, অতি অপক্ব বা কাঁচা, অত্যন্ত খিটখিটে।

অতি-অরহন্ত (পুং) অর্হৎশ্রেষ্ঠ, অর্হৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অতি-আতপ (বিণ) (প্রজ্বলনজনিত) অতিশয় উত্তপ্ত, খুব রক্তিমাভ, আবেগবশত অত্যন্ত উত্তেজিত বা গণ্ডদেশে রক্তিমাভ। ⇒ **অচ্চুণ্‌হ**।

অতি-আসন্ন (বিণ) অতি আসন্ন, খুব নিকটবর্তী, অতি নিকটস্থ, খুব কাছে, একেবারে সমীপবর্তী। = **অচ্চাসন্ন**। ⇒ **অতি** (৪ ক)।

অতি-ইচ্ছিন ⇒ **অচ্ছেচ্ছি**।

অতি-ইস্‌সর (বিণ) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, অতি প্রভাবশালী, অতিশয় ধনী, খুব ঐশ্বর্যশালী, অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, অতিশয় সম্পত্তিশালী। (জাতক) **অতি-ইস্‌সর ভেসজ্জ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ঔষধ।

অতি-উণ্‌হ (বিণ) খুব গরম, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত গরম। ⇒ **অচ্চুণ্‌হ**।

অতি-উত্তম (বিণ) অতি উত্তম, উত্তম অপেক্ষা উত্তম, অতি শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ বা উচ্চস্থানীয়। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতি-উদক—অত্যধিক জল, খুব বেশি জল, অতিরিক্ত জল, অধিক জল, প্রচুর জল। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতি-উদর (বিণ) পেটুক, অতি লোভী। ⇒ **অচ্চোদর**।

অতি-উস্‌সুর (বিণ) উষর (সময়), সূর্যোদয়ের পর মুহূর্ত, প্রত্যুষ (সময়), প্রাতঃকাল, অতি সকাল। **অতি-উস্‌সুর লদ্ধভত্তা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)—অতি সকালে খায় বা ভোজন করে এমন।

অতি-উস্‌সুরে (ক্রি-বিণ) সূর্যোদয়ের পর মুহূর্তে, অতি সকালে, প্রত্যুষে, প্রাতে।

অতি-এজিন ⇒ **অচ্ছেচ্ছি**।

অতি-এতি (ক্রি) [অতি+√ই] দ্রুত চলা অথবা অতিক্রম করা, পার হইয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **অতীত**। (ক্রি-বি) **অতিচ্চ**।

অতিকড়্‌ঢতি (ক্রি) [অতি+√কড়্‌ঢ+অ] জোরে টানা, টানিয়া হেঁছড়াইয়া নেওয়া বা লওয়া, মাটিতে ঘষিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া, পরিশ্রম করা, কষ্ট করা। (অতীত) **অতিকড়্‌ঢি**।

অতিকণ্‌হ (বিণ) [অতি+কণ্‌হ] খুব কালো রঙের, অতি কৃষ্ণ বর্ণ, গাঢ়-কৃষ্ণ।

অতিকত (বিণ) অতিরিক্ত করা হইয়াছে এরূপ, প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক করা হইয়াছে এরূপ, অতিকৃত অর্থাৎ অধিক পরিমাণে পরিশোধ করা হইয়াছে এরূপ, প্রতিশোধের অতিরিক্ত ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ।

অতিকর (বিণ) অতিরিক্ত করে এমন, নিয়মের অধিক করে এমন।

অতিকরং (ক্রি-বিণ) অতিরিক্তভাবে, অতি দূর গমনীয়ভাবে।

অতিকরুণ (বিণ) [অতি+করুণ] ১ অতিশয় দয়াপূর্ণ, অতিকরুণ, অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। ২ (দয়ার পাত্ররূপে) অতি নিঃস্ব, অতি দুঃস্থ, খুব দরিদ্র, অত্যন্ত শোচনীয়।

অতিকস্‌স (ক্রি-বি) কিছুর মধ্য দিয়া (সোজা) টানিয়া। (জাতক) **রজ্জুং অতিকস্‌স**—নাকের মধ্যদিয়া রশি টানিয়া। বর্মা জাতকে **"অন্তিকস্‌স"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

অতিকাল [অতি+কাল] অতি সুসময়, খুব সকাল। (বিণয়) **অতিকাল অতিদিবা**।

অতিকালেন (ক্রি-বিণ) অতি সুসময়ে, খুব সকালে।

অতিকিরতি (ক্রি) = **অভিকিরতি। অভিকিরতি** (২) শব্দ দ্রষ্টব্য। ইহাকে "**অতিকীরতি**" বানানে লেখা হয়।

অতিকিলমতি (ক্রি) = **নিতম্মতি**। ⇒ **নিতম্মতি**।

অতিকিলিন্ন = উত্তণ্ডাল। ⇒ **উত্তণ্ডাল**।

অতিকীরতি (ক্রি) = **অতিকিরতি**। ⇒ **অতিকিরতি**। **অতিকীরতি দীপং = বিদ্ধংসেতি**।

অতিক্কন্ত (বিণ) অতিক্রান্ত, অতিক্রম করিয়াছে এমন, লঙ্ঘিত, অতীত, অভিভূত, আক্রান্ত, ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইয়াছে এরূপ, বহিয়া গিয়াছে এরূপ, অনাদৃত। ⇒ **অতিক্কমতি, অতি** (৩খ)। (জাতক) **তীণি সংবচ্ছরানি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তযো বযে**—জীবনের তিন ভাগ বয়স অতীত হইল, বয়সে তিন ভাগ অতিক্রান্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাসে অতিক্কন্তে**—এক মাস গত বা অতীত হইলে।

অতিক্কন্ত মানুসক (বিণ) অতিমানুষিক, দৈব। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) অতিক্রান্ত মানুষ্যক (মহাবস্তু)।

অতিক্কন্তা (স্ত্রী) অতিক্রম। ⇒ **অতিক্কন্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কতিদিবসা অতিক্কন্তা**—কতদিন চলিয়া গিয়াছে।

অতিক্কন্তিকা (স্ত্রী) সীমালঙ্ঘন, অতিক্রম, (ভদ্রতা বা সদাচারের) সীমার অতিরিক্ত পদক্ষেপ, অতিরিক্তা, বিধিবিহীনতা, যথেচ্ছাচার, বিধিব্যবস্থার অবাধ্যতা, অসংযম, নিয়ম লঙ্ঘন।

অতিক্কম (পুং) অতিক্রম, অতিক্রমণ, অতিরিক্ত গমন, সীমা লঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘন, বিপরীতাচরণ, অন্যথাচরণ, নিয়মলঙ্ঘন, সীমা অতিক্রম, শত্রুকে আক্রমণ, কর্মসমাপ্তির পরও কার্যপ্রবৃত্তি, জয়করণ, অত্যাদর, বিধিলঙ্ঘন, পাপ, অপরাধ, দোষ, অতি বা আরও গমন, অতিবাহিত করণ, আড়াআড়িভাবে রাখা কোনো জিনিস, প্রতিবন্ধক, মোড়, বাধা, প্রতিপক্ষের কথা অস্বীকার, অতিক্রম করণ। ⇒ **অতি** (৩খ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কতিপয যোজন অতিক্কম; অতিক্কম চরণ**—জীবনের পাপনীতি বা কুপ্রথা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুরতিক্কম**—দুরতিক্রম, দুর্জয়, জয় করা দুরূহ বা কঠিন।

অতিক্কমণক (বিণ) [অতিক্কমণ+ক] অতিশয়, অত্যধিক, অতিরিক্ত।

অতিক্কমতি (ক্রি) [অতি+√কম+অ] ১ অতিক্রম করা, পার হইয়া যাওয়া, অতিবাহিত করা, কর্ম সমাপ্তির পরও কার্য করিবার ইচ্ছা করা, নিকট দিয়া যাওয়া, উপেক্ষা করা, ছাড়িয়া যাওয়া, রেখা টানিয়া কাটিয়া যাওয়া, ব্যর্থ করা, সংমিশ্রিত করা, হস্তক্ষেপ করা, আড়াআড়িভাবে থাকা। ২ পরাজয় করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, জয় করা, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়া, অধিকতর ভালো করা বা হওয়া, অত্যাদর করা, অধিক করা। ⇒ **অতি** (৩ক)। (সপ্তমী) **অতিক্কমেয্য**—জয় করা হইলে (ধর্মপদ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মগ্গেন অতিক্কমেয্য**—যদি রাস্তা দিয়া অতিক্রম করে। (ব-বিণ) **অতিক্কমনীয**—অতিক্রমনীয়, পার হইয়া যাওয়ার যোগ্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দুরতিক্কমনীয**—দুরতিক্রম্য। (অতীত) **অতিক্কমি**। (অ-বিণ) **অতিক্কন্ত**। (ক্রি-বি) **অতিক্কম্ম**—অতিক্রম করিয়া; **অতিক্কমিত্বা**—সীমার বাহিরে আরও অধিক গমন করিয়া; **অতিক্কমেয**। (করণে) **অতিক্কমেতি**।

অতিক্কমনীয (বিণ) অতিক্রম্য, অতিক্রম করিবার যোগ্য, পার হইয়া যাওয়ার যোগ্য, জয় করিতে পারা যায় এমন। ⇒ **অতিক্কমতি**।

অতিক্কমিত্বা (ক্রি-বি) অতিরিক্ত গমন করিয়া, আরও অধিক গমন করিয়া, সীমা লঙ্ঘন করিয়া, জয় করিয়া, অতিরিক্ত করিয়া, অতিক্রম করিয়া, শ্রেষ্ঠ হইয়া। (জাতক) **সমুদ্দং অতিক্কমিত্বা; রথং অতিক্কমিত্বা**—রথ ছাড়িয়া, রথ ত্যাগ করিয়া। (ক্রি-বিণ) পরে। = **পরে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসভগামং অতিক্কমিত্বা**—বাসভগ্রামের পরে। ⇒ **অতিক্কমতি**।

অতিক্কমেতি (ক্রি) অতিক্রম করা, সীমা লঙ্ঘন করা, পার করা, বিপরীত আচরণ করা, উল্লঙ্ঘন করা। ⇒ **অতিক্কমতি**।

অতিক্কমেয্য (ক্রি-বি) (অস্ফুট শব্দে) জয় করিয়া, পরাজয় করিয়া। ⇒ **অতিক্কমতি** ।

অতিক্কম্ম (ক্রি-বি) অতিক্রম করিয়া। **মারধেয্যং অতিক্কম্ম**—মারবশ অতিক্রম করিয়া। ⇒ **অতিক্কমতি, অধিগয্হ**।

অতিক্খিপ্প (বিণ) [অতি+খিপ্প] অতি শীঘ্র, শীঘ্র শীঘ্র, খুব তাড়াতাড়ি। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিক্খিপ্পং (ক্রি-বিণ) অতি শীঘ্ররূপে, খুব তাড়াতাড়িভাবে, শীঘ্ররূপে।

অতিখণ (ক্লী) [অতি+খণ] খুব বেশি খনন, গভীর করিয়া খনন, অতি খনন।

অতিখন = অতিখণ। ⇒ **অতিখণ**।

অতিখাত (ক্লী) অধিক খনন, গভীর পুষ্করিণী, গভীর গর্ত, গভীর চৌবাচ্চা বা খাঁই।

অতিখিণ (বিণ) স্পষ্টভাষী, ভোঁতা, স্থূলবুদ্ধি।

অতিখীণ (বিণ) অতিক্লান্ত, অতিব্যয়িত, খুব নিঃশেষিত, অতিরিক্ত নষ্ট, (ধনু হইতে) তীর নিক্ষিপ্ত। (ধর্মপদ) **চাপাতিখীণ**—ভঙ্গধনু(?); (ধর্মপদ অর্থকথা) **চাপাতো অতিখীণ চাপাবিনিম্মুত্ত**।

অতিখুদ্দক (বিণ) অতিক্ষুদ্র, খুব ছোট বা খাট। = **অতিমটাহক**।

অতিগ (বিণ) অতিগ, অতিক্রামক, অতিক্রম করিয়া গমনকারী, শ্রেষ্ঠ, গিয়াছে বা পরীক্ষা করিয়াছে এমন, জয়কারী, বিজয়ী, অধিকৃত, দমন করিয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **সঙ্গতিগ; সীমাতিগ; ওঘতিগ**। = **অতিক্কন্ত**। ⇒ **অতিগচ্ছতি**।

অতিগচ্ছতি (ক্রি) [অতি+√গম+অ] অতিরিক্ত গমন করা, সীমা লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা, জয় করা, অধিকতর ভালো করা বা হওয়া, দমন করা। (অতীত) **অধিগচ্ছিত, অচ্চগা, অচ্চগমা; = অভিভবিত্বা পবত্ত;** (প্রথম পুরুষ বহুবচন) **অচ্চগুং**। (অ-বিণ) **অতিগ**।

অতিগত = **অতিগ**। ⇒ **অতিগ**।

অতিগালযতি (ক্রি) [অতি+গালযতি] = **অতিগালেতি, বিনাসেতি**। ⇒ **অতিগালেতি, বিনাসেতি**।

অতিগালেতি (ক্রি) [অতি+গাড়েতি] ধ্বংস করা, নষ্ট করা, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া। = **অতিগালযতি বিনাসেতি**। সম্ভবত এই শব্দের পাঠ "**অতিগালেহেতি**" হইতে; ⇒ **অতিগালেহিত**।

অতিগালেহ (বিণ) [অতি+গাঢ়](আতিশয্য বাচক অর্থাৎ জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ) অতিগাঢ়, অতিগভীর, একেবারে সম্পূর্ণ, খুব উৎপাদনবর্ধক, অতি টানটান বা আঁটসাঁট, খুব নিকট সম্বন্ধযুক্ত, অতি আলগা নয় এমন, অতিশয় মাতাল, অতিশয় কৃপণ, অতি বিরল। (তুলনীয়) **অতিগালেহিত**।

অতিগালেহিত (বিণ) উৎপীড়িত, পীড়িত, অত্যাচারিত, বিনষ্টকৃত, নষ্টকৃত, বিধ্বংসিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অপকারকৃত, অনিষ্টকৃত, ক্ষতিকৃত। = **অতিপীলিত**। ⇒ **অতিগালেহেতি**।

অতিগালেহেতি (ক্রি) = **অতিগালেতি**। ⇒ **অতিগালেতি**। (অ-বিণ) **অতিগালেহিত**।

অতিঘোর (বিণ) [অতি+ঘোর] অতিঘোর, অতি ভয়ঙ্কর, খুব হিংস্র।

অতিচরণ (ক্লী) দোষ, পাপ, অপরাধ, বিধিলঙ্ঘন।

অতিচরতি (ক্রি) [অতি+√চর+অ] ১ ইতস্তত ভ্রমণ করা, এদিক ওদিক যাওয়া। ২ লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, পাপ করা, অপরাধী হওয়া, ব্যভিচার করা, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সহিত অথবা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাস করা। ৩ (অতীত) **অতিচরি**।

অতিচরিতর (পুং) ১ যে ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করে অথবা বিধি লঙ্ঘন করে। ২ যে স্ত্রী (বা পুরুষ) পর পুরুষের (বা পরস্ত্রীর) সহিত অবৈধ সহবাস করিয়া পাপাচার করে। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এই শব্দের পাঠ দৃষ্ট হয় "**অতিচরিত্বা**" এবং সাহিত্যে পাঠ দৃষ্ট হয় "**অতিচরিত্তা**"।

অতিচরিত্তা (স্ত্রী) **অতিচরিতর**। ⇒ **অতিচরিতর** (২)।

অতিচরিযা (স্ত্রী) বিধিলঙ্ঘন, পাপ, দোষ, অপরাধ, ব্যভিচার, স্ত্রীছাড়া অন্য কোনো নারীর সাহিত অথবা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাস।

অতিচার বিধিলঙ্ঘন, অপরাধ, দোষ, পাপ। **অতিচ্চচার**।

অতিচারিন (বিণ, পুং) বিধিলঙ্ঘনকারী, পাপাচারী, অপরাধী, দোষী, পাপী, পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাসকারী।

অতিচারিনী (বিণ, স্ত্রী) বিধিলঙ্ঘনকারিণী, পাপাচারিণী, পাপিনী, যে স্ত্রীলোক দোষ করে অথবা পাপ করে, পর পুরুষের সহিত অবৈধ সহবাসকারিণী।

অতিচারী (বিণ, পুং) = **অতিচারিন**। ⇒ **অতিচারিন**।

অতিচিত্র (বিণ) অতি জাঁকজমকপূর্ণ, খুব উজ্জ্বল, অতি বিশেষ, অতি অসাধারণ।

অতিচ্চ (ক্রি-বি) ১ জয় করিয়া, পার হইয়া, অতিক্রম করিয়া, ভ্রমণ করিয়া, কোনো পার্শ্বে ফিরাইয়া, অস্বীকার করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া, (অসিক্রীড়ায়) প্রতিরোধের ভঙ্গিতে থাকিয়া, ঘুরিয়া যাইয়া, মস্তক আচ্ছন্ন করিয়া, দমন করিয়া, পরাজিত করিয়া। ⇒ **অতি-এতি**। (ক্রি-বিণ) দূরে, (সময় সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও, ব্যতীত, তাহা ছাড়া, অতিরিক্ত, অধিক, বেশি। = **বস্সসতং অতিক্কমিত্বা** (মহানির্দেশ)। ২ দোষ করিয়া, ন্যূনতা করিয়া, অভাবগ্রস্ত করিয়া, পাপ করিয়া, বিধিলঙ্ঘন করিয়া, পাপাচার করিয়া, অপরাধ করিয়া, ব্যভিচার করিয়া, পরস্ত্রী গমন করিয়া। (বিণ) পাপী, অপরাধী। ⇒ **অতি** (৩খ)।

অতিচ্চচার = **অতিচরিযা**। ⇒ **অতিচরিযা**।

অতিচ্ছ ⇒ **অতিচ্ছতি**।

অতিচ্ছতা (স্ত্রী) ⇒ **ইচ্ছতা**।

অতিচ্ছতি (ক্রি) [অতি+√র+অ], [সংস্কৃত—অতি+ঋচ্ছতি] চলা, যাইতে থাকা। (তুলনীয়) **অন্নব**। ⇒ **অতি** (২ক)। কেবল বর্তমান ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তিতে এই শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—অতিচ্ছথ; (যখন ভিক্ষু পিণ্ডাচরণার্থে কোনো গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হয় তখন সেই বাড়িতে যদি দিবার মত বস্তু প্রস্তুত না থাকে অথবা দিবার ইচ্ছা না থাকে গৃহস্থ ভিক্ষু সমীপে আগমন করিয়া সসম্ভ্রমে বলে) **অতিচ্ছথ ভন্তে**—ভদন্ত! (হে মহাপুরুষ! হে প্রভো!) আপনি ফিরিয়া অথবা অন্যত্র ভিক্ষা করুন। ধর্মপদে "**অতিচ্ছ**" এবং "**অতিচ্ছথ**" এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **ইচ্ছতা**। (করণে) **অতিচ্ছাপেতি**।

অতিচ্ছত্ত (ক্লী) = **অতিছত্ত**। ⇒ **অতিছত্ত**।

অতিচ্ছাপেতি (ক্রি) যাইতে বাধ্য করা, আরও কিছু দূর যাইতে বলা। ⇒ **অতিচ্ছতি**।

অতিছত্ত (ক্লী) খুব বড় ছত্র বা ছাতা, বড় রৌদ্রাবরণ, বড় শামিয়ানা।

অতিজাত (বিণ) কুলীন, সদ্বংশজাত, ভদ্র, শিষ্ট। (বিপ) **অবজাত**। (তুলনীয়) **অভিজাত**।

অতিজাতপুত্ত (পুং) যে পুত্র পিতৃকুলের প্রথা ও যশঃগৌরব রক্ষা করে আর উহাকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করে তাহাকে বলা হয় অতিজাত পুত্র। জাতক অর্থকথায় দৃষ্ট হয় পুত্র তিন প্রকার, যথা—**অতিজাতপুত্ত** (অতিজাত পুত্র), **অনুজাতপুত্ত** (অনুজাত পুত্র), **কুলভারপুত্ত** অথবা

অবজাতপুত্ত (কুলভার পুত্র অথবা অবজাত পুত্র)।

অতিন্ন (বিণ) অতীর্ণ, অনুত্তীর্ণ, পরপারে পৌঁছে নাই এমন, নির্বাণ সাক্ষাৎ হয় নাই এমন।

অতিন্নং (ক্রি-বিণ) অনুতীর্ণরূপে, অনুত্তীর্ণভাবে।

অতিতরতি (ক্রি) [অতি+তরতি] অতিক্রম করা, পার হইয়া যাওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, উপেক্ষা করা, ছাড়িয়া বা ত্যাগ করিয়া যাওয়া, রেখা টানিয়া বা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া কাটিয়া দেওয়া, ব্যর্থ করা, সংমিশ্রিত করা, সীমার বাহিরে যাওয়া, হস্তক্ষেপ করা, আড়াআড়িভাবে থাকা, প্রতারণা করা। (অতীত) **অচ্চতরি, অচ্চতারি**।

অতিতাত (বিণ) [অতি+জাত; সম্ভবত এখানে "**অতি**" শব্দ "**অভি**" শব্দের ভাবার্থে) সদ্বংশজাত, কুলীন, ভদ্র, শিষ্ট, নম্র, ভদ্রোচিত। (তুলনীয়) **অভিজাত, অতিজাত**। (বিপ) **অবজাত**।

অতিতুচ্ছ (বিণ) [অতি+তুচ্ছ] অতিতুচ্ছ, অতি সামান্য, অতি অসার, অতি হেয়, অতিহীন, অতি অল্প, একেবারে শূন্য, একেবারে বর্জিত।

অতিতুট্ঠি (স্ত্রী)[অতি+তুট্ঠি] অতিশয় তুষ্ট, অপার আনন্দ, খুব তৃপ্তি, অসীম আনন্দ, অত্যন্ত আহ্লাদ।

অতিতুল (বিণ) [অতি+তুল] অতুল্য, অতুলনীয়, তুলনারহিত, সাদৃশহীন, অপরিমেয্য, অনুপম, অতিসুন্দর। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তুলং অতীতো নিরুপমো'তি অত্থো**। = **নিরুপম**।

অতিত্ত (বিণ) [অ+তিত্ত] অতৃপ্ত, তৃপ্তি হয় নাই এরূপ, অতুষ্ট, অপূর্ণ সাধ, অসন্তুষ্ট। (ধর্মপদ) **কামেসু অতিত্ত**।

অতিত্থ (ক্লী) [অ+তিত্থ] অস্বাস্থ্যকর বা অযোগ্য স্থান, অনুপযোগী স্থান বা সময়, অনুচিত উপায় বা আচার, অন্যায্য রীতি বা ধারা, নদ্যাদির যে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না, যে স্থানে স্নানের ঘাট নহে, অসময়; যেমন—ভুলবশত ভুলের পথে (জাতক)।

অতিথি (পুং) অতিথি, অভ্যাগত, আগন্তুক ব্যক্তি, যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থ গৃহে আশ্রয়ার্থে আসিয়া উপস্থিত হন কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকেন না এরূপ ব্যক্তি। = **আগন্তুক-নবক পাহুনক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **ন'ত্থি অস্স ঠিতি যম্হি বা তম্হি বা দিবসে আগচ্ছতী'তি অতিথি** (খুদ্দক পাঠ অর্থকথা) = **আগন্তুক**।

অতিথিবলি—অতিথি সেবা, অতিথি পূজা। ⇒ **পঞ্চবলি**।

অতিদান (ক্লী) [অতি+দান] অতিদান, সম্ভবাতিরিক্ত দান, অপরিমিত দান, অতিরিক্ত দান, অতিদান অর্থাৎ প্রচুর ভিক্ষা দেয়। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিদারুণ (বিণ) (সংস্কৃত—অতিদারুণ) অতিদারুণ, অতিভীষণ, অতিশয় ক্রূর, অত্যন্ত হিংস্র, অতি ভয়ানক, অতিশয় বিরক্তিজনক, অতি কঠোর, খুব কঠিন, অত্যন্ত দুঃসহ, অতি অসহ্য, অতি উৎকট, অতি উগ্র, অতিশয় মর্মভেদী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিদিট্ঠি (স্ত্রী) উন্নত ধর্ম, উচ্চ ধরনের ধর্ম, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি বা ধর্ম, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (?)। = **অতিদিট্ঠি অধিসীল** (বিনয়)। ইহার পাঠ "**অধি-দিট্ঠি**"?।

অতিদিবা (ক্রি-বিণ) [অতি+দিবা] দিনের বেলায় বিলম্বে, অপরাহ্ণে, উচিত সময়ের পরে, অতি বিলম্বে, ঠিক সময় অতীত হইয়া গেলে, অতিদিবা, অবেলায়, পরন্ত বেলায়, দিনের শেষে। (বিনয়) **অতিদিবা অতিকালেন**। (তুলনীয়) **দিবাতরং**।

অতিদিসতি (ক্রি) [অতি+√দিস+অ] লক্ষ্য করা, নির্দেশ করা, আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া, বর্ণনা করা, বিস্তারিত বর্ণনা করা, অতিরিক্ত বা অধিক বর্ণনা দেওয়া। (অতীত) **অতিদিসি**।

অতিদীঘ (বিণ) অতি দীর্ঘ, খুব লম্বা। (বিপ) **অতিরস্স**। ⇒ **দীঘ, অতি** (৪ক)।

অতিদুক্খ (ক্লী) অতিদুঃখ, অসহ্য বেদনা, অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, অতিশয় বিপদ, খুব অনিষ্ট। (বিণ) খুব কষ্টকর, অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ, অপরিসীম দুঃখজনক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অতিদুঃখজনক**।

অতিদুক্খবাচ—খুব হৃদয়পূর্ণ কথা (এখানে "**অতি**" অর্থে সমস্তকে বুঝাইয়াছে)। ⇒ **অতিদুঃখ**।

অতিদূর (ক্লী) অতিদূর, খুব দূর, অতিশয় ব্যবধান, সম্পূর্ণ ভিন্নতা, নিঃসম্পর্কতা, ঘনিষ্ঠতারহিত অবস্থা। (বিণ) অতি দূরবর্তী, অতিশয় ব্যবহিত, অতি ব্যবধানে আছে এমন, সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঘনিষ্ঠতারহিত, যথাযোগ্য ব্যবহারশূন্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সুবিদূরে**। (বিপ) **অচ্চাসন্ন**। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিদূরে (ক্রি-বিণ) অতিদূরে, বহু দূরবর্তী স্থানে, বহুদূরে, খুব ব্যবধানে। ⇒ **অতিদূর**।

অতিদেব (পুং) অতিদেব, দেবাদিদেব, অগ্রগণ্য দেবতা, শ্রেষ্ঠ দেবতা, দেবশ্রেষ্ঠ, দেব ব্রহ্মের আরাধ্য দেবতা অর্থাৎ বুদ্ধ। (তুলনীয়) **অধিদেব**। ⇒ **দেবাতিদেব, অতি** (৪ক)।

অতিদেব দেব = **অতিদেব**। ⇒ **অতিদেব**।

অতিধমতি (ক্রি) [অতি+√ধম+অ] ঘন ঘন উচ্চশব্দে ঢাক পিটা, প্রতিনিয়ত অথবা উচ্চশব্দে ঢোল বাজানো। (অতীত) **অতিধমি**। (অ-বিণ) **অতিধন্ত**।

অতিধাততা (স্ত্রী) অত্যন্ত তৃপ্তি, সাতিশয় পরিতুষ্টতা, খুব পরিতৃপ্তি। ⇒ **ধাততা**।

অতিধাবতি (ক্রি) [অতি+√ধাব+অ] দ্রুত গমন করা, দ্রুত দৌড়ানো, দ্রুত দৌড়াইয়া সকলের অগ্রে যাওয়া, দ্রুত দৌড়াইয়া পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া, নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়া। (অতীত) **অতিধাবি**।

অতিধোনচারিন [অতি+ধোনচারিন] (বিণ, পুং) অতি আচারশীল বা আচরণকারী, খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত অসংযতাচারী (অর্থাৎ আহার-বস্ত্র-শয়নাসন-ভেষয্য--এই চতুর্বিধ নিত্য ব্যবহার্য বস্তুতে ভিক্ষুর অসংযত ব্যবহার বা অমিতাচার) অথবা চতুর্প্রত্যয়ের উপযুক্ত ব্যবহার বা নিয়মিত ব্যবহার না করিয়া অমিতাচারের দোষে দোষী,

চতুষ্প্রত্যয়ের অপব্যবহারকারী। (তুলনীয়) **ধোন**।

অতিধোনচারী = অতিধোনচারিন। ⇒ **অতিধোনচারিন**।

অতিনামেতি (ক্রি) [অতি+√নাম+এ] কাল কাটানো, সময় অতিবাহিত করা, সময় ক্ষেপণ করা, সময় কাটানো। (অতীত) **অতিনামেতি**।

অতিনিগগণহাতি (ক্রি) [অতি+নিগগণহাতি] অতি মন্দ বলা, অতিশয় তিরস্কার করা, খুব ভৎসনা করা, অত্যন্ত শাসন করা।

অতিনীচক (বিণ) [অতি+নীচক] অতি নীচ, অতি হীন। (বি-ভা) **চক্কবালং অতিসমবাধং ব্রহ্মলোকো অতিনীচকো** (অপেক্ষাকৃত উন্নত গুণ বা পুণ্য সম্বন্ধীয় তারতম্যের চিহ্নস্বরূপ ব্যক্তির গুণ বা পুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বলা হইয়াছে) পৃথিবী অতি সঙ্কীর্ণ ব্রহ্মলোক অতি নীচ (ধম্মপদ অর্থকথা)।

অতিনেতি (ক্রি) [অতি+নেতি] যাইয়া আনয়ন করা, প্রাপ্ত হওয়া, (মূল্যে) বিক্রীত হওয়া, আকর্ষণ করা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিপালন করা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া, কোনো বিষয়ে যোগান দেওয়া, কোনো বিষয় প্রস্তুত করিয়া রাখা, কোনো বিষয় পূর্ব সংগ্রহ করিয়া রাখা, (কিছু) পর্যন্ত আনা। (বিণয়) **উদকং আনেতি**।

অতিপগো অতি সকালে। ⇒ **অতিপ্পগো, অতি**(ঽক)।

অতিপণ্ডিত (বিণ) অতি পণ্ডিত, খুব চতুর, অতি নিপুণ, অতিশয় দক্ষ, অতিশয় বুদ্ধিমান, খুব দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত।

অতিপণ্ডিতা (স্ত্রী) অতিরিক্ত চতুরতা, খুব পাণ্ডিত্য, অতিশয় নিপুণতা, অত্যন্ত দক্ষতা।

অতিপততি (ক্রি) = **অধিপততি**। ⇒ **অধিপততি**।

অতিপদান (ক্লী) [অতি+প+দান] প্রচুর পরিমাণ ভিক্ষা দান, সম্ভবাতিরিক্ত বা প্রচুর ভিক্ষাদান। = **অতিদান**।

অতিপপঞ্চ (পুং) অত্যন্ত দেরি, অতিশয় বিলম্ব, অতি প্রপঞ্চ, অধিক সময় প্রতীক্ষা বা অপেক্ষাকরণ, অধিক্ষণ অবস্থান, অত্যন্ত মায়া, খুব বিস্তার, অতি ভ্রম, অতি বঞ্চনা, খুব বৈপরীত্য, খুব উল্টাভাব, অতি দেরীকরণ। ⇒ **পপঞ্চ** (১)।

অতিপভাতে—খুব ভোরে, অতি প্রভাতে, ভোরে, খুব সকালে, অতি প্রত্যুষে, উষাকালে। ⇒ **পভাত**।

অতিপরিচ্চাগ [অতি+পরিচ্চাগ] অতি পরিত্যাগ, অতিশয় বদান্যতা, প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ, অতিমাত্রায় ঔদার্যতা, যৎসর্বস্ব দান, নিজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে যাহা চায় তাহা দানকরণ।

অতিপস্সতি (ক্রি) [অতি+√দিস+অ] পরিষ্কাররূপে দেখা, অতিরিক্ত আশা করা, খুব প্রতীক্ষা করা, অতিমাত্রায় বা বেশিভাবে অনুসন্ধান করা, খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, লক্ষ্য বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, চাহিয়া থাকা, আবিষ্কার করা, উদ্‌ঘাটন করা। সংস্কৃত—অনুপশ্যতি। (মধ্যম নিকায়) **নাগং অতিপস্সতি**। (অতীত) **অতিপস্সি**।

অতিপাত (পুং) হত্যা, বধ, আক্রমণ, বিনাশ, ধ্বংস, অতিপাত, অতিক্রমকরণ, চালাকির সহিত আক্রমণ, ক্ষতিকরণ। ⇒ **অতি** (২ক)। (বি-ভা) **পাণাতিপাত**—প্রাণিহত্যা (দীর্ঘনিকায়)। = **পাণবধ, পাণঘাত**। (বি-ভা) **পাণাতিপাতা বেরমণী**—প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি (দীর্ঘনিকায়)।

অতিপাতিন (বিণ, পুং) হত্যাকারী, বধকারী, আক্রমণকারী, ধ্বংসকারী, বিনাশকারী, ক্ষতিকারী, অতিপাতিন, অতিপাতী, অতিক্রমকারী। (জাতকে যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে) **নাগক্খন্ত-অতিপাতিন = হত্থিক্খন্ধে খগ্গেন ছিন্দিত্বা** (জাতক অর্থকথা) (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাণাতিপাতিন**।

অতিপাতী = অতিপাতিন। ⇒ **অতিপাতিন**।

অতিপাতেতি (ক্রি) [অতি+√পাত+এ] ধ্বংস করা, অতিপাত করা, বধ করা, হত্যা করা, অতিক্রম করা, আক্রমণ করা, ক্ষতি করা, বিনাশ করা। ধর্মপদে "**অতিমাপেতি**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **পরিপাতেতি**। (অতীত) **অতিপাতেসি**।

অতিপীণিত (বিণ) [অতি+পীণিত] অতিপ্রিয়, অতিদয়িত, অতি প্রীতিকর, খুব সুন্দর, অতিশয় লাবণ্যময়, অতি আদরণীয়।

অতিপীলিত (বিণ) নিরতিশয় পীড়িত, খুব নিষ্পেষিত, খুব চাপ দেওয়া হইয়াছে এমন, অত্যন্ত হয়রানকৃত, অতি নির্যাতিত, খুব সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছে এমন, অত্যন্ত জেদপূর্বক, অতিশয় বিরক্তিজনিত, অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, অতি কষ্টকৃত, অতিশয় উৎপীড়িত, খুব অত্যাচারিত। **অতিগালিহত**। (তুলনীয়) **অভিপীলিত**।

অতিপ্পগে (ক্রি-বিণ) অতি শীঘ্র, খুব তাড়াতাড়ি, অতি সত্বর, খুব সকালে। ⇒ **পগেব**। = **অতিপ্পগো**।

অতিপ্পগো (ক্রি-বিণ) অতি সকালে (দীর্ঘনিকায়) **অতিপ্পগো চরিতুং। অতিপ্পগে**। (তুলনীয় সংস্কৃত- অতিপ্রগে)।

অতিবদ্ধ (বিণ) (তুলনীয় সংস্কৃত—অনুবদ্ধ) অনুবদ্ধ, সংযুক্ত, যুগ্ম, পশ্চাদ্‌গ্রথিত, পর পর আবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ, সাতত্যযুক্ত, কার্যরত। ⇒ **অতিবন্ধতি**।

অতিবন্ধতি (ক্রি) [অতি+বন্ধতি; সংস্কৃত—অনুবন্ধতি) অনুবন্ধন করা, সম্পর্কযুক্ত করা বা হওয়া, সংযুক্ত করা বা হওয়া, অস্ত্র দ্বারা অশ্ব সজ্জিত করা, অশ্বের সজ্জা দেওয়া, সূচনা করা, পূর্বলক্ষণ দেখা, দোষোৎপত্তি করা, বন্ধন করা, আরোপ করা, সম্বন্ধ করা, উপলক্ষ করা, প্রক্রান্ত বিষয়ের অনুবর্তন করা, অনুবৃত্তি করা, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত করা, নিকট সম্বন্ধযুক্ত করা, অবিচ্ছেদ করা, পরিণাম করা, লেশ করা, সঙ্কল্প করা, চেষ্টা করা, অনুরোধ করা, কৌশল করা, শ্রেণী করা, রচনা করা, রীতি করা, ভগ্নাংশের যোগ বা সমীকরণ করা, যুগ্ম করা, সংযোগ করা, শাস্ত্রাধ্যয়নের মধ্যে চারিটি অপরিহার্য গুণ থাকা, পারম্পর্য কার্য করা, ইতরেতর সম্বন্ধ করা, মনে মনে সংযুক্ত করা। (অতীত) **অতিবন্ধি**। (অ-বিণ)

অতিবদ্ধ।

অতিবহল (বিণ) [অতি+বহল] খুব ঘন, অতি পুরু, অতি কর্দমাক্ত, খুব মোটা, অতি আবিল, অত্যন্ত নিস্তেজ, অতিশয় জনাকীর্ণ, খুব নিবিড়, অতিশয় ঘিঞ্জি, খুব অন্তরঙ্গ, খুব সুপরিচিত, খুব যথেষ্ট, অতি প্রচুর, অত্যন্ত গভীর, অতি গাঢ়, খুব নিরেট, একেবারে অবিরত, খুব সান্দ্র, একেবারে দুর্ভেদ্য, অধিক পুষ্ট, চিরস্থায়ী, অবিরত, খুব অপরিষ্কার, অত্যন্ত আবিলযুক্ত, অতিশয় জনাকীর্ণ, অতি ঘনিষ্ঠ।

অতিবাল্হ (বিণ) [অতি+বাঢ়] খুব বড়, খুব শক্ত, অতি-মহান, অতি বৃহৎ, খুব শক্তিমান, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, অত্যন্ত, অতিরিক্ত। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিবাল্হং (ক্রি-বিণ) অতি, খুব, অধিক, খুব বেশি, অতি অধিক, অত্যধিক।

অতিবাহেতি (ক্রি) [অতি+√বহ+এ] চালাইয়া নেওয়া, টানিয়া বাহির করা, পার করাইয়া দেওয়া, নিরাপদে যাওয়ার সাহায্য করা। = **অব্বাহেতি**। তুলনীয় সংস্কৃত—আবৃহতি। (অতীত) **অতিবাহেসি**।

অতিব্রহ্মা (পুং) [অতি+ব্রহ্মা] ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাতীত ব্রহ্মা, অতিব্রহ্মা, ব্রহ্মাতিব্রহ্মা অর্থাৎ বুদ্ধ। ⇒ **অতি দেব দেব**।

অতিব্রূহেতি (ক্রি) [অতি+√ব্রূ (বৃহ)+এ] উচ্চৈঃস্বরে ডাকা বা বলা, চিৎকার করা, গর্জন করা, রোদন বা উচ্চশব্দ করা। = **মহাসদ্দং নিচ্ছারেতি**। (তুলনীয়) **অভিব্রূহেতি**। তুলনীয় সংস্কৃত—অভিবৃণ্হয়তি।

অতি ভগিনিপুত্ত (পুং) অতিপ্রিয় বা খুব আদরে ভাগিনা।

অতিভগিনী (স্ত্রী) অতিপ্রিয় বা খুব আদরের ভগিনী বা ভগ্নি।

অতিভার (পুং) অতি ভারী বোঝা, খুব ভারী বোঝা। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অতিভারেন সকটস্স অক্খো ভিজ্জতি**। (বিণ) খুব ভারী, অত্যন্ত ভারী। ⇒ **ভারতর**। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিভারিত (বিণ) [অতি+ভারিত] ভারীরূপে বোঝাইকৃত, অতি ভারী বোঝাই, অতিভারী, অত্যন্ত ভারযুক্ত। (তুলনীয়) **অতিভারিয**।

অতিভারিয (বিণ) অতি ভারযুক্ত, অত্যন্ত গম্ভীর, খুব চিন্তাশীল, অতি গুরু, খুব গুরুতর, অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ, অতি যথার্থ। (তুলনীয়) **অতিভারিত**।

অতিভারিয়ং—অতিশয় গুরুতর কার্য। ⇒ **ভারিয়ং**।

অতিভুঞ্জতি (ক্রি) [অতি+√ভুজ+ং+অ] অধিক খাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করা। ⇒ **অতি** (৪খ)। (অতীত) **অতিভুঞ্জি**।

অতিভুত্ত (ক্লী) [অতি+ভুত্ত] অধিক পরিমাণে ভোজন, অতিমাত্রায় আহারকরণ, পরিমাণের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ। (বিণ) অতিভুক্ত, পরিমাণের অতিরিক্ত ভোজন করে এমন।

অতিভোতি (ক্রি) [অতি+√ভূ+অ] (তুলনীয় সংস্কৃত—অতিভবতি, অভিভবতি) শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, সীমা অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, জয় করা, পরাজিত করা, অগ্রস্থান প্রাপ্ত হওয়া, (কিছুর মধ্যে) ভালোটি পাওয়া, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা। = **অজ্ঝোত্থরতি বঞ্চেতি** (জাতক অর্থকথা)। = **অভিভবতি**। (অতীত) **অতিভবি**।

অতিমঞ্ঞতি (ক্রি) [অতি+√মন+য] অতি অবজ্ঞা করা, অতিশয় ঘৃণা করা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করা, খুব উপেক্ষা করা। ⇒ **অতি** (৩ক)। = **অতিক্কমিত্বা মঞ্ঞতি**। (পেতবত্থু) **অতিমঞ্ঞিস্সং; অতিমঞ্ঞিসিং = অতিক্কমিত্বা অবমঞ্ঞিং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **অতিমঞ্ঞি**।

অতিমঞ্ঞনা (স্ত্রী) অত্যন্ত ঔদ্ধত্য, অতি গর্ব, অত্যন্ত অহঙ্কার, অতিশয় ঘৃণা, খুব অপমান, একেবারে আদালত অবমাননা, একেবারে অবজ্ঞা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য, একেবারে উপেক্ষা। (তুলনীয়) **অতিমান**।

অতিমটাহক (বিণ) খুব ছোট, অতি ক্ষুদ্র, অতিশয় খর্ব। = **অতিখুদ্দক** (বিনয় অর্থকথা)। ⇒ **মটাহক**।

অতিমত্ত (বিণ, পুং) অতিমাত্রা, অতিশয়, অধিক, মাত্রা বা সীমাকে অতিক্রম করে এমন, অত্যধিক, অতিরিক্ত।

অতিমত্তা (বিণ, স্ত্রী) = **অতিমত্ত**। ⇒ **অতিমত্ত**।

অতিমনাপ (বিণ) অতি মনোরম, অতিশয় মনোজ্ঞ, খুব প্রিয়, অত্যন্ত সুন্দর, অতি দয়িত। = **অভিমনাপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অতিমনাপ অভিরূপ**।

অতিমনোরম (বিণ) অতি মনোরম, অতিশয় রমণীয়, খুব সন্তোষদায়ক, অত্যন্ত আনন্দদায়ক, অতি মনোজ্ঞ, অতি মুগ্ধকর।

অতিমনোহর (বিণ) অতিশয় মনোহর, অতি মুগ্ধকর, খুব সুন্দর, অত্যন্ত রমণীয়, অতিশয় মনোহারিন। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিমনোহারিন (বিণ) **অতিমনোহর**। ⇒ **অতিমনোহর**।

অতিমন্দ (বিণ) অতি মন্দ, খুব খারাপ, অতিশয় অলস, অতি মৃদু, খুব অল্প, অতি মত্ত, অত্যন্ত নীচ, অতিশয় হতভাগ্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নহে এরূপ, অতিশয় খল, অত্যন্ত অপটু, অতিক্ষীণ, অত্যন্ত দুর্বল।

অতিমন্দক (বিণ) = **অতিমন্দ**। ⇒ **অতিমন্দ**।

অতিমমাযতি (ক্রি) [অতি+মমাযতি; তুলনীয় সংস্কৃত—অতিমমায়তে (অর্থ "হিংসা করা")] অত্যন্ত মমতা প্রদর্শন করা, অতি মায়া দেখানো, অতি সাহায্য করা, অধিক অনুগ্রহ করা, খুব আনুকূল্য করা, অধিকভাবে পক্ষাবলম্বন করা, অধিক নষ্ট করা, অতি আদর করা, অতিশয় সোহাগ করা।

অতিমহন্ত (বিণ) [অতি+মহন্ত] অতি মহৎ, খুব বড়, সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ, খুব উদার, অতিশয় প্রবল, অতি অধিক, অত্যধিক, অতি প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ, খুব প্রচুর, অত্যন্ত বিশাল। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিমাতেতি (ক্রি) = **অতিমাপেতি**। ⇒ **অতিমাপেতি**।

অতিমান (পুং) অতিমান, অনুচিত অভিমান, অতি গর্ব, অতিরিক্ত মান, অতিশয় অহঙ্কার, অতি ঔদ্ধত্য, অত্যন্ত অহমিকা, খুব উচ্চমত, একেবারে আত্মশ্লাঘা, খুব সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য ও উপমা, অলঙ্কার বহুল ভাষা ব্যবহার। (তুলনীয়) **অতিমঞ্ঞনা**।

অতিমানিন (বিণ) অতিমানী, খুব অহঙ্কারী, অত্যন্ত আত্মশ্লাঘাকারী, অনুচিত অভিমানী। (দীর্ঘনিকায়) **যদ্ধ অতিমানিন**। (পুং) অতিমানী ব্যক্তি, অত্যন্ত অহঙ্কারী লোক, যে ব্যক্তির খুব মান বা অভিমান আছে।

অতিমানী = **অতিমানিন**। ⇒ **অতিমানিন**।

অতিমাপেতি (ক্রি) [অতি+মাপেতি] খুব অহিত করা, অতি অপকার করা, একেবারে ধ্বংস করা, খুব ক্ষতি করা, অধিক নষ্ট করা, অত্যন্ত বিরক্ত করা; সম্পূর্ণ বিনাশ করা, অনুচিত বধ করা, একেবারে বধ করা। = **অতিপাতেতি**। ⇒ **অতি** (২ক)। (বি-ভা) **পাণং অতিমাপেতি(অতিপাতেতি)**--জীব হত্যা করা, জীবনে নাশ করা (দীর্ঘনিকায়) = **পাণং হনতি পি পরেহি হনাপেতি**—নিজেও প্রাণিহত্যা করে অপরের দ্বারাও প্রাণিহত্যা করায় (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। অঙ্গুত্তর নিকায় সাহিত্যে শুদ্ধপাঠ "**অতিমাতেতি, অতিপাতেতি**"। (ধর্মপদ) **অতিপাতেতি = পরস্স জীবিতিন্দ্রিয়ং উপচ্ছিন্দতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অতিমুখর (বিণ) অতিমুখরা, অতিভাষী, অত্যন্ত বাচাল, অতি বক্তা, অতিশয় দুর্মুখ, অতি অপ্রিয়ভাষী, আগে আগে অতি কথা বলে এমন, কথায় খুব অগ্রবর্তী, অতি শব্দায়মান, অত্যন্ত কথালু। ⇒ **মুখর**।

অতিমুখরতা (স্ত্রী) অত্যন্ত বাচালতা, অতিশয় দুর্মুখতা, অতি কর্কশ বা অপ্রিয় ভাষণ, আগে আগে অতি কথা বলা, অতি কথা কথন। ⇒ **অতিমুখর**।

অতিমুখরা (বিণ, স্ত্রী) অতিশয় মুখরা। = **অতিমুখর**।

অতিমুত্ত (বিণ) অতিমুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত, নির্বাণ মুক্তিপ্রাপ্ত, নিঃসঙ্গ, বন্ধনশূন্য।

অতিমুত্তক (পুং) ১ কোনও ভিক্ষুর নাম বিশেষ। ২ (সংস্কৃত--অতিমুক্তক) মাধবী ফুলের গাছ বা মাধবীলতা। ৩ মুক্তাকে অতিক্রম করা অর্থাৎ মুক্তাপেক্ষা সুন্দর ও মূল্যবান।

অতিমুদুক (বিণ) [অতি+মুদুক] খুব মৃদু, অতিশয় কোমল, অনুচিত অতীক্ষ্ণ, অতি দয়ালু, অতিক্ষীণ, অতি দুর্বল, অতিশয় ক্ষীণমনা, অত্যন্ত দক্ষ, অতিশয় শান্ত, খুব ধীর, অতি মন্দ, অত্যন্ত আর্দ্র।

অতিযক্খ (পুং) যাদুকর, ইন্দ্রজাল প্রদর্শনকারী ব্যক্তি, ভেলকিওয়ালা, দেবজ্ঞ, ভবিষ্যদ্বক্তা, ফুটবল খেলায় গোলকিপার ছাড়া যে ব্যক্তিরা হাতে বল ধরিতে পারে না। (জাতক অর্থকথা) **ভুতবিজ্জা ইক্‌খণীক**।

অতিযাচক (বিণ) [অতি+যাচক] অতিযাচক, অতিরিক্ত প্রার্থনাকারী, যে ব্যক্তি একবার পাইয়াছে পুনর্বার বা অতিরিক্ত পাইবার জন্য প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি অধিক পাইতে চায়।

অতিযাচনা (স্ত্রী) [অতি+যাচনা] অধিক পাইবার জন্য প্রার্থনা করে অথবা নিজের পরিমাণের অধিক ভিক্ষা করে, অতিরিক্ত যাচঞা, অধিক পরিমাণে ভিক্ষা, অতিরিক্ত প্রার্থনা, অতিরিক্ত চাওয়া।

অতিযাতি (ক্রি) জয় করা, পরাজিত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, সীমা অতিক্রম করা। (অতীত) **অতিযাযি**।

অতিরত্তিং (ক্রি-বিণ) [অতি+রত্তি] অতি রাত্রিতে, মধ্য রাত্রিতে। (তুলনীয়) **অতিদিবা**। (বিপ) **অতিপভাতে**।

অতিরস্‌স (বিণ) [অতি+রস্‌স] অতি হ্রস্ব, অতি লঘু, অতি খর্ব, অতি ছোট, খুব খাটো, একেবারে বামন, খুব বেঁটে। (বিপ) **অতিদীঘ**।

অতিরাজা (পুং) [অতি+রাজা] মহারাজা, শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজাধিরাজা, সম্রাট, রাজার চেয়েও অধিক।

অতিরিচ্চতি (ক্রি) [অতি+√রিচ+য] ছাড়িয়া যাওয়া, ফেলিয়া যাওয়া, ত্যাগ করা, থাকা, অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা, প্রচুর থাকা। ⇒ **রিত্ত**। (অতীত) **অতিরিচ্চ**। (অ-বিণ) **অতিরিত্ত**।

অতিরিত্ত (বিণ) অতিরিক্ত, অবশিষ্ট, যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহা ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। ⇒ **অতিরিচ্চতি**।

অতিরিত্ত ভোজন—কোনো রুগ্ন ভিক্ষুর জন্য যাহা খাদ্যবস্তু দেওয়া হয় সেই রুগ্ন ভিক্ষুর খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে অথবা ভিক্ষুদের জন্য কোনো উপলক্ষে পরিমাণ অপেক্ষা অতিরক্তি খাদ্যবস্তু দান করা হইলে সেই অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু যদি কোন্যে ভিক্ষু খায় উহাকে "**অতিরিক্ত ভোজন**" বলা হয় (এইরূপ খাদ্যভোজন ভিক্ষুদের জন্য অননুমোদিত)। ⇒ **ভোজন**।

অতিরিব (ক্রি-বিণ) আতিশয্যরূপে, অতিরিক্তভাবে, অত্যধিকরূপে, খুব বেশিভাবে, প্রচুররূপে, যথেষ্টভাবে, অতিশয়, অত্যন্ত ।= **অতিবিয**।

অতিরেক (বিণ) অতিরিক্ত, বাড়তি, যে অংশ অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত থাকে, অত্যধিক, অতিশয়, অধিক, অপরিমিত, অবশিষ্ট, চাহিদার অতিরিক্ত, উচ্চ পর্যায়ের। (জাতক) **অতিরেক পদসত**। ⇒ **অতি** (৩খ)।

অতিরেকং (ক্রি-বিণ) খুব বেশিভাবে, অতিরিক্তরূপে, অত্যধিকভাবে, সীমার বাহিরে।

অতিরেকতরং = **অতিরেকং**। ⇒ **অতিরেকং**।

অতিরেক চীবর—অতিরিক্ত চীবর (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বস্ত্র), পরিহিত চীবর ব্যতীত অন্য অতিরিক্ত চীবর। = **অচ্চেক চীবর**।

অতিরেকতা (স্ত্রী) অতিরিক্ততা, প্রাচুর্যতা, আতিশয্যতা,

বাড়তি, অতিরক্তি বা উদ্বৃত্ত অংশ, প্রয়োজনের বা চাহিদার অতিরিক্ত, আধিক্য, অপরিমিততা, অতিরেক, অমিতাচার।

অতিরেক পাদ—পায়ের অতিরিক্ত গুরুত্ব বা গুণ, পায়ের অত্যন্ত উপকারিতা বা যোগ্যতা, এক পদক্ষেপের অতিরিক্ত, পদবিস্তারের অতিরিক্ত।

অতিরেক মানিন (বিণ, পুং) অত্যন্ত অহঙ্কারী, অতিরিক্তভাবে গর্বিত, যাহার অতিমাত্রায় মান আছে। ⇒ **মানিন**।

অতিরোচতি (ক্রি) [অতি+√রুচ+অ] বাহিরে দেদীপ্যমান হওয়া, অতি আলোক দেওয়া, অধিক কিরণ দেওয়া, অত্যন্ত দীপ্তিমান হওয়া, বহির্দীপ্ত হওয়া, অতিশয় উজ্জ্বল হওয়া, জাঁকালোভাবে কিরণ দেওয়া, অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া কিরণ দেওয়া, প্রভায় অতিক্রম করা, অতি শ্রেষ্ঠ হওয়া। ⇒ **অতি** (৩ক)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অতিরোচতি বিরোচতি**। = **অতিক্কমিত্বা বিরোচতি; অতিবিয বিরোচতি**। (অতীত) **অতিরোচি**। (করণে) **অতিরোচেতি**।

অতিরোচেতি (ক্রি) = **অতিরোচতি**। ⇒ **অতিরোচতি**।

অতিলহুকং (ক্রি-বিণ) অতি শীঘ্র, খুব শীঘ্ররূপে, অতি সত্বর, অবিলম্বে, অচিরাৎ, অতি ঝটিতি, ত্বরিতভাবে।

অতিলীন (বিণ) অতিলীন, সাংসারিক বিষয়ে অতি মাত্রায় সম্পর্কিত বা লিপ্ত, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত।

অতিলীন ছন্দ—অতিশয় সংসক্ত ইচ্ছা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকার ইচ্ছা।

অতিলীন বিরিয—অতি অল্প উদ্যম বা চেষ্টা। (বিপ) **অচ্চারদ্ধ বিরিয**।

অতিলুদ্ধ (বিণ) অত্যন্ত লোভী, অতিশয় কৃপণ, অতি কৃপণ স্বভাবের, অতি লঘুচেতা, খুব শক্ত, কঠোর, বাধ্যতামূলক।

অতিলূখ (বিণ) অত্যন্ত দুঃখী, অতিশয় দীন, অত্যন্ত জঘন্য, অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত শোচনীয়, অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি দুঃস্থ, খুব নিঃস্ব, অতিশয় ঘৃণ্য।

অতিলোম (বিণ) অতিলোম, খুব লোমযুক্ত, অতিলোমন, অতিশয় রোমশ, যাহার শরীরে খুব বেশি লোম বা কেশ আছে।

অতিবঙ্ক (বিণ) অতিবঙ্ক, অনুচিত বক্র, অতিরিক্ত বাঁকা, অত্যন্ত কুটিল, অত্যন্ত বক্র, অতি বঙ্কিম। ⇒ **বঙ্কাতিবঙ্ক**।

অতিবঙ্কিন (বিণ) = **অতিবঙ্ক**। ⇒ **অতিবঙ্ক**। = **বঙ্কাতিবঙ্ক**।

অতিবণ্ণতি (ক্রি) [অতি+বণ্ণতি] বিশেষরূপে অতিক্রম করা, অধিকতর ভালো করা বা হওয়া, শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, সীমা অতিক্রম করা। ২ অতিরিক্তরূপে বর্ণনা করা, খুব আখ্যায়িত করা, অতিরঞ্জিত করা, অতিশয় প্রশংসা করা।

অতিবত্ত (বিণ) অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত, বিজিত, জয়কৃত, পরাজিত, দমিত, শাসিত, ক্ষমতাবর্তিত। (সূত্রনিপাত) **ভব'তিবত্ত**। **অতিক্কন্ত, বীতিবত্ত**। (জাতক) **ভয'তিবত্ত**। ⇒ **অতিবত্ততি**।

অতিবত্ততি (ক্রি) [অতি+√বত+অ] উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, অতিক্রম করা, লঙ্ঘন করা, জয় করা, পরাজয় করা, অধিকার করা, দমন করা, শাসন করা, উত্তীর্ণ হওয়া। (বিনয়) **অমুদ্দো বেলং ন'তিবত্ততি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সংসারং অতিবত্ততি**। (অ-বিণ) **অতিবত্ত**। (করণে) **অতিবত্তেতি**। সংস্কৃত —অতিবর্ততে।

অতিবত্তর (পুং) ১ যে ব্যক্তি অপমান করে অথবা কুপিত করে, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট করে অথবা গালিনিন্দা করে। (জাতক) **ইসীনং অতিবত্তারো = ফরুসবাচাহি অতিক্কমিত্বা বত্তারো** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অতিবাক্য**। ২ যে ব্যক্তি জয় করে অথবা জয় করিতেছে। (সূত্রনিপাতে) **স্বাতিবত্তা = দুরতিবত্তা দুত্তরা দুপ্পতরা** (মহানির্দেশ)।

অতিবত্তেতি (ক্রি) [অতি+√বত+এ] জয় করা, পরাজয় করা, শাসন করা, দমন করা। (অতীত) **অতিবত্তেসি**। ⇒ **অতিবত্ততি**।

অতিবস (বিণ) [অতি+বস] অতিবশ বা অতিশয় বশীভূত, পরনির্ভরশীল, অন্যের আয়ত্তাধীন, পরের অধীন, অপরের অধীনস্থ, অন্যের বশীভূত, অপরের প্রভাবাধীন। = **বসে বত্ততি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অতিবস্‌সতি (ক্রি) [অতি+√বস্‌স+অ] বৃষ্টি পড়িতে থাকা, (কিছুর মধ্যে অথবা কিছুর উপর) বৃষ্টি পড়া। (তুলনীয়) **অভিবস্‌সতি**। (অতীত) **অতিবস্‌সি**। (অ-বিণ) **অতিবুট্‌ঠ**।

অতিবাক্য (ক্লী) তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, কলঙ্ক, নিন্দা, কুব্যবহার, অপব্যবহার, অত্যাচার, গালাগালি, অভিশাপ, কুপ্রথা, মন্দ তিরস্কার। = **অট্‌ঠ অনরিয-বোহার-বসেন পবত্তং বীতিক্কম বচনং** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অতিবাত (পুং) অতিবাত, প্রবল ঝটিকা, তুফান, ঝড়, জোড়ে প্রবাহমান বাত্যা।

অতিবাযতি (ক্রি) [অতি+বাযতি] তুফান হওয়া, (খুব বেশি) সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ করা, পরিতৃপ্ত করা, পরিতুষ্ট করা, ভিতর দিয়া প্রবেশ করা, গর্ত দিয়া গমন করা, ভেদ করা, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা, প্রবাহিত হওয়া, অতি বা জোরে প্রবাহিত হওয়া, জোরে বায়ু বহা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অতিবাযতি বাযতি**। (তুলনীয়) **অভিবাযতি**।

অতিবাহ (বিণ) (তুলনীয় সংস্কৃত—অতিবহতি, অভিবাহ) ভারী বোঝা বহনকারী, ভারী বোঝা উপরে উত্থোলনকারী, ভারী বোঝাবাহী। (পুং) বহন, বহনকরণ, বিক্রয়পত্র বা কবলা, সম্পত্তির হস্তান্তরণ, গাড়ি ইত্যাদি যান, বহনকারী লোক, পথ প্রদর্শক, উপদেষ্টা, বাহক, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক, পথনির্দেশক, নায়ক, নেতা, ব্যবস্থাপক, (তড়িৎ)

পরিবাহী, বিজলি দণ্ড, ট্রামগাড়ি প্রভৃতির) পরিচালক, সংবাদদাতা, যে ব্যক্তি জ্ঞাপন করে। থেরগাথায় "**সীল** (সচ্চরিত্র)" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (তুলনীয়) **অতিবাহিক**।

অতিবাহক (পুং) যে ভারী বোঝা বহন করে, ভারী বোঝা বাহক, ভারী, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক।

অতিবাহিক (পুং) সম্পত্তি হস্তান্তর করার মালিক, মালবাহী যানের মালিক, পথপ্রদর্শক, নায়ক, নেতা, (তড়িৎ)পরিবাহী, বিজলি দণ্ড, ট্রামগাড়ি প্রভৃতির) পরিচালক, সৈন্য পরিচালক। (জাতক) **অতিবাহিক পুরিস**।

অতিবিকাল (বিণ) [অতি+বিকাল] অসময়ে, অপরাহ্ণ, অতি অসময়ে, অতি অনুপযোগী সময়, অতি বৈকাল, অতি অপরাহ্ণ, অতি অসময়। = **সুটঠু বিকাল**। (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিবিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অতি+√বিধ+অং, সংস্কৃত—অতিবিধ্যতি) বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, ভিতরে প্রবেশ করা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, কিছুর মধ্য দিয়া দেখা। (অতীত) **অতিবিজ্‌ঝি**। (ক্রি-বি) **অতিবিজ্‌ঝি, অতিবিজ্‌ঝ**; (মধ্যম নিকায়) **পঞ্ঞায অতিবিজ্‌ঝ পস্সতি**—প্রজ্ঞা দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা (অর্থাৎ সর্বপ্রকারে বিস্তৃতভাবে জানা)।

অতিবিয (ক্রি-বিণ) [অতি+বিয; সংস্কৃত—অতীব] অতিশয়, অতীব, অত্যন্ত, খুব, খুব বেশি। ইহা তিন প্রকারের হয়, যথা—**১** [অতি+ইব] **অতীব**, **২** [অতি+ইব] **অতিরিব**, **৩** [অতি+বিয] **অতিবিয**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতিবিয উপকার**—অত্যন্ত উপকার।

অতিবিসা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অতিবিষা) অতিবিষা, ওষধিবিশেষ, আতইচ। ইহা এক জাতীয় ছোট গাছ অথবা লতা।

অতিবিস্‌সট্‌ঠ (বিণ) [অতি+বিস্‌সট্‌ঠ] খুব প্রচুর। (জাতক) **অতিবিস্‌সট্‌ঠ বাক্য**—যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, অতি কথালু, বাক্যবাগীশ, বাচাল।

অতিবিস্‌সাসিক (বিণ) [অতি+বিস্‌সাসিক] অতি বিশ্বস্ত, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, খুব গোপনীয়।

অতিবিস্‌সুত (বিণ) [অতি+বিস্‌সুত] অতি বিশ্রুত, অতিশয় বিখ্যাত, খুব প্রসিদ্ধ, সর্বজন জ্ঞাত, খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অত্যন্ত যশস্বী, সাতিশয় প্রসিদ্ধ।

অতিবুট্‌ঠ (বিণ) অতি বর্ষিত, খুব বৃষ্টিপাত হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অতিবস্‌সতি**।

অতিবেঠেতি (ক্রি) [অতি+√বেষ্ট+এ; সংস্কৃত—অভিবেষ্টতে] গুটাইয়া রাখা, ভাঁজ করিয়া রাখা, জড়াইয়া রাখা, মোড়িয়া রাখা, ঢাকিয়া রাখা, আবরণ দেওয়া, আবদ্ধ করা, চাপাইয়া রাখা, চাপ দেওয়া, ভেদ করা, পীড়ন করা, দমন করা, ঢাকনা দেওয়া, শ্বাসরোধ করা, শ্বাসরুদ্ধ করা, নিভানো বা নিভাইয়া দেওয়া, চাপা দেওয়া। (জাতক অর্থকথা) **অতিবিয বেঠেতি পীলেতি**। (তুলনীয়) **অভিবেঠেতি**।

অতিবেল (বিণ) [অতি+বেল] সময়াতিরিক্ত, গৌণ, বেলা অধিক হইয়াছে এরূপ, বিলম্বিত। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিবেলং (ক্লী) অতি দীর্ঘ সময়, অতিবেলা, সময়াধিক্য, বিলম্ব, গৌণ, দেরি; (বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের অভিধানে) রক্ষিত সময়, নির্দিষ্ট সময়। (ক্রি-বিণ) অধিক সময়ে, অপরিমিত সময়ে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে, সুদীর্ঘ সময়ে, অতিবিলম্বে, খুব দেরিতে, অতিবেলায়। = **অতিকালং অতিচিরং'তি অত্থো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অতিবেল ভাণিন (বিণ) অধিক সময় পর্যন্ত বলে বা ভাষণ করে এমন, অধিকমাত্রায় বলে এমন। ⇒ **ভাণিন**।

অতিসঞ্চর (অতিসঞ্চার?)—(বিণ) [অতি+সঞ্চার] ইতস্তত শুধু ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, অতিশয় সঞ্চরণশীল, বিভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক খুবই ঘোরাফেরা করে এমন।

অতিসণ্‌হ (বিণ) [অতি+সণ্‌হ] অত্যন্ত ধূর্ত, খুব চতুর, অতিশয় কূট, অতি অন্তদর্শী, (বর্ণনায়, সংজ্ঞানিরূপণে বা ব্যাখ্যান বিষয়ে) অতিশয় শক্ত বা দুরূহ।

অতিসন্ত (বিণ) [অতি+সন্ত] অতি সাধু, খুব শান্ত, নিতান্ত সন্ত, অতি শান্তিময়, অতিশয় নিস্তব্ধ, খুব প্রশান্ত, অতিশয় জিতেন্দ্রিয়, খুব সৌম্য, সাতিশয় শিষ্ট, অতি বিনীত, একেবারে উপশম গুণবিশিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে সমগুণবিশিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত, সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত, অতি বিনষ্ট, অতিমৃত, অতি বিশুদ্ধ, স্থিরতিশয় শান্তিপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণরূপে দমিত।

অতিসম্বাধ (বিণ) [অতি+সম্বাধ] অতিশয় সঙ্কীর্ণ, একেবারে সীমাবদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে সংবদ্ধ, অতি টানটান, খুব আঁটসাঁট, অত্যন্ত বাধ বাধ ভাব, অতিশয় বাধাবিশিষ্ট, অতি আবদ্ধতাজনিত, নিতান্ত আলগা নয় এমন, অত্যন্ত মাতাল, খুব কৃপণ, অতিশয় বিরল, খুব সঙ্কীর্ণ, অতি ঘনসংবদ্ধ। (তুলনীয়) **অতিনীচক, সম্বাধতর**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতিসম্বাধ চক্কবাল**। ⇒ **অতি** (৪ক)।

অতিসম্বাধতা (স্ত্রী) অতিশয় সঙ্কীর্ণ অবস্থা, অতি অপ্রশস্ত অবস্থা, অত্যন্ত অনুদারতা বা স্বার্থপরতা, খুব সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা, অতি সন্নিহিত বা অদূরবর্তী অবস্থা, খুব যত্নবান বা সাবধান অবস্থা, সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধতা, একেবারে সংবদ্ধতা। ⇒ **সম্বাধ**(১)।

অতিসয (পুং) (সংস্কৃত—অতিশয়) আতিশয্য, প্রাচুর্য, প্রচুরতা, শ্রেষ্ঠতা, উৎকৃষ্টতা, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রতিষ্ঠা, সদগুণ, গুণ, উৎকর্ষ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রমাণ। = **বিসেস**। ⇒ **অতি** (১খ)।

অতিসযতি (ক্রি) [অতি+√সী+অ] অতিক্রম করা, অতিরিক্ত করা, অত্যধিক করা, অধিকতর ভালো হওয়া

বা করা, শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, সীমা অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বিখ্যাত হওয়া। (ক্রি-বি) **অতিসযিত্বা;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অতিসযিত্বা অতিক্কমিত্বা**।

অতিসযেন (ক্রি-বিণ) অতিশয়রূপে, অত্যন্তভাবে, অত্যধিকভাবে, অতিরিক্তরূপে।

অতিসর (বিণ) লঙ্ঘন করে এমন, (নিয়ম) ভঙ্গ করে এমন, পাপকার্যকারী, পাপী, অপরাধী, দোষী, অধর্মকারী। (তুলনীয়) **অচ্চসর, অতিসার**।

অতিসরতি (ক্রি) [অতি+√সর+অ] বহুদূরে যাওয়া, দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া, সীমার বাহিরে যাওয়া, সীমা অতিক্রম করা বা লঙ্ঘন করা, বিধি ভঙ্গ করা, অপরাধ করা, অপরাধী হওয়া, পাপ করা, অধর্ম করা। (অতীত) **অতিসরি, অচ্চসরি,** (বিপরীত— **পচ্চসরি**), **অতিধাবি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **অতিসিত্বা** (**অতিসরিত্বা** শব্দের পরিবর্তে); = **অতিক্কমিত্বা** (মহানির্দেশ)।

অতিসাযং (ক্রি-বিণ) [অতি+সাযং] অতি গৌণে, অতি বিলম্বে, অতি দেরিতে অর্থাৎ অপরাহ্ণে, বৈকালে, খুব বেশি দেরিতে, উচিত সময়ের পরে, ঠিক বা নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে।

অতিসার (পুং) [সংস্কৃত—অতিসার (ভিন্ন অর্থে); বৌদ্ধসংস্কৃত—অতিসার (সাতিসার) (সমার্থে)]। ১ অনেক দূর গমন, সীমা অতিক্রম, সীমা লঙ্ঘন, অনধিকার প্রবেশ, অবৈধ প্রবেশ, ভয়, পিছলানো বা পিছলাইয়া পতন, পা পিছলাইবার দ্রব্য বিশেষ, স্খলন বা পদস্খলন, ভ্রম, ভুল, পলায়ন, বৃক্ষের শাখা, ফেঁকড়ি, কলম, কাগজ বা কাঠের সরু ফালি, অধোবাস বা অন্তর্বাস, মিথ্যা পদক্ষেপ, ভুল পথে চলন, ভুল উপায়, বিপদ, অনিষ্ট। (বিনয়) **সাতিসার**। (সূত্রনিপাত) **অতিসারং দিট্ঠিযো = দিট্ঠিগতানি** (মহানির্দেশ)। (জাতক) **ধম্ম'তিসার**—ধর্মের বা সত্যের প্রকৃত সীমার বাহিরে গমন অর্থাৎ সত্য বা বিধি ভঙ্গকরণ। ২ (বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের অভিধান মতে) আমাশয় রোগ। ⇒ **ধম্মতিসার, সাতিসার, অতিসর, অতি** (৩খ)।

অতিসিথিল (বিণ) [অতি+সিথিল] অতিশিথিল, খুব আলগা, অত্যন্ত শ্লথ, অতি ঢিলা, অত্যন্ত অলস, অধিক জড়, অতিশয় ক্লান্ত, খুব অবসন্ন, অতি ক্ষীণ, খুব ক্ষয়প্রাপ্ত, অত্যন্ত দুর্বল।

অতিসীত (বিণ) [অতি+সীত] অতিশীত, খুব ঠাণ্ডা, অসহ্য শীত। (তুলনীয়) **অতিসীতল**।

অতিসীতল (বিণ) [অতি+সীতল] অতিশয় শীতল, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। (তুলনীয়) **অতিসীত**।

অতিসুখুমাল (বিণ) দেখিতে খুব সুন্দর, অতি সুগঠিত, অতি সুন্দর, খুব সুন্দররূপে গঠিত। ⇒ **সুখুমাল**।

অতিসুখমালতা (স্ত্রী) অতি সুন্দর গঠন। ⇒ **সুখুমালতা**।

অতিসুণ (পুং) প্রচণ্ড কুকুর, উন্মত্ত কুকুর, ক্ষিপ্ত কুকুর।

অতিহট্ঠ (বিণ) [অতি+হট্ঠ] অতি হৃষ্ট, অত্যন্ত তুষ্ট, খুব সন্তুষ্ট।

অতিহরতি (ক্রি) [অতি+√হর+অ] লইয়া আসা, আনা, বহন করিয়া আনা, টানিয়া আনা, কিছুর উপর দিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া নেওয়া। (অতীত) **অতিহরি, অতিহসি**। (অ-বিণ) **অতিহিত**। (করণে) **অতিহরাপেতি**।

অতিহরাপেতি (ক্রি) আনানো, আনয়ন করানো, (শস্য) কাটানো, (শস্য) সংগ্রহ করানো। ⇒ **অতিহরতি**।

অতিহিত (বিণ) আনীত, (শস্য) রোপিত বা সংগৃহীত, (শস্য) কর্তিত, ঘরে উৎপন্ন। (থেরগাথা) **বীহি অতিহিত**।

অতিহীন (বিণ) [অতি+হীন] অতিহীন, নিরতিশয় সহায়সম্পদহীন, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ, খুব নিঃস্ব, অতি দরিদ্র, অতি দুঃস্থ, খুব হীন অবস্থাপ্রাপ্ত। (বিপ) **অচ্চগাল্হ**।

অতিহীলতি (ক্রি) = **অতিহিলেতি**। ⇒ **অতিহিলেতি**। (করণে) **অতিহিলেতি, অতিহেলতি**।

অতিহীলেতি (ক্রি) [অতি+√হীড়+এ] অত্যন্ত অবজ্ঞা করা, অতিশয় ঘৃণা করা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করা। = **অতিমঞ্ঞতি** (জাতক অর্থকথা) ⇒ **অতিহীলতি**।

অতিহেলতি (ক্রি) = **অতিহীলেতি**। ⇒ **অতিহীলেতি**। ⇒ **অতিহীলতি**।

অতীত (বিণ) ১ অতীত, গত, যাহা গত হইয়া গিয়াছে, ভূত, মৃত, অতিক্রান্ত। ⇒ **অতি** (৩খ)। (সংযুক্ত নিকায়) **অতীতং অদ্ধানং = অততমদ্ধানং**। (পেতবত্থু) **অতীতানং,** (বিশেষ বর্ণনায়) **অত্তভাবানং, পরিযন্তো ন দিস্সতি**। (ধর্মপদ) **খণাতীত**। (সূত্রনিপাত) **অতীত যোব্বন**। (পুং, ক্লী) অতীত সময়, অতীতকাল, বিগত সময়। (ওকাস বা অধিকরণ) **অতীতে**—একদা, অতীতে, এক সময়ে, অতীত কালে, প্রাচীন কালে (জাতক)। (জাতক) **অতীতং আহরি**—অতীত কথা বা বিষয় অর্থাৎ জাতক বলিল। (সংযুক্ত নিকায়) **অতীতং নানুসোচতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অতীতং একো অন্তো**। (বিপ) **অনাগত**— ভবিষ্যৎ; **পচ্চুপ্পন্ন**— বর্তমান। (যৌগিকে) **অতীতানাগতে**— অতীতকালে এবং ভবিষ্যতে (সংযুক্ত নিকায়); (দীর্ঘনিকায়) **অতীত' নাগত-পচ্চুপ্পন্ন**। ২ অতিক্রান্ত, অতিবাহিত, জয়কৃত, বিজিত, অতীত বা গত হইয়াছে এমন, মৃত, মৃত্যু হইয়াছে এমন, দমিত, জিত, দমন করা হইয়াছে এমন, দুর্বলকৃত, মুক্ত। (তুলনীয়) **অচ্চয**। ⇒ **অতি-এতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **মরণং অনতীত**—মৃত্যু হইতে মুক্ত নয় এরূপ, মৃত্যুকে অতীত বা জয় করা যায় না এরূপ; **সব্ব বের ভযাতীত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সব্বসংযোজনাতীত** সর্ব প্রকার সংযোজন বা বন্ধন হইতে মুক্ত। (সূত্রনিপাত) **কপ্পাতীত;** (চন্দ্র সম্পর্কে) **খযাতীত= উনভাবং অতীত**—উনত্বমুক্ত বা ক্ষয়মুক্ত অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ৩ অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত, বিধি-ভঙ্গ করিয়াছে এমন, অপরাধী, পাপী, উপেক্ষিত, তুচ্ছকৃত। (তুলনীয়) **অচ্চয**। (ধম্মপদ) **ধম্মং অতীত**।

অতীতং (ক্লী) অতীতকাল। ⇒ **অতীত** [২ (পুং, ক্লী)]।

অতীতকাল (ব্যাকরণে) অতীতকাল। **পরোক্‌খা, হীয়ত্তনী, অজ্জতনী**—এই তিনটি অতীতকালেরই স্বরূপ এবং অন্তর্গত।

অতীত জাতিযং—অতীত জন্মে, পূর্বজন্মে, পূর্ব পূর্ব জন্মে। = **পুরে**। ⇒ **জাতি**।

অতীত ভবে—অতীত জন্মে, পূর্বজন্মে। ⇒ **পুরে**।

অতীতমদ্ধানং [অতীতং+অদ্ধানং] অতীতে, অতীতকালে, পূর্বসময়ে, পূর্ব পূর্ব সময়ে, বিগতকালে, অতীত সময়ে। ⇒ **অতীত** (১)।

অতীত যোব্বন (বিণ) বিগত যৌবন, যৌবনকাল অতীত বা গত হইয়াছে এমন, যাহার যৌবনকাল গত হইয়াছে। **অতীত** (১)।

অতীত সখু (বিণ) যাহার শাস্তা বা গুরুর মৃত্যু হইয়াছে। (বিপ) **সখুক**।

অতীত সখুক ⇒ **সখুক**।

অতীতাংস [অতীত+অংস] অতীত অংশ, অতীত ভাগ, গত অংশ, যে অংশ বা ভাগ গত হইয়াছে, অতীত। = **অতীত কোট্ঠসে, অতিক্কন্ত ভবেস্‌তি অত্থো**।

অতীতানাগত [অতীত+অনাগত] অতীত এবং ভবিষ্যৎ, ভূত-ভবিষ্যৎ। ⇒ **অতীত** [১ (ক্লী)]।

অতীতা'নাগত-পচ্চুপ্পন্ন [অতীত+অনাগত+পচ্চুপ্পন্ন] ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ; ইহা কোনো কোনো সময়ে পেতবত্থু অর্থকথায় সমান অর্থে "**অতীত-পচ্চুপ্পন্ন-অনাগত**" রূপেও দৃষ্ট হয়। ⇒ **অতীত** [১ (ক্লী)]।

অতীতারম্মণ [অতীত+আরম্মণ] অতীত আরমণ বা অবলম্বন, মনের মধ্যে প্রকাশমান অতীত অবস্থা।

অতীতে (ক্রি-বিণ) অতীতে, অতীতকালে, একদা, এক সময়ে, পুরাকালে, প্রাচীনকালে, পূর্বে বা পূর্ব সময়ে, বহুপূর্বে বা পূর্ব পূর্ব সময়ে। ⇒ **অতীত** [১ (ক্লী)]।

অতীর দস্‌সনী (বিণ, স্ত্রীং) সমুদ্রের অথবা নদীর কূল বা তটভূমি দেখা যায় না এমন। (জাতক) **অতীর দস্‌সনী নাবা**।

অতীর দস্‌সিন (বিণ, পুং) [অ+তীর+দস্‌সিন] অতীরদর্শিন, অতীরদর্শী, তীর বা সৈকত দেখা যায় না এমন। ⇒ **অতীরদস্‌সনী**।

অতীরেতি (ক্রি) উত্তীর্ণ হয় না, পার হয় না বা পার হওয়া যায় না। (ক্রি-বি) **অতীরেত্বা**।

অতীরেন্তো (বিণ) = **অবিনিব্‌ভুজং**। ⇒ **অবিনিব্‌ভজং**।

অতীব (ক্রি-রিণ) [অতি+ইব] অতিশয়, অধিক, অতীব, অত্যধিকভাবে, অত্যন্ত অধিকরূপে। ⇒ **অতিবিয**।

অতুট্‌ঠ (বিণ) অতুষ্ট, অসন্তুষ্ট, রুষ্ট, রাগান্বিত, দৌর্মনস্য, মুখ ভারী করা, অনিচ্ছুক, ক্রুদ্ধ, নৈরাশ্যজনক, বিষাদিত। (বিপ) **তুট্‌ঠ**। ⇒ **কুদ্ধ, রুট্‌ঠ**।

অতুট্‌ঠমানস—বিষাদ মনে, নিরাশ মনে, রুষ্ট মনে, অতুষ্ট মনে। ⇒ **অতুট্‌ঠ**।

অতুরিত (বিণ) মন্থর, ধীর, (অবসর সময়ে) সুচিন্তিত।

অতুরিতং (ক্রি-বিণ) আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, তাড়াতাড়ি না করিয়া।

অতুল (বিণ) অতুল, অতুলনীয়, যাহার তুলনা করা যায় না, অনুপম, অসদৃশ, অতুল্য, তুলনাহীন, সাদৃশরহিত, অপরিমেয়, অতি সুন্দর। = **অনুপম, অপ্পমাণ, অসদিসরূপ**।

অতুলিযা গুণা (বিণ) অতুলনীয় গুণযুক্ত, অপরিমেয় গুণমণ্ডিত, অপরিসীম গুণে গুণান্বিত। ⇒ **তুল্য**।

অতুলেতি (ক্রি) তুলনা করে না, তুলনা হয় না, তুলনা করা যায় না। (ক্রি-বি) **অতুলেত্বা**।

অতুল্য (বিণ) অতুল্য, অতুলনীয়, অপ্রমেয়, অসমান, অনির্ধারিত। ⇒ **তুল্য**।

অতুল্ল = **অতুল্য**। ⇒ **অতুল্য**। ⇒ **তুল্ল**।

অতেকিচ্ছ (বিণ) ক্ষমা করা যায় না এমন, অচিকিৎস্য, অসংশোধনীয়, অনারোগ্য।

অতো (ক্রি-বিণ) অতএব, সুতরাং, কাজে, কাজেই, সম্প্রতি, এই স্থান হইতে, এই সময় হইতে, এই কারণ হইতে বা দ্বারা, সেইজন্য, অবশ্য, সেই কারণে। = **ততো**।

অতোণ (পুং) এক শ্রেণীর বাজিকর অথবা দরাবাজিকর (দড়ির উপর দিয়া চলা) (?)।

অত্ত (পুং) আত্ম, আত্মা, নিজ বিষয়, আপনবস্তু, স্বয়ং। **১** (বিণ) (তুলনীয় সংস্কৃত—আত্ত) যাহা তুলিয়া লওয়া বা গ্রহণ করা হইয়াছে, কাল্পনিক, অনুমিত, কল্পিত, কপট। ⇒ **আদদাতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তদত্ত**। (সূত্রনিপাত) **অত্তঞ্ঞহ**। কারক নির্ণয়:—(কর্তৃ) **অত্তা**। (কর্ম) **অত্তানং, অত্তং**। (সম্প্রদান) **অত্তনো; অত্তনো চ পরতো চ**—নিজ হইতে এবং অপর হইতে। (অপাদান) **অত্ততো**। (সামিবচন বা সম্বন্ধ পদ) **অত্তনো**। (করণ) **অত্তেন, অত্তনা**। (ওকাস বা অধিকরণ) **অত্তনি, অত্তনী**। **২** (বিণ) = **উপত্ত**। "**অঞ্জতি**" ক্রিয়ায় "**উপত্ত**" (অ-বিণ) শব্দ দ্রষ্টব্য।

অত্তং (পুং) = **অত্ত**। ⇒ **অত্ত** (পুং)।

অত্তংপহায—নিজে মরিয়া, স্বয়ং দেহ ত্যাগ করিয়া, নিজে আত্মঘাতী হইয়া।

অত্ত অট্‌ঠম = **অত্তমক**। ⇒ **অত্তমক**।

অত্তকত (বিণ) স্বয়ংকৃত, আপনকৃত, আত্মকৃত, নিজের গড়া। (বিপ) **পরকত**।

অত্তকাম (পুং) আত্মস্নেহ, আত্মপ্রীতি, আত্মভক্তি, নিজের প্রতি ভালোবাসা, আত্ম অনুরাগ, আত্মপ্রেম। (বিণ) আত্মপ্রেমী, আত্মাপ্রেমী, নিজ প্রাণ বা আত্মাকে ভালোবাসে এমন।

অত্তকার (পুং) আত্ম ব্যক্তিত্ব, স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, নির্দিষ্ট ব্যক্তি স্বরূপ, ব্যক্তি বিশেষ। (তুলনীয়) **অহঙ্কার**। (বিপ) **পরকার**। (ক্লী) অত্মকৃত, দাসত্ব। (জাতক) **অত্তকারানি করোন্তি ভত্তুসু**। ⇒ **কার** (২)।

অত্তকিলমথ (পুং) আত্মক্লিষ্ট, স্বীয় রিপুদমন, নিজ ইন্দ্রিয় দমন, আত্মদমন, আত্মনিগ্রহ, স্বীয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আত্ম সংযম।

অত্তগরহিন—আত্মনিন্দা, আত্মতিরস্কার, আত্ম ভর্ৎসনা, নিজের প্রতি ভর্ৎসনা।

অত্তগারব—আত্মগৌরব, আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান। ⇒ **গারব**।

অত্তগুত্ত (বিণ) আত্মগুপ্ত, আত্মরক্ষিত, আত্মদমিত, নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করিয়াছে এমন, নিজের প্রতি সতর্কিত, নিজের প্রতি যত্নকৃত। ⇒ **গুত্ত**।

অত্তগুত্তি (স্ত্রী) আত্মগুপ্তি, নিজের প্রতি সতর্কতা, আত্মরক্ষণ, নিজের ইন্দ্রিয়াদি রক্ষা ব্যাপারে সাবধানতা, আত্মযত্ন, আত্মপ্রেম, নিজের প্রতি ভালোবাসা বা আদর, আত্মসংবরণ, আত্মরক্ষা, আত্মসংযম। ⇒ **গুত্তি**।

অত্তঘঞ্ঞ (ক্লী) আত্মধ্বংস, নিজকে ধ্বংসকরণ, আত্মবিনাশ, আত্মহত্যা, নিজের মৃত্যু। ⇒ **ঘঞ্ঞ**।

অত্তচতুত্থ—স্বয়ং চতুর্থ, নিজেই চতুর্থ স্থানীয় ব্যক্তি বা চতুর্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত, অষ্টম স্থানীয় ব্যক্তি। **অত্তপঞ্চম, অত্ত অট্ঠম, অত্ত-অট্ঠমক**।

অত্তজ (বিণ) আত্মজ, আত্মজাত, নিজ হইতে উৎপন্ন, নিজ দেহ হইতে জাত বা উৎপন্ন। (ধর্মপদ) **অত্তজ পাপ**। (পুং) পুত্র।

অত্তজপুত্ত (পুং) নিজের ঔরসজাত পুত্র, নিজপুত্ত। ⇒ **দিন্নক**।

অত্তজাত (বিণ) = **অত্তজ**। ⇒ **অত্তজ**।

অত্তজ্ঝাসয (বিণ) [অত্ত+অজ্ঝাসয] নিজের জন্য অভিনিবিষ্ট বা একাগ্রচিত্ত, নিজ বিষয়ে ব্যগ্র বা দৃঢ়সঙ্কল্প। (বিপ) **পরজ্ঝাসয**।

অত্তঞ্ঞহ—স্বীয় পূর্ব কাল্পনিক বিষয় প্রত্যাখ্যান করিয়া, নিজের অনুমিত নাকচ করিয়া, নিজের কপটতা ত্যাগ করিয়া। (সূত্রনিপাত) **অত্তংপহায**। (বিপ) **নিরত্ত**। ⇒ **অত্ত** [১ (বিণ)]।

অত্তঞ্ঞু আত্মজ্ঞান।

অত্ততপ (বিণ) নিজ অপমানজনক, আত্মবিরক্তিকর, স্বীয় নিন্দাজনক, আত্মত্যক্তকর, নিজের কষ্টজনক, আত্মক্লেশকর। (বিপ) **পরতপ**। = **অত্তন্তপ**।

অত্ত'ত্থ (পুং) [অত্ত+অত্থ] নিজের লাভ বা মুনাফা, নিজ স্বার্থ, বিশেষরূপে স্বীয় মনোযোগ, নিজের আদর বা স্নেহ, নিজের সুবিধা, আত্মহিত, নিজের অংশ বা ভাগ, নিজ উপকার বা উন্নতি, নিজের লাভ বা মঙ্গল, স্বীয় নিমিত্ত। (বিপ) **পর'ত্থ**। ⇒ **অত্থ, অত্তদত্থ, পর** (৩খ)।

অত্ত'ত্থ পঞ্ঞ (বিণ) স্বার্থপর, স্বার্থবাদী, যে ব্যক্তি আত্মহিতে কথা বলিয়া থাকে, যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থে প্রজ্ঞাপিত করে।

অত্তত্থিয (বিণ) [অত্ত+অত্থিয] নিজের উদ্দেশ্য প্রণোদিত, নিজের প্রয়োজনে মনোযোগী, নিজস্বার্থে বা আত্মবিষয়ে যত্নবান। (পুং) নিজের প্রয়োজনার্থ, স্বার্থপরতা, আত্মসাৎ করিবার উপায় বা কৌশল অবলম্বন।

অত্তদণ্ড (পুং) ১ নিজের লাঠি বা ছড়ি, নিজ হাতের দণ্ডবিশেষ। ২ যে ব্যক্তি হাতে লাঠি বা দণ্ড ধারণ করে, প্রচণ্ড ব্যক্তি, শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান লোক। ⇒ **অত্ত** [১(বিণ)]। (বিণ) প্রবল, প্রচণ্ড, বিক্রমশালী, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি বা আঘাত দ্বারা কৃত, চরম, অসহ্য। (ধর্মপদ) **অত্তদণ্ডেসু নিব্বুত; = অকোধাভিভূত নিব্বুত** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **দণ্ড** (৪)।

অত্তদত্থ (পুং) [অত্ত+দ+অত্থ, অত্ত+অত্থ] আত্ম-উপায়, আত্মরক্ষার উপায়। = **অত্ত'ত্থ**। **অভিঞ্ঞায অত্তদত্থং জানাতি**।

অত্তদন্ত (পুং) নিজের দন্ত বা দাঁত। (বিণ) আত্মদমিত, আত্মসংযমিত, আত্মসংযত, আত্মনিগৃহিত।

অত্তদিট্ঠি (স্ত্রী) আত্মদৃষ্টি, আত্মা অবিনশ্বর বলিয়া ধারণা, আত্মা সম্বন্ধে অনুধ্যান বা বিবেচনা, শাশ্বত দৃষ্টি, আত্মা শাশ্বত বলিয়া ধারণা, আমিত্ব ভাব, আমি নশ্বর বা অবিধ্বংসী এ ধারণা, অহঙ্কার, মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে বলিয়া ধারণা, আত্মা সম্বন্ধীয় বিবেচনা বা কল্পনা, আত্মা আছে বলিয়া ধারণা। (বিপ) **উচ্ছেদদিট্ঠি**। = **সসত দিট্ঠি**।

অত্তদীপ (পুং) আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মপোষণশীলতা। (বিণ) স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, স্বয়ম্ভর, আত্মপোষণশীল, আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন, আত্মপ্রতিষ্ঠ। = **সখা**; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অত্তনো গুণে এব অত্তনো দীপং কত্বা**। (দীর্ঘনিকায়) **অত্তদীপ অত্তসরণ**; (বিপ) **অঞ্ঞদীপ অঞ্ঞসরণ**। ⇒ **দীপ** (২)।

অত্তদীপ অত্তসরণ—আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মশরণ অর্থাৎ নিজকে নিজে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন। ⇒ **অত্তদীপ** (বিণ), **দীপ** (২)।

অত্তদুতিয—নিজে স্বয়ং এবং অপর এক ব্যক্তি, তাহার নিজে এবং অন্য একজন।

অত্তধিপতেয্য [অত্ত+অধিপতেয্য] আত্মবশ, আত্মবিশ্বাস, স্বয়ং প্রভু, স্বাধীন।

অত্তন—**অত্ত** (পুং), **অত্ত** শব্দের সমার্থবাচক। **অত্ত** যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, **অত্তন** প্রায়ই একক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

অত্ত'নথ [অত্ত+অনথ] নিজের অহিত, নিজের সর্বনাশ, স্বীয় অনর্থ বা অনিষ্ট।

অত্তনা—নিজের, আপনার, স্বীয়। (বিপ) **পরেসং**। ⇒ **অত্ত, পর** (৩খ)।

অত্তনাযোগ—আত্ম-উদ্যম, আত্ম-প্রচেষ্টা, নিজ প্রতিযোগিতা বা পরিশ্রম। **যোগ** (৪)।

অত্তনিয (বিণ) আত্মসম্বন্ধীয়, আত্মার স্বভাবযুক্ত, আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করে এমন, আত্মাসদৃশ। (ক্লী) আত্মার স্বভাবযুক্ত কোনো কিছু। **যং খো অনত্তনিযং**—যাহার আত্মা নাই বা আত্মা আছে বলিয়া ধারণা নাই।

অত্তনো—স্বীয়, নিজের, কাহারও নিজের। (বিপ) **পর**। ⇒ **অত্ত, পর** (৩খ)।

অত্তনো এব ⇒ **এব**।

অত্তনো রুচিয ⇒ **রুচি** (৩)।

অত্তন্তপ (বিণ) আত্মন্তপ, নিজের পীড়াজনক, নিজকে পীড়াদায়ক, নিজের দুশ্চিন্তাজনক, নিজ উদ্বেগজনক বা বিরক্তিকর। (বিপ) **পরন্তপ**। = **অত্ততপ**।

অত্তপচ্চক্খ (বিণ) আত্মপ্রত্যক্ষ, স্বয়ং দর্শন। (করণ) **অত্তপচ্চক্খেন**।

অত্তপচ্চক্খিক (বিণ) নিজের চোখে দেখা, স্বয়ং প্রত্যক্ষকৃত, নিজে দেখিয়াছে এমন।

অত্তপচ্চক্খেন (ক্রি-বিণ) নিজের উপস্থিতিতে অর্থাৎ সে নিজে নিজে।

অত্তপচ্চত্থিক (পুং) [অত্ত+পচ্চত্থিক] নিজ ব্যক্তিগত শত্রু বা প্রতিপক্ষ। ⇒ **পচ্চত্থিক**। (বিণ) আত্মদ্রোহী।

অত্তপঞ্চম—স্বয়ং পঞ্চম, নিজেই পঞ্চম স্থানে প্রতিষ্ঠিত বা পঞ্চম স্থানীয় ব্যক্তি।

অত্তপটিলাভ (পুং) স্বীয় অর্জিত ব্যক্তিত্ব, পুনর্জন্ম লাভ, পুনর্বার বা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ। (দীর্ঘনিকায়) **অত্তপটিলাভ তযো**, যথা—ওড়ারিক, মনোময, অরূপ।

অত্তপরবস (বিণ) স্বাধীন। = **অত্তাধীন**।

অত্তপরিতাপ (পুং) আত্ম পরিতাপ, আত্ম যন্ত্রণা, আত্মপীড়া, আত্মোৎপীড়ন। (বিপ) **পরপরিতাপ**। = **আতাপন**।

অত্তপরিতাপন (ক্লী) আত্ম পরিতাপ, স্বীয় শাস্তিভোগ, নিজে পরিশোচনা, স্বীয় অনুশোচনা, অত্মানুশোচনা, আত্মদুঃখপ্রকাশ, আত্মপশ্চাত্তাপ, আত্মবিষয়ে গতালোচনা। = **অত্তপরিতাপ**। (বিপ) **পর পরিতাপন**। (যৌগিকে) **অত্তপরিতাপন আতাপন**।

অত্তপরিত্তা (স্ত্রী) আত্ম পরিত্রাণ, আত্ম রক্ষা, ব্যক্তিগত রক্ষা বা আশ্রয়, আত্ম=উদ্ধার, আত্মমুক্তি। ⇒ **পরিত্ত** (২)।

অত্তপরিভব—আত্মপরিভব, আত্ম পরাজয়, আত্ম অবজ্ঞা।

অত্তব্যাবাধ (বিণ) আত্মবিরোধী। = **অত্তব্যাবাধ**। ⇒ **বাবাধ**।

অত্তভাব (পুং) ১ আত্মভাব, আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস, নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজের স্বাতন্ত্র্য, জীবন্ত প্রাণী, নিজ গঠন, দৈহিক আকৃতি, নিজের স্বভাব, নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিগত চরিত্র, ব্যক্তিগত স্বভাব, আত্ম অবস্থা, আত্ম প্রকৃতি। = **অত্তম্ভাব**। ⇒ **ভাব** (১)। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত:—আত্মভাব অর্থাৎ শরীর (দিব্যাবদান); আত্মভাব প্রতিলম্ভ (অবদান শতক)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তভাব ওলারিক**—প্রকৃত জীবন্ত প্রাণী। ২ জীবন, পুনর্জন্ম, অস্তিত্ব, প্রাণী, জীব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অতীত্তা অত্তভাবা**—অতীত আত্মভাব বা জন্মসমূহ; **অত্তভাবং পবত্তেতি**—আত্মভাব প্রবর্তিত করা, জীবন পরিচালিত করা, বাঁচিয়া থাকা। (যৌগিকে) **অত্তভাব পটিলাভ**—আত্মভাব প্রতিগ্রহণ, স্বীয় অস্তিত্ব অনুমান বা স্বীকারকরণ, প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণকরণ। ধম্মপদ অর্থকথায় **"বিমান"** শব্দের পরিবর্তে ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**তিগাবুতপ্পমাণ অত্তভাব**। ⇒ **বিমান** (জ)। ৩ চরিত্র, মনোভাব বা মনের স্বভাব। = **চিত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অত্তভাব পটিলাভ—আত্মভাব বা অস্তিত্ব প্রাপ্তি। ⇒ **পটিলাভ**।

অত্তভাব যন্ত—গাড়ি ইত্যাদি মেরামতের জন্য নিজের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। = **কম্মযন্ত**।

অত্তমক (পুং) স্বয়ং অষ্টম, নিজে অষ্টম স্থানীয় ব্যক্তি। ⇒ **অট্ঠমক** (১)।

অত্তমন (বিণ) আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, নিরতিশয় আনন্দিত, আহ্লাদিত, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। (পুং) নিজের মন, নিজের ইচ্ছা, আপন মন বা ইচ্ছা, আপনভাব, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, হর্ষ, প্রীতি। = **সকমন** (পুং), **উপট্ঠিত সত্ত, তুট্ঠমনো হট্ঠমনো**। = **অত্তনো মনতা**—(কাহারও) স্বীয় মনোভাব।

অত্তমনতা—(স্ত্রী) আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি, উৎফুল্ল মানসিক শক্তি, হৃষ্ট বা তুষ্ট মানসতা, আনন্দ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ। ⇒ **মনতা**।

অত্তমনা—সন্তুষ্ট হইয়া, প্রসন্ন হইয়া, প্রসন্ন মনে, প্রীত হইয়া, প্রীতমনে, সন্তুষ্ট মনে।

অত্তম্ভাব (পুং) আত্মভাব, নিজের ব্যক্তিত্ব।

অত্তরূপ (ক্লী) আত্মরূপ, স্বীয় স্বরূপ, আত্মগঠনের স্বরূপ, আত্মসদৃশ। (করণে) **অত্তরূপেন**।

অত্তরূপেন (ক্রি-বিণ) কাহারও দ্বারা, নিজের স্বার্থে, নিজের খাতিরে, আমার নিজের নিমিত্ত, নিজের জন্য। ⇒ **অত্তরূপ**।

অত্তবত্থুদান (ক্লী) আত্মবস্তু দান অর্থাৎ যাচকের উপকার হইবে জানিয়া নিজ দেহ হইতে যাচকের প্রয়োজনানুসারে মাংস কাটিয়া দান, হাত কাটিয়া দান, পা কাটিয়া দান, চক্ষু উপড়াইয়া দান, রক্ত দান ইত্যাদি দানকে **"অত্তবত্থুদান"** বা নিজবস্তু দান বলা হয়। ঈদৃশ দান আত্মহত্যার সমতুল্য বলিয়া বৌদ্ধদের পক্ষে নিসিদ্ধ। ⇒ **দান**।

অত্তবধ (পুং) আত্মবধ, আত্মহত্যা, নিজে নিজে ধ্বংস, আত্মবিনাশ।

অত্তবঞ্ঞা (স্ত্রী) আত্ম অবজ্ঞা। = **অত্তঞ্ঞা**।

অত্তবস (বিণ) স্বাধীন। = **অত্তাধীন**। (বিপ) **পরবস**।

অত্তবাদ (পুং) আত্মবাদ, নিজের কথা, নিজ কথা বা নিজের বিষয় বলিয়া গর্বকরণ, অহঙ্কারকরণ, আত্মা আছে বলিয়া মতবাদ বা অনুমান।

অত্তবাদ উপাদান (ক্লী) আত্মবাদ গ্রহণ, আত্মা আছে বলিয়া স্বীকার করণ, আমার অস্তিত্বে আসক্তি। ⇒ **দিট্ঠুপাদান**।

অত্তবেতন--নিজের বেতন বা মাসহারা, নিজের ভরণপোষণের নিমিত্ত আয়করণ, নিজের জীবিকার জন্য আয়করণ।

অত্তব্যাবাধ (পুং) নিজের শান্তি ভঙ্গকরণ, আত্মদুঃখ, নিজের অনিষ্টসাধন, আত্মদুর্দশা, আত্মবিপদ, আত্মদুর্ঘটনা। (বিপ) **পরব্যাবাধ**। ⇒ **ব্যাবাধ**।

অত্তসঞ্চেতনা (স্ত্রী) আত্মবেদনা, স্বীয় জাগ্রত চেতনা, নিজের (ভালমন্দ) উপলব্ধি, আত্মবোধ বা নিজে বুঝিবার জ্ঞান, স্বীয় প্রত্যক্ষ রূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে নিজের উপলব্ধি। (বিপ) **পরসঞ্চেতনা**।

অত্তসম্ভব (বিণ) আত্মসম্ভব, স্বীয় উৎপাদিত, নিজের সৃষ্ট, নিজের করা। (ধম্মপদ) **অত্তসম্ভব পাপ**।

অত্তসম্ভূত (বিণ) আত্মসম্ভূত, নিজের দ্বারা উদ্ভূত, নিজ হইতে আরম্ভ বা উৎপন্ন, স্বীয় জাত, আত্মজাত। (তুলনীয়) **অত্তভাবপরিযাযে অত্তনি সম্ভূত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অত্তসম্মাপণিধি—নিজের সম্যক প্রণিধি, নিজে যথার্থরূপে ধ্যানে সমাহিত, স্বীয় যথাভূত একাগ্রচিত্ত, স্বয়ং যথার্থ সমাধি বা ধ্যাননিষ্ঠ, যথার্থ স্বীয় সমাধিযুক্ত চিত্ত, বাহ্যিক বিষয়ে বা আলম্বনে(অবলম্বনে) স্বীয় অবিচলিত চিত্তের দৃঢ় একাগ্রভাব, সাধনায় সমাহিত স্বীয় চিত্তের বা ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ ভাব, সন্ধানে বা গবেষণায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, নিজকে যথার্থরূপে প্রণিধানকরণ, নিজের মনের মধ্যে ঠিকরূপে একাগ্রতা আনয়নকরণ, যথার্থরূপে নিজকে ধ্যানে নিবিষ্টকরণ। ⇒ **চক্ক, সম্মাপণিধি**।

অত্তসরণ = **অত্তদীপ**। ⇒ **অত্তদীপ**।

অত্তসুখ—আত্মসুখ, স্বীয় কৃতকার্যতা।

অত্তহিত (ক্লী) আত্মহিত, নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন, আত্মমঙ্গল, নিজের উপকার। (বিপ) **পরহিত**।

অত্তহেতু—আত্মহেতু, নিজের জন্য, নিজের কারণে, নিজের ব্যক্তিগত কারণে, আত্ম প্রয়োজনে, নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গলার্থে। (বিপ) **পরহেতু**।

অত্তা (পুং, স্ত্রী, ক্লী) অত্তন বা আত্মা, আত্ম, নিজ, স্বয়ং, আপনি, নিজ, নিজের স্বার্থ, হৃদয়, হৃৎপিণ্ড, কেন্দ্রস্থল, অন্তর, অন্তঃকরণ, সাহস, উৎসাহ, তেজ, গূঢ় অর্থ বা অভিপ্রায়, হৃৎপিণ্ডাকৃতি বস্তু। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচন) **অত্তা;** (বহুবচন) **অত্তা, অত্তানো**। কর্ম (একবচন) **অত্তানং, অত্তং;** (বহুবচন) **অত্তে, অত্তানো**। করণ (একবচন) **অত্তেন, অত্তনা;** (বহুবচন) **অত্তনেহি, অত্তনেভি**। সম্প্রদান (একবচন) **অত্তনো, অত্তস্স;** (বহুবচন) **অত্তানং**। অপাদান (একবচন) **অত্তনা, অত্তস্মা অত্তম্হা;** (বহুবচন) **অত্তনেহি, অত্তনেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধ (একবচন) **অত্তনো, অত্তস্স;** (বহুবচন) **অত্তানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচন) **অত্তনি, অত্তস্মিং, অত্তম্হি;** (বহুবচন) **অত্তনেসু**। আলাপন বা সম্বোধন (একবচন) **অত্ত, অত্তা;** (বহুবচন) **অত্তা, অত্তানো**।

অত্তাণ (বিণ) অত্রাণ, অরক্ষিত, আশ্রয়হীন।

অত্তাদানং আদিযতি [অত্ত+আদানং] ইতঃপূর্বে ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে উত্থাপিত বিধিসঙ্গত বিষয় সম্পর্কীয় বিধি ব্যবস্থা (কেহ) নিজে গ্রহণ করা (বিনয়)।

অত্তাধিপক (পুং) [অত্ত+আধিপক] আপনি মোড়ল, স্বয়ং প্রভু, নিজকে নিজে সর্বময় কর্তা বলিয়া মনে করণ, স্বয়ং শাসক।

অত্তাধিপতি (বিণ) [অত্ত+অধিপতি] স্বশাসিত, স্বয়ং শাসিত, স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত।

অত্তাধিপতেয্য--আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য।

অত্তাধীন (বিণ) [অত্ত + অধীন] স্বাধীন, স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, সচ্ছল, সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক। (বিপ) পরবস। = **অত্তবস, অত্তপরবস**।

অত্তানুদিট্ঠি—আত্মা-সম্বন্ধীয় বিবেচনা বা কল্পনা, আত্মানুধ্যান, আত্মবাদ, আত্মা আছে বলিয়া ধারণা।

অত্তানুবাদ [অত্ত+আনুবাদ] নিজের প্রতি নিন্দাবাদ বা দোষারোপ, স্বীয় কুফলের দায়িত্ব। (বিপ) **পরানুবাদ**।

অত্তানুযোগিন (বিণ) [অত্ত+আনুযোগিন] যে ব্যক্তি নিজের আত্মবিষয়ে (পঞ্চস্কন্ধযুক্ত নামরূপে) মনোযোগের সাহিত ধ্যান বা গবেষণা করে, আত্মার সাধক, যে ব্যক্তি আত্মা-সম্বন্ধে সাধনা বা গবেষণা করে।

অত্তুক্কংসক (বিণ) আত্মপ্রশংসাকারী, যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে করে। (বিপ) **পরবম্ভিন**। ⇒ **উক্কংসক**।

অত্তুক্কংসন (ক্লী) [অত্ত+উক্কংসন] আত্মপ্রশংসা। = **অত্তুক্কংসনা**। (বিপ) **পরবম্ভন**। (বিণ) আত্ম-উন্নীত। (বিপ) পরবম্ভিন। ⇒ **উক্কংসিক**।

অত্তুক্কংসনা (স্ত্রী) ⇒ **উক্কংসনা**। (বিপ) **পরবম্ভনা**।

অত্তুএঞ্ঞা (স্ত্রী) [অত্ত+উএঞ্ঞা] আত্ম অবজ্ঞা, আত্ম অবমাননা, আত্ম দর্পচূর্ণ। = **অত্তবএঞ্ঞা**। ⇒ **উএঞ্ঞা**।

অত্তুদ্দেস [অত্ত+উদ্দেস] আত্ম উদ্দেশ্য, নিজ সম্পর্ক। = **অত্তনো অত্থায**।

অত্তুদ্দেসিক (বিণ) নিজ-সম্পর্কীয়, যে ব্যক্তি আত্মোদ্দেশ্যে কাজ করে।

অত্তপনাযিক ⇒ **উপনাযিক** (১)।

অত্থ (পুং) ১ স্বার্থ, আদর, অংশ, ভাগ, হিত, সুবিধা, লাভ, স্নেহ, সুদ, বৃদ্ধি, বিশেষ মনোযোগ, অপরের উপর প্রাধান্য, সুবিধা, উপকার, উপার্জন, (নৈতিক) উপকার, (ধর্ম-সম্বন্ধীয়) উন্নতি, আশীর্বাদ, মঙ্গল, শুভ, মুনাফা,

সুফল, উপকার, সাফল্য, সৌভাগ্য, কুশল, সুখ, সমৃদ্ধি। (বুদ্ধ সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে) **অত্থস্স নিন্নেত্তর**—মঙ্গল নির্ণয়কারী বা আনয়নকারী; **অত্তনো অত্থ**—নিজের মঙ্গল বা উন্নতি; = **অত্থস্স পত্তি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তনো চ পরস্স চ অত্থ; মুসাবাদেন অত্থং ভঞ্জতি**—মিথ্যা বাক্য দ্বারা মঙ্গল বা উন্নতি নষ্ট করা; (তুলনীয়) **অত্থ-ভঞ্জনক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্থং অনুভোতি**—(সুফল) প্রাপ্ত হওয়া, কোনো অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত হওয়া; **সম্পরায়িক অত্থ**—ভবিষ্যৎ জীবনের লাভ বা উন্নতি; **অনত্থো চ অত্থে চ**—অর্থ এবং অনর্থ লাভ এবং ক্ষতি। চুল নির্দেশে ইহার যৌগিক ব্যবহারে ছয় প্রকার সুযোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—**অত্ত'ত্থ** (আত্ম উপকার বা লাভ, নিজ সাফল্য), **পর'ত্থ** (পরোপকার), **উভয'ত্থ** (আত্ম-পর উভয়ের উপকার), **দিট্ঠিধম্মিক'ত্থ**— (ইহজন্মের লাভ বা উপকার), **সম্পরায়িক'ত্থ** (ভবিষ্যৎ জীবনের লাভ বা উপকার), **পরম'ত্থ** (সর্বপ্রকার পরম বা উচ্চতম উপকার বা লাভ অর্থাৎ অর্হত্ব)। (সূত্রনিপাত) **কো অত্থো সুপিতেন**—ঘুমাইয়া থাকার উপকারিতা কি? = **ন হি সক্কা সুপন্তেন কোচি অত্থো পাপুনিতুং?** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (তুলনীয়) **কো অত্থো সুপিনেন তে** (পেতবত্থু)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্থং সাধেতি**—হিত সাধন করে, উত্তম ফল দান করে; **সম্পরায়িকেন অত্থেন**। (করণ কারকে) **অত্থায়**। **ক)** ধন, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, সৌভাগ্য, সম্পদ, খুব বেশি সংখ্যা বা পরিমাণ (ধন)। = **অত্থ বড্ঢিং** (জাতক অর্থকথা)। ২ প্রয়োজন, আবশ্যকতা, অভাব, দারিদ্র্য, কারণ, উপলক্ষ, সত্য, দরকার, অনুপস্থিতি, নিঃস্বতা, আবশ্যক বস্তু, প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, সুবিধা, অভ্যাস। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্থজাত**। (জাতক) **ন মে অত্থো**—আমার প্রয়োজন নাই। (ধম্মপদ অর্থকথা) **নত্থি এতেহ'ত্থো**— আমার নিকট উহাতে বা উহাদের কোনো প্রয়োজন নাই। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাবদত্থ**। ৩ ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, উপলব্ধি, বোধ, জ্ঞান, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, মত, অভিপ্রায়, বিশ্বাস, ধারণা, মর্ম, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, (শব্দের) আমদানি বা নিহিতার্থ, নামগত অর্থ, নামকরণ, তাৎপর্য। ঈদৃশ প্রয়োগে "**অত্থ**" শব্দের বানান যৌগিক শব্দে প্রায়শ "**অট্ঠ**" হইয়া থাকে, যেমন— **অট্ঠ-উদ্ধতি, অর্থকথা**। ৪ যৌগিকে:—(সংযুক্ত নিকায়) **অত্থং বিভজতি**—অর্থ বা ভাব প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নীত'ত্থ; নেয্য'ত্থ; অত্থং আচিক্খতি**—অনুবাদ করা, অর্থ করা বা ব্যাখ্যা করা। (সূত্রনিপাত) **অত্থং পুচ্ছিত**—অর্থ বা ভাব জিজ্ঞাসিত; **অত্থং অক্খাতি**। (থেরগাথা) **অত্থো পরমো**—উচ্চ ধরনের বা চরম অর্থজনিত ভাব। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পরমত্থতো; অত্থতো**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পদ'ত্থ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্থং বদতি**—অর্থ বলা, অনুবাদ করা; **হিত'ত্থ ধম্মত**া। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা অনুসারে) **তি' অত্থো। অত্থো চ ধম্মো চ**—স্বাভাবিক অর্থ এবং (সাহিত্যগত শব্দের অনুবাদিত) অর্থ, অক্ষর এবং অর্থ বা তাৎপর্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ভাসিত'ত্থঞ্চ পাড়ি** (পালি) **ধম্মঞ্চ; দুট্ঠো অত্থং ন জানাতি ধম্মং ন পস্সতি**—দুষ্ট ব্যক্তি অর্থও বুঝিতে পারে না সারত্বও গ্রহণ করিতে পারে না। (ধর্মপদ) **ভাসিত'ত্থঞ্চ এব দেসনা ধম্মঞ্চ**। (সূত্রনিপাত) **যেন'ত্থেন**—কোনো উদ্দেশ্যে; **কেন অত্থেন** (বর্মাগ্রন্থে); (সাহিত্যে) **অত্তনা**। (জাতক) **অত্থং বা কারণং বা**—যুক্তি ও কারণ, প্রমাণ ও হেতু। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্থ কারণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অযং হ'এত্থ অত্থো**—এখানে ইহাই কারণ। ৫ জড় পদার্থ, বিষয়, ব্যাপার, অসুবিধা-কষ্ট-দোষ ইত্যাদি, লিখিত বা মুদ্রিত বিষয় সমূহ, সার, পরিমাণ, দূরত্ব ইত্যাদি, বিষয়বস্তু, প্রয়োজনীয় বিষয়, পুণ্য, কার্য, (চলতি) যে কোনো ঘটনা, দ্রব্য, সামগ্রী, জিনিস, দরকারি জিনিসপত্র, যে কোনো জড় পদার্থ, আধ্যাত্মিক জিনিস, লোক (অবজ্ঞার্থে), অবস্থা। প্রায়ই ইহার তর্জমা বা অনুবাদ করা যায় না, "ইহা" অথবা "উহা" অর্থে ইহার প্রয়োগ হয় মাত্র। (সংযুক্ত নিকায়) **একেন-পদেন সব্বো অত্থো বুত্তো** একটি মাত্র পদ বা শব্দ দ্বারা সমস্তই বলিয়া ফেলিল। (জাতক) **তং অত্থং**—বিষয়টি; **ইমং অত্থং**—এই; **তং অত্থং পকাসেন্তো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তং অত্থং পুচ্ছি**—ইহা জিজ্ঞাসা করিল; **তং অত্থং বিসজ্জেতি**—ইহা বর্ণনা করে বা ব্যাখ্যা করে; **বুত্তং অত্থং**—যাহা বলা হইয়াছিল। **খ)** কার্য, ব্যাপার, (চলতি) যে কোনো ঘটনা, কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে, মোকদ্দমা, উদাহরণ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, আবরণ, বাক্স, কোষ, বাক্সভর্তি জিনিস, কাঠামো, ছাপার টাইপের আধার, অবস্থা, ঘটনা, তদন্তের বিষয়, ঘটনা-বিবরণ, কারক। (তুলনীয়) **অট্ঠ** (২)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কস্স 'অত্থং ধারেসি**—তুমি কাহার যুক্তি সমর্থন করো? কাহার সহিত তুমি একমত? (ক্রি-বিণ) **ক** (সম্প্রদান কারক) **অত্থায়**—জন্য, এই অভিপ্রায়ে যে, এইস্থানে, এখানে, খাতিরে (জাতক)। (জাতক) **ধন'ত্থায়**—ধনের জন্য; কিমত্থায়—কেন, কিসের জন্য। **খ)** (কর্মকারক) **অত্থং**—কোনো হেতুতে বা কারণে (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দস্সনত্থং**—দর্শনের নিমিত্ত। **গ)** (অপাদান কারক) **অত্থা= অত্থায়**। (জাতক) **পিতু'ত্থা= পিতু'ত্থায়** (জাতক অর্থকথা)। **ঘ** (অধিকরণ কারক) **অত্থে**—পরিবর্তে, বদলে, জন্য। (ক্লী) বাড়ি, ঘর, প্রধানত বিশ্রাম বা আশ্রয় স্থানকে বুঝায়, অস্তগমন, অন্তর্ধান, তিরোধান, অনস্তিত্ব প্রাপ্তি, সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন, নির্বপণ। (বি-ভা) **অত্থঙ্গচ্ছতি**—অস্তমিত হওয়া, তিরোধান হওয়া। (ক্রি) "**অত্থি**" ক্রিয়ার বর্তমান কাল মধ্যম পুরুষ বহুবচন শব্দ "**অত্থ**"। ⇒ **অত্থি**।

অত্থং (ক্রি-বিণ) কোনো হেতুতে বা কারণে, এই অভিপ্রায়ে যে। ⇒ **অত্থ** [ক্রি-বিণ (খ)]।

অত্থংগত ⇒ **গত** (২)।

অত্থল চ অনত্থং চ—অর্থ ও অনর্থ, লাভ এবং ক্ষতি, উপকার এবং বিনাশ। ⇒ **অত্থ** (১), **চ** (২ক)।

অত্থংজীন—অধিকারে বঞ্চিত। ⇒ **জীন**।

অত্থং পলেতি (ক্রি) নির্বাপিত হওয়া। = **অত্থঙ্গমেতি, নিরুজ্ঝতি**। ⇒ **অত্থঙ্গচ্ছতি**।

অত্থকথা (স্ত্রী) অর্থকথা, ব্যাখ্যাপুস্তক, ভাবের ব্যাখ্যা, বিশদ ব্যাখ্যা, ভাষ্য, ত্রিপিটক শাস্ত্রের অর্থকথা বা সহজবোধিনী।

অত্থকর (বিণ) অর্থকর, প্রয়োজনোপযোগী, কার্যকারক, মঙ্গলপ্রদ, ধনপ্রদ, শুভকর, উপকারী, লাভজনক, হিতকারী।

অত্থকরণ (ক্লী) অর্থকরণ, বিচারকরণ, মোকদ্দমা মীমাংসার ব্যবসায়, রায় প্রদান (বিচার গৃহ?)।

অত্থকবি (পুং) অর্থকবি, নীতিগর্ভ বা উপদেশ প্রদানকারী কবি। ⇒ **কবি**।

অত্থকাম (বিণ) ১ শুভজনক, সদিচ্ছজনক, হিতৈষী, দানশীল, সদয়, এবং সহায়ক, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভেচ্ছুক, ধনাভিলাষী, বন্ধু, মঙ্গলকর, পরোপকারী। **অনুকম্পা অত্থকাম**। তুলনীয় সংস্কৃত—অর্থকাম অর্থাৎ ভগবৎ গীত১১-৫:—গুরূন অর্থকামন।(ধর্মপদ) **বহুনো জনস্স অত্থকাম (অত্থকামো)**। ২ ভালো হউক অথবা মন্দ হউক স্বীয় লাভ বা হিতের জন্য ঔৎসুক্য, স্বার্থপর (= লোভী)।

অত্থকামরূপ (বিণ) = **অত্থকাম**। ⇒ **অত্থকাম**।

অত্থকামিন (বিণ) শুভাকাঙ্ক্ষী।= **অত্থকাম**।(সূত্রনিপাত) **দেবতা অত্থকামিনী**।

অত্থকামিনী (বিণ) = **অত্থকামিন**। ⇒ **অত্থকামিন**।

অত্থকারণা (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) লাভের জন্য, হিতের কারণ, লাভের হেতু, লাভের নিমিত্ত, লাভের খাতিরে।

অত্থকুসল (বিণ) অর্থ কৌশল, লাভের উপায়, লাভজনক উপায় বাহির করিতে চতুর, ব্যাখ্যায় দক্ষ। = **অত্থচ্ছেক**।

অত্থক্খাযিন (বিণ) লাভজনক বলিয়া দেখায় এমন, শুভকর বলিয়া দেখায় এমন, উপকারী বলিয়া দেখায় এমন।

অত্থক্খাযী (বিণ) = **অত্থক্খাযিন**। ⇒ **অত্থক্খাযিন**।

অত্থগত (বিণ) অর্থগত, অন্তর্গত, বিনষ্ট, অদৃশ্য, তিরোহিত, নির্বাপিত (যেমন—**নিরুদ্ধ উচ্ছিন্নবিনট্ঠ অনুপাদি সেসায নিব্বান-ধাতুযা নিব্বুত**—অর্থাৎ নিরুদ্ধ উচ্ছিন্ন বিনষ্ট অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নিবুত বা নির্বাপিত। = **অত্থঙ্গত**।

অত্থগতত্ত (ক্লী) অন্তর্ধান, তিরোধান।

অত্থগম (পুং) অস্তগমন, নির্বাণ, বিনাশ, নির্বাপণ, লোপ।

অত্থগমন (ক্লী) অস্তগমন, সূর্যাস্ত। **সুরিযস্স অত্থগমন**—সূর্যাস্ত বা সূর্যের অস্তগমন। = **ওগমন**।

অত্থগমিত (বিণ) অস্তগত, সূর্যাস্তগত।

অত্থগামিন (বিণ) অস্তগামী। (বি-ভা) **উদয-অত্থগামিন**—উদয এবং অস্তগামী, উৎপত্তি ব্যয় অথবা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, জন্ম-মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত, উৎপত্তি ও ব্যয়শীল, জন্ম-মৃত্যুদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অত্থগামী (বিণ) = **অত্থগামিন**। ⇒ **অত্থগামিন**।

অত্থঙ্গচ্ছতি (ক্রি) [অত্থং+গচ্ছতি] অস্তমিত হয়, অস্ত যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাড়ি যাওয়া, অস্তিত্ব নষ্ট হওয়া, অনস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া, অন্তর্ধান হওয়া, সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া, নিবিয়া যাওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, নির্বাপিত হওয়া। = **বিনাসং নখিভাবং গচ্ছতি** (ধর্মপদ অর্থকথা); = **পরিক্খযং গচ্ছতি** (ধম্মপদ অর্থকথা)। (অ-বিণ) **অত্থঙ্গত**। ⇒ **অত্থ** (ক্লী), **গচ্ছতি**।

অত্থঙ্গত (বিণ) [অত্থং+গত] অস্তগত, নির্বাপিত, তিরোহিত, গৃহে গত, অন্তর্হিত, গত, বিশ্রামস্থানে গত, বিনষ্ট। (জাতক) **অত্থঙ্গতে সুরিযে**—সূর্য অস্তমিত হইলে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনত্থঙ্গতে সুরিযে**—সূর্যাস্তের পূর্বে। (চরিত্রে) **অত্থগত** (সূত্রনিপাত)। = **নিরুদ্ধ উচ্ছিন্ন বিনট্ঠ অনুপাদি-সেসায নিব্বান-ধাতুযা নিব্বুত**। ⇒ **অত্থঙ্গচ্ছতি, গত** (২)।

অত্থঙ্গম (পুং) [অত্থং+গম] গৃহে গমন, সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন, অন্তর্ধান, তিরোধান, নির্বাপণ, বিশ্রামে গমন। (বিপ) **সমুদয**। (তুল্যবাচক) **নিরোধ**।

অত্থঙ্গমা (স্ত্রী) = **অত্থঙ্গম**। ⇒ **অত্থঙ্গম**।

অত্থঙ্গমেতি (ক্রি) [অত্থং+গমেতি] অস্ত যাওয়া, অস্তগমন করা, বিনষ্ট হওয়া, অস্তমিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্ধান করা বা হওয়া, নির্বাপিত হওয়া। ⇒ **নিরুজ্ঝতি, অত্থঙ্গচ্ছতি**।

অত্থচর (বিণ) অর্থচর, পরের কার্যে বা মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত, শুভকার্যে লিপ্ত, মঙ্গলকামী, মঙ্গলকারী, উপকারী, মঙ্গলকারক, দয়ালু, ভদ্র, বাধ্যগত, উপকারেচ্ছু।(সংযুক্ত নিকায়) **অত্থচর নরানং**—মানুষের রক্ষার বা মুক্তির উপায় খুঁজিয়া বাহির করে এমন। (পুং) হিতৈষী ব্যক্তি।

অত্থচরক (বিণ, পুং) পরোপকারে আত্মোৎসর্গকারী, সহগামী, কার্যকারক, প্রতিনিধি, পরোপকারী, মঙ্গলকামী, পরের সাহায্যকারী অর্থাৎ কার্যকারক, আদেশ পালনকারী, সংবাদবাহক। = **হিতকারক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অত্থচরিযা (স্ত্রী) উপকারক, উপকারজনক ব্যবহার বা স্বভাব। ⇒ **সঙ্গহ** (৫)।

অত্থচ্ছেক = **অত্থকুসল**। ⇒ **অত্থকুসল**।

অত্থজাত (বিণ) অর্থজাত, প্রয়োজনে উৎপন্ন, প্রয়োজনীয়। ⇒ **অত্থ** (২)।

অত্থঞ্ঞু (বিণ) অর্থজ্ঞ, উপায়-কৌশলী, প্রয়োজন বোদ্ধা, জ্ঞানী, যে ব্যক্তি যাহা উপকার তাহা জানে অথবা যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের বা বস্তুর (সোজা বা শুদ্ধ) অর্থ জানে বা বোঝে। (দীর্ঘনিকায়) **অত্থঞ্ঞু ধম্মঞ্ঞু**।

অত্থত (বিণ) অচ্ছাদিত, (কিছুর উপর) বিস্তৃত বা প্রসারিত।

⇒ **অত্থরতি**।

অত্থতন = **অত্থত**। ⇒ **অত্থত**।

অত্থতা (ক্রি-বিণ) অর্থানুসারে, ভাব অনুযায়ী, কারণবশত, হেতুতে, দরুণ, বিধায়। ⇒ **অত্থ** (৩)।

অত্থতো (ক্রি-বিণ) (ইহার) অর্থানুসারে। (বিপ) **ব্যঞ্জনতো, পরিযত্তিতো**। ⇒ **অত্থ** (৩), **পরিযত্তি** (৩)।

অত্থত্ত (ক্লী) কারণ, হেতু।

অত্থদস্সিন (বিণ) সৎ প্রবৃত্তিযুক্ত, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পরোপকারে ব্যগ্র, অর্থ বা উপায় অনুসন্ধিৎসু বা গবেষণাকারী। = **হিতানুপস্সিন**। ⇒ **দস্সিন**।

অত্থদস্সিমন্ত (বিণ) (সংস্কৃত—অর্থদার্শিক) যুক্তি বা কারণ পরীক্ষক, যে ব্যক্তি যুক্তি বা কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখে। (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **সণ্হসুখুম-পঞ্ঞেণ**—গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দর্শন জ্ঞানে জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহার গভীর জ্ঞান পরিজ্ঞান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার সূক্ষ্ম জ্ঞানদৃষ্টি আছে।

অত্থদসসী (বিণ) = **অত্থদস্সিন**। ⇒ **অত্থদস্সিন**। (পুং) অর্থদর্শী বুদ্ধ অর্থাৎ অতীত সম্যক সম্বুদ্ধের নামবিশেষ।

অত্থদেসনা (স্ত্রী) (ধর্মগ্রন্থের) অর্থ ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ভাবব্যাখ্যা, ত্রিপিটকশাস্ত্রের সমালোচনা বা ব্যাখ্যা বা অর্থকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্ম'ত্থদেসনা**।

অত্থধম্ম (পুং) অর্থ ও ধর্ম, হেতু এবং উহার কার্যধারা, কারণ আর কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান, প্রমাণ আর নৈতিকতা, হেতুবাদ ও ধর্মাচরণ, অর্থ ও ভাবার্থ, অর্থ ও আদর্শ, অর্থ ও স্বভাব। ⇒ **অত্থ** (১)।

অত্থন্ধর (বিণ, পুং) [অত্থং+ধর] অর্থ যাহার জ্ঞাত আছে, যে ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে, যে ব্যক্তির নির্ভুল অর্থজ্ঞান আছে। (তুলনীয়) **ধম্মধর**।

অত্থপচ্চত্থিক (বিণ) অর্থের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ। ⇒ **অত্তপচ্চত্থিক**।

অত্থপটিবেদিন (বিণ) নৈর্বাণিক ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, অর্হত্ব, সুবেদী, সংবেদনশীল। **অত্থ ধম্ম পটিসংবেদিন**।

অত্থপটিসম্ভিদা (স্ত্রী) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ে অর্থজ্ঞান বা নির্বাণধর্ম বুঝিয়া উপলব্ধি ও ধারণ করিবার ক্ষমতা, অর্থের সহিত প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, অর্থ ও প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, বিশেষ উপলব্ধি জ্ঞানের সহিত প্রতিসম্ভিদা, অর্থসহ প্রতিসম্ভিদা, জ্ঞানের পূর্ণতা। ⇒ **পটিসম্ভিদা**।

অত্থপদ (ক্লী) লাভজনক কথা, ধর্মকথা, ধর্মালোচনা, মূলবচন (যাহা অবলম্বন করিয়া টীকা রচিত হয়), মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার মৌলিক রচনা, ত্রিপিটকের বাক্যবিশেষ, বক্তৃতা, সূত্র, সংক্ষিপ্তাকার নীতিবাক্য, অর্থমূলক মূলবচন বা গ্রন্থাংশ। ⇒ **পদ**(৪)।

অত্থপুরেক্খার (বিণ) হিতৈষী। = **হিতেসিন**। ⇒ **পুরেক্খার** (গ)।

অত্থপুরেক্খারতা (স্ত্রী) উপকাক, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। ⇒ **পুরেক্খারতা**।

অত্থভঞ্জক (বিণ) উন্নতি বা মঙ্গল বিনাশক, ধর্মতা বিধিভঙ্গকারী, উপকার বিনষ্টকারক, মঙ্গল বিষয়ে বাধাপ্রদানকারী, শুভ বিষয়ে পণ্ডকারী, আঘাত প্রদানকারী, মঙ্গল ধ্বংসকারী, অনিষ্টকামী, আহিতকারী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মুসাবাদেন পরেসং অত্থভঞ্জনক**—মিথ্যা বলিয়া অপরের ক্ষতি বা অনিষ্টকারী। = **অত্থভঞ্জনক**। ⇒ **ভঞ্জক, ভঞ্জতি** (২)।

অত্থভঞ্জনক (বিণ) মঙ্গলজনক কার্যে বাধা প্রদানকারী, উন্নতিতে বাধা প্রদানকারী, অহিতকারী, শুভকার্য বিনষ্ট বা পণ্ডকারী। = **অত্থভঞ্জক**। ⇒ **ভঞ্জনক**।

অত্থমজ্ঝ (বিণ) (এখানে কিন্তু "**অত্থ**" শব্দ সংযুক্ত থাকায় শব্দটি সন্দেহযুক্ত) সুন্দর কটিদেশযুক্ত, (যে স্ত্রীলোকের) কোমর সুন্দর অর্থাৎ যার কোমর সুন্দর। = **সুমজ্ঝা**।

অত্থমনো (পুং) আত্মহিত, নিজের উপকার।

অত্থমিত (বিণ) অস্তমিত, নির্বাপিত, বিনষ্ট, তিরোহিত। (বি-ভা) **অত্থমিতে সুরিযে**— সূর্যাস্ত হইলে। **অনত্থমিতে(অনত্থঙ্গমিতে) সুরিযে**—সূর্যাস্ত না হইবার পূর্বে। (তুলনীয়) **অত্তভত্থ**। ⇒ **অত্থঙ্গত**।

অত্থযোজনা (স্ত্রী) অর্থযোজনা, বিশদ ব্যাখ্যা, অর্থ, ব্যাখ্যা। ⇒ **যোজনা**।

অত্থর (পুং) (অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির জন্য ব্যবহার্য) কম্বল, কার্পেট, গালিচা, সতরঞ্চ, আস্তরণ ইত্যাদি।

অত্থরক (পুং) যে ব্যক্তি (বিছানা ইত্যাদি) বিছায়, আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি। = **অত্থর**।

অত্থরণ (স্ত্রী) আস্তরণ, আবরণ, বিছানার চাদর, কার্পেট ইত্যাদি। ⇒ **অত্থর**।

অত্থরতি (ক্রি) [আ + √থর + অ] বিস্তৃত করা, বিছাইয়া দেওয়া, প্রসারিত করা, ঢাকিয়া রাখা, আচ্ছাদন করা, টানিয়া লম্বা করা, বিস্তার করা, বাড়ানো, অত্যুক্তি করা, ফেলিয়া রাখা। (অতীত) **অত্থরি**। (অ-বিণ) **অত্থত**। (করণে) **অত্থরাপেতি**।

অত্থরস (পুং) অর্থরস, অর্থমাধুরতা, শব্দজ্ঞান, শব্দবোধ, অর্থের সারমর্ম বা সংক্ষিপ্তসার, গূঢ়বিষয় জানিবার ইচ্ছা, উপায় জ্ঞান, আর্থিক বিষয়ে অনুরাগ বা অভিলাষ। ⇒ **রস** (৫)।

অত্থরাপেতি (ক্রি) বিস্তৃত করানো, বিছানো, বিছাইয়া দেওয়ার কারণ হওয়া, বিস্তার করানো। (অতীত) **অত্থরেসি**। ⇒ **অত্থরতি**।

অত্থরিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক (বিছানা ইত্যাদি) বিছায়। ⇒ **অত্থর**।

অত্থবদ্ধ (বিণ) যাহাতে ধর্ম বা ধন নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে অর্থ ও ধর্ম উভয়ই লাভের আশা করা যায়,

অর্থবদ্ধ, যাহা হইতে মঙ্গল বা উপকার আশা করা যায়।

অত্থবন্ত (বিণ) অর্থবান, লাভবান।

অত্থবস (বিণ) অর্থ দ্বারা বশীভূত, ভাবের অন্তর্গত, উপলব্ধির অন্তর্গত, জ্ঞানসাপেক্ষ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। (পুং) যুক্তিযুক্ততা, ন্যায়সঙ্গত বিষয়, হেতুবাদ, হেতু, বিচার শক্তি, ফল, উদ্দেশ্য, সুবিধা, প্রয়োজন, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, আবশ্যকতা। = **কারণ**।

অত্থবসিক (বিণ) ইন্দ্রিয় গাহ্য, ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, অবগত।

অত্থবসিন (বিণ) উদ্দেশ্য বিষয়ে একাগ্র বা মনোযোগী, যে ব্যক্তির লক্ষ্যবস্তুর দিকে ঝোঁক আছে।

অত্থবস্স (পুং) প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, রীতি, ধারা, ব্যবহার, প্রয়োজন, সুবিধা, আবশ্যকতা, অভ্যাস, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যোগ্যতা, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, বিচার, নিরপেক্ষ সত্য।

অত্থবাদিন (বিণ, পুং) উপকারের বা মঙ্গলের কথা বলে এমন, অধিকারের বা উন্নতির কথা বলে এমন, সুখের কথা বলে এমন, নৈতিক গুণের কথা বা ধর্মকথা বলে এমন, ধর্মকথক, মঙ্গলকথক, অর্থবাদী, যে ব্যক্তি ধর্ম ও মঙ্গলজনক ভাষণ করে, (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা অনুসারে) এখন এবং ইহার পরেও অনুগ্রহ লাভের আশায় যে ব্যক্তি কথা বলে।(যৌগিকে) **কাল অত্থবাদিন ভূত-অত্থবাদিন ধম্ম-অত্থবাদিন** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **বাদিন**।

অত্থবাদী (বিণ) = **অত্থবাদিন**। ⇒ **অত্থবাদিন**।

অত্থবিকপ্প (পুং) অর্থ-সম্বন্ধে বিবেচনা বা অর্থের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা, প্রদর্শনী, ব্যাখ্যা-পুস্তক, আবরণোন্মোচন, বিবৃতি, উক্তি, মত, বিচার, দণ্ডাজ্ঞা, বচন, নীতিবাক্য, বাক্য। (তুলনীয়) **নিব্বিকপ্প**।

অত্থবিভাগ (পুং) অর্থবিভাগ, অর্থ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনাকরণ। ⇒ **বিভাগ**।

অত্থসংবর্ণনা (স্ত্রী) অর্থ-সংবর্ণনা বা ব্যাখ্যা, ত্রিপিটক শাস্ত্রের অর্থবর্ণনা বা ব্যাখ্যা।

অত্থসংহিত (বিণ) অর্থসংহিত, অর্থপূর্ণ, অর্থসংযুক্ত, অর্থসঙ্গত, যুক্তিযুক্ত, অর্থযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, মঙ্গলজনক, মঙ্গল আনয়নকারী, স্বাস্থ্যকর, হিতকর, লাভকর, উপকারী, হিতজনক, লাভজনক, উন্নতিমূলক, মুনাফাজনক, উপকারজনক, মঙ্গলকর, হিতকর, সুবিধাজনক, লাভজনক। = **হিতেন সংহিতং**(সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **সংহতি**।

অত্থসন্দস্সন (ক্লী) অর্থসঙ্কল্প, অর্থসংজ্ঞা, অর্থবর্ণনা, অর্থব্যাখ্যা।

অত্থসিদ্ধি (স্ত্রী) অর্থসিদ্ধি, লাভ, সুযোগ, সুবিধা, উপকার, অপরের উপর প্রাধান্য।

অত্থা = **অত্থায**। ⇒ **অত্থায**। **পিতু'ত্থা** = **পিতু অত্থায**। ⇒ **অত্থ** [ক্রি-বিণ (গ)]।

অত্থাত্থ (পুং) [অত্থ + অত্থ] ধনসমূহ, ঐশ্বর্যসমূহ, প্রাচুর্য। **অত্থভূত অত্থং**—অর্থ হইতে উৎপন্ন অর্থ বা ধন, অর্থের দ্বারা উৎপন্ন অর্থ, অর্থ সম্ভূত অর্থ। (ব্যবসায় টাকায় টাকা বৃদ্ধি কিংবা লাগিয়ত টাকার সুদ বৃদ্ধি?)।

অত্থানত্থ (পুং, ক্লী) [অত্থ + অনত্থ] ১ লাভহীন বা পতিত অবস্থা, ক্ষতি, অনিষ্ট, অপকার, হানি, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক। ২ ভুল উপলব্ধি, অবিশুদ্ধ জ্ঞান, অশুদ্ধ বা অপবিত্র ভাব, ভুল অর্থ, ভুল বিশ্বাস, ভুল ধারণা, দোষযুক্ত বিচার শক্তি, অসঙ্গত কথা। (বিণ) মূঢ়, অজ্ঞান, অচেতন, নির্বোধ।

অত্থানুসাসক (বিণ, পুং) [অত্থ + অনুসাসক] অর্থানুশাসক, যে ব্যক্তি অর্থ ও নিয়ম পালন-সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, ধর্মোপদেশক, বিনয়শাস্ত্রের অর্থ ও নিয়মাদি পালন-সম্বন্ধে যিনি উপদেশ দেন।

অত্থান্তর [অত্থ + অন্তর] = **অত্থন্তর**। ⇒ **অত্থন্তর**।

অত্থাভিসময (পুং) [অত্থ + অভিসময] নৈর্বাণিক জ্ঞানলাভ, বিচক্ষণতা বা ব্যুৎপত্তি আয়ত্তকরণ, অর্হত্ব ফল লাভ। ⇒ **অভিসময**।

অত্থায (ক্রি-বিণ) নিমিত্ত, জন্য, মঙ্গলার্থে, লাভের জন্য, হিতার্থে, সুবিধার জন্য, নিজের জন্য, অনুক্রমে, খাতিরে, লাভার্থে। (যৌগিকে) **অত্থায হিতায সুখায** (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **কিমত্থায**—কিসের জন্য, কি কারণে?। = **অত্থা, উপকারায**। ⇒ **অত্থ** (১, ক্রি-বিণ)।

অত্থার (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—আস্তার) বিছানো, বিস্তৃতকরণ, বস্ত্র, আচ্ছাদন, আবরণ। ⇒ **কঠিন**।

অত্থারক = **অত্থার**। ⇒ **অত্থার**।

অত্থি (ক্রি) [সংস্কৃত—অস্তি; (উত্তমপুরুষ একবচনে) অস্মি] হওয়া, হয়, আছে, থাকা, বর্তমান থাকা, জীবিত থাকা। **বত্ততি**। ধাতুরূপ নির্ণয়:—বর্তমান:—(উত্তমপুরুষ একবচনে) **অস্মি, অম্হি;** (বহুবচনে) **অস্ম** (সংস্কৃত—স্মহ), **অস্মসে, অম্হ**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **অসি;** (বহুবচনে) **অত্থ;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **আগত'ত্থ**—তুমি আসিয়াছ। (প্রথমপুরুষ একবচনে) **অত্থি** (কিন্তু ইহা প্রথম পুরুষ বহুবচনেও সর্বদা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ "**অত্থি**" = "**সন্তি**"); (বহুবচনে) **সন্তি;** = **সংবিজ্জন্তি অত্থি উপলব্ভন্তি**। পঞ্চমী:—**অত্থু**। সপ্তমী:—(উত্তমপুরুষ একবচনে) **সিযা, অস্সং**(= **ভবেয্যং**); (বহুবচনে) **অস্সু**। (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **সিযা** (সংস্কৃত—স্যাৎ)। (প্রথমপুরুষ একবচনে) **সিযা** (সংস্কৃত—স্যাত) (= **জানেয্য, নিব্বত্তেয্য**), **অস্স;** (বহুবচনে) **অস্সু** (= **ভবেয্যুং**)। অতীত:—(উত্তমপুরুষ একবচনে) **আসিং** (সংস্কৃত—আসং) (= **অহোসিং**)। (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আসি** (সংস্কৃত—আসীৎ); (বহুবচনে) **আসুং, আসু**। (ব-বিণ) **সতি, সমান, সন্তে;** (অধিকরণ কারকে) **এবং সন্তে**—এরূপ হইলে, এই বিষয়। (অধিকরণ কারকে) **সত**।

অত্থিক (বিণ) ১ লাভজনক, উপকারক, মঙ্গলজনক, শুভপ্রদ, উপযুক্ত, ঠিক ঠিক। = **অত্থ**। এই শব্দের বানান কিন্তু "**অট্‌ঠিক**" অথবা "**অট্‌ঠিত**", কার্যক্ষেত্রে "**অত্থিক**" শব্দ প্রায় সর্বত্র গৃহণীয়। (দীর্ঘনিকায়) **অত্থিকবাদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইদং অত্থিকং**—ইহা উপযোগী বা যোগ্য, ইহা প্রয়োজনীয়, ইহা উপকারক। সময়ে সময়ে এই শব্দের বানানে গোলমাল পরিলক্ষিত হয়, যেমন—(সাহিত্যে) **অট্‌ঠিতং** (মধ্যমনিকায়, সূত্রনিপাত) **অট্‌ঠিত; অট্‌ঠ ও অট্‌ঠিত**—এই দুইয়ের মধ্যেও গোলমাল দৃষ্ট হয়। ২ আকাঙ্ক্ষী, অর্থী, অর্থিন, প্রার্থী, ভৃত্য, বাদী, সহায়, অভিলাষী, সন্ধানী, দরকারি, প্রয়োজনীয়। ⇒ **অত্থ** (১)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদয়ত্থিক**—অধিকরূপে ইচ্ছা করে বা চায় এমন। (সূত্রনিপাত) **পুঞ্ঞত্থিক; ধনত্থিক**—ধনলোভী। (জাতক) **রজ্জত্থিক**। (পেতবত্থু) **ভোজনত্থিক; কারণত্থিক; খিড্ডত্থিক; সসেন অত্থিক**—খরগোস সন্ধানী। ৩ ধনস্বামী।

অত্থিকভাব (পুং) প্রয়োজনীয়তা, দরকার, উপকারিতা, কার্যকারিতা, লাভজনক বিষয়, মঙ্গলজনক বিষয়, হিতকর বিষয়, অভাব বা প্রয়োজনের অবস্থা, প্রয়োজনীয় বিষয়, দুঃখ, দৈন্যতা, দুর্দশা, দুর্দৈব, অত্যন্ত ক্লেশ। = **ইদমত্থিতা**। ⇒ **ভাব** (১)।

অত্থিকবন্তু (বিণ, পুং) প্রার্থীক, প্রার্থনাকারী, যাহাকে (কোনো এক) কার্যভার অর্পিত হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অত্থিকং অস্স অত্থী'তি অত্থিকবন্তু**।

অত্থিকা (বিণ, বহুবচন) যাহারা চায়, বা আকাঙ্ক্ষা করে, আকাঙ্ক্ষাকারীরা, প্রার্থীগণ।

অত্থিতা (স্ত্রী) অস্তিত্ব, বর্তমান বস্তু বা ব্যক্তি, জীবিত অবস্থা, বাস্তব, সত্ত্ব বা সত্তা, বাস্তবতা। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্থিতবেঞ্চব নত্থিতঞ্চ**—অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব, বাস্তব এবং অবাস্তব অর্থাৎ আছে এবং নাই ইহাও। (জাতক) **কস্‌সচি অত্থিতং বা নত্থিতং বা জানাহি**—দেখ সেখানে কেহ আছে কিংবা নাই। প্রায়শ অপাদান কারকে "**অত্থিতায**"। (তুলনীয়) **অত্থিভাব**।

অত্থিতায (ক্রি-বিণ) জন্য, নিমিত্ত, কারণে, হেতুতে, কোনো হেতুতে বা কারণে, ইহা সেইরূপ হইলে, তাহা হইলে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইদমত্থিতায**—এইরূপ হইলে, এই অবস্থাতে, এইরূপ ঘটিলে। ⇒ **অত্থিতা**।

অত্থিন (বিণ) (সংস্কৃত—অর্থিন) ইচ্ছুক, অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী, ব্যগ্র, (কিছুর) অভাবযুক্ত, কিছু চায় এমন, প্রার্থী। ⇒ **মন্তত্থিন, বাদত্থিন**।

অত্থি নু খো—আছে নাকি অথবা আছে কি? ⇒ **খো**।

অত্থিভাব (পুং) অস্তিত্ব, জীবন, সত্ত্ব বা সত্তা, বর্তমান বস্তু বা ব্যক্তি, প্রাণী, জীব, বর্তমানতা, সমগ্র সত্তা বা প্রকৃতি। **অত্থিভাব বা নত্থিভাব বা**—বিদ্যমান আছে কিংবা নাই, বিদ্যমান অবস্থা অথবা অবিদ্যমান অবস্থা। ⇒ **অত্থিতা**।

অত্থিয (বিণ) উদ্দেশ্যযুক্ত, লক্ষ্যযুক্ত, চরমের বা নির্বাণে ইচ্ছুক। = **অত্থিক**। (সংযুক্ত নিকায়) **কিমত্থিয**—কোন উদ্দেশ্যে? কি কারণে?। (থেরগাথা) **অত্তত্থিয**—নিজের উদ্দেশ্যে। (সূত্রনিপাত) **যদত্থিযং**—যাহার জন্য, যে কারণে। (ক্রি-বিণ) কিসের নিমিত্ত, কি কারণে, কোন হেতুতে, কিসের জন্য, কি জন্য। = **কিমত্থিযং**।

অত্থী = **অত্থিক**। ⇒ **অত্থিক**।

অত্থু (**অত্থি** ক্রিয়ার পঞ্চমী বিভক্তি আদেশার্থে) তাহাই হউক, ইহা তাদৃশ বা সেইরূপই হউক। ⇒ **অত্থি**।

অত্থুদ্ধার—অর্থোদ্ধার, দুর্বোধ্যকে সুবোধ্য বা সহজকরণ। ⇒ **অত্থোদ্ধার**।

অত্থে (ক্রি-বিণ) (**অত্থ** শব্দের অধিকরণ কারক) পরিবর্তে, বদলে। ⇒ **অত্থ** [ক্রি-বিণ (ঘ)]।

অত্থেত (বিণ) বিশ্বাসের অযোগ্য, অবিশ্বাসী, অন্যায়পর। = **অত্থির**। (বিপ) **থেত**।

অত্থেন (ক্রি-বিণ) কারণবশত, প্রয়োজনহেতু।

অত্থো (পুং) বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন।

অত্থো চ ধম্মো চ—মৌলিক অর্থ, আদর্শ ও স্বভাব, বক্তার ভাষণে কাল্পনিক বা বাচনিক এবং কার্যগত ধারা, বাক্যের অর্থ এবং সাহস বা উৎসাহ। = **ভাসিত'খঞ্চ পাড়ি ধম্মঞ্চ**। ⇒ **অত্থ**।

অত্থোদ্ধার [অত্থ+উদ্ধার] অর্থোদ্ধার, সারসংগ্রহ, (অর্থ) তাৎপর্য গ্রহণ, মর্ম বোঝা, বিনয়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষেপার্থ পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ করা বা বোঝা। = **অত্থুদ্ধার**।

অত্থোপপরিক্‌খা [অত্থ+উপপরিক্‌খা] (অর্থ) তাৎপর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তন্ন তন্ন করিয়া ভাবার্থ পরীক্ষণ।

অত্থো পরমো—পরমার্থ, উচ্চদরের ভাবার্থ, ভাবপূর্ণ অর্থ। ⇒ **অত্থ**।

অত্থোপ্পত্তি [অত্থ+উপ্পত্তি] অর্থোৎপত্তি, অর্থবোধ, ব্যাখ্যা, বিশদ ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ভাব, উপলব্ধি, বুদ্ধি। (তুলনীয়) **পাড়িত্তো**।

অত্যারোহতি (ক্রি) = **অজ্‌ঝরূহতি**। ⇒ **অজ্‌ঝরূহতি**।

অত্র (বিণ, ক্রি-বিণ) এখানে, এই স্থানে, অত্র।

অত্র অত্র (বিণ) এখানে সেখানে, সর্বত্র। (জাতক) **অত্রিচ্ছু**।

অত্রজ (বিণ) অত্রজাত, এখানে বা এইস্থানে জাত, অত্রজ, নিজস্ব (পুত্র), নিজের ঔরসজাত, আত্মজ। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**অত্রজ, খেত্তজ, দিন্নক, অন্তেবাসিক**। এই শব্দটি পুত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

অত্রজকঞ্ঞা (স্ত্রী) নিজের ঔরসজাত কন্যা।

অত্রজধীতা (স্ত্রী) নিজের ঔরসজাত কন্যা।

অত্রজপুত্ত (পুং) নিজের ঔরসজাত পুত্র। = **অত্তজপুত্ত**। ⇒ **অত্রজ, পুত্ত** (১)।

অত্রিচ্ছু (বিণ) লোভী, লোলুপ, অর্থগৃধ্নু, অতি লোভী, পেটুক, অতি ইচ্ছুক, অতিশয় স্পৃহাযুক্ত।

অত্রিচ্ছতা (স্ত্রী) অতিশয় কামপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত কামভাব, অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, অত্যন্ত লোভ, অত্যন্ত লিপ্সা, অতিশয় কামনা, অত্যন্ত আসক্তি, প্রবল তৃষ্ণা, অত্যন্ত গৃধ্নুতা। ⇒ **অত্রিচ্ছ**।

অথ (অব্যয়, ক্রি-বিণ) সংযোজক ও বিপরীতার্থক অংশ:—**১** (হাঁ অর্থে—) তখন, তৎপর, অতঃপর, অনন্তর, ইহার পরে, অব্যবহিত পরে, গল্পের আরম্ভে ও বিস্তৃতিতে, এবং, আরও, অথবা, এখন। (দীর্ঘনিকায়) **অথাপরং এতদ-অবোচ**—অতঃপর ইহাই বলিল। (পেতবথু অর্থকথা) **অথন**—এবং না। **২** (না অর্থবাচকের পর—) **ন অথ খো ন**—না হইলে না (পেতবথু অর্থকথা)। (যৌগিকে) **অথ খো** (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **অথ খো পন**। (জাতক) **অথ চ পন**। (সূত্রনিপাত) **অথবা; অথ বা পি**।

অথ খো (ক্রি-বিণ) এখন, এবং, তৎপর, অনন্তর, অতঃপর, নাকি, কিন্তু, বরং, তার আগেই, কিয়ৎ পরিমাণে, কিছু, বহুল পরিমাণে, অধিকতর, (চলতি প্রশ্নের উত্তরে) নিশ্চয়ই, আরও, অধিকন্তু, অপিচ, পুনশ্চ, এতদ্ভিন্ন, কেবল, যদি না, অন্তত, এক্ষণে, বর্তমান সময়ে, তারপর, ইহার পর, সেই সময় নাকি, সেই সময়, তখন নাকি, তখন। (তুলনীয়) **তত্র খো**। (সম্বন্ধপদ এবং না অর্থে—) **ন-অথ খোন**—নয় এতাদৃশ নয় তাদৃশ, নয় ইহা নয় উহা; যেমন—**সো ন অথ খো অদাসি ন অবদি**—সে দিলও না (কিছু) বলিলও না। ⇒ **অথ, খো**।

অথ খো পন (ক্রি-বিণ) এবং, এবং তখনও, এখনও, এ যাবৎ, এ পর্যন্ত, আরও, শেষকালে; (সংযুক্ত অব্যয়রূপে অর্থ—) তথাপি, এবং তুবও, তথা চ, তত্রাচ, যাহা হউক। ⇒ **অথ**।

অথ চ পন (ক্রি-বিণ) পক্ষান্তরে, অন্যপক্ষে; (সংযুক্ত অব্যয়রূপে অর্থ—) তথাপি, তবুও, তথাচ, যাহা হউক। ⇒ **পন** (১), **অথ**।

অথ ন—এবং না। ⇒ **অথ**।

অথব্বণ (পুং) **১** অথর্ববেদ। **২** (বিণ) যে ব্যক্তি অথর্ববেদে দক্ষ। **সাথব্বণ = সহ হত্থিবেজ্জ**—হস্তী চিকিৎসক সহ। ⇒ **আথব্বণ**।

অথ বা (অব্যয়, ক্রি-বিণ) অথবা, তাহা না হইলে, কিংবা, পক্ষান্তরে। = **যদি ব**। (ধর্মপদ) **সুখেন অথ বা দুখেন**। ⇒ **অথ**।

অথ বা পি—তাহা না হইলেও, ইহা ছাড়াও, পক্ষান্তরেও। ⇒ **অথ**।

অথস্‌স [অথ+অস্‌স] অনন্তর তাহার।

অথাপরং (ক্রি-বিণ) অতঃপর, তৎপর, এখান হইতে, এখন হইতে, এই হইতে, এই সময় হইতে, ইহার পর। **অথাপরং এতদবোচ**—অতঃপর ইহা বলিলেন। ⇒ **অথ**।

অথির (বিণ) অস্থির, চঞ্চল। (বিপ) **থির**।

অথুস (বিণ) তুষ বা খোসাহীন। ⇒ **থুস**।

অথেকো [অথ+একো] অনন্তর একজন বা এক ব্যক্তি।

অথেনী (স্ত্রী) অচৌর্যবৃত্তি, অগোপনীয় বা প্রকাশ্য কার্য।

অথেনেন (করণে ক্রি-বিণ) চুরি না করিয়া, অগোপনে বা প্রকাশ্যে সম্পাদিতভাবে।

অথো (অব্যয়, ক্রি-বিণ) (সংযোজক ও বিপরীতার্থক অংশ:—) এবং, আরও, তাহা ছাড়া, ও, তাহা না হইলে, না, কেবল উহাই নহে, অধিক, অপিচ, অধিকন্তু। **অথো'তি নিপাতমত্তং অবধারণ অত্থে বা**। (যৌগিকে অন্য অর্থে) **অথো পি**।

অথো পি—তাহা হইলে, অনন্তর, তৎপর, অতঃপর, তখন। ⇒ **অথো**।

অদ (বিণ) খায় এমন, খাদক। (সংযুক্ত নিকায়) **কিট্ঠদ**—শস্য খায় এমন। (জাতক) **বন্তাদ = বন্ত খাদক** (জাতক অর্থকথা)।

অদংস—দংশন, কামড়ানো।

অদক (বিণ) খাদক, খায় এমন। (জাতক) **পুরিসাদক**—নর খাদক। = **অদ**।

অদক্‌খিণেয্য (বিণ) যাহাকে দান দেওয়া যায় না অথবা দান দিলে মহাফলদায়ক হয় না, দানের অনুপযুক্ত, দান দেওয়ার অযোগ্য। (পুং) দানের অনুপযুক্ত পাত্র।

অদক্‌খিণেয্যতা (স্ত্রী) দক্ষিণা বা দান গ্রহণের অযোগ্যতা অর্জন, দান প্রাপ্তির অনুপযুক্ত গ্রহীতা হইবার কার্য।

অদট্ঠা (বিণ) অদেখা, দেখে নাই এমন। = **ন দিট্ঠা**। ⇒ **অদিট্ঠা, অদিস্বা**।

অদণ্ড (বিণ) অদণ্ড, দণ্ড ব্যতীত, নিষ্ক্রিপ্তদণ্ড, লাঠি ছাড়া, বল প্রয়োগ ব্যতীত, বিনা আক্রমণে, বিনা অস্ত্রে, শান্তিভাবে, উৎপীড়ন ব্যতীত। ⇒ **দণ্ড** (৪)। (বি-ভা) **অদণ্ডেন অসত্থেন**। (বিনয়) **অদণ্ডেন নাগো দন্তো মহেসিনা**। (দীর্ঘনিকায়) **চক্কবত্তিনো পথবিং অদণ্ডেন সাসতি**--রাজচক্রবর্তী রাজা বিনা অস্ত্রে (শান্তিপূর্ণভাবে) পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন—**"ধম্মেন অভিবিজিয অজ্‌ঝাবসতি,"** অথবা **"ধম্মেন অনুসাসতি"** (সূত্রনিপাত)। (জাতক) **অদণ্ডাচরং মগ্গং**—যে পথে (অর্থাৎ যে আচরণ রক্ষা করিয়া) চলিলে শাস্তি বা দণ্ড ভোগ করিতে হয় না।

অদতি (ক্রি) [√অদ+অ] খাওয়া, ভোজন করা, আহার করা। (অতীত) **অদি**।

অদদি (অতীত ক্রিয়া) দিল, দিয়াছিল। ⇒ **দদাতি**।

অদন (ক্লী) ভোজন, খাদ্যরূপে গ্রহণ, আহারকরণ, খাদন বা ভক্ষণ। ⇒ **মোদন**।

অদন্ধনতা (স্ত্রী) তৎপরতা, শীঘ্রতা, অনলসতা, দ্রুতগতিতা, অমূঢ়তা, বুদ্ধিপ্রখরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ⇒ **অদ্ধনতা**।

অদসক (বিণ) [অ+দসক] ১ অদশক, অদশম, দশমটি নয় এমন। ⇒ **দসা**। ২ যে কাপড়ের প্রান্তভাগে অবুনানো সুতা ঝালর নাই। = **নিসীদন**। ⇒ **সদস**।

অদস্‌সন (ক্লী) অদর্শন, অদৃশ্যতা, ভুল মতবাদ, ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যাদৃষ্টি। (জাতক) **অদস্‌সং বজ্জতি**—দৃশ্যমান হওয়া।

অদস্‌সাবি (বিণ) যে ব্যক্তি দর্শন করে না, যে ব্যক্তি অনুভব করে না অথবা অনুভব করিতে ইচ্ছা করে না। (বিপ) **দস্‌সাবী**।

অদা—১ (পুং) = **আট**। ⇒ **আট**। ২ (অতীত ক্রিয়া) দিল, দিয়াছিল। ⇒ **দদাতি**।

অদাতা (বিণ) অদাতা, যে ব্যক্তি দান দেয় না, অনুদার, কৃপণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন দাতা (হোতি)**।

অদান (ক্লী) অদান, দান করে না এরূপ অবস্থা, দানহীনতা, অনুদারতা, নীচতা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা। (বিণ) অদান, দান দেওয়া হয় না বা হয় নাই এরূপ, দানহীন, অনুদার, কৃপণ। (পেতবত্থু) **অদানা ন সদ্ধহন্তি দানফলং হোতি পরম্‌হি লোকে**। = **অদায়কং অদান মচ্ছরিন**।

অদান অসীল (বিণ) দান দেয় না এবং শীলাচরণ করে না এমন, কৃপণ স্বভাবের, দান দেওয়ায় তাচ্ছিল্যকারী বা উপেক্ষাকারী।

অদানজ্‌ঝাসয (বিণ) দান না দেওয়ায় অভ্যস্ত। = **দীন**।

অদানসীল (বিণ) ১ কৃপণ স্বভাবের, কৃপণ, নীচ, অনুদার, যে ব্যক্তি দান দেওয়ার কার্যকে তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অদানসীল মচ্ছরিন**। (পেতবত্থু) **অদানসীলা ন সদ্ধহন্তি দানফলং হোতি পরম্‌হি লোকে**। = **অদায়ক; অদায়ক মচ্ছরিন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **সীল** [১ (বিণ)]। ২ (অদান অসীল) = **অদান অসীল**। ⇒ **অদান অসীল**।

অদায়ক (বিণ) দায়ক নহে এমন, দান দেয় না এমন। (পুং) কৃপণ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দান দেওয়াকে তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা করে। (তুলনীয়) **অদানসীল**।

অদাযাদ (বিণ) উত্তরাধিকারী নহে এমন। ⇒ **দাযাদ**।

অদাযিকা (স্ত্রী) কৃপণ স্ত্রীলোক, যে স্ত্রীলোক দান দেয় না। ⇒ **অদাযক**।

অদার—যে স্ত্রীলোক নিজের বিবাহিতা স্ত্রী নহে। ⇒ **দার**

অদাস—একজাতীয় পক্ষী।

অদাকুসন্ত—একজাতীয় পক্ষী।

অদাসি (অতীত ক্রিয়া) দিল, দিয়াছিল। = **অদা**। ⇒ **দদাতি**।

অদিট্‌ঠ (বিণ) অদৃশ্য, যাহা দেখা যায় না, অলৌকিক, দেখে নাই বা দেখা হয় নাই এমন, অপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্ট, দৃষ্টি বহির্ভূত, অলক্ষিত, যাহা পূর্বে দেখে নাই। (দীর্ঘনিকায়) **অদিট্‌ঠ অবেদিত অসচ্ছিকত**। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১ক)।

অদিট্‌ঠ অসুত (বিণ) যাহা কখনও দেখে নাই এবং শুনে নাই, অদৃষ্ট অশ্রুত, ("অদিট্‌ঠ অসুত" বলিলে সংক্ষেপত বোঝায়:—অদৃশ্য, অদৃষ্ট, অশ্রুত, অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত, অস্পৃষ্ট এবং মনের দ্বারা অননুভূত বা অজ্ঞাত—এই ছয় প্রকার অনুভূতি অর্থাৎ) ছয় ইন্দ্রিয়ে অননুভূত বা অজ্ঞাত। ⇒ **দিট্‌ঠ সুত**।

অদিট্‌ঠ অসুত অমুত (বিণ) অদৃষ্ট-অশ্রুত-অনাঘ্রাত-অনাস্বাদিত-অস্পৃষ্ট, (সংক্ষেপত) ষড়িন্দ্রিয়ে অননুভূত বা অজ্ঞাত। ⇒ **অদিট্‌ঠ অসুত, দিট্‌ঠ সুত মুত**।

অদিট্‌ঠঅসুত অমুত অবিঞ্ঞাত (বিণ) অদৃষ্ট-অশ্রুত-অনাঘ্রাত-অনাস্বাদিত-অস্পৃষ্ট-মনের দ্বারা অননুভূত বা অজ্ঞাত, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বার দ্বারা অননুভূত বা অজ্ঞাত। ⇒ **অদট্‌ঠ অসুত, দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত**।

অদিট্‌ঠ সহায—অদৃষ্ট বন্ধু বা সহচর, যে সঙ্গী বা সহযোগীকে এখনও ব্যক্তিগতভাবে দেখা যাইতেছে না। ⇒ **সহায**।

অদিট্‌ঠা (বিণ) [অ+দিট্‌ঠা] অদেখা, দেখা হয় নাই বা দেখে নাই এমন, না দেখিয়া। = **ন দিট্‌ঠা**। ⇒ **অদট্‌ঠা, অদিস্বা**।

অদিন্ন (বিণ) অখণ্ডিত, অভগ্ন, অলঙ্ঘিত। (দীর্ঘনিকায়) "**আদিন খত্তিযকুল**" এই পাঠের পরিবর্তে "**অদিন্ন**", বর্মাগ্রন্থে কিন্তু "**অভিন্ন**" শব্দই দৃষ্ট হয়। (সংযুক্ত নিকায়) "**আদিন মানসো**" এই পাঠের পরিবর্তে "**অদিন্ন**", বর্মাগ্রন্থে কিন্তু "**অদিনা**" এবং সিংহলী গ্রন্থে "**আদিন**" শব্দই দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **আদিন্ন**।

অদিন্ন (বিণ) অদত্ত, অপ্রদত্ত, যাহা দেওয়া হয় নাই। ⇒ **দদাতি**। (দীর্ঘনিকায়) **নত্থি দিন্নং**—ভিক্ষা দেওয়ায় কোনো উপকারিতা নাই, (পেতবত্থু অর্থকথা মতে) বিবাহ দেওয়া হয় নাই। (সূত্রনিপাত) **থেয্য অদিন্নং আদিযতি**। ⇒ **দিন্ন**।

অদিন্নাদান (ক্লী) [অদিন্ন + আদান] অপ্রদত্ত বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ, যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা গ্রহণ, অদত্তাদান গ্রহণ, যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা লইয়া যাওয়া অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি। ⇒ **আদান** (২)। (বৌদ্ধ সংস্কৃত)—অদত্তাদান (দিব্যাবদান)। (বিনয়) **অদিন্না দানা বেরমণী** (পঞ্চশীল, অষ্টশীল ও দশশীলের মধ্যে দ্বিতীয় **শীল** দ্রষ্টব্য); = **পরস্‌স হরণং থেয্যং চোরিকা'তি বুত্তং হোতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **দিন্ন**।

অদিন্নাদানা বেরমণী—অদত্ত বস্তু গ্রহণে বিরতি অর্থাৎ চুরি কর্ম না করা। ⇒ **আদিন্নাদান**।

অদিন্নাদাযিন (বিণ) (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—অদত্তাদাযিক) অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, চুরি, অপহরণকারী, ডাকাতি চুরি করে এমন, যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা গ্রহণ করে এমন। (পুং) চোর। ⇒ **অদিন্নদান**।

অদিস্বা (ক্রি-বি) না দেখিয়া, প্রত্যক্ষ না করিয়া। = **ন দিট্‌ঠা**। ⇒ **অদিট্‌ঠা, অদট্‌ঠা**।

অদিস্‌সমান (বিণ) অস্পষ্ট, অদৃশ্য, অপ্রতীয়মান, দৃষ্টিগোচর হয় না এমন, দেখা যায় না এমন। ⇒ **রূপ** (৩)।

অদিস্‌সমানরূপ ⇒ **রূপ** (২)।

অদু (অব্যয়) এমনকি, সত্যবটে, বাস্তবিকই, তথাপি, এমনই যে, তদনুরূপ, বরং, হাঁ, না, কেবল উহাই নহে। = **উদাহু, আদু**। (সর্বনাম পদে) ⇒ **অসু, অমু**। (ক্লী) এইরূপ এইরূপ বস্তু, এমন এমন জিনিস, সেই সেই দ্রব্য বা বিষয়, সেইরূপ সেই রূপ বস্তু। ⇒ **অদুং**।

অদুং (ক্লী) = **অদু**। ⇒ **অদু** (ক্লী)। সর্বনাম পদে সমার্থবাচক "অসু, অমু"। ⇒ **অসু, অমু**। **অদুঞ্চ অদুঞ্চ কম্মং করোহি**—অমুক অমুক কার্য করো।

অদুক্‌খমসুখ (ক্লী) [অদুক্‌খং+অসুখ] সুখ এবং দুঃখে উপেক্ষা বা নিরপেক্ষতা, সুখানুভূতিও নাই এবং দুঃখানুভূতিও নাই তৎমধ্যস্থ অবস্থা। ইহা অর্হতের অর্জিত আবেগময় বা ভাবোদ্দীপক আদর্শ অবস্থা। (তুলনীয়) **উপেক্‌খা, নিব্বিদা**। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক (৫)]।

অদুক্‌খমসুখ বেদনা—সুখ এবং দুঃখহীন সংবেদন, সুখও নাই দুঃখও নাই এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অনুভূতি। = **অদুক্‌খমসুখ**।

অদুট্‌ঠ (বিণ) অদুষ্ট, অদূষিত, অপ্রদুষ্ট, অকলুষিত, পবিত্র, নির্মল, দুষ্ট নহে এমন, সৎ, সভ্য, ভদ্র। **অদুট্‌ঠচিত্ত**—অকলুষিত বা পবিত্র মন।

অদুট্‌ঠুল্ল (বিণ) নিষ্পাপ, হিতকর, মঙ্গলজনক, সৎ। ⇒ **দুট্‌ঠুল্ল** (বিণ)।

অদুট্‌ঠুল্লাপত্তি (স্ত্রী) যেখানে বা যাহাতে বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। ⇒ **দুট্‌ঠুল্লাপত্তি**।

অদুতিয (বিণ) একাকী, সঙ্গহীন, সঙ্গীবিহীন, নিঃসঙ্গ।

অদুব্‌ভ (বিণ) যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী নহে, নিরীহ, নির্দোষ, যে ব্যক্তি দ্রোহী নহে, যে ব্যক্তি অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে না, অপকারী নহে এমন, হিতকারী। (পেতবত্থু) **অদুব্‌ভ পাণিন**। (ক্লী) নির্দোষতা, নিরীহতা, সরলতা, স্পষ্ট ভাষণ বা স্পষ্টভাষণকারী ব্যক্তি, বন্ধুত্ব, সদিচ্ছা। (বিনয়) **অদুব্‌ভায, অদুব্‌ভাবায, অদুব্‌ভয**। (জাতক) **অদুব্‌ভক**। (সম্প্রদান কারকে) **দভায**। (তুলনীয়) **দোভ**।

অদুব্‌ভক (বিণ) = **অদুব্‌ভ**। ⇒ **অদুব্‌ভ**। এই শব্দের পরিবর্তে "**অদ্রুভক**" শব্দের ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। ⇒ **দুব্‌ভক**।

অদুব্‌ভ পাণিন (পুং) নিরীহ ব্যক্তি, সরল মানুষ, উপকারী ব্যক্তি, বন্ধু লোক। = **অহিংসকহত্থ**। ⇒ **অদুব্‌ভ**।

অদুব্‌ভয = **অদ্রুভায**। ⇒ **অদ্রুভায**।

অদুব্‌ভায (ক্রি-বিণ) বিশ্বস্তভাবে।

অদুস্‌সক (বিণ) = **অদূসক**। ⇒ **অদূসক**।

অদুস্‌সবসেন (ক্রি-বিণ) দ্বেষ বা ক্রোধমুক্তভাবে। = **সুনিদ্দোস**।

অদূভক (বিণ) বিশ্বাস ঘাতক, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসভঙ্গকারী, অবিশ্বাসপূর্ণ, দেখিতে ভালো কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না এমন।

অদূভায = **অদুব্‌ভায**। ⇒ **অদুব্‌ভায**।

অদূসক (বিণ) [অ+দূসক] নির্দোষ, নিরীহ, অক্ষত, নিরপরাধ, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক। = **নিরপরাধ**। ⇒ **দূসক**।

অদূসিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক দোষ করে নাই বা কলঙ্কিত নহে।

অদূসিত (বিণ) নির্দোষ। = **অদুট্‌ঠ**।

অদূসিয (বিণ) = **অদূসক**। ⇒ **অদূসক**।

অদেজ্‌ঝ (বিণ) অবিভক্ত। (জাতক অর্থকথা) **অভেজ্জ**। (জাতক) **ধনুং অদেজ্‌ঝং করোতি**—ধনুতে শর যোজনা করিয়া প্রস্তুত রাখা; (বর্মাগ্রন্থে) **সরেজ্জং**। (জাতক অর্থকথা) **জিযায চ সরেন চ সন্ধিং একসেব কত্বা**। ⇒ **দেজ্‌ঝ**।

অদেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আদযতি) খাওয়া, ভোজন করা, আহার করা। = **অদতি**। (বর্তমান কালে) **অদেমি; (সপ্তমী) অদেয্য**।

অদেমি (ক্রি) খাইতেছি, ভোজন করিতেছি, আহার করিতেছি। ⇒ **অদেতি**।

অদেয্য (ক্রি, সপ্তমী) দিলে, যদি দেয়, দেওয়া হইলে। ⇒ **অদেতি**। (বিণ) ১ অদেয়, দানের অনুপযুক্ত, দেওয়ার অনুপযুক্ত, ভিক্ষা পাইবার অনুপযুক্ত। ⇒ **দেয্য**।

অদো (ক্রি) যদি দাও।

অদোস (বিণ) সৎ, দয়ালু, বন্ধুভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সদ্ভাবসূচক, সহানুভূতিসূচক, সহানুভূতিসম্পন্ন, সহানুভূতিজনক। (যৌগিকে) **অলোভ অদোস অমোহ**। ⇒ **দোস** (২)। (ক্লী) অদ্বেষ, অহিংসা, নির্দোষতা, দ্বেষ-বিদ্বেষ-হিংসা-ক্রোধাদি রহিত অবস্থা, পাপিচ্ছার অভাব, সততা, পবিত্রতা, বিদ্বেষহীনতা, মিত্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ⇒ **মূল** (৩)।

অদ্দ (ক্লী) (সংস্কৃত—আর্দ্রক) ১ আর্দ্রক, শৃঙ্গবর, কটুমূলবিশেষ, আদা। (জাতক) **অদ্দ সিঙ্গিবের**। ২ (**দস্‌সতি** ক্রিয়ার অতীকাল প্রথম পুরুষ একবচন) দেখিয়াছিল, দেখিল। = **অদ্দা**। ⇒ **দস্‌সতি**। ৩ (বিণ) ভিজা, আর্দ্র, সজল, স্যাঁৎসেঁতে, স্তিমিত, নূতন, মৃদু, শিথিল, কোমল, অল্প আর্দ্র, পিচ্ছিল, মসৃণ, তেলা, সবুজ।

অদ্দক (ক্লী) তাজা আর্দ্রক বা আদা। ⇒ **অদ্দ** (১)।

অদ্দক্‌খি (প্রথম পুরুষ একবচনে অতীত ক্রিয়া) দেখিল, অনুভব করিল, দেখিয়াছিল। ⇒ **দক্‌খতি, দস্‌সতি**।

অদ্দস (প্রথম পুরুষ একবচনে অতীত ক্রিয়া) = **অদ্দক্‌খি**। ⇒ **অদ্দক্‌খি**। ⇒ **দক্‌খতি, দস্‌সতি**।

অদ্দসা = **অদ্দস**। ⇒ **অদ্দস**।

অদ্দসিঙ্গিবের (ক্লী) [অদ্দ+সিঙ্গি+বের] আদা ও শিঙ্গি মাছের তুল্য শক্রতা।

অদ্দা—১ (অতীত ক্রিয়া) দেখিল, দেখিয়াছিল। = **অদ্দ** (১)। ⇒ **দস্সতি**। ২ (স্ত্রী) = **আদরিয**। ⇒ **আদরিয**।

অদ্দাযনা = **অদ্দা**। ⇒ **অদ্দা** (১)।

অদ্দাযতে (ক্রি) ভিজিয়া যাওয়া; (কিছুতে) আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। ⇒ **অল্লীযতি**।

অদ্দাবলেপন (বিণ) প্রলিপ্ত আর্দ্র, লেপনকার্য দ্বারা ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে অর্থাৎ উজ্জ্বল, চকচকে। ⇒ **অদ্ধ** (বিণ)।

অদ্দি (পুং) (সংস্কৃত অদ্রি) পর্বত।

অদ্দিত (বিণ) রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত, উৎপীড়িত, পীড়িত, উপদ্রুত, অত্যাচারকৃত, যন্ত্রণাদায়ক, তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র, দমিত, ক্রোধান্বিত। ⇒ **অট্টিত, অদ্ধিত, অট্টীযতি**।

অদ্দিযামি (ক্রি) ⇒ **অট্টীযতি**।

অদ্ধ (পুং) অর্ধাংশ। (বিণ) ১ অর্ধ, আধা। (দীর্ঘনিকায়) **অদ্ধমাসিক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অদ্ধমাস**। (জাতক) **অদ্ধযোজন**। = **অড্ঢ** [বিণ (১)]। ২ সজল, আর্দ্র, আসক্ত, মাতাল। (তুলনীয়) **সিণেহ**। (মধ্যম নিকায়) **ন অনদ্ধভূতং অত্তানং দুক্খেন অদ্ধভাবেতি**—সে অপবিত্র নিজকে পাপে কলঙ্কিত করে অর্থাৎ সে একেতো কলুষিত পাপে নিজেকে আরও কলঙ্কিত করিতেছে। (সংযুক্ত নিকায়) **অদ্ধভূতো কাযো**—অপবিত্র শরীর। (জাতক) **অদ্ধভূত নখ**—ময়লাযুক্ত নখ; (জাতক অর্থকথা) **পূতিনখ**। ⇒ **অড্ঢ**।

অদ্ধক (বিণ) আঢ্য, ধনী, সম্পত্তিশালী, ঐশ্বর্যশালী, ধনবান, প্রতিপত্তিশালী। = **মহাবিভব, অড্ঢক, মহদ্ধন**।

অদ্ধকরীস—অর্ধক্রোশ। = **অড্ঢকরীস**।

অদ্ধকহাপণ—অর্ধ কার্ষাপণ, অর্ধমুদ্রা, এক আধুলি বা আট আনা। = **অড্ঢকহাপণ**।

অদ্ধকাযিকানি (ক্লী, বহুবচন) বালিশগুলি। = **বিম্বোহন, অড্ঢকাযিকানি**।

অদ্ধকাসিক—অর্ধসহস্র কাশীর মুদ্রায় মূল্য। **কাসিক** অর্থে তৎকালীন কাশী দেশীয় মুদ্রা বিশেষ। **অড্ঢকাসিক**।

অদ্ধকাসিগণিকা (স্ত্রী) কাশীরাজ্যের বেশ্যা যে বেশ্যা অধিকমূল্য অর্থাৎ ৫০০ টাকা দাবি করিত। = **অড্ঢকাসি গণিকা**। (বি-ভা) **অদ্ধ কাসিগণিকা বিয ন বহুয়ং পিযা মনাপা**।

অদ্ধকাসিয = **অড্ঢকাসিয**। ⇒ **অড্ঢকাসিয**।

অদ্ধকাসিয গণিকা = **অড্ঢকাসিযগণিকা**। ⇒ **অড্ঢকাসিযগণিক, অদ্ধকাসিক গণিকা**।

অদ্ধকুম্ভ—অর্ধপূর্ণ কলসী, (জলে) অর্ধপূর্ণ কুম্ভ। = **অড্ঢকুম্ভ**।

অদ্ধকুল = **অড্ঢকুল**। ⇒ **অড্ঢকুল**।

অদ্ধকুসি (ক্লী) অর্ধকুশি, কাপড়ের মধ্যবর্তী সেলাইয়ের ক্ষুদ্র সন্ধি বা জোড়-মুখ। = **অড্ঢকুসি**।

অদ্ধকোস—প্রকোষ্ঠের অর্ধাংশ, ছোট কক্ষ। = **অড্ঢকোস, অদ্ধকোসন্তর**। ⇒ **কোস** (১)।

অদ্ধকোসক—অর্ধপাত্র, আধাপাত্র, পাত্রের অর্ধেক (কোনো বস্তু) = **অড্ঢকোসক**। ⇒ **কোসক** (১)।

অদ্ধকোসন্তর = **অদ্ধকোস**। ⇒ **অদ্ধকোস**।

অদ্ধকখিক (বিণ) [অদ্ধ+অক্খিক] অর্ধচক্ষু, সতর্ক দৃষ্টিযুক্ত। (পুং) যে ব্যক্তি আড়চোখে চায়, যে ব্যক্তি গোপনে কটাক্ষ করে বা গোপনে দেখে। = **অড্ঢকখিক**। ⇒ **অক্খিক**।

অদ্ধগত (বিণ) অর্ধগত, যাহার জীবনের অর্ধ সময় গত হইয়াছে, অর্ধ বয়সের, যাহার বয়স অর্ধেক গত হইয়াছে, অর্ধবয়সের বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি অর্ধপথ গমন করিয়াছে, যে ব্যক্তি পর্যটন বা ভ্রমণ শেষ করিয়াছে। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) অধ্বগত (মহাবস্তু) (যৌগিকে) **অদ্ধগত বযো অনুপ্পত্তো**। (বিনয়) **অদ্ধগত জিণ্ণ; অদ্ধগত মহল্লক**। ⇒ **গতদ্ধিন, গত** (২)।

অদ্ধগাবুত—১ অর্ধক্রোশ। ২ অর্ধবিঘত (÷ হাত বা ইঞ্চি)। = **অড্ঢগাবুত**।

অদ্ধগূ (পুং) পর্যটক, পথিক, পান্থ, যাত্রী।

অদ্ধচূল = **অড্ঢচূল**। ⇒ **অড্ঢচূল**।

অদ্ধট্ঠ (বিণ) [অদ্ধ+অট্ঠ] আটের আধা অর্থাৎ চারি। **অদ্ধট্ঠ রতন**। = **অট্ঠদ্ধ, অড্ঢট্ঠ**।

অদ্ধতা (স্ত্রী) আঢ্যতা, ধন, অর্থ, সম্পত্তি, বিভব, ঐশ্বর্য। = **অড্ঢতা**।

অদ্ধতিথ (বিণ) আড়াই ভাগ, অংশ। **অদ্ধতিয সত**। = **অড্ঢতিয**। ⇒ **উড্ঢ**।

অদ্ধতিয সত—আড়াই শত, ২৫০।

অদ্ধতেলস (বিণ) ১২½ সারে বারো। **অদ্ধতেলস ভিক্খুসতানি**। = **অড্ঢতেলস**।

অদ্ধতেয্য—আড়াই ভাগ। = **অদ্ধতিয, অড্ঢতেয্য**।

অদ্ধদণ্ডক (বিণ) অর্ধদণ্ড বা দণ্ডের অর্ধভাগ, বেঁটে দণ্ড, ক্ষুদ্র যষ্টি, ছোট লাঠি। = **অড্ঢদণ্ডক**।

অদ্ধদুক (বিণ) তীরের ফলাকারে নির্দেশিত, সন্দেহযুক্ত। (ক্লী) চুলের একপ্রকার বাহার। **অদ্ধদুকং'তি উদরে লোমরাজিঠপনং**—ডোরা ডোরা বা বেণীকরা চুলরাশি উদর বা পেটের উপর পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকিতে দেওয়াই "**অদ্ধদুক**"। ["**দুক**" অথবা "**রুক**" (সংস্কৃত—রুক্ম)

অর্থে বক্ষে পরিবর্ধিত কোনো অলঙ্কার বিশেষ?] = **অদ্ধরুক, অড়্ঢদুক**।

অদ্ধন—[বৈদিক শব্দ অধ্বন। মৌলিক অর্থ:—(ফাঁকা স্থান এবং সময় সম্পর্কে) বিস্তৃতি, দৈর্ঘ্য। কারক নির্ণয়:—(কর্তৃ) অদ্ধা; (কর্ম) অদ্ধানং; (করণ) অদ্ধুনা; (সম্প্রদান ও সম্বন্ধ) অদ্ধুনো; (অধিকরণ) অদ্ধনি; (বহুবচনে) অদ্ধা।] ১ (ফাঁকা স্থান সম্পর্কে) পথ, রাস্তা, ভ্রমণ, পর্যটন। (জাতক, অধিকরণের পরিবর্তে সম্বন্ধপদ) **পথদ্ধুনো পন্নরসে ব চন্দো**—চন্দ্রের ন্যায় মধ্যপথে স্থিত; **পথদ্ধনি**—তাহার গতিপথে, গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথে বা কক্ষে; (বর্ণনায়) **আকাসপথ সংখাতস্স অদ্ধপথে গগন মজ্ঝে ঠিতো** (পেতবত্থু) পথদ্ধনি পণ্ণরসে ব চন্দো; (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **অত্তনো পথভূতে অদ্ধনি গগনতল মগ্গে**। "**পথদ্ধন**" শব্দকে Kern Toev-এতে "**পথদ্দু**" গ্রহণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"অর্ধপথে গত" অর্থাৎ পূর্ণিমা দিবস, তিনি অর্থকথার বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই। ⇒ **পথদ্ধুন**। ২ (সময় সম্পর্কে) অখণ্ডকাল, মধ্যবর্তী সময়, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ, জীবিত কাল। (দীর্ঘনিকায়) **তযো অদ্ধা**—সময়ের তিনটি বিভাগ, যথা—**অতীত, অনাগত, পচ্চুপ্পন্ন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়, কর্মকারক) **দীঘং অদ্ধানং**—অতি দীর্ঘ সময়; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দীঘং অদ্ধানং সংসার;** (সূত্রনিপাত) **দীঘং অদ্ধান সংসার;** (ধর্মপদ) **দীঘং অদ্ধান সোচতি**। (জাতক, সম্বন্ধ পদ) **দীঘস্স অদ্ধুনো;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দীঘস্স অদ্ধুনো গতত্তা**—কারণ দীর্ঘ সময় ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়, করণ কারক) **দীঘেন অদ্ধুনা**।

অদ্ধনালিক—অর্ধনালিক। নাড়িক বা নালীক অর্থে চাউলাদি মাপিবার একপ্রকার পরিমাপক পাত্রবিশেষ। **অড়্ঢনালিক, অদ্ধনালিকা**।

অদ্ধনালিকা (স্ত্রী) এক নালির অর্ধেক। (জাতক) **অদ্ধনালিকামত্ত** (**অড়্ঢনালিকামত্ত**)। = **অদ্ধনালিক, অড়্ঢনালিকা**। ⇒ **নালি, নালিকা**।

অদ্ধনিয (বিণ) ১ দীর্ঘ সড়ক বা রাস্তাযুক্ত, ভ্রমণের যোগ্য, পর্যটনের উপযুক্ত। ২ দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্থায়ী, চিরস্থায়ী। ⇒ **অদ্ধনেয্য**।

অদ্ধনেয্য (বিণ) দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘ সময়যুক্ত, স্থায়ী। ⇒ **অদ্ধনিয** (২)।

অদ্ধপল্লঙ্ক—বহুমূল্য পালঙ্ক বা আসন, অর্ধাকার মন্ত্রণাগৃহ। = **অড়্ঢপল্লঙ্ক**।

অদ্ধপাদ—চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। = **অড়্ঢপাদ**। ⇒ **অট্ঠদ্ধ, অদ্ধট্ঠ**।

অদ্ধভাগ—অর্ধভাগ, অর্ধাংশ। = **অড়্ঢভাগ**।

অদ্ধভূত—(বিণ) অপবিত্র, ময়লাযুক্ত। ⇒ **অদ্ধ** (২)।

অদ্ধমণ্ডল—অর্ধমণ্ডল, অর্ধবৃত্তাকার, অর্ধাকৃতি গোলাকার। = **অড়্ঢমণ্ডল**।

অদ্ধমান—অর্ধমান। **অট্ঠন্নং নালিনং নামং**—অর্থাৎ আট নাড়ি বা নালিতে একমান বলা হয়, ইহারই অর্ধেক।

অদ্ধমাস (পুং) অর্ধমাস, পক্ষকাল, পনের দিন। **ঊনকমাস**। = **অড়্ঢমাস**। ⇒ **অদ্ধ** [বিণ (১)]।

অদ্ধমাসক—অর্ধমাষা। মাষা অর্থে পরিমাপের একপ্রকার ওজনবিশেষ অর্থাৎ ৩ বড়িতে এক মাষা।

অদ্ধমাসিক (বিণ) অর্ধমাসিক, পক্ষকালীন। **অড়্ঢমাসিক**। ⇒ **অদ্ধ** [বিণ (১)]।

অদ্ধমুণ্ডক (বিণ) অর্ধমুণ্ডিত অর্থাৎ মস্তকের অর্ধেক মুণ্ডনকৃত (ইহা শাস্তির চিহ্নবিশেষ)। = **অড়্ঢমুণ্ডক**।

অদ্ধয (বিণ) একটি মাত্র, যার দ্বিতীয়টি নাই। ⇒ **দ্বয** (১)।

অদ্ধযোগ—কোনও প্রাসাদ বা অট্টালিকাবিশেষ। (ইহার পাঠ হইবে) **সুপন্ন বক্কগেহ**—গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার ন্যায় অর্থাৎ চালের একদিক বক্র বা ঘুরানো। **অড়্ঢযোগ**।

অদ্ধযোজন (ক্লী) (দূরত্বে) অর্ধযোজন। = **অড়্ঢযোজন**। (বর্ণনায়) **অদ্ধানমগ্গ**। ⇒ **অদ্ধ** [বিণ (১)]।

অদ্ধরত্তং (ক্রি বিণ) মধ্যরাত্রিতে। **অদ্ধরত্তং সময়ে**। = **অড়্ঢরত্তং**।

অদ্ধরত্ত সময়ে (ক্রি-বিণ) অর্ধরাত্রিতে, মধ্যরাত্রি সময়ে। = **অড়্ঢরত্তাযং, অড়্ঢরত্ত সময়ে**।

অদ্ধরত্তা—অর্ধরাত্রি, মধ্যরাত্রি। = **অড়্ঢরত্তা**।

অদ্ধরত্তাযং (ক্রি-বিণ) **অড়্ঢরত্তাযং**। ⇒ **অড়্ঢরত্তাযং, অদ্ধরত্তং**।

অদ্ধরত্তি—অর্ধরাত্রি, মধ্যরাত্রি। = **অদ্ধরত্তা**।

অদ্ধরত্তিযং = **অড়্ঢরত্তিযং**। ⇒ **অড়্ঢরত্তিযং, অদ্ধরত্তাযং**।

অদ্ধরত্তে (ক্রি-বিণ) অর্ধরাত্রিতে, মধ্যরাত্রিতে। **অদ্ধরত্তং, অড়্ঢরত্তং**। ⇒ **রত্ত** (২ঘ)।

অদ্ধরিয (বিণ) পূজারী, পূজারী (ব্রাহ্মণ)।

অদ্ধরুক = **অড়্ঢদুক, অদ্ধদুক**। ⇒ **অড়্ঢদুক, অদ্ধদুক**।

অদ্ধলহক [অদ্ধ+অঢক] অর্ধ অঢক। **অলহক** অর্থে পরিমাপের এক প্রকার পাত্রবিশেষ। = **অড়্ঢলহক**। ⇒ **অলহক**।

অদ্ধবিবট (বিণ) আধা খোলা, অর্ধ-উন্মুক্ত, অবারিত। **অদ্ধবিবট দ্বার**—অর্ধখোলা দরজা। = **অড়্ঢবিবট**।

অদ্ধসমযে (ক্রি-বিণ) = **অড়্ঢসমযে**। ⇒ **অড়্ঢসমযে**।

অদ্ধা (অব্যয়, ক্রি-বিণ) (হাঁ এবং নিশ্চয়ার্থে) নিশ্চিতরূপে, নিশ্চয়তার জন্য, সত্যত, যথার্থ, বাস্তবিক, নিশ্চয়ই, প্রকৃতপক্ষে। (জাতক) **অদ্ধা অহং বুদ্ধো ভবিস্সামি; অদ্ধা ত্বং বুদ্ধো ভবিস্সসি**। (পটি সম্ভিদামার্গ) **একংস-বচনং নিস্সংসয-বচনং** ইত্যাদি। (জাতক) **অদ্ধা হি**।

অদ্ধান (ক্লী) দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ রাস্তা, দীর্ঘ সময়, দীর্ঘ পর্যটন। = **অদ্ধন**। (অধিকরণ কারক) **অদ্ধানে**।

অদ্ধানং—চিরকাল, দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল জীবিত থাকা। = **চিরং**। (বি-ভা) **অতীতং অদ্ধানং**—অতীতের দীর্ঘ সময়; **অনাগতং অদ্ধানং**—ভবিষ্যতের দীর্ঘ সময় (দীর্ঘনিকায়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনাগতমদ্ধানে** (**অদ্ধানং** শব্দের পরিবর্তে)। (পেতবত্থু) **দীঘং অদ্ধানং** = **দীঘমদ্ধানং**। (সংযুক্ত নিকায়) **অদ্ধানং আপাদেতি**—সময়ের দীর্ঘতা বাহির করা অর্থাৎ জীবনকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা। (জাতক অর্থকথা) **জীবিতদ্ধানং আপাদি আয়ুং বিন্দি**। ⇒ **আপাদেতি**।

অদ্ধানদরথ পথ পর্যটনে নিরতিশয় ক্লান্তি।

অদ্ধানমগ্গ (পুং) রাজপথ, বড় সড়ক বা রাস্তা, পর্যটনের (প্রকৃত) পথ, দুই শহরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ রাস্তা। (মধ্যম নিকায়) **কন্তার অদ্ধানমগ্গ**; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অদ্ধ যোজনং গমিস্সামী'তি ভুঞ্জিতব্বং'তি আদি বচনন্তো অদ্ধযোজমগ্গি অদ্ধানমগ্গো হোতি** (এইরূপে অর্ধ মাইল পথ গণনা করা হইয়াছে)। (তুলনীয়) **অন্তরামগ্গ**।

অদ্ধান পরিস্সয—পথশ্রান্তি, পথশ্রম, পথ চলায় শারীরিক অবসন্নতা, পথক্লান্তি।

অদ্ধানবেমত্ততা (স্ত্রী) কালের পার্থক্য, সময়ের পার্থক্য, পথের ভিন্নতা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অদ্ধানবেমত্ততা অযুবেমত্ততা**।

অদ্ধানে দীর্ঘ পথে দীর্ঘ পর্যটনে, দীর্ঘ সময়ে। ⇒ **অদ্ধান, অদ্ধানং**।

অদ্ধায়ু—অর্ধায়ু, আয়ুর অর্ধেক, জীবনের স্থিতিকাল। **দীঘং অদ্ধায়ু**—দীর্ঘ জীবনের স্থিতিকাল।

অদ্ধিক (পুং) অধিক, পথিক, ভ্রমণকারী ব্যক্তি, পথ পর্যটক। = **পথবিন**।

অদ্ধিক ইদ্ধিক (বিণ) ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতায় ইতস্তত ভ্রমণকারী, দৈবশক্তিতে (আকাশ পথে) ইতস্তত পর্যটনকারী।

অদ্ধিক কপণ (বিণ) ভিখারি, ভ্রমণকারী ভিখারি, পদব্রজে ভ্রমণকারী, যে ব্যক্তি টো টো করিয়া বেড়াইতে থাকে।

অদ্ধিকজন (পুং) ভ্রমণকারী লোক, পথিক ব্যক্তি।

অদ্ধিত = **অট্টিত**। ⇒ **অট্টিত**। **অট্টিত** শব্দের শুদ্ধ শব্দ **অদ্ধিত**।

অদ্ধিন (বিণ, পুং) পথিক, পথ সংসৃষ্ট (পান্থ), পথারূঢ় পথিক, ভ্রমণে রত ভ্রমণকারী, পথ পর্যটক, ভ্রমণকারী, ভ্রমণ শেষ করিয়াছে এমন। = **অদ্ধগত** (ধর্মপদ)।

অদ্ধিভাগ—অর্ধভাগ, অংশ, আধা হিস্যা। **অড়্ঢিভাগ**। ⇒ **ভাগ**(১)।

অদ্ধুদ্ধ [অদ্ধ+উদ্ধ] (সংস্কৃত—চৌথ এবং মহারাষ্ট্রীয় নিয়মের চৌথ অর্থাৎ ৩/৪ সাড়ে তিন। = **অড়্ঢুড়্ঢ**। ⇒ **উড়্ঢ**।

অদ্ধুন (বিণ) মধ্যেস্থিত। (জাতক অর্থকথা) **পথদ্ধুন**। (পুং) পথ, রাস্তা।

অদ্ধুব (বিণ) [অ+ধুব] অধ্রুব, অনিশ্চিত, অনবধারিত, অস্থির, চঞ্চল, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, অনিত্য, বিচলিত, অদৃঢ়। (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ অদ্ধুব (অধুব) অপ্পায়ুক**। (জাতক) **অদ্ধুবসীল**। ⇒ **ধুব**।

অদ্ধুবসীল = **অদ্ধুব**। ⇒ **অদ্ধুব**।

অদ্ধোচিতক (বিণ) [অদ্ধ+ওচিতক] অর্ধ উৎপাটিত, অর্ধ অপহৃত। = **অড়্ঢোচিত**।

অদ্রভক (বিণ) = **অদুব্ভক**। ⇒ **অদুব্ভক**। (জাতক সমার্থবাচক শব্দ) **অদুব্ভপাণিন**।

অদ্রভাবায = **অদুব্ভয**। ⇒ **অদুব্ভয**।

অদ্রভক (বিণ) অদ্রোহী, অদ্রোহিন, অহিংস, শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, সদ্ব্যবহারকারী। = **অদুব্ভক**। ⇒ **দুব্ভ**।

অদ্রভায (বিণ) বিদ্রোহী নহে এমন। ⇒ **দ্রভ**। (ক্লী) = **অদুব্ভ**। ⇒ **অদুব্ভ**।

অদ্বারক = **আলাদ্বারক**। ⇒ **আলাদ্বারক**।

অদ্বেজ্ঝ (বিণ) [অ+দ্বেজ্ঝ] নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত, অবিপরীত, সঙ্গত, পরস্পর অবিরোধী, অবিভক্ত, সরল, বিশ্বস্ত, সঙ্গতিপূর্ণ, প্রতিবাদহীন, স্বীকার্য। (চুলনির্দেশ) **অদ্বেজ্ঝা অদ্বেল্হক**।

অদ্বেজ্ঝতা (স্ত্রী) অবিভক্ততা।

অদ্বেল্হক (বিণ) নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। ⇒ **অদ্বেজ্ঝ**।

অধ (যৌগিকে) **অধগ্গ**। ⇒ **অধগ্গ, অধো**।

অধক্খকং (ক্লী) [অধ+অক্খকং] অধঃদিকের অস্থি, নিম্নস্থ হাড়, যে ফলের নীচের দিকে বাহিরে আঁটি থাকে (টাসফল?)

অধগ্গ (বিণ) [অধ+অগ্গ] নীচের দিকের বা নীচ স্থানীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান। ⇒ **উদ্ধগ্গ** (৩)।

অধম (বিণ) অধম, নীচ, হীন, তুচ্ছ, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, জঘন্য, নীচকুলোদ্ভব। (সূত্রনিপাত) **নরাধম; বসলাধম**। (ধর্মপদ) **পুরিসাধম**। (জাতক) **মিগাধম; উত্তমাধম**।

অধম্ম (বিণ) অধর্ম, অসত্য, মিথ্যা, অন্যায়, অসাধু, অন্যায্য, অধার্মিক। ⇒ **যক্খ** (৪গ)। (পুং) পাপ, অধর্ম, দুশ্চরিত্র, ব্যভিচার, মিথ্যাধর্ম, অসদ্ধর্ম, অসাধুতা, অপবিত্রতা, অসদাচার। = **দেবদত্ত** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (দীর্ঘনিকায়) **অধম্ম রাগ বিসম-লোভ; মিচ্ছাধম্ম**। (পেতবত্থু) **অধম্মং অনুবত্তিসং**—আমি ভ্রান্ত বা অসদ্ধর্ম আচরণ করিয়াছিলাম। ঈদৃশ একই ভাবার্থে:—(বিনয়) **ধম্ম অসুদ্ধ; = পাতুর হোসি মগধেসু পুব্বে ধম্ম অসুদ্ধো** (সংযুক্ত নিকায়)। (ক্লী) অসৎ বা কু-অভ্যাস।

(বিপ) **সদ্ধম্ম**।

অধম্মকম্ম (ক্লী) অধর্মকার্য, পাপকর্ম, অবৈধ কার্য, অসঙ্গত বা নিয়মবিরুদ্ধ কার্য।

অধম্মচরিযা (স্ত্রী) অধর্মচর্যা, কুপথে বা অন্যায় পথে জীবনযাপন, পাপপথে জীবন অতিবাহিতকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অধম্মচরিযা বিসমচরিযা**।

অধম্মযক্খ (পুং) অধার্মিক যক্ষ, মানুষের অনিষ্টকারী যক্ষ, এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **অধম্ম** (বিণ)।

অধম্মিক (বিণ) অধার্মিক, অন্যায় বা অনুচিত কার্যকারী, অন্যায়, অনুচিত, অবৈধ, অসঙ্গত, নিয়ম বা নীতিবিরুদ্ধ, বে-আইনি।

অধম্মিকা অসুরা (পুং, বহুবচন) অধার্মিক বা পাপাচারী অসুরগণ, মানুষের অহিতকারী অসুরগণ। (বিপ) **ধম্মিকা দেবা**।

অধম্মিকা রাজা (পুং) অধার্মিক রাজা, পাপাচারী রাজা, অনিষ্টকারী বা অন্যায়কারী রাজা। ⇒ **রাজা** (১ঘ)।

অধম্মিয (ক্রি-বিণ) অধর্মানুসারে, অন্যায়ভাবে, অন্যায়রূপে, অসঙ্গত বা অবৈধভাবে।

অধম্মিয লাভ—অধর্মানুসারে লাভ বা প্রাপ্তি।

অধম্মেন (ক্রি-বিণ) অধর্ম দ্বারা, অন্যায়রূপে, অনুচিতভাবে, অযোগ্যভাবে, অনুপযুক্তভাবে, অসঙ্গতভাবে, অবৈধভাবে, নিয়ম বা নীতিবিরুদ্ধভাবে। (বিপ) **ধম্মেন**। ⇒ **ধম্ম** [২ (২খ)]।

অধর (পুং) অধর, নীচের ঠোঁট। (বিণ) নীচ, নিম্ন, ধরিবার অতীত বা অযোগ্য। **অধরোট্ঠ**।

অধরোট্ঠ [অধর+ওট্ঠ] অধর ওষ্ঠ বা অধরোষ্ঠ, ঠোঁট, নীচের ওষ্ঠ।

অধান—আধার, পাত্রবিশেষ।

অধি (বিণ) উত্তম। (অব্যয়, উপসর্গপদ) **ক)** অধি, উপর, উপরি, উপরে, আধিক্য, প্রাধান্য, অতিক্রম, আধিপত্য, অধিকার, পর্যন্ত, দিকে, অগ্রভাগে, মধ্যে, ভিতরে, অতিরিক্ত। সাধারণত প্রায়ই ইহার অর্থ:—"এখানে" অর্থাৎ "**অজ্ঝত্ত**" = [অধি+আত্তন] ইহজগতে এই আমি স্বয়ং। **খ)** [(অতি অর্থে **অধি** শব্দ অনবদ্ধ সন্ধিতে বিশেষ্য অথবা ক্রিয়ার সহিত দ্বিত্ব উপপদে বা উপসর্গে যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—) অজ্ঝা (অধি+আ)+বসতি = **অজ্ঝাবসতি;** অধিগ্ঘ (অধি+প্র) ঘরতি = **অধিপ্পঘরতি;** (কিন্তু সময়ে সময়ে অন্যরূপ হয়, যেমন—) পচ্চ (প্রতি+আ)+বাহন = **পচ্চাবাহন;** পর্যা (পরি+আ)+বেক্ষণ = পর্যাবেক্ষণ অথবা পর্যব (পরি+অব)+সান পর্যবসান অথবা অভ্যুদ (অভি+উদ)+য় = অভ্যুদয়, সমুদ (সম+উদ)+য় = সমুদয়।] এতদতিরিক্ত, অধিকন্তু, অতীব, অত্যন্ত, অতিরিক্তরূপে, সম্পূর্ণরূপে। = **অতি, অভি**। স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বরবর্ণের পূর্বে "**অধি**" শব্দের স্থানে "**অজ্ঝ**" শব্দ বসে।

অধিক (বিণ) অধিক, বেশি, প্রচুর, অসাধারণ, বলবান, উত্তম, অতিরিক্ত। = **অনধিবর, বিসিট্ঠ, অনুত্তর**। ⇒ **সাধিক**।

অধিকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) অসাধারণরূপে, অদ্ভুতভাবে। = **অধিকমত্তং, অধিকতরং**। (জাতক) **চতুন্নহুতাধিকানি দ্বে যোজন সহস্সানি**— ২০০০০ + ৯৪০০০ ২৯৪০০০; **সত্তমাসাধিকানি সত্তবস্সানি**—৭ বৎসর ৭ মাস। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্ঞাসাধিকানি পঞ্চবস্স-সতানি**—৫০০+৫০ = ৫৫০।

অধিকণুদ্ধনাতি [অধিকং+উদ্ধুনাতি] = **অব্‌ভুদ্ধুনাতি**। ⇒ **অব্‌ভুদ্ধুনাতি**।

অধিকত (বিণ) [অধি+কত] **১** কার্যের ভার অর্পিত, নিয়োজিত, হেতুজনিত, যুদ্ধার্থে সজ্জিত, উপদর্শক, কাজ কর্মে তত্ত্বাবধায়ক। (পেতবত্থু) **দানে অধিকত = দানে ঠপিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **২** কারণঘটিত, যুক্তিযুক্ত, উদ্দেশ্যমূলক, নীতিমূলক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্ম অধিকত**। **৩** কিছুর দ্বারা পরিবর্তন সাধিত অর্থাৎ এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল, গুলাইয়া ফেলিয়াছে এমন, বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে এমন, পার্থক্য বুঝিতে পারে না এমন, বিরক্তিকর হইয়াছে এমন, হতবুদ্ধি হইয়াছে এমন, ফাঁপরে পড়িয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অধিকত বিমতিজাত** (পাঠ সন্দেহজনক)।

অধিকতর (বিণ) অধিকতর, অত্যধিক, দুইয়ের মধ্যে অধিক। অধিক+তর উৎকর্ষার্থে।

অধিকতরং (ক্লী, ক্রি-বিণ) = **অধিকং, অধিকমত্তং**। ⇒ **অধিকং, অধিকমত্তং**।

অধিকরণ (ক্লী) [অধিক+করণ] অধিকরণ অর্থাৎ **১** শুশ্রূষা, উপস্থিতি, উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, তদারক, কার্য পরিচালনা, শাসন, আধিপত্য, অধিকার। **২** বর্ণনা, উল্লেখ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সম্পর্ক, মধ্যস্থতা, বরাত, বুদ্ধি, নিষ্পত্তির জন্য অর্পণ, সোপর্দ, বিচার শক্তি, কারণ, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, উদ্দেশ্য, ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। **৩** প্রশ্ন, বিধিসঙ্গত প্রশ্ন, বক্তৃতার বিষয়, মোকদ্দমা, অভিযোগ, আধার, বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ, দ্রব্য, মীমাংসা দর্শনের গ্রন্থবিশেষ, মীমাংসা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ পঞ্চাঙ্গবাক্য সমাদায়; (ব্যাকরণে) অধিকরণ কারক। অধিকরণ চারি প্রকার, যথা—**বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ, আপত্তাধিকরণ, কিচ্চাধিকরণ;** (এতদ্ব্যতীত) **ধম্মাধিকরণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অধিকরণস্‌স উপ্পমস্‌স বূপসম**। (মধ্যমনিকায়) **অধিকরণং করোতি**—বিবাদ বা মোকদ্দমা উত্থাপন বা দায়ের করা। (বিনয়) **অধিকরণ বূপসমোতি**—জটিল সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসা করা। ⇒ **সমথ** (২)।

অধিকরণং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) ফলে, খাতিরে, এই হেতু, এই কারণে। (মধ্যম নিকায়) **রূপাধিকরণং**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগাধিকরণং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মুদ্দাধিকরণং**। (জাতক) **কিমাধিকরণং**। (দীর্ঘনিকায়) **যত্বাধিকরণং**।

অধিকরণ কারক (পুং) ১ যে ব্যক্তি মতভেদের অথবা বিবাদের মীমাংসা করে, বিচারক, বিচারকর্তা, বিচারকারক। ২ (ব্যাকরণে) অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক মতভেদের অথবা বিবাদের মীমাংসা করে।

অধিকরণ সমথ (পুং) উত্থাপিত বিবাদের নিষ্পত্তি, অভিযোগ করা বা সোপর্দ করা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, মোকদ্দমা মীমাংসা বা নিষ্পত্তির উপায় বা ধারা। ভিক্ষুদের মধ্যে যদি কেহ বিনয় সম্মত কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেন সে ভিক্ষু ভিক্ষুসঙ্ঘ সভায় অভিযুক্ত হয়, তখন ভিক্ষুসঙ্ঘসভা অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী উভয়পক্ষীয় ভিক্ষুদের সম্পূর্ণ জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া বিনয়ের (ভিক্ষু আইনের) ধারা অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে রায় প্রদান করিয়া থাকেন। বিনয় শাস্ত্র দ্রষ্টব্য। দীর্ঘনিকায়েও বিবাদ মীমাংসার সাতটি নিয়ম বা ধারা বর্ণিত আছে। মধ্যমনিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়েও উক্ত ধারাগুলির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

অধিকরণিক (বিণ, পুং) অধিকরণিক, ধর্মাধিকারী, বিচারকর্তা, যাহাকে বিবাদ বা প্রশ্নমীমাংসা করিবার ভার অর্পণ করা হয়, বিচারক।

অধিকরণী (স্ত্রী) কামারের নেহাই অর্থাৎ লৌহ আগুনে পোড়াইয়া পিটাইবার লৌহখণ্ড।

অধিকরূপ (বিণ) অধিকরূপ, অতি সুন্দর, অভিরূপ। ⇒ **অভিরূপ**।

অধিকার (পুং) [অধি+কার, তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ—অধিকার] অধিকার, আয়ত্ততা, স্বত্ব, দখল, ক্ষমতা, যোগ্যতা, শুশ্রূষা, উপস্থিতি, উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার সম্পর্ক, শাসন-মধ্যগত স্থান, শাসন, রাজত্ব, জ্ঞানগম্যতা, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, নিয়োগ, আরম্ভ, কার্যের অবতারণা, সজ্জিত ভোজনবাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, অনুষ্ঠান, স্বীকার, রাজাদের ছত্রচামরাদি ধারণ, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি, পূর্বসূত্রের বা তদন্তর্গত পদ বিশেষের পরবর্তী সূত্রসমূহের ব্যাপ্তি, কার্যনির্বাহক, পরিচালন, পরিচালক শক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, বিভাগ, অধ্যায় পরিচালন, কৌশল, বন্দোবস্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দপ্তর বা কার্যালয়, দালালি, দস্তুরি, অর্পিত কার্যভার, প্রয়োগ, শাসক কর্তৃবর্গ, (চিকিৎসা, ঔষধ, সাহায্য, বিচার ইত্যাদির) ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, তদারক, নির্বাহ, সকৌশল, আচরণ, কর্তৃপক্ষগণ, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, বাড়ির চাকর, কর্ম, কার্য, পদ্ধতি, উপাসনা, পূজাপদ্ধতি, কর্মস্থান, বিশেষ ব্যবহার। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দান অধিকার**।

অধিকারিক (বিণ) (বিনয় সম্পর্কে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) সম্পর্কিত, উল্লিখিত, মধ্যস্থিত, সেবায় নিযুক্ত, কার্য সম্পর্কীয়, নির্দেশিত, সোপর্দকৃত, মীমাংসা বা নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত, বরাত বিষয়ক।

অধিকুট্টনা (স্ত্রী) [অধি+কোট্টনা অথবা কোট্টন] ঘাতকের কাষ্ঠ নির্মিত কুঁদা বা যূপকাষ্ঠ, বধ্যকাষ্ঠ। থেরগাথা অর্থকথায় "**কুড্ডনা**", সম্ভবত ইহার পাঠ "**কোট্টন**" হইবে। ⇒ **অকোটনে, কোট্টেতি**।

অধিকুসল (বিণ) [অধি+কুসল] অতিধার্মিক, অতি সাধু, উচ্চদরের ধার্মিক, অতিশয় সদাচারযুক্ত, খুব পবিত্র। (যৌগিকে) **অধিকুসলা ধম্মা**—অতি উন্নত ধর্ম বা সদাচারের বিষয়সমূহ বা কার্যসূচি (দীর্ঘনিকায়)।

অধিকোট্টন (ক্লী) = **অধিকুট্টনা**। ⇒ **অধিকুট্টনা**।

অধিকোধিত (বিণ) [অধি+কোধিত] অতিশয় ক্রোধান্বিত, অত্যন্ত রাগান্বিত, অতিশয় ক্রুদ্ধ।

অধিগচ্ছতি (ক্রি) [অধি+√গম] প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, নাগাল পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, (কিছুর দিকে) যাইতে থাকা, উপার্জন করা, বুঝিতে পারা, অধিকারে আসা, অর্জন করা, খুঁজিয়া পাওয়া, অনুভব করা, সিদ্ধান্ত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, জ্ঞাত হওয়া, ধরিয়া লওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **বিবেসং অধিগচ্ছতি**। (মধ্যমনিকায়) **অন্বেসং নাধিগচ্ছতি**—খুঁজিয়া বা সন্ধান করিয়া পায় না। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং অধিগচ্ছতি**। (ধর্মপদ) **সন্তিং অধিগচ্ছতি**। (পেতবত্থু) **নিব্বুতিং অধিগচ্ছতি = নিব্বুতিং লভতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **অমতং পদং অধিগচ্ছতি**। (অতীত) **অধিগচ্ছি;** (অতীতকাল একবচনে সর্বপুরুষে) **অজ্ঝগা = বিন্দি পটিলভি** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); (অতীতকাল বহুবচন সর্বপুরুষে) **অজ্ঝগু, অজ্ঝাগমুং;** (জাতক) **ব্যসনং অজ্ঝগূ**। (অ-বিণ) **অধিগত**। (ব-বিণ) **গন্তব্ব; নিব্বান গন্তব্ব;** (অ-বিণ এর সাপেক্ষে) **অধিগচ্ছিস্সং** (সূত্রনিপাত)। (সপ্তমী) **অধিগচ্ছেয্যে, অধিগচ্ছে;** (দীর্ঘনিকায়) **কুসলং ধম্মং অধিগচ্ছেয্য;** (মধ্যম নিকায়) **মধুপিণ্ডিকং অধিগচ্ছেয্য**। (ক্রি-বি) **অধিগন্ত্বা, অধিগম্ম; = বিন্দিত্বা পটিলভিত্বা;** (জাতক) **আনিসংসং অধিগন্ত্বা**।

অধিগচ্ছতি ফুসতি সচ্ছিকরোতি—অনুভব করা, অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, সহ্য করা, ভোগ করা।

অধিগচ্ছি—১ (বিণ) ⇒ **অজ্ঝপত্ত, সম্পত্ত**। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অধিগচ্ছতি**।

অধিগণ্‌হাতি (ক্রি) [অধি+√গহ] অধিকার করা, হস্তগত করা, অভিভূত করা, (ভূতে) পাওয়া, জ্ঞাত করা, জ্ঞাপন করা, ধারণ করা, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, অতিক্রম করা, অধিকতর ভালো করা বা হওয়া, দখল করা, শ্রেষ্ঠতা লাভ করা, সীমা অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, পরাভূত করা। (অতীত) **অধিগণ্‌হি**। (ক্রি-বি) **অধিগহেত্বা, অধিগয্‌হ**। (অ-বিণ) **অধিগগহীত**।

অধিগত (বিণ) অধিকৃত, অধিকার প্রাপ্ত, বিজিত, লব্ধ, সন্ধানকৃত, সাধনালব্ধ, উপার্জিত, অর্জিত, উপস্থিত, জ্ঞাত। ⇒ **অধিগচ্ছতি**।

অধিগতবন্ত (বিণ, পুং) যিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত, সাধনাসিদ্ধ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিব্বানং অধিগতবন্ত**।

অধিগম (পুং) [অধি+গম] লাভ, সিদ্ধি, জ্ঞান, জ্ঞানের পূর্ণতা, সাধনায় পরিপূর্ণতা, গ্রহণ, স্বীকার, প্রাপ্তি, অধ্যয়ন, প্রবেশ, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য বা বিষয়, নৈপুণ্য, অর্জিত বিদ্যা, গুণ, সাধনালব্ধ বস্তু, সাধনায় সিদ্ধি।

অধিগম ধম্ম = পটিবেধ ধম্ম। ⇒ **পটিবেধ ধম্ম**।

অধিগমেতি (ক্রি) [অধি+√গম] প্রাপ্ত করা বা হওয়া, লাভ করা, ঘটা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া। = **লব্‌ভেতি**। ⇒ **অধিগচ্ছতি**।

অধিগয্‌হ (বিণ) অধিকার করে এরূপ, দখল করে এরূপ, বশে আনে বা বশীভূত করে এমন।

অধিগ্‌গহিত (বিণ) = **অধিগ্‌গহীত**। ⇒ **অধিগ্‌গহীত**।

অধিগ্‌গহীত (বিণ) সীমা অতিক্রান্ত, শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত, জ্ঞাত, দখলীকৃত, অধিকৃত, হস্তগত, অধিগৃহীত, অভিভূত, জ্ঞাপিত, প্রজ্ঞাপ্ত, পরাভূত, অতিক্রান্ত। = **অনুগ্‌গহীত**। ⇒ **অধিগণ্‌হাতি**।

অধিচিন্ন (বিণ) গবেষিত, অন্বেষিত, ধ্যান বা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত, ভাবনা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে এরূপ। ⇒ **অবিচিন্ন**। (ক্লী) কার্যপ্রণালী, প্রক্রিয়া, মামলার রীতি, প্রণালী, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, পদ্ধতি, বিন্যাস।

অধিচিত্ত (ক্লী) উচ্চভাব, ধ্যান, চিন্তা, মনোনিবেশ, একাগ্রভাব, অনুশীলন, মনের একাগ্রতা। (যৌগিকে) **অধিচিত্ত অধিসীল; অধিচিত্ত অধিপঞ্ঞা** (বিনয়)। (চুলনির্দেশ) **অধিচিত্ত সিক্‌খা**। = **অট্‌ঠ সমাপত্তি সঙ্খাত অধিক্‌-চিত্ত**—অষ্টসমাপত্তি ধ্যান উৎপন্নকারী অধিক-চিত্ত অর্থাৎ চিত্তভাবের আধিক্য অথবা চিত্তসমাবেশে গভীর একাগ্রতা।

অধিচেতো (বিণ) [অধি+চেতো] উচ্চমনা, যাহার মন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মহৎ, যাহার মন গর্বিত, যাহার মন আড়ম্বরশালী, যাহার মন মুগ্ধ, যাহার মন উল্লসিত।

অধিচ্চ (ক্রি-বি) ১ জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, পঠন, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষা করিয়া, আবৃত্তি করিয়া, গবেষণা, মুখস্থ বিদ্যা, মুখস্থ করিয়া, পাঠ করিয়া। (জাতক) **বেদে অধিচ্চ = বেদে অধিযিত্বা; বেদে সজ্‌ঝাযিত্বা** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অধিযতি, সজ্‌ঝাযতি**। ২ অনুষ্ঠান, ধর্ম, প্রভাবান্বিত, ভিন্নার্থবোধক, সম্ভাবনাহীন। ৩ (বিণ) অপ্রমাণিক, অসমর্থিত, কারণরহিত, অযৌক্তিক, বিনা কারণে, অপছন্দরূপে, বিনাকারণযুক্ত, যে ব্যক্তি যুক্তি মানে না, অন্যায্য, অপরিমিত, অহেতুক, দৈব, আকস্মিক, অসম্ভব। (বি-ভা) **অধিচ্চাপত্তিক অধিচ্চুপ্পত্তি**। (তুলনীয়) **ধার, ধারণ**(২), **ধারেতি** (৪)।

অধিচ্চলব্ধ (বিণ) অযাচনায় প্রাপ্ত, প্রার্থনা বা ভিক্ষা না করিয়া প্রাপ্ত, না চাহিয়া প্রাপ্ত, আচম্বিতরূপে প্রাপ্ত, হঠাৎপ্রাপ্ত, অতর্কিতভাবে প্রাপ্ত, অকস্মাৎপ্রাপ্ত। (জাতক বর্ণনায়) **অহেতুনা, অকারণেন**।

অধিচ্চসমুপ্পন্ন (বিণ) বিনা কারণে উৎপন্ন, হেতু ছাড়া উৎপন্ন, স্বতঃস্ফূর্তরূপে উৎপন্ন, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উৎপন্ন, স্বভাবসিদ্ধভাবে উৎপন্ন, স্বয়ংক্রিয় হইয়া উৎপন্ন, অনিয়ন্ত্রিত।

অধিচ্চাপত্তিক [অধিচ্চ+আপত্তিক] অভিপ্রায় বা সঙ্কল্পরহিত দোষী।

অধিচ্চুপ্পত্তি [অধিচ্চ+উপ্পত্তি] স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আরম্ভ, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান, স্বভাবসিদ্ধ ব্যুৎপত্তি, স্বয়ংক্রিয় মূল বা কারণ, বিনাচাষে বর্ধমান মূল, স্বভাবসিদ্ধ প্রথম উৎপত্তি বা গোড়াপত্তন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জন্ম।

অধিজেগুচ্ছ (ক্লী) (অপরের প্রতি) অতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করণ বা দর্শন করণ, গভরি ধর্মভীরু শ্রদ্ধা। (বিণ) অতিশয় ঘৃণিত, অত্যন্ত ঘৃণ্য।

অধিট্‌ঠক (বিণ) কিছুর প্রতি ঝাঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুর প্রতি আসক্ত, কাহাকেও কিছু প্রদত্ত। (জাতক) **সুরা-অধিট্‌ঠক**।

অধিট্‌ঠ হতি (ক্রি) [অধি+√ ঠা] অধিষ্ঠান করা, সঙ্কল্প করা, সিদ্ধান্ত করা, অভিনিবেশ করা। = **অধিট্‌ঠাতি**। ⇒ **অধিট্‌ঠাতি**।

অধিট্‌ঠ হাতি (ক্রি) = **অধিট্‌ঠাতি**। ⇒ **অধিট্‌ঠাতি**।

অধিট্‌ঠাতব্ব (ভ-বিণ) সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত, নিষ্পত্তি করা উচিত, সিদ্ধান্তে আসার যোগ্য, সীমা নির্দেশ করার উচিত, সীমাবদ্ধ করা কর্তব্য, সঙ্কল্প করা প্রয়োজনীয়, নির্ধারণে দরকারি। ⇒ **অধিট্‌ঠাতি**।

অধিট্‌ঠাতি—১ (ক্রি) [অধি+√ঠা] অধিষ্ঠান করা, অবস্থান করা, স্বভাবগত হইয়া থাকা, উপবেশন করা, দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো, সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া, কিছুর উপর জোর দিয়া বলা, জেদ করা, মত পোষণ করা, সমর্থন করা, সঙ্কল্প

করা, সিদ্ধান্ত করা, সিদ্ধান্তে আসা, নিষ্পত্তি করা, নির্ধারণ করা, সীমাবদ্ধ করা, সীমানির্দেশ করা। ২ (কর্মকারকে) কেন্দ্রীভূত করা, একত্র করা, সন্নিবিষ্ট করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা, কিছুর উপর মনোযোগ স্থাপন করা, কিছুর প্রতি চিন্তা বা ভাব নিয়ন্ত্রিত করা, মন সংগঠিত করা, ইচ্ছা করা, সঙ্কল্পের উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা। (জ্ঞাতক) **অতি অধিট্‌ঠাতি;** (জাতক অর্থকথায়) **অভিভবিত্বা টিট্‌ঠতি**। ৩ (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্রবাদন করা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, গুণকীর্তন করা, প্রচার করা, যথাবিধি অনুষ্ঠান করা, উৎসব সমারোহে স্মরণীয় করা। (অতীত) **অধিট্‌ঠাসি, অধিট্‌ঠাহি, অধিট্‌ঠহি**। (অ-বিণ) **অধিট্‌ঠিত**। (ভ-বিণ) **অধিট্‌ঠাতব্ব**। (ক্রি-বি) **অধিট্‌ঠায, অধিট্‌ঠিত্বা, অধিট্‌ঠহিত্বা, অধিট্‌ঠেয্য**। (তুম) **অধিট্‌ঠাতুং**।

অধিট্‌ঠান (ক্লী) ১ অধিষ্ঠান, সিদ্ধান্ত, যে স্থানে কিছু ঘটে, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা, চরিত্রের বা স্বভাবের দৃঢ়তা, স্থিরসঙ্কল্প, বিচারনিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা, সঙ্কল্প, স্থিরসিদ্ধান্ত। ২ (এই শব্দটি "**অভিনিবেস**" এবং "অনুসয়" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—) একগুঁয়েমি, অবিচলনীয়, স্থিরতা, কুসংস্কার, পক্ষপাত, টান, বিদ্বেষ, অনিষ্ট, ক্ষতি, পূর্ব সংস্কার, পূর্ব ধারণা, সরল রেখা হইতে বক্র গমন, তির্যক রেখা, গোলাকৃতি বস্তুর একদিকে ভার, প্রবণতা, ঝোঁক, পক্ষপাতিত্ব। (বিণ) কিছুতে আত্মনিয়োগ করা হইয়াছে এরূপ, কিছুতে বাঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, কিছুতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ৩ মনোযোগ দান, ভার গ্রহণ, দেখাশুনাকরণ, নির্বাহ, পরিচালন, শাসন, কৌশল, স্বকৌশল, আচরণ, বন্দোবস্ত, কর্তৃপক্ষগণ, লক্ষ্য, গতি, তত্ত্বাবধান, আদেশ, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রভাব, বল, কর্মশক্তি, কল চালাইবার শক্তি, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), অবস্থা, স্বভাবগত হইয়া থাকা, সন্নিধান, উপস্থিতি, থাকা বা অবস্থান, উপবেশন, আশ্রয়, অবস্থিতি স্থান, আধার, নগর, আবাস, নির্দিষ্ট বা স্থায়ী বাসগৃহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেবানং অধিট্‌ঠান**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**অধিতট্‌ঠান**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে। (পেতবত্থু অর্থকথায় "**আবাস**" শব্দের ব্যাখ্যায়ও "**অধিট্‌ঠান**" শব্দের ব্যবহার "নির্দিষ্ট, চিরস্থায়ী ও অবস্থান বিষয়ের" ভাবার্থে দৃষ্ট হয়, সম্ভবত "**অধিট্‌ঠান**" শব্দই উহাতে হইবে)।

অধিট্‌ঠান মনেন নিম্মিতত্তা—মনের অধিষ্ঠান দ্বারা নির্মিত। = **মনোময**।

অধিট্‌ঠায (ক্রি-বি, ক্রি-বিণ) অধিষ্ঠান করিবার নিমিত্ত, বাসের নিমিত্ত। ⇒ **অধিট্‌ঠহাতি**।

অধিট্‌ঠায়ক (বিণ, পুং) অধিষ্ঠায়ক, শাসক, তত্ত্বাবধায়ক, সতর্ককারক, অধিকর্মা, যে ব্যক্তি প্রহরায় নিযুক্ত, যন্ত্রকারক। (মহাবংস) **কম্ম অধিট্‌ঠায়ক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কম্মন্ত অধিট্‌ঠায়ক**।

অধিট্‌ঠিত (বিণ) ১ অধিষ্ঠিত, কিছুর উপর দণ্ডায়মান অথবা গম্বুজরূপে স্থিত। ⇒ **অধিট্‌ঠাতি**। (বিমানবত্থু) **হেমরথে অধিট্‌ঠিত = সকলং ঠানং অভিভবিত্বা ঠিতং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, বাঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, কার্যভার লইয়াছে বা গ্রহণ করিয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **একচরিয়ং অধিট্‌ঠিত**। ৩ আবির্ভূত, অধ্যুষিত, আশ্রিত, বেষ্টিত, রক্ষিত, অধিকৃত, স্থাপিত, শাসিত, তত্ত্বাবধানকৃত, পরিচালিত, সতর্কীকৃত, যত্নকৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **স্বাধিট্‌ঠিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মন্ত অধিট্‌ঠিত**।

অধিতট্‌ঠান (ক্লী) আশ্রয় স্থান, অধিকৃত স্থান, আবাস স্থান। ⇒ **অধিট্‌ঠান**।

অধিতিট্‌ঠ—উপরে উঠিয়া দাঁড়ানো, আরোহণ করা। = **অভিরুহ**। ⇒ **অভিরুহ**।

অধিতিট্‌ঠতি (ক্রি) [অধি+√ঠা] কিছুর নিকটে দাঁড়ানো অর্থাৎ মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, দেখাশুনা করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্রবাদন করা।

অধিতিট্‌ঠাতি (ক্রি) = **অধিতিট্‌ঠতি**। ⇒ **অধিতিট্‌ঠতি**।

অধিদিট্‌ঠি = **অতিদিট্‌ঠি**। ⇒ **অতিদিট্‌ঠি**।

অধিদেব (পুং) [অধি+দেব] অধিদেব, অতিদেব, দেবরাজ, দেবশ্রেষ্ঠ দেবতা, দেবশ্রেষ্ঠ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেবাতিদেব (বুদ্ধ)। (তুলনীয়) **অতিদেব**।

অধিদেব ঞাণদস্‌সন—দেব-ব্রহ্মার জ্ঞান অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানের উপলব্ধি বা জ্ঞান সম্বন্ধে জানন। ⇒ **ঞাণদস্‌সন**।

অধিপ (পুং) অধিপ, অধিপতি, কর্তা, স্বামী, অধিকারী, প্রভু, রাজা, শাসক, শাসনকারী, শিক্ষক, সর্বোপরি কর্তা। সংস্কৃত-অধিপ। (পেতবত্থু) **জনাধিপ**।

অধিপক (বিণ) শাসিত, প্রভাবিত, অধিকৃত, শিক্ষিত, রাজ্যভুক্ত, প্রভুত্ব করে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তাধিপক, লোকাধিপক, ধম্মাধিপক**। (পুং) প্রভু, রাজা, কর্তা। = **অধিপ**। (তুলনীয়) **অধিপতি**।

অধিপচ্চ (পুং) আভিজাত্য, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্য, অভিজাতের অধিকার।

অধিপজ্জতি (ক্রি) [অধি+পজ্জতি] উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনত্থং অধিপজ্জতি**। (অ-বিণ) **অধিপন্ন**।

অধিপঞ্ঞা (স্ত্রী) অধিপ্রজ্ঞা, অতিপ্রজ্ঞা, অতিজ্ঞান, উচ্চজ্ঞান বা প্রজ্ঞা, অতিরিক্ত বা বাড়তি জ্ঞান, অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান। (তুলনীয়) **ঝান, পঞ্ঞা**। (যৌগিকে) **অধিচিত্ত অধিপঞ্ঞা, অধিসীল অধিপঞ্ঞা**। (দীর্ঘনিকায়) **অধিসিক্খা অধিপঞ্ঞা**।

অধিপততি (ক্রি) [অধি+পততি] দ্রুত উড়িয়া যাওয়া, দ্রুত অদৃশ্য হওয়া, দ্রুত অন্তর্হিত হওয়া, দ্রুত লোপ পাওয়া, দ্রুত বিনষ্ট হওয়া, দ্রুত পতিত হওয়া। = **অতিবিয পততি, সীঘং অতিক্কমতি** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **অধিপাতেতি** (ভিন্নার্থে)। (তুলনীয়) **অধিপাত**।

অধিপতন (ক্লী) অধিপতন, আক্রমণ, উৎপীড়ন, দমন, কিছুর দ্রুত পতন, উল্লম্ফন।

অধিপতি (পুং) অধিপতি, রাজা, শাসনকর্তা, প্রভু, স্বামী। ⇒ **অধিপ**। (বিণ) আধিপত্য বা শাসন করে এমন, প্রভাবশালী, শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠতর। = **সেট্ঠ**। ⇒ **অধিপক**। (বিভঙ্গ) **ছন্দং অধিপতিং কত্বা**—ইচ্ছা শক্তিকে আধিপত্য করিয়া। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অত্তাধিপতি, লোকাধিপতি**।

অধিপতেয্য (ক্লী) (সম্ভবত **আধিপতেয্য** শব্দের পরিবর্তে ইহা ভুল পাঠ হইয়াছে)। আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ঐশ্বর্য, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রজাপালন প্রভৃতি রাজকার্য, শাসন, প্রভাব, আন্দোলন, অস্ত্রসঞ্চালনের সীমা। ⇒ **আধিপতেয্য**।

অধিপত্থিত (বিণ) ইচ্ছিই, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, প্রার্থিত, অতি প্রার্থিত, অত্যন্ত রূপে প্রার্থিত।

অধিপত্থেতি (ক্রি) [অধি+পত্থেতি] অত্যন্তরূপে প্রার্থনা করা, অতিশয় আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, প্রার্থনা করা, বাসনা করা, তৃষ্ণা উৎপন্ন করা, অভাব অনুভব করা, অত্যন্ত রূপে চাওয়া বা যাচঞা করা। (অ-বিণ) **অধিপত্থিত**।

অধিপন্ন (বিণ) ঢুকিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রবিষ্ট, ঘটিত, প্রাপ্ত, ধৃত, উপস্থিত; (অধিকরণ কারকে) বধ্য বা বলি দিতে আনিয়াছে এমন, প্রতারিত, দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এমন। (থেরী গাথা) **কামেসু অধিপন্ন**। (সূত্রনিপাত) **তণ্হাধিপন্ন = তণ্হানুগত** (চুলনির্দেশ)। = **দোসেন অজ্ঝোত্থট**। ⇒ **অধিপজ্জতি**।

অধিপাটিমোক্খ **অধিপাতিমোক্খ**। ⇒ **অধিপাতিমোক্খ**।

অধিপাটেতি (ক্রি) = **ফলতি**। ⇒ **ফলতি** (২)।

অধিপাত (ক্লী) চেরন, ফাড়ন, ভেদকরণ, বিদীর্ণকরণ বা হওয়া, বিশৃঙ্খলকরণ, বিরক্তকরণ, ভঙ্গকরণ, ভাঙ্গন। (বি-ভা) **মুদ্ধা অধিপাত**--মস্তক বিদীর্ণকরণ (সূত্রনিপাত)। (চুলনির্দেশ) **মুদ্ধাবিপাত**। (পুং) প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশম-কাটা কীট। (মহানির্দেশ) **অধিপাতিকা'তি তা উপ্পতিত্বা খাদন্তি তং কারণা অধিপাত'তি বুচ্চন্তি**। (উদান অর্থকথা বর্ণনায়) **সলভা**। ⇒ **অধিপাতিকা**।

অধিপাতক (পুং) ১ ঘাস রাখিবার পাত্র বিশেষ। ২ প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশম-কাটা কীট। ⇒ **অধিপাত** (২)।

অধিপাতযিস্সং = ছিন্দযিস্সং। ⇒ **ছিন্দযিস্সং**। (জাতক) **পাসঞ্চ অধিপাতযিস্সং**—পাশ বা ফাঁদের জাল ছেদন করিব।

অধিপাতিকা (স্ত্রী) প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশম-কাটা কীট, মশা, ডাঁশ, কীটবিশেষ, মাছি। = **সলভ**। ⇒ **অধিপাত** (২)।

অধিপাতিমোক্খ (ক্লী) [অধি+পাতিমোক্খ] সংহিতা, আইনগ্রন্থ, বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের আইনগ্রন্থ বা সংক্ষিপ্ত বিনয়, নিয়মাবলী, সঙ্কেত পদ্ধতি, গূঢ়লেখ, নৈতিক আচার-ব্যবহার, আচরণ, নীতিশাস্ত্র, উচ্চতর বা শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ। (যৌগিকে) **পাতিমোক্খ অজ্ঝাজীব**।

অধিপাতেতি (ক্রি) ভাঙ্গা, ভঙ্গ করা, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটা। = **ছিন্দতি**। সম্ভবত উদানে পাঠ হইবে "**অধিবাধেতি**"। ⇒ **অতিপাতেতি, অবিবাদেতি**। = **অধিপাটেতি**।

অধিপ্পগচ্ছতি (ক্রি) [অধি+প্প(প্র)+√গম+অ] নিকটে গমন করা, কাছে যাওয়া, উপস্থিত হওয়া, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, স্বীকার করা। (অতীত) **অধিপ্পগচ্ছি, অধিপ্পাগা**।

অধিপ্পঘরতি (ক্রি) [অধি+প্প(প্র)+ঘরতি] নিঃসারিত হওয়া, প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা বা হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা পড়া বা ফেলা, চুয়াইয়া পড়া।

অধিপ্পাগা (অতীত ক্রিয়া) নিকটে গমন করিল বা গিয়াছিল, উপস্থিত হইল বা হইয়াছিল, লাভ করিল বা করিয়াছিল, প্রাপ্ত হইল বা হইয়াছিল, জ্ঞাত হইল বা হইয়াছিল, স্বীকার করিল বা করিয়াছিল। ⇒ **অধিপ্পগচ্ছতি**।

অধিপ্পায (পুং) ১ অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, মনোভাব, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, পরিকল্পন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভোগ অধিপ্পায**। (বিণ) আকাঙ্ক্ষা করে এমন, ইচ্ছা করে এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হস্স'ধিপ্পায**—(খেলায় বা খেলার ছলে) হর্ষের ইচ্ছা করে এমন; = **খিড্ডত্থিক**। ২ ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞান, উপলব্ধি, বোধ, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, সঙ্গত কথা, মত, বিশ্বাস, ধারণা, শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, সমাধান, নিষ্পত্তি,

বিচার, সর্বশেষ অংশ, অনুমিতি, উপপত্তি, মর্ম, ফল। (তুলনীয়) **অধিগম**।

অধিপ্লাযেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) উপায়ে, কৌশলে, সাদৃশ্যে, অভিরুচিতে, প্রবৃত্তিতে।

অধিপ্লাযোস (পুং) [অধি+পাযোস] স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, অনৈক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক, বিয়োগফল, অন্তর, স্বাতন্ত্র্যবোধক বিশেষত্ব, ব্যক্তিগত বিশিষ্ট আচরণ, স্বতন্ত্র গাড়ি রথ ইত্যাদি, অর্থ, মর্ম, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প।

অধিপ্লেত (বিণ) (সংস্কৃত—অভিপ্রেত) ১ ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, সম্মত, অনুমোদিত, স্বীকার্য, রাজি, উপযোগী, মনোজ্ঞ। ২ অভিপ্রেত, সঙ্কল্পিত, প্রবিষ্ট, পঠিত, জ্ঞাত, বুঝিয়াছে এমন, অর্থ প্রকাশক, সূচিত, ভাবব্যক্ত, উল্লিখিত, নামকৃত, স্থিরীকৃত, বোধ্য।

অধিপ্লেতত্ত (ক্লী) অর্থ প্রকাশক বা বোধনীয়, বিষয়, জানিবার বিষয়।

অধিপ্লেতত্তা (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) যেন বুঝিতে পারিতেছে বা জানিতে পারিতেছে—এই সম্পর্কে।

অধিবাধেতি (ক্রি) [অধি +বাধেতি, সংস্কৃত—অভিবাধয়তি] বিরক্ত করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, শিং দিয়া গুঁতাইয়া জীবনান্ত করা, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জীবনান্ত করা। ⇒ **অধিপাতেতি, অধিবাদেতি**।

অধিব্রহ্মা (পুং) ব্রহ্মাতি ব্রহ্মা, অতিব্রহ্মা, ব্রহ্মাগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা। (তুলনীয়) **অতিব্রহ্মা**।

অধিভবতি (ক্রি) [অধি+√ভূ+অ, সংস্কৃত—অভিভবতি] জয় করা, পরাজিত করা, বলে বশীভূত করা, পরাভূত করা, অতিক্রম করা, অধিকতর ভালো করা বা হওয়া। **অজ্‌ঝভবতি**। (তুলনীয়) **অধিভূ**। (অতীত) **অধিভবি, অধিভূ;** (সর্বপুরুষ বহুবচনে) **অধিভংসু, অজ্‌ঝভবি**। (অ-বিণ) **অধিভূত**। ⇒ **অজ্‌ঝভূ**।

অধিভাসতি (ক্রি) [অধি+আ+√ভস] পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশে বলা বা লেখা, প্রয়োগ করা, কথা বলা, উক্তি করা, বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা। = **অজ্‌ঝভাসতি**। (অতীত) **অজ্‌ঝভাসি**। (করণে) **অজ্‌ঝভাসেতি, অধিভাসেতি**।

অধিভাসেতি (ক্রি) [অধি+আ+√ভস+এ] = **অধিভাসতি**। ⇒ **অধিভাসতি**।

অধিভূ (বিণ) প্রভাব সম্পন্ন, বিত্ত সম্পন্ন, অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বিজয়ী, প্রভুত্বপ্রাপ্ত, শাসক। ⇒ **অধিভূত**। (পুং) কর্তা, স্বামী, মালিক, রাজা।

অধিভূত (বিণ) ১ ক্ষমতা সম্পন্ন, বিত্ত সম্পন্ন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত। (তুলনীয়) **অধিভূ, অভিভূত**। ⇒ **অধিভবতি**। ২ প্রাণিবিষয় সংক্রান্ত, যে পদার্থ দৃষ্টিবিষয়ীভূত স্থূল শরীরের উৎপত্তির কারণস্বরূপ।

অধিভোতি (ক্রি) = **অধিভবতি**। ⇒ **অধিভবতি**।

অধিমত্ত (বিণ) [অধি+মত্ত] অধিকমাত্রা, অতিমাত্রা, অসাধারণ, চরম সীমা, অতিরিক্ত বা অত্যধিকমাত্রা, অধিক, বেশি, অসীম, অসংখ্য, বৃহৎ, উচ্চ, প্রবল। (বিপ) **পরিত্ত**।

অধিমত্তং (ক্লী, ক্রি-বিণ) অধিকমাত্রায়, অতিরিক্তভাবে। = **অধিকং, অধিকতরং**।

অধিমত্তত (ক্লী) অধিকতর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা।

অধিমত্ততা (স্ত্রী) আধিক্য, অতিরেক, অমিতাচার, অতিরিক্ত, প্রাচুর্য, প্রয়োজনের আধিক্য, অধিকতর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা।

অধিমত্ত বাত (পুং) অধিকমাত্রায় বাতাস, অধিক বাতাস, প্রচুর বা বেশি বাতাস। ⇒ **বাত**।

অধিমন (পুং) মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, মনের গতি, মনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, মনের গতিপথ, মনের তত্ত্বাবধান, মনের একাগ্রতা। (সূত্রনিপাত) **অধিমনসা ভবাথ**—মনোনিবেশ করো। (বিণ) মনকে নিয়ন্ত্রিত এমন, মনের পরিচালক, একাগ্রচিত্ত হয় এমন, অভিনিবিষ্ট হয় এমন। = **পসন্নচিত্ত**।

অধিমনা (ক্রি-বিণ) মনোযোগের সহিত।

অধিমাণিক (বিণ) যাহার অনুচিত বিশ্বাস আছে, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী, প্রকৃতপক্ষে অর্হত্ত্বফল লাভ না করিয়াও যে ব্যক্তি উহা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে ধারণা করে।

অধিমান (পুং) [অধি+মান] অধিমান, অধিক মান, কাহারও অতিরিক্ত গণনা, (বিলম্ব সম্পর্কে) কাহারও এখনও অদেয় হিসাব, অনুচিত শ্রদ্ধা।

অধিমানসা (স্ত্রী) ধ্যানে রত ব্যক্তি, ধ্যানীপুরুষ। (বিণ) ধ্যানে রত, ধ্যানে নিমগ্ন। (সূত্রনিপাত) **অধিমনসা ভবাথ**। ⇒ **অধিমন**।

অধিমুচ্চতি (ক্রি) [অধি+√মুচ+য] ১ টানিয়া নেওয়া, আকর্ষণ করা, প্রলোভিত করা, প্রলোভিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা, কিছুতে আসক্ত হওয়া, প্রবর্তিত হওয়া, রত হওয়া, আনত বা অবনত হওয়া, সংলগ্ন বা অনুরক্ত হওয়া, কিছুর প্রতি ইচ্ছুক বা প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া, অনুমতি দেওয়া, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, সংযত না করা। ২ নিষ্পত্তি হওয়া, কোনো বিষয়ে কাহারও মনকে সংগঠিত করা, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সর্ববিষয় পরিষ্কার হইয়া যাওয়া। ৩ সাহস গ্রহণ করা, বিশ্বাস রাখা।।৪ অধিকার করা, হস্তগত করা, দখল করা, ভূতে পাওয়া, অভিভূত করা (= **অন্বাবিসতি**), উত্তেজিত

করা, উৎসাহিত করা, অপসারিত করা, তেজস্বী বা ক্ষমতাশালী হওয়া, মহানুভব বা বহুগুণশালী ব্যক্তি হওয়া, বীর্যবান হওয়া, দেহে প্রবেশ করা, দেহধারী হওয়া। (অতীত) **অধিমুচ্চি**। (অ-বিণ) **অধিমুচ্ছিত**। (সপ্তমী) **অধিমুচ্চেয্য**। (করণে) **অধিমোচেতি**। (অ-বিণ) **অধিমুচ্ছিত, অধিমুত্ত, অধিমুচ্ছিত**।

অধিমুচ্চন (ক্লী) মন সংগঠনকরণ, বিশ্বাস, প্রত্যয়, সাহসিকতা, বীর্যের দ্বারা অধিকার।

অধিমুচ্ছিত = অধিমুচ্ছিত। ⇒ **অধিমুচ্ছিত**।

অধিমুচ্ছিতর = অধিমুচ্ছিতর। ⇒ **অধিমুচ্ছিতর**।

অধিমুচ্ছিত (বিণ) জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি, মোহিত, আসক্ত, আকর্ষিত, মূর্ছিত, প্রলোভিত, সংলগ্ন, জড়িত, অসংযত, প্রশ্রয় প্রাপ্ত, অনুমতি প্রাপ্ত, তুষ্টকৃত। (জাতক) **কামেসু অধিমুচ্ছিত**—কামসমূহে আসক্ত। **তস্সা অধিমুচ্ছিত সরীরে**—তাহার দেমে সংলগ্ন বা আসক্ত হইয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝোমুচ্ছিত**। ⇒ **অধিমুচ্চতি**।

অধিমুচ্ছিতর (পুং) যে ব্যক্তি কিছু করিতে সঙ্কল্প করে, সহজে বিশ্বাসকরণ, বিশ্বাস লাগানো।

অধিমুচ্ছিতা (স্ত্রী) = **অধিমুচ্ছিতর**। ⇒ **অধিমুচ্ছিতর**।

অধিমুত্ত (বিণ) [অধি+মুত্ত] অধিমুক্ত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রবৃত্তি বিশিষ্ট. ইচ্ছুক, আত্মনিয়োগকৃত, বিচক্ষণ, উৎসাহী, সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তীব্র, প্রদত্ত। (সূত্রনিপাত) **অধিমুত্ত চিত্ত**। (জাতক) **দান অধিমুত্ত**। = **অধিমুচ্ছিত**। ⇒ **অধিমুচ্ছিত**।

অধিমুত্তি (স্ত্রী) প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সঙ্কল্প, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, পরিকল্পন, বিন্যাস, মেজাজ, প্রবণতা, হস্তান্তরিত করণ, প্রদান, প্রয়োগ।

অধিমুত্তিক (বিণ) কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংলগ্ন, আসক্ত, অনুরক্ত, ইচ্ছুক, প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কিছুর প্রতি ঝাঁকিয়াছে বা ঝোঁক পড়িয়াছে এমন। = **অধিমুত্ত**।

অধিমুত্তিকতা (স্ত্রী) প্রবণতা, নতি স্বীকার, অনুরাগ, ইচ্ছা, অবনমন, নমন, নতি, ঝোঁক, দুই রেখা বা তলের বর্ধিত কোণ।

অধিমুত্তি পদ—সমস্ত পথে বা রাস্তায়, সমস্ত গমন মার্গে, সমস্ত ঘটনায়, সমস্ত পর্যটনে, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সমূহে, সমস্ত প্রবেশ পথে, সর্বপ্রকার বিধিবদ্ধ করণে।

অধিমোক্‌খ (পুং) স্থির সঙ্কল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সমাধান, নির্ণয়, ব্যাখ্যা, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, বিচার নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা।

অধিমোচেতি (ক্রি) কাহারও প্রতি বা কিছুর প্রতি নত হওয়া, আনত হওয়া, অবনত হওয়া, রত করা বা হওয়া, প্রবর্তিত হওয়া, নত করা বা হওয়া, নিয়ন্ত্রিত করা, আদেশ করা, পরিচালকের কার্য করা। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং দেবেসু অধিমোচেতি**। ⇒ **অধিমুচ্চতি**।

অধিযতি [অধি+√ ই] (ক্রি) = **অধীযতি**। ⇒ **অধীযতি**। (অ-বিণ) **অধিযিত**। (ক্রি-বি) **অধিচ্চ, অধিযিত্বা**।

অধিযানং = সজ্‌ঝাযিত্বা। ⇒ **অধিচ্চ, অধীযতি, সজ্‌ঝাযতি**।

অধিযিত (বিণ) [অধি+ইত] প্রবিষ্ট, অভ্যন্তরগত, পঠিত, অধ্যয়নকৃত। = **অধীত**। ⇒ **অধীযতি**।

অধিরোহ (ক্লী) অধিরোহণ, আরোহণ, চড়া, উপরে ওঠা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুরধিরোহ**।

অধিরোহণী (স্ত্রী) অধিরোহণী, সোপান, মই, সিঁড়ি।

অধিবচন (ক্লী) [অধি+বচন] অধিবচন, অভিধা, সংজ্ঞা, অতিরিক্ত কথা, নাম, উপাধি, অর্থ, রূপক; নির্দিষ্ট সময়, নিরূপিত কাল, অবধি, সীমা; বিদ্যালয়-আদালত ইত্যাদির কার্যকাল, প্রতীকরূপে কল্পিত কথা, বিশেষণ, বস্তুর বা ব্যক্তির গুণ বা ধর্ম, পদ, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ, (বীজ গনিতের) পদ-রাশি; রূপক-অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনা, আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা। = **নাম সঙ্খা পঞ্ঞত্তি** ইত্যাদি।

অধিবচন পথ (Rh. Davids-এর মতে) তুল্যার্থবোধক পরিভাষার ক্রমোন্নতি, সমার্থক নামমালার ক্রমিক গতি বা ক্রিয়া।

অধিবচন পদ = অধিবুত্তি পদ। ⇒ **অধিবুত্তি পদ**।

অধিবচনসম্ফস্‌সজা সঞ্ঞা—প্রত্যভিজ্ঞার ভাব, পুনরায় জানার ধারণা বা বিশ্বাস (অর্থাৎ সাদৃশ্য বা তুল্যতার দ্বারা পরিমেল বা সম্বন্ধ, যেমন—কোনো মানুষ দেখিলে পরিচিত কেহ বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়)। ⇒ **সঞ্ঞা**(৬)।

অধিবত্ততি (ক্রি) [অধি+√বত্ত+অ] ক্ষমতাশালী হওয়া, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, আসিয়া পড়া, বহির্গত হওয়া, নির্গত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, শেষ হওয়া, প্রেরণ করা, পাঠানো, প্রকাশ করা, সমাজে প্রচলিত করা, অগ্রসর হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, মোকদ্দমা চালানো, ফল দেওয়া, ফলদায়ক হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া। (অতীত) **অধিবত্তি**।

অধিবদতি (ক্রি) = **অচ্চাবদতি**। ⇒ **অচ্চাবদতি**।

অধিবত্থ (বিণ) বাসকৃত, অধিকারভুক্ত, বাস করিয়াছে এরূপ। ⇒ **অধিবসতি, অধিবুত্থ**।

অধিবন (বিণ) আবদ্ধ, রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত।

অধিবর (বিণ) [অধি+বর] জাঁকালো, চমৎকার, অত্যুৎকৃষ্ট, অতি উত্তম, অনুপম, চূড়ান্ত।

অধিবসতি (ক্রি) [অধি +√বস+অ] বাস করা, থাকা, অবস্থান করা, অধিকার করা। (অতীত) **অধিবসি**। (অ-বিণ) **অধিবত্থ, অধিবুত্থ**। (করণে) **অধিবাসেতি**।

অধিবাস (পুং) স্থিতি, সহিষ্ণুতা, সহ্যশক্তি, সহনশীলতা, তিতিক্ষা, ক্ষমা, নম্রতা, গ্রহণ, ধারণ, গ্রহণশক্তি, অবলম্বন, অধিকার, দুর্গ, কারাগার, প্রভাব, জাহাজের খোল। (বিণ) **দুর অধিবাস**—ধারণ করা দুঃসাধ্য বা কঠিন বা কষ্টদায়ক।

অধিবাসক (বিণ) সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল, দৃঢ়, স্থায়ী, অচল-অটল, সহনশীল, অধ্যবসায়ী, অক্রোধিত, অক্রুদ্ধ, ইচ্ছুক, সম্মত, মনোজ্ঞ, উপযোগী, রাজি, স্বীকার্য।

অধিবাসন (ক্লী) [অধি+বাসন] ১ স্বীকার, সম্মতি। ২ সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সহ্যশক্তি, ধৈর্যশীলতা।

অধিবাসনতা (স্ত্রী) অধ্যবসায়, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সহ্যশক্তি।

অধিবাসনা (স্ত্রী) ক্ষমা, তিতিক্ষা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সহ্যশক্তি, ধৈর্য, সহনশীলতা।

অধিবাসিক (বিণ) = **অধিবাসক**। ⇒ **অধিবাসক**।

অধিবাসাপেতি (ক্রি) ⇒ **অধিবাসেতি**।

অধিবাসেতি (ক্রি) [অধি+√বস+এ] (বৌদ্ধ সংস্কৃত—অধিবাসযতি) ১ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, বাস করা, অপেক্ষা করা; (চলতি) বিলম্ব করা, স্থগিত রাখা। ২ সহ্য করা, ধৈর্য ধরা, অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা, কার্য সম্পাদনে অবিচলিত উৎসাহ করা, ধারণ করা, বহন করা, পোষণ করা, ভোগ করা, গ্রহণ করা, পরিভোগ করা, স্থায়ী হওয়া, অচল থাকা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা। (জাতক) **পহারে অধিবাসেতি**। ৩ একমত হওয়া, সম্মতি দেওয়া, রাজি হওয়া, মিল হওয়া, গ্রহণ করা, অনুরূপ হওয়া, স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া, (কিছুতে) দেওয়া বা সম্মতি দেওয়া। (অতীতে) **অধিবাসেসি**। (করণে) **অধিবাসাপেতি**—অপেক্ষা করানো, সহ্য করানো, বিলম্বের কারণ করা। (অনুনয় অর্থে পঞ্চমী) **অধিবাসেতু**।

অধিবাহ (পুং) বাহক, মুটে, পত্রবাহক, দূত, শববাহী, ভৃত্য, চাকর। (বিণ) আনয়ন করে এমন, আনয়নকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্খ-অধিবাহ**।

অধিবাহন (ক্লী) বহনকরণ, আনয়নকরণ, সহ্যকরণ। (বিণ) বহনকারী, আনয়নকারী, সহ্যকারী।

অধিবিপাত = **অধিপাত**। ⇒ **অধিপাত** (১)।

অধিবিমুত্তত্ত (ক্লী) প্রবৃত্তি, প্রবণতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ঝোঁক, প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অথবা প্রদত্ত কার্য বা ঘটনা। = **অধিবিমোক্খত্ত, অধিমুত্তি**। (জাতক) **কামাধিবিমুত্তিতা, কামাধিবিমুত্তত**।

অধিবিমোক্খত্ত (ক্লী) ইচ্ছুক হইয়া, প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হইয়া, ইচ্ছুক হইয়াছে এরূপ ভাব, প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছে এরূপ অবস্থা। = **অধিমোক্খ**।

অধিবুত্তি (স্ত্রী) [অধি + বুত্তি] (তুলনীয় সংস্কৃত—অভিবদতি) মত প্রকাশ, বাক্যের রীতি, মুখের ভাব, মুখাবয়ব, রাশি, রাশিমালা, বচন, উক্তি, প্রবাদ বাক্য, মত, বিবেচনা, ধারণা, অনুকূল ধারণা, পেশাদারী লোকের পরামর্শ।

অধিবুত্তি পদ = **অধিবুত্তি, অধিমুত্তি পদ**। ⇒ **অধিবুত্তি, অধিমুত্তি পদ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **অধিবচন পদ**।

অধিবুত্থ (বিণ) বাসকৃত, অধিকৃত, সংঘটিত, বাস করিয়াছে এমন। = **অধিবত্থ**। ⇒ **অধিবসতি**।

অধিসযন (ক্লী) শয়ন, অবস্থান। (বিণ) শায়িত, বাসকৃত, বাস করিয়াছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অধিসযন মঞ্চং**।

অধিসযিত (বিণ) বসিয়া গিয়াছে এমন, বসিয়াছে এরূপ, (ডিমসমূহে) পচা লাগিয়াছে বা ঘোলা পড়িয়াছে এমন। ⇒ **অধিসেতি**।

অধিসরে (ক্রি-বিণ) = **অবিসযে, অবিসরে**। ⇒ **অবিসযে, অবিসরে**।

অধিসীল (ক্লী) [অধি+সীল] অধিশীল, উন্নত নৈতিকতা, মহৎ ধর্ম, অত্যুৎকৃষ্ট ধর্মাচরণ, উন্নত কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান। সাধারণত "**অধিসীল**" তিন প্রকার, যথা—**অধিচিত্ত-সিক্খা, অধিপঞ্ঞা-সিক্খা, অধিসীল-সিক্খা** (বিনয়)। ⇒ **অধিচিত্ত, সিক্খা, সীল**।

অধিসেতি (ক্রি) [অধি+√সি+এ] শয়ন করা, শোয়া, বসা, বাস করা, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, একই পন্থা অনুসরণ করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, ক্রমে চালাইয়া যাওয়া। = **গচ্ছতি**। (অতীত) **অধিসেসি**। (অ-বিণ) **অধিসযিত**।

অধীত (বিণ) অধীত, অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত, যাহা শিক্ষা করা হইয়াছে, যাহা পড়া হইয়াছে, শিক্ষাকৃত, মুখস্থকৃত। = **অধিযিত**।

অধীন (বিণ) অধীন, বশবর্তী, আয়ত্ত, বশ, অনুগত, বাধ্য, আজ্ঞাকারী, আশ্রিত প্রজা। (দীর্ঘনিকায়) **অত্ত-অধীন** (আত্মবশ) এবং **পর-অধীন** (পরবশ)।

অধীযতি (ক্রি) [অধি + √ই + য] অধ্যয়ন করা, পড়া, শিক্ষা করা, (সাহিত্যে) অগ্রসর হওয়া (তুলনীয়—

অধিগচ্ছতি), মুখস্থ করা। = **অধিযতি**। (সংযুক্তনিকায়) **ধম্মপদানি অধীযতি**। (অতীত) **অধীযি**। (অ-বিণ) **অধিযিত, অধীত**। (ব-বিণ) **অধীযমান, অধীযস্সু**। (ক্রি-বি) **অধিযিত্বা, অধীযিত্বা, অধিযানং, অধিচ্চ**।

অধীযমান (বিণ) অধ্যয়ন করিতেছে বা করে এমন, পড়িতেছে বা পড়ে এমন, শিক্ষা করিতেছে বা করে এমন, মুখস্থ করিতেছে বা করে এমন। ⇒ **অধীযতি**।

অধীযস্সু = **অধীযমান**। ⇒ **অধীযমান**।

অধুত (বিণ) অবিচলিত, অনালোড়িত, স্থির, অকম্পিত, বায়ুতাড়িত নহে এমন। (তুলনীয়) **বাতধুতং**। ⇒ **আধুত**।

অধুনা (ক্রি-বিণ) (বৈদিক শব্দ—অধুনা) অধুনা, এখন, ইদানীং, সম্প্রতি, এক্ষণে, নূতনভাবে। (বিনয়) **অধুনা কালকত**।

অধুনা-উপ্পন্ন (বিণ) এখন উদিত, সম্প্রতি উৎপন্ন, এখন উৎপন্ন, নূতনভাবে উদিত।

অধুনাগত (বিণ) [অধুনা+আগত] অধুনা আগত, এখন আসিয়াছে এমন, আগন্তুক, অতিথি।

অধুনাভিসিত্ত (বিণ) [অধুনা+অভিসিত্ত] অধুনা অভিষিক্ত, নূতনভাবে অভিষিক্ত, ইদানীং বা এখন অভিষিক্ত, সম্প্রতি অভিষিক্ত।

অধুর (ক্লী) [অ+ধুর] দায়িত্বহীনতা, ধর্মের প্রতি ঔদাস্য, কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতা।

অধুব (বিণ) অধ্রুব, অনিশ্চিত। = **অদ্ধুব**।

অধূত (বিণ) = **অব্বত, অভূত**। ⇒ **অব্বত, অভূত**।

অধো (ক্রি-বিণ) অধো, নিম্নে, নীচে, অধঃদিকে, অধীনে, অধঃদিক, নিম্নদিক। (বিপ) **উদ্ধং**। = **হেট্ঠিমাদিসা**।

অধোং (ক্রি-বিণ) অনন্তর, তৎপরে, পূর্বে, অগ্রে। (বিপ) **উদ্ধং**।

অধো-অক্খক—অক্ষকাস্থি বা কণ্ঠাস্থির নীচে।

অধো-অগ্গ (উপরিস্থ দন্তশ্রেণীর) নিম্নমুখী বা নীচের দিকের অগ্রভাগ। (জাতক) **অধো-অগ্গ উদ্ধ-অগ্গ;** (জাতক অর্থকথায়) **উপরিম-দন্ত**।

অধোকত (বিণ) নীচের দিকে বা নিম্নমুখী করিয়াছে এরূপ, উল্টাইয়া দিয়াছে এরূপ, নীচমুখী করা হইয়াছে এরূপ, নমিত বা নত করা হইয়াছে এরূপ।

অধোক্খক [অধো+অক্খক] = **অধো-অক্খক**। ⇒ **অধো-অক্খক**।

অধোগত (বিণ) নিম্নে পতিত, অধোগত, নীচে অবস্থিত, দুর্দশাপন্ন, উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আগত, নরক প্রাপ্ত বা নরকে প্রবিষ্ট, গত হইয়াছে এরূপ, অতীত হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **ইতো মাসং অধোগতং**—এই হইতে এক মাস গত হইয়াছে এরূপ।

অধোগত সীসা = **অবংসির**। ⇒ **অবংসির**।

অধোগম (বিণ) অধঃগামী, অবতরণকারী, অপকৃষ্ট বা হীন দশাপ্রাপ্ত, পাপগ্রস্ত, পাপী, নরকগামী।

অধোগম বাত (পুং) শরীর অধঃগামী বায়ু। ⇒ **বাত**।

অধোগল—গলার নীচে।

অধোগ্গ [অধো+অগ্গ] = **অধো-অগ্গ**। ⇒ **অধো-অগ্গ**।

অধো চ উদ্ধং (ক্রি-বিণ) উর্ধ্বে এবং অধঃদেশে, উপরে এবং নীচে।

অধো চ উদ্ধঞ্চ তিরিযঞ্চ (ক্রি-বিণ) উর্ধ্বে অধঃদেশে এবং আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত। উর্ধ্ব, অধঃ এবং (**দিসা** ও **অনুদিসা** অর্থাৎ দিক ও অনুদিক সহ) চতুর্দিকে—এই তিনটি আয়তন বা দিককে বুঝায়।

অধোভাগ (পুং) (শরীরের) অধঃভাগ, নিম্ন দিক, তলদেশ, অধঃস্থিত অংশ।

অধোমুখ (বিণ) মুখনীচ, মুখ নীচের দিকে করিয়া আছে এমন, নতমুখ, হেঁটমুখ, অপ্রতিভ, অধোমুখ, অধঃকৃত মুখ, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন। = **ছেট্ঠামুখ, পজ্ঝাযন্ত**। (বিপ) **উপরিমুখ**।

অধোমুখপঞ্ঞা—অধোমুখী প্রজ্ঞা, নিম্নগামী প্রজ্ঞা বা জ্ঞান।

অধোবিরেচন—জোলাপ, অধোবিরেচন, জোলাপের ক্রিয়া। ⇒ **উদ্ধবিরেচন**। = **অধোদোসানং নীহরণং**। (বিপ) **উদ্ধবিরেচন**।

অধোসাখং—১ গাছের নীচের ডাল, নীচের শাখা। ২ শিকড় সমেত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা। = **উদ্ধমূলং**।

অধোসির (বিণ) অধঃশির, নতমস্তক, শির নোয়াইয়াছে এমন, মাথা নীচের দিকে ঝুঁলিয়া রহিয়াছে এমন। ⇒ **অবংসির**। ⇒ **সির**।

অধোসিরং (ক্রি-বিণ) অবনত মস্তকে, নতশিরে, মাথা নত করিয়া, মাথা নীচের দিকে (পদদ্বয় উপরদিকে এরূপ) অবস্থায়। (তুলনীয়) **অবংসির, অবংসিরং**। (জাতক অর্থকথা) **সিরং অধোকত্বা হেট্ঠমুখো**। ⇒ **সির**।

অধোসীস (ক্লী) অধঃশির, মাথা প্রথমে আগাইয়া দিয়াছে এরূপ অবস্থা। ⇒ **সীস** (২ক)। (বিণ) দুঃসাহসিক, অবিবেচক, খাড়া, অত্যন্ত দ্রুত, মাথা আগাইয়া দিয়াছে এরূপ।

অধোসীসক (বিণ) = **অধোসীস**। ⇒ **অধোসীস** (বিণ)।

অন (উপপদ বা উপসর্গপদ) না, নয়। ইহা না অর্থে নেতিবাচক শব্দ এবং যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—(থেরগাথা) **অনপ্পমেয্য, অনমতগ্গ, অনভব**।

অনক্‌খ (পুং) জুয়াড়ি নহে এমন ব্যক্তি। (বিণ) অজুয়াড়ি, জুয়াড়ি নহে এমন।

অনক্‌খাত (বিণ) অনাখ্যাত, অকথিত, অবর্ণিত। = **অনাচিক্‌খিত**।

অনক্‌খাতে (ক্রি-বিণ) [অন+অক্‌খাত শব্দ] অনখ্যাতে, পরিসমাপ্তিতে, যাহা আর করিবার বাকি নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে এরূপ অবস্থাতে। ⇒ **অবসায**।

অনক্‌খিক্ক (বিণ) চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তি রহিত, অন্ধ।

অনাগার (পুং) [অন+অগার] গৃহহীন লোক, সংসারত্যাগী ব্যক্তি, নিরাশ্রয় ব্যক্তি, মুনি, ঋষি, যাযাবর লোক, ভ্রমণকারী, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু। ⇒ **অনগারিযা, পব্বজিত**। (ক্লী) গৃহহীন অবস্থা। = **অনগারিযা**। ⇒ **অগগ** (ক্লী)।(বিণ) গৃহহীন, নিরাশ্রয়, প্রব্রজিত, সংসারত্যাগী। (সূত্রনিপাত) **অনগার পরিব্বজে**। = **অনাবাস**। (বিপ) **গহট্‌ঠ, অগার**।

অনাগারং(ক্লী) নিরাশ্রয় অবস্থা, গৃহহীন অবস্থা, প্রব্রজিত অবস্থা, সন্ন্যাস অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থা। ⇒ **অনগারিযা** (ক্লী)।

অনগারিযা (স্ত্রী) আগার বা গৃহহীনা স্ত্রীলোক, নিরাশ্রয় বা অনাশ্রয়া স্ত্রীলোক, উদ্বাস্তু স্ত্রীলোক, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, সন্ন্যাসিনী। (ক্লী) নিরাশ্রয়া অবস্থা, গৃহহীনা অবস্থা। = **অনাগারং**। **অগারস্যা অনগারিযং পব্বজিত**—আগার হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া অনাগারিক প্রব্রজিত অর্থাৎ সংসার বা গৃহধর্ম ত্যাগ করিয়া গৃহহীন বৌদ্ধভিক্ষু বেশ অথবা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছে এমন। (বিণ) আগারহীনা, নিরাশ্রয়া, অনাশ্রয়া, উদ্বাস্তু, গৃহহীনা, সন্ন্যাসিনী, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী।

অনগ্‌ঘ (বিণ) মহার্ঘ, মহামূল্য, অমূল্য, দুর্মূল্য, বহুমূল্য। (ক্লী) মূল্যহীনতা, মহামূল্যতা, মূল্যবহুল, মহার্ঘতা। **চত্তারি অনগ্‌ঘানি**— চারিপ্রকার মহামূল্য বস্তু, যথা—**সেতচ্ছত্ত, নিসীদন পল্লঙ্ক, আধারক, পাদপীট্‌ঠিক**।

অনঙ্গণ (বিণ) [অন+অঙ্গণ] নির্লিপ্ত, নির্দোষ, উদাসীন, আবেগহীন, অনিন্দ্য, নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিহীন, চিহ্ন বা দাগহীন, রেখাশূন্য, নিখুঁত। (বিপ) **সাঙ্গণ**।

অনচ্ছরিয (বিণ) [ন+অচ্ছরিয] অনাশ্চর্য, আশ্চর্যজনক নহে এমন, অদ্ভুত নহে এরূপ।

অনজ্জব (বিণ) কঠোর, বক্র, অধার্মিক, কুটিল, অসরল। ⇒ **অজ্জব**।

অনজ্‌ঝাচর = অনজ্‌ঝাচার। ⇒ **অনজ্‌ঝাচার**।

অনজ্‌ঝাচার (পুং) [অন+অজ্‌ঝাচার] ১ নিরুপদ্রব, অনুৎপীড়ন, সদ্ব্যবহার। ২ ব্যভিচার বিরতি। ৩ প্রেমের অভিনয় না করণ। ⇒ **অজ্‌ঝাচার**।

অনজ্‌ঝাপত্তি (স্ত্রী) নির্দোষতা, নিষ্কলঙ্কতা, অকলঙ্ক অবস্থা। ⇒ **অজ্‌ঝাপত্তি**।

অনজ্‌ঝাপন্ন (বিণ) নির্দোষ, দোষরহিত, নিষ্কলঙ্ক। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝোপন্ন**। ⇒ **অজ্‌ঝাপন্ন**।

অনজ্‌ঝিট্‌ঠ (বিণ) [অন+অজ্‌ঝিট্‌ঠ] অনাহূত, অজিজ্ঞাসিত, অনিমন্ত্রিত, অনাদিষ্ট, অযাচিত। = **অনব্‌ভিত, অনব্‌হাত, অযাচিত, অনিজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অনজ্‌ঝোসিত (বিণ) [অন+অজ্‌ঝোসিত] আটকাইয়া নাই এরূপ, সংলগ্ন নহে এরূপ, ঝুলাইয়া নাই এমন। ⇒ **অজ্‌ঝোসিত**।

অনঞ্চ = আনঞ্চ, আকাসানঞ্চ, বিঞ্ঞাণানঞ্চ। ⇒ **আনঞ্চ, আকাসানঞ্চ, বিঞ্ঞাণানঞ্চ**।

অনঞ্জ = আনঞ্জ। ⇒ **আনঞ্জ**।

অনঞ্জন—নিরঞ্জন।

অনঞ্জিত (বিণ) মলিন, বিবর্ণ, রঞ্জিত নহে এরূপ, ধূসরবর্ণ। (জাতক অর্থকথা) **অনঞ্জিত মণ্ডিত সজ্ঝাটি**। ⇒ **অঞ্জিত**।

অনঞ্ঞ (বিণ) অনন্য, অভিন্ন, অদ্বিতীয়, অন্যসম্পর্কহীন, একমাত্র।

অনঞ্ঞং—১ অপর বা অন্য কেহ নহে অর্থাৎ একই ব্যক্তি, সে নিজেই, স্বয়ং। = **অযং**। ২ অপর কেহ নাই অর্থাৎ একাকী, একজনের দ্বারা, একজনেই। (সূত্রনিপাত) **অনঞ্ঞপোসিন**; (বিপ) **অপরপোসিন**। ৩ অপর কেহ নহে অর্থাৎ আর অধিক নহে, অন্য কেহ নহে, কেবল, একাকী। (সূত্রনিপাত) **দ্বে ব গতিযো ভবন্তি অঞ্ঞা**—অন্য নহে অথবা অধিক নহে, মাত্র দুইটি গতি।

অনঞ্ঞথ (ক্লী) নিশ্চয়তা, সত্যতা। = **তথ**।

অনঞ্ঞথা—অন্যথা, নির্ভুলে, ভুল না করিয়া।

অনঞ্ঞথা ভাবিন (বিণ, পুং) অন্যভাব বা অন্যদৃষ্টিমুক্ত।

অনঞ্ঞধেয্য (বিণ) অনন্যগত। ⇒ **অনঞ্ঞ, ধেয্য**।

অনঞ্ঞপোসিন (বিণ) কেবল নিজকে পোষণকারী। (বিপ) **অপরপোসিন**।

অনঞ্ঞমনো (বিণ) অন্যভাব বা অন্যরূপ মনস্ক করে না এমন, মনোযোগী, অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত। ⇒ **অঞ্ঞমনো**।

অনঞ্ঞবদ (বিণ) অন্যদৃষ্টিক নহে এমন, যথার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন। ⇒ **অঞ্ঞবদ**।

অনঞ্ঞসরণ (বিণ) [অন+অঞ্ঞ+সরণ] নিজের আশ্রয়ের জন্য অন্য কাহাকেও গ্রহণ করে না অর্থাৎ স্বাধীন, জ্ঞানলাভে নিশ্চিত বা আত্মবিশ্বাসী, কাহারও আশ্রয়ে থাকে না এমন, অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে না এমন। ⇒ **অঞ্ঞসরণ**।

অনঞ্ঞাত (বিণ) অস্বীকৃত, অপরিচিত, অজ্ঞাত, নিরহঙ্কারী, অগর্বিত, অপরিজ্ঞাত। (বি-ভা) **অনঞ্ঞাতঞ্ঞাস্যামী'তি-ইন্দ্রিয**— "অজানিত বিষয়ে জানিব" বলিয়া বিশ্বাসে কার্যক্ষমতা বা মনোবৃত্তি। ⇒ **অঞ্ঞাত, অবঞ্ঞাত**।

অনঞঞায (ক্রি-বি) না জানিয়া, জ্ঞাত না হইয়া, পরিচিত না হইয়া। ⇒ **জানাতি, অঞঞায**।

অনট্ঠিততা (স্ত্রী) অদৃঢ়তা, চঞ্চলতা, চপলতা, অস্থিরতা, খামখেয়ালি ভাব।

অনণ (বিণ) [অন+অণ] অঋণী, ঋণমুক্ত, বাধ্যতামুক্ত, পাপমুক্ত, পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত অর্থাৎ আর পুনর্বার নূতনভাবে জন্ম নিতে হইবে না এমন (থেরীগাথা)। ⇒ **অণ**।

অনত (বিণ) অনত, অপ্রণত, অবিনীত, উদ্ধত, অবশীভূত, অবক্রীভূত।

অনতিক্কমনীয (বিণ) অপরাজিত, অনতিক্রমনীয়, অতিক্রম করা যায় না এমন, পার হইয়া যাওয়ার অযোগ্য, অজেয়, দুর্লঙ্ঘ্য। ⇒ **অতিক্কমতি**।

অনতিমানিন (বিণ) অনহঙ্কারী, অনভিমানী, নিরহঙ্কারী, অভিমানী নহে এমন, যাহার নিকট মোটেই মান-অভিমান নাই। ⇒ **অতিমানিন**।

অনতিরিত্ত (বিণ) অনতিরিক্ত, অনধিক, অনবশিষ্ট। (ক্লী) (খাদ্য সম্বন্ধে) যে খাদ্য অপরিত্যক্ত হইবার নহে, সদ্য খাবার। ⇒ **অতিরিত্ত ভোজন**।

অনতিরিত্ত ভোজন—রুগ্ন ভিক্ষুর জন্য আনীত খাদ্যবস্তু হইতে রুগ্ন ভিক্ষু খাওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না মনে করিয়া যদি অন্য কোনো ভিক্ষু খায় অথবা কোনো উপলক্ষে ভিক্ষুদের জন্য আনীত খাদ্যবস্তু উপস্থিত ভিক্ষুদের জন্য সমপরিমাণ হইবে কিংবা স্বল্প পরিমাণ হইবে এবং ভিক্ষুরা খাইয়াছেন কিংবা খান নাই—ইহা বিবেচনা না করিয়া এবং খোঁজ না লইয়া যদি কোনো ভিক্ষু খায় উহাকে বলা হয় "**অনতিরিত্ত ভোজন**"। ভিক্ষুদের পক্ষে ইহা অন্যায় এবং নিষিদ্ধ।

অনত্ত (বিণ) আত্মাহীন, অনাত্মা, আমিত্বের অহঙ্কারহীন, অনাত্ম, নিজের নহে এরূপ, আত্মাশূন্য, দয়াদিরহিত। (পুং) আত্মাশূন্যতা, নিরহঙ্কার, আত্ম অহমিকারহিত অবস্থা, নিজের নহে বলিয়া ধারণা, শূন্য অহম, অনাত্মা, ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তনশীল পঞ্চস্কন্ধযুক্ত সত্ত্বের আত্মা নাই বলিয়া বিচারে বিশ্বাস।

অনত্তমন (বিণ) [অন+অত্ত+মন] অনাত্মবাদী, যিনি গবেষণায় বা ধ্যানে সংবিভাগে আত্মা বলিয়া কোনো বস্তুবিশেষের সন্ধান পান না, নিরানন্দ, অসন্তুষ্ট, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর, অপ্রীতিকর। **অনত্তমন ধাতুক**—নিরানন্দজনক ধাতুবিষয়ক। ⇒ **অত্তমন**।

অনত্তমন ধাতুক (বিণ) আত্মা নাই বলিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে এমন অবস্থার, অনাত্মবাদে সাম্য প্রকৃতির। ⇒ **ধাতুক, অনত্তমন**।

অনত্তা (স্ত্রী) অনাত্মা, আত্মার অভাব। = **অনত্ত**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **অনত্তনি অনত্তা;** (বিপ) **অনত্তনি অত্তা (মিচ্ছাদিট্ঠিগতা সত্তা**—অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টিগত সত্ত্বার মতবাদ)। (সংযুক্ত নিকায়) **অনত্তানুপস্সিন;**

অনত্তাসঞঞিন। (পটিসম্ভিদামার্গ) **অনত্তানুপস্সনা; যং কিঞ্চি অনিচ্চঞ্চ দুক্খঞ্চ তং অনত্তা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনত্তালক্খণ**। (বিণ) আত্মাহীন, আমিত্বের অহঙ্কাররহিত, অনর্থক। **সব্বে ধম্মা অনত্তা**।

অনত্তানুপস্সন (স্ত্রী) [অনত্তা+অনুপস্সনা] অনাত্মা বা আত্মাশূন্য বলিয়া দর্শন, আত্মা নাই বলিয়া প্রত্যক্ষকরণ, আত্মাশূন্য বলিয়া বিচারকরণ, অনাত্মারূপে পর্যবেক্ষণ করণ, অনাত্মারূপে উপলব্ধিকরণ। **যং অনিচ্চঞ্চ দুক্খঞ্চ তং অনত্তা'তি অনুপস্সনা**।

অনত্তানুপস্সিন (বিণ) অনাত্মা বা আত্মাশূন্য বলিয়া দর্শনকারী। ⇒ **অনত্তানুপস্সনা**।

অনত্তালক্খণ (ক্লী) অনাত্মালক্ষণ, আমিত্বশূন্য লক্ষণ, নাম-রূপ নামক পরিবর্তনশীল পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে আত্মা বলিয়া কিছুই নাই বলিয়া জ্ঞাত লক্ষণ।

অনত্থ (পুং, ক্লী) ১ অনর্থ, অহিতকর অবস্থা, অলাভজনক অবস্থা, অনিষ্ট, অপকার, হানি, ক্ষতি, দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, প্রয়োজনহীন বিষয়, অনভিলাষিত বিষয়, বিপত্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **অনত্থায সংবত্ততি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনত্থং অধিপজ্জতি**। (জাতক) **অনত্থ জননো দোসো**—বিদ্বেষ অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ আনয়ন করে; অনর্থকারী দোষ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনত্থ জননো কোধা**—অনর্থজনক ক্রোধ। = **দুব্ভন**। ২ অবিশুদ্ধ বা কলুষিত ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, ভুল জ্ঞান বা উপলব্ধি, ভুল অর্থ। (বিণ) অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন (তদ্ধেতু অলাভজনক, মন্দ, অপ্রাসঙ্গিক)। = **অনিয্যান দীপক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **অহিতং**।

অনত্থকাম (বিণ) অহিতকারী, অশুভ আকাঙ্ক্ষী, ধনাভিলাষী নহে এমন, অনর্থকর, অনর্থকামী।

অনত্থঙ্গত (বিণ) [অন+অত্থং+গত] অনস্তগত, অস্ত যায় নাই এরূপ। **অনত্থঙ্গত সুরিযে**—সূর্যাস্ত না হইবার পূর্বে।

অনত্থঙ্গমিতে (ক্রি-বিণ) অস্তমিত হইবার পূর্বে। ⇒ **অত্থগমিত, অত্থমিত, অনত্থঙ্গত**।

অনত্থচর (বিণ) অনিষ্টকারী, দুঃখ প্রদানকারী। (পুং) অনিষ্টকারক ব্যক্তি বা বস্তু। ⇒ **চর**।

অনত্থবহ (বিণ) অনর্থকারী, অনিষ্টকারী। ⇒ **বহ** (বিণ)।

অনত্থসংহিত (বিণ) নিরর্থক, অনর্থক, বৃথা, সম্বন্ধহীন।

অনত্থাবহ (বিণ) ⇒ **আবহ**।

অনত্থিক (বিণ) ১ অমঙ্গলজনক, অহিতকারী, অনুপযুক্ত। ২ অগ্রাহ্যকারী, অযত্নকারী, উপেক্ষাকারী, কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে এমন, অনাকাঙ্ক্ষী। ৩ দরিদ্র। ⇒ **অত্থিক**।

অনদ্ধনেয্য (বিণ) অনধিক কাল বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অস্থায়ী। ⇒ **অদ্ধনেয্য**।

অনধিক (বিণ) [অন+অধিক] অনধিক, কম, অপ্রচুর, অনতিরিক্ত, দুর্বল, হীন, সাধারণ। ⇒ **অধিক**।

অনধিভূ (বিণ) কর্তৃত্বহীন, কর্তা নহে এমন, অজেয়, প্রতিপত্তিশালী নহে এমন, অশাসক। ⇒ **অধিভূ**।

অনধিমন (বিণ) একাগ্রচিত্ত হয় না এমন, অভিনিবিষ্ট হয় না এমন, মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না বা করিতে পারে না এমন। ⇒ **অধিমন**।

অনধিমুচ্চিত (বিণ) সংযত, অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অনাকর্ষিত, অপ্রলোভিত। = **অনধিমুচ্ছিত**। ⇒ **অধিমুচ্ছিত**।

অনধিমুচ্ছিত (বিণ) অসংলগ্ন, জ্ঞানী, অমোহিত, অনাসক্ত, সংযত, অনাকর্ষিত। (বিপ) **অধিমুচ্ছিত**। **অনধিমুচ্চিত**।

অনধিবর (পুং) মুক্ত পুরুষ, পবিত্র পুরুষ, বুদ্ধ, অর্হৎ। (বিণ) অনতিক্রান্ত, অতুলনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, অনুপম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। = **অধিক**, **বিসিট্‌ঠ**।

অনধিবাসক (বিণ) অসহিষ্ণু, অদৃঢ়, অনিচ্ছুক, অসম্মত। ⇒ **অধিবাসক**।

অনধিবাসনতা (স্ত্রী) অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা। ⇒ **অধিবাসনতা**।

অনধিবাসেতি (ক্রি) সম্মত না হওয়া, গ্রহণ না করা, পরিভোগ না করা, অধৈর্য হওয়া, অপেক্ষা না করা। ⇒ **অধিবাসেতি**।

অননু (বিণ) [অন+অনু] পরম্পরাবিহীন, অনধীন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় না এমন, পিছে পিছে যায় না এমন, সামর্থ্যহীন। ⇒ **অনু**।

অননুচ্ছবিক (বিণ) [অন+অনুচ্ছবিক] অনুপযুক্ত, অনুচিত, অননুরূপ, অসদৃশ, অপ্রতিরূপ, অশুদ্ধ, ভ্রান্ত, অভদ্র, অশ্লীল, যথাযোগ্যতাহীন। = **অননুলোমিক**, **অননুলোমিয**। (যৌগিকে) **অননুচ্ছবিক অননুলোমিয**।

অননুঞ্ঞাত (বিণ) [অন+অনুঞ্ঞাত] অননুজ্ঞাত, অনুমতি প্রাপ্ত নহে এমন, অননুমোদিত, মঞ্জুরকৃত নহে এরূপ। = **অননুমত**।

অননুতপ্প (বিণ) অননুতপ্ত, অনুতাপ বা অনুশোচনা করিতেছে না বা করে না এমন, দুঃখ প্রকাশ করে না এমন। ⇒ **অননুতপ্পতি**।

অননুতপ্পতি (ক্রি) [অন+অনুতপ্পতি] অনুতাপ করে না, অনুশোচনা করে না, দুঃখ প্রকাশ করে না। (ব-বিণ) **অননুতপ্প**।

অননুতাপ (পুং) অননুতাপ, কোনোরূপ অনুশোচনা বা দুঃখ প্রকাশ করে না এরূপ অবস্থা।

অননুবোধ (বিণ) সত্য বিষয়ে অজ্ঞাত, অকল্পিত, অজানিত। ⇒ **অনববোধ**।

অননুমত (বিণ) অনুমতি প্রাপ্ত নহে এরূপ, অননুজ্ঞাত, অস্বীকৃত। = **অননুঞ্ঞাত**।

অননুলোমিয (বিণ) স্বভাব বিরুদ্ধ, প্রতিকূল স্বভাববিশিষ্ট।

অননুবজ্জ (বিণ) নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, অনিন্দার্হ, অনিন্দিত, নিরপরাধী। = **অনুবাদ বিমুত্ত**। ⇒ **অনবজ্জ**।

অননুবেজ্জ (বিণ) জ্ঞাত, বিদিত, সুবোধ্য, অবগত। **তথাগতো অননুবেজ্জো**—তথাগত বুদ্ধের জ্ঞাত।

অননুস্সুত (অ-বিণ) [অন+অনুস্সুত] অশ্রুত, যাহা পূর্বে কখনও কেহ শুনে নাই, অশ্রুতপূর্ব, শ্রবণ করে নাই এরূপ।

অননেয্য (বিণ) পরের প্রভাবে চলে না এমন, পরনির্ভরশীল নহে এমন। ⇒ **অঞঞনেয্য**।

অনন্ত (বিণ) অনন্ত, অসীম, অপার, অবিরাম, নিত্য, নাশবিরহিত, অনির্দিষ্ট, উদ্দেশ্যহীন, অবিনশ্বর, সীমাহীন, ইয়ত্তাশূন্য। (বিপ) **অন্তবন্ত**। **অনন্ত পঞঞ**। (ক্লী) অসমাপ্ত, অসীমতা, অনন্তত্ব, অগননীয় সংখ্যা ইত্যাদি।

অনন্তক (বিণ) [অ+নন্তক] যে বস্ত্র ছিন্ন বা জীর্ণ নহে, ভালো বস্ত্র, পরিধানের যোগ্য বস্ত্র।

অনন্তগোচর—অনন্ত বিচরণক্ষেত্র, যে গোচর ক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করা যায় না, অসীম মানসিক দৃষ্টি, অনন্ত কাল্পনিক দৃষ্টি বা দর্শন, স্বপ্নবৎ অপার দর্শন। = **অপ্পমাণ গোচর**।

অনন্তদস্সিন (বিণ) অনন্তদর্শী, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে নানা দিক দিয়া বহুভাবে বহুপ্রকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী। ⇒ **দস্সিন**।

অনন্তর (বিণ) [অন+অন্তর] অনন্তর, ফাঁকশূন্য, ঘন, নিরন্তর, অবিরাম, একটার সঙ্গে একটা লাগানো, সংলগ্ন, অপ্রতিহত, সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ, সন্নিহিত, লাগোয়া, নিকটবর্তী, অব্যবহিত, ঠিক পরবর্তী, দূরে বা স্থানান্তরে যায় নাই এমন, অতঃপর, ইহার পর, পশ্চাতে কিছু নাই অর্থাৎ পিছনে ফেলিয়া আসে নাই এরূপ। ⇒ **অব্‌ভন্তর**।

অনন্তরং (ক্রি-বিণ) তারপর, তৎপর, অতঃপর।

অনন্তর গাথা—পরবর্তী গাথা বা শ্লোক, নিম্নস্থ বা নিম্নে উল্লিখিত শ্লোক। ⇒ **গাথা**।

অনন্তরধান (বিণ) অনন্তরধান, তিরোধান হয় না এমন।

অনন্তরায়িকিন (বিণ, পুং) [অন অন্তরায়িকিন] অনন্তরায়িকিন, দুঃখে বা বিপদে পতিত নহে এমন, বাধাপ্রাপ্ত নহে এমন, অন্তরায়বিহীন, বাধাহীন, অবাধ, যাহার কোনোরূপ বাধা বিপত্তি নাই বা অন্তরায় নাই। = **অসতি অন্তরায়ে**—বিপদ বা বিঘ্ন হয় নাই এরূপ অবস্থায়, নিরাপদে।

অনন্তরিক (বিণ) [অন+অন্তরিক] সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ বা মধ্যবর্তী নহে এমন, মধ্যবর্তীকাল বা স্থান নহে এমন, পরবর্তী বা দুইটির মধ্যবর্তী নহে এরূপ, অনুগামী উত্তরাধিকারী নহে এমন, পশ্চাদ্‌গামী বা পরবর্তী নহে এমন। = **আনন্তরিক**।

অনন্তবন্ত (বিণ) অসীম, অসমাপিত, অনন্ত, অপরিমেয়, অনির্দিষ্ট, ইয়ত্তাহীন। (বিপ) **অন্তবন্ত**।

অনন্তিক (বিণ) [অন+অন্তিক] প্রশস্ত, বিস্তৃত, বিশাল।

(বিপ) **সন্তিক** (২)।

অনন্বয় (বিণ) [অন + অন্বয়] অসঙ্গত, অসমঞ্জস, পরস্পরবিরোধী, অসংলগ্ন, বিরুদ্ধ। **তস্য অনন্বয়**—তাহার বা উহার বিরুদ্ধ।

অনপচিনন্তো (বিণ) [অন+অপচিনন্তো] মুক্তিলাভ করে নাই এমন, মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না এমন, পরিত্রাণ পায় না এমন, অবিনষ্ট, নষ্ট করে না এমন, কম বা অল্প করা হয় না এরূপ, কম নহে এরূপ।

অনপচিনাতি (ক্রি) [অন+অপচিনাতি] মুক্তিলাভ না করা, পরিত্রাণ না পাওয়া, নষ্ট না করা, লোপ না করা, না কমানো, কম না হওয়া, কম বা অল্প না করা।

অনপচ্চ (ক্লী) [অন+অপচ্চ] অবংশাবলী, যাহারা বংশাবলী নহে। ⇒ **অপচ্চ**।

অনপদান (ক্লী) [অন+অপদান] উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ না করণ, পরামর্শ গ্রহণ না করণ। ⇒ **অপদান** (২)।

অনপদেস (বিণ) কারণহীন, হেতু বা কারণ নাই এরূপ। (বিপ) **সাপদেস**।

অনপলোকেত্বা ⇒ **অপলোকেতি**।

অনপবিণাতি = **অনুপচিনাতি**। ⇒ **অনুপচিনাতি**।

অনপবিনাতি (ক্রি) [অন+অপবিনাতি] = **অনপচিনাতি**। ⇒ **অনপচিনাতি**। (ব-বিণ) **অনপবিনন্তো**।

অনপবীণতি (ক্রি) [অন+অপবীণতি] = **অনপচিনাতি**। ⇒ **অনপচিনাতি**।

অনপায় (পুং) [অন+অপায়] স্বর্গ, সুগতি, অপায় বা নরক নয় এইরূপ অবস্থা।

অনপায়িন (বিণ) = **অনপায়িনী**। ⇒ **অনপায়িনী**।

অনপায়িনী (বিণ) [অন+অপায়িনী] চলিয়া যায় না এমন, সরিয়া যায় না এমন, অনুগমনকারী, সঙ্গে সঙ্গে বা পশ্চাদ্‌গমনকারী। **ছায়া ব অনপায়িনী**—ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী। ⇒ **অপায়িন**।

অনপেক্‌খ (বিণ) অনপেক্ষ, নিরপেক্ষ, নির্ভরশীল নহে এমন, অনাশাবাদী, আশাহীন, প্রতীক্ষা করে না এমন।

অনপেক্‌খতি (ক্রি) [অন+অপেক্‌খতি] অপেক্ষা না করা, প্রতীক্ষা না করা, মনোসন্নিবেশ না করা, মনোযোগ না দেওয়া, মন না দেওয়া। (ব-বিণ) **অনপেক্‌খমান**।

অনপেক্‌খমান (বিণ) মনোসন্নিবেশ করে না এমন, মনোযোগ দেয় না এমন, মন দেয় না এমন, বিবেচনাহীন, মর্যাদাহীন, উদাস, ঔদাস্য, ঔদাসিক, ঔদাস্যীয়, উপেক্ষা, উপেক্ষিত, উপেক্ষ্য, উপেক্ষণীয়, নিরপেক্‌খ। ⇒ **অনপেক্‌খতি**।

অনপেক্‌খা (বিণ) [অন+অপেক্‌খা] অবিবেচক, বিবেচনাহীন, মর্যাদাহীন, উদাসীন, স্বার্থশূন্য, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ, অপ্রতীক্ষাকারী, অপেক্ষাকারী নহে এমন, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভালো না মন্দ। (সূত্রনিপাত) **অনপেক্‌খা হোন্তি ঞাতযো**—জ্ঞাতিগণ নিরপেক্ষ রহিয়াছে।

অনপেক্‌খিন (বিণ) = **অনপেক্‌খা**। ⇒ **অনপেক্‌খা**।

অনপ্পক (বিণ) [অন+অপ্পক] অল্প নয়, অসামান্য, অতিশয়, বিবেচনানুরূপ, মহা, অনল্প, অধিক, বহু, সামান্য বা সাধারণ কিছু নয় এমন, বেশি, গণ্যমান্য, পর্যাপ্ত পরিমাণ, প্রচুর, অনেক; (বহুবচনে) খুব বেশি, অতি বহু, অনেক বেশি, অনেক, অধিক সংখ্যক। = **বহু, পহূত**। **অনপ্পকেচি** (এর পরিবর্তে উত্তম পাঠ) **অনপ্পকে পি**।

অনপ্পক পুঞ্ঞ (ক্লী) অনল্প বা অসামান্য পুণ্য, মহাপুণ্য। = **উলার পুঞ্ঞ**। ⇒ **পুঞ্ঞ**।

অনপ্পত্ত (বিণ) প্রাপ্ত, পতিত, লব্ধ, আগত, উপস্থিত, পৌঁছিয়াছে বা নাগাল পাইয়াছে এমন, প্রাপ্ত হইয়াছে বা পাইয়াছে এমন। = **অনুপ্পত্ত**।

অনপ্পমেয (বিণ) [অন+অপ্পমেয] অনপ্রমেয়, প্রমাণাতীত, অগণনীয়, অতি পর্যাপ্ত, পরিমেয় নহে এরূপ, অজ্ঞেয়, অক্ষেপ্য, অগণনীয় নহে এরূপ, প্রমাণের অযোগ্য, অপর্যাপ্ত, অপরিমিত, প্রচুর, অসীম, যাহা প্রমাণ করা যায় না। ⇒ **অপ্পমেয**।

অনপ্পমেয্য = **অনপ্পমেয**। ⇒ **অনপ্পমেয**।

অনব্‌ভক্‌খাতি (ক্রি) নিন্দা না করা। (বিপ) **অব্‌ভক্‌খাতি**।

অনব্‌ভক্‌খাতুকাম (বিণ) [অন + অব্‌ভকাতু + কাম] মিথ্যা অভিযোগ করে না এমন, অপবাদ দেয় না এমন, নিন্দা করে না এমন, অপরকে দোষারোপ করে না এমন, বিরুদ্ধে কথা বলে না এমন। ⇒ **অব্‌ভকাতুকাম**।

অনব্‌ভিত (বিণ) [অন+অব্‌ভিত] পুনরায় অসংস্কৃত, পুনর্বার সংস্কার করিবার অযোগ্য, অপ্রত্যার্পিত, প্রত্যার্পণ করিবার অযোগ্য, পুনর্বার স্থাপিত হয় নাই বা স্থাপন করা যায় না এরূপ, পুনরায় স্থগিত করা হয় নাই অথবা করিবার অযোগ্য, পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার অযোগ্য বা ফিরাইয়া আনা যায় নাই এমন, ক্ষতিপূরণ করা যায় নাই বা করিবার অযোগ্য, দুরারোগ্য, আরোগ্য করা যায় নাই এরূপ, নূতনভাবে করা যায় নাই এমন, আহ্বান করিবার অযোগ্য, আহ্বান করা বা ডাকা হয় নাই এমন, পুনরাগমন করে নাই এমন, পুনরায় বহাল করার অযোগ্য অথবা বহাল করা হয় নাই এমন। (জাতকে পাঠ) **অনব্‌হাত**; (থেরগাথায় পাঠ) **অযাচিত**। = **অনজ্‌ঝিট্‌ঠ**। ⇒ **অব্‌ভিত**।

অনভব (পুং) অভব, জন্মরহিত অবস্থা, অনুৎপন্ন প্রলয়, বিনাশ, ধ্বংস, মোক্ষ, নির্বাণ প্রাপ্তি। (বিণ) অনুৎপন্ন, উৎপন্নহীন, অস্থায়ী।

অনভাব (পুং) [অনু+অভাব] সম্পূর্ণ নিবৃত্তি, অতিশয় বিরাম, চরম অবসান, সম্পূর্ণ ধ্বংস, তৃষ্ণার নিবৃত্তি (সর্বাসবের অবসানই অভিপ্রেত)। (বিণ) **"অনভাবং কত"** অথবা **"অনুভাবংগত"**। **অনভাবং গমেতি**—ক্ষয় পাইতেছে, ধ্বংস হইতেছে। ⇒ **গমেতি**।

অনভাব কত (বিণ) বিতৃষ্ণ, আসক্তিহীন, বিরাগী, অনাসক্ত, অননুরাগী, বিষয়-বাসনাহীন, যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন।

অনভাগত (বিণ) যিনি অনাসক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। = **অনভাবকত**।

অনভিকঙ্কিত (বিণ) [অন+অভিকঙ্কিত] অনাকাঙ্ক্ষিত, আকাঙ্ক্ষা রহিত। ⇒ **অনভিজ্‌ঝিত**।

অনভিজ্‌ঝা (স্ত্রী) [অন+অভিজ্‌ঝা] অলোভ, লোভহীনতা, অলোলুপতা, অগৃধ্নতা, অনাকাঙ্ক্ষা, অর্থগৃধ্নতার অভাব।

অনভিজ্‌ঝাতি (ক্রি) [অন+অভিজ্‌ঝাতি] (কোনো বস্তু প্রাপ্তির) ইচ্ছা না করা, লোভ না করা, আকাঙ্ক্ষা না করা, গৃধ্ন না হওয়া। (অ-বিণ) **অনভিজ্‌ঝিত**। ⇒ **অভিজ্‌ঝাতি**।

অনভিজ্‌ঝালূ (বিণ) অলোভী, অলোলুপ, অনাকাঙ্ক্ষী, পেটুক বা অর্থগৃধ্ন নহে এমন। (ধর্মসঙ্গণী) **অনভিজ্‌ঝালূ**। ⇒ **অভিজ্‌ঝালূ**। **অব্যাপন্নচিত্তো সম্মাদিট্‌ঠিকো**।

অনভিজ্‌ঝিত (বিণ) অলোভী, অলোলুপ। **অনভিজ্‌ঝালু, অনভিপত্থিত, অনভিকঙ্কিত**। ⇒ **অনভিজ্‌ঝাতি, অভিজ্‌ঝিত**।

অনভিনন্দতি (ক্রি) [অন+অভিনন্দতি] অভিনন্দন না করা, অভ্যর্থনা না করা, সানন্দে গুণকীর্তন না করা, সেবা না করা, অনুমোদন না করা, নিজে আনন্দিত না হওয়া অন্যকেও আনন্দিত না করা, কোনো বিষয়ে হর্ষ প্রদর্শন না করা, অন্যের মঙ্গল দর্শনে আহ্লাদ বা উল্লাস প্রকাশ না করা, স্তব না করা, স্বীকার না করা। ⇒ **অভিনন্দতি**। (অতীত) **অনভিনন্দি**। (অ-বিণ) **অনভিনন্দিত**। (ব-বিণ) **অনভিনন্দিযমান**।

অনভিনন্দিত (বিণ) অনভিনন্দিত, অভিনন্দন করা হয় নাই এমন, অতুষ্টকর, নিরানন্দজনক, অনুপভোগ্য, অপ্রশংসিত, অসমত্থিত, অননুমোদিত, অস্বীকৃত। (ক্লী) নিরানন্দজনক বিষয়। ⇒ **অনভিনন্দিত**।

অনভিপত্থিত (বিণ) অপ্রার্থিত, অযাচিত। ⇒ **অনভিজ্‌ঝিত**।

অনভিভবতি (ক্রি) [অন+অভি+√ভূ+অ] জয় না করা, পরাজয় না করা, আয়ত্ত না করা, শ্রেষ্ঠ না হওয়া। ⇒ **অভিভবতি**। (অতীত) **অনভিভবি**। (অ-বিণ) **অনভিভূত**।

অনভিভবনীযতা (স্ত্রী) অজেয়তা, জয় করা যায় না এরূপ অবস্থা, অনতিক্রমনীয়তা, অলঙ্ঘ্যতা।

অনভিভূত (বিণ) অনভিভূত, অপরাভূত, অনাক্রান্ত, অনাবৃত, অবিহ্বল, অনাকুল। ⇒ **অনভিভবতি, অভিভূত**।

অনভিরত (বিণ) [অন+অভিরত] অনভিরত, অননুরক্ত, অতুষ্ট, অনিযুক্ত, অনুদ্যোগকৃত, অমনোযোগী, কিছু করিতে উৎসাহ গ্রহণ করে না বা আনন্দিত হয় না এমন। (জাতক) **নচ্চাদিসু অনভিরত**।

অনভিরতি (স্ত্রী) [অন+অভিরতি] নিরানন্দ, দুঃখ, উদ্যোগহীনতা, উৎসাহশূন্যতা, অতৃপ্তি, অসন্তোষ, অনভিরতি, অনাসক্তি, সুখানুভূতিহীন অবস্থা, অপছন্দ, বিষাদ, অবসাদ। (দীর্ঘনিকায়) **অনভিরতি পরিতস্‌সনা**।

অনভিরদ্ধ (বিণ) [অন+অভিরদ্ধ] ক্রোধবশত, রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ, রাগজনক।

অনভিরদ্ধি (স্ত্রী) [অন+অভিরদ্ধি] ক্রোধ, রাগ, অত্যন্ত ক্রোধ, কোপ, নিরানন্দ, অপছন্দ, অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি। = **কোপস্‌স-এতং অধিবচনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **অভিরদ্ধি**।

অনভিসঙ্খার (ক্লী) অসংস্কার, অসম্পাদন, অপ্রস্তুতি, অনুদ্যোগ, অনভ্যাস। ⇒ **অভিসঙ্খার** (২)।

অনভিসময (পুং) বিশুদ্ধরূপে আয়ত্ত না করা, অপ্রচুর নিপুণতা বা জ্ঞান, অদক্ষতা, ভুল গ্রহণকরণ; (Rh. David-এর অনুবাদ) সহযোজন বা সমন্বয়ের অভাব।

অনভিসমেত (বিণ) অনুপলব্ধ, অজানিত, বুঝিতে পারে নাই এরূপ, অনায়ত্ত, অজ্ঞাত। ⇒ **অভিসমেত**। (সংস্কৃত পালি) সমিত; (বৌদ্ধ সংস্কৃত) **অভিসমিত**। (সংযুক্ত নিকায়) **অনভিসমেতানি চত্তারি অরিযসচ্চানি**; (তুলনীয় দিব্যাবদান) **অনভিসমিতানি চত্তারি অরিযসচ্চানি**। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **অপ্পত্তং অসচ্ছিকতং অনভিসমেত**।

অনভিসমেতি (ক্রি) [অন+অভিসমেতি] অনর্গল জ্ঞাত হইতে না পারা, অনর্গল না জানা, হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করা, বুঝিতে না পারা। ⇒ **অভিসমেতি**।

অনভিসম্বুদ্ধ (বিণ) [অন+অভিসম্বুদ্ধ] অজ্ঞাত, জ্ঞাত হয় নাই এমন, সম্যক বোধিজ্ঞান লাভ হয় নাই এমন, জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই এমন। ⇒ **অভিসম্বুদ্ধ**।

অনভিসম্ভুণমান (বিণ) (জ্ঞান) লাভ হয় না এমন, প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না এমন, পাইতে অসমর্থ, প্রাপ্ত হইতে পারে না এমন, লাভ করিতে অসমর্থ, ধারণ বা পালন করিতে অসমর্থ। = **অসম্পাপুণন্তো অবিসহমানো বা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অনভিসম্ভুণাতি (ক্রি) [অন+অভি+সম্ভুণাতি] (জ্ঞান) লাভ না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, অসমর্থ হওয়া, লাভ না করা, ধারণ বা পালন করিতে সমর্থ না হওয়া, লাভ করিতে অসমর্থ হওয়া, পাইতে বা পৌঁছিতে অসমর্থ হওয়া। (ব-বিণ) **অনভিসম্ভুণমান, অনভিসম্ভুণন্তো, অনভিসম্ভুনন্তো**।

অনভিসম্ভুনন্তো (বিণ) লাভে অসমর্থ, অসমর্থ হইয়া, অসমর্থ। = **অসম্পাপুণন্তো, অভিসহমানো**। ⇒ **অভিসম্ভুণাতি**।

অনভিসরো = **অনভিস্‌সর**। ⇒ **অনভিস্‌সর**। (তুলনীয়)

অভিসর।

অনভিসিত্ত (বিণ) ১ অনভিষিক্ত, পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করা হয় নাই এমন, অপ্রতিষ্ঠিত, অভিষেক করা হয় নাই এমন। ২ জল বা তৈল ছিটাইয়া দেওয়া হয় নাই এমন। ⇒ **অভিসিত্ত**।

অনভিসিত্তা কুমারা ⇒ **রাজঞ্ঞ**।

অনভিস্‌সর (বিণ) [অন+অভি+ ইস্‌সর] ঈশ্বরশূন্য, নিরীশ্বর, নির্ধনী, দরিদ্র, আশ্রয়দাতা নাই এমন, প্রভুহীন, কর্তাহীন, স্বামীহীন। (মধ্যমনিকায়) **অতাণো লোকো অনভিস্‌সরো**—জগৎ নিরীশ্বর বা আশ্রয়হীন।

অনভুন্নততা (স্ত্রী) [অন+অবভুণ্ণত+তা] লম্বভাবে অবস্থিত বা খাড়া না থাকার অবস্থা অর্থাৎ ঝুলিয়া রহিয়াছে এরূপ অবস্থা।

অনমতগ্‌গ (বিণ) [অন +মত+অগ্‌গ] যাহার প্রথম বা আদি অজ্ঞাত, অনাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনমতগ্‌গ-পরিযায**—অনাদি পর্যায়। **অনমতগ্‌গ সংসার**—সংসার সৃষ্টির আদি ও অন্ত বা অবসান জ্ঞানে বহির্ভূত।

অনমিতে (ক্রি-বিণ) অস্তমিত না হইতে। ⇒ **অত্থমিত**।

অনমহ (বিণ) ত্রাসিত, দুর্দশাগ্রস্ত, ক্রন্দনে রত, দুঃখে পতিত, দুর্ঘটনাবশত, দুর্বিপাকের দরুণ। (জাতক) **অনমহকালে**—দুঃখে পতিত হইলে; = **আরোদন কালে** (জাতক অর্থকথা)।

অনমহকালে ⇒ **অনমহ**।

অনম্বিল (বিণ) অনম্ল, যাহা টক বা অম্লস্বাদযুক্ত নহে। ⇒ **অম্বিল**।

অনয (পুং) [অ+নয] দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, দুঃখ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দারিদ্র্য। (যৌগিকে) **অনযব্যসন**।

অনযং (ক্লী) ভুল সিদ্ধান্ত, নীতিবিরুদ্ধ উপায় বা পথ। ⇒ **নযং নেতি**।

অনযব্যসন (ক্লী) দুঃখদুর্দশা, দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাক। ⇒ **অনয, ব্যসন**।

অনরিয (বিণ) [অন+অরিয] অনার্য, নীচ, নীচকুলোদ্ভব, গৌরবহানিজনক, মর্যাদাহীন, অশিক্ষিত, অমার্জিত, সাধারণ, যে ব্যক্তি আর্য নহে, অভদ্র, অসাধু, অপ্রধান, অজ্ঞ। (দীর্ঘনিকায়) **অনরিয বোহার**। (সূত্রনিপাত) **অনরিয ধম্ম**। = **অসপ্পুরিস, দুস্‌সীল, পাপধম্মা**। ⇒ **অনারিয**।

অনরিয মগ্‌গ (ক্লী) অনার্যোচিত মার্গ বা উপায়, অমুক্তি বা অপায়ের (নরকের) পথ, অনার্য মার্গ, যে পথে চলিলে মার্গ ফলাদি লাভ হয় না বরঞ্চ নরকগামী হইয়া থাকে, অসভ্য বা অসৎ স্বভাবের উপায় বা পথ। "**অনরিয মগ্‌গ**" অষ্টবিধ এবং দশবিধ; ইহা "**মিচ্ছত্ত**" এবং "**মিচ্ছা**" শব্দে দ্রষ্টব্য। পুনশ্চ অষ্টবিধ মার্গের কথা এখানে বলা হইতেছে, যথা--১ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি** (মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা), ২ **মিচ্ছা সঙ্কপ্প** (মিথ্যা বা ভুলধারণাবশত সঙ্কল্প বা ইচ্ছা), ৩ **মিচ্ছাবাচা** (মিথ্যা কথন বা মিথ্যাবাক্য), ৪ **মিচ্ছা-কম্মন্ত** (মিথ্যাকার্য অর্থাৎ আচার বা আচরণ), ৫ **মিচ্ছা-আজীব** (মিথ্যা বা অসদোপায়ে জীবিকাকার্জন), ৬ **মিচ্ছাবাযাম** (মিথ্যা বা ভুলধারণা অনুরূপ প্রচেষ্টা), ৭ **মিচ্ছাসতি** (মিথ্যা বা ভুল ধারণায় মনোযোগিতা), ৮ **মিচ্ছাসমাধি** (মিথ্যা বা ভ্রান্তধারণায় একাগ্রতা)। (বিপ) **অরিযমগ্‌গ**।

অনরিযরূপ (বিণ) নির্লজ্জ, অভদ্রোচিত।

অনরিয বোহার—অনার্য ব্যবহার, অনার্যোচিত রীতি, হীন ব্যবহার, অনভিজাত কথাবার্তার ধারা, সাধারণ লোকের কথার ধরণ বা প্রথা, অসংস্কৃত আচরণ, অবরেণ্য বাক্য। (বিপ) **অরিয বোহার**।

অনল (পুং) অনল, অগ্নি। (বিণ) [অন+অল] ১ অপ্রচুর, যথেষ্ট নহে এরূপ, অপর্যাপ্ত, অসমর্থ, অক্ষম, অসম্ভব, অসঙ্গত, অসাধ্য, অদমনীয়, অদম্য, অপরিচালনীয়, অবাধ্য। ২ অসন্তুষ্ট, দুস্তোষ্য। = **অতিত্ত**।

অনলঙ্কত (বিণ) ১ অনলঙ্কৃত, অনাভরিত, অসজ্জিত, অভূষিত, অশোভিত। ২ অসন্তুষ্ট, দুস্তোষ্য। (সংযুক্ত নিকায়) **অনলঙ্কত কামেসু**—কামসমূহে সন্তুষ্ট নহে এমন।

অনলস (বিণ) অনলস, বলবান, শক্তিশালী, তেজস্বী, বীর্যবান, সতেজ, আলস্যহীন, উৎসাহী, দক্ষ, যত্নবান, কার্যে তৎপর। (দীর্ঘনিকায়) **দক্ক অনলস**।

অনলসতা (স্ত্রী) অনলসতা, বীর্য, শক্তি, বল, উৎসাহ, কর্মতৎপরতা, আলস্যহীনতা।

অনল্ল (বিণ) [অন+অল্ল] অনার্দ্র, ভিজা নহে এমন, সদ্য নহে এরূপ, বাসি (বস্তু)। ⇒ **অল্ল**।

অনল্লগত্ত (ক্লী) শুষ্ক দেহ, শুকনা গাত্র, অনার্দ্র শরীর। ⇒ **গত্ত**। (বিণ) পবিত্র বা পরিশুদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, অম্রক্ষিত বা শুদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত।

অনল্লীন (বিণ) [অন+অল্লীন] অসংলগ্ন, অনাবদ্ধ, অজড়িত, পবিত্র, নির্মল, অনার্দ্র, অকলুষিত, পরিষ্কার। = **অনল্ল**।

অনল্লীনগত্ত (ক্লী) [অন+অল্লীন+গত্ত] অনার্দ্র শরীর, শুষ্ক দেহ। = **অনল্লনগত্ত**।

অনবকারিন (বিণ) অনুপেক্ষিত, অনবজ্ঞাকৃত, গৃহীত, আদরণীয়, যত্নকৃত।

অনবকাস (পুং) অনবকাশ, ছুটি বা অবসর না থাকা, (ঘটিবার) সুযোগ বা সুবিধা না থাকা, অবসর না দেওয়া, অনবসর, ছুটির সুযোগ বা কার্যের অবসর দেওয়া হয় নাই এরূপ অবস্থা, অসম্ভব। (বি-ভা) **অট্‌ঠানং এতং অনবকাসো** (বিনয়)।

অনবকাসকারিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি (নিজেও) অবকাশ করে না (অপরকেও) অবসর দেয় না, অবকাশ দেয় না এমন, সুযোগ দেয় না এমন, অবসর দেয় না এমন।

অনবক্কন্ত (বিণ) [অন+অবকন্ত] অনবক্রান্ত, (কিছুর সাহায্যে) প্রবেশ বা বেষ্টন অথবা বোধ হয় নাই এমন, অনাচ্ছন্ন, অনাভিভূত। ⇒ **অবক্কন্ত**।

অনবক্খিত্ত (বিণ) অপরিত্যক্ত, রক্ষিত, যত্নকৃত, অপ্রত্যাখ্যানকৃত, অনুপহাসিত, অনিক্ষিপ্ত। ⇒ **অবক্খিত্ত**।

অনবজ্জ (বিণ) [অন+অবজ্জ] ১ যাহা বর্জনীয় নহে, অবর্জনীয়। ২ অনবদ্য, অনিন্দনীয়, নির্দোষ, হৃদয়গ্রাহী, অনুমোদনীয়, নিষ্পাপ, সুন্দর, অনিন্দ্য, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক, উৎকৃষ্ট, পবিত্র, পরিশুদ্ধ, দোষবিরহিত। = **অনিন্দিত**। **অনিন্দিত অগরহিত** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (বিপ) **সাবজ্জ**। (সূত্রনিপাত) **অনবজ্জানি কম্মানি**—বুদ্ধপূজাদি দোষবিরহিত কার্য সমূহ; **অনবজ্জ ভোজিন**—অনিন্দিত প্রথায় জীবিকা নির্বাহকারী।

অনবজ্জতা (স্ত্রী) অনবদ্যতা, নিরবদ্যতা, অনিন্দনীয়তা, নির্দোষতা, পাপহীনতা, অনিন্দ্যতা। ⇒ **অনবজ্জ** (২)।

অনবজ্জবল (ক্লী) অনবদ্য বল, অনুমোদনীয় শক্তি। ⇒ **বল** (১খ), **অনবজ্জ**।

অনবঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) [অন+অবঞ্ঞত্তি] অনৌদ্ধত্য, অগর্ব, নিরহঙ্কার, আত্মশ্লাঘাশূন্যতা, অস্মিতা বা আমিত্বহীনতা, অনতিক্রমতা, যাহার নিকট কাহারও প্রতি হীনজ্ঞান বা তুচ্ছভাব নাই।

অনবঞ্ঞত্তিকাম (বিণ) (কাহাকেও) অতিক্রম করিবার ইচ্ছা নাই এমন, দ্বিতীয় স্থান লাভের ইচ্ছাও নাই এমন, প্রশংসা লাভের ইচ্ছাও নাই এমন।

অনবট্ঠিত (বিণ) [অন+অবট্ঠিত] অনবস্থিত, স্থিতি নাই বা হয় নাই এমন, স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না এমন, অস্থায়ী, চঞ্চল, অনিযুক্ত, অনধ্যবসিত, বিচলিত, অনাশ্রিত, অনিবিষ্ট, অমীমাংসিত, অদৃঢ়ীকৃত, অস্থিরযুক্ত, অনিশ্চিত, বে-বন্দোবস্তকৃত, অব্যবস্থিত।

অনবট্ঠিতচিত্ত (বিণ) অনবস্থিতচিত্ত, চঞ্চলচিত্ত, অনিবিষ্টচিত্ত, বিচলিতচিত্ত। (তুলনীয়) **চিত্তং থাবরং নত্থি**। = **ন সসত**—চিরস্থায়ী নহে এমন।

অনবত্থায (ক্রি-বি) অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, উদ্দেশ্যহীন হইয়া, লক্ষ্যহীন হইয়া। (তুলনীয়) **অতীরেতি, অতুলেতি** শব্দে **অতীরেত্বা, অতুলেত্বা**।

অনববোধ (পুং) সত্যজ্ঞান না হওয়া, চারি আর্যসত্যে জ্ঞান না হওয়া, সত্যসম্বন্ধে অনুপলব্ধি, বোধজ্ঞান না হওয়া। (বিণ) অজ্ঞান, বিবেকহীন, বিচারবুদ্ধিশূন্য। ⇒ **অননুবোধ**।

অনবয (বিণ) অভাবগ্রস্ত নহে এমন, অহীন, পূর্ণ, সমাপ্ত, একেবারে, সম্পূর্ণ, (অধিকরণ কারকে) পরিপূর্ণ করিয়া। = **অনূন পরিপূরকারিন; সমত্ত পরিপুন্ন**। ⇒ **অবয**।

অনবরত (বিণ) অনবরত, অবিরত, অবিশ্রান্ত, ক্রমাগত, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, ধ্রুবক, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, দৃঢ়।

অনবরতং (ক্রি-বিণ) ক্রমান্বয়ে, সর্বদা, অবিরত, অবিরামভাবে, ক্রমাগত, নিরন্তর, অবাধে।

অনবসিঞ্চনক (বিণ) জল দেওয়া হয় নাই অথবা জল দিবার সময় হয় নাই এরূপ, জল প্লাবিত করা হয় নাই অথবা হয় না এরূপ।

অনবসিট্ঠ (বিণ) = **অনবসেস**। ⇒ **অনবসেস**।

অনবসেস (বিণ) [অন+অবসেস] অনবশেষ, অবশেষরহিত, বাকি বা অবশিষ্ট আর কিছু নাই এমন, অনবশিষ্ট, অসম্পূর্ণ, একেবারে, সমাপ্ত।

অনবসেসং(ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণভাবে, একেবারেই, অনবশিষ্টরূপে।

অনবসেসক (বিণ) অপ্রচুর, অনধিক, অনবশিষ্ট, অনতিরিক্ত।

অনবসেসতো(ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণরূপে, একেবারেই, সবকিছু বিবেচনা করিয়া, কিছু বাকি না রাখিয়া।

অনবসেসদোহিন (বিণ) কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া দোহনকারী, সম্পূর্ণরূপে দুগ্ধ দোহনকারী, অবশিষ্ট না রাখিয়া দুগ্ধ দোহনকারী। ⇒ **দোহিন**।

অনবসেসফরণ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট, নিরবশেষ, অনবশিষ্ট।

অনবস্সুত (বিণ) [অন+অবস্সুত] ১ ছিদ্রহীন বা জল ওঠে না এরূপ। (জাতক) **অনবস্সুত নাবা**—জল প্রবেশ করে না এরূপ ছিদ্রহীন নৌকা। = **উদক পবেসনাভাবেন অনবস্সুত** (জাতক অর্থকথা)। ২ ছিদ্রমুক্ত অর্থাৎ লোভবশে মত্ততাহীন। (ধর্মপদ) **অনবস্সুত চিত্ত**। = **কিলেস-অনুস্সেব-বিরহিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অনবাস (বিণ) [অন + আবাস] আবাসহীন, গৃহহীন, নিরাশ্রয়।

অনবেক্খতি = **অপ্পতিবেক্খতি**। ⇒ **অপ্পবেক্খতি**।

অনবোসিত (বিণ) [অন + বোসিত] অপরিপূর্ণ, অকৃত, অসম্পূর্ণ, অসম্পন্ন, সর্বনাশপ্রাপ্ত, অপূরিত। ⇒ **অবুসিত**।

অনব্হাত (বিণ) অনাহুত, যাহাকে আহ্বান বা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, যাহা চাওয়া বা প্রার্থনা করা হয় নাই, অযাচিত, অপ্রার্থিত। = **অনব্ভিত, অযাচিত, অনাহুত, অনব্ভাত, অনজ্ঝিট্ঠ**। (বিপ) **অব্ভিত**।

অনসঙ্খার পরিনিব্বান—অসংস্কারিক পরিনির্বাণ অর্থাৎ অর্হৎগণের পুনর্জন্মের হেতুরহিত দেহত্যাগের নাম অসংস্কারিক পরিনির্বাণ। = **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান, নিরুপাদিসেস পরিনিব্বান**। ⇒ **পরিনিব্বাযিন**।

অনসতি (ক্রি) [অন+অসতি] অনাহারে থাকা, আহার না করা, না খাওয়া, অনশনে থাকা। ⇒ **অসতি**।

অনসন (ক্লী) [অন+অসন] অনশন, উপবাস, অনাহার, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ। = **খুদা, নিরসন**।

অনবসিত্ত (বিণ) অনভিষিক্ত। ⇒ **অবসিত্ত**।

অনসিত্থান (ক্রি-বি) না খাইয়া, অনশনে থাকিয়া, উপবাস থাকিয়া।

অনসূয্যং (ক্লী) [অন+অসূয্যং] অসন্তুষ্টি, অসন্তুষ্ট না হইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, চিৎকার না করিয়া, অভিযোগ না করিয়া।

অনসূরোপ (পুং) [অন+অসূরোপ] দয়া, ক্ষমা, ক্ষান্তি, দ্বেষহীনতা, উপকারেচ্ছা, বন্ধুতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, তিতিক্ষা, দৈবযোগ, অনিশ্চয়তা, অনাকস্মিকতা, অত্যন্ত ত্বরা না করণ, খাড়াই ভাব না হওয়া, অসংলগ্নতা। ⇒ **অসুরোপ**।

অনসূযক (বিণ) = **অনসূয্যং**। ⇒ **অনসূয্যং**।

অনস্সক (বিণ) ১ [অ+নস্সক] অনিষ্টকারী নহে এমন, বিনাশকারী নহে এমন। ২ [অন+অস্সক] যে ব্যক্তি ঘোড়ার মালিক নহে, যাহার ঘোড়া নাই এমন, ঘোড়া নাই বা সঙ্গে নাই এমন। (জ্যোতক) **অনস্সক অরথক**।

অনস্সথ (বিণ) [অন+অস্সথ] অনাশ্বাসিত, আশ্বাসপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, মুক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয় নাই এমন, উৎসাহিত বা স্বস্তিকৃত নহে এমন। = **অস্সক** (২)। ⇒ **অস্সত্থ** (২)।

অনস্সন (ক্লী) [অ+নস্সন] অবিনশ্বর, অনশ্বর, অবিধ্বংসী, অক্ষয়, চিরস্থায়ী, যাহার উচ্ছেদ নাই, যাহা ধ্বংস অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, অপতিত জমি, সুজলা-সুফলা ভূমি, অপব্যয়হীনতা, অপচয়হীনতা, আবর্জনাহীনতা, ব্যবহার্য পদার্থ, অপরিত্যক্ত অংশ।

অনস্সব (বিণ) [অন+অস্সব] অন্যরূপ ফলাফল নাই এরূপ, অবিশ্বাসী, অবাধ্য, অমনোযোগী, অসতর্ক, অভদ্র, অন্য আর কোনো সুবিধা নাই এরূপ, অশিষ্টাচার সম্পন্ন, প্রণয়ে বিচলিত। (ক্লী) অধিকতর অসুবিধা, আর কোনো সুবিধা নাই এরূপ অবস্থা, অধিকাংশ সমাপ্ত হয় নাই এরূপ অবস্থা, অযথার্থ।

অনস্সাবিন (বিণ) [অন+অস্সাবিন] অনুত্তেজিত, অনুল্লাসিত, নিরানন্দজনক, অনাহ্লাদজনক, অসন্তোষজনক, নিরানন্দিত, অনাহ্লাদিত, অসন্তুষ্ট, আনন্দ উপভোগ করে না এমন। (সূত্রনিপাত) **সাতিযেসু অনস্সাবিন = সাতবখুস কামগুণেসু তণ্হা-সম্ভব বিরহিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অনস্সাসক (বিণ) [অন+অস্সাসক] শ্বাস গ্রহণে অসমর্থ, শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারে না এমন, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন।

অনস্সাসিক (বিণ) [অন +অস্সাস+ইক] সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টায় অসমর্থ, আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেয় না এমন, নিরাপত্তার বা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় না এমন, জামিন হইতে পারে না এমন, আশ্বস্ত করে না এমন, সান্ত্বনা দেয় না এমন, অনুৎসাহিত করিয়া থাকে এমন, আশান্বিত করে না এমন, অনুনয় করে না এমন, স্নেহ প্রদর্শন করে না এমন, উৎসাহহীন বা নিরুৎসাহ করে এমন, বিশ্রাম দেয় না এমন। = **অঞ্ঞং অস্সাসেতুং অসমত্থতায** **ন অস্সাসিক**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) অনাশ্বাসিক; (বিশেষ ভাষায়) অনিত্য অধ্রুব অনাশ্বাসিক বিপরিণামধর্ম (অবদান শতকের সমার্থে পালিতে) **অনিচ্চ অদ্ধুব অসস্সত (= অস্সযুক) বিপরিণামধম্ম**, ইহা বৌদ্ধসংস্কৃত "আশ্বাসিক" শব্দেরই সম্পর্কিত; কিন্তু পালি "অসস্সত" শব্দের সহিত ইহার কোনো প্রকারেই সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।

অনস্সাসিন (বিণ) [অন+অস্সাসিন] সান্ত্বনা প্রাপ্ত বা সান্ত্বনাজনক নহে এমন, পুনর্জীবিত বা সতেজজনক নহে এরূপ, উৎসাহিত বা আনন্দজনক নহে এরূপ, আশ্বাসজনক নহে এরূপ।

অনস্সুং—(অতীত ক্রিয়া, উত্তমপুরুষ) (আমি) শুনিয়াছি, শ্রবণ করিয়াছি। (সংস্কৃত) অন্যশ্রুবং।

অনাকপ্প (পুং) ⇒ **আকপ্প**।

অনাকপ্প সম্পন্ন (বিণ) ⇒ **আকপ্পসম্পন্ন**।

অনাকিণ্ণ (বিণ) [অন+আকিণ্ণ] অনাকীর্ণ, অবিস্তৃত। ⇒ **আকিণ্ণ** (১), **অপ্পকিণ্ণ**।

অনাকুল (বিণ) [অন+আকুল] অনাকুল, অচঞ্চল, প্রশান্ত, অব্যাকুল, আকুল নহে এমন, একাগ্র, অবিশৃঙ্খল, হতভম্ব নহে এমন, অবিহ্বল, অজড়িত, অবিপর্যস্ত, এলোমেলো নহে এরূপ। ⇒ **আকুল, অলোল**।

অনাকুলনীয (বিণ) ⇒ **আকুলনীয**।

অনাগত (বিণ) [ন+আগত, অন+আগত] ১ অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, আসে নাই এরূপ। ২ ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয়। (পুং) ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যৎ কাল। (যৌগিকে) **অতীত-অনাগত-পচ্চুপ্পন্ন**—অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

অনাগন্তুর—কেহ আসিতেছে না অথবা যাইতেছে না। ⇒ **আগন্তুর**।

অনাগমন (ক্লী) [অন+আগমন] অনাগমন, অবিদ্যমানতা, না আসা, ফিরিয়া না আসা, অপ্রাপ্তি, অনুপলব্ধি।

অনাগানুফল (বিণ) = **আগতফল**। ⇒ **আগতফল**।

অনাগামিতা (স্ত্রী) [অনাগামিন+তা] অনাগামী ফলপ্রাপ্তির অবস্থা। ⇒ **অনাগামী**।

অনাগামিন (বিণ, পুং) যিনি বা যে সাধক অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনাগামী। ⇒ **অনাগামী**।

অনাগামিন সরীর = **অন্তিম সরীর**। ⇒ **অন্তিম সরীর**।

অনাগামী (পুং) অনাগামী, যিনি পুনর্বার আসেন না বা সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না তিনি অনাগামী, মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর আর কখনও পুনরাগমন করিতে হয় না সাধকের এরূপ স্তরবিশেষ। ⇒ **মগ্গ** (৩)। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যানী পুরুষদের লোকোত্তর ধ্যানপর্যায়ে চারটি আর্য বা নৈর্বাণিক স্তর, যথা—স্রোতাপত্তি (নির্বাণের অনুভূতি লাভ বা নির্বাণস্রোতে পতিত অবস্থা), সকৃদাগামী (অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূতি লাভ বা নির্বাণস্রোতে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন এরূপ অবস্থা), অনাগামী (যৎসামান্য বা কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ

নির্বাণস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন কিছুমাত্র বাকি রহিয়াছে এমন অবস্থা), অর্হত্ব (নির্দোষ পূর্ণতা, সর্বাসব ক্ষয়ে নিবৃতি সুখ নির্বাণে অবস্থিতির অবস্থা অর্থাৎ অনাগামী ফলরূপ নির্বাণস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পূর্ণতায় অধিকার লাভ করা)। অতএব অনাগামী ফল লোকোত্তর ধ্যান পর্যায়ের তৃতীয় অবস্থার স্তরবিশেষ এবং মার্গ ও ফল হিসাবে উহার ষষ্ঠ অবস্থার স্তর। এই তৃতীয় বা ষষ্ঠ অবস্থার লোকোত্তর স্তরের ধ্যানী পুরুষ মৃত্যুর পর দেহত্যাগের রূপ ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বতম শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় নির্বাণকে অবলম্বন করিয়া ধ্যানযোগে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাস করিতে থাকেন। সেই ধ্যানী পুরুষ আয়ু ক্ষয়ে তথায়ই পরিনির্বাপিত হইয়া থাকেন। তদ্‌দশ ধ্যানী পুরুষ শুদ্ধাবাস রূপ ব্রহ্মলোকের নিম্নস্থ ব্রহ্মদেব-মনুষ্যাদি কোনো স্থানে পুনর্বার উৎপন্ন হন না অথবা জন্মগ্রহণ করেন না বলিয়া তিনি অনাগামী। ⇒ **অনাগামী মগ্গ-ফল**।

অনাগামী মগ্গ-ফল—অনাগামী মার্গ ও ফল। লোকোত্তর ধ্যান পর্যায়ে যথাক্রমে—স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হত্ব মার্গ ও অর্হত্ব ফল—এই আটটি বিভাগকে মার্গ ও ফল বলা হয়। ধ্যানী যোগী বা সাধকগণ স্রোতাপত্তি মার্গ হইতে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং অনাগামী মার্গ ও ফল লোকোত্তর ধ্যান পর্যায়ে সাধকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তর।

অনাগার (বিণ) আগার বা গৃহহীন, সংসার ত্যাগী, নিরাশ্রয়। (পুং) শূন্যাগার, গৃহহীন অবস্থা, নিরাশ্রয়তা, গৃহহীনতা, আশ্রমাদি নাই এরূপ অবস্থা। ⇒ **ঘরাবাস**। ⇒ **অনগার, অগার**। = **অগিহ**।

অনাগার মুনি (পুং) সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু। ⇒ **মুনি** (২)।

অনাগারিক মিত্ত (পুং) অনাগারিক মিত্র, ভিক্ষু বা প্রব্রজিত বন্ধু, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বন্ধু। ঈদৃশ বন্ধুতা ধর্ম-সম্বন্ধীয় এবং মন ও হৃদয়ের উপর নির্ভর করে। ⇒ **মিত্ত, আগারিক মিত্ত**।

অনাগারিয়া (স্ত্রী) সংসার ত্যাগ, গৃহহীন অবস্থা, আশ্রমহীন অবস্থা, আগারহীন অবস্থা। ⇒ **অগারিয়া**।

অনাঘাত (বিণ) [অন+আঘাত] অনাঘাত, ক্রোধমুক্ত, শত্রুতামুক্ত, বিদ্বেষহীন, দ্বেষমুক্ত, অক্রুদ্ধ, অহিংস।

অনাচার (পুং) [অন+আচার] অনাচার, অত্যাচার, কদাচার, অসভ্যাচার, অভদ্রকার্য। = **মুগ্গ সুপ্যতা**। ⇒ **আচার**।

অনাচারিন (বিণ) অনাচারী, অত্যাচারী, কদাচারী, জঘন্য আচারবিশিষ্ট, অসদাচারী, সদাচার ভ্রষ্ট। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **অনাচারিন পুগ্গল**—অত্যাচারী বা দুষ্ট ব্যক্তি। = **আচারী বিরতো**।

অনাচারী = **অনাচারিন**। ⇒ **অনাচারিন**।

অনাচিক্‌খিত (বিণ) অকথিত, অবর্ণিত। = **অনক্‌খাত**।

অনাজানিয (বিণ) [অন+আজানিয] অকুলীন, হীনজাতীয়, উত্তম বা শ্রেষ্ঠ জাতীয় নহে এমন, নীচবংশজাত। (পুং) নীচবংশজাত পুরুষ, অকুলীন পুরুষ।

অনাতাপি (বিণ) = **অনোত্তপিন**। ⇒ **অনোত্তপিন**।

অনাতাপিন (বিণ) ⇒ **আতাপিন**।

অনাতুর (বিণ) ⇒ **আতুর**।

অনাথ (বিণ) অনাথ, নিঃসহায়, নিঃস্ব, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, রক্ষকহীন, অস্বামিক, অরক্ষিত, দুর্দশাগ্রস্ত, অসহায়।

অনাথপিণ্ডিক (বিণ) অনাথের অন্নদাতা, যিনি অনাথদিগকে আহার দান করেন। ⇒ **পিণ্ডিক** (১)। (পুং) একজনের নামবিশেষ। ইনি ছিলেন শ্রাবস্তী নগরের সুদত্ত নামক একজন মহাধনী শ্রেষ্ঠী। তিনি বহু ধনের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনাথদিগকে নিয়ত অন্ন দান দিতেন বলিয়া পরবর্তীকালে অনাথপিণ্ডিক নামে তিনি সুপরিচিত হন। পরে তিনি ভগবান বুদ্ধের গৃহীশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জেত নামক রাজপুত্রের অতি মনোরম প্রমোদ উদ্যানটি ৮৪ কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় খরিদ করিয়া উহাতে রম্য বিহার নির্মাণ করান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভগবান বুদ্ধের বাসের জন্য ভগবান বুদ্ধকে দান করেন। উহাই জেতবন বিহার নামে বিখ্যাত। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার এই বিহারে সর্বাধিক বর্ষবাস করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

অনাথসালা (স্ত্রী) অনাথশালা, অনাথ আশ্রম।

অনাদযিত্বা (ক্রি-বি) ⇒ **আদিযতি** (১)।

অনাদর (পুং) [অন+আদর] অনাদর, অযত্ন, অবজ্ঞা, অমনোযোগ, অশিষ্টতা, অভদ্রতা, অসম্মান, অপমান। ⇒ **আদর**। (বিণ) আদর বিরহিত, অনাদরযুক্ত, অযত্নপূর্বক, অবজ্ঞাসূচক, অশিষ্ট, অভদ্র, অনাদরণীয়, আদর করিবার অনুপযুক্ত, অবহেলিত, মনোযোগরহিত। = **আদর বিরহিত**।

অনাদরতা (স্ত্রী) অবিবেচকতা, অনাদর, অনাদরতা, বিবেচনা রহিত অবস্থা, অবজ্ঞা, অবহেলা। (ধর্মসঙ্গণী বর্ণনায়) **দেবচস্‌সতা**। ⇒ **আদরতা**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **অনাদরিযতা**।

অনাদরিয (ক্লী) অনাদর, অযত্ন, অবজ্ঞা, অবহেলা, অমনোযোগ, অসম্মান, অপমান, তাচ্ছিল্য, অশিষ্টতা, উপহাস, অশ্রদ্ধা, অভক্তি। ⇒ **আদরিয**।

অনাদরিযতা (স্ত্রী) = **অনাদরতা**। ⇒ **অনাদরতা**।

অনাদা (ক্রি-বি) অনাদায়, আদায় না করিয়া, গ্রহণ না করিয়া, সংগ্রহ না করিয়া, পরিশোধ না করিয়া, সম্পাদন না করিয়া, (কাহাকেও) লইয়া না দিয়া, উঠাইয়া না লইয়া। = **অনাদিযিত্বা**। ⇒ **অনাদিযতি, অনাদাতি**।

অনাদাতি (ক্রি) [অন+আদাতি] আদায় না করা, সংগ্রহ না করা, উসুল না করা, পরিশোধ না করা, সম্পাদন না করা, লইয়া না দেওয়া, উঠাইয়া না লওয়া। = **অনাদিযতি**। (ক্রি-বি) **অনাদা**।

অনাদান (বিণ) [অন+আদান] আসক্তিমুক্ত, অসংলগ্ন, অবন্ধুত্ব। ⇒ **আদান** (৩)। (বিপ) **সাদান**। (ক্লী) তৃষ্ণা। = **তণ্‌হা**। = **খন্ধাদিসু নিগ্‌গহণ**—স্কন্ধাদি গ্রহণ না করণ (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অনাদায = **অনাদা**। ⇒ **অনাদা**।

অনাদায়ি (বিণ) অনাদায়ী, যাহা আদায় বা উসুল করা হয় নাই, অসংগৃহীত, বাকি।

অনাদিত্বা (ক্রি–বি) না দিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, সতর্ক না হইয়া, লইয়া না দিয়া, মনোযোগ না দিয়া, যত্ন না করিয়া। ⇒ **অনাদিযিত্বা, অনাদিযতি**।

অনাদিয ⇒ **আদিযতি** (১)। (বিপ) **আদিয**।

অনাদিযনতা (স্ত্রী) ⇒ **আদিযনতা**।

অনাদিযতি (ক্রি) = **অনাদাতি**। ⇒ **অনাদাতি**। (ক্রি–বি) **অনাদা, অনাদিযিত্বা, অনাদিত্বা**। ⇒ **আদিযতি**।

অনাদিযন্তো (বিণ) ⇒ **আদিযতি** (১)।

অনাদিযিত্বা (ক্রি–বি) দাম্ভিক না হইয়া, গর্বিত না হইয়া, অহঙ্কারী না হইয়া, সংগ্রহ না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, তুলিয়া না লইয়া, না উঠাইয়া। = **আদা** (১), **অনাদিত্বা**। ⇒ **আদিযতি, অনাদিযতি**।

অনাদীনব দস্‌সাবিন (বিণ) ধার্মিক, যে ব্যক্তি পাপ করে না।

অনাদীনুপস্‌সনা (বিণ, স্ত্রী) = **আদীনবানুপস্‌সিন**। ⇒ **আদিনবানুপস্‌সিন**।

অনাধার (বিণ) (ভিক্ষাপাত্র রাখিবার) গোলাকার বেড়হীন। (বিনয়) **অনাধার পত্তো**। (চরিত্রে) অসমর্থন; (বিনয়) **অনাধার চিত্তং**। ⇒ **আধার** (২)।

অনানু—(**অননু** শব্দের দীর্ঘমাত্রা) = **অননু**। ⇒ **অননু**।

অনানুগিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অন+অনুগিজ্‌ঝতি] লোভ না করা, গৃধ্নু না হওয়া, পেটুক না হওয়া, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ না হওয়া। (অ–বিণ) **অনানুগিদ্ধ**।

অনানুগিদ্ধ (বিণ) অলোভী, অগৃধ্নু, অলোলুপ, অনাকাঙ্ক্ষী। ⇒ **অনুগিদ্ধ, অনানুগিজ্‌ঝতি**।

অনানুতপ্পং—অনুতপ্ত না হইয়া, অনুশোচনা না করিয়া।

অনানুপুট্‌ঠ—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, জিজ্ঞাসা না করিয়া, অনুমতি গ্রহণ না করিয়া। = **অপুচ্ছিত**।

অনানুযাযিন (বিণ) [অন+অনুযাযিন] অনুকরণ করে না এমন, অননুগামী, অনুসরণ করে না এমন, পালন না করিয়া, অর্থ না বুঝিয়া, অনুশীলন না করিয়া, পশ্চাদ্‌গামী না হইয়া, উৎপন্ন না হইয়া, অধীন না হইয়া, বিপদ বা অনিষ্টের দিকে অগ্রসর না হইয়া, অননুযায়ী। (সূত্রনিপাত ও চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **অবেধমান** (?), **অবিগচ্ছমান, অরজ্জমান, অদুস্‌সমান**। ⇒ **অনুযাযিন**।

অনানুরুদ্ধ (বিণ) [অন+অনুরুদ্ধ] অননুরুদ্ধ, অনুরোধ করা হয় নাই এমন, অননুস্‌ত।

অনানুলোম (বিণ) [অন+অনুলোম] অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অনুচিত, অসুবিধাজনক; (চলতি) খারাপ, অনিয়মিত, অননুক্রমিক, প্রতিকূল, অননুকূল।

অনানুলোমিক = **অনানুলোম**। ⇒ **অনানুলোম**। = **অননুচ্ছবিয**।

অনানুলোমিয = **অনানুলোমিক**। ⇒ **অনানুলোমিক**।

অনাপত্তি (বিণ) নির্দোষ, নিষ্পাপ, নিরপরাধী। (স্ত্রী) নিষ্পাপ কার্য, নির্দোষ কার্য, দোষহীনতা, নিরপরাধ। (বিপ) **আপত্তি**।

অনাপত্তিক ⇒ **আপত্তিক**।

অনাপদান (বিণ) [অন+অপদান] পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া, সম্মতি গ্রহণ না করিয়া, উপদেশ গ্রহণ না করিয়া।

অনাপলোকেত্বা = **অনাপুচ্ছিত্বা**। ⇒ **অনাপুচ্ছিত্বা**।

অনাপাথ গত (বিণ) [অন+আপাথ+গত] বিপথে যায় নাই এমন, অপথগত, শিকারির পথে অপতিত, সুপথে বা সন্মার্গে গত, অন্তরায়বিহীন পথে গিয়াছে এরূপ, সৎ পথে গিয়াছে এমন, আত্মরক্ষার উপযুক্ত পথে গমন করিয়াছে এরূপ। = **পলাযিত**। ⇒ **আপাথগত**।

অনাপাদ (বিণ) [অন+আপাদ] অবিবাহিতা মেয়ে, অবিবাহিত কুমার বা কুমারী, বিবাহ হয় নাই এমন। (বিপ) **আপাদ, পরিগগহ**। (জাতক) **আপাদ** = **আপাদানং** (জাতক অর্থকথা); **অঞ্ঞেহি অকত-পরিগগহ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অপাদ**(১)।

অনাপাদা (স্ত্রী) ⇒ **আপদা**।

অনাপুচ্ছা—জিজ্ঞাসিত না হইয়া, জিজ্ঞাসা না করিয়া, অনুমতি গ্রহণ না করিয়া। ⇒ **আপুচ্ছতি, অপলোকেতি**।

অনাপুচ্ছিত্বা (ক্রি–বি) ⇒ **আপুচ্ছতি**।

অনাবাধ (বিণ) [অন+আবাধ] সুস্থ, নিরাপদ, নিরুপদ্রব, অপীড়িত, অনুপদ্রুত, নীরোগ বা দৈহিক শান্তিযুক্ত। ⇒ **আবাধ**।

অনামত (বিণ) [অন (দীর্ঘ) 'অনা'+অমত] অমৃত, অমর, যেখানে মৃত্যু বা মরণ নাই। = **অসুসানট্‌ঠান**।

অনামন্ত (বিণ) [অন+আমন্ত] অনামন্ত্রিত, নিমন্ত্রণ বা আহ্বান ব্যতীত, আমন্ত্রিত বা নিমন্ত্রিত না হইয়া, জিজ্ঞাসিত না হইয়া। ⇒ **আমন্ত**।

অনামন্তকত (বিণ) বিনা অনুমতিতে করিয়াছে এরূপ, বিনা আদেশে করা হইয়াছে এরূপ, বিনা নিমন্ত্রণে করিয়াছে এমন।

অনামন্তচার (বিণ) বিনা অনুমতিতে বা বিনা আহ্বানে বাস করে এমন।

অনাময (বিণ) [অন+আময] অনাময়, নিরাময়, অক্ষয়, নীরোগ, নিরাপদ, সুস্থ, স্বাস্থ্য সম্পন্ন। = **অরোগ**। ⇒ **আময**।

অনামসতি (ক্রি) [অন+আমসতি] সংমর্শ না করা, সংস্রবে না আসা, স্পর্শিত না হওয়া, না ছোঁয়া, অনুভব না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, না পৌঁছা, নাগাল না পাওয়া, অঙ্কিত না করা, রেখাপাত না করা, আঁচড় না দেওয়া, বিচলিত না করা, না গলানো, মনে আঘাত না দেওয়া, সামান্যও ক্ষতিগ্রস্ত না করা, খাদ্য গ্রহণ না করা, বাদ্যযন্ত্র না বাজানো, সংলগ্ন না হওয়া, সংস্পৃষ্ট না হওয়া, সামান্যভাবেও না বলা, ঈষৎ উল্লেখও না করা। (অ-বিণ) **অনামসিত**। ⇒ **আমসতি**।

অনামসিত (বিণ) অনমর্শিত, সংস্রবরহিত, অনাস্পর্শিত, ছোঁয়া হয় নাই এমন, অস্পৃশ্য, অস্পর্শ্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অনামসিত খেত্ত**—অনস্পর্শিত ক্ষেত্র (কুমারী অর্থে) অর্থাৎ যেই কুমারী পুরুষের সংস্রবে আসে নাই। ⇒ **অনামসতি**। ⇒ **আমসিত**।

অনামসিতব্ব (বিণ) স্পর্শ না করিবার যোগ্য। = **অনামস্স**। (বিপ) **আমসিতব্ব**। ⇒ **আমসতি**।

অনামস্স (বিণ) স্পর্শ করার অযোগ্য, সংলগ্ন হইবার বা সংস্রবে আসার অনুপযুক্ত। = **অনামসিতব্ব**।

অনাযতন (ক্লী) [অন+আযতন] ১ অযোগ্য স্থান, অনুপযুক্ত জায়গা। ২ চেষ্টাহীনতা, উদ্যোগহীন অবস্থা, উদ্যমহীনতা, অলসতা, জড়তা, ঢিলাবস্থা, মন্থরগতিতা, শ্রমবিমুখতা। (জাতক) **অনাযতনসীল**। ⇒ **আযতন** (১)।

অনাযতনসীল (বিণ) = **দুস্সীল**। ⇒ **দুস্সীল**। ⇒ **অনাযতন**।

অনাযস (বিণ) ⇒ **আযস**।

অনাযাস (বিণ) [অন+আযাস] অনায়াস, শ্রমবিহীন, শান্তিপূর্ণ, কষ্টব্যতীত, ক্লেশহীন, প্রযত্নবিরহিত, সহজ, সহজসাধ্য, বিনাচেষ্টায়, বিনা ক্লেশে। ⇒ **আযাস**।

অনাযাসেন (ক্রি-বিণ) অনায়াসে, সহজে, বিনাশ্রমে, বিনাকষ্টে, শান্তিপূর্ণভাবে, সহজভাবে।

অনাযূহং (ব-বিণ) চেষ্টা না করিয়া, বিনা উদ্যমে। ⇒ **আযূহতি** (১)।

অনাযূহন (ক্লী) চেষ্টাহীনতা, উদ্যোগহীনতা, উদ্যমহীনতা। ⇒ **অনাযতন** (২)।

অনাযূহনতি (ক্রি) [অন+আযূহনতি] চেষ্টা না করা, উদ্যম না করা, উদ্যোগ না করা, আলসা না করা, ঢিলা দেওয়া, মন্থরগতি হওয়া, শ্রমবিমুখ হওয়া, জড় হওয়া। (ব-বিণ) **অনাযূহন্ত**।

অনাযূহন্ত (বিণ) চেষ্টা না করিয়া, উদ্যোগ না করিয়া, উদ্যম না করিয়া। ⇒ **অনাযূহনতি**।

অনারক্খ (বিণ) অরক্ষিত, অনাশ্রিত। ⇒ **আরক্খ**।

অনারম্ভ (বিণ) [অন+আরম্ভ] গোলমালহীন, সংক্ষোভমুক্ত, হাঙ্গামারহিত, একঘেয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম বা কষ্টস্বীকার করিতে হয় না এরূপ। = **নিব্বান**। (পুং) অনারম্ভ, আরম্ভাভাব, সূচনাশূন্য অবস্থা। ⇒ **আরম্ভ** (১)।

অনারাধক (বিণ) [অন+আরাধক] অনারাধক, অকৃতকার্যকারী, অকৃতকার্য (ব্যক্তি), আরাধনাকারী নহে এমন, সেবাকারী নহে এমন, উপাসক নহে এমন, আরাধনা করে না এমন। ⇒ **আরাধক** (২)।

অনারাধনীয (বিণ) ⇒ **আরাধনীয**।

অনারাম (পুং) অনারাম, স্বচ্ছন্দতা। (বিণ) [অন+আরাম] আরামহীন, অস্বচ্ছন্দ, সুখহীন, নিরানন্দজনক, কষ্টকর।

অনারিয (বিণ) [অন+অরিয] ১ অনার্য, নীচ, নীচকুলোদ্ভব। ২ (বৌদ্ধমতে) যাহার স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান লাভ হয় নাই সে অনার্য। ⇒ **অনরিয**।

অনারূলূহ (বিণ) ⇒ **আরূলূহ** (১)।

অনারোচনা রত্তিচ্ছেদ—বর্ষাবাসের অভ্যন্তরে বিনা জিজ্ঞাসায় অন্যত্র রাত্রিযাপনজনিত রাত্রিচ্ছেদ নামক অপরাধ। ⇒ **রত্তিচ্ছেদ**। বর্ষবাসের সময়ে এক বিহারে বাসকারী ভিক্ষুদের মধ্যে যদি কোনো ভিক্ষু কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠিত বিহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র কোথায়ও অরুণোদয় পর্যন্ত রাত্রিযাপন করে তখন সে ভিক্ষুর অনারোচন রাত্রিচ্ছেদজনিত অপরাধ হইয়া থাকে।

অনারোচেতি (ক্রি) জানায় না, বলে না। (ক্রি-বি) **অনারোচেত্বা**। ⇒ **আরোচেতি**।

অনালপনতা (স্ত্রী) ⇒ **আলপনতা**।

অনালম্ব (বিণ) [অন+আলম্ব] অনালম্ব, আলম্বন বা অবলম্বনহীন, নিরাশ্রয়, কিছুতে আবদ্ধ নহে এমন, কিছুর সঙ্গে ঝুলানো অথবা টাঙ্গানো অথবা লটকানো অবস্থায় নাই এমন, অসংলগ্ন। (সূত্রনিপাত) **অনালম্ব অপ্পতিট্ঠ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **হেট্ঠা পতিট্ঠভাবেন উপরি আলম্বাভাবেন চ গম্ভীর**—নীচে প্রতিষ্ঠার অভাব এবং উপরেও আশ্রয়ের অভাবহেতু গম্ভীর অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠ ও অনাবলম্বনযুক্ত গভীরতা। (পুং) ⇒ **আলম্ব**।

অনালয (বিণ) [অন+আলয] অনালয়, গৃহহীন, আসক্তিহীন, নিরাসক্ত, আসক্তিমুক্ত, তৃষ্ণারহিত, তৃষ্ণাত্যক্ত, বিরাগী, বিতৃষ্ণ, সংসার পরিত্যক্ত, সংস্পর্শ ও সংস্রব বিরহিত। (বিনয়) **তণ্হায অনালয**। ⇒ **আলয** (২)। (পুং) অত্যন্ত বিরূপভাব, বিরক্তিকর ব্যক্তি বা বস্তু, আলয়ত্যাগ, অনাগারিক অবস্থা, সংসার ত্যাগ, অনাসক্ত ভাব, বিরাগ।

অনালযচারিন (বিণ) **অনোকসারিন**। ⇒ **অনোকসারিন**।

অনালোক (বিণ) ⇒ **আলোক** (২)।

অনালিক (বিণ) যাহা মাপিবার বা পরিমাণ করিবার পাত্র নহে। ⇒ **আলিক**।

অনালিয = **অনালূহিয**। ⇒ **অনালূহিয**।

অনালূহিক = **অনালূহিয**। ⇒ **অনালূহিয**।

অনালুহিয (বিণ) [অন+আঢ়িয] অনাঢ্য, ধনী নহে এমন, দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত, সহায়সম্পত্তিহীন, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, যে ব্যক্তি তণ্ডুল কণারও অধিকারী নহে। (যৌগিকে) **অনালুহিয দলিদ্দ**। ⇒ **আলুহিয**।

অনাবজ্জেত্বা (ক্রি-বি) উপর দিকে না করিয়া, নত হইয়া, প্রবর্তিত না হইয়া, মন নত না করিয়া, অবলোকন না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, পালন বা রক্ষা না করিয়া, অবধান না করিয়া।= **অমনসিকত্বা**। (বিপ) **আবজ্জেত্বা**। ⇒ **আবজ্জেতি**।

অনাবট (বিণ) খোলা, উন্মুক্ত, অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, অনাবদ্ধ। = **বিবট**। ⇒ **আবট**।

অনাবট দ্বারতা (স্ত্রী) অন্যের জন্য দুয়ার বন্ধ না রাখা, উন্মুক্ত দ্বারতা, খোলা দরজা, প্রবেশযোগ্যতা, সুগমতা।

অনাবট্টিন (বিণ) ⇒ **আবট্টিন**।

অনাবত = **অনাবট**। ⇒ **অনাবট**।

অনাবত্তিধম্ম (পুং) অনাবর্তিত ধর্ম বা স্বভাব অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক জন্ম হইতে জন্মান্তর বা অন্য জন্ম গ্রহণ করেন না।

অনাবত্তিন (বিণ, পুং) [অন+আবত্তিন] অনাবর্তিত অর্থাৎ যিনি প্রত্যাবর্তন বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না, যিনি পুনরায় ফিরিয়া আসেন না, অনাবৃত্তি, অনুচ্চারণ, মুখে বার বার না বলা, অনভ্যাস। ⇒ **আবত্তিন**। = **অনাগামিন**। (বি-ভা) **অনাবত্তি ধম্ম** (দীর্ঘনিকায়)।

অনাবত্তিনধম্ম (বিণ) পুনরাগমনমুক্ত, পুনরায় আগমনের অধীন নহে এমন।

অনাবত্তী = **অনাবত্তিন**। ⇒ **অনাবত্তিন**।

অনাবরণ (বিণ) ⇒ **আবরণ**।

অনাবরণঞাণ—অনাবরণ জ্ঞান, উন্মুক্ত জ্ঞান, পঞ্চ **নীবরণ** বা আবরণের অবশিষ্ট নাই বলিয়া জানা, পঞ্চ **নীবরণ** বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা। ⇒ **ঞাণ**।

অনাবরনীয (বিণ) ⇒ **আবরণীয**।

অনাবসতি (ক্রি) বাসনা করা। (অ-বি) **অনাবখু**। ⇒ **আবসতি**।

অনাবসূরং (ক্রি-বিণ) [অন+অব+সূর (সূরিয অর্থে)] ১ যতক্ষণ সূর্য অস্তমিত না হয়, সূর্যাস্তের পূর্বে।= **অনত্থঙ্গত সূরিয়ং** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অবসূরং**।

অনাবাস (বিণ) বাসের অনুপযোগী, জনশূন্য, যাহা আবাস নয়, যে স্থানে বা ঘরে কেহ বাস করে না, গৃহহীন, ঘর নাই এরূপ। (ক্লী) জনশূন্য স্থান, অনধ্যুষিত স্থান, অনাবাস, শূন্যাগার, শূন্য বা খালি স্থান। ⇒ **আবাস**।

অনাবিকত (বিণ) অবিকৃত, সম্পূর্ণ, পরিচ্ছন্ন।

অনাবিকম্ম—গোপন কার্য, লুকাইবার জায়গা, গোপন স্থান, লুকাইয়া কাজ করণ।

অনাবিল (বিণ) [অন+আবিল] অনাবিল, নির্মল, আবিলতারহিত, স্বচ্ছ, পবিত্র, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, নিষ্ক্লেশ। ⇒ **আবিল**। = **নিক্কদম, নিক্কিলেস**। (থেরীগাথা) **অনাবিল**। ⇒ **অচ্ছ**।

অনাবুত্থ (বিণ) [অন+অবুত্থ] বাস করে নাই এরূপ, (কেহ) থাকে নাই এমন, অবস্থান করে নাই এরূপ, বাস করা হয় নাই এমন, অনাবাসকৃত। ⇒ **আবুত্থ, অনাবসতি, আবসতি**।

অনাসক (বিণ) ১ [অন+আসক] অনাহারী, উপবাসী, উপবাসী হইয়া, না খাইয়া, অনাহারে থাকিয়া, আহার করে নাই এমন। ⇒ **আসক**। ২ [অ+নাসক] অবিনাশক, বিনাশ বা নষ্টের কারণ নহে এরূপ, বিনষ্ট বা বিনাশ হয় না এরূপ। ⇒ **অবিনাসক**।

অনাসকত্ত (ক্লী) **অনাসকা**। ⇒ **অনাসকা**। = **অভোজন**।

অনাসকত্ত (ক্লী) ⇒ **আসক**।

অনাসকত্তং [ন+আসকত্তং] অখাদ্য, যাহা ভোজনের অযোগ্য।

অনাসকমরণ—অনাহারে মৃত্যু, উপবাসে মৃত্যু। = **অজদ্ধুমার**।

অনাসকা (স্ত্রী) অনাহার, আহারে বিরতি, উপবাস, অনশন। = **ভত্তপটিক্খেপ, অনাসকত্ত**। ⇒ **আসক**।

অনাসত্ত (বিণ) অনাসক্ত, আসক্তি রহিত, আসক্তিমুক্ত, বিতৃষ্ণ, উদাসীন। ⇒ **অসঙ্গ, আসত্ত**।

অনাসদ (বিণ) যাহা পাওয়া যায় না। ⇒ **দুরাসদ**।

অনাসন ⇒ **আসন**।

অনাসযান = **অনাসসান**। ⇒ **অনাসসান**।

অনাসব (বিণ) [অন+আসব] আস্রবমুক্ত, নির্লিপ্ত, নিরাস্রব, অনাস্রব, উদাসীন, আবেগহীন, রাগ-দ্বেষ-মোহমুক্ত। **কামাসব, ভবাসব, দিট্ঠাসব, অবিজ্জাসব**—এই চতুর্বিধ "**আসব**" বা আসক্তি বিরতি বা বিমুক্তিই "**অনাসব**"। (তুলনীয়) **নিরাসব**। ⇒ **আসব**(৪)।

অনাসসান (বিণ) [অন+আসসান] বীতস্পৃহ, কোনো বিষয়ে স্পৃহা উৎপন্ন করে না এমন। কোনো কোনো স্থানে এই শব্দের পরিবর্তে "**অনাসযান**" পাঠও দৃষ্ট হয়। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **কঞ্চি রূপাদি-ধম্মং নাসিংসতি**। ⇒ **আসসান**।

অনাসাদেতি (ক্রি) ⇒ **আসাদেতি** (১)। (ব-বিণ) **অনাসাদনীয**।

অনাসিত্তক (বিণ) = **অসেচনক**। ⇒ **অসেচনক**।

অনাহার (বিণ) [অন+আহার] অনাহারজনিত, খায় নাই এমন, অভুক্ত, না খাইয়া, অনশনে থাকিয়া। ⇒ **অনাসক** (১)। (পুং) অনাহার, অনশন। ⇒ **আহার**।

অনিকাম = **ননিকাম**। ⇒ **ননিকাম**।

অনিকীলিতাবিন (বিণ) ক্রীড়াসক্ত নহে এমন, আমোদপ্রিয় নহে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **অনিকীলিতাবিন**

কামেসু—ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত।

অনিকুব্বত (বিণ) অনিগৃহকারী, অনুৎপীড়নকারী, যে ব্যক্তি দণ্ড বিধান করে না, যে ব্যক্তি করেনা, যে ব্যক্তি কর্তব্য মনে করে না।

অনিকেত (বিণ) ১ যে ব্যক্তি সঙ্গী সহকারে বাস করে না। ২ যাহার গৃহ নাই, গৃহহীন। = **নিরালয়**। ⇒ **নিকেত**।

অনিকেতবাসিন (বিণ) গৃহত্যাগী, গৃহহীন, গৃহে বাস করে না এমন, কাহারও সহিত সঙ্গ করে না বা সঙ্গীর সহিত থাকিতে চায় না এমন, নিঃসঙ্গ।

অনিকেত সযন (বিণ) **অনিকেতবাসিন**। ⇒ **অনিকেতবাসিন**।

অনিকেতসারিন (বিণ) গৃহহীন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, যে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক জীবনযাপন করে, সঙ্গীপ্রিয় নহে এমন, নির্জনচারী, যে ব্যক্তি কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে ইচ্ছা করে না, যে ব্যক্তি কাহারও ধর্ম বা মতবাদ অনুসরণ করে না। ⇒ **নিকেতসারিন**।

অনিক্কড্ঢনা (স্ত্রী) [অ+নিক্কড্ঢনা] যাহা বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই, যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, বহিষ্কার করা হয় নাই এরূপ অবস্থা। ⇒ **নিক্কড্ঢনা**।

অনিক্কসাব (বিণ) [অ+নিক্কসাব] অপবিত্র, মনের অপবিত্রতা মুক্ত নহে এমন, চিত্তকলুষতাযুক্ত, যাহার মন হিংসা-দ্বেষাদি পরিপূর্ণ, দোষপূর্ণ, কলঙ্কিত, দূষিত বা দোষযুক্ত, রাগাদি কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্কিত। = **রাগাদীহি কসাবেহি সকসাব**।

অনিক্খন্তরাজকে—যখন রাজা বহির্গমন করেন না বা বাহিরে যান না।

অনিক্খিত্ত ধুর (বিণ) কার্যভার বা দায়িত্ব ত্যাগ করে নাই এমন। ⇒ **ধুর** (২)।

অনিক্খিত্ত ধুরতা ⇒ **ধুরতা**।

অনিখনতি (ক্রি) [অ+নিখনতি] খনন না করা, না খোঁড়া, খাত না করা, গভীর না করা। (অ-বিণ) **অনিখাত**।

অনিখাত (বিণ) খনন করা বা খোঁড়া হয় নাই এমন, অখাত, অখনিত, অগভীর। (জাতক) **অনিখাতকূল:** (জাতক অর্থকথা) **অগম্ভীরা**। ⇒ **অনিখনতি**।

অনিগ্গহীত (বিণ) অদম্য, অশাসিত, অসংযমী, অসংযত, অদমিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিগ্গহীত দম্মো**—অদম্য দমনকারী। ⇒ **নিগ্গহীত**।

অনিগ্ঘ (বিণ) = **নিদুক্খ, অনিঘ**। ⇒ **নিদুক্খ, অনিঘ**।

অনিঘ (বিণ) অকম্পিত, নির্বিঘ্ন, শান্ত, অনালোড়িত, নিদুঃখ, দুঃখহীন, ক্লেশহীন, কষ্টমুক্ত, ক্লেশমুক্ত, দুঃখমুক্ত। = **অনীঘ, নিদ্দুক্খ**। ⇒ **ঈঘ, নিঘ**।

অনিচ্চ (বিণ) অনিত্য, অধ্রুব, পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী, অস্থির, চঞ্চল, ব্যয়শীল, ক্ষয়ের অধীন, অদৃঢ়, নাশশীল, ধ্বংসের অধীন, অচিরস্থায়ী, ক্ষণিক, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। (সংযুক্ত নিকায়) **অনিচ্চসঞ্ঞং মনোসি করোতি**—অনিত্য সংজ্ঞা বা অস্থায়িত্ব-সম্বন্ধে ভাবনা (ধ্যান) করা; **কাযে অনিচ্চানুপস্সিন**—শারীরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী; = **কাযে কাযানুপস্সিন; = কাযে নিরোধানুপস্সিন** (⇒ **অনুপস্সনা**)। (সংযুক্ত নিকায়) **অনিচ্চং দুক্খং অনত্তা** (⇒ **অনিচ্চং, দুক্খ**)। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বং অনিচ্চং**। (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ অদ্ধুব অপ্পায়ুক চবনধম্ম; অনিচ্চ দুক্খ; যদনিচ্চং তং দুক্খং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিচ্চে দুক্খসঞ্ঞা**। (মধ্যম নিকায়) **অনিচ্চে দুক্খসঞ্ঞা রোগ** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ দুক্খ বিপরিণাম ধম্ম** (**কামা** সম্বন্ধে)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিচ্চসঞ্ঞী অনত্তসঞ্ঞী**। (বিপ) **নিব্বান** (তুলনীয়:—**ধুব, সস্সত, অমত, বিপরিণাম**)। (সংযুক্ত নিকায়) **সলাযতনং অনিচ্চং; ধাতুযো অনিচ্চ; রূপ অনিচ্চ** ইত্যাদি। (বিভঙ্গ) **দ্বাদসাযতনানি অনিচ্চ; বিঞ্ঞাণং অনিচ্চ; খন্ধাঅনিচ্চ**। = **ইত্তর**। ⇒ **নিচ্চ, অনিচ্চং**। (ক্লী) অন্তর্ধান, বিলোপ, পরিবর্তন, ব্যয়, ক্ষয়, ক্ষণস্থায়িত্ব, অনিত্যতা। ⇒ **নিচ্চ, অনিচ্চং**।

অনিচ্চং (ক্লী) অনিত্যতা, অন্তর্ধান, বিলোপ, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, ক্ষয়, ব্যয়, পরিবর্তনশীলতা, অস্থায়িত্ব। ⇒ **অনিচ্চ**(ক্লী)।

অনিচ্চতা (স্ত্রী) অনিত্যতা, পরিবর্তনীয়তা, অস্থায়িত্ব। ⇒ **অনিচ্চং**।

অনিচ্চদস্সাবিন (বিণ) অনিত্যদর্শী, উৎপত্তি ও ক্ষয় দর্শনকারী, পরিবর্তন দর্শনকারী, যে সাধক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া থাকেন, পরিবর্তন হয় বা ঘটিতেছে বলিয়া জানে এমন। ⇒ **দস্সাবিন** (১)।

অনিচ্চলক্খণ (ক্লী) অনিত্যলক্ষণ, অস্থায়িত্বের লক্ষণ।

অনিচ্চানুপস্সনা (স্ত্রী) [অনিচ্চ+অনুপস্সনা] অনিত্যরূপে দর্শনকরণ, পরিবর্তনশীল বলিয়া উপলব্ধিকরণ, অস্থায়ীরূপে পর্যবেক্ষণকরণ, ধ্বংসশীল বলিয়া দর্শন করণ, নশ্বররূপে বিচারকরণ।

অনিচ্চানুপস্সিন (বিণ) অনিত্যানুদর্শী, অনিত্য বলিয়া দর্শনকারী, নিত্য ক্ষয় বা পরিবর্তনের অধীন বলিয়া দর্শনকারী। ⇒ **ব্যযানুপস্সিন**।

অনিচ্ছ (বিণ) ইচ্ছারহিত, ইচ্ছা করে না এমন। ⇒ **ইচ্ছ**।

অনিচ্ছতি (ক্রি) [অন+ইচ্ছতি] অনিচ্ছা করা, ইচ্ছা না করা, বিরক্তিজনক মনে করা। (অতীত) **অনিচ্ছি**। (ব-বিণ) **অনিচ্ছমান**।

অনিচ্ছন্ত = **অনিচ্ছমান**। ⇒ **আনিচ্ছমান**।

অনিচ্ছমান (বিণ) অনিচ্ছুক, ইচ্ছা করে না এমন, অনিচ্ছাজনিত, ইচ্ছা না করিয়া, অনিচ্ছাযুক্ত।

অনিচ্ছরতি (ক্রি) নিঃসৃত না হওয়া, বাহির না হওয়া, নির্গত না হওয়া। (করণে) **অনিচ্ছারেতি**। ⇒ **নিচ্ছরতি**।

অনিচ্ছা (স্ত্রী) [অন+ইচ্ছা] অনিচ্ছা, ইচ্ছারাহিত্য, অপ্রবৃত্তি, ঘৃণাকরণ, অপছন্দকরণ, বিরাগ, ঔদাসীন্য,

ভাবাবেগ রহিত।

অনিচ্ছারেতি (ক্রি) বাহির না করা, নিঃসৃত না করা, উচ্চারণ না করা, প্রকাশ না করা। (দীর্ঘনিকায়) **অনত্তমন বাচং অনিচ্ছারেতি**—অসন্তোষজনক বাক্য উচ্চারণ না করা বা না বলা। ⇒ **অনিচ্ছরতি, নিচ্ছারেতি**।

অনিচ্ছিত (বিণ) অনিচ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত। **অনিজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অনিজ্‌ঝিট্‌ঠ = অনজ্‌ঝিট্‌ঠ। ⇒ **অনজ্‌ঝিট্‌ঠ**। = **অনিচ্ছিত**।

অনিঞ্জন (ক্লী) [অন+ইঞ্জন] স্থায়িত্ব, দৃঢ়বদ্ধতা, অপরিবর্তন, নিত্যতা, দৃঢ়তা, অটলতা, স্থাবরত্ব, স্থিরতা, অচল অবস্থা।

অনিঞ্জিত (বিণ) [অন+ইঞ্জিত] দৃঢ়, অটল, অপরিবর্তনশীল, নিত্য, স্থায়ী, স্থাবর, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, অবিচলনীয়, অনুকূল, স্থির, অকম্পিত, শান্ত। ⇒ **ইঞ্জিত**।

অনিট্‌ঠ (বিণ) নিরানন্দ, অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, অমনোজ্ঞ, অনুপযোগী, অসম্মত, বেরাজি, অনিষ্টজনক, ক্ষতিকর, নিরানন্দজনক। ⇒ **ইট্‌ঠ**। (ক্লী) অনিষ্ট, ক্ষতি, নিরানন্দ, অহিত, অপকার, অমঙ্গল, অপকার, দুঃখ, পাপ। (বিপ) **ইট্‌ঠ**।

অনিট্‌ঠংগত = অনিট্‌ঠঙ্গত। ⇒ **অনিট্‌ঠঙ্গত**।

অনিট্‌ঠঙ্গত (বিণ) [অনিট্‌ঠং+গত, অ+নিট্‌ঠং+গত] ১ যাহার অনিষ্ট বা ক্ষতি হইয়াছে। ২ যে ব্যক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হৎ হয় নাই এমন। ⇒ **নিট্‌ঠ**(২), **নিট্‌ঠঙ্গত**।

অনিট্‌ঠিত (বিণ) [অ+নিট্‌ঠিত] অসমাপ্ত, অসম্পাদিত, যাহা এখনও শেষ হয় নাই এরূপ। ⇒ **নিট্‌ঠিত**।

অনিট্‌ঠুর (বিণ) সদয়, হৃদয়বান, দয়ালু, কোমল হৃদয়যুক্ত, সভ্য, ভদ্র, অকর্কশ, অনিষ্ঠুর। ⇒ **নিট্‌ঠুর**।

অনিট্‌ঠুরী (বিণ) = **অনুট্‌ঠুরী**। ⇒ **অনুট্‌ঠুরী**।

অনিত্থি (স্ত্রী) [অন+ইত্থি] স্ত্রীত্বের লক্ষণহীন স্ত্রীলোক, স্ত্রীত্বহীন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক নহে এরূপ ভাব বা অবস্থা। (যৌগিকে) **অনিত্থি নদী = অনোদিকা নদী**—জলহীন নদী (জাতক); (কিন্তু অনুবাদ করা হইয়াছে:—) **উচ্ছিট্‌ঠ-ইত্থি**—পরিত্যক্ত স্ত্রীলোক। (বিণ) ⇒ **ইত্থি**।

অনিদস্‌সন (বিণ) নির্গুণ, গুণহীন। ⇒ **নিদস্‌সন**।

অনিদান (বিণ) ভিত্তিহীন, সম্পর্করহিত, কারণহীন, মূলহীন। ⇒ **নিদান**।

অনিন্দি (বিণ) অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়, অদূষণীয়, নিষ্কলঙ্ক।

অনিন্দিত (বিণ) [অ+নিন্দিত] অনিন্দিত, দোষমুক্ত, নির্দোষ, সুন্দর, অগর্হিত, অদূষণীয়, উত্তম, সম্পূর্ণ। (জাতক) **অনিন্দিত অঙ্গিন**। = **অনবজ্জ, অগরহিত**। ⇒ **গারয্হ**।

অনিন্দিত অঙ্গিন (বিণ) উত্তম বা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, অতিসুন্দর শরীর বিশিষ্ট।

অনিন্দিত ভোজিন (বিণ) সম্যকরূপে জীবনধারণকারী, অনিন্দনীয় বা নিষ্পাপ উপায়ে জীবিকানির্বাহকারী। = **অনিন্দিত অগরহিত ভোজিন**।

অনিন্দিলোচন (বিণ) সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট, দর্শনীয় চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার অতি সুন্দর চক্ষু আছে।

অনিন্ধন (বিণ) [অন+ইন্ধন] অনিন্ধন, ইন্ধনশূন্য, জ্বালানি কাঠ নাই এরূপ। ⇒ **অনেধ, ইন্ধন**।

অনিম্ফল (বিণ) অনিষ্ফল, ফলহীন নহে এরূপ অর্থাৎ ফলযুক্ত বা ফল লাভ করে এরূপ, সফল, পুত্রবতী, ফলবান, উর্বর। = **অবঞ্ঝ**। (পেতবত্থু) **দাযকা চ অনিম্ফলা**—দাতাও দান দিয়া নিষ্ফল হয় না অর্থাৎ দানের নিশ্চিত সুফল লাভ করিয়া থাকে।

অনিবদ্ধ (বিণ) অনির্বদ্ধ, অস্থিরচিত্ত, চঞ্চল। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনিবদ্ধ সযন**। ⇒ **নিবদ্ধ**।

অনিবদ্ধ চারিকা—অনির্দিষ্ট ভ্রমণ, ভবঘুরে ভ্রমণ, অনিয়মিত তীর্থপর্যটন। ⇒ **চারিকা**।

অনিবদ্ধনীয (বিণ) প্রযুক্ত বা নিযুক্ত হওয়ায় অসমর্থ, বন্ধন করা হয় নাই এমন, অনাবদ্ধ, অপ্রযোজ্য। ⇒ **নিবন্ধতি**।

অনিব্বত্তিত (বিণ) অকৃত, অনুৎপাদিত, অপ্রসূত। = **অকত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনিব্বত্তিত কুসলকম্ম**।

অনিব্বত্তিন (বিণ) যাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না এমন, পুনর্জন্মমুক্ত, যাঁহার পুনর্জন্ম চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন, যাঁহার আর পুরুৎপত্তি নাই এমন।

অনিব্বান সংবত্তনিক (বিণ) নির্বাণ লাভে সাহায্য করে না এরূপ, যাহা নির্বাণ লাভে সাহায্য করে না।

অনিব্বিদ্ধ (বিণ) অমুক্ত, আবদ্ধ, যাহা মুক্ত হইবার নহে, যাহা উন্মুক্ত নহে। (জাতক) **অনিব্বিদ্ধ রচ্ছ**। ⇒ **নিব্বিদ্ধ**।

অনিব্বিদ্ধ রচ্ছ—গাড়ি চলাচলের যে রাস্তা দুইদিকে উন্মুক্ত নহে, আবদ্ধ পথ। (বিপ) **নিব্বিদ্ধ-বীথিয**। ⇒ **নিব্বিদ্ধ** (১), **অনিব্বিদ্ধ**।

অনিব্বিসং (বিণ) দেখিতে না পাইয়া, খুঁজিয়া না পাইয়া, অনুভব না করিয়া, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত না হইয়া, সন্ধান করিয়া না পাইয়া, অনুভব করিতে না পারিয়া, আবিষ্কার করিতে না পারিয়া। = **তং ঞাণং অবিন্দন্তো**—সেই জ্ঞানের সন্ধান না পাইয়া বা সেই জ্ঞান না হইয়া (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **অবিন্দন্তো**। (ক্লী) আবিষ্কার। ⇒ **অনিব্বিসতি**।

অনিব্বিসতি (ক্রি) [অ+নি+√বিস+অ] সন্ধান না পাওয়া, খুঁজিয়া না পাওয়া, দেখিতে না পাওয়া, না দেখা, অনুভব না করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত না হওয়া। (ব-বিণ) **অনিব্বিসন্তঃ অনিব্বিসং**। ⇒ **নিব্বিসতি**।

অনিব্বিসন্ত (বিণ) আবিষ্কার না করিয়া বা করিতে না পারিয়া, খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া।= **অনিব্বিসং**। ⇒ **অনিব্বিসতি**।

অনিব্বুত (বিণ) নির্বাপিত হয় নাই এমন, প্রশমিত হয় নাই এমন, বিনষ্ট হয় নাই এরূপ, অতৃপ্ত। ⇒ **নিব্বুত**।

অনিমিত্ত (বিণ) সঙ্কেত বা ইশারাহীন, নিদর্শন বা চিহ্নহীন, প্রমাণহীন, শুভাশুভ লক্ষণ বা পূর্বলক্ষণ নাই এরূপ, অলৌকিক ঘটনাশূন্য, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনহীন, স্বাক্ষরহীন, লক্ষণহীন, চিহ্নহীন, অচিহ্নিত, নির্গুণ, বাহ্যিক লক্ষণ বা আকার দ্বারা কলুষিত নহে এরূপ, অকলুষিত, অকপট, সরল, সহজ, অমুগ্ধ, অবিকৃত, অবিক্ষিপ্ত, অনিয়ন্ত্রিত। (বিপ) **সনিমিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **অনিমিত্ত ফস্‌স; অনিমিত্ত সমাধি**। (মধ্যমনিকায়) **অনিমিত্ত চেতোবিমুত্তি**। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **অনিমিত্ত বিমোক্‌খ**। ⇒ **সমাধি** (২), **নিমিত্ত**। (ক্লী) [অ+নিমিত্ত] উদ্দেশ্যহীনতা, পূর্বলক্ষণহীনতা, লক্ষ্যহীনতা, নিমিত্তহীনতা, অনিমিত্ত, নিমিত্ত বা লক্ষ্যবস্তু নাই এরূপ অবস্থা। ⇒ **অপ্পনিহিত**।

অনিমিত্তক (বিণ) অদৈবজ্ঞ, দৈবজ্ঞ নহে এমন, গণক বা জ্যোতিষী নহে এমন। ⇒ **নিমিত্তক**।

অনিমিত্তিক = অনিমিত্তক। ⇒ **অনিমিত্তক**।

অনিমিস (বিণ) অনিমিষ, অপলক, চোখের পলক না ফেলিয়া, পলকহীন, নির্নিমেষ, চোখে মিটমিট না করিয়া, জাগ্রত, সতর্ক। (দাঠাবংস) **অনিমিস নয়ন। অনিমিসন্ত**।

অনিমিসতি (ক্রি) চোখের পলক না ফেলা, চোখে মিটমিট না করা, এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা। (অতীত) **অনিমিসি**। (ব-বিণ) **অনিমিসন্তো** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **নিমিসতি**।

অনিমিসন্ত (বিণ) চোখের পলক না ফেলিয়া, এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এমন। = **অনিমিস**। ⇒ **অনিমিসতি**।

অনিমেস (বিণ) অনিমেষ, নিমেষহীন, অপলক। = **অনিমিস**।

অনিয়ত (বিণ) অনিয়ত, অনিশ্চিত, সন্দেহযুক্ত, বে-বন্দোবস্ত, অদৃঢ়, অস্থির, বিচলিত, সন্দিগ্ধ, সংশয়াপন্ন, চঞ্চল, অমীমাংসিত, অপ্রয়োজনীয়।

অনিয়ত গতি—যাহার অদৃষ্ট বা লক্ষ্যস্থান অথবা গমনস্থান অনির্দিষ্ট (**দুগ্‌গতি** সম্বন্ধীয় শব্দ)। ⇒ **গতিক** (৩)।

অনিয়ম (পুং) অনিয়ম, অনির্দিষ্টতা, অনিশ্চয়তা, মনোনয়ন, পছন্দতা, নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়, মনোনীত বিষয় বা ব্যক্তি, একাধিক বস্তুর মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকার, বিকল্প, পছন্দ করিয়া লইবার মতো ব্যক্তি বা বস্তু-সমবায়, প্রধান অংশ, অধিকাংশ, সাধারণ উক্তি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যং কিঞ্চি = অনিয়মে**। অর্থাৎ অনিশ্চিত বা প্রচলিত ভাবধারায়; **যে কেচি** সম্বন্ধে তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বা সদ্দো অনিয়মখো** (অর্থাৎ অনিশ্চিত)।

অনিয়মিত (বিণ) অনিয়মিত, অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট। ⇒ **অনিয়মেতি**।

অনিয়মেতি (ক্রি) [অ+নিয়মেতি] নিশ্চিত বা নিশ্চয় না করা, নির্দিষ্ট না করা। (অ-বিণ) **অনিয়মিত**।

অনিয়ামেন (ক্রি-বিণ) অনিয়মে, বিশৃঙ্খলভাবে, লক্ষ্যহীন হইয়া, উদ্দেশ্যহীনভাবে, নীতিহীনরূপে। ⇒ **নিয়ামেন**।

অনিয়্যান (বিণ) ১ অনির্বাপিত, ব্যতিক্রম নহে এরূপ, প্রস্থান করে নাই এমন। ২ বহির্গমনের পথ নহে এরূপ, পরাধীন, স্বত্বত্যাগ করে নাই বা করে না এমন, মুক্তপ্রাপ্ত হয় নাই এমন। ⇒ **নিয়্যান**।

অনিয়্যানিক (বিণ) অনুপকারী, অনিষ্টকারী, পাপজনক, অহিতকর। ⇒ **নিয়্যানিক**।

অনিরঙ্করোতি (ক্রি) [অ+নিরঙ্করোতি] অল্পচিন্তা না করা, দূরদর্শী হওয়া, ঘৃণা না করা, অবজ্ঞা না করা, বিনষ্ট না করা, বর্জন না করা। (অ-বিণ) **অনিরাকত**। ⇒ **নিরঙ্করোতি**।

অনিরাকত (বিণ) [অ+নিরাকত] অনুপেক্ষিত, অনল্পচিন্তাকৃত, অবর্জনীয়, দূরদর্শী, অঘৃণিত, অনবজ্ঞাকৃত, অবিনষ্ট, অবর্জিত, অনিরাকৃত, যাহা দূরীকৃত করা হয় নাই, অনিবারিত, যাহার নিরাকরণ বা খণ্ডন করা হয় নাই। (বিপ) **নিরাকত**। ⇒ **অনিরঙ্করোতি**।

অনিল (পুং) অনিল, বায়ু, বাতাস।

অনিলপথ (পুং) অনিলপথ, বায়ু, চলাচলের পথ, শূন্যপথ, আকাশপথ, বায়ুমণ্ডল। ⇒ **পথ** (২)।

অনিলপথতা = অনিলপথ। ⇒ **অনিলপথ**।

অনিলোদ্ধুত (বিণ) [অনিল+উদ্ধুত] বায়ুকম্পিত, বায়ু দ্বারা কম্পিত।

অনিসম্ম (বিণ) সম্যকরূপে জ্ঞাত হয় নাই এমন অথবা জ্ঞাত না হইয়া, না দেখিয়া, দোষগুণ বিচার করে না এমন, অবিচারী, অবিবেকী, অবিচারশীল। **অনোলোকেত্বা, অনুপধারেত্বা**।

অনিসম্মকারী (বিণ) বিবেচনা বা চিন্তা না করিয়া কার্যকারী, (অপরের মনোভাব ইত্যাদির প্রতি) সহানুভূতিশীল না হইয়া কাজ করে এমন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করে না এমন, অন্যায়নিষ্ঠ, সত্বর, দ্রুত, অবিবেচক, অবিমৃষ্যকারী, ক্রোধপ্রবণ, বিবেচনা করে না এমন, অন্যায় প্রবণ, অন্যায়কারী, বিবেচনাহীন। ⇒ **নিসম্ম**।

অনিসামেতি (ক্রি) শ্রবণ না করা, মনোযোগ না দেওয়া, পালন না করা, মানিয়া না চলা। (অ-বিণ) **অনিসামেত্বা**—সতর্ক না হইয়া। ⇒ **নিসামেতি**।

অনিসামেত্বা ⇒ **অনিসামেতি**।

অনিস্‌সর (বিণ) [অন+ইস্‌সর] ক্ষমতাহীন, শক্তিহীন, ধনহীন, ঐশ্বর্যহীন, প্রভাবহীন, ব্যক্তিত্বহীন, শাসকহীন,

মালিকহীন, অনীশ্বর, কর্তাহীন।

অনিস্‌সর বিকপ্পিন ⇒ **বিকপ্পিন**।

অনিস্‌সরণপঞ্ঞ (বিণ) ফল বা পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞাত। ⇒ **নিস্‌সরণপঞ্ঞ, পঞ্ঞ**।

অনিস্‌সিত (বিণ) ধারণ করে না এমন, ভার বহন করে না এমন, সহ্য করে না এমন, ভরণপোষণ বা প্রতিপালন করে না এমন, চালায় না বা পরিচালিত করে না এমন, সাহায্য করে না এমন, ক্ষতিপূরণ করে না এমন, পৃষ্ঠপোষকতা করে না এমন, সপ্রমাণ করে না এমন, সমর্থন করে না এমন, ঠেস দেয় না এমন, সাহস দেয় না এমন, অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অননুরক্ত, স্বাধীন, মুক্ত, বন্ধনমুক্ত, মূলহীন, অনিয়ন্ত্রিত, শিথিল, তেজস্বী, হঠকারী, অশ্লীল, লৌকিকতা বা শিষ্টাচার বর্জিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত, অত্যনিয়ন্ত্রিত, ব্যস্ত নয় এমন, সাবকাশ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, বদান্য, অবাধ, সরল, স্বতন্ত্র, উদ্ধার বা মুক্ত করা হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **অপস্‌সিত**।

অনিস্‌সুকিন (বিণ) [অন+ইসসুকিন] সুবোধ্য, সোজা, অলোভী, উদারপ্রকৃতির, দয়ালু, দানশীল, সরল, কোমল। (দীর্ঘনিকায়) **অনিস্‌সুকিন অমচ্ছরিন**। ⇒ **নিট্ঠুরিন, ইস্‌সুকিন**।

অনিস্‌সুকী (বিণ) অনুৎসুক্য, ঔৎসুক্যহীন।

অনীক (ক্লী) ১ অনীক, সিপাহি, যোদ্ধা, সৈন্যবিন্যাস, সেনাব্যূহ, সৈন্য, পরিচ্ছদ, বিন্যাস, সাজ-সজ্জা, শৃঙ্খলা। ২ সংগ্রাম, সমূহ। (সূত্রনিপাত) **বলনীক**। ⇒ **বলনীক**।

অনীকগগ (ক্লী) [অনীক+অগগ] সৈন্যব্যূহ রচনাকরণ, শৃঙ্খলাভাবে সৈন্য সজ্জিতকরণ, শ্রেণীবদ্ধভাবে সেনাব্যূহ সজ্জিত করণ। = **বলকায সেনামুখ**।

অনীকট্ঠ (পুং) প্রহরী, সান্ত্রী, চৌকিদার, রাজা বা রানীর দেহরক্ষী।

অনীক দস্‌সন—সৈন্য পরিদর্শন, জনতা পরিদর্শন। (বিনয়) **সেনাব্যূহ অনীক-দস্‌সন**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনীকদস্‌সন**।

অনীঘ (বিণ) = **অনিঘ**। ⇒ **অনিঘ**। (যৌগিকে) **অনীঘ নিরাস; অনীঘ ছিন্নসংসয**। ⇒ **ঈঘ**।

অনীঘ ছিন্নসংসয = **নিদ্ধুক্খ**। ⇒ **নিদ্ধুক্খ**।

অনীঘ নিরাস = **নিদ্ধুক্খ**। ⇒ **নিদ্ধুক্খ**।

অনীতি (স্ত্রী) [অন+ঈতি] নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, নিরাপদ, নীরোগ অবস্থা, নির্দোষ অবস্থা, অকাট্যতা, সুস্থ, সুস্থ অবস্থা, স্বাস্থ্য। (অপদান কারকে) **অনীতো**। ⇒ **অনীতিক**।

অনীতিক (বিণ) [অন+ঈতি+ক] অক্ষত, নির্বিঘ্ন, নির্দোষ, সুস্থ, স্বাস্থ্যকর, দুঃখমুক্ত, বিপদ বা বিঘ্নমুক্ত। (বিনয়) **অনীতিক অনুপদ্দব**। (চুলনির্দেশ) **ঈতি বুচ্চতি কিলোসা** ইত্যাদি।

অনীতিহ (বিণ) [অন+ঈতিহ] অমুক অমুক নহে, এই এই প্রকার নহে, এরূপ এরূপ নহে, জনশ্রুতি বা জনরবের উপর ভিত্তি করিয়া নহে, জনশ্রুতিমূলক নহে (ইতিহ), অনুমান মূলক কার্য নহে অথবা কেবল কথা নহে।

অনীযানিক = **অনিয্যানিক**। ⇒ **অনিয্যানিক**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনীযনিকত্তা তিরচ্ছনভূতা কথা**।

অনীহমান (বিণ) অমনোযোগী, অনিবিষ্ট, মনোযোগহীন। ⇒ **অবাযমন্ত**।

অনু (অব্যয়, উপসর্গপদ) অনু, পশ্চাৎ, পরে (যাওয়া), পিছে বা পশ্চাতে (যাওয়া), তুল্য, সদৃশ, নিকৃষ্ট, অধীন, হীন, প্রত্যেকে, এক একজন করিয়া, ছোট, সহিত অংশ, সমীপ, বহির্ভাগ, পরম্পরা, অনুক্রম, পুনঃ, সামর্থ্য, একজন একজন করিয়া, পাশাপাশি, পাশে, সাফল্য, যোগ্য, চিহ্ন, দ্বারা, তে, প্রতি, অনুসারে, পরে, পরবর্তী, অতিরিক্ত, ইখম্ভাব, আয়াস, বরাবর দিকে। (বিপ) **পটি। অনুলোম**; (বিপ) **পটিলোম**। (যৌগিকে) **খুদ্দানুখুদ্দ, পদানুপদং, পুববানুপুববক, পোঙ্খানুপোঙ্খং, বুদ্ধানুবুদ্ধ, বাদানুবাদ, সেট্ঠানুসেট্ঠি**। "**অনু**" শব্দ "**অভি, অব, অপ**" শব্দের সমার্থবাচক, যথা—**অনুগিজ্ঝতি, অভিগিজ্ঝতি, অনুকন্ততি, অবকন্ততি। অনু** = **আনু**। (বিণ) অণু, ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম। (সন্ধস্মোপায়ন) **অনুং থূলং**। ⇒ **অণু** (বিণ)।

অনুঅয—পরে যাইয়া, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা।

অনু আগচ্ছতি (ক্রি) অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া। = **অনুক্কমতি**।

অনু আদিসতি (ক্রি) নকশা করা, অঙ্কিত করা, প্যাটার্ন করা, ফুল পাতা কাটা বা বোনা, উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোনো ব্যক্তির নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ করা।

অনুকঙ্খিন (বিণ) আকাঙ্ক্ষী, অভিলাষী, ইচ্ছুক, কিছু প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা হয় এরূপ। (জাতক) **পিযানুকঙ্খিন**।

অনুকঙ্খী = অনুকঙ্খিন। ⇒ **অনুকঙ্খিন**।

অনুকত (বিণ) অনুকৃত, অনুরূপ করা হইয়াছে এরূপ, নকলকৃত, সদৃশীকৃত। = **অনুকব্বং**। ⇒ **অনুকুব্ব, অনুকরোতি**।

অনুকন্ততি (ক্রি) [অনু+√কন্ত+অ] কাটা, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, কাঁচি দ্বারা ছাঁটা, মেষের লোম কাটা। **হখং অনুকন্ততি = হখং ফালেতি**। (অতীত) **অনুকন্তি**।

অনুকম্পনক (বিণ) লাভজনক, উপকারী, মঙ্গলকর, হিতকর।

অনুকব্বং (বিণ) অনুকরণ করা হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ, অনুরূপ করা হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ, নকল করা হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ, সদৃশী করা হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ। **সমানুকব্বং**। ⇒ **অনুকরোতি**।

অনুকম্পক (বিণ) অনুকম্পী, অনুকম্পিন, দয়াবান, দয়ার্দ্র, সদয়চিত্ত, পরদুঃখে দয়া হয় এমন, সহানুভূতিজ্ঞাপক, সহানুভূতিপ্রকাশক। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকানুকম্পক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সব্বভূতানুকম্পক**। = **কারুণিক; অত্থকাম; হিতেসিন, অনুগগণ্হতক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সখা সত্তেসু অনুকম্পক**।

অনুকম্পকা (স্ত্রী) মঙ্গলকামী, হিতৈষী, মিত্র ব্যক্তি।

অনুকম্পতি (ক্রি) [অনু+√কম্প+অ] অনুকম্পা করা, দয়া করা, স্নেহ করা, পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন বা সাহায্য করা। (অতীত) **অনুকম্পি**। (পঞ্চমী) **অনুকম্প = অনুদ্দযং করোহি**—দয়া করুন; **অনুকম্পস্সু = অনুগগণ্হ**—অনুগ্রহ করুন। (ব-বিণ) **অনুকম্পমান = অনুপেক্খমান**—দয়ার ভিখারি হইয়া বা অপেক্ষা করিয়া থাকা; **অনুগয্হমান**—দয়ানুগৃহীত; **অনুকম্পিতং অনুকম্পিতরং**। (অ-বিণ) **অনুকম্পিত**।

অনুকম্পন (ক্লী) অনুকম্পা, দয়া, স্নেহ, অপরের সুখদুঃখে সহানুভূতি, তত্ত্বাবধান, যত্ন।

অনুকম্পমান (বিণ) অনুকম্পান্বিত, অনুগ্রহান্বিত, সহানুভূতি দেখায় এমন। = **করুণাযমানা**। ⇒ **অনুকম্পতি, করুণাযতি**।

অনুকম্পস্সু (আদেশার্থে পঞ্চমী) অনুগ্রহ করুন, অনুকম্পা করুন, দয়া করুন। = **অনুকম্প**। ⇒ **অনুকম্পতি**।

অনুকম্পা (স্ত্রী) অনুকম্পা, দয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকানুকম্পা**।

অনুকম্পায (ক্রি-বিণ) দয়া করিয়া, খাতিরে, অনুকম্পা করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **লোকানুকম্পায**—জীব জগত বা ৩১ প্রকার ভবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া; **লোকানুকম্পায অত্থায হিতায**।

অনুকম্পিত (বিণ) অনুকম্পা, দয়া প্রদর্শিত, স্মরণকৃত, স্মৃত, উপকার করিয়াছে বা দয়া দেখাইয়াছে এমন। **হিতানুকম্পিত**। ⇒ **অনুকম্পতি**।

অনুকম্পিন (বিণ) দয়ার্দ্র, স্নেহবান, অনুকম্পী, পরের সুখদুঃখে সহানুভূতিশীল। (বি-ভা) **সব্ব-পাণ-ভূত-হিতানুকম্পিন**—সর্বপ্রাণীর হিতসাধনকারী; **সব্ব-ভূতানু-কম্পিন**—সব প্রাণীর মঙ্গল কামনাকারী; **হিতানুকম্পিন**—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অনুকম্পী = **অনুকম্পক**। ⇒ **অনুকম্পক**।

অনুকরোতি (ক্রি) [অনু+√কর+ও] অনুকরণ করা, নকল করা, সদৃশী করা, অনুরূপ কার্য করা, প্রতিকরণ করা, করা কাজ পুনর্বার করা। (অতীত) **অনুকরি; অনুকাসি**। (অ-বিণ) **অনুকত**। (ব-বিণ) **অনুকব্বং, অনুকুব্ব**। ⇒ **অনুকস্সতি**।

অনুকস্সতি (ক্রি) [অনু+কস্সতি] ১ (সংস্কৃত—অনুকর্ষতি) পুনর্বার বলা বা করা, মুখস্থ বলা, আবৃত্তি করা, বচন উদ্ধৃত করা, পুনরুক্তি করা, প্রলোভিত করা। ২ (সংস্কৃত—অনাকর্ষতি) আকর্ষণ করা, টানা, শ্বাস গ্রহণ করা, লম্বা করা, তরবারি নিষ্কোষিত করা, বর্ণনা করা, তাড়াইয়া দেওয়া, অনুমান করা, (নাড়িভুঁড়ি) বাহির করা, সিদ্ধান্ত করা, গ্রহণ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, টানিয়া বাহির করিয়া দেওয়া, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, সরাইয়া দেওয়া, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা, ফেলিয়া দেওয়া। (অতীত) **অনুকাসি = খিপি, ছড্ডেসি**। ⇒ **অনুকরোতি**।

অনুকাম (বিণ) [অনু+কাম] ভালোবাসার প্রতিদানে ভালোবাসা দেখানো হয় এরূপ, স্নেহের প্রতিদানে অনুরূপ কার্য করা হয় এরূপ, প্রীতি বা প্রেমের অনুরূপ প্রীতি বা প্রেম দেখানো হয় এরূপ, প্রিয়জনকে প্রিয়ভাব দেখানো হয় এরূপ।

অনুকামীন (বিণ) অনুকামীন, স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছবিহারী।

অনুকার (পুং) অনুকার, অনুকরণ, সদৃশীকরণ, অনুলিপি, প্রতিমূর্তি, সদৃশচিত্র। (তুলনীয়) **অনুকরোতি**।

অনুকারিন (বিণ) অনুকরণকারী, অনুকারিন, অনুকারী, সদৃশকার্যকারী, অনুকরণকারক, সদৃশ কার্যকারক।

অনুকারী = **অনুকারিন**। ⇒ **অনুকারিন**।

অনুকিণ্ণ (বিণ) অনুকীর্ণ, বিকীর্ণ, ছড়ানো, ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, বেষ্টিত, রুদ্ধ, বিন্দু বিন্দুরূপে চিহ্নিত। ⇒ **অনুকিরতি**।

অনুকিরতি (ক্রি) [অনু+কিরতি] বিকীর্ণ করা, অনুকীর্ণ করা, ছড়াইয়া দেওয়া, ব্যাপ্ত করা, বিস্তার করা, নিক্ষেপ করা, বেষ্টন করা, রোধ করা, বিন্দু বিন্দুরূপে চিহ্নিত করা। (অতীত) **অনুকিরি**। (অ-বিণ) **অনুকিণ্ণ**। (ব-বিণ) **অনুকুব্ব, অনুকুব্বন্ত**।

অনুকুব্ব (বিণ) (সংস্কৃত—অনুকূর্বৎ) পরিশোধ করা হয় বা করে এমন, যে যেমন তাহাকে তেমন প্রতিশোধ করা বা প্রতিদান দেওয়া হয় এরূপ, (পত্রাদির দ্বারা) ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া হয় এরূপ, অনুরূপ করা হয় এরূপ, যাহার নকল বা সদৃশী করা হয়, অনুসৃত। (জাতক) **কিচ্চানুকুব্ব**। ⇒ **অনুকত, অনুকরোতি**।

অনুকুব্বতি (ক্রি) = **অনুকরোতি**। ⇒ **অনুকরোতি**। (ব-বিণ) **অনুকুব্বন্ত**।

অনুকুব্বন্ত (বিণ) **অনুকব্বং**। ⇒ **অনুকব্বং, অনুকুব্বতি**।

অনুকুল = **অনুকূল**। ⇒ **অনুকূল**।

অনুকুলক (বিণ) **অনুকূল**। ⇒ **অনুকূল**। (সন্ধম্মোপাযন) **ইচ্ছানুকুলক**—ইচ্ছার অনুকূলে, ইচ্ছানুসারে।

অনুকুল যএ,এ অনুকূলযএ,এ। ⇒ **অনুকূলযএ,এ**।

অনুকূল (বিণ) [অনু+কূল] অনুকূল, সপক্ষ, সহায়, অনুগ্রহকারী, সুবিধাজনক, সমর্থক, অনুরক্ত, যোগ্য, আনন্দজনক, স্বীকার্য, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত।

(বিপ) **পটিকূল**।

অনুকূলভাব (পুং) অনুকূলভাব, সৌজন্য, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, সম্মততা, বলবতী ইচ্ছা, ব্যগ্রতা।

অনুকূলযঞ্ঞ—অনুকূল যজ্ঞ, প্রসাদ্য যাগ-হোম-উৎসর্গ-বলি ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনুকূল যঞ্ঞ**—জাতির বা বংশের প্রচারার্থে যে যজ্ঞ করা হয় উহাই।

অনুক্কটঠ (বিণ) [অন+উক্কটঠ] অবৃহৎ, ছোট। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অনুক্কটঠ চীবর**—ছোট চীবর।

অনুক্কণ্ঠতি (ক্রি) [অন+উক্কণ্ঠতি] উৎকণ্ঠিত না হওয়া, চিন্তিত না হওয়া, দুঃখিত না হওয়া, কিছুরই অভাব বোধ না করা, অনুশোচনা না করা। (অতীত) **অনুক্কণ্ঠি**। (অ-বিণ) **অনুক্কণ্ঠিত**। (ব-বিণ) **অনুক্কণ্ঠন্তো**।

অনুক্কণ্ঠন (ক্লী) [অন+উক্কণ্ঠন] অনুৎকণ্ঠিত ভাব, কিছুরই অভাব না থাকা, সন্তুষ্ট বা সুখজনক অবস্থা, অচিন্তন অবস্থা বা ভাব।

অনুক্কণ্ঠন্তো (বিণ) ১ অনুৎকণ্ঠিত হইয়া, তৃপ্ত হইয়া, অনুগ্রীব হইয়া। (বিপ) **উক্কণ্ঠন্তো**। ⇒ **উক্কণ্ঠতি**। ২ উৎকণ্ঠিত হয় না এমন, চিন্তা বা অনুতাপ করে না এমন, খেদ বা দুঃখ বোধ করে না এমন। ⇒ **অনুক্কণ্ঠতি**।

অনুক্কণ্ঠিত (বিণ) অনুৎকণ্ঠিত, অননুতপ্ত, অচিন্তিত, খেদ বা দুঃখ বোধ করে নাই এমন। ⇒ **অনুক্কণ্ঠতি, উক্কণ্ঠিত**।

অনুক্কম (ক্লী) ১ অনুক্রম, পর্যায়, যথাক্রম, (কার্যের) ফল, অনুক্রমণিকা, পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম, বর্ণ, পদ্ধতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা, বিন্যাস, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশাসনের অবস্থা, লিখিত নির্দেশ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্ম সম্প্রদায়, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, সমশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায়, বরাবর বা পাশাপাশি গমন। ২ যেভাবে পশুকে অল্প দূরত্ব হিসাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখা হয় অর্থাৎ অশ্বের বল্গা বা লাগাম। (সূত্রনিপাত) **সন্দানং সহ'অনুক্কম**—যথাক্রমে শৃঙ্খলার সহিত।

অনুক্কমতি (ক্রি) ১ অনুক্রম করা বা হওয়া, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, পর্যায়নুক্রমে গমন করা, যথাক্রমে বা পর্যায়ক্রমে কাজ করা, (অপরের) কার্যানুরূপ কাজ করা, শৃঙ্খলানুসারে কাজ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মগগং অনুক্কমতি**। ২ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া অথবা উন্নতি করা। = **অনু-আগচ্ছতি**।

অনুক্কমেন (ক্রি-বিণ) অনুক্রমে, যথাক্রমে, ক্রমে ক্রমে, ক্রমশ, উত্তরাধিকার সূত্রে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, (কার্যের) ফলে, অনুসারে। = **বীতিক্কমেন**।

অনুক্খণ্ঠন্তো (বিণ) **অনুক্কণ্ঠন্তো**। ⇒ **অনুক্কণ্ঠন্তো, উক্কণ্ঠতি**।

অনুক্খিপতি (ক্রি) [অনু + খিপতি] বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা। (তুলনীয়) **বট্টং**।

অনুক্খে [অনু+খেপ] প্রতিদান, ক্ষতিপূরণ, মূল্যদান বা উপকারের প্রতিদান। ⇒ **অনুক্খিপতি**।

অনুখণতি (ক্রি) [অনু+খণতি] (যাহা আছে তদপেক্ষা) অতিরিক্ত বা কিছু অধিক খনন করা।

অনুখুদ্দক (বিণ) [অনু+খুদ্দক] অনুক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র, অণু পরিমাণে ক্ষুদ্র, অতি ছোট, ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্মতর, অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, গৌণ, অপ্রধান, সামান্য, গুরুত্বহীন। (যৌগিকে) **খুদ্দানুখুদ্দক**—ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র (বিনয়)।

অনুগ (বিণ) অনুগ, অনুযায়ী, পশ্চাদ্‌গামী, প্রভাবশালীর অনুগামী, অনুগত, বশীভূত, অধীন, অনুগামী, অনুকরণকারী, অনুসরণকারী। (সূত্রনিপাত) **বসানুগ; এজানুগ; মারবসানুগ**। (জাতক) **বসানুগ**।

অনুগচ্ছতি (ক্রি) [অনু+√গম+অ] অনুগমন করা, পশ্চাদ্‌গমন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, আদেশ পালন করা, আদেশক্রমে কার্য করা। (অতীত) **অনুগচ্ছি, অনুগমাসি, অনুগা;** (প্রথম পুরুষ বহুবচন) **অনুগূ**। (কর্মবাচ্যে) **অনুগম্মতি**। (অ-বিণ) **অনুগত**। (ব-বিণ) **অনুগম্মমান, অনুগচ্ছন্তো**।

অনুগচ্ছন্তো (বিণ) অনুগমন করিয়া, আদেশক্রমে কার্য করিয়া, অনুকরণ করিয়া, অনুসরণ করিয়া, পশ্চাদ্‌গামী হইয়া, আদেশ পালন করিয়া। ⇒ **অনুগচ্ছতি**।

অনুগণ্হাতি (ক্রি) অনুগ্রহ করা, দয়া করা, কাহারও দুঃখ দেখিয়া দয়া প্রদর্শন করা বা সাহায্য করা। **অনুগগণ্হাতি**।

অনুগত (বিণ) অনুগত, (অপরের) মতানুসারে কার্যকারী, মতানুবর্তী, পতিত, গত, প্রতারিত, ক্ষতিগ্রস্ত, দুঃখিত, নিমগ্ন, সঙ্গীসংঘটিত, সঙ্গীসংক্রান্ত, অনুগমন বা অনুসরণ করিয়াছে এমন, অনুজীবী, আশ্রিত, অনুসৃত, আজ্ঞাপালিত। ⇒ **অনুগচ্ছতি**। (দীর্ঘনিকায়) **অনুগত পরিসা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোতানুগত;** সমার্থে অন্যত্র অর্থ দৃষ্ট হয় "**অনু ধত**"। (জাতক) **সমুদ্দানুগত**। (চুলনির্দেশ) **তণ্হানুগত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মফলানুগত; নামং মযহং অনুগত**—আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

অনুগতি (স্ত্রী) অনুগতি, অনুসরণ, অনুকরণ, শিক্ষাপ্রাপ্ত অবস্থা, অনুরক্ত অবস্থা, সংলগ্ন অবস্থা, দৃঢ় অনুরাগ আছে এরূপ অবস্থা, নির্ভরশীল অবস্থা, আনুগত্যতা, পশ্চাদ্‌গমন। (বিনয়) **দিট্ঠানুগতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **বসানুগতি**।

অনুগম (পুং) অনুগমন, অনুসরণ, অনুকরণ, পশ্চাদ্‌গমন, মীমাংসা। (জাতক) **দুরানুগমন**।

অনুগমন (ক্লী) = **অনুগম**। ⇒ **অনুগম**।

অনুগম্মমান (বিণ) সঙ্গে করিয়া, সজ্জিত হইয়া, পশ্চাদ্‌গামী হইয়া, অনুকরণ করে বা করিতেছে এমন,

অনুসরণ করে বা করিতেছে এমন। ⇒ **অনুগচ্ছতি**।

অনুগামিক (বিণ) অনুগামী, অনুগামিন, অনুগমনকারী, সঙ্গী, সহচর, পশ্চাদগামী, অনুসরণকারী, অনুকরণকারী, অনুসারী, কার্যের ফল প্রদান করে অথবা অনুগমন করে এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনুগামিক পরিসা**। (জাতক, খুদ্দকপাঠ) **অনুগামিক নিধি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানং নাম অনুগামিকং নিদানং'তি**—দান বলিলে বুঝায় মানুষের মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে অনুগমনকারী বস্তু বা সম্পত্তি। ⇒ **অনুগামিন**।

অনুগামিক নিধি—অনুগমনকারী নিধি বা ধন, মানুষের মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে গমন করিয়া থাকে। ⇒ **অনুগামিক**।

অনুগামিন (বিণ) অনুগামী, অনুগমনকারী, অনুসরণকারী, সঙ্গে সঙ্গে যায় এমন, আজ্ঞাবাহক, সেবাকারী, প্রতীক্ষাকারী, অনুকরণকারী। = **অনুগামিক**।

অনুগামী = **অনুগামিন**। ⇒ **অনুগামিন**।

অনুগাযতি (ক্রি) [অনু+√গে+অ] (কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া অথবা অনুকরণ করিয়া) গান করা, আবৃত্তি করা, প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা, প্রচার করা, যথাবিধি অনুষ্ঠান করা, সমারোহে উৎসব স্মরণীয় করা। = **অনুগাযিস্‌সং**।

অনুগাহতি (ক্রি) [অনু+√গাহ+অ] (করণ কারকে) প্রবেশ করানো, গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করানো, নিমগ্ন করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনও অবস্থায় পতিত করানো, হঠাৎ প্রবেশ করানো, ডুব দেওয়ানো, দ্রুত বেগে ধাবিত করানো, বলপূর্বক বিপদগ্রস্ত করানো। (অতীত) **অনুগাহি**।

অনুগিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অনু+√গিধ+অ] (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ হওয়া, ধনের প্রতি লোভ করা, পেটুক হওয়া। = **গিদ্ধা গথিতা হুত্বা অল্লিযন্তি** - লোভপরায়ণ হইয়া তৃষিত হওয়া (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **অনুগিজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **অনুগিদ্ধ, অনুগিদ্ধা**। (তুলনীয়) **অভিগিজ্‌ঝতি**।

অনুগিদ্ধ (বিণ) লোভী, লোলুপ, অর্থগৃধ্নু, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। ⇒ **অনুগিজ্‌ঝতি**।

অনুগিদ্ধা = **অনুগিদ্ধ**। ⇒ **অনুগিদ্ধ**।

অনুগ্‌গণ্‌হ ১ (বিণ) পরদুঃখকাতর, সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত বা উদ্যত। (তুলনীয়) **অনুগ্‌গণ্‌হতক, অনুগ্‌গহ**। ⇒ **অনুকম্পতি**। ২ (পঞ্চমী) অনুগ্রহ করুন, অনুকম্পা করুন, দয়া করুন। = **অনুকম্পস্‌সু**।

অনুগ্‌গণ্‌হতক (বিণ) পরদুঃখকাতর, সহানুভূতিশীল, সহানুভূতি প্রকাশক, সাহায্য প্রদানকারী। = **কারুণিক, অনগ্‌গহ** (বিণ), **অত্থকাম, অনুকম্পক**।

অনুগ্‌গণ্‌হাতি (ক্রি) [অনু+√গহ+ণ্‌হা] দয়া করা, পরদুঃখে কাতর হওয়া, অনুগ্রহ করা, পরের দুঃখে দুঃখানুভব করা, সাহায্য করা, আশ্রয় দেওয়া। = **অনুগণ্‌হাতি**। (অতীত) **অনুগণ্‌হি, অনুগ্‌গণ্‌হি**। (অ-বিণ) **অনুগ্‌গহিত, অনুগ্‌গহীত**। (ব-বিণ) **অনুগ্‌গণ্‌হমানো, অনুগ্‌গযহমান**।

অনুগ্‌গণ্‌হন (ক্লী) = **অনুগ্‌গহ**। ⇒ **অনুগ্‌গহ**।

অনুগ্‌গণ্‌হমানো (বিণ) পরদুঃখে কাতর হয় এমন, দয়ালু, কৃপাবান। = **করুণাযমানা**। ⇒ **করুণাযতি, অনুগ্‌গণ্‌হাতি**।

অনুগ্‌গণ্‌হসীল (বিণ) =**অনুগ্‌গণ্‌হ**। ⇒ **অনুগ্‌গণ্‌হ** (বিণ)।

অনুগ্‌গমন (ক্লী) অনুদ্গমন, অনুদয়, উদয় না হওয়া, উপরে না ওঠা। ⇒ **উগ্‌গমন**।

অনুগ্‌গযহমান (বিণ) অনুগ্রহান্বিত, অনুকম্পান্বিত, দয়ানুগৃহীত। = **অনুকম্পমান**। ⇒ **অনুকম্পতি, অনুগ্‌গণ্‌হাতি**।

অনুগ্‌গহ (পুং) ১ অনুগ্রহ, অপরের বাঞ্ছা পূরণের অথবা অপকার নিবারণের বাসনা, করুণা, দয়া, উপকার, প্রসন্নতা, সাহায্য, উদ্ধার, সহানুভূতি, অনুকম্পা, পরদুঃখকাতরতা, পর দুঃখে দুঃখানুভাব, সহায়তা। ২ [অন+উগ্‌গহ] অনধ্যয়ন, গ্রহণ না করা। (বিণ) তুলিয়া না লইয়া, সাহায্য না করিয়া। = **ন গণ্‌হাতি**।

অনুগ্‌গহতে দান—দয়াপরবশ হইয়া দান, অনুগ্রহ করিয়া প্রদত্ত দান। ⇒ **আমিসদান**।

অনুগ্‌গহন (ক্লী) = **অনুগ্‌গহ**। ⇒ **অনুগ্‌গহ**।

অনুগ্‌গহিত (বিণ) অনুগৃহীত, দয়ায় প্রদত্ত বস্তুপ্রাপ্ত, কৃপাপ্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, সন্তোষিত। = **অধিগগহীত**। ⇒ **অনুগ্‌গণ্‌হাতি**।

অনুগ্‌গহীত = **অনুগ্‌গহিত**। ⇒ **অনুগ্‌গহিত**।

অনুগ্‌গাহক (বিণ) অনুগ্রহকারী, অনুগ্রাহক, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, প্রতিপোষক, সাহায্যকারক, মুরুব্বি, দয়া প্রদর্শনকারী, ধর্মবৃত্তির অধিকারী, সাহায্য প্রদানকারী।

অনুগ্‌গিরন্ত (বিণ) কথা না বলিয়া, প্রকাশ বা প্রচার না করিয়া, উচ্চারণ না করিয়া, উদ্‌গিরণ না করিয়া, নীরবতার সহিত।

অনুগ্‌ঘাটেতি (ক্রি) ১ বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের মতে:—[অনু+উ+√ঘট+এ] (দরজা) উন্মোচন করা, খুলিয়া দেওয়া। ২R. Davids-এর মতে:—[অন+উগ্‌ঘাটেতি] (দরজা) উদ্‌ঘাটন না করা, উন্মোচন না করা, খুলিয়া না দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কবাটং অনুগ্‌ঘাটেতি**। (অতীত) **অনুগ্‌ঘাটেসি**।

অনুগ্‌ঘাত (বিণ) [অন+উগ্‌ঘাত] দুর্বল না করিয়া, নাড়া না দিয়া, কম্পিত না করিয়া, অস্থির না করিয়া, বিচলিত না করিয়া, দৃঢ়-স্থির-অটলভাবে গমন করে এমন। (পুং) অকম্পন, ধাক্কা না লাগানো।

অনুগ্‌ঘাতিন (বিণ) (তৃষ্ণায়) ফতুয়া বা জর্জরিত হয় না এমন, কম্পিত করে না বা হয় না এমন, নাড়া না দিয়া, দুর্বল না হইয়া, অস্থির বা চঞ্চল না হইয়া।

অনুগ্‌ঘাতীন = **অনুগ্‌ঘাতিন**। ⇒ **অনুগ্‌ঘাতিন**।

অনুঘাযতি (ক্রি) [অনু+√ঘা+য] ঘ্রাণ লওয়া, শুঁকা, শোঁকা, গন্ধ লওয়া, আঘ্রাণ করা, গন্ধ পাওয়া, জোরে নিঃশ্বাস টানা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গন্ধং অনুঘাযতি।**

অনুচঙ্কমতি (ক্রি) [অনু+√কম+অ] অনুচংক্রমণ করা, পশ্চাদগমন করা, কাহারও অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অকরণ করা। (অতীত) **অনুচঙ্কমি।** (করণে) **অনুচঙ্কমাপেতি।**

অনুচঙ্কমন (ক্লী) পাশাপাশি গমনকরণ বা পায়চারিকরণ, মানুষ চলিবার পথ অর্থাৎ ফুটপাথ।

অনুচঙ্কমাপেতি (ক্রি) অনুচংক্রমণ করানো, পিছে পিছে গমন করানো, অনুগমন করানো। ⇒ **অনুচঙ্কমতি।**

অনুচর (পুং) অনুচর, সেবক, ভৃত্য, চাকর, দাস। (বিণ) সঙ্গী, সহচর, পশ্চাদ্‌গামী।

অনুচরতি (ক্রি) [অনু+√চর+অ] সঙ্গে সঙ্গে গমন করা, সঙ্গে যাওয়া, পশ্চাদ্‌গমন করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, অনুগমন করা, সেবা করা, আদেশ পালন করা, অভ্যাস করা। (অতীত) **অনুচরি।** (অ-বিণ) **অনুচরিত, অনুচিন্ন।**

অনুচরিত (বিণ) অনুচরিত, অনুগত, অনুসৃত, সহগামী হইয়া থাকে এমন, সঙ্গী হইয়া থাকে এমন, অভ্যস্ত, বাধ্য, সম্বন্ধযুক্ত, আজ্ঞাপালনকারী, ব্যাপ্ত, অনুপ্রবেশিত। (দীর্ঘনিকায়) **বীমংসানুচরিত অনুবিচরিত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **অনুচরতি।**

অনুচিন্ন (বিণ) ১ অভ্যস্ত, লব্ধ, পরিচিত, জ্ঞাত, কৃত, পশ্চাদ্ধাবিত, অন্বেষিত। = **পাদং অনুচিন্ন** (বিনয়)। ২ সজ্জিত, সঙ্গে করিয়া, সঙ্গীর সহিত, সম্বন্ধযুক্ত। ⇒ **অনুচরতি।**

অনুচিত (বিণ) [অন+উচিত] অনুচিত, অবৈধ, অন্যায্য, অসঙ্গত, অনভ্যস্ত। = **ন উচিত।**

অনুচিনাতি (ক্রি) [অনু+√চি+না] জোগাড় করা, সংগ্রহ করা, অভ্যাস করা। (অতীত) **অনুচিনি।**

অনুচিন্তন (ক্লী) অনুচিন্তন, অনুধ্যান, সর্বদা চিন্তন, ইচ্ছা, প্রযত্ন, গ্রাহ্যকরণ, দেখা শুনা করণ।

অনুচিন্তয = অনুবিচিন্তয। ⇒ **অনুবিচিন্তেতি।**

অনুচিন্তেতি (ক্রি) [অনু+√চিত+এ] কোনো বিষয়ে চিন্তা করা, ধ্যান করা, বিচার করা, বিবেচনা করা। = **অনুবিচিন্তেতি।** (অতীত) **অনুচিন্তি, অনুচিন্তেসি।**

অনুচিন্ন (বিণ) অধ্যুষিত।

অনুচ্চঙ্গিন (বিণ, পুং) [অনুচ্চ+অঙ্গিন] অনুচ্চাঙ্গিন, অনুচ্চাঙ্গী, যে স্ত্রীলোকের শরীর উন্নত বা উচ্চ নহে অর্থাৎ বেঁটে বা খাটো। ⇒ **অনুজ্জঙ্গিন, অনুজ্জঙ্গী।**

অনুচ্চঙ্গী (বিণ, স্ত্রী) = **অনুচ্চঙ্গিন।** ⇒ **অনুচ্চঙ্গিন।**

অনুচ্চারিত (বিণ) অনুচ্চারিত, অকথিত, অনুত্থাপিত, যে কথা মুখ হইতে বাহির হয় নাই বা মুখ দ্বারা প্রকাশ পায় নাই।

অনুচ্ছিটঠ (বিণ) = **অনুচ্ছিট্‌ঠ।** ⇒ **অনুচ্ছিট্‌ঠ।**

অনুচ্ছবিক (বিণ) [অনু+ছবি+ক] অনুরূপ, অবিকল, অবয়ব, যোগ্য, যথোপযুক্ত, উপযোগী, উচিত, ঠিক, সঙ্গত, সদৃশ, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, (অঙ্কে) প্রকৃত, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, যথাযোগ্য, প্রতিরূপ, ছবিতুল্য। = **কপ্পিয।**

অনুচ্ছবিকয = অনুচ্ছবিক। ⇒ **অনুচ্ছবিক।**

অনুচ্ছবিয = অনুচ্ছবিক। ⇒ **অনুচ্ছবিক।**

অনুচ্ছিট্‌ঠ (বিণ) [অন+উচ্ছিট্‌ঠ] অনুচ্ছিষ্ট (খাদ্য), যে খাদ্য ভুক্তাবশিষ্ট নয়, পরিষ্কার (খাদ্য), অব্যবহৃত, পবিত্র, যাহা এঁটো নয়, যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ।**

অনুজ (বিণ) অনুজ, পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ (ভাই)। (পুং) কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই।

অনুজগ্‌ঘতি (ক্রি) [অনু+√জগ্‌ঘ+অ] হাস্য করা, পরিহাস করা, উপহাস করা, বিদ্রূপ করা, ঠাট্টা করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা, কথায় রস দেওয়া বা রসিকতা করা।

অনুজবতি (ক্রি) [অনু+√জু+অ] পশ্চাদ্ধাবন করা, অনুসরণে দ্রুত গমন করা, অনুকরণ করা, অনুসন্ধানে দ্রুত গমন করা। = **অনুবন্ধতি।**

অনুজা (স্ত্রী) কনিষ্ঠা ভগিনী। (বিণ) অনুজা, কনিষ্ঠা (ভগ্নি), পশ্চাজ্জাতা, পরে উৎপন্না।

অনুজাত (বিণ) [অনু+জাত] অনুজাত, পশ্চাজ্জাত, পরে উৎপন্ন বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। (পুং) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। **অতিজাত অনুজাত।** (বিপ) **অবজাত।**

অনুজাতপুত্ত (পুং) যে পুত্র পিতৃকুলের প্রথা ও যশ-গৌরবকে স্থিরভাবে রক্ষা করে তাহাকে অনুজাত পুত্র বলা হয়। ⇒ **অতিজাতপুত্ত।**

অনুজাতা (বিণ) = **অনুজা।** ⇒ **অনুজা।**

অনুজানাতি (ক্রি) [অনু+জানাতি] ১ অনুমতি দেওয়া, সত্য বলিয়া স্বীকার করা, দেওয়া, যোগ দেওয়া, বাদ দেওয়া, দিতে রাজি হওয়া, স্বীকার করা, মানিয়া লওয়া, অধিকার দেওয়া, আদেশ দেওয়া, আজ্ঞা করা। ২ পরামর্শ দেওয়া, খবর দেওয়া, জ্ঞাত করা, পরামর্শ করা, যুক্তি করা, নির্দেশ করা, নির্ধারণ করা, বিধান করা, ব্যবস্থা করা, আদেশ করা। (অতীত) **অনুজানি।** (অ-বিণ) **অনুঞ্ঞাত।** (পঞ্চমী উত্তমপুরুষ একবচন) **অনুজানামি।** (করণে) **অনুজানাপেতি।**

অনুজানামি (ক্রি, পঞ্চমী) আদেশ দিতেছি, আজ্ঞা করিতেছি। ⇒ **অনুজানাতি।**

অনুজীবিত (ক্রি) [অনু+জীবিত] পরেও বাঁচিয়া থাকা অর্থাৎ কোনো ঘটনার পরও অথবা কাহারও মৃত্যুর পরও জীবিত থাকা, (কিছুর) আশায় প্রাণ ধারণ করা, (কিছুর উপর) নির্ভর করিয়া প্রাণ ধারণ করা অথবা জীবিকানির্বাহ করা। = **উপজীবতি; তস্সানুভাবেন জীবিতং লদ্ধং**—তাঁহার মহত্বে আমার জীবন লাভ হইয়াছে। (অতীত) **অনুজীবী।** (অ-বিণ) **অনুজীবিত।**

অনুজীবিত (বিণ) বাঁচিয়া আছে, জীবন ধারণ করে এমন, (কাহার মৃত্যুর পর অথবা কোনো ঘটনার পর) জীবিত আছে এমন। ⇒ **অনুজীবতি**। (ক্লী) জীবনধারণ, জীবন, সারাংশ।

অনুজীবিন (বিণ) = **অনুজীবী**। ⇒ **অনুজীবী**।

অনুজীবী ১ (বিণ) অপরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে এমন, পরনির্ভরশীল, অনুগমনকারী, কোনো বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অনুজীবতি**।

অনুজু (বিণ) কুটিল, বক্র, অসরল, ক্রূর, শঠ, ভঙ্গুর। ⇒ **উজু**।

অনুজু গামিন (বিণ) বক্রগামী অর্থাৎ সর্প। ⇒ **অনুজুগামী, উজুগামিন**।

অনুজুগামী = **অনুজুগামিন**। ⇒ **অনুজুগামিন**।

অনুজুভূত (বিণ) [অন+উজুভূত] সৎ নয় এমন, অসৎ, কুটিল, দুষ্ট, অন্যায়কারী, অনার্য, অভদ্র, খাড়া নহে এমন, সরল নহে এমন, বক্র, বাঁকানো, ঠিক সোজা নয় এমন। = **কুণ**।

অনুজুভূত চিত্ত—বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বিতর্কপূর্ণ চিত্ত, অনবহিত চিত্ত, অমনোযোগী চিত্ত।

অনুজ্জঙ্গিন (বিণ, পুং) [অনুজু+অঙ্গিন] নিয়মিত বক্র অঙ্গবিশিষ্ট কিন্তু পরিপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট, সুন্দর, কমনীয়, যে পুরুষ সুন্দর। ⇒ **অজ্জঙ্গিন**।

অনুজ্জঙ্গী (বিণ, স্ত্রী) নিয়মিত বক্র অঙ্গবিশিষ্টা কিন্তু পূর্ণাঙ্গী, পরিপূর্ণ অঙ্গবিশিষ্টা, যে স্ত্রীলোক সুন্দরী, কমনীয়া। = **কঞ্চন-সন্নিভ সরীরা**—যে স্ত্রীলোকের শরীর কাঞ্চন সদৃশ (জাতক অর্থকথা)। = **অনিন্দিতা অগরহিতঙ্গী** (জাতক)। **অনুচ্চঙ্গী** = **অনিন্দিতা অগরহিতঙ্গী** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অনুচ্চঙ্গী**।

অনুজ্জু = **অনুজু**। ⇒ **অনুজু**।

অনুজ্জুক = **অনুজ্জু**। ⇒ **অনুজ্জু, উজুক**।

অনুজ্জুগামিন (বিণ) = **অনুজ্জুগামী**। ⇒ **অনুজ্জুগামী**।

অনুজ্জুগামী (বিণ) বক্রগামী, যাহা সোজা চলিতে পারে না অর্থাৎ সর্প।

অনুজ্ঝান (ক্লী) [অনু+ঝান] ধ্যান, গভীর ধ্যান, গাঢ় চিন্তা, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, অনুধ্যান, মঙ্গলচিন্তা, চিন্তন, স্মরণ, গভীর চিন্তা, পরবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য।

অনুজ্ঝান বহুল— অনুধ্যান বহুল, অতি গভীর চিন্তাযুক্ত।

অনুঞ্ঞা (স্ত্রী) অনুজ্ঞা, অনুমতি, আজ্ঞা।

অনুঞ্ঞাত (বিণ) অনুজ্ঞাত, অনুমতি প্রাপ্ত, মঞ্জুরকৃত, অধিকার প্রাপ্ত, ছুটি প্রদত্ত, দীক্ষাপ্রাপ্ত, ব্যবস্থাকৃত, নিয়মিত = **অনুমত**। (কর্মবাচ্যে) **অনুঞ্ঞাতো**। ⇒ **অনুজানাতি**।

অনুঞ্ঞাতত্ত (ক্লী) অনুমতি, আদেশ, অনুজ্ঞাত হইয়া, অনুজ্ঞাতত্ব।

অনুঞ্ঞাতো—আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আদেশ প্রাপ্ত হইল, অনুমতি প্রাপ্ত হইল। ⇒ **অনুঞ্ঞাত**।

অনুঞ্ঞেয্য (ক্রি-বিণ) যেরূপ স্বীকৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে, স্বীকৃতরূপে, নির্ধারিতভাবে।

অনুট্ঠক (বিণ) ১ অনুষ্ঠানকারী। ২ = **অনুত্থক**। ⇒ **অনুত্থক**।

অনুট্ঠতি (ক্রি) ১ অনুষ্ঠান করা। ২ = **অনুত্থতি**। ⇒ **অনুত্থতি**। (অ-বিণ) **অনুট্ঠিত**।

অনুট্ঠহং—না উঠিয়া, ধীর, মন্থরগতিযুক্ত। (তুলনীয়) অনুট্ঠহান।

অনুট্ঠহতি (ক্রি) = **অনুত্থহতি**। ⇒ **অনুত্থহতি**।

অনুট্ঠহন্ত (বিণ) = **অনুত্থহন্ত**। ⇒ **অনুত্থহন্ত**।

অনুট্ঠহন্তো = **অনুত্থহন্তো**। ⇒ **অনুত্থহন্তো**।

অনুট্ঠহান (বিণ) = **অনুত্থহান**। ⇒ **অনুত্থহান, উট্ঠহান**।

অনুট্ঠাতর = **অনুত্থাতর**। ⇒ **অনুত্থাতর, উট্ঠাতর**।

অনুট্ঠাতি (ক্রি) = **অনুত্থাতি**। ⇒ **অনুত্থাতি**।

অনুট্ঠাতু (বিণ) = **অনুত্থাতু**। ⇒ **অনুত্থাতু**।

অনুট্ঠান (ক্লী) ১ অনুৎসাহ। = **অনুত্থান**। ⇒ **উট্ঠান**(৩)। ২ অনুষ্ঠান।

অনুট্ঠান সেয্যা ⇒ **উট্ঠান**(১)।

অনুট্ঠিত ১ = **অনুত্থিত**। ⇒ **অনুত্থিত, উট্ঠিত**। ২ অনুষ্ঠিত। ⇒ **অনুট্ঠিতি**।

অনুট্ঠুব্বং (বিণ) সন্তোষ বিধান করিয়া। (তুলনীয়) **তুট্ঠুব্বং**। ⇒ **গাথা**।

অনুট্ঠুভতি (ক্রি) = **অনুত্থুভতি**। ⇒ **অনুত্থুভতি**।

অনুট্ঠুরিন (বিণ) কর্কশ, কঠোর, ক্রূর। ⇒ **নিট্ঠুরিন**।

অনুট্ঠুরী (বিণ) = **অনুদ্ধরী**। ⇒ **অনুদ্ধরী**।

অনুডসতি (ক্রি) [অনু+ডসতি] = **অনুদংসতি**। ⇒ **অনুদংসতি**।

অনুডহতি (ক্রি) [অনু+ডহতি] = **অনুদহতি**। ⇒ **অনুদহতি**। (অতীত) **অনুডহি**। (কর্মবাচ্যে) **অনুডয্হতি**।

অনুডহন (ক্লী) **অনুদহন**। ⇒ **অনুদহন**।

অনুন্নত (বিণ) [অন+উন্নত] অনুন্নত, অনুচ্চ, অসমৃদ্ধ, অনুত্থিত, অনুভ্যুদিত, হীন, অনুদার, হীন সমাজভুক্ত। (সূত্রনিপাত) **অনুন্নত চরে** = **উদ্ধঞ্চং নাপজ্জেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অনুতপতি (ক্রি) অনুতপ্ত, করা, দুঃখিত করা। ⇒ **অনুতপ্পতি**।

অনুতপ্প (বিণ) অনুতপ্ত, অনুতাপগ্রস্ত, অনুতাপিত, পশ্চাদ্দুঃখপ্রাপ্ত, শোকপ্রাপ্ত, অনুশোচনা প্রাপ্ত, অনুশোচনাগ্রস্ত, দুঃখপ্রকাশ করে এরূপ, শোকার্ত,

অনুশোচনা করে এমন। ⇒ **অনুতপ্পতি**।

অনুতপ্পতি (ক্রি) [অনু+তপ্পতি] (সংস্কৃত—অনুতপ্যতে) অনুতাপ করা, অনুশোচনা করা, শোক করা, কোনো বিষয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা বা দুঃখিত হওয়া, মনস্তাপ বা মর্মপীড়া ভোগ করা। (অতীত) **অনুতপ্পি**। (ব-বিণ) **অনুতাপিয, অনুতপ্প**। (করণে) **অনুতপতি, অনুতপ্পেতি**।

অনুতপ্পেতি (ক্রি) শোকার্ত করা, দুঃখিত করা, অনুতাপিত করা। = **অনুতপতি**। ⇒ **অনুতপ্পতি**।

অনুতাপ (পুং) [অনু+তাপ] অনুতাপ, আত্মগ্লানি, পশ্চাত্তাপ, শোক, দুঃখ, অনুশোচনা, মনস্তাপ, মর্মপীড়া, বিবেক, ন্যায়ানন্যায় বোধশক্তি। = **বিপ্পটিসার**।

অনুতাপিন (বিণ) অনুতাপিন, অনুতাপী, অনুতাপকারী, শোকী, অনুশোচক, অনুশোচনাকারী।

অনুতাপিয (বিণ) = **অনুতপ্প**। ⇒ **অনুতপ্প**।

অনুতাপেতি (ক্রি) = **অনুতপ্পেতি**। ⇒ **অনুতপ্পেতি**।

অনুতালেতি (ক্রি) [অনু+তালেতি] মারা, প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচু-নিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা খাওয়া, পাখা পতপত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুক ধুক করা, স্পন্দিত করা বা হওয়া, ভয় দর্শানো।

অনুতালেহেতি (ক্রি) = **অনুতালেতি**। ⇒ **অনুতালেতি**।

অনুতিট্ঠতি (ক্রি) [অনু+তিট্ঠতি] কাছে থাকা, নিকটে দাঁড়ানো, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, লক্ষ্য করা, শাসন করা, চালাইয়া যাওয়া, (কার্য) চালানো। = **অনুগচ্ছতি**। ⇒ **অনুট্ঠহতি**।

অনুতীর (ক্লী) নদী কিংবা সমুদ্রের তীরবর্তী প্রতিবেশিত্ব।

অনুতীরং (ক্রি-বিণ) নদীর তীর কিংবা সমুদ্রের উপকূল বরাবর, তীর বরাবর পথে, উপকূল পথে, তীরের পাশ দিয়া, তীরের পাশাপাশি।

অনুতীরে (ক্রি-বিণ) [অনু+তীরে] = **অনুতীরং**। ⇒ **অনুতীরং**। = **তীর সমীপে**—তীর সমীপে, তটের নিকটে, তীরের পাশ দিয়া (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অনুতুনী (বিণ) ঋতুস্রাব বা মাসিক হয় নাই এমন (স্ত্রীলোক)। ⇒ **উতুনী**।

অনুত্তর (বিণ) [অন+উত্তর] অনুত্তর, সর্বশ্রেষ্ঠ, অতুল্য, অনতিক্রম্য, প্রধান, সর্বপ্রকারে যাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর নাই এমন, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রসিদ্ধ, অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ, অসদৃশ, অতুলনীয়। = **অধিকস্স কস্সচি অভাবতো**—অন্যূন শ্রেষ্ঠ (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); **অসদিস অপ্পটিভাগ**—অসদৃশ অসমতুল্য শ্রেষ্ঠ (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **অনুত্তরধম্ম**। ⇒ **উত্তর**।

অনুত্তর পুঞ্ঞক্খেত্ত—শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যার্জনের অতুলনীয় উর্বর ভূমি। ⇒ **পুঞ্ঞক্খেত্ত**।

অনুত্তরিয (ক্লী) শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, অতিক্রম করিতে বা পৌঁছিতে পারে না এরূপ অবস্থা, অগ্রগণ্যতা, উচ্চতম বা উন্নততম আদর্শ, (সাহিত্যে) অনুচ্চস্তরের অবস্থা। ⇒ **দস্সন'নুত্তরিয**। **"অনুত্তরিয"** বা শ্রেষ্ঠতা ত্রিবিধ, যথা—**১ দস্সন-অনুত্তরিয** (দর্শন-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা), **২ পটিপদা-অনুত্তরিয** (প্রতিপদা-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা), **৩ বিমুত্তি-অনুত্তরিয** (বিমুক্তি-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা)। পুনঃ ষড়বিধ, যথা—**১ দস্সন-অনুত্তরিয, ২ সবন-অনুত্তরিয** (শ্রবণ বা শ্রুতি-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা), **৩ লাভ-অনুত্তরিয** (লাভ-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ অগ্রলাভ), **৪ সিক্খা-অনুত্তরিয** (শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ অর্হত্ত্বফল লাভ), **৫ পারিচরিয়া-অনুত্তরিয** (পরিচর্যা-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা), **৬ অনুস্সত-অনুত্তরিয** (স্মৃতি-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা)। ⇒ **আনুত্তরিয**।

অনুত্তরিয ঞাণ—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, মহাজ্ঞান। ⇒ **ঞাণ, অনুত্তরিয**।

অনুত্তান (বিণ) [অন+উত্তান] অনুত্তান, যাহা চিত হইয়া পড়িয়া নাই এরূপ, গভীর, খোলা পড়িয়া নাই এরূপ, স্বল্প গভীর নয় এরূপ, অন্ধকারযুক্ত, অন্ধকারময়, অপ্রসিদ্ধ, অজ্ঞাত, অস্পষ্ট, সামান্য, অপ্রকাশ্য, খোলা নয় এরূপ, অব্যাখ্যাত, অবর্ণিত, অবিশুদ্ধ, অপ্রকাশিত।

অনুত্থক (বিণ) অনুদয়মান, অবধিষ্ণু, অলস, উদয় হয় না বা ওঠে না এমন, অজাগৃত, অনুত্তেজিত, জড়, নিষ্ক্রিয়।

অনুত্থতি (ক্রি) = **অনুতিট্ঠতি**। ⇒ **অনুতিট্ঠতি**। (অ-বিণ) **অনুত্থিত**।

অনুত্থহন্ত (বিণ) যে ব্যক্তি নিজকে জাগৃত করে না, নিষ্কর্মা, আলসে, আলস্যপরায়ণ, নিষ্ক্রিয়।

অনুত্থহন্তো (বিণ) অজাগৃত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনত্থহন্তো (অনুট্ঠহন্তো) অবাযামন্তো**—অজাগৃত, অচেষ্টিত। ⇒ **অনুত্থহন্ত**।

অনুত্থহতি (ক্রি) [অনু+থহতি (ঠহতি)] অনুষ্ঠান করা, সম্পন্ন করা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন করা, বারে বারে করা, নিত্য করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কৌশল করা, চালাকি করা। = **অনুট্ঠাতি, অনুতিট্ঠতি**।

অনুত্থাতর (বিণ) উদ্যমহীন, ঔৎসুক্যহীন বা আগ্রহহীন (ব্যক্তি)। (সূত্রনিপাত) **নিদ্দাসীলিন সভাসীলিন অনুত্থাতর (অনুট্ঠাতর) বিরিয তেজবিরহিত**—বীর্য বা তেজ বিরহিত অর্থাৎ উৎসাহ উদ্যমহীন (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অনুত্থাতি (ক্রি) = **অনুত্থহতি**। ⇒ **অনুত্থহতি**।

অনুত্থাতু (বিণ) = **অনুত্থহন্ত**। ⇒ **অনুত্থহন্ত**।

অনুত্থান (ক্লী) [ন+উত্থান] নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যমহীনতা, অজাগ্রতা বা জাগ্রতার অভাব। (বিণ) ওঠে না এমন, অজাগ্রত। = **সরীর-পটিজগ্গনং অকরন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অনুত্থানিকম্ম = **অনাবিকম্ম**। ⇒ **অনাবিকম্ম**।

অনুত্থাহান (বিণ) [ন-উত্থহতি (উট্ঠহতি)] যে ব্যক্তি নিজেকে জাগ্রত করে না, যে ব্যক্তি নিজে ওঠে না অথবা নিজেকে উন্নীত করে না, অজাগ্রত, নিষ্কর্মা, নিষ্ক্রিয়। ⇒ **অনুত্থহন্ত, অনুত্থহন্তো**।

অনুত্থিত (বিণ) অভ্যস্ত, নিত্যকৃত, ব্যবহৃত, উৎপাদিত, কৃত, অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, নিকটবর্তী হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **অনুগত**। ⇒ **অনুত্থতি**।

অনুত্থুনন (ক্লী) কল কল শব্দ, অপরিস্ফুট বিরক্তিভাব, বিরক্তিপ্রকাশ, ক্রন্দন, বিলাপ, ক্রন্দন ধ্বনি, খেদোক্তি, দুঃখ প্রকাশ।

অনুত্থুনন্ত (বিণ) ক্রন্দন করে এমন, শোক করে এমন, বিলাপ করে এমন, খেদ করে বা দুঃখ প্রকাশ করে এমন, পরিতাপ করে এমন। ⇒ **অনুত্থুনাতি**।

অনুত্থুনা (স্ত্রী) ক্রন্দন, বিলাপ, শোক, ক্রন্দন ধ্বনি, দুঃখ প্রকাশ, খেদোক্তি, পরিতাপ। = **বাচাপলাপ, বিপ্পলাপ** ইত্যাদি।

অনুত্থুনাতি (ক্রি) [অনু+√থু+না] ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, শোক করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, পরিতাপ করা। (ব-বিণ) **অনুত্থুনন্ত**।

অনুত্থুভতি (ক্রি) [অনু+থুভতি] কাহারও থুথু চাটা বা অবলেহন করা। ⇒ **নিট্ঠুভতি**।

অনুত্রস্ত (বিণ) ⇒ **উত্রস্ত**।

অনুত্রাসিন (বিণ) অনুত্রাসী, উত্রাসহীন, অভীরু, **শঙ্কাহীন**, ভীত নহে এমন, ভয়রহিত, নির্ভীক, নিঃশঙ্ক। = **অনুত্রাসী**। ⇒ **অভীরু। (বি-ভা) অভীরু অনুত্রাসিন অপলায়িন**—নির্ভীক, স্থির এবং অপলায়মান।

অনুত্রাসী (বিণ) [অন+উত্রাসী] অনুত্রাসী, ভয়হীন, নির্ভীক, যাহার ভয় নাই, নিঃশঙ্ক। = **অনুত্রাসিন**।

অনুত্থের (পুং) [অনু+থের] ছোট ভিক্ষু, যিনি ভিক্ষু বয়সে কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ স্থবির ভিক্ষু, যে স্থবির ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। (বিনয়) **থেরানুত্থের থের**।

অনুদংসতি (ক্রি) [অনু+দংসতি] = **অনুদসতি**। ⇒ **অনুদসতি**।

অনুদদাতি (ক্রি) [অনু+√দা+অ] স্বীকার করা, সত্য বলিয়া স্বীকার করা, (কাহাকেও) পাইতে অনুমতি দেওয়া, দিতে রাজি হওয়া, মানিয়া লওয়া, অধিকার দেওয়া, ভর্তি করা, প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া, সঙ্কুলান হওয়া, আঁটা, ধরা। (ভবিষ্যৎ) **অনুদস্সতি**।

অনুদযতা = **অনুদ্দযতা**। ⇒ **অনুদ্দযতা**।

অনুদযতি (ক্রি) দয়া করা, সহানুভূতি দেখানো। ⇒ **অনুদ্দা, অনুদ্দা**।

অনুদযা (স্ত্রী) (পরদুঃখে) কাতর বা অনুকম্পন, দয়া, সহানুভূতি, করুণা, সহায়তা। ⇒ **অনুদ্দযতা**।

অনুদসতি (ক্রি) [অন+দসতি (ডসতি)] কামড়ানো, দংশন করা, দাঁতে কাটা। (অতীত) **অনুদসি, অনুডসি**। ⇒ **অনুডসি**।

অনুদসাহং (ক্রি-বিণ) [অনু+দস+অহং] প্রতি দশদিন অন্তর আমি, আমি প্রতি দশদিনে। ⇒ **অনুপঞ্চাহং**।

অনুদস্সিত (বিণ) অতি স্পষ্ট, বিশদ, সুস্পষ্ট, গবেষিত, অনুদর্শিত, বার বার আলোচনাকৃত। ⇒ **অনুদস্সেতি**।

অনুদস্সেতি (ক্রি) অনুদর্শন করা, বার বার আলোচনা করা, অন্বেষণ করা, গবেষণা করা, প্রকাশ করা, বিশদ করা, সুস্পষ্ট করা। (অ-বিণ) **অনুদস্সিত**।

অনুদহতি (ক্রি) [অনু+দহতি (ডহতি)] জ্বালাইয়া দেওয়া, দগ্ধ করা, ব্যয় করা, গ্রাস করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা। (অতীত) **অনদহি, অনুডহি**। (করণে) **অনুদয্হতি, অননুডয্হতি**। ⇒ **অনুডহতি**।

অনুদহন (ক্লী) ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, বিনাশ, ধ্বংস। ⇒ **অনুডহন**।

অনুদিট্ঠ (বিণ) নির্দেশিত, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, নির্ণীত, কোনও পদে নিযুক্ত, উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত। ⇒ **অনুদিসতি**। (ক্লী) উৎসর্গ, পবিত্র বা পূত করার কার্য, সমর্পণ, উৎসর্গ লিপি। = **অসুকস্স নাম দস্সতী'তি** (জাতক অর্থকথা)। = **উদ্দিট্ঠ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অনুদিট্ঠি (স্ত্রী) [অনু+দিট্ঠি] দৃশ্য দেখানো, অবিশ্বাসী দৃষ্টি, অবিশ্বাসজনিত দৃষ্টি, সন্দেহবাদ-সম্বন্ধীয় অথবা সন্দেহসূচক দৃষ্টি, অনুধ্যান, বিবেচনা, দূরকল্পনা, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ। **অত্তানুদিট্ঠি**—আত্মবাদ বা আত্মা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টি।

অনুদিসতি (ক্রি) [অনু+দিসতি] নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া, ঠিক সোজা চালানো, পথ দেখানো, নিয়ন্ত্রিত করা, ঠিকানা লিখিয়া দেওয়া, আদেশ করা, উপদেশ দেওয়া, পরিচালকের কার্য করা। (অতীত) **অনুদেসি, অনেসি**। (অ-বিণ) **অনুদিট্ঠা**।

অনুদিসা (স্ত্রী) [অনু+দিসা] ১ মধ্যবর্তী গতি বা লক্ষ্য, কম্পাসের মধ্যবর্তী বিন্দু বা কেন্দ্র। ২ প্রতি গতি পথে, অনুদিসা বা অনুদিক (যথা—ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত)। ⇒ **দিসা, চত্তর অনুদিসা**।

অনুদিস্স = **অনোদিস্স**। ⇒ **অনোদিস্স**।

অনুদীপেতি (ক্রি) [অনু+দীপেতি] ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মা ধম্মং অনুদীপেতি**—ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

অনুদূত (পুং) অনুদূত, একজনের সঙ্গী করিয়া প্রেরিত অন্য জন, ভ্রমণদোসর।

অনুদেব = **অনুদেব**। ⇒ **অনুদেব**।

অনুদেসি (অতীত ক্রিয়া) চিন্তিত ছিল, সাহায্য করিয়াছিল, শিক্ষা দিয়াছিল।

অনুদ্দয (পুং) দুঃখজনক বিষয়, ক্লেশের কারণ, সন্তাপজনক বিষয়, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা, দয়া, করুণা।

অনুদ্দয়ং ⇒ **অনুকম্পতি**।

অনুদ্দয়তা (স্ত্রী) সহানুভূতি, অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, সাহায্য, উপকার, দান। (সংযুক্ত নিকায়) **পর-অনুদ্দয়তা**—পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন।

অনুদ্দয়মানো = **করুণায়মানা**। ⇒ **করুণায়তি**।

অনুদ্দয়া (স্ত্রী) = **দয়া**। ⇒ **দয়া, অনুদয়া, অনুকম্পন, অনুদ্দয়তা**।

অনুদ্দা (স্ত্রী) = **অনুদ্দয়া**। ⇒ **অনুদ্দয়া**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অনুদয়তী'তি অনুদ্দা**।

অনুদ্দায়না (স্ত্রী) তত্ত্বাবধান, যত্ন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, ক্ষমা, নম্রতা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, গুরুত্ব, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ। = **অনুদ্দা**।

অনুদ্দায়িতত্তং (ক্লী) = **অনুদ্দায়না**। ⇒ **অনুদ্দায়না**।

অনুদ্দিট্‌ঠ (বিণ) অনুদ্দেশিত, যাহা নির্দেশ করিয়া দেখানো হয় নাই, অব্যক্ত।

অনুদ্ধংসেতি (ক্রি) [অনু+ধংসেতি] নষ্ট করা বা হওয়া, বিকৃত করা, পচাইয়া ফেলা, পচিয়া যাওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, হীন পদস্থ করা, পদচ্যুত করা, অপমান করা, অপদস্থ করা (বিনয় বর্ণনায় এখানে কিছুটা ভিন্নার্থবাচক = **চোদেতি বা চোদাপেতি বা**—নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, অবনমিত করা)। (বি-ভা) **রাগো চিত্তং অনুদ্ধংসেতি**—লোভ চিত্তকে দূষিত বা বিনষ্ট করে। (অ-বিণ) **অনদ্ধস্ত**।

অনুদ্ধট (বিণ) [অন+উদ্ধট] অবিনষ্ট, অনুৎপাটিত, অনির্মূলিত, যাহা উপড়াইয়া ফেলা হয় নাই, যাহা টানিয়া বাহির করা হয় নাই, অবিধ্বংসিত।

অনুদ্ধত (বিণ) [অন+উদ্ধত] অনুদ্ধত, শান্ত, নম্র, বিনীত, নিরহঙ্কারী, আত্মাভিমানরহিত, অদাম্ভিক, দমিত, সংযত, ঔদ্ধত্যবিরহিত, নির্বৃত বা উপশান্ত (চিত্ত ভাব), অগর্বিত, অডাটাল। = **উদ্ধচ্চবিরহিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (তুলনীয়) **অনুনত**। = **নিব্বুতচিত্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **উদ্ধত**।

অনুদ্ধরিন (বিণ) [অন+উদ্ধরিন] নিরহঙ্কারী, আত্মাভিমানহীন, অগর্বিত, অদাম্ভিক। ⇒ **উদ্ধরিন**। = **অনুসসুকিন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **নিট্‌ঠুরিন**।

অনুদ্ধরী (বিণ) নিরহঙ্কারী, সদয়। = **অনিট্‌ঠুর**।

অনুদ্ধস্ত (বিণ) [অনু+ধস্ত] নষ্টকৃত, বিধ্বংসিত, অপমানিত, অপদস্ত, দূষিত, পচা, হীনপদস্থ, পদচ্যুত। (মধ্যমনিকায়) **অনুদ্ধস্ত চিত্ত**। ⇒ **অনদ্ধংসেতি, উদ্ধস্ত**।

অনুদ্যুন—দিন দিন, প্রতিদিন।

অনুধত (বিণ) অনুকূলে গত, মান্যকৃত, বশানুগত। ⇒ **অনুগত**।

অনুধম্ম (পুং) [অনু + ধম্ম] ১ (যৌগিকে) **ধম্মানুধম্ম**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ ধর্মবিধি, ধর্ম কি এবং কাহাকে বুঝায় তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব, বিধিসঙ্গত পূর্ণতা। (বি-ভা) **ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন**—ধর্মানুধর্মপ্রতিপন্ন অর্থাৎ যিনি আচারে-অনুশীলনে-রক্ষণে-পালনে ইত্যাদিতে অধিষ্ঠিত (যেমন—অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু) (দীর্ঘনিকায়)। ২ চাইল্ডারস্ এর অভিধানমতে "ক্ষুদ্রতর বা হীনধর্ম", কিন্তু নিকায় গ্রন্থ পাঠে ইহার অর্থ মনে হয়—"(কিছুর) তুল্যতায়, অনুক্রমে, সাদৃশ্যে, মিল রাখিয়া কাজে,ধর্মের যৌক্তিক পর্যায়ক্রমে অথবা ফলাফলে" অর্থাৎ ন্যায্যতা, বিধিসঙ্গততা, সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার, বিচারবুদ্ধি সম্পন্নতা, যথার্থতা, ন্যায়সঙ্গততা, যুক্তিযুক্ততা, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, অনুধর্ম, আইনে দৃঢ়তা, বিধিবদ্ধতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, সত্যতা। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মস্‌স চানুধম্মং ব্যাকরোতি**—ধর্মের সত্যতানুরূপ ব্যাখ্যা করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারিন**—ধর্মের সহিত যথারূপে মিল রাখিয়া বিচরণকারী; = **ধম্মানুধম্মং আচরন্তি** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন**। ৩ নিকৃষ্টতর নৈতিকতা, নিকৃষ্টতর ধর্মাচরণ, কর্তব্যবিষয়ক ক্ষুদ্রতম জ্ঞান। ২ নম্বরে চাইল্ডারস এর মত দ্রষ্টব্য।

অনুধম্মচারিন (বিণ) ধর্মচারী, ধর্মানুশীলনে জীবনধারণ করে এমন, সত্যের উপর দৃঢ় থাকিয়া জীবন-যাপন করে এমন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মাচরণকারী। ⇒ **চারিন**।

অনুধম্মতা (স্ত্রী) ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মানুশীলনে দৃঢ়তা, ধর্মাচরণে অটলতা।

অনুধারিযমান (বিণ) নির্ধারণ করে ,নির্ণয় করে। = **অনুহীরমান**।

অনুধারেতি (ক্রি) [অনু+ধারেতি] ধারণ করা, ধরা, হস্তে ধারণ করা, গ্রহণ করা, পালন করা, রক্ষা করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ছত্তং অনুধারেতি**—ছত্র ধারণ করে। (ব-বিণ) **অনুধারিযমান** = **ধারিযমান** (জাতক)।

অনুধাবতি (ক্রি) [অনু +√ধাব+অ] অনুধাবন করা, দৌড়ানো, তত্ত্বনিশ্চয়ানুসরণ করা, তাড়াইয়া দেওয়া, মনোনিবেশ করা, অনুসরণ করা, অনুসন্ধান করা, পশ্চাদনুসরণ করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, পিছে পিছে দৌড়ানো; উত্ত্যক্ত করা, নির্যাতন করা, নিগৃহীত করা, হয়রান করা, উৎপীড়ন করা। (অতীত) **অনুধাবি**।

অনুধাবিন (বিণ) যে ব্যক্তি পশ্চাদ্ধাবন করে, পশ্চাদ্ধাবনকারী, অনুসরণকারী।

অনুনদী (স্ত্রী) নদী বরাবর, নদীর পার্শ্ব দিয়া। সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পাঠ হইবে "**অনুনদীতীরে**"।

অনুনদীতীরে—নদীর তীর বরাবর, নদীর তীর ধরিয়া (চলা), নদীতটের পার্শ্ববর্তী।

অনুনমতি (ক্রি) [অনু+নমতি] অনুনমিত হওয়া, নমিত হওয়া, আনত হওয়া, অবনত হওয়া, রত হওয়া, রত করা, প্রবর্তিত করা বা হওয়া, নত করা বা হওয়া, বাঁকানো, বক্র হওয়া, পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, পথ দেওয়া।

অনুনয (পুং) অনুনয়, কাতর প্রার্থনা, বিনয়, স্তব, প্রার্থনা, শিষ্টতা, উত্তেজিত ব্যক্তিদিগকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিবার বা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা, রোষ প্রশমন, মিত্রভাবাপন্নতা, অনুকূলতা, বন্ধুত্বভাব, সদ্ভাবসূচকতা, ভদ্রতা, সৌজন্য, সম্মানপ্রদর্শন, অনুগ্রহ, হীনভাবে তোষামোদকরণ, কুকুরের ন্যায় গড়াইয়া গড়াইয়া আনন্দ বা স্নেহ প্রকাশ করা। (দীর্ঘনিকায়) **অনুনয়সংযোজন**। (বিপ) **পটিঘ**—অসন্তোষ, ঘৃণা, বিরোধ, অনিচ্ছা।

অনুনয়ন (ক্লী) হীনভাবে তোষামোদকরণ, কুকুরের ন্যায় গড়াইয়া গড়াইয়া আনন্দ বা স্নেহ প্রকাশকরণ।

অনুনাসিক (বিণ) [অনু+নাসা+ইক] নাসা-সম্বন্ধীয়, অনুনাসিক, নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত, নাকি-স্বরযুক্ত। (পুং) অনুনাসিক বা নাসিকা সহযোগে উচ্চারণীয় শব্দ বা বর্ণ, যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং।

অনুনাসিক লোপ—অনুনাসিক শব্দের অন্ত্যাংশ লোপ অর্থাৎ শব্দের সন্ধিকালে পূর্ব শব্দের অন্তবর্ণ ঙ ং আদি অনুনাসিক বর্ণ থাকিলে উহা লোপ পায়। ⇒ **লোপ**।

অনুনীত (বিণ) অগ্রবর্তী, পরিচালিত, প্রধান, মুখ্য, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব করে এমন, প্রবৃত্ত, প্রবর্তিত, কোনো প্রকারে উৎপাদিত, প্রলোভিত, অনুনীত, অনুরুদ্ধ, প্রসারিত, প্রার্থিত। ⇒ **অনুনেতি**।

অনুনেতর (পুং) যে ব্যক্তি (বিবাদাদি) মীমাংসা করিয়া সান্ত্বনা বা সন্তুষ্টি বা মিটমাট করিয়া দেয়। = **বিনেতর, নেতা, বিনেতা, অনুনেতা**।

অনুনেতি (ক্রি) [অনু+√নী+এ] সন্তুষ্ট করা, শান্ত করা, সামঞ্জস্য স্থাপন করা, মিটাইয়া দেওয়া, তৃপ্ত করা, তোষামোদ করা, মিথ্যা আশা দ্বারা সন্তুষ্ট করা, স্বপক্ষে আনা। (অতীত) **অনুনেসি**। (অ-বিণ) **অনুনীত**। (ব-বিণ) **অনুনয়মান**।

অনুনেতৃ (পুং) যে ব্যক্তি পুনর্মিলন করিয়া দেয়। ⇒ **অনুনেতর**।

অনুপ (পুং) জলাভূমি। ⇒ **অনূপ**।

অনুপকম্পতি (ক্রি) [অনু+পকম্পতি] নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, অস্থির করা বা হওয়া, চঞ্চল করা বা হওয়া।

অনুপকম্পন (ক্লী) ⇒ **উপকম্পন**।

অনুপক্কম (বিণ) [অন+উপক্কম] আক্রমণ বা বিরুদ্ধে সমালোচনা না করিয়া।

অনুপক্কুট্‌ঠ (বিণ) [অন+উপক্কুট্‌ঠ] নির্দোষ, অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়, ন্যায়পর। ⇒ **উপক্কুট্‌ঠ**।

অনুপক্কেন (ক্রি-বিণ) (বহিশত্রু কর্তৃক) আক্রমণ ব্যতীত, বিনা আক্রমণে।

অনুপক্খন্দতি (ক্রি) [অনু+প+খন্দতি] অনধিকার প্রবেশ করা, বলপূর্বক দখল করা, আক্রমণ করা, ভিতরে প্রবেশ করা, চেষ্টায় তৎপর হওয়া। = **অনুপবিসতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) = **অন্তোপবিসতি** (বিনয়)। (ক্রি-বি) **অনুপখজ্জ**।

অনুপখজ্জ (ক্রি-বি) অনধিকার প্রবেশ করিয়া, বলপূর্বক দখল করিয়া, আক্রমণ করিয়া, নিজে জেদ করিয়া, চেষ্টায় উদ্যত হইয়া, বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, অনাহূতভাবে প্রবেশ করিয়া, বলপূর্বক অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া। ⇒ **অনুপখজ্জতি, অনুপক্খন্দতি**।

অনুপখজ্জতি (ক্রি) অনধিকার প্রবেশ করা, বলপূর্বক দখল করা, আক্রমণ করা, নিজে জেদ করা, চেষ্টায় উদ্যত হওয়া, বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইয়া, অনাহূতভাবে প্রবেশ করা, বলপূর্বক অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া। (ক্রি-বি) **অনুপখজ্জ**। ⇒ **অনুপক্খন্দতি**।

অনুপগচ্ছতি (ক্রি) [অনু+প+√গম+অ] যাওয়া অথবা কিছুর মধ্যে ফিরিয়া আসা (অর্থাৎ পুনরায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া)। (দীর্ঘনিকায়) **অনুপেতি অনুপগচ্ছতি**।

অনুপঘাত (পুং) [অন+উপঘাত] অক্ষত অবস্থা, হিতজনক অবস্থা, হিত, ইষ্ট, মানবতা, মনুষ্যত্ব, দয়া, কোমলতা, অপ্রচণ্ডতা, দুর্বলতা, অনুৎপীড়ন, অপ্রবলতা, নম্রতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুপহননঞ্চেব অনুপঘাতনঞ্চ**। (বিণ) = **অনুপঘাত**। ⇒ **অনুপঘাত, উপঘাত**।

অনুপচিত (বিণ) ১ R. Davids-এর মতে:—[অন+প+চিত] রাশীকৃত, সংখ্যায় বা পরিমাণে বর্ধিত, অধিক, বেশি, স্তূপীকৃত, জমাট। ২ বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের মতে:—[অন+উপচিত] রাশীকৃত হয় নাই এরূপ, সংখ্যায় বা পরিমাণে বর্ধিত হয় নাই এরূপ, অনধিক, স্তূপীকৃত হয় নাই এরূপ, জমাট ব্যতীত বা জমাট হয় নাই এরূপ। ⇒ **অনুপচিনাতি**।

অনুপচিনন্তো (বিণ) [অন+উপচিনন্তো] পুণ্য সঞ্চয় করে না এমন, পুণ্যকার্য না করিয়া, সৎ কর্ম না করিয়া। ⇒ **অপবিণাতি**।

অনুপচিনাতি (ক্রি) [অন+উপচিনাতি] অবলোকন না করা, লক্ষ্য না করা, মনোযোগ না দেওয়া, অবধান না করা, পালন না করা, মন্তব্য প্রকাশ না করা। =

অনোলোকেতি, অনপবিনাতি। (অ-বিণ) **অনুপচিত**।

অনুপজগ্‌ঘতি (ক্রি) [অনু+প+জগ্‌ঘতি] উপহাস করা, ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা।

অনুপজ্জতি (ক্রি) [অনু+√পদ+অ] অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, একই পন্থা অনুসরণ করা, সহগমন করা, সঙ্গে থাকা। (অতীত) **অনুপজ্জি**। (অ-বিণ) **অনুপন্ন**।

অনুপঞ্চাহং (ক্রি-বিণ) [অনু+পঞ্চ+অহং] আমি প্রতি পাঁচদিন অন্তর, প্রতি পাঁচ দিনে আমি, আমি প্রতি পঞ্চ দিবসে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুপঞ্চাহং অনুদসাহং**।

অনুপঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) [অনু+পঞ্ঞত্তি] অতিরিক্ত ব্যবস্থাপন বা আদেশ, অনুপূরক নিয়ম বা বিধি, সম্পূরক আইন বা প্রতিবিধান, অতিরিক্ত নিয়ামন বা নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত নিয়মীকরণ।

অনুপটিপাটি = **অনুপতিপাতি**। ⇒ **অনুপতিপাতি**।

অনুপটিপাটি কথা = **অনুপতিপাতি কথা**।

অনুপটিপাটিযা **অনুপতিপাতিযা**। ⇒ **অনুপতিপাতিযা**।

অনুপটিবাতং = **অনুপতিবাতং**। ⇒ **অনুপতিবাতং**।

অনুপট্‌ঠিত (বিণ) ১ Rhys. Davids-এর মতে:—[অনু+প+ঠিত] পিছে পিছে যাত্রা করিয়া, পরবর্তী, অনুসন্ধান করিয়া, অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়া, আক্রমণ করিয়া, বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া (অনুপিট্‌ঠিত?)। ২ বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের মতে: [অন+উপট্‌ঠিত] অনুপস্থিত, আসিয়া পৌঁছে নাই এমন।

অনুপততি (ক্রি) [অনু+√পত+অ] ১ ঘটা, সংঘটিত হওয়া, কিছুর উপর পড়া, আক্রমণ করা, পতিত হওয়া। ২ অনুকরণ করা, অনুসরণ করা, পিছে পিছে যাওয়া। সংযুক্ত নিকায়ে, "**অনুপততন্তি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**অনুপতন্তি**"; = **দুক্‌খা অনুপততন্তি** (ধর্মপদ)। (তুলনীয়) **অনুপাত, অনুপাতিন**। (অতীত) **অনুপতি**। (অ-বিণ) অনুপতিত। (কর্তৃবাচ্যে) **অনুপতিযাসি**।

অনুপততন্তি (ক্রি) ⇒ **অনুপততি**।

অনুপতিত (বিণ) ঘটিত, সংঘটিত, আক্রান্ত, কিছুর উপর পতিত, উৎপীড়িত। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খ অনুপতিত**। (সূত্রনিপাত) **পমাদ অনুপতিত**।

অনুপতিতত্ত (ক্লী) আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা, দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত ব্যক্তি, দেবতার নিকট বলি বা বধ্য ব্যক্তি।

অনুপতিপাতি (স্ত্রী) [অনু+পতিপাতি (পটিপাটি)] পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম। (ক্রি-বিণ) প্রকৃতিস্থ, ঠিকঠাক, পরে পরে, দোরস্ত, ক্রমান্বয়ে, অনুক্রমে, পর পর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনুপতিপাতি (অনুপটিপাটি) কথা**। ⇒ **অনুপাতিযা**।

অনুপতিপাতি কথা = **অনুপুব্বি কথা**। ⇒ **অনুপুব্বি কথা**।

অনুপতিপাতিযা (ক্রি-বিণ) ফলতার সহিত, ফলযুক্ত হইয়া, অনুক্রমিকভাবে, ক্রমশ, ক্রমান্বয়ে, পরম্পরানুরূপে, ক্রমে ক্রমে, প্রকৃতিস্থ, ঠিকঠাক, পরে পরে। = **অনুপুব্বেন, অনুপতিপাতি** (ক্রি-বিণ)।

অনুপতিযাসি (কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া) পতিত হওয়া, আক্রমণ করা। ⇒ **অনুপততি** (১)।

অনুপতিবাতং (ক্রি-বিণ) বায়ুর প্রতিকূলে, বায়ুর বা বাতাসের বিপরীত দিকে। (বিপ) **অনুবাতং**।

অনুপত্ত (বিণ) প্রাপ্ত, লব্ধ, পৌঁছিয়াছে এরূপ, নাগাল পাইয়াছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্‌খং অনুপত্ত**। (বিনয়) **অদ্ধগত বযো অনুপত্ত**—বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছে এমন। ⇒ **অনুপাপুণাতি**। = **অনুপ্পত্ত**। ⇒ **অনুপ্পত্ত**।

অনুপত্তরূপ (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত, সাধিত, অর্জিত, চেষ্টিত, উপনীত। ⇒ **রূপ** (৩)।

অনুপত্তি (স্ত্রী) [অনু+পত্তি] লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি), সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, শিক্ষালব্ধ বিষয়, পূর্ণতা, সাধনাপূর্ণতা, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য, পরিপূর্ণ বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, আদর্শ। = **অনুপ্পত্তি**।

অনুপথে [অনু+পথে] বড় রাস্তার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র পথে, গমনীয় পথে, (গ্রাম্য কথায়) ধুরে, লোক চলাচলের রেখা পথে, পথের ধারের পথ ধরিয়া, পায়চারী করিয়া ভ্রমণ পথে, জঙ্গম পথে। (জাতক অর্থকথা) **জঙ্গমগ্‌গ মহমগ্‌গানং অন্তরে**।

অনুপদ [অনু+পদ] (তুলনীয় সংস্কৃত ক্রিয়া বিশেষণ—অনুপদং) ১ অনুপদ বা পরবর্তী চরণ অর্থাৎ গাথার দ্বিতীয় চরণ, আবৃত্তির এক প্রকার নীতি যাহাতে গাথার প্রথম পঙক্তি বাদ দিয়া দ্বিতীয় পঙক্তি আবৃত্তি করা হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনুপদেন অনুপদং কথেতি**। ২ (বিণ) পদেপদে অনুসরণকারী, প্রতিপদে অনুসরণকারী, ক্রমিক অনুসরণকারী, বারে বারে অনুসরণকারী। (মধ্যম নিকায়) **অনুপদধম্ম-বিপস্‌সনা**—ক্রমিক অভ্যাসগত বিদর্শন অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান, অবিরত মনোনিবেশ বা অনুশীলন। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অনুপদ বননা**—প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।

অনুপদং (ক্লী, ক্রি-বিণ) পিছে পিছে অতি নিকটে, পশ্চাতে অতি সন্নিকটে, পিছে অতি নিকটে, একেবারে কাছে কাছে হইয়া, প্রথমটির ঠিক পরবর্তী হইয়া, তৎপর মুহূর্তে। (জাতক) **তস্‌সানুপদং অগমাসি**—তাঁহার ঠিক পর মুহূর্তে আসিল। ⇒ **পদানুপদং**।

অনুপদজ্জয (ক্রি-বি) ⇒ **দদাতি, অনুপদেতি**।

অনুপদস্‌সতি (ক্রি) অনুপ্রদর্শন করে, প্রদর্শন করে, দেখায়।

অনুপদস্‌সন (ক্লী) অনুপ্রদর্শন, প্রদর্শন, দেখুন।

অনুপদাতর (পুং) যে ব্যক্তি দেয় অথবা যে ব্যক্তি প্রবর্তিত

করে, যে ব্যক্তি ঘটায় বা অভিসন্ধি করে, যে ব্যক্তি সম্মুখবর্তী হয় বা অগ্রে সন্নিবেশ করে।

অনুপদাতি (ক্রি) = **অনুপদেতি**। ⇒ **অনুপদেতি**।

অনুপদান (ক্লী) [অনু+প+দান] দানকরণ, দান, প্রদান, পরিচালন, কার্যনির্বাহ, প্রয়োগ, শাসন, পরিচালক শক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, শাসককর্তৃবর্গ, (চিকিৎসা, ঔষধ, সাহায্য, বিচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা, সজ্জিতকরণ, জোগানো। (তুলনীয়) **অনুপদেতি**।

অনুপদিন্ন (বিণ) প্রদত্ত, সজ্জিত, হস্তান্তরকৃত, সহায়তা প্রদত্ত, সাহায্যকৃত, সরবরাহকৃত, সংগৃহীত, উৎসর্গকৃত, সমর্পিত। ⇒ **অনুপদেতি**।

অনুপদেতি (ক্রি) [অনু+প+দদাতি] প্রকাশ করা, উপহার দেওয়া, হস্তান্তর করা, দেওয়া, নকশা করা, অঙ্কিত করা, প্যাটার্ন তোলা, ফুল-পাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা, সম্মুখীন হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা বা চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা। (অতীত) **অনুপদেসি**। (অ-বিণ) **অনুপদিন্ন**। (ভবিষ্যৎ) **অনুপদস্সতি** = **অনুসরিস্সতি**। (ক্রি-বি) **অনুপদত্বা, অনুপদজ্জেয়, অনুপ্পদজ্জং**। (তুম) **অনুপদাতুং**। ⇒ **দদাতি**।

অনুপদ্দব (বিণ) [অন+উপদ্দব] অনুপদ্রব, নিরুপদ্রব, বিপদমুক্ত, নিরাপদ, বিনাঘাত, নির্বিঘ্ন। (বিনয়) **অনুপদ্দব অনীতিক**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**সিব**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **উপদ্দব**।

অনুপদ্দবেন (ক্রি-বিণ) নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে। = **সোত্থিং** (ক্রি-বিণ)।

অনুপদ্দুত (বিণ) অনুপদ্রুত, উপদ্রবগ্রস্ত নহে এরূপ, অনত্যাচারিত, অনুৎপীড়িত, নিরাপদ। = **অকত্থ, অনুপদ্দব**। ⇒ **উপদ্দুত** (১)।

অনুপদ্দুতত্ত (ক্লী) ⇒ **উপদ্দুত** (১)।

অনুপধারেতি (ক্রি) [অন+উপধারেতি] অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা, তাচ্ছিল্য করা, উপহাস করা, মনোযোগ না দেওয়া, লক্ষ্য না করা, যত্ন না করা, উপেক্ষা করা, উপধারণ না করা। (ক্রি-বি) **অনুপধারেত্বা**। ⇒ **উপধারেতি**।

অনুপধারেত্বা (ক্রি-বি) অগ্রাহ্য করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া, উপহাস করিয়া, উপেক্ষা করিয়া, অবধারণ না করিয়া, অনুপধারণ করিয়া, মনোযোগ না দিয়া, বিবেচনা না করিয়া, অবিচারে। ⇒ **অনুপধারেতি**।

অনুপধিক (বিণ) [অন+উপধি+ক] অনাসক্ত, নিরাসক্ত, আসক্তিহীন। = **অনুপধিক**। (বিপ) **স-উপধিক**। ⇒ **উপধি, উপধিক**।

অনুপধীক = **অনুপধিক**। ⇒ **অনুপধিক**।

অনুপনাহিন ⇒ **উপনাহিন**।

অনুপনাহী (বিণ) বিদ্বেষহীন, অহিংস, অহিংসুক, হিংসাহীন।

অনুপনীত ⇒ **উপনীত** (১)।

অনুপন্ন (বিণ) প্রবিষ্ট, অন্তঃস্থ হইয়াছে বা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, পৌঁছিয়াছে বা নাগাল পাইয়াছে এরূপ, উপস্থিত হইয়াছে এরূপ, লব্ধ, প্রাপ্ত। (সূত্রনিপাতে) **মারধেয্য অনুপন্ন**। ⇒ **অনুপজ্জতি**।

অনুপবন্ধতি (ক্রি) [অনু+প+√বন্ধ+অ] অবিরাম করিতে থাকা, অপ্রতিহতভাবে করা, অবিলম্বে অনুকরণ করা, তৎক্ষণাৎ অনুসরণ করা, বিনা কালক্ষেপণে অর্থাৎ মুহূর্তকালও নষ্ট না করিয়া পালন বা রক্ষা করিতে থাকা, অনুক্রমে করিতে থাকা। (সম্প্রদান কারকে) **অনুপবন্ধাপেতি**।

অনুপবন্ধনতা (স্ত্রী) কালক্ষেপণ না করিয়া করিবার অবস্থা, অবিরাম ভাব, নিরবচ্ছিন্ন করিতে থাকা, অবিশ্রান্ত ভাব, অবিরত অবস্থা।

অনুপবন্ধনা (স্ত্রী) = **অনুপবন্ধনতা**। ⇒ **অনুপবন্ধনতা**।

অনুপব্বজতি (ক্রি) [অনু+প+√বজ+অ] প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা, মুক্তির সাধনায় সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ করা।

অনুপব্বজ্জা (স্ত্রী) প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস, মুক্তির সাধনায় সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় বস্ত্র ধারণ, বিরাগী বা বৈরাগ্য অবস্থা।

অনুপম (বিণ) অনুপম, যাহার উপমা দেওয়া যায় না, অতুলনীয়। = **অতুল**।

অনুপমেয (বিণ) [অন+উপমেয] অনুপমেয়, অতুল্য, তুলনাহীন, অনুপম, নিরুপম, অতুল, অতুলনীয়, যার তুলনা বা উপমা দেওয়া যায় না, অদ্বিতীয়। = **অনুপম, অতুল**।

অনুপয (বিণ) [অন+উপয] অনাসক্ত, অসংলগ্ন, সমীপবর্তী না হইয়া, অজড়িত, নির্লিপ্ত, অনাবদ্ধ, অননুরক্ত, অনস্পর্শিত, স্বতন্ত্র, দূরে থাকে এরূপ, দূরে, পৃথগ্‌ভাবে। (সংযুক্ত নিকায়) **অকত্থ-অপিহ অনুপয**—নিঃসন্দেহ অলালায়িত অনাসক্ত। ⇒ **উপয**।

অনুপরিগচ্ছতি (ক্রি) [অনু+পরি+√গম+অ] হাঁটিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ঘুরিয়া যাওয়া, চতুর্দিকে ঘুরিয়া পদব্রজে বেড়ানো। (অতীত) **অনুপরিগচ্ছি, অনুপরিযগা** (= **পরিতো পরিতো অগমাসি**—চতুর্দিকে বা সর্বত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল—সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **অনুপরিগম্ম**।

অনুপরিধাবতি (ক্রি) [অনু+পরি+√ধাব+অ] চারিদিকে দৌড়া, ইতস্তত বা এদিক ওদিক দৌড়ানো, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো। (তুলনীয়) **অনুপরিবত্ততি**। (অতীত) **অনুপরিধাবি**।

অনুপরিযাতি (ক্রি) [অনু+পরি+√যা+অ] সর্বত্র গমন করা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, সন্ধান করা, চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁটা। = **অনুবিচরতি**। (অতীত)

অনুপরিযায়ি। (ক্রি-বি) **অনুপরিযায়িত্বা**।

অনুপরিযায় (বিণ) বেষ্টন বা পরিবেষ্টন করিয়া যায় এরূপ, চারিদিকে ঘুরিয়া যায় এরূপ, গোলাকারে বা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। (দীর্ঘনিকায়) **অনুপরিযায় পথ**—নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া যাইবার পথ।

অনুপরিযায় পথ (পুং) ⇒ **অনুপরিযায়**।

অনুপরিযায় পথতা (স্ত্রী) = **অনুপরিযায়পথ**। ⇒ **অনুপরিযায় পথ, পথ** (২)।

অনুপরিযেতি (ক্রি) = **অনুপরিযাতি**।⇒ **অনুপরিযাতি**।

অনুপরিবত্ততি (ক্রি) [অনু+পরি +√বত+অ] চারিদিকে যাওয়া বা ঘুরিয়া বেড়ানো অথবা কিছুর বা কাহারও পশ্চাতে যাওয়া বা ঘোরা অর্থাৎ—১ সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, বিষয়ীভূত হওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, বাগ্‌দত্ত হওয়া, সংসক্ত হওয়া, ব্যাপৃত বা কার্যে নিযুক্ত হওয়া, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, পূজা করা, সম্মান করা, সমাদর করা। (বিনয়) **আদিচ্চং অনুপরিবত্ততি**—সূর্যকে পূজা করে। ২ সাক্ষাৎ করা, দেখা করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেবদত্তো চ বোধিসত্তো চ একতো একতো অনুপরিবত্তন্তি**--দেবদত্ত এবং বোধিসত্ত্ব একত্রে সম্মিলিত হয় বা সাক্ষাৎ করে। ৩ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গড়াইতে থাকা, অনবরত ঘুরিতে থাকা, সর্বত্র ঘুরিতে থাকা, অনুপরিবর্তন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অনুপরিধাবতি অনুপরিবত্ততি** (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অনুধাবতি অনুপরিবত্ততি কাযং**।

অনুপরিবত্তন (ক্লী) অনুপরিবর্তন, আবর্তন, (কিছুর বা কাহারও পিছনে পিছনে) ঘোরা, তাল পাকানো, গড়ানো, ইতস্তত চলন।

অনুপরিবত্তি (স্ত্রী) [অনু+পরিবত্তি] ব্যবহার, ব্যবসায়, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, কাজ, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়।

অনুপরিবারেতি (ক্রি) [অনু+পরি+বারেতি] বেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া, সমর্থন করা, কাছে দাঁড়াইয়া থাকা, কিছু না করা, দৃঢ়বদ্ধ থাকা, স্থির থাকা, সেবা করা, আদেশ পালন করা।

অনুপরিবেণিযং [অনু+পরিবেণিযং] প্রতি ক্ষুদ্র কক্ষে, মৌচাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক ঘরে বা কক্ষে, প্রতিটি দেহকোষে, প্রতিটি অণুকোষে, কক্ষে কক্ষে, ঘরে ঘরে, দেহকোষে দেহকোষে, অণুকোষে অণুকোষে। ("**অণু**" শব্দ এখানে "**পরিবেণিযং**" শব্দের উপসর্গমাত্র। "**পরিবেণি**" শব্দের অধিকরণ কারকে "**পরিবেণিযং**")। ⇒ **পরিবেণি**।

অনুপরিসক্কতি (ক্রি) [অনু+পরি+সক্কতি] চারিদিকে ঘুরিয়া চলা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলা, অধিকৃত হওয়া, অংশগ্রহণ করা, উৎসুক গ্রহণ করা। ⇒ **অনুপরিবত্ততি**।

অনুপরিসক্কন (ক্লী) ব্যবহার, ব্যবসায়, (কিছুতে) উৎসুক। ⇒ **অনুপরিবত্তন**।

অনুপরিহরতি (ক্রি) [অনু+পরি+হরতি] পরিবেষ্টন করা, পরিবৃত করা, ঘিরিয়া থাকা, ভাঁজ করা, আলিঙ্গন করা।

অনুপলক্খণ ⇒ **উপলক্খণ**।

অনুপলিত্ত (বিণ) [অন+উপলিত্ত] অপ্রলিপ্ত, লেপন করা হয় নাই এমন, অরঞ্জিত, অচিহ্নিত, অকলঙ্কিত, নির্দোষ, অনিন্দিত, নির্দাগী, নিষ্কলঙ্ক। গাথায় ব্যবহৃত শব্দ "**অনুপলিত্ত**"। = **লেপনং অভাবা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **উপলিত্ত**।

অনুপবচ্ছতি (ক্রি) = **অনুবেচ্ছতি**। ⇒ **অনুপবেচ্ছতি, পবচ্ছতি**।

অনুপবজ্জ (বিণ) অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়, নির্দাগী, নির্দোষ, নিশ্চিহ্ন, অরঞ্জিত। ⇒ **উপবজ্জ**।

অনুপবজ্জতা ⇒ **উপবজ্জতা**।

অনুপবত্তক (বিণ) অনুপ্রবর্তক, অনুপ্রবর্তনকারী, এক রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য রাজা সিংহাসন লাভ করে এমন, একের পর অন্য প্রবর্তিত হয় বা আসে এমন। ⇒ **অনুবত্তক**।

অনুপবত্তেতি (ক্রি) [অনু+প+√বত+এ] অনুপ্রবর্তিত হওয়া, এক রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য রাজা সিংহাসন লাভ করিয়া শাসনকার্য চালাইতে থাকা, ক্রমাগত শাসনকার্য চালানো। (অতীত) **অনুপবত্তেসি**। ⇒ **অনুবত্তেতি**।

অনুপবদতি (ক্রি) [অন+উপবদতি] গালাগালি না দেওয়া, মন্দ তিরস্কার না বলা, নিন্দা না করা, দোষ না দেওয়া, অপবাদ না করা, অসন্তুষ্ট না করা, দোষ গ্রহণ না করা।

অনুপবাদ (পুং) [অন+উপবাদ] অসন্তুষ্ট না করণ, গালাগালি না করণ, মন্দ তিরস্কার না করণ, নিন্দা না করণ, দোষ না ধরন বা গ্রহণ না করণ, অপবাদ না দেওন। ⇒ **উপবাদ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুপবাদনঞ্চেব অনুপবাদাপনঞ্চ**—গালাগালি করিয়া এবং উত্তেজিত করিয়া অপরকে অসন্তুষ্ট না করণ।

অনুপবাদক (বিণ) অনিন্দুক, যে ব্যক্তি নিন্দা-দুর্নাম-অখ্যাতি করে না; যে ব্যক্তি অপবাদ দেয় না অথবা কুৎসা প্রচার করে না। ⇒ **উপবাদক**।

অনুপবাদিন (বিণ) = **অনুপবাদক**। ⇒ **অনুপবাদক**।

অনুপবিট্‌ঠ (বিণ) অনুপ্রবিষ্ট, প্রবিষ্ট, অন্তঃপ্রবিষ্ট, পতিত, মধ্যগত, মিলিত, সর্বস্থানগত, প্রতিবিম্বিত, অধিষ্ঠিত, পশ্চাৎপ্রবিষ্ট। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গঙ্গনদিং অনুপবিট্‌ঠ নদী**—গঙ্গানদীতে অনুপ্রবিষ্ট বা মিলিত নদীসমূহ। ⇒ **অনুপবিসতি**।

অনুপবিট্‌ঠতা (স্ত্রী) অন্তঃপ্রবিষ্টের কার্য বা ঘটনা, মিলিত অবস্থা।

অনুপবিসতি (ক্রি) [অনু+প+√বিস+অ] অনুপ্রবেশ করা, অন্তঃপ্রবেশ করা, মর্ম গ্রহণ করা, প্রতিবিম্বরূপে পড়া, অধিষ্ঠান করা, পিছে প্রবেশ করা। = **ওগাহতি**। (অতীত) **অনুপবিসি**। (অ-বিণ) **অনুপবিট্‌ঠ**। (করণে)

অনুপবেসেতি।

অনুপবেচ্ছতি (ক্রি) দেওয়া, পরিত্যাগ করা, বিরত হওয়া, দান দেওয়া, উপহার দেওয়া, পুরস্কার দেওয়া, পূরণ করা, অর্পণ করা, জোগান দেওয়া, সরবরাহ করা। = **পবেসতি, অনুপবেসতি**। ⇒ **পবেচ্ছতি**।

অনুপবেসতি (ক্রি) প্রবেশ করা, ত্যাগ করা, জোগান দেওয়া, সরবরাহ করা। = **অনুপবেচ্ছতি**। ⇒ **অনুপবচ্ছতি**।

অনুপবেসেতি (ক্রি) = **অনুপবেসতি**। ⇒ **অনুপবেসতি**।

অনুপসঙ্কমতি (ক্রি) ১ [অনু+প+সঙ্কমতি] না পৌঁছা, নাগাল না পাওয়া, উপস্থিত না হওয়া, বরাবর যাইতে থাকা। ২ [অন+উপসঙ্কমতি] নিকটে না যাওয়া, সম্মুখীন না হওয়া, অগ্রসর না হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুপসঙ্কমতি অপয়িরুপাসতি**—নিকটে না যাওয়া এবং আদেশ পালন বা সম্মান প্রদর্শন না করা।

অনুপসট্‌ঠ (বিণ) বিজ্ঞজন দ্বারা অপ্রশংসিত। ⇒ **বিঞ্ঞূপসট্‌ঠ**।

অনুপসণ্ঠপনা (স্ত্রী) [অন+উপসণ্ঠপনা] না থামিয়া, ক্ষান্ত না হইয়া, অবিরাম ভাব, অপ্রতিহত অবস্থা, ধারাবাহিকতা, অবস্থিতি, সময়ের ব্যাপ্তি। (তুলনীয়) **অনুপবন্ধনা**। ⇒ **অনুসংসন্দনা**।

অনুপসন্থপনা = **অনুপণ্ঠপনা**। ⇒ **অনুপসণ্ঠপনা**।

অনুপসম্পন্ন (বিণ) অনুপসম্পন্ন, যে ব্যক্তি ভিক্ষু হয় নাই, যাহার উপসম্পদা লাভ হয় নাই, যে ব্যক্তি দশশীলে অধিষ্ঠিত শ্রামণের অবস্থায় আছে, শ্রামণের। **অলদ্ধা উপসম্পদা'তি অনুপসম্পন্ন**।

অনুপস্‌সক (বিণ) পর্যবেক্ষক, যে ব্যক্তি অনুশীলন করে অথবা আন্তরিকতার সহিত ভাবে বা চিন্তা করে, মনোযোগী, পর্যবেক্ষণকারী, যে ব্যক্তি মনন বা মনস্থ করে, অনুশীলনকারী, দর্শনকারী, আন্তরিকতার সহিত ভাবনাকারী, অবলোকনকারী, নিরীক্ষণকারী, আকাঙ্ক্ষী, দৃষ্টিকারী, অভিলাষী।

অনুপস্‌সতি (ক্রি) [অনু+পস্‌সতি] দেখা, দৃষ্টি দেওয়া, নিরীক্ষণ করা, অবলোকন করা, দৃষ্টি রাখা, অনুশীলন করা, পর্যবেক্ষণ করা, মনন করা, মনস্থ করা, ভাবনা করা, ধ্যান করা, গভীর চিন্তা করা, অভিপ্রায় করা, মনোযোগ দেওয়া। (অতীত) **অনুপস্‌সি**।

অনুপস্‌সনা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অনুদর্শন) অনুদর্শন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন বা দেখন, দেখন, পর্যবেক্ষণ করণ, বিবেচনা করণ, বিচার করণ, বাস্তবে পরিণত করণ, উপলব্ধিকরণ, আদায় করণ, দৃষ্টিকরণ, অবলোকন করণ, অনুশীলন করণ, ধ্যান করণ, গভীর চিন্তাকরণ। ⇒ **অনিচ্চানুপস্‌সনা, অনত্তানুপস্‌সনা, দুক্খানুপস্‌সনা**।

অনুপস্‌সিন (বিণ) দর্শনকারী, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দর্শনকারী, দৃষ্টিকারী, অনুশীলনকারী, পর্যবেক্ষণকারী, সাধনাকারী, যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করে, লাভী, অবলোকনকারী, মনোযোগী। = **অনুপস্‌সক**।

অনুপস্‌সী = **অনুপস্‌সিন**। ⇒ **অনুপস্‌সিন**।

অনুপহচ্চ (বিণ) [অন+উপহচ্চ] অকলুষিত, পবিত্র, শুভ্র, কষ্ট না করিয়া, দুর্বল না করিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্চ দানং দেতি**। ⇒ **উপহচ্চ**।

অনুপহত (বিণ) ১ [অন+উপহত] অখনিত, অনাহত, অখণ্ডিত, অবিধ্বংসিত, অবিনষ্ট, অবিনাশিত, অনিবারিত, অক্ষত, যাহা নষ্ট করা হয় নাই। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুপহত জিব্‌হাপসদ**—জিহ্বার আস্বাদ নষ্ট হয় নাই এরূপ। ২ [অনু+প+হত] উত্তোলিত, তুলিয়া ধরিয়াছে এরূপ, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে এরূপ, বিদীর্ণ করা হইয়াছে এরূপ, বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে এরূপ, ভাঙ্গিয়া খোলা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অনুপহনতি, উপহত**।

অনুপহনতি (ক্রি) ১ [অন+উপহনতি] আঘাত না করা, বিনাশ না করা, নিবারণ না করা, ক্ষত না করা, ধ্বংস না করা, নষ্ট না করা। ২ [অনু+প+হনতি] উত্তোলন করা, তুলিয়া ধরা, বায়ুপূর্ণ করা, বিদীর্ণ করা, বিস্ফোরণ দ্বারা ধ্বংস করা, ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করা বা খোলা। (অ-বিণ) **অনুপহত**।

অনুপহনন (বিণ) [অন+উপহনন] হনন বা হত্যা করা হয় নাই এমন। ⇒ **অনুপঘাত, অনুপঘাত**।

অনুপাত (পুং) কথায় কথায় আক্রমণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রতিযোগিতার ক্রীড়া, শ্রেষ্ঠতার জন্য সংগ্রাম, তর্কবিতর্ক, তিরস্কার, ভৎর্সনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক, নিন্দা, পশ্চাদ্‌গমন, পিছে পিছে পতন, পশ্চাতে পতন।

অনুপাতিন (বিণ) ১ অনুগমনকারী, আদেশ পালনকারী, যে ব্যক্তি পশ্চাদ্‌গমন করে, তুষ্ট হইয়াছে এমন, প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অনুমতি প্রাপ্ত, অনুকরণকারী, অনুশীলনকারী, যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে, হৃদয়ঙ্গমকারী, অসংযত, আসক্ত। (জাতক) **খন অনুপাতিন**। ২ যে ব্যক্তি আক্রমণ করে, আক্রমণকারী, আক্রমণ করিয়া, মারিয়া, প্রহার করিয়া, প্রহারকারী, যে ব্যক্তি প্রহার করে বা আঘাত করে।

অনুপাতী = **অনুপাতিন**। ⇒ **অনুপাতিন**।

অনুপাদং (ক্রি-বিণ) [অনু+পদ] পায়ে, পদে। (বিপ) **অনুসীসং**।

অনুপাদা (বিণ) বিতৃষ্ণ, বিরাগভাজন, অনাসক্ত, আঁকড়াইয়া না ধরিয়া, অর্থ গ্রহণ না করিয়া, আসক্তি না দেখাইয়া, জড়াইয়া না ধরিয়া। ⇒ **উপাদা, অনুপাদিযতি, উপাদিযতি**। = **অনুপাদান**।

অনুপাদান (বিণ) অসংলগ্ন, সম্পর্করহিত, ইন্ধনহীন, জ্বালানি কাঠ নাই এরূপ, জ্বালানিবিহীন, জীবন ধারণে বা অস্তিত্বে বিরতিপূর্ণ, বিতৃষ্ণ, অনাসক্ত, তৃষ্ণারহিত, অনুরাগ-বিরহিত। **অনুপাদা**। (বিপ) **সোপাদান, স-উপাদান**। ⇒ **উপাদান, উপাদি**।

অনুপাদানিয = **অনুপাদান**। ⇒ **অনুপাদান**। ⇒ **অনুপাদা, উপাদিযতি, উপাদানিয**।

অনুপাদা পরিনিব্বান—অধিকতর আসক্তি বা তীব্র আকাঙ্ক্ষার হেতুহীন (সাহিত্যে—ইন্ধনহীন) স্বাধীনতা বা মুক্তি। (বুদ্ধঘোষের ভাষায়) **কিলেসবট্টস্স খেপিতত্তা স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**। ⇒ **পরিনিব্বান** (২)।

অনুপাদায (বিণ) অনাসক্ত, বিরাগভাজন, অননুরক্ত। = **অনুপাদা, অনুপাদান**। ⇒ **উপাদা, উপাদায**।

অনুপাদা বিমুত্ত—সংসারের প্রতি অথবা পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন হইয়া বিমুক্ত। ⇒ **বিমুত্ত**।

অনুপাদি (বিণ) পঞ্চস্কন্ধ বিনির্মুক্ত ও আসক্তি বিমুক্ত, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার ভিত্তিহীন বা হেতুমুক্ত। (বিপ) **সোপাদি, স-উপাদি**। ⇒ **অনুপাদা, অনুপাদান**।

অনুপাদিযতি (ক্রি) [অন+উপাদিযতি] ধারণা না করা, আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকা, অর্থগ্রহণ না করা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন না থাকা, জড়াইয়া ধরিয়া না থাকা, আসক্তি না দেখানো। = **অনুপাদায**। ⇒ **উপাদিযতি**।

অনুপাদিযান = **অনুপাদানিয**। ⇒ **অনুপাদানিয**।

অনুপাদিযিত্বা (ক্রি-বি) অসংলগ্ন থাকিয়া, ইন্ধনহীন হইয়া, সম্পর্করহিত হইয়া, অস্তিত্ব বা পুনর্জন্মে বিরত হইয়া, বিতৃষ্ণ হইয়া, অনাসক্ত হইয়া, তৃষ্ণারহিত হইয়া, আঁকড়াইয়া না ধরিয়া, অর্থ গ্রহণ না করিয়া, জড়াইয়া না ধরিয়া। ⇒ **অনুপাদিযতি, উপাদিযতি**।

অনুপাদিসেস (বিণ) [অন+উপাদি+সেস] অনবশিষ্ট, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আসক্তির কিছুই অবশিষ্ট নাই এরূপ, ভিত্তি বা হেতুশূন্য, মুক্ত, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যে কোনো ভৌতিক বস্তুর সহিত সম্পর্করহিত, পুনর্জন্মরহিত। (বিপ) **নিব্বাযি, স-উপাদিসেস, সোপাদিসেস**। = **নিরুপাদিসেস**। (মধ্যমনিকায়) **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান**। (বিনয়, সূত্রনিপাত) **অনুপাদিসেস নিব্বান-ধাতু**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অনুপাদিসেস নিব্বান**। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু—"অনুপাদি বিমুক্তি"। ⇒ **অনুপুব্ব নিরোধ, নিরুপাদিসেস, উপাদিসেস**।

অনুপাদিসেস নিব্বান—দেহত্যাগের পর পুনর্জন্মরহিত নির্বাণ সুখ। ⇒ **নিব্বান**। = **নিরুপাদিসেস নিব্বান**।

অনুপাদিসেস নিব্বান ধাতু—তৃষ্ণারহিত অর্হতের পুনর্জন্মের অনবশিষ্ট নির্বাণ অবস্থা। ⇒ **বিঞ্ঞাণ** (ঘ)। **নিরুপাদিসেস নিব্বান ধাতু**। ⇒ **অনুপুব্বনিরোধ**।

অনুপাদিসেস পরিনিব্বান—অর্হৎদের দেহত্যাগে স্কন্ধ ও আসক্তি বিমুক্ত পরিনির্বাণ লাভ। তৃষ্ণার বা আসক্তির অনুরাগবশত যাঁহার "রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা- সংস্কার ও বিজ্ঞান"—এই পঞ্চস্কন্ধ চঞ্চল হয় না, চিরতরেই নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই মহাপুরুষের পুনর্জন্মবিরহিত দেহত্যাগই অনুপাদিসেস পরিনিব্বান, যে নির্বাপণে বা দেহত্যাগে পুনর্বার জন্মগ্রহণের কোনো হেতু অবশিষ্ট থাকে না, নিরবশেষ নির্বাপণ বা মৃত্যু। (বিপ) **স-উপাদিসেস পরিনিব্বান**। ⇒ **পরিনিব্বান**।

অনুপাপিত (বিণ) পরিচালিত করাইয়াছে এরূপ, প্রাপ্ত করাইয়াছে এরূপ, লাভ করাইয়াছে এমন, পৌঁছাইয়া দিয়াছে এমন, আবিষ্কার করাইয়াছে এরূপ, দর্শন করাইয়াছে এমন। ⇒ **অনুপাপেতি**।

অনুপাপুণাতি (ক্রি) [অনু+প+√অপ+উনা] উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, নাগাল পাওয়া, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, দর্শন করা, আবিষ্কার করা, দেখা। (অতীত) **অনুপাপুণি**। (ক্রি-বি) **অনুপাপুণিত্বা, অনুপ্পত্বান**। (করণে) **অনুপাপেতি**। (অ-বিণ) **অনুপ্পত্ত**।

অনুপাপেতি (ক্রি) [অনু+প+√অপ+এ] চালানো, পরিচালনা করা, নির্বাহ করা, ব্যবহার করা, সঞ্চালিত করা, পথে সঙ্গে যাইয়া রক্ষা করা, পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, পৌঁছাইয়া দেওয়া, প্রাপ্ত করানো, লাভ করানো, দেখাইয়া দেওয়া, আবিষ্কার করানো। ⇒ **অনুপাপুণাতি**। (অতীত) **অনুপাপেসি, অনুপাপযি**। (অ-বিণ) **অনুপাপিত, অনুপত্ত**।

অনুপায (বিণ) অনুপায়, নিরুপায়, নিরাশ্রয়, নিরাবলম্বন, উপায়ভ্রষ্ট। ⇒ **উপায**।

অনুপাযাস (পুং) ক্লেশশূন্যতা, দুর্দশাহীনতা, দুঃখহীনতা, অশোক অবস্থা, শান্তভাব, নিস্তব্ধতা, শান্তিময় অবস্থা, প্রশান্ত ভাব, স্থৈর্য, আত্মস্থতা, উদ্বেগহীনতা, শান্তি, সুস্থিরতা, নির্মলতা, প্রশান্তি, অকপটতা, সরলতা, সাধুতা। ⇒ **উপাযাস**।

অনুপালক (বিণ) [অনু+পালক] রক্ষাকারী, পালনকারী। (পুং) রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, পালনকর্তা, আশ্রয়দাতা।

অনুপালন (ক্লী) রক্ষণ, পালন, পাহারা বা প্রহরীর কার্য, সতর্কতা, রক্ষাকরণ, ধারণ, পোষণ, ভরণপোষণ, সমর্থন, গ্রাসাচ্ছাদন।

অনুপালেতি (ক্রি) [অনু+√পাল+এ] ধারণ করা, পালন পোষণ করা, ভরণ পোষণ করা, সমর্থন করা, গ্রাসাচ্ছদন দেওয়া, রক্ষা করা, নিশ্চয় করা, নিশ্চয় করিয়া বলা, নির্বিঘ্ন করা, ক্ষমতা দেওয়া, সপ্রমাণ করা, ক্ষতি হইতে রক্ষার আশ্বাস দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সন্ততিং অনুপালেতি**। (অতীত) **অনুপালেসি**।

অনুপাহন (বিণ) [অন+উপাহন] জুতা ব্যতীত, জুতা ছাড়া, খালি পায়ে, পায়ে জুতা না পরিয়া।

অনুপিট্‌ঠিত (বিণ) = **অনুপট্‌ঠিত**। ⇒ **অনুপট্‌ঠিত** (১)।

অনুপিয (বিণ) [অনু+পিয] তোষামোদকারী, অনুপ্রিয়, প্রীতিজনক, অতিপ্রিয়, প্রিয়, আশাপ্রদ, তোষামোদি,

আনন্দজনক। (দীর্ঘনিকায়) **অনুপিযভাণিন**। (জাতক) **অনুপিযভাণিতর**।

অনুপিযভাণিতর অনুপিযভাণিন। ⇒ **অনুপিযভাণিন**।

অনুপিযভাণিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি তোষামোদ করে অথবা অনুচিত স্তুতি করে, অনুরূপ প্রিয়ভাষী। ⇒ **অনুপিয**।

অনুপীলং—এই শব্দের পাঠ "**অনুপ্পীলং**"। ⇒ **অনুপ্পীলং**।

অনুপুচ্ছতি (ক্রি) [অনু+√পুচ্ছ+অ] প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা, অনুসন্ধান করা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। (অতীত) **অনুপুচ্ছি**। (অ-বিণ) **অনুপুট্‌ঠ**।

অনুপুট্‌ঠ (বিণ) জিজ্ঞাসিত, জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রশ্ন করা হইলে। = **পুচ্ছিত**। ⇒ **অনুপুচ্ছতি**।

অনুপুব্ব (বিণ) [অনু+পুব্ব] আনুপূর্বিক, যথাক্রমে অবস্থিত, যাহার পরে যেইটি হয় ঠিক সেইভাবে স্থিত বা সংঘটিত, একই নিয়মে অনুষ্ঠিত, একের পর পর, ক্রমিক, ক্রমানুযায়ী, নিয়মিত ও মন্থর, অনুক্রমিক, পরম্পরানুযায়ী, ক্রমে ক্রমে, নিয়মিত, ব্যবস্থানুযায়ী, সুষম, স্থায়ীরূপে, ব্যবস্থাপিত, ঠিক, সম্পূর্ণ, কালানুযায়ী। (বিনয়) **মহাসমুদ্দো অনুপুব্ব নিন্নো**—মহাসমুদ্র ক্রমশ নিম্ন।

অনুপুব্বং (ক্রি-বিণ) ক্রমে ক্রমে, অনুক্রমে, যথাক্রমে, সময়ে, সময়বিশেষে, পূর্বানুক্রমে, বিধিপূর্বক, যথাবিধি, নিয়মিতরূপে। ⇒ **অনুপটিপটিযা**।

অনুপুব্বক (বিণ) = **অনুপুব্ব**। ⇒ **অনুপুব্ব**। (যৌগিকে) **পুব্বানুপুব্বক**—(সকলে) পর পর আগমন বা অনুগমন করে এরূপ, একজনের পর একজন করিয়া সকলে করে বা গমন করে এরূপ (বিনয়)। (বিনয়) **অনুপুব্বকানং কুলানং পুত্তা**—প্রত্যেক বংশের বা কুলের পুত্রগণ এক একজন করিয়া।

অনুপুব্বকথা (স্ত্রী) **অনুপুব্বিকথা**। ⇒ **অনুপুব্বিকথা**।

অনুপুব্বকারণ—ক্রমিক সম্পাদন, ক্রমানুযায়ী কৃতি, নিয়মিত ও মন্থরভাবে সম্পাদিত কার্য, ক্রমিক অভিনয়, ক্রমিক অভ্যাস, পদযুক্তপুনঃপুন ব্যবহার, পদমর্যাদাযুক্ত সাধন বা সম্পাদিত কার্য, ক্রমনিমুক্তার পরিমিত পদ্ধতি বা প্রণালী।

অনুপুব্বত (ক্লী) একজনের পর একজন করিয়া কার্যকরণ, উত্তরাধিকার সূত্রে কার্যকরণ, অনুক্রম পরম্পরা কার্যকরণ, ক্রমোন্নতির কার্যকরণ। = **অনুকূল কিরিয়া**—অনুকূল ক্রিয়া বা কার্য (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **আনুপুব্বতা**।

অনুপুব্বনিরোধ—ক্রমে ক্রমে নিরুদ্ধ ভাব বা তিরোহিত অবস্থা, ধীরে ধীরে বা যথাক্রমে বিলীন অবস্থা, অল্পে অল্পে অদৃশ্য ভাব। কিন্তু এখানে "**নিরোধ**" শব্দ দ্বারা ধ্যানান্তরকে বুঝাইতেছে। বৌদ্ধদর্শনে ক্রমোন্নত নয়টি লৌকিক ও লোকোত্তর ধ্যানের উল্লেখ আছে, যথা—১ম ধ্যান, ২য় ধ্যান, ৩য় ধ্যান, ৪র্থ ধ্যান, ৫ম ধ্যান আকাশ-অনন্ত আয়তন, ৬ষ্ঠ ধ্যান বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, ৭ম ধ্যান আকিঞ্চন্য-আয়তন, ৮ম ধ্যান নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন অর্থাৎ এক কথায় অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান—এইগুলি লৌকিক ধ্যান এবং তদতিরিক্ত নবম লোকোত্তর ধ্যানকে বলা হয় "সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান"। সংক্ষেপে বলিতে হইলে লৌকিক অষ্টসমাপত্তি ধ্যানসমূহের মধ্যে প্রথম চারিটি রূপব্রহ্মলোক-সম্বন্ধীয় ধ্যান এবং শেষের চারিটি অরূপব্রহ্মলোক সম্বন্ধীয় ধ্যান, আর অপরটি লোকোত্তর "সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান"। অর্হৎগণের নিত্য আচরণীয় ধ্যান সুখের কথায় বলা হইয়াছে—অর্হৎগণ প্রথম ধ্যান হইতে ক্রমে ধ্যানান্তর বা অবস্থা সমূহে অরোহণ করিয়া নবম ধ্যান পর্যায়ে নির্বাণ সুখ উপভোগ করেন, ইহাকেই বলা হয় "**স-উপাদিসেস নিব্বান**" সুখ। পুনশ্চ অর্হৎগণ দেহত্যাগে পরিনির্বাণ লাভের সময়ে একবার প্রতিলোমে বা অনুক্রমে ঊর্ধ্বদিকে নবম ধ্যান পর্যন্ত চিত্তগতিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া অনুলোমে বা অনুক্রমে নিম্নদিকে চিত্তগতিতে প্রথম ধ্যানে আগমন করেন। তখনই পুনর্বার ক্রমিক ঊর্ধ্ব গতিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ৪র্থ ধ্যানে আগমন করিবার পর অব্যাকৃত দুঃখসত্য ভবাঙ্গচিত্তের পরিণতিতে পরিনির্বাপিত হইয়া থাকেন (কারণ, ভবাঙ্গচিত্ত চিত্তবীথির শেষ চিত্ত), ইহাকেই বলা হয় "অনুপাদিসেস" অথবা "নিরুপাদিসেস মহাপরিনিব্বান"। অতএব অর্হৎগণ যখন উক্তরূপে ধ্যানান্তর সমূহে পরিভ্রমণ করেন তখন ১ম ধ্যান হইতে ক্রমগতিতে ঊর্ধ্বস্তরে গমনের সময়ে চিত্তসমাধির সহিত প্রতিস্তরের অবস্থা উপলব্ধি করিতে থাকেন। এরূপে লোকোত্তর নবমস্তর সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধধ্যান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকেন। পুনরায় উহা হইতে ক্রমে স্তরের পর স্তর নিম্নদিকে ১ম ধ্যানস্তরে অবরোহণ করিয়া ধ্যান সমাপ্ত করিয়া থাকেন। ঈদৃশ ক্রমিক গমনাগমনজনিত চিত্তসমাধিকে বলা হয় "**অনুপুব্ব নিরোধ**"। ⇒ **ঝান**।

অনুপুব্ব বিহার—আনুপূর্বিক বিচরণ, ক্রমিক পরিভ্রমণ। এইখানে "**অনুপুব্ব নিরোধ**" শব্দে উল্লিখিত ধ্যানস্তর সমূহে পরিভ্রমণকেই বুঝাইতেছে। ⇒ **অনুপুব্ব নিরোধ**।

অনুপুব্ব বিহারা—আনুপূর্বিক অবস্থানক্রম। ⇒ **অনুপুব্ব বিহার, সমাপত্তি**।

অনুপুব্বসিক্‌খা (ধর্মবিনয়ে) প্রথম হইতে একাক্রমে উপদেশ গ্রহণ বা অধ্যয়ন। (মধ্যমনিকায়) **ধম্মবিনযে অনুপুব্ব বিহারা; অনুপুব্বসিক্‌খা কিরিযা; অনুপুব্বসিক্‌খা পটিপদা**।

অনুপুব্বসো (অপদান কারকে ক্রি-বিণ) যথা আদেশে, ব্যবস্থানুসারে, কালানুসারে, পূর্বের নিয়মানুসারে।

অনুপুব্বিকথা (স্ত্রী) আনুপূর্বিক কথা, আদ্যোপান্ত কথা, আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্ব ঘটনার বিবরণ, ঘটনার

আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে কথা, ধারাবাহিক কথা; (ধর্মকথায়) ধারবাহিক ধর্মোপদেশ, আনুপূর্বিক উপদেশ, উপাধির অনুকূলে ধর্মোপদেশ, [**দানকথা** (দান-সম্বন্ধীয় কথা), **সীল কথা** (শীল-সম্বন্ধীয় কথা), **সগ্‌গ কথা** (স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কথা), **মগ্‌গ কথা** (মার্গ বা আর্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ-সম্বন্ধীয় কথা)]—এই চতুর্বিধ অতি মহার্ঘ বিষয় সম্বন্ধে আনুপূর্বিক কথা বা যথাযথ ব্যাখ্যা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অনুপুব্বিকথা নাম দানানন্তরং সীলং, সীলানন্তরং সগ্‌গো, সগ্‌গানন্তরো মগ্‌গো'তি এতেসং দীপনকথা।**

অনুপুব্বিসো = **অনুপুব্বসো**। ⇒ **অনুপুব্বসো**।

অনুপুব্বেন **অনুপুব্বং**। ⇒ **অনুপুব্বং, অনুপটিপাটিযা**।

অনুপেক্‌খতি (ক্রি) [অনু+উপ+√ইক্‌খ+অ] ১ কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করা, একাগ্র হওয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা, সাধনা করা, ধ্যান করা, মনো সন্নিবেশ করা, ভাবনা করা। ২ বিবেচনা করা, চিন্তা করা, গভীর চিন্তা করা, ধারণা করা, গুরুত্ব দেখানো, কারণ বা উদ্দেশ্য দেখানো, বিচার করা। (অতীত) **অনুপেক্‌খি**। (ব-বিণ) **অনুপেক্‌খমান**। (করণে) **অনুপেক্‌খেতি**।

অনুপেক্‌খন (বিণ) একাগ্র হয় এরূপ, মনোসন্নিবিষ্ট হয় এমন। ⇒ **অনুপেক্‌খতি**।

অনুপেক্‌খনতা (স্ত্রী) ভাবনায় বা ধ্যানে একাগ্রতা।

অনুপেক্‌খমান (বিণ) দয়ার ভিখারি হইয়া আছে অথবা অপেক্ষা করিয়া আছে এরূপ। = **অনুকম্পমান**। ⇒ **অনুকম্পতি, অনুপেক্‌খতি**।

অনুপেক্‌খেতি (ক্রি) তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে কাহাকেও বাধ্য করা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার জন্য কাহাকেও বাধ্য করা। ⇒ **অনুপেক্‌খতি**।

অনুপেতি (ক্রি) ভিতরে প্রবেশ করা, ভিতরে যাওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **অনুপেতি অনুপগচ্ছতি**।

অনুপেসেতি (ক্রি) [অনু+√পেস+এ] পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুত পাঠাইয়া দেওয়া, তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া। (অতীত) **অনুপেসেসি**।

অনুপোসথিকং = **অনুড্‌ঢমাসং**। ⇒ **অনুড্‌ঢমাসং**।

অনুপোসিয (বিণ) পোষিত, পালিত, ভরণ-পোষণ প্রদত্ত, লালিত পালিত, পরিপুষ্টিত, উৎসাহ প্রদত্ত।

অনুপ্প = **অনুপ**। ⇒ **অনুপ, অনূপ**।

অনুপ্পত্ত (বিণ) উপস্থিত, প্রাপ্ত, লব্ধ, প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, পাইয়াছে এমন, পৌঁছিয়াছে এমন, দেখিয়াছে এমন। = **অনুপত্ত**।

অনুপ্পত্তি (স্ত্রী) ১ উপস্থিতি, পৌঁছিয়াছে এরূপ অবস্থা, আগমন, লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি)। ⇒ **অনুপত্তি**। ২ [ন+উপ্পত্তি, অন+উপ্পত্তি] পুনর্জন্মের অবসান, পুনর্জন্মে বিরাম বা নিবৃত্তি।

অনুপ্পদজ্জুং (ক্রি-বি) ⇒ **অনুপদেতি, দদাতি**।

অনুপ্পদাতর = **অনুপদাতর**। ⇒ **অনুপদাতর**।

অনুপ্পদাতি (ক্রি) [অনু+প+√দা+অ] ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, হস্তান্তর করা। (অ-বিণ) **অনুপ্পদিন্ন**। (করণে) **অনুপ্পদেতি**।

অনুপ্পদাতু (পুং) দাতা, যে ব্যক্তি দান দেয় বা হস্তান্তর করে।

অনুপ্পদান (ক্লী) দান করণ, হস্তান্তর করণ। ⇒ **অনুপদান**।

অনুপ্পদিন্ন (বিণ) = **অনুপদিন্ন**। ⇒ **অনুপদিন্ন, অনুপ্পদাতি**।

অনুপ্পদেতি (ক্রি) = **অনুপ্পদাতি**। ⇒ **অনুপ্পদাতি**।

অনুপ্পন্ন (বিণ) [অন+উপ্পন্ন] অনুৎপন্ন, অনুদ্ভূত, অভূত, অজাত। = **অনুপ্পাদ**। ⇒ **উপ্পন্ন**।

অনুপ্পবন্ধ (পুং) সময়ের ব্যাপ্তি, অবস্থিতি, ধারাবাহিকতা। ⇒ **অনুপবন্ধনা**।

অনুপ্পবন্ধতি (ক্রি) = **অনুপবন্ধতি**। ⇒ **অনুপবন্ধতি**।

অনুপ্পবন্ধনতা = **অনুপবন্ধনতা**। ⇒ **অনুপবন্ধনতা**।

অনুপ্পবন্ধনা **অনুপবন্ধনা**। ⇒ **অনুপবন্ধনা, অনুপ্পবন্ধ**।

অনুপ্পবত্তক = **অনুপবত্তক**। ⇒ **অনুপবত্তক**।

অনুপ্পবত্তেতি (ক্রি) = **অনুপবত্তেতি**। ⇒ **অনুপবত্তেতি**।

অনুপ্পবিট্‌ঠ (বিণ) = **অনুপবিট্‌ঠ**। ⇒ **অনুপবিট্‌ঠ**।

অনুপ্পবেচ্ছতি (ক্রি) **অনুপবেচ্ছতি**। ⇒ **অনুপবেচ্ছতি**।

অনুপ্পাদ (বিণ) উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, উৎপাদিত হয় নাই এমন, অনুৎপন্ন, অজাত, অভূত। = **অনুপ্পন্ন**। ⇒ **উপ্পাদ**।

অনুপ্পাদ ধম্ম—অনুৎপন্ন ধর্ম, যে ধর্ম বা স্বভাব দ্বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অনুপ্পাদান = **অনুপদান**। ⇒ **অনুপদান**।

অনুপ্পাদে ঞাণ—অনুৎপত্তি-সম্বন্ধে জ্ঞান, উৎপন্ন বা জন্ম না হওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান (অর্থাৎ অর্হত্ব ফলজ্ঞান)। ⇒ **ঞাণ**।

অনুপ্পাপুণাতি (ক্রি) **অনুপাপুণাতি**। ⇒ **অনুপাপুণাতি**।

অনুপ্পিয = **অনুপিয**। ⇒ **অনুপিয**।

অনুপ্পিযভাণিন (বিণ) যে ব্যক্তি প্রিয় কথা বলে, যে ব্যক্তি অনুকূল কথা বলিয়া সন্তুষ্ট করে, যে ব্যক্তি তোষামোদ বা অনুচিত স্তুতি করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আশা দিয়া সন্তুষ্ট করে। ⇒ **মিত্তপটিরূপক**।

অনুপ্পীল্‌ (বিণ) [অন+উপ্পীড়] অনুৎপীড়িত, অবিরক্তিকর, অক্লেশদায়ক, আরামদায়ক, সুবিধায় পতিত, সুযোগ প্রাপ্ত, অত্যাচারিত নহে এরূপ, অপীড়িত, ধ্বংস হয় নাই এরূপ, অনিষ্ট হইতে মুক্ত। ⇒ **উপ্পীল্‌**।

অনুপ্পীল্‌ং (ক্লী) পীড়া, ক্লেশ, যন্ত্রণা, ব্যথা, রোগ।

অনুস্ফরণ (ক্লী) ব্যাপ্তি, অনুপ্রবেশ, আকস্মিক প্রকাশ, আকস্মিক চঞ্চল দীপ্তি, স্ফুরণ, হঠাৎ (মনে) উদয় বা উৎপত্তি।

অনুফরণ (ক্লী) [অনু+ফরণ] **অনুস্ফরণ**। ⇒ **অনুস্ফরণ**।

অনুফুসায়তি (ক্রি) = **অনুফুসীযতি**। ⇒ **অনুফুসীযতি**।

অনুফুসীযতি (ক্রি) [অনু+ফুসীযতি] (সংস্কৃত—প্রুষায়তি) (জল) ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, জল ছিটাইয়া অভিষেক করা, অল্পবর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, আর্দ্র করা, ভিজানো। (জাতক) **হিমং অনুফুসীযতি;** (জাতক অর্থকথা) **হিমং পতেয্য**।

অনুবজ্ঝতি (ক্রি) এই শব্দটি "**অনুবন্ধতি**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ হইয়া থাকে। ⇒ **অনুবন্ধতি**।

অনুবদ্ধ (বিণ) পশ্চাদ্‌গ্রথিত, অনুবদ্ধ, পর পর বদ্ধ বা আবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ, সত্যত্যাযুক্ত, সংযুক্ত, পশ্চাদ্‌গামী, অনুসরণকারী, অনুগমনকারী, সম্বন্ধযুক্ত, পরবর্তী, পশ্চাতে দণ্ডায়মান (পিঠ্‌ঠিতো)। ⇒ **অনুবন্ধতি**।

অনুবন্ধ (পুং) [অনু+বন্ধ] অনুবন্ধ অর্থাৎ ১ আবদ্ধ অবস্থা, দাসত্ব, বন্দিদশা, অবরোধ অবস্থা। ২ সূচনা, পূর্বলক্ষণ, দোষোৎপত্তি, বন্ধন, আরোপ, সম্বন্ধ, উপলক্ষ, প্রক্রান্ত বিষয়ের অনিবর্তন, অনুবৃত্তি, অবিচ্ছেদ, পরিণাম, লেশ, সঙ্কল্প, চেষ্টা, অনুরোধ, কৌশল, শ্রেণী, রচনা, রীতি, ভগ্নাংশের যোগ বা সমীকরণ, শাস্ত্রাধ্যয়নের মধ্যে চারিটি অপরিহার্য গুণ, (বৈদ্যক শাস্ত্রে) বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য, (ব্যাকরণে) ইৎসংজ্ঞক বর্ণ (অর্থাৎ কোনো কার্যের নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ যাহা কার্যকালে থাকে না), পারম্পর্য, ইতরেতর সম্বন্ধ।

অনুবন্ধতি (ক্রি) [অনু+√বন্ধ+ং+অ] অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, দ্রুত পশ্চাদবর্তী হওয়া। = **অনুজবতি**। (অতীত) **অনুবন্ধি; অন্বাগচ্ছি**। (ক্রি-বি) **অনুবন্ধিত্বা**। (ব-বিণ) **অনুবন্ধিতব্ব**। (অ-বিণ) **অনুবন্ধ**। ⇒ **অন্ধাগচ্ছতি**।

অনুবন্ধন (ক্লী) যোগ, সংযোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা সম্পর্ক, সম্বন্ধ, অনুসরণ, অনুকরণ, কুটুম্ব বা অত্মীয়, মৃগয়াকরণ, পশ্চাদ্ধাবন করণ, অনুচরবর্গ, (কার্যের) ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। (জাতক) **অনুবন্ধন দুক্খ**।

অনুবল (ক্লী) [অনু+বল] অনুবল, সহায়তা, উত্তেজনা, উদ্দীপনা, সেনাদলের পশ্চাদ্দিক রক্ষাকারী সৈন্যগণ, বড়লোকের অনুচরবর্গ, পারিষদবর্গ, একপ্রস্থ আসবাবপত্র, একটি লোকের বা এক দলের ব্যবহার্য কয়েকটি ঘর। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অনুবলংভবতি**—কাহারও সহগামী হওয়া বা পশ্চাদনুসরণ করা।

অনুবলপদান—অনুবল বা সঙ্গীর গুণ। ⇒ **অনুবল, পদান** (২)।

অনুবুজ্‌ঝতি (ক্রি) [অনু+বুজ্‌ঝতি] (সংস্কৃত—অববুধ্যতে) বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, জানা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, বোধগম্য করা, কল্পনা করা, চিন্তা করা, স্মরণ করা, মনে করা, মনোনিবেশ করা, শুভেচ্ছা জানানো, (নিজকে) প্রকৃতিস্থ করা, পুনরায় সংগ্রহ করা। **অববুজ্‌ঝতি**। (অতীত) **অনুবুজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **অনুবুদ্ধ**।

অনুবুজ্‌ঝন (ক্লী) বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, জাগরণ, ধর্মের পুনঃপ্রাবল্য। (প্রতিসম্ভিদা মার্গ) **বুজ্‌ঝন অনুবুজ্‌ঝন**।

অনুবুদ্ধ (বিণ) ১ কল্পিত, চিন্তিত, জ্ঞাত, অনুমোদিত, পরিচিত, অভিজ্ঞাত, হৃদয়ঙ্গমকৃত, অবধারিত, জ্ঞানে জাগ্রত, চেনা, স্বীকৃত, দৃষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মো বিমলেন অনুবুদ্ধো**। (বি-ভা) **বুদ্ধানুবুদ্ধ**। ২ অনুবুদ্ধ, বুদ্ধ অপেক্ষা অল্পজ্ঞানী বুদ্ধ। ⇒ **বুদ্ধানুবুদ্ধ, অনুবুজ্‌ঝতি, অনুবোধতি**।

অনুবোধ (পুং) [অনু+বোধ] (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্যনৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদন, সংবেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, জ্ঞানের সহিত জাগ্রত ভাব, অস্তিত্ব বোধ। ⇒ **অনুবুজ্‌ঝন**।

অনুবোধতি (ক্রি) [অনু+√বুধ+অ] জ্ঞানের সহিত জাগ্রত থাকা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা, গ্রহণ করা, ধারণ করা, জ্ঞাত হওয়া, জানা, বোঝা। (অতীত) **অনুবোধিং, অনুবোধং**। (অ-বিণ) **অনুবুদ্ধ**। (ব-বিণ) **অনুবোধযমান**। (করণে) **অনুবোধেতি**।

অনুবোধন (ক্লী) জাগরণ, জ্ঞাত হওন, হৃদয়ঙ্গম করণ, পরিচিত করণ, উপলব্ধিকরণ, জ্ঞানে আয়ত্ত করণ। (পটিসম্ভিদা মার্গ) **বোধন অনুবোধন**। ⇒ **অনুবোধ, অনুবুজ্‌ঝন**।

অনুবোধযমান (বিণ) জাগ্রত হয় বা হইতেছে এমন, জাগিতেছে এমন, জ্ঞাত হইতেছে এমন, হৃদয়ঙ্গম করে এমন, জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয় বা হইতেছে এমন, জানিতেছে বা উপলব্ধি করিতেছে এমন, লাভ করিতেছে এমন। ⇒ **অনুবোধতি**।

অনুবোধেতি (ক্রি) জাগাইয়া তোলা, জাগ্রত করা, জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করা। ⇒ **অনুবোধতি**।

অনুব্বজতি (ক্রি) [অনু+√বুজ+অ] বরাবর যাইতে থাকা, ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, অনুব্রজন, পথ হারানো, দিক্‌ভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত হওয়া, প্রস্থান করা, পদবিক্ষেপ করা, কাহারও সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া, পদার্পণ করা, পথে চলা, অনুগমন করা, অনুসরণ করা। (জাতক) **মগ্গং অনুব্বজতি** = **পব্বজতি** (জাতক অর্থকথা)।

অনুব্বত (বিণ) [অনু+বত] (বৈদিক—অনুব্রত) অনুব্রত,

ব্রতশীল, বিশ্বস্ত, ভক্ত, বাধ্য, অপরের ইচ্ছার অধীন।

অনুব্বিল্লাবিতত্ত (পুং, ক্লী) [অন+উব্বিল্লাবিতত্ত] অনুল্লাসিত ভাব, পরমাহ্লাদ বা বিজয়োল্লাসের অভাব, অগর্বিত মন। ⇒ **উব্বিল্লাবিতত্ত**।

অনুব্যঞ্জন (ক্লী) [অনু+ব্যঞ্জন] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ, মহাপুরুষের সহগামী অপ্রধান (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) প্রতীক সমূহ, মহাপুরুষ গুণযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ লক্ষণসমূহ, মহাপুরুষের অনুপূরক সম্পূরক অথবা অতিরিক্ত লক্ষণসমূহ। ভগবান বুদ্ধের দেহে বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ এবং অশীতি অনুব্যঞ্জন (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাপুরুষ) লক্ষণ বা চিহ্ন বর্তমান ছিল।

অনুব্রূহয়ে (ক্রি) পরিপুষ্ট করা, লালন-পালন করা, পোষণ করা, উৎসাহ দেওয়া। = **অনুব্রূহেয্য, বড়্ঢেয্য**। ⇒ **অনুব্রূহেতি**।

অনুব্রূহিত (বিণ) উন্নত, সংশোধিত, বর্ধিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, শক্তি সম্পন্ন। (তুলনীয়) ব্রূহন। ⇒ **অনুব্রূহেতি**।

অনুব্রূহেতি (ক্রি) [অনু+√ব্রূহ+এ] উন্নত করা বা হওয়া, সংশোধন করা, বৃদ্ধি পাওয়া, সদ্ব্যবহার করা, অনুরাগী হওয়া, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া, অতিরিক্ত করা, আসক্ত হওয়া, অভ্যাস করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, কৌশল করা, চালাকি করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, প্রয়শ করা। (বি-ভা) **বিবেকং অনুব্রূহেতি**—বিবেক বিহার করা অর্থাৎ নির্জন অভ্যাস বা ভাবনা করা (জাতক)। (জাতক) **সুঞ্ঞাগারং অনুব্রূহেতি**—শূন্যাগারে থাকার অভ্যাস করা। মধ্যম নিকায়ে "**মনুব্রূহেতি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ দৃষ্ট হয়। (অতীত) **অনুব্রূহেসি;** (চরিয়াপিটক) **সংবেগং অনুব্রূহযিং**—সংবেগ বৃদ্ধি করিল। (পঞ্চমী) অনুব্রূহেহি। (সপ্তমী) **অনুব্রূহেয্য**। (ভবিষ্যতে) **অনুব্রূহেস্সামি**। (তুমু) **অনুব্রূহেতুং**। (অ-বিণ) **অনুব্রূহিত**।

অনুভণনা (স্ত্রী) [অনু+ভণন] কথাবার্তা, সতর্কীকরণ, উপদেশ, পরামর্শ, ভর্ৎসনাকরণ, তিরস্কারকরণ। (বিনয়) **অনুবদনা অনুভণনা**।

অনুভব (ক্লী) অনুভব, বোধ, উপলব্ধি, প্রভাব, মহিমা, আবির্ভাব। = **অনুভবন**।

অনুভবতি (ক্রি) [অনু+√ভূ+অ] অনুভব করা, ধারণা করা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, অধীন হওয়া, ভোগ করা, অংশগ্রহণ করা, পান করা, খাওয়া, গ্রহণ করা, অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, সহ্য করা, সন্নিকটে আসা, পাওয়া। = **অনুভোতি**। (দীর্ঘনিকায়ে) **অনুভোত্তি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **অত্থং অনুভোতি**—সুফলপ্রাপ্ত হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খং অনুভবতি**—দুঃখ অনুভব করা। (জাতক) **অনুভোম**। (পেতবত্থু) **অনুভোমি বিপাকং**-কার্যের ফল পাইতেছি বা অনুভব করিতেছি। (অতীত) **অনুভবি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সম্পত্তিং অনুভবি**। (অ-বিণ) **অনুভূত**। (ব-বিণ) **অনুভবন্ত, অনুভবমান**। (ক্রি-বি) **অনুভবিত্বা, অনুভবিযান;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সম্পত্তিং অনুভবিত্বা**—সম্পত্তি পাইয়া বা পরিভোগ করিয়া; **দুক্খং অনুভবিত্বা**। (ভবিষ্যৎ) **অনুভবিস্সতি** = **বেদিস্সতি**। (কর্মবাচ্যে) **অনুভূযতি, অনুভবীযতি**।

অনুভবন (ক্লী) অনুভবন, অনুভবকরণ, উপলব্ধি করণ, অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ, জ্ঞানিন্দ্রিয়ে অনুভবকরণ, খাওয়া, ভোগকরণ, সংজ্ঞাজনিত জ্ঞান অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক বোধশক্তি বা অনুভূতি ও সংবেদন, অধীনতা। (নেত্তি) **ইট্ঠানিট্ঠানুভবনলক্খণা বেদনা**—ইষ্টানিষ্ট অনুভবের লক্ষণ বেদনা বা অনুভূতি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বেদযিত-লক্খণা বেদনা অনুভবন লক্খণা চ**—বেদযিত (অনুভূত) লক্ষণ এবং অনুভব লক্ষণ একই বেদনা (অনুভূতি)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মবিপাক অনুভবন**—কর্মবিপাক (কর্মফল) অনুভবন (অনুভবকরণ)। (জাতক) **দুক্খ অনুভবন**—শারীরিক ও মানসিক দুঃখ অনুভবকরণ।

অনুভবন যোগ্গ (বিণ) অনুভব করিবার যোগ্য, উপলব্ধি করিবার উপযোগী। ⇒ **যোগ্গ** (বিণ)।

অনুভবন্ত (বিণ) অনুভব করে এমন, সহ্য করে এমন, ধারণা করে এমন, অংশগ্রহণ করে এমন। ⇒ **অনুভবতি**।

অনুভবীযতি (ক্রি) = **অনুভূযতি**। ⇒ **অনুভূযতি**।

অনুভবীযমান = **অনুভূযমান**। ⇒ **অনুভূযমান**।

অনুভাগ (পুং) [অনু+ভাগ] অপ্রধান অংশ, ক্ষুদ্রভাগ, যাহা ত্যক্ত বা বর্জিত অংশ।

অনুভাব (পুং) অনুভাব, শক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব, সামর্থ্য, মহিমা, তেজ, রাজক্ষমতা, উদারতা, নিশ্চয়, ইঙ্গিত, সুখানুভূতি, অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব জাত জ্ঞান, যথানুক্রম, মহত্ত্বতা, জাঁকজমকতা, (অলঙ্কার শাস্ত্রে) মনোভাবব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গি ইত্যাদি, অশ্রু-ঘর্ম প্রভৃতি স্থায়ীভাবের কার্য। (করণকারকে) **অনুভাবেন**। ⇒ **আনুভাব**।

অনুভাবতা (স্ত্রী) অনুভাব, রাজক্ষমতা, প্রভাব, ক্ষমতা, শক্তি, মহিমা। ⇒ **অনুভাব**।

অনুভাযতি (ক্রি)[অনু+ভাযতি] ভয় করা, ভীত হওয়া। জাতকে "**কিস্সানুভাযিস্সং**" এর পরিবর্তে পাঠ দৃষ্ট হয় "**কিস্সা নানুভাযিস্সং**" অর্থাৎ তুমি কাহাকে ভয় করো?

অনুভাবেন (ক্রি-বিণ) অনুসারে, উপায়ে, কৌশলে, অনুভাবে, ক্ষমতায়, প্রভাবে। (জাতক) **অঙ্গবিজ্জানুভাবেন**--অঙ্গবিদ্যা প্রদর্শন কৌশলে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইদ্ধানুভাবেন**—ঋদ্ধি বা দৈবশক্তির প্রভাবে; **কম্মানুভাবেন**—কর্মানুসারে, কর্মের প্রভাবে; **রাজানুভাবেন**—রাজ ক্ষমতায়, রাজশক্তি অনুসারে;

দানানুভাবেন—দানপ্রভাবে; **পুঞ্ঞানুভাবেন**—পুণ্য বা সদ্‌কর্মের প্রভাবে। ⇒ **অনুভাব**।

অনুভাসতি (ক্রি) [অনু+ভাসতি] ভাষণ করা, (কিছুর পর অথবা কাহারও পর) বলা, উক্তি করা, মুখস্থ বলা, পুনর্বার বলা, আবৃত্তি করা।

অনুভিরম (ক্লী) সৌন্দর্য, বাহ্যিক শোভা, আভা, চাকচিক্যতা, অভিরাম।

অনুভিরমান (বিণ) = **অনুহীরমান**। ⇒ **অনুহীরমান**।

অনুভীরমান (বিণ) খুলিয়া যায় এমন, বিস্তৃত হয় এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **ছত্ত অনুভীরমান**—ছাতা খুলিয়া যায় এরূপ। ⇒ **ভীরতি, ভরতি**।

অনুভুত্ত = **অনুভূত**। ⇒ **অনুভূত**।

অনুভূত (বিণ) অনুভূত, উপলব্ধ, অবগত, জ্ঞাত, অভিজ্ঞ, দুঃখ ভোগ করিয়াছে এমন, আনন্দ, উপভোগ করিয়াছে এমন। ⇒ **অনুভবতি**। (ক্লী) দুঃখ, অভিজ্ঞতা।

অনুভূযতি (ক্রি) অনুভব করা, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জ্ঞানিন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা, অভিজ্ঞতা লাভ করা, অভিজ্ঞ হওয়া, জানিতে পারা, জ্ঞাত হওয়া। (ব-বিণ) **অনুভূযমান, অনুভবীযমান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মযা অনুভুযমান = অনুভূত; অত্তনা অনুভুযমান**—তাহার দ্বারা অনুভব করা হইয়াছে এরূপ; **দুক্খং অনুভবীযমান**। ⇒ **অনুভবতি**।

অনুভূযমান (বিণ) দুঃখানুভব করিতেছে বা করে এমন, অবগত হয় এরূপ, অভিজ্ঞতা লাভ করে এমন। = **অনুভবন্ত, অনুভবমান**। ⇒ **বেদন** [২ (বিণ)], **অনুভূযতি, অনুভবতি**।

অনুভূযমানত্ত (ক্লী) অবগত হইবার বিষয়, অভিজ্ঞতা লাভের বিষয়, জানিবার বিষয়, সহ্য করিবার বিষয়, অনুভব করিবার বিষয়, ভোগ করিবার বিষয়।

অনুভোতি (ক্রি) = **অনুভবতি**। ⇒ **অনুভবতি**।

অনুভোম (ক্রি) = **অনুভবতি**। ⇒ **অনুভবতি**।

অনুম = **অনোম**। ⇒ **অনোম**।

অনুমগ্‌গে (ক্রি-বিণ) [অনু+মগ্‌গে] রাস্তা বরাবর, পথের পার্শ্ব দিয়া, রাস্তার পাশপাশি, পথ দিয়া, ছোট পথ ধরিয়া।

অনুমজ্জতি (ক্রি) [অনু+√মজ্জ+অ] ১ বরাবর আঘাত করা, হাত বুলানো, মার্জনা করা, সাজা, মর্জন করা, ছোঁয়া, স্পর্শ করা। = **অনুমসতি**। ২ মারা, আছড়ানো, আছড়াইয়া বাহির করা। (অতীত) **অনুমজ্জি**। (কর্মবাচ্যে) **অনুমজ্জীযতি**।

অনুমজ্জন (ক্লী) হাত বুলানো, স্পর্শকরণ, আঘাতকরণ, আছড়াইয়া বাহিরকরণ, চূর্ণকরণ। এই শব্দটি সর্বদা বিচার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

অনুমজ্জীযতি (ক্রি) ⇒ **অনুমজ্জতি**।

অনুমজ্ঝ (বিণ) [অনু+মজ্ঝ] অনুমধ্য, সামান্য, মধ্যবিধ, না ভালো না মন্দ, মাঝারি, অন্তিম বা চরমে যায় না এমন।

অনুমঞ্ঞতি (ক্রি) [অনু+√মন+অ] সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, ছুটি বা বিদায় দেওয়া। (অতীত) **অনুমঞ্ঞি**। (অ-বিণ) **অনুমত**।

অনুমত (বিণ) অনুমত, অনুজ্ঞাত, সম্মত, স্বীকৃত, আদিষ্ট, ছুটি বা বিদায় প্রদত্ত, সম্মতি প্রাপ্ত, অনুমতি প্রাপ্ত। = **অনুঞ্ঞাত, মুত, অনুঞ্ঞাত**। ⇒ **অনুমঞ্ঞতি**।

অনুমতি (স্ত্রী) অনুমতি, অনুমোদন, আদেশ, স্বীকৃতি, সম্মতি, একমত।

অনুমত্ত (বিণ) অণুমাত্র, অল্প পরিমিত, সামান্য, বিন্দুমাত্র। ⇒ **অণুমত্ত**।

অনুমদতি (ক্রি) (মূল্য, উৎকর্ষ, পরিমাণাদি সম্পর্কে) যথোচিতভাবে উপলব্ধি করা এবং নিধারণ করা, মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক মূল্য পাওয়া, ধন্যবাদের সহিত প্রশংসা করা।

অনুমদস্‌সিক = **অনোমদস্‌সিক**। ⇒ **অনোমদস্‌সিক**।

অনুমসতি (ক্রি) [অনু+মসতি] ছোঁয়া, স্পর্শ করা। = **অনুমজ্জতি**।

অনুমসতি পটিমসতি—খুব মনোযোগের সহিত অনুভব করা, প্রায় সমানভাবে প্রাপ্ত হওয়া বা পৌঁছানো, প্রায় সমানভাবে রেখাপাত করা বা বিচলিত করা, আঁটসাঁটভাবে সংলগ্ন বা সংস্পৃষ্ট হওয়া। ⇒ **পটি** (৩খ)।

অনুমান (পুং) অনুমান, অনুমিতি, সিদ্ধান্ত, উৎপত্তি, ফল, আন্দাজ, ধারণা, ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয়তা, কার্য দেখিয়া কারণজ্ঞান, কারণ দেখিয়া কার্যজ্ঞান, কোনো সিদ্ধ জ্ঞান হইতে সহচর স্বরূপ অন্য জ্ঞান (যেমন—ধূম্র দেখিয়া অগ্নি ধারণা তুল্য), অর্থালঙ্কার বিশেষ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নয অনুমান**।

অনুমিত্ত (পুং) [অনু+মিত্ত] অনুমিত্র, অপ্রধান বন্ধু, অনুচর, প্রত্যক্ষ পরিচয় বা জ্ঞান, সামান্যরূপে পরিচিত ব্যক্তি।

অনুমিনাতি (ক্রি) অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, অনুমান করাবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুমিনন্তো নযং নেন্তো**। ⇒ **অনুমীযতি**।

অনুমীযতি (ক্রি) [অনু+মা+√ঈ+য] (সংস্কৃত—অনুমীয়তে) সিদ্ধান্ত করা, অনুমান করা, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। (তুলনীয়) **অনুমিনাতি**। (অতীত) **অনুমীযি**।

অনুমোদক (বিণ) অনুমোদক, অনুমোদনকারী, সমর্থক, প্রবর্তনকারী, যে ব্যক্তি প্রচলিত করে, ধন্যবাদ প্রদানকারী, (মূল্য, উৎকর্ষ, পরিমাণাদি) যথোচিতভাবে উপলব্ধি ও নির্ধারণকারী, মূল্যবৃদ্ধিকারী, ধন্যবাদের সহিত প্রশংসাকারী, উপভোগী, কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদার্হ, তুষ্টমনা।

অনুমোদতি (ক্রি) [অনু+√মুদ+অ] অনুমোদন করা, সন্তুষ্টের সহিত সম্মতি দেওয়া, কর্তব্য বলিয়া স্বীকার

করা, সমর্থন করা, ধন্যবাদার্হ হওয়া, অনুকূল মত প্রকাশ করা, প্রবৃত্তি প্রদান করা, (কিছুতে) আনন্দ প্রকাশ করা, ধন্যবাদের সহিত প্রশংসা করা, মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, (মূল্য, উৎকর্ষ, পরিমাণাদি) যথোচিতভাবে উপলব্ধি ও নির্ধারণ করা, সন্তুষ্ট হওয়া, (কিছু হইতে) উপকার পাওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া, উপভোগ করা, লাভ করা। (বিনয়) **ভত্তগ্গে অনুমোদতি**—ভোজনের পর মঙ্গল কামনা করিয়া অনুমোদন করা। (অতীত) **অনুমোদি**। (ব-বিণ) **অনুমোদমান**। (পঞ্চমী) **অনুমোদাহি**। (অ-বিণ) **অনুমোদিত**।

অনুমোদন (ক্লী) অনুমোদন, সন্তুষ্টির সহিত সম্মতি দান, কর্তব্য বলিয়া স্বীকার, অনুকূল মত প্রকাশ, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা প্রদান, ধন্যবাদ প্রদান, ভোজনের পর অথবা দানগ্রহণের পর মঙ্গলসূচক বাক্য বলিয়া অর্থাৎ ধর্মোপদেশ দিয়া অথবা দান বা ভোজন দানের উপকারিতা ও ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া আশীর্বাদ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুমোদনং দত্বা**—ধন্যবাদ প্রদান করিয়া। (জাতক) **অনুমোদনং কত্বা**—অনুমোদন অর্থাৎ মঙ্গল কামনা বা আশীর্বাদ করিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুমোদনং বত্বা**—অনুকূলে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পানীয়দানে অনুমোদনং কত্বা**—জলদানে অনুমোদন করিয়া; **অনুমোদনং করোতি**—মঙ্গল কামনা বা আশীর্বাদ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুমোদন গাথা**—ধন্যবাদ সম্বন্ধীয় গাথা বা শ্লোক, আশীর্বাদসূচক গাথা; **সত্থারং অনুমোদনং যাচিংসু**—শাস্তার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুমোদনত্থং**—ধন্যবাদ অনুসারে; **কতভত্তানুমোদন**—প্রদত্ত ভোজন অনুমোদন।

অনুমোদনত্থং—অনুমোদন করিবার নিমিত্ত, অনুমোদনের অভিপ্রায়ে। ⇒ **অনুমোদন**।

অনুমোদনমত্তেন—অনুমোদন করিবার মাত্রেই, এই হেতু সন্তুষ্ট হইয়া, এই কারণে তুষ্ট হইয়া বা আনন্দ প্রকাশ করিয়া। ⇒ **মত্ত** (১৬)।

অনুমোদনা (স্ত্রী) ধন্যবাদ বা আশীর্বাদ প্রদানকরণ, অনুমোদনকরণ, সন্তুষ্টের সহিত সম্মতি দানকরণ, অনুকূল মত প্রকাশকরণ, জ্ঞান দানকরণ।

অনুমোদনীয় (বিণ) অনুমোদনীয়, অনুমোদন করিবার যোগ্য, সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিবার কিংবা সম্মতি প্রদানের উপযুক্ত।

অনুমোদমান (বিণ) উপভোগ করে এরূপ, অনুমোদন করে এমন, সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করে অথবা সম্মতি প্রদান করে এরূপ। **দানং অনুমোদমান**—দানীয় বস্তু পরিভোগ করে এমন, সন্তুষ্টির সহিত দান গ্রহণ করে কিংবা অনুমোদন করে এমন। ⇒ **অনুমোদতি**।

অনুমোদরে (ক্রি) সন্তুষ্ট হয়, সন্তুষ্টির সহিত দান গ্রহণ করে, উপভোগ করে, অনুমোদন করে, আশীর্বাদ বা ধন্যবাদ প্রদান করে। = **পীতি সোমনস্সজাতা হোন্তি**—প্রীতি ও সৌমনস্যভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সন্তুষ্ট হয়।

অনুমোদিত (বিণ) অনুমোদিত, সম্মতি প্রদত্ত, আনন্দিত, সন্তুষ্ট, উপভোগ্য, পরিভোগ্য, অনুমত, সমর্থিত, অনুজ্ঞাত, প্রবর্তিত, প্রণোদিত। ⇒ **অনুমোদতি**।

অনুম্মত্ত (বিণ) [অন+উম্মত্ত] সুস্থির মনযুক্ত, সুস্থ মনযুক্ত, মন প্রকৃতিস্থ আছে এমন, মনে বিকার বা উন্মত্তভাব নাই এমন, পাগল নহে এমন।

অনুযন্ত (বিণ) পরবর্তী, নির্ভরশীল, প্রতীক্ষাকারী, আদেশ পালনকারী, সেবক, নীচ, প্রজা, হীনসম্ভূত, ক্ষুদ্র। (তুলনীয়) **অনুযুত্ত**।

অনুযাগিন (বিণ) [অনু+যজ] অপরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া পূজার অর্ঘ্য দান করে এমন, পূজায় বা দানে সাহায্যকারী।

অনুযাত (বিণ) অনুযাত, পশ্চাতে বা পিছে পিছে যায় এমন, অনুমত, অনুকৃত, পশ্চাৎ প্রাপ্ত, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, পশ্চাদ্ধাবিত, অন্বেষিত, চালিত। (সংযুক্ত নিকায়) **অনুযাত মগ্গস**। ⇒ **অনুযাতি**।

অনুযাতি (ক্রি) [অনু+√যা+অ] ১ পশ্চাতে গমন করা, পিছে পিছে যাওয়া, অনুগমন করা, অনুকরণ করা পশ্চাতে যাওয়া, অনুসরণ করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, পরিচালনা করা। (জাতক) **যাযন্তং অনুযাযতি = অনুগচ্ছতি** (জাতক অর্থকথা)। ২ বরাবর যাইতে থাকা, পাশ দিয়া যাইতে থাকা, পরিদর্শন করা, পাঠ করা, পরীক্ষা করা। (অতীত) **অনুযাযি**। (অ-বিণ) **অনুযাত**। (ভবিষ্যতে) **অনুযাযিস্সতি**। ⇒ **অনুসংযাযতি**। (ক্রি-বি) **অনুযাযিত্বা**।

অনুযাযতি (ক্রি) = **অনুযাতি**। ⇒ **অনুযাতি**।

অনুযাযিন (বিণ) পশ্চাদ্গমনকারী, পিছে পিছে যায় এমন, অনুকরণকারী, পশ্চাদ্ধাবনকারী, অধীনস্থ হইয়া গমন করে এমন, বশীভূত হইয়া গমন করে এমন, (সম্বন্ধ কারকে) (কাহারও) প্রজা হইয়া গমন করে এমন। = **অনুযায়ী**।

অনুযায়ী (বিণ) সহচর, সহগামী, সঙ্গী, পশ্চাদ্গমনকারী। = **অনুযাযিন**।

অনুযুজ্জনং ⇒ **অনুযুঞ্জন**।

অনুযুঞ্জতি (ক্রি) [অনু+√যুজ+ং+অ] ১ অভ্যাস করা, সাধন করা, বরাবর আদেশ পালন করা, নিত্য করা, নিয়োজিত করা, সেবা করা, আদেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করা, সন্ধান করা, সম্পাদন করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, স্বয়ং নিযুক্ত হওয়া। (ধর্মপদ) **পমাদং অনুযুঞ্জতি = পবত্তেতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **সুরামেরয-পানং অনুযুঞ্জতি = সেবতি বহুলীকরোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মট্ঠানং অনুযুঞ্জতি**। ২ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, (করণ কারকে) (কাহাকেও) সমর্পণ করা, হিসাব চাওয়া, কাজ লওয়া। ৩ আত্মনিয়োগে মনোযোগী হওয়া, সতর্কতায় অনুরক্ত হওয়া, সতর্কদৃষ্টিতে আত্মোৎসর্গ করা, কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। (অতীত) **অনুযুঞ্জি**। (অ-বিণ)

অনুযুত্ত। (কর্মবাচ্যে, ব-বিণ) **অনুযুঞ্জিযমান**। (করণে) **অনুযোজেতি**।

অনুযুঞ্জন (ক্লী) প্রযোজ্যকরণ, প্রয়োগ, উৎসর্গ, (Mrs. Rh. Davids-এর মতে) আদরে আত্মোৎসর্গ বা আত্মনিযুক্তি। বিমানবত্থু অর্থকথায় ইহার পরিবর্তে "**অনুযুজ্জনং**" বানান ভুল।

অনুযুঞ্জনা (স্ত্রী) = **অনুযুঞ্জন**। ⇒ **অনুযুঞ্জন**।

অনুযুত্ত (বিণ) ১ নিয়োজিত, নিযুক্ত, সম্পর্কে আসিয়াছে এমন, আত্মনিযুক্ত, স্থিরকৃত, ব্যবস্থাকৃত, আচরিত, বিষয়ীভূত, অভ্যস্ত, নিত্যকৃত, প্রদত্ত, একাগ্রচিত্তযুক্ত, ব্যগ্র, অভিনিবিষ্ট, দৃঢ়সঙ্কল্পিত, অনুযুক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তপরিতাপন অনুযোগং অনুযুত্ত**—আত্মপরিতাপের অভিযোগে নিযুক্ত বা ব্যস্ত। (সূত্রনিপাত) **লোভগুণে অনুযুত্ত; মেথুনং অনুযুত্ত = মেথুনং সমাযুত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **ঝাননুযুত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জাগরিযানুযুত্ত**। ২ সন্ধানরত, অনুকরণরত, সেবায় রত, সহগামী, আদেশের প্রতীক্ষায় রত, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, ছোট, প্রজা বা রায়ত হইয়াছে এমন, অধীন বা অধীনস্থ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**খত্তিযানুযুত্ত**" ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র হইয়াছে এমন; **রাজানুযুত্ত**—ছোট রাজা হইয়াছে এমন। = **অনুগামিন, সেবক**। ⇒ **অনুযুঞ্জতি**।

অনুযোগ (পুং) ১ প্রয়োগ, প্রযোজ্য, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, উৎসর্গ, নির্বাহ, সম্পাদন, প্রাণদণ্ড, হুকুমনামা, অভ্যাস, সাধন, বিচারার্থ অনুসন্ধান। (প্রায়শ "**অনুযুত্ত**" শব্দের যৌগিকে ও বিশেষ ভাষায়:—) (বিনয়) **মণ্ডনানুযোগং অনুযুত্ত**— অলঙ্কার সম্পাদনে ব্যগ্র। (দীর্ঘনিকায়) **অত্তকিলমথানুযোগং অনুযুত্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্তপরিতাপনানুযোগং অনুযুত্ত**। (বিণ) কৃত, প্রদত্ত, অভ্যস্ত। (তুলনীয়) **অনুযুত্ত**। (জাতক) **পধানানুযোগকিচ্চং**—চেষ্টাকৃত কৃত্য। (বিমানবত্থু) **ধম্মানুযোগকিচ্চং**। ২ নিমন্ত্রণ, আহ্বান, মিনতি, অনুরোধ, পুনর্বিচার, প্রার্থনা, আপিল, অনুযোগ, দুঃখজ্ঞাপন, অভিযোগ, তিরস্কার, নিন্দা, দোষরোপ, আপত্তি, বিচারার্থ অনুসন্ধান, আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত জুরি, আকুল আবেদন, অনুসন্ধান, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। (তুলনীয়) **অনুযুঞ্জতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আচরিযস্স অনুযোগং দত্বা**—আচার্যকে নিমন্ত্রণ দিয়া।

অনুযোগবন্ত (বিণ) [অনুযোগ+বন্ত] আত্মনিয়োগকারী, স্বয়ং নিযুক্ত, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, কর্তব্যপরায়ণ।

অনুযোগিন (বিণ) অনুযোগী, অনুযোগিন, সম্বন্ধযুক্ত, অনুযোগকারী, আত্মনিয়োগকারী, উৎসর্গীকৃত, সংযোগসাধক, প্রশ্নকারী, যে ব্যক্তি অভ্যাস করে, যে ব্যক্তি নিত্য করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া থাকে। (ধর্মপদ) **অত্তানুযোগিন**—যে ব্যক্তি নিজকে নিযুক্ত করে, স্বীয় চিত্ত-একাগ্রতাযুক্ত।

অনুযোগী (বিণ) = **অনুযোগিন**। ⇒ **অনুযোগিন**।

অনুযোজেতি (ক্রি) অনুযোজন করা, পশ্চাতে যোগ করা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, আক্ষেপ প্রকাশ করা, উপদেশ-ছলে তিরস্কার করা, সতর্ক করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, রাখা, উপদেশ দেওয়া, প্রয়োগ করা, উৎসাহিত করা, প্রণোদিত করা। ⇒ **অনুযুঞ্জতি**।

অনুরক্‌খক (বিণ) যে ব্যক্তি রক্ষা করে অথবা পালন-পোষণ করে, রক্ষক, পালক, পরিপোষক, অভিভাবক, রাজপ্রতিনিধি। (জাতক) **বংসানুরক্‌খক**—বংশরক্ষাকারী, কুলরক্ষক। ⇒ **অনুরক্‌খিন**।

অনুরক্‌খণ (ক্লী) সংরক্ষণ, রক্ষাকরণ, অভিভাবকত্বকরণ, রাজপ্রতিনিধিত্বকরণ, পালন-পোষণ করণ, পাহারা দেওন, চৌকিদারি কার্যকরণ। (বিণ) রক্ষা করে অথবা পাহারা দেয় এমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চিত্তানুরক্‌খণ**। = **অনুরক্‌খা**।

অনুরক্‌খণা (স্ত্রী) = **অনুরক্‌খা**। ⇒ **অনুরক্‌খা**।

অনুরক্‌খণাপধান—ধর্ম অথবা গুণ অথবা চরিত্ররক্ষণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সতর্ক দৃষ্টি। ⇒ **পধান**।

অনুরক্‌খতি (ক্রি) [অনু+√রক্‌খ+অ] অনুরক্ষা করা, যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, রক্ষা করা, বিশেষভাবে রক্ষা করা, চৌকি দেওয়া, পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, সতর্ক করা, বাঁচানো, সংরক্ষণ করা, পালন-পোষণ করা, আচ্ছাদিত করা, পরিহার করা। (অতীত) **অনুরক্‌খি**। (অ-বিণ) **অনুরক্‌খিত**। (ব-বিণ) **অনুরক্‌খমান**।

অনুরক্‌খন = **অনুরক্‌খণ**। ⇒ **অনুরক্‌খণ**।

অনুরক্‌খমান (বিণ) পালন করে এরূপ, সংরক্ষণ করে এরূপ, রক্ষা করে এরূপ, পাহারা দেয় এরূপ। = **করুণাযমানা**। ⇒ **অনুরক্‌খতি**।

অনুরক্‌খমানক = **অনুরক্‌খমান**। ⇒ **অনুরক্‌খমান**।

অনুরক্‌খা (স্ত্রী) রক্ষাকরণ, সংরক্ষণ করণ, চৌকি দেওন বা পাহারার কার্যকরণ, যত্ন করণ, বিপদ হইতে রক্ষাকরণ, বাঁচানো, পালন-পোষণকরণ, সতর্ক হওন। (সংযুক্ত নিকায়) **অনুদ্দযা অনুরক্‌খা অনুকম্পা**। = **অনুরক্‌খণ**।

অনুরক্‌খিত (বিণ) রক্ষিত, পালিত, পোষিত, তত্ত্বাবধানকৃত, অনুরক্ষিত, সংরক্ষিত। ⇒ **অনুরক্‌খতি**।

অনুরক্‌খিন (বিণ) যে ব্যক্তি রক্ষা করে, অভিভাবকত্বকারী, রক্ষাকারী, সংরক্ষণকারী, সতর্ককারী, যত্নকারী, বিপদ হইতে উদ্ধারকারী, পালন-পোষণকারী। = **অনুরক্‌খক**।

অনুরক্‌খিয (বিণ) রক্ষা করে অথবা করিতে হইয়াছে অথবা করিতে হইবে এমন, পালিত-পোষিত, সংরক্ষণ করিতে হয় এরূপ, যত্ন করিতে হয় এরূপ, সতর্ক থাকিতে হয় এরূপ। (বিনয়) **দুরানুরক্‌খিয**—রক্ষা করা দুরূহ বা কঠিন।

অনুরক্খী = **অনুরক্খিন**। ⇒ **অনুরক্খিন**।

অনুরঞ্জতি (ক্রি) [অনু+√রঞ্জ+অ] অনুরঞ্জন করা, আরোপ করা, অনুরাগ আনা, চিত্ত বিনোদন করা, আলোকে সজ্জিত করা, আলোকিত করা, সজ্জিত করা, সুন্দর করা, অনুরক্ত হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, আনন্দ করা, আনন্দিত হওয়া, রঞ্জিত করা। (অতীত) **অনুরঞ্জি**। (অ-বিণ) **অনুরঞ্জিত, অনুরত্ত**। (করণে) **অনুরঞ্জেতি**।

অনুরঞ্জিত (বিণ) অনুরঞ্জিত, রং মাখানো, যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এমন, সুন্দরকৃত, সজ্জিত, আলোকিত, উজ্জ্বলকৃত। (বুদ্ধবংস) **ব্যামপভানুরঞ্জিত**—ব্যামপ্রভায় (ব্যাম অর্থে পা হইতে মাথা এবং দুইদিকে দুই প্রসারিত হস্তের সীমা পর্যন্ত পরিমিত বিস্তৃত গোলাকার স্থান জ্যোতিতে) আলোকিত। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**সঞ্ঞিহাপভানুরঞ্জিত**" শব্দের পরিবর্তে "**সঞ্ঞিহাতপভানুরঞ্জিত**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ⇒ **ব্যাম, অনুরঞ্জতি**।

অনুরঞ্জেতি (ক্রি) [অনু+√রঞ্জ+এ] আলোকিত করা, উজ্জ্বল করা, সুন্দর করা, সজ্জিত করা, রঞ্জিত করা। (অতীত) **অনুরঞ্জেসি**। ⇒ **অনুরঞ্জতি**।

অনুরত্ত (বিণ) অনুরক্ত, অনুরত, আমোদপ্রিয়, সম্বন্ধযুক্ত, বিশ্বস্ত, অনুগত। (থেরীগাথা) **ভত্তারং অনুরত্ত**। ⇒ **অনুরঞ্জতি**।

অনুরব (পুং) প্রতিধ্বনি, পুনরুক্তি, যে ব্যক্তি স্বয়ং না বুঝিয়া অন্যের মতে বা বাক্যে সায় দেয়।

অনুরবতি (ক্রি) [অনু+রবতি] প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, প্রতিধ্বনিত হওয়া, উচ্চধ্বনি হওয়া, দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ধ্বনি হওয়া, একের ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনি করা, বিলম্ব করা, কালক্ষয় করা, গড়িমসি করা, কষ্টকরভাবে অতিবাহিত করা। (অতীত) **অনুরবি**।

অনুরবনা (স্ত্রী) দীর্ঘক্ষণ, স্থায়ী ধ্বনি, শব্দের দীর্ঘক্ষণ স্থিতি, প্রতিধ্বনি।

অনুরহো (ক্রি-বিণ) [অনু+রহো] গুপ্তভাবে, সম্মুখাসম্মুখীভাবে, মুখোমুখিভাবে, গোপনভাবে।

অনুরুজ্ঝতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অনুরুধ্যতে) নিজে অনুরূপ হওয়া, নিজে সম্মত হওয়া, আদেশমতে কার্য করা, অনুরূপ হওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা, অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, সুখী হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, অনুরোধ করা। (অ-বিণ) **অনুরুদ্ধ**।

অনুরুদ্ধ (বিণ) অনুরুদ্ধ, উপরুদ্ধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে, অনুসৃত, নিবারিত, শমিত, নিযুক্ত, সন্তুষ্ট। ⇒ **অনুরুজ্ঝতি**।

অনুরূপ (বিণ) [অনু+রূপ] অনুরূপ, সদৃশ, অনুযায়ী, যোগ্য, উপযোগী, যথোপযুক্ত, আপাতত, প্রতীয়মানা, বাহ্য, যথা প্রয়োজন, পর্যাপ্ত, পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করা হইয়াছে এরূপ, খাপখাওয়ানো, সম্মত, আদেশমতো কার্যে রত। (জাতক) **তদনুরূপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অজ্ঝাসয অনুরূপ**—ইচ্ছানুরূপ, অভ্যাস অনুযায়ী। = **পটিরূপ**।

অনুরোদতি (ক্রি) [অনু+√রুদ+অ] (কিছুর জন্য) ক্রন্দন করা, রোদন করা, কান্নাকাটি করা। (পেতবত্থু) **দারকো চন্দং অনুরোদতি**—বালক চন্দ্র প্রাপ্তির জন্য রোদন করে। (অতীত) **অনুরোদি**।

অনুরোধ (পুং) অনুরোধ, সবিনয় ভাব, প্রার্থনা, উপরোধ, প্রবৃত্তি প্রদান, সুপারিশ, খাতির, নিবারণ, প্রতীক্ষা, অনুসরণ, সম্মতি, বশ্যতা, আদেশ অনুসারে কার্যকরণ, বিচার, বিবেচনা, সন্তুষ্টি। (বিপ) **বিরোধ**।

অনুলপন (পুং) = **অনুলপনা**। ⇒ **অনুলপনা**।

অনুলপনা (স্ত্রী) [অনু+লপনা] ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, অভিযোগ, অভিযুক্তকরণ। বিনয়শাস্ত্রে ইহার বানান দৃষ্ট হয় "**অনুল্লপনা**"। (যৌগিকে) **অনুলপনা অনুবদনা; অনুলপনা অনুভণনা**।

অনুলিত্ত (বিণ) অনুলিপ্ত, লিপ্ত, অনুরঞ্জিত, রং করানো, রঞ্জিত, আসক্ত, ব্যাপৃত, কৃতাঙ্গ রাগযুক্ত, অভিষিক্ত, প্রলিপ্ত, লেপনকৃত। ⇒ **অনুলিম্পতি**।

অনুলিম্পতি (ক্রি) [অনু+√লিপ+ং+অ] অনুলেপন করা, লেপন করা, অনুরঞ্জিত করা, রঞ্জিত করা, রঙ করা, আসক্ত হওয়া, ব্যাপৃত হওয়া, অঙ্গরাগ করা, অভিষেক করা, অঙ্গে গন্ধাদি দ্রব্য লেপন করা। (অতীত) **অনুলিম্পি, অনুলিম্পেসি**। (অ-বিণ) **অনুলিত্ত**। (করণে) **অনুলিম্পেতি**।

অনুলিম্পন (ক্লী) তৈল ছিটানো, তৈলাদি বর্ষণকরণ, তৈলাদি লেপনকরণ, জলে অভিষিক্ত করণ, বিন্দু বিন্দু জল ছিটানো।

অনুলিম্পেতি (ক্রি) = **অনুলিম্পতি**। ⇒ **অনুলিম্পতি**।

অনুলেপ (পুং) [অনু+লিপ] ১ অনুলেপন, লেপন, প্রলিপ্তকরণ। ২ অনুলেপনীয় চন্দন অগুরু প্রভৃতি। ⇒ **অনুলিম্পন**।

অনুলেপতি (ক্রি) = **অনুলিম্পেতি**। ⇒ **অনুলিম্পেতি**।

অনুলেপনীয (বিণ) মলম-চন্দন-অগুরু প্রভৃতি যাহা লেপন করা যায়, অনুলেপনীয়, লেপন করিবার উপযুক্ত।

অনুলোকিন (বিণ) অবলোকন করে এমন, দেখে বা দৃষ্টিপাত করে এমন, অবলোকনকারী, দৃষ্টি প্রদানকারী, দর্শনকারী। **অবলোকিন**। (মধ্যমনিকায়) **সীস অবলোকিন**—মাথা নিচু করিয়া দেখে এমন, শির নত করিয়া অবলোকনকারী।

অনুলোকেতি (ক্রি) দেখে, দর্শন করে, দৃষ্টিপাত করে, অবলোকন করে। = **অনুবিলোকেতি**।

অনুলোম (পুং) সাদৃশ্য, তুল্যতা, অনুক্রম, মিল রাখিয়া কার্যকরণ। (বিণ) অনুলোম, নিয়মিত, ব্যবস্থানুযায়ী, সুষম, স্থায়ীরূপে ব্যবস্থাপিত, ঠিক, কালানুবর্তী, সম্পূর্ণ, অপ্রতিকূল, অনুকূল, স্বপক্ষীয়, অবিরোধী, অবিপরীত, শত্রু ভাবাপন্ন নয় এমন, স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী, উপযোগী, অনুরূপ, যোগ্য, যথোপযুক্ত, উপযুক্ত, পরিবর্তনযোগ্য, পরিবর্তন দ্বারা কিছুর সহিত খাপ খাওয়ানো যায় অথবা উপযোগী করা হয় এরূপ, সরল, সোজা, নিম্নক্রমিক, সহায়, যথাক্রমে, অনুক্রমিক। (ক্লী) ব্যবস্থানুরূপ কার্য, সোজা আদেশ, অনুক্রম অনুরূপ কার্য, অভিযোজন, প্রতিযোজন, উপযোগিতা, উপযোগী করার কার্য, উপযোগী অবস্থা, যথাক্রম, উচ্চ হইতে ক্রমশ নিম্নদিকে—এইরূপ ক্রম, শরীরের নিম্নাভিমুখ, লোমের অনুক্রমে ক্রম। (বিপ) **পটিলোম**।

অনুলোম ঞাণ—অনুলোম জ্ঞান, নিম্নদিকে চলার ক্রমিক জ্ঞান, উপযোগিতার পরিজ্ঞান, উপযোগী করিবার কার্যে অথবা অভিযোজনে অন্তর্দৃষ্টি।

অনুলোম পটিলোম—স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক নিয়মে, অনুক্রম এবং প্রতিক্রম নিয়মধারায়, অনুকূল এবং প্রতিকূল পদ্ধতিতে, সোজা এবং বিপরীত রীতিতে, নিম্নক্রমে এবং ঊর্ধ্বক্রমে, অগ্রগতিতে এবং পশ্চাদ্‌গতিতে, ইচ্ছার অনুকূলে এবং বিরুদ্ধে, অনুলোম-প্রতিলোম, অনুকূলে-প্রতিকূলে, সঙ্গত-অসঙ্গত, সম্মুখদিকে-পশ্চাদ্‌দিকে। ⇒ **অনুলোম, পটিলোম, পটি** (৩ক)।

অনুলোমিক (বিণ) উপযোগী, নিম্নক্রমিক, অনুকূল, অনুরূপ, স্বভাব অনুরূপ, অনুকূল স্বভাববিশিষ্ট, সোজা, স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী। ⇒ **অনুলোম** (বিণ)। = **অননুচ্ছবিয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সামঞ্ঞস অনুলোমিক**—শ্রামণ্য ধর্মের উপযোগী। (সূত্রনিপাত) **পব্বজিতানুলোমিক**—প্রব্রজিতের অনুকূল। (খুদ্দপাঠ অর্থকথায়) **অননুলোমিয**।

অনুলোমিয = **অনুলোমিক**। ⇒ **অনুলোমিক**।

অনুলোমেতি (ক্রি) অনুরূপ করা, সম্মত হওয়া, আদেশ মতো কার্য করা, অনুযায়ী বা অনুরূপ কার্য করা, মিল রাখিয়া কার্য করা। (অতীতে) **অনুলোমেসি**।

অনুল্লপনা = **অনুলপনা**। ⇒ **অনুলপনা**।

অনুলারত্ত (ক্লী) [অন+উলার] ক্ষুদ্রতা, সামান্যতা, তুচ্ছ বিষয়, নীচতা, অর্থহীনতা, তুচ্ছতা। ⇒ **উলারত্ত**।

অনুবজ্জ (বিণ) দোষযুক্ত, দোষারোপিত, নিন্দিত, নিন্দার্হ, দোষী, অপরাধী, কলঙ্কের ভাগী, অপমানিত, লজ্জিত, গালাগালির ভাগী, ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত।

অনুবত্তক (বিণ) ১ = **অনুপবত্তক**। ⇒ **অনুপবত্তক**। ২ পক্ষ গ্রহণকারী, দলভুক্ত, পরবর্তী, অনুরূপ কার্যকারী, যে ব্যক্তি পক্ষ গ্রহণ করে বা দলভুক্ত হয়, যে ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করে।

অনুবত্ততি (ক্রি) [অনু+√বত+এ] ১ অনুকরণ করা, অনুরূপ করা, অন্যের আদর্শ অনুযায়ী অথবা উদাহরণ গ্রহণ করিয়া কাজ করা, বাধ্য হওয়া, অনুগত হওয়া। ২ অভ্যাস করা, নিত্য করা, পুনঃপুন করা, কার্যে পরিণত করা, সম্পাদন করা, নির্বাহ করা। (করণে) **অনুবত্তেতি**।

অনুবত্তন (ক্লী) অনুবর্তন, অনুকরণ, অনুসরণ, সেবা, বাধ্যতা, অবিচ্ছেদ, সম্মত, স্বীকৃত, অন্যের ইচ্ছানুসারে কার্য, স্থানান্তরে অপসারণ, পশ্চান্নয়ন, সম্মতি, সাদৃশ্যের সহিত কাজকরণ, অনুক্রমে কাজকরণ, মিল রাখিয়া কাজ করণ, আনুগত্যতা, বশ্যতা, ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান। (জাতক) **ধম্মানুবত্তন**—ধর্মানুষ্ঠান।

অনুবত্তিকা (বিণ, স্ত্রী) যে ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করে, যে ব্যক্তি পরিবর্তন বা অনুবর্তন করে। = **অনুবত্তক**। **উক্খিত্তানুবত্তিকা**—উল্টাইয়া পরিবর্তনকারী।

অনুবত্তিন (বিণ) অন্যের ইচ্ছানুসারে কাজ করে এমন, সম্মত, অনুরূপ কার্যকারী, অনুকরণকারী, অনুসরণকারী, বাধ্য, অনুগত। (ধর্মপদ) **ধম্মানুবত্তিন**। (বিমানবত্থু) **বসানুবত্তিন = অনুকূলভাবেন বত্তনসীল** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অনুবত্তিনী (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক অন্যের ইচ্ছানুসারে কাজ করে, অনুকরণকারিণী। ⇒ **অনুত্তিন**।

অনুবত্তী (বিণ) = **অনুবত্তিন**। ⇒ **অনুবত্তিন**।

অনুবত্তেতি (ক্রি) [অন+√বত+এ] একাদিক্রমে করিতে থাকা, উত্তরাধিকারসূত্রে এক রাজার পর অন্য আর একজন রাজা হওয়া, অনুক্রমে, ক্রমানুসারে করা, ক্ষমতা পরিচালনা করা। ⇒ **অনুপবত্তেতি**। (থেরগাথা) **ধম্মচক্কং অনুবত্তেতি**—অনুক্রমে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে থাকা। (অতীত) **অনুবত্তেসি**। ⇒ **অনুবত্ততি**।

অনুবদ—অখ্যাতি, নিন্দা, তিরস্কার, গালাগালি, ভর্ৎসনা, দোষারোপ, অপমান, সতর্কীকরণ, উপদেশ, পরামর্শ। ⇒ **অনুবাদ**।

অনুবদতি (ক্রি) [অনু+√বদ+অ] ভর্ৎসনা করা, গালাগালি করা, তিরস্কার করা, দোষারোপ করা, অপমান করা, অপবাদ করা। (অতীত) **অনুবদি**। (ক্রি-বি) **অনুবজ্জ**।

অনুবদন (পুং) = **অনুবদনা**। ⇒ **অনুবদনা**।

অনুবদনা (স্ত্রী) নিন্দাকরণ, নিন্দা, অপবাদ, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, গালাগালি, অপমান, দোষারোপ। (বিনয়) **অনবাদ অনুবদনা**।

অনুবসতি (ক্রি) [অনু+বসতি] (কাহারও সহিত) থাকা, বাস করা, অবস্থান করা। (অতীত) **অনুবসি**। (অ-বিণ) **অনুবুত্থ**। (করণে) **অনুবাসেতি**।

অনুবসসং (ক্রি-বিণ) সম্বৎসরে, প্রতিবৎসরে, প্রতি বর্ষা ঋতুতে, এক বর্ষার জন্য, এক বৎসরের জন্য, বৎসরে বৎসরে। = **অনুসংবচ্ছরং**।

অনুবসসিক (বিণ) যাহার বা যে ভিক্ষুর বর্ষাবাস গত হইয়াছে, অনুবার্ষিক, বার্ষিক, সম্বাৎসরিক। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস হিসাবে ভিক্ষুবয়স গণনা করা হয়,

যেমন—ভিক্ষু উপসম্পদা লাভ করিবার পর এক বর্ষা যাপন করিলে এক বৎসর বা এক বর্ষাবাসিক ভিক্ষু বলা হয়; এইরূপে দুই বর্ষাবাসিক, তিন বর্ষাবাসিক ইত্যাদি।

অনুবাচেতি (ক্রি) পরে বলা, মুখস্থ বলা, পুনর্বার বলা, আবৃত্তি করা, কথিত বিষয় পুনরায় বলা বা আবৃত্তি করা। = **তেহি অঞ্ঞেসং বাচিতং অনুবাচেন্তি**—তাহারা অপরের কথিত কথা পুনরায় বলিতেছে (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অনুভাসেতি**।

অনুবাত (পুং) ১ [অনু+বা (প্রবাহিত হওয়া অর্থে)] অনুবাত, উপকারী বাতাস, অনুকূল বায়ু, অগ্রবর্তী বায়ু, অনুগামী বায়ু, গুরু হইতে শিষ্যের দিকে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চাদ্দিক হইতে সম্মুখ দিকে প্রবাহিত বাতাস। ২ [অনু+বা (বাহিত বায়ু দ্বারা দোলানো বা কম্পন অর্থে)] ভিক্ষুর চীবর দোলানোকারী বা ঢেউ খেলানো বাতাস। (বিনয়) **অগ্গড় অনুবাত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুবাতে অপ্পভোস্তে**—দোলকারী বাতাসে ভিক্ষুর চীবরের বন্ধন অপর্যাপ্ত ছিল বলিয়া। (বিণ) বায়ুবর্ধক, বায়ুর সহগামী। (বিপ) **পটিবাত**।

অনুবাতং (ক্রি-বিণ) বায়ুর অনুকূলে, যেই দিকে বাতাস বহে সেইদিকে, বাতাসের সঙ্গে বা বাতাসের দিকে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুবাতং পটিবাতং**। (সঙ্কস্মোপায়ন) **পটিবাতং অনুবাতং**। (বিপ) **অনুপটিবাতং, পটিবাতং**।

অনুবাতং পটিবাতং—বাতাসের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে। ⇒ **পটি** (৩ক)।

অনুবাতে (ক্রি-বিণ) [অনু+বাতে] বাতাসের অনুকূলে, বাতাসের সঙ্গে, বাতাসের সম্মুখে, বাতাসের মুখোমুখি।

অনুবাদ (পুং) ১ অনুবাদ, বারংবার কথন, ভাষান্তরিতকরণ, তরজমা, অনুকরণ। ২ অখ্যাতি, নিন্দা, বাক্য দ্বারা কেবল আরম্ভকরণ; প্রতিকূলতা, বিড়ম্বনা, উদ্দেশ্য বা জ্ঞাত বিষয়ে কথন। (যৌগিকে) **বাদানুবাদ** (দীর্ঘনিকায়)।

অনুবাদ বিমুত্ত (বিণ) নির্দোষী, নির্দোষ, নিরপরাধী, নিষ্কলঙ্ক, অনিন্দিত, দোষমুক্ত। ⇒ **অনুবজ্জ**।

অনুবাদাধিকরণ [অনুবাদ+অধিকরণ] নিন্দা তিরস্কারের প্রশ্ন বা মামলা। চারিপ্রকার "**অধিকরণ**" এর মধ্যে ইহা একটি। চতুর্বিধ "**অধিকরণ**", যথা—**বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ, আপত্তাধিকরণ, কিচ্চাধিকরণ**।

অনুবাসন (ক্লী) ১ সুগন্ধীকরণ, সৌরভযুক্ত করণ। ২ অন্তঃক্ষেপ, দেহে অনুপ্রবিষ্ট তরল ঔষধ, গুহ্যদ্বারে প্রক্ষিপ্ত তৈলাক্ত ঔষধ অথবা প্রক্ষিপ্ত করিবার পিচকারি বা ইঞ্জেকশন।

অনুবাসিত (বিণ) ১ সুগন্ধিত, সৌরভিত। ২ অন্তঃপ্রক্ষিপ্ত। ⇒ **অনুবাসেতি**।

অনুবাসেতি (ক্রি) [অনু+বাসেতি] ১ (সময়) কাটানো, অতিক্রম করা, অতিবাহিত করা, যাপন করা। ২ **ক**) সুগন্ধযুক্ত করা, সৌরভিত করা। **খ**) অন্তঃপ্রক্ষেপ করা, ইঞ্জেকশন করা বা ডুস দেওয়া। (অতীত) **অনুবাসেসি**। (অ-বিণ) **অনুবাসিত**। (ব-বিণ) **অনুবাসনীয়**। ⇒ **অনুবসতি**।

অনুবিক্খিত্ত (বিণ) অনুবিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, ছত্রভঙ্গ, ব্যাপ্ত, বিদীর্ণ, অন্তর্হিত, ছিন্নভিন্ন, ছড়ানো। (সংযুক্ত নিকায়) **অনুবিক্খিত্ত অনুবিস্ট**। ⇒ **অনুবিক্খিপতি**।

অনুবিক্খিপতি (ক্রি) [অনু+বিক্খিপতি] বিক্ষিপ্ত করা, ছত্রভঙ্গ করা, ব্যাপ্ত করা, বিকীর্ণ করা, অন্তর্হিত করা, ছিন্ন ভিন্ন করা, ছড়াইয়া দেওয়া। (অতীত) **অনুবিক্খিপি**। (অ-বিণ) **অনুবিক্খিত্ত**।

অনুবিগণেতি (ক্রি) [অনু+বি+গণেতি] যত্ন করা, রক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা, দেখাশুনা করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, হিসাব রাখা, গভীর চিন্তা করা, মনোযোগ দেওয়া, লক্ষ্য রাখা বা করা, দৃষ্টি রাখা বা করা, বিশেষ করিয়া দেখা, সম্মান করা, ব্যবহার করা, বিবেচনা করা।

অনুবিগ্গগ ⇒ **উব্বিগ্গগ**।

অনুবিচরতি (ক্রি) [অনু +বি+√চর+অ] ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া বেড়ানো, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ভ্রমণ করিয়া অতিক্রম করা, আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান করা। (অতীত) **অনুবিচরি**। (অ-বিণ) **অনুবিচরিত**। (করণে) **অনুবিচারেতি**। **অনুপরিযাতি**।

অনুবিচরণ (ক্লী) ইতস্তত ভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করিতে করিতে অতিক্রম, ধীরে সুস্থে পদব্রজে ভ্রমণ।

অনুবিচরিত (বিণ) বিবেচিত, ধ্যানকৃত, মনে মনে তোলপাড় করে এমন, প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত। (সংযুক্ত নিকায়) **মনসা অনুবিচরিত**। = **অনুচরিত**। ⇒ **অনুবিচরতি, অনুবিচারেতি**।

অনুবিচার [অনু+বিচার] ধ্যান, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা, পরবর্তী ক্রিয়া, সূচিন্তিত বিষয়, বিচার, চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ বা নিন্দা। = **বিচার**।

অনুবিচারেতি (ক্রি) চিন্তা করা, ভাবনা করা, ধ্যান করা, মনে মনে তোলপাড় করা, বিবেচনা করা। (তুলনীয়) **অনুবিচিন্তেতি**। (যৌগিকে) **অনুবিচারেতি অনুবিতক্কেতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চেতসা অনুবিচারেতি; ধম্মং চেতসা অনুবিচারেতি**। (অতীত) **অনুবিচারেসি**। (অ-বিণ) **অনুবিচারিত**। ⇒ **অনুবিচরতি**।

অনুবিচিণাতি (ক্রি) **অনুবিচিনাতি**। ⇒ **অনুবিচিনাতি**।

অনুবিচিনক (বিণ) যে ব্যক্তি পরীক্ষা করে, পরীক্ষক।

অনুবিচিনাতি (ক্রি) [অনু+বি +√চি+না] ধ্যান করা, পরীক্ষা করা। ⇒ **অনুবিচারেতি**। (অতীত) **অনুবিচিন**।

অনুবিচিন্তেতি (ক্রি) [অনু+বি+চিন্তেতি] চিন্তা করা, ধ্যান করা, মনে মনে তোলপাড় করা, বিবেচনা করা, পরীক্ষা করা। = **অনুচিন্তেতি, অনুবিচিনাতি**। (পঞ্চমী)

অনুবিচিন্তয়, অনুচিন্তয়, চিন্তয়; (সংযুক্ত নিকায়) **যোনিসো অনুবিচিন্তয়।** (ধর্মপদ) **ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং।** (ব-বিণ) **অনুবিচিন্তয়ন্তো;** (জাতক) **ধম্মং অনুবিচিন্তয়ন্তো।**

অনুবিচ্চ (বিণ) [অনু+ব+ইচ্চ] জ্ঞাত, উপলব্ধিকৃত, উত্তমরূপে জ্ঞাত বা জানিয়াছে এমন, আবিষ্কৃত, গবেষিত, স্বাদিত, অনর্গল অবগত, ধ্যানে বিদিত, পরীক্ষিত। = **বিচ্চ।**

অনুবিচ্চকার (পুং) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা বা তদন্ত, স্বাদ, পরীক্ষা, বিবেচিত কার্য, পরখ, সাধনা, সহানুভূতিশীল কার্য, গবেষণা।

অনুবিজ্জ (বিণ) = **অনুবিচ্চ।** ⇒ **অনুবিচ্চ।**

অনুবিজ্জক (বিণ) পরীক্ষক, গবেষণাকারী, অনুসন্ধানকারী, ধ্যানী, সাধনাকারী, আবিষ্কারক, যে ব্যক্তি আবিষ্কার করে।

অনুবিজ্জতি (ক্রি) [অনু+√বিদ+য] অনর্গল জানা, অনুসন্ধান করা, আবিষ্কার করা, গবেষণা করিয়া বাহির করা, জ্ঞাত হওয়া। (অতীত) **অনুবিজ্জি।** (অ-বিণ) **অনুবিদিত।** (ব-বিণ) **অনুবেজ্জ।** (ক্রি-বি) **অনুবিদিত্বা, অনুবিজ্জ, বিচ্চ।** (তুম) **অনুবিজ্জিতুং।** (করণে) **অনুবিজ্জাপেতি।**

অনুবিজ্জাপেতি (ক্রি) কাহারও দ্বারা অনুসন্ধান করানো, গবেষণা করিয়া বাহির করানো, কাহাকেও (কিছু) জ্ঞাত করানো, অনর্গলভাবে অবগত করানো বা জানানো। ⇒ **অনুবিজ্জতি।**

অনুবিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অনু+√বিধ+য] অনুবিদ্ধ করা, বিদ্ধ করা বা হওয়া, আঘাত দেওয়া, সম্বন্ধ করা, যুক্ত করা, ভূষিত করা, ব্যাপ্ত করা, গুম্ফিত করা, গ্রথিত করা বা গাঁথা, মর্ম স্পর্শ করা, মোহিত করা, পীড়া দেওয়া, বিদীর্ণ করা, ভেদ করা, আক্রান্ত হওয়া, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, অনর্গলভাবে জানা, অভিভূত হওয়া, কিছুর মধ্যে পড়া, অধীন হওয়া, সংঘটন করা, ভারাক্রান্ত করা, আবদ্ধ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অপরাধং অনুবিজ্‌ঝতি।** (অতীত) **অনুবিজ্‌ঝি।** (অ-বিণ) **অনুবিদ্ধ।**

অনুবিণতি (ক্রি) ১ (না বাচক অর্থে:—) মনোযোগী না হওয়া, অমনোযোগী হওয়া। ২ (হাঁ-বাচক অর্থে শব্দ হয় "**অপবীণতি**", তখন অর্থ হয়:—) যত্ন করা, গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, মনোযোগী হওয়া।

অনুবিতক্কেতি (ক্রি) [অনু+বি+√তক্ক+এ] প্রতিবিম্বিত করা, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী হওয়া, অধিকার করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, চিন্তা করা, ধ্যান করা, গবেষণা করা, মনে মনে তোলপাড় করা, বিবেচনা করা, নির্দিষ্ট চিন্তাধারা হইতে চ্যুত হইয়া মন অনির্দিষ্ট ভাবধারায় ছুটাছুটি করা, মনে মনে বিতর্ক করা। (যৌগিকে) **অনুবিতক্কেতি অনুবিচারেতি**—(ভাববিভ্রান্ত হইয়া মনে মনে) বিতর্ক ও বিচার করা (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অনুবিতক্কেতি অনুসসরতি।** (অতীত) **অনুবিতক্কেসি।**

অনুবিতখেতি (ক্রি) সন্দেহ করা।

অনুবিদিত (বিণ) অনুবিদিত, বিদিত, অনুজ্ঞাত, আবিষ্কৃত, উত্তমরূপে জ্ঞাত, স্বীকৃত, পরিচিত, অভিজ্ঞাত। = **অনুবুদ্ধ।** ⇒ **অনুবিজ্জতি।**

অনুবিদ্ধ (বিণ) অনুবিদ্ধ, যুক্ত, ভূষিত, ব্যাপ্ত, গুম্ফিত, গ্রথিত, একত্রিত, জড়িত, মর্মস্পর্শিত, বিদীর্ণ, ভেদিত, মোহিত। ⇒ **অনুবিধীয়তি, অনুবিজ্‌ঝতি।**

অনুবিধীয়তি (ক্রি) [অনু+বি+√ধা+ঈ+য] অনুবিধানে কার্য করা, বিধান বা নিয়ম মানিয়া চলা, অনুক্রমে কার্য করা, সাদৃশ্য রাখিয়া কাজ করা, মিল রাখিয়া কাজ করা, (উপদেশ) অনুযায়ী কাজ করা। (অতীত) **অনুবিধীযি।** (অ-বিণ) **অনুবিদ্ধ।**

অনুবিধীয়না (স্ত্রী) অনুক্রমে কার্য, মিল রাখিয়া কাজকরণ, সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া কাজকরণ।

অনুবিলোকেতি (ক্রি) [অনু+বি+ √ লোক+এ] চতুর্দিকে বিলোকন করা, দৃষ্টিপাত করা, পড়া বা পাঠ তৈরি করা, মনোযোগপূর্বক দর্শন করা, বিশেষ করিয়া দেখা, মোটামুটি বিবেচনা করা, পরিমাণ করা, জরিপ করা, একত্রিত হওয়া, সমবেত করা বা হওয়া, সঞ্চয় করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লকং অনুবিলোকেতি; পরিসং অনুবিলোকেতি।** = **অনুলোকেতি।** (অতীত) **অনুবিলোকেসি।**

অনুবিবট্ট [অনু+বিবট্ট] ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও, বিবর্তনের পর, পূর্বাকার হইতে উন্মেষপ্রাপ্ত হইয়া জাতির বা শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তির অনুপাতে, ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতি, উত্তরাধিকার, অধিকারত্বের পুনরাগমন, ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্রের অংশ, অনুবিবর্ত, ভিক্ষুর চীবর পরিমণ্ডলের সময়ে সম্মুখ দিকে ঘুরাইয়া যে রোল করা হয় উহার অংশবিশেষ। (বিনয়) **বিবট্ট অনুবিবট্ট।** ⇒ **বিবট্ট** (৩)।

অনুবিবত্ত = **অনুবিবট্ট।** ⇒ **অনুবিবট্ট।**

অনুবিসট (বিণ) বিস্তৃত, আচ্ছাদিত, প্রকাশিত, প্রচারিত।

অনুবিসত = **অনুবিসট।** ⇒ **অনুবিসট।**

অনুবুখ (বিণ) অবস্থিত, বাসকৃত, বাস করিয়াছে এমন, যাপিত, অবস্থানকৃত। (জাতক) **চিরানুবুখ।** ⇒ **অনুবসতি।**

অনুবেজ্জ (বিণ) অজ্ঞাত, দুর্বোধ্য, অজানিত। ⇒ **অনুবিজ্জতি।**

অনুব্যঞ্জন (ক্লী) [অনু+ব্যঞ্জন] অনুব্যঞ্জন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাপুরুষ-লক্ষণ, নিত্য সহগত ছোট ছোট গুণযুক্ত লক্ষণ। (বিনয়) **অনুব্যঞ্জনা'তি মহাপুরিসলক্‌খণ।** (অপাদান কারক) **অনুব্যঞ্জনসো**—সবিস্তারে।

অনুব্যঞ্জনগাহিন (বিণ) কাহারও অনুব্যঞ্জনসহ সবিস্তারে গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা আয়ত্তের মধ্যে আনা হইয়াছে

এরূপ, অনুব্যঞ্জন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণসমূহের সহিত কাহাকেও গণনায় বা মহত্ত্ব প্রকাশে ধরা হইয়াছে এরূপ, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রহণকারী বা গণনাকারী।

অনুব্যঞ্জনসো ⇒ **অনুব্যঞ্জন**।

অনুসংযাতি (ক্রি) = **অনুসংযাযতি**। ⇒ **অনুসংযাযতি**।

অনুসংযাযতি (ক্রি) [অনু+সং+যাযতি] অতিক্রম করা, পার হওয়া, ভ্রমণ করা, কোনো পার্শ্বে ফিরানো, অস্বীকার করা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা, (অসি ক্রীড়ায়) প্রতিরোধের ভঙ্গিতে থাকা, ঘুরিয়া যাওয়া, সীমা পর্যন্ত যাওয়া, বেষ্টন করা, পরিবেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখাশুনা বা তদারক করা, পরিদর্শন করা। (অতীত) **অনুসংযাযি**। (ক্রি-বি) **অনুসংযাযিত্বা; = অনুযাযিত্বা** (জাতক); (মধ্যমনিকায়) **ভগবন্তং অনুসংযাযিত্বা**। ⇒ **অনুযাতি, অনুসঞ্ঞাতি**।

অনুসংবচ্ছর (বিণ) [অনু+সংবচ্ছর] বার্ষিক, বাৎসরিক, প্রতি বৎসরের।

অনুসংবচ্ছরং (ক্রি-বিণ) বৎসরে বৎসরে, প্রতি বৎসরে, বৎসর ক্রমে। ⇒ **অনুবস্সং**।

অনুসংসন্দনা (স্ত্রী) সঙ্গে না আসা, সঙ্গী না হওয়া। ⇒ **সংসন্দনা**।

অনুসক্কতি (ক্রি) [অনু+√সক্ক+অ] পিছের দিকে অথবা একপার্শ্বে সরিয়া যাওয়া। (অতীত) **অনুসক্কি**।

অনুসঞ্চরতি (ক্রি) [অনু+সং+√চর+অ] অনুসঞ্চরণ করা, সঞ্চরণ করা, বরাবর চলিতে থাকা, ঘুরিয়া যাওয়া, ঘোরাফেরা করা, সাক্ষাৎ করা, গিয়া বা আসিয়া দেখা করা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নগরং অনুসঞ্চরতি**। (অতীত) **অনুসঞ্চরি**। (অ-বিণ) **অনুসঞ্চরিত**।

অনুসঞ্চরিত (বিণ) প্রয়াশঃকৃত, পুনঃপুন সংঘটিত, প্রায়শ যাতায়ত করিয়া সাক্ষাৎ করে এমন, বারম্বার যাইয়া সাক্ষাৎ করে এরূপ, পরিদর্শিত, প্রযুক্ত, অবলম্বিত, আশ্রিত। ⇒ **অনুসঞ্চরতি**।

অনুসঞ্চেতেতি (ক্রি) [অনু+সং+চেতেতি] মন নিবিষ্ট করা, মন একাগ্র করা, চিন্তা করা, ধ্যান করা।

অনুসঞ্ঞাতি (ক্রি) [অনু+সং+√জ্ঞা+অ] (সংস্কৃত—অনুসংযাতি) নিকটে গমন করা, (কোথায়ও) যাওয়া, দেখাশুনা করা, তদারক করা, জানা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, তত্ত্বাবধান করা, দমন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, বশে আনা। **অনুসংযাতি**। (ব-বিণ) **অনুসঞ্ঞাযমান**। (তুম) **অনুসঞ্ঞাতুং**; (অঙ্গুত্তর) **জনপদে অনুসঞ্ঞাতুং**।

অনুসঞ্ঞাযমান (বিণ) তত্ত্বাবধান করে বা করিতেছে এরূপ, দেখাশুনা করে এরূপ। (বিনয়) **কম্মন্তে অনুসঞ্ঞাযমান**।

অনুসট (বিণ) (সংস্কৃত—অনুসৃত) ছিটানো, এলোমেলো, উপর দিয়া ছড়ানো বা ছিটানো, চারিদিকে ছড়ানো, চতুর্দিকে বিতাড়িত, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে এরূপ। (বিমানবত্থু) **পদুম অনুসটমগগ**—পদ্মফুল ছড়ানো বা বিছাইয়া দেওয়া রাস্তা; = **পদুম বিপ্পকিন্নমগগ**—পদ্মফুল বিছাইয়া দেওয়া পথ (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **অনুসরতি**।

অনুসত = **অনুসট**। ⇒ **অনুসট**।

অনুসত্থর (পুং) (সংস্কৃত—অনুশাসিত্র) উপদেষ্টা, উপদেশক, আচার্য, শিক্ষক। (তুলনীয়) **অনুসাসক**।

অনুসত্থি (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অনুশাস্তি) সতর্কীকরণ, উপদেশ, পরামর্শ, নিয়ম বা আইন শিক্ষা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মানুসত্থি**। (তুলনীয়) **অনুসাসন**।

অনুসদ = **অনুস্সদ**। ⇒ **অনুস্সদ**।

অনুসদ্ধ = **অনুস্সদ**। ⇒ **অনুস্সদ**।

অনুসন্দতি (ক্রি) [অনু+√সন্দ+অ] (বৈদিক—অনুসন্দতি) ঢেউ খেলাইয়া যাওয়া, ভাসিয়া যাওয়া, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, একত্রিত হওয়া, যুক্ত হওয়া, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিকমতো যুক্ত হওয়া। (অতীত) **অনুসন্দি**। (তুলনীয়) **অনুসন্দহতি**।

অনুসন্দহতি (ক্রি) [অনু+সং+√ধা+অ] ঠিক সোজা চালানো, পথ প্রদর্শন করা, নিয়ন্ত্রিত করা, ঠিকানা লিখিয়া দেওয়া, আদেশ করা, উপদেশ দেওয়া, পরিচালকের কার্য করা, প্রয়োগ করা, লাগানো, স্থাপন করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা। (তুলনীয়) **অনুসন্দতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তং সমাপত্তিযা অনুসন্দহতি**।

অনুসন্দেতি (ক্রি) = **অনুসন্দতি, অনুসন্দহতি**। ⇒ **অনুসন্দতি, অনুসন্দহতি**।

অনুসন্ধানতা (স্ত্রী) প্রয়োগ, প্রযোজ্যতা, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, সুবিন্যস্ততা, সমন্বয়তা, নিয়মিতকরণ, ব্যবস্থাপূর্বক রক্ষাকরণ, উপযোগীকরণ, মিলানো, ঘটানো। = **অনুসন্ধি**। (ধর্মসঙ্গণী) **চিত্তস্স অনুসন্ধানতা**।

অনুসন্ধি (স্ত্রী) প্রয়োগ, প্রযোজ্যতা, দরখাস্ত, আবেদন, আবেদনপত্র, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ, সম্বন্ধ, যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়। যৌগিকে "**অনুসন্ধি**" তিন প্রকার, যথা—**১ পুচ্ছানুসন্ধি** (প্রশ্ন সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা), **২ অজ্ঝাসযানুসন্ধি** (সঙ্কল্প সমাপ্তি), **৩ যথানুসন্ধি** (যথা প্রয়োগ বা প্রযোজ্যতা)। (বি-ভা) **অনুসন্ধিং ঘটেতি**—নিষ্পত্তিতে মিলন হওয়া, সংযোগে গঠিত হওয়া, অবসান ঘটানো, ইতিহাসের প্রয়োগ অথবা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা নির্দেশ করিয়া

দেখানো।

অনুসমনুপজগ্‌ঘতি (ক্রি) [অনু+সং+অনু+পজগ্‌ঘতি] = **অনুপজগ্‌ঘতি**। ⇒ **অনুপজগ্‌ঘতি**।

অনুসম্পবঙ্কতা (স্ত্রী) [অনু+সং+পবঙ্কতা] বাদানুবাদ, বিতর্ক-বিচার, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ। ⇒ **অনুবাদাধিকরণ**।

অনুসয (পুং) (মন্দার্থে ব্যবহৃত শব্দ) অনুশয়, প্রবণতা, ঝোঁক, সুপ্ত বা অন্তর্লীন প্রবণতা, অনুতাপ, পূর্বশত্রুতা, দ্বেষ, অশ্রদ্ধা, অনুবন্ধ, মেজাজ, প্রদান, প্রয়োগ, হস্তান্তরিতকরণ, সন্দেহ, অনুধাবন, মনোনিবেশ, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, স্বাভাবিক ইচ্ছা বা ঝোঁক, অন্তর্নিহিত যত্নশীল প্রবণতা, সুপ্ত তৃষ্ণা বা আসক্তি, সুপ্ত অনুরাগ, অনুরাগ, নতি, অবনমন, লালসা, বিন্যাস, অধ্যবসায়শীল গুপ্ত বিন্যাস, পূর্ব প্রবণতা বা প্রবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব, পূর্বানুরাগ, গোলাকৃতি বস্তুর একদিকের ভার, তির্যকরেখা, সরলরেখা হইতে বক্রগমন, মনের গতি, বাঁকা বা বক্রতা। ⇒ **রাগানুসয**। (সংযুক্ত নিকায়) **অধিট্‌ঠানাভিনিবেসানুসযা** অধিষ্ঠান অভিনিবেশ অনুশয় অর্থাৎ অবিচল স্থিরতা বা দৃঢ়তা, কুসংস্কার বা পূর্বধারণা, প্রবণতা বা ঝোঁক—এই তিনটি শব্দ সমার্থবাচক। অনুশয় সপ্তবিধ, যথা—অহঙ্কার, সন্দেহ, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, হিংসা, মোহ, পূর্বজন্মের অনুরাগ।

অনুসযতি (ক্রি) [অনু+√সি+অ] সুপ্ত থাকা, বিরত থাকা, গুপ্তভাবে থাকা, অন্তর্নিহিত থাকা, সন্দেহাচ্ছন্নভাবে থাকা। (অতীত) **অনুসযি**। (অ-বিণ) **অনুসযিত**।

অনুসযিত (বিণ) গুপ্ত, সুপ্ত, সন্দেহাচ্ছন্ন, অন্তর্নিহিত। (যৌগিকে) **দীঘরত্তানুসযিত**--চিরকাল অন্তর্নিহিত, চিরসুপ্ত, চিরগুপ্ত, চির সন্দেহাচ্ছন্ন (থেরগাথা)। (তুলনীয়) **অনুসয, অনুসযিন**। ⇒ **অনুসযতি**।

অনুসযিন (বিণ) = **অনুসযিত**। ⇒ **অনুসযিত**। (দীর্ঘনিকায়) **মে দীঘরত্তানুসযিন**—আমার দীর্ঘকালের সন্দেহাচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত।

অনুসর (বিণ) অনুবর্তী, আত্মগরিমাপূর্ণ, আত্মশ্লাঘী।

অনুসরতি (ক্রি) [অনু+√সর+অ] পশ্চাদ্বর্তী হওয়া, অনুসরণ করা, অনুগমন করা, অনুকরণ করা, অনুরূপ কার্য করা। (অতীত) **অনুসরি**। (অ-বিণ) **অনুসট**। (ভবিষ্যৎ) **অনুসরিস্‌সতি**; (বর্মা অক্ষরের সংযুক্ত নিকায়ে) **ফলং অনুসরিস্‌সতি**—ফল অনুসরণ করিবে; (কিন্তু সিংহলী সংযুক্ত নিকায়ে) **বলং অনুপদস্‌সতি**—বল বা শক্তি প্রদর্শন করে। (সম্প্রদানে) **অনুসারেতি**।

অনুসারেতি (ক্রি) একসঙ্গে আনা, একত্রে মিশাইয়া আনয়ন করা, কোথায়ও পাঠাইয়া দেওয়া অথবা বিরুদ্ধে প্রেরণ করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অঞ্ঞমঞ্ঞং অনুসারেতি অনুপেসেতি**—পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া প্রেরণ করে। ⇒ **অনুসরতি**।

অনুসবতি (ক্রি) [অনু+√সু+অ] অবিরাম চলাচল হওয়া, অবিরত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, অবিশ্রান্ত বহা বা বহিয়া যাওয়া, অনবরত ঝরা বা নির্গত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **আসবা ন অনুসবতি; অনুসযন্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অকুসলা ধম্মা ন অনুবসতি; অনুসেন্তি**। ⇒ **অনুসযতি, অনুসেতি**।

অনুসহগত (বিণ) নূন্যতম সংখ্যা বা লঘিষ্ঠ পরিমাণ সঙ্গীর সহিত, বাড়ির সকলের সহিত। "**অনু**" এর স্থানে "**অণ**" শব্দও ব্যবহৃত হয়।

অনুসাযিক (বিণ) সহজাত, স্বাভাবিক, দৃঢ় সংলগ্ন, দীর্ঘকাল স্থায়ী। (মধ্যমনিকায়) **অনুসাযিক আবাধ**; (ধর্মগুম্বে) **অনুস্‌সাযিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুসাযিক রোগ**—দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ।

অনুসার (পুং) অনুসার, অনুসরণ, পশ্চাদ্‌গমন, সদৃশীকরণ, আচার। (অপাদান কারকে) **অনুসরতো**।

অনুসারিন (বিণ) অনুসারী, অনুসারিন, অনুগামী, অনুরূপ, কার্যকারী, অনুযায়ী কার্যকারী, নির্ভরশীল, প্রতিযোগিতাকারী, নির্দেশ অনুসারে কার্য করিতে চেষ্টা করে এমন, চেষ্টা করে এমন, চেষ্টিত, বিবাদকারী, অনুসারে বা অনুক্রমে কার্যকারী, কোনো ঘটনা পর্যন্ত অথবা ঘটনার পরেও জীবিত আছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মানুসারিন সদ্ধানুসারিন**--ধর্ম এবং শ্রদ্ধানুরূপ শান্তিতে বাস করে এমন। (তুলনীয়) **ভবসোতানুসারিন**—ভবস্রোতানুগামী (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **পণ্ডিতস্‌সানুসারিন**-- পণ্ডিতের অনুকরণকারী; = **বেয্যাবচ্চকর**—উৎসাহের সহিত কার্যে সাহায্যকারী (জাতক অর্থকথা)। (সদ্ধম্মোপাযন) **অত্থানুসারিন**—অর্থ বা উপায় অনুযায়ী।

অনুসারী = **অনুসারিন**। ⇒ **অনুসারিন**।

অনুসারেতি (ক্রি) = **অনুসরতি**। ⇒ **অনুসরতি**।

অনুসারেন (ক্রি-বিণ) অনুসারে, ফলে, অবলম্বন করিয়া, ধরিয়া, অনুকরণে, অনুযায়ী। **তদনুসারেন**—তদনুসারে, সেই অনুযায়ী।

অনুসাবক (পুং) অনুশ্রাবক, ছোট শ্রাবক বা শিষ্য ভিক্ষু। (বিণ) যে ব্যক্তি জ্ঞাপন করে বা ঘোষণা করে।

অনুসাবন (ক্লী) ঘোষণা, প্রচার, বিজ্ঞাপন।

অনুসাবনা (স্ত্রী) = **অনুসাবন**। ⇒ **অনুসাবন**।

অনুসাবিত (বিণ) বিজ্ঞাপিত, জ্ঞাপিত, ঘোষিত, প্রচারিত। ⇒ **অনুসাবেতি**।

অনুসাবেতি (ক্রি) [অনু+√সু+এ] প্রচার করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিত বা আগমন ঘোষণা করা। (অতীত) **অনুসাবেসি**। (অ-বিণ) **অনুসাবিত**।

অনুসাসক (পুং) উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, শিক্ষক, ধর্মসম্মত দর্শনের উপদেষ্টা, অর্থ ও আচরণ বিধির শিক্ষাদাতা। (তুলনীয়) **অনুসত্থর**। (বিণ) অনুশাসনকারী, অনুশাসক, উপদেশ প্রদানকারী, নিয়ন্ত্রণকারী।

অনুসাসতি (ক্রি) [অনু+√সাস+অ] (বৈদিক—অনুশাসতি) ১ পরামর্শ করা বা দেওয়া, খবর দেওয়া, জ্ঞাত করা, যুক্তি করা, শিক্ষা দেওয়া, পরিচালিত করা, অনুশাসন করা, আদেশ দেওয়া, আধিপত্য করা, উপদেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া, সতর্ক করা, উপদেশছলে তিরস্কার করা, উৎসাহিত করা, প্রণোদিত করা। (ধর্মপদ) **অঞ্ঞং অনুসাসতি**। ২ শাসন করা, দমন করা, বশীভূত করা, ব্যবস্থাদি দ্বারা স্থির করা, নিয়মিত করা, পরিচালিত করা, প্রভুত্ব করা, বিধিসমূহ পরিচালনা করা, নির্বাহ করা, প্রদান করা, প্রয়োগ করা, বিচার করা, জোগান দেওয়া, (কাহাকেও) গ্রহণ করা। **পঠবিং ধম্মেন অনুসাসতি**—(চক্রবর্তী রাজা সম্বন্ধে) যথাধর্ম বা ধর্মানুসারে পৃথিবী শাসন করেন (সূত্রনিপাত)। (জাতক) **রজ্জসং অনুসাসতি = রজ্জং অনুসাসতি**—রাজ্যের তত্ত্বাবধান করেন (জাতক অর্থকথা); (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **রজ্জং সাসন্তেন**। (তুলনীয়) **অনুসত্থর, অনুসত্থি, ওবদি**। (অতীত) **অনুসাসি**। (অ-বিণ) **অনুসিট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **অনুসাসিয**। (ভ-বিণ) **অনুসাসিতব্ব**। (কর্মবাচ্যে) **অনুসাসিযতি**।

অনুসাসন (ক্লী) অনুশাসন, আদেশ, বিধান, ব্যবস্থা, পরামর্শ, সতর্কীকরণ, উপদেশ, ব্যুৎপাদন, নিয়োগ, শিক্ষা, সংবাদ-জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, শিক্ষাদান, দান। (তুলনীয়) **অনুসত্থি**।

অনুসাসন পটিহারিয—অনুশাসনপ্রতিহার্য, ঋদ্ধি শিক্ষা, (বুদ্ধের) আদেশে ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের কার্য। = **অনুসাসনী পটিহারিয**।

অনুসাসনা (স্ত্রী) **অনুসাসন**। ⇒ **অনুসাসন**। (তুলনীয়) **অনুসাসনী**।

অনুসাসনী (স্ত্রী) শিক্ষা, সংবাদজ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, আজ্ঞা, বিধি, নৈতিক উপদেশ।

অনুসাসনী পটিহারিয—উপদেশ বা শিক্ষাদান। = **অনুসাসন পটিহারিয**। ⇒ **পটিহারিয**।

অনুসাসিতুং = **সাসিতুং**। ⇒ **সাসতি**।

অনুসাসিযতি (ক্রি) জ্ঞাত হওয়া, অনুশাসিত হওয়া, পরিচালিত হওয়া। ⇒ **অনুসাসতি**।

অনুসিক্‌খতি (ক্রি) [অনু+√সিক্‌খ+অ] (বৈদিক—অনুশিক্ষতি) (সম্বন্ধপদে) কাহারও বিষয় শিক্ষা করা, শিক্ষা করা, কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা করা, কাহাকেও অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করা, কাহারও উদাহরণে অনুকরণ করা, অনুকরণ করা। (সূত্রনিপাত) **বত্তং অনুসিক্‌খতি**। (ব-বিণ) **অনুসিক্‌খমান**। (করণে) **অনুসিক্‌খাপেতি**।

অনুসিক্‌খাপেতি (ক্রি) শিক্ষা দেওয়া। ⇒ **অনুসিক্‌খতি**।

অনুসিক্‌খমান (বিণ) কাহারও বিষয় শিক্ষা করে এমন, কাহারও উদাহরণে অনুকরণ করে এমন। ⇒ **অনুসিক্‌খতি**।

অনুসিক্‌খিন (বিণ) পাঠকারী, শিক্ষাকারী, অধ্যয়নকারী। (ধর্মপদ) **অহোরত্ত অনুসিক্‌খিন**—অহোরাত্র শিক্ষাকারী; = **দিবা চ রত্তিং তিস্সো সিক্‌খা সিক্‌খমান** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অনুসিট্‌ঠ (বিণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত, শাসিত, দমিত, উপদিষ্ট, আদেশপ্রাপ্ত, আধিপত্যপ্রাপ্ত। ⇒ **অনুসাসতি**।

অনুসিট্‌ঠি (স্ত্রী) পরামর্শ, সতর্কীকরণ, উপদেশ, শাসন, আদেশ।

অনুসিব্বতি (ক্রি) [অনু+সিব্বতি] সংসীবন করা, সীবন করা, সেলাই করা, সংজড়িত করা, একত্র বয়ন করা, সংযুক্ত করা, মিশ্রিত করা। (বিনয়) **পাসং অনুসিব্বতি**—জাল বোনা।

অনুসীসং (ক্রি-বিণ) [অনু+সীস] মাথায়, শিরে, মস্তকে। (বিপ) **অনুপাদং**।

অনুসুণাতি (ক্রি) [অনু+√শ্রু; সংস্কৃত—অনুশ্রুবং] শোনা, শ্রবণ করা। (অতীত) **অনসসুং**। = **অনুসুযতি**।

অনুসুম্ভতি (ক্রি) [অনু + সুম্ভতি (সোভতি)] (বৈদিক—শুম্ভ) সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, সজ্জিত করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা।

অনুসুয্যং (তুলনীয় সংস্কৃত—অনুসূযং) = **অনসুয্যং**। ⇒ **অনসুয্যং, উসুয্যতি**।

অনুসুয্যক (বিণ) [অন+উসুয্যক] ঈর্ষাহীন, অসূয়াবিহীন, অসন্দিগ্ধ, অনীর্ষী, ভালোবাসার ব্যাপারে অসংশয়ী, অসতর্ক, অনীর্ষান্বিত। = **উসুয্যাবিগমেন অনুসুয্যক** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **অনুসসুয্যক**।

অনুসূযক = **অনুসুয্যক**। ⇒ **অনুসুয্যক**।

অনুসূযতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অনুশ্রবণ) শ্রবণ করা, শোনা, কর্ণগোচর করা। = **অনুসুণাতি**।

অনুসেট্‌ঠি (পুং) [অনু+সেট্‌ঠি] অনুশ্রেষ্ঠী, মহাজনের অধীনস্থ মহাজন, বণিক, সওদাগর, অনুশ্রেষ্ঠী, ছোট ছোট শ্রেষ্ঠী, সঙ্গতিপন্ন পরিবার, ব্যাংক মালিকের অধীনস্থ ব্যাংকমালিক অথবা অংশীদার অথবা পরিচালক। (যৌগিকে) **সেট্‌ঠানুসেট্‌ঠি**—শ্রেষ্ঠী এবং অণু (ছোট ছোট) শ্রেষ্ঠীগণ, ধনী এবং সঙ্গতিপন্ন পরিবারবর্গ।

অনুসেতি (ক্রি) [অনু+সেতি] ১ অবস্থিতি করা, অর্থাৎ বাস করা, (ভাবের) সুর দেওয়া বা বারংবার উল্লেখ করা। ২ (ভাব-সম্বন্ধীয়) প্রভাবিত করা, আবিষ্ট করা, মন অধিকার করিয়া রাখা, জিদের সহিত যত্ন বা অধ্যবসায় সহকারে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করা, স্থিত বা অপরিবর্তিত রাখা, সুপ্ত থাকা, গুপ্ত থাকা, অন্তর্নিহিত থাকা, অনবরত খাটো থাকা। = **অনুসযতি**। সিংহলী সংযুক্ত নিকায়ে "**অনুসবন্তি**" শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ দৃষ্ট হয়।

(অ-বিণ) **অনুসযতি**।

অনুসোচতি (ক্রি) [অনু+√সুচ+অ] শোক করা, অনুশোচনা করা, বিলাপ করা, অনুতাপ করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (সূত্রনিপাত) **অতীতং ন অনুসোচতি**। (অতীত) **অনুসোচি**।

অনুসোচন (ক্লী) অনুশোচনা, অনুতাপ, শোক, বিলাপ, দুঃখ প্রকাশ।

অনুসোত (পুং) অনুস্রোত, স্রোতানুকূল, নিম্নগামী স্রোত। (বিপ) **পটিসোত**।

অনুসোতং (ক্রি-বিণ) স্রোতের অনুকূলে, স্রোত বরাবর, স্রোতের গতি অনুসারে, নিম্নগামী স্রোতে। (বিপ) **পটিসোতং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গঙ্গায অনুসোতং আগচ্ছন্তো**—গঙ্গায় স্রোতের অনুকূলে আসিলে।

অনুসোতং পটিসোতং—স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে, নিম্নগামী স্রোতে এবং ঊর্ধ্বগামী স্রোতে, স্রোতের গতি অনুসারে এবং বিপরীত দিকে। ⇒ **পটি** (৩ক)।

অনুসোতগামিন (বিণ) স্রোতের অনুকূলে গমনকারী, কাহাকেও নিজ প্রবণতা বা অনুরাগ অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া হয় এরূপ, কাহারও ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতে দেওয়া হয় এরূপ, অপরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে এমন। **সোতং অনুগচ্ছন্তো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিপ) **পটিসোতগামিন**।

অনুসোতগামী = **অনুসোতগামিন**। ⇒ **অনুসোতগামিন**। (বিপ) **পটিসোতগামী**।

অনুস্সত = **অনুস্সদ**। ⇒ **অনুস্সদ**।

অনুস্সতানুত্তরিয [অনুস্স+অনুত্তরিয] শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ভাবনা।

অনুস্সতি (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অনুস্মৃতি) অনুস্মৃতি, স্মৃতি, স্মরণশক্তি, অনুস্মরণ, স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি, স্মরণ, মনোযোগিতা, লক্ষ্য, স্মরণার্থ চিহ্ন, স্মারকবস্তু, গবেষণা, চিন্তা, দশ প্রকার অনুস্মৃতি ভাবনা। দশবিধ অনুস্মৃতি ভাবনা, যথা—**১ বুদ্ধানুস্সতি** (বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ বুদ্ধের নয় প্রকার গুণের মধ্যে যে কোনো একটি গুণ স্মরণ বা ভাবনা করা), **২ ধম্মানুস্সতি** (ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ ধর্মের ছয় প্রকার গুণের মধ্যে যে কোনো একটি গুণ স্মরণ বা ভাবনা করা), **৩ সঙ্ঘানুস্সতি** (সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ সঙ্ঘের নয় প্রকার গুণের মধ্যে যে কোনো একটি গুণ স্মরণ বা ভাবনা করা, **৪ সীলানুস্সতি** (শীলানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ শীল পালন-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনে সতর্ক থাকিয়া শীলগুণসমূহ স্মরণ বা ভাবনা করা), **৫ চাগানুস্সতি** (ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ নিষ্কলুষ শ্রদ্ধার সহিত দানকার্য সম্পাদনের পর ফলসম্বন্ধে গুণসমূহ স্মরণ বা ভাবনা করা), **৬ দেবতানুস্সতি** (দেবতানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ দেবকুলে দেবগণের গুণাবলী স্মরণে চিন্তনমিত বা লয় করিয়া ভাবনা করা), **৭ আনাপাননুস্সতি** (আনাপাননুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসে স্পর্শিত স্থানে মন নিবদ্ধ করিয়া একাগ্রতার সহিত স্মরণ বা ভাবনা করা), **৮ মরণানুস্সতি** (মরণানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ পার্থিব বস্তু বা জীবজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়ের বশে মৃত্যু বা পরিবর্তনের অধীন বলিয়া স্মরণ বা ভাবনা করা), **৯ কাযগতানুস্সতি** (কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ দৈহিক বস্তুসমূহ ঘৃণিত ও আত্মপরবশ নহে, তদ্ধেতু উহারা অনিত্য, দুঃখজনক ও আত্মবস্তু নহে বলিয়া স্মরণ বা ভাবনা করা), **১০ উপসমানুস্সতি** (উপশমানুস্মৃতি ভাবনা অর্থাৎ দুঃখ নিরত্তি দ্বারা উপশম বা প্রশান্তিভাব লাভ হয় বলিয়া স্মরণ বা ভাবনা করা)। = **অনুস্সরণ**। ⇒ **অনুত্তরিয, অনুস্সতানুত্তরিয**।

অনুস্সত = **অনুস্সদ**। ⇒ **অনুস্সদ**।

অনুস্সদ (বিণ) [অন+উস্সদ] গর্বহীন, নিরহঙ্কার, ঔদ্ধত্যরহিত। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **তণ্হা উস্সদাভাব**; (ধর্মপদ অর্থকথায়) **তণ্হা উস্সাবাভাব**। **উস্সদ** শব্দের শেষভাগেও দ্রষ্টব্য।

অনুস্সর = **অনুস্সদ**। ⇒ **অনুস্সদ**।

অনুস্সরণ (ক্লী) অনুস্মরণ, স্মরণকরণ, অতীত বিষয়-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানন বা মনে করণ। ⇒ **অনুস্সরতি, অনুস্সতি**।

অনুস্সরতি (ক্রি) [অনু √ সর + অ] (বৈদিক—অনুস্মরতি) স্মরণ করা, মনে করা, স্মরণ রাখা, মনে রাখা, মনোনিবেশ করা, শুভেচ্ছা জানানো, বকশিশ দেওয়া, ভাবনা করা, ধ্যান করা, স্মৃতি করা, অনুস্মরণ করা, ধারণা করা, লক্ষ্য করা, গবেষণা করা, চিন্তা করা, অবগত হওয়া, বুদ্ধানুস্মৃতি আদি ভাবনা করা, সতর্কিত থাকা। (দীর্ঘনিকায়) **জাতিতো অনুস্সরতি**—জন্মান্তরের বিষয় স্মরণ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **পুব্বেনিবাসং অনুস্সরতি**—পূর্বনিবাস বা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করা; **ধম্মং অনুস্সরতি অনুবিতক্কেতি; কপ্পসহস্সং অনুস্সরতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তথাগতং ধম্মং সঙ্ঘং অনুস্সরতি; নিবাসং অনুস্সরতি; কল্যাণমিত্তে অনুস্সরতি**। (অতীত) **অনুস্সরি**। (অ-বিণ) **অনুস্সরিত**। (করণে) **অনুস্সরাপেতি**।

অনুস্সরাপেতি (ক্রি) (কাহাকেও) স্মরণ করাইয়া দেওয়া, মনে করাইয়া দেওয়া, জানাইয়া দেওয়া। (অতীত) **অনুস্সরাপেসি**। ⇒ **অনুস্সরতি**।

অনুস্সরিত (বিণ) অনুস্মৃত, স্মরণ করিয়াছে এমন, মনে করিয়াছে বা স্মৃতি জাগ্রত করিয়াছে এমন। ⇒ **অনুস্সরতি, অনুস্সরিতর**।

অনুস্সরিতর (বিণ) যে ব্যক্তি স্মরণ করে, যে ব্যক্তি মনে রাখে, স্মৃতি ভাবনাকারী, ধ্যানী, চিন্তাকারী, স্মরণকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **সরিতর অনুস্সরিতর**।

অনুস্সরিতু = **অনুস্সরিতর**। ⇒ **অনুস্সরিতর**।

অনুস্সব (পুং) [অনু+সব; বৈদিক—শ্রবস (ক্লী)] জনশ্রুতি, জনরব, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত, প্রবাদ বা প্রথা, বিবরণী, গুজব, শব্দ, খ্যাতি। জাতকে এখানে শব্দাংশ **"কির"** সম্পর্কে :—**কির অন্নুস্সবত্থে নিপাতো**; (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **অনুস্সবন**। (করণ কারকে) **অনুস্সবেন**।

অনুস্সবন (ক্লী) [অনু+সবন] জনশ্রুতি, জনরব। = **অনুস্সব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কির-সদ্দো অনুস্সবনে**। ⇒ **অনুস্সবনে**।

অনুস্সবনে—জনশ্রুতি হইতে, জনরব হইতে। ⇒ **অনুস্সবন**।

অনুস্সবিক (বিণ) "জনশ্রুতি সম্বন্ধীয়", পরম্পরাগত, চিরাচরিত, জনশ্রুতির মালিকান, যে ব্যক্তি পরম্পরাগত প্রবাদ বা জনরব অনুসারে একেবারে ঘরোয়া, যে ব্যক্তি খ্যাতি বা যশ অনুসারে পরিচিত। (তুলনীয়) **অনুস্সুতিক**।

অনুস্সবেন (ক্রি-বিণ) জনশ্রুতি দ্বারা, জনরব দ্বারা, খ্যাতি দ্বারা, বিবরণী হিসাবে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"ইতিহীতিহঃ"** সম্পর্কে **"অনুস্সবেন"** শব্দ দৃষ্ট হয়। ⇒ **অনুস্সব**।

অনুস্সাবক (পুং) যে ব্যক্তি ঘোষণা বা বিজ্ঞাপিত করে, ঘোষক, বিজ্ঞাপক, কথক, প্রকাশক, বক্তা (ইহা বিনয়ে **"কম্মবাচা"** সম্পর্কে বলা হইয়াছে)।

অনুস্সাবন (ক্লী) প্রচার, প্রকাশ, ঘোষণা।

অনুস্সাবনা (স্ত্রী) = **অনুস্সাবন**। ⇒ **অনুস্সাবন**।

অনুস্সাবিত (বিণ) ঘোষিত, বিজ্ঞাপিত, প্রচারিত, প্রকাশিত। ⇒ **অনুস্সাবেতি**।

অনুস্সাবিযমান (বিণ) ঘোষণা করে বা করিতেছে এরূপ। ⇒ **অনুস্সাবেতি**।

অনুস্সাবেতি (ক্রি) [অনু+√সু+এ] ঘোষণা করা, জনশ্রুতিতে আনা, বিজ্ঞাপিত করা, বাহিরে প্রকাশ করা, উচ্চশব্দে দোষীর দোষ প্রচার করা। (বিনয়) **সদ্দং অনুস্সাবেতি**। (অ-বিণ) **অনুস্সাবিত**। (কর্মবাচ্যে ব-বিণ) **অনুস্সাবিযমান**।

অনুস্সুক (বিণ) [অন+উস্সুক] উৎসাহহীন, নিরুৎসাহ, সাহসহীন, অনুৎসাহী, অনুৎসাহিন, নিরুদ্যম, অলোভী, নিরুদ্বেগ, উদ্বেগহীন। (তুলনীয়) **অনুস্সুকিন, অপলাসিন**। ⇒ **উস্সুক** [বিণ (১,২)]।

অনুস্সুকিত = **অনুস্সুক**। ⇒ **অনুস্সুক, উস্সুকিত**।

অনুস্সুকিন = **অনুস্সুক**। ⇒ **অনুস্সুক**।

অনুস্সুক্ক (বিণ) নিরুদ্বেগ, নিশ্চেষ্ট। = **অপ্পোস্সুক্ক**।

অনুস্সুত (বিণ) ১ [অন+উস্সুত] তৃষ্ণামুক্ত, বিতৃষ্ণ, লোভহীন, নির্লোভ। = **উস্সাবাভাবেন অনুস্সুত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অনুস্সদ**। ২ [অনু+সুত] (কোনো বিষয়ে) শুনিয়াছে এরূপ, অনুশ্রুত, শ্রুত। ⇒ **উস্সুত**।

অনুস্সুতিক (বিণ) পরম্পরাগত প্রথায় চলে এমন, খ্যাতি বা যশ অনুসারে কার্য করে এমন, জনশ্রুতি অনুযায়ী চলে বা শিক্ষা করে এমন। (তুলনীয়) **অনুস্সবিক**।

অনুস্সুয্যক = **অনুসুয্যক**। ⇒ **অনুসুয্যক**।

অনুহসতি (ক্রি) [অনু+হসতি] উপহাস করা, ঠাট্টা করা, পরিহাস করা, বিদ্রূপ করা।

অনুহীরতি (ক্রি) অবধারিত হওয়া, নির্ণীত হওয়া, নির্ধারিত হওয়া, নিশ্চিত হওয়া। (ব-বিণ) **অনুহীরমান**।

অনুহীরমান (বিণ) অবধারণ করে এরূপ, নির্ধারণ করে এরূপ, নির্ণয় করে এরূপ। (**দীর্ঘনিকায়**) **অনুভিরমান**। ⇒ **অনুহীরতি**।

অনূন (বিণ) [বৈদিক—অনূন, অন+উন] অনূন, কম নহে এরূপ, উন নহে এরূপ, সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনূন পরিপূর**; (বর্ণনায়) **অনবয**। ⇒ **উন**।

অনূনক = **অনূন**। ⇒ **অনূন**।

অনূনতা (স্ত্রী) অনূনতা, পরিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা, পর্যাপ্ততা।

অনূপ (বিণ) [বৈদিক—অনূপ, অনু+অপ] অনূপ, জলময়, ভিজা, আর্দ্র, সিক্ত। (পুং) জলাভূমি, নীচ জায়গা। = **অনোপ**। (জাতক, মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনূপ খেত্ত**।

অনূপঘাত (বিণ) [অনু+অপ+ঘাত] অবধ্য, অনুপঘাত, হত্যা বা খুন করা হয় নাই এরূপ, অপঘাত করা হয় নাই এরূপ। = **অনুপহননঞ্চেব অনুপঘাতনঞ্চ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অনুপঘাত**।

অনূপধিক (বিণ) যাঁহার পুনর্জন্মের অবশিষ্ট নাই, আসক্তিহীন, অনাসক্ত, অনুরাগহীন। = **অনুপধিক**। ⇒ **উপধি, উপধিক**।

অনূপনাহিন (বিণ) [অন+উপনাহিন] ক্রোধহীন, অক্রোধী, অক্রোধিত, অক্রোধন, অক্রূর, অনীর্ষান্বিত, অহিংস, অদ্বেষ, মন্দ ইচ্ছা পোষণ করে না এমন।

অনূপম (বিণ) অনুপম, অতুলনীয়, তুলনাহীন, যাহার উপমা বা তুলনা নাই, নিরুপম, অত্যুত্তম। = **অনুপম**।

অনূপয = **অনুপয**। ⇒ **অনুপয**।

অনূপলিত্ত (বিণ) [অন+উপলিত্ত] নির্দাগী, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অপ্রলিপ্ত, চন্দনাদি সুগন্ধ দ্বারা প্রলিপ্ত নহে এরূপ। = **অনুপলিত্ত**। ⇒ **উপলিত্ত**।

অনূপবাদ [অন+উপবাদ] উপবাদ বা গালাগালি না করিয়া, নিন্দা তিরস্কার না করিয়া, অসন্তুষ্ট না হইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, দোষ গ্রহণ না করিয়া। = **অনুপবাদ, অনূপবাদনঞ্চেব অনুপবদাপনঞ্চ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অনূহঞ্ঞতি (ক্রি) [অন+উপহঞ্ঞতি] উন্মূলিত না করা, উৎপাটন না করা, ধ্বংস না করা, বিনষ্ট না করা, স্থানান্তরিত না করা। (অতীত) **অনূহঞ্ঞি**। (অ-বিণ) **অনূহত**।

অনূহত (বিণ) অনুন্মূলিত, অনুৎপাটিত, ধ্বংস বা বিনষ্ট করা হয় নাই এরূপ, স্থানান্তরিত করা হয় নাই এরূপ। = **অসমুচ্ছিন্ন**।

অনেক (বিণ) [অন+এক] অনেক, বহু, একটি নয় এরূপ, একভিন্ন, একাধিক, নানা, প্রচুর, যথেষ্ট, অসংখ্য, অগণিত। **অনেক সংবট্টকপ্পা**—অগণিত সংবর্তনিক কল্প। (সূত্রনিপাত) **অনেক সাখা**। (ধর্মপদ) **অনেক জাতিসার**। = **নেক**।

অনেকংসকত (পুং) **অনেকংসিকতা**। ⇒ **অনেকংসিকতা**।

অনেকংসা (স্ত্রী) [অন+একংসা] সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা।

অনেকংসিক ⇒ **একংসিক**।

অনেকংসিকতা (স্ত্রী) সন্দেহযুক্ততা, সংশয়তা, অনিশ্চয়তা। ⇒ **একংসিকতা**।

অনেক চিত্ত (বিণ) বহুপ্রকার চিত্রবিচিত্র। = **নেকচিত্ত**।

অনেক ধাতু—বিভিন্ন প্রকার ধাতু। ⇒ **ধাতু**।

অনেক পরিযায়েন—অনেক পর্যায়ে, নানাভাবে, বহু প্রকারে, বিধি উপায়ে।

অনেকপ্পকার—নানাবিধ, বহুবিধ, অনেক প্রকার, বিবিধ প্রকার, অনেক সংখ্যক, একাধিক, কতিপয়, নানাপ্রকার, নানারূপ, বিবিধরূপ।

অনেক ভাগসো—অনেক অংশে ভাগ ভাগ করিয়া। ⇒ **ভাগসো**।

অনেকরূপ = **অনেকপ্পকার**। ⇒ **অনেকপ্পকার**। = **অনেকবিধ**। ⇒ **রূপ** (৩)।

অনেকরূপেন—নানাপ্রকারে।

অনেকবিধ (বিণ) অনেক সংখ্যক, বহুবিধ, অনেক প্রকার, নানাবিধ, নানা প্রকার। = **অনেকরূপ**। ⇒ **বিধ** (১)।

অনেক বিহিত (বিণ) = **অনেকবিধ**। ⇒ **অনেকবিধ**।

অনেকসো ⇒ **একসো**।

অনেজ (বিণ) [অন+এজ] বাসনামুক্ত, তৃষ্ণাবিমুক্ত, লিপ্সা বিরহিত, অবিচলিত, উদাসীন, শান্ত, নির্বিঘ্ন, নির্লিপ্ত, অনালোড়িত, আবেগহীন, স্থির, অনিচ্ছুক, নিষ্কাম, প্রশান্ত, নিস্তব্ধ। = **তণ্হায অভাবেন, নিত্তণ্হ**। (বিপ) **এজানুগ**। ⇒ **আনেজ্জ**।

অনেঞ্জাভিসঙ্খার— অরূপ ব্রহ্মলোকের বিপাক সংস্কার।

অনেধ (বিণ) [অন+এধ] ইন্ধনাহীন, জ্বালানিকাষ্ঠ বিহীন। = **অনিন্ধন**। ⇒ **এধ**।

অনেল = **অনেল্**। ⇒ **অনেল্**।

অনেলক = **অনেল্ক**। ⇒ **অনেল্ক**।

অনেল্ (বিণ) নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, শুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার, অনাবিল। (বিপ) **নেল্**।

অনেল্ক (বিণ) [অন+এড়; এড় = এন; ⇒ **নেড়**] পবিত্র, পরিষ্কার, শুদ্ধ। = **অনেল**।

অনেল্গল (বিণ) লালা পড়ে না এমন, নিষ্ঠাবান বা থুথু পড়ে না এমন, দূষিত রস গলে না বা বিন্দু বিন্দু পড়ে না এরূপ, ঝলসানো মাংসের দূষিত রস ক্ষরিত হয় না এরূপ, দূষিত রস চোয়ায় না বা চুপসে না এরূপ, অবিগলিত দূষিত, শুদ্ধ, পরিষ্কার, (সাহিত্যে) পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কার গলনলি। (দীর্ঘনিকায়) **এলগলন বিরহিত**।

অনেল্মূগ (বিণ) যাহার কণ্ঠস্বর পরিশুদ্ধ, যাহার গলার স্বর বা শব্দ পরিষ্কার অথবা পরিস্ফুট, বোবা বা নির্বাক নহে এমন। = **অলালামুখ**।

অনেল্ বাচা—পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কার গলায় ভাষণ দেয় এমন, নির্দোষ স্বরে কথা বলে বা বক্তৃতা করে এমন। (স্ত্রী) শুদ্ধ বাক্য, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার কথা, স্পষ্ট উচ্চারণ।

অনেসনা (স্ত্রী) [অন+এসনা] উপার্জন করিবার ভুল পথ, আয়ের অপকৌশল, ভুল পথে চলিয়া অর্থাৎ নিন্দনীয় কাজ করিয়া আয়করণ, অনুপযোগিতা, অশ্লীলতা, অপবিত্রতা।

অনো (যৌগিকে "**অন**", "**অব**" এর ন্যায় উপসর্গপদ) = **অব**। ⇒ **অব**।

অনোক (বিণ) [অন+ওক] গৃহহীন, গৃহত্যাগী, অনাগারিক, সংসারত্যাগী, নিরাসক্ত, অনাসক্ত, বিরাগী, একাকী, একাচারী। (ক্লী) গৃহহীন অবস্থা, গৃহত্যাগের অবস্থা, সাংসারিক বিষয়াসয় ত্যাগে মুক্ত অবস্থা, অনাসক্ত ভাব, বিরাগ, একাচার, নির্জনবাস। ⇒ **ওকা**। (ধর্মপদ) **ওকা অনোকং আগম্ম**—আকাশ বা মুক্ত অবস্থায় আসিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া, অনাসক্ত হইয়া।

অনালয (ধর্মপদ অর্থকথা)। (মহানির্দেশ) **অভিসঙ্খার সহগতস্স বিঞ্ঞাণস্স ওকাসং ন করোতি**—সংস্কারযুক্ত বিজ্ঞানের অবকাশ করে না অর্থাৎ সংস্কারযুক্ত বিজ্ঞানমুক্ত অবস্থা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ-আদিনং অনোকাসভূত**। = **ওকম পহায**। ⇒ **ওক**।

অনোক সারিন (বিণ) অনাগারচারী, গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসীরূপে বাস করে এমন, সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী বা গৃহহীন হইয়া বাস করে এমন, সংসার বিষয়ে অনাসক্তভাবে বিচরণ করে এমন, গৃহহারারূপে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। = **অনালযচারিন**—অনালয়চারী, গৃহত্যাগী, সংসারে অনাসক্ত।

অনোকাস (বিণ) অনবকাশযুক্ত, অবকাশহীন, সুযোগের অভাব হইয়াছে এরূপ, অনুমুক্ত, অমুক্ত, অনবসরযুক্ত, বিরামহীন, সময় নাই এরূপ, অপ্রশস্ত সময়যুক্ত, অবকাশ নাই এরূপ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ-আদিনং অনোকাসভূত**—বিজ্ঞানাদি উৎপন্ন হইবার অবকাশ বা অবসর নাই এরূপ।

অনোকাসকত ⇒ **ওকাস** (৩)।

অনোকাসভূত ⇒ **ওকাস** (৩)।

অনোকাস সভাব ⇒ **ওকাস** (৩)।

অনোক্কসারিন (বিণ) = **অনালয়চারিন**। ⇒ **অনালয়চারিন, অনোকসারিন**।

অনোঘ (বিণ) [অন+ওঘ] জলপ্লাবনহীন, স্রোতহীন, যে জলপ্লাবন বা স্রোত ভাসাইয়া নিতে পারে না তাদৃশ শান্ত বা স্থির। **অনোঘ তিন্ন**। ⇒ **ওঘ**।

অনোজক = অনোজা। ⇒ **অনোজা**। বিমানবত্থু অর্থকথা দ্রষ্টব্য যেখানে "**যোধিকা বন্ধুজীবকা**" এর সহিত শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

অনোজগ্‌ঘতি = অনুজগ্‌ঘতি, সঞ্জগ্‌ঘতি। ⇒ **অনুজগ্‌ঘতি, সঞ্জগ্‌ঘতি**।

অনোজপুপ্ফ (ক্লী) অনোজ নামক একপ্রকার পুষ্প যাহা মালা গাঁথিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র গাছের ফুল, (দেশীয় কথায়) বনফুল। ⇒ **অনোজা**।

অনোজপুপ্ফদাম—অনোজ পুষ্পের মালা, বনফুলের মালা। ⇒ **অনোজপুপ্ফ, দাম**।

অনোজবন্ত ⇒ **ওজবন্ত**।

অনোজা (স্ত্রী) কমলা রঙের লালজাতীয় ফুলের গাছ। **কোরণ্ডক পুপ্ফ**—করবী পুষ্প (?)।

অনোজা পুপ্ফ (ক্লী) লাল ফুল বা একপ্রকার ফুলের নাম। ⇒ **অনোজা, অনোজপুপ্ফ**।

অনোজাপুপ্ফদাম--অনোজা পুষ্পের মালা। ⇒ **অনোজপুপ্ফদাম, অনোজাপুপ্ফ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনোজাচঙ্গোটক**।

অনোজাচঙ্গোটক = অনোজাপুপ্ফ, অনোজাপুপ্ফদাম। ⇒ **অনোজাপুপ্ফ, অনোজাচঙ্গোটক**।

অনোণমি-দণ্ড = অনোনমি-দণ্ড। ⇒ **অনোনমি-দণ্ড**।

অনোতত্ত (পুং) অনবতপ্ত হ্রদ। ইহা হিমালয়ের একটি হ্রদের নাম। ইহার জল সর্বদা তপ্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম অনোতত্ত বা অনবতপ্ত হ্রদ। এই হ্রদ হইতে সিন্ধু নদী, গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ ইত্যাদি বহু নদ-নদী ভারতের দিকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম মানস সরোবর হ্রদ।

অনোত্তপিন = অনোত্তাপী। ⇒ **অনোত্তাপী**।

অনোত্তপ্প (ক্লী) [অন+ওত্তপ্প] অনৌত্তাপ্যতা, ঔত্তাপ্যহীনতা, পাপে ভয়হীনতা, পাপের ফল-সম্বন্ধে উদাসীনতা, হঠকারিতা, বিবেকশূন্যতা, অমনোযোগিতা, আসবধানতা, ন্যায়ান্যায় বোধশক্তির অভাব, বিবেকের অভাব, সাবধানতার অভাব, ন্যায়পরতার অভাব, দুষ্টভাব বা দুষ্টামি, নীতিজ্ঞানশূন্যতা, নৈতিকতায় উপহাস, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানে অবজ্ঞা, ধর্মাচরণে তাচ্ছিল্যতা, পাপাচরণে অভ্যাস, পাপাচরণে ভয়হীনতা, কঠিন হৃদয়তা। (বিণ) উদাসীন, পাপপাচরণে ভয়হীন, অন্যায়পর, অসাবধান। (দীঘনিকায়) **অহিরিক অনোত্তপ্প**। (তুলনীয়) **অনোত্তাপিন**।

অনোত্তাপ্পিন (বিণ) সাহসী, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, প্রগলভ, নির্লজ্জ, স্পষ্ট, খাড়া, ফল-সম্বন্ধে উদাসীন, হঠকারী, অবিবেকী, অনবহিত, অসাবধান, পাপী, অধার্মিক, অসন্ধিগ্ধ। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **অনোত্তপ্পিন অহিরিক**। = **অনোত্তাপিন**।

অনোত্তাপিন অনোত্তাপী। ⇒ **অনোত্তাপী**। (সূত্রনিপাত) **অনোত্তাপিন অহিরিক**।

অনোত্তাপী (বিণ) অনৌত্তাপ্য, পাপে ভয়হীন, সাহসী, পাপের ফল সম্বন্ধে উদাসীন, হঠকারী, বিবেকশূন্য, অনবহিত, অসাবধান, পাপাচরণে অভ্যস্ত, কঠিন হৃদয়যুক্ত। = **অনোত্তপ্পিন**।

অনোদক (বিণ) [অন+উদক] নির্জল, জলশূন্য, শুষ্ক। ⇒ **ওদক**।

অনোদিস্‌স (ক্রি-বিণ) ⇒ **ওদিস্‌স**।

অনোদিস্‌সক (বিণ) [অন+ওদিস্‌স+ক] অপ্রতিরুদ্ধ, অবাধ, সাধারণ, সমগ্রজাতীয়, প্রচলিত, অনিশ্চিত, সর্বজনীন, অনাপত্তিকর, অবর্জিত, সার্বিক, সর্বগত। ⇒ **ওদিস্‌সক**। (ক্রি-বিণ) ⇒ **ওদিস্‌সক**।

অনোদিস্‌সক বসেন = ওনোদিস্‌সক বসেন। ⇒ **ওনোদিস্‌সক বসেন**।

অনোধি ⇒ **ওধি**।

অনোধিকত্বা (ক্রি-বি, ব্যবহার ক্রি-বিণ) অসীমরূপে, স্বাতন্ত্র্যহীনভাবে, অবিভেদরূপে, পার্থক্যহীনভাবে, প্রাধান্যরূপে, প্রতিষ্ঠারূপে, শ্রেষ্ঠতারূপে, সম্পূর্ণরূপে, নিশ্চয়ই।

অনোধিসো (ক্রি-বিণ) অসীমরূপে, অপরিমিতভাবে, সার্বজনীনরূপে, সার্বিকরূপে, সর্বগতভাবে, সাধারণভাবে, সমগ্রজাতীয়রূপে, প্রচলিতভাবে, অনিশ্চিতরূপে। (তুলনীয়) **অনোদিস্‌সক**।

অনোনমক (ক্লী) না থামিয়া। (বিণ) অনবনত, দৃঢ়, খাড়া। (বিপ) **ওনমক**।

অনোনমতি (ক্রি) [অন+ওনমতি] বক্র না হওয়া, নমিত না হওয়া, দমিত না হইয়া, পরিবর্তন না হওয়া, বশ্যতা স্বীকার না করা, নত না হওয়া। (ব-বিণ) **অনোনমন্তো**।

অনোনমন্তো (বিণ) অবক্র, বক্র হয় না এরূপ, ঝুঁকিয়া পড়ে নাই এমন, অনবনত, অনমনীয়, দমন করা যায় না এমন, দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত, অপরিবর্তনীয় থাকে এমন। = **অনোনমি-দণ্ড**। (বিপ) **ওনমন্ত** (⇒ **ওনমতি**)। ⇒ **অনোনমতি**।

অনোনমি-দণ্ড—যে দণ্ডকে বাঁকানো যায় না, বক্র হয় না বা করা যায় না এমন দণ্ড।

অনোনমনিয-দণ্ড অনোনমি-দণ্ড। ⇒ **অনোনমি-দণ্ড**।

অনোপ = অনূপ। ⇒ **অনূপ**।

অনোপর (বিণ) অসীম, অপার। (ক্লী) অসীম মহাসমুদ্র, অকূল সমুদ্র, অপার মহাসাগর, যে মহাসুদ্রের পার বা সীমা নির্দেশ করা যায় না।

অনোম (বিণ) [অন+ওম] অনিকৃষ্টতর, অধীনস্থ নহে এমন, অনিম্নতর, নিম্নস্থ নহে এরূপ অর্থাৎ চমৎকার, অগৌণ, শ্রেষ্ঠ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, ঊর্ধ্বতন, উপরিস্থ, উপরের, উচ্চতর, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, প্রধান, চমৎকার, নিরতিশয়, অতিশয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ চরিত্রের, সর্বগুণান্বিত, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ।

অনোমগুণ—শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ পুণ্য, শ্রেষ্ঠ নৈতিক উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠ শক্তি, শ্রেষ্ঠবল, উত্তম দ্রব্যগুণ, উত্তম বৈশিষ্ট্য।

অনোমজ্জতি (ক্রি) [অনু+অব+মজ্জতি] মর্জন করা, মাজা, ঘষা, ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিস করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, হাত বুলানো। (বি-ভা) **গত্তানি পাণিনা অনোমজ্জতি**—শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ হাত দ্বারা মালিশ করা (মধ্যমনিকায়)।

অনোমদস্সিক (বিণ) অনুপম দর্শনীয়, সুন্দর দর্শনীয়, অভিরূপ দর্শনীয়, অতুলনীয় সুন্দর। = **অনুমদস্সিক**।

অনোমদস্সিন = **অনোমদস্সী**। ⇒ **অনোমদস্সী**।

অনোমদস্সী (পুং) অনোমদর্শী নামক অতীত সম্যক সম্বুদ্ধ, একজন অতীত সম্যক সম্বুদ্ধের নাম, যাঁহার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আছে, অনতিক্রম্য মহাপ্রজ্ঞাবান পুরুষ, যিনি বুদ্ধ। (বিণ) পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, অনতিক্রম্য প্রজ্ঞাবান, অসাধারণ জ্ঞানী, যিনি শ্রেষ্ঠ বা লোকোত্তর জ্ঞানে পূর্ণতা প্রাপ্ত, যিনি বুদ্ধ, সর্বৈব বিদর্শনজ্ঞান যাঁহার অধিগত, যিনি সর্বৈব লোকোত্তর বিদর্শনজ্ঞানে পারগৃ।

অনোমনাম (বিণ) অনোম নামক বুদ্ধের নাম, এক ভারতীয় নদীর নাম, সর্বগুণধর নামক বিশুদ্ধচরিত্রজনিত এবং অতুল্য অনুপমেয় নামের অধিকারী।

অনোমনিক্কম (বিণ) পূর্ণাঙ্গ তেজ বা কর্মশক্তিশালী। = **পরিপুন্ন বিরিযতায অনোমনিক্কম** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অনোমপঞ্ঞ (বিণ) মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত, অহীনপ্রাজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাযুক্ত, মহাজ্ঞানবান, প্রজ্ঞাহীন নহে এমন, মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী। = **মহাপঞ্ঞ**—মহাপ্রাজ্ঞ (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **পরিপুন্নপঞ্ঞ**—পরিপূর্ণভাবে প্রজ্ঞাবান। ⇒ **পঞ্ঞ**।

অনোমবন্ন (বিণ) উত্তম বা চমৎকার বর্ণবিশিষ্ট।

অনোমবিরিয—নিরতিশয় উদাম বীর্যশালী, শ্রেষ্ঠ বীর্য বা কর্মশক্তি সম্পন্ন, অধিকতর তেজ বা শক্তিশালী।

অনোরপার (বিণ) [অন+ওর+পার] অপার, অকূল, কূল দেখা যায় না এমন, এদিক ওদিক উভয়দিকে পার বা তীর নাই এমন, অসীম। **অনোমপার সমুদ্দ** = **অপার সমুদ্দ**।

অনোরমতি (ক্রি) [অন+অব+√রম+অ] না থামা, বন্ধ না করা, রুদ্ধ না করা, প্রতিরোধ না করা, বাধা না দেওয়া, রুদ্ধগতি না করা, দমন না করা, নিবৃত্ত না হওয়া, বন্ধ না হওয়া, অল্পকাল না থাকা বা বাস না করা, শেষ না করা, বর্ধিত না করা, এক বিষয়ে রমিত না থাকা, যুক্ত করা, ক্রমাগত চালাইতে থাকা, পুনঃপুন করিতে থাকা, পুনরায় আরম্ভ করা, বিস্তার করা, বজায় রাখা, অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া, অধ্যবসায়ী হওয়া। (ক্রি-বি) **অনোরমিত্বা**। ⇒ **ওরমতি**।

অনোরমিত্বা (ক্রি-বি) ক্রমাগত চালাইয়া, অবিরামভাবে বজায় রাখিয়া, অবিশ্রান্তভাবে অধ্যবসায়ী হইয়া, নিয়ত অবস্থান করিয়া, এক বিষয়ে নিত্য রমিত না থাকিয়া। ⇒ **অনোরমতি**।

অনোলীন (বিণ) অপ্রবিষ্ট, সক্রিয়, অনলস, অসংলগ্ন, অজড়, জ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, অমুগ্ধ। (বিপ) **অবলীন, ওলীন**। ⇒ **ওলীন**। (জাতক) **অনোলীন-মানস**। (বিভঙ্গ) **অনোলীন বুত্তিকা**।

অনোলীযমান (বিণ) **অবিকম্পমান**। ⇒ **অবিকম্পমান**।

অনোলোকেতি (ক্রি) **অনুপচিনাতি**। ⇒ **অনুপচিনাতি**। (ক্রি-বি) **অলোকেত্বা**।

অনোলোকেত্বা (ক্রি-বি) = **অনুপধারেত্বা**। ⇒ **উপধারেতি, অনোলোকেতি, অনিসম্ম**।

অনোবট (বিণ) মুক্ত, উন্মুক্ত, খোলা। (বিপ) **ওবট**।

অনোবস্স (ক্লী) [অন + ওবস্স; (তুলনীয়) সংস্কৃত—অনববর্ষণ] বৃষ্টির অবিদ্যমানতা, অনাবৃষ্টি, পিপাসা, শুষ্কতা। = **অনাবস্স**।

অনোবস্সক (বিণ) [অন+ওবস্সক] অনবর্ষিত, শুষ্ক, বৃষ্টি পড়ে না এরূপ স্থানযুক্ত, বৃষ্টি হইতে রক্ষা আবরণযুক্ত, বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা পাওয়ার গৃহ-গুহাদি আশ্রয়যুক্ত, বৃষ্টির জল প্রবেশ না করিবার জন্য ছাউনিযুক্ত বা আচ্ছাদিত।

অনোবাদক ⇒ **ওবাদক**।

অনোবাদকার ⇒ **ওবাদ**।

অনোবাদিন = **অনোবাদক**। ⇒ **অনোবাদক**।

অনোসক্কমান (বিণ) অসমর্থবান, অসঙ্কুচিত। ⇒ **অবিকম্পমান**।

অনোসক্কিত্বা ⇒ **ওসক্কতি**।

অনোসারিত (বিণ) = **অপ্পটিকার**। ⇒ **অপ্পটিকার**।

অনোসিত (বিণ) [অন+অব+সিত] বাস করা হয় নাই এমন, অবাসকৃত, অগম্য, অনধিকৃত, অবস্থানকৃত নহে এরূপ, প্রবেশ করার যোগ্য নহে এরূপ। = **অনজ্ঝোসিতং** (মহানির্দেশ); **জরাদীহি অনজ্ঝাবুত্থং ঠানং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ওসিত**।

অনোস্সুক্ক = **অপ্পোস্সুক্ক**। ⇒ **অপ্পোস্সুক্ক**।

অন্ত (পুং) ১ অন্ত, দুঃখের অন্ত নির্বাণ, দৌড়ের সমাপ্তি রেখা

বা বিন্দু, উদ্যমের লক্ষ্য, গন্তব্য স্থান, লক্ষ্য, ফুটবল ইত্যাদির খেলার দণ্ড, খেলার দ্বারা লব্ধ বিন্দু, প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরম ফল, কোনো বস্তুর সর্বোচ্চ ভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, আগা, মস্তক, সর্বোচ্চ পদ, উচ্চতম সীমা, সমাপ্তি, সমাপন, ধ্বংস, কার্যশেষ, অবধারণ, শেষাবয়ব, জীবনের আদর্শ বা নীতি, জীবনের নির্ধারিত বিধি নিয়মাদি, জীবনের উৎকর্ষের পরিমাণ, জীবনের আচরণ বাক্যাদি নীতি (যাহা অভিপ্রেত)। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খস্স অন্তং করোতি**—দুঃখের অন্ত বা শেষ করে। (তুলনীয়) **অন্তকর, অন্তকিরিয়া**। (অধিকরণ কারকে) **অন্তে** (**অন্তে** শব্দে দ্রষ্টব্য)। ২ প্রান্ত, সীমা, দমন, বাধা, কিনারা, ধার, সীমাভূমি, পার, প্রান্তবর্তী সীমারেখা, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা। (ধর্মপদ) **বনান্ত**। ৩ ধার, প্রান্ত, পার্শ্ব, বস্তুর দৃষ্টিগোচর অংশ, দেশ, প্রদেশ, অংশ, তাপ, পক্ষ, দল, কটিপার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী স্থান বা পার্শ্ব, কুল, বংশপর্যায়। ⇒ **একমন্তং**। ৪ বিপরীত দিক, বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ, সম্পূর্ণ অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু, অবিকল প্রতিরূপ বা মূর্তি, প্রতিরূপ, প্রতিলিপি; (বহুবচনে) গুণসমূহ, মেধা, ক্ষমতা, দেশ, বৈপরীত্য বা বৈষম্য প্রদর্শন, শেষসীমা; (এতদ্ভিন্ন) "উপাদান, নির্বাচন কর্তা, পার্লামেন্ট সভার জন্য প্রতিনিধি-নির্বাচক, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, প্রধান কার্যকারক, মূলধন, প্রধান অপরাধী বা থানার সাহায্যকারী, যে লোকের জন্য অপর কেহ জামিন হয়, প্রধান কড়িকাঠ বা তক্তা" (এই অর্থে "**তযো অন্তা, চত্তারো অন্তা**" শব্দে ব্যবহৃত হয়) (তুলনীয়) **একন্তং**। (বিনয়) **দ্বেঅন্তা**—দুইটি অন্ত বা সীমা; **উভো অন্তা**—উভয় পার্শ্ব। (মহানির্দেশ) **একো অন্তো**—একবার বৈপরীত্য বা বৈষম্য প্রদর্শন; **দুতিযো অন্তো**—দ্বিতীয়বার বৈষম্য প্রদর্শন। (দীর্ঘনিকায়) **তযো অন্তা** (অর্থাৎ তিনটি মূল বিষয়), যথা—**ক) সক্কায, খ) সক্কায সমুদয, গ) সক্কায নিরোধ**। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারো অন্তা**, যথা—**ক) সক্কায, খ) সক্কায সমুদয, গ) সক্কায নিরোধ, সক্কায নিরোধগামিনী পটিপদা**। (ধর্মপদ) **বনন্ত**; (তুলনীয়) **গ্রামান্ত** (অবদান শতক)। (জাতক) **সুত্তন্ত**। (চরিয়া পিটক) **আকাসন্ত**। **পথন্ত**—পথের শেষ। **কম্মন্ত**—কাজের সমাপ্তি। (ক্লী) নাড়ি-ভুঁড়ি, অন্ত্র, সমবেদনা, দয়া, স্বরূপ, প্রকৃতি, শেষ, (কোমলতা বা স্নেহ, **অন্তবদ্ধি-মংস**—অন্ত্রবৃদ্ধি মাংস। (বিণ) ১ সমাধাপ্রাপ্ত, শেষ হইয়াছে এরূপ, সমাপ্ত প্রায়, শেষ হইবার নিকটবর্তী। ২ অত্যন্ত, দূরতম, অন্তিম, চরম, কঠোর, পূর্ব, অত্যন্ত অসম্ভব, সর্বশেষ, সর্বপশ্চাদ্বর্তী, অত্যন্ত মন্দ, নিকৃষ্টতম, অতি দুষ্ট। (তুলনীয়) **লামক**। (করণ কারকে) **একন্তং**।

অন্তক (পুং) (বৈদিক—অন্তক) অন্তক, যম, মৃত্যু, শমন, পরিসমাপ্তি, সমাপ্ত, শেষ, বিনাশ, সমাধান। (থেরগাথা অর্থকথা) **লামক ব মার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মরণ-সঙ্খাতো অন্তকো**—মরণ সংঘটিত বিনাশ, মরণ সম্মত সমাধান। = **মরণ**। (বিণ) হন্তারক, বধক, বিনাশক, নাশক।

অন্তকর (বিণ) অন্তকর, সমাপ্তকর, ধ্বংসকারক, বিনাশকারক, ধ্বংসকর, বিনাশ কর, শেষ করে এরূপ, সমাধা করে এরূপ। ⇒ **কর** (বিণ)। (পুং) পরিত্রাতা, উদ্ধারকর্তা, রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা। মধ্যম নিকায়ে বুদ্ধ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায় "**দুক্‌খস্সন্তকর**"। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিজ্জাযন্তকর**। (সূত্রনিপাত) **পঞ্ঞাহান'ন্তকর**।

অন্তকিরিয়া (স্ত্রী) অন্তকার্য, কার্যান্ত, কার্য সমাপ্তি, শান্তি, সান্ত্বনা, সান্ত্বনার বস্তু, কার্য সম্পাদনা বা সম্পন্নকরণ, বৈষম্য, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত সাহায্যকরণ, দুঃখকে অন্ত বা শেষকরণ, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্যাদি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থানপূরণ, দণ্ডপ্রাপ্তি হইতে মুক্তিদান, উপশম, কৃত্যশেষ, কৃতকৃত্য, সমূলোৎপাটন, বিনাশ। এই শব্দটি প্রায়ই দুঃখ শব্দকে নির্দেশ করিয়া ব্যবহৃত হয়। = **কিরিযা করণ**।

অন্তগণ্ঠাবাধ [অন্ত+গণ্ঠ+আবাধ] অন্ত্রের জটিল অবস্থা, নাড়িভুঁড়ি জড়াইয়া পড়া। ⇒ **গণ্ঠি**।

অন্তগণ্ঠি = **অন্তগন্থি**। ⇒ **অন্তগন্থি**।

অন্তগণ্ঠিং—অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি। ⇒ **বিনিবেঠেতি**।

অন্তগত (বিণ) লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইতে পারিয়াছে এমন, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছে এমন, অন্তগত। = **অন্তপত্ত, অন্তগূ**। (সূত্রনিপাত) **অন্তগত কুটিগত**।

অন্তগন্থি—অন্ত্রগ্রন্থি, আঁতুরির পেঁচ বা জড়ানো অবস্থা, অন্ত্রের বা নাড়িভুঁড়ির গেরো বা গিরা। (বিনয়) **অন্তগন্থি আবাধ**—অন্ত্রগ্রন্থিজনিত রোগ।

অন্তগমন (ক্লী) অন্তগমন, প্রান্তসীমায় বা শেষ সীমায় গমন, দূরে গমন, সর্বপশ্চাতে গমন, কিনারায় গমন, (অবিদ্যার) মূলোৎপাটন, **অর্হত্ত্বফলে** গমন বা **অর্হত্ত্বফল** লাভ। (তৃষ্ণা) বিধ্বংস, (আসক্তির) উচ্ছেদ, মূলোৎপাটন, বিনাশ, মৃত্যু, নির্বাণে গমন, চরমে উপস্থিতি, শেষ ফলে উপস্থিতি, যিনি দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চরম সীমায় গিয়াছে।

অন্তগাহিক (পুং) = **অন্তগাহিকা**। ⇒ **অন্তগাহিকা**।

অন্তগাহিকা (স্ত্রী) বিরুদ্ধবাদী, মিথ্যাদৃষ্টিক, সদ্ধর্মবিরোধী, অসদ্ধর্মচারী। = **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

অন্তগুণ (ক্লী) ক্ষুদ্র অন্ত্র বা ছোট আঁতুরি, নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র, অন্ত্র-সম্বন্ধীয় দেহযন্ত্র।

অন্তগূ (বিণ) যে ব্যক্তি শেষ সীমায় পৌঁছাইয়াছেন অর্থাৎ অর্হৎ, নির্বাণগত (পুরুষ), যিনি শেষ সীমায় বা অন্তে পৌঁছাইয়াছেন, যিনি দুঃখকে অন্ত করিয়া নির্দুঃখ হইয়াছেন। = **বন্তদুক্‌খস্স অন্তগত**—যিনি আবর্তিত দুঃখ বা পুনর্জন্মজনিত দুঃখের অন্তসাধন করিয়াছেন বা অবসান করিয়াছেন, অর্হত্ত্বফলপ্রাপ্ত, পরিনির্বাপিত। (তুলনীয়) **অন্তগমন**।

অন্তগ্‌গাহিকা (স্ত্রী) পুরুষ পরম্পরা বা কুলপ্রথা অনুরূপ মতবাদ বা ধর্ম। ইহাও একপ্রকার "**দিট্‌ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি।

⇒ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

অন্তদীপক (ত্রি-বিণ) দরজার ভিতরে, ফটকের ভিতরে।

অন্তদোস সল্ল—ঈর্ষা-দ্বেষস্বরূপ শল্য, কুটিলতারূপ শেল বা শূল।

অন্তপত্ত (বিণ) নির্দিষ্ট বা লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত। (যৌগিকে) **অন্তগত অন্তপত্ত**। = **অন্তগত**। ⇒ **গত** (২)।

অন্তমসো (ত্রি-বিণ) (মৌলিক "**অন্তম**" শব্দের অপদান কারকে, সংস্কৃত--অন্তমাশহ, **অন্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন ?**) সত্যবটে, বরং, অন্তত, তেমনি, এমনকি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, ন্যূনকল্পে, বাস্তবিকই, অন্তত পক্ষে, কমপক্ষে।

অন্তমুখ—অন্ত্রমুখ, পায়ু, মলদ্বার, গুহ্যদ্বার।

অন্তর (ক্লী) ১ (অন্তর শব্দজ) অন্তর, মন, হৃদয়। ২ [অন্ত-রা+ক অধিবা] অবকাশ, ফাঁক, ফাটল, ভগ্নাবস্থা, ভিতর, অভ্যন্তর, মধ্য, ছিদ্র, অবসর, সমাবেশ স্থান, অবধি, পর্যন্ত, বাহিরের জায়গা। (বিমানবথু) **পীতন্তর**—হলুদ রঙের অন্তর্বাস বা লম্বা জামা; = **পীতবন্ন উত্তরিয** (বিমানবথু অর্থকথা)। (দাঠাবংস) দীপন্তরবাসিন—দ্বীপবাসী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কন্ন-ছিদ্দন্তর**--কর্ণছিদ্রের অভ্যন্তর। (বিমানবথু অর্থকথা) **কচ্ছন্তর**—ভিতর কামরা বা কুঠরি। = **ছিদ্দ** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **অন্তরধাযতি = অন্তরং ধাযতি**। **দ্বে অন্তরং**—দুইটির মধ্যে। (পেতবথু অর্থকথা) **বুদ্ধন্তরং**—এক বুদ্ধান্তর অর্থাৎ এক বুদ্ধ গত হওয়া পর অন্য বুদ্ধ উৎপন্ন হওয়া—এর মধ্যবর্তী সময়। (পেতবথু) **এতস্মিং অন্তরে**—এই সময়ের মধ্যে, এই সুযোগ বা ঘটনার মধ্যে; **দীঘং অন্তরং = দীঘং কালং** (পেতবথু অর্থকথা)। (পেতবথু অর্থকথা) **এতস্মিং অন্তরে**—এই সময়ের মধ্যে, ঠিক পরমুহূর্তে, তৎপর। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **এলকং অন্তরং**—বৃষ্টি হওয়ার সুযোগ। **তযো অন্তরা মলা**—ত্রিবিধ আভ্যন্তরিক মল। (বিনয়) **আমিসন্তর মল**—আভ্যন্তরিক লোভযুক্ত, লোভী, স্বার্থপর; **দোসন্তরমল**—আভ্যন্তরিক ক্রোধযুক্ত অর্থাৎ ক্রোধী পেতবথু অর্থকথায় পাঠ হইয়াছে "**দেসন্তরমল**"। (পেতবথু অর্থকথা) **দ্বাদস যোজনন্তরং ঠানং**। (দীঘনিকায় অর্থকথা) **মং চ তঞ্চ কিং অন্তরং**—তোমার এবং আমার মধ্যে কি আছে ? (অর্থকথা বর্ণনায়) **কিং কারণা**—[Rh. Davids-এর মতে—আমার সম্বন্ধে তোমার সম্বন্ধে (এই কথা)] এখন এরূপ কেন ? (জাতক) **অস্‌স অন্তরং ন পস্‌সিংসু**—তাহার মধ্যে তাহারা কোনো পার্থক্য দেখিল না। (মধ্যম নিকায়) **অন্তরং করোতি** (⇒ **অন্তরং**)। (কর্ম কারকে অথবা অধিকরণ কারকে) মধ্যে, ভিতরে, দুইটির মধ্যে, দুই সময়ের মধ্যে। (কর্ম কারকে) **অন্তরঘরং পবিট্‌ঠ**—ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এমন (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (অধিকরণ কারকে) **অন্তরঘরে নিসীদন্তি**—ঘরের ভিতর বসিয়া রহিয়াছে (বিনয়)। (জাতক) **অন্তরদীপকে**—দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে; **অন্তরদ্বারে**--দরজার ভিতর। (পেতবথু অর্থকথা) **অন্তরমগ্‌গে**—পথের মধ্যে, রাস্তার উপর। (জাতক) **একস্মিং যেব অন্তরভত্তে**—একদিন বা একবার আহার সময়ে; = **অন্তরভত্তস্মিং** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবথু অর্থকথা) **অন্তর বীথিযং**—পথের মধ্যে। (বিনয়) **অন্তর সখিসু**—দুই উরুদেশের মধ্যে; = **অন্তরা সখীনং**। (করণ কারকে) **অন্তরেন**—দুইটির মধ্যে (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবথু অর্থকথা) **কালন্তরেন**—অল্পক্ষণের মধ্যে; **ন কালন্তরেন**—সময় শেষ হইতে না হইতে অর্থাৎ সেই মুহূর্তে। (যৌগিকে) **অন্তরন্তরেন**—ঠিক দুইটির মধ্যে, (সাহিত্যে) দুইটির ফাঁকে বা অবকাশে। (অধিকরণ কারকে) **অন্তরে**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **অন্তরন্তরে**—ঠিক ভিতরে, ঠিক মধ্যস্থলে। (অপাদান কারকে) **অন্তরা**। ৩ [অন্ত-রা+ক করণবা] আচ্ছাদন, পরিধেয় বস্ত্র। (বিমানবথু) **পীতন্তর**—হলুদ বর্ণের ছদ্মবেশ বা পীতবর্ণের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে। = **পীতবন্ন উত্তরীয**। ৪ [অন্ত-রা+ক ভাববা] তিরোধান, প্রভেদ, বিনা, তাদর্থ, আধিক্য, তারতম্য, ব্যবধান, অনৈক্য, পার্থক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক, বিয়োগফল, অন্তর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মং চ তঞ্চ কিং অন্তরং**—আমি আর তুমি এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কি ? (জাতক) **অস্‌স অন্তরং ন পস্‌সিংসু**—তাহার উহার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখে নাই। ৫ [অন্ত-রা+ক কর্তৃবা] আত্মা, আত্মীয়, (অন্য শব্দ সহযোগে) ভিন্ন, অপর (যেমন--লোকান্তর, দেশান্তর ইত্যাদি)। (দাঠাবংস) **দীপন্তর বাসিন**—ভিন্ন দ্বীপবাসী। (বিণ) ভিতর, মধ্য, ফাঁকা, দূরবর্তী, আন্তর বা আন্তরিক, আভ্যন্তরিক। **তযো অন্তরা মলা**—তিনরি আভ্যন্তরিক মল বা ময়লা, (যৌগিকে যথা--) **আমিসমল, দোসমল (দেসমল), মোহমল**। (পেতবথু অর্থকথা) **দ্বাদস যোজনন্তরং ঠানং**—দ্বাদশ যোজন দূরবর্তী স্থান।

অন্তরং (ক্লী) অনৈক্য, পার্থক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক, বিয়োগফল, অন্তর, ছিদ্র, ফাঁক। (জাতক) **অন্তরং ধাযতি**—ছিদ্রে প্রবেশ করে। ⇒ **অন্তর** (২)। (বি-ভা) **অন্তরং করোতি**—১ সরাইয়া রাখা বা দূরে রাখা, নিরিবিলি রক্ষা করা, (সাহিত্যে) ফাঁক করা, অবকাশ করা। (জাতক) **অন্তরং কত্বা**—রাখিয়া আসা, পিছনে ফেলিয়া আসা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উম্মারং অন্তরং কত্বা**—চৌকাঠের তলার কাঠ বা প্রবেশদ্বার হইতে দূরে থাকিয়া। ২ সরাইয়া নেওয়া, নষ্ট করিয়া ফেলা। (বর্মা অক্ষরে জাতক) **অন্তরাযং করোতি**। (ক্রি-বিণ) দূরে, ব্যবধানে। (পেতবথু অর্থকথা) **দস যোজনানি অন্তরং কত্বা**—দশযোজন দূরে বা ব্যবধানে থাকিয়া।

অন্তরংস (বৌদ্ধসংস্কৃত--অন্তরাংস; অন্তর+অংস) "দুইস্কন্ধের মধ্যবর্তী" অর্থাৎ বক্ষঃস্থল। (বি-ভা) **লোহিতক্খো বিহত-অন্তরাংসো**—রক্তচক্ষু এবং প্রশস্ত বক্ষঃস্থল (জাতক)।

অন্তরকপ্প (পুং) অন্তরকল্প, মধ্যকল্প, দুইকল্পের মধবর্তী সময়।

অন্তরকারণ—বাধাহেতু, বিঘ্নবশত, প্রতিবন্ধকের কারণ, অন্তরায় বা ব্যাঘাতের দরুণ।

অন্তরঘর (ক্লী) গ্রামের ভিতর অথবা ঘরের ভিতর।

অন্তরচক্ক—চক্রের বা গোলকের মধ্যবর্তী অথবা ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্ত বিষয়ই পরিধির মধ্যবর্তী কেন্দ্রের অংশভুক্ত।

অন্তরচর (বিণ) যে ব্যক্তি দুই বস্তুর অন্তরালে বা মধ্যে অথবা ভিতরে প্রবেশ করে অর্থাৎ চোর, ডাকাত, দস্যু। ⇒ **চর**।

অন্তরটঠক (ক্লী) [অন্তর+অটঠক] যখন ভারতে বরফ পড়ে বা তুষারপাত হয় সেই নিদারুণ শীতের আট দিবস। (বিণ) অষ্টদিবসের মধ্যবর্তী। (বি-ভা) **রত্তিসু অন্তরটঠকাসু**--অষ্টদিবসের রাত্রিকালে (পূর্ণিমার অষ্টদিবস পূর্বে কিংবা পরে); **রত্তিসু অন্তরটঠকে হিম-পাত সময়ে**—(পূর্ণিমার অষ্টদিবস পূর্বে কিংবা পরে) হিমপাত বা তুষারপাতের অষ্টদিবসের রাত্রিকালে।

অন্তরতো (অপাদানে, ক্রি-বিণ) হৃদয় হইতে, মন বা অন্তর হইতে, ভিতর হইতে। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরদ্বারে (অধিকরণে, ক্রি-বিণ) দরজার ভিতরে, ফটকের মধ্যে। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরধান (ক্লী) অন্তর্ধান, তিরোধান, ব্যবধান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সদ্ধম্মস্স অন্তরধান**। (বিণ) অপ্রকট, অস্পষ্ট।

অন্তরধাপেতি (করণে ক্রিয়া) অন্তর্ধান করায়, তিরোধান ঘটায়, বিনাশ ঘটায়। ⇒ **অন্তরধাযতি**।

অন্তরধাযতি (ক্রি) [অন্তর+√ ধে+অ] অন্তর্ধান হওয়া, তিরোধান হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। (অতীত) **অন্তরধাযি**। (অ-বিণ) অন্তরহিত। (ব-বিণ) **অন্তরধাযমান**। (বর্তমান, প্রথম পুরুষ একবচন) **অন্তরধাযথ** (সূত্রনিপাত)। (করণে) **অন্তরধাপেতি**।

অন্তরধাযন (ক্লী) = **অন্তরধান**। ⇒ **অন্তরধান**।

অন্তরধাযমান (বিণ) অন্তর্হিত হয় এমন, অদৃশ্য হইয়া যায় এরূপ, তিরোহিত হয় এমন, প্রস্থান করে এমন। ⇒ অন্তরধাযতি।

অন্তরন্তরা (অপাদান, ক্রি-বিণ) [অন্তর+অন্তরা] সময় সময়, মধ্যে মধ্যে, একাদিক্রমে, পর পর, অকস্মাৎ। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরন্তরে (সম্বন্ধপদ, ক্রি-বিণ) [অন্তর+অন্তরে] ভিতরে, ঠিক ভিতরে, ঠিক মধ্যস্থলে, (কিছুর) মধ্যে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বনসণ্ডস্স অন্তরন্তরে**—বনানীর ভিতরে, জঙ্গলের ভিতরে অথবা মধ্যস্থলে। ⇒ **অন্তর** (২), **অন্তরে**।

অন্তরন্তরেন (করণে, ক্রি-বিণ) [অন্তর+অন্তরেন] ভিতরে ভিতরে, ঠিক অবকাশ বা ফাঁকা স্থানের মধ্য দিয়া। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরন্তা (অপাদান, ক্রি-বিণ) সময়ে সময়ে, কখন কখন, মধ্যে মধ্যে। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তর পরিনিব্বাযিন—**পরিনিব্বাযিন** শব্দের শেষে ২ নম্বরের অর্থ দ্রষ্টব্য।

অন্তর-বাহির—ভিতর এবং বাহির, অভ্যন্তরস্থ এবং বহিঃস্থ, আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক।

অন্তরভোগিক (বিণ) রাজ্যের অধীনে হউক বা রাজার অধীনে হউক যাহার ধন-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এমন, তাঁবেদার বা অধীনস্থপ্রধান। (তুলনীয়) **অন্তররট্ঠ**। (পুং) মধ্যবর্তী অভিজাত ব্যক্তি। ⇒ **ভোগিক**।

অন্তরমগ্গে (অধিকরণে, ক্রি-বিণ) রাস্তার উপর, পথের মাঝে। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরযতি (ক্রি) অন্তরালে যাওয়া, দুই বস্তুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান দিয়া চলা বা যাওয়া। (ক্রি-বি) **অন্তরিত্বা, অন্তরযিত্বা**।

অন্তরযিত্বা (ক্রি-বি) অন্তর্হিত হইয়া, অদৃশ্য হইয়া, পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া বা লুকাইয়া। ⇒ **অন্তরযতি**।

অন্তরট্ঠ (ক্লী) রাজ্যমধ্যস্থ ক্ষুদ্ররাজ্য, সামন্ত রাজ্য, রাজ্যের ভিতরে ছোট রাজার শাসনের অন্তর্গত রাজ্য।

অন্তরবস্সং = **অন্তোবস্সং**। ⇒ **অন্তোবস্সং**।

অন্তরবাস (পুং) ১ একই বংশীয় দুই রাজার রাজত্বের মধ্যবর্তী অবকাশকাল, ফাঁকা সময়, বিরতি, বিরাম। ২ = **অন্তরবাসক**। ⇒ **অন্তরবাসক**।

অন্তরবাসক (পুং) অন্তর্বাস, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় তিন প্রকার বস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট বস্ত্র (তিন প্রকার বস্ত্র, যথা— **সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তরবাস**), ভিতরে পরিধেয় বস্ত্র। **অন্তর সাটক, একচ্চিয অন্তর-বাসক**। ⇒ **অন্তরবাসক চীবর**।

অন্তরবাসক চীবর (ক্লী) অন্তর্বাস বস্ত্র। ইহা একপাট এবং নাভি হইতে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পরিধানের ছোট বস্ত্র। ⇒ **অন্তর বাসক**।

অন্তর বীথিযং (অধিকরণ, ক্রি-বিণ) পথের মধ্যে, রাস্তার উপর, চলার পথে।

অন্তর সখীসু (সম্বন্ধ ও অধিকরণ, ক্রি-বিণ) দুই উরুর মধ্যে বা মধ্যবর্তী স্থানে। ⇒ **অন্তরা**।

অন্তর সাটক [(তুলনীয়) সংস্কৃত—অন্তরীয়] ভিতরের পরিধেয় বস্ত্র, নীচের পরিধেয় বস্ত্র, অন্তরবাস। ⇒ **অন্তর বাসক**।

অন্তরহিত (বিণ) অন্তর্হিত, অদৃশ্য, তিরোহিত, প্রস্থান করিয়াছে এমন। ⇒ **অন্তর ধাযতি**।

অন্তরা (ক্রি-বিণ) ১ (সময়ের) মধ্যে, অর্ধপথে, মধ্যপথে, ভিতরে, (সারা বৎসর) ধরিয়া, (বৎসর) অবধি, (রাজ্য) ব্যাপিয়া, দুইয়ের মধ্যবর্তী (ফাঁকা স্থান)। (দীর্ঘনিকায়) **অন্তরা চ রাজগহং অন্তরা চ নালন্দং**—রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে। (বিনয়) **সখীনং অন্তরা**—দুই

উরুর মধ্যবর্তী স্থানে; কিন্তু জাতকে "**অন্তর-সখীসু**" দৃষ্ট হয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**সখীনং অন্তরা**"; কিন্তু অন্যত্র দৃষ্ট হয় "**সখিমহি অন্তরা**"। ২ ইত্যবসরে, ইতিমধ্যে, ইহার মধ্যে। (অপাদান কারকে যৌগিকে) **অন্তরন্তরা**। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরা কথা—কথার মাঝে মাঝে কথা, আমোদ-প্রমোদজনক কথা, ক্রীড়া-কৌতুকের কথা, আলাপের সুযোগ, কথোপকথনের সুবিধা।

অন্তরা কাজো ⇒ **কাচ** (২)।

অন্তরা গচ্ছতি (ক্রি) বন্ধ করা, রোধ করা, দুইয়ের মধ্যে যাওয়া, (নির্দিষ্ট দুইটি সময় নির্দেশক) অমুক অমুক সময়ের মধ্যে আসা, বাধা দেওয়া, মন্থন করা, বারণ করা, নিবারণ করা। ⇒ **গচ্ছতি**।

অন্তরাতীত [অন্তর+অতীত] অতীত সময়ের মধ্যে, কোনো কাজ করা হইতেছিল ঐ সময়ের মধ্যে।

অন্তরাপণ (ক্লী) [অন্তরা+আপণ] যে স্থানে ক্রয়-বিক্রয় হয়, বাজার।

অন্তরা পরিনিব্বাযিন—অনাগামী ফলপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনাগামী ফললাভী পুরুষকেই বুঝায় অর্থাৎ যিনি দেহত্যাগের পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে আয়ুক্ষয়ে পরিনির্বাপিত হইয়া থাকেন। ⇒ **অনাগামিন, পরিনিব্বাযিন**।

অন্তরামগগ—গ্রাম্য পথ, গ্রাম্য রাস্তা।

অন্তরামগগে (অধিকরণ, ক্রি-বিণ) পথের মধ্যে, রাস্তার উপর, পথে, রাস্তায়। = **অন্তরমগগে**।

অন্তরামরণ—অকাল মরণ, অকাল মৃত্যু, অপরিণত বয়সে মৃত্যু, অকালীয় মৃত্যু।

অন্তরামুত্তক (পুং) (কোনো ঘটনাকে নির্দেশ করিয়া) এই সময়ের মধ্যে যাহাকে (দণ্ড হইতে) মুক্তি দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি। (বিণ) যে ব্যক্তি ইতিমধ্যে বা ইত্যবসরে মুক্তি লাভ করিয়াছে, মুক্তিপ্রাপ্ত। ⇒ **মুত্তক**।

অন্তরায় (ক্লী) [অন্তর+অয] অন্তরায়, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, প্রতিনিরোধ, নিবারণ, বিপদ, অনিষ্ট, দৈবঘটনা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ভয়। দশপ্রকার অন্তরায়, যথা—**১ রাজ অন্তরায়** (রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক উৎপন্ন অন্তরায়), **২ চোর অন্তরায়** (চোর, দস্যু ও ডাকাত কর্তৃক উৎপন্ন অন্তরায়), **৩ অগ্গি অন্তরায়** (অগ্নি দ্বারা উৎপন্ন অন্তরায়), **৪ উদক অন্তরায়** (জল দ্বারা উৎপন্ন অন্তরায়), **৫ মনুস্স অন্তরায়** (মনুষ্য কর্তৃক উৎপন্ন অন্তরায়), **৬ অমনুস্স অন্তরায়** (অমনুষ্য অর্থাৎ যক্ষ, ভূত প্রেত প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন অন্তরায়), **৭ বাড় অন্তরায়** (সর্প দ্বারা উপদ্রবজনিত উৎপন্ন অন্তরায়), **৮ সিরিংসপ অন্তরায়** (সরীসৃপাদির দ্বারা উপদ্রবজনিত উৎপন্ন অন্তরায়), **৯ জীবিত অন্তরায়** (জীবনের অন্তরায়), **১০ ব্রহ্মচরিয অন্তরায়** (ব্রহ্মচর্য রক্ষার অন্তরায়)। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে সপ্তবিধ অন্তরায়, যথা—রাজান্তরায়, চোরন্তরায়, মনুষ্যন্তরায়, অমনুষ্যন্তরায়, ব্যাধ (ব্যাধ?) অন্তরায়, অগ্নি অন্তরায়, উদকং অন্তরায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জীবিত অন্তরায়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হত অন্তরায়**—অন্তরায় বিদূরিত। (বিনয়) **অন্তরায়ং করোতি**—দূরে সরিয়া থাকা, দূরে সরাইয়া রাখা, বিঘ্ন ঘটা, বাধা উৎপস্থিত হওয়া, বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, নিবারণ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা। (বিণ) ব্যবধান কারক, অন্তরায়কর, বাধাজনক। = **অন্তরায়কর**।

অন্তরায়ং (ক্রি-বিণ) ইত্যবসরে, ইহার মধ্যে, এই সময়ের মধ্যে। = **অন্তরা**।

অন্তরায়কর (বিণ) অন্তরায়কর, অন্তরায়জনক, বাধাজনক, বিঘ্নকর, বিঘ্নজনক, বাধা প্রদানকারী, যে ব্যক্তি বিঘ্ন ঘটায় বা পথে বাধা দেয়। ⇒ **অন্তরায** (বিণ)।

অন্তরায়িক (বিণ) বিঘ্নঘটিত, বাধাপ্রাপ্ত, অন্তরায়জনক, প্রতিবন্ধক, বাধাসৃষ্টিকারক।

অন্তরায়িকিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি জটিল সমস্যায় পতিত, দুঃখ বা বিপদগ্রস্ত।

অন্তরাল (ক্লী) (সংস্কৃত—অন্তরাল) অন্তরাল, আড়াল, ব্যবধান, অভ্যন্তর, মধ্যবর্তী কাল বা স্থান, দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী কাল বা স্থান, আভ্যন্তরিক বিষয়, মধ্যস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু।

অন্তরাল্ অন্তরাল। ⇒ **অন্তরাল**। (দাঠাবংস) **নভন্তরাল**।

অন্তরাসখি—দুই উরুর মধ্যে। ⇒ **সখি**।

অন্তরাসখীনং = **অন্তরসখীসু**। ⇒ **অন্তরসখীসু**।

অন্তরাসখিমহি = **অন্তরাসখীনং**। ⇒ **অন্তরাসখীনং**।

অন্তরিক (বিণ) দুইয়ের মধ্যবর্তী অস্তিত্ব বিষয় অর্থাৎ **১** মধ্যবর্তী, সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ, পরবর্তী, দুইয়ের মধ্যে। **২** দূরবর্তী, দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত বা স্থিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনেক যোজন অন্তরিক ঠান**—অনেক যোজন দূরবর্তী স্থান। **৩** ভিতরস্থ। ⇒ **অন্তরিকা**।

অন্তরিকা (স্ত্রী) দুইয়ের মধ্যবর্তী বা নিকটস্থিত বিষয়বস্তু অর্থাৎ **১** (কোনো কিছুর) ভিতর, অভ্যন্তর। (বিনয়) **ভাজনঅন্তরিকা**—ভাজনের ভিতর। **২** প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, প্রদেশ, অঞ্চল, মণ্ডল, চক্র, গণ্ডী, পরিবেশ, সীমা, পরিসর, পরিধি। (বিনয়) **উরন্তরিকা; অঙ্গুলন্তরিকা**। (জাতক) **যক্খস্স সীমান্তরিকাক**—যক্ষের প্রভাবিত গণ্ডী, যক্ষের সীমার ভিতর। **৩** মধ্যবর্তী কাল বা স্থান, দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবকাশ বা ফাঁকা জায়গা, জোড়মুখ, ফাটল, মধ্যবর্তী শূন্যস্থান। (বিনয়) **সুত্তন্তরিকা**—জরি বা ফিতার জোড়মুখ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিজ্জন্তরিকা**—বিদ্যুৎ প্রকাশের সময় মাঝে মাঝে ফাঁক বা অবকাশ অর্থাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকাইতে যে মধ্যবর্তী ফাঁক বা অবসর থাকে।

অন্তরিত্বা = **অন্তরযিত্বা**। ⇒ **অন্তরযিত্বা**।

অন্তরুচি (বিণ) অন্ত বা সমাপ্ত করিতে রুচিসম্পন্ন, (আসক্তি) ধ্বংস করিতে রুচিসম্পন্ন, পুনর্জন্মদুঃখের সমাপ্তিতে রুচিসম্পন্ন, নিবৃত্তিজনক নির্বাণ দর্শনে রুচিসম্পন্ন।

অন্তরুদ্ধি (সন্দেহজনক শব্দ, "**অন্তরুচি?**")। ⇒ **অন্তরুচি**।

অন্তরে (ক্রি-বিণ) অন্তরে, ভিতরে, মধ্যে, (দুইয়ের মধ্যে)। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **রুক্খন্তরে**—গাছের মধ্যে। ⇒ **অন্তর** (২)।

অন্তরেন (করণে, ক্রি-বিণ) (দুইয়ের) মধ্য দিয়া, ফাঁকা স্থান দিয়া, ছিদ্র দিয়া।

অন্তলিক্খ (ক্লী) (বৈদিক—অন্তরীক্ষ) অন্তরীক্ষ, আকাশ, গগন, বায়ুমণ্ডল, নভ। **বেহাযস-সঞ্ঞিত অন্তলিক্খ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অন্তলিক্খগ (বিণ) আকাশচারী, আকাশে গমনশীল, বায়ুপথে গমনকারী, নভগামী।

অন্তলিক্খচর (বিণ) আকাশচারী, আকাশে বিচরণকারী, বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণকারী।

অন্তবট্টি (স্ত্রী) কুণ্ডলীকৃত অন্ত্র, জড়ানো আঁতুরি, পরিবেষ্টিত পরিধি, অন্ত্র, আঁতুরি, নাড়িভুঁড়ি। = **অন্তগুণ**। ⇒ **বট্টি** (২)। (বিণ) অন্তবর্তী, অন্তর্বর্তিন, মধ্যবর্তী, অন্তর্গত।

অন্তবড্ঢি (স্ত্রী) অন্ত্রবৃদ্ধি (রোগ)।

অন্তবড্ঢিমংস—অন্ত্রবৃদ্ধি মাংস। = **অন্তবদ্ধিমংস**।

অন্তবত্তি = **অন্তবট্টি**। ⇒ **অন্তবট্টি**।

অন্তবদ্ধি (স্ত্রী) অন্ত্রবৃদ্ধি, রোগবিশেষ। = **অন্তবড্ঢি**।

অন্তবদ্ধিমংস—অন্ত্রবৃদ্ধি মাংস। = **অন্তবড্ঢিমংস**।

অন্তবন্ত (বিণ) [অন্ত+বন্ত] সসীম, সীমানির্দিষ্ট, সীমানিধারিত, অন্তযুক্ত, সীমাবদ্ধ, সান্ত, নশ্বর, পরিমেয়, নির্দিষ্ট, সীমাযুক্ত, ইয়ত্তাযুক্ত। (বিপ) **অনন্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনন্তবন্ত**।

অন্তবন্তু (বিণ) সমাপ্ত করিয়াছে এমন, শেষ করিয়াছে বা হইয়াছে এমন, সমাপ্তকারক।

অন্তসঞ্ঞিন (বিণ) পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে তদ্রূপ আমি ধ্বংস হইব এরূপ মনোভাবাপন্ন, উচ্ছেদবাদী। (পুং) পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে তদ্রূপ আমিও ধ্বংস হইব তদ্বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি অথবা সচেতন ব্যক্তি, উচ্ছেদবাদ, মৃত্যুর জন্য সতর্ক ব্যক্তি।

অন্তানন্ত (বিণ) [অন্ত+অন+অন্ত] মর-অমর, সান্ত-অন্তশূন্য, ধ্বংস-অবিধ্বংস, শাশ্বত-অশাশ্বত, সমাপ্ত-অসমাপ্ত, সসীম-অসীম, পরিমেয়-অপরিমেয়, শেষ-অশেষ, সমাপ্তি-অসমাপ্তি, সংখ্যাযুক্ত-অসংখ্য, সান্ত-অনন্ত।

অন্তানন্তিক (বিণ) [অন্ত+অন+অন্তিক] সান্ত-অনন্ত, সীমাবদ্ধ-অসীম। = **অন্তানন্ত**।

অন্তানন্তিকা (স্ত্রী) সসীমদৃষ্টি এবং অসীমদৃষ্টি-সম্বন্ধীয় ধারণা বা আলাপ আলোচনা ইহাও একপ্রকার "**দিট্ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিট্ঠি**।

অন্তি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) (বৈদিক-অন্তি) বিপরীত দিকে, নিকটে। ⇒ **অন্তিং, অন্তিকে**।

অন্তিং (ক্রি-বিণ) বিপরীত দিকে, নিকটে। (জাতক) **তব'ন্তিং আগতা**—তোমার নিকট আসিয়াছে; ইহার পাঠ "**তব'ন্তিমাগতা**"; **সন্তিকং** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **সামিকস্স'ন্তি**—স্বামীর নিকটে; = **অন্তিকে**। (চরিয়াপিটক) **অন্তিক**।

অন্তিক (বিণ) ১ অন্তিক, নিকটস্থ, সন্নিহিত, নিকটবর্তী, সমাপ্তপ্রায়, শেষ হইবার কাছাকাছি। ⇒ **অন্তি, অন্তিং**। (ক্লী) প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া। (খুদ্দকপাঠ) **ওদকন্তিক**। (পুং) সন্নিধান, সান্নিধ্য, নৈকট্য। (জাতকগ্রন্থে অধিকরণ কারকে) **অন্তিকে = অন্তি** অর্থাৎ "নিকটে"। ২ প্রায় শেষ বা সমাপ্ত হইয়াছে এরূপ, সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে এরূপ। (সংযুক্তনিকায়) **পুরিসা এতদন্তিকা**—মানুষেরা (আমার জন্য) উহা সমাধা করিয়াছে অর্থাৎ পুত্র কামনার উদ্দেশ্যে মানুষেরা সবকিছু করিয়াছে আমার জন্য আর কিছু বাকি রাখে নাই; সিংহলী গ্রন্থে এখানে "**এতদন্তিযা**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ⇒ **অন্তিযা**।

অন্তিকস্স = অতিককস্স। ⇒ **অতিকস্স**।

অন্তিকে (অধিকরণকারক, ক্রি-বিণ) নিকটে, কাছে, সমীপে, অবিদূরে। = **অন্তি**। ⇒ **অন্তিং**।

অন্তিম (বিণ) অন্তিম, শেষবারের মতো, চরম, অতি নিকটস্থ। (দীর্ঘনিকায়) **অন্তিমদেহ = অন্তিম সরীর**—অন্তিম বা শেষ দেহ। **অন্তিম দেহং ধারেতি**—অন্তিম বা শেষ দেহ ধারণ করা (ধর্মপদ)। (সূত্রনিপাত) **সরীরং অন্তিমং ধারেতি**—অন্তিম বা শেষ শরীর ধারণ করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সরীর'ন্তিম-ধারিন**—অন্তিম বা শেষবারের মতো শরীর ধারণকারী।

অন্তিমং (ক্লী) অন্তিম অবস্থা, শেষ অবস্থা, চরমকালীন কর্তব্য, অন্তিম সংস্কার, অতি নৈকট্য।

অন্তিম দেহ—অন্তিম দেহ; শেষবারের মতো দেহধারণ। ইহা অর্হৎ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, কারণ অর্হৎগণ এই নশ্বর দেহত্যাগের পর পুনর্জন্মে আর দেহধারণ করেন না, এইজন্য তাঁহাদের এই দেহ অন্তিম দেহ। = **অন্তিম সরীর**। (বিণ) পুনর্জন্মরহিত অন্তিম বা শেষ দেহধারণকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **বুদ্ধো অন্তিমদেহো (সরীরো)**—বুদ্ধ অন্তিম দেহধারণকারী। = **কোটিযং ঠিতো অত্তভাবো**—যতদিন এই নশ্বর দেহ ধারণ করা হয় ততদিন সম্মতিবাক্যে আমি আছি বলিয়া স্বীকার করা যায় অর্থাৎ আমিত্ব ভাব প্রকাশ থাকে। = **অন্তিমসরীর** (বিণ)।

অন্তিমদেহধর (বিণ) যিনি অন্তিম দেম ধারণ করেন (কে?

বুদ্ধ ও অর্হৎগণ)।

অন্তিদেহধার (বিণ) অন্তিম দেহধারী, যিনি শেষবারের মতো দেহ ধারণ করিয়া আছেন (এর পরে আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না এই অর্থে)। = **অন্তিম দেহধর**। ⇒ **ধার**।

অন্তিদেহধারিন (বিণ) (অর্হৎ সম্বন্ধে) অন্তিম দেহধারী। যিনি শেষবারের মতো দেহধারণ করিয়া আছেন এবং দেহত্যাগে পরিনির্বাপিত হইলে পুনর্বার জন্মগ্রহণে দেহধারণ করেন না তিনিই "**অন্তিম দেহধারিন**"। (সংযুক্ত নিকায়) **অন্তিমদেহ ধারিন খীণাসব**—অন্তিম দেহধারী ক্ষীণাসব বা অনাসক্ত অর্হৎ। = **অন্তিম দেহধার**। ⇒ **ধারিন, খীণাসব**।

অন্তিদেহধারী = **অন্তিম দেহধারিন**। ⇒ **অন্তিম দেহধারিন**।

অন্তিমপুরিস (পুং) শেষ পুরুষ, অন্তিম পুরুষ বা ব্যক্তি।

অন্তিমবত্থু—অন্তিম বস্তু বা শেষ সম্বল। জীব বা মানুষ মৃত্যুকালে পার্থিব সমস্ত বিষয়বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল পাপ ও পুণ্যকে সম্বল করিয়া দেহত্যাগে পরলোক গমন করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো পার্থিব বস্তু সঙ্গে নিতে পারে না বলিয়া উহাকে অন্তিম বস্তু বা শেষ সম্বল বলা হয়।

অন্তিম সরীর—অন্তিম শরীর ধারণ, শেষ দেহধারণ (অর্থাৎ এই যে শরীর ধারণ করা হইয়াছে ইহাই আমার পক্ষে শেষ দেহধারণ, এরপরে দেহত্যাগে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব না দেহও ধারণ করিব না)। ইহা কেবল বুদ্ধ ও অর্হৎগণের প্রযোজ্য। = **অন্থিমদেহ**। ⇒ **বুদ্ধ** (২), **সরীর** (১)। (বিণ) = **অন্তিমদেহ**। ⇒ **অন্তিমদেহ** (বিণ)।

অন্তিযা (ক্রি-বিণ) অন্তিমে, অন্তিম সময়ে, শেষে, শেষ হইয়া গেলে, শেষভাগে। **তে এতদন্তিযা আগতা**—তাহারা ইহার শেষে বা পরে আসিয়াছে। ⇒ **অন্তিক** (২)।

অন্তে (ক্রি-বিণ) নিকটে, ভিতরে, মধ্যে; (অপাদান কারকে) অন্তে, শেষে, পরে, তৎপর মুহূর্তে, শেষভাগে, পরমুহূর্তে। **বিজযন্তে**—বিজয় করিবার পর। ⇒ **অন্ত**।

অন্তেপুর (ক্লী) আন্তর শহর, অন্তর্বর্তী শহর, রাজ প্রাসাদ অথবা প্রাসাদের অন্তরবর্তী এক সুপ্রশস্ত ঘর, অন্তঃপুর, অন্দরমহল।

অন্তেপুরদ্বার (ক্লী) অন্তঃপুরের দ্বার। ⇒ **দ্বার** (১)।

অন্তেপুরিক (বিণ,পুং) অন্তঃপুরবাসী, অন্তঃপুরিক, অন্তঃপুরচারী পুরুষ, প্রতিহারী।

অন্তেপুরিকা (বিণ, স্ত্রী) অন্তঃপুরিকা, অন্তঃপুরবাসিনী, অন্তপুরচারিণী রমণী,প্রতিহারিণী।

অন্তেবাসিক (বিণ) সমীপবর্তী, প্রান্তস্থিত। (পুং) অন্তেবাসী, অন্তেবাসিন, ছাত্র, শিষ্য, সেবক, প্রতিহারী, চণ্ডাল, নীচজাতি, সঙ্গে বাসকারী শিষ্য।

অন্তেবাসিক পুত্ত—একসঙ্গে বাসকারী শিষ্যরূপ পুত্র, শিষ্যরূপ পুত্র (অর্থাৎ যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্র স্নেহে নিজগৃহে বাস করাইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন সেই শিষ্য সেই গুরুর শিষ্যরূপ পুত্র)। ⇒ **দিন্নক, পুত্ত** (১)।

অন্তেবাসিকবাস (বিণ) শিষ্যরূপে গুরুগৃহে বাস করে এমন, শিক্ষার্থী শিষ্যরূপে গুরুগৃহে বাসকারী। ⇒ **বাস** [২গ (বিণ)]।

অন্তেবাসিন = **অন্তেবাসিক**। ⇒ **অন্তেবাসিক**।

অন্তেবাসী = **অন্তেবাসিক**। ⇒ **অন্তেবাসিক**।

অন্তো (অব্যয়) ভিতরে, মধ্যে, মধ্যবর্তী, অন্তর্বর্তী। (কর্মকারকে) **অন্তো নিবেসনং গত**—ঘরের ভিতরে গেল এমন (জাতক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অন্তো জালং পবিসতি**—জালের ভিতর প্রবেশ করে; **অন্তো গামং পবিসতি**—গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে; **অন্তো নগরং পবিসতি**—নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। (অধিকরণ কারকে) **অন্তো গব্ভে**—প্রকোষ্ঠের মধ্যে, গুহার মধ্যে, গহ্বরের মধ্যে (জাতক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অন্তো গামে; অন্তো গেহে**। (জাতক) **অন্তো নদিযং; অন্তো নিবেসনে**—বাড়ির মধ্যে; **অন্তো বস্সে**—বর্ষাকালের মধ্যে, বর্ষাবাসের মধ্যে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অন্তো বিমানস্মিং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অন্তো সত্তাহে**—এক সপ্তাহের মধ্যে।

অন্তোকুচ্ছি (পুং, স্ত্রী) গর্ভ, জঠর।

অন্তেকুটিসন্থার—স্বর্ণের বা সুবর্ণবর্ণের শানপাথর লাগানো ঘর।

অন্তোগত (বিণ) অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, ধৃত, পূরিত, দমিত। = **অন্তোগধ**।

অন্তোগধ = **অন্তোগত**। ⇒ **অন্তোগত**। (বি-ভা) **অন্তোগধ হেতু**—আভ্যন্তরিক কারণ দ্বারা, আতিশয্য বা প্রাখর্যের কারণ দ্বারা।

অন্তোগব্ভ (পুং) ভিতর কামড়া, ভিতর প্রকোষ্ঠ, গুহার ভিতর, গহ্বরের ভিতর, শয়ন কক্ষ, গোপন কক্ষ। = **গব্ভ, গিরিগব্ভ**।

অন্তোগাম (পুং) গ্রামের ভিতর, গ্রামের মধ্যস্থান।

অন্তোঘর (ক্লী) ঘরের ভিতর, ঘরের মধ্যস্থল।

অন্তোজন (পুং) পরিবারের লোক, ঘরের মানুষ। এখানে দাস-দাসী ব্যতীত কেবল পরিবারস্থ লোককেই বুঝায়, ভিতরের লোক।

অন্তোজাত (বিণ) বাড়িতে বা ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন (অর্থাৎ বাড়ির ছেলেপিলে), দাসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন (অর্থাৎ দাস বা দাসপুত্র)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অন্তোজাত ধনক্কীত করমরানীত সামং দাসব্যং উপগতানং অঞ্ঞতরো**। ⇒ **দাস**।

অন্তোজাল—জালের ভিতর, জাল।

অন্তোজালিকত (বিণ) জালে আবদ্ধ, জাল দ্বারা ধৃত, জালাবদ্ধ, জালে গত। ⇒ **জাল**।

অন্তোনিজ্ঝান—ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ভিতর, মহাযুদ্ধের আরম্ভে।= **নিজ্ঝায়ন**। (পেতবত্থু অর্থকথায় শোকবর্ণনা সম্বন্ধে) **চিত্তসন্তাপ অন্তোনিজ্ঝান**। ⇒ **অন্তোনিজ্ঝায়ন**।

অন্তোনিজ্ঝায়ন (ক্লী) মনস্তাপে আভ্যন্তরিক দগ্ধ হওয়া। (তুলনীয়) **নিজ্ঝান** (২)। ⇒ **নিজ্ঝায়ন** (চরিত্রে)।

অন্তোনিমুগ্গ (বিণ) একেবারে অভিভূত, সম্পূর্ণরূপে মগ্ন।

অন্তোপরিজন (পুং) বাড়িস্থ লোকজন, বাড়ির লোক।

অন্তোপরিসোক—আভ্যন্তরিক শোক, ভিতরের শোক পরিতাপ বা অনুশোচনা।

অন্তো পবিসতি (ক্রি) ভিতরে প্রবেশ করা। ⇒ **অনুপবিসতি, অনুপক্খন্দতি**।

অন্তোপুর = অন্তেপুর। ⇒ **অন্তেপুর**।

অন্তোভবিক (বিণ, পুং) ভিতরে অবস্থানকারী, ভিতরে থাকিয়া, ভিতরে আছে এমন।

অন্তোভিমুখী (ক্রি-বিণ) [অন্তো+অভিমুখী] ভিতরের দিকে, ভিতরের দিকে ফিরিয়া।

অন্তোমনো (বিণ) (মনকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিয়া) চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক, হতাশ, বিষণ্ণ, দুঃখজনক।

অন্তোরুক্খতা (স্ত্রী) গাছের মধ্যে আছে এরূপ অবস্থা, বৃক্ষরাজির মধ্যে থাকিয়া।

অন্তোবলঞ্জনক—ভিতর সীমার মধ্যে, সীমার মধ্যে। (বিপ) **বহিবলঞ্জনক**।

অন্তোবলঞ্জনক পরিজন—বাড়ির মধ্যস্থ লোক, বাড়ির লোক।

অন্তোবসতি (ক্রি) বাস করা, অধিকার করা, ভিতরে থাকা।

অন্তোবস্স (পুং, ক্লী) বর্ষাকাল, বর্ষা ঋতুর ভিতর, (সাহিত্যে) বর্ষাকালে।

অন্তোবস্সং—বর্ষাকালের মধ্যে, বর্ষাবাসের ভিতর, বর্ষাযাপনের ভিতর, বর্ষাবাসের সময়ে। (মহাবংস) **অন্তোবস্স একদিবসং**—বর্ষাবাসের মধ্যে একদিন।

অন্তোবিহার—বিহারের ভিতর, আশ্রমের ভিতর। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অন্তোবিহার অভিমুখী**—বিহারের দিকে ফিরিয়া।

অন্তোসমোরোধ—পিপা বা গরুর গাড়ি ইত্যাদি দ্বারা পথের উপর দ্রুতনির্মিত প্রাচীরবৎ প্রতিবন্ধক স্বরূপ অস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থাবিশেষ। ইহার পাঠ "**অন্তসমোরোধ**"।

অন্তোসীমং (ক্রি-বিণ) সীমার মধ্যে, সীমার ভিতরে। ⇒ **সীমা**।

অন্তোসোক—আভ্যন্তরিক শোক, ভিতরের শোক বা অনুশোচনা।

অন্তোহেতু—আভ্যন্তরিক কারণে, আতিশয্যহেতু, তীক্ষ্ণতা বা প্রাখর্যের হেতু।

অন্দু (পুং) শৃঙ্খল, শিকল, পদশৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধন। (বিনয়) **তিণন্দু**।

অন্দুক = অন্দু। ⇒ **অন্দু**।

অন্দুঘর (ক্লী) জেলখানা, কারাগার, বন্দীঘর।

অন্দুবন্ধন (ক্লী) শিকল দ্বারা বন্ধন, নিগড় বন্ধন।

অন্ধ (বিণ) অন্ধ, আন্ধা, দৃষ্টিহীন (= **অন্ধচক্খুক**); চক্ষুবন্ধ বশত দেখিতে অপারগ (=**ধুমন্ধ**); অজ্ঞানান্ধ, বেপরোয়া (ভাবে), বুঝিতে বা বিচার করিতে অসমর্থ, অবিবেচনা প্রসূত, ছিদ্রহীন, একদিকে ছিদ্রবন্ধ অন্যদিকে খোলা এরূপ, স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, কানে খাটো, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, বিষণ্ণ, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, মন্থর, স্ফূর্তিহীন, আচ্ছন্নকারী, অন্ধকারময় (**অন্ধবন**—অন্ধকারময় জঙ্গল; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, রিপুর বশীভূত, স্নেহ ভালবাসা হেতু দোষ-ত্রুটির বিষয়ে উদাসীন, স্নেহাবদ্ধ, মূর্খ, অজ্ঞানান্ধ। = **বাল**। ⇒ **অন্ধকরণ, অন্ধকার, অন্ধবাল, অন্ধভূত**। (ক্লী) অন্ধকার, অজ্ঞান।

অন্ধং (ক্রি-বিণ) অগারূপে, নির্বোধের ন্যায়, অকর্মণ্যভাবে, হাঁদারূপে।

অন্ধক (পুং) অন্ধমাছি অর্থাৎ কালো বা হলুদ বর্ণের মাছি বা ডাঁশ। = **কাণ-মক্খিকানং অধিবচনং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিণ) অন্ধদেশীয়।

অন্ধকরণ (ক্লী) বিহ্বলতা, বিশৃঙ্খলতা, অন্ধকরণ, দৃষ্টিশক্তিরহিতকরণ, ধাঁধায় পাতিতকরণ।

অন্ধকরন (বিণ) অন্ধ করে এমন, আন্ধা হয় এমন, দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্নকারী, বিহ্বলকারী, বিশৃঙ্খলকারী, এলোমেলো করিয়া দেয় এমন।

অন্ধকার (পুং) অন্ধকার, আঁধার, অন্ধতা, বিহ্বলতা, নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞানতা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অবিজ্জান্ধকার**।

অন্ধতমো (পুং,ক্লী) ঘন অন্ধকার, গভীর আঁধার। (সাহিত্যে) **অন্ধং তমং**।

অন্ধন্তম = অন্ধতমো। ⇒ **অন্ধতমো**।

অন্ধবাল (বিণ) অন্ধমূর্খ, গণ্ডমূর্খ, অতি অবিজ্ঞ, অসম্ভবরূপে বোকা, অসঙ্গতরূপে নির্বোধ, মগজহীন, জড়মস্তিষ্ক, বুদ্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা, মানসিকতায় বা বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে অনুভূতিহীন, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞতাপ্রকাশক, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। ⇒ **বাল** (১ক)।

অন্ধভূত (বিণ) অজ্ঞ, জ্ঞানহীন, জড়মস্তিষ্ক, বিহ্বল, অজানিত, অজ্ঞাত, বুদ্ধিহীন, যেমন অন্ধ ছিল তেমন, অন্ধপ্রায়, অন্ধভূত, অন্ধতুল্য। ⇒ **ভূত** (বিণ)। = **পঞ্ঞা-চক্খুনো অভাবেন** (ধর্মপদ অর্থকথা)। জাতকে ইহার বানান "**অন্ধবুত**" দৃষ্ট হয়।

অন্ধবন—অন্ধকারময় বন, আঁধার জঙ্গল।

অন্ধবেণি = অন্ধবেণী। ⇒ **অন্ধবেণী।**

অন্ধবেণী (স্ত্রী) ১ অন্ধজল প্রবাহ, অন্ধস্রোত, এলোমেলো কেশরাশি, অবিন্যস্ত কেশদাম। ২ অন্ধলোকের সারি, অন্ধলোকের শ্রেণী। ⇒ **বেণী** (৩খ)।

অন্ধবেস—অন্ধবেশ, অন্ধলোকের বেশ ধারণ, অন্ধের ন্যায় ভানকরণ, (অন্ধের) ছদ্মবেশ, অন্ধের ভান বা ছল। ⇒ **বেস**।

অন্ধসদ্ধা—অন্ধশ্রদ্ধা, ভালো-মন্দ বিচার না করিয়া অন্ধের ন্যায় শ্রদ্ধা, জ্ঞানহীন শ্রদ্ধা, অন্ধ বিশ্বাস।

অন্ধসদ্ধাভিভূত (বিণ) অন্ধবিশ্বাসে বিহ্বল বা আকুল।

অন্ধাকুল (বিণ) [অন্ধ+আকুল] অন্ধাকুল, ভালো-মন্দ বিচার না করিয়া অন্ধের ন্যায় অনুকরণে ব্যগ্র, নির্বুদ্ধিতাজনক বিহ্বল, মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ। = **পঞ্ঞাচক্খুনো অভাবেন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অন্ধান্ধং (ক্রি-বিণ) [অন্ধ+অন্ধং] অন্ধের ন্যায়, অন্ধের মতো।

অন্ন (ক্লী) অন্ন, আহার্য, খাদ্যবস্তু, যাগু, ভাত, ধান্য, শস্য। = **যাগুভত্তাদি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ভক্ষ্য শস্যাদিতে "**পুব্বন্ন**" বলিলে বুঝায়:—অন্ন, ভাত, যাগু, ধান্য, শালী, বীহি, গোধূম, আটা ইত্যাদি; "**অপরন্ন**" বলিলে বুঝায়:—সুপেয় সূপ (ঝোল) ও তরকারি। "**অন্ন**" লিখিতে "**ন্ন**", কিন্তু "**পুব্বন্ন**" ও "**অপরন্ন**" লিখিতে "**ন্ন**" হইয়া থাকে।

অন্নগা = অনুগা। ⇒ **অনুগা।**

অন্নদ (বিণ) অন্নদানকারী, আহারদাতা, যে ব্যক্তি অন্নদান করে। ⇒ **দ**।

অন্নপান (ক্লী) [অন্ন+পান] অন্ন এবং পানীয় এবং পানীয়, ভোজ্য এবং পানীয়, অন্নপানীয়, খাদ্যভোজন এবং পানীয় পান। = **পানভোজন।** ⇒ **পান।**

অন্নয = অনুয। ⇒ **অনুয, দুরন্নয।**

অন্নাপ = অন্নপান। ⇒ **অন্নপান।**

অন্নায (ক্রি-বিণ) = **অন্বায।** ⇒ **অন্বায** (ক্রি-বিণ)।

অন্নুঞ্ঞাত = অনুমত। ⇒ **অনুমত।**

অন্নুদা (স্ত্রী) উদারতা, সহানুভূতি, দয়া, পরদুঃখে কাতরতা। ⇒ **অনুদ্দা**।

অন্নুস্সব = অনুস্সব। ⇒ **অনুস্সব।**

অন্বকাসি (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ একবচন) [অনু+অকাসি] টানিয়া বাহির করিল, সরাইয়া দিল বা তাড়াইয়া দিল, ফেলিয়া দিল। = **খিপি, ছড্ডেসি।** ⇒ **অনুকস্সতি।**

অনুকখর (বিণ) অক্ষর অনুসারে, স্বর অনুযায়ী, একবারে উচ্চার্য-শব্দাংশ অনুযায়ী, উচ্চার্য শব্দাংশ অনুসারে আবৃত্তি প্রণালী। (তুলনীয়) **অনুপদং।**

অনুগা (অতীত ক্রিয়া, প্রথমপুরুষ একবচন) (সে) অনুকরণ করিল অথবা অনুসরণ করিল। ⇒ **অনুগচ্ছতি।**

অন্বগূ (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ, বহুবচন) (তাহারা) অনুকরণ করিল অথবা অনুসরণ করিল। ⇒ **অনুগচ্ছতি।**

অনুড্ঢমাসং (ক্রি-বিণ) [অনু+অড্ঢ+মাসং] মাসে দুইবার করিয়া, প্রতি পক্ষকালে অথবা পনের দিনে একবার করিয়া। = **অনুপো সখিকং।**

অনুত্থ (বিণ) [অনু+অত্থ] উপলব্ধি বা জ্ঞান অনুযায়ী, বিশ্বাস বা ধারণা অনুরূপ, জ্ঞাত অর্থ বা ভাব অনুসারে, বুদ্ধি অনুরূপ অথবা বিষয় অনুযায়ী উত্তর দেয় এরূপ। (থেরগাথা অর্থকথা) **অনুত্থ সঞ্ঞাভাব**—জ্ঞানানুসারে উপলব্ধি অথবা জানন অথবা ধারণা।

অনুদেব (ক্রি-বিণ) [অনু+এব] পশ্চাতে, পরে, পশ্চাদনুসরণে, বিলম্বে। এই শব্দটি [অনু+এব] **অনুদেব** শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়।

অনুদ্ধমাসং = অনুড্ঢমাসং। ⇒ **অনুড্ঢমাসং।**

অনুয (পুং) অন্বয়, ধারা, পরস্পর সম্বন্ধবাক্য বা পদের শ্রেণীবিন্যাস, পদ্যের গদ্যাবস্থায় পরিবর্তন, তৎসত্ত্বে তৎসত্তারূপ দর্শন শাস্ত্রের সম্বন্ধবিশেষ, সংস্রব, সম্বন্ধ, অনুবৃত্তি, বিদ্যমানতা, সাদৃশ, তুল্যতা, অনুক্রম, মিল রাখিয়া কার্যকরণ, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা। (মধ্যমনিকায়) **ধম্মনুয**—যুক্তিপূর্ণ সমাধান। (দীর্ঘনিকায়) **অনুযে ঞাণং।** (পেতবত্থু) **তস্স কম্ম অনুয।** (বিণ) একই ধারায় প্রবর্তিত, পরবর্তী, সম্বন্ধ রাখিয়া কাজ করে এরূপ, আত্মশ্লাঘী, আত্মগরিমাপূর্ণ, অনুবর্তী, ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া কাজ করে এরূপ। (দীর্ঘনিকায়) **তদনুয।** (মধ্যম নিকায়) **কাযো চিত্তনুয**—শরীর মনের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া কার্যকারী, দেহ মনের বাধ্যগত। (সূত্রনিপাত) **অননুয; তস্সনুয।** (ধর্মপদ) **দুরনুয;** ইহার কারণ হইতেছে "**দুরন্নয**"; **দুরন্নয়গতি = ন সক্কা পঞ্ঞাপেতুং** (ধর্মপদ অর্থকথা); **দুবিঞ্ঞাপয** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ক্রি-বিণ) = **অন্বায।** ⇒ **অন্বায।**

অনুয়তা (স্ত্রী) সাদৃশ্য, তুল্যতা, অনুক্রম, মিল রাখিয়া বা ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া কাজ, মিল, অনুরূপ। (মধ্যম নিকায়) **কাযনুয়তা**—শরীরের মধ্যে অনুরূপ প্রদান।

অনুয়তো (ক্রি-বিণ) অনুসারে। = **অন্বায।**

অনুযেঞাণং—অন্বয় বা সাদৃশ্য রক্ষা করিবার জ্ঞান, ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া অথবা প্রথানুযায়ী চলিবার জ্ঞান।

অনুহং (ক্রি-বিণ) [অনু+অহং] দৈনিক, প্রতিদিন।

অন্বাগচ্ছতি (ক্রি) [অনু+আ+গচ্ছতি] ১ বরাবর গতিপথে চলিতে থাকা, অগ্রসর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, নিকটে আসা, অনুসরণ করা, অনুগমন করা, পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ানো, অনুসন্ধান করা, সম্মুখবর্তী হওয়া, (কিছুর দিকে) আসা। ২ পুনরায় ফিরিয়া আসা, ফিরিয়া যাওয়া। (অতীত) **অন্বাগচ্ছি;** = **অনুবন্ধি।** (অ-বিণ) **অন্বাগত।** (ক্রি-বি) **অন্বাগন্তান।** ⇒ **অনুবন্ধতি।**

অন্বাগত (বিণ) অনুগত, গুণ দ্বারা ভূষিত, বুদ্ধিতে বা

জ্ঞানে অলঙ্কৃত, যৌতুক বা বৃদ্ধি প্রদত্ত, পরবর্তী, আশ্রিত, মতানুসারে কার্যকারী, অনুসন্ধানকৃত, লব্ধ, অনুজীবী, অনুবর্তী, মতানুবর্তী। ⇒ **অন্বাগচ্ছতি**।

অন্বাদিসতি (ক্রি) [অনু+আ+দিসতি] পরামর্শ দেওয়া বা করা, প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, বলা, খবর দেওয়া, জ্ঞাত করা, যুক্তি করা, উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোনো ব্যক্তির নামে গুস্থাদি উৎসর্গ করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, নির্দেশ করিয়া বলা, স্থির করা, হস্তান্তর করা, নির্দিষ্ট করা, আরোপ করা। (পঞ্চমী) **অন্বাদিসাহি; = উদ্দিস্স দেহি**—উদ্দেশ্যে দান দাও; **আদিস**—আদিষ্ট। ⇒ **আদিসতি**।

অন্বাধিক (বিণ) সেলাই কার্যের নিয়মানুরূপ; (বিনয় গ্রন্থের অর্থানুসারে) আধা আধা বা অর্ধেক অর্ধেক অর্থাৎ জোড়াতালিযুক্ত, জোড়াতালি দেওয়া কাপড়, আধা পুরাণ আধা নূতন কাপড়ের জোড়াতালি, নূতন বস্ত্র কাটিয়া জোড়াতালি।

অন্বানুমট্টি = অন্বানুমত্তি। ⇒ **অন্বানুমত্তি**।

অন্বানুমত্তি ⇒ অন্বামদ্দতি।

অন্বাভতি (ক্রি) [অনু+আভতি] লইয়া যাওয়া, নেওয়া।

অন্বামদ্দতি (ক্রি) [অনু+আ+মদ্দতি] নিষ্পেষণ করা, পেষণ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, দমন করা, নিংড়ানো, টাকা ইত্যাদির জন্য কাহাকেও চাপ দেওয়া, চেপে ঠাসা, কষ্টে সৃষ্টে চালানো, টিপিয়া ধার, মর্দন করা, ঠেলিয়া যাওয়া, মোচড়ানো, পাকানো, ক্লেশ দেওয়া, বলপূর্বক লওয়া, বিকৃত করা। (অতীত) **অন্বামদ্দি**; (জাতক) **গলকং অন্বামদ্দি**—গলা চাপিয়া বা টিপিয়া ধরিল; (পাঠান্তরে) **অন্বানুমট্টি, অন্বানুমত্তি, অন্বাবমদ্দি**; (জাতক অর্থকথা) **গীবমদ্দি**।

অন্বায—১ (ক্রি-বি) সহ্য করিয়া, অধীনস্থ হইয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, উপলব্ধি করিয়া, লাভ করিয়া, অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিয়া, ভোগ করিয়া, অনুভব করিয়া। ২ (অব্যয়) ফলে, পরে, মধ্য দিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **আতপ্পং অন্বায**—আত্মউপায় দ্বারা অথবা আত্মদানের মধ্য দিয়া; **সংবাসং অন্বায**—(তাহাদের) দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাসের ফলে। (জাতক) **বুদ্ধিং অন্বায; পিযসংবাসং অন্বায; গব্ভপরিপাকং অন্বায**। (বি-ভা) **বুদ্ধিং অন্বায**—বড় হইয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া। ৩ (ক্রি-বিণ) (ধারা) অনুক্রমে, সম্বন্ধ রাখিয়া, অনুসারে। **তস্স কম্মস্স অন্বায**—তাহার কর্মানুযায়ী অথবা কাজের ধারা অনুযায়ী। = **পচ্চযা**।

অন্বাযিক (বিণ) পরবর্তী, অনুসরণকারী, যে ব্যক্তি অনুসরণ বা অনুকরণ করে, সঙ্গী, সহযাত্রী।

অন্বারোহতি (ক্রি) [অনু+আ+রোহতি] পর্যন্ত গমন করা, পরিদর্শন করা, আরোহণ করা, উপরে ওঠা, চড়া। (অতীত) **অন্বারুহি**।

অন্বাবমদ্দি ⇒ অন্বামদ্দতি।

অন্বাবস্স (এই শব্দটি "অনোবস্স" শব্দের রূপান্তর) ⇒ **অনোবস্স**।

অন্বাবিট্ঠ (বিণ) (বন্দ খেয়াল বা দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা) অধিকৃত বা হস্তগত। ⇒ **অন্বাবিসতি**।

অন্বাবিসতি (ক্রি) [অনু+আ+√বিস+অ] অধিকার করা, দখল করা, অগ্রসর হওয়া, সম্মুখবর্তী হওয়া, প্রবেশ করা, হস্তগত করা, ভিতরে প্রবেশ করা, পরিদর্শন করা, তদারক করা, যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা। (অতীত) **অন্বাবিসি**। (অ-বিণ) **অন্বাবিট্ঠ**।

অন্বাসঙ্গতি (ক্রি) [অনু+আ+√সঙ্গ+অ] দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, আসক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। (অতীত) **অন্বাসঙ্গি**। (অ-বিণ) **অন্বাসত্ত**।

অন্বাসত্ত (বিণ) দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন, সংঘটিত, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। (তুলনীয়) **অন্বাসন্ন**। ⇒ **অন্বসঙ্গতি**।

অন্বাসত্ততা (স্ত্রী) আক্রান্ত অবস্থা, শিকারে পড়িয়াছে এরূপ অবস্থা, ক্রমে ক্রমে বা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ অবস্থা; (করণকারকে) আসক্তি, বন্ধুত্ব সংলগ্নতা। ⇒ **অন্বাসত্ত, অন্বাসন্ন**।

অন্বাসন্ন (বিণ) গুণভূষিত, যৌতুক প্রদত্ত, অধিকৃত, আক্রান্ত, আসন্ন, নিকটবর্তী, সমীপস্থ, খুব কাছাকাছি। ⇒ **অন্বাসত্ত, অন্বাসসদতি**।

অন্বাসসদতি (ক্রি) [অনু+আ+√সদ+অ] গুণে ভূষিত করা, যৌতুক প্রদান করা, অধিকার করা, আক্রমণ করা। (অ-বিণ) **অন্বাসন্ন**।

অন্বাসব (পুং) [অনু+আসব] ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র আস্রব বা আসক্তি, অনুরূপ তৃষ্ণা বা লোভ। (বিপ) **অনবস্সুত**। **কিলেস অন্বাসব বিরহিত**।

অন্বাসবতি (ক্রি) [অনু+আ+সবতি] প্রবাহিত হওয়া, ভাসা, ঢেউ খেলাইয়া যাওয়া, আক্রমণ করা, ঘটা, সংঘটিত হওয়া।

অন্বাহত (বিণ) আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, মারিয়াছে এমন, পেটা বা পিটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে এরূপ, হতবুদ্ধি করিয়াছে এমন, ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে এমন, **জটিল** করিয়া তুলিয়াছে এমন। (ধর্মপদ) **অন্বাহত চেতস**। ⇒ **অন্বাহনতি**।

অন্বাহনতি (ক্রি) [অনু+আ+√হন+অ] আঘাত করা, মারা, পিটা, পিটিয়া মসৃণ করা, হতবুদ্ধি করা, ঝঞ্ঝাটে ফেলা, জটিল করিয়া তোলা। (অ-বিণ) **অন্বাহত**।

অন্বাহিণ্ডতি (ক্রি) [অনু+আ+হিণ্ডতি] (কর্মকারকে) ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো, পদচারণ করা, পথ হারানো, বিভ্রান্ত হওয়া, প্রস্থান করা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া। (অতীত) **অন্বাহিণ্ডি**।

অন্বিচ্ছ = অনুবিচ্ছ। ⇒ **অনুবিচ্ছ**।

অন্বেতি (ক্রি) [অনু+√ই+অ] অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা, সঙ্গী হওয়া, সঙ্গে যাওয়া। = **অনুগচ্ছতি অন্বায়িক হোতি** (চুলনির্দেশ)। = **কায়িকং ... দুক্‌খং অনুগচ্ছতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **অন্বেসি অনুদেসি**—চিন্তিত হইল, সাহায্য করিল, উপদেশ দিল।

অন্বেস (ক্লী) অন্বেষণ, খোঁজ, তল্লাস, অনুসন্ধান, গবেষণা, আকাঙ্ক্ষা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তদন্ত। (মধ্যমনিকায়) **অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি**—সন্ধান করিয়া পায় না।

অন্বেসং (বিণ) দেখে বা দেখিতেছে এমন, অন্বেষণ করে এরূপ, খোঁজ করে এমন, আকাঙ্ক্ষা করে এমন। = **পরিযেসমান**। ⇒ **অন্বেসতি**।

অন্বেসক (বিণ) অন্বেষক, অনুসন্ধানকারী, সন্ধানী, সন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, অন্বেষ্টা, অনুসন্ধায়ী, অন্বেষ্ট, আকাঙ্ক্ষাকারী।

অন্বেসতি (ক্রি) [অনু+√এস+অ] দেখা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, তল্লাস করা, গবেষণা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, অনুসন্ধান করা। ⇒ **ইচ্ছতি**। (অতীত) **অন্বেসি** (সংস্কৃত—অন্বেসি)। (ব-বিণ) **অন্বেসং, অন্বেসন্তো**।

অন্বেসনা (স্ত্রী) দেখন, দর্শনকরণ, অন্বেষণ করণ, খোঁজকরণ, তল্লাসকরণ, গবেষণাকরণ, আকাঙ্ক্ষাকরণ, ইচ্ছাকরণ, সন্ধানকরণ।

অন্বেসন্তো (বিণ) = **অন্বেসং**। ⇒ **অন্বেসং, অন্বেসতি**।

অন্বেসিন (বিণ, পুং) চেষ্টা করে এমন, অন্বেষণ করে এমন, গবেষক, অন্বেষক, ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী, অন্বেষণকারী, সন্ধানকারী। (সূত্রনিপাত) **কুসল-অন্বেসিন**—পুণ্যাকাঙ্ক্ষী।

অন্বেসী = **অন্বেসিন**। ⇒ **অন্বেসিন**।

অন্বহ (উপসর্গপদ) (বৈদিক—অহন) (যৌগিকে) **পুব্বন্হ, মজ্ঝন্হ, সাযন্হ**। (তুলনীয়) **অহ**।

অপ ("**অপ**" ও "**অব**" একই উপসর্গপদ, কিন্তু "**অপ**" অর্থ "দূরে" এবং "**অব**" অর্থ "নীচে") দূরে।

অপকড়্‌ঢতি (ক্রি) [অপ + √কড়্‌ঢ + অ] (সংস্কৃত—অপ+কর্ষতি] টানিয়া লইয়া যাওয়া, লইয়া ফেলা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (বিমান সম্বন্ধে) আকাশে ওড়া। (তুলনীয়) **অপকস্‌সতি**। ⇒ **পকড়্‌ঢতি**। (অতীত) **অপকড়্‌ঢি**। (করণে) **অপকড়্‌ঢাপেতি**।

অপকত (বিণ) স্থগিত রাখা হইয়াছে এরূপ, বিলম্ব করিয়াছে এরূপ, (পোশাক-পরিচ্ছাদি) খুলিয়া ফেলিয়াছে এমন, নষ্টকৃত, বিলুপ্ত, লোপপ্রাপ্ত। (বি-ভা) **অপকত অপগত** (মধ্যম নিকায়)। **আজীবিকা পকতা (আজীবিকাবকতা)**; **আজীবিকা পকত**—জীবিকার উপায় ছাড়া হইয়াছে এমন, জীবিকার সংস্থান হইয়াছে এমন। ⇒ **অপকরোতি**। (ক্লী) অনিষ্ট, অপকার, হানি, ক্ষতি।

অপকতঞ্ঞু (বিণ) [অ+প+কতঞ্ঞু] অকৃতজ্ঞ, যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার স্বীকার করে না।

অপকন্ততি (ক্রি) [অপ+কন্ততি] কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করা, ভেদন করা, ছেদন করা। (থেরীগাথা) **গলে অপকন্ততি** = **গীবং ছিন্দতি**—গ্রীবা ছেদন করা (থেরগাথা অর্থকথা)। (Kern. Teov.-এর মতে) **কবলে অপকন্ততি**। (অতীত) **অপকন্তি**।

অপকন্তি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অপকন্ততি**।

অপকমতি (ক্রি) হাঁটিয়া যাওয়া, পদব্রজে গমন করা, চলিয়া যাওয়া।

অপকম্ম = **অবক্কম্ম**। ⇒ **অবক্কম্ম**।

অপকরোতি (ক্রি) [অপ+√কর+ও] পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত করা, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, স্থগিত রাখা, বিলম্ব করা (পোশাক-পরিচ্ছদাদি) খুলিয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা। (তুলনীয়) **অপকার**। (অতীত) **অপকরি**। (অ-বিণ) **অপকত**।

অপকস্‌স (ক্রি-বি) একদিকে সরাইয়া রাখিয়া অথবা সরাইয়া দিয়া, একদিকে টানিয়া নিয়া অথবা সরাইয়া নিয়া। ⇒ **অপকস্‌সতি**।

অপকস্‌সতি (ক্রি) [অপ+√কস্‌স+অ] ফেলিয়া দেওয়া, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, সরাইয়া রাখা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা। সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়:--**অবকস্‌সতি, নিদ্ধমতি, নিক্কড়্‌ঢতি**। ⇒ **অপকাসতি**। (অতীত) **অপকস্‌সি**। (ক্রি-বি) **অপকস্‌স**।

অপকার (পুং) অপকার, অহিত, অনিষ্ট, ক্ষতি, হানি, অমঙ্গল।

অপকারক (বিণ) অপকারক, অপকারী, অহিতকারী, অনিষ্টকারী, অমঙ্গলজনক, ক্ষতিকারক, হানিজনক, যে ব্যক্তি ক্ষতি করে বা পীড়া দেয়।

অপকাসতি (ক্রি) সরাইয়া ফেলা, নানা দিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করিয়া দেওয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, ফাটল ঘটানো, বিবাদ ঘটানো, মতভেদ সংসাধন করা, (সংঘের মধ্যে) অমিল ঘটানো বা সঙ্ঘভেদ করিয়া দেওয়া। ইহার পাঠ সংশোধনে দৃষ্ট হয় "**অপকস্‌সতি**" এবং বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় দৃষ্ট হয় "**পরিসং আকড়্‌ঢন্তি**"। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার পাঠ দৃষ্ট হয় "**অবকস্‌সতি**"; (যৌগিকে) **অবকস্‌সতি ববকস্‌সতি**। বিনয়ে পাঠ দৃষ্ট হয় "**অবপকাসতি**"। ⇒ **অবপকাসতি, ববকস্‌সতি**।

অপকিণ্ণ (বিণ) [অ+পকিণ্ণ] অপ্রকীর্ণ, অবিক্ষিপ্ত, মিশ্রিত, মিলিত, অবিস্তৃত, সম্বন্ধযুক্ত, অপ্রকাশিত, শৃঙ্খলাযুক্ত, ছড়ানো-বিরহিত, একপ্রকার বা একজাতীয়।

অপকিরতি (ক্রি) [অ+পকিরতি] ফেলিয়া দেওয়া, বিকীর্ণ করা, ছড়াইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়া, তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত করা, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া। (ক্রি-বি) **অপকিরিত্বা = ছড়্ডেত্বা**। ⇒ **অভিকিরতি**।

অপকিরিতূন (ক্রি-বিণ) ফেলিয়া দিয়া, বিকীর্ণ করিয়া, ছড়াইয়া দিয়া, ছিটাইয়া দিয়া, কুপিত করিয়া, হালকা করিয়া, দোষারোপ করিয়া। (থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **অপকিরিত্বা, ছড়্ডেত্বা**। = **অভিকিরিতূন**। ⇒ **অপকিরতি, অবকিরতি**।

অপক্ক (বিণ) অপক্ব, কাঁচা, অসিদ্ধ, যাহা পাকে নাই, যাহা বন্ধ করা হয় নাই। **অপক্ক অম্ব**—কাঁচা আম।

অপক্কম (পুং) স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, প্রস্থান, মৃত্যু, ব্যতিক্রম, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসারণ।

অপক্কমতি (ক্রি) [অপ + √কম + অ] (সংস্কৃত—অপক্রমতি) প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, রওনা হওয়া, যাত্রা করা, (অপ্রচলিত) বিচ্ছিন্ন করা, চলিয়া যাওয়া, একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা পক্ষাবলম্বন করা। (অতীত) **অপক্কমি**। (অ-বিণ) **অপক্কন্ত**। (ক্রি-বি) **অপক্কমিত্বা, অপকম্ম**। ⇒ **পক্কমতি**।

অপকম্ম (ক্রি-বি) প্রস্থান করিয়া, মরিয়া, রওনা হইয়া। ⇒ **অবকম্ম, অপক্কমতি**।

অপক্খলিত = অবক্খলিত। ⇒ **অবক্খলিত**।

অপগচ্ছতি (ক্রি) [অপ+√গম+অ] প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া, একদিকে সরিয়া যাওয়া। (অতীত) **অপগচ্ছি**। (অ-বিণ) **অপগত**। (ক্রি-বি) **অপগন্ত্বা**।

অপগত (বিণ) ১ অপগত, দূরীভূত, বিদূরিত, পলায়িত, প্রস্থানকৃত, চলিয়া গিয়াছে এমন, (অপাদানকারকে) সরিয়া গিয়াছে এমন, মৃত্যু হইয়াছে এমন, মৃত, নষ্ট, অন্তর্হিত। = **পেত, গত**। ২ ব্যতীত, (সাহিত্যে) হারাইয়া গিয়াছে এরূপ, নষ্ট হইয়াছে এরূপ, নড়িয়া গিয়াছে বা সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে এরূপ, মুক্ত। (বিনয়) **অপগত গব্‌ভা**—গর্ভ নষ্ট হইয়াছে এমন (স্ত্রীলোক), (জাতক) **অপগতবত্থ**—নগ্ন, বস্ত্রহীন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপগতসোক**—শোকমুক্ত; **অপগত লজ্জা**—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন; **অপগত বিঞ্ঞাণ**—অনুভূতিহীন। ⇒ **অপগচ্ছতি, অবাগত**।

অপগত কেস (বিণ) কেশশূন্য, ন্যাড়া। = **নিব্বত্তকেস**। ⇒ **নিব্বত্ত**(২)।

অপগত কোতূহল (বিণ) কৌতূহল ছাড়া, ভাবাবেগহীন, প্রবল ইচ্ছা নাই এমন, মনের উত্তেজনাহীন। ⇒ **কোতূহল মঙ্গলিক**।

অপগত-খণ্ডু-কালু (বিণ) কালো বর্ণের এবং খণ্ড বা ভগ্ন চাউল অপসারিত করিয়া বাছিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। **অপগত-খণ্ডু-কালভত্ত**। = **বিচিত**।

অপগত গব্‌ভা (বিণ) অপগত গর্ভা, ভ্রূণ নষ্ট হইয়াছে এমন, গর্ভপাত হইয়াছে এমন (স্ত্রীলোক), গর্ভস্থ ভ্রূণ সম্বন্ধে ব্যর্থ হইয়াছে এমন, গর্ভস্রাব হইয়াছে এমন, গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়াছে এমন। = **মূলহগবভা**। ⇒ **অপগত**।

অপগতরজ (বিণ) অপবিত্রতামুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, রজ বা ময়লা বিদূরিত, কলঙ্ক বা পাপ বিধৌত বা অপসারিত, যাঁহার লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হইয়াছে এমন। = **বিগতরজ**। ⇒ **রজো** (২)।

অপগত লজ্জা (বিণ) লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। ⇒ **অপগত**।

অপগত বত্থ (বিণ) অপগত বস্ত্র, বস্ত্রহীন, বিবস্ত্র, নগ্ন, (দেহ হইতে) বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে অথবা অপসারিত হইয়াছে এমন। ⇒ **অপগত**।

অপগত বিঞ্ঞাণ (বিণ) বিজ্ঞানরহিত, ভাববিরহিত, অনুভূতিহীন। ⇒ **অপগত**।

অপগত সোক (বিণ) শোকমুক্ত, শোক প্রশমিত, শোক বা অনুশোচনারহিত। ⇒ **অপগত**।

অপগব্‌ভ (বিণ) ১ [অপ+গব্‌ভ] অপগর্ভ, অপরের গর্ভে প্রবেশ না করিবার সিদ্ধান্তকৃত অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণের জন্য পূর্ব হইতে অনির্ধারিত অথবা পুনর্জন্মের ভাগ্যবিরহিত, যে স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের সহিত সহবাস করিয়া গর্ভ ধারণ করে। ২ [অ+পগব্‌ভ] অগর্বিত, নিরহঙ্কারী, অনৌদ্ধত।

অপগম (পুং) (সংস্কৃত—অপগম) অপগম, অপগমন, তিরোভাব, প্রস্থান, পলায়ন, নাশ, একদিকে সরিয়া গিয়া, চলিয়া গিয়া, অদৃশ্যতা।

অপগমতি (ক্রি) অপগমন করা, পলাইয়া যাওয়া, সরিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, অদৃশ্য হওয়া, তিরোহিত হওয়া, চলিয়া যাওয়া। ⇒ **অপনমতি**।

অপগমিস্‌সতি ⇒ **অপনমতি**।

অপগ্‌ঘরণ (বিণ) ক্ষরিত হয় না এরূপ, চুয়াইয়া পড়ে না এরূপ। ⇒ **পগ্‌ঘরণ**।

অপঙ্গ (পুং) অপাঙ্গ, চক্ষুর কোণ, চক্ষুর বাইরের কোণ, কটাক্ষ, তিলক, তিল বা যৌতুক অর্থাৎ দেহের চিহ্নবিশেষ।

অপচয (পুং) অপচয়, কৃতকর্ম নষ্টকরণ, ভঙ্গকরণ, পতন, অবনতি, ক্ষতি, হ্রাস, তৈরি না করণ (সাংসারিকতার ক্ষতি), (পুনর্জন্মের) ক্ষয়, বৃথা ব্যয়, অপব্যয়। (বিপ) **আচয**। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযস্‌স আচযো পি অপচযো পি**—শরীরের উন্নতি এবং অবনতিও। (জাতক) **সেখো অপচযেন ন তপ্পতি**—শৈক্ষ্য (অর্হৎ) অপচয়ে অনুতপ্ত হন না।

অপচযতি (ক্রি) ১ অপচয় করা, ক্ষতি করা, হ্রাস করা, বৃথা ব্যয় করা, অপব্যয় করা, কৃতকর্ম নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। ২ যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, পালন করা, অবধান করা, মনোযোগ হওয়া। (অতীত) **অপচযি**। (অ-বিণ) **অপচিত**।

অপচযগামিন (বিণ) ক্রমে ক্ষয়ের দিকে যায় এরূপ, ক্রমে ক্ষয় হয় এরূপ, হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এমন, পুনর্জন্মের বন্ধনমুক্ত হয় এমন, পুনর্জন্মের হেতুমূলক বিষয় হইতে বিরত থাকে এমন অথবা কিছু করে না এমন।

অপচযগামী (বিণ) **অপচযগামিন**। ⇒ **অপচযগামিন**।

অপচর—ক্ষতি, হ্রাস, বৃথাব্যয়, অপচয়, দোষ, ভুলকরণ।

অপচায (ক্লী) = **অপচায়ন**। ⇒ **অপচায়ন**।

অপচায়ক (বিণ) আনুগত্য স্বীকার করে এমন, শ্রদ্ধা নিবেদন করে এমন, পূজা-সম্মান-প্রেম-ভক্তি প্রদর্শনকারী, পূজারী, শ্রদ্ধানিবেদক।

অপচায়তি (ক্রি) [অপ+√চায +অ] সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতির) গ্রাহ্য করিয়া সময়মতো টাকা দেওয়া, মনোযোগ দেওয়া, মর্যাদা দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **পূজেতি অপচায়তি**। (অতীত) **অপচায়ি, অপচে, অপচেয্য**। (অ-বিণ) **অপচায়িত**। (ব-বিণ) **অপচায়মান**।

অপচায়ন (ক্লী) সম্মান প্রদর্শন করণ, সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অপচায়ন কম্ম**—পূজার কার্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অপচায়নং করোতি**— সম্মান প্রদর্শন করা; **অঞ্জলিং করোতি**—অঞ্জলি নমস্কার করা।

অপচায়ন কম্ম (ক্লী) পূজার কার্য, সম্মান প্রদর্শনের কার্য। ⇒ **অপচায়ন**।

অপচায়নকর (বিণ) সম্মান প্রদর্শনকারী, পূজারী।

অপচায়ন পরিচরিয (বিণ) = **অপচায়নকর**। ⇒ **অপচায়নকর**।

অপচায়না (স্ত্রী) সম্মান প্রদর্শন। = **অপচায়ন**।

অপচায়িক (বিণ) সম্মান প্রদর্শনকারী, পূজারী, শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী। (জাতক) **বদ্ধাপচায়িক**—বৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী; (তুলনীয়) **বদ্ধাপচায়িন**।(পেতবত্থু) **জেট্ঠাপচায়িক**— বয়ঃজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী।

অপচায়িত (বিণ) সম্মান প্রদর্শিত, পূজিত। ⇒ **অপচায়তি**।

অপচায়িন (বিণ) সম্মানপ্রদর্শনকারী। = **অপচায়িক, অপচায়ক**। (সূত্রনিপাত) **বদ্ধাপচায়িন**—বৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী; **বদ্ধানং অপচিতি করণেন**--বৃদ্ধগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অপচায়ী (বিণ) = **অপচায়িন**। ⇒ **অপচায়িন**।

অপচার (পুং) [অপ+চার] অপচার, স্বধর্মের ব্যতিক্রম, বংশানুগত ধর্মের ব্যতিক্রম, সৎ নীতি হইতে পতন, অত্যাচার, অপরিপাক, দোষ, পাপাচার।

অপচিত (বিণ) পূজিত, সম্মান প্রদর্শিত। = **পূজিত, অপচায়িত**। ⇒ **অপচযতি, অপচিনাতি**।

অপচিতি (স্ত্রী) ১ প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তের উপায়। ২ = **অপচায়ন**। ⇒ **অপচায়ন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপচিতিং করোতি; পূজন অপচিতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অপচিতি করণ**। (তুলনীয়) **অপচায়ন**।

অপচিতিযমান (বিণ) গৌরব করে এমন, যত্নবান, সম্মান প্রদর্শন করে এমন। ⇒ **অপচায়তি**। **অপচিনযমান**। **অপচিতিযমান চীবরং**—চীবরের প্রতি গৌরব করে এমন।

অপচিনতি (ক্রি) ⇒ **অপবিণাতি**।

অপচিনন (ক্লী) ধ্বংস, বিনষ্ট, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তোপায়।

অপচিনন্তো (বিণ, ক্রি-বি) মুক্ত, মুক্তিলাভ করিয়া, পরিত্রাণ পাইয়া, কমাইয়া, নষ্ট করিয়া। এই শব্দটি ক্ষীণাসব অর্হতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

অপচিনযমান (বিণ) স্বত্ব বা অধিকার রক্ষা করিয়া। **অপচিনযমান চীবরং**। ⇒ **অপচিতিযমান, অপচিনাতি**।

অপচিনাতি (ক্রি) [অপ+√চি+না] ১ মুক্তি লাভ করা, পরিত্রাণ লাভ করা, নষ্ট করা, লোপ করা, কমানো, কম হওয়া, কম করা। (বিপ) **আচিনাতি**। (জাতক) **অপচিনেথেব কামানি**—কামসমূহকে কমাও, কামসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করো; = **বিদ্ধংসেয্যথ কামানি**—কাম বা কামনাসমূহকে বিধ্বংস করো। ২ সম্মান করা, পূজা করা, শ্রদ্ধা করা, যত্ন নেওয়া, পাহারা দেওয়া, অবলোকন করা, দেখা। ⇒ **অপচায়তি, অপচযতি** (২)। ৩ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া, শক্তিহীন হওয়া, খারাপ হইয়া যাওয়া। (অতীত) **অপচিনি, অপচে;** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **অপচিযিংসু** (**উপচ্ছিংসু** শব্দের পরিবর্তে); (জাতক) **অক্খীনি অপচিযিংসু**—চক্ষুদ্বয় নষ্ট করিল বা উপড়াইয়া দিল। (অ-বিণ) **অপচিত**। (সপ্তমী) **অপচে**। (ব-বিণ) **অপচিনমান**। (কর্মবাচ্যে) **অপচিয্যতি**।

অপচিয্যতি (ক্রি) চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করা হয়, শক্তিহীন করা হয়, খারাপ করিয়া দেওয়া হয়। (অতীত) **অপচিযিংসু**—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করা হইয়াছিল, শক্তিহীন করা হইয়াছিল, খারাপ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (তুলনীয়) **উপচিয্যতি**। ⇒ **উপচিনাতি, অপচিনাতি**।

অপচে (সপ্তমী) মুক্তি লাভ করা হইলে, কমাইলে, যদি কমানো যায়। ⇒ **অপচিনাতি, অপচাযতি**।

অপচ্চ (ক্লী) (বৈদিক—অপত্য) অপত্য, সন্তানসন্ততি, বংশাবলী, শিশু। (দীর্ঘনিকায়) **বন্ধুপাদ অপচ্চ**; (তুলনীয়) **মুণ্ডক**।

অপচ্চক্কোসন (বিণ) প্রতিবাদে, আক্রোশ করে না অথবা গালাগালি দেয় না এমন। ⇒ **পচ্চক্কোসন**।

অপচ্চক্খ (বিণ) [অ+পটি+অক্খ] অপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্ট, অদৃশ্য, অসাধিত, অবোধ্য, কার্যে অপরিণত, অনাস্বাদিত, জ্ঞানাতীত, অতীন্দ্রিয়।

অপচ্চক্খকম্ম (বিণ) সাধন করা হয় নাই এমন, কার্যে পরিণত করা হয় নাই এমন, হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই এমন, লাভ বা প্রাপ্ত হয় নাই এমন, আদায় করা হয় নাই এমন। (ক্লী) অপ্রত্যক্ষ কার্য, অসতর্ক কার্য, অনবগত কার্য, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, চতুরতা। ধর্মসঙ্গণীর ইংরেজি অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "প্রতিপাদনে অসমর্থতা"। ⇒ **পচ্চক্খকম্ম**।

অপচ্চক্খাতি (ক্রি) অগ্রাহ্য না করা, অস্বীকার না করা, পরিত্যাগ না করা, প্রত্যাখ্যান না করা। (ক্রি-বি) **অপচ্চক্খায**। ⇒ **পচ্চক্খাতি**।

অপচ্চক্খায (স্ত্রী, ব্যবহার—ক্রি-বিণ) না দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষভাবে, ঠিক সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া, অজ্ঞাতভাবে, না জানিয়া। (ক্রি-বি) অগ্রাহ্য না করিয়া, অস্বীকার না করিয়া, পরিত্যাগ না করিয়া। ⇒ **অপচ্চক্খতি**। (বিণ) প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত, ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিষ্কার উপলব্ধি ব্যতীত (বিশুদ্ধমার্গে **"পচ্চয"** শব্দের বর্ণনায়)। ⇒ **পচ্চক্খ**।

অপচ্চবেক্খতি অপ্পটিবেক্খতি। ⇒ **অপ্পটিবেক্খতি**।

অপচ্চবেক্খন (বিণ) বিবেচনা করিতে অসমর্থ। = **ধম্মানং সভাবং পটি ন অপেক্খতি** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ⇒ **পচ্চবেক্খন**।

অপচ্চুপট্ঠপেতি অচ্চুপট্ঠপেতি। ⇒ **অচ্চুপট্ঠপেতি**।

অপচ্চুপলক্খণা (বিণ) সঠিক সংজ্ঞা-নির্দেশ করিবার মতো নহে এমন, প্রভেদ নির্ণয় করিবার নাই এমন, অর্থের বা কার্যের প্রভেদ উদ্ভব হয় না এমন।

অপচ্চুপেক্খণা (বিণ) প্রত্যবেক্ষণ করে না এমন। ⇒ **পচ্চুপেক্খণা**।

অপচ্ছপুরিম (বিণ) [অ+পচ্ছ+পুরিম] পূর্বেও নহে পরেও নহে এরূপ অর্থাৎ একই সময়ের, সমকালীন, যুগপৎ ঘটমান।

অপজহ (বিণ) [অ+পজহ] কাহাকেও কিছু দেয় না এমন, মাৎসর্য পরায়ণ, অনুদার, লোভী, পেটুক, ত্যাগী নহে এমন, স্বার্থপর, ছাড়িয়া না দিয়া, ত্যাগ না করিয়া, কৃপণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপানুত**; (অর্থকথা বর্ণনায়) (অ) **বড্ঢিনিস্সিত মানখদ্ধ**—(ধন) বৃদ্ধিতে উৎপন্ন মানে স্তব্ধ।

অপজিত (ক্লী) পরাজয়, পরাভব। (বিণ) পরাজিত, পরাভূত। (বিপ) **অপরাজিত**।

অপজ্ঝাযতি (ক্রি) [অপ+ঝাযতি] (সংস্কৃত—অভিধ্যায়তি) গভীর চিন্তা করা, গাঢ় চিন্তা করা, ধ্যান করা, নিভৃতে আলোচনা করা, বিবেচনা করা, সঙ্কল্প করা, চিন্তা করা, মনোমধ্যে আলোচনা করা, মনে মনে তোলপাড় করা, ধারণা করা, গণনায় আনা। (মধ্যমনিকায়) **নিজ্ঝাযতি অপজ্ঝাযতি**।

অপঞ্ঞ (বিণ) অপ্রাজ্ঞ, অজ্ঞানী, মূর্খ, বোকা।

অপঞ্ঞত্ত = **অপঞ্ঞপ্তি**। ⇒ **অপঞ্ঞপ্তি**।

অপট্ঠপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) [অপ+তিট্ঠতি, সংস্কৃত—অপ+স্থা] একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা।

অপণ্ডিতজাতিক (বিণ) **অসব্ভিরূপ**। ⇒ **অসব্ভিরূপ**।

অপণ্ণক (বিণ) [অ+পণ্ণক] সত্য, নির্দোষ, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, (ঘটিতে) বাধ্য, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, কোনো, যে কোনো, নিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত, শর্তশূন্য, স্বতন্ত্র, আলাদা, সন্দেহাতীত, সম্পূর্ণ, অবিমিশ্রিত, ব্যাকরণের সম্পর্কশূন্য। (জাতক বর্ণনায়) **একংসিক অবিরুদ্ধ নিয্যানিক**।

অপণ্ণকগ্গহ = **একংসগ্গাহ**। ⇒ **একংসগ্গাহ**।

অপণ্ণকতা (স্ত্রী) অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা, শর্তশূন্য অবস্থা, নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চিত ঘটিবে, স্বতন্ত্রতা, নির্দিষ্টতা।

অপতচ্ছিক (কেবল খার+অপতচ্ছিক = **খারাপতচ্ছিক** শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়) একপ্রকার যন্ত্রণা বা কষ্ট, একপ্রকার পীড়ন।

অপতিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের স্বামী বর্তমান নাই, বিধবা। = **বিধবা**।

অপত্থ (বিণ) (সংস্কৃত—অপাস্ত) ১ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। = **ছড্ডিত**। ২ (অতীত ক্রিয়া, মধ্যমপুরুষ বহুবচন) প্রাপ্ত হইয়াছিলে। ⇒ **পাপুণাতি**।

অপত্থট (বিণ) অবিকীর্ণ, আবদ্ধ, যাহা ছিটানো বা ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই এমন। = **অবত্থট**।

অপত্থদ্ধ (বিণ) অগর্বিত, নিরহঙ্কারী, অনৌদ্ধত।

অপত্থযিতব্বং (বিণ) = **অপত্থিয**। ⇒ **অপত্থিয**।

অপত্থিত (বিণ) অপ্রার্থিত, অযাচিত, যাহা চাওয়া হয় নাই, অনাকাঙ্ক্ষিত। ⇒ **পত্থেতি, পত্থিত**।

অপত্থিয (বিণ) অপ্রার্থনীয়, অনাকাঙ্ক্ষণীয়, অযাচনীয়, ইচ্ছা উৎপন্ন করিবার যোগ্য বস্তু যাহা নয়, আকাঙ্ক্ষার অযোগ্য, যাহাতে ইচ্ছা উৎপন্ন করা অনুচিত। = **অপত্থযিতব্বং, ন পত্থিয**। (বিপ) **পত্থিয**। ⇒ **পত্থেতি**।

অপথ (পুং) [অ+পথ] অপথ, কুপথ, সুপথের অভাব, উপায়াভাব, ভুলপথ, যাহা পথ বা রাস্তা নয়, যেখানে পথ বা রাস্তা নাই। = **বিপথ**।

অপদ (বিণ) ১ অপদ, অপদক, পদহীন, পদবিহীন, যাহার পা নাই। ⇒ **আপাদক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপদমার; অপদ অপর। সত্তা, অপদ, দ্বিপদ**। ২ পদচিহ্নবিহীন, পথশূন্য, কোনো পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই এমন; (চরিত্রে) আকাঙ্ক্ষাহীন (অর্থাৎ ঐহিকতার বা সাংসারিকতার কোনো লক্ষণ নাই এমন), বৈরাগ্য বা অনাসক্ত। "**রাগ**" ইত্যাদিকে ধর্মপদ অর্থকথায় "**পদানি**" বলা হইয়াছে। ⇒ **পদ**।

অপদক = **অপদ**। ⇒ **অপদ**।

অপদতা (স্ত্রী) পদশূন্যতা, পদ বা পা নাই এরূপ অবস্থা, পদহীনতা।

অপদান (ক্লী) ১ (সংস্কৃত—অপদান) অপদান, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, কর্ম হইতে বিদায় প্রদান, দূরত্ব, জিনিসের মধ্যবর্তী ফাঁক, পৃথককরণ, শেষকরণ, ভঙ্গকরণ। ২ (সংস্কৃত—অবদান) পরামর্শ, সতর্কীকরণ, উপদেশ, শিক্ষা, সংবাদ জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, নির্দেশ, তাৎপর্য, নৈতিক উপদেশ, নৈতিক আচার, ব্যবহার, আচরণ, নীতিশাস্ত্র। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সদ্ধাপদান**। (তুলনীয়) **ওবাদ**। ৩ জীবন ইতিহাস, প্রাচীন উপাখ্যান, পৌরাণিক কথা "**মহাউদান সুত্তন্ত**" বলিলে যেমন সপ্তবুদ্ধের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থকে বোঝায় তদ্রূপ পরিনির্বাপিত অর্হৎগণের জীবনচরিতসম্বলিত গ্রন্থকেও অপদান বলা হয়। (তুলনীয়) **পরিযাপদান**।

অপদিস (পুং) প্রমাণ, সাক্ষ্য, সাক্ষী, উল্লেখ, মধ্যস্থতা, সম্বন্ধ, সম্পর্ক, নিষ্পত্তির জন্য অর্পণ, সোপর্দ, বরাত।

অপদিসতি (ক্রি) [অপ+√দিস+অ] প্রমাণ করা, সাক্ষী দেওয়া, সম্বন্ধ রাখিয়া বলা, বচন উদ্ধৃত করা, পুনরুক্তি করা, বাজার দর দেওয়া, প্রচলিত মূল্যের উল্লেখ করা, নির্দেশ করা, উল্লেখ করা, আরোপ করা, সোপর্দ করা, বিচারাদির জন্য প্রেরণ করা, সংবাদের জন্য প্রেরণ করা, স্বচক্ষে দেখা, দর্শন করা। (অতীত) **অপদিসি**।

অপদেস (পুং) ১ বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি, বাদানুবাদ, তর্কপ্রণালী, আলোচ্য বিষয়। ২ বিবৃতি, উক্তি, নাম, উপাধি, অর্থ। ৩ ছুতা, ওজর, আপত্তি।

অপদেসক = **অপদেস**। ⇒ **অপদেস**।

অপধারণ (ক্লী) আবরণ, ঢাকনা, চক্ষুর আবরণ, অক্ষিপত্র, চোখের পাতা।

অপধারয়তি (ক্রি) = **অপধারেতি**। ⇒ **অপধারেতি**।

অপধারেতি (ক্রি) [(তুলনীয়) সংস্কৃত—অবধারয়তি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—অপধারয়তি] অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, অনুরোধ করা, প্রার্থনা করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম চাওয়া।

অপনত (বিণ) বাঁকানো, বক্র, **ইচ্ছুক**, ঝোঁকপ্রবণ, প্রবণ, নীত, অব্যবহার্য, ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, একদিকে সরাইয়া রাখা হইয়াছে এমন। (যৌগিকে) **অভিনত অপনত** (Rh. Davids-এর মতে) অগ্রে চেষ্টাকৃত এবং অস্বাভাবিকরূপে রক্ষিত (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অপনমতি**।

অপনমতি (ক্রি) চলিয়া যাওয়া। (অ-বিণ) **অপনত**। (ভবিষ্যৎ) **অপনমিস্‌সতি, অপলামিস্‌সতি, অপগমিস্‌সতি;** (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **বজিস্‌সতি, পক্‌খমিস্‌সতি**—ইত্যাদি শব্দগুলি সমার্থবাচক। (করণে) **অপনামেতি**।

অপনযতি (ক্রি) অপনয়ন করা, স্থানান্তরিত করা, মোচন করা।

অপনামন (ক্লী) স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, দ্রুত চালিতকরণ, সরাইয়া দিয়াছে এরূপ অবস্থা।

অপনামেতি (ক্রি) ১ নির্বাসিত করা, বহিষ্কৃত করা, মন হইতে দূরীভূত করা, লইয়া যাওয়া, সরাইয়া দেওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, প্রস্থান করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কথং বহিদ্ধা অপনামেতি**—বাহিরে লইয়া গেল কিরূপে? = **অঞ্ঞংঞং ঠানং গমেতি**—অন্যত্র গমন করে (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ২ (সংস্কৃত—অবনমতি) বাঁকাইয়া দেওয়া, নমিত করা, নত হওয়া, নুইয়া পড়া, ঝুঁকিয়া পড়া, দোলাইয়া পড়া, বক্র হইয়া যাওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া, নামাইয়া রাখা, রাখিয়া দেওয়া। (বিনয়) **ছত্তং অপনামেতি**—ছাতা নামাইয়া রাখা বা রাখিয়া দেওয়া। (অতীত) **অপনেসি**। (ক্রি-বি) **অপনেত্বা;** (দীর্ঘনিকায়) **হত্থং অপনেত্বা**—(নমস্কার করিবার জন্য) হাত সরাইয়া (তুলিয়া)। ⇒ **অপনমতি**। (বিপ) **অব্‌ভুন্নামেতি**।

অপনিদহতি (ক্রি) [অপ + নি + √দহ + অ] (বৈদিক—অপধা, সংস্কৃত—অপদধাতি) গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, লুক্কায়িত করা। (বিনয়ে) **অপনিধেতি, অপনিধেয্য, অপনিধেস্‌সতি**। (অতীত) **অপনিদহি**। (অ-বিণ) **অপনিহিত**। (ক্রি-বি) **অপনিধায**। (করণে) **অপনিধাপেতি**।

অপনিধাতি (ক্রি) রাখিয়া দেওয়া, সরাইয়া রাখা। = **অপনিদহতি**।

অপনিধাপেতি (ক্রি) কাহাকেও গোপনে থাকিবার জন্য প্রবৃত্ত করা বা পরামর্শ দেওয়া। ⇒ **অপনিদহতি**।

অপনিধেতি (ক্রি) = **অপনিদহতি**। ⇒ **অপনিদহতি**।

অপনিহিত (বিণ) লুক্কায়িত, গোপনে রক্ষিত। ⇒ **অপনিদহতি**।

অপনিহিত্তং (ক্লী) গোপনকরণ, লুক্কায়িত হইয়া বা

আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করণ, অপহরণ, চুরি।

অপনীত (বিণ) অপনীত, নিরাকৃত, দূরীভূত, ত্যক্ত, অপহৃত, খণ্ডিত, নিবারিত, বিনাশিত, বিনষ্ট, প্রমার্জিত, ঋণমুক্ত, ঋণপরিশোধিত। ⇒ **অপনেতি**।

অপনীতমান (বিণ) = **নিহিতমান**। ⇒ **নিহিতমান**।

অপনুজ্জ (ক্রি-বি) **অপনুদন**। ⇒ **অপনুদন, অপনুদতি**।

অপনুদতি (ক্রি) [অপ+√নুদ+অ] [বৈদিক—অপনুদতি; সংস্কৃত—(সম্প্রদানে) অপনোদয়তি] অপনোদন করা, ঠেলিয়া দেওয়া, নিরাকরণ করা, অপচয় করা, অপসারণ করা, তাড়াইয়া দেওয়া, দূরীভূত করা, সরাইয়া দেওয়া। (অতীত) **অপনুদি**: = **অপনেসি, অবহরি, অগগহেসি**। (ক্রি-বি) **অপনুজ্জ**।

অপনুদেতি = **অপনুদতি**। ⇒ **অপনুদতি**।

অপনুত্তর (বিণ) অপনোদক, নিরাকরণকারক, অপসারণকারক, অপচয়কারক।

অপনুদন (ক্লী) (সংস্কৃত—অপনোদন) অপনোদন, নিরাকরণ, দূরীকরণ, বিদূরিতকরণ, অপসারণ, বিতাড়িতকরণ, স্থানান্তরিতকরণ, অন্যত্র লইয়া যাওয়া। (জাতক) **দুক্‌খ অপনুদন**—দুঃখ অপনোদনকরণ।

অপনুদিতু = **অপনুত্তর**। ⇒ **অপনুত্তর**।

অপনূদন = **অপনুদন**। ⇒ **অপনুদন**।

অপনেতব্ব = **নিব্বেঠেতব্ব**। ⇒ **নিব্বেঠেতি** (২)।

অপনেতি (ক্রি) [অপ+√নি+অ] চালাইয়া নেওয়া, সরাইয়া রাখা, সরাইয়া নেওয়া। ⇒ **অপনুদতি**। = **হরতি**। (অতীত) **অপনেসি, অপানযি**। (অ-বিণ) **অপনীত**। (ক্রি-বি) **অপনেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **অপনীযতি**।

অপনেত্বা (ক্রি-বি) অপনীত করিয়া, অপসারণ করিয়া, নিরাকরণ করিয়া, দূরীভূত করিয়া, ত্যাগ করিয়া, অপহরণ করিয়া, খণ্ডন করিয়া, নিবারণ করিয়া, বিনাশ করিয়া, প্রমার্জিত হইয়া, ঋণমোচন করিয়া। ⇒ **অপনেতি**।

অপন্নং = **অপরন্নং**। ⇒ **অপরন্নং**।

অপপকাসতি (ক্রি) **অবপকাসতি**। ⇒ **অবপকাসতি**।

অপপঞ্চিত (বিণ) অপ্রপঞ্চিত, অনাবিষ্ট, অপ্রভাবিত, মোহ বা বিভ্রমজনক নহে এমন। ⇒ **পপঞ্চিত**।

অপপিবতি (ক্রি) [অপ+পিবতি] কোনো পাত্র বা বস্তু হইতে পান করা। (অতীত) **অপাপাসি**।

অপব্বজন (বিণ) প্রব্রজিত নহে এমন। ⇒ **পব্বজন**।

অপব্বূহতি (ক্রি) চাঁচিয়া ফেলা, ঘষিয়া ফেলা, ছুলিয়া ফেলা, ঠেলিয়া দেওয়া, পরিবর্তন করা, ঝাড়িয়া, ঝাড়ু দেওয়া, সরাইয়া ফেলা। (অতীত) **অপব্বূহি**। (ক্রি-বি) **অপব্বূহিত্বা, অপবিযূহিত্বা**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুংসুং অপব্বূহিত্বা**—ধুলাময়লা ঝাড়িয়া বা সরাইয়া। (করণে) **অপব্যূহাপেতি**।

অপব্যূহতি = **অপব্বূহতি**। ⇒ **অপব্বূহতি**।

অপব্যূহাপেতি (ক্রি) সরাইয়া ফেলানো, ঝাড়ু দেওয়ানো, ব্রুশ করানো। (জাতক) **পংসুং অপব্যূহাপেতি**—ধুলাময়লা পরিষ্কার করানো অথবা ঝাড়ু দেওয়ানো। ⇒ **অপব্বূহতি**।

অপব্ভার (বিণ) ঢালু নহে এরূপ, হেলান দেওয়া নহে এরূপ, ক্রমনিম্ন নহে এরূপ অর্থাৎ সোজা বা সমতল।= **সমতিত্থ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **পব্ভার** (১)।

অপব্যাকতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**।

অপব্যাতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**।

অপব্যাম = **অপব্যাম**। ⇒ **অপব্যাম। অপব্যামতো করিত্বা**—অপমান করিয়া।

অপভত (বিণ) চুরিকৃত, লুণ্ঠিত, অপহৃত, স্থানান্তরিত। ⇒ **অপভরতি**।

অপভরতি (ক্রি) চুরি করা, লুণ্ঠন করা, স্থানান্তরিত করা, সরাইয়া ফেলা। (অ-বিণ) **অপভত**।

অপভ্যামতো = **অপসব্যতো**। ⇒ **অপসব্যতো**।

অপমার (পুং) (সংস্কৃত—অপস্মার) মৃগীরোগ, সন্ন্যাসরোগ, অপস্মার রোগ।

অপমারিক (বিণ) (সংস্কৃত—অপস্মারিন) অপস্মার রোগগ্রস্ত, মৃগীরোগে আক্রান্ত, সন্ন্যাসরোগী।

অপমুট্‌ঠ (বিণ) ভুলরহিত, নির্ভুল, ভুল না করিয়া।

অপযাতি (ক্রি) [অপ+যা; সংস্কৃত—অপযাতি] চলিয়া যাওয়া। (জাতক অর্থকথায়) **অপগচ্ছতি পলাযতি**। (করণে) **অপযাপেতি**।

অপযান (ক্লী) (সংস্কৃত—অপযান) পশ্চাদপসরণ, পশ্চাদ্‌গমন, প্রস্থান, গমন, চলিয়া যাওয়া, নিরাপদ স্থান, আশ্রয়স্থান, গোপন স্থান, বিশ্রামাদির জন্য কাজ হইতে সাময়িক অবসর গ্রহণ। (বিপ) **উপযান**।

অপযাপেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অপযাপযতি) তাড়াইয়া দেওয়া, চলিয়া যাইতে বাধ্য করা, পদচ্যুত বা কর্মচ্যুত করা, বিদায় করা, বরখাস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা। ⇒ **অপযাতি**।

অপযিরুপাসনা (স্ত্রী) [অ+পযিরুপাসনা] পরিচর্যায় নিযুক্ত না হওয়া, পূজা না করা, আনুগত্য স্বীকার না করা, সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা।

অপর (বিণ) (বৈদিক—অপর) অপর, অন্য, পর, ভিন্ন, বিপরীত, পরবর্তী, প্রতিকূল, শত্রু, পশ্চাদ্বর্তী, শেষ, পশ্চিম, পশ্চিমদেশীয়, অধম, শত্রুভিন্ন, স্বপক্ষ, আত্মীয়, দ্বিতীয়। (সর্বনাম পদ কর্তৃকারক বহুবচনে) **অপরে**। (দীর্ঘনিকায়) **অপরে পজা**—অপর প্রজাগণ অর্থাৎ ভাবী সন্তান-সন্ততি বা উত্তরাধিকারীগণ। (জাতক) **অপরং দিবসং**—পরবর্তী কোনো দিন; **অপরে তযো সহাযা**—অপর তিনজন বন্ধু অর্থাৎ তিন বন্ধু; **অপরে দীপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপরে দিবসে**—অন্য একদিন। (দীর্ঘনিকায়) **অপরো পি**—অন্যজনও, অন্যটিও।

অপরং (ক্লী) যাহা পর পর ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যৎ অবস্থা, ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। (বিনয়) **নাপরং**—অন্য কিছু নহে, অধিক কিছু নয়, আর কিছু নাই; তদ্রূপ **পুনব্‌ভব**। (ক্রি-বিণ) তাহা ছাড়া, আরও, অধিক, অধিকন্তু, আরও অধিক। = **অথাপরং; পুনচ্‌পরং**। (বিশুদ্ধমার্গ) **অপরম্পি**।

অপরগোযান—চারি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি, পশ্চিমদিকস্থ মহাদ্বীপ। ⇒ **মহাদীপ**।

অপচেতনা (স্ত্রী) পরবর্তী চেতনা, মনের পরবর্তী জাগ্রত ভাব। **চেতনা** ত্রিবিধ, যথা—**দান পুব্ব চেতনা** (প্রথমত দান দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে চেতনা জাগ্রত হইয়া প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত দানীয় বস্তু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় সেই চেতনাকে "**দানপুব্ব চেতনা**" বা দানপূর্ব চেতনা বলা হয়), **দানমুঞ্চনচেতনা** (যখন ভিক্ষুসঙ্ঘ আহ্বান করিয়া সংগৃহীত দানীয় সামগ্রী তাঁহাদিগকে দান দেওয়া হয় তখন উহাকে বলা হয় "**দানমুঞ্চনচেতনা**" বা দানীয় সামগ্রী ত্যাগ চেতনা), **দান অপরচেতনা** (দানীয় সামগ্রী ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দেওয়ার পর এবং পরবর্তী সময়ে ভবিষ্যতে দাতা নিজমনে যতই দানজনিত প্রীতি উৎপন্ন করিয়া আনন্দ পাইবে ততই পুণ্য বৃদ্ধি হইয়া সুখ অনুভব করিতে পারিবে, উহাকেই বলা হয় "**দান অপরচেতনা**" বা দানজনিত পরবর্তী বা ভবিষ্যৎ চেতনা)। = **অপরভাগ চেতনা**। (বিপ) **পুব্বচেতনা**। ⇒ **পুব্বভাগ**।

অপরজ্জু (ক্রি-বিণ) (সংস্কৃত—অপরে-দ্যুস) পরবর্তী দিবসে।

অপরজ্‌ঝতি (ক্রি) [অপ+√রধ+য] (সংস্কৃত—অপরাধ্যতে) বিরক্ত হওয়া, পাপ করা, অপরাধ করা, পীড়া দেওয়া, কুপিত করা, অসন্তুষ্ট করা, ক্রোধের কারণ হওয়া। (অতীত) **অপরজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **অপরদ্ধ**।

অপরন্ন (ক্লী) [অপর+অন্ন (অন্ন)] অপর-অন্ন, অন্য প্রকার ভক্ষ্য শস্যাদি (অর্থাৎ ডাল, ঝোল, সূপ, শাকসবজি, তরি-তরকারি ইত্যাদি), প্রস্তুত ব্যঞ্জন, রন্ধন করা হইয়াছে এরূপ তরকারি, ভাত ছাড়া ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয় এরূপ মটর-সীম ইত্যাদি নানাজাতীয় তরকারি। (বিপ) **পুব্বন্ন, পুব্বন্ন**। (চুল-নির্দেশ) **অপরন্ন নাম সুপেয্যং**—অপর-অন্ন বলিলে সূপযুক্ত তরকারিকে বুঝায় অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঝোল প্রস্তুত হয়। (বিনয়) **পুব্বন্ন অপরন্ন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিল-মুগ্গ-মাসা-অপরন্ন**; (বিপ) **সালি-যাবক** ইত্যাদি—**পুব্বন্ন**। ⇒ **ধঞ্ঞ, হরিত**।

অপরন্নং (ক্লী) = **অপরন্ন**। ⇒ **অপরন্ন**।

অপরন্নজা (স্ত্রী) = **হরেণুক**। ⇒ **হরেণুক**।

অপরন্নধঞ্ঞ—প্রস্তুত অন্ন বা খোসা ছাড়া তণ্ডুলের ভাত। (বিপ) **পুব্বন্নধঞ্ঞ**। ⇒ **অপরন্ন, ধঞ্ঞ** (১)।

অপরণ্হ (বিণ) অপরাহ্ণ, বৈকাল, বেলা মস্তকোপরি ঠিক স্থির হওয়ার পর (আধুনিক কল্পিক যান্ত্রিক সময় বেলা ১২ ঘটিকার পর) অপরাহ্ণ। (বিপ) **পুব্বণ্হ**। **অপরণ্হ সময**—বৈকাল বেলা।

অপরদিবস—অপর দিবস, অপর দিন, অন্য দিন। ⇒ **দিবস**।

অপরদিবসে—অপর দিবসে, অন্য দিনে, অপর দিনে, পুনরায় অন্য একদিনের মধ্যে। = **পুনদিবসে**।

অপরদ্ধ (বিণ) দোষী, ন্যূন, হ্রাস, ভ্রম বা পাপজনিত, হারাইয়া গিয়াছে এরূপ, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য। (সংযুক্ত নিকায়) **অপরদ্ধ সুদ্ধিমগ্গং**; (সূত্রনিপাত) **সুদ্ধিং = বিরদ্ধ খলিত** (মহানির্দেশ)। = **অপধারিত**। ⇒ **অপরজ্‌ঝতি**।

অপরন্ত (পুং) ১ পশ্চিম দিক, অপরন্ত, অতি দূর, শেষাংশ, পশ্চিম দিগন্ত, পরবর্তী অংশ, শেষ ভাগ, ভারতের পশ্চিম প্রান্ত বা পশ্চিমদেশ। ২ ভবিষ্যৎ। (বিপ) **পুব্বন্ত**। ৩ অপর বা ভবিষ্যৎ সময়-সম্বন্ধীয় বিষয়ে সম্পর্ক অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা যাহা ঘটিবে তৎসমুদয় বিষয়। **অপরন্ত জনপদ** (তুলনীয়) **পচ্ছিমকোটি**। ⇒ **পুব্বন্ত**। = **অপরং**।

অপরন্তকপ্প—ভবিষ্যৎ কল্প। ⇒ **কপ্প** [ক্লী (১)]।

অপরন্তকপ্পিক (বিণ) ভবিষ্যৎ কল্পনাকারী, দূরকল্পনাকারী।

অপরন্তানুদিট্‌ঠি (স্ত্রী) [অপরন্ত+অনুদিট্‌ঠি] দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি, ভবিষ্যৎ চিন্তা।

অপরন্তাপরিয (বিণ) চির অনুকরণকারী, ক্রমিক, অনুক্রমিক, পরম্পরানুযায়ী, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংযুক্ত, নিত্য, চিরস্থায়ী। এই শব্দটি "**কম্ম**" সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অপরন্ধমেসিন (বিণ) = **রন্ধমেসিন**। ⇒ **রন্ধমেসিন**।

অপরন্ন = **অপরন্নং**। ⇒ **অপরন্নং**।

অপরন্নং (ক্লী) = **অপরন্ন**। ⇒ **অপরন্ন**।

অপরপচ্চয (বিণ) [অ+পর+পচ্চ] পরের উপর নির্ভর করে না এমন, পরনির্ভরশীল নহে এমন, পরকে বিশ্বাস করে না এমন, পর হইতে স্বাধীন, স্বাধীন, কাহারও উপর নির্ভশীল নহে এমন, অপরাধীন, পরের বাধ্যগত নহে এমন, কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া, কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া। (বিপ) **পরপচ্চয**। = **অপরিপত্তিয**। ⇒ **পচ্চযতা** (৩)। (বিনয়) **বেসারজ্জপ্পত্ত অপরপচ্চয**—পরের উপর নির্ভর না করিয়া বৈশারদ্য প্রাপ্ত। = **নাস্স পরো পচ্চযো**—পরের উপর নির্ভর করিয়া নহে (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অপরাপচ্চযাঞাণ—কারণের অভাবহেতু কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া জ্ঞান অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে না সেখানে কার্য আর কারণ সংযোগে কিছুই সৃষ্টি হইবার উপায় থাকে না বলিয়া জানা। ⇒ **ঞাণ**।

অপরপত্তিয (বিণ) কাহারও প্রভাবাধীন নহে এমন। =

অপরপচ্চয়।

অপরপোসিন (বিণ) অপরকে পোষণকারী, যে ব্যক্তি অপরকে ভরণপোষণ করিয়া থাকে। = **পরংপোসিন**। (বিপ) **অনঞঞপোসিন**।

অপরপ্পচয় = অপরপচ্চয়। ⇒ **অপরপচ্চয়**।

অপরভাগ (পুং) অপরভাগ, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকাল; (সাহিত্যে) পরবর্তী সময়াংশ। (অধিকরণ কারক) **অপরভাগে**। (বিপ) **পুব্বভাগ**। ⇒ **ভাগ**(৪)।

অপরভাগে (ক্রি-বিণ) অপরভাগে, ভবিষ্যতে, পরে, পরিশেষে, পশ্চাতে, পশ্চাদ্ববর্তী হইয়া, পিছের দিকে, ভবিষ্যৎকালে। = **পচ্ছা**। **ভাগ** (৪), **অপরভাগ**।

অপরম্পি (ক্রি-বিণ) [অপরং+পি] অন্যও, অন্যটিও, অপরটিও, অন্যজনও, অন্যবস্তুও।

অপররট্ঠ (ক্লী) বিদেশীয় রাজ্য, অন্যরাজ্য।= **তিরোরট্ঠ**।

অপরবন্তিতা (স্ত্রী) ১ [অ+পরবন্তিতা] সকলের প্রিয়। ২ = **পরবন্তিতা**। ⇒ **পরবন্তিতা**।

অপরাজিত (বিণ) [অ+পরাজিত; বৈদিক—অপরাজিত] অপরাজিত, অপরাভূত, অবিজিত, জয় করা যায় না এমন।

অপরাজেতি (ক্রি) অপরাজিত থাকা, পরাজিত না হওয়া।

অপরাধ (পুং) অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, পাপ, নিয়মলঙ্ঘন।

অপরাধিক (বিণ) অপরাধী, অপরাধিন, দোষী, পাপী, নিয়মলঙ্ঘনকারী। **বাজপরাধী** (জাতক)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইস্সরপরাধী; অপরাধিকতা**।

অপরাধিকতা (স্ত্রী) দোষী সাব্যস্ততা। ⇒ **অপরাধিক**।

অপরাধিত (বিণ) অপরাধ করিতেছে এমন, পাপ বা দোষ করিয়াছে এমন, নিয়ম-লঙ্ঘন করিয়াছে এমন। জাতকে **অপরাধ'ইতো** শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ⇒ **অপরাধেতি**।

অপরাধী = অপরাধিক। ⇒ **অপরাধিক**।

অপরাধে অপরাধিতো—অপরাধে অপরাধী, দোষে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে এমন।

অপরাধেতি (ক্রি) অপরাধ করা, দোষ করা, পাপ করা, নিয়ম লঙ্ঘন করা, নিয়মভঙ্গ করা। (অ-বিণ) **অপরাধিত**।

অপরাপরং—বারবার, মধ্যে মধ্যে, অন্যান্য, পুনঃপুন, অন্যান্যবার, (প্রাদেশিক ভাষায়) ইতস্তত, এদিক ওদিক, সম্মুখে ও পশ্চাতে। = **পুনপ্পুনং**।

অপরাপরিয (বিণ) [অপর+অপরিয] ক্রমাগত পরবর্তী, ক্রমিক, আনুক্রমিক, পরম্পরানুযায়ী।

অপরাপরিযায—পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম। ⇒ **পরিযায** (২), **অপরাপরিয**।

অপরামট্ঠ = অপ্পরামট্ঠ। ⇒ **অপ্পরামট্ঠ**।

অপরামস (বিণ) বিপথে চালিত নহে এমন, বিপথগামী নহে এমন, প্রলুব্ধ হয় না এমন, প্রলোভিত হয় না এমন।

অপরাযিন (বিণ, পুং) [অ+পরাযিন; তুলনীয়—**পরাযন**] অপ্রতিষ্ঠ, নিরাশ্রয়, নিরাবলম্বন বা অবলম্বনহীন। (তুলনীয়) **অপ্পতিট্ঠ, অপ্পতিসরণা**।

অপরাযিনী (বিণ, স্ত্রী) ১ = **অপরাযিন**। ⇒ **অপরাযিন**। ২ (যে স্ত্রীলোক) ভরণ-পোষণ পায় না এমন, সাহায্যহীন, সমর্থহীন। ⇒ **পরাযিন**।

অপরিক্কমন (বিণ) প্রবেশ করার অযোগ্য, ভ্রমণের অযোগ্য, অনুপযুক্ত। (বিপ) **সপরিক্কমন**।

অপরিক্খত (বিণ) অনাহত, অবিক্ষত, ব্যথিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এমন, চরানো হয় নাই এরূপ। ⇒ **পরিক্খত** (২)।

অপরিগ্গহ (বিণ) ১ নিঃস্ব, অনাসক্ত, নিরাসক্ত। ২ অবিবাহিত (পুরুষ বা স্ত্রীলোক)। ৩ বিষয় সম্পত্তিহীন। (বিপ) **সপরিগ্গহ**।

অপরিগ্গহিত (বিণ) অপরিগৃহিত, অনধিকৃত, অধিকার বা গ্রহণ করা হয় নাই এরূপ, মুক্ত।

অপরিগ্গহিতা (বিণ, স্ত্রী) [অ+পরিগ্গহিতা] গ্রহণ করা হয় নাই এরূপ, মুক্ত। (স্ত্রী) অবিবাহিতা মেয়ে। ⇒ **অবাবট**।

অপরিঘংসন্ত (বিণ) রাগড়াইয়া রগড়াইয়া, মর্দন করিতে করিতে, ঘর্ষণ করিতে করিতে। ⇒ **পরিঘংসতি**।

অপরিচক্খিতর (বিণ) যে ব্যক্তি চতুর্দিকে দেখে না বা অনুসন্ধান করে না।

অপরিচিত (বিণ) অপরিচিত, অজ্ঞাত। ⇒ **পরিচিত** (২)।

অপরিচিত কুসলতা (স্ত্রী) সদগুণ অর্জনে অবহেলা, অজ্ঞাত নৈপুণ্য, পুণ্যার্জনে অবহেলা, অপরিচিত বুদ্ধিসম্পন্নতা।

অপরিচ্ছিন্দনীয (বিণ) অচ্ছেদ্য, অচ্ছেদনীয়, যাহা সহজে ত্যাগ বা ছেদন করা যায় না, অপরিত্যাজ্য, দুচ্ছেদ্য, দুষ্পরিত্যাজ্য।

অপরিচ্ছিন্ন (বিণ) অপরিচ্ছিন্ন, অসীম, অনন্ত, অনির্দিষ্ট, চরম, শেষ, অন্তিম, যাহা পৃথক করা যায় না অথবা বিশ্লেষণ করা যায় না, মৌলিক, অবিভক্ত।

অপরিতস্সং ⇒ অপরিতস্সতি।

অপরিতস্সিন (বিণ) অনুত্তেজিত, উদ্বেগযুক্ত নহে এমন, অনুদ্বিগ্ন, নির্ভয়, অনুৎপীড়িত। ⇒ **পরিতস্সিন**।

অপরিত্তক (বিণ) বড়, মহৎ, বৃহৎ, অসীম। (বিপ) **পরিত্তক**।

অপরিনিপ্ফন্ন (বিণ) অনির্ধারিত, নির্ধারণ করা হয় নাই এরূপ।

অপরিপক্ক (বিণ) অপরিপক্ব, যাহা পরিপক্ব হয় নাই বা পাকে নাই, কাঁচা, পরিপক্ব হয় নাই এমন, অপরিণত। (বিপ) **পরোপক্ক**। ⇒ **পরিপক্ক**।

অপরিপূর (বিণ) অপরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পাদিত, অপূর্ণ, দোষপূর্ণ, অসিদ্ধ, অসমাপ্ত, অঙ্গহীন, ত্রুটিবিশিষ্ট। ⇒ **পরিপুর**।

অপরিবৃহযি (অতীত ক্রিয়া) ১ দুর্বল হইয়া পড়িল, বল বা শক্তি হারাইয়া ফেলিল। ২ শক্তিশালী হইল, বৃদ্ধি পাইল, বর্ধিত হইল। ⇒ **পরিবৃহেতি**।

অপরিভিন্ন (বিণ) = **পরিভিন্ন**। ⇒ **পরিভিন্ন**।

অপরিমাণ (বিণ) অপরিমাণ, অসীম, অনন্ত, অসংখ্য, অনেক, মহান, অপরিমিত, অপরিমেয়, অমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না, প্রচুর, বিশাল। (ধর্মপদ) **অপরিমাণ বন্ন**। ⇒ **পরিমাণ**।

অপরিমিত (বিণ) ১ অপরিমিত, অধিক, অসীম, পরিমাণের অধিক, অপরিমেয়, বিপুল, বিশাল, অসংখ্য, পরিমাণাতিরিক্ত, প্রচুর। ⇒ **পরিমিত**। ২ অপ্রচুর, সামান্য।

অপরিমেয্য (বিণ) গণনা করা যায় না এরূপ, অগণনীয়, অসংখ্য, পরিমাণ করা বা মাপা যায় না এরূপ। ⇒ **পরিমেয্য**।

অপরিযত্তিকর (বিণ) সুযোগ বা সুবিধা নাই এরূপ, অসুবিধাজনক, উপকার বা লাভ নাই এরূপ, অপরের উপর প্রাধান্য নাই এরূপ। ⇒ **পরিযত্তি** (১)।

অপরিযন্ত (বিণ) অসীম, বিশাল, অনন্ত, অপরিমিত, বহু। = **পহূত**।

অপরিযাদিন্ন (বিণ) অসমাপ্ত, নিঃশেষিত হয় নাই এরূপ। (মধ্যম নিকায়) **মুত্তকরীযং অপরিযাদিন্নং; অপরিযাদিন্না ধম্মদেসনা**। ⇒ **পরিযাদিন্ন** (১)।

অপরিযাদিন্ন = **অপরিযাদিন্ন**। ⇒ **অপরিযাদিন্ন**।

অপরিযাপন্না ধম্মা—যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত নহে অর্থাৎ যে সব বিষয় ত্রি-আবর্ত হইতে মুক্ত। ⇒ **পরিযাপন্না ধম্মা**।

অপরিযিট্‌ঠ (বিণ) = **পরিযিট্‌ঠ**। ⇒ **পরিযিট্‌ঠ**।

অপরিযোগাহতি (ক্রি) **পরিযোগাহতি**। ⇒ **পরিযোগাহতি**।

অপরিযোগাহন = **পরিযোগাহন**। ⇒ **পরিযোগাহন**।

অপরিযোনদ্ধ = **পরিযোনদ্ধ**। ⇒ **পরিযোনদ্ধ**।

অপরিবাসিক (বিণ) **আপরিবাসিক**। ⇒ **আপরিবাসিক**।

অপরিসুদ্ধ (বিণ) অপরিশুদ্ধ, অপবিত্র, ত্রুটিপূর্ণ, অপরিষ্কার। ⇒ **পরিসুদ্ধ**।

অপরিসেস (বিণ) বাকি নাই এরূপ, অবশিষ্টাংশবিহীন, সম্পূর্ণ, পূর্ণ, সমাপ্ত, একেবারে, সমগ্র, অবিভক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপরিসেস ঞাণদস্‌সন**।

অপরিস্‌সাবনক (বিণ) ১ যাহার নিকট জলছাঁকনি নাই এমন (ভিক্ষু)। ২ ছাঁকিতে হইবে না অথবা ছাঁকিবার প্রয়োজন নাই এরূপ (জল) অর্থাৎ শোধন করা জল যাহা পুনরায় ছাঁকিবার প্রয়োজন হইবে না। = **পরিস্‌সাবনক**।

অপরিহানিয (বিণ) যদ্দ্বারা ক্ষয় বা অবনতি হয় না এমন, বাড়ন্ত, লাভজনক, উন্নতিশীল। **বড়ঢিক, একন্তবড়ঢিক**। ⇒ **পরিহানিয**।

অপরিহাপেত্বা (ক্রি-বি) ভুল না করিয়া, কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা ত্রুটি না করিয়া। ⇒ **পরিহাপেতি**।

অপরিহাপেন্ত (বিণ) ঢিলা না দিয়া, তাচ্ছিল্য না করিয়া, উপেক্ষা না করিয়া। ⇒ **পরিহাপেতি**।

অপরিহীন (বিণ) অপরিহীন, আছে এমন, উপস্থিত, স্বাস্থ্যবান, অবিনষ্ট, অপর্যাপ্ত। ⇒ **পরিহীন**।

অপরে (সর্বনামপদ, কর্তৃকারক বহুবচন) অন্যে, অন্য বা অপর সকলে, অপরে, ভবিষ্যতে। **অপরে তযো সহাযা**—অপর তিন বন্ধু অর্থাৎ তিন বন্ধু (জাতক)। ⇒ **অপর**।

অপরেন (ক্রি-বিণ) অপরের দ্বারা, অন্যের দ্বারা, অন্য হইতে, অন্য বস্তু দ্বারা, অন্য বস্তু হইতে, ভবিষ্যতে। ⇒ **অপর**।

অপরেন সমযেন ⇒ **সময**।

অপরেপি—অন্য জনও, অপর জনেও। = **অপরোপি**।

অপরোপি—আরও একটি। = **পুনচপরং, অপরেপি**।

অপলাপ (বিণ) প্রলাপ কথা নহে এরূপ, সারবান, অনলস। ⇒ **পলাপ** (২বিণ)।

অপলাপিন (পুং, বিণ) ১ অপ্রলাপী, যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলে না, সারযুক্ত ভাষণকারী। ২ উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করিবার নয় এমন, পবিত্র, স্বচ্ছ, অমিশ্রিত, শুদ্ধ। ⇒ **অপলাসিন**।

অপলাপিনী (বিণ, স্ত্রী) **অপলাপিন**। ⇒ **অপলাপিন**।

অপলামতি (ক্রি) = **অপনমতি**। ⇒ **অপনমতি**।

অপলামিস্‌সতি ⇒ **অপনমতি**।

অপলাযিন (বিণ) [অ+পলাযিন] পলায়ন করে না এমন, দৌড়াইয়া পলাইয়া যায় না এমন, সাহসী, নির্ভীক, উদ্যমশীল, প্রাণবন্ত, বলবান, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প। (বি-ভা) **অভীরু-অনুত্রাসিন অপলাযিন** (সংযুক্ত নিকায়, চুলনির্দেশ); (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) **অচ্ছম্ভিন, বীর**। (জাতক অর্থকথা) **অপলাপিনী ইতি পি পাঠো**। জাতকে "**অপলাসিনী**" পাঠও দৃষ্ট হয়; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **পলাপ-রহিতে অনবজ্জ সরীরে**। ⇒ **অপলাসিন পলাযিন**।

অপলাযী = **অপলাযিন**। ⇒ **অপলাযিন**।

অপলালেতি (ক্রি) [অপ+√লাল+এ] অমনোযোগী হওয়া, অযত্নশীল হওয়া, উদ্বেগহীন হওয়া, নিরুদ্বেগ হওয়া, উদাসীন হওয়া, অসাবধান হওয়া, আদর করা, সোহাগ করা। (অতীত) **অপলালেসি**।

অপলালেতি (ক্রি) [অপ+√লাল্+এ] হার-জিত না হইয়া ক্রীড়া শেষ হইয়া যাওয়া, কোনো প্রতিযোগিতার বা ক্রীড়ার মীমাংসা না হইয়া ক্রীড়া শেষ হওয়া, (কিছুর উপর) টানিয়া দেওয়া।

অপলাস (ক্লী) দয়ালুতা, সদয়তা, কৃপা, ক্ষমাপরায়ণতা, কৃপাময়তা, কৃপালুতা। ⇒ **পলাস** (৩)।

অপলাসিন (বিণ) [কিন্তু **"অপলাযিন, অপলাপিন, অপলাসিন"**—এই শব্দত্রয় বোধ হয় এক অর্থবাচক, বানান ভুলে তারতম্য হইয়া থাকিবে। পুদ্গল পঞ্ঞত্তি এর বর্ণনায় **"যস্স পুগ্গলস্স অযং পলাসো (পলাসো) পহীনো অযং বুচ্চতি পুগ্গলো অপলাসী (অপলাসী)**—যে ব্যক্তির এতাদৃশ হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি অহিংস। ইহাতেও শব্দত্রয়ের অর্থ পরিষ্কার হইল না।] ১ এই শব্দে অর্থ হয়তো "অনুপেক্ষিত, তাচ্ছিল্যকৃত নহে এরূপ, শুদ্ধ, অমিশ্রিত, পবিত্র, স্বচ্ছ, খাঁটি"; = **অপলাপিন** ("তুষ, ভুসি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়ভূত" অর্থে **'পলাস'** শব্দ হইতে); (তুলনীয়) **অপলাযিন**; অথবা "পরার্থপর, বিগলিত হৃদয়যুক্ত, দয়ালু, উদার প্রকৃতির, দানশীল" (**অমক্খিক, অমচ্ছরিয** শব্দের সহিত যৌগিকে) অথবা "সাহসী, নির্ভীক, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবন্ত"; = **অপলাযিন**। ২ প্রলাপরহিত। **পলাপরহিত অনাবজ্জ সরীরে**—প্রলাপরহিত অনবদ্য শরীরে।

অপলাসিনী (বিণ, স্ত্রী) = **অপলাসিন**। ⇒ **অপনাসিন**।

অপলিবুদ্ধ (বিণ) [অ+পলিবুদ্ধ] খোলা, বিনাবাধায়, বাধাহীন, অপ্রতিরোধ, অবাধ, অপ্রতিবদ্ধ, উন্মুক্ত, মুক্ত, অপ্রতিরুদ্ধ। = **অনাবদ্ধ**। ⇒ **পলিবুদ্ধ, পলিবুজ্ঝতি, পলিবোধ**।

অপলিবোধ (বিণ) = **অপলিবুদ্ধ**। ⇒ **অপলিবুদ্ধ**।

অপলিখতি (ক্রি) [অপ+√লিখ+অ] চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা, চাঁচা, ঘর্ষণে ক্ষয় করা, ঘষিয়া ফেলা, ছোলা, কষ্টে সংগ্রহ করা, কর্কশভাবে ও সশব্দে ঘর্ষণ করা, চাটিয়া ফেলা, অবলেহন করা, (চলতি) বেত্রাঘাত দিয়া ফেলা, সঞ্চালিত করিয়া ফেলা। (অতীত) **অপলিখি**।

অপলিখন (ক্লী) অপলিখন, চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলন, চাঁচন, ঘর্ষণে ক্ষয়করণ, ঘর্ষণ, ছোলন, চাটন, অবলোহনকরণ।

অপলেখতি (ক্রি) [অপ+লেখতি; সংস্কৃত—অবলিহতি] চাটিয়া ফেলা, অবলেহন করা। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **হত্থং অপলেখতি;** (পুগ্গলং পঞ্ঞত্তি অর্থকথা বর্ণনায়) **হত্থে পিণ্ডমেহ নিট্ঠিতে জিব্হায হত্থং অপলেখতি**। (অতীত) **অপলেখি**।

অপলেখন (ক্লী) [অপ+লেখন; সংস্কৃত—অবলেহন] অবলেহন, চাটন। (যৌগিকে) **হত্থাপলেখন; হত্থাবলেখ** (মধ্যম নিকায়)। (বৌদ্ধসংস্কৃত ললিতবিস্তারে) হস্তপ্রলেহক, হস্তাবলেহক।

অপলেপ (বিণ) (এই শব্দটি "সো" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহার হয়, যেমন থেরীগাথায়—**সো'পলেপ পতিত জরাঘরো**—সে জরায় পতিত হইয়া কলঙ্কলিপ্ত হয় নাই অর্থাৎ সে জরাগ্রস্ত নহে—প্রৌঢ়ই বটে। সুতরাং Mosris-এর অনুবাদ মতে ইহার পাঠ হইবে "**সো পলেপ পতিত জরাঘরো**") অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, নিষ্কলঙ্ক, নির্দাগ বা চিহ্নহীন, নির্দোষ।

অপলোকন (ক্লী) আদেশ, আজ্ঞা, মিলন, মতের একতা, অনুমতি, সম্মতি, অবসর, বিদায়, ছুটি, প্রদত্ত ক্ষমতা। (বিনয়) **অপলোকন কম্ম**—সঙ্কল্পজনিত বা স্থিরীকৃত প্রস্তাব, কাজে অবসর লাভ, কার্য হইতে ছুটি পাইয়াছে এই অবস্থা।

অপলোকিত (বিণ) (সংস্কৃত—অবলোকিত) অনুমতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছে এমন, পরামর্শকৃত, (একত্রে) বিবেচনাকৃত। (ক্লী) ১ আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি, মতের একতা, মিলন, সম্মতি। (মধ্যম নিকায়) **নাগাপলোকিতং অপলোকেসি**। ⇒ **অবলোকন**। ২ নির্বাণ সম্বন্ধে গুণবাচক সংজ্ঞা বা বর্ণনা। ⇒ **অবলোকেতি**।

অপলোকিন (বিণ) (সংস্কৃত—অবলোকিন) কাহারও সম্মুখ দিকে দৃষ্টি রাখে এমন, দূরদর্শী, দৃষ্টিপাত করিয়া, সতর্ক থাকে এমন, পরিণামদর্শী।

অপলোকেতি (ক্রি) [অপ+√লোক+এ] (বৌদ্ধসংস্কৃত—অবলোকয়তি) ১ সম্মুখ দিকে দৃষ্টি রাখা, দূরদৃষ্টি রাখা, যত্ন করা, মনোযোগ দেওয়া, পরিণামদর্শী হওয়া, সাবধান হওয়া বা থাকা, সচকিত থাকা। মধ্যম নিকায়ে **"পচিণাতি"** শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং জাতক অর্থকথায় আছে **"অবলোকেতি"**। ২ পর্যন্ত দেখা, অনুমতি লাভ করা (কর্মকারকে), ছুটি পাওয়া, (কার্য হইতে) বিদায় করা, জানানো, বিজ্ঞাপিত করা। (অতীত) **অপলোকেসি**। (ক্রি-বি) **অপলোকেত্বা; (বিনয়) অনপলোকেত্বা = অনাপুচ্ছা; অনপলোকেত্বা আপুচ্ছিত্বা**; (সংযুক্ত নিকায়) **ভিক্খুসঙ্ঘং অনপলোকেত্বা**—ভিক্ষুসঙ্ঘকে না জানাইয়া বা জিজ্ঞাসা না করিয়া।

অপলোকেত্বা (ক্রি-বি) = **আপুচ্ছিত্বা**। ⇒ **আপুচ্ছতি**।

অপলাসিন (বিণ) = **অপলাসিন**। ⇒ **অপলাসিন**। (যৌগিকে) **অমক্খিন অপলাসিন** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **পলাসিন**।

অপবগ্গ (পুং) (সংস্কৃত—অপবর্গ) সমাপ্তি, পূর্ণাবস্থা, সমাপন, প্রান্তভাগ, শেষ, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, নির্বাণ, চরম মুক্তি। (বি-ভা) **সগ্গাপবগ্গ**—স্বর্গে গমনই উদ্দেশ্য (দাঠাবংস)।

অপবত্ততি (ক্রি) চলিয়া যাওয়া, একদিকে সরিয়া থাকা বা সরিয়া যাওয়া, ঘুরাইয়া দেওয়া, একদিকে ঘুরিয়া যাওয়া। ⇒ **অপসক্কতি**।

অপবদতি (ক্রি) [অপ+√বদ+অ] নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, গালাগালি দেওয়া, দোষারোপ করা, অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা। =

পটিক্‌খিপতি (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **অপবদতি পটিক্কোসতি**। (অতীত) **অপবদি**।

অপবহতি (ক্রি) [অপ+বহতি] বহন করিয়া নেওয়া, চালাইয়া নেওয়া। (করণে) **অপবাহেতি**।

অপবাদ (পুং) গালাগালি, অপবাদ, নিন্দা, দোষারোপ, কুৎসা, নিয়ম, আজ্ঞা, (ব্যাকরণে) বিশেষ বিধি, (বেদান্তে) ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে নিশ্চিত জ্ঞান, গোপন।

অপবাহেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারিত করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কদ্দমং অপবাহেতি**—কর্দম বা কাদা সরাইয়া ফেলা। ⇒ **অপবহতি**।

অপবিজ্‌ঝতি (ক্রি) পরিত্যাগ করা, ফেলিয়া দেওয়া, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া ফেলা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা। (অ-বিণ) **অপবিদ্ধ**।

অপবিট্‌ঠ (বিণ) অপ্রবিষ্ট, অপ্রবেশিত, ভিতরে যায় নাই এরূপ, পরিত্যক্ত, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। পেতবত্থুতে ইহার পাঠ হইবে "**অপবিদ্ধ**"। **সুসানস্মিং অপবিট্‌ঠ**—শ্মশানে পরিত্যক্ত। ⇒ **অপবিদ্ধ**।

অপবিণতি (ক্রি) = **অপবিণাতি**। ⇒ **অপবিণাতি**।

অপবিণাতি (ক্রি) (সম্ভবত "**অপচিণাতি**" শব্দের ভুল পাঠ) ⇒ **অপচিণাতি**।[কিন্তু "**অনুবিণতি, অপবীণতি**" (যখন 'না' অর্থ হয় তখন অর্থ হয়) মনোযোগী না হওয়া; (আবার যখন 'হাঁ' অর্থ বুঝায় তখন 'অপবীণতি' শব্দের অর্থ হয়) যত্ন করা, গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া। (বোধ হয়) **অপবীণাতি (অপবিণাতি)**, **অপচিনতি** শব্দদ্বয় **অপচিণাতি** শব্দের পরিবর্তেই পঠিত হয়।] (জাতক টীকায়) **অপলোকেতি**। সাহিত্যে "**অনুপচিনন্তো**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে "**অনপবিনন্তো**"; (জাতক অর্থকথায়) **অবলোকেতি**।

অপবিদ্ধ (বিণ) পরিত্যক্ত, বর্জিত, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রত্যাখ্যানকৃত, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, কর্মচ্যুত, অগ্রাহ্যকৃত, স্থানান্তরিত। = **ছড্ডিত, অপবিট্‌ঠ**। (পেতবত্থু) **সুসানস্মিং অপবিদ্ধ**—শ্মশানে পরিত্যক্ত; (সাহিত্যে) **অপবিট্‌ঠ**। ⇒ **আবিজ্‌ঝতি**।

অপবিযূহতি = **অপ্পব্বুহতি**। ⇒ **অপ্পব্বুহতি**।

অপবীণতি (ক্রি) (যখন 'হাঁ' অর্থে ব্যবহৃত হয়—) যত্ন করা, গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, মনোযোগী হওয়া; (আর যখন 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন সমার্থবাচক 'অনুবিণতি' শব্দেরই ন্যায় অর্থ হয় অর্থাৎ) অমনোযোগী হওয়া, মনোযোগ না দেওয়া। ⇒ **অনুবিণতি, অপবিণাতি, অপচিণাতি**।

অপব্যাম (স্ত্রী) [অপ+ব্যাম] অমার্যাদা, অনাদর, অসম্মান, অবমাননা, উপেক্ষা, অগ্রাহ্য। (বি-ভা) **অপব্যামতো (অপব্যামতো) করোতি**—অনাদর করা, অপমান করা, কলুষিত করা, অভদ্র ব্যবহার করা, মর্যাদা না দেওয়া (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অপব্যামতো**; (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **অপব্যামতো করিত্বা অব্যামতো কত্বা**। (কথাবত্থু) **অসব্যাকতো, অব্যাতো, অপব্যাতো**। বর্মা কথাবত্থু গ্রন্থের অনুবাদে "**অব্যাসকতো**"। The Burmese Scholar U. Pandi-এর মতে "**অপব্যাকতো**"। (যৌগিকে) **অপবীণতি নিট্‌ঠুভতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অপব্যামতো—অভদ্র ব্যবহার দ্বারা, অসভ্য আচরণ দ্বারা। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **অপব্যামতো করিত্বা অব্যামতো কত্বা**। = **অসব্যাকতো, অব্যাতো, অপব্যাতো, অব্যাসকতো**। বর্মা পণ্ডিত উ. পন্ডি-এর মতে "**অপব্যাকতো**"--ধর্মের প্রতি দ্বেষপূর্ণভাবে। (যৌগিকে) **অপব্যামতো নিট্‌ঠুভতি**--অভদ্রচারণ করিয়া থুথু দেওয়া। ⇒ **অপসব্য, অপব্যাম**।

অপসক্কতি (ক্রি) [অপ+√সক্ক+অ] একপার্শ্বে সরিয়া যাওয়া, সরিয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া, সরাইয়া ফেলা, (গমনকালে সঙ্গীদের মধ্যে কেহ যদি) পশ্চাদ্বর্তী হইয়া অথবা পার্শ্ববর্তী হইয়া অথবা পৃথকভাবে থাকিয়া গমন করা বা উড়িয়া যাওয়া। ⇒ **অপবত্ততি**। (অতীত) **অপসক্কি = অপক্কমি**। (অ-বিণ) **অপসক্কিত**।

অপসক্কন (ক্লী) একদিকে সরিয়া যাওয়ার কার্য, সরানো কার্য, সরিয়া যাওয়া।

অপসব্যামতো = অপসব্যতো। ⇒ **অপসব্যতো**।

অপসব্য (ক্লী) [অপ+সব্য] দক্ষিণ দিক, ন্যায়ের দিক, সত্যের দিক। (বিণ) দক্ষিণ (ডান), বিরুদ্ধ, বিপরীত দিকের, অবাধ্য, একগুঁয়ে, প্রতিকূল, অসঙ্গত। (উদান সাহিত্যে) **নিট্‌ঠুভিত্বা অব্যামতো করিত্বা;** (অন্যত্র) **অপব্যামতো, অভ্যামতো;** (উদান অর্থকথা) **অপসব্যামতো;** উদান অর্থকথায় "**অপসব্যং কত্বা**" দ্বারা "**অপসব্যামতো করিত্বা**" এবং বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। **অপসব্য নিট্‌ঠুভিত্বা**—বিপরীত দিকে থু থু ফেলিয়া। **অপসব্য অব্যামতো করিত্বা**--বিরুদ্ধে অভদ্রাচরণ করিয়া। ⇒ **অপব্যাম**।

অপসব্যতো—বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, দক্ষিণপন্থা অবলম্বন করিয়া, অবাধ্য হইয়া। = **অপভ্যামতো, অভ্যামতো, অপসব্যামতো**। সংস্কৃত— **অপসব্যং করোতি**—দক্ষিণপন্থা অবলম্বন করে বা ডানদিকে যায়। পালি—**অপসব্যামতো করিত্বা = অপসব্যং কত্বা**—দক্ষিণ পন্থা অবলম্বন করিয়া বা ডানদিকে যাইয়া। ⇒ **অপসব্য**।

অপসাদ (ক্লী) নিন্দা, অনাদর, অপমান, তিরস্কার, অপবাদ, কুফলের দায়িত্ব, হীনপ্রতিপন্ন করণ, নিন্দাবাদ, দোষারোপ।

অপসাদন = অপসাদ। ⇒ **অপসাদ**।

অপসাদিত (বিণ) নিন্দিত, হেয় প্রতিপন্ন, দোষারোপিত, অনাদরকৃত, তিরস্কৃত। ⇒ **অপসাদেতি**।

অপসাদেতি (ক্রি) ১ নত হওয়া, ক্ষয় হওয়া, কমিয়া যাওয়া, শেষ হওয়া, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, অবনত করা, পরিহার করা, শব্দরূপ করা, দিতে বা লইতে অমত করা, 'না' বলা। = **উয্যোজেতি**। ২ মূল্য কমানো, নিন্দা করা, মূল্য কমিয়া যাওয়া, হতাদর করা, অপদস্ত করা, দোষারোপ করা, দুঃখ করা, অনুমোদন না করা, প্রার্থনা দ্বারা রোধ করা। (বিপ) **উস্সাদেতি**। (অতীত) **অপসাদেসি**। (অ-বিণ) **অপসাদিত**।

অপসাম = অপব্যাম। ⇒ **অপব্যাম**।

অপস্মার—অপস্মার, একপ্রকার রোগ, স্নায়বিক আক্ষেপ, খিচুনি, তড়কা, তুমুল ও আকস্মিক দুর্বিপাক বা আন্দোলন, মৃগীরোগ, মূর্ছা। ⇒ **অপমার**।

অপস্সন্তো—দেখিয়া, দর্শন করিয়া। ⇒ **পস্সতি**।

অপস্সয (পুং) ১ ভরণ-পোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভার বহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভার বহনকারী বা পক্ষ-সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্রাম, বিরাম, স্থিরতা, মৃত্যু, শান্তি, বিশ্রামস্থান। ২ শয্যা বা খাট ইত্যাদি, উদ্যানমধ্যস্থ গাছপালার কেয়ারি, গদি, নদী ও সমুদ্র ইত্যাদির তলদেশ, শুইবার যে কোনো স্থান, স্তর, ভিত্তি বা বুনিয়াদের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য, কোলবালিশ, তোষক, মাদুর, পাটি, চাটাই। (মধ্যমনিকায়) **কণ্টক অপস্সয**—কাঁটা ভরা গদি বা তোষক, কাঁটা ভরা কোনো বালিশ অথবা কণ্টকশয্যা ইত্যাদি (বৈদিক ঋষিদের আত্মনিগ্রহমূলক শয্যা)। (জাতক) **অপস্সয সাপ্পস্সয**।

অপস্সযতি (ক্রি) হেলান দেওয়া, অবনত করা, আনত করা, আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করা। (অতীত) **অপস্সযি**। ⇒ **অপস্সেতি**।

অপস্সযপীঠক—চেয়ার বা কেদারা যাহাতে মাথা রাখিবার স্থান বা উপাধান আছে।

অপস্সাযিক (বিণ) হেলিতে দেওয়া হইয়াছে এরূপ, হেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, হেলান দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিশ্রাম করিতেছে এমন, শায়িত, হেলান দেওয়া। (মধ্যমনিকায়) **কণ্টক পস্সযিক**—কণ্টক শয্যায় শায়িত। (জাতক) **কণ্ডিকেসযিক**।

অপস্সয সাপ্পস্সয (বিণ) মাথা রাখিবার উপাধান বা বালিশযুক্ত শুইবার স্থান বা পালঙ্ক। ⇒ **অপস্সয** (২)।

অপস্সাপেতি (ক্রি) ⇒ **অপস্সেতি**।

অপস্সায (ক্রি-বি) নির্ভর করিয়া, নির্ভরশীল হইয়া, আশ্রয় করিয়া, বিশ্বাস করিয়া। ⇒ **অপস্সেতি**।

অপস্সিত (বিণ) ১ হেলান দেওয়া, অবনত, আনত, আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে এরূপ। (জাতক) **তালমূলং অপস্সিত = তালমূলং নিস্সায ঠিত** (জাতক অর্থকথা)। ২ (কিছুতে) নির্ভর করিয়া, নির্ভরশীল, বিবেচ্য, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বা বিশ্বাস করিয়া। (বিমানবত্থু) **পরাগারং অপস্সিত = পরাগারং নিস্সিত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **বলমহি অপস্সিত = বলনিস্সিত**। ⇒ **অবস্সিত, অপস্সেতি**।

অপস্সেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অপাশ্রয়তি, অপ+আ+শ্রী) হেলান দেওয়া, অবনত হওয়া, আনত হওয়া, আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করা, সমর্থন থাকা, ঠেস দেওয়া থাকা, নির্ভর করা। ১ (সাহিত্যে) হেলান দেওয়া, অবনত হওয়া, আনত হওয়া, আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করা। (বিনয়) **ভিত্তি অপস্সেতব্বো**—মাথা ঝুঁকাইয়া রাখিবার জন্য অথবা ঠেস দিবার জন্য ব্যবহৃত দেয়াল অর্থাৎ দেয়ালে মাথা রাখিয়া শোয়া বা বসা। ২ (চরিত্রে) প্রায়শ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য "**অপস্সায**" শব্দ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকা, নির্ভরশীল হওয়া, আশ্রয় করিয়া থাকা, (কর্ম বা অধিকরণ কারকে) বিশ্বাস করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, আস্থা স্থাপন করা। (অতীত) **অপস্সযি**। (অ-বিণ) **অপস্সিত**। (ক্রি-বি) **অপস্সায**। (করণে) **অপস্সাপেতি**—নত করানো, বিশ্বাস করানো। ⇒ **অবস্সেতি**।

অপস্সেন (ক্লী) ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্রাম, বিরাম, স্থিরতা, মৃত্যু, শান্তি, বিশ্রামস্থান। (দীর্ঘনিকায়) **চত্তারি অপস্সেনানি**—চারি প্রকার অবলম্বন। (বিণ) **চতুরাপস্সেন**—যাহার চতুর্বিধ অবলম্বন আছে; চতুর্বিধ অবলম্বন, যথা—**সঙ্খায একং পটিসেবতি, অধিবাসেতি, পরিবজ্জেতি, বিনোদেতি**।

অপস্সেনক (ক্লী) = **অপস্সেন**। ⇒ **অপস্সেন**।

অপস্সেন ফলক (ক্লী) চ্যাপটা কোলবালিশ, মস্তক রাখিবার উপাধান বা স্থান।

অপহট (বিণ) লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, চুরিকৃত, স্থানান্তরিত, অপহৃত, কাড়িয়া লইয়াছে এরূপ। ⇒ **অপহরতি**।

অপহত = অপহট। ⇒ **অপহট**।

অপহত্তর (বিণ) যে ব্যক্তি চুরি করে, চোর, যে ব্যক্তি লইয়া যায় বা লুণ্ঠন করে, যে ব্যক্তি মালিকের অগোচরে সরাইয়া ফেলে, লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী, ধ্বংসকারী, বিনাশকারী।

অপহত্তু = অপহত্তর। ⇒ **অপহত্তর**।

অপহর (ক্লী) (সংস্কৃত—অপহার) চুরি করিয়া নিয়াছে এরূপ বস্তু বা অবস্থা, চুরিকরণ, অপহরণ, চুরি, চৌর্যবৃত্তি, কাড়িয়া লইয়াছে এরূপ অবস্থা, রাহাজানি, দত্তবস্তু পুনর্গ্রহণ, দস্যুবৃত্তি, বঞ্চনা, ডাকাতি, লুণ্ঠন।

অপহরণ (ক্লী) অপহরণ, চৌর্যবৃত্তি, লুণ্ঠন। = **অপহর**।

অপহরতি (ক্রি) [অপ+√হর+অ] অপহরণ করা, চুরি করা, কাড়িয়া লওয়া, দত্তবস্তু পুনর্গ্রহণ করা, লুণ্ঠন করা, বঞ্চনা করা, হরণ করা, বঞ্চিত করা, বিমোহিত করা, স্থানান্তর করা, সরাইয়া ফেলা। (অতীত) **অপহরি, অপহারযিং**। (অ-বিণ) **অপহট**।

অপহার (পুং) অপহার, অপহরণ, চৌর্যবৃত্তি, চুরি, লুণ্ঠন,

রাহাজানি, ক্ষতি, দূরীকরণ, সঙ্গোপন, অযথা অর্থব্যয়, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা।

অপহিত = **ওহিত**। ⇒ **ওহিত**।

অপাকট (বিণ) অপরিচিত, অপ্রকাশ্য, অপ্রসিদ্ধ, অজ্ঞানিত, অজ্ঞাত, অযোগ্য, অনুপযুক্ত।

অপাকটতা (স্ত্রী) [অ + পাকট + অ] অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা, অপরিচিততা, অজ্ঞাততা, অপ্রকাশ্যতা, অপ্রসিদ্ধতা।

অপাকটত্ত (ক্লী) = **অপাকটতা**। ⇒ **অপাকটতা**।

অপাকতিক (বিণ) [অ+পাকত+ইক] উপযুক্ত বা স্বাভাবিক আকারের নহে এরূপ, কাজের অযোগ্য, বিশৃঙ্খল, গোলমালযুক্ত, বিরক্তিকর, আলোড়িত, শান্তিভঙ্গজনক। (তুলনীয়) **অপ্পকারক**।

অপাগত (বিণ) পাপগত, অপায় বা নরকে গত, ধর্মচ্যুত, অসদাচারে রত। ⇒ **অবাগত**

অপাঙ্গ = **অপঙ্গ**। ⇒ **অপঙ্গ**।

অপাচি (ক্রি-বিণ) নিম্নে, নীচে, অধে, অধঃদিকে। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **হেট্ঠা**।

অপাচিনং (ক্রি-বিণ) = **অপাচি**। ⇒ **অপাচি**।

অপাচিনি (ক্রি-বিণ) = **অপাচি**। ⇒ **অপাচি**।

অপাচী (স্ত্রী) দক্ষিণ দিক।

অপাচীন (বিণ) (বৈদিক—অপাচিন) ১ পশ্চিমমুখী, পশ্চিম দিক হইতে আগত, পশ্চাদ্‌গামী, অনিচ্ছুক, পরাঙ্মুখ, পশ্চাৎপদ হইয়াছে বা পশ্চাতে আছে এমন, অনুন্নত, নিম্ন, নীচ। ২ প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয় নহে এমন। ⇒ **পাচীন**।

অপাচীনং (ক্রি-বিণ) নিম্নে, নীচে, অধে, অধঃভাগে। ⇒ **অপাচি**। (**অধো স্থান অর্থে যৌগিকে**) **অপাচীনং উদ্ধং তিরিয়ং; অপাচীনং নিরয়ং**—নিম্নে নরক; **অপাচীনং পাঠবিং**—নীচে পৃথিবী।

অপাটুক (বিণ) = **অপাতুক**। ⇒ **অপাতুক**।

অপাটুভ (বিণ) = **অপাতুভ**। ⇒ **অপাতুভ**।

অপাতুক (বিণ) [অ+পাতু+ক (?)] বদ্ধ, রুদ্ধ, অনুন্মুক্ত, খোলা নহে এরূপ, চতুর, শঠ, ধূর্ত, চাতুর্যের সহিত সম্পাদিত, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, গোপনে অনিষ্টকারক বা ক্ষতিকারক। ⇒ **নেকতিক**।

অপাতুভ (বিণ) [অ+পাতু+ভ(?)] = **অপাটুক, নেকতিক**। ⇒ **অপাটুক, নেকতিক**। (জাতক অর্থকথা) **অপাতুভাব ধনুপ্পাদ-বিরহিত**—বিশ্বাসঘাতকতার সহিত ধনোৎপত্তি বিরহিত।

অপাতুভা = **অপাতুভ**। ⇒ **অপাতুভ**।

অপাদ (বিণ) ১ [অপ+আ+দা] বিবাহিত, বিবাহ দেওয়া হইয়াছে এমন। (জাতক বর্ণনায়) **অনাপাদ**—অবিবাহিত। কাজেই "**অপাদ**" শব্দ এখানে "**আপাদ**" পাঠ হওয়া উচিত। ২ [অ+পাদ] অপাদ, পদহীন, উরগজাতীয়, যাহার পা নাই বুকে ভর দিয়া চলে এমন। = **অপাদক**।

অপাদক (বিণ) [অ+পাদ+ক] অপাদ, পদহীন, উরগ বা সর্প জাতীয়, যার পা নাই বুকে ভর দিয়া চলে এমন, পা নাই এমন, পাদদেশ বা মূল নাই এমন। = **অপাদ** (২)। ⇒ **পাদক** (১)।

অপাদান (ক্লী) [অপ+আদান] পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, (ব্যাকরণে) অপাদান কারক সম্বন্ধীয় বিষয় বা অপাদানকারক। ⇒ **আপাদ, অনাপাদ**।

অপাদান কারক (ব্যাকরণে) অপাদান কারক।

অপান (ক্লী) অপান, মলদ্বার, গুহ্যদ্বার। (পুং) অপান, অধোগামী বায়ু, বাতকর্ম, শ্বাস, শ্বসন, প্রশ্বাস বা বায়ু ত্যাগকরণ। কেহ কেহ ইহাকে প্রাণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ⇒ **আনাপান**।

অপানক (বিণ) পানের অযোগ্য, যে পানীয় পান করিবার উপযুক্ত নয়। ⇒ **পানক**।

অপানকত্ত (ক্লী) [অ+পানক+ত্তং] জলশূন্য অবস্থা, পানীয় বা জল ব্যতীত জীবন ধারণ।

অপানযতি (ক্রি) লইয়া যাওয়া, লইয়া চলিয়া যাওয়া। (অতীত) **অপানযি**।

অপানুত—প্রাণহীন, অপ্রাণবন্ত, অনৌদার্য, উদারতাহীন, যাহার প্রাণ কঠোর, নির্দয়।

অপানুদি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অপনুদতি**।

অপানুমন্তি (ক্রি, বহুবচন) ⇒ **অপাপুরতি**।

অপাপক (বিণ, পুং) [অ+পাপক] নিষ্পাপ, নিরপরাধ, নিরীহ, ক্ষতিকারক নহে এমন, বোকার মতো সরল, (চলতি) অধিকারী নয় এমন, নির্দোষ।

অপাপত (বিণ) [অপ+আ+পত] (কর্মকারকে) (কিছুতে) পড়িয়া বা পতিত হইয়া, পতিত, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া। (জাতক) **অগ্গিং অপাপত**—অগ্নিতে পতিত হইয়া।

অপাপিকা (বিণ, স্ত্রী) অপাপিকা, যে স্ত্রীলোক অনাচারিণী নহে, পাপিনী নহে এমন, যে স্ত্রীলোক পাপাচার করে না, অকলঙ্কিনী, নির্দোষী; (থেরগাথা অর্থকথানুসারে) নিখুঁত, অনিন্দিত অর্থাৎ সুন্দর। (থেরীগাথা) **দহরা অপাপিকা**। ⇒ **অপাপক**।

অপাপুরণ (ক্লী) চাবি, (দরজার তালার) চাবি। = **অবাপুরণ**।

অপাপুণতি (ক্রি) = **অপাপুরতি**। ⇒ **অপাপুরতি**।

অপাপুরতি (ক্রি) [অপ+আ+√পুর+অ] খোলা, উন্মুক্ত করা, (দরজা) খোলা, উদ্‌ঘাটন করা। = **অবাপুরতি, বিবরতি**। ⇒ **পাপুরতি**। (বি-ভা) **অপাপুরতি অমতস্স দ্বারং**—অমৃত বা নির্বাণের দ্বার খোলা। (পঞ্চমী) **অপাপুর'এতং অমতস্স দ্বারং**—এই অমরের বা নির্বাণের দ্বার খুলুন (বিনয়); (বিমানবত্থু) **অপাপুরন্তো অমতস্স দ্বারং** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিবরন্তো অমতস্স দ্বারং** (বহুবচনে) **অপাবুণন্তি** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **অপানুমন্তি, অপাপুরেন্তি, অপাপুরন্তি**।

(অতীত) **অপাপুরি**। (অ-বিণ) **অপারুত**। (কর্মবাচ্যে) **অপাপুরীয়তি**। (ক্রি-বি) **অপাপুণিত্বা, অপাপুরিত্বা**।

অপাপুরন (ক্লী) চাবি। = **অপাপুরণ, অবাপুরন**।

অপাপুরীয়তি (ক্রি) (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু--অপাপুরীয়তি) খোলানো হইবে। = **অবাপুরীয়তি**। ⇒ **অপাপুরতি**।

অপাপেতব্ব (বিণ) অপ্রাপ্তব্য, যাহা প্রাপ্ত হইবার নহে।

অপামিনং = **অপাচি**। ⇒ **অপাচি**।

অপায (পুং) (সংস্কৃত—অপায়) চলিয়া যাওয়া বা সরিয়া যাওয়া, যেমন—**১** বিশ্লেষ, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, হারানো। (ধর্মপদ) **পিয অপায**—প্রিয় বিয়োগ বা বিচ্ছেদ; = **পিয়বিয়োগ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **২** (সম্পত্তির) ক্ষয়, ক্ষতি, স্থানভ্রংশ, বিনাশ, প্রতিবন্ধক, ন্যূনতা, অপচয়, হানি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, অমঙ্গল, পলায়ন। (জাতক) **অত্থ-অপায**—অর্থের বা ধনের অপচয়। **৩** ছিদ্র দিয়া প্রবিষ্ট বা নির্গত তরল পদার্থ, নির্গত হইয়া যতটা অপচয় হয় তাহার ধরাট, গোপন বিষয়ের প্রকাশ, (জলের) নিয়ন্ত্রাণাতিরিক্ত প্রবাহ। **৪** ত্রুটি, কর্তব্যস্খলন, ভ্রম, অব্যবহারবশত সমাপ্তি, সময়ের গতি, স্বভাবের পতন। **৫** অপায়, নরক, নিরয়, দুর্গতিভূমি, দুঃখময় স্থান, পরিবর্তিত দুঃখময় অবস্থা, দুর্গতি স্থান। এই দুর্গতি ভূমি বা স্থান চতুর্বিধ, যথা—**১** নরকে পতন বা দুর্গতিভূমিতে গমন, **২** তির্যক ভূমিতে পশুপক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ, **৩** প্রেতভূমিতে বা প্রেতকুলে উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ, **৪** অসুরভূমি বা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ। = **বিনিপাত, দুগ্গতি**। সংসার-সম্বন্ধে আরোপিত শব্দ:—**অপায-দুগ্গতি-বিনিপাত**; (বিপ) অর্হৎ-সম্বন্ধে আরোপিত শব্দ:—**খীণা'পায-দুগ্গতি-বিনিপাত = অনপায**। **অপায**; (বিপ) **সুগতি**। ⇒ **নিরয, দুগ্গতি, বিনিপাত**।

অপায়কোসল্ল— অপায়কৌশল্য, চতুর্বিধ অপায়-সম্বন্ধীয় সর্ববিষয় যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

অপায়গতি (স্ত্রী) দুঃখের বা দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্তি, দুঃখময় স্থানে গমন। ⇒ **তিরচ্ছানযোনি**।

অপায়গমনীয (বিণ) অপায়গম্য, অপায় নীত করে বা নিয়া যায় এমন, যদ্দ্বারা দুঃখে বা ধ্বংসে পতিত হয় এমন।

অপায়গমনীযতা (স্ত্রী) অপায়ে বা নরকে গমনীয়তা, দুঃখে বা দুর্দশায় অথবা ধ্বংসে গম্যতা, দুঃখে গমনীয় অবস্থা।

অপায়গামিন (বিণ) ধ্বংসের পথে গমনশীল, ধ্বংসের দিকে গমনকারী, দুঃখের অবস্থায় চালিত, দুঃখময় ভূমিতে বা স্থানে জন্মগ্রহণকারী, দুঃখে বা ধ্বংসে পতিত করায় এরূপ, নরকে নিয়া যায় এমন।

অপায়গামী (বিণ) = **অপায়গামিন**। ⇒ **অপায়গামিন**।

অপাযতি (ক্রি) দূষিত করা, নষ্ট করা, প্রণষ্ট করা, কলুষিত করা, অপবিত্র করা। (অতীত) **অপাযি**।

অপাযমুখ (বিণ) দুঃখের সম্মুখবর্তী, নরকস্থ, ধ্বংসে পতিত, নরকে পতিত। = **বিনাসমুখং**—বিনাশের মুখে। (ক্লী) ধ্বংসের কারণ, ক্ষতির মুখ, ক্ষতির পথ। (দীর্ঘনিকায়) **চত্তারি অপাযমুখানি**—চারিটি অপায়ের মুখ; **ছ ভোগানং অপাযমুখানি**—ছয়টি ভোগ্য (বা আমোদপ্রমোদের) বস্তু বিনাশের মুখ অর্থাৎ অধিকার হারাইবার কারণ। ⇒ **মুখ** (৪)।

অপাযসমুদ্দ—দুঃখরূপ সমুদ্র, অসীম দুঃখ দুর্দশা।

অপায সহায (পুং) অপব্যয়ী বন্ধু, অপচয়কারী মিত্র, অপব্যয়কারী সঙ্গীলোক বা সহচর। ⇒ **মিত্ত পটিরূপক**।

অপাযাতি = **অপযাতি**। ⇒ **অপযাতি**।

অপাযিক (বিণ) নারকীয়, দুঃখদায়ক, ক্লেশজনক, পাপজনক। ⇒ **অপায, আপাযিক**।

অপাযিন (বিণ) চলিয়া যায় বা সরিয়া যায় এরূপ। (জাতক) **অড্ঢরত্তাব অপাযিন** = **অড্ঢরত্তে অপাযিন** (জাতক অর্থকথা)। **অনপাযিন**—সরিয়া যায় না বা চলিয়া যায় না এরূপ। **ছাযাব অনপাযিনী**—ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায় না এরূপ। ⇒ **অপায** (১)।

অপাযিনী = **অপাযিন**। ⇒ **অপাযিন**।

অপাযেসি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **পাযেতি**।

অপার (ক্লী) [অ+পার] **১** নদীর তীরের নিকট। (জাতক) **অপার অতিগ্গং**—নদীর তীরের নিকট অনুতীর্ণরূপে; (জাতক অর্থকথা) **পরতীরং অতিগ্গং**—পরপারে বা অপরপারে অনুতীর্ণরূপে অর্থাৎ উত্তীর্ণ বা পার না হইয়া। **২** (জীবনের) অন্য কোনো সৈকত নাই অর্থাৎ সীমাহীন বা অপার সংসার অথবা সংসার অবস্থা; (বিপ) **পারং = নিব্বান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বাহিরানি ছ আযতনানি**। (তুলনীয়) **অবর**। ⇒ **পার**। (বিণ) অপার, পারহীন, কূলকিনারহীন, অকূল, অসীম, অগাধ, দূরপার, অধিক।

অপারণেয্য (বিণ) যাহা সাধন বা অর্জন করা যায় না, পরপারে চালিত করে না বা লইয়া যায় না এরূপ। = **অপাপেতব্ব**।

অপারনেতি (ক্রি) অপরের দ্বারা চালিত হয় না, পরপারে লইয়া যায় না, সাধন বা অর্জন করা যায় না।

অপারনেয্য = **অপারণেয্য**। ⇒ **অপারণেয্য**।

অপারুত (বিণ) (সংস্কৃত—অপাবৃত) খোলা (দরজা), খোলা হইয়াছে এরূপ, উদ্‌ঘাটিত, উন্মুক্ত, স্ফুট। (বিপ) **অববুত, অবফুট, ওফুট**। (মধ্যম নিকায়) **অপারুতো তেসং অমতস্স দ্বারা**—সেই অমরের বা নির্বাণের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত। (জাতক) **অপারুত দ্বার = বিবট দ্বার**—উন্মুক্ত দরজা (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **অপাপুরতি**। **২** অনাচ্ছাদিত, ঢাকিয়া রাখে নাই এরূপ, সুন্দররূপে ঢাকিয়া চীবর পরিধান করে নাই এমন। ⇒ **পারুত**।

অপালম্ব (পুং) (গাড়িতে বা রথে) হেলান দিবার পীঠস্থান, রক্ষার কাঠগড়া বা বেড়া যদ্দ্বারা যোদ্ধা বা আরোহী রথ হইতে নীচে পড়িয়া যায় না। = **উপালম্ব**।

অপাবুণস্তি (ক্রি, বহুবচন) ⇒ **অপাপুরতি**।

অপাহত (অ-বিণ) বিতাড়িত, তাড়াইয়া দিয়াছে এমন, পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছে এরূপ, খণ্ডন করা হইয়াছে এরূপ, দিতে বা লইতে অমত করা হইয়াছে এরূপ, 'না' বলা বা অস্বীকার করা হইয়াছে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **অপহতস্মিং**—অস্বীকারে; **অপসাদিতে বদে**—অনাদর করিতে বলা হইয়াছে (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অপি (উপসর্গ পদ, অব্যয়) অপি, পি, অপর, অল্পত্বযুক্ত পদার্থ, পুনরায়, পাদপূরণ, সম্ভাবনা, নিশ্চয়, অবধারণ, সংশয়, সন্দেহ, সমুচ্চয়, নিন্দা, অনুসন্ধান, প্রশ্ন, শঙ্কা, কামচারানুজ্ঞা, নিকটে, দিকে, তে, উপরে। (ক্রি-বিণ) পূর্বে, ধীরে, বিলম্বে; (হাঁ অর্থে) এবং, হইলেও, যদি, যদিও, সম্ভবত, আরও, এমনকি, তৎপর; (প্রশ্নে) না, তাহা হইলে নহে। "**অপি**" শব্দের বিভিন্ন উদাহরণে:—(অধিকরণ কারকে) **অপি রত্তে**—বিলম্ব হইলেও রাত্রির মধ্যে। **অপিধান**—পরিধানকরণ। **অপিলহতি**—আবদ্ধ করা, পরিধান করা। **অপিহিত**—পরিহিত। (ধর্মপদ) **অপি দিব্বেসু কামেসু**—এমনকি সর্বপ্রকার দিব্য বা স্বর্গীয় আনন্দের মধ্যে। (সূত্রনিপাত) **কো দিস্বা ন পসীদেয্য অপি কণ্হাভিজাতিকো**—হত ভাগ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও দেখিয়া কে সন্তুষ্ট হইবে না? (পেতবত্থু) **অপি যোজনানি গচ্ছাম**—আমরা আরও যোজন পর্যন্ত যাইব; **অনেকানি যোজনানি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **মুহুত্তম্পি**—এমনকি কিছুক্ষণের জন্যও। (সূত্রনিপাত) **অহম্পি দট্ঠুকামো**—আমিও দেখিতে চাই অথবা ইচ্ছা করি, আমি দর্শনপ্রার্থী। (জাতক) **অপি সক্কুণেমু** যদি আমরা পারি বা সক্ষম হই; = **অপি নাম সক্কুণেয্যাম** (জাতক অর্থকথা)। ("**পি**" সংযোগে) **স্বে পি উপসঙ্কমেয্যাম**—আগামীকল্য আমি নিশ্চয়ই বরাবর আসিব (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **স্বে পি উপসঙ্কমেয্যাম পিযবচনং লভেয্যাম**—আমি আগামীকল্য নিশ্চয়ই আসিব এবং প্রিয় বাক্য লাভ করিব। (প্রশ্নে অর্থাৎ "হাঁ" বাচক উত্তরের অপেক্ষায়:—) **অপি যসং কুলপুত্তং পস্সেয**—আপনি যশ নামক কুলপুত্রকে দেখেন নাই? (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অপি সমন বলিবদ্দে অদ্দসা**—আপনি কি তাহা হইলে শ্রমণবৃষভকে (অর্থাৎ শ্রমণশ্রেষ্ঠকে) দেখেন নাই? (জাতক) **অপি কিঞ্চি লভামসে**—তাহা হইলে কি আমরা কিছুই পাইব না? (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপি মে পিতরং পস্সথ**—তাহা হইলে আপনি কি আমার পিতাকে দেখেন নাই? = **পি**।

অপি-অপি (অব্যয়) ও, এবং। **অপি সারিপুত্তো অপি রাহুলো**—সারিপুত্র এবং রাহুল। **অপ্পেকচ্চে অপ্পেকচ্চে**—যে কেহ এবং অন্যান্যেরা।

অপি এব নাম = **অপ্পেব নাম**। ⇒ **অপ্পেব নাম**।

অপি চ (অব্যয়) কিন্তু, অধিক, অপিচ, আরও, এবং। **ময়ং তংপস্সিংসু অপি চ সো অম্হাকং ন পস্সি**—আমরা তাহাকে দেখিলাম কিন্তু সে আমাদিগকে দেখে নাই।

অপি চ খো (অব্যয়) অপিচ, আরও, অধিক, তবুও, তথাপি, এখনও, এপর্যন্ত, অদ্যাপি, এমনকি, তাহা হইলেও নাকি, তা হলেও, তবুও নাকি। ⇒ **খো**।

অপি চ খো পন (অব্যয়) তা হলেও, তথাপি, অতঃপর, তৎপর, ক্ষণকাল পরে, মুহূর্তকাল পরে, সত্ত্বেও, পরন্তু, কিন্তু, কিছুই না, গ্রাহ্য করিও না।

অপি চে—এমন কি যদি, যদিও বা হয়। (সূত্রনিপাত) **অপি চে বস্সসতং জীবে মানবো**।

অপিতিক (বিণ) [অ+পিতিক] পিতৃহীন, অপিতৃক, যাহার পিতা বর্তমান নাই অথবা বাঁচিয়া নাই।

অপিথীযতি (ক্রি) [অপি+√ধা+য] রুদ্ধ হওয়া, বদ্ধ হওয়া, বাধা পাওয়া, আচ্ছাদিত হওয়া, লুক্কায়িত হওয়া, গোপন হওয়া, আশ্রিত হওয়া, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত হওয়া, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষিত হওয়া, কিছু দূর যাওয়া বা ভ্রমণে যাওয়া, কবরিত হওয়া, মেঘাচ্ছন্ন হওয়া, অন্ধকার হওয়া, অস্পষ্ট হওয়া। = **পিথীযতি**। ⇒ **পিদহতি, অপিদহতি**।

অপিদহতি (ক্রি) [অপি+√ধা] পরিধান করা, ঢাকিয়া রাখা, আচ্ছাদিত করা, বদ্ধ করা, রোধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, অন্ধকার করা, গোপন করা, আবরিত করা, কবরিত করা, অস্পষ্ট করা, মেঘাচ্ছন্ন করা। (তুলনীয়) **অপিথীযতি**। (অ-বিণ) **অপিহিত**।

অপিধা (বিণ) = **অপিহিত**। ⇒ **অপিহিত, থকেতি**।

অপিধান (ক্লী) আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকনা, পরিধানকরণ। ⇒ **অপি, অপিথীযতি**।

অপিথীযতি = **অপিথীযতি**। ⇒ **অপিথীযতি**।

অপিনাম (অব্যয়) যদি (আমরা) পারি। = **অপ্প এব নাম, পিনাম, অপ্পেব নাম**।

অপি নু (অব্যয়) (প্রশ্নার্থে ব্যবহৃত শব্দ) না? নহে? নহে কি? **অপি নু কিঞ্চি লভামসে**—তাহা হইলে আমরা কি কিছুই পাইব না? **অপি** শব্দের শেষে দ্রষ্টব্য। = **অপি নো**।

অপি নো—এরূপ হইলে, এরূপ স্থলে, তাহা হইলে। = **নো, অপি নু**।

অপিরত্তে—বিলম্ব হইলেও রাত্রির মধ্যে। পড়িতে হয় "**অপি রত্তে**"। ⇒ **অপি**।

অপিলন্ধতি = **অপিলম্ভতি**। ⇒ **অপিলম্ভতি**।

অপিলবুদ্ধ (বিণ) অবাধ, খোলা, উন্মুক্ত, অপ্রতিরুদ্ধ। = **সন্দিদ্ধ-বিলম্বিতাদি দোসরহিত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অপিলাপন (ক্লী) ১ [অপি+লপ] গণনাকরণ, সংখ্যা নির্ণয়করণ, পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি, পাঠ, আবৃত্তি। ২

[অ+পিলাপন (পিলাবন)] অপ্লাবন, অপ্লাবিত অবস্থা, ভাসিয়া যায় না এরূপ অবস্থা, প্লাবিত হয় না এরূপ অবস্থা, প্রবাহমান হয় না এরূপ অবস্থা, অপরিবর্তন। ⇒ **পিলাবন**।

অপিলাপনতা (স্ত্রী) অপ্লাবনতা, অভাসমানতা, অপ্রবাহমানতা, অপরিবর্তনশীলতা।

অপিলাপেতি (ক্রি) [অপি+√লপ+এ] স্নেহসূচক বা আদরণীয় কথা বলা, নিকট সম্বন্ধযুক্ত আলাপ করা, গণিয়া রাখা, কাজের কথা বলা, আবৃত্তি করা, (অপরে) যাহা বলে তাহা বলা, অনুকরণ করা, আলস্যভাবে কথা বলা, নিষ্কর্মারূপে কথা বলা, দম্ভ করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন—**সাপথেয্যং**)।

অপিলদ্ধ = অপিরদ্ধ। ⇒ **অপিরদ্ধ**।

অপিলন্ধ (বিণ) (সংস্কৃত—অপিনদ্ধ) আভরিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **অনলঙ্কত** (এখানে কিন্তু "**অ**" এর পরিবর্তে "**অপি**" অর্থে "না" গ্রহণ করা ভুল)। বিমানবত্থুতে ইহার "**অপিলদ্ধ**" পাঠ হওয়া উচিত। ⇒ **অপিলন্ধতি (অপিলদ্ধতি)**।

অপিলন্ধতি (ক্রি) বন্ধন করা, সংযুক্ত করা, আবদ্ধ করা, পরিধান করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, বন্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, একত্রে বাঁধা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা। (অ-বিণ) **অপিলদ্ধ**। (ক্রি-বি) **অপিলদ্ধহ = পিলন্ধহিত্বা**। = **অপিলহতি**। ⇒ **পিলন্ধতি, পিলন্ধতি**।

অপিলন্ধন (ক্লী) যদ্দ্বারা বন্ধন করা হয় অর্থাৎ বন্ধন, শৃঙ্খল, বন্ধনী, গলাবন্ধ, শার্ট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভিন্ন বস্ত্রের বস্ত্রাংশ, ডোরা, লেখা, অলঙ্কার ভূষণ, সম্মানচিহ্ন, বস্ত্র, পরিচ্ছদ। এখানে '**অ**' **কার নিপাতমত্তং, পিলন্ধং = আভরণং (পিলন্ধিতু পি অযুত্তং?)**। ⇒ **পিলন্ধন**।

অপিলহতি (ক্রি) = **অপিলন্ধতি**। ⇒ **অপিলন্ধতি, অপি**।

অপিসুদং—তেমনই, ঠিকরূপেই, প্রায়ই। ⇒ **সুদং**।

অপিস্সু (অব্যয়) এতদূর, এই অধিক।

অপিস্সুদং [অপি+সুদং] = **অপি সুদং**। ⇒ **অপি সুদং**।

অপিহ (বিণ) [অ+পিহ] অনাকাঙ্ক্ষী, নিস্পৃহ, অনিচ্ছুক, অনাকাঙ্ক্ষিত, অলোভী, অনিচ্ছিত, ইচ্ছাহীন বা বিনা ইচ্ছায়, অলালায়িত, লালসা বিরহিত। (সংযুক্ত নিকায়) **অপিহ অকঙ্খ** (বর্মাগ্রন্থে—**অসিত**)। ⇒ **অপিহালু, পিহ**।

অপিহন = অপিহ। ⇒ **অপিহ**।

অপিহালু (বিণ) [অ+পিহালু] নির্লোভ, অলোভী, লোভহীন, বিতৃষ্ণ, অনাকাঙ্ক্ষী, অনাকাঙ্ক্ষিত, বাসনারহিত, অলুব্ধ, নিস্পৃহ, স্পৃহাহীন, নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্লোভ, নিষ্কাম, কামনাহীন, অনিচ্ছিত, অলালায়িত, তৃষ্ণারহিত। ⇒ **অপিহ, পিহালু**। (থেরগাথা) **অকুহকো নিপকো অপিহালু**। (সূত্রনিপাত) **অপিহালু অমচ্ছরিন্** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অপিহনসীলো, পত্থনা তণ্হায রহিতো তিবুত্তং হোতি**। সম্ভবত এই শব্দে √ধা ধাতু হইতে অ+পি(= অপি)+হন গ্রহণ করা হইয়াছে। (তুলনীয়) **পিদহতি, পিহিত**।

অপিহিত (বিণ) ১ অনাবদ্ধ, খোলা, উন্মুক্ত। ⇒ **থকেতি**। ২ উপাধি দ্বারা ভূষিত, গুণবাচক সংজ্ঞায় ভূষিত, আবরিত, আবৃত, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, পরিধানকৃত, পরিহিত। ⇒ **অপিদহতি, অপি**।

অপীযতি (ক্রি) = **ওসপ্পতি**। ⇒ **ওসপ্পতি**।

অপুচ্চগুতা (স্ত্রী) [অ+ পূতি+অগু+তা] ডিম পচা নহে এরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার ডিম, তাজা ডিম, স্বাস্থ্যপ্রদ বা সতেজভাবে জন্ম (অবস্থা), নির্দোষ অবস্থা।

অপুচ্ছ (বিণ) [অ+পুচ্ছা] যে বিষয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করিবার নাই অর্থাৎ যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যকতা নাই অথবা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, প্রশ্নহীন, জিজ্ঞাসা করিবার নাই এরূপ, অজিজ্ঞাস্য।

অপুজ্জ (বিণ) অপূজ্য, পূজনীয় নহে এমন, পূজার অযোগ্য, পূজার অনুপযুক্ত, পূজা করিবার যোগ্য পাত্র নহে এমন।

অপুঞ্ঞ (বিণ) অপুণ্য, পাপ, অকুশল, দোষপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অপরাধজনক, পুণ্যহীন, পাপযুক্ত, অধর্ম, সদ্‌গুণহীন। (ক্লী) পাপ। = **পাপ**। ⇒ **পুঞ্ঞ**।

অপুঞ্ঞকিরিযা—অপুণ্য কর্ম, পাপকার্য। **অপুণ্যকিরিযা**।

অপুঞ্ঞাভিসঙ্খার—অপুণ্যসংস্কার, পাপকর্মক্রিয়া। ইহা চতুর্বিধ "অপায" এতে গমনের কার্যকলাপ।

অপুণ্যকিরিযা—অপুণ্য বা পাপকার্য। **অপুঞ্ঞকিরিযা**।

অপুত্ত (বিণ) অপুত্রক, পুত্রহীন, যাহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই।

অপুত্তভাবং (ক্লী) পুত্রহীন অবস্থা, অপুত্রক অবস্থা, পুত্রসন্তান জন্মে নাই এরূপ অবস্থা। (জাতক) **অপুত্তভাবং করোতি**—পুত্ররূপ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অর্থাৎ পুত্রসন্তান জন্ম না হইবার কারণ করা। ⇒ **পুত্ত** (১)।

অপুনর (বিণ) পুনর্বার নহে এরূপ, পুনরায় নহে এরূপ। ⇒ **পুনর**।

অপুনরাবত্তিতা (স্ত্রী) ⇒ **পুনর**।

অপুনব্‌ভবিক অপোনব্‌ভবিক। ⇒ **অপোনব্‌ভবিক**।

অপুনাগমন (ক্লী) পুনরাগমন না করা, আবার না আসা, ফিরিয়া না আসা, প্রত্যাগমন না করা। ⇒ **পুনাগমন**।

অপুব্ব (বিণ) আদিকালের নহে এমন, যাহা পূর্বে ছিল না, অভূতপূর্ব, সম্পূর্ণ নূতন। (দীর্ঘনিকায়) **অপুব্ব অচরিম**—সমকালীনরূপে, যুগপৎ ঘটমানভাবে (ক্রিয়া বিশেষণে) **অপুব্বং অচরিমং**—সত্বরও নহে পরেও

নহে এভাবে অর্থাৎ সমনকালীনরূপে বা যুগপৎ ঘটমানভাবে (মধ্যম নিকায়)।

অপুব্বং অচরিমং (ক্রি-বিণ) পূর্বে অথবা সত্বরও নহে পরেও নহে এভাবে অর্থাৎ সমকালীনভাবে অথবা যুগপৎ ঘটমানভাবে। = **অপুরেঅপচ্ছা, একপ্পহারেন এবা'তি** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। ⇒ **অপুব্ব**।

অপুরাণ (বিণ) বয়োবৃদ্ধ নহে এমন, অধিক বয়সের নহে এমন, পুরাতন নহে এরূপ, অজীর্ণ। ⇒ **পুরাণ** (২)।

অপুরাণং (ক্রি-বিণ) সম্প্রতি, অল্পকাল পূর্বে।

অপুরে অপচ্ছা (ক্রি-বিণ) আগেও নয় পরেও নয় এভাবে, পূর্বেও নয় পরেও নয় এরূপভাবে অর্থাৎ সমকালীনরূপে, যুগপৎ ঘটমানভাবে, একই সঙ্গে। = **অপুব্বং অচরিমং**।

অপূজ (বিণ) পূজার অযোগ্য, সম্মাননীয় নহে এমন। = **অপূজনীয়, অপূজ্জ, অপুজ**। ⇒ **পূজ**।

অপূজনীয (বিণ) পূজনীয় নহে এমন। = **অপূজ, অপূজ্জ**।

অপূজ্জ (বিণ) অপূজনীয়। = **অপূজ্জ, অপূজ**।

অপূতিক (বিণ) সদ্য, তাজা, টাটকা, নূতন, বাসি নহে এমন, পচা নহে এমন, দুর্গন্ধযুক্ত নহে এমন। ⇒ **পূতিক**।

অপেক্‌খ (বিণ) অপেক্ষাকারী, অপেক্ষমাণ, অপেক্ষক প্রতীক্ষাকারী, অভিলাষী, আশান্বিত, ওৎ পাতিয়া থাকে এমন, প্রার্থী, পরীক্ষার্থী, পদপ্রার্থী, নির্বাচন প্রার্থী। (সংযুক্ত নিকায়) **ওতার অপেক্‌খ**। ⇒ **অবেক্‌খ**।

অপেক্‌খক = অপেক্‌খ। ⇒ **অপেক্‌খ**।

অপেক্‌খতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অপীক্ষতে, অপ+ইক্ষ) ইচ্ছা করা, ওৎ পাতিয়া থাকা, তৃষ্ণা উৎপাদন করা, অপেক্ষা করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, সবুর করা, প্রত্যাশায় থাকা, বিলম্ব করা, তুলনা করা, অনুরোধ করা, প্রযত্ন করা, প্রয়োজন হইয়া পড়া, অভিলাষ করা, খাতির করা, পর্যালোচনা করা, বিচার-বিবেচনা করা, কার্য-কারণের সম্বন্ধ রাখা, উৎকর্ষবোধক অথবা অপকর্ষ বোধক সম্বন্ধ রাখা, সম্বন্ধ রাখা। (সূত্রনিপাত) **কামে নাপেক্‌খতে চিত্তং**—কামে অনপেক্ষমাণ চিত্ত অর্থাৎ যে চিত্ত ভোগ্য বস্তুতে তৃষ্ণা উৎপন্ন করে না। ⇒ **অবেক্‌খতি**। (অতীত) **অপেক্‌খি**। (অ-বিণ) **অপেক্‌খিত**। (ক্রি-বি) **অপেক্‌খিত্বা**—অপেক্ষা করিয়া। (ব-বিণ) **অপেক্‌খমান**।

অপেক্‌খন (ক্লী) অপেক্ষণ, প্রতীক্ষা, অপেক্ষাকরণ, বিলম্বকরণ, পরিদর্শন, অপেক্ষা, আশা, ইচ্ছা, অভিলাষ। ⇒ **অপেক্‌খা**।

অপেক্‌খমান (বিণ) অপেক্ষা করে এরূপ, প্রতীক্ষাকারী, অপেক্ষাকারী, অপেক্ষমাণ, অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী। ⇒ **অপেক্‌খতি**।

অপেক্‌খবন্ত (বিণ) তৃষিত, ওৎ পাতিয়া থাকে এমন, প্রতীক্ষাকারী, অভিলাষী, আসক্তি, উৎপাদনকারী। = **সতণ্হ**।

অপেক্‌খা (স্ত্রী) অপেক্ষা, প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা, সবুর, বিলম্ব, ইচ্ছা, তুলনা, অনুরোধ, প্রযত্ন, প্রয়োজন, অভিলাষ, খাতির, পর্যালোচনা, বিচার-বিবেচনা, কার্য-কারণের পরস্পর সম্বন্ধ, উৎকর্ষবোধক বা অবকর্ষবোধক সম্বন্ধ, সম্বন্ধ, তৃষ্ণা, আসক্তি; (অধিকরণ কারকে) মনোযোগ, মনোসংযোগ, মর্যাদা, সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ, যত্ন, আদর। = **অপেক্‌খন**। (সংযুক্ত নিকায়) **মাতাপিতুসু অপেক্‌খা**—মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা। (চুলনির্দেশ) **অপেক্‌খা বুচ্চতি তণ্হা**; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তণ্হা বুচ্চতি সিনেহ**। (ধর্মপদ) **পুত্তেসু চ দারেসু চ অপেক্‌খা = তণ্হা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **আলযকরণ বসেন অপেক্‌খতী'তি অপেক্‌খা**। "স" এবং "অন" সংযোগে বিশেষণ হইয়া থাকে, যেমন—(বিনয়) **বিসুদ্ধ সপেক্‌খা**; (সংযুক্ত নিকায়) **ওতর সপেক্‌খা**; **অনপেক্‌খা**—অনাদরণীয়, মর্যাদাহীন (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য); (সূত্রনিপাত) **অনপেক্‌খা হোন্তি এঞাতযো**।

অপেক্‌খিত (বিণ) অপেক্ষিত, প্রতীক্ষিত, অনুরুদ্ধ, আকাঙ্ক্ষিত, পর্যালোচিত, পর্যবেক্ষিত, দৃষ্ট, পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, জিজ্ঞাসিত, আদৃত, বিবেচিত, যত্নকৃত। = **ওলোকিত**। ⇒ **অপেক্‌খতি**।

অপেক্‌খিন (বিণ) অপেক্ষিণ, বিবেচনাকারী, বিবেচক, মর্যাদা প্রদানকারী, সম্মান প্রদর্শনকারী, প্রত্যাশী, তত্ত্বাবধানকারী, তৃষ্ণা উৎপাদনকারী। (সূত্রনিপাত) **কামেসু অপেক্‌খিন**—কাম্য বা ভোগবস্তুতে তৃষ্ণা উৎপাদনকারী। (তুলনীয়) **অপেক্‌খবন্ত**। ⇒ **অপেক্‌খী**।

অপেক্‌খী (বিণ) অপেক্ষী, অপেক্ষাকারী, নির্ভরশীল। = **অপেক্‌খ, অপক্‌খিন**।

অপেখা = অপেক্‌খা। ⇒ **অপেক্‌খা**।

অপেত (বিণ) অপেত, প্রস্থিত, নির্গত, বর্জিত, অপ্রাপ্ত, হীন, ব্যতীত, বিরূপ, প্রণষ্ট, আবরণযুক্ত, গত, চলিয়া গিয়াছে এমন, পরিষ্কৃত, ব্যতীত, মুক্ত, পরিত্রাণ পাইয়াছে এমন, উন্মুক্ত, বিযুক্ত, বঞ্চিত। ⇒ **অপেতি**। (ধর্মপদ) **দম সচ্চেন অপেত**—দমরূপ সত্যগুণে বঞ্চিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্‌খতো অপেত**—দুঃখ হইতে মুক্ত। (ধর্মপদ) **অপেত কদ্দম**—কাদাহীন। (জাতক) **অপেতবত্থ**—বিবস্ত্র। (ধর্মপদ) **অপেতবিঞ্ঞাণ**—সংজ্ঞাহীন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপেত বিঞ্ঞাণত্তং**—সংজ্ঞাহীনতা।

অপেত কদ্দম (বিণ) কাদাহীন, কর্দম হইতে মুক্ত, দাগশূন্য, নির্দোষ, কলঙ্কমুক্ত। ⇒ **অপেত**।

অপেতত্ত (ক্লী) অনুপস্থিতি, গরহাজির, অবিদ্যমানতা, অনুপস্থিতির কাল।

অপেত বত্থ (বিণ) বিবস্ত্র, নগ্ন, আচ্ছাদনহীন। ⇒ **অপেত**।

অপেত বিঞ্ঞাণ (বিণ) বিজ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন, অনুভূতিহীন। ⇒ **অপেত**।

অপেতবিঞ্ঞাণত্তং (ক্লী) সংজ্ঞাহীনতা, অনুভূতির অভাব। ⇒ **অপেত**।

অপেতব্রহ্মঞ্ঞা (বিণ) ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে চ্যুত, ব্রহ্মত্ব হইতে চ্যুত। ⇒ **ব্রাহ্মণ** (১)।

অপেতাভরণা (বিণ) [অপেত+আভরণা] আভরণহীন, অলঙ্কারহীন। (স্ত্রী) অবিবাহিতা মেয়ে। ⇒ **অবাবট**।

অপেতাবরণা (বিণ) [অপেত+আবরণা] আবরণমুক্ত, খোলা, উন্মুক্ত। (স্ত্রী) অবিবাহিত মেয়ে। ⇒ **অবাবট**।

অপেতি (ক্রি) [অপ+√ই+অ] প্রাপ্ত না হওয়া, চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **উপেতি পি অপেতি পি**—আসেও যায়ও, উৎপন্ন হয় এবং তিরোহিত হয়, জন্মগ্রহণ করে এবং মরিয়া যায়। (চূলনির্দেশ) **ন অপগচ্ছন্তি ন বিজহন্তি**—আসেও না যায়ও না। (অতীত) **অপেসি**। (অ-বিণ) **অপেত**।

অপেত্তেয্যতা (স্ত্রী) [অ+পেত্তেয্যতা] পিতার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, পিতার প্রতি অগৌরব বা অমর্যাদা, পিতার প্রতি অভক্তি বা অশ্রদ্ধা, পিতার বিরুদ্ধাচরণ।

অপেয্য (বিণ) [অ+পেয্য] অপেয্য, পানের অযোগ্য, অপানীয়, যাহা পান করিবার উপযুক্ত নয়। (জাতক) **অপো অপেয্যো**—পানের অযোগ্য জল; **অপেয্য সাগর**—সমুদ্রের জল পানের অযোগ্য।

অপেব (ক্রি-বিণ) সম্ভবত।

অপেসিয (ক্লী) দরজাবিহীন পথ অর্থাৎ ঠিক পথ ব্যতীত অন্য উপায় বা কৌশল। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**অপেসী'তি দীঘদারুম্হি খাণুকে পরেসেত্বা কণ্ডক-সাখাহি বিনদ্ধিত্বা কতং দ্বার-ঘকনকং**।

অপেসিযমান (বিণ) বাহিরে পাঠাইতেছে না এরূপ, তাড়াতাড়ি পাঠাইতেছে না এরূপ, আদেশ পালন করে না এরূপ, কাজ করে না এরূপ। ⇒ **অপেসেতি**।

অপেসেতি (ক্রি) [অ+পেসেতি] বাহিরে পাঠায় না, তাড়াতাড়ি পাঠায় না, আদেশ মতো পাঠাইয়া দেয় না, কাজে নিযুক্ত না থাকা, আদেশ পালন না করা। (অতীত) **অপেসি**। (ব-বিণ) **অপেসিযমান**।

অপেহি (ক্রি, পঞ্চমী) দূর হও, সারিয়া যাও, দূর করিয়া দাও, সরাইয়া দাও।

অপো অপেয্যো—পান করিবার অনুপযুক্ত জল। ⇒ অপেয্য।

অপোনব্ভবিক (বিণ) পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে না এমন, পুনর্জন্ম প্রদানকারী নহে এমন, পুনর্জন্মদায়ক নহে এমন।

অপোরিসতা (স্ত্রী) নির্দয়তা, অমানুষিক অবস্থা, হৃদয়শূন্যতা, অতিমানুষিক অবস্থা, দৈব অবস্থা, হৃদয়হীন অবস্থা, মহামানবের বা মহাপুরুষের অবস্থা। ইহাতে কিন্তু দাসত্ব, চাকুরে, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতিকে বুঝায় না।

অপ্প (বিণ) অল্প, ক্ষুদ্র, ঈষৎ, তুচ্ছ, কিঞ্চিৎ, কম, অতি অল্প অর্থাৎ কিছুই নাই এরূপ, শূন্য। ⇒ **অপ্পোদক**। (বিপ) **মহন্ত**। = **পরিত্তক, অপ্পক, ওমক, থোক, লমক, জতুক্ক**।

অপ্পং (ক্লী) অল্প পরিমাণ, সামান্য পরিমাণ বা বিষয়, কিছুটা, কিছু পরিমাণ বা অংশ, ক্ষুদ্র বস্তু বা অংশ, কিঞ্চিৎ পরিমাণ, অল্পস্বল্প বস্তু বা অংশ। (বহুবচনে) **অপ্পানি**—**ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র** বিষয় বা বস্তুসমূহ, ছোট ছোট অংশগুলি। (বিপ) **বহুং**। = **থোকং একবগ্গং দ্বিবগ্গং সত্তপ্পি**—অল্প একবর্গ দুইবর্গ মাত্রও (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **অপ্পস্মিং যাচিতো**—অল্পমাত্র চাওয়া, সামান্যমাত্র যাচনা করা।

অপ্পং বা ভীযো—অল্প অধিক, কম অথবা বেশি, কিছু কমই হউক অথবা কিছু বেশিই হউক, অল্প বা অধিক পরিমাণে। ⇒ **ভীযো**।

অপ্পক (বিণ) অল্প, সামান্য, কিছু, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। = **অপ্প, থোক**। (বিপ) **বহু**।

অপ্পকং (ক্লী) অল্প বিষয় বা বস্তু, অল্প পরিমাণ, তুচ্ছ বিষয়, সামান্য বিষয় বা বস্তু। = **অপ্পং**।

অপ্পকম্ম (বিণ) অল্প অল্প অথবা বিন্দু বিন্দু পড়ে না এরূপ।

অপ্পকপঞ্ঞ (বিণ) অল্পবুদ্ধি, হীনবুদ্ধি, বুদ্ধি বা জ্ঞানহীন। = **চতুক্কপঞ্ঞ**।

অপ্পকসির (বিণ) দুঃখবিরহিত, কষ্টহীন, আরামজনক, সুখজনক। ⇒ **অপ্পকিচ্চ**।

অপ্পকসিরেন (করণে, ক্রি-বিণ) অল্পকষ্টে, বিনাশ্রমে, বিনাকষ্টে, বিনাদুঃখে, সুখে, আরামে, অনায়াসে, সহজে।

অপ্পকা (তুলনামূলক বিশেষণ, বহুবচন) (কিছুর) চেয়ে সংখ্যায় অল্প। (বিপ) **বহুতরা**। ⇒ **বহুতর**। (স্ত্রী) অল্প বিষয় বা বস্তু, সংখ্যায় বা পরিমাণে অল্প বস্তু, হীন অংশ, ক্ষুদ্র অংশ। = **থোকা ন বহু**—অধিক বা বেশি নহে, সামান্য বা অল্প বিষয় বা বস্তু। = **পরিত্ত**। ⇒ **অপ্পং, অপ্পকং**।

অপ্পকার (বিণ) [অ+পকার] অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক, বিকটাকৃতিযুক্ত, কুৎসিত, কদাকার, বিকৃত। = **সরীসপ্পকাররহিত দুস্সন্ঠান**--শরীরের স্বাভাবিক আকারহীন দুরাকৃতি অর্থাৎ মানুষ মানুষের আকৃতিযুক্ত না হইয়া অন্য আকৃতিতে বিকটাকার (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অপাকতি**।

অপ্পকিচ্চ (বিণ) অল্পকৃত্য, অল্প কর্তব্যযুক্ত, কর্তব্যমুক্ত, অবাধ, অনায়াস, শ্রমহীন, বাধ্যবাধকতা ছাড়া, প্রযত্নহীন, সামান্য করণীয়, অল্প কার্য করিবার আছে অথবা নাই এরূপ, সহজসাধ্য, আয়াসহীন। = **অপ্পং কিচ্চং অস্সা'তি**--তাহার করণীয় কৃত্য বা কাজ অল্প (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।

অপ্পকিণ্ণ (বিণ) [অপ্প+কিণ্ণ অথবা অ+পকিণ্ণ] অল্পাকীর্ণ, অল্প বিস্তীর্ণ, অবিক্ষিপ্ত, শান্ত, জনাকীর্ণ নয় এমন, সামান্য জনাকীর্ণ, অপুঞ্জীভূত। (তুলনীয়) **অনাকিণ্ণ**। ⇒ **পকিণ্ণ**।

অপ্পকুট্‌ঠ (বিণ) অনিন্দনীয়, নির্দোষ, অনিন্দ্য, ত্রুটিহীন, নিখুঁত, নিরপরাধ।

অপ্পকে (বিণ) অল্প, সামান্য, অল্প সংখ্যক, যৎকিঞ্চিৎ, অতিঅল্প, অতি সামান্য।

অপ্পকেচি (বিণ) যৎসামান্য, অতি অল্প, অতি সামান্য।

অপ্পকেন (করণে, ক্রি-বিণ) অল্প করিয়া, সামান্যরূপে, সহজভাবে, আরামের সহিত।

অপ্পগন্ধ (বিণ) অল্পগন্ধযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, সামান্য গন্ধ আছে এরূপ। (বিপ) **সুগন্ধ**।

অপ্পগব্‌ভ (বিণ) [অ+পগব্‌ভ] অপ্রগল্‌ভ, ভীরু, বিবেকী, অবহিত, সাবধান, বিনীত, অনহঙ্কৃত, অগর্বিত, শিষ্ট, নিরহঙ্কারী, অনুদ্ধত, সরল, সাহসহীন, নিজকে জাহির করিতে অনিচ্ছুক, লজ্জাশীল, পরিমিত। = **ন পগব্‌ভ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ⇒ **পগব্‌ভ**।

অপ্পগম (বিণ) অল্পার্ঘ, অল্পমূল্য, কমমূল্য, অল্প দাম, সস্তা, মূল্যহীন। (বিপ) **মহগ্‌ঘ**—বহুমূল্য, মূল্যবান।

অপ্পচয [অপ্প+চয] যাহা রাশীকৃত করা হয় নাই, অসংগৃহীত অবস্থা, অনস্তূপীকৃত অবস্থা। ⇒ **চয**।

অপ্পচ্চয (পুং) [অ+পচ্চয] অপ্রত্যয়, একগুঁয়েমি, অপ্রসন্নতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, মনে মনে রাগান্বিত ভাব, মুখ ভারী করার অবস্থা, অপ্রবৃত্তি, অসন্তোষ, নৈরাশ্য, বিষাদ। = **অপ্পতীতা হোন্তি তেন অতুট্‌ঠা অসোমনস্‌সিতা'তি অপ্পচ্চযো; দোমনস্‌স এতং অধিবচন** (দীর্ঘনিকায়) অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **কপ + দোস + অপ্পচয। দোমনস্‌সং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **অপ্পতীতং দোমনস্‌সং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিণ) প্রত্যয়হীন, হেতুশূন্য, কারণহীন, ভিত্তিশূন্য, অনিয়ন্ত্রিত।

অপ্পঞ্ঞাত (বিণ) অজ্ঞাত, অজানিত, অবিদিত, অপরিচিত, নিন্দিত, অখ্যাতি সম্পন্ন।

অপ্পঞ্ঞাতিক (বিণ) **অপ্পঞ্ঞাত**। ⇒ **অপ্পঞ্ঞাত**।

অপ্পটি—এই শব্দটি উপসর্গ পদের ন্যায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন—**অপ্পটিকারিক**। ⇒ **পটি**।

অপ্পটিকম্ম (ক্লী) অসংশোধনীয় কার্য, যেই গুরু কর্মের প্রতিকার করা যায় না, যে ক্ষতিপূরণ করিবার নহে তেমন কাজ, অপ্রতিকর্ম, যে গুরু পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পটিকম্ম আপত্তি**। ⇒ **পটিকম্ম**।

অপ্পটিকম্ম আপত্তি (ভিক্ষুদের মধ্যে) যে গুরু কর্ম বা পাপকার্য (**দেসনা, পরিবাস** ইত্যাদি দ্বারা) শুদ্ধিতা প্রদান করা যায় না অথবা প্রতিকার করা যায় না অর্থাৎ **পারাজিকা অপত্তি**। ⇒ **অপ্পটিকম্ম**।

অপ্পটিকার (বিণ) যাহার প্রতিকার করা যায় না, যে ক্ষতি পূরণ করিবার নহে, যাহার কিছু করা যায় না। = **অনোসারিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পটিকার মরণ**। ⇒ **অপ্পটিকারিক**।

অপ্পটিকারিক (বিণ) যাহা সংশোধন করা যায় না, যাহার প্রতিকার করা যায় না, অসংশোধনীয়, প্রতিকার করিবার অযোগ্য। = **অপ্পটিকার**।

অপ্পটিকূল (বিণ) [অ+পটিকূল] অপ্রতিকূল, অনুকূল, বিনা আপত্তিতে, স্বপক্ষ, সহায়, অনুগ্রহকারী, সুবিধাজনক, অনুবুক্ত, যোগ্য, বিনা প্রতিবাদে, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, অবিরোধী, অপ্রতিপক্ষ, অবিরুদ্ধ।

অপ্পটিকোপেতি (ক্রি) [অ+পটিকোপেতি] গোলমাল না করা, বিরক্ত না করা, আলোড়িত না করা, ভঙ্গ না করা, বিশৃঙ্খল না করা, শৃঙ্খলা করা, শান্তিতে থাকা, বিরলে বা নির্জনে থাকা। (জাতক) **অপ্পটিকোপেতি উপোসথং**।

অপ্পটিক্কূল = **অপ্পটিকূল**। ⇒ **অপ্পটিকূল**।

অপ্পটিকূলগাহিতা (বিণ) অস্বীকার বা প্রতিবাদ হইতে নিবৃত্ত, অসঙ্গতি হইতে আত্মদমিত বা ক্ষান্ত।

অপ্পটিক্কোসন (বিণ) প্রতিবাদবিহীন, বিনা প্রতিবাদে, সম্মতিজনক বা সম্মতিতে।

অপ্পটিক্কোসনা (বিণ) **অপ্পটিক্কোসন**। ⇒ **অপ্পটিকোসন**।

অপ্পটিক্‌খিপ্প (বিণ) [অ+পটিক্‌খিপ্প] অপ্রতিক্ষিপ্ত, অপরিত্যক্ত, দিতে বা লইতে অমত হয় নাই এমন, "না" বলা হয় নাই এরূপ, স্বীকার্য, গ্রাহ্য, সম্মত, যাহা প্রত্যাখ্যান কিংবা অগ্রাহ্য করিবার নহে। ⇒ **পটিক্‌খিপতি**।

অপ্পটিগন্ধিক (বিণ) [অ+পটি+গন্ধ+ইক] বিরক্তিকর গন্ধ নহে এমন, সন্তোষজনক গন্ধযুক্ত, সুগন্ধি, সুগন্ধযুক্ত, গন্ধসারযুক্ত, সুবাসিত। = **সুগন্ধেন উদকেন সমন্নাগত** (জাতক অর্থকথা)।

অপ্পটিগন্ধিয = **অপ্পটিগন্ধিক**। ⇒ **অপ্পটিগন্ধিক**।

অপ্পটিগ্‌গহিতক (ক্লী) অলব্ধ বস্তু, যে বস্তু প্রাপ্ত হয় নাই, অগৃহীত বিষয়, অসমর্থিত বা অননুমোদিত বিষয়। (বিণ) যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, অপ্রাপ্ত, অননুমোদিত,

অসমর্থিত। ⇒ **পটিগ্গহিত**।

অপ্পটিঘ (বিণ) ১ অপ্রতিঘ, অবাধক, বাধাজনক নহে এরূপ, অপ্রতিরোধক, অক্রোধান্বিত, শান্ত, প্রসন্ন, তুষ্ট, বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না এমন, ব্যাঘাত করে না এমন, অপ্রতিবন্ধক, অহিত বা অপকার করে না এরূপ, অবিরক্তিকর, ক্ষতিহীন, অনিষ্টকারক, নষ্ট বা অহিত করে না এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **কত্থচি সত্তে বা সঙ্খারে বা ভযেন ন পটিহঞ্ঞতী'তি অপ্পটিঘ**। ২ মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান যাহা "রূপ" এর প্রতি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে না এরূপ, রূপের পুনর্বার ক্রিয়া হয় না এরূপ, পুনরায় রূপ বা দেহ ধারণ করিতে হয় না এরূপ, আবার হয় না এরূপ, পুনরাভিনয় করে না এরূপ, জোরের সহিত ধাক্কা দেয় না বা আঘাত করে না এরূপ। (বিপ) **সপ্পটিঘ**।

অপ্পটিচ্ছন্ন (বিণ) যাহা গোপন করা যায় না, অগোপনীয়, খোলা, উন্মুক্ত, প্রকাশ্য, অনিয়ন্ত্রিত, অদমিত, যথেচ্ছাচারী, অপ্রতিচ্ছন্ন।

অপ্পটিচ্ছবি (ক্লী) [অ (উপসর্গ)+পটিচ্ছবি] অপ্রতিচ্ছবি, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিকৃতি, অবয়ব, মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমূর্তি, ছবি, চিত্র, সাদৃশ্য, প্রতিরূপ ছায়া। (বিণ) প্রতিচ্ছবি তুল্য, সৌসাদৃশ্যযুক্ত, প্রতিচ্ছায়াতুল্য, প্রতিকৃতি তুল্য, অবয়ব সদৃশ, ছবিতুল্য, ছবিবর্ণ, অবিকল চেহারাযুক্ত, চিত্রতুল্য, প্রতিরূপ বা ছায়াতুল্য, মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমূর্তি তুল্য। Rhys David-এর মতে "**সম্পতিতচ্ছবি**" এর পরিবর্তে ভুলে এই পাঠ হয়।

অপ্পটিচ্ছবিক (বিণ) **অপ্পটিচ্ছবি**। ⇒ **অপ্পটিচ্ছবি** (বিণ)।

অপ্পটিজগ্‌গমানা (বিণ) অযত্ন সহকারে, অসতর্কতার সহিত, অজাগ্রত বা অসচকিত থাকিয়া। (জাতক) **অপ্পটিজগ্‌গমানা সুস্‌সিত্বা**—অসাবধানতার সহিত শুশ্রূষা বা করিয়া অর্থাৎ উপযুক্ত সেবার অভাবে। ⇒ **পটিজগ্‌গতি**।

অপ্পটিজগ্‌গিযমানা **অপ্পটিজগ্‌গমানা**। ⇒ **অপ্পটিজগ্‌গমানা**।

অপ্পটিপুগ্‌গল (পুং) অতুল্য পুরুষ, অদ্বিতীয় পুরুষ, সমকক্ষহীন পুরুষ, অনুপম পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, অতুলনীয় পুরুষ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, যাঁহার প্রতিপক্ষ বা বিরোধী কেহ নাই এমন পুরুষ, যাঁহার সমকক্ষ আর অন্য কেহ নাই এমন পুরুষ, বুদ্ধ। (বিণ) অসমকক্ষ, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয়, যাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কেহ নাই, অতুল্য, তুলনাহীন, অনুপম, যাঁহার বিরোধিতা করিবার কেহ নাই, যাঁহাকে পরাজিত করিবার কেহ নাই, লোকশ্রেষ্ঠ, প্রতিপক্ষহীন, শত্রুহীন, একমাত্র। ⇒ **বুদ্ধ** (২)।

অপ্পটিপুচ্ছা (ক্রি-বিণ) অনুসন্ধান ব্যতীত, জিজ্ঞাসা না করিয়া, প্রশ্ন না করিয়া, বিনানুমতিতে, বিনা জিজ্ঞাসায়।

অপ্পটিবদ্ধ (বিণ) [অ+পটিবদ্ধ] অপ্রতিবদ্ধ, অব্যাহত, অপ্রতিহত, সম্বন্ধরহিত।

অপ্পটিবাহনীয (বিণ) **পটিবাহতি** শব্দে অর্থ দ্রষ্টব্য।

অপ্পটিবাহিয (বিণ) রক্ষা করার অযোগ্য অথবা নিবারণ করার অযোগ্য। ⇒ **পটিবাহিয**।

অপ্পটিভয (বিণ) অকুতোভয়, সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক, অসম সাহসিক, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, অনাতঙ্ক, নিরাতঙ্ক।

অপ্পটিভাগ (বিণ) [অ+পটিভাগ] সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ ব্যক্তি বা বস্তু নয় এমন, অবিকল প্রতিরূপ নয় এমন, প্রতিরূপপ্রতিলিপি নয় এমন, সামঞ্জস্যরহিত, অসমকক্ষ, অনুপম, অতুল, অতুল্য, শ্রেষ্ঠ, নিরুপম, অতুলনীয়, সমকক্ষহীন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পটিভাগ অপ্পটিসেট্‌ঠ**। = **অনুত্তর** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **পটিভাগ** (বিণ)।

অপ্পটিভাণ (বিণ) [অ+পটিভাণ] ফিরিয়া উত্তর করে না এমন, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভয়ে জড়সড় হয় এমন, অবিশ্বাসী, অনিশ্চিত, সাহসহীন, ভয়ে কাতর হয় এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপ্পটিভাণং করোতি**—ভয় প্রদর্শন করে, ভগ্নোদ্যম করে, বিহ্বল বা উদ্‌ভ্রান্ত করে।

অপ্পটিভান = **অপ্পটিভাণ**। ⇒ **অপ্পটিভাণ**।

অপ্পটিভোগিন (বিণ) = **অপ্পটিবিভত্ত**। ⇒ **অপ্পটিবিভত্ত**।

অপ্পটিম (বিণ) অপ্রতিম, তুলনাহীন, অনুপম, অসমসম, নিরুপম, অতুল, অতুলনীয়, অসমকক্ষ, সমকক্ষহীন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুল্য, অতুলনীয়, অমূল্য।

অপ্পটিমংস (বিণ) অনস্পর্শিত, অস্পৃশ্য, যাহা স্পর্শ করিবার নহে, নির্দোষ, অননুভূত, অপ্রাপ্ত, নিখুঁত। (বিনয়) **অচ্ছিদ্দ অপ্পটিমংস**।

অপ্পটিরূপ (বিণ) [অ+পটিরূপ] অপ্রতিরূপ, অপ্রতিচ্ছবি, অনবয়ব, অপচ্ছন্দ, বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার, অসদৃশ, অননুরূপ। ⇒ **পটিরূপ**।

অপ্পটিলোম (বিণ) [অ+ পটিলোম] = **অসঙ্কুসক**। ⇒ **অসঙ্কুসক**।

অপ্পটিলোমবত্তিন (বিণ) = **অসঙ্কুসকবত্তিন**। ⇒ **অসঙ্কুসকবত্তিন**।

অপ্পটিবত্তিয (বিণ) [অ+পটি+বত্তিয] ১ অপ্রতিবর্তীয়, অপ্রবর্তিত, যাহা পূর্বে কখনও প্রবর্তিত হয় নাই, পূর্বে যাহা প্রবর্তন হয়, যাহা ঘুরানো যায় নাই, যাহা পূর্বে ঘোষণা বা প্রকাশ করা হয় নাই। (বিপ) **পটিবত্তিয**। ⇒ **পটিবট্টটি**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মচক্কং অপ্পটিবত্তিযং**—ধর্মচক্র পূর্বে কখনও কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই। ২ অনিবার্য, দুর্নিবার। (জাতক) **অপ্পটিবত্তিয সীহনদ**—অনিবার্য সিংহনাদ।

অপ্পটিবাণ (ক্লী) [অ+পটিবাণ] অপ্রতিরোধ, নির্বিঘ্ন, বাধাহীনতা, অবিরুদ্ধতা, স্বীকার, নির্বিবাদ, অপ্রতিবাদ, যাহাতে বিরুদ্ধাচরণ করা হয় নাই, গতিরোধ যাহাতে নাই। (বিণ) বাধাহীন, মুক্ত, স্বীকার্য, অবিরুদ্ধ, বিনা বাধায়, বিঘ্নহীন।

অপ্পটিবাণিতা (স্ত্রী) বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, অবাধগতি, বাধাহীন অবস্থা, নির্বিঘ্নতা, গতিরোধ না করিয়া, মুক্ত চেষ্টা, মুক্ত

প্রযত্ন। (বি-ভা) **অসন্তুট্‌ঠিতা চ কুসলেসু ধম্মেসু অপ্পটিবাণিতা চ পধানস্মিং**—কুশল ধর্মে বা পুণ্যকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ না করা এবং যুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ বাশ্রমবিমুখ না হওয়া (ধর্মসঙ্গণী)।

অপ্পটিবাণী (স্ত্রী) বাধাহীনতা, বিনা অবরোধ অবস্থা, মুক্তকার্য, উদ্যম, চেষ্টা। (বি ভা) **ছন্দো বাযামো উস্‌সাহো উস্‌সোল্‌হী অপ্পটিবাণী** (সংযুক্ত নিকায়)।

অপ্পটিবাণীয (বিণ) অবাধ, বাধপ্রাপ্ত হয় না এমন, নির্বিঘ্ন, বিঘ্নহীন, নিরাপদ, অনিবার্য, দুর্নিবার, প্রতিরোধবিহীন, (এই শব্দটি নির্বাণের দিকে প্রয়োগ করা হইলে অর্থ হয়) যেই স্থান হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।

অপ্পটিবান (বিণ) পশ্চাৎপদ হয় না এমন, পশ্চাৎ দিকে গুটায় না এমন, পিছের দিকে হটিয়া যায় না এমন।

অপ্পটিবিজ্‌ঝনক (বিণ) অভেদ্য, প্রবেশ করা যায় না এমন, দুর্বোধ্য, জানা শক্ত, অজ্ঞেয়, অপ্রবেশ্য।

অপ্পটিবিদ্ধ (বিণ) [অ+পটি+বিদ্ধ] অপ্রতিবিদ্ধ, প্রতিবিদ্ধ হয় নাই এরূপ, গুলি বা শরবিদ্ধ হয় নাই এমন, অননুভূত, অলব্ধ, অজ্ঞাত, অজানিত, অনুপলব্ধ, বুঝিতে পারা যায় নাই এরূপ, অননুবোধ্য, বিদ্ধ করা হয় নাই এমন, আঘাত করা হয় নাই এমন।

অপ্পটিবিভত্ত (বিণ) [অ+পটি+বিভত্ত] অভুক্ত, না খাইয়া, অবিভক্ত, অপরের সহিত অংশীদার না হইয়া। (যৌগিকে) **অপ্পটিবিভত্ত অপ্পটিভোগিন**।

অপ্পটিবিরত (বিণ) অবিরত, বিরত নহে এমন, অনিবৃত্ত, নিবৃত্ত হয় না এমন। ⇒ **পটিবিরত**।

অপ্পটিবেক্‌খতি (ক্রি) [অ+পটি+বেক্‌খতি] প্রত্যাবেক্ষণ না করা, পর্যবেক্ষণ না করা, অবলোকন না করা, লক্ষ্য না করা, মনোযোগ না দেওয়া, অবধান না করা, পালন না করা, মন্তব্য প্রকাশ না করা। (অতীত) **অপ্পটিবেক্‌খি**। (ক্রি-বি) **অপ্পটিবেক্‌খিয**।

অপ্পটিবেক্‌খিয (ক্রি-বি) না দেখিয়া, বিবেচনা না করিয়া, চিন্তা না করিয়া, অমনোযোগী না হইয়া, পর্যবেক্ষণ না করিয়া, সতর্ক না হইয়া, অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া, অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া, বর্ণনা করিয়া, উল্লেখ বা নির্দেশ করিয়া। = **অপচ্চবেক্‌খিত্বা, অনবেক্‌খিত্বা**। (বিপ) **বেক্‌খিয, অবেক্‌খিয**। ⇒ **অপ্পটিবেক্‌খতি, পচ্চবেক্‌খতি**।

অপ্পটিবেধ (পুং) যাহার জ্ঞান বুদ্ধি নাই, অজ্ঞতা, মূর্খতা, জ্ঞানাভাব। (বিণ) জ্ঞানবুদ্ধিহীন, অজ্ঞ, মূর্খ।

অপ্পটিলোম (বিণ) = **অসঙ্কুসক**। ⇒ **অসঙ্কুস**।

অপ্পটিসংবিদিত (বিণ) অজ্ঞাত, অননুভূত, অপরিচিত, অস্বীকৃত। (বি-ভা) **পুব্বে অপ্পটিসংবিদিত পঞ্‌হো** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **পটিসংবিদিত**।

অপ্পটিসঙ্খা (স্ত্রী) [অ+পটিসঙ্খা] ১ বিচারের অভাব, অমনোযোগ, অনবধান, লক্ষ্য না করণ, অবলোকন না করণ, উদ্দেশ্যহীনতা, অমনোযোগিতা। ⇒ **পটিসঙ্খা** (১)। ২ (ক্রি-বি, ক্রি-বিণ) অবিবেচকরূপে, অমনোযোগী হইয়া, অনবহিতভাবে, হঠকারীরূপে। (বি-ভা) **সহসা অপ্পটিসঙ্খা**—হঠকারীরূপে, গোঁয়াররূপে, চিন্তা না করিয়া, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া। ⇒ **পটিসঙ্খা** (২)।

অপ্পটিসন্ধিক (বিণ) [অ+পটিসন্ধি+ক (য)] ১ যাহা পুনরায় মেরামত করা যায় না, অসংস্কারিক, যাহার প্রতিকার করা যায় না, অসংশোধনীয়, যাহা পুনরায় সংস্কার করা যায় না, যাহাকে পুনর্বার একত্রে সংযোগ করা যায় না। = **পুন পাকতিকো ন হোতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পটিপাকতিকো কাতুং ন সক্কা** (জাতক অর্থকথা)। ২ পুনর্মিলন হয় না এমন, পুনর্গঠিত হয় না এমন, পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না এমন, পুনর্জন্মের অনধীন, যাঁহাকে পুনর্বার প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। (জাতক) **অপ্পটিসন্ধিক ভাব**।

অপ্পটিসন্ধিয = **অপ্পটিসন্ধিক**। ⇒ **অপ্পটিসন্ধিক**।

অপ্পটিসম (বিণ) = **অপ্পতিসম**। ⇒ **অপ্পতিসম**।

অপ্পটিসরণ (বিণ) অরক্ষিত, নিরাশ্রয়, আশ্রয়হীন, অনাশ্রিত।

অপ্পটিসরণা (স্ত্রী) = **অপরাযিনী**। ⇒ **অপরাযিনী**।

অপ্পটিসেট্‌ঠ (বিণ) অনুপম, নিরুপম, অতুল, অতুলনীয়, অনতিক্রান্ত, অনতিক্রম্য, সর্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহার সমকক্ষ শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, অদ্বিতীয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পটিভাগ-অপ্পটিসেট্‌ঠ**। ⇒ **অপ্পটিভাগ**।

অপ্পটিস্‌স (বিণ) = **অপ্পতিস্‌স**। ⇒ **অপ্পতিস্‌স**।

অপ্পটিস্‌সতি (স্ত্রী) স্মরণশক্তির ত্রুটি, লক্ষ্যভ্রম, মনোযোগিতার অভাব। ⇒ **পটিস্‌সতি**।

অপ্পটিস্‌সরণ = **অপ্পটিসরণ**। ⇒ **অপ্পটিসরণ**।

অপ্পটিস্‌সব (বিণ) অননুরক্ত, অবাধ্য, অনাসক্ত, অসংলগ্ন।

অপ্পটিস্‌সবতা (স্ত্রী) [অ+পটিস্‌সবতা] শ্রদ্ধার অভাব, অপরের মতানুবর্তিতার অভাব, আত্মমর্যাদানুরূপ ব্যবহার বা কার্য, বশ্যতার বা বাধ্যবাধকতার অভাব, স্বাধীন কাজ, অশ্রদ্ধা।

অপ্পটিস্‌সবাস—অরাজকতা, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, পাঠ, পঠন, অধ্যয়ন, সাধারণ-সমক্ষে আবৃত্তি।

অপ্পটিহত (বিণ) খোলা, উন্মুক্ত, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ। = **অপ্পতিহত**।

অপ্পট্‌ঠ (বিণ) অল্পেতে ভিত্তি করিয়া, মুহূর্তকাল স্থায়ী, মুহূর্তকাল অবাস্থানকারী, অল্পেতে দাঁড়ানো অর্থাৎ অল্প পুঁজিতে কষ্ট করিয়া অবস্থা ভালো করা বা আয় করা, অল্পায়াসে অবস্থার উন্নতি করা।

অপ্পণা (স্ত্রী) ১ অর্পণা, ভাবের সহিত লক্ষ্যবস্তুর সংলগ্নকরণ অথবা সম্বন্ধ দৃঢ়করণ, উদ্দেশ্য বস্তুতে (মন) স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিতকরণ। ২ সমাধি লাভকরণ, সমাধিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা। (বিণ) প্রতিষ্ঠিত, স্থাপিত, দৃঢ়ীকৃত। **ঝানে অপ্পণা চিত্তং**—ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত বা লক্ষ্যবস্তুর সহিত নিবদ্ধ চিত্ত। ⇒ **অপ্পণা**।

অপ্পণিহিত (বিণ) [অ+পণিহিত] উদ্দেশ্যবিহীন, লক্ষ্যহীন, অপ্রণিহিত, কিছুর প্রতি ঝোঁক নাই এমন, ইচ্ছামুক্ত। (ক্লী) লক্ষ্যহীনতা, উদ্দেশ্যহীন অবস্থা। (বিনয়) **অপ্পণিহিতং অনিমিত্তং**। (তুলনীয়) **পণিহিত**।

অপ্পনত্তিকভাব—নাম বা উপাধি অবস্থা, অর্থহীন ভাব, অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবহীন অবস্থা, অপ্রকাশ্য অবস্থা, অপ্রদর্শিত অবস্থা, প্রজ্ঞপ্তিহীন অবস্থা, অনিশ্চিত বা অপরিচিত অবস্থা, অখ্যাত অবস্থা।

অপ্পতিক (বিণ) ১ [অ+পতিক] স্বামী ছাড়া, পতিহীনা, কর্তাহীন, অবিবাহিতা (মেয়ে), বিধবা। = **অস্সামিক**। ২ = **অপ্পতীত**। ⇒ **অপ্পতীত**।

অপ্পতিকারিক (বিণ) **অপ্পটিকারিক**। ⇒ **অপ্পটিকারিক**।

অপ্পতিকুট্ঠ (বিণ) অনবজ্ঞাকৃত, অবজ্ঞা করে না এরূপ, অঘৃণিত।

অপ্পতিকূল (বিণ) **অপ্পটিকূল**। ⇒ **অপ্পটিকূল**।

অপ্পতিচ্ছবি (বিণ) = **অপ্পটিচ্ছবি**। ⇒ **অপ্পটিচ্ছবি**।

অপ্পতিচ্ছবিক (বিণ) **অপ্পটিচ্ছবিক**। ⇒ **অপ্পটিচ্ছবিক**।

অপ্পতিট্ঠ (বিণ) [অ+পতিট্ঠ] ১ স্থিতিরহিত, যাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, যাহা স্থিতিশীল বা টেঁকসই নহে, অনির্নীত। ২ অপ্রতিষ্ঠ, নিরালম্ব, অসহায়, নিরাশ্রয়, প্রতিষ্ঠাহীন, যশহীন, তলদেশ শূন্য, অতল, ভিত্তিহীন, দাঁড়াইবার স্থান নাই বা দাঁড়ায় নাই এমন। (পুং) অপ্রতিষ্ঠ। = **অনালম্ব**।

অপ্পতিট্ঠা (বিণ) অপ্রতিষ্ঠ, অসহায়, নিরাশ্রয়। ⇒ **পতিট্ঠা**। (স্ত্রী) অপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার অভাব, অখ্যাতি, অসম্মান, শূন্যাবলম্বন। ⇒ **অপরাযিনী**।

অপ্পতিবদ্ধ (বিণ) = **অপ্পটিবদ্ধ**। ⇒ **অপ্পটিবদ্ধ**।

অপ্পতিরূপ = **অপ্পটিরূপ**। ⇒ **অপ্পটিরূপ**।

অপ্পতিবত্তিয (বিণ) = **অপ্পটিবত্তিয**। ⇒ **অপ্পটিবত্তিয**।

অপ্পতিবিদ্ধ = **অপ্পটিবিদ্ধ**। ⇒ **অপ্পটিবিদ্ধ**।

অপ্পতিসন্ধিক (বিণ) = **অপ্পটিসন্ধিক**। ⇒ **অপ্পটিসন্ধিক**।

অপ্পতিসন্ধিয (বিণ) = **অপ্পটিসন্ধিয**। ⇒ **অপ্পটিসন্ধিয**।

অপ্পতিসম (বিণ) অপ্রতিসম, যাহার উভয় দিক সমান নহে, অসমান, অসমকক্ষ, অতুল্য, অসমসম, অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়। (জাতক) **বুদ্ধ-সিরি অপ্পটিসম (অপ্পতিসম)**—বুদ্ধশ্রী অতুলনীয়।

অপ্পতিস্স (বিণ) অবাধ্য, অবশীভূত, সহজে শিক্ষা করা যায় না এমন, কঠিন, শক্ত, বিদ্রোহী। (প্রায়শ যৌগিকে) **অপ্পতিস্স অগারব** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (জাতক) **অপ্পতিস্সবাস**। ⇒ **পটিস্সা, অপ্পতিস্সব**।

অপ্পতিস্সব (বিণ) = **অপ্পটিস্সব, অপ্পতিস্স**। ⇒ **অপ্পটিস্স, অপ্পতিস্স**।

অপ্পতিস্স-বাস—অদম্য অবস্থা, অবাধ্যতা মূলক পরিস্থিতি, অরাজকতা, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ⇒ **অপ্পতিস্স**।

অপ্পতিহত (বিণ) অপ্রতিহত, অবাধ, অব্যাহত, অবধ্য, প্রহারের অযোগ্য, খোলা, অপ্রতিরুদ্ধ।

অপ্পতীত (বিণ) [অ+পতীত] অপ্রতীত, নিরানন্দ, বিরক্তিজনক, অজ্ঞাত, বিরক্তিকর, অসন্তুষ্ট, নৈরাশ্য, হতাশজনক, হতাশ হয় এমন, বিফলমনোরথ হয় এমন। (তুলনীয়) **অপ্পচ্চয**। (জাতক) **অপ্পতিক**। (জাতক অর্থকথা) **অস্সামিক**। (ক্রি-বিণ) বিষণ্ণভাবে, অসন্তুষ্টরূপে, নিরানন্দরূপে, বিরক্তভাবে।

অপ্পত্ত (বিণ) অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, লাভ হয় নাই অথবা পায় নাই এরূপ। (তুলনীয়) **সম্পত্ত**। ⇒ **অপ্পত্তি, পত্তি** (৩)।

অপ্পত্তং (ক্লী) প্রাপ্ত না হইয়া, লাভ না করিয়া, জ্ঞাত না হইয়া, আয়ত্ত না করিয়া, অনধিগত ভাব বা অবস্থা।

অপ্পত্ত পানভোজন (বিণ) খাদ্যবস্তু ও পানীয় জল পায় না এমন, খাদ্য ভোজন ও পানীয় পান না করিয়া। ⇒ **অপ্পত্ত**।

অপ্পত্তি (স্ত্রী) অপ্রাপ্তি, অলাভ, উপনীত হয় নাই এরূপ অবস্থা, অনুপস্থিতি, পৌঁছে নাই অথবা নাগাল পায় নাই এরূপ অবস্থা। ⇒ **অপত্ত, পত্তি** (২)।

অপ্পথাম (বিণ) বলহীন, দুর্বল, শক্তিহীন। = **দুব্বল, অবল**।

অপ্পথামক = **অপ্পথাম**। ⇒ **অপ্পথাম**।

অপ্পথামক দুব্বল (বিণ) দুর্বল, অল্প শক্তিবান। ⇒ **থামক**।

অপ্পথিত (বিণ) অপ্রথিত, অবিখ্যাত, অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত।

অপ্পদক্খিণগ্গাহিন (বিণ) "বাম হস্তে গ্রহণকারী" অর্থাৎ অনিপুণ, অশিক্ষিত। ⇒ **পদক্খিণগ্গাহিন**।

অপ্পদস্স (বিণ) অল্প বা সামান্য দেখে এমন, অল্পদর্শী, অদূরদর্শী, সামান্য উপলব্ধ, অল্পজ্ঞাত, অজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী, অল্পবুদ্ধি, মূর্খ। = **থোকদস্স, পরিত্তদস্স**। (তুলনীয়) **অক্খদস্স**। (বর্ণনায়) **পরিত্তপঞ্ঞ**। ⇒ **দস্স**।

অপ্পদালিত (বিণ) সম্পূর্ণ, অবিদীর্ণ, অবিদ্ধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপ্পদালিত-পুব্বং লোভক্খন্ধং**। ⇒ **পদালিত**।

অপ্পদীপ (বিণ) প্রদীপশূন্য, বর্তিকাহীন, আলোকহীন, অন্ধকার। ⇒ **পদীপ** (২)।

অপ্পদুক্খবিহারিন (বিণ) অল্পদুঃখে অর্থাৎ সুখে অবস্থানকারী। ⇒ **বিহারিন**।

অপ্পদুট্‌ঠ (বিণ) [অ + পদুট্‌ঠ] অপ্রদুষ্ট, অক্রুদ্ধ, অদূষিত, অবিকৃত, পবিত্র, নির্দোষ, সৎস্বভাববিশিষ্ট, অনষ্টকৃত, ভাল, স্বাস্থ্যকর, উপযুক্ত, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, সৎ, সাধু। = **পদোসাভাবেন অপ্পদুট্‌ঠ**—প্রদোষের অভাবহেতু অপ্রদুষ্ট (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **নিরপরাধ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **পদুট্‌ঠ**।

অপ্পদুসিয (বিণ) অপ্রদুষ্ট, অল্পদূষিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ, পবিত্র, অটুট।

অপ্পধংস (বিণ) (সংস্কৃত—অপ্রধ্বংসীয়) নষ্ট বা ধ্বংস হইবার নহে এমন, অলঙ্ঘিত, অপবিত্র হইবার নহে এমন, ভঙ্গ হইবার নহে এমন, বলাৎকার করিবার নহে এমন, অবিনাশিত, অবিনষ্টকৃত, অবিধ্বংসিত। = **অপ্পধংসিয, দুপ্পধংস**।

অপ্পধংসেতি (ক্রি) [অ + পধংসেতি] ধ্বংস হয় না বা হইবার নহে, নষ্ট হয় না, বিনাশ করা যায় না, ভাঙ্গা যায় না, লঙ্ঘন করা যায় না, অপবিত্র হয় না, ক্ষত করা যায় না।

অপ্পধংসিক = অপ্পধংসিয, অপ্পধংস। ⇒ **অপ্পধংসিয, অপ্পধংস**।

অপ্পধংসিত (বিণ) অবিধ্বংসিত, অবিনষ্ট, নষ্ট হইবার নহে এমন, পবিত্র, অলঙ্ঘিত, অভঙ্গকৃত, বলাৎকার করা হয় নাই এমন, অক্ষত, অনাহত, অদূষিত। ⇒ **অপ্পবিধংসেতি**।

অপ্পধংসিয (বিণ) ধ্বংস হইবার নহে এমন। = **অপ্পধংসিক**। ⇒ **পধংসেতি**।

অপ্পধংসেতি (ক্রি) [অ + পধংসেতি] = **অপ্পধংসেতি**। ⇒ **অপ্পধংসেতি**। (অ-বিণ) **অপ্পধংসিত**।

অপ্পনা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অর্পণ) (মনের) প্রয়োগ, উল্লাস, হর্ষোচ্ছ্বাস, মোহাবিষ্ট অবস্থা, সমাধি, কবিসুলভ উন্মাদনা, ভাবনায় লক্ষ্যবস্তুতে চিত্তকে দৃঢ়সংলগ্নকরণ অর্থাৎ চিত্ত-একাগ্রতা, মনস্তত্ত্ববিদের ধারণা বা মত। (জাতক) **অপ্পনাপত্ত**—অর্পণা বা সমাধি প্রাপ্ত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অপ্পনা সমাধি**—অর্পণা সমাধি(ধ্যান) বা চিত্ত-একাগ্রতা। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অপ্পেতী'তি অপ্পনা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অপ্পনা ঝান**—অর্পণা ধ্যান। ⇒ **অপ্পণা**।

অপ্পনা কোসল্ল—অর্পণা ধ্যানে দক্ষতা, অর্পণা ধ্যানে বুৎপত্তি।

অপ্পনাপত্ত (বিণ) ⇒ **অপ্পনা**।

অপ্পনা সমাধি (পুং) সমাহর বা একাগ্রতা লাভ। ⇒ **অপ্পনা, সমাধি** (২)।

অপ্পনিগ্‌ঘোস (বিণ) অল্প শব্দ, নীরব, শব্দহীন, নিস্তব্ধ, শান্ত, প্রশান্ত, অপ্রকাশিত, গোপনীয়, নিঃশব্দ, স্থির; (সাহিত্যে) অল্প শব্দপূর্ণ অথবা শব্দ নাই এরূপ। = **অপ্পসদ্দ। অপ্পনিগ্‌ঘোস অপ্পসদ্দ**। ⇒ **নিগ্‌ঘোস** (বিণ)।

অপ্পনিহিত (বিণ) লক্ষ্যহীন, লক্ষ্যশূন্য, উদ্দেশ্যহীন। ⇒ **সমাধি** (২)।

অপ্পন্নপ্পত্ত = অপ্পত্ত পানভোজন। ⇒ **অপ্পত্ত পানভোজন**।

অপ্পপঞ্ঞ (বিণ) বুদ্ধিহীন, জ্ঞানশূন্য, অল্পপ্রজ্ঞ, নির্বুদ্ধি, অল্পপ্রাজ্ঞ, নির্বোধ, প্রজ্ঞাহীন, জ্ঞানহীন, বোকা, মূঢ়, অজ্ঞ। = **পরিত্তপঞ্ঞ, নিপ্পঞ্ঞ**। ⇒ **পঞ্ঞ**।

অপ্পপাণি (বিণ) পরিষ্কার হস্তযুক্ত, পরিষ্কার হাত দ্বারা। ⇒ **পাণি**।

অপ্পপুঞ্ঞ (ক্লী) অল্পপুণ্য, অল্পগুণ। = **পরিত্তপুঞ্ঞ**। (বিণ) সামান্য পুণ্যবান, অল্প পুণ্যবান, পুণ্যহীন, অপুণ্য, পাপী, গুণহীন, অল্পগুণবিশিষ্ট, অনুচিত, অযোগ্য, অনুপযুক্ত। = **নিস্‌সিরিক কালকন্নি**। (বিপ) **মহাপুঞ্ঞ**। (তুলনীয়) **অলক্‌খিক, পাপ**। ⇒ **পুঞ্ঞ**।

অপ্পপুঞ্ঞতা (স্ত্রী) অল্পপুণ্যতা, অল্পগুণ, পুণ্যহীনতা, গুণহীনতা, অযোগ্যতা, অনুপযুক্ততা, অনৌচিত্য, অনুচিততা।

অপ্পফলতা (স্ত্রী) অল্পফলতা, ফলশূন্যতা, অসফলতা, অকৃতকার্যতা, ফললাভ হয় নাই এরূপ অবস্থা।

অপ্পবল (বিণ) বলহীন, শক্তিহীন, দুর্বল। = **অবল**।

অপ্পবোধতি (ক্রি) জাগরিত হয় না। ⇒ **পবোধতি**।

অপ্পব্বুহতি (ক্রি) অল্প টানিয়া রাখা, টানিয়া অল্প বাহির করা।

অপ্পব্‌ভক্‌খকন্তার—দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ, যে স্থানে অল্প মাত্র আহার করিয়া মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। = **দুব্‌ভিক্‌খ কন্তার**। ⇒ **কন্তার**।

অপ্পব্যাযকম্ম—অভদ্রকার্য, অভদ্রোচিত কর্ম, অসভ্য কার্য। ⇒ **অপব্যাম**।

অপ্পভক্‌খ (বিণ) অল্পভক্ষ্য, ভক্ষ্যদ্রব্যহীন, খাদ্যহীন, যাহার অল্প খাদ্যবস্তু আছে, যাহার খাবার নাই, অভাবগ্রস্ত, অন্নক্লিষ্ট, খাদ্যবস্তু নাই এমন। (বিমানবত্থু) **অপ্পভক্‌খ অপ্পোদক**। ⇒ **ভক্‌খ** (২)।

অপ্পভবং = অপ্পভোস্ত। ⇒ **অপ্পভোস্ত**।

অপ্পভাস (বিণ) উজ্জ্বল প্রভাহীন, লাবণ্যহীন, সৌন্দর্যহীন, বিশ্রী। ⇒ **পভাস**।

অপ্পভোগ (বিণ) সামান্য অধিকারভোগ আছে অথবা নাই এমন, যাহার অল্প ভোগ সম্পত্তি আছে, অল্পভোগ্য, সামান্য সম্পত্তির অধিকারী, ভোগসম্পত্তিহীন, ধনহীন, নির্ধন, দরিদ্র, দীন, জীবিকাহীন। = **সন্নিচিতানং চ ভোগানং আযমুখস্‌স চ অভাবতো অপ্পভোগ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ভোগ** (১খ)।

অপ্পভোতি = পহোতি। ⇒ **পহোতি**।

অপ্পভোস্ত ⇒ **অপ্পহোতি**।

অপ্পমজ্জন্ত (বিণ) পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, উৎসুক, ব্যগ্র,

অধীর, উৎসাহী, আগ্রহশীল। ⇒ **পমজ্জতি**।

অপ্পমঞ্ঞতি (ক্রি) [অপ্প + মঞ্ঞতি] সামান্যরূপে চিন্তা করা, ক্ষুদ্র বলিয়া ধারণা করা, অল্প বা ছোট বলিয়া মনে করা, তুচ্ছ করা, অগ্রাহ্য করা, ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা। = **অবজানাতি**।

অপ্পমঞ্ঞতা (স্ত্রী) [অ + পমঞ্ঞতা; সংস্কৃত—অপ্রমাণ্য] অপ্রমাণ্য, অপ্রমাণতা, অসীমতা, বিপুলতা, অনন্তত্ব, অগণনীয়তা, অসংখ্যতা, অপরিমেয়তা, অমেয়তা। ইহা সাধারণত চতুর্বিধ মনস্তত্ব বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, যেমন--(বিভঙ্গ) **চতস্সো অপ্পমঞ্ঞাযো**—চারিপ্রকার অপ্রমাণ্য, যথা--**মেত্ত** (মৈত্রী), **করুণা** (করুণা বা দয়া), **মুদিতা** (সহানুভূতি বা পরসুখে সন্তুষ্টি), **উপেক্খা** (অনুৎসুকতা)। = **মেত্তাজ্ঝানসঙ্খাতা**। ⇒ **পমঞ্ঞা**।

অপ্পমত্ত (বিণ) ১ [অ + পমত্ত] (অবহিত, উৎসাহ ও মনোযোগিতা অর্থে) পরিশ্রমী, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, ব্যগ্র, আগ্রহশীল, অপ্রমত্ত, প্রমাদহীন, সতর্ক, জাগ্রত, জাগরূক, জাগরণশীল, সাবধানতার সহিত, যত্নসাধ্য, যত্নশীল, মনোযোগী, চটপটে, উৎসুক, অধ্যবসায়শীল, অধীর, লক্ষ্যকারী। = **উপট্ঠিতসতি**। ⇒ **পমদতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) ⇒ **অপ্পমত্ত দানং, পমত্ত**। ২ [অপ্প + মত্ত] অল্পমাত্র, অণুমাত্র, সামান্যমাত্র, ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প, নীচ, সামান্য, অপ্রবল, যৎসামান্য, তুচ্ছ, লঘু, ঈষৎ সরু, দুর্বল, অসাবধান, অমনোযোগী, অমীমাংসিত, নীচকুলোদ্ভব বা নিম্নপদস্থ, অধম, নিকৃষ্ট, জঘন্য, অনর্থক, অকিঞ্চিৎকর, অল্পমাত্রা, কম পরিমাণ।

অপ্পমত্তক (বিণ) অল্পমাত্র, সামান্যমাত্র, কেবল যতটা প্রয়োজন ততটা, ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প, তুচ্ছ। = **অপ্পমত্ত, অপ্প, পরিত্ত** (১)। ⇒ **মত্তক** (২)। **অপ্পমত্তক বিস্সজ্জক**--অল্পমাত্র বিসর্জনকারী, অল্পমাত্র বিতরণকারী। (ক্লী) তুচ্ছ বিষয়, সামান্য বিষয়, অতি সামান্য পরিমাণ, অল্প পরিমাণ, অল্পমাত্র বিষয়, নীচতা, লঘুতা, অল্পতা। = **অপ্পমত্তা**। **এতস্সাতি অপ্পমত্তকং = অণু**।

অপ্পমত্ত বিচক্খণ ⇒ **বিচক্খণ**।

অপ্পমত্তা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রতা, নীচতা, তুচ্ছ বিষয়, অতি সামান্য পরিমাণ, লঘুতা, অল্পতা। = **অপ্পমত্তক** (ক্লী)।

অপ্পমাণ (বিণ) [সংস্কৃত—অ + প্রমাণ] ১ অপ্রমাণ, অসীম, অসংখ্য, অগণনীয়, অনন্ত, সংখ্যাতীত, অমেয়, যাহার প্রমাণ বা সংখ্যা করা যায় না, অপরিমেয়, প্রচুর, অনুপম, নিরুপম, অতুল, অতুলনীয়। = **অতুল**। (দীর্ঘনিকায়) **অপ্পমাণ উড়ার**। (মধ্যমনিকায়) **অপ্পমাণ চেত-বিমুত্তি**। (সংযুক্তনিকায়) **অপ্পমাণ চেতসো**। (সূত্রনিপাত) **মেত্তং চিত্তং ভাবযং অপ্পমাণং = অনবসেস ফরণেন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অপ্পমঞ্ঞা**। ২ পার্থক্যহীন, মতানৈক্যরহিত, অনৈক্যরহিত, ঐক্যবদ্ধ, বিতর্কহীন, অন্তর বা বিয়োগফলরহিত, প্রাসঙ্গিক, সাধারণত, সর্বসম্মত।

অপ্পমাণগোচর—বিচরণ করিয়া ভোজনের বা খাইবার নিমিত্ত অসংখ্য বা অগণিত স্থান। = **অনন্ত গোচর**।

অপ্পমাণাভ--অসীম দীপ্তি, অনন্ত প্রভা, ষোড়শ রূপব্রহ্মভূমির মধ্যে একটি স্তরবিশেষ অথবা অবস্থার নাম। (বিপ) **পরিত্তাভ**।

অপ্পমাদ (পুং) [অ + পমাদ] স্মৃতিতে জাগ্রতা, স্মৃতিধ্যান, চিন্তাশীলতা, বিবেচনা, সতর্কতা, সাবধানক, প্রযত্নশীলতা, উৎসাহপূর্ণতা, আলস্যহীনতা, ধর্মভীরুতা, হৃদ্যতা, বিবেকপূর্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যগ্রতা, উৎসুকতা, স্থিরসঙ্কল্প, আন্তরিকতা, জাগ্রত অবস্থা, সতর্কদৃষ্টি, বিনিদ্রতা, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, অপ্রমাদ, নির্ভুল, অকপটতা, স্থিরসঙ্কল্পতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অপ্পমাদ বুচ্চতি সতিযা অবিপ্পবাসো**। (মধ্যমনিকায়) **অপ্পমাদফল**। (সংযুক্তনিকায়) **অপ্পমাদ বিহারিন; অপ্পমাদ সম্পদ; অপ্পমাদ অধিগত; অপ্পমাদ গারবতা; অপ্পমাদ গরু-করোতি; কুসলেসু ধম্মেসু অপ্পমাদ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সতি-অবিপ্পবাস-সঙ্খাত অপ্পমাদ। অপ্পমাদং পসংসন্তি পুঞ্ঞকিরিযাসু পণ্ডিতা** (সূত্রনিপাত)। (ধর্মপদ) **অপ্পমাদরত = সতিযা অবিপ্পবাসে অভিরত**। ⇒ **অবিপ্পবাস**।

অপ্পমাদ অধিগত—জাগরণশীলতা অধিগত বা আয়ত্তাধীন, ধ্যানে সর্বক্ষণ স্মৃতি জাগ্রত থাকে এমন, বিতর্কাদি দ্বারা স্মৃতি গোলমেলে বা নষ্ট হয় না এমন, নির্ভুলে সম্পন্ন করে এমন। ⇒ **অপ্পমাদ**।

অপ্পমাদ গরু-করোতি--উৎসাহপূর্ণ গৌরব করা, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা। ⇒ **অপ্পমাদ**।

অপ্পমাদ গারবতা—আন্তরিক গৌরব বা সম্মান প্রদর্শন। ⇒ **অপ্পমাদ**।

অপ্পমাদগুরু (বিণ) অবিশ্রান্ত কাজে রত, চির ক্রিয়াশীল বা কর্মক্ষম, চির প্রকৃত বা বাসব, চির সক্রিয়, অনবরত কর্মরত, বিচক্ষণ, সূক্ষ্মবুদ্ধির, তীক্ষ্ণবুদ্ধির, (ইন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে) খুব ভালো বা সংবেদনশীল, (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত, ব্যগ্র, উৎসাহী, তীব্র।

অপ্পমাদফল—প্রচেষ্টার বা যত্ন করার ফল। ⇒ **অপ্পমাদ**।

অপ্পমাদরত = অপ্পমাদগুরু। ⇒ **অপ্পমাদগুরু**।

অপ্পমাদ বিহারিন (বিণ) অপ্রমাদ বা সতর্কতার সহিত অবস্থানকারী, বিবেকপূর্ণ চিত্তে বা ভাবনায় রত হইয়া অবস্থানকারী, স্মৃতিবান হইয়া বিহার করে বা অবস্থান করে এমন; চিত্ত-একাগ্রতার সহিত অবস্থান করে বা গমনাগমন করে এমন, স্মৃতিবান হইয়া চিত্ত-একাগ্রতার সহিত অবস্থান করে এমন। ⇒ **বিহারিন, অপ্পমাদ**।

অপ্পমাদ সম্পদা—স্মৃতিধ্যানে লাভ বা পূর্ণতা।

অপ্পমান = অপ্পমাণ। ⇒ **অপ্পমাণ**।

অপ্পমিদ্ধ (বিণ) অল্প কুড়ে অর্থাৎ কুড়ে বা অলস নহে এমন, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, চটপটে, সতর্ক, কর্মঠ,

প্রযত্নশীল, উৎসাহী, কর্মক্ষম, অনলস।

অপ্রমেয্য (বিণ) [অ + পমেয়; সংস্কৃত—অপ্রমেয়্য] অপ্রমেয়, অপ্রমাণ্য, পরিমাণ করা যায় না এমন, অপরিমেয়, অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ, অগাধ, দুর্বোধ্য, অপর্যাপ্ত, অগণনীয়, অক্ষেপ্য, প্রমাণের অযোগ্য, অমেয়, বিশাল। = **পমিনিতুং অসকখুণেয্য** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অপ্পরজক্খ (বিণ) অল্প ভোঁতা, ভোঁতাভাব যুক্ত নহে এমন, সামান্য দোষযুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, বুদ্ধিমান, চালাক, চতুর, অল্প নিস্তেজ, নিস্তেজ নহে এমন, সতেজ, বীর্যবান, অল্প নিষ্প্রভ, নিষ্প্রভ নহে এমন, আলোকপূর্ণ, অল্প স্থূল (কোণ), স্থূল (কোণ) নহে এরূপ। ⇒ **রজক্খ**।

অপ্পরামট্ঠ (বিণ) অদূষিত, নির্মল, সম্পূর্ণ সৎ, ঘুস দ্বারা অপ্রভাবিত; (জড় পদার্থ সম্বন্ধে) অবিনশ্বর, ধ্বংস হয় না এমন। ⇒ **পরামট্ঠ**।

অপ্পবত্ত (ক্লী) সংসার হইতে মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ। ⇒ **পবত্ত** (ক্লী)।

অপ্পবত্তা (স্ত্রী) [অ + পবত্তা] অচল অবস্থা, বন্ধ, ধারাবাহিক নীতিবদ্ধ নহে এরূপ অবস্থা, অধারাবাহিকতা, অপ্রবর্তিত অবস্থা, অপ্রবর্তন, অনিয়মানুবর্তিতা। ⇒ **অপ্পবত্তি**।

অপ্পবত্তি (স্ত্রী) [অ + পবত্তি] অপ্রবর্তিত অবস্থা, অনস্তিত্ব, ধারাবাহিক নিয়মে অচল অবস্থা। ⇒ **অপ্পবত্তা**।

অপ্পবিস্সজ্জক (বিণ) [অপ্প + বিস্সজ্জক] অল্প করিয়া দেয় অথবা অল্প অল্প করিয়া দেয় এমন, অল্প বস্তু বিতরণ করে এমন, অল্প অল্প বস্তু দান দেয় অথবা পরিবেশন করে এমন।

অপ্পসত্থ (বিণ) ১ [অপ্প + সত্থ = **চরবন**] অল্পসঙ্গী, সঙ্গীহীন, নিঃসঙ্গ, একাকী, নিরালা, নির্জন, সামান্য ক্ষমতাবান, দুর্বল, শক্তিহীন, পুরুষত্বহীন, একক। **অপ্পসত্থ চরবন**—নিঃসঙ্গ পথিক। ২ [অ + পসত্থ] প্রশংসিত না হইয়া, অপ্রশংসিত। (পুং) বাসযোগ্য ঢাকা ছোট গাড়ি। ⇒ **সত্থ**।

অপ্পসত্থ চরবন—নিঃসঙ্গ পথিক। ⇒ **অপ্পসত্থ**[১ (বিণ)]।

অপ্পসদ (পুং) নিরানন্দ, বিষণ্ণতা, অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ।

অপ্পসদ্দ (বিণ) অল্পশব্দ, শান্ত, শব্দহীন, নিস্তব্ধ, নীরব, অল্প শব্দযুক্ত। = **অপ্পনিগ্‌ঘোস**। **অপ্পসদ্দো হি এত্থ অভাবত্থো অপ্পিচ্ছো অপ্পনিগ্‌ঘোসো'তি আদিসু বিয**।

অপ্পসন্ন (বিণ) অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট, অশান্ত, আলোড়িত, অবিশ্বাস্য। ⇒ **পসন্ন**।

অপ্পসমারম্‌ভ (বিণ) **অপ্পসমারম্‌ভ**। ⇒ **অপ্পসমারম্‌ভ**।

অপ্পসমারম্‌ভ (বিণ) বিনা কষ্টে বা অল্পায়াসে করা যায় এমন, সামান্য কষ্টকর, অনায়াসযুক্ত, সহজ, অল্পশ্রমযুক্ত, শ্রমহীন, জীবনের দিক দিয়া সামান্য ক্ষতি হইয়াছে অথবা হয় নাই এরূপ অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত। (তুলনীয়) **আরভতি** (১)।

অপ্পসয্‌হ = **সুপ্পসয্‌হ**। ⇒ **সুপ্পসয্‌হ**।

অপ্পসাদ (পুং) ১ [অ + পসাদ] ক্রোধ, অসন্তোষ, অনিচ্ছা, বিরাগ, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা। ২ [অপ্প + সাদ] = **অপ্পস্‌সাদ**। ⇒ **অপ্পস্‌সাদ**।

অপ্পসাদক (বিণ) ১ অসুখকর, দুঃখজনক, নিরানন্দজনক, অসন্তোষজনক। ২ গুণহীন, মূল্যহীন, অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অশুভ, অল্প, অসাধু, অসৎ, মন্দ। ⇒ **পসাদক**।

অপ্পসার (বিণ) অল্পসার, অল্পমূল্য, কম আবশ্যকীয়, সামান্য উপকারী, কম দাম, সামান্য তাৎপর্য, অল্প উপকারী।

অপ্পসাবজ্জ (ক্লী) অল্পদোষ, সামান্য পাপ, আইনভঙ্গ জনিত সামান্য অপরাধ, সাধারণ নির্বুদ্ধিতার কাজ। ⇒ **সাবজ্জ**।

অপ্পসিদ্ধিক (বিণ) অকৃতকার্য, সামান্য কৃতকার্য হইতে পারা যায় এরূপ, অল্প ফলদায়ক, অল্প হিতকর, অহিতকর, বিপজ্জনক, লাভহীন, সাংঘাতিক, মৃত্যুজনক, ক্লেশকর, অশুভকর, অনিবার্য। = **মন্দসিদ্ধি বিনাসবহুল** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **সমুদ্দো অপ্পসিদ্ধিক বহু-অন্তরায়িকো**। ⇒ **সিদ্ধিক**।

অপ্পসুত (বিণ) অল্পজ্ঞানী, অল্পশিক্ষিত, সামান্য বিদ্যার অধিকারী, অল্পশ্রুত। (বিপ) **বহুসুত**। = **অপ্পস্‌সুত**।

অপ্পস্‌সক (বিণ) নিজস্ব অতি সামান্য আছে অথবা মোটেই নাই এমন, দরিদ্র, গরিব, নিঃস্ব, নির্ধন, দীন, সামান্য ধন বা ভূসম্পত্তি আছে অথবা একেবারে নাই এমন, সামান্য সম্পত্তির অধিকারী, ধনশূন্য। = **দলিদ্দ**। (দলিদ্দু)।

অপ্পস্‌সাদ (বিণ) [অপ্প অস্‌সদ; বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—অল্পাস্বাদ] সামান্য স্বাদযুক্ত, স্বাদহীন, অল্পআস্বাদযুক্ত, সামান্য আমোদ বা সুখ আছে এরূপ, আমোদ বা সুখহীন, অল্প আনন্দজনক, সামান্য উপভোগ্য। এই শব্দটি প্রায় "**কাম**" সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। = **সুপিন সদিসতায পরিত্ত-সুখ**।

অপ্পস্‌সুত (বিণ) অল্পশ্রুত, সামান্য জ্ঞানযুক্ত, অজ্ঞ, অশিক্ষিত। = **অপ্পসুত**। (বিপ) **বহুসসুত**।

অপ্পহরিত (বিণ) সামান্য হরিৎ বর্ণবিশিষ্ট, যে স্থানে সামান্য ঘাস আছে অথবা নাই এরূপ, ঘাসহীন। = **পরিত্ত-হরিত তিণ**—অতি সামান্য হরিৎবর্ণ তৃণবিশিষ্ট অথবা হরিৎবর্ণ তৃণহীন (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অপ্পহিত (বিণ) অল্পহিত, সামান্য মঙ্গলজনক, অহিতকর, অমঙ্গলজনক।

অপ্পহীন (বিণ) [অ + পহীন] অত্যক্ত, সরাইয়া ফেলা হয় নাই এমন, অস্বীকৃত, অস্বীকার করা হয় নাই এরূপ, ত্যাগ করা হয় নাই এমন, অপরিত্যক্ত, অনপসারিত, অবিনষ্ট। ⇒ **পহাযতি**।

অপ্পহোতি (ক্রি) অপর্যাপ্ত হওয়া, সমর্থ হওয়া। = **পহোতি** (২), **নপ্পহোতি**। (ব-বিণ) **অপ্পভোন্ত, অপ্পহোন্ত**।

অপ্পাটিহারিয (বিণ) সম, সমতল, সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান, সাধু, সাদাসিধে, প্রকাশ্য, সরল, অকপট, সামান্য, আড়ম্বরশূন্য, শুদ্ধ, অনলঙ্কৃত, একমাত্র, অরঞ্জিত, রেখাঙ্কিত নহে এমন, প্রচলিত, নিয়মিত, নিরূপিত, সাধারণ, বুদ্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা। (বিপ) **সপ্পাটিহারিয**। মধ্যমনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে "**অপ্পাটিহারিয**" অর্থ "বোধাতীত, ধারণশক্তির অতীত"।

অপ্পাটিহীর কথা—নির্বুদ্ধিতার কথা, নির্বোধের কথা, বুদ্ধিহীনের কথা, বোকার মতো কথা, স্থূলবুদ্ধির ন্যায় কথা বা মোটা কথা। (বিপ) **সপ্পাটিহীর কথা**।

অপ্পাণক (বিণ) ১ [অ + পাণ + ক] শ্বাস-প্রশ্বাসহীন, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করে এমন (বৈদিক মতে ন্যাসযুক্ত এক প্রকার ধ্যানাবস্থা এবং আনাপাননুস্মৃতি নামক এক প্রকার লৌকিক ধ্যানে চিত্তের একাগ্র অবস্থা)। ২ [অ + পাণক (প্রাণক)] অপ্রাণক, প্রাণিহীন, যেখানে প্রাণী নাই এমন, প্রাণহীন, জীবনহীন, নির্জীব, অচেতন, মৃত। (সূত্রনিপাত) **অপ্পাণকোদক**। (জাতক) **অপ্পাণক ঝান**। (সূত্রনিপাত) **অপ্পাণক কায**। (বিপ) **সপ্পাণক**।

অপ্পাণক কায—মৃতদেহ, শবদেহ। ⇒ **অপ্পাণক** (২)।

অপ্পাণক ঝান—যে ধ্যানে শ্বাসপ্রশ্বাস বা নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। ⇒ **অপ্পাণক**।

অপ্পাণকোদক [অপ্পাণক + উদক] প্রাণিহীন জল অর্থাৎ পরিশ্রুত জল। ⇒ **অপ্পাণক** (২)।

অপ্পাতঙ্ক (পুং) [অপ্প + আতঙ্ক] অল্পাতঙ্ক, রোগমুক্তি, রোগশূন্যতা, নীরোগ অবস্থা, সুস্থতা। = **অপ্পাবাধ**। (যৌগিকে) **অপ্পাবাধ অপ্পাতঙ্ক** (দীর্ঘনিকায়)।

অপ্পাতঙ্কতা (স্ত্রী) সুস্থতা।

অপ্পাবাধ (পুং) রোগমুক্তি, সুস্থতা। = **অপ্পাতঙ্ক**।

অপ্পাবাধতা (স্ত্রী) সুস্থতা। = **অপ্পাতঙ্কতা**।

অপ্পায়ু (বিণ) [অপ্প + আয়ু] অল্পায়ু, যাহার আয়ু বা জীবনীশক্তি কম, যে ব্যক্তি অল্পকাল জীবিত থাকে। (বিপ) **দীঘায়ু**। = **অপ্পায়ুক**।

অপ্পায়ুক (বিণ) অপ্পায়ুক, অল্পায়ু, ক্ষণজীবী, যাহার আয়ু অল্প, অধিক দিন বাঁচে না এমন। = **অপ্পায়ু**।

অপ্পায়ুকিন = **অপ্পায়ুক**। ⇒ **অপ্পায়ুক, আয়ুকিন**।

অপ্পাহার (বিণ) অল্পাহার, অল্পমাত্র আহার করে এমন, আহার করে না এমন, উপবাসী, অনাহারী, অনশনকারী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **একাসন-ভোজিতায চ পরিমিত ভোজিতায চ**।

অপ্পাহারতা (স্ত্রী) অনাহার, অনশন, উপবাস।

অপ্পিকা (স্ত্রী) = **অপ্পং, অপ্পকা**। ⇒ **অপ্পং, অপ্পক**।

অপ্পিচ্ছ (বিণ) [অপ্প + ইচ্ছা] অল্পেচ্ছুক, সামান্যে তুষ্ট, অল্পে তুষ্ট, বিনীত, নম্র, নিরহঙ্কৃত, সরল, অল্পে পরিতুষ্ট, অল্পে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত। **মহিচ্ছ**। = **অনিচ্ছ**।

অপ্পিচ্ছতা (স্ত্রী) অল্পে তৃপ্তি, অল্পে সন্তুষ্টি বা সন্তোষ, অল্পে তুষ্টতা, অনাড়ম্বরতা। (বিপ) **মহিচ্ছতা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চতুব্বিধা অপ্পিচ্ছতা**, যথা—**পচ্চয, ধুতঙ্গ, পরিযত্তি, অধিগম বসেন**। **অপ্পিচ্ছতা**—পঞ্চ ধুতাঙ্গ ধর্মের একটি (বিশুদ্ধমার্গ)।

অপ্পিত (বিণ) অর্পিত, প্রদত্ত, রক্ষিত, গচ্ছিত, সমর্পিত, প্রযুক্ত, কার্যকরী বিষয়ে প্রযুক্ত, ব্যবহারিক, স্থিরীকৃত, স্থাপিত, আনীত, স্থির, সুদৃঢ়, (মনের) একাগ্র, নির্দিষ্ট। (জাতক) **মরণমুখে অপ্পিত**—মরণমুখে অর্পিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পিত মানস**—মন বা মনোযোগ প্রদত্ত। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অপ্পিত চিত্ত**—চিত্ত বা মন সমর্পিত। (বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকমালা) অর্পিত অর্থাৎ **প্রিতর্পিতং চক্ষুঋ**। (জাতক) **বিসপ্পিত** (**বিসপিত**)—(ধনুর তীরে) বিষ অর্পিত বা বিষপ্রযুক্ত।

অপ্পিত্থিকা (বিণ, স্ত্রী) স্ত্রীলোক নাই এমন। (বিপ) **বহুত্থিকা**।

অপ্পিয (বিণ) অপ্রিয়, অপ্রীতিকর, কর্কশ, বিরক্তিজনক, অশুভ, নিরানন্দদায়ক, অসন্তুষ্টজনক, বিরক্তিকর। (বিপ) **পিয**।

অপ্পিয়তা (স্ত্রী) অপ্রিয়তা, অপ্রীতিকর অবস্থা, বিরক্তিজনক ভাব। (বিপ) **পিয়তা**।

অপ্পিয সম্পযোগ—অপ্রিয়ের সংযোগ বা মিলন, যাহা চায় না তাহা পাওয়া বা ঘটা, অপ্রিয় জনের সহিত সাক্ষাৎ, বিরক্তিকর বস্তু লাভ। (তুলনীয়) **পিযবিপ্পযোগ**।

অপ্পীতিক (বিণ) অপ্রীতিকর, নিরানন্দজনক, (সুখের) উচ্ছ্বাসহীন, আনন্দ বর্জিত, আনন্দের কারণহীন, আহ্লাদহীন, উল্লাসহীন। = **নিপ্পীতিক**।

অপ্পুহ (ক্রি, পঞ্চমী) = **অব্বহ**। ⇒ **অব্বহ**।

অপ্পেকচ্চে [অপি + একচ্চে] অপরেরা, কেহ কেহ। **অপ্পেকচ্চে গাযন্তি অপ্পেকচ্চে সুণন্তিচ**—কেহ কেহ গাহিতেছে আর কেহ কেহ শুনিতেছে। **অপ্পেকচ্চে অপ্পেকচ্চে**—কেহ কেহ কেহ কেহ বা অপরেরা। ⇒ **অপি**।

অপ্পেকদা [অপি + একদা] (ক্রি, বিণ) আরও একবার, কখনো কখনো, সময়ে সময়ে। **সো অপ্পেকদা আগচ্ছতি**—সে কখনো কখনো আসিয়া থাকে।

অপ্পেটেতি (ক্রি) মৃদুভাবে আঘাত করা, মৃদু মৃদু আঘাত করা। (তুলনীয়) **অপ্ফোটেতি**।

অপ্পেতি (ক্রি) (বৈদিক—অর্পয়তি) ১ অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া, আগাইয়া যাওয়া, (নদী) দ্রুত প্রবাহিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, বেগে অগ্রসর হওয়া, দৌড়াইয়া যাওয়া, আক্রমণ করিয়া অধিকার করা, ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন হওয়া, জড়িত হওয়া। ২ অর্পিত হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, ঠিক হওয়া, উপযুক্ত করা, মাপ অনুযায়ী ঠিক করা, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন বা

দরখাস্ত করা, অর্পণ করা, প্রদান করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, খাটা, সন্নিবেশিত করা, অন্তঃপ্রবিষ্ট করা, সন্নিবিষ্ট করা, পরিধান করা, চড়ানো। (জাতক) **নিম্ব-সূলস্মিং অপ্পেতি**—নিমকাঠের শূলে বিদ্ধ করিয়া বধ করা (জাতক অর্থকথায়—**আবুণাতি**; সাহিত্যে—**সূলস্মিং অচ্চেতি; অব্বেতি = অপ্পেতি, উপেতি, আবুণাতি**—জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দারুং সন্ধিস্মিং অপ্পেতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সঞ্ঞাণং অপ্পেতি**। (অতীত) **অপ্পেসি**। (অ-বিণ) **অপ্পিত**।

অপ্পেব [অপি + এব] = **অপ্পেব নাম**। ⇒ **অপ্পেব নাম**।

অপ্পেব নাম [অপি + এব + নাম] ১ নিশ্চয়রূপে, প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিক, হাঁ, (আমি) গণনা বা হিসাব করি, (আমি) অনুমান করি বা বিবেচনা করি, ইহাই ভালো, নিশ্চয়ই এরূপ, ইহাই ঠিক, বাস্তবিক ইহাই, সত্য বটে, নিশ্চয়, যথার্থত, বাস্তবিকই। ২ আমি ধরিয়া লই বা স্বীকার করি, আমি স্পর্ধা করি বা সাহস করি, তাহাই বটে, ইহা সেইরূপই হইবে, সম্ভবত, যদি। = **অপিনাম, অপ্পেব**। ⇒ **নাম** (৩)।

অপ্পেসক্ক (বিণ) (পরম্পরাগত বা চিরাচরিত) সামান্য ক্ষমতাশালী, প্রভাবহীন, প্রভুত্ব নাই বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এমন, মিত্রহীন, অল্প বন্ধুজন আছে এমন, সঙ্গীহীন, অল্প সঙ্গী আছে এমন, জনবলহীন, পরিবারে অল্পসংখ্যক লোক আছে এমন, দুর্বল, হীনবল, পুরুষত্বহীন, শক্তিহীন। (বিপ) **মহেসক্ক**।

অপ্পেসক্খ = **অপ্পেসক্ক**। ⇒ **অপ্পেসক্ক**। (বিপ) **মহেসক্খ**।

অপ্পোটেতি = **ফোটেতি**। ⇒ **ফোটেতি**।

অপ্পোঠেতি = **ফোটেতি, পোঠেতি**। ⇒ **ফোটেতি, পোঠেতি**।

অপ্পোতি (ক্রি) লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, পৌঁছা, নাগাল পাওয়া। = **পাপুণাতি**।

অপ্পোদক (বিণ) [অপ্প + উদক] জলহীন, জলশূন্য, শুষ্ক, সামান্য জল আছে এরূপ। ⇒ **অপ্পভক্খ**। (সূত্রনিপাত) **মচ্ছেব অপ্পোদকে খীণসোতে = পরিত্তোদকে** (মহানির্দেশ)। (বিমানবত্থু) **অপ্পোদক অপ্পভক্খ**—অল্পজলহীন। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **অপ্প-সদ্দো হেত্থ অভাবত্থো অপ্পিচ্ছো অপ্পনিগ্ঘোসো'তি আদিসু বিয**।

অপ্পোস্সুক (বিণ) = **অপ্পোস্সুক্ক**। ⇒ **অপ্পোস্সুক্ক**।

অপ্পোস্সুক্ক (বিণ) [অপ্প + উসসুক; সংস্কৃত—অল্পোৎসুক] নিরুদ্বেগ, নির্লিপ্ত, উদাসীন, উদ্বেগহীন, অনুৎসুক্য, আরামে বাস করে এমন, অমনোযোগী, অযত্নশীল, অসাবধান, বিরক্তিহীন, বিরক্তির কারণহীন, নিষ্ক্রিয়, জড়, অলস। (বি-ভা) **অপ্পোস্সুক্ক তুণ্হীভূত সঙ্কসায**—(Mrs Rh. David এর মতে ধর্মসঙ্গনীর ইংরেজি অনুবাদ অনুসারে) আরামে বাস করে এমন, নীরবে থাকে এমন, আত্মসমর্পণ করিয়াছে এমন (সংযুক্ত নিকায়)। = **নিরুস্সুক্ক, অনোস্সুক্ক, অব্যাবট অনপেক্খ, নিরালয**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অপ্পোস্সুক্ক তিট্ঠতি**—নীরব বা শান্ত থাকা।

অপ্পোস্সুক্কতা (স্ত্রী) জড়তা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, অনিচ্ছা, বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অসাবধানতা, অমনোযোগিতা, ঔদাস্য, উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিত্ব, অপ্রয়োজনীয়তা।

অপ্ফুট (বিণ) = **অপ্ফুত**। ⇒ **অপ্ফুত**।

অপ্ফুত (বিণ) অস্পৃষ্ট, অব্যাপ্ত, অননুপ্রবিষ্ট, অননুপ্রবেশিত, অবিদ্ধ, অপ্রবিষ্ট, অমর্মভেদী, অমর্মঘাতী, অজ্ঞাত, অবোধগম্য, অস্ফুট, অবহিষ্কৃত। = **পীতিসুখেন** (মধ্যমনিকায়)। (তুলনীয়) **ফুরতি, ফুট, ফুসতি**।

অপ্ফোটন (ক্লী) স্ফোটন, বিদারণ, ভঙ্গ, বিকাশন, প্রকাশন, অঙুলের মড় মড় শব্দ, অঙ্গুলের তুরী, অঙ্গুলী স্ফোটন বা তুরী শব্দ, হাততালি, করতালি, অঙ্গুল স্ফোটন। ⇒ **ফোটন**।

অপ্ফোটা (স্ত্রী) একজাতীয় ফুলের নাম বা জবাফুলের নাম।

অপ্ফোটিত (বিণ) স্ফুটিত, অঙ্গুলির তুরী প্রদত্ত বা তুরী শব্দকৃত, অঙ্গুলী স্ফোটিত, করতালি প্রদত্ত। (জাতক) **অপ্ফোটিত কালে**—অঙ্গুলির তুরী দিবার বা তুরী শব্দ করিবার সময়ে। ⇒ **অপ্ফোটেতি**।

অপ্ফোটেতি (ক্রি) [আ + ফোটেতি] অঙ্গুলে তুরী শব্দ করা, অঙ্গুলিস্ফোটন করা, হাততালি দেওয়া, করতালি দেওয়া। (অ + বিণ) **অপ্ফোটিত**।

অপ্ফোটেসি (ক্রি) = **ফোটেতি**। ⇒ **ফোটেতি**।

অফরুস (বিণ) সভ্য, ভদ্র, ভদ্রোচিত, মধুর, স্নিগ্ধ, অকর্কশ, শান্ত, দয়াপূর্ণ, বিনীত, কোমল, নিষ্ঠুরতাহীন।

অফরুস বাচা—শান্তবাক্য, মধুর বচন, ভদ্র ভাষা, ভদ্রোচিত কথা, অকর্কশ কথা। ⇒ **অফরুস**। (বিপ) **ফরুসবাচা**।

অফল (বিণ) নিষ্ফল, বিফল, ফলহীন, অনর্থক, বৃথা, শুধু শুধু, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন।

অফস্সিত (বিণ) অনস্পর্শিত, অস্পৃষ্ট, স্পর্শ বা স্পৃষ্ট হয় নাই এমন।

অফাসু (বিণ) আরামহীন, অস্থির, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল, অস্বস্তিকর, নিরানন্দজনক, দুঃখজনক, বিরক্তিজনক, কঠিন, ক্লেশজনক, পীড়াদায়ক, দুঃসাধ্য, কষ্টকর, কষ্টদায়ক। (পুং) অস্বাচ্ছন্দ্য, কষ্ট, দুঃখ। (বিনয়) **অফাসু করোতি**—দুঃখের কারণ করা। ⇒ **ফাসু**।

অফাসুক (বিণ) অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, আরামহীন, অসুখী, অস্বচ্ছন্দ, অসুস্থ। (ক্লী) পীড়া, রোগ, অস্বস্তি।

অফুস (বিণ) অস্পৃশ্য, যাহা ছোঁয়া যায় না, যাহা স্পর্শ করিবার নয়, অনস্পর্শিত, যাহা ছোঁয়া বা স্পর্শ করা হয় না। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অফুসানি কিরিয়ানি**—যে সমস্ত (কার্য বা কৌশল) বিনা স্পর্শে কার্যকরী বা সক্রিয় হয়

সেই কার্যসমূহ।

অফুসিং—যাহা পূর্বে কখনো লাভ করে নাই বা প্রাপ্ত হয় নাই অথবা কখনও কেহ লাভ করে নাই। ⇒ **ফুসতি** (১খ)।

অফেগ্‌গুক (বিণ) [অ + ফেগ্‌গু + ক] দুর্বল নহে অর্থাৎ শক্তি সম্পন্ন, বলবান।

অবদ্ধ (বিণ) [অ + বদ্ধ] অবদ্ধ, অনাবদ্ধ, আবদ্ধ নহে এমন, মুক্ত, বন্ধনমুক্ত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রজ্জু-বন্ধন-আদিসু যেন কেনচি অবদ্ধ।**

অবদ্ধপিত্ত (ক্লী) সরসপিত্ত, পিত্ত লাগিয়া নাই অর্থাৎ বাহির হইতেছে এরূপ অবস্থা, জলীয় পদার্থ বা বাষ্পস্বরূপ পিত্তরস। (বিপ) **বদ্ধপিত্ত**। ⇒ **পিত্ত** (১)।

অবন্ধ (বিণ) [অ + বন্ধ] অনাবন্ধ, বন্ধনহীন, মুক্ত, বন্ধনমুক্ত, অনুসরণকারী নহে এমন, অনুকরণকারী নহে এমন। **অবন্ধমারস্স**—মার দ্বারা অনাবদ্ধ, মারের বন্ধনহীন, মারের বন্ধনমুক্ত।

অবন্ধন (বিণ) বন্ধনমুক্ত, অব্যাহত, অশৃঙ্খলিত। ⇒ **অবদ্ধ, অবন্ধ**।

অবব (ক্লী) মৃত্যুর পর যে স্থানে সত্ত্বের পাপক্ষালন হয় বা পাপের শাস্তি ভোগ করে, একপ্রকার নরকের নাম। (তুলনীয়) **অটট, অব্বুদ** ইত্যাদি।

অবল (বিণ) [অ + বল] দুর্বল, বলহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, ক্ষীণমনা, অদক্ষ। = **দুব্বল, অপ্পবল, অপ্পথাম**। (ধর্মপদ) **অবল-অস্‌স**—দুর্বল অশ্ব; = **দুব্বল-অস্‌স** (ধর্মপদ অর্থকথা); (বিপ) **সীঘ-অস্‌স**—দ্রুতগামী অশ্ব।

অবহিগ্‌গত (বিণ) অবহির্গত, বাহির হয় নাই এমন, বাহিরে যায় নাই এমন। (বিমানবত্থু) **অবহিগ্‌গতমানস**—বাহিরে যাইবার ইচ্ছা নাই এমন, মনের সহিত বাহিরে যায় নাই এমন অর্থাৎ অনিচ্ছায় বাহিরে গিয়াছে এমন। ⇒ **বহিগ্‌গত**।

অবুজ্‌ঝক (বিণ) মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ, নির্লজ্জ, ধৃষ্ট, উদ্ধত, দুর্বিনীত, প্রগল্‌ভ, নিজ স্বার্থ বা সুবিধার প্রতি অমনোযোগী, যে ব্যক্তি বুঝে না বুঝিতে পারে না এমন।

অবুদ্ধভাব (ক্লী) অবুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই এমন অবস্থা। (বিণ) বুদ্ধত্ব লাভ করে নাই এমন। ইহা মধ্যমনিকায় অর্থকথায় দেবদত্ত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। ⇒ **বুদ্ধভাব**।

অবুদ্ধিক (বিণ) অনভিজ্ঞ, অবুদ্ধিক, বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, অচতুর, অকৌশলী, অজ্ঞ, মূর্খ, বোকা।

অবোসিত (বিণ) = **অব্যোসিত**। ⇒ **অব্যোসিত**।

অব্বজে ১ [আ + ব্রজ হইতে আ + ব্রজে] যাওয়া, আসা। (তুলনীয়) **পব্বজতি**। **২** [অণ্ড + জ হইতে অণ্ড + জে] অণ্ডজপক্ষী বিশেষ। = **বিহঙ্গম**।

অব্বণ (বিণ) [অ + বণ; সংস্কৃত—অব্রণ] অনাহত, অবিক্ষত, অনাঘাত, আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই এমন।

অব্বত (ক্লী) [অ + বত; সংস্কৃত—অব্রত] অব্রত, যাহা ব্রত নহে, নীতি-সম্বন্ধীয় অকর্তব্য, ধর্মসম্মত অবাধ্যবাধকতা, অনৈতিক ধর্ম। (সূত্রনিপাত) **অসীলত অব্বত**। সিংহলীগ্রন্থ মহানির্দেশে "**অভব্বত**", পুনশ্চ বর্ণনায় বলা হইয়াছে "**অ-বত্ত**"। = **ধুতঙ্গবতং বিনা**—ধুতাঙ্গব্রত ব্যতীত (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিণ) নীতি-সম্বন্ধীয় কর্তব্যজ্ঞানহীন, নৈতিক ধর্মহীন, নীতিহীন, ধর্মসম্মত বাধ্যবাধকতা নাই বা মানে না এমন। = **সীলবতেন চ ধুতবতেন চ বিহরতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) "**কম্ম অধুত**" এবং "**অভুত**"; বর্মগ্রন্থে "**অব্‌ভত**" এবং বর্ম অর্থকথায় "**অব্বুত**"।

অব্বয [অ + ব্যয = অব্যয়; ইহা "**অব্যয**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ) অব্যয়, ব্যয়হীনতা, ব্যয় বা খরচ নাই এরূপ অবস্থা। = **ব্যয**। (কিন্তু যখন "**উদয**" শব্দের সহিত যুক্ত তখন অর্থ হয়:—) ব্যয়, অস্ত, খরচ, পতন, বিনাশ। **উদয়ব্বয**—উদয় ও অস্ত।

অব্বহ (ক্রি, পঞ্চমী) উপড়াইয়া ফেল, উৎপাটন কর, উদ্ধরণ কর, নির্মূল কর, টানিয়া ফেল, টানিয়া বাহির কর। = **অপ্পুহ, অব্বুহ, উদ্ধরথ**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

অব্বহতি (ক্রি) (ময়লা, হুল, গোঁজাদি) টানিয়া বাহির করা, টানিয়া ফেলা। ⇒ **অব্বূর**। তণ্‌হং **অব্বহতি**। (অতীত) **অব্বহি, অব্বহী**; (বর্মা জাতকে) **অব্বুহি, ধব্বুলি** = **অব্বুলিহ্‌**; (পেতবত্থু) **অব্বুলহ্‌**, (পেতবত্থু অর্থকথা) **নীহরি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **সব্বহি, সব্বমহি**. (টীকায়) **অব্বুলহং**; (বিমানবত্থু বর্মাগ্রন্থ) **অব্বুলহং**, (সিংহলী গ্রন্থ) **অব্যহি**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদ্ধরি**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অব্বুহি**, (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **অব্বহী'তি নীহরি**। (অ-বিণ) **অব্বুলহ**। (ক্রি-বি) **অব্বুযহ, অব্বুহিত্বা, উদ্ধরিত্বা, অব্বুযহিত্বা, অব্যুযহ, অবভুযহ**; (সংযুক্ত নিকায়) তণ্‌হং উদ্ধরিত্বা। (পঞ্চমী) **অব্বহ, অপ্পুহ, উদ্ধারথ**। (করণে) **অব্বাহেতি**। ⇒ **নীহরতি, উদ্ধরতি**।

অব্বহন = **অব্বুলহন**। ⇒ **অব্বুলহন**।

অব্বলিহ্‌ (অতীত ক্রিয়া) = **অব্বহরি, নীহরি**। ⇒ **অব্বহরি, নীহরি, অব্বাহতি**।

অব্বহরি (অতীত ক্রিয়া) = **অব্বহী, নীহরি**। ⇒ **অব্বহী, নীহরি, অব্বহতি**।

অব্বহী (অতীত ক্রিয়া) = **অব্বলিহ্‌, অব্বুলহং, নীহরি**। **অব্বলিহ্‌, অব্বুলহং, নীহরি, অব্বহতি, নীহরতি**।

অব্বাহতি (ক্রি) = **অব্বহতি**। ⇒ **অব্বহতি**। (সম্প্রদানে) **অব্বাহেতি**।

অব্বাহন (ক্লী) (ময়লা, হুল, গোঁজাদি) টানিয়া বাহিরকরণ।

অব্বাহেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আবর্হয়তি) (অস্ত্র, ময়লা, হুল, গোঁজাদি) টানিয়া বাহির করা। (জাতক) **সত্থং অব্বাহযন্তি** (**অব্‌ভাহযন্তি**); (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসিং অব্বাহেতি**। (ক্রি-বি) **অব্বাহিত্বা, অব্বাহেত্বা,**

অগগহেত্বা, অব্বূহিত্বা, অব্বাহিত্বা, অগগহিত্বা; (বিনয়) **ভিস-মুলালং অব্বাহেত্বা**। (অ-বিণ) **অব্বূলহিত**। ⇒ **অব্বহতি, অব্বাহতি**।

অব্বুত (বিণ) = **অব্বত, অবভুত**। ⇒ **অব্বত, অবভুত**।

অব্বুদ (ক্লী) ১ অর্বুদ, স্ত্রীলোকের গর্ভাস্থিত শুক্রশোণিতাত্মক পদার্থ (গর্ভসঞ্চারের প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্বুদ বলা হয়; অর্বুদ পাঁচ প্রকার, যথা—**কলল, অব্বুদ, পেসি, ঘন, পসাখ**)। ২ রোগবিশেষ, আব (টিউমার tumour), বৃক্ষরোগ, (মুখের) দূষিত ক্ষত, দুষ্ট প্রভাব, বৃক্ষনাশক একপ্রকার কীট, ঘা, ক্ষত (বিনয়, কেবল "**সমন্ত পাসাদিক**"; উভয় সময় জ্ঞাপনার্থে—**সাসনসস অব্বুদ**), একপ্রকার নরকের নামবিশেষ, দশকোটি সংখ্যা। ৩ (বিণ) ('অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে'—এই অর্থে বিশেষণ, যেমন—) **অব্বুদ নিরয**—অর্বুদ নামক যে নরকে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করে; (তুলনীয়) **নিরব্বুদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছত্তিং সতি পঞ্চ অব্বুদানি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অব্বুদো নাম কোচি পচ্চেক-নিরযো নত্থি, অবীচিমহি যেব অব্বুদ-গণনায পচ্চনোকাসো পন অব্বুদো নিরযো'তি বুত্তো**। (জাতক) **সতং নিন্নহুত-সহস্সানং একং অব্বুদং**। ৪ ছাঁকনি বা চালুনির ন্যায় একপ্রকার নরক। (সংযুক্তনিকায়) **কিংসু লোকস্মিং অব্বুদং**—(Rh Davids এর মতে) সংসারে যাহারা নরক সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা কে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে "চোরগণ"; কিন্তু সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা বলা হইয়াছে "অর্বুদ নামক নরক কেন সৃষ্টি হইল? তদুত্তরে বলা হইয়াছে "**বিনাসকারণং**"।

অব্বুয্হ = **অব্বুহিত্বা, উদ্ধরিত্বা**। ⇒ **অব্বুহিত্বা, উদ্ধরিত্বা, অব্বহতি, অব্বাহেতি, উদ্ধরতি**।

অব্বুয্হিত্বা = **অব্বুয্হ**। ⇒ **অব্বুয্হ, অব্বহতি**।

অব্বুলহ (বিণ) টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ। = **অব্বূলহ**। ⇒ **অব্বহতি**।

অব্বুলহং (অতীত ক্রিয়া, **উদ্ধরি** অর্থে প্রযুক্ত) ⇒ **উদ্ধরতি, অব্বহতি**।

অব্বুলহন (ক্লী) = **অব্বাহন**। ⇒ **অব্বাহন**। (মহানিদের্শে বিশেষ ভাষায় "মহেসী" এর দ্বাদশ প্রকার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যের মধ্যে একটি) **তণ্হা-সল্লসস অব্বুলহনং**। এই শব্দের পরিবর্তে কোনো কোনো স্থানে "**অব্বূহন, অব্বহন, অব্বুসস**" শব্দের প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

অব্বুলহি (অতীত ক্রিয়া) = **উদ্ধরি**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

অব্বূলহিত (বিণ) = **উদ্ধট**। ⇒ **উদ্ধট**।

অব্বূলহিত সল্ল (বিণ) = **উদ্ধত সল্ল**। ⇒ **অব্বূলহিত**।

অব্বুসসান = **অব্বুলহন**। ⇒ **অব্বুলহন**।

অব্বুহ (ক্রি-বি) = **উদ্ধরিত্বা**। ⇒ **উদ্ধরিত্বা, উদ্ধরতি**।

অব্বুহতি (ক্রি) = **অব্বহতি**। ⇒ **অব্বহতি**।

অব্বুহন = **অব্বুলহন**। ⇒ **অব্বুলহন**।

অব্বুহিত্বা (ক্রি-বি) = **অব্বুহ**। ⇒ **অব্বুহ**।

অব্বূলহ (বিণ) ১ (ময়লা, হুল, গোঁজাদি) টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ, টানিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, উঠাইয়া বা উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, বিদূরিত করা হইয়াছে অথবা সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, নষ্ট বা ধ্বংস করা হইয়াছে এরূপ। = **নীহরি**। ⇒ **অব্বূহতি**। (যৌগিকে) **অব্বূলহসল্ল** (দীর্ঘনিকায়)। (সিংহলী দীর্ঘনিকায়ে) **অসমূলহ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাগাদি-সল্লানং অব্বূলহত্তা অব্বূলহ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অব্বূলহ এসিকা**। (খুদ্দপাঠ অর্থকথা) **অব্বূলহ সোক**। ২ = **অব্বূলহবন্ত**। ⇒ **অব্বূলহবন্ত**।

অব্বূলহং = **উদ্ধরি, অব্বুলিহ**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

অব্বূলহ এসিকা (বিণ) হুল-গোঁজাদি বিরহিত, তৃষ্ণাবিমুক্ত। = **তণ্হা পহীনা**। ⇒ **এসিকা, অব্বূলহ**।

অব্বূলহত্ত (ক্লী) (ময়লা, হুল, গোঁজাদি) টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, নষ্ট বা ধ্বংস করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

অব্বূলহবন্ত (বিণ) যে ব্যক্তি হুল-গোঁজাদি টানিয়া ফেলায়। ⇒ **অব্বূলহতি, অব্বাহেতি**।

অব্বূলহসল্ল (বিণ) (হুল-গোঁজাদি ইত্যাদি) সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, (**তণ্হা**—অর্থাৎ তৃষ্ণারূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপ) হুল টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ। = **অব্বূলহিত সল্ল** (মহানির্দেশ)। ⇒ **অব্বূলহ**।

অব্বূলহসোক (বিণ) শোকমুক্ত। ⇒ **অব্বূলহ**।

অব্বূলহিত (বিণ) = **অব্বূলহ**। ⇒ **অব্বূলহ**। অনিশ্চিত পাঠ; (বর্মাজাতক) **অপ্পহিত**; (সিংহলী জাতক) **অব্যূহিত**; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **পুপ্ফকং ঠপিতং অপ্পগ্ঘরকং কতং** (এখানে আমরা কি অ+বি+উহ—এই বিশ্লেষণে "**অব্যূহতি**" পাঠ করিব?)। (মহানির্দেশ) **অব্বূলহিত সল্ল**। ⇒ **অব্বাহেতি**।

অব্বূলহিত সল্ল (বিণ) = **অব্বূলহসল্ল, উদ্ধটসল্ল**। ⇒ **অব্বূলহসল্ল, উদ্ধটসল্ল**।

অব্বূহতি (ক্রি) [অ+বি+√উহ+অ] টানিয়া বাহির করা। ⇒ **অব্বহতি**। (অতীত) **অব্বূহি**। (অ-বিণ) **অব্বূলহ**।

অব্বূহন (ক্লী) ১ = **অব্বাহন**। ⇒ **অব্বাহন**। ২ অদহন, অদগ্ধ অবস্থা। ৩ (**অটঠঙ্গত** অর্থে বিশেষণে) অস্ত্রগত, আভা চলিয়া গিয়াছে এরূপ, চকচকে নষ্ট হইয়াছে এরূপ, বাহ্যিক শোভা নষ্ট হইয়াছে এরূপ, কপট বাহ্যরূপ অদৃশ্য হইয়াছে এমন। ৪ (**অটঠঙ্গিক** অর্থে বিশেষণে) আভা অষ্টঙ্গিক অথবা বাহ্যিক শোভা অষ্টঙ্গিক অর্থাৎ আটবিধ বাহ্যিক শোভাবিশিষ্ট। ৫ (**নিব্বাপন** অর্থে) আভা নির্বাপিত।

অব্বেতি (ক্রি) (গ্রন্থাদিতে সম্ভবত "**অপ্পেতি**" শব্দের পরিবর্তে ভুলে ব্যবহার করা হইয়াছে) = **অপ্পেতি**,

উপেতি। ⇒ **অপ্পেতি, উপেতি**। (তুলনীয়) **অচ্চেতি, আবুণাতি**।

অব্বোকিণ্ণ (বিণ) [অভি+অব+কিণ্ণ] ১ পরিপূর্ণ, ভরা। (মধ্যমনিকায়) **পরিপুন্ন অব্বোকিণ্ণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পঞ্চ জাতিসতানি অব্বোকিণ্ণ**। **অব্‌ভোকিণ্ণ**। (তুলনীয়) **অভিকিণ্ণ**। ২ (বোধ হয় অ+বি+অব+কিণ্ণ = **অব্বোচ্ছিন্ন** শব্দের পরিবর্তে **অব্বোকিণ্ণ** শব্দটি ভুল গ্রহণ করা হইয়াছে) অবিরত, নিরবচ্ছিন্ন, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, ধ্রুব, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, দৃঢ়, বস্তুসমূহ ঘন সংবদ্ধ নহে এরূপ, জনতাবিরল, বহুজন সমবিষ্ট নহে এরূপ। (কথাবত্থু) **অব্‌ভোকিণ্ণ** (২)। (ক্রি-বিণ) **অব্বোকিণ্ণং**। ৩ বুদ্ধঘোষের বিনয় গ্রন্থের পারাজিকা বর্ণনায় এই বানানটি সন্দেহজনক।

অব্বোকিণ্ণং (ক্রি-বিণ) নিরবচ্ছিন্নভাবে। ⇒ **অব্বোকিণ্ণ** (২)। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে যৌগিকে) **অব্বোকিণ্ণং সতত সমিতং**।

অব্বোচ্ছিন্ন (বিণ) অবিরত, নিরবচ্ছিন্ন, অকর্তিত। ⇒ **অব্বোকিণ্ণ** (২), **অব্‌ভোচ্ছিন্ন**। (বিপ) **বোচ্ছিন্ন** (⇒**বোচ্ছিজ্জতি**)।

অব্বোছিন্ন (বিণ) অকর্তিত। = **অব্‌ভোচ্ছিন্ন, অব্বোচ্ছিন্ন**।

অব্বোহারিক (বিণ) ১ বিধিসঙ্গত বা প্রচলিত মর্যাদা-সম্বন্ধীয় নহে এরূপ অর্থাৎ উপেক্ষণীয়, নগণ্য, নিঃসন্দেহকৃত নহে এরূপ, স্থির হয় নাই এরূপ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় নাই এমন। ২ অসাধারণ, অসামান্য, আশ্চর্য, অপূর্ব, বিরল, অদ্ভুত। = **অব্‌ভোহারিক**।

অব্‌ভ (ক্লী) অভ্র, আকাশ, অভ্রক ধাতু, মেঘ, ঘন কালো মেঘ, মুথা; ঘনবস্তু যাহা চন্দ্র ও সূর্যের আলোক আচ্ছন্ন (অস্পষ্ট বা অদৃশ্য) করিয়া রাখে উহাই অভ্র বা ঘন কালো মেঘ, যেমন—(মিলিন্দ প্রশ্ন) **অব্‌ভং মহিকা (মহিয়া) ধূমরজো (মেঘো) রাহু**। (সংযুক্ত নিকায়) **অব্‌ভসম পব্বত**—অভ্র (বজুপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ মেঘ) সম পর্বত। (জাতক) **অব্‌ভং রজো অচ্ছাদেসি**। (পেতবত্থু) **নীল অব্‌ভ = নীল মেঘ**। = **অব্‌ভা**।

অব্‌ভক (ক্লী) অভ্রক, খনিজ দ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণসীস।

অব্‌ভকূট (পুং, ক্লী) ক্রুদ্ধব্যাত্যার চরমসীমা, মেঘশীর্ষ, প্রচণ্ড মেঘ বা ঝড়ের আতিশয্যতা, প্রভঞ্জনময় তুফান, মেঘের উপর পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শিখরদেশ। = **বলাহক সিখর**।

অব্‌ভক্‌খাতি (ক্রি) [অভি+অা+√খ্যা; সংস্কৃত—আখ্যাতি] অখ্যাতি করা, অপবাদ দেওয়া, নিন্দা করা, বিরুদ্ধে বলা, মিথ্যা অভিযোগ করা, অন্যকে দোষারোপ করা। (তুলনীয়) **অব্‌ভাচিক্‌খাতি**। (বিপ) **অনব্‌ভক্‌খাতি**। (অতীত) **অব্‌ভক্‌খাসি**। ⇒ **অব্‌ভক্‌খান**।

অব্‌ভক্‌খাতুকাম (বিণ) অপবাদ দেয় এমন, মিথ্যা অভিযোগ করে এমন, নিন্দুক, নিন্দাকারী, নিন্দা করে এমন, বিরুদ্ধে বলে এমন, দোষারোপকারী, অপরকে দোষারোপ করে এমন। (বিপ) **অনব্‌ভক্‌খাতুকাম**—অপবাদ দেয় না এমন।

অব্‌ভক্‌খান (ক্লী) অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, অভিযুক্তকরণ, মিথ্যা অপবাদ, দুর্নাম, কলঙ্ক, অখ্যাতি, নিন্দা অপবাদ।

অব্‌ভঘন (ক্লী) ঘনাঘটা মেঘ, ঘনকৃষ্ণ মেঘ, ঘন মেঘ। ⇒ **ঘন**।

অব্‌ভচ্ছাদিত (বিণ) অচ্ছাদিত, আবৃত, ছাদিত, লুক্কায়িত, আবরিত, গুপ্ত। ⇒ **অব্‌ভচ্ছাদেতি**।

অব্‌ভচ্ছাদেতি (ক্রি) [অভি+আ+ছাদেতি] আচ্ছাদিত করা, আবরিত করা, আবৃত করা, ছাদিত করা, গোপন করা, লুকাইয়া রাখা। (অতীত) **অব্‌ভচ্ছাদেসি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভচ্ছাদিত**।

অব্‌ভঞ্জতি (ক্রি) [অভি+√অঞ্জ+অ] তৈল ছিটাইয়া দেওয়া, তৈল বর্ষণ করা, তৈল লেপন করা, তৈল দ্বারা অভিষেক করা, তৈল মাখানো, তৈলাক্ত করা, তৈল দ্বারা পিচ্ছিল করা, ঘর্ষণ নিবারণার্থ তৈলাক্ত করা। (মধ্যমনিকায়) **সপ্পি-তেলেন অব্‌ভঞ্জতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সত-পাক-তেলেন অব্‌ভঞ্জতি**। (অতীত) **অব্‌ভঞ্জি**। (করণে) **অব্‌ভঞ্জেতি, অব্‌ভঞ্জাপেতি**।

অব্‌ভঞ্জাপেতি (ক্রি) তৈল মাখানো, তৈল লেপন করানো। ⇒ **অব্‌ভঞ্জতি**।

অব্‌ভঞ্জেতি (ক্রি) তৈল মাখানো, তৈল লেপন করানো। (বহুবচনে) **সত-পাক-তেলেন অব্‌ভঞ্জিংসু** (জাতক)। (অতীত) **অব্‌ভঞ্জেসি**। (ক্রি-বি) **অব্‌ভঞ্জেত্বা**। (জাতক) **তেলেন অব্‌ভঞ্জেত্বা**। ⇒ **অব্‌ভঞ্জতি**।

অব্‌ভঞ্জন (ক্লী) তৈল দ্বারা পিচ্ছিলকরণ, ঘর্ষণ নিবারণার্থ তৈলাক্ত করণ, তৈল ছিটানো বা বর্ষণকরণ, তৈল লেপনকরণ, তৈললিপ্তকরণ, (রাজ্যাভিষেকের ব্যাপারে) তৈলাভিলেপন, তৈল মর্দন, মলম, আবেগপূর্ণ বা মোলায়েম ভাব প্রকাশ, কপট আগ্রহ, মালিশ, প্রলেপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অক্‌খস্‌স অব্‌ভঞ্জন**।

অব্‌ভঞ্জন কিচ্চ ⇒ **কিচ্চ** [ক্লী (২খ)]।

অব্‌ভতিক (বিণ) [অা+ভত+ইক; √ভ্র] আনীত, প্রাপ্ত, লব্ধ, ঘটিত, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত।

অব্‌ভতিক্কন্ত (বিণ) অতিক্রান্ত, যে ব্যক্তি অতিক্রম করিয়াছে, লঙ্ঘিত, অতীত, গত, অভিভূত, আক্রান্ত, অনাদৃত। ⇒ **অতিক্কন্ত, অব্‌ভতিক্কন্তুতি**।

অব্‌ভতিক্কন্তুতি (ক্রি) [অভি+অতিক্কন্তুতি] **অতিক্কন্তুতি**। ⇒ **অতিক্কন্তুতি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভতিক্কন্ত**।

অব্‌ভতীত (বিণ) [অভি+অতীত] ১ গত, অতীত, যাহা গত বা অতীত হইয়াছে। (তুলনীয়) **অতীত, অতিক্কন্ত**। (সংযুক্তনিকায়) **অব্‌ভতীত অতিক্কন্ত**। ২ মৃত, তিরোহিত, পরলোকগত। ৩ লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত, উপেক্ষিত। জাতকে "**সংযম**" অর্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অব্‌ভতীতং (ক্লী) গত বিষয়, অতীত বিষয়, সম্পাদিত বিষয়।

অব্‌ভত্ত (ক্লী) ঘরের দিকে অর্থাৎ অস্ত, অস্ত গমন, অস্তধান, অদৃশ্য হওন, অন্তর্হিত হওন, লোপ, বিনাশ। (মধ্যমনিকায়) **অব্‌ভত্তং গচ্ছতি**—ঘরের দিকে চলিয়া যাওয়া অর্থাৎ অদৃশ্য হওয়া, অস্ত যাওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, লোপ পাওয়া, বিনষ্ট হওয়া। ⇒ **অব্‌ভত্থ**।

অব্‌ভত্তঙ্গত (বিণ) অস্তগত, গৃহাভিমুখে গত, অস্তমিত, গত, অন্তর্হিত, অদৃশ্য। (ধর্মসঙ্গণী) **অত্থঙ্গত অব্‌ভত্তঙ্গত**।

অব্‌ভত্থ (ক্লী) [অভি+ অত্থ; কর্মকারকে—অভি+অত্থং; এখানে "**অভি**" অর্থে "দিকে" = ঘরের দিকে] = **অব্‌ভত্ত**। ⇒ **অব্‌ভত্ত**।

অব্‌ভত্থঙ্গত (বিণ) [অভি+অত্থঙ্গত] = **অব্‌ভত্তঙ্গত**। ⇒ **অব্‌ভত্তঙ্গত**।

অব্‌ভত্থতা (স্ত্রী) অস্তাচলে গমন, অস্তগমন, অস্তধান, তিরোধান, মৃত্যু।

অব্‌ভনুমোদতি (ক্রি) [অভি+অনু+মোদতি] অতিশয় সন্তুষ্টতার সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আনন্দের সহিত গুণের যথোচিত বিচার করা, ধন্যবাদের সহিত তারিফ করা, আনন্দের সহিত অনুমোদন করা।

অব্‌ভনুমোদন (ক্লী) সন্তুষ্ট ভাব, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, ধন্যবাদ প্রদানকরণ, গুণের যথোচিত বিচারকরণ, পূর্ণ উপলব্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপচয়, মূল্যবৃদ্ধি, গুণের আদর, গুণে আনন্দ প্রকাশ।

অব্‌ভনুমোদনা (স্ত্রী) **অব্‌ভনুমোদন**। ⇒ **অব্‌ভনুমোদন**।

অব্‌ভন্তর (বিণ) [অভি+অন্তর; এখানে "**অভি**" নির্দেশার্থে—ভিতরের দিকে, সেখানে, মধ্যে, ভিতরে; "**অন্তর**" সমার্থবাচক—ভিতরের দিকে, মধ্যে] অভ্যন্তরস্থ, অন্তর্গত, মধ্যস্থ, আভ্যন্তরিক, মধ্যস্থিত, মধ্যগত। (বিপ) **বাহির**। (ক্লী) মধ্য, ভিতর। = **অব্‌ভন্তরং**। (থেরগাথা) **অব্‌ভন্তরাপস্‌সয**—ভিতরের শায়িত, ভিতরে শুইয়া রহিয়াছে অথবা (বস্তু হইলে) ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে এরূপ। (জাতক) **অব্‌ভন্তরস্ব**—আমের ভিতর। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অব্‌ভন্তরে বাযো জিবো; বাহির-অব্‌ভন্তর ধন**। (করণে) **অব্‌ভন্তরেন**। (সম্বন্ধ পদ বিশেষণে) **অব্‌ভন্তরে**। (অধিকরণে) **অব্‌ভন্তরে**।

অব্‌ভন্তরং (ক্লী) ভিতরের অংশ, মধ্যভাগ, অভ্যন্তর, দেশের মধ্যস্থল, ফাঁকা বা শূন্য স্থান, দুইয়ের মধ্যবর্তী সময় বা স্থান অথবা অবকাশ। (বিনয়) **সত্তব্‌ভন্তরং**—সপ্তাহ অন্তর, প্রতি সপ্তাহে।

অব্‌ভন্তরিক (বিণ) অন্তরঙ্গ (বন্ধু), সুপরিচিত, অতি বিশ্বাসী, আভ্যন্তরিক বিশ্বাসযুক্ত, সাহসী, সুনিশ্চিত। (জাতক) **অব্‌ভন্তরিক অতি বিস্‌সাসিক**। (বিপ) **বাহিরিক**।

অব্‌ভন্তরিম (বিণ) অভ্যন্তরস্থ, অন্তর্গত, মধ্যবর্তী, আভ্যন্তরিক, ভিতরের, আন্তর। (বিপ) **বাহিরিম**।

অব্‌ভন্তরিম মান—আভ্যন্তরিক পরিমাপ, ভিতরের বিস্তৃতি বা আয়তন। (বিপ) **বাহিরিম মান**।

অব্‌ভন্তরে (ক্রি-বিণ) ইহার মধ্যে, ইতিমধ্যে, ইহার ভিতরে, দুইয়ের মধ্যে। ⇒ **অব্‌ভন্তর**।

অব্‌ভন্তরেন (ক্রি-বিণ) ভিতরে, মধ্যে, (কিছুর) মধ্যে। (জাতক) **রঞ্ঞো অব্‌ভন্তরে; তুম্হং অব্‌ভন্তরে**। (ধর্মপদ) **অন্তরে; সত্তবস্‌সন্তরে**—সাত বৎসরের মধ্যে। = **অন্তরে, অন্তো**। (বিণ) ভিতরে আছে এমন। ⇒ **অব্‌ভন্তর**।

অব্‌ভপটল (ক্লী) অভ্রপটল, মেঘ পটল, ঘনঘটা মেঘ, ঘনকৃষ্ণ মেঘ। = **মেঘ পটল**।

অব্‌ভমুত্ত (বিণ) মেঘমুক্ত অর্থাৎ উন্মুক্ত বা পরিষ্কার (আকাশ)। = **অব্‌ভামুত্ত**।

অব্‌ভসংবিলাপ (পুং) বজ্রপতন, বজ্রপাত। = **সংবিলাপ**।

অব্‌ভা (স্ত্রী) জলধর, মেঘ, বলাহক। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায়) **বলাহক**। (বিণ) স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, বিষণ্ণ, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, মন্থর, স্ফূর্তিহীন, কানেখাটো।

অব্‌ভাকুটিক (বিণ) [অ+ভাকুটি+ক] ভ্রূকুটিহীন, তীব্রদৃষ্টিহীন, স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক, হৃষ্ট, দয়াপরবশ, অনুকূল। কিন্তু বিনয় গ্রন্থে ইহার বানান দৃষ্ট হয় "**ভাকুটিকভাকুটিক**"। (ধর্মপদ) **অব্‌ভোকুটিক**।

অব্‌ভাগত (বিণ) [অভি+(আ+গত)আগত] অভ্যাগত, সম্মুখাগত, উপনীত। (পুং, স্ত্রী, ক্লী) অতিথি, গৃহাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, বিদেশী লোক, বিদেশী আগন্তুক, অপরিচিত লোক, অজ্ঞাত ব্যক্তি। = **আগন্তুক**।

অব্‌ভাগম (পুং, ক্লী) [অভি+আগম] ১ অভ্যাগম, অভ্যাগমন, উপস্থিতি, নাশ, মারণ, নিকটে বা সম্মুখে আগমন, স্বীকার, ফলপ্রাপ্তি, **অভ্যুত্থান**। ২ যুদ্ধ।

অব্‌ভাগমন = **অব্‌ভাগম**। ⇒ **অব্‌ভাগম**।

অব্‌ভাঘাত [অভি+আঘাত] বধ্যভূমি, কসাইখানা।

অব্‌ভাচিক্‌খতি (ক্রি) [অভি+আ+√চিক্‌খ+অ] দুর্নাম করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, পরনিন্দা করা, অভিযুক্ত করা, অপরাধী করা। ⇒ **অব্‌ভাক্‌খাতি**। (অতীত) **অব্‌ভাচিক্‌খি**।

অব্‌ভাচিক্‌খন (ক্লী) = **অব্‌ভক্‌খান**। ⇒ **অব্‌ভক্‌খান**।

অব্‌ভান (ক্লী) [অভি+আয়ন] পুনরায় প্রবেশাধিকার, পুনরাগমন, আহ্বান। স্বজ্ঞানে হউক অথবা অজ্ঞানে

হউক ভিক্ষুর কোনোরূপ গুরুতর অপরাধ হইলে উহার জন্য সেই ভিক্ষু স্বয়ং লজ্জিত হইয়া সেই অপরাধ স্খালন বা সাম্যের নিমিত্ত ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মতিতে **"পরিবাস"** (সঙ্ঘে অপরাধীর অসহযোগ ব্রত) গ্রহণ করেন এবং সঙ্কল্পানুযায়ী কতিপয় দিবস **"পরিবাস"** ব্রত শেষ করিয়া পরে সেই ভিক্ষু **"মানত্তং"** গ্রহণ করেন, অনুক্রমে ছয়দিবসে **"মানত্তং"** ব্রত করিয়া সেই ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিবার জন্য পুনঃ প্রার্থনা করলে সঙ্ঘকর্তৃক যে অনুমতি প্রদান করা হয় উহাকেই বলা হয় **"অব্‌ভান"** বা আহ্বান।

অব্‌ভানুমোদতি (ক্রি) **অব্‌ভনুমোদতি**। ⇒ **অব্‌ভনুমোদতি**।

অব্‌ভানুমোদন (ক্লী) **অব্‌ভনুমোদন**। ⇒ **অব্‌ভনুমোদন**।

অব্‌ভামত্ত (বিণ) [অব্‌ভা+মত্ত] অস্বাভাবিক, বিকটাকৃতির, প্রকাণ্ড, ভয়ানক, ভীষণ, অসঙ্গত, অত্যন্ত, অসাধারণ, বিশাল, অতি প্রকাণ্ড (মেঘখণ্ড)। ⇒ **অব্‌ভা**।

অব্‌ভামুত্ত (বিণ) মেঘমুক্ত, উন্মুক্ত (আকাশ), মেঘের চিহ্নমুক্ত। = **অব্‌ভমুত্ত**। ⇒ **মুত্ত** (১ক)।

অব্‌ভারহ (বিণ) আহ্বানের যোগ্য, পুনঃপ্রবেশের বা পুনরাগমনের যোগ্য। ⇒ **অব্‌ভান**।

অব্‌ভাহত (বিণ) [অভি+আ+হত] আহত, আঘাত প্রাপ্ত, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত, আক্রান্ত, পীড়িত। (সংযুক্ত নিকায়) **অব্‌ভাহত মচ্ছনা**। ⇒ **অব্‌ভাহনতি**।

অব্‌ভাহন (ক্লী) (এই শব্দটি "**অব্বাহন**" এবং "**আবাহন**"—এই দুই শব্দের মধ্যে কোনটির সমার্থবাচক ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু উদাহরণে পাওয়া যায়—) **উদক-অব্‌ভাহন**—জল টানিয়া তোলা অথবা জল উঠানো (বিনয়); (বুদ্ধঘোষের ভাষায় চুলবর্গে) **উদক-বাহন**। ⇒ **অব্বাহন**।

অব্‌ভাহনতি (ক্রি) [অভি+আ+হনতি] আক্রমণ করা, বিরুদ্ধে সমালোচনা করা, ক্ষয় করা, কাজ আরম্ভ করা রোগের জ্বালায় অথবা মনের পীড়ায় উৎপীড়িত হওয়া, দুঃখ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়া বা ক্লেশ দেওয়া, আঘাত করা, জোড়ে ধাক্কা দেওয়া, ধর্মঘট করা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত হওয়া, আঘাত পাইয়া বাজা, অভিভূত করা, আকুল করা। (অ-বিণ) **অব্‌ভাহত**।

অব্‌ভাহেতি (ক্রি) = **অব্বাহেতি**। ⇒ **অব্বাহেতি**। (জাতক) **সত্থং অব্‌ভাহেতি**। (অ-বিণ) **অব্বূল্‌হিত**।

অব্‌ভিত (বিণ) ১ ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, পুনরাগত, পুনর্বাসিত, পুনরায় বহাল করা হইয়াছে এরূপ। ২ আহ্বান করা হইয়াছে এমন। ⇒ **অব্‌ভান**। (বিপ) **অনব্‌হাত, অনব্‌ভিত**। ⇒ **অব্‌ভেতি**।

অব্‌ভু [অ+√ভূ; বৈদিক—অভূ; পালি—**অব্‌ভুং**] লাভহীনতা, অলাভ, প্রলাপ, বাজে কথা, অলসতা। = **অভূতি অবড়ি** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অব্‌ভামত্ত**।

অব্‌ভুং (হর্ষ-বিষাদসূচক শব্দ) (বৈদিক—অভূং, অভূ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে; = অ+ভুক; তুলনীয়—অব্‌ভুত) আহা, হা, ভয়াবহ, অহো, ভীষণ, হায় হায়, ভয়ঙ্কর। এরূপে ভয় এবং মনের আকস্মিক আবেগ বা আঘাতজনিত শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়—**"উত্রাস-বচনম-এতং"** বলা হইয়াছে। ⇒ **অব্‌ভু, অব্‌ভুত, অব্‌ভুম্ম**।

অব্‌ভুক্কিরণ (ক্লী) টানিয়া বাহিরকরণ, চেঁছড়াইয়া টানা, প্রাক্ষণ, অল্প পরিমাণে ইতস্তত ছিটানো, সামান্য বর্ষণ, সামান্য সংখ্যা। (চুলনির্দেশ) **দণ্ড-সত্থ অব্‌ভুক্কিরণ**—দণ্ড বা অসি টানন। (তুলনীয়) **অব্‌ভোক্কিরণ**। [অথবা এই শব্দটি কি **"অব্‌ভূতীরণ"**? (তুলনীয়) **উত্তীরণ**—নির্গম পথ, দ্বার, নালী।]

অব্‌ভুক্কিরতি (ক্রি) [অভি+উ+√কির+অ] ছিটানো বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, জল দিয়া পরিষ্কার করা। (দীর্ঘনিকায়) **চক্করতনং অব্‌ভুক্কিরতি** (এখানে Morris এর ইংরেজি অনুবাদ মতে "ছাড়িয়া দেওয়া" এবং জাতকের ইংরেজি অনুবাদ মতে "বারবার গড়াইতে থাকা" এই উভয় অর্থই ভুল)। (তুলনীয়) **অব্‌ভোকিরতি**। (অতীত) **অব্‌ভুক্কিরি**।

অব্‌ভুগ্‌গচ্ছতি (ক্রি) [অভি+উ+√গম+অ] উত্থিত হওয়া, অভ্যুদয় হওয়া, উদিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, অভ্যুত্থিত হওয়া, অভ্যুদগত হওয়া, ছড়াইয়া দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কিত্তি-সদ্দো অব্‌ভুগ্‌গচ্ছতি**। (অতীত) **অব্‌ভুগ্‌গচ্ছি, অব্‌ভুগ্‌গঞ্ছি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভুগ্‌গত**। (ক্রি-বি) **অব্‌ভুগ্‌গন্ত্বা**; (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **আকাসং অব্‌ভুগ্‌গন্ত্বা**।

অব্‌ভুগ্‌গচ্ছন্তো [অভি+উগ্‌গচ্ছন্তো] অভ্যুদয় হইয়া, অভ্যুত্থিত হইয়া, উদিত হইয়া, অভ্যুদ্‌গত হইয়া, উত্থিত হইয়া।

অব্‌ভুগ্‌গত (বিণ) উত্থিত, উদিত, অভ্যুত্থিত, অভ্যুদ্‌গত, প্রকাশিত, প্রচারিত। (দীর্ঘনিকায়) **কিত্তি-সদ্দো অব্‌ভুগ্‌গত**; (তুলনীয়) **সদেবকং লোকং অজ্‌ঝোত্থরিত্বা উগ্‌গতো; সদ্দো অব্‌ভুগ্‌গত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অব্‌ভুগ্‌গচ্ছতি, অব্‌ভুদেতি**।

অব্‌ভুগ্‌গমন (ক্লী) উদিত অবস্থা, অভ্যুদ্‌গত অবস্থা, উদয়, অভ্যুদ্‌গমন, প্রকাশমান অবস্থা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চন্দং নভং অব্‌ভুগ্‌গমনং**; কাজেই সাহিত্যে ইহার পাঠ "**অব্‌ভুগ্‌গমানং**"।

অব্‌ভুগ্‌গমানং = **অব্‌ভুগ্‌গমন**। ⇒ **অব্‌ভুগ্‌গমন**।

অব্‌ভুগ্‌গিরণ (ক্লী) উত্তোলন করণ, তোলন অথবা ভয় দর্শাইবার জন্য কিছু ঘুরানো।

অব্‌ভুগ্‌গিরতি (ক্রি) [অভি+উ+√গির+অ] উত্তোলন করা, তোলন অথবা ভয় দর্শাইবার জন্য কিছু ঘুরানো। (অতীত) **অব্‌ভুগ্‌গিরি**।

অব্‌ভুজ্জলন (ক্লী) [অভি+ উদ+জলন, "জ্বল" শব্দ হইতে] শ্বাসপ্রশ্বাসে অগ্নিশিখা বা জ্বালা বাহির করা অর্থাৎ যাদুমন্ত্রবলে মুখে আগুন লইয়া থাকা। = **মন্তেন মুখতো অগগি-জল নীহরণং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অব্‌ভুট্‌ঠহতি (ক্রি) = **অব্‌ভুট্‌ঠাতি**। ⇒ **অব্‌ভুট্‌ঠাতি**।

অব্‌ভুট্‌ঠাতি (ক্রি) [অভি+ উদ+ √স্থা] ওঠা, অভ্যুত্থান করা, অগ্রসর হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, উৎপন্ন হওয়া, নির্গত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **চঙ্কমং অব্‌ভুট্‌ঠাতি**।

অব্‌ভুট্‌ঠান (ক্লী) অভ্যুত্থান, উদয়, উদ্যম, উন্নতি, সুখ্যাতি, প্রত্যুদ্গমন, প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ, বিদ্রোহ।

অব্‌ভুন্নত (বিণ) উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন, দাঁড়াইয়া উঠিল এমন, খাঁড়া হইয়া উঠিল এমন, দর্প করিয়া উঠিল এমন, লাফাইয়া উঠিল এমন, ধরিয়া রহিল এমন। ⇒ **অব্‌ভুন্নমতি**।

অব্‌ভুন্নততা (স্ত্রী) খাঁড়া হওয়ার অবস্থা, দাঁড়ানো অবস্থা, দৃঢ়তা, কঠোরতা।

অব্‌ভুণ্হ (বিণ) [অভি+ উণ্হ] **১** অতি গরম। = **অচ্চুণ্হ**। **২** সম্পূর্ণ গরম, তবুও গরম, (দুধ) এখনও গরম।

অব্‌ভুত (বিণ) [সংস্কৃত—অদ্ভুত, আশ্চর্য; পালি—**অব্‌ভুত, অব্‌ভুং** শব্দ হইতে; বৈদিক—অভূ; অ+ √ভূ (অপ্রকৃত?) অর্থে।] অদ্ভুত, আশ্চর্য, চমৎকার, বিচিত্র, অপরূপ, বিস্ময়কর, অসাধারণ, বিশেষ, ভয়জনক, গোলমেলে, আশ্চর্যজনক, স্তম্ভিতকর, অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **বিম্হয়াবহস্স অধিবচনং**—যাহা নাই অথবা পূর্বে ছিল না; যেমন—(থেরগাথা অর্থকথা) **অভূতং;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অভূত পুব্বতায অব্‌ভুতং;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অভূত-পুব্বং**। (সূত্রনিপাত) **কিং অব্‌ভুতং লোমহংসন?** (থেরীগাথা) **অব্‌ভুতংবত বাচং ভাসাসি** = **অচ্ছরিযং**(থেরগাথা অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **অব্‌ভুত দস্সনেয্য**। ⇒ **অচ্ছরিয**। (ক্লী) **১** আশ্চর্য ব্যাপার, (ধর্মে) আশ্চর্য ব্যাপার, বিস্ময়কর অবস্থা, চমৎকার ব্যাপার, অদ্ভুত ব্যাপার, অলৌকিক ব্যাপার। **অব্‌ভুত ধম্ম** (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **অচ্ছরিযং ভো অব্‌ভুতং ভো**—নিশ্চয়ই আশ্চর্য ব্যাপার, নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যাপার, নিশ্চয়ই বোধশক্তির বা জ্ঞানের বহির্ভূত ব্যাপার, নিশ্চয়ই অদ্ভুত ও স্তম্ভিতকর ব্যাপার; **অচ্ছরিযং ভন্তে অব্‌ভুতং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অহো অচ্ছরিযং অহো অব্‌ভুতং**। (বিমানবত্থু) **অচ্ছরিযং বত অব্‌ভুতং বত**। (বি-ভা) **অচ্ছরিযা অব্‌ভুতা ধম্মা**—অদ্ভুত ও অসাধারণ লক্ষণসমূহ অথবা বস্তুসমূহ (মধ্যমনিকায়)। (জাতক) **অচ্ছরিয অব্‌ভুত চিত্তজাত**—নির্বাককৃত ও বিস্ময়কর চিত্তোৎপত্তি। **২** (জুয়াখেলার আমন্ত্রণে অদ্ভুত প্রভাব যেন অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তির নির্দেশের অন্তর্গত—ঈদৃশ ভাবযুক্ত) বাজি, বাজির টাকা, বাজির পণ। (বি-ভা) **অব্‌ভুতং করোতি (সহস্‌সেন)**—সহস্র টাকার বাজি রাখা (বিনয়)। (জাতক) **পঞ্চহি সহস্‌সোহি অব্‌ভুতং হোতু**—পাঁচ হাজার টাকার বাজি রাখা হউক।

অব্‌ভুত ধম্ম—অদ্ভুত ধর্ম, রহস্যজনক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রহস্যজনক ব্যাপার, আশ্চর্যজনক প্রপঞ্চ, (দৃশ্যমান বিশ্বে) রহস্যজনক ঘটমান বিষয়, বিস্ময়কর ঘটনা, আশ্চর্যজনক বিস্ময়, অদ্ভুত বস্তু, অলৌকিক ঘটনা বা ব্যাপার, (বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের "সূত্রগেয্য—ব্যাকরণাদি নয়টি অঙ্গের মধ্যে) এক অঙ্গের নামবিশেষ (⇒ **নব**)।

অব্‌ভুত ধম্মা (বহুবচনে) অলৌকিক ঘটনাসমূহ, অদ্ভুত প্রমাণসমূহ, কুললক্ষণসমূহ, অশুভ-চিহ্নসমূহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তযো অচ্ছরিযা অব্‌ভুতধম্মা পাতুরহেসুং**। ⇒ **ধম্ম** [১খ(২)]।

অব্‌ভুদয (পুং) অভ্যুদয়, মঙ্গল, উৎসব, ইষ্ট লাভ, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, চূড়াকরণাদি সংস্কার কার্য, উত্থান, উদয়, উন্নতি।

অব্‌ভুদাহরতি (ক্রি) [অভি+ উদ+ আ+ হরতি] অভিমুখে আনা, কাছাকাছি আনা, (কাহারও বা কিছুর) দিকে আনয়ন করা, সম্পর্কে আনা, প্রায় আনা, যাইয়া আনয়ন করা, প্রাপ্ত হওয়া, (মূল্যে) বিক্রীত হওয়া, আকর্ষণ করা, (কথার) আরম্ভ করা বা হওয়া, (কথার) সূত্রপাত করা, (কথায়) পরিচয় করিয়া দেওয়া, বলিতে আরম্ভ করা।

অব্‌ভুদীরেতি (ক্রি) [অভি+ উদ+ ঈরেতি] স্বর তোলা, উচ্চৈঃস্বরে বলা, চিৎকার করিয়া বলা, চেঁচাইয়া বলা।

অব্‌ভুদেতি (ক্রি) [অভি+ √উদি+এ] পাঠ শেষ করা, সম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, উত্থিত হওয়া, ওঠা, উন্নীত হওয়া, অস্তিত্বে আগমন করা, অভ্যুদয় হওয়া, উদয় হওয়া, ফাঁপাইয়া ওঠা, উত্তেজিত হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া। (বিপ) **অত্থং এতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে সূর্য সম্বন্ধে)। (অতীত) **অব্‌ভুদেসি**। (ব-বিণ) **অব্‌ভুদ্দযং; = অব্‌ভুগ্গচ্ছন্তো; অব্‌ভুসযং'ন্তি পি পাঠো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অব্‌ভুদ্ধুনাতি (ক্রি) [অভি+ উদ+ ধুনাতি] প্রবলভাবে কম্পিত করা বা হওয়া, জোরে নাড়া বা নাড়া দেওয়া, অতিশয় অস্থির করা, অধিক ভীত করা, অত্যন্ত দুর্বল করা। = **অধিকং উদ্ধুনাতি**।

অব্‌ভুন্নত (বিণ) ঊর্ধ্বে ওঠে এমন, উচ্চ। = **অব্‌ভুন্নত, অব্‌ভুন্নত**। ⇒ **অব্‌ভুন্নমতি**।

অব্‌ভুন্নদতি (ক্রি) প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, প্রতিধ্বনিত হওয়া, উচ্চধ্বনি হওয়া, অনুনাদ করা। ⇒ **অব্‌ভুন্নমতি**। (অতীত) **অব্‌ভুন্নদি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভুন্নদিত**।

অব্‌ভুন্নদিত (বিণ) প্রতিধ্বনিত, যশ বিস্তৃত, গুণকীর্তিত, উচ্চশব্দে ধ্বনিত, অনুনাদিত। ⇒ **অব্‌ভুন্নদতি**।

অব্‌ভুন্নমতি (ক্রি) [অভি+ উদ+ নমতি] লাফাইয়া ওঠা, প্রকাশ করা, ফাটিয়া নির্গত হওয়া, ঊর্ধ্বে ওঠা, ওঠা, উদিত হওয়া, খাঁড়া হইয়া ওঠা, দর্প করিয়া ওঠা। ⇒ **অব্‌ভুন্নদতি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভুন্নত, অব্‌ভুন্নত**। (করণে) **অব্‌ভুন্নামেতি**।

অব্‌ভুন্নামেতি (ক্রি) কঠোর করা, শক্ত করা, কঠিন করা বা হওয়া, আড়ষ্ট করা, প্রবল হওয়া, অদম্য হওয়া, সোজা বলিয়া দেওয়া, ঠিক ঠিক বলিয়া দেওয়া, ধরিয়া থাকা, খাঁড়া করা, উঠাইয়া দেওয়া, তুলিয়া দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **কায়ং অব্‌ভুন্নামেতি**—দেহ ধরিয়া রহিয়াছে অথবা খাঁড়া করিয়া রহিয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) **পতোদলট্‌ঠিং অব্‌ভুন্নামেতি**। (বিপ) **অপনামেতি**—নুইয়া পড়া, ঝুঁকিয়া পড়া, দোলাইয়া পড়া, বাঁকা হইয়া। (অ-বিণ) **অব্‌ভুন্নত**। ⇒ **অব্‌ভুন্নমতি**।

অব্‌ভুস্মে (হর্ষ-বিষাদ সূচক শব্দ) আহা, হা হা, অহো, হায় হায়। ⇒ **অব্‌ভং**।

অব্‌ভুয্যাত (বিণ) যে সৈন্যগণ যুদ্ধে গমন করিয়াছে, আক্রমণ করিয়াছে এমন, অভ্যুত্থান করিয়াছে এমন, বিদ্রোহ করিয়াছে এমন। ⇒ **অব্‌ভুয্যাতি**।

অব্‌ভুয্যাতি (ক্রি) [অভি+উ+√যা+অ] বিরুদ্ধে যাওয়া, বিপক্ষে যাওয়া, বিদ্রোহ করা, সৈন্যদের যুদ্ধে গমন করা, অভ্যুত্থান করা বা হওয়া, আক্রমণ করা। (অতীত) **অব্‌ভুয্যাসি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভুয্যাত**।

অব্‌ভূসযং = **অব্‌ভূদযং**। ⇒ **অব্‌ভূদেতি**।

অব্‌ভুসুক্কতি (ক্রি) = **অব্‌ভুসসক্কতি**। ⇒ **অব্‌ভুসসক্কতি**।

অব্‌ভুসূযক (বিণ) [অভি+উসূযা+ক] উৎসাহী, ব্যগ্র, আগ্রহশীল, ঔৎসুক্য দেখায় এমন, আগ্রহ দেখায় এমন, অনুপ্রাণিত, চেষ্টিত।

অব্‌ভুস্সক্কতি (ক্রি) [অভি+উদ+সক্কতি] উত্থিত হওয়া, উপরে ওঠা, ঊর্ধ্ব আকাশে ওঠা, উদ্‌গমন করা, ঊর্ধ্ব আকাশে উদয় হওয়া, (করণে) আরোহণ করা, রাজা-রাণী হওয়া। (ব-বিণ) **অব্‌ভুস্সক্কমান**। (বি-ভা) **আদিচ্চো নভং অব্‌ভুস্সক্কমানো** (মধ্যমনিকায়)।

অব্‌ভুস্সহনতা (স্ত্রী) কুকর্মে প্ররোচনা, উত্তেজনা, উত্তেজিত করণ।

অব্‌ভুস্সেতি (ক্রি) [অভি+উদ+সেতি] উদয় হওয়া, ওঠা। (ব-বিণ) **অব্‌ভুদ্ধযং; অব্‌ভুস্সযং'তি পি পাঠো**। ⇒ **অব্‌ভুদেতি**।

অব্‌ভেতি (ক্রি) [অভি+আ+ই] আহ্বান করা, ডাকা। (অ-বিণ) **অব্‌ভিত**। ⇒ **অব্‌ভান**।

অব্‌ভেতব্ব (বিণ) আহ্বান করিবার উপযুক্ত, আহ্বানের যোগ্য, আহ্বান করা উচিত। ⇒ **অব্‌ভান**।

অব্‌ভেন্তো (বিণ) আহ্বান করা হইয়াছে এমন। ⇒ **অব্‌ভান**।

অব্‌ভেয্য—আহ্বান করা হইয়াছে। ⇒ **অব্‌ভান**।

অব্‌ভোকাস (পুং) [অভি+অবকাস] মুক্ত অবস্থা, খোলা, অনাবদ্ধ অবস্থা, সম্বন্ধরহিত অবস্থা, উন্মুক্ত ভাব, মুক্ত স্থান। = **অলগগন'খেন অব্‌ভোকাস বিয**; = **অচ্ছন্ন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **অব্‌ভোকাসে নিস্‌সীন্ন**--মুক্ত স্থানে বসিয়া। **অব্‌ভোকাসো পব্বজ্জা**—(সাংসারিক বিষয়ে) সম্পর্করহিত বা মুক্ত প্রব্রজ্যা।

অব্‌ভোকাস পব্বজ্জা—মুক্তপ্রব্রজ্যা। ⇒ **অব্‌ভোকাস, পব্বজ্জা**।

অব্‌ভোকাসিক (বিণ) সংসার-বন্ধনে মুক্ত, সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত, মুক্ত স্থানে বাসকারী, অনাচ্ছন্ন স্থানে বাসকারী, সংসার-বন্ধনে নির্লিপ্ত বাসকারী, মুক্ত স্থান-সম্বন্ধীয়, যে ব্যক্তি মুক্তভাবে বাস করে, মুনি-ঋষি অথবা প্রব্রজিতের অভ্যাস বা স্বভাব-সম্বন্ধীয়। (জাতক) **অব্‌ভোকাসিক নেসজ্জিক**।

অব্‌ভোকাসি-কঙ্খা অব্‌ভোকাসিকঙ্গ। ⇒ **অব্‌ভোকাসিকঙ্গ**।

অব্‌ভোকাসিকঙ্গ (ক্লী) মুক্ত স্থানে অথবা মুক্তভাবে বাস করিবার অভ্যাস বা প্রথা, মুক্ত স্থানে বাসের পদ্ধতি বা রীতি অথবা অবস্থা বা ব্যবস্থা। মহানির্দেশে হইয়া "**অব্‌ভোকাসি-কঙ্খা**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

অব্‌ভোকাসিক ধুতঙ্গ—মুক্তস্থানে বাসকারীর ধুতাঙ্গ। ইহা তের প্রকার ধুতাঙ্গের মধ্যে একটি। ⇒ **অব্‌ভোকাসিক, ধুতঙ্গ**।

অব্‌ভোকিণ্ণ (বিণ) [অভি + অব + কিণ্ণ] ১ পরিপূর্ণ, জনতাপূর্ণ। ⇒ **অব্বোকিণ্ণ, অব্‌ভোকিরতি**। ২ জলমিশ্রিত নয় এমন, অমিশ্রিত, খাঁটি।

অব্‌ভোকিরণ (ক্লী) ছিটানো, প্রোক্ষণ, অল্প অল্প করিয়া ইতস্তত ছিটানো, সামান্য বর্ষণ, সামান্য সংখ্যা, নর্তক বা নর্তকীর নৃত্যভঙ্গি।

অব্‌ভোকিরতি (ক্রি) [অভি+অব+√কির+অ] ছিটানো, বিন্দুপাত করা, বিন্দু বিন্দু বর্ষণ করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, ঢাকিয়া রাখা, আবরিত করা, শোভিত করা, ভূষিত করা। = **অভি-ওকিরতি, অজ্‌ঝোকিরতি, অভিপ্পকিরতি**। (তুলনীয়) **অব্‌ভুক্কিরতি, অব্‌ভোকিরণ**। (অতীত) **অব্‌ভোকিরি**। (অ-বিণ) **অব্‌ভোকিণ্ণ** (১)।

অব্‌ভোকুটিক (বিণ) = **অব্‌ভাকুটিক**। ⇒ **অব্‌ভাকুটিক**।

অব্‌ভোক্কিরণ (ক্লী) শোভা, নৃত্য, নাচ, নৃত্যভঙ্গি। দীর্ঘনিকায়ের "**সোভ-নগরকং**" শব্দের দীর্ঘনিকায় অর্থকথার বর্ণনায় "**নটানং অব্‌ভোক্কিরণ**"—নর্তক-নর্তকীর নৃত্যভঙ্গি।

অব্‌ভোচ্ছিন্ন (বিণ) [অ+বি+অব+ছিন্ন] অতর্কিত, অবিরত, নিরবচ্ছিন্ন, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংযুক্ত। ⇒ **অব্বোচ্ছিন্ন, অব্বোকিণ্ণ**।

অব্‌ভোহারিক (বিণ) **অব্বোহারিক**। ⇒ **অব্বোহারিক**।

অব্যাকত (বিণ) = **অব্যাকত**। ⇒ **অব্যাকত**।

অব্যাতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**।

অব্যাপজ্ঝ (পুং) ১ শান্তি, সান্ত্বনা, উপশম, সান্ত্বনার বস্তু, বৈষম্য, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্যাদি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থান পূরণ, দণ্ড হইতে মুক্তিদান। (বিপ) **ব্যাপজ্ঝ**। ২ সদিচ্ছা, উপচিকীর্ষা, দয়ার কার্য, দানশীলতা। (তুলনীয়) **অব্যাপজ্ঝ**। ⇒ **ব্যাপজ্ঝ**।

অব্যাপাদ (পুং) = **অব্যাপাদ**। ⇒ **অব্যাপাদ**।

অব্যাবজ্ঝ (বিণ, ক্লী) [অ+ব্যাবজ্ঝ] = **অব্যাপজ্ঝ**। ⇒ **অব্যাপজ্ঝ**।

অব্যাবজ্ঝারাম (বিণ) [অব্যাবজ্ঝ + আরাম] নিরুপদ্রবজনিত সুখ আছে এমন, দুঃখের উপশমজনিত সুখ হয় এমন। (ক্লী) নিরুপদ্রব সুখময় স্থান, দুঃখের উপশমজনক নির্বাণ, নিবৃত্তিমূলক সুখময় নির্বাণ।

অব্যাম = **অপব্যাম**। ⇒ **অপব্যাম**।

অব্যামতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**। **নিট্ঠু ভিত্বা অব্যামতো কত্তা**—থু থু দিয়া অপমান করিয়া।

অব্যাবট (বিণ) অব্যাপৃত, অনিযুক্ত, অনিয়োজিত। ⇒ **অব্যাবট**।

অব্যাবত = **অব্যাবট**। ⇒ **অব্যাবট**।

অব্যাসকতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**।

অব্যূহিত = **অব্বূল্হিত**। ⇒ **অব্বূল্হিত**।

অব্যোসিত (বিণ) = **অব্যোসিত**। ⇒ **অব্যোসিত**।

অব্রহ্মচরিয (ক্লী) অব্রহ্মচর্য, ব্যভিচার, লাম্পট্য, ব্যভিচারী জীবন, অসাধু জীবন, পাপী জীবন, পাপকার্যে রত হইয়া জীবন-যাপন, অপবিত্রভাবে জীবনযাপন। ⇒ **ব্রহ্মচরিয**।

অব্রহ্মচরিযা (স্ত্রী) অব্রহ্মচর্যা, ব্রহ্মচর্যের বহির্ভূত আচার, সাংসারিক বা গৃহী জীবনযাপন, ব্যভিচার, নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সহিত অথবা নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সহিত অবৈধ আচরণ বা সহবাস। ⇒ **দার**।

অব্রহ্মঞ্ঞতা (স্ত্রী) অব্রাহ্মণত্ব, অব্রাহ্মণের আচার বা অবস্থা। ⇒ **ব্রহ্মঞ্ঞতা**।

অভজনা (স্ত্রী) = **অসেবনা**। ⇒ **অসেবনা**।

অভব্ব (বিণ) [অ+ভব্য; সংস্কৃত—অভব্য] ১ অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অক্ষম, অসমর্থ, অপারক, অশক্ত, অনুপযোগী, অদক্ষ, অবিচক্ষণ, জ্ঞানের অভাব আছে এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অভব্ব ডিকখু**। (জাতক) **অভব্ব পুগ্গল**—সত্যজ্ঞান লাভে অথবা মুক্তি লাভে অসমর্থ ব্যক্তি। ২ অসম্ভব, অসঙ্গত, অসাধ্য।

অভব্বট্ঠান (ক্লী) অনুপযুক্ত স্থান, অর্হৎগণের নৈতিক চরিত্রে নয়টি দোষযুক্ত কার্য অসম্ভব বলিয়া উহা অর্হৎগণের পক্ষে অযোগ্য স্থান, অসম্ভব কার্যমূলক স্থান।

অভব্বত (বিণ) = **অভব্ব**। ⇒ **অভব্ব**।

অভব্বতা (স্ত্রী) ১ অসমর্থতা, অদক্ষতা, অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা। ২ অসম্ভবতা, অসাধ্যতা, অসঙ্গততা।

অভব্বপুগ্গল (পুং) অসম্ভব পুরুষ অর্থাৎ যে পুরুষের চরিত্রে পাপরূপ কলঙ্ক সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। ⇒ **অভব্ব** (২), **পুগ্গল** (১)।

অভব্ব সম্বোধায (বিণ) অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে অপারক বা অসমর্থ, পরিজ্ঞানের অনুপযোগী। ⇒ **সম্বোধ**।

অভয (বিণ) অভয়, নির্ভয়, ভয়হীন, বিপদমুক্ত, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ। (ক্লী) নির্বিঘ্নতা, বিশ্বাস, বিপদহীনতা, অভয়, ভয়হীনতা, নিরাপত্তা, নির্ভয়তা, অভয়মুদ্রা, মুক্তিজ্ঞান, সাহসিকতা। (বিনয়ে) **অভযুবর** (**"অভযবর"** শব্দের পরিবর্তে?)।

অভযং (ক্লী) নির্বিঘ্নতা, বিশ্বাস, বিপদহীনতা, ভয়হীনতা, নিরাপত্তা। = **অভয** (ক্লী)।

অভযদান (ক্লী) অভয়দান অর্থাৎ যে দান দ্বারা বিপদ বা ভয়হীন হইয়া নিরাপত্তা রক্ষা হইয়া থাকে। অভয়দান দ্বিবিধ, যথা—**লোকিক অভযদান, পরমত্থ অভযদান**। ⇒ **দান**।

অভযবর—নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ⇒ **অভয** (ক্লী)।

অভযা (স্ত্রী) হলুদ বর্ণের বা শুষ্ক হরিতকী-আমলকী-বহেড়া অর্থাৎ কবিরাজি মতে যাহাকে শুষ্ক ত্রিফলা বলা হয়।

অভযাদিসা—যে দিকে (প্রাণিগণের নিরাপত্তার জন্য) অভয় প্রদান করা হইয়াছে। ⇒ **দিসা**।

অভযুবর = **অভযবর**। ⇒ **অভযবর**।

অভব (পুং, ক্লী) ১ নরকাদি চারি অপায় দুঃখময় স্থান বলিয়া অভব। ⇒ **ভবাভব**। ২ অনিষ্ট, অহিত, অমঙ্গল, ক্ষতি, অশুভ, নিঃস্ব অবস্থা, দরিদ্রতা, অভাব। ⇒ **ইতিভব**।

অভাজিত (বিণ) অভাজিত, অবিভক্ত, যাহা ভাগ করা হয় নাই। (ক্লী) অবিভক্ত বস্তু। ⇒ **ভাজিত**।

অভাব (পুং) অভাব, অনটন, অদৃশ্যতা, অনুপস্থিতি, বিশ্রী অবস্থা, না থাকা অবস্থা, অবিদ্যমানতা, ধ্বংস, মৃত্যু, অর্থকষ্ট, অনুপস্থিতির কাল, গরহাজিরি, নিঃস্বতা, দারিদ্র্য, প্রয়োজন, আবশ্যক বস্তু। (অপাদান কারকে) **অভাবতো**।

অভাবতো (ক্রি-বিণ) নাই এই অবস্থায়, না থাকার অবস্থায়, অভাব হইতে, অভাবে। ⇒ **অভাব**।

অভাবিত (বিণ) অভাবিত, অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত, অবিকশিত, অপ্রকাশিত, অনুন্নত, অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অনভ্যস্ত, অকৃত, অসম্পাদিত।

অভাবিতত্ত (ক্লী) অনুৎকর্ষিত অবস্থা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই অথবা উন্নতি হয় নাই এরূপ অবস্থা। (বিণ) অশিক্ষিত, অদমিত, অসংযত, যে ব্যক্তি নিজকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই, অভাবিত, অচিন্তিত। ⇒ **ভাবিতত্ত**।

অভাসিয (ক্রি, পঞ্চমী) বলিও না। ⇒ **ভাসতি** (১)।

অভি (অব্যয়, উপসর্গপদ) সাদৃশ্য, আভিমুখ্য, বিদ্যমানতা, অভিলাষ, বীপ্সা, ইত্থম্ভাব, চিহ্ন, নিকট, উৎকর্ষ, ধর্ষণ, সম্মুখ, বিভিন্নতা, একীকরণ, বিশেষ করণ; (সম্মুখবর্তী হইয়া, কলহে বা যুদ্ধে) দিকে, বিরুদ্ধে, উপরে, তে; (প্রভুত্বে) উপর, বরাবরভাবে, বাহিরে, সর্বোচ্চে, সর্বদিকে। = **উদ**। **অভি, অতি, অধি, অনু**—এই শব্দগুলি সম অব্যয় ও উপসর্গপদ এবং সম অর্থবাচক। তবে পার্থক্য এই—"**অভি**" (অর্থে) দিকে, উপরে, উপরিভাগে, নিকটে, সন্নিহিত, প্রতি, অভিমুখে, অধিকন্তু; "**অতি**" (অর্থে) পর্যন্ত, অবধি, দূরে, পরে, বাহিরে, আরও, অতি, অধিক, ব্যতীত; "**অধি**" (অর্থে) পর্যন্ত, অবধি, দিকে, অভিমুখে, প্রতি, উপরিভাগে; "**অনু**" (অর্থে) বরাবর অভিমুখে, বরাবর দিকে বা প্রতি।

অভি-আসংসতি (ক্রি) প্রতীক্ষা করা, অতি আশা করা, অতি আকাঙ্ক্ষা করা, খুব ইচ্ছা করা।

অভি-ও কিরতি (ক্রি) = **অব্‌ভোকিরতি**। ⇒ **অব্‌ভোকিরতি**।

অভিকঙ্খতি (ক্রি) [অভি+√কখ+ং+অ] আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, লোভ করা, তৃষ্ণা উৎপন্ন করা, অভাব বোধ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং অভিকঙ্খতি**—নির্বাণ বা নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করা। (অতীত) **অভিকঙ্খি**। (অ-বিণ) **অভিকঙ্খিত**।

অভিকঙ্খন (ক্লী) আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, স্পৃহা, লোভ, বাসনা, আশা।

অভিকঙ্খনতা (স্ত্রী) = **অভিকঙ্খন**। ⇒ **অভিকঙ্খন**।

অভিকঙ্খিত (বিণ) আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত, ইচ্ছিত, আশান্বিত, স্পৃহ। = **অভিজ্‌ঝিত**। ⇒ **অভিকঙ্খতি**। (ক্লী) = **অভিকঙ্খন**। ⇒ **অভিকঙ্খন**।

অভিকঙ্খিন (বিণ) অভিলাষী, ইচ্ছুক। ⇒ **অভিকঙ্খিত, অভিকঙ্খী**।

অভিকঙ্খী (বিণ) আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসু। ⇒ **অভিকঙ্খিন**।

অভিকমতি (ক্রি) অতিক্রম করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, অধিক হওয়া, ছড়াইয়া যাওয়া।

অভিকিন্ন (বিণ) ১ অভিকীর্ণ, সর্বত্র ছড়ানো, সর্বত্র ছিটানো, পরিপূর্ণ (**অব্বোকিণ্ণ** শব্দ দ্রষ্টব্য), সজ্জিত, আবরিত, পরিপূরিত (**পুপ্ফ-অভিকিণ্ণ**)। ২ অভিভূত, আচ্ছন্ন, বিজিত, পরাজিত, পেষিত, দমিত, ভঙ্গুর, নিংড়ানো, সঙ্কুচিত হইয়া প্রবেশ করে এরূপ। **দুক্‌খাভিকিন্ন, দুক্‌খাতিন্ন, ওতিন্ন**—এই শব্দগুলিকে কোনো কোনো স্থানে "**দুক্‌খোতিন্ন**" শব্দরূপে পাঠ দৃষ্ট হয়। ⇒ **অবতিন্ন, অভিকিরতি**।

অভিকিরতি (ক্রি) [অভি+√কির+অ] ১ চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, ছিটানো, বিন্দুপাত করা, ছড়ানো, বিন্দু বিন্দু বর্ষণ করা, অভিষেক করা, অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, ঢাকিয়া রাখা, আবরিত করা। ২ (সংস্কৃত—অবকিরতি) অভিভূত করা, আচ্ছন্ন করা, নির্বাপিত করা, বিরক্ত করা, টাকা খাটানো, তাড়ানো, নিয়োগ করা, প্রসারিত করা, ফেলিয়া দেওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভগ্ন করা, বধ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। (অতীত) **অভিকিরি** (অ-বিণ) **অভিকিন্ন**। (ক্রি-বি) **অভিকিরিতূন** = **ছড়্‌ঢেত্বা**। (তুম) **অভিকিরিতুং**। ⇒ **অপকিরতি**।

অভিকীরতি (ক্রি) = **অভিকিরতি**। ⇒ **অভিকিরতি**। (ধর্মপদ) **দীপং অভিকীরতি** = **দীপং বিদ্ধংসেতি বিকিরতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **দীপং অভিকীরতি** = **দীপং বিদ্ধংসেতি** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **নন্দিযো ম'ভিকীররে** = **অভিকিরন্তি অভিক্কমন্তি** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অভিকিন্ন** (১)।

অভিকীলতি (ক্রি) [উভি+কীলতি] খেলা করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তামাশা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কীলং অভিকীলতি**।

অভিকূজতি (ক্রি) [অভি+√কূজ+অ] গলা কাঁপাইয়া গান করা বা গান গাওয়া, কাঁপা গলায় গান করা বা গাওয়া, গলা ছাড়িয়া আনন্দে গান করা, কিচমিচ করা। **সকুণা অভিকূজন্তি**—পাখিরা কিচমিচ করে বা গান করে। (অতীত) **অভিকূজি**। (অ-বিণ) **অভিকূজিত**।

অভিকূজন (ক্লী) কূজন, পাখির গান, পাখির কিচমিচ শব্দ।

অভিকূজিত (বিণ) কূজিত, পাখির শব্দে মুখরিত, পাখির ডাকে বা কিচমিচ শব্দে প্রতিধ্বনিত। (পেতবত্থু) **চক্কবাক অভিকূজিত**—চক্রবাক পক্ষীর কলরবে মুখরিত। = **কূজিত**। (তুলনীয়) **অভিনিকূজিত**। ⇒ **অভিকূজতি**।

অভিক্কন্ত (বিণ) অগ্রবর্তী, বহির্গত, দূরে চলিয়া গিয়াছে এমন। এই শব্দটিকে "**অভিক্কন্ত সদ্দো খয (অভিক্কন্ত পব্বনিয**— খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **সুন্দরাভিরূপ-অব্‌ভনুমোদনেসু দিস্‌সতি**"—এভাবে চারি প্রকারে ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা—১ (সাহিত্যে—) চলিয়া গিয়াছে এরূপ, গত, অতীত, অতিক্রান্ত, বহির্গত, বাহিরে গিয়াছে এমন, মৃত, মরিয়া গিয়াছে এমন, বিচ্ছেদকৃত, পৃথককৃত ("**নিক্‌খন্ত**" এই অর্থে "**খয**" অর্থাৎ ক্ষয়, হ্রাস ও অবসাদ এই অর্থে)। (বি-ভা) **অভিক্কন্তায রত্তিয়া**— রাত্রির অবসানে অথবা ক্ষয়ে অথবা শেষভাগে (বিনয়)। ২ সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, নিরতিশয়, অতিশয়, চূড়ান্ত, চমৎকার (=সুন্দর)। (সূত্রনিপাত) **অভিক্কন্ত দস্‌সাবিন**—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া; **অগ্‌গদস্‌সাবিন** ইত্যাদি (চুলনির্দেশ)। (তুল্যার্থবাচক শব্দ) **অভিক্কন্ততর, অভিক্কন্ত পণীততর** (দীর্ঘনিকায়); = **অতিমনাপতর**। ৩ আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোরম, মধুর, জাঁকালো, চমৎকার, অত্যুৎকৃষ্ট, অতিশয় বিস্ময়কর, খুব

আশ্চর্যজনক, অতি অদ্ভুত। (আশ্চর্যজনক পুনঃপুন কথনে) **অভিকুন্তং ভো ভন্তে অভিক্কন্তং ভো ভন্তে = অব্‌ভানুমোদন** (দীর্ঘনিকায়)।৪ অনুপম, চূড়ান্ত, সুন্দর। (বিনয়) **অভিক্কন্তবন্ন = অভিরূপ = অতিমনাপ অভিরূপ** (পেতবত্থু অর্থকথা) = **অভিরূপ ছবিন।** ⇒ **অভিক্কমতি।**

অভিক্কন্তং (ক্লী) সম্মুখে এগিয়ে যায় অথবা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এরূপ অবস্থা। (বিপ) **পটিক্কন্তং। অভিক্কন্তং চ পটিক্কন্ত চ**—সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় এবং পশ্চাদপসরণ করে এরূপ অবস্থা; = **গমন চ নিবত্তন চ।**

অভিক্কন্তং চ পটিক্কন্তং চ—গমন এবং প্রত্যাগমন। = **গমন চ নিবত্তন চ।** ⇒ **অভিক্কন্তং।**

অভিক্কন্ত পটিক্কন্ত (বিণ) গত্যাগত, যাওয়া আসা করিয়াছে এমন। ⇒ **অভিক্কন্তং চ পটিক্কন্তং চ, পটিপক্কন্ত।**

অভিক্কন্তবন্ন (ক্লী) মনোহর সৌন্দর্য। (বিণ) খুব সুন্দর, অতি মনোরম। ⇒ **অভিক্কন্ত, বন্ন** (৪)।

অভিক্কন্তায রত্তিযা ⇒ **রত্তি** (২)।

অভিক্কম (পুং) অগ্রসর হওন, সম্মুখবর্তী হওন, বাহিরে গমন, বহির্গমন করণ। (বিপ) **পটিক্কম**—প্রত্যাগমন, পশ্চাদ্‌গমনকরণ (ধর্মপদ অর্থকথা) **অভিক্কম পটিক্কম।**

অভিক্কমতি (ক্রি) [অভি + √কম অ; বৈদিক—অভিক্রমতি] সামনে এগিয়ে যাওয়া, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়া, সম্মুখবর্তী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, উঠাইয়া লওয়া, তুলিয়া লওয়া, সরিয়া পড়া, তুল্য হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা, উৎপন্ন হওয়া, চলা, চলিতে থাকা, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালানো। = **অভিমুখো কমতি; অভিমুখো গচ্ছতি; অভিমুখো পবিসতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অতীত) **অভিক্কমি, অভিক্কামুং।** (ভ-বিণ) **অভিক্কমিতব্ব;** (ধর্মপদ অর্থকথা) **এবং অভিক্কমিতব্বং এবং পটিক্কমিতব্বং**—এরূপে অগ্রসর হইতে হয় এবং এরূপে পশ্চাদ্‌গমন করিতে হয়। (অ-বিণ) **অভিক্কন্ত।**

অভিক্কম পটিক্কম—গমন এবং প্রত্যাগমন, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওন এবং পশ্চাদ্‌গমনকরণ। ⇒ **অভিক্কম, পটিক্কম।**

অভিক্খণ (ক্লী) ১ ভিত্তি বা ভূমি অথবা মাঠ খনন করণ, কোদালীকরণ। ⇒ **অভিক্খনতি।** ২ [অভি + ইক্‌খণ; সংস্কৃত—অভিক্ষণ] অভিন্নতা, ধ্রুবক, অপরিবর্তিত বস্তু বা শক্তি। = **অভিণ্হ।** (বিণ) নিরন্তর, অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন, সর্বক্ষণ ধরিয়া, অবিরত।

অভিক্খণং (ক্রি.বিণ) অবিরতভাবে, নিরবচ্ছিন্নরূপে, অনবরতভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে, পুনঃপুন রূপে, অবিশ্রান্তভাবে, বারে বারে, ক্রমাগতভাবে, সর্বদা, প্রায়ই। = **অভিণ্হং বহুসো** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অভিক্খণতি (ক্রি) [অভি+√খ+অ] জমি খনন করা, কোদলাইয়া দেওয়া। (অতীত) **অভিক্খণি।**

অভিক্খণন (ক্লী) খনন, খননকরণ, কোদলানো।

অভিক্খনতি (ক্রি) = **অভিক্খণতি।** ⇒ **অভিক্খণতি।**

অভিক্খিপতি (ক্রি) [অভি+খিপতি] নিক্ষেপ করা, ফেলিয়া দেওয়া।

অভিক্খুক (বিণ) ভিক্ষুহীন, ভিক্ষু ছাড়া। (বিপ) **সভিক্খুক।**

অভিগজ্জতি (ক্রি) [অভি +√গদ +য] ১ বজ্রপাত হওয়া, গর্জন করা, গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, রব করা, চিৎকার করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা, জয়ধ্বনি দেওয়া, চিৎকার করিয়া বলা, উচ্চৈঃস্বরে বলা। (ব-বিণ) **অভিগজ্জন্তো; = গজ্জন্তো উগ্‌গজ্জন্তো** (মহানির্দেশ)। (ক্রি-বিণ) **অভিগজ্জিয**—বজ্রধ্বনি। ২ গুণ গুণ করে গান করা, গুণ গুণ শব্দ করা, কিচমিচ শব্দ করা, বৃথা কথা বলা, হড়বড় করা, শীতে দাঁত ঠক ঠক করা, (পাখি) কিচির মিচির করা, কিচমিচ করা। ⇒ **অভিগজ্জিন।** (অতীত) **অভিগজ্জি।**

অভিগজ্জিন (বিণ) গলা কাঁপাইয়া বা গলা ছাড়িয়া আনন্দে গান করে এমন, কিচমিচ করে এমন, বৃথা কথা বলে এমন, গান করে এমন, বৃথা ভাষণকারী।

অভিগজ্জিয (ক্রি-বি) বজ্রধ্বনি। ⇒ **অভিগজ্জতি।**

অভিগমনীয (বিণ) সমীপবর্তী হইয়াছে বা নিকটে আসিয়াছে এমন, সন্নিকটবর্তী হইয়াছে বা নিকটে গিয়াছে এমন, গমনীয়, প্রবেশযোগ্য, তুল্য, সুগম।

অভিগাযতি (ক্রি) [অভি + গাযতি] গান করা। (অ-বিণ) **অভিগীত।**

অভিগিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অভি+√গিধ+অ] ১ প্রার্থনা করা, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুনয়-বিনয় করা, আনন্দ প্রকাশ করা বা প্রদর্শন করা, পেটুক হওয়া, লোভ করা। (তুলনীয়) **অনুগিজ্‌ঝতি।** (সূত্রনিপাত) **কামেসু অভিগিজ্‌ঝতি।** ২ বিদ্বেষ করা, হিংসা করা। (সংযুক্তনিকায়) **অঞ্ঞমঞ্ঞং অভিগিজ্‌ঝতি।** (অতীত) **অভিগিজ্‌ঝি।**

অভিগিজ্‌ঝন (ক্লী) লোভ, তৃষা, পেটুকতা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা।

অভিগীত (বিণ) ১ গীত, গান করা হইয়াছে এরূপ। (বি-ভা) **গাথাভিগীতং** (গান করিয়া অথবা গাথা বা শ্লোক আবৃত্তিতে অর্থাৎ স্তোত্র পাঠে অথবা গুণকীর্তনে যথা লাভ করা যায়—সংযুক্ত নিকায়)। ২ প্রতিধ্বনিত যশ বিস্তৃত অথবা গুণকীর্তিত, (পাখির) গানে পূরিত বা মুখরিত। **অভিরুদ।** (তুলনীয়) **গীত।** ⇒ **অভিগাযতি।**

অভিঘাত (পুং) [অভি + ঘাত; সংস্কৃত—অভিঘাত] ১ সংঘর্ষ, সংস্পর্শ, যে ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগ বিস্তারের কারণস্বরূপ হয়। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **রূপ অভিঘাত।** ২ হত্যা, বধ, ধ্বংস, আঘাত,

আকুলকরণ, বিনাশ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দণ্ডাভিঘাত**— দণ্ডের আঘাতে হত্যাকরণ; **সক্খরাভিঘাত**। (বিণ) আঘাত করিয়াছে এরূপ, আক্রান্ত।

অভিঘাতন (ক্লী) হত্যা, বধ, ধ্বংস, বিনাশ।

অভিঘাতী (পুং) শত্রু, বৈরী, ধ্বংসকারক।

অভিচেতসিক (বিণ) [অভি + চেতো + ইক] চেতনা বা আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভরকারী। মধ্যম নিকায়ে ইহার বানান "**আভিচেতসিক**"। ⇒ **আভিচেসিক**।

অভিচেতেতি (ক্রি) [অভি + চেতেতি] মনস্থ করা, সঙ্কল্প করা, অভিপ্রায় করা, অভিসন্ধি করা, ফন্দি করা, কৌশল করা, আবিষ্কার করা, উইল করিয়া দান করা, চেতনা জাগা, মনে হওয়া। (জাতক) **মনসা পাপং অভিচেতেতি**—মনে মনে পাপ সঙ্কল্প করা।

অভিচ্ছন্ন (বিণ) [অভি + ছন্ন] আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, গোপনকৃত, লুক্কায়িত, আবরিত, আবৃত, শোভিত, ভূষিত, সজ্জিত। **পুপ্ফাভিচ্ছন্ন**। (জাতক) **হেম-জাল অভিচ্ছন্ন; অভিসঞ্ছন্ন**। = **উচ্ছন্ন আবুট** ইত্যাদি (মহানির্দেশ)।

অভিচ্ছাদেতি (ক্রি)[অভি + আচ্ছাদেতি] আচ্ছাদন করা, ঢাকিয়া রাখা, আবৃত করা, গোপন করা, লুকাইয়া রাখা।

অভিচ্ছিত (বিণ) [অভি + ইচ্ছিত; সংস্কৃত—অভীপ্সিত] অভীপ্সিত, ঈপ্সিত, ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। জাতকে ইহা "**অভিজ্ঝিত**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে।

অভিজচ্চ (বিণ) [অভি + জচ্চ; সংস্কৃত—আভিজাত্য] আভিজাত্য, কুলীন, ভদ্রবংশীয়, উচ্চকুলজাত।

অভিজচ্চবল (ক্লী) আভিজাত্যের বল, উচ্চবংশে জন্মহেতু শক্তি বা ক্ষমতা। ⇒ **বল** (১খ)।

অভিজঞ্ঞা (ক্রি) (সপ্তমী, সম্ভাবনাসূচক শব্দ) জানিয়াছে, অভিজ্ঞাত হইয়াছে। = **অভিজানেয্য, জানেয্যাসি**। ⇒ **অভিজানাতি**। (অতীত) **অভিজঞ্ঞাসি**।

অভিজনেতি (ক্রি) [অভি + জনেতি] বংশ বৃদ্ধি করা, উৎপন্ন করা, জন্ম দেওয়া। এই শব্দটি "**অভিজানেতি**" শব্দের রূপান্তর।

অভিজপ্পতি (ক্রি) [অভি +√জপ + অ] ইচ্ছা করা, চেষ্টা করা, প্রার্থনা করা, জপ করা, বিড়বিড় করা, অস্পষ্টভাবে বলা, আস্তে আস্তে চর্বণ করা, অধরৌষ্ঠ না খুলিয়া খাওয়া। সংযুক্ত নিকায়ে ইহার পাঠ হইয়াছে "**অস্মাভিজপ্পন্তি**"। = **নমতি, পত্থেতি, পিহেতি, আসিংসতি, থোমেতি, জপ্পতি, ইচ্ছতি**। (তুলনীয়) **অভিগিজ্ঝতি**। (অতীত) অভিজপ্পি।

অভিজপ্পন (ক্লী) জপকরণ, বিড়বিড়করণ, আস্তে আস্তে চর্বণকরণ, অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ উচ্চারণকরণ, অস্ফুট কথা, ইচ্ছা। (দীর্ঘনিকায়) **হত্থাভিজপ্পন**—হাতের কর বা হাতে মালা জপকরণ।

অভিজপ্পা (স্ত্রী) প্রার্থনা, আরাধনা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, ইচ্ছা, অভাববোধ, তৃষ্ণা, লোভ।= **তণ্হা** (চুলনির্দেশ)।

অভিজপ্পিত (ক্লী) = **অভিজপ্পন**। ⇒ **অভিজপ্পন**। (বিণ) হাতের কর গণিত বা হাতে মালা জপিত, প্রার্থিত, আরাধিত, অভিপ্রেত, ঈপ্সিত, অভিলাষিত, আকাঙ্ক্ষিত।

অভিজপ্পিন (বিণ) প্রার্থী, পাইতে ইচ্ছুক, অভাবগ্রস্ত, লোভী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাম-লাভ অভিজপ্পিন**।

অভিজলতি (ক্রি) [অভি + জলতি] প্রজ্বলিত হওয়া, জ্বলিয়া ওঠা, আলোক প্রকাশিত হওয়া। (ব-বিণ) **অভিজলন্তো**।

অভিজলন্তো (বিণ) অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময়, আলোকিত। = **দদ্দল্হমান**।

অভিজবতি (ক্রি) [অভি+জবতি] ব্যগ্র হওয়া, উৎসুখ হওয়া, অধীর হওয়া, আকুলিত-ব্যাকুলিত হওয়া, সক্রিয় হওয়া, কার্যকরী হওয়া, ক্রিয়াশীল হওয়া, জীবন্ত হওয়া, ব্যস্ত হওয়া, কর্মঠ হওয়া, কর্মক্ষম হওয়া, তৎপর হওয়া, ক্ষিপ্ত হওয়া, বাস্তব হওয়া,প্রকৃত হওয়া।

অভিজাত (বিণ) [অভি + জাত] অভিজাত, সদ্বংশজাত, কুলীন, জ্ঞানী, যোগ্য, উপযুক্ত, মনোহর, সুশ্রী, মধুর, ভাগ্যবান, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ, চতুর্দিকে জাত, উচ্চবংশজাত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভিজাত কুলকুলীন**। (তুলনীয়) **অতিজাত, অতিতাত**।

অভিজাত কুলকুলীন—উচ্চবংশজাত, কুলীনবংশে জাত, সদ্বংশোদ্ভব, ভদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। ⇒ **অভিজাত**।

অভিজাতি (স্ত্রী) ১ সন্তান-সন্ততি, বংশাবলী, কুলীন, উচ্চবংশ, পুনর্জন্ম। ২ প্রজাতি, উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী, প্রকার, রকম। অবৌদ্ধদের মধ্যে এই জাতিভাগ ছয় প্রকার, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পাপী লোক, ধার্মিক বা পুণ্যবান মুনিঋষি। বৌদ্ধদের মধ্যে মাত্র দুই প্রকার জাতিভাগ, যথা—মার্গফল লাভী পুদ্গল বা ব্যক্তি, অধ্যানী পুথুজ্জন (পৃথগ্জন বা সাধারণ লোক) পুদ্গল।

অভিজাতিক (বিণ) ১ অভিজাতিক, অভিজাত-সম্বন্ধীয়, বংশঘটিত, কৌলিক বা কৌলীন্য। (যৌগিকে) **কণ্হভিজাতিক**—হীনবংশীয়, অকুলীন, সমাজের মধ্যে নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। ২ দুষ্ট, চরিত্রহীন। = **কালকসভাব**।

অভিজাতিতা (স্ত্রী) জন্ম হওয়ার ঘটনা বা সত্যতা, পূর্বপুরুষাগত স্বভাব বা ধারা বা প্রথা।

অভিজান (ক্লী) (সংস্কৃত—অভিজ্ঞান) প্রত্যভিজ্ঞা, স্বীকার, পুনরায় জানা, স্মরণকরণ, স্মরণ, স্মৃতি, স্মরণশক্তি, স্মরণার্থ-চিহ্ন, স্মারক বস্তু, অনুস্মরণ। ⇒ **অভিঞ্ঞা**।

অভিজানন = অভিজান। ⇒ **অভিজান**।

অভিজানাতি (ক্রি) [অভি+√ঞা+না] অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা, অনর্গল বা সম্পূর্ণরূপে জানা, চেনা, চিনিতে পারা, স্বীকার করা, জানা, পরিজ্ঞান লাভ করা, সচেতন হওয়া, আত্মচেতনা লাভ করা, সজ্ঞান হওয়া, সর্ববিষয় জানা, সতর্ক হওয়া, অবগত হওয়া। (সূত্রনিপাত) **দিট্ঠিং গোতমস্স ন অভিজানাতি**। (পেতবত্থু) **নাভিজানামি ভুত্তং বা পীতং**। (অতীত) **অভিজানি, অভিঞ্ঞাসি**। (অ-বিণ) **অভিঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **অভিজানং, অভিঞ্ঞেয্য, অভিজানন্তস** (চুলনিদ্দেশ), **অভিজানন্তো**। (সপ্তমী) **অভিজানেয্য, অভিজঞ্ঞা, অভিজানেয্যাসি**। (ক্রি-বি) **অভিজানিত্বা, অভিঞ্ঞা, অভিঞ্ঞায**। (সূত্রনিপাত) **সব্বধম্মং অভিঞ্ঞায; জাতিক্খযং অভিঞ্ঞায; ধম্মং অভিঞ্ঞায**। (ধর্মপদ) **অত্তদত্থং অভিঞ্ঞায**। (বি-ভা) **সযং অভিঞ্ঞায**—স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হইয়া; **অভিঞ্ঞা** (সংক্ষিপ্ত শব্দ, যেমন "**আদায**" শব্দের পরিবর্তে "**আদা**"; তুলনীয়— **উপাদী**; ⇒ **অভিঞ্ঞায**)। শব্দ দ্বারা :— (বি-ভা) **সযং অভিঞ্ঞা**—স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া; **সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা** (দীর্ঘনিকায়)। সংযুক্ত নিকায়ে "**সযংঅভিঞ্ঞায**" এর পরিবর্তে "**অভিঞ্ঞা বোসিত**" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (করণে) **অভিজানেতি**।

অভিজানেতি (ক্রি) = **অভিজানাতি**। ⇒ **অভিজানাতি**।

অভিজানেয্য (সপ্তমী, সম্ভাবনা সূচক শব্দ) **অভিজঞ্ঞা**। ⇒ **অভিজঞ্ঞা, অভিজানাতি**।

অভিজানেয্যাসি (সপ্তমী) জানিলে, যদি জানে। = **অভিজঞ্ঞা, অভিজানেয্য**। ⇒ **অভিজানাতি**।

অভিজাযতি (ক্রি) [অভি+জাযতি (জনেতি অর্থে)] ১ পিতা হওয়া, উৎপন্ন করা, জন্মানো, হাজির করা, উৎপাদন করা, সম্পন্ন করা, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া। (বি-ভা) **অকণ্হং অসুক্কং নিব্বানং অভিজাযতি** (দীর্ঘনিকায়)। ২ সদাচরণ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, পাওয়া, হওয়া। = **ভবতি**।

অভিজিগিংসতি (ক্রি) [অভি+ √হর+স] জয় করিতে ইচ্ছা করা, পরাজিত করিতে ইচ্ছা করা, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা। = **জিনিতুং ইচ্ছতি** (জাতক অর্থকথা)। বর্মা জাতকে বানান "**অভিজিগীসতি**" দৃষ্ট হয়। ⇒ **অভিজেতি, নিজিগিংসনতা**। (অতীত) **অভিজিগিংসি**।

অভিজিগীসতি (ক্রি) ⇒ **অভিজিগিংসতি**।

অভিজিঘচ্ছতি (ক্রি) [অভি+জিঘচ্ছতি] ক্ষুধিত হওয়া, ক্ষুধান্বিত হওয়া।

অভিজীবনিক (বিণ) [অভি+জীবন+ইক] কাহারও জীবিকা-সম্বন্ধীয়, কাহারও জীবিকানির্বাহের উপায়মূলক। (বিনয়) **অভিজীবনিক সিপ্প**।

অভিজীহনা (স্ত্রী) [অভি+জীহনা] কষ্টসাধ্য, উদ্যমশীলতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, প্রাণপণ চেষ্টা, অব্যর্থ লক্ষ্য। = **বিরিযকরণ** (জাতক অর্থকথা)।

অভিজেতি (ক্রি) [অভি+জযতি] জয় লাভ করা, জয় করা, স্বপক্ষে আনা, উপার্জন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া। = **আভিজেতি**।

অভিজোতেতি (ক্রি) [অভি+জোতেতি] স্পষ্ট করা, বোধগম্য করা, শ্রবণযোগ্য করা, বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, আলোকিত করা, দীপান্বিত করা, উজ্জ্বল বা জাঁকজমক করা।

অভিজ্জ (বিণ) [অ+ভিজ্জ] অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, যাহা ভাঙ্গা যায় না, যাহা খণ্ড খণ্ডরূপে পৃথক করা যায় না। ⇒ **অভেজ্জ**।

অভিজ্জনক (বিণ) [অ+ভিজ্জন+ক] ভাঙ্গিয়া যায় না এমন, স্থির, দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়, অপরিচালিত, অপ্রভাবিত, অপ্রবৃত্ত, অবিচলিত, অচ্ছেদ্য, অভঙ্গুর, অবিচ্ছেদ্য, স্বতন্ত্র বা খণ্ডিত হয় না এমন। = **অভিজ্জমান**।

অভিজ্জমান (বিণ) ১ (বিদ্ধ অর্থে:—) না ভাঙ্গিয়া, খণ্ডিত না হইয়া। ২ (সিক্ত অর্থে:—) ডুব না দিয়া, না ডুবিয়া, না ভিজিয়া। (**ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋদ্ধি**-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়) **উদকে পি অভিজ্জমানে গচ্ছতি**—জলেও না ভিজিয়া ডুব দিয়া যায়। ইহাকে কেহ কেহ "**অভেজ্জমানে**" ("ডুব না দিয়া" অর্থে) পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু দীর্ঘনিকায়ে "**অভিজ্জমানো**" ("না ডুবিয়া" অর্থে) পাঠ হইয়াছে। ⇒ **অভিজ্জনক**।

অভিজ্ঝতি (ক্রি) = **অভিজ্ঝাতি**। ⇒ **অভিজ্ঝাতি**।

অভিজ্ঝা (স্ত্রী) [অভি+ধ্যা (ঝাযতি অর্থে) হইতে, সংস্কৃত—অভিধ্যান] লোভ, লোলুপতা, অর্থগৃধ্নুতা, (কোনো বিষয়ে লোভনীয়) চিন্তা বা ভাবনা, অভিধ্যা। শব্দটি প্রায় "লোভ" অর্থবাচক। (দীর্ঘনিকায়) **অভিজ্ঝায চিত্তং পরিসোধেতি**—লোলুপতা হইতে সে তাহার মনকে পরিশুদ্ধ বা পবিত্র করে। (অপদান কারকে) **অভিজ্ঝায;** (তুলনীয়) **অভিজ্ঝাতো**। (বিণ) **বিগতাভিজ্ঝ** (সংযুক্তনিকায়); (সংযুক্তনিকায়) **অভিজ্ঝাযবিপাক**। চতুর্বিধ "**কাযগন্থা**" এর মধ্যে একটি। (চুলনির্দেশে) তণ্হা। (ধর্মসঙ্গণী) **অভিজ্ঝা কাযগন্থ**। (বিভঙ্গ) **বিগরাভিজ্ঝ**। (দীর্ঘনিকায়) **অভিজ্ঝা দোমনস্স**—গৃধ্নুতা এবং দৌর্মনস্যভাব, লোলুপতা এবং অসন্তুষ্টতা। (ধর্মসঙ্গণী) **অভিজ্ঝা-অনভিজ্ঝা**—লোভ এবং নির্লোভতা, গৃধ্নুতা এবং গৃধ্নুতার অভাব। ⇒ **অনুপসসিন, গন্থ, দোমনস্স, সীল**।

অভিজ্‌ঝা-অনভিজ্‌ঝা ⇒ **অভিজ্‌ঝা**।

অভিজ্‌ঝাগু = **অভিজ্‌ঝালু**। ⇒ **অভিজ্‌ঝালু**।

অভিজ্‌ঝাতর = **অভিজ্‌ঝিতর**। ⇒ **অভিজ্‌ঝিতর**।

অভিজ্‌ঝাতি (ক্রি) [অভি+√ঝে+অ; সংস্কৃত—অভিধ্যাতি] (কোনো বস্তু প্রাপ্তির) ইচ্ছা করা, লোভ করা, লোলুপ হওয়া, গৃধ্নু হওয়া। ইহা "**অভিজ্‌ঝাতি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ। ⇒ **অভিজ্‌ঝাযতি**। (অ-বিণ) **অভিজ্‌ঝিত**। (ক্রি-বি) **অভিজ্‌ঝায়; = পত্থেত্বা**।

অভিজ্‌ঝা দোমনস্‌স—লোভ এবং নির্লোভতা, আশা এবং নিরাশ, লোলুপতা এবং বিষাদ, অর্থগৃধ্নুতা এবং বিষণ্নতা। ⇒ **অভিজ্‌ঝা, দোমনস্‌স**।

অভিজ্‌ঝাযতি (ক্রি) [অভি+√ঝে+অ; সংস্কৃত—অভিধ্যাযতি] লোভ করা, পাইবার ইচ্ছা করা। **অভিজ্‌ঝাতি**। (অতীত) **অভিজ্‌ঝাযি; (বহুবচনে) অভিজ্‌ঝাযিংসু; = অভিপত্থযমানা ঝাযিংসু** (সূত্রনিপাত)।

অভিজ্‌ঝাযিন = **অভিজ্‌ঝালু**। ⇒ **অভিজ্‌ঝালু**।

অভিজ্‌ঝালু (বিণ) = **অভিজ্‌ঝালু**। ⇒ **অভিজ্‌ঝালু**।

অভিজ্‌ঝালু (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে) লোভী, লোলুপ পেটুক, অর্থগৃধ্নু। **অনভিজ্‌ঝালু**—অলোভী, নির্লোভ, লোলুপতাহীন। (ধর্মসঙ্গণী) **অনভিজ্‌ঝালু অব্যাপন্ন-চিত্তো সম্মাদিট্‌ঠিকো**—যাহার চিত্ত অগৃধ্নু (অলোলুপ বা অলোভী) ও দ্বেষমুক্ত সে ব্যক্তিই সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন।

অভিজ্‌ঝা-ব্যাপাদ নীবরণ (ক্লী) হিংসা এবং দ্বেষজনিত প্রতিবন্ধক বা বাধা। ⇒ **পঞ্চনীবরণ**।

অভিজ্‌ঝিট্ট = **অভিজ্‌ঝিট্‌ঠ**। ⇒ **অভিজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অভিজ্‌ঝিট্‌ঠ (এই শব্দটি "**অজ্‌ঝিট্‌ঠ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত)। = **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**। ⇒ **অজ্‌ঝিট্‌ঠ**।

অভিজ্‌ঝিত (বিণ) লোভী, লোলুপ, অর্থগৃধ্নু, পেটুক। ⇒ **অভিজ্‌ঝাতি**। **অনভিজ্‌ঝিত**—অলোভী, নির্লোভ, অগৃধ্নু। = **অনভিপত্থিত; = ন অভিকঙ্খিক**।

অভিজ্‌ঝিতর (পুং) যে ব্যক্তি লোভী, লোলুপ ব্যক্তি, অর্থগৃধ্নু লোক, পেটুক লোক। = **অভিজ্‌ঝাতর**।

অভিঞ্‌ঞ (বিণ) (সংস্কৃত—অভিজ্ঞ) অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, অনেক দেখিয়া শুনিয়া অথবা স্বহস্তে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাহার তীক্ষ্ণ জ্ঞান বা নিপুণতা লাভ হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঠেকিয়া শিখিয়াছে, জ্ঞানবান, নিপুণ, সুদক্ষ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধূর্ত, জ্ঞানে সুদক্ষ। (বিনয়) **ছলভিঞ্‌ঞ**।

অভিঞ্‌ঞতর (পুং) যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ বা বহুদর্শী হইয়াছে।

অভিঞ্‌ঞতা (স্ত্রী) অভিজ্ঞতা, অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান, বহুদর্শিতা, নিপুণতা, দক্ষতা, পাণ্ডিত্য। (যৌগিকে) **মহাভিঞ্‌ঞতা**—মহাজ্ঞানের অবস্থা, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের অবস্থা, সর্বজ্ঞানের সহিত অর্হত্ব জ্ঞানের অবস্থা, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অবস্থা।

অভিঞ্‌ঞত্থং (ক্রি-বিণ) অভিজ্ঞানের জন্য। **পরিঞ্‌ঞত্থং**।

অভিঞ্‌ঞা (স্ত্রী) [অভি+√জ্ঞা; ⇒ **জানাতি**] অভিজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান, আদ্যজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান, স্মৃতি, অসাধারণ ক্ষমতা বা জ্ঞান, নৈর্বাণিক বা নির্বাণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ইহা "**অভিজানাতি**" শব্দের সংক্ষিপ্ত শব্দ, যেমন "**আদায**" শব্দের পরিবর্তে "**আদা**"; (তুলনীয়) **উপাদা; ⇒ অভিঞ্‌ঞায, অভিজানাতি**। দুইটি ধারায় "**অভিঞ্‌ঞা**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা যায়, যেমন—১ সাধনার পথে, প্রশান্তির পথে, বিশেষ দক্ষতা অর্জনের পথে, বিশেষ প্রজ্ঞা অর্জনের পথে এবং নির্বাণমার্গের কোনো কোনো অবস্থাকে "**অভিঞ্‌ঞা**" বা অভিজ্ঞা বলা হয়। এই অবস্থা সমূহকে "**মগ্‌গ**" বা পথও বলা হয়। এই পথই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পরিজ্ঞান, সম্পূর্ণ আসক্তিরূপ বন্ধন মোচন, চতুর্বিধ মনোযোগিতা এবং চতুর্বিধ "**ইদ্ধিপাদ**" বা ঋদ্ধি পর্যায়। "**অভিঞ্‌ঞা**" বা অভিজ্ঞার বিপরীত দিকে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**ক**) অকুশল (পাপকর্ম), **খ**) যাজ্ঞকীয় অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস বা কুসংস্কার, **গ**) নিষ্ফল অনুধ্যান বা মিথ্যা পরিকল্পনা। এই ত্রিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং তদূর্ধ্ববর্তী জ্ঞানসমূহ লাভ হয় না। ২ মানসিক শক্তি ইহাতে লাভ করা যায়—**ক**) নানাবিধ ঋদ্ধি (দৈবশক্তি), **খ**) দিব্যকর্ণ, **গ**) পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, **ঘ**) পূর্ব পূর্ব নিবাস সমূহের অনুস্মৃতি জ্ঞান, **ঙ**) সত্ত্ব বা জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান, **চ**) জন্মবন্ধন বিমুক্ত বলিয়া নিশ্চয়তাস্বরূপ জ্ঞান। এই ছয় প্রকার জ্ঞানই "**অভিঞ্‌ঞা**" বা অভিজ্ঞারূপে গৃহীত এবং এই ছয়টির নামই "ছলাভিঞ্‌ঞা" বা ষড়ভিজ্ঞা। দীর্ঘনিকায়ে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সাধারণত মূল পালি সাহিত্যে অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে পঞ্চ অভিজ্ঞ ও ছয় অভিজ্ঞা লাভের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে "**ঞাণ**" বা জ্ঞান শব্দের বিশ্লেষণে কোনো কোনো গ্রন্থে নয়টি ও দশটি "**অভিঞ্‌ঞা**" বা অভিজ্ঞার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। (বি-ভা) **সযং অভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা** (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অভিঞ্‌ঞা-বোসিত**। ⇒ **অভিজানাতি**। (অতীতের বিশেষ ভাষায়) **যথাভিঞ্‌ঞং**—যেরূপে তুমি সুখী হও, তোমার পছন্দমতো। (ক্রি-বি) উত্তমরূপে জানিয়া বা জ্ঞাত হইয়া। ⇒ **অভিজানাতি**।

অভিঞ্‌ঞাত (বিণ) ১ জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত, সম্পূর্ণরূপে বিদিত বা অবগত, চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত, দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞাত, চিনিয়া বা জানিয়া জ্ঞাত, বহুদর্শী জ্ঞানে জ্ঞাত। (সূত্রনিপাত) **অভিঞ্‌ঞেযং অভিঞ্‌ঞাতং**। ২ অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত, প্রজ্ঞাত, উত্তমরূপে বা তন্নতন্নরূপে বিভাজ্য জ্ঞানে জ্ঞাত, পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত। (দীর্ঘনিকায়) **অভিঞ্‌ঞাত কোলঞ্‌ঞ; =পাকট-কুলজ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **অভিজানাতি**।

অভিঞ্ঞায (ক্রি-বি) উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া, অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়া, অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া, জানিয়া। = **পরিঞ্ঞায**। (সূত্রনিপাত) **অভিঞ্ঞায সব্বধম্মং অভিজানাতি; অভিঞ্ঞায জাতিক্খযং অভিজানাতি**। (বি-ভা) **সযং অভিঞ্ঞায**—নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানে, আত্ম অভিজ্ঞতায়। এই শব্দটি "**অভিজানাতি**" শব্দের সংক্ষিপ্ত শব্দ, যেমন, "**আদায**" শব্দের সংক্ষেপে "**আদা**" এবং "**উপাদায**" শব্দকে "**উপাদা**" রূপে ব্যবহার করা হয়। **সযং অভিঞ্ঞায সচ্ছিকত্বা**—আত্ম অভিজ্ঞতার দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া বা দেখিয়া। ⇒ **অভিজানাতি, অভিঞ্ঞা** (ক্রি-বি)।

অভিঞ্ঞাবোসিত (বিণ) অভিজ্ঞতা লাভে দক্ষ বা সুনিপুণ, যিনি বিশেষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা বা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, চরমজ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্ত (Mrs. Rh. Davids এর মতে—"পূর্ণজ্ঞানের কর্তা")। (সমার্থবাচক বিশেষ ভাষায়) **সব্বং অভিঞ্ঞাঞ পরিঞ্ঞেয্য**—অভিজ্ঞতা দ্বারা সর্ববিষয় জ্ঞাত পরিজ্ঞাত হইয়া। ⇒ **বোসিত, অভিজানাতি, অভিঞ্ঞা**।

অভিঞ্ঞিন্দ্রিয (বিণ) ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ, কুশল এবং অকুশল (পাপ ও পুণ্য) সম্বন্ধে অবহিত থাকিত বা জানিয়া যিনি ইন্দ্রিয়-স্বভাবে সংযত। ⇒ **অভিনিস্সয**।

অভিঞ্ঞেয্য (বিণ) অভিজ্ঞাত, যাহা উত্তমরূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছে। (সূত্রনিপাত) **অভিঞ্ঞেয্যং অভিঞ্ঞাতং**—যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছে। ⇒ **অভিজানাতি**।

অভিট্ঠান (ক্লী) [অভি+ঠান] গুরুতর পাপ, মারাত্মক অপরাধ, গুরুপাপ, মহাপাপ। এই গুরু পাপ ছয় প্রকার, যথা—১ মাতৃহত্যা, ২ পিতৃহত্যা, ৩ অর্হৎ হত্যা, ৪ সঙ্ঘবেদ, ৫ বুদ্ধের শরীর হইতে রক্তপাতকরণ, ৬ অন্যগুরুর মত গ্রহণকরণ অর্থাৎ ধর্মান্তর গ্রহণকরণ। (তুলনীয়) **অভিতিট্ঠতি** (২)। ⇒ **আনন্তরিক**।

অভিট্ঠায (ক্রি-বি) সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া। = **অভিভাবিত্বা**। ⇒ **অভিতিট্ঠতি, অভিভবতি**।

অভিণ্হ (বিণ) অভিন্ন, অপৃথক্‌কৃত, একত্রীভূত, অবিদারিত, অবিদলিত, অভগ্ন, দৃঢ়, একরূপ, অপরিবর্তিত, সংযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, রীতিসিদ্ধ, ব্যবহার সিদ্ধ, অভ্যাসগত, স্বভাবগত, স্বভাবসিদ্ধ।

অভিণ্হং (ক্রি-বিণ) প্রায়ই, বরাবর, অনবরত, অভিন্নভাবে, মিলিয়া মিশিয়া, একত্রে, একে অন্যের সহিত, পুনঃপুন। (মধ্যম নিকায়) **অভিণ্হং আপত্তিক**—অনবরত পাপাচারী, স্বভাবগত পাপাচারী, পুনঃপুন অনিষ্টকারক, প্রায়শ অপরাধী। (মধ্যম নিকায়) **অভিণ্হং কারণ**—অবিচ্ছেদ্য স্বভাবহেতু। (সূত্রনিপাত) **অভিণ্হং সংবাস**—ক্রমাগত একত্রে বাসকরণ। = **অভিক্খণ, অভিক্খণং**। (তুলনীয়) **অভিণ্হসো**।

অভিণ্হসো (ক্রি-বিণ) সর্বদা, অনবরত, পুনঃপুন, ক্রমাগত, অবিরত, বরাবর। ⇒ **অভিক্খণং**।

অভিতক্কেতি (ক্রি) [অভি+তক্কেতি] অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ বা পৃথক করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা।

অভিতত্ত (বিণ) অভিতপ্ত, দগ্ধ, দুঃখিত, শোকাদি দ্বারা পীড়িত, খুব উদ্বিগ্ন, অপদগ্ধ, ভর্জিত, ঝলসিত, অতি শুষ্ক, অতিশয় তপ্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, অতিশয় শ্রান্ত, নিঃশেষিত। (বি-ভা) **উণ্হ-অভিতত্ত** (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **ঘম্ম-অভিতত্ত**। ⇒ **অভিতপতি**।

অভিতপতি (ক্রি) [অভি+√তপ+অ] আলোক দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান হওয়া। (অতীত) **অভিতপি**। (অ-বিণ) **অভিতত্ত**।

অভিতপ্পতি (ক্রি) সন্তুষ্ট হওয়া, তুষ্ট হওয়া, প্রীত হওয়া। (করণে) **অভিতপ্পেতি**।

অভিতাপ (পুং) [অভি+তাপ] অত্যন্ত তাপ, (প্রজ্বলন জনিত) উত্তাপ, রক্তিমাভা, আবেগবশত, উত্তেজনা বা গণ্ডদেশের রক্তিমা। (বিণ) অত্যন্ত গরম। (বিনয়) **সীস-অভিতাপ**। (মধ্যম নিকায়) **মহাভিতাপ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মহাভিতাপতর**।

অভিতালিত (বিণ) হাতুড়ি পিটা করিয়া ভাঙ্গিয়াছে এমন, পেটা, আহত, মারিয়াছে বা পিটাইয়াছে এমন, প্রহৃত। (বিশুদ্ধমার্গ) **মুগ্গর-অভিতালিত**। ⇒ **অভিতালেতি**।

অভিতালেতি (ক্রি) [অভি+√তাড়+এ] মারা, পিটা, প্রহার করা, হাতুড়ি পিটা করা, আঘাত করা, ঢোল পিটা ইত্যাদি। (অতীত) **অভিতালেসি**।

অভিতিট্ঠতি (ক্রি) [অভি+তিট্ঠতি] ১ সর্বাগ্রে দাঁড়ানো, সর্বোপরি স্থান অধিকার করা, সর্বোচ্চস্থান লাভ করা, সকলকে অতিক্রম করা। ২ অতি গুরুতর পাপ করা, অমার্জনীয় অপরাধ করা। (অ-বিণ) অভিতাড়িত। (ক্রি-বি) **অধিট্ঠায; অভিভাবিত্বা** (⇒ **অভিভবতি**)।

অভিতুন্ন (বিণ) অভিভূত, আচ্ছন্ন, বলে বশীভূত, পরাভূত, বিজিত, পরাজিত। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **দুক্খ-অভিতুন্ন**। (জাতক) **সোক-অভিতুন্ন; = সোকাহিতুণ্ণ** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অভিতুদতি, আতুর**।

অভিতুদতি (ক্রি) [অভি+√তুদ+অ] অভিভূত করা, আচ্ছন্ন করা, বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, পরাজিত করা, বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, অল্প বিদ্ধ করা, খোঁচানি অনুভব করা, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা। (অতীত) **অভিতুদি**। (অ-বিণ) **অভিতুন্ন**।

অভিতুন্ন = অভিতুন্ন। ⇒ **অভিতুন্ন**।

অভিতো (ক্রি-বিণ) ১ চতুর্দিকে, উভয় পার্শ্বে। = **উভয পস্সেসু**। ২ নিকটে, সম্মুখে, সমীপে। = **সমীপে**।

অভিতোসেতি (ক্রি) [অভি+√তুস+এ] অতিশয় তুষ্ট করা, অতি তৃপ্ত করা, অত্যন্ত সন্তোষ সাধন করা, অতিশয় আহ্লাদিত করা, অত্যন্ত সন্তুষ্ট করা, সান্ত্বনা প্রদান করা, প্রশ্রয় দেওয়া। = **অতীব তোসেতি।**

অভিত্তরতি (ক্রি) [অভি+ তরতি] (Rh. Davids এর মতে "**অভিত্তরতি**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিত্থরতি**" শব্দ প্রত্যক্ষরূপে ভুল ব্যবহৃত হয়)। = **অভিত্থরতি।** ⇒ **অভিত্থরতি।**

অভিত্থনেতি (ক্রি) [অভি+থনেতি] গর্জন করা, বজ্রপাত হওয়া। ⇒ **অভিগজ্জতি।**

অভিত্থরতি (ক্রি) [অভি+√থর+অ] তাড়াতাড়ি করা, দ্রুত করা, শীঘ্র শীঘ্র করা। = **তুরিততুরিতং সীঘসীঘং কতোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **অভিত্থরি।**

অভিত্থবতি (ক্রি) [অভি+√থু+অ] স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, প্রশংসা করা। (তুলনীয়) **অভিত্থুনতি।** (অতীত) **অভিত্থবি।** (অ-বিণ) **অভিত্থবতি।**

অভিত্থবন (ক্লী) স্তব, স্তুতি, গুণগান, প্রশংসা।

অভিত্থুত (বিণ) স্তবকৃত, স্তুতীকৃত, গুণগীত, প্রশংসিত। ⇒ **অভিত্থবতি, অভিত্থুনতি।**

অভিত্থুনতি (ক্রি) = **অভিত্থুনাতি।** ⇒ **অভিত্থুনাতি।**

অভিত্থুনাতি (ক্রি) [অভি+√থু+না] স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, প্রশংসা করা। = **অভিত্থবতি।** (তুলনীয়) **থুনতি** (২)। (অতীত) **অভিত্থুনি;** (বহুবচনে) **অভিত্থুনিংসু।** (অ-বিণ) **অভিত্থুত।**

অভিদ (বিণ) ১ মধ্যম নিকায়ে ইহার অর্থ "চন্দ্র এবং সূর্যের গুণ অথবা আকর্ষণ শক্তিরূপে" গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু এই 'পাঠ ও অর্থ' সন্দেহজনক; আবার ইহাকে "**অভিদোস**" এবং "**অভিদেস**" শব্দরূপেও পাঠ দৃষ্ট হয় যাহার অনুবাদ Neumann গ্রহণ করিয়াছেন "Unbeschrankt" সূত্রানুসারে সম্ভবত ইহার অর্থ হইবে "পূর্ণ, পরিপূর্ণ, ক্ষমতাবান" অথবা অখণ্ড, অভগ্ন, অলঙ্ঘিত, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ ("**অভিজ্জ**"—অখণ্ড বা অভগ্ন, অথবা "**অভীত**"—ভয়হীন); অথবা "**অভিদ**" শব্দ কি বৈদিক শব্দের "**অভিদ্যু**" অর্থাৎ স্বর্গীয় এই অর্থে বুঝায়?—Rh. Davids. ২ দীর্ঘনিকায়, সংযুক্তনিকায় ইত্যাদির পুরনো দুর্বোধ্য গাথায় (শ্লোকে)ও এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "**ভিন্দতি**"—সে ভগ্ন করে—এই শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়া অতীতকাল তৃতীয় পুরুষ একবচনে "**অভিদ**" শব্দের অর্থ করা হয়—Rh. Davids.

অভিদস্‌সন (ক্লী) [অভি+দস্‌সন] দৃষ্টি, দর্শন, দর্শনশক্তি, দৃশ্য, দৃষ্টিসীমা, প্রদর্শন, আড়ম্বর, প্রদর্শনী, বাহ্য যৌক্তিকতা, সাদৃশ্য, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর।

অভিদূরে (উপসর্গ অব্যয়, ক্রি-বিণ) অভিদূরে, নিকটে।

অভিদেয্য—এই শব্দটি "**সব্ব**" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বর্মা পেতবত্থু অর্থকথায় **সব্বভিদেয্য** শব্দরূপে দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হইবে "**সব্বপাথেয্যং**"—Rh. Davids.

অভিদেস = **অভিদোস।** ⇒ **অভিদোস।**

অভিদোস (পুং) বিগত সন্ধ্যাকাল, পূর্ববর্তী সন্ধ্যা, গতরাত্রি। (মধ্যম নিকায়) **অভিদোস কালকত।** (জাতক) **অভিদোসগত**—গতরাত্রে গত হইয়াছে অথবা মৃত্যু হইয়াছে; = **হিয্যো পঠথ-যামে** (জাতক অর্থকথা)।

অভিদোসিক (বিণ) (যাগু সম্বন্ধে বিনয়ে) গতরাত্রি সংশ্লিষ্ট, গত সন্ধ্যাকালীন (খাদ্য) বিষয়ক, গতরাত্রির (খাদ্য) সম্বন্ধীয়। ⇒ **আভিদোসিক।**

অভিদ্দবতি (ক্রি) [অভি+√দ্রু; তুলনীয়—**দব**] বেগে ধাবিত হওয়া, বেগে অগ্রসর হওয়া, আক্রমণ করিয়া অধিকার করা, আক্রমণ করা।

অভিধমতি (ক্রি) [অভি+√ধম+অ; সংস্কৃত—অভিধমতি, অপিধমতি] ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সঙ্খং অভিধমতি**—ফুঁ দিয়া শঙ্খ বাজানো। (অতীত) **অভিধমি।**

অভিধম্ম (পুং) অভিধর্ম, নৈর্বাণিক রসবাহী গ্রন্থ, প্রজ্ঞা-সম্বন্ধীয় বিষয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন, চিত্ত-চিত্তবৃত্তি-রূপ-নির্বাণ-এই চতুর্বিধ বিষয় সম্বন্ধীয় গবেষণা, বৌদ্ধদর্শন, যে সাহিত্যে ধর্মের নরত্ব-আরোপ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ধর্মরূপে ভিত্তি করিয়া অনুশীলন করা হয়, ধ্যানবিষয় বা আধ্যাত্মিক গবেষণা, বুদ্ধের ধর্মানুশাসনে বিশ্লেষণ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব; অসামান্য তত্ত্ব অর্থাৎ (১) ধর্মের মতবাদ, ধর্মশাস্ত্রের সত্যবিশেষের শ্রেণীবিভাগ, ধর্মতত্ত্বের পবিত্রতা ও সরলতা (সাহিত্য বিষয়ক বা ব্যক্তিগত অথবা উপাখ্যান বিষয়ক অলঙ্কার মুক্ত অথবা নির্ঘণ্টহীন) বিনয় সংযুক্ত ধর্মমত; (২) (কেবল ঘটনাপঞ্জি ও ব্যাখ্যা শাস্ত্রমতে) তৃতীয় পিটকের নামবিশেষ, ধর্মসম্মত শাস্ত্রের তৃতীয় রাশি বা পুঞ্জ। (সম্ভবত যে সময় চারি মহানিকায়ের উৎপত্তি হয় সেই সময়ের শেষের দিকেই "**অভিধম্ম**" শব্দটি ব্যবহৃত হয়, ইহার পূর্বে এই শব্দটির একা ব্যবহার দৃষ্ট হয় না—কৃচিৎ ২/১ বার পরস্পর কথোপকথনে বা সংলাপে এই "**অভিধম্ম**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায় মাত্র—Rh. Davids.)। ⇒ **অভিধম্ম পিটক, ধম্ম** (৩)।

অভিধম্ম কথা—অভিধর্ম কথা, দার্শনিক অথবা মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিষয়ে কথোপকথন। ⇒ **ধম্মকথা।**

অভিধম্ম পিটক (ক্লী) [অভিধম্ম+পিটক] যে পিটকে বা গ্রন্থে অভিধর্ম-সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, শীলদর্শন, বৌদ্ধপ্রজ্ঞা বা যথাভূত দর্শনগ্রন্থ, বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থ, অভিধর্ম গ্রন্থ, ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ বা প্রজ্ঞাদর্শন গ্রন্থ। অর্থাৎ অভিধর্মের শিক্ষা যথাভূত দর্শন বা প্রজ্ঞা। সুতরাং "মানুষ

কি ?", "মানুষের লক্ষ্যই কি ?", "পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সম্বন্ধই কি ?" ইত্যাদি যথাভূত বিচার ও মীমাংসা করিতে যাইয়া অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় "চিত্ত, চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি, রূপ ও নির্বাণ"—এই চতুর্বিধ বিষয় হইয়াছে। ইহাতে সেই লক্ষ্যের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ও হেতুমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে অভিধর্মপিটক "শীল বা প্রজ্ঞা দর্শন"। ⇒ **অভিধম্ম, তিপিটক**।

অভিধম্মিক (বিণ) আভিধার্মিক, অভিধর্মশাস্ত্র (অর্থকথা টীকা টিপ্পনীসহ) যাহার কণ্ঠস্থ আছে, যিনি অভিধর্ম পিটকে সুপণ্ডিত, যিনি অভিধর্মপিটক পড়ানো বা শিক্ষা দেন। ⇒ **আভিধম্মিক**।

অভিধর (বিণ) [অভি+ধর] কঠিন, দৃঢ়, স্থির, কঠোর, স্থিরসঙ্কল্প, সাহসী, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ, স্পষ্ট, খাড়া।

অভিধরমান (বিণ) দৃঢ়মনা, স্থিরমনা, যে ব্যক্তি স্থির সঙ্কল্প করিয়া থাকে। ⇒ **অভিধর**।

অভিধা (স্ত্রী) ১ নাম, সংজ্ঞা, পদবি, খেতাব, উপাধি। ২ যে শক্তি দ্বারা শব্দের শেষ-ব্যাকরণাদিসহ প্রকৃত অর্থ বোধ হয় সেই শক্তি, শব্দের মুখ্যার্থের বোধক শক্তি (এই অভিধাশক্তি ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদ—সান্নিধ্য দ্বারা প্রকাশিত হয়)। ৩ কথন, ভাষণ।

অভিধাতি (ক্রি) অভিহিত করা, ভাষণ দেওয়া, বলা, নির্দিষ্ট করা, উল্লেখ করা। (অ-বিণ) **অভিহীত**।

অভিধান (ক্লী) ১ কথন, ভাষণ। ২ নাম, সংজ্ঞা, পদবি, উপাধি, খেতাব। ৩ অভিধান, শব্দকোষ বা শব্দার্থকোষ, শব্দার্থ গ্রন্থ। ⇒ **অভিধা**।

অভিধাযিন (বিণ) [অভি+ধাযিন] পরিধান করিয়া, মতলববাজ, ব্যবসায়ী, কুমন্ত্রণাকারী, পেশাদার।

অভিধারেতি (ক্রি) [অভি+ধারেতি] ঊর্ধ্বে ধারণ করা, উপর দিকে তুলিয়া ধরা, উচ্চে আবদ্ধ করা, লটকাইয়া রাখা।

অভিধাবতি (ক্রি) [অভি+√ধাব+অ] অভিধাবন করা, ধাবিত হওয়া, অনুধাবন করা, (কিছুর দিকে) দৌড়াইয়া যাওয়া, ধাবন করা, দ্রুত যাওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, (মৃগয়ার্থে) পশ্চাদ্ধাবন করা, অনুসরণ, সম্মুখে গমন করা। (অতীত) **অভিধাবি**।

অভিধাবিন (বিণ) বেগে ধাবমান, বেগবান, দ্রুত অগ্রগামী, দ্রুত অগ্রবর্তী, দ্রুত আক্রমণকারী, অব্যাহত, পর পর, (ক্ষত সম্বন্ধে) পূয নির্গমনশীল, বেগে ধাবিত হইয়া, দ্রুত অগ্রসর হইয়া, ধাবমান অবস্থায় চালিত, আক্রমণ করিয়া অধিকৃত, ঢালিয়া, নিক্ষেপ করিয়া, প্রবাহিত হইয়া।

অভিনত (বিণ) বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক, অধীর, নমিত, প্রণত, বিনীত, নুইয়া পড়িয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **অভিনত অপনত। আনন্দাভিনত**—আনন্দে অধীর। ⇒ **অপনত, অভিনমতি**।

অভিনদতি (ক্রি) [অভি+√নদ+অ] প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, প্রতিধ্বনি হওয়া, উচ্চধ্বনি হওয়া, উচ্চনিনাদে বা শব্দে পূর্ণ হওয়া। ⇒ **অভিগজ্জতি**। (অতীত) **অভিনদি**। (অ-বিণ) **অভিনদিত; (তুলনীয়) অভিনাদিত**। (ব-বিণ) **অভিনদন্তো**। (করণে) **অভিনাদেতি**।

অভিনদন্তো (বিণ) প্রতিধ্বনি করিয়া বা করিতে করিতে, যশ বিস্তার করিয়া, গুণ-কীর্তন করিতে করিতে। ⇒ **অভিনদতি**।

অভিনদিত (বিণ) প্রতিধ্বনিত, যশ বিস্তৃত, গুণকীর্তিত, উচ্চনিনাদে বা শব্দে পরিপূরিত। (তুলনীয়) **অভিনাদিত**। ⇒ **অভিনদতি**। (ক্লী) শব্দ, উচ্চনিনাদ, উচ্চধ্বনি, গোলমাল, শোরগোল।

অভিনন্দতি (ক্রি) [অভি+√নন্দ+অ] অভিনন্দন করা, সানন্দে গুণকীর্তন করা, অভ্যর্থনা করা, সেবা করা, অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, নিজে আনন্দিত হইয়া অন্যকে আনন্দিত করা, কোনো বিষয়ে হর্ষ প্রদর্শন করা, অন্যের মঙ্গল দর্শনে আহ্লাদিত হওয়া, স্তব করা, স্বীকার করা, আনন্দিত হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, আনন্দ অনুভব করা, আনন্দিত করা। (দীর্ঘনিকায়) **ভাসিতং অভিনন্দতি**—কথিত বা ভাষিত বিষয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করা বা অনুমোদন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অন্নং অভিনন্দতি; চক্‌খুং রূপে অভিনন্দতি, সোতং সদ্দে অভিনন্দতি** ইত্যাদি। (অতীত) **অভিনন্দি; (বিপ) পটিক্কোসি;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বচনং অভিনন্দি**। (অ-বিণ) **অভিনন্দিত**। এই শব্দটি প্রায় "**অভিবদতি**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়।

অভিনন্দন (ক্লী) অভিনন্দন, আনন্দ, আনন্দজনক বস্তু, সুখ, আনন্দোৎসব, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু।

অভিনন্দনা (স্ত্রী) = **অভিনন্দন**। ⇒ **অভিনন্দন**। = **নন্দিকা**। (তুলনীয়) **নন্দনা**।

অভিনন্দিত (বিণ) অভিনন্দিত, সন্তোষের সহিত প্রশংসিত, গুণকীর্তনাদি দ্বারা যাহাকে প্রীত করা হয়, সমর্থিত, অনুমোদিত, স্বীকৃত। ⇒ **অভিনন্দতি**। (ক্লী) আনন্দজনক বিষয়।

অভিনন্দিন (বিণ) আমোদজনক, উপভোগ্য, আনন্দবর্ধক, আনন্দপ্রবণ, আনন্দ প্রদানকারী, সন্তোষ বিধায়ক, অভিনন্দনকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পিয়রূপ'ভিনন্দিন**। (বি-ভা) **(তণ্‌হা) তত্রতত্রা ভিনন্দিনী**—(তৃষ্ণা) তত্র তত্র (অর্থাৎ যেই যেই বিষয়বস্তুতে চিত্ত রমিত হয় সেই সেই বিষয় বস্তুকে) অভিনন্দনকারিণী (বিনয়)। (তুলনীয়) **নন্দিন**। (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) তৃষ্ণা তত্রতত্রাভিনন্দিনী।

অভিনন্দী (বিণ) = **অভিনন্দিন**। ⇒ **অভিনন্দিন**।

অভিনমতি (ক্রি) [অভি+√নম+অ] নমিত হওয়া, নত হওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নুইয়া পড়া, নত করা, বিনীত হওয়া, বিনয় প্রদর্শন করা, নমস্কার করা। (অতীত) **অভিনমি**। (অ-বিণ) **অভিনত**।

অভিনয় [অভি+নয়] অভিনয়, নাটক-সম্বন্ধীয় বর্ণনা, নাটকীয় বিবরণ, নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের বেশ-ভাবভঙ্গি ও কথোপকথনাদি অনুকরণ, কৃত্রিম বেশ ও শরীর চেষ্টাদি দ্বারা অন্যের অবস্থা অনুকরণ, শরীরসজ্জা, সং সাজা, প্রসাধন, সামাজিকতা, দৃশ্যকাব্য, ভান। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সাখাভিনয়**।

অভিনব (বিণ) [অভি+নব] অভিনব, সুন্দর, নূতন, সম্পূর্ণরূপে নূতন, নব, তরুণ, টাটকা, সদ্য। (জাতক) **অভিনব দেবপুত্ত**। জাতকে **"পচ্চগ্ঘ"** এর বর্ণনায় **"অচ্ছুণ্হ"** শব্দের পরিবর্তেও এই পাঠ দৃষ্ট হয়; **অবভুণ্হ, অভিণ্হ** শব্দের পরিবর্তেও এই পাঠ দৃষ্ট হয়। (থেরগাথা অর্থকথা) **অভিনব যোব্বন = অভিযোব্বন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অভিনব সণ্ঠান = পচ্চগ্ঘ**।

অভিনাদিত (বিণ) প্রতিধ্বনিত, নিনাদিত, শোরগোলপূর্ণ, কলরবপূর্ণ, (পাখির কূজনে) কূজিত। = **অভিনদন্তো, অভিরুদ**। ⇒ **অভিনদিত, অভিনাদেতি**।

অভিনাদেতি (ক্রি) = **অভিনদতি**। ⇒ **অভিনদতি**। (অ-বিণ) **অভিনাদিত**।

অভিনিকুজ্জিত (বিণ) **অভিনিকূজিত**। ⇒ **অভিনিকূজিত**।

অভিনিকূজিত (বিণ) [অভি+নিকূজিত] প্রতিধ্বনিত, নিনাদিত, (পাখির কলরবে ও কোকিলের কূজনে) কূজিত, (কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে) পরিপূরিত। ইহা **"অভিনিকুজ্জিত"** শব্দরূপেও পাঠ হয়।

অভিনিক্খন্ত (বিণ) অভিনিষ্ক্রান্ত, বহির্গত, সবেগে নির্গত। ⇒ **অভিনিক্খমতি**।

অভিনিক্খমতি (ক্রি) [অভি+নি+√কম+অ] অভিনিষ্ক্রমণ করা, বহির্গমন করা, প্রস্থান করা, দ্রুত বেগে নির্গমন করা, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করা, সংসার ধর্ম বা গৃহিজীবন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা। = **গেহা অভিনিক্খমিত্বা কাসায-বত্থং হুত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অতীতে) **অভিনিক্খমি**। (অ-বিণ) **অভিনিক্খন্ত**। (ক্রি-বি) **অভিনিক্খমিত্বা, অভিনিক্খম্ম**।

অভিনিক্খমন (ক্লী) অভিনিষ্ক্রমণ, বহির্গমন, প্রস্থান, দ্রুত নির্গমন, আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারিক জীবন যাপন, গৃহিধর্ম ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ, অপসরণ, নির্জনতা, নির্জনস্থান, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, পরিহার, স্বত্বত্যাগ, গৃহত্যাগে সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ। (জাতক) **মহাভিনিক্খমন**।

অভিনিক্খম্ম (ক্রি-বি) অভিনিষ্ক্রমণ করিয়া, গৃহিধর্ম ত্যাগে সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা ব্রত অবলম্বন করিয়া, বহির্গমন করিয়া, দ্রুতবেগে নির্গমন করিয়া। ⇒ **অভিনিক্খমতি**।

অভিনিক্খিত্ত (বিণ) নির্দেশিত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, ন্যস্ত, নির্দিষ্ট, নিক্ষিপ্ত, যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে, যাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ⇒ **অভিনিক্খিপতি**।

অভিনিক্খিপতি (ক্রি) [অভি+নি+√খিপ+অ] নিক্ষেপ করা, ফেলিয়া রাখা, ছুড়িয়া ফেলা, পরিত্যাগ করা, নির্দেশ করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া রাখা, স্থাপন করা, ক্ষেপণ করা, ত্যাগ করা, রাখিয়া দেওয়া। (অতীত) **অভিনিক্খিপি**। (অ-বিণ) **অভিনিক্খিত্ত**।

অভিনিক্খিপন (ক্লী) নির্দেশকরণ, ত্যাগকরণ, নিক্ষেপণ, ক্ষেপণ, স্থাপন, গচ্ছিতকরণ, গচ্ছিত বস্তু, রাখিয়া দিয়াছে এরূপ অবস্থা।

অভিনিগ্গণ্হনা (স্ত্রী) ফিরিয়া ধারণকরণ, পুনর্গ্রহণ, পুনর্দখল, পুনর্বার ধারণকরণ। (বিনয়) **অভিনিগ্গণ্হনা অভিনিপ্পীড়না**।

অভিনিগ্গণ্হাতি (ক্রি) [অভি+নিগ্গণ্হাতি] পুনরায় গ্রহণ করা, পুনরায় দখল করা, ফিরিয়া ধারণ করা, পুনর্গ্রহণ করা, দমন করা, অধিকারে বা আধিপত্যে রাখা, অবিরত বা পুনঃপুন যত্নবান হইয়া কার্য করা, পুনরায় বিবেচনা করা, বাধা দেওয়া, নিবারণ করা, নিষেধ করা, সংযত করা।সর্বদা **"অভিনিপ্পীড়েতি"** শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**অভিনিগ্গণ্হাতি অভিনিপ্পীড়েতি**। (তুলনীয়) **অভিনিগ্গণ্হনা**।

অভিনিন্দ্রিয়—এত শব্দটি পাঠে **"অহীনিন্দ্রিয়"** শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সন্দেহজনক। বুদ্ধঘোষ কর্তৃক দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় **"পরিপুন্নিন্দ্রিয়"** এবং **"অবিকলিন্দ্রিয়"** শব্দরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই তিনি **"অহীনিন্দ্রিয়"** শব্দরূপে পাঠ করিয়াছেন। **"অভিনিন্দ্রিয়"** কেবল "শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়যুক্ত অর্থাৎ অধিকতর প্রকৃতিস্থ ভাবের অথবা প্রকৃষ্ট কৌশলের (পূর্ণতার) ইন্দ্রিয় বা সাধন-উপায়যুক্ত" অর্থে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এইরূপে ইহার অর্থ প্রায় **"অভিঞ্ঞিন্দ্রিয়"** শব্দের সমতুল্য অর্থ হইয়া থাকে। দীর্ঘনিকায়ের সর্বত্র **"অহীনিন্দ্রিয়"** থাকায় আমাদের উহাই পাঠ করা কর্তব্য। চুলনির্দেশে **"পুচ্ছা**(৬)**"** শব্দেও "অহীনিন্দ্রিয়" শব্দের উল্লেখ হয়।

অভিনিন্নামেতি (ক্রি) [অভি+নিন্নামেতি; বৌদ্ধ সংস্কৃত ললিতবিস্তারে—অভিনির্ণামযতি] (কিছুর দিকে) বাঁকানো বা ঝুঁকিয়া পড়া, পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নুইয়া পড়া, নত হওয়া বা করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, ফিরা, নিয়ন্ত্রিত করা, পথ দেখানো। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্তং ঞাণদস্সনায অভিনিন্নামেতি**।

অভিনিপজ্জতি (ক্রি) [অভি+নি+√পদ+অ] শয়ন করা, শুইয়া থাকা, শয়ান থাকা, থাকা, বাড়িতে বসিয়া থাকা। (বিনয়) **অভিনিপজ্জতি অভিনিসীদতি**। (অতীত)

অভিনিপজ্জি। (অ-বিণ) **অভিনিপন্ন**।

অভিনিপততি (ক্রি) [অভি+নি+√পত+অ] নীচে পড়িয়া যাওয়া, পতিত হওয়া, দ্রুত আক্রমণ করিয়া অধিকার করা, বেগে ধাবিত হওয়া, দ্রুত অগ্রসর হওয়া। (অতীত) **অভিনিপতি**।

অভিনিপন্ন (বিণ) শায়িত, স্থিত, অবস্থিত, বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে অথবা শয়ন করিয়া রহিয়াছে এমন। ⇒ **অভিপজ্জতি**।

অভিনিপাত (পুং) নষ্টকরণ, বিনাশকরণ, ধ্বংসকরণ, আঘাতকরণ। (বিভঙ্গ বর্ণনায়) **আপাথমত্ত**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—শস্ত্রাভিনিপাত—ছুরি দিয়া কাটন বা বিদীর্ণকরণ)। (ক্লী) আক্রমণকরণ, দ্রুত অগ্রসর হওন। ⇒ **অভিনিপাতন**।

অভিনিপাত মত্ত = অভিনিপাত। ⇒ **অভিনিপাত**।

অভিনিপাতন (ক্লী) আক্রমণকরণ, আক্রমণ করিয়া অধিকার করণ, দ্রুত অগ্রসর হওন। (চুলনির্দেশ) **দণ্ড-সখ অভিনিপাতন**—দণ্ডএবং শস্ত্র লইয়া আক্রমণ করণ।

অভিনিপাতিন (বিণ) = **অভিনিপাতী**। ⇒ **অভিনিপাতী**।

অভিনিপাতী (বিণ) পতিত হয় এমন, দ্রুত আক্রমণ করে এমন, দ্রুত আক্রমণকারী, আক্রমণ করিয়া অধিকার করে এমন, দ্রুত অগ্রসর হয় এমন।

অভিনিপাতেতি (ক্রি) [অভি+নি+পাতেতি] দ্রুত আক্রমণ করা, আক্রমণ করিয়া অধিকার করা, দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

অভিনিপুণ (বিণ) [অভি+নিপুণ] অতিশয় চতুর, অত্যন্ত চালাক, খুব দক্ষ, অতিশয় নিপুণ।

অভিনিপ্পজ্জতি (ক্রি) [অভি+নিপ্পজ্জতি] উৎপাদিত হওয়া, হাজির হওয়া, পাওয়া, লাভ করা, দেওয়া, বাড়ানো, ফলস্বরূপ বা স্বাভাবিক উৎপন্ন হওয়া, জমা হওয়া, আসা। (মধ্যম নিকায়) **ভোগা অভিনিপ্পজ্জন্তি = নাভিনিপ্পজ্জন্তি** (চুলনির্দেশ)। (তুলনীয়) **অভিনিফ্ফাদেতি**। (অ-বিণ) **অভিনিপ্পন্ন, অভিনিফ্ফন্ন**।

অভিনিপ্পজ্জিযা ⇒ **অভিনিব্বিজ্জতি**।

অভিনিপ্পত—ইহার পাঠ "**অভিনিপ্পন্ন**"। ⇒ **অভিনিপ্পন্ন**।

অভিনিপ্পত্ত—ইহার পাঠ "**অভিনিব্বত্ত**"। ⇒ **অভিনিব্বত্ত**।

অভিনিপ্পন্ন (বিণ) [অভি+নিপ্পন্ন] উৎপাদিত, উপনীত, উপস্থিত, হাজিরকৃত, লব্ধ, প্রাপ্ত, প্রদত্ত, দত্ত, বর্ধিত, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য। = **অভিনিফ্ফন্ন** (১)। (দীর্ঘনিকায়) **অভিনিপ্পন্ন সিলোক**। জাতকে "**অভিনিপ্পত**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিনিপ্পন্ন**" পাঠ হইয়াছে। মিলিন্দপ্রশ্নে পাঠ হইয়াছে "**অভিনিফ্ফন্ন**"।

অভিনিপ্পীড়না (স্ত্রী) নিংড়ানো, পেষণ, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, নিষ্পেষণ, নিষ্পীড়ন, ক্ষমতাধীনকরণ, ধৃতকরণ বা পাকড়ানো, উত্তেজনা। (বিনয়) **অভিনিপ্পীড়না অভিনিগ্গণ্হনা**।

অভিনিপ্পীলেতি (ক্রি) [অভি+নিপ্পীলেতি] নিষ্পেষণ করা, নিংড়ানো, টাকা ইত্যাদির জন্য কাহাকেও চাপ দেওয়া, চেপে ঠাসা, কষ্টে সৃষ্টে চালানো, ঠেলিয়া যাওয়া, পরাজিত করা, দমন করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, পেষণ করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয় প্রবেশ করা। (যৌগিকে **অভিনিগ্গণ্হাতি অভিনিপ্পীলেতি** (মধ্যম নিকায়)।

অভিনিফ্ফজ্জতি (ক্রি) [অভি+নি+√পদ+অ] হওয়া, ঘটা, পরিণত হওয়া, মানানো, মানানসই হওয়া, যোগ্য হওয়া, সম্পাদিত হওয়া, সমাপ্তিতে আসা, সম্পাদন করা, শেষ করা, সরল করা। (অতীত) **অভিনিফ্ফজ্জি**। (অ-বিণ) **অভিনিফ্ফন্ন**।

অভিনিফ্ফত্তি (স্ত্রী) [অভি+নিফ্ফত্তি] সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, উৎপন্ন দ্রব্য, উৎপাদন, ঘটানো, (কার্যে) পরিণতকরণ, প্রদর্শন, ফল, কর্ম, রচনা। ⇒ **অভিনিব্বত্তি**।

অভিনিফ্ফন্ন (বিণ) ১ = **অভিনিপ্পন্ন**। ⇒ **অভিনিপ্পন্ন**। ২ ঘটিত, (কার্যে) পরিণত, মানানসই, যোগ্য, সম্পাদিত, হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অভিনিফ্ফজ্জতি**।

অভিনিফ্ফাদিত (বিণ) উপনীত, হাজিরকৃত, উপস্থিত, উৎপাদিত, প্রদত্ত, সম্পাদিত, বর্ধিত। ⇒ **অভিনিপ্পন্ন, অভিনিফ্ফাদেতি**।

অভিনিফ্ফাদেতি (ক্রি) [অভি+নি+√পদ+এ] উৎপন্ন করা, অস্তিত্বে আনা, হাজির করা, উপস্থিত করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, সম্পাদন করা, সম্পন্ন করা, (কার্যে) পরিণত করা, পরিশ্রম করা, খাটা, সমাধা করা, (কার্য) শেষ করা, অভিনয় করা, যন্ত্রবাদন করা, কাজ করা। (দীর্ঘনিকায়) **ভাজন বিকতিং অভিনিফ্ফাদেতি**। (বিনয়) **ইদ্ধিং অভিনিফ্ফাদেতি**। (অতীত) **অভিনিফ্ফাদেসি**। (অ-বিণ) **অভিনিফ্ফাদিত**।

অভিনিব্বত্ত (বিণ) পুনরুৎপাদিত, পুনরায় প্রদর্শিত, অনুলিপিকৃত বা নকলকৃত, জন্ম দিয়াছে এমন, প্রসূত, পুনর্জন্মপ্রাপ্ত। (চুলনির্দেশ) **নিব্বত্ত অভিনিব্বত্ত পাতুভূত**। ধর্মসঙ্গণীতে "**অভিনিপ্পত্ত**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিনিব্বত্ত**" পাঠ হইয়াছে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞানুভাব অভিনিব্বত্ত**—পুণ্যবলে প্রসূত বা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত। ⇒ **অভিনিব্বত্ততি**।

অভিনিব্বত্তি (ক্রি) [অভি+নি+√বত+অ] হওয়া, ঘটা, (কার্যে) পরিণত হওয়া, মানানো, মানানসই হওয়া, যোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, জন্ম দেওয়া, প্রসব করা, নকল করা, অনুলিপি করা, পুনরুৎপাদন করা, পুনরায় প্রদর্শন করা, ফলদায়ক হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, সমাধা হওয়া, সমাপ্ত বা শেষ হওয়া। (অতীত) **অভিনিব্বত্তি**। (অ-বিণ) **অভিনিব্বত্ত**। (করণে) **অভিনিব্বত্তেতি**। এখানে বৌদ্ধসংস্কৃত—"**অভিনিবর্ততে**" এর সহিত ভুলবশত

তুলনা করা হয়।

অভিনিব্বত্তি ১ (স্ত্রী) হওয়া, ঘটনা, (কার্যে) পরিণত হওন, জন্ম, পুনরুৎপাদন, পুনর্জন্ম, প্রসব। দীর্ঘনিকায়ে "**অভিনিস্ফত্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিনিব্বত্তি**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **পুনব্ভব অভিনিব্বত্তি**। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অভিনিব্বত্তত**।

অভিনিব্বত্তেতি (ক্রি) [অভি+নি+√বত+এ] পুনরায় উৎপন্ন করা, অস্তিত্বে আনয়ন করা, উৎপাদন করা, কারণ হওয়া বা করা, ঘটিবার কারণ করা বা হওয়া। ⇒ **অভিনিপ্ফাদেতি, অভিনিব্বত্তি**। (অতীত) **অভিনিব্বত্তেসি**।

অভিনিব্বিজ্জতি (ক্রি) বিরক্ত হওয়া, দূরে সরিয়া থাকা, দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, রহিত করা, বর্জন করা, ত্যাগ করা, সরিয়া থাকা। ⇒ **নিব্বিন্দতি**। (সূত্রনিপাতে) **অভিনিব্বিজ্জযাথ**, (বর্মা সূত্রনিপাতে) **অভিনিব্বিজ্জিযাথ, অভিনিব্বজ্জিযাথ** শব্দ পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায়—"**বিবজ্জেয্যাথ মা ভজেয্যাথ;** (বর্মা অর্থকথায়) **অভিনিপ্পজ্জিযা** = (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিনিব্বজ্জযাথ, অভিনিব্বজ্জেয্যাথ, অভিনিব্বিজ্জযাথ**। (ক্রি-বি) **অভিনিব্বিজ্জ**।

অভিনিব্বিজ্ঝতি (ক্রি) [অভি+নিব্বিজ্ঝতি] একদিক হইতে অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গা (যেমন—কুক্কুটশাবক ডিম্ব খোসার মধ্য দিয়া আসে বা জন্মগ্রহণ করে)। সংযুক্তনিকায়ে পাঠ "**অভিনিব্বিজ্জেয্যুং**" এর পরিবর্তে "**অভিনিব্বিজ্ঝেয্যুং**" হইবে।

অভিনিব্বিদা (স্ত্রী) [অভি+নিব্বিদা] সাংসারিক বিষয়ে বিরাগ বা বিতৃষ্ণভাব, সংসার-সম্বন্ধে আসক্তিহীনতা, বৈরাগ ভাব, উদাসীনতা। এই "**অভিনিব্বিদা**" শব্দটি একটু গোলেমেলে। কারণ নেত্তিতে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে "**অভিনিব্ভিদা**" এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**পদালনা-পঞ্ঞত্তি অবিজ্জ'গু-কোসানং**"; নেত্তির সিংহলী অর্থকথায় "**অভিনিব্বিধা**"। ⇒ **অভিনিব্ভিদা**।

অভিনিব্বিধা = **অভিনিব্বিদা**। ⇒ **অভিনিব্বিদা**।

অভিনিব্বুত (বিণ) [অভি+নিব্বুত] সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত, সম্পূর্ণরূপে উপশমিত, সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা, শীতল, শান্ত, উপশান্ত, অনুত্তেজিত, নির্লজ্জ, উদাসীন, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, নিবৃত্তি প্রাপ্ত, প্রশান্ত, নির্মল, মেঘমুক্ত, নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। দুইটি বিশেষ ভাষায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যথা--(অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্ঠ ধম্মাভিনিব্বুত;** (সূত্রনিপাত) **অভিনিব্বুতত্ত**। ⇒ **অভিনিব্বুতত্ত**।

অভিনিব্বুতত্ত (বিণ) ঠাণ্ডা মেজাজের, শীতল মস্তিষ্কের। = **অপরিডয্হমান চিত্ত**। ⇒ **অভিনিব্বুত**।

অভিনিব্ভিদা (স্ত্রী) **অভিনিব্বিদা**। ⇒ **অভিনিব্বিদা**। (**অভিনিব্বিজ্ঝতি** শব্দের অর্থ অনুসারে ইহার অর্থ হয়-) একদিক হইতে অন্যদিকে কৃতকার্যতার সহিত ভঙ্গকরণ (কুক্কুটশাবক ডিম্বখোসার মাধ্যমে উৎপন্ন হওয়ার ন্যায়), স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে আসা অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবন লাভকরণ। **অভিনিব্বিদা, অভিনিব্বিধা, অভিনিব্ভিদা** একই শব্দ ও অর্থবাচক, কিন্তু বানান গোলেমেলে; বিনয়ে এবং নেত্তি অর্থকথায় "**অভিনিব্বিধা**"কেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

অভিনিমন্তনতা (স্ত্রী) কথন, ভাষণ, কথা বলা, উদ্দেশ্যে কথন, অভিভাষণ, বক্তৃতা, নিমন্ত্রণ, আহ্বান, মিনতি, অনুরোধ।

অভিনিমন্তেতি (ক্রি) [অভি+নিমন্তেতি] নিমন্ত্রণ করা, আহ্বান করা, (করণকারকে) প্রদান করা, দান করা। (দীর্ঘনিকায়) **আসনেন অভিনিমন্তেতি**—আসন দিয়া বসিতে নিমন্ত্রণ করা বা বসিতে বলা।

অভিনিম্মদন (ক্লী) [অভি+নিম্মদন] ভাঙ্গিয়া ফেলন, ভগ্নকরণ, নিংড়ানো, পেষণকরণ, দমন করণ, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশকরণ, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, পরাজয়করণ, বশীভূতকরণ, আর্দ্রকরণ, নরমকরণ, শান্তকরণ, সমতাসাধন, ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বা স্তরের সমতার তারতম্য নিরূপণ প্রণালী।

অভিনিম্মিণাতি (ক্রি) [অভি+নি+√মা+ণা] **অভিনিম্মিনাতি**। ⇒ **অভিনিম্মিনাতি**। (অ-বিণ) **অভিনিম্মিত**।

অভিনিম্মিত (বিণ) অভিনির্মিত, নির্মিত, প্রস্তুত, তৈরি, কৃত, সৃষ্ট বা সৃষ্টিকৃত। (বিমানবত্থু) **অভিনিম্মিত পঞ্চরথসতা**।

অভিনিম্মিনাতি (ক্রি) [অভি+নি+√মা+না (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকমালা)— অভিনির্মিতি, (দিব্যাবদান) অভিনির্মিনোতি, অভিনির্মিমীতে] নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা, জন্মানো, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, পদবিযুক্ত করা, হাজির করা, দেওয়া, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, গঠন করা, আকৃতিবিশিষ্ট করা, অবয়ব করা, গড়া, প্রস্তুত করা, তৈয়ার করা। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপং অভিনিম্মিনাতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওলারিকং অত্তভাবং অভিনিম্মিনাতি**। (চুলনির্দেশে "**পুচ্ছা**" ৬ এতে) **রূপং মনোময়ং অভিনিম্মিনাতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মহন্তং হত্থি-রাজ-বন্নং অভিনিম্মিনাতি**। (অতীতে) **অভিনিম্মিনি**। (অ-বিণ) **অভিনিম্মিত**।

অভিনিরোপন (ক্লী) মন নিবিষ্টকরণ, মনোযোগ, মনোসংযোগ, মনোনিবেশ। ⇒ **অভিরোপন**। **অভিনিরোপনা**।

অভিনিরোপনা (স্ত্রী) প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ। = **অভিনিরোপন**।

অভিনিরোপিত (বিণ) মন সন্নিবিষ্ট, রোপিত, প্রোথিত, মনসংযুক্ত, মননিবিষ্ট। ⇒ **অভিনিরোপেতি**।

অভিনিরোপেতি (ক্রি) [অভি+নি+√রুপ+এ] আরোপিত

করা, আরোপ করা, আরোপণ করা, রোপণ করা, প্রোথিত করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, খাটা, উপযুক্ত হওয়া। (বি-ভা) **ঞাণদস্সনায চিত্তং অভিনীহরতি অভিনিন্নামেতি** (দীর্ঘনিকায়); **তন্নিন্নং তপ্পোণং করোতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে) **অভিজ্ঞাভিনির্হার**। (অতীত) **অভিনীহরি**। (অ-বিণ) **অভিনীহট**।

অভিনীহার (পুং) [অভি+নীহার] বাহিরকরণ, উদ্ধারকরণ, তুলিয়া লওন, কার্যের কৌশল, (সঙ্গত) ব্যবহার বা আচরণ, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, শ্মশানে নীত অবস্থা, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সঙ্কল্প, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। (সংযুক্ত নিকায়) **অভিনীহার কুসল**—মঙ্গল চেষ্টা। (জাতক) **বুদ্ধভাবায অভিনীহার**—বুদ্ধ হইবার সিদ্ধান্ত বা দৃঢ় সঙ্কল্প; **বুদ্ধতায অভিনীহার**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কতভিনীহার**—উচ্চাকাঙ্ক্ষাকৃত।

অভিনেতি (ক্রি) ১ আনয়ন করা, আনা। ২ অভিনয় করা, সুসজ্জিত করা, ভূষিত করা, অনুকৃত করা, অনুকরণ করা। (অ-বিণ) **অভিনীত**।

অভিন্ন (বিণ) অভিন্ন, অপৃথক, একীভূত, অবিদারিত, অবিদলিত, অভগ্ন, দৃঢ়, একরূপ, অপরিবর্তিত, অখণ্ডিত। (জাতক) **অভিন্নপথ**—অপরিবর্তিত পথ; **অভিন্ন উদকুম্ভ**। ⇒ **অদিন্ন**।

অভিন্নকবাদ (পুং) অভিন্ন কথা, একমত বা একদৃষ্টি, একই মতে দৃঢ় বিশ্বাস, এক সম্প্রদায়, এক মতাবলম্বী সম্প্রদায়, সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বা দৃষ্টি। (বিপ) **ভিন্নবাদ**।

অভিপত্তিক (বিণ) যে ব্যক্তি লাভ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়াছে, লাভী, অধিকার প্রাপ্ত, লব্ধ, প্রাপ্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবকঞ্ঞা অভিপত্তিক**—যে ব্যক্তি দেবকন্যা লাভ করিয়াছে।

অভিপত্থন (ক্লী) আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা।

অভিপত্থযমান (বিণ) আশা করে বা করিতেছে এমন, আশান্বিত, ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী। ⇒ **অভিপত্থেতি**।

অভিপত্থিত (বিণ) আশান্বিত, ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, তৃষিত, অতি ইচ্ছিত, অনুরক্ত। ⇒ **অভিপত্থেতি**।

অভিপত্থেতি (ক্রি) [অভি+√পথ+এ] আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, বাসনা করা, ইচ্ছা করা, চাওয়া, অত্যন্ত ইচ্ছা করা, প্রার্থনা করা, যাচঞা করা। (অতীত) **অভিপত্থেসি**। (অ-বিণ) **অভিপত্থিত**। (ব-বিণ) **অভিপত্থযমান**।

অভিপবস্সতি (ক্রি) [অভি+পবস্সতি] খুব বর্ষণ করা, প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হওয়া, প্রবর্ষণ করা, বর্ষণ করা।

অভিপস্সতি (ক্রি) [অভি+পস্সতি] সম্মান প্রদর্শন করা, বিশ্বাস করা বা রাখা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, চেষ্টা করা, ধ্যান করা, সাধনা করা, মনস্থ করা, অনুধ্যান করা, অনুশীলন করা, আন্তরিকতার সহিত ভাবা বা চিন্তা করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বানং অভিপস্সতি**। (সূত্রনিপাত) **খেম-অভিপস্সতি; রত্তমহাভিপস্সতি**।

অভিপাতেতি (ক্রি) [অভি+পাতেতি] অতি পাতিত করা, পাতিত করা, ফেলাইয়া দেওয়া, ফেলাইয়া দিবার উপক্রম করা, নিক্ষেপ করা। (জাতক) **কণ্ডং অভিপাতেতি**।

অভিপাপাযং—পাপিষ্ঠ! (আক্রোশজনিত গালি-নিন্দাবিশেষ)। ⇒ **অভিলাপ**।

অভিপাযং—নারকী! (আক্রোশজনিত গালি-নিন্দাবিশেষ)। ⇒ **অভিলাপ**।

অভিপারুত (বিণ) সুন্দরাকারে বস্ত্র পরিহিত, পরিধানকৃত, বস্ত্রাচ্ছাদিত। ⇒ **অভিপারুপতি**।

অভিপারুপতি (ক্রি) [অভি+পারুপতি] (সাধারণত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কোথাও যাওয়ার সময় সুন্দররূপে গোলাকারে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করেন উহাকে "**পারুপণ**" বলা হয়, ঠিক সেরূপভাবে) সুন্দরাকারে বস্ত্র পরিধান করা, বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা, বস্ত্র পড়া, বস্ত্র পারুপণ করা। (অতীত) **অভিপারুপি**। (অ-বিণ) **অভিপারুত**।

অভিপালিত (বিণ) পালিত, রক্ষিত, সংরক্ষিত। ⇒ **অভিপালেতি**।

অভিপালেতি (ক্রি) [অভি+√পাল+এ] পালন করা, রক্ষা করা, বাঁচানো, সংরক্ষণ করা, আচার বা মোরব্বা করা। (অতীত) **অভিপালেসি**। (অ-বিণ) **অভিপালিত**।

অভিপীলিত (বিণ) অতি পীড়িত, ভগ্নকৃত, নিষ্পেষিত, দমিত, পেষিত, ভগ্ন, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, উপদ্রুত, নিষ্পীড়িত। (তুলনীয়) **অতিপীলিত**। ⇒ **অভিপীলেতি**।

অভিপীলেতি (ক্রি) [অভি+√পীড়+এ] অত্যন্ত পীড়ন করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিষ্পেষণ করা, দমন করা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, নিষ্পেষিত করা, নিংড়ানো, চেপে ঠাসা, ঠেলিয়া যাওয়া, কষ্টে সৃষ্টে চালানো, (টাকা ইত্যাদির জন্য কাহাকেও) চাপ দেওয়া। (অতীত) **অভিপীলেসি**। (অ-বিণ) **অভিপীলিত**।

অভিপুচ্ছতি (ক্রি) [অভি+পুচ্ছতি] জিজ্ঞাসা করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, দাম জিজ্ঞাসা করা। (অতীত) **অভিপুচ্ছি**। (অ-বিণ) **অভিপুচ্ছিত**।

অভিপূরেতি (ক্রি) [অভি+পূরেতি] পূর্ণ করা বা হওয়া, পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করা, শূন্যপদ পূর্ণ করা। (দাঠাবংস) **পংসুহি অভিপূরেতি**—ধূলি দ্বারা পূর্ণ করা। (অতীত) **অভিপূরেসি**। (অ-বিণ) **অভিপূরিত**।

অভিপ্পকিণ্ণ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে বিকীর্ণ করা হইয়াছে অথবা ছড়ানো হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অভিপ্পকিরতি**।

অভিপ্পকিরতি (ক্রি) [অভি+পকিরতি] বিকীর্ণ করা, ছড়ানো, (সম্পূর্ণরূপে) ঢাকিয়া রাখা, আবরিত করা, আচ্ছাদিত করা। (দীর্ঘনিকায়) **পুপ্ফানি তথাগতস্স**

সরীরং ওকিরন্তি অজ্ঝোকিরন্তি অভিপ্পকিরন্তি। বিমানবত্থুতে "**অব্ভোকিরতি**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিপ্পকিরতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অ-বিণ) **অভিপ্পকিণ্ণ**।

অভিপ্পমোদতি (ক্রি) [অভি+প+√মুদ+অ] আনন্দ করা, সন্তুষ্ট করা, আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, পরিতৃপ্ত করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো। (অতীত) **অভিপ্পমোদি**। (অ-বিণ) **অভিপ্পমোদিত**।

অভিপ্পমোদিত (বিণ) আনন্দিত, সন্তুষ্টকৃত, উৎফুল্ল, পরিতৃপ্ত, মনোনীত, নিঃসন্দেহকৃত। ⇒ **অভিপ্পমোদতি**।

অভিপ্পলম্বতি (ক্রি) [অভি+পলম্বতি] ঝুলাইয়া রাখা, লম্বিত করা, ফাঁসি দেওয়া, প্রলম্বিত করা, উঁচুতে লাগানো, আটকানো, ছবি ইত্যাদি দিয়া দেয়াল সজ্জিত করা, লম্বমান হওয়া, দোলিত হওয়া, মন্দগতি হওয়া। (মধ্যম নিকায়) **ওলম্বতি অজ্ঝোলম্বতি অভিপ্পলম্বতি**।

অভিপ্পবস্সতি (ক্রি) [অভি+পবস্সতি] প্রবর্ষণ করা, বর্ষণ করা, বৃষ্টির জল ঝসানো বা ঝরা, নীচের দিকে প্রবাহিত করা, নিক্ষেপ করা, বৃষ্টি পড়া, ঢালা, ঝরা, পড়া, নির্গত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া। (বি-ভা) **মহামেঘো অভিপ্পবস্সতি**—মহামেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে (মিলিন্দ প্রশ্ন)। = **অতিপ্পবস্সতি** (পেথবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুপ্ফানি অভিপ্পবস্সংসু** (করণ কারকে)— পুষ্পবৃষ্টি করা হইয়াছিল। (অ-বিণ) **অভিপ্পবুট্ঠ**।

অভিপ্পবুট্ঠ (বিণ) প্রবর্ষিত, বর্ষিত, নিক্ষিপ্ত, ঢালা হইয়াছে এরূপ, ঝড়া হইয়াছে এরূপ, পতিত। (সংযুক্ত নিকায়) **বদ্ধনানি মেঘেন অভিপ্পবুট্ঠানি**। (করণ কারকে) **মহামেঘো অভিপ্পবুট্ঠো**—মহামেঘ প্রবর্ষিত (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অভিপ্পবস্সতি**।

অভিপ্পসন্ন (বিণ) বিশ্বাস করিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া, উৎসর্গ করিয়া, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, (মনে) শান্তি লাভ করিয়া, নির্ভর করিয়া। (দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়) **ভগবতি অভিপ্পন্ন**—ভগবানকে শ্রদ্ধা করিয়া। (সূত্রনিপাত) **ব্রাহ্মণেসু অভিপ্পসন্ন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাসন্দ অভিপ্পসন্ন**। (একই অর্থে তুলনীয়) **বিপ্পসন্ন**। ⇒ **অভিপ্পসীদতি**।

অভিপ্পসাদ (পুং) [অভি+পসাদ; বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতকে—"**চিত্তস্যাভিপ্রসাদ**" এবং "**বিপ্রসাদ**") বিশ্বাস, প্রত্যয়, নির্ভর, ন্যস্তদ্রব্য, শ্রদ্ধা, ধর্মে বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, সত্যপ্রিয়তা, সত্যতা, অঙ্গীকার, সত্য বলিয়া প্রতীতি, বিশ্বাসের বিষয়, উৎসর্গ, ধর্মানুরাগ।

অভিপ্পসাদেতি (ক্রি) (বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে—অভিপ্রসাদয়তি; জাতকমালায় অতীত কৃদন্ত বিশেষণে—অভিপ্রসাদিত-মনাঃ) পুনর্মিলিত হওয়া, পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়া, ঐক্যবিশিষ্ট হওয়া, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, মনের মিলন হওয়া, মীমাংসা হওয়া, মীমাংসায় আসা, শান্ত করা বা হওয়া, প্রসন্ন করা, (কাহারও উপর) বিশ্বাস স্থাপন করা, শ্রদ্ধা রাখা। = **মনং অরহন্তম্হি** (বিমানবত্থু); **চিত্তং পসাদেতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **অভিপ্পসীদতি**।

অভিপ্পসারেতি (ক্রি) [অভি+প+√সর+এ; বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—অভিপ্রসারয়তি] প্রসারিত করা বা হওয়া, বিস্তৃত করা বা হওয়া, টানিয়া লম্বা করা, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, ভগ্ন না হইয়া প্রসারিত হওয়া। (বিনয়) **পাদে অভিপ্পসারেতি**—পাদদ্বয় টানিয়া লম্বা করা বা প্রসারিত করা। (অতীত) **অভিপ্পসারেসি**।

অভিপ্পসীদতি (ক্রি) [অভি+প+√সদ+অ] বিশ্বাস রাখা, উৎসর্গ করা, সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা, শ্রদ্ধা করা। (অতীত) **অভিপ্পসীদি**। (অ-বিণ) **অভিপ্পসন্ন**। (ভবিষ্যতে) **অভিপ্পসাদিস্সতি**। (করণে) **অভিপ্পসাদেতি**।

অভিপ্পহরণ (ক্লী) [অভি+পহরণ] আক্রমণ, বিরুদ্ধে সমালোচনা, যুদ্ধ, মারামারি, সমর, বিবাদ। (বিণ) যুদ্ধে নিরত, আক্রমণে রত।

অভিপ্পহরণী (স্ত্রী) = **অভিপ্পহরণ**। ⇒ **অভিপ্পহরণ**। **মারস্স সেনা অভিপ্পহরণী**—মার সেনাগণ যুদ্ধে নিরত (সূত্রনিপাত)। (সূত্রনিপাত) **কণ্হস্স সেনা অভিপ্পহরণী**— কৃষ্ণের যোদ্ধা সৈন্যগণ অথবা আক্রমণে নিরত সৈন্যগণ; = **সমণ-ব্রাহ্মণানং নিপ্পোথনী অন্তরায়কারী** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অভিপ্পায (পুং) অভিপ্রায়, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি, মনোভাব, প্রতিপাদ্য বিষয়।

অভিপ্পেত (বিণ) অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, যে বিষয়ে অভিপ্রায় করা হইয়াছে। (ক্লী) অভিপ্রায়ের বিষয়বস্তু।

অভিবাধেতি (ক্রি) দমন করা, পীড়ন করা, বাধা দেওয়া, উৎপীড়ন করা।

অভিব্যাপেতি (ক্রি) [অভি+ব্যাপেতি; তুলনীয় সংস্কৃত—ব্যাপ্নোতি] ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা।

অভিব্রূহেতি (ক্রি) অতি বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, প্রকাশ করা, বিকাশ করা, উন্নতি করা। (তুলনীয়) **অতিব্রূহেতি**।

অভিভক্খযতি (ক্রি) [অভি+ভক্খযতি] (পশুর মাংস) খাওয়া ভক্ষণ করা। (বিনয়) **ভিক্খো পঙ্কং অভিভক্খযতি**।

অভিভব—মতলব ফাঁস, পরাজয়, অবমাননা, দর্পচূর্ণ।

অভিভবতি (ক্রি) [অভি+√ভূ+অ] জয় করা, পরাজয় করা, আয়ত্ত করা, পরাজিত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, প্রভুত্ব করা, প্রভু হওয়া, ক্ষমতা অধিকার করা, পরাস্ত করা, তর্কে পরাস্ত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায়

দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **মরণং অভিভবতি; রাগদোসে অভিভবতি; কোধং অভিভবতি; সামিকং অভিভবতি।** = **বলীয়তি, বড়্ঢতি** (পেতবত্থু অর্থকথা), **অতিভোতি।** (অতীত) **অভিভবি।** (অ-বিণ) **অভিভূত।** (ব-বিণ) **অভিভবনীয়;** (কর্মবাচ্যে) **অভিভূয়মান।** ⇒ (ভবিষ্যত) **অভিহেস্সতি; অভিহারেতি** (৪)। (ক্রি-বি) **অভিভূয্য, অভিভবিত্বা (=পসয্হ);** (ধর্মপদ) **মারং সসেনং অভিভুয্য;** (সূত্রনিপাত) **অভিভুয্য চারিন;** (চুলনির্দেশ) **অভিভবিত্বা অজ্ঝোত্থরিত্বা পরিযাদিযিত্বা।**

অভিভবন (ক্লী) জয়করণ, পরাজিত করণ, পরাস্তকরণ, প্রভুত্বকরণ।

অভিভবনীয (বিণ) জয়যোগ্য, যাহা জয় করা যায়, জয়ী হয় এমন। ⇒ **অভিভবতি।**

অভিভবনীযতা (স্ত্রী) অতিক্রম্যতা, লঙ্ঘনীয়তা, জয়, জয়ী হয় এরূপ অবস্থা, জয় করা যায় এরূপ অবস্থা, পরাস্ত করা যায় এরূপ অবস্থা।

অভিভারযিন = **অভিহারযং।** ⇒ **অভিহাযং।**

অভিভাযতন (ক্লী) [অভিভূ+আযতন] স্বামিত্বের বা কর্তৃত্বের মনোভাব বা ভঙ্গি, প্রভুত্বের স্থান, অধিপতির স্তর বা স্থান অথবা অবস্থা। বার প্রকার ও ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় অধিপতিস্থান; বার প্রকার, যথা—চক্ষু, সোত (শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ), ঘাণ (নাসিকা), জিহ্বা, কায় (শরীর), মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম; ছয় প্রকার, যথা—চক্ষু, সোত, ঘাণ, জিহ্বা, কায় ও মন (ইহারা যথাক্রমে দ্বাদশ আয়তন এবং ষড়ায়তন)।

অভিভাসন (ক্লী) [অভি+ভাসন] অভিভাষণ, বহু লোকের সম্মুখে কথন, বক্তৃতা, আনুকূল্যে কথন, সম্বোধন, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থা, আনন্দ বা আনন্দজনক বস্তু। = **তোসন।**

অভিভূ (পুং) প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, বিজয়, প্রভু, যাহার অসীম ক্ষমতার অধিকার আছে, অভিভূ। (বৈদিক) অভিভূ। (তুলনীয়) **অভিভবতি।** (সূত্রনিপাত) **সব্ব-অভিভূ; মার-অভিভূ;** (তুলনীয়) **মারসেন-পমদ্দন** (সূত্রনিপাত)। (বি-ভা) **অভিভূ অবভিভূত অঞ্ঞদত্থুদস বসবত্তিন** অর্থাৎ সর্ববিজয়ী প্রভু (দীর্ঘনিকায়); **অভিভবিত্বা ঠিতো জেট্ঠকো'হমস্মী'তি।** (বিণ) বিজয়ী, সর্বাধিকারী, সর্ববিজয়ী। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচন) **অভিভূ;** (বহুবচন) **অভিভূ, অভিভুবো।** কর্মকারক (একবচনে) **অভিভুং;** (বহুবচনে) **অভিভূ, অভিভুবো।** করণকারক (একবচনে) **অভিভুনা;** (বহুবচনে) **অভিভূহি, অভিভূতি।** সম্প্রদানকারক (একবচনে) **অভিভুনো, অভিভুস্স;** (বহুবচনে) **অভিভূনং।** অপাদানকারক (একবচনে) **অভিভুনা, অভিভুমহা, অভিভুস্মা;** (বহুবচনে) **অভিভুহি, অভিভূভি।** সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **অভিভুনো, অভিভস্স;** (বহুবচনে) **অভিভুনং।** ওকাস বা অধিকরণ কারক (একবচনে) **অভিভুম্হি, অভিভুস্মিং;** (বহুবচনে) **অভিভূসু।** আলপন বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **অভিভূ;** (বহুবচনে) **অভিভূ, অভিভুবো।**

অভিভূযমান (বিণ) জয়ী হয় বা হইতেছে এমন, পরাস্ত করিতে করিতে, পরাভূত করে এরূপ। ⇒ **অভিভূত, অভিভবতি।**

অভিভূয্য (বিণ) অভিভূত, আয়ত্ত, আক্রান্ত, আবৃত, বিহ্বল, আকুল, তিরস্কৃত, অবশ, অজ্ঞান, হতজ্ঞান।

অভিমঙ্গল (বিণ) [অভি+মঙ্গল] (অতি) সৌভাগ্যবান, শুভ, ভাগ্যবান, মঙ্গলজনক, শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, সুখী, পবিত্র, মার্গফল প্রাপ্ত, মার্গফল অবস্থায় উন্নীত; (বিশাখা-সম্বন্ধে **"অভিমঙ্গল সম্মতা তে"**—তোমার মঙ্গল হউক—এইরূপে) আশীর্বাদ প্রাপ্ত। (বিপ) **অবমঙ্গল।**

অভিমঙ্গল্য (বিণ) অতি ভাগ্যবান, অতি সৌভাগ্যশালী, অতি মঙ্গলজনক, অত্যন্ত শুভজনক।

অভিমঞ্ঞতি (ক্রি) [অভি+মঞ্ঞতি] ইচ্ছা করা, অভিমত করা, সম্মত হওয়া, উপযোগী হওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, স্বীকার করা, রাজি হওয়া। (অ-বিণ) **অভিমত।**

অভিমণ্ডিত (বিণ) মণ্ডিত, সুন্দরকৃত, সজ্জিত, অলঙ্কৃত, সুশোভিত, ভূষিত।

অভিমত (বিণ) সম্মত, অনুমোদিত, মনোনীত, অভিলাষিত, অভিপ্রেত, হৃদয়ঙ্গমকৃত, স্বীকার্য, সুখকর, মনোহর, আনন্দদায়ক, প্রফুল্ল, আমোদপ্রিয়, মনোজ্ঞ, রাজি, উপযোগী, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত, ইচ্ছাকৃত। (ক্লী) অভিমত, বাসনা, অভিপ্রায়। ⇒ **অভিমঞ্ঞতি।**

অভিমত্থতি (ক্রি) [অভি+√মথ্+অ] **১** বিদীর্ণ করা, বিভক্ত করা বা হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, ভগ্ন করা বা হওয়া, ফাটিয়া যাওয়া, কাটা, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পর বিভক্ত হওয়া, বিভাগ করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, বধ করা। (মধ্যম নিকায়) **সিখরেন মুদ্ধানং অভিমন্থেতি।** (জাতক) **মত্থকো সিখরেন অভিমত্থিযমানো।** = **কন্ততি বিদ্ধংসেতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **২** ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিস করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ঘর্ষণে উৎপাদন করা বা বাড়ানো। = **অভিমন্থতি।** (তুলনীয়) **নিম্মত্থেতি।** (অ-বিণ) **অভিমত্থিত।** (করণে) **অভিমত্থেতি** = **অভিমন্থেতি।**

অভিমথিত (বিণ) মথিত, মর্দিত, নিষ্পেষিত, দমিত, পীড়িত, উৎপীড়িত। = **অভিমন্থেতি**। ⇒ **অভিমথতি**।

অভিমথেতি (ক্রি) = **অভিমথতি, অভিমন্থেতি**। ⇒ **অভিমথতি, অভিমন্থেতি**।

অভিমদ্দতি (ক্রি) [অভি+√মদ্দ+অ; সংস্কৃত-- অভিমর্দতি, অভিমৃদ্নাতি] ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, পরাজয় করা, পরাস্ত করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (অতীত) **অভিমদ্দি**। (অ-বিণ) **অভিমদ্দিত**।

অভিমদ্দন (ক্লী) প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, বশীভূত করার কার্য, পরাভব, বশবর্তিতা।

অভিমদ্দিত (বিণ) নিষ্পেষিত, মর্দিত, দমিত, পরাজিত, বশীভূত, ভঙ্গকৃত। ⇒ **অভিমদ্দতি**।

অভিমন (বিণ) [অভি+মনো; বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু— অভিমন অর্থাৎ মনবস্তু) কাহারও মন পরিবর্তিত হইয়াছে অথবা ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ, (কোনো বিষয় সম্বন্ধে) চিন্তিত।

অভিমনাপ (বিণ) [অভি+মনাপ] অতিশয় মনোজ্ঞ, খুব সন্তোষজনক, অতি তুষ্টকর। = **অতিমনাপ**।

অভিমন্থতি (ক্রি) [অভি+√মন্থ+অ] মন্থন করা, মন্থন পাত্রে মাখন তুলিবার জন্য নাড়া, আলোড়ন করা, নাড়া বা নড়ানো, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, পেষণ করা, দমন করা, নিংড়ানো, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। = **অভিমথতি**। (মধ্যম নিকায়ে অগ্নি-সম্বন্ধে) **অগ্গিং অভিমন্থতি**; (তুলনীয় বৈদিক) **অগ্নিং নির্মন্থতি**। (অতীত) **অভিমন্থি**। (অ-বিণ) **অভিমন্থিত**। (করণে) **অভিমন্থেতি**।

অভিমন্থিত (বিণ) আলোড়িত, মথিত, মর্দিত, আকুলিত, পেষিত, উৎপীড়িত, দমিত। = **অভিমথিত**। ⇒ **অভিমন্থতি**।

অভিমন্থেতি (ক্রি) [অভি+√মন্থ+এ] = **অভিমথেতি, অভিমন্থতি**। ⇒ **অভিমথেতি, অভিমন্থতি**। (মধ্যম নিকায়) **সিখরেন মুদ্ধানং অভিমন্থেতি**। (অতীত) **অভিমন্থেসি**।

অভিমান (পুং) অভিমান, মান, অহঙ্কার, কোনো রূপ ভুলত্রুটিতে অল্প কারণে দুঃখ-ক্ষোভ-অনাদর অথবা অপমান বোধ, প্রতীতি, প্রেম প্রার্থনা, প্রণয়, হিংসা, জ্ঞান, মানবিষয়ক চিন্তা, আত্মমর্যাদা।

অভিমার (তুলনীয় সংস্কৃত—অভিমার অর্থাৎ ঘাতক) দস্যু, সাহসী, দুবৃত্ত, ভাড়াটিয়া ঘাতক, ডাকাত।

অভিমুখ (বিণ) [অভি+মুখ] অভিমুখ, উদ্যত, সম্মুখবর্তী, উদ্দেশ্যে ধাবমান, অনুকূল, সদয়, **ঊর্ধ্বমুখ**, দৃঢ়রূপে বাধা দিয়াছে এরূপ, মুখ ফিরাইয়াছে এমন, কপটতা বা ভান করিয়াছে এমন, সামনা সামনি বা মুখোমুখি হইয়াছে এমন, উপস্থিত, উপনীত, আলোচ্যমান, সর্বদাপ্রস্তুত, অব্যবহিত, ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন, সমীপবর্তী হইয়াছে এমন, নিকটে আসিয়াছে এমন। (জাতক) **অভিমুখো অহেসুং**—পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। "**অভিমুখ**" শব্দের প্রচলিত অর্থ:—ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, পাক দিয়া, উল্টাইয়া দিয়া, পরিবর্তিত হইয়া, অগ্রসর হইয়া, যাইয়া, (কিছুর দিকে) নত হইয়া, প্রবর্তিত হইয়া, রত হইয়া। (দীর্ঘনিকায়) **পুরত্থিভিমুখ**। (জাতক) **দেবলোকভিমুখ; বরণ-রুক্খভিমুখ; নগরভিমুখ; জেতবনভিমুখ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তদভিমুখ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কামভিমুখ**; (বিপ) **বিমুখ**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **উয্যানভিমুখ; আঘাতনভিমুখং**। (পুং) সম্মুখ, সমীপ, উদ্দেশ্য, দিক। (ক্লী) মুখের সমীপ।

অভিমুখং (ক্লী, ক্রি-বিণ) দিকে, প্রতি। (জাতক) **মত্ত-বারণে অভিমুখং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উত্তরভিমুখং**।

অভিমুখা (স্ত্রী) = **অভিমুখ**। ⇒ **অভিমুখ** (পুং, ক্লী)।

অভিযাচতি (ক্রি) [অভি+√যাচ+অ] যাচ্ঞা করা, অনুসন্ধান করা, জিজ্ঞাসা করা, প্রার্থনা করা, দাম বা মূল্য চাওয়া, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, অনুমতি চাওয়া, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া ধারণ করা। (অতীত) **অভিযাচি**। (অ-বিণ) **অভিযাচিত**।

অভিযাচন (ক্লী) প্রার্থনা, নিবেদন, অনুরোধ, অভাব, প্রয়োজন, অনুনয়, সানুনয়।

অভিযাচনা (স্ত্রী) = **অভিযাচন**। ⇒ **অভিযাচন**।

অভিযাচিত (বিণ) অভিযাচিত, অতি যাচিত, প্রার্থিত, নিবেদিত, অনুরুদ্ধ। ⇒ **অভিযাচতি**।

অভিযাত (বিণ) অভিযাত, অতিযাত, আক্রান্ত, শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ, অভিযুক্ত, ভর্ৎসিত, কথিত, গত, আবিষ্ট। ⇒ **অভিযাতি**।

অভিযাতি (ক্রি) [অভি+√যা+অ] বিরুদ্ধে যাওয়া, আক্রমণ করা। (অতীত) **অভিযাযি, অভিযাসি**; (বহুবচনে) **অভিযংসু, অভিজিযিংসু**; সাহিত্যে "**অভিযাসি**" শব্দের স্থলে "**পাযাসি, উপাযাসি**" পাঠ হইয়াছে। (অ-বিণ) **অভিযাত**।

অভিযুজ্ঝতি (ক্রি) [অভি+যুজ্ঝতি] বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, তর্কবিতর্ক করা, চেষ্টা করা, বিবাদ করা, ঝগড়া করা, কলহ করা। (অতীত) **অভিযুজ্ঝি**।

অভিযুঞ্জতি (ক্রি) [অভি+√যুজ+ং+অ] অভিযুক্ত করা, অপরাধী করা, অপবাদ দেওয়া, নিন্দা করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোনো পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, (মোকর্দমায়) অভিযোগ করা, প্রশ্ন করা, সন্দেহ করা, প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা,

অবিশ্বাস করা, (বিনয় পিটকে অকর্মক ক্রিয়ায়) কাহারও ভাগে পড়া। (অতীত) **অভিযুঞ্জি**। (অ-বিণ) **অভিযুত্ত**।

অভিযুঞ্জন (ক্লী) পরীক্ষা, পরখকরণ, আদালত প্রভৃতির বিচার, কষ্ট, ক্লেশ, দুঃখ, প্রলোভন, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, ডাক্তার-কবিরাজ-উকিল প্রভৃতির পেশা, ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম।

অভিযুত্ত (বিণ) অভিযুক্ত, শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ, আক্রান্ত, আসক্ত, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা নালিশ করা হইয়াছে, আসামি, ভর্ৎসিত, কথিত, আবিষ্ট, ধ্যানাসক্ত, পরাক্রান্ত। ⇒ **অভিযুঞ্জতি**।

অভিযোগ (পুং) অভিযোগ, নালিশ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, ডাক্তার-উকিল প্রভৃতির পেশা, ধর্মকর্ম প্রতিপালন, ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, অপকারের ইচ্ছায় আক্রমণ, বধ, যুদ্ধার্থ আহ্বান, অভিনিবেশ, শপথ, ভর্ৎসনা, দোষারোপকরণ, উদ্যোগ, নিবারণ, সম্বন্ধ, নায়িকার বশীকরণার্থ ইঙ্গিতাদি। (তুলনীয়) **অভিযুঞ্জতি, অভিযুঞ্জন**।

অভিযোগিন (বিণ) অভিযোগী, যিনি অভিযোগ করিয়াছেন তিনি, প্রণালীবদ্ধ, রীতিসিদ্ধ, অভ্যস্থ, নিপুণ (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা, প্রকৃতবাদী)।

অভিযোব্বন (ক্লী) [অভি+যোব্বন] অতি যৌবনকাল, তরুণ অবস্থা, যৌবন অবস্থা। = **অভিনব যোব্বনকাল**।

অভিযোব্বনম্পতি [অভিযোব্বনং+পতি] যৌবনত্ব প্রাপ্তির কাছকাছি, যৌবনত্ব প্রাপ্তির অভিমুখে বা সমীপবর্তী।

অভিরক্‌খতি (ক্রি) [অভি+√রক্‌খ+অ] যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি বা পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, রক্ষা করা, পালন করা। = **পালেতি**। (তুলনীয়) **পরিরক্‌খতি**। (অতীত) **অভিরক্‌খি**।

অভিরক্‌খন (ক্লী) পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদির রক্ষা ব্যবস্থা, সতর্কতা, প্রহরী, রেলগাড়ির গার্ড, আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা ব্যবস্থা, বিপদাদি হইতে রক্ষণ, সর্বতোভাবে রক্ষণ। = **আরক্‌খা**।

অভিরক্‌খা (স্ত্রী) = **অভিরক্‌খন**। ⇒ **অভিরক্‌খন**।

অভিরত (বিণ) অভিরত, অনুরক্ত, তুষ্ট, নিযুক্ত, অভিরমিত, রমিত, মনোযোগী, অনুরাগী, সংযত, আনন্দদায়ক, প্রীতি বা সুখ অনুভূত, আনন্দ অনুভূত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নেক্‌খম্মভিরত**। (সূত্রনিপাত) **নিব্বানভিরত; বিহেসভিরত; কলহভিরত**। (জাতক) **দানভিরত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞকম্মভিরত; সতি ভাবনাভিরত; দানাদি পুঞ্ঞভিরত**। ⇒ **অভিরমতি**।

অভিরতত্ত (ক্লী) সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়, সুখের বিষয়, আনন্দ, সুখ। (জাতক) **কামভিরতত্ত**।

অভিরতি (স্ত্রী) অভিরতি, অতিশয় পছন্দ, অত্যন্ত অভিরুচি, আসক্তি, সুখ, আনন্দ, উদ্যোগ, আনন্দজনক বস্তু, তৃপ্তি, সন্তোষ।

অভিরত্ত (বিণ) [অভি+রত্ত] গাঢ় লালবর্ণ, অতি লাল রং, রক্তবর্ণ, (চরিত্রে) অত্যন্ত উত্তেজিত বা আক্রান্ত, অতি সংঘটিত, (সুত্তনিপাত) **সন্দিট্‌ঠিরাগেন অভিরত্ত**।

অভিরদ্ধ (বিণ) সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, তৃপ্ত, বিশ্বস্ত, প্রসন্ন, শান্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিরদ্ধ অত্তমন**। ⇒ **অভিরাধতি**।

অভিরদ্ধি (স্ত্রী) পরিতোষ, তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি, সন্তোষজনক বস্তু বা বিষয়, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ।

অভিরমতি (ক্রি) [অভি+√রম+অ] অভিরমিত হওয়া, রমিত হওয়া, খেলা করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুষ্ট করা, অনুমতি দেওয়া, আসক্ত হওয়া, সংযত না হওয়া বা না করা, তামাশা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, সুখ ভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, সন্তুষ্ট হওয়া, স্নেহে তুষ্ট করা, আদরে প্রশ্রয় দেওয়া। (অতীত) **অভিরমি**। (অ-বিণ) **অভিরত**। (ব-বিণ) **অভিরন্তো, অভিরমমান**। (করণে) **অভিরমাপেতি**।

অভিরমং (ক্লী) ক্রীড়া কৌতুক, আসক্তি, উপভোগ, সন্তুষ্টি। = **অভিরমন**। (বি-ভা) **যথাভিরন্তং অভিরমং** (বিনয়)।

অভিরমন (ক্লী) আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, ক্রীড়া, আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাসা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়া সামগ্রী, তুচ্ছ বিষয় অথবা আলস্য করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করণ, আদর বা সোহাগ করণ, বিহারকরণ, খেলাকরণ, অভিরমিত হওন, রমিত হওন।

অভিরমাপন (ক্লী) আমোদের কারণ করিয়া, আনন্দের কারণ হইয়া, সুখী করিয়া, সুখ দিয়া। (মধ্যম নিকায়) **গামন্তে অভিরমাপন**।

অভিরমাপেতি (ক্রি) [অভি+√রম+আপে] ১ কাহাকেও তামাসা বা কৌতুকের কারণ করা, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করা, আমোদে প্রবর্তিত করা। ২ সন্তুষ্ট করা, আনন্দিত করা, তৃপ্ত করা, অভিমুখে ফিরানো, আমোদিত করা, বিষয় কর্ম বা পড়াশুনা হইতে অন্যমনস্ক করা, আনন্দ বা আমোদ দেওয়া, প্রফুল্ল করা, হাসানো, চিত্ত বিনোদন করা। (তুলনীয়) **অভিরমাপন**। ⇒ **অভিরমতি**। (অতীত) **অভিরমাপেসি**।

অভিরবতি (ক্রি) [অভি+রবতি] উচ্চধ্বনি করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা।

অভিরাধতি (ক্রি) [অভি+রাধতি] প্রসন্ন করা, শান্ত করা, পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো। (অ-বিণ) **অভিরদ্ধ**। (করণে) **অভিরাধেতি**।

অভিরাধিত (বিণ) অনুগামী হইয়াছে এমন, অনুগমন করিয়াছে এমন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, অনুগত, পশ্চাদ্‌গত, কৃতকৃত্য, কৃতকার্য হইয়াছে এমন, লব্ধ, প্রাপ্ত, কাহারও ভাগে পতিত। ⇒ **অভিরোধেতি**।

অভিরাধিন (বিণ) সন্তুষ্ট করিয়া, আনন্দ প্রদান করিয়া, তৃপ্ত করিয়া, বিশ্বাস জন্মাইয়া। (জাতক) **মিত্তভিরাধিন = আরাধেন্তো তোসেন্তো** (জাতক অর্থকথা)।

অভিরাধেতি (ক্রি) [অভি+রাধেতি] সন্তুষ্ট করা, সুখী করা, আনন্দ দেওয়া, তৃপ্ত করা, প্রত্যয় জন্মানো। (অতীত) **অভিরাধেসি, অভিরাধিযি,** (বিমানবত্থু অর্থকথা টীকায়) **অভিরোচযি = পরিতোসেসি** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **অভিরাধিত**। ⇒ **অভিরাধতি**।

অভিরাম (বিণ) অভিরাম, মনোহর, মনোজ্ঞ, আনন্দদায়ক, উপযোগী।

অভিরুচি (স্ত্রী) অভিরুচি, ইচ্ছা, অভিলাষ, অনুরাগ, দীপ্তি, প্রিয়বস্তু বা বিষয়, তৃষ্ণা, আসক্তি, আনন্দ, তৃপ্তি, অতিতৃপ্তি, অপরিমিত পরিতোষ, মনোযোগ আকর্ষণকারী সন্তুষ্টির বিষয় বা বস্তু। = **অজ্ঝাসয**।

অভিরুচিত (বিণ) ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, পছন্দমত, অভিরুচি অনুরূপ, স্বীকার্য, সম্মত, অনুরক্ত, দীপ্ত, প্রিয়, আসক্ত, তৃপ্ত। ⇒ **অভিরোচেতি**।

অভিরুচির (বিণ) অতি সুন্দর, অতি মনোজ্ঞ, অতি প্রীতিজনক, অতি আনন্দদায়ক, অতি মনোরম।

অভিরুত (বিণ) (সংস্কৃত—অভিরুত) (পশুপক্ষীর রবের সহিত) প্রতিধ্বনি, (পক্ষীরবে) কূজিত, নিনাদিত। = **অভিরুদ**।

অভিরুদ (বিণ) = **অভিরুত**। ⇒ **অভিরুত**। (থেরগাথা) **কুঞ্জর-অভিরুদ; ময়ূর-কোঞ্চ অভিরুদ**। (জাতক) **অদাসকুন্ত অভিরুদ**। = **উপগীত** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **সকুন্ত অভিরুদ; অভিগীত** (জাতক অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **হংস-কোঞ্চ অভিরুদ = অভিনাদিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **অভিনাদিত**।

অভিরুদা (বিণ) কলকণ্ঠে কূজিত।

অভিরুধ—পক্ষীর গান বা কিচিমিচি শব্দ, পাখির কলরব। ⇒ **সর** (৩)।

অভিরুয্হ (ক্রি-বি) আরোহণ করিয়া, চড়িয়া, উপরে উঠিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাবং অভিরুয্হ**। ⇒ **অভিরূহতি**।

অভিরুহ (ক্রিয়ার পঞ্চমী) আরোহণ করা। = **অধিতিট্ঠ**। ⇒ **অভিরূহতি**।

অভিরুহতি (ক্রি) = **অভিরূহতি**। ⇒ **অভিরূহতি**। (ক্রি-বি) **অভিরুয্হ**।

অভিরূপ (বিণ) [অভি+রূপ] অভিরূপ, সুদর্শন, সুন্দর, পরিষ্কার, মনোরম, মনোহর, প্রিয়, পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট, অনুরূপ, বিদ্বান, পণ্ডিত, অতি সুন্দর, মনোজ্ঞ, সম্পূর্ণ, অতিশয় লাবণ্যময়, প্রীতিকর। = **দস্সনীয-পচ্চঙ্গ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **অঞ্ঞেহি মনুস্সেহি অধিকরূপ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **অভিক্কন্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বি-ভা) **অভিরূপ দস্সনীয পাসাদিক (অভিরূপ-পরমায বণ্ন-পোক্খরতায সমন্নাগত)** (বিনয়)।

অভিরূল্হ (বিণ) আরূঢ়, আরোহিত, আরোহণ করিয়াছে এমন, চড়িয়াছে বা উঠিয়াছে এমন। ⇒ **অভিরূহতি**।

অভিরূহতি (ক্রি) [অভি+√রুহ+অ] আরোহণ করা, উপরে ওঠা, চড়া, পর্বতারোহণ করা, বৃক্ষারোহণ করা, অশ্বারোহণ করা, ঊর্ধ্বে উত্তোলন করা, অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করা, উভয়পার্শ্বে পা দিয়া উপবেশন করা, যথাযথভাবে সজ্জিত করা, বাঁধানো কিছুর উপর স্থাপন করা, ঊর্ধ্বে গমন করা, অত্যন্ত হওয়া, ওঠা, উঁচুতে ওঠা, চেষ্টা দ্বারা উঁচুতে ওঠা, উপরে যাওয়া। (জাতক) **নাবং অভিরূহতি**। (অতীত) **অভিরূহি, অভিরূহ্ছি**। (অ-বিণ) **অভিরূল্হ**। (পঞ্চমী) **অভিরুহ**। (ক্রি-বি) **অভিরুয্হ, অভিরূহিত্থা;** (পেতবত্থু) **অভিরুয্হিত্থ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাবং অভিরুয্হিত্থ;** (জাতক) **পব্বতং অভিরূহিত্থা**।

অভিরূহন (ক্লী) আরোহণ, চড়ন, উপরে ওঠা, অধিরোহণ, ঊর্ধ্বে গমন।

অভিরোচেতি (ক্রি) [অভি+√রুচ+এ] ১ পছন্দ করা, অনুমোদন করা, মনোনীত করা, উপভোগ করা, (কিছুতে) সন্তুষ্ট হওয়া বা আনন্দিত হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, পাইতে চাওয়া, তৃষ্ণা উৎপন্ন করা, আসক্ত হওয়া। (বিমানবত্থু) **বতং অভিরোচযি = অভিরোচেসি রুচ্চিত্বা পূরেসী'তি অত্থো; অভিরাধযী'তি পি পাঠো; সাধেসি নিপ্ফাদেসী'তি অত্থো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো, পোষণ করা, আতিথ্য প্রদর্শন করা, আমোদিত করা, হৃদয়ে পোষণ করা, হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লাসিত করা। ৩ "**অতিরোচেতি**" শব্দের পরিবর্তে বিমানবত্থুতে "**অভিরোচেতি**" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অভিভবিত্বা বিজ্জোততি** (সমার্থবাচক)। (অ-বিণ) **অভিরুচিত**।

অভিরোপন (ক্লী) অভিরোপণ, মনের একাগ্রতা সাধন, মন সমাবেশকরণ, মনকে কেন্দ্রীভূত করণ, মনকে সমাহরণকরণ, মনকে ঘনীভূত করণ, মনোযোগ, মনোসংযোগ, মনোনিবেশ। (পরিসম্ভিদা মার্গ) **অভিনিরোপন; বুদ্ধি অভিরোপন; অভিরোপন বিরাগ; অভিরোপন বিমুত্তি; অভিরোপন অভিসময**। ⇒ **অভিনিরোপন**।

অভিরোপেতি (ক্রি) [অভি+রোপেতি; সংস্কৃত—অভিরোপয়তি) মনের একাগ্রতা সাধন করা, মনোনিবেশ করা, মনোযোগ দেওয়া, মনোসংযোগ করা, মনকে কেন্দ্রীভূত করা, মনকে সমাহরণ করা, মনকে একত্রীভূত করা বা ঘনীভূত করা, অভিরোপণ করা, মন সমাবেশ করা, ভক্তি দেখানো, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, মর্যাদা দেওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা, সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া

সময়মত টাকা দেওয়া। (অতীত) **অভিরোপযি, অভিরোপেসি = পূজং কারেসি, পূজেসি।**

অভিলক্‌খিত (বিণ) চিহ্নিত, নির্দিষ্ট, লক্ষ্য স্থাপিত, অঙ্কিত, প্রতিষ্ঠিত, অভিষিক্ত, শুভলক্ষণ বলিয়া চিহ্নিত। ⇒ **অভিলক্‌খেতি।**

অভিলক্‌খিতত্ত (ক্লী) চিহ্নিত বা দাগ দেওয়া হইয়াছে এরূপ বিষয় বা বস্তু, বিশেষ গুণ দ্বারা বর্ণিত ব্যক্তি বা বিষয়, চিহ্নিত বস্তু, প্রভেদ করা হইয়াছে এমন ব্যক্তি বা বস্তু, বিশেষ গুণসমূহ, লক্ষণসমূহ।

অভিলক্‌খেতি (ক্রি) [অভি+√লক্‌খ+এ] অভিষেক করা, প্রতিষ্ঠা করা, আরম্ভ করা, নক্সা করা, অঙ্কিত করা, দাগ কাটা, প্যাটার্ন তোলা, ফুল-পাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা, চিহ্নিত করা, দাগ দেওয়া, দেখা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম দেওয়া, তারিখ স্থির বা নির্দিষ্ট করা। (অতীত) **অভিলক্‌খেসি।** (অ-বিণ) **অভিলক্‌খিত।**

অভিলঙ্ঘতি (ক্রি) [অভি+লঙ্ঘতি] আরোহণ করা, উপরে উঠা, উঠা, চড়া, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া. উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, পর্যটন করা, ভ্রমণ করা, গমন করা, ভ্রমণ করিয়া অতিক্রম করা, লঙ্ঘন করা, উপেক্ষা করা, পার হইয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া।

অভিলম্বতি (ক্রি) [অভি+লম্বতি] (কিছুর উপর) ঝুলিয়া পড়া।= **অভিলম্বতি অজ্‌ঝোলম্বতি** (নেত্তি)। (জাতক) **পপাতং অভিলম্বতি; বেতরনিং অভিলম্বতি।** (অ-বিণ) **অভিলম্বিত।**

অভিলম্বিত (বিণ) নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন। (জাতক) **নীলদুম অভিলম্বিত।** ⇒ **অভিলম্বতি।**

অভিলাপ (পুং) কথা, বাক্য, বিশেষ ভাষা, কথাবার্তা, আলাপ, ভাষণ, কথা কথনের ধারা, বর্ণনা। (সূত্রনিপাত) **বাচাভিলাপ**--আপত্তিকর কথা, বাজে কথা; **তিরচ্ছানকথা** (চুলনির্দেশ)। সূত্রনিপাতে "**অভিলাপাযং**" পাঠ অনিশ্চিত; **অভিপাযং, অভিপাপাযং, অভিসাপাযং অভিসপাযং, অতিসপ্পাযং** পাঠও দৃষ্ট হয়। সংযুক্ত নিকায়ে এই সম্পর্কিত পাঠ আছে "**অভিসপযং**" যাহার অর্থ "**অভিশাপ**"; সংযুক্তনিকায় অর্থকথায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**অভিলাপো'তি অক্কোসো। "অধিবচন**" এর শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশক শব্দস্বরূপ ধর্মসঙ্গণী ও চুলনির্দেশে উল্লিখিত সমার্থবাচক যৌগিক শব্দ "**অভিলাপ ব্যঞ্জন**" এর অর্থ Mrs. Rh. Davids এর মতে "কথাবার্তা বা আক্রোশজনিত বাক্যে পার্থক্যমূলক কোনো চিহ্ন অথবা যে বিশিষ্ট চিহ্ন নিয়া আলাপ করা হয়।

অভিলাপাযং (অনিশ্চিত পাঠ) অপবাদ। ইহা আক্রোশজনিত শব্দবিশেষ। ⇒ **অভিলাপ।**

অভিলাস (সংস্কৃত—অভিলাষ) অভিলাষ, ইচ্ছা, লালসা, অনুরাগ, লোভ, তৃষ্ণা, বাসনা।

অভিলিখতি (ক্রি) [অভি+লিখতি] লেখা, খোদাই করা। (অ-বিণ) **অভিলিখিত।** (করণে) **অভিলেখতি।**

অভিলিখিত (বিণ) লিখিত, খোদিত, খোদাইকৃত। ⇒ **অভিলিখতি, অভিলেখতি।**

অভিলেখ—অভিলেখ, আলেখ্য, খোদিত লিপি, লিখিত লিপি।

অভিলেখতি (ক্রি) লেখা, অঙ্কিত করা, খোদিত করা, অঙ্কন করা, খোদানো। (দাঠাবংস) **চারিত্ত-লেখং অভিলেখযি।**

অভিলেপন (ক্লী) [অভি+লেপন] চর্বি ইত্যাদি লেপন, দাগ, চিহ্ন, কলঙ্ক, নিন্দা, লজ্জা, অপবিত্রকরণ, অবিশুদ্ধতা, অপরিচ্ছন্নতা। = **লগ্‌গন, বন্ধন, উপক্কিলেস।**

অভিবগ্‌গ [অভি+বগ্‌গ] মহাজনতা, অধিকতর সৈন্য। (বি-ভা) **অভিবগ্‌গেন ওমদ্দতি**—অধিকতর সৈন্য দ্বারা বা ক্ষমতাবলে মর্দিত করা বা দমন করা (মধ্যম নিকায়)।

অভিবঞ্চন (ক্লী) [অভি+বঞ্চ] প্রবঞ্চনা, চাতুরী, কপটতা, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক।

অভিবট্ট = অভিবট্‌ঠ। ⇒ **অভিবট্‌ঠ।**

অভিবট্‌ঠ (বিণ) অভিবর্ষিত, বৃষ্টিপাত হইয়াছে এমন, ঢালিয়াছে এরূপ, (কিছুর উপর) ঢালিয়াছে বা বর্ষিত হইয়াছে এরূপ। (ধর্মপদ অর্থকথার টাকার) **অভিবুট্‌ঠ।** ⇒ **অভিবস্‌সতি।**

অভিবড়্‌ঢ (বিণ) অভিবর্ষিত, বর্ধিত, ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এমন। (ধর্মপদ) **অভিবড়্‌ঢ বীরণতিণ**—ধারণতৃণ বা বীণাঘাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ। ⇒ **অভিবড়্‌ঢতি।**

অভিবড়্‌ঢতি (ক্রি) [অভি+√বড়্‌ঢ+অ; বৈদিক--অভিবর্ধতি] বৃদ্ধি পাওয়া বা হওয়া, বাড়া, বর্ধিত হওয়া, (অন্যান্য বৃক্ষাদিকে ছাড়াইয়া বা আবৃত করিয়া তৃণাদি) অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠা, ছাড়াইয়া উঠা, অতিশয় বর্ধিত হওয়া, অতিরক্তি বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি পাইয়া অতিক্রম করা। (বিপ) **হায়তি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভোগা অভিবড়্‌ঢতি।** (জাতক) **বনস্পতিং অভিবড়্‌ঢতি।** (অতীত) **অভিবড়্‌ঢি।** (অ-বিণ) **অভিবড়্‌ঢ, অভিবুড়্‌ঢ।**

অভিবড়্‌ঢন (ক্লী) বৃদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, পুষ্টিসাধন, জন্মানো, লাভ, বংশ, উৎপন্ন দ্রব্য, সন্তান সন্ততি, ক্রমবর্ধমান, বর্ধন। (বিণ) বর্ধিত, উন্নত, পুষ্ট, লব্ধ।

অভিবড়্‌ঢি (স্ত্রী) বৃদ্ধি, জন্মানো। = **অভিবড়্‌ঢন।**

অভিবণ্ণযি (অতীত ক্রিয়া) প্রশংসা করিলেন, গুণকীর্তন করিলেন, ব্যাখ্যা করিলেন। ⇒ **অভিবণ্ণেতি**।

অভিবণ্ণিত (বিণ) প্রশংসিত, গুণকীর্তিত, ব্যাখ্যাত, গুণবর্ণিত। ⇒ **অভিবণ্ণেতি**।

অভিবণ্ণেতি (ক্রি) [অভি+√বণ্ণ+এ] প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা, গুণবর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা। (অতীত) **অভিবণ্ণেসি, অভিবণ্ণযি**। (অ-বিণ) **অভিবণ্ণিত**।

অভিবত্ত (বিণ) = **অভিবট্‌ঠ**। ⇒ **অভিবট্‌ঠ**। অভিবর্ষিত।

অভিবত্থ (বিণ) = **অভিবট্‌ঠ**। ⇒ **অভিবট্‌ঠ**। অভিবর্ষিত।

অভিবদতি (ক্রি) [অভি+বদতি] ১ কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, বলিয়া প্রকাশ করা, বলা, কহা, জ্ঞাপন করা, প্রচার করা, প্রকাশ করা, বক্তব্য প্রকাশ করা, অঙ্গীকার করা, স্বীকার করা, আশা দেওয়া, দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া। ২ অনুগ্রহ করিয়া বলা, সাদরে অভ্যর্থনা করা, সাদর সম্ভাষণ করা, 'আসুন আসুন' বলা, 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলা, 'স্বাগত স্বাগত' বলা, অভিবাদন করা, অভ্যর্থনা করা, চুম্বন করা, সম্ভাষণ করা। (প্রায়শ যৌগিকে) **অভিবদতি অভিনন্দতি** (মধ্যম নিকায়)। (অতীত) **অভিবদি**। (করণে) **অভিবাদেতি**।

অভিবদ্ধ (বিণ) = **অভিনদ্ধ**। ⇒ **অভিবদ্ধ, অভিবদ্ধতি**।

অভিবদ্ধতি (ক্রি) [অভি+বদ্ধতি] = **অভিবদ্ধতি**। ⇒ **অভিবদ্ধতি**। (অ-বিণ) **অভিবদ্ধ**।

অভিবদ্ধন (ক্লী) = **অভিবদ্ধন**। ⇒ **অভিবদ্ধন**।

অভিবদ্ধি (স্ত্রী) = **অভিবদ্ধি**। ⇒ **অভিবদ্ধি**।

অভিবন্দতি (ক্রি) [অভি+√বন্দ+অ] বন্দনা করা, নমস্কার করা, প্রণাম করা, প্রণিপাত করা, সম্যক আরাধনা করা, অভিবন্দনা করা, সম্মুখে বসিয়া পূজা করা, অভিবাদন করা, সম্মান প্রদর্শন করা। (অতীত) **অভিবন্দি**। (অ-বিণ) **অভিবন্দিত**। (ব-বিণ) **অভিবন্দনীয়**। (ক্রি-বি) **অভিবন্দিয, অভিবাদিয**। (করণে) **অভিবাদেতি, অভিবাদাপেতি**।

অভিবন্দনা (স্ত্রী) = **অভিবাদন**। ⇒ **অভিবাদন**।

অভিবন্দিত (বিণ) বন্দনা করা হয় এমন, অভিবাদিত, অভ্যর্থিত, বন্দিত, পূজিত, পূজ্য, আরাধিত, সম্মানিত, সম্মান প্রদর্শিত। ⇒ **অভিবন্দতি**।

অভিবন্দিয (ক্রি বি) বন্দনা করিয়া, পূজা করিয়া, অভিবাদন করিয়া, আরাধনা করিয়া, সম্মান প্রদর্শন করিয়া, অভ্যর্থনা করিয়া। = **অভিবাদিয**। ⇒ **অভিবন্দতি**।

অভিবসতি (ক্রি) [অভি+বসতি] বাস করা, থাকা, অবস্থান করা।

অভিবস্সক (বিণ) বৃষ্টিপাত করে বা হয় এমন, বর্ষণকারী, খসিয়া পড়ে বা ঝড়িয়া পড়ে এমন; (চরিত্রে) রক্তপাত করে বা হয় এমন, অশ্রুবর্ষণকারী, রক্তপাতকারী, পরিপূর্ণ করে বা ঢালে এমন, নমনীয়, একগুঁয়ে নয় এমন, বাধ্য, বশ্যতা স্বীকারকারী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুপ্ফাভিবস্সক**।

অভিবস্সতি (ক্রি) [অভি+√বস্স+অ] অভিবর্ষণ করা, অতিবর্ষণ করা, বর্ষণ করা, অতিবৃষ্টি হওয়া, প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া, অধিক পরিমাণে জল ঢালা, পূর্ণ করিয়া দেওয়া; (চরিত্রে) রক্তপাত করা, অশ্রুবিসর্জন করা, বৃষ্টি পড়া, পূর্ণ করা, ঢালা। (দীর্ঘনিকায়) **আভিবস্সং**। (জাতক) **পুপ্ফাভিবস্সতি**—স্রোতের ন্যায় পুষ্প বর্ষিত হওয়া। (তুলনীয়) **অতিবস্সতি**। (অতীত) **অভিবস্সি**। (অ-বিণ) **অভিবট্ঠ, অভিবট্ঠ, অভিবুট্ঠ, অভিবুত্থ, অভিবত্ত, অভিবত্থ**। (করণে) **অভিবস্সাপেতি**।

অভিবস্সাপেতি (ক্রি) (আকাশে) বৃষ্টিপাতের কারণ করা। ⇒ **অভিবস্সতি**।

অভিবস্সিন (বিণ) = **অভিস্সক**। ⇒ **অভিবস্সক**। **সব্বত্থ অভিবস্সিন**।

অভিবাদন (ক্লী) অভিবাদন, "নমো" উচ্চারণপূর্বক নমস্কার, পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রণতি, বন্দনা, শ্রদ্ধাভিবাদন, সাদর অভ্যর্থনাকরণ, স্বাগত জানানো, সম্মান প্রদর্শনকরণ। (ধর্মপদ) **অভিবাদনসীলিন**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অভিবাদনসীল**।

অভিবাদনসীল (বিণ) অভিবাদনশীল, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, শ্রদ্ধাশীল, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্ত, শ্রদ্ধাপ্রবণ। ⇒ **অভিবাদন**।

অভিবাদনসীলিন (বিণ) অভিবাদনশীল, ধর্মনিষ্ঠ স্বভাবসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ স্বভাবশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত আচারবিশিষ্ট। = **অভিবাদনসীল**।

অভিবাদয (পঞ্চমী) অভিবাদন করা, নমস্কার করা। = **বন্দ**। ⇒ **বন্দতি, অভিবাদেতি**।

অভিবাদাপেতি (ক্রি) কাহারও দ্বারা নমস্কার করানো অথবা সম্ভাষণ করানো। ⇒ **অভিবাদেতি**।

অভিবাদিত (বিণ) অভিবাদিত, পূজিত, নমস্কারকৃত, অভ্যর্থিত, সম্ভাষিত, সম্মান প্রদর্শিত, সাদরে অভ্যর্থিত। ⇒ **অভিবাদেতি**।

অভিবাদিয = **অভিবন্দিয**। ⇒ **অভিবন্দতি**।

অভিবাদেতি (ক্রি) অভিবাদন করা, প্রণাম করা, নমস্কার করা, ভূলুণ্ঠিত নমস্কার করা, হাত জোড় করিয়া নমস্কার করা, করজোড়ে নমস্কার কার, কৃতাঞ্জলি নমস্কার করা, পূজা করা, সম্মান করা, সাদর অভ্যর্থনা করা, সম্ভাষণ করা। ⇒ **অভিবন্দতি**। (বিদায়কালীন সম্ভাষণে) **অভিবাদেতি পদক্‌খিণং করোতি** (দীর্ঘনিকায়)। (অতীত) **অভিবাদেসি, অভিবাদযিং = অভিবাদনং কারেসিং বন্দিং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (অ-বিণ) **অভিবাদিত**। (ভ-বিণ) **অভিবাদেতব্ব**। (পঞ্চমী) **অভিবাদয**। (করণে) **অভিবাদাপেতি**।

অভিবাদেতব্ব (বিণ) পূজার যোগ্য, অভিবাদনের যোগ্য, সম্মানের যোগ্য, নমস্কার করা উচিত, অভ্যর্থনা করা উচিত। ⇒ **অভিবাদেতি**।

অভিবাযতি (ক্রি) [অভি+বাযতি; সংস্কৃত—অভিবাতি] জোরে প্রবাহিত হওয়া, প্রবল বায়ুবহা, তুফান হওয়া, ঝড় বহা, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা। = **অতিবাযতি**।

অভিবারেতি (ক্রি) [অভি+বারেতি] ফিরাইয়া ধরা, বারণ করা, দিতে বা লইতে অমত করা, 'না' বলা, অস্বীকার করা, অসত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করা, (কিছু হইতে) বঞ্চিত করা। = **নিবারেতি**।

অভিবাহ (বিণ) বাহিত, পরিচালিত।

অভিবাহেতি (ক্রি) [অভি+বাহেতি] নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারিত করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, সরাইয়া রাখা, লুক্কাইয়া রাখা, গোপন করা।

অভিবিজযতি (ক্রি) [অভি+বিজযতি] বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া। (অতীত) **অভিবিজযি**। (অ-বিণ) **অভিবিজিত**। (ক্রি-বি) **অভিবিজিয, অভিবিজিত্বা**।

অভিবিজিত (বিণ) বিজিত, জয়কৃত। ⇒ **অভিবিজযতি, অভিবিজিনাতি**।

অভিবিজিনাতি (ক্রি) [অভি+বি+√জি+না] **অভিবিজযতি**। ⇒ **অভিবিজযতি**। (বর্তমান, প্রথম পুরুষ বহুবচন) **অভিবিজিনন্তি**। (অতীত) **অভিবিজিনি**। (অ-বিণ) **অভিবিজিত**। (ক্রি-বি) **অভিবিজিনিত্বা**।

অভিবিঞ্ঞাপেতি (ক্রি) [অভি+বিঞ্ঞাপেতি] কাহারও মন আকর্ষণ করা অথবা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, (কাহাকেও) প্রবৃত্ত করা, প্রবর্তিত করা, বিজ্ঞাপিত করা, ইশারা করা, ইঙ্গিত করা। (অতীত) **অভিবিঞ্ঞাপেসি**। (বিনয়) **পুরাণ-দুতিযিকায মেথুনং ধম্মং অভিবিঞ্ঞাপেসি**।

অভিবিতরতি (ক্রি) [অভি+বিতরতি] (কিছুর) নীচে যাওয়া, তলিয়া যাওয়া, ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া, মনোযোগ দেওয়া, লক্ষ্য করা, যত্ন করা, অবলোকন করা, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা। বিনয়ের বর্ণনায় "**সঞ্চিচ্চ**" শব্দ পাঠ দৃষ্ট হয়।

অভিবিনয (পুং) [অভি+বিনয়] উচ্চশিক্ষা, উচ্চ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা, উচ্চ ধরনের অনুশাসন বা বিনয় অথবা শৃঙ্খলা, অতিশয় আজ্ঞাধীনত্ব, উচ্চ ধরনের আইন বা আদেশের অধীনতা, উচ্চ ধরনের শাসন বা শাস্তি অথবা দণ্ড, শিক্ষার বিশুদ্ধিতা, বিনয়ের বিশোধন। (যৌগিকে) **অভিধম্ম অভিবিনয** (দীর্ঘ নিকায়); (বিনয়) **বিনয অভিবিনয**।

অভিবিন্দতি (ক্রি) [অভি+বিন্দতি] খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জোগানো, সিদ্ধান্ত করা, পাওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা অথবা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, বুঝিতে পারা, অনুভব করা, উপার্জন করা, অর্জন করা। = **লভতি, অধিগচ্ছতি**।

অভিবিসট্ঠ = **অভিবিস্সখ**। ⇒ **অভিবিস্সখ**।

অভিবিসিট্ঠ (বিণ) [অভি+বিসিট্ঠ] অতিবিশিষ্ট, অতি উত্তম, অতি চমৎকার, অতিপ্রসিদ্ধ, বিশেষরূপে চিহ্নিত।

অভিবিস্সজ্জতি (ক্রি) [অভি+বিস্সজ্জতি] বাহিরে প্রেরণ করা, বাহিরে পাঠানো, প্রক্ষেপ করা, ছোড়া, কোনো সংবাদ বা সংবাদবাহক প্রেরণ করা, শীঘ্র পাঠানো, দেওয়া।

অভিবিস্সখ (বিণ) অতি বিশ্বস্ত, বিশ্বাসে আনীত। ⇒ **অভিবিস্সসতি**। (মধ্যম নিকায়) **অভিবিসট্ঠ**।

অভিবিস্সসতি (ক্রি) [অভি+বিস্সসতি] অতি বিশ্বাস করা, অতি বিশ্বাসের মধ্যে আনা। (অতীত) **অভিবিস্সসি**।

অভিবিহচ্চ (ক্রি-বি) নষ্ট করিয়া, বিনাশ করিয়া, সরাইয়া বা বহিষ্কৃত করিয়া, তাড়াইয়া, বিদূরিত করিয়া, নির্বাসিত করিয়া, অপসারিত করিয়া, সূর্যের আলোতে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া।

অভিবিহনতি (ক্রি) [অভি+বিহনতি] নষ্ট করা, বিনাশ করা, দূরে সরাইয়া দেওয়া, বহিষ্কার করা, তাড়াইয়া দেওয়া, বিদূরিত করা, নির্বাসিত করা, অপসারিত করা, সূর্যের অন্ধকার বিনষ্ট করা।

অভিবুট্ঠ (বিণ) = **অভিবট্ঠ**। ⇒ **অভিবট্ঠ**।

অভিবুড্ঢ (বিণ) বর্ধিত, বাড়ন্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ধনাঢ্য, সুশোভিত, উর্বরা। ⇒ **অবিবড্ঢতি**।

অভিবুড্ঢি (স্ত্রী) অভিবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, বৃদ্ধি, উন্নতি, জন্মানো, উৎপাদন, সাফল্য, সৌভাগ্য। ⇒ **অভিবড্ঢি**।

অভিবুত্থ (বিণ) ঢালা হইয়াছে এরূপ, প্রবাহিত করা হইয়াছে এরূপ, বেগে ধাবিত, প্রবাহিত, ঝড়িত, পূরিত, নিক্ষিপ্ত। = **অভিবুট্ঠ**। ⇒ **অভিবস্সতি**।

অভিবুদ্ধ (বিণ) বুদ্ধিপ্রাপ্ত। = **অভিবুড্ঢ**। ⇒ **অভিবুড্ঢ, অভিবদ্ধতি**।

অভিবুদ্ধি (স্ত্রী) = **অভিবড্ঢি, অভিবুড্ঢি**। ⇒ **অভিবড্ঢি, অভিবুড্ঢি**।

অভিবেঠেতি (ক্রি) [অভি+বেঠেতি] (এই শব্দটি "**অতিবেঠেতি**" শব্দের পরি জাতকে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু জাতক অর্থকথা বর্ণনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই)। চারিদিকে প্যাঁচাইয়া দেয় অথবা পাক দিয়া রাখে, গুটাইয়া ফেলে, জড়াইয়া ফেলে। ⇒ **অতিবেঠেতি**।

অভিবেদেতি (ক্রি) [অভি+বেদেতি] ১ জানানো, সংবাদাদি প্রেরণ করা, পত্র ব্যবহার করা, সংবাদাদি আদান প্রদান করা, সংলগ্ন থাকা। ২ জানা, জ্ঞাত হওয়া। = **জানাতি**।

অভিসংবিসতি (ক্রি) [অভি+সংবিসতি] প্রবেশ করা। ⇒ **সংবিসতি**।

অভিসংবিস্‌সেয্যগত্তং ("**অভিসং বিস্‌সেয্য-ভন্তুং**" অথবা "**অভিসংবিস্‌সেয্যসন্তুং**"?) Rh Davids বলেন এই শব্দটি এবং ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ও অর্থ সন্দেহজনক, কিন্তু ধর্মপাল থেরীগাথায় ইহার অর্থ করিয়াছেন—"গলিত মাংসপূর্ণ চামড়ার থলি"।

অভিসংসতি (ক্রি) (বৈদিক—অভিশংসতি) অভিশাপ দেওয়া, অত্যন্ত ঘৃণা করা, গালাগালি করা, অপযশ করা। (অতীত) **অভিসসি - অক্কোসি** (জাতক অর্থকথা); (প্রথম পুরুষ একবচনে) **অভিসংসিত্থ = পরিভাসি** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **অভিসত্থ**। (তুলনীয়) **অভিসিংসতি**।

অভিসংসনা (স্ত্রী) (অশ্বের) হ্রেষারব।

অভিসংসিত্থ (ক্রি) **পরিভাসি**। ⇒ **পরিভাসি, পরিভাসতি, অভিসংসতি**।

অভিসঙ্খত (বিণ) প্রস্তুত, স্থিরীকৃত, স্থির, সুদৃঢ়, শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত, সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, নিষ্পত্তিকৃত, কৃত, তৈরি, প্রত্যাপিত, পুনঃসংস্কারকৃত বা নূতন গড়া হইয়াছে এমন, পুনঃস্থাপিত, করা হইয়াছে এরূপ, পুনরায় ভাণ্ডার পূর্ণ করা হইয়াছে এরূপ, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এরূপ। (মহানির্দেশ) **কপ্পিত অভিসঙ্খত**। ⇒ **অভিসঙ্খরোতি**।

অভিসঙ্খরণ (ক্লী) পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচলন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃসংস্করণ, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন বা প্রত্যাগমন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনরায় ভাণ্ডার পূর্ণকরণ, বন্দোবস্তকরণ, বিন্যাস, নিষ্পত্তি।

অভিসঙ্খরোতি (ক্রি) [অভি+সং+√কর+ও] প্রস্তুত করা, পুনঃপ্রকাশ করা, পুনঃসংস্কার করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, করা, প্রত্যার্পণ করা, নূতন করা, ক্ষতিপূরণ করা, আরোগ্য করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা, পুনরায় ভাণ্ডার পূর্ণ করা, পুনর্বার স্থাপিত করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্র বাদন করা, পরিশ্রম করা, কাজ করা, খাটা, চালানো, কার্য করানো, (আসন বা শয্যা হইতে) ওঠা বা গাত্রোত্থান করা। (বিনয়) **ইদ্ধাভিসঙ্খারং অভিসঙ্খারেয্য**। (অতীত) **অভিসঙ্খরি**। (অ-বিণ) **অভিসঙ্খত**। (ক্রি-বি) **অভিসঙ্খরিত্বা**—এই অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (করণে) **অভিসঙ্খারেতি**।

অভিসঙ্খার (পুং) [অভি+সঙ্খার] ১ অভিসংস্কার, সংস্কার, জোরে প্রবেশ করানো, সম্পাদন, কৃত্য, সম্পন্ন কার্য, অভিনয়, কার্য, করিবার কাজ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম। দুই প্রকার যৌগিক ব্যবহারে, যথা—**ক**) "**গামিয'ভিসঙ্খার**" অথবা **গামিক'ভিসঙ্খার**—পৌত্তলিক সম্বন্ধীয় সাধনা, অসভ্য-বর্বর অথবা নিষ্ঠুর কার্য (বিনয়)। **খ**) **ইদ্ধ'ভিসঙ্খার** (= **ইদ্ধি-অভিসঙ্খার**)--ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতার কার্য প্রদর্শন (বিনয়)। ২ প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্ব বন্দোবস্ত, ভাণ্ডার, গুদাম, দোকান, (কুশল বা অকুশল কর্মের) রাশীকরণ, সংগ্রহ, রাশি, স্তূপ, সঞ্চয়, তলদেশ, মৃত্তিকার দ্বিতীয় স্তর, অবস্থা (সংযুক্ত নিকায়ে "**সঙ্খার**" সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। (বিভঙ্গ) **পুঞ্ঞাভিসঙ্খার**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিঞ্ঞাণাভিসঙ্খার**। = **নিসঙ্খিতি**।

অভিসঙ্খার ভার (পুং) (পাপ ও পুণ্য কর্মের) রাশীকৃত বোঝা। ⇒ **ভার** (৪)।

অভিসঙ্খার বিঞ্ঞাণ--চেতনা প্রভাব, জন্মগত মানসিক গুণস্বরূপ আত্মজ্ঞান। ⇒ **বিঞ্ঞাণ** (ঘ)।

অভিসঙ্খারিক (বিণ) অভিসংস্কারিক, সংস্কারিক, সংস্কারযুক্ত, যাহা সংস্কারযুক্ত অথবা সংস্কার দ্বারা কৃত, পুণ্যসঞ্চিত বা পুণ্য দ্বারা সঞ্চিত, অতিরিক্ত (বুদ্ধিমত্তায়) ঘটিত (অথবা বিশেষভাবে তৈরি?)। (সদ্ধম্মোপায়ন) **স'ভিসঙ্খারিক পচ্চয**।

অভিসঙ্খারেতি (ক্রি) **অভিসঙ্খরোতি**। ⇒ **অভিসঙ্খরোতি**।

অভিসঙ্খিপতি (ক্রি) [অভি+সঙ্খিপতি] একত্রে নিক্ষেপ করা, একসঙ্গে ছুড়িয়া ফেলা, একত্রে রাশি বা স্তূপ করা, কেন্দ্রীভূত করা, একত্রিত করা, সন্নিকৃষ্ট করা, অন্যায়তনযুক্ত করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা, মন একাগ্র করা, ধ্যান বা সমাধি করা। ⇒ **অভিযঞ্ঞহুতি**।

অভিসঙ্গ (পুং) ১ অভিসঙ্গ, সংলগ্নতা, আসক্তি, অনুরক্তি, দৃঢ় অনুরাগ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অভিসঙ্গ হেতুকং দুক্খং; অভিসঙ্গরস**। (তুলনীয়) **অভিসজ্জতি**; (সংস্কৃত) **অভিসঙ্গ**। ২ বদমেজাজ, ক্রোধ, গালাগালি, অভিশাপ।

অভিসঙ্গিন (বিণ) অভিসঙ্গিন, সংলগ্ন, আসক্ত, অনুরক্ত।

অভিসজে (ক্রিয়া সপ্তমী) ক্রোধের সংলগ্ন হইলে, ক্রোধের বশীভূত হইলে, ক্রোধান্বিত হইলে। = **কুজ্‌ঝাপন বসেন লগগপেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অভিসজ্জতি**।

অভিসজ্জতি (ক্রি) [অভি+√সদ+অ] বদমেজাজি হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গালাগালি করা, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, অমঙ্গল প্রার্থনা করা। ⇒ **অভিসঙ্গ**। = **কোধবসেন লগগতি** (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা)। (জাতক) **অভিসজ্জতি কুপ্পতি**। = কোপেতি (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। (অতীত) **অভিসজ্জি**, (জাতক) **অভিসজ্জি কুপ্পি ব্যাপজ্জি**; (তুলনীয়) বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতক—**অভিষজ্যতে বুপ্যতি ব্যাপদ্যতে**। (সপ্তমী) **অভিসজে**; **কুজ্‌ঝাপনবসেন লগগপেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (করণে) **অভিসজ্জেতি**। ⇒ **অভিসজ্জন, অভিসজ্জনা**।

অভিসজ্জন (ক্লী) ক্রোধ, বদমেজাজ। ⇒ **অভিসঙ্গ** (২)। (বিণ) ক্রোধী, ক্রুদ্ধ, বদমেজাজি।

অভিসজ্জনং (ক্রি-বিণ) ক্রুদ্ধভাবে, ক্রোধান্বিত হইয়া।

অভিসজ্জনা (স্ত্রী) গালাগালি, মন্দ কথা, অভিশাপ, দুর্বাক্য, বদমেজাজ। (তুলনীয়) **অভিসজ্জতি**। (যৌগিকে) **অভিসজ্জনা বাচাভিলাপ**; কিন্তু চুলনির্দেশের বর্ণনায় এবং বুদ্ধঘোষ কর্তৃক বর্ণনার ইহার অর্থ করা হইয়াছে—"সংলগ্নতা, আসক্তি, আনুরক্তি, দৃঢ় অনুরাগ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, ইচ্ছা"; = **তণ্‌হা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সিনেহবসেন অভিসজ্জনা**। **অভিসজ্জতি** শব্দে বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ব্যাখ্যাত দীর্ঘ নিকায় অর্থকথার উদাহরণ "**কোধবসেন লগ্‌গতি**" তুলনীয়।

অভিসজ্জনী (স্ত্রী) ("**বাচা**" সম্বন্ধে বর্ণনায়) গালাগালি, মন্দ কথা, দুর্বাক্য, অভিশাপ, বদমেজাজ। ⇒ **অভিসজ্জনা**।

অভিসজ্জেতি (ক্রি) = **অভিসজ্জতি**। ⇒ **অভিসজ্জতি**।

অভিসঞ্চযতি (ক্রি) [অভি+সঞ্চযতি] = **অভিসঞ্চিনাতি**। ⇒ **অভিসঞ্চিনাতি**।

অভিসঞ্চিনাতি (ক্রি) [অভি+সঞ্চিনাতি] রাশীকৃত করা বা হওয়া, স্তূপীকৃত করা বা হওয়া, সঞ্চয় করা, জমানো, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা বেশি হওয়া, সংগ্রহ করা, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, পুণ্য বৃদ্ধি করা। (অতীত) **অভিসঞ্চিনি**। (সপ্তমী) **অভিসঞ্চেয্যং অভিসঞ্চিনেয্যং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অভিসঞ্চেতযিত (বিণ) আত্মজ্ঞানে উৎপন্ন, চেতনায় অবধারিত, প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাত, চিন্তিত, ইচ্ছাকৃত, বাগ্‌দত্ত, সঙ্কল্পিত, অভিপ্রেত, পরিকল্পিত। ⇒ **অভিসঞ্চেতেতি**। (ক্লী) অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, চিন্তা করিয়া অবধারণ।

অভিসঞ্চেতেতি (ক্রি) [অভি + সং + √চিত + এ] আত্মজ্ঞানের মধ্যে আনা, চিন্তা করিয়া বাহির করা, অভিসন্ধি করা, ফন্দি করা, কৌশল করা, কল্পনা করা, আবিষ্কার করা, উইল করিয়া দান করা, নক্সা করা, মনে মনে অঙ্কন করা। (অতীত) **অভিসঞ্চেতেসি**। (অ-বিণ) **অভিসঞ্চেতযিত**।

অভিসঞ্ছন্ন (বিণ) = **অভিচ্ছন্ন**। ⇒ **অভিচ্ছন্ন**।

অভিসঞ্ঞা (স্ত্রী) অতি সংজ্ঞা, পূর্ণচেতনা, পূর্ণসংজ্ঞা বা জ্ঞানশক্তি। ⇒ **সঞ্ঞা**। (যৌগিকে) **অভিসঞ্ঞা নিরোধ**—পূর্ণমাত্রায় সংজ্ঞালোপ (দীর্ঘনকায়); (ইহা কিন্তু বৌদ্ধ মত নহে, কোনো কোনো বিভ্রান্ত সাধকেরই অভিমত)। (বৌদ্ধমতে) **সঞ্ঞা-বেদযিত-নিরোধ** (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য)।

অভিসঞ্ঞূহতি (ক্রি) [অভি+সঞ্ঞূহতি অর্থাৎ সং+নি+উহতি] রাশীকৃত করা, স্তূপীকৃত করা, একাগ্রতা সাধন করা, ধ্যানে মগ্ন হওয়া। (তুলনীয়) **অভিসিঞ্চপতি**।

অভিসট (বিণ) ১ স্রোতবেগে প্রবাহিত, একত্রে আগত বা একস্থানে মিলিত। = **সন্নিপতিত**। ২ সমীপবর্তী হইয়াছে এমন, নিকটে আগত, সাক্ষাৎকৃত, পরিদর্শনকৃত, দেখা শুনা হইয়াছে এরূপ, দেখিতে গিয়াছে বা আসিয়াছে এমন। ⇒ **অভিসরতি**।

অভিসণ্ঠান (বিণ) = **পচ্চগ্‌ঘ**। ⇒ **পচ্চগ্‌ঘ**।

অভিসত্ত (বিণ) অভিশপ্ত, ঘৃণার্হ, তিরস্কৃত, গালিবর্ষিত, অপযশকৃত, নিন্দিত, ভর্ৎসিত। = **অক্কুট্‌ঠ**। ⇒ **অভিসপতি**।

অভিসত্থ (বিণ) অভিশপ্ত, ঘৃণার্হ। = **অভিসত্ত**। ⇒ **অভিসংসতি**।

অভিসদ্দহতি (ক্রি) [অভি + সং + √দহ + অ; সংস্কৃত—অভিশ্রদ্দধাতি] বিশ্বাস রাখা বা করা, (কিছুতে) বিশ্বাস করা, সত্য বলিয়া ধারণা করা, আস্থা রাখা, অনুমান করা। (অতীত) **অভিসদ্দহি**। (সপ্তমী) **অভিসদ্দহেয্য** (পেতবত্থু); = **পটিঞ্ঞেয্য** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অভিসন্তপতি (ক্রি) [অভি+সন্তপতি অথবা **সন্তপ্পতি**] অতি সন্তপ্ত হওয়া, অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়া, অতিশয় শোকান্বিত হওয়া, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক হওয়া, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, ঈষৎ দগ্ধ করা। (অতীত) **অভিসন্তাপি**। (করণে) **অভিসন্তাপেতি**। ⇒ **সন্তপ্পতি**।

অভিসন্তাপেতি (ক্রি) [অভি+সন্তাপেতি] ঝলসাইয়া দেওয়া, শুকাইয়া দেওয়া, নষ্ট করানো, ধ্বংস করানো, ঈষৎ দগ্ধ করানো, জ্বালাইয়া দেওয়া, ভাজা, ঝলসানো। ⇒ **অভিসন্তপতি**। (অতীত) **অভিসন্তাপেসি**।

অভিসন্দ (পুং) (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত 'মহাবস্তু—অভিস্যন্দ) (পূর্ণ হইয়া) বাহিয়া পড়া, উথলিয়া পড়া, জলপ্লাবন, আধিক্য, উৎপাদ, উৎপন্ন, দ্রব্য, নিঃসরণ, বহিপ্রবাহ, প্রবাহ, সন্তানসন্ততি, লাভ, প্রচার, সংস্করণ, বিচার্য বিষয়, (কার্যের) ফল, সমস্যা, ফলাফল। (বি-ভা) **চত্তারো পুঞ্ঞাভিসন্দা কুসলাভিসন্দা**—চতুর্বিধ পুণ্যপ্রবাহ সদগুণোৎপাদ (বা সৎগুণের ফল) (সংযুক্ত নিকায়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মাভিসন্দ**—কর্মফল বা কর্মের ফল। (তুলনীয়) **অভিসন্দন**।

অভিসন্দতি (ক্রি) [অভি+√সন্দ+অ] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত হওয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, নিঃসরণ হওয়া, চুয়াইয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া, চুয়ানো, ক্ষরণ করানো। (অতীত) **অভিসন্দি**। (অ-বিণ) **অভিসন্ন**।

অভিসন্দন (ক্লী) প্রবাহ, প্লাবন, আধিক্য, ফলাফল, (কার্যের) ফল, পরিণাম, প্রভাব, গুরুত্ব। (পটিসম্ভিদামার্গ) **সুখস্স অভিসন্দন**। = **অভিসন্দ**।

অভিসন্দহতি (ক্রি) [অভি+সং+√দহ+অ] একত্রিত করা, মিল করা, একত্রে রাখা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, সংযুক্ত করা, ঠিক মিল করা, সন্ধিতে সন্ধিতে ছেদন করা, সম্পূর্ণ মিল হওয়া। (অতীত) **অভিসন্দহি**।

(ক্রি–বি) **অভিসন্ধায়**।

অভিসন্দায (ক্রি–বি) একত্রে মিল করিয়া বা রাখিয়া, সংযুক্ত করিয়া, প্রস্তুত রাখিয়া, ঠিক মিল করিয়া, সম্পূর্ণ মিল হইয়া; (পদান্বয়ী অব্যয়ভাব যুক্ত হইলে) কারণবশত, কারণে, দরুণ, যেহেতু। = **পটিচ্চ**। ⇒ **অভিসন্দহতি**।

অভিসন্দেতি (ক্রি) [অভি+সন্দেতি] প্লাবিত করা, অভিভূত করা, উথলিয়া পড়া, ছাপাইয়া উঠা, অধিক হওয়া, পূর্ণ করা বা হওয়া, ভরা বা ভরণ করা, ব্যাপ্ত করা, অনুপ্রবেশ করা।

অভিসন্ধায় = পটিচ্চ। ⇒ **পটিচ্চ, অভিসন্দায়**।

অভিসন্ন (বিণ) প্রচুর, প্লাবিত, উথলিত, ক্ষরিত, প্রবাহিত, পূরিত, পূর্ণকৃত, পরিপূর্ণ, নিঃসারিত। (বিনয়) **অভিসন্ন কায**। (জাতক) **অভিসন্ন পীতিযা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুগ্গন্ধাভিসন্ন**। ⇒ **অভিসন্দতি**।

অভিসন্নকায—রসপূর্ণ দেহ। ⇒ **অভিসন্ন**।

অভিসন্ন পীতিযা—পরিপূর্ণ বা নিঃসারিত প্রীতিসমূহ। ⇒ **অভিসন্ন**।

অভিসপতি (ক্রি) [অভি+√সপ+অ] অভিশাপ দেওয়া, অত্যন্ত ঘৃণা করা, গালি দেওয়া, ভর্ৎসনা করা, অভিশাপ হইয়া দাঁড়ানো, শপথ গ্রহণ করা। (অ–বিন) **অভিসত্ত**।

অভিসপন (ক্লী) শপথ, হলফ, অভিশাপ, মঙ্গলেচ্ছা, অমঙ্গলজনক বস্তু। ইহা "**অভিসম্পন্ন**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ।

অভিসপযং (আক্রোশজনিত ব্যবহার) অভিশাপ দিব। ⇒ **অভিলাপ**।

অভিসপাযং = অভিসপযং। ⇒ **অভিসপযং**।

অভিসপ্পাযং(আক্রোশজনিত ব্যবহার) অভিশাপের যোগ্য, অভিশাপ দেওয়া উচিত। ⇒ **অভিলাপ**।

অভিসময (পুং) [অভি+সময; তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—অভিসময] পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া আসা, অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান লাভ, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা বা অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবে পরিণতি, উপলব্ধি, আদায়করণ, পরিষ্কারভাবে বুঝানো বা নিঃসন্দেহজ্ঞান, হস্তমুষ্টি, গ্রহণ, আয়ত্ত, ধীশক্তি, প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা। (তুলনীয়) **অভিসমেতি, সমেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্থাভিসময**—বিচক্ষণতা বা ব্যুৎপত্তি আয়ত্তকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিযসচ্চানং অভিসময**—চারি আর্যসত্য বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ। (সূত্রনিপাত) **সচ্চাভিসময = সচ্চাববোধ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চতুসচ্চাভিসময**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **সচ্চানং অভিসময**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মাভিসময**—ধর্মবিষয়ে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্মা-মানাভিসময**—মিথ্যামান বা অহঙ্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্ঞাযাভিসময; অভিসময সংযুত্ত**। (সূত্রনিপাত) **ফস্সাভিসময;** (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) "**ফস্স-নিরোধ**" দ্বারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দমন হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দমিত হয় না। = **সচ্চপটিবেধ** (বিমানবত্থু অর্থকথা); (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভাবনাভিসময; সচ্ছিকিরিযাভিসময**।

অভিসমাগচ্ছতি (ক্রি) [অভি+সম+আগচ্ছতি] সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানপর্যায়ে আসা, সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা, প্রভুত্ব করা। (তুলনীয়) **অধিগচ্ছতি**। (অ–বিণ) **অভিসমেচ্চ**।

অভিসমাচারিক (বিণ) [অভি+সমাচারিক] যাহা ক্ষুদ্রতর বা নিকৃষ্টতর নীতিশাস্ত্র, নীতিতত্ত্ব অথবা নীতিবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অভ্যাসের অধিকারী, পুনঃপুন অভ্যাস বা ব্যবহার করা হইতেছে এমন, সংসৃষ্ট অথবা যে সৎস্বভাবের অত্যল্প গ্রহণ করিবার আশা করা হইয়াছে, সঙ্গত, স্বকীয়, ব্যক্তিগত, উপযুক্ত, উচিত। (বিনয়) **অভিসমাচারিক সিক্খা**—উপযুক্ত শিক্ষা। (মধ্যম নিকায়) **অভিসমাচারিক ধম্ম**—স্বকীয় বা ব্যক্তিগত ধর্ম।

অভিসমিক্খতি (ক্রি) [অভি+সমিক্খতি] দেখা, অবলোকন করা, দৃষ্টিপাত করা, দর্শন করা, দেখা করা, দৃষ্টি দেওয়া, বিশেষ করিয়া দেখা, বিবেচনা করা, সম্মান করা, ব্যবহার করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, বর্ণনা করা, ভদ্র ব্যবহার করা, শিষ্টতা প্রদর্শন করা। (অতীত) **অভিসমিক্খি;** (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **অভিসমেক্খসে = ওলোকেসি**। (ক্রি–বি) **অভিসমিক্খ, অভিসমেক্খ** (বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকমালায়—অভিসমীক্ষ্য), **সঞ্চিক্খ = পসসিত্বা** (জাতক অর্থকথা); = **দিস্বা** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **অভিসমেক্খতি**।

অভিসমিচ্চ = অভিসমেচ্চ। ⇒ **অভিসমেচ্চ**।

অভিসমিত = অভিসমেত। ⇒ **অভিসমেত**।

অভিসমেক্খতি (ক্রি) **অভিসমিক্খতি**। ⇒ **অভিসমিক্খতি**।

অভিসমেচ্চ (বিণ) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, অনর্গল জ্ঞাত। ⇒ **অভিসমেতি, অভিসমাগচ্ছতি**। (ক্রি–বিণ) = **অবেচ্চ**। ⇒ **অবেচ্চ**। (ক্রি–বি) জ্ঞাত হইয়া। ⇒ **অভিসমেতি**।

অভিসমেত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত বা হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, অধিকৃত। ⇒ **অভিসমেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মাভিসমেত**।

অভিসমেতাবিন (বিণ) সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান বা বিচক্ষণতার অধিকারী, সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান যাঁহার অধিগত বা আয়ত্তাধীন হইয়াছে।

অভিসমেতাবী (বিণ) **অভিসমেতাবিন**। ⇒ **অভিসমেতাবিন**।

অভিসমেতি (ক্রি) [অভি+সমেতি] পৌঁছা, নাগাল পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, আয়ত্ত করা, অধিগত করা, জ্ঞাত হওয়া, হৃদয়ঙ্গম করা, বোঝা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত

করা, পাওয়া, আঁকড়াইয়া ধরা, গ্রহণ করা, বুঝিতে পারা, জানা, ধরিয়া লওয়া। (তুলনীয়) **অধিগচ্ছতি**। (তুলনীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যাবদান) **অভিসময়তি; চতুরার্য সত্যানি অভিসময়তি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চতুসচ্চাভিসময়ং অভিসমেতি**। (অভ্যাসগত অর্থে যৌগিকে) **অভিসম্বুজ্ঝতি অভিসমেতি; অভিসম্বুজ্ঝিত্বা অভিসমেত্বা** (সংযুক্ত নিকায়)। (অতীত) **অভিসমেসি; অভিসমিংসু, অভিসমেসং**। (অ-বিণ) **অভিসমেত (সমেত;** সংস্কৃত—সমিত)। (ভবিষ্যৎ) **অভিসমেস্সতি**। (ক্রি-বি) **অভিসমেত্বা, অভিসমাগন্ত্বা** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); **"অভিসমিচ্চ"** শব্দের পরিবর্তে **"অভিসমেত্বা"** শব্দের প্রভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য **"অভিসমেচ্চ"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সম্ম'ত্থ অভিসমেচ্চ**—অনর্গলভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া।

অভিসম্পন্ন (এই শব্দটি **"অভিসপন"** শব্দের পরিবর্তে পেতবত্থু অর্থকথায় পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই পাঠ ভুল)। = **অভিসপন**। ⇒ **অভিসপন**।

অভিসম্পরায (পুং) [অভি+সম্পরায] ভবিষ্যৎ জন্ম, পরবর্তী ভব, মৃত্যুর পর উৎপত্তি ভব, ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট বা ভাগ্য, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, চরম ফল, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, পুনর্জন্মে ভবিষ্যৎ অবস্থা। (বি-ভা) **কা গতি কো অভিসম্পরাযো**--কোথায় গতি হইবে আর কোথায়ই বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে অথবা অদৃষ্টজনক উৎপত্তি ভব কিরূপ হইবে? (দীর্ঘনিকায়)। **এবং গতি এবং অভিসম্পরায**—(বিণ) এরূপ গতিতে গমনকারী আর এরূপ স্থানে বা অবস্থায় পুনর্বার জন্মগ্রহণকারী, এরূপ এরূপ গতির আর এরূপ এরূপ ভবিষ্যৎ জন্মাবস্থার (দীর্ঘনিকায়)। = **এবং-বিধা পরলোকা'তি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অভিসম্পরাযং (ক্রি-বিণ) ভবিষ্যতে, মৃত্যুর পর। = **পুনভবে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্ঠে চেব ধম্মে অভিসম্পরাযঞ্চ**—এই সংসারে এবং মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ জন্মে। ⇒ **দিট্ঠ**। (পেতবত্থু অর্থকথায় "অদৃষ্ট বা ভাগ্য" অর্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অভিসম্বাধতা = **অতিসম্বাধতা**। ⇒ **অতিসম্বাধতা**।

অভিসম্বুজ্ঝতি (ক্রি) [অভি+সং+ √বুধ+য] অতি উচ্চজ্ঞান লাভ করা, সম্বোধি জ্ঞান লাভ করা, সম্যক রূপে বোধিজ্ঞান লাভ করা, চরম বা পরম জ্ঞান লাভ করা, উচ্চতম সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করা, সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়া, পরম জ্ঞানে জাগ্রত হওয়া। (যৌগিকে) **অভিসম্বুজ্ঝতি অভিসমেতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (অতীত) **অভিসম্বুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **অভিসম্বুদ্ধ**। (ব-বিণ) **অভিসম্বুদ্ধান**। (করণে) **অভিসম্বোধেতি**।

অভিসম্বুজ্ঝন (ক্লী) **অভিসম্বোধি**। ⇒ **অভিসম্বোধি**।

অভিসম্বুদ্ধ (বিণ) জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত, বুঝিয়াছে বা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এমন, উপলব্ধ, সাধিত, সাধনকৃত, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানের সাধনায় চরমে পৌঁছিয়াছেন এমন, সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত, বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত, সাধনায় পরিপূর্ণ, মহাজ্ঞানী, জ্যোতিষ্মান, সম্যক রূপে বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত। ⇒ **অভিসম্বুজ্ঝতি**। (পুং) মহাজ্ঞান, মহাজ্ঞানী বুদ্ধ, সম্বোধিজ্ঞানে পূর্ণতালাভ, সম্যক রূপে বোধিজ্ঞান লাভ।

অভিসম্বুদ্ধত্ত (ক্লী) পূর্ণজ্ঞান, মহাজ্ঞান, চরমজ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ হৃদয়ঙ্গম, সাধনায় পূর্ণতা, অনর্গল উপলব্ধি, বুদ্ধত্ব জ্ঞান।

অভিসম্বুধান (বিণ) জাগ্রত হইয়া, সাধনা করিয়া, বুঝিয়া, জ্ঞাত হইয়া, হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জানিয়া। **বুজ্ঝন্তো আনন্তো'তি অত্থো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অভিসম্বুজ্ঝতি**।

অভিসম্বোধি (স্ত্রী) [অভি+সম্বোধি] পরম জ্ঞান প্রাপ্তির অবস্থা, চরম জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা, বুদ্ধত্ব লাভের অবস্থা, বুদ্ধত্ব লাভ, সম্যক জ্ঞানের অধিকার লাভ, জ্ঞান পর্যায়ের চরম সীমায় উপস্থিতি। (জাতক) **পরমাভিসম্বোধি**। (চরিয়া পিটক) **অভিসম=ম্বুজ্ঝন, (সম্মা) সম্বোধি**।

অভিসম্বোধিত (বিণ) চরম জ্ঞানে জাগিয়াছে বা জাগ্রত হইয়াছে এমন, চরম জ্ঞানে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে বা জাগ্রত করা হইয়াছে এমন, জ্ঞানবান বা জ্যোতিষ্মান করা হইয়াছে এমন, পরম জ্ঞানে উন্নীত করা হইয়াছে এমন, চরম জ্ঞানে জাগ্রত বা ভূষিত, পরম জ্ঞানে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভগবা অভিসম্বোধিত**।

অভিসম্বোধেতি (ক্রি) পরম জ্ঞানে জাগাইয়া তোলা বা জাগ্রত করা, জ্ঞানবান বা জ্যোতিষ্মান করা। (অতীত) **অভিসম্বোধেসি**। (অ-বিণ) **অভিসম্বোধিত**। ⇒ **অভিসম্বুজ্ঝতি**।

অভিসম্ভব—সম্ভব, সম্ভাবনা। (কেবল **"দুর"** শব্দের সহিত যৌগিকে) **দুরাভিসম্ভব**—কষ্টসাধ্য।

অভিসম্ভবতি (ক্রি) [অভি+সম্ভবতি] ('পর্যন্ত আস' অর্থাৎ পাইতে, দাঁড়াইতে অথবা জয় করিতে সমর্থ হওয়া—এই অর্থে) লাভ করা, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, পৌঁছানো, উপস্থিত হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কোনো কিছু পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, ধারণ করা, বহন করা। (অতীত) **অভিসম্ভবি, অভিসম্ভোসি**। (অ-বিণ) **অভিসম্ভূত**। (ভবিষ্যতে) **অভিসম্ভোস্সং = সহিস্সামি, অধিবাসেস্সামি**। (ক্রি-বিণ) **অভিসম্ভুত্বা, অভিসম্ভবিত্বা**। (ব-বিণ) **অভিসম্ভবনীয**। ⇒ **অভিসম্ভুণাতি**।

অভিসম্ভুণাতি (ক্রি) [অভি+√সম্ভ+উণা] নাগাল পাইতে বা পৌঁছিতে সমর্থ হওয়া, লাভ করিতে সমর্থ হওয়া, সমর্থ হওয়া, লাভ করা। ⇒ **অভিসম্ভবতি**। (অতীত) **অভিসম্ভুণি**।

অভিসম্ভুনন্তো (বিণ) সমর্থ হইয়া, সমর্থ। ⇒ **অভিসম্ভুনাতি**।

অভিসম্ভুনাতি (ক্রি) = **অভিসম্ভুণাতি**। ⇒ **অভিসম্ভুণাতি**।

অভিসম্ভু (বিণ) [অভি+সম+ভূ] প্রাপ্ত হইয়াছে বা লাভ হইয়াছে এমন, পাইয়া, লাভ করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **লোমহংস অভিসম্ভু**। (পুং) প্রাপ্তি, প্রাপ্ত বস্তু, লাভ।

অভিসম্ভূত (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত, সাধিত, অর্জিত। ⇒ **অভিসম্ভবতি**।

অভিসম্ভোতি (ক্রি) = **অভিসম্ভবতি**। ⇒ **অভিসম্ভবতি**।

অভিসম্মতি (ক্রি) [অভি+√সম+অ; সংস্কৃত--অভিশম্যতি) শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা, বন্ধ করা, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, গতি রুদ্ধ করা, দমন করা, নিবৃত্ত করা, বন্ধ হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, উপশম করা, প্রশমিত করা, শান্ত করা, সান্ত্বনা দেওয়া, ঠাণ্ডা করা, স্থির করা, চুপ করানো, নিবৃত্ত করা। (অতীত) **অভিসম্মি**। (অ-বিণ) **অভিসম্মন্তো**।

অভিসম্মন্তো (বিণ) শান্ত, উপশান্ত, রুদ্ধ, অল্পকাল স্থায়ী, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, সমাপ্ত, দমিত। (জাতকে "অভিসম্মেন্তো শব্দের পরিবর্তে ? ইহা অনিশ্চিত পাঠ)। ⇒ **অভিসম্মতি**।

অভিসম্মেন্তো = **অভিসম্মন্তো**। ⇒ **অভিসম্মন্তো**।

অভিসর—অনুসরণকারী লোকগণ, বড়লোকের অনুচরবর্গ, পারিষদবর্গ, সঙ্গীগণ।

অভিসরতি (ক্রি) [অভি+সরতি] ১ (জলস্রোত) বেগে প্রবাহিত হওয়া, একত্রে আসা বা একস্থানে মিলিত হওয়া। = **সন্নিপততি**। ২ অনুসরণ করা, অনুগমন করা, যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখা শুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা। (অতীত) **অভিসরি**। (অ-বিণ) **অভিসট**।

অভিসল্লেখিক (বিণ) [অভি+সল্লেখ+ইক] কঠোর, রূঢ়, উগ্র, অত্যন্ত সাদাসিদে, বাহুল্য বর্জিত, কঠিন, দারুণ, নির্দয়, দৃঢ়, শক্ত, স্থির, অপরিবর্তনীয়, কটু।

অভিসল্লেখিকা (স্ত্রী) কঠোরতা, রূঢ়তা, আত্মনিগ্রহ, তপশ্চর্যা, কঠিনতা, কর্কশতা, কটুতা। এই শব্দটি সচরাচর "**কথা**" সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভিসবতি (ক্রি) [অভি+সবতি] (কিছুর) দিকে বা মধ্যে প্রবাহিত হওয়া। (জাতক) **নজ্জো গঙ্গং অভিসবতি**।

অভিসসি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অভিসংসতি**।

অভিসেকমঙ্গল (ক্লী) অভিষেক মঙ্গল, উৎসর্গ, পূত বা পবিত্র করার কার্য। ⇒ **মঙ্গল** (ক্লী)।

অভিস্সবতি (ক্রি) = **অভিসবতি**। ⇒ **অভিসবতি**।

অভিসহতি (ক্রি) = **অভিসম্ভুণাতি**। ⇒ **অভিসম্ভুণাতি**।

অভিসহমানো (বিণ) = **অসম্পাপুণন্তো**। ⇒ **অসম্পাপুণন্তো**।

অভিসাধেতি (ক্রি) [অভি+সাধেতি] সম্পন্ন করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, পাওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করানো, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পৌঁছানো। (অতীত) **অধিসাধেসি**।

অভিসাপ (পুং) অভিশাপ, অমঙ্গলেচ্ছা, অমঙ্গলজনক বস্তু, ধর্মযাজকের অভিসম্পাতগ্রস্ত ব্যক্তি বা বস্তু, অভিসম্পাত, ধর্মযাজকের অভিসম্পাত। ⇒ **অভিলাপ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে **অক্কোস** রূপেও ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অভিসাপায়ং—অভিশাপ (আক্রোশজনিত শব্দবিশেষ)। ⇒ **অভিসাপ, অভিলাপ**।

অভিসারিকা (স্ত্রী) অভিসারিকা, বেশ্যা, গণিকা, বারবনিতা, বারাঙ্গনা। ⇒ **অভিসারিযা**।

অভিসারিযা (স্ত্রী) প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে সঙ্কেতস্থানে গমনকারিণী নারী। = **অভিসারিকা**।

অভিসারেতি (স্ত্রী) [অভি+সারেতি] সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা, উক্তক্ত করা, নির্যাতন করা, নিগৃহীত করা, হয়রান করা, উৎপীড়ন করা। (অতীত) **অভিসারেসি**।

অভিসিংসতি (ক্রি) [অভি+সিংসতি] পবিত্র ধর্মসংক্রান্ত বাক্য উচ্চারণ করা অথবা ইচ্ছা প্রকাশ করা, শ্রদ্ধারূপ ভয়মিশ্রিত বাক্য উচ্চারণ করা অথবা ইচ্ছা প্রকাশ করা। (তুলনীয়) **অভিসংসতি**। (অতীত) **অভিসিংসিসি, অভিসিংসীসি;** (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনা) **ইচ্ছি সম্পটিচ্ছি**।

অভিসিঞ্চতি (ক্রি) [অভি+√সিচ+ং+অ] অভিসিঞ্চন করা, সিঞ্চন করা, (কিছুর উপর) ছিটাইয়া দেওয়া; (চরিত্রে) অভিষেক করা, বিন্দু বিন্দু বারিপাত করা, দেবসেবায় উৎসর্গ করা, পবিত্র করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খত্তিযাভিসেকেন অভিসিঞ্চতি**। (অতীত) **অভিসিঞ্চি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতেন লোকং অভিসিঞ্চি ভগবা**। (পেতবত্থু অর্থকথায় পাঠ) **অভিসিঞ্চি চিমিল্লিক ঞ ...**। (অ-বিণ) **অভিসিত্ত**। (ক্রি-বি) **অভিসিঞ্চিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **অভিসিঞ্চতি**। (করণে) **অভিসিঞ্চেতি, অভিসেচেতি**।

অভিসিঞ্চেতি (ক্রি) অভিসিঞ্চন করা, সিঞ্চন করা, অভিষেক করা। (অতীত) **অভিসিঞ্চেতি**। (পঞ্চমী) **অভিসেচযসসু**। ⇒ **অভিসিঞ্চতি**।

অভিসিত্ত (বিণ) ১ অভিষিক্ত, স্নাত, বিধিপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপিত, কৃতাভিষিক্ত, শাস্ত্রমতে যথাবিধি

দীক্ষিত, কোনো পদে যথা—বিধি প্রতিষ্ঠিত, পূত, উৎসর্গ বা পবিত্র করা হইয়াছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খত্তিযো খত্তিযেহি খত্তিযাভিসেকেন অভিসিত্ত**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**অবসিত্ত**" শব্দের পরিবর্তে "**অভিসিত্ত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **অবসিত্ত**। ২ জল বা তৈল ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **অভিসিত্ত মনসা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতেন লোক অভিসিত্ত**। ⇒ **অভিসিঞ্চতি**।

অভিসেক (পুং) (রাজ) অভিষেক, স্নান, যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপন, রাজার প্রথম সিংহাসনে আরোহণকালীন অনুষ্ঠানবিশেষ, রাজ্যাধিকারার্থ অভিষেচন, কর্মে নিয়োগ, স্নাপন, উৎসর্গ, পবিত্র বা পূত করার কার্য, বিন্দু বিন্দু জল বা তৈল ছিটানো কার্য, পুণ্যস্নান, সাধারণ স্নান বা গাত্র ধোয়া, প্রতিষ্ঠা। (তুলনীয়) **অভিসিত্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিসেক-অনভিসিত্ত**। (ব্যাকরণে) **অভিসেকিক**।

অভিসেকিক (বিণ) = **অভিসিত্ত**। ⇒ **অভিসিত্ত, অভিসেক**।

অভিসেচন (ক্লী) অভিষেচন, অভিষেক, যথাবিধি তীর্থজলাদি দ্বারা স্নান, স্নাপন, কর্মে নিয়োগ, পুণ্য স্নান, পবিত্র করার কার্য, ধৌতকরণ, উৎসর্গ, সাধারণ স্নান বা গাত্র ধৌতকরণ। = **অভিসেক**। (থেরীগাথা) **উদক অভিসেচন**।

অভিসেবনা (স্ত্রী) [অভি+সেবন] পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়, প্রসাদ, চরিতার্থতা সাধন, প্রশ্রয়দান, পাপের জন্য দণ্ডের ক্ষমা, অমিতাচার। (সদ্ধম্মোপায়ন) **পাপকম্ম অভিসেবন**।

অভিস্‌সর (বিণ) [অভি+ইস্‌সর] ঈশ্বর, আশ্রয়, দাতা, প্রভু, কর্তা। ⇒ **অনভিস্‌সর**।

অভিহংসতি (ক্রি) [অভি+হংসতি] ১ (সকর্মে) হৃষ্ট করা, প্রফুল্ল করা, উল্লসিত করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো। (সংযুক্ত নিকায়) **অভিহট্ঠুং অভিহংসতি**। ২ (অকর্মে) (কোনো বিষয়ে) আনন্দিত হওয়া, সুখভোগ করা, কেবল হাসিতে থাকা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপং মনাপং অভিহংসতি**—মনোজ্ঞ রূপে (সৌন্দর্যে) আনন্দ অনুভব করা। (ব-বিণ) **অভিহিসমান, অভিহংসমান**।

অভিহংসমান (বিণ) আনন্দ অনুভব করে বা করিতেছে এমন, হাস্যমান, কেবল হাসিতে থাকে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিহংসমান ঝানং**—যে ধ্যান অবস্থায় আনন্দ অনুভব করিতে থাকে অথবা কেবল হাসিতে থাকে। ⇒ **অভিহংসতি**।

অভিহট (বিণ) আনীত, প্রদত্ত, দেওয়া হইয়াছে এমন, পুরস্কৃত, বিক্রীত, প্রাপ্ত, আকর্ষিত। = **পুরেতং গহেত্বা আহতন ভিক্‌খং** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। ⇒ **অভিহরতি**।

অভিহট্ঠুং (ক্রি-বি) নিকটে আনা। = **অভিহরিতুং**। (বি-ভা) **অভিহট্ঠুং পবারেতি**—আনিয়া দেওয়া, আনিয়া দান করা (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অভিহরতি**।

অভিহত (বিণ) আক্রান্ত, প্রহৃত, নিগৃহীত, আহত, অগ্রবর্তী, সমীপবর্তী, স্পর্শিত, আঘাতপ্রাপ্ত। ⇒ **অভিহনতি**। (ক্লী) প্রহার, আঘাত।

অভিহনতি (ক্রি) [অভি+√হন+অ] ১ প্রহার করা, আঘাত করা, মারা, নিগৃহীত করা। ২ বলে বশীভূত করা, জয় করা, পরাভূত করা, বধ করা, ধ্বংস করা। (অতীত) **অভিহনি**। (অ-বিণ) **অভিহত**। (তুম) "**অভিহন্তুং**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে "**অভিহন্তু**"।

অভিহরতি (ক্রি) [অভি+√হর+অ; তুলনীয় সংস্কৃত—অভ্যাহরতি, বৈদিক—আহরতি, আভরতি] ১ নিকটে আনা, প্রদান করা, দান করা, যাইয়া আনয়ন করা, প্রাপ্ত হওয়া, (মূল্যে) বিক্রয় হওয়া, আকর্ষণ করা। ২ অভিশাপ দেওয়া, গালি দেওয়া, (উপাসনাগার হইতে) বঞ্চিত করা, অভিশাপ হইয়া দাঁড়ানো, গালাগালি করা, অপযশ করা, অপব্যয় করা, নিয়মভঙ্গ করা, বিকৃত করা। সংস্কৃত—অনুব্যাহরতি, অভিব্যাহরতি। ⇒ **আভত**। (অতীত) **অভিহরি**। (অ-বিণ) **অভিহট**। (ক্রি-বি) **অভিহট্ঠুং**। (কর্মবাচ্যে) **অভিহরিযতি**। (তুম) **অভিহরিতুং**। (করণে) **অভিহারেতি**।

অভিহরিতুং (তুম) নিকটে আনিতে, আনিতে। = **অভিহট্ঠুং**। ⇒ **অভিহরতি**।

অভিহার (পুং) নিকটে আনয়নকরণ, যাইয়া আনয়নকরণ, প্রদান, উপহার, বলি, পূজা, নৈবেদ্য, প্রস্তাবন, দান, প্রকৃতিদত্ত গুণ, উপঢৌকন। (জাতক) **আসনাভিহার**।

অভিহারযং (ক্রি-বি) আনিবার কারণ হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, লাভকরণ, অর্জনকরণ। এই শব্দটি টীকাকার "**অভিভারযিন**" শব্দরূপেও গ্রহণ করিয়াছেন। **অভিহারেতি** (১) শব্দে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

অভিহারেতি (ক্রি) ১ আনিবার কারণ করা বা হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, উপার্জন করা, অর্জন করা। (জাতক) **অভিহারযং**; (টীকায়) **অভিভারযিন**। ২ নিজে (কোনো উপায়) অবলম্বন করা অথবা আশ্রয় গ্রহণ করা, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া, লওয়া, লইয়া যাওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, বাছিয়া বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনো সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা, ফলপ্রদ হওয়া, গমন

করা, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, রহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা, অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোনো বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিক্রয় করা, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া। (সূত্রনিপাত) **অভিহারেসি**—পাণ্ডবশৈলে আরোহণ করিল; = **আরুহি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।(সূত্রনিপাত) **বনন্তং অভিহারয়ে** = **বনং গচ্ছেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ৩ (ডাকে) দেওয়া, রাখা। (অতীত) **অভিহারেসি, অভিহারযিং;** (থেরীগাথা) **উয্যানং অভিহারযিং** = **উয্যানং উপনেসি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (ভবিষ্যৎ) **অভিহেস্সতি;** (জাতক) **কবচং অভিহেস্সতি** (জাতক অর্থকথা বর্ণনায় ভুলবশত গৃহণ করা হইয়াছে "**অভিহনিস্সতি ভিন্দিস্সতি,** সুতরাং প্রত্যক্ষরূপে "**অভিভবিস্সতি**" গৃহণ করা যাইতে পারে); (জাতক) **কিং যোব্বনেন চিন্নেন যং জরা অভিহেস্সতি?** (এখানে "**অভিববিস্সতি**" শব্দের পরিবর্তে **অভিহেস্সতি**" শব্দ গৃহণ করা হইয়াছে টীকায় "**অভিভুয্যতি**" শব্দ গৃহীত হওয়ার ন্যায়। ⇒ **অভিহরতি**।

অভিহিংসং = **অভিহিংসনা**। ⇒ **অভিহিংসনা**।

অভিহিংসতি (ক্রি) "**অভিহিসতি**" শব্দের পরিবর্তে অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাঠ হইয়াছে "**অভিহংসতি**"। ⇒ **অভিহংসতি**।

অভিহিংসনা (স্ত্রী) হ্রেষা রব, ঘোড়ার ডাক। "**অভিহেসনা**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ; সংস্কৃত—হেষা, হেসিতং; প্রাকৃত--হেসা। বিমানবত্থু অর্থকথার টীকায় "**অভিহেসন**"। ⇒ **অভিসংসনা**।

অভিহিত (বিণ) অভিহিত, কথিত, নির্দিষ্ট, উল্লিখিত। সিংহলী সংযুক্ত নিকায়ে ইহাকে "**অভিগীত**" শব্দরূপেও পাঠ দেখা যায়। ⇒ **অভিধাতি**। (ক্লী) বাক্য, শব্দ, কথন।

অভিহিংসমান = **অভিহংসমান**। ⇒ **অভিহংসমান**।

অভিহীত = **অভিহিত**। ⇒ **অভিহিত**।

অভিহেসন (ক্লী) = **অভিহিংসনা**। ⇒ **অভিহিংসনা**।

অভিহেস্সতি (ক্রি) ⇒ **অভিহারেতি**।

অভীত (বিণ) [অ+ভীত] অভীত, নির্ভয়, ভয়হীন, সাহসী। ⇒ **অভিদ** (১)।

অভীতনাদ (পুং) নির্ভীক ধ্বনি, বিজয়োল্লাস ধ্বনি। ⇒ **সীহনাদ**।

অভীনিন্দ্রিয = **অভিনিন্দ্রিয**। ⇒ **অভিনিন্দ্রিয**।

অভীরু (বিণ) [অ+ভীরু] অভীরু, নির্ভীক, নির্ভয়, সাহসী, ভয়হীন, অভয়।(যৌগিকে) **অভীরু অনুত্রাসিন**।

অভীরুক (বিণ) [অ+ভীরু+ক] ভয়হীন, নির্ভীক, সাহসী। = **অভীরু**।

অভুম্ম (বিণ) [অ+ভুম্ম] ভিত্তিহীন, অহেতুক, অমূলক, মিথ্যা, অসার, অবাস্তব, কল্পিত।

অভূত (বিণ) [অ+ভূত] অভূত, অজাত, অবিদ্যমান, অপ্রকৃত, মিথ্যা, অসত্য, অভূতপূর্ব, অদ্ভুত, যাহা পূর্বে কখনও ঘটে নাই, যাহা কখনও হয় নাই। (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা) **অভূতপুব্বং ভূতং**—যাহা পূর্বে কখনও ঘটে নাই তাহা ঘটিয়াছে এরূপ। ⇒ **ভুত** (বিণ)। (ক্লী) মিথ্যা, মিথ্যা কথা, অসত্য বর্ণনা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, কপটতা। (করণে) **অভূতেন**।

অভূতং (ক্লী) মিথ্যা, মিথ্যা কথা। = **অভূত** (ক্লী)।

অভূতং অক্খান (ক্লী) মিথ্যা বর্ণনা, কপটতা।= **অভূতং**।

অভূতং অতচ্ছং (ক্রি-বিণ) মিথ্যা এবং অসত্যরূপে। = **মুসা** (ক্রি-বিণ)।

অভূতভাব—অপ্রকৃত গুণ, যে ধর্ম সত্যপূর্ণ নহে, যে চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য নহে। ⇒ **ভুতভাব**।

অভূতবাদিন (বিণ) মিথ্যাবাদী, অসত্যবাদী, প্রবঞ্চক, কপট, মিথ্যুক, অভূতবাদী, মিথ্যাভাষী, যে কথা পূর্বে কেহ কখনও বলে নাই সেরূপে কথক বা কথা ভাষণকারী। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **অরিযূপবাদবসেন অলিকবাদিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তুচ্ছেনপরং অভচিক্খন্তো**। ⇒ **অলিকবাদিন**।

অভূতবাদী (বিণ) = **অভূতবাদিন**। ⇒ **অভূতবাদিন**।

অভূতুল্লপনা [অভূত=উল্লপনা] অদ্ভুত এবং বৃত্তাদি দ্বারা অমূলক ব্যাখ্যা করা। ⇒ **অভুত, উল্লপনা**।

অভূতেন (ক্রি-বিণ) মিথ্যাভাবে, মিছামিছি, অসত্যরূপে। ⇒ **অভূত**।

অভূলুহসল্ল (বিণ) যে ব্যক্তির আসক্তিরূপ শল্য উৎপাটন করা হইয়াছে, যাহার অনুরাগ রূপ শেল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ⇒ **অভূলুহ**।

অভেজ্জ (বিণ) (সংস্কৃত—অভেদ্য) অভেদ্য, অবিভক্ত, অভঙ্গুর, অবিদীর্ণ, অবিশৃঙ্খল, শক্ত, ভঙ্গপ্রবণ নহে এমন, অভিন্ন, অবিযুক্ত, যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না, যাহা চেরা-ফাড়া-বিদীর্ণ অথবা বিভক্ত করা যায় না এমন, যাহা টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না এমন, ভিন্ন মত হইবার কারণ ঘটিত নহে এমন, হস্তান্তরের অযোগ্য, অবিচ্ছেদ্য। ⇒ **অদেজ্ঝ**। (সূত্রনিপাত) **মিত্তো অভেজ্জো পরেহি**। (জাতক) **বরসূর অভেজ্জ পঠবিযা**--পৃথিবী হইতে মহাসূর্য অভিন্ন; **অভেজ্জ রূপ**—অভেদ্য রূপ বা দৃঢ় চরিত্রের **অভিজ্জ হদয**—অভিন্ন হৃদয়। = **অচ্ছেজ্জ** (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভেজ্জ পরিসা**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অভেজ্জ অপ্পদুসিয**। (পঞ্চগতি দীপন) **অভেজ্জ পরিবার**।

অভেজ্জনক (বিণ) অবিনশ্বর, যাহা হইবার নহে, অবিধ্বংসী, অবিনাশী।

অভেজ্জমানে ⇒ **অভিজ্জমান**।

অভোজন = অনাসকত্ত। ⇒ **অনাসকত্ত।**

অভোজনেয্য (বিণ) অভোজ্য, অভোজনীয়, খাইবার অযোগ্য, যাহা খাওয়া যায় না। = **অভোজ্জ।**

অভোজ্জ (বিণ) অভোজ্য, অখাদ্য। = **অভোজনেয্য।**

অভ্যামতো = অপসব্যতো। ⇒ **অপসব্যতো।**

অমকস (বিণ) যে স্থানে মশা নাই, মশকহীন, মশার উপদ্রবরহিত।

অমক্‌খিন (বিণ) নিষ্ঠুর নহে এমন, অনিষ্ঠুর, দয়ালু। ⇒ **মক্‌খিন।** (দীর্ঘনিকায়) **অমক্‌খিন অপলাসিন।**

অমঙ্কুভূত (বিণ) স্থির, প্রশান্ত।

অমচ্চ (পুং) (সংস্কৃত—অমাত্য) ১ বন্ধু, সঙ্গী, সহচর, সহকর্মী, সাহায্যকারী, ভদ্রলোক, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, অন্তরঙ্গ বন্ধু। (জাতক) **সহজাতা অমচ্চা।** (পেতবত্থু) **অমচ্চ = পরিচারিকা**—সঙ্গীরূপে উপদেশ প্রদানকারী বন্ধুগণ, সেবক বা পারিষরূপে বন্ধুগণ। (যৌগিকে) **মিত্তামচ্চা** (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অমচ্চা ঞাতি-সালোহিতা**—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এবং নিকট সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞাতিগোত্রবর্গ; (বিনয়) **মিত্তামচ্চা ঞাতি-সালোহিতা।** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিত্তা চ কম্মকরা চ।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মিত্তা বা অমচ্চা বা ঞাতী বা সালোহিতা বা; অমচ্চা ঞাতি-সঙ্ঘা চ।** ২ বয়স্য, রাজবন্ধু, রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু, অমাত্য, মন্ত্রী, রাজার উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা, মন্ত্রীসভার সদস্য, রাজ বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত, রাজ পরিষদ, উচ্চতম রাজসভার সদস্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অমচ্চকুল; অমচ্চা চ পুরোহিতো চ; সব্বকম্মিক অমচ্চ।** রাজার বিশেষ উপদেষ্টা বা রাজসভার সদস্যরূপে:— **পুরোহিত, মহামত্ত, পারিসজ্জ।** সাধারণত যৌগিকে বহুবচনে:— **অমচ্চাপারিসজ্জা,** যেমন—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পিয়-সহায়ক;** কিন্তু **"সেসা আণত্তি-করা"** স্বরূপ **"পারিসজ্জা"** এর নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ তুলনীয়— (দীর্ঘনিকায়) **অমচ্চা পারিসজ্জা গণকমহামত্তা;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চতুন্নং মহারাজানং অমচ্চা পারিসজ্জা।**

অমচ্চকুল—অমাত্যকুল, অমাত্যবংশ, মন্ত্রীবংশ। ⇒ **অমচ্চ** (২)।

অমচ্চপরিচারিক—মন্ত্রীর অনুচর বা চাকর। ⇒ **পরিচারিক।**

অমচ্চবল (ক্লী) অমাত্যবল, মন্ত্রীবল। ⇒ **বল** (১খ)।

অমচ্চামিত্ত (পুং) সহকর্মী বন্ধু, সাহায্যকারী বা সহযোগী মিত্র। ⇒ **মিত্ত।**

অমচ্ছরিন (বিণ) মাৎসর্যহীন, স্বার্থপর নহে এমন, অমাৎসর্যপরায়ণ, নিঃস্বার্থপর, অহিংস, অলোভী, মাৎসর্য দোষ যাহার নিকট নাই এমন। ⇒ **মচ্ছরিন।**

অমজ্জ (ক্লী) ১ কুঁড়ি, মুকুল, অঙ্কুর। = **মকুল।** ২ অমদ্যপ, যাহা মদ বা মদ্য বা মাদক বস্তু নহে, যে বস্তু খাইলে বা পান করিলে নেশা হয় না।

অমজ্জপ (বিণ) অমদ্যপ, যে ব্যক্তি নেশাপানে বিভোর হয় না অথবা সংবিৎ হারায় না, মদ্য বা নেশা পান করে না এমন, মদ্য বা নেশাপানে বিরত, মাদক দ্রব্য নহে এমন।

অমজ্জপায়ক (পুং) [অ+মজ্জ+পায়ক; সংস্কৃত—অমদ্যপ] মদ্য বা নেশা পান করে না এমন ব্যক্তি, মাদকদ্রব্য বর্জনকারী ব্যক্তি।

অমণি (বিণ) মণিহীন, মণি বা মূল্যবান পাথর নাই এমন, স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কৃত নহে এমন অর্থাৎ অপরিষ্কৃত, মণি নহে এরূপ।

অমণ্ডিত (বিণ) অমণ্ডিত, অসজ্জিত, অভূষিত, অবেষ্টিত। ⇒ **অনঞ্জিত, মণ্ডিত।**

অমত (ক্লী) (বৈদিক—অমৃত) ১ অমৃত, সুধা, (প্রাণের হেতুভূত বলিয়া) জল; (আয়ুবর্ধক হেতু) দুগ্ধ, নবনীত, অন্ন, ঘৃত, খাদ্যবস্তু; (রসায়নাদি দ্বারা পীত হইলে দীর্ঘায়ু করে বলিয়া) পারদ; যজ্ঞশেষ দ্রব্য, (দেহ পোষণ করে বলিয়া) স্বর্ণ, বিষ, বৎসনাভ, মোক্ষ, অযাচিত-লব্ধবস্তু, ঔষধ, ভক্ষ্যদ্রব্য, হৃদ্যবস্তু, তৃপ্তিকর বস্তু, সুস্বাদু দ্রব্য, পরমানন্দ, যোগবিশেষ, তীর্থবিশেষ, স্থায়ী কল্যাণ। ২ অমর মরণহীন অবস্থা, মৃত্যু হয় না এরূপ অবস্থা, অপরিবর্তনীয় অবস্থা, নির্বাণ, অচ্যুত অবস্থা। ৩ অস্বীকৃতি, অননুমোদন। (**খুদ্দকপাঠ অর্থকথা**) **ন জাযতি ন জীযতি ন মীযতি'তি অমতং'তি বুচ্চতি;** অথবা (ধর্মপদ অর্থকথা) **অজাতত্তান ন বিয্যতি ন মীযতি তস্মা, অমতং'তি বুচ্চতি।** (মধ্যম নিকায়) **অপারুতা তেসং অমতস্‌স দ্বারা। = রাগ-দোস-মোহক্‌খযো** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অমতেন অভিসিত্ত**—অমৃত বা সুধারূপ জল দ্বারা-অভিষিক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **অমতস্‌স দাতা; অমতস্‌স পত্তি; অমতস্‌স মহানিব্বান। = নিব্বান** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা); **অগধ**—বিষঘ্ন, ঔষধ, প্রতিষেধক। থেরগাথায় ইহাকে **"ধাতু"** রূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে। (থেরগাথা) **অমতস্‌স দ্বার। = অমত-মহানিব্বান** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতধুর সবনূপগ; "অগদো অমতং"** এবং **"নিব্বানং অমতং"; অমতেন লোকং অভিসিঞ্চি ভগবা; ধম্মামতং।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অমতনিব্বান।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমতং পাযেতি।** (পুং) স্বর্গ, মোক্ষ, ধন্বন্তরি, (অমৃত বা সুধা ভক্ষণ করেন বলিয়া) দেবতা, বারাহীকন্দ, বনমুদ্গ, এক প্রকার প্রাচীন ততযন্ত্র। (বিণ) মরণহীন, অমর, অপরিবর্তনীয়, অচ্যুত, সুন্দর, সাধু, সৎ, অমৃত, তুল্য, আনন্দজনক, প্রিয়, অমৃত, অমৃতময়, মৃত্যু যাঁহার হয় না, অমর, নির্বাণ-সম্বন্ধীয়। = **অজরামর।** (সংযুক্ত নিকায়) **অমত বাচা = অমত সদিসা সাধুভাবেন বাচা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **গচ্ছতি অমতং দিসং = নিব্বানং, তং হি অমতং'তি তথা**

নিদ্দিসিতব্বোতো দিসা চা'তি (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **অমতং ধাতুং**—(সম্ভবত) ধাতুর ন্যায় অমৃত বা অমর অবস্থা।

অমতং পদ—অমৃত পদ, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কখনও মৃত্যু হয় না, নির্বাণ। = **নিব্বান**।

অমতগামিন (বিণ) নির্বাণগামী, নির্বাণরূপ অমরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এমন।

অমতদস (বিণ) নির্বাণদর্শী, যিনি নির্বাণরূপ অমর বা অমৃতের দর্শন পাইয়াছেন।

অমতদুদ্রভি (স্ত্রী) অমৃত বা নির্বাণের ভেরী। = **অমতদুন্দুভি**। ⇒ **দুদ্রভি**।

অমতদুন্দুভি (স্ত্রী) নির্বাণের মৃত্যুহীন দুন্দুভি, মৃত্যুরহিত অমরের বা নির্বাণের ঢাক বা নাগরবাদ্য পেটানো, নির্বাণের ঢেরী পেটানো। = **অমতদুভি**।

অমতদ্বার (ক্লী) অমরের দ্বার, নির্বাণের দরজা, অমৃত বা নির্বাণের দরজা। ⇒ **দ্বার** (১)।

অমতধাতু (স্ত্রী) অমর বা নির্বাণের উপাদান বা মৌলিক পদার্থ, অমৃত অবস্থা অর্থাৎ অমরণ অবস্থায় পরিণতি বা অবস্থাপ্রাপ্তি। = **নিব্বান ধাতু**। ⇒ **ধাতু** (২ক), **অমত** (বিণ)।

অমতনন্দ (বিণ) [অমতং+দদ] অমৃত প্রদানকারী, অমরত্ব বা নির্বাণ প্রদানকারী, যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না এমন।

অমতপত্ত (বিণ) অমৃত বা নির্বাণপ্রাপ্ত, মৃত্যুরহিত অবস্থায় বা নির্বাণে পতিত।

অমতপদ (ক্লী) অমৃতপদ বা নির্বাণ, অমরত্ব, মৃত্যু হয় না এমন অবস্থা। = **অমতদস্স অধিগম-বুপাযো বুত্তং হোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অমতপরায়ন (বিণ) অমৃত পরায়ণ, নির্বাণ পরায়ণ, অমরত্ব বা নির্বাণ লাভে তৎপর। = **নিব্বান পরায়ন**। ⇒ **পরায়ন** [বিণ(১)]।

অমতফল (ক্লী) অমৃতফল, নির্বাণরূপ অমৃত ফল, অমরত্ব।

অমতব্বাক (?) গাঢ় নীলবর্ণের মূল্যবান পাথর, নীলকান্ত মণি।

অমতমগ্গ (পুং) অমরত্বের পথ, অমৃতের পথ, নির্বাণের মার্গ।

অমতমগ্গদ (বিণ) অমৃত বা নির্বাণের পথ প্রদানকারী। ⇒ **দ**।

অমতরসা (স্ত্রী) অমৃতরস প্রদায়িনী, নির্বাণরূপ রস প্রদানকারিণী। = **নিব্বান রসাবিনী** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

অমতবুট্‌ঠি (স্ত্রী) অমৃততুল্য বৃষ্টি। ⇒ **বুট্‌ঠি**।

অমতোগধ [অমত+ওগধ] নির্বাণরূপ সুধা বা অমৃতের মধ্যে নিমজ্জন বা ডুব দেওন। = **অমতং নিব্বানং ওগহেত্বা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **ওগধ**। = **নিব্বানোগধ**।

অমতোগধমগ্গ = **নিব্বানগামিনী পটিপদা**। ⇒ **নিব্বানগামিনী পটিপদা**।

অমতোসধ [অমত+ওসধ] অমৃতরূপ ঔষধ, মৃত্যুরহিত ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে মৃত্যু হয় না, অমৃতৌষধ।

অমত্তঞ্ঞু (বিণ) [অ+মত্ত+ঞ্ঞু; সংস্কৃত—অমাত্রজ্ঞ] (ভোজনে) অমাত্রজ্ঞ, অপরিমিত ভোজী, আহারের পরিমাণ বোঝে না এমন, পরিমাণের অতিরিক্ত ভোজন করে এমন, সীমাতিক্রান্ত, অমিতাচারী, ক্রুদ্ধ, ইন্দ্রিয় পরবশ, অপরিমিত সুরাপায়ী, আহারে যাহার মাত্রাজ্ঞান নাই এমন। (ধর্মপদ) **অমত্তঞ্ঞু ভোজনম্হি**।

অমত্তঞ্ঞুতা (স্ত্রী) অমাত্রজ্ঞতা, অপরিমিত ভোজন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান নাই এরূপ অবস্থা। (ধর্মসঙ্গণী) **ভোজনে অমত্তঞ্ঞুতা**।

অমত্তঞ্ঞূ = **অমত্তঞ্ঞু**। ⇒ **অমত্তঞ্ঞু**।

অমত্তেয্য (বিণ) মাতার প্রতি গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন করে না এমন, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিহীন, মাতৃবিরোধী।

অমত্তেয্যতা (স্ত্রী) মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তি, মায়ের প্রতি অগৌরব ও অসম্মান প্রদর্শন, মাতাপিতার বিরুদ্ধাচরণ, মাতৃবিরোধিতা। ⇒ **অপেত্তেয্যতা**।

অমথিত (বিণ) অমথিত, মন্থন করা হয় নাই এরূপ। (বিনয়) **অমথিত কপ্প**।

অমথিতকপ্প (ক্লী) অমথিত দুগ্ধ, মন্থন করা হয় নাই এরূপ দুধ, মাখন তোলা হয় নাই এরূপ দুধ অর্থাৎ খাঁটি দুধ। ⇒ **অমথিত**।

অমনসিকত্বা—মনোযোগ না দিয়া, মনে না রাখিয়া, স্মৃতি না করিয়া। = **অনাবজ্জেত্বা**। ⇒ **মনসি করোতি**।

অমনাপ (বিণ) অমনোজ্ঞ, অমনোমত, মনোমত নহে এরূপ। ⇒ **মনাপ**।

অমনুঞ্ঞ (বিণ) অমনোজ্ঞ, অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, বিরক্তিকর।

অমনুস্স (পুং) [অ+মনুস্স] মনুষ্য নহে এমন প্রাণী বা সত্ত্ব অর্থাৎ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, দৈত্য, অমনুষ্য, মনুষ্যভিন্ন প্রাণী, রাক্ষস, পরী, দেবতা, কাপুরুষ, মনুষ্যোচিত কর্তব্যহীন মনুষ্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমনুস্স সদ্ধ; অমনুস্স পরিগ্গহীত**—অমনুষ্য কর্তৃক অধিকৃত বা পরিগৃহীত। (তুলনীয়) **অমানুস**। ⇒ **যক্খ**। (বিণ) অমনুষ্য, মনুষ্য নহে এমন, মনুষ্যশূন্য, জনমানবহীন। (জাতক) **অমনুস্স কন্তার**। (বিমানবত্থু) **অমনুস্সটঠান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমনুস্স সদ্দ**।

অমনুস্স ইত্থি—প্রেতী, পেত্নী।

অমনুস্সকন্তার (পুং) যক্ষ-রাক্ষসাদি অমনুষ্য দ্বারা অধিকৃত কান্তার বা দুর্গম পথ, বিজন পথ, নির্জন বনভূমি, জনমানবহীন গভীর অরণ্য। ⇒ **অমনুস্স, কন্তার**।

অমনুস্সটঠান (ক্লী) যক্ষ-রাক্ষসাদি অমনুষ্য কর্তৃক অধিকৃত স্থান। ⇒ **অমনুস্স**।

অমনুস্‌স পরিগ্‌গহীত (বিণ) অমনুষ্য কর্তৃক পরিগৃহীত, অমনুষ্য কর্তৃক অধিকৃত, অমনুষ্যাশ্রিত, ভূত-প্রেতাদি অমনুষ্যগণের অধিকারগত। ⇒ **অমনুস্‌স**।

অমনুস্‌স সদ্দ—ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষসাদি অমনুষ্যগণের শব্দ? ⇒ **অমনুস্‌স**।

অমনুসিক (বিণ) অমানুসিক, অমনুষ্যিক, মানুষের অধিকার বহির্ভূত, দৈত্যাদি দ্বারা আশ্রিত বা অধিকৃত। (বিনয়) **অমনুস্‌সিক আবাধ**—রাক্ষস-ভূত-প্রেতাদি দ্বারা আশ্রিত পীড়া বা রোগ।

অমম (বিণ) [অ+মম] নিরহঙ্কার, "আমি" বলিয়া অহঙ্কার করে না এমন, আমার আমিত্বহীন, অদাম্ভিক, নিঃস্বার্থবান, বিতৃষ্ণ, অনাসক্ত, মমত্বহীন, নির্লোভ, অস্বার্থপর, নিঃস্বার্থ। = **মমত্তবিরহিত, মমাযন তণ্‌হারহিত** (জাতক অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **অমম সুব্বত**। (জাতক) **অমম নিরাসয**। (সূত্রনিপাত) **অমম নিরাস**। (বিপ) **মম**।

অমমঙ্কার (বিণ) আমার আমার বলিয়া অহঙ্কার বা গৌরব করে না এমন, আমিত্বের অহঙ্কার করে না এমন, আমার আমিত্বহীন, নিঃস্বার্থবাদী, নিরহঙ্কারী, অপ্রগল্‌ভ। (বিপ) **মমঙ্কার**। ⇒ **অমম**।

অমমনিরাস (বিণ) তৃষ্ণাবিরহিত, বিতৃষ্ণ, আমার আমিত্বে নৈরাশ্যজনক, আমার আমার বলিয়া আসক্তি বা তৃষ্ণারহিত, আমার আমিত্বে অহঙ্কার শূন্য, আমার আমিত্বমুক্ত। ⇒ **অমম**।

অমর (বিণ) [অ+মর] অমর মৃত্যুহীন, চিরখ্যাতনামা, অফুরন্ত, অব্যর্থ, অচ্যুত, অপরিবর্তনীয়, স্থির, দৃঢ়, অবিনশ্বর, অক্ষয়, চিরস্থায়ী, অনন্ত, মরে না এমন। = **অমরভাব পত্থনতায পবত্ত কায-কিলেস** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); = **অমরণসভাব** (জাতক)। (পুং) নৈর্বাণিক পুরুষ, দেবতা।

অমরত্ত (ক্লী) অমরত্ব। = **নিব্বান, দেবত্ত**।

অমরা (স্ত্রী) ১ ইন্দ্রপুরী, জরায়ু, নাভিনাল, অপত্য প্রসবের পর নির্গত ফুল, খুঁটি। ২ বাইন মাছ। (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অমরা নাম মচ্ছ-জাতি**। ⇒ **অমরাবিক্‌খেপ**।

অমরাবিক্‌খেপ— বাইন মাছের মতো দোলন বা উল্টনপাল্টন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অমরা নাম মচ্ছ-জাতি, সা উম্মুজ্জন আদি বসেন ... গহেতুং ন সক্কোতি** ইত্যাদি।

অমরা বিক্‌খোপিক (বিণ) বাইন মাছের ন্যায় বক্রগতি বিশিষ্ট, যে ব্যক্তি সর্পের ন্যায় হেলিয়া-দুলিয়া অথবা কেঁচোর ন্যায় নাড়াচাড়া করিয়া চলিবার অভ্যাস করে।

অমরি (অতীত ক্রিয়া) মরিয়া ছিলাম। = **মরি**। ⇒ **মরতি**।

অমরিতু কাম—মরিতে ইচ্ছা করি না। ⇒ **মরতি**।

অমল (বিণ) [অ+মল] অমল, ময়লাহীন, নির্দোষ, অকলঙ্ক, পবিত্র, বিশুদ্ধ, বিমল, অনাবিল, নিষ্কলঙ্ক, নির্দাগী, দাগশূন্য।

অমলমতি (স্ত্রী) পবিত্র মন, নিষ্কলুষ বা নির্দোষ মন, সরল মন। ⇒ **মতি**।

অমস্‌সুক (বিণ) [অ+মস্‌সু+ক] শ্মশ্রুবিহীন, গোঁফ-দাড়িহীন, তরুণ, যাহার মুখে গোঁফ-দাড়ি নাই, দাড়িহীন। এই শব্দটি প্রায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। ⇒ **মস্‌সুক**।

অমা (ক্রি-বিণ) (বৈদিক—অমা) বাড়িতে, ঘরে, সহ, সহিত। (বিণ) অন্ধকার, আঁধার। (পুং) অমাবস্যা, চন্দ্রের অদৃশ্য ষোলকলা, চন্দ্রমণ্ডলস্থ সূর্যকিরণ।

অমাজাত (বিণ) [অমা+জাত] ঘরে জাত, ঘরে জন্মিয়াছে এমন, দাসের। ঈদৃশ অর্থে "**অমাজাত**" শব্দের পরিবর্তে "**দাস**" শব্দের ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু জাতক অর্থকথায় প্রাচীন কাল হইতে জোরপূর্বক "**আম অহং দাসী'তি**" বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। ⇒ **আমায**। ইহার পাঠ হইবে "**আমজাত**"। ⇒ **আমজাত**।

অমাতাপিতিক (বিণ) অমাতৃপিতৃক, মাতৃপিতৃহীন, যাহার মাতাপিতা জীবিত নাই, অনাথ, মাতৃপিতৃহীন (শিশু)।

অমাতিক (বিণ) [অ+মাতিক] মাতৃহীন (বালক) যাহার মা বাঁচিয়া নাই, মা জীবিত নাই এমন, মাতৃগর্ভে যে জন্মে নাই, অমাতৃক, মাতৃহারা। ⇒ **অপিতিক**।

অমানবন্ত (বিণ) অগর্বিত, নিরহঙ্কার, অভিমানহীন, আত্মশ্লাঘা নাই এমন।

অমানুস (বিণ) ১ স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক, পবিত্র, অনুপম, অলৌকিক, আসাধারণ, অমানুষিক, মনুষ্য নহে এমন, মনুষ্যক্ষমতার অতিরিক্ত, দৈত্যাকার, অমনুষোচিত, মনুষ্যাতীত, মানুষের অযোগ্য, নিষ্ঠুর, মনুষ্যত্বহীন, ভূতগ্রস্ত। ২ ভৌতিক, আধ্যাত্মিক। (পুং) অমনুষ্য, অমানুষ, অসজ্জন, মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব (যেমন—দৈত্য, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, কিন্নর, পরী, দেবতা ও কামদেব প্রভৃতি অশরীরী সত্ত্বগণ আর পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি ইতর প্রাণী), অতিমানুষিক জাতি বা সত্ত্ব অর্থাৎ দেবতা।

অমানুসিক (বিণ) = **অমানুস**। ⇒ **অমানুস** (বিণ)।

অমানুসী (বিণ, স্ত্রী) অমানুষিক, অমনুষ্যোচিত, মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীলোক নহে এমন, অমানুষী, নারী জাতির মধ্যে যাহারা মানবী নহে (যেমন—স্ত্রীজাতীয় পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি এবং রাক্ষসী, পেত্নী, দানবী, কামদেবের স্ত্রী রতি প্রভৃতি)। **রতি = দিব্বারতি**।

অমামক (বিণ) [অ+মম+ক] ১ আমার নহে এরূপ, আমার দলের মালিকানায় নহে এরূপ, আমার সম্পর্কিত নহে এরূপ, আমার আমিত্বহীন। (তুলনীয়) **অমম**। ২ অননুরক্ত, স্নেহশীল নহে এমন, প্রেমময় নহে এমন। ⇒ **মামক**।

অমায (বিণ) [অ+মায] ১ বঞ্চনারহিত, খোলা, মুক্ত, ন্যায়পর, সৎ, অকপট, ছল বা ছলনাহীন, সরল, সত্যপ্রিয়, মায়াহীন, প্রবঞ্চনাহীন, ভ্রান্তিহীন। (তুলনীয়) **অমাযাবিন, অমাযা**। ⇒ **মাযা**।

অমাযা (স্ত্রী) [অ+মাযা] অমায়া, সরলতা, মায়াহীনতা। ⇒ **অমায**। (মহানির্দেশ) **মাযা বুচ্চতি বঞ্চনিকা**

চরিযা। (তুলনীয়) **অমাযাবিন**।

অমাযাবিন (বিণ) [অ+মাযাবিন] অকুহকী, অকপটাচারী, অমায়াবিশিষ্ট, অপ্রপঞ্চক, মায়াহীন, মমতাহীন, অমায়াবী, সরল, অন্তরখোলা, শঠতাহীন, প্রতারণারহিত। (তুলনীয়) **অমায, অমাযা**। (দীর্ঘনিকায়) **অসঠ অমাযাবিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসঠেন অমাযাবিন**।

অমাবসী (স্ত্রী) অমাবস্যা, নূতন চন্দ্রদিবস।

অমিত (বিণ) [অ+মিত] ১ অমিত, অসীম, অপরিমিত, পরিমাণহীন, বিশাল। ২ রুগ্‌ণ, পীড়িত, গত।

অমিতাভা (বিণ) [অ+মিত+আভা] যাঁহার অপরিমিত আভা আছে, অসীম জ্যোতির্ময়, অসাধারণ জ্যোতিসম্পন্ন, অসাধারণ দীপ্তি বা যশসম্পন্ন, জ্যোতির্মান। (পুং) অমিতাভ বুদ্ধ, বুদ্ধ, ভগবান বুদ্ধ, সাবর্ণি মন্বন্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং রৈবত মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা।

অমিত্ত (পুং) [অ+মিত্ত] অমিত্র, শত্রু, যে ব্যক্তি মিত্র বা বুদ্ধ নহে, বৈরী। (বিপ) **মিত্ত**। (বিণ) বন্ধুহীন, যাহার মিত্র বা বন্ধুলোক নাই। = **পচ্চথিক**। (জাতক) **অমিত্ততাপন**।

অমিত্ত তাপন—শত্রুকে ত্যক্ত বা বিরক্তকরণ, শত্রুকে হয়রান পেরেসানি করণ। ⇒ **অমিত্ত**।

অমিলাত (বিণ) [অ+মিলাত] অম্লান, অশুষ্ক, অমলিন, তাজা, টাটকা, সদ্য, উজ্জ্বল, অকুঞ্চিত, অপরিম্লান, ম্লান হয় নাই এরূপ, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ। (বিপ) **মিলাত**।

অমিলাততা (স্ত্রী) [অ+মিলাত+তা] অম্লানতা, অশুষ্ক অবস্থা, ম্লান বা শুষ্ক হয় নাই এরূপ অবস্থা, সদ্যাবস্থা, অকুঞ্চিত অবস্থা, পরিম্লান বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ অবস্থা। (বিপ) **মিলাততা**। ⇒ **অমিলাত**।

অমিলাতা (স্ত্রী) এক জাতীয় উদ্ভিদ বা গুল্ম যাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয় (আমিলানী?)।

অমিস্‌স (বিণ) অমিশ্রিত, খাঁটি, বিশুদ্ধ, পৃথক, (অঙ্কশাস্ত্রে) অমিশ্র বা মিশ্রভিন্ন।

অমু ১ (সর্বনামপদ) সে, সেই, ঐ, ঐরূপ, উহা, তাহা। ⇒ **অসু**। (করণ কারকে) **অমুনা**। ২ (ক্লী) = **অদুং**। ⇒ **অদুং**।

অমুক (সর্বনাম পদ) অমুক, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু। **অমুক পুরিস**। **অমুকো অমুকট্‌ঠানে গচ্ছতি**। ⇒ **অসুক, অমু, অসু**।

অমুখর (বিণ) অমুখর, বাচাল নহে এমন, অতিভাষী নহে এমন, অমুখরা। (বিপ) **মুখর**।

অমুচ্ছিত (বিণ) [অ+মুচ্ছিত] জ্ঞানহীন হয় নাই এমন, বিমোহিত হয় নাই এমন, হতবুদ্ধি হয় নাই এমন, অজ্ঞান হয় নাই এমন, অনাকাঙ্ক্ষী, ধনলোভী বা পেটুক নহে এমন; (সাহিত্যে) অমূর্ছিত, অবিহ্বল, অজ্ঞান, মূর্ছাগত নহে এমন, অনুন্নত, অব্যাপ্ত, অবধিত, অপ্রতিফলিত, অদীর্ঘ। (বি-ভা) **অগথিত অমুচ্ছিত অনজ্ঝাপন্ন (অনজ্‌ঝোপন্ন)** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **অজ্‌ঝোপন্ন**।

অমুত (বিণ) অনাঘ্রাত-অনাস্বাদিত-অস্পৃষ্ট, ঘ্রাণ পায় নাই-স্বাদ পায় নাই-স্পর্শ করা হয় নাই এমন। ⇒ **মুত, দিট্‌ঠী** (১ক)।

অমুত্ত (বিণ) [অ+মুত্ত] অমুক্ত, অপরিত্যক্ত, মোক্ষ বা নির্বাণপ্রাপ্ত নহে এমন, (জেল ইত্যাদি হইতে অথবা কোনো বিষয়াদি হইতে মুক্ত নহে এমন। **অমুত্ত মারবন্দনা**।

অমুত্র (সর্বনামপদ, ক্রি-বিণ) তথায়, সেখানে, অমুক স্থানে, অমুক অমুক জায়গায়, অস্তিত্বের পরিবর্তনে অথবা যাহা আছে উহার অপরিবর্তিত অবস্থায়।

অমুদু (বিণ) চঞ্চল, অস্থির।

অমুদু চিত্ততা (স্ত্রী) মনের চঞ্চল অবস্থা, মনের অস্থির অবস্থা।

অমুনা—তাহার দ্বারা, তৎকর্তৃক। ⇒ **অমু** (১)।

অমুসাবাদ (বিণ) সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী নহে এমন, যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, যথার্থবাদী।

অমুস্‌স—অমুকের। ⇒ **অমুক**।

অমূল (বিণ) মূল্য দিয়া নহে এরূপ, অবৈতনিক, বাকি পাওনা, পরিশোধিত: **অমূলকম্ম**।

অমূলক (বিণ) মূল্যহীন, পয়সা দিতে হয় না এরূপ। = **অমূল**। (মহাবংস) **অমূলকং কম্মং**—অবৈতনিক কার্য। ⇒ **অমূলকম্ম**।

অমূল কম্ম—বিনা পয়সায় কার্য, অবৈতনিক কার্য, যে কাজের জন্য পয়সা দিতে হয় না। ⇒ **অমূল, অমূলক**।

অমূলহ-বিনয—দোষী ভিক্ষুকে বিনয় মতে নির্দোষ সাব্যস্তকরণ, বিনয়ের নিয়মানুসারে বিচার করিয়া দোষী ভিক্ষুর দোষমুক্তকরণ, দোষীভিক্ষুকে পুনর্বার সঙ্ঘভুক্তকরণ।

অমেজ্‌ঝা (বিণ) অপবিত্র, অশুদ্ধ, মিশ্রিত, কলুষিত।

অমোঘ (বিণ) অমোঘ, অব্যর্থ, নিশ্চিত, যাহা নিষ্ফল হয় না, ফলপ্রদ, সার্থক, সারযুক্ত, অতুচ্ছ, জ্ঞানী, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সারবান, অর্থযুক্ত, তুচ্ছ নহে এমন। (বিপ) **মোঘ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অমোঘ তস্‌স জীবিতং**—তোমার জীবন ব্যর্থ নহে।

অমোসধম্ম—নির্বাণ। ⇒ **নিব্বান** (৩ঘ)।

অমোহ (পুং) অমোহ, মোহহীন অবস্থা, মায়ার অভাব, বিহ্বলতাহীন অবস্থা, মোহহীনতা, অবিভ্রমতা, চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, অমূর্ছা, জ্ঞানতা, বিদ্যাবৃত্তিবিশেষ, দেহাদিতে যাহার আত্মাভিমান নাই, অবিষণ্ণতা, আনন্দ। (বিভঙ্গ) **অলোভ অদোস অমোহ**—নির্লোভ-আদ্বেষ-অমোহ—এই তিনটি সর্বপ্রকার কুশল বা পুণ্যের মূলকারণ। ⇒ **মূল** (৩), **মোহ**। (বিণ) (অ-মোহ) অমোহ, মোহহীন, অমূর্খ, সতেজ, আনন্দময়, অবিষণ্ণ, চৈতন্যময়, জাগ্রত, বিদ্যাবৃত্তিযুক্ত, জ্ঞানযুক্ত, দেহাদি আত্মাভিমানী নয় এরূপ, অমূর্ছিত।

অম্পণক = **অম্মণক**। ⇒ **অম্মণক**।

অম্ব (পুং) আম্রবৃক্ষ, আম গাছ। (ক্লী) আম, আম্রফল।

অম্বক (বিণ) **১** (=অম্বকা?) "স্ত্রীসুলভ, কোমল, মেয়েলি, স্ত্রীজনোচিত (?)", নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, মূর্খ, নির্বোধ, বোকা, অনভিজ্ঞ, অসঙ্গত, অসম্ভব, বুদ্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, অল্পজ্ঞানী। এই শব্দটি মেয়েদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় এবং "বাল" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অম্ম অম্বক**। "**অম্বক**" শব্দ সব সময়ে "**অম্ভক**" শব্দরূপে বানান দৃষ্ট হয়, যথা—**অপ্পক অম্ভক**। টীকায় "**অন্ধক**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **২** ছোট আম, কচি আম, অপক্ব আম। (পুং) পিতা। (ক্লী) চক্ষু।

অম্বকঞ্জিক—আমের কাঞ্জি, আমের টক, আমসিদ্ধ তরল পানীয়। = **অম্বিলকঞ্জিক**।

অম্বকমদ্দরী—একজাতীয় পক্ষীবিশেষ।

অম্বকা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অম্বিকা) মাতা, সৎস্ত্রী। এই শব্দটি সাধারণত প্রিয়বাক্যে মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**অম্বপালী;** (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অম্বকা'তি ইত্থিযিকা**।

অম্বণ = **অম্মণ**। ⇒ **অম্মণ**।

অম্বপক্ক (ক্লী) পক্ব বা পাকা আম।

অম্বপন্থ—আমগাছের কিনারা বা পার্শ্ব, আমগাছ বা আমবাগানের প্রান্তভাগ, আমগাছ বা আমবাগানের ধার বা সীমা। **অম্বপন্থেন গচ্ছতি**— আম গাছের বা আমবাগানের ধার দিয়া যায়।

অম্বপান = **অম্বপানক**। ⇒ **অম্বপানক**।

অম্বপানক (ক্লী) আমের রস পান, আমের রস দ্বারা তৈরি পানীয়, আমের সরবত। ⇒ **পানক**।

অম্বপালিকা— বৈশালীর একজন রাজবেশ্যা। অতীতকালে ভগবান ফুস্সবুদ্ধের সময়ে অম্বপালী তাহার ভাগ্নি ছিলেন। সেই সময়ে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহা দান দিয়া রূপ ও গুণ সম্পদের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রার্থনা অনুসারে তিনি বহু কল্প জন্মে অতুলনীয় রূপ ও গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ভগবান সিখীবুদ্ধের সময়ে তিনি ব্রাহ্মণকুলে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এক অরহন্তী ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে অসংখ্যবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং ক্রমে দশসহস্র জন্ম বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়। ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন করিয়া ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হন। ভগবান এই গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি দেবায়ু ভোগ করার পর তথা হইতে চ্যুত হইয়া বৈশালীর এক আম্রউদ্যানস্থ এক আম্রবৃক্ষশাখাকে আশ্রয় করিয়া উপপাতিকরূপে (অর্থাৎ মাতাপিতা ছাড়া) উৎপন্ন হন। পূর্ব পাপ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন না হওয়ায় এই জন্মেও তাঁহাকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি রাজবেশ্যা হইলেও বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করেন। প্রথমবার ধর্মশ্রবণে তিনি শ্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন, পরে তিনি অর্হন্তী হইয়া পরিনির্বাপিত হন। ⇒ **উপপাতিক**।

অম্বপিণ্ডি (স্ত্রী) আমের স্তূপ, আম্রগুচ্ছ, আমের থোলো বা থোবা। ⇒ **পিণ্ডি**।

অম্বপিণ্ডী = **অম্বপিণ্ডি**। ⇒ **অম্বপিণ্ডি**।

অম্বপেসিকা—আমের ছোবড়া, আমের ত্বক বা খোসা, আমের বল্কল বা চামড়া।

অম্বপোতক (পুং) আমের পল্লব, আমের অঙ্কুর, আমের মঞ্জরী। ⇒ **পোতক** (২)।

অম্বফল (ক্লী) আম, আম্রফল। ⇒ **ফল** (১)।

অম্বর (ক্লী) **১** (বৈদিক—অম্বর অর্থাৎ বৃত্তাকার) অম্বর, আকাশ। জাতকে পাঠ হইবে "**মুরজ-আলম্বর**" কিন্তু "**মুর-জাল-অম্বর**" নহে। **২** (পুং, ক্লী) বস্ত্র, কম্বল, উত্তরীয় বস্ত্র, কুঙ্কুম, কার্পাস, অভ্রক, অম্বুরী (তিমি মাছ হইতে প্রাপ্ত মোমজাতীয় দ্রব্যবিশেষ)। (যৌগিকে) **রত্তম্বর** = **রত্ত-কম্বল** = **রত্ত-উত্তরিয**।

অম্বরুক্খ (পুং) আমগাছ, আম্রবৃক্ষ।

অম্বল—জাতকে দৃষ্ট হয় "**অম্বলকোট্ঠক আসন-সালা**"; এখানে কি "**অম্বর** (১)" এর পরিবর্তে অথবা কি "**অম্বক** (২)" এর পরিবর্তে "**অম্বল**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে? অথবা কি পাঠ করিতে হইবে "**কম্বল**"?

অম্বলাট্ঠিকা (স্ত্রী) **১** আমের চারাগাছ। **২** আম গাছের কুঞ্জবন, আম্রতরুবীথি। ⇒ **লট্ঠিকা** (২)।

অম্ববন (ক্লী) আম্রবন, যেখানে বহুসংখ্যক আম গাছ এক জায়গায় আছে, আমবাগান, আম্রকুঞ্জ, আম্রবীথি।

অম্বসণ্ড (পুং) = **অম্ববন**। ⇒ **অম্ববন**।

অম্বসিঞ্চক (পুং) যে ব্যক্তি আমগাছের গোড়ায় জল দেয়, আমবাগানের মালী, আমের উদ্যানপালক, আমের বাগানে রক্ষক।

অম্বা (স্ত্রী) অম্বা, মাতা।

অম্বাটক—একজাতীয় আমড়া ফল বা আমবিশেষ, এক প্রকার আমড়াগাছ বা আমগাছের বন, কুল বা কুল গাছ।

অম্বাটক রুক্খ—এক জাতীয় আমড়া গাছ বা আম গাছ, কুল গাছ।

অম্বাটকবন—কুল গাছের বন, যেখানে এক জায়গায় অধিকসংখ্যক কুল গাছ বা বড়ই গাছ আছে।

অম্বাট্ঠি (স্ত্রী) [অম্ব+অট্ঠি] আমের শাঁস, আমের আঁটি।

অম্বারাম [অম্ব+আরাম] আমের বাগান, আম্রতরুবীথি, আম্রকুঞ্জ, আম্রবনস্থ কুঠির বা বাগান বাড়ি। ⇒ **আরাম** (ক্লী)।

অম্বিল (বিণ) টক, অম্লরসযুক্ত। = **লম্বিল**। (পুং) অম্ল,

টক, টকজাতীয় রসবিশেষ, অম্লরস, টক বা চুকা পালং, ছয় প্রকার রসের মধ্যে একপ্রকার রস। ছয় প্রকার রস, যথা—**অম্বিল** (অম্ল), **মধুর** (মধুর), **তিক্তক** (তিক্ত), **কষায়** (কষায়), **লবণ** (লবণ), **কটুক** (কটু)। (জাতক) **অম্বিল-অনম্বিল; লোণ-অম্বিল**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অম্বিলযাগু-টকযাগু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতি-অম্বিল; অচ্ছুণ্হ অম্বিল; অতিসীত-অম্বিল**। (ক্লী) ঘোল।

অম্বিলকঞ্জিক—অম্লপানীয়, সিদ্ধ করা টকজাতীয় পানীয়।

অম্বিলযাগু—টক বা অম্ল যাগু। ⇒ **অম্বিল** (পুং)।

অম্বিলরস (পুং) অম্লরস, টকজাতীয় রস। ⇒ **রস**।

অম্বু (ক্লী) অম্বু, জল। বৈদিক—অম্বু, অম্বুস। (মহানির্দেশ) **অম্বু বুচ্চতি উদকং**। (তুলনীয়) **অম্ভ**।

অম্বুচারিন (বিণ) অম্বুচারিন, অম্বুচারী, অম্বুচর, জলচর, জলে বাসকারী, জলচারী, জলের মধ্যে বাসকারী। ⇒ **চারিন**। (পুং) জলচরপ্রাণী, জলের মধ্যে বাসকারী বা বিচরণকারী, মাছ, মৎস্য। = **মচ্ছ**। (ক্লী) শৈবাল, পদ্ম, শেওলা, জলজ উদ্ভিদ। ⇒ **সেবাল**।

অম্বুচারী = **অম্বুচারিন**। ⇒ **অম্বুচারিন**।

অম্বুজ (বিণ) জলজ, জলজাত, জলচর। (পুং) চন্দ্র, মাছ, মৎস্য, হিজল গাছ। (ক্লী) অম্বুজ, জলজ উদ্ভিদ, পদ্ম, শৈবাল, শেয়ালা, বজ্র, শঙ্খ। ⇒ **অম্ভোজ, অম্বুচারিন**।

অম্বুজিনী (স্ত্রী) পদ্মপুকুর, যে পুষ্করিণীতে পদ্ম জন্মে।

অম্বুদ (বিণ) [অম্বু+দ] জলদানকারী, জলদাতা, জলপ্রদানকারী, বৃষ্টিপ্রদানকারী অর্থাৎ মেঘ। ⇒ **দ**। (পুং) অম্বুদ, মেঘ, মুতা, অভ্রক ধাতু। = **অম্বুধর**।

অম্বুধর (পুং) অম্বুধর, জলধর, মেঘ, বলাকা।

অম্ভ (ক্লী) অম্ভ, জল, সমুদ্র, 'বালা' নামক ঔষধি, (অঙ্কশাস্ত্রে) চতুর্থ সংখ্যা। ⇒ **অম্বু**।

অম্ভক = **অম্বক**। ⇒ **অম্বক** (১)।

অম্ভো (হর্ষ বা বিস্ময়সূচক শব্দ) ১ হে! ওহে! দেখ!, বলছি (ইত্যাদি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার শব্দবিশেষ)। **অম্ভো'তি আলাপন অধিবচন। অম্ভো পরিসো**—ওহে পুরুষ! ২ (কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া গালাগালি দেওয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করা) তুমি ধূর্ত, রে জোচ্চোর! তুমি শঠ, ওহে প্রবঞ্চক! ওরে দুষ্ট ছেলে! ইত্যাদি। সমার্থে জাতকে "**অম্হো**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। **অম্ভো দুপ্পঞ্ঞো**—ওরে মূর্খ! ওরে বোকা! ৩ (ক্লী) = **অম্ভ**। ⇒ **অম্ভ**।

অম্ভোজ (ক্লী) অম্ভোজ, পদ্ম, জলজ উদ্ভিদ, নলখাগড়া, বেত। (পুং) চন্দ্র, সারসপক্ষী। (পুং, ক্লী) শঙ্খ। (বিণ) জলজ, জলজাত। ⇒ **অম্বুজ**।

অম্ম (সম্বোধনসূচক শব্দ) ১ (মায়ের প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রিয় সম্ভাষণে সম্বোধন) মা!, মাগো! **অম্ম ভোজনং দেহি**—মা! ভাত দেন। (জাতক) **অম্ম তাত উট্ঠ হেথ**—মা! বাবা! উঠুন (গাত্রোত্থান করুন)। ২ (সাধারণত ভদ্রমহিলা, কন্যা, বালিকাপ্রভৃতি যে কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি প্রিয় সম্ভাষণে সম্বোধনে) ওহে ভদ্রমহিলা!, ওহে বালিকে!, হে মহাশয়া! ওহে স্ত্রীলোক!, হে, ওহে!—ইত্যাদি। **অম্ম দারিকা**—ওহে বালিকা!। **অম্ম অম্বলালি**—হে আম্রপালি!। (তুলনীয়) **অম্মা, অম্বকা**।

অম্মণ (ক্লী) ১ খাদ্যাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ। (জাতক) **ভত্ত-অম্মণ**। ২ (সেরী, আড়ি ইত্যাদি) পরিমিত মাপের পাত্রবিশেষ, চাউল ইত্যাদি শুষ্ক দ্রব্য মাপিবার ৫ বুশেল পরিমিত পাত্রবিশেষ। (৮ গ্যালনে এক বুশেল, ৫ বুশেলে এক "**অম্মণ**")।

অম্মণক = **অম্মণ**। ⇒ **অম্মণ**।

অম্মতাত—মা এবং বাবা!। = **তাত অম্ম**। ⇒ **তাত**।

অম্মা (স্ত্রী) মা। পিসি, মাসি, পুত্রবধূ, ধাইমা ও নিজ কন্যাকে প্রিয়সম্ভাষণে "**অম্মা**" বলা হয়; কিন্তু সম্বোধনে "**অম্ম**"। ⇒ **অম্ম**। (সম্বন্ধ পদে) **অম্মায**। (সম্বোধনে) **অম্ম**।

অম্হ (সর্বনাম) আমি, আমরা। (ক্লী) (সংস্কৃত—অশ্ময) পাথর, হৈম, প্রস্তর, প্রাসাদ, ধনীদের বাসভবন, ইষ্টকাদি দ্বারা নির্মিত গৃহ। ⇒ **অসন** (১)। সূত্রনিপাতে করণকারকে "**অম্হনা**", কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় পাঠ "**অম্মনা**"; = **পাসাণেন**। (ক্রি) (উত্তম পুরুষ বহুবচন এবং "**অম্হি**" ক্রিয়ার বহুবচন তখন অর্থ হয়—) আমি হই, আমরা হই। ⇒ **অম্হি, অত্থি**। কারক নির্ণয় **অহং** শব্দের ন্যায়।

অম্হন (ক্লী) = **অম্হ**। ⇒ **অম্হ** (ক্লী)।

অম্হময (বিণ) হৈর্মময়, প্রস্তরনির্মিত, ইষ্টকনির্মিত, শক্ত। = **পাসাণ অম্হ**—পাষাণ দ্বারা নির্মিত হৈম বা প্রাসাদ (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অম্হা (স্ত্রী) গাভী(?)। (ক্রি) (**অম্হি** শব্দের বহুবচন) আমরা হই। ⇒ **অম্হি, অম্হ** (ক্রি)।

অম্হাকং—আমাদিগকে, আমাদের, আমাদিগের। **অহং** (এর কারকনির্ণয়ে) শব্দ দ্রষ্টব্য।

অম্হি (ক্রি) (উত্তমপুরুষ একবচন) আমি হই। ⇒ **অম্হ** (ক্রি), **অম্হা** (ক্রি), **অত্থি**।

অম্হে = **অম্হাকং**। ⇒ **অম্হাকং**।

অম্হো = **অম্ভো**। ⇒ **অম্ভো**।

অয (পুং, ক্লী) অয়, লৌহ, ইস্পাত, লৌহগঠিত বস্তু, (বৈদিক সংহিতায় সায়নাচার্য মতে) স্বর্ণ। ⇒ **অযো**। (পুং) ১ আয়, উপস্বত্ব, অর্থলাভ, প্রাপ্তি, লাভ, রোজগার। (জাতক) **অয-পোত্থক**—রসিদ বহি। ২ (খাড়ি বা সমুদ্রে) প্রবেশ পথ, খাড়ি, ছোট উপসাগর। (দীর্ঘ নিকায়) **অয-মুখ**—খাড়ির মুখ।

অযং (সর্বনাম) (**ইম** শব্দের কর্তৃকারক একবচনে) এই, এইটি, ঠিক এইটি, সে ব্যক্তি। (পুং) এই ব্যক্তি। (স্ত্রী) এই স্ত্রীলোক। (ক্লী) (**ইদং, ইসং** অর্থে) এই, ইহা, (এই

সর্বনাম পদটি শব্দের রূপ সাধনে দুইটি প্রধান শব্দের অবলম্বনে যৌগিকে হয়, যেমন--[অস+অয়ং] **অস্সায়ং** (এখানে "**অয়ং**" কর্তৃকারকে পুংলিঙ্গ এং স্ত্রীলিঙ্গ); [ইমং+অয়ং] **ইমায়ং**; [ইদং+অয়ং] **ইদায়ং**। নিম্নে "**অয়ং**" শব্দের লিঙ্গত্রয়ে কারক নির্ণয়:—**১** পুংলিঙ্গ:—কর্তৃ (একবচনে) **অয়ং**; (বহুবচনে) **ইমে**। কর্ম (একবচনে) **ইমং**; (বহুবচনে) **ইমে**। করণ (একবচনে) **অমেন, ইমিনা**, (সম্ভবত "**অমুনা**" এর পরিবর্তে) **অমিনা**; (বহুবচনে) **এহি, এভি, ইমেহি, ইমেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **ইমস্স, অস্স**; (বহুবচনে) **ইমেসং, ইমেসানং, এসং, এসানং**। অপাদান (একবচনে) **অস্মা, ইমিনা, ইমমহা, ইমস্মা, অমুনা, অমিনা**; (বহুবচনে) **এহি, এভি, ইমেহি, ইমেভি**। সম্বন্ধ বা সামিবচন (একবচনে) **ইমস্স, অস্স**; (বহুবচনে) **ইমেসং, ইমেসানং, এসং, এসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **ইমস্স্মিং, ইমম্হি, অস্মিং**; (বহুবচনে) **এসু, ইমেসু**। **২** স্ত্রীলিঙ্গ:—কর্তৃ (একবচনে) **অয়ং**; (বহুবচনে) **ইমা, ইমায়ো**। কর্ম (একবচনে) **ইমং**; (বহুবচনে) **ইমা, ইমায়ো**। করণ (একবচনে) **ইমায, অনেন** [কিন্তু করণকারকে "**অনেন**" (সংস্কৃত—অনেন) শব্দ পালিতে প্রচলন আছে বলিয়া প্রমাণ নাই]; (বহুবচনে) **ইমাহি, ইমাভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **ইমিস্স, ইমিস্সায, ইমায, অস্সায, অস্সা**; (বহুবচনে) **ইমেসং ইমাসং, এসং, ইমেসানং, এসানং**। অপাদান (একবচনে) **অস্মা, ইমায**, (কিন্তু পালিতে "**ইমস্সা**" শব্দ প্রচলনের কোনো প্রমাণ নাই; (বহুবচনে) **ইমাভি, ইমাহি**। সম্বন্ধ বা সামিবচন (একবচনে) **ইমিস্সা, ইমায, ইমিস্সায, অস্সায, অস্সা**; (বহুবচনে) **ইমাসং, ইমাসানং, আসং = এতাসং, ইমাসং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **ইমিস্সা** (অথবা "**ইমিস্সং**"?), **ইমস্মিং, অস্সং, ইমায়ং** (পালিতে পাওয়া যায় না); (বহুবচনে) **ইমাসু**। **৩** ক্লীবলিঙ্গে:—কর্তৃ (একবচনে) **ইদং, ইমং**; (বহুবচনে) **ইমে, ইমানি**। কর্ম (একবচনে) **ইদং, ইমং**; (বহুবচনে) **ইমে, ইমানি**। অবশিষ্ট পুংলিঙ্গের ন্যায়। "নির্দিষ্ট অর্থ এবং উদাহরণ:—**১** "**অয়ং**" শব্দে ঠিক সম্মুখস্থ বর্তমান বস্তুকে বুঝায়; যেমন—এই চোখের সামনে, বর্তমানে, এখন, ঠিক এইটি (অন্যটি নহে)। (বিপ) **পর**। (খুদ্দকপাঠ) **অস্মি ইমস্মিং কায়ে**—আমাদের এই দৃশ্যমান শরীরের অভ্যন্তরে। (সূত্রনিপাত) **যথায়ং পদীপো**—এখানে এই প্রদীপটির তুল্য। (খুদ্দকপাঠ) **অয়ং দক্খিনা দিন্না**—এই প্রদত্ত দানীয় বস্তু অর্থাৎ এখন আমাদের চোখের সামনে যে দান দেওয়া হইল। (পেতবত্থু) **ইমে পাদা ইমং সীসং অয়ং কায়ো**--এই পদদ্বয়, এই শির এবং এই শরীর। (সূত্রনিপাত) **অস্মিং লোকে পরম্হি চ**—ইহ পরলোকে অর্থাৎ ইহলোকে এবং মৃত্যুর পর পরলোকে; **অস্মা লোকা পরং লোকং কথং পেচ্চ ন সোচতি**? **২** বক্তার সামনে যাহা উপস্থিত হয় তৎ সম্পর্কে অথবা বাক্যে বক্তৃতায় এখন যাহা বর্ণনা করিতে হইবে তৎসম্পর্কে, যেমন—(সূত্রনিপাত) **যং কিঞ্চি বিত্তং... ইদম্পি বুদ্ধে রতনং**—যাহাকিছু মূল্যবান বিত্ত বা সম্পত্তি এখানে (এই সংসারে) বুদ্ধের এই রত্নতত্ত্ব। (জাতক) **ইমে দিবসে**—(এই যে গত হইল) দিনগুলি। **৩** সময়ে হউক অথবা ভাবের মধ্য দিয়ে হউক অথবা কোনো বিষয় সম্পর্কে হউক যাহা এখন এইমাত্র চলিতেছে তৎসম্পর্কে, যেমন—(বিনয়ে) **দ্বে ইমে অন্তা**—এই দুইটি অন্ত বা অন্তরায়, বাধা; **অয়ং এবো অরিযো মগ্গো**—তাহা হইলে ইহাই আর্যমার্গ। **৪** বক্তা এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়বস্তুর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার উল্লেখে:—তখন "**অয়ং**" শব্দের অর্থ হয়—"তৎসদৃশ, ঠিক (সেইরূপ) তাহাই"। (জাতক) **ইমস্স বানরিবন্দস্স**—সেই-ই বানরের; **ইমেসং সন্তানং**—আমাদের ন্যায় প্রাণিগণ। (পুনঃপুন উল্লেখে) **অযঞ্চ অযঞ্চ**—এইটি এইটি, এই এই, সেই সেই (জাতক)। **ইদঞ্চ ইদঞ্চ**—এই এই বস্তু, এইরূপ এইরূপ বস্তু। **৫** "**অয়ং**" শব্দ যৌগিকে সাধারণভাবে (যে কেহ, যাহা কিছু অর্থে) অথবা (= তাহাই বলিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কি বলিবার আছে?) অর্থ প্রকাশ করে, যেমন—(বিনয়) **যাযং তণ্হা; যোচ অযং... যোচ আযং**—আমি মনে করি এই... আমি মনে করি এই, এই যে নাকি এই যে নাকি। (সূত্রনিপাত) **যে কেচিমে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যদিদং**। (সূত্রনিপাত) **যথ-যিদং**—তদনুযায়ী, তদনুরূপ। **৬** সাধারণত সম্বন্ধ কারকে "**অয়ং**" শব্দের অর্থ হয়—"তাহার, ইহার"। এই অর্থে "**তস্স**" প্রয়োগ সমধিক, যেমন—(সূত্রনিপাত) **আসব'স্স ন বিজ্জন্তি**—এখন আর তাহার আসক্তি নাই। (জাতক) **সীলং অস্সা ভিন্দাপেস্সামি**—আমি তাহার (সেই স্ত্রীলোকের) চরিত্রস্খলন করাইব; **অস্স ভরিযা**—তাহার ভার্যা।

অযংলোক—এই সংসার, ইহজীবন, ইহাকালিক জীবন, এই জীবন, বর্তমানে জীবিত অবস্থা। = **ইধলোক**। (বিপ) **পরলোক**। ⇒ **পরলোক**।

অযকপাল = **অযোকপাল**। ⇒ **অযোকপাল**।

অযকার (পুং) কর্মকার, লৌহ দ্বারা আসবাব প্রস্তুতকারক, লৌহকার। = **অযোকার**। (বিপ) **সুবণ্ণকার**। ⇒ **কার** (২গ)।

অযকূট (ক্লী) বড় ভারী হাতুড়ি, লৌহনির্মিত হাতুড়ি। = **অযোকূট**। ⇒ **কূট** (৪)।

অযঞ্চ অযঞ্চ—এই এই, ঐ ঐটি, এইটি এইটি, সেই সেই (ব্যক্তি)। **অয়ং** শব্দে "নির্দিষ্ট অর্থ এবং উদাহরণ (৪)" দ্রষ্টব্য।

অযতো = **অযসা**। ⇒ **অযসা**।

অযথা (অব্যয়, বিণ) অযথা, মিথ্যা, অমূলক। (যৌগিকে) **অযথাভাব; অযথাভূত**।

অযথাভাব—অপ্রকৃত, অসত্য, মিথ্যা, অযথা ভাব, অমূলক ভাব, মিথ্যা ভাব। ⇒ **অযথা**।

অযথাভূত (বিণ) যাহা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হয় নাই এরূপ, যাহা অনেকাংশে ন্যূন বা দোষপূর্ণ। (অব্যয়, ক্রি-বিণ) অনুপযুক্তভাবে, অন্যায়ভাবে। ⇒ **অযথা**।

অয়ন (ক্লী) (বৈদিক—অয়ন) ১ অয়ন, স্থান, যুদ্ধভূমি, বাসস্থান। ২ উপায়, পথ, শাস্ত্র, ভাবসাধনগ্রন্থ, যজ্ঞাদির ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতি। (সংযুক্ত নিকায়) **একাযনো মগ্‌গো**—লক্ষ্যস্থানে পৌঁছার একমাত্র পথ বা উপায়, একটিমাত্র নির্দেশিত মার্গ। ৩ গতি, উদ্ভব, বিষুবরেখা হইতে সূর্যের উত্তরে অথবা দক্ষিণে গমন (অয়ন দুইটি, যথা—মাঘাদি ছয়মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাদি ছয়মাস দক্ষিণায়ন)। ৪ আশ্রয়, বিশ্রাম, স্থান।

অয়নঙ্গল—লৌহনির্মিত লাঙ্গল। = **অয়োনঙ্গল**। ⇒ **নঙ্গল**।

অয়পট্টক—লৌহনির্মিত কটিবন্ধ। = **অয়োপট্টক**। ⇒ **পট্টক**।

অয়পঠবী = **অয়পত্থবী**। ⇒ **অয়পত্থবী**।

অয়পত্থবী (অবীচি নরক-সম্বন্ধে) লৌহমৃত্তিকা অথবা লৌহ তুল্য মাটি।

অয়পোত্থক (ক্লী) ১ রসিদ বহি, দাখিলার বহি। ⇒ **অয়** [পুং(১)]। ২ খতিয়ান, খতেন বহি। ⇒ **পোত্থক** (১ক)।

অয়ময়পট্ট = **অয়োময়পট্ট**। ⇒ **অয়োময়পট্ট**।

অয়মুখ—খাড়ির মুখ, সমুদ্রে প্রবেশপথ, নৌকা বা জাহাজাদি খাড়ি হইতে সমুদ্রে অথবা সমুদ্র হইতে খাড়িতে প্রবেশ করিবার পথ। ⇒ **অয়** [পুং(২)]।

অয়মুট্‌ঠিক (বিণ) লৌহনির্মিত হাতুড়ি গ্রহণ করিয়া বা হাতে লইয়া দৃঢ়রূপে ধারণ করে এমন, লৌহমুদ্গরধারী।

অয়স (পুং, ক্লী) [অ+যস] অযশ, অখ্যাতি, দুর্নাম, অপযশ, অপমান, জীবিতের দুর্নাম। ⇒ **লোকধম্ম**।

অয়সজ্ঞাটক = **অয়োসঙ্ঘাটক**। ⇒ **অয়োসঙ্ঘাটক**।

অয়সত্থক (ক্লী) লৌহশস্ত্র। ⇒ **সত্থক** (ক্লী)।

অয়সা (করণকারকে) লৌহ-তাম্র ইত্যাদি ধাতুতে প্রস্তুত স্বর্ণ দ্বারা। = **অয়তো**। **অয়ো** শব্দের করণকারকে দ্রষ্টব্য।

অয়সিঙ্ঘাটক (পুং+ক্লী) (সম্ভবত সমচতুর্ভুজ কিংবা ত্রিভুজ আকারের) লৌহনির্মিত মণ্ডল বা বৃত্ত। ⇒ **সিঙ্ঘাটক** (১)।

অয়সূল (ক্লী) লৌহনির্মিত শূল, লোহার গোঁজ বা পেরেক, লোহার শূলদণ্ড। = **অয়োসূল**। ⇒ **সূল** (১)।

অযাচিত (বিণ) অযাচিত, অপ্রার্থিত, অনভ্যর্থিত, যাচঞা করা হয় নাই এরূপ, সঙ্কল্প করা অথবা চাওয়া হয় নাই এমন। (ক্লী) অপ্রার্থিত ভোজন বা ভোজনদ্রব্য।

অযাথাবমান—অযথা গর্ব, বৃথা মান, নিরর্থক অহঙ্কার। ⇒ **যাথাবমান**।

অযান (ক্লী) অস্থান, বিপরীত স্থান। ⇒ **যান** (১)।

অযামন্তো (বিণ) = **অনুট্‌ঠহন**। ⇒ **অনুট্‌ঠহন**।

অযিকা (স্ত্রী) = **অয্যকা**। ⇒ **অয্যকা**।

অযির (পুং) (বৈদিক—আর্য) আর্য, ভদ্রলোক, মহদ্বংশজ অথবা উচ্চপদস্থ লোক। (বিণ) আর্য, সদ্বংশজাত, রাজবংশজাত, ভদ্র, সৎ, অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থ ও পদমর্যাদা ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ, অভিজাত ব্যক্তির রীতিনীতি সম্পন্ন। (ক্রি-বিণ) ভদ্রভাবে, আভিজাত্যরূপে, পদমর্যাদাভাবে। ⇒ **অয্য**।

অযিরক = **অযির, অয্যক**। ⇒ **অযির, অয্যক**।

অযিরকা (স্ত্রী) ভদ্রমহিলা, পদবিশিষ্টা রমণী, শিক্ষয়িত্রী, নিপুণা স্ত্রীলোক।

অযিরা = **অযিরকা**। ⇒ **অযিরকা**।

অযিরে (স্ত্রী) (সম্বোধন পদে) আর্যে !, ওহে ভদ্রমহিলা !, হে শিক্ষয়িত্রী। = **অয্যে**।

অযুজস—আশ্বিন মাস।

অযুজ্‌ঝ (বিণ) অজেয়, যুদ্ধ করিতে হয় না অথবা যুদ্ধ করে না এমন। "**অযোজ্‌ঝা**" শব্দের পরিবর্তে মধ্যম নিকায়ে "**অযুজ্‌ঝ**" শব্দ পাঠ দৃষ্ট হয়।

অযুজ্‌ঝক (বিণ) ১ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহে এমন। ২ = **অবুজ্‌ঝক**। ⇒ **অবুজ্‌ঝক**।

অযুত্ত (বিণ) অযুক্ত, অযুক্তিপূর্ণ, যুক্তিহীন, অনুপযুক্ত, অসঙ্গত, অযোগ্য, অনুচিত, **অশুদ্ধ**, ভ্রান্ত, অভদ্র, অশ্লীল, অপ্রকৃত, অন্যায্য, অযথার্থ, অসত্য, অপটু, অসুস্থ। (ক্লী) অন্যায়, অবিচার, দোষ, অন্যায়াচরণ, অনুচিত কার্য।

অযুত্তক (বিণ) অযৌক্তিক, যাহা যুক্তিসিদ্ধ নয় এমন, অযুক্তিযুক্ত, যুক্তিবিরুদ্ধ, অন্যায়, যুক্তি বহির্ভূত।

অযুত্তকবেস—অযৌক্তিক বেশভূষা, অমানানসই পোশাক পরিচ্ছদ। ⇒ **বেস**।

অযো (ক্লী) লৌহ, লৌহনির্মিত দ্রব্য। (কর্তৃকারকে) [**অযো** (লৌহ), **লোহ** (তাম্র), **তিপু** (টিন), **সীস** (সিসা), **সজ্ঝ** (চাঁদি, রৌপ্য)]—এই পঞ্চধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত স্বর্ণ (জাতরূপ)। (করণ কারকে) **অয়সা** = **অয়তো**। (যৌগিক শব্দে "**অয়, অযো**" এতদুভয়েরই ব্যবহার হয়, যেমন—) **অযকূট; অযোকূট**। ⇒ **অয**।

অযোকপাল—লৌহপাত্র, কড়াই। ইহা সাধারণত পাপীগণের শাস্তির জন্য নরকে ব্যবহৃত বড় বড় কড়াই বা লৌহপাত্রকেই বুঝায়। ⇒ **কপাল** (৩)।

অযোকপালে = **অযোগুলে**। ⇒ **অযোগুলে**।

অযোকার (পুং) যে ব্যক্তি লোহার কাজ করে, কামার, লোহার মিস্ত্রি।

অযোকূট (পুং) লৌহনির্মিত হাতুড়ি, লোহার হাতুড়ি। = **অয়কূট**।

অযোখীল (পুং, ক্লী) লৌহনির্মিত শূলদণ্ড বা খুঁটি, লৌহনির্মিত অর্গল, লৌহের হুড়কা, লোহার বল্টু। (তুলনীয়) **ইন্দখীল**। ⇒ **খীল**।

অযোগক্ষেম (বিণ) সম্পূর্ণরূপে শান্তিহীন, আসক্তি হইতে মুক্ত নহে এমন অর্থাৎ আসক্ত, বিরামহীন। ⇒ **যোগক্ষেম**।

অযোগক্ষেমিন (বিণ) মুক্তির সন্ধান পায় নাই এমন।

অযোগুল—লৌহগোলক, লোহার গুলি। = **অযোগুল**। ⇒ **ফাল** (২)।

অযোগুলকীলা—লৌহগোলক লইয়া খেলা, লোহার গুলি লইয়া ক্রীড়া। = **চণ্ডাল**।

অযোগুলে--লৌহগোলকে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিবস-সন্ততে অযোকপালে = অযোগুলে** (টীকা)। ⇒ **ফাল** (২)।

অযোগুল (পুং, ক্লী) লৌহগোলক, লোহার গুলি। = **অযোগুল**। ⇒ **গুড়** (১)।

অযোগুহল = অযোকপাল। ⇒ **অযোকপাল**।

অযোগ্গ (বিণ) অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অনুপযোগী, অক্ষম, অসমর্থ, অকর্মণ্য, অনুচিত।

অযোঘন (ক্লী) লৌহদণ্ড, লৌহযষ্টি, লৌহমুদগর। ⇒ **ঘন**।

অযোঘর (ক্লী) লৌহনির্মিত ঘর, লোহার ঘর, লৌহঘর, লৌহময় ঘর। ⇒ **ঘর**।

অযোজিতক (বিণ) (বিষ) মিশ্রিত নহে এরূপ, অমিশ্রিত, খাঁটি।

অযোজ্ঝ (বিণ) (সংস্কৃত--অযোধ্য) অযোধ্য, অপরাজেয়, অবশীভূত, যুদ্ধ করিতে হয় না এমন। = **অযুজ্ঝ**। ⇒ **যোজ্ঝ**।

অযোনঙ্গল—লৌহনির্মিত লাঙ্গল।

অযোনি (স্ত্রী) ১ অপবিত্র বা অশুদ্ধ মূল, অপরিষ্কার বা অপবিত্র আদিকরণ। ২ ধ্যানে ভাসা ভাসা ভাব, ভাবনায় ভাসা ভাসা অবস্থা, মননে বা চিন্তাধারায় অগভীরতা। Mrs. Rh. Davids-এর মতে ইহার অর্থ "ঘোলা বা পঙ্কিল উপায় বা পথ সমূহ"। (বিণ) যোনিতে বা মাতৃগর্ভে জন্ম হয় নাই এমন, অযোনিজ, আদিকারণ রহিত, কারণ বা মূলহীন।

অযোনিসো (ক্রি-বিণ) অপবিত্রভাবে, অনুপযুক্তরূপে, অনুচিতভাবে, ভ্রান্তভাবে, অশুদ্ধরূপে, অভদ্রভাবে, অশ্লীলরূপে, অমনোযোগীভাবে, বিশৃঙ্খলভাবে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে।

অযোনিসো মনসিকার (পুং) বিশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে মনোনিবেশকরণ, উন্মত্তের ন্যায় মনোসংযোগ, অনিয়মিত মনোনিবেশ, হতবুদ্ধির ন্যায় মনোযোগ দান। (বিপ) **যোনিসো মনসিকার**। ⇒ **অযোনিসো, অমনসিকার, মনসিকার**।

অযোপটল (ক্লী) লৌমনির্মিত ছাদ, লৌহনির্মিত গৃহ। এই শব্দটি নরক-সম্বন্ধে বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ⇒ **পটল** (২)।

অযোপট্ট—লৌহপাট, লোহার পাট্টা, লোহার চাদর, লোহার পাত। ⇒ **পট্ট** (১)।

অযোপট্টক—লৌহপট্ট, লৌহপাত, লোহার চাদর। = **অযোপট্ট**।

অযোপত্ত—লৌহনির্মিত পাত্র, লৌহপাত্র, লোহার পাত্র। ⇒ **পত্ত** (২)।

অযোপঠবী—লৌহময় কক্ষতল বা ঘরের মেঝ, লৌহময় ভিত্তি।

অযোপাকার—লৌহপ্রকার, লোহার বেড়া বা ঘেরা।

অযোপিণ্ড (ক্লী) লৌহপিণ্ড, লৌহগোলক, লোহার ঢেলা। ⇒ **পিণ্ড** (১)।

অযোফাল—লাঙ্গলের লৌহফাল। ⇒ **ফাল, পপটিকা**।

অযোময (বিণ) লৌহময়, সর্বময় লৌহ এমন, লৌহ ভিন্ন অন্য কিছু নাই এমন, লৌহ দ্বারা প্রস্তুত, লোহার তৈয়ারি। ⇒ **ময** (১)। (সূত্রনিপাত) **অযোময কূট**। (জাতক) **অযোময নাবা**। (পেতবত্থু) **অযোময ভূমি**।

অযোময কূট = অযকূট। ⇒ **অযকূট**।

অযোময়পট্ট—লৌহময় পাট, লোহার পাত। = **অযোপট্ট**। ⇒ **পট্ট** (১)।

অযোমুগ্গর—লৌহনির্মিত মুদগর, লোহার মুদগর, লোহার লাঠি। ⇒ **মুগ্গর**।

অযোসঙ্কু (পুং) লোহার বড় পেরেক, লৌহ কীলক বা খোঁটা, লৌহশঙ্কু, লোহার গোঁজ, লৌহনির্মিত খোঁটা বা খুঁটি, লৌহনির্মিত শূলদণ্ড, লোহার অঙ্কুশ।

অযোসঙ্কু (বিণ) লৌহ অঙ্কুশ দ্বারা আহত বা বিদ্ধ। ⇒ **সমাহত**।

অযোসঙ্ঘাটক—দ্বারে প্রোথিত লৌহ খুঁটি, দ্বারে লৌহ খুঁটি, দরজার লৌহনির্মিত খুঁটি।

অযোমূল—লৌহনির্মিত শূলদণ্ড, লোহার শূল বা শূলদণ্ড।

অয্য (পুং) আর্য, ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, মহাশয়, মান্যবর, প্রভু, শিক্ষক, কর্তা, প্রাচীন সুসভ্য আর্যজাতি, মহৎ ব্যক্তি, শ্বশুর; (বিশেষত মান্যব্যক্তিকে আহ্বানসূচক সম্বোধনে) আর্য !, কর্তা ! ইত্যাদি। (বহুবচনে) **অয্যা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **অম্হাকং আয্যো**—আমাদের প্রভু (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিণ) সৎকুলোদ্ভব, মান্য, মান্যবর, মাননীয়, সম্মানিত, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ, গুরু, উদার চরিত্রের, শান্তচিত্ত, ন্যায় পথাবলম্বী, সতত কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিক। (সম্বোধনপদ স্বরূপ কর্তৃকারক বহুবচনে) **অয্যা** ! (সম্বোধনপদ স্বরূপ কর্তৃকারক একবচনে **অয্যো** ! (ইহা সর্বলিঙ্গে সর্ববচনেও ব্যবহৃত হয়। ⇒ **অযির**।

অয্যক (পুং) পিতামহ, মাতামহ, আর্যক। পূজ্য ব্যক্তি মাত্রেই "আর্যক" শব্দে সম্বোধনে, কথায়, আলাপে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

অয্যকপয্যক (পুং) প্রপিতামহ। ⇒ **পয্যক**।

অয্যকপয্যকা (পুং) পিতামহ, প্রপিতামহ, পূর্বপুরুষগণ। = **পিতামহা**। ⇒ **অয়ির**।

অয্যকা (স্ত্রী) আর্যা, মাতামহী, বুড়ি, ঠানদিদি।

অয্যপুত্ত (পুং) আর্যপুত্র, (স্ত্রীলোকদের নিজ নিজ) স্বামী, গুরুপুত্র, কুলপুত্র, মান্যব্যক্তির পুত্র, আর্যগণের পুত্র, ভদ্রবংশীয় পুত্র, ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রভু, কর্তা। দাস-দাসীরা মনিবপুত্রগণকে "আর্যপুত্র" বলে, নারীগণ নিজ নিজ স্বামীকে "আর্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করে, আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের পুত্রগণকে "আর্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করে। (বিপ) **দাসিপুত্ত**। = **কুলপুত্ত**। ⇒ **পুত্ত** (২)।

অয্যা (স্ত্রী) ভদ্রমহিলা, শিক্ষয়িত্রী। (সম্বোধন পদে) **অয্যে**!। ⇒ **অয়িরকা, অরিয়ে**। (পুং, বহুবচন সম্বোধন পদে) আর্যগণ!, ভদ্রমহোদয়গণ!। ⇒ **অয্য**।

অয়িকা (স্ত্রী) = **অয্যকা**। ⇒ **অয্যকা**।

অয়ির = **অয়ির**। ⇒ **অয়ির**।

অয়্যে (স্ত্রী, সম্বোধন পদ) আর্যে! হে আর্যে! মহাশয়া! ওহে ভদ্রমহিলা! হে ভদ্রে! ভদ্রে! হে শিক্ষয়িত্রী! = **ভদ্দে**!, মাতা, শাশুড়ি প্রভৃতি পূজনীয়া স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্মানার্থে সম্বোধনে এই শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। ⇒ **অয্যা, অয়িরে**।

অয়্যো (পুং, সম্বোধনপদে) হে আর্য, হে আর্যগণ, ভদ্রমণ্ডলি!। ⇒ **অয্য**।

অর (ক্লী) অর, চাকার পাখি, ব্যাসার্ধ। (বিণ) অরযুক্ত, পাখিযুক্ত (চক্র), শীঘ্রগামী, ক্ষিপ্রতাগুণবিশিষ্ট। (দীর্ঘ নিকায়) **সহস্সার**—(বিণ) সহস্র অরযুক্ত। (বিমানবত্থু অর্থকথায় অর্হত সম্পর্কে) **সংসার চক্কস্স অরানং হতত্তা**—(জন্ম-মৃত্যুর রহস্যময়) সংসার-চক্রের অর বা পাখিসমূহ ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া (অর্হত); = **সংসার-বত্তস্স অরানং হতত্তা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

অরক্খিয (বিণ) [অ+রক্খিয] ১ অরক্ষণীয়, যাহাকে রক্ষা করা যায় না, যাহা রক্ষা করিবার নয়, অরক্ষিত, যাহা রক্ষিত নয়, যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নাই, অসঞ্চেয়, (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) যাহাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। (জাতক) **অরক্খিয নাম ইত্থিযো; মাতুগামো নাম অরক্খিয**। ২ রক্ষা করিতে হয় না এমন, রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। (বিনয়) **অরক্খিয তথাগতা**।

অরক্খেয্য (বিণ) অরক্ষেয়, অরক্ষ্য, রক্ষণের অযোগ্য। ⇒ **অরক্খিয**। (ক্লী) যে বস্তুকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না, যাহার প্রতি লক্ষ্য বা দৃষ্টি রাখিতে হয় না এমন বস্তু বা বিষয়, যাহার জন্য সতর্ক থাকা নিষ্প্রয়োজন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চত্তারি তথাগতস্স অরক্খেয্যানি**। (দীর্ঘ নিকায়) **তথা অরক্খেয্যানি**। "অরক্খেয্য" শব্দের পরিবর্তে Childers এ "**আরক্খেয্য**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অরঘট্ট (সংস্কৃত—অরঘট্টক) অরঘট্ট, কূয়া হইতে জল তুলিবার চক্র (বা যন্ত্র)। = **চক্কবত্তক**। Morries এর মতে "**অরহত্ত ঘটি-যন্ত**" (কর্মকারকে)।

অরঘাটি = **অরঘট্ট**। ⇒ **অরঘট্ট**।

অরজ (বিণ) [অ+রজ] অরজ, রজহীন, ধূলা বা ময়লাযুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র। = **অপগত-রজ**।

অরঞ্জর (পুং) বড় কলসি বা জলপাত্র, ঔষধ রাখিবার ক্ষুদ্র চকচকে মৃৎপাত্র।

অরঞ্ঞ (ক্লী) (বৈদিক—অরণ্য) অরণ্য, বনজঙ্গল। (সংযুক্ত নিকায়) **মহারঞ্ঞ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরঞ্ঞবনপত্থানি**। অর্থকথাচার্যগণ ইহার বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন—গ্রাম বা লোকবসতি ছাড়া অন্য সর্বত্র (বিনয়, বি শুদ্ধিমার্গ)।

অরঞ্ঞক (বিণ) [অরঞ্ঞ+ক] আরণ্যক, বনবাসী, নির্জনবাসী, অরণ্যবাসী, মুনিঋষি বা বৌদ্ধভিক্ষুর ন্যায় একাকী নির্জনে অবস্থানকারী। ⇒ **আরঞ্ঞক**।

অরঞ্ঞকত্ত (ক্লী) আরণ্যকত্ব, বনবাসীর স্বভাব বা অবস্থা, অরণ্যাচার বা অরণ্যবাসীর আচার, নির্জনতায় চরিতার্থ সাধন, পৃথক বা স্বতন্ত্র অবস্থান, মুনিঋষির নির্জন-অভ্যাস, নির্জনতা। ⇒ **আরঞ্ঞকত্ত**।

অরঞ্ঞকুটি—অরণ্যাশ্রম, বনাশ্রম, বনের মধ্যে অবস্থানের কুঁড়েঘর।

অরঞ্ঞকুটিকা = **অরঞ্ঞকুটি**। ⇒ **অরঞ্ঞকুটি**।

অরঞ্ঞগত (বিণ) নির্জনে বা অরণ্যে গিয়াছে এমন। (পুং) (নির্জনবাসী হইয়া) নির্জনে বা অরণ্যে গত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নির্জনে বা অরণ্যে গিয়াছে।

অরঞ্ঞগোণক (পুং) = **গোণসির**। ⇒ **গোণসির**।

অরঞ্ঞট্ঠান (ক্লী) অরণ্যস্থান, বনের অংশ, জঙ্গল, বন, পার্বত্য স্থান, পাহাড়ি জায়গা। ⇒ **ঠান** (২খ)।

অরঞ্ঞপথ (ক্লী) = **বনপথ**। ⇒ **বনপথ**।

অরঞ্ঞবাস (পুং) অরণ্যবাস, বনবাস বা বনে বাস, বনে অবস্থান, নির্জনবাসী বা অরণ্যবাসী ভিক্ষু, মুনি, ঋষি।

অরঞ্ঞবিহার (পুং) বনাশ্রম, অরণ্যাশ্রম, নির্জনবাস, বৌদ্ধভিক্ষুদের অরণ্য বিহার বা নির্জন বিহার, নির্জনে অবস্থান। ⇒ **বিহার** (৩ক)।

অরঞ্ঞাণী (স্ত্রী) অরণ্যানী, মহাবন।

অরঞ্ঞায়তন (ক্লী) বনের যে স্থানে অথবা যে স্থান দিয়া নিয়ত লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। ⇒ **আয়তন** (১)।

অরণ (বিণ) ১ নির্জনবাসী, উন্মত্ত জনতা হইতে দূরবর্তী বা দূরে অবস্থানকারী, উপদ্রবহীন, নির্লিপ্ত, উদাসীন, আবেগহীন, প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ, শান্ত, শান্তিময়। (মধ্যম নিকায়) **অরণবিভঙ্গ-সুত্ত**। (জাতক) **তিত্থ-অরণ**(?)। ২ নির্দোষ, নিরীহ, অক্ষত। ⇒ **রণ** (২গ)। (নেত্তি) **অরণতণ্হ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অরণসরণ**। (বিপ) **সরণ**। ⇒ **সরণ** (২)। (ক্লী) শান্তি, উৎপাত-নিবৃত্তি,

যুদ্ধনিবৃত্তি, সন্ধি, মিল, মিশ্র অবস্থা, ঐক্য, স্থৈর্য, বিশ্রাম, নিস্তব্ধতা, প্রশান্তি বা প্রশান্তভাব।

অরণ-বিহারিন (বিণ) নির্জনবাসী, গোপনস্থানে অবস্থানকারী, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধভিক্ষু, মুনি, ঋষি, নিরুপদ্রবে অবস্থানকারী, শান্ত ব্যক্তি, শান্তিতে অবস্থানকারী। ⇒ **বিহারিন**।

অরণা-বিহারিন **অরণ-বিহারিন**। ⇒ **অরণ-বিহারিন**।

অরণি (স্ত্রী) অরণি, অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ, অগ্নি উৎপাদন করিবার কাষ্ঠ, জ্বালানি কাষ্ঠ, যে কাঠ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করা হয়। = **অরণী**।

অরণিপোতক (পুং) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বালানি কাঠ, অগ্নি উৎপাদন করিবার ছোট ছোট কাঠ, প্রধানত অগ্নি উৎপাদনে যে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা হয়। ⇒ **অরণিসহিত, পোতক** (২)।

অরণিমথন—অগ্নি উৎপাদক কাঠের মন্থন, যে দুই টুকরা কাঠের মন্থনে ঐ অগ্নি উৎপাদন করা হয়। বর্তমানের দেয়াশলাইয়ের মতো পূর্বকালে অরণ্যবাসীরা কাঠের সহিত কাঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত, ঐ কাষ্ঠ ঘর্ষণকে বলা "**অরণিমথন**" বা দাবানল। "**অরণিযেহি দেবেহি সদিসবন্ন**" পেতবত্থুর অর্থকথায় এই পাঠটি ভুল; বর্মা পেতবত্থু অর্থকথায় "**অরণিযেহি অরিযেহি সদিসবন্ন**" এই পাঠ দৃষ্ট হয়।

অরণিসহিত (ক্লী) জ্বালানি কাঠ এবং অগ্নি-উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট পদার্থ বা সংযোজিত বস্তু। = **অরণিপোতক**।

অরণী (স্ত্রী) অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠ। = **অরণি**।

অরতি (স্ত্রী) [অ+রতি] অরতি, বিরতি, প্রীতিহীনতা, অননুরাগ, উৎসাহহীনতা, জড়তা, অনিচ্ছা, বিরাগ, অত্যন্ত বিরূপভাব, বিরক্তিকর বস্তু বা ব্যক্তি, অনৌৎসুক্যতা, উদ্বেগ, পিত্তরোগবিশেষ, অনাসক্তি, অপছন্দ, নিরানন্দ। = **উক্কণ্ঠি, উক্কণ্ঠিতত্তং**। (সূত্রনিপাত) **অরতি রতি**। (ধর্মপদ) **রতি অরতি**। (পুং) ক্রোধ। (বিণ) আসক্তিহীন, নিরুৎসাহ, প্রীতিহীন, অপ্রীতিকর, সর্বজ্ঞ।

অরতি বিজম্ভিকা (স্ত্রী) অবসন্নাকার, নিস্তেজ অবস্থা, ক্ষীণাবস্থা, হীনবল বা দুর্বল অবস্থা। ⇒ **বিজম্ভিকা**।

অরথক (বিণ) [অ+রথক] অরথক, যাহার রথ নাই অথবা রথ সঙ্গে নাই, রথহীন, রথী নহে এমন, রথ বা গাড়ি সঙ্গে আনে নাই এমন।

অরবিন্দ (ক্লী) অরবিন্দ, পদ্ম, নীলপদ্ম, রক্তোৎপল, সারসপক্ষী, তাম্র।

অরহ (বিণ) মূল্যবান, উত্তম, গুণবান, পূজার্হ, যোগ্য, উপযুক্ত, সদৃশ, মেধাবী, স্বত্ত্ববান, অভিহিত, উপাধিপ্রদত্ত, প্রয়োজনীয়, তুল্যমূল্য, মূল্যবিশিষ্ট, ন্যায্য, পূজ্য, মান্য। (ধর্মপদ) **পূজারহ**। (পেতবত্থু) **দক্খিণারহ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দণ্ডারহ**। (জাতক) **মহারহ**। (খুদ্দকপাঠ) **দসহ'ঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বুচ্চতি**। ⇒ **দস তথাগতবল**। ২ উপযুক্ত, মিষ্ট, সুমিষ্ট, ভোগ্য, উপভোগ্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিভোগরহ**—খাওয়ার উপযুক্ত।

অরহং (পুং) অর্হত, পূর্ণজ্ঞানী বৌদ্ধভিক্ষু, অর্হত্ত্বফললাভী বৌদ্ধভিক্ষু, যে ভিক্ষু পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ⇒ **অরহত্ত, অরহত্তফল, অরহন্ত**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **অরহং, অরহা**; (বহুবচনে) **অরহন্তো, অরহন্তা**। কর্ম (একবচনে) **অরহন্তং**; (বহুবচনে) **অরহন্তে**। করণ (একবচনে) **অরহতা, অরহন্তেন**; (বহুবচনে) **অরহন্তেহি, অরহন্তেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **অরহতো, অরহন্তস্স**; (বহুবচনে) **অরহন্তানং, অরহতং**। অপাদান (একবচনে) **অরহতা, অরহন্তা, অরহন্তস্মা, অরহম্হা**; (বহুবচনে) **অরহন্তেহি, অরহন্তেভি**। সম্বন্ধ বা সামিবচন (একবচনে) **অরহতো, অরহন্তস্স**; (বহুবচনে) **অরহন্তানং, অরহতং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **অরহতি, অরহন্তে, অরহন্তস্মিং, অরহন্তম্হি**; (বহুবচনে) **অরহন্তেসু**। আলাপন বা সম্বোধন (একবচনে) **অরহন্ত**; (বহুবচনে) **অরহন্তো**।

অরহত (পুং) [অরি+হত] অর্হত, যিনি লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ ত্রিবিধ শত্রুকে বিনাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অলোভ-অদ্বেষ-অমোহপ্রযুক্ত বা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই অর্হত, যিনি সর্বপ্রকার আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাস্রব হইয়াছেন তিনিই অর্হত, যিনি সংসারের প্রতি বিরাগে বিরক্তিবশতঃ পুনর্জন্ম ক্ষয় করিয়াছেন তিনিই অর্হত, যিনি নিবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধ হইয়া নির্বাণে অবস্থিতি করেন তিনিই অর্হত নামে খ্যাত। ⇒ **অরহন্ত, অরহত্ত**।

অরহতদ্ধজ = **অরহদ্ধজ**। ⇒ **অরহদ্ধজ**।

অরহতি (ক্রি) ১ [√অরহ+অ] মূল্যবান হওয়া, মহার্ঘ হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, মেধাবী হওয়া, যোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, গুণবান হওয়া, পূজার উপযুক্ত হওয়া, প্রয়োজনীয় হওয়া, উপাধি দেওয়া, সদৃশ হওয়া, তুল্যমূল্য হওয়া, উত্তম হওয়া। (সূত্রনিপাত) **রাজা অরহসি ভবিতুং**। ২ [অ+রহতি] দূরে সরিয়া থাকা, মূল্যহীন হওয়া, অনুপযুক্ত হওয়া। **পাপস্মা অরহতী'তি অরহং**—পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন বলিয়া অর্হত। (তুলনীয়) **অগঘতি**। (ব-বিণ) **অরহন্ত**।

অরহত্ত (ক্লী) অর্হত্ব, অর্হত্বপ্রাপ্ত অবস্থা, অর্হত্ব অবস্থা, সর্বপ্রকার বন্ধন বা আসক্তিমুক্ত অবস্থা, বৌদ্ধসাধনায় পূর্ণতা লাভ, মুক্তির স্রোতে প্রবেশের পর মুক্তিময় বা মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থার নাম অর্হত্ব, লোকোত্তর মার্গের বা পর্যায়ের অন্তিম অবস্থা, (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব) এই চারি অবস্থার মধ্যে অন্তিম চতুর্থ অবস্থা, (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব; ইহাদের মার্গ ও ফলভেদে) অষ্টপ্রকার অবস্থার মধ্যে

অন্তিম অষ্টম অবস্থা, **রাগক্‌খয়** (আসক্তি বা অনুরাগক্ষয়), **দোসক্‌খয়** (দ্বেষ-হিংসা-ক্রোধাদি ক্ষয়) এবং **মোহক্‌খয়** (মোহ বা বিহ্বলতা অর্থাৎ অজ্ঞানতা ক্ষয়) এই তিনটির ক্ষয় অবস্থা, অলোভ-অদ্বেষ-অমোহভাব প্রাপ্তির অবস্থা, চিত্তের সম্পূর্ণ উপশম বা শান্ত অবস্থা। = **নিব্বান**। ⇒ **মগ্গ** (৩)। (বি-ভা) **অরহত্তং সচ্ছি করোতি**—অর্হত্ব সাক্ষাৎ বা দর্শন করা, অর্হত্বফল প্রাপ্ত হওয়া, অর্হত্ব বা অর্হত্বফলে অভিজ্ঞ-দক্ষ-নিপুণ হওয়া (বিনয়)। (জাতক) **অরহত্তং পাপুণাতি**—অর্হত্বে উপস্থিত হওয়া, অর্হত্বফল প্রাপ্ত হওয়া (এখানে সচরাচর অতীতকালে "**পাপুণি**" শব্দই ব্যবহার হয়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণি**—প্রতি সম্ভিদা জ্ঞানের সহিত অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইলেন। (তুলনীয়) **অরহত্তায পটিপন্ন**। একটি দুইটি শব্দ সংযোগে, যেমন—(থেরগাথা অর্থকথা) **সেলা**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **সক্কিচ্চ**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগক্‌খয় দোসক্‌খয় মোহক্‌খয় অরহত্ত**।

অরহত্ত-গহণ—অর্হত্বগ্রহণ, অর্হত্বফল লাভ, অর্হত্বফল প্রাপ্তি, অর্হত্বলাভ, অর্হত্বপ্রাপ্তি।

অরহত্ত-ঘটি—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্নকারী অর্হত চক্র। ⇒ **অরঘট্ট**।

অরহত্ত নিকূট (জ্ঞানের) চরমসীমা অর্হত্বপদ। = **অরহত্তেন কূটং**। ⇒ **নিকূট**।

অরহত্ত পত্ত (বিণ) অর্হত্বপ্রাপ্ত, অর্হত্বফলপ্রাপ্ত।

অরহত্ত পত্তি (বিণ) = **অরহত্তপত্ত**। ⇒ **অরহত্ত পত্ত**। (স্ত্রী) অর্হত্ব প্রাপ্তি, অর্হত্বফল প্রাপ্তি।

অরহত্তফল (ক্লী) অর্হত্বফল, অর্হত্ব, নির্বাণের চরমফল সর্বপ্রকার উপশম শান্তি, লোকোত্তর সাধনাসিদ্ধির অথবা সিদ্ধান্তের চরম ও পরমফল, লোকোত্তর পর্যায়ে মার্গ ও ফলভেদে অষ্টবিধ অবস্থার মধ্যে অষ্টম অবস্থা। ⇒ **অরহত্ত, অরহত**।

অরহত্ত মগ্গ (পুং) অর্হত্বমার্গ, নির্বাণধর্মে সাধনাসিদ্ধির চরম ও পরম পথ, অর্হত্বলাভের পথ বা উপায়, অর্হত্ব পর্যায়ে বা অবস্থায় উপস্থিতির উপায়, অর্হত্বফল প্রাপ্তির উপায় বা কৌশল, সর্বপ্রকার বন্ধন মোচনের উপায়, লোকোত্তর পর্যায়ে মার্গ ও ফলভেদে অষ্টবিধ অবস্থার মধ্যে সপ্তম অবস্থা।

অরহত্ত বিমোক্‌খ—সাধনাসিদ্ধি, অর্হত্ব, অর্হত্বফলপ্রাপ্তি, সর্বপ্রকার ক্লেশোপশম শান্তি, অর্হত্বফল, লোভ-দ্বেষ-মোহমূলক ত্রিদোষ চিরতরে বিনাশ অবস্থা, অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ অবস্থা। ⇒ **অরহত্ত**।

অরহত্তায—অর্হত্বলাভের নিমিত্ত, অর্হত্বলাভের উপযুক্ত হইয়া, অর্হত্বফল লাভের জন্য বা যোগ্য হইয়া, অর্হত্বমার্গের পরবর্তী ফললাভ অবস্থার গুণসম্পন্ন হইয়া। (দীর্ঘ নিকায়) **অরহত্তায পটিপন্ন**—অর্হত্বলাভের জন্য গুণসম্পন্ন হইয়াছেন এমন, অর্হত্বমার্গে প্রতিপন্ন অর্থাৎ অর্হত্ব প্রাপ্ত।

অরহদ্ধজ (পুং) বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিধানে ব্যবহৃত কষায় বা পীতবর্ণের বস্ত্র, কাষায় বস্ত্র বা চীবর, অর্হতধ্বজ, অর্হতগণের নিদর্শন বা চিহ্ন। = **অরহতদ্ধজ**। ⇒ **ধজ**।

অরহন্ত (বিণ, পুং) অর্হত, অর্হত্বফল প্রাপ্ত, অর্হত্বপ্রাপ্ত, অর্হত্বফললাভী। (তুলনীয়) **অরহ** (বিণ)। ⇒ **অরহতি**। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পূর্বে "His worship অর্থাৎ পূজার্হ" অর্থে এই "**অরহন্ত**" শব্দটি আর্য ভারতে (আর্যবর্তে) উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সম্মানীয় পদবিবিশেষ ছিল; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়রূপে সকল তপস্যাপরায়ণ তপস্যায় রত কঠোর সংযমী মুনি ঋষিদের প্রতি বিশেষ সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়। (বৌদ্ধদের পক্ষে এই "**অরহন্ত**" শব্দ ব্যবহার করা হয় সেই সেই ব্যক্তিদের প্রতি) যাঁহারা লৌকিক ধ্যানপর্যায় সমাপ্ত করিয়া লোকোত্তর ধ্যানপর্যায়ের অন্তিম অবস্থা অর্হত্বফলে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহারা লোভ-দ্বেষ-মোহের অতীত অথবা উহা হইতে দূরে অবস্থিত, সর্বপ্রকার আসক্তি ক্ষয়ে যাঁহারা অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ প্রযুক্ত বা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা এই সংসার হইতে মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পুনর্জন্মের বন্ধন চিরতরে ছিন্ন করিয়া নিবৃত্তিমূলক নির্বাণধাতুতে পরিণত হইয়াছেন তাঁহারাই অর্হত বা "**অরহন্ত**"। ⇒ **অরহত, অরহত্ত, অরহং**। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় "**অরহন্ত**" এর অর্থ:—১ (বিনয়) **খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করনীযং নাপরং ইত্থত্তায**—পুনর্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পালনে যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে, ইহজীবনে আর অন্য কোনো করণীয় কর্তব্য বাকি নাই। ২ (দীর্ঘনিকায়) **একো** (একক), **বূপকট্ঠো** (সংযোগরহিত অর্থাৎ নির্জন বা নিরালা), **অপ্পমত্তো** (অপ্রমত্ত অর্থাৎ অমত্তভাব, অমূর্ছিতভাব অথবা সতর্কতা), **আতাপী** (উৎসাহী), **পহিতত্তো** (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বা স্বয়ং প্রভু) অর্থাৎ "**একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো**। ৩ (দীর্ঘ নিকায়) **অরহং খীণাসবো বুসিতবা কতকরণীযো ওহিতভারো অনুপত্ত-সদত্থো পরিক্‌খীণ-ভব-সঞ্ঞোজনো সম্মদ'ঞ্ঞা বিমুত্তো**। ৪ (সংযুক্ত নিকায়) **ঞাণঞ্চ পন মে দস্‌সনং উদপাদি, অকুপ্পা মে চেতোবিমুত্তি, অযং অন্তিমা জাতি, নত্থি দানি পুনব্‌ভবো**—আমার জ্ঞান-দর্শন (প্রজ্ঞারূপ আলোক) উৎপন্ন হইয়াছে, চিত্ত-বিমুক্তিতে আমি স্থিরনিশ্চয়, এই আমার অন্তিমজন্ম, ইহার পর আমার আর পুনর্জন্ম হইবে না। অন্যপ্রকার অর্থে:—(বিনয়) **অরহা সীতিভূতো নিব্বুতো; অরহং তথাগতো সম্মাসম্বুদ্ধো; একাদস লোকে অরহন্তো; একসটঠি লোকে অরহন্তো; তে অরহন্তো উদকে কীড়ন্তি**। (দীর্ঘ নিকায়) **ভগবা অরহং**। (মধ্যম নিকায়) **গোতমো নপি কালং করোতি, অরহং সমণো গোতমো**। (সংযুক্ত নিকায়) **তথাগতো অরহন্ত; অরহন্ত সীতিভূত;**

খীণাসবা অরহন্তো অরহা তিস্‌স?; অরহং সম্মাসম্বুধোদ্ধো; অরহন্ত খীণাসব। (খুদ্দকপাঠ) **দসহি অঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বচ্চতি** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা দ্রষ্টব্য।) (ধর্মপদ) **খীণাসব অরহন্ত।** (পেতবত্থু) **খেত্তুপমা অরহন্তো।** দুই প্রকার নিয়মে যৌগিকে শব্দে:—১ (অঙ্গুত্তর নিকায়, বিনয়) **অরহন্তঘাত; অরহন্তঘাতক।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরহন্তমগ্গগ (অরহত্ত মগ্গগ?)।** ২ **অরহতদ্ধজ (অরহদ্ধজ)।** যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য।

অরহন্তঘাত (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি অর্হত ভিক্ষুকে বধ করে অথবা প্রহার করে, অর্হতঘাতী, অর্হতের প্রাণনাশক। = **অরহন্তঘাতক।** মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, সঙ্ঘভেদ, অর্হতহত্যা ইত্যাদি ছয়টি গুরুতর পাপের মধ্যে ইহা একটি। ⇒ **ঘাতক।**

অরহন্ত ঘাতক (বিণ, পুং) অর্হৎঘাতক, অর্হতের প্রাণনাশকারী। = **অরহন্তঘাত।**

অরহন্ত মগ্গগ (পুং) অর্হতমার্গ, অর্হত্বলাভের পথ বা উপায়। ⇒ **অরহত্তমগ্গগ।**

অরজ (বিণ) ১ ময়লাহীন, পরিষ্কার, কর্দমহীন, নির্মল। (বিন্য) **অরজ বাত**—নির্মল বা পরিশুদ্ধ বাতাস। = **অরজ।** ⇒ **রাজ** (বিণ)। ২ রাজাহীন। ⇒ **অরাজক।**

অরাজক (বিণ) অরাজক, রাজাশূন্য, যে রাজ্যে রাজা নাই, যেখানে প্রকৃত শাসন না থাকায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। (বিপ) **সরাজক।** (জাতক) **অরাজক রট্‌ঠে।**

অরাজ বাত (পুং) ⇒ **অরাজ** (১)।

অরাতি (পুং) [অ+রাতি] অরাতি, শত্রু, বৈরী।

অরাযভূমি—এই শব্দটি ভুল, ইহার পাঠ হইবে "**অরিযভূমি**"। ⇒ **অরিযভূমি।**

অরি (পুং) অরি, শত্রু (অরি+হত = **অরহত**), চক্র, কামাদি ছয় রিপু, (গণিতে) ছয় সংখ্যা, (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান, বিটখদির।

অরিংভাসেতি (ক্রি) = **অরিভাসেতি।** ⇒ **অরিভাসেতি।**

অরিঞ্চতি (ক্রি) ত্যাগ না করা, ছাড়িয়া না দেওয়া অর্থাৎ আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করা। (ব-বিণ) **অরিঞ্চমান।**

অরিঞ্চমান (বিণ) ত্যাগ করে না এমন, ছাড়িয়া আসে না অথবা ছাড়িয়া দেয় না এমন অর্থাৎ আগ্রহের সহিত অন্বেষণে রত, পরিত্যাগ না করিয়া, ছাড়িয়া না দিয়া, ক্ষান্ত না হইয়া, উপেক্ষা না করিয়া। (বিপ) **রিঞ্চমান।** (সূত্রনিপাত) **ঝানং অরিঞ্চমান = অজ্ঝাহমান** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **অরিঞ্চতি, রিঞ্চতি।**

অরিট্‌ঠ (ক্লী) [অ+রিট্‌ঠ; বৈদিক—অরিষ্ট] অরিষ্ট, আঁতুর ঘর, অন্তঃপুর, শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট, ঘোল, উত্তেজক মদ্য, মৃত্যুচিহ্ন, ঔষধবিশেষ, দৈত্যবিশেষ, ঔষধের আরক। (পুং) রসুন গাছ, নিম্ববৃক্ষ, রিঠা গাছ, কাক, কাকপক্ষী। (বিণ) নিপুণ, অক্ষত, অনাহত, অমর, মৃত্যুহীন, মনোযোগী, নিষ্ঠুর, ভাগ্যহীন, অশুভ।

অরিট্‌ঠক (বিণ) ১ অরিষ্টক, অনাহত, অক্ষত, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ চরিত্রের, সর্বগুণসমন্বিত। (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা) **অরিট্‌ঠকং ঞাণং।** ২ (পুং) রিঠাগাছ(?)। (বি-ভা) **মহা অরিট্‌ঠকো মণি**—বড় সাবান অথবা সাবানজাতীয় পদার্থের বড় টুকরা অথবা কষ্টিপাথর (Rh.Davids-এর মতে—সংযুক্ত নিকায়)।

অরিত্ত (বিণ) (বৈদিক—অরিত্র) অরিক্ত, রিক্ত বা শূন্যময় নহে এরূপ, যাহা শূন্যময় নহে, সমর্থক, পূর্ণ, সারবান, আদরণীয়, গ্রহণযোগ্য, সফল। (বিপ) **রিত্ত।** (ক্লী) অরিত্র, হাইল, কর্ণ, দাঁড়, (নৌকার) দাঁড়, গমনসান বাহনাদি, রথাদির চক্র। (যৌগিকে) **পিযারিত্ত** (সূত্রনিপাত); (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ফিযারিত্ত; ফিযা = দব্বি-পদর; অরিত্ত = বেড়ুদণ্ড।**

অরিনং দমনসীল (বিণ) শত্রু দমনকারী, শত্রু পরাভবকারী, শত্রুবিজয়ী, শত্রু বশীভূতকারী। = **অরিন্দম।** ⇒ **দমন।**

অরিন্দম (বিণ) [অরিং+দম; সংস্কৃত—অরিন্দম] অরিন্দম, শত্রু দমনকারী, বিজয়ী, যে ব্যক্তি শত্রুকে পরাজিত করে, শত্রু পরাভবকারী। = **অরিনং দমনসীল।**

অরিভাসেতি (ক্রি) প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করা, তিরস্কার করা, অভিযোগ করা, চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করা; (সাহিত্যে) শত্রু বলা, শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা। = **অরিং ভাসেতি।**

অরিভূত (বিণ) শত্রুতা উৎপাদক, যদ্দ্বারা শত্রুতা আরম্ভ হয় এমন (ব্যক্তি বা বিষয়)।

অরিয (বিণ) আর্য, ভদ্রবংশীয়, উন্নত চরিত্রের বা আদর্শ সম্পর্কীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার, প্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট, চিহ্নিত, মান্য, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ, গুরু, সৎকুলোদ্ভব, উদার চরিত্রের, শান্তচিত্ত, ন্যায়পথাবলম্বী, সতত কর্তব্যানুষ্ঠানে রত, ধার্মিক; (বৌদ্ধমতে) লোকোত্তর জ্ঞানসাধনাকারী, স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্ব মার্গ-ফললাভী। বৌদ্ধদর্শনমতে উদাহরণ:—(দীর্ঘ নিকায়) **অরিযেন সীলক্‌খন্ধেন সমন্নাগত**—আর্যশীল দ্বারা ভূষিত, আর্যশীল (লোকোত্তর আদর্শনীতি) সমরূপে পালিত; **অরিয চক্কবত্তি-বত্ত; অরিযদিট্‌ঠি।** (মধ্যম নিকায়) **অরিয পন্নদ্ধজ; অরিযায জাতিযা জাতো**—আর্যকুলে উৎপন্ন, আর্যবংশজাত। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিয তুণ্‌হীভাব; অরিয বড্‌ঢি; অরিযধম্ম; অরিয বোজ্‌ঝঙ্গ; অরিযা সতিপট্‌ঠানা; অরিয বিমুত্তি; অরিয ঞাণ; অরিয ইদ্ধিপাদা; অরিযমগ্‌গো; অরিয সচ্চানি; অরিয পঞ্‌ঞাচক্‌খু।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিয পরিসা; অরিয ঞায; অরিয ঞাণ; অরিয তুণ্‌হীভাব; অরিয সীলক্‌খন্ধ; অরিয পঞ্‌ঞা; অরিয ভিক্‌খু সম্মদ্দসো।** (সূত্রনিপাত) **অরিযপথ = অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **অরিযভূমি।**

(প্রতিসম্ভিদামার্গ) **অরিয়ইদ্ধি**। (পুং) মহদ্বংশজ বা উচ্চপদস্থ লোক, আদর্শপুরুষ, আর্য, গুরুজন, ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ন্যায়বান পুরুষ, শ্বশুর। ২ (নাটোক্তিতে) মান্যব্যক্তির আহ্বানসূচক পদ। ৩ (ঐতিহাসিক মতে) প্রাচীনকালে যাঁহারা ভারতের উত্তর পশ্চিম গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা আর্য বা আর্যজাতি নামে খ্যাত। ৪ (বৌদ্ধদর্শনমতে) যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে অথবা গমন করিয়াছেন তাহারা আর্য, যাঁহারা লোকোত্তর পর্যায়ে স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্বমার্গ ও ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আর্য, যাঁহারা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন তাঁহারা আর্য, যাঁহারা লোভ-দ্বেষ-মোহ চিরতরে বিনাশ করিয়া অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ প্রযুক্ত বা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আর্য নামে খ্যাত। = **অরহন্ত, অরহন্ত**। বৌদ্ধদর্শন মতে উদাহরণ:—(বিনয়) **অরিযো ন রমতি পাপে**। (দীর্ঘ নিকায়) **যং তং অরিয়া আচিক্খতি উপেক্খকো সতিমা** ইত্যাদি (৩য় ধ্যান দ্রষ্টব্য); **অরিযানং অনুপবাদক**—অর্হত নিন্দাকারী নহে এমন। (মধ্যম নিকায়) **সোত্তিযো অরিযো অরহং**। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযানং উপবাদক**—অর্হতনিন্দুক; **অরিযস্স বিনযো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিযানং উপবাদক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অরিযানং অদস্সাবিন**—অর্হতকে অর্হতরূপে চিনিতে না পারিয়া। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অরিযানং বংস**। ⇒ **ঞাণ, মগ্গ, সচ্চ, সাবক**।

অরিয অলমরিয়া (বিণ) আর্যগুণে গুণান্বিত, লোকোত্তর আর্যজ্ঞানে মণ্ডিত, স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্ব মার্গ ও ফলজ্ঞানে ভূষিত।

অরিয ইদ্ধি—অর্হতদের প্রদর্শিত ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা।

অরিয ইদ্ধিপাদা (বহুবচনে) আর্য ঋদ্ধিপাদসমূহ, অর্হতদের মানসিক ক্ষমতার উপাদান বা ভিত্তিসমূহ, অর্হতদের ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মূল উপাদান বা ভিত্তিসমূহ। ⇒ **ইদ্ধিপাদ**।

অরিয-উপোসথ—আর্যোপোসথ, আর্য বা বৌদ্ধভিক্ষুগণ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিয়া যে উপোসথ পালন করেন উহা আর্য-উপোসথ। যে উপাসক উপোসথ দিবসে উপোসথশীল গ্রহণ করিয়া বুদ্ধানুস্মৃতি-ধর্মানুস্মৃতি-সঙ্ঘানুস্মৃতি-শীলানুস্মৃতি ইত্যাদি ৪০ প্রকার লৌকিক শমথ ভাবনার মধ্যে যে কোনো একটি ভাবনা করে এবং উক্ত ভাবনা করিতে করিতে উপোসথ দিবস অতিবাহিত করিয়া মনের পাপ বিনাশ করে ইহাও সেই উপাসকের পক্ষে অর্যোপোসথ। ভিক্ষুদের পক্ষে এই উপোসথ চারিপ্রকার, যথা--**পরিসুদ্ধি-উপোসথ, সঙ্ঘ-উপোসথ, সামগ্গী উপোসথ, অঞ্ঞতরঞ্ঞতর-উপোসথ**। ⇒ **উপোসথ**।

অরিযকন্ত (বিণ) আর্যগণের মনোনীত, আর্যগণের স্বীকার্য, আর্যকান্তি, আর্যদের ন্যায় সুন্দর, আর্যদের উপভোগ্য, আর্যগণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অর্হত্বগুণে গুণবান, আর্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গের পথিক, আর্য বা অর্হতগণের প্রশংসিত। ⇒ **কন্ত** (১ক)।

অরিযগণ (পুং) আর্যসংখ্যা, আর্যসঙ্ঘ, মার্গ-ফললাভীদের সঙ্ঘ, অর্হতসঙ্ঘ। (বহুবচনে) **অরিযগণা**— মার্গফললাভী নারী ও পুরুষ উভয় সঙ্ঘ, অর্হত ও অর্হন্তী উভয় সঙ্ঘ, ভিন্ন স্থানের বা ভিন্ন ভিন্ন বিহারের অর্হত ও অর্হন্তী গণসঙ্ঘ অথবা পৃথক পৃথক সঙ্ঘ, অর্হতগণ, অর্হন্তীগণ। = **ব্রাহ্মণগণা, তে কির তদা অরিযাচারা অহেসুং, তেন তে এবং আহ** (জাতক অর্থকথা)।

অরিযগণা ⇒ **অরিযগণ**।

অরিযগরহিন (বিণ) আর্য নিন্দুক, যে ব্যক্তি মার্গ-ফললাভী আর্যদের নিন্দা করে, মার্গ-ফললাভীর নিন্দাকারী, অর্হতের প্রাণনাশকারী।

অরিযচিত্ত—আর্যচিত্ত, মার্গ-ফললাভীর জ্ঞানচিত্ত বা মন, অর্হতচিত্ত বা অর্হতের মন।

অরিয চক্কবত্তি বত—আর্যশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের ব্রত, অর্হতশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য বা আচার।

অরিযচক্খু = **পঞ্ঞাচক্খু**। ⇒ **পঞ্ঞাচক্খু**।

অরিযজাতি (স্ত্রী) আর্যজাতি, আর্যবংশ।

অরিযজাতিক (বিণ) আর্যজাতির, আর্যজাতি-সম্বন্ধীয়, আর্যবংশের।

অরিযঞাণ (ক্লী) আর্যজ্ঞান, মার্গফললাভীর জ্ঞান, অর্হতজ্ঞান, স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী-অর্হত্ব মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। ⇒ **ঞাণ, অরিয**।

অরিযঞায (পুং) ১ আর্যপ্রণালী, আর্যসত্য, আর্যপ্রথা, মার্গ-ফললাভীদের রীতিনীতি, অর্হতগণের ধর্মত আচরণ, অর্হতাচার, আর্যনীতি, আর্যপদ্ধতি, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয় ক্রম বা পদ্ধতি অথবা প্রথা। = **অরিযমগ্গ**। ২ কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় তথ্য বা নীতি। = **কল্যাণ-কুসল-ধম্মতা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। "**ধম্ম**" এবং "**কুসল**" শব্দ দুইটি এখানে উদ্দেশ-বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (দীর্ঘ নিকায়)। সংযুক্তনিকায়ে ইহার পরিবর্তে "**সচ**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। = **নিব্বান** (বিশুদ্ধমার্গ)। ⇒ **ঞায, পটিচ্চ-সমুপ্পাদ পচ্চযাকার**।

অরিযট্ঠঙ্গিকমগ্গ (ক্লী) [অরিয+অট্ঠঙ্গিক+মগ্গ] আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ। = **অট্ঠঙ্গিক মগ্গ**। ⇒ **অরিযমগ্গ, মগ্গ** (২)।

অরিযতুণ্হীভাব (পুং) আর্যতূষ্ণীভাব, আর্যগাম্ভীর্য, মার্গ-ফললাভীদের কায়-বাক্য-মনোসংযম, অর্হতদের (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-শরীর বা কায়মন) এই ষড়-ইন্দ্রিয় সংযম, আর্য গৌরবতা। অর্হতগণ নিষ্প্রয়োজনে বাক্য বলেন না, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে অল্প কথায় উত্তর দেনমাত্র; কথা বলিলেও হাত, পা ও মাথা নাড়িয়া

কথা বলেন না; তাঁহারা বিনয়ের সহিত সংযত-ইন্দ্রিয় হইয়া কথা বলেন অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের যে কোনো এক ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ করা হইলে অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযমিত থাকে অথবা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ তৎসময়ের জন্য বন্ধ থাকে। আর্যগাম্ভীর্য অর্থে বুঝায়:—"আর্য" অর্থে "জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ" এবং "গাম্ভীর্য" অর্থে "সর্বপ্রকার নীরবতা" অতএব "আর্যগাম্ভীর্য" অর্থে "জ্ঞানী শ্রেষ্ঠদের ন্যায় কায়বাক্যমনের দিক দিয়া সর্বতোভাবে সংযম রক্ষা করা, বাজে কথা না বলা এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অল্পকথায় মনোজ্ঞ ও যথাযথ উত্তর প্রদান করা"। ⇒ **তুণ্হীভাব**।

অরিযত্রজ (পুং) আর্যের আর্যশিষ্য, অর্হতের অর্হতশিষ্য, বুদ্ধের অর্হতশিষ্যগণ, বুদ্ধের প্রকৃত উত্তরাধিকারী অর্হতশিষ্য।

অরিযদস (অরিযদস্স?) (বিণ) চারি আর্যসত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসী, চারিপ্রকার আর্যসত্যদর্শী, আর্য বা অর্হতগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধবান বা বিশ্বাসী।

অরিযদিট্ঠি (স্ত্রী) আর্যদৃষ্টি, সম্যকদৃষ্টি, উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই ক্ষয়-ব্যয়বশে অনিত্যময়-দুঃখময় বলিয়া যেই দৃষ্টিতে দেখে, মার্গ ও ফললাভীদের দৃষ্টি, অর্হতের দৃষ্টি বা দর্শন।

অরিযধন (ক্লী) আর্যধন, অর্হতদের স্বভাব বা অভ্যাস, অর্হতদের গরিমাময় বা উন্নত আধ্যাত্মিক পক্ষীয় সম্পত্তি। **সত্তবিধ অরিযধন**—অর্থাৎ সপ্তবিধ আর্যধন (থেরগাথা অর্থকথা), যথা—**সদ্ধাধন** (শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসরূপ সম্পত্তি), **সীলধন** (ধর্মসম্ম বিনয়াচরণরূপ সম্পত্তি), **হিরিধন** (পাপের প্রতি লজ্জারূপ সম্পত্তি), **ওত্তপ্পধন** (পাপের প্রতি ভয়রূপ সম্পত্তি), **সুতধন** (বহুশ্রুত জ্ঞানরূপ সম্পত্তি), **চাগধন** (ত্যাগরূপ সম্পত্তি), **পঞ্ঞাধন** (প্রজ্ঞা বা অতিজ্ঞান বা মহাজ্ঞানরূপ সম্পত্তি)। আর্যধন-সম্বন্ধে "**চাগ**" শব্দে দ্রষ্টব্য।

অরিযধম্ম (পুং) আর্যধর্ম, মার্গফললাভীদের পদ্ধতি, অর্হতদের চলিত নিয়ম বা অভ্যাস, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ, চতুরার্যসত্য দর্শনে উৎসাহ, নাম-রূপ সংস্কার ধর্মের উদয়-ব্যয় দর্শনে "অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম" এই লক্ষণত্রয় ভাবনায় যত্নবান, মার্গফললাভীদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বা আচার, চারি আর্যসত্য। = **অরিযানাং এসো ধম্মো** (মহানির্দেশ)। আর্যধর্ম বা আর্যসত্য দুইপ্রকার, যথা—লৌকিক **আর্যধর্ম** বা আর্যসত্য, লোকোত্তর আর্যধর্ম বা আর্যসত্য। লৌকিক আর্যধর্ম বা আর্যসত্য চতুর্বিধ, যথা—**সচ্চং** (সত্য), **ধম্ম** (ধর্ম), **ধীতি** (ধৃতি, ধৈর্যশীলতা বা ক্ষমাগুণ), **চাগ** (ত্যাগ বা দান) (জাতক)। লোকোত্তর আর্যধর্ম বা আর্যসত্য চতুর্বিধ, যথা—**দুক্খ** (দুঃখজ্ঞান), **দুক্খসমুদয** (দুঃখ-উৎপত্তির কারণজ্ঞান), **দুক্খনিরোধ** (দুঃখের নিরোধজ্ঞান), **দুঃখনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয-অট্ঠঙ্গিকমগ্গ** (দুঃখ নিরোধের উপায়স্বরূপ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ) (সূত্রপিটক)। ⇒ **অরিয সচ্চ**।

অরিযপঞ্ঞা—আর্যপ্রজ্ঞা, মার্গফললাভীদের প্রজ্ঞা বা মহাজ্ঞান, অর্হত্বজ্ঞান, বিভাজনীয় জ্ঞান, চতুরার্য সত্য দর্শনজ্ঞান, অনিত্যদুঃখ-অনাত্ম—এই ত্রিলক্ষণজ্ঞান, উদয়-ব্যয়াদিজ্ঞান, সপ্তবিধ লৌকিক বিদর্শনজ্ঞান এবং ষোল প্রকার বিদর্শন জ্ঞান, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় জ্ঞান, সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ বা বোধি-অঙ্গ জ্ঞান।

অরিয পঞ্ঞাচক্খু—আর্য-জ্ঞানচক্ষু, আর্য-প্রজ্ঞাচক্ষু, মার্গ-ফললাভীদের জ্ঞান বা প্রজ্ঞাচক্ষু, অর্হতদের প্রজ্ঞাচক্ষু, বিভাজনীয় প্রজ্ঞাচক্ষু, চতুরার্য সত্য দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু, অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম—এই ত্রিলক্ষণ-দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু, সংস্কারধর্মে উদয়-ব্যয়াদি দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু সপ্তলৌকিক বিদর্শনজ্ঞান এবং ষোল প্রকার বিদর্শনজ্ঞান দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু, সম্যকদৃষ্টিগত প্রজ্ঞাচক্ষু, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মজ্ঞান দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু, সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ বা বোধি-অঙ্গ দর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু।

অরিযপথ (পুং) আর্যপথ, আর্যদের পথ, মার্গফললাভীদের পথ বা উপায়, অর্হত হইবার উপায়, অর্হত্বপ্রাপ্তির কৌশল, চতুরার্যসত্য দর্শনের উপায় বা পথ। = **অরিয অট্ঠঙ্গিক মগ্গো**। ⇒ **অরিযমগ্গ**।

অরিযপন্নদ্ধজ—আর্যে প্রতিপন্ন হওয়ার লক্ষণ, মার্গফললাভীর চিহ্ন, অর্হত্বের স্বরূপ।

অরিযপরিসা—আর্যসভার আর্যসভ্য, আর্যদের আর্যপরিষদ, মার্গফললাভীদের সভার মার্গফললাভী সভাসদ, অর্হতগণের সভার অর্হত সদস্য, আর্যদের আর্যসহচর, অর্হতের অর্হত সঙ্গী বা পরিষদ।

অরিযপুগ্গল (পুং) আর্যপুদ্গল, যে ব্যক্তি মার্গ-ফললাভী আর্য হইয়াছেন, আর্য ব্যক্তিবিশেষ, মার্গ-ফললাভী ব্যক্তি বা পুরুষ, অর্হত, লোকোত্তর স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী, অনাগামী-অর্হত্ব মার্গ-ফললাভী ব্যক্তি বা পুরুষ। ⇒ **পুগ্গল** (১)।

অরিযবোজ্ঝঙ্গা—আর্যদের বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গসমূহ, মার্গ-ফললাভী বা অর্হতদের বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গসমূহ, সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। ⇒ **বোজ্ঝঙ্গ**।

অরিয ভিক্খু সম্মদ্দসো (বিন) আর্য বা মার্গ-ফললাভী ভিক্ষুগণের পদদলিত, অর্হতভিক্ষুগণপৌছিয়াছেন এরূপ, অর্হত ভিক্ষুরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অথবা দর্শন করিয়াছেন অথবা লাভ করিয়াছেন এরূপ।

অরিযভূমি (স্ত্রী) আর্যভূমি, আর্যগণের বিচরণক্ষেত্র, আর্য বা মার্গফললাভীদের ধ্যান, ধ্যানে আর্যগণের বিচরণভূমি, আর্যগণের "**নিরোধ সমাপত্তি**" ধ্যানভূমি। = **ব্রহ্মযান** (২)।

অরিয়মগ্গ (ক্লী) আর্যমার্গ, আর্যগণের চলার পথ, আর্যগণের নীতিধারা, আর্য বা সাধুসৎপুরুষদের চলিবার সোজা রাস্তা বা উপায়, চারি আর্যসত্য দর্শনের উপায় বা কৌশল, প্রজ্ঞা লাভের পথ বা উপায়। = **অরিয অট্ঠঙ্গিকমগ্গ, অরিযঞায। অরিয অট্ঠঙ্গিক-মগ্গ**—অর্থাৎ "আর্যঅষ্টাঙ্গিকমার্গ" আট প্রকার, যথা—**সম্মাদিট্ঠি** (সম্যকদৃষ্টি), **সম্মাসঙ্কপ্পো** (সম্যক

সঙ্কল্প), **সম্মাবাচা** (সম্যক্ বাক্য), **সম্মাকম্মন্তো** (সম্যক্ কর্ম বা কার্য), **সম্মা আজীবো** (সম্যক্ বা নিষ্পাপ জীবিকা বা জীবিকার্জন), **সম্মা বায়ামো** (সম্যক্ চেষ্টা বা উৎসাহ-উদ্যম), **সম্মাসতি** (সম্যক্‌স্মৃতি), **সম্মাসমাধি** (সম্যক্ সমাদি বা ধ্যান)। ⇒ **অরিযপথ**।

অরিযবংস (পুং) আর্যবংশ, আর্যদের বংশধরগণ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর বা উত্তরাধিকারীগণ, আর্যদের বংশ, বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী, চতুরার্যসত্য দর্শনের যিনি নিঃসঙ্গ সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিয়াছেন সেই ভগবান বুদ্ধে শিষ্য পরম্পরা শিষ্যগণ, বৌদ্ধভিক্ষুগণ। ⇒ **বংশ** (২)।

অরিযবন্ন (পুং) = **অরিযজাতি**। ⇒ **অরিযজাতি**।

অরিযবতা = **অরিযবত্তা**। ⇒ **অরিযবত্তা**।

অরিযবত্তা (স্ত্রী) ভদ্রভাষণ, উচ্চভাবের কথা বলা, মার্গফল-সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা, নির্বাণ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা। ইহার কর্তৃকারক একবচনে "**বত্তর**" (√বচ্ ধাতু হইতে)।

অরিযবত্তিন (বিণ) আর্যবর্তিন, আর্য অনুবর্তিন, অর্হত স্বভাবগত, অর্হতনীতি অনুসরণকারী, অর্হতের নিয়ম আচরণকারী, অর্হতের ন্যায় জীবনযাপন করে এমন।

অরিযবাস (পুং) আর্যজনোচিত পদ বা গুণ, পবিত্র অবস্থা, অর্হতের ন্যায় মনের শান্তভাবের সহিত অবস্থান, অর্হতের ন্যায় অভ্যাসগত প্রবণতার সহিত অথবা অপরিবর্তনীয় অভ্যাসগত স্বভাবের সহিত অবিচলিত শান্তচিত্তে অবস্থান, নির্বাণসুখে অবস্থিতি। ⇒ **বাস** (২গ)।

অরিযবিমুত্তি (স্ত্রী) আর্য বা অর্হত্বজ্ঞান প্রাপ্তিতে বিমুক্তি, যথাভূত বিমুক্তি, সর্বাসক্তি ক্ষয়স্বরূপ বিমুক্তি, আর্য বিমুক্তি, অর্হতের বিমুক্তি, সর্বশক্তি ক্ষয়ে অর্হতের মুক্তির ন্যায় বিশেষরূপে মুক্তি, তৃষ্ণাক্ষয়ে সুন্দররূপে মুক্তি, লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ে অলোভ-অদ্বেষ-অমোহরূপ বিমুক্তি, নির্বাণ। ⇒ **বিমুত্তি**।

অরিযবিহার—আর্যবিহার, আর্য বা অর্হতগণের ন্যায় অবস্থা অবস্থান, উত্তম অবস্থা, আর্য বা অর্হতদের আচরণের ন্যায় আচরণ, অর্হত্ব স্বভাব, অর্হত্ব স্বভাবে অবস্থান। ⇒ **বিহার** (২)।

অরিযবুত্তি (স্ত্রী) আর্যপদ্ধতি, আর্য বা অর্হত্বের প্রথা, আর্য বা অর্হত্ব সাধন বা অভ্যাস, অর্হতের আচরণ। (তুলনীয়) **অরিযবাস**। ⇒ **বুত্তি**।

অরিযবোহার—আর্য বা অর্হত্ব পদ্ধতি, অর্হতগণের প্রচলিত বা অভ্যাসগত নিয়ম, আর্যগণের কথার ব্যক্তিগত বা সঙ্গত নিয়ম, বৌদ্ধোচিত কথা, বৌদ্ধদের কথাবার্তার বা বাকশক্তির উপযুক্ত ধরণ বা প্রথা, চারিপ্রকার বাচনিক সংযম। চারিপ্রকার বাচনিক সংযম, যথা—১ মিথ্যা ভাষণে বা বলায় বিরতি, ২ পরনিন্দা, পরচর্চা, পরের অখ্যাতি প্রচার ও কুৎসাবাক্যে বিরতি, ৩ কর্কশবাক্যে বিরতি, ৪ সম্প্রলাপ, বাজে গল্প বা গাঁজাখোরী কথায় বিরতি—এই চারিপ্রকার বাচনিক বিরতিকে আর্যবোহার বা অর্হতদের সাধারণ চলিত নিয়ম বলা হয়, ইহা শীলের অন্তর্গত বাচনিক সংযম। (বিপ) **অনরিযবোহার**। ⇒ **বোহার** [২ (বিণ)]।

অরিযসঙ্ঘ (পুং) আর্যসঙ্ঘ, মার্গফললাভী আর্যগণের সঙ্ঘ, অর্হতসঙ্ঘ, মার্গ-ফললাভী আর্যগণ এবং অর্হতদের মিলিত সঙ্ঘ।

অরিযসচ্চ (ক্লী) আর্যসত্য, ধ্রুব সত্য, মার্গ-ফললাভী আর্যদের এবং অর্হতগণের নৈর্বাণিক ভিত্তিস্বরূপ সত্য, নির্বাণ-সম্বন্ধে গবেষণাকারী অথবা লোকোত্তর ধ্যানী পুরুষদের মূলভিত্তিস্বরূপ সত্য। আর্যসত্য চতুর্বিধ, যথা—**দুক্‌খ অরিয সচ্চ** (দুঃখ আর্যসত্য), **দুক্‌খসমুদয সচ্চ** (দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য), **দুক্‌খনিরোধ অরিযসচ্চ** (দুঃখের নিরোধ বা উপশম আর্যসত্য), **দুক্‌খনিরোধ গামিনী পটিপদা অরিযসচ্চ** (দুঃখ নিরোধ বা উপশমের উপায় আর্যসত্য)। এই চারি আর্যসত্যের প্রতিটি আর্যসত্যে আবার ("**সচ্চঞাণ, কিচ্চঞাণ, কতঞাণ**) এই তিন তিনটি জ্ঞান পর্যায়ে (৩×৪=১২) ১২ প্রকার পর্যায়জ্ঞান বা পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। ⇒ **অরিযধম্ম**।

অরিযসচ্চানং অভিসময—মিথ্যা মান বা অভিমান-সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান, চারি আর্যসত্য বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ। (বি-ভা) **অচ্ছেচ্ছি** ("**অচ্ছেচ্ছি**" এর পরিবর্তে) **তণ্হং, বিবত্তযি সঞ্ঞোজনং সম্মামানাভিসময়া অন্তং অকাসি দুক্‌খস্‌স** (সংযুক্ত নিকায়)। (তুলনীয়) **মানাভিসময** (সংযুক্ত নিকায়)। = **ততো মানাভিসময়া উপসন্তো চরিস্‌সসি**—(Rh. Davids এর মতে) মন কল্পনাসমূহে নিষ্ফল কর্তৃত্ব করিয়াছে (যখন বুঝিতে পার) তখন শান্ত-প্রশান্ত পথে চলিতে পার। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মানস্‌স অভিসময়ো খযো বযো পহানং**। (তুল.) বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—"**অনভিসমিতানাং চতুর্নাং আর্যসত্যানং অভিসময**"। ⇒ **অভিসময**।

অরিযসচ্চান দস্‌সন—চারি আর্যসত্য দর্শনকরণ বা প্রত্যক্ষকরণ। ⇒ **দস্‌সন** (২), **অরিযসচ্চ**।

অরিয সতিপট্‌ঠানা (বহুবচন) মার্গফললাভী আর্যগণের স্মৃতি-প্রস্থান ভাবনায় জীবনযাপন বিধি, অর্হতদের স্মৃতি প্রস্থান ভাবনা সহকারে জীবনের সময় কাটানো নীতি। ⇒ **সতিপট্‌ঠান**।

অরিযসাবক (পুং) আর্যশ্রাবক, ভগবান বুদ্ধের মার্গ-ফললাভী শিষ্য এবং অর্হতশিষ্য। = **অরিযানং সন্তিকে সুতত্তা অরিযসাবক** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিপ) **পুথুজ্জন**।

অরিযসীলক্‌খন্ধ—আর্য বা অর্হতগণের আচরণীয় আচারসমূহ।

অরিয়সীলব্বত (ক্লী) মার্গ-ফললাভী আর্যদের ন্যায় শীলব্রত বা সৎকাজ, অর্হতগণের নিত্য আচরণীয় কর্তব্য। ⇒ **সীলব্বত**।

অরিযসীলিন (বিণ) মার্গ-ফললাভী আর্যদের ন্যায়,

আর্যস্বভাবের, আর্যদের ন্যায় আচারধর্ম পালনকারী, অনিন্দনীয় চরিত্রের বা স্বভাবের, আর্য বা অর্হতগণের চরিত্র অনুরূপ চরিত্রে সংযমী, ধার্মিক স্বভাবের, ধর্মচারী, ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ে অভ্যাসকারী বা অভ্যস্ত। = **সীলং অরিযং উত্তমং পরিশুদ্ধং** (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা)। ⇒ **সীলিন**।

অরিযস্সবিনয—আর্যবিনয়, অর্হতদের বিনয় বা নিয়ম শৃঙ্খলা, অর্হতদের আচার, অর্হতগণের স্বভাব বা নিয়মনীতি, অর্হতগণের ধর্মানুরূপ গঠিত চরিত্র বা নিয়মনিষ্ঠা।

অরিযানং অদস্সাবিন (বিণ) অর্য বা অর্হতকে অর্হত বলিয়া চিনিতে পারে না এমন, অর্হতরূপে জানে না এমন, অর্হতকে অর্হতরূপে দেখে না এমন। ⇒ **অরিয** (পুং)।

অরিযানং অনুপবাদক (বিণ) যে ব্যক্তি অর্হত নিন্দুক নহে, অর্হতগণের দুর্নাম বা অখ্যাতি করে না এমন, অর্হতগণের নিন্দা করে না অথবা অপবাদ দেয় না এমন, অর্হতগণের প্রশংসাকারী, আর্যদের কীর্তি ঘোষণাকারী।

অরিযানং উপবাদক (বিণ) আর্যনিন্দুক, যে ব্যক্তি আর্য বা অর্হতগণের নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করে, অর্হতগণের অপবাদ প্রদানকারী, যে ব্যক্তি অর্হতগণের অখ্যাতি প্রচার করে।

অরিযানং বংস—আর্য বা অর্হতগণের অর্হত শিষ্য প্রশিষ্য, আর্যদের বংশধর, অর্হতগণের অর্হত শিষ্যপরম্পরা শিষ্য অথবা ধর্ম-উত্তরাধিকারী।

অরিযানং সময়ে—আর্যদের ধর্মে, অর্হতগণের অর্হত্ব ধর্মে। ⇒ **সময**।

অরিযাপঞ্ঞা (স্ত্রী) আর্যপ্রজ্ঞা, মার্গ-ফললাভী আর্যগণের প্রত্যক্ষ অনুভূত বা উপলব্ধ জ্ঞান, অর্হতগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ জ্ঞান। ⇒ **পঞ্ঞা**।

অরিযায জাতিজা জাতো—(যখন হইতে) আর্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অর্হতরূপে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি অথবা অর্হত হইয়াছি, আর্যকুলে উৎপন্ন, আর্যবংশজাত।

অরিযাবকাস--আর্যকুলে জন্মগ্রহণ, অর্হত্বপ্রাপ্তি, অর্হত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষকরণ বা সাক্ষাৎকরণ, অর্হত্বভাব, অর্হত্বাকার, আর্যচেহারা। ⇒ **অবকাস** (১)।

অরিযা সাবিকা (স্ত্রী) আর্যশ্রাবিকা, মার্গ-ফললাভী শিষ্যা, অর্হত্তশিষ্যা। ⇒ **অরিযসাবক**।

অরিযোপবাদ (পুং) [অরিয+উপবাদ] আর্যনিন্দা, অর্হতনিন্দা, অর্হতের অপবাদকরণ, অর্হতের অখ্যাতি বা কুৎসা প্রচারকরণ।

অরিযোপবাদক (বিণ) [অরিয+উপবাদক] আর্যনিন্দুক, অর্হতনিন্দুক, মার্গ-ফললাভী আর্যগণের নিন্দাকারী বা অপবাদকারী। ⇒ **অরিযানং উপবাদক**।

অরিযোপোসথ [অরিয+উপোসথ] আর্য উপোসথ। = **অরিয-উপোসথ**।

অরিস (ক্লী) অর্শরোগ।

অরীহতত্ত—শত্রু হত হইয়াছে বলিয়া, অরি বা শত্রু ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিশেষ ভাষায় "**অরীনং হতত্তা**" এর পরিবর্তে ভুল পাঠ হইয়াছে "**অরীহতত্তা অরিযো হোতি**"। সম্পূর্ণ টীকায় উক্ত সম্পূর্ণ বিশেষ ভাষাটি "**অরহা**" সম্বন্ধে বর্ণনায় "**আরকত্তা কিলেসানং অরীনং হতত্তা... অরহা হোতি**" ভুল হওয়ায় সিংহলীগ্রন্থে ইহাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অরু (ক্লী) আঘাত, পুরাতন ক্ষত বা ঘা, থেঁতলানো, গলিত কুষ্ঠবিশেষ, ব্রণ।

অরুক = **অরু**। ⇒ **অরু**। এই শব্দটি কেবল অঙ্গুত্তর নিকায়ে যৌগিক শব্দে দৃষ্ট হয়, যেমন—**অরূপমচিত্তো**।

অরুকা (স্ত্রী) = **অরু**। ⇒ **অরু**।

অরুকায (পুং) ক্ষতরাশি। = **নবদ্বং বণমুখানং বসেন অরুদ্ভূত কায** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অরুগত্ত (বিণ) গাত্রে বা দেহে ক্ষত আছে এমন, শরীরে ক্ষতযুক্ত, যার শরীরে ক্ষত আছে। (মধ্যম নিকায়) **অরুপক্কগত্ত**। (যৌগিকে) **অরুগত্ত পক্কগত্ত** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অরুপক্ক, অক্ক**।

অরুচি (স্ত্রী) অরুচি, অত্যন্ত বিরূপভাব, বিরক্তিকর ব্যক্তি বা বস্তু, অনিচ্ছা, বিরাগ।

অরুচ্চনক (বিণ) অরুচিকর, অরুচিজনক, অরুচিমত, অপছন্দমত, অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, অতৃপ্তিকর, বিরক্তিকর। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অত্তনো অরুচ্চনকং কিঞ্চি কম্মং অদিস্বা**।

অরুণ (পুং) ১ উষা, অতি প্রাতঃকাল। ২ অরুণ, নব্যোদিত সূর্য, সূর্যসারথি, কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ, কপিলবর্ণ, সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে প্রকাশমান রক্তিমাভা, সন্ধ্যারাগ। (জাতক) **অরুণ উগ্‌গচ্ছতি**--সূর্য উঠিয়াছে। ৩ কুষ্ঠরোগবিশেষ, বোবা, পুন্নাগবৃক্ষ, গুড়, অর্কবৃক্ষ। (ক্লী) কুঙ্কুম, সিন্দুর। (বিণ) কপিলবর্ণের, রক্তবর্ণের।

অরুণউঠ্‌ঠান বেলা ⇒ **উট্‌ঠান** (১)।

অরুণবন্ন (পুং) অরুণবর্ণ, অরুণোদয়ের সময়ে পূর্বাকাশে যে রং প্রকাশ পায় সেই রংবিশেষ। (বিণ) অরুণবর্ণের, রক্তিমাভবর্ণের, সুবর্ণবর্ণের, কপিলবর্ণের। ⇒ **বন্ন** (১)।

অরুণসদিস (বিণ) অরুণসদৃশ, নবোদিত সূর্যের ন্যায়, কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মতো, কপিলবর্ণ সদৃশ, সূর্যের ন্যায় রংবিশিষ্ট। "**সুরযিবন্ন**" শব্দের পরিবর্তে পেতবত্থু অর্থ-কথার টীকায় গ্রহণ করা হইয়াছে "**অরুণ সদিস বন্ন**"।

অরুণুগ্‌গ (ক্লী) সূর্যোদয়। = **অরুন্নুগ্‌গমন**। (বিণ) সূর্যোদয়ে, উষার ধবলালোক প্রকাশে, উষাকালে, উষার রক্তিমাভা প্রকাশে, অরুণোদয়ে, অরুণোদ্‌গমে। **অরুণুগ্‌গকালে**—অরুণোদগম সময়ে, অতি ভোরে।

অরুণুগ্‌গমন (ক্লী) সূর্যোদয়, উষার ধবলালোক প্রকাশ,

উষা, উষার রক্তিমাভা প্রকাশ, অতি ভোরবেলা, অরুণোদয়, অরুণোদগম, সূর্যোদয়ের পূর্বে রক্তিম দৃশ্য। (বিপ) **অরুণোগ্‌গমন। অরুণুগ্‌গমন কাল**—সূর্যোদয়ের সময়, অতি ভোরবেলা।

অরুণুগ্‌গম বেলা—অরুণোদ্‌গমের সময়, অরুণোদয়ের সময়। = **অরুণুগ্‌গমন কাল** (**অরুণুগ্‌গমন** শব্দে দ্রষ্টব্য)। ⇒ **বেলা** (১)।

অরুণুতু (স্ত্রী) [অরুণ+উতু] সূর্যোদয়ের সময়ের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা, সূর্যোদয়ের কারণ, অরুণোদয়ের উপলক্ষ, অরুণোদ্‌গমের সুযোগ বা সুবিধা, সূর্যোদয়ের ঘটনা। ⇒ **পব্বতুতু**।

অরুণোগ্‌গমন (ক্লী) [অরুণ+ওগ্‌গমন] সূর্যাস্ত, সূর্যের পাটে গমন, সন্ধ্যারাগের সময়। (বিপ) **অরুণুগ্‌গমন**।

অরুণোতু (পুং, স্ত্রী, ক্লী) [অরুণ+উতু] ⇒ **উতু** (১ক)।

অরুপক্ক (বিণ) বিশী ক্ষতযুক্ত, গলিতক্ষত বা কুষ্ঠযুক্ত, পুঁজগলিত ক্ষতযুক্ত, ক্ষত দ্বারা পচনশীল বা ক্ষয়প্রাপ্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **অরুপক্কানি গত্তানি**। ⇒ **অরু, অরুগত্ত**।

অরুপক্কানিগত্ত (ক্লী) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পচা বা পুঁজযুক্ত ক্ষত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থ যে ক্ষতস্থান টনটন করে। ⇒ **অরুপক্ক, গত্ত**।

অরুভূত (বিণ) আঘাত বা ক্ষত আছে এমন, ঘা আছে এমন, ক্ষত বা ঘা হইয়াছে এমন, যাহার শরীরের সর্বত্র ঘা হইয়াছে এমন, অধিক ঘা বা ক্ষত হইয়াছে এমন, ক্ষতযুক্ত, সর্বশরীর ক্ষতপূর্ণ, ক্ষত বা ঘায়ের সংখ্যাধিক্য। ⇒ **অরু, ভুত** (বিণ)।

অরুভেদ—ঋগ্বেদ বা ঋগ্বেদের শব্দবিশেষ।

অরূপ (বিণ) [অ+রূপ] অরূপ, রূপহীন, কদাকার, কুসুন্দর, কুৎসিত, বিসদৃশ, রূপ দেহহীন, আকৃতিশূন্য, অশরীরী, নিরাকার, আধ্যাত্মিক, অবাস্তব, ইন্দ্রিয়ের অথবা চক্ষুর অগোচর, অপ্রকৃত, অসঙ্গতিপন্ন, অসমর্থিত। ⇒ **রূপ, অরূপিন**।

অরূপকায়িক (বিণ) অশরীরী (সত্ত্ব), দেহহীন বা নিরাকার (সত্ত্ব), চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত (সত্ত্ব), অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেবা অরূপকায়িকা**—অরূপব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ। ⇒ **অরূপ, অরূপিন**।

অরূপঝান (ক্লী) অরূপভূমির ধ্যান, অরূপব্রহ্মলোকের ধ্যান। এই অরূপ ব্রহ্মলোক ধ্যান চতুর্বিধ, যথা—আকাশ অনন্ত আয়তনময় ধ্যান, বিজ্ঞান অনন্ত আয়তনময় ধ্যান, আকিঞ্চন আয়তনময় (মহাশূন্যতাময়) ধ্যান, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা আয়তনময় ধ্যান। এই চারিটি ধ্যান অষ্টবিমোক্ষের অন্তর্গত এবং উহাতে শেষের চারিটি। ⇒ **ঝান বিমোক্খ**।

অরূপট্ঠায়িন (বিণ) [অরূপ+ঠায়িন] অরূপব্রহ্মলোকবাসী (সত্ত্ব), নির্বিকার নির্বিকল্প ব্রহ্মলোকবাসী, নিরাকার ব্রহ্মলোকবাসী, অরূপব্রহ্মলোকে অবস্থানকারী (সত্ত্ব), অশরীরীরূপে বা অদৃশ্যভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায় না এমন, দেহহীন বা আকৃতিশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায় না এমন। = **অরূপ**। ⇒ **ঠায়িন, অরূপিন**।

অরূপতণ্‌হা (স্ত্রী) অশরীরীর প্রতি তৃষ্ণা, নিরাকারের প্রতি তৃষ্ণা, অরূপব্রহ্মলোক বা নিরাকার ভূমিতে উৎপন্ন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, চতুর্বিধ অরূপভূমির যে কোনো একটিতে উৎপন্ন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **তণ্‌হা**। ⇒ **অরূপবান, অরূপ**।

অরূপধাতু (স্ত্রী) অরূপধাতু, অরূপব্রহ্মলোকের উপাদান, অরূপব্রহ্মভূমির বিষয় বা সম্পত্তি, অরূপব্রহ্মলোকের অবস্থা, অশরীরী উপাদান বা ক্ষেত্রবিশেষ। ইহা "**রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধ**" অথবা "**নিব্বান ধাতু**"—এই ধাতুত্রয়ের মধ্যে একটি। = **অরূপভব**। ⇒ **ধাতু** (২ঘ)।

অরূপব্রহ্মলোক (পুং) অরূপ ব্রহ্মলোক, রূপব্রহ্মলোকের উপরিস্থ চতুর্বিধ অরূপব্রহ্মলোক অর্থাৎ অদৃশ্য বা সূক্ষ্মদেহধারী ব্রহ্মসত্ত্বগণের আবাসস্থান (অভিধর্মার্থ সংগ্রহ দ্রষ্টব্য)। ⇒ **অরূপ, অরূপভব, অরূপঝান, ব্রহ্মলোক**।

অরূপভব (পুং) অরূপভব, অরূপ ব্রহ্মলোক, অরূপ সত্ত্বাবাস, অশরীরী ব্রহ্মভূমি, নিরাকার নির্বিকল্প ব্রহ্মলোক, অরূপ ব্রহ্মভূমি, নিরাকার অস্তিত্বের অবস্থা, অশরীরি স্তর, নিরাকার স্তর বা অবস্থা, নিরাকার সত্ত্বাবাস, অশরীরী প্রাণিজগৎ। এই "**অরূপভব**" চতুর্বিধ যথা—"**আকাসাঞ্চায়তন**" (আকাশ-অনন্ত-আয়তন) নামক অরূপ ব্রহ্মলোক, ২ "**বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন**" (বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন) নামক অরূপ ব্রহ্মলোক, ৩ "**আকিঞ্চঞ্ঞায়তন**" (চিত্তোৎপত্তিশূন্য অবস্থা) নামক অরূপ ব্রহ্মলোক, ৪ "**নৈবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা যতন**" (নৈব-সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা-আয়তন অর্থাৎ চিত্ত আছে কি নাই এরূপ অবস্থা) নামক অরূপ ব্রহ্মলোক। এই চতুর্বিধ স্তরের বা অবস্থার সত্ত্বগণের শরীর নিরাকার হইলেও শরীরের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, যেমন নিরাকার বায়ুর ঘনত্বহেতু আঘাতজনিত অনুভূতি অনুভূত হয়। এই সত্ত্বগণের শরীর অদৃশ্য বলিয়া অরূপ বা নিরাকার বলা হয়। এই চতুর্বিধ ভূমি ধ্যান পর্যায়ে লৌকিক অষ্টসমাপত্তি ধ্যানের ঊর্ধ্বতম চতুর্বিধ অবস্থা, সাধকগণ ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। (বিপ) **রূপভব**। ⇒ **ভব, অরূপঝান, অরূপসঞ্ঞিন**।

অরূপমচিত্ত (বিণ) [অরু+উপম+চিত্ত] যাহার মন ক্ষতসদৃশ বেদনাযুক্ত, ক্ষত সদৃশ মনের অবস্থার, (ক্রোধে) যাহার মন ক্ষতের ন্যায় হইয়াছে। "ক্ষত উপমেয় চিত্ত" অর্থাৎ সর্বশরীরে ক্ষতযুক্ত হইলে অথবা গলিত কুষ্ঠময় হইলে যেরূপ কদাকার দেখায় ও বেদনাদায়ক হয় সেইরূপ চিত্তও হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধে ক্লিষ্ট বা কলুষিত হইলে উহাতে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়া অপরের অনিষ্টসাধনে মুখবর্ণ কুৎসিত হয় এবং মর্মপীড়ায় বেদনাতুর হয়। = **পুরাণ-বণ-সদিস-চিত্তো**—পুরাণা বণ বা ক্ষত সদৃশ যাহার চিত্ত অর্থাৎ সর্বক্ষণ গলিত সদৃশ চিত্তযুক্ত হইয়া,

অতীত আক্রোশজনিত চিত্তযুক্ত বা চিত্তে। ⇒ **অরুক**।

অরূপরাগ (পুং) অরূপব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **রাগ** (২), **রূপরাগ**।

অরূপলোক (পুং) অরূপব্রহ্মলোক, অরূপ ব্রহ্মভূমি। = **অরূপভব**।

অরূপসঞ্ঞিন—অরূপব্রহ্মভূমির সত্ত্ব, কার্য-কারণের মধ্যে কারণ বা সংগঠন শক্তি যেখানে নাই তদবস্থার সত্ত্ব, সংস্কাররহিত অবস্থার সত্ত্ব, নির্বিকার নির্বিকল্প ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব। ⇒ **অরূপভব**।

অরূপাবচর (বিণ) [অরূপ+অবচর] ১ ধ্যানযোগে যিনি অরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ধ্যানলাভী, ধ্যানবলে যিনি অরূপব্রহ্ম সুখ আস্বাদন করিতে করিতে অবস্থান করেন, যে ধ্যান দ্বারা অরূপ ব্রহ্মলোক অথবা অরূপব্রহ্ম অবস্থা লাভ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানদায়ক, ব্রহ্মজ্ঞানসেবী। ২ যে স্থানে অশরীরী অবস্থায় কেবল মানসিক ধ্যানভ্যাসের চেতনাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করা হয় (কিন্তু ইহাতে "**কামাচার**" কিংবা "**রূপাচার**" চেতনা নাই)। **অরূপাবচর ঝান, অরূপাবচর যোগী**। (পুং) অরূপব্রহ্মলোক, অরূপব্রহ্মগণের আবাসভূমি। = **অরূপভব**।

অরূপি (পুং) অরূপব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্ব, অরূপ ব্রহ্মাগণ, নিরাকার ব্রহ্মাগণ, অশরীরী সত্ত্বগণ, নির্বিকার নির্বিকল্প ব্রহ্মাগণ। ⇒ **অরূপসঞ্ঞিন**।

অরূপিক (বিণ) অশরীরী, অরূপী, নিরাকার। = **অরূপী**।

অরূপিন (বিণ) [অ+রূপিন] অশরীরী নিরাকার, অরূপ ব্রহ্মলোকের, অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী, নির্বিকার নির্বিকল্প ব্রহ্মলোকবাসী। = **সঞ্ঞাময, অরূপ, অরূপী**। (দীর্ঘ নিকায়) **অরূপী অত্তাহোতি; রূপিনো ব অরূপিনো ব সত্তা**। ⇒ **অরূপঝান, অরূপসঞ্ঞিন**।

অরূপিনোক্খন্ধা [অরূপিনো+খন্ধা] নামস্কন্ধ, অভৌতিক বা অশরীরী স্কন্ধ (সমবায়), নিরাকার স্কন্ধ (সমষ্টি)। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**বেদনা** (বেদনা বা অনুভূতি), **সঞ্ঞা** (সংজ্ঞা), **সঙ্খারা** (সংস্কার), **বিঞ্ঞাণ** (বিজ্ঞান)। (বিপ) "**রূপ**" অথবা "**রূপিনোক্খন্ধ**"। ⇒ **নাম** (২)।

অরূপী (বিণ) নিরাকার, নিরাকার ব্রহ্মলোক-সম্বন্ধীয়, আকারহীন, অশরীরী, গঠনহীন, আধ্যাত্মিক, অবাস্তব, ইন্দ্রিয়ের বা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অগোচর। = **অরূপিন**। (পুং) অশরীরী সত্ত্ব, অরূপ ব্রহ্মলোক চতুষ্টয়ের অধিবাসী। ⇒ **অরূপভব, অরূপসঞ্ঞিন**।

অরে (অব্যয়, হর্ষ-বিষাদসূচক শব্দ) অরে, হে, ওহে, শোনো, আরে (ইত্যাদি ক্রোধব্যঞ্জক অথবা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে, হঠাৎ চমৎকৃত করিয়া সম্বোধনে এবং অনিষ্ট বা নিন্দা প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ)। (জাতক) **অরে দাসিপুত্তচেটক!; অরে দুট্ঠ-চণ্ডাল!** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অরে দুব্বিনী!**। = **রে**।

অরোগ (বিণ) সুস্থ, নীরোগ। (পুং) সুস্থ শরীর, নীরোগ শরীর। (বিপ) **রোগ**।

অরোপিম (অরোপিত?) (বিণ) বিমানবত্থু অর্থকথায় এই শব্দের ব্যাখ্যা করা নাই। ⇒ **রোপিম**।

অরোসনেয্য (বিণ) ক্রোধ করিবার নহে এমন, অক্রোধী, ক্রোধশীল বা ক্রোধী নহে এমন, খিটখিটে নহে এমন, অক্রোধন।

অল (পুং, ক্লী) কাঁকড়ার নখর বা থাবা, পক্ষীর নখর বা থাবা, জন্তুর নখর বা থাবা। যে সব প্রাণী কিছু ধরিবার সময়ে নখে বিদ্ধ করিয়া ধরে উহাদের নখ বা থাবাকে "**অল**" অথবা "**অড়**" বলা হয়। ⇒ **অড়**। (বিণ) (ক্রিয়াবিশেষণে "**অলং**" শব্দ "**অল**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে তখন অর্থ হয়—) প্রচুর, যথেষ্ট, সমর্থ, সমর্থবান, উপযুক্ত, যোগ্য, সম্ভব।

অলং (হর্ষ-বিস্ময়সূচক শব্দ, ক্রি-বিণ) ১ (হাঁ অর্থে) যথেষ্ট, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, বেশ, তাহাই হইবে, যেরূপ বল সেরূপ, তাহাই, নিশ্চিত, বাস্তবিক, সত্যই, যোগ্য, উপযুক্ত (= "**যুত্তং**" পালি অর্থকথা) **অলং এব কাতুং**—ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে, ইহা করার উপযুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **অলং অন্তরায়**—ইহা এক প্রকার অন্তরায় বা বিঘ্নই বটে; (বিপ) **নালং**—আদৌ না, কিছুই। (বিনয়) **অলং তে বিপ্পটিসারায**—ইহার জন্য তোমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। (সংযুক্ত নিকায়) **অলং বচনায**—(কেহ) সত্য কথাই বলে, যথার্থই বলিয়া থাকে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অলং হিতায**—অবর্ণনীয় সুখ, যে সুখ কথায় বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ইহাই মঙ্গলজনক। (দীর্ঘ নিকায়) **ইতো চে পি সো ভবং গোতমো যোজন-সতে বিহরতি অলং এব উপসঙ্কমিতুং**—এমন কি এখান হইতে সেই ভগবান গৌতম শতযোজন দূরে থাকিলেও (নিশ্চয়ার্থে) তাঁহার নিকট একজনকে যাইতেই হইবে (এখানে "**অলং**" শব্দকে "**যুত্তং এব**"—উপযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজন অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে)। (পেতবত্থু) **অলং এব কাতুং কল্যাণং**—(কেহ) নিশ্চয়রূপে উপযুক্ত কার্য করে অথবা মঙ্গলজনক কার্য করে; = **যুত্তং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। বিমানবত্থু) **অলং পুঞ্ঞানি কাতব্বে**—এস আমরা পুণ্যকার্য করি; = **যুত্তং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ ('না' না নিষেধার্থে) ধিক!, ইস!, থাম থাম, হা!, আহা আহা!, হয়েছে হয়েছে, যথেষ্ট, অতিরিক্ত, বেশ বেশ, বেশ করিয়াছ, ইত্যাদি। ⇒ **অরে**। (সূত্রনিপাত) **নালং থুতুং**—অতিরিক্ত স্তুতি বা প্রশংসা করা হয় না (অর্থাৎ আরও অধিক স্তুতির যোগ্য)। (পেতবত্থু) **তেপি ন হোন্তি মে অলং**—ইহা অথবা এসব আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে। (দীর্ঘ নিকায়) **অলং দেবদত্ত! মা তে রুচ্চি সঙ্ঘভেদো**—দেখুন। দেবদত্ত! সঙ্ঘবেদ করিবার ইচ্ছা করিও না (অর্থাৎ দেবদত্ত! তুমি সাবধান হও, সঙ্ঘভেদ করিও না) (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **অলং বক্কলি! কিং তে ইমিনা পূতিকায়েন দিট্ঠেন**...? (মিলিন্দ প্রশ্ন)

অলং এত্তকেন—ইহাতেই যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অলং মে বুদ্ধেন**—বুদ্ধই আমার পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ আমি বুদ্ধের উপদেশ পালনকারী। (বিণ) সমর্থ, সমর্থবান, উপযুক্ত, যোগ্য। ⇒ **অল**।

অলং এত্তকেন ⇒ **অলং** (২)।

অলং কম্মনিয—সম্পূর্ণ কার্যক্ষম, সম্পূর্ণ উপযোগী, যথোপযুক্ত, অতি অনুরূপ, সম্পূর্ণ যোগ্য, কাজের উপযুক্ত।

অলংপতেয্য = অলং বচনীয। ⇒ **অলং বচনীয**।

অলংপতেয্যা (স্ত্রী) বিবাহযোগ্যা কুমারী, তরুণী, বিবাহের উপযুক্ত বয়স্কা তরুণী।

অলংবচনায (কেহ) সত্য কথাই বলে, যথার্থই বলে, ঠিক বলিতে, যথার্থরূপে বলিতে। ⇒ **বচন** (১), **অলং** (১)।

অলংবচনীয়া (স্ত্রী) "ধিক !" এরূপ সম্বোধনের যোগ্যা। যেকোনো বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিত্রালয়ে (স্বামী ত্যাগ করিয়া ?) চলিয়া যায় তাহাকে "**অলং** (ধিক ! অর্থে) শব্দে সম্বোধন করা হয়, তদ্ধেতু সেই স্ত্রীলোক "**অলং বচনীয়া**"।

অলসমকখাতর (বিণ) (কোনও বিষয়-সম্বন্ধে) বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন অভিজ্ঞ (ব্যক্তি)।

অলংসাজীব (বিণ) যে ব্যক্তি সঙ্গী বা সহচরদের সহিত অথবা সহকর্মীদের সহিত মিশিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

অলং সাটক—জামা ছোট হইয়া যাওয়ায় অথবা ঠাসিয়া বা আঁটসাঁট হইয়া যাওয়ায় জামার প্রতি গালিসূচক বাক্য। অপ্রমাণ ভোজনকারী ব্যক্তি অধিক খাইয়া পেট বড় করিলে তাহার মনে হয় ফতুয়া বা জামাটা ছোট হইয়া তাহাকে চেপে ধরেছে, তখন সে বিরক্ত হইয়া "**অলং সাটক**" (ধেৎ শালার জামা) বলিয়া জামাটিকে অভিশাপ দেয় বা গালি দেয়,—ইহাই মূল অর্থ। Rh. David কিন্তু ইহার "অপরিমিত ভোজী এবং পঞ্চ পেটুকের একজন" এরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন।

অলংহিতায ⇒ **অলং** (১)।

অলক্ক (পুং) অলর্ক, ক্ষিপ্তকুকুর, শ্বেত আকন্দ, অলকা। (জাতক) **অলক্কমালী**।

অলক্কমালী (বিণ) শ্বেত আকন্দের মালা কণ্ঠে ধারণাকারী। ⇒ **অলক্ক**।

অলক্খ (পুং) প্রচণ্ড কুকুর, ক্ষিপ্ত কুকুর, উন্মত্ত বা পাগলা কুকুর।

অলক্খিক (বিণ) [অ+লক্খিক] দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য, অভাগা, অসুখী, ভাগ্যহীন, অশুভ, লক্ষ্মীছাড়া, অলক্ষ্মী, শ্রীহীন। = **নিস্সিরীক** (২)। (তুলনীয়) **অল্লপুঞ্ঞ**।

অলক্খিক লক্খণ—অশুভ লক্ষণ, দুর্ভাগ্যের চিহ্ন, অলক্ষ্মীর চিহ্ন। ⇒ **অলক্খিক**।

অলক্খী (স্ত্রী) অলক্ষ্মী, দুষ্টা লক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, মন্দ ভাগ্য, দুঃখ, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক।

অলক্খীক = অলক্খিক। ⇒ **অলক্খিক**।

অলগদ্দ (পুং) (সংস্কৃত—অলগর্দ অর্থাৎ জলে থাকে এরূপ সাপ বা ঢোড়া সাপ) একজাতীয় সর্প, ঢোড়া সাপ।

অলগদ্দচম্ম (ক্লী) সাপের চামড়া, ঢোড়া সাপের চর্ম।

অলগ্গ (বিণ) লাগিয়া নাই এরূপ, অসংলগ্ন, অনাসক্ত, অনাবদ্ধ, মুক্ত, খোলা, উন্মুক্ত, কিছুর সহিত লাগিয়া বা ঝুলিয়া নাই এরূপ, কিছুর সহিত সম্বন্ধরহিত, কিছুর সংস্পর্শে নাই এমন। ⇒ **অলগ্গতি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অলগ্গভাব**। (বি-ভা) **আকাসো অলগ্গো অসত্তো অপতিট্ঠিতো অপলিবুদ্ধো** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ⇒ **লগ্গ**।

অলগ্গতি (ক্রি) [অ+লগ্গতি] কিছুতে লাগিয়া না থাকা, ঝুলিয়া না থাকা, অসংলগ্ন অবস্থায় থাকা, কিছুর সহিত সম্বন্ধ না থাকা। (অতীত) **অলগ্গি**। (অ-বিণ) **অলগ্গ, অলগ্গিত**। (ব-বিণ) **অলগ্গমান**।

অলগ্গন (ক্লী) [অ+লগ্গন] কিছুর সহিত লাগিয়া অথবা ঝুলিয়া নাই এরূপ অবস্থা, কিছুর সহিত লটকাইয়া নাই এরূপ অবস্থা, সম্পর্করহিত অবস্থা, অলটকানো অবস্থা, অসংলগ্ন অবস্থা।

অলগ্গমান (বিণ) কিছুর সহিত লটকাইয়া নাই অথবা ঝুলিয়া নাই এরূপ, সংস্পর্শে বা সম্পর্কে নাই এরূপ, সংযোগহীন, লাগিয়া নাই এরূপ। ⇒ **অলগ্গতি**।

অলগ্গিত (বিণ) = **অলগ্গ**। ⇒ **অলগ্গ**।

অলঙ্কত (বিণ) [অলং+কত] ১ অলঙ্কৃত, সজ্জিত, কৃত, ভূষিত, শোভিত, লাগানো হইয়াছে এরূপ, উপযুক্ত করা হইয়াছে এরূপ। = **বত্থাভরণ-পটিমণ্ডিত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ অতিরিক্ত কৃত, (কাব্যে) অলঙ্কার যুক্ত, অতিমাত্রায় করা হইয়াছে এরূপ ("**অলং**" শব্দ ও দ্রষ্টব্য)। ⇒ **অলঙ্করোতি**।

অলঙ্করণ (ক্লী) [অলং+করণ] সাজ, ভূষণ, সজ্জার উপাদান, অলঙ্কারযুক্তকরণ, অলঙ্কৃতকরণ, উপযুক্তকরণ।

অলঙ্করণক (বিণ) [অলং+করণক] যদ্দ্বারা পূজা করা হয় অথবা সজ্জিত করা হয় (এমন বস্তু বা সামগ্রী), যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয় অথবা ভূষিত করা হয় (এরূপ দ্রব্য), যদ্দ্বারা শোভিত হয়।

অলঙ্করোতি (ক্রি) [অলং+√কর+ও] অলঙ্কৃত করা, সজ্জিত করা, ভূষিত করা, শোভিত করা, অতিরিক্ত করা। (অ-বিণ) **অলঙ্কত**। (ক্রি-বি) **অলঙ্করিত্বা**। (করণে) **অলঙ্কারাপেতি**।

অলঙ্কার (পুং) (অলম = অলং+কার) ১ অলঙ্কার, গয়না, ভূষণ, সাজসজ্জা। ২ ভূষিতকরণ। ৩ সাহিত্য বিষয়ক দোষগুণ প্রতিপাদক শাস্ত্র, শব্দও অর্থের শোভাবর্ধক রচনা (শব্দালঙ্কার পাঁচটি, যথা—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু এবং বক্রোক্তি। অর্থালঙ্কার অনেকগুলি,

যথা—উপমা, রূপক, অর্থান্তর ন্যাস, অপহ্নুতি ইত্যাদি)।

অলঙ্কারাপেতি (ক্রি) সজ্জিত করানো, অলঙ্কৃত করানো, ভূষিত করানো। ⇒ **অলঙ্করোতি।**

অলজ্জী (বিণ) নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, পাপে ভয়হীন।

অলত্ত (পুং, ক্লী) = **অলত্তক।** ⇒ **অলত্তক।**

অলত্তক (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—অলক্তক) লাক্ষা, গালা, আলতা, অলক্ত, অলক্তক, পাটলবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, রক্তবর্ণ পশুর রং। (জাতক) **অলত্তক পাটল।**

অলত্তকত (বিণ) অলক্তরঞ্জিত, আলতায় রঞ্জিত, গালাকৃত, লাক্ষা লাগানো হইয়াছে এরূপ, পাটলবর্ণকৃত, পাণ্ডুবর্ণকৃত, লাল রং করা হইয়াছে এরূপ।

অলত্থ—লাভ না করুক, প্রাপ্ত না হউক, না পাউক, না পৌঁছুক, না পাইয়া, না লইয়া, গ্রহণ না করিয়া, লাভ না করিয়া।

অলত্থং—লাভ করিলাম, পাইলাম।

অলদ্ধং = **অলত্থং।** ⇒ **অলত্থং।**

অলন্দ = **অলগদ্দ।** ⇒ **অলগদ্দ।**

অলন্দ চম্ম = **অলগদ্দচম্ম।** ⇒ **অলগদ্দ চম্ম।**

অলন্দু = **অলগদ্দ।** ⇒ **অলগদ্দ।**

অলন্দুচম্ম = **অলগদ্দ চম্ম।** ⇒ **অলগদ্দচম্ম।**

অলব্ভনীয (বিণ) যাহা লাভজনক নহে, যাহা পাইবার নহে। (বিপ) **লব্ভনীয। অলব্ভনীযট্ঠানানি**—যে সব বস্তু লাভ করা অসম্ভব।

অলব্ভনেয্য (বিণ) পাওয়ার অযোগ্য, অলভ্য, পাওয়া যায় না এমন, অলাভনীয়, লাভ করা যায় না এমন, অলাভকর, অলাভজনক। (বিপ) **লব্ভনেয্য।**

অলব্ভিয (বিণ) অলাভকর, যাহা পাওয়া যায় না। (বিপ) **লব্ভিয।** ⇒ **লভতি।**

অললাভমান (বিণ) পায় না এরূপ, না পাইয়া, না লইয়া, লাভ না করিয়া। (বিপ) **লভমান।** ⇒ **লভতি।**

অলমত্ত (বিণ) = **অলমত্থ।** ⇒ **অলমত্থ।**

অলমত্থ (বিণ) [অলং+অত্থ] ইহাই, তাহাই, এ রকমই, সত্যই মঙ্গলজনক, এইত, খুব লাভজনক, ঠিকইত, উপকারী, হিতকর, সত্যইত। এই শব্দটি কোনো কোনো স্থানে "**অলমত**" শব্দরূপেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অলমরিয (বিণ) [অলং+অরিয] সম্পূর্ণ জ্ঞানী, জ্ঞানের পূর্ণতালাভী, সর্বপ্রকারে নৈতিক ও ধর্মগুণবিশিষ্ট, লোকোত্তর জ্ঞানলাভী, সত্যদর্শী, প্রকৃত বিশুদ্ধ, অর্হত্বজ্ঞানলাভী, মার্গ-ফললাভী, প্রকৃত পূজ্য। (তুলনীয়) **অরিয।** ⇒ **অলমরিয ঞাণদস্সন।**

অলমরিয ঞাণ (ক্লী) লোকোত্তর জ্ঞানে গুণান্বিত জ্ঞান, লোকোত্তর জ্ঞান, লৌকিক-লোকোত্তর সর্বপ্রকার গুণে গুণান্বিত জ্ঞান, অর্হত্বজ্ঞান।

অলমরিয ঞাণদস্সন (বৌদ্ধসংস্কৃত—অলমার্য-জ্ঞান-দর্শন) সত্যত আর্য বা অর্হত্বজ্ঞান-দর্শন, অর্হত্বজ্ঞান লাভ বা অর্হত্ব, আর্যদের বা অর্হতগণের সিদ্ধান্ত অনুরূপ যথার্থজ্ঞানের দর্শন লাভ, অর্হত্ব প্রাপ্তি, নির্বাণ দর্শন, চারি আর্যসত্য প্রত্যক্ষকরণ, মার্গ-ফলাদি লাভ। ⇒ **অলমরিয, ঞাণদস্সন।**

অলম্পত্তেয্য [অলং+পত্তেয্য] নিশ্চিত পাইবার যোগ্য। ⇒ **পত্তেয্য।**

অলম্ব (বিণ) [অ+লম্ব] অলম্ব, লম্বা বা লম্বিত হয় নাই এরূপ, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে নাই এরূপ, নীচের দিকে লম্বিত নহে এরূপ, লম্বমান নহে এরূপ, ছোট, খাট, বেঁটে, অলম্বমান, সরু, ঘন, পুরু, গাঢ়, নিরেট। (জাতক) **অলম্বত্থনিযো।**

অলম্বত্থনিযো (বিণ) (তুলনীয় সংস্কৃত—অলম্বোর্ধ্বস্তনী সুশ্রুত) শিথিল হইয়া পড়ে নাই এমন, যে স্ত্রীলোকের লম্বা হইয়া স্তন ঝুলিয়া পড়ে নাই। ⇒ **লম্বত্থন।**

অলম্বুসা অচ্ছরা (স্ত্রী) দেবকন্যা। ⇒ **অচ্ছরা** (২), **দেবকঞ্ঞা।**

অলম্ভবিস্স (বিণ) [অলং+অভবিস্স] যাহা প্রায়ই ঘটে না এমন, যাহা কখনও হয় না এমন, যাহা কখনও সম্ভব হয় না এমন।

অলস (বিণ) [অ+লস] অলস, আলসে, আলস্যযুক্ত, ক্লান্তিজনক, অকর্মা, নিষ্কর্মা, নিরর্থক, অনর্থক, অনাবশ্যক, অবসন্ন, নিস্তেজ, হীনবল, হীনবীর্য, ক্ষীণ, কুঁড়ে, আলগা, ঢিলা, শিথিল, ঢিমা, শ্রমবিমুখ, কোনো কার্যনির্বাহ বিষয়ে যত্নহীন ও উৎসাহহীন, আগ্রহশীল নহে এমন। = **জাতি-অলস, মহা-অলস।** (পুং) বৃক্ষবিশেষ, পাঁকুই, আলস্য।

অলসক (ক্লী) মন্দাগ্নি, বদহজম, অপাক, অজীর্ণতা।

অলসতা (স্ত্রী, ক্লী) অলসতা, আলস্য, কুঁড়েমি, শ্রমবিমুখতা, ঢিলামি।

অলস্স (ক্লী) আলস্য, অলসতা, কুঁড়েমি। = **অলসতা, আলস্য।**

অলাত (ক্লী) (সংস্কৃত—অলাত) অলাত, আলাত, অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, অঙ্গার, জ্বলন্ত বা নিবন্ত কয়লা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছব-অলাত**—জ্বলন্ত কয়লা।

অলাপু (পুং, স্ত্রী, ক্লী) অলাবু, অলাবু, কুষ্মাণ্ড, তুম্বী, লাউ, তিত লাউ। = **অলাবু।**

অলাবু (স্ত্রী, ক্লী) লম্বা সাদা লাউ (বাঙ্গালি লাউ বা জাতকদু), শসাজাতীয় ফলবিশেষ, লাউ, তুম্বী, অলাবু, কদুফল। (মধ্যম নিকায়) **তিত্তক অলাবু।** = **অলাপু।**

অলাবু = **অলাবু।** ⇒ **অলাবু।**

অলাব্বু = **অলাবু।** ⇒ **অলাবু।**

অলাভ (পুং) অলাভ, অপ্রাপ্তি, নাশ, ক্ষতি। = **অলাভক।** ⇒ **লোকধম্ম।**

অলাভক (পুং) = **অলাভ।** ⇒ **অলাভ।** (বিণ) অলাভজনক, অলাভকর, পায় না এরূপ, সমাদর করে

না এমন, অভ্যর্থনা করে না এমন, অন্তর্ভুক্ত করে না এমন, স্বীকার করে না এমন।

অলাভিন (বিণ) অসত্য বলিয়া প্রতিবাদকারী, সত্য বলিয়া স্বীকার করে এমন, অলাভী, লাভ করে না বা পায় না এমন। (বিপ) **লাভিন**। ⇒ **লাভিন** (২)।

অলারপখুম ⇒ **অলার পমুখ**।

অলার পমুখ (বিণ) ঘন ভ্রূদ্বয়ে আচ্ছন্ন, চোখের পাতার ঘন লোম দ্বারা আবরিত, ঘন ভোমা দ্বারা আচ্ছাদিত। (জাতক অর্থকথা ব্যাখ্যায়) **বিসাল অক্‌খিগণ্ড**। (পেতবত্থু) **আড়ার-পম্‌হ**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **অলার পমুখ**। ইহার পাঠ হওয়া উচিত **"অলার পখুম"**। ⇒ **পমুখ** [ক্লী (২)]।

অলার-পম্‌হ (ক্লী) বিশাল ভ্রূযুগল বা ভোমা। = **বিসাল পখুম**।

অলালা (বিণ) [অ+লালা] শিশুর ন্যায় অস্পষ্ট "লা-লা" শব্দে কথা বলে না এমন, বোবা নয় এমন, শব্দ রহিত নয় এমন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) অলালামুখ।

অলালামুখ (বিণ) (বধির এবং) বোবা নয় এমন, শব্দরহিত নয় এমন, মূক নয় এমন। = **অনেড়মুগ**। ⇒ **অলালা**।

অলি (পুং) ১ অলি, ভ্রমর, কোকিল, কাক, মৌমাছি, বৃশ্চিক, বৃশ্চিকরাশি, মদ্য, কাঁকড়া বিছা। ২ অভিভাবক, রক্ষক।

অলিক (ক্লী) (সংস্কৃত—অলীক) অলীক, মিথ্যা, মিথ্যা কথা, অসত্য বর্ণনা, বিপরীত ভাব, ললাট,কপাল, স্বর্গ, আকাশ। (বিণ) অলীক, মিথ্যা, অমূলক, অপ্রামাণিক, ক্ষুদ্র, অসুখকর, অপ্রিয়, স্বল্প, অসত্য, বিপরীত।

অলিকং (ক্লী) অলীক, মিথ্যা, বিরুদ্ধতা, অসত্য বর্ণনা। ⇒ **অলীক** (ক্লী)।

অলিকবাদিন (বিন) মিথ্যাবাদিন, মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক, অসত্যবাদী, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে।= **অভূতবাদিন**।

অলিকবাদী = **অলিকবাদিন**। ⇒ **অলিকবাদিন, অভূতবাদী**।

অলিপ্পমান (বিণ) লেপন করে না বা করিতেছে না এমন। ⇒ **লিম্পতি**।

অলী = **অলি**। ⇒ **অলি**।

অলীক = **অলিক**। ⇒ **অলিক**।

অলীকবাদিন = **অলিকবাদিন**। ⇒ **অলিকবাদিন**।

অলীকবাদী = **অলিকবাদী**। ⇒ **অলিকবাদী**।

অলীন (বিণ) [অ+লীন] অলীন, লীন নহে এমন, খোলামনা, যাহার মন সরল, সাদাসিধে, অনলস, অজড়, ঢিলা নহে এরূপ, পরিণামদর্শী, মিতব্যয়ী, অকপট, সরল, সাধু, মন্থরগতি নহে এরূপ, কর্মঠ, বীর্যবান, সক্রিয়, কার্যকারী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, **কর্মক্ষম**, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, বদ্ধ নয় এমন, খোলা, উন্মুক্ত, বেষ্টিত বা বাধাযুক্ত নয় এমন, আঢাকা, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনিণীত, অমীমাংসিত, কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাব-নিকাশ শেষ হয় নাই এরূপ, আসল, খাঁটি, অমিশ্রিত, প্রকৃত। (সূত্রনিপাত) **অলীনচিত্ত**। (জাতক) **অলীন বিরিয সীহ**। ⇒ **অনলস**।

অনীলচিত্ত (বিণ) যাহার মন লীন নহে, যাহার চিত্তে কলুষতা নাই, যাহার মন নির্মল বা পরিষ্কার, নিষ্কলঙ্কচিত্তযুক্ত।

অলীনতা (স্ত্রী) মুক্ত হৃদয়, খোলা মন, পরিণামদর্শিতা, মিতব্যয়িতা, সাধুতা, অকপটতা, সরলতা, মনখোলা অবস্থা। ⇒ **অনলসতা**।

অলীনবিরিয (বিণ) চটপটে, সতর্ক, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবন্ত, প্রাণবান। ⇒ **বিরিয**।

অলুম (ক্লী) চিরুনি। = **আলক সন্ধাপন**। ⇒ **আলক**।

অলুলিত (বিণ) [অ+লুলিত] অবিচলিত, উদাসীন, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত, আবিলপূর্ণ বা ঘোলা নহে এরূপ, অকম্পিত। ⇒ **লুলিত**। **অলুলিত চিত্ত**— অকম্পিত চিত্ত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ইন্দ্রিযানি পরিপক্কানি অলুলিতানি অবিসদানি**।

অলেণ (বিণ) আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। = **অসরণ**।

অলোণ (বিণ) অলবণাক্ত, লবণহীন, ক্ষারযুক্ত নহে এমন, লবণমিশ্রিত নহে বা হয় নাই এমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অলোণ-সুক্‌খ লুম্মাস**।

অলোণিক (বিণ) [অ+লোণিক] লবণাক্ত নহে এমন, অলবণাক্ত, ক্ষারযুক্ত নহে এমন। ⇒ **লোণিক**।

অলোণিযক (বিণ) = **অলোণিক**। ⇒ **অলোণিক**।

অলোভ (পুং) অলোভ, লোভহীনতা, নিরাসক্তি, লোভহীন অবস্থা, নিঃস্বার্থতা, লোভশূন্যতা, বিতৃষ্ণা, নিরপেক্ষতা, আসক্তিহীনতা, অনুরাগশূন্যতা, অনাসক্তি, অভাবহীনতা, ভোগের ইচ্ছা বা বাসনাশূন্য অবস্থা, নিস্পৃহতা, নিষ্কাম্যতা, তৃষ্ণা বা আসক্তি বিমুক্ততা, অনুরাগ বিমুক্ততা। ⇒ **মূল** (৩)। (বিণ) নির্লোভ, লোভহীন, অনাকাঙ্ক্ষী, তৃষ্ণা বা আসক্তি বিমুক্ত, অনুরাগ বিমুক্ত, অনাসক্ত, অলোভী, নিস্পৃহ, নিষ্কাম, বিতৃষ্ণ, ভোগের ইচ্ছা বা বাসনাহীন।

অলোম (বিণ) [অ+লোম] অলোম, লোমহীন, কেশহীন, ন্যাড়া, অলোমশ।

অলোল (বিণ) [অ+লোল] অলোল, স্থির, অচঞ্চল, দৃঢ়, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত, অলোভী, অলোলুপ, অগৃধ্নু, আকাঙ্ক্ষার বশে উন্মুক্ত প্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এমন, বলবতী ইচ্ছায় হতবুদ্ধি হয় না এমন, অদুদুল্যমান, অদ্বিধাগ্রস্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, ঘনীভূত, গাঢ়, আত্মদমিত, আত্মসংযমিত। = **নিলোলুপ**। (চুলনির্দেশ)

রসবিসেসেসু অনাকুল—রস বা স্বাদ বিশেষে আকুল হয় না এমন (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **লোল**।

অলোলুপ (বিণ) অলোলুপ, অনভিলাষী, অনিচ্ছুক, অনাসক্ত, পরিমিত, মাঝারি, নাতিশীতোষ্ণ, ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা, সংযত, মিতাচারী। (তুলনীয়) **নিল্লোলুপ, অলোল**। ⇒ **লোলুপ**।

অল্ল (বিণ) (বৈদিক–আর্দ্র) ১ আর্দ্র, স্যাঁতসেঁতে, ভিজা। (মধ্যম নিকায়) **অল্ল মত্তিকাপুঞ্জ**—ভিজামাটির স্তূপ। ২ নূতন, টাটকা, সদ্য, মৃদু, তাজা, শিথিল, সুস্থ, কোমল, সবল, বিগতক্লান্তি, অব্যবহৃত, সতেজ, অনভিজ্ঞ, অবিস্মৃত, অলবণাক্ত, সদ্য সংগৃহীত, সদ্য উৎপাটিত, সদ্য চয়িত, সদ্যধৃত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অল্ল কুসমুট্ঠি; অল্ল গোময**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অল্লচম্ম**। (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা) **অল্লতিণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অল্লদারূনি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অল্লমধু; অল্ল মংস-সরীর; অল্লরস**। (জাতক) **অল্ল রোহিত-মচ্ছ**।

অল্ল-ওদাত-বত্থ—আর্দ্র শুভ্র বস্ত্র, ভিজা সাদা কাপড়।

অল্লকুসমুট্ঠি—সদ্য সংগৃহীত কুশতৃণ, সদ্য উৎপাটিত কুশঘাস। ⇒ **অল্ল**।

অল্লকেসা—(সদ্য ধৌত) ভিজা চুল। (পেতবত্থু অথকথা) **সীসং নহাত্বা অল্লকেস**।

অল্লগত্ত—ভিজা গাত্র, (স্নানের পর) ভিজা শরীর।

অল্লগোময—সদ্য গোবর, টাটকা গোময়, সদ্য সংগৃহীত গোবিষ্ঠা।

অল্লচম্ম—সদ্য সংগৃহীত চর্ম, তাড়া চামড়া, সদ্যকাটা জন্তুর চামড়া।

অল্লতিণ—সদ্য কাটা ঘাস, সদ্য ঘাস, তাজা তৃণ, নূতন সংগৃহীত তৃণ, কোমল ঘাস।

অল্লদধি—টাটকা বা সদ্য দধি, তাজা দৈ।

অল্লদারু (ক্লী) কাঁচা জ্বালানি কাঠ, সদ্য সংগৃহীত জ্বালানি কাঠ, ভিজা লাকড়ি। (বহুবচনে) **অল্লদারূনি**।

অল্লপাণি—ভিজা হাত, ধৌত করা হাত, পরিষ্কার হাত, কোমল হস্ত। = **ধৌত পাণি**। ⇒ **পাণি**।

অল্লমংস (ক্লী) তাজা মাংস, জীবিত দেহের মাংস, জীবিত দেহ হইতে সদ্য কাটা মাংস। ⇒ **মংস**।

অল্লমংস-সরীর—তাজা মাংসের শরীর, নূতন মাংসযুক্ত দেহ।

অল্ল মত্তিকা (স্ত্রী) ভিজা মাটি, কাদা, নরম মাটি, কোমল মৃত্তিকা। ⇒ **মত্তিকা** (২)।

অল্লমধু (ক্লী) সদ্যমধু, টাটকা মধু, নূতন সংগৃহীত মধু। ⇒ **মধু**।

অল্লরস—সদ্যরস, টাটকা বা নূতন রকমের স্বাদ।

অল্ল রোহিত-মচ্ছ—তাজা রোহিত-মাছ, সদ্য সংগৃহীত রোহিত মাছ।

অল্লবত্থ (ক্লী) নূতন বস্ত্র, নূতন পোশাক–পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পোশাক–পরিচ্ছদ, অব্যবহৃত বস্ত্র, (সদ্য ধৌত) ভিজা কাপড় (শোকচিহ্নে ব্যবহৃত শব্দ)। ⇒ **অল্ল ওদাতবত্থ**।

অল্ল সাটক (পুং) আর্দ্রবস্ত্র, ভিজা কাপড়। ⇒ **সাটক**।

অল্লসিঙ্গিবের (ক্লী) সদ্য তোলা আদা, তাজা আদ্রক, কাঁচা আদা। ⇒ **সিঙ্গিবের**।

অল্লাপ (পুং) (সংস্কৃত—আলাপ) আলাপ, কথোপকথন, পরিচয়, উচ্চারণ। (যৌগিকে) **অল্লাপ-সল্লাপ**।

অল্লাপ-সল্লাপ (পুং) আলাপ–সালাপ, কথোপকথন, কথা বলা; (সাহিত্যে) একত্রে কথা বলা অথবা এদিকে ওদিকে (অর্থাৎ চারিদিকে) কথা বলা।

অল্লিক (?) [**অল্ল** শব্দ হইতে = **অল্লিকং** (ক্লী); অথবা **অল্লীয়তি** শব্দ হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে **অল্লিয** শব্দের **অল্লিযকং**। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক] এই শব্দটি কেবল যৌগিক শব্দে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**কাম-সুখল্লিকানুযোগ**—অর্থাৎ (কাম+সুখ+অল্লিক+অনুযোগ)—কাম বা ইন্দ্রিয়-সুখকর আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকা।

অল্লিকং (ক্লী) অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, (দুশ্চরিত্রতা দ্বারা) কলঙ্কিত হওয়া। ⇒ **অলিক**।

অল্লিয (ক্রি-বি) = **অল্লিযকং**। ⇒ **অল্লিযকং, অল্লীয়তি**।

অল্লিযকং (ক্লী) কিছুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকা অথবা কিছুর প্রতি তৃষ্ণার্থ হইয়া থাকা।

অল্লিযাপেতি (ক্রি) [তুলনীয়—সংস্কৃত—আলাপযতি; বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু—অল্লীপেতি; (অ-বিণ) অল্লীপিত, (কর্মবাচ্যে) অল্লীপীযতে।] দৃঢ়রূপে **বদ্ধ** করা, দৃঢ়াবদ্ধ করা, লাগাইয়া দেওয়া, আবদ্ধ করা, নিকটে আনা। ⇒ **অল্লীযতি**। (ক্রি-বি) **অল্লিযাপেত্বা; (জাতক) হত্থিং মহাভিত্তিযং অল্লিযাপেত্বা; সীসেন সীসং অল্লিযাপেত্বা**।

অল্লীন (বিণ) ১ আবদ্ধ, তৃষ্ণায় জড়িত, অনুরাগাবদ্ধ, সংলগ্ন, জড়িত, দৃঢ়াবদ্ধ, স্তব্ধ, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ, জড়ানো। (চুলনির্দেশ) **অসিত অল্লীন উপগত**। ২ (দুশ্চরিত্র দ্বারা) কলঙ্কপ্রাপ্ত বা কলঙ্কিত, কলুষিত, মলিন, কর্দমাক্ত, ময়লাযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **অল্লীন-অনল্লীন**। ⇒ **অল্লীযতি**।

অল্লীন-অনল্লীন (বিণ) আসক্তিমুক্ত, (কিছুর সহিত) অসংলগ্ন, অজড়িত, অনাবদ্ধ, মুক্ত, অকলুষিত, নির্মল, পবিত্র, পরিষ্কৃত বা পরিষ্কার।

অল্লীযতি (ক্রি) [আ+√লি+য] ১ (সাহিত্যে) আকৃষ্ট হওয়া, তৃষ্ণায় জড়িত থাকা, আসক্তিতে আবদ্ধ থাকা, আবদ্ধ হওয়া, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, লাগিয়া থাকা, (আঠায়) জুড়িয়া থাকা বা জোড়া দেওয়া, দৃঢ়াবদ্ধ হইয়া থাকা, স্তব্ধ হইয়া থাকা, বিঁধিয়া দেওয়া, খোঁচাইয়া

মারা, ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করা, (ভালো হউক অথবা মন্দ হউক) দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, (অপরের দ্রব্যের প্রতি) তৃষ্ণা উৎপন্ন করা বা লোভ করা, ইচ্ছা করা। (অতীত) **অল্লীযি;** (জাতকে বহুবচনে) **কেসা সীসং অল্লীযিংসু**—চুলগুলি মাথায় সংলগ্ন ছিল; (একবচনে) **খগ্‌গো লোমেসু অল্লীযি**—খড়্‌গখানি লোমরাজিতে লাগিয়া বা আটকাইয়া রহিল। ২ (চরিত্রে) লোভ করা, ইচ্ছা করা। (বি-ভা) **অল্লীযতি** (সংযুক্ত নিকায়, সাহিত্যে—**আলযতি**) **কেলাযতি বনাযতি** (সংযুক্ত নিকায়, সাহিত্যে—**মনাযতি**, মধ্যম নিকায়, সাহিত্যে—**ধনাযতি**, কিন্তু অন্যত্র—**বনাযতি**) **মমাযতি**—প্রিয়ভাবে যত্ন নেওয়া বা আদর করা, অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করা (মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বনতি ভজতি অল্লীযতি**। (অতীত) **অল্লীযি**। (অ-বিণ) **অল্লীন**। (ক্রি-বি) **অল্লিয**। (তুম) **অল্লীযিতুং, ইল্লীযিতুং**। (করণে) **অল্লিযাপেতি**।

অল্লীযন (ক্লী) লাগিয়া থাকন, সংলগ্ন হওন, অত্যন্ত আকৃষ্ট হওন। ⇒ **অল্লীযতি**।

অল্—১ কাঁকড়ার নখর বা থাবা, পক্ষীর নখর বা থাবা, জন্তুর নখর বা থাবা। যে প্রাণী কিছু ধরিবার সময়ে নখে বিদ্ধ করিয়া ধরে সেই প্রাণীর নখর বা থাবাকে "**অল**" অথবা "**অল্**" বলা হয়। = **অল**। (জাতক) **অল্ (অল) ছিন্নো কক্কটকো**। ২ (হাত অথবা পায়ের অঙ্গুলের) নখ (?) (বিনয়) **অল ছিন্ন**।

অলছিন্ন (বিণ) যাহার নখ কাটা গিয়াছে। ⇒ **অল্** (২)।

অলার (বিণ) (**উলার** শব্দের ন্যায় ?) ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "**বিসাল**" শব্দের ন্যায়, যেমন—বিস্তৃত, বিশাল, বর্ধিত, প্রশস্ত, প্রসারিত, চওড়া, বিস্তীর্ণ, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আবার দেখা যায় "বহল" শব্দের ন্যায় ইহার ব্যাখ্যা, যেমন—ঘন, পুরু, মোটা। কিন্তু এই শব্দ অর্থ অনিশ্চিত থাকায় Kern. Toev এ ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—বক্র, বাঁকা, নোয়াইয়া বা ঝুঁকিয়া পড়া, অসরল, অর্ধগোলাকৃতি। (জাতক) **অলার অকখিন বিসালনেত্ত** (জাতক অর্থকথা); **অলার পমহ = বহল-সংযুক্ত-পখুম, বহল-সংযুক্ত-পমুখ** (জাতক অর্থকথা); **অলার ভমুক** ("**অলার পমুখ**" এর পরিবর্তে) **বিসাল-অকখিগণ্ড** (জাতক অর্থকথা বর্ণনা)। (তুলনীয়) **আলার**।

অলার-অক্‌খিন (বিণ) বিশালাক্ষী, যাহার চক্ষু বিশাল বা প্রশস্ত। = **বিসালনেত্ত** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অলার**।

অলার পখুম (বিণ) যাহার চোখের পাতায় ঘন লোম আছে, যাহার ভ্রূযুগল ঘন লোমযুক্ত, ঘন ভোমাক্ষী। = **অলার পমুখ, অলারপখুম, অলার পমহ**। ⇒ **অলার**।

অলার পমুখ = **অলার পখুম, অলার ভমুক, অলার পমুখ**। ⇒ **অলার পখুম, অলার ভমুক, অলার পমুখ**। = **বিসাল অকখিগণ্ড**। ⇒ **অলার**।

অবংসরি (বিণ) চোখের পাতায় ঘন লোম আছে এমন, ঘন ভোমা আছে এমন। = **বহল-সংযুক্ত-পখম** (জাতক অর্থকথা); **অলার পমুখ, অলার পমুখ, অলার পমহ**। (ক্লী) **ঘন ভোম্য**। ⇒ **পমহ**।

অলার ভমুক (বিণ) যাহার চোখের ভ্রূ ঘন। = **অলার পমুখ, অলার পখুম**। এই শব্দটি "**অলার পখুম**" শব্দের পাঠ। ⇒ **অলার, ভমুক**।

অলহক (ক্লী) ১ মৃন্ময়পাত্র, আগুন রাখার মৃন্ময়পাত্র, অগ্নি রাখিবার পাত্র। ২ = **আলহক**। ⇒ **আলহক, অড়ঢ়লহক**। (Rh. Davids এই শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে কোনো সমাধান করেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন—বিমানবত্থুতে '**উদক-অলহক**' শব্দ দৃষ্ট হয়, আর "**অলহক**" শব্দের পাঠ '**আলহক**' হইবে"।)

অব (অব্যয়, উপপদ বা উপসর্গপদ) (বিণ) নীচ, নিম্ন, অধঃ, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম হইয়াছে এমন, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র, বামন, বিষণ্ণ, স্বল্পমূল্যের, বিনীত, নম্র, নিম্নে, নীচে, অনুচ্চস্বরে, মৃদুস্বরে, নীচভাবে, স্বল্পমূল্যে, বিষুবরেখার নিকটে; (গতি বুঝাইলে) নীচে, নীচের দিকে, নীচে, দূরে। (ক্রি-বিণ) নীচে, নীচের দিকে। = **অধং**। (বিপ) **উদ্ধং**। বিশেষ বিবরণ:—"**অব**" এবং "**ও**"—এই দুইটির মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। দুইটিই শব্দের আদিতে যুক্ত হইয়া শব্দার্থে জোরে দেয়, যেমন—**অবকাস, ওকাস**। "**অব**" প্রাচীন পালিতে ব্যবহারিক শব্দ, আর "**ও**" পরবর্তী উৎকর্ষিত শব্দ। "**অব**" এবং "**ও**"--এই দুই পরবর্তীকালে যদিও ঐতিহাসিক স্থানলাভ করিয়াছে শব্দার্থ সম্পর্কে তারতম্য দৃষ্ট হয়, যেমন--"**অবকপ্পনা**"--ঘোড়ার সাজ, "**ওকপ্পনা**"--বিশ্বাস; "**অবকখিত্ত**"--নিক্ষিপ্ত বা পরিত্যক্ত, "**ওকখিত্ত**"—দমিত; "**অবচর**"—চক্রগতি, "**ওচরক**"—গুপ্তচর বা গোয়েন্দা; "**অবতিণ্ণ**"—অবতীর্ণ, "**ওতিণ্ণ**"—প্রেমাকৃষ্ট; "**অবহরতি**"—নীচের দিকে যাওয়া, স্থগিত রাখা, "**ওহরতি**"—চুরি করা। পুনশ্চ "**অব**" এবং "**অপ**"--এই দুইটি উপসর্গ প্রায়শ সম্বন্ধযুক্ত, যেমন—**অবকত, অপকত; অববদতি, অপবদতি** ইত্যাদি। পুনশ্চ "**অব**" এবং "**অভি**"—এই দুইটি উপসর্গ ও তুলনামূলক দৃষ্ট হয়, যেমন--**অবকঙ্খতি, অভিকঙ্খতি; অবকমতি, অভিকমতি** ইত্যাদি।

অবং (ক্রি-বিণ) নীচ, নীচের দিকে। ⇒ **অধো, অব**, (ক্রি-বিণ)।

অবংসরি (ক্রিয়ার অতীতকাল) নীচের দিকে সরিয়া গেল, নীচের দিকে নামিয়া গেল, অবতরণ করিল। = **অবসরি**। ⇒ **অবসরতি**। = **ওতরি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); ⇒ **ওতরতি, অবসরতি**।

অবংসির (বিণ) অধঃশির, মস্তক নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে এমন, নত শির হইয়া, নতশিরে, নতমস্তকে, অবনত মস্তকে। **অবংসির-উদ্ধংপাদ**। ইহা নরকের এক প্রকার শাস্তিস্বরূপ অবস্থা। (ধর্মপদ অর্থকথা টীকা) **অধোসির**। (সূত্রনিপাত) **পতন্তি সত্তা নিরযং অবংসিরা = অধোগত সীসা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (রেবতী সম্পর্কে বিমানবত্থুতে) **অবংসির উদ্ধংপাদ**। (জাতক) **অবংসির উদ্ধপাদ**। (জাতক) **নিরযং বজন্তি যথা অধম্মো পতিতো অবংসিরো**। (মহানির্দেশ) **উদ্ধংপাদ অবংসির**। (তুলনীয়) **অবক্কার, অবা করোতি, অবেক্খিপতি**।

অবংসির-উদ্ধংপাদ—ঊর্ধ্বপাদ-অধঃশির, ঊর্ধ্বদিকে পদদ্বয় এবং নীচের দিকে মস্তক ঝুলিয়া রহিয়াছে এমন (অবস্থা)। ⇒ **অবংসির**।

অবকংস (ক্লী) অবকর্ষণকরণ, টানিয়া নীচে নামানো, অপবাদ, পরিবাদ, অপযশ, নিন্দা, অপমান, হেয়করণ। (যৌগিকে) **উক্কংসাবক অবকংস**—টানিয়া উপরে উঠানো এবং টানিয়া নীচে নামানো, উপরে তোলা এবং নীচে ফেলা, উত্থান এবং পতন (দীর্ঘনিকায়)।

অবকঙ্খতি (ক্রি) [**অব কঙ্খতি**; সংস্কৃত—অনুকাঙ্ক্ষতি] আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, চাওয়া. "আশা করি" একথা বলা, চেষ্টা করা, আশা করা, বাসনা করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। = **পত্থেতি**। (জাতক) **না বকঙ্খতি**—না চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা না করা; = **ন পত্থেতি** (জাতক অর্থকথা)।

অবকড়্ঢতি(ক্রি)[অব+√কড়্ঢ+অ] পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করা, টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া, পিছন দিকে বা নিম্নদিকে টানা, প্রত্যাগমন করা, পিছনে ফেরা, পশ্চাদপসরণ করা, পশ্চাৎপদ হওয়া। (তুলনীয়) **অবকস্সতি, অপকস্সতি**। (অতীত) **অবকড়্ঢি**। (অ-বিণ) **অবকড়্ঢিত**। (কর্মবাচ্যে) **অবকড়্ঢতি**; (জাতক) **হদযং মে অবকড়্ঢতি**—আমার মন পশ্চাদপসরণ করিতেছে, আমার মন ভারী হইয়া পড়িয়াছে; = **সোকেন অবকড়্ঢিযতি (অবকস্সতি)** (জাতক অর্থকথা)।

অবকড়্ঢন (ক্লী) পশ্চাদপসরণ, পিছনদিকে টানন, পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণকরণ, টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওন বা গমনকরণ, নীচের দিকে টানন।

অবকড়্ঢিত (বিণ) পশ্চাদ্দিকে বা নীচের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে এরূপ, পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এমন, টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **অবকড়্ঢতি**।

অবকত (বিণ) = **অপকত**। ⇒ **অপকত, অবকরোতি**।

অবকন্ত (বিণ) কর্তিত, কাটা হইয়াছে এরূপ, কাটিয়া খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **গলকাবকন্তং**। ⇒ **অবকন্ততি**।

অবকন্ততি (ক্রি) [অব+কন্ততি] কাটিয়া ফেলা, কর্তন করা, কাটা, কাটিয়া সরাইয়া ফেলা, কাটিয়া বাহির করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করা, খোদিত করা, গঠন করা। (তুল.) **অপকন্ততি**। (অ-বিণ) **অবকন্ত, অবকন্তিত**।

অবকন্তিত (বিন) = **অবকন্ত**। ⇒ **অবকন্ত**।

অবকপ্পনা (স্ত্রী) [অব+কপ্পনা] অবকল্পনা, প্রস্তুতি, আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুত বিষয়, পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত, (চলতি) ব্যবস্থা, (জাতক বর্ণনায়) ঘোড়ার সাজসজ্জা। = **ওকপ্পনা**।

অবকমতি (ক্রি) = **অভিকমতি**। ⇒ **অভিকমতি**।

অবকম্ম = **অবক্কম্ম**। ⇒ **অবক্কম্ম**।

অবকরোতি(ক্রি)[অব+করোতি; সংস্কৃত—অপকরোতি] অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা, রাখিয়া দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা। (তুলনীয়) **অবকিরতি** (২)। ⇒ **অপকরোতি, অবাকরোতি**। (অ-বিণ) **অবকত**।

অবকস্সতি (ক্রি) [অব + √কস্ম + অ; সংস্কৃত—অবকর্ষতি] টানিয়া নীচে নামানো, টানিয়া লইয়া যাওয়া, সরাইয়া ফেলা, নানাদিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, নড়ানো, আকর্ষণ করা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, অপসারণ করা, ঘর বদল করা। = **ওকস্সতি**। ⇒ **অপকস্সতি, অবকড়্ঢতি**। (বিনয়) **অবকস্সতি ববকস্সতি**।

অবকস্সতি ববকস্সতি—টানিয়া সরাইয়া ফেলা, টানিয়া একদিকে লইয়া যাওয়া। ⇒ **অবকস্সতি**।

অবকার (ক্লী) অবজ্ঞা, ঘৃণা, তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য।

অবকারকং (ক্রি-বিণ) ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায়, নিক্ষেপ করার মতো, চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়ার ন্যায়, ফেলিয়া দিয়া, নিক্ষেপ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া, এলোমেলো করিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া।

অবকারিন (বিণ) অবজ্ঞাকারী, তুচ্ছকারী, যে ব্যক্তি পদচ্যুত করায়, যে ব্যক্তি অপমানিত করে, অপমানকারী, অপদস্তকারী, যে ব্যক্তি উচ্চপদ হইতে নীচপদে নামাইয়া দেয়, উপেক্ষাকারী, তাচ্ছিল্যকারী।

অবকাস(পুং) **১** আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণের সমীপে, আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যাড়ম্বর। (দীর্ঘনিকায়) **অক্খুদ্দাবকাসো দস্সনায**—(আকার বা আকৃতি সম্বন্ধে) দেখিতে ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্টতর নহে। (জাতক) **অরিযাবকাস**—আর্য চেহারা, অর্হত্বভাব। (দীর্ঘনিকায়) **কতাবকাস**—ছুটিপ্রাপ্ত, আবির্ভূত, সাধারণের সমীপে আত্মপ্রকাশিত। **২** অবকাশ, অবসর, ছুটি, দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়, মধ্যস্থান, দ্রব্য সঞ্চয়ের স্থান, প্রশস্ত প্রদেশ, অবস্থিতির যোগ্য স্থান, সুবিধা, সুযোগ। = **ওকাস**।

অবকিণ্ণ (বিণ) অবকীর্ণ, চূর্ণিত, ধ্বস্ত, বিধস্ত, ন্যস্ত, ইতস্তত বা চারিদিকে ছড়ানো।

অবকিরতি (ক্রি) [অব+√কির+অ] **১** ঢালা, নিক্ষেপ করা, ঝরা, নির্গত হওয়া, বাহির হওয়া, (কোনো কিছুর

উপর) ঢালা। ২ অবকীর্ণ করা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করা, এলোমেলো করা, বহিষ্কার করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, ফেলিয়া দেওয়া, ছুড়িয়া ফেলা। (অতীত) **অবকিরি, অবাকরি, অবকরি;** (বিমাবথু অর্থকথা) **ছড্ডেসি বিনাসেসি।** (অ-বিণ) **ওকিণ্ণ।** (ক্রি-বি) **অবকিরিত্বা, অবকিরিয।** (কর্মবাচ্যে) **অবকিরীয়তি।** ⇒ **অপকিরিতূন, ওকিরতি।**

অবকিরিত্বা (ক্রি-বি) ঢালিয়া, নিক্ষেপ করিয়া, বাহির হইয়া, নির্গত হইয়া। ⇒ **অবকিরতি।**

অবকিরিয (ক্রি-বি) অবকীর্ণ করিয়া, বহিষ্কার করিয়া, এলোমেলো করিয়া, ইতস্তত ছুড়িয়া ফেলিয়া, নিক্ষেপ করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া, নাকচ করিয়া, প্রত্যাখ্যান করিয়া, ফেলিয়া দিয়া, ছড়াইয়া দিয়া, হীন করিয়া, নীচ করিয়া, নিকৃষ্ট করিয়া, ঘৃণা করিয়া। = **অবকিরিত্বা।** ⇒ **অবকিরতি।**

অবকুজ্জ (বিণ) [অব+কুজ্জ; বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে—অবকুব্জ] কুব্জ হইয়া, উচ্চপৃষ্ঠযুক্ত বা কুঁজো হইয়া, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া, শির আগাইয়া দিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আনত, নত, অধঃমুখ। (বিপ) **উক্কুজ্জ, উত্তান।**

অবকুজ্জপঞ্ঞা (বিণ) (উর্ধ্বমুখ কলসিকে অধঃমুখ করিয়া উল্টানোর ন্যায়) যুক্তি প্রমাণ উল্টিয়া যায় এমন, যাহার বিচার বুদ্ধির পরিবর্তন ঘটে এমন, হীনপ্রাজ্ঞ, অধঃমুখী প্রজ্ঞা এমন। **অধোমুখ পঞ্ঞা।**

অবক্কন্ত (বিণ) অবক্রান্ত, (কিছুর সাহায্যে) প্রবেশ করিয়াছে এমন, (কিছুর দ্বারা) বেষ্টন বা রোধ করা হইয়াছে এমন, (কিছুর দ্বারা) অভিভূত বা আচ্ছন্ন। (সংযুক্তনিকায়) **দুক্‌খাবক্কন্ত, সুখাবক্কন্ত।** ⇒ **অবক্কমতি।**

অবক্কন্তি (স্ত্রী) ভিতরে প্রবেশপথ, প্রবেশ, গমনাগমন, লিখন, লিখিত বিষয়, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্য সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণের সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর, নিম্নগতিতে কিছুতে নামিয়া আসা বা পরিবর্তিত হওয়া, অবতরণ, পুনর্জ্জন্মে সুযোগ। (সংযুক্তনিকায়) **নামরূপস্স অবক্কন্তি; পঞ্চন্নং ইন্দ্রিযানং অবক্কন্তি।** = **ওক্কন্তি নিব্বত্তি পাতুভাবো** (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (কথাবত্থু) **নামরূপস্স অবক্কন্তি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গব্‌ভস্স অবক্কন্তি**—গর্ভে প্রবেশ, গর্ভের আকার।

অবক্কম (পুং) প্রবেশ, আবির্ভাব, অবতরণ। (তুলনীয়) **অবক্কন্তি।** (জাতক) **গব্‌ভস্স অবক্কম**—গর্ভে অবতরণ বা প্রবেশ।

অবক্কমতি (ক্রি) [অব+√কম+অ] নিকটে আসা, সমীপবর্তী হওয়া, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা, প্রবেশ করা, (গর্ভে) প্রবেশ করা, অবতরণ করা, আবির্ভাব হওয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা, দৃষ্টিপথে আসা, দেখা দেওয়া, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত করা, নিকটে যাওয়া, উপস্থিত হওয়া, (কোনো বিষয়ে) ঝাপাইয়া পড়া, অভিভূত করা, আচ্ছন্ন করা। = **ওক্কমতি।** (অতীত) **অবক্কমি।** (অ-বিণ) **অবক্কন্ত।** (ক্রি-বি) **অবক্কম্ম।**

অবক্কম্ম (ক্রি-বি) (এই শব্দটি প্রায়ই কবিতায় ব্যবহার করা হয়) প্রবেশ করিয়া, একদিকে সরিয়া গিয়া। "**অবকম্ম**", "**অপকম্ম**" শব্দরূপেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **অবক্কমতি।**

অবক্কার (পুং) [অবং+করোতি; সংস্কৃত—অবস্কার] নিক্ষিপ্ত বস্তু, অগ্রাহ্যকরণ, তুচ্ছ বিষয়, জঞ্জাল, আবর্জনা, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ বিষয় বা বস্তু, পরিত্যক্ত দ্রব্য, উচ্ছিষ্ট, ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কারকৃত জঞ্জাল, এঁটো।

অবক্কার পাতি (স্ত্রী) এঁটো রাখিবার পাত্র, আবর্জনা রাখার পাত্র, পরিত্যক্ত দ্রব্য রাখার ঝুড়ি বা আধার। ভস্ম বা ছাই রাখার আধার বা পাত্র।

অবক্কার পাতী (স্ত্রী) পরিত্যক্ত পাত্র বা থালা, এঁটো থালা। ⇒ **পাতী।**

অবক্‌খযিক = **খাযিত।** ⇒ **খাযিত।**

অবক্‌খলিত (বিণ) [অব+খলিত] অবস্খলিত, ধৌত, নীত, অপসারিত, কমানো বা হ্রাস করা হইয়াছে এরূপ। = **অপক্‌খলিত।** ⇒ **অবক্‌খলেতি।**

অবক্‌খলেতি (ক্রি) [অব+খলেতি] ধুইয়া ফেলা, সরাইয়া ফেলা, কমাইয়া ফেলা, পরিষ্কার করিয়া ফেলা, নিঃসারণ করা। (অ-বিণ) **অবক্‌খলিত।**

অবক্‌খাযতি (ক্রি) [অব+খাযতি] বোধ হয়, দেখায়, মনে হয়, (কিছুর ন্যায়) দেখায়।

অবক্‌খাযিক (বিণ) খাদিত, ভক্ষিত, খাইয়া ফেলিয়াছে এমন। = **খাযিত।**

অবক্‌খিত্ত (বিণ) (সংস্কৃত—অবিক্ষিপ্ত) ১ অবক্ষিপ্ত, উপহাসিত, উপহাস করা হইয়াছে এমন, তিরস্কৃত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্যকৃত, প্রত্যাখ্যানকৃত, নিক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। = **অবাক্‌খিত্ত।** (**মধ্যম** নিকায়) **উজ্‌ঝিত অবক্‌খিত্ত।** (দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা) **অবক্‌খিত্ত পিণ্ড।** (সংস্কৃত—উৎক্ষিপ্ত?) ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, নিক্ষিপ্ত, লব্ধ, প্রাপ্ত, উৎপাদিত। (তুল.) **উপ্পাদিত।** = **ওক্‌খিত্ত।** (বি-ভা) **সেদাবক্‌খিত্ত**—ঘর্মাক্ত হইয়া প্রাপ্ত (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **অবক্‌খিপতি।**

অবক্‌খিত্ত পিণ্ড—অবক্ষিপ্ত পিণ্ড, নিক্ষিপ্ত পিণ্ড বা ভাতের গ্রাস, (মুখে) প্রবেশ করাইয়া বা পুরিয়া দিয়াছে এরূপ পিণ্ড বা গ্রাস।

অবক্‌খিপতি (ক্রি) [অব+√খিপ+অ; সংস্কৃত—অবক্ষিপতি] নিক্ষেপ করা, বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া, ছুড়িয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, পরিত্যাগ করা, (গাড়ি হইতে আরোহীকে) নামাইয়া দেওয়া, নীচে পড়িয়া যাওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়া, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, শেষ করিয়া দেওয়া, সংস্রব না রাখা, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা; (সাধারণত চক্ষুর দৃষ্টি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলে) দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, দৃষ্টি সংযত রাখা, দৃষ্টিতে রাখা; (পুনশ্চ ইহার

অন্যভাবে অর্থ হয়—) বশে রাখা, দমন করা, শাসনে রাখা। (তুলনীয়) **অবক্‌খায়তি**। = **ওক্‌খিপতি**। (অতীত) **অবক্‌খিপি, অবক্‌খসি;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ভুসং অবক্‌খিপি (অবক্‌খসি)**। (অ-বিণ) **অবক্‌খিত্ত**।

অবক্‌খিপন (ক্লী) নিক্ষেপণ, ছুড়িয়া ফেলন, নিক্ষেপকরণ, গচ্ছিতকরণ, স্থাপনকরণ, ত্যাগকরণ, ক্ষেপণকরণ, গচ্ছিত বস্তু, স্থগিতকরণ।

অবগচ্ছতি (ক্রি) [অব+√গম+অ; তুলনীয় বৈদিক—অবগচ্ছতি] নীচের দিকে যাওয়া, নিকটে আসা, সমীপবর্তী হওয়া, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, বোঝা, জ্ঞাত হওয়া, লাভ করা, পাওয়া, অবগত হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, নাগাল পাওয়া। (অতীত) **অবগচ্ছি**। (অ-বিণ) **অবগত**।

অবগণ—জনতা হইতে দূরে, নির্জনে।

অবগণ্ড (পুং) [অব+গণ্ড] অবগণ্ড, গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়স ফোড়া।

অবগণ্ডকারক (বিণ) গাল ফুলানো, বায়ু দ্বারা গাল ফুলানো, মুখে কোনো কিছু পুরিয়া গাল ফুলানো, খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু মুখে পুরিয়া গাল ফুলানো।

অবগণ্ড কারকং (ক্রি-বিণ) কাজের ধারানুযায়ী কিংবা খাদ্যবস্তু মুখে পুরিয়া গালফুলানো ভাবে।

অবগত (বিণ) ১ অবগত, জ্ঞাত, বিদিত। ২ অপসৃত, জানিয়াছে এমন, নিমুগত। = **অঞ্ঞাত**। সম্ভবত ইহার পাঠ "**আবিকত, অধিগত**" হওয়া উচিত। ⇒ **অবগচ্ছতি**।

অবগহন = **অবগাহন**। ⇒ **অবগাহন**।

অবগাল্‌হ (বিণ) নিমগ্ন, নত, নিবিষ্ট, অতিরিক্ত, দ্রুত ধাবিত, আকৃষ্ট, প্রবিষ্ট, নিবিড়, অন্তঃপ্রবিষ্ট, স্নাত। ⇒ **অবগহতি**।

অবগাহ (পুং, ক্লী) ১ নিমগ্ন অবস্থা, প্রবিষ্ট অবস্থা, নিবিষ্ট অবস্থা, অন্তঃপ্রবিষ্ট অবস্থা। ২ অবগাহ, অবগাহন, স্নান, জলে নামিয়া স্নান, জলে ডুব দিয়া স্নান, জলের মধ্যে প্রবেশ, মজ্জন, প্রবেশ। ৩ স্নানঘাট। (বিণ) নিমগ্ন, অবগাঢ়।

অবগাহতি (ক্রি) [অব+√গাহ+অ] গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনো অবস্থায় পাতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, নিমগ্ন হওয়া, নিবিষ্ট হওয়া, মগ্ন হওয়া, প্রবেশ করা, ডুব দেওয়া, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবল বেগে বিপদে পতিত হওয়া, (কিছুতে) গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট বা আকৃষ্ট হওয়া। (সন্ধস্মোপায়ন) **বিপস্সনাবিধিং অবগাহতি**। ⇒ **ওগাহতি**। (অতীত) **অবগাহি**। (অ-বিণ) **অবগাঢ়**।

অবগাহন (ক্লী) = **অবগাহ**। ⇒ **অবগাহ**।

অবগাহেতি (ক্রি) স্নান করা, অবগাহন করা, জলে ডুব দিয়া উঠা, তরল পদার্থের অন্তরালে যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া। (তুলনীয়) **অবগাহতি**।

অবগুণ্ঠন (ক্লী) অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন, ঘোমটা, আচ্ছাদন, সম্মার্জন। (বিণ) ঘোমটা দেওয়া, অবগুণ্ঠিত, আবরিত, আচ্ছাদিত।

অবগুণ্ঠেতি (ক্রি) [অব+গুণ্ঠেতি] অবগুণ্ঠন করা, স্ত্রীলোকের মুখে আচ্ছাদন বস্ত্র দেওয়া, ঘোমটা দেওয়া, সম্মার্জন করা। ⇒ **ওগুণ্ঠেতি**।

অবগ্গহ (পুং) (সংস্কৃত—অবগ্রহ) ১ অবগ্রহ, অবগ্রাহ, অনাবৃষ্টি, গ্রহণ, হরণ, (ব্যাকরণে) পাঠকালে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম, অনাদর, প্রতিবন্ধক, বাধা, বিঘ্ন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দুবুট্‌ঠিকা**। ২ ভ্রমজ্ঞান, শাপ, অভিশাপ, নিন্দাবাক্য, বাক্যপ্রয়োগ, স্বভাব, তিরস্কার।

অবঙ্ক (বিণ) সোজা, সরল, ঋজু।

অবঙ্কতা (স্ত্রী) = **অজ্জবতা**। ⇒ **অজ্জবতা**।

অবঙ্গ (পুং) = **অপঙ্গ**। ⇒ **অপঙ্গ**। (বিনয়) **অবঙ্গং করোতি**— তিলক পরা, কপালে তিলক কাটা; (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অবঙ্গদেসে অধোমুখং লেখং করোন্তি**।

অবঙ্গদেসে—তিলকের স্থানে, কপালের যে স্থানে তিলক কাটা হয় সেই স্থানে, কূটস্থানে। **অবঙ্গদেসে অধোমুখং লেখং করোন্তি**—তিলক দেওয়ার স্থানে (কপালের কূটস্থানে) অধঃমুখী করিয়া রেখা অঙ্কিত করে অর্থাৎ তিলক পরে। ⇒ **অবঙ্গ**।

অবচ (বিণ) নীচ। (কেবল "**উচ্চ**" শব্দের সহিত যৌগিকে) **উচ্চাবচ**। **উচ্চ** শব্দেও দ্রষ্টব্য।

অবচন (ক্লী) অশব্দ অর্থাৎ শুদ্ধ শব্দ নহে, ভুল শব্দ, ভুল বর্ণনা, অকথা।

অবচনীয (বিণ) ১ উপদেশ-ছলে তিরস্কার করিবার নয় এরূপ, সতর্ক করাইয়া দিবার নয় এরূপ, স্মরণ করাইয়া দিবার নয় এরূপ। ২ অবচনীয়, অবক্তব্য, অকথ্য, রমণীয়, অনিন্দনীয়, আক্রোশসূচক।

অবচর (বিণ) [অব+চর; বৌদ্ধ সংস্কৃত জাতকমালায়—অবচর] বিচরণ করিবার যোগ্য, বিচরণকারী, বাসকারী, বাসোপযুক্ত, চলনশীল, করুণা সঞ্চারক, পরিবর্তনশীল, মর্মস্পর্শী, প্রায়শঃকৃত, পুনঃপুন সংঘটিত ("**সন্তিকাবচর**"—দীর্ঘনিকায়); (চরিত্রে) বন্ধুত্বপূর্ণ, ঘরোয়া; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অতক্কাবচর; পরিসাবচর;** (জাতক) **তালাবচর; সঙ্গামাবচর;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যোগাবচর**। (পুং) (গতিশীল কর্মে বা কার্যে) চক্র, রাজা, রাষ্ট্র, দেশ, রাজার অধিকার, অনিত্য জীবনক্ষেত্র, পরিবর্তনশীল প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র অর্থাৎ "**কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর**" স্তর বা অবস্থাসমূহ।

অবচরক (পুং, ক্লী) সন্ধানী লোক, গুপ্তচর, গোয়েন্দা, দুষ্টচরিত্রের লোক। **ওচরক**। (বিণ) সন্ধানী, গোয়েন্দাগিরি, দুশ্চরিত্র-সম্বন্ধীয়, কামভূমির সংজ্ঞা বা মনোভাব-সম্বন্ধীয়। (তুলনীয়) **কামাবচরিক**।

অবচরণ (ক্লী) ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, ব্যবসায়, কাজ, বন্ধুতা, ঘরোয়া।

অবচুখ (নিষেধার্থে √বচ্ ধাতু, অতীতকাল, মধ্যমপুরুষে) বলিও না। (জাতক) **মা এবং অবচুখ**—না, এরূপ বলিও না।

অবচ্ছিদ্দ (বিণ) [অব+ছিদ্দ] অবচ্ছিদ্র, সচ্ছিদ্র, ছিদ্রযুক্ত, বিদ্ধ বা ভেদ করা হইয়াছে এমন। (যৌগিকে) **ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ** (জাতক); (তুলনীয়) **ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ**।

অবচ্ছিন্দতি (ক্রি) = **অবছিন্দতি**। ⇒ **অবছিন্দতি**।

অবচ্ছেদক (বিণ) [অব+ছেদ+ক] অবচ্ছেদক, প্রভেদক, নিয়ামক, বিভাজক, যে ব্যক্তি বিভাগ বা বণ্টন করে, যে ব্যক্তি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে বা সম্পর্ক ছিন্ন করে। (পুং) সীমা। (তুলনীয়) **আসাবচ্ছেদিক** (বিনয়)।

অবচ্ছেদকং (ক্রি-বিণ) সম্পর্ক ছিন্ন করার ন্যায়, কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার মতো, বিভাগ করার মতো। (বিনয়) **কবড়াবচ্ছেদকং**।

অবছিন্দতি (ক্রি) কাটিয়া ফেলা, কাটা, ছিন্ন করা, ছেদন করা।

অবজয (পুং) পরাজয়, পরাভব। = **অজয**। (বিণ) অজেয়, দুর্জয়, জয় করা যায় না এমন।

অবজাত (বিণ) [অব+জাত; বৌদ্ধসংস্কৃত—অবজাত] নীচবংশজাত, অকুলীন, জারজ, অবৈধ, অসিদ্ধ, অযুক্তিসিদ্ধ, নকল, অপ্রকৃত; (চরিত্রে) নীচ প্রকৃতির, হীনস্বভাবের। (বিপ) অভিজাত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **বুদ্ধস্স অবজাতপুত্ত**।

অবজাত পুত্ত—যে পুত্র পিতৃকুলের প্রথা ও যশ গৌরবকে ধ্বংস করে তাহাকে অবজাত পুত্র বা কুলাঙ্গার বলা হয়। = **কুলভার পুত্ত, কুলাঙ্গার**। ⇒ **অতিজাতপুত্ত**।

অবজানন (ক্লী) অবজানন, ঘৃণা, অপমান, অবজ্ঞা, অবজ্ঞান, উপেক্ষা, বিশেষরূপে চিন্তন, আদালত অবমাননা।

অবজানাতি (ক্রি) [অব+√ঞা+না] অবজ্ঞা করা, অস্বীকার করা, ঘৃণা করা, অবমাননা করা, উপেক্ষা করা, অপমান করা, অনাদর করা। ⇒ **অপ্পমঞ্ঞতি**। (অতীত) **অবজানি**। (অ-বিণ) **অবঞ্ঞাত**। (ভ-বিণ) **অবজানিতব্ব, ওঞ্ঞাতব্ব, অবঞ্ঞেয্য**।

অবজানিতব্ব (বিণ) অনাদরের যোগ্য, অস্বীকার করা উচিত, অবমাননার যোগ্য, অবজ্ঞার যোগ্য। = **অবঞ্ঞেয্য**। ⇒ **অবজানাতি**।

অবজিত (বিণ) পরাভূত, পরাজিত, পুনরায় জয়কৃত। ⇒ **অবজিনাতি**।

অবজিনাতি (ক্রি) [অব+√জি+না] বিফল করা, পরাভূত করা, পুনরায় পরাজিত করা, পুনরায় বশীভূত করা, পুনরায় অতিক্রম করা, পুনরায় অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, পুনরায় জয়ী হওয়া। (অতীত) **অবজিনি**। (অ-বিণ) **অবজিত**।

অবজীযতি (ক্রি) [অব+√জি+য; সংস্কৃত—অবজীয়তে] কমিয়া যাওয়া, হ্রাস পাওয়া, কম হওয়া, হারাইয়া যাওয়া, হারাইয়া ফেলা, নষ্ট হইয়া যাওয়া, অপব্যয় হওয়া, ক্ষতি হইয়া যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া, অসম্পন্ন হইয়া থাকা, সর্বনাশ হইয়া যাওয়া। (জাতক) **জিতং অবজীযতি; অবজীজ্যতি**। (ধর্মপদ) **জিতং অবজীযতি = দুজ্জিতং হোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

অবজীজ্যতি (ক্রি) = **অবজীযতি**। ⇒ **অবজীযতি**।

অবজ্জ (বিণ) [সংস্কৃত—অবদ্য (বোধ হয় অ+বদ্য), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "অব" হইতে ইহা ভিন্ন; √বৃজ ধাতু হইতে সংস্কৃত—অবর্জ্য, এই মত Childers-ও গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপে ইহার অর্থ হয় "অবর্জনীয়, অপরিহারযোগ্য, অপরিত্যক্ত, অনিষিদ্ধ"। এইরূপে ধর্মপদের সূত্র দ্বারা অনুবাদ ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হয়। পালি অর্থকথা আচার্যগণ ইহাকে "দোষারোপ করা" এরূপ ভাবার্থে (তুলনীয়—**অপবদতি**) অব+বদ্য এর পরিবর্তে অব+√বদ ধাতুরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তখন অর্থ হয়—] নিম্ন, অনুন্নত, অধম, নীচ, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, নিন্দনীয়, দোষযুক্ত, মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, নিন্দাজনক।

অবজ্জকুহনা ⇒ **কুহনা**।

অবজ্জতা (স্ত্রী) নীচতা, নম্রতা। ⇒ **অবজ্জ**। এই শব্দটি "**অনবজ্জতা**" শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ⇒ **অনবজ্জতা**।

অবজ্জনীযদান (ক্লী) অবর্জনীয় দান অর্থাৎ যে দান দ্বারা পুণ্য উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায় তাহা অবিরত অভ্যস্ত করিতে হয় বলিয়া অবর্জনীয় দান। এই দান ইহ পারত্রিক সুখ, হিত ও কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে বলিয়া বৌদ্ধদের পক্ষে বিধেয়। ⇒ **দান**।

অবজ্ঝ (বিণ) অবধ্য, হত্যার অযোগ্য, অনাহত, অক্ষত, শাস্তি দিবার অযোগ্য, যাহাকে বধ করা যায় না অথবা শাস্তি দেওয়া যায় না অথবা উহা করা উচিত নয় এমন, নষ্ট করা যায় না অথবা নষ্ট করা উচিত নয় এরূপ, অনতিক্রমনীয়, অলঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য, অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র। (সূত্রনিপাত) **অবজ্ঝ ব্রাহ্মণ**।

অবজ্ঝকবচ—অবধ্য কবচ, অকাট্য কবচ, অভেদ্য কবচ বা বর্ম, আঘাতের অসাধ্য বর্ম অর্থাৎ যে কবচ বা বর্ম ধারণ করিলে আঘাত করা যায় না।

অবঞ্চন (বিণ) [অ+বঞ্চন] অকম্পমান, হাঁটিয়া চলিতে পারে না এমন, পদদ্বয় পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত, পায়ে হাঁটিয়া চলিবার শক্তি হয় নাই এরূপ। (জাতক) **সন্তিপাদা অবঞ্চনা**—পদদ্বয় আছে সত্য কিন্তু চলিবার শক্তি হয় নাই।

অবঞ্ঝ (বিণ) অবন্ধ্যা, বন্ধ্যা নহে এমন, অনুর্বর নহে এমন, উর্বর, পুত্রবতী, ফলবতী, উদ্যমশীল। =

অনিস্ফল। ⇒ **বঞ্ঝ**।

অবঞ্ঞেয় (বিণ) অবজ্ঞাকৃত, ঘৃণিত, তাচ্ছিল্যকৃত, তুচ্ছ, ঘৃণ্য, নীচ জঘন্য। = **অবঞ্ঞেয্য, অবজানিতব্ব**।

অবঞ্ঞেত্তি (স্ত্রী) [অব+ঞত্তি; সংস্কৃত—অবজ্ঞপ্তি] অবজ্ঞা, অবমাননা, ঘৃণা, হেয়জ্ঞান, অনাদর, তাচ্ছিল্য। ⇒ **অবঞ্ঞা**।

অবঞ্ঞা (স্ত্রী) [অব+ঞা; সংস্কৃত—অবজ্ঞা] অবজ্ঞা, ঘৃণা, অপমান, আদালত, অবমাননা, তাচ্ছিল্য, ঠাট্টা, উপহাস, অসম্মান, অশিষ্টতা। = **অবঞ্ঞেত্তি**।

অবঞ্ঞাত (বিণ) ঘৃণিত, হেয়, ঘৃণ্য, অবজ্ঞাকৃত, গর্বিত, অভিমানী, অহঙ্কারী, তুচ্ছকৃত, উপেক্ষিত, অপমানিত, অশিষ্ট ব্যবহারকৃত। ⇒ **অবজানাতি**।

অবঞ্ঞায (স্ত্রী) = **অবঞ্ঞা**। ⇒ **অবঞ্ঞা**।

অবঞ্ঞেয্য (বিণ) অবজ্ঞার যোগ্য। = **অবজানিতব্ব, ওঞ্ঞাতব্ব**। ⇒ **অবজানাতি**।

অবটংস = **অবতংস**। ⇒ **অবতংস**।

অবটংসক = **অবতংসক**। ⇒ **অবতংসক**।

অবটু্ম (বিণ) পথহীন, উপায়হীন, পথ বা উপায় নাই এমন। (বিপ) **সবটুম**। ⇒ **বটুম**।

অবট্‌ঠান (ক্লী) অবস্থান, স্থিতি, দশা, অবস্থা, অবস্থিতির স্থান, আবাস, ভাবভঙ্গি, প্রকৃতি, স্থান, অঙ্গবিন্যাস, ভঙ্গি, মনোভাব, প্রতিজ্ঞা, সামাজিক পদ-মর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, পদ, চাকরি।

অবট্‌ঠিত (বিণ) [অব+ঠিত; সংস্কৃত—অবস্থিত) অবস্থিত, স্থিত, স্থিতি করিয়াছে এরূপ, অচঞ্চল, নিযুক্ত, অধ্যবসিত, অবিচলিত, আশ্রিত, নিবিষ্ট, স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছে অথবা রহিয়াছে এমন। ⇒ **অবতিট্‌ঠতি**।

অবট্‌ঠিততা (স্ত্রী) স্থিরতা, অটলতা, দৃঢ়তা, অচঞ্চলতা, অবস্থিতি, অবস্থান।

অবট্‌ঠিতি (স্ত্রী) অবস্থিতি, অবস্থান, বাস, অনুসরণ, অভ্যাস। ⇒ **অবট্‌ঠান**।

অবড্‌ঢি (স্ত্রী) অবৃদ্ধি, অবনতি, হ্রাস, ক্ষতি, ক্ষয়, পচন, হানি, অপচয়, নাশ, যাহা নষ্ট হইয়া থাকে, পরাজয়, পরাভব, হারানো। (তুলনীয়) **অপজহ**। = **পরিহানি, অবদ্ধি**।

অবণ (বিণ) অক্ষত, অনাহত, ব্রণ বা ঘাযুক্ত নহে এমন। ⇒ **বণ**।.

অবণত = **অবনত**। ⇒ **অবনত**।

অবণ্ট (বিণ) [অ+বণ্ট] (স্ত্রীলোকদের স্তন সম্বন্ধে) অবৃন্ত, বোঁটাহীন, বৃন্তহীন, স্তনের বোঁটা নাই এমন, বৃন্তহীন অর্থাৎ সুগঠিত, পুরোপুরি, গোলগাল, মাংসল, মোটা, স্থূলকায়, হৃষ্টপুষ্ট, ভরাভর্তি।

অবণ্টক (বিণ) বোঁটা দ্বারা সংলগ্ন নহে এমন, বোঁটাহীন, বোঁটা বা বৃন্ত নাই এমন।

অবন্ন (পুং) [অ+বণ্ণ] ১ নিন্দা, অপযশ, অপবাদ, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ। = **দোসা নিন্দা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ হ্রস্ব-দীর্ঘাপ্লুতাদি অষ্টাদশ রূপযুক্ত "অ" এই অক্ষর। ৩ নীচজাতি। (বিণ) বর্ণহীন, যাহার বর্ণ নাই।

অবন্ননীয (বিণ) অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয়, অপ্রকাশ্য, বর্ণনাতিরিক্ত, বর্ণনার অযোগ্য, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বর্ণনাতীত।

অবন্নভাসক (বিণ) নিন্দুক, নিন্দাকারী, দোষারোপ করিয়া কথা বলে এমন। ⇒ **ভাসক**।

অবন্নে (বিণ) কদাকার, কুৎসিত, কুরূপ, বিশ্রী, কদর্য। **অবন্নে কারক**—যে ব্যক্তি কুৎসিত কিছু প্রস্তুত করে। কুরূপ নির্মাতা।

অবন্নেকারক ⇒ **অবন্নে**।

অবন্নেতি (ক্রি) ১ নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, গালিগালাজ করা। ২ ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারা; অতি প্রশংসার কথা, কথায় বলিয়া শেষ করিতে না পারা।

অবতংস (পুং) অবতংস, ভূষণ, মাথায় পরিধান করিবার একপ্রকার অলঙ্কার, শিরোভূষণ, (সম্ভবত) কর্ণে পরিধান করিবার অলঙ্কার বিশেষ অথবা কণ্ঠহার প্রভৃতি, কর্ণভূষণ, কিরীট, শিরস্ত্রাণ। ⇒ **বটংস**।

অবতংসক (পুং) রত্নময় কর্ণিকা, বহুমূল্য কর্ণাভরণ। ⇒ **অবতংস, বতংসক**।

অবতত (বিণ) [অব+তত] প্রসারিত, বিস্তৃত, ভগ্ন না হইয়া প্রসারিত, টানিয়া বিস্তৃত করা হইয়াছে এরূপ, আবরিত, আবৃত, আচ্ছাদিত। = **ছাদিত**। ⇒ **ওতত**।

অবতরণ (ক্লী) অবতরণ, অবতর, অবরোহণ, প্রবেশ, উৎপত্তি, নিমর্জন, নীচে নামা, অবতার, উত্তরণ, উল্লেখ। = **অবতার**।

অবতরতি (ক্রি) [অব+√তর+] অবতরণ করা, নীচে নামিয়া আসা, অবরোহণ করা, প্রবেশ করা, উৎপন্ন হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, জন্ম লওয়া, প্রাদুর্ভাব হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, মগ্ন হওয়া, নিমজ্জিত হওয়া। (অতীত) **অবতরি**। (অ-বিণ) **অবতিণ্ণ**।

অবতার (পুং) অবতার, উৎপত্তি, নীচে নামিয়া আসা, প্রাদুর্ভাব, হরণ, ঘাট, জন্মগ্রহণ। ⇒ **অবতরণ**।

অবতিট্‌ঠতি (ক্রি) [অব+তিট্‌ঠতি] অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, সহ্য করা, থাকা, বাস করা, অটলভাবে থাকা, বিলম্ব করা, কালক্ষয় করা, গড়িমসি করা, কষ্টকরভাবে অতিবাহিত করা, দাঁড়াইয়া থাকা, একভাবে থাকা, স্থাপিত হওয়া, অবস্থিত থাকা, স্থায়ী হওয়া, দণ্ডায়মান হওয়া, অগ্রসর না হওয়া, থামা, সম্মত হওয়া, মিল হওয়া, কার্যের প্রার্থনা করা, প্রার্থী হইয়া দাঁড়ানো, প্রতিরোধ করা, মানিয়া চলা, খাড়া করা, দাঁড় করানো। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **তত্রাবতিট্‌ঠতি**। = **ওতিট্‌ঠতি** (সংযুক্তনিকায়)। (অতীত) **অবট্‌ঠাসি**। (অ-বিণ) **অবট্‌ঠিত**।

অবতিণ্ণ (বিণ) অবতীর্ণ, পৃথিবীতে আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, অবরূঢ়, প্রবিষ্ট, অতিক্রান্ত, অবগাঢ়, বিচলিত, মুগ্ধ, পরিবর্তিত, পতিত, সংঘটিত, আক্রান্ত, প্রভাবিত। (জাতক) **ইস্‌সাবতিণ্ণ**। ⇒ **ওতিণ্ণ, অবতরতি**।

অবত্ত (বিণ) (সংস্কৃত—অব্রত) অব্রত, যাহা ব্রত নহে, যাহা উপযুক্ত কার্য নহে, কাজের অনুপযুক্ত।

অবত্তন (বিণ) [অ+বত্তন] অকর্মণ্য, কাজের অনুপযুক্ত, আবর্তিত হয় না এমন। (জাতক) **সন্তিপক্‌খা অবত্তনা**—পক্ষদ্বয় আছে সত্য কিন্তু উহা কাজের অযোগ্য।

অবত্থ (বিণ) (সংস্কৃত—অপাস্ত) ১ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত। = **ছড্ডিত**। ২ ("**চারিকা**" সম্পর্কে) লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভিক্‌খুস্‌স অবত্থচারিত্র**—ভিক্ষুর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায়) **অববত্থিক**।

অবত্থট (বিণ) = **অপত্থট**। ⇒ **অপত্থট, অবত্থরতি**।

অবত্থরণ (ক্লী) শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা, বিন্যাস, (সৈন্য বা দস্যুদলের) ব্যূহ, পরিচ্ছেদ, শৃঙ্খলা, সাজ-সজ্জা, জয়, বশীকরণ, দমনকরণ, আচ্ছাদন, ঢাকনা।

অবত্থরতি (ক্রি) [অব+√থর+অ] আচ্ছাদিত করা, ঢাকিয়া রাখা, বলে বশীভূত করা, দমন করা, জয় করা, পরাভূত করা, বিকীর্ণ করা, ছড়ানো। (অতীত) **অবত্থরি**। (অ-বিণ) **অবত্থট, ওত্থট**। (ব-বিণ) **অবত্থরমান**। (ক্রি-বি) **অবত্থরিত্বা**।

অবত্থারণ (ক্লী) = **অবত্থরণ**। ⇒ **অবত্থরণ**।

অবত্থু (বিণ) [অ+বত্থু] ভিত্তিহীন, যাহার কোনো ভিত্তি বা মূল নাই, অমূলক, মিথ্যা, অহেতুক, কারণহীন। (জাতক) **অবত্থুকংবচনং**। ⇒ **বত্থু, বত্থুকত**।

অবত্থুক = **অবত্থু**। ⇒ **অবত্থু**।

অবত্থুকত (বিণ) ভিত্তিহীন অথবা নির্মূল করা হইয়াছে এমন। ⇒ **তালাবত্থুকত**।

অবদঞ্ঞুতা (স্ত্রী) নীচতা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা।

অবদা (বিণ) বাক্যহীন, নির্বাক, কিছু বলে না অথবা বলিল না এমন। (স্ত্রী) অনুদয়া, দয়া, সহানুভূতি। ⇒ **অনুদ্দা**।

অবদাত (বিণ) অবদাত, বিশুদ্ধ, মনোজ্ঞ, সাদা, শ্বেত, শুভ্র, নির্মল, পরিষ্কার, সুন্দর। (পুং) শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ। = **ওদাত**।

অবদান (ক্লী) ১ অবদান, সম্পাদিত কর্ম, সর্বজন প্রশংসিত কর্ম, মনোনীত ব্যবসায়। ২ ছেদন, পরাক্রম, পরাক্রম প্রকাশ। ⇒ **অপদান**।

অবদানিয (বিণ) কৃপণ, আর্থিক বিষয়ে হীনচেতা, অপর্যাপ্ত, এত সামান্য যে কাজে লাগে না এরূপ, ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ স্বভাবের। (মহানির্দেশ বর্ণনায়) **অবং গচ্ছন্তী'তি পি অবদানিয়া; মচ্ছরিনো পি বুচ্চন্তি অবদানিয়া; বুদ্ধানং বচনং নাদিয়ন্তী'তি অবদানিয়া**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অবঙ্গমনতায় মচ্ছরিতায় বুদ্ধাদীনং বচনং অনাদিয়নতায় চ অবদানিয়া**।

অবদাপন (ক্লী) বি শুদ্ধকরণ, পবিত্রকরণ, পরিষ্কারকরণ। ⇒ **বোদাপন**।

অবদাপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) কাজ করানো, ভালো-মন্দ ব্যবহার করানো। এই শব্দটি কেবল বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে "পর্যবদাপেতি" শব্দরূপে সমধিক দৃষ্ট হয়।

অবদায়তি (ক্রি) দয়া প্রকাশ করা, (কাহারও শোকে বা দুঃখে) শোক-দুঃখ প্রকাশ করা, সহানুভূতি প্রকাশ করা। (জাতক) **ভূতানং নাবদাযিস্‌সং**; (টীকায়) **নানু কম্পিযং**। (দয়া অর্থে) **অনুদ্দা, দযতি** শব্দ দেখুন।

অবদিযতি = **ওবদিযতি**। ⇒ **ওবদিযতি**।

অবদীযতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবদীর্যতি) খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, হঠাৎ বা বেগে আবির্ভূত হওয়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া যাওয়া, বেগে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাওয়া, ফাটিয়া বাহির হওয়া, ফাটা, বিভক্ত করা, বিশৃঙ্খল করা, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা। = **বিজ্জতি**। ⇒ **উদ্দীযতি**।

অবদেহক (বিণ) [অব+দেহ+ক] পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, ভাণ্ডারপূর্ণ। (বাক্যানুসারে) **উদরাবদেহকং ভুঞ্জতি**—উদর পূর্ণ করিয়া খায়, তৃপ্ত হইয়া ভোজন করে (মধ্যম নিকায়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উদরাবদেহক-ভোজন**—গুরু-ভোজন, উদরপূর্ণ ভোজন।

অবদ্ধি (স্ত্রী) **অবড্‌ঢি**। ⇒ **অবড্‌ঢি**।

অবধারণ (ক্লী) অবধারণ, স্থিরীকরণ, পরিমাণ নির্ণয়, ঝোঁক, শক্তি দিয়া উচ্চারণ, মর্মস্পর্শভাবে ভাবপ্রকাশ, পছন্দ, নির্বাচন, মনোনীত বিষয়, নির্বাচিত বস্তু, দৃঢ়তা, মনোসংযোগ। পেতবত্থু অর্থকথায় "**খো**" এবং দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**এবং**" শব্দের অনুরূপও অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অবধারিত (বিণ) অবধারিত, নির্ধারিত, নির্ণীত, নিশ্চিত। ⇒ **অবধারেতি**।

অবধারেতি (ক্রি) [অব+√ধর+এ] অবধারণ করা, নির্ধারণ করা, নির্ণয় করা, নিশ্চিত করা, নিশ্চয় করিয়া বলা, দৃঢ়রূপে বলা, শপথ করিয়া বলা, অনুমোদন করা, বাছিয়া লওয়া, পছন্দমতো দেখিয়া লওয়া, সঙ্কলন করা। (অতীত) **অবধারেসি**। (অ-বিণ) **অবধারিত**।

অবধি (পুং) অবধি, সীমা, অন্ত, অবধারণ, নিয়ম; (কবিতায় বা গাথায়) প্রতিশ্রুতিকাল, প্রতীক্ষা, শেষ। (অব্যয়) হইতে, যাবৎ, পর্যন্ত। (বিণ) অবধারিত। = **অবধারিত**। (অতীত ক্রিয়ায়) বধ করিল, জীবন নাশ করিল। = **ওধি**। ⇒ **বধতি**।

অবধি পরিচ্ছেদ—সীমা পর্যন্ত, নির্ধারিত পরিমাণ পর্যন্ত, আয়তন বা বিস্তৃতি অবধি। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২), **ওধি**।

অবধি পরিচ্ছেদন—সীমা প্রদত্ত অথবা সীমা পর্যন্ত বলিয়া কথিত। = **পরিচ্ছেদাবধারণ বচনং**। ⇒ **যাবদেব**।

অবনত (বিণ) অবনত, নত, প্রণত, আনত, পতিত।

অবনতি (স্ত্রী) অবনতি, অনুন্নতি, অধোগতি, অধোগমন, সূর্যাদির অস্তগমন, নমন স্বভাব, নমন, প্রণতি, বিনয়,

হেলিয়া থাকার অবস্থা বা পরিমাণ, দেহের অবনতি, ছোঁ মারা, বক্র অবস্থা, অবমাননা, দর্পচূর্ণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উন্নতাবনতি**।

অবনন্দতি (ক্রি) = **অভিনন্দতি**। ⇒ **অভিনন্দতি**।

অবনি (স্ত্রী) অবনি, অবনী, পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী, মৃত্তিকা, নদীর গতি।

অবনিকন্ত = **নিকন্ত**। ⇒ **নিকন্ত**।

অবনী = **অবনি**। ⇒ **অবনি**।

অবনীত (বিণ) = **অপনীত**। ⇒ **অপনীত**।

অবন্দিয (বিণ) অবন্দনীয়, অপূজ্য, নমস্কারের অযোগ্য, পূজার বা সম্ভাষণের অনুপযুক্ত, সম্মানের অযোগ্য, অশ্রদ্ধেয়। (বিপ) **বন্দিয**। ⇒ **বন্দতি**।

অবপকাসতি (ক্রি) [অব+পকাসতি] ১ অপপ্রকাশ করা, দুর্বাক্য বলা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, দুর্নাম প্রচার করা, বিকাশ না হওয়া, প্রকাশ না পাওয়া, উদিত না হওয়া। ২ = **অপকাসতি, অপকস্সতি, ববকস্সতি**। কিন্তু Rh. Davids ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। (বিনয়) **অপকাসতি অবপকাসতি; অবপকস্সতি;** (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অপপকাসতি** বোধ হয় যাহা "(অ) **ববকস্সতি**" শব্দেতে প্রযুক্ত হইয়াছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অবপকাসিতুং**।

অবপক্‌খিন (বিণ) নীচ পক্ষীয়, হীন পক্ষীয়, দুর্বল পক্ষ সমর্থনকারী।

অবপতিত (বিণ) পতিত, অবপতিত, পড়িয়া গিয়াছে এমন, অস্ফুট, অধঃপতিত, অবনত।

অবপত্ত (বিণ) ১ অপাত্র, যাহা বা যে ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্র নহে, অযোগ্যপাত্র। ২ পাতাশূন্য, পত্রহীন, পাতা ঝরিয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **ওপত্ত**।

অবপমঞ্‌ঞতি (ক্রি) **অপ্পমঞ্‌ঞতি**। ⇒ **অপ্পমঞ্‌ঞতি**।

অবপায়িন (বিণ) (মদ্য) পান করে বা করিতেছে এমন, পান করিবার জন্য আসিয়াছে এমন। (তুলনীয়) **অবপিবতি**।

অবপিবতি (ক্রি) (কিছু হইতে) পান করা। (তুলনীয়) **অপপিবতি**।

অবপুরে—দুর্গের নীচভাগে বা নিম্নাংশে, দুর্গের নিম্নদেশে।

অবফুট (বিণ) = **অববুত, ওফুট**। ⇒ **অববুট, ওফুট**।

অববুজ্‌ঝতি (ক্রি) [অব+√বুধ+য] বুঝিতে পারা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধরিয়া লওয়া, জানা, জ্ঞাত হওয়া, অববুদ্ধ হওয়া, জাগরিত হওয়া, অনুভূত হওয়া। এই শব্দটি কবিতায় বা গাথায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। = **অনুবুজ্‌ঝতি**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত) **অববুধ্যতে**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন'ববুজ্‌ঝতি**—বুঝিতে না পারা। (অতীত) **অববুজ্‌ঝি**।

অববোধ (পুং) [অব+বোধ] ১ অববোধ, জ্ঞান, বিবেক, তত্ত্বজ্ঞান, অনুভব, শিক্ষা, জাগরণ, উপদেশ, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্যনৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বুদ্ধি, ধীশক্তি, বোধ, ঠিক অনুভব, বেদন, আপোস, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ব বোধ, পূর্ণজ্ঞান। ২ জ্ঞাপন, জানানো। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সচ্চাববোধ**।

অববোধতি (ক্রি) (তুলনীয় সংস্কৃত—অববোধতি) সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, মনোযোগ দেওয়া। (জাতক) **নাববোধতি**—অনুভব করিতে না পারা।

অবভাস (পুং) অবভাস, প্রকাশ, স্ফুরণ, সাক্ষাৎকার, অধ্যাস, আরোপ, আলোক, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, আবির্ভাব, উপস্থিতি। = **ওভাস**। (দীর্ঘনিকায়) **গম্ভীরাবভাসো**।

অবভাসক (বিণ) উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, বিখ্যাত, আলোকিত, দেদীপ্যমান, আলোক নিয়ন্ত্রিত করিবার চালা বা ঢাকনা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উদ্ভাসিত, প্রজ্জ্বলিত।

অবভাসতি (ক্রি) [অব+√ভাস+অ] আলোকিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, জমকালো হওয়া। (অতীত) **অবভাসি**। (অ-বিণ) **অবভাসিত**।

অবভাসিত (বিণ) অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, আলোকিত, প্রভাস্বর। ⇒ **অবভাসক, অবভাসতি**।

অবভুঞ্জতি (ক্রি) [অব+ভুঞ্জতি] খাওয়া, খাইয়া ফেলা, ভোজন করা, ভক্ষণ করা, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা। (তুম) **অবভোত্তুং**।

অবভুত্ত (বিণ) নামিয়া আসিয়াছে এমন, ঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত, তুচ্ছ, নীচ, নিম্ন, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিবর্ণ, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, অনুচিত, অযোগ্য, অনুপযুক্ত।

অবভোত্তুং (তুম) খাইতে, ভোজন করিতে, খাইয়া ফেলিতে। ⇒ **অবভুঞ্জতি**।

অবম = **ওরিম**। ⇒ **ওরিম**।

অবমঙ্গল (বিণ) [অব+মঙ্গল] অশুভ, অমঙ্গলজনক, দুর্ভাগ্যবশত। (বিপ) **অভিমঙ্গল**। (ক্লী) দুর্ভাগ্য, অমঙ্গল, অশুভসূচক লক্ষণ।

অবমঙ্গল্ল = **অবমঙ্গল**। ⇒ **অবমঙ্গল**।

অবমঞ্‌ঞতি (ক্রি) [অব+√মন+য] তাচ্ছিল্য করা, অবজ্ঞা করা, অনাদর করা, অগ্রাহ্য করা, অশ্রদ্ধা করা, উপেক্ষা করা, সম্মান না করা, ঘৃণা করা, অবমাননা করা, অপমান করা (অতীত) **অবমঞ্‌ঞি**। (অ-বিণ) **অবমানিত**। (সম্প্রদানে) **অবমানেতি**।

অবমঞ্‌ঞনা (স্ত্রী) অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, উপহাস, অশ্রদ্ধা, অসম্মান, অশিষ্টতা, ঘৃণা, অনাদর, অপমান, আদালত অবমাননা। = **ওমান**।

অবমত (বিণ) = **গব্বিত**। ⇒ **গব্বিত**।

অবমদ্দতি (ক্রি) অবমর্দন করা, মর্দন করা, দলন করা,

ধ্বংস করা, পীড়ন করা।

অবমান (পুং) = **অবমএ্এনা**। ⇒ **অবমএ্এনা**।

অবমানন (ক্লী) = **অবমএ্এনা**। ⇒ **অবমএ্এনা**।

অবমানিত (বিণ) অবমানিত, অপমানিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাকৃত, অশ্রদ্ধান্বিত। ⇒ **অবমএ্এতি, অবমানেতি**।

অবমানেতি (ক্রি) [অব+√মন+এ] = **অবমএ্এতি**। ⇒ **অবমএ্এতি**। (অতীত) **অবমানেসি**। (অ-বিণ) **অবমানিত**।

অবমুঞ্চতি (ক্রি) [অব+মুঞ্চতি] লইয়া ফেলা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরাইয়া ফেলা, সহ্য করা, (বিমান সম্বন্ধে) আকাশে ওড়া।

অবয (বিণ) অক্ষয়, যাহার ব্যয় বা ক্ষয় নাই, স্থির, দৃঢ়, অপরিবর্তনশীল। = **অনবয**।

অবয়ব (পুং) অবয়ব, অঙ্গ, অংশ, উপাদান, উপকরণ, নির্বাচন কর্তা, পার্লামেন্ট সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচক। এই শব্দটি পালিভাষায় প্রায়ই শরীর-অঙ্গ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সরীর অবয়ব = গত্তা**।

অবযীযতি (ক্রি) খসিয়া পড়া, ঝড়িয়া পড়া।

অব (বিণ) নিকৃষ্ট, নীচ, অশ্রেষ্ঠ, শেষ, পশ্চাদ্বর্তী, অপর, অবর, চরম, কনিষ্ঠ। (ক্রি-বিণ) নীচে, অনেক নীচে, নীচের দিকে। (পুংলিঙ্গে কবিতায় বা গাথায়) মেঘ (বিশেষ)। এই শব্দটি মনে হয় সংস্কৃত শব্দ।

অবরজ্ঝতি (ক্রি) [অব+রজ্ঝতি] উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, অপর্যাপ্ত হওয়া, নিরাশ হওয়া, (চলতি) কোনো ছাত্রকে অকৃতকার্য করা, পদাঘাত করা, পায়ে ঠেলা, তুচ্ছ করা, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা, ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা।

অবরত (বিণ) অবরত, বিরত, নিবৃত্ত, বিশ্রান্ত। ⇒ **অবরমতি**।

অবরপুরে—রক্ষিত স্থানে। (তুল্যার্থবাচক) **ওরপুরে**।

অবরমতি (ক্রি) [অব+√রমণ+অ] ত্যাগ করা, রমিত না হওয়া, বিরত হওয়া, নিবৃত হওয়া, বিশ্রাম করা, ছাড়িয়া দেওয়া (অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত না করা)। (অ-বিণ) **অবরত**।

অবরুজ্ঝতি (ক্রি) [অব+রুজ্ঝতি] অবরুদ্ধ হওয়া, প্রতিরুদ্ধ হওয়া, প্রতিহত হওয়া, আচ্ছাদিত হওয়া, বন্দী হওয়া।

অবরুদ্ধ (বিণ) অবরুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ, প্রতিহত, আচ্ছাদিত, বন্দী, দমিত, ধৃত, শাসনাধীন। ⇒ **অবরুদ্ধতি**।

অবরুদ্ধক (বিণ) [অবরুদ্ধ+ক] পরাজিত, বশীভূত, দমিত, শান্ত, নরম, গলিত, আর্দ্র, বহিষ্কৃত, তাড়িত, নির্বাসিত, মন হইতে দূরীভূত।

অবরুদ্ধতি (ক্রি) [অব+রুদ্ধতি; সংস্কৃত—অপরুদ্ধতি] বহিষ্কার করা, বহিষ্কৃত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, নির্বাসিত করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, নির্বাসিত করা, মন হইতে দূরীভূত করা। = **নীহরতি**। ⇒ **অবরুদ্ধতি**।

অবরুদ্ধতি (ক্রি) [অব+√রুধ+ং+অ] প্রতিরোধ করা, গতিরোধ করা, অবরোধ করা, প্রতিহত করা, আচ্ছাদন করা, বন্দী করা, দমন করা, ধৃত করা, শাসনাধীনে রাখা। (অতীত) **অবরুদ্ধি**। (অ-বিণ) **অবরুদ্ধ**।

অবলক্খণ (বিণ) কদাকার, কুৎসিত, বিশ্রী, কদর্য, অপ্রিয়, বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ, কুলক্ষণযুক্ত।

অবলগতি (ক্রি) দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, (হিসাবে) পরীক্ষা করা, সতর্ক করা বা থাকা। (তুলনীয়) **ওলগ্গেতি**।

অবলঞ্জ (বিণ) অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন, অতিরিক্ত, অত্যধিক, নিষ্প্রয়োজন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অবলঞ্জং অকংসু**—অনাবশ্যক (মানুষ বা দ্রব্য) পরিত্যাগ করিল।

অবলঞ্জিযমান (বিণ) (কিছুদিন ব্যবহার করিবার পর) আর ব্যবহার করা হয় না বা করে না এমন।

অবলম্ব (পুং, ক্লী) ১ অবলম্ব, অবলম্বন, অধিষ্ঠান, নির্ভর, আশ্রয়, জীবিকা, বৃত্তি। ২ গ্রহণ। ৩ আশ্রয় সাধন ষষ্ঠাদি। ৪ উদ্গম, প্রকাশ (পুলক মুকুল অবলম্ব)। ৫ ঝুলিয়া পড়ন, সাহায্য। ⇒ **অবলম্বন, অবলম্বতি**। পেতবত্থুতে "**অবলম্ব্য**" শব্দের "**অবলম্ব**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **ওলুব্ভ**। (ক্রি-বি) **ওলম্বতি** শব্দে দ্রষ্টব্য।

অবলম্বতি (ক্রি) [অব+√লব+ং+অ] ১ অবলম্বিত হওয়া, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়া, শরণাগত হওয়া, অবনত হওয়া, অধোলম্বমান হওয়া। ২ ধৃত হওয়া, আশ্রিত হওয়া, আশ্রয় করা, অবলম্বন করা, গৃহীত হওয়া, রক্ষিত হওয়া, পালিত হওয়া। = **ওলম্বতি**। (অতীত) **অবলম্বি**। (অ-বিণ) **অবলম্বিত**। (ক্রি-বি) **অবলম্ব**; (তুলনীয়) **ওলুব্ভ**।

অবলম্বন (পুং, ক্লী) অবলম্বন, আশ্রয়, সাহায্য, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ন, সাহায্যকারী বস্তু বা ব্যক্তি, প্রতিকার, বাড়ির চাকর। ⇒ **অবলম্ব**।

অবলম্বরে = **ওলম্বতি**। ⇒ **ওলম্বতি**।

অবলম্বিত (বিণ) ১ অবলম্বিত, নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন, অবনত, শরণাগত, অধোলম্বমান। ২ ধৃত, আশ্রিত, গৃহীত, রক্ষিত, পালিত। ⇒ **অবলম্বতি**।

অবলম্ব্য (ক্রি-বি) ⇒ **ওলম্বতি**।

অবলিখতি (ক্রি) [অব+√লিখ+অ] চাঁচিয়া ফেলা, আঁচড় কাটা, ঘষিয়া ফেলা, ঘর্ষণে ক্ষয় করিয়া ফেলা, ছোলা, কষ্টে সংগ্রহ করা, মাজিয়া ফেলা, কর্কশ শব্দ করা, কর্কশভাবে ও সশব্দে ঘর্ষণ করা, চোকলা কাটা, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পাতলা ফালি করা। (অতীত) **অবলিখি**।

অবলিত্ত (বিণ) ১ অবলিপ্ত, প্রলিপ্ত, লেপনকৃত, তৈল-চর্বি

ইত্যাদি দ্বারা ময়লাকৃত বা প্রলিপ্ত, প্লাস্টারলিপ্ত, মলমাদি লিপ্ত বা লাগানো হইয়াছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উল্লিত্তাবলিত্ত**। ⇒ **অবলিম্পতি**।

অবলিম্পতি (ক্রি) [অব+√লিপ+ং+অ] চর্বি-তৈলাদি লেপন করা, প্লাস্টার লেপন করা, মলমাদি লাগানো বা লেপন করা, অবলেপন করা, ময়লাযুক্ত করা। (অতীত) **অবলিম্পি**। (অ-বিণ) **অবলিত্ত**।

অবলীন = **ওলীন**। ⇒ **ওলীন**।

অবলেখতি (ক্রি) [অব+লেখতি] ১ = **অবলিখতি**। ⇒ **অবলিখতি**। ২ জিহ্বা দ্বারা লেহন করা বা চাটা, অবলেহন করা। ⇒ **অপলেখতি**।

অবলেখন (ক্লী) ১ অবলেহন, জিহ্বা দ্বারা লেহনকরণ বা চাটন। ২ চুল আঁচড়ানো, চুল পরিষ্কারকরণ, আঁচড় কাটন, (কিছুতে) আঁচড়ানো বা দাগ কাটন, লিখিয়া রাখন। ৩ সঙ্কটাবস্থা, সঙ্কট। ৪ নখাঘাত, আঁচড়, ছড়, দাগ, সাহসের পরিচয় বা প্রমাণ, যেখান হইতে দৌড় আরম্ভ হয়। ৫ চাঁচিয়া ফেলন, ঘর্ষণকরণ, মর্জনকরণ। ⇒ **অপলেখন**।

অবলেখন কট্ঠ (ক্লী) আঁচড়াইবার জন্য কাঠের কাঠি, লিখিবার জন্য বাঁশের কলম। ⇒ **অবলেখন পিধর**।

অবলেখন পিধর (ক্লী) আঁচড়াইবার জন্য বাঁশের কাঠি, লিখিবার জন্য কাঠের কলম অথবা তুলি, যেই কাঠি দ্বারা দাগ কাটা বা আঁচড়কাটা হয়, যেই কলম বা পেন্সিল দ্বারা কাগজে বা মাটিতে আঁচড়ানো হয়।

অবলেখন সত্থ—অক্ষর খোদিত করিবার যন্ত্র বা বাটালি।

অবলেপন (ক্লী) অবলেপন, প্রলেপ, বিলেপন, লিম্পন, অধিক্ষেপ, আক্ষেপ, ক্ষেপণ, সঙ্কল্প, সঙ্গ, অহঙ্কার, কলঙ্ক, দাগ, চিহ্ন, রঞ্জন, প্লাস্টার লেপন, লেপন, মলমলেপন, চর্বি-তৈলাদি মর্দন। (মধ্যমনিকায়) **পীতাবলেপন**। (সূত্রনিপাত) **কাযো তচ-মংসাবলেপনো**—ত্বক ও মাংস দ্বারা দেহ প্রলিপ্ত অর্থাৎ এ শরীর চর্ম ও মাংস দ্বারা আবৃত।

অবলেহন (ক্লী) অবলেহন, জিহ্বা দ্বারা চাটা বা লেহনকরণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদনকরণ।

অবলোকিত (বিণ) = **অপলোকিত**। ⇒ **অপলোকিত, অবলোকেতি**।

অবলোকিন (বিণ) = **অনুলোকিন**। ⇒ **অনুলোকিন**।

অবলোকেতি (ক্রি) অবলোকন করা, দৃষ্টিপাত করা, দর্শন করা, দেখা। (অতীত) **অবলোকেসি**। (অ-বিণ) **অবলোকিত, অপলোকিত**।

অববজ্জ (বিণ) বর্জিত, পরিত্যক্ত।

অববত্থিক (বিণ) অপ্রবেশিত, শৃঙ্খলাহীন, লক্ষ্যহীন, অদৃঢ়, সঙ্কল্পবিহীন। **অববত্থিক ভিক্খু**। ⇒ **অবত্থ, ববত্থিত**।

অববদতি (ক্রি) = **অপবদতি**। ⇒ **অপবদতি**।

অববরক (বিণ) (বিবাহের পণ-সম্বন্ধে) অল্প চাওয়া। ⇒ **বরক**।

অববুত (বিণ) আবৃত, অস্ফুট। = **অপ্ফুট**।

অবস (বিণ) [অ+বস] অবশ, বশবহির্ভূত, অন্যায়ত্ত, অবশীভূত, ক্ষমতাহীন, দুর্বল, অথর্ব, অকর্মণ্য, জড়, শক্তিহীন, অবাধ্য, অকর্মক্ষম, শিথিল, নিস্তেজ, নিষ্পন্দ।

অবসক্কতি (ক্রি) [অব+সক্কতি] অপারগ হওয়া, অসমর্থ হওয়া, পিছের দিকে হটিয়া যাওয়া। = **অপসক্কতি**।

অবসজ্জতি (ক্রি) বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা।

অবসট (বিণ) উঠাইয়া লইয়াছে বা তুলিয়া লইয়াছে এরূপ, সরিয়া পড়িয়াছে এমন, চলিয়া গিয়াছে এমন, এক সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য সঙ্গে যোগ দিয়াছে এমন, স্বধর্মত্যাগী, স্বদলত্যাগী, স্বপক্ষত্যাগকারী। = **তিত্থাযতনং সঙ্কত**। ⇒ **অবসরতি**।

অবসত = **অবসট**। ⇒ **অবসট**।

অবসথ (পুং) অবসথ, অবসথ্য, গ্রাম, গৃহ, আবাসস্থান, ছাত্রাবাস, বসতবাড়ি, আশ্রম, আরাম, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, আড্ডা।

অবসনাকার (পুং) [অবসন+আকার] = **আকার**। ⇒ **আকার**।

অবসর (পুং) ১ অবসর, অবকাশ, ফাঁক, যোগ্যকাল, বৎসর, ক্ষণ, দৈব, আকস্মিক ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, সম্ভাবনা, সুবিধা, ভাগ্য, অদৃষ্ট। ২ গোপন পরামর্শ, বৃষ্টি, প্রারম্ভ, বার, পর্যায়, প্রবেশ, প্রস্তাব।

অবসরতি (ক্রি) [অব+√সর+অ] অবসর গ্রহণ করা, অবকাশ পাওয়া, ফাঁক পাওয়া, নামিয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া, সরিয়া যাওয়া, উপস্থিত হওয়া, আসিয়া পৌঁছানো, (সময় সম্বন্ধে) আসা, (ঘটনা সম্বন্ধে) ঘটা। (অতীত) **অবসরি, অবংসরি**। (অ-বিণ) **অবসট, অবসত**।

অবসবত্তক (বিণ) যাহার নিকট স্বাধীন ইচ্ছা নাই অর্থাৎ পরাধীন, মুক্ত ইচ্ছার অনধীন, অনৈচ্ছিক।

অবসান (ক্লী) অবসান, বিরাম, ক্রিয়া সমাপ্তি, সীমা, নিশ্চয়, নিবৃত্তি, শেষ, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, বিচার, নিষ্পত্তি, সর্বশেষ অংশ, প্রান্তভাগ, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল। (জাতক) **ভত্তকিচ্চাবসানে**—ভোজনকৃত্য শেষ হইলে, খাওয়ার পর, খাওয়ার কাজ শেষ হইলে। (বিণ) সমাপ্ত, অবসন্ন, স্পন্দনহীন। = **ওসান**।

অবসায—অবসান, বিরাম, সমাপ্তি। = **অবসানং নিট্ঠানং** (থেরগাথা অর্থকথা)। কিন্তু ধর্মপদে ইহার পাঠ দৃষ্ট হয় "**অনকখতে**"। ⇒ **অবসান**।

অবসিঞ্চতি (ক্রি) [অব+√সিচ+ং+অ] (কিছুতে) জল দেওয়া, জল সিঞ্চন করা, জল ঢালা, জল বা তৈল ছিটাইয়া দেওয়া, জল বা তৈল ছিটাইয়া অভিষেক করা। **ওসিঞ্চতি**। (অতীত) **অবসিঞ্চি**। (অ-বিণ) **অবসিত্ত**।

অবসিঞ্চনক (বিণ) জল দেয় এমন, জল ঢালে এমন, জল দ্বারা প্লাবিত করে এমন।

অবসিট্‌ঠ (বিণ) অবশিষ্ট, বাকি, পরিশিষ্ট, উদ্ধৃত, পরিত্যক্ত।⇒ **অবসিস্‌সতি**।(বহুবচনে) **অবসিট্‌ঠা**—যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসা হইয়াছে।(পেতবত্থু অর্থকথা) **অবসিট্‌ঠা জনা**—বাকি লোকগুলি। (ক্লী) বিয়োগফল, ভাগশেষ।

অবসিট্‌ঠক (বিণ) = **অবসিট্‌ঠ**। ⇒ **অবসিট্‌ঠ** (বিণ)।

অবসিত্ত (বিণ) অভিষিক্ত, (কিছুর উপর) জল বা তৈল ছিটানো হইয়াছে এমন, তৈল বা জল ছিটাইয়া অভিষিক্ত, পূতকৃত, উৎসর্গীকৃত, পবিত্রকৃত। ⇒ **অভিসিঞ্চতি, ওসিঞ্চতি**। (বি-ভা) **রাজা খত্তিযো মুদ্ধাবসিত্তো**—মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা (দীর্ঘনিকায়); দীর্ঘনিকায়ে **মুদ্ধাবস্‌সিত, মুদ্ধাভিসিত্ত** শব্দও দৃষ্ট হয়। ⇒ **অভিসিত্ত**।

অবসিন (বিণ) [অ+বসিন] অবশী, অবশিন, অজিতেন্দ্রিয়, আত্মবশে (ইন্দ্রিয়সমূহ) রাখিতে পারে না এমন।

অবসিস্‌সতি (ক্রি) [অব+√সিস+য] অবশিষ্ট রাখা, অবশিষ্ট রাখিয়া অথবা কিছু অংশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া। (বি-ভা) **যং পমাণ- কতং কম্মং ন তং তত্রাবসিস্‌সতি** (দীর্ঘ নিকায়)। (মধ্যম নিকায়) **ততো চ নহারুন অট্‌ঠিচ অবসিস্‌সতু সরীরে উপসুস্‌সতু মংসলোহিতং**। (সংযুক্ত নিকায়) **সরীরানি অবসিস্‌সন্তি**। (তুলনীয়) **অবসুস্‌সতি**। (অতীত) **অবসিস্‌সি**। (অ-বিন) **অবসিট্‌ঠ**।

অবসিস্‌সতু—অবশিষ্ট রাখিয়া। **অবসিস্‌সতি** উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

অবসী (বিণ) অবশী, অবশীভূত, অনায়ত্ত, অবাধ্য। ⇒ **অবসিন**। (অতীত ক্রিয়া) থামিল, বাস করিল, থাকিল, রহিল, বিশ্রাম করিল। (জাতক) **মা অবসী**—রহিল না, থাকিলনা।

অবসীদতি (ক্রি) [অব+সীদতি] ডুবিয়া যাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া।

অবসুচ্ছতি (ক্রি) = **অবসুস্‌সতি**। ⇒ **অবসুস্‌সতি**।

অবসুস্‌সতি (ক্রি) [অব+√সুস+য] শুকাইয়া যাওয়া, নীরস হওয়া, শুষ্ক হওয়া, ম্লান করা বা হওয়া, ক্ষীণ হওয়া। (জাতকের অতীত ভাষায়) **কামংতচো চ নহারু চ অট্‌ঠিচ অবসুস্‌সতু**; = (জাতকের আধুনিক ভাষায়) **উপসুস্‌সতু সরীরে মংসলোহিতং**। (অতীত) **অবসুস্‌সি**। (ভবিষ্যতে) **অবসুচ্ছতি**, (বর্মাজাতক) **অবসুস্‌সতি**, (জাতক অর্থকথা) **অবসুচ্ছিস্‌সতি**।

অবসুস্‌সন (ক্লী) শুষ্ক অবস্থা, নীরস অবস্থা, শীর্ণ অবস্থা, নিরর্থক ভাব।

অবসূর (পুং) [অব+সূর] সূর্যাস্ত, সূর্যাস্তকাল, সন্ধ্যাকাল, পশ্চিমদিক।

অবসূরং (ক্রি-বিণ) সূর্যাস্তকালে, সন্ধ্যাসমাগমে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। (জাতক) **অনাবসূরং**।

অবসেতি (ক্রি) অবসান করা, শেষ করা, সমাপ্ত করা, মৃত্যু হওয়া, নিশ্চয় করা, নিবৃত্ত হওয়া, সিদ্ধান্তে আসা। ⇒ **অবসান**।

অবসেস (পুং, ক্লী) অবশেষ, অবশিষ্টাংশ, বাকি, উদ্ধৃত, বাকি অংশ, অন্ত, গ্রন্থের বা প্রস্তাবের সমাপ্তকাল, নিঃশেষ, বিয়োগশেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অবসেস দোহিন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অবসেস ফরণ**। (বিণ) অবশিষ্ট, বাকি, পরিত্যক্ত, যাহা ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। ⇒ **অবসিট্‌ঠ**।(সূত্রনিপাত) **আযু অবসেসো**।(বিভঙ্গ) **তণ্‌হা চ অবসেসা চ কিলেসা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অবসেসা চ ঞাতকা**—অবশিষ্ট জ্ঞাতিবর্গ; **অবসেসা পরিসা; অট্‌ঠিতচমত্তাবসেস-সরীর**—অস্থিচর্মমাত্র অবশিষ্ট শরীর; **অট্‌ঠি-সঙ্ঘাতমত্ত অবসেসসরীর**।

অবসেসং (ক্লী) অবশিষ্টাংশ, যাহা ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পবসেসং**।(খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **নত্থি তেসং অবসেসং**।

অবসেসক (ক্লী) অবশিষ্টাংশ। (বিণ) অবশিষ্ট আছে এরূপ, প্রচুর, অতিরিক্ত, অধিক, বাড়তি।

অবসেসতো (ক্রি-বিণ) অবশিষ্ট হইতে, বাকি অংশ হইতে।

অবসেস দোহিন (বিণ) অবশেষ দুগ্ধ দোহনকারী, দুগ্ধ দোহন করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দোহনকারী।

অবসেস ফরণ (বিণ) বাকি অংশও অনুপ্রবিষ্ট, অবশিষ্ট অংশও প্রবিষ্ট বা অন্তপ্রবিষ্ট, পরিপূর্ণাবশিষ্ট। (ক্লী) বাকি অংশের পূর্ণতা, অবশিষ্টাংশের অনুপ্রবেশ।

অবস্‌স (বিণ) অবশ্য, অপরিহার্য, অনিবার্য, নিঃসন্দেহ, নিশ্চয়, অদম্য, ইচ্ছার বিরুদ্ধে। (জাতক) **অবস্‌সভাবিন; অবস্‌সগামিতা**।

অবস্‌সং (ক্লী) (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান-অবশ্যং) অনিবার্য বিষয়, অপরিহার্য ঘটনা, অনিশ্চিত ভাব। (ক্রি-বিণ) অপরিহার্যভাবে, অনিবার্যরূপে, অনিশ্চিতরূপে।

অবস্‌সগামিতা (স্ত্রী) নিশ্চয় যাইবে বা গমন করিবে এরূপ ভাব। ⇒ **অবস্‌স**।

অবস্‌সজতি (ক্রি) যাইতে দেওয়া, ঢিলা করিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, প্রেরণ করা, বরখাস্ত করা, মুক্তি দেওয়া। = **ওস্‌সজতি**।(অতীত) "**অবিস্‌সজি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ "**অবস্‌সজি**" (জাতক)।

অবস্‌সন (ক্লী) [অ+বস্‌সন] ভেড়া ছাগল প্রভৃতির ন্যায় ভ্যা ভ্যা শব্দ না করণ, ধীরে ধীরে অথবা বোবার মতো কথা না বলা, গর্জন করে না অথবা চিৎকার করিয়া বলে না এমন অবস্থা। ⇒ **বস্‌সন** (২)।

অবস্‌সভাবিন (বিণ) অবশ্যাম্ভাবী, অবশ্যম্ভাবিন, যাহা নিশ্চয় ঘটিবে, যাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে। ⇒ **অবস্‌স**।

অবস্‌সয (পুং) অবশ্যয়, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু।

অবস্‌সব [অব+সব; সংস্কৃত—অবস্রব] বহির্প্লাবন, উথলিয়া পড়া, কর্মফল, ফলাফল, সুবিধা, যথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর, লাভ, সমাপ্তি।

অবস্‌সাবন (ক্লী) পরিশ্রুত অবস্থা, শোধিত অবস্থা, ছাঁকনকার্য, চুইয়া পড়ে বা ক্ষরিত হয় এরূপ ভাব বা অবস্থা।

অবস্‌সিক (বিণ) নূতন দীক্ষিত, নূতন প্রব্রজিত, নূতন উপসম্পদা প্রাপ্ত, উপসম্পদা লাভের পর অথবা দীক্ষা লাভের পর যাহার এক বর্ষাও হয় নাই।

অবস্‌সিত (বিণ) নির্ভরশীল, সম্পর্কে আসিয়া, স্থির করিয়া, ব্যবস্থা করিয়া। ⇒ **অপস্‌সিত, অবস্‌সেতি**।

অবস্‌সুত (বিণ) (সংস্কৃত—অবস্রুত) ১ বহিয়া পড়ে এরূপ, বহির্প্লাবিত হয় এরূপ, উথলিয়া পড়ে এমন, চুয়াইয়া পড়ে এমন, ক্ষরিত হয় এরূপ, জল ওঠে এমন অথবা ছিদ্রযুক্ত। ২ (চরিত্রে) আশায় পূরিত, লোভে পরিপূর্ণ, তৃষ্ণার্তক, লোভী, আশান্বিত। (বিপ) **অনবস্‌সুত**। দীপবংসে ইহার পাঠ "**অবস্‌সিত**" দৃষ্ট হয়। ⇒ **অনবস্‌সুত, আসব**।

অবস্‌সেতি (ক্রি) [অব+√সি+এ] (কিছুতে) হেলান দেওয়া, আশ্রয় করা, নির্ভর করা, আশ্রয় দেখা বা খুঁজিয়া বাহির করা। (অতীত) **অবস্‌সযি** (**অবস্‌সযিং= বাসং কপ্পেসিং**। (অ-বিণ) **অবস্‌সিত**।

অবহট (বিণ) অপহৃত, লইয়া গিয়াছে অথবা অপহরণ করিয়াছে এমন, সরাইয়া ফেলিয়াছে বা চুরি করিয়াছে এমন, চুরিকৃত। ⇒ **অবহরতি**।

অবহত (বিণ) = **অবহট**। ⇒ **অবহট**।

অবহরণ (ক্লী) অপহরণ, চুরি, ক্ষতি, দূরীকরণ, বিদূরণ, সঙ্গোপন, অযথা অর্থব্যয়, বিনোদন, অপনোদন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাটক অবহরণ; সোক অবহরণ**। ⇒ **অবহার**।

অবহরতি (ক্রি) [অব+√হর+অ] অপহরণ করা, চুরি করা, অপসারণ করা, গোপন করা, লইয়া যাওয়া, অপনোদন করা, বিনোদন করা। = **ওহরতি**। (অতীত) **অবহরি = অপনেসি = অপানুদি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অবহরি বত্থং**। (অ-বিণ) **অবহট, অবহত**।

অবহসতি (ক্রি) [অব+√হস+অ] ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, উপহাস করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা। (জাতক) **অঞ্ঞমঞ্ঞং অবহসতি**। (অতীত) **অবহসি**।

অবহায (ক্রি-বি) লইয়া, লাভ করিয়া, পাইয়া, গ্রহণ করিয়া, বঞ্চিত না হইয়া।

অবহার (পুং) ১ ধরা, পাকড়ানো, ধৃতকরণ, উত্তেজনা, উপার্জন, অর্জন, লাভ, প্রাপ্ত, অর্জিত দ্রব্য। (বিনয়) **পঞ্চ অবহারা**, যথা—**থেয্য অবহার, পসয্হ অবহার, পরিকপ্প অবহার, পটিচ্ছন্ন অবহার, কুস অবহার**। ২ = **অবহরণ**। ⇒ **অবহরণ**। ৩ হাঙ্গর, জলহস্তী, তস্কর। ৪ যুদ্ধাদির মধ্যে বিশ্রাম, স্থানান্তরে নয়ন, যুদ্ধ স্থান হইতে সৈন্যদিগকে শিবিরে আনয়নকরণ, আহ্বান, স্বধর্ম ত্যাগ অন্যধর্ম গ্রহণ, প্রত্যার্পণ। ৫ পাশা, সমীপ, দেয় বস্তু। (বিণ) গৃহীত, মনোহর, চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী, উপার্জিত, লব্ধ, প্রাপ্ত, অর্জিত।

অবহিত (বিন) ১ অবহিত, বিদিত, জ্ঞাত। ২ সাবধান, মনোযোগী।

অবহীযতি (কর্মবাচ্য ক্রিয়া) ফেলিয়া আসা, পিছনে থাকা। = **ওহীযতি**। ⇒ **ওজহাতি**।

অবা = আপা। ⇒ **আপা**। (যৌগিকে) দুঃখ, দুর্ভাগ্য। = **আবা**।

অবাক (বিণ) [অ+বাক] বল্গলহীন, বাকল ছাড়া। ⇒ **বাক**।

অবাকরি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **অবকিরতি**।

অবাকরোতি (ক্রি) [অব+আ+করোতি অথবা অবং+করোতি] ১ বাতিল করা, রদ করা, (তাস খেলায়) অন্যায় পাশ দেওয়া, শিথিল করা, আলগা করা, সর্বনাশ করা, নষ্ট করা, উল্টাইয়া দেওয়া, রহিত করা, পূর্ণ না করা, সমাধান না করা, কার্যে পরিণত না করা, ধ্বংস করা। ২ ফেরত দেওয়া, প্রত্যার্পণ করা, নূতন করা, সংস্কার করা, ক্ষতিপূরণ করা, আরোগ্য করা, পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা, পুনরায় স্থাপিত করা। = **দেতি**।

অবাকযিরা—রদ করিয়া, বাতিল করিয়া, প্রত্যার্পণ করিয়া, নষ্ট করিয়া, ধ্বংস করিয়া, ছিন্ন করিয়া। = **অবকরেয্য, ছিন্দেয্য**। ⇒ **অবাকরোতি, ছিন্দতি**।

অবাকিরতি (ভুল শব্দ, শুদ্ধ **অবকিরতি**) = **অবকিরতি**। ⇒ **অবকিরতি**।

অবাক্‌খিত্ত = অবক্‌খিত্ত। ⇒ **অবক্‌খিত্ত**।

অবাগত (বিণ) [অব+আ+গচ্ছতি] চ্যুত, পতিত, দুঃখগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত। (জাতক) **ধম্ম অবাগত'মহা**—ধর্ম বা সদাচার অথবা পবিত্রতা হইতে আমরা পড়িয়া গিয়াছি অর্থাৎ চ্যুত হইয়াছি; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **অপাগত**। ⇒ **অবা**।

অবাটুক (বিণ) নীতিজ্ঞানশূন্য, অবিবেকী, দুষ্ট, অসৎ। ⇒ **অপাটুক**।

অবাতুক = অবাটুক। ⇒ **অবাটুক**।

অবাপুরণ (ক্লী) চাবি। ⇒ **অপাপুরণ**।

অবাপুরতি (ক্রি) [অব+আ+√পুর+ অ] (দরজা) খোলা। = **অপাপুরতি**। (অতীত) **অবাপুরি**।

অবাপুরীযতি (ক্রি) = **অপাপুরীযতি**। ⇒ **অপাপুরীযতি**।

অবাযমন্ত (বিণ) [অ+বাযমন্ত] নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন, কোনো চেষ্টা করে না এমন।

অবাযিম (বিণ) বস্ত্রবুনে না এমন, বস্ত্র বুনা হয় নাই এরূপ।

অবাবট (বিণ) [অ+বাবট] খোলা, উন্মুক্ত, মুক্ত, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ; (স্ত্রীলোক সম্পর্কে) অবিবাহিত (**=অপেতাবরণা, অপেতাভরণা, অপরিগ্‌গহিতা**—জাতক অর্থকথা)।

অবাবত = **অবাবট**। ⇒ **অবাবট**।

অবাহতি (ক্রি) দূষিত করা, বিনষ্ট করা, অপবিত্র করা। (অতীত) **অবাহসি, অবাহযি**।

অবিকত্থিন (বিণ) নিরহঙ্কারী, দাম্ভিক নহে এমন, লজ্জাশীল, শিষ্ট, বিনীত, পরিমিত, আকারে বা পরিমাণে বড় নয় এমন।

অবিকপ্পমান (বিণ) **অবিকম্পমান**। ⇒ **অবিকম্পমান**।

অবিকম্পমান (বিণ) [অ+বি+কম্পমান] কম্পিত হয় না এমন, সঙ্কুচিত হয় না এমন, ইতস্তত না করিয়া, দ্বিধা না করিয়া, আদোলায়মান, একবার এদিকে একবার ওদিকে না যাইয়া অথবা এদিক ওদিক না করিয়া, নিঃসন্দেহে, নিঃসঙ্কোচে, স্থিরীকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, ভারসাম্য, সুষম, সুস্থির, সুন্দররূপে সমতাপ্রাপ্ত, কৃতসঙ্কল্প, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্লিষ্ট। = **অনোলীযমান, অনোসক্কমান, নিরাসঙ্ক** (জাতক অর্থকথা)।

অবিকম্পিন (বিণ) অবিকম্পিত, অকম্পিত, অবিচলিত, উদাসীন, স্থির, ধীর, অচল, অটল, দৃঢ়, দৃঢ় সঙ্কল্প, স্থিরবুদ্ধি, কাঁপায় না এমন, কম্পিত করে না এমন, স্থির সঙ্কল্প, স্থির, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, স্থিরীকৃত, অবধারিত, শান্ত, মীমাংসিত। = **অচল**।

অবিকল (বিণ) অবিকল, অঙ্গহীন নহে এমন, অখণ্ড, সম্পূর্ণ, অবিসংবাদী। (ক্রি-বিণ) হুবহু, ঠিক ঠিকভাবে।

অবিকলিন্দ্রিয (বিণ) অবিকল ইন্দ্রিয়যুক্ত, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল নহে, সক্রিয় বা সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত, যাহার কোনো ইন্দ্রিয় নষ্ট হয় নাই, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপূর্ণ আছে, পূর্ণাঙ্গ। ⇒ **অভিনিন্দ্রিয**।

অবিকিন্নবচো (বিণ) যে ব্যক্তি ইতস্ততঃভাবে কথা বলে না, যে ব্যক্তি কথা বলিতে ইতস্তত করে না। ⇒ **অকুতূহল**।

অবিকোপিন (বিণ) [অ+বিকোপিন] অবিক্ষুব্ধ, অচঞ্চল, অব্যাকুল, অবিচল, প্রশান্ত, অনাকুল, অবিরক্তিকর, স্থির, অকম্পমান, অবিচলিত, অনালোড়িত, না নড়িয়া, অনুদ্বিগ্ন, অনান্দোলিত, অপরিবর্তনীয়, অচল, অমর্মস্পর্শী, করুণাসঞ্চারক নহে এমন, অকম্পিত, নির্বিঘ্ন, শান্ত। (জাতক) **অচ্ছেজ্জ অবিকোপিন**। ⇒ **বিকোপিন**।

অবিকখ্ভিয (বিণ) বন্ধ করা যায় না এমন, অজেয়, অদম্য, অপরাজেয়।

অবিকখিত্ত (বিণ) অবিক্ষিপ্ত, অচঞ্চল, সাবধান, যাহা বিছানো বা ছড়ানো হয় নাই, যাহা ইতস্তত পড়িয়া নাই, অনিক্ষিপ্ত, ধৃত, স্থির, নির্বিঘ্ন, অনালোড়িত, শান্ত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, সংগৃহীত, একত্রিত, স্থিরচিত্ত।

অবিকখেপ (পুং, ক্লী) [অ+বিকখেপ] অবিক্ষেপ, শান্ত অবস্থা, মনের অত্যারতম্যভাব, সমাবস্থা, ভারসাম্য, স্থৈর্য্য, পূর্ণসমতা, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা, তুলারাশি, ঘড়ির গতি নিয়ামক চাকা, জমা খরচের বাকি, জমাখরচের পূর্ণসমতা, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি, তুলাদণ্ড, যাহার চিত্ত ইতস্তত বা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে না, একত্রীভূত, চিত্তভাব, একাগ্রতা, সমতা, সাদৃশ্য, সমভাব।

অবিগচ্ছনক (বিণ) = **অব্যাযিক**। ⇒ **অব্যাযিক**।

অবিগত ছন্দ (বিণ) সরাগ, তৃষিত, আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছা বা বাসনা পরিত্যাগ হয় নাই এমন।

অবিগত পেম (বিণ) স্নেহের সহিত, প্রেমের সহিত, প্রীতির সহিত। ⇒ **পেম**।

অবিগ্গহ (পুং) অবিগ্রহ, যুদ্ধরহিত অবস্থা, দেহহীন (অশরীরী) পুরুষ (অর্থাৎ কামদেব)। (বিণ) দেহহীন, মূর্তিহীন, অবয়বশূন্য, বিগ্রহ বা মূর্তি নহে এমন, (ব্যাকরণে) ব্যাসবাক্যশূন্য।

অবিঘট্টিত (বিণ) ঘা মারে নাই এমন, খট খট শব্দ করে নাই এমন, অনাকুল, আঘাত করা বা প্রহার করা হয় নাই এমন। ⇒ **বিঘট্টিত**।

অবিঘাত (বিণ) অবিরক্তিকর, বিরক্তিহীন, বিরক্তি বা অসন্তোষের কারণহীন। (বিপ) **সবিঘাত**।

অবিচারেতি (ক্রি) [অ+বিচারেতি] অবিচার করা, বিচার করিয়া না দেখা, পরীক্ষা করিয়া না দেখা, গবেষণা করিয়া অথবা আলোচনা করিয়া না দেখা, পরীক্ষা বর্জন করা, গবেষণা ত্যাগ করা, অনুসন্ধান ছাড়িয়া দেওয়া, আলোচনা উপেক্ষা করা অথবা বর্জন করা।

অবিচালিয (বিণ) অবিচলিত, অকম্পমান, একবার, ইতস্তত করে না এমন, দোলায়মান বা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না এমন, দোলে না বা টলে না এমন।

অবিচিন্ন (বিণ) [অ+বিচিন্ন] অগবেষিত, অবিচারকৃত, অননুন্বেষিত, ধ্যান দ্বারা অলব্ধ, ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে নাই এমন, অভাবিত, চিন্তা করিয়া বাহির করিতে পারে নাই এমন। ⇒ **অধিচিন্ন**। দীর্ঘনিকায়ে ইহার পাঠ "**আচিন্ন**"। "**অবিচিন্ন**" শব্দটি সন্দেহজনক "**অধিচিন্ন**" পাঠ গ্রহণ করা উত্তম।

অবিচ্চং (ক্রি-বিণ) অগোপনভাবে, না লুকাইয়া, অস্বতন্ত্ররূপে, খোলাখুলিভাবে, মুক্তভাবে।

অবিচ্ছতি (ক্রি) = **আবিজ্ঝতি**। ⇒ **আবিজ্ঝতি** (৩)।

অবিচ্ছেদ (পুং) অবিরত অবস্থা, নিরবছিন্নতা, অবিচ্ছেদ অবস্থা, স্বতন্ত্র বা পৃথক নহে এরূপ অবস্থা, একত্রিত অবস্থা।

অবিজহিত (বিণ) অত্যাজ্য, যাহা ত্যাগ করিবার নয়, ত্যাগ না করিয়া, অপরিত্যক্ত, অবর্জিত, ছাড়িয়া আসা হয় নাই এরূপ, ছাড়িয়া দেওয়া অথবা ত্যাগ করা হয় নাই এমন। ⇒ **বিজহিত**।

অবিজানং (বিণ) [অ+বিজানং] জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞতা প্রকাশ, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। "**বিজানাতি**" শব্দে "**বিজানন**" শব্দ দ্রষ্টব্য। (ক্রি-বিণ) বিশেষরূপে না জানিয়া, তত্ত্ব তত্ত্ব ভাবে না

জানিয়া, অজ্ঞভাবে, অজ্ঞাতসারে।

অবিজানাতি (ক্রি) [অভি+√ঞা+তি] বিশেষরূপে না জানা, তত্ন তত্ন করিয়া না জানা, বিভাজ্য জ্ঞানে না জানা, বিচার করিয়া না জানা, স্বতন্ত্ররূপে না জানা, না জানা।

অবিজ্জমান (বিণ) অবিদ্যমান, অবর্তমান, অনুপস্থিত, সত্তাশূন্য, অস্তিত্বহীন।

অবিজ্জা (স্ত্রী) [অ+বিজ্জা; সংস্কৃত—অবিদ্যা) ১ অবিদ্যা, জ্ঞানের অভাব, অজ্ঞতা, মূর্খতা, জ্ঞানাভাব, পাপের মূলকারণ, লোভ-দ্বেষ, মোহের বশীভূত অবস্থা, পুনঃপুন জন্মগ্রহণের হেতু বা কারণ (**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ** শব্দ দ্রষ্টব্য), মায়া, "আমিই এই দেহধারী জীব"—এরূপ ভ্রান্তধারণা; (সাংখ্যের) প্রকৃতি, ভ্রান্তবুদ্ধি। = **অঞাণ**। (দীর্ঘনিকায়) "**অবজ্জা**" যখন সুপ্ত থাকে তখন "**অবিজ্জা**"কে অনুশয় বলা হয়, যেমন—**অবিজ্জানুসয**। (বিনয়) "**আসব**" সমূহের মধ্যে "**অবিজ্জা**" একটি "**ওঘ**" এর সহিত যৌগিকে "**অবিজ্জা-ওঘ**", "**নীবরণ**" এর সহিত সংযোগে "**অবিজ্জা-নীবরণ**", "**সংযোজন**" এর সহিত সংযোগে "**অবিজ্জা সংযোজনানি**। (বিনয়) **যা কাচি'মা দুগ্গতিযো অস্মিং অলোকে পরমহি চ অবিজ্জা মূলকা সব্ব ইচ্ছা-লোভ-সম্মুস্সযা।** (সূত্রনিপাত) **জাতি-মরণ-সংসারং যে বজন্তি পুনপ্পুনং অবিজ্জাযেব সা গতি; অবিজ্জায নিবুতো লোকো।** ২ রক্ষিতা নারী, উপপত্নী।

অবিজ্জাধাতু—অজ্ঞানতার অবস্থা, মূর্খের স্বরূপ বা অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

অবিজ্জান্ধ (বিণ) [অবিজ্জা+অন্ধ] অবিদ্যান্ধ, বিদ্যারূপ আলোকের অভাব আছে এমন, জ্ঞান-প্রজ্ঞাহীন, লোভ-দ্বেষ-মোহাচ্ছন্ন, লোভ-দ্বেষ-মোহে অন্ধ।

অবিজ্জা পচ্চযা সঙ্খারা—অবিদ্যা হইতে অথবা অজ্ঞানতার মাধ্যমে কর্মক্রিয়ার উৎপত্তি।

অবিজ্জা পলিঘ—অবিদ্যা বা অজ্ঞানতারূপ প্রতিবন্ধক, লোভ-দ্বেষ-মোহমূলক বিঘ্ন বা অন্তরায়।

অবিজ্জাযোগ—অবিদ্যা বা অজ্ঞানতারূপ শৃঙ্খল। = **অবিজ্জোঘ**। ⇒ **আযোগ** (২)।

অবিজ্জাসব—পুনঃপুন জন্মের প্রতি আসক্তি, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতায় সংলগ্নতা। চতুর্বিধ "**আসব**" এর মধ্যে ইহা চতুর্থ "**আসব**"। ⇒ **দিট্ঠাসব**। = **অবিজ্জোঘ**। ⇒ **দিট্ঠাসব**।

অবিজ্জোঘ (পুং) [অবিজ্জা+ওঘ] অবিদ্যারূপ স্রোত, লোভ-দ্বেষ-মোহমূলক স্রোত, অবিদ্যায় বা অজ্ঞানতায় অন্ধতা, অজ্ঞানতার বন্ধন, অজ্ঞানতার প্রতি আসক্তি, অবিদ্যা বা অজ্ঞনতারূপ প্লাবন। = **অবিজ্জাসব, অবিজ্জাযোগ**। ⇒ **ওঘ, আসব, যোগ** (৩), **দিট্ঠোঘ**।

অবিজ্ঝাযতি (ক্রি) [অব+√ঝা+অ] হত্যা করার চেষ্টা করা, ধ্বংস করিবার জন্য চিন্তা করা, অনিষ্টের চিন্তা করা।

অবিঞ্ঞাণক (বিণ) [অ+বিঞ্ঞাণ+ক] প্রাণহীন, অচেতন, চেতনারহিত, জ্ঞান বা সংজ্ঞাহীন, নির্জীব, মৃত, বিজ্ঞানহীন, অজ্ঞান, নির্বোধ, মূঢ়, ভাবহীন, আত্মজ্ঞানহীন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানশূন্য, অনুভূতিহীন। (বিপ) **সবিঞ্ঞাণক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সবিঞ্ঞাণক অবিঞ্ঞাণক**। ⇒ **বিঞ্ঞাণক**।

অবিঞ্ঞাত (বিণ) মনের দ্বারা অননুভূত বা অজ্ঞাত। ⇒ **বিঞ্ঞাত**।

অবিঞ্ঞূ (বিণ) অবিজ্ঞ, মূর্খ, বোকা, অজ্ঞানী, অজ্ঞ, মূঢ়। **বাল, অবিদ্দসু**।

অবিতক্ক (বিণ) [অ+বিতক্ক] অবিতর্ক, ভাবমুক্ত, বিতর্কহীন, মনের বা মানসিক জল্পনাহীন, মনের মধ্যে উৎপন্ন যেই ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাসমূহের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয় না (অথবা চিত্তের মধ্যে একাগ্রতা আসে না) উহা হইতে মুক্ত। (পুং) চিত্তের শান্তভাব, চিত্ত বা মনের স্থৈর্যাবস্থা, (বিতর্ক-বিচার-প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা—এই পঞ্চবিধ ধ্যানাঙ্গের মধ্যে) দ্বিতীয় ধ্যানলাভে বর্জিত প্রথম ধ্যানাঙ্গ।

অবিতথ (ক্লী) সত্য। ⇒ **বিতথ**।

অবিতিণ্ণকঙ্খ (বিণ) সন্দেহানুত্তীর্ণ, যাহার সন্দেহ আছে, যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত নহে, সন্দিহান, সংশয়ী, সংশয়যুক্ত, সন্দেহান্বিত। = **অজানং**। (বিপ) **বিতিণ্ণকঙ্খ**।

অবিদিত (বিণ) অবিদিত, অজ্ঞাত, অজানিত, অননুভূত, অপরিচিত।

অবিদিতগগ (বিণ) **অনমতগগ**। ⇒ **অনমতগগ**।

অবিদূর (বিণ) অবিদূর, দূরবর্তী নহে এরূপ, সমীপবর্তী, নিকটবর্তী। এই শব্দটি সাধারণত অধিকরণ কারকে ক্রিয়া বিশেষণে "**অবিদূরে**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। (ক্লী) প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া, সামীপ্য।

অবিদূরে (ক্রি-বিণ) অবিদূরে, নিকটে, সমীপে, কাছে। ⇒ **অবিদূর** (বিণ)।

অবিদ্দসু (বিণ) [অ+বিদ্দসু] যাহার নিকট জ্ঞানের বা বিদ্যার অভাব আছে, অজ্ঞানী, মূর্খ, বোকা, অজ্ঞ, মূঢ়, অবিজ্ঞ, নির্বোধ, জ্ঞানহীন। = **বাল, অবিঞ্ঞূ**। (পেতবত্থু অর্থকথায় "**অবিদ্দসু**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। অঙ্গুত্তর নিকায় ও থেরগাথায় বহুবচনে "**অবিদ্দসু**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অবিদ্বা (বিণ) [অ+√বিদ+বা] অজ্ঞানী, জ্ঞানহীন, অপণ্ডিত, মূর্খ। (বিপ) **বিদ্বা**। = **মোমুহ**। ⇒ **বিন্দতি, বিদ্বা**।

অবিনয (বিণ) বিনয়বহির্ভূত, নীতিশৃঙ্খলাহীন, যে ব্যক্তি বিনয় বা ধর্ম উপেক্ষা বা অবহেলা করে, অবিনয়ী।

অবিনাসক (বিণ) [অ+বিনাস+ক] বিনাশের কারণ করে না এমন, অবিনাশক, বিনাশের কারণ নহে এমন, নষ্টের কারণ নহে এরূপ। = **অনাসক**। ⇒ **বিনাসক**।

অবিনাসন (বিণ) [অ+বিনাসন] অবিনশ্বর, অক্ষয়, চিরস্থায়ী, নাশহীন, নষ্ট হয় না অথবা হইবার নহে এরূপ।

অবিনাসিক (বিণ) = **অবিনাসক**। ⇒ **অবিনাসক**।

অবিনিচ্ছয়ঞ্ঞ (বিণ) [অ+বিনিচ্ছয়+ঞ্ঞ] মীমাংসা বা নিষ্পত্তি করিতে জানে না এমন, সমাধান করিতে জানে না এমন, স্থির করিতে অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না এমন, মীমাংসায় অথবা বিচারের রায় প্রদানে দক্ষ নহে এমন।

অবিনিচ্ছিত (বিণ) অমীমাংসিত, সন্দেহকৃত, অবিবেচিত। ⇒ **বিনিচ্ছিত**।

অবিনিপাত (বিণ) নরকযন্ত্রণা ভোগ করে না এমন, দুঃখজনক স্থানে গতি হয় না অথবা উৎপন্ন হয় না এমন। ⇒ **বিনিপাত, সোতাপন্ন**।

অবিনিপাতধম্ম (পুং) যে নিয়ম পালনে কখনও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। "**সোতাপন্ন**" কে "**অবিনিপাত ধম্ম**" বলা হয়। (তুলনীয়) **খীণ-নিরয** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **বিনিপাত, সোতাপন্ন**।

অবিনিব্‌ভুজং (বিণ) **১** কর্তন করে এরূপ, পৃথক করে এরূপ, কাটিয়া পরিষ্কার করে এরূপ। ⇒ **বিনিব্‌ভুজতি** (২,৩)। **২** পৃথক করিতে জানে না এমন, স্বতন্ত্ররূপে জানিতে অসমর্থ, পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ, বিশেষ করিয়া জানিতে অসমর্থ, বিচার করিতে অসমর্থ, চিনিতে অসমর্থ, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তুলিতে অসমর্থ। = **অতীরেন্তো**। ⇒ **অবিনিব্‌ভুজতি**।

অবিনিব্‌ভুজতি (ক্রি) [অ+বিনিব্‌ভুজতি] পৃথক করিতে না পারা, স্বতন্ত্র করিতে না জানা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা, বিচার করিতে না জানা, বিশেষ করিয়া না জানা, চিনিতে না পারা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তুলিতে না পারা। (ব-বিণ) **অবিনিব্‌ভুজং** (২)।

অবিনিব্‌ভোগ (বিণ) [অ+বিনিব্‌ভোগ] অনির্দিষ্ট, বিশৃঙ্খল, অস্পষ্ট, পৃথক করা যায় না এমন, অপ্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু নহে এমন, অবিশিষ্ট, অচিহ্নিত। **অবিনিব্‌ভোগ সদ্দ**—অস্পষ্ট শব্দ (জাতক)। (পুং) প্রভেদ নাই এরূপ অবস্থা, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব, বিবেচনাহীনতা, প্রভেদচিহ্ন নাই এরূপ অবস্থা, অনির্দিষ্টতা, অস্পষ্টতা, বিশৃঙ্খলতা।

অবিনিব্‌ভোগ রূপ—আটাশ প্রকার রূপের মধ্যে মৃত ব্যক্তির মধ্যে শুধু আট প্রকার রূপ বিদ্যমান থাকে। বাকি বিশ প্রকার রূপচ্যুতি চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। পঠবি ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু এবং বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ—আট প্রকার রূপকে অবিনিব্‌ভোগ বা অবিভাজ্য অবিচ্ছিন্ন রূপ বলে। ইহা এই শব্দের আভিধার্মিক অর্থ। ইহার সাধরণ ব্যবহার্য অর্থও আছে।

অবিনীত (বিণ) অবিনীত, অশিষ্ট, অভদ্র, উদ্ধত, অসৎ, অশিক্ষিত, অনিয়ন্ত্রিত, অদমিত, অনম্র, অশান্ত।

অবিন্দসু (বিণ) = **অবিদ্দসু**। ⇒ **অবিদ্দসু**।

অবিন্দিয = **অবিজ্জা**। ⇒ **অবিজ্জা**।

অবিপরিণাম (বিণ) [অ+বিপরিণাম] অবিপরিণাম, অপরিবর্তনশীল, চিরস্থির, সহনশীল, স্থির, অচঞ্চল। (দীর্ঘনিকায়) **অবিপরিণামধম্ম**। = **জরাবসেন বিপরিণামস্‌স অভাবতো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (পুং) পরিবর্তনের অভাব, স্থিরতা, অপরিবর্তনীয় অবস্থা।

অবিপরিণামধম্ম (বিণ) যাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় না, যাহা পরিবর্তনশীল নহে, অপরিবর্তনশীল। = **নিচ্চ**।

অবিপরীত (বিণ) অসন্দিগ্ধ, সুস্পষ্ট, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, (ঘটিতে) বাধাপ্রাপ্ত, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, কোনো, যে কোনো, নিয়মিত, স্বতন্ত্র, পৃথক, বিভিন্ন, স্পষ্ট উচ্চারিত, ঠিক, অবধারিত, যথার্থ, সীমানির্দেশক, স্থির, যাহা বিপরীত নহে, প্রকৃত, নিশ্চিত। = **তথ, যাথাব, সচ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অবিপরীত দস্‌সন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অবিপরীত বচন**।

অবিপরীত দস্‌সন = **সম্মাদস্‌সন**। ⇒ **সম্মাদস্‌সন**।

অবিপরীত নাম (বিণ) "অবিপরীত নামের" অর্থাৎ যথার্থ নামের, ঠিক ঠিক বা প্রকৃত নামধারী। = **যাথাব নাম**।

অবিপরীত বচন (ক্লী) "অবিপরীত কথা" অর্থাৎ অনুকূল কথা, প্রকৃত কথা, যৌক্তিক বা যুক্তিপূর্ণ কথা। = **যাথাব বচন**।

অবিপাক (বিণ) অবিপাক, বিপাকশূন্য, পরিণামহীন, পরিণামফল নাই এমন। ⇒ **বিপাক**।

অবিপ্পটিসার (বিণ) [অ+বিপ্পটিসার] অনুতাপহীন, খেদ নাই এরূপ, দুঃখহীন, মনস্তাপশূন্য, মর্মপীড়ারহিত, খেদহীন।

অবিপ্পবাস (পুং) উপস্থিতি, বর্তমানতা, সত্তা, অবয়ব, চেহারা, অনুভাব, (মনের) শান্তভাব বা তৎপরতা, মনোযোগ, মনোযোগিতা, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, ভাবপ্রবণতা, চিন্তাশীলতা, লক্ষ্য বা দৃষ্টি। (বিণ) মনোযোগী, লক্ষ্যকারী, দৃষ্টিকারী, অবহিত, যত্নশীল, অদরকারি, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন, ব্যগ্র, উৎসুক, অধীর। (তুলনীয়) **অনুস্‌সতিযা ভাবেন্তো**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অপ্পমাদো বুচ্চতি সতিযা অবিপ্পবাসো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অপ্পমাদ = সতিযা অবিপ্পবাস**।

অবিবাদেতি (ক্রি) [অ+বিবাদেতি] বিবাদ না করা, উৎপীড়ন না করা, অনিষ্ট না করা। ⇒ **বিবাদতি**।

অব্‌ভা (স্ত্রী) = **বলাহক**। ⇒ **বলাহক** (১)।

অবিভত্ত (বিণ) অবিভক্ত, একত্রিত, মিলিত, যাহা পৃথক করা হয় নাই, যাহা অংশ করা অথবা ভাগ করা হয় নাই। ⇒ **বিভত্ত**।

অবিভত্তিক (বিণ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত নহে এমন, বিশেষ কার্যের জন্য অমনোনীত।

অবিভাবযিত্বা (ক্রি-বি) পরিষ্কাররূপে বা স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারিয়া। ⇒ **বিভাবেতি** (২)।

অবিভূত (বিণ) অস্পষ্ট, অপ্রসিদ্ধ, অবশিষ্ট, সহজে বোধগম্য হয় না এমন, অবোধ্য, দুর্বোধ্য। ⇒ **বিভূত**।

অবিমানন (ক্লী) = **বিমানন**। ⇒ **বিমানন**।

অবিযগ্‌গ (বিণ) [অ+বিযগ্‌গ] অব্যগ্র, অনাকুল, অব্যাপৃত, অবিহ্বল, অসদিহান।

অবিবলিত (বিণ) অনল্প, নিবিড়, সুলভ, নির্জন নহে এমন, অনির্জন। ⇒ **বিরলিত**।

অবিরাগিন (বিণ) অম্লান, বর্ণবিকৃতি ঘটে নাই এমন, বর্ণান্তর হয় নাই এমন। ⇒ **বিরাগিন** (১)।

অবিরুজ্‌ঝমান (বিণ) বাধাপ্রাপ্ত হয় না এরূপ, অপ্রতিবন্ধক, খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ।

অবিরুদ্ধ (বিণ) [অ+বিরুদ্ধ] অবিরুদ্ধ, অনুকূল, বিরুদ্ধ নয় এমন, অনুযায়ী, অনুরক্ত, নির্দোষ, সঙ্গত, অপ্রতিষিদ্ধ, অনুমোদিত, ন্যায্য, অবিপরীত, মুক্ত, অপ্রতিবন্ধক, নির্বিঘ্ন, বন্ধুভাবাপন্ন, মিত্রস্বরূপ, খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত।

অবিরুদ্ধক (বিণ) = **অবিরুদ্ধ**। ⇒ **অবিরুদ্ধ**।

অবিরূঢ়হ (বিণ) অনুৎপন্ন, অবিস্তৃত।

অবিরূঢ়হি (স্ত্রী) ইচ্ছা উৎপাদন অথবা পুনর্জন্মের অবসান, পুনরুৎপত্তি নিরোধ, পুনরায় উৎপত্তিরহিত ভাব, পুনর্জন্মে তৃষ্ণার অভাব, পুনরায় ইচ্ছা উৎপাদনে বা জন্মগ্রহণে বিরাম বা নিবৃত্তি, পুনর্বার জন্মগ্রহণে ইচ্ছাশূন্যতা। (সূত্রনিপাত) **অবিরূঢ়হি ছন্দা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অবিরূঢ়হি ধম্ম**।

অবিরূঢ়হি ছন্দ (বিণ) ইচ্ছা উৎপন্ন করে না এমন, পুনর্বার জন্মগ্রহণে অনিচ্ছুক। ⇒ **অবিরূঢ়হি**।

অবিরূঢ়হিধম্ম (বিণ) বৃদ্ধিপ্রবণ নহে এমন, বৃদ্ধি পাইবার বা উন্নতি হইবার নহে এমন। ⇒ **বিরূঢ়হি, অবিরূঢ়হি**।

অবিরোধ (পুং) অবিরোধ, বিরোধাভাব, অবিপক্ষতা, অপ্রতিরোধ, অপ্রতিকূলতা, অনুকূলতা, সম্মতি, শিষ্টতা, সমন্বয়, বাধাহীনতা, বিঘ্নহীনতা, ভদ্রতা, নম্রতা, মৃদুতা। (বিণ) বিরোধরহিত।

অবিরোধন (ক্লী) = **অবিরোধ**। ⇒ **অবিরোধ**।

অবিলোপিয (বিণ) যাহা লুঠ হইবার নহে, যাহা লুণ্ঠিত হইবার নহে।

অবিবয্‌হ (বিণ) বিবাহের অনুপযুক্ত, ধারণে অসমর্থ, দুরাবহ, অসহনীয়, দুরাচরণীয়, দুঃখে উৎপাদিত বা প্রসূত, কষ্টে পোষিত, পছন্দ করা কঠিন এরূপ, দুঃখের সহিত দেয় এরূপ, যুক্ত থাকিবার নহে এরূপ, অযোগ্য, দুঃখের সহিত চাপ দিতে হয় এরূপ, সম্বন্ধযুক্ত থাকা কষ্টসাধ্য, কষ্টের সহিত অবস্থান করে এমন।

অবিবাদ (পুং) [অ+বিবাদ] বিবাদহীনতা, কোন্দলহীনতা, অনাপত্তি, অপ্রতিযোগিতা, অবিরুদ্ধভাব, বাদানুবাদহীনতা, অবিতর্ক বিচার, চুক্তি, ঐক্য, অনুয়, একমত, সমতান, স্বরমিল, স্বরসামঞ্জস্য। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **অবিবাদ ভূম**; (মহানির্দেশে) **অবিবাদভুম্ম**; (বর্ণনায়) **নিব্বান**।

অবিবাদভুম্ম (পুং) = **নিব্বান**। ⇒ **নিব্বান, অবিবাদ, অবিবাদভূম**।

অবিবাদভুম (পুং) অবিবাদের কারণ, ঐক্যের বা মিলনের কারণ। = **অবিবাদভুম্ম**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **নিব্বান**। ⇒ **ভূম** (২), **অবিবাদ**।

অবিবিচ্চং (ক্রি-বিণ) = **অবিচ্চং**। ⇒ **অবিচ্চং, বিবিচ্চং**।

অবিসংবাদ (পুং) সত্য, সত্যকথা, প্রকৃত, যথার্থ, অবিরোধ, সর্বসম্মতিক্রম, যথার্থতা, অপ্রবঞ্চনা।

অবিসংবাদক (বিণ) [অ+বিসংবাদক] অবিসংবাদী, অবিরুদ্ধবাদী, অবিরোধী, সর্বসম্মত, সত্যবাদী, যথার্থবাদী, অপ্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী নহে এমন, বিশ্বাসী, প্রতারক নহে এমন, ফাঁকিবাজ নহে এমন, সাধু, ন্যায়পর, সরল।

অবিসংবাদন (ক্লী) সাধুতা, সততা, ন্যায়পরতা, সরলতা।

অবিসংবাদনতা (স্ত্রী) সাধুতা, ন্যায়পরতা, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা, সত্য, ঠিক, যথাধর্মতা, ন্যায়পরায়ণতা। = **অবিসংবাদন**।

অবিসংবাদী (বিণ) = **অবিসংবাদক**। ⇒ **অবিসংবাদক**।

অবিসংবাদেতি (ক্রি) কথা দিয়া কথামতো কাজ করা, প্রতারণা না করা, সত্য কথা বলা, উচিত কথা বা ন্যায্য কথা বলা, কথা রাখা, কথানুযায়ী কার্য করা, ন্যায়পর হওয়া, সৎ হওয়া, অকপট হওয়া, ছলনা না করা, সরল হওয়া, শিষ্ট হওয়া, ভদ্র হওয়া, সত্য বলা, সত্যপ্রিয় হওয়া, সত্যবাদী হওয়া।

অবিসগ্‌গত (ক্লী) = **অবিসগ্‌গতা**। ⇒ **অবিসগ্‌গতা**।

অবিসগ্‌গতা (স্ত্রী) [অ+বিসগ্‌গতা] নির্বিঘ্ন অবস্থা, শান্ত অবস্থা, অনালোড়িত অবস্থা, সমতা, ঐক্য, সমতান, স্বরমিল, স্বরসামঞ্জস্য, সমাবস্থা, স্থৈর্য্য, ভারসাম্য। (জাতক অর্থকথায়) **অবিসগ্‌গত**। (তুলনীয়) **অব্যগ্‌গ**।

অবিসঙ্ক = **বিসঙ্ক**। ⇒ **বিসঙ্ক**।

অবিসঙ্কিত (বিণ) অবিচলিত, অনালোড়িত, বিশ্বাসী, বিশ্বাসভাজন, নির্ভরশীল।

অবিসদ (বিণ) = **বিসদ**। ⇒ **বিসদ** (২)।

অবিসম (বিণ) অবিষম, সুসমঞ্জস, সমান, সঙ্গত, অনুকূল, সমতল, সুগম, সুখবর, সুবোধ্য। = **সম** (মধ্যম পথ সম্পর্কে)।

অবিসয (পুং) অবিষয়, অদর্শন, অপ্রকাশ, অস্থিতি, দর্শনাদি বিষয়াভব, ইন্দ্রিয়াদিকৃত বিষয়ে জ্ঞানাভব। (বিণ) **১** বিষয়াতীত, অজ্ঞাত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহিত, পার্থিব পদার্থ গ্রহণে অসমর্থ। **২** যাহা অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য গঠিত নহে, উদ্দেশ্য ন্যায্য অথবা বৈধ নহে এমন, যাহার সীমা বা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না, অবর্ণনীয়। "**অবিসর**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে "**অবিসয**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অবিসযে (ক্রি-বিণ) অবিষয়রূপে, অজ্ঞাতভাবে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহিতভাবে, অপ্রকাশ্যভাবে।

অবিসয্‌হ—অসম্ভব, অসঙ্গত, অসাধ্য।

অবিসর = **অবিসয**। ⇒ **অবিসয** [বিণ(২)]।

অবিসরে (ক্রি-বিণ) বিস্মরণভাবে, যেন স্মরণ করিতে পারিতেছে না এভাবে, অপ্রকাশ্যভাবে, পৃথকভাবে, অদৃশ্যভাবে, বিভিন্নরূপে।= **অবিসরিত্বা, অতিক্কমিত্বা**। ⇒ **অবিসযে, অধিসরে**।

অবিসহন্তো (বিণ) অসহ্য হইয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া। = **অবিসহমান**।

অবিসহমান (বিণ) সহ্য করিতে অসমর্থ, সহিতে অক্ষম। = **অবিসহন্তো**। (বিপ) **বিসহমান**।

অবিসারদ (বিণ) অবিশারদ, নম্র, লজ্জাশীল, আত্মসন্দেহী।

অবিসাহট (বিণ) [অ+বিস+আহট] বিষ দ্বারা অনাহত, অক্ষোভ্য, স্থির, শান্ত, সুষম, সমতাপ্রাপ্ত। (ধর্মসঙ্গণী) **অবিসাহট মানসত**।

অবিসাহত = **অবিসাহট**। ⇒ **অবিসাহট**।

অবিসাহার (পুং) দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি, তুলাদণ্ড, সমাবস্থা, ভারসাম্য, স্থৈর্য, জমাখরচের পূর্ণ সমতা, অতিরিক্ত ভার, জমাখরচের বাকি, ঘড়ির গতি নিয়ামক চাকা, তুলারাশি।

অবিস্‌সজি (অতীত ক্রিয়া) এই শব্দের পাঠ হয় "**অবস্‌সজি**"। ⇒ **অবস্‌সজতি**।

অবিস্‌সজ্জতি (ক্রি) [অ+বিস্‌সজ্জতি] বিসর্জন না করা, ত্যাগ না করা, ছাড়িয়া না দেওয়া, হস্তান্তর না করা, বিচ্ছেদ না ঘটানো। (অতীত) **অবিস্‌সজ্জি**।

অবিস্‌সজ্জিয (বিণ) অবিসর্জনীয়, অত্যাজ্য, ত্যাগ বা বর্জন করিবার অযোগ্য, যাহা হস্তান্তর করা যায় না, অবিচ্ছেদ্য। (তুলনীয়) **অবেভঙ্গিয**। (বিনয়) **অবিস্‌সজ্জিস অবেভঙ্গিয**।

অবিস্‌সজ্জিযিক (বিণ) **অবিস্‌সজ্জিয**। ⇒ **অবিস্‌সজ্জিয**।

অবিস্‌সট্‌ঠস্‌সর (পুং) অবিশৃঙ্খল শব্দ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ। = **বিন্দুস্‌সর**।

অবিস্‌সাসনিক (বিণ) অবিশ্বাসনীয়, অবিশ্বাস্য, বিশ্বাসের অযোগ্য।

অবিস্‌সাসনিয (বিণ) অবিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য নহে এরূপ। = **অবিস্‌সানিক**। (তুলনীয়) **দুব্বিস্‌সাসনীয**।

অবিস্‌সাসনীয = **অবিস্‌সাসনিয**। ⇒ **অবিস্‌সাসনিয**।

অবিহ—রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে একটি স্তরের বা অবস্থার নামবিশেষ, ষোলপ্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে দ্বাদশতম রূপব্রহ্মলোকের নাম, রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে পঞ্চ শুদ্ধাবাস রূপব্রহ্মলোকের প্রথম ব্রহ্মভূমি বা ব্রহ্মস্তর।

অবিহিংস (পুং) = **অবিহিংসা**। ⇒ **অবিহিংসা**।

অবিহিংসাবিতক্ক—করুণাযুক্ত বিতর্ক, করুণাপূর্ণ চিন্তা, স্নেহভাব, মানবতাপূর্ণ প্রেম বা দয়া, মনুষ্যোচিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা, অহিংস বিতর্ক।

অবিহিংসা (স্ত্রী) [অ+বিহিংসা] মনুষ্যত্ব, মানবতা, মনুষ্য-জাতি; (মনুষ্যোচিত) দয়া, করুণা, কোমলতা, নিষ্ঠুরতার অভাব, বন্ধুতা, মিত্রতা, স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, মৈত্রী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, প্রিয়তা, স্নেহশীলতা, দয়ালুতা, অনুগ্রহ, অহিংসা, অবিহিংসা, হিতৈষণা, অনুকম্পা। = **সকরুণভাব, অবিহিংস**।

অবিহিংসা বিতক্ক—নিষ্ঠুরতা দমনের বিতর্ক বা চিন্তা, বন্ধুতা বা মৈত্রীচিন্তা। = **অবিহিংস বিতক্ক**।

অবিহেঠক (বিণ) [অ+বিহেঠক] বিরক্ত না করিয়া, ক্লান্ত না করিয়া, হয়রান না করিয়া, পীড়া না দিয়া, ব্যথা না দিয়া, আঘাত না করিয়া, ক্ষতি না করিয়া, অবিরক্তিকর, অক্লান্তিকর, আনন্দজনক। (তুলনীয়) **অবিহেসক**। (বিপ) **বিহেঠক**।

অবিহেঠক জাতিক (বিণ) অক্লান্তকর জাতীয় অর্থাৎ যাহাতে ক্লান্ত হওয়া যায় না তৎসদৃশ। ⇒ **জাতিক**।

অবিহেঠন (ক্লী) অনাঘাত, অনুৎপীড়ন, আঘাত না করণ, বিরক্ত না করণ। ⇒ **অবিহেঠক**।

অবিহেস (পুং) = **অবিহিংসা**। ⇒ **অবিহিংসা**।

অবিহেসক (বিণ) অনিষ্ঠুর, বন্ধুতাপূর্ণ, মানবতাপূর্ণ, করুণাপূর্ণ। ⇒ **অবিহিংসা**।

অবিহেসা (স্ত্রী) = **অবিহিংসা**। ⇒ **অবিহিংসা, বিহেসা**।

অবীচি (স্ত্রী) ১ অবীচি, একপ্রকার মহানরকের নাম, হীনতম বা অতিনিকৃষ্ট মহানরক। (বিপ) **ভবগগ**। ২ অসংযোগ, ব্যাঘাত, বিরোধ, বিকাশ, বিঘটন, বিশ্লেষণ, অবনতি, হ্রাস, পচন, ক্ষয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অবীচি জরা নাম**। (বিণ) ১ তরঙ্গহীন, ঢেউহীন, ঊর্মিরহিত, শান্ত, শীতল, অবীচি। ২ অবিরত, নিরবচ্ছিন্ন, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগহীন। "অবীচি" বলিলে ইহাতে ইহাতে (যন্ত্রণা ভোগের) শীঘ্র কোনো পরিবর্তন নাই। (বিপ) **সবীচি**। ⇒ **বীচি** (২)।

অবীচি নিরয—অবীচি নামক মহানরক।

অবীচি পরাযন (বিণ) অবীচিপরায়ণ, অবীচি নামক মহানরকে গতিশীল, অবীচি নরকে উৎপন্ন হইবার কার্যে রত (অর্থাৎ এমন মহাপাপকার্যে রত যদ্দ্বারা অবীচি নাম মহানরকে উৎপন্ন হওয়া যায়)। ⇒ **পরাযন** [বিণ(২)]।

অবীচিসন্ততি (স্ত্রী) নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা, অবিরত অবস্থা, অবিরাম অবস্থা।

অবীত (বিণ) অবীত, যাহা বীতে নাই, যাহা ঘটিয়া যায় নাই, অনতীত, (কিছু হইতে) অমুক্ত।

অবীতছন্দ (বিণ) আসক্ত, অনুরক্ত, আকাঙ্ক্ষী, বাসনাযুক্ত, কামনাযুক্ত।

অবীতিক্কম (বিণ) অলঙ্ঘিত। (পুং) বিধি অলঙ্ঘন, নিয়ম অনতিক্রম, পুণ্য, নিরপরাধ, দোষহীনতা।

অবুজ্‌ঝক = **অবুজ্‌ঝক**। ⇒ **অবুজ্‌ঝক**।

অবুট্‌ঠিক (বিণ) বৃষ্টিহীন, অনাবৃষ্টি।

অবুট্‌ঠিক সম (বিণ) অনাবৃষ্টির সমান বা সদৃশ।

অবুড়টি (স্ত্রী) বাড়িয়া উঠা, বৃদ্ধি, উন্নতি, উৎপাদন, জন্মানো, বর্ধন। = **বুড়টি**।

অবুদ্ধি = **অবুড়টি**। ⇒ **অবুড়টি**।

অবুসিত (বি) [অ+বুসিত] অপূরিত, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই এমন। = **অনবোসিত**। ⇒ **অরহন্ত, বুসিত**।

অবুসিতত্ত (ক্লী) পূর্ণতা লাভ হয় নাই এইরূপ অবস্থা। ⇒ **বুসিতত্ত**।

অবুসিত্বা (ক্রি-বি) পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া। ⇒ **অবুসিত**।

অবূপসন্তচিত্ত (চিত্ত) অশান্তচিত্ত, যাহার মন শান্ত বা সুস্থির নহে। = **উদ্ধতচিত্ত**।

অবূপসম (বি) [অব+উপসম] অস্বস্তিকর, অস্বস্থ, উপশম বা শান্তি হয় নাই এরূপ, উপদ্রুত, উপশমরহিত, অস্থির। ⇒ **উপসম**।

অবেকল্য (ক্লী) = **অবেকল্ল**। ⇒ **অবেকল্ল**।

অবেকল্যতা (স্ত্রী) = **অবেকল্ল**। ⇒ **অবেকল্ল**।

অবেকল্ল (ক্লী) অবৈকল্য অঙ্গ, স্বাভাবিকতা, অঙ্গ পরিপূর্ণতা, অঙ্গ বিকল নহে এরূপ অবস্থা, সোজা অবস্থা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **জঙ্ঘা অবেকল্লং করোতি**—হাঁটুদ্বয়কে সোজা করিয়া রাখা। ⇒ **কেবল্ল**। (বি) [অ+বেকল্ল] অবৈকল্ল, বিকল হয় নাই অথবা বিকলাঙ্গ হয় নাই এমন, সম্পূর্ণ, নির্দোষ, অভাব নাই এমন। (জাতক) **অবেকল্ল বুদ্ধি**।

অবেকল্লতা (স্ত্রী) = **অবেকল্ল**। ⇒ **অবেকল্ল**।

অবেকল্ল বুদ্ধি—পূর্ণজ্ঞান, নির্দোষ জ্ঞান, সম্পূর্ণ জ্ঞান।

অবেক্‌খ (বি) সম্বন্ধ রাখিয়া, উল্লেখ করিয়া, বিবেচনা করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, দৃষ্টি রাখিয়া। ⇒ **অপেক্‌খ**।

অবেক্‌খক (বি) অবেক্ষক, পর্যবেক্ষক, দ্রষ্টা, পরীক্ষক, প্রতীক্ষাকারী, পর্যালোচনা।

অবেক্‌খতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবীক্ষতে; অব+ঈক্ষ) বিবেচনা করা, নির্দেশ করা, সংবাদ প্রেরণ করা, বিচারাদির জন্য প্রেরণ করা, পর্যালোচনা করা, পর্যবেক্ষণ করা, সোপর্দ করা, আরোপ করা, উল্লেখ করা, দেখা, দৃষ্টিপাত করা, অবেক্ষণ করা, দর্শন করা, পর্যবেক্ষণ করা, মনোযোগ দেওয়া, প্রতিজাগরিত হওয়া, বিচার করা, অনুসন্ধান করা, পালন করা, অনুরোধ করা, প্রতীক্ষা করা, অবলোকন করা, চিন্তা করা। = **পস্‌সতি**। ⇒ **অপেক্‌খতি**। (অতীত) **অবেক্‌খি**। (অ-বি) **অবেক্‌খিত**। (ক্রি-বি) **অবেক্‌খিয, অবেক্‌খিত্বা**।

অবেক্‌খন (ক্লী) অবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, দর্শন, মনোযোগ, প্রতিজাগরণ, বিচার, পালন, অনুসন্ধান, অনুরোধ, প্রতীক্ষা, দৃষ্টিপাত, বিবেচনা।

অবেক্‌খিত (বি) অবেক্ষিত, পর্যবেক্ষিত, দৃষ্ট, পর্যালোচিত, বিবেচিত। ⇒ **অবেক্‌খতি**।

অবেক্‌খিপতি (ক্রি) [অবং+খিপতি] লম্ফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পার হওয়া, এক পায়ের উপর ভার করিয়া লাফ দেওয়া, (জন্তু সম্বন্ধে) চারি পায়ের উপর ভার করিয়া লাফ দেওয়া, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা, নৃত্য করা, (সাহিত্যে) (নীচের দিকে) পদক্ষেপ করা (= **পচ্ছিপাদে খিপতি**—জাতক অর্থকথা)।

অবেচ্চ (ক্রি-বি) [অ+বেচ্চ] জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া। (ক্রি-বিণ) সুনির্দিষ্টভাবে, নিশ্চিতরূপে, সম্পূর্ণরূপে, (চলতি) নিশ্চয়ই, ঠিকভাবে। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় দীর্ঘনিকায়) **অচল** অথবা (সূত্রনিপাত) **পঞ্ঞায অজ্ঝোগহেত্বা; (পেতবত্থু) অপর-পচ্চয-ভাবেন**—এর ন্যায়। (সাধারণত বি-ভা) **বুদ্ধে ধম্মে সঙ্ঘে অবেচ্চ-পসাদো**—বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা (মধ্যম নিকায়)। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **অবেচ্চ পস্‌সন**। (সূত্রনিপাত) **যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্‌সতি**। = **অভিসমেচ্চ**। (তুলনীয়) **অধিচ্চ**।

অবেচ্চপসন্ন—নিশ্চিতরূপে প্রসন্ন, যথার্থরূপে সন্তুষ্ট।

অবেচ্চপ্পসাদ (পুং) সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা, যথার্থরূপে বিশ্বাস, ঠিকভাবে বা নিশ্চিতরূপে প্রসন্নতা। ⇒ **অবেচ্চ**।

অবেদনক (বি) অনুভূতিহীন, অসংবেদনীয়, ভাবাবেগপূর্ণ। (বিভঙ্গ) **অবেদনক অসঞ্ঞক**। ⇒ **বেদনক**।

অবেদি (অতীত ক্রিয়া) জানিল, চিনিতে পারিল, জ্ঞাত হইল (= **অঞ্ঞাসি**); জানাইল, জ্ঞাপন করিল (= **জানাপেসি**)। ⇒ **বেদি, বেদিযতি**। (বি) জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া। (জাতক) **সব্বং মং অবেদি জানাপেসি**--(আমার সম্বন্ধে) সর্ববিষয় জানিয়া আমাকে জানাইল। **অবেদী** শব্দের জোর প্রকাশার্থে অথবা ব্যঞ্জনার্থে ইহার ব্যবহার।

অবেদী (বি) = **অবেদি**। ⇒ **অবেদি** (বি)।

অবেদুং—জ্ঞাত নহে, জানে না, বুঝিতে পারে না।

অবেধ (বি) [অ+বেধ; সংস্কৃত—অবেধ্য] অনাহত, আঘাত করা যায় না এরূপ, অনালোড়িত, আলোড়িত হয় না অথবা আলোড়ন করা যায় না এমন, ভঙ্গ বা বিশৃঙ্খল করা যায় না এমন, বিরক্ত হয় না এমন, অনতিক্রম্য, অলঙ্ঘ্য, অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র, অকম্পিত, স্থির, অটল, শান্ত, অক্ষোভ্য, কম্পিত বা বিরক্ত করিতে পারা যায় না এমন। (সূত্রনিপাত) **অবেধ ধম্ম = অকম্পন-সভাব** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অবেধধম্ম—অকম্পিত স্বভাব, অপরিবর্তনীয় স্বভাব, শান্ত বা স্থির স্বভাব। = **অকম্পন-সভাব**। ⇒ **অবেধ**।

অবেনিক (বিণ) গুণযুক্ত, গুণমণ্ডিত, গুণভূষিত, গুণান্বিত। **অট্‌ঠারস অবেনিক বুদ্ধধম্মা (বুদ্ধস্সধম্মা)** বুদ্ধের ধর্ম আঠার প্রকার গুণদ্বারা মণ্ডিত।

অবেভঙ্গিক (বিণ) [অ+বি+ভঙ্গ] অভঙ্গুর, যাহা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় না, ভাঙ্গিয়া যায় না অথবা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হয় না এমন, কঠিন, অবিনশ্বর, যাহা সহজে নষ্ট হয় না, যাহা ভাগ অথবা খণ্ড খণ্ড করা যায় না এমন।

অবেভঙ্গিয (ক্লী) শক্ত অবস্থা, ভাঙ্গে না এরূপ অবস্থা।

(বিণ) = **অবেভঙ্গিক**। ⇒ **অবেভঙ্গিক, অবিস্‌সজ্জিয**।

অবের (বিণ) [অ+বের] শত্রুহীন, শত্রুভাবাপন্ন নহে এমন, অবৈর, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সদয়, শান্তিপ্রিয়, সম্ভাবসূচক, বিরুদ্ধাচরণ করে না এমন, শান্তিপ্রবণ, দয়ালু, কোমল, মৃদু, ধীর, শান্ত। = **বেরাবিরহিত**। (ক্লী) = **অবেরং**। ⇒ **অবেরং**। (বিপ) **সবের, বের**।

অবেরং (ক্লী) দয়া, করুণা, শত্রুহীনতা, মিত্রতা, অবৈরতা, বন্ধুতা, বন্ধুত্বভাব।

অবেরক = **অবের**। ⇒ **অবের**।

অবেরচিত্ত—মৈত্রীচিত্ত, দয়াপূর্ণ মনোভাব। = **খন্তিমেত্ত**।

অবেরাব্যাপজ্‌ঝ (বিণ) [অবের+অব্যাপজ্‌ঝ] শত্রুহীন, দুঃখমুক্ত।

অবেরিন = **অবের**। ⇒ **অবের, বেরিন**।

অবেরী (বিণ) শত্রুহীন, শত্রুতারহিত, যাহার কোনো শত্রু নাই, অবৈরী।

অবেলা (স্ত্রী) অবেলা, অসময়, দিনের শেষে।

অবোপেত্বা ⇒ **বোপেতি**।

অবোসিত (বিণ) [অ+বোসিত] অভূষিত, অমণ্ডিত, অবিভূষিত, যাহার পূর্ণতা লাভ হয় নাই এমন, অসম্পূর্ণ, অকৃতিত্বপূর্ণ। (তুলনীয়) **অব্যোসিত**।

অব্যগ্‌গ (বিণ) [অ+ব্যগ্‌গ] অব্যগ্র, অনাকূল, ধীর, প্রশান্ত, উদাস, অনিযুক্ত, অবিহ্বল, অনুদ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় নহে এমন, অবিশৃঙ্খল, এলোমেলো নহে এরূপ, বিহ্বল নহে এমন। (বিপ) **ব্যগ্‌গ**। (সংযুক্তনিযুক্ত) **ব্যগ্‌গমানস**। (তুলনীয়) **অবিসগ্‌গতা**।

অব্যত্ত (বিণ) অশিক্ষিত, অপারদর্শী, অনভিজ্ঞ, অপণ্ডিত, অস্পষ্ট, বিশদ নহে এমন, সুস্পষ্ট নহে এমন, অবিদ্বান। (বিপ) **ব্যত্ত**(১)। = **ব্যাযত**। ⇒ **ব্যাযত**। (সংযুক্ত নিকায়) **অব্যত্তবাল**।

অব্যত্ততা (স্ত্রী) মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, হাস্যস্পদ অবস্থা, অস্পষ্টতা, অবিশদতা, সুস্পষ্ট নহে এরূপ অবস্থা, অপাণ্ডিত্য, অশিক্ষিতাবস্থা, গোপন, লুক্কাইবার জায়গা, প্রহার। (বিপ) **ব্যত্ততা**।

অব্যত্তবাল (বিণ) অশিক্ষিত মূর্খ, গণ্ডমূর্খ। ⇒ **অব্যত্ত**।

অব্যথ (বিণ) [অ+ব্যথ] অনিঃস্ব, দুঃস্থ নহে এমন, ঘৃণ্য নহে এমন, শোচনীয় নহে এমন, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, শুভ। = **অকিলমান**।

অব্যয (ক্লী) অব্যয়, ব্যয়হীনতা, অপরিবর্তন, ক্ষতিশূন্যতা, নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, অনিষ্ট হয় না এরূপ অবস্থা, (ব্যাকরণে) অব্যয়পদ। ⇒ **অব্বয**। (বিণ) ব্যয়হীন, খরচ নাই অথবা করে না এরূপ, বিনাব্যয়ে, কৃপণ, অপরিচ্ছিন্ন, অক্ষয়।

অব্যযীভাব (পুং) (ব্যাকরণে) অব্যয়ীভাব, ত্রিলিঙ্গে সর্ববিভক্তিতে এবং সর্ববচনে একইরূপ শব্দবিশেষ (অর্থাৎ যে শব্দের কোনো পরিবর্তন ঘটে না) বা 'অব্যয়পদ'।

অব্যযেন (ক্রি-বিণ) নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, বিনাখরচে, খরচ না করিয়া, বিনাব্যয়ে। ⇒ **ব্যয**।

অব্যহি = **অব্বুলুহং**। ⇒ **অব্বুলুহং**।

অব্যাকত (বিণ) অব্যাখ্যাত, অকথিত, অপ্রকাশিত, অবর্ণিত, যাহা অপ্রয়োজনে ব্যাখ্যা করা হয় নাই, অপ্রয়োজনে অমীমাংসিত, অপ্রয়োজনে অপ্রকাশিত, অপ্রয়োজনে যাহা সমাধান করা হয় নাই, অপ্রয়োজনে বিজ্ঞাপিত অথবা প্রচারিত হয় নাই, অনির্ধারিত, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। (বিপ) **ব্যাকত** (১)।

অব্যাকত ধম্ম (পুং) যেইসব নিয়মপ্রণালী বা বিধি মানুষের ইহ-পারত্রিক কোনো উপকারে আসে না বলিয়া বিজ্ঞপ্তি বা ব্যাখ্যা করা হয় নাই তাহা অব্যাকৃত ধর্ম।

অব্যাপজ্জমান (বিণ) সুবিধাজনক, কষ্টকর নয় এমন, উদ্বিগ্নজনক অথবা অসুবিধাজনক নয় এমন। (সূত্রনিপাত) **আকাসো অব্যাপজ্জমানো**—আকাশ অসুবিধাজনক নহে এরূপ অর্থাৎ সুবিধাজনক, আকাশ বিপর্যস্ত হইবে না অথবা উল্টিয়া যাইবে না এরূপ। ⇒ **ব্যাপজ্জতি**।

অব্যাপজ্‌ঝ (বিণ) [অ+ব্যাপজ্‌ঝ] পীড়াজনক নহে এরূপ, শান্তিময়, শান্ত, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধু সদৃশ, অনুকূল, সম্ভাবসূচক, অনুৎপীড়িত, অনত্যাচারিত, দুঃখ হইতে মুক্ত, নিরুপদ্রব, ক্ষতি বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত, অপীড়িত, ব্যথামুক্ত, অনাহত, আঘাতমুক্ত, দয়ালু, সদয়। (দীর্ঘনিকায়, মিলিন্দ প্রশ্ন) **অবের অব্যাপজ্‌ঝ**। = **সুখং**। (ক্লী) আন্তরিক দয়া, হৃদয়পূর্ণ করুণা; (কর্তৃবাচ্যে) সহৃদয়তা, মনের বা অন্তরের দয়াভাব; (কর্মবাচ্যে) দুঃখ হইতে মুক্তভাব, দুঃখমুক্ত অবস্থা। (বিনয়ে "**নির্বাণ**" সম্বন্ধীয় বর্ণনায়)। = **অব্যাবজ্‌ঝ**। (বিনয়) **অব্যাপজ্‌ঝাধিমুত্ত; অব্যাবোজ্‌ঝারাম**। (মধ্যম নিকায়) **অব্যাবজ্‌ঝং বেদনং বেদেতি**।

অব্যাপজ্‌ঝাধিমুত্ত (বিণ) [অব্যাপজ্‌ঝ+অধিমুত্ত] দুঃখমুক্ত অবস্থায় প্রবিষ্ট বা নিবিষ্ট, সর্বদুঃখ উপশমে শান্ত। (ক্লী) নিরুপদ্রব সুখময় অবস্থা, নিবৃত্তি সুখ নির্বাণ।

অব্যাপন্ন (বিণ) [অ+ব্যাপন্ন] অহিত করার সঙ্কল্পরহিত, অপকার করিবার ইচ্ছামুক্ত, ক্ষতি বা নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই এমন, অপকারেচ্ছাবিরহিত, অদ্বেষ, দ্বেষমুক্ত, মিত্রভাবাপন্ন, বন্ধুসদৃশ, অনুকূল, সম্ভাবসূচক, হিতৈষী, সদয় এবং সহায়ক, দানশীল। (দীর্ঘনিকায়) **অব্যাপন্ন চিত্ত**।

অব্যাপন্নচিত্ত (বিণ) যে মন বা চিত্ত দূষিত নহে, যে চিত্তের অবস্থা নির্লোভ। (ধর্মসঙ্গণী) **অনবিজ্‌ঝালু অব্যাপন্নচিত্তো সম্মাদিট্‌ঠিকো**।

অব্যাপাদ (পুং) [অ+ব্যাপাদ] অদ্বেষভাব, দ্বেষ বা হিংসামুক্ত ভাব, অহিতকর, সঙ্কল্পরহিত অবস্থা, সদ্ভাব, মিত্রভাব, অনুকূল অবস্থা। ⇒ **অব্যাপন্ন**।

অব্যাপাদবিতক্ক—দ্বেষ বা হিংসার প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইবার চিন্তা, হিতৈষী বা সদয় হইবার বিতর্ক বা

চিন্তাযুক্ত ভাব, দানশীল হওয়ার জন্য ভাবনা বা চিন্তা।

অব্যাযত (বিণ) [অ+ব্যাযত] অজ্ঞান, অচেতন, নির্বোধ, মূঢ়, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিরহিত, প্রভেদজ্ঞানরহিত, বিবেচনাহীন, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদ্বেগশূন্য, উদাসীন, অসাবধান। = **অব্যত্ত**।

অব্যাযিক (বিণ) ক্ষতিজনক নয় এমন, অপরিবর্তনশীল, অনিশ্বর, অক্ষয়, চিরস্থায়ী, অবনতি ঘটে না অথবা ক্ষয় পায় না এরূপ। = **অবিগচ্ছনক**।

অব্যাবট (বিণ) [অ+ব্যাবট] অনায়ত্তাধীন, অনধিকারভুক্ত, উদাসীন, অব্যস্ত, অসাবধান, অনবহিত, অমনোযোগী, অনাদরকারী, তাচ্ছিল্যকারী, উদ্বেগহীন, দুশ্চিন্তাহীন, ব্যস্ত নহে এমন, কার্যে ব্যাপৃত নহে এমন, পরিশ্রমী নহে এমন, কর্মচঞ্চল নহে এমন, বিরক্ত হয় না এমন, শ্রমস্বীকার করে না এমন, নির্লিপ্ত, হয়রান হয় না এমন, পীড়িত হয় না এমন, কষ্ট পায় না এমন। = **অব্যাবট, অব্যাবত**। "**অপ্পোস্সুক্ক**" শব্দের পরিবর্তে "**অব্যাবট**" শব্দ ব্যবহৃত হয়। (দীর্ঘনিকায়) **তথাগতস্স সরীরে অব্যাবট** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ "আপনি নিজে গতিরোধ করেন নাই" ঠিক হয় নাই)। ⇒ **ব্যাবট**। "**অব্যাবট**" শব্দের অর্থ উপরোক্ত নিয়মেই হইবে; childers অভিধানের মতে এই শব্দের অর্থ—"অনাবৃত, বাধাহীন" ভুল।

অব্যাবত = **অব্যাবট**। ⇒ **অব্যাবট**।

অব্যাসেক (বিণ) [অ+ব্যাসেক] অস্পৃষ্ট, অক্ষত, অবিকৃত, অমিশ্রিত, বিশুদ্ধ, অদূষিত, নির্মল, অকলুষিত। (দীর্ঘনিকায়) **অব্যাসেক সুখ** = **কিলেস ব্যাসেক বিরহিতত্তা অব্যাসেক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অব্যাহ (অতীত ক্রিয়া) = **উদ্ধরি**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

অব্যাহরতি (ক্রি) [অ+ব্য+ আহরতি] না আনা, আনয়ন না করা, সংগ্রহ না করা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত না হওয়া, না ঘটানো।

অব্যুয্হ = **অব্বুয্হ**। ⇒ **অব্বুয্হ**। এই শব্দটি "**উদ্ধরিত্বা**" অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—**অব্যুয্হ তণ্হা** = **উদ্ধরিত্বা তণ্হা**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

অব্যোসিত (বিণ) [অ+ব্যোসিত; সংস্কৃত—ব্যবসিত] পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, অভূষিত, অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণতায় উপস্থিত হয় নাই অথবা পৌঁছে নাই এমন, অসমাপ্ত, শেষ করা হয় নাই এরূপ, অঙ্গহীন, ত্রুটিবিশিষ্ট। = **অবোসিত, অব্যোসিত**।

অব্হয (পুং) নাম, ডাক, আহ্বান। (বিণ) আহ্বান করা হইয়াছে অথবা ডাকা হইয়াছে এমন, নাম দেওয়া বা রাখা হইয়াছে এমন, নামকরণ করা হইয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **ইসি অব্হয; অসিত অব্হয**—অসিত নামক ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে, ডাকা হইয়াছে অথবা (কাহারও) নামকরণ করা হইয়াছে এরূপ; **কণ্হসিরি অব্হয ; সচ্চ অহ্বয**।

অব্হয়তি (ক্রি) (সংস্কৃত—আহ্বায়তি) ১ অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাত করিতে যাওয়া, প্রার্থনা করা, বন্দনা করা, আমন্ত্রণ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, পুনর্বিচার প্রার্থনা করা, আপিল করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অনুভূতি জাগানো। ২ আহ্বান করা, ডাকা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া, টেলিফোনে ডাকা, সৈন্য দলভুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তলব করা, (ক্ষমতাসহ) আহ্বান করা, একত্রিত করা। = **পক্কোসতি**। ৩ নাম দেওয়া বা রাখা, নামকরণ করা, সম্বোধন করা, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, লিখিয়া পাঠানো, কাহারও উদ্দেশে বলা বা প্রয়োগ করা। = **আমন্তেতি, আলপতি**। (অতীত) **অব্হযেসি, অব্হেখ**। (পঞ্চমী) **অব্হযাম**। (অ-বিণ) **অব্হাত**।

অব্হযন (ক্লী) = **অব্হান**। ⇒ **অব্হান**।

অব্হাত (বিণ) = **অব্হয**। ⇒ **অব্হয** (বিণ), **অব্হযতি**।

অব্হাতি (ক্রি) নাম রাখা, নাম দেওয়া, নামকরণ করা, ডাকা, আহ্বান করা। = **অব্হযতি**। (অতীত) **অব্হযি**।

অব্হান (ক্লী) (সংস্কৃত—আহ্বান) ১ আহ্বান, ডাকা, প্রার্থনা, নিমন্ত্রণ, সম্বোধন, অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা, চাওয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আহ্বানভিনন্দনা**। ২ পত্রের শিরোনামাদি, ঠিকানা, সম্ভাষণরীতি, শিষ্টাচার, নিপুণতা, কৌশল, বক্তৃতা, অভিভাষণ, নামকরণ। = **নাম**।

অব্হানভিনন্দনা (স্ত্রী) [অব্হান+অভিনন্দনা] আহ্বান এবং অভ্যর্থনা।

অব্হাযন (ক্লী) (সংস্কৃত—আহ্বায়ন) আহ্বান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, সম্বোধন, জিজ্ঞাসা, চাওয়া, অনুসন্ধান, ব্যবসায়, উপযোগী কার্য, বৃত্তি, যাচঞা, ভিক্ষা। (দীর্ঘনিকায়) **সিরব্হাযন; সিরব্হাযনে**; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সিরিব্হায** পাঠ সংযোগে " **এহি সিরি ময্হং সিরে পতিট্ঠাহী'তি সিরে সিরিযা অব্হাযনং**। ⇒ **অব্হান**।

অব্হাযিক (বিণ) যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে বা আহ্বান করা হইয়াছে, যাহার নামকরণ করা হইয়াছে অথবা নাম দেওয়া হইয়াছে। (পুং) নাম প্রদত্ত ব্যক্তি, নামকরণকারী ব্যক্তি।

অব্হেতি (ক্রি) আহ্বান করা, ডাকা। = **অব্হযতি, পক্কোসতি**।

অস (বিণ) মন্দ, খারাপ, অসৎ। ⇒ **অসং**।

অসং (বিণ) দুষ্ট। = **অস, অসন্তো**। (জাতক) **সতং বা অসং**; (কর্মকারক একবচনে) **অসন্তং**; (জাতক অর্থকথায়) **সপ্পুরিসং বা অসপ্পুরিসং বা**।

অসংযত (বিণ) [অ+সংযত] অসংযত, অনাবদ্ধ, অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল। = **অসঞ্ঞত**।

অসংবত (বিণ) অসংবদ্ধ, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, খোলা, উন্মুক্ত, মুক্ত। = **অসংবুত, অসংবর**। ⇒ **অসংবুণাতি**।

অসংবর (বিণ) [অ+সংবর] অসংবর, অদম্য, অসংযত, অশাসিত, অনাবদ্ধ, অনিয়ন্ত্রিত। = **অসংবত**।

অসংবাস (বিণ) [অ+সংবাস] একঘরে, সঙ্গবর্জিত, দলবর্জিত, একত্রবাসবর্জিত, বর্জিত, সমাজবর্জিত, দল

নামে পরিচিত বা কথিত।

অসঞ্ঞিঞন (বিণ) [অ+সঞ্ঞিঞন] = **অসঞ্ঞী**। ⇒ **অসঞ্ঞী**।

অসঞ্ঞিঞন গব্‌ভা (বিণ) অসংজ্ঞসত্ত্বের গর্ভজাত অর্থাৎ অসংজ্ঞরূপব্রহ্ম অসংজ্ঞসত্ত্বরূপে উৎপন্ন। ⇒ **অসঞ্ঞীসত্তা**। এখানে "গব্‌ভা" শব্দ উল্লেখ থাকিলেও দেববৃহ্মলোকের সত্ত্বগণ অযোনিসম্ভবা, ইঁহারা উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

অসঞ্ঞী = **অসঞ্ঞিঞন**। ⇒ **অসঞ্ঞিঞন**।

অসঞ্ঞুত (বিণ) অজ্ঞাত, অপরিচিত।

অসঞ্ঞহতি (ক্রি) = **অসতি**। ⇒ **অসতি**।

অসঞ্ঞহমান (বিণ) = **অসমান**। ⇒ **অসমান** (২)।

অসঠ (বিণ) [অ+সঠ] অশঠ, বিনাপ্রতারণায়, প্রতারণাবিনা, ন্যায়পর, সৎ, অকপট, ছলনাহীন, সরল, সত্যপ্রিয়।

অসণ্ঠিত (বিণ) [অ+সণ্ঠিত] অশান্ত, অস্থির, অমীমাংসিত, অসিদ্ধান্তকৃত, চপল, খামখেয়ালি।

অসত (বিণ) অসৎ, দোষী, মন্দ, দুরাচারী, অবিদ্যমান, নিঃস্বরূপ, কৃত্রিম, কপট, অস্বাভাবিক, অবিশুদ্ধ। = **অনিসদ, অসন্তো**। (তুলনীয়) **অস**।

অসতং (পুং) অসৎলোক, দুষ্টলোক, মন্দ লোক, খারাপ লোক, দুষ্ট ব্যক্তি। (তুলনীয়) **অসপ্পুরিস**।

অসতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অশ্নাতি) খাওয়া, ভোজন করা। (অতীত) **অসেসি**। (অ-বিণ) **অসিত**। (ব-বিণ) **অসযমান**। (পঞ্চমী) **অস্নাতু**। (ভবিষ্যত) **অসিস্‌সামি**। (ক্রি-বি) **অসিত্বা, অসিত্বান**। = **অসনাতি**। ⇒ **আসিত** (১)। (স্ত্রী) অস্মৃতি, মনের অভাবিত অবস্থা, বিস্মৃতিশীলতা, বিস্মৃতি, বিস্মৃতিপূর্ণতা, অমনোযোগিতা, বিস্মৃত অবস্থা। (করণকারকে) **অসতিযা**।

অসতি অন্তরায = **অনন্তরাযিকিন**। ⇒ **অনন্তরাযিকিন**।

অসতিযা (ক্রি-বিণ) অমনোযোগীরূপে, অনাবিষ্টভাবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, অনভিপ্রেতরূপে, অসঙ্কল্পিতভাবে, অস্মৃতি বা বিস্মৃতি দ্বারা, অমনোযোগিতা দ্বারা, না ভাবিয়া, চিন্তা না করিয়া। ⇒ **অসতি** (স্ত্রী)।

অসতি বিপ্পবাস (পুং) চিন্তাশীলতা, দয়ালুতা, বিবেচকতা, মনোযোগিতা, লক্ষ্যকারিতা।

অসতী (স্ত্রী) অসতী নারী, অসৎ স্ত্রীলোক, যে নারী পতিব্রতা নহে।

অসত্ত (বিণ) অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অজড়িত, আসক্তিমুক্ত, বিতৃষ্ণ। ⇒ **অসজ্জতি**।

অসত্থ (বিণ) [অ+সত্থ] অস্ত্রহীন, তলোয়ার বা ছোরা ব্যতীত, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া। (ক্লী) অস্ত্রহীন। (যৌগিকে) **অদণ্ড অসত্থ** (থেরগাথা)। (থেরগাথা) **অসত্থ অবণ**। ⇒ **দণ্ড**।

অসদিস (বিণ) [অ+সদিস] অসদৃশ, যাহার সদৃশ নাই, অসমসম, অযোগ্য, অনুচিত, বিরুদ্ধ, সাদৃশ্যহীন, অনুপম, অসামঞ্জস্য, অতুলনীয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসদিস দান**।

অসদিসরূপ (বিণ) অসদৃশ রূপ, অতুলনীয় সুন্দর। = **অতুল**।

অসদ্দহন্তো (বিণ) বিশ্বাস করে না এরূপ, শ্রদ্ধা না করিয়া, বিশ্বাস না করিয়া। (বিপ) **সদ্দহন্তো**। ⇒ **সদ্দহতি**।

অসদ্ধ (বিণ) [অ+সদ্ধ] অবিশ্বাস্য, বিশ্বাসহীন, শ্রদ্ধাহীন, শ্রদ্ধার অযোগ্য, বিশ্বাসের অনুপযুক্ত, সত্য বলিয়া ধারণা করে না এমন, বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করে না এমন, আস্থা রাখে না এমন, অনুমান করে না এমন। ⇒ **সদ্ধ** (১)।

অসদ্ধম্ম (পুং) [অ+সত+ধম্ম] অসদ্ধর্ম, দুশ্চরিত্র, ব্যভিচার, পাপ, ইচ্ছাপূর্বক সদ্ধর্মনীতি লঙ্ঘন, যে কোনো নীতিবিগর্হিত কার্য, অনাচার, অসত্যতা। (বিপ) **সদ্ধম্ম**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্বিধ এবং বিনয়ে অষ্টবিধ "**অসদ্ধম্ম**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অসদ্ধিয (ক্লী) অবিশ্বাস্য বা বিশ্বাসের অযোগ্য বিষয়। ⇒ **সদ্ধিয**।

অসন (ক্লী) ১ পাথর, শিলা; হীরা-মণি প্রভৃতি; সমাধিস্তম্ভ, গোরের উপরিস্থ প্রস্তর; মূত্রাশয়ে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত পদার্থসমূহ, পাথুরী; প্রায় সাত সের বা ১৪ পাউন্ড ওজনের শিলা; ভিত্তি; আঁটি, বীজকোষ, বীচি; অনুভূতিশূন্যতা; অচৈতন্যতা; পাহাড়, প্রস্তর; ব্যর্থতা, দুর্দৈবের যে কোনো কারণ। ২ খাওন, ভোজন, ভক্ষণ, খাদ্য খাদন, আহারকরণ, ক্ষেপণ। (জাতকে আগুনের বর্ণনায়) **ঘতাসন**। ৩ তীর, বাণ, শর; শরাকৃতি চিহ্নবিশেষ। (তুলনীয়) **অসনি**। ৪ (পুং, ক্লী) গৌতম বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের নাম, একপ্রকার বৃক্ষের নাম বিশেষ। (বিণ) খাইতেছে এমন।

অসনা (স্ত্রী) খাদ্য, খাবার, আহার, ভোজ্য।

অসনাতি (ক্রি) খাওয়া, আহার করা, ভোজন করা, (খাদ্য) গ্রাস করা। (অ-বিণ) **অসিত**। ⇒ **অসতি**। "**অসানাতি**" শব্দের পরিবর্তে "**অস্নাতি**" শব্দের পাঠও দৃষ্ট হয়। (জাতক অর্থকথায়) **পরিভুঞ্জতি**।

অসনি (স্ত্রী) বজ্র, অশনি, বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বস্তু, বিদ্যুৎপাত, বজ্রশব্দ, অতর্কিত বিপদপাত, অস্ত্রের ন্যায় ধারাল পাথরটুকরা।

অসনি'গ্‌গি (পুং) [অসনি+অগ্‌গি] বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎপাত, বিদ্যুতে আগুনের ঝলক।

অসনিপাত (পুং) বজ্রপাত, বজ্রপতন। = **অসনিবিচক্ক**। ⇒ **পাত** (১), **নিপাত** (১)।

অসনিবিচক্ক (ক্লী) বজ্রপাত, বজ্রপতন। = **অসনিপাত**। = **লাভসক্কার সিলোকস্‌স অধিবচন** (সংযুক্ত নিকায়)।

অসন্ত (বিণ) অনস্তিত্ব, অবিদ্যমান, অস্তিত্ব বা বিদ্যমান নাই এমন, দুষ্ট, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক।

অসন্তং (পুং) অসৎপুরুষ, দুষ্টব্যক্তি, গুণ্ডালোক। = **অসপ্পুরিস**। ⇒ **অসৎ**।

অসন্তপগ্‌গহ—অবিদ্যমান উদ্যম বা উদ্যোগ, দুর্বল শক্তি বা কর্মশক্তি। (জাতক) **অসন্তপগ্‌গহ-কারণ**—

অবিদ্যমান উদ্যমহেতু অর্থাৎ উদ্যমহীনবশত।

অসন্তসং (বিণ) ভয় করে না এমন, নির্ভয়, ভয়হীন, অভীতু, অভীরু, সাহসী, অকম্পিত। ⇒ **অসন্তসতি**।

অসন্তসতি (ক্রি) [অ+সন্তসতি] ভয় না করা, কম্পিত না হওয়া, নির্ভয় হওয়া, সাহস করা। (ব-বিণ) **অসন্তসং**।

অসন্তসন্ত (বিণ) = **অসন্তসং**। ⇒ **অসন্তসং**।

অসন্তসন্তো = **অসন্তসন্ত**। ⇒ **অসন্তসন্ত**।

অসন্তাসিন (বিণ) [অ+সন্তাসিন] = **অসন্তসং**। ⇒ **অসন্তসং**।

অসন্তাসী (বিণ) [অ+সন্তাসী] = **অসন্তসং**। ⇒ **অসন্তসং**।

অসন্তুট্‌ঠ (বিণ) অসন্তুষ্ট, অপ্রীত, বিরক্ত, দুস্তোষ্য, গৃধ্নু, পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, যাহা পায় তাহাতে তুষ্ট নহে এমন। ⇒ **অসন্তুস্‌সতি**।

অসন্তুট্‌ঠি (স্ত্রী) অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, অসন্তোষের বিষয় বা বস্তু, নিরানন্দের বিষয়, ক্রোধ, বিরক্তিভাব, অপ্রবৃত্তি, অশান্তি, লোভ।

অসন্তুট্‌ঠিত (বিণ) = **অসন্তুট্‌ঠ**। ⇒ **অসন্তুট্‌ঠ**।

অসন্তুট্‌ঠিতা (স্ত্রী) অসন্তোষের অবস্থা, অতৃপ্তির বা অসন্তুষ্টির অবস্থা, নিরানন্দতা। = **অসন্তুট্‌ঠি**।

অসন্তুলেয্য (বিণ) অপরিমেয্য, অপরিমিত, পরিমাণ করা অসাধ্য, অতুলনীয়, অসামান্য প্রসর।

অসন্তুস্‌সতি (ক্রি) [অ+সন্তুস্‌সতি] অসন্তুষ্ট হওয়া, প্রীত না হওয়া, বিরক্ত হওয়া, তুষ্ট করিতে না পারা, লোভী হওয়া, অধিক পাইতে আকাঙ্ক্ষা করা। (অ-বিণ) **অসন্তুট্‌ঠিত, অসন্তুট্‌ঠ**।

অসন্তো (বিণ) = **অসত**। ⇒ **অসত**। (ধর্মপদ) **অসন্তো নিরযং নেন্তি**।

অসন্থুম্ভনভাব—অদৃঢ়ভাব, নমনীয় ভাব, দমিত বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থা। ⇒ **সন্থুম্ভনা**।

অসন্থুব (পুং) [অ+সন্থুব] বিযুক্ত অবস্থা, পৃথক ভাব, বিভক্ত অবস্থা, দল বা সঙ্গ হইতে পৃথক অবস্থা, নির্জনতা, গোপনতা।

অসন্থুবজাত (বিণ) অপরিচিত, অজ্ঞাত। ⇒ **সন্থুবজাত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসন্থুবজাত বিস্‌সাসিন**—পরিচিত না হইয়াও অন্তরঙ্গ, পরিচয় বা জানাশুনা না থাকিলেও সুপরিচিত।

অসন্থুব বিস্‌সাসিন (বিণ) (পরিচিত বা জ্ঞাত না হইলেও) অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত। ⇒ **বিস্‌সাসিন**।

অসন্থুব (বিণ) অপরিচিত, অজ্ঞাত। ⇒ **সন্থুব**।

অসন্দিস্‌সমান (বিণ) অদৃশ্য, দেখা যায় না এরূপ। (বিপ) **সন্দিস্‌সমান**।

অসন্ধিতা (স্ত্রী) [অ+সন্ধি+তা] গ্রন্থিশূন্যতা, গেরোহীনতা, অসংযুক্ত অবস্থা।

অসন্নত (বিণ) [অ+সন্নত] অবক্র, নুইয়া বা ঝুকিয়া পড়ে নাই এমন, অনবনত।

অসন্নিপাত (পুং) ১ = **অসনিপাত**। ⇒ **অসনিপাত**। ২ সমবেত হওন, এক স্থানে একত্রে মিলিত হওন।

অসপত্ত (বিণ) [অ+সপত্ত] শত্রুহীন, যাহার সহিত কাহারও শত্রুতা নাই, বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া, মিত্রস্বরূপ, শত্রু নাই এমন, নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, অসাবধান, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত, শান্তিময়, নিস্তব্ধ, শান্ত, প্রশান্ত। **বিগত-পচ্চত্থিক, মেত্তবিহারিন** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (ক্লী) শত্রুহীন অবস্থা বা স্থান, বন্ধুত্বভাব, নিরপত্তা, নিরাপদ স্থান, নিস্তব্ধ বা শান্তিময় স্থান।

অসপত্তী (স্ত্রী) [অ+সপত্তী] বিবাহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, রক্ষিতা বা স্ত্রীবিহীনতা, যাহার রক্ষিতা স্ত্রী নাই অথবা বিবাহে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। (বিণ) যে স্ত্রীলোকের কোনো সপত্নী বা সতীন নাই। ⇒ **সপত্তী**।

অসপ্পত্ত = **অসপত্ত**। ⇒ **অসপত্ত**।

অসপ্পায (বিণ) [অ+সপ্পায] অননুকূল, অনুপযুক্ত, অনুপকারী, অহিতকর, অলাভজনক, অমনোজ্ঞ, অনুপযোগী, অসম্মত, অসুবিধাজনক। (ক্লী) অলাভ, অসুবিধা, অনিষ্টকর বিষয় বা বস্তু। (বিপ) **সপ্পায**।

অসপ্পায়তা (স্ত্রী) অনুপযোগিতা, অসুবিধা, অযোগ্যতা। (বিপ) **সপ্পায়তা**।

অসপ্পুরিস (পুং) [অ+সপ্পুরিস] অসৎ পুরুষ, দুষ্টলোক, নীচমনা ব্যক্তি, মূল্যহীন পুরুষ, অধার্মিক ব্যক্তি। = **অনরিয**। (বিপ) **সপ্পুরিস**।

অসপ্পুরিস দান—অসৎ পুরুষকে অথবা অধার্মিক পুরুষের মধ্যে দান বা বিতরণ।

অসপ্পুরিস সংসেব—অসৎলোকের সংস্রব, দুষ্টলোকের সহিত মেলামেশাকরণ। ⇒ **সংসেব**।

অসবল (বিণ) [অ+সবল] ফুটফুটে দাগযুক্ত নহে এমন, ক্রীড়াবীর নহে এমন, শক্তিহীন, দুর্বল। (বিপ) **সবল**।

অসব্‌ভ (বিণ) [অ+সব্‌ভ] ১ অসভ্য, অভদ্র, অশিষ্ট, বন্য, যে ব্যক্তি সভ্যতার আলোক পায় নাই, নীচ, অধম, পাপিষ্ট, দুষ্ট, চরিত্রহীন। (জাতক) **অসব্‌ভ মাতুগাম**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অসব্‌ভ অক্‌খি**। ২ কোনো সভার সভ্যভুক্ত অথবা সদ্‌সঙ্গভুক্ত নহে এমন। (ক্লী) অশিষ্ট বা অমার্জিত ভাষা, অশ্রাব্য গালাগালি।

অসব্‌ভি (বিণ) = **অসব্‌ভ**। ⇒ **অসব্‌ভ** (১)। (যৌগিকে) **অসব্‌ভি অসব্‌ভিন**—দুষ্ট চরিত্রহীন (জাতক)।

অসব্‌ভিকারণ—অসভ্যকারণ বা অসভ্যতার কারণ, অশিষ্টতার হেতু, নীচ কার্য, পাপজনক কার্য।

অসব্‌ভিজাতিক (বিণ) **অসব্‌ভিরূপ**। ⇒ **অসব্‌ভিরূপ**।

অসব্‌ভিন (বিণ) = **অসব্‌ভি**। ⇒ **অসব্‌ভি**।

অসব্‌ভিরূপ (বিণ) অসভ্যের ন্যায়, নীচ, অধম, দুষ্ট, পাপজনক, অভদ্র, অশিষ্ট, সাধারণ। = **অসাধুজাতিক, লামক, অসব্‌ভিজাতিক, অপণ্ডিতজাতিক**।

অসব্‌ভী (পুং) দুষ্টলোক, অসভ্য ব্যক্তি, দুশ্চরিত্রের মানুষ, চরিত্রহীন লোক, পাপী লোক, অভদ্র লোক, অশিষ্ট লোক, নীচলোক। = **অসপ্পুরিস**।

অসব্যাকতো = **অপব্যামতো**। ⇒ **অপব্যামতো**।

অসভ (পুং) বৃষভ, বলীবর্দ, বৃষ। ⇒ **উসভ** (১)।

অসভট্‌ঠান (ক্লী) অসভ্যস্থান, হীন স্থান, নীচলোকের স্থান, অসভ্যলোকের স্থান। ⇒ **অসভ, ঠান**।

অসভাগবুত্তিক (বিণ) একত্রে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে না এমন, অস্বচ্ছন্দরূপে, ঠিকভাবে নহে এরূপে। ⇒ **সভাগবুত্তিক**।

অসভাগবুত্তিন (বিণ) = **অসভাগবুত্তিক**। ⇒ **অসভাগবুত্তিক, সভাগবুত্তিন**।

অসম (বিণ) অসম, অসদৃশ, বিষম, অনুপম, বিজোড়, অযুগ্ম, অতুলনীয়। = **অপ্পটিপুগ্‌গল, অতুল**। (ক্লী) পাথর, শিলা, প্রস্তর, পাহাড়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অসম মুট্‌ঠিক**। (করণকারকে) **অস্মনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অসম অপ্পটিপুগ্‌গল (পুং) অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ, বুদ্ধ।

অসমগ্‌গিয (ক্লী) ঐক্যের অভাব, অমিল, অমিলন, অনুয়হীন অবস্থা, বেসুর, গোলমাল। জাতকে "**অসামগ্‌গিয**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ। ⇒ **অসম্মোদিয**।

অসমণ (পুং) এই শব্দের পাঠ "**অস্‌সমণ**"। ⇒ **অস্‌সমণ**।

অসমতুল (বিণ) [অসম+অতুল] অসমতুল্য, অসদৃশ, তুলনাহীন, অতুলনীয়।

অসমধুর (বিণ) (সাহিত্যে) সম অপেক্ষা অধিক বোঝা বহন করে এমন, অতুলনীয় শক্তিশালী বা বলবান, অতিশয় স্থিরসঙ্কল্প বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অতুলনীয়, অনুপম, নিরুপম, অতুল। (ক্লী) অসম বা ভারী বোঝা। = **অসমবিরিয** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ধুর** (২)।

অসমপেক্‌খতি (ক্রি) [অ+সম+অপেক্‌খতি] বিচারের অভাব হওয়া, বিবেচনাহীন হওয়া, উদ্দেশ্যহীন হওয়া, কারণের অভাব থাকা, গুরুত্ব না থাকা।

অসমপেক্‌খণ = **অসমপেক্‌খন**। ⇒ **অসমপেক্‌খন**।

অসমপেক্‌খন (ক্লী) বিচারের অভাব, বিবেচনাহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা, কারণের অভাব, চিন্তা না করণ, ধারণা না করণ, গণনায় আনয়ন না করণ, গভীর চিন্তার অভাব।

অসমপেক্‌খনা (স্ত্রী) **অসমপেক্‌খন**। ⇒ **অসমপেক্‌খন**।

অসমমুট্‌ঠিক (বিণ) পাথরের হাতুড়ি লইয়া বা গ্রহণ করিয়া। বর্মা দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**অযমুট্‌ঠিক**"।

অসময (বিণ) অসময়ের, অসাময়িক, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তকালের, অকালের, সময়োপযোগী নয় এমন, অসময়।

অসমবিরিয (বিণ) অতিশয় বীর্যবান, অসীম শক্তিশালী, অতুলনীয় উৎসাহী, তুলনাহীন কার্যকারী। (পুং) অসীম শক্তি, অসীম বীর্য, অত্যাধিক উৎসাহ। = **অসমধুর**।

অসমসম (বিণ) অসম সম, উপমাহীন, অনুপম, অতুলনীয়, যাহার তুল্য বা সদৃশ নাই।

অসমান (বিণ) ১ অসমান, অসদৃশ, বিজাতীয়, উঁচু-নিচু, বন্ধুর, অসমোচ্চ, অসমতল। ২ খাইতেছে এমন, আহার করিতেছে বা খাদ্য গ্রহণ করিতেছে এমন। ⇒ **অসতি**।

অসমাহিত (বিণ) [অ+সমাহিত] অশান্ত, অস্থির, অমীমাংসিত, স্থিরীকৃত হয় নাই এরূপ, অদমিত, অদৃঢ়, অনিয়ন্ত্রিত, একত্রীভূত বা কেন্দ্রীভূত হয় নাই এরূপ, ধ্যানে (চিত্ত) নিবিষ্ট হয় নাই এরূপ। (বিপ) **সুসমাহিত**। **অসমাহিত চিত্ত**—ধ্যানে অনিবিষ্ট চিত্ত।

অসমিজ্‌ঝনক (বিণ, পুং) [অ+সমিজ্‌ঝনক] অকৃতকার্য, নিষ্ফল, ফলশূন্য।

অসমিজ্‌ঝনকা (বিণ, স্ত্রী) = **অসমিজ্‌ঝনক**। ⇒ **অসমিজ্‌ঝনক**।

অসমিদ্ধি (স্ত্রী) [অ+সমিদ্ধি] অকৃতকার্যতা, নিষ্ফলতা, ফলহীনতা, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক।

অসমুচ্ছিন্ন (বিণ) [অ+সম+ উচ্ছিন্ন] সমুচ্ছিন্ন হয় নাই এরূপ, উচ্ছেদ বা ধ্বংস হয় নাই এরূপ। ⇒ **অনুহত**।

অসমূহনিত্বা (ক্রি-বি) সরাইয়া না নিয়া, উঠাইয়া না দিয়া বা নষ্ট না করিয়া। (বিপ) **সমূহনিত্বা**। ⇒ **সমূহনতি**।

অসমেক্‌খকারী (বিণ) সত্বর, দ্রুত, অবিমৃষ্যকারী, ক্রোধপ্রবণ। (পুং) দ্রুতহস্ত ব্যক্তি, ক্রোধপ্রবণ লোক, অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তি।

অসমোসরণ (ক্লী) [অ+সমোসরণ] একত্রে না আসিয়া, সাক্ষাৎ না হইয়া, দেখা না করিয়া, পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ।

অসমোহযি ⇒ **মোহেতি**।

অসমোহরি ⇒ **মোহেতি**।

অসম্পকম্পিয (বিণ) অসম্প্রকম্পিত, কম্পিত হয় না এমন, অকম্পিত, অবিচলিত, অচল, অটল, দৃঢ়, স্থির। = **কম্পেতুং বা চালেতুং বা অসক্কুণেয্যো** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।

অসম্পকম্পেতি (ক্রি) [অ+সম্পকম্পেতি] সম্প্রকম্পিত না হওয়া, বিচলিত না হওয়া, কম্পিত না হওয়া, অচল থাকা, অটল থাকা, দৃঢ় থাকা, স্থির থাকা।

অসম্পজঞ্ঞ (ক্লী) [অ+সম্পজঞ্ঞ] অসম্প্রজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞানের অভাব, বুদ্ধিহীনতা, বোধশক্তির অভাব, মানসিক শক্তিহীনতা।

অসম্পত্ত (বিণ) [অ+সম্পত্ত] অসম্প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, পৌঁছে নাই এমন, নাগাল পায় নাই এমন, উপস্থিত হয় নাই এমন, অনুপস্থিত, সমীপবর্তী হয় নাই এমন।

অসম্পদুট্‌ঠ (বিণ) [অ+সম্পদুট্‌ঠ] অসৎ বা দুষ্ট নয় এমন, দুশ্চরিত্র নয় এমন, সৎ, সচ্চরিত্র, চরিত্রবান। (বিপ) **সম্পদুট্‌ঠ**।

অসম্পদোস (ক্লী) নির্দোষিতা, নিরাপরাধ অবস্থা, সাধুতা, পবিত্রতা, সরলতা।

অসম্পীল (বিণ) দুঃখমুক্ত। ⇒ **সম্পীল**।

অসম্পাপুণাতি (ক্রি) [অ+সম্পাপুণাতি] সম্প্রাপ্ত না হওয়া, পাইতে বা লাভ করিতে অসমর্থ হওয়া, পৌঁছিতে না পারা, নিকটবর্তী হইতে না পারা। (ব-বিণ) **অসম্পাপুণন্তো**।

অসম্পাপুণন্তো (বিণ) সম্প্রাপ্ত না হইয়া, পাইতে বা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, পৌঁছিতে না পারিয়া, নিকটবর্তী হইতে অসমর্থ হইয়া। ⇒ **অসম্পাপুণাতি, অনভিসম্ভুণন্তো।**

অসম্পাযতি (ক্রি) [অ+সম্পাযতি] সমাধান করিতে অসমর্থ হওয়া, মীমাংসা করিতে না পারা, সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারা, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা। (ব-বিণ) **অসম্পাযন্তো।**

অসম্পাযন্তো (বিণ) সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া, মীমাংসা করিতে না পারিয়া, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ না হইয়া। ⇒ **অসম্পাযতি।**

অসম্বন্ধ (বিণ) অসম্বন্ধ, সম্বন্ধরহিত, অসঙ্গত, বিরুদ্ধ, সঙ্গতিরহিত, বিরোধী। (জাতক অর্থকথায়) **অসঞ্ঞুত।**

অসম্বাধ (বিণ) [অ+সম্বাধ] খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, বাধাহীন। = **সম্বাধবিরহিত।**

অসম্বাধং (ক্রি-বিণ) স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত।

অসম্বুদ্ধ (বিণ) অজ্ঞাত, অজানিত, সম্পূর্ণরূপে বা ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এমন, বুঝিতে পারে নাই এমন। ⇒ **সম্বুদ্ধ।**

অসম্ভিন্ন (বিণ) ১ অমিশ্রিত, খাঁটি, বিশুদ্ধ, অমিলিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অসম্ভিন খীর-পাযস।** (জাতক) **অসম্ভিন্ন খত্তিযবংস।** ২ (স্বর-সম্বন্ধে) বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্পষ্ট, স্পষ্ট উচ্চারিত, শান্ত, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, সুস্পষ্ট।

অসম্ভুণন্তো (বিণ) = **অসক্কোন্তো।** ⇒ **অসক্কোন্তো।**

অসম্ভীত (বিণ) ভয়হীন, নির্ভিক, সাহসী।

অসম্মুস্স = **অমুস্স।** ⇒ **অমুস্স।**

অসম্মূল্হ (বিণ) অবিমূঢ়, অবিহ্বল, হতভম্ব হয় না এমন।

অসম্মোদক (বিণ) অবিনীত, অভদ্র, অশিষ্ট।

অসম্মোদিকা (বিণ, স্ত্রী) অবিনীতা, অশিষ্টা।

অসম্মোদিয (ক্লী) [অ+সম্মোদিয] অস্বীকার, অমিল, মতভেদ, বিবাদ, অনুপযোগিতা। (জাতক অর্থকথা) **অসমগ্গিয।**

অসম্মোস (পুং) গোলমাল নাই এরূপ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতার অভাব, অপ্রতিভ অবস্থার অভাব, অবিহ্বলতা, স্থৈর্যচ্যুতির অভাব, অসম্মোহন। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে বুদ্ধের বর্ণনায় "অসম্মোষ ধর্মন"।

অসম্মোহ = **অসম্মোস।** ⇒ **অসম্মোস।**

অসযংবসিন (বিণ) [অ+সযং+বসিং] আত্মবশীভূত নহে এমন, আত্মনির্ভরশীল নহে এমন, আশ্রিত, পরমুখাপেক্ষী, আশ্রিত, অধীন, অপ্রধান।

অসযংবসী = **অসযংবসিন।** ⇒ **অসযংবসিন।**

অসয্হ (বিণ) [অ+সয্হ; সংস্কৃত—অসহ্য] অসহ্য, অসহ, অসহনীয়, সহ্য করিতে অসমর্থ, ক্ষমাহীন, অজেয়, অসাধ্য, অসম্ভব, অসঙ্গত, অলঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য। (বিপ) **সয্হ।**

অসয্হ সাহিন (বিণ) অজেয় জয়ী, অজেয়কে জয় করিয়াছে এমন, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে এমন, পূর্বে যে কার্য কখনও কেহ করিতে পারে নাই সেই কার্য সাধন করিয়াছে এমন, অসাধ্য সাধনকারী। = **অঙ্গীরস (বুদ্ধ)।**

অসরণ (বিণ) [অ+সরণ] নিঃসহায়, সহায়হীন, অসহায়, আশ্রয়হীন, অনাশ্রয়, নিরাশ্রয়, যাহার শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোনো ফল হয় না এরূপ, গৃহহীন, নিরপত্তাহীন, শরণহীন, অশরণ, অরক্ষিত। **অসরণীভূত, অলেণ।** ⇒ **সরণ।**

অসরণভাব (পুং) অস্মৃতি অবস্থা, স্মরণ করিতে পারে না এমন অবস্থা। ⇒ **ভাব** (১)।

অসরণীভূত (বিণ) সহায়হীন, আশ্রয়হীন। = **অসরণ।**

অসল্লক্খণ (ক্লী) অবিচার, অবিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নহে এরূপ অবস্থা।

অসল্লক্খেত্বা (ক্রি-বি) বিচক্ষণ না হইয়া, স্থিরভাবে চিন্তা না করিয়া, আলোচনা না করিয়া, কতকটা অমনোযোগী হইয়া অথবা অসাবধান হইয়া, (কাজ-সম্বন্ধে) অনভিপ্রেতভাবে। (বিপ) **সল্লক্খেত্বা (সল্লক্খেতি** শব্দে দ্রষ্টব্য)।

অসল্লীন (বিণ) সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, কার্যক্ষম, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, অকম্পিত, স্থির, অটল, ঠিক, সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়বান।

অসস্সত (বিণ) অশাশ্বত, অস্থায়ী, অধ্রুব, অনিশ্চিত, অনিত্য, যাহা চিরস্থায়ী নয়।

অসহতি (ক্রি) [অ+সহতি] সহ্য না করা, সমর্থ না হওয়া, জয় করিতে না পারা, অতিক্রম করিতে না পারা, পরাজয় করিতে না পারা। (ব-বিণ) **অসহমান।**

অসহন (বিণ) [অ+সহন] অসহিষ্ণু, অস্থায়ী, অসহ্য, অসমর্থ। (ক্লী) অস্থিতি, অসহিষ্ণুতা, অসহনীয়তা, অসমর্থতা।

অসহমান (বিণ) অসহ্যমান, সহ্য করিতে না পারিয়া, অসমর্থ হইয়া, জয় করিতে না পারিয়া, অতিক্রম করিতে না পারিয়া। ⇒ **অসহতি।**

অসহায (বিণ) [অ+সহায] অসহায়, নিঃসহায়, সহায়হীন, নিঃসঙ্গ, একাকী, বন্ধুহীন, নিরাশ্রয়, স্বাবলম্বী, সঙ্গীহীন, সহচরহীন, মিত্রহীন, সহযোগী কেহ নাই এমন, নিরবলম্বন, যাহার কোনো সাহায্যকারী নাই। ⇒ **সহায।**

অসা (স্ত্রী, বহুবচন) ১ অসতিগণ, দুষ্টা রমণীগণ। (বর্ণনায়) **অসতিযো, লামিকা।** ২ = **আস।** ⇒ **আস।**

অসাত (বিণ) [অ+সাত; সংস্কৃত—অশাত] অস্বীকার্য, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর, অপ্রীতিকর। (বিনয়) **অসাতা বেদনা;** (তুলনীয়) **অসাতা বেদনা** (মহাবস্তু)। (ক্লী) বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড, দৈহিক বা মানসিক দুঃখকষ্ট।

অসাদিস (ক্লী) অসাদৃশ্য, অসামঞ্জস্য, অতুলনীয়তা, অনৈক্যতা, অমিল। ⇒ **অসদিস।**

অসাদু (বিণ) বিস্বাদ, কটু। = **কটুক।** (বিপ) **সাদু।**

অসাদুক (বিণ) = **অসাদু।** ⇒ **অসাদু।**

অসাদুকিরিয়া—কটু করা, বিস্বাদ করা। (বিপ) **সাদু করোতি** [**সাদু** (বিণ) শব্দ দ্রষ্টব্য]।

অসাদুরস (পুং) কটু রস, অস্বাদু বা অপ্রীতিকর রস বা স্বাদ, বিস্বাদ রস। ⇒ **রস**।

অসাধারণ (বিণ) [অ+সাধারণ] অসাধারণ, অসামান্য, বিশিষ্ট, অতুল্য, অনুপম, একমাত্র, অদ্বিতীয়, যাহা সাধারণ নয়, যাহা সচরাচর ঘটে না এমন।

অসাধারণ ঞাণ—অসাধারণ জ্ঞান, অতুলনীয় জ্ঞান। ⇒ **ঞাণ**।

অসাধু (বিণ) অসাধু, অসৎ, অভদ্র, দুর্বৃত্ত, নিন্দিত, অপ্রিয়, অসংযত, অপভ্রষ্ট, ব্যাকরণদুষ্ট, বিরক্তিকর, অসন্তোষজনক, বিস্বাদ, অনাস্বাদযুক্ত, মন্দ, কু, দুষ্ট, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক। (ক্লী) মন্দ বা ভুল কার্য।

অসাধুজাতিক (বিণ) = **অসব্‌ভিরূপ**। ⇒ **অসব্‌ভিরূপ**।

অসামগ্‌গিয (ক্লী) = **অসমাগ্‌গিয**। ⇒ **অসামগ্‌গিয**। (বিণ) অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক। = **অসম্মোদিয**।

অসামপাক (বিণ) [অ+সম+পাক] অনাত্মপাকী, যে ব্যক্তি নিজের জন্য খাদ্য পাক করে না, যে ব্যক্তি নিজে রন্ধন করিয়া খায় না। বৌদ্ধভিক্ষু কঠোর সংযমহেতু নিজে রন্ধন করিয়া কোনো আহার গ্রহণ করে না, পরদত্তভোজনে জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন, তদ্ধেতু বৌদ্ধভিক্ষু "**অসামপাক**" বলিয়া কথিত হন। ⇒ **সামং**। **সাম** [ক্লী (২)] শব্দে দ্রষ্টব্য।

অসাযত-পমহ (বিণ) যাহার বিস্তৃত ভোমা বা ভ্রূ আছে। ⇒ **পমহ**।

অসার (বিণ) [অ+সার] অসার, সারহীন, অপদার্থ, দুর্বল, অকর্মণ্য, তুচ্ছ, জঘন্য, মিথ্যা, নির্গুণ, নীরস, শুষ্ক, শীর্ণ, নিষ্ফল, অনর্থক, অবাস্তব, অলস, নিষ্কর্মা। = **অসার নিস্‌সার সারাপগত** (মহানির্দেশ)। (ক্লী) সারহীনতা, অসারতা, অস্থিরতা, অকর্মণ্যতা, অযোগ্যতা, দুর্বলতা।

অসারক (বিণ) [অ+সারক] অনাবশ্যক, পচা, গলিত, দুশ্চরিত্র, নীচতাপ্রাপ্ত, সারহীন, (বৃক্ষ সম্বন্ধে) পচা। ⇒ **অসার**।

অসারত্ত (বিণ) অনাসক্ত, অননুরক্ত।

অসারদ (বিণ) পুরাতন, জীর্ণ, বাসি, বিস্বাদ, নীরস, প্রাচীন।

অসারদ্ধ (বিণ) অনুত্তেজিত, অনুত্তেজক, উত্তেজনারহিত, শীতল, ঠাণ্ডা, উদাসীন, শান্ত। = **পস্‌সদো কাযো অসারদ্ধ; অস্‌সারদ্ধ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

অসারাগ (বিণ) অনুরাগহীন, স্নেহহীন, অননুরাগী, প্রীতিহীন, সজ্ঞান, হতবুদ্ধি বা জ্ঞানহীন নহে এমন। ⇒ **সারাগ**।

অসারুপ্প (ক্লী) অসমান অবস্থা। ⇒ **সারুপ্প**।

অসাসি = **অসংসি**। ⇒ **অসংসি**।

অসাহস (ক্লী) [অ+সাহস] অপ্রবলতা, অপ্রচণ্ডতা, শক্তির অভাব, বলাৎকার করে না অথবা জোর দেখায় না এরূপ অবস্থা, অনুৎপীড়ন, অনাক্রমণ, অনিষ্ট করে না এমন ভাব, নম্রতা, বিনীত ভাব, শান্তিপ্রিয়তা, শান্তিপ্রবণতা। (দীর্ঘনিকায়) **অসাহসে রত**—শান্তিপ্রিয়। (কর্মকারকে) **অসাহসং**। (করণকারকে) **অসাহসেন = অসাহসং, অমুসাবাদেন**। (বিণ) অপ্রবল, অপ্রচণ্ড, আবেগপূর্ণ নহে এরূপ, অতীব্র, প্রচণ্ড শক্তি অথবা আঘাত দ্বারা কৃত নহে এরূপ, সহ্য, সহনীয়, চরম নহে এরূপ, বিনম্র, বিনীত, বশংবদ, শান্তিপ্রিয়, শান্তিপ্রবণ।

অসাহসং (ক্রি-বিণ) অপ্রবলভাবে, জোর না দিয়া, দুর্বলরূপে, অপ্রচণ্ডভাবে, শান্তভাবে, নম্রভাবে, অনিচ্ছানুক্রমে, নিয়মানুসারে, অস্বেচ্ছাচারীভাবে। ⇒ **অসাহস**। = **অসাহসেন**।

অসাহসেন (ক্রি-বিণ) সাহস না পাইয়া, সাহস না করিয়া। = **অসাহসং**।

অসাহসে রত (বিণ) শান্তিপ্রিয়, শান্তিপ্রবণ, শান্তিতে থাকিতে চায় এমন। ⇒ **অসাহস**।

অসি (পুং) অসি, তরবারি, তলোয়ার, ছুরি, গুপ্তি, কাস্তে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসিনা সীসং ছিন্দতে; অসিনা হত্থি অত্তানং**। (জাতক) **অসি** (কাস্তে) **সুনিসিতো**। "**আসিঞ্চ মে**" অথবা "**অসিঞ্চস্মে**" এর পরিবর্তে সম্ভবত ভুলে জাতকে পাঠ হইয়াছে "**অসিঞ্চ মে মঞ্ঞসি**"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসিনা পহত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ঞাণাসি**—জ্ঞানরূপ অসি। (ক্রি) তুমি হও। ⇒ **অত্থি**।

অসিক (বিণ) [অসি+ক] হস্তে অসিধারী, হাতে অসি লইয়া, অসিহস্তে, অসি দ্বারা বা সহিত, অসিযুক্ত। (বি-ভা) **উক্‌খিত্ত অসিক**—উক্ষিপ্ত অসিহস্তে, কোষমুক্ত অসি দ্বারা, অসি টানিয়া লইয়া অথবা নিষ্কাসিত করিয়া (মধ্যমনিকায়)।

অসিকোট্ট = **অসিকোট্ঠ**। ⇒ **অসিকোট্ঠ**।

অসিকোট্ঠ—অসিকোষ, অসির খাপ, অসির আধার, অস্ত্রাধার। ⇒ **কোট্ট, কোট্ঠ** (৩)।

অসিগ্‌গাহক (পুং) (রাজার) অসিবাহক, অসিগ্রাহক, যে ব্যক্তি অসি গ্রহণ করে অথবা অসি বহন করিয়া নিয়া যায়।

অসিচম্ম (ক্লী) অসিচর্ম, ঢাল-তলোয়ার। ⇒ **চম্ম**।

অসিত (বিণ) ১ অসিত, ভক্ষিত, ভোজিত, ভোজনকৃত, খাইয়াছে এরূপ, খাইয়া ফেলিয়াছে এরূপ। ২ অনাসক্ত, অসংলগ্ন, স্বাধীন, বদ্‌খেয়াল, বা খারাপ ইচ্ছা পোষণ হইতে মুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **অসিতাতিগ; অসিতব্‌হয**। ৩ [ন+সিত] শ্যামল, গাঢ়কালো বর্ণের, কালো রঙের। (মধ্যমনিকায়) **অসিতব্যাভঙ্গী**। = **ইন্দনীল** (থেরগাথা অর্থকথা)। (জাতক) **অসিতাপঙ্গিন**। (ক্লী) যাহা খাইয়াছে বা পরিভোগ করিয়াছে, খাদ্য, কাস্তে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসিত-পীত-খাযিত** ইত্যাদি। (জাতক) **অসিতাসনা**। (তুলনীয়) **আসিত** (১)। (পুং) কৃষ্ণবর্ণ,

শনিগ্রহ, কৃষ্ণপক্ষ। ⇒ **অসতি, অসনাতি, অস্নাতি**।

অসিতঞ্জন নিগম--অসিতঞ্জন নামক এক ক্ষুদ্র শহরবিশেষ। ⇒ **নিগম**।

অসিত-পীত-খাযিত (বিণ) খাদ্য খাইয়া এবং পান করিয়া, পান-ভোজন সমাপ্ত করিয়া, আহার করিয়া এবং পানীয় পান করিয়া। ⇒ **অসিত** (ক্লী)।

অসিতব্যাভঙ্গী (বিণ) [অসিত+ব্যাভঙ্গী] যাহার নিকট কাস্তে এবং কাষ্ঠদণ্ড (শস্য আঁচড়াইবার কাষ্ঠদণ্ড?) আছে। ⇒ **অসিত** (৩)। (ক্লী) কাস্তে এবং ভারবহন করিবার দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড বা বাঁক। ⇒ **ব্যাভঙ্গী** (১)।

অসিতবৃহয (বিণ) [অসিত+অবহয] অসিত বলিয়া যাহাকে ডাকা বা বলা হইয়াছে অর্থাৎ অস্পৃশ্য। ⇒ **অসিত** (২)।

অসিতাতিগ (বিণ) [অসিত+অতিগ] অনাসক্ত ও বিজিত, স্বাধীন এবং জয়কৃত, অশুভেচ্ছামুক্ত এবং বর্জিত। ⇒ **অসিত** (২)।

অসিতাপঙ্গিন (বিণ) [অসিত+অপঙ্গিন] কালোচক্ষু, কালো বর্ণের চক্ষুযুক্ত, যাহার কালো চক্ষু আছে, যাহার চোখের রং কালো। ⇒ **অসিত** (৩)।

অসিতাসনা (বিণ) খাদ্য খাইয়া, আহার করিয়া, ভোজন করিয়া, প্রীত হইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া। ⇒ **অসিত** (ক্লী)।

অসিথরু (ক্লী) [অসি+থরু] ছুরির বাঁট, তলোয়ারের বাঁট বা হাতল, খড়্গাদির বাঁট।

অসিথিল (বিণ) [অ+সিথিল] অনমনীয়, দুর্দমনীয়, শৈথিল্যহীন, শিথিলতা নাই এমন, দৃঢ়, কঠিন, কর্কশ, রুক্ষ, একগুঁয়ে, কৃত্রিম, বাহ্যাচারপ্রিয়, কিছুটা শক্ত, অদম্য, অশিথিল, আবদ্ধ, আবিষ্ট, সংযত, অবরুদ্ধ, অমুক্ত, স্পষ্ট, ঠিক, যথাযথ, অলম্পট, সশ্চরিত্র, সতী।

অসিধারা (স্ত্রী) [অসি+ধারা] অসির ধার, তলোয়ারের ধার, খড়্গের ধার, অসিধার, অসির ন্যায় ধার। ⇒ **ধারা** (২)।

অসিনখ (বিণ) [অসি+নখ] যাহার নখ অসিধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ।

অসিনা ব্যাকত—অসি দ্বারা মীমাংসিত। ⇒ **ব্যাকত** (৩)।

অসিপত্ত (ক্লী) [অসি+পত্ত] অসিপত্র, অসির ফলক, অস্ত্রের ফলক, খড়্গের ধারবিশিষ্ট খাপ, ইক্ষুপত্রের আকারের ন্যায় উভয়দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ, অসির ন্যায় ধারযুক্ত পত্র, গুণ্ড নামক তৃণ, দাঁড়ের চওড়া দিক। (পুং) আখগাছ, **ইক্ষু**, যাহার পত্র অসির ন্যায়।

অসিপত্ত নিরয—যে নরকের সর্বত্র অসির ন্যায় ধারাল পত্রসমূহ রহিয়াছে, অসির ন্যায় ধারাল পত্রপূর্ণ নরক।

অসিপত্ত বন--যে বনের সর্বত্র বৃক্ষের পত্রসমূহ ধারাল অসির ন্যায়, অসির ন্যায় ধারাল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বন। ইহা এক প্রকার নরকের নামবিশেষ। ⇒ **পত্ত** (১খ)।

অসিপাস (পুং) অসিপাশ, অসিযুক্ত ফাঁদ, যে ফাঁদের সর্বত্র অসির ন্যায় ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত, অসির ন্যায় ধারাল ফলকবিশিষ্ট ফাঁদ, এক শ্রেণীর দেবদেবীগণ (Rh. Davids এর মতে, যেমন—having swords for snares অর্থাৎ a class of deities). ⇒ **পাস** (২)।

অসিপ্প (বিণ) যে সব শিল্প বিদ্যাশিক্ষার অপ্রয়োজনীয় বা অনুপযুক্ত, যে ব্যক্তি শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, যে ব্যক্তি নিপুণ নহে, অনুপযুক্ত। = **অসিপ্পিন**।

অসিপ্পিন (বিণ) অনিপুণ, অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অশিক্ষিত। = **অসিপ্প**।

অসিমাল (পুং) ১ (ফুলের মালার ন্যায়) অসি বা খড়্গের মালা। ২ অসি বা খড়্গের মলিনতা, অসির মরিচা, অসি বা ছোরার কলঙ্ক বা দাগ, মরিচাধরা অসি বা অস্ত্রশস্ত্র। (জাতক) **অসিমালং করোতি** (অথবা **কারেতি**)—"নিস্তেজ অসিকৌশল প্রদর্শন করা", এক প্রকার পীড়ন বা যন্ত্রণা (**অসিমালং করোতি সীসং ছিন্দাপেতি**)।

অসিমালা (স্ত্রী) = **অসিমাল**। ⇒ **অসিমাল**। **অসিমালা কম্ম**—অসির মালা গলায় পড়াইয়া একপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান। ⇒ **মালা**।

অসিমূল (ক্লী) অসি বা তলোয়ার ধারণ করিবার হাতল বা বাঁট। ⇒ **থরু**।

অসিলক্খণ (ক্লী) অসিলক্ষণ, অসির ন্যায় লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া অদৃষ্টের বা ভাগ্যের কথা বলা, অসিচিহ্ন। ⇒ **লক্খণ** (১)।

অসিলিট্ঠ (বিণ) = **সিলিট্ঠ**। ⇒ **সিলিট্ঠ**।

অসিলোক (পুং) নিন্দাজনক কথা, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসিলোক ভয**—নিন্দার ভয়।

অসিলোম (ক্লী) অসিলোম, যাহার লোমরাজি অসির ন্যায় ধারাল।

অসিসূন (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান--অসিসূন্য) কসাইখানা, জবাইখানা, বধ্যস্থান, বধ্যভূমি।

অসিসূনা (স্ত্রী) **সূনা**। ⇒ **সূনা**।

অসিসূল—অসির ফলক, অস্ত্রের ফলক। (থেরগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **অধিকুট্টনত্থেন** অর্থাৎ বধ্যভূমির যূপকাষ্ঠ-সম্বন্ধীয়। (তুলনীয়) **সত্তিসূল**।

অসীতি (বিণ) (সংস্কৃত—অশীতি) ১ অশীতি, আশী, ৮০। (জাতক) **অসীতি হত্থ**—৮০ হাত; **অসীতি সহস্স বারণ পরিবুত; অসীতি বস্স সহস্সানি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অসীতিযা ভিক্খু সহস্সেহি সদ্ধিং**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অসীতি সতকোটিযো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসীতি মহাথেরো; অসীতি কোটি বিভব**। (তুলনীয়) **আসীতিক**। ২ বহু, অসংখ্য, অধিক সংখ্যক। ⇒ **অট্ঠ** (১গ)।

অসীতিম (বিণ) অশীতিম, ৮০তম।

অসু (সর্বনাম) অমুক অমুক, এই এই, ইহা, উহা, তাহা, সে,

সেই। **যো, যং** এর সহিত সাধারণত যৌগিকে:—**অসু যো সো পুরিসো** (মধ্যম নিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **যং অদুংখেত্তং**। (কর্তৃকারক একবচন পুংলিঙ্গ) **অসু** (সংযুক্ত নিকায়); (স্ত্রী) **অসু** (জাতক); (ক্লী) **অদুং** (মধ্যম নিকায়)। (করণ কারকে) **অমুনা**। (বিণ) এই এই, এই এইটি, সেইটি, সেই সেইটি। ⇒ **অসুক**।

অসুক (বিণ) এমন একটি, এইটি কিংবা সেইটি, যে কোনো একটি, এই এইটি, সেই সেইটি, অমুক, অমুক অমুক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসুকং গতিং গত**। (সর্বনাম) অমুক, অনির্দিষ্ট নামের বা উদিষ্ট নামের (কোনো ব্যক্তি বা বস্তু), ঐ, সে, তিনি। ⇒ **অসু**।

অসুক্ক (বিণ) যাহা শুভ্র নহে, অনুজ্জ্বল, অন্ধকারময়, আলোকহীন, যাহা পুণ্যময় নহে, যাহা সৎ নয়, অপুণ্য, অসৎ, অপবিত্র, উচ্চধরনের অথবা উচ্চশ্রেণীর নহে এমন। **অকণ্হ অসুক্ক**—কালোও নহে শ্বেতও নহে এমন, পাপময়ও নহে পুণ্যময়ও নহে এরূপ, পাপজনকও নহে পুণ্যজনকও নহে এমন, আঁধারও নহে আলোকিতও নহে এমন, হীন কিংবা শ্রেষ্ঠ নহে এমন। ⇒ **কণ্হ বিপাক**।

অসুখায়মান (বিণ) অসুখজনক, বিরক্তিকর, অসন্তোষ-জনক, বিরক্ত হইয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া।

অসুঙ্কারহ (বিণ) অশুল্করহিত, যেখানে শুল্ক বাদ দেওয়া যায় না অর্থাৎ শুল্ক দিতে হয়।

অসুচি (পুং) [অ+সুচি] ১ ময়লা, বিষ্ঠা, মল, গোবর, পশ্বাদির বিষ্ঠা, শুক্র, বীজ। ২ অশুচি, অপবিত্রতা, শরীরস্থ বত্রিশ প্রকার অশুচি। শরীরস্থ বত্রিশ প্রকার অশুচি, যথা—**বেসা** (কেশদাম), **লোমা** (লোমরাজি), **নখা** (নখসমূহ), **দন্তা** (দাঁতসমূহ), **তচো** (চর্ম), **মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জং, বক্কং, হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করিসং, মত্থলুঙ্গং, পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো, অসসু, বসা, খেলো, সিঙ্ঘাণিকা, লসিকা, মুত্তং'তি**। (বিণ) অশুচি, অপবিত্র, কপট, অপরিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত, অপরিষ্কার, লম্পট, অনুষ্ঠানের দিক হইতে অপবিত্র। (বিপ) **সুচি**। (সূত্রনিপাত) **অসুচি মনুস্সা**।

অসুচি জিগুচ্ছা (স্ত্রী) **অসুচি-দিগুচ্ছা**। ⇒ **অসচিদিগুচ্ছা**।

অসুচিদিগুচ্ছা (স্ত্রী) অশুচি ঘৃণ্য বস্তু। ⇒ **দিগুচ্ছা**। **অসুচিমনুস্সা** (পুং, বহুবচন) নীচকর্মী লোকগণ, নীচকুলোদ্ভব মানুষেরা। ⇒ **চেতনা, অসুচি** (বিণ)।

অসুচীক (ক্লী) অপবিত্রতা, অপবিত্র বস্তু, অবিশুদ্ধতা, মালিন্য, কলঙ্ক, ভ্রষ্টতা, অপরিষ্কার থাকা। (সূত্রনিপাত) **অসুচীক মিস্সিত = অসুচিভাব কিস্সিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

অসুঞ্ঞ (বিণ) শূন্যময় নয় এমন।

অসুত (বিণ) অশ্রুত, শুনে নাই বা শুনা হয় নাই এমন। = **অস্সুত**। ⇒ **সুতদিট্ঠ** (১ক)।

অসুদ্ধ (বিণ) ১ অশুদ্ধ, অপবিত্র, ভুল, অপরিষ্কার, দোষযুক্ত, ভ্রমযুক্ত, বর্ণাদির অশুদ্ধিযুক্ত। ২ যে স্ত্রীলোকের রজঃস্বলা হইয়াছে।

অসুভ (বিণ) [অ + সুভ] অশুভ, অমঙ্গলকর, অকল্যাণজনক, অসাধু, বিশ্রী, কুৎসিত, অপবিত্র, অপ্রীতিকর, মন্দ, বিরক্তিকর, খারাপ, ময়লাযুক্ত, কদর্য, ন্যাক্কারজনক, কলুষিত, অপরিষ্কার, অমঙ্গলজনক, অনুরাগবিহীন, ঘৃণাজনক, নিরানন্দজনক, অহিতকর। (ক্লী) শব, মৃতদেহ। **অসুভঝান**। (সংযুক্ত নিকায়) **অসুভতো মনসি করোতি**। (সূত্রনিপাত) **সুভাসুভ**। ⇒ **অসুভকম্মট্ঠান**।

অসুভং (ক্লী) কদর্যতা, অশুভ বস্তু বা বিষয়, অশুদ্ধতা, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, মালিন্য, অমঙ্গলজনক বস্তু বা বিষয়। (তুলনীয়) **অসুভঝান**। ⇒ **অসুভকম্মট্ঠান, অসুভ**।

অসুভকথা (স্ত্রী) অশুভ কথা, অকল্যাণজনক কথা, অশুভ-সম্বন্ধে কথা, অপরিষ্কার বা অপবিত্রতা-সম্বন্ধে বাক্যালাপ, কদর্য কথা, অমঙ্গলজনক কথা। ⇒ **অসুভ কম্মট্ঠান, অসুভ**।

অসুভ কম্মট্ঠান (ক্লী) অশুভ কর্মস্থান, অশুভভাবনাকারীর ভাবনার বিষয়বস্তু, অশুভভাবনার বিষয়বস্তু। ইহা শমথ ভাবনার মধ্যে একটি ভাবনাবিশেষ অর্থাৎ ৪০ প্রকার শমথ ভাবনার মধ্যে একটি। অশুভ ভাবনা দশ প্রকার যথা:—ঊর্ধ্বস্ফীত, বিনীলক, পূয়পূর্ণ, বিচ্ছিদ্রীকৃত, বিখাদিত, বিক্ষিপ্ত, কর্তিত-বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, কীটপূর্ণ এবং অস্থিমাত্র অবশিষ্ট। আমক শ্মশানে শবের এই দশপ্রকার অবস্থা হয়, ইহার প্রতিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য বা মনোনিবেশ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন করাকে বলা হয় অশুভ কর্মস্থান (ভাবনা)। ⇒ **অসুভলকখণ**।

অসুভঝান (ক্লী) অশুভ ধ্যান, অশুভ-কর্মস্থানের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া মনের একাগ্রতা সাধন, শব বা মৃতদেহের প্রতিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য বা মনোনিবেশ করিয়া পরিবর্তনশীল দেহের মায়া (অর্থাৎ "এই দেহ আমার"—এইরূপ অভিমান বা অহঙ্কার) ত্যাগ করার সাধনা। **অসুভতো মনসিকরোতি**। = **অসুভভাবনা**। ⇒ **অসুভ, অসুভ-কম্মট্ঠান**।

অসুভনিমিত্ত—অশুভ নিমিত্ত, অশুভ লক্ষণ বা চিহ্ন, "**অসুভ কম্মট্ঠান**" শব্দে উল্লিখিত দশবিধ অশুভ ভাবনার লক্ষণ বা বিষয়বস্তু, যে অশুভ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা করা হয় উহার লক্ষণ, ভাবনায় অশুভজনক লক্ষ্য বা অবলম্বনকৃত বস্তু, যে অশুভ-অবয়ব অর্থাৎ শবের অবস্থা অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন বা ভাবনা করা হয়, অমঙ্গলের লক্ষণ বা চিহ্ন, অকল্যাণকর চিহ্ন। ⇒ **অসুভ কম্মট্ঠান**।

অসুভ ভাবনা (স্ত্রী) অশুভ ভাবনা, অশুভ বিষয়ে

মনোনিবেশ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন। = **অসুভঝান**। ⇒ **অসুভ কম্মট্‌ঠান, অসুভনিমিত্ত**।

অসুভলক্‌খণ (ক্লী) অশুভ লক্ষণ, অমঙ্গলের লক্ষণ বা চিহ্ন। অশুভভাবনাকারী যোগীদের জন্য শবদেহের বা মৃতদেহের ১০টি অবস্থাকে অশুভলক্ষণ বলা হইয়াছে। আমকশ্মশানে যখন শবদেহ পরিত্যক্ত হয় তখন সেই শবদেহের পচা-গলার মধ্য দিয়া দশটি অবস্থা ঘটিয়া থাকে, যথা—**১ উদ্ধুমাতকং** (শবদেহ ফুলিয়া কামারের ভাঁতির ন্যায় অতি ভীষণ ও কুৎসিত আকার ধারণ করা), **২ বিনীলকং** (**উদ্ধুমাতকং** এরপর শবদেহের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে নীলবর্ণ বা নীলবস্ত্রাবৃত্তের মতো হয়), **৩ বিপুব্বকং** (**বিনীলকং** এরপর শবদেহের যেই যেই স্থানে ফাটিয়া পুঁজ নির্গত হয় এবং শরীরের নবদ্বার দিয়া যেই পুঁজ ক্ষরিত হয় উহাই **বিপুব্বকং**), **৪ বিচ্ছিদ্দকং** (**বিপুব্বকং** এরপর শবদেহের বিভিন্ন বিভাগে ছিন্নভিন্ন অবস্থা), **৫ বিক্‌খায়িতকং** (**বিচ্ছিদ্দকং** এরপর কুকুর শৃগাল কাক প্রভৃতি ভক্ষণাবস্থা), **৬ বিক্‌খিত্তকং** (**বিক্‌খায়িতকং** এরপর শবদেহের এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত অবস্থা), **৭ হতবিক্‌খিত্তকং** (**বিক্‌খিত্তকং** এরপর শবদেহের কোনো কোনো অংশ কাকপদাকারে অস্ত্রাঘাতের ন্যায় হত বিনষ্ট অবস্থা), **৮ লোহিতং** (**হতবিক্‌খিত্তকং** এরপর শবদেহের নানা স্থান দিয়া ক্ষরিত রক্তপুঁজ দ্বারা মক্ষিত অবস্থা), **৯ পুলবকং** (**লোহিতকং** এরপর পচা শবদেহে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হইয়া শবদেহকে পরিক্ষিপ্ত বা অভক্ষণের অবস্থা), **১০ অট্‌ঠিকং** (**পুলবকং** এরপর শবদেহের চর্ম-মাংস-স্নায়ুহীন অস্থিকঙ্কালের অবস্থা। ⇒ **অসুভকম্মট্‌ঠান**।

অসুভসঞ্‌ঞা (স্ত্রী) অশুভ সংজ্ঞা, অশুভ জ্ঞান, অশুভ বলিয়া জানা, অশুভ বলিয়া ধারণা, অকল্যাণজনক বা অমঙ্গলকর বলিয়া জানা, অপ্রসন্নতার অনুভূতি, বিরক্তিকর বলিয়া জানা। (বিপ) **সুভসঞ্‌ঞা**। ⇒ **অসুভকম্মট্‌ঠান**।

অসুভসঞ্‌ঞিন (বিণ) অশুভসংজ্ঞী, অশুভ বলিয়া যে যোগী জানিয়াছে বা ধারণা করিয়াছে, অশুভ বলিয়া যাহার জ্ঞান হইয়াছে, অশুভ ভাবনাকারী, অশুভ নিমিত্তে ধ্যানী, সংসার-সম্বন্ধীয় দোষ বা পাপসংজ্ঞাযুক্ত, যে ব্যক্তি সংসারের অপচার বা নৈতিক অবনতি অনুভব করে বা উপলব্ধি করে। ⇒ **সঞ্‌ঞিন, অসুভকম্মট্‌ঠান**।

অসুভানুপস্‌সিন (বিণ) [অসুভ+অনুপস্‌সিন] অশুভানুদর্শী, শব বা মৃতদেহের দশবিধ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে যোগী অবিরত ভাবনা করিতে থাকেন, যে অশুভ ভাবনাকারী যোগী সর্বত্র অশুভের ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখেন না, অমঙ্গলদর্শী। শব বা মৃতদেহের দশবিধ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে যোগীপুরুষ "আমার দেহের অবস্থাও এরূপ হইবে, এই দেহ মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল অনিত্য কেবল দুঃখপুঞ্জ" এরূপে অবিরত ভাবনা করিতে করিতে দেহের মায়া এবং আমার আমিত্বরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিতে থাকে সেই যোগী পুরুষকে অশুভানুদর্শী বলা হয়। ⇒ **অসুভকম্মট্‌ঠান, অসুভলক্‌খণ**।

অসুর (পুং) **১** অসুর, দৈত্য, দানব, দেববিরোধী ব্যক্তি, দেবশত্রু, প্রকাণ্ড ব্যক্তি, প্রাণী বা পর্বত। (বিপ) **সুর**। (সূত্রনিপাত) **দেবাসুর সঙ্গাম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসুরকঞ্‌ঞা**। (বহুবচনে) **অসুরা**। **২** অপায়, চতুর্বিধ অপায়ের মধ্যে একটি। চতুর্বিধ অপায়, যথা—**নিরয়, তিরচ্ছান, যোনি, পেতা** অথবা **পেত্তিবিসয, অসুরা**। ⇒ **অপায**।

অসুরকায (পুং) আসুরিক দেহ, অসুরের ন্যায় শরীর, অসুরজাতি অথবা অসুরগণের সভা, প্রকাণ্ড দেহ।

অসুর পরিবার (পুং) অসুর পরিবার, অসুরের পরিষদবর্গ, অসুরের অনুচরগণ।

অসুররক্‌খস (পুং) দৈত্য জাতীয় রাক্ষস। ⇒ **রক্‌খস, অসুর রক্‌খসা**।

অসুররক্‌খসা (পুং, বহুবচন) অসুর এবং রাক্ষসগণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **পব্বত পাদ নিবাসিনো দানব-যক্‌খ সঞ্‌ঞিতা**।

অসুরা (পুং, বহুবচন) **১** অসুরগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, প্রকাণ্ড দেহধারী ব্যক্তিগণ, প্রাণী বা পর্বতসমূহ, একশ্রেণীর পৌরাণিক বা কাল্পনিক প্রাণী। (পেতবত্থু অর্থকথায় এবং জাতক অর্থকথায় ধর্মপালের বর্ণনায়) **কাড়ঞ্জক-ভেদা অসুরা**। **২** নিম্নস্তরের দেবগণের শ্রেণীবিশেষ, যেমন—**গরুড়া** (গরুড়গণ) **নাগা** (নাগগণ), **যক্‌খা** (যক্ষগণ), **সুপন্না** (সুপর্ণ বা গরুড়গণ), **গন্ধব্বা** (গন্ধর্বগণ) প্রভৃতি।

অসুরিন্দ (পুং) অসুরশ্রেষ্ঠ, অসুরগণের রাজা। সাধারণত "**বেপচিত্তি অসুরিন্দ**" (সংযুক্তনিকায়) এবং "**রাহু অসুরিন্দ**" (অঙ্গুত্তর নিকায়); এতব্যতীত অঙ্গুত্তর নিকায়ে **পহারাদ অসুরিন্দ** (অর্থকথায়—"**মহাভদ্দ অসুরিন্দ**) এর নামও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অসুরোপ (পুং) ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, ক্ষোভ, অপকারেচ্ছা, ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট, অতিশয় ঘৃণা, শত্রুতা, বিদ্বেষ, অত্যন্ত ত্বরা, আকস্মিকতা, খড়াই ভাব, অসংলগ্নতা, অসহিষ্ণুতা, অনম্রতা, ক্ষমার অভাব, তিতিক্ষাহীনতা।

অসুবন্ন (বিণ) সুবর্ণ নহে এরূপ, যাহা সুবর্ণ বা স্বর্ণ নহে, স্বর্ণহীন।

অসুসির (বিণ) যাহা ছিদ্রযুক্ত নহে, ছিদ্র বিছিদ্র নহে এমন। ধর্মপদ অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের ভাষায় "**একঘন**"। (বিপ) **সুসির**।

অসুসূসতি (ক্রি) শুনিতে ইচ্ছা না করা, না শোনা, শ্রবণ না করা, আদেশ পালন না করা, অবাধ্য হওয়া। (ব-বিণ) **অসুস্‌সূসং**।

অসুস্‌সূসং (বিণ) শুনিতে অনিচ্ছুক, অশ্রবণকারী, না

শুনিয়া, আদেশ পালনে অনিচ্ছুক, অবাধ্য। ⇒ **অসুস্‌সতি**।

অসূযক (বিণ) = **অনসূযক**। ⇒ **অনসূযক**।

অসূযা (স্ত্রী) অসূয়া, নিন্দা, ক্রোধ, স্পর্ধা, হিংসা, দ্বেষ।

অসূর (বিণ) [অ+সূর] ১ ভীরু, নীচ, কাপুরুষ, জড়, অলস, ঢিলা, মন্থরগতি, সাহসহীন। ২ জঘন্য, কুৎসিত, বুদ্ধিহীন, শিক্ষা ও সভ্যতাহীন, স্থূলবুদ্ধি, বোকা, নির্বোধ। (পুং) অসুর, দৈত্য। = **অসুর**।

অসেক্‌খ = **অসেখ**। ⇒ **অসেখ**।

অসেখ (বিণ) [অ+সেখ] অশেখ, সর্ববিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পূর্ণ, সুনিপুণ, সুদক্ষ, পারদর্শী, অশৈক্ষ্য, যাহা শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যিনি অর্হত্ব ফল লাভ করিয়াছেন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, যাঁহার শিক্ষা করিবার আর কিছু বাকি নাই, সম্পূর্ণ দক্ষ, সর্বগুণান্বিত, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, বিশুদ্ধচরিত্র, নির্দোষ, দোষরহিত, নির্ভুল, নিষ্কলঙ্ক, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, গত, সমাপিকা। (পুং) অর্হত, সুনিপুণ ব্যক্তি, সুদক্ষ ব্যক্তি, সম্পূর্ণ দক্ষতা, পূর্ণতা, পারদর্শিতা, যে ব্যক্তির শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে আর কিছু শিখিবার বাকি নাই। = **অরহন্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **অসেখো সীলক্‌খন্ধো**। (বিপ) **সেখ**।

অসেখঞাণ—শিক্ষাসমাপ্ত জ্ঞান, শিক্ষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান, অর্হত জ্ঞান। (বিপ) **সেখঞাণ**। ⇒ **ঞাণ**।

অসেখবল (পুং) [অসেখ+বল] অর্হত্ব শক্তি, অর্হতবল বা ক্ষমতা, অর্হত্ব প্রভাব।

অসেখমুনি (পুং) পূর্ণজ্ঞানী মুনি, যে মুনির জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধ, যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে আর শিখিবার কিছু বাকি নাই অর্থাৎ যাঁহারা অর্হত্বফল লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে "**অসেখমুনি**" বা অশৈক্ষ্যমুনি বলা হয়। (বিপ) **সেখমুনি**। = **বুদ্ধ**। ⇒ **মুনি** (২)।

অসেচনক (বিণ) [অ + সেচন + ক; বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—অসেচনকদর্শন) ১ অবর্ষিত, সেচন করা হয় নাই অথবা সেচন করা যায় নাই এরূপ। (বিপ) **সেচনক**। ২ অমিশ্রিত, অশৃঙ্খলাযুক্ত, বিশুদ্ধ, খাঁটি, সুস্বাদু, তৃপ্তিকর, অবিকৃত, ভেজাল নহে এমন, পবিত্র, ভক্তি বা সম্ভ্রম উৎপাদক, পরমানন্দজনক, উন্নত, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, পূর্ণ। (সংযুক্ত নিকায়) **অসেচনক ওজব**—ওজঃ সদৃশ অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ (Rh. Davids-এর মতে); (থেরীগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **অনাসিত্তকং পকতিয়া'ব মহারসং** = **অনাসিত্তকং ওজবন্তং সভাব-মধুরং** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **আসিত্তক**।

অসেবনা (স্ত্রী) [অ+সেবনা] অসেবন, সাধন না করণ, অভ্যাস না করণ, পুনঃপুন ব্যবহার না করণ, বিরতি, সংসর্গ না করণ, অনুকরণ না করণ, সেবা বা সেবন না করণ, শুশ্রূষা না করণ, অনাদর, বিষয়াদি ভোগ না করণ, ঔষধাদি গ্রহণ না করণ। = **অভজনা**, **অপযিরুপাসনা**। (বিণ) অসেব্য, অসেবনীয়, সেবার অনুপযুক্ত, অনারাধনীয়, অনাদরণীয়, অগ্রাহ্য, অনুপভোগ্য।

অসেস (বিণ) অশেষ, নির্বিশেষ, অভিন্ন, ভেদরহিত, শেষহীন, সম্পূর্ণ, সমস্ত, বহুবিধ, সকল, সমগ্র, অবিভক্ত, অনাবশিষ্ট, কোনো অংশ বাদ নাই এমন। = **সব্ব**। (পুং) শেষাভাব। (ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণরূপে, অনাবশেষরূপে। ⇒ **অসেসং**। (সূত্রনিপাত) **অসেস বিরাগ-নিরোধ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অসেসবচন**।

অসেসং(ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, পরিপাটিরূপে।

অসেসবচন—নির্বিশেষ কথা, অবশিষ্ট না রাখিয়া যে কথা বলা হয়, নিঃশেষ কথা, সম্পূর্ণ কথা, সমস্ত কথা, সমেত বিবৃতি, অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্তি, অশেষ কথা।

অসেস বিরাগ-নিরোধ—সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণা প্রহীণ হইয়া নিরুদ্ধভাব, পুনরায় যাঁহার নিকট তৃষ্ণা উৎপন্ন হইবার অবকাশ নাই এরূপ অবস্থা, তৃষ্ণার একেবারে নিবৃত্তি অবস্থা।

অসেসিত (বিণ) (কিছু) না ছাড়িয়া, (কিছু) ত্যাগ না করিয়া, সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমুদয়, সমগ্র, সকল, পুরা, আস্ত, ত্রুটিহীন, অক্ষত, সুস্থ, অবিকৃত, স্বচ্ছন্দ। ⇒ **সেসেতি, সিস্‌সতি, অসেসতি**।

অসেসতি (ক্রি) অবশিষ্ট না রাখা, সম্পূর্ণ করা, সমস্ত করা, নির্বিশেষে করা, সম্পন্ন করা। (অ-বিণ) **অসেসিত**। (ক্রি-বি) **অসেসেত্বা**।

অসেসেত্বা (ক্রি-বি) নিঃশেষ করিয়া, অবশিষ্ট না রাখিয়া, বাকি না রাখিয়া। ⇒ **অসেসেতি**।

অসোক (বিণ) [অ+সোক] অশোক, শোক রহিত, শোকদুঃখ রহিত, শোক-দুঃখমুক্ত, শোকহীন। = **নিস্‌সোক অব্বূঢ়-সোকসল্ল**। ⇒ **বিরজ**। (পুং) অশোক বৃক্ষ। = **অসোকরুক্‌খ; অসোক অঙ্কুর**।

অসোক অঙ্কুর (পুং) অশোক বৃক্ষ। = **অসোক** (পুং)।

অসোকরুক্‌খ (পুং) = **অসোক অঙ্কুর**। ⇒ **অসোক অঙ্কুর**।

অসোকিক (বিণ) অশোকী, শোকহীন, শোকরহিত, শোকমুক্ত।

অসোচং(বিণ) অনুশোচনাহীন, অনুতাপ রহিত, শোক বা বিলাপ করে না এমন। ⇒ **সোচতি**।

অসোণ্ড (বিণ) [অ+সোণ্ড] মাতাল নহে এমন, মদ্য বা নেশাপানে বিরত হইয়াছে এমন। (বিপ) **সোণ্ড**।

অসোণ্ডী (স্ত্রী) মদ্য বা নেশাপানে বিরত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নেশাপান করে না।

অসোতত (ক্লী) কর্ণহীন অবস্থা, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারহিত অবস্থা, যে ব্যক্তির কান নাই, যে ব্যক্তি কানে শোনে না অথবা শুনিতে পায় না, বধির লোক।

অসোভন (বিণ) [অ+সোভন] অশোভন, বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার, অনুচিত, বেমানান, অনুপযুক্ত, অশোভনীয়।

অসোমনস্‌সিতা (স্ত্রী) অসৌমনস্যতা, অমনোযোগিতা,

নিরানন্দ ভাব, অপ্রসন্নতা, মনে সুষ্ঠুরূপ একাগ্রতার অভাব, সুন্দররূপে মনোযোগের অভাব।

অস্নাতি (ক্রি) [√অস+না] খাওয়া, খাদ্য গ্রহণ করা, আহার করা, ভোজন করা। ⇒ **অসতি, অসনাতি**। (অ-বিণ) **অসিত**। (পঞ্চমী) **অস্নাতু**।

অস্নাতু (পঞ্চমী) খাও, আহার করো। ⇒ **অস্নাতি**।

অস্ম (সর্বনাম) আমি স্বয়ং, স্বয়ং আমাকে। ⇒ **ময**। (ক্রি) হয়, আছে। = **অখি**।

অস্মদখে [অস্ম+দ+অখে] ১ আমরা। এই শব্দটি "**ময়ং**" শব্দের পরিবর্তে কাজ করে বা বসে। ⇒ **ময়ং**। ২ "আমি" অথবা "কেবল আমি"-এই অর্থে। = **অস্মময**। ⇒ **ময**।

অস্মন (ক্লী) (বৈদিক—অশ্মন) পাথর, শিলা, হীরা-মণি প্রভৃতি, সমাধিস্তম্ভ, কবরের উপরিস্থ প্রস্তর, মূত্রাশয়ে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত পদার্থসমূহ, পাথুরী, ভিত্তি, আঁটি, বীজকোষ, বীচি, অনুভূতিশূন্যতা, অচৈতন্যতা, পাহাড়, প্রস্তর, ব্যর্থতা, দুর্দৈবের যে কোনো কারণ। ⇒ **অমহ** (ক্লী), **অসম** (ক্লী)। (করণে) **অস্নানা**।

অস্নানা—পাষাণ দ্বারা, পাথর দ্বারা। ⇒ **অস্নন**।

অস্নময (বিণ) আমিময়, কেবল আমিই—আমি ছাড়া অন্য কেহ বা কিছু নহে এরূপ (অর্থাৎ আমিত্বের অহঙ্কার বা "অহং"বাদ)। ⇒ **অস্ম, মমঙ্কার, ময**।

অস্নালোক—ইহ-লোক, এই সংসার, ইহধাম। = **অযংলোক, ইধলোক**।

অস্নসতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আশ্বসতি) নির্ভর করা, বিশ্বাস করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, আশ্বাসিত হওয়া, আশান্বিত হওয়া। (অতীত) **অস্নসে**।

অস্নসে ১ (ক্রি) আছে, হয়। = **অস্ন** (ক্রি), **অখি**। ২ (অতীত ক্রিয়া) নির্ভর করিল, বিশ্বাস করিল। ⇒ **অস্নসতি**।

অস্না (পুং) পাথর, পাষাণ, শিলা। = **অস্নন**।

অস্নাভিজপ্পতি (ক্রি) [অস্না+অভিজপ্পতি] **অভিজপ্পতি**। ⇒ **অভিজপ্পতি**।

অস্মি (**অস** শব্দের উত্তমপুরুষ একবচন) (হওয়া, থাকা অর্থে) আমি হই, আমি আছি। ⇒ **অখি**।

অস্মিমান (পুং) [অস্মি+মান] আমিত্বের অভিমান, 'আমি আমি' বলিয়া অহঙ্কার, আত্মাভিমান, অস্মিতা, আত্মশ্লাঘা, নিজ অহঙ্কার, আত্ম-অহঙ্কার (প্রকৃত স্বার্থমূলক নীতিস্বরূপ) (তুলনীয়) **অহং অস্মি**। ⇒ **অহং**।

অস্মিযতি (ক্রি) (**অস** শব্দের উত্তমপুরুষ একবচন বর্তমানকাল) খাওয়া, আহার গ্রহণ করা, আহার করা, ভোজন করা। (ভবিষ্যতার্থে) আমি খাইব; (অর্থকথায়) **ভুঞ্জিস্সামি**। = **অংসিযতি, অঞ্ঞহতি**। ⇒ **অসতি**।

অস্মিযে = **অস্মিযতি**। ⇒ **অস্মিযতি**।

অস্মী'তি ছন্দ—আছে বলিয়া কামনা বা আকাঙ্ক্ষা, আছে বলিয়া ধারণা।

অস্স ১ (পুং, ক্লী) **ক**) অংস, স্কন্ধ, কাঁধ। = **অংস**। (যৌগিকে) **অস্সপুট**। (করণে) **অস্সপুটেন**। **খ**) ভস্ম বা ছাইপূর্ণ থলি। = **ভস্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভস্স অস্ম**। ২ (পুং) **ক**) কোণ, নিভৃত কোণ, চরম দূরবর্তী স্থান, পণ্য দ্রব্যের একচেটিয়া ক্রয়, বিদ্ধ করিবার যন্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্র, হুল, মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু, বিন্দু, পূর্ণচ্ছেদ, মুহূর্ত, সামান্য ব্যাপার, একমাত্র বস্তু, একটি বস্তু, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, একটি বাক্য, আলোচ্য বিষয়, স্বর, পদ, ক্রম, অবস্থা, বিশেষ লক্ষণ, বিশেষত্ব, অন্তরীপ, দশমিক চিহ্ন। (যৌগিকে) **চতুরস্স**—চতুষ্কোণ (বিনয়)। **খ**) অশ্ব, ঘোড়া, ঘোটক। (বিনয়) **ইত্থি-অস্স; পঞ্চমত্তেহি অস্স-সতেহি; (চতুপ্পদা** অর্থাৎ চতুষ্পদ সম্পর্কে) **হত্থি ওট্ঠ গোণ গদ্রভ পসুক**। (সূত্রনিপাত) **গবাস্স**। (ধর্মপদ) **ভদ্র'স্স**—শিক্ষিত ঘোড়া। (থেরীগাথা অর্থকথা) **চতুরস্স**—হস্তস্থিত চারিটি। (বিমানবত্থু) **অস্স অস্সতরী**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থিঅস্সাদযো**। (সন্ধম্মোপায়ন) **দুট্ঠ'স্স**। ৩ (সম্বন্ধপদ ও সম্প্রদান কারক ক্রিয়াবিশেষণে) এই, এইটি, ইহাতে, ইহার। = **অযং**। ৪ (ক্রিয়া প্রথমপুরুষ একবচন বর্তমান সপ্তমী) হইতে পারে, যদি হইত, হইলে, হইয়া থাকিলে। = **অস্সি**। ⇒ **অখি**।

অস্সং = **সিযা**। ⇒ **সিযা, অখি**।

অস্স আজানিয (পুং) উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব, দোআঁশলা জন্ম নয় এমন অশ্ব, শ্রেষ্ঠ অশ্ব। ⇒ **আজানিয**।

অস্স আজানীয = **অস্স আজানিয**। ⇒ **অস্স আজানিয**।

অস্সক (বিণ) ১ [অস্স+ক] অশ্বক, ঘোড়ার সহিত, ঘোড়ার সঙ্গে আছে এমন। ২ [অ+সক; সংস্কৃত—অশ্বক] নিজের নহে এমন, নিজের নিকট নাই এরূপ, পয়সাহীন, দরিদ্র, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, সহায় সম্পদহীন। = **অসক**।

অস্সকণ্ণ (পুং) শালবৃক্ষ, একজাতীয় গাছের নাম, একটি পর্বতের নাম, (সাহিত্যে) অশ্বকর্ণ, ঘোড়ার কান। [এইরূপে **অইহবা-তুণ্ডি**—কণ্টকবন, (সাহিত্যে) ঘোড়ার দাঁত।]

অস্সখলুঙ্ক (পুং) নিকৃষ্টতর অশ্ব, নিকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব, দোআঁশলা জন্ম এমন অশ্ব, ভয়ে ভীত অশ্ব, ভীরু অশ্ব। (বিপ) **সদস্স**।

অস্সগোপক (পুং) অশ্বের সহিস, অশ্বের পরিচর্যাকারক, অশ্ব চড়াইবার রাখাল।

অস্সঘোস—ইনি একজন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু। সুন্দরানন্দ বাক্যমতে ইনি ছিলেন মহারাজ কণিষ্কের সময়কালীন সাকেত নগরবাসী ব্রাহ্মণগোত্রজ সর্বণাক্ষীর পুত্র। কালে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু হইয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজ কণিষ্কের রাজগুরু ছিলেন।

তিনি পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রের বহু অর্থকথা ও টীকা লিখেন।

অস্সতর (পুং) অশ্বতর, খচ্চর, গাধা ও ঘোড়ার সংমিশ্রণজাত পশু, পুংবৎস, নাগবিশেষ, গন্ধর্ববিশেষ, গোঁয়ার লোক, একগুঁয়ে লোক, সুতা কাটার যন্ত্র, টেকোবিশেষ। = **বড়বায গদ্রভেন জাত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **কম্বোজকে অস্সতরে সদন্তে**—কম্বোজ হইতে আমদানীকৃত সুশিক্ষিত অশ্বতর সমূহে।

অস্সতরী (স্ত্রী) অশ্বতরী, খচ্চরী। (বিনয়) **অস্সতরী রথা**।

অস্সতরী রতা = **অস্সতরী রথা**। ⇒ **অস্সতরী রথা**।

অস্সতরী রথা—অশ্বতরী দ্বারা টানা রথ, যে রথ বা গাড়ি খচ্চরী দ্বারা টানা হয়। (সাহিত্যে) **অস্সতরী রতা**। = **অস্সতরীযুত্ত রথ** (পেতবথু অর্থকথা)।

অস্সত্থ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ, বিখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, অশথ গাছ, ধর্মীয় বৃক্ষ অর্থাৎ যেই অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বসিয়া ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বোধিবৃক্ষকেও অশ্বত্থবৃক্ষ বলা হয়। (দীর্ঘনিকায়) **সম্মাসম্বুদ্ধো অস্সত্থস্স মূলে অভিসম্বুদ্ধো**। (বিণ) উৎসাহিত, সান্ত্বনাকৃত, স্বস্তিকৃত, দুঃখাদি হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত। (অঙ্গুত্তর টীকায়) **অস্সাসক**। (জাতক অর্থকথা) **লদ্ধস্সস**। ⇒ **অস্সসতি**।

অস্সত্থর (পুং) ঘোড়ার আবরণ, ঘোড়ার কম্বল।

অস্সদমক (বিণ) অশ্বদমনকারী। (পুং) অশ্বসারথি, অশ্বদমনকারী লোক, যে ব্যক্তি ঘোড়াকে শিক্ষা দেয়, অশ্বশিক্ষক বা অশ্বের শিক্ষাদাতা। ⇒ **দমক**।

অস্সদম্ম—যে অশ্বকে দমন করিতে হইবে, যে অশ্বকে শিক্ষা দিতে হইবে, অদমিত অশ্ব, কোপন স্বভাবের অশ্ব, প্রচণ্ড অশ্ব, ক্রুদ্ধ ঘোড়া, পালোর ঘোড়া। (তুলনীয়) **অস্স সারথি**।

অস্সদম্ম সারথি (পুং) গাড়োয়ান, যাহার দ্বারা অশ্বসমূহ চালিত হয়, অশ্বচালক, ঘোড়ার শিক্ষাদাতা বা শিক্ষক।

অস্সদ্ধ (বিণ) [অ+সদ্ধা] অশ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, নাস্তিক। = **অসদ্ধ**।

অস্সদ্ধং (ক্লী) অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **অস্সদ্ধং**; (বহুবচনে) **অস্সদ্ধা, অস্সদ্ধানি**। কর্মকারক (একবচনে) **অস্সদ্ধং**; (বহুবচনে) **অস্সদ্ধে, অস্সদ্ধানি**। আলপনং (একবচনে) **অস্সদ্ধ, অস্সদ্ধা**; (বহুবচনে) **অস্সদ্ধা, অস্সদ্ধানি**। অবশিষ্ট "**চিত্ত**" শব্দের ন্যায়। ⇒ "**চিত্ত**"।

অস্সদ্ধতি (ক্রি) [অ+সদ্ধতি] শ্রদ্ধা না করা, বিশ্বাস না করা, প্রতারণা না করা, অবিশ্বাসী হওয়া।

অস্সদ্ধিয (ক্লী) [অ+সদ্ধিয; সংস্কৃত—অশ্রদ্ধেয়] অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস।

অস্সদ্ধেয = **অস্সদ্ধিয**। ⇒ **অস্সদ্ধিয**।

অস্সপণ্ডক (ক্লী) নপুংসক অশ্ব, স্ত্রীজাতীয়ও নয় আবার পুরুষ জাতীয়ও নয় এমন অশ্ব।

অস্সপিট্ঠে—অশ্বপৃষ্ঠে, ঘোড়ার পিঠে। ⇒ **পিট্ঠে** (২)।

অস্সপুট (ক্লী) কাঁধের থলে, পথিক ও সৈন্যগণের বোঁচকা, খাদ্যবস্তু বহন করিয়া নেওয়ার থলে, কাঁধে জিনিসপত্রাদি বহন করিয়া নিবার থলে। (করণে) **অস্সপুটেন**। ⇒ **অস্স** (১)।

অস্সপুটেন—খাদ্যসম্ভার কাঁধের থলিতে লইয়া বা গ্রহণ করিয়া, (বর্ণনায়) ভস্মের বা ছাইয়ের থলি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **ভস্ম**—ছাই; যেমন—**ভস্মপুটেন, সীসে চারিকং ওকিরিত্বা'তি অত্থো**। ⇒ **অস্স** (২)।

অস্সপোতক (পুং) অশ্বশাবক, ঘোড়ার বৎস বা বাচ্চা।

অস্সবন্ধ (পুং) ১ অশ্বপালক, ঘোড়ার সহিস, ঘোড়ার রক্ষক, অশ্বের দমনকারী বা তত্ত্বাবধায়ক। ⇒ **বন্ধ** (২)। ২ আস্তাবল, অশ্বশালা, ঘোড়াঘর।

অস্সভণ্ড--(এই পাঠ কি "**অস্সবন্ধ**" অথবা "**অস্সপণ্ডক**" এর পরিবর্তে?) (পুং) ঘোড়ার সহিস, অস্সদমনকারক, অশ্ব ব্যবসায়ী ব্যক্তি, অশ্ববিক্রেতা, অশ্বের মালিক। ⇒ **ভণ্ড** (২)।

অস্সভণ্ডক (ক্লী) ঘোড়ার সাজ, ঘোড়ার জাঁকাল পোশাক। ⇒ **ভণ্ডক** (৩)।

অস্সম (পুং) আশ্রম, তপোবন, নিভৃত বাসস্থান, মঠ, চতুষ্পাঠী, আশ্রয়স্থান, আশ্রয়স্থল, গৃহ, বন। (জাতক) **অস্সমপদ**।

অস্সমং (ক্লী) আশ্রম।

অস্সমণ (বিণ) [অ+সমণ] অশ্রমণ, যে ব্যক্তি প্রকৃত শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষু নহে, যাহার ভিক্ষুত্ব নষ্ট হইয়াছে। (পুং) ছদ্মবেশী শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষু, অশ্রমণ, বেশধারী বৌদ্ধভিক্ষু, ভিক্ষুত্ব বা ভিক্ষু ধর্ম হইতে যাহার পতন ঘটিয়াছে, কৃত্রিম শ্রমণ, অপ্রকৃত বৌদ্ধভিক্ষু। **অসমণ** শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ।

অস্সমণী (স্ত্রী) অশ্রমণী, যে স্ত্রীলোক যথার্থ শ্রমণী বা বৌদ্ধভিক্ষুণী নহে, কৃত্রিম বৌদ্ধভিক্ষুণী, ছদ্মবেশী বা বেশধারী শ্রমণী, যাহার ভিক্ষুণীত্ব নষ্ট হইয়াছে অথবা ভিক্ষুণীধর্ম হইতে যাহার পতন ঘটিয়াছে।

অস্সমণ্ডল (ক্লী) ঘোড়ার খেলা দেখাইবার গোলাকার স্থান, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অশ্বকে বার বার আঘাতকরণ, অশ্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত গোলাকার স্থান, অশ্বমণ্ডল, অশ্বসমূহকে চক্রাকারে তাড়াইয়া নেওয়া। (তুলনীয়) **গোমণ্ডল**। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

অস্সমণ্ডলিক (ক্লী) ব্যায়াম করিবার মাঠ, সামরিক ব্যায়াম বা কুচকাওয়াজের ময়দান।

অস্সমণ্ডলিকা (স্ত্রী) ঘোড়দৌড়ের গোলাকার মাঠ। (তুলনীয়) **অস্সমণ্ডল**। ⇒ **মণ্ডলিকা**।

অস্সমপদ—আশ্রম, আশ্রমস্থান। = **অস্সম**। ⇒ **পদ** (৩ক)। বৈদিক মতে ইহার অর্থ:—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ বর্ণাশ্রম; সংস্কৃত মতে অর্থ:—আইনগ্রন্থ।

অস্সমেধ (পুং) অশ্বমেধ, যজ্ঞবিশেষ, ঘোড়া বলি দিয়া যে যজ্ঞ বা পূজা সম্পাদন করা হয়, অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন। (সংযুক্ত নিকায়) **স'স্সমেধ; অস্সমেধ পুরিসমেধ**। ⇒ **মেধ**।

অস্সয (পুং) [আ+সযতি] আশ্রয়, অবলম্বন, শরণ, গৃহ, আধার, বিষয়, কারণ, রক্ষক, সহায়, বিশ্রাম স্থান, নিরাপদ স্থান, আসন, রক্ষাস্থান, আশ্রয়স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়।

অস্সযুজ (পুং) একটি মাসের নাম, আশ্বিন মাস। আশ্বিন মাস অর্থাৎ ভাদ্র-পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাসকে "**অস্সযুজ**" বলা হয় (পালিগ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে এরূপ দৃষ্ট হয়), আবার কোনো কোনো স্থানে কার্তিক মাসকেও "**অস্সযুজ**" বলা হইয়াছে। ⇒ **মাস** (১)।

অস্সযুজ মাস (পুং) আশ্বিন মাস। ⇒ **মাস** (১)।

অস্সযুদ্ধ—অশ্বযুদ্ধ, ঘোড়ার লড়াই।

অস্সরথ—অশ্বরথ, ঘোড়ার গাড়ি।

অস্সরূপক (ক্লী) অশ্বরূপ, অশ্বদেহ, অশ্বের আকার বা অবয়ব, (ছোট ছেলেদের) খেলার জন্য (কাষ্ঠাদি দ্বারা) নির্মিত ঘোড়া, শিশুদের খেলার কাঠের ঘোড়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অস্সরূপক হত্থিরূপক**। ⇒ **রূপক**।

অস্সলক্খণ (ক্লী) অশ্বলক্ষণ, অশ্বের শরীরের দাগ বা চিহ্নসমূহ।

অস্সলণ্ডু (পুং, ক্লী) ঘোড়ার মল বা বিষ্ঠা, অশ্বের বিষ্ঠাসার।

অস্সলোক—ইহলোক, এই সংসার। = **ইধলোক**।

অস্সব (বিণ) [আ+সুণাতি] কথা শোনে এমন, বাধ্য, বিশ্বাসী, রাজভক্ত, প্রণয়ে অবিচলিত, মনোযোগী, সতর্ক, শিষ্টাচার সম্পন্ন। (পুং) প্রবাহ, স্রোত, প্রাচুর্য, জোয়ার, সহজে ভাব প্রকাশক, পুঁজ, স্ফোটক প্রভৃতির ক্লেদ।

অস্সবণতা (স্ত্রী) অমনোযোগিতা, অসতর্কতা, কথা শোনে না এরূপ অবস্থা, অবাধ্যতা, অবিশ্বাস। ⇒ **অস্সবন**।

অস্সবতি (ক্রি) [আ+√শ্রু] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত হওয়া বা করা। = **পগ্ঘরতি**। (তুলনীয়) **আসবতি**।

অস্সবন (পুং) না শোনা, উপেক্ষা, অসাবধানতা, অমনোযোগিতা, অবহেলা, অশ্রবণ। = **অস্সবণতা**।

অস্সবনতা (স্ত্রী) = **অস্সবণতা**। ⇒ **অস্সবণতা**।

অস্সবনীয (বিণ) [অ+সবনীয] অশ্রবণীয়, শুনিবার অযোগ্য, অবিশ্বাস্য, শুনিতে অপ্রীতিকর, শুনিবার অনুপযুক্ত।

অস্সবা (বিণ, স্ত্রী) আজ্ঞাবহা, আদেশ পালনকারিণী। = **বচন পটিগ্গাহিকা**।

অস্সবাণিজ (পুং) অশ্ববণিক, অশ্ববিক্রেতা, অশ্বব্যবসায়ী। ⇒ **বাণিজ**।

অস্সসতি (ক্রি) [অ+সসতি] ১ শ্বাস গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করা, শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া এবং ত্যাগ করা, জীবিত থাকা, বিশ্রাম করা, প্রকাশ করা, অনুপ্রবিষ্ট করা, বাষ্প নির্গত করা, টানিয়া বাহির করা, বাষ্পবৎ উত্থিত হওয়া। (জাতকের টীকায়) **অস্সাসেন্তো পস্সাসেন্তো সুসু'তি সদ্দং করোন্তো**। (যৌগিকে) **অস্সসতি পস্সসতি**—শ্বাস-প্রশ্বাস করা (দীর্ঘনিকায়)। ২ উন্মুক্তভাবে বা শান্তভাবে শ্বাস লওয়া ও ত্যাগ করা, আরাম বোধ করা, স্বস্তি লাভ করা, সান্ত্বনা পাওয়া, বিশ্রাম লাভ করা, আশ্বাসিত করা, সাহস বা উৎসাহ লাভ করা, আশ্বাস পাওয়া। (অ-বিণ) **অস্সত্থ**। (ক্রি-বি) **অস্সসিত্বা, অস্সসিত্বান = বিস্সমিত্বা**। (পঞ্চমী) **অস্সাস**, যেমন—**মা সোচি**। (বর্তমানকালে) **অস্সাসে** এর পরিবর্তে **অস্সসে** (জাতক); (জাতক অর্থকথায়) **বিস্সসে**। ৩ শ্বাস প্রশ্বাস বা বায়ু প্রবাহের সহিত প্রবেশ করা, মোহিত করা, মন্ত্রাদি দ্বারা মুগ্ধ করা, বশ করা, উল্লসিত করা, যাদু করা, অধিকার করা, ভূতাবেশ করা। = **অস্সাস বাতেন উপহনতি আবিসতি** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **অস্সাসেতি**। ⇒ **অস্সাস পস্সাস**।

অস্সসতি পস্সসতি—শ্বাস-প্রশ্বাস করা, নিঃশ্বাস বা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করা। ⇒ **অস্সসতি** (১)।

অস্সসদস্স (পুং) অশ্ব-সদশ্ব, সদ্‌গুণবিশিষ্ট অশ্ব, উচ্চবংশজাত অশ্ব, সুশিক্ষিত ঘোড়া।

অস্সসারথি (পুং) অশ্বসারথি, অশ্বচালক, ঘোড়ার সহিস, অশ্বসহায়, অশ্বদমনকারী লোক, যে ব্যক্তি অশ্বকে দমন করে অথবা শিক্ষা দেয়।

অস্সা ১ (স্ত্রী) অশ্বী, ঘোটকী। ২ (**ইম** শব্দের একবচনে) সম্বন্ধপদ ও সম্প্রদান কারকে) তাহার, তাহার দিকে বা প্রতি।

অস্সাকোস—আস্তাবল, অশ্বশালা, ঘোড়াঘর। ⇒ **কোস**।

অস্সাদ (পুং) [অ+সাদিযতি, √স্বদ] আস্বাদ, আস্বাদন, মিষ্টতা, মধুরতা, সুখ, আমোদ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তুষ্টির বিষয় বা বস্তু, সন্তুষ্টি। (দীর্ঘনিকায়) **বেদনানং সমুদয অত্থঙ্গম অস্সাদ** ইত্যাদি। (সংযুক্তনিকায়) **অস্সাদানুপস্সিনি; কো রূপস্স অস্সাদো**? (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অস্সাদদিট্ঠি**। (পেতবত্থু) **কাম অস্সাদ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পবিবেক রস অস্সাদ**। ⇒ **অপ্পস্সাদ**।

অস্সাদনন্তিকা (স্ত্রী) অসীম সুখ অথবা উপভোগের বস্তু বলিয়া ধারণা। ইহাও একপ্রকার "**দিট্ঠি**" অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিট্ঠি**।

অস্সাদনা (স্ত্রী) = **অস্সাদ; সাদুভাব**। ⇒ **অস্সাদ, সাদুভাব**।

অস্সাদ'খেন ⇒ **রস** (৫)।

অস্সাদেতি (ক্রি) স্বাদ গ্রহণ করা, আস্বাদন করা, ভোগ

করা, পরিভোগ করা। = **লাভসক্কার সিলোকং**(সংযুক্ত নিকায়); (বিশুদ্ধিমার্গ) **পবিবেক সুখ রসং**। (অতীতে) **অস্‌সাদেসি**।

অস্‌সামণক (বিণ) যাহা শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষুর পক্ষে অনুচিত, শ্রমণের পক্ষে অযোগ্য, ভিক্ষুর পক্ষে অনুপযুক্ত।

অস্‌সামিক (বিণ) অস্বামিক, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বর্তমান নাই, পতিহীনা, মালিকহীন। = **অপ্পতিক**।

অস্‌সামিক ভণ্ড—যে জিনিসের অথবা সম্পত্তির মালিক নাই, অস্বামিক সম্পত্তি বা বিষয়, দাবিদারহীন বস্তু বা সম্পত্তি, মালিকহীন বিষয়-সম্পত্তি। ⇒ **ভণ্ড** (১)।

অস্‌সামিন (বিণ) শাসনকর্তা নাই এমন, অশাসিত, অস্বামিক, স্বত্বাধিকারী বা কর্তা নাই এমন। ⇒ **সামিন** (১)।

অস্‌সারদ্ধ (বিণ) = **অসারদ্ধ**। ⇒ **অসারদ্ধ**।

অস্‌সারুহ (বিণ) অশ্বারূঢ়, অশ্বারোহী (সৈন্য)। ⇒ **পত্তিক** (১), **পত্তি** (স্ত্রী)।

অস্‌সারোহ (বিণ) অশ্বারূঢ়, ঘোড়ার পৃষ্ঠে সমাসীন, অশ্বারোহী, অশ্বে আরোহণকারী, ঘোড়ায় চড়িতে নিপুণ। (পুং) অশ্বারোহণ, অশ্বে আরোহণ, ঘোড়ায় চড়া, অশ্বারোহী সৈন্য। (দীর্ঘনিকায়) **অস্‌সারোহ হত্থারোহ;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সব্বেপি অস্‌সাচরিয অস্‌সবেজ্জ অস্‌সভণ্ডাদযো**।

অস্‌সাবিন (বিণ) আনন্দকর, আনন্দ উপভোগ করে এমন, আনন্দ উপভোগের যোগ্য, উপভোগ্য। ⇒ **আসব**।

অস্‌সাস (পুং) (সংস্কৃত—আশ্বাস) ১ (সাহিত্যে) শ্বাস গ্রহণ, (বর্ণনায়) শ্বাস ত্যাগকরণ, ফুসফুসের মধ্যে আকর্ষণ। এই শব্দের পরিষ্কার অর্থ "নাসিকা দ্বারা গৃহীত বায়ু বা শ্বাস। (বিপ) **পস্‌সাস**—নাসিকা দ্বারা নির্গত বায়ু। ২ সহজে শ্বাস ত্যাগকরণ, মুক্তভাবে বা শান্তিতে শ্বাস ত্যাগকরণ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলন, আশ্বাস, সান্ত্বনা, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখাদি হইতে মুক্তি, স্বস্তি, সান্ত্বনা প্রদানকারী ব্যক্তি বা বস্তু, দুঃখাপনোদন, সান্ত্বনার উপায়, অনায়াসে শ্বাস গ্রহণকরণ, বিশ্বাস, সাহসিকতা, গুপ্তবিষয়, গুপ্তকথা। (সংযুক্তনিকায়) **ধম্ম বিনযে অস্‌সাস; পরম অস্‌সাসপ্পত্ত**। (সদ্ধম্মোপাযন) **পরম অস্‌সাস**। ⇒ **অস্‌সত্থ** (বিণ), **পস্‌সাস**।

অস্‌সাসক (বিণ) ১ শ্বাস গ্রহণ করে এবং ত্যাগ করে এমন, শ্বাস-প্রশ্বাস আছে এমন। ⇒ **অস্‌সাস** (১)। ২ আশ্বাসপ্রাপ্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত; সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, উৎসাহিত, স্বস্তিকৃত, যদ্দ্বারা শান্তি বা সান্ত্বনা পাওয়া যায় এমন। ⇒ **অস্‌সত্থ** (বিণ)। (পুং, ক্লী) আশ্বাস, স্মন্তনা ও মুক্তির বিষয়বস্তু, বিশ্বাস, সাহসিকতা, গুপ্ত কথা, গুপ্ত বিষয়, আশা, প্রতীক্ষা।

অস্‌সাস পস্‌সাস (পুং) শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাস গ্রহণকরণ ও ত্যাগকরণ, জীবনস্বরূপ বা প্রতীক, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী।

অস্‌সাসমত্ত—কেবল শ্বাস ফেলিবার অবকাশ বা স্থান। ⇒ **অস্‌সাস** (২)।

অস্‌সাসিক (বিণ) আশ্বাস প্রদানকারী, সান্ত্বনা প্রদানকারী। (তুলনীয়) **অস্‌সাসক** [বিণ(২)]। ⇒ **অনস্‌সাসিক**।

অস্‌সাসিন (বিণ) (সংস্কৃত—আশ্বাসিন) পুনর্জীবিত, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, পুনরায় সতেজ হয় এমন, উৎসাহিত, আনন্দিত, সান্ত্বনাকৃত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, সুখী, আহ্লাদিত, মুক্ত, আশ্বাসপ্রাপ্ত।

অস্‌সাসেতি (ক্রি) সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা, উপশম করা, পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, মেটানো, সন্তুষ্ট করা। (অতীত) **অস্‌সাসেসি**। ⇒ **অস্‌সাসতি**।

অস্‌সাসো বাত (পুং) দেহাভ্যন্তরে শ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু। ⇒ **বাত**।

অস্‌সিত (বিণ) আশ্রিত, নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অধীন, অপ্রধান, সমর্থিত, বিশ্বাসকারী, সপ্রমাণকৃত, পালিত-পোষিত, অবিরাম, স্থায়ী, জীবনধারণকারী, অবস্থানকারী। (দীর্ঘনিকায়) **তদস্‌সিত**। (বিমানবত্থু) **সীহো ব গুহং অস্‌সিত**। (থেরগাথা) **জনং এব অস্‌সিতো জনো**।

অস্‌সিরী (বিণ) [অ+সিরী] বিশ্রী, কুশ্রী, কুসুন্দর, অশোভন, অশোভনীয়, কুৎসিত, কদাকার, দীপ্তিহীন, শ্রীহীন, বিনষ্ট গৌরব, জাঁকজমকরহিত, সৌন্দর্যরহিত, শোভাহীন, অনুজ্জ্বল, অভাগা, হতভাগ্য। উদানে পাঠ দৃষ্ট হয়—"**সসর'ইব**"। (নেত্তি) **অস্‌সিরী বিয খাযতি**।

অস্‌সু ১ (ক্লী) অশ্রু, চোখের জল। (বিনয়) **অস্‌সূনি পবত্তেতি**—অশ্রুপাত করা, চোখের জল ফেলা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অস্‌সুপুন্ন নেত্ত**—অশ্রুপূর্ণ নেত্র। ২ (ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ বহুবচনে) হইতে পারে, তাহা হইলে। ⇒ **অত্থি**। ৩ (অব্যয়) নিশ্চয়, হাঁ, বাস্তবিক। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অস্‌সূতি নিপাত মত্তং**। (তুলনীয়) **আসু**। (সূত্রনিপাত) **কেন-অস্‌সু**।

অস্‌সুক (ক্লী) অশ্রু, চোখের জল।

অস্‌সুক্‌খন (ক্লী) অশুষ্ক অবস্থা, শুকাইয়া যায় না এরূপ অবস্থা। (বিপ) **সুক্‌খন**।

অস্‌সুত (বিণ) ১ অশ্রুত, যাহা শুনা যায় নাই, শ্রুতির অগোচর। = **অসুত**। ২ শ্রুতি বিরুদ্ধ।

অস্‌সুত পুব্ব—যাহা পূর্বে কখনও শোনে নাই বা শোনা যায় নাই, অশ্রুতপূর্ব।

অস্‌সুতবন্ত (বিণ) [অ+সুতবন্ত] অশ্রুতবান, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মূর্খ, শোনে নাই এমন, অশিক্ষিত, ধর্মজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে এমন।

অস্‌সুতবন্তু = **অস্‌সুতবন্ত**। ⇒ **অস্‌সুতবন্ত**।

অস্‌সুতবা (বিণ) অশ্রুতবান, শোনে না অথবা শোনে নাই এমন। (বিপ) **সোতপন্ন**। ⇒ **পুথুজ্জন**।

অস্‌সুতবা পুথুজ্জন (পুং) গৃহী, সাংসারিক লোক।

অস্‌সুধারা (স্ত্রী) অশ্রুধারা, চোখের জলের প্রবাহ, অশ্রু প্রবাহ, অবিশ্রান্ত অশ্রুপতন। ⇒ **ধারা** (১)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অস্‌সুধারা পবত্তেতি**—অশ্রুধারা প্রবর্তিত হওয়া, অশ্রুপাত হওয়া।

অস্‌সুপসন্নং (বিণ) চোখে জল আসে এরূপ, চক্ষু সজল হয় এরূপ। ⇒ **পসন্ন** (২)।

অস্‌সুপুন্নেত্ত (বিণ) অশ্রুপূর্ণ নেত্র, চোখের জলে পূর্ণ। ⇒ **অস্‌সু** (১ক্লী)।

অস্‌সুমুখ (বিণ) অশ্রুমুখ, অশ্রুপূর্ণ মুখ, কাঁদ কাঁদ মুখ, অশ্রুমুখে, অশ্রুপ্লাবিত মুখে, কাঁদ কাঁদ ভাবের সহিত, কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

অস্‌সুমোচন (ক্লী) অশ্রুমোচন, অশ্রু বিসর্জন, অশ্রুপাতকরণ, ক্রন্দনকরণ, চোখের জল ফেলা বা কান্না। ⇒ **মোচন** (২)।

অস্‌সুবিমোচন (ক্লী) অশ্রুবর্ষণ, অশ্রুমোচন, চোখের জল ফেলা, ক্রন্দন। ⇒ **বিমোচন** (১)।

অহ ১ (বিস্ময়, শোক বা যাতনাসূচক অব্যয়) অহ, অহহ, ওঃ, আহা, হায়, হায় হায়, অহো, অহ হো। (যৌগিকে) **অহ কামা**—(দুঃখব্যঞ্জক) অহো কামসমূহ, (সাহিত্যে) হায় ! আমোদ-প্রমোদ। (থেরগাথা অর্থকথা) **আহা'তি লামকা পরিযাযো**। ⇒ **অহহ**। **২** (ক্লী) (বৈদিক—অহন, অহস) দিবস, দিন, অহঃ, অহ। (করণকারকে) **একাহেন**—একদিনে (জাতক)। (অধিকরণে) **তদহে**—সেই (একই) দিন (জাতক)। (কর্মকারকে) **কতিপাহং**—কতিপয় বা কয়েক দিনের জন্য (জাতক)।

অহং (সর্বনাম, উত্তমপুরুষ একবচন কর্তৃকারক) আমি, স্বয়ং বক্তা, আমিত্বরূপ অহঙ্কার বা অহংভাব। (বি-ভা) **যং বদন্তি মম ন তে অহং** (সংযুক্তনিকায়)। (সংযুক্তনিকায়) **অহং অস্মি**—আমি হই; (তুলনীয়) **অহঙ্কার**। (বিমানবত্থু) **অহং পুরে'তি**—সর্বপ্রথম আমি; = **অহঙ্কারা'তি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। কারক নির্ণয়:—কর্তৃকারক (একবচনে) **অহং**; (বহুবচনে) **বয়ং, নো, মযং, (অম্হে)**। কর্মকারক (একবচনে) **মে, মং, (মমং)**; (বহুবচনে) **অস্মে, নো, অম্হে, (অম্হাকং)**। করণকারক (একবচনে) **ময়া, মে**; (বহুবচনে) **অম্হেহি, অস্মাভি, নো, অম্হেভি**। সম্প্রদান কারক (একবচনে) **মে, মম, (মযহং, অমহং, মমং)**; (বহুবচনে) **অস্মাকং, অম্হে, অম্হাকং (অম্হং), নো**। অপাদান কারক (একবচনে) **ময়া, মে**; (বহুবচনে) **অম্হেহি, অম্হেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **মে, মম, (মযহং, অমহং, মমং)**; (বহুবচনে) **নো, অম্হে, অম্হাকং, অমহং, অস্মাকং**। অধিকরণ কারক (একবচনে) **ময়ি**; (বহুবচনে) **অম্হেসু**। ⇒ **বযং**।

অহংএব ⇒ **এব**।

অহকামা (স্ত্রী) [অহ+কামা] নিঃস্ব আনন্দ, দুঃখজনক তৃপ্তি, ঘৃণ্য স্পৃহা, দুঃস্থ অভিলাষ, শোচনীয় অনুগ্রহ বা প্রশংসাবাদ, ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, জঘন্য ক্রীড়াকৌতুক; (সাহিত্যে) ঘৃণ্য বা দুঃখজনক আমোদ আহ্লাদে ধিক। (থেরীগাথা) **কামকামা**। ⇒ **অহহ, অহ(১)**।

অহঙ্কর [অহং+কর] আত্মত্ব, স্বীয়ত্ব, নিজের বলিয়া ধারণা। (বিপ) **পরঙ্কার**।

অহঙ্কার (পুং) [অহং+কার] অহঙ্কার, গর্ব, অভিমান, নিজকে বড় মনে করা, স্বার্থপরতা, অস্মিতা, আত্মশ্লাঘা, ঔদ্ধত্য। ⇒ **মমঙ্কার**।

অহঞ্চ—এবং আমি, আমিও।

অহত (বিণ) অহত, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়ো-থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামতো, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণাজনিত, পীড়া হইতে মুক্ত, নয়া, নূতন, নব, নবীন, তাজা, আধুনিক, নব্য, অনভ্যস্ত, অনভিজ্ঞ, অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব, অবিনষ্ট।

অহতবত্থ (ক্লী) নয়া কাপড়, নূতন বস্ত্র, নূতন নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ, অব্যবহৃত বস্ত্র।

অহনং (বিণ) বধ করে না এমন, হত্যা করে না এমন। ⇒ **হনতি**।

অহন্তং [অহং+তং] আমি তাহাকে বা উহাকে।

অহম্পি [অহং+পি] আমিও। ⇒ **অপি**।

অহমেব [অহং+এব] এমনকি আমিও, আমি এরূপে।

অহহ (বিস্ময়, শোক বা যাতনাসূচক অব্যয়) অহহ, অহ, অহো, আঃ, ওঃ, আহা, হায়, হায় হায়, আহা হা—ইত্যাদি খেদ-আনন্দ-সম্বোধন-আশ্চর্য-বিস্ময়-প্রকর্ষ প্রভৃতি ভাব প্রকাশক উক্তি। (পুং) নরকের কোনো একটি বিভাগ, "অহহ" নামক নরক। (ক্লী) অসংখ্য সংখ্যা।

অহহা = অহহ। ⇒ **অহহ**।

অহাপেত্বা (ক্রি-বি) কিছু ত্যাগ না করিয়া, কিছু ছাড়িয়া না দিয়া অর্থাৎ সমস্ত সঙ্গে লইয়া। ⇒ **হাপেতি** (১ক)।

অহারিয (বিণ) অচল, স্থির, অটল, স্থাবর, অপরিবর্তনশীল, অবিচলিত, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, অচেতন।

অহালিদ্ধ (বিণ) অরঞ্জিত অর্থাৎ রং পরিবর্তন হয় না এমন।

অহাস [অ+হাস; সংস্কৃত—অহাস, অহর্ষ] পরমাহ্লাদ অথবা বিজয়োল্লাসের অভাব, বিনয়, লজ্জা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, শালীনতা, সচ্চরিত্রতা, পবিত্রতা, সংযম। = **অনুব্বিল্লাবিতত্তং** (জাতক অর্থকথা)।

অহাসি (অতীত ক্রিয়া, প্রথম পুরুষ একবচন) আনিল, লইল, চুরি করিল, সংগ্রহ করিল। ⇒ **হরতি**।

অহি (পুং) অহি, সর্প, ভুজঙ্গ, সাপ, ক্রূরলোক। (যৌগিকে) **অহি-কুচ্ছুর** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

অহিংসক (বিণ) অহিংসক, পরের অনিষ্ট বা অহিত করে না এমন, নির্দোষী, নিরীহ, অক্ষত, দয়ালু, কৃপালু, অহিংস্র, অদ্বেষ্টা।

টানিয়া তোলা, হিঁছড়াইয়া টানা। এই শব্দটি "অপকস্সতি" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ⇒ **অপকস্সতি**। (অতীত) **আকড়্ঢি**। (কর্মবাচ্যে) **আকড়্ঢিযতি**। (সম্প্রদানে) **আকড়্ঢেতি**। (ব-বিণ) **আকড়্ঢিমান;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **আকড়্ঢিমান হদয**—হৃদয় আকর্ষণ করে এমন, হৃদয়বিদারক হয় এমন, মর্মস্পর্শী হয় এমন।

আকড়্ঢন (ক্লী) টানিয়া বহিরকরণ, উৎপাটনকরণ, টানিয়া নেওয়ার অবস্থা, টানিয়া হিঁছড়াইয়া লইয়া যাওয়ার অবস্থা, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ অবস্থা, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু।

আকড়্ঢন-পরিকড়্ঢন (ক্লী) এদিক ওদিক টানা, ইতস্তত টানিয়া নেওয়ার অবস্থা, চারিদিকে অথবা এদিকে ওদিকে টানিয়া নেওয়ার অবস্থা।

আকড়্ঢিত (বিণ) টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ, এদিক ওদিক অথবা ইতস্তত টানিয়াছে এমন, বরাবর টানিয়া হিঁছড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এমন, উলটপালট করিয়া দিয়াছে এমন, বিপর্যস্ত, সম্পূর্ণ পরাজিত, বিধ্বংসিত, নিক্ষিপ্ত। = **অক্খিত্ত**। ⇒ **আকড়্ঢেতি**।

আকড়্ঢিযতি (ক্রি) টানা হয়। (ব-বিণ) **আকড়্ঢিযমান;** (জাতক) **আকড়্ঢিযমান লোচন**—দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এরূপ; ⇒ **আকড়্ঢতি**।

আকড়্ঢেতি (ক্রি) = **আকড়্ঢতি**। ⇒ **আকড়্ঢতি**। (অতীত) **আকড়্ঢেসি**। (অ-বিণ) **আকড়্ঢিত**।

আকন্তন (আ+কর্তন) (বিণ) যাহা সহজে কর্তন করা বা কাটা যায় না। এই শব্দটি সম্ভবত সাহিত্যে "**দূরকন্তন**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা ইহাকে "**দুরাকন্তন**" শব্দরূপে পাঠ করিতে পারি। ⇒ **দূরকন্তন, কন্তন** (২)।

আকপ্প (পুং) [আ+কপ্প; তুলনীয় সংস্কৃত—আকল্প] ১ পোশাক, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যদৃশ্য, আকার, হাবভাব, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর। **অনাকপ্প**—অনাবির্ভাব, অনাকার, নিরাকার। ২ ব্যবহার, হাবভাব। (ধর্মসঙ্গণী) **আকপ্প গমনাদি আকারো**।

আকপ্প সম্পন্ন (বিণ) উপযুক্তভাবে পোশাক পরিহিত, উত্তমরূপে পোশাক পরিধান করিয়াছে এমন। **অনাকপ্প সম্পন্ন**—(বিণ) উত্তমরূপে পোশাক পরিধান করে নাই এমন।

আকম্পিত (বিণ) কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, চালিত, ভীত, কম্পনযুক্ত, উদ্বেগযুক্ত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **আকম্পিত হদয**—কম্পিত হৃদয়। ⇒ **আকম্পেতি**।

আকম্পেতি (ক্রি) কম্পিত হওয়া, কাঁপা, বিচলিত হওয়া, অস্থির হওয়া, নড়াচড়া, ভীত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া। (অতীত) **আকম্পেসি**। (অ-বিণ) **আকোম্পিত**।

আকর (পুং) আঁকর, খনি। (যৌগিকে) **রতমাকর**—রত্নের খনি (থেরগাথা)।

আকস্সতি (ক্রি) [অ+√কস্স+অ] টানা, বরাবর টানা, হিঁছড়াইয়া টানা, (লাঙ্গল) টানা, কর্ষণ করা। (অতীত) **আকস্সি**।

আকার (পুং) ১ আকার, অবস্থা, দশা, রাজ সরকার, রাষ্ট্র, সম্প্রদায়, শ্রেণী, কড়ার, শর্ত, সুস্থাবস্থা। (জাতক) **অবসনাকার**—বাসযোগ্য অবস্থা; **পতনাকার**—পতন অবস্থা, ভারসাম্যতা, সমতা, সাম্য অবস্থা; (তুলনীয়) **পণাকার**। ২ সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, ধন, সম্পত্তি, গুণ, মর্যাদা, পদ, পদমর্যাদা, বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ। (দীর্ঘনিকায়) **অনাবিল সব্বাকার সম্পন্ন**—অনাবিল সর্বগুণ সম্পন্ন, অনাবিল বা নির্দোষ সর্বাকার সম্পন্ন, সর্বরত্ন সম্পন্ন; **আকার বরূপেত**। (জাতক) **সব্বাকার পরিপুন্ন**—সর্বগুণ পরিপূর্ণ। ৩ চিহ্ন, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রাশিচিহ্ন, মেষবৃষাদি রাশি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, আবির্ভাব, লক্ষণ, সাদৃশ্য, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ বা উপস্থিতি, বাহ্যাড়ম্বর, গঠন, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের শ্রেণী, সামাজিক পদ, শৃঙ্খলা, প্রণালী, ফর্মা, মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহ। (জাতক) **ছাতকাকার**—ক্ষুধার লক্ষণ, বলবতী স্পৃহার চিহ্ন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আকারেন**—লক্ষণ দ্বারা, চিহ্ন দ্বারা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থেরস্স আকার**—স্থবির ভিক্ষুর আকার বা আদর্শ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রঞ্ঞো আকার**—রাজার লোক, রাজপুরুষ। ৪ রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, প্রকার, ধরণ, প্রথা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ। (দীর্ঘনিকায়) **সাকার** (বিণ) আকার বা আকৃতিযুক্ত, প্রত্যেক প্রণালীতে, প্রতি ধারায়, প্রতি পদ্ধতিতে, প্রত্যেক প্রথায়। (জাতক) **আগমনাকার**—আগমনের অভিপ্রায়। (করণকারক, একবচনে এবং বহুবচনে বর্ণনায় ইহার অর্থ হয়—) এই উপায়ে, দুইটি উপায়ে। (চুলনির্দেশ) **ছহাকারেহি**—ছয় প্রকার কার্যধারায় (একই অর্থে তুলনীয়—**ছকারণেহি**)। (নেত্তি) **দ্বাদসহাকারেহি**। (বিশুদ্ধমার্গ) **নবহাকারেহি ইন্দ্রিযানি তিক্খানি ভবন্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যেনাকারেন আগতো তেনাকারেন গতো**—সে যেভাবে আসিল সেভাবে চলিয়া গেল। ৫ বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, ভিত্তি, ভূমি, মাঠ, ময়দান, গণনা, হিসাব, বিবরণ, প্রকৃত বিবরণ, মূল্য, উৎকর্ষ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দাতব্বাকার দস্সন**—দেওয়ার যোগ্য কারণদর্শন; **থোমনাকার দস্সন; কারঞ্ঞকারং দস্সেসি; পুচ্ছনাকার নিদস্সনং**—কিছু জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে বলিয়া নিদর্শন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আকার নিদস্সন**।

আকারক (ক্লী) [আকার+ক] আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর, রীতি, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, প্রকার, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কারণ, হেতু, হেতুবাদ, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার। (জাতক) **আকারকেন = কারণেন** (জাতক অর্থকথা)।

আকার পরিতক্ক—অবস্থা অনুধ্যান, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা, কারণ পরীক্ষা।

আকার বন্ত (বিণ) কারণসঙ্গত, কারণযুক্ত, হেতুপ্রদ, হেতুসম্ভূত, যুক্তিসঙ্গত, প্রমাণ আছে এমন, উৎপন্ন করা হইয়াছে এমন, স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে এমন, নির্মিত, আরম্ভকৃত। (তুলনীয়) **সদ্ধা**।

আকার বরূপেত (বিণ) [আকার+বর+উপেত] পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠরূপে ভূষিত, গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভূষিত।

আকারেন (ক্রি-বিণ) ⇒ **আকার** (৩)।

আকাস (পুং) ১ আকাশ, নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, বায়ুস্তর, আবহাওয়া, জলবায়ু, স্বর্গ, মুক্তস্থান, ফাঁকাস্থান, শূন্য, শূন্যস্থান, আবহমণ্ডল। (দীর্ঘনিকায়) **আকাসং ইন্দ্রিযানি সঙ্কমন্তি**—ইন্দ্রিসমূহ মুক্তস্থানে বিচরণ করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আকাসেন গচ্ছতি**—আকাশপথে বা শূন্যপথে গমন করে; **আগচ্ছাকাসেন**—শূন্য আগমন কর; **আকাসেন চরতি**—আকাশপথে বিচরণ করা। (জাতক) **আকাসে গচ্ছতি**—আকাশে বা শূন্যে গমন করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আকাসে চন্দো**। (দীর্ঘনিকায়) **অনন্তো আকাসো**—আকাশ অনন্তময়। (ক্লী ?) খেলা, ক্রীড়া, বায়ুমণ্ডলে সতরঞ্চ খেলা বা দাবাখেলা। = **অট্ঠপদ দসপদেসু বিয আকাসে যেব কীলনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ উজ্জ্বল আলো, দীপ্তিমান আলো, আভা। = **আভা**।

আকাসক (বিণ) [আকাস+ক] আকাশবাসী, বায়ুমণ্ডলে অবস্থানকারী।

আকাস কসিণ—শমথ কর্মস্থানে বা লৌকিক ভাবনায় দশবিধ কসিণের মধ্যে "**আকাস কসিণ**" কর্মস্থান একটি। ⇒ **কসিণ**।

আকাসগঙ্গা (স্ত্রী) স্বর্গীয় নদী।

আকাস গমন—আকাশ পথে গমন, বায়ুপথে বা শূন্যপথে গমন।

আকাসচারক (বিণ) আকাশচারী, আকাশে বিচরণকারী। ⇒ **চারক**।

আকাসচারিক (বিণ) আকাশ পথে ভ্রমণকারী, বায়ুমণ্ডলে বা শূন্যে বিচরণকারী।

আকাসচারিন = আকাসচারিক। ⇒ **আকাসচারিক**।

আকাসচারী = আকাসচারিক। ⇒ **আকাসচারিক**।

আকাসট্ঠ (বিণ) = **আকাসক**। ⇒ **আকাসক**। এই শব্দটি আকাশবাসী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়।

আকাসতল (ক্লী) অট্টালিকার বা পাকাঘরের উপরিস্থ ছাদ, আকাশতল।

আকাসতি (ক্রি) আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান হওয়া বা করা।

আকাসধাতু (স্ত্রী) ১ বায়ুমণ্ডলের উপাদান, আকাশের বায়ু-ঝড় ইত্যাদি, প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়। ২ শূন্যতা, খালিস্থান। ⇒ **ধাতু** (১)।

আকাসন্ত—আকাশের অন্ত বা শেষপ্রান্ত, আকাশ, বায়ুমণ্ডল।

আকাসানঞ্চ—অনন্ত আকাশ, অনন্ত শূন্য, অসীম বায়ুমণ্ডল।

আকাসানঞ্চাযতন [আকাসনঞ্চ+আযতন] আকাশ অনন্ত আয়তন, অনন্ত শূন্যময় স্থান আকাশ অনন্ত শূন্য। ইহা লৌকিক চারি অরূপাবচর ধ্যানের প্রথম স্তর বা অবস্থা, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান হিসাবে পঞ্চম ধ্যানিক স্তর বা অবস্থা। ইহা লৌকিক চতুর্থ ধ্যানে পরবর্তী উন্নততর চারি অথবা ছয় প্রকার স্তরের মানসিক অবস্থার প্রথম অবস্থা। ছয় প্রকার স্তরের মানসিক অবস্থা, যথা—**১ আকাসীনঞ্চাযতন, ২ বিঞ্ঞাণানঞ্চাযতন, ৩ আকিঞ্চঞ্ঞাযতন, ৪ নেব-পঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতন, ৫ নিরোধ, ৬ ফল**।

আকাসাযতন (ক্লী) শূন্যস্থান, বায়ুমণ্ডল, আকাশ।

আকিঞ্চঞ্ঞ (ক্লী) শূন্য অবস্থা, কেবল শূন্যময় অবস্থা, যাহাতে কিছু নাই। এই অনন্ত চিত্তও "কিছু না" ইহার ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহা অবিদ্যমান; এই ধারণা, চিত্তের এই অবস্থা "আকিঞ্চনায়তন কুশলচিত্ত"। কিঞ্চনের (কিছুর) অভাব অকিঞ্চন, অকিঞ্চনের ভাব "আকিঞ্চন"।

আকিঞ্চঞ্ঞভাব (পুং) নিষ্ক্রিয়ভাব, শূন্যভাব, অনুভূতিহীন অবস্থা, সংজ্ঞাহীন অবস্থা, সংস্কারহীন অবস্থা, বিজ্ঞানহীন অবস্থা, মনোকর্মের অভাব অবস্থা। ⇒ **আকিঞ্চঞ্ঞ**।

আকিঞ্চঞ্ঞ সম্ভব—**আকিঞ্চঞ্ঞ** অবস্থার সত্ত্বরূপে উৎপত্তি। = **আকিঞ্চঞ্ঞভাব**। ⇒ **আকিঞ্চঞ্ঞ**।

আকিঞ্চঞ্ঞাযতন (ক্লী) যে স্থান কেবল শূন্যময়। ⇒ **আকিঞ্চঞ্ঞ**। (এ অবস্থার সত্ত্বগণের বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য দেহ আছে বটে, কিন্তু "**নাম**" নামক "বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান" কার্যকরী নহে বলিয়া নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য এই অবস্থার সত্ত্বগণকে "**আকিঞ্চঞ্ঞ**" সত্ত্ব বা কেবল শূন্যময় অবস্থার সত্ত্ব বলা হয়)। ⇒ **ঝান, বিমোক্খ**।

আকিণ্ণ (বিণ) ১ বিকীর্ণ, ছড়ানো, বেষ্টিত, রুদ্ধ, জনতাপূর্ণ, পরিপূর্ণ, নিবিড়, ঘন, ধনী। (বিনয়) **আকিণ্ণ লোম**—ঘন লোম বা চুল বিশিষ্ট। (সংযুক্তনিকায়) **আকিণ্ণ কম্মন্ত**—নানা অংশে গঠিত শ্রমে নিযুক্ত; **গামন্তো আকিণ্ণ ভিক্খূহি** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আকিণ্ণ বিহারো; অনাকিণ্ণ** (বিণ) অনাকীর্ণ, অবিকীর্ণ, বেষ্টিত

অহিংসক হত্থ—যে হস্ত দ্বারা প্রাণিহিংসা করা হয় না, যে ব্যক্তি প্রাণিবধ করে না, যে ব্যক্তি নিরীহ এবং কাহারও কোনো অনিষ্ট করে না, বন্ধুহস্ত অর্থাৎ মিত্রভাবাপন্ন কার্য, সরল মানুষ। = **অদুব্‌ভপাণিন**।

অহিংসা (স্ত্রী) [অ+হিংসা] অহিংসা, হিংসার অভাব, কায়মনোবাক্যে পরপীড়া বর্জন, কাহারও অনিষ্ট না করা, প্রাণিহত্যা বর্জন, মানবতা, কোমলতা, দয়া, করুণা।

অহিক (ক্লী) দিবস, দিন, অহঃ, অহ। = **অহ**। (পুং) = **অহি**। ⇒ **অহি**।

অহিকঞ্চুক (পুং, ক্লী) সর্পের পরিত্যক্ত খোলস। ⇒ **করণ্ড** (২)।

অহিকুণপ—সর্পের মৃতদেহ। ⇒ **কুণপ**।

অহিকুণ্ডিক (পুং) সাপুড়ে, সাপ ধরা লোক, যে ব্যক্তি সর্প বশীভূত করে, যে ব্যক্তি সর্পকে শিক্ষা দেয় অথবা দমিত করে, যে ব্যক্তি সাপ ধরে, সর্পধৃতকারী গরুড় পক্ষী, (সাহিত্যে) সর্পদমনকারী। ⇒ **কুণ্ডিক**।

অহিগাহ (পুং) = **অহিকুণ্ডিক**। ⇒ **অহিকুণ্ডিক**।

অহিগুণ্ডিক (পুং) = **অহিকুণ্ডিক**। ⇒ **অহিকুণ্ডিক**।

অহিগুণ্ঠিক (পুং) = **অহিকুণ্ডিক**। ⇒ **অহিকুণ্ডিক, গুণ্ঠিক**।

অহিগুণ্ডিক (পুং) = **অহিকুণ্ডিক**। ⇒ **অহিকুণ্ডিক**।

অহিঙ্কার = **অহঙ্কার**। ⇒ **অহঙ্কার**।

অহিছত্তক (ক্লী) সাপের ছোট ছাতা, বেঙের ছাতা, ছত্রাক, ভুঁইফোঁড়, সাপের ছাতা বা ভেকচ্ছত্র।

অহিত (ক্লী) [অ+হিত] অহিত, অনিষ্ট, অপকার, ক্ষতি, নিষ্ঠুরতা, অশুভ। (বিণ) প্রতিকূল, শত্রুভাবাপন্ন, অমঙ্গল, লাভজনক নহে এমন, বিরুদ্ধাচরণকারী, অশুভকর, অশুভ, অস্বাস্থ্যকর, অহিতকর, অনিষ্টকারক, মন্দ, অমিত্রসদৃশ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অহিত কাম**। (বিপ) **হিত, সুখ**।

অহিতকাম (বিণ) অহিতকারী, অপকারী, অনিষ্টকারী, অহিতকামী।

অহিতুণ্ডিক (পুং) = **অহিকুণ্ডিক**। ⇒ **অহিকুণ্ডিক**।

অহিপেত্ত (পুং) সর্পপ্রেত, সর্পের ন্যায় রূপধারী প্রেত।

অহিফেণ (ক্লী, পুং) অহিফেন, আফিম, সর্পফেন।

অহিমেখলা (স্ত্রী) সর্পবেষ্টনী বা সর্পাকৃতি পরিধেয়, সর্পের ন্যায় আকৃতি, সর্পের বেশধারণ।

অহিমেখলিকা (বিণ) কটিবন্ধনের ন্যায় যাহার কটিদেশ বা কোমর সর্পদ্বারা আবদ্ধ। ⇒ **মেখলিকা**।

অহিরিক (বিণ) নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, নীতিজ্ঞানশূন্য, অবিবেকী, দুষ্ট, পাপে লজ্জাহীন, বেহায়া। (ক্লী) নির্লজ্জতা, লজ্জাহীনতা, নীতিজ্ঞানশূন্যতা, অবিবেকী লোক, পাপকার্যে যাহার লজ্জা নাই, বেহায়া লোক।

অহিরিকং (ক্লী) নীতিজ্ঞানশূন্যতা, দুষ্টামি, বিবেকহীনতা। = **অহিরিক** (ক্লী)।

অহিরীক = **অহিরিক**। ⇒ **অহিরিক**।

অহিরীকং = **অহিরিকং**। ⇒ **অহিরিকং**।

অহিবাতক (পুং) গৃধ্নিস্ফীতিসহ উৎপন্ন প্লেগ বা বিষম সংক্রামক রোগ, সর্পের ন্যায় গৃধ্নিস্ফীতি বাতরোগ। = **অহিবাতক রোগ**।

অহিবাতক রোগ (পুং) এক প্রকার (অস্ত্র সম্বন্ধীয়) রোগ (সাহিত্যে—"সর্পবাত বেদনা" সংক্রামক রোগ, মহামারী, মড়ক, (গৃধ্নিস্ফীতিযুক্ত) রোগ, বিষম সংক্রামক রোগ, মারীভয়, উপদ্রব, দৈবদুর্বিপাক, নৈসর্গিক বিপদ, (চলতি) উৎপাত বিশেষ, রক্তামশয়, রক্তাতিসার, "সর্পবাতাস রোগ"--ইহা এক প্রকার রোগের নামবিশেষ। **অহিবাতক**। ⇒ **রোগ, বাতক**।

অহিবিজ্জা (স্ত্রী) সর্পবিদ্যা, সর্পকৌশল অর্থাৎ ভাগ্যবক্তা বা সর্পের দ্বারা ইন্দ্রজাল (যাদুবিদ্যা) প্রদর্শনকরণ। = **সপ্পদট্ঠতিকিচ্ছন-বিজ্জা চ এব সপ্প-অবহায়ন বিজ্জা**—সর্পদংশনের চিকিৎসাবিদ্যা এবং (মন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া) সর্প আনয়ন করিবার বিদ্যা (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

অহীনিন্দ্রিয (বিণ) নির্দোষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানযুক্ত। (ষড়-ইন্দ্রিয়ের) সর্বইন্দ্রিয়দোষরহিত, ইন্দ্রিয় বিকলতাহীন, সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল এমন। = **অভিনিন্দ্রিয**।

অহু—বলা, বলা হয়, কথিত হয়, বলিল, বলিলে।

অহুং—কথিত, বলা হইত, বলিত।

অহুদেব (বিণ) যাহা ছিল, যে পর্যন্ত ছিল, যে পরিমাণ ছিল, যতক্ষণ ছিল। ⇒ **দ**।

অহুবাসিং (অতীত ক্রিয়া, "**হোত্তি**" ক্রিয়ার উত্তম পুরুষ একবচন) **আমি ছিলাম**। = **অহোসিং**।

অহুহালিয (ক্লী) গলাভাঙ্গা অথবা রুক্ষস্বরবিশিষ্ট উচ্চহাসি, কর্কশ বা বিকটশব্দে উচ্চহাসি। = **দন্ত-বিদংসক মহা-হসিত** (জাতক অর্থকথা)।

অহে (সম্বোধনসূচক অব্যয়পদ) অহে, ওহে, হে, ওরে, রে।

অহেঠতি (ক্রি) পীড়িত না হওয়া, কষ্ট না পাওয়া, দুঃখ অনুভব না করা।

অহেঠযং (বিণ) বিরক্ত মনে করে না এমন। (বিপ) **হেঠযমান**। ⇒ **হেঠেতি**।

অহেঠযান (বিণ) = **অহেঠযং**। ⇒ **অহেঠযং**।

অহেতুক (বিণ) অহেতুক, হেতুবিহীন, বিনাকারণভূত, নৈতিক অথবা ধর্মসম্মত নহে এমন, হেতুযুক্ত নহে এমন, যাহা হেতুসম্ভূত বা হেতুজনক নহে। (সংযুক্ত নিকায়) **অহেতুকবাদ**। (বিপ) **সহেতুক**। ⇒ **হেতুক**।

অহেতুকবাদ—কারণহীন মতবাদ অর্থাৎ যে মতবাদে অথবা ধর্মে কার্য-কারণ নীতি স্বীকার করা হয় না। = **দিট্‌ঠি**। ⇒ **অহেতুক**।

অহেতুকবাদা—হেতু বা কারণসম্ভূত নহে বলিয়া ধারণা।

ইহাও এক প্রকার "**দিট্‌ঠি**" অথবা মিথ্যাদৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

অহেতুঞাণ—হেতু নাই বলিয়া জ্ঞান, কারণরহিত বলিয়া জানা। ⇒ **ঞাণ**।

অহেতুনা (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) বিনা হেতুতে, বিনা কারণে।

অহেতুবাদ (বিণ) হেতুবাদ বা কার্যকারণ নীতি সম্বন্ধে অস্বীকারকারী, অহেতুবাদ মত প্রচারক অর্থাৎ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নামবিশেষ। (বিপ) **হেতুবাদ**।

অহেতুবাদিন (বিণ) = **অহেতুবাদ**। ⇒ **অহেতুবাদ**।

অহেবন—গভীর বন; (সাহিত্যে) এই বন !, অহোবন !, আহাবন ! (অর্থাৎ কেমন বড় অরণ্য বা বন !)। (জাতক) **উত্তমাহেবনন্দহো**; (জাতক অর্থকথা) **অহেবনং বুচ্চতি বনসণ্ডো**।

অহো ১ (ক্লী) দিবস, দিন, অহঃ, অহ। = **অহ**। **২** (সম্বোধন, নিন্দা, দয়া, অনুতাপ, শোক, বিষাদ, প্রশংসা, শ্রান্তি, আশ্চর্য, দ্বৈধ, বিতর্ক, অতএব, অসূয়া, পাদপূরণ ইত্যাদি বাচক অর্থে অব্যয় পদ) ওহে, ওরে, রে, অহো, আঃ, অহহ, অহ, ওঃ, আহা, হায়, হায় হায়, আহা হা, বেশ বেশ, উত্তম, নিশ্চয়, বাস্তবিক। = **অহ, অহহ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অহো'তি অচ্ছরিয অত্থেন নিপাতো**। (জাতক) **অহো অচ্ছরিযং অহো অব্‌ভুতং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অহো বত = সাধু বত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **অহো বত রে**। (তুলনীয়) **অহে**।

অহোরত্ত (পুং, ক্লী) অহোরাত্রি, অহোরাত্র, দিনরাত, দিবারাত্রি। (মধ্যমনিকায়) **অহোরত্তানুসিক্‌খিন**। (কর্মকারক) **অহোরত্তং**। (করণকারকে) **অহোরত্তেন**। ⇒ **অহোরত্তা**।

অহোরত্তং (ক্রি-বিণ) অহোরাত্র, অহোরাত্রি, দিবারাত্রি। = **অহোরত্তিং**। (তুলনীয়) **নত্তমহং**। ⇒ **অহোরত্ত, রত্ত** (২খ)।

অহোরত্তা (স্ত্রী) = **অহোরত্ত**। ⇒ **অহোরত্ত**। (থেরগাথা) **অহোরত্তা অচ্চযন্তি**। (জাতক) **অহোরত্তানং অচ্চযে**। (পেতবত্থু) **অহোরত্তং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অহোরত্তেন**।

অহোরত্তানুসিক্‌খিন (বিণ) [অহোরত্ত+অনুসিক্‌খিন] দিবারাত্রি শিক্ষাকামী, রাত্রিদিন শিক্ষা করে বা শিক্ষা করিতে থাকে এমন, দিবারাত্রি শিক্ষা বিষয়ক। (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **দিবা চ রত্তিঞ্চ তিস্‌সো সিক্‌খা সিক্‌খমান**। ⇒ **অহোরত্ত**।

অহোরত্তি (স্ত্রী) = **অহোরত্তা**। ⇒ **অহোরত্তা**।

অহোরত্তিং—অহোরাত্র। = **অহোবরত্তিং, অহোরত্তং**।

অহো বত—নিশ্চয়ই, প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিক। = **অহো** (২), **সাধুবত**। ⇒ **বত** (১)।

অহো বত ভো—আহা কি অদ্ভুত ব্যাপার !

অহো বত রে = **অহো বত**। ⇒ **অহো বত, রে**।

অহো ব রত্তিং—অহোরাত্র, দিবারাত্রি, রাতদিন। = **অহোরত্তং**।

অহোসি (**হোতি** ক্রিয়ার অতীতকাল) সে ছিল, উহা ছিল।

অহোসি কম্ম (ক্লী) যে কর্ম বা ভাব অধিক শক্তিশালী নহে, শক্তিহীন কর্ম বা ভাব, দুর্বল কর্ম, দুর্বল কর্মপ্রভাব বা কর্মশক্তি।

অহোসিক কম্ম (ক্লী) শক্তিশালী কর্ম বা ভাব, শক্তিশালী কর্মপ্রভাব।

আ

আ—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর বা দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজবর্ণ বলে। আ অ-কারের দীর্ঘাবস্থা। **আ'তি অনুস্সরংত্থে নিপাতো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অব্যয় পদ) **১** হইতে, পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না, প্রায়, নিকটে। (জাতক) **আ-সহস্সেহি = যাব** (জাতক অর্থকথা)। **২** অগ্র, সম্মুখে, বাহিরে, দিকে, প্রতি, সম্বন্ধে, অভিমুখে, কাছাকাছি, তে, উপরে। **৩** চতুর্দিকে, ইতস্তত, সম্পূর্ণরূপে, অত্যন্ত; যেমন—**আকিণ্ণ, আকুল**। **৪** উপরে-নীচে, ভিতরে-বাহিরে, এদিক-ওদিক। যেমন (**আ+নি**প্রয়োগে)—**আবোধিক-নিব্বোধিক, আসংস-নিসংস**। **আ** উপসর্গরূপে—**আ-কাস, আ-কড্‌ঢতি**।

আকঙ্খতি (ক্রি) [অ+√কখ+ং+অ] আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা, বাসনা করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা, মনস্থ করা, অভিপ্রায় করা, অভিলাষ করা, নকশা করা, অঙ্কিত করা, প্যাটার্ন তোলা, ফুল পাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা। = **ইচ্ছতি**। (অতীত) **আকঙ্খি**। (ব-বিণ) **আকঙ্খমান**।

আকঙ্খন (ক্লী) আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, অভিলাষ, বাসনা, স্পৃহা।

আকঙ্খমান (বিণ) আকাঙ্ক্ষা করে এমন, আকাঙ্ক্ষা করিয়া, সঙ্কল্প করিয়া, মনস্থ করিয়া। ⇒ **আকঙ্খতি**।

আকঙ্খা (স্ত্রী) আকাঙ্ক্ষা। = **আকঙ্খন**। **আকড্‌ঢতি** (ক্রি) [আ+√কড্‌ঢ+অ] টানা, বরাবর টানিতে থাকা,

নহে এরূপ (অর্থকথায় **"অপ্পকিন্ন"** শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে)। (সূত্রনিপাত) **আকিন্ন বরলক্‌খণ = বিপুল বরলক্‌খণ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নানা-দিজগণ আকিন্ন = আয়ুত্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পরিকিন্ন**। (বি-ভা) **ইদ্ধ ফীত বহুজন আকিন্ন-মনুস্‌সা** (দীর্ঘনিকায়)। দীর্ঘনিকায়ে **"আকিন্ন-মনুস্‌স"** এর পরিবর্তে **আকিন্ন-যক্‌খ** শব্দও দৃষ্ট হয়, যাহার অর্থ হয় (যক্ষে পরিপূর্ণ অর্থাৎ যক্ষগণের অধিকারভুক্ত)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আকিন্ন জন-মনুস্‌স**। ২ **("আকিন্ন"** শব্দের ন্যায়? অথবা কি **"অবকিন্ন"** শব্দের ন্যায়? অনিশ্চিত) বিষণ্ন, ভগ্নোৎসাহ, নীচ, নিকৃষ্ট, জঘন্য, হীন, অল্পমূল্য, অনুদার, অবিশুদ্ধ, অধম, পাপিষ্ট, দুষ্ট, নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয়। ⇒ **আকিরতি**।

আকিন্নকম্মন্ত (বিণ) ⇒ **কম্মন্ত** (২), **আকিন্ন** (১)।

আকিন্নলুদ্দ (বিণ) অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, নিষ্ঠুরতায় নাছোড়বন্দা ভাবযুক্ত। = **বিপুললুদ্দ**। ⇒ **আকিন্ন** (২)।

আকিন্নলোম (বিণ) ⇒ **আকিন্ন** (১)।

আকিন্ন বরলক্‌খণ (ক্লী) শ্রেষ্ঠ চিহ্নযুক্ত, শ্রেষ্ঠ লক্ষণযুক্ত। ⇒ **বর** (বিণ), **আকিন্ন** (৩)।

আকিরতি (ক্রি) [আ+√কির+অ] বিকীর্ণ করা, ছড়ানো, ছিটানো, বিন্দুপাত করা, অল্পবর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে বা এদিকে ওদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে অথবা ইতস্ততভাবে চলিয়া যাওয়া, বিক্ষিপ্ত করা, ছত্রভঙ্গ করা, ব্যাপ্ত করা, অন্তর্হিত করা, ছিন্নভিন্ন করা বা হওয়া, ছড়াইয়া যাওয়া, পূর্ণ করা, পুঞ্জীভূত করা, রাশীকৃত করা। = **বিপ্পকিরতি**। (অতীত) **আকিরি**; (পেতবত্থু) **দানং বিপুলং আকিরি**। (অ-বিণ) **আকিন্ন**। (পঞ্চমী) **আকিরাহি**।

আকিরিতত্ত (ক্লী) পরিপূর্ণ অবস্থা, পুঞ্জীভূত অবস্থা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সকটং ধঞ্ঞস্‌স আকিরিতত্ত**।

আকিলাযতি (ক্রি) শ্রান্ত বা ক্লান্ত হওয়া। = **আগিলাযতি**। ⇒ **আগিলাযতি**। ইহা **"আগিলাযতি"** শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

আকুচ্ছ (আকুচ্ছা?) (পুং) গুই সাপ। (জাতক অর্থকথায়) **গোধা**; (টীকায়) **আকুচ্ছা (অমত্তাকুচ্ছা)**।

আকুচ্ছা (স্ত্রী) = **আকুচ্ছ**। ⇒ **আকুচ্ছ**।

আকুরতি (ক্রি) [√কুর] গলা-ভাঙ্গা হওয়া, রুক্ষস্বরবিশিষ্ট হওয়া, কর্কশ হওয়া, শ্রুতিকটু হওয়া, (কাশিয়া) কাশ তোলা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কণ্ঠো আকুরতি**।

আকুল (বিণ) আকুল, জড়িত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে ফেলিয়াছে এমন, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, বিহ্বল, ব্যাকুল, উলটপালট, পেঁচ লাগানো হইয়াছে এরূপ, উদভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, গোলেমালে, মিশ্রিত, ব্যাপৃত, উদ্বিগ্ন, পীড়িত, সন্দিহান, ভয়জনিত, আবিষ্ট, সসম্ভ্রম, সঙ্কীর্ণ, অস্পষ্ট, বিকৃত, ব্যাপ্ত। (জাতক) **সলাকগগং আকুলং করোতি**--প্রথমে শলাকা উলটপালট করা অথবা গোলেমালে (মিশ্রিত) করা। (বিমানবত্থু) **অন্ধাকুল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনাকুল**--পরিষ্কার, স্পষ্ট। (বি-ভা) **তন্তাকুল-জাতা গুলা-গুণ্ঠিক-জাতা; ⇒ গুলা**।

আকুলক (বিণ) জড়িত, বিপর্যস্ত, ফাঁদে ফেলিয়াছে এমন।

আকুলনীয় (বিণ) আকুল করে এমন, মিশ্রিত হয় এমন, বিশৃঙ্খল হয় এমন, ভুল হয় এমন, হতবুদ্ধি হইতে হয় এরূপ, বিস্মিত হইতে হয় এরূপ, ব্যর্থ হয় এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনাকুলনীয**--বিশৃঙ্খল অথবা উলটপালট হয় না এমন।

আকুল পাকুল (বিণ) আকুলব্যাকুল, অতিশয় ব্যতিব্যস্ত, অত্যন্ত অপ্রতিভ অবস্থায় পতিত, স্থৈর্যচ্যুতি অবস্থায় পতিত। = **অক্কুলপক্কুল, আকুল সমাকুল**। এই শব্দটি **"অক্কুলপক্কুল"** শব্দের পরিবর্তে পঠিত।

আকুল সমাকুল (বিণ) ব্যতিব্যস্ত, আকুলব্যাকুল। = **আকুলপাকুল, আকুলাকুল**।

আকুলাকুল (বিণ) অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, অত্যন্ত এলোমেলো, অতিশয় বিশৃঙ্খল, অত্যন্ত বিহ্বল। = **আকুলসমাকুল**।

আকুলাযতি (ক্রি) মিশ্রিত হইয়া যাওয়া, বিশৃঙ্খল হইয়া যাওয়া, ভুল হইয়া থাকা, হতবুদ্ধি হইয়া যাওয়া, বিস্মিত হইয়া যাওয়া, ব্যর্থ হওয়া, (চলতি) গোল্লায় যাওয়া।

আকুলী (বিণ) বিজড়িত, মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। (বি শুদ্ধিমার্গ) **আকুলীপুপ্ফ**--এলোমেলো ফুল, এলোমেলোভাবে পতিত পুষ্প; = **মিলাত পুপ্ফ; মিলাত বকুল পুপ্ফ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা, উদানে—**"বক্কুল"**)।

আকুলীভূত (বিণ) = **আকুল**। ⇒ **আকুল**।

আকোটন (ক্লী) প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন, আঘাত, ধাক্কা, দ্বারে আঘাত বা করাঘাত, উৎসাহ, উত্তেজনা, সনির্বন্ধ অনুরোধ। (বিণ) চালিত, প্রহৃত, আঘাত দ্বারা দণ্ডপ্রদত্ত, কম্পিত বা স্পন্দিত, উৎসাহিত, উত্তেজিত, চাপিয়া রাখা হয় এরূপ।

আকোটনী = আকোটন। ⇒ **আকোটন**। জাতকে **"পঞ্ঞা"** সম্পর্কেও **"আকোটনী"** শব্দ দৃষ্ট হয় এবং বর্ণনায় বলা হইয়াছে—**"নিবারণ পতোদ-লট্‌ঠি বিয পঞ্ঞাকোটনী হোতি**।

আকোটিত (বিণ) ১ আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, প্রহৃত, স্পর্শিত, (দরজায়) টুক টুক শব্দকৃত, (দরজায়) আঘাত বা করাঘাত করে এরূপ। ২ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কোচিত, চাপিয়া রাখিয়াছে এরূপ, লুক্কায়িত, আচ্ছাদিত, গোপনকৃত, রক্ষিত, আবৃত, আশ্রিত, জেদ করে এরূপ, নিষ্পেষিত, সঙ্কল্পের সহিত (কাজে) অগ্রসর হয় এমন, সনির্বন্ধ অনুরোধকৃত, আলিঙ্গনকৃত, ভিরিয়া বা আঁটসাঁট করিয়া বাঁধিয়াছে এমন, চাপ্টা করে বা হয় এমন। (বি-ভা) **আকোটিত পচ্চাকোটিত** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **আকোটেতি**।

আকোটিত পচ্চকোটিত (বিণ) (চীবর পরিধান সম্বন্ধে) চ্যাপ্টা করিয়া বা চতুর্দিকে আঁটসাঁটভাবে আচ্ছাদিত।

⇒ **আকোটিত** (২)।

আকোটেতি (ক্রি) [আ+√কুট্+এ; সংস্কৃত—কুট্টয়তি; বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে—আকোটয়তি] **১** ভাঙ্গিয়া ফেলা(?), আঘাত করিয়া ভিরিয়া বাঁধা, আঁটসাঁট করিয়া বাঁধা, চাপিয়া বাঁধা, খোঁয়াড়ে বন্ধ করা, সজোরে পদাঘাত করা। **২** মারা, আঘাত করা, (দরজায়) আঘাত করা, ভাঙ্গিয়া খোলা, খোলা, খুলিয়া ফেলা, পীড়ন করা, পেষণ করা, (ধান্যাদি) আছড়াইয়া বাহির করা, (শস্যাদি) মাড়া, ঝাড়া, প্রহার করা, আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসা, ঘা মারা, ধাক্কা মারা। (বি-ভা) **অগ্‌গড়ং কোটেতি**—(দরজার) অর্গলে আঘাত করা, দরজার হুক বা খিল নাড়া (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক, ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বারং আকোটেতি**—দুয়ার খোলা, দ্বারে আঘাত করা। ⇒ **দ্বার** (১)। (অতীত) **আকোটেসি**। (অ-বিণ) **আকোটিত**। (ক্রি-বি) **আকোটয়িত্বান = অপ্পোটেত্বা**। (করণে) **আকোটপেতি**।

আখু (পুং) (বৈদিক—আখু) **ইঁদুর**, মূষিক।

আখ্যা (স্ত্রী) আখ্যা, নাম, সংজ্ঞা।

আখ্যাত (ক্লী) (ব্যাকরণে) তিঙন্তপদ, তি প্রভৃতি বিভক্তি, ক্রিয়াভাবপ্রধান শব্দ। (বিণ) আখ্যাত, বর্ণিত, কথিত, নির্দিষ্ট, ব্যাখ্যাত, আহৃত, প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত, সূচিত।

আখ্যান = অক্‌খান। ⇒ **অক্‌খান**।

আখ্যায়িকা (স্ত্রী) আখ্যায়িকা, গল্প, উপন্যাস বিষয়ক বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধবিশেষ।

আগচ্ছতি (ক্রি) [অ+√গম+অ] **১** আসা, আগমন করা, সম্মুখবর্তী হওয়া, আসিয়া পৌছা, ফিরিয়া যাওয়া, উপস্থিত হওয়া, (কিছুর দিকে) যাওয়া বা গমন করা, ফিরিয়া আসা। (তুলনীয়) **আগত**। **২** (কিছুতে বা কোনো ঘটনার মধ্যে) আসা, ফল দেওয়া, অর্জন করা, উপযুক্ত হওয়া, পুরস্কারের উপযুক্ত হওয়া। (তুলনীয়) **আগম** (২)। (দীর্ঘনিকায়) **গারয়হং ঠানং আগচ্ছতি**—নিন্দা অর্জন করা, নিন্দিত হওয়া। **৩** পাওয়া, লাভ করা। = **উপকপ্পতি**। **৪** নিকটে আসা, বাহিরে আসা, (কিছুর) সম্পর্কে আসা, অর্থ করিতে পারা বা বুঝিতে পারা (তুলনীয়) **আগত** (৩), **আগম** (৩)। ধাতুরূপ নির্ণয়:—**১** √আগচ্ছ—(বর্তমানে) **আগচ্ছতি**; (অতীতে) **আগচ্ছি**; (ভবিষ্যতে) **আগচ্ছিস্সতি**; (ব-বিণ) **আগচ্ছন্ত**; (অ-বিণ) **আগচ্ছিত্বা**। **২** √গম—(অতীত) **আগমাসি, আগমা**; (বহুবচনে) **আগমিংসু**; (জাতক) **তীণি পিটকানি আগমিংসু**; ⇒ **আগম্ম**। (ভবিষ্যতে) **আগমিস্সতি**। (অ-বিণ) **আগত**। (ক্রি-বি) **আগম্ম, আগন্ত্বা**। (করণে) **আগমেতি**। **৩** √গা—(অতীত) **আগা = আগচ্ছি**।

আগচ্ছন্ত (বিণ) আসে বা আসিতেছে এমন, আসিয়া, সম্মুখবর্তী হইয়া, নিকটে আসিয়া। ⇒ **আগচ্ছতি**।

আগঞ্ছিযমান (বিণ) ⇒ **আবিজ্‌ঝতি** (২)।

আগত (বিণ) **১** আগত, আসিয়াছে এমন, উপস্থিত, পৌছিয়াছে এমন। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **আগত কারণ**—আসার কারণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **আগতট্‌ঠান**—আসার স্থান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিং আগত্থ**—আসার অর্থ কি? অথবা কেন আসিয়াছে? **২** নিকটে আসিয়াছে এমন, সমীপবর্তী, প্রাপ্ত, লব্ধ। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **আগতবিস**। (মহাবংস) **আগতফল = অনাগানুফল**। **৩** নামিয়া আসিয়াছে এরূপ, নামিয়া আসা, স্মৃতিতে আসা অথবা স্মরণ হইয়াছে এমন। ⇒ **আগচ্ছতি**।

আগতকারণ ⇒ **আগত** (১)।

আগতট্‌ঠান (ক্লী) ভবিষ্যৎ অবস্থা, যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, যে স্থানে আসিয়াছে, যে অবস্থায় পৌছিয়াছে। ⇒ **আগত** (১), **ঠান** (৩ক)।

আগত নযেন—যেভাবে দেখান হইয়াছে বা বলা হইয়াছে তদনুরূপ, যেভাবে আসিয়াছে সেভাবে। ⇒ **নযেন**।

আগতত্থ [আগত+অত্থ] আসিয়াছ। ⇒ **অত্থি**।

আগতফল (বিণ) ফলপ্রাপ্ত, লব্ধ। = **আগত** (২)।

আগতবিস (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত। = **আগত** (২)।

আগতাগতা (পুং, বহুবচন) [আগত+আগতা] আগতাগতা লোকেরা, গমনাগমনকারী লোকেরা, যাতায়াতকারীরা, পথিকেরা, আগমনকারীরা (**সঙ্ঘ** সম্বন্ধে বর্ণনায়)।

আগতাগমো (বিণ) স্মৃতিতে আসিয়াছে এমন, স্মরণ হইয়াছে এমন, মনে হইয়াছে এরূপ, অধিগত হইয়াছে এমন, কণ্ঠস্থ হইয়াছে এমন। **পিটকানি আগতাগমো**—পিটকসমূহ বা ত্রিপিটক যাহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে।

আগতানাগত (বিণ) [আগত+অনাগত] আগত এবং অনাগত, যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এবং যাহারা এখনও আসে নাই আসিবে তাহাদের সম্বন্ধে, যাহারা আসিয়াছে এবং আসিবে তাহাদের সম্বন্ধে।

আগতি (স্ত্রী) [আ+গতি] আসা, আগমনকরণ, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। (বিপ) **গতি**। এই শব্দটি সংসারে পুনরাগমন বা পুনর্জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। (দীর্ঘনিকায়) **আগতি গতি চুতি উপ্‌পত্তি**। (পেতবত্থু) **গতিং আগতিং বা**। ⇒ **গতি** (২)।

আগদ (পুং) [অ+গদ] শব্দ, কথা, আলাপ, ভাষণ, বাক্য। = **বচন**।

আগদন (ক্লী) = **আগদ**। ⇒ **আগদ**।

আগন্তর (পুং) আসিতেছে বা যাইতেছে এমন ব্যক্তি, যাহার আসা হইবে এমন ব্যক্তি। কর্তৃকারকে একজন আসে অর্থে "**আগন্তা**" এবং অন্যান্য সকলে আসে অর্থে "**আগন্তার**" শব্দ ব্যবহৃত হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনাগন্তর**—কেহ আসিতেছে না অথবা যাইতেছে না।

আগন্তু (বিণ) সাময়িক, আকস্মিক, প্রাসঙ্গিক, সহসা উপস্থিত, নৈমিত্তিক। (পুং) হঠাৎ উপস্থিতি, আকস্মিক উপস্থিতি, আগন্তুক, হঠাৎ আগত অতিথি, আসিয়াছে এমন ব্যক্তি, আগত ব্যক্তি, বিদেশী, বিদেশী লোক,

অতিথি, অপরিচিত লোক, অজ্ঞাত ব্যক্তি। = **আগন্তুক জন**।

আগন্তুক (পুং, স্ত্রী, ক্লী) আগন্তুক, আগত ব্যক্তি, অতিথি, সাক্ষাৎকারী, আগমনকারী, অপরিচিত লোক, (বর্ণনায়) নূতনভাবে আগমনকারী ভিক্ষু। ⇒ **আগন্তু** (পুং)। **আগন্তুক ভিক্‌খু**—অতিথি ভিক্ষু, উপস্থিত ভিক্ষু, অভ্যাগত ভিক্ষু। (বিপ) **গমিক**। (বিণ) আকস্মিক, বাহিরের, অস্থানিক, প্রাসঙ্গিক, হঠাৎ উপস্থিত, নৈমিত্তিক, আগমন করিতেছে অথবা ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছে এমন। = **আগন্তু** (বিণ)।

আগন্তুক দান (ক্লী) আগন্তুক দান, অতিথি ভিক্ষুর জন্য দান।

আগন্তুক ভত্ত (ক্লী) আগন্তুকের জন্য দেওয়া খাদ্য, আগমনকারীর জন্য অথবা অতিথির জন্য প্রদত্ত আহার, অতিথির জন্য দেওয়া অন্ন। (বিপ) **গমিক ভত্ত**।

আগন্তুক মেঘ (পুং, স্ত্রী, ক্লী) আগন্তুক মেঘ, আনুষঙ্গিক মেঘ, সাহায্যকারী মেঘ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মেঘ, আকস্মিক মেঘ, উপরি স্থাপিত অথবা অধ্যারোপিত মেঘ, হঠাৎ উপস্থিত মেঘ।

আগন্তুক রোগ (পুং, স্ত্রী, ক্লী) আগন্তুক রোগ, আকস্মিক রোগ, হঠাৎ উৎপন্ন রোগ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগ, আনুষঙ্গিক রোগ, অধ্যারোপিত রোগ।

আগন্তুকাগার (ক্লী) [আগন্তুক+আগার] অতিথিশালা, পান্থনিবাস।

আগম (পুং) **১** আগম, আগমন, নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, পরিণাম, সিদ্ধান্ত, শেষফল। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আগমনং পবত্তী'তি আগম**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **দুক্‌খাগম**। **২** অধিগম, প্রাপ্তি, লাভ, গ্রহণ, স্বীকার, জ্ঞান, জ্ঞাত জ্ঞান, অধ্যয়ন, উপায়, উল্লেখ, মধ্যস্থতা, সম্বন্ধ, সম্পর্ক, সম্বন্ধের আদিকারণ, সম্পর্কের উৎপত্তিস্থান বা উৎস, মূলবচন (যাহা অবলম্বন করিয়া টীকা রচিত হয়), মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার মৌলিক রচনা, ধর্মগ্রন্থ, (বিনয়-সূত্রাদি) ধর্মপুস্তক, ধর্মানুশাসন, যে কোনো নৈতিক অথবা ব্যবহারিক আদর্শ, ধর্মপুস্তকসমূহ, ধর্ম, ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস। বিশুদ্ধিমার্গে কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থবাচক, যেমন—"**অন্তমসো ওপম্ম-বগ্গ-মত্তস্স পি বুদ্ধবচনস্স পরিযাপুণনং**। ⇒ **আগতাগমো**। **৩** শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা, পরিমাপ, শৃঙ্খলা, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রাণালী, পদ্ধতি, ছলিত নিয়ম, বশ্যতা, অনুবর্তিতা, শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, অনুশাসন, আজ্ঞাধীনত্ব, আইন বা আদেশের অধীনতা, বিনয়, শাস্তি, দণ্ড, কঠোর শিক্ষা, বিপদ ও দুঃখকষ্টের মধ্যদিয়া চরিত্রের উন্নয়ন। সূত্রনিপাত) **আগমা পরিবিতক্কং**। (দাঠাবংস) **তক্কাগম**--সম্যক্‌সঙ্কল্পের শিক্ষা বা নিয়মানুবর্তিতা। (সদ্ধম্মোপায়ন) **আগমতো**--আজ্ঞাধীনে। **৪** অর্থ, মর্ম, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোষ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বন্নাগম**। **৫** (ঋণ) পরিশোধ, পরিশোধের টাকা বা বস্তু। **৬** (ব্যাকরণে) সন্ধিস্থলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ (যেমন—"**সকার আগম**")।

আগমতো—আইন বা আদেশের অধীনতায়, ধর্মানুবর্তিতায়, শৃঙ্খলার মধ্যে, বিনয়াচরণে। ⇒ **আগম** (৩)।

আগমন (ক্লী) আগমন, আসা, আগন্তুক, নবজাত সন্তান, উপস্থিতি, নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা, প্রত্যাগমন।

আগমন দিট্‌ঠিক (বিণ) যাহার পৌঁছিবার বা উপস্থিত হইবার দৃষ্টি আছে অর্থাৎ আগমনকারী বা অতিথি। ⇒ **দিট্‌ঠিক**।

আগমনাকার (পুং) [আগমন+আকার] আগমনের অভিপ্রায়, আগমনের হাবভাব।

আগমযনা (বিণ) = **আগমযমান**। ⇒ **আগমযমান, আগমেতি, পটিক্‌খতি**।

আগমযমান (বিণ) প্রতীক্ষমান, প্রতীক্ষা করে এমন, আশান্বিত, (চলতি) অনুমান করে বা করিতেছে এমন, অপেক্ষমাণ, অপেক্ষা করিয়া আছে এমন। ⇒ **আগমেতি**।

আগমসম্পন্ন (বিণ) = **সুতবন্ত**। ⇒ **সুতবন্ত**।

আগমানি = **স্বাগমো**। ⇒ **স্বাগমো**।

আগমেকালে—আগামী শুক্লপক্ষে, আগামী চন্দ্রোদয়ের ১৫ দিনের মধ্যে। ⇒ **কাড়**।

আগমেতি (ক্রি) [আ+√গম+এ] (কাহাকেও) অপেক্ষা করানো, স্থগিত রাখা, অপেক্ষা করা, থাকা, (কাহারও জন্য অথবা কিছুর জন্য) অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, আশা করিয়া থাকা, আশা করা, অভ্যর্থনা করা। (অতীত) **আগমেসি**। (ব-বিণ) **আগমযমান; (জাতক) আগমযমান কালং**।

আগম্ম (ক্রি-বি) সম্বন্ধ রাখিয়া, উল্লেখ করিয়া, সম্পর্ক রাখিয়া, আসিয়া, আগমন করিয়া, উপস্থিত হইয়া। ⇒ **আগচ্ছতি**।(বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে—আগম্য)। (ক্রি-বিণ) জন্য, হেতু, সম্পর্কে, সম্বন্ধে, কারণে, উপায়ে, জন্যে, ফলে।(প্রায় সমার্থবাচক শব্দ) **আরব্ভ, সন্ধায, পটিচ্চ**। = **নিস্‌সায**।

আগল্‌হায (করণকারকে স্ত্রীলিঙ্গ) = **আগাল্‌হেন**। ⇒ **আগাল্‌হেন**।

আগস (ক্লী) [বৈদিক—আসস-(ক্লী)] দোষ, পাপ। ⇒ **আগু**।

আগামিতা (এই শব্দটি শুধু "না" অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, যেমন—) **অনাগামিতা**। ⇒ **অনাগামিতা**।

আগামিন (পুং) [আ+গামিন] প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসে এমন ব্যক্তি, সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন রূপ বা শরীর ধারণ করে এমন ব্যক্তি (তুলনীয়—**আগতি**), পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবে এরূপ ব্যক্তি। (বিণ) প্রত্যাগমনকারী, পুনর্জন্ম গ্রহণকারী। (বিপ) **অনাগামিন**।

আগামী (বিণ) আগামী, পরে আসিতেছে এরূপ। (পুং) আসিতেছে এমন ব্যক্তি, আগমনকারী ব্যক্তি।

আগামীকাল—আগামীকাল, আগামীকল্য, ভবিষ্যৎ।

আগার = অগার। ⇒ **অগার**।

আগারক (পুং) ১ গৃহস্বামী, গৃহরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিমাপক। ২ গৃহে অবস্থানকারী ব্যক্তি, ঘরে অংশ দিয়াছে এমন ব্যক্তি, সঙ্গীলোক, সহচর। (বিণ) গৃহ রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধানকারী, গৃহে অবস্থানকারী, ঘরের অংশীদার।

আগারিক = আগারক। ⇒ **আগারক**।

আগারিক মিত্ত (পুং) গৃহীমিত্র, গৃহস্থ বা গৃহী বন্ধু। এই বন্ধুর বন্ধুত্ব সাধারণ গুণ-সম্বন্ধীয় এবং দয়া ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে। ⇒ **মিত্ত, অনাগারিক মিত্ত**।

আগাল্হ (বিণ) [অ+গাঢ়] শক্তিশালী, বলবান, শক্ত, উগ্র, কঠিন, দৃঢ়সঙ্কল্প, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, দৃঢ়, কর্কশ, কটু, প্রবল, উজ্জ্বল, শ্রুতিকটু, অশ্লীল, অধিক তরল নহে অথবা হয় নাই এমন, তীব্র, কোনো সংখ্যাবিশিষ্ট। ⇒ **গাল্হ**।

আগাল্হা পটিপদা—কঠিন পথ বা উপায়, বন্ধুর পথ, অসমান বা এবড়ো থেবড়ো পথ।

আগাল্হায (করণকারক, স্ত্রীলিঙ্গ) = **আগাল্হেন**। ⇒ **আগাল্হেন**।

আগাল্হেন (করণকারকে, ক্রি-বিণ) কঠোরভাবে, কটুভাবে, অশ্লীলভাবে, কর্কশভাবে। "**অগাল্হেন**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ হয়। (করণকারক স্ত্রীলিঙ্গ) **আগাল্হয**, (পাঠ হয়) **আগাল্হায**। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **দল্হভাবায**।

আগিলাযতি (ক্রি) [আ+√গিলা+য] ক্লান্ত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, অবসন্ন হওয়া, বিরক্তি হওয়া, ব্যথিত হওয়া, পীড়িত হওয়া, দুর্বল হওয়া, ক্ষীণ হওয়া। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **হদযং আগিলযতি**। (তুলনীয়) **আযমতি**। (অতীত) **আগিলাযি**।

আগু (ক্লী) (বৈদিক—আগস) দোষ, পাপ, পাপাসক্তি, অপরাধ, বিরাগ, অবমাননা, অপমান, ক্রোধ, ক্ষতি। চুলনির্দেশে "**নাগ**" এর বর্ণনায় যেমন—"**আগুং ন করোতীতি নাগো**"। (যৌগিকে) **অকতাগস** (সদ্ধম্মোপায়ন)।

আগুচারিন (বিণ, পুং) পাপাচারী, দোষী, অপরাধকারী, অপরাধী, যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, যে ব্যক্তি খারাপ বা মন্দ কাজ করে, অমঙ্গলকারী, অনিষ্টকারী, দুরাত্মা, দুর্জন, বদমাশ, পাজি, ভৃষ্যামীর ভৃত্য, চাষা। ⇒ **চারিন**।

আগুচারী = আগুচারিন। ⇒ **আগুচারিন**।

আগোত্রভূঞাণ—গোত্রভূজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত, গোত্রভূজ্ঞান অবধি। ⇒ **গোত্রভূঞাণ**।

আঘাত (পুং) ক্রোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অত্যন্ত ঘৃণা, অপকারেচ্ছা, দ্বেষ, ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট, সংঘর্ষ, আঘাত, ধাক্কা, বাধা, বিবাদ, বিরোধ।

আঘাতন (ক্লী) ১ কসাইখানা, মাংসবিক্রয়ের স্থান। ২ বধ্যভূমি, প্রাণদণ্ডের স্থান। ৩ হত্যাকরণ, বধকরণ, বিনাশকরণ, আঘাতকরণ। ৪ মরণ, মৃত্যু। = **মরণ**।

আঘাতন পটিবিনয—বিদ্বেষের অবদমন, শত্রুতার দমন। **আঘাতন পটিবিনযা** সম্বন্ধে দীর্ঘনিকায় ৩য় খণ্ডে এবং বিনয় ৫ম খণ্ডে নয় প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে, অঙ্গুত্তর নিকায় ৩য় খণ্ডে পাঁচ প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে, পুনশ্চ বিনয়ের ৫ম খণ্ডে দশ প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে—তদ্ তদ্ স্থানে দ্রষ্টব্য।

আঘাতনভিমুখ (বিণ) [আঘাতন+অভিমুখ] কসাইখানার সম্মুখবর্তী, বধ্য স্থানের দিকে গিয়াছে অথবা ফিরিয়াছে এমন। ⇒ **অভিমুখ**।

আঘাতন বত্থু (ক্লী) [আঘাতন+বত্থু] শত্রুতার কারণ, বিদ্বেষের কারণ। ইহা "**আঘাতন পটিবিনয**" শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। "**আঘাতন পটিবিনয**" শব্দে "**আঘাতন পটিবিনযা**" শব্দ দ্রষ্টব্য।

আঘাতেতি (ক্রি) শত্রুতা করিবার জন্য প্রেরণা জাগা, বিদ্বেষ বা হিংসা করিবার জন্য উত্তেজিত হওয়া। (বি-ভা) **চিত্তং আঘাতেতি**—হিংসা করিবার জন্য চিত্তকে উত্তেজিত করা, অন্তরকে বা মনকে কঠিন করা, হৃদয়কে পাষাণ করা (সদ্ধম্মোপাযন)।

আচমতি (ক্রি) [আ+√চম+অ] জলে লইয়া যাওয়া, (মলত্যাগের পর) জলশৌচ করা, জল দিয়া পরিষ্কার করা, আচমন করা, মুখ ধোওয়া, ধৌত করা। (অতীত) **আচমি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আচমতি ধর্মতি**। (করণে) **আচমেতি, আচমাপেতি**। ⇒ **আচমেতি**।

আচমন (ক্লী) [আ+চমন] আচমন, জল দিয়া পরিষ্কারকরণ, ধৌতকরণ, (মলত্যাগের পর) জলশৌচকরণ, মুখ ধৌতকরণ (= **উদকেন মুখসিদ্ধি করণ**)।

আচমন কুম্ভী (স্ত্রী) আচমন পাত্র, যে পাত্রে জল লইয়া মুখ-হাত ধৌত করা হয়।

আচমন পাদুকা (স্ত্রী) আচমন পাদুকা, মুখ-হাত-পা ধৌত করার পর যে জুতা পরিধান করা হয় অর্থাৎ চটিজুতা।

আচমন সরাবক—মুখ-হাত ধৌত করার রেকাব (ছোট থালা বা গামলার ন্যায় পাত্র)।

আচমা (স্ত্রী) পরিশোষণ, সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ, একাগ্রতা, অভিনিবেশ, পুনঃপুন শোষণ। ইহা "**আজব**" শব্দরূপে পাঠ হয়। নির্দেশ বর্ণনায় "**তণ্হা**"। সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**আচাম**"।

আচমাপেতি (ক্রি) ধৌত করায়। ⇒ **আচমতি**।

আচমেতি (ক্রি) [আ+√চম+এ] ১ অস্ত্রশুদ্ধি করা, মলাদি অপসারিত করা, পাপ হইতে মুক্ত করা, নির্দোষ করা, (মদ্য প্রভৃতি) নির্মল করা, কুলকুচি করা, মুখ ধৌত করা। (ক্রি-বি) **আচমযিত্বা** (পেতবত্থু) **মুখং আচমযিত্বা = মুখং বিক্খালেত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ব-বিণ) **আচমযমান**। ২ ধুইয়া ফেলা, জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা, মলত্যাগের পর জলশৌচ করা। ⇒ **আচমতি**।

আচয (পুং) [আ+চয] রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, রাশীকরণ, সংগ্রহ, একত্রিত করণ, স্তূপীকৃত করণ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, পুঞ্জ, পিণ্ড, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ। (বিপ) **অপচয়**। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযস্স আচযো পি অপচযো পি**।

আচযগামিন (বিণ, পুং) পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত কারণ সঞ্চয় করে এমন, পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী।

আচরতি (ক্রি) [আ+√চর+অ] **১** আচরণ করা, অভ্যাস করা, করা, পুনঃপুন করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, প্রশ্রয় দেওয়া, সংযত না করা, তুষ্ট করা, অনুমতি দেওয়া, আসক্ত হওয়া, সাধন করা, নিত্য করা। = **আসেবতি**। (সূত্রনিপাত) **আচরে ধম্ম-সন্দোস-বাদং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাপং আচরতি**। **২** পদক্ষেপ করা, পা ফেলা, চলা, হাঁটা, ধীরে ধীরে চলা, অতিবাহিত করা, অতিক্রম করা, হস্তান্তর করা, চালু করা, বলা। (অ-বিণ) **আচরিত, আচিণ্ণ**।

আচরিত (বিণ) আচরিত, অভ্যস্ত, অভ্যাসকৃত, পুনঃপুন কৃত। = **আচিণ্ণ**। ⇒ **আচরতি**।

আচরিন (বিণ, পুং) [আ+চর] শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ।

আচরিনী (স্ত্রী) শিক্ষয়িত্রী।

আচরিয (পুং) আচার্য, শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, উপদেশক। (যৌগিকে) **আচরিয়ুপজ্ঝায** (বিনয়)। (বিনয়) **গণো বা আচরিযো**—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মেলন অথবা একজন শিক্ষাগুরু। (দীর্ঘনিকায়) **গণাচরিয; সত্তমাচরিয মহাযুগ**—সপ্তমাচার্য মহাযুগ অর্থাৎ মহাচার্যগণের সপ্তম যুগ বা বৎসর। (সংযুক্তনিকায়) **গণাচরিয; যোগগাচরিয**। (মহানির্দেশ) **উপজ্ঝায বা আচরিয**। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **পুব্বচরিয**। = **আচার-সমাচার সিক্খাপক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **আচের**।

আচরিযক (পুং) আচার্য, শিক্ষক। ⇒ **আচরিয, আচের, সাচরিযক**।

আচরিযক সক (বিণ) আচার্যের নিজের, শিক্ষকের বা শিক্ষাগুরুর নিজস্ব। ⇒ **সক**।

আচরিযকুল (ক্লী) আচার্যের গোষ্ঠী বা বংশ, শিক্ষাগুরুর পরিবার, শিক্ষকের বাসস্থান।

আচরিয ধন (ক্লী) আচার্যের দর্শনী, শিক্ষকের পারিশ্রমিক, শিক্ষাগুরুর মাসহারা বা মাহিনা, শিক্ষকের বেতন, আচার্যের বিষয় বা ভূসম্পত্তি, আচার্যের দেয়ক।

আচরিয পাচরিয (পুং) আচার্য এবং প্রাচার্য, আচার্য-প্রাচার্য, (সাহিত্যে) শিক্ষক এবং শিক্ষকের শিক্ষক, আচার্য এবং আচার্যের শিক্ষাগুরু। = **আচরিযো চেব আচরিযাচরিযো চ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

আচরিয ভতিযা (স্ত্রী) আচার্যের দর্শনী, শিক্ষকের মাসহারা, শিক্ষকের বেতন বা মাহিনা, আচার্যের পারিশ্রমিক, শিক্ষাগুরুর দেয়ক। (তুলনীয়) **আচরিয ধন**।

আচরিয মুট্ঠি (স্ত্রী) আচার্যের বিশেষ জ্ঞান, শিক্ষাগুরুর কিল বা মুষ্ট্যাঘাত, শিক্ষাদানে শিক্ষকের কৃপণতা, কোনো জিনিস দিতে আসিয়া না দিয়া ফিরাইয়া নেওয়ার ন্যায় শিক্ষকের অবস্থা, সম্পূর্ণ শিক্ষা না দিয়া কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিজের মুষ্টিতে গোপন করে রাখিয়া দেওয়া, আচার্য বা শিক্ষকের কৃপণতা, শিক্ষার্থী ছাত্র হইতে জিনিসপত্র ফিরাইয়া রাখে এরূপ অবস্থা। ⇒ **মুট্ঠি** (২)।

আচরিযবংস ১ আচার্য বা শিক্ষাগুরুর বংশ, শিক্ষকের পুত্রপৌত্রাদি, আচার্যের গোত্র বা গোষ্ঠী। **২** আচার্যগণের শ্রেণী, শিক্ষকদের সারি।

আচরিয বত্ত (ক্লী) আচার্যব্রত, আচার্যের সেবা; আচার্যের পরিচর্যাদি ব্রত, আচার্যের প্রতি করণীয় কর্তব্য। ⇒ **বত্ত** (১)।

আচরিযবাদ (পুং) আচার্যবাদ, আচার্য পরম্পরা শিক্ষা, পরম্পরাগত শিক্ষা, উদার মত বা নীতি। ⇒ **বাদ** (৪)।

আচরিযানী (স্ত্রী) **১** আচার্য বা শিক্ষাগুরুর পত্নী। **২** শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী।

আচরিয়ুপজ্ঝায (পুং) [আচরিয+উপজ্ঝায] আচার্য এবং উপাধ্যায়, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু। ⇒ **আচরিয**।

আচাম (পুং) ভাতের ফেন, ভাতের মাড়, ভাতের ফেনা, সিদ্ধ চাউলের গাঁজলা বা গাদা।

আচাম কুণ্ডক (ক্লী) স্নানের চূর্ণ, স্নানের সময়ে সাবানের ন্যায় ব্যবহৃত চূর্ণবিশেষ। (তুলনীয়) **কুণ্ডক**।

আচামতি (ক্রি) ⇒ **আচামেতি**।

আচামেতি (**আচামতি** শব্দের পরিবর্তে) (ক্রি) (তুলনীয় সংস্কৃত—আচাময়তি) সন্তুষ্ট করা, ধন্যবাদ দেওয়া; (পঞ্চমী অর্থে—) সন্তুষ্ট হও, ধন্যবাদের পাত্র হও। এই শব্দটি কিন্তু সন্দেহজনক।

আচার (পুং) আচার, ব্যবহার, অন্যের প্রতি ব্যবহার, আচরণ, চালচলন, সম্পাদিত কার্য, সাধন, চলিত নিয়ম, পদ্ধতি, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার; (বর্ণনায়) সৎস্বভাব, সদাচার, সদাচরণ। (বিণ) অভ্যস্ত, অভ্যাসকৃত, স্বভাবযুক্ত, তুষ্টকৃত, প্রশ্রয়প্রাপ্ত, এই এই আচরণযুক্ত। (সূত্রনিপাত) **পাপাচার**। (জাতক) **বিপস্সনাচার; আচার অরিয; অরিযাচার**। **অনাচার**—অসদাচার, বদভ্যাস, অন্যের প্রতি খারাপ ব্যবহার। (বিনয়) **অনাচারং আচরতি**—অসদাচরণ করা, বদভ্যাস করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনাচার কিরিযা**।

আচারকুসল (বিণ) সদাচারযুক্ত, নির্দোষ আচারযুক্ত, অতি সৎস্বভাবের, সচ্চরিত্রের, সদাচারে নিপুণ।

আচার গোচর (পুং) সৎস্বভাবযুক্ত হইয়া তৃণভূমিতে (অথবা খাদ্য সংস্থানে) বিচরণ, সদাচারে পুনঃপুন অভ্যাসকরণ, চালচলন, আচার এবং বিচরণক্ষেত্র। **আচার গোচর সম্পন্ন**—সচ্চরিত্রের ক্ষেত্রে বিচরণ করে এমন, সচ্চরিত্র সম্পন্ন। ⇒ **গোচর** (২)।

আচার বিপত্তি (স্ত্রী) আচার, বিপত্তি, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানের ন্যূনতা বা অভাব, নৈতিকতার ন্যূনতা, ধর্মনষ্টতা,

নৈতিকতা নষ্ট অবস্থা, ধর্মাচরণচ্যুতি, ধর্মাচরণবিনষ্ট অবস্থা, নীতিশাস্ত্রে অকৃতী পুরুষ, সৎস্বভাব হইতে স্খলিত অবস্থা, সদাচারচ্যুত অবস্থা, নৈতিকতার অভাব, ধর্মাচরণের ন্যূনতা, আচার বা আচরণ সম্বন্ধীয় অভাব বা ন্যূনতা। ⇒ **বিপত্তি, দিট্‌ঠিবিপত্তি।**

আচার বিপন্ন (বিণ) নৈতিকতাভ্রষ্ট, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানরহিত। (বিপ) **আচার সম্পন্ন।** ⇒ **বিপন্ন।**

আচার সম্পন্ন (বিণ) আচার সম্পন্ন, নীতিসম্পন্ন, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন, ধর্মনীতি আচরণকারী, ধার্মিক, নৈতিকতা সম্পন্ন। (বিপ) **আচারবিপন্ন।**

আচারিন (বিণ, পুং) সদাচারী, অপরের প্রতি সদাচরণকারী, সৎস্বভাবযুক্ত। = **অনাচারিন বিরতা।**

আচারী = **আচারিন।** ⇒ **আচারিন।**

আচিক্‌খক (পুং, স্ত্রী, ক্লী) যে ব্যক্তি বলে, বক্তা, যে ব্যক্তি দেখায়, প্রদর্শক। (বিণ) কথিক, প্রদর্শনকারী।

আচিক্‌খতি (ক্রি) [আ+√চিক্‌খ+অ] বলা, কহা, জিজ্ঞাসা করা, সঙ্কেত করা, বর্ণনা করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা, জ্ঞাত করা, জ্ঞাপন করা, জানানো, প্রকাশ করা, নির্দিষ্ট বা নির্দেশ করিয়া বলা, দেখানো, প্রদর্শন করা, প্রমাণ করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্থং আচিক্‌খতি**—ব্যাখ্যা করা, অনুবাদ করা, বর্ণনা করা। = **দেসেতি, পঞ্ঞাপেতি, পট্‌ঠপেতি, বিবরতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তানং আচিক্‌খতি**—কাহারও অভেদ বা একত্বভাব প্রকাশ করা। (পঞ্চমী) **আচিক্‌খ (বুহি), আচিক্‌খাহি।** (অতীত) **আচিক্‌খি।** (অ-বিণ) **আচিক্‌খিত।** (করণে) **আচিক্‌খাপেতি।**

আচিক্‌খতু = **আচিক্‌খ।** ⇒ **আচিক্‌খ।**

আচিক্‌খন (ক্লী) কথন, প্রকাশকরণ, ঘোষণাকরণ, জ্ঞাপনকরণ, বলা, কহা। (বিণ) প্রকাশ করে বা ঘোষণা করে এমন, জ্ঞাপন করে বা বলে এমন, জিজ্ঞাস্য।

আচিক্‌খাপেতি (ক্রি) কাহারও দ্বারা প্রকাশ করানো বা বর্ণনা করানো, জিজ্ঞাসা করানো, কথা বলানো বা কহানো। ⇒ **আচিক্‌খতি।**

আচিক্‌খিত (বিণ) প্রকাশিত, ঘোষিত, জ্ঞাপিত, জিজ্ঞাসিত, কথিত, বর্ণিত, প্রদর্শিত।(পেতবত্থু অর্থকথা) **আচিক্‌খিত মগ্গ**—প্রদর্শিত পথ। ⇒ **আচিক্‌খতি।**

আচিক্‌খিতর (পুং) = **আচিক্‌খক।** ⇒ **আচিক্‌খক।** "**পবত্তর**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

আচিণ (বিণ) অভ্যস্ত, স্বভাবগত, অভ্যাসগত, অভ্যাসকৃত, রাশীকৃত, সঞ্চিত, সমাপিত। = **আচিন** (?)। (ধর্মপদ) **আচিণ পাপং = পাপং আচিণন্তো করোন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **আচিনাতি।**

আচিণাতি (ক্রি) রাশি করা, সঞ্চয় করা, অভ্যাস করা। (অতীত) **আচিণি।** (অ-বিণ) **আচিণ।**

আচিন (বিণ) অভ্যাগত, অভ্যস্ত, অভ্যাসকৃত, স্বভাবগত, কৃত, সমাপিত, প্রশ্রয়প্রাপ্ত, সংযমকৃত বা সংযত, আচরিত। দীর্ঘনিকায়ে "**অবিচিন**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আচিন্ন সমাচিন।**

আচিন্নক = **আচিন্ন।** ⇒ **আচিন্ন।** (মধ্যম নিকায়) **আচিন্নক কম্ম।**

আচিন্নক কম্ম—অভ্যস্ত কর্ম, অভ্যাসগত কার্য। ⇒ **আচিন্নক।**

আচিন্ন কপ্প (পুং) চির প্রচলিত অভ্যাস, প্রথানুযায়ী স্বভাব।

আচিন্ন সমাচিন্ন (বিণ) সম্যক পরিপূর্ণ, সম্যকরূপে পরিপূর্ণ।

আচিত (বিণ) রাশীকৃত, সঞ্চিত, সংগৃহীত, আবরিত, সজ্জিত, ভূষিত। = **নিচিত।** ⇒ **আচিণাতি, আচিন, আচিনাতি।**

আচিন = **আচিণ।** ⇒ **আচিণ।**

আচিনতি (ক্রি) = **আচিনাতি।** ⇒ **আচিনাতি।**

আচিনন্ত (বিণ) রাশীকৃত করিয়া, সঞ্চিত করিয়া, সংগৃহীত করিয়া। ⇒ **আচিনাতি।**

আচিনাতি (ক্রি) [আ+√চি+না] রাশীকৃত করা, স্তূপীকৃত করা, সঞ্চয় করা, জমানো, সংখ্যায় বাড়ানো, পরিমাণে বেশি হওয়া। = **আচিণাতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **আচিনতি।** (অতীত) **আচিনি।** (অ-বিণ) **আচিত।** (ব-বিণ) **আচিনন্ত, আচিনতো;** (সংযুক্তনিকায়) **আচিনতো দুক্‌খং।** (কর্মবাচ্যে) **আচীয়তি, আচেয্যতি।**

আচীয়তি (ক্রি) রাশীকৃত হওয়া, স্তূপীকৃত হওয়া, সঞ্চিত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। ⇒ **আচিনাতি।** (ব-বিণ) **আচেয্যমান, আচীয়ন্তো;** (জাতক অর্থকথা) **আচীয়ন্তো বড্‌ঢন্তো।**

আচীয়ন্তো (বিণ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এমন, সঞ্চিত হয় এমন। (জাতক অর্থকথা) **আচীয়ন্তো বড্‌ঢন্তো।** ⇒ **অচীয়তি।**

আচেয্যতি (ক্রি) = **অচীয়তি।** ⇒ **আচীয়তি, আচিনাতি।**

আচের (পুং) শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, আচার্য, অধ্যাপক।

আচেল—বস্ত্রলবস্ত্র, সন্ন্যাসীর বা মুনিঋষির ব্যবহৃত বস্ত্র, বস্ত্রবিশেষ। (পেতবত্থু) **কঞ্চনাচেল ভূসিত**—সুবর্ণবর্ণ বস্ত্রে ভূষিত বা অলঙ্কৃত। (পেতবত্থু) **চেলাচেল।**

আজঞ্ঞ (বিণ) সদ্বংশজাত, কুলীন। ⇒ **আজানিয।**

আজব = **আচমা।** ⇒ **আচমা।**

আজান (বিণ) [আ+জান] অনুভবনীয়, সহজবোধ্য। = **বিজান।** (যৌগিকে) **দুরাজান**—দুর্বোধ্য। ⇒ **বিজানাতি।**

আজানন (ক্লী) [আ+জানন; তুলনীয় সংস্কৃত—অজ্ঞান] পঠনপাঠন, শিক্ষণ, শিক্ষাকরণ, জানন, বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব। (জাতক) **আজানন সভাব।**

পচন, রিপুদমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অপমান, বিরক্তি, অপমান বা বিরক্তির কারণ। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **আতাপন পরিতাপন।**

আতাপিন (বিণ) জ্বলন্ত, অগ্নিবৎ, উত্তপ্ত, অত্যন্ত আগ্রহশীল, উদ্দীপনাময়, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, ক্ষিপ্ত, তৎপর, বাস্তব, প্রকৃত, (ব্যাকরণে) কর্তৃবাচ্য নিষ্পন্ন, কষ্টসাধ্য, উদ্যমশীল, ব্যগ্র, আগ্রহবান। (দীর্ঘনিকায়) **আতাপিন সম্পজান।** = **বিরিযবা।** (অর্হত-সম্বন্ধে) **একো বূপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতপী পহিতত্তো।** ⇒ **অরহন্ত, সতিপট্ঠান, আতাপী। অনাতাপিন**—আগ্রহহীন, নিষ্ক্রিয়, নিরুৎসাহ, নিষ্কর্মা। **অনাতাপিন অনোত্তপ্পিন।**

আতাপী (বিণ) = **আতাপিন।** ⇒ **আতাপিন।**

আতাপেতি (ক্রি) [আ+√তপ+এ] ঈষৎ দগ্ধ করা, ভাজা, ঝলসানো, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া, দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো বা পোড়া, প্রজ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, উত্তেজিত করা, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা, (চরিত্রে) যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, বিরক্ত করা, আঘাত করা বা দেওয়া, হয়রান করা। (মধ্যম নিকায়) **আতাপেতি পরিতাপেতি।** (অতীত) **আতাপেসি।** ⇒ **আতপতি।**

আতিথেয্য (ক্লী) [আতি+থেয্য] বড় চোর(?)। (বিণ) আতিথেয়, অতিথি সেবাপরায়ণ, অতিথি সেবার উপযুক্ত।

আতু (পুং) (প্রাদেশিক বা গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ) পিতা।

আতুমন (পুং) (বৈদিক—আত্মন) আত্মা, স্বয়ং, আপনার। (কর্তৃকারক একবচনে) **আতুমো** (পেতবত্থু) = **সভাবো** (পেতবত্থু অর্থকথা), **আতুমা** (মহানির্দেশ—"**আতুমা বুচ্চতি অত্তা**"), **আতুমানো** (মহানির্দেশ)। (কর্মকারকে) **আতুমানং** (সূত্রনিপাত) **অত্তানং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অধিকরণ কারকে) **আতুমে** (পেতবত্থু) = **অত্তনি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। কারক নির্ণয় :—কর্তৃ একবচনে **আতুমো, আতমা;** (বহুবচনে) **আতুমানো।** কর্ম (একবচনে) **আতুমানং, আতুমং;** (বহুবচনে) **আতুমানো।** অবশিষ্ট "**বুদ্ধ**" শব্দের ন্যায়। ⇒ **বুদ্ধ।**

আতুমা ১ = **অত্তা।** ⇒ **অত্তা।** ২ উত্তর ভারতীয় এক স্থানের নাম। **আতুমা নগর।**

আতুর (বিণ) (বৌদ্ধ সংস্কৃত জাতক এবং সংস্কৃত—আতুর) অভিভূত, আক্রান্ত, পীড়িত, রুগ্ন, আতুর, কাতর, অধীর, রোগী, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **আতুর কায।** (বিমানবত্থু) **আতুররূপ** = **অভিতুন্ন কায** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **আতুর'ন্ন; আতুরচিত্ত।** জাতকের অর্থকথা আচার্যেরা "**অট্টো**" অর্থেও "**আতুর**" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। **অনাতুর** (বিণ) স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সুস্থ, ভালো, ভালো বা সুস্থাবস্থায় আছে এমন।

আতুরন্ন [আতুর+অন্ন] ঘৃণ্য অন্ন, শেষ আহার, দুঃখের অন্ন, নিঃস্বের অন্ন। (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **মরণভোজন।** ⇒ **আতুর।**

আত্থরতি (ক্রি) **অবত্থরতি।** ⇒ **অবত্থরতি।** এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

আথব্বণ (ক্লী) যাদুবিদ্যা, যাদু, ভেলকি, ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, যাদুবিদ্যার মূলমন্ত্রস্বরূপ অথর্ববেদ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **আথব্বণিক মন্তপ্পযোগ।**

আথব্বণ লক্খণ (অদৃষ্টের) গোপন লক্ষণ। ⇒ **লক্খণ** (১)।

আথব্বণিক (বিণ, পুং) যাদুবিদ্যায় দক্ষ, যাদুকরী, ঐন্দ্রজালিক, ভোজবিদ্যাপ্রদর্শনকারী, আশ্চর্যকার্যকারী, চিকিৎসক।

আদদাতি (ক্রি) [আ+দদ+অ] লওয়া, গ্রহণ করা। (অতীত) **আদদি।** (অ বিণ) **অত্ত।** (করণে) **আদপেতি।** = **আদাতি।** ধাতুরূপ নির্ণয়:—বর্তমানকাল (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদদামি;** (বহুবচনে) **আদদাম।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদদাসি;** (বহুবচনে) **আদদাথ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদদাতি;** (বহুবচনে) **আদদান্তি।** অতীতকাল (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদদিং;** (বহুবচনে) **আদদিম্হা।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদদি;** (বহুবচনে) **আদদিত্থ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদদি;** (বহুবচনে) **আদদিংসু।** ভবিষ্যৎকাল ১ (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদদিস্সামি;** (বহুবচনে) **আদদিস্সাম।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদদিস্সসি;** (বহুবচনে) **আদদিস্সথ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদদিস্সতি;** (বহুবচনে) **আদদিস্সন্তি।** ২ (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদস্সামি;** (বহুবচনে) **আদস্সাম।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদস্সসি;** (বহুবচনে) **আদস্সথ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদস্সতি;** (বহুবচনে) **আদস্সন্তি।** সপ্তমী (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদদেয্যামি;** (বহুবচনে) **আদদেয্যাম।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদদেয্যাসি;** (বহুবচনে) **আদদেয্যাথ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদদেয্য;** (বহুবচনে) **আদদেয্যুং।** পঞ্চমী (উত্তমপুরুষ একবচনে) **আদদামি;** (বহুবচনে) **আদদাম।** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **আদদাহি;** (বহুবচনে) **আদদাথ।** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **আদদাতু;** (বহুবচনে) **আদদন্তু।** (ক্রি-বি) **আদায।** (তুম), লইয়া, গ্রহণ করিতে। **আদাতুং।**

আদপেতি (ক্রি) (কাহাকেও) লইতে দেওয়া, গ্রহণ করানো, রাজি করানো, একমত করানো, গ্রহণ করা, রাজি হওয়া, একমত হওয়া, মিল হওয়া, অনুরূপ হওয়া। ⇒ **আদাতি, আদদাতি।**

আদর (পুং) আদর, স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আস্থা, আসক্তি, আরম্ভ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, মনোযোগ, দৃষ্টি, যত্ন, দর্শন, লক্ষ্য, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোনো বিশেষত্ব, মর্যাদা, ভদ্রতা, অভিবাদন। **অনাদর**—(পুং) অনাদর, অসম্মান, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অস্নেহ, অযত্ন। (বিণ) অযত্নকৃত, অনাদরকৃত, অসম্মানিত, অশ্রদ্ধাকৃত। = **আদরবিরহিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

আদরতা (স্ত্রী) = **আদর**। ⇒ **আদর**। (জাতক) **অনাদরতা**—অন্যের প্রতি বিবেচনার অভাব। বিভঙ্গে "**দোবচস্‌সতা**" এর বর্ণনায়ও "**অনাদরতা**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আদরিয (ক্লী) মর্যাদা সহকারে সম্মান প্রদর্শনকরণ। ⇒ **আদর**। (বিনয়) **অনাদরিয** (ক্লী) অসম্মান, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অস্নেহ, অযত্ন, অনাদর।

আদব (ক্লী) (বিমানবত্থু অর্থকথার টীকায় বিমানবত্থুতে উল্লিখিত "**মদ্দব**" শব্দের পরিবর্তে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ। (বিণ) উদ্দীপক, উত্তেজক।

আদহতি (ক্রি) [আ+দহতি] **১** রাখিয়া দেওয়া, পরিধান করা, অবধারিত করা, মীমাংসা করা, স্থির করা, দৃঢ় করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সমং আদহতি = সমাদহতি**। (তুলনীয়) **সমাদহতি, আধিযতি**। **২** [আ+দহতি(২)] আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া, পুড়িয়া ফেলা, দগ্ধ করা, জ্বালাইয়া দেওয়া।

আদা ১ (ক্রি-বি) লইয়া, তুলিয়া লইয়া, গ্রহণ করিয়া, কাহারও নিকট লইয়া গিয়া। = **অনাদিযিত্বা** (বিনয় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **আদায**। ⇒ **আদাতি**। **২** = **আট**। ⇒ **আট**।

আদাতব্ব (বিণ) লওয়ার উপযুক্ত, তুলিয়া লইবার যোগ্য, গ্রহণ করা উচিত। ⇒ **আদাতি**।

আদাতি (ক্রি) [আ+√দা+অ] লওয়া, গ্রহণ করা, (কাহারও নিকট) লইয়া যাওয়া অথবা পৌঁছাইয়া দেওয়া, মানিয়া লওয়া, গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়া, বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, আত্মসাৎ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা, ধরা, ধৃত করা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, গ্রেপ্তার করা, মনে মনে ধারণা করা। ⇒ **আদিযতি, আদেতি**। (অতীত) **আদিযি**। (অ-বিণ) **আদিন্ন**। (ব-বিণ) **আদেয্য**। (ভ-বিণ) **আদাতব্ব**। (ক্রি-বি) **আদা, আদায**। (তুম) **আদাতুং**; (দীর্ঘনিকায়) **আদিন্নং থেয্যসঙ্খাতং আদাতুং**। (করণে) **আদাপেতি**।

আদান (ক্লী) **১** (সাহিত্যে) (আহার) গ্রহণ করিয়া, চরাইয়া, তৃণ প্রদান করিয়া। (জাতক) **আদানেসন**। **২** পাইয়া, প্রাপ্ত হইয়া, অর্জন করিয়া, লাভ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, তুলিয়া লইয়া, লইয়া, ধরিয়া, অর্থ গ্রহণ করিয়া, আঁকড়াইয়া ধরিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দণ্ডাদান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ফলাদান**। (ত্বরিত কথায়) **অদিন্নাদান**—অদত্ত বস্তু গ্রহণ অর্থাৎ চুরিকরণ। **৩** (চরিত্রে) আসক্তি, অনুরাগ, বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, আত্মসাৎকরণ, সংসারের প্রতি আসক্তি রাখিয়া, পার্থিব বিষয়ে জড়াইয়া ধরিয়া থাকা অথবা সংলগ্ন থাকা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আদান পটিনিস্‌সগ্গ**। (সূত্রনিপাত) **আদান তণ্‌হা; আদান সত্ত**। (মহানির্দেশ) **আদান গন্থ। অনাদান**—(বিণ) আসক্তিমুক্ত। (সংযুক্তনিকায়) **সাদানেসু অনাদানো**—পার্থিব বিষয় সমূহে আসক্তিমুক্ত। = **খন্ধাদিসু নিগ্‌গহণো**। (তুলনীয়) **উপাদান, পরিযাদান**।

আদানগন্থ—গুহ্য আসক্তির বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, অনুরাগের বন্ধন।

আদানগাহিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি আঁকড়াইয়া ধরে, লাভজনক। (বর্ণনায়) **দঢ়গাহিন**; (অর্থকথায়) **আধান গাহিন**।

আদাপযি (অতীত ক্রিয়া) যত্ন করিল, লক্ষ্য রাখা হইল। ⇒ **আদিযতি** (১)।

আদায (ক্রি-বি) পাইয়া, প্রাপ্ত হইয়া, লইয়া, গ্রহণ করিয়া, ধরিয়া, অর্থ গ্রহণ করিয়া। (স্ত্রী) উদ্দেশ্যহীনভাবে কাহারও বিষয় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণকরণ। (বিনয়) **তস্‌স আদাযস্‌স বন্নেভণতি**। (তুলনীয়) **উপাদায, পরিযাদায**।

আদযী (বিণ) গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি গ্রহণ করে।

আদাযীন (বিণ, পুং) লইয়া, গ্রহণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, পাইয়া, লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, যে ব্যক্তি ধরে অথবা অর্থ গ্রহণ করে। (দীর্ঘনিকায়) **দিন্নাদাযীন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সারাদাযীন**।

আদাস (পুং) দর্পণ, আরশি, দৃষ্টিপাত, আদর্শ, দর্পণতুল্য, চিক্কণ বস্তু। (দীর্ঘনিকায়) **আদাসপঞ্‌হ**। (ধর্মসঙ্গণী) **আদাসমণ্ডল**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **আদাসদণ্ড**।

আদাসক = **আদাস**। ⇒ **আদাস**।

আদাসতল (ক্লী) দর্পণের পৃষ্ঠদেশ, দর্পণের উপরিভাগ, দর্পণের বহির্ভাগ, দর্পণগাত্র, দর্পণতল, দর্পণের বাহ্যাকার। ⇒ **তল**।

আদাসপঞ্‌হ—দর্পণ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। (তুলনীয়) **আদাসে দেবতং ওতরেত্বা পঞ্‌হং পুচ্ছনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ধম্ম-আদাসং নাম ধম্ম-পরিযাযং দেসেস্‌সামি**। ⇒ **আদাস**।

আদি (পুং) আদি, প্রথম, প্রারম্ভ, আরম্ভ, উৎপত্তি নিদান। (কর্তৃকারক) **আদি** (ধর্মপদ); (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আদিম্‌হি**। (কর্মকারক) **আদিং** (সূত্রনিপাত); = **কারণং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অপাদানকারক) **আদিতো**—আদি হইতে, আরম্ভ হইতে (জাতক)। (বিণ) আদ্য, প্রথম বা প্রাথমিক, আরম্ভ, প্রধান, সর্বপ্রথম। (ক্লী, ক্রি-বিণ) প্রথমে, আরম্ভে, সর্বাগ্রে, ইত্যাদি, প্রভৃতি, এইরূপ আরও (তুলনীয়—**অধিক**)। (কর্মকারক বহুবচনে) **রুক্‌খ-গুম্ব-আদযো**—গাছ-জঙ্গল ইত্যাদি (জাতক)। (জাতক) **অম্ব পনসাদীহি রুক্‌খেহি সম্পন্নো; অম্ব-লবুজাদীনং ফলানং অন্তো; অসি-সত্তি-ধমি-আদীনি আবুধানি**—অসি-বল্লম বা শেল-ধনুপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র; **কসি-গোরক্‌খাদীনি করোন্তে মনুস্‌সে; ... তি আদীনা নযেন**—এই একই পথে বা উপায়ে। (ক্লী, বহুবচন) (এবং **আদীনি**) অর্থে "**তি**" শব্দ সংযোগে:—

ব্যক্তি বিপদ বা পাপ ডাকিয়া আনে। (সংযুক্ত নিকায়) **উপাদানিযেসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিন।** (ক্রি-বি) **আদীনবানুপস্সনা** (বি শুদ্ধিমার্গ)।

আদীপনীয় (বিণ) জ্বালানো বা পোড়ানো যায় এমন, জ্বালাইবার যোগ্য, দগ্ধ করিবার উপযুক্ত, বর্ণিত।

আদীপিত (বিণ) আলোকিত, দেদীপ্য, উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলিত, উদ্ভাসিত, উৎসাহিত, ক্রোধান্বিত, দগ্ধীভূত।= **আদিত্ত**।(সংযুক্তনিকায়) **লোকাদীপিত**—লোক আলোকিত, লোক আলোককর; = **আদিত্তক**। ⇒ **আদীপেতি**।

আদীপেতি (ক্রি) আলোকিত করা, উজ্জ্বল করা, প্রজ্বলিত করা। (অতীত) **আদীপেসি**। (অ-বিণ) **আদীপিত**।

আদীয = **আদিয**। ⇒ **আদিয**।

আদু (অব্যয়) কিন্তু, অথবা, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, বরং, অধিকতর, কিছু। (সম্বন্ধযুক্ত শব্দ) **উদাহু**—ব্যতীত; যেমন—**উদাহু... আদু= কিং... উদাহু**—ইহা কি সেরূপ অথবা (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

আদেতি (ক্রি) [আ+দেতি] লওয়া, গ্রহণ করা, পাওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা। = **গণ্হাতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **উপাদিয়তি গণ্হাতি** (মহানির্দেশ)। (তুলনীয়) **আদিযতি**।

আদেয্য (বিণ) গ্রহণীয়, লইবার বা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, আনন্দদায়ক, মনোরম, আদরে গৃহীত, সমাদৃত। (বি-ভা) **আদেয্য বচন**—সমাদৃত বা গ্রহণীয় ভাষণ, আনন্দদায়ক কথা (বিনয়)।

আদেব (পুং) পরিদেবন, শোক, ক্রন্দন, অনুশোচনা, বিলাপ, পরিতাপ, দুঃখপ্রকাশকরণ, খেদকরণ। (বর্ণনায়) **"পরিদেব"** অথবা **"পরিদ্দব"** যেমন—(বি-ভা) **আদেবো পরিদেবো, আদেবনা পরিদেবনা, আদেবিতত্তং পরিদেবিতত্তং**—শোক বিলাপ (মহানির্দেশ)।

আদেবতি (ক্রি) = **পরিদেবতি**। ⇒ **পরিদেবতি**।

আদেবনা (স্ত্রী) = **আদেব**। ⇒ **আদেব**।

আদেস (পুং) নির্দেশ করিয়া দেখানো, দেখাইয়া দেওয়া, সংবাদ, বার্তা, বিজ্ঞাপন; (ব্যাকরণে) বিশেষত্ব, বিশেষ গুণ, লক্ষণ, সঙ্কল্প, অটলতা, প্রতিভূ, প্রতিকল্প, প্রতিনিধি, বদলি [যেমন—সূত্রনিপাত অর্থকথায় বলা হইয়াছে **কিং-নিদানা = কুতো নিদানা** (সম্প্রদানে) অথবা কর্মকারকে **"পচ্চত্ত বচনস্স তো-আদেসো** (অথবা **'ত্বাদেসো'**) **বেদিতব্বো"** এর সমার্থে বা পরিবর্তে]।

আদেসনা (স্ত্রী) [আ+দেসনা] ভবিষ্যদ্বাণী, অনুমানকরণ, আন্দাজকরণ, নির্দেশকরণ। (বি-ভা) **আদেসনা পাটিহারিয**—অপরের চিত্ত ভাব জানানের কৌশল বা অদ্ভুতশক্তি, পরের স্বভাব অনুমানকরণ, দৈবশক্তিবলে অথবা ঋদ্ধিময় জ্ঞানে অপরের মনোভাব জানন (বিনয়)। **আদেসনা পাটিহারিয**—পরচিত্ত বিজ্ঞানন জ্ঞান, অপরের মনোভাব জানিবার জ্ঞান বা অদ্ভুত জ্ঞানশক্তি, অপরের চিত্তভাব জানিবার ঋদ্ধিময় জ্ঞান। ⇒ **পাটিহারিয, আদেসনা**।

আদেসনা পাটিহারিযং—আবির্ভাব-সম্বন্ধীয় অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা, প্রদর্শনের বা প্রকাশ সম্বন্ধীয় বিস্ময় বা আশ্চর্য বস্তু, অভিব্যক্তির অদ্ভুত ব্যাপার, অন্যান্য লোকের মনোযোগ ও পরিকল্পন-সম্বন্ধীয় আবিষ্কার।

আধান (ক্লী) [আ+ধান] তুলিয়া রাখিয়া, নামাইয়া রাখিয়া, আধান, স্থাপন করিয়া, আরোপ করিয়া, রাখিয়া, নির্বাহকরণ, সাধন, গ্রহণ, রক্ষা, ধারণ, প্রাপ্তি, শাস্ত্রবিধির মত, অগ্নিরক্ষা, তড়িৎ-সঞ্চারণ, বিদ্যুৎপূর্ণকরণ, যজন, হোম, বন্ধক দেওয়া, উৎপাদন, আধার, পাত্র, স্থালী, পুষ্পমূল, লতার বেড়া, ঝাড়, বেড়া, বেষ্টিত স্থান। (**অঙ্গুত্তর** নিকায়) **অগ্গিস্স আধানং** (সিংহলী গ্রন্থে **"আদানং"** শব্দ দৃষ্ট হয়)—অগ্নি রাখার পাত্র। (মধ্যম নিকায়) **উদকাধান;** (তুলনীয়) **আধেয্য**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কণ্টকাধান**—কণ্টক-লতার ঝাড় বা ঝোপ।

আধান গাহিন (বিণ, পুং) নিজস্থানে অবস্থানকারী (অর্থাৎ লাভজনক?), লাভকারী। (বি-ভা) **সন্দিট্ঠি পরামাসিন আধান-গাহিন দুপ্পটিনিস্সগ্গিন** (বিনয়)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"আদানগাহিন"** কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায় **"দঢ়গাহিন"**; ⇒ **আদানগাহিন**। (দীর্ঘনিকায়) **আধান গাহিন**।

আধানগাহী = **আধানগাহিন**। ⇒ **আধানগাহিন**।

আধার (পুং) [আ+ধার] ১ আধার, পাত্র, জিনিসপত্রাদি রাখার পাত্র, বাক্সাদি, স্থালি বা থালি, পুষ্পমূল, স্থান, গোলাকার জলপাত্র, চৌবাচ্চা, জলাধার, পর্যঙ্ক, নদীর অববাহিকা, (সাহিত্যে—) (সাময়িক) অধিকারী, ধারক। ২ ধারণকরণ, ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী অথবা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু; (বর্ণনায়) ভিক্ষাপাত্র রাখিবার গোলাকার টুল বা বেড়, ভিক্ষাপাত্র রাখিবার বৈঠক বা চৌকি। (বিনয়) **অনাধার পত্তো**-আধারহীন বা পাত্র রাখিবার বৈঠকছাড়া পাত্র। (চরিত্রে) **অনাধার**—অসমর্থ; (বিনয়) **অনাধার চিত্তং**। ৩ (ব্যাকরণে) অধিকরণকারক, বাঁধ, (কিছু রাখিবার) খাঁচা।

আধারক (পুং, ক্লী) ১ বসিবার আধার বা আসন, কাষ্ঠাসন, টুল, পাত্র রাখিবার বেড় বা চৌকি। ⇒ **আধার** (২)। (ক্লী, বহুবচনে) **আধারকানি**। তথাগত বুদ্ধের চারিটি অমূল্যবস্তুর মধ্যে একটি, চারিটি অমূল্য বস্তু, যথা—**সেতচ্ছত্তং, নিসীদন পল্লঙ্কো, আধারকো, পাদপীঠং** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **সেতচ্ছত্তং, নিসীদন পল্লঙ্কো, আধারকো, পাদপীঠং**। ২ পড়িবার ডেস্ক বা বেদী, ধর্ম-প্রচারকের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ, প্রচার বেদী।

আধারণতা (স্ত্রী) [আ+ধারণতা] মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, ধ্যান, সমাবেশ, সমাহরণ, এক কেন্দ্রে মিলন, ঘনীকরণ, একাগ্রতা, মনোযোগিতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আধারণতা দল্হিকরণ**।

আধারিত (বিণ) সমর্থিত, গৃহীত, অবধারিত। ⇒ **আধারেতি**।

আধারেতি (ক্রি) ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণপোষণ করা, প্রতিপালন করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, অবধারণ করা, সাহস দেওয়া, গৃহণ করা, পোষণ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, বদ্ধ করা, অধিকারে রাখা, দমন করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, আবদ্ধ করা, ক্রমাগত চালানো, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, বিবেচনা করা দৃঢ় থাকা, অবিচলিত থাকা, লাগিয়া থাকা। (অ-বিণ) **আধারিত**।

আধাবতি (ক্রি) [আ+√ধাব+অ] পশ্চাদ্ধাবন করা, (কিছুর দিকে) দৌড়াইয়া যাওয়া। = **উপধাবতি**। (যৌগিকে) **আধাবতি পরিধাবতি**—ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করা, এদিক ওদিক দৌড়ানো (জাতক)।

আধাবন (ক্লী) বেগে অগ্রগতি, প্রবলগতি, প্রচণ্ডগতি।

আধিপচ্চ = **আধিপত্তেয্য**। ⇒ **আধিপত্তেয্য**।

আধিপত্তেয্য (ক্লী) [অধি+পতি+য] আধিপত্য, প্রভুত্ব, ক্ষমতা, একাধিপত্য, সর্বময় ক্ষমতা, প্রধান বা সর্বোচ্চদরের শাসন, রাজ শাসন, আভিজাত্য, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রভাব, শাসন, কর্তৃত্বস্থান, প্রভাব বিস্তার। (সংযুক্ত নিকায়) **ইস্সরিযাধিপচ্চ**। (দীর্ঘনিকায়) **আধিপত্তেয্য**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইস্সরিয**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গেহে আধিপত্তেয্য** = **গেহে ইস্সরিয**—গৃহকর্তৃত্ব। **আধিপত্তেয্য** ত্রিবিধ, যথা—**অত্তাধিপত্তেয্য, লোকাধিপত্তেয্য, ধম্মাধিপত্তেয্য**। ⇒ **লোকাধিপত্তেয্য**।

আধীন—ইহা ভুল শব্দ, পাঠ হইবে "**অধীন**"। ⇒ **অধীন**।

আধুত (বিণ) চারিদিকে ঘুরে এমন, আলোড়িত, কম্পিত, বিচলিত, অস্থির, নড়ান বা নাড়া হইয়াছে এমন, বায়ু তাড়িত। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **সণিকং বিধূপযমান**—পাখা দ্বারা মৃদু মৃদু বাতাস করা হয় এরূপ। ⇒ **আধুনাতি**।

আধুনাতি (ক্রি) [আ+√ধু+না] নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, নড়ান, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীত) **আধুনি**। (অ-বিণ) **আধুত**।

আধেয্য (বিণ) অধিকারভুক্ত, যুক্ত, অংশভুক্ত, সংসৃষ্ট, গর্ভজাত, জাত, (কাহারও মাথায় ও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় বা জমা করিয়া রাখে এমন, মনোযোগ দেয় এমন, লক্ষ্য করে এমন, আত্মসাৎ করে এরূপ। (ক্লী) ভাণ্ডার, গুদাম। = **আধাতব্বতা ঠপেতব্বতা** (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **আধেয্যং গচ্ছতি**—ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয়, গুদামে রাখা হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সব্বে তস্সাধেয্যা হোন্তি**—তৎসমস্ত (অর্থাৎ তাহার জমা রাখার বস্তু অথবা তাহার সম্পত্তি) তাহার নিকট জমা রাখা হইয়াছে।

আধেয্য মুখ = **আদিযমুখ**। ⇒ **আদিযমুখ**।

আন—প্রশ্বাস।

আনক = **আণক**। ⇒ **আণক**।

আনঞ্জ—শূন্য। ⇒ **আনেজ্জ, আকাসানঞ্জ, বিঞ্ঞাণানঞ্জ**।

আনঞ্জসমাধি ⇒ **আনেজ্জ**।

আনঞ্জ = **আনঞ্জ, আনেঞ্জ**। ⇒ **আনঞ্জ, আনেঞ্জ**।

আনঞ্জ সমাধি ⇒ **আনেজ্জ**।

আনণ্য (ক্লী) অঋণ, ঋণমুক্ততা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**নিব্বাণ**" সম্বন্ধে বর্ণনায় "**আনণ্য**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; (তুলনীয়) **অনণ**।

আনতি (ক্রি) আনয়ন করা, আনা।

আনত্ত (বিণ) = **সমিঞ্জিঝিট্ঠ**। ⇒ **সমিঞ্জিঝিট্ঠ**।

আনদতি (ক্রি) [আ+নদতি] প্রচার করা, প্রশংসা করা, তুরী দ্বারা ঘোষণা করা, উচ্চ শব্দ করা, হস্তীর চিৎকার করা।

আনন (ক্লী) আনন, বদন, মুখ, মুখমণ্ডল। (বিণ) মুখ আছে এমন। (পঞ্চগতি দীপন) **বিকটানন**—যাহার বিকট মুখ আছে।

আনন্তরিক (বিণ) ক্রমিক, আনুক্রমিক, পরম্পরানুযায়ী, তৎক্ষণাৎ পরবর্তী, ফাঁকহীন পরবর্তী, অবিলম্বে।

আনন্তরিক কম্ম—অবিলম্বে প্রতিদানের স্বভাব, তৎক্ষণাৎ পরিশোধের স্বভাব, প্রত্যক্ষরূপে শাস্তির ব্যবস্থা।

আনন্তরিয = **আনন্তরিক**। ⇒ **আনন্তরিক**।

আনন্দ (পুং) আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, মনোনয়ন, পরমসুখ, স্বর্গীয় আনন্দ। = **পীতিযা এতং অধিবচনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

আনন্দ ছণ (ক্লী) = **আনন্দিয**। ⇒ **আনন্দিয** (ক্লী)।

আনন্দতি (ক্রি) আনন্দ করা, উল্লাস করা, মনোনয়ন করা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা, পরমসুখ লাভ করা, আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া। ⇒ **আনন্দ**। (অতীত) **আনন্দি**; জাতকে পাঠ "**আনন্দি বিত্তা**; (জাতক অর্থকথা বর্ণনায়) **নন্দিত্থ**—সন্তুষ্ট হইয়াছিল; "**আনন্দ বিত্তা**" শব্দের পাঠ হইবে "**আনন্দ-চিত্তা**"—আনন্দিত চিত্ত, সন্তুষ্ট চিত্ত। ⇒ **আনন্দিয**।

আনন্দ ভেরি—আনন্দের বাদ্যবাজনা, উৎসবের বাজনা বা বাদ্য, আনন্দ ভেরী।

আনন্দ মচ্ছ—আনন্দ নামক মৎস্য, মৎস্যের রাজা আনন্দ নামক মৎস্য, দীর্ঘাকার অসুর, প্রকাণ্ড জলজন্তু বিশেষ, কোনো প্রকাণ্ড আকৃতির জন্তু। ⇒ **রোহিতমচ্ছ**।

আনন্দিচিত্ত—আনন্দিত চিত্ত, সন্তুষ্ট মন। ⇒ **আনন্দিত**।

আনন্দিন (বিণ) বন্ধুভাবপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, সন্তুষ্টিজনক, সন্তোষজনক, উল্লাসপূর্ণ।

আনন্দিয (বিণ) আনন্দদায়ক, উপভোগ্য। (ক্লী) আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, মহোৎসব, ভোজ, পর্ব। (জাতক) **আনন্দিযং আচরতি**—আনন্দের অনুষ্ঠান করা, ভোজের অনুষ্ঠান করা, পর্বের অনুষ্ঠান করা; **আনন্দছণ** (জাতক অর্থকথা)।

আনন্দি বিত্ত—"**আনন্দিচিত্ত**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ। = **আনন্দিচিত্ত**। ⇒ **আনন্দতি**।

আনন্দী (বিণ) আনন্দদায়ক, উপভোগ্য। (স্ত্রী) আনন্দ, উল্লাস, আহ্লাদ, সৌভাগ্য, সুখ। (যৌগিকে) **আনন্দিচিত্ত** (জাতক)।

আনয (বিণ) [আ+নয] আনীত, আনা হইয়াছে এরূপ। (সংযুক্তনিকায়) **সুবানয**—আনয়ন করা সহজ।

আনযতি (ক্রি) **আনেতি**। ⇒ **আনেতি**।

আনা (স্ত্রী) আদেশ। = **আণা**।

আনাপান (ক্লী) [আন+অপান] শ্বাস-প্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। যে শ্বাস নির্গত হয় তা নিঃশ্বাস, যে শ্বাস প্রবেশ করে তা প্রশ্বাস (out-breathing, in-breathing) (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **আনাপানকথা**। (মধ্যম নিকায়) **আনাপানসতি**।

আনাপানসতি (স্ত্রী) শ্বাসপ্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান বা স্মৃতি রক্ষাকরণ। ⇒ **আনাপান, আনাপানানুস্সতি**। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **আনাপান সমাধি**।

আনাপান সমাধি = **আনাপানসতি**। ⇒ **আনাপানসতি**।

আনাপানানুস্সতি (স্ত্রী) [আনাপান+অনুস্সতি] আনাপান অনুস্মৃতি, শ্বাসপ্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান বা স্মৃতি রক্ষাকরণ, শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা কৃত একটি লৌকিক ধ্যানাবলম্বন প্রক্রিয়া, চল্লিশ প্রকার শমথ ভাবনার মধ্যে দশটি স্মৃতিভাবনার একটি, শ্বাসপ্রশ্বাস অবলম্বনে মনোযোগ সাধন, শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্যবদ্ধ কার্য, ন্যাস। ⇒ **অনুস্সতি, সতি**।

আনাপেতি (ক্রি) আনায়, আনয়ন করায়, কাহাকে পাঠাইয়া আনানো। ⇒ **আনেতি**

আনামেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) [আ+নামেতি] বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা বা করানো, নোয়া, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, কিছু নিজের দিকে অথবা অধীনে আনা। (ভবিষ্যৎকালে) **আনামিস্সসি, আনযিস্সতি**; (জাতক অর্থকথায়) **আনেস্সসি**—চালিত করা, লইয়া যাওয়া।

আনিসংস (পুং) [আ+নি+সংস] আধ্যাত্মিক লাভ, অন্তর্মুখী লাভ, পুণ্যাংশ লাভ, পুণ্যার্জন, প্রশংসনীয় প্রশংসা, লাভ, সুফল, উপকার, যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, সদ্গুণ, সুবিধা, অনুগ্রহ লাভ। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্চানিসংসা সীলবতো সীলসম্পদায** অর্থাৎ শীলব্রত শীলপালনে পাঁচটি বিষয় লাভ, যথা—**১ ভোগকখন্ধ আনিসংস** (মহাধন লাভ), **২ কিত্তিসদ্দ আনিসংস** (কীর্তিশব্দ বা প্রশংসা লাভ), **৩ বিসারদ আনিসংস** (আত্মবিশ্বাস বা দক্ষতা লাভ), **৪ অসম্মূঢ়ো কালং করোতি আনিসংস** (সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এই ফল লাভ), **৫ সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতি আনিসংস** (মৃত্যুর পর দেহত্যাগে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় এই ফল লাভ)। (মধ্যম নিকায়) **মহানিসংস**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **করণীযে করিযমানে আনিসংস; সিক্খানিসংস; দানে আনিসংস; ধম্মসবনে আনিসংস; যাগুযানিসংস; উপট্ঠিত সতিস্স আনিসংস; সীলবতো সীল সম্পদায আনিসংস; সুচরিতে আনিসংস; মেত্তায চেতো-বিমুত্তিযানিসংস; ধম্মসবনে আনিসংস নেক্খম্মে অবিতক্কে নিপ্পীতিকে আনিসংস; আকাসানঞ্চাযতনে আনিসংস**। (সূত্রনিপাত) **ফলানিসংস** (জাতক) **অনু আনিসংস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দান আনিসংস**। = **ফল, গুণ**। বিশুদ্ধিমার্গে একস্থানে "**মেত্তা**" এর এগার প্রকার এবং অন্যত্র আট প্রকার "**আনিসংস**" বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়ের অন্যত্র চতুর্বিধ এবং পঞ্চবিধ, সংযুক্ত নিকায়ে সপ্তবিধ "**আনিসংস**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আনিসদ (ক্লী) উপবেশন, বসন, ভিত্তি, তলদেশ, হৃদয়ের অন্তস্থল, নিম্নতম, পশ্চাদ্ভাগ, পাছা। (জাতকের অর্থকথার টীকায়) **অসত**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **আনিসদত্তচ; আনিসদমংস**।

আনিসদত্তচ—পশ্চাদ্ভাগের বা পাছার চর্ম। ⇒ **আনিসদ**।

আনিসদমংস—পশ্চাদ্ভাগের বা পাছার মাংস। ⇒ **আনিসদ**।

আনীত (বিণ) আনীত, আনা হইয়াছে এমন, আনয়নকৃত, আনিয়াছে এরূপ, যাইয়া আনিয়াছে এরূপ, ফিরাইয়া আনিয়াছে এমন, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত। ⇒ **আনেতি**।

আনু = **অনু**। ⇒ **অনু**। **আনুপুব্বিকথা**। **আনুভাব**।

আনুত্তরিয (ক্লী) অনুত্তরীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, অনুপমেয়, অতুল্য, সর্বপ্রধান, অদ্বিতীয়।

আনুপট্ঠ = **অনুপুট্ঠ**। ⇒ **অনুপুট্ঠ**।

আনুপুব্ব (ক্লী) অনুপূর্ব, বিধি, নিয়ম, শৃঙ্খল, শাসন, ব্যবস্থা, প্রণালী, নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মনিষ্ঠা, ধারাবাহিকতা, ক্রম, পদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশৃঙ্খলা, বিন্যাস, সুশাসনের অবস্থা। ⇒ **অনুপুব্ব**।

আনুপুব্বক (পুং) = **আনুপুব্বতা**। ⇒ **আনুপুব্বতা**।

আনুপুব্বত (ক্লী?) = **আনুপুব্বতা**। ⇒ **আনুপুব্বতা**।

আনুপুব্বতা (স্ত্রী) পর পর আগমন, অনুপূর্বতা, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম। (মহানিদ্দেশে "**ইতি**" শব্দের বর্ণনায় ব্যাকরণে) **পদানুপুব্বতা**—শব্দানুক্রম, শব্দের পর্যায়ক্রম, শব্দের পরিণাম বা ফলাফল।

আনুপুব্বিক (বিণ) আনুপূর্বিক, পূর্ব হইতে ক্রমান্বয়ে বা পর্যায়ক্রমে, (কোনো ঘটনার) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত।

আনুপুব্বি কথা (স্ত্রী) আনুপূর্বিক কথা, (ঘটনার) অনুক্রমে কথা, পর্যায়ক্রমে কথা, যথাক্রমে কথা, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কথা, ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা, নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যাপুস্তক,

অনুক্রমিক ধর্মোপদেশ। ⇒ **অনুপুব্বি কথা**।

আনুপুব্বী (স্ত্রী) বিধি, নিয়ম, আইন ও শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পর পর আগমন। ⇒ **আনুপুব্ব, আনুপুব্বতা**।

আনুভাব (পুং) রাজশক্তি, রাজপ্রভাব, শোভা, আড়ম্বর, প্রভাব, অনুভাব, যশ, প্রতিপত্তি, জাকজমক, গৌরব, প্রভা, তেজ, প্রশংসা, আবির্ভাব, জ্যোতির্মণ্ডল, দীপ্তি, প্রভাচ্ছটা, উজ্জ্বলতা, চটক, শ্রী, মহত্ব, মহিমা, মর্যাদা, উচ্চাঙ্গের বাক্য প্রয়োগ প্রণালী। (জাতক) **মহন্তো আনুভাব**। ⇒ **অনুভাব**।

আনেঞ্জ (পুং) অমরত্ব, চিরস্থায়িত্ব, স্থিরতা, শূন্যময় ব্রহ্মলোক, শূন্যতা, অক্ষোভতা, শান্ত অবস্থা, অসাধ্যতা, অসম্ভবতা। (বিণ) অচল, স্থাবর, স্থির, অবিচলনীয়, অবিচলিত, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, অসাধ্য সাধন করিয়াছে এমন। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অচল, নিশ্চল**—গতিহীন, নিশ্চল, অচল। **আনঞ্জ সমাধি**—শূন্যময় ব্রহ্মলোকের ধ্যান; = **অনঞ্জ সমাধি; = আনঞ্জ সমাধি; = আনেঞ্জ সমাধি; আনেঞ্জ সমাধি**। (এখানে ন এর স্থানে ণ এবং অ এর স্থানে আ—এরূপে বানান ভুলে শব্দসংখ্যা অধিক হইয়াছে)। ⇒ **আনেঞ্জ**।

আনেঞ্জকারণ (ক্লী) অচল অবস্থার কৌশল অর্থাৎ মৃত অবস্থার ভাণ (যাহা জাতকে উল্লেখিত হস্তীকর্তৃক করা হইয়াছিল)। জাতকে "**আনেঞ্জ**" শব্দের পরিবর্তে "**আনঞ্জ, আনেঞ্জ, আনেঞ্জ**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ⇒ **আনেঞ্জ**। = **আনেঞ্জকারণ**।

আনেঞ্জ = **আনেঞ্জ**। ⇒ **আনেঞ্জ**।

আনেঞ্জনাযতন = **আনেঞ্জাযতন**। ⇒ **আনেঞ্জাযতন**।

আনেঞ্জ (পুং) শূন্যময় ব্রহ্মলোক, স্থিরতা, নিষ্কম্পতা, নিশ্চলতা, শান্ত অবস্থা, অসাধ্যতা। (বিণ) গতিশূন্য, অচল, নিশ্চল, নিষ্কম্প, অসম্ভব। ⇒ **আনেঞ্জ**।

আনেঞ্জকারণ (ক্লী) মৃত্যু হওয়ার ন্যায় ভান বা ছল। = **আনেঞ্জকারণ**।

আনেঞ্জতা (স্ত্রী) স্থির সঙ্কল্প অবস্থা, স্থিরতা, অচল অবস্থা, অসম্ভবতা।

আনেঞ্জ সমাধি ⇒ **আনেঞ্জ**।

আনেঞ্জাভিসঙ্খার—শান্ত স্বভাব, নিশ্চল অবস্থান, অবিচলিত অবস্থা, স্থির বা শান্ত কর্মক্রিয়া। ইহা "**অরূপাবচর**" সংস্কার। ⇒ **অরূপাবচর, ইঞ্জতি**।

আনেঞ্জাযতন—শূন্যময় স্থান। ⇒ **আনেঞ্জ**।

আনেতি (ক্রি) [আ+√নি+অ] আনা, আনয়ন করা, (কিছুর দিকে) আনা, যাইয়া আনা, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো, জ্ঞাপন করা, জ্ঞাত করা, বহন করা, সমর্পণ করা, ফিরাইয়া আনা, প্রাপ্ত হওয়া, আকর্ষণ করা, সংগ্রহ করা, উৎপন্ন করা, প্রবর্তিত করা। (সপ্তমী, উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **আনেম**। (পঞ্চমী, মধ্যমপুরুষ বহুবচনে) **আনেথ**। (ভবিষ্যৎ) **আনযিস্সতি, আনেস্সতি**। (অতীত) **আনেসি, আনযি;** (পেতবত্থু) **সপতিং আনযি**। (অ-বিণ) **আনীত**। (ব-বিণ) **আনীযমান**। (ক্রি-বি) **আনেত্বা**। (তুম) **আনযিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **আনীযতি, আনিয্যতি**। (কর্মবাচ্যে পঞ্চমী) **আনিয্যতং**--আনীত হইবে। (করণে) **আনাপেতি**।

আপ (পু, ক্লী) [বৈদিক—অপ, আপ; (স্ত্রী, একবচনে) অপা, (বহুবচনে) অপাহ্] জল, তরলপদার্থ, শারীরিক সংযোগ বিধানে চতুর্বিধ মহাভূতের মধ্যে একটি। চতুর্বিধ মহাভূত, যথা—**পথবি** (মাটি), **আপো** (জল), **তেজো** (অগ্নি বা উষ্ণতা), **বাযো** (বায়ু)। ধাতুরূপে:—**পথবিধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু**। (কর্মকারকে) **আপং**। (অধিকরণকারকে) **আপে**। (জাতক) **পঠঠি-আপ-তেজ-বায**। (মাটি অর্থে সম্বন্ধকারকে) **আপস্স**। কোনো কোনো স্থানে যৌগিক ব্যবহারে "**আপো**" শব্দ দৃষ্ট হয়।

আপকসিণ—জলকৌশল অর্থাৎ জলকে উপাদানস্বরূপ অবলম্বন করিয়া ধ্যান বা মনের একাগ্রতা সাধন।

আপকা (স্ত্রী) = **আপগা**। ⇒ **আপগা**।

আপগা (স্ত্রী) নদী, স্রোতস্বিনী, জল প্রবাহিকা।

আপজিগুচ্ছক (বিণ) জল অপছন্দকারী বা অননুমোদনকারী। ⇒ **জিগুচ্ছক**।

আপজ্জতি (ক্রি) [আ+√পদ+অ] অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া, প্রবেশ করা, অর্থ বোঝা, মর্ম গ্রহণ করা, সাক্ষাৎ পাওয়া, লাভ করা, ধরিতে পারা, নাগাল পাওয়া, উৎপন্ন করা, জন্ম দেওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, বুঝিতে পারা, সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা, সংসাধন করা, বাধ্য করা, সংঘটন করা, নিশ্চয় করা, রচনা বা নির্মাণ করা, সম্পাদন করা, নির্বাহ করা, প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা, সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা। (বিনয়) **সংবরং আপজ্জতি**। (দীর্ঘনিকায়) **পরিযেট্ঠিং আপজ্জতি; বুদ্ধিং আপজ্জতি**। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **দিট্ঠানুগতিং আপজ্জতি**। (অতীত) **আপজ্জি, আপাদি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্কোচং আপজ্জি;** (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **আপাদু**। (অ-বিণ) **আপন্ন**। (ব-বিণ) **আপজ্জন্তো**। (সপ্তমী) **আপজ্জেয্য;** (দীর্ঘনিকায়) **মুসাবাদং আপজ্জেয্য**। (ক্রি-বি) **আপজ্জিত্বা;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সংবেগং আপজ্জিত্বা**। (করণে) **আপাদেতি**। ["**আপজ্জনং**" শব্দে "**আপজ্জ**" শব্দ পাঠ অনিশ্চিত যেহেতু জাতকের কোনো কোনো স্থানে "**আসজ্জ, অলজ্জ** শব্দ দৃষ্ট হয়। বিনয়ের বর্ণনায় আছে "**আসজ্জনং**" যাহার জন্য বুদ্ধঘোষ "**আপজ্জনং**" শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। (তুলনীয়) **পরিযাপজ্জতি**।

আপটিচ্ছক = **আপটিচ্ছিক**। ⇒ **আপটিচ্ছিক**।

আপটিচ্ছিক = **আপতচ্ছিক**। ⇒ **আপতচ্ছিক**।

আপণ (পুং) দোকান, বাজার। (পেতবত্থু অর্থকথা)

ফলাপণ—ফলের দোকান।

আপণিক (পুং) দোকানি, দোকানদার, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী।

আপতচ্ছিক—এই পাঠটি জাতকে দৃষ্ট হয়, জাতক অর্থকথায় "**খারাপতচ্ছিক**" পাঠে "**আপতচ্ছিক**" পাঠ হইয়াছে। ⇒ **খারাপতচ্ছিক**।

আপততি (ক্রি) [আ+√পত+অ] পতিত হওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া,পাপে বা ভ্রমে পতিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, ঘটা, দুর্বল হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা, জন্ম হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় পাওয়া, অধিকৃত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, হতাশ হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা অথবা উত্তরাধিকারী স্বত্ব পাওয়া, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া, বেগে অগ্রসর হওয়া, আক্রমণ করিয়া অধিকার করা। = **উপধাবতি, আগচ্ছতি**। (অতীত) **আপতি**। (অ-বিণ) **আপতিত**।

আপতিত (বিণ) পতিত, অধঃপতিত, বেগে ধাবিত, সাগ্রহে আরব্ধ, আক্রমণ করিয়া অধিকৃত। ⇒ **আপততি**।

আপত্তাধিকরণ (ক্লী) [আপত্ত+অধিকরণ] আপত্তি বিচার, দুশ্চরিত্র বা ব্যভিচার-সম্বন্ধীয় বিচার। ⇒ **অধিকরণ**।

আপত্তি (স্ত্রী) (সংস্কৃত—আপত্তি) প্রাপ্তি, প্রাপ্তবস্তু, যাজ্ঞকীয় অপরাধ; (ভিক্ষুদের) অপরাধ, দোষ, আপত্তি, পাপ, বিনয়ের ক্ষুদ্রশীল লঙ্ঘন, ধর্মীয় নিয়মলঙ্ঘন বা অবমাননা। (বিনয়) **আপত্তিক খন্ধ; আপত্তিং পটিকরোতি; আপত্তিং পস্সতি; আপত্তি অবসেসা আপত্তি অনাবসেসা; আপত্তিং রোপেতি; আপত্তি পরিযণ্ড; আপত্তি অধিকরণ**। (দীর্ঘনিকায়) **আপত্তি কুসলতা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আপত্তি ভয**। (তুলনীয়) **অপজ্জতি**।

আপত্তিং (ক্লী) দোষ, পাপ, পাপাসক্তি।

আপত্তিক (বিণ) দোষী-সাব্যস্ত, দোষে দোষী, আপত্তিগ্রস্ত, অপরাধী। **অনাপত্তিক**—নিরপরাধী, নির্দোষী।

আপত্তিকুসলতা (স্ত্রী) "কিরূপে পাপ হয়" তাহা জানা, অপরাধ জ্ঞান, দোষকে দোষ বলিয়া জানা।

আপত্তি দেসনা (স্ত্রী) আপত্তি দেশনা, কোনো ভিক্ষু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শীলের কোনো একটি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া মনে হইলে উহার জন্য স্বয়ং লজ্জিত হইয়া অন্য ভিক্ষুর নিকট প্রকাশ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভিক্ষু নিজের দোষ অন্য ভিক্ষুর নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা, দোষ স্বীকার। ⇒ **দেসনা**।

আপত্তি বুট্ঠানতা ⇒ **বুট্ঠানতা**।

আপত্তি সামন্ত (বিণ) বিধি লঙ্ঘনের সন্নিহিত, প্রায় পাপতুল্য, অপরাধের বা দোষের সীমা পর্যন্ত, পাপসদৃশ, দোষের প্রান্তবর্তী। ⇒ **সামন্ত** (বিণ)।

আপথ—ভ্রান্তপথ, ভুল পথ, অসত্য পথ। = **মিচ্ছাপথ**। এই শব্দটি বিভঙ্গে যৌগিক শব্দে দৃষ্ট হয়, যেমন—**মিচ্ছাপথ, দ্বেধাপথ**।

আপথক (বিণ) ভ্রান্তপথিক, অসত্যপথে গমনকারী, মিথ্যাপথগামী। (চুলনির্দেশ) **আপথকজ্ঝাযিন**—মিথ্যা পথে ধ্যানী; ইহাকে মহানির্দেশে "**আপাদকজ্ঝাযিন**" এবং বিশুদ্ধিমার্গে "**আপাতকজ্ঝাযিন**" পাঠ হইয়াছে।

আপদত্থা—শক্ত গড়ন, কঠিন অবস্থা, দুঃখাবস্থা, বিপদাবস্থা। ⇒ **আপদা**।

আপদা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—আপদ) আপদ, বিপদ, দৈব ঘটনা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আপতন, অপ্রধান ধর্ম, সম্ভাবনা, অপ্রাকৃতিক সহজগুণ, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্বিপাক, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দশা, দুর্দৈব, দারিদ্র। (অধিকরণ কারক, বহুবচনে) **আপদাসু** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (জাতকে) **আপদত্থা, অপরত্তা, আপদত্তা;** (জাতক অর্থকথায়) **অপরত্থা;** বর্ণনায় **আপদায;** (জাতক, অধিকরণকারকে) **আপদে**। (অধিকরণকারক, বহুবচনে) **আপাসু**। (তুলনীয়) **আপজ্জতি**। ⇒ **আপা**।

আপধাতু (স্ত্রী) জলের মধ্যস্থ আবশ্যকীয় উপাদান অর্থাৎ সংযোগের বা সংশক্তির আবশ্যকীয় উপাদান।

আপন্ন (বিণ) ১ প্রবিষ্ট, পতিত, প্রাপ্ত, গ্রস্ত, অধিকৃত, কৃত। (বিনয়) **আপত্তিং আপন্ন**—আপত্তি বা দোষগ্রস্ত, আপত্তিপ্রাপ্ত। (দীর্ঘনিকায়) **দযাপন্ন**—দয়ালু। (চুলনির্দেশ) **তণ্হায আপন্ন**। ⇒ **আপজ্জতি**। ২ নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, হতভাগ্য, অভাগা। (চরিযাপিটক) **পরিযাপন্ন**।

আপন্নসত্তা (স্ত্রী) গর্ভবতী স্ত্রীলোক।

আপরস—জলের স্বাদ, জলের আস্বাদ।

আপরিবাসিক (বিণ) অসাধারণ, বিশেষ দ্রষ্টব্য, নূতন, নব, নবীন, তাজা, আধুনিক, নব্য, অনভিজ্ঞ, অদ্ভুত, বিরল, অদৃষ্টপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব, অসামান্য, আশ্চর্য, অপূর্ব। (জাতক) **অভিনব আপরিবাসিক**। (পেতবত্থু অর্থকথায় বর্ণিত "**পচ্চগ্ঘ**" শব্দের সমার্থে "**অচ্ছুণ্হ, অব্ভুণ্হ, অভিণ্হ**" শব্দের পরিবর্তে এই শব্দটি পাঠ হয়। (জাতক) **সম্পরিবাসিত আপরিবাসিক**। ⇒ **পরিবাসিক** (১), **পরিবাস দান** (১)।

আপসম (বিণ) জলের সমান, জলের অনুরূপ।

আপা—এই শব্দটি "**আপদা**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ⇒ **আপদা**। (অধিকরণ কারক, বহুবচন) **আপাসু, অবাসু;** (জাতক অর্থকথায়) **আপদাসু;** (বর্মা জাতকে) **আবাসু**। (জাতক) **অবাগত**—দুঃখ বা দুর্দশাগ্রস্ত; (জাতক অর্থকথা) **অপগত; অপগত পরিহীন**। (জাতক) **আবাসু কিচ্ছেসু**। জাতক "**অপসসু**" এর পরিবর্তে পাঠ হইবে "**আপাসু**"।

আপাণ (ক্লী) জীবন, (সাহিত্যে) শ্বাসক্রিয়া, শ্বাসত্যাগ, বাষ্পনির্গমন। (যৌগিকে) **আপাণকোটি** (মধ্যম নিকায়)।

আপাণকোটি—জীবনশেষ, জীবনের অবসান, মৃত্যু।

আপাণকোটিক (বিণ) জীবনের শেষ প্রান্তবর্তী, জীবন অবসানের সীমায় বা সমীপবর্তী, মৃত্যুর সম্মুখস্থ।

আপাতকজ্ঝাযিন (বিণ) ⇒ **আপথক**।

আপাথ (পুং) মণ্ডল, চক্র, সীমানা, ক্ষেত্র, এলাকা, পরিসর, নাভি, জ্যোতিকেন্দ্র, (চেতনা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির) ক্ষেত্র।

আপাথক (বিণ) দৃশ্যমান, উপলব্ধ, জ্ঞানের গোচরীভূত, জ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত, অনুভূত। ⇒ **আপাথগত**।

আপাথক নিসাদিন—দৃশ্যমান পথে থাকা, জ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিতি, অনুভব, উপলব্ধি।

আপাথকাল—ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধির সময়, বেদয়িত হইবার অথবা বুঝিবার সময়।

আপাথগত (বিণ) ক্ষেত্রে উপস্থিত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধি ক্ষেত্রে আগত অথবা আসিয়াছে এমন, দৃশ্যমান, প্রত্যক্ষ, উপলব্ধ, অনুভূত, লোকসমক্ষে আবির্ভূত, প্রকাশিত, দৃষ্টির গোচরীভূত, প্রতীয়মান, দৃষ্ট, সুস্পষ্ট। **ঝানদস্সন**। (বি-ভা) **আপাথং গচ্ছতি** (অথবা) **আপাথং আগচ্ছতি**—জ্যোতিপথে আগমন করা, পরিস্কার বা সুস্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, উপস্থিত হওয়া। **অনাপাথগত**—অদৃশ্য, অননুভূত, অনুপলব্ধ, জ্ঞানক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

আপাথগতত্ত (ক্রি-বি) আবির্ভাব, উপস্থিতি, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, বাহ্যাড়ম্বর।

আপাথমত্ত অভিনিপাত। ⇒ **অভিনিপাত, অভিনিপাতমত্ত**।

আপাদ (ক্লী) ১ পার্থক্য, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। = **অপাদান**। ⇒ **অনাপদ**। ২ অধিকার, অর্জন, লাভ, সম্পত্তি। ⇒ **পরিগ্গহ**। ৩ ⇒ **অপাদ** (১)।

আপাদক (পুং) যে ব্যক্তি ছেলের তত্ত্বাবধান করে, অভিভাবক, রক্ষক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আপাদক পোসক**। (বিণ) উৎপাদনকারী, প্রযোজককারী, পরিচালিত, চালাইয়া নেওয়া হয় এরূপ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অভিঞ্ঞাপাদক চতুত্থজ্ঝান**।

আপাদকজ্ঝাযিন (বিণ) ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি এবং পরিবারসম্বন্ধীয় বিষয়ে চিন্তাশীল। = **মগ্গ-ঝাযিন**। ⇒ **আপথক**।

আপাদক পোসক (বিণ, পুং) শিশুকাল অর্থাৎ জন্ম হইতে ছেলেমেয়েকে যে ব্যক্তি পালনপোষণ করিয়া বড় করে, পদতল হইতে শির পর্যন্ত রক্ষাকারী। ⇒ **পোসক, আপাদক**।

আপাদা (স্ত্রী) সেবিকা, শুশ্রূষাকারিণী, নারী নার্স। **অনাপাদা**—সেবিকা বা নার্স নহে এমন স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা মেয়ে।

আপাদি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **আপজ্জতি**।

আপাদিকা (স্ত্রী) সেবিকা, শুশ্রূষাকারিণী, স্ত্রীনার্স, ধাত্রী, পালনকর্ত্রী, ধাঁই মা। (বিনয়) **আপাদিকা পোসিকা**।

আপাদিকা পোসিকা (বিণ, স্ত্রী) শিশুকাল অর্থাৎ জন্ম হইতে ছেলেমেয়েকে যে স্ত্রীলোক পালনপোষণ করিয়া বড় করে, পদতল হইতে শির পর্যন্ত রক্ষাকারিণী। ⇒ **পোসিকা, আপাদক-পোসক, আপাদিকা**।

আপাদেতি (ক্রি) [আ+√পাদ+এ] সেবা করা, শুশ্রূষা করা, পরিচর্যা করা, বর্ধিত করা, রক্ষা করা, দুগ্ধ পান করা, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, প্রমাণ করা, প্রতিপাদন করা, জানিতে পারা, উপলব্ধি করা, পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারা, প্রস্তুত করা, কৃতকার্য হওয়া, আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা। (সংযুক্তনিকায়ে) **অদ্ধানং**—বাঁচিয়া থাকা, জীবনকাল পর্যন্ত থাকা; (তুলনীয়) **অদ্ধানং আপাদি** (জাতক) = **জীবিত-অদ্ধানং আপাদি আযুং বিন্দি** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পরিযাপাদেতি**। (অতীত) **আপাদেসি**।

আপান (ক্লী) পানাগার, মদ্যাদি নেশাপানের স্থান, নেশা পান বা মদ্য পান, মদ্য বা নেশাপানকারীর দল, মহাভোজ, বক্তৃতাদিসহ সান্ধ্যভোজের স্থান বা গৃহ।

আপানক (বিণ) মদ্যপায়ী, নেশাপানকারী, যে ব্যক্তির মদ্য বা নেশাপানের স্বভাব আছে।

আপানকোটিক (বিণ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী অথবা বাঁচিয়া থাকে এমন। ⇒ **কোটিক** (২)।

আপানভূমি (স্ত্রী) মদ্যাদি পানীয় পানের স্থান, বক্তৃতাদি সান্ধ্যভোজের স্থান বা গৃহ। ⇒ **ভূমি** (২)।

আপানমণ্ডল (ক্লী) পানীয় মণ্ডল, পানীয় ঘর অর্থাৎ যে হল বা বড় ঘরে বসিয়া মদ্যাদি পান করা হয়। = **আপানভূমি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রঞ্ঞো আপান মণ্ডল**। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

আপানীয (বিণ) পানের উপযুক্ত, পান করিবার যোগ্য।

আপানীয কংস (পুং) পানপাত্র, হাতলশূন্য বড় পেয়ালা, বাটী বা গ্লাস।

আপাযিক (বিণ) দুঃস্থ, নিঃস্ব, যন্ত্রণাপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখে পতিত, নারকীয়, দুর্বিপাকগ্রস্ত, নারকী, দুর্দশায় পতিত, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে নরকে উৎপন্ন হয় এমন, নরকে উৎপন্ন। ⇒ **অপযিক**।

আপিযতি (ক্রি) গতিগ্রহণ করা, চলা, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটা।

আপুচ্ছ (ক্রি-বি) অনুমতি চাহিয়া, ছুটি চাহিয়া। ⇒ **আপুচ্ছতি**।

আপুচ্ছতি (ক্রি) [আ+√পুচ্ছ+অ] স্বাস্থ্যাদি-সম্বন্ধে খবরাখবর লওয়া, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, নিমন্ত্রণ করা, অনুরোধ করা, (বর্ণনায়) অনুমতি চাওয়া, ছুটি চাওয়া। (অতীত) **আপুচ্ছি**। (অ-বিণ) **আপুচ্ছিত**। (ব-বিণ) **আপুচ্ছন্তো, আপুচ্ছমান**। (ভ-বিণ) **আপুচ্ছিতব্ব**। (ক্রি-বি)

আপুচ্ছিত্বা, আপুচ্ছিতূন, আপুচ্ছিয, আপুচ্ছ, আপুচ্ছা; (বিনয়) **অপলোকেত্বা আপুচ্ছিত্বা। অনাপুচ্ছিত্বা**—জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিনা জিজ্ঞাসায়; = **অনাপলোকেত্বা।**

আপুচ্ছিতব্ব (বিণ) অনুমতি গ্রহণ করিয়া, স্বাস্থ্যাদি-সম্বন্ধে খবরাখবর লওয়া উচিত। ⇒ **আপুচ্ছতি।**

আপুচ্ছিতব্বযুত্ত (বিণ) জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্য। ⇒ **যুত্তক।**

আপুচ্ছিয = **আপুচ্ছ।** ⇒ **আপুচ্ছ।**

আপূরতি (ক্রি) [আ+√পূর+অ] পরিপূর্ণ হওয়া, বর্ধিত হওয়া, পুরাইয়া যাওয়া, পূর্ণ হওয়া। (জাতক) **চন্দো আপূরতি;** = **পূরতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **আপূরি।**

আপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) পৌঁছাইয়া দেওয়া, নাগাল পাওয়াইয়া দেওয়া, প্রাপ্ত করা। (তুলনীয়) **ব্যাপেতি।** ⇒ **অপ্পোতি, পাপুণাতি।**

আপোধাতু (স্ত্রী) জলরূপ উপাদান, সংযোগ বা সংসক্তির উপাদান, যুক্তিসিদ্ধ-সম্বন্ধের উপাদান। ⇒ **ধাতু** (১)।

আপো মহাভূত—জলরূপ মহা-উপাদান। = **আপোধাতু।**

আফাসুক (ক্লী) অসুখ, রোগ, পীড়া।

আফাসুককাল (পুং) অসুখের সময়, রোগের সময়।

আফুসতি (ক্রি) [আ+√ফুস+অ] অনুভব করা, বোধ করা, বুঝিতে পারা, জ্ঞাত হওয়া, উপলব্ধি করা, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, আয়ত্ত করা, পৌঁছা। = **অধিগচ্ছতি।** (অতীত) **আফুসি** = **অধিগচ্ছি।**

আফুসিং = **অফুসিং।** ⇒ **অফুসিং।**

আফোটন = **ফোটন।** ⇒ **ফোটন।** উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি।

আফোটেতি (ক্রি) = **ফোটেতি।** ⇒ **ফোটেতি।**

আবদ্ধ (বিণ) আবদ্ধ, বদ্ধ, ব্যাপৃত, বন্ধকী, কল্পিত, প্রাপ্ত, (চরিত্রে) সংলগ্ন, সংযুক্ত, স্নেহাবদ্ধ, আটকানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিস্সায আবদ্ধ সিনেহ।** (সদ্ধম্মোপায়ন) **সিনেহ, আবদ্ধহদয।**

আবন্ধক (বিণ) বন্ধনমুক্ত, বন্ধন করা হইয়াছে এমন, বাধিত, সংযুক্ত, একত্রিত, যুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, ঠিকমতো যুক্ত, সংলগ্ন, আবদ্ধ, দৃঢ়, স্থাপিত, নির্দিষ্টকৃত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সীসে আবন্ধক।**

আবন্ধতি (ক্রি) [আ+√বন্ধ+অ; সংস্কৃত—আবন্ধনাতি] বন্ধন করা, বন্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, সংবদ্ধ হওয়া, কাজ করিতে বাধ্য করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, আবদ্ধ করা, সম্পাদন করা, সংলগ্ন থাকা, অবিচলিত থাকা, স্থির থাকা, দৃঢ় হওয়া, লাগিয়া থাকা, সংযুক্ত থাকা। (অতীত) **অবন্ধি।** (অ-বিণ) **আবদ্ধ।**

আবন্ধন (ক্লী) ১ বন্ধন, বন্ধনী, গ্রন্থি, সীমা, সীমারেখা, সম্পর্ক, স্নেহ, ভালবাসা। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **আবন্ধন'খেন ঞাতিযেব ঞাতি-পরিবত্তো।** ২ কঠিনকরণ, সংযোগকরণ, বাধ্যকরণ, আবদ্ধকরণ। ইহা **"আপধাতু"** এর **"বন্ধনলক্খণ"।** ৩ কটিদেশ (?) (অথবা) রথের ঘোড়ার সাজ। (তুলনীয়) **হত্থি-অস্সরথেসু আবন্ধিতব্বানি ভণ্ডকানি** (জাতক অর্থকথা)।

আবাধ (পুং) (বৈদিক—আবাধ) শারীরিক অথবা মানসিক ক্লেশ এবং উহার কারণ, রোগ, পীড়া, অসুখ। (বিশুদ্ধমার্গ) **উদর-বাত আবাধ। অনাবাধ**—রোগহীনতা, নীরোগ, সুস্থতা, নিরাপদ অবস্থা। কতকগুলি **"আবাধ"** অথবা রোগের নাম, যথা—**পিত্তসমুট্ঠানা আবাধ, সেম্হাবাধ, বাতাবাধ, সন্নিপাতিকা আবাধ, উতু-পরিণামজা আবাধ, বিসম-পরিহারজা আবাধ, ওপক্কমিকা আবাধ, কম্মবিপাকজা আবাধ।** পাঁচপ্রকার রোগের যে-কোনো একটি বর্তমান থাকিলে বিনয়মতে সে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই পাঁচটি রোগের নাম, যথা—**কুট্ঠং, গণ্ডো, কিলাসো, সোস, অপমারো।** ভিন্নভাবে ত্রিবিধ **"আবাধ"** বা রোগের নাম দীর্ঘনিকায়ে উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**ইচ্ছা, অনসনং, জরা।** ⇒ **অপ্পাবাধ।** (বিণ) আক্রান্ত, অভিভূত, পীড়িত, রোগগ্রস্ত।

আবাধিক (বিণ, পুং) রোগগ্রস্ত, পীড়িত, রুগ্ন।

আবাধিকা (স্ত্রী) রুগ্না স্ত্রীলোক, পীড়িতা স্ত্রীলোক।

আবাধিত (বিণ) রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত, পীড়িত, দমিত, বিরক্ত, ক্লেশযুক্ত, উৎপীড়িত, অসুবিধায় বা কষ্টে পতিত। ⇒ **আবাধেতি।**

আবাধেতি (ক্রি) [আ+√বাধ+এ] পীড়ন করা, দমন করা, বিরক্ত করা, উত্ত্যক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, অত্যাচার করা, পীড়া দেওয়া, ত্যক্ত করা, কষ্ট দেওয়া। (অতীত) **আবাধেসি।** (অ-বিণ) **আবাধিত।**

আবিল (বিণ) (সংস্কৃত—আবিল) আবিল, কলুষিত, ঘোলা, আকুল, সন্দিগ্ধ, নোংরা, বিরক্ত, গোলেমেলে, বিশৃঙ্খল।

আভণ্ডণ (ক্লী) বোঝা, মালপত্র, পণ্যদ্রব্য, বিক্রয়ের সামগ্রী।

আভত (বিণ) আনীত, সমর্পিত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, বহন করিয়া নিয়াছে বা আনিয়াছে এমন, লইয়াছে বা গ্রহণ করিয়াছে এমন। ⇒ **আভরতি**

আভতক (বিণ) = **আভত।** ⇒ **আভত।**

আভন্তী (বিণ) = **আভেন্তী।** ⇒ **আভেতি।**

আভযতি (ক্রি) = **আভেতি।** ⇒ **আভেতি।**

আভরণ (ক্লী) আভরণ, গয়না, গহনা, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, সামান্য অলঙ্কার, ক্ষুদ্র বা অল্প ভূষণ, সামান্য জিনিস।

আভরণভণ্ড—সামান্য অলঙ্কার, ক্ষুদ্র বা অল্প ভূষণ, সামান্য জিনিস, সর্বপ্রকার অলঙ্কার। ⇒ **ভণ্ড** (১)।

আভরণ বিকতি (স্ত্রী) একপ্রকার আভরণ বা অলঙ্কার

বিশেষ। ⇒ **বিকতি** (১)।

আভরতি (ক্রি) আনয়ন করা, আনা, বহন করা। (অ-বিণ) **আভত**। (ক্রি-বি) **আভত্বা**।

আভস্‌সর (বিণ) আভাস্বর, জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, আলোকিত, প্রভাযুক্ত, সমুজ্জ্বল, জ্যোতির্মান, কিরণযুক্ত, আনন্দোজ্জ্বল। (পুং) ১৬ প্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে একটির নাম "**আভস্‌সর**" অথবা "**আভস্‌সর ব্রহ্মলোক**"।

আভা (স্ত্রী) আভা, প্রভা, জ্যোতিঃ, আলোক, কিরণ, কান্তি, শোভা, সাদৃশ্য, উপমা, উজ্জ্বলতা। (বিণ) উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান। = **পভা**। (সংযুক্ত নিকায়) **আভাধাতু**। ⇒ **আকাস**।

আভাতি (ক্রি) [আ+√ভা+অ] কিরণ দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, আলোকিত করা বা হওয়া, জ্যোতির্বিকাশ করা, প্রদীপ্ত হওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, আনন্দোজ্জ্বল হওয়া। = **বিরোচতি**। (অতীত) **আভাসি**। ⇒ **আভেতি**।

আভাধাতু—আভা বা আলোকের স্বরূপ বা অবস্থা, আভাস্বর ব্রহ্মলোকের স্বরূপ বা অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

আভাবেতি (ক্রি) [আ+ভাবেতি] কর্ষণ করা, উন্নতিসাধন করা, অনুশীলন করা, উৎকর্ষণ করা, (জীবাণু প্রভৃতির) উৎপাদন বৃদ্ধি করা, অধ্যয়ন করা, সুসভ্য করা, কাহার সঙ্গ বা পরিচয় লাভের চেষ্টা করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো। (পেতবত্থু) **মেত্তচিত্তং আভাবেতি**। (ক্রি-বি) **আভাবেত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথার টীকা); (পেতবত্থু অর্থকথায়) **বড্ঢেত্বা, ব্রূহেত্বা**।

আভাস (পুং) আভাস, জ্যোতি, প্রভা, প্রতিবিম্ব, উদ্দেশ্য, ইঙ্গিত, উপমা, তুল্যতা, আবির্ভাব। = **আভা**।

আভিচেতসিক (বিণ) **অভিচেতসিক**। ⇒ **অভিচেতসিক**।

আভিজেতি (ক্রি) = **অভিজেতি**। ⇒ **অভিজেতি**।

আভিদোসিক (বিণ) গত সন্ধ্যায় বা সন্ধ্যার সময়, গতকল্য বৈকালবেলায়, গতরাত্রে, গতকল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে। (মধ্যম নিকায়) **আভিদোসিক কালকত**—গতরাত্রে অথবা গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে মৃত্যু হইয়াছে।

আভিধম্মিক (বিণ) আভিধার্মিক, অভিধর্ম-সম্বন্ধে বিশারদ, অভিধর্ম গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিপুণ।

আভিন্দতি (ক্রি) কাটা, কর্তন করা, ছিন্ন করা, কাটিয়া ফেলা, (কুঠার দ্বারা) চেরা, ফাড়া, বিদীর্ণ করা।

আভিরাধেতি (ক্রি) = **আরাধেতি**। ⇒ **আরাধেতি**।

আভিবস্‌সং—বর্ষণকরণ, বৃষ্টিপাতকরণ, জল ঢালন, (চরিত্রে) রক্তপাতকরণ। ⇒ **অভিবস্‌সতি**।

আভিসেকিক (বিণ) উৎসর্গ বিষয়ক, পবিত্র বা পূত কার্য-সম্বন্ধীয়, অভিষিক্ত করা হইবে এমন, অভিষিক্ত করা হইবে এমন।

আভুজতি (ক্রি) (কিছুর দিকে) ঝুঁকিয়া পড়া, বক্র হওয়া, বাঁকিয়া যাওয়া, কুণ্ডলী করা বা হওয়া, জড়ানো, বক্রগতিতে চলা, সংক্ষিপ্ত করা বা হওয়া, কমান, সঙ্কুচিত করা, বাগ্‌দান করা, উপার্জন করা, আনয়ন করা, চুক্তি করা, ফুরণ করা, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা। (বি-ভা) **পল্লঙ্কং আভুজতি**—পদ্মাসন করিয়া বসা, (বুদ্ধাসনের ন্যায়) দুই পা সামনের দিকে বাঁকাইয়া জড়াইয়া উপবেশন করা, পা গুটাইয়া গোলাকার আসন করিয়া বসা (বিনয়)। (অতীত) **আভুজি**। (ক্রি-বি) **আভুজিত্বা**; (মধ্যম নিকায়ে) **আভুজিত্বা** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

আভুজন (ক্লী) পশুর মতো নত হওন, তোষামোদকরণ, বক্র হওন, বাঁকানো, নত হওন, নতকরণ, দিক পরিবর্তন হওন অথবা করণ, আলোড়িত করণ, মলিন বা ময়লাকরণ। (বি-ভা) **পল্লঙ্কাভুজন**—পদ্মাসনকরণ, পা গুটাইয়া গোল আসন করণ (জাতক); ⇒ **আভুজতি**।

আভুজী (স্ত্রী) ১ ভোজপাতা, ভূর্জপত্র অথবা ভূর্জপত্রের গাছ। = **ভুজপত্তবন, ভুজ, ভুজপত্ত**। ২ যে ব্যক্তি বক্র হয় অথবা পদ্মাসন করিয়া উপবেশন করে।

আভুঞ্জতি (ক্রি) (সংস্কৃত—ভুনক্তি) সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, অংশ লওয়া, কিছুটা পান বা ভোজন করা, গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, জ্ঞাত হওয়া, ভোগা, অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া।

আভুঞ্জন (ক্লী) উপভোগকরণ, সুখভোগ, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভোগ, পান বা ভোজন, অংশগ্রহণ।

আভেতি (ক্রি) কিরণ দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, আলোক প্রদান করা, প্রকাশ হওয়া, দীপ্তিমান হওয়া। (ব-বিণ) **আভন্তী, আভোন্তী** = **ওভাসেন্তী**।

আভেন্তী (বিণ) কিরণপ্রদানকারী। ⇒ **আভেতি**।

আভোগ (পুং) ১ মত, ভাব, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, অভিপ্রায়, মনোভাব, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়। = **মনসিকারো সমন্নাহারো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **আভোগপচ্চবেক্‌খন**। ২ আহার, খাদ্য, খাদ্যবস্তু। = **আহার**।

আম (অব্যয়) হাঁ, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, নিশ্চয়ই। (জাতক অর্থকথায়) **আমজাত**; ইহার পাঠ হইবে "**আমজাত**" (জাতক)। (বিণ) কাঁচা, অপক্ব অর্থাৎ পোড়া হয় নাই এরূপ (মৃন্ময় পাত্র), অসমাপ্ত, রান্না করা হয় নাই এমন (মাংস)। = **আমক**। (ক্লী) অপক্ব মাংস। (যৌগিকে) **আমগন্ধ** (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **আমগিদ্ধ**।

আমক (বিণ) কাঁচা, তাজা, অপক্ব, পাক করা হয় নাই এরূপ, (ফল সম্বন্ধে) পাকে নাই এমন। = **আম** (বিণ)। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **আমকমংস**। (মধ্যম নিকায়) **তিত্তকলাবু আমকচ্ছিন্নো**।

আমকধঞ্ঞ ১ আমন ধান। ⇒ **ধঞ্ঞ** (১)। ২ কাঁচা ফসল, স্বাভাবিক অবস্থার ধান্য, অসিদ্ধ বা রন্ধন করা হয় নাই এরূপ ধান্য। ⇒ **ধঞ্ঞ, হরিত**।

আমক মংস—কাঁচা বা তাজা মাংস, অপক্ব মাংস।

আমক সাক—কাঁচা শবজি, অপক্ব শাক, রন্ধন করা হয় নাই এরূপ শাক।

আমক সুসান—আমক শ্মশানভূমি, যে শ্মশানভূমিতে শব দাহ না করিয়া অথবা কবরস্থ না করিয়া শব বা মৃতদেহ পশুপক্ষীর খাদ্যের জন্য ফেলিয়া বা রাখিয়া আসা হয় উহাকে আমক শ্মশান বলা হয়। = **সীবথিকা**। (তুলনীয়) **সুসান**। ⇒ **আমগন্ধ**।

আমগন্ধ (পুং) অপক্ব বা কাঁচা মাংসের গন্ধ, (পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, মাছি প্রভৃতির) পচা গন্ধ, (আমক শ্মশানে ফেলিয়া আসা শব বা মৃতদেহের) পচাগন্ধ। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু--"আমগন্ধ"। **বিস্‌সগন্ধ, কুণপগন্ধ**। ⇒ **গন্ধ** (১)।

আমগিদ্ধ (বিণ) মাংসলোভী, মাংসলোলুপ। = **আমসল্ভাত আমিস** (জাতক অর্থকথা)।

আমজাত (বিণ) হাঁ বলা হইয়াছে এমন। ⇒ **আম** (অব্যয়)।

আমট্‌ঠ (বিণ) স্পর্শকৃত, ছুঁইয়াছে এমন, ধরিয়াছে বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়াছে এমন, হাত বুলাইয়াছে এমন। = **পরামট্‌ঠ**। ⇒ **আমসতি**।

আমণ্ডলিয—চক্রাকারকরণ, গোলাকারকরণ। (বি-ভা) **আমণ্ডলিয়ং করোতি**—চক্রের ন্যায় গোলাকার করা, জনতাকে গোলাকার করিয়া দাঁড় করা। সংস্কৃত—আমণ্ডলি করোতি।

আমত (বিণ) অমৃত, মরণ নাই এমন, মৃত্যু নাই অথবা হয় নাই এমন। ⇒ **অনামত**।

আমত্তিক (ক্লী) মৃন্ময়পাত্র, মাটির বাসন, মৃন্ময় পাত্রাদি।

আমত্তিকা (স্ত্রী) = **আমত্তিক**। ⇒ **আমত্তিক**।

আমত্তিকাপণ--মৃন্ময়পাত্রাদির দোকান, কুম্ভকারের দোকান।

আমদ্দন (ক্লী) [আ+মদ্দন] ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণকরণ, দমনকরণ, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশকরণ, মর্দনকরণ।

আমন্ত (বিণ, ক্রি-বিণ) আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত, জিজ্ঞাসিত, অনুরুদ্ধ, অনুসন্ধানকৃত, অন্বেষিত, অনুমতিপ্রাপ্ত, বলিয়া, সম্ভাষণ করিয়া। **অনামন্ত**—জিজ্ঞাসিত না হইয়া, বিনা অনুমতিতে, বিনা নিমন্ত্রণে। (বিনয়) **অনামন্তচার**।

আমন্তণীয (বিণ) সম্ভাষণীয়, অভিনন্দনীয়, অভ্যর্থনার যোগ্য, নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য।

আমন্তন (ক্লী) আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, আহ্বান, ডাক, সম্বোধনকরণ, নিবেদন, অভ্যর্থনা, অভিনন্দন।

আমন্তনক (বিণ, পুং) উদ্দেশ্য করিয়া কথন, সম্বোধনকরণ, অভ্যর্থনাকরণ, অভিনন্দনকরণ, সম্ভাষণকরণ, আলাপকরণ, কথাবার্তা।

আমন্তন বচন--আমন্ত্রণ বাক্য, আহ্বানসূচক বাক্য, সম্বোধনবাক্য অর্থাৎ সম্বোধনপদ। ⇒ **বচন** (২)।

আমন্তনা (স্ত্রী) = **আমন্তন**। ⇒ **আমন্তন**।

আমন্তনিকা (বিণ, স্ত্রী) আলাপী, সহচর, সহচরী, কথোপকথনকারী, সঙ্গী, সঙ্গিনী, সুখদুঃখে সমভোগী, অংশভাগী, সমরুচিসম্পন্ন (ব্যক্তি), প্রিয়তমা (স্ত্রী)।

অল্লাপ-সল্লাপ-যোগগা কিল্‌লকালে বা তেন (সক্কেন) আমন্তেতব্বা (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

আমন্তযতি (ক্রি) [আ+√মন্ত+অয] আমন্ত্রণ করা, ডাকা, সম্বোধন করা। = **আমন্তেতি**।

আমন্তাপেতি (ক্রি) ⇒ **আমন্তেতি**।

আমন্তিত (বিণ) আমন্ত্রিত, সম্ভাষিত, নিমন্ত্রিত, সম্বোধিত, আহ্বান করা হইয়াছে এমন। = **নিমন্তিত**। ⇒ **আমন্তেতি**।

আমন্তেতি (ক্রি) [আ+√মন্ত+এ] ডাকা, আহ্বান করা, সম্বোধন করা, অভ্যর্থনা করা, সম্ভাষণ করা, কথা বলা, নিমন্ত্রণ করা, আলাপ করা, শলা-পরামর্শ করা, পত্রের উপর শিরোনামাদি লেখা, কাহারও উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা, লিখিয়া পাঠানো, প্রয়োগ করা। = **আলপতি, অব্‌হযতি**। (অতীত) **আমন্তেসি** = **আলপি**, (কবিতায় বা গাথায়) **আমন্তযি**, (সিংহলী পেতবত্থু গ্রন্থে) **সমন্তযি**। (অ-বিণ) **আমন্তিত**। (ক্রি-বি) **আমন্ত** (=সংস্কৃত—আমন্ত্য) = **আমন্তযিত্বা** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **আমন্তাপেতি**--নিমন্ত্রণ করা, আসা, ডাকিবার বা ডাকাইবার কারণ করা, ডেকে পাঠানো অথবা ডাকিবার জন্য পাঠানো।

আময (পুং) পীড়া, ব্যাধি, রোগ, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ অথবা উহার কারণ, দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা। **অনাময** (বিণ) দুঃখগ্রস্ত নহে এমন, যন্ত্রণাগ্রস্ত নহে এমন, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত বা উৎপীড়িত নহে এমন, অক্ষয়, অবিনষ্ট, সুস্থ, নীরোগ। = **অরোগ**।

আমল = **আমলক**। ⇒ **আমলক**।

আমলক (ক্লী) আমলকী, আমলকী ফল, হরীতকী-বহেড়া-আমলকী এই ত্রিজাতীয় ফলের মধ্যে একটি। (বিনয়) **আমলক বণ্টিক পীথু** (সূত্রনিপাত) **আমলকমত্তি**। ⇒ **ফল** (১)।

আমলকমত্তি = **আমলক**। ⇒ **আমলক**।

আমলকা (স্ত্রী) আমলকী-হরীতকী-বয়ড়া বা বহেড়া, ত্রিফলা ভৈষজ্য।

আমলকী (স্ত্রী) = **আমলক**। ⇒ **আমলক**।

আমবন্নিন (বিণ) যাহাকে অপক্ব বলা হয়, কাঁচা রকমের। (বিপ) **পক্কবন্নিন**। ⇒ **বন্নিন** (৪)।

আমসতি (ক্রি) স্পর্শ করা, ছোয়া, চাপড়ানো, ধীরে ধীরে করাঘাত করা, হাতে ধরা বা স্পর্শ করা, হাতে গ্রহণ করা, হাতের উপর রাখা। (বিনয়) **কুম্ভিং আমসতি**। (অতীত) **আমসি**। (অ-বিণ) **আমসিত, আমট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **আমস্‌স**। (ভ-বিণ) **আমসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **আমসিত্বা**; (বিনয়) **উদকপত্তং আমসিত্বা**।

আমসন (ক্লী) স্পর্শকরণ, হাতে ছোয়া, হাতে গ্রহণকরণ বা ধরা।

আমসিত (বিণ) স্পর্শিত, হাতে ধরিয়াছে বা লইয়াছে এরূপ, ছুঁইয়াছে বা গ্রহণ করিয়াছে এমন, অধিকৃত। **অনামসিত** (বিণ) যাহা স্পর্শ করা হয় নাই। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অনামসিতক্খেত্ত**—পতিত জমি, যে জমিতে চাষ দেওয়া হয় নাই। ⇒ **আমসতি**।

আমা (স্ত্রী) দাসী, চাকরানী।

আমায (বিণ) স্বাভাবিক, সহজ, সহজাত, বাড়িতে জন্মিয়াছে এরূপ, জন্মিয়াছে এমন।

আমাযদাস (পুং) জন্মগত দাস, দাসরূপে জন্ম। ⇒ **আমাযদাসী**।

আমাযদাসী (স্ত্রী) জন্মগত দাসী, দাসীরূপে জন্ম। = **গেহদাসিযা কুচ্ছিস্মিং জাত দাসী** (জাতক অর্থকথা)। = **দাসস্স দাসিযা কুচ্ছিম্হি জাত দাসা** (জাতক)।

আমাসয (পুং) [আম+আসয; সংস্কৃত—আমাশয়, আমাশ্রয়] আমাশয়, উদরমধ্যস্থ আমরসের স্থান, পেটের মধ্যে যেখানে ভুক্তদ্রব্য পক্ক হয়, পাকস্থলী, উদর। (বিপ) **পক্কাসয**।

আমিলাক (ক্লী ?) উল দ্বারা কাপড়ে যে পুষ্প পাতা ইত্যাদি নানারকম প্যাটার্ন বা আদর্শে করা বা বোনা হয় উহাকে আমিলাক বলে।

আমিলাক পট্ট—ফুল পাতা ইত্যাদি প্যাটার্নে বা আদর্শে বোনা পশমি বস্ত্র। ⇒ **পট্ট** (৩)।

আমিলাকপট্টো = **পটলিকা**। ⇒ **পটলিকা**।

আমিস (পুং, ক্লী) আমিষ, মাংস, মৎস্য-মাংস, ভোগ্যবস্তু, লোভনীয় বস্তু, উপভোগ্য, লোভ, ইচ্ছা, লিপ্সা, কাম, কামপ্রবৃত্তি, কামনা, ঘুষ, রূপাদি বিষয়, সুন্দর বস্তু, খাদ্য, টোপ, প্রলোভন, লাভ, বৃদ্ধি, পুরস্কার, অর্থ (টাকা), অর্থদান, উৎকোচ। (বি-ভা) **আমিস কিঞ্চিক্খ-হেতু**—অল্পলাভের হেতু, সামান্য অর্থের খাতিরে। = **কিঞ্চি আমিসং পত্থেন্তো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **ভোগহেতু** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **কামামিসে লগ্গচিত্তো**—কাম উপভোগে সংলগ্ন চিত্ত (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিনয়) **আমিসন্তর**—লোভী, স্বার্থপর; (বিপ) **মেত্তচিত্তো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস গরূপরিসা**—অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তির পরিষদ, কামুক সঙ্গীদল। (বিণ) প্রয়োজনীয়, দৈহিক, পার্থিব, জ্বর, গুরুত্বপূর্ণ, অমিশ্রিত। ⇒ **আমিসদান, আমিসদাযাদ**।

আমিস খার—অমিশ্রিত সার, কাঠপোড়া ভস্মের প্রয়োজনীয় ক্ষার যাহা ক্ষেত্রে বা চারার গোড়ায় সাররূপে দেওয়া হয়।

আমিসচক্খু (ক্লী) লোভদৃষ্টি, কামদৃষ্টি, চক্ষুর যে দৃষ্টি বা চাহনি কামজনক বা লোভব্যঞ্জক, মাংসাশী-লোলুপদৃষ্টি, মাংসের প্রতি মাংসভোজীর লোভদৃষ্টি, যে দর্শনে বা অবলোকনে গৃধ্নুতা বা লোভ আছে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য বস্তুদর্শন। (জাতক) **লুদ্দেনামিস-চক্খুনা**—(শিকারি কর্তৃক) মাংসাশী লোলুপদৃষ্টিতে দর্শনকারী। (বিণ) চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য দর্শন করে এমন। = **কিলেসলোল**। ⇒ **চক্খু**।

আমিসদান (ক্লী) আমিষদান, প্রয়োজনীয় বস্তু দান (প্রয়োজনীয় বস্তু; যথা—আহার, বস্ত্র, শয়নাসন ও ভৈষজ্য অর্থাৎ চতুর্প্রত্যয়)। "বাহ্যিকবস্তুদান, আত্মবস্তু দান এবং পরমার্থিকবস্তু দান"—এই ত্রিবিধ দানকে ও আমিষ দান বলা হয়। আমিষ দান বলিলে বুঝায়:— **আমিসদান, ধম্মদান, সক্কচ্চ** (অথবা) **অসক্কচ্চদানং, পূজাদান, অনুগ্গহদান;** (অর্থাৎ **আমিস ধম্মতো দানং**—চতুর্প্রত্যয়ের দানীয় বস্তু "আমিষদান"। **ধম্মদানং**—দান, শীল, ভাবনা এবং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে উপদেশ দান "ধর্মদান"; ⇒ **ধম্মদান**। **সক্কচ্চতোদান**—সাক্ষাৎ বা হাতে হাতে দান, গ্রহীতার উপস্থিতিতে দান—ইহাকে বলা হয় "**সক্কচ্চতোদান**"। **অসক্কচ্চতোদান**—অসাক্ষাতে দান, গ্রহীতার অনুপস্থিতিতে অথবা উদ্দেশ্যে দান—ইহাকে বলা হয় "**অসক্কচ্চতোদান**"। **পূজাতো দান**—বিনয়াচরণে, শীলে, ভাবনায় এবং প্রজ্ঞায় পূজনীয় বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিকে পূজাস্বরূপ দান "**পূজাতোদান**"। **অনুগ্গহতোদান**—সাধারণত দয়া প্রদর্শন করিয়া অথবা অনুগ্রহ করিয়া যে সাহায্যস্বরূপ দান দেওয়া হয় উহা অনুগ্রহ দান বা "**অনুগ্গহতো দান**"। ⇒ **দান**।

আমিসদাযাদ (পুং) বৈষয়িক অংশের ভাগীদার, লাভের অংশীদার। আমিষ বলিলে বুঝায় দশবিধ দানীয় বস্তু। ⇒ **বাহিরবত্থুদান**। এই দশবিধ দানীয় বস্তুর দানজনিত ফলের উত্তরাধিকারীকে বলা হয় অমিষদায়াদ বা আমিষদানকারী দাতা (বা দায়ক)। অর্থাৎ যাহারা অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান ইত্যাদি দশবিধ দানীয় বস্তু দান দিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাহারা মনুষ্যলোকে অথবা দেবলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে যে কোনো স্থানে হউক না কেন সেই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উহা প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে—ইহাই আমিষবস্তু দানকারী ব্যক্তির দানজনিত কর্মের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। এখানে জ্ঞানীগণ কিন্তু বস্তুদান দিয়া আধ্যাত্মিক লোকোত্তর গবেষণায় কর্মশক্তি বৃদ্ধিতে "**নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু**" (নির্বাণ লাভের হেতু হউক) বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। (বিপ) **ধম্মদাযাদ**।

আমিসন্তর (বিণ) [আমিস+অন্তর] ⇒ **আমিস**।

আমিসন্তরা মল [আমিস+অন্তরা+মল] আভ্যন্তরিক লোভরূপ ময়লা, দোষযুক্ত ময়লা, লোভব্যঞ্জক ময়লা, স্বার্থপরতা।

আমিস পটিসন্থার—শারীরিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া অন্নপানাদি দ্বারা অতিথি সৎকার।

আমিস পরিগ্গহ—অন্নপানাদি প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়া

সাহায্য, পার্থিক উপকার, দৈহিক লাবণ্য, গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহ বা দয়া, জড়বস্তুর স্বাভাবিক গুণ। ⇒ **পরিগ্‌গহ** (৫)।

আমিস পরিচ্চাগ--দৈহিক অঙ্গাদি বস্তুত্যাগ বা আত্মত্যাগ। ⇒ **পরিচ্চাগ** (১)।

আমিস পূজা (স্ত্রী) খাদ্যাদি বস্তু দ্বারা পূজা, দশবিধ আমিষবস্তু দ্বারা পূজা। = **আমিসদান**।

আমিসমল—আভ্যন্তরিক লোভরূপ ময়লা, লোভরূপ ময়লা, স্বার্থপরতারূপ ময়লা।

আমিসযাগ—প্রয়োজনীয় উপকরণ বা বস্তু দান। = **আমিসদান**। ⇒ **যাগ** (২)।

আমিস সংবিভাগ (পুং) পার্থিব জড় বস্তু দান (অর্থাৎ দৈহিক বস্তু হস্ত-পদাদি দান, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি বাহ্যিক পার্থিব জড়বস্তু দান ইত্যাদি)। (বিপ) **ধম্মসংবিভাগ**।

আমিস সন্থার—ভোগবাসনা অথবা অভিলাষকে স্বাগত জানানো। ⇒ **সন্থার** (২)।

আমিস সন্নিধি—ভোগ্যবস্তু সঞ্চয়, ঘুষ লওয়া, উৎকোচ গ্রহণ, খাদ্য সংগ্রহ।

আমুঞ্চতি (ক্রি) [আ+√মুচ+ং+অ] রাখা, স্থাপন করা, লওয়া, গ্রহণ করা, তুলিয়া লওয়া, সংলগ্ন হওয়া, সংযুক্ত হওয়া, লাগিয়া থাকা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকা, পরিধান করা, ব্যবহারে ক্ষয় করা বা জীর্ণ করা। (অতীত) **আমুঞ্চি**। (অ-বিণ) **আমুত্ত**।

আমুত্ত (বিণ) পরিধান করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, সজ্জিত হইয়া, অলঙ্কৃত হইয়া, সজ্জিত, পরিহিত, শোভিত। (দীর্ঘনিকায়) **আমুত্ত মালাভরণ**—মাল্যাভরণে সজ্জিত। (বিনয়) **আমুত্ত মণিকুণ্ডল**—মণিখচিত কুণ্ডল বা কর্ণাভরণে শোভিত। (বিমানবত্থু) **আমুত্ত হত্থাভরণ**। ⇒ **মণিকুণ্ডল, আমুঞ্চতি**।

আমেডিত = **আমেণ্ডিত**। ⇒ **আমেণ্ডিত**।

আমেণ্ডিত (ক্লী) চিৎকার, উচ্চশব্দ, হায় হায় প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দ, দয়াবোধ, সহানুভূতি, সমবেদনা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আমেণ্ডিতং করোতি**—সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

আমো = **আম**। ⇒ **আম**।

আমোদ (পুং) আমোদ, হর্ষ, উৎসব, কৌতুক, অতি দূরগামী গন্ধ, অত্যন্ত সুগন্ধ, যদ্দ্বারা আমোদ পাওয়া যায়।

আমোদতি (ক্রি) [আ+√মুদ+অ] আনন্দ করা, আনন্দিত হওয়া, আমোদিত হওয়া, আমোদ করা, উৎফুল্ল হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া। ⇒ **পমোদতি**। (অতীত) **আমোদি**। (অ-বিণ) **আমোদিত**। (ব-বিণ) **আমোদমানা**। (করণে) **আমোদেতি**।

আমোদনা (স্ত্রী) আনন্দ, উৎফুল্ল, আমোদকরণ, উৎফুল্ল করণ, তুষ্টতা, সন্তুষ্টি। = **মোদনা, পমোদনা**।

আমোদনা পমোদনা—আমোদপ্রমোদ। ⇒ **আমোদনা, পমোদনা**।

আমোদমানা (বিণ) আনন্দ করে এমন, আমোদ করে এমন, উৎফুল্ল, সন্তুষ্ট হয় এমন। (সংযুক্ত নিকায়ে) **অনুমোদনা**। = **পমোদমানা**। ⇒ **আমোদতি**।

আমোদিত (বিণ) আমোদিত, আনন্দিত, তুষ্ট, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্লিত, প্রীত, হর্ষোৎফুল্ল। ⇒ **আমোদতি, আমোদেতি**।

আমোদিত পমোদিত (বিণ) আমোদিত প্রমোদিত, অতি তুষ্ট, অতিশয় আনন্দিত।

আমোদেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আমোদযতি) আনন্দিত করা, আমোদিত করা, সন্তুষ্ট করা, তুষ্ট করা, সুখী করা, আনন্দ দেওয়া, হর্ষোৎফুল্ল করা। (থেরগাথা) **চিত্তং আমোদেতি**। (অ-বিণ) **আমোদিত**। ⇒ **আমোদতি**।

আয (পুং) আয়, লাভ, উপার্জন, কর, খাজনা, মুনাফা, সুফল, উপকার, প্রবেশ, অন্তপ্রবেশ, উন্নতি, উপস্বত্ব, অর্থলাভ, রোজগার, প্রাপ্তি। (বিপ) **ব্যয**--ক্ষতি, অপচয়। খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় **"কায"** শব্দের বর্ণনায় এবং **"আযতন"** শব্দের বর্ণনায় ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

আযকম্মিক (বিণ, পুং) কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি, খাজনা বা আয়-সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধায়ক, লাভ বা আয় সংগ্রহকারক।

আযকম্মী = **আযকম্মিক**। ⇒ **আযকম্মিক**।

আযকুসল (বিণ, পুং) উপার্জনে চতুর বা নিপুণ, রোজগারে দক্ষ।

আযকোসল্ল (পুং) অর্থোপার্জনে দক্ষতা, যে ব্যক্তি অর্থোপার্জনের কৌশল উত্তমরূপে জানে, রোজগারে পারদর্শিতা, উন্নতি করিবার ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান। তিন প্রকার **"কোসল্ল"** এর মধ্যে ইহা একটি।

আযত ১ (বিণ) প্রসারিত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, বর্ধিত, বিস্তারিতরূপে বর্ণিত, বৃহৎ, দূর, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সংযত, আকৃষ্ট, লম্বা, দীর্ঘ, সম্যক যত্নবান। (দীর্ঘনিকায়) **আযত ঞাতিকখয** (এখানে **"আযত"** অর্থে **"বর্ধিত হারে অথবা ভারী?"**)। (মধ্যম নিকায়) **দীঘতো আযত; তিরিযঞ্চ বিত্থত**। (জাতক) **তেত্তিংস অঙ্গুল আযতো খগ্‌গো**। (বিমানবত্থু) **আযতংস** (বিমানবত্থু অর্থকথার বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। **আযত দাঠা**—লম্বা দাঁত; **আযত লোমা**—লম্বা লম্বা কেশ; **আযত বট্ট**। ২ (পুং, ক্লী) ধনু, ধনুক, নমস্কার, অভিবাদন, প্রণাম, পোতাগ্র।

আযতংস [আযত+অংস] বিস্তৃত কাঁধ। ⇒ **আযত** (১)।

আযতক (বিণ) ১ দীর্ঘ, লম্বা, বিস্তৃত, বর্ধিত, রক্ষিত, অধিকদিন স্থায়ী। = **আযত**। (বিনয়) **আযতক গীতস্‌সর**। ২ আকস্মিক, হঠাৎ, ঘটিত বা উপস্থিত, অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ আপতিত, রূঢ়, খাড়া, অসংলগ্ন। (করণকারকে) **আযতকেন**।

আযতকেন (ক্রি-বিণ) সহসা, হঠাৎ, আকস্মিকভাবে।

⇒ **আয়তক**।

আয়তগ্‌গ (বিণ) [আয়ত+অগ্‌গ] বর্ধিত বিষয় বা অংশ-সম্বন্ধীয় (ভবিষ্যতের মধ্যে) সমাপ্তি (বা সমাপ্তির সম্ভাবনা) আছে এমন। ⇒ **আয়তি**।

আয়তদাঠা ⇒ **আয়ত** (১)।

আয়তন (ক্লী) (সংস্কৃত—আয়তন) ১ আয়তন, বিস্তার, বিস্তৃতি, সম্প্রসারণ, ব্যাপ্তি, অখণ্ডকাল, প্রসার, প্রসারণ, নাগালের সীমা, পাল্লা, শক্তি, দুই বাঁকের মধ্যবর্তী নদীর অংশ, সীমা, পরিধি, পরিসর, প্রদেশ, অঞ্চল, সীমানা, ক্ষেত্র, আকাশ, গণ্ডী, মণ্ডল, পরিবেশ, স্বীকৃত স্থান বা অধিকার, স্থান, প্রাঙ্গণ, অনাবৃত স্থান, প্রতিযোগীদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান, দাগ, চিহ্ন, সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, প্রয়োজন, নিমিত্তার্থক ঘটনা, অবস্থান, অবস্থা, ভঙ্গী, মনোভাব, প্রতিজ্ঞা। (তুল্যার্থে) **সমোসরণ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। (দীর্ঘনিকায়) **বিমুত্তি আয়তন**। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **অরিযাতন; অভিভাযতন**। (সূত্রনিপাত) **রজস্‌সাযতন**—যে স্থান হইতে রাগ-দ্বেষ-মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (জাতক) **রজাযতন**। (বি-ভা) **অরঞ্ঞাযতন**—নির্জন স্থান, বনমধ্যস্থ স্থান, অরণ্যস্থান (জাতক)। ২ চেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ, করণ, আচরণ, কাজকরণ, অভ্যাস, পুনঃপুন চেষ্টা, অধ্যবসায়, সম্পাদন, কৃতি, সম্পাদিত কার্য। (তুল্যার্থে) **পঞ্ঞত্তি**। যেমন—**কম্মাযতন, কসিণাযতন, তিত্থাযতন, সিপ্পাযতন**—শিল্পবিদ্যা, কলাবিদ্যা। **অনাযতন**—চেষ্টা বা উদ্যমহীনতা, আলস্য, শ্রমবিমুখতা, মন্থরগতিতা, জড়তা। ৩ গ্রাহ্যস্থান অথবা সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপাদান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির উপাদান, চিন্তা বা ভাবিবার বস্তু (বিষয়), ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সম্বন্ধ, সম্পর্ক, নিয়ম, শৃঙ্খলা। ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধির উপাদান বলিলে বুঝায়,—যে উপাদানে ইন্দ্রিয়সমূহ উপলব্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অস্তিত্ববোধ বুঝিতে পারে; ⇒ **ধাতু** (২ক)। "**আয়তন**" দ্বিবিধ, যথা—**১ অজ্‌ঝত্তিকাযতন**—অধ্যাত্মিক (অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক) আয়তন, ২ **বাহিরাযতন**—বাহ্যিক তত্ত্ববিষয়ক আয়তন। **অজ্‌ঝত্তিকাযতন** ছয় প্রকার, যথা— **১ চক্খু-আয়তন**—চক্ষু, ২ **সোতাযতন**—কর্ণ, ৩ **ঘানাযতন**—নাসিকা, ৪ **জিব্‌হাযতন**—জিহ্বা, ৫ **কাযাযতন**—দেহ বা শরীর, ৬ **মনাযতন**—মন। **বাহিরাযতন** ছয় প্রকার, যথা—**১ রূপাযতন**—দৃশ্যমান জড়বস্তু, ২ **সদ্দাযতন**—শব্দ, ৩ **গন্ধাযতন**—গন্ধ, ৪ **রসাযতন**—স্বাদ, ৫ **ফোট্‌ঠব্বাযতন**—স্পর্শ বা স্পর্শযোগ্য বস্তু, ৬ **ধম্মাযতন**—বোধগম্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রত্যক্ষ বা বিচার্য বিষয়বস্তু। এখন আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক এ দুইয়ের সংযোগে দ্বাদশ আয়তন নামে কথিত হয়। এই আয়তনসমূহ "**সঞ্ঞাতি**" এবং "**কারণ**" (অর্থাৎ মূল কারণ) ভেদে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আবার এই "**আয়তন**" শব্দকে "**আকাশানঞ্চাযতন**", "**বিঞ্ঞানঞ্চাযতন**" ইত্যাদি অরূপ ব্রহ্ম স্তর বা অবস্থারূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে। (জাতক) **পরিপুন্নাযতন**।

আয়তনকুসল (বিণ, পুং) দ্বাদশ আয়তন-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে দক্ষ বা বিশারদ। ⇒ **আয়তন** (৩)।

আয়তনকুসলতা (স্ত্রী) গণ্ডী বা পরিবেশ-সম্বন্ধে দক্ষতা, ক্ষেত্র বা দ্বাদশ আয়তন-সম্বন্ধীয় বিষয়ে নৈপুণ্য। ⇒ **আয়তন** (৩)।

আয়তনকুসলা (বিণ, স্ত্রী) = **আয়তনকুসল**। ⇒ **আয়তনকুসল**।

আয়তনট্‌ঠ = **আয়তনত্থ**। ⇒ **আয়তনত্থ**।

আয়তনত্থ (ক্লী) ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বোধশক্তি বা বুঝিবার ক্ষমতা।

আয়তন লোক (পুং) আয়তন বা স্থানময় জগৎ, আয়তন লোক, আয়তন-সম্বন্ধীয় জগৎ। **খন্ধলোক, ধাতুলোক** শব্দের সহিত সংযোগে প্রায়শ ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ আয়তন, যথা—চক্ষু-আয়তন, শ্রোতায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন, মনায়তন, রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, স্পর্শায়তন, ধর্মায়তন। ⇒ **আয়তন** (৩)।

আয়তনিক (ক্লী) কতকগুলি বিশেষজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অবকাশ বা স্থান। ⇒ **আয়তন** (৩)। (সংযুক্ত নিকায়) **ফস্‌সাযতনিক নিরয়; ফস্‌সাযতনিক সগ্‌গ**।

আয়তনুপ্পাদ [আয়তন+উপ্পাদ] আয়তনের উৎপত্তি।

আয়তপণ্‌হি (স্ত্রী) চক্ষুর পাতার লম্বা লম্বা লোম, দীর্ঘ ভোমা।

আয়তপণ্‌হিন (বিণ) চক্ষুর পাতায় লম্বা লম্বা লোম বা কেশ আছে এমন, দীর্ঘভোমাযুক্ত। ইহা মহাপুরুষের একটি লক্ষণ। ⇒ **পণ্‌হিন**। = **আয়তপমহা**।

আয়তমহ (ক্লী) বিস্তৃত ভোমা। = **দীঘপখুম, আয়তপণ্‌হি**।

আয়তপমহা (বিণ) = **আয়তপনহিন**। ⇒ **আয়তপণ্‌হিন**। = **দীঘপখুম**।

আয়তলোমা ⇒ **আয়ত** (১)।

আয়তবট্ট (ক্লী) বৃহৎ চক্র, প্রকাণ্ড চাকা। ⇒ **আয়ত** (১)।

আয়তি (স্ত্রী) দীর্ঘ বিস্তৃতি, বিস্তৃতি, বর্ধন, বাড়ানো, বৃদ্ধিকরণ, দীর্ঘসময়, ভবিষ্যৎ, ভাবীকাল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশা, ভাবী শুভ-সম্ভাবনা।

আয়তিং (ক্রি-বিণ) ভবিষ্যতে, ভাবীকালে।

আয়তিক (বিণ) ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয়, ভবিষ্যৎকালীন।

আয়তিকা (স্ত্রী) নল, জলের নল, চুঙ্গি, জলের পাইপ।

আয়তিপুনব্‌ভব—ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম, ভবিষ্যতে পুনর্বার জন্মগ্রহণকরণ।

আয়ত্ত (বিণ) আয়ত্তাধীন, অধিকারভুক্ত, বশগত, বশীভূত,

অধীন, বশ্যতাপন্ন, নির্ভরশীল, চেষ্টিত, যত্নশীল, সক্রিয়, কর্মঠ, কার্যকরী, কর্মক্ষম, ব্যস্ত, তৎপর, প্রস্তুত, উৎসুক, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, দক্ষ, কৌশলী, প্রতিযোগী, অন্বেষী, পশ্চাদ্ধাবনকারী। (জাতক) **আয়ত্তমন = উস্‌সুক্কমন** (জাতক অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অস্‌সাস-পস্‌সাস আয়ত্ত**। (ক্লী) আয়ত্ত, অধিকার, অধিকার ভোগ, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু।

আয়ত্তবুত্তিতা (স্ত্রী) কার্যকরী অবস্থা, চেষ্টিত অবস্থা, প্রস্তুত অবস্থা। ⇒ **বুত্তিতা, আয়ত্ত**।

আয়না (স্ত্রী?) (যৌগিক ব্যবহারে) **কঙ্খাযনা**। ⇒ **কঙ্খাযনা**।

আয়পটিচ্চাগ—আয় হইতে খরচ, উপার্জিত অর্থের ব্যয়।

আয়মতি (ক্রি) টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, বাহির করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, টানিয়া বাহির করা। (বি-ভা) **পিট্‌ঠিং মে আগিলাযতি তং অহং আযমিস্‌সামি**—আমার পৃষ্ঠদেশ দুর্বল হইয়াছে আমি ইহাকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করিব অর্থাৎ শুইব (বিনয়)। (তুম) **আযমিতুং**; (জাতক) **মুখং আযমিতুং**।

আযমুখ (ক্লী) প্রবেশমুখ, প্রবেশদ্বার (সাহিত্যে—প্রারম্ভ বা সুযোগ) অর্থাৎ আয় করিবার অথবা অর্থোপার্জনের উপায়, **অন্তঃপ্রবাহ অথবা অন্তঃপ্রবাহী, যদ্দ্বারা আয় বা উপার্জন করা হয় (= আগমন মগ্গ)**; (চরিত্রে) রাজস্ব, আয়, কর, আদায়, করস্বরূপ অর্থাগম, টাকা। ⇒ **মুখ** (৩)।

আযস (বিণ) লৌহনির্মিত, লৌহ দ্বারা প্রস্তুত। **অনাযস** (?)—(বিণ) যাহা লৌহ দ্বারা নির্মিত নহে।

আযসক্য (ক্লী) অসম্মান, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক, লজ্জার কারণ, অখ্যাতি, অযশ। (বি-ভা) **আযসক্যং পাপুণাতি**—লজ্জায় পড়া, লজ্জা বোধ করা, অপমানে পড়া, অপমান বোধ করা (থেরগাথা)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়—**অযসক+য**—নাম বা নামাংশের আদ্যাক্ষরের গুণ (তুলনীয়—**আরোগ্য**)।

আযসমন্ত (বিণ) (সংস্কৃত--আয়ুষ্মন্ত) আয়ুষ্মন্ত, শ্রদ্ধাস্পদ, পূজার্হ, আয়ুষ্মান, পূজনীয়, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি প্রযোজ্য সম্মানীয় সম্বোধনসূচক ব্যবহৃত শব্দ। (কর্তৃকারকে) **আযাস্ম**। নির্দেশের বর্ণনায়:—**পিযবচনং, গরুবচনং, সগারব সপ্পটিস্‌সাধিবচনং**। ⇒ **আবুসো**।

আযসমন্তু = আযসমন্ত। ⇒ **আযসমন্ত**।

আযসা (বিণ) লোহনির্মিত।

আযস্মন্ত (বিণ) আয়ুষ্মান। = **দীঘাবু, আযসমন্ত**।

আযস্মা (আলাপনে গৌরবার্থে সম্বোধনসূচক ব্যহৃত শব্দ) হে বন্ধু !, হে আয়ুষ্মান, মহাশয় !, মহোদয় ! ইহা ছোট ভিক্ষুদের প্রতি গৌরবার্থে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত শব্দ। ⇒ **গারব, গারবাধিবচন**।

আযা (স্ত্রী) (অর্থোপার্জনকারীর) ভাগ্য খোলা।

আযাগ (ক্লী) [আ+যাগ] দান, যজ্ঞীয় দশনী। (পুং) যজ্ঞ বা দান গ্রহীতা। (সূত্রনিপাতে) **দেয্যধম্ম = দেয্য ধম্মানং অধিট্‌ঠানভুত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

আযাগবত্থু (ক্লী) যজ্ঞীয় দশনীর উত্তম সামগ্রী।

আযাচক (বিণ, পুং) প্রার্থনাকারী, আবেদক, আবেদনকারী, দরখাস্তকারী।

আযাচতি (ক্রি) [আ+√যাচ+অ; সংস্কৃত—আযাচতে) ১ (কাহারও নিকট কিছু) চাওয়া, প্রার্থনা করা, অনুরোধ করা, যাচ্‌ঞা করা, ভিক্ষা করা। ২ ধর্মসাক্ষী করিয়া দেওয়া অথবা উৎসর্গ করা, ধর্মত প্রতিজ্ঞা করা, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করা, শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা, স্বীকার করা, আশা দেওয়া, দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া। (অতীত) **আযাচি**। (অ-বিণ) **আযাচিত**।

আযাচন (ক্লী) ১ জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, অনুরোধকরণ, নিমন্ত্রণকরণ, যাচ্‌ঞাকরণ, সম্ভাষণকরণ, অভিভাষণ-করণ। ২ প্রার্থনা, স্তব, অনুনয়-বিনয়, ব্রত, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা।

আযাচনা (স্ত্রী) প্রার্থনা, নিবেদন, অনুরোধ, অভাব, প্রয়োজন, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ।

আযাচনে (ক্রি-বিণ) বেশ আসুন, স্বাগতম। ⇒ **সাধু** [ক্রি-বিণ(ক)]।

আযাচিত (বিণ) প্রতিজ্ঞাকৃত, অঙ্গীকারকৃত, প্রার্থিত, স্তবকৃত, প্রতিশ্রুত, উৎসর্গকৃত। (জাতক) **আযাচিত ভত্তজাতক**। ⇒ **আযাচতি**।

আযাত (বিণ) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এমন, কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে এমন, গিয়াছে এমন। ⇒ **আযাতি**।

আযাতি (ক্রি) [আ+√যা+অ] নিকটে আসা, সমীপে আসা, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে যাইয়া বলা। = **গচ্ছতি, আগচ্ছতি**। (অ-বিণ) **আযাত**। (পঞ্চমী) **আযাম**।

আযান (ক্লী) আসা, আগমন, উপস্থিতি। ⇒ **আযন**।

আযাম (পুং) দৈর্ঘ, দীর্ঘতা, বিস্তার, বিস্তৃতি, বাড়ানো, বর্ধিতকরণ, বিস্তৃতকরণ। (জাতক) **মুখাযাম**--মুখ বিস্তৃতকরণ। (যৌগিকে) **বিত্থারাযাম**--প্রশস্ততায় বৃদ্ধিকরণ; **উব্বেধাযাম**—উচ্চতায় বর্ধিতকরণ (জাতক)। (অপাদানকারকে) **আযামতো**; (করণকারকে) **আযামেন**। (বিণ) দীর্ঘতায়, বিস্তারে। (জাতক) **আযামতো তীণি যোজন সতানি, বিত্থারতো অড্‌ঢতিযানি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রতনং সোল্‌সহত্থং আযামেন অট্‌ঠহত্থং বিত্থারেন; রতনং চতুহত্থ আযামং**। (বিসুদ্ধিমার্গ) **আযামেন বিত্থারেন। আযাম বিত্থার; আযাম পরিক্‌খেপ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সোল্‌স যোজনাযাম; আযাম বিত্থারেহি; আযামতো বিত্থারতো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সট্‌ঠিযোজনাযাম**। (ক্রি) চল আমরা যাই। ⇒ **আযাতি**।

আযামতো (ক্রি-বিণ) = **আযামেন**। ⇒ **আযামেন**।

আযামি (ক্রি) (আমি) আসি বা আসিতেছি। = **আগচ্ছামি**।

আযামেন (ক্রি-বিণ) বিস্তারে, দৈর্ঘ্যে। ⇒ **আযাম**।

আযাস (পুং) (সংস্কৃত—আয়াস) আয়াস, ক্লেশ, শ্রান্তি, পরিশ্রম, প্রয়াস, অতিযত্ন, ব্যায়াম। **অনাযাস**—আনায়াস, সহজ, শ্রমহীন, শান্তিভাবে, বিনাকষ্টে, বিনাশ্রমে।

আযু (পুং) আয়ু, প্রাণ, জীবন, জীবিতকাল, বয়স। (সংযুক্ত নিকায়) **আযুস্মাচ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অদ্ধাযু**। (জাতক) **দীঘাযু**। = **জীবিতং**।

আযুক (বিণ) আয়ু পরিমিত, আয়ুষ্ক, আয়ুপ্রাপ্ত, বয়স্ক, বয়সপ্রাপ্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) নিযতাযু। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যাবতাযুকা দিব্ব সম্পত্তি**—জীবিতকাল পর্যন্ত স্থায়ী দিব্য বা দেব সম্পত্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দীঘাযুক; অপ্পাযুক**। (বি-ভা) **বীসতি বস্সসহস্সাযুকেসু মনুস্সেসু**—যেই সময় মনুষ্যের আয়ু বিশ হাজার বৎসর ছিল তখন (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দস বস্সসহস্সাযুকেসু মুস্সেসু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চত্তালীসাযুক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চতুসট্ঠি কপ্পাযুকা সুভকিণ্হা**।

আযুক কপ্প (পুং) আয়ুকল্প, জীবনের স্থায়িত্বকাল, যতদিন জীবিত থাকা যায় ততদিন।

আযুকিন (বিণ) = **আযুক**। ⇒ **আযুক**। **অপ্পাযুকিন**—অল্প আয়ুষ্কাল, অল্পকাল জীবিত থাকে এমন।

আযুক্খয (পুং) আয়ুক্ষয়, পরমায়ুনাশ।

আযুক্খেপন—আয়ুষ্কাল পর্যন্ত যাপনকরণ, আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সময় কাটানো, যাবৎ আয়ু তাবৎ বাঁচিয়া থাকা। ⇒ **খেপন**।

আযুঞ্জতি (ক্রি) ১ সম্বন্ধযুক্ত করা, একসঙ্গে বাঁধা। ২ ব্যগ্র হওয়া, একাগ্রচিত্তযুক্ত হওয়া, উৎসর্গ করা, অভিনিবিষ্ট হওয়া। (অ-বিণ) **আযুত্ত**।

আযুত (বিণ) ১ যুক্ত, সম্পর্কিত, ভূষিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। (থেরগাথা) **দ্বে পন্নরসাযুত**—দ্বিত্বপনর অর্থাৎ ত্রিশযুক্ত বা ত্রিশটি সম্পর্কিত। (সূত্রনিপাত) **নারী-বরগণাযুত = নারী-বরগণা সংযুত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **নানা-সরগণাযুত = নানা=সরগণাযুত্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ ধৃত, গৃহীত, অধিকৃত, বিজিত, জয়কৃত। (জাতক) **দুরাযুত**।

আযুত্ত (বিণ) ১ একটি জোয়ালে বাঁধা একজোড়া ষাঁড়ের ন্যায়, সম্বন্ধযুক্ত, পূর্ণ, পরিপূর্ণ। (পেতবত্থু) **তেজসাযুত = সমাযুত্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **আকিণ্ণ** (পেতবত্থু)। ২ একাগ্রচিত্তযুক্ত, ব্যগ্র, অভিনিবিষ্ট, দৃঢ়সঙ্কল্প, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত। ⇒ **আযুঞ্জতি**।

আযুত্তক (পুং) কর্তা, কারণ, প্রতিনিধি, গোমস্তা, অছি, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। (বিণ) উৎসর্গকারী, অনুরাগী, বিশ্বাসকারী, বিশ্বাসী। (জাতক) **আযুত্তকবেস**।

আযুধ (ক্লী) অস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র। = **আবুধ**।

আযুনো পরিচ্ছেদ—আয়ুর সীমা, আয়ু সীমায়িত বা সীমাযুক্তকরণ। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২)।

আযুপরিযন্ত—আয়ু পর্যন্ত, জীবনশেষ, জীবন অবসান, জীবনকালের পরিসমাপ্তি, জীবন পর্যন্ত।

আযুপ্পমাণ (ক্লী) আয়ুপ্রমাণ, জীবিত থাকার সময়কাল, আয়ুষ্কাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। ⇒ **পমাণ** (২)।

আযুবণ্ণ (পুং) আয়ু এবং শারীরিক সৌন্দর্য। ⇒ **বণ্ণ** (৪)।

আযুবন্ত (বিণ) বয়সপ্রাপ্ত, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরনো, অধিক বয়সের, অধিক বয়স হইয়াছে এমন।

আযুবসেস (ক্লী) [আযু+অবসেস] আয়ুবশেষ, আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট অংশ, জীবনের বাকি অংশ, অবশিষ্ট আয়ু।

আযুসঙ্খয (পুং) আয়ুক্ষয়, জীবনের নিরতিশয় ক্লান্তি।

আযুসঙ্খার (পুং) আয়ুসংস্কার, আয়ু বা জীবনধারণের উপাদান, বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, জীবনের অবস্থা বা জীবনের ফলদায়ক সম্পত্তি, জীবন-সম্বন্ধীয় বা প্রাণধারক মূলতত্ত্ব বা তথ্য। ⇒ **সঙ্খার** (১ক)।

আযুসা (ক্রি-বিণ) প্রাণের সহিত, প্রাণ দিয়া। (সূত্রনিপাত) **আযুসা একো পুত্তমনুরক্খে**।

আযুস্মন্ত (বিণ) (সংস্কৃত—আয়ুষ্মন্ত) আয়ুষ্মান, দীর্ঘজীবী, চিরজীবী।

আযুস্স (বিণ) (সংস্কৃত—আয়ুষ্য) জীবনের সহিত সংযুক্ত, প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, দীর্ঘায়ুতে আনীত, প্রাণসঞ্চার করা হইয়াছে এমন, প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আযুস্স ধম্ম**।

আযুস্স ঠিতি—আয়ুর স্থিরতা, জীবনের স্থিতিকাল।

আযূহ ⇒ **উহা** (২)।

আযূহক (বিণ) ব্যগ্র, উৎসাহী, অধীর, সক্রিয়, কার্যকরী, ব্যস্ত, ক্রিয়াশীল, তৎপর, বাস্তব, কর্মক্ষম, কর্মঠ, ক্ষিপ্র, জীবন্ত, প্রতিযোগিতাকারী, শ্রমশীল, প্রযত্নকারী, সংগ্রহকারী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আযূহক বিরিযতা**।

আযূহতি (ক্রি) [আ+√যূহ্+অ] ১ চেষ্টা করা, উদ্যোগ করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, প্রয়োগ করা, উদ্যম করা, খুব চেষ্টা করা, ছটফট করা। = **বিরিযং করোতি** (জাতক অর্থকথা)। = **বাযমতি**। (ব-বিণ) **অনাযূহং**—চেষ্টা না করিয়া, বিনা উদ্যোগে। ২ ব্যগ্র হওয়া, উৎসাহী হওয়া, অধীর হওয়া, ব্যস্ত হওয়া, উন্নতিসাধন করা, অনুশীলন করা, সুসভ্য করা, অধ্যয়ন করা, কাহারও সঙ্গ বা পরিচয় লাভের চেষ্টা করা, অন্বেষণ করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, করা (=**করোতি**—সূত্রনিপাত)। (অতীত) **আযূহি**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মং আযূহি; মগগং আযূহি**। (অ-বিণ) **আযূহিত**। (ক্রি-বি) **আযূহিত্বা**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মং আযূহিত্বা**। (করণে) **আযূহাপেতি**।

আয়ূহন (বিণ) উদ্যোগী, চেষ্টাকারী, উদ্যমকারী। (ক্লী) অগ্রসরকরণ, উন্নতিসাধন, বর্ধন, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, রাশীকরণ, বৃদ্ধিকরণ, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আয়ূহন ভবস্স**।

আয়ূহনা (স্ত্রী) পরিশ্রমী নারী। = **তণ্হা**।

আয়ূহনী (স্ত্রী) = **আয়ূহনা**। ⇒ **আয়ূহনা**।

আয়ূহ পরিযোসান—জীবনের অবসান, জীবনাবসান, আয়ুর শেষ। ⇒ **পরিযোসান** (১)।

আয়ূহা (স্ত্রী) [আয+উহা] জীবন, আয়ু, আয়ুষ্কাল, জীবনকাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আয়ূহা পরিযোসান**।

আয়ূহাপরিযোসান আয়ূহপারিযোসান। ⇒ **আয়ূহপরিযোসান**।

আয়ূহাপেতি (ক্রি) কাহারও দ্বারা চেষ্টা করানো বা পরিশ্রম করানো। ⇒ **আয়ূহতি**।

আয়ূহিত (বিণ) ব্যস্ত, ব্যগ্র, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল, উৎসুক, অধীর, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত। ⇒ **আয়ূহতি**।

আযোগ (পুং) (সংস্কৃত—অযোগ) ১ পুস্তকের মলাট, আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অযোগপট্ট**। ২ যোয়াল, শৃঙ্খল, যুগ্ম, জোড়া, দাসত্বের চিহ্ন, দাসত্ব, বাঁক, একটি জোয়ালে বাঁধা এক জোড়া ষাঁড়। (ধর্মসঙ্গণী) **অবিজ্জাযোগ**। ৩ অলঙ্কার, ভূষণ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, সাজ। (জাতক) **আযোগবত্ত** (**আযোগবন্ত** শব্দের পরিবর্তে?)। ৪ ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, ব্যবসায়, কাজ, উৎসর্গ, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, কার্য, সাধনা, চেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ। = **পযোগকরণ**। ৫ ধর্ম, কর্তব্য, বশ্যতা, বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব (?)। (তুলনীয়) **সমযোগ**।

আযোগপট্ট—আহতস্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি বা বস্ত্রখণ্ড। ⇒ **আযোগ** (১), **পট্ট** (২)।

আযোগবত্ত = **আযোগ**। ⇒ **আযোগ** (৩)। এই শব্দটি "**আযোগবন্ত**" এর পরিবর্তে?

আযোগবন্ত (বিণ) অলঙ্কারে ভূষিত, পদকাদি সম্মানচিহ্নে ভূষিত, সজ্জিত। ⇒ **আযোগ** (৩)।

আর (পুং) সূঁচ, ছুঁচ।

আরকত্ত (ক্লী) দূরে অবস্থান, দূরে থাকা, সরিয়া থাকা, এড়াইয়া থাকা, আত্মরক্ষা করিয়া থাকা, সংযত থাকা। ইহা অর্হৎ পর্যায়ের ব্যবহৃত শব্দ।

আরকা (ক্রি-বিণ) (সংস্কৃত—আরাত, আরকাত) দূরে, বহুদূরে, অতিদূরে। (বিণ, বহুবচনে) দূরে সরাইয়া রাখিয়া, সরিয়া গিয়া, দূরে থাকিয়া, সরিয়া থাকিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সব্বমহা আরকা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আরকা বিরতা** (বিণ)।

আরকূট (পুং) পিত্তল, পিত্তলনির্মিত পাত্রাদি, ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা।

আরক্খ (বিণ) রক্ষিত, সতর্কিত। (ক্লী) [আ+রক্খ] সতর্কতা, জাগরণ, পরিরক্ষণ, রক্ষা, প্রহরী, সূক্ষ্ম নজর, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষার ব্যবস্থা, আঘাতাদি হইতে রক্ষা ব্যবস্থা, উদ্বেগ, যত্ন, তত্ত্বাবধান, চিন্তার বিষয়। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **আরক্খ সম্পদা**। (জাতক) **আরক্খ পুরিস; আরক্খট্ঠান**—অন্তঃপুর, গোপনস্থান; **আরক্খ পরিবার**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আরক্খগোচর**—নিবারক বা নিষিদ্ধ ব্যবহার, পরিণামদর্শিতা, সতর্কতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আরক্খদেবতা**।

আরক্খং বিধায ⇒ **বিদহতি**।

আরক্খক (বিণ, পুং) রক্ষাকারক, প্রহরী, পালনকারী, রক্ষক, রক্ষাকারী, অভিভাবক।

আরক্খগোচর (পুং, ক্লী) আশ্রয়স্থান, পরিণামদর্শিতা। ⇒ **আরক্খ, গোচর** (২)।

আরক্খট্ঠান (ক্লী) ⇒ **আরক্খ**।

আরক্খ দেবতা (পুং) রক্ষাকারী দেবতা। ⇒ **আরক্খ**।

আরক্খ সম্পদ = **আরক্খা সম্পদা**। ⇒ **আরক্খা সম্পদা**।

আরক্খা (স্ত্রী) পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, সতর্কতা, জাগরণ, রক্ষা, পরিরক্ষণ, উদ্বেগ, যত্ন, তত্ত্বাবধান, চিন্তার বিষয়।

আরক্খা সম্পদা (স্ত্রী) আত্মরক্ষামূলক সুখ, সতর্কতামূলক সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১)।

আরক্খিক = **আরক্খক**। ⇒ **আরক্খক**।

আরক্খিকা (স্ত্রী) রক্ষাকারী স্ত্রীলোক। ⇒ **আরক্খিক**।

আরক্খেয্য = **অরক্খেয্য**। ⇒ **অরক্খেয্য**।

আরগ্‌গ (ক্লী) [আরা+অগ্‌গ; সংস্কৃত—আরাগ্র] সূচ্যগ্র, সূচের অগ্রভাগ, পেঁচার ঠোঁটের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, তীরের অগ্রভাগ। ⇒ **অগ্‌গ** [ক্লী (১)]।

আরগ্‌গে [আর+অগ্‌গে] = **সাসপ**। ⇒ **সাসপ**।

আরচযারচযা—হাঁতুড়ির আঘাতে, লম্বা চির বা ক্ষত করিয়া, (কাটার) দাগ বা আঁচড় দিয়া, পিটাইয়া পিটাইয়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথার টীকায়) **আরজযারজযা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **যথা মনুস্সা অল্লচম্মং ভুমিযং পত্থরিত্বা খীলেহি আকেটেন্তি, এবং আকোটেত্বা ফরসূহি ফালেত্বা একমেকং কোটিং ছিন্দিত্বা বিহনন্তি, ছিন্নছিন্নকোটি পুনপ্পুন সমুট্ঠাতি; আরচযারচযা'তি পি পাঠো, আবিজ্ঝিত্বা** (বর্মাগ্রন্থে—**আবিজ্‌ঝিত্বা**) **আবিজ্ঝিত্বা'তি অত্থো**। (তুলনীয়) **আরজ্ঝিত**।

আরজযারজযা = **আরচযারচযা**। ⇒ **আরচযারচযা**।

আরঞ্ঞক (বিণ) আরণ্যক, বনজাত, বনে বাসকারী, নির্জনবাসী, নির্জন, নিভৃত, নির্জনবিলাসী, গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে বাসকারী, গোপনে থাকিতে চায়

এমন, মুনি বা ভিক্ষুর ন্যায় একাচারী। = **অরঞ্ঞক, গামন্ত বিহারিন**। (বিনয়) **আরঞ্ঞক ভিক্খু**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আরঞ্ঞক বিহার**।

আরঞ্ঞকত্ত (ক্লী) নির্জন বসতি, একাকী থাকার অভ্যাস বা স্বভাব। = **অরঞ্ঞকত্ত**।

আরঞ্ঞিক (বিণ) = **আরঞ্ঞক**। ⇒ **আরঞ্ঞক**।

আরঞ্জিত (বিণ) খাত, ক্ষতকৃত, আকুঞ্চিত, কাটিয়া খোলা হইয়াছে এমন, কঠোরভাবে সমালোচনাকৃত, আঁচড় লাগানো হইয়াছে এমন, বেত দ্বারা আঘাতকৃত, ফাঁসানো হইয়াছে এমন, ছিন্নভিন্নকৃত, আঘাত করা বা মারা হইয়াছে এমন। ⇒ **আরচযারচযা**। (মধ্যম নিকায়) **হত্থিপদং দন্তেহি আরঞ্জিতং**--দন্তাঘাতে হস্তিপদে ক্ষতকরণ। (ক্লী) **ক্ষতাঙ্ক, ক্ষতচিহ্ন, কাটাদাগ**।

আরত (বিণ) ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া, পরিত্যক্ত, বর্জিত, দূরে রাখিয়া, বিরত থাকিয়া, বিরত হইয়া। = **বিরত**। (চুলনির্দেশ) **আরত বিরত পটিবিরত**। ⇒ **আরমতি**।

আরতি (স্ত্রী) (সংস্কৃত—আরতি; আ+√রম) ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, ছাড়ন, বিরতি, উপরতি, আহারে বিহারে সংযম। = **পটিবিরতি**। (চুলনির্দেশ) **আরতি বিরতি পটিবিরতি বেরমনী**। (বিণ) পরিত্যক্ত, বর্জিত, বিরত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, বিমুখ, বিভ্রান্ত। = **বিরতং সব্ব পাপানি পহায ঠিতং** (জাতক অর্থকথা)।

আরত্ত (ক্লী?) (তুলনীয় সংস্কৃত—আরক্ত) সময়, কাল, সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়, ইতিহাস বা জীবনের কোনো বিশেষ সময়, পর্যায়, সময়ের যে কোনো ভাগ। (যৌগিকে) **বস্সারত্ত** (জাতক)।

আরদ্ধ (বিণ) আরব্ধ, কৃত্যারম্ভ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এমন, কার্যভার লওয়া হইয়াছে এমন, কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, গৃহীত, দৃঢ়, সঙ্কল্পকৃত, সঙ্কল্পিত। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **আরদ্ধ মে বিরিযং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আরদ্ধ ঠপেতুং**—রাখিতে আরম্ভ করিল; **আরদ্ধগন্তুং**। (তুলনীয়) **আরাধক** (২)। ⇒ **আরভতি**।

আরদ্ধচিত্ত (বিণ) নির্ধারিত মন, মন দ্বারা অবধারিত বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মনের একাগ্র (অবস্থা), নিঃসন্দেহ, স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, নিষ্পত্তিকৃত, অনুগ্রহপ্রাপ্ত। (তুলনীয়) **আরাধেতি** (১)।

আরদ্ধবিরিয (বিণ) শক্তি সম্পন্ন, তেজঃপূর্ণ, শক্তি প্রয়োগ করিয়া, কষ্টসাধ্য, উদ্যমশীল, স্থিরসঙ্কল্প, দৃঢ়সঙ্কল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরনিশ্চয়, অটল, স্থির, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবান। (বিপ) **হীনবিরিয**। (তুলনীয়) **বিরিযারম্ভ**। ⇒ **বিরিয**।

আরদ্ধ বিরিযতা (স্ত্রী) উদ্যমশীলতা, কষ্টসাধ্য অবস্থা। ⇒ **আরদ্ধ বিরিয**।

আরদ্ধা (স্ত্রী) আরম্ভ, প্রারম্ভ, আরম্ভ অবস্থা।

আরপথ (পুং) সূচিছিদ্র, সূচিরন্ধ্র।

আরপথে (ক্রি-বিণ) মধ্যে মধ্যে, মাঝে মাঝে।

আরব্ভ (ক্রি-বি) ১ আরম্ভ, প্রারম্ভ, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার। (দীর্ঘনিকায়) **আরব্ভ বত্থু**। ২ (সাহিত্যে) সর্বপ্রথম আরম্ভ, (বিবেচনায়) গ্রহণ, সম্বন্ধ রাখিয়া, উল্লেখ করিয়া, সংস্রব রাখিয়া, সম্বন্ধে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সেনাসনং আরব্ভ**। (সূত্রনিপাতে) **উপেখং, আরম্ভ**; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **উপ্পাদেত্বা**। (পেতবত্থু) **পুব্বে পেতে আরব্ভ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সেট্ঠিপুত্ত-পেতং আরব্ভ**। ⇒ **আরভতি**।

আরব্ভতি (ক্রি) = **অরভতি**। ⇒ **আরভতি** (১)।

আরব্ভথ ⇒ **আরভতি** (১)।

আরব্ভবত্থু—চেষ্টার সুযোগ, চেষ্টা করার সুবিধা, উদ্বেগ, সংস্রব, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কর্তব্য কাজ, ধর্ম, বশ্যতা, বাধ্যবাধকতা। ⇒ **আরব্ভ** (১)।

আরভতি (ক্রি) ১ [আ+√রভ+অ; সংস্কৃত—আরভতি, আরম্ভতি] আরম্ভ করা, যাত্রা করা, শুরু করা, চেষ্টা করা, উদ্যম করা, কার্যভার গ্রহণ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **আরব্ভথ**—তুমি স্বয়ং জাগ্রত হও, উত্তেজিত হও। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **বিরিযং আরভতি** চেষ্টা করা, উদ্যোগী হওয়া (তুলনীয়—**আরম্ভ**)। ২ (সংস্কৃত—আলভতে; আ+√লভ এর অনুরূপ Kern Toev-এর মতে) বধ করা, আক্রমণ করা, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, হয়রান করা, বিনাশ করা, নষ্ট করা। (মধ্যম নিকায়) **পাণং আরভতি**। (তুলনীয়) **নিরারম্ভ**। (অতীত) **আরভি, আরব্ভি**। (অ-বিণ) **আরুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **আরব্ভ**।

আরমতি (ক্রি) ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, বিরত থাকা, রমিত না হওয়া, দূরে সারিয়া থাকা। (অ-বিণ) **আরত**।

আরম্ভ (পুং) ১ আরম্ভ, শুরু, উপক্রম, প্রথম চেষ্টা, অনুষ্ঠান, কর্ম, উদ্যম, প্রস্তাবনা, উৎপত্তি। (তুলনীয়—ধর্মসঙ্গনীর ইংরেজি অনুবাদ এবং Kindred Sayings গ্রন্থের মতে **"কিচ্চ, করণীয"** অর্থে:—১ কার্যভার গ্রহণ কর্তব্যকাজ; ২ উদ্দেশ্য)। (সংযুক্ত নিকায়) **মহারম্ভ; আরম্ভধাতু; আরম্ভজ** (সাহিত্যে—আরব্ভজ)। (বিনয়) **বিরিযারম্ভ**। ২ রক্ষণ, ভরণপোষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, পক্ষসমর্থন, কারণ, ভিত্তি, ভূমি, পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। **অনারম্ভ** (বিণ) অরক্ষিত, অনাশ্রিত, অসমর্থিত, স্বাধীন, স্বাবলম্বী, সচ্ছল, আত্মনির্ভরশীল, সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক, অপক্ষপাতী। = **নিব্বান**। (তুলনীয়) **নিরম্ভ, উপারম্ভ, সারম্ভ**।

আরম্ভতি (ক্রি) = **আরভতি**। ⇒ **আরভতি**।

আরম্ভধাতু—আরম্ভের স্বরূপ বা অবস্থা অর্থাৎ যাহাকে অথবা যে অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া কার্যের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তদবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

আরম্মণ (ক্লী) (সংস্কৃত—আলম্বন) ১ ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, পক্ষসমর্থন, সাহায্য, প্রতিকার, পদস্থাপন স্থান, অপরের সম্পর্কে কাহারও অবস্থান, পদবিক্ষেপ, অবস্থিতি, সুতার ফিতা, নিরাপদ স্থান, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, কৌশল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া কার্যসাধনে ইচ্ছাকৃত উপায় গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ ভিত্তি বা সুবিধা অথবা আকস্মিক ঘটনার সুযোগ গ্রহণ। = **আলম্বন, নিস্সয, উপনিস্সয**।(পেতবত্থু অর্থকথা) **যং কিঞ্চারম্মণং কত্বা**। (সংযুক্ত নিকায়) **আরম্মণং লভতি**(**আরম্মণোতারং লভতি**)—সুযোগ গ্রহণ করা। ২ দশা, অবস্থা, শর্ত, কড়ার, পদমর্যাদা, সুস্থাবস্থা, ভূমি, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া প্রচেষ্টা, সঙ্গতি, অর্থসম্পদ, উপায়, পথ, (বর্ণনায়) অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য অথবা জীবনের প্রতি তৃষ্ণা (মায়া)। (বহুবচনে) **আরম্মণানি**—পুনর্জন্মের কারণসমূহ, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, তৃষ্ণা, লিপ্সা, কামনা; = **তণ্হা, পচ্চয়**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সপ্পায়া-রম্মণানি**। ৩ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তু, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়, চিন্তা বা জ্ঞানের উদ্দেশ্যবস্তু, উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্কে বাহ্যিক উপাদান বা প্রয়োজনীয় বস্তু, সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তু।এখানে "সম্পর্ক" অর্থে "**আয়তন**" শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। ⇒ **আয়তন** (২)। = **ইন্দ্রিয়ানং নানা গোচরানি; ⇒ গোচর**। = **বিসয়;** যেমন—**চিত্তবিসয, চেতসিক বিসয, পসাদ** এবং **সুখুমরূপ বিসয, পঞ্চুত্তিবিসয, নিব্বানবিসয;** (পক্ষান্তরে) **চিত্তারম্মণ, চেতসিকারম্মণ, পসাদ**এবং **সুখমরূপারম্মণ, নিব্বানারম্মণ**। (ধর্মসঙ্গণী) **ধম্মারম্মণ**—অবধারিত বিষয়বস্তু। **আরম্মণ** ছয় প্রকার, যথা—**রূপারম্মণ** (রূপ বা দৃশ্যমান বস্তু), **সদ্দারম্মণ** (শব্দরূপ শ্রুতবস্তু), **গন্ধারম্মণ** (গন্ধরূপ ঘ্রাণবস্তু), **রসারম্মণ** (রসরূপ স্বাদবস্তু), **ফোট্ঠব্বারম্মণ** (শরীররূপ স্পর্শবস্তু), **ধম্মারম্মণ** (অবধারিত বিষয়বস্তু)। ছয় দ্বার এবং ছয় বাহ্যিক উপাদাবস্তুর মধ্যে যাহার অবলম্বনে যেই চিত্ত-চৈতসিক উৎপন্ন হয় উহাই সেই চিত্ত-চৈতসিকের "**আরম্মণ**" বা অবলম্বন। এই অবলম্বনে চিত্ত-চৈতসিক যেন আশ্রয় করিয়া ঝুলিতে থাকে, তদ্ধেতু ইহার অন্য নাম "**আলম্বন**", উহাতে রমিত থাকে বা হয় বলিয়া "**আরম্মণ**", উহাতে বিচরণ করে বলিয়া "**গোচর**" উহাকে ভোগ্যবস্তুরূপে গ্রহণ বা ব্যবহার করে বলিয়া "**বিসয**" বা বিষয় এবং উহা চিত্ত-চৈতসিকের নিবাসস্থান বলিয়া "**আয়তন**" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্ত-চৈতসিক অন্তর্জগৎ এবং "**আলম্বন**" বহির্জগৎ বা বাহিরের বস্তু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আরম্মণ সঙ্কন্তিক**। (দীর্ঘনিকায়) **রূপারম্মণ**—দৃশ্যমান বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আরম্মণং করোতি**—(মনের মধ্যে) দৃশ্যমান লক্ষ্যবস্তুর আকৃতি গ্রহণ করা, কিছুর অথবা কাহারও সংস্রব করা। (সংযুক্ত নিকায়) **আরম্মণকুসল**—(ধ্যানের বা একাগ্রতার) লক্ষ্যস্থাপনে দক্ষ বা নিপুণ। (নেত্তি) **আরম্মণ পচ্চযতা**—উপস্থাপিত বিষয়ের (উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্বন্ধের) সম্পর্ক। ৪ (বিণ) রক্ষিত, সমর্থিত, আশ্রিত, নির্ভরশীল, একাগ্রতা সাধিত, কেন্দ্রীভূত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিস্সযারম্মণ; একারম্মণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বুদ্ধারম্মণ পীতি**—বুদ্ধের শারীরিক আকৃতি বা চেহারা গ্রহণে একাগ্রতা সাধনজনক প্রীতি বা উল্লাস।

আরম্মণ কুসল (বিণ) ⇒ **আরম্মণ** (৩)।

আরম্মণ-পচ্চযতা (স্ত্রী) ⇒ **আরম্মণ** (৩)।

আরম্মণে আরম্মণে—প্রীতি অবলম্বনে। = **পদে পদে**।

আরহ (বিণ) = **অরহ**। ⇒ **অরহ**। (ক্লী, বহুবচনে) **গিহীনং আরহানি**—গৃহীগণের উপযুক্ত, গৃহীদের যোগ্য (দীর্ঘনিকায়)।

আরা (স্ত্রী) পেঁচা। (তুলনীয়) **আরগগ**। (ক্রি-বিণ) দূরে, দূরবর্তী, দূরস্থ, আদিম, আরা, স্বতন্ত্র, অন্য, প্রাথমিক, বিভিন্ন, অসংলগ্ন, সামান্য, পরোক্ষ, পৃথক। (সূত্রনিপাত) **পমাদমহা আরা**। (ধর্মপদ) **আরা আসবক্খযা;** (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **দূরগত**। (জাতক) **ঝানভুমিযা আরা = ঝান ভুমিযা দূরে ঠিত** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **সংযমে আরা = দূরতো** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **আরকা**।

আরাচার (পাপ হইতে) দূরে স্থিত জীবন, স্বতন্ত্র জীবন, নিষ্পাপ আচার।

আরাচারিন (বিণ) পাপ হইতে দূরে অবস্থানকারী, ধর্মজীবন-যাপনকারী। = **অব্রহ্মচরিযতো দূরচারিন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

আরাচারী (বিণ) = **আরাচরিন**। ⇒ **আরাচারিন**।

আরাধক (বিণ, পুং) ১ আরাধক, আরাধনাকারী, সেবক, উপাসক, প্রার্থী, সান্ত্বনাকারী, প্রসন্নকারী, তুষ্টকারী। ২ সিদ্ধ, কৃতকার্য, সমৃদ্ধিশালী, ভাগ্যবান, সুখী, সম্পাদিত, গুণান্বিত, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ব্যগ্র, উৎসুক, অধীর, কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছে এমন, স্বীকৃত, কাজের ঝুঁকি লইয়াছে এমন।

আরাধন (ক্লী) আরাধন, আরাধনা, সাধনা, তুষ্টিসাধন, শুশ্রূষা, উপাসনা, অভ্যাস, সাধ, প্রার্থনা, বন্দনা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, কার্যসিদ্ধি, সমাপ্তকরণ, সন্তুষ্টকরণ, অনুগ্রহ লাভ। (বিপ) **বিরাধনা**।

আরাধনা (স্ত্রী) আরাধনা, প্রার্থনা। = **আরাধন**।

আরাধনীয (বিণ) আরাধনীয়, আরাধ্য, আরাধনার যোগ্য, সাধনীয়, প্রার্থনীয়, উপাস্য, লাভের যোগ্য, কৃতকার্য, জয়যুক্ত। **অনারাধনীয**—অনারাধনীয়, আরাধ্য, আরাধনার অযোগ্য।

আরাধিকা (বিণ, স্ত্রী) সেবিকা, উপাসিকা, প্রার্থিনী। ⇒ **আরাধক** (১)।

আরাধিত (বিণ) আরাধিত, সেবিত, উপাসিত, উপাস্য, অভ্যস্ত, সাধিত, প্রাপ্ত, আয়ত্ত, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। ⇒ **আরাধেতি**।

আরাধেতি (ক্রি) [আ+√রাধ+এ] ১ সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, অনুগ্রহ লাভ করা, প্রসন্ন করা, শান্ত করা, নিমন্ত্রণ করা, জিজ্ঞাসা করা, আকর্ষণ করা, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মানো, তর্কে পরাভূত করা। (জাতক) **দারকে আরাধেতি; মুনস্‌সে আরাধেতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আরাধয়ন্তো নাথস্‌স বন-বাসেন মানসং**। (দাঠাবংস) **আরাধযি সব্বজনং**। (বি-ভা) **চিত্তং আরাধেতি**—কাহারও মন সন্তুষ্ট করা, তুষ্ট করা, জয় করা, শান্ত করা, প্রসন্ন করা (দীর্ঘনিকায়); (কিন্তু তুলনীয়) **আরদ্ধচিত্ততো আরভতি**। ২ সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, সম্পাদন বা শেষ করা, সফল করা, পূর্ণ করা, সমাধা করা, কার্যে পরিণত করা, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **মগ্গং আরাধেতি; আরামারাধেতি**। (তুলনীয়) **আরাধক** (১)। ⇒ **পরাভেত্বা**। (অতীত) **আরাধেসি**। (অ-বিণ) **আরাধিত**।

আরাম (পুং) আরাম, সুখ, আনন্দ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, (কিছুর প্রতি) অনুরাগ, বিরাম, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরোগতা, আনন্দদায়ক বস্তু। (বিণ) আনন্দদায়ক, আমোদজনক, উপভোগ্য। (যৌগিকে) **আরামরত**—আনন্দে রত। (ধর্মপদ) **ধম্মরাম ধম্মরত**—ধর্মাচরণে আনন্দ এবং ধর্মাচরণে রত। (সংযুক্ত নিকায়) **ভবারাম; উপাদানারাম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভাবনারাম; ধম্মারাম**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) "**রতি**" শব্দ দ্বারা এবং "**ধম্মে আরামো অস্‌সা'তি**" দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **সমগ্গারাম**। (ক্লী) আরাম, আশ্রম, বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস স্থান বা বিহার, বিশ্রাম স্থান, আনন্দ বা আমোদ করিবার স্থান, প্রমোদ-উদ্যান, বাগান, বন, উপবন, (সাহিত্যে) খেলা, কৌতুক, প্রমোদ, কৌতুককরণ। (বিনয়) **পুপ্ফারাম**—পুষ্পারাম, ফুলের বাগান; **ফলারাম**—ফলের বাগান; যেমন ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে:—**বেলুবন জীবক অম্ববন আদযো**—জীবকের বাঁশবাগান, আম্রবাগান প্রভৃতি। (বিমানবত্থু) **অম্বারাম**—আমের বাগান। **ভিক্খু আরাম**—বৌদ্ধ ভিক্ষুর আবাস স্থান। (বহুবচনে) **আরামানি** (পেতবত্থু) = **আরামূপবনানি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **সঙ্ঘারাম**—বৌদ্ধভিক্ষু সঙ্ঘের আরাম বা আবাসস্থান। বুদ্ধ ও বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘের কতকগুলি "আরাম" এর নাম, যথা—অনাথপিণ্ডিক প্রদত্ত জেতবনের "**অনাথপিণ্ডিকস্‌স জেতবনারাম**", বিশাখা প্রদত্ত জেতবনের "**পুব্বারাম**", **ঘোসিতারাম**", আম্রপালি প্রদত্ত "**অম্বপালী আরাম**", মল্লিকারাণী প্রদত্ত "**মল্লিকারাম**" ইত্যাদি।

আরামকিণী (স্ত্রী) বিহারের সেবিকা, বিহারের পরিচর্যাকারিণী, বিহার পরিদর্শনকারিণী।

আরামকিনী = **আরামকিণী**। ⇒ **আরামকিণী**।

আরামত (স্ত্রী) আসক্তি, যোগ, বন্ধুত্ব, সংলগ্ন বস্তু, আমোদ, আনন্দ, সন্তুষ্টি, আরাম।

আরামপাল (পুং) উদ্যানপালক, বাগানপালনকারী বা রক্ষাকারী, বাগানমালী।

আরামরত (বিণ) ⇒ **আরাম** (পুং)।

আরামরোপ = **আরামরোপন**। ⇒ **আরামরোপন**।

আরামরোপণ ⇒ **রোপণ**।

আরাম রোপন (পুং) ক্ষেত্রস্বামী, বাগানের মালিক, রোপণকারী ব্যক্তি, প্রমোদ-উদ্যান রচনাকারী ব্যক্তি।

আরামবত্থু (ক্লী) বাগানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

আরামিক (পুং) **কল্পিযদায়ক** অর্থাৎ ভিক্ষু-আবাসের সেবক, বৌদ্ধবিহারের উপাসক, আরামিক, বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষু। (বিণ) ১ আরামজনক, আনন্দদায়ক, অনুরাগী। ২ আরাম বা আশ্রমবাসী, বিহারে অবস্থানকারী, বিহারে পরিচর্যাকারী। (বিনয়) **আরামিক পেসক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আরামিক সমণুদ্দেস**।

আরামিক কিচ্চ (ক্লী) আশ্রমের কর্তব্য, আরাম বা আশ্রমের করণীয় কার্য।

আরামিকা (স্ত্রী) বিহারবাসিনী ভিক্ষুণী, আরামিকা, বিহারে পরিচর্যাকারিণী, আশ্রমবাসিনী। ⇒ **আরামিক**।

আরামূপবন [আরাম+উপবন] বনস্থ মনোরম উদ্যান। ⇒ **আরাম** (ক্লী)।

আরাব (পুং) উচ্চরব, ক্রন্দন, শব্দ, চিৎকার, ধ্বনি, উচ্চনিনাদ, উচ্চশব্দ। (বিণ) জয়ধ্বনি করে এমন, চিৎকার করে অথবা চিৎকার করিয়া বলে এমন, উচ্চনিনাদিত, ধ্বনিত।

আরিয (যৌগিকে) **অনারিয** (**অনরিয** শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ) ⇒ **অনারিয**।

আরুন্ন (ক্লী) ক্রন্দন, রোদন, শোক, বিলাপ।

আরুপ্প (পুং, ক্লী) অরূপ ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব, অশরীরী সত্ত্ব, দেহহীন অবস্থা, আকারহীন অস্তিত্ব। (সংযুক্ত নিকায়) **আরুপ্পট্ঠাযিন**। (বিণ) অশরীরী, আকারহীন, নিরাকার নির্বিকল্প, দেহহীন।

আরুয্হ (ক্রি-বি) আরোহণ করিয়া, চড়িয়া, উপরে উঠিয়া। ⇒ **আরুহতি**।

আরুলুহ = **আরূলুহ**। ⇒ **আরূলুহ**।

আরুহতি (ক্রি) [আ+√রুহ+অ] আরোহণ করা, চড়া, উপরে উঠা, ঊর্ধ্বে গমন করা, অত্যন্ত উন্নত হওয়া, অশ্বারোহণ করা, সিংহাসনে আরোহণ করা, বৃক্ষারোহণ

করা, পর্বতারোহণ করা। (অতীত) **আরুহি, আরুহং**। (অ-বিণ) **আরূল্হ**। (ব-বিণ) **আরুহন্ত, আরুহমান**। (ক্রি-বি) **আরুহিত্বা, আরুয্হ, অভিরুয্হ**। (করণে) **আরোপেতি**।

আরুহন্ত (বিণ) চড়িয়া, আরোহণ করিয়া। ⇒ **আরুহতি**।

আরূগ্য = আরোগ্য। ⇒ **আরোগ্য**।

আরূল্হ (বিণ) ১ আরূঢ়, অধিরূঢ়, যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে, আরোহিত, জাহাজাদিতে আরোহণ করিয়াছে এমন, উপরে উঠিয়াছে এমন। **অনারূঢ়**—আরোহণ করে নাই এমন, চড়ে নাই এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নেক্খম্ম পটিপদং অনারূল্হ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মগ্গারূল্হ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আরূল্হ নাব; হত্থি-আরূল্হ**। ⇒ **আরুহতি**। ২ ঘটিয়াছে এরূপ, উৎপন্ন, সম্পাদিত, প্রস্তুত, তৈয়ারি, কৃত। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—"প্রতিজ্ঞামারূঢ়" প্রতিজ্ঞা করিয়াছে অথবা শপথ গ্রহণ করিয়াছে এমন। ৩ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে এমন, সজ্জিত, অলঙ্কৃত, শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আরূহ = আরোহ। ⇒ **আরোহ**।

আরোগ (পুং) আরোগ, আরোগ্য, পীড়ামুক্তি, নীরোগ, সুস্থতা, স্বাস্থ্য, রোগহীনতা। = **অরোগ**।

আরোগতা (স্ত্রী) = **অরোগ**। ⇒ **অরোগ**।

আরোগভব (পুং) স্বাস্থ্য, সুস্থতা, শারীরিক অবস্থা।

আরোগ্য (ক্লী) = **আরোগ**। ⇒ **আরোগ**। (দীর্ঘনিকায়) **আরোগ্যমদ; আরোগ্য সম্পদা**।

আরোগ্যমদ (পুং) সুস্থতার অহঙ্কার, সুস্থতায় গর্ব, স্বাস্থ্যের অহঙ্কার, আরোগ্য বা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় গর্ব। ⇒ **মদ** (২), **আরোগ্য**।

আরোগ্য সম্পদা (স্ত্রী) আরোগ্য সুখ, স্বাস্থ্য সম্পদ, নীরোগ জনিত সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১), **আরোগ্য**।

আরোগ্যসালা (স্ত্রী) আরোগ্যশালা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, আরোগ্যগৃহ, আরোগ্যপ্রদ স্থান, স্বাস্থ্যনিবাস।

আরোচাপন (ক্লী) প্রকাশ্যে কথন, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষিত সংবাদ, বার্তা, বিজ্ঞাপন, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ।

আরোচাপেতি (ক্রি) বিজ্ঞাপিত করানো, ঘোষণা করা, প্রচার বা প্রকাশ করানো, জ্ঞাপন করানো, কাহাকেও জানানো বা জানিতে দেওয়া। (বি-ভা) **কালং আরোচাপেতি**—সময় জ্ঞাপন করানো (সূত্রনিপাত)। ⇒ **আরোচেতি**।

আরোচিত (বিণ) বিজ্ঞাপিত, ঘোষিত, প্রকাশিত, প্রচারিত, ডাকিয়াছে এমন, কথিত, সংবাদপ্রদত্ত, জ্ঞাপিত। (বিনয়) **কাল আরোচিত**—সময় জ্ঞাপিত। ⇒ **আরোচেতি**।

আরোচেতি (ক্রি) [আ+√রুচ+এ; বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতক—আরোচয়তি] বর্ণনা করা, বলা, জানানো, ঘোষণা করা, সঙ্কেত করা, প্রচার করা, প্রকাশ করা, কহা, কাহাকেও বলা, লিখিয়া জানানো। (অতীত) **আরোচেসি, আরোচযি**। (অ-বিণ) **আরোচিত**। (ক্রি-বি) **আরোচেত্বা; (পেতবত্থু অর্থকথা) অঞ্ঞমঞ্ঞং অনারোচেত্বা**—একে অন্যকে না জানাইয়া। (করণে) **আরোচাপেতি**।

আরোদন (ক্লী) শোক, বিলাপ, রোদন, ক্রন্দন।

আরোদনকালে—দুঃখের সময়ে। = **অনম্হকালে**।

আরোদনা (স্ত্রী) = **আরোদন**। ⇒ **আরোদন**।

আরোপন (ক্লী) আরোপণ, সংস্থাপন, আরোপকরণ, আরোহণকরণ, শরাসন প্রভৃতিতে জ্যা ইত্যাদির সংযোজন, সমুত্থাপন, শস্যাদি রোপণ, স্থাপন, উত্থাপন, সমর্পণ, ভারার্পণ, শূলে দিয়া বধকরণ, বেষ্টনকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সূলারোপণ**।

আরোপিত (বিণ) আরোপিত, স্থাপিত, ন্যস্ত, গচ্ছিত, উত্থাপিত, কল্পিত, প্রকাশিত, উৎপাদিত, সম্পাদিত, প্রস্তুত, স্থির, নিশ্চিত, দৃঢ়, নিয়মিত, রীতিমতো, উপস্থিত, বর্ধিত, বেষ্টিত, সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এমন। = **আবুত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **আরোপেতি**।

আরোপেতি (ক্রি) [আ+√রুপ+এ] ১ আরোহণ করানো, পথ দেখানো, চালিত করানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাসাদং আরোপেতি**। ২ স্থাপন করানো বা করা, পরিধান করা, গ্রহণ করা বা লইয়া যাওয়া। (পেতবত্থু) **যক্খং যানং আরোপযিত্বান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সরীরং চিতকং আরোপেতি; ভণ্ডং সকটেসু আরোপেতি**। ৩ আরোপ করা, ন্যস্ত করা, তত্ত্বাবধানের জন্য ভার অর্পণ করা, পরিত্যাগ করা, বিরত হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রজ্জং অমচ্চেসু আরোপেতি**। ৪ সংসাধন করা, ঘটানো, প্রস্তুত করা, তৈয়ার করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্গহং আরোপেতি**—সংগ্রহ করানো, চাঁদা উঠানো। ৫ প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা, অভিযুক্ত করা, নিন্দা করা, বলা, দেখানো, দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **ওবাদং আরোপেতি**—উপদেশ দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দোসং আরোপেতি**—দোষারোপ করা। ৬ (বিনয়) **বাদং আরোপেতি**—ব্যক্তিকে মান্য করা, অপেক্ষাকৃত ভালো পাওয়া। (অতীত) **আরোপেসি**। (অ-বিণ) **আরোপিত**। ⇒ **আরুহতি**।

আরোহ (পুং) ১ আরোহ, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, আরোহণকরণ, বৃদ্ধি, ক্রমিক বৃদ্ধি, উন্নতি, ক্রমবর্ধমান, লাভ, বিস্তৃতি, প্রসার, আয়তন। (যৌগিকে) **আরোহ পরিণাহ**—দৈর্ঘ্য এবং পরিধি (সংযুক্ত নিকায়)। (বিভঙ্গ) **আরোহমান পরিণাহমান**। ২ আরোহী, যে ব্যক্তি চড়িয়াছে অথবা উপরে উঠিয়াছে, আরোহণকারী, যে ব্যক্তি উপর দিকে উঠিয়াছে। (যৌগিকে) **অস্সারোহ**—অশ্বারোহী; **হত্থারোহ**—হস্ত্যারোহী (সংযুক্ত নিকায়)। = **আরূহ**। ৩ সজ্জা-সামগ্রী, সাজ-সরঞ্জাম, অধিকার (অথবা বৃদ্ধি,

লাভ)। (সূত্রনিপাত) **বন্নারোহ**।

আরোহক (বিণ, পুং) আরোহী, আরোহণকারী।

আরোহণ (ক্লী) আরোহণ, উপরে উঠা, চড়া।

আরোহতি (ক্রি) = **আরুহতি**। ⇒ **আরুহতি**।

আরোহ পরিণাহ (বিণ) লম্বা এবং চওড়া, দীর্ঘ এবং বিস্তৃত, উচ্চ এবং পরিধিযুক্ত। ⇒ **আরোহ** (১)।

আরোহমান পরিণাহমান (বিণ) = **আরোহ পরিণাহ**। ⇒ **আরোহ পরিণাহ**।

আলকমন্দ (আলয-মন্দ?)—বিনয় গ্রন্থে এই শব্দটি অনিশ্চিত পাঠ। ইহার অর্থ:—দৃষ্টিপথে আনয়ন? অথবা অনাবদ্ধ (=**আড়ক**)? বিনয়ের কোনো কোনো পাঠে আবার "**আড়কমন্ত, আলকমন্দার**" পাঠও দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**আড়কমন্দা'তি একঙ্গণা মনুস্সাভিকিণ্ণা**—জনতায় পরিপূর্ণ, লোকাকীর্ণ। আবার মহারাজ "**কুবের**" এর রাজধানীর নামও "**আলকমন্দা**"; তুলনীয় সংস্কৃত—অলকা।

আলগ্‌গিত (বিণ) লটকিয়া বা ঝুলিয়া আছে এমন, সংলগ্ন আছে এমন। ⇒ **আলগ্‌গেতি**।

আলগ্‌গেতি (ক্রি) ঝুলাইয়া রাখা, লটকাইয়া রাখা, বন্ধ করা, সংলগ্ন করা, দৃঢ় করা, লাগিয়া থাকা, আঠায় জুড়িয়া থাকা। (অতীত) **আলগ্‌গেসি**। (অ-বিণ) **আলগ্‌গিত**। (ক্রি-বি) **আলগ্‌গেত্বা**; (বিনয়) **পত্তং বেড়গ্‌গে আলগ্‌গেত্বা**।

আলপতি (ক্রি) [আ+√লপ+অ] সম্বোধন করিয়া বলা, উদ্দেশ্য করিয়া বলা, আলাপ করা, কথোপকথন করা, গল্প করা। = **আমন্তযি**। ⇒ **অব্‌হযতি**। (অতীত) **আলপি**।

আলপন (ক্লী) কথাবার্তা, কথোপকথন, আলাপ, সম্বোধন।

আলপনতা (স্ত্রী) কথাবার্তা, আলাপ, কথোপকথন। **অনালপনতা**—অনালাপ, কথা না বলা।

আলপনা (স্ত্রী) অনুনয়, সানুনয় প্রার্থনা।

আলব্ধ = **যথারদ্ধ**। ⇒ **যথারদ্ধ**।

আলম্ব (পুং) আলম্ব, অবলম্বন, আধার, আশ্রয়, সহায়তা, ঝুলিয়া বা লটকাইয়া রহিয়াছে এরূপ বস্তু। **অনালম্ব**—অনাশ্রয়, অনাবলম্বন। = **অপ্পতিট্‌ঠ**।

আলম্বতি (ক্রি) [আ+√লব+ং+অ] অবলম্বন করা, আশ্রয় করা, সাহায্য গ্রহণ করা, ঝুলিয়া পড়া, লটকাইয়া থাকা, লম্বা করা, বিস্তৃত করা, ধরিয়া থাকা, সংলগ্ন থাকা, জড়িত থাকা, আঠা দিয়া জোড়া লাগানো। (অতীত) **আলম্বি**। (অ-বিণ) **আলম্বিত**। (করণে) **আলম্বেতি**।

আলম্বন (ক্লী) অবলম্বন, আশ্রয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় বা অবলম্বন, ঝুলিয়া পড়া, লটকাইয়া থাকা, চিত্তের চিন্তিত বিষয়, যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত চিন্তা করে, বারান্দার পাঁচিলরূপে ব্যবহৃত ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণী, উপলব্ধ বিষয়বস্তু, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে যেই বস্তুর আকার-আকৃতি-স্বভাব ধরিয়া রাখা যায়, চিত্ত যেই বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। = **আরম্মণ**। (বিনয়) **আলম্বনবাহ**। (বিণ) ঝুলিয়া পড়িয়াছে অথবা সংলগ্ন রহিয়াছে এমন।

আলম্বন বাহা (স্ত্রী) (দরজা) বন্ধ করিবার খুঁটি বা স্তম্ভ, বারান্দার পাঁচিলরূপে ব্যবহৃত ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণী। ⇒ **বাহা** (২)।

আলম্বর (পুং, ক্লী) ঢোল, রণঢক্কা, এক প্রকার ঢোলবিশেষ।

আলম্বিত (বিণ) সংলগ্ন, আশ্রিত, অবলম্বনকৃত, ধৃত, ঝুলানো। ⇒ **আলম্বতি**।

আলম্বেতি (ক্রি) ঝুলাইয়া রাখা, লটকাইয়া রাখা, লম্বমান করা, দীর্ঘ করা, বিস্তৃত করা, সংলগ্ন রাখা, জড়িত রাখা। (অতীত) **আলম্বেসি**। ⇒ **আলম্বতি**।

আলয (পুং, ক্লী) ১ আলয়, গৃহ, আবাসস্থান, আধার, ঘর। (জাতক) **গেহালয়**। = **ওক**। ২ আসক্তি, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লোভ, অনুরাগ, জড়িত থাকা, সংলগ্ন থাকা। (বিনয়) **আলযারাম**—যে বস্তুতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে উহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কামালয = কামেসু তণ্‌হাদিট্‌ঠি বসেন দুবিধো আলযো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **আলযাসবানি**। (নেত্তি) **আলয-সমুগ্‌ঘাত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বুদ্ধালযং অকাসি**?। = **তণ্‌হা**। **অনালয**—গৃহহীন; = **অনোক**। ৩ ছল, ভান, দাবি, ছুতা, ওজর, কৃত্রিম আক্রমণ। (জাতক) **গিলানালয; মতালয; গব্‌ভিনী আলয-প্রসূতি সদন**।

আলযতি (ক্রি) = **অল্লীযতি**। ⇒ **অল্লীযতি**।

আলয-মন্দ = **আলক-মন্দ**। ⇒ **আলক-মন্দ**।

আলযারাম (বিণ) [আলয+আরাম] কামতৃষ্ণায় রমিত। ⇒ **আলয** (২)।

আলযে রত (বিণ) পঞ্চকামগুণে রত। ⇒ **কামগুণ**।

আললতি (ক্রি) আলোড়ন করা, চতুর্দিকে ঘুরা।

আলসিয = **আলস্য**। ⇒ **আলস্য**।

আলস্য (ক্লী) আলস্য, উপেক্ষা, অলসতা, ঢিলামি।

আলস্স = **আলস্য**। ⇒ **আলস্য**।

আলাত = **অলাত**। ⇒ **অলাত**।

আলান (ক্লী) ১ আলান, গজবন্ধন স্তম্ভ, (বর্ণনায়) যে খুঁটিতে হাতি বাঁধা হয়। ২ গজবন্ধন রজ্জু, রজ্জু।

আলাপ (পুং) আলাপ, কথাবার্তা, কথা, কথোপকথন।

আলারক = **আড়াদ্ধারক**। ⇒ **আড়াদ্ধারক**।

আলি (পুং অথবা স্ত্রী?) (সংস্কৃত—আড়ি) ১ একপ্রকার মাছ। ২ (স্ত্রী) (সংস্কৃত—আলি) আলি, ভূমির বাঁধ, ক্ষেত্রের আলি, পরিখা, বাঁধ, প্রাকার।

আলিক (বিণ) অলীক, মিথ্যা। (যৌগিকে) **সচ্চালিক**—

সত্যের অপলাপ, মিথ্যা।

আলিখতি (ক্রি) [আ+√লিখ+অ] লেখা, অঙ্কন করা, অঙ্কিত করা, নক্সা করা, চিত্র অঙ্কন করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণনা করা, নকল করা, চিত্রাঙ্কন করা। (অতীত) **আলিখি**।

আলিঙ্গ—ছোট ঢোল, ছোট ঢাক। (জাতক) **সুবণ্ণালিঙ্গতল**—সুবর্ণ বর্ণ ছোট ঢোলের তলদেশ।

আলিঙ্গতি (ক্রি) [আ+√লিঙ্গ+অ] আলিঙ্গন করা, কোলাকুলি করা, অঙ্গমিলন করা। (অতীত) **আলিঙ্গি**। ⇒ **পলিস্‌সজতি**।

আলিঙ্গন (ক্লী) আলিঙ্গন, প্রীতিপূর্বক পরস্পর আশ্লেষ, অঙ্গমিলন, কোলাকুলি।

আলিঙ্গেত্বা (ক্রি–বি) আলিঙ্গন করিয়া। = **লিঙ্গিয**। ⇒ **লিঙ্গেতি, আলিঙ্গতি**।

আলিত্ত (বিণ) লিপ্ত, প্রলিপ্ত, রঞ্জিত, কলঙ্কিত, দূষিত, দাগি, দগ্ধ, জ্বলন্ত, আগুনে পোড়া। ⇒ **আলিম্পতি, আলিম্পেতি**।

আলিন্দ (পুং) অলিন্দ, বারান্দা, ঘরের সম্মুখের বারান্দা। এই শব্দটি "**অলিন্দ**" শবেদর পরিবর্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

আলিন্দক = **অলিন্দ**। ⇒ **অলিন্দ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আলন্দিকবাসিন**।

আলিম্পতি (ক্রি) লেপন করা, প্রলিপ্ত করা, রঞ্জিত করা, কলঙ্কিত করা, দাগ দেওয়া, দূষিত করা, আগুনে জ্বালানো। (অতীত) **আলিম্পি**। (অ-বিণ) **আলিত্ত**। (করণে) **আলিম্পেতি**।

আলিম্পন (ক্লী) আলিম্পন, আলিম্পনা, লেপন, প্রলিপ্তকরণ, আদীপনা, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ, ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা।

আলিম্পিত (বিণ) প্রলিপ্ত, লিপ্ত, দগ্ধীভূত, প্রজ্বলিত। (সাহিত্যে) **আলেপিত**। ⇒ **আলিত্ত, আলিম্পেতি**।

আলিম্পাপেতি (ক্রি) প্রলিপ্ত করানো, লেপানো, দূষিত করানো। ⇒ **আলিম্পেতি**(১)।

আলিম্পীযতি (ক্রি) = **আলিম্পতি**। ⇒ **আলিম্পতি**।

আলিম্পেতি (ক্রি) ১ চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা, লেপন করা, প্রলিপ্ত করা, দাগ দেওয়া, দূষিত করা, বর্ষণ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **বনং আলিম্পেতি**। (করণে) **আলিম্পাপেতি**। (কর্মবাচ্যে) **আলিম্পতি, আলিম্পীযতি**। ২ প্রজ্বলিত করা বা হওয়া, আগুন দেওয়া, আগুন লাগা, অগ্নি সংযুক্ত হওয়া, উত্তেজিত করা বা হওয়া, উদ্রিক্ত করা। (বিনয়) **দযো অলিম্পেতব্বো**। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্তকং অলিম্পেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আবাসং** (পাঠ হইবে "**আবাপণ**") **আলিম্পেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কট্‌ঠানি আলিম্পেতি**। (অতীত) **আলিম্পেসি**। (অ-বিণ) **আলিম্পিত, আলিত্ত**। ⇒ **আলিপতি**।

আলিম্পতি (ক্রি) প্রলিপ্ত হওয়া, দূষিত হওয়া। ⇒ **আলিম্পেতি** (১)।

আলু (ক্লী) আলু, মূলজাতীয় খাদ্য, গোল আলু, মিষ্ট আলু, ক্ষেম আলু, চুবড়ি আলু। = **আলুপ**।

আলুক (ক্লী) = **আলু**। ⇒ **আলু**। (বিণ) সংবেদনশীল, অনুভবক্ষম, সংঘটিত, তৃষিত, অনুরাগী। (বিনয়) **সীতালুক**। (জাতক) **তণ্‌হালুক**—লোভী।

আলুককণ্ড = **আলু**। ⇒ **আলু**।

আলুপ (ক্লী) মূলজাতীয় খাদ্য। = **আলু, আলুক** (১), **আলুককণ্ড**।

আলুম্পকার (বিণ) ভগ্ন, পতিত (?) অথবা টুকরা টুকরা করিয়াছে এরূপ? অথবা আলুর ন্যায় প্রকারবিশিষ্ট? (ধর্মপদ অর্থকথা) **আলুম্পকার গৃথ**।

আলুম্পতি (ক্রি) টানিয়া বাহির করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা। (করণে) **আলোপেতি**।

আলুল (বিণ) গতিবিশিষ্ট, গতিশীল, চলয়মান, বিশৃঙ্খল, ভ্রমাত্মক, অপ্রতিভ, আলোড়িত বিলোড়িত, আকুল, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, বিরক্তিকর, গোলমালজনিত।

আলুলযতি (ক্রি) এদিক ওদিক অর্থাৎ চতুর্দিক আলোড়িত হওয়া, এদিক ওদিক নড়া বা যাওয়া। (ব-বিণ) **আলুলমান**। (করণে) **আলুলেতি**। (অ-বিণ) **আলুলিত**।

আলুলমান (বিণ) আকুল, উদ্বিগ্ন, কম্পিত হয় এমন, আবর্তিত হয় এরূপ, বেগে ঘোরে এমন, জোরে পাক খায় এরূপ। = **আলুলমান, আলুলমান**। ⇒ **আলুলযতি**।

আলুলিত (বিণ) আকুলিত, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, বিশৃঙ্খল, আলোড়িত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আলুলিত খলিত**। ⇒ **আলুলযতি, আলুলেতি**।

আলুলেতি (ক্রি) [আ+√লুল্+এ] গতিশীল করা, চলিতে দেওয়া, আলোড়ন করা, নড়া বা নড়ানো, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, বিশৃঙ্খল করা, ভুল করা, হতবুদ্ধি করা। (অতীত) **আলুলেসি**। (অ-বিণ) **আলুলিত**। ⇒ **আলুলযতি**।

আলুলমান (বিণ) = **আলুলমান**। ⇒ **আলুলমান**।

আলেপ (পুং) আলেপ, আলেপন, মলম, চুন-বালি ও জলদ্বারা প্রস্তুত জমাট বা প্লাস্টার, প্রলেপ, তরল মলম, আলপনা।

আলেপন (ক্লী) আলেপন, প্রলেপ লাগানো। ⇒ **আলেপ**। (দীর্ঘনিকায়) **মুখালেপন**—মুখের প্রলেপ, মুখের প্রসাধন।

আলেপিত (বিণ) = **আলিম্পিত**। ⇒ **আলিম্পিত**।

আলোক (পুং) ১ আলোক, আলো। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তমো বিগতো (বিহতো) আলোকো উপ্পন্নো**। অঙ্গুত্তরনিকায়ে চতুর্বিধ "**আলোক**" এর বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

যথা--**চন্দালোক** (চন্দ্রালোক), **সুরিয়ালোক** (সূর্যালোক), **অগ্গালোক** (অগ্নির আলোক), **পঞ্ঞালোক** (প্রজ্ঞালোক বা জ্ঞানালোক)। (বিপ) **অন্ধকার**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দীপালোক**। ২ দর্শন, দৃষ্টি, দৃশ্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আলোকে নিক্খিত্ত**—প্রকাশ্যে রক্ষিত, চোখের সামনে স্থাপিত। **অনালোক**—অন্ধকার, অন্ধ, দৃষ্টিহীন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অন্ধ অনালোক**। ৩ প্রকাশ, পরিষ্কার, দর্শ বা স্পষ্ট দর্শন, দৃষ্টি বা দর্শনশক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি, স্বজ্ঞা। (যৌগিকে) **বিজ্জালোক**—জ্ঞানালোক (দীর্ঘ নিকায়)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **আলোক ওভাসখেন**—উজ্জ্বলতা অর্থে আলোক। ৪ প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, চটক, জাঁকজমক, শ্রী, গৌরব।

আলোককর (বিণ) আলোককারী, উজ্জ্বল, দৃশ্যমান, আলোবাহী, আলোক আনয়নকারী, আলো প্রদানকারী। = **পভঙ্কর** (বিণ)।

আলোককরণ (ক্লী) আলোকিতকরণ, দীপালি, দীপসজ্জা।

আলোকদ (বিণ) আলোক প্রদানকারী, অন্তর্দৃষ্টি প্রদানকারী।

আলোকদস্সন—আলোকদর্শন, উপলব্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি।

আলোকন (ক্লী) আলোকন, দর্শন, দেখা, প্রদর্শন, জানালা, গবাক্ষ, খিড়কি।

আলোকন বিলোকন (ক্লী) পূর্ব-পর ও বর্তমান সর্ববিষয় দর্শন। ⇒ **বিলোকন**।

আলোকফরণ (ক্লী) পরিব্যাপ্ত বা বিকীর্ণ আলোক, প্রদীপ্ত বা উজ্জ্বল আলোক, আলোকের বাহুল্যতা বা প্রসারণ, আলোর পরিব্যপ্তি, আলোবিকীর্ণতা।

আলোক ফরণতা (স্ত্রী) আলোকের বিস্তৃতি, আলোকের পরিব্যাপ্তি। = **আলোকফরণ**। ⇒ **ফরণতা**।

আলোকবহুল (বিণ) আলোকবহুল, অতিশয় আলোকিত, দৃষ্টিশক্তি ভালো আছে এমন, (চরিত্রে) ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাযুক্ত, পরিণামদর্শী।

আলোকভুত (বিণ) আলোকিত, দৃষ্টিভূত, প্রকাশ্যমান।

আলোক সঞ্ঞা (স্ত্রী) আলোক সংজ্ঞা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধির চেতনা, দর্শনে প্রত্যক্ষজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

আলোকসঞ্ঞিন (বিণ) দর্শনে সচেতন, দর্শনে সংবেদনশীল, অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভবক্ষম, পরিষ্কার অস্তিত্ববোধ আছে এমন, স্পষ্ট বেদন বা প্রত্যক্ষরূপ আছে এমন, আলোক আছে বলিয়া জানে এমন, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি আছে এমন। ⇒ **সঞ্ঞিন**।

আলোক সন্ধি (পুং, স্ত্রী) আলোর পথ, জানালা, গবাক্ষ, খিড়কি, আলো প্রবেশ করিবার পথ। ⇒ **সন্ধি** (২)।

আলোকিত (বিণ) ১ আলোকিত, (সম্মুখ দিকে) অবলোকিত, নিরীক্ষিত। (বিপ) **বিলোকিত**। (যৌগিকে) **আলোকিত বিলোকিত** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আলোকিতং পুরতো পেক্খনং বিলোকিতং অনুদিসা পুরতো**। ২ আলোকময়, উজ্জ্বল। (ক্লী) নিরীক্ষণ, অবলোকন। ⇒ **আলোকেতি**।

আলোকিত বিলোকিত (বিণ) পূর্বাপর ও বর্তমান সর্ববিষয় দৃষ্ট বা অবলোকিত। (ক্লী) পূর্ব-পর ও বর্তমান সর্ববিষয় দর্শন। ⇒ **বিলোকিত, আলোকিত** (১)।

আলোকেতর (বিণ, পুং) দর্শক, (সম্মুখ দিকে) অবলোকনকারী, পরিণামদর্শী, নিরীক্ষণকারী। (বিপ) **বিলোকেতর**।

আলোকেতর বিলোকেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি পূর্বাপর ও বর্তমান সর্ববিষয় দর্শন করে। ⇒ **বিলোকেতর**।

আলোকেতি (ক্রি) [আ+√লোক+এ; সংস্কৃত—আলোকয়তি] দৃষ্টিপাত করা, (সম্মুখ দিকে) দর্শন করা, অবলোকন করা, নিরীক্ষণ করা, দর্শন করা, সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, গৌরব করা। (অতীত) **আলোকেসি**। (অ-বিণ) **আলোকিত**।

আলোপ (পুং) একগ্রাস, (কর্তিত) টুকরা, অল্প পরিমাণ, এক কামড়। (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) বৌদ্ধভিক্ষুরা ময়ূর ডিম প্রমাণ গ্রাস করিয়া আহার করেন, তাদৃশ প্রতি গ্রাসকে "**আলোপ**" বলা হয়। = **বিলোপকরণং**।

আলোপতি (আলোপেতি ?) (ক্রি) = **আলোপেতি**। ⇒ **আলোপেতি**।

আলোপা (স্ত্রী) দিনের বেলায় গ্রাম লুণ্ঠনকরণ। = **দিবা গামঘাতা** (জাতক অর্থকথা)।

আলোপিক (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত, (খাদ্যের) গ্রাস বা টুকরাবিশিষ্ট।

আলোপেতি (ক্রি) [আ+লোপেতি] ভাঙ্গিয়া ফেলা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, লঙ্ঘন করা, অপবিত্র করা, ভঙ্গ করা, বলাৎকার করা। ⇒ **আলুম্পতি**।

আলোলিত (বিণ) আলোড়িত, বিচলিত। = **লোলিত**। ⇒ **আলোলেতি**।

আলোলেতি (ক্রি) আলোড়ন করা, কম্পিত করা, নাড়া দেওয়া। = **লোলেতি**। ⇒ **আলোলেতি**। (অতীত) **আলোলেসি**। (অ-বিণ) **আলোলিত**।

আলোল্ (পুং) গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, ধৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ করা, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, কোলাহল।

আলোলী (স্ত্রী) কর্দম, কাদা, ঘোলানো অবস্থা, গোলমাল, বিক্ষোভ, আন্দোলন। (যৌগিকে) **সীতালোলী**--কর্ষণজনিত লাঙ্গল ধুরের কাদা বা কর্দমাক্ত পলি।

আলোলেতি (ক্রি) এলোমেলো করা, বিশৃঙ্খল করা, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল করা, পার্থক্য বুঝিতে না পারা,

বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত করা, এলোমেলো করিয়া মিশ্রিত করা, মিশ্রিত করা, আলোড়ন করা, ঘোলানো। (অতীত) আলোলেসি।

আল (ক্লী) কুম্ভ, কলস, জলের পাত্র। (জাতক অর্থকথা) **ততো পানীযমালতো গহেত্বা পানীযং পিব**—সেই জলের কলসি বা পাত্র হইতে জল লইয়া পান কর।

আলক (ক্লী) ১ কাঁটা, হুল, ছোট বর্শা, বিদ্ধ করিবার বস্তু, কীলক, বড় পেরেক, শস্যের শীষ, পুষ্প মঞ্জরী, মাছের কাঁটা, তীরের সূক্ষ্মাগ্রভাগ। (যৌগিকে) **আলকসন্ধাপন**—চিরুনি (বিমাবথু অর্থকথা); বিমানবথু অর্থকথা "**অলুম**" অর্থে "চিরুনি" দেখা যায়। ২ খোঁটা, গোঁজা, হাতি বাঁধিবার স্তম্ভ। (তুলনীয়) **আলান**।

আলক সন্ধাপন (ক্লী) চিরুনি। ⇒ **আলক** (১)।

আলকা (স্ত্রী) ১ = **আরা**। ⇒ **আরা** (স্ত্রী)। ২ = **আলক**। ⇒ **আলক** (২)।

আলম্ব = **আলম্বর**। ⇒ **আলম্বর**।

আলম্বর (পুং, ক্লী) আড়ম্বর। = **আলম্ব**।

আলবক (বিণ, পুং) বনবাসী, বনে বাসকারী, বনের অধিবাসী, বনে অবস্থানকারী। = **আটবিক**। ⇒ **যক্খ** (৪)। (পুং) বনজঙ্গলের বাসিন্দা, এক যক্ষের নামবিশেষ।

আলবক যক্খ (পুং) একশ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত যাহারা বনজঙ্গলে বাস করে। ⇒ **আলবক**।

আলবিক = **আলবক**। ⇒ **আলবক**।

আলাদ্বারক (বিণ) (ইহা ভুল শব্দ, পাঠ হইবে "**অদ্বারক**") দরজাহীন, দরজা ছাড়া। Kern Toev-এ গ্রহণ করা হইয়াছে "**আলারক**(?)"; কিছু জাতকে দৃষ্ট হয় "**আলারক**"।

আলান = **আলান**। ⇒ **আলান**।

আলার (বিণ) ঘন, পুরু, পুঞ্জীভূত, বক্র, জড়পিণ্ডীকৃত, স্তূপীকৃত, গহন, আঁকাবাকা, খিলান দ্বারা আবৃত, অর্ধগোলাকৃতির (?)। (যৌগিকে) **আলার পমহ**। (তুলনীয়) **অলার**।

আলারক = **আলাদ্বারক**। ⇒ **আলাদ্বারক**।

আলার পমহ (বিণ) চক্ষুর পাতায় ঘন লোমবিশিষ্ট, স্ত্রীজাতীয় গোশাবকের ন্যায় যাহার চোখের ভোমা আছে। = **গোপমুখ** (বিমানবথু অর্থকথা)। = **বেল্লিত-দীঘ-নীল-পমুখ** (পেতবথু)। ⇒ **আলার**।

আলারিক (বিণ, পুং) পাচক, অন্নপক্বকারী। = **ভত্তকারক** (জাতক ও দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **সূপিক**।

আলারিয = **আলারিক**। ⇒ **আলারিক**।

আলাহন (ক্লী) ১ শ্মশান, শশ্মানভূমি, শবদাহ-অগ্নি, শবদাহ-স্থান। = **সরীরস্স দড্ঢট্ঠান** (পেতবথু অর্থকথা)। ⇒ **দহতি**। ২ খোঁটা, গোঁজা, হাতি বন্ধন করিবার স্তম্ভ। ⇒ **আলক** (২)।

আলাহন কিচ্চ (ক্লী) শ্মশান, শ্মশানের কার্য, শবদাহকার্য।

আলাহনট্ঠান (ক্লী) শ্মশানস্থান, যে স্থানে শবদাহ অথবা শবদেহ কবরস্থ করা হয়, শ্মশানভূমি।

আলিক = **আলুহক**। ⇒ **আলুহক**।

আলিন্দ = **আলিন্দ**। ⇒ **আলিন্দ**।

আলুলমান = **আলুলমান**। ⇒ **আলুলমান**।

আলুহ (ক্লী) ১ চাউলাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্রবিশেষ, আঁড়ি। = **আলুহক, বাহা**। ২ তরল পদার্থ মাপিবার পাত্র। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকালুহ**।

আলুহক (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—আঢক) ১ চাউল বা শস্যাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্রবিশেষ, আঁড়ি বা সেরী। ২ তরল পদার্থ মাপিবার পাত্র। (সংযুক্ত নিকায়) **উদকারক; চত্তারো পখা আলুহকানি দোণং** ইত্যাদি—**উদকালুহক**। (জাতক) **অড্ঢালুহক; মিতং আলুহকেন = ধঞ্ঞ- মাপক-কম্মং কতং** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পত্তালুহক**।

আলুহক থালিকা (স্ত্রী) "**আলুহক**"এর সমান পরিমাপের স্থালী বা পাত্রবিশেষ, পরিমাপক পাত্র, তৈলাদি মাপিবার পাত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভত্তথালিকা**।

আলুহিক ১ = **আলিক**। ⇒ **আলিক**। ২ (বিণ) = **আলুহিয**। ⇒ **আলুহিয**।

আলুহিয (বিণ) ধনী, সৌভাগ্যশালী, সুখী। **অনালুহিয** (বিণ) দরিদ্র, দুঃস্থ, দুঃখগ্রস্ত, অভাগা। (মধ্যম নিকায়) **অনালুহিয দলিদ্দ**। (বর্মা অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনালুহিক; (অঙ্গুত্তর নিকায়) আলিক; অনালুহিক দলিদ্দ; আলিক দলিদ্দ;** (সিংহলী অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **অনদ্ধিক**। (জাতক) **অনালুহিয দলিদ্দ;** (জাতক অর্থকথা) **ন আলুহিক**।

আবজাতি (ক্রি) [আ+বজতি] ১ ভিতরে যাওয়া, কিছুর দিকে যাওয়া বা নিকটে যাওয়া। ২ প্রত্যাগমন করা, ফিরিয়া আসা।

আবজিযমান (বিণ) ⇒ **আবিজ্ঝতি** (২)।

আবজ্জতি (ক্রি) [আ+√বজ্জ+অ] ১ প্রতিবিম্ব করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, লক্ষ্য করা, দর্শন করা, মনোযোগ দেওয়া, বর্ণনা করা, গ্রহণ করা, অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, উল্লেখ করা, উপলব্ধি করা, শব্দ ধরা, শ্রবণ করা। ২ সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, প্রস্থান করা, উল্টাইয়া দেওয়া, ঢালিয়া দেওয়া। (বিনয়) **কুম্ভিং আবজ্জতি**। (জাতক অর্থকথার টীকায়) **আসিঞ্চতি**। (অতীত) **আবজ্জি**। (করণে) **আবজ্জেতি**।

আবজ্জন (ক্লী) ফিরিয়া, মনোযোগ দিয়া, ধৃত করিয়া, উপলব্ধি করিয়া, আশঙ্কা করিয়া, অনুমান করিয়া, মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, বাধা দিয়া, নিবারণ করিয়া, ফিরাইয়া। ⇒ **আবট্টন, আবত্তন**।

আবজ্জন পটিবদ্ধ (বিণ) মনোসন্নিবেশে বা মনোযোগে আবদ্ধ। ⇒ **পটিবদ্ধ**।

আবজ্জিত (বিণ) বিবেচিত, স্থিরকৃত, পরিবর্তিত,

আবর্তিত, ঝোঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, প্রবর্তিত, অবনত, রত, আনত, মনোযোগপ্রদত্ত, মনোনিবিষ্ট, অবলোকিত, অবধারিত, পালিত, লক্ষ্যকৃত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আবজ্জিত চিত্ত**। ⇒ **আবজ্জেতি**।

আবজ্জিতত্ত (ক্লী) মনের অবনমন বা ঝোঁক, মনের অনুরাগ বা ইচ্ছা, মনের প্রবণতা, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, ক্রিয়াকর্ম পালন, নৈসর্গিক ঘটনার প্রতি সাভিনিবেশ লক্ষ্য, মনোযোগ প্রদান।

আবজ্জেতি (ক্রি) [আ+√বজ্জ+এ] ১ নমিত হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া, প্রবর্তিত করা বা হওয়া, আবর্তিত করা বা হওয়া, অবনত হওয়া, (মন) নত হওয়া, প্রতিফলিত হওয়া, প্রতিবিম্বিত হওয়া, অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ করা বা দেওয়া, অবধান করা, পালন করা, স্মরণ করা, মস্তব্য প্রকাশ করা, প্রগাঢ় চিন্তা করা, গভীর চিন্তা করা, নিড়তে আলোচনা করা, চিন্তা করা, যত্ন করা, শ্রবণ করা, কর্ণপাত করা। (জাতক অর্থকথায়) **পরিণামেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **মনসিকরোতি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কাযং আবজ্জেতি**। (ব-বিণ) **আবজ্জন্তো**; জাতকে "**আবিজ্‌ঝন্তো**" শব্দের পরিবর্তেও এই পাঠ দৃষ্ট হয়। (ক্রি-বি) **আবজ্জেত্বা; বুদ্ধগুণং আবজ্জেত্বা**—বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া। ২ স্বীকার করা, বশ্যতা স্বীকার করা, সম্মত করা, খরচ করা, উৎপাদন করা, ত্যাগ করা। (তুলনীয়) **আবট্টেতি**। (অতীত) **আবজ্জেসি**। (অ-বিণ) **আবজ্জিত**। ⇒ **আবজ্জতি**।

আবট (বিণ) আবৃত, আচ্ছাদিত, আবদ্ধ, নিষিদ্ধ, অবগুণ্ঠিত, প্রচ্ছন্ন, আবরিত। (মধ্যম নিকায়) **আবটদ্বার**। **অনাবট**—(বিণ) অনাবদ্ধ, খোলা, মুক্ত, অনাবৃত। (দীর্ঘনিকায়) **অনাবটদ্বার; অনাবট দ্বারতা**। (তুলনীয়) **আবুত, ব্যাবুত**। ⇒ **আবরতি**।

আবট্ট (পুং) ১ ঘুর্ণায়মান আবর্ত, ঘূর্ণিজল, পাক, আবর্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আবট্টভয**। ২ পরিধি, নেমি। ৩ মোচর, বাঁক, পাক, পেঁচ, পাকানো দড়ি, মানসিক বৈশিষ্ট্য। (বিণ) ১ ঘুর্ণায়মান, বক্র, পাকানো, মোচড়ানো। (সংযুক্ত নিকায়) **দ্বিরাবট্ট** (বিন) দুইবার ঘুর্ণায়মান বা মোচড়ানো। ২ আবর্তিত, গোলাকার করিয়া বাঁকাইয়া আনীত, পরিবর্তিত, প্রলুব্ধ, প্রলোভিত, বিপথে লইয়া গিয়াছে এমন।

আবট্টতি (ক্রি) [আ+√বট্ট+অ] আবর্তন করা, সম্মুখ দিকে ও পশ্চাদ্দিকে ঘুরা, পেঁচ লাগানো, মানসিক পরিবর্তন করা, প্রলুব্ধ করা, আবর্তিত করা বা হওয়া, ঘূর্ণিত করা বা হওয়া। = **আবত্ততি**। (অতীত) **আবট্টি**।

আবট্টন (ক্লী) আবর্তন, ঘূর্ণন, প্রলোভন, কুকর্মে লোভ দেখানো, পাক, পেঁচ লাগানো, মোচড়ানো, পাকানো, পাশ, ফাঁদ, জাল, ভূত বা প্রেতের অধিকার।

আবট্টনা (স্ত্রী) (মনের) পরিবর্তন, অন্য বিষয়ে মনোযোগ, লক্ষ্য, উল্লেখ, ধৃতকরণ, উপলব্ধিকরণ, আশঙ্কা, অনুমান।

আবট্টনিন (বিণ) আবর্তিত, পরিবর্তিত, কুকর্মে প্রবৃত্ত, প্রলুব্ধ, প্রলোভিত, বিপথে লইয়া যায় এমন।

আবট্টনী (বিণ) ১ প্রলুব্ধ, প্রলোভিত, বিপথে লইয়া যায় এমন। ২ আবেষ্টনী।

আবট্টিন (পুং) প্রলোভন, লোভ দেখানো। (বিণ) = **আবট্টনী**। ⇒ **আবট্টনী**। (তুলনীয়) **আবত্তিন। অনাবট্টিন** (বিণ) অপ্রলুব্ধ। (মধ্যম নিকায়) **কামেসু অনাবট্টিন**।

আবট্টেতি (ক্রি) [আ+√বট্ট+এ] ঘুরিয়া যাওয়া, প্রলোভিত করা, প্রলুব্ধ করা, বিপথে লইয়া যাওয়া, পরিবর্তন ঘটানো, আবর্তিত করা, জয় করা, পরিবর্তিত করা, নিয়োগ করা, নিজের মধ্যে আনা। ⇒ **আবত্তেতি**।

আবত্ত (বিণ) চলিয়া গিয়াছে এমন, আবর্তিত, পুনর্বার পতিত। (বি-ভা) **হীনাযাবত্ত** (মধ্যম নিকায়); ⇒ **আবত্ততি**। (ক্লী) (সংস্কৃত—আবর্ত) মোচড়, বাঁক, আবর্ত, আবর্তন, ঘূর্ণন, পাক, গতি পরিবর্তন, অবস্থার পরিবর্তন, আকৃতি, সুবিধা, সুযোগ, বন্ধুতার কার্য অথবা শত্রুতার কার্য, বক্রপথ, প্রবণতা, সামান্য ভ্রমণ, ক্ষণিক কর্মব্যস্ততা, উদ্দেশ্য, বিশেষ প্রয়োজন, ক্রম, ধারা, বক্রতা, টান বা ঝোঁক, মনের গতি, ঘূর্ণিজল। (নেত্তি) **আবত্ত হারসম্পাত**।

আবত্তক (বিণ) ফিরিয়া আসে এমন, প্রত্যাগত, প্রত্যাগমনকারী, আবর্তনকারী, আবর্তক। (দীর্ঘনিকায়) **দক্‌খিণাবত্তক** (বিণ) দক্ষিণ বা ডান পার্শ্বে ফিরে বা পার্শ্ব পরিবর্তন করে এমন; **দক্‌খিণাবত্ত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

আবত্ততি (ক্রি) [আ+√বত+অ] আবর্তিত হওয়া, অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, লক্ষ্য করা, উল্লেখ করা, ফিরিয়া যাওয়া, ঘুরিয়া যাওয়া, ঘোরা, ফেরা, সম্মুখবর্তী হওয়া, চলিয়া যাওয়া, পরিবর্তিত হওয়া। (বি-ভা) **হীনায আবত্ততি**—হীন বা নীচ করিয়া দেওয়া, আদেশ উঠাইয়া লওয়া বা রহিত করা, পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসা। = **ওসক্কতি**। (তুলনীয়) **আবট্টতি**। (অতীত) **আবত্তি**। (অ-বিণ) **আবত্ত, আবত্তিত**। (করণে) **আবত্তেতি**।

আবত্তন (ক্লী) আবর্তন, প্রত্যাগমন, ঘূর্ণন, পাক, পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন।

আবত্তনিন (বিণ) ঘূর্ণায়মান, আবর্তিত হয় এরূপ, ঘুরিয়া আসে এমন, ফিরিয়া আসে এমন। (তুলনীয়) **আবট্টনিন**।

আবত্তিন (ক্লী) প্রত্যাগমন, প্রত্যাগত ব্যক্তি, পুনরাগমন। (বিণ) প্রত্যাগত, পুনরাগত, প্রত্যাগমনকারী। **অনাবত্তিন** (বিণ) পুনরাগমন করে না এমন, অনাগামী। ⇒ **অনাগামিন**।

আবত্তিয (বিণ) আবর্তনশীল, গতি বা অবস্থা পরিবর্তনশীল, প্রত্যাপণীয়।

আবত্তী (বিণ) = **আবত্তক**। ⇒ **আবত্তক**।

আবত্তেতি (ক্রি) = **আবট্টেতি**। ⇒ **আবট্টেতি, আবত্ততি**।

আবত্থিক (বিণ) [আ+বত্থিক] উপযুক্ত, যথাযোগ্য, মৌলিক, আদিম, প্রাথমিক, মূলীভূত, মূল, আসন, অননূদিত, উদ্ভাবনক্ষম, সহজাত, স্বাভাবিক, দৃঢ়সংলগ্ন।

আবপতি (ক্রি) ত্যাগ করা, দেওয়া, দান দেওয়া, বন্ধকরূপে গচ্ছিত রাখা।

আবপন (ক্লী) বপন, বীজবপন, বিকীরণ, বিক্ষেপণ, ছড়ানো, ছিন্নভিন্ন অবস্থা, উপহার, নৈবেদ্য, বলি, প্রদান, প্রস্তাবন, আমানত জমা, গচ্ছিত বস্তু, অগ্রিম জমা, তলানি।

আবর (বিণ) আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, আবরিত, আবৃত, রুদ্ধ, লুক্কায়িত, গোপনে রক্ষিত, দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে এমন, অপসারিত, গোপনকৃত। (জাতক) **অরিযমগ্গাবর**।

আবরণ (ক্লী) আবরণ, ঢাকনা, আচ্ছাদন, অবরোধ, আবদ্ধকরণ, বাদ দেওয়া অবস্থা, রোধ, প্রতিরোধ, বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, অর্গল, পর্দা, যবনিকা। = **নীবরণ**। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্চ আবরণানি** (**নীবরণ** শব্দে দ্রষ্টব্য)। (বিনয়) **আবরণং করোতি**—নিষেধ করা, লুক্কাইয়া রাখা। (জাতক) **নদিং আরেণেন বন্ধাপেতি**—নদীর স্রোত রোধ করা। (সূত্রনিপাত) **পহায পঞ্চাবরণানি চেতসো**। (বিণ) আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, লুক্কায়িত, বিঘ্নিত, প্রতিবন্ধক, অবরুদ্ধ, রুদ্ধ, আবরিত। **অনাবরণ** (বিণ) অপ্রতিবন্ধক, অনাবরিত, মুক্ত, অবিঘ্নিত, পর্দাহীন। = **পঞ্চনীবরণ**। (চুলনির্দেশ) **অনাবরণ দস্সাবিন**।

আবরণতা (স্ত্রী) সংযম, আচ্ছাদন, প্রতিরোধ, পর্দা, দূরে সরাইয়া রক্ষণ। ⇒ **আবরণ, আবর**।

আবরণীয (বিণ) আবরণীয়, ঢাকিয়া রাখার যোগ্য, আচ্ছাদনীয়, বাধা দিবার যোগ্য। **অনাবরণীয** (বিণ) ঢাকিয়া রাখার অযোগ্য, অনাচ্ছাদনীয়, বাধা দিবার অযোগ্য, আবদ্ধ করার অযোগ্য, যাহা গোপন করিবার যোগ্য নহে, রুদ্ধ করা অসম্ভব।

আবরণীয ধম্ম—আবরণীয় ধর্ম, যে স্বভাবকে ঢাকিয়া রাখিতে হয় অথবা ত্যাগ করিতে হয়।

আবরতি (ক্রি) [আ+√বর+অ] আবরিত করা, আচ্ছাদিত করা, ঢাকিয়া রাখা, বাধা দেওয়া, আবদ্ধ করা, গোপন করা, রুদ্ধ করা, বিঘ্ন করা, সংযত রাখা, ধরিয়া রাখা, প্রতিরোধ করা, রোধ করা, বন্ধ করা, বন্ধ করা, "না" বলা, দিতে বা লইতে অমত করা, গুটাইয়া ফেলা, সঙ্কুচিত করা। (তুলনীয়) **আবুণাতি**। (মধ্যম নিকায়) **দ্বারং আবরতি**—দুয়ার বন্ধ করা। ⇒ **দ্বার** (১)। (অতীত) **আবরি**। (অ-বিণ) **আবট, আবুত, আবরিত**। (সপ্তমী) **আবরযে**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দ্বারং আবরযে**।

আবরিত (বিণ) আবরিত, রুদ্ধ, আচ্ছাদিত, আবদ্ধ, সঙ্কোচিত। ⇒ **আবরতি**।

আবলী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—আবলী) শ্রেণী, সারি, দড়ি, ছিলা, সূত্র, তার, তন্তু।

আবসতি (ক্রি) [আ+√বস+অ] অবস্থান করা, বাস করা, গৃহে বাস করা, থাকা। = **অজ্ঝাবসতি**। (অতীত) **আবসি**। (অ-বিণ) **আবুত্থ**।

আবসথ (পুং) (সংস্কৃত—আবসথ) বাসস্থান, বিশ্রামাগার, বসবাসকরণ, বসতি, বাসগৃহ, আশ্রম, গৃহ, বাটী, বাড়ি, পান্থশালা।

আবসথাগার—পান্থশালা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার। = **কবাটবন্ধ**।

আবহ (বিণ) আবহ, ধারণকারী, জনক, আনয়নকারী, বহনকারী, গমনকারী, প্রজ, উৎপন্ন হয় এমন, উৎপন্ন, সহায়ক। (পেতবত্থু) **সুখাবহ**—সুখজনক, সুখপ্রদ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উপকারাবহ**—উপকারজনক; **অনত্থাবহ**—অনর্থ বা দুঃখ আনয়নকারী, দুঃখাবহ।

আবহতি (ক্রি) [আ+√বহ+অ] বহন করা, আনয়ন করা, প্রবর্তিত করা, সংগ্রহ করা, উৎপন্ন করা, সাধন বা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করা, উৎপন্ন করা, জন্মানো, ফল স্বরূপ ঘটা, ভূসম্পত্তি ইত্যাদি কোনো বিশেষ উত্তরাধিকারিদের প্রদান করা, দেওয়া। = **আবহতি সুখং** (সূত্রনিপাত)। (অতীত) **আবহি**। (ব-বিণ) **আবহমান**। (কর্মবাচ্যে) **আবুয়হতি**।

আবহন (ক্লী) আবহন, উৎপাদন, বহন, আনয়ন। (বিণ) উৎপন্ন, বহনকারী, আনয়নকারী, উৎপন্ন হয় এমন। = **আবহ**।

আবহনক (ক্লী) = **আবহন**। ⇒ **আবহন**। (বিণ) আনয়নকারী, বহনকারী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুখস্স আবহনক**। ⇒ **আবহন**।

আবা (যৌগিক শব্দে ইহার অর্থ হয়—) দুঃখ, দুর্ভাগ্য। = **অবা**। ⇒ **আপা**।

আবাট (পুং) গর্ত, গভীর গর্ত, কূপ, মাটিতে খোদিত গর্ত। (দীর্ঘনিকায়) **যঞ্ঞাবাট**—যজ্ঞের গর্ত। (জাতক) **আবাট চতুরস্স**।

আবাটধাতুক (বিণ) গর্তস্থানীয়, যে স্থানে গর্ত আছে। ⇒ **ধাতুক**।

আবাপ (পুং) কুম্ভকারের অগ্নিকুণ্ড বা মহাচুল্লি, তন্দুর, পাউরুটি প্রস্তুত করিবার চুল্লি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আবাপং আলিম্পেতি**।

আবাপণ = **আবাস**। ⇒ **আবাস, আলিম্পেতি**।

আবার—চৌকি, প্রহরী, রক্ষণাবেক্ষণ, রক্ষা, পালন, আশ্রয়, রক্ষণ, রক্ষাকারী, ছাড়পত্র, সতর্কতা। (জাতক) **যন্ত যুত্তাবর**—আবরণ, ঢাল, বর্ম (?)। (যৌগিকে) **খন্ধাবর** (**খন্ধ** শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আবারেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আবরযতি) আশ্রয় দেওয়া, সংযত করা, সঙ্কুচিত করা, প্রতিরোধ করা, আবদ্ধ করা।

আবাস (পুং) আবাস, বাসভূমি, প্রবাস, অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি, অবস্থান স্থান, বৌদ্ধবিহার, বাসস্থান, গৃহ, বাটী, বাড়ি, বসতিস্থান। ⇒ **আবসথ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আবাসং** (পাঠ "**আবাপং**") **আলিম্পেতি। অনাবাস** (বিণ) জনশূন্য, অনধ্যুষিত, গৃহহীন। (পুং) জনশূন্য স্থান, অনধ্যুষিত স্থান। = **অনাগার**।

আবাসকপ্প—আবাসব্রত, আশ্রমব্রত, গৃহব্রত, গৃহকর্তব্য, আবাসের বা আশ্রমের করণীয় কার্য।

আবাস পলিবোধ—আবাসে অবস্থান করায় বাধা, গৃহবাসে বিঘ্ন, আশ্রমবাসে অন্তরায়। খুদ্দক নিকায়ে এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে দশ প্রকার "**পলিবোধ**" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আবাস মচ্ছরিয (ক্লী) আবাসমাৎসর্য, গৃহ অথবা বিহারের জন্য স্বার্থপরতা, বাসস্থানের জন্য মাৎসর্যতা। ⇒ **পঞ্চমচ্ছরিয, মচ্ছরিয, আবাস**।

আবাস সপ্পায়তা—বাসের যোগ্যতা, অবস্থানের উপযুক্ততা।

আবাসিক (বিণ) আবাসিক, বাসকারী, অধিকারী, যে ব্যক্তি বাস করে। এই শব্দটি বিশেষভাবে বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য প্রযোজ্য।

আবাসিক ভিক্খু—যে ভিক্ষু বিহারে বাস করেন। (বিপ) **আগন্তুক অতিথি**। = **নিবদ্ধ-বসনক**। ⇒ **আবাসিক**।

আবাহ (পুং) [আ+√বহ] আবাহ, দার পরিগ্রহ, পরিণয়, বিবাহ। কাহাকেও বহনকরণ অর্থে আবাহ। সাধারণত পুত্রের পরিণয়কে "**আবাহ**" বলা হয়। **আবাহ = কঞ্ঞা-গহণং**। ⇒ **বিবাহ**। (যৌগিকে) **আবাহ বিবাহ। আবহতী'তি আবাহ** অর্থাৎ আহ্বান করা অর্থে আবাহ। মেয়ের বিবাহকে বিবাহ বলা হয়।

আবাহক (পুং) বরের বাড়িতে বিবাহের নিমন্ত্রণ বা ভোজ।

আবাহ করণ = আবাহ। ⇒ **আবাহ**।

আবাহ বিবাহ (পুং) বরকে কন্যার বাড়িতে লইয়া যাওয়া এবং কন্যার বাড়ি হইতে কন্যাকে বরের বাড়িতে লইয়া যাওয়া। ⇒ **আবাহ**।

আবাহ বিবাহক (পুং) কন্যার বাড়িতে বরের গমন এবং কন্যার বাড়িতে বিবাহের নিমন্ত্রণ বা ভোজ।

আবাহক (পুং) পুত্রের বা ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ বা ভোজ।

আবাহন (ক্লী) [আ+বহ্‌ন] ১ বিবাহ, দার পরিগ্রহ। = **আবাহ, আবাহকরণ**। ২ "উত্থিত হইয়া, একত্রিত করিয়া" অর্থাৎ পুঞ্জ, স্তূপ, পিণ্ড, সমবায়, মণ্ডলী, একত্র বিন্যাস, সংগঠন। (জাতক) **সেনা আবাহন**—সৈন্যদল, সেনা সংগঠন।

আবি (ক্রি-বি) পরিষ্কাররূপে, স্পষ্টভাবে, বিশদভাবে, সুস্পষ্টভাবে, প্রত্যক্ষরূপে, খোলাখুলিভাবে, প্রকাশ্যভাবে, মুক্তভাবে, স্পষ্টত, অকপটে, (কাহারও) চোখের সামনে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টির মধ্যে বা দেখাদেখিভাবে। (বিপ) **রহো** (ক্রি-বিণ)। (বি-ভা) **আবি বা রহো**—প্রত্যক্ষভাবে বা গোপনে (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **পকাসনং পরেসং পাকটবসেন**।

আবিকত (বিণ) ১ বিকৃত, অসম্পূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন। ২ = **অবগত**। ⇒ **অবগত**।

আবিকম্ম (ক্লী) পরিষ্কার কার্য, সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ কর্ম, প্রমাণ, সাক্ষ্য, বর্ণনা।

আবিকরোতি—সুস্পষ্ট করা, পরিষ্কার করা, প্রত্যক্ষ করা, দেখানো, প্রদর্শন করা, বর্ণনা করা, প্রকাশ্যে করা।

আবিজ্‌ঝতি (ক্রি) [আ+√বিধ+য] **১ক**) বেষ্টন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, প্রদক্ষিণ করা, ঘুরিয়া যাওয়া। (ক্রি-বি) **আবিজ্‌ঝিত্বা**—চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া, সমীপে প্রদক্ষিণ করিয়া, নিকটে ঘুরিয়া যাইয়া। (জাতক) **খেত্তং আবিজ্‌ঝিত্বা; পোক্‌খরণিং আবিজ্‌ঝিত্বা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নগরং বহি আবিজ্‌ঝিত্বা**—শহরের বহির্ভাগে চারিদিকে বেষ্টন বা প্রদক্ষিণ করিয়া। **খ**) (সাধারণ অর্থে) চতুর্দিকে ঘুরিয়া যাওয়া। (জাতক) **ছারিক-পুঞ্জং**। ২ (সংস্কৃত সাহিত্য মতে) চারিকিে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোলা বা দোলানো, (অস্ত্র) ঘুরানো, পাক দেওয়া, ঘূর্ণিত করা, ঘূর্ণায়মান হওয়া, বন বন করিয়া ঘোরা, চারিদিকে বেগে ঘোরা, জোরে পাক দেওয়া, পাক খাওয়ানো, আবর্তন করা, খুব বেগে ঘুরানো। (বিনয়) **দণ্ডং আবিঞ্জি**। (মধ্যমনিকায়) **মত্থেন আবিঞ্জতি**—মন্থন করা, মন্থনপাত্রে মাখন তুলিবার জন্য নাড়া বা খুব বেগে ঘুরানো; **চক্কং আবিজ্‌ঝতি**—কুম্ভকারের চক্র ঘুরানো। (সূত্রনিপাতে) **আবিঞ্জতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আবিজ্‌ঝতি; ⇒ আরচযারচযা**। (ব-বিণ) **আবিঞ্জমান** (ধর্মপদ); (ধর্মপদ অর্থকথা) **আসিঞ্চিযমান, আবজিযমান, আগঞ্ছিযমান**। ৩ যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা, সমীপে যাওয়া, নিকটে যাওয়া, সম্মুখে যাওয়া, নত করা বা হওয়া, আনত হওয়া, অবনত করা, রত করা, প্রবর্তিত করা। (সংযুক্ত নিকায়ে) **আবিঞ্ছতি, অবিচ্ছতি, আবিঞ্জতি**। ৪ শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজান, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান বা শৃঙ্খলা করা। ৫ টানা (?)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কন্নসোতানি আবিজ্জেযাসি; আবিঞ্জেয্যাসি; আবিচ্ছেয্যাসি; আবিঞ্ছেয্যাসি**। ৬ বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্তবিষয়ে প্রবেশ করা। (অতীত) **আবিজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **আবিদ্ধ**।

আবিজ্‌ঝান (ক্লী) ১ চারিদিকে দোদুল্যমান অবস্থা, চতুর্দিকে দোলন, ঘূর্ণন, ঢিলাভাবে ঝুলন, ঘূর্ণায়মান ঢিলা রজ্জু। (ধর্মপদে) **আবিঞ্ছন, আবিজ্জন; "আবিঞ্জনরজ্জু"** এর পরিবর্তে "**আবিঞ্জনট্ঠান**" শব্দ দৃষ্ট হয়। জাতকে **আবিঞ্জন, আবিচ্ছন, আবিজন** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ২ নিকটে গমন, সমীপে গমন, সংস্পর্শে গমন। (তুলনীয়) **আবিজ্‌ঝতি** (৩)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)

আবিজ্‌ঝানরস, আবিঞ্জন রস, আবিঞ্জনরস। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আবিঞ্জন রস**। ৩ টানন, আকর্ষণ, টান, টানিতে থাকা। (বিনয়) **আকড়ঢনা নাম**।

আবিজ্‌ঝিত্বা ⇒ **আবিজ্‌ঝতি** (১ক)।

আবিঞ্ছতি (ক্রি) = **আবিজ্‌ঝতি**। ⇒ **আবিজ্‌ঝতি**। (ব-বিণ) **আবিঞ্ছমান**।

আবিঞ্ছনক = **আবিনক**। ⇒ **আবিঞ্জনক**।

আবিঞ্ছমান (বিণ) ⇒ **আবিজ্‌ঝতি, আবিঞ্ছতি**।

আবিঞ্জতি (ক্রি) টানা বা দুধদোহন করা, টানিয়া বাহির করা, মন্থন করা, মন্থন পাত্রে মাখন তুলিবার জন্য নাড়া, আলোড়ন করা, নড়া বা নাড়ানো, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা। ⇒ **আবিজ্‌ঝতি**। (অতীত) **আবিঞ্জি**।

আবিঞ্জনক (ক্লী) ঘূর্ণন, আবর্তন। = **আবিজ্‌ঝন**। (ধর্মপদে) **আবিঞ্ছনক**। (বিণ) গোলাকারে দোদুল্যমান, ঢিলাভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন, টানিবার জন্য ব্যবহৃত (রজ্জু ইত্যাদি), ঘূর্ণায়মান, আবর্তিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আবিঞ্জনক চক্ক**—কুম্ভকারের ঘূর্ণায়মান চক্র, ঘূর্ণায়মান চক্র, প্রবর্তিত ধর্মচক্র।

আবিঞ্জনক রজ্জু (স্ত্রী) দুগ্ধমন্থনে ব্যবহৃত পাক খাওয়ানো দড়ি, অর্গলাবদ্ধ বা হুড়কা দিয়া আবদ্ধ উত্থোলন দড়ি।

আবিঞ্জনট্‌ঠান (ক্লী) যে স্থান হইতে অর্গলাবদ্ধ বা হুক দ্বারা আবদ্ধ দড়ি দ্বারা উপর দিকে কিছু উত্তোলন করা হয়, যন্ত্র দ্বারা ভারী বস্তু উঠাইবার স্থান।

আবিট্‌ঠ (বিণ) আবিষ্ট, ভূতাদি কর্তৃক অধিকৃত, সমীপবর্তী, ব্যাপ্ত, প্রবিষ্ট, প্রবেশিত। ⇒ **আবিসতি**।

আবিদ্ধ (বিণ) ঘূর্ণিত, সূতা কাটার চরকার ন্যায় ঘূর্ণিত, চক্রের ন্যায় আবর্তিত, বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত, গোলাকারে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে এমন, ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **আবিদ্ধ চক্কং** = **কুম্ভকারস্স চক্কমিব ভমতি** (জাতক অর্থকথা)। কিন্তু পেতবত্থু ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে উক্ত "**অনাবিদ্ধ**" শব্দের অর্থ কি হইবে? ⇒ **আবিজ্‌ঝতি**।

আবিভাব (পুং) আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণের সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্যাড়ম্বর, অভিব্যক্তি, প্রকাশ, প্রদর্শন, (বিশুদ্ধিমার্গে) উদ্‌ঘাটন, প্রচার। (বিপ) **তিরোভাব**। (তুলনীয়) **পাতুর**।

আবিল (বিণ) আবিল, কলুষিত, ঘোলা, আকুল, সন্দিগ্ধ, নড়ানো হইয়াছে এমন, উত্তেজিত, আলোড়িত, উত্থিত, জাগ্রত, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, গোলমালকৃত, বিরক্ত, বিশৃঙ্খল, রঞ্জিত, কলঙ্কিত, দূষিত, দাগী, চিহ্নিত, ময়লাকৃত, মলিন, কর্দমাক্ত। (মহানির্দেশ) **আবিললুড়িত**। **অনাবিল** (বিণ) অনাবিল, শৃঙ্খলাযুক্ত, পবিত্র, অনালোড়িত, পরিষ্কার, শান্ত, প্রশান্ত, নির্মল।

আবিলতি (ক্রি) গোলাকারভাবে ঘুরিতে থাকা, গোলাকারে দোলন, আলোড়িত হওয়া, নড়া বা কম্পিত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, গতি লওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আবিলতি লুলতি**।

আবিলত্ত (ক্লী) গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ, বিরক্তি, উপদ্রব, ভঙ্গ, আলোড়ন, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ।

আবিসতি (ক্রি) [আ+√বিস+অ] প্রবেশ করা, সমীপবর্তী হওয়া, ভূতাবিষ্ট বা ভূতাবেশ হওয়া। (অতীত) **আবিসি**। (অ-বিণ) **আবিট্‌ঠ**।

আবুট = **আবুত**। ⇒ **আবুত** (২)।

আবুণতি (ক্রি) আবরিত করা, ঢাকিয়া রাখা।

আবুণাতি (ক্রি) [আ+√বু+না] দড়ি লাগানো, তার জড়ানো, ছিলা পরানো, দৃঢ় করা, গাঁথা, সংলগ্ন হওয়া, আবদ্ধ করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, দাম বা তারিখ স্থির করা, ঘেরা, বেষ্টিত করা, শূলে দিয়া বধ করা। (অতীত) **আবুণি**। (অ-বিণ) **আবুত**। (করণে) **আবুণেতি, আবুণাপেতি**; (জাতক) **সূলে আবুণাপেতি**।

আবুণেতি (ক্রি) ১ = **অচ্ছেতি**। ⇒ **অচ্ছেতি** (১,২)। ২ = **আবুণাতি**। ⇒ **আবুণাতি**।

আবুত (বিণ) ১ দৃঢ়ীকৃত, গ্রথিত, তারজড়িত, সংলগ্ন, আবদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তন্তাবুতং**—বুনট, জাল, আঙ্গুলের পর্দা, সুতার বুনট। (দীর্ঘনিকায়) **আবুত সুত্তং**—জড়িত সুতা। (জাতক) **আবুত বল্লিযা**—লতায় আবদ্ধ; **সুত্তকেন আবুত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **আবুত সুত্ত**। ২ বেষ্টিত, বিদ্ধ, বধিত, মৃত। (জাতক) **সূলে আবুত**—শূলে বিদ্ধ বা শূলে বধিত। ৩ আবরিত, আবৃত, আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, বিঘ্নঘটিত, আবদ্ধ, গতিরুদ্ধ, লুক্কায়িত। (বি-ভা) **আবুত নিবুত ওফুত** (মহানির্দেশ)। ⇒ **আবুণাতি, আবরতি**।

আবুত্থ (বিণ) অধিকৃত, বাসকৃত। ⇒ **আবসতি**। **অনাবুত্থ** (বিণ) বাস করা হয় নাই এরূপ।

আবুধ (ক্লী) অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্র। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আবুধজীবিক**। ⇒ **আযুধ**।

আবুধজীবিক (বিণ) = **ইসসত্থ**। ⇒ **ইসসত্থ, আবুধ**।

আবুধবল (ক্লী) অস্ত্রবল (যেমন—দস্যুগণ অস্ত্রবলে দস্যুবৃত্তি করিতে সাহস পায়)। ⇒ **বল** (১খ)।

আবুয্‌হতি (ক্রি) ⇒ **আবহতি**। (ব-বিণ) **আবুয্‌হমান**।

আবুয্‌হমান (বিণ) আনে বা আনিতেছে এরূপ, প্রবর্তিত করে এরূপ, বহন করে এরূপ। ⇒ **আবুয্‌হতি, আবহতি**।

আবুসো (পুং) (সম্বোধন পদ) বন্ধু!, ভাই!। এই শব্দটি

ছোট ভিক্ষুদের সম্মানার্থে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ সম্বোধনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (বহুবচনে) **ভবং, ভবন্তো**।

আবেঠন (ক্লী) [আ+বেঠন] পেষণ, গোলাকার করিয়া বক্রকরণ, পাকানো, গোলাকার করিয়া পেঁচানো, সেলাই খোলা, আলুলায়িতকরণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আবেঠন নিব্বেঠন**।

আবেঠন নিব্বেঠন—গড়াইয়া ওঠা এবং গড়াইয়া গড়াইয়া পড়া, আলুলায়িত করা এবং অনালুলায়িত করা। ⇒ **আবেঠন**।

আবেঠন বিনিবেঠন = আবেঠন নিব্বেঠন। ⇒ **আবেঠন নিব্বেঠন**।

আবেঠিকা নিব্বেঠিকা = আবেধিকা নিব্বেধিকা।

আবেঠিত (বিণ) পাক দেওয়া হইয়াছে এমন, ঘুরানো হইয়াছে এরূপ, চারিদিকে ঝুলানো হইয়াছে এমন, লটকানো হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **আবেধিক**। (জাতকে) **আবেধিত, আবেড়িত**; (জাতক অর্থকথা) **পরিবত্তিত**। ⇒ **আবেঠেতি**।

আবেঠেতি (ক্রি) [আ+√বেঠ+এ] পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, (কিছুতে) জড়ানো। (অতীত) **আবেঠেসি**। (অ-বিণ) **আবেঠিত**।

আবেণি (বিণ) বিশেষ, স্বতন্ত্র, অসাধারণ, অসামান্য, পৃথক, যথাযথ, অদ্ভুত। (বিনয়) **আবেণি উপোসথ**। (জাতক) **আবেণি সজ্ঝকম্মানি**।

আবেণিক (বিণ) বিশেষ, বিশিষ্ট, অসাধারণ, অসামান্য, অদ্ভুত।

আবেণিক ধম্ম (পুং) অসাধারণ গুণ। ⇒ **বুদ্ধধম্ম**।

আবেণিকভাব (পুং) স্বাতন্ত্র্যবোধক বিশেষত্ব, ব্যক্তিগত বিশিষ্ট আচরণ, বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য, বিশেষ মনোযোগের বিষয়, বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য।

আবেণিয (বিণ) = **আবেণিক**। ⇒ **আবেণিক**।

আবেধ (ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—আবিদ্ধ) গর্ত, বিবর, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস, বিদ্ধকারক বিষয় বা বস্তু, মর্মভেদক বিষয়, আঘাত, থেঁতলানো, ক্ষত, ঘা, ক্ষতি, অপচয়। (তুলনীয়) **অবেদ্ধ** (জাতক); = **বিদ্ধট্ঠানে বণ** (জাতক অর্থকথা)।

আবেধিক (বিণ) বিদ্ধকারক, মর্মভেদী, বিদারক, হৃদয়বিদারক, তীব্র, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন; (অথবা) আলুলায়িত, সেলাই খোলা হইয়াছে এমন, পরিবর্তিত, ঘূর্ণিত, পাকানো, গড়াইয়া ওঠে বা অথবা চারিদিকে গড়াইতে থাকে এমন (তুলনীয়—**আবিজ্ঝতি, আবেঠেতি**), প্রভেদযুক্ত, বিবেচনাসাপেক্ষ, প্রভেদচিহ্নযুক্ত, কোনো বিষয়ে চিন্তাযুক্ত। (তুলনীয়) **আবেঠন, নিব্বেধক**।

আবেধিকা (বিণ, স্ত্রী) = **আবেধিক**। ⇒ **আবেধিক**। (জাতক) **আবেধিকা নিব্বেধিকা, আবেঠিকা নিব্বেঠিকা**।

আবেধিক নিব্বেধি (বিণ) মর্মস্পর্শী, মর্মভেদী, হৃদয়বিদারক, তীব্র, বিদারক, বিদ্ধকারী। ⇒ **আবেধিক**।

আবেলা (স্ত্রী) গলায় পরিধানের মালা বা অলঙ্কার। = **আবেল্য**।

আবেলিত = আবেল্লিত। ⇒ **আবেল্লিত**।

আবেলিত সিঙ্গিত (বিণ) পাকানো বা পেঁচ লাগানো শিং আছে এমন। ⇒ **সিঙ্গিক**।

আবেল্লিত (বিণ) বক্র, পরিবর্তিত, আঁকাবাকা, কোকড়ানো। = **আবেড়িত, আবেলিত, পরিবত্তিত**।

আবেল্য (বিণ) বক্র, আঁকাবাকা, গোলাকার বাঁকযুক্ত, ঘূর্ণিত, চারিদিকে ঘুরিয়া আসে এমন। (তুলনীয়) **আবেলিত**। ⇒ **আবেলিন**। (ক্লী) ঘূর্ণন, রাস্তার মোড়, ঠিক পথ হইতে বিপথে গমন, কুঁদযন্ত্রে নির্মাণ কৌশল, দোলন, পরিব্যাপ্তি, বাহুল্যতা, প্রচার, প্রসারণ, বিকিরণ, সরলরেখাক্রমে বিস্তৃতি, উদ্গতাংশ, আব, গণ্ড। জাতকে এই শব্দটি বুদ্ধের রশ্মি-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়ও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

আবেল্য (স্ত্রী) গলায় পরিহিত মালা বা অলঙ্কার। (বিমানবত্থু) **কঞ্চন আবেল্য = আবেল্য পিলন্ধন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

আবেলিত (বিণ) আঁকাবাঁকা, বক্র, ঘূর্ণিত, আহত, ক্ষত। (তুলনীয়) **আবেল্য**।

আবেলিত সিঙ্গিক (বিণ) আঁকাবাঁকা শিংযুক্ত, যাহার শিং আঁকাবাঁকা বা বক্র। = **আবেলিত সিঙ্গিক**।

আবেলিন (বিণ) গলায় মালা বা অলঙ্কার পরিহিত।

আবেলিনী (স্ত্রী) মালা বা অলঙ্কার পরিহিত নারী। = **কণ্ঠালঙ্কারেহি যুত্তা** (জাতক অর্থকথা)। (সম্বোধন পদে) **আবেলিনী**; কিন্তু "**আবেলিনে**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রতনময পুপ্ফাবেড়্ঢবতী**।

আবেসন (ক্লী) প্রবেশাধিকার, প্রবেশদ্বার, ফটক, সদর দরজা, প্রারম্ভ, প্রবেশ, কারখানা, কারখানাঘর, বাসস্থান, গৃহ।

আবেসন বিত্থক ⇒ বিত্থক।

আস—১ এই শব্দটি "**অংস**" শব্দের সংবদ্ধতায় যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**কোট্ঠাস**—অংশ, ভাগ ইত্যাদি। ⇒ **অংস**। ২ (সংস্কৃত—আশ) খাদ্য, ভোজন, আহার, আশ। (যৌগিকে) **পাতরাস**—প্রাতঃরাশ, প্রাতঃভোজন। (সূত্রনিপাত) **পাতো আসিতব্বো'তি পাতরাসো পিণ্ডপাতস্স এতং নামং**। (সংযুক্ত নিকায়) **পচ্ছাস**—মাসের দ্বিতীয় ফসল, পরিণাম, ফল। (সূত্রনিপাত) **আসকত্তং**—খাদ্য, ভোজন; **নানাসকত্তং**—নানা রকমের খাদ্য, নানাবিধ ভোজন। ⇒ **আসক**। (বিণ) আশান্বিত, অনুরক্ত, অভিলাষিত, ইপ্সিত, ইচ্ছাকৃত, তৃষিত, অনুমিত, প্রত্যাশিত। **আস অবচ্ছেদিক**—আশাভঙ্গকারী। ⇒ **আসা** (স্ত্রী)। ৩ (ক্রিয়া, প্রথমপুরুষ একবচন) হওয়া। ⇒ **অত্থি**। ইহা কেবল যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন—(ইতি+হ+আস=) **ইতিহাস**—এরূপ হইলে।

আসংস (বিণ) আশান্বিত, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত,

তৃষিত, কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করে এমন। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **সো হি অরহত্তং আসংসতি পত্থেতী'তি আসংসো**। (তুলনীয়) **নিরাসংস**।

আসংসতি (ক্রি) আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, বাসনা করা, ইচ্ছা করা, প্রতীক্ষা করা, অপেক্ষা করা, অনুমান করা। = **আসিংসতি। পত্থেতি**। (ব-বিণ) **আসমান**।

আসংস নিসংস—অধ্যাত্মীয় প্রাপ্তি, পুণ্যাংশ লাভ।

আসংসা (স্ত্রী) ইচ্ছা, অভিলাষ, অনুরাগ, বাসনা, আশা, প্রতীক্ষা। (তুলনীয়) **নিরাসংস**।

আসংসুক (বিণ) অতি আশান্বিত, অনুরক্ত, (কিছুর জন্য) লালায়িত, বৃষিত, আকাঙ্ক্ষিত। = **আনিসংসনক**।

আসক (বিণ) খাদ্যের অধিকারী, ভোজন গ্রহণকারী, আহার করিয়াছে এমন। **অনাসক** (বিণ) উপবাসী, অনাহারী। **অনাসকা** (স্ত্রী) অনশন, অনাহার; = **ভত্ত-পটিক্খেপ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

আসকত্ত (ক্লী) ভোজিত, আহার গ্রহণ করিয়াছে অথবা খাইয়াছে এমন। **অনাসকত্ত** (ক্লী) অনশন, অনাহার; = **অভোজন**।

আসকত্তং (ক্লী) ⇒ **আস** (২)।

আসঙ্কতি (ক্রি) [আ+√সক+ং+অ] সন্দেহ করা, আশঙ্কা করা, ভীত হওয়া, অবিশ্বাস করা, দোষী সাব্যস্ত করা, অপরাধী বিবেচনা করা। (অতীত) **আসঙ্কি, আসঙ্কিত্থ**। (অ-বিণ) **আসঙ্কিত**।

আসঙ্কা (স্ত্রী) আশঙ্কা, ভয়, ডর, ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনা হেতু দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, সঙ্কোচ, বিতর্ক, অমঙ্গল আশঙ্কা। (তুলনীয়) **সাসঙ্ক, নিরাসঙ্ক**।

আসঙ্কামি (ক্রি) আমি আশঙ্কা বা সন্দেহ করি। = **সঙ্কে**। ⇒ **সঙ্কতি**।

আসঙ্কিত (বিণ) আশঙ্কিত, সন্দিগ্ধ, ভীত, সন্দেহযুক্ত। (তুলনীয়) **উস্সঙ্কিত, পরিসঙ্কিত**। ⇒ **আসঙ্কতি**।

আসঙ্কিত পরিসঙ্কিত (বিণ) সম্পূর্ণরূপে সন্দেহকৃত ও দোষী সাব্যস্ত, সম্পূর্ণরূপে সন্দিগ্ধ ও ভীত।

আসঙ্কিন (বিণ) চিন্তিত, শঙ্কিত, ভীত, সন্দিগ্ধ। (সূত্রনিপাত) **ভেদাসঙ্কিন**।

আসঙ্কী = **আসঙ্কিত, আসঙ্কিন**। ⇒ **আসঙ্কিত, আসঙ্কিন**।

আসঙ্গ (ক্লী) [আ+সঙ্গ] ১ দৃঢ়সংলগ্নতা, আনুরক্তি, দৃঢ়, অনুরাগ, লাগিয়া থাকা, তৃষ্ণা, আসক্তি, অনুসন্ধান। ২ যাহা শরীরে লাগিয়া থাকে, পোশাকপরিচ্ছদ। (বিণ) পোশাক পরিহিত, কাপড় পরিহিত। (যৌগিকে) **উত্তরাসঙ্গ**—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চাদরের ন্যায় পরিধানকৃত আচ্ছাদন বা ঢিলা বস্ত্র (বিনয়)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুদ্ধাসঙ্গ**।

আসঙ্গিন (বিণ) ঝুলিয়া বা লটকাইয়া থাকে এমন, সংলগ্ন, আসক্ত, অনুরক্ত।

আসজ্জ (ক্রি-বি) (সংস্কৃত—আসাদ্য) ১ (কোনো কিছু) বসাইয়া দিয়া, অগ্রসর হইয়া, সমীপবর্তী হইয়া, নিকটে আসিয়া, অংশ বা ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, অধিকারভুক্ত করিয়া, অধিবাসী থাকিয়া, নিকটবর্তী হইয়া (তুলনীয়—**আসন্ন**)। (সূত্রনিপাত) **আসজ্জ নং উপাবিসি**—সে তাহার নিকটে আসিল; **কাকো ব সেলং আসজ্জ নিব্বিজ্জাপেম গোতমং**। ২ পরিধান করিয়া থাকা, (সাহিত্যে) বসিয়া থাকা অথবা লাগিয়া থাকা অথবা দৃঢ়াবদ্ধ থাকিয়া, আঘাত করিয়া, মারিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **খুণং ব উরসা আসজ্জ নিব্বিজ্জপেথ গোতমা**—গৌতমের নিকট হইতে যেন শূলদণ্ডের ন্যায় তোমার বুকে আসিয়া বিদ্ধ করিল অর্থাৎ তুমি গৌতমকর্তৃক বিরক্ত হইলে। সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় "**পহরিত্বা**" যাহা "**ঘট্টেত্বা**" শব্দের প্রায় সমার্থবাচক। ৩ কিছুতে ঘা মারিয়া, খট খট শব্দ করিয়া, ধাক্কা মারিয়া, অপমান করিয়া, পীড়া দিয়া, অসন্তুষ্ট করিয়া, কুপিত করিয়া, বিরক্ত করিয়া, অপরাধ করিয়া, পাপ করিয়া, ক্রোধের কারণ হইয়া, আক্রমণ করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **আসজ্জ আসজ্জ আবোচাসি** (= **ঘট্টেত্বা**)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তাদিসং ভিক্খুং আসজ্জ**। (জাতক) **ইসিং আসজ্জ গোতমং**; (জাতক অর্থকথায়) **আসাদেত্বা**। (পেতবত্থু) **ইসিং আসজ্জ** = **আসাদেত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ৪ বরাবর উপস্থিত থাকিয়া, রক্ষা করিয়া, উদ্যমশীল হইয়া, প্রাণবন্ত হইয়া, শক্তি দিয়া, তেজের সহিত, ইচ্ছা করিয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বভাবসিদ্ধভাবে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আসজ্জ দানং দেতি**। (বিমানবত্থু) **আসজ্জ দান অদাসিং**। (তুলনীয়) **সমাগন্ত্বা**। ⇒ **আসদ, আসাদেতি, আসীদতি, আসজ্জন**।

আসজ্জতি (ক্রি) [আ+√সদ+য] ১ কিছুতে ঘা মারা, খট খট শব্দ করা, আঘাত করা, ধাক্কা মারা, কুপিত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, আসক্ত হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, অনুরক্ত হওয়া। (অতীত) **আসজ্জি**। (অ-বিণ) **আসত্ত**।

আসজ্জন (ক্লী) ১ কিছুতে ঘা মারণ, ধাক্কা দেওয়া, আঘাতকরণ, অপমান, অবজ্ঞা, গালাগালি, দোষ, অপরাধ, পাপ, কিছু বসানো। = **ঘট্টন** (২খ)। ২ আসক্তি, সংলগ্নতা, অনুরাগ। (বিনয়) **আসজ্জনং তথাগতং**—তথাগতের প্রতি অপমান। (বিমানবত্থুতে) **আপজ্জনং**। (সংযুক্ত নিকায়) **অপুঞ্ঞং পসবি মারো আসজ্জনং তথাগতং**।

আসতি (ক্রি) [√আস+অ] উপবেশন করা, বসা। (অতীত) **আসি**। (অ-বিণ) **আসীন**।

আসত্ত (বিণ) ১ ঝুলিয়া থাকে এমন। (বি-ভা) **কণ্ঠে আসত্তো কুণাপো**—কাহারও গলায় শবদেহ ঝুলিয়া থাকা (মধ্যম নিকায়, জাতক)। ২ (চরিত্রে) আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, তৃষিত, প্রীত, লগ্ন, সংসক্ত, আবিষ্ট, যত্নবান। (জাতক) **পানাসত্ত, লগ্গ**। ৩ ঘৃণার্হ, অভিশপ্ত, ঘৃণ্য। ⇒ **আসজ্জতি**। **অনাসত্ত** (বিণ) ১ অনাসক্ত, অননুরক্ত, অসংলগ্ন। ২ অনভিশপ্ত, প্রিয়, আদরণীয়।

আসত্তি (স্ত্রী) আসক্তি, আসত্তি, অনুরাগ, অভিনিবেশ, অতিশয় মনোযোগ, সংসর্গ, সহবাস, ভোগবিলাষ, বিলন, লাভ, নৈকট্য, সম্যক-সম্বন্ধ, সংলগ্নতা, নির্ভরশীলতা, তৃষ্ণা। (সূত্রনিপাত) **ভবেসু আসত্তি**। (তুলনীয়) **নিরাসত্তিন**।

আসদ (ক্লী) [আ+সদ] ১ নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা, প্রবেশ পথ, সম্পর্কে আনয়ন, স্থিরীকরণ, ব্যবস্থাকরণ, আচরণকরণ, বিষয়ীভূতকরণ, ব্যবসায়করণ, বেচাকেনাকরণ, বিষয়ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যকরণ, প্রয়োজন, সম্ভব, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, কর্তব্যকার্য, উদ্বেগ, বিষয়কর্ম, (বিনয়ে) কার্য বা লাভের উপায় কৌশল। = **মা কুঞ্জর নাগমাসদো** (জাতক)। (মধ্যম নিকায়) **মেতং আসদো = মা এতং আসদো**—ইহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করিও না, (সাহিত্যে) ইহার যে কোনো কার্যে থাকিও না। (জাতক) **চক্কং আসদো**—চক্র দ্বারা তোমাকে কার্য করিতে হইবে। (বিণ) লব্ধ, প্রাপ্ত, আবিষ্কৃত। = **পত্তো**। (সূত্রনিপাত) **দুরাসদ**। (তুলনীয়) **আসজ্জ, আসাদেতি**।

আসদা—ঠক্কর লাগিয়া, আঘাত লাগিয়া।

আসন (ক্লী) ১ আসন, বসিবার স্থান, বসিবার পিঁড়ি-চৌকি-মাদুর ইত্যাদি, সিংহাসন। ২ উপবেশন, শত্রুপক্ষের দুর্গাদি অবরোধপূর্বক অবস্থান, পদ্মাসনাদি উপবেশন বিশেষ। = **পল্লঙ্কস্স ওকাস** (বিনয়)। **অনাসন**—উপবেশন না করিয়া, পিঁড়ি-মাদুর ইত্যাদি বসিবার আসন ছাড়া।

আসনক (ক্লী) [আসন+ক] বসিবার ছোট আসন।

আসন পঞ্ঞাপক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বসিবার আসন পাতিয়া দেয়, যে ব্যক্তি বসিবার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ⇒ **পঞ্ঞাপক**।

আসনপটিক্খিত্ত (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বসিবার আসন প্রত্যাখ্যান করে অথবা বসিতে আপত্তি করে।

আসনসালা (স্ত্রী) আসনশালা, বসিবার ঘর, বৈঠকখানা, বসিবার সুবৃহৎ সাধারণ কক্ষ, যে বড় ঘরে অধিক লোক বসিবার আসন দিতে পারা যায়। ⇒ **সালা**।

আসনাভিহর—আসন দান অথবা আসনের প্রাধান্য, স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান।

আসনিক (বিণ) আসনপ্রাপ্ত, যে ব্যক্তি আসনে বসিয়া আছে, আসনে উপবিষ্ট।

আসনূদকদাযিন (বিণ, পুং) [আসন+উদক+দাযিন] বসিবার আসন এবং পানীয় জল প্রদানকারী।

আসনূপগত (বিণ) [আসন+উপগত] আসনপ্রাপ্ত, আসনে উপবিষ্ট। ⇒ **আসনিক**।

আসন্দি (স্ত্রী) হাতদানিযুক্ত লম্বা আরাম কেদারা, বসিবার লম্বা টুল অথবা অতিরিক্ত লম্বা চৌকি। = **পমানাতিক্কন্ত আসনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

আসন্দিকা (স্ত্রী) বসিবার ছোট কেদারা বা চৌকি, বসিবার ছোট টুল।

আসন্ন (বিণ) আসন্ন, উপস্থিত, নিকটবর্তী, সমীপবর্তী, কাছকাছি, মুমূর্ষু। (তুলনীয়) **আসজ্জ** (১)। (বিপ) **দূর**। (ক্লী) প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া।

আসন্নন (স্ত্রী) বুকে হাঁটিয়া যাওয়া, ধীরে ধীরে গমন, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ, লতাইয়া যাওয়া, হীনতা প্রকাশকরণ, আঁৎকাইয়া উঠন, গা ছমছমকরণ, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস। (সর্বদা যৌগিকে) **পরিসন্নন**।

আসভ (পুং) ষাঁড়, বৃষ, বৃষভ, বলীবর্দ; (চরিত্রে) নেতা, দলপতি, মহাপুরুষ, বীরপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। (যৌগিকে) **নরাসভ, তারাসভ**। (বিণ) বলীবর্দ সদৃশ, শক্তিশালী এবং সম্ভ্রান্ত গুণযুক্ত।

আসভচম্ম (ক্লী) বৃষভের বা ষাঁড়ের চামড়া। = **উসভচম্ম**।

আসভট্ঠান (ক্লী) ষাঁড়ের স্থান, বলীবর্দের স্থান; (চরিত্রে) প্রথম স্থান, অগ্রস্থান, বিশিষ্ট স্থান, বিশিষ্ট অংশ, অগ্র বা প্রথম ভাগ, শ্রেষ্ঠ ভাগ, নেতৃত্ব, নায়কত্ব। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **সেট্ঠট্ঠান, উত্তমট্ঠান**।

আসভিন (বিণ) বলীবর্দ সদৃশ, ষাঁড়ের ন্যায়, বৃষতুল্য; (চরিত্রে) মহৎ, শ্রেষ্ঠ, অভিজাত, উদ্ধত, গর্বিত, রাজযোগ্য, মহত্ত্ববিশিষ্ট, উদার, মহান, অত্যুন্নত, চিত্তাকর্ষক, জমকাল, সাহসী, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ, স্পষ্ট। (যৌগিকে) **আসভিনং বাচং ভাসতি**—মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলা (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **নিচ্ছারযি বাচং আসভিং** (দাঠাবংস)।

আসভী (স্ত্রী) চিত্তাকর্ষণ, জমকাল, সাহস। ⇒ **আসভ**।

আসমান (বিণ) ইচ্ছা করে এমন, আশা করে এমন, আশান্বিত, প্রতীক্ষা করে এমন, আকাঙ্ক্ষা করে এমন, প্রার্থনা করে এমন, অনুমান করে এমন। (বিমানবত্থু) **কিং আসমান = কিং পচ্চাসিং সন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **আসিং সমান, পত্থযমান**। ⇒ **আসংসতি, আসিংসতি**।

আসয (পুং) ১ বাড়ি, বাসস্থান, যে স্থানে লোক নিয়ত যাতায়ত করে, আধার, পাত্র, স্থালী, পুষ্পমূল, অধীনতা, মুখাপেক্ষিতা, নির্ভরশীলতা, আস্থাস্থাপন, নির্ভরজনক বস্তু, আশ্রয়, আশ্রয়স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা। (বিণ) নির্ভরশীল, বাসকারী। ⇒ **আমাসয, পক্কাসয**। ২ (চরিত্রে) গচ্ছিত বস্তু, (ব্যাঙ্কে টাকা) আমানত, অগ্রিম জমা, তলানি, প্রবণতা, নতি, অনুরাগ, ইচ্ছা, অবনমন, নমন, ঝোঁক, দুই রেখা বা তলের বর্ধিত কোণ, বাসনা, অভিলাষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আসযপোসন**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আসযবিপত্তি; আসযসুদ্ধি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **আসযসম্পত্তি**। (তুলনীয়) **নিরাসয**। ৩ মলত্যাগ, মল, বিষ্ঠা, (শরীর হইতে) বহির্গত বস্তু। (পেতবত্থু) **গবভাসয = গবভমল** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

আসযতি (ক্রি) ইচ্ছা করা, অভিলাষ করা, অনুরক্ত হওয়া, মনে করা, আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা। ⇒ **আসয**।

(ব-বিণ) **আসাযন** (জাতক); (জাতক অর্থকথা টীকায়) **এসমান**।

আসযান (বিণ) = **আসসান**। ⇒ **আসসান**।

আসব (পুং) (সংস্কৃত—আস্রব) ১ সুরাসার, আসব, আস্রব, মদ্য, তাড়ি, মধু, প্রবাহ, স্রোত, দ্রব, কোহল। ২ ক্ষত বা ঘা হইতে রস ক্ষরণ বা স্রাব। ৩ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোনো নির্দেশিত কল্পনা যাহা মনকে বিহ্বল করে. প্রমত্ততা, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, অনুরাগ, মানসিক অপবিত্রতা বা প্রদুষ্টতা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **আসবন্তী'তি আসবা**। (দীর্ঘনিকায়, বিনয়) **আসব** চতুর্বিধ, যথা—**কামাসব** (ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগাসক্তি, কামুকতা), **ভবাসব** (পুনর্জন্ম, পুনর্বার জন্মগ্রহণে অনুরাগ), **দিট্ঠাসব** (অনুধ্যান, বিবেচনা, দূরকল্পনা, অধিক মূল্যে বিক্রয়ের আশায় দ্রব্যাদি ক্রয়, ফটকা বাজার), **অবিজ্জাসব** (অজ্ঞতা, মূর্খতা, অজ্ঞানতা, জ্ঞানাভাব)। (মধ্যম নিকায়) **আসব** ত্রিবিধ, যথা—**কামাসব, ভবাসব, অবিজ্জাসব**। (বিনয়) **অনুপাদায আসবেহি চিত্তানি বিমুচ্চিংসু; আসব সমুদয নিরোধ** ইত্যাদি। (মধ্যম নিকায়) **আসবট্ঠানিয**। (সংযুক্ত নিকায়) **আসবেহি চিত্তং বিমুচ্চি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আসব বড়ঢন্তি; আসবেহি চিত্তং বিমুত্তং; আসব পরিযাদান**—আসক্তির শেষ বা আসক্তি ক্ষয়; **আসব বিঘাত-পরিলাহ; পহাসি আসবে সব্বে**। সূত্রনিপাতে ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে "**আসবানি**" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মহানির্দেশ) **পুব্বাসব**। পঞ্চগতি দীপন নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় "**পিযাসব-সুরা**"—প্রিয় আসক্তিযুক্ত সুরা বা মদ? ৪ "**উসব**" শব্দের পরিবর্তে "**আসব**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অহত বুঝাইতে "**খয**" বা ক্ষয় সম্পর্কেও "**আসব**" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**ক আসবানং খয**—আসক্তিসমূহের বিনাশ বা ক্ষয় (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **আসবানং পরিক্খয** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **অরহত**। খ (সংযুক্ত নিকায়) **খীণাসব** (বিণ) যাঁহার আসব বা আসক্তিসমূহ ক্ষয় বা বিধ্বংস হইয়াছে। ⇒ **খীণ**। (তুলনীয়) **পরিক্খীণাসবা, আসবক্খীণ**। গ **অনাসব** (বিণ) যিনি আসব বা আসক্তিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অর্হত। (তুলনীয়) **নিরাসব**। (বিপ) **সাসব**।

আসবক্খয (পুং) আসক্তি ক্ষয়, মনের বিহ্বলতা বা প্রমত্ততাসমূহের বিনাশ বা ক্ষয়। ⇒ **আসব** (৪)।

আসবক্খীণ (বিণ) যাঁহার সর্বাসক্তি ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহার আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণাসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, আসক্তিহীন, নিরাসক্ত। ⇒ **আসব** (৪)।

আসবচ্ছেদিক (বিণ) [আস+অবচ্ছেদিক] আশাভঙ্গকারী। = **আসাবচ্ছেদিক**। ⇒ **আস** (বিণ)।

আসবতি (ক্রি) [আ+√সু+অ; সংস্কৃত—আস্রবতি] প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, নির্গত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, সংঘটিত হওয়া, ঘটা, উপস্থিত হওয়া, মনের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, মনে উদিত হওয়া। (অতীত) **আসবি**।

আসসান (বিণ) ঈপ্সিত, ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, তৃষিত, আশান্বিত, অনুরক্ত। **অনাসসান** (বিণ) অনাকাঙ্ক্ষিত, অনীপ্সিত।= **অসিংসন্তো, আসীংসন্তো** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **অনাসসান, অসংসতি, আসমান, আসযান**।

আসা (স্ত্রী) আশা, দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা, অতিতৃষ্ণা, ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছা, অভিলাষ, প্রত্যাশা, বাসনা, অনুরাগ। (বিণ) = **আস**। ⇒ **আস**। (মধ্যম নিকায়) **আসং করোতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দ্বে আসা; বিগত-আসো**—যাঁহার আসব বা অনুরাগ দমিত হইয়াছে। (জাতক) **আসাচ্ছিন্ন = ছিন্নাস** (জাতক অর্থকথা)। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **বিগতাসো = অবহত্তাসব বিগতত্তা বিগতাসো** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী) **আসা আসিংসনা** ইত্যাদি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ছিন্নাস**—নৈরাশ্য; **আসাভিভূত**।

আসাটিকা (স্ত্রী) মক্ষিকার ডিম, মাছির ডিম, কীটডিম্ব।

আসাদিযতি (ক্রি) [আ+সাদিযতি] আস্বাদন করা, স্বাদগ্রহণ করা, ভোগ করা, উপভোগ করা, সন্তুষ্ট হওয়া।

আসাদেতি (ক্রি) [আ+√সাদ+এ] ১ ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্যগ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে উল্লেখ করা, ঈষৎ উল্লেখ করা, হস্ত রাখা, আঘাত করা, (চরিত্রে) পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত হওয়া, পাপ বা অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, আক্রমণ করা, অপমান করা। (অতীত) **আসাদেসি**। (থেরগাথা) **মা আসাদেতি তথাগতে**। (ব-বিণ) **আসাদনীয**। (ক্রি-বি) **আসাদেত্বা, আসাদেযিত্বা, আসাদনীয, আসাদিসিং, আসাদিয, আসজ্জ**। (তুম) **আসাদুং, আসাদিতুং**। **অনাসাদেতি**—পীড়া না দেওয়া, স্পর্শ না করা। ২ নিকটে আসা, সম্মুখবর্তী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। (জাতক) **খুরচক্কং আসাদেতি**। ⇒ **আসীদতি**।

আসাভঙ্গ (পুং) নিরাশা, নৈরাশ্যতা, আশাভঙ্গ, আশা ভঙ্গ হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⇒ **ভঙ্গ** (২)।

আসামান (বিণ) অপেক্ষমাণ, দীর্ঘকাল স্থায়ী, বিলম্বকারী, চিরকারী, দীর্ঘকাল অবস্থান করে অথবা থাকে এমন। ⇒ **আসিংসতি**।

আসাযন (বিণ) ইচ্ছা করে এমন, আশা করে এমন, আশান্বিত। ⇒ **আসযতি**।

আসাল = **আসালুহ**। ⇒ **আসালুহ**।

আসালুহ (পুং) আষাঢ় মাস, এক মাসের নামবিশেষ,

(বৌদ্ধ বিনয় মতে) জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা তিথি হইতে আষাঢ়ী-পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত একমাসের নাম। ⇒ **মাস** (১)।

আসাল্‌হমাস (পুং) আষাঢ় মাস। = **আসাল্‌হ, আসল্‌হিমাস**। ⇒ **মাস** (১), **আসাল্‌হীমাস**।

আসাল্‌হা (স্ত্রী) আষাঢ় মাস।= **আসাল্‌হমাস**।(যৌগিকে) **আষাল্‌হনক্‌খত্ত** (জাতক)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আসাল্‌হপুণ্ণমা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আসাল্‌হমাস**। = **বস্‌সূপনায়িকায পুরিমভাগে** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। = **গিম্‌হানং পচ্ছিমো মাসো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

আসাল্‌হিমাস = **আসাল্‌হীমাস**। ⇒ **আসাল্‌হীমাস**।

আসাল্‌হী (স্ত্রী) = **আসাল্‌হা**। ⇒ **আসাল্‌হা**। (যৌগিকে) **আসাল্‌হিনক্‌খত্ত** (জাতক)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **আসাল্‌হিপুণ্ণমা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আসাল্‌হিমাস**।

আসাল্‌হীমাস (পুং) আষাঢ় মাস। = **আসাল্‌হমাস**। = **গিম্‌হানং পাচ্ছিমো মাসো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **আসাল্‌হা**।

আসাব (ক্লী) সুরামত্ততা, মাতলামি, অতিশয় উত্তেজনা, উল্লাস।

আসাবচ্ছেদিক (বিণ) [আসা+অবচ্ছেদিক] যাহা আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন বা নষ্ট হইয়াছে, আশাভঙ্গকারী। = **আসবচ্ছেদিক**।

আসাবতি (ক্রি) একপ্রকার লতার নাম (যে চিত্তলতা সুন্দর কুঞ্জবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে)।

আসাসতি (ক্রি) (তুলনীয় সংস্কৃত—আশাসতি, আশাস্তি) প্রার্থনা করা, যাচ্‌ঞা করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুমান করা। (অ-বিণ) **আসিট্‌ঠ**।

আসাসমান (বিণ) = **আসামান**। ⇒ **আসামান**।

আসি (উত্তম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ একবচনে অতীত ক্রিয়া) ছিলাম, ছিল (যেমন—আমি ছিলাম, সে ছিল)। ⇒ **অত্থি**।

আসিং = **আসি**। ⇒ **আসি**। "**আসিং**" শব্দের পরিবর্তে "হওয়া" অর্থে ব্যবহৃত শব্দ:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **এতদ অহোসি**—(তাহার) ইহাই অথবা এইরূপই হইয়াছিল; **অস্‌সা এতদ অহোসি**—তাহার (স্ত্রীলোকের) এইরূপ হইল অথবা এইরূপ চিন্তার উদয় হইল (অর্থাৎ সে এইরূপ ভাবিল)। ⇒ **ভব** [অতীতকাল (৩)]।

আসিংসক (বিণ) ইচ্ছুক, ইচ্ছাকারী, প্রার্থনাকারী, সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষাকারী। (তুলনীয়) **আসংসা**।

আসিংসতি (ক্রি) (সংস্কৃত—আশংসতি, আশাসতি) (কিছুর জন্য) আশা করা, প্রতীক্ষা করা, ইচ্ছা করা, প্রার্থনা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, (সাহিত্যে) লাভের জন্য প্রশংসা করা। (তুলনীয়) **অভিসংসতি, অভিসিংসতি, আসংসতি**। (অতীত) **আসিংসি**। (অ-বিণ) **আসিট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **আসমান** (এর পরিবর্তে) **আসিংসমান**।

আসিংসনক (বিণ) (কিছুর জন্য) আকাঙ্ক্ষী, ভিক্ষার্থী, ফেরী করিয়া ভ্রমণকারী, (সাহিত্যে) লাভের খাতিরে কাহাকেও প্রশংসাজনক। ইহা "**আসংসুক**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

আসিংসনা (স্ত্রী) ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রবল তৃষ্ণা, অনুরাগ। (তুলনীয়) **আসিংসতি**। (ধর্মসঙ্গণী) **আসিংসনা আসিংসিতত্ত**। (নেত্তিতে) **আসীসনা**।

আসিংসনীয (বিণ) বাঞ্ছনীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়, প্রার্থনীয়, স্পৃহ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আসিংসনীয় রতন**।

আসিংসমান (বিণ) **পত্থযমান, আসমান**। ⇒ **পত্থযমান, আসমান, আসিংসতি**।

আসিক্‌খিত (বিণ) (সংস্কৃত—আশিক্ষিত) শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত।

আসিঞ্চতি (ক্রি) [আ+√সিচ+ং+অ] (কিছুর উপর জল-তৈলাদি) ছিটানো, সিঞ্চন করা, বিন্দু বিন্দু পাত করা, ছড়ানো, অভিষেক করা, অল্প বর্ষিত হওয়া, ছিটাইয়া পড়া, উপরে ছিটানো। = **সিঞ্চতি**। (তুলনীয়) **অভিসিঞ্চতি, অবসিঞ্চতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদকেন আসিঞ্চতি**। (অতীত) **আসিঞ্চি**। (অ-বিণ) **আসিত্ত**। (ক্রি-বি) **আসিঞ্চিত্বা**। (ব-বিণ) **আসিঞ্চিযমান**।

আসিঞ্চিযমান (বিণ) সিঞ্চন করে এমন, ছিটায় এমন। ⇒ **আসিঞ্চতি, আবিজ্‌ঝতি** (২)।

আসিট্‌ঠ (বিণ) (কিছুর জন্য) প্রার্থী, প্রার্থিত, ইচ্ছুক, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষিত, সৌভাগ্যশালী, সুখী, স্বর্গসুখ প্রাপ্ত, পবিত্র। ⇒ **আসিংসতি, আসাসতি**।

আসিত (বিণ) ১ খাইয়া। এই শব্দটি সম্ভবত "**মাসিত**" (বিণ) স্পর্শিত" শব্দই হইবে। (যৌগিকে) **দুমপক্কানি-ম-অসিত** (জাতক); জাতক অর্থকথা পাঠে "**মাসিত**" এবং বর্ণনায় "**খাদিত্বা অসিত (আসিত) ধাত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বিসম-আসিত (বিসমাসিত)**—বিষে জর্জরিত। (তুলনীয়) **মাসি, মাসিন**—স্পর্শিত, খাদিত (জাতক)। (জাতক) **তিণমাসিত = খাদক** (জাতক অর্থকথা)। "**আসিত**" শব্দের পরিবর্তে "**আসিন, অসিত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। (জাতক অর্থকথায়) **ধাত সুহিত**। ২ সমাপ্ত, সম্পাদিত, সম্পন্ন করা হইয়াছে এমন। (সিংহলী বিমানবত্থু অর্থকথায়) **ভাসিত (ভাসিত বাদন** ইত্যাদি)।

আসিত্ত (বিণ) ছিটানো হইয়াছে এমন, বিন্দু বিন্দু পাত করা হইয়াছে এমন, ছড়ানো হইয়াছে এমন, অভিষিক্ত, ঢালা হইয়াছে এমন। ⇒ **আসিঞ্চতি**।

আসিত্তক (বিণ) মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল, তাল পাকানো হইয়াছে এমন, বিকৃত, দূষিত, ভেজাল। (বিনয়) **আসিত্তক উপধান**—সজ্জিত মন্ত্রণাগার, সজ্জিত নিচু গদিযুক্ত

আসনবিশেষ। থেরগাথা অর্থকথায় "**অসেচনক**" এর পরিবর্তে "**অনাসিত্তক**" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ক্লী) আচার, চাটনি, মসলা।

আসিত্তকূপধান (ক্লী) ১ সজ্জিত মন্ত্রণাগার। ⇒ **আসিত্তক**। ২ চাটনির আধার, মসলার পাত্র, আচার রাখিবার স্থালী।

আসিন ⇒ **আসিত** (১)।

আসী (স্ত্রী) আশীর্বাদ, অনুগ্রহ প্রার্থনা, সুখদায়ক বস্তু, সর্পের বিষদাঁত, সর্পবিষ, শ্বাদন্ত।

আসীতিক (বিণ) আশি বৎসর বয়সের প্রাচীন বৃদ্ধ।

আসীতিকা (স্ত্রী) উদ্ভিদবিশেষ। (মধ্যম নিকায়) **আসীতিকা পব্ব**।

আসীদতি (ক্রি) (তুলনীয় সংস্কৃত—আসীদতি) ১ একত্রে আসা, (সাহিত্যে) নিকটে বসা, কাছে উপবেশন করা। (ক্রি-বি) **আসীদিত্বা;** (বর্মা দীর্ঘনিকায়ে) **আদিসিত্বা**। ২ নিকটে আসা, নিকটে যাওয়া, সম্মুখবর্তী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আসীবিসং; ন সাধুরূপং আসীদে**। ৩ (কিছুতে) আঘাত করা, ধাক্কা দেওয়া, অপমান করা, পীড়া দেওয়া, কুপিত করা, অসন্তুষ্ট করা, বিরক্ত করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, অপরাধ বা পাপ করা। (সপ্তমী) **আসীদে** (জাতক); = **ফরুস বচনেহি কাযকম্মেন বা ঘট্টেন্তো উপগচ্ছেয্য** (জাতক অর্থকথা)। (অ-বিণ) **আসন্ন**। ⇒ **আসজ্জ, আসজ্জন, আসদ**। (ক্রি-বি) **আসীদিত্বা**। (সম্প্রদানে) **আসাদেতি**। ⇒ **আসাদেতি**।

আসীন (বিণ) আসীন, উপবিষ্ট, অবস্থিত, অনুদ্যোগী। ⇒ **আসতি**।

আসীযতি (ক্রি) (কাহারও) ঘর পাওয়া, বাসস্থান পাওয়া, ভরণপোষণ পাওয়া, আশ্রয় পাওয়া, বাস করা, কৌশলে উন্নতি করা, নির্ভর করা, কৌশলে সমৃদ্ধশালী হওয়া বা বর্ধিত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কদ্দমে জাযতি উদকে আসীযতি**—পদ্মফুল কর্দমে উৎপন্ন হয় এবং জলে পরিপোষিত ও বর্ধিত হয়।

আসীবিস (পুং) আশীবিষ, সর্প, যাহার দন্তে বিষ আছে।

আসীসনা = **আসিংসনা**। ⇒ **আসিংসনা**।

আসু (অব্যয়) দ্রুতা, আশু, সত্বর, তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, শীঘ্র শীঘ্র, অতিসত্বর, অতিদ্রুত। ⇒ **অস্সু** (৩)। (চরিয়াপিটকে) **নিপাত মত্তং**। (ক্রি) (তাহারা) আসিয়াছিল। ⇒ **আসুং, অত্থি**।

আসুং (প্রথম পুরুষ বহুবচন অতীত ক্রিয়া) ছিল। (যেমন—তাহারা ছিল)। ⇒ **অত্থি**।

আসুম্ভতি (ক্রি) [আ+√সুভ+ং+অ] তরল পদার্থের কিছু ফেলিয়া দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া বা চারিদিকে ফেলা, নিক্ষেপ করা, চারিদিকে ছোড়িয়া ফেলা। (অতীত) **আসুম্হি** (জাতক), **খিপি** (জাতক অর্থকথার টীকা)। (ক্রি-বি) **আসুম্ভিত্বা; আসুম্ভিত্বান** (বিমানবত্থু)।

আসুম্হতি (ক্রি) **আসুম্ভতি**। ⇒ **আসুম্ভতি**।

আসেক (বিণ) মিশ্রিত। ⇒ **ব্যাসেক**।

আসেবতি (ক্রি) [আ+√সেব+অ] সেবন করা, সঙ্গ করা, প্রায়শ যাতায়ত করিয়া সাক্ষাৎ করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনো পেশা চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত হওয়া, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, আসক্ত হওয়া। = **আচরতি**। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **মগ্‌গং আসেবতি**। (অতীত) **আসেবি**। (অ-বিণ) **আসেবিত**।

আসেবন (ক্লী) ১ অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, (উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির) পেশা, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়, প্রসাদ, চরিতার্থতা সাধন, প্রশ্রয়দান, পাপের জন্য দণ্ডের ক্ষমা, অমিতাচার। ২ সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তার) যোগ। ৩ পর পর আগমন, অনুগমন, উত্তরাধিকার, ক্রম, পাঠ, আবৃত্তি, পুনরুক্তি, পুনরাবৃত্তি।

আসেবনা (স্ত্রী) = **আসেবন**। ⇒ **আসেবন**।

আসেবিত (বিণ) প্রায়শ কৃত, পুনঃপুন সংঘটিত, তুষ্ট, প্রশ্রয়প্রদত্ত, অনুমতিপ্রদত্ত, অসংযত, অভ্যস্ত, ব্যবহৃত, উপভোগ্য, সেবিত, আসক্ত। ⇒ **আসেবতি**।

আসেবিত নিসেবিত (বিণ) সেবিত, আসক্ত, প্রশ্রয় প্রাপ্ত। ⇒ **আসেবিত**।

আহ (প্রথমপুরুষ একবচনে অতীত ক্রিয়া) বলিল, বলিয়াছিল (যেমন—সে বলিল), (বর্তমান কাল বুঝাইলে) বলে, কহে (যেমন—সে বলে)। (জাতক) **চুল্ল লোহিতং আহ**। = **ভণতি** (মহানির্দেশ)। (অতীতকালে বহুবচনে) **আহু, আহংসু**। কদাচিৎ মধ্যম পুরুষ একবচন বর্তমানকালে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**ত্বং আহ = কত্থেসি, ভণসি** (মহানির্দেশ)।

আহচ্চ (ক্রি-বি) আঘাত দিয়া, ধাক্কা দিয়া, স্পর্শ করিয়া। ⇒ **আহনতি**। (বিণ) ১ সরাইতে হইবে এমন, তুলিয়া লইতে হইবে এমন, স্থানান্তর করিবার যোগ্য, অপসারণীয়। (বিনয়) **আহচ্চ পাদক-পীঠ, আহচ্চ মঞ্চ**—যাহা ভাঁজ করা যায় এরূপ শয্যাসন বা কেদেরা অর্থাৎ যেই পালঙ্ক বা কেদেরা পেরেক খুলিয়া গুটাইয়া ইচ্ছানুসারে এদিকে ওদিকে আনা-নেওয়া করিতে পারা যায়। (বিনয় বর্ণনায়) **অঙ্গে বিজ্‌ঝিত্বা ঠিতো হোতি**—যে পালঙ্ক বা কেদেরা ছিদ্র করিয়া পেরেক ঠাসিয়া বসিবার ও

শুইবার উপযুক্ত করিবার জন্য দাঁড় করানো যায়। ২ আবৃত্তির উপযুক্ত, মুখস্থ বলার যোগ্য, পুনরাবৃত্তির যোগ্য, উদ্ধৃত করিবার যোগ্য, পুনরুক্তির উপযুক্ত, ধর্মগ্রন্থের যে বিষয় মুখস্থ বলিতে হয়, পরম্পরাগত প্রথানুরূপ অথবা কর্তৃত্বানুরূপ। (তুলনীয়) **আহরতি** (২)।

আহচ্চপদ—ধর্মগ্রন্থের যে বিষয় মুখস্থ বলা হয়, পরম্পরাগত প্রচলিত প্রথা।

আহচ্চ বচন—ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য বিষয়, পরম্পরাগত প্রথানুরূপ অথবা সুবিদিত ভাষণ।

আহচ্চেন (করণ কারকে ক্রি-বিণ) ধর্মগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অথবা উল্লেখ করিয়া।

আহঞ্ঞতি (ক্রি) = **আহনতি**। ⇒ **আহনতি**। (ব-বিণ) **আহঞ্ঞন্ত** = **আহনন্ত** (**আহনতি** শব্দে দ্রষ্টব্য)।

আহট (বিণ) আনীত, সংগৃহীত, বহন করিয়া আনিয়াছে এমন, প্রাপ্ত, লব্ধ। (দীর্ঘনিকায়ে বানান) **আহত**; (জাতক অর্থকথার টীকায়) **আনীত**। ⇒ **আহরতি**।

আহটচিত্ত (বিণ) আহত চিত্ত, যাহা মনের দ্বারা লাভ হইয়াছে, মনে মনে লব্ধ বা প্রাপ্ত।

আহত (বিণ) আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, তাড়িত, মর্দিত, রাদিত, লাঞ্ছিত, ঘটিত, উৎপীড়িত, চিহ্নিত, বিচলিত, **মুগ্ধ**, যন্ত্রণাগ্রস্ত। (দীর্ঘনিকায়) **কুপিতো অনত্তমানো আহত চিত্তো**। (সংযুক্ত নিকায়) **তিলকাহত** (বিণ) তিলকরূপ ক্ষুদ্র চিহ্নযুক্ত; (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) **কাড়-সেতাদি বন্নেহি তিলকেহি আহতগত্ত**। ⇒ **আহনতি**।

আহতক (পুং) আহত ব্যক্তি, দাস, নীচ কর্মচারী। (বিনয়) **কম্মকার** (যেমন—ভটক+আ)।

আহতচিত্ত (বিণ) ১ = **আহটচিত্ত**। ⇒ **আহটচিত্ত**। ২ আহতচিত্ত, যাহার মনে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, আঘাতপ্রাপ্ত বা ব্যথিত চিত্ত, আহত মন, প্রতিবিরুদ্ধ মন। ⇒ **আহত, ব্যারুদ্ধ**।

আহতন (বিণ) আহত, সংগৃহীত, আনীত, সঙ্কলিত, সঞ্চিত। **পুরেতরং গহেত্বা আহতন ভিক্খং**।

আহনতি (ক্রি) [আ+√হন+অ] মারা, আঘাত করা, পীড়ন করা, স্পর্শ করা, বাজানো, ঢোল শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো। (অতীত) **আহনি**। (অ-বিণ) **আহত**। (ব-বিণ) **আহনন্তো**; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মভেরিং আহনন্তো**। (ক্রি-বি) **আহচ্চ**; = **উপ্পীলেত্বা**।

আহনন (ক্লী) মারণ, আঘাতকরণ, পিটানো, পীড়ন, সংস্পর্শে আগমন, ধাক্কা লাগানো, বাজানো। বিশুদ্ধিমার্গে "**বিতক্ক**" এর বর্ণনায়:—"**আহনন পরিযাহনন**"।

আহরণ (ক্লী) আহরণ, সংগ্রহ, সঙ্কলন, আয়োজন, অনুষ্ঠান, একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন, উপার্জন, নির্বাহকরণ। (বি-ভা) **অচোরাহরণো নিধি**—যে ধন চোরে হরণ করিতে পারে না (মিলিন্দপ্রশ্ন)।

আহরণক (পুং) গ্রহণকারী লোক, আহরণকারী লোক, আনয়নকারী লোক, বার্তাবহ, দূত।

আহরতি (ক্রি) [আ+√হর+অ] ১ লওয়া, গ্রহণ করা, তুলিয়া লওয়া, ধরিয়া লওয়া, বাহির করিয়া লওয়া, লইয়া যাওয়া। (মধ্যম নিকায়) **সল্লং আহরতি**। (ক্রি-বি) **আহরিত্বা**; (জাতক) **তে হত্তং আহরিত্বা**; (চুলনির্দেশ) **পুত্তমংসং আহরিত্বা** (পাঠ "**আহারেয্য**" ?)। ২ আনয়ন করা, নামাইয়া আনা, আকর্ষণ করা, যাইয়া আনয়ন করা, (মূল্যে) বিক্রীত হওয়া। (জাতক) **নাবং আহরিত্বা** (**আহাহিত্বা** শব্দ দৃষ্ট হয়)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভত্তং আহরিত্বা**। ৩ প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, উৎপন্ন করা, আহরণ করা, আনয়ন করা, সংগ্রহ করা, তোলা, চয়ন করা, কাহারও নিজের উপর আনা। (জাতক) **পদোসং আহরতি**। ৪ নিয়া আসা, আনয়ন করা, কিছুর মধ্যে রাখা; (চরিত্রে) ধারণ করা, ধরিয়া রাখা, কেহ কিছুর উপর নিজেকে স্থাপন করা বা হেলান দেওয়া, স্পর্শ করা, যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা। (মধ্যম নিকায়) **কঠলং মুখে আহরতি**। (তুম) **আহত্তুং**; (থেরগাথা) **পাপচিত্তে আহত্তুং**। ৫ দাঙ্গা করা, মারপিট করা, প্রচণ্ড আক্রমণ করা, যুক্তি দ্বারা প্রতিবাদ করা, আঘাত করা, মারা, কুপিত করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা। ৬ (চরিত্রে) উঠাইয়া লওয়া, পতিত হওয়া বা পশ্চাৎপদ হইতে থাকা, আবৃত্তি করা, বচন উদ্ধৃত করা, পুনরুক্তি করা, পুনরাবৃত্তি করা, (সাধারণত উপদেশ ও গল্প স্থলে "**দেসনং**" এবং "**দস্সেতি**" শব্দের সহিত)। (জাতক) **দেসনং আহরতি**; **বত্থুং আহরিত্বা দস্সেসি**—উদাহরণস্বরূপ এক গল্প বলিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অতীতং আহরিত্বা**; **ধম্মদেসনং আহরিত্বা**। ⇒ **পযিরুদাহরতি**। (অতীত) **আহরি**। (অ-বিণ) **আহট**। (ব-বিণ) **আহরিয, আহরমান**। (ক্রি-বি) **আহরিত্বা** (**আহারেয্য** ?)। (করণে) **আহরাপেতি, আহারাপেতি**।

আহরাপেতি (ক্রি) আনয়ন করায়, সংগ্রহ করায়, কাহাকেও পাঠাইয়া আনায়। ⇒ **আহরতি**।

আহরিম (বিণ) যাইয়া আনে এমন, প্রাপ্ত করায় এমন, লাভ করায় এমন, আকর্ষণকারী, মুগ্ধকারী, মনোহর, মুগ্ধকর।

আহরিয (বিণ) আনয়নকারী, সংগ্রহকারী।

আহবন ⇒ **আহুনেয্য**।

আহবনীয ⇒ **আহুনেয্য**।

আহা (হর্ষ বা বিস্ময়সূচক শব্দ) আহা !, অহো !।

আহার (পুং) আহার, খাদ্য, ভোজন, (সাহিত্যে) খাদ্যদ্রব্য, পুষ্টিকর ভক্ষ্যদ্রব্য। আহার চারিপ্রকার, যথা—১ **কবলিঙ্কারাহারো** [শারীরিক পুষ্টিকর খাদ্য যাহা গ্রাস করিয়া খাওয়া যায়, যেমন—**ওলারিকো আহারো** (স্থূলখাদ্য, শক্তখাদ্য), **সুখুমো আহারো** (সূক্ষ্মখাদ্য)], ২ **ফস্সাহারো** (স্পর্শ বা সংস্পর্শরূপ খাদ্য), ৩

মনোসঞ্চেতনাহারো [প্রবৃত্তি-সঙ্কল্প-মনন-ইচ্ছারূপ খাদ্য (= **চেতনা**)], ৪ বিঞ্ঞাণাহারো (বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ খাদ্য। অন্য প্রকারে আহার চারিপ্রকার, যথা—১ **অসিতাহারো** (ভোজনকৃত খাদ্য, অথবা যে আহার্য বস্তু ভোজন করা হয়), ২ **পীতাহারো** (পানীয় খাদ্য), ৩ **খাযিতাহারো** (চর্বণ করিয়া যাহা আহার করা হয়), ৪ **সাযিতাহারো** (স্বাদকৃত আহার অর্থাৎ যে আহারের স্বাদ গ্রহণ করা হয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **সাহার**—আহারের সহিত, আহারযুক্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুখসাহার, আহার অবিজ্জায** ইত্যাদি; **আহার ভবতণহায; আহার নেরযিকানং** ইত্যাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আহারং পচ্ছিন্দতি**—আহার উদ্গিরণ করা বা বমি করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উতু আহার**—শারীরিক পুষ্টিকর খাদ্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তেন আহার**, (বিপ) **তেন পরিপন্থা**। (বিণ) (কাহারও নিকট) লইয়া গিয়া অথবা লইয়া গিয়াছে এমন। **অনাহার** (বিণ) অনাহারী, খায় নাই এমন, অভুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **অনাহার অগগি**।

আহারট্‌ঠিতিক (বিণ) [আহার+ঠিতিক] আহারে স্থিত, আহার করিয়া জীবনধারণ করে এমন, আহারের উপর নির্ভরশীল। ⇒ **আহার, ঠিতিক**।

আহারত্তং = **আহারত্থং**। ⇒ **আহারত্থং**।

আহারত্থং (ক্লী) [আহার+ত্ত] আহার্য অবস্থা, খাদ্যে পরিণত অবস্থা। (বাগ্‌ধারায়) **আহারত্তং ফরতি**।

আহারদীপনী—নিজের হাতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য, হস্তকৃত খাদ্যদ্রব্য।

আহার পরিগ্‌গহ—আহারে বিহারে উপরতি বা সংযম। (মিলিন্দ প্রশ্নের একস্থানে ইহার অর্থ:—"আহার গ্রহণ বা খাদ্য লাভ", অন্যস্থানে একই যৌগিক শব্দে ইহার অর্থ:—"আহারে বিরতি" দৃষ্ট হয়। ⇒ **পরিগ্‌গহ** (২)।

আহার পরিভোগ মঙ্গলং (ক্লী) শিশুদের অন্নপ্রাসনের মঙ্গলোৎসব। ⇒ **মঙ্গল** (ক্লী)।

আহারময (বিণ) আহারস্বরূপ, খাদ্যোপাদানস্বরূপ, খাদ্যস্বরূপ, আহার্য সামগ্রীস্বরূপ, আহারময়, আহার্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, কেবল খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই নাই এরূপ, খাদ্য সদৃশ। ⇒ **ময** (৩)।

আহারযমান (বিণ) = **অঞহমান**। ⇒ **অঞহমান**।

আহারলোলতা (স্ত্রী) খাইবার ইচ্ছা, খাদ্যের জন্য লোভ, খাওয়ার জন্য গৃধ্নুতা, আহারলোলুপতা।

আহার সমুদয—পুষ্টিকর খাদ্যের আদি বা মূল কারণ।

আহারাপেতি (ক্রি) আনানো, আনয়ন করানো, আনিবার কারণ করা বা হওয়া, লইবার ইচ্ছা করা, লইতে বলা বা জিজ্ঞাসা করা। ⇒ **আহরতি**।

আহারাসা চেতনা—আহারের আশাসম্পর্কীয় চেতনা। ⇒ **চেতনা**।

আহারূপহার [আহার+উপহার] আহারের অপচয়, খাদ্য ব্যয়, খাওয়ানো, ভোজন করানো।

আহারে (বিণ) ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত। (তুলনীয়) **গিধিন**।

আহারেতি (ক্রি) [আ+√হর+এ] খাওয়া, আহার গ্রহণ করা, ভোজন করা। (অতীত) **আহারেসি**।

আহারেনন্দি—আহারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **নন্দি**।

আহারে পটিকুলসঞঞা—আহারে মাত্রাজ্ঞান, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, পরিমিত ভোজন।

আহিক (বিণ) এই শব্দটি কেবল যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**পঞ্চাহিক**—প্রতি পঞ্চদিবস অন্তর, প্রতি পাঁচদিনের পর পর। (তুলনীয়) **পঞ্চহং, সত্তাহং**।

আহিণ্ডতি (ক্রি) [আ+√হিড+ং+অ; তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) এদিক ওদিক ভ্রমণ করা, পদচারণা করা, পায়চারি করা, ইতস্তত বেড়ানো, ভ্রমণ করা, বেড়ানো, ভারার্পিত বা আদিষ্ট হওয়া, নিযুক্ত হওয়া। = **বিচরতি**। (বিনয়) **সেনাসন-চারিকং আহিণ্ডতি** (বিশুদ্ধিমার্গ) **অটবিং আহিণ্ডতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তত্থ তত্থ আহিণ্ডতি**। (অতীত) **আহিণ্ডি**। (ক্রি-বি) **আহিণ্ডিত্বা**। (তুম) **আহিণ্ডিতুং**; (বিনয়) **ন সক্কোতি বিনাদণ্ডেন আহিণ্ডিতুং**।

আহিণ্ডন (ক্লী) হিণ্ডন, ভ্রমণ, পদচারণাকরণ, বেড়ানো, পায়চারিকরণ।

আহিত (বিণ) আহিত, ন্যস্ত, অর্পিত, কৃত, নিক্ষিপ্ত, জনিত, সম্পাদিত, উত্থলিত, বিক্রয়ার্থে রক্ষিত, আলাদা করিয়া রক্ষিত, বাসা লওয়া হইয়াছে এমন, সন্নিবিষ্ট, নিবেশিত, সংহিত, আরোপিত, অনুভূত, প্রজ্বলিত, দাখিলকৃত, উত্তেজিত, আগুনে প্রদত্ত, উদ্রিক্ত, অগ্নিসংযুক্ত, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, ইন্ধনসংযুক্ত, জ্বালনি-সংযুক্ত, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এমন। (সূত্রনিপাত) **গিনি = আভতো জলিতো বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **সমাহিত, গিনি**।

আহু (প্রথমপুরুষ বহুবচনে অতীত ক্রিয়া) ⇒ **আহ**।

আহুণ = **আহুন**। ⇒ **আহুন**।

আহুণেয্য = **আহুনেয্য**। ⇒ **আহুনেয্য**।

আহুতি (স্ত্রী) (বৈদিক—আহুতি, আ+হু) আহুতি, যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতদান, হোম, পূজা, নৈবেদ্য, পূজার বস্তু, উপহার, বলি, প্রদান, প্রস্তাবন, যাগ, যজ্ঞ, বলিদান, উৎসর্গ, ত্যাগ, নাশ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, আরাধনা, উপাসনা। (থেরগাথা) **আহুতিনং পটিগ্‌গহো**—পূজার দ্রব্য গ্রহীতা। (বিমানবত্থু) **পরমাহুতিংগতো**—উপাসনা বা পূজার উপযুক্ত।

আহুন (ক্লী) আহুতি, হোম, পূজা। = **আহুতি**।

আহুন পাহুন—পূজা প্রদান, আহুতি প্রদান, বলি প্রদান, পূজার বস্তু গ্রহীতারূপে আহ্বানের উপযুক্ত পাত্র।

আহুনেয্য (বিণ) পূজার উপযুক্ত, উপাসনার যোগ্য, আরাধনার যোগ্য, পূজার বস্তু গ্রহণের জন্য গৃহীতারূপে আহ্বানের উপযুক্ত, শ্রদ্ধার উপযুক্ত, পূজা পাইবার উপযুক্ত, আহ্বান করিয়া পূজা করিবার উপযুক্ত। (দীর্ঘনিকায়) **আহুনেয্য অগ্‌গি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাহুনেয্যক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আহবনীয = আহবনং আহরতি**—পূজার উপযুক্ত।

আহুনেয্যাগ্‌গি (পুং) [আহুনেয্য+অগ্‌গি] শ্রদ্ধারূপ অগ্নি, পূজারূপ অগ্নি, পূজাগ্নি, শ্রদ্ধাগ্নি, হোমাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি, অনুরাগী, আকাঙ্ক্ষা করে এমন, ইচ্ছা করে এমন, অনুরাগ আছে এমন। **অনিচ্ছ** (বিণ) অনাকাঙ্ক্ষী, অননুরাগী।

ইচ্ছ (বিণ) ইচ্ছান্বিত, ইচ্ছা আছে এমন, ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী, অতিথি দেবতারূপ অগ্নি।

আহুনেয্য পাহুনেয্য—পূজার যোগ্য, পূজার বস্তু পাইবার যোগ্য, পূজার বস্তু পাইবার জন্য গৃহীতারূপে আহ্বানীয়।

আহুন্দরিক (বিণ) সংগৃহীত, জড়কৃত, ভিড়কৃত, কার্যকরী হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত, আবদ্ধ, গঠিত, অনতিক্রম্য, দুর্গম। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আহুন্দরিকং অন্ধতমং**।

আহ্বযতি (ক্রি) **অব্‌হযতি**। ⇒ **অব্‌হযতি, উপব্‌হযতি**।

ই

ই—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের তৃতীয় অক্ষর বা তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজ বর্ণ বলে।

ইক্ক (পুং) ভালুক, ভল্লুক। = **অচ্ছ**।

ইক্কাস = নিবাযাস। ⇒ **নিবাযাস**। সাধারণত এই শব্দের অর্থ অনিশ্চিত। (বিনয়) **ইক্কাস কসাব**—গাছের কষ বা আঠা। বিনয় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনা এই শব্দকে "**নিক্কাস**" শবদরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইক্‌খণ (ক্লী) দর্শন, দেখন।

ইক্‌খণিক (বিণ, পুং) দৈবজ্ঞ, যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে, অদৃষ্ট বা ভাগ্যের কথা বলে।

ইক্‌খণিকা (বিণ, স্ত্রী) নারী দৈবজ্ঞ, যে স্ত্রীলোক ভবিষ্যদ্বাণী করে।

ইক্‌খণীক = ইক্‌খণিক। ⇒ **ইক্‌খণিক**।

ইক্‌খতি (ক্রি) [√ইক্‌খ+অ] দেখা, দর্শন করা। (অতীত) **ইক্‌খি**।

ইঙ্গিত (ক্লী) ইঙ্গিত, আকার-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, মনের ভাবপ্রকাশক আঙ্গুল ও চোখের ঠার ইত্যাদি, ইশারা, সঙ্কেত, ব্যঞ্জনা, চলন, চাল, চেষ্টা, অন্বেষণ, তাৎপর্য, চলনভঙ্গি, গতি।

ইজ্ঘ (অব্যয়) আইস, এসো, যাও, দেখো। = **চোদনা অত্থে নিপাতো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **চোদনা**।

ইঙ্গাল—কাঠকয়লা অথবা পাথুরিয়া কয়লা, অঙ্গার, জ্বলন্ত অঙ্গার। = **অঙ্গার**। (থেরগাথা) **ইঙ্গালখু**।

ইঙ্গালখু—জ্বলন্ত অঙ্গারগর্ত। = **অঙ্গার-কাসু** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **ইঙ্গার**।

ইচ্চ ⇒ **ইতি**।

ইচ্ছ (বিণ) ইচ্ছান্বিত, ইচ্ছা আছে এমন, ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী, অতিথি দেবতারূপ অগ্নি।

ইচ্ছতি (ক্রি) [√ইস+অ] ১ ইচ্ছা করা, বাসনা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া, যাচ্ঞা করা, আশা করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মং সোতুং ইচ্ছতি**। (সপ্তমী) **ইচ্ছে, ইচ্ছেয্য**। (অতীত) **ইচ্ছি**। (অ-বিণ) **ইচ্ছিত, ইট্‌ঠ** [যেমন—**অজ্‌ঝেসতি** শব্দের (অ-বিণ) **অজ্‌ঝিট্‌ঠ, অজ্‌ঝেসিত; অনুসতি** শব্দের (অ-বিণ) **অনুসিত, অনুসিট্‌ঠ; পরিযেসতি** শব্দের (অ-বিণ) **পরিযেসিত, পরিযেসিট্‌ঠ**]। (ব-বিণ) **ইচ্ছন্ত, ইচ্ছং**; (ধর্মপদ) **ইচ্ছং ফলং**। (ভ-বিণ) **ইচ্ছিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ইচ্ছিত্বা**। ২ = **অতিচ্ছতি**। ⇒ **অতিচ্ছতি**। (তুলনীয়) **ইচ্ছতা**।

ইচ্ছতা (স্ত্রী) ইচ্ছা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। **অতিচ্ছতা** (স্ত্রী) ইতি ইচ্ছা, অত্যন্ত অভিলাষ, অনুরাগ, তৃষ্ণা, লোভ, গৃধ্নুতা। (বিভঙ্গ) **মহিচ্ছতা, পাপিচ্ছতা**।

ইচ্ছন (ক্লী) ইচ্ছা, অনুরাগ, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **ইচ্ছতা**।

ইচ্ছমানস্‌স (ব-বিণ) ইচ্ছা করে এমন, ঈপ্সিতের, প্রার্থীর, আকাঙ্ক্ষীর।

ইচ্ছা (স্ত্রী) ইচ্ছা, অনুরাগ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অর্থগৃধ্নুতা, লোভ, লোলুপতা, প্রবৃত্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, উৎসাহ। (সংযুক্ত নিকায়) **ইচ্ছা ধূপাযিতো লোকো; ইচ্ছা নরং পরিকস্‌সতি**। (ধর্মপদ) **ইচ্ছা লোভ সমাপন্ন**।

ইচ্ছাদি [ইতি+আদি] ইত্যাদি।

ইচ্ছানিদান (বিণ) ইচ্ছানুরূপ, সঙ্কল্প অনুযায়ী। ⇒ **নিদান** (বিণ)।

ইচ্ছানুকূল (বিণ) **ইচ্ছানুকূলক**। ⇒ **ইচ্ছানুকূলক**।

ইচ্ছানুকূলক (বিণ) [ইচ্ছা+অনুকূলক] ইচ্ছানুকূল, ইচ্ছার অনুকূলে, ইচ্ছা অনুযায়ী, ইচ্ছানুরূপ, সঙ্কল্পানুরূপ। ⇒ **অনুকূলক**।

ইচ্ছাপকত (বিণ) [ইচ্ছায+পকত] স্বভাবত ইচ্ছালোলুপ, ইচ্ছানুরূপ লোভী, স্বভাবত লোভী, প্রকৃতিগত লোলুপ বা অর্থগৃধ্নু। এখানে "**পকত = উপদ্দুত**" (বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:--"**ইচ্ছায অপকত** (অথবা '**উপদ্দুত**)"। ⇒ **পকত**।

ইচ্ছাবচর (বিণ) ইচ্ছা পরিচালিত, স্বেচ্ছাচারী, যখন যাহা ইচ্ছা সেরূপ কার্যকারী। (মধ্যম নিকায়ে) **পাপক**।

ইচ্ছাবতিন্ন (বিণ) ইচ্ছাবিচলিত, ইচ্ছালোলুপ, লোভের বশবর্তী। ⇒ **ওতিন্ন** (২)।

ইচ্ছাবিঘাত (বিণ) ইচ্ছাধ্বংসকারী, ইচ্ছা বিনাশক। (পুং) ইচ্ছা বিনাশ। = **মনোরথবিঘাত**।

ইচ্ছাবিনয (পুং) ইচ্ছাধীন আজ্ঞাধীনত্ব বা অনুশাসন, ইচ্ছানুরূপ বিনয় বা শৃঙ্খলা, ইচ্ছানুরূপ নিয়মানুবর্তিতা বা শিক্ষা।

ইচ্ছিত (বিণ) ইচ্ছিত, ঈপ্সিত, অনুরক্ত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিলাষিত। = **ইচ্ছিট্‌ঠ**। ⇒ **ইচ্ছতি**।

ইচ্ছিতব্ব (বিণ) ইচ্ছা করার যোগ্য। সঙ্কল্পের উপযুক্ত, ইচ্ছা করা উচিত। = **পাটিকঙ্খা**। ⇒ **ইচ্ছতি**।

ইচ্ছিতিচ্ছিত (বিণ) [ইচ্ছিত+ইচ্ছিত] প্রার্থিত, ঈপ্সিত, ইচ্ছিত, বাঞ্ছিত। (ক্লী) যাহা চায় তাহা, যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে সেই বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইচ্ছিতিচ্ছিত দাযিন**—যাহা চায় তাহা প্রদানকারী। = **কামদদ**। ⇒ **দাযিন**।

ইচ্ছেতং [ইতি+এতং] ইহা এরূপ।

ইজ্‌ঝতি (ক্রি) [√ইধ+য] সমৃদ্ধিশালী হওয়া, উন্নতি করা, বর্ধিত করা, ভালো ফল পাওয়া, অনুগ্রহ লাভ করা, পূর্ণ হওয়া, ফলবতী হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, সফল হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। = **সমিজ্‌ঝতি মহপ্ফলং হোতি** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। = **সমিজ্‌ঝতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সপ্তমী) **ইজ্‌ঝে**। (অতীত) **ইজ্‌ঝি, ইজ্‌ঝিত্থ** (= **নিপ্পজ্‌ঝিত্থ মহপ্ফলো অহুবত্থ**—বিমানবত্থু অর্থকথা)। (অ-বিণ) **ইদ্ধ**। ⇒ **অড্‌ঢ** (২), **অড্‌ঢক**। (তুলনীয়) **সমিদ্ধ**। (ব-বিণ) **অজ্‌ঝমান**।

ইজ্‌ঝন (ক্লী) সমৃদ্ধি, উন্নতি, কৃতকার্য, সফল। (বিশুদ্ধি-মার্গ)। **ইজ্‌ঝনত্থেন ইদ্ধি**।

ইজ্‌ঝনা (স্ত্রী) = **ইজ্‌ঝন**। ⇒ **ইজ্‌ঝন**।

ইঞ্জতি (ক্রি) [√ইঞ্জ+অ] স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া বা নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া। = **চলতি, বেদতি**। (অতীত) **ইঞ্জিং** (বহুবচনে) **ইঞ্জিতা**। (অ-বিণ) **ইঞ্জিত**।

ইঞ্জন (ক্লী) গতি, ভঙ্গি, চলচ্ছক্তি, অবস্থার পরিবর্তন, মানসিক উত্তেজনা, প্রস্তাব, বিচলন, চলনভঙ্গি, আন্দোলন, গতিবিধি, কম্পন, নাড়া। = **চালনা, ফন্দনা**।

ইঞ্জনং = **ইঞ্জন**। ⇒ **ইঞ্জন**।

ইঞ্জিত (বিণ) স্থানান্তরিত, নড়িতচরিত, বিচলিত, চঞ্চল, কম্পিত, আলোড়িত, ঘোলাকৃত। ⇒ **ইঞ্জতি**। **অনিঞ্জিত** (বিণ) **অবিচলিত**, অকম্পিত, স্থানান্তরিত বা নাড়াচাড়া করা হয় না এমন। (ক্লী) = **ইঞ্জিতং**। ⇒ **ইঞ্জিতং**।

ইঞ্জিতং (ক্লী) ইতস্তত ভাব, দ্বিধাভাব, আন্দোলন, অস্থির অবস্থা, চাঞ্চল্য, গতি, ভঙ্গি, কম্পন, বিচলিত অবস্থা। ⇒ **ইঞ্জন**।

ইঞ্জিতত্ত (ক্লী) চঞ্চলভাব, দ্বিধা অবস্থা, দোদুল্যমান অবস্থা, ইতস্তত ভাব। ⇒ **ইঞ্জিতং**। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযস্স ইঞ্জিতত্ত**।

ইঞ্জিতা (অতীত ক্রিয়া, বহুবচন) ⇒ **ইঞ্জতি**।

ইট্‌ঠ (বিণ) ইষ্ট, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মধুর, মনোরম, সমাদৃত, আদরে গৃহীত, অভিপ্রেত, প্রিয়, পূজিত, প্রশংসিত, প্রার্থিত, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল। ⇒ **ইচ্ছতি**। প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত শব্দ:—**ইট্‌ঠ কন্ত মনাপ** (দীর্ঘনিকায়)। (ক্লী) ইষ্ট, উন্নতি, মঙ্গল, শুভ, ভালো অবস্থা, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, স্পৃহা, অভিলাষ, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, সৌভাগ্য, সুখ, প্রার্থনা। = **ভদ্দং**। (নেত্তি) **ইট্‌ঠানিট্‌ঠ**। **অনিট্‌ঠ** (বিণ) অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, অসন্তোষজনক। ⇒ **পরিযিট্‌ঠ** (এখানে "**এট্‌ঠ**" এর স্থলে "**ইট্‌ঠ**" হইল)।

ইট্‌ঠকচুন্ন (ক্লী) ইটের গুঁড়া যাহা মাথায় ঘষিয়া লাগানো হয়। ⇒ **চুন্ন**।

ইট্‌ঠকা (স্ত্রী) ১ ইষ্টক, ইট, ইষ্টকা, গৃহাদি নির্মাণার্থ ব্যবহৃত দগ্ধমৃৎখণ্ড, ছাদ তৈয়ারির টালি, খাবড়া, খোলা। (বিনয়) **ইট্‌ঠকা পকার**—ইটের দেয়াল, ইট দ্বারা নির্মিত দেয়াল। (জাতক) **পাকারিট্‌ঠিকা**, (ইহার পাঠ) **পাকারট্‌ঠকা**; (গাথায়) **রত্তিট্‌ঠিকা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইট্‌ঠকা দারু গোময**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইট্‌ঠকাচুন্ন মক্‌খিতসীসা**—ইষ্টকচূর্ণ বা সুরকি দ্বারা মৃক্ষিত শীর্ষ দেশ বা মস্তক অর্থাৎ প্লাস্টারকৃত শীর্ষদেশ, কাহারও বিবাহাদি সম্পাদনে কার্য নির্বাহ হওয়া। ২ (বহুবচনে) স্বর্ণমণ্ডিত অথবা গিল্টিকরা টালি যাহা কোনো চৈত্যাদির মেঝে লাগানো হয়।

ইট্‌ঠকাকুড্ড—ইটের ঘর, খাবড়ার ঘর, ইট বা খাবড়া দ্বারা নির্মিত ঘর। ⇒ **কুড্ড**।

ইট্‌ঠকাসন্থার ⇒ **সন্থার**।

ইট্‌ঠবড্‌ঢকী (পুং) রাজমিস্ত্রি, স্থপতি, ইট বা পাথরের গাঁথুনি দিয়া পাকাদালান নির্মাণকারক। ⇒ **বড্‌ঢকী**।

ইট্‌ঠবত্থু (ক্লী) ইষ্টবস্তু, উপকারী বস্তু বা বিষয়, হিতকর বা মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য। ⇒ **বত্থু** (২)।

ইট্‌ঠকা পকার ⇒ **ইট্‌ঠকা** (১)।

ইট্‌ঠানিট্‌ঠ (বিণ) [ইট্‌ঠ+অনিট্‌ঠ] মঙ্গলজনক এবং অমঙ্গলজনক, ইষ্টানিষ্ট। (ক্লী) মঙ্গল এবং অমঙ্গল। ⇒ **ইট্‌ঠ**।

ইট্‌ঠি—এই শব্দটি জাতক ষষ্ঠখণ্ডে **"ইট্‌ঠি খগ্‌গধার"** শব্দরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার পাঠ হইবে **"ইদ্ধ খগ্‌গধার"**। ⇒ **ইদ্ধ**।

ইট্‌ঠিকা = ইট্‌ঠকা। ⇒ **ইট্‌ঠকা**।

ইণ (ক্লী) ঋণ, ধার, কর্জ। চতুর্বিধ পরিভোগের ইহা একটি, যেমন—**থেয-ইণ, ইণ-ইণ, দায-ইণ, সামি-ইণ** (জাতক)। দীর্ঘনিকায়ে সংযুক্ত ব্যবহার, যেমন—**ইণবদ্ধ, ইণজানি, ইণকলি**। ⇒ **অনণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইণং গণ্‌হাতি**—টাকা ধার করা, কর্জ করা। (জাতক) **ইণং মুঞ্চতি**—ঋণ বা কর্জ পরিশোধ করা; = **ইণং সোধেতি** (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইণং লভতি**—ঋণ গ্রহণ করা। ⇒ **চোদেতি**।

ইণগাহক (বিণ, পুং) ঋণগ্রাহী, ঋণগ্রস্ত, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে, কর্জগ্রহণকারী, অধমর্ণ।

ইণগগ—জাতকের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে এই **"ইণগগ"** শব্দটি দৃষ্ট হয়, ইহা কি **"নগগ"** শব্দের পরিবর্তে?

ইণঘ (বিণ) ঋণে বিনষ্ট, ঋণ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, ঋণগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত। = **ইণঘাত**।

ইণঘাত (বিণ) যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, ঋণদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত। = **ইণং গহেত্বা তস্‌স অপ্পদানেন ইণঘাত** (সূত্রনিপাত)। = **ইণঘ**। (পুং) ঋণে বিনাশ, কর্জ দ্বারা ধ্বংস। ⇒ **ঘাত**।

ইণট্‌ঠ (বিণ) ঋণগ্রস্ত, ধার-কর্জে পতিত, ঋণী, খাতক, ঋণে জড়িত।

ইণপগম (বিণ) [ঋণ+অপগম] অঋণী, ধার-কর্জহীন, যাহার নিকট ধারকর্জ নাই, অঋণগ্রস্ত।

ইণপণ্ণ (ক্লী) ঋণপত্র, ডিমান্ড-পত্র, কর্জ লওয়ার স্বাক্ষরিত দলিল বা রসিদপত্র, ঋণপত্র (ডিমান্ড, তমসুক, কবলা ইত্যাদি)। ⇒ **পণ্ণ** (২)।

ইণপরিভোগ (পুং) ঋণ পরিভোগ, ঋণ করিয়া উপভোগ, ঋণ করার ধারা বা রীতি, ঋণ করিবার অভ্যাস। ⇒ **পরিভোগ** (১)।

ইণমূল (ক্লী) ঋণ করা, মূলধন, কর্জ করা পুঁজি, যে কার্য বা ব্যাসায়ের মূলধন ধার করিয়া দেওয়া হয়।

ইণমোক্‌খ (পুং) ঋণমুক্তি, ঋণের দায় হইতে মুক্তি লাভ।

ইণযিক (বিণ, পুং) ঋণী, ঋণগ্রস্ত, অধমর্ণ। = **ইণাযিক**।

ইণবড্‌ঢি (স্ত্রী) ঋণের বা কর্জ টাকার সুদ। ⇒ **বড্‌ঢি** (২)।

ইণসাধক (বিণ, পুং) ঋণের জন্য পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালনাকারী, ঋণসংগ্রহকারী, ঋণের টাকা উসুলকারী।

ইণসামিক (বিণ, পুং) উত্তমর্ণ, ঋণদাতা, যার কাছে ঋণী, যাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

ইণসোধন (ক্লী) ঋণশোধ, কর্জ পরিশোধ।

ইণাযিক (বিণ, পুং) যাহার সহিত ঋণের সম্বন্ধ আছে, ঋণী, খাতক, ঋণগ্রহীতা, উত্তমর্ণ, যাহার কাছে ঋণী। ⇒ **ধনিক**। = **ইণযিক**।

ইত (বিণ) গত, প্রাপ্ত, জ্ঞাত, লব্ধ। (যৌগিকে) **দুর-ইত**—কুভাবে গত, অপকৃষ্টরূপে অথবা হীনভাবে গত (দাঠাবংস); ⇒ **এতি**। (ক্লী) অনিষ্ট, ক্ষতি, দুর্ভাগ্য, বিপদ, অনিষ্টকর বস্তু, অপকার, অন্যায়, ভ্রম, দোষ। (যৌগিকে) **ইতপেত, ইতবীত** ইত্যাদি।

ইতর (বিণ) অন্য, ভিন্ন, অপর, দ্বিতীয়, পরবর্তী, স্বতন্ত্র। ইহার বানান সময় সময় **"ইত্তর"** শব্দরূপেও দৃষ্ট হয়। (যৌগিকে) **ইতরিতর** (সূত্রনিপাত)।

ইতরিতর (বিণ) একটি বা অপরটি যে কোনোটি, যে কোনো, যে কিছু হউক না কেন। (কর্মকারকে) **ইতরিতরং**। (করণ কারকে) **ইতরিতরেন**।

ইতরিতরেন (ক্রি-বিণ) এক প্রকারে অথবা অন্যপ্রকারে, একই উপায়ে, যে কোনো প্রকারে। ⇒ **ইতরিতর**।

ইতি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) ১ ইতি, প্রত্যক্ষ, এই, ইহা, অতএব, এইপ্রকারে, এই উপায়ে, এইপ্রকরণে, নামমাত্র, সেইরূপে, এইরূপে (অর্থাৎ কোনো কিছুকে এই মাত্র নির্দেশ করা হইল অথবা নির্দেশ করিয়া দেখানো হইতেছে)। ইহা বাক্যের বা ভাবের শেষোক্ত বোধক উক্তি বিশেষ। (মহানির্দেশ) **ইতী'তি পদসন্ধি পদসংসগ্‌গো পদপারিপুরী অক্‌খর সমবাযো** ইত্যাদি। ইহাকে **"ইতি'হং"** শব্দরূপেও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। = এবং। (সূত্রনিপাত) **নেসো মমং'তি ইতি নং বিজ্ঞ্‌ঞা; ইতো দেবা ... তং নমস্‌সন্তি**। (ধর্মপদ) **ইতি বালস্‌স সঙ্কপ্পো**—মূর্খের সঙ্কল্প বা চিন্তাধারা ঈদৃশ; **ইতি বালো বিচিন্তেতি**। (অনুশীলন সম্পর্কে:—) (দীর্ঘনিকায়) **ইতি পটিসঞ্চিক্‌খতি**। (নির্দেশার্থে:—) (ধর্মপদ) **বালো'তি বুচ্চতি = বালো বুচ্চতি। ক** (প্রত্যক্ষ আলাপে:—) (দীর্ঘনিকায়) **সাধু ভন্তে কস্‌সপ! লাভতং এসা জানতা দস্‌সনাযা'তি। তেন হি সীহ! ত্বং যেব ভগবতো আরোচেহী'তি। এবং ভন্তে'তি খো সীহো** । **খ** (পরোক্ষ আলাপে **"ইহা তাহাই, সেইরূপই"** অর্থে:—) (খুদ্দকপাঠ) **অরহা'তি পবুচ্চতি**। (জাতক) **তস্মা পেসনক-চোরা'তি এব বুচ্চন্তি; তযো সহাযা অহেসুং মক্কটো সিগালো উদ্দো'তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঞ্ঞরো পঞ্চ সকটসতেহি ... অঞ্ঞতরো পি ব্রাহ্মণো পঞ্চ সকটসতেহী'তি দ্বে জনা সকটসহস্‌সেহি ... পতিপন্না**। ("এইরূপ, এইমত, আমি মনে করি"— এরূপ মনের ভাব প্রকাশে:—) (সূত্রনিপাত) **"সঙ্গো এসো" ইতি এঞ্ঞা**—ইহা অপবিত্রতা জানিয়া; **নেসো মমং'তি নং বিজ্ঞ্‌ঞা; "ইতি'হং তি"; এতং দীপং অনাপরং নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি**—আমি ইহাকে নির্বাণ বলিয়া থাকি; **অপরা পারং গচ্ছেয্য তস্মা "পরাযনং" ইতি**।

(অদ্ভুত বানান সম্পর্কে:—) **ক** (যৌগিকে) ইচ্চ+এব = ইচ্চেব, ত+এব = তেব ইত্যাদি। **খ** (শব্দের শেষে "অ, ই, উ" থাকিলে উহাতে "তি" আগম হইলে ঐ "অ, ই, উ" দীর্ঘ হইয়া "আ, ঈ, ঊ" হয়, যেমন:—) (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা এবং অকত্থা'তি; কতিধুরানী'তি** ?; **দ্বে যেব ধুরানি ভিক্‌খূ'তি**। = **পদানুপুব্বতা**। ⇒ **তি**। (যৌগিকে) **ইতি এব** (পেতবত্থু অর্থকথা)।(জাতক) **ত'এব**।(মিলিন্দ প্রশ্ন) **ত্ত'এব**। (দীর্ঘনিকায়) **ইতি কির; ইতি খো**। (মহানির্দেশ) **ইতি বা**। (সূত্রনিপাত) **ইতি হ;** (তুলনীয়) **ইতিহ; ইতিকিরা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।(সূত্রনিপাত) **ইতি হং;** মহানির্দেশে "**ইতি**" এর পরিবর্তে "**ইতি হং**" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (জাতক) **কিং'তি**।

ইতি অভব ⇒ **ইতি ভব**।

ইতি আভব ⇒ **ইতিভব**।

ইতি এব (ক্রি-বিণ) এইরূপে, প্রকৃতই, সত্যই, প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিক।

ইতিকির (বিণ) জনশ্রুতিমূলক। (পুং) জনশ্রুতি, জনরব, এইরূপে এখন, সম্ভবত, আমার বলা উচিত, আমি তাহাই মনে করি, আমি এইরূপ শুনিয়াছি, আমার তাহাই অনুমান হয়। (তুলনীয়) **ইতিহ**।

ইতিকিরা (স্ত্রী) = **ইতিকির**। ⇒ **ইতিকির** (পুং)।

ইতিখো (ক্রি-বিণ) এইরূপে, তদ্ধেতু, সেইজন্য, কাজে কাজেই, সুতরাং, অতএব।

ইতিভব--অমুক অমুক ভবে উৎপত্তি। (বিপ) **অভব**—অনুৎপত্তি, উৎপত্তি না হওয়া। (বিনয়) **ইতি আভব**। (দীর্ঘনিকায়) **ইতিভব, ইতি অভব**। (তুল্যার্থে) **ইত্থভব**।

ইতিভবাভব—এরূপ হওয়া এবং এরূপ না হওয়া অর্থাৎ এই স্থানে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে এইস্থানে করিবে না। ⇒ **ভব**।

ইতিভাব = **ইত্থ**। ⇒ **ইত্থ**।

ইতি বা—ইত্যাদি, এইরূপ এইরূপ, এমন এমন, ইহাই, ইহা হইলে, ইহাও।

ইতিবাদ (পুং) প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মতবাদ, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ কথা, সাধারণ কথাবার্তা বা গল্প, অমুক অমুক বিষয় কথন, কথাবার্তা, আলাপ, জল্পনা, মিথ্যাগল্প। ⇒ **বাদ** (১)।

ইতিবাদ পমোক্‌খ ⇒ **পমোক্‌খ**।

ইতিবুত্তক (ক্লী) (**ইতি বুত্তং** শব্দ হইতে গঠিত বিশেষ্য পদ) অতএব ইহা উক্ত হইয়াছে, উদ্ধৃত মূল্যের (পুস্তক), বাজার দর অথবা চলিত দর (সম্বন্ধীয় লিখিত পুস্তক), উদ্ধৃতি (পুস্তক), খুদ্দক নিকায় গ্রন্থের মধ্যে চতুর্থ গ্রন্থের নাম [এই গ্রন্থের নাম "**ইতিবুত্তক**" হওয়ার কারণ এই যে এই গ্রন্থের প্রত্যেক সূত্রের আরম্ভে আছে "**বুত্তং হেতং ভগবা**—ভগবান বুদ্ধ এইরূপই বলিয়াছেন" (**খুদ্দক, নবঙ্গ** শব্দও দ্রষ্টব্য)]। ⇒ **বুত্তক**।

ইতি হ (ক্রি-বিণ) ১ এইরূপে, নিশ্চয়ই, প্রকৃতপক্ষে, এইমতে, এই প্রকারে, এই পর্যন্ত। ⇒ **হ**। ২ অমুক অমুক ব্যক্তি বলিয়া, এইরূপ বলিয়া, এমনতর বলিয়া।

ইতি হং = **ইতি**। ⇒ **ইতি, হং**।

ইতিহাস (পুং) [ইতি+হ+আস] ইতিহাস, প্রাচীন কথা, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, পূর্ববৃত্ত-বর্ণন-গ্রন্থ, পৌরাণিক প্রীতি, বৃত্তাকারে পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। (বি-ভা) **ইতিহাস-পঞ্চ-মানং পদকো বেয্যাকরণো** ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়)।(ক্রি-বিণ) এইরূপ হইলে। ⇒ **আস**।

ইতিহীতিহ (বিণ) [ইতিহ+ইতিহ] জনশ্রুতিমূলক।(পুং) জনশ্রুতি, জনরব, অমুক অমুক কথা কথন, জল্পনা, মিথ্যাগল্প, জনশ্রুতির পৌরাণিক মৌখিক গল্প কথন। (তুলনীয়) **ইতিকির, অনীতিহ**।

ইতিহীতিহং [ইতি+হি'তি+হ+ং] এইরূপে আমি, ইহাতে আমি, এই এইরূপে আমি, এই এই ভাবে, এই এইরূপে, এই এই মতে, এই এই প্রকারে। ⇒ **অনুস্‌সব**।

ইতো (অব্যয়) এখান হইতে, এখন হইতে, এই স্থান হইতে, এই সময় হইতে, এই কারণ হইতে, ইহলোক বা এই সংসার হইতে। ১ স্থান বুঝাইলে:—(সূত্রনিপাত) **ইতোজ, ইতোনিদান**--এই জগতে উৎপন্ন কারণবশত; **অত্তভাবং সন্ধায-আহ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত)।(পেতবত্থু) **ইতো দিন্নং**—ইহ জগৎ হইতে যাহা প্রদত্ত হয় অর্থাৎ **মনুস্‌সলোকতো**—মুনষ্যভূমি হইতে (পেতবত্থু অর্থকথা); = **ইধলোকতো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (নেত্তি) **ইতো বহিদ্ধা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইতো দুক্‌খতো মুত্তি**।(বি-ভা) **ইতো চ ইতো**—এখানে সেখানে, ইতস্তত, সর্বত্র (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ সময় বুঝাইলে:—**ক** (বর্তমান অর্থে:—) এখান হইতে, এখন হইতে, এই হইতে। **খ** (অতীত অর্থে:—) অনন্তর, তৎপরে, পূর্বে, অগ্রে।(দীর্ঘনিকায়) **ইতো সো একনবুতো কপ্পো**—এই হইতে একানব্বই কল্প পূর্বে।(সূত্রনিপাত) **ইতো অট্‌ঠমে = ইতো অট্‌ঠমে দিবসে**—এই হইতে অষ্ট দিবস পূর্বে (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ইতো কির তিংস কপ্প সহস্‌সে**—এই হইতে নাকি ত্রিশ সহস্র কল্প পূর্বে।(পেতবত্থু অর্থকথা) **ইতো দ্বা নবুতি কপ্পে**—এই হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে; **ইতো পঞ্চমায জাতিয়া**—এই হইতে পঞ্চম জন্ম পূর্বে। **গ** (ভবিষ্যৎ অর্থে:—) এই সময় হইতে, ভবিষ্যতে, এখন হইতে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ইতো সত্তমে দিবসে**—সাতদিনের মধ্যে, সপ্তাহের ভিতর।

ইতো চ ইতো—এখানে সেখানে, ইতস্তত, সর্বত্র, এদিক সেদিক, ঘুরিয়া ফিরিয়া। = **ইতো বা এত্তো বা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **ইতো, পরিব্ভমতি** (১)।

ইতোজ = **ইতো নিদানং**। ⇒ **ইতো নিদানং**।

ইতোদানি = **ইতে পট্‌ঠায**। ⇒ **ইতো পট্‌ঠায**।

ইতো নিদানং—ইহার দ্বারা, এতদ্বারা, ইহাতে, এই হইতে, এই সংসারে উৎপন্নকরণবশত। ⇒ **ইতো**।

ইতো নিদানতো—এই কারণে, এই সম্পর্কে।⇒ **নিদান**।

ইতো পট্ঠায—এখন হইতে, এই হইতে, এই সময় হইতে, এখান হইতে। = **ইতোদানি** (জাতক)। ⇒ **পট্ঠায**।

ইতো পনুণ্ণ—এখানে সমাপ্ত করিয়া। ⇒ **পনুণ্ণ**।

ইতোপরং—এই হইতে, এখান হইতে, ইহার পর, অতঃপর, অধিক, আরও। ⇒ **পরং** (২)।

ইতো বহিদ্ধা (বিণ) বুদ্ধের শাসনের বা শিক্ষার বহির্ভূত, বুদ্ধের ধর্মের বহির্ভূত, যাহা বুদ্ধের ধর্মের অন্তর্গত নহে। ⇒ **বহিদ্ধা**।

ইতো বা এত্তো বা = ইতো চ ইতো। ⇒ **ইতো চ ইতো**।

ইত্তর (বিণ) ১ ক্ষণস্থায়ী, সংক্ষিপ্ত, অস্থায়ী, কতেক, ভাসা ভাসা, চলন্ত, ক্ষণিক, পরিবর্তনশীল, অস্থির, চঞ্চল, অনতিদীর্ঘ, হ্রস্ব, খাটো। (বিপ) **দীঘরত্তং**। (জাতক) **ইত্তরদস্স = খণিক ইত্তর** (জাতক অর্থকথা)। (জাতক) **ইত্তরবাস**। = **ন চিরকালট্ঠাযিন অনিচ্চ বিপরিণাম ধম্ম** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পরিত্ত খণিক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ ছোট, ক্ষুদ্র, গৌণ, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, দরিদ্র, নিঃস্ব, দুর্বল, দয়ার যোগ্য, তুচ্ছ, অনুর্বর, কৃশ, অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, তত বা বেশ ভাল নয় এমন, সামান্যমাত্র, হীন, অবিশ্বাস্য, নীচ, নীচাশয়, অধম, নিকৃষ্ট, জঘন্য। (মধ্যম নিকায়) **ইত্তর জচ্চ**। ⇒ **ইত্তর**।

ইত্তরকাল (পুং) অতি অল্প সময়, সামান্য সময়, ক্ষণকাল, অল্পকাল।

ইত্তরজচ্চ (বিণ) নীচজন্ম, হীনজন্ম, অকুলীন, নীচ বংশের, নীচবংশে জন্ম হইয়াছে এমন, জন্ম দ্বারা নীচবংশীয়, হীনকুলে জন্ম যার এমন। **হীনজচ্চ**। = **পরিত্ত পচ্চুপট্ঠান** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ইত্তর** (২)।

ইত্তরতা (স্ত্রী) (স্ত্রীলোকদের) পরিবর্তনীয় ক্ষমতা (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

ইত্তর দস্সন (বিণ) ক্ষণস্থায়ী। = **খণিক ইত্তর**। ⇒ **ইত্তর** (১)।

ইত্তরপঞ্ঞ (বিণ) অল্পজ্ঞানী, অজ্ঞ, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন, বোকা।

ইত্তরবাস—অস্থায়ীরূপে অবস্থান। ⇒ **ইত্তর** (১)।

ইত্থ (অব্যয়, ক্রি-বিণ) এখানে, এই সংসারে, ইহজগতে, ইহ জীবনে, বর্তমান জীবনে, এইরূপে, এইরূপ উপায়ে, এই পথে। (যৌগিকে) **ইত্থভাব অঞ্ঞথাভাব**—এই জাগতিক অস্তিত্বভাব এবং অন্যভাব, ইহজীবনের অস্তিত্ব এবং অন্যরূপ আকৃতি বা অস্তিত্ব। (তুলনীয়) **ইতিভাব, ইত্থত্ত**।

ইত্থং (ক্রি-বিণ) এইরূপে, এই উপায়ে, এই পথে।

ইত্থং নাম (বিণ) এই নামযুক্ত, এই নামে ডাকা হয় এমন, এই নামে পরিচিত, এই নাম সম্বলিত, তথাকথিত, এরূপ কথিত।

ইত্থংভূত (বিণ) এই প্রকারের, এই রকমের, ঈদৃশ, এমনিতর। (যৌগিকে) **"ইত্থংভূত লক্খণং"** অথবা **"ইত্থংভূতাখ্যান"**—এই প্রকারের চিহ্ন বা বিষয় অথবা আদর্শজনিত ঘটনা অর্থাৎ অপাদান কারক (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

ইত্থং সুদং—ঠিক এইরূপ, ঠিক এই উপায়ে বা পথে। ⇒ **সুদং**।

ইত্থকা = ইট্ঠক। ⇒ **ইট্ঠক**।

ইত্তত্থ (ক্লী) ১ [ইত্থ+ত্ত] এইখানে বা ইহজগতে থাকিয়া, বর্তমান (অস্তিত্ব) অবস্থায়, বর্তমান জীবনে, ইহজন্মে, জীবনের বর্তমান অবস্থায়। ২ [ইত্থি+ত্ত] স্ত্রীত্ব, স্ত্রীত্বভাব, নারীত্ব, স্ত্রীজাতি, নারীর পূর্ণযৌবনত্ব, স্ত্রীস্বভাব। = **ইত্থিসভাব**।

ইত্থভব = ইতিভব। ⇒ **ইতিভব**।

ইত্থভাব (পুং) = **ইত্থত্ত**। ⇒ **ইত্থত্ত** (১)।

ইত্থাগার (পুং) [ইত্থি+অগার, ইত্থি+আগার] গৃহের অন্তঃপুর, অন্তঃপুরবাসিনীগণ, অন্তঃপুর, অন্দরমহল, অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীলোকেরা। ⇒ **ইত্থি-অগার, ইত্থি-আগার**।

ইত্থি (স্ত্রী) স্ত্রীলোক, মেয়েমানুষ, নারী, নারীজাতি, স্ত্রী। (বিপ) **পুরিস**—পুরুষলোক। (জাতক) **ইত্থি চ পুরিসো চ** (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থি নিব্বাসসেব সত্তিকে; মজ্ঝিম ইত্থি, মহিত্থি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুরিসং বন্ধতি**। (কর্তৃকারক একবচনে) **ইত্থি**; (কর্তৃকারক বহুবচনে) **ইত্থী, ইত্থিযো, থিযো**; (সূত্রনিপাত) **থিযো = ইত্থি-সঞ্ঞিকা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (জাতক) **ইত্থিদোসো; থীঘাতক**—নারীহন্তা। (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **ইত্থীনং**। (সম্প্রদান কারক এবং অপাদান কারকে) **ইত্থিযা। অনিত্থি** (বিণ) নারীসুলভ লক্ষণহীন, স্ত্রীলোক নহে এমন, নারীত্বহীন, নারীর যৌবনত্ব হীন, যে স্ত্রীলোক অবিশ্বাসিনী; = **উচ্ছিট্ঠ ইত্থি**। সাধারণত দশপ্রকার নারী, যথা—১ **মাতুরক্খিতা ইত্থি**, ২ **পিতুরক্খিতা ইত্থি**, ৩ **মাতাপিতু রক্খিতা ইত্থি**, ৪ **ভাতুরক্খিতা ইত্থি**, ৫ **ভগিনীরক্খিতা ইত্থি**, ৬ **ঞাতিরক্খিতা ইত্থি**, ৭ **গোত্তরক্খিতা ইত্থি**, ৮ **ধম্মরক্খিতা ইত্থি**, ৯ **সরএক্খা ইত্থি**, ১০ **সপরিদণ্ডা ইত্থি** (বিনয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য)। (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থি (নাম) মলং ব্রহ্মচরিযস্স**। (জাতক) **ইত্থিযো নাম আসা লামিকা পচ্ছিমিকা; ইত্থিযো পাপতো অক্খাতো; ইত্থিযো পমত্তং পমত্থেন্তি; সীহো যথা... তথ-ইত্থিযো**। (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থিযো ভণ্ডানং উত্তমং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইত্থিযো বিক্কিণিয ভণ্ডানং**--স্ত্রীলোক বিক্রয়ের বস্তুস্বরূপ।

ইত্থি-অগার (ক্লী) ১ স্ত্রীনিকুঞ্জ, স্ত্রী আগার, অন্তঃপুর, অন্দরমহল। ২ নারীজাতি, নারী, স্ত্রীলোক। ⇒ **ইত্থাগার**।

ইত্থি-আগার = ইত্থি-অগার। ⇒ **ইত্থি-অগার**।

ইত্থিকা (স্ত্রী) স্ত্রীলোক, নারী।

ইত্থিকথা—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কথা, মেয়েদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা।

ইত্থিকাম—স্ত্রীলোকের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রীগ্রহণে

অনুরাগ।

ইত্থিকুত্ত—স্ত্রীলোকসুলভ স্বভাব, স্ত্রীসুলভ ছল বা চাতুরী, মোহিনী স্বভাব, ভালবাসার ভাণ, সুন্দরী স্ত্রীলোক, মুগ্ধকারিণী স্ত্রী বা স্ত্রীলোক, সুন্দর ব্যবহারকারিণী স্ত্রী বা স্ত্রীলোক। ⇒ **কুত্ত**।

ইত্থিঘট (স্ত্রী) বহু স্ত্রীলোকের একত্রিত সমাবেশ, একস্থানে বহু স্ত্রীলোকের একত্রে মিলন অথবা একত্রিত অবস্থা।

ইত্থিঘাতক (বিণ, পুং) স্ত্রীঘাতক, স্ত্রীহন্তা, স্ত্রীবধক। = **ইত্থীঘাতক, থীঘাতক**। ⇒ **ঘাতক**।

ইত্থিধন—স্ত্রীর ধন, নববধূর যৌতুক ধন বা সম্পত্তি।

ইত্থিধুত্ত (পুং) দুশ্চরিত্রের লোক, ব্যভিচারী লোক, স্ত্রীলোকের সহিত যে ব্যক্তি সর্বদা দুষ্টামি বা প্রতারণা করে, স্ত্রীলোকের বিষয়ে প্রতারক বা পাজি অথবা কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি, স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি, স্ত্রীধূত। ⇒ **ধুত্ত** (১)।

ইত্থিনিমিত্ত (ক্লী) স্ত্রীলোকের বিশেষ গুণ বা লক্ষণ, স্ত্রীযোনি, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়। ⇒ **ইত্থিন্দ্রিয়**।

ইত্থিন্দ্রিয় (ক্লী) স্ত্রী উপাদান বা লিঙ্গ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদচিহ্ন, নারীত্ব। ⇒ **ইত্থিনিমিত্ত**। (বিপ) **পুরিস ইন্দ্রিয়**।

ইত্থি পরিগ্‌গহ (পুং) ১ স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের সঙ্গীদল। ২ স্ত্রীপরিগ্রহ, দারপরিগ্রহ, (পুরুষের) বিবাহ। ⇒ **পরিগ্‌গহ**।

ইত্থি-পুমা—স্ত্রীলোকগণ এবং পুরুষগণ, স্ত্রীলোকেরা এবং পুরুষেরা। = **ইত্থি-পুরিসা**। ⇒ **পুমন, পুম**।

ইত্থিপুর (ক্লী) স্ত্রীলোকদের বাসের কামরা, অন্দরমহল, অন্তঃপুর।

ইত্থিপুরিসা = ইত্থিপুমা। ⇒ **ইত্থি-পুমা**।

ইত্থিভাব (পুং) নারীত্ব, স্ত্রীসুলভ অস্তিত্ব (ইহা থেরগাথায় "**যক্‌খিনী**" সম্পর্কে বলা হইয়াছে)।

ইত্থিযা—স্ত্রীলোক হইতে, স্ত্রীলোক দ্বারা (সম্প্রদান এবং করণকারকে)।

ইত্থিরূপ (ক্লী) স্ত্রীরূপ, স্ত্রীজাতীয় আকৃতি, স্ত্রীসুলভ সৌন্দর্য, নারীসুলভ সৌন্দর্য বা কমনীয়তা।

ইত্থিলক্‌খণ (ক্লী) নারীলক্ষণ, স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, নারীর বাহ্যিক দর্শনে শুভাশুভ লক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, নারীত্বলক্ষণ। (তুলনীয়) **ইত্থিলক্‌খণ পুরিসলক্‌খণ** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **লক্‌খণ** (১)।

ইত্থিলিঙ্গ (ক্লী) স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীযোনি, নারীত্বের চিহ্ন, স্ত্রী ইন্দ্রিয়, যোনি। ⇒ **লিঙ্গ** (২)।

ইত্থিসদ্দ (ক্লী) স্ত্রীলোকের শব্দ, নারীর কণ্ঠস্বর।

ইত্থিসভাব (পুং) স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীজাতীয় স্বভাব। = **ইত্থত্ত** (২)।

ইত্থিসোণ্ডী (স্ত্রী) মদ্যপানে আসক্তা স্ত্রীলোক, মাতাল স্ত্রীলোক, সুরাসক্তা স্ত্রীলোক, সুরাপায়িনী নারী। ⇒ **সোণ্ড**।

ইত্থী (স্ত্রী, বহুবচন) স্ত্রীলোকেরা। = **ইত্থি**।

ইত্থীঘাতক (বিণ, পুং) স্ত্রীঘাতক, নারীহন্তা। = **থীঘাতক, ইত্থিঘাতক**।

ইদ = ইদং। ⇒ **ইদং**।

ইদং (ক্লী) (**ইদং** শব্দ কর্তৃকারক ও কর্মকারক, **ইম** শব্দের একবচনে) এই, এই বস্তু, ইহা, এইটি। ⇒ **অযং**। (বিণ) এই। (ক্রি-বিণ) ১ ইহাতে, এখানে। (বিনয়) **ইদপ্পচ্চযতা**—ইহাতে ভিত্তি করিয়া অর্থাৎ ইহাকে মূলাধার করিয়া অথবা এই উপায়ে। ২ এখন, সম্প্রতি, তখন, প্রায়ই (**কির** শব্দের পরিবর্তে অথবা সহিত)। ৩ ঠিক (এইটি), সত্যবটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, এমনকি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, বাস্তবিকই, কেবলমাত্র। (থেরগাথা) **ইদমত্থিক**—এতেই যথেষ্ট, ইহাই সঙ্গত, ইহাই ঠিক, ইহাই উপযুক্ত। (থেরগাথা) **ইদমত্থিক চীবর**—ইহাই উপযুক্ত চীবর। এখানে "**মত্থিক**" শব্দের পরিবর্তে পুগগল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায় "**মট্‌ঠিক**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইদমত্থিতা**—প্রাচুর্যে সন্তুষ্টি বা সন্তুষ্ট থাকা। (পুগগল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **অত্থিকভাব**।

ইদং সচ্চাভিনিবেস—বলিবার ইচ্ছা যে ইহাই একমাত্র সত্য অর্থাৎ দম্ভ করিয়া বলার প্রবণতা, চারি প্রকার কায়গ্রন্থির মধ্যে একটি। চতুর্বিধ **কায়গন্থা** (কায়গ্রন্থি), যথা—**অভিজ্‌ঝা কায়গন্থ, ব্যাপাদ কায়গন্থ, সীলব্বত-পরামাস কায়গন্থ, ইদং সচ্চাভিনিবেস কায়গন্থ** (ধর্মসঙ্গণীতে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য)।

ইদঞ্চ ইদঞ্চ—এই এই বস্তু, এইরূপ এইরূপ বস্তু, সেই সেই বস্তু। **অযং** শব্দে "নির্দিষ্ট অর্থ এবং উদাহরণ (৪)" দ্রষ্টব্য।

ইদপচ্চযতা (স্ত্রী) ইহাতে ভিত্তি করিয়া (অর্থাৎ কারণযুক্ত সম্বন্ধ), ইহাকে মূলাধার করিয়া, এই উপায়ে। ⇒ **ইদং** [ক্রি-বিণ(১)]। (ক্রি-বিণ) নিশ্চিত বা নিরূপিত কারণ হইতে, কারণরূপে, যুক্তিভাবে, কারণ উদ্দেশ্যে, কারণ হইয়া, উদ্দেশ্যের ছলে। ⇒ **পচ্চযতা**।

ইদমট্‌ঠিক = ইদমত্থিক। ⇒ **ইদমত্থিক**।

ইদমত্থিক (বিণ) [ইদং+অত্থিক] ⇒ **ইদং** [ক্রি-বিণ(৩)]।

ইদমত্থিতা (স্ত্রী) ⇒ **ইদং** [ক্রি-বিণ(৩)]।

ইদমত্থিতায [ইদং+অত্থিতায] ⇒ **অত্থিতায**।

ইদানি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) এখন, সম্প্রতি, এক্ষণে। = **সম্পটিকে**।

ইদানিস্‌স [ইদানি+অস্‌স] এখন তাহার।

ইদ্ধ ১ (বিণ) জ্বলন্ত, অগ্নিবৎ, অগ্নিগত, উজ্জ্বল, উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট, পরিষ্কৃত। ⇒ **ইদ্ধে**। (তুলনীয়) **ইদ্ধন, ইধুম**। (জাতক) **ইদ্ধ খগ্‌গধরা বলী = ইট্‌ঠি খগ্‌গধরা বলী**। ২ ক) অনুকূল, সমৃদ্ধিশালী, সফলকাম, ধনী, ঐশ্বর্যশালী, ধনবান, প্রচুর, পর্যাপ্ত, সম্পত্তিশালী। (বি-ভা) **ইদ্ধ ফীত বহুজন**—সমৃদ্ধশালী নগরের (দীর্ঘনিকায়)। = **ইস্‌সর**। খ) সিদ্ধ, কৃতকার্য, প্রাপ্ত, ভাগ্যবান, সুখী, সন্তোষজনক, যথোচিত, আশা-ইচ্ছা-

উদ্দেশ্য ইত্যাদি পূরণকারী, যথেষ্ট। (বিনয়) **ইদ্ধংভত্তং; ইদ্ধ ওবাদো।** ⇒ **ইজ্ঝতি।**

ইদ্ধানুভাব (পুং) [ইদ্ধি+অনুভাব] ক্ষমতার প্রভাব, মহত্ত্বের গুণ বা শক্তি।

ইদ্ধাভিসঙ্খার (পুং) [ইদ্ধি+অভিসঙ্খার] যে কোনো মানসিক ক্ষমতার বা শক্তির পরিচালনা। ⇒ **ইদ্ধি** (১)।

ইদ্ধি (স্ত্রী) **১** ঋদ্ধি, অলৌকিক ক্ষমতা বা শক্তি, দৈবশক্তি, অদ্ভুত শক্তি, শক্তি, ক্ষমতা, অমানুষিক শক্তি বা ক্ষমতা; গৃহী ক্ষমতা চারিপ্রকার রাজঋদ্ধি, যথা—ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, দীর্ঘায়ু, সুন্দর স্বাস্থ্য, লোকপ্রিয়তা (দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, জাতক)। ধনী বা রাজপুত্রের ঋদ্ধি, যেমন—**ক)** প্রমোদ উদ্যান প্রাপ্তি বা ব্যবহার; **খ)** সূক্ষ্ম কোমল ও মনোরম পোশাকপরিচ্ছদ প্রাপ্তি বা ব্যবহার, **গ)** বিভিন্ন ঋতুতে বাসোপযোগী আরামদায়ক বিভিন্ন ঘর প্রাপ্তি বা ব্যবহার (যেমন—শীত ঋতুতে উষ্ণ ঘর, গ্রীষ্ম ঋতুতে শীতল বাতাস ইত্যাদি), **ঘ)** উত্তম খাদ্য প্রাপ্তি বা লাভ। **২** মানসিক ক্ষমতা বা অমানুষিক ক্ষমতা, যেমন—একজনে বহুজন হওয়া, পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে উড়িয়া গমন করা, হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া এবং হঠাৎ দৃষ্টিপথে আগমন করা, পৃথিবীতে বা মাটির মধ্যে জলের ন্যায় ডুব দেওয়া, আকাশে বা শূন্যমার্গে পদাচারণ করা-শোয়া-বসা, ইচ্ছানুরূপ নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য বা অমানুষিক ব্যাপার সম্পাদন করা ইত্যাদি। **৩** উন্নতি, সাফল্য, সফলতা, সৌভাগ্য।

ইদ্ধিক (বিণ) **১** (যৌগিকে) **কপণইদ্ধিক**—পদব্রজে ভ্রমণকারী, ভ্রমণকারী, টো টো করিয়া ভ্রমণ করে এমন, পথিক, যাত্রী। ⇒ **কপণ।** **২** [ইদ্ধি+ক] ঋদ্ধিবান, ঋদ্ধিশক্তি সম্পন্ন, ক্ষমতার অধিকারী। (যৌগিকে) **মহিদ্ধিক**—মহা ঋদ্ধিবান, অসীম ক্ষমতার অধিকারী। (বিনয়) **মহিদ্ধিক মহানুভাব।**

ইদ্ধি পাটিহারিয (পুং) অতি অমানুষিক ক্ষমতা বা দৈবশক্তি, মানসিক ক্ষমতা পরিচালনায় অদ্ভুত কার্য সম্পাদন। ⇒ **ইদ্ধি** (২), **পাটিহারিয।**

ইদ্ধিপাদ (পুং) মানসিক ক্ষমতা পরিচালনার উপাদান বা মূলভিত্তি, ঋদ্ধিপাদ। (মহানির্দেশ) **ইদ্ধিপাদ ধীর; ইদ্ধিপাদ পুচ্ছা।** ⇒ **অরিয ইদ্ধিপাদা। ইদ্ধিপাদ** চতুর্বিধ, যথা—**ছন্দ-ইদ্ধিপাদ, বিরিয-ইদ্ধিপাদ, চিত্ত-ইদ্ধিপাদ, বীমংসা-ইদ্ধিপাদ** (বোধিপক্ষীয় ধর্মে দ্রষ্টব্য)।

ইদ্ধিবল (ক্লী) অলৌকিক ক্ষমতা, অমানুষিক ক্ষমতা, অত্যাশ্চর্য শক্তি, অদ্ভুত ক্ষমতা। ⇒ **ইদ্ধি** (২)।

ইদ্ধিমন্ত (বিণ) **১** (সাহিত্যে) সিদ্ধ, কৃতকার্য, সমৃদ্ধিশালী, ভাগ্যবান, সুখী, বুৎপন্ন, দক্ষ, বিচক্ষণ। **অনিদ্ধিমন্ত**—হতভাগ্য, অভাগা, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দরিদ্র, সামান্য, অনুর্বর। **২** (চরিত্রে) ঋদ্ধিমান, অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতার অথবা অমানুষিক শক্তির অধিকারী।

ইদ্ধিমন্ত (বিণ) = **ইদ্ধিমন্ত।** ⇒ **ইদ্ধিমন্ত।**

ইদ্ধিযান—ঋদ্ধিযান, মানসিক অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা নির্মিত যান বা রথ, ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি বলে নির্মিত গাড়ি। ⇒ **যান** (২)।

ইদ্ধিবিকুব্বতি ⇒ **বিকুব্বতি।**

ইদ্ধিবিকুব্বনা (স্ত্রী) মানসিক ক্ষমতা পরিচালনায় অলৌকিক কার্যের অভ্যাস।

ইদ্ধিবিধা—নানাবিধ ঋদ্ধি, বহুপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতা।

ইদ্ধিবিসয (পুং) মানসিক ক্ষমতার প্রসার, ঋদ্ধির বিস্তৃতি।

ইদ্ধে (ক্রি) (√ইধ অথবা √ইন্ধ) জ্বলিয়া উঠা, উজ্জ্বল হওয়া, উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট হওয়া, পরিষ্কার হওয়া। (অ-বিণ) **ইদ্ধ** (১)।

ইধ (অব্যয়, ক্রি-বিণ) এখানে, এই স্থানে, এই সম্বন্ধে, এখন; (বর্ণনায়) ইহজগতে, এই সংসারে, বর্তমান জন্মে, বর্তমান মনুষ্যজন্মে।

ইধমাগতো [ইধ+আগতো] এখানে আসিয়াছে বা পৌঁছিয়াছে।

ইধলোক (পুং) এই ধর্ম, এই জগৎ, এই মনুষ্যভূমি, এই মানব জগৎ, এই সংসার। (বিপ) **পরলোক।** = **মনুস্সলোক।** ⇒ **লোক** (২ক), **পরলোক।**

ইধ বা হুরং বা ⇒ **হুরং।**

ইধুপপন্ন (বিণ) এই সংসারে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, এই মনুষ্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন।

ইধুম (ক্লী) (সংস্কৃত—ইধ্ম) জ্বালানি কাষ্ঠ, ইন্ধন।

ইনট্ঠ (বিণ) [ইন+অট্ঠ] ঋণগ্রস্ত, ঋণদায়ে পতিত।

ইন্দ (পুং) **১** দেবেন্দ্র, ইন্দ্ররাজ, দেবরাজ, ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি। **২** প্রভু, শাসনকর্তা, রাজা, স্বামী, ভূপতি, অধিপতি, নরেন্দ্র, মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অধীশ্বর, নেতা, সর্দার। (দীর্ঘনিকায়) **সক্কো দেবানং ইন্দো।** (সংযুক্ত নিকায়) **বেপচিত্তি অসুরিন্দো; মনুস্সিন্দ।** (সূত্রনিপাত) **মনুজিন্দ; নরিন্দ।** (দীর্ঘনিকায়) **স-ইন্দা দেবা**—দেবরাজ ইন্দ্রসহ দেবগণ; **দেবা তাবতিংসা সহিন্দকা**—দেবরাজ ইন্দ্রসহ ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গের দেবগণ।

ইন্দক (পুং) **১** কাহারও নামবিশেষ। **২** = **ইন্দ।** ⇒ **ইন্দ** (২)।

ইন্দখীল (পুং) [ইন্দ+খীল; বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—ইন্দ্রখীল] দরজার সিঁড়ির পাথর, নগরদ্বারস্থ সুদৃঢ় খুঁটি, নগরদ্বারের সম্মুখবর্তী সুদৃঢ় খুঁটি, ইন্দ্রখীল, ঘরের দরজায় লাগানো সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড। (দীর্ঘনিকায়) **ইন্দখীলং উহচ্চ।** (বিনয়ের বর্ণনায়) **সযনি-ঘরস্স উম্মারো** অর্থাৎ সিঁড়ির পাথর। (সংযুক্ত নিকায়) **অযোখীলো ইন্দখীলো।** (ধর্মপদ) **ইন্দখীলূপম।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **লিক্খমিত্বা বহি ইন্দখীলা।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **ইন্দখীল সদিসং সারিপুত্তস্স চিত্তং; নগরদ্বারে নিখতং ইন্দখীলং।** নগরদ্বারে প্রোথিত অতি উচ্চ অতি দৃঢ় স্তম্ভ যা প্রাকৃতিক দুর্যোগেও অনড় অচল থাকে।

ইন্দগজ্জিত (ক্লী) ইন্দ্ররাজের বজ্র, বজ্রধ্বনি, মেঘগর্জন,

ভীমনাদ, উচ্চশব্দ।

ইন্দগ্‌গি (পুং) [ইন্দ+অগ্‌গি] বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক অগ্নি।

ইন্দগ্‌গিদড্‌ঢ (বিণ) [ইন্দ+অগ্‌গি+দড্‌ঢ] দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্নিতে দগ্ধ, বিদ্যুতাগ্নিতে দগ্ধ, বিদ্যুতাহত।

ইন্দগূ = হিন্দগূ। ⇒ **হিন্দগূ।**

ইন্দগোপক (পুং) [ইন্দ+গোপক] একজাতীয় লালপোকা যাহা বৃষ্টিপাতের পর ভূমিগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে, ইন্দ্রগোপ, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটবিশেষ।

ইন্দজাল (ক্লী) ইন্দ্রজাল, কুহক, ভোজবাজি, মায়া, প্রতারণা, প্রবঞ্চণা, চাতুরী, যাদু।

ইন্দজালিক (বিণ) ঐন্দ্রজালিক, ইন্দ্রজালিক, বাজিকর, কুহকী, যাদুকর।

ইন্দধনু (ক্লী) ইন্দ্রধনু, রামধনু।

ইন্দনীল (পুং) ইন্দ্রনীল, নীলকান্তমণি, পান্না।

ইন্দভবন (ক্লী) ইন্দ্রভবন, দেবরাজ ইন্দ্র শাসিত স্বর্গরাজ্য, দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকারভুক্ত রাজ্য অর্থাৎ ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গ। ⇒ **ভবন।**

ইন্দলিঙ্গ—দেবরাজ ইন্দ্রের বিশেষ গুণ বা লক্ষণ।

ইন্দবারুণি (স্ত্রী) [ইন্দ+বারুণি] শাসাগাছ অথবা শসা ফল। (জাতক) **ইন্দবারুণি রুক্খ।**

ইন্দবারুণী = ইন্দবারুণি। ⇒ **ইন্দবারুণি।**

ইন্দসাল (পুং) ইন্দ্রশাল নামক একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

ইন্দীবর (ক্লী) নীলবর্ণের শাপলাফুল, নীলপদ্ম। (জাতক) **ইন্দীবরী-সমা রত্তি।** = **উদ্দালক পুপ্ফ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **উদ্দালক।**

ইন্দ্রিয (ক্লী) [ইন্দ+ইয; বৈদিক) ইন্দ্রিয়—(বিণ) ইন্দ্রসম্বন্ধীয়; ইন্দ্র—(ক্লী) শক্তি, ক্ষমতা। (বাঙ্গালা অভিধানে:—) যদ্দ্বারা পদার্থের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কর্মসাধন করা যায় (ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। পুনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। অন্তরিন্দ্রিয় চতুর্বিধ, যথা—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক); শুক্র, বীর্য, বিজ্ঞান। ইন্দ্র (কর্মকর্তা) + ইয় সৃষ্টার্থে। কিন্তু পালি মতে "শাসনকর্তা-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ (বিণ) শাসন-সম্বন্ধীয়"; (ক্লী) শাসন, দমন-ইন্দ্রিয়। ১ নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ:—ইন্দ্রিয় বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় দর্শন এবং নীতিতত্ত্বের অতি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ গণ বা শ্রেণীর মধ্যে একটি, অর্থ—প্রশাসনিক মনোবৃত্তি, পরিচালকীয় ক্ষমতা; (প্রয়োগে) **ক)** (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভবনীয়তা সম্বন্ধে) কার্যক্ষমতা, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বা শারীরিক বৃত্তি, ধীশক্তি, বৃত্তি, ধর্ম, কর্তব্যকাজ, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু এই শব্দের প্রায়ই "ইন্দ্রিয় বা দেহযন্ত্র" রূপে ভুল অনুবাদ করা হইয়াছে। **খ)** (স্ত্রীলোকের আকৃতি ও ব্যাপারের বিষয়গত অবস্থা-সম্বন্ধে) বংশ, জাতি, প্রকার, প্রণালী, স্বভাব, প্রকৃতি, বিশেষগুণ, লক্ষণ, সুনির্দিষ্ট বা স্থিরীকৃত মনোবৃত্তি, চিহ্ন, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ। **গ)** (স্ত্রীলোকের সংবেদনে মনের ভাব বা মেজাজ এবং নৈতিক কর্মক্ষমতাসমূহ অথবা নিয়ন্ত্রণকার্য প্রবর্তনা-সম্বন্ধে) মৌলিক ও নিয়ন্ত্রিত প্রভাব বা কার্যকারিতা। **ঘ)** (স্ত্রীলোকের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্বন্ধে) সমানবর্ণ, জাতি, শ্রেণী। ২ ইন্দ্রিয়সমূহের বিস্তৃত শ্রেণী বিভাগ বা বিন্যাস:—(বিশুদ্ধিমার্গ ও বিভঙ্গ) **বাবীসতি ইন্দ্রিযানি** (বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়), যথা—**ক) চক্খু-ইন্দ্রিয** (চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয়, দৃষ্টির বা দৃষ্টি-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত প্রচ্ছন্ন শক্তিমূলক বিশিষ্টতা), **খ) সাত-ইন্দ্রিয** (কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়), **গ) ঘান-ইন্দ্রিয** (ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা, ঘ্রাণ, নাক), **ঘ)** জিবহ-ইন্দ্রিয (জিহ্বা, রসেন্দ্রিয়, স্বাদ), **ঙ) কায-ইন্দ্রিয** (স্পর্শেন্দ্রিয়, শরীর, শরীরের স্পর্শানুভূতি), **চ) মন-ইন্দ্রিয** (মন, মনবস্তু, মনেন্দ্রিয়), **ছ) জীবিত-ইন্দ্রিয** (জীবন, জীবনীশক্তি), **জ) ইত্থি-ইন্দ্রিয** (স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীযোনি), **ঝ) পুরিস-ইন্দ্রিয** (পুরুষলিঙ্গ), **ঞ) সুখ-ইন্দ্রিয** (সুখ), **ট) দুক্খ-ইন্দ্রিয** (দুঃখ), **ঠ) সোমনস্স-ইন্দ্রিয** (আনন্দ, মানসিক সুখ, আহ্লাদ), **ড) দোমনস্স-ইন্দ্রিয** (দৌর্মন্যতা, মানসিক দুঃখ বা শোক), **ঢ) উপেক্খা-ইন্দ্রিয** (সুখ কিংবা দুঃখে উপেক্ষা বা নিরপেক্ষ ভাব), **ণ) সদ্ধা-ইন্দ্রিয** (শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস), **ত) বিরিয-ইন্দ্রিয** (বীর্য, উৎসাহ, উৎসুক), **থ) সতি-ইন্দ্রিয** (স্মৃতি, মনোযোগিতা), **দ) সমাধি-ইন্দ্রিয** (সমাধি, ধ্যান, একাগ্রতা সাধন), **ধ) পঞ্ঞ-ইন্দ্রিয** (প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা, হেতুবাদ, বিচারবুদ্ধি), **ন) অঞ্ঞাত-ঞস্সামী'তি-ইন্দ্রিয** (অজ্ঞাত বিষয় জানিবার প্রচেষ্টা বা চিন্তা), **প) অঞ্ঞ (= অঞ্ঞা)-ইন্দ্রিয** (প্রায় জানিয়াছে এইরূপ ভাব অথবা অর্হতমার্গ), **ফ) অঞ্ঞাতাইন্দ্রিয** (জ্ঞাতইন্দ্রিয় বা অর্হত্ব)। **৩ক)** সংজ্ঞাবহু বা বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়:—ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বমোট বাইশ প্রকার হইলেও তন্মধ্যে "**চক্খু, সোত, ঘান, জিবহ্, কায**"—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যিক-সম্বন্ধ প্রধান বা মুখ্য এবং "**মনিন্দ্রিয**" গৌণ। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চন্নং ইন্দ্রিযানং অবক্কন্তি;** (বি-ভা) **ইন্দ্রিযানি সংবুতানি** (এখানে "**মনিন্দ্রি**"কে সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে বুঝাইল)। (সূত্রনিপাত) **পঞ্চসু ইন্দ্রিযেসু সংবুতো = লক্খণতো পন ছট্ঠংপি বুত্তং যেব হোতি**—অর্থাৎ মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে বলা হইল (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (থেরীগাথা) **ইন্দ্রিযেসু সুসংবুতা = মন-ছট্ঠেসু ইন্দ্রিযেসু সুট্ঠু সংবুতা** (থেরগাথা অর্থকথা)। (থেরীগাথা) **ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বার (=গুত্তদ্বারতা**—দীর্ঘনিকায়)। = **মন-ছট্ঠেসু ইন্দ্রিযেসু পিহিত দ্বারো হোতি; ইন্দ্রিযেসু বিপ্পসন্নানি** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইন্দ্রিযানং সমতা** (= **সমত্থ**)। (সূত্রনিপাত) **ইন্দ্রিযানি ভাবিতানি = চক্খু আদিনি ছ ইন্দ্রিযানি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। বিবিধ উদাহরণ:—(সংযুক্ত নিকায়) **ইন্দ্রিযানি রক্খতি;**

ইন্দ্রিয়ূপসমে রতো; ইন্দ্রিয় সম্পন্ন।"মনো" কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারকস্বরূপ। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **মনিন্দ্রিয়**। (বিভঙ্গ) **মুদু-ইন্দ্রিয়; তিক্খিন্দ্রিয়; অহীনিন্দ্রিয়; রূপিন্দ্রিয়**—নামও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ) ভৌতিক বা শারীরিক ইন্দ্রিয়:— **ইত্থিন্দ্রিয়, পুরিসিন্দ্রিয়, জীবিতিন্দ্রিয়**—এই তিনটি (সংযুক্ত নিকায়ে); (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **ইত্থিন্দ্রিয়, পুরিসিন্দ্রিয়;** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে অন্যত্র) **পুরিসিন্দ্রিয়;** (বিভঙ্গে) **জীবিতিন্দ্রিয়**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইন্দ্রিয় (জীবিতিন্দ্রিয়) উপচ্ছেদ = মরণ**। গ) উত্তেজনাকর বা চাঞ্চল্যকর ইন্দ্রিয়:—**সুখিন্দ্রিয়, দুক্খিন্দ্রিয়, সোমনস্সিন্দ্রিয়, দোমনস্সিন্দ্রিয়, উপেক্খিন্দ্রিয়**—এই পাঁচটি। ঘ) নৈতিক বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়:—**সদ্ধিন্দ্রিয়, বিরিযিন্দ্রিয়, সতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, পঞ্ঞিন্দ্রিয়**—এই পাঁচটি। বোধিপক্ষীয় ধর্মে এই পাঁচটিকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা পঞ্চবল বলা হয়। এখানে প্রজ্ঞাই প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। (চুলনির্দেশে) **সতি-ইন্দ্রিয় সতিবল**। চুলনির্দেশে প্রায় "**সতিপট্ঠান, সম্মপ্পধান, ইদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোজ্ঝঙ্গ, মগ্গ** (বোধিপক্ষীয় ধর্ম)" এর সংযোগে দৃষ্ট হয়। প্রতিসম্ভিদা মার্গ "**বিরিযিন্দ্রিয়, সতি-ইন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, পঞ্ঞিন্দ্রিয়**"—এই চারিটিকে "**পচ্চিম**" বলা হইয়াছে। ঙ) জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়:—**অঞ্ঞাত-ঞস্সামী'তি ইন্দ্রিয়, অঞ্ঞ (অঞ্ঞা) ইন্দ্রিয়, অঞ্ঞতাবিন্দ্রিয়**—এই তিনটি। ইহা অর্হতজ্ঞান-সম্বন্ধে বুঝায়। চ) একসঙ্গে:—(দুই বা ততোধিক সমবায়ে "ক" হইতে "ঙ", অদ্ভুত ব্যবহারে, ব্যক্তিগত এবং শারীরিক কার্যক্ষমতায়) **পাকত-ইন্দ্রিয়; আকাসং ইন্দ্রিযানি সঙ্কমন্তি; বিপরি-ভিন্নানি ইন্দ্রিযানি** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইন্দ্রিযানং অবেকল্লতা**। অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনে—(সংযুক্ত নিকায়) **ওক্খিপতি ইন্দ্রিযানি, ইন্দ্রিযানং পরিপাকো**—(নৈতিক বা শারীরিক) মনোবৃত্তি বা কার্যক্ষমতা সমূহের পরিপক্বতা। ধর্মসম্মত প্রভাবে—(বিনয়) **ইন্দ্রিযানং সমতা, ইন্দ্রিযানং বিরিযানং সমতা** (অর্হতের লক্ষণস্বরূপ); **পঞ্চিন্দ্রিযানি**। (জীবনের মূলতত্ত্ব) **একিন্দ্রিযং জীবং** (বিনয়)। মিলিন্দ প্রশ্নে হৃদয় অথবা অনুভূতির স্থান-সম্বন্ধে:—**ইন্দ্রিযানি পরিচারেতি**—কাহার অন্তর বা মন তুষ্ট করা (পেতবত্থু অর্থকথা)। ধর্ম, কর্তব্য, ব্রত, বশ্যতা ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে:—(বি-ভা) **ইন্দ্রিযানি ভিন্দিত্বা**—কাহারও ব্রত ভঙ্গ করিয়া। ৪ অবিনাস্ত বা বিশৃঙ্খল উপকরণ বুঝাইলে:—(দীর্ঘনিকায়) **অহীনিন্দ্রিয়; দোমনস্সিন্দ্রিয়; সোমনস্সিন্দ্রিয়**। (মধ্যম নিকায়) **ইন্দ্রিয় বেমত্ততা; দুক্খিন্দ্রিয়, দোমনস্সিন্দ্রিয়**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্তিন্দ্রিয়**। (মহানির্দেশ) **ইন্দ্রিযধীর; ইন্দ্রিয় কুসল; ইন্দ্রিয় পুচ্ছা**। (ধর্মসঙ্গণী) **দুক্খিন্দ্রিয়**। (নেত্তি) **সোতাপন্নস্স ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় ববট্ঠান; লোকুত্তর-ইন্দ্রিয়**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইন্দ্রিয় বেকল্লতা**। ৫ (বিণ) ইন্দ্রিয়যুক্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত, জ্ঞানযুক্ত, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী, ধারণাকারী, এই এই মন বা অন্তরযুক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **তিক্খিন্দ্রিয়, মুদু-ইন্দ্রিয়; পাকতিন্দ্রিয়**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সংযুত-ইন্দ্রিয়; গুত্ত-ইন্দ্রিয়; সমাহিত-ইন্দ্রিয়; সুসমাহিত-ইন্দ্রিয়**—সুন্দররূপে শান্ত বা সংযত-ইন্দ্রিয়যুক্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পীণিত-ইন্দ্রিয়**—সন্তুষ্টচিত্ত, আনন্দিত মনযুক্ত। ৬ কতিপয় যৌগিক শব্দ:—(জাতক) **ইন্দ্রিয় পরোপরিয ঞাণ; ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্ত ঞাণ; ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্তি ঞাণ**—পরচিত্ত জানিবার জ্ঞান, অপরের মনোভাব জানিবার জ্ঞান। ⇒ **পরোপরিয**।

ইন্দ্রিযং (ক্লী) ইন্দ্রিয়। = **ইন্দ্রিয**।

ইন্দ্রিয়গুত্ত (বিণ) ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করিয়াছেন এমন, ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পর্কে সংযত ও সতর্ক, ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত।

ইন্দ্রিয় গুত্তি (স্ত্রী) ইন্দ্রিয় দমন, আত্মদমন, ইন্দ্রিয়সমূহ সম্পর্কে সতর্কতা।

ইন্দ্রিযগোচর (পুং, ক্লী) ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে আসা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে উপলব্ধি। ⇒ **গোচর** (২)।

ইন্দ্রিয় ঞাণ (ক্লী) ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে জ্ঞান, ইন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান।

ইন্দ্রিযদমন (ক্লী) ইন্দ্রিয় দমন, ইন্দ্রিয়সমূহ আয়ত্তকরণ, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখা, ইন্দ্রিসমূহকে বশীভূত করার কাজ।

ইন্দ্রিয় পরোপরিয ঞাণ = ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্ত ঞাণ। ⇒ **ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্ত ঞাণ**।

ইনিদ্রয পরোপরিযত্ত ঞাণ (ক্লী) পরের চিত্ত জানিবার জ্ঞান, অপরের মনের অবস্থা অথবা মনোভাব জানিবার বা বুঝিবার জ্ঞান। = **ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্তি ঞাণ**। ⇒ **পরিযত্ত** (১), **ইন্দ্রিয** (৬), **পরিযত্তি, পরিয** (ক্লী)।

ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্তি ঞাণ = ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্ত ঞাণ। ⇒ **ইন্দ্রিয় পরোপরিযত্ত ঞাণ, ইন্দ্রিয** (৬)।

ইন্দ্রিয় ভাবনা—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-কায়—এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের নৈতিক গুণ বিষয়ে উন্নতিসাধন বা ভাবনা বা চিন্তা বা গবেষণা। (বিনয়) **ইন্দ্রিযভাবনা বলভাবনা**।

ইন্দ্রিযভূমি (স্ত্রী) ইন্দ্রিয়ভূমি, ইন্দ্রিয়রূপ ক্ষেত্র বা স্থান, ইন্দ্রিয়ের চেতনা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্তর বা কারণ। ⇒ **ভূমি** (৩)।

ইন্দ্রিযরূপ—ইন্দ্রিয় বা শারীরবৃত্তি। ⇒ **রূপিন্দ্রিয**।

ইন্দ্রিযবেকল্লতা (স্ত্রী) ইন্দ্রিয় বৈকল্য, ইন্দ্রিয় পরিপূর্ণ নহে এরূপ অবস্থা, ইন্দ্রিয় বিকলতা। ⇒ **বেকল্লতা**।

ইন্দ্রিয় সংযম (পুং) ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-কায়-মন—এই ষড়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধে সংযমতা।

ইন্দ্রিয় সংবর (পুং) ইন্দ্রিয় সংবরণ, ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিসমূহকে বশীভূত করার কাজ, ইন্দ্রিয় দমন। = **ইন্দ্রিয় দমন, ইন্দ্রিয় সংযম**। ⇒ **সংবর**।

ইন্দ্রিযানং পরিচারণা—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় পরিচর্যা, ইন্দ্রিয় পরিচালনা। = **ইন্দ্রিযানং পরিহরণা**।

ইন্দ্রিযানং পরিহরণা—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি। = **ইন্দ্রিযানং পরিচারণা, পরিচারিকা** (২)।

ইন্ধন (ক্লী) ইন্ধন, জ্বালানিকাষ্ঠ, পাথর কয়লা ইত্যাদি জ্বালানি। **অনিন্ধন** (বিণ) ইন্ধনহীন, জ্বালানিকাষ্ঠহীন। (জাতক) **অনিন্ধন অগ্গি**। (তুলনীয়) **ইধুম**।

ইব্ভ (বিণ) (বৈদিক—ইভ্য অর্থাৎ ভৃত্য-সম্বন্ধীয়) দাস বা ভৃত্য-সম্বন্ধীয়, নীচ কার্যকারী, অধীন, পক্ষভুক্ত। (বি-ভা) **মুণ্ডকা সমণকা ইব্ভা কণ্হা (কিণ্হা) বন্ধুপাদাপচ্চা** (দীর্ঘনিকায়); (সিংহলী দীর্ঘনিকায়ে) **ইম্ভ;** (সাহিত্যে) **কিণ্হা, কণ্হা** শব্দ দৃষ্ট হয়; (মধ্যম নিকায়) **কিণ্হা, কণ্হা**। (জাতক এবং বুদ্ধঘোষের দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) **গহপতিক**।

ইভ (পুং) হস্তী, হাতি, কুঞ্জর।

ইভপীপ্ফলী (স্ত্রী) লম্বা বড় আকারের মরিচ অথবা উহার গাছ, পিপুল অথবা পিপুল গাছ।

ইম (সর্বনাম পদ) ইহা, উহা, তাহা। ⇒ **অস্সা**।

ইমং (ক্লী) এইটি, ইহা। ⇒ **অযং**। (বিণ) এই। কারক নির্ণয় "**অযং**" শব্দের ন্যায়।

ইমংরত্তিং (ক্রি-বিণ) এই রাত্রিতে, এই রাত্রি, এই রাত্রির মধ্যে। ⇒ **রত্তি** (২), **রত্তিং**।

ইমমত্থং [ইমং+অত্থং] এই বিষয়, এই বিষয়ে। ⇒ **অত্থ**।

ইমম্হি সময়ে ⇒ **সময**।

ইমিনা সচ্চেন—এই সত্যের ফলে অর্থাৎ ইহা যদি সত্য হয়, এই সত্যের (সত্যবাক্যের) দ্বারা। (সূত্রনিপাত) **ইমিনা সচ্চবজ্জেন**—এই সত্য বাক্যের ফলে অর্থাৎ এই কথা যদি সত্য হয়। ⇒ **সচ্চ**।

ইম্ভ = **ইব্ভ**। ⇒ **ইব্ভ**।

ইরিণ (ক্লী) (বৈদিক—ইরিণ) মহাবন, মরুভূমি, নির্জনস্থান, অনুর্বর স্থান, (জমি-সম্বন্ধে) অনুর্বর ভূমি, (স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) বন্ধ্যা স্ত্রী, (গাছ-সম্বন্ধে) অফলন্ত বৃক্ষ। = **নিরোজ** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **ঈরিণ**।

ইরিন ইরিণ। ⇒ **ইরিণ**।

ইরিযতি (ক্রি) [√ইরিয+অ] স্থানান্তর করা বা স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, বা নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, ঘুরিয়া বেড়ানো, পথ হারানো, বিভ্রান্ত হওয়া, ভ্রমণ করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, সরিয়া যাওয়া, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু বা ভদ্র ব্যবহার করা, ব্যবহার বা হাবভাবের কোনোরূপ কৌশল প্রদর্শন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্খং অতিচ্চ ইরিযতি**। = **বিহরতি, চরতি**।

ইরিযনা (স্ত্রী) নড়াচড়ার কৌশল, চলন, গতি, পরিভ্রমণ, অগ্রগমন, শরীর চালনা, উন্নতি, প্রগতি, যাত্রা।

ইরিযা (স্ত্রী) অবস্থান, দশা, ভাবভঙ্গি, প্রকৃতি, অঙ্গবিন্যাস, বিচলন, চলনভঙ্গি, গতি, আন্দোলন, গতিবিধি, ব্যবহার, হাবভাব, শরীর চালনা। ⇒ **ইরিযনা**। = **চরিযা বত্তি বিহারো** (চুলনির্দেশ)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ইরিযা বুত্তিপালন যপন**।

ইরিযাপথ (পুং) ইর্যাপথ, ব্যবহার, হাবভাবের কৌশল, নড়াচড়া, চলনভঙ্গির প্রথা, সদাচরণ, ভাবভঙ্গি, আচরণ, চালচলন। ইর্যাপথ চতুর্বিধ, যথা—(পায়চারী বা পদচারণা অর্থে) গমন, দাঁড়ানো, উপবেশন, শয়ন। এই চারি ইর্যাপথ বিদর্শন স্মৃতিসাধনাকারী যোগীর প্রধান অবলম্বন। (বিনয়) **ইরিযাসম্পন্ন**। (মধ্যম নিকায়) **ছিন্ন-ইরিযা** খোঁড়া লোক। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারো ইরিযা**।

ইরিযা পথচক্ক (ক্লী) চক্রাকারে চারিপ্রকার ইর্যাপথ বা আচরণ (অর্থাৎ চারিপ্রকার চালচলনের মধ্যে নিজকে পুনঃপুন আবর্তিতাকারে আবদ্ধ রাখা)। **ইরিযাপথ** শব্দে চতুর্বিধ ইর্যাপথ দ্রষ্টব্য। (সদ্ধম্মোপাযন) **সাচক্ক; মিগচক্ক**। ⇒ **চক্ক**।

ইরুব্বেদ—ঋগ্বেদ। (দীপবংস) **ইরুবেদ**।

ইরুবেদ = **ইরুব্বেদ**। ⇒ **ইরুব্বেদ**।

ইল্লিযা (স্ত্রী) = **ইল্লী**। ⇒ **ইল্লী**।

ইল্লী (স্ত্রী) একপ্রকার অস্ত্রবিশেষ, ছোট একধারা তলোয়ার।

ইল্লীযিতং—কর্মকারকে "**অল্লীযিতুং**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। ⇒ **অল্লীযতি**।

ইব (অব্যয়) সদৃশ, মতো, ন্যায়, যখন, যেমন, যথা, যেহেতু, হিসাবে, রূপে, যদিও, যেন। = **ব** (২), **বিয**। = **ওপম্ম বচনং**। এই শব্দটি (**ব**) রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইস (পুং) প্রভু, উপদেষ্টা, কর্তা, নেতা।

ইসকা (স্ত্রী) **ইসিকা**। ⇒ **ইসিকা**।

ইসাদন্ত (বিণ) যাহার লম্বা লম্বা দাঁত আছে। (ক্লী) হস্তীদন্ত, বিষদন্ত প্রভৃতি লম্বা দাঁত।

ইসি (পুং) ঋষি।

ইসিকা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—ইষিকা) নল, নলখাগড়া, বেণু।

ইসিত্ত (ক্লী) ঋষিত্ব। = **ইসিভাব**।

ইসিনিসভ (পুং) ঋষি ঋষিভ, ঋষিশ্রেষ্ঠ, মহামুনি, ঋষি প্রধান, (সাহিত্যে) ষাঁড়। = **নিসভ, আজানীয**। (বর্ণনায়) **বুদ্ধ**।

ইসিপতন (ক্লী) ঋষিপতন। ইহা বারানসীর অন্তর্গত ৬মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম। ইহার বর্তমান নাম সারনাথ, প্রাচীন নাম ছিল ঋষিপতন। প্রাচীনকালে ঋদ্ধিবান ঋষিগণ আকাশপথে আসিয়া এই স্থানের অরণ্যে প্রবেশ করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঋষিপতন। ভগবান বুদ্ধ আষাঢ়ীপূর্ণিমা তিথিতে এই স্থানেই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নিকট তাহার নবলব্ধ নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ ধর্ম "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র" সর্বপ্রথম দেশনা বা প্রচার করেন।

ইসিপব্বজ্জা (স্ত্রী) ঋষিপ্রব্রজ্যা, গৃহত্যাগে প্রব্রজা গ্রহণ বা সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন, প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস জীবন, ঋষিবেশে নির্জনবাসী হওয়া। ⇒ **পব্বজ্জা**।

ইসিভাব (পুং) ঋষিভাব, ঋষিবেশ, ঋষিত্ব।

ইসিবাত—ঋষিবাত, ঋষিবায়ু, ঋষির বাতাস, ঋষির নিশ্বাস।

ইসিসত্তম (পুং) মহামুনিগণের মধ্যে সপ্তম অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ। সপ্তবুদ্ধের নাম, যথা—**বিপস্‌সিন বুদ্ধ, সিখিনবুদ্ধ, বেস্‌সভু বুদ্ধ, ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন বুদ্ধ, কস্‌সপবুদ্ধ, গৌতমবুদ্ধ। = ভগবা ইসি চ সত্তমোচ উত্তমখেন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **বুদ্ধ ইসিনং বিপস্‌সি আদীনং সত্তমো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

ইসী (পুং) ১ ঋষি, সিদ্ধপুরুষ, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী, প্রব্রজিত পুরুষ, ভবিষ্যদ্বক্তা, ভাবীদর্শী, দর্শক, সুবিজ্ঞ ব্যক্তি, ধার্মিক ব্যক্তি, সাধু, আচার্য বা শিক্ষাগুরু। (দীর্ঘনিকায়) **কণ্‌হো ইস অহোসি**। (সংযুক্ত নিকায়) **আচারো ইসিনং; ধম্মো ইসিনং ধজো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইসি ভাসিতো ধম্মো**। (সূত্রনিপাত) **দেব-ইসি**—দেবর্ষি, দেব সদৃশ ঋষি। (চুলনির্দেশ) **ইসি-নামকা যে কেচি ইসি পব্বজ্জং পব্বজিতা আজীবিকা নিগণ্ঠা জটিলা তাপসা**। (জাতক) **ইসযো নত্থি মে সমা; ইসিগণ; ইসিগোত্তমো**। = **যম-নিয়ম-আদীনং এসনখেন ইসযো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **ঝান-আদীনং গুণানং এসনখেন ইসি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **অসেকখানং সীলক্‌খন্ধ-আদীনং এসনখেন হসিং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইসি-বাত, ইসিভত্তিক**। (সম্বন্ধপদে) **ইসিনো**। ⇒ **মহেসি**। ২ (ব্রাহ্মণ্য প্রথায় বৈদিক স্তোত্রে) **ব্রহ্মণানং পুব্বকা ইসযো মন্তানং কত্তারো পবত্তারো** (এই ঋষিগণের নাম দীর্ঘনিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—) **অট্‌ঠক, বামক, বামদেব, বাসেট্‌ঠ, কস্‌সপ, ভগু, বেস্‌সমিত্ত, যমতাগ্গি (যমদগ্গি), অঙ্গিরস, ভারদ্বাজ**। (সম্বোধন পদে) **ইসে**, (বহুবচনে) ইসযো। (সম্বন্ধ কারকে) **ইসিনং, ইসীনং**। (করণ কারকে) **ইসিভি**।

ইসীকা (স্ত্রী) ১ = **ইসিকা**। ⇒ **ইসিকা**। ২ মুঞ্জঘাস। ⇒ **মুঞ্জ** (১)।

ইস্‌স (পুং) ভল্লুক, ভালুক।

ইস্‌সতি (ক্রি) [ইস্‌স+অ] ঈর্ষা করা, বিদ্বেষ করা, হিংসা করা, শত্রুতা করা, খারাপ ইচ্ছা পোষণ করা, ক্রোধান্বিত হওয়া। (অ-বিণ) **ইস্‌সিত**। (ব-বিণ) **ইস্‌সমানক**।

ইস্‌সখ [তুলনীয় সংস্কৃত √ইষু—শর (= পালি শব্দ "**উসু**")+অস্‌—নিক্ষেপ করা অর্থে ইষ্বস্ত্র (ক্লী) ধনু; (তুলনীয় পালিশব্দ "**ইস্‌সাস**"। কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ ইহার অদ্ভুত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যেমন—**উসুঞ্চ সত্থঞ্চাতি বুত্তং হোতি** অর্থাৎ **ইসু** (শর)+**সত্থ** (অস্ত্র, ছুরি) অর্থে] ১ (ক্লী) শরচালনা, ধনুর্বিদ্যা (ব্যবসায় বা জীবনধারণের উপায় অবলম্বনে)। (সংযুক্ত নিকায়ে) **ইস্‌সত্ত**; (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) **উসু-সিপ্পং**। (সূত্রনিপাত) **ইস্‌সত্থং উপজীবতি = আবুধ জীবিকং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ (পুং) ধনুর্ধর, তীরন্দাজ।

ইস্‌সত্থক (পুং) [ইস্‌সত্থ+ক] ধনুর্ধর, তীরন্দাজ।

ইস্‌সফন্দন (বিণ) হিংসায় কম্পিত, ঈর্ষায় বিচলিত বা জর্জরিত। ⇒ **ফন্দন** (বিণ)।

ইস্‌সমানক (বিণ, পুং) = **ইস্‌সিকা**। ⇒ **ইস্‌সিকা, ইস্‌সতি**।

ইস্‌সম্মিগ (স্ত্রী) = **ইস্‌সামিগ**। ⇒ **ইস্‌সামিগ**।

ইস্‌সর (পুং) ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা, রাজা, মালিক, শাসক, প্রভু। (বিণ) ধনী, প্রধান, অধিনায়ক, আঢ্য, ধন্য, সৌভাগ্যবান, ঐশ্বর্যশালী, ধন্যবাদার্হ। (জাতক গাথায়) **ইস্‌সরো'সি অনুপ্পত্তো**—ধন্য হইল, সৌভাগ্যবান হইল। ⇒ **অড্‌ঢ** [বিণ(২)]। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহস্‌স ইস্‌সরা**।

ইস্‌সরজন (পুং) ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ইস্‌সর নিম্মাণ (ক্লী) সৃষ্টি, ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বর কর্তৃক নির্মাণ।

ইস্‌সর নিম্মাণবাদী (বিণ) সৃষ্টিবাদী, সৃষ্টিকারক বিশ্বাসী, ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে।

ইস্‌সর ভেরি (স্ত্রী) প্রধান বাদ্য বা ভেরি, রাজকীয় বাদ্যবাজনা, রাজার বা শাসনকর্তার ভেরি। ⇒ **ভেরি**।

ইস্‌সর মদ (বিণ) ঐশ্বর্যমত্ত, ধনগর্বিত, ধনমত্ত, ঐশ্বর্যে প্রমত্ত। (পুং) ধনগর্ব।

ইস্‌সরাপরাধী (বিণ) [ইস্‌সর+অপরাধী] রাজ অপরাধী, রাজ আদেশ অমান্যকারী।

ইস্‌সরিয (ক্লী) শাসনকারিতা, প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, আধিপত্য, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, অত্যাচার, যথেচ্ছাচার, শাসন, অধিরাজ্য (তুল্যার্থ বাচক শব্দ "**আধিপচ্চ**"), ধন, ঐশ্বর্য, সম্পত্তি। ⇒ **আধিপচ্চ**।

ইস্‌সরিযতা (স্ত্রী) প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, আধিপত্য, প্রাধান্য।

ইস্‌সরিযবল (ক্লী) (রাজা-সম্বন্ধে) ঐশ্বর্যবল, ধনবল, শাসন বা আধিপত্য প্রভাব, রাজক্ষমতা। ⇒ **বল** (১খ)।

ইস্‌সরিযমদ (পুং) আধিপত্যজনক ক্ষমতা, আধিপত্যের অহঙ্কার, শাসনমত্ততা, রাজ ক্ষমতায় প্রমত্ততা, ঐশ্বর্যমত্ততা, ধনগৌরব, ধনাহঙ্কার।

ইস্‌সরিয বোস্‌সগগ (ক্লী) কর্তৃত্ব হস্তান্তরিতকরণ, কর্তৃত্ব প্রদান। ⇒ **বোস্‌সগগ**।

ইস্‌সরিযাধিপচ্চ (পুং) [ইস্‌সরিয+আধিপচ্চ] আধিপত্যের ক্ষমতা, রাজক্ষমতা, অধিকারের ক্ষমতা, শাসকের ক্ষমতা। = **আধিপচ্চ**।

ইস্‌সা (স্ত্রী) ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, অক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহ, ক্রোধ, রাগ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অনিষ্টজনক ইচ্ছা (দীর্ঘনিকায়) **ইস্‌সামচ্ছরিয**—ঈর্ষা এবং মাৎসর্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইস্‌সামল**—ঈর্ষারূপ মল বা দোষ; **ইস্‌সাসংযোজন**—ঈর্ষারূপ সংযোজন। (জাতক)

ইস্‌সাবতিণ্ণ (বিণ) ঈর্ষায় বা দ্বেষে জর্জরিত। (জাতক) **ইস্‌সামিগ**।

ইস্‌সাপকত (বিণ) হিংসুক, ঈর্ষাপ্রকৃতির, ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষাপরায়ণ, বিদ্বেষজনক, স্বভাবত ঈর্ষান্বিত, প্রকৃতি অনুযায়ী অসূয়াপরবশ। ⇒ **অপকত, পকত**।

ইস্‌সামচ্ছরিয--ঈর্ষা এবং মাৎসর্য, দ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতা, হিংসা এবং স্বার্থপরতা। ⇒ **ইস্‌সা, মচ্ছরিয**।

ইস্‌সামনক (বিণ, পুং) = **ইস্‌সিকা**। ⇒ **ইস্‌সিকা, ইস্‌সতি**।

ইস্‌সামল ⇒ **ইস্‌সা**।

ইস্‌সামিগ (স্ত্রী) প্রজাতীয় হরিণবিশেষ, উচ্চজাতীয় বা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসার মৃগ। = **ইস্‌সমিগ**। ⇒ **ইস্‌সা**।

ইস্‌সাযনা (ক্রি-বি) = **ইস্‌সা**। ⇒ **ইস্‌সা**।

ইস্‌সাযিতত্ত = **ইস্‌সাযনা**। ⇒ **ইস্‌সাযনা**।

ইস্‌সাবতিন্ন (বিণ) ⇒ **ইস্‌সা**।

ইস্‌সাস (পুং) ধনু, ধনুর্ধর, তীরন্দাজ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইস্‌সাসো বা ইস্‌সাস অন্তেবাসী বা**।

ইস্‌সাসঞ্ঞোজন—ঈর্ষারূপ সংযোজন। ⇒ **ইস্‌সা**।

ইস্‌সাসিঙ্গ—মৃগের শাখা সম্বলিত শৃঙ্গ, হরিণের শাখাযুক্ত শিং।

ইস্‌সাসিন (পুং) ধনুর্ধর, তীরন্দাজ, (সাহিত্যে) ধনুর্ধারী, তীর-ধনুক ধারী। = **ইস্‌সাস**।

ইস্‌সিক (বিণ, স্ত্রী) ঈর্ষাকারী, বিদ্বেষকারী, শত্রুতাকারী, ক্রোধী।

ইস্‌সিত (বিণ) ইর্ষান্বিত, হিংসা বা বিদ্বেষযুক্ত, বিদ্বেষিত, হিংসায় প্রদুষ্ট, তিরস্কৃত, ক্রোধের কারণ করিয়াছে এমন, গালাগালি দিয়াছে এমন। ⇒ **ইস্‌সতি**।

ইস্‌সুকিন (বিণ) ঈর্ষান্বিত, অসূয়াপরবশ, সন্দিগ্ধ, ইর্ষী, ভালবাসার ব্যাপারে সংশয়ী, সন্দিগ্ধচিত্তে বা ব্যগ্রভাবে সতর্ক। (বিনয়) **ইস্‌সুকিন মচ্ছরিন। অনিস্‌সুকিন**—অসন্দিগ্ধ, অনীর্ষান্বিত।

ইহ (অব্যয়) এইখানে, এই সংসারে, এই জগতে, বর্তমান অস্তিত্ব অবস্থায়।

ইহ-পরলোক--ইহলোক এবং পরলোক, বর্তমান অস্তিত্বজগৎ এবং মৃত্যুর পর দেহত্যাগে জগতে উৎপন্নহয়, **ইহ-পরলোক**।

ইহলোক (ক্লী) ইহলোক, এই সংসার, বর্তমান জীবিত অবস্থা, ইহজগৎ।

ঈ

ঈ—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের চতুর্থ অক্ষর বা চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজবর্ণ বলে।

ঈঘ (পুং) অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, বিপদ, অনিষ্ট, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ, প্রচণ্ড কোপ, তীব্র লালসা, প্রকোপ, প্রাবল্য, রীতি, নিকৃষ্টতা, দুষ্টতা।

ঈতি (স্ত্রী) অনিষ্ট, পাপ, অমঙ্গল, দুর্ভাগ্য, অশুভ, বিষম, বিপদ, দুঃখ, ক্লেশ, মড়ক, মহামারী, বিষম সংক্রামক রোগ, মারীভয়, উপদ্রব, দৈবদুর্বিপাক, নৈসর্গিক বিপদ, (চলতি) উৎপাত বিশেষ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুর্দশা, দারিদ্র্য, আপদ, বিঘ্ন। **ঈতি বুচ্ছন্তি কিলেসা** ইত্যাদি। = **উপদ্দব**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) **ঈতযোপদ্রব**—প্লেগের আক্রমণ। (চুলনির্দেশ) **ঈতি উপদ্দব**।

ঈতি উপদ্দব = **ঈতি**। ⇒ **ঈতি**। = **সন্তাপ**।

ঈতিক (বিণ) অনিষ্টকর, পাপযুক্ত, ক্লেশজনক।

ঈতিহ = **ইতিহ**। ⇒ **ইতিহ**। এই শব্দটি "**অনীতিহ**" শব্দরূপেই দৃষ্ট হয়।

ঈতী (স্ত্রী) = **ঈতি**। ⇒ **ঈতি**।

ঈদিস (বিণ) ঈদৃশ, এইরূপ, এতাদৃশ।

ঈরতি (ক্রি) [√ঈর+অ] স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়া বা নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, চালানো, চলা, হাঁটা, পদব্রজে চলা, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরে কম্পন তোলা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া। (অতীত) **ঈরি**। (অ-বিণ) **ঈরিত**।

ঈরিণ (ক্লী) অনুর্বর ভূমি, নীরস ভূমি, মরুভূমি। = **সুক্খকন্তার**। ⇒ **ইরিণ**।

ঈরিত (বিণ) ১ ঈরিত, কম্পিত, চালিত, বিক্ষিপ্ত। = **চলিত**। ২ কথিত, উদ্‌গীত, উচ্চকণ্ঠে জাহিরকৃত, প্রচারিত, উচ্চারিত। ⇒ **ঈরতি, ঈরেতি**।

ঈরেতি (ক্রি) [√ঈর+এ] বলা, কহা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা করা, শব্দ উচ্চারণ করা। (অতীত) **ঈরেসি**। (অ-বিণ) **ঈরিত**।

ঈস (পুং) ঈশ, প্রভু, স্বামী, শ্রেষ্ঠ, মালিক, শাসনকর্তা।

ঈসক (পুং) লাঙ্গলের ঈষ, গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ড। (বিণ) অল্প, কতেক, কিছু।

ঈসকং (ক্রি-বিণ) অল্প-স্বল্প, অল্পক্ষণের জন্য, সামান্যরূপে, লঘুভাবে, সহজে, সরুভাবে, ঈষৎরূপে।

ঈসকং পি—এমন কি অল্পস্বল্প।

ঈসকগ্‌গ (ক্লী) [ঈসক+অগ্‌গ] লাঙ্গলের ঈষের অগ্রভাগ। ⇒ **ঈসক**।

ঈসধর (পুং) একটি পর্বতের নামবিশেষ।

ঈস-হসন (ক্লী) ঈষৎ হাস্য, স্মিতহাস্য, মৃদুহাস্য, ইহা একপ্রকার হাসিবিশেষ। = **মিহতি** ⇒ **মিহতি**।

ঈসা (স্ত্রী) লাঙ্গলের ঈষ, গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ড। (সংযুক্ত নিকায়) **নঙ্গল ঈসা = নঙ্গল সীসা**। ⇒ **ঈসক** (পুং)।

ঈসাক (বিণ) যে লাঙ্গলের ঈষ আছে, যে রথ বা গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ড আছে।

ঈসাদন্ত (বিণ) লাঙ্গলের ঈষের ন্যায় অথবা রথ বা গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় যাহার লম্বা লম্বা দাঁত আছে অর্থাৎ হস্তী। = **রথ-ঈসা সদিস দন্তো** (বিমানবত্থু)। (ক্লী) লাঙ্গলের ঈষের ন্যায় অথবা গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় লম্বা দাঁত।

ঈসামুখ (ক্লী) ঈষাদণ্ডের মুখ বা প্রান্তভাগ, গাড়ির দীর্ঘদণ্ডের অগ্রভাগ। ⇒ **মুখ** (৫), **ঈসা**।

ঈসামূলং (ক্লী) রথের বা গাড়ির লম্বা কাষ্ঠদণ্ডের মূলদেশ বা গোড়া, লাঙ্গলের ঈষের মূল। (বিপ) **ঈসকগ্‌গ**।

ঈসী (স্ত্রী) প্রধানা রানী, পাটরানী। = **মহেসী**।

ঈহতি (ক্রি) [√ঈহ+অ] চেষ্টা করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা, উদ্যম করা, আক্রমণ করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। (অতীত) **ঈহি**।

ঈহা (স্ত্রী) চেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, লক্ষ্য, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা।

উ

উ—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের পঞ্চম অক্ষর বা পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ, এই জন্য ইহাকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

উক্কংস (পুং) উন্নয়ন, উল্লাস, সদ্‌গুণ, গুণ, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, প্রাধান্য, উৎকৃষ্টতা। (বিপ) **অবক্কংস**। (দীর্ঘনিকায়) **উক্কংসাবক্কংস হাযন-বড্‌ঢন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। সিংহলী গ্রন্থে "**ওক্কংস**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ⇒ **উক্কস্‌সতি**।

উক্কংসক (বিণ) উন্নীত, উল্লিখিত, উৎপাদিত, নির্মিত, উত্তেজিত, সংগঠিত, সংগৃহীত, উত্থলিত, স্ফীত, উৎকর্ষিত, উন্নত, গৌরবান্বিত, প্রশংসিত, উল্লসিত, অতি প্রশংসিত। (মধ্যম নিকায়) **অত্তুক্কংসক**; (বিপ) **পরবাম্ভিন**। (তুলনীয়) **সামুক্কংসিক**।

উক্কংসগত (বিণ) চমৎকার।

উক্কংসতি (ক্রি) [উ+√কস+অ] প্রশংসা করা, উন্নত করা, উল্লসিত করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা। (অতীত) **উক্কংসি**। (অ-বিণ) **উক্কট্‌ঠ**। (করণে) **উক্কংসেতি**।

উক্কংসনা (স্ত্রী) প্রশংসাকরণ, উত্তোলনকরণ; উন্নতিকরণ, উৎপাদনকরণ, উৎকর্ষণ, উল্লেখকরণ, সংগঠনকরণ, উন্নয়ন, উল্লাস, অত্যন্ত প্রশংসাকরণ। (মধ্যম নিকায়) **অত্তুক্কংসনা** (স্ত্রী) আত্ম-উন্নয়ন, আত্মপ্রশংসা। (বিপ) **পরবম্ভনা**।

উক্কংসবসেন = উক্কংসেন। ⇒ **উক্কংসেন**।

উক্কংসাবকংস (বিণ) [উক্কংস+অবকংস] উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম।

উক্কংসাবক-অবকংস—উঠানো-নামানো, উপরে উঠানো আর নীচে নামানো, ওঠা-পড়া, উৎকর্ষণ-অবকর্ষণ। ⇒ **অবকংস**।

উক্কংসেতি (ক্রি) [উ+√কস+এ] = **উক্কংসতি**। ⇒ **উক্কংসতি**। (মধ্যম নিকায়) **অত্তানং উক্কংসেতি পরং বম্ভেতি**। (অতীত) **উক্কংসেসি**।

উক্কংসেন (করণকারকে ক্রি-বিণ) অতিশয়রূপে, অতিরিক্তভাবে, অত্যধিকরূপে, অতি সদ্‌গুণদ্বারা, অতিশয় উৎকর্ষণ দ্বারা, অতিগুণে, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতায় (পেতবত্থু অর্থকথা অনুসারে)। কিন্তু দেবগণ-সম্বন্ধে বলা হইলে "**উক্কংস বসেন**"। ⇒ **উক্কস্‌সতি, উক্কংস**।

উক্কচ্চ ⇒ **উক্কন্তি, ওকন্তি**।

উক্কট্‌ঠ (বিণ) ১ প্রশংসিত, উন্নত, উচ্চ, মহৎ, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, গৌরবান্বিত, উপযুক্ত, মানানসই, শালীনতাপূর্ণ, মোটামুটি ভালো, তীক্ষ্ণ, সন্তোষজনক, সম্ভ্রান্তবংশীয়, কর্কশ, উন্নত বা আদর্শ চরিত্রের, উদরচেতা, দেখিতে চমৎকার, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড, খুববেশি, জমকাল, দুর্মূল্য, (সময় সম্পর্কে) অত্যধিক অগ্রসর, পূর্ণ, প্রফুল্ল, দূরতম, প্রাচীন, উচ্চরব, উদ্‌গত, সুস্পষ্ট, প্রসিদ্ধ, গৌরবময়, চমৎকার, মহিমাময়, অত্যধিক, অত্যন্ত। (বিপ) **হীন, লামক**। = **উত্তম**।

(বি-ভা) **হীনমুক্কট্‌ঠ-মজ্‌ঝিমে** (বিনয়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উক্কট্‌ঠ-মজ্‌ঝিম-মুদু** (তিন প্রকার ধুতাঙ্গ-সম্বন্ধে)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দ্বিপদা সব্ব সত্তানং উক্কট্‌ঠা**। সপ্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌতম-সম্বন্ধে বিমানবত্থু অর্থকথায়:—"**উক্কট্‌ঠতম**"। ২ প্রশস্ত, বিস্তৃত, পর্যাপ্ত, প্রচুর, বহুল, বৃহদাকার, বড়, পরিব্যাপ্ত, দীর্ঘ, অবাধ, উদার, সদাশয়, মহৎ, বোধগম্য, বৃহৎ, প্রধান, গুরুত্ববিশিষ্ট, গর্বিত, ধনী, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাসম্পন্ন, মহান। (বিনয়) **উক্কট্‌ঠোপত্তো**—বৃহদাকার পাত্র; **ওমকো পত্তো**--ক্ষুদ্রাকার পাত্র; **মজ্‌ঝিমো পত্তো**--মধ্যম আকারের পাত্র; = **উক্কট্‌ঠ নাম পত্তো অড্‌ঢাঢক 'ওদনং গণ্‌হাতি চতুভাগং খাদনং বা তদুপিযং বা ব্যঞ্জনং**। ৩ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত, বিশেষ কার্যের জন্য মনোনীত, সমগ্র, সম্পূর্ণ, বিশিষ্ট, বিশেষজ্ঞ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অতি-উক্কট্‌ঠ দেসনা**। ৪ উদ্ধত, প্রগল্‌ভ, রূঢ়। ৫ (ক্লী) যুদ্ধ, সমর, বিবাদ, সংঘাত, বিরোধ, পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। ⇒ **উক্কংসেতি**।

উক্কট্‌ঠকম্ম (ক্লী) প্রধান কার্য, গৌরবময় কার্য। (বিপ) **হীনকম্ম**। ⇒ **কম্ম** (১)।

উক্কট্‌ঠতা (স্ত্রী) উচ্চতা, খ্যাতি, উচ্চপদ, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, উৎকৃষ্টতা, উন্নত অবস্থা, গৌরবান্বিত অবস্থা। (বিপ) **হীনতা**।

উক্কট্‌ঠদেসনা—উচ্চদরের জ্ঞানপূর্ণ ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ। ⇒ **উক্কট্‌ঠ**।

উক্কট্‌ঠ নাম—উৎকট নাম, বিষমনাম, যে নাম সহজে উচ্চারণ করা যায় না। ⇒ **নাম** (১)।

উক্কট্‌ঠ নিদ্দেস—সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাপুস্তক, সমগ্র প্রদর্শনী, সম্পূর্ণরূপে আবরণোন্মোচন, বিশেষ উপাধি, স্বতন্ত্র নাম, বিশেষ অর্থ, শ্রেষ্ঠতাসুলভ পদ, অতি উচ্চপদ, মহা বা বিশেষ পার্থক্য। ⇒ **নিদ্দেস**।

উক্কট্‌ঠ পত্ত—বড়পাত্র, বৃহদাকার পাত্র। ⇒ **উক্কট্‌ঠ** (২)।

উক্কট্‌ঠ পরিচ্ছেদ—ব্যাপক অর্থ, মৌলিক অর্থের অতি বিস্তৃত তাৎপর্য।

উক্কট্‌ঠ লিঙ্গ (ক্লী) উত্তম গুণ, শ্রেষ্ঠ চিহ্ন বা লক্ষণ। ⇒ **লিঙ্গ** (১)।

উক্কট্‌ঠবসেন (ক্রি-বিণ) পুরাপুরিভাবে, সম্পূর্ণরূপে, বিস্তৃতভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

উক্কট্‌ঠাজাতি—উচ্চবংশ, কুলীন বংশধর (যেমন—**ব্রাহ্মণ, খত্তিয** জাতি)। (বিপ) **হীনজাতি**। ⇒ **জাতি**।

উক্কট্‌ঠিত (বিণ) ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা হইয়াছে এমন, সিদ্ধকৃত, ফুটানো হইয়াছে এমন, উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ফুটন্ত, রাগে বা গরমে ফুলিয়াছে এমন, পাক করা হইয়াছে এমন, রন্ধনকৃত, বিক্ষুব্ধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদপত্তো অগগিনা সন্তত্তো উক্কট্‌ঠিতো** (**উক্কুট্‌ঠিতো**)। (জাতক) **পক্কুথিত**। = **পক্কুট্‌ঠি** (জাতক অর্থকথা টীকা)।

উক্কণ্ঠ (বিণ) কাহারও গলা উপর দিকে টানিয়া লম্বা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, গ্রীবা বাহির করিয়া, ঘাড় প্রসারিত করিয়া।

উক্কণ্ঠতি (ক্রি) [উ+√কণ্ঠ+ৎ+অ] ইচ্ছা করা, চাওয়া, তৃপ্তি না হওয়া, সন্তুষ্ট না হওয়া, বিরক্ত করা, আন্দোলিত করা, ক্ষয় করা বা পাওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, উদগ্রীব হওয়া, উৎকণ্ঠিত হওয়া। (তুলনীয়) **পরিউক্কণ্ঠতি**। (অতীত) **উক্কণ্ঠি, উক্কণ্‌হি** (পেতবত্থুতে ইহার পাঠ হইয়াছে "**খুগুলি**"); (পেতবত্থু অর্থকথা) **মা উক্কণ্ঠি**; (পেতবত্থুতে পাঠ) **মা খুগুলি**। (অ-বিণ) **উক্কণ্ঠিত**। (ব-বিণ) **উক্কণ্ঠমান, উক্কণ্ঠন্তো**। (ক্রি-বি) **উক্কণ্ঠিত্বা**।

উক্কণ্ঠনা (স্ত্রী) গোলমাল, আন্দোলন, প্রচণ্ড আলোড়ন, অসন্তোষ, অপ্রবৃত্তি, মানসিক সুগভীর অনুভূতি, আবেগ।

উক্কণ্ঠা (স্ত্রী) উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, বেদনা, অসহিষ্ণুতা, কামাদিজাত আকুলতা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতাসহ দয়িতস্মরণ, উৎসুকা, উদ্বিগ্না, স্পৃহা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, খেদ, অনুতাপ। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **উক্‌খণ্ঠা**।

উক্কণ্ঠি (স্ত্রী) অপ্রবৃত্তি, অসন্তোষ, স্পৃহা। = **অরতি**।

উক্কণ্ঠিকা (স্ত্রী) স্পৃহা, দুর্দশার অবস্থা, দুঃখ, বেদনা। = **উক্কণ্ঠি**।

উক্কণ্ঠিত (বিণ) উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, অসন্তুষ্ট, দুঃখিত, অনুতপ্ত, ঈপ্সিত, স্পৃহাসূচক, স্পৃহাপূর্ণ, গভীর আগ্রহসূচক, ক্ষয়শীল, আন্দোলিত, বিরক্তিকর। **অনুক্কণ্ঠিত** (বিণ) অনিস্পিত, অবিরক্তিকর, অননুতপ্ত, অনিস্পৃহাসূচক। ⇒ **উক্কণ্ঠতি**।

উক্কণ্ঠিতত্তং = **উক্কণ্ঠি**। ⇒ **উক্কণ্ঠি**।

উক্কন্ন (বিণ) উৎকর্ণ, কান খাড়া করিয়া থাকে এমন, শ্রবণোৎসুক, শ্রবণ করিবার জন্য কান খাড়া করিয়া থাকে এমন।

উক্কন্নক (পুং) ১ কান খাড়া করিয়া থাকে এমন ব্যক্তি বা জীব, উৎকর্ণক। ২ শৃগালের একপ্রকার রোগবিশেষ, সমস্ত শরীর হইয়া লোম ঝড়িয়া যাওয়া।

উক্কণ্‌হি (অতীত ক্রিয়া) = **উক্কণ্ঠি**। ⇒ **উক্কণ্ঠতি**।

উক্কন্ততি (ক্রি) [উ+√কত+ৎ+অ] কাটিয়া ফেলা, কর্তন করা, কাটিয়া বাহির করা, ছিঁড়িয়া ফেলা, বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, উৎপাটিত করা। = **ওক্কন্ততি**। (অতীত) **উক্কন্তি**। (অ-বিণ) **উক্কন্তিত**। (ক্রি-বি) **উক্কন্তিত্বা, উক্কন্ত্বা** (=**উক্কচ্চ**); সিংহলী পেতবত্থু অর্থকথায়) **নিক্কন্তিত্বা = ছিন্দিত্বা**। (বিনয়) **চম্মং উক্কন্তিত্বা**—চর্মভেদ করিয়া, চামড়া ছিঁড়িয়া।

উক্কন্তিত (বিণ) কর্তিত, ছিন্ন, উৎপাটিত, বিদীর্ণকৃত। ⇒ **উক্কন্ততি**।

উক্কপিণ্ডক (পুং) ১ (এই শব্দটি বিনয় পিটকে কেবল বহুবচনে দৃষ্ট হয়) পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ-ইঁদুর-মাছি-ছাড়পোকা প্রভৃতি, নীচলোক। ২ কীটপতঙ্গের ঝাঁক, কীটপুঞ্জ, পতঙ্গরাশি, পোকামাকড়ের স্তূপ, মাছির ঝাঁক, ইন্দুরের পাল, ছাড়পোকা প্রভৃতির রাশি। ⇒ **পিণ্ডক**।

উক্কন্তিকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) পা ফেলিবার ধারা বা রীতি, লাফ দিবার পদ্ধতি, আরোহণের শৃঙ্খলা বা প্রণালী, ক্রমোন্নতির নিয়ম। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ঝান-উক্কন্তিকং; কসিণুক্কন্তিকং**।

উক্কমতি (ক্রি) গোপনে চলা, জনান্তিকে গমন করা, একদিকে হাঁটা, একপার্শ্বে ধীরে ধীরে চলা, বাহিরে পদক্ষেপ করা, একদিকে পদক্ষেপ করা, প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, রওনা হওয়া, (অপ্রচলিত) বিচ্ছিন্ন করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মগ্গা উক্কমতি**। = **ওক্কমতি**। (সম্প্রদানে) **উক্কামেতি, উক্কমাপেতি**।

উক্কমন (ক্লী) প্রস্থান, যাত্রা, একান্তে গমন, ধীরে ধীরে গমন।

উক্কমাপেতি (ক্লী) জনান্তিকে গমন করানো, একপার্শ্বে ধীরে ধীরে চালানো, একদিকে পদক্ষেপ করানো। ⇒ **উক্কমতি**।

উক্করভূমি = **উক্কারভূমি**। ⇒ **উক্কারভূমি**।

উক্কল (পুং) উৎকল অর্থাৎ দেশের নাম। বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশকে পূর্বকালে উৎকল বলা হইত। (বি-ভা) **উক্কল-বস্স-ভঞ্ঞ**—উৎকলবাসী লোক, উৎকল ভাষায় প্রাচীন বক্তা বা কথক (সংযুক্ত নিকায়)। **উক্কলা বস্সভঞ্ঞ**—যে ব্যক্তি উৎকল-ভাষায় কথা বলে অথবা উৎকল-ভাষার ন্যায় কথা বলে, দ্বারবান, মুটে, কুলি, শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারাবদ্ধ মানুষ। (সংস্কৃত) উৎকল-মুটে, বোঝাবাহক; পালি—**উক্কল**। (মধ্যম নিকায়) **ওক্কলা** (পাঠান্তরে "**উক্কলা**")-**বস্স-ভঞ্ঞ**—এক প্রদেশের নাম।

উক্কলা = **উক্কল**। ⇒ **উক্কল**।

উক্কলাপ = **উক্লাপ**। ⇒ **উক্লাপ**।

উক্কলিস্সতি (ক্রি[= **উক্কিলিস্সতি**? উদ+কিলিস্সতি] ভ্রষ্ট হওয়া, নীতিহীন হওয়া, বাতিল করা, রদ করা(?)।

উক্কা (স্ত্রী) ১ উল্কা, আকাশে ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত লৌহপ্রস্তর, উল্কাপিণ্ড। ২ কামারের মহাচুল্লি, কামারের হাপর, কর্মকারশালা। ৩ দাহ্যমান কাষ্ঠখণ্ড, যে ব্যক্তি জনতাকে উত্তেজিত করে, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা, অগ্নিকণা, মশাল, জ্ঞানালোক। (থেরগাথা) **উক্কা-উপম**। (জাতক) **ধম্মোক্কা**।

উক্কা-উপম (বিণ) উল্কার ন্যায়, উল্কাপিণ্ড সদৃশ। ⇒ **উক্কা** (১)।

উক্কাচনা (স্ত্রী) উজ্জ্বলকরণ, জ্ঞান প্রদানকরণ, স্পষ্টকরণ, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নকরণ, উন্মুক্ত বা বাধাহীনকরণ, বিশুদ্ধকরণ, শিক্ষা, অনুজ্ঞা, আদেশ। (ভিন্ন অর্থে) **লপনা, লপনাকাপনা, = উদ্দীপনা**। সমার্থবাচক সংস্কৃত শব্দ "**উদ্দীপন**"।

উক্কাচিত (বিণ) আলোকিত, জ্ঞানদীপ্ত, শিক্ষিত, পরিশুদ্ধ, পবিত্র, সুগঠিত, উজ্জ্বলকৃত, বুদ্ধিমান বা সুদক্ষ করা হইয়াছে এমন, নির্দোষকৃত, উন্মুক্ত, অবাধ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উক্কাচিত বিনীত পরিসা**—জ্ঞানদীপ্ত এবং শিক্ষিত পরিষদবর্গ।

উক্কাচেতি (ক্রি) জল সেঁচিয়া ফেলা, সিঞ্চন করিয়া জলশূন্য করা। (জাতকে) **উস্সিঞ্চতি**।

উক্কাধর (পুং) উল্কাধারী লোক, মশালবাহক।

উক্কাপাত (পুং) উল্কাপাত, পৃথিবীতে আকাশ হইতে উল্কাপতন, উল্কাপতন। = **আকাসতো উক্কানং পতনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **পাত** (১)।

উক্কামুখ (ক্লী) অগ্নিকুণ্ডের রন্ধ্র, মহাচুল্লির ফাটল, স্বর্ণকারের স্বর্ণ গলাইবার পাত্র, মহাচুল্লির প্রারম্ভ অথবা গ্রহীতা, স্বর্ণকারের ধাতু গলাইবার পাত্র। (জাতক অর্থকথায়) **কম্মার-উদ্ধন**। ⇒ **মুখ** (৩)।

উক্কামেতি (ক্রি) জনান্তিকে গমন করা, একদিকে বা একপার্শ্বে ধীরে ধীরে চলা বা হাঁটা। ⇒ **উক্কমতি**।

উক্কার (পুং) গোবর, পশ্বাদির বিষ্ঠা, বিষ্ঠা, মল। (বিশুদ্ধি-মার্গ) **উক্কাররূপম কুণপ**। (তুলনীয়) **উচ্চার**।

উক্কারধার (বিণ) উল্কা বা মশালধারী। ⇒ **ধার**।

উক্কারধারী (বিণ) = **উক্কারধার**। ⇒ **উক্কারধার**।

উক্কারভূমি (স্ত্রী) গোবরের স্তূপ গোময়ের পাহাড়, অপরিষ্কার স্থান, মলপূর্ণ স্থান।

উক্কাসিকা (স্ত্রী?) এই শব্দটি বিনয়ে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরিষ্কার অর্থবোধক নহে। তদ্ধেতু এই শব্দটি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বিনয় সাহিত্যের অনুবাদেও ইহার অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**বত্তবট্টি** (**পত্তবট্টি**? এখানে "**পত্ত**" অর্থে "পত্র বা পাতা?"); সম্ভবত "**বট্টি**" শব্দটি সমার্থবাচক সংস্কৃত শব্দ "বর্তি" যাহার অর্থ "এক প্রকার কোমল গদি"। Morris-এর অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"রবার, নরম গদি অথবা শুইবার জন্য ব্যবহৃত শিমূল তুলা বা কার্পাসের নরম তোষক"।

উক্কাসতি (ক্রি) [উ+√কস+অ] অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য গলা খাঁকারি বা কাশি দেওয়া, কাশা, কাশিয়া গলা পরিষ্কার করা। (অতীত) **উক্কাসি**। (অ-বিণ) **উক্কাসিত**।

উক্কাসিত (বিণ) কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়াছে এমন, কাশি দিয়াছে এমন, কাশ ফেলিয়াছে এমন, কাশ তুলিয়াছে অথবা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে এমন। (বুদ্ধবংশ) **উক্কাসিত খিপিত**। ⇒ **উক্কাসতি**। (ক্লী) কাশি, কাশিয়া গলা পরিষ্কারকরণ।

উক্কাসিত সদ্দ—কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিবার শব্দ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উক্কাসিত খিপিত সদ্দ**। ⇒ **উক্কাসিত** (বিণ)।

উক্কিণ্ণ (বিণ) উৎকীর্ণ, ক্ষত, ক্ষোদা হইয়াছে এরূপ, ক্ষোদিত, ক্ষোদিয়া বহিষ্কৃত, উৎক্ষিপ্ত, খনিত, খনন করা হইয়াছে এমন। = **খাত**।

উক্কিণ্ণপরিখ (বিণ) গভীরভাবে খনিত পরিখাযুক্ত। (যৌগিকে) **উক্কিণ্ণপরিখ ওক্খিত্তপলিঘ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খাত-পরিখ ঠপিত-পলিঘ**। ⇒ **পরিখা**।

উক্কিলেদেতি (ক্রি) উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া, মাটি বা ধূলি উঠাইয়া ফেলা, পরিষ্কার করিয়া ফেলা, চিহ্ন বা দাগ

পরিষ্কার করা, সংক্রামক রোগের বীজাণুহীন করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দোসং উক্কিলেদেতি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাগং উক্কিলেদেতি; (বর্মগ্রন্থে) উগ্‌গিলেতি**। ⇒ **উগ্‌গিলতি**।

উক্কুজ (বিণ) স্থির, নিশ্চিত, দৃঢ়, নিয়মিত, রীতিমত, ঠিক সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়বান, উর্ধ্ব দিকে ফিরানো হইয়াছে এরূপ। (বিপ) **নিক্কুজ্জ, অবকুজ্জ**। (সংযুক্ত নিকায়) **উক্কুজ্জাববুজ্জ**। = **উপরিমুখো ঠপিতো** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উক্কুজ্জতি (ক্রি) [উ+√কুজ্জ+অ] উর্ধ্ব দিকে ফিরানো, উর্ধ্বমুখী করা, ঘটা, আসিয়া উপস্থিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, উর্ধ্ব দিকে ঘুরানো বা বাঁকাইয়া দেওয়া, খাড়া করিয়া রাখা। (বিনয়) **পত্তং উক্কুজ্জতি; ভিক্খুং উক্কুজ্জতি**। (বি-ভা) **নিক্কুজ্জিতং উক্কুজ্জেয্য**-- পতিতকে উত্তোলন বা উদ্ধার করার (ন্যায়) (দীর্ঘনিকায়)। = **উপরিমুখং করোতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অতীত) **উক্কুজ্জি**। (অ-বিণ) **উক্কুজ্জিত**। (করণে) **উক্কুজ্জতি**।

উক্কুজ্জন (ক্লী) উর্ধ্বমুখীকরণ, উত্তোলনকরণ, খাড়াকরণ, পুনরায় খাড়াকরণ। (বিনয়) **পত্ত উক্কুজ্জন**।

উক্কুজ্জিত (বিণ) উর্ধ্ব দিকে ফিরাইয়াছে এরূপ, উর্ধ্বমুখী করা হইয়াছে এরূপ, উত্তোলন করা হইয়াছে এমন, উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে অথবা উদ্ধার করা হইয়াছে এমন, খাড়া করা হইয়াছে এমন। ⇒ **উক্কুজ্জতি**।

উক্কুজ্জেতি (ক্রি) = **উক্কুজ্জতি**। ⇒ **উক্কুজ্জতি**।

উক্কুটিক (বিণ) থাবড়াইয়া বা আসনপিঁড়ি হইয়া বসে এমন, উপর হইয়া বসে এমন, চাপিয়া বসে এমন, পদতলের উপর চাপ দিয়া বসে এমন, উৎকুটিক, দখল করিয়া বসে এমন, আস-পিঁড়ি হইয়া উপবিষ্ট, বেঁটে বা স্থূল, পায়ের গোড়ালি আলগা করিয়া পায়ের অগ্রভাগে অথবা পাতায় ভার করিয়া বসে এরূপ।

উক্কুটিকং (ক্রি-বিণ) উৎকুটিকরূপে পায়ের পাতায় ভার দিয়া। (বিনয়) **উক্কুটিকং নিসীদতি**—পায়ের পাতায় ভার দিয়া বসিয়া।

উক্কুটিক পধান (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—উৎকুটুক প্রধান) উৎকুটিকরূপে বসিবার চেষ্টা বা উদ্যোগ (যাহা ঋষি স্বভাব)। = **উক্কুটিকভাবেন আরদ্ধ বিরিযো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

উক্কুটিত পক্কুটিত (বিণ) উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পক্বকৃত বা সিদ্ধকৃত। = **উক্কুট্‌ঠিত পক্কুট্‌ঠিত**। ⇒ **উক্কুট্‌ঠিত**।

উক্কুট্‌ঠি (স্ত্রী) উচ্চধ্বনিকরণ, জয়ধ্বনিকরণ, চিৎকারকরণ, প্রশংসাবাদ, হর্ষধ্বনি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উক্কুট্‌ঠিসদ্দ**।

উক্কুট্‌ঠিত (বিণ) = **উক্কট্‌ঠিত**। ⇒ **উক্কট্‌ঠিত**।

উক্কুট্‌ঠিত পক্কুট্‌ঠিত = **উক্কুটিত-পক্কুটিত**। ⇒ **উক্কুটিত পক্কুটিত**।

উক্কুস (পুং) ঈগলজাতীয় পক্ষী, একজাতীয় চিল। = **কুক্কুস**। (জাতক) **উক্কুস রাজা**।

উক্কূল (বিণ) [উদ+কূল] তুঙ্গ, উন্নত, খাড়া, ক্রম-উর্ধ্ব, উর্ধ্ব দিকে গড়ানিয়া বা ঢালু, ক্রমশ উর্ধ্ব দিকে। (বিপ) **বিক্কূল**। (বিশুদ্ধমার্গ) **উক্কূল নদী**। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত ললিতবিস্তর—"উৎকূল নিকূল সম"।

উক্কোটন (ক্লী) বক্রতা, অসরলতা, অবৈধ বিচার, ঘুষগ্রহণে অবৈধ বিচার, উৎকোচ, ঘুষ, বেআইনি বিচারের সাক্ষীর জন্য ঘুষ গ্রহণ। = **অস্‌সামিকে সামিকে কাতুং লঞ্চগহনং** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উক্কোটনক (বিণ) অবৈধ বা বেআইনি বিচার-সম্বন্ধীয়, বিচার বিকৃতি-বিষয়ক।

উক্কোটেতি (ক্রি) [উ+√কুট+এ] মীমাংসিক বিষয়ে বিধিসঙ্গত আলোচ্য বিষয় পুনঃপুন উত্থাপন করা, মীমাংসিত বিষয়ে বিশৃঙ্খল করা। (অতীত) **উক্কোটেসি**। (অ-বিণ) **উক্কোটিত**।

উক্খগ্‌গে[উক্খ+অগ্‌গে] Rh. Davids-এর অভিধানে এই শব্দের মীমাংসা হয় নাই। ⇒ **অগ্‌গে** (১)।

উক্খট্‌ঠা = **উক্কট্‌ঠা**। ⇒ **উক্কট্‌ঠা**।

উক্খলি (স্ত্রী) পাত্র, চাউল সিদ্ধ বা ভাত পাক করিবার পাতিল, তেলহিন বা তরকারী রন্ধন করিবার পাত্র। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উক্খলি মুখবট্টি (মুখবত্তি); উক্খলিকপাল**।

উক্খলিকা (স্ত্রী) ছোট পাত্র। ⇒ **উক্খলি**। = **ভত্তপচন ভাজনং** (থেরগাথা অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উক্খলিকা কাল**।

উক্খলিমসি (পুং) পাত্রের মসি বা কালি, পাত্রের ঝুল বা ভুসা। ⇒ **মসি** (২)।

উক্খলী = **উক্খলি**। ⇒ **উক্খলি**।

উক্খা (তুলনীয় বৈদিক—উক্ষন) (দিনের বিভিন্ন সময়ে দানে) **উক্কাসতং দানং**—একশ অন্নপূর্ণ পাত্র দান (সংযুক্ত নিকায়); = **মহাদানং**?; (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **পণীতভোজন ভরিতানং মহা উক্খিলনং সতং দানং**। Kern Toev এ "**উক্খা**" শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে:—"প্রার্থীর প্রার্থনা অর্থাৎ একপ্রকার মহাদান"। থেরগাথা অর্থকথায় "**উক্খা**" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে:—"পাক করিবার পাত্র"।

উক্খিত (বিণ) লিপ্ত, লেপনকৃত, প্রলিপ্ত, উপরে ছিটানো হইয়াছে এরূপ। জাতকে "**উক্খিত রক্খিত**" এর পরিবর্তে পাঠ দৃষ্ট হয় "**রুহির উক্খিত**"। (তুলনীয়) **ওক্খিত**।

উক্খিত্ত (বিণ) উৎক্ষিপ্ত, উর্ধ্বে ক্ষিপ্ত, উর্ধ্বে উত্তোলিত, কিছুক্ষণের জন্য অপসৃত, টাঙ্গানো লটকানো। ⇒ **উক্খিপতি**।

উক্খিত্তক (বিণ, পুং) যে ভিক্ষুকে কিছুকালের জন্য (সঙ্ঘ হইতে) অপসৃত করা বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

উক্খিত্ত পলিঘ (বিণ) বিঘ্ন অপসারিত, প্রতিবন্ধক দূরীভূত, বাধা বিদূরিত। ⇒ **পলিঘ** (২)। = **অযিজ্জা পলিঘস্‌স উক্খিত্ততায উক্খিত্তপলিঘ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উক্‌খিত্তসির (বিণ) উন্নতশির, উপরে উত্তোলিত শিরযুক্ত, উচ্চে তোলা শিরযুক্ত, উৎক্ষিপ্তমস্তক।

উক্‌খিত্তাসিক (বিণ,পুং) যে ব্যক্তি উর্ধ্বে অসি উত্তোলন করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, নিষ্কাসিত অসিধারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বধক**।

উক্‌খিপতি (ক্রি) [উ+√খিপ+অ] উৎক্ষিপ্ত বা উৎক্ষেপণ করা, উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করা, গ্রহণ করা, উর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করা, ধারণ করা, উত্তোলন করা, উঠাইয়া ধরা, পোষণ করা, দমন করা, দখল করা, ধরিয়া থাকা, অধিকারে রাখা, আবদ্ধ করা, স্থগিত রাখা, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, বিলম্ব করা, লটকাইয়া রাখা, টাঙ্গাইয়া রাখা, ঝুলাইয়া রাখা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, বন্ধ করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সখং উক্‌খিপতি**। (বিনয়) **ভিক্‌খুং উক্‌খিপতি**—(নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সঙ্ঘ হইতে) ভিক্ষুকে কিছুকালের জন্য পৃথক করিয়া রাখা বা অপসৃত করা। (অতীত) **উক্‌খিপি**। (অ-বিণ) **উক্‌খিত্ত**। (ক্রি-বি) **উক্‌খিপিত্বা**। (করণে) **উক্‌খিপাপেতি**।

উক্‌খিপন (ক্লী) ১ উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপণ, উর্ধ্ব দিকে ক্ষেপণ, উর্ধ্ব দিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেওয়া। ২ সাময়িক বিরতি, উর্ধ্ব দিকে তোলা, উপরে উঠানো, উপরে উত্তোলন, সাময়িক কর্মচ্যুতি, উর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ, নিলম্বন, বিলম্বন, ঝুলন, বিলম্ব, কিছুকালের জন্য অপসারণ, নাকসিটকানি, অবজ্ঞাপ্রদর্শন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বাচায উক্‌খিপন**।

উক্‌খিপাপেতি (ক্রি) ধারণ করানো, ধরিবার কারণ করা, ভার বহন করানো, সহ্য করানো, ভরণ-পোষণ করানো, প্রতিপালন করানো, পৃষ্ঠপোষণ করিবার কারণ হওয়া বা করা, সমর্থন করানো, সপ্রমাণ করানো, সাহায্য করানো, ক্ষতিপূরণ করানো, সাহস দেওয়ানো, ঠেস দেওয়ানো। ⇒ **উক্‌খিপতি**।

উক্‌খিপিত্বা (ক্রি-বি) উৎক্ষেপণ করিয়া। (ক্রি-বিণ) ঠিক সোজাভাবে, খাড়াভাবে, ন্যায়রূপে। ⇒ **উক্‌খিপতি**।

উক্‌খিপিযতি (ক্রি) বিলম্বিত হওয়া, বন্ধ হওয়া, কিছুকালের জন্য অপসৃত হওয়া, স্থগিত হওয়া, টাঙ্গানো হওয়া, ঝুলানো হওয়া, লটকানো হওয়া।

উক্‌খেটিত (বিণ) থু করিয়া ফেলিয়াছে এমন, থু থু ফেলা হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, সরানো হইয়াছে এমন, অবলীলাক্রমে রচিত। (বি-ভা) **মোহো (রাগো ইত্যাদি) চ'ত্তো বন্তো মুত্তো পহীনো পটিনিস্সট্‌ঠো উক্‌খেটিতো** (বিনয়)।

উক্‌খেপ (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে এমন, ফেলিয়া দিয়াছে এমন। (পুং) সাময়িক বিরতি, উৎক্ষেপণ, উর্ধ্বে উঠানো, উপরে তোলা, উত্তোলন। = **উক্‌খিপন**।

উক্‌খেপক (বিণ) উৎক্ষিপ্ত, উৎক্ষেপক, উর্ধ্ব দিকে নিক্ষেপকারী, উত্তোলনকারী। (বিনয়) **পিণ্ড উক্‌খেপক**।

উক্‌খেপকং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) উক্ষিপ্তভাবে, নিক্ষিপ্তরূপে।

উক্‌খেপদায (ক্লী) ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে এরূপ চাঁদা বা প্রদত্ত বস্তু, ঈষৎ আঘাত, ইঙ্গিত, অগ্রভাগ, প্রান্তে যোজিত ক্ষুদ্র অংশবিশেষ।

উক্‌খেপন (ক্লী) = **উক্‌খিপন**। ⇒ **উক্‌খিপন**।

উক্‌খেপনা (স্ত্রী) উৎক্ষেপণ, উর্ধ্ব দিকে ক্ষেপণ, উত্তেজিত করণ, উত্তেজনার কারণ, অবজ্ঞা, নাকসিটকানি।

উক্‌খেপনিয (বিণ) বিনয়-সম্বন্ধীয় বিধিমতে কিছুদিনের জন্য ভিক্ষুকে অপসারণ-সম্পর্কীয়। (বিনয়) **উক্‌খেপনিয কম্ম**—কিছুদিনের জন্য অপসারণের ধারা বা প্রস্তাব।

উক্‌খেপনীয = **উক্‌খেপনিয**। ⇒ **উক্‌খেপনিয**।

উক্লাপ (পুং) ময়লা, কর্দম, আবর্জনা, জঞ্জাল, নিরর্থক বাক্য। (বিণ) ১ পরিত্যক্ত, অনুর্বর, জনহীন, নির্জন। = **উক্কলাপ, উল্লাপ**। ২ ধূলায় ধূসরিত, কর্দমযুক্ত, কর্দমাক্ত, অপরিষ্কার, নোংরা, নীচ, অধম, অশুদ্ধ, অপবিত্র, লম্পট, অনুষ্ঠানের দিক হইতে অপবিত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উক্কলাপ**।

উগ্‌গ (বিণ) উগ্র, প্রবল, শক্তিমান, ক্ষমতাশালী, বলশালী, মহৎ, অদ্ভুত, সাহসী, বিপুল, প্রকাণ্ড, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, দৃঢ় সঙ্কল্প, উজ্জ্বল, উত্থানশীল, বেশি তরল করা হয় নাই এমন, তীব্র, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপন স্বভাবের, কুপিত, প্রখর, উৎকট, ক্রুর, কর্কশ, যষ্টি ইত্যাদি ধারণ করে এমন, গুরু, গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ, স্থিরমস্তিষ্ক। (পুং) ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, উদার প্রভু বা ব্যক্তি, মহদ্ব্যক্তি। = **উগ্‌গমন**।

উগ্‌গচ্ছতি (ক্রি) [উ+√গম+অ] উদ্‌গমন করা, উদিত হওয়া, ওঠা, উদয় হওয়া, উপরে ওঠা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অরুণে উগ্‌গচ্ছন্তে**—সূর্যোদয়ে। (অতীত) **উগ্‌গচ্ছি**। (অ-বিণ) **উগ্‌গত**। (ক্রি-বি) **উগ্‌গাচ্ছিত্বা, উগ্‌গচ্ছিত্বান**।

উগ্‌গজ্জতি (ক্রি) [উ+√গজ্জ+অ] উচ্চধ্বনি করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা। (অতীত) **উগ্‌গজ্জি**।

উগ্‌গণ্‌হ কোসল্ল—মুখস্থ করায় দক্ষতা, কণ্ঠস্থবিদ্যায় দক্ষতা, উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে জানা।

উগ্‌গণ্‌হন (ক্লী) জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, পুস্তকাদিতে মনোনিবেশ, তন্ময় হইয়া চিন্তা, অনুধ্যান, শিক্ষার বিষয়, গবেষণা, শিক্ষাকরণ, উৎগ্রহণ, মুখস্থকরণ।

উগ্‌গণ্‌হাতি (ক্রি) [উ+√গহ+ণহা] শিক্ষা করা, মুখস্থ করা, কণ্ঠস্থ করা, জ্ঞানার্জন করা, উদগ্রহণ করা, গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, উপার্জন করা, অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা। (অতীতে) **উগ্‌গণ্‌হি**। (অ-বিণ) **উগ্‌গহিত, উগ্‌গহীত**। (বর্তমান বহুবচনে) **উগ্‌গহনন্ত, উগ্‌গহণন্তি, উগ্‌গণ্‌হন্তি**। (ব-বিণ) **উগ্‌গাহমান**। (ক্রি-বি) **উগ্‌গহেত্বা, উগ্‌গণ্‌হিত্বা, উগ্‌গয্‌হ**। (পঞ্চমী) **উগ্‌গণ্‌হ, উগ্‌গণ্‌হাহি;** (জাতক) **সিপ্পং উগ্‌গণ্‌হ;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মন্তানি উগ্‌গণ্‌হাহি**। (তুম) **উগ্‌গহেতুং;**

(বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিপ্পং উগ্‌গহেতুং**—শিল্প শিক্ষা করিতে। (করণে) **উগ্‌গহেতি, উগ্‌গণ্‌হাপেতি।**

উগ্‌গণ্‌হাপেতি (ক্রি) শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করানো, শিখানো, জ্ঞান করানো, পরিচালিত করা, উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। (অতীত) **উগ্‌গণ্‌হাপেসি।** ⇒ **উগ্‌গহাযতি, উগ্‌গণ্‌হাতি।**

উগ্‌গণ্‌হিত্বা (ক্রি-বি) শিক্ষা করিয়া, লইয়া, গ্রহণ করিয়া। ⇒ **উগ্‌গণ্‌হাতি।**

উগ্‌গণ্‌হিয = উগ্‌গণ্‌হিত্বা। ⇒ **উগ্‌গণ্‌হিত্বা।**

উগ্‌গত (বিণ) উদগত, উঠিয়াছে এমন, নিষ্ক্রান্ত, উদিত, উর্ধ্বোগত, উচ্চ, মহৎ, আড়ম্বরশালী, গর্বিত, উন্নত, বিখ্যাত, খুব বেশি, পূর্ণ, দুর্মূল্য, অত্যধিক অগ্রসর, গৌরবান্বিত। (জাতক) **উগ্‌গত সুরিয; উগ্‌গতত্ত সুরিয।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উগ্‌গতমানস।** ⇒ **উগ্‌গচ্ছতি।**

উগ্‌গত উত্তত্ত = উত্তত্ত, উত্তত্তরূপ। ⇒ **উত্তত্ত, উত্তত্তরূপ।**

উগ্‌গত চিত্ত—মহৎ চিত্ত, গর্বিত চিত্ত, মহদ্গত চিত্ত, আড়ম্বরশালী চিত্ত, উন্নত চিত্ত, গৌরবান্বিত মন। ⇒ **উন্ন।**

উগ্‌গতত্ত—যে উদিত হইয়াছে, যাহার উদয় হইয়াছে অর্থাৎ সূর্য। = **উগ্‌গত সভাব সমিদ্ধ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উগ্‌গততা (স্ত্রী) উঠিয়াছে এরূপ অবস্থা, উদয় অবস্থা, উদ্গতাবস্থা। ⇒ **উদ্দাপবন্ত।**

উগ্‌গতপ (পুং) উগ্র তপ, উগ্র তপস্যা।

উগ্‌গত ফাসুক (বিণ) পঞ্জর বা পাঁজরা বাহির হইয়া আসিয়াছে এমন, ছাদের কড়ি বা আড়কাঠ বাহির হইয়া আসিয়াছে এরূপ, ছাতার শিক অথবা পাতার শিরা বাহির হইয়াছে এরূপ (অর্থাৎ কৃশ হইয়াছে অথবা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ)। (তুলনীয়) **অচ্ছুগগত। উপ্ফাসুলিক** শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উগ্‌গত মানস (বিণ) উদগত বা উচ্চমনা, উচ্চমনা, উন্নতমন, যাহার মন মহৎ ও উদার, যাহার মন আড়ম্বরশালী বা গর্বিত। ⇒ **মানস** (বিণ)।

উগ্‌গতা পঞ্ঞতা ⇒ **উগ্‌গতেজ।**

উগ্‌গতেজ (পুং) উগ্রতেজ, উগ্রবীর্য, অগ্নিবৎ তাপ, উৎসাহাতিশর্য। (বিণ) উৎসাহী, বীর্যবান। (জাতক) **উগ্‌গতেজ রাজপুত্ত**—উৎসাহী রাজপুত্র; (জাতক অর্থকথায়:—ব্যুৎপত্তি-সংক্রান্ত প্রচেষ্টা যেমন "**উগ্‌গতা পঞ্ঞতা**")।

উগ্‌গত্ত—এই শব্দটির পাঠ "**উত্তত্ত উগ্‌গত্ত**"। ⇒ **উত্তত্ত উগ্‌গত্ত।**

উগ্‌গখন—এক প্রকার অলঙ্কার বা ক্ষুদ্র ভূষণ। সম্ভবত এই শব্দের পাঠ "**ঘট্টেতি**" শব্দ হইতে "**উগ্‌ঘট্টন**" শব্দ হইবে। ⇒ **উগ্‌ঘট্টন।**

উগ্‌গদণ্ড—উগ্রদণ্ড, ক্রোধে উত্তোলিত দণ্ড, ক্রোধীর উগ্রদণ্ড।

উগ্‌গপুত্ত (পুং) ভদ্র বা কুলীনবংশীয় পুত্র, সৎকুলজাত পুত্র, ক্ষমতাবান প্রভু; (সংযুক্ত নিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে) উচ্চবংশজাত যোদ্ধা। = **অমচ্চপুত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

উগ্‌গম (পুং) (সংস্কৃত—উদ্‌গম) উদ্‌গম, উদয়, উপরে ওঠা, উর্ধ্বে গমন। = **উগ্‌গমন।**

উগ্‌গমন (ক্লী) উদ্‌গমন, উদয়, উপরে ওঠা, উর্ধ্বে গমন। = **উগ্‌গম, উদযন, ওগ্‌গমন।** ⇒ **ওগ্‌গমন।** (সংযুক্ত নিকায়) **সুরিয-উগ্‌গমন।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অরুণুগ্‌গমন।** = **উদযন।** (তুলনীয়) **উগ্‌গ, উগ্‌গম।**

উগ্‌গমনোগ্‌গমন (ক্লী) [উগ্‌গমন+ওগ্‌গমন] উত্থান-পতন, উর্ধ্বে গমন-অধঃগমন, উর্ধ্বদিকে গমন-অধঃদিকে গমন, উদয়-অস্ত।

উগ্‌গহ (ক্রি-বি) শিক্ষা করিয়া, লইয়া, গ্রহণ করিয়া, মুখস্ত করিয়া। = **উগ্‌গণ্‌হিয।**

উগ্‌গহ (বিণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত, মুখস্ত, গৃহীত, প্রাপ্ত, লব্ধ, উপার্জিত, অর্জিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আচরিযুগ্‌গহ; উগ্‌গহ পরিপুচ্ছা; উগ্‌গহ কননট্ঠানস্‌স।** (পুং) শিক্ষণ, শিক্ষা, গ্রহণ, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, মনোযোগ, লক্ষ্যকরণ, বিজ্ঞাপিতকরণ। = **গণ্‌হাতি।** (বিপ) **মনোসিকার।** (তুলনীয়) **ধনুগ্‌গহ।**

উগ্‌গহণ (ক্লী) গ্রহণ, শিক্ষা, বিদ্যাভ্যাস।

উগ্‌গহন = উগ্‌গহণ। ⇒ **উগ্‌গহণ।**

উগ্‌গহাযতি (ক্রি) ধরিয়া থাকা, গ্রহণ করা। = **গণ্‌হাতি।** (ক্রি-বি) **উগ্‌গহায।**

উগ্‌গহিত (বিণ) গৃহীত, তুলিয়া লইয়াছে এমন, গ্রহণ করিয়াছে এমন, শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তোলিত, অর্জিত, প্রাপ্ত, লব্ধ, ভুলক্রমে গৃহীত। = **গহিত পরামট্ঠ** (চুলনির্দেশ)।

উগ্‌গহিত সিপ্প (বিণ) যে শিল্পে বা বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যা।

উগ্‌গহীত = উগ্‌গহিত। ⇒ **উগ্‌গহিত।**

উগ্‌গহেতর (পুং) যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করে, যে ব্যক্তি মুখস্ত করে, শিক্ষার্থী, যে ব্যক্তি লাভ বা অর্জন করে, শিক্ষিত ব্যক্তি। = **বিঞ্ঞাতর।**

উগ্‌গহেতি (ক্রি) শিক্ষা করা, মুখস্ত করা। (অতীত) **উগ্‌গহেসি;** (পেতবত্থু) **নক্খত্তযোগং উগ্‌গহেসি = নক্খত্তযোগং অকরি।** (ক্রি-বি) **উগ্‌গহেত্বা;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিপস্‌সনা কম্মট্ঠানং উগ্‌গহেত্বা।** ⇒ **উগ্‌গণ্‌হাতি।**

উগ্‌গহেতু (পুং) যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে অথবা গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি লাভ বা অর্জন করে।

উগ্‌গহেত্বা (ক্রি-বি) শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, শিক্ষা লাভ করিয়া, শিক্ষা গ্রহণ বা অর্জন করিয়া। ⇒ **উগ্‌গণ্‌হাতি, উগ্‌গহেতি।**

উগ্‌গার (পুং) উদগার, উদ্গিরণ, উদ্গমন, বমন, পাকস্থলী হইতে বায়ু বহিষ্করণ, থু থু ফেলা, বমি, ন্যক্কার ঢেকুর.

উচ্চারণ, নিঃসারণ।

উগ্‌গাহক (বিণ) শিক্ষাকামী, শিক্ষা করে এমন, শিক্ষায় ব্যস্ত। (পুং) শিক্ষাকামী ব্যক্তি, শিক্ষার্থী ছাত্র, যে ব্যক্তি শিক্ষা করে।

উগ্‌গাহমান (বিণ) শিক্ষা করে এমন। ⇒ **উগ্‌গণ্‌হাতি**।

উগ্‌গিরতি (ক্রি) [উ+√গির+অ] ১ ঢেকুর তোলা, উদ্গিরণ করা, বমি করা, থু থু ফেলা, উদ্গমন করা। (ক্রি-বি) **উগ্‌গিরিত্বান** (উদান)। (ব-বিণ) **উগ্‌গিরন্তো;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উগ্‌গারং উগ্‌গিরন্তো**। ২ উত্তোলন করা, উঠাইয়া লওয়া, বহন করা, বহিয়া নেওয়া, (অস্ত্র) ঘুরানো, অস্ত্র পরিচালনা করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তলসত্তিকং উগ্‌গিরতি;** (বর্ণনায়) **উচ্চারেতি**। (জাতক) **আবুধানি উগ্‌গিরতি**। (তুলনীয়) **সমুগ্‌গিরতি**। ৩ উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা। (অতীত) **উগ্‌গিরি**।

উগ্‌গিলতি (ক্রি) [উ+√গিল+অ] গলাধঃকরণ করা বস্তু উদ্গিরণ করা, বমি করা, থু থু ফেলা। = **উগ্‌গিরতি** (১)। (বিপ) **ওগিলতি, নিগ্‌গিলতি, নিগ্‌গলতি**। (অতীত) **উগ্‌গিলি**। (করণে) **উগ্‌গিলেতি**।

উগ্‌গীব (ক্লী) [উদ্+গীব] ঝুড়ি লটকাইয়া ধরিবার গলাবন্ধ তোরা বা হাতল। (জাতক) **উগ্‌গীবঞ্চাপি অংসতো = অংসকূটে পচ্ছি-লগ্‌গনকং** (জাতক অর্থকথা)।

উগ্‌ঘংসেতি (ক্রি) [উ+√ঘংস+এ] ঘর্ষণ করা, মুছিয়া ফেলা, পরিষ্কার করা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া। (অতীত) **উগ্‌ঘংসেসি**। (অ-বিণ) **উগ্‌ঘট্‌ঠ**। ⇒ **ঘংসতি**।

উগ্‌ঘটতি (ক্রি) ১ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, নিজকে নিজে প্রয়োগ করা, নিজকে প্রযুক্ত করা, স্বয়ংউদ্যম করা, উঠিয়া পড়িয়া করা, উৎসাহ করা। ২ উদঘাটন করা, খোলা, প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা। (অ-বিণ) **উগ্‌ঘটিত**। ⇒ **উগ্‌ঘটেতি**।

উগ্‌ঘটন (ক্লী?) যাহা সরানো যায় (অর্থাৎ পর্দা ইত্যাদি)। (বিনয়) **উগ্‌ঘটন কিটিক**। ⇒ **উগ্‌ঘাটন**।

উগ্‌ঘটন কিটিকা—একদিকে সরানো যায় এরূপ যবনিকা বা পর্দা, (Childers-এর মতে) কূপ হইতে জল তুলিবার রশি এবং বালতি ("**কবাটং অনুগ্‌ঘাটেতি**" এর অর্থ সদৃশ)। ⇒ **উগ্‌ঘটন, উগ্‌ঘাটন কিটিক**।

উগ্‌ঘটনা = **উগ্‌ঘাটন**। ⇒ **উগ্‌ঘাটন**।

উগ্‌ঘটিত (বিণ) তীব্র, ব্যগ্র, উৎসাহী, বিচক্ষণ, সূক্ষ্মবুদ্ধি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, (ইন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে) খুব ভাল বা সংবেদনাশীল, (অনুভূতি সম্পর্কে) তীব্রভাবে অনুভূত, উৎসুক, অধীর, চেষ্টিত, পরিশ্রমী, উদ্যমশীল। ⇒ **উগ্‌ঘটতি**।

উগ্‌ঘটিঞ্ঞ (বিণ) শীঘ্র বা যখন-তখন বুঝিতে পারে এমন। ⇒ **বিপঞ্চিত**।

উগ্‌ঘটিযতি = **উগ্‌ঘটেতি**। ⇒ **উগ্‌ঘটেতি**।

উগ্‌ঘটেতি (ক্রি) [উ+√ঘট+অ] উদ্‌ঘাটন করা, উন্মুক্ত করা, উন্মোচন করা, খোলা, প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা। = **উগ্‌ঘটতি** (২)। (নেত্তি) **উগ্‌ঘটিযতি, উগ্‌ঘটনা**।

উগ্‌ঘট্ট (উগ্‌ঘট্‌ঠ?) (বিণ) ঘা মারিয়াছে অথবা খট খট শব্দ করিয়াছে এমন, আঘাত করিয়াছে অথবা ধাক্কা মারিয়াছে এমন, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এমন, নিংড়াইয়াছে এমন, পেষণ করিয়াছে বা দমন করিয়াছে এমন, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশ করিয়াছে এমন, কিছুতে ঘর্ষিত হইয়াছে এমন, লেপন বা মালিশ করা হইয়াছে এমন, ঘর্ষণ করিয়াছে বা ঘসড়াইয়াছে এমন।

উগ্‌ঘট্টন (ক্লী) টুন টুন শব্দ অথবা কিঙ্কিণী শব্দ অর্থাৎ মল বা বলয়।

উগ্‌ঘট্টপাদ—পায়ের ক্ষত। = **মগ্‌গক্কমণেন ঘট্ট-পাদতল**। (বর্ণনায়) **উণ্‌হ বালুকায ঘট্টপাদ**। = **রজোকিণ্ণপাদ** (অর্থকথা, কিন্তু ইহাতে অর্থ পরিস্ফুট নহে)।

উগ্‌ঘট্টেতি (ক্রি) = **উগ্‌ঘাটেতি**। ⇒ **উগ্‌ঘাটেতি**।

উগ্‌ঘরতি (ক্রি) [উ+√ঘর+অ] ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, চুইয়াইয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া, চুয়ানো, ক্ষরণ করানো। (অতীত) **উগ্‌ঘরি**।

উগ্‌ঘাটন (ক্লী) উদ্‌ঘাটন, উন্মুক্তকরণ, উন্মোচনকরণ, খোলা, আলগাকরণ, ছিদ্র, রন্ধ্র, প্রারম্ভ, প্রথম আবির্ভাব, সুযোগ, যাহা সরানো যায়, জল উঠাইবার যন্ত্র। ⇒ **উগ্‌ঘটন**।

উগ্‌ঘাটন কিটিক—যে যবনিকা বা পর্দা উদঘাটন করা যায় অথবা এক পার্শ্বে সরানো যায়। = **সংসরণ কিটিক**। ⇒ **কিটিক, উগ্‌ঘটন কিটিকা**।

উগ্‌ঘাটাপেতি (ক্রি) ⇒ **উগ্‌ঘাটেতি**।

উগ্‌ঘাটিত (বিণ) উন্মুক্ত, উন্মোচনকৃত, খোলা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **উগ্‌ঘাটেতি**।

উগ্‌ঘাটেতি (ক্রি) [উ+√ঘাট+এ] উদ্‌ঘাটন করা, উন্মুক্ত করা বা হওয়া, উন্মোচন করা, প্রবেশ পথ তৈয়ারি করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, খুলিয়া দেওয়া, আলগা করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, বদল করা, উঠাইয়া দেওয়া, লোপ করা, রদ বা রহিত করা, লইয়া যাওয়া, শেষ করিয়া ফেলা। (বিনয়) **তালানি উগ্‌ঘাটেতি; ঘটিকং উগ্‌ঘাটেতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভব পটিসন্ধিং উগ্‌ঘাটেতি**। (অতীত) **উগ্‌ঘাটেসি**। (অ-বিণ) **উগ্‌ঘাটিত**। (করণে) **উগ্‌ঘাটাপেতি**—উন্মুক্ত করানো, খোলানো, উন্মোচন করানো।

উগ্‌ঘাত (পুং) [উদ+ঘাত] কম্পন, নড়া, নাড়া, আঘাত, হেঁচকা টান, ঝাঁকুনি, আকস্মিক লম্ফ, ধাক্কা, ধাক্কা লাগানো। (বিনয়) **যানুগ্‌ঘাত**।

উগ্‌ঘাতি (স্ত্রী) ১ কম্পন, নাড়া, আঘাত, ধাক্কা, প্রচণ্ড আক্রমণ, ভয়ানক আক্রমণ, মনের আকস্মিক আবেগ,

তড়িৎ স্পর্শজনিত স্নায়বিক ধাক্কা, স্নায়বিক বিক্ষোভ, রোগের আকস্মিক আক্রমণ। ২ মনোযোগ আকর্ষণ, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীকরণ, যথাযথকরণ, জয়করণ, বশীভূতকরণ, জয়, সিদ্ধি, যুদ্ধখেলা ইত্যাদিতে জয়লাভ বা সাফল্য। (যৌগিকে) **উগ্‌ঘাতি নিঘাতি** (সূত্রনিপাত)। (নেত্তি) **উগ্‌ঘাত নিঘাত**।

উগ্‌ঘাতিত (বিণ) উদ্‌ঘাতিত, বধিত, আহত। ⇒ **উগ্‌ঘাতেতি**।

উগ্‌ঘাতেতি (ক্রি) [উ+√ঘাত+এ] আমস্মিক আহত হওয়া, হঠাৎ আঘাত করা, হঠাৎ বধ করা, হঠাৎ হেঁচকা টান দেওয়া, হঠাৎ লম্ফ দেওয়া, ঝাঁকুনি দেওয়া। (অতীত) **উগ্‌ঘাতেসি**। (অ-বিণ) **উগ্‌ঘাতিত**।

উগ্‌ঘোস (পুং) উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, চিৎকার করিয়া কথন, প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার।

উগ্‌ঘোসনা (স্ত্রী) = **উগ্‌ঘোস**। ⇒ **উগ্‌ঘোস**।

উগ্‌ঘোসিত (বিণ) ঘোষিত, প্রচারিত, জয়ধ্বনিকৃত, প্রদর্শিত। ⇒ **উগ্‌ঘোসেতি**।

উগ্‌ঘোসেতি (ক্রি) [উ+√ঘুস+এ] ঘোষণা করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, প্রদর্শন করা, জ্ঞাপন করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা। (অতীত) **উগ্‌ঘোসেসি**। (অ-বিণ) **উগ্‌ঘোসিত**।

উচ্চ (বিণ) উচ্চ, **উর্ধ্ব**, উন্নত, উঁচু। (বিপ) **অবচ**—নীচ, অধঃ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্চট্ঠানিযং নীচে ঠানে ঠপেতি**—যাহা উপরে রাখিবার তাহা নীচে রাখিয়াছে। (পেতবত্থু) **উচ্চং পগগযহ**—উপরে তুলিয়া ধরিয়া; = **উচ্চতরং কত্বা**। (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উচ্চক (বিণ) উচ্চ, উচ্চস্থ, **উর্ধ্বস্থ**, উপরস্থ, **উর্ধ্ব**, উপর। (বিনয়) **উচ্চক আসন্দিকা**—এক প্রকার উচ্চ কেদারা বা বসিবার আসন, বসিবার উচ্চ চৌকি।

উচ্চকুলীনতা (স্ত্রী) উচ্চবংশে জন্ম, সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম। (তুলনীয়) **উচ্চকুলীনতা**।

উচ্চতে = **বুচ্চতে**। ⇒ **বত্তি**।

উচ্চত্ত (ক্লী) উচ্চত্ব, উচ্চতা, উন্নতি, প্রাধান্য, উন্নত ভূভাগ, উচ্চপ্রদেশ, চূড়া, চরমসীমা, পদের উচ্চতা।

উচ্চভূমি (স্ত্রী) উচ্চভূমি, স্থলভাগ। (বিপ) **নিম্নভূমি**। ⇒ **থল**।

উচ্চয (পুং) উচ্চয়, চয়ন, উন্নতি, রাশি, রাশীকরণ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, স্তূপ, কাঁড়ি, শব বা মৃতদেহ জ্বালাইবার কাষ্ঠ, চিতা, শ্মশান, বৃহৎ দালান, অট্টালিকা পুঞ্জ, গোলারাশি, গোলাগুলির পাঁজা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাটারি, ধ্বংসস্তূপ। = **চেতিয** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **পাপস্‌স উচ্চয**।

উচ্চয সিলুচ্চয—পর্বত, পাহাড়।

উচ্চবত্থুক (বিণ) উচ্চস্থানে সংস্থিতিযুক্ত, উচ্চস্থানে ভিত্তি বা জমি আছে এমন। ⇒ **বত্থুক** (১)।

উচ্চা (বিণ) উচ্চ, উপরিস্থ, উপরের, উর্ধ্বের, উর্ধ্বস্থ, উত্তোলিত, উপরে তোলা হইয়াছে এরূপ, উপরে উঠানো হইয়াছে এমন।

উচ্চাকণেরুকা (স্ত্রী) উচ্চ হস্তিনী, লম্বা বা ঢেঙ্গা হাতিনী, সাহসী হস্তিনী।

উচ্চাকালারিকা (স্ত্রী) বড় জাতীয় বড় হস্তিনী, খুব বড় হস্তিনী। = **কলারিকা**।

উচ্চাকুল (ক্লী) উচ্চকুল, উচ্চবংশ, কুলীনজাতি, সদ্বংশ, সম্ভ্রান্ত পরিবার। = **উচ্চা খত্তিযকুল আদিনো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিপ) **নীচকুল**।

উচ্চাকুলীন (বিণ) উচ্চকুলীন, উচ্চবংশীয়, উচ্চপদস্থ, সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চকুলজ।

উচ্চাকুলীনতা (স্ত্রী) উচ্চকুলীনতা, উচ্চবংশে জন্ম, সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, সদ্বংশের বংশধর, উচ্চপরিবারের বংশধর, উচ্চপদ।

উচ্চাপপাতিন (বিণ) উড্ডীয়মান, উড়িয়া চলিয়া যায় এমন। ⇒ **পপাতিন**।

উচ্চার (পুং) [উদ+চার] ভার-মোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব, বিষ্ঠা, মল, গোবর, গাদ, শিঠা, পশ্বাদির বিষ্ঠা। (বিনয়) **উচ্চারং গচ্ছতি**—মলত্যাগ করিতে যাওয়া; **উচ্চারো নাম গূথো বুচ্চতি**।

উচ্চারকরণ—মলত্যাগকরণ, নির্মলকরণ, পরিষ্কার করার কার্য।

উচ্চারণ (ক্লী) উচ্চারণ। = **উচ্চারণা**।

উচ্চারণা (স্ত্রী) উচ্চারণ, বাক্যকথন, প্রকাশকরণ, কথা, কথিত বাক্য, কথন, কীর্তন, বাক্য দ্বারা ব্যক্তকরণ, ঘোষণা, প্রচার, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার, তোলন, উত্তোলনকরণ, উঠানো, উড্ডীয়মানকরণ, উড়ানো।

উচ্চার-পস্‌সাব—মলমূত্র, বিষ্ঠা এবং মূত্র।

উচ্চারিত (বিণ) ১ উচ্চারিত, কথিত, প্রকাশিত, ঘোষিত, প্রচারিত, তাড়া দেওয়া হইয়াছে এমন, যাহা উচ্চারণ করা হইয়াছে, কৃতোচ্চারণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উচ্চারিত অক্খরানি**। ২ উত্তোলিত, উঠানো হইয়াছে এমন, উত্থিত, উড়ানো বা উড্ডয়ন করা হইয়াছে এমন। ⇒ **উচ্চারেতি**।

উচ্চারেতি (ক্রি) [উ+√চার+এ] ১ উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, (মেকি মুদ্রা ইত্যাদি) চালানো, উল্লেখ করা, মত ব্যক্ত করা, বক্তৃতা করা, প্রচার করা। ২ উত্তোলন করা, তোলা, উন্নয়ন করা, স্ফীত করা, হরণ করা, লইয়া চলিয়া যাওয়া, উপরে ওঠা, উর্ধ্বে ওঠা, উঠিতে চেষ্টা করা, উঠানো, উন্নীত করা, শক্তি বৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা। (অতীত) **উচ্চারেসি**। (অ-বিণ) **উচ্চারিত**।

উচ্চালিঙ্গ (পুং) ইতর প্রাণীর জঠরস্থ কৃমিকীট, পক্ষীর

পাকস্থলীস্থ কৃমিকীট, গুটীপোকা, শুঁয়োপোকা, প্রজাপতি হইবার পূর্ব অবস্থার কীট।

উচ্চাবচ (বিণ) [উচ্চ+অবচ] মহার্ঘ এবং সস্তা, অধিক মূল্যের এবং অল্পমূল্যের, উচ্চ–নীচ, **উর্ধ্ব–অধঃ**, উপর–নীচ, নানবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়, অনেক সংখ্যক, বহুপ্রকার। (বহুবচনে) **উচ্চাবচা**। = **মহগ্‌ঘ–সমগ্‌ঘ, বিবিধ**। ⇒ **অবচ**।

উচ্চাবচানি পণিযানি (ক্লী, বহুবচন) অধিক মূল্যের এবং অল্পমূল্যের পণ্যদ্রব্যসমূহ।

উচ্চাসদ্দ (পুং) উচ্চশব্দ, চিৎকার, শোরগোল, উচ্চধ্বনি। (বিণ) উচ্চশব্দ করে এমন, উচ্চধ্বনি করে এমন।

উচ্চাসযন (ক্লী) উচ্চশয্যা, শয়ন করিবার উচ্চ মঞ্চ বা খাট পালঙ্ক। (বিনয়) **উচ্চাসযন মহাসযন**। (বিপ) **নীচসেয্য**।

উচ্চাসোণ্ডা (স্ত্রী) (ভিক্ষু সম্বন্ধে) হস্তীর ন্যায় যাহার হস্তাদি শরীর। ⇒ **সোণ্ডা** (১)।

উচ্চিট্‌ঠ = উচ্ছট্‌ঠ। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ**।

উচ্চিনাতি (ক্রি) [উ+√চ+না] নির্বাচন করা, বাছিয়া লওয়া, সঙ্কলন করা, মনোনীত করা, অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, পছন্দ করা, কুড়াইয়া লওয়া, সময়ে সময়ে পড়িয়া অথবা এর ওর কাছে শুনিয়া শিক্ষা করা, উপার্জন করা, এখান থেকে ওখান থেকে সংগ্রহ করা, একত্র করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, একত্রিত হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, পুঁজ সঞ্চিত হওয়া, ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। (পেতবত্থু) **উচ্চিনাতি নন্তকে = গবেসনবসেন গহেত্বান** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **উচ্চিনি**। (ক্রি–বি) **উচ্চিনিত্বা**।

উচ্ছগ্‌গ = উচ্ছু–অগ্‌গ। ⇒ **উচ্ছু–অগ্‌গ**।

উচ্ছঙ্গ (পুং) (সংস্কৃত–উৎসঙ্গ) কটিদেশের নিম্নভাগ, ক্রোড়, কোল, ভাঁজ, অঞ্চল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্ছঙ্গ–পঞ্ঞ**।

উচ্ছন্ন (বিণ) উচ্ছন্ন, উৎসন্ন, নষ্ট। ⇒ **অভিচ্ছন্ন, আবুট**।

উচ্ছাদন (ক্লী) অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ মার্জনা, শরীর মর্দন, সুগন্ধ সাবান–জল দ্বারা শরীর ধৌতকরণ। (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ উচ্ছাদন ধম্ম**—পরিবর্তনশীল শরীরের মার্জনাস্বভাব, অনিত্য বা ক্ষয়শীল দেহের স্বভাব সাবানজলে গাত্র মার্জনা করিয়া জলে অবগাহন; **উচ্ছাদন পরিমদ্দন**—মার্জনা বা ঘর্ষণ, ঘর্ষণের জন্য সামান্য আঘাত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উচ্ছাদন নহাপন**। (থেরীগাথা) **নহাপন উচ্ছাদন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উচ্ছাদন পরিমদ্দন**।

উচ্ছাদেতি (ক্রি) [উ+√ছাদ+এ] স্নানের সময় সুগন্ধ সাবান বা স্নানচূর্ণ দ্বারা শরীর মার্জনা করা, শরীরে সুগন্ধ দ্রব্য মর্দন করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উচ্ছাদেতি পরিমদ্দতি নহাপেতি**। (অতীত) **উচ্ছাদেসি**।

উচ্ছিজ্জতি (ক্রি) [উ+√ছিদ+য] শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ধ্বংস হইয়া যাওয়া, বিনষ্ট হইয়া যাওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা, থাকা, জীবিত থাকা, লুপ্ত হইয়া যাওয়া, নির্মূলিত হইয়া যাওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, লোপ পাওয়া, নির্মূল হওয়া, অস্তিত্ব শেষ বা বিনষ্ট হওয়া। = **নখি, ন পবত্ততি**। (বিপ) **পবত্ততি** (২)। (অতীত) **উচ্ছিজ্জি**। ⇒ **উচ্ছিন্দতি**।

উচ্ছিট্‌ঠ (বিণ) উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশিষ্ট, ভোজনের পর জল দ্বারা প্রক্ষালন বা ধৌত করা হয় নাই এমন, এঁটো, যাহাতে অন্ন–ব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শজনিত মৃক্ষিত ময়লা রহিয়াছে এমন, অনুভূতাবশিষ্ট, পরিত্যক্ত, ব্যবহৃত, অপবিত্র, স্পর্শিত, বাহিরে নিক্ষিপ্ত, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, ত্যক্ত, নীচ, অধম, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট। (বিনয়) **উচ্ছিট্‌ঠ উদকং**। (জাতক) **ভত্তং উচ্ছিট্‌ঠং অকত্বা; উচ্ছিট্‌ঠ নদী; উচ্ছিট্‌ঠ ইত্থি; উচ্ছিট্‌ঠং পিণ্ডং**। = **ছড্ডিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উচ্ছিট্‌ঠ ভত্তং**। জাতকে "**উচ্চিট্‌ঠ**" শব্দের পরিবর্তে "**উচ্ছিট্‌ঠ**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ⇒ **উত্তিট্‌ঠ উচ্ছেপক**। **অনুচ্ছিট্‌ঠ** (বিণ) অনুচ্ছিষ্ট, অপরিত্যক্ত, অনস্পর্শিত, যেই ভাত বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই।

উচ্ছিট্‌ঠ ইত্থি—যে স্ত্রীলোক উচ্ছিষ্ট বা প্রত্যাখ্যানকৃত হইয়াছে, অসতী, সমাজচ্যুত বা পরিত্যক্ত স্ত্রীলোক, যে নারীকে স্বামীকর্তৃক পরিত্যাগ করা হইয়াছে। = **অনিখি**। ⇒ **ইত্থি, উচ্ছিট্‌ঠ**।

উচ্ছিট্‌ঠং পিণ্ডং—এঁটো ভাত, উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য। (তুলনীয়) **উচ্ছিট্‌ঠ ভত্ত**। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ**।

উচ্ছিট্‌ঠক = উচ্ছিট্‌ঠ। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ**।

উচ্ছিট্‌ঠ নদী—অপবিত্র নদী। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ**।

উচ্ছিট্‌ঠ ভত্ত (ক্লী) এঁটো ভাত, উচ্ছিষ্ট অন্ন, ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন। (তুলনীয়) **উচ্ছিট্‌ঠং পিণ্ডং**। ⇒ **উচ্ছিট্‌ঠ, ভত্ত**।

উচ্ছিন্দতি (ক্রি) [উ+√ছিদ+ং+অ] ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আহত করা, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া, ভগ্ন করা, বধ করা, লোপ করা, নির্মূল করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ভব তণ্‌হং উচ্ছিন্দতি**। (অতীত) **উচ্ছিন্দি, উদচ্ছিদ**। (অ–বিণ) **উচ্ছিন্ন**। (ভবিষ্যত) **উচ্ছেজ্জিস্‌সামি**, (ব্যবহারে কিন্তু) **উচ্ছেচ্ছামি**। (ক্রি–বি) **উচ্ছিজ্জ**। (কর্মবাচ্যে) **উচ্ছিজ্জতি**।

উচ্ছিন্ন (বিণ) উচ্ছিন্ন, কৃতোচ্ছেদ, বিনাশিত, বিনষ্ট, উৎপাটিত, নির্মূলিত, নির্মূলকৃত। (তুলনীয়) **সমুচ্ছিন্ন**। ⇒ **উচ্ছিন্দতি**।

উচ্ছিন্ন নেত্তিক (পুং) সংসারে পুনরাগমনের বন্ধন বা তৃষ্ণ যাঁহার ছিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ অর্হত। ⇒ **নেত্তিচ্ছিন্ন**।

উচ্ছিন্ন বীজ = খীণবীজ। ⇒ **খীণবীজ**।

উচ্ছু (পুং) ইক্ষু, আখ, আখ গাছ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উচ্ছুনং যন্ত**।

উচ্ছুকখেত্ত (ক্লী) ইক্ষু ক্ষেত্র, আখের ক্ষেত।

উচ্ছুখণ্ডিক (ক্লী) ইক্ষু, আখ। = **উচ্ছুযট্‌ঠি**।

উচ্ছুখণ্ডিকা (স্ত্রী) ইক্ষুর খণ্ড, আখের টুকরা, এক টুকরা আখ। ⇒ **খণ্ডিকা**।

উচ্ছুখাদন (ক্লী) ইক্ষুখাদন, আখ ভক্ষণকরণ, আখ খাওয়া।

উচ্ছুগন্ঠিকা (স্ত্রী) ইক্ষুর গাঁইট বা গেরো, একজাতীয় আখ যদ্দ্বারা বাতাসা প্রস্তুত হয়। ⇒ **উচ্ছু, গন্ঠিকা**।

উচ্ছুগ্‌গ (ক্লী) [উচ্ছু+অগ্‌গ] ইক্ষুর অগ্রভাগ, আখের আগা।

উচ্ছুঘটিক (ক্লী) = **উচ্ছুগন্ঠিকা**। ⇒ **উচ্ছুগন্ঠিকা**।

উচ্ছুতিল—আখ এবং তিল। ⇒ **তিল**।

উচ্ছুপাল—ইক্ষুক্ষেত্রের মালিক, আখের খেত রক্ষাকারী, আখ রক্ষাকারী।

উচ্ছুপীড়ান—ইক্ষু পীড়ানো বা পেড়ানো।

উচ্ছুপুট (পুং, ক্লী) ইক্ষুপুট, আখের রস সিদ্ধ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার সময়ে কড়ায় আখের চোঁচা দিয়া গরম গরম যে গুড় জড়ানো হয় (দেশীয় গ্রাম্য কথায় যাহাকে "আঁকের ইচা" বলা হয়)। ইক্ষু এবং ইক্ষুপাতায় জড়ানো গুড়ের ঢেলা, ইক্ষু এবং ইক্ষুগুড়ের চুপড়ি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুড়ি, ইক্ষুর চুপড়ি, আখের ঝুড়ি, চিনি লইবার ঠোঙ্গা বা পাত্র। ⇒ **পুট** (১)।

উচ্ছুবীজ—ইক্ষুবীজ, আখের বীজ। ⇒ **বীজ** (১)।

উচ্ছুযটি/ঠি—ইক্ষু, আখ, আখের লাঠি, আখের যে অংশ বা টুকরা লাঠির ন্যায় ব্যবহৃত হয়। = **উচ্ছু-খণ্ডিক, উচ্ছু-খণ্ডিকা**। ⇒ **খণ্ডিকা, যটি/ঠি** (২)।

উচ্ছুযন্ত (ক্লী) ইক্ষুযন্ত্র, চিনির কল, আখের রস বাহির করিবার যন্ত্র। (জাতক) **উচ্ছুযন্তে গন্ঠিকা**। (তুলনীয়) **উচ্ছুনং যন্ত**। ⇒ **যন্ত**।

উচ্ছুযন্ত্র = **উচ্ছুযন্ত**। ⇒ **উচ্ছুযন্ত**।

উচ্ছুরস (পুং) আখের রস, ইক্ষুর রস, চিনির শরবৎ, ঝোলা গুড়, চিটা বা মাত গুড়। ⇒ **রস** (১)।

উচ্ছুলটি/ঠি (স্ত্রী) ইক্ষার কাঠ, আখের ডাল। ⇒ **লটি/ঠি** (১)।

উচ্ছুবাত—ইক্ষুক্ষেত্রের প্রতিকূল বায়ু, ইক্ষুরস পানজনিত উদরবায়ু।

উচ্ছুসালা (স্ত্রী) যে স্থানে ইক্ষু স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়, ইক্ষুশালা।

উচ্ছুনং যন্ত (ক্লী) ইক্ষুযন্ত্র, আখের রস বাহির করিবার যন্ত্র, চিনির কল। = **উচ্ছুযন্ত**। ⇒ **উচ্ছু**।

উচ্ছেদ (পুং) উচ্ছেদ, উৎপাটন, বিনাশ, ধ্বংস, নির্মূল, বিলোপ, বিঘটন, বিশ্লেষণ, বিনষ্ট, ক্ষয়, সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, কর্তন।

উচ্ছেদন (ক্লী) উচ্ছেদন, বিনাশ, উৎপাটন। (বিণ) কর্তিত, বিধ্বংসিত, উৎপাটিত, নির্মূলিত, বিলুপ্ত, বিনষ্ট।

উচ্ছেদদিটি/ঠি (স্ত্রী) উচ্ছেদ দৃষ্টি, আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস, আত্মার ধারণায় সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনে বিশ্বাস, যে মতবাদে বা ধর্মে আত্মার ধারণা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন। = **উচ্ছেদবাদা**। (বিপ) **সস্‌সতদিটি/ঠি, সস্‌সতি দিটি/ঠি, অত্তদিটি/ঠি**।

উচ্ছেদবাদ (পুং) উচ্ছেদবাদ, আত্মা সম্পূর্ণরূপে যেই মতবাদে বা ধর্মে মুক্তকণ্ঠে অস্বীকৃত। = **উচ্ছেদ দিটি/ঠি**। যাহা কিছু সুখ আছে ইহজন্মেই সমাপ্ত, মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সব ধ্বংস হইয়া যায় আর কিছু থাকে না বলিয়া সুখও থাকে না—ইহা চাবার্কের মত বা ধর্ম। ⇒ **বাদ** (৪)।

উচ্ছেদবাদা—উচ্ছেদ বাদ অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সব ধ্বংস হইয়া যায় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া ধারণা। মধ্যযুগে ইহা চার্বাকের মতবাদ ছিল। এই ধারণা বা মতবাদও একপ্রকার "**দিটি/ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি। ⇒ **মিচ্ছাদিটি/ঠি**।

উচ্ছেদবাদিন (বিণ) যে ব্যক্তি "আত্মা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত" এইরূপ ধর্ম বা মতবাদ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে অথবা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, উচ্ছেদবাদী, (মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সমস্ত) ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া মতবাদ প্রচারকারী। = **উচ্ছেদবাদ**। ⇒ **বাদিন, উচ্ছেদ**।

উচ্ছেবাদী = **উচ্ছেদবাদিন**। ⇒ **উচ্ছেদবাদিন**।

উচ্ছেদিন (বিণ) উচ্ছেদবাদ স্বীকারকারী, আত্মা নামে কিছু নাই বলিয়া স্বীকারকারী।

উচ্ছেপক (বিণ) ভুক্তাবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট। = **উচ্ছিট্‌ঠক**। ইহার পাঠ হইবে "**উচ্ছেপকে বতে রতা**"। Neumann-এর মধ্যম নিকায়ের ইংরেজি অনুবাদে "**উচ্ছেপক**" শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "**উঞ্ছা**" শব্দের সমতুল্য। ⇒ **উঞ্ছা**।

উজু (বিণ) ঋজু, সোজা, সরল, ন্যায্য, ঠিক, সরল, ঠিক সোজা, খাড়া, ন্যায়বান, ন্যায়পর, সৎ, অকপট, ছলশূন্য, সত্যপ্রিয়। = **সব্ব-জিম্‌হ-বঙ্ক-কুটিল ভাবাপগম হেতুতায উজু** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **উজু অবঙ্ক অকুটিল** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উজু কোটি বঙ্ক। অনুজু** (বিণ) অসরল, কুটিল, মিথ্যাপ্রিয়, বঙ্ক।

উজুং (ক্রি-বিণ) সরলভাবে, সোজাসুজিভাবে, সরাসরিভাবে, তৎক্ষণাৎ ঠিকরূপে, ন্যায্যভাবে, অকুটিলতার সহিত। (বিভঙ্গ) **উজুং কায়ং পণিধায**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তং উজুং অকুটিলং নিব্বিসেবনং করোতি**।

উজু-অঙ্গিন = **উজ্জঙ্গিন**। ⇒ **উজ্জঙ্গিন**।

উজুক (বিণ) [উজু+ক] সোজা, অকপট, মূল-বংশোদ্ভূত, পরিষ্কার, প্রত্যক্ষ, সরল, অকুটিল। = **উজু**। (সংযুক্ত নিকায়) **উজুকো সো মগ্‌গো**—সেই সেই সোজা পথ অর্থাৎ নির্বাণের সোজা মার্গ; **উজু চিত্ত**। (বিপ) **খুজ্জ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উজ্জুমগ্‌গ**—সোজা পথ। **অনুজ্জুক** (বিণ) বক্র, বঙ্ক, অসরল, কুটিল, বাঁকা।

উজুকতা (স্ত্রী) সরলতা, অকুটিলতা, ন্যায়পরায়ণতা, অবক্রতা, সাধুতা, ন্যায়পরতা। (ধর্মসঙ্গণী) **কায়স্‌স উজুকতা; চিত্তস্‌স উজুকতা**।

উজুকমগ্‌গ (পুং) সোজা রাস্তা, সোজা পথ।

উজুকা দিটি/ঠি (স্ত্রী) সোজা বা সরল দৃষ্টি, সদ্ভাবে বা ন্যায়ভাবে দর্শন, ন্যায় বা সদ্দৃষ্টি, নৈর্বাণিক দৃষ্টি, নির্বাণ দর্শন। ⇒ **দিটি/ঠি** (২)।

উজুগত (বিণ) সোজা গিয়াছে এমন, ঠিকভাবে চলিয়াছে এমন, অকুটিল বা ন্যায়বানরূপে জীবন পরিচালিত,

সরল, সোজা, সাদাসিদে। = **উজুভূত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উজুগত চিত্ত**।

উজুগতা দিট্‌ঠি (স্ত্রী) সদ্ভাবে জীবন পরিচালনার দৃষ্টি, সোজা বা সরল মার্গে চলিবার দৃষ্টি, নির্বাণপথে চলিবার দৃষ্টি, ন্যায়পর হইয়া চলিবার দৃষ্টি। ⇒ **দিট্‌ঠি** (২)।

উজুগামিন (বিণ) সোজাপথে চলে এমন। **অনুজুগামিন** (বিণ) বক্রপথে চলে এমন, বক্রগামী অর্থাৎ সর্প।

উজুচিত্ত (বিণ) সরলচিত্তের, যাহার মনে কুটিলতা বা কপটতা নাই।

উজুচিত্ততা (স্ত্রী) মনের সরলতা, সরলতা, অকুটিলতা, চিত্তের বিনীতভাব অথবা নমনীয়তা।

উজুতনু (বিণ) দেহকে সোজা করিয়া, শরীরকে খাড়া রাখিয়া। (বিপ) **খুজ্জ**। ⇒ **তনু**।

উজুতা (স্ত্রী) ঋজুতা, অকুটিলতা, সরলতা, সাধুতা, ন্যায়পরতা। (বিপ) **জিম্হতা**।

উজুদিট্‌ঠিতা (স্ত্রী) জীবন পরিচালনার দৃষ্টির অথবা মতবাদযুক্ত সরলতার কার্য, সরল দৃষ্টিযুক্ততা, অকুটিল দর্শনযুক্ততা, সোজা অনুমানযুক্ততা, ন্যায়পরতা, যাহার দৃষ্টি কুটিলতাপূর্ণ নহে। = **দিট্‌ঠিতা**।

উজুপটিপন্ন (বিণ) ঋজু প্রতিপন্ন, সোজা বা সরল পথ প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, সোজাপথে চলিয়া অথবা সরলভাবে জীবন পরিচালিত করিতেছে এমন, (লোকোত্তর ধ্যানমার্গে) সকৃদাগামী ফলপ্রাপ্ত।

উজুভাব (পুং) ন্যায়পরতা, ঋজুতা, সরলতা, সাধুতা। = **উজুকতা**। (বিণ) সরল, ন্যায়পর, কোমল, বিনীত। ⇒ **অজ্জব** (বিণ)।

উজুভূত (বিণ) সরল, ন্যায়পর, সোজা, সাদাসিধে, ঠিক সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়বান, ঠিকপথে পতিত, ঋজুমার্গে পতিত, (লোকোত্তর ধ্যানমার্গে) সকৃদাগামী ফলপ্রাপ্ত। = **উজুগত**। = **চিত্ত-জিম্হ-বঙ্ক-কুটিলভাব করানং কিলেসানং অভাবেন উজুভাবপ্পত্ত** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উজুভূতদস্‌সন—সরলভাবে অথবা অকপটভাবে প্রত্যক্ষকরণ, যথার্থরূপে উপলব্ধিকরণ।

উজুমগ্গ (ক্লী) ঋজুপথ, সোজাপথ, সরলমার্গ।

উজুমনো (বিণ) = **উদুমনো**। ⇒ **উদুমনো**।

উজুবংস—অকৃত্রিম বংশাবলী, সরলজাতি, ন্যায়পর বংশ বা সদ্বংশ, মূলবংশধর।

উজুবাত—মৃদুমন্দ বাতাস, শান্ত বায়ু, মধুর বাতাস।

উজুবিপচ্চনীক—প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ, প্রত্যক্ষ বাধা, পরিষ্কাররূপে প্রতিকূলাচরণ, সোজা বিপক্ষতা, পরিষ্কার প্রতিকূলতা, প্রত্যক্ষ বিঘ্ন।

উজ্জ = **উজু**। ⇒ **উজু**।

উজ্জগ্‌ঘতি (ক্রি) [উ+√জগ্‌ঘ+অ] উচ্চশব্দে হাস্য করা, ঠাট্টা করা, উপহাস করা, বিদ্রূপ করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা। (থেরগাথায়) **উজ্‌ঝগ্‌ঘতি = হসতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উজ্‌ঝগ্‌ঘতি, উজ্জগ্‌ঘতি পাণিং পহরিত্বা মহাহসিতং হসতি** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (অতীত) **উজ্জগ্‌ঘি**।

উজ্জগ্‌ঘিকা (স্ত্রী) উচ্চশব্দে হাস্যকারী লোক, বিদ্রূপকারী লোক, উপহাসকারী লোক, ঠাট্টাকারী লোক, কৌতুককারী লোক, ব্যঙ্গকারী লোক।

উজ্জঙ্গল (বিণ) [উদ+জঙ্গল] কঠিন, দৃঢ়, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, অত্যন্ত ধূলিময়, নিতান্ত ধূলির মত, খুব ধূসরবর্ণ, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, বিস্বাদ, (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) বন্ধ্যা, (জমি সম্বন্ধে) অনুর্বর, (গাছ সম্বন্ধে) অফলন্ত, (লোক সম্বন্ধে) অনুদ্ভাবনশীল, নির্বোধ, নীরস, বালুকাময়, বালুকাপূর্ণ, পরিত্যক্ত, জনহীন। (দীর্ঘনিকায়) **উজ্জঙ্গল নগরক** (ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"জঙ্গলের মধ্যস্থ শহর")। = **উক্কংসেন জঙ্গল**—অত্যন্ত নোংড়া অথবা বালুকাময়, শুষ্ক (বিমানবত্থু)। পেতবত্থুতে ইহার বানান "**উজ্‌ঝঙ্গল**" দৃষ্ট হয়; = **অতিবিয খদ্ধভূমিভাগ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তুতে—"**উজ্জঙ্গল**"।

উজ্জঙ্গিন (বিণ) সোজা অথবা ঠিক ঠিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে এমন। **অনুজ্জঙ্গিন** (বিণ) সোজা নহে অথবা ঠিক ঠিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই এমন অর্থাৎ নমনশীল, নমনীয়, সহজে প্রবর্তনীয়, নিপুণ, পটু, তৎপর, দ্রুত, চপল, চঞ্চল, ক্ষিপ্র, সুন্দর, কমনীয়; = **কঞ্চন সন্নিভ সরীর** (জাতক অর্থকথা)।

উজ্জত্তি = **উজ্‌ঝত্তি**। ⇒ **উজ্‌ঝত্তি**।

উজ্জল (বিণ) উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, নির্মল, চাকচিক্যবিশিষ্ট, শোভমান, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল চকচকে, উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এমন, সুন্দর, মনোহর, পরিষ্কৃত, স্বচ্ছ, প্রফুল্ল, সুখী, চতুর, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, জাঁকাল, মেকি।

উজ্জলতি (ক্রি) [উ+√জল+অ] হঠাৎ অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হওয়া, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হওয়া, উপর দিকে হঠাৎ জ্বলিয়া ওঠা, উজ্জ্বল হওয়া, আলো দেওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উজ্জলতি জোততি**। (অতীত) **উজ্জলি**। (অ-বিণ) **উজ্জলিত**। (সম্প্রদানে) **উজ্জালেতি**।

উজ্জলিত (বিণ) উজ্জ্বলিত, প্রজ্বলিত, উজ্জ্বলকৃত, প্রদীপ্ত, দীপ্ত, যাহা উজ্জ্বল করা হইয়াছে। ⇒ **উজ্জলতি**।

উজ্জব (বিণ) [উদ+জব] ঊর্ধ্বগামী, স্রোতের ঊর্ধ্ব দিকে প্রবাহিত, উপর দিকে চলে এমন।

উজ্জব উজ্জব (বিণ) সূতা কাটা কিংবা বয়ন শিল্পে সময় নিশ্চিতরূপে নিরূপিত। (বিনয়ের বর্ণনায়) **যত্তকং পত্থেন (পত্থন?) অচ্ছিতং হোতি তস্মিং তক্কমহি বেধিতে**।

উজ্জবতি (ক্রি) [উ+√জু+অ] স্রোতের ঊর্ধ্ব দিকে যাওয়া, ঊর্ধ্বগামী হওয়া, উজান যাওয়া। (অতীত) **উজ্জবি**।

উজ্জবনক (পুং) = **উজ্জবনিকা**। ⇒ **উজ্জবনিকা**।

উজ্জবনিকা (স্ত্রী) স্রোতের ঊর্ধ্বগামী নৌকা বা জাহাজ, উজানগামী নৌকা বা জাহাজ।

উজ্জবনিকায (স্ত্রী, করণকারক, ব্যবহারে ক্রি-বিণ) ঊর্ধ্বস্রোতগামী হইয়া, উজান চলিয়া। (বিণ) ঊর্ধ্ব দিকে গমনকারী, ঊর্ধ্বগামী, উজানে গমনকারী। (বিনয়ের বর্ণনায়) **উদ্ধংগামিন**; (বিপ) **ওজবনিকায**।

উজ্জহতি (ক্রি) [উ+√হা+অ] ছাড়িয়া দেওয়া, যাইতে

দেওয়া, ত্যাগ করা। (অতীত) **উজ্জহি**। (পঞ্চমী) **উজ্জহি**।

উজ্জালেতি (ক্রি) আলোকিত করা, প্রদীপ্ত করা, প্রদীপ জ্বালানো, উজ্জ্বল করা। (থেরগাথা) **দীপং উজ্জালেতি;** (অপাদান গ্রন্থে পাঠ) **দীপান উজ্জালযিং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **পদীপং উজ্জালেতি**। ⇒ **উজ্জলতি**।

উজ্জু = উজু। ⇒ **উজু**।

উজ্জুক = উজুক। ⇒ **উজুক, অঞ্জয, অকুটিল**।

উজ্জুগত = উজুগত। ⇒ **উজুগত**।

উজ্জোত (পুং) আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, আলোকের উৎস বা কারণ, দিনের বেলা, চিত্রের আলোকিত অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানোলোক, দিব্যজ্যোতি, প্রত্যুষ, প্রকাশ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, প্রকাশ্য দৃশ্য, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত লোক, দর্শন শক্তি, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, খ্যাতি, যশ, ঝড়, দীপাধার। (জাতক) **উজ্জোতকর**।

উজ্জোতিত (বিণ) আলোকিত, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বলকৃত। ⇒ **উজ্জোতেতি**।

উজ্জোতেতি (ক্রি) [উ+√জুত+এ] আলোকিত করা, আলো দেওয়া, রঞ্জিত অক্ষর দ্বারা সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত অক্ষর প্রভৃতিতে সজ্জিত করা। (অতীত) **উজ্জোতেসি**। (অ-বিণ) **উজ্জোতিত**।

উজ্ঝগ্গতি = উজ্জগ্ঘতি। ⇒ **উজ্জগ্ঘতি**।

উজ্ঝগ্গিকা (স্ত্রী) উচ্চশব্দে হাস্যকারী লোক। ⇒ **উজ্জগ্ঘিকা**।

উজ্ঝগ্ঘতি = উজ্জগ্ঘতি। ⇒ **উজ্জগ্ঘতি**।

উজ্ঝঙ্গল (বিণ) = **থদ্ধ, উজ্জঙ্গল**। ⇒ **থদ্ধ** (১), **উজ্জঙ্গল**।

উজ্ঝতি (ক্রি) [√উজ্ঝ+অ; সংস্কৃত—উজ্ঝতি] ১ পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া যাওয়া, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, জিজ্ঞাসা করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা। ২ ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা, ব্রাশ করা। (অতীত) **উজ্ঝি**। (অ-বিণ) **উজ্ঝিত**। (ক্রি-বি) **উজ্ঝিয, উজ্ঝিত্বা**।

উজ্ঝত্তি (স্ত্রী) [উদ+ঝায়তি; সংস্কৃত—উদ-ধ্যাতি] ক্রোধ, উত্তেজনা, প্রদাহ, অসন্তোষ। (তুলনীয়) **উজ্ঝান**।

উজ্ঝত্তিবল (ক্লী) অসন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টতা। ইহা মূর্খের বল, কারণ তাহারা নিজের ভ্রম সংশোধনে অক্ষম। (বিপ) **নিজ্ঝত্তিবল**। ⇒ **বল** (১খ)।

উজ্ঝান (ক্লী) [উদ+ঝান ?] ১ দোষ গ্রহণকরণ, দোষী সাব্যস্তকরণ, অপরাধীকরণ, অসন্তুষ্ট হওন, ছিদ্রান্বেষণকরণ, কূটসমালোচনা, কুতর্ক। = **পরেসং রন্ধ গবেসিতায** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অনুজ্ঝান বহুল**। ২ অভিযোগ, নালিশ, বিলাপ, অসন্তোষ প্রকাশ, পীড়া, অসন্তোষের কারণ, ক্রন্দন, ক্রন্দনধ্বনি।

উজ্ঝাপন (ক্লী) উত্তেজিতকরণ, উত্তেজনা, ক্রোধ উৎপন্ন করে এমন বস্তু বা বিষয়, বিরক্তকরণ। (জাতক) **উজ্ঝাপন কম্ম; দেবত-উজ্ঝাপন**।

উজ্ঝাপনক (বিণ) উত্তেজনাকারী, ক্রোধোদ্দীপক, বিরক্তিকর, যে ব্যক্তি অপরকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলে।

উজ্ঝাপেতি (ক্রি) [উ+√ঝে+আপে] কোপান্বিত করা, বিরক্তি করা বা করানো, রাগাইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা, দোষী সাব্যস্ত করা, অপদোষ দেওয়া, দোষ দেওয়া, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, ক্লান্ত করা। (অতীত) **উজ্ঝাপেসি**। ⇒ **উজ্ঝায়তি**।

উজ্ঝায়তি (ক্রি) [উ+√ঝে+অ] কোপান্বিত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, উত্যক্ত হওয়া, পীড়িত হওয়া অথবা মর্মান্তিক ব্যথিত হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, রাগান্বিত হওয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করা। (বি-ভা) **উজ্ঝায়তি খীয়তি বিপাচেতি**—অত্যন্ত বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করা (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **মা উজ্ঝায়িত্থ**—রাগ বা ক্রোধ করিও না। (বি-ভা) **উজ্ঝায়তি বিপাচেতি**। (অতীত) **উজ্ঝায়ি**। (তুম) **উজ্ঝাতুং**। (করণে) **উজ্ঝাপেতি**।

উজ্ঝায়তি খীয়তি বিপাচেতি ⇒ **খীয়তি, উজ্ঝায়তি**।

উজ্ঝায়তি বিপাচেতি ⇒ **খীয়তি, উজ্ঝায়তি**।

উজ্ঝাসঞ্ঞিক (বিণ) ক্রোধপ্রবণ, ক্রোধী, খিটখিটে।

উজ্ঝাসঞ্ঞিতা (স্ত্রী) ক্রোধপ্রবণতা, ক্রোধশীলতা, উত্তেজনা-প্রবণতা।

উজ্ঝাসঞ্ঞিন (বিণ) = **উজ্ঝাসঞ্ঞিক**। ⇒ **উজ্ঝাসঞ্ঞিক**।

উজ্ঝিত (বিণ) অভাবগ্রস্ত, সহায়সম্পদহীন, হীন, পরিত্যক্ত, বর্জিত, পাপাসক্ত, জলমগ্ন জাহাজ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত, জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত, নিক্ষিপ্ত, অগ্রাহ্যকৃত, নির্গত, নিঃসারিত। (থেরগাথা) **উজ্ঝিত ইত্থি**। (তুলনীয়) **বাতকখিত্ত বিয যো কোচি দহনো** (থেরগাথা অর্থকথা)। = **ছড্ডিত**। ⇒ **উজ্ঝিত**।

উজ্ঝিত অবকখিত্ত (বিণ) ভুলে পরিত্যক্ত, ভুলে পিছনে ফেলিয়া আসা হইয়াছে এমন।

উঞ্ছ (পুং) উঞ্ছ, জীবিকানির্বাহের জন্য পক্ষী প্রভৃতির ঠোঁটে করিয়া নেওয়ার ন্যায় শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কণা সংগ্রহ, শুধু সামান্য ধার করিয়া অথবা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ, উঞ্ছবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, সংগৃহীত দ্রব্য। (সম্প্রদান কারকে) **উঞ্ছায = ফলাফলত্থায**—ফলাফলরূপ খাদ্যের জন্য (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **সমুঞ্ছক**।

উঞ্ছচরিয়া (স্ত্রী) উঞ্ছচর্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি, যাচঞা করিয়া বা ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ভিক্ষার্থে বা ভিক্ষার অন্বেষণে ভ্রমণ, ভিক্ষাচরণ।

উঞ্ছচারিক (বিণ) ভিক্ষাচর্যা করিয়া বা ভিক্ষার্থে ভ্রমণকারী, আহার ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে এমন, আহার অন্বেষণে ভ্রমণকারী, আহার ভিক্ষাকারী, অষ্ট তাপসের মধ্যে অথবা তাপস সম্প্রদায়ের এক প্রকার অর্থাৎ আহার ভিক্ষাকারী, আহার ভিক্ষার্থী, উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, অতি কষ্টে জীবিকানির্বাহকারী।

উঞ্ছতি (ক্রি) [√উঞ্চ+ৎ+অ] আহার অন্বেষণ করা, উঞ্ছবৃত্তি করা, ধান্যাদির শীষ কুড়ানো, ভিক্ষার সন্ধান করা। = **গবেসতি**। (অতীত) **উঞ্ছি**। (অ-বিণ) **উঞ্ছিত**।

উঞ্ছন (ক্লী) উঞ্ছন, খুঁটিয়া লওয়া, (পক্ষী সম্বন্ধে) ঠোটে করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা, কুড়াইয়া লওয়া।

উঞ্ছপত্ত (ক্লী) ভিক্ষাপাত্র, যে পাত্রে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা হয়। (বি-ভা) **উঞ্ছাপত্তাগতে রতো**—ভিক্ষাপাত্রে যে খাদ্য পড়ে (সংগৃহীত হয়) উহাতে রত বা সন্তুষ্ট (থেরগাথা); = **উঞ্ছেন ভিক্‌খাচারেন লদ্ধে পত্তগতে আহারে রতো** (পেতবত্থু অর্থকথা); Psalms of Brethren-এ ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—"যাহা কিছু দ্বারা ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয় উহাই আহার করিয়া সন্তুষ্ট"। (সংযুক্ত নিকায়) **অঞ্ঞাত উঞ্ছপত্ত**—পরিত্যক্ত ভিক্ষাপাত্র।

উঞ্ছা (স্ত্রী) = **উঞ্ছ**। ⇒ **উঞ্ছ**।

উঞ্ছাচরিযা (স্ত্রী) ভিক্ষাবৃত্তি। = **উঞ্ছচরিযা**।

উঞ্ছাচারিকা ⇒ **চারিকা**।

উঞ্ছায—উঞ্ছবৃত্তির জন্য, ভিক্ষাবৃত্তির জন্য, ভিক্ষাচর্যার্থে বা ভিক্ষাচরণের জন্য। = **ফলাফল খায**। ⇒ **উঞ্ছ**।

উঞ্ঞ (ক্লী) অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, গর্ব, দেমাক, আত্মমর্যাদা জ্ঞান, অহঙ্কারের বস্তু বা বিষয়।

উঞ্ঞা (স্ত্রী) ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান, আদালত অবমাননা। = **অবঞ্ঞা**। (বিভঙ্গ) **অত্তুঞ্ঞা**—আত্ম অবজ্ঞা, নিজের অপমান।

উঞ্ঞাতব্ব (ভ-বিণ) নীচ বা হীন, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ, অপমানিত হওয়ার যোগ্য, ঘৃণার যোগ্য, ঘৃণিত। (বি-ভা) **দহরো ন উঞ্ঞাতব্বো ন পরিভোতব্বো** (সংযুক্ত নিকায়)। = **ন অবজানিতব্বো, ন নীচং কত্বা জানিতব্বো'তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (একই সম্বন্ধযুক্তভাবে জাতকে) **মানং দহরো (তি) উঞ্ঞাসি (মঞ্ঞাসি) অপুচ্ছিত্বান (অপুচ্ছিত্বান)**।

উটণ্ড = **উদ্ধদণ্ড**। ⇒ **উদ্ধদণ্ড**।

উট্টণ্ড = **উদ্ধদণ্ড**। ⇒ **উদ্ধদণ্ড**।

উট্টিত্বা (ক্রি-বি) (এই শব্দটি বিনয়পিটকে সন্দেহজনক শব্দ, সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**উড্ঢেত্বা**" অথবা "**উড্ডেত্বা**"। "**উড্ডেতি**" শব্দে "**উড্ডেত্বা**" শব্দ দ্রষ্টব্য।) ফিঙ্গা প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবার যন্ত্রে রাখিয়া বা স্থাপন করিয়া, বন্ধন করিয়া, বাঁধিয়া।

উট্টেচেতি (ক্রি) = **উট্টেপেতি**। ⇒ **উট্টেপেতি**।

উট্টেপক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া তাড়ায়, যে ব্যক্তি ভয় প্রদর্শন করে (অথবা ধরে?)। (বিনয়) **কাক উট্টেপক**—যে ব্যক্তি কাককে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেয় অথবা ধরে। = **উট্ঠেপক, উড্ডেপক, উড্ডেপক**। ⇒ **উট্টেপেতি**।

উট্টেপেতি (ক্রি) ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া, ভয় প্রদর্শন করা (অথবা ধরা?)। এই শব্দটি কিন্তু সন্দেহপূর্ণ, সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**উড্ডেপেতি**"। = **উট্টেচেতি, উপট্ঠাপেতি, উড্ডোযেতি**। ⇒ **উট্টেপক**।

উট্ঠপন = **বোত্থপন**। ⇒ **বোত্থপন**।

উট্ঠহতি (ক্রি) [উ+√ঠা+অ] ওঠা, চড়া, ফাঁপিয়া ওঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, দাঁড়ানো, দাঁড়াইয়া থাকা, একভাবে থাকা, স্থাপিত হওয়া, অথবা অবস্থিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, অগ্রসর না হওয়া, থামা, অপেক্ষা করা, সম্মত হওয়া, মিল হওয়া, কার্যের প্রার্থনা করা, প্রার্থী হইয়া দাঁড়ানো, (আসন বা শয্যা হইতে) ওঠা, গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, উৎপাদিত হওয়া, বর্ধিত হওয়া, জাগানো, জাগরিত করা, উত্তেজিত করা, উদ্দীপিত করা, প্রয়োগ করা, উদ্যোগ করা, সক্রিয় হওয়া, কার্যকরী হওয়া, ব্যস্ত হওয়া, তৎপর হওয়া, ক্ষিপ্র হওয়া, কর্মঠ হওয়া। = **বুট্ঠহতি**। (অতীত) **উট্ঠহি, উট্ঠাসি, বুট্ঠাসি, উট্ঠহেয্য**; (বিনয়) **গব্‌ভো বুট্ঠাসি**—গর্ভস্থ সন্তান উৎপন্ন হইল বা আবির্ভূত হইল। (অ-বিণ) উট্ঠিত। (ব-বিণ) **উট্ঠহন্তো, উট্ঠহান**। (পঞ্চমী) **উত্তিট্ঠে**; (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **উত্তিট্ঠিত্বা পরেসং ঘরদ্বারে ঠত্বা**; (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **উট্ঠেহি**, (মধ্যমপুরুষ বহুবচনে) **উট্ঠহথ**। (সপ্তমী) **উট্ঠহেয্য**। (ক্রি-বি) **উট্ঠহিত্বা, উট্ঠায**। (তুম্) **উট্ঠাতুং**। (করণে) **উট্ঠাপেতি**। (তুলনীয়) **পরিযুট্ঠাহি**।

উট্ঠহান (বিণ) উদ্যোগী হয়, চেষ্টা করে এমন, জাগরিত হয় এমন, (শয্যা হইতে) উঠে এমন, উত্তেজিত বা উদ্দীপিত হয় এমন। ⇒ **উট্ঠহতি**। **অনুট্ঠহান** (বিণ) অলস, জড়, ঢিলা, মন্থরগতির, শ্রমবিমুখ, ক্লান্তিজনক। = **আযামন্তো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অনুট্ঠহং**।

উট্ঠহিত্বা = **উট্ঠায**। ⇒ **উট্ঠায, উট্ঠহতি**।

উট্ঠাতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি উঠে বা গাত্রোত্থান করে, যে ব্যক্তি উত্তেজিত বা উদ্দীপিত হয়, যে ব্যক্তি কর্মব্যস্ত বা তৎপর হয়, যে ব্যক্তি উৎসাহ দেখায় অর্থাৎ কর্মঠ ব্যক্তি। **অনুট্ঠাতর** (বিণ, পুং) যাহার নিকট উৎসাহ নাই অর্থাৎ উৎসাহহীন ব্যক্তি।

উট্ঠাতি (ক্রি) [উ+√ঠা+অ] ওঠা, উদয়, হওয়া, গাত্রোত্থান করা। = **উট্ঠহতি**। (অ-বিণ) **উট্ঠিত**।

উট্ঠাতু = **উট্ঠাতর**। ⇒ **উট্ঠাতর**।

উট্ঠান (ক্লী) ১ উত্থান, উদয়, উদ্‌গম, উত্থিতি, উৎপত্তি, মরণান্তর পুনর্জীবন লাভ, গাত্রোত্থান, দাঁড়ানো। (বিণ) **সযন**—শয়ন; **নিসীদন**:—উপবেশন। (দীর্ঘনিকায়) **সীহ-সেয্যং কপ্পেসি উট্ঠান-সঞ্ঞং মনসিকরিত্বা**। (ধর্মপদ) **উট্ঠানকাল**। (জাতক) **অনুট্ঠান-সেয্য**—অনুত্থান শয্যা অর্থাৎ যেই শয্যার শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারে না। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অরুণ-উট্ঠানবেলা**—

অরুণোদয়ের সময়, সূর্যোদয়ের সময়। ২ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, স্ফীতি, আরোহণ, মূল, আদি, চড়াই, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক, ঘটনা, প্রয়োজন, অবসর। (বিণ) উৎপন্ন, বর্ধিত, স্ফীত; (জাতক) **কপ্প-উট্‌ঠান;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধঞঞ-উট্‌ঠান খেত্তং অস্থি।** ৩ জাগরণ, উত্তেজনা, উদ্দীপনা, চেষ্টা, উদ্যোগ, উদ্যম, শক্তি, তেজ, বল, বীর্য, কর্মশক্তি, ঔৎসুক্য, আগ্রহ, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, পুরষ্কার, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, শ্রমশিল্প। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উট্‌ঠানবিরিয; উট্‌ঠানফল; উট্‌ঠান সম্পদা। উট্‌ঠান অধিগত ধনং**—শিল্পে অর্জিত ধন। **অনুট্‌ঠান**—অনুৎসাহ, অনাগ্রহ, উদ্যমহীনতা, অলসতা, শ্রমবিমুখতা। "উট্‌ঠান" শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ **"উত্থান"**। = **বুট্‌ঠান;** (জাতক) **গব্‌ভ** = **বুট্‌ঠানং।** ⇒ **বুট্‌ঠান, পরিব্বুট্‌ঠান।**

উট্‌ঠানক (বিণ) ১ বশ্য, নমনীয়, একগুঁয়ে নয় এমন, উৎপত্তিশীল, বাড়ন্ত, বর্ধিত। (জাতক) **সতসহস্স উট্‌ঠানক।** (তুলনীয়) **উট্‌ঠাযিক।** ২ উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবন্ত, উৎসাহী।

উট্‌ঠানকাল (পুং) উঠিবার সময়, গাত্রোত্থান করিবার সময়। ⇒ **উট্‌ঠান** (১)।

উট্‌ঠানপোরিস (পুং) উত্থানপুরুষ অর্থাৎ পুরুষকার, পুরুষবীর্য, পুরুষের উৎসাহ। = **পুরিসবিরিয, উট্‌ঠানবিরিয, পুরিসকার।** ⇒ **পোরিস** [২ক্লী(ক)]।

উট্‌ঠানবন্ত (বিণ) কষ্টসাধ্য, উদ্যমযুক্ত, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত।

উট্‌ঠানবন্তু = উট্‌ঠানবন্ত। ⇒ **উট্‌ঠানবন্ত।**

উট্‌ঠানবিরিয—আরম্ভ বা উত্থানশক্তি। = **উট্‌ঠানপোরিস।** ⇒ **বিরিয।**

উট্‌ঠান সম্পদা (স্ত্রী) উত্থান বা উন্নতিমূলক সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১), **উট্‌ঠান** (৩)।

উট্‌ঠাপেতি (ক্রি) ১ উট্‌ঠান, উত্থান করানো, গাত্রোত্থান করানো, লাফ দেওয়ানো, দৃষ্টিগোচর করানো, জন্মানো, বর্ধিত করানো, উৎপন্ন করানো, উদয় করানো, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত করানো, বিদ্রোহী করানো, বৃদ্ধি করানো। (বি-ভা) **অরুণং (সুরিযং) উট্‌ঠাপেতি**—সূর্য উঠুক অর্থাৎ সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা অথবা সূর্যোদয় পর্যন্ত চলিতে থাকা (জাতক)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অরুণং উট্‌ঠাপেতি।** ২ উত্তোলন করা, উঠানো, তোলা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, স্ফীত করা। (জাতক) **পঠবিং উট্‌ঠাপেতি।** ৩ উপযুক্ত করা, যোগ্য করা। (জাতক) **নাবং উট্‌ঠাপেতি।** ৪ প্রশংসা করা, উন্নত করা, উল্লসিত করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা। ৫ কাহারও মত ফিরাইয়া দেওয়া, পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, গঠন করিয়া দেওয়া। ⇒ **উট্‌ঠাতি, উট্‌ঠহতি, বুট্‌ঠাপেতি।** (অতীত) **উট্‌ঠাপেসি।**

উট্‌ঠায (ক্রি-বি) উঠিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া, জাগ্রত হইয়া, উদ্যমশীল হইয়া, তৎপর হইয়া, উৎসাহিত হইয়া। = **উট্‌ঠহিত্বা।** ⇒ **উট্‌ঠহতি।**

উট্‌ঠাযক (বিণ, পুং) উত্থানশীল, উঠিতেছে বা গাত্রোত্থান করে এমন, চটপটে, প্রাণবন্ত, সজীব, সহজে উত্তেজনাশীল, দ্রুত, বেগবান, সতর্ক, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী।

উট্‌ঠাযিক (বিণ, পুং) নমনীয়, বশ্য, একগুঁয়ে নয় এমন, উৎপাদিত, বর্ধিত, প্রদত্ত, উপস্থিতকৃত। = **উট্‌ঠানক।** (জাতক) **সত সহস্স উট্‌ঠাযিক।**

উট্‌ঠাযিকা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক উত্থানশীলা। = **উট্‌ঠান বিরিয সম্পন্না, উট্‌ঠাযক, উট্‌ঠাহিকা।**

উট্‌ঠাযিন (বিণ) উঠে বা উদয় হয় এমন, (আসন বা শয্যা হইতে) গাত্রোত্থান করে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পুব্ব-উট্‌ঠাযিন পচ্ছা-নিপাতিন**—প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে এবং বিলম্বে শয়ন করে এমন।

উট্‌ঠাহক (বিণ) = **উট্‌ঠাযক।** ⇒ **উট্‌ঠাযক।**

উট্‌ঠাহিকা (বিণ, স্ত্রী) **উট্‌ঠাযিকা, উট্‌ঠাযক।** ⇒ **উট্‌ঠাযিকা, উট্‌ঠাযক।**

উট্‌ঠিত (বিণ) ১ উত্থিত, উদিত, উদ্‌গত, যে বা যাহা উঠিয়াছে। (পেতবত্থু) **কালউট্‌ঠিত।** ২ গাত্রোত্থান করিয়াছে এমন, উৎপন্ন, দৃষ্টিপথে উপনীত, আবির্ভূত, উৎপাদিত, বর্ধিত, প্রাপ্ত, হাজিরকৃত। ৩ উদ্যত, চেষ্টাকৃত, পরিশ্রম করিয়াছে এমন, বিবাদকৃত, প্রতিযোগিতাকৃত, আড়াআড়িকৃত, উদ্যোগী বা উদ্যোগকৃত, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত। (তুলনীয়) **পরিযুট্‌ঠিত। বুট্‌ঠিত।** (দীর্ঘনিকায়) **পটিসল্লাণাবুট্‌ঠিত**—গোপনতা বা নির্জনতা হইতে আবির্ভূত; **পাতোবুট্‌ঠিতো**—প্রত্যূষে উঠিয়া বা শয্যাত্যাগ করিয়া। ⇒ **উট্‌ঠহতি, উট্‌ঠাতি। অনুট্‌ঠিত** (বিণ) অনুৎপন্ন, অবর্ধিত, অনুদ্‌গত, অবিবাদিত।

উট্‌ঠেতি (ক্রি) ওঠা, গাত্রোত্থান করা, দাঁড়ানো।

উট্‌ঠেপক = উট্টেপক। ⇒ **উট্টেপক।**

উঠান (বিণ) দাঁড় করানো, খাড়া করানো, দণ্ডায়মান, উঠানো, প্রতিষ্ঠিত, উত্তোলিত, নির্ধারিত, খাড়া।

উঠিত (বিণ) উঠিয়াছে এমন, উদিত, গঠিত, (আসন বা শয্যা হইতে) গাত্রোত্থান করিয়াছে এমন, আকার-প্রকার বিশিষ্ট।

উড়ুপ (ক্লী) ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নৌকা।

উডেতি (ক্রি) = **উড্ডেতি।** ⇒ **উড্ডেতি।**

উডেপক = **উট্টেপক**। ⇒ **উট্টেপক**।

উড্ডযতি (ক্রি) = **বমতি**। ⇒ **বমতি**।

উড্ডয্হতি (ক্রি) দগ্ধ করা, ভস্মীভূত করা, জ্বালাইয়া দেওয়া। ⇒ **উড্ডহতি**।

উড্ডয্হন (ক্লী) ভস্মীভূত করিবার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **উড্ডয্হন বেলা** = **ঝাযন-কালো**।

উড্ডয্হন বেলা = **উড্ডহন বেলা**। ⇒ **উড্ডহন বেলা, উড্ডয্হন**।

উড্ডহতি (ক্রি) [উ+√ডহ+অ] দগ্ধ করা, জ্বালাইয়া দেওয়া, পোড়াইয়া ফেলা, প্রজ্জ্বলিত করা, উত্তপ্ত করা বা শুষ্ক করা, উত্তেজিত করা, অতিরিক্ত তাপ দেওয়া, ভস্মীভূত করা। (অতীত) **উড্ডহি**। (ভবিষ্যৎকালে) **উড্ডয্হিস্সতি**। (কর্মবাচ্যে) **উড্ডয্হতি**।

উড্ডহন বেলা (স্ত্রী) দগ্ধ হইবার সময়। = **উড্ডয্হন বেলা**। ⇒ **বেলা** (১)।

উড্ডিত (বিণ) প্রলোভিত করিয়াছে অথবা ফাঁদে ফেলিয়াছে এমন? বদ্ধ, নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, বাধা, যাইতে প্রস্তুত, উদ্দিষ্ট, আবদ্ধ, দমিত। = **তণ্হায উল্লঙ্খিত** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করা হইয়াছে—"সংসারে সমস্তই উত্তেজনা প্রবণ। ⇒ **উড্ডেতি, উদেতি**।

উড্ডেতি (ক্রি) [উ+√ডী+এ] **১** ওড়া, উড়াইয়া দেওয়া, আকাশে উড়িয়া যাওয়া। (সপ্তমী) **উড্ডেযয্য**; (মধ্যম নিকায়) **কাকো মংসপেসিং আদায উড্ডেযয্য**—কাক মাংস লইয়া উড়িয়া যায়; = **উব্বডহেয্য, উয্য, দযেয্য**। **২** আবদ্ধ করা, বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইন মতে বাঁধা, বন্ধ করা, দমন করা, দড়ি দিয়া বাঁধা, তার জড়ানো, ছিলা পড়ানো, দৃঢ় করা, গাঁথা। (ক্রি-বি) **উট্ঠিত্বা, উড্ঢেত্বা** (পরিবর্তে) **উড্ডেত্বা**। **৩** নিক্ষেপ করা, ফেলিয়া দেওয়া, অগ্রাহ্য করা, প্রত্যাখ্যান করা, নাকচ করা, ঝুলানো, লটকানো, টাঙ্গানো, বিলম্ব করা, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, স্থগিত রাখা। = **উডেতি**। (অতীত) **উড্ডেসি**। (অ-বিণ) **উড্ডিত**। (করণে) **উড্ডেপেতি**।

উড্ডেপক = **উট্ঠেপক**। ⇒ **উট্ঠেপক**।

উড্ডেপেতি (ক্রি) = **উট্টেপেতি**। ⇒ **উট্টেপেতি, উড্ডেতি**।

উড্ডেযতি (ক্রি) = **উট্টেপেতি**। ⇒ **উট্টেপেতি**।

উড্ঢ (বিণ) চতুর্থ, চার সংখ্যক। (যৌগিকে) **অড্ঢ-উড্ঢ**—চতুর্থ সংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ৩.৫ (সাড়ে তিন)। (তুলনীয়) **দিযড্ঢ**—১.৫ (দেড় সংখ্যক); **অড্ঢ-তেয্য**—২.৫ (আড়াই)। (জাতক) **উড্ঢানি ইত্থি সহস্সানি**।

উণ্ণ (ক্লী) (সংস্কৃত—উর্ণ, উর্ণা) **১** পশম, ঘন কোঁকড়ানো চুল, কোমল ঘন লোম। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উণ্ণ-কপ্পাসা** (কার্পাস)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পত্ত-উণ্ণ**। **২** উর্ণা, তন্তু, সূক্ষ্মসূত্র, ভ্রূমধ্যস্থ রোমাবর্ত, মৃণালতন্তু সদৃশ সূক্ষ্ম রোমরাজির মণ্ডলাকার চিহ্নবিশেষ, দুই ভ্রূর মধ্যস্থ তিলকস্থানে কেশ বা রোম যাহা ভগবান বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে একটি। (দীর্ঘনিকায়) **ভমুক'ন্তরে জাতা উণ্ণা ওদাতা** ইত্যাদি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জাতি-উণ্ণায**।

উণ্নজ (বিণ) গোলাকার, ফুলা, স্ফীত। (জাতক) **উণ্নজমুখ**।

উণ্নজমুখ (ক্লী) গোলাকার স্ফীতি বা ফুলা, গোলাকার মুখ, ফুলা ফুলা মুখ, স্ফীত মুখ। (জাতক অর্থকথা) **কঞ্চন-আদাস বিয পরিপুণ্ণং মুখং**। ⇒ **উণ্নজ**।

উণ্নত (বিণ) (সংস্কৃত—উন্নত) উন্নত, উচ্চ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত, উদার, গৌরবান্বিত, উৎকৃষ্ট, উৎপাদিত, নির্মিত, খাড়াকৃত, উত্তেজিত, জাগরিত, বর্ধিত, উল্লিখিত, সংগঠিত, সঙ্ঘবদ্ধকৃত, সংগৃহীত, উত্তোলিত, শক্তিবৃদ্ধিকৃত, মহৎ, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, **তীক্ষ্ণ**, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড, খুব বেশি, যমকাল, দুর্মূল্য, পূর্ণ, অত্যধিক, অগ্রসর, প্রফুল্ল, দূরতম, প্রাচীন, উচ্চরব, (চরিত্রে) গর্বিত, অহঙ্কারী, উদ্ধত। (বিপ) **ওণত**। (সূত্রনিপাত) **অনুন্নত চরে** = **উদ্ধচ্চং ন আপজ্জেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। = **উচ্চ উগ্গত** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (তুলনীয়) **উন্নত**। ⇒ **উন্নমতি**।

উণ্নতি (স্ত্রী) গর্ব, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য। (তুলনীয়) **উন্নতি**।

উণ্নতোণত ⇒ **ওণত**।

উণ্ননাভি (পুং) উর্ণনাভ, উর্ণনাভি, লূতা, মাকড়সা, (সাহিত্যে) পশম অর্থাৎ তন্তুবায়। = **মক্কটক**। (বিনয়) **উণ্ননাভি সরভূ মূসিকা**।

উণ্নভিসি (স্ত্রী) পশুলোম, বা পশমে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ। ⇒ **ভিসি** (১)।

উণ্নম (ক্লী) উচ্চতা, উপরিস্থ কুঠরি, উপর তলার ঘর, গ্যালারি, পাহাড়, উন্নত ভূভাগ, উচ্চ প্রদেশ, চূড়া, পদের উচ্চতা, চরম সীমা, উন্নতি, গর্ব, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য। (তুলনীয়) **উন্নম**। = **কেতুকম্যতা**।

উণ্নমতি (ক্রি) উদিত হওয়া, ওঠা, চড়া, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লাফ দেওয়া, লম্ফ প্রদান করা, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত করা বা হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, উঠানো, উন্নীত হওয়া, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত করা, সোজা করা, ঠিক করা, গর্বিত হওয়া, অহঙ্কার করা, ঔদ্ধত্য হওয়া, দাম্ভিক হওয়া, আত্মাভিমানী হওয়া। (তুলনীয়) **উন্নমতি**। (অ-বিণ) **উন্নত**। (তুম) **উন্নমেতবে**। (করণে) **উন্নামেতি**।

উন্নমেতবে (তুম) উত্তোলন করিতে। ⇒ **উন্নামেতি, উন্নমতি**।

উন্নমেতি = **উন্নামেতি**। ⇒ **উন্নামেতি**।

উন্না (স্ত্রী) = **উন্ন**। ⇒ **উন্ন**।

উন্নামেতি (ক্রি) = **উন্নমতি**। ⇒ **উন্নমতি**। (অতীতে) **উন্নামেসি**।

উন্নী (স্ত্রী) পশমি পোশাক, পশমি সাজসজ্জা।

উণ্হ (বিণ) উষ্ণ, গরম, তপ্ত, উত্তপ্ত, অগ্নিময়, তীক্ষ্ণ,

তীব্র-স্বাদযুক্ত, উগ্র, প্রচণ্ড, উত্তেজিত, কামুক, রিপুপরতন্ত্র, তীব্র, দক্ষ। (বি-ভা) **উণ্হং লোহিতং ছড্ডেতি**—উষ্ণ রক্তপাত করা অর্থাৎ কাহাকেও হত্যা করা (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ক্লী) উষ্ণতা, তাপ, উত্তাপ, উত্তাপবোধ, উত্তপ্ততা, প্রখরতা, তীব্রতা, তাপের পরিমাণ, ক্রোধ, সজীবতা, লালিমা, রক্তিমা, যে সময়ে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, কামোদ্দীপনা, দৌড়ে বা অন্য প্রতিযোগিতায় একদফা। (বিপ) **সীত, সীতং**—ঠাণ্ডা। (বিনয়) **সীতেন পি উণ্হেন পি**। (জাতক) **সীতং বা উণ্হং বা তিণং বা রজো বা উস্সাবো বা**। (সূত্রনিপাত) **অচ্চুণ্হ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মেঘো উণ্হং নিব্বাপেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অতি উণ্হ**।

উণ্হ কলল = **উণ্হকল্ল**। ⇒ **উণ্হকল্ল**।

উণ্হকল্ল (ক্লী) উত্তপ্ত লাল জ্বলন্ত অঙ্গার বা ভস্ম। ইহার পাঠ হইবে "**উণ্হকলল**"। (জাতক) **উণ্হবস্স**।

উণ্হকাল (পুং) গ্রীষ্মকাল, গরমের দিন।

উণ্হ কুক্কুলবস্স = **উণ্হবস্স**। ⇒ **উণ্হবস্স**।

উণ্হছারিকা (স্ত্রী) উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত অঙ্গার। ⇒ **পুলিঙ্গ**।

উণ্হত্ত (ক্লী) উষ্ণতা, উত্তাপ, উত্তাপবোধ, গরম অবস্থা। ⇒ **উণ্হ** (ক্লী)।

উণ্হরস (পুং) উষ্ণ রস, গরম গুণযুক্ত রস। ⇒ **রস**।

উণ্হবস্স (ক্লী) উত্তপ্ত ভস্মবর্ষণ। = **উণ্হকুক্কুলবস্স**। ⇒ **উণ্হকল্ল**।

উণ্হবাত (পুং) উষ্ণ বায়ু, গরম বাতাস। ⇒ **বাত**।

উণ্হাকার (পুং) উষ্ণতার আকার, উত্তাপের আবির্ভাব, গরমবোধ, লালিমার বাহ্যসাদৃশ্য, সজীবতার হাবভাব, গরম অবস্থা। (বি-ভা) **সকস্স পথুকম্বল সিলাসনং উণ্হাকারং দস্সেসি**—পৃথিবীতে যে কোনো প্রকার অসাধারণ ঘটনা ঘটিবে উহার লক্ষণস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুকম্বল যুক্ত সিংহাসন উত্তপ্ত আকার ধারণ করে (জাতক)।

উণ্হীস (ক্লী) উষ্ণীষ, কিরীট, শিরোবেষ্টন, পাগড়ি, বিশেষ চিহ্ন, রাজ মুকুট, রাজার ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ, টুপি। (দীর্ঘনিকায়) **উণ্হীস সীস**। ⇒ **ককুধভণ্ড**।

উণ্হোদক—গরম জল, তপ্ত জল।

উতদণ্ড = **উদ্দণ্ড**। ⇒ **উদ্দণ্ড**।

উতরতি (ক্রি) প্রচারিত বা প্রকাশিত হওয়া, উপরে ওঠা। (বিপ) **ওতরতি**।

উতু (পুং, স্ত্রী, ক্লী) **১ক)** ভালো বা ঠিক সময়, উত্তম সময়, সময়, কাল, কোনো বিশেষ সময়, উপযুক্ত সময়, সুযোগ, সুবিধা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অরুণ-উতু**—সূর্যোদয়ের সুযোগ বা সময়; **উতুং গণ্হাতি** (ঠিকুজি বা কোষ্ঠী গণনায়) উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা, ভাবী শুভাশুভ সূচনা করা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা। (জাতক) **সরিরং উতুং গণ্হাপেতি**—শরীরে ঋতু গ্রহণ করানো অর্থাৎ ঠাণ্ডা-নিদ্রা-স্নান ইত্যাদি দ্বারা শরীরকে সতেজ করা। **খ)** ঋতু, হেমন্ত-শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ—এই ছয় ঋতু বা কাল, বাৎসরিক সময় পরিবর্তন, জলবায়ু, বৎসরের সময়। পালিতে বি শুদ্ধমার্গের অর্থকথায় (ভারতের উত্তর প্রদেশের অনুরূপ) তিনটি ঋতুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**গিম্হ-উতু** (গ্রীষ্ম ঋতু), **বস্স-উতু** (বর্ষা ঋতু), **হেমন্ত-উতু** (হেমন্ত ঋতু)। জাতকে কিন্তু নক্ষত্র অনুযায়ী বাঙ্গালা দেশের ন্যায় উপরোক্ত ছয়টি ঋতুর নাম উল্লেখ দ্রষ্ট হয়। সংযুক্ত নিকায়ে "**হেমন্তিকেন, উতু, উতুনা**" শীতকালকেই বুঝাইয়াছে। **গ)** স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব, রজঃ, রজঃস্রাব, রজঃস্বলা। (জাতক) **উতুসিনাতায** (ইহার পাঠ হইবে—"**উতুসি নহাতায;** (অধিকরণ কারকে) **উতুসি**, (জাতক অর্থকথায়) **পুপ্ফে উপ্পন্নে উতুমহি নহাতায**। ২ (দর্শন-সম্বন্ধীয় ভাবে প্রয়োগ করা হইলে) পঞ্চ মহাজাগতিক পদ্ধতির অথবা ক্রমের একটি, পদার্থ বিদ্যাবিষয়ক অথবা শারীরিক পরিবর্তন, কার্য-কারণ-সম্বন্ধের স্বাভাবিক অথবা প্রাকৃতিক বিধি (বিপ—**কম্ম**), ভৌতিক বিন্যাস বা শৃঙ্খলা। (জাতক) **কম্ম-পচ্চয়েন উতুনা সমুট্ঠিতা বেরমণী**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মেঘ উতুতো সমুট্ঠহিত্বা**।

উতু-আহার (ক্লী) শরীরের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য, স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য। ⇒ **আহার**।

উতু-উপসেবনা (স্ত্রী) সময়োচিত তৎপরতা বা ক্ষিপ্রতা, যথাসময়ে আগত কার্যদক্ষতা, সময়ানুরূপ কার্যের অনুসরণ বা সাধনা, যথা সময়ে ধর্মকর্ম প্রতিপালন বা অনুষ্ঠান। = **গিম্হে আতপট্ঠান সেবনা, বস্সে রুক্খমূল সেবনা, হেমন্তে জলপ্পবেস সেবনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **উতুপসেবনা**।

উতুক (বিণ) সময়োচিত, যথাসময়ে আগত। (যৌগিকে) **সব্বোতুক**—সমস্ত ঋতু বিষয়ক, বর্ষজীবী বহু বর্ষজীবী, চিরজীবী (দীর্ঘনিকায়)। = **পুপ্ফুপগ রুক্খাদীহি সব্বেসু উতূসু সুক্খাবহ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উতুকাল (পুং) **১** ঋতুকাল, সময়োচিত, যথাসময়ে আগত, বৎসরের মধ্যে অনুকূল বা উপকারী সময়। ২ যে কয়দিন স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবাহ চলিতে থাকে সেই সময়।

উতুজ (বিণ) ঋতুজ, সময়োচিত বা যথাসময়ে উৎপাদিত, প্রাকৃতিক বা ভৌতিক পরিবর্তনে উৎপাদিত, শারীরিক পরিবর্তনে উৎপন্ন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মজ, হেতুজ, উতুজ**।

উতুনা ⇒ **উতু** (১খ)।

উতুনিব্বত্ত (বিণ) ঋতু প্রসূত, ঋতু বর্তমান থাকায়, ভৌতিক কারণসমূহের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে বা পরিণত হয় এমন। ⇒ **নিব্বত্ত**।

উতুনী (স্ত্রী) ঋতুমতী স্ত্রীলোক, রজঃস্বলা। (বিণ) যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বা মাসিক হইয়া থাকে। **অনুতুনী** (বিণ) যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না, যে স্ত্রীলোকের মাসিক বা রজঃস্রাব বন্ধ হইয়াছে।

উতুপমাণ (ক্লী) ঋতুপ্রমাণ, নির্দিষ্টকাল অথবা ঋতু গণনায় সময়, জলবায়ুর প্রমাণ, প্রমাণযোগ্য বা নিয়মিত ঋতু বা জলবায়ু।

উতুপরিণাম—ঋতু পরিবর্তন, ঋতুর বিপরীত আবহাওয়া, ঋতুর পরিবর্তন বা প্রতিকূল ঘটনা (রোগের কারণবিষয়ক)। রোগ সম্বন্ধে:—**উতু পরিণামজ আবাধা**—ঋতুর পরিণাম বা পরিবর্তনজনিত রোগ। ⇒ **পরিণাম**।

উতু পরিস্‌সয (পুং) ঋতুকালীন অনিষ্ট অথবা সম্ভাব্য বিপদ।

উতু পুব্ব—ছয় ঋতুর প্রত্যেক ঋতু আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে উৎসব।

উতুপ্পমাণ = **উতুপমাণ**। ⇒ **উতুপমাণ**।

উতুময (বিণ) ঋতুকালে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন সদৃশ। ⇒ **ময** (৩)।

উতুবার (পুং) ঋতুবার, ঋতুর সময়, উপযুক্ত সময়।

উতুবারেন (ক্রি-বিণ) ঋতুর সময়ে বা সুযোগে, ঋতুর গতি পরিবর্তন অনুসারে, ঋতুর আবর্তন অনুসারে।

উতুবিকার (ক্লী) ঋতুর পরিবর্তন, বাৎসরিক জলবায়ুর পরিবর্তন।

উতুবেরমণী (স্ত্রী) রজঃস্রাবের সময়ে (পুরুষ সঙ্গমে) বিরতি, রজঃস্রাবের সময়ে উপরতি, স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময়ে সংযম রক্ষা।

উতুসংবচ্ছর (পুং, ক্লী) ঋতুকালীন বৎসর অথবা নিয়মিত কালক্রম, ঋতুর কালচক্র। (বহুবচনে) **উতুসংবচ্ছরা, উতুসংবচ্ছরানি**—ঋতুসমূহ বা ষড়ঋতু; কিন্তু ধর্মপাল এই শব্দটিকে বহুব্রীহি সমাসরূপে যৌগিকশব্দে গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন—"ঋতুসমূহের এবং বৎসরের নিয়মিত কালক্রম অর্থাৎ '**বসন্ত-গিম্হাদিকে বহূ উতূ চ চিত্ত-সংবচ্ছরাদি বহুনি সংবচ্ছরানি চ**' (পেতবত্থু অর্থকথা)"।

উতুসপ্পায (বিণ) ঋতু উপযোগী বা অনুরূপ, সময়োচিত, যথাসময়ে আগত। (পুং) মনোজ্ঞ ঋতু, উপযোগী ঋতু, উপযুক্ত বা অনুকূল জলবায়ু।

উতুসময—স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময়।

উতুসি (স্ত্রী, অধিকরণ কারক) ঋতু স্নানে। ⇒ **উতু** (১গ)।

উতুসি নহাতায—**ঋতুস্নানে**। = **উতুসি**।

উতুসিনাতায—এই শব্দের পাঠ হইবে "**উতুসি নহাতায**"। ⇒ **উতুসি নহাতায**।

উতুপসেবনা (স্ত্রী) [উতু+উপসেবনা] ঋতুসমূহের উপভোগ, ঋতুসেবন। ⇒ **উতু-উপসেবনা**।

উত্ত (বিণ) উক্ত, কথিত, ব্যক্ত, উচ্চারিত, প্রকাশিত। = **বুত্ত**। ⇒ **বদতি**। (ক্লী) কথিত বাক্য, উচ্চারণ, কথা, বাক্যকথন, প্রকাশন।

উত্তণ্ডুল (বিণ) যে যাগুতে চাউল অধিক হইয়াছে, অতি ঘন বা শক্ত। (বিপ) **অতিকিলিন্ন** (বিণ) অতি পাতলা বা তরল।

উত্তণ্ডুল (বিণ) ভাতের পাক ভালো হয় নাই এরূপ, উত্তমরূপে চাউল সিদ্ধ হয় নাই এমন, অর্ধসিদ্ধ অর্ধ-অসিদ্ধ চাউলের, অসিদ্ধ চাউলের।

উত্তত্ত (বিণ) উত্তপ্ত, উত্তাপবিশিষ্ট, দগ্ধ, স্নাত, তপ্ত, আলোড়িত, উত্তেজিত, গলিত, উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, মার্জিত, নির্মল, বিশুদ্ধ, দীপ্তিমান, জমকাল, গৌরবময়, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক,*পবিত্র। (জাতক) **হেমং উত্তত্তং অগ্‌গিনা**। পেতবত্থুতে "**উত্তত্তরূপ**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**উগ্‌গত উত্তত্ত**", পেতবত্থু অর্থকথায় ইহার শুদ্ধ পাঠ হইয়াছে "**উত্তত্তসিঙ্গী**"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উত্তত্তকনক**, (পেতবত্থু) **উগ্‌গত উত্তত্ত**। ⇒ **উত্তপতি**।

উত্তত্ত উগ্‌গত্ত (ক্লী) সদ্য নিষ্ক্রান্ত অবস্থা। ⇒ **উগ্‌গত্ত, উত্তত্ত**।

উত্তত্ত কনক (পুং) গলিত স্বর্ণ, (ইহা শরীরবর্ণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে অর্থাৎ) সুবর্ণবর্ণ দেহ। ⇒ **কনক, উত্তত্ত**।

উত্তত্তরূপ = **উত্তত্ত কনক**। ⇒ **উত্তত্ত কনক**।

উত্তত্তসিঙ্গী (স্ত্রী) = **উত্তত্ত কনক**। ⇒ **উত্তত্ত কনক**।

উত্তদণ্ড = **উতদণ্ড**। ⇒ **উতদণ্ড**।

উত্তন্ত = **উত্তন্ত, উত্রস্ত**। ⇒ **উত্তন্ত, উত্রস্ত**।

উত্তপতি (ক্রি) উত্তপ্ত করা বা হওয়া, গরম করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, গলিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, শোধন করা, সংস্কার করা, মার্জিত করা, নির্মল হওয়া, বিশুদ্ধ হওয়া, জমকাল হওয়া, চমৎকার হওয়া, গৌরবময় হওয়া, অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া, পবিত্র হওয়া। (অতীত) **উত্তপি**। (অ-বিণ) **উত্তত্ত**। (করণে) **উত্তাপেতি**।

উত্তম (বিণ) উত্তম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়, প্রধান, অত্যন্ত, অতিশয়, পরম, শেষ, চরম, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠতম, মহান, গর্বিত, গুরুত্ববিশিষ্ট, উচপদস্থ, বিখ্যাত, অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার, উন্নত চরিত্রের, উচ্চ আদর্শ সম্পর্কীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়। = **পরম, মহন্ত**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মং উত্তমং**—শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ ধর্ম; = **নিব্বান** (যার জন্য "**সেট্ঠং**")।

উত্তমং (ক্লী) শ্রেষ্ঠ আদর্শ অর্থাৎ অর্হত্ত্ব।

উত্তম-অধম (বিণ) অতি নিকৃষ্ট, অতিশয় নীচ, খুব ঘৃণার্হ।

উত্তমগুণা (ক্লী, বহুবচন) পরম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠ পুণ্য, শ্রেষ্ঠ বল।

উত্তমঙ্গ (ক্লী) [উত্তম+অঙ্গ] শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, যথা—**ক**) শির, মস্তক (বিনয়)। (বি-ভা) **উত্তমঙ্গে সিরস্মিং**—শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তকে (অঙ্গুত্তর নিকায়)। **খ**) চক্ষু, নয়ন (জাতক)। **গ**) শিশ্ন, পুংলিঙ্গ বা পুংজননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ (জাতক)।

উত্তমঙ্গভূতা—মাথার চুল, মস্তকোপরি কেশদাম। = **কেসকলাপ** (থেরগাথা অর্থকথা)।

উত্তমতা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠতা, পরমতা, **ঊর্ধ্বতম** সমষ্টি, উচ্চতম পরিমাণ, শ্রেষ্ঠ ফল, শ্রেষ্ঠ লাভ, পরম প্রাপ্তি। ইহার পরিবর্তে "**পরমতা**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

উত্তমত্থ (পুং) [উত্তম+অত্থ] উচ্চদরের লাভ, অতি উত্তম বস্তু, শ্রেষ্ঠ লাভ, পরম প্রাপ্তি বা লভ অর্থাৎ অর্হত্ত্ব। = **অরহত্ত**।

উত্তমনগর (ক্লী) প্রধান শহর, শ্রেষ্ঠ নগর, উত্তম নগর। =

নগরবর। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উত্তমনগর, রাজগহং, সন্ধায় বুত্তং।**

উত্তমপবর (বিণ) অতি শ্রেষ্ঠ, উত্তম প্রবর, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। = **মহোত্তম।**

উত্তমপুরিস (পুং) উত্তমপুরুষ, শ্রেষ্ঠ মানব, মহাপুরুষ, অতিমানব, নরশ্রেষ্ঠ, (ব্যাকরণে ক্রিয়া বিভক্তি নির্ণয়ে) উত্তম পুরুষ, শ্রেষ্ঠপুরুষ, মহাপুরুষ, মহামানব, মানবশ্রেষ্ঠ। = **মহাপুরিস।** ⇒ **পুরিস** (১)।

উত্তমভাব (পুং) শ্রেষ্ঠ অবস্থা, পরম অবস্থা, চরম অবস্থা, শ্রেষ্ঠ স্থান, পরম স্থান, চরম স্থান। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উত্তমভাবং পত্তো**—শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা স্থান প্রাপ্ত; = **পুরিসোত্তমো।**

উত্তমরূপধর (বিণ) অতি সুন্দর, অতিশয় কমনীয়। = **বড়তনু।**

উত্তমবন্নিন (বিণ) সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ, অতি সুন্দর। ⇒ **বন্নিন** (৩)।

উত্তমোদন (ক্লী) [উত্তম+ ওদন] উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন। = **বদ্ধমোদন।**

উত্তর (বিণ) ১ পার হইয়া যায় এমন, পার হইতে হয় এমন। ⇒ **উত্তরতি।** (ক্লী) পার হওন, উত্তরণ, পার হইবার স্থান, চৌমাথা স্থান বা পথ। **২ক)** উচ্চ, মহৎ, উন্নত, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ, ঃকর্শ, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রুদ্ধ, প্রচণ্ড, খুব বেশি, জমকাল, দুর্মূল্য, (সময় সম্বন্ধে) অত্যধিক অগ্রসর, পূর্ণ, প্রফুল্ল, প্রাচীন, দূরতর, অধিকতর, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতর, উর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর। **খ)** উত্তরদিকস্থ। পেতবত্থু অর্থকথায় "**উত্তরং মুখ**" এর পরিবর্তে "**উত্তরামুখ**"। (ক্লী) উত্তরদিক। **গ)** পশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী, উত্তরকালীন, দ্বিতীয়, নিম্নপদস্থ, অপেক্ষাকৃত ছোট। (জাতক) **উত্তরাসাঢ় নক্খত্ত। ঘ)** (স্পর্শ করিয়া) উপর, (স্পর্শ না করিয়া) উপরে, আড়াআড়ি, মধ্য দিয়া, বরাবর, দূরে, (সময়-সম্বন্ধে) পরে, বাহিরে, আরও, ব্যতীত। **অট্ঠ-উত্তর সত**—১০৮, একশ আট। (দীর্ঘনিকায়) **চিত্ত-উত্তর।** (বিভঙ্গ) **পঞ্চঞা।** (ক্লী) উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। **অনুত্তর** (বিণ) শ্রেষ্ঠ, উচ্চপদস্থ, কেহ নাই এমন, সর্বপ্রধান, অদ্বিতীয়, অনুপম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অসমান। ⇒ **অনুত্তর।**

উত্তরং মুখ = উত্তরা মুখ। ⇒ **উত্তরা মুখ।**

উত্তরকুরু—উত্তরদিকস্থ মহাদ্বীপ, চারি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি। ⇒ **মহাদীপ।**

উত্তরচ্ছদ (পুং) উত্তরচ্ছদ, বিছানার চাদর, উত্তরীয় বস্ত্র, চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, শামিয়ানা, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ, আহারকালে কাঁটা চামচ ইত্যাদি টেবিলের উপকরণ, শয্যাবরণী।

উত্তরচ্ছদন (ক্লী) = **উত্তরচ্ছদ।** ⇒ **উত্তরচ্ছদ।**

উত্তরণ (ক্লী) উত্তরণ, নদ্যাদি পার হওয়া, কোনো স্থানে আসিয়া উপস্থিতি, পথিকদিগের কোনো স্থানে কোনো দিবসের নিমিত্ত অবস্থিতি, পার হওন, পার হইবার স্থান, চৌমাথা, বিজয়, জয়, মুক্তি, বক্তৃতা প্রদান, বক্তৃতা দিবার ধরণ, প্রসব, সমর্পণ, (পরীক্ষা) উত্তীর্ণ, বাহির করিয়া আনন অথবা বাহিরের দিকে সরানো, সঞ্চিত বস্তু। বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকে "পার হওন, জয়" অর্থে "উত্তরণ" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—"উত্তরণ সেতু"—নদী পার হওয়া সেতু। (তুলনীয়) **উত্তর।**

উত্তরতি (ক্রি) [উ+√তর+অ] ১ উত্তরণ করা, নদী পার হওয়া, জল হইতে বাহিরে আসা। (বিপ) **ওত্তরতি।** ২ পাঠ করা, পরীক্ষা করা, প্রবাহিত হওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা, উথলাইয়া বা উথলিয়া পড়া। ৩ তীরে ওঠা, পার হইয়া যাওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, জয় করা, পরাজিত করা, অতিক্রম করা, প্রতারণা করা। (অতীত) **উদতারি।** (সূত্রনিপাত) **ওঘং উদতারি।** ৪ উপরে প্রসারিত বা বিক্ষিপ্ত করা, উপর দিয়া বিস্তৃত হওয়া। (অতীত) **উত্তরি।** (অ-বিণ) **উত্তিণ্ণ, ওতিণ্ণ।** (ক্রি-বি) **উত্তরিযান; = অবত্থরিত্বা।** (করণে) **উত্তরেতি।**

উত্তরদ্বার (ক্লী) উত্তর দ্বার, উত্তর দরজা, উত্তর দিকের ফটক; (পেতবত্থু অর্থকথায়) পূর্ব দরজা। ⇒ **দ্বার** (১)।

উত্তর ধম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম, জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নীতি। ⇒ **লোকুত্তর ধম্ম।**

উত্তর পাসক—দরজা বা জানালার উপরিস্থ কাঠ বা পাথর, সর্দল বা চাঁদিনা।

উত্তরপুব্ব—উত্তর-পূর্বদিক, বায়ুকোণ।

উত্তরমাতা—উত্তরার মাতা। উত্তরার মাতা ছিল যক্ষিণী। ⇒ **যক্খিনী।**

উত্তরমুখ = উত্তরা মুখ। ⇒ **উত্তরা মুখ।**

উত্তর বাত (পুং) উত্তর দিকের বাতাস। ⇒ **বাত।**

উত্তর সীসক (বিণ) উত্তর শিরায়, উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া, উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইয়াছে এমন। ⇒ **সীসক** (বিণ)।

উত্তর সুবে (ক্রি-বিণ) আগামী পরশু, অগামী কল্যের পরদিন।

উত্তর সেতু—যে ব্যক্তি নদী পার হইতে যায়। (তুলনীয়) **উত্তরা সেতু।**

উত্তরস্বে = উত্তর সুবে। ⇒ **উত্তর সুবে।**

উত্তরা (স্ত্রী) উত্তর, উত্তর দিক।

উত্তরাত্থরণ (ক্লী) [উত্তর+অত্থরণ] উপরের আচ্ছাদন, চাদর, উত্তরীয় বস্ত্র, শামিয়ানা, চন্দ্রতাপ, চাঁদোয়া, বিছানার চাদর।

উত্তরা দিসা (স্ত্রী) উত্তর দিক। ⇒ **দিসা।**

উত্তরাভিমুখ (বিণ) [উত্তর+অভিমুখ] উত্তরাভিমুখ, উত্তর দিকে মুখ করিয়া, উত্তর দিকে ফিরিয়া।

উত্তরামুখ—উত্তর দিকে ফিরিয়া, উত্তরমুখী হইয়া, উত্তরাভিমুখী হইয়া। ⇒ **উত্তর** (২)।

উত্তরারণী (স্ত্রী) [উত্তর+আরণী] বাঁশের যেই দুইটি ফলা ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার সময় একটি নিম্নে অপরটি উপরে স্থাপন করা হয় সেই উপরেরটিকে উত্তরারণী বলা হয়।

উত্তরাসঙ্গ (পুং) [উত্তর+আসঙ্গ] (ভিক্ষুদের ব্যবহার্য) উত্তরাসঙ্গ চীবর বা উত্তরীয় বস্ত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপরের বড় আচ্ছাদন, উত্তরীয় চীবর, উত্তরাসঙ্গ, যে এক ভাঁজযুক্ত বড় চীবর শরীরের উপরি পরিধান করা হয়, এক ভাঁজের বা এক পাটে বড় চীবর, উপরিস্থ চীবর, বৌদ্ধভিক্ষুদের অন্তরবাস-উত্তরাসঙ্গ-সাঙ্গা—এই ত্রিচীবরের মধ্যে একটি। = **একচ্চিয উত্তরাসঙ্গ**।

উত্তরাসঙ্গ চীবর (ক্লী) বহির্বাস বা উত্তরীয় বস্ত্র। ইহা একপাট এবং সাঙ্গাটি চীবরের সমান বড় চীবর। ⇒ **উত্তরাসঙ্গ**।

উত্তরাসাল্হ (পুং) [উত্তর+আসালহ] একটি নক্ষত্রের নামবিশেষ। ⇒ উত্তর (১গ)।

উত্তরাসেতু—যে নদীতে সেতু পার হইতে হয়। (তুলনীয়) **উত্তরসেতু**।

উত্তরিং(ক্লী, ক্রি-বিণ) বাহিরে, বিদেশে, প্রকাশিত অবস্থায়, প্রকাশিতভাবে, সম্পূর্ণরূপে, যথেচ্ছভাবে, স্বাধীনভাবে, সবলে, বলপূর্বক, অনাবৃতভাবে, অনাশ্রিত অবস্থায়, হতবুদ্ধি হইয়া, অধিক, পদমর্যাদার উপরে, অতিরিক্তভাবে, একদিক হইতে অন্যদিকে, দেশান্তরে, একদেশ হইতে অন্যদেশে, অতিরিক্ত পরিমাণে, অপেক্ষাকৃত অধিক, উপরিতন, অতিক্রান্ত, অতীত, দূরে, তাহা ছাড়া, অন্যত্র, নতুবা, নচেৎ, আরও, অধিকন্তু, অতিরিক্ত, বাড়তি, অপিচ, পুনশ্চ, এতাদ্ভিন্ন। ⇒ **অঞঞং** (ক্লী, ক্রি-বিণ)। (সূত্রনিপাত) **উত্তরিং কুরুতে = উত্তরিং করোতি**—যে কোনো বিষয় অপেক্ষা অধিক করা, উত্তমরূপে করা, বিশেষভাবে সম্মান বা শ্রদ্ধা করা, বিশেষভাবে মূল্যবান মনে করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ইতো উত্তরিং**—ইহা অপেক্ষা অধিক যে কোনো বস্তু, আরও অধিক; ⇒ **বুত্তরি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো**—বোধশক্তির অগম্য, বুঝিতে না পারা অর্থাৎ বোধশক্তির উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়া, মৈত্রীপূর্ণ সুখদায়ক বস্তু অথবা আশীর্বাদ অথবা অনুগ্রহ।

উত্তরিক (বিণ) অতিক্রম করে এমন, পার হইয়া যায় এমন, শ্রেষ্ঠ হয় এমন, শ্রেষ্ঠ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, উর্ধ্বতন, উপরের, উপরিস্থ, উচ্চতর, অতি মানুষিক, দৈব, অলৌকিক।

উত্তরিকরণীয (ক্লী) অতিরিক্ত কর্তব্য, বাড়তি করণীয়, অধিক বাধ্যবাধকতা।

উত্তরিত (বিণ) "জল হইতে উদ্ধারকৃত", জল হইতে মাছ তুলিয়াছে এরূপ (অবস্থা)। = **থলেঠপিত**।

উত্তরিতর (বিণ) [উত্তর+ইতর] শ্রেষ্ঠ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, উর্ধ্বতন, উপরের, উপরস্থ, উপরিস্থ, উচ্চতর, উপরস্থ (কোনো কিছু), উপরস্থ (কোনো কিছু), উপরস্থ (কতক অংশ), উপরস্থ (এরূপ কিছু)।

উত্তরিভঙ্গ (পুং) অতিরিক্ত অংশ, উপাদেয় খাদ্যাংশ, সুখাদ্যসমূহ, অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অথবা খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাদ্যের টুকরাসমূহ। (জাতক) **স-উত্তরিভঙ্গ** (বিণ) সুখাদ্যের টুকরাগুলিসহ। (তুলনীয়) **যাগু**।

উত্তরিভঙ্গিক (বিণ) সুখাদ্য পরিবেশন করে এমন, উত্তম উত্তম খাদ্য পরিবেশনকারী।

উত্তরিমনুস্স (বিণ) মনুষ্যক্ষমতার, অতিরিক্ত, অতিমানুষিক, অমানুষিক, অলৌকিক, দৈব।

উত্তরিমনুস্স ধম্ম (পুং) অসাধারণ অবস্থা, অলৌকিক কার্য, দৈব ঘটনা, ধর্মশাসন, মানুষের উপর সুশাসনের অবস্থা, অতিমানুষিক কার্য, শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম, লোকোত্তর অবস্থা প্রাপ্তি, অমানুষিক কার্য, অতীন্দ্রিয় আদর্শ, লোকোত্তর আদর্শ, মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বা অস্পষ্ট আদর্শ বা সুশৃঙ্খলা। (বিণ) মানবশক্তির অতিরিক্ত, মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত, লোকোত্তর চরিত্রের, অতীন্দ্রিয় আদর্শের, মনুষ্য শক্তিতে যাহা সম্ভব নয় এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দৈবশক্তি সদৃশ, মনুষ্যজ্ঞানের অতীত আদর্শের, অদ্ভুত, মনুষ্য শক্তিকে অতিক্রম করিয়া যে শক্তির প্রভাব আছে তাদৃশ (শক্তি), অলৌকিক, অত্যদ্ভুত, অতিভূতকারী।

উত্তরিমনুস্সধম্মা (পুং, বহুবচন) মনুষ্যজ্ঞানের অতীত ভাবধারা, লোকোত্তর ধর্ম, অতীন্দ্রিয় স্বভাব, অস্পষ্ট বিষয়, অসাধারণ ব্যাপার। ⇒ **ধম্ম** [১খ(২)]।

উত্তরিয (ক্লী) ১ উচ্চতরের অবস্থা। ২ (প্রশ্নের) উত্তর, পুনরুত্তর, প্রত্যুত্তর, প্রতিবাদ, জবাব। (ধর্মপদ অর্থকথা) **করণুত্তরিয করণ**।

উত্তরিসাটক (পুং) উত্তরীয় বস্ত্র, ঢিলা অঙ্গরাখা, ছদ্মবেশ, আচ্ছাদন, চাদর, উড়ানি বস্ত্র, ঢিলা বড় জামা, আবরণ, দীপশিখার আবরণ। = **উত্তরীয**।

উত্তরীয (ক্লী) উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর, উড়ানি, দোছোট, ঢিলা অঙ্গরাখা, আচ্ছাদন, ঢিলা বড় জামা। = **উত্তরিসাটক, উপরিবসনং, উপরিহারং**। **পীতবন্ন উত্তরীয**—পীতবর্ণ চাদর।

উত্তরুম্মার (পুং) [উত্তর+উম্মার] ⇒ **উম্মার**।

উত্তরোট্ঠ [উত্তর+ওট্ঠ] উপর ওষ্ঠ, উপর-অধর, উপর প্রান্ত। (বিপ) **অধরোট্ঠ**।

উত্তসতি (ক্রি) [উ+√তস+অ] ভীত করা, ত্রাসিত করা, শঙ্কিত করা, ভয়ার্ত করা, আতঙ্কোৎপাদন করা। ২ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উত্তেজিত হওয়া, অশান্ত হওয়া, উদ্বেজিত হওয়া, অত্যন্ত ভীত হওয়া। (বিনয়) **উব্বিজ্জতি উত্তসতি পলাযতি**। (অতীত) **উত্তসি**। (অ-বিণ) **উত্তস্ত, উত্রস্ত;** (তুলনীয়) **উত্তন্ত**। (ব-বিণ) **উত্তসং**। (করণে) **উত্তাসেতি**।

উত্তসন (বিণ) যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এমন, বিপদ সঙ্কেত প্রদত্ত, বিপজ্জনিত আকস্মিক বিস্ময়গ্রস্ত বা উত্তেজনাগ্রস্ত, সঙ্কেতধ্বনি প্রদত্ত, প্রচণ্ড ভীতিগ্রস্ত, ভয়ান্বিত, আতঙ্কগ্রস্ত, শঙ্কান্বিত, ত্রাসিত, ভীত, শঙ্কিত, ভয়জনক। **উত্তসন ভিক্খু**—শঙ্কিত ভিক্ষু। এই শব্দের পরিবর্তে "**উত্তস্ত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (ক্লী) যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার আহ্বান, বিপদ সঙ্কেত, বিপজ্জনিত আকস্মিক বিস্ময় বা উত্তেজনা, সঙ্কেতধ্বনি, শব্দকারক বস্তু, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, আতঙ্ক।

উত্তস্ত (বিণ) ভীত, শঙ্কিত, ভীরু, ত্রাসিত, সাহসহীন, আশঙ্কিত। (জাতক) **উত্তস্ত ভিক্‌খু**—শঙ্কিত ভিক্ষু = **উত্তসন ভিক্‌খু**। ⇒ **উত্তসতি, উত্তসন** (বিণ)।

উত্তান (বিণ) ১ উত্তান, উর্ধ্বমুখে স্থিত, চিত হইয়া স্থিত, চিত হইয়া শয়ান, অলস, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা, উৎসাহহীন। (বিপ) **অবকুজ্জ**। (বিনয়) **মঞ্চকে উত্তানং নিপজ্জাপেত্বা**—মঞ্চের বা খাটের উপর চিত করাইয়া শোয়াইয়া। ২ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান, প্রখর, শান্ত, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্রিত, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, অঋণী, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, অবাধ, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বিশদ, অনাবদ্ধ, খোলা, বেষ্টিত বা বাধাযুক্ত ইত্যাদি নয় এমন, অনাবরিত, বিকশিত, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত, অনির্ণীত, অমীমাংসিত, কাজের জন্য প্রস্তুত, প্রকাশিত, সর্বজন বিদিত, সরল, অকপট, অরক্ষিত, অসমাপ্ত, হিসাবনিকাশ হয় নাই এমন। = **পাকট**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মো উত্তানো বিবটো পকাসিতো**। ৩ ভাসা ভাসা, উপর উপর, অগভীর, সামান্য, অসাবধান, বেহিসাবি, অনবধান, অবিবেচক, অপরিণামদর্শী, সমতল, চ্যাপ্টা, মসৃণ, নীরস, অবিস্তৃত, উর্ধ্বতল, অধিক গভীর বা পুরু নয় এমন, বিষণ্ন, নিরুৎসাহজনক, ধরাশায়ী, গড়ে সমান, লাভজনক নহে এমন, স্বল্প গভীর, অল্পবুদ্ধি। (বিপ) **গম্ভীর**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উত্তান পরিস**।

উত্তানক (বিণ) ১ উত্তান, উর্ধ্বমুখে স্থিত, চিতভাবে স্থিত, চিত হইয়া শয়ান। (জাতক) **উত্তানকং পাতেত্বা**। ২ বিশুদ্ধ, পরিষ্কার, স্পষ্ট, খোলা, মুক্ত, উন্মুক্ত। = **উত্তান** (১,২)।

উত্তানমুখ (বিণ) মুখ পরিষ্কার, স্পষ্টবাদী, সরলভাবে কথা বলে এমন, অকপটবাদী, সহজবোধ্য, পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট মুখ আছে এমন অর্থাৎ মুখে যাহা বলে পরিষ্কাররূপে বলে এবং বুঝিতে সহজ হয়।

উত্তান বিহার—স্বচ্ছন্দ জীবন, সরলভাবে জীবনযাপন। = **কুল্লক বিহার**।

উত্তানসেয্যক (বিণ) চিত হইয়া শয়ন করে এমন অর্থাৎ শিশু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উত্তানসেয্যক দারক**।

উত্তানিকম্ম = **উত্তানীকম্ম**। ⇒ **উত্তানীকম্ম**।

উত্তানী (বিণ) খোলা, উন্মুক্ত, স্পষ্ট, বিশদ, সুস্পষ্ট। = **উত্তান** (২)।

উত্তানীকম্ম (ক্লী) ঘোষণা, শপথপূর্বক কথন, ব্যাখ্যা, প্রদর্শনী, আবরণোন্মোচন, ব্যাখ্যাপুস্তক, অর্থবহি, অভিব্যক্তি, আবির্ভাব, প্রকাশ প্রদর্শন।

উত্তানীকরণ = **উত্তানী কম্ম**। ⇒ **উত্তানীকম্ম**।

উত্তানী করোতি—স্পষ্ট করা, সুস্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, উন্মোচন করা, প্রদর্শন করা, ঘোষণা করা, (দোষ) স্বীকার করা। (অতীত) **উত্তানীকরি**।

উত্তাপেতি (ক্রি) [উ+√তপ+এ] উত্তপ্ত করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, বেদনার কারণ হওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, বিরক্ত করা, গরম করা। (অতীত) **উত্তাপেসি**। ⇒ **উত্তপতি**।

উত্তার (ক্লী) উত্তরণ, পার হওন, পার হইবার স্থান, চৌমাথা, অতিক্রমণ। (তুলনীয়) **উত্তর**।

উত্তার সেতু (পুং) উত্তরণ সেতু, (নদী) পার হওয়ার পুল বা সেতু।

উত্তারিত (বিণ) টানিয়া বাহির করিয়াছে এমন, উৎপাটিত, বিচ্ছিন্ন, বাহির করিয়া আনিয়াছে এমন, সরাইয়া দিয়াছে এরূপ। ⇒ **উত্তারেতি**।

উত্তারিতত্ত (ক্লী) বাহির করিয়া আনার কার্য, বাহির করার কার্য, সরাইয়া দেওয়ার কার্য।

উত্তারেতি (ক্রি) [উ+√তার+এ] বাহির করিয়া আনা, বাহির করিয়া দেওয়া, সরাইয়া দেওয়া, টানিয়া বাহির করিয়া দেওয়া, উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া, পার হইয়া যাইতে দেওয়া, অতিক্রম করিতে দেওয়া, রক্ষা করা, উদ্ধার করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, সাহায্য করা। (অতীত) **উত্তারেসি**। (অ-বিণ) **উত্তারিত**। (ক্রি-বি) **উত্তারেত্বা**।

উত্তারেত্বা (ক্রি-বি) = **পগ্‌গয্হ**। ⇒ **পগ্‌গয্হ, উত্তারেতি**।

উত্তাস (পুং) (সংস্কৃত—উত্রাস) উত্রাস, ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, আতঙ্ক, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু।

উত্তাসন (ক্লী) বেষ্টন, শূলে দিয়া বধ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সূলে**।

উত্তাসবন্ত (বিণ) ভীত, ভয় দর্শায় এমন, আতঙ্কিত, শঙ্কিত, ত্রাসিত।

উত্তাসিত (বিণ) বেষ্টিত, শূলে দিয়া বধিত। = **আবুত আরোপিত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **উত্তাসেতি**।

উত্তাসেতি (ক্রি) ১ ভীত করা, শঙ্কিত করা, ভয় দর্শানো, ভয়ার্ত করা, আতঙ্কোৎপাদন করা, অত্যন্ত ভীত করা। ২ ঘেরা, বেষ্টিত করা, শূলে দিয়া বধ করা। (তুলনীয়) **উত্তাসন**। ⇒ **উত্তসতি**। (অতীত) **উত্তাসেসি**। (অ-বিণ) **উত্তাসিত**।

উত্তিট্‌ঠ (বিণ) [= **উচ্ছিট্‌ঠ**? (তুলনীয়) **উচ্ছেপক**] পরিত্যক্ত, উৎক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, এঁটো। (বিনয়) **উত্তিট্‌ঠপত্ত**—এঁটো পাত্র। (থেরগাথা) **উত্তিট্‌ঠপিণ্ড**।

উত্তিট্‌ঠতি (ক্রি) [উ+√ঠা+অ] ওঠা, উদয় হওয়া, গাত্রোত্থান করা, (শয্যা ত্যাগ করিয়া অথবা আসন হইতে) উঠা, দাঁড়ানো, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা।

উত্তিট্‌ঠপত্ত—উচ্ছিষ্ট পাত্র, এঁটো পাত্র। ⇒ **উত্তিট্‌ঠ**।

উত্তিট্‌ঠপিণ্ড—উচ্ছিষ্ট অন্ন, এঁটো ভাত। = **বিবটদ্বারে ঘরে ঘরে পতিট্‌ঠিত্বা লদ্ধক-পিণ্ড** (থেরগাথা অর্থকথা)। = **উচ্ছিট্‌ঠক পিণ্ড** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **উত্তিট্‌ঠ**।

উত্তিট্‌ঠে (পঞ্চমী) জাগ্রত হও, ওঠো, উঠিয়া দাঁড়াও। ⇒ **উট্‌ঠহতি**।

উত্তিণ (বিণ) [উদ+তিণ] উঠাইয়া ফেলে এরূপ। **উত্তিণং**

করোতি—খড় বা তৃণ উঠাইয়া ফেলা, (সাহিত্যে) তৃণশূন্য করা, ঘরের ছাউনির খড় উঠাইয়া ফেলা।

উত্তিন্ন (বিণ) ১ বহিষ্কৃত, বাহির করা হইয়াছে এরূপ, টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ। ২ অতিক্রান্ত, যে ব্যক্তি পার হইয়াছে, উত্তীর্ণ, মুক্ত, গত, নদ্যাদি হইতে উত্থিত, বহির্গত, উপস্থিত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত, সফল। ⇒ **উত্তরতি**। (ক্লী) নির্গম পথ, দ্বার, নালী, গমন, পার হওন, পথ, রাস্তা, প্রবেশ পথ। (জ্ঞাতক) **পন্নসালায উত্তিন্নানি করোতি**—পর্ণশালায় প্রবেশ পথ করিতেছে।

উত্তীন (ক্লী) নির্গম পথ, দ্বার, নালী।

উত্রসতি (ক্রি) অত্যন্ত ভীত হওয়া, ভয়ে জড়সড় হওয়া, ভয়ে কম্পিত হওয়া। = **উত্তসতি**। (অতীত) **উত্রসি**। (অ-বিণ) **উত্রস্ত**।

উত্রস্ত (বিণ) ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, সন্ত্রস্ত, অশান্ত, উদ্বেজিত। = **উত্তস্ত**। ⇒ **উত্তস্ত, উত্তসতি, উত্রাসতি**। **অনুত্রস্ত্র** (বিণ) নিরাশঙ্ক, অশঙ্কিত, সন্ত্রস্ত নহে এমন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনুত্রস্ত মানস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুত্রস্ত চিত্ত; অনুত্রস্ত সভাব**।

উত্রাস (পুং) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, সন্ত্রাস। = **উত্তাস, উত্ত্রাস**।

উত্রাসিন (বিণ) ত্রাসযুক্ত, শঙ্কাযুক্ত, ত্রাসিত, ভয় করে এমন, ভীত, সন্ত্রাসযুক্ত, ভয়যুক্ত, উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, আগ্রহান্বিত, সাহসহীন, ভীরু। **অনুত্রাসী**—= **উত্রাসিন**। ⇒ **উত্রাসিন**।

উত্ত্রাস (পুং) ভয়, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়। = **উত্রাস**।

উত্থপন = **উট্ঠপন**। ⇒ **উট্ঠপন**।

উত্থান = **উট্ঠান**। ⇒ **উট্ঠান**।

উত্থানক = **উট্ঠানক**। ⇒ **উট্ঠানক**।

উত্থিত = **উট্ঠিত**। ⇒ **উট্ঠিত**।

উদ (উপসর্গ, অব্যয়) ১ (সংস্কৃত—উদ্ বা উৎ) উৎ বা উদ্ শব্দের প্রারম্ভে যুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যথা:—১ (**ঊর্ধ্বগতিতে—**) কোনো কিছু হইতে, কোনো কিছুর দরুণ, জন্য, মধ্যে, বাহিরে, ভিতর হইতে, অগ্রে, সম্মুখে; যেমন—**উম্মজ্জতি, উগ্গিলতি, উদেতি**। **উদ্** শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দগুলির আদিতে "**অব, ও, নী, বি**" যোগ হইয়া নীচার্থ প্রকাশ করে, যেমন—**উদ্ধম্ভাগীয** (বিপ) **ওরম্ভাগীয, উদ্ধ** (বিপ) **নীচ, উদয** (বিপ) বি+অয = **বয**। ২ পরিষ্কার অর্থে—**ক**) বাহিরে, বিদেশে, প্রকাশিত অবস্থায়, প্রকাশিতভাবে, সম্পূর্ণরূপে, যথেচ্ছভাবে, স্বাধীনভাবে, সবলে, বলপূর্বক, অনাবৃতভাবে, অনাশ্রিত অবস্থায়, হতবুদ্ধি হইয়া, কোনো কিছু হইতে, কোনো কিছুর দরুণ, জন্য, মধ্যে, ভিতর হইতে, (কিছু) হইতে দূরে। **উদগ্হ, উদগ্গ, উদাগচ্ছতি, উদিক্খতি**। **খ**) **ঊর্ধ্বে**, অতি ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বগতিতে, ঊর্ধ্বদিকে, উপরে, উচ্চে, উপরিভাগে। (বিপ) **নি, নীচ**। ৩ অঙ্গহীন বা চরিত্র-সম্বন্ধীয় অতি বিশিষ্টার্থে:—**ক**) ব্যতীত, ছাড়া, বিনা। **উন্নঙ্গল**। **খ**) দূরে, হইতে, বাহিরে অর্থাৎ উপায় বহির্ভূত, বিপথে, ভুলপথে। **উল্লখ**। **গ**) অনিয়মিত, অসাধারণ, অসামান্য অর্থাৎ অতিরিক্তভাবে, অত্যধিকভাবে। **উজ্জঙ্গল**। ২ (অব্যয়) (সংস্কৃত—উত,উ) অথবা, তাহা না হইলে। **উদাহু**। মহানির্দেশের বর্ণনায় "**ইতি**" শব্দের ন্যায় একই "**পদসন্ধি**"। (পেতবত্থু) **কাযেন উদ চেতসা**। অথবা অন্যান্য কৃদন্ত পদের সহিত সংযোগে, যেমন— **উদ বা** (সূত্রনিপাত)। = **চর: বা যদি বা তিট্ঠং নিসিন্নো উদ বা সযং**—গমন অথবা দাঁড়ানো-উপবেশন অথবা শয়ন। ⇒ **উদাহু**। (ক্লী) (বৈদিক—উদন) জল, বারি, তরঙ্গ, ঢেউ, উর্ম্মি। = **উদক**। (যৌগিকে) **উদঞ্জল, উদঞ্ঞবত্থু**।

উদক (ক্লী) (বৈদিক—উদক) জল, উদক, বারি। (দীর্ঘনিকায়) **উদকস্স ধারা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদকে তেমনং অগ্গিমহে তাপনং**। = **অম্বু, এল, জল**। (যৌগিক সংগঠনে) **উদক, ওদক;** যেমন—**আসনূদকাদাযিন, পাদোদক**।

উদক অন্নব—জলপ্লাবন, জলসমুদ্র, বন্যা, বন্যার জল।

উদক কলহ—জলের জন্য কলহ, জলের জন্য বাদানুবাদ অথবা তর্কবিতর্ক, জলের জন্য বিচার বিতর্ক, জলের জন্য বিবাদ।

উদক কাক (পুং) জলকাক, অতি ভোজী ছোট ছোট সামুদ্রিক পক্ষীবিশেষ।

উদক কিচ্চ (ক্লী) দেবোদ্দেশে জলদান, জলতর্পণ, সাধারণ স্নান বা গাত্রধৌতকরণ কার্য, জল আনিয়া রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সম্পাদনীয় কর্তব্য, হাতমুখাদি ধোওয়ার কার্য, পিতৃলোক উদ্দেশে জলদান, (সাহিত্যে) জলকৃত্য, জল রাখা ইত্যাদি কার্য, জলদ্বারা পরিষ্করণ, জল দিয়া ধৌতকরণ, আচমন কার্য।

উদককীলা—জলক্রীড়া, জলের মধ্যে খেলা, জলকেলি, জলবিহার।

উদক কুম্ভ (পুং) জলের পাত্র, ঘট, কলস, কলসি, ঘড়া।

উদক কোট্ঠক—স্নানঘর, স্নানাগার। = **নহানকোট্ঠক**।

উদকক্খন্ধ—অগাধ জলরাশি, অপরিমেয় বা অসীম জলরাশি অর্থাৎ মহাসমুদ্র।

উদক গহণসাটক—স্নানবস্ত্র, স্নানপরিচ্ছদ।

উদক ঘট (পুং) জলের কলসি, জলের কলস, জলাধার, জলপাত্র। ⇒ **ঘট**।

উদকচাটি—জলের মৃন্ময় পাত্র, মৃন্ময় জলাধার।

উদকচিক্খল্ল (ক্লী) জলাভূমি। ⇒ **চিক্খল্ল**।

উদকচ্ছ [উদ+কচ্ছ] ভিজামাটি, কাদা, কর্দম, জলাভূমি, জলা জায়গা।

উদকট্ঠ (বিণ) জলস্থ, জলীয়, জল-সম্বন্ধীয়, জলের মধ্যে আছে এমন। (বিপ) **থলট্ঠ**।

উদকট্ঠান (ক্লী) জলাধার, জল রাখার স্থান।

উদকট্ঠান কথা = **কুম্ভট্ঠান কথা**। ⇒ **কুম্ভট্ঠান কথা**। **বারি-অন্ত উদকতিত্থ-কথা'তি পি বুচ্চতি কুম্ভ-দাসী কথা বা**।

উদকন্নব [উদক+অণ্নব] = **উদক অন্নব**। ⇒ **উদক অন্নব**।

উদক তারকা (স্ত্রী) জলের মধ্যে তারকা প্রতিবিম্বের ঝিকিমিকি।

উদকতুম্ব—জলপাত্র, জলাধার, লোটাঘটি প্রভৃতি জলের পাত্র। ⇒ **তুম্ব**।

উদক তেলক—তৈল আর জল মিশ্রিত প্রস্তুতি অথবা ভৈষজ্য বস্তু।

উদকথ = **উদকট্‌ঠ**। ⇒ **উদকট্‌ঠ**।

উদকদন্তপোণ—মুখ ধুইবার জল এবং দন্তমার্জন বা দাঁতন।

উদক দহ (জলের) হ্রদ, প্রকাণ্ড জলাশয়। = **উদক হ্রদ**।

উদকদোণিকা (স্ত্রী) জল রাখার পাত্র, জলের টব, বৃহৎ জলপাত্র, (জল রাখিবার) ঢাকনাবিহীন লম্বা পাত্রবিশেষ। ⇒ **দোণিকা**।

উদকধারা (স্ত্রী) জলধারা, জলস্রোত, জলপ্রবাহ, প্রচণ্ড ও প্রচুর জলপ্রবাহ, বেগে জলপ্রবাহ বা বৃষ্টিপাত। ⇒ **ধারা** (১)।

উদক নিদ্ধমন—জলনালী, জলনির্গমনের নালী বা চুঙ্গি, জলনিকাশের নর্দমা।

উদকনিব্বাহন—পাকা নর্দমা, জল প্রবাহের জন্য অথবা নিকাশের জন্য তৈয়ারি নালী।

উদকন্তুতি (ক্রি) ছিঁড়িয়া ফেলা, উৎপাটিত করা।

উদকন্তি [উদ+কন্তি] জলে অবতরণ, জলে নামন।

উদক পটিগ্গহ (বি) জল গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় এমন।

উদকপত্ত—জলপাত্র, জলাধার।

উদক পথ (পুং) জলপথ। (বিপ) **থলপথ**।

উদক পপ্পটক ⇒ **পনক** (২)।

উদকপসত (পুং, ক্লী) একগণ্ডুষ পরিমাণ জল। ⇒ **পসত** (২)।

উদক পসাদকমণি (পুং) জল পরিষ্কারক সম্পত্তিস্বরূপ মূল্যবান পাথর অর্থাৎ যে মণি দ্বারা জল পরিষ্কার করা যায়, ফিটকারি যদ্দ্বারা জল পরিষ্কার করা হয়। = **উদকমণি**। ⇒ **মণি** (১)।

উদক পুঞ্ছনিং—জল মুছিবার বস্ত্রখণ্ড বা গামছা, জল মুছিবার কাপড়। ⇒ **পচ্ছুদ্ধরতি**।

উদক পুঞ্ছনী—জল মুছিবার তোয়ালে বা গামছা।

উদক পুরাণ (ক্লী) বাসি জল, পুরাণ বা বিস্বাদ জল। = **পুরাণ সলিল**। ⇒ **পুরাণ** (২)।

উদক পোসিত (বিণ) জলে পরিপোষিত, জল দ্বারা পালিত।

উদক ফুসিত—জলবিন্দু, জলের ফোঁটা। = **উদকবিন্দু**।

উদক বিন্দু (ক্লী) জলের ফোঁটা, জল বিন্দু। = **উদবিন্দু, উদকফুসিত**। ⇒ **বিন্দু** (১)।

উদকবীজ (ক্লী) যাহার উপাদান জল। ⇒ **বীজ** (২)।

উদক বুব্বুল—জল বুদবুদ, জলবিম্ব।

উদকভন্ত (বিণ) জলশূন্য, জলহীন। = **অনোদক**।

উদকভন্তা (স্ত্রী) জলের থলে, জল আনিবার থলি, চামড়ার ভস্ত্রা। ⇒ **ভন্তা** (২)।

উদকমণি (পুং) জলশোধক মণি অর্থাৎ ফিটকারী। = **উদক পসাদকমণি**।

উদক মণিক (পুং) জলের পাত্র, মৃন্ময় বড় জলাধার, জলপাত্র, জল রাখিবার বড় মৃন্ময় পাত্র। = **মণিক**।

উদক মল্লক (পুং) জলের পাত্র, জলপানের গ্লাস, জলের পেয়ালা বা বাটি, পানপাত্র। ⇒ **মল্লক** (৩)।

উদক রক্‌খস (পুং) জলে বাসকারী রাক্ষস বা নরখাদক, জলের মধ্যে অবস্থানকারী রাক্ষস বা যক্ষ। = **দকরক্‌খস**। ⇒ **রক্‌খস**।

উদক রহদ (পুং) জলপূর্ণ হ্রদ বা পুষ্করিণী, জলের হ্রদ, প্রকাণ্ড জলাশয়। = **উদকদহ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উব্‌ভিদোদকো রহদ**। ⇒ **রহদ**।

উদক রুহ—জলজ উদ্ভিদ, জলজ বৃক্ষ, পদ্ম-শাপলাদি যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ জলের মধ্যে উৎপন্ন হয়। (বিপ) **মহীরুহ**।

উদকলেখা—জলে লেখা বা জলদ্বারা লেখা, জলের উপর লেখা।

উদকবার—১ জল পরিবর্তন, জলবিপর্যস্ত, ঘূর্ণায়মান জলপাক, জলবিবর্ত। ২ = **উদকবারক**। ⇒ **উদকবারক**।

উদকবারক (পুং) জলের কলসি বা বালতি। (বি-ভা) **উদকবারং গচ্ছতি**—জলের জন্য বা জল আনিতে কলসি লইয়া যাওয়া, বালতি করিয়া জল আনা।

উদকবারকা (স্ত্রী) বালতি, কলসি।

উদকবাহ—জলপ্রবাহ, জলস্রোত, প্রবাহমান জল।

উদক বাহক (পুং) জলস্ফীতি, জলবৃদ্ধি, (সাহিত্যে) জলের বরাবর আকর্ষণ অথবা বহনকরণ, জল প্রাচুর্য, বন্যা, বন্যার জল, জলপ্লাবন, জোয়ার, জল প্রবাহ। (বিণ) জলস্রোত দ্বারা বহন করিয়া নেওয়া হয় এমন। ⇒ **বাহক**।

উদক বাহন (ক্লী) (বালতি ও রজ্জু দ্বারা) জল টানিয়া উপরে তোলা। (বিণ) যদ্দ্বারা জল উঠানো যায়। **উদক বাহন রজ্জু**—জল উঠাইবার দড়ি। ⇒ **বাহন** (বিণ)।

উদক সদ্দ—জলের শব্দ, জল প্রবাহের কল কল শব্দ।

উদক সম্পন্ন (বিণ) = **উদঞঞবন্ত**। ⇒ **উদঞঞবন্ত**।

উদক সরাবক—জলের রেকাবি (যেমন—চায়ের কাপ বা প্লেট)।

উদক সাট (পুং) স্নানবস্ত্র। = **উদক সাটিকা**। ⇒ **সাট**।

উদকসাটক (পুং) স্নানের বস্ত্র। = **উদকসাটিকা**।

উদক সাটিকা (স্ত্রী) স্নানের বস্ত্র, জলে নামিবার ঢিলা বস্ত্র, স্নানের বড় জামা। = **উদক সাট, উদক গহণ সাটক**। = **যায নিবত্থা নহাযতি** (বিনয় অর্থকথা)।

উদক সুদ্ধিক (ক্লী) (প্রস্রাবের পর) জলশৌচে শুদ্ধি। = **মুত্ত-করণস্স ধোবনা** (বিনয় অর্থকথা)। (বিণ) জল দ্বারা শুদ্ধ, জল দ্বারা শুদ্ধ হয় বলিয়া ধারণাকারী। ⇒ **সুদ্ধিক** (১)।

উদক সুদ্ধিকা (স্ত্রী) জল দ্বারা পরিষ্কারকরণ, যে স্ত্রীলোক জল দ্বারা পরিষ্কার করে। ⇒ **সুদ্ধিক** (১)।

উদ সোণ্ডিকা (স্ত্রী) পুকুর, সরোবর, পুষ্করিণী। = **সোণ্ডিকা** (৩), **সোণ্ডী** (১)।

উদকসোণ্ডী (স্ত্রী) = **সোণ্ডী**। ⇒ **সোণ্ডী** (১)।

উদকস্স ধারা—জলধারা, বেগে জল প্রবাহ অথবা বৃষ্টিপাত। = **উদক ধারা**। ⇒ **উদক**।

উদকহ (পুং) হ্রদ, জলপূর্ণ হ্রদ। = **দহ**।

উদকাযতিক (পুং) জলের চুঙ্গি বা নল, জলবাহক নালী, জলের পাইপ।

উদকাযতিকা (স্ত্রী) = **উদকাযতিক**। ⇒ **উদকাযতিক**।

উদকালহ (ক্লী) [উদক+আলহ] জল ইত্যাদি তরল পদার্থ মাপিবার পাত্র। ⇒ **আলহ**।

উদকালহক (ক্লী) জলের কোনো নির্ধারিত পরিমাণ বা পরিমাপক, জলের একটি "**আলহক**" (পরিমাপক) বিশেষ। = **উদকালহ**। ⇒ **আলহক**।

উদকুজ্জ (বিণ) খাড়া, লম্বভাবে অবস্থিত, দাঁড় করা হইয়াছে এমন। (বিপ) **অবকুজ্জ**।

উদকুম্ভ (পুং) জলের পাত্র, জলের জগ, জলের সুরাই বা কলসি।

উদকূপম (বিণ) [উদক+উপম] জলের অনুরূপ, জলসদৃশ, জলের ন্যায়, জলতুল্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকূপম পুগ্গল**।

উদকূল (বিণ) ক্রমউর্ধ্ব, ক্রমশ উর্ধ্বগতির, ক্রমোন্নতির। (বিপ) **বিকূল**।

উদকোক্খেপ (ক্লী) [উদক+ওক্খেপ] জল ছিটানো। **উদকোক্খেপ সীমা**--নদীতে নৌকা আরোহণে উপসম্পদার সময় জল ছিটাইয়া যে সীমানা নির্দেশ করা হয় উহাকে "**উদকোক্খেপ সীমা**" বলা হয় (বিনয়)।

উদকোক্খেপ সীমা (স্ত্রী) ⇒ **উদকোক্খেপ**।

উদকোগাহন (ক্লী) [উদক+ওগাহন] জলে নিমজ্জন, জলে অবগাহন, জলে ডুব দেওয়া, জলে নামিয়া স্নানকরণ।

উদকোঘ (পুং) [উদক+ওঘ] জলের বন্যা, জলপ্লাবন, জোয়ার, জলস্ফীতি, জলবৃদ্ধি। ⇒ **ওঘ** (১)।

উদকো রোহক (বিণ, পুং) [উদক+ওরোহক] জলে অবতরণকারী, (সাহিত্যে) স্নানকারী।

উদকোরোহণ (ক্লী) [উদক+ওরোহণ] জলে নিমজ্জন, স্নান, অবগাহন, জলে ডুব দেওয়া।

উদক্খিত্ত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে, ন্যস্ত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, অপসারিত, অবলীলাক্রমে করা হইয়াছে এমন।

উদখিপতি (ক্রি) ১ পছন্দ করা, বাছিয়া লওয়া। = **উদচিনাতি**। ২ তুলিয়া ধরা, উত্তোলন করা।

উদগচ্ছতি (ক্রি) প্রচারিত বা প্রকাশিত হওয়া।

উদগজ্জতি (ক্রি) উচ্চধ্বনি করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা। (করণে) **উদঘোসেতি**।

উদগণ্হাতি (ক্রি) গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, তুলিয়া লওয়া, উদ্ধৃত করা।

উদগমন (পুং, ক্লী) উদ্‌গমন, উদ্‌গম, উত্থান, জন্ম, উদয়। (বিপ) **ওদগমন**।

উদগিলতি (ক্রি) গলাধঃকরণ করা, গেলা, উদরস্থ করা। = **গিলতি, ওগিলতি, উগ্‌গিলতি**।

উদগ্গ (ক্লী) অগ্রভাগ, আগা, মস্তক, চূড়া, সর্বোচ্চপদ, কোনো বস্তুর অগ্রভাগ, শৃঙ্গ। (বিণ) অগ্র, সর্বোচ্চ, উচ্চ, উর্ধ্ব, মহৎ, আড়ম্বরশালী; (চরিত্রে) গর্বিত, বিজয়গর্বে স্ফীত, প্রশংসিত, উন্নত, উল্লসিত, জয়োল্লাসে উন্মত্ত, উল্লাসপূর্ণ, বিজয়োল্লাসযুক্ত, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল। (দীর্ঘনিকায়) **উদগ্গচিত্ত**। (সূত্রনিপাত) **উদগ্গসুমন**। (পেতবত্থু) **অত্তমন উদগ্গ; হট্ঠ উদগ্গ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হট্ঠ-পহট্ঠ উদগ্গুদগ্গ**—উচ্চ ধরনের হর্ষযুক্ত, অত্যধিক উল্লাসিত, অতিশয় আনন্দিত, বিজয়গর্বে উৎফুল্ল। ⇒ **ওদগ্য**।

উদগ্গচিত্ত (বিণ) (সত্যলাভের জন্য) যে উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। ⇒ **উন্ন** (১)।

উদগ্গতা স্ত্রী) উন্নয়ন, উল্লাস, হর্ষ, আনন্দধ্বনি, জয়ধ্বনি।

উদগ্গসভাব ⇒ **ওদগ্য**।

উদগ্গি (পুং) প্রজ্বলিত অগ্নি, প্রজ্বলিত অগ্নি।

উদগ্গিহুত্তং [উদ+অগ্গি+হুতং; বৈদিক—অগ্নিহোত্র] (যাগ, যজ্ঞ, হোমের জন্য) প্রস্তুত অগ্নি, (সাহিত্যে) হোমাগ্নি।

উদঘোসেতি (ক্রি) = **উদগজ্জতি**। ⇒ **উদগজ্জতি**।

উদঙ্গণ (ক্লী) [উদ+অঙ্গণ] প্রকাশ্য স্থান, মুক্ত স্থান, খোলা জায়গা।

উদচিনাতি (ক্রি) = **উদখিপতি**। ⇒ **উদখিপতি**।

উদছিট্ঠ (বিণ) অগ্রাহ্যকৃত, নিঃসারিত, নির্গত করা হইয়াছে এমন, হঠাৎ বলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, পাস করা হয় নাই এমন।

উদছিন্দতি (ক্রি) কাটা, ছিন্ন করা, পরস্পরের বিভক্ত করা, (সম্বন্ধ) বিচ্ছিন্ন করা।

উদচ্ছিদ (**উচ্ছিন্দতি** শব্দের বর্তমানকাল প্রথমপুরুষ একবচন) ভাঙিয়া ফেলা।

উদচ্ছিদা = **উদচ্ছিদ**। ⇒ **উদচ্ছিদ**।

উদচ্ছিন্দতি (ক্রি) = **উদছিন্দতি**। ⇒ **উদছিন্দতি**।

উদজগ্ঘতি (ক্রি) উপহাস করা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ করা।

উদজবতি (ক্রি) স্রোতের উজানে যাওয়া, স্রোতের ঊর্ধ্বদিকে যাওয়া।

উদজবন (ক্লী) স্রোতের ঊর্ধ্বগতি, স্রোতে উজান গতি। (বিপ) **ওজবন**।

উদঞ্চন (ক্লী) জলের ভাণ্ড হইতে জল লইবার ক্ষুদ্র পাত্র, বালতি, কুয়া হইতে জল তুলিবার পাত্র।

উদঞ্চনিক (বিণ) যে পাত্র দ্বারা কুয়া হইতে জল উঠানো যায়, যে পাত্র দ্বারা জল ভাণ্ড হইতে জল লওয়া যায়, জল উঠাইবার বা লইবার উপযুক্ত।

উদঞ্চনিন (বিণ, ক্লী) জলনিষ্কাশনী, যদ্দ্বারা কুয়া হইতে জল টানিয়া তোলা হয়, কুয়া হইতে জল টানিয়া তোলে এরূপ।

উদঞ্চনী (বিণ) কুয়া হইতে জল টানিয়া তোলে এমন। ⇒ **অঞ্চতি**। (স্ত্রী) বালতি, জলপাত্র, দুগ্ধপাত্র, দোহনভাণ্ড, দুগ্ধদোহন করিবার পাত্র।

উদঞ্জনিক = উদঞ্চনিক। ⇒ **উদঞ্চনিক**।

উদঞ্জল (ক্লী) [উদন+জল] জলকেলি, জলক্রীড়া, জলবিন্দু নিয়া খেলা(?), জল ছিটাইয়া খেলা। (বিনয়) **উদঞ্জলং কীলতি**; (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **উদঞ্জলং'তি উদক-চিক্খল্লো বুচ্চতি**।

উদএঞএঞবন্ত (বিণ) প্রচুর জল আছে এমন, অধিক জল আছে এমন, জলপূর্ণ, জলসম্পন্ন। = **উদক সম্পন্ন**।

উদণ্হ (ক্লী) [উদ+অণ্হ] প্রকাশ্য দিনমান, প্রাতঃকাল, উষা, সূর্যোদয়, অরুণোদয়, অরুণোদ্‌গম।

উদত্তত (বিণ) ধাতুদ্রবকৃত, গলাইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন, ধাতুগলিত।

উদতান (ক্লী) টানিয়া লম্বাকরণ, বিস্তৃতকরণ, প্রসারিতকরণ, বাহিরকরণ, বাড়ানো, অত্যুক্তিকরণ।

উদতারি (**উত্তরতি** ক্রিয়ার অতীতকাল প্রথমপুরুষ একবচন) অতিক্রম করিল, উত্তীর্ণ হইল। (সূত্রনিপাত) **ওঘংউদবারি**।

উদত্ত (বিণ) (সংস্কৃত—উদাত্ত) উদাত্ত, উন্নত, স্ফীত, উচ্চ, মহৎ, প্রফুল্ল, আড়ম্বরপূর্ণ, আড়ম্বরশালী, গর্বিত, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিশালী, দাতা, মহান, বিখ্যাত, দয়ালু। = **উলারপএঞএ**।

উদধি (পুং) সমুদ্র, সাগর, মহাসাগর, অর্ণব। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদকংএত্থ ধীয়তী'তি উদধি**।

উদপজ্জতি (ক্রি) হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, সৃজন করা, উদ্ভূত হওয়া। ⇒ **উদপাদি**।

উদপজ্জথ (ক্রি-বি) = **উপ্পজ্জ**। ⇒ **উপ্পজ্জতি**।

উদপটিপত্তিজা—বিস্তৃতি বহির্ভূত, বিনা প্রসারতায়, বিস্তার রহিত, শক্তির বাহিরে, নাগালের বাহিরে, পল্লার বাহিরে, সীমার বাহিরে।

উদপত্ত (বিণ) উদিত, উত্থিত, উড়িয়া গিয়াছে এমন, উড়িয়া উপরে উঠিয়াছে এমন, লাফাইয়া উঠিয়াছে এমন। = **উপ্পতিত, উট্‌ঠিত, উত্থিত**; ⇒ **উপ্পততি**। (ক্লী) [উদ+পত্ত; সংস্কৃত—উদপাত্র] জলের পাত্র, জলের জগ, কলসি, ঘটি। ⇒ **পত্ত** (২)। (অতীত ক্রিয়া) উড়িয়া গেল, উঠিল। ⇒ **উপ্পততি**।

উদপত্তি (ক্লী) প্রচার, প্রকাশ, আগমন, জন্ম, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, গোড়াপত্তন।

উদপত্থা ⇒ **উদাপত্থা**।

উদপলাসেতি (ক্রি) বাজানো, শব্দ করা, সঙ্গীত ধ্বনি করা, কোনো বিশেষভাবে প্রকাশ করা।

উদপাদ = উদপত্তি। ⇒ **উদপত্তি**।

উদপাদি (**উদপজ্জতি** ক্রিয়ার অতীত কাল, প্রথম পুরুষ একবচন) হইল, উদয় হইল, উঠিল, আরম্ভ হইল, উদ্ভূত হইল, উৎপাদিত হইল, সৃজিত হইল, সৃষ্টি হইল। = **উপ্পজ্জি**; ⇒ **উপ্পজ্জতি**।

উদপান (পুং) জলের কুয়া, কূপ, কুয়া, পুকুর, জলাশয়, জলাধার, চৌবাচ্চা, জলকূপ, পুষ্করিণী, সরোবর।

উদপানকূল—কূপের বাঁধ, জলকূপের মুখ, জলাশয়ের বা পুকুরের পাড়। ⇒ **কূল, কূপ**।

উদপানভূত (বিণ) পাতকুয়া বা কূপ আছে এমন, উৎস বা ঝরণা আছে এমন, পুকুরসমেত, জলাশয়যুক্ত, জলকূপ আছে বলিয়া উক্ত বা কথিত। ⇒ **ভূত** (বিণ)।

উদপানসালা (স্ত্রী) জলকূপের উপরিস্থ চালা বা ছাউনি যাহা ঘরের মতো দেখায়। ⇒ **সালা**।

উদপ্পত্ত = উদপত্ত। ⇒ **উদপত্ত**।

উদফাসুলিক (বিণ) পঞ্জরযুক্ত, পাতার শিরাযুক্ত, রেখাযুক্ত, ছাতার শিকযুক্ত, পোলিন্দ যুক্ত, আড়কাঠযুক্ত, ছাদের কড়িযুক্ত।

উদবিন্দু—জলবিন্দু, জলের ফোঁটা। = **উদকবিন্দু**। ⇒ **বিন্দু** (১)।

উদব্বধি (অতীত ক্রিয়া) = **উব্বধি**; ⇒ **উব্বধতি**।

উদব্বহে (**উব্বহতি** ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ একবচন) টানিয়া বাহির করিল, ছিঁড়িয়া ফেলিল, সরাইয়া দিল। ইহার অতীতকালের ক্রিয়ার শব্দ "**উদব্বহি**"।

উদব্ভধি (**উব্বধতি** ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ একবচন) ধ্বংস করিল, বিনাশ করিল, বধ করিল, সংহার করিল।

উদম্বরবন (ক্লী) ডুমুর গাছের বন, যেখানে এক জায়গায় অধিক সংখ্যক ডুমুর গাছ আছে।

উদম্বরময = উদুম্বরময। ⇒ **উদুম্বরময**।

উদয (পুং) উদয়, উদয়াচল, উৎপত্তি, উত্থান, আবির্ভাব, উপস্থিতি, জোগানো, লাভ, ফলসিদ্ধি, বৃদ্ধি, পরাভব সামর্থ, প্রাদুর্ভাব, উৎকর্ষ, আরোহণ, চড়াই, মূল, আদি, স্ফীতি, উন্নতি, স্বরের উচ্চতর প্রকাশ, ক্রমিক বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তান সন্ততি, অল্পবৃদ্ধি, আয়, কর, স্বার্থ, আদর, অংশ, ভাগ, হিত, সুবিধা, স্নেহ, সুদ, বিশেষ মনোযোগ, খাজনা, রাজস্ব। (বিমানবত্থু) **ধন'থিক উদ্দযং পত্থযান = আনিসংসং অতিরেক লাভং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উলার-উদয বিপাক; উদয়ভূতানি পঞ্চ কহাপণ-সতানি লভিত্বা** (টাকার সুদসহ)। ⇒ **উদ্দয**।

উদযং (বিণ) = **উদযন্তো**। ⇒ **উদযন্তো, উদযতি, উদেতি**।

উদযতি (ক্রি) = **উদেতি**। ⇒ **উদেতি**। (ব-বিণ) **উদযন্ত, উদযন্তো**। (করণে) **উদেতি**।

উদযত্থ (পুং) [উদয+অত্থ] উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত, জন্ম-মৃত্যু। = **উদযত্থগম, উদযব্বয**।

উদযত্থগম (পুং) [উদয+অত্থগম] উদয়-অস্ত। = **উদযত্থ**।

উদযত্থিক (বিণ) [উদয+অত্থিক] বাড়াইবার ইচ্ছুক, (টাকার) সুদের অভিলাষী, ধনবৃদ্ধির জন্য ব্যগ্র, বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী। (তুলনীয়) **ধনত্থিক**। ⇒ **অত্থিক**।

উদযন (ক্লী) উদয়ন, উত্থান, উদয়, উপরে ওঠা।

উদযন্ত (বিণ) উদয় হয় এমন, উদিত হয় এমন, বাড়ন্ত, বৃদ্ধি পায় এমন। ⇒ **উদযতি, উদেতি**।

উদযন্তো = **উদযন্ত**। ⇒ **উদযন্ত**।

উদযব্বয [উদয+অব্বয, উদয+ব্যয] উদয়-ব্যয়, উদয়-অস্ত, বৃদ্ধি-ক্ষয়, উন্নতি-অবনতি, উত্থান এবং পতন, উৎপত্তি এবং বিনাশ, উৎপন্ন এবং ধ্বংস, উৎপত্তি এবং বিলয়, জন্ম এবং মৃত্যু, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ। = **উদযত্থ**। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকস্স উদযব্বয**। ⇒ **অব্বয**।

উদযব্যয = **উদযব্বয**। ⇒ **উদযব্বয**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **খন্ধানং উদযব্যয**।

উদর (ক্লী) ১ উদর, জটর, পাকস্থলী, পেট। ২ মধ্যভাগ, অভ্যন্তর, গহ্বর, গর্ত, ছিদ্র।

উদরগ্‌গি (পুং) [উদর+অগ্‌গি] উদরাগ্নি, হজমশক্তি, জীর্ণশক্তি, পেটের পরিপাক শক্তি।

উদরপটল (ক্লী) উদরপটল, পাকস্থলী বা উদরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পেটের অভ্যন্তরস্থ আঠাযুক্ত ঝিল্লি। = **সরীর অব্‌ভন্তর** (বিশুদ্ধি মার্গ)। ⇒ **পটল** (১)।

উদরপূর (বিণ) উদরপূর্তি, পেটপূর্ণ, পেটভরা।

উদরবট্টি (স্ত্রী) পেট, পাকাশয়, পেটের মধ্যস্থ খাদ্যভাণ্ডার (বা ভাড়ার)। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **উদরপটল**। ⇒ **বট্টি** (২)।

উদরবত্তি = **উদরবট্টি**। ⇒ **উদরবট্টি**।

উদরবাত (পুং) উদরবায়ু, পেটের মধ্যে সঞ্চিত বাতাস, পাকস্থলীর বায়ু, পেটফাঁপা, পেটের বায়ু, উদরাধ্মান, উদরের স্ফীতি, পেটের বিরামহীন বেদনা, পেটকামড়ি। (বিশুদ্ধিমার্গে) **উদরাবাধ**।

উদরবাত কুপ্পি ⇒ **কুপ্পতি**। উদ বা—অথবা। = **বা, অথবা**। (সূত্রনিপাত) **কাযেন বাচা উদ চেতসা বা**।

উদরাবাধ (পুং) [উদর+আবাধ] পেটের রোগ, উদর রোগ। = **উদরবাত**।

উদরাবদেহক (বিণ) ঔদরিক, পেটুক।

উদরাবদেহকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) উদর পরিপূর্ণ করিয়া, পেট ভরিয়া, উদর পূর্তি করিয়া। **উদরাবদেহকং ভুঞ্জতি**—পেট ভরিয়া খায়, পরিতৃপ্তি করিয়া খায়।

উদরাবদেহ-ভোজন—গুরুভোজন, পেটভরা ভোজন। ⇒ **অবদেহক**।

উদরিয (ক্লী) ১ উদর, পেট, পাকস্থলী। (তুলনীয়) **সোদরিয**। ২ পেটে পরিপাক হয় নাই এরূপ খাদ্য, পেটের বদহজমি খাদ্য।

উদরূনূদর—খালিপেটে, শূন্য উদরে।

উদ বা—অথবা। = **উদাহু**। ⇒ **উদ** (২অব্যয়)।

উদস্‌সযতি (ক্রি) উত্তোলন করা, তোলা, পদাভিষিক্ত করা, অভিষেক করা, আসনস্থ করা, (যন্ত্রাদি) বসানো। (অর্থকথা বর্ণনায়) **উস্‌সযাপেসি**।

উদস্‌সযে (**উদস্‌সযতি** ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ একবচন) উত্তোলন করিল, পদাভিষিক্ত করিল, অভিষেক করিল, আসনস্থ করিল, (যন্ত্রাদি) বসাইল।

উদহতি (ক্রি) = **উদ্রভতি**। ⇒ **উদ্রভতি**।

উদহারক (পুং) (বিণ, পুং) জলবহনকারী, জল আহরণকারী।

উদহারিকা (বিণ, স্ত্রী) জল বহনকারিণী, জল আহরণকারিণী।

উদহারিয (ক্লী) জল বহন করার কার্য, জল আহরণ করার কার্য। (বিণ) জলের জন্য গমনকারী, জল আহরণে গমনকারী।

উদাগচ্ছতি (ক্রি) [উদ+আ+গচ্ছতি] সমাপ্তিতে আসা, সমাপ্ত করা। (তুলনীয়) **সমুদাগচ্ছতি**।

উদান (ক্লী) ১ উদান, কণ্ঠস্থ বায়ু, ঊর্ধ্বদিকে গমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ু, শ্বাসত্যাগকরণ, উল্লাসধ্বনি, আবেগময় বাক্য কথন, গম্ভীর বাক্য, ভাবোদ্দীপক উচ্চারণ, ভাবপ্রবণ বাক্য, ছন্দবিশিষ্ট ভাব প্রকাশ, সুখ অথবা দুঃখজনিত আবেগভরা ছন্দময় ভাব প্রকাশ। (বিনয়) **ইমং উদানং উদানেসি**—এইরূপ গভীর ভাবপ্রবণ বাক্য প্রকাশ করিলেন; (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—উদানং উদানযতি)। (জাতক) **উদানং পবত্তি; উদানং কথেসি**। (বিনয়) **উদানং অভাসি**। ২ বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে একটি অঙ্গ বা গ্রন্থ। ⇒ **নব, অঙ্গ**। (তুলনীয়) **বোদান**।

উদানিত (বিণ) কথিত, প্রকাশিত, ধ্বনিত, ভাবাবেগে কিছু বলিয়াছে এরূপ, নিশ্বাস ছাড়িতে পারিয়াছে এমন। ⇒ **উদানেতি**।

উদানেতি (ক্রি) [উ+আ+√নী+এ; বৌদ্ধসংস্কৃত—উদানযতি] শ্বাস ফেলিতে পারা, বলিতে পারা, প্রকাশ করিতে পারা, গভীর ভাবাবেগে কিছু বলা, আবেগময় ছন্দযুক্ত বাক্য বলা। (অতীত) **উদানেসি**; (বি-ভা) **উদানং উদানেসি**। ⇒ **উদান**। (অ-বিণ) **উদানিত**।

উদাপত্তা—জাতকে এই শব্দটি অনিশ্চিত পাঠ, জাতকে "**উদপত্তা**" পাঠও দৃষ্ট হয়। জাতক অর্থকথা বর্ণনায় "**উপ্পতিত্বা**"—উড়িয়া, উড্ডমান হইয়া, উড়িয়া গিয়া।

উদাযতি (ক্রি) ১ ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ছিঁড়িয়া ফেলা, ভাঙ্গিয়া ফেলা। = **দরতি**। ২ কাটা, ছেদন করা, কাস্তে দ্বারা

কাটা। = **দাদাতি**। ৩ লাভ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পাওয়া। = **উনদ্রিয়তি**। ৪ উপরে উঠা, বাহির হইয়া আসা, উদয় হওয়া। = **উদেতি**।

উদার (বিণ) উদার, দাতা, দয়ালু, মহাত্মা, উৎকৃষ্ট, গম্ভীর, সরল, মহৎ, দক্ষিণ, উন্নীত, উৎপাদিত, নির্মিত, উত্তেজিত, জাগ্রত, উল্লিখিত, সংগঠিত, স্ফীত, শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম উৎপাদক, উন্নত, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, চমৎকার, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, আড়ম্বরশালী, গর্বিত। (দাঠাবংশ) **সমুসসিত-ওদারসিতাত পত্তং**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উদার ইস্‌সরিয**।

উদাবত্ত (বিণ) অবসরপ্রাপ্ত, নিভৃত, নির্জন, অবসর বা অবসরপ্রাপ্ত লোক-সম্বন্ধীয়, বিরত হইয়াছে এমন। = **উদাবত্তিত্বা নিবত্তিত্বা** (জাতক অর্থকথা)।

উদাসীন (বিণ) উদাসীন, সংসারনির্মুক্ত, বৈরাগী, নিরপেক্ষ, বিরাগী, সংসারবিমুক্ত, পক্ষপাতহীন, আসক্তিহীন, নিরাসক্ত, অনাসক্ত, অপক্ষপাতী, নিঃস্বার্থ, স্বার্থশূন্য, সাধারণ শ্রেণীর, না ভালো না মন্দ, অপ্রতিরোধী, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, সহিষ্ণু, কর্মবাচ্যসূচক।

উদাহট (বিণ) উচ্চারিত, প্রকাশিত, কথিত, (নামে) ডাকা হইয়াছে এমন, আহ্বান করা হইয়াছে এমন, উদ্ধৃত, পুনরুক্ত। ⇒ **উদাহরতি**।

উদাহতি = **উদ্রভতি**। ⇒ **উদ্রভতি**।

উদাহরণ (ক্লী) উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, বর্ণন, উল্লেখ, প্রকৃত বিষয়ের সমর্থক কথা প্রসঙ্গ, সূত্রের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ দেখানো, সন্দর্ভ, আদর্শ, নজির। (জাতক) **উদাহরণং আহরিত্বা দস্‌সেস্তো**।

উদাহরতি (ক্রি) [উ+আ+√হর+অ] উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, উক্তি করা, কথা বলা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, বর্ণনা করা। (তুলনীয়) **পরিযুদাহরতি**। (অতীত) **উদাহরি**। (অ-বিণ) **উদাহট**।

উদাহার (পুং) উচ্চারণ, বাক্য কথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য, ভাষা, কথাবার্তা, বাকশক্তি, বক্তৃতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উদাহরং উদাহরি** = **উদানং উদানেসি**।

উদাহু (অব্যয়) অথবা, তাহা না হইলে, ব্যতীত, নতুবা, কিংবা, বা, নচেৎ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিং নকত্থুং কীলিস্‌সসি উদাহু ভতিং করিস্‌সসি**? (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কিং অম্‌হেহি সদ্ধিং আগমিস্‌সসি উদাহু পচ্ছা**—তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসিবে অথবা পরে আসিবে? ⇒ **কিং**। (যৌগিকে) **উদাহু বে; উদাহু নো** (সূত্রনিপাত)। (দীর্ঘনিকায়) **এব নো উদাহু**—তাহা ... অথবা তাহা নহে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **(অযং) নুখো উদাহু (অযং)**—ইহা (এইটি) অথবা (এইটি)। = **বা**। ⇒ **আদু**।

উদি (**উদেতি** শব্দের কৃত্রিম বিশেষণ) শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এমন, সীমা অতিক্রম করে এমন, বিখ্যাত হয় এমন। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **একোদি; উদাযতী'তি উদি উট্‌ঠপেতী'তি অত্থো**।

উদিক্‌খতি (ক্রি) [উ+√ইক্‌খ+অ] ১ দৃষ্টিপাত করা, মনোযোগপূর্বক দর্শন করা, বিশেষ করিয়া দেখা, মোটামুটি বিবেচনা করা, পরিমাপ করা, জরিপ করা, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা। (অতীত) **উদিক্‌খিসং** = **উল্লোকেসিং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ অবহিতরূপে পরিদর্শন করা, সতর্কতার সহিত পাহারা দেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা, ভবিষ্যতের আশা করা, আশা করা, প্রতীক্ষা করা, (চলতি) অনুমান করা। ৩ বিদ্বষ করা, হিংসা করা। (অতীত) **উদিক্‌খি**। (অ-বিণ) **উদিক্‌খিত**।

উদিক্‌খিতর (বিণ, পুং) মনোযোগকারী, যে ব্যক্তি যত্ন লয়, প্রতীক্ষাকারী, যে ব্যক্তি আশান্বিত, অনুসন্ধানকারী।

উদিক্‌খিতু (পুং) যে ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করে।

উদিক্‌খিয (ক্রি-বি) দেখিয়া, দৃষ্টিপাত করিয়া।

উদিচ্চ (বিণ) উদীচ্য, উদয়মান, উত্তরদেশীয়, উত্তর-পশ্চিমদেশীয়। ⇒ **উদ্দিষ**।

উদিচ্চরে (**উদিক্‌খতি** ক্রিয়ায় অতীতকাল, তৃতীয় পুরুষ বহুবচন) ⇒ **উদিক্‌খতি**।

উদিত (বিণ) ১ উদিত, উন্নত, ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে এমন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, জাত, উদয়প্রাপ্ত, আবির্ভূত, স্ফীত, উত্তোলিত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **উদিতোদিত**। ⇒ **উদেতি**। ২ উক্ত, নির্দিষ্ট, কথিত, ঘোষিত, প্রকাশিত, ব্যক্ত। **বুত্তোদয**। ⇒ **বদতি**।

উদিরযে = **ভাসেয্য**। ⇒ **ভাসতি**।

উদী = **উদি**। ⇒ **উদি**।

উদীরণ (ক্লী) উদীরণ, উচ্চারণ, কথন, বিজৃম্ভণ, হাইতোলা, উদ্দীপন, প্রেরণ, উল্লেখ, নির্দেশ, বর্ণনা, প্রকাশন, উৎক্ষেপণ।

উদীরিত (বিণ) উদীরিত, উচ্চারিত, কথিত, উদ্দীপিত, প্রেরিত, উৎক্ষিপ্ত। ⇒ **উদীরেতি**।

উদীরেতি (ক্রি) [উ+√ঈর+এ] ১ গতি নির্দেশ করা, অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, আলোড়িত করা, ঘোলানো, নড়া, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, উৎপাদন করা, ঘটানো, জন্মানো। (জাতক) **দুক্‌খং উদীরযে** = **উদীরেয্য** (জাতক অর্থকথা)। (গাথায়) **কলহং উদীরেতি**—কলহ আরম্ভ করা। ২ উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, প্রকাশ করা, কথা বলা, বলা, কহা। (সপ্তমী) **উদীরযে** = **ভাসেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **গিরং উদীরযে** = **ভাসেয্য** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **বাক্যং**। (থেরগাথা) **নিগ্‌ঘোসো**। (অতীত) **উদীরেসি**। (অ-বিণ) **উদীরিত**। (কর্মবাচ্যে) **উদীযতি** (**উদ্দিয্যতি** = সংস্কৃত—উদীর্যতে)।

উদু (বিণ) ঠিক সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়বান, সোজা, সরল, ন্যায্য, ঠিক। = **উজু**।

উদুক্‌খল (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—উদূখল) উদূখল, খল, পিষিবার বা চূর্ণ করিবার যন্ত্র, ঢেঁকি, হামানদিস্তা, ধান্যাদি কণ্ডনার্থ কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ, গড়, উখলি, চুন-বালি ও জলের সংমিশ্রণ, কামানবিশেষ।

উদুক্‌খল-মুসল—হামানদিস্তা ও মুষল, খল ও নুড়ি। ⇒ **উদুখল**।

উদুক্‌খল সালা—ঢেঁকিশালা, ঢেঁকিঘর।

উদুক্‌খলিকা (স্ত্রী) দরজার অংশবিশেষ, দ্বারের গোবরাট, চৌকাঠের তলার কাঠ, প্রবেশ পথ, দ্বার, প্রারম্ভ।

উদুক্‌খলিকা উত্তর-পসক—দরজা বা জালানার উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল।

উদুমনো (বিণ) সরলমনা, অকুটিল, ঋজুমন, যাহার মন সরল, ন্যায়বান। = **উজুমনো**।

উদুম্বর (পুং) পিণ্ডবদ্ধ অথবা এক বোঁটায় জড়িত অনেকটি ডুমুর, উদুম্বর, উড়ুম্বর, ডুমুর ফলের গাছ। (তুলনীয়) **ওদুম্বর**।

উদুম্বরখাদিক (বিণ) ডুমুর ফল খাদক, ডুমুর ফল ভোজী।

উদুম্বরময (বিণ) ডুমুর বৃক্ষময়, যে স্থানের সর্বত্র ডুমুর বৃক্ষ, ডুমুর কাঠে প্রস্তুত। ⇒ **ময** (১)।

উদেতি (ক্রি) [উ+√ই+অ] উদিত হওয়া, উদয় হওয়া, বাহির হইয়া আসা, উপরে ওঠা, বর্ধিত হওয়া, বাড়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **একো উদেতী'তি একোদি**। (অতীত) **উদেসি**। (অ-বিণ) **উদিত**; (তুলনীয়) **উদিচ্চ, উদি**। (ব-বিণ) **উদযং, উদযন্তু, উদযন্তো**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **আদিচ্চো উদযং; উদযন্তে সুরিযে**। (করণে) **উট্‌ঠাপেতি**।

উদ্দ (পুং) ১ উদ, উদ্বিড়াল, ভোঁদড়, একজাতীয় জলচর প্রাণী। (বিনয়) **উদ্দচম্ম**। জাতকে দুই প্রকার উদের নাম পাওয়া যায়, যথা—**গম্ভীর-চারিন উদ্দ** (জলের মধ্যে বাসকারী উদ), **অনুতীর-চারিন উদ্দ** (তীরে জলের নিকটে বাসকারী উদ)। ২ জল। (দীর্ঘনিকায়) **অমক্‌খিত উদ্দেন, অমক্‌খিত সেম্‌হেন, অমক্‌খিত রুহিরেন** অর্থাৎ জলশ্লেষ্মা-শোণিতাদি যে কোনো প্রকার জলীয় (ময়লা) পদার্থ বা বাষ্প দ্বারা মৃক্ষিত নহে।

উদ্দচম্ম (ক্লী) উদের চর্ম যদ্দারা স্যান্ডেল বা চটিজুতা প্রস্তুত হয়, উদ্বিড়ালের চামড়া। ⇒ **উদ্দ** (১)।

উদ্দদণ্ড—পর্ণকুটির বা কুঁড়েঘর যাহাতে খুঁটি লাগানো হইয়াছে। = **উটণ্ড, উট্টণ্ড** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

উদ্দপোত (পুং) (জলচর প্রাণী) উদের বাচ্চা। ⇒ **উদ্দ** (১), **পোত** (১)।

উদ্দয (ক্লী) ১ লাভ, উপার্জন, বৃদ্ধি, অপরের উপর প্রাধান্য, সুবিধা, উপকার, মুনাফা, সুফল, উন্নতি। (জাতক) **সত্ত-উদ্দয মহাপদুম**—সপ্ত মহাপদ্মের ন্যায় মানুষের লাভ। ⇒ **উদয**। ২ (যৌগিকে) **দুক্‌খুদ্দয, সুখুদ্দয**। ⇒ **উদ্রয** (ক্লী)। (বিণ) = **উদ্রয**। ⇒ **উদ্রয** (বিণ)।

উদ্দলোমী—চতুরপার্শ্বে ঝালরযুক্ত পশমের বা উলের আবরণী। = **উভতো দসং উণ্ণাময অত্থরণং; কেচি উভতো উগ্গত পুপ্ফং'তি বদন্তি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **উদ্ধলোমিন**।

উদ্দস্‌সেতি (ক্রি) [উ+√দিস+এ] দেখানো, প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, ব্যক্ত করা, অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেওয়া, বিন্যস্ত করা, আদেশ করা, পরিচালন করা, জ্ঞাপন করা, সংবাদ দেওয়া, বলা, উজ্জীবিত করা, সজীব করা, শিক্ষা দেওয়া, পরিচালিত করা। (অতীত) **উদ্দসেসি**। (ভবিষ্যত) **উদ্দিসিস্‌সামি** (পরিবর্তে) **উদ্দস্‌সেস্‌সামি** (?)।

উদ্দান (ক্লী) তালিকা, ফর্দ, সূচি, বর্গ, পর্ব, পুঞ্জ, ভাগ, অংশ, গুচ্ছ; (যেমন—সূত্রের তালিকা, বিনয়পিটকে প্রত্যের স্কন্ধের তালিকা, বহির সূচিপত্র ইত্যাদি)।

উদ্দাপ (পুং) দেয়ালের ভিত্তি, দেয়াল, দুর্গের প্রাচীর, খনন। (দীর্ঘনিকায়) **দঢ়-উদ্দাপ**। ⇒ **উদ্দাম** (২)।

উদ্দাপবন্ত (বিণ) দেয়াল বা ভিত্তি আছে এমন, প্রাকার বা বাঁধ দেওয়া আছে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **আপতো উগ্গতত্তা**। ⇒ **উদ্ধাপবন্ত**।

উদ্দাম (বিণ) ১ উদ্দাম, উৎকট, বন্ধনরহিত, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাবিহারী বা স্বেচ্ছাচারী, অদম্য, অস্থির, চঞ্চল। (দাঠাবংস) **উদ্দাম সাগর**। ২ (ক্লী) দেওয়াল, বেড়া, বেষ্টনী, বেষ্টিত স্থান। (বি-ভা) **অট্টাল-উদ্দাম-পরিখাদীনি**—প্রহরীদের জন্য খুব উচ্চ গৃহগুলি-বেষ্টিত স্থানসমূহ-পরিখাসমূহ-দুর্গপরিখাসমূহ (ধর্মপদ অর্থকথা)।

উদ্দামতি (ক্রি) মাটি তোলা, মাটি উঠানো, গর্ত বা পরিখা খনন করা। = **উদ্ধাপতি**।

উদ্দামসাগর (পুং) উদ্দাম সাগর, চঞ্চল সমুদ্র, উত্তালতরঙ্গবিশিষ্ট সমুদ্র। ⇒ **উদ্দাম** (১)।

উদ্দারক (?) কোনো বন্যজন্তুবিশেষ।

উদ্দাল = **উদ্দালক**। ⇒ **উদ্দালক**।

উদ্দালক (পুং) একজাতীয় বনজ পুষ্পের নামবিশেষ, উদালগাছ, একজাতীয় বৃক্ষ, যে গাছের মূল ও শিকড় মাটির উপরে থাকে, যে বৃক্ষ সহজে উপড়ানো যায়। ইহা "**ইন্দীবর**" নামেও পরিচিত। = **বাতঘাতকো যো রাজরুক্‌খো'তি পি বুচ্চতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **উদ্দালকরুক্‌খ**; (জাতক অর্থকথা) **বাতঘাতক**। = **উদ্ধালক**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদ্দালক = ইন্দীবর**।

উদ্দালক পুপ্ফ (ক্লী) উদাল পুষ্প। ⇒ **উদ্দালক**।

উদ্দালন (ক্লী) ধ্বংস, বিনাশ, উৎপাটন।

উদ্দালনক (বিণ) নষ্ট, বিনষ্ট, ছেড়া, উচ্ছন্ন, যাহা উৎপাটন করা যায়, যাহা ছেড়া যায়, যাহা নষ্ট বা উচ্ছন্ন হইয়া যায়।

উদ্দালেতি (ক্রি) [উ+√দাল+এ] ছিড়িয়া ফেলা, বিনষ্ট করা। (অতীত) **উদ্দালেসি**। ⇒ **উদকন্তি**।

উদ্দিট্‌ঠ (বিণ) ১ নির্দেশিত, নিয়োজিত, বহির্গত, রাখা হইয়াছে এরূপ, স্থগিত, রক্ষিত, প্রস্তাবিত, ঈপ্সিত, আইনবদ্ধ, বিধিবদ্ধ। (মধ্যম নিকায়) **উদ্দিট্‌ঠ পঞহ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **উদ্দেস-মত্তেন এববুত্ত, ন বিভঙ্গেন**। ২ উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত, নির্ধারিত, নির্দিষ্ট। (জাতক) **অনুদ্দিট্‌ঠং পুপ্ফং = অসুকস্স নাম দস্‌সামী'তি**। ⇒ **উদ্দিসতি**।

উদ্দিয (বিণ) (সংস্কৃত--উদীচ্য?) উত্তরদেশীয়, উত্তর-পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ নেপালের। (জাতক) **উদ্দিয কম্বল**; (বর্ণনায়) **উদ্দিযান** (সংস্কৃত—উদীচীন?)। ⇒ **উদিচ্চ**।

উদ্দিযান = **উদ্দিয**। ⇒ **উদ্দিয**।

উদ্দিসতি (ক্রি) [উ+√দিস+অ] ১ (কিছু) নির্দেশ করিয়া বলা, লক্ষ্য করিয়া বলা, উদ্দেশ্য করিয়া বলা, খুঁজিয়া বাহির করা, প্রস্তাব করা, ইচ্ছা করা, কল্পনা করা, সঙ্কল্প করা, নির্দিষ্ট করা, নিয়োগ করা, বণ্টন করা, (অংশ) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, বর্ণনা করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সত্থারং উদ্দিসতি**। (ভবিষ্যত) **উদ্দিসিস্‌সতি** (সম্ভবত মধ্যম নিকায় ইহার পরিবর্তে হইয়াছে) **উদ্দস্‌সেস্‌সতি**। ২ বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা, সবিস্তারে বর্ণনা করা। = **নীয়াদেতি, দদাতি**। (অতীত) **উদ্দিসি**। (অ-বিণ) **উদ্দিট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **উদ্দিস্‌স**। (কর্মবাচ্যে) **উদ্দিস্‌সতি; উদ্দিস্‌সিযতি**। (করণে) **উদ্দিসাপেতি**।

উদ্দিসাপেতি (ক্রি) ১ আবৃত্তি করানো, বণ্টন করানো। ২ উৎসর্গ করানো বা করা, সমর্পণ করানো বা করা। ⇒ **আদিসতি, উদ্দিসতি**।

উদ্দিসিয = **উদ্দিস্‌স**। ⇒ **উদ্দিস্‌স**।

উদ্দিসেতি (ক্রি) = **উদ্দস্‌সেতি**। ⇒ **উদ্দস্‌সেতি**।

উদ্দিস্‌স (ক্রি-বি) ১ চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করিয়া। ২ (সাহিত্যে) কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া, নির্দেশ করিয়া, উদ্দেশ্য করিয়া, কাহারও প্রতি যত্ন লইয়া অথবা মনোযোগ করিয়া, দেখাশুনা করিয়া। (অব্যয়) দিকে, অভিমুখে, সম্বন্ধে, প্রায়, কাছাকাছি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুরট্‌ঠ-বিসযং উদ্দিস্‌স**। খ (ব্যবহারিক) সম্পর্কে, কোনো হেতুতে বা কারণে, জন্য, পরিবর্তে, সত্ত্বেও, অনুরোধে, অভিমুখে, উপকারার্থে, সম্বন্ধে, সন্ধানে, অনুসন্ধানার্থে, ব্যাপিয়া, ক্ষতিপূরণে, বিষয়ে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পেতে উদ্দিস্‌স = আরব্ভ; রতনত্তযং উদ্দিস্‌স; মংসুদ্দিস্‌স**।

উদ্দিস্‌সকত (বিণ) (কাহারও মধ্যে) বণ্টনকৃত, অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বিশেষ করিয়া নির্দেশ করার মতো, সবিস্তারে বর্ণনা করার ন্যায়, সঙ্কল্পিত বিষয়ের, ইপ্সিত বিষয়ের, সূচিত বিষয়ের। (তুলনীয়) **ওদিস্‌স, ওদিস্‌সক**। (বিনয়) **মংস উদ্দিস্‌সকত**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **ভিক্‌খা উদ্দিস্‌স-কত**। (জাতক) **ভত্ত-উদ্দিস্‌সকত**।

উদ্দিস্‌সতি (ক্রি) কাহাকেও দেখানো, দর্শন করানো। ⇒ **উদ্দিসতি**।

উদ্দিস্‌সন (ক্লী) উৎসর্গ, সমর্পণ, উৎসর্গলিপি।

উদ্দিস্‌সিযতি (ক্রি) = **উদ্দিস্‌সতি**। ⇒ **উদ্দিস্‌সতি**।

উদ্দীপনা (স্ত্রী) উদ্দীপনা, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, অনুপ্রেরণা, প্রজ্বলন, তীক্ষ্ণকরণ বা হওন, ধারালকরণ, বিচারশক্তি, যুক্তি, যুক্তিতর্ক, হেতুবাদ, বাদানুবাদ, তর্কপ্রণালী, নির্ঘণ্ট, আলোচ্য বিষয়। (তুলনীয়) **দীপনী**। ⇒ **উক্কাচনা**।

উদ্দীযতি = **উদ্দীযতি**। ⇒ **উদ্দীযতি**।

উদ্দীযন = **উদ্দিযন**। ⇒ **উদ্দিযন**।

উদ্দেক (পুং) বমন, বমি, ন্যক্কার, বমনকারক ঔষধ, উদ্‌গিরণ, উদ্বমন, নলাদির ভিতর দিয়া নির্গতকরণ, নিক্ষেপকরণ, গুরুগম্ভীরভাবে কথন বা ভাষণকরণ, অনর্গল কথন, বেগে বাহির হওয়া, বিদারণ, স্ফোটক, ব্রণ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **উগ্‌গার**। (বিনয়) **উদ্দেকং দদাতি**—বমি করা, উদ্‌গিরণ করা। = **উদ্রেক**।

উদ্দেকনিক (বিণ) [উদ্দেক+অন+ইক] যে নালাদির ভিতর দিয়া নির্গত করানো যায়, নিক্ষেপণীয়, গুরুগম্ভীরভাবে বলে বা ভাষণ করে এমন, অনর্গল বলে এমন, প্রক্ষেপ করা হয় এমন, দূরীকরণীয়, বহিষ্করণীয়, অধিকার হইতে চ্যুত করা হয় এমন, উচ্ছেদ করণীয়, রহিত করা হয় এরূপ, স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এমন। (মধ্যম নিকায়) **উদ্দেকনিক মণিক**।

উদ্দেস (পুং) ১ উদ্দেশ, লক্ষ্যকরণ, অন্বেষণ, সন্ধান, ঠিকানা, লক্ষ্য, সংবাদ, নাম দ্বারা কথন, উল্লেখকরণ, নির্দিষ্টকরণ, নির্দেশকরণ, নিযুক্তকরণ, বসাইয়া দেওয়া, প্রস্তাব, প্রতিজ্ঞা, উপস্থাপন, বর্ণনা, প্রদর্শনী, আবরণোন্মোচন, ব্যাখ্যাপুস্তক, প্রদর্শক, বিবেচনার জন্য উপস্থাপিতকরণ, অনুক্রম, ক্রমপত্র, দৃশ্য, ঘটনা বা কার্যক্রম, পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, পাঠ, আবৃত্তি, প্রকাশ্যে পাঠ। (মধ্যম নিকায়) **উদ্দেস উদ্দিট্‌ঠ**। (বিনয়) **উদ্দেসেন পরিপুচ্ছায ওবাদেন**—আবৃত্তি-প্রশ্ন-উপদেশ দ্বারা; **উদ্দেসং দদাতি**—আবৃত্তি গ্রহণ করা বা দেওয়া; **পরিপুচ্ছং দদাতি**—প্রশ্ন দেওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদ্দেস পরিপুচ্ছা; পঞহো উদ্দেস বেয্যাকরণং**। ২ ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত। ৩ লক্ষণ, নিদর্শন, চিহ্ন।

উদ্দেসক (বিণ) উদ্দেশক, উদ্দেশকারী, লক্ষ্যকারী, নির্দিষ্টকারী, অনুসন্ধানকারী, আবৃত্তিকারী, প্রতিনিধিস্বরূপ, স্বত্ব নিয়োগ করে এমন, যে ব্যক্তিকে সম্পত্তি বা স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়, নির্ভুলভাবে বর্ণনাকারী, ব্যাখ্যাকারী, সঠিক স্থিরকারী, সীমা নিরূপণকারী, সীমানির্ধারণকারী, নির্ধারণকারী, নিষ্পত্তিকারী, সঙ্কল্পকারী, সিদ্ধান্তকারী।

উদ্দেসভত্ত (ক্লী) স্বতন্ত্ররূপে অথবা বিশেষ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য, বিশেষ অন্ন, বিশিষ্টান্ন, (কাহারও) উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন। ⇒ **ভত্ত**।

উদ্দেসিক (বিণ) ১ সূচিত, প্রকাশিত, নির্দেশিত, সংবাদের জন্য প্রেরিত, বিচারের জন্য প্রেরিত, সোপর্দকৃত, আরোপিত, উল্লিখিত, সম্পর্কিত, সীমা নিরূপিত, ব্যাখ্যাত, নির্ভুলভাবে বর্ণিত, স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **মম উদ্দেসিক ভিক্‌খুসঙ্ঘো**। (বি-ভা) **অট্‌ঠবস্‌স-উদ্দেসিক কাল**—নির্দিষ্ট আট বৎসর সময়ে অর্থাৎ আট বৎসর বয়সে (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **সোলসবস্‌সুদ্দেসিক**।= **পদেসিক**।২ স্মারক, স্মরণীয়। (জাতক) **উদ্দেসিক চেতিয**। (ক্লী) নিদর্শন, চিহ্ন, লক্ষণ, প্রদর্শক, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা।

উদ্দেসিক চেতিয (ক্লী) উদ্দেশিক চৈত্য, যে স্থানে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা-বন্দনাদি করা হয়, বুদ্ধের উদ্দেশে যে স্থানে মণ্ডপ বা মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া পূজা-বন্দনা করা হয় উহারই নাম উদ্দেশিক চৈত্য, যে চৈত্য বা ধর্মমন্দিরকে পূজা-বন্দনাদির জন্য উদ্দেশ্য করা হয়, যে চৈত্যের উদ্দেশে পূজা-বন্দনাদি করা হয়।⇒ **উদ্দেসিক** (২), **চেতিয**।

উদ্দেহক (বিণ) জলে বুদবুদ উঠিয়াছে এমন।

উদ্দেহকং (ক্রি-বিণ) বুদবুদ উঠিয়াছে এরূপ অবস্থায়।

উদ্দোসিত (ক্লী) চালা, কুঁড়েঘর, আস্তাবল, অশ্বশালা, পশুশালা।

উদ্দিযতি (ক্রি) টানিয়া বাহির করা।

উদ্দিয়ন = **উদ্দীয়ন**। ⇒ **উদ্দীয়ন**।

উদ্দেক (পুং) উদ্রেক, উত্থান, সঞ্চার, উত্তেজন, বৃদ্ধি, উপক্রম, বমন, বমি। = **উদ্দেক**।

উদ্ধ (বিণ) উর্ধ্ব, উচ্চ।(বি-ভা) **উদ্ধেহি বখেহি**—মূল্যবান বস্ত্রাদি দ্বারা, আড়ম্বরপূর্ণ বস্ত্রাদি দ্বারা (জাতক)। (বিপ) **অধো**।

উদ্ধং ১ (ক্রি-বিণ) উর্ধ্বে, অগ্রে, উপরে, বিলম্বে বা পরে, উর্ধ্বদিকে, উপরদিকে, উচ্চে, সোজা উপরে, ভবিষ্যতে, সম্মুখে, এমন সময় হইতে, এই কারণে, এই স্থান হইতে। (বিপ) **অধোং**। = **উপরি**। (দীর্ঘনিকায়) **উদ্ধং অধো**—উপরে এবং নীচে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উদ্ধং অধো তিরিযং**। ⇒ **অবো**। (মহানির্দেশ) **উদ্ধং বুচ্চতি অনাগততং**। ২ (পদান্বয়ী অব্যয়ে, অপাদান ও করণকারকে) (বি-ভা) **উদ্ধং পাদতলা অধো কেসমত্থকা**—পদতল হইতে উর্ধ্বে মস্তকোপরি চুলের নীচে পর্যন্ত (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু) **উদ্ধং চতূহিমাসেহি**—চারি মাস পরে; = **চতুন্নং মাসানং উপরি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্তহিবস্‌স সতেহি উদ্ধং**--সাতশ বৎসর পূর্বে; (তুলনীয়) **ইতো সত্তহিবস্‌সসতেহি উদ্ধং**—এই হইতে সাতশ বৎসর পূর্বে অথবা পরে; **সত্তাহতো উদ্ধং**—এক সপ্তাহ পরে; (বর্মাগ্রন্থে) **সত্তাহতো উত্তরি**। যৌগিকে "**উদ্ধ**" এবং "**উদ্ধং**" সমার্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—**উদ্ধপাদতলা** = **উদ্ধং পাদতলা**।= **উব্‌ভং**।⇒ **উব্‌ভং**। (ক্লী) উর্ধ্বদিক, উপরদিক। (বিপ) **অধো**। = **উপরিমাদিসা**।

উদ্ধং আঘাতনিক (বিণ, পুং) মৃত্যুর পর আত্মা আছে বলিয়া স্বীকারকারী, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরও আত্মা আছে বলিয়া শিক্ষা দেয় অথবা প্রচার করে।

উদ্ধংগম (বিণ) উর্ধ্বদিকে যায় অথবা উপর দিকে যায় এমন।

উদ্ধংপাদ (বিণ) উর্ধ্বপাদ, মস্তক নীচের দিকে পদদ্বয় উপরের দিকে করিয়া থাকে এমন। ⇒ **অবংসির-উদ্ধপাদ**।

উদ্ধংভাগিয (বিণ) উর্ধ্বভাগীয়, উপর অংশ-সম্বন্ধীয়। (বিপ) **ওরমভাগিয**। ⇒ **সংযোজন**।

উদ্ধংবিরেচন = **উদ্ধবিরেচন**। ⇒**উদ্ধবিরেচন**।

উদ্ধংসর (ক্রি-বিণ) উচ্চশব্দে, উচ্চৈঃস্বরে, (সাহিত্যে) উচ্চশব্দ করিয়া।

উদ্ধংসরং = **উদ্ধংসর**। ⇒ **উদ্ধংসর**।

উদ্ধংসেতি (ক্রি) নষ্ট করা, বিনষ্ট করা, ধ্বংস করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, ধ্বংসের পথে আনা। (অতীত) **উদ্ধংসেসি**। (অ-বিণ) **উদ্ধস্ত**।

উদ্ধংসোত (বিণ) জীবনস্রোতের প্রতিকূলগামী বা উর্ধ্বগামী (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত—উর্ধ্ব স্রোতৎ)। জাতকে বিশেষ্যে ইহার অব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—"উর্ধ্বস্রোত, উজান, উর্ধ্বগামী স্রোত"।

উদ্ধংসোত পরিনিব্বাযিন—যিনি জীবনের উর্ধ্বগতিতে অর্থাৎ স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী এবং অর্হত্ত্বের দিকে ক্রমিক গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। ⇒ **পরিনিব্বাযিন**।

উদ্ধ-অগ্‌গ = **উদ্ধগ্‌গ**। ⇒ **উদ্ধগ্‌গ**।

উদ্ধগামিন (বিণ) উর্ধ্বগামী, উপরদিকে গমনকারী।

উদ্ধগামী = **উদ্ধগামিন**। ⇒ **উদ্ধগামিন**।

উদ্ধগ্‌গ (বিণ) [উদ্ধ+অগ্‌গ] ১ (কিছুর) আগায় করিয়া উর্ধ্বদিকে তুলিয়া ধরিয়াছে এরূপ, শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, (সাহিত্যে) অগ্রভাগে উঠাইয়া, তীক্ষ্ণাগ্রে, মহাপুরুষের কেশাগ্রে। ২ উদ্‌গত, উদিত, জাত, উত্থিত, সুস্পষ্ট, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, অনায়াসবোধ্য, বিশিষ্ট, দৃষ্টি আকর্ষণকারী। ৩ (নীচের দাঁতগুলি) **উর্ধ্বমুখী** হইয়া আছে এমন।(বিপ) **অধগ্‌গ** (উপরের দাঁতগুলি) অধঃমুখী হইয়া আছে এমন; = **হেট্‌ঠিম দন্ত**। ৪ উর্ধ্ব, উচ্চ, লাভজনক, উপকারী, হিতকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদ্ধগ্‌গ দক্‌খিণা**। ⇒ **উদ্ধগ্‌গিক**।

উদ্ধগ্‌গরাজিন (বিণ) দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিচিত্র বর্ণের সিংহ-সম্বন্ধীয়, সিংহের উর্ধ্বদিকে অর্থাৎ মস্তকের দিকের কেশরাশি ডোরাকাটা রঞ্জিত। ⇒ **রাজিন**।

উদ্ধগ্‌গাদক্‌খিণা—স্তূপের ন্যায় স্তূপাকার করিয়া দান। ⇒ **দক্‌খিণা**।

উদ্ধগ্‌গিক (বিণ) উচ্চলক্ষ্যস্থানীয়, চূড়ান্ত ফলস্থানীয়, অগ্রণীয়, শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান, শীর্ষস্থানীয়, পরমার্থিক, মঙ্গলজনক, আধ্যাত্মিক উন্নতিজনক, (দান-সম্বন্ধে)

লাভজনক, উপকারী, হিতকারী। (তুলনীয়) **উদ্ধগগ**।

উদ্ধঙ্গমবাত (পুং) শরীরস্থ উর্ধ্বগামী বায়ু, উদ্গার। ⇒ **বাত**।

উদ্ধঙ্গামিন (বিণ) [উদ্ধং+গামিন] উর্ধ্বগামী, উজানে গমনকারী, উজানগামী। = **উদ্ধংগম, উদ্ধগামিন, উজ্জবনিকায** (বিণ)।

উদ্ধচ্চ (ক্লী) অতিরিক্ত ওজন, অতিরিক্ত ভারী, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ, উন্মত্ততা, আলম্বন হইতে চিত্তের উপেক্ষণই ঔদ্ধত্য বা ঔদ্ধত্য, চিত্তবিক্ষেপকারীবস্তু, দমকা, ঝাপটা, ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা, চঞ্চলতা, গর্ব, অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য। সূত্রনিপাতে ইহার পরিবর্তে "**উন্নত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (ধর্মসঙ্গণী) **চিত্তস্স উদ্ধচ্চ। উদ্ধচ্চ** পঞ্চ নীবরণের মধ্যে চতুর্থ নীবরণ এবং দশ সংযোজনের মধ্যে নবম সংযোজন।

উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ (ক্লী) ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, ব্যাকুলতা বা অত্যন্ত উদ্বেগ। ইহা পঞ্চ নীবরণের মধ্যে একটি। (বিপ) **পসসদ্ধি**। ⇒ **উদ্ধচ্চ, কুক্কুচ্চ**।

উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ নীবরণ (ক্লী) উদ্ধত্য-কৌকৃত্য অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বিরক্তি প্রকাশজনক বাধা বা প্রতিবন্ধক, কুশলকর্ম করতে না পারার জন্য বা অকুশল কর্ম করার জন্য অনুশোচনা, অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিঘ্ন, উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণজনিত ব্যাঘাত। ⇒ **পঞ্চ নীবরণ**।

উদ্ধচ্চানুগত (বিণ) ঔদ্ধত্য স্বভাবপ্রাপ্ত। = **বিক্খিত্ত**।

উদ্ধচ্ছিদ্দক (বিণ) জানালাযুক্ত, বায়ু চলাচলের জন্য দেয়ালের উপর ছিদ্রযুক্ত। = **উদ্ধবাতাপনা**।

উদ্ধজ (বিণ) [উদ্ধং+জ] ঠিক সোজা, খাড়া, সৎ, ন্যায়পর, ন্যায়বান, অকপট, ছলনাহীন, সরল, সত্যপ্রিয়। **পদ্মধজ** শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উদ্ধট (বিণ) ১ টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ। ২ উদ্ধত, বিধ্বংসিত, সমূলোৎপাটিত, বিনষ্টিত, পুনর্বার অধিকৃত, উত্থাপিত, উত্তোলিত, সমাজে গৃহীত, সংগৃহীত, উল্লিখিত, পরিত্রাত। (জাতক) **উদ্ধটদাঠো বিয সপ্পো**। (বি-ভা) **উদ্ধতদাঠ**। ৩ কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এরূপ, যাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, কর্তিত, ছিন্ন, ছেদিত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **উদ্ধট-উদ্ধটে আলোপে**—যখন এক টুকরা কাটা হইয়াছে অথবা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া। ৪ টানিয়া হিঁচড়াইয়া বাহির করা হইয়াছে এমন, উত্তোলিত, যাহা তোলা হইয়াছে, উন্নত, স্ফীত, যাহা হরণ করা হইয়াছে, রচিত, টানিয়া লম্বাকৃত, পদোন্নত। (জাতক) **সসসুদ্ধটকালে**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

উদ্ধটদাঠ (বিণ) (যে সর্পের) বিষদাঁত উৎপাটিত। ⇒ **উদ্ধট** (২)।

উদ্ধটপংসু (বিণ) রজঃহরণ করিয়া অর্থাৎ ধুলা ঝাড়িয়া।

উদ্ধটবীজ (বিণ) খোজাবীজ, দুর্বল বীজ, যে বীজ বপন করিলে গজায় না, যাহার বীজ উৎপাটন বা বিনষ্ট করা হইয়াছে। = **উদ্ধিতস্ফল**। ⇒ **নিল্লচ্ছিত, উদ্ধট** (৪)।

উদ্ধটসল্ল (বিণ) উদ্ধৃতশল্য, যে শল্য উদ্ধার করা অথবা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। = **অব্বূল্হিত সল্ল**।

উদ্ধত (বিণ) ১ উদ্ধৃত, উত্তোলিত, উদিত, আকাশে বা উর্ধ্বে উঠিয়াছে এমন। (বিনয়) **উদ্ধত-অরুণো**। সূর্য-সম্বন্ধে "**উগ্গত, উদ্ধস্থ**" শব্দও "**উদ্ধত**" অর্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ সমতাহীন, সামঞ্জস্যরহিত, পাগলাটে, শৃঙ্খলাহীন, গোলেমেলে, উপদ্রবযুক্ত, বিরক্তিজনক, ভঙ্গুর, আলোড়িত, আকুল, উদ্বিগ্ন, কম্পিত, বিচলিত, ভীত, অস্থির, উদ্ধত, উৎকট, অবিনীত, দুরন্ত, উৎক্ষিপ্ত, আহত, গর্বিত, অহঙ্কৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **উদ্ধত-উন্নল; লীনং চিত্তং উদ্ধতং চিত্তং। নানারম্মণে বিক্খিত্তচিত্ত অসমাহিত** (থেরগাথা অর্থকথা)। (চুলনির্দেশ) **উদ্ধতচিত্তো অবূপসন্ত চিত্তো**। = **উদ্ধচ্চেন সমন্নাগত** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। **অনুদ্ধত** (বিণ) অনুদ্ধত, সামঞ্জস্যযুক্ত, শৃঙ্খলাযুক্ত, অনহঙ্কৃত, অগর্বিত, অকম্পিত, শান্ত, বিনীত। = **উদ্ধচ্চরহিত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); = **নিব্বুতচিত্তো** (ধর্মপদ)। ⇒ **উব্ভত, উদ্ধরতি**।

উদ্ধত-অরুণ—উদিত সূর্য। ⇒ **উদ্ধত** (১)।

উদ্ধত-উন্নল (বিণ) মনের যে অবস্থা পঙ্কিলযুক্ত এবং গর্বিত। ⇒ **উদ্ধত** (২)।

উদ্ধতচিত্ত (বিণ) উদ্বিগ্ন মন, যাহার মন বিচলিত বা উদ্ধত। = **অবূপসন্তচিত্ত**। ⇒ **উদ্ধত** (২)।

উদ্ধতভাব (পুং) অসামঞ্জস্য অবস্থা, বিশৃঙ্খল ভাব, বিচলিত অবস্থা। = **চিত্তস্স-উদ্ধচ্চ**। ⇒ **উদ্ধত** (২)।

উদ্ধতসল্ল (বিণ) উদ্ধৃত শল্য। = **উদ্ধটসল্ল**।

উদ্ধত্বা (ক্রি-বি) উদ্ধৃত করিয়া, গ্রহণ করিয়া, উঠাইয়া ফেলিয়া। = **লদ্ধত্বং**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

উদ্ধদন্ত—উপরের দন্তশ্রেণীর দন্ত। (বর্ণনায়) **উপরিমদন্ত**।

উদ্ধধন (ক্লী) উনন, অগ্নিকুণ্ড, তন্দুর, পাউরুটির চুল্লি। (জাতক) **কম্মারুদ্ধধন** (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্ধধনপন্তি**।

উদ্ধপাদ (বিণ) উর্ধ্বপাদ। ⇒ **উদ্ধংপাদ**।

উদ্ধপাদ-অধোসির (বিণ) মস্তক নীচের দিকে এবং পাদদ্বয় উর্ধ্বদিকে করিয়া থাকে এমন, উর্ধ্বপাদ অধঃশির। ⇒ **অবংসির-উদ্ধপাদ**।

উদ্ধপাদ-অবংসির = উদ্ধপাদ-অধোসির। ⇒ **উদ্ধপাদ-অধোসির**।

উদ্ধভাগিয ⇒ **সংযোজন**।

উদ্ধমুখ (বিণ) উপর দিকে মুখ ফিরাইয়াছে এমন, উপরমুখী, উর্ধ্বমুখী।

উদ্ধমুখা (ক্রি-বিণ) (নদীর) উপরদিকে অথবা পিছনদিকে, উজানে অথবা সুজানে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গঙ্গা উদ্ধমুখা সন্দতি = গঙ্গা উব্ভমুখা সন্দতি** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

উদ্ধমূলং (ক্লী) উর্ধ্বমূল, (গাছের) শিকড় সমেত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা। = **অধোসাখং**।

উদ্ধম্ভাগিয (বিণ) [উদ্ধং+ভাগ+ইয] উপরের অংশ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ উর্ধ্বলোক-সম্বন্ধীয়, উর্ধ্বভাগীয়, নিষ্কাম ব্রহ্মলোক-সম্বন্ধীয়। ⇒ **সংযোজন**। (বিপ) **ওরম্ভাগিয**। পঞ্চবিধ **"উদ্ধম্ভাগিয সংযোজনানি"**, যথা—**১ রূপরাগো, ২ অরূপরাগো, ৩ মানো, ৪ উদ্ধচ্চং, ৫ অবিজ্জা** অর্থাৎ দশবিধ সংযোজনের মধ্যে শেষের পাঁচটি **উদ্ধম্ভাগীয়**। ⇒ **সংযোজন**।

উদ্ধম্ভাগিয সংযোজনানি ⇒ **উদ্ধম্ভাগিয**।

উদ্ধম্ভাগীয = **উদ্ধম্ভাগিয**। ⇒ **উদ্ধম্ভাগিয**।

উদ্ধম্ম (পুং) [উদ+ধম্ম] মিথ্যা ধর্ম, অসাধু-উচিত উপদেশ, প্রবঞ্চনামূলক শিক্ষা, অমূলক মতবাদ, অপ্রকৃত তত্ত্ব, কপট উপদেশ, অবিশ্বাসী মতবাদ।

উদ্ধরণ (ক্লী) **১** গ্রহণ করণ, ধারণ, উত্তোলন, উদয়, উপরে ওঠা, উদ্ধারণ, পরিত্রাণকরণ, উর্ধ্বে উত্তোলন। **সস্স-উদ্ধরণ সময়**—শস্য সংগ্রহের সময়। (সম অর্থে তুলনীয়; **উদ্ধট**। **২** টানিয়া বাহিরকরণ, বলপূর্বক বাহিরকরণ, উৎপাটনকরণ, বিচ্ছিন্নকরণ, উচ্ছেদকরণ, আবাসস্থান হইতে বাহিরকরণ, শিকড় সমেত তুলিয়া ফেলন, উপড়ানো। (তুলনীয়) **উদ্ধরতি, উব্বহতি**।

উদ্ধরতি (ক্রি) [উ+√হর+অ] **১ক**) উদ্ধার করা, উত্তোলন করা, উঠানো, উপরে তোলা, উন্নীত করা, শক্তি বৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা বা হওয়া, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত করা, ফাঁপিয়া ওঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক উঠানো, ওজন বেশি করা, অতিরিক্ত ভারী করা। ⇒ **উদ্ধত**। (তুলনীয়) **উদ্ধচ্চ, উদ্ধরণ**। **খ**) তুলিয়া লওয়া, উদ্ধৃত করা, সরাইয়া ফেলা, লইয়া চলিয়া যাওয়া, হরণ করা। (দীর্ঘনিকায়) **বলিং উদ্ধরেয্য**—রাজস্ব বা খাজনা উঠানো। (মধ্যম নিকায়) **হীযণ**। (জাতকের গাথায় অতীতকালে) **উদদ্ধরি** = **উদ্ধরিত্বা কড়ঢিত্বা পবত্তেসি** (জাতক অর্থকথা)। (করণে) **উদ্ধরাপেতি**। **২** উদ্ধরণ করা, টানিয়া বাহির করা, উৎপাটন করা, টানিয়া লম্বা করা, বাহির করা, রচনা করা, উচ্ছেদ করা, বিচ্ছিন্ন করা, উপড়াইয়া ফেলা। (দীর্ঘনিকায়) **অহিং করণ্ডা উদ্ধরেয্য; অহি করণ্ডা উব্ভতো**। = **অব্বহতি, নীহরতি**। (অতীত) **উদ্ধরি; (জাতক) অঙ্কেন উদ্ধরি;** (থেরগাথা) **অঙ্কেন উদ্ধরে**। (অ-বিণ) **উদ্ধট, উদ্ধত, উব্ভত**। (পঞ্চমী) **উদ্ধরথ, অব্বহ**। (ধর্মপদ) **অত্তানং দুগ্গা উদ্ধরত**। (ক্রি-বি) **উদ্ধরিত্বা,** (গাথায়) **উদ্ধত্বা**—উদ্ধরণ করিয়া, তুলিয়া লইয়া, উঠাইয়া, উদ্ধার করিয়া; (জাতক) **চক্খূনি উদ্ধরিত্বা;** (সাহিত্যে) **লদ্ধত্বঞ্চক্খূনি = আকখীনি উদ্ধরিত্বা** (জাতক অর্থকথা)।

উদ্ধরিন (সূত্রনিপাতে) **অনুদ্ধরিন**। ⇒ **নিট্ঠুরিন**।

উদ্ধলোমিন (বিণ) আরাম কেদারার আবরণ অথবা বিস্তৃত বিছানা সম্বন্ধে:—) কেবল উর্ধ্বভাগে বা উপর অংশে লোম বা কেশ আছে এমন, উপর পার্শ্বে লোম আছে এরূপ অর্থাৎ একপ্রকার আসন-বিছানা অথবা কম্বল। = **উদ্দলোমী**। (তুলনীয়) **একন্তলোমিন**। ⇒ **লোমিন**।

উদ্ধবাতাপনা = **উদ্ধচ্ছিদ্দক**। ⇒ **উদ্ধচ্ছিদ্দক**।

উদ্ধবিরেচন (ক্লী) বমন, বমি, ন্যক্কার, বমনকারক ঔষধ, বমি করানো, বমনকারক ঔষধের ক্রিয়া, উর্ধ্ব বিরেচন, (সাহিত্যে) উৎক্ষেপণ। (বিপ) **অধোবিরেচন**—জোলাপ, পায়খানা হওয়ার ঔষধ। = **উদ্ধং দোসানং নীহরণং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

উদ্ধসুদ্ধ—উর্ধ্বশুদ্ধ, চূড়া পরিষ্কার, আগা পরিষ্কার, শৃঙ্গ পরিষ্কার।

উদ্ধসেতা (বিণ) = **উদ্ধস্ত**। ⇒ **উদ্ধস্ত**।

উদ্ধস্ত (বিণ) আক্রান্ত, বিনষ্ট। (যৌগিকে) **উদ্ধস্তপরিযোনদ্ধ**— আক্রান্ত-আবরিত (অঙ্গুত্তর নিকায়); (সাহিত্যে) **উদ্ধসেতা;** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায়) **উপরিধংসিত**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"উদ্ধসেতা, উদ্ধংসো"** এর পরিবর্তে **"উদ্ধসোতা"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। **অনুদ্ধস্ত** (বিণ) অবিধ্বংসিত, অবিধস্ত। (তুলনীয়) **বিদ্ধস্ত**। ⇒ **বিদ্ধংসেতি**।

উদ্ধহতি = **উদ্রভতি**। ⇒ **উদ্রভতি**।

উদ্ধাপবত্ত = **উদ্ধাপবন্ত**। ⇒ **উদ্ধাপবন্ত**।

উদ্ধাপবন্ত = **উদ্দাপবন্ত**। ⇒ **উদ্দাপবন্ত**।.(সাহিত্যে) **উদ্ধাপবত্ত**। (অর্থকথা বর্ণনায়) **তীর মরিযাদা বন্ধন**।

উদ্ধার (পুং) **১** উদ্ধার, উত্তোলন, মুক্তিসাধন, পতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে গ্রহণকরণ, নষ্ট বা অপহৃত বস্তুর পুনরায় অধিকার প্রাপ্তি, **ঋণ** পরিশোধ, অন্যের বাক্য অবিকৃতভাবে প্রয়োগ, টানিয়া বাহিরকরণ, নিলম্বন, সাময়িক কর্মচ্যুতি, কিছুকালের জন্য অপসারণ। (বিনয়) **কঠিন উদ্ধার**। **২** কর, খাজনা, রাজস্ব, যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত সৈন্য, প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে সংগ্রহ, ঋণ। (বি-ভা) **উদ্ধারং সোধেতি** (অধিকরণ কারকে—**"সাধেতি"**)—ঋণ পরিশোধ করা (জাতক)। **৩** (বিনয়ে অর্থ সম্পর্কে) **অত্থ-উদ্ধার; পদ-উদ্ধার**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অত্থোদ্ধার পদ-উদ্ধার**।

উদ্ধার সাধন (ক্লী) **১** = **উদ্ধারসোধন**। ⇒ **উদ্ধার সোধন**। **২** উদ্ধার সাধন, মুক্তির উপায় সাধন। ⇒ **সাধন** (২)।

উদ্ধারসোধন (ক্লী) ঋণ পরিষ্কারকরণ, ঋণ পরিশোধ।

উদ্ধালক = **উদ্দালক**। ⇒ **উদ্দালক**।

উদ্ধিত (বিণ) উদ্ধৃত, টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত, সমূলে উৎপাটিত, অপসারিত। (জাতক) **উদ্ধিতফল** = **উদ্ধটবীজ** (জাতক অর্থকথা)।

উদ্ধিতফল (বিণ) উদ্ধৃতমুষ্ক, যাহার মুষ্ক ছেদন করা হইয়াছে (অর্থাৎ বলদ, খাসি প্রভৃতি)। = **উদ্ধটবীজ**। ⇒ **উদ্ধিত, ফল** (২)।

উদ্ধুনাতি (ক্রি) [উদ+ধুনাতি] নড়া, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরে কম্পন তোলা।

উদ্ধুমাত (বিণ) উদ্গত, স্ফীত, ফাঁপানো, ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন, উল্লসিত, অহঙ্কৃত, গর্বিত, ক্রুদ্ধ, স্ফীতকায়, ডাঁটাল। = **উদ্ধুমাতক**। ⇒ **উদ্ধুমাযতি**।

উদ্ধুমাতক (বিণ) **উদ্ধুমাত**। ⇒ **উদ্ধুমাত, অসুভলক্‌খণ**। (মধ্যম নিকায়ে শব সম্বন্ধে) **উদ্ধুমাতক বিনীলক**। (জাতক) **উদরং উদ্ধুমাতকং কত্বা; উদ্ধুমাতক নিমিত্ত**—পেট ফুলাইয়া বা পেট ফুলানাকার। ⇒ **সুভ, অসুভ**।

উদ্ধুমাতক সঞ্ঞা (স্ত্রী) (শবদেহ ফুলিয়া) স্ফীত হইয়াছে এরূপ সংজ্ঞা বা ধারণা।

উদ্ধুমাতত্ত (ক্লী) (শবদেহ ফুলিয়া) স্ফীতকায় হইয়াছে এরূপ অবস্থা, ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ অবস্থা।

উদ্ধুমাযতি (ক্রি) [উ+√ধুম+য] ফুলিয়া ওঠা, স্ফীত হওয়া, ফুৎকার দেওয়া, বাতাস দিয়া সঞ্চালিত করা, বায়ু দ্বারা স্ফীত করা বা হওয়া, বিজ্ঞাপনাদিতে অতিরিক্ত প্রশংসা করা, ওঠা, উদয় হওয়া। (অতীত) **উদ্ধুমাযি**। (অ-বিণ) **উদ্ধুমাত, উদ্ধুমাযিত**। (ক্রি-বি) **উদ্ধুমাজিত্বা**।

উদ্ধুমাযন (ক্লী) স্ফীতকরণ, বাতাস দ্বারা ফুলানো, ফুলিয়া ওঠা।

উদ্ধুমাযিক (বিণ) ফুলিয়া উঠে এমন, বাতাস দ্বারা ফুলানো যায় এমন। ⇒ **উদ্ধুমাত**। ইহা "**কোধ-উপাযাস**" শব্দের অধিবচন। ⇒ **কোধ-উপাযাস**।

উদ্ধুমাযিত (বিণ) = **উদ্ধুমাত**। ⇒ **উদ্ধুমাত, উদ্ধুমাযতি**।

উদ্রভ—ভোজন। ⇒ **ভদ্রভতি**।

উদ্রভতি (ক্রি) খাওয়া, ভোজন করা, আহার করা। (মধ্যম নিকায়) **উপচিকা বীজংব উদ্রভেয্যুং**। = **উদ্রহতি, উদহতি, উদাহতি, উদ্ধহতি, উট্ঠহতি**। (মধ্যম নিকায় অর্থকথা) **উদ্রহেয্যুং'তি খাদেয্যুং; উদ্রভাসনে ধাতুং**। ধাতুপাঠও ধাতু মঞ্জুসা গ্রন্থের বর্ণনায় "**উদ্রভ**" অর্থে "ভোজন"।

উদ্রয (ক্লী) উৎপন্ন, প্রকাশ, উদয়, আগমন, পরিণাম, শেষফল, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর, ফল, প্রভাব, গুরুত্ব। (বিণ) নমনীয়, বশ্য, একগুঁয়ে নয় এমন, হেতুপ্রদ, কারণযুক্ত, উদ্দেশ্যপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত, উৎপাদিত।

(বি-ভা) **দুক্‌খুদ্রয**— দুঃখপীড়িত, দুঃখদায়ক; **সুখুদ্রয**—সুখদায়ক (মধ্যম নিকায়)। **উদ্রযিন্দ্রিয** (মধ্যম নিকায়)। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **উদ্রয কম্মং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্রযুদ্ধং**। (যৌগিকে) **কটুকুদ্রয**—তিক্ততাদায়ক।

উদ্রযান্দ্রিয = **উদ্রযিন্দ্রিয**। ⇒ **উদ্রযিন্দ্রিয**।

উদ্রযিন্দ্রিয = **দুক্‌খিন্দ্রিয**। ⇒ **দুক্‌খিন্দ্রিয**।

উদ্রহতি = **উদ্রভতি**। ⇒ **উদ্রভতি**।

উদ্রিয়ন = **উদ্রীয়ন**। ⇒ **উদ্রীয়ন**।

উদ্রীযতি (ক্রি) [উ+√দর+ঈ+য] টুকরা টুকরা বা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে বা হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া যাওয়া, বেগে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া যাওয়া বা ফাটিয়া পড়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া চেরা বা ফাড়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ভাঙ্গা, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত হওয়া, আঘাত করা, ক্ষত করা, বেগে বা বলপূর্বক খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, নষ্ট করা, পড়িয়া খণ্ডবিখণ্ড হওয়া। (বিনয়) **বিহারো উদ্রীযতি**। = **উদাযতি**। (অতীত) **উদ্রীযি**। (ভবিষ্যতে) **উদ্রীযিস্‌সতি** = **ভিজ্‌ঝিস্‌সতি**।

উদ্রীয়ন (ক্লী) ভঙ্গ, ধ্বংস, পতন, জোরে ভাঙ্গিয়া খোলা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উদ্রীয়ন সদ্দ**।

উদ্রীয়ন সদ্দ—পতন শব্দ, ধ্বংস হইবার শব্দ, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ার শব্দ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পথবী উদ্রীয়ন সদ্দ**। ⇒ **উদ্রীয়ন**।

উদ্বাপ = **উদ্দাপ**। ⇒ **উদ্দাপ**।

উদ্বাপতি (ক্রি) = **উদ্দামতি**। ⇒ **উদ্দামতি**।

উনত (বিণ) উন্নীত, উঠানো, উর্ধ্ব, উপর, শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে এমন, স্ফীত, সংগৃহীত, সংগঠিত, সঙ্ঘবদ্ধ, উত্তোলিত, নির্মিত, খাড়া করা হইয়াছে এমন, উৎপাদিত। (বিপ) **ওনত**।

উনত্ত (ক্লী) উনত্ব, উনতা, অল্পতা, অল্প পরিমাণ। (বিপ) **পূরত্ত**।

উনত্তি—স্ফুরণ, প্লাবন, আতিশয্য। ⇒ **উন্দতি**।

উনদ্রিয = **উদ্দয**। ⇒ **উদ্দয**। **দুক্‌খুনদ্রিয**।

উনদ্রিযতি (ক্রি) লাভ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পাওয়া। (তুলনীয়) **উনদ্রিয**।

উনম (ক্লী) উত্তোলন, উচ্চতা, মর্যাদা, উচ্চপদ, উচ্চস্থান।

উনামিন (বিণ) উত্তোলিত, উঠানো, উদ্ধৃত, উদ্ধার করা হইয়াছে এমন। (বিপ) **নিনামিন**।

উন্দতি (ক্রি) স্ফুরিত হওয়া, অভিভূত করা বা হওয়া, প্লাবিত করা বা হওয়া, উথলিয়া পড়া, অধিক হওয়া। **পীতিযা উন্দতি**--প্রীতিতে স্ফুরিত হওয়া, আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হওয়া। ⇒ **উদক**। (অ-বিণ) **উন্ন**।

উন্দুর (পুং) ইঁদুর, ইন্দুর, মূষিক।

উন্দুর খাযিতং—ইঁদুর কর্তৃক ছিন্ন বা কর্তিত। ⇒ **মূসিকা ছিন্ন**।

উন্দূর = উন্দুর। ⇒ **উন্দুর, মূসিক**।

উদ্রিযতি (ক্রি) = **উদাযতি**। ⇒ **উদাযতি, উদ্রযন্ত্রিয**।

উন্ন (বিণ) ১ স্ফুরিত, অভিভূত। ⇒ **উন্দতি**। (বি-ভা) **পীতিবেগেনুন্ন**। **উদগ্গচিত্ত** (বিণ) যাহার চিত্ত মহৎ, গর্বিত চিত্তের, আড়ম্বরশালী চিত্ত সম্পন্ন, উদার মনের, মহদ্গত চিত্তের, যাহার মন উন্নত, গৌরবান্বিত মনযুক্ত। ২ [উদ+ন] উত্তোলিত, উচ্চ। = **উন্নত**। (বিপ) **নিন্ন, নিন্নত**।

উন্নক (বিণ) সুগন্ধির উচ্চতর বা বিশিষ্ট শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি, সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে বিশিষ্ট প্রকারের সুরভি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ রকমের। (জাতক অর্থকথার টীকায়) **কুটন্তজ**।

উন্নঙ্গল (বিণ) [উদ+নঙ্গল] বিনা চাষে, বিনা কর্ষণে অর্থাৎ লোকের দ্বারা কর্ষণ করা হয় এবং উৎসবের জন্য প্রস্তুত করানো হয় এরূপ। (বি-ভা) **উন্নঙ্গলং করোতি**—(Morris এর মতে) অতি কর্ষণ করা, ঘটা, আসিয়া উপস্থিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া; (জাতক অর্থকথা মতে) কর্ষণ (বা কাজ) না করা, কর্ষণ (বা কাজ) বন্ধ করিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়া, ছুটি উপভোগ করা।

উন্নত (বিণ) উন্নত, উচ্চ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উত্তোলিত, স্ফীত, গৌরবান্বিত, উদার, উৎকৃষ্ট। (বিপ) **ওণত**। = **সামিন**। ⇒ **উন্নমতি, উন্নল**।

উন্নত পদেস—উচ্চস্থান, উঁচু জায়গা। = **উচ্চভূমি**। (বিপ) **নিন্ন পদেস**।

উন্নতাবনতি (স্ত্রী) [উন্নতি+ অবনতি] উন্নতি এবং অবনতি।

উন্নতি (স্ত্রী) উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, গৌরব, বৃদ্ধি, উদয়, ঔদ্ধত্য, উচ্চতা, উত্তোলন, মর্যাদা, উচ্চপদ, উচ্চস্থান। (বিপ) **অবনতি**।

উন্নদতি (ক্রি) [উদ+√নদ+অ] প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, প্রতিধ্বনি হওয়া, উচ্চধ্বনি করা বা হওয়া, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা। (অতীত) **উন্নদি**। (অ-বিণ) **উন্নদিত**। (করণে) **উন্নাদেতি**।

উন্নম (পুং) উত্তোলন, উচ্চতা, মর্যাদা, উচ্চপদ, উচ্চস্থান, মালভূমি, অধিক্যতা, উদয়স্থান। = **থল-উন্নত পদেস** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উন্নমতি (ক্রি) [উ+√নম+অ] ওঠা, উদয় হওয়া, আরোহণ করা, চড়া, উন্নতি করা, কৃতকার্য হওয়া, সমৃদ্ধিশালী হওয়া, উর্ধ্বগতি হওয়া। ⇒ **উন্নমতি**। (বিপ) **ওণমতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ওণমতি উন্নমতি**। (অতীত) **উন্নমি**। (অ-বিণ) **উন্নত, উন্নর**। (করণে) **উন্নামেতি**।

উন্নর (বিণ) = **উন্নত**। ⇒ **উন্নত, উন্নমতি**।

উন্নল (বিণ) প্রদর্শিত, উদ্ধত, রূঢ়, প্রগল্‌ভ, অহঙ্কৃত, দাম্ভিক, সমারোহবিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, অভিমানী, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, গর্বিত, অহঙ্কারী। (বি-ভা) **উদ্ধত উন্নল কপল**—মনে আবিলতাপূর্ণ-গর্বিত বা ডাঁটাল-দাম্ভিক (মধ্যম নিকায়); (Kindred Sayings-এর বর্ণনায়) **উগ্গত-নল উদ্ধট-তুচ্ছ-মান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উন্নল অসমাহিত**। (ধম্মপদ) **উন্নল পমত্ত**; (ধম্মপদ অর্থকথায়) **মান-নলং উক্‌খিপিত্বা চরণেন উন্নল**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথায়) **উগ্গত-নলো তুচ্ছ-মানং উক্‌খিপিত্বা'তি অত্থো**।

উন্নল্‌ = উন্নল। ⇒ **উন্নল**।

উন্নহনা (স্ত্রী) তোশামোদকারী, প্রীতিজনক, আশাপ্রদ, কাহারও সহিত কাহাকেও বন্ধন করণ অথবা কাহারও প্রতি কাহাকেও ঠেলিয়া দেওন, প্রার্থনা করণ, যাচ্ঞাকরণ, ভিক্ষাকরণ, অনুনয়-বিনয়করণ।

উন্নাদ (পুং) উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, কোলাহল, উচ্চশব্দ, গোলমাল।

উন্নাদিন (বিণ) শব্দকারক, গোলমালপূর্ণ, কোলাহলময়, চিৎকার করিয়া, জয়ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, গুণকীর্তিত, উচ্চস্বরবিশিষ্ট, উচ্চশব্দকারী, কোলাহলকারী, প্রচণ্ড, কোলাহলপূর্ণ।

উন্নাদিনী (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক উচ্চরবে চিৎকার করে, উচ্চধ্বনিকারিণী, কোলাহলকারিণী, চিৎকারকারিণী। ⇒ **উন্নাদ**।

উন্নাদী (বিণ) শব্দকারক, কোলাহলকারী, জয়ধ্বনিত। ⇒ **উন্নাদিন**।

উন্নাদেতি (ক্রি) প্রতিধ্বনি করা, শব্দ করা, জয়ধ্বনি করা। ⇒ **উন্নদতি**। (জাতক) **পথবিং উন্নাদেতি**।

উন্নামিন (বিণ) উত্তোলিত বা উদিত, উত্তোলন করা হয় এরূপ, উদিত হয় এরূপ। (যৌগিকে) **উন্নামিন নিন্নামিন**—উত্তোলন করা হয় এবং নামানো হয় বা অবনমিত করা হয় এরূপ, উত্তোলিত এবং অবনমিত, উপরে এবং নীচে (অঙ্গুত্তর নিকায়ে কর্ষিত ভূমি সম্বন্ধে)। (বিপ) **নিন্নামিন**।

উন্নামেতি (ক্রি) উত্তোলন করা। ⇒ **উন্নমতি, উন্নমতি**। (তুম) **উন্নমেতবে**।

উন্মত্তক (বিণ) উন্মত্ত, পাগল।

উন্মত্তক বেস (পুং) পাগলের ন্যায় ভান বা ছল, উন্মত্তের ন্যায় বেশ। ⇒ **বেস**।

উপ (উপপদ এবং সন্নিকটার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যৌগিকে "**উপ**"রূপে শব্দের পূর্বশব্দের পরে যুক্ত হয়, যথা—দেব+ উপট্ঠান = **দেবূপট্ঠান**; সেইরূপ "**লোকূপগ**" ইত্যাদি)

১ (বিরামার্থে:—) উপরে, উপরিভাগে, নিকটে, সন্নিহিত, পরে, প্রতি, অভিমুখে, জন্য, অধিকন্তু, সম্বন্ধে, উচ্চে, দিকে, উপরদিকে, সম্পূর্ণরূপে, পর্যন্ত। **উপকিণ্ণ**—আবরিত। **উপজীবতি**—জীবনধারণ করা, বাঁচিয়া থাকা; (তুলনীয়) **অনুজীবতি**। **উপখন্তিত**—আশ্রিত। ২ (উদ্দেশ্যার্থে:—) (বাহিরের দিকে) পর্যন্ত। (তুলনীয়) **উপর, উপরি, উপম**। **উপকড়্ঢতি, উপকপ্পতি, উপকখত**। ৩ (সান্নিধ্যার্থে:—) নিকটে, সমীপে, অতি নিকটে, কাছে, সন্নিকটে। **উপকণ্নক, উপতিট্ঠতি, উপনামেতি**। ৪ (আতিশয্যবাচক ব্যবহারে:—) সম্পূর্ণরূপে, অতীব, অত্যন্ত, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা করিয়া। **উপত্তিক, উপছিন্দতি**। ৫ (ক্ষুদ্রত্ববাচক ব্যবহারে:—) ঘনিষ্ঠরূপে, প্রায়শ, চতুর্দিকে, ব্যাপৃত, উন্মুখ, প্রায়, কাছাকাছি, ইতস্তত, নিকটে, সম্বন্ধে, চারিদিকে, এদিক ওদিক, সামান্য, সাধারণ, কিয়ৎপরিমাণে, কতকটা, অল্প অল্প, অল্পক্ষণের জন্য, নিকৃষ্ট, অপ্রধান। **উপড়্ঢ, উপকচ্ছক, উপকগুকিন**।

উপক (বিণ) প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত, প্রায়শঃকৃত, পুনঃপুন সংঘটিত, নিকটে আগত, সমীপবর্তী। = **উপগ**। (যৌগিকে) **কুলুপক**। (পুং) একজন তিথীয় পরিব্রাজকের নাম।

উপকচ্ছ (ক্লী) [উপ+কচ্ছা] বগল, কুক্ষি।

উপকচ্ছক (ক্লী) বগল, কুক্ষি। (বিণ) ১ [উপ+কচ্ছ+ক] বেষ্টিত স্থানের ন্যায় অর্থাৎ গর্তাকার বা গহ্বরাকার, ছিদ্রাকার, প্রণালী সদৃশ, আশ্রয়স্থানের ন্যায়, সাধারণ কপটের ন্যায়, কিয়ৎ পরিমাণে ফাঁপার ন্যায়, সাধারণ গর্ত বা ছিদ্রের ন্যায়। ২ [উপ+কচ্ছা+ক] বগলের ন্যায়, কুক্ষি সদৃশ, কটিদেশের বা কোমরের নিম্নভাগ তুল্য। = **কচ্ছ** (২)।

উপকচ্ছন্তর (ক্লী) ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর, ছোট গর্তের ভিতর।

উপকচ্ছন্তরে—উরু সন্ধির মধ্যে, দুই কটিদেশের মধ্যে, বগলের মধ্যে, কুক্ষির মধ্যে। তিনটি বিশেষ ভাষায়:—**ক) উপকচ্ছন্তরে কত্বা**—কুক্ষিতে বা দুই পায়ের মধ্যস্থলে গ্রহণ করিয়া; **খ) উপকচ্ছন্তরে খিপিত্বা**—বগলে ক্ষেপণ করিয়া বা লইয়া; **গ) উপকচ্ছন্তরে ঠপেত্বা**—উরুসন্ধির মধ্যে অথবা বগলে রাখিয়া।

উপকট্ঠ (বিণ) নিকটবর্তী, সমীপস্থ, নিকটে আগত, প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত। (জাতক) **যাব উপকট্ঠ মজ্ঝন্তিকা**—মধ্যাহ্নের (অর্থাৎ দিন দুপুরের) নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত। সাধারণত দুই প্রকার বিশেষ ভাষায়:—**ক) উপকট্ঠে কালে**—সময় যখন নিকটবর্তী হয় অর্থাৎ খাবার সময় আগাইয়া আসিলে; **খ) উপকট্ঠায বস্সূপনাযিকায**—বর্ষাকাল নিকটবর্তী হইলে। (তুলনীয়) **বূপকট্ঠ**। (অধিকরণ কারকে) **উপকট্ঠে**।

উপকট্ঠে (ক্রি-বিণ, পদান্বয়ী অব্যয়) নিকটে, প্রতিবেশীরূপে, পাড়ার। = **সন্তিকে**। ইহা "**উপকণ্ঠে**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উপকড়্ঢতি (ক্রি) [উপ+√কড়ঢ+অ] কিছুর নিকটে বা দিকে টানিয়া নেওয়া, মাটির উপর দিয়া কিছুর দিকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া অথবা টানিয়া নামাইয়া দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **উপকড়্ঢতি অপকড়্ঢতি**। (ধর্মপদ) **নিররায উপকড়্ঢতি = নিরযে নিব্বত্তপেতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **উপকড়্ঢি**। (অ-বিণ) **উপকড়্ঢিত**।

উপকণ্ঠ = উপকট্ঠ। ⇒ **উপকট্ঠ**।

উপকণ্ঠে = উপকট্ঠে। ⇒ **উপকট্ঠে**।

উপকগুকজাত উপ্পগুপ্পগুকজাত। ⇒ **উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপকগুকিন = উপ্পগুকিন। ⇒ **উপ্পগুকিন**।

উপকণ্ডিন (বিণ) ("**উপ**" উপসর্গের সহিত সংযোগ "**উপকণ্ডিন**") ডাঁটার ন্যায় অথবা শরের ন্যায় (হালকা)।

উপকন্ন (ক্লী) [উপ+কণ্ণ] কানের নিকট, (ক্ষত বা দাগ), কানের সন্নিকট। **উপকন্নমহি**—কানের অতি নিকটে, কানের পার্শ্বে, কানের মধ্যে।

উপকন্নক (বিণ) [উপ+কণ্ণ+ক] কানের নিকটে, কানের কাছে, কাহারও কানে অথবা কানের উপর। (ক্লী) যে স্থানে অপরের ফুসফুসি শব্দ শুনা যায়।

উপকন্নক জপ্পিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কর্ণমন্ত্র দেয়, যে ব্যক্তি অপরের কানে কানে কথা বলে, গুজব বা জনশ্রুতি প্রচারকারী, সাংবাদিক অথবা সংবাদ প্রচারকারী। (তুলনীয়) **কন্নজপ্পক, কন্নজপ্পন**।

উপকন্নকে (বিণ) গোপনীয়, গুপ্ত, গূঢ়। (ক্রি-বিণ) গোপনভাবে, লুক্কায়িতভাবে।

উপকন্নমহি ⇒ **উপকন্ন**।

উপকপ্পতি (ক্রি) [উপ+√কপ্প+অ] নিকটে আসা, অগ্রসর হওয়া, জমা হওয়া, ফলস্বরূপে অথবা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হওয়া, লাভজনক হওয়া, উপকারী বা হিতজনক হওয়া, উপযোগী হওয়া, যথোপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, কর্ম করা, পরিবেশন করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, উপকার করা, বন্দোবস্ত করা, আদেশ পালন করা, ব্যবহার করা, জারি করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা। = **নিপ্পজ্জতি**। (পেতবত্থু) **পেতানং উপকপ্পতি**। = **বিনিযুজ্জতি**।

উপকপ্পন (ক্লী) শাসন, কার্যনির্বাহ, পরিচালন, প্রয়োগ, পরিচালনার শক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা, উপকার, অনুগ্রহ, লাভ, সুবিধা, মুনাফা, সুফল, উন্নতি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দান-উপকপ্পন**। **অনুপকপ্পন**—ক্ষতি, কুফল, অনুন্নতি, অনুপকার।

উপকল্পনা (স্ত্রী) উপকার, অনুগ্রহ, লাভ, সুবিধা, নিকটে আগমন, প্রবেশ পথ, প্রবেশাধিকার, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা।

উপকরণ (ক্লী) উপকরণ, রাজাগণের ছত্র-চামরাদি চিহ্ন, নির্মাণ সামগ্রী, উপাদান, যন্ত্র, অস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, দলিল, উপায়, সাধনস্বরূপ বস্তু বা ব্যক্তি, সজ্জা সামগ্রী, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাব, পাত্র, বাসন, অবাশ্যকীয় দ্রব্য, অভাব, সাহায্য, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, বাড়ীর চাকর, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী অথবা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যসম্ভার, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্য কর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, বাঁচিয়া থাকার উপায়, জীবিকানির্বাহের উপায়, জীবিকা। (বিণ) উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভালো। = **গেহবিগত**।

উপকরোতি (ক্রি) [উপ+√কর+ও] উপকার করা, আদেশ পালন করা, আদেশপালনার্থে উপস্থিত থাকা, সাহায্য করা, সহায়তা করা, নিবারণ করা, না করিয়া পারা, খাদ্যাদি পরিবেশন করা, খাইতে আরম্ভ করা অথবা খাওয়া. কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যাবহার করা, জারি করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, ধারণ করা, ভারবহন করা, সহ্য করা, ভরণপোষণ করা, প্রতিপালন করা, সাহায্য করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া। (অতীত) **উপকরি, উপকাসিং = অনুগণ্‌হিং সন্তপ্পেসিং**। (অ-বিণ) **উপকখট, উপকখত**।

উপকার (পুং) উপকার, হিত, অনুগ্রহ, সাহায্য, ফল, প্রয়োজন, উপকৃতি, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী অথবা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, অনুকম্পা, দয়া, দান, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি, সুবিধা, লাভ, ধর্ম, কর্তব্য, বশ্যতা, বাধ্যবাধকতা, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, কৃত্যক, সরকারি কাজ, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত। **উপকারয হোতি**—মঙ্গলের জন্য হয়, উপকারের জন্য হইয়া থাকে, হিতের জন্য হয়। **উপকারং করোতি**—অনুগ্রহ করা, দয়া করা, বাধিত করা, অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা বাধিত করা, সন্তুষ্ট করা।

উপকারক (বিণ) উপকারী, সাহায্যকারী, কর্মক্ষম, কার্যকর, ফলোৎপাদক, ক্ষমতাশালী, চিত্তাকর্ষক, উপকারক, যে ব্যক্তি উপকার করে।

উপকারাবহ (বিণ) কার্যকর, উপকারী, হিতকর, প্রয়োজনীয়, দরকারি, কর্মক্ষম, মঙ্গলকর, শুভজনক, উপকারজনক, হিতকারী। ⇒ **আবহ**।

উপকারিকা (বিণ, স্ত্রী) উপকারিণী, হিতকারিণী, মঙ্গলকারিণী, সাহায্যকারিণী। = **উপকারিণী**। (স্ত্রী) ১ দুর্গ, দুর্গনির্মাণ, দুর্গাদি নির্মাণ কৌশল, নিরপত্তা রক্ষায় দৃঢ়তার জন্য নগর প্রাচীর। ২ দর্শন-সম্বন্ধীয় বিষয়ে কারণ বা যুক্তির সমার্থবাচক যাহা অবিরত চেষ্টায় সহায়ক বস্তুর অথবা যে কোনো প্রদত্ত বস্তুর সংঘটন (তিক পট্‌ঠান)।

উপকারিন (বিণ, পুং) উপকারী (লোক), দাতা, পৃষ্ঠপোষক।

উপকারিনী (বিণ, স্ত্রী) উপকারিণী, হিতকারিণী। = **উপকারিকা** (বিণ, স্ত্রী)।

উপকারী (বিণ, পুং) উপকারী, উপকারক, উপযোগী, সাহায্যকারী, সহায়।

উপকাল (বিণ) ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের। (পুং) উপকাল নামক পাষণ্ড বা শয়তান, উপকাল নামক যমদূত বা নরকপাল।

উপকিণ্ণ (বিণ) আবরিত, আচ্ছাদিত, লুক্কায়িত, অন্তর্ভুক্ত। ⇒ **উপকিরতি**।

উপকিরতি (ক্রি) আচ্ছন্ন করা, ঢাকিয়া রাখা, অন্তর্ভুক্ত করা, বেষ্টিত করা বা থাকা। (অ-বিণ) **উপকিণ্ণ**।

উপকিরিযা (স্ত্রী) যন্ত্র, অস্ত্র, ভূষণ, সরঞ্জাম, অলঙ্কার, পদক, সম্মান-চিহ্ন।

উপকুঠিত (বিণ) সিদ্ধ, সিদ্ধকৃত, ঝলসানো, তাপক্লিষ্ট, উত্তপ্ত। **কুট্‌ঠিত** শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উপকূপিত (বিণ) কম্পিত, বিচলিত, আলোড়িত, অগ্নি দ্বারা বিরক্ত, আগুন দ্বারা বিশৃঙ্খল।

উপকূজতি (ক্রি) [উপ+√কূজ+অ] (পাখিদের) গান করা, কূজন করা, কিচমিচ শব্দ করা। (জাতক) **কূজন্তং উপকূজতি** গানের প্রতিগান করা অর্থাৎ গান দ্বারা গানের উত্তর দেওয়া, কূজনে প্রতিকূজন করা। (অতীত) **উপকূজি**। (অ-বিণ) **উপকূজিত**।

উপকূজিত (বিণ) কূজিত, প্রতিধ্বনিত, পাখির গানে বা কিচমিচ শব্দে পরিপূরিত। ⇒ **উপকূজতি**।

উপকূল (ক্লী) উপকূল, বেলাভূমি, সমুদ্রতীরবর্তী ভূপ্রান্তভাগ, বাঁধ, নদীর তীর, নদীর ধার, কূল, পার। (জাতক) **রুক্খূপকূলজে**—নদীর তীরবর্তী উৎপন্ন বৃক্ষ।

উপকূলিত (বিণ) এই শব্দটি প্রাচীনযুগে নাক-সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ থেরীগাথা। **জরায পটিসেধিকা বিয** (থেরগাথা অর্থকথা)। Morris-এর অনুবাদে ইহার

অর্থ:—অবরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত; Mrs. Rh. Davids-এর Sisters গ্রন্থের অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:—দগ্ধীকৃত, পোড়ানো, ঝলসানো, শুষ্ককৃত, অসাড় বা শক্ত, কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। ⇒"উপকূলিত"

উপকূলিত (বিণ) দগ্ধীভূত, উপরিভাগ দগ্ধীকৃত, ভাজা, ঝলসানো, অগ্নির উত্তাপে ঝলসাইয়া পাক করা হইয়াছে এমন, সিদ্ধকৃত। **অড্ঢজ্ঝামক**—অর্ধভাজা। ⇒ **উপকূসিত**।

উপকূসিত—সম্ভবত এই শব্দটি জাতকে ভুলবশত উপকূলিত। শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, জাতক অর্থকথায় ইহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে **"কুক্কুলে ঝামো"** এবং "কুট্ঠিত—সিদ্ধকৃত, উত্তাপে পীড়িত, উত্তপ্ত" এর পরিবর্তে **"উপকুঠিত"** শব্দ দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থকথার বিভিন্ন টীকানুসারে ইহার একই মূল শব্দ "উপকূলিত" হইতে পারে, যেমন—(বর্মাগ্রন্থে) "উপকূলিত" শব্দকে **"উপকুপিত**—কম্পিত, অগ্নি দ্বারা বিরক্ত" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উপক্ক = উপ্পক্ক। ⇒ **উপ্পক্ক**।

উপক্কন্ত (বিণ) ১ আক্রান্ত। ২ আক্রমণ করিয়া, বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া, চক্রান্ত করিয়া, বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া। ⇒ **উপক্কমতি**।

উপক্কম (পুং) **১ক)** (সাহিত্যে) গমন, নিকট, অগ্রসর, সমীপ, আগুয়ান। **খ)** আক্রমণ। **২ক)** (সাধারণ ব্যবহারে) উপক্রম, আরম্ভ, সম্যক বিবেচনাপূর্বক আরম্ভ, উদ্যম, কার্য, আচরণ, কার্যকরণ, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার। **খ)** (বিশেষ ব্যবহারে) পথ, উপায়, কৌশল, আশাপ্রদ উপায়ে প্রতিকার, উদ্দেশ্যসাধক, প্রতিকার (সূত্রনিপাত); (অথবা) অপকৌশল, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, অভিসন্ধি, কুমন্ত্রণা (থেরগাথা), শাস্তি (জাতক)।

উপক্কমতি (ক্রি) [উপ+√কম+অ] ১ আক্রমণ করা, বিরুদ্ধ সমালোচনা করা। ২ কার্যারম্ভের উপক্রম করা, কার্য সম্পন্ন করিবার উপায় অবলম্বন করা, উদ্যম করা, চেষ্টা করা, প্রযত্ন করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্বন্ধে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া। ৩ আরম্ভ করা, সম্যক বিবেচনাপূর্বক আরম্ভ করা। (অতীত) **উপক্কমি**। (অ-বিণ) **উপক্কন্ত**।

উপক্কমন (ক্লী) উপক্রমণ, সমীপে গমন, আক্রমণ, বিরুদ্ধ সমালোচনা, অগ্রসর।

উপক্কিতক (পুং) ১ ক্রীতদাস, কেনা চাকর। ২ ক্রেতা, ফেরিওয়ালা, ব্যবসায়ী। (সাহিত্যে) **উপক্খিত্তক**।

উপক্কিতক ভতক (পুং) ক্রীতদাস। = **যো কহাপণাদীহি কিঞ্চি কিনাতি সো উপক্কিতকো'তি বুচ্চতি** (উদান অর্থকথা)। ⇒ **উপক্কিতক**।

উপক্কিলিট্ঠ (বিণ) উর্বর, সারযুক্ত, কলঙ্কিত, মলিন, উপক্লিষ্ট, রঞ্জিত, দূষিত, দাগি, নিন্দিত, অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত, ভ্রষ্ট, নীতিহীন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপক্কিলিট্ঠ চিত্ত**।

উপক্কিলিট্ঠ চিত্ত (ক্লী) উপক্লিষ্ট চিত্ত, কলুষিত মন, অপবিত্র মন, ভ্রষ্ট মন। **কামচ্ছন্দো চিত্তস্স উপক্কিলেসো**। (বিণ) যাহার মন অপবিত্র হইয়াছে।

উপক্কিলেস (পুং) উপক্লেশ, যদ্দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, যদ্দ্বারা পণ্ড হয় অথবা বিগড়াইয়া যায়, ক্ষুদ্রতর দোষ, সামান্য কলঙ্ক, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য, ভ্রষ্টতা, দুশ্চরিত্রতা, নীতিভ্রষ্ট অবস্থা, কলঙ্ক, লজ্জা, নিন্দা। **কামচ্ছন্দো চিত্তস্স উপক্কিলেসো**। ⇒ **অবভ**। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চ চিত্তস্স উপক্কিলেসো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আগন্তুক উপক্কিলেস; চিত্তস্স উপক্কিলেস; ওলারিক উপক্কিলেস; চন্দিম-সুরিযানং সমণ-ব্রাহ্মণাণং উপক্কিলেস; জাতরূপস্স উপক্কিলেস; উপক্কিলেস বিগতা**। = **উপক্লেস**। বিশুদ্ধিমার্গে দশ প্রকার বাধা বা উপক্লেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

উপক্কুট্ঠ (বিণ) নিন্দিত, দোষারোপিত, ভর্ৎসিত, অপমানিত, তিরস্কৃত, কলঙ্কিত, দোষযুক্ত, নিন্দার্হ, অসম্পূর্ণ। ⇒ **উপক্কোসতি**। **অনুপক্কুট্ঠ** (বিণ) অনিন্দিত, সম্পূর্ণ, অকলঙ্কিত, প্রশংসিত।

উপক্কোস (পুং) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক।

উপক্কোসতি (ক্রি) [উপ+√কুস+অ] নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, গালাগালি দেওয়া, দোষারোপ করা। (অতীত) **উপক্কোসি**। (অ-বিণ) **উপক্কুট্ঠ**।

উপক্খট (বিণ) শাসিত, পরিচালিত, কার্য নির্বাহকৃত, অনুগ্রহপূর্বক করিয়াছে এমন, আদেশ পালিত, নিকটে আনীত, প্রদত্ত, প্রস্তুতকৃত। **সজ্জিত**। ⇒ **উপকরোতি**।

উপক্খত = উপক্খট। ⇒ **উপক্খট**।

উপক্খন্ধ [উপ+খন্ধ] বৃক্ষকাণ্ডের উপরিভাগ, হস্তিশুণ্ডের উপর অংশ, স্কন্ধ, কাঁধ, পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাদ্দিক, (জন্তুর) উপরিভাগ, (জিনিসের) উল্টা দিক, পশ্চাদ্দিকের স্থান। = **খন্ধ**।

উপক্খতি (ক্রি) [উপ+খলতি] হোঁচট খাওয়া, টলমল করিয়া চলা, স্খলিত হওয়া, থামিয়া থামিয়া অথবা ভুল-ভ্রান্তি করিয়া কথা বলা, ভুল করা, শীঘ্র চলা, সত্বর পদবিক্ষেপ করা, স্খলিত পদ করা বা হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, উল্টাইয়া ফেলা, ভুল ধরা। (অ-বিণ) **উপক্খলিত**।

উপক্খলন (ক্লী) হোঁচট, স্খলন, স্খলিতপদ, টলমল করিয়া চলন, অকৃতকার্য, ভুল-ভ্রান্তি। ⇒ **উপক্খলতি**।

উপক্খলিত (বিণ) = **খলিত**। ⇒ **খলিত, উপক্খলতি**।

উপক্‌খিত্তক = **উপক্কিতক**। ⇒ **উপক্কিতক**।

উপক্লেস = **উপক্কিলেস**। ⇒ **উপক্কিলেস**।

উপ-খন্ধ = **উপক্‌খন্ধ**। ⇒ **উপক্‌খন্ধ**।

উপগ (বিণ) (এই শব্দটি যৌগিকে প্রায়ই "**উপগ**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।) ১ (কিছুর দিকে) যায় এমন, প্রাপ্ত হয় বা লাভ করে এমন, পৌঁছে বা নাগাল পায় এমন, উৎপাদিত। (বি-ভা) **কায়ূপগ; আকাসানঞ্চায়তনূপগ** (সংযুক্ত নিকায়)। (পেতবত্থু) **ব্রহ্মলোকূপগ**। (দীর্ঘনিকায়) **যথাকম্মূপগ**। ২ নিকটে আগত, প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ। **বিকপ্পনূপগ**—অভিরুচি অনুযায়ী। ৩ আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, যুক্ত, অধিকারভুক্ত, সংসৃষ্ট, বর্তমান, বিদ্যমান। (জাতক) **হত্থূপগ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাদূপগ**। ৪ (বি-ভা) **গয়হূপগ**।

উপগচ্ছ (ক্রি-বি) = **উপাগচ্ছ**। ⇒ **উপাগচ্ছতি**।

উপগচ্ছতি (ক্রি) [উপ+√গম+অ] ১ (কিছুর দিকে) যাওয়া, অগ্রসর হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, (জল) প্রবাহিত হওয়া। (তুলনীয়) **উপাতিগচ্ছতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসনট্ঠানং উপগচ্ছতি; বাসং উপগচ্ছতি**। (ক্রি-বি) **উপগন্ত্বা**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তনো সন্তিকং উপগন্ত্বা**; = **উপগম্ম**। ২ সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা, ভিতরে যাওয়া, প্রবেশ করা, আরম্ভ করা, সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠিং অনুপগম্ম**। (জাতক) **বস্‌সং উপগম্ম; নিদ্দং উপগচ্ছতি**—ঘুমাইয়া পড়া। (অতীত) **উপগচ্ছি, উপগঞ্ছি**। (অ-বিণ) **উপগত**।

উপগণ্‌হনা (স্ত্রী) গ্রহণকরণ, রক্ষাকরণ, যত্নকরণ, চিন্তাকরণ, সঙ্কল্পকরণ, ধ্যানকরণ, মনোমধ্যে আলোড়নকরণ।

উপগণ্‌হাতি (ক্রি) [উপ+গণ্‌হাতি] গ্রহণ করা, ধরা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, লওয়া, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোনো সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণ করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা। (অতীত) **উপগণ্‌হি**।

উপগত (বিণ) ১ গত, আগত, সমীপস্থ, নিকটস্থ, সম্মুখে বা নিকটে উপনীত, উপস্থিত। (সূত্রনিপাত) **আসনূপগত নিসিন্ন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সন্তিকং উপগত; পেতলোকং উপগত**। ২ সহ্য করিয়া, অধীন হইয়া, অনুভব করিয়া, উপগত, ভোগ করিয়া, অধীনস্থ হইয়া, বশীভূত করিয়া, অনুগত, স্বীকৃত, জয় করিয়া, পরাভূত করিয়া, (দুঃখ) ভোগিয়া। ⇒ **অসিত**। = **অভিভূত; অজ্‌ঝুপগত**। (পেতবত্থু) **খুপ্পিপাসুপগত**। ⇒ **উপগচ্ছতি**।

উপগমন (ক্লী) উপগমন, নিকটে গমন, লাভ, জ্ঞান, মৈথুন, ভিতরে প্রবেশকরণ, গ্রহণকরণ, যাপন। (বিনয়) **অজ্‌ঝুপগমন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বস্‌সূপগমন**।

উপগমনক (বিণ, পুং) (কিছুর দিকে) যাইয়া বা অগ্রসর হইয়া, গমনকারী। = **অজ্‌ঝূপগ** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উপগম্ম = **উপগন্ত্বা**। ⇒ **উপগচ্ছতি**।

উপগলতি (ক্রি) প্রবাহিত হওয়া, ক্রমে নিম্নদিকে গড়াইয়া যাওয়া। (অতীত) **উপগলি**। (অ-বিণ) **উপগলিত, উপগলিত**।

উপগলিত (বিণ) প্রবাহিত, ক্রমে নিম্নদিকে গড়াইয়া গিয়াছে এরূপ। (জাতক) **উপগলতি খেলো; পগ্‌ঘরিত খেলো**। ⇒ **উপগলতি**।

উপগল্‌তি (ক্রি) = **উপগলতি**। ⇒ **উপগলতি**। (অ-বিণ) **উপগল্‌িত**।

উপগল্‌িত (বিণ) = **উপগলিত**। ⇒ **উপগলিত, উপগল্‌তি**।

উপগামিন (বিণ) যাইয়া, প্রবেশ করিয়া, অনুভব করিয়া, অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া, সহ্য করিয়া, ভোগ করিয়া, ভোগিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাতিজরূপগামিন**।

উপগীত—গীত, গান, (পক্ষীর) কলরব বা কূজন, রব, ধ্বনি। ⇒ **অভিগীত**। (বিণ) অপগীত, স্তুত, কীর্তিত।

উপগুয্‌হ (ক্রি-বি) আলিঙ্গন করিয়া, গোপন করিয়া বা রাখিয়া, অন্তর্ভুক্ত করিয়া। ⇒ **উপগূহতি**।

উপগূহতি (ক্রি) [উপ+√গূহ+অ] আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। (অতীত) **উপগূহি**। (অ-বিণ) **উপগূহিত**। (ক্রি-বি) **উপগুয্‌হ**।

উপগূহিত (বিণ) আলিঙ্গিত, সর্বান্তঃকরণে গৃহীত, অন্তর্ভুক্ত। ⇒ **উপগূহতি**।

উপগ্‌ঘাত (পুং) ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে চলন বা গমন, সহসা ধাক্কা দেওন, হঠাৎ বা দ্রুত হেঁচকা টান, হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগানো, হঠাৎ লম্ফ প্রদান। (বিণ) ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ, আঘ্রাত, শুঁকিয়াছে এরূপ, আঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন, সুগন্ধযুক্ত, সুগন্ধিত, আঘ্রাণযুক্ত, গন্ধযুক্ত, চুম্বিত, আদরকৃত, আদর করা হইয়াছে এমন, চুম্বন করা হইয়াছে এমন। = **উপসিঞ্চিত**। (জাতক অর্থকথায়) **সীসম্‌হি উপসিঞ্চিত**। ⇒ **উপগ্‌ঘায়তি**।

উপগ্‌ঘায়তি (ক্রি) আঘ্রাণ লওয়া, শোঁকা, নাসিকা দ্বারা অনুভব করা, ঘ্রাণ লওয়া, গন্ধ লওয়া, চুম্বন করা, আদর করা। ⇒ **ঘায়তি**। (অ-বিণ) **উপগ্‌ঘাত**। (তুম) **উপগ্‌ঘাতুং**।

উপঘট্টিত (বিণ) ঘা মারিয়াছে এরূপ, খট খট শব্দ করিয়াছে এরূপ, আঘাত করা হইয়াছে এরূপ, ধাক্কা মারিয়াছে

এরূপ। ⇒ **উপঘট্টেতি**।

উপঘট্টেতি (ক্রি) ঘা মারা, খট খট শব্দ করা, আঘাত করা, ধাক্কা মারা। (অতীত) **উপঘট্টেসি**। (অ-বিণ) **উপঘট্টিত**।

উপঘাত (পুং) উপঘাত, আঘাত, ক্ষতি, বিনাশ, বিকলতা, পীড়া, রোগ, ধাক্কা, ব্যথা, অপকার, অহিত, বিরক্তকরণ, হত্যা, বধ। **অনুপঘাত**—অপরকে আঘাত না করা, দয়া।

উপঘাতক (পুং) আঘাত, আঘাতকারী ব্যক্তি, ক্ষতি, বিনাশ। = **উপঘাত**। (বিণ) আঘাতকারী, ঘাতক, বধকারী, অনিষ্টকারী, কাটিয়া ছোট করে এমন, ধ্বংসকারী, ধ্বংস করিয়া, ক্ষতি করিয়া, কাটিয়া ছোট করিয়া, পীড়া দিয়া, বিরক্ত করিয়া, অপরাধ করিয়া।

উপঘাতন (ক্লী) = **উপঘাত**। ⇒ **উপঘাত**।

উপঘাতিন (বিণ) = **উপঘাতক**। ⇒ **উপঘাতক** (বিণ)।

উপঘাতী (বিণ) = **উপঘাতিন**। ⇒ **উপঘাতিন**।

উপচয (পুং) উপচয়, রাশীকরণ, স্তূপীকৃতকরণ, সঞ্চয়করণ, সংগ্রহকরণ, সমূহ, আধিক্য, উন্নতি, পুষ্টি, বৃদ্ধি, মূল্যবান, জ্ঞান, ধ্বংসস্তূপ, রাশি, স্তূপ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, মূল্যবৃদ্ধি, সংগৃহীত পদার্থনিচয়। (দীর্ঘনিকায়) **ওদন-উপচযো = কুম্মাসূপচযো**। ⇒ **কায**। (ধর্মসঙ্গণী) **রূপস্স উপচযো = আযতনানং আচযো**।

উপচরতি (ক্রি) [উপ+√চর+অ] সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, ব্যবহার করা, বিষয়ীভূত হওয়া, উদ্যত হওয়া, ইচ্ছুক হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, তৎপর হওয়া, উৎসুক হওয়া, দক্ষ হওয়া, ক্ষিপ্রহস্ত হওয়া, উদ্যোগী হওয়া, প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়া, উপস্থিত বুদ্ধি করা, কৌশলী হওয়া, অনায়াসসাধ্য হওয়া, সহজ হওয়া, সন্নিহিত হওয়া, সমুপস্থিত হওয়া, প্রয়োগ করা, নিযুক্ত করা, অভ্যস্ত হওয়া, অভ্যাস করা, নিঃশেষ করা, শেষ করা, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা, চালিত করা, আলোচনা করা, হস্ত চালনা করা। (অতীত) **উপচরি**। (অ-বিণ) **উপচিন্ন, উপচরিত**।

উপচরিত (বিণ) অভ্যস্ত, নিত্য আচরিত, উপচরিত, শুশ্রূষিত, সেবিত, উপচারপ্রাপ্ত, ব্যবস্থাকৃত, সম্পাদিত, বিধিবদ্ধকৃত। ⇒ **উপচরতি**।

উপচার (পুং) ১ নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, খাইবার খাইবার অথবা ব্যবহার করিবার সুবিধা, বৃদ্ধি, যোগ, উপচার, উপকরণ। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **ফলুপচার**। ২ পরিচ্ছদ, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অভ্যাস, রীতি, পুনঃপুন ব্যবহার, চিকিৎসা, সম্পাদিত কার্য, ব্যবসায়, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, পরিচালন, পথ-প্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, ব্যবস্থা। (বিনয়) **দস্সনূপচার**। ৩ রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, ধারা, দিক, দূরত্ব, ব্যবধান, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি, কৌশল, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, আবেদন পত্র, দরখাস্ত, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, লক্ষণ দ্বারা অর্থবোধ, প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী, উৎকোচ, সজ্জা, ধর্মানুষ্ঠানমাত্র, আরোপ। (জাতক) **মন্তস্স উপচার**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুরুপচার**। (বিমানবথু অর্থকথা) **কারণূপচার**। ৪ অতিশয় নৈকট্য, খুব কাছাকাছি অঞ্চল, খুব সান্নিধ্য, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া। (জাতক) **নগর-উপচার**। (বিনয়) **গাম-উপচার**। ৫ শুশ্রূষা, সেবা, সম্মান, মনোযোগ, যত্ন, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, উপস্থিতি। ৬ সৌজন্য, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতামূলক ব্যবহার, বিনীত আচরণ। ৭ (দর্শনমতে) "**অপ্পনা**" শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত (**অপ্পনা** শব্দ দ্রষ্টব্য) এবং "**সমাধি**" শব্দের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া "**অপ্পনা-সমাধি**" (বিশুদ্ধিমার্গ)।

উপচারক্খণ (ক্লী) মনোনিবেশের সময়, বৃদ্ধি হইবার ক্ষণ, যেই ক্ষণে বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষণ, একাগ্রতায় চিত্ত সন্নিবেশ হইবার ক্ষণ বা সময়। ⇒ **উপচার**।

উপচিকা (স্ত্রী) সাদা পিঁপড়া, উইপোকা।

উপচিন্ন (বিণ) ব্যবহৃত, আচরিত, নিযুক্তকৃত, প্রযুক্ত, অভ্যস্ত, প্রায়শঃকৃত, সম্পাদিত, নিঃশেষিত, পুনঃপুন সংঘটিত, (মূল্য স্বরূপ) জ্ঞাত, সংগৃহীত, বর্ধিত, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, নিত্যকৃত, চালাকিকৃত, কৌশলে কৃত। ⇒ **উপচিনাতি, উপচরতি**।

উপচিত (বিণ) ১ রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, সংগৃহীত, বর্ধিত, উৎপাদিত, সমৃদ্ধ, উপচিত, লেপাদি দ্বারা বর্ধিত। (সাধারণত) **উপচিতপঞ্ঞ**—উৎপাদিত বা বর্ধিত প্রজ্ঞ; **উপচিত কম্ম**—উৎপাদিত বা বর্ধিত কর্ম (সূত্রনিপাত)। ২ নির্মিত, দগ্ধকৃত, সমাহিত, (শরীর) পরিপুষ্ট। ⇒ **উপচিনাতি**।

উপচিতত্ত (ক্লী) সঞ্চয়, সংগ্রহ, রাশীকরণ, রাশি, সংগৃহীত পদার্থনিচয়।

উপচিনাতি (ক্রি) [উপ+√চি+না] ১ সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা, রাশি করা, স্তূপীকৃত করা, একত্র করা, নির্মাণ করা, সংস্থাপিত করা, সমৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি করা, জমানো। (বিমানবথু অর্থকথা) **পুঞ্ঞং বা পাপং বা উপচিনাতি**। ২ কেন্দ্রীভূত করা, একত্রীভূত করা, সন্নিকৃষ্ট করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা, একাগ্র হওয়া, মনোযোগী হওয়া, যত্ন করা, কর্ণপাত করা, অভিনিবেশ করা, মনোযোগ দেওয়া। = **ওলোকেতি** (জাতক)। (অতীত) **উপচিনি**। (অ-বিণ) **উপচিন্ন, উপচিত**। (তুম) **ওচেতুং** (সাহিত্যে), **উপচেতুং** (অর্থকথায়)। (কর্মবাচ্যে) **উপচিয়তি**।

উপচ্চ= উল্লচ্চ। ⇒ **উপচ্চ**। = **উল্লতিত্ত**—উড়িয়া (পেতবথু অর্থকথা)। (থেরগাথা অর্থকথার টীকায়) **উপেচ্চ, উপচ্চ;** (বর্ণনায়) **উপনেত্বা**। (পেতবথু অর্থকথা পাঠে) **উপচ্ছ**।

উপচ্চগা [উপ+ অতি+গম+অ; প্রথমপুরুষ একবচনে অতীত ক্রিয়া) পলাইয়া গেল, ঘটিয়াছে, অতিক্রম করিয়াছে,

অতিক্রম করিল, পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, জয় করিল, পরাজয় করিল। ⇒ **উপতিগচ্ছতি, উপাতিগচ্ছতি।** (সূত্রনিপাত) **মা উপচ্চগা = মা অতিক্কমি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা, থেরগাথা)। = **অচ্চগা অতিক্কন্ত** (সূত্রনিপাত)। = **অতিক্কন্ত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বহুবচনে) উপচ্চগুং (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। ⇒ **উপদ্দব।**

উপচ্চগুং ⇒ **উপচ্চগা, উপাতিগচ্ছতি।**

উপচ্চতি (?) (ক্রি) (বি-ভা) **অকখিনী উপচ্চিংসু** (জাতক); এখানে সম্ভবত "**অপচিনাতি**" শব্দের কর্মবাচ্যে "**অপচিয়্যতি**" শব্দের অতীতকালে "**অপচিযিংসু**" শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত গ্রহণ করা হইয়াছে। (তুলনীয়) **অপচয**—পতন, হ্রাস, অবনতি (অর্থে)।

উপচ্চিংসু = অপচিযিংসু। অপচিনাতি শব্দ কর্মবাচ্যে দ্রষ্টব্য।

উপচ্চুভতি = উপচ্ছুভতি। ⇒ **উপচ্ছুভতি।**

উপচ্ছ = উপচ্চ। ⇒ **উপচ্চ।**

উপচ্ছিজ্জতি (ক্রি) = **উপচ্ছিন্দতি।** ⇒ **উপচ্ছিন্দতি।** (অতীত) **উপচ্ছিজ্জি।**

উপচ্ছিন্দতি (ক্রি) [উপ+√ছিদ+ং+অ] পৃথক করা বা হওয়া, ভঙ্গ করা বা হওয়া, বধ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, বাধা দেওয়া, ব্যাঘাত করা, বিভক্ত বা ভিন্ন করা, ক্রমিকতা ভঙ্গ করা, সম্বন্ধ ছিন্ন করা, কাটিয়া ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, নিবৃত্ত করা বা হওয়া, বন্ধ করা বা হওয়া, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ করা বা হওয়া। = **উপচ্ছিজ্জতি।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভবঙ্গং উপচ্ছিন্দতি।** (অতীত) **উপচ্ছিন্দতি, উপচ্ছিন্দে, উপচ্ছিজ্জি; কুলবংসো উপচ্ছিজ্জি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অ-বিণ) **উপচ্ছিন্ন।**

উপচ্ছিন্ন (বিণ) কর্তিত, বিচ্ছিন্নকৃত, ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, বাধাপ্রদত্ত, ব্যাঘাত করা হইয়াছে এরূপ, নিবৃত্তকৃত, বিধ্বংসিত, ভঙ্গকৃত। ⇒ **উপচ্ছিন্দতি।**

উপচ্ছুভতি (ক্রি) [উপ+ছুভতি] নিক্ষেপ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, অসাবধানে বা তাড়াতাড়ি করিয়া রাখা, চিৎপাত করিয়া ফেলা, জোর করিয়া ছুড়িয়া ফেলা, ছাড়িয়া ফেলা বা দেওয়া, দ্রুত প্রেরণ করা, মোচন করা, প্রসব করা, (দৃষ্টি) নিক্ষেপ করা। = **উপচ্ছুম্ভতি, উপচ্ছুভতি।** ⇒ **ছুদ্ধ, খোভ, নিচ্ছুভতি, নিচ্ছোদেতি।**

উপচ্ছুম্ভতি (ক্রি) = **উপচ্ছুভতি।** ⇒ **উপচ্ছুভতি।**

উপচ্ছেদ (পুং) ভাঙ্গন, কর্তন, ধ্বংসকরণ, ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু, প্রতিবন্ধক, বাধা, বিঘ্ন বা ব্যাঘাত উৎপাদন, বিরাম, প্রতিবন্ধ, নিবারণ, স্থিতি, গমনে বিরতি। (মধ্যম নিকায়) **পাণুপচ্ছেদ**—প্রাণীহত্যা, প্রাণীবধ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পবেণুপচ্ছেদ**—ঐতিহ্যভঙ্গ, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা ভঙ্গ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কুলবংসুপচ্ছেদ**—কুলবংশ ধ্বংস। (ধর্মপদ অর্থকথা) **আহারুপচ্ছেদং করোতি**—আহার গ্রহণে বাধা দেওয়া।

উপচ্ছেদক (বিণ, পুং) ধ্বংস করিয়া, বিনাশ করিয়া, ভাঙ্গিয়া, ঘাতক, বাধা প্রদানকারী, ধ্বংসকারী, প্রতিবন্ধককারী, নিবারণকারী। (জাতক) **বচনুপচ্ছেদক।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জীবিতিন্দ্রিয উপচ্ছেদক**—প্রাণঘাতক।

উপছিন্দতি (ক্রি) সম্বন্ধ ছিন্ন করা, কাটিয়া ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা। ⇒ **উপচ্ছিন্দতি।** (অতীত) **উপছিন্দি।**

উপজানাতি (ক্রি) [উপ+জানাতি] শিক্ষা করা, জ্ঞানার্জন করা, জ্ঞান লাভ করা, জানা, জানিতে পারা। (বিনয়) **সংযমস্স উপজানাতি; ঘরাবাস'খেন উপজানাতি।** (অতীত) **উপজানি, উপঞ্ঞাসি;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দ্বিন্নং ধম্মানং উপঞ্ঞাসিং।** (অ-বিণ) **উপঞ্ঞাত।** (ভবিষ্যত) **উপঞ্ঞিস্সতি, উপঞ্ঞস্সতি** (সূত্রনিপাত); **উপঞ্ঞযিস্সতি কথযিস্সতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উপজিত = উপবীত। ⇒ **উপবীত।**

উপজীবতি (ক্রি) [উপ+√জীব+ অ] প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করা, (কাহারও উপর নির্ভর করিয়া) জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, কাহারও আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনধারণ করা, (কিছুর উপর নির্ভর করিয়া) বাঁচিয়া থাকা, কাহারও দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া, জীবনধারণ করা, বাঁচিয়া থাকা। = **অনুজীবতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অঙ্কুরং উপজীবতি তং নিস্সায জীবন্তি।** (অতীত) **উপজীবি।**

উপজীবি (বিণ) উপজীবী, জীবিকাবলম্বী, আশ্রিত, পালিত, পোষিত। = **উপজীবিন।**

উপজীবিক (বিণ) = **উপজীবিন।** ⇒ **উপজীবিন।**

উপজীবিন (বিণ, পুং) উপজীবিন, প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া জীবনধারণ করে এমন, কাহারও উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহকারী, (কিছুর দ্বারা) জীবনধারণকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফলুপজীবিন**—ফলাহারী। (সূত্রনিপাত) **পরদত্ত-উপজীবিন।** (জাতক) **বোহার-উপজীবিন।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সখ-উপজীবিন।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিপ্প-উপজীবিন।** = **উপজীবি।**

উপজীবিনী (বিণ, স্ত্রী) কাহারও উপর নির্ভর করিয়া যে স্ত্রীলোক জীবিকা-নির্বাহ করে। = **উপজীবি, উপজীবিন।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রূপ-উপজীবিনী (ইত্থি)**—যে স্ত্রীলোক নিজ সৌন্দর্য দ্বারা জীবিকার্জন করে অর্থাৎ বেশ্যা; (তুলনীয়) **কিলিট্ঠ-কম্ম-উপজীবিনী গণিকা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উপজীবী = উপজীবি। ⇒ **উপজীবি।**

উপজূত (ক্লী) [উপ+জূত] ক্রীড়ায় বাজি, খেলায় পণ, খেলায় বাজি রাখন।

উপজ্ঝ = উপজ্ঝায। ⇒ **উপজ্ঝায।**

উপজ্ঝায (পুং) (বৈদিক—উপাধ্যায়; উপ+অধি+ই; সাহিত্যে—যিনি নিকট-সম্বন্ধযুক্ত হন) উপাধ্যায়, ধর্মগুরু, ধর্মশিক্ষক, উপদেষ্টা, আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষক, পরমার্থিক বিষয়ে উপদেশদাতা, নির্বাণ-সম্বন্ধে উপদেষ্টা, পারলৌকিক উপদেষ্টা। (যৌগিকে) **আচরিযুপজ্ঝায**—আচার্য এবং উপাধ্যায় (এখানে "আচরিয" শব্দ "উপজ্ঝায" শব্দের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত)। সংক্ষিপ্ত শব্দ "**উপজ্ঝ**"।

উপজ্ঝা (স্ত্রী) = **উপজ্ঝ**। ⇒ **উপজ্ঝ**।

উপজ্ঝাযতি (ক্রি) উপাধ্যায়গিরি করা। = **নিজ্ঝাযতি**। ⇒ **উপজ্ঝায**।

উপঞ্ঞাত (বিণ) সন্ধান পাইয়াছে এমন, জ্ঞাত, শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এমন। ⇒ **উপজানাতি**।

উপট্টিত (বিণ) [উপ+অট্টিত] ব্যথিত, দৈহিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট, মনোকষ্টে পীড়িত, অত্যন্ত ভীত, ত্রাসিত, পরাজিত, অভিভূত, আচ্ছন্ন। (জাতক) **বিসবেগেন উপট্টিত**।

উপট্ঠপেতি (ক্রি) ১ প্রস্তুত করিয়া রাখা, জোগানো, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত হওয়া, ঘটানো, প্রস্তুত থাকা বা রাখা, সম্মুখে রাখা, দেওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পানীযং পরিভোজনীযং উপট্ঠপেতি**। ২ প্রতীক্ষার কারণ হওয়া, সেবিত হওয়া, আদেশ পালনে উপস্থিত থাকার বা সেবা করার কারণ হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গিলানং উপট্ঠাতুং বা উপট্ঠাপেতুং বা**। ৩ উপস্থিত থাকার কারণ হওয়া। ৪ পারিশ্রমিক দিয়া চাকর রাখা। ৫ নিয়মিত করা, ব্যবস্থা করা, নিয়োগ করা, পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত করা, শ্রামণ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা, আদেশ করা। (অতীত) **উপট্ঠপেসি**। ⇒ **উপট্ঠহতি**।

উপট্ঠহতি (ক্রি) [উপ+√ঠা+অ] ১ নিকটে দাঁড়ানো, পার্শ্বে দাঁড়ানো, প্রতীক্ষা করা, অপেক্ষা করা, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন লওয়া বা করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত থাকা, (রোগীর) দেখাশুনা বা সেবা করা, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকা, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্য করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, সাহায্য করা, গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া, (রোগে) শুশ্রূষা করা, পরিচর্যা করা। (অতীত) **উপট্ঠহি**। (অ-বিণ) **উপট্ঠিত**। (ব-বিণ) **উপট্ঠহমান, উপট্ঠাতব্ব, উপট্ঠহন্তো**। (পঞ্চমী) **উপট্ঠহসসু**। (ক্রি-বি) **উপট্ঠহিত্বা, উপট্ঠিত্বা, উপট্ঠিয**। (তুম) **উপট্ঠাতুং**। ২ বাহিরে দাঁড়ানো, সম্মুখে দাঁড়ানো, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, জ্ঞাত হওয়া, বোধ করা, লোক সমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, ইতস্তত দৃষ্ট হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া, উপস্থিত থাকা বা হওয়া, মনোমধ্যে উপস্থিত হওয়া, মনে উদিত হওয়া। (জাতক) **মন্তে অনুপট্ঠহন্তে**—যতক্ষণ তাহার মনে যাদুমন্ত্র উদিত হয় নাই। (অতীত) **উপট্ঠাসি**। (করণে) **উপট্ঠেতি, উপট্ঠপেতি, উপট্ঠাপেতি**। (কর্মবাচ্যে) **উপট্ঠীযতি, উপট্ঠহীযতি**। (তুলনীয়) **উপতিট্ঠতি**।

উপট্ঠহিত্বা (ক্রি-বি) উঠিয়া, উদয় হইয়া, সেবা করিয়া, উপস্থিত থাকিয়া। = **উপট্ঠিয, উপট্ঠিত্বা**। ⇒ **উপট্ঠহতি**।

উপট্ঠহীযতি (ক্রি) জ্ঞাত হওয়া, ঘটা, প্রকাশ হওয়া। (ব-বিণ) **উপট্ঠহিযমান**। ⇒ **উপট্ঠহতি** (২)।

উপট্ঠাক (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু—উপস্থাপক, উপস্থায়ক) সেবক, দাস, পরিচারক, শিষ্য, সহচর, অনুচর, অনুকরণকারী লোক, ব্যক্তিগত শুশ্রূষাকারক বা সেবক। (দীর্ঘনিকায়) **আনন্দো বুদ্ধস্স উপট্ঠাকো**। (বিনয়) **সাগতো উপট্ঠাকো**। (দীর্ঘনিকায়) **নাগিতুপট্ঠাকো; অগ্গ-উপট্ঠাকো**—প্রধান শিষ্য, প্রধান সেবক; **গিলানুপট্ঠাকো**—রোগীর শুশ্রূষাকারক। (বিনয়) **সঙ্ঘ-উপট্ঠাক**—ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবক।

উপট্ঠাককুল—যে পরিবার ভিক্ষুসঙ্ঘসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, ভিক্ষুসঙ্ঘসেবায় রত শ্রদ্ধাবান পরিবার বর্গ, সেবককুল, পরিচর্যাকারী বংশ, পূজারী বংশ। (বিনয়) **সারিপুত্তস্স উপট্ঠাক কুল**।

উপট্ঠাতি (ক্রি) [উপ+√ঠা+অ] সেবা করা, আদেশ পালনের জন্য উপস্থিত থাকা। = **উপট্ঠহতি**।

উপট্ঠান (ক্লী) ১ সেবাকার্য, সঙ্গে অবস্থান, প্রযত্ন, মনোযোগ, উপস্থিতি, শুশ্রূষা, সেবা, পরিচর্যা, সম্মান প্রদর্শন, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, সরকারি কাজ, কৃত্যক, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, যত্ন, উদ্বেগ, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান, চিন্তার বিষয়, বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পচ্চেকবুদ্ধস্স উপট্ঠান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থের-উপট্ঠান**। ২ সম্মানসূচক পদ, সম্ভ্রমসূচক উপাধি, অর্চনা, পূজা, আরাধনা, অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, দেবসেবা, বুদ্ধসেবা, ভিক্ষুসেবা। **বুদ্ধুপট্ঠান**—বুদ্ধ সেবা। ৩ মর্যাদা বা গুণসম্পন্ন আসন, রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় অথবা রাজ সরকার হইতে অবকাশ, সমৃদ্ধিজনক বা ঐশ্বর্যসম্পন্ন স্থান।

উপট্ঠান সম্ভার—খাদ্যসম্ভার, খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যাদি সরবরাহের উপায়।

উপট্ঠান সালা (স্ত্রী) জন সমাগমের সুবৃহৎ কক্ষ, সভাগৃহ, উপাসনা গৃহ বা কক্ষ, পূজাগৃহ, কার্যালয়,

কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র ভজনালয়, দৈনিক কর্মগৃহ, পরিচর্যা বা সেবা গৃহ। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান) উপস্থানশালা।

উপট্‌ঠাপন (ক্লী) সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্যা, উপস্থিতি, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজনবাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক।

উপট্‌ঠাপেতি (ক্রি) = **উপট্‌ঠপেতি**। ⇒ **উপট্‌ঠপেতি, উট্ঠেপেতি, উপট্‌ঠহতি**।

উপট্‌ঠিত (বিণ) ১ সজ্জিত, জোগাইয়া দিয়াছে অথবা জোগানো হইয়াছে এরূপ, পূর্ব হইতে সংগৃহীত, উপায় অবলম্বিত, যত্নকৃত, পূর্বে চুক্তিকৃত, পালিতপোষিত, সেবিত, পরিচর্যাকৃত, বন্দোবস্তকৃত, সম্মানিত। (সূত্রনিপাত) **উপট্‌ঠিতস্মিং যঞ্ঞস্মিং**। (জাতক) **অন্নেন পানেন উপট্‌ঠিত**। = **সজ্জিত পটিযত্ত; পযিরুপাসিত** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ সমীপবর্তী, নিকটে আসিয়াছে এমন, উপনীত, উপস্থিত, প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে এমন, পৌঁছিয়াছে বা নাগাল পাইয়াছে এমন, বিদ্যমান আছে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **ভত্তকালে উপট্‌ঠিতে**—ভোজনের সময় হইলে, যখন আহারের সময় হইল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানকালে উপট্‌ঠিতে**। ৩ সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, অপেক্ষা করিয়া, প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রস্তুত রাখিয়া, তৈয়ার করিয়া। = **ঠিতো**। ⇒ **উপট্‌ঠাতি, উপট্‌ঠহতি, উপতিট্‌ঠতি**।

উপট্‌ঠিত সতি (বিণ) মনোযোগ সহকারে, যত্নের সহিত, ঠিকরূপে মনোনিবেশ করা হইয়াছে এরূপ, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ, একাগ্র।

উপট্‌ঠিতা সতি (স্ত্রী) প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিতবুদ্ধি। ⇒ **সতি**।

উপট্‌ঠিত্বা = **উপট্‌ঠহিত্বা**। ⇒ **উপট্‌ঠহিত্বা**।

উপট্‌ঠিয = **উপট্‌ঠহিত্বা**। ⇒ **উপট্‌ঠহিত্বা**।

উপট্‌ঠীযতি = **উপট্‌ঠহীযতি**। ⇒ **উপট্‌ঠহীযতি**। (ব-বিণ) **উপট্‌ঠিযমান**।

উপট্‌ঠেতি (ক্রি) সেবা করা, পরিচর্যা করা, আদেশ পালনার্থ উপস্থিত থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, গৌরব করা, সম্মান দেওয়া বা করা। = **উপট্‌ঠপেতি**। (বিনয়) **সক্কচ্চং উপট্‌ঠেতি**—সাক্ষাতরূপে সম্মান দেওয়া বা সম্মানিত করা। (ভবিষ্যৎ) **উপট্‌ঠেস্‌সতি**। (ক্রি-বি) **উপট্‌ঠপেত্বা**; (বিভঙ্গ) **পরিমুখং সতিং উপট্‌ঠপেত্বা**। ⇒ **উপট্‌ঠহতি**।

উপট্‌ঠেস্‌সতি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) স্থাপন করিবে, রাখিবে, নির্দিষ্ট করিবে, ঠিক করিবে। ⇒ **উপট্‌ঠেতি**।

উপডয্‌হতি (ক্রি) [উপ+√দহ+য] দগ্ধ হওয়া, জ্বলিয়া যাওয়া, পুড়িয়া যাওয়া। (অতীত) **উপডয্‌হি**।

উপড্‌ঢ (বিণ) [উপ+অড্‌ঢ] অর্ধ, আধা, অর্ধেক। (বিনয়) **উপড্‌ঢকসিন; উপড্‌ঢাসন**। (জাতক) **উপড্‌ঢরাজা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপড্‌ঢগাম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উপড্‌ঢ উপোসথ কম্ম**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **উপড্‌ঢ গাথা**। ⇒ **অড্‌ঢ** [বিণ(১)]। (ক্লী) অর্ধাংশ।

উপড্‌ঢভাগ (পুং) অর্ধাংশ, অর্ধভাগ। = **অড্‌ঢভাগ**।

উপততি (ক্রি) উড়িয়া যাওয়া।

উপতপ্পতি (ক্রি) [উপ+√তপ+অ] বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, বিতর্কপূর্ণ হওয়া, যন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়া, উৎপীড়িত হওয়া, পীড়িত হওয়া।

উপতাপ (পুং) বিরক্তি, যন্ত্রণা, বিরক্তিকর বিষয় বা বস্তু, দুঃখ, কষ্ট, উপতাপ, পীড়া, সন্তাপ, উত্তাপ, ক্লেশ, অশুভ, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য, মনস্তাপ, মর্মপীড়া।

উপতাপন (ক্লী) যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, পীড়া, কষ্ট, পীড়ন। = **উপতাপ**।

উপতাপক (বিণ) উপতাপক, দুঃখকর, ক্লেশকর, পীড়াদায়ক, উত্তাপজনক, দুঃখের কারণভূত, পীড়ার কারণযুক্ত, মনস্তাপের কারণ সংঘটিত। = **উপতাপিক**।

উপতাপিক (বিণ) বিরক্তির কারণভূত, উৎপীড়নের কারণযুক্ত। = **উপতাপক**।

উপতাপেতি (ক্রি) [উপ+√তপ+এ] দুঃখের কারণ হওয়া, পীড়ার কারণ হওয়া, বিরক্তির কারণ হওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, কষ্ট দেওয়া, অস্বাস্থ্যকর হওয়া, ক্লেশ দেওয়া, ব্যথিত করা, পীড়ন করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, ত্যক্ত করা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিবাধতি উপতাপেতি**। (অতীত) **উপতাপেসি**। (অ-বিণ) **উপতাপিত**।

উপতিগচ্ছতি (ক্রি) নিজকে মুক্ত করা, এড়ানো, অতিক্রম করা, পলায়ন করা, সরিয়া পড়া, চলা, বিচরণ করা, ভ্রমণ করা, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া, প্রচলিত হওয়া, ঘটা, প্রবাহিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অতিবাহিত হওয়া, গত হওয়া, উপেক্ষিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, মনোনীত হওয়া, প্রাপ্য হওয়া, মরিয়া যাওয়া, পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাওয়া, জয় করা, পরাজিত করা। (অতীত) **উপতিগচ্ছি; উপচ্চগা**—ঘটিয়াছে, অতিক্রম করিয়াছে।

উপতিট্‌ঠতি (ক্রি) [উপ+√ঠা+অ] নিকটে দাঁড়ানো, দেখাশুনা করা, মনোযোগ দেওয়া, যত্ন লওয়া, পূজা করা, সম্মান করা, সমাদর করা, সমর্থন করা, কেবল দাঁড়াইয়া থাকা, কিছু না করা। (জাতক) **উপতিট্‌ঠতি আদিচ্চং = আদিচ্চং নমস্‌সমানো তিট্‌ঠতি** (জাতক অর্থকথা)। (অতীত) **উপট্‌ঠাসি**। (অ-বিণ) **উপট্‌ঠিত**। (ক্রি-বি) **উপতিট্‌ঠিত্বা**, (জাতকে) **উপতিট্‌ঠিতে**।

উপত্ত (বিণ) চর্বি ইত্যাদি দ্বারা প্রলিপ্ত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, প্রকাশিত, পরিবেশিত, আচ্ছাদিত, বিছানো হইয়াছে

এরূপ, প্রচারিত।

উপখদ্ধ (বিণ) [উপ+থদ্ধ] ১ অনম্য, দুর্দমনীয়, অনমিত, দৃঢ়, কঠিন, কর্কশ, রুক্ষ, একগুঁয়ে, উপস্তব্ধ, স্তব্ধ, কৃত্রিম, অদম্য, বাহ্যাচারপ্রিয়, কতকটা শক্ত। (বিনয়) **উপখদ্ধ অঙ্গানি**। ২ সমর্থিত, গৃহীত, কাহারও উপর নির্ভর করিয়া, বিশ্বাস করিয়া, প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্থাপন করিয়া। (থেরগাথা) **উপখদ্ধ যোব্বনেন**। (জাতক) **উপখদ্ধ মেত্তাবলেন**। (কথাবত্থু) **চক্খু ধম্মুপখদ্ধ**— ধারণা বা ভাবে স্তব্ধ বা স্থিরচক্ষু অর্থাৎ দৃঢ়ধারণা বা মতাবদ্ধ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কারুঞ্ঞবলুপখদ্ধ**— কারুণ্যবলে দৃঢ়। ⇒ **উপখম্ভতি**।

উপখম্ভ (পুং) উপস্তম্ভ, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, খোঁটা, খুঁটি, অবস্থান, অবস্থিতি, সাময়িক অবস্থান, প্রবাস, বিরাম, ঠেকনা, বাধা, আটক, সহ্য করিবার ক্ষমতা। ২ শান্তি, উপশম, সান্ত্বনা, সান্ত্বনার বস্তু, বৈষম্য, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য, অবরোধ হইতে উদ্ধার, উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরিত সৈন্যাদি, কর্তব্যরত ব্যক্তির স্থানপূরণ, দণ্ডদান হইতে মুক্তিদান, আরাম, বিশ্রাম, বিরাম, অনায়াসত্ব, উদ্বেগহীনতা, কষ্টশূন্য অবস্থা। ৩ উৎসাহ, উৎসাহিতকরণ।

উপখম্ভক (বিণ, পুং) ধারী, ধারণ করিয়াছে এমন, গৃহীত, সমর্থক, সহনীয়, অবলম্বনীয়, রক্ষণীয়, প্রতিপাল্য, সমর্থনীয়, (ভার) বহনকারী, অনুমোদিত, অনুমোদনকারী।

উপখম্ভতি (ক্রি) [উপ+থম্ভতি] ১ ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণপোষণ করা, প্রতিপালন করা, সাহায্য করা, চালানো, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া, ঠেকনা দেওয়া, অবলম্বন দ্বারা খাড়া করা, ধরিয়া রাখা, রক্ষা করা, অবস্থিতি করা, অল্পকালের জন্য বাস করা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা, আটক করা, খাড়া রাঁখা, ঠেকো দেওয়া, নিবারণ করা। ২ উপশম করা, হ্রাস করা, লঘু করা, সান্ত্বনা করা, কর্তব্যরত অপরের স্থান গ্রহণ করা, উদ্ধার করা, আরাম দেওয়া, শান্ত করা, নিরুদ্বেগ করা। ৩ উৎসাহ দেওয়া। (অ-বিণ) **উপখদ্ধ**।

উপখম্ভন (ক্লী) = **উপখম্ভ**। ⇒ **উপখম্ভ**।

উপখম্ভিত (বিণ) উপস্তম্ভিত, আশ্রিত, অবলম্বিত, খোঁটা বা খুঁটি লাগানো হইয়াছে এমন, সমর্থিত, ভারবাহিত, রক্ষিত, ঠেস লাগানো হইয়াছে এমন, সপ্রমাণিত, প্রতিপালিত, সহ্যকৃত, পালিতপোষিত, সাহায্যকৃত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞফলু পত্থম্ভিত; উতু আহারেহি উপত্থম্ভিত**। ⇒ **উপত্থম্ভেতি**।

উপখম্ভেতি (ক্রি) [উপ+থম্ভ+এ] কঠিন করা, দৃঢ় করা, স্থির করা, স্থির সঙ্কল্প করা, ঠেস দেওয়া, ঠেকনা দেওয়া, ঠেকো দেওয়া, ধারণ করা, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণপোষণ করা, চালানো, প্রতিপালন করা, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সমর্থন করা, সাহস দেওয়া, রক্ষা করা, পুষ্ট করা, প্রমাণ করিতে সাহায্য করা, অনুমোদন করা, ধরিয়া থাকা, ভোগ করা, অবলম্বন দ্বারা খাড়া রাখা, ধরিয়া রাখা। (অতীত) **উপখম্ভেসি**। (অ-বিণ) **উপখম্ভিত**। (ব-বিণ) **উপখম্ভেযমান**।

উপখর (পুং) আচ্ছাদন, আবরণ, বস্ত্র, বিছানার চাদর, সতরঞ্চ, গালিচা, কার্পেটের মতো পদার্থ, কাপেট, কম্বল। (দীর্ঘনিকায়) **রত্থুপখর**। (জাতক) **পব্বত উপখর**।

উপথেয্য (ক্লী) = **উপধেয্য**। ⇒ **উপধেয্য**।

উপদংসিত = **উপদংসিতর**। ⇒ **উপদংসিতর**।

উপদংসিতর (বিণ) যে দেখায়, যে ব্যক্তি প্রদর্শন করে, প্রদর্শক। (পুদ্গল পঞ্ঞত্তিতে) "**উপদংসিত**" (এই শব্দই শুদ্ধ হইবে)।

উপদংসেতি (ক্রি) আবির্ভাব ঘটানো, প্রকাশ করা, বিশদ করা, (দেবতা-সম্বন্ধে) প্রভাস্বর হওয়া, জ্যোতির্মান হওয়া, একাধিক বা নানাপ্রকার ছলযুক্ত রীতি প্রদর্শন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, (উত্তেজনা বা উৎসাহ) আনয়ন করা, উৎসাহিত করা। ⇒ **উপদস্সেতি**।

উপদস্সিত (বিণ) প্রকাশিত, প্রদর্শিত, প্রমাণকৃত, প্রমাণিত, স্পষ্টকৃত। ⇒ **উপদস্সেতি**।

উপদস্সেতি (ক্রি) [উপ+√দিস+এ] স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, বিশদ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা। (অতীত) **উপদস্সেসি**। (অ-বিণ) **উপদস্সিত**। ⇒ **উপদিসতি**।

উপদহতি (ক্রি) [উপ+√দহ+অ] রাখিয়া দেওয়া, পূরণ করা, জোগানো, সরবরাহ করা, পরিধান করা, সজ্জিত করা, জোগাইয়া দেওয়া, দান করা, দেওয়া, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া বা করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, ঘটানো, জন্মানো, গঠন করা, নির্মাণ করা, নির্বাহ করা, সৃষ্টি করা, সংসাধন করা, সম্পাদন করা, বাধ্য করা, উপস্থিত হওয়া, উপার্জন করা, লাভ করা, প্রস্তুত করা, অবস্থাবিশেষে আনয়ন করা, পরিণত করা, প্রতিষ্ঠিত করা, নিশ্চয় করা, নিয়োগ করা, রচনা করা, গমন করা, সাহায্য করা, ভান করা। (দীর্ঘনিকায়) **বিম্হাটিসারং উপদহতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্খং উপদহতি**। (তুলনীয়) **উপধি**। (অতীত) **উপদহি**। (কর্মবাচ্যে ভ-বিণ) **উপদহাতব্ব**।

উপদহাতব্ব (বিণ) দেওয়ার যোগ্য প্রদত্ত হওয়া উচিত, ঘটাইয়া দেওয়ার অথবা প্রদত্ত হওয়ার কারণ করার

উপযুক্ত। = **বিম্লটিসার**। ⇒ **উপদহতি**।

উপদাযক (বিণ,পুং) যে ব্যক্তি দেয় বা দান করে, দায়ক, অর্পণকারী, স্থাপক, সমর্পণকারী, দাতা।

উপদিট্‌ঠ (বিণ) উপদিষ্ট, যাহাকে অথবা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, নির্দিষ্ট, নির্দেশিত, সম্মুখে রক্ষিত, অগ্রে লিখিত, শিক্ষিত, আদিষ্ট, বাহিরে সংযুক্ত, সবিস্তারে বর্ণিত, কথিত, প্রদর্শিত, বিশেষ করিয়া নির্দেশিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উপদিট্‌ঠ পঞ্হ**। ⇒ **উপদিসতি**।

উপদিসতি (ক্রি) [উপ+√দিস+অ] নির্দেশ করা, অঙ্গুলিনির্দেশে দেখানো, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দেখানো, বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা, সবিস্তারে বর্ণনা করা, খবর দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া বা করা, যুক্তি করা। (জাতক) **সিপ্পং উপদিসতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মমগ্‌গং উপদিসতি**। (অতীত) **উপদিসি**। (অ-বিণ) **উপদিট্‌ঠ**। (কর্মবাচ্যে) **উপদিস্‌সতি**। (সম্প্রদানে) **উপদস্‌সেতি**।

উপদিসরে (ক্রি) ⇒ **উপদিস্‌সতি**।

উপদিস্‌সতি (ক্রি) [উপ+দিস্‌সতি] দেখানো হয় (খোলা হয়), প্রদর্শিত হয়, প্রকাশিত হওয়া, বাহির করা হয়, প্রকাশ করা হয়, সন্ধান করিয়া বাহির করা হয়, প্রত্যক্ষ হয়, দৃষ্টিগোচর হয়, উপস্থিত হয়, পৌঁছানো, বোধ হয়, অনুভূত হয়, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হয়। (বর্তমানে) **উপদিসরে** = **উপদিস্‌সন্তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **উপদিসতি**।

উপদেব (পুং) উপদেব, যক্ষ-ভূত-প্রেতাদি, উপ(হীন) দেবতা, নিম্নস্তরের দেবতা, উপদেবতা, অপ্রধান দেবতা।

উপদেস (পুং) ১ উপদেশ, পরামর্শ, পরামর্শ দান, উদ্দেশ, অনুশাসন, মন্ত্রদান, নির্দেশ, চিহ্ন, লক্ষণ, প্রদর্শক, শিক্ষা, সংবাদ জ্ঞাপন, অনজ্ঞা, আদেশ, সতর্কীকরণ। ২ প্রবর্তকবাক্য, শিক্ষাবাক্য। পেতবত্থু অর্থকথায় "**তদুপাদেসেন**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**তদুপদেসেন**"।

উপদ্দব (পুং) উপদ্রব, উৎপাত, অত্যাচার, রোগের বিকারবিশেষ, দৈবঘটনা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আপতন, সম্ভাবনা, অপ্রাকৃতিক সহজগুণ, অপ্রধান ধর্ম, ঠেলাঠেলি, কর্মব্যস্ততা ও তাড়াহুড়া, ভিড়, মহাবেগ, বেগে অগ্রসর, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুর্দশা, বিপদ, অনিষ্ট, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন। **অনুপদ্দব**—সুখ, অনুপদ্রব, অনুৎপীড়ন।

উপদ্দবতি (ক্রি) [উপ+√দব+অ] বিরক্ত করা, উত্ত্যক্ত করা, কষ্ট দেওয়া, উদ্বিগ্ন করা, অসুবিধা ঘটানো, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, উদ্বেগ বোধ করা। (অ-বিণ) **উপদ্দুত**।

উপদ্দবেতি (ক্রি) [উপ+√দব+ এ] = **উপদ্দবতি**। ⇒ **উপদ্দবতি**।

উপদ্দুত (বিণ) ১ উপদ্রুত, উপদ্রবগ্রস্ত, অত্যাচারিত, উথলিয়া ওঠে এরূপ, বর্ধিত হয় এরূপ, দমিত, উৎপীড়িত, পদদলিত, আক্রান্ত, পীড়ন করা হইয়াছে এমন, বিজিত বা পরাজিত, বিরক্তকৃত, উত্তাক্ত, অত্যন্ত ক্লিষ্ট, দুর্দৈবগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, দারিদ্র্যগ্রস্ত। = **অপকত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অট্টিত উপদ্দুত**। **অনুপদ্দুত** (বিণ) অনুপদ্রুত, অনুৎপীড়িত, দুঃখহীন, নির্দুঃখ, সুখে অবস্থিত। **অনুপদ্দুতত্ত** (ক্লী) অনুৎপীড়িত অবস্থা, সুখে অবস্থান, অবিরক্তিকর অবস্থা, অনুপদ্রব অবস্থা। ২ উৎসাহিত, উত্তেজিত, সনির্বন্ধ অনুরোধকৃত, তাগিদ দেওয়া হইয়াছে এমন, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়াছে এমন। ⇒ **উপদ্দবতি**।

উপদ্ধ (বিণ) **উপড়ঢ**। ⇒ **উপড়ঢ**।

উপধংসিতর = **উপদংসিতর**। ⇒ **উপদংসিতর**।

উপধংসেতি = **উপদংসেতি**। ⇒ **উপদংসেতি**।

উপধযো = **উপধি**। ⇒ **উপধি** (২)।

উপধান (ক্লী) উপাধান, শিরোধান, বালিশ, গদি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কড়িঙ্গরূপধান**। (জাতক) **তম্বুপধান** = **রত্তুপধান** (জাতক অর্থকথা)। (বিণ) কারণযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, প্রদত্ত, দত্ত, উদ্দেশ্যমূলক, মোকদ্দমামূলক, স্বীকৃতিমূলক, অনুমতিপ্রাপ্ত, সমর্পিত, শাস্তিমূলক, প্রতিদানমূলক, চিত্তাকর্ষক, জমকাল। (ধর্মপদ) **দুক্‌খুপধান**।

উপধান ঘটিকা (স্ত্রী) (জল্লাদ বা ঘাতকের সাজসরঞ্জাম-সম্বন্ধীয়) যূপকাষ্ঠ। ⇒ **ঘটিকা** (২ক)।

উপধানেতি (ক্রি) অনুমান করা, কল্পনা করা, মনে করা, তর্কে স্বীকার করা, ধরিয়া লওয়া, ধর যদি (এরূপ বুঝাইতে), অর্থ প্রকাশ করে, বুঝায়, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করে, প্রকাশ করে, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা। ⇒ **উপধারেতি**।

উপধারণ (ক্লী) আধার, পাত্র, স্থালী, পুষ্পমূল, দোহনপাত্র, দুধ দোহন করিবার কেঁড়ে। ⇒ **কংসুপধারণ**।

উপধারণা (স্ত্রী) গণনা, হিসাব নিরূপণ কার্য, বিবেচনা, বিচার, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব।

উপধারিত (বিণ) বিবেচিত, বিচারকৃত, উদ্দেশ্যযুক্ত, কারণযুক্ত, গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত। (ধর্মপদ) **সূপধারিত**। (বিনয়) **দূপধারিত**। ⇒ **উপধারেতি**।

উপধারেতি (ক্রি) [উপ+√ধর+এ] ১ ধারণ বা গ্রহণ করা, তর্ক করা, বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা, পরীক্ষা করা, বিচার করা, তর্কে প্রণোদিত করা, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি

করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করে, প্রকাশ করে, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, অনুমান করা, মনে করা, আন্দাজ করা, সন্দেহ করা, ঠিক সেই সেই ভাবে জানা, যথাযথভাবে জানা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, উপধারণ করা, জানা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা, স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা। **অনুপধারেতি** (ক্রি) যথাযথভাবে জানিতে না পারা, ধারণ বা গ্রহণ করিতে না পারা। = **জানাতি**। ২ (কিছুর জন্য) অবহিত হইয়া পরিদর্শন করা, সতর্ক পাহারা দেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা, সিদ্ধান্ত করা, গবেষণা করিয়া বাহির করা, আবিষ্কার করা। (অতীত) **উপধারেসি**। (অ-বিণ) **উপধারিত**।

উপধাবতি (ক্রি) [উপ+√ধাব+অ] (কিছুর নিকট) পর্যন্ত দৌড়াইয়া যাওয়া, পশ্চাদ্ধাবন করা, পিছে পিছে দৌড়াইয়া যাওয়া, (কিছুর উপর) পড়া, ঝাপাইয়া পড়া, আক্রমণ করা, বেষ্টন করা, পরিবৃত করা, বেড়া দেওয়া। (অতীত) **উপধাবি**। (অ-বিণ) **উপধাবিত; (সংযুক্ত নিকায়) অপরন্তং উপধাবিত;** পেতবত্থু অর্থকথায় "**পধাবিতা**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ক্রি-বি) **উপধাবিত্বা = পধাবিত্বা (পধাবতি** শব্দে দ্রষ্টব্য)।

উপধি (পুং) ১ উপধি, স্থাপনকরণ, নীচে স্থাপনকরণ, ভিত্তি, ভিত্তিস্থাপন, বৃত্তিদান, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, ভূমি, কারণ, (**পুনর্জন্ম**-সম্বন্ধীয়) তলদেশ বা মৃত্তিকার দ্বিতীয় স্তর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপধিসঙ্খয; উপধিক্খয**। (সূত্রনিপাত) **উপধি-নিদান দুক্খ = বট্ট-দুক্খং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ সংলগ্নতা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকে এরূপ অবস্থা; (**পুনর্জন্মে**) অনুরাগ, আসক্তি। = **কিলেস, তণ্হা**। (তুলনীয়) **নিরুপধি, অনুপধি**। = **পঞ্চক্খন্ধা** (সংযুক্ত নিকায়)। মধ্যম নিকায়ে "স্ত্রী-পুত্র, পশু-পক্ষীর দল, স্বর্ণ-রৌপ্য" ইত্যাদিকে "**উপধযো**" বলা হইয়াছে। কিন্তু "**উপধি**" শব্দ দ্বারা দুঃখের মূল বা দুঃখের কারণকে বুঝায়। সর্বপ্রকার "**উপধি**" এর প্রত্যাখ্যানই নির্বাণ (দীর্ঘনিকায়)। নীচকুলোদ্ভব অর্থেও "**উপধি**" বুঝায় যার সমার্থবাচক শব্দ হয় "**অনরিয**" অর্থাৎ অনার্য। সঙ্গ বা দল অর্থেও "**উপধি**" বুঝায়; (তুলনীয়) **ওপধিক**। "**উপধি**"কে দশবিধভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন—**পঞ্চ তণ্হুপধি** (অর্থাৎ **তণ্হা, দিট্ঠি, কিলেস, কম্ম, দুচ্চরিত**), **আহারুপধি, পটিঘুপধি, চতস্সো উপাদিন্না ধাতুযো উপধি** (অর্থাৎ **কাম, দিট্ঠি, সীলব্বত, অত্তবাদ**), **ছ অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি উপধি, ছ বিঞ্ঞাণ-কায়া উপধি**। (বিণ) হেতুজনক, কারণভূত। = **নিদান** (বিণ), **হেতুক, পচ্চয়া, কারণা**।

উপধিক (বিণ) পুনর্জন্মের প্রতি আসক্ত বা আসক্তি দেখায় এমন। **অনুপধিক** (বিণ) নিরাসক্ত, আসক্তিহীন, অননুরক্ত, অনুরাগহীন, বিতৃষ্ণ, তৃষ্ণাহীন।

উপধিনিদান (ক্লী) ভিত্তিমূলক জ্ঞান, হেতুজনক বুদ্ধি, প্রমাণ হিসাবে বিচার। ⇒ **নিদান**।

উপধিসম্পত্তি (স্ত্রী) ভিত্তিমূলক অদৃষ্ট, মূলবিষয়ক ভাগ্য। ⇒ **উপধি, সম্পত্তি** (১)।

উপধীক = উপধিক। ⇒ **উপধিক**।

উপধেয্য (ক্লী) বালিশ, গদি। = **উপধান, উপত্থেয্য**।

উপনচ্চতি (ক্রি) [উপ+নচ্চতি] নৃত্যকার্য সম্পন্ন করা, অভিনয় করা।

উপনজ্জন = উপনয়ন। ⇒ **উপনয়ন**।

উপনত (বিণ) কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিকটাগত, উপনত, শরণাগত, প্রাপ্ত, নমনীয়, আনত, প্রবণ, ঝাঁকানো, ইচ্ছুক, প্রবৃত্তিমূলক, নত, অধোমুখ। ⇒ **উপনমতি**।

উপনদতি (ক্রি) [উপ+নদতি] শব্দ করা, ধ্বনিত করা, বাজানো, প্রতিধ্বনি করা, যশ বিস্তার করা, গুণকীর্তন করা, রব করা, প্রতিধ্বনিত হওয়া, (সঙ্গীত-সম্বন্ধে) উচ্চধ্বনি হওয়া। = **বিকূজতি**।

উপনদ্ধ = উপনদ্ধ। ⇒ **উপনদ্ধ**।

উপনদ্ধ (বিণ) ঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত, উপহাসকৃত, অশ্রদ্ধাকৃত, অসন্তুষ্টকৃত, অভিযোগকৃত। ⇒ **নদ্ধ, নদ্ধতি, উপনদ্ধতি, উপনয়হতি**।

উপনদ্ধতি (ক্রি) [উপ+√নহ+য] অসন্তুষ্ট হওয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করা, চিৎকার করা, অভিযোগ করা; (কাহারও প্রতি) শত্রুতা করা বা শত্রুতা পোষণ করা, বিপক্ষতা করা, বিদ্বেষ করা। (অতীত) **উপনদ্ধি;** (বিনয়) **তস্মিং উপনন্দি**। (অ-বিণ) **উপনদ্ধ, উপনদ্ধ**।

উপনমতি (ক্রি) [উপ+√নম+অ] (কিছুর প্রতি) ঝাঁকিয়া থাকা, ঝুঁকিয়া থাকা, প্রয়োগ করা; (কোন বিষয়ে) চেষ্টা করা, বিবাদ করা, পরিশ্রম করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, নিকটবর্তী হওয়া, উপস্থিত হওয়া। = **উপগচ্ছতি**। (অতীত) **উপনমি**। (অ-বিণ) **উপনত**। (করণে) **উপনামেতি**।

উপনয়ন (ক্লী) ১ উপনয়ন, উপস্থিতি, নিকটে আনা, লাভ। ২ প্রব্রজ্যা, শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা।

উপনয়হনা = উপনয়হনা। ⇒ **উপনয়হনা**।

উপনযিহনা = উপনয়হনা। ⇒ **উপনয়হনা**।

উপনযিহিতত্তং = উপনয়হিতত্তং। ⇒ **উপনয়হিতত্তং**।

উপনয়হতি (ক্রি) [উপ+নহ+য] ১ (কাহারও) সম্পর্কে আসা, সংস্পর্শে আসা। = **পূতিমচ্ছং কুসগ্গেন উপনয়হতি** (জাতক)। ২ (কাহারও প্রতি) বিদ্বেষ পোষণ করা, শত্রুতা করা, বিপক্ষতা করা, হিংসাভাব পোষণ করা; (কিছুতে) গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া; অনিচ্ছাপূর্বক দান দেওয়া বা লওয়া, ঈর্ষা সহকারে

অবলোকন করা, অনিচ্ছুক হওয়া, অবজ্ঞা করা, হেয় জ্ঞান করা। (অতীত) **উপনয়্হি**। (অ-বিণ) **উপনদ্ধ, উপনদ্ধ**।

উপনয়্হনা (স্ত্রী) বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিপক্ষতা, গুটাইয়া, গুটানো, মোড়ানো, ঈর্ষা, ঘৃণা। = **উপনাহ**। (বিভঙ্গ) **উপনহনা উপনহিতত্তং; উপনযিহনা উপনযিহিতত্তং**।

উপনয়্হিতত্তং (ক্লী) = **উপনয়্হনা**। ⇒ **উপনয়্হনা**।

উপনহনা = **উপনয়্হনা**। ⇒ **উপনয়্হনা**।

উপনহিতত্তং = **উপনয়্হিতত্তং**। ⇒ **উপনয়্হিতত্তং**।

উপনামিত (বিণ) (কিছুর নিকট) পর্যন্ত আনীত বা আনা হইয়াছে এরূপ, ঝোঁকানো হইয়াছে এমন, (কিছুতে) লাগানো হইয়াছে এমন, নোয়ানো হইয়াছে এমন। ⇒ **উপনামেতি**।

উপনামেতি (ক্রি) [উপ+√নম+এ] ১ কাছে আনা, নিকটে স্থাপন করা বা রাখা, (কিছুর উপর) ঝুঁকিয়া পড়া, নুইয়া পড়া, (কিছুতে কিছু) লাগানো, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, নিকটে গিয়া বলা, তুল্য হওয়া। = **অত্তনো কাযং ভগবতো উপনামেতি** (সূত্রনিপাত)। ২ প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান করা, দিতে চাওয়া, প্রদর্শন করা, লক্ষ্য করা, উপস্থাপিত করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচিত করিয়া দেওয়া, দান করা, দক্ষিণা দেওয়া। (অতীত) **উপনামেসি**। (অ-বিণ) **উপনামিত**।

উপনাযিক (বিণ) ১ নির্দেশিত, নির্দেশকৃত, নির্দিষ্ট, সংবাদের জন্য প্রেরিত, বিচারাদির জন্য প্রেরিত, সোপর্দকৃত, আরোপিত, উল্লিখিত, উল্লেখযোগ্য, নিকটে আগত, প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত, প্রবেশযোগ্য, অধিকারভুক্ত, অংশভুক্ত, অধিবাসী হইয়া আছে এমন, বাসকারী, যুক্ত, সংসৃষ্ট, বহন করিয়া নেয় এমন, সমর্পিত, জ্ঞাপিত, জ্ঞাত। (যৌগিকে) **অত্তুপনাযিক** (বিণ) কাহাকেও নির্দেশিত বা নির্দেশকৃত (বিনয়)। ২ আরব্ধ, উপক্রান্ত, মৌলিক। (বি-ভা) **বসসুপনাযিকা**—বর্ষাগমন (বিনয়)।

উপনাহ (পুং) বিদ্বেষ, শত্রুতা, হিংসা, দ্বেষ, বিপক্ষতা, ঈর্ষা, ঘৃণা। = **পুব্বকালং কোধো অপরকালং উপনাহো** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

উপনাহিন (বিণ, পুং) বিদ্বেষ পোষণকারী, শত্রু, হিংসুক, বিপক্ষ, ঈর্ষান্বিত, ঘৃণিত, দোষ অন্বেষণকারী, অভিযোগকারী, অসন্তোষকারী। (জাতক) **কোধন উপনাহিন**। (বিপ) **অনুপনাহিন**—অক্রোধী, ক্রোধান্বিত হয় না এমন।

উপনাহী (বিণ) বিদ্বেষী, অভিযোগকারী, দোষ অন্বেষণকারী। = **উপনাহিন**।

উপনিক্খমতি (ক্রি) [উপ+নিক্খমতি] বাহিরে, যাওয়া, বাহির হওয়া, (কাহারও নিকট পর্যন্ত) বাহির হইয়া আসা, নিষ্ক্রান্ত হওয়া। (অতীত) **উপনিক্খমি**। (পঞ্চমী) **উপনিক্খমসসু**।

উপনিক্খিত্ত (বিণ) (গোপন স্থানে) স্থাপিত, রক্ষিত, কাছে অথবা উপরে রাখিয়াছে এরূপ। ⇒ **উপনিক্খিপতি**। (পুং) গুপ্তচর, গোয়েন্দা, সন্ধানী লোক। (জাতক) **উপনিক্খিত্ত পুরিস**।

উপনিক্খিত্তক (পুং) গুপ্তচর, গোয়েন্দা, সন্ধানী লোক। (জাতক) **উপনিক্খিত্তক মনুস্স**।

উপনিক্খিপতি (ক্রি) [উপ+নি+√খিপ+অ] নিকটে জমা রাখা, কাছে রাখা, সঞ্চয় করা, সঞ্চয় করিয়া রাখা, শয্যাগত করা। (অতীত) **উপনিক্খিপি**। (অ-বিণ) **উপনিক্খিত্ত**।

উপনিক্খিপন (ক্লী) ১ ক্ষেপণী অস্ত্র, নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র। বিনয়ে ইহার বর্ণনায় দৃষ্ট হয়—"**অসি, সত্তি, লগুড়**"। ⇒ **ভেণ্ডি**। ২ (কাহারও নিকটে) স্থাপন, রক্ষণ, পথে স্থাপন, নিকটে জমা রাখন, ফাঁদ-জাল, ফন্দী, কৌশল, চাতুরী।

উপনিক্খেপ (পুং) ১ স্মৃতি স্থাপন, ভাবের মিলন। (তুলনীয়) **উপনিক্খেপন**। ২ গচ্ছিত বস্তু, (ব্যাংকে টাকা) আমানত, জমা, অগ্রিম জমা, তলানি, বন্ধকী জিনিস, প্রতিজ্ঞা, জামিন, অনুগ্রহাদির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য, স্থাপ্য ধন, সন্তান। = **উপজুত**। ৩ = **উপনিক্খিপন**। ⇒ **উপনিক্খিপন**।

উপনিক্খেপন = **উপনিক্খিপন**। ⇒ **উপনিক্খিপন**।

উপনিঘংসতি (ক্রি) [উপ+নি+√ঘংস+অ] (কিছুতে) ঘর্ষণ করা বা ঘর্ষিত হওয়া, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কোচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা। (অতীত) **উপনিঘংসি**।

উপনিজ্ঝান (ক্লী) [উপ+নিজ্ঝান] ধ্যান, গভীর চিন্তা, প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গাঢ় চিন্তা, প্রতিবর্তী ক্রিয়া, সুচিন্তিত চিন্তাধারা, মন্তব্য, অপযশ বা নিন্দা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব। ধ্যান-সম্বন্ধীয় বিষয়ে দুই প্রকার বিশেষ ভাষায়:— **আরম্মণ উপনিজ্ঝান, লক্খণ উপানজ্ঝান**। (তুলনীয়) **নিজ্ঝায়ন**।

উপনিজ্ঝায়তি (ক্রি) [উপ+নি+√ঝা+য] (কোনো বিষয়-সম্পর্কে) ধ্যান করা, গভীর চিন্তা করা, বিবেচনা করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা, মনোমধ্যে আলোড়ন করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, দৃষ্টিপাত করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, সন্দেহ করা। (অতীত) **উপনিজ্ঝাযি**। (অ-বিণ) **উপনিজ্ঝাযিত**।

উপনিজ্‌ঝায়ন (ক্লী) ধ্যান, গাঢ়চিন্তা, প্রতিফলন। = **উপনিজ্‌ঝান**।

উপনিজ্‌ঝায়িত (বিণ) (কোনো বিষয়-সম্বন্ধে) চিন্তিত, ধ্যানরত, গবেষিত, বিবেচিত, দৃষ্টিপাত করিয়াছে এরূপ। = **দিট্‌ঠ, আলোকিত**। ⇒ **উপনিজ্‌ঝায়তি**।

উপনিধঞ্‌ঞ = **উপনিধি**। ⇒ **উপনিধি** (২)।

উপনিধা (স্ত্রী) ১ তুলনা, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, বিশেষণ পদের তুলনামূলক রূপ। = **উপমা**। ২ বন্ধকী জিনিস, প্রতিজ্ঞা, জামিন, অনুগ্রহাদির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য, সন্তান, স্থাপ্য ধন, চুক্তি।

উপনিধায়—তুলনামূলক তুলনা, (কিছুর) সহিত তুলনা। (মধ্যম নিকায়) **হিমবন্তং পব্বত রাজানং উপনিধায়**। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাপথবিং উপনিধায়; সিনেরু পব্বত রাজানং উপনিধায়**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিব্বসুখং উপনিধায়**। (থেরগাথা) **কম্মং উপনিধায়**।

উপনিধি (পুং) ১ বন্ধকী জিনিস, প্রতিজ্ঞা, জামিন, অনুগ্রহাদির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত বস্তু, সন্তান, স্বাস্থ্যপান, চুক্তি, গচ্ছিতবস্তু, (ব্যাংকে টাকা) আমানত, জমা, অগ্রিম জমা, তলানি। ২ তুলনা, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, বিশেষণ পদের তুলনামূলক "তর, তম" রূপ। (বি-ভা) **উপনিধিং ন উপেতি**—তুলনায় আসে না, তুলনা হইতে পারে না।

উপনিপজ্জতি (ক্রি) [উপ+নি+√পদ+য] (কিছুর) পার্শ্বে শুইয়া পড়া, (কিছুর) উপর শুইয়া পড়া। (অতীত) **উপনিপজ্জি**। (অ-বিণ) **উপনিপন্ন**।

উপনিবজ্‌ঝতি (ক্রি) সংযুক্ত হওয়া, আসক্ত হওয়া, আটকাইয়া থাকা, অনুরক্ত হওয়া, সঙ্গে থাকা। ⇒ **উপনিবন্ধতি**।

উপনিবদ্ধ (বিণ) ১ আবদ্ধ, বদ্ধ। ২ নিকট সম্বন্ধযুক্ত, পার্শ্ববর্তী। ৩ সংসৃষ্ট, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত। ⇒ **উপনিবন্ধতি**।

উপনিবন্ধ (পুং) নিকট-সম্বন্ধ, অধীনতা, মুখাপেক্ষিতা, নির্ভরশীলতা, আস্থাস্থাপন, নির্ভরজনক বস্তু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপনিবন্ধ গোচর**। (বিণ) সম্বন্ধযুক্ত, নির্ভরশীল। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জীবিতং অস্‌সাস পস্‌সাস উপনিবন্ধ** ইত্যাদি।

উপনিবন্ধ গোচর (পুং, ক্লী) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। ⇒ **গোচর** (২), **উপনিবন্ধ** (পুং)।

উপনিবন্ধতি (ক্রি) [উপ+নি+√বধ+ং+অ] (কিছুর) নিকটে বন্ধন করা, (কিছুতে বা কিছুর সহিত) বন্ধন করা, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, সংযুক্ত করা, আটকানো, ক্রোধ করা, ধরা, অনুরক্ত হওয়া, আসক্ত হওয়া, আরোপ করা, সহি করা, সঙ্গে থাকা, সংযুক্ত থাকা, অনুনয় করা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, অনুনয়-বিনয় করা। (অতীত) **উপনিবন্ধি**। (অ-বিণ) **উপনিবন্ধ**। (কর্মবাচ্যে) **উপনিবজ্‌ঝতি**।

উপনিবন্ধন (ক্লী) ১ নিকট সম্বন্ধ, সাগ্রহ প্রার্থনা বা সনির্বন্ধ অনুরোধ। ২ গ্রন্থি, বেষ্টনী, পদশৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধন, কুকুর বা পাখি ধরিয়া রাখার চর্মরজ্জু। (বিণ) নিকট সম্বন্ধযুক্ত।

উপনিব্বত্ত (বিণ) [উপ+নিব্বত্ত] প্রচারিত, উপস্থিত, উৎপাদিত, প্রদত্ত, বর্ধিত।

উপনিভ (বিণ) [উপ+নিভ] (কিছুর সহিত) কিছু কিছু সাদৃশ্যযুক্ত, সাধারণ তুলনাযুক্ত, তুল্য, সদৃশ, নিভ, মতো, ন্যায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সঙ্ঘ বণ্ণ উপনিভ**। = **সদিস**। (জাতক) **তাল-উপনিভ**।

উপনিয্যতি (কর্মবাচ্যে ক্রিয়া) **উপনীযতি**। ⇒ **উপনীযতি**।

উপনিবত্ততি (ক্রি) [উপ+নিবত্ততি] প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়া আসা, প্রত্যুত্তর করা, ফের দেওয়া, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা বা যাওয়া, (কাহারও) পুনরাধিকারে যাওয়া, সরকারি দাবির উত্তরে বর্ণনা করা, নির্বাচন করা।

উপনিসা (স্ত্রী) ১ কারণ, যুক্তি, উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি, যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, মোকদ্দমা, সঙ্গতি, অর্থ-সম্পদ, উপায়, পথ। (মধ্যম নিকায়) **সমাধিং স-উপনিসং**। = **কারণ, পচ্চয** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। = **উপনিস্‌সয, পযোজন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অঞ্‌ঞা নিব্বানগামিনী পটিপদা** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ প্রতিকৃতি, সাদৃশ্য। (=সংস্কৃত—উপনিষদ = ঔপস্যে পাণিনি।) **পটিরূপক** (জাতক অর্থকথা)।

উপনিসীদতি (ক্রি) [উপ+নি+√সদ+অ] নিকটে বা নীচে বসা, কাছে বসা, নিকটে বসিয়া পড়া, পাশাপাশি উপবেশন করা। (অতীত) **উপনিসীদি**। (অ-বিণ) **উপনিসিন্ন**। (ক্রি-বি) **উপনিসজ্জ, উপনিসীদিত্বা**।

উপনিসেবতি (ক্রি) [উপ+নিসেবতি] পশ্চদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, পালন করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদগামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পিছে পিছে যাইতে থাকা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা। (অ-বিণ) **উপনিসেবতি**।

উপনিসেবন (বিণ) পরবর্তী, অতি কাছে থাকিয়া অনুগমন করে অথবা অন্বেষণ করে এমন।

উপসেবনী (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্তিনী, অনুগমনকারিণী।

উপনিসেবিত (বিণ) অগ্রবর্তী অথবা পরবর্তী, আগে গিয়াছে অথবা পরে গিয়াছে এমন, (কোথাও) গিয়াছে এরূপ, সজ্জিত, জোগানো হইয়াছে এমন, বিদ্ধ অথবা আঠাল, জড়িত অথবা আসক্ত, পরিপূর্ণ। (জাতক) **কক্ক উপনিসেবিত**। ⇒ **উপনিসেবতি**।

উপনিস্‌সয (পুং) [উপ+নিস্‌সয] ভিত্তি, ভিত্তি স্থাপন, বৃত্তি প্রদান, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, রক্ষণ, ভরণপোষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, নিশ্চয় কথন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, অঙ্গীকার প্রদান, আত্মবিশ্বাস, প্রগল্‌ভতা, বীমা, নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে; (বর্ণনায়) তৃপ্ত বা তুষ্ট অবস্থা অথবা অর্হত্বগুণ; প্রতীত্যসমুৎপাদের ২৪টি প্রত্যয়ের মধ্যে নবম প্রত্যয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপনিস্‌সয গোচর; উপনিস্‌সয পচ্চয়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোতাপত্তি ফলস্‌স উপনিস্‌সয; উপনিস্‌সয সম্পত্তি**।

উপনিস্‌সয গোচর (পুং, ক্লী) নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র, বিশ্বাসযোগ্য স্থান। ⇒ **গোচর** (২)।

উপনিস্‌সযতি (ক্রি) [উপ+নিস্‌সযতি] ঝুলিয়া থাকা, লম্বিত হওয়া, নির্ভর করা অথবা নির্ভর করিয়া থাকা, ঘনিষ্ঠরূপে মেলামেশা করা, সংযুক্ত হওয়া বা থাকা, সহযোগী হওয়া বা থাকা, আস্থা স্থাপন করা, বিশ্বাস করা। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অত্তানং উপনিস্‌সযতি**। (অ-বিণ) **উপনিস্‌সিত**। (ক্রি-বি) **উপনিস্‌সায**।

উপনিস্‌সায (ক্রি-বিণ) নিকটে, অনতিদূরে, কাছে, পার্শ্বে, সন্নিকটে, সমীপে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রাজগহং উপনিস্‌সায**। (ক্রি-বি) নির্ভর করিয়া, উপায় করিয়া, কৌশল করিয়া। (সূত্রনিপাত) **তং উপনিস্‌সায; তাপ উপনিস্‌সায**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রাজগহ-সেট্‌ঠি উপনিস্‌সায**। ⇒ **উপনিস্‌সযতি**।

উপনিস্‌সিত (বিণ) (কিছুর উপর) নির্ভর করিয়া, আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, আস্থা স্থাপন করিয়া, ঝুলিয়া বা সংলগ্ন থাকিয়া, লম্বিত হইয়া, বিশ্বাস করিয়া, নির্ভরশীল, সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কযুক্ত। ⇒ **উপনিস্‌সযতি**।

উপনীত (বিণ) ১ উপনীত, সমীপে আনীত, কিছুর দিকে অথবা কিছুর মধ্যে আনীত, উপস্থিত। (সূত্রনিপাত) **নিরযে উপনীত; দুক্‌খ-উপনীত**—দুঃখে উপনীত; **ভব-উপনীত**। (জাতক) **থূণ-উপনীত**। (ধর্মপদ) **উপনীত যব = অতিক্কন্তবযো**—বয়স অতিক্রান্ত অথবা বয়সে পরিণত (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **উপনীত'স্মি**—উপনীত হইলে; = **উপনীতে** (জাতক অর্থকথা)। **অনুপনীত** (বিণ) অনুপস্থিত কিছুতে নেওয়া হয় নাই এরূপ। ২ উপহার প্রদত্ত, দেবোদ্দেশে প্রদত্ত, প্রদত্ত, প্রস্তাবিত, প্রদর্শিত, উপস্থাপিত। ৩ সমাপ্তকৃত, সম্পাদিত, সমাপ্ত। = **মরণ সন্তিকং উপনীত** (জাতক অর্থকথা)। ৪ পরীক্ষার জন্য আনীত, অভিযুক্ত, আক্রান্ত, ভার অর্পিত, আদিষ্ট। (মধ্যম নিকায়) **উপনীত বচনপথ**। (তুলনীয়) **উপনীয**। ⇒ **উপনেতি**।

উপনীত মত্তমেব—ইহা আনীত হইবার অথবা উত্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ⇒ **মত্ত** (১৬)।

উপনীত যব ⇒ **উপনীত** (১)।

উপনীয (ক্রি-বি) পরীক্ষার জন্য আনিয়া, নিকটে আনিয়া, অভিযুক্ত করিয়া, অপরাধী করিয়া, নিন্দা করিয়া, অপবাদ দিয়া, তত্ত্বাবধান করিয়া, আজ্ঞা দিয়া, আক্রমণ করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **উপনীয বদতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপনীয বাচা**। (তুলনীয়) **উপনীত** (৩)। ⇒ **উপনেতি**।

উপনীযতি (ক্রি) ১ উপস্থিত করা, নীত হওয়া, উপনীত করা, হাজির করা, আনীত হওয়া। ২ (জীবন) শেষ করিয়া আনা, (জীবনের) শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া। ৩ বহন করিয়া নীত হওয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া। ⇒ **উপনেতি**।

উপনীয্য = উপনীয। ⇒ **উপনীয, উপনেতি**।

উপনীল (বিণ) [উপ+নীল] সামান্য নীলবর্ণযুক্ত, অল্পগাঢ় নীলবর্ণের, কিছু কিছু নীল রঙের, কিয়ৎ পরিমাণে নীলবর্ণযুক্ত।

উপনেতি (ক্রি) [উপ+√নী+এ] (কিছুর নিকট পর্যন্ত) আনা, লইয়া আসা, কিছুর দিকে নিয়া যাওয়া, নেওয়া, আনয়ন করা, সাধন বা উৎপন্ন করিতে সাহায্য করা, প্রমাণ করা অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা, উপহার দেওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দান করা, দক্ষিণা করা, প্রদান করা, দেওয়া, স্বীকার করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ঔষধ খাওয়ানো, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানান, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা। (অতীত) **উপনেসি**। (অ-বিণ) **উপনীত**। (ক্রি-বি) **উপনেত্বা, উপনীয, উপনীয্য, উপনেয্য**। (কর্মবাচ্যে) **উপনীযতি**।

উপনেত্বা (ক্রি-বি) = **উপচ্চ**। ⇒ **উপচ্চ**। (সংযোগে) **উপনেতি উপনেত্বা**। ⇒ **উপনেতি**।

উপনেয্য = উপনীয। ⇒ **উপনীয, উপনেতি**।

উপন্তি (ক্রি-বিণ) [উপ+অন্তি] নিকটে, সম্মুখে, সমক্ষে, পূর্বে, অপেক্ষাকৃত সত্বর, তখন হইতে, ইতঃপূর্বেই, অনতিদূরে।

উপন্তিক (বিণ) [উপ+অন্তিক] অদূরবর্তী, নিকটস্থ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, অন্তরঙ্গ, ঠিক সোজা, কৃপণ, অতি নিকটে, সম্পূর্ণরূপে নিকটে। (ক্লী) নিকট, নিকট সম্বন্ধ, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া।

উপন্তিকং (ক্লী) নিকট, নিকটসম্বন্ধ, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া।

উপন্তিকা (স্ত্রী) = **উপন্তিকং**। ⇒ **উপন্তিকং**।

উপন্তিকে (ক্রি-বিণ) নিকটে, সম্পূর্ণ নিকটে। = **সমীপে গেহস্‌স** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উপপচ্চ = **উপচ্চ**। ⇒ **উপচ্চ**।

উপপচ্চযমান = **উপ্পচ্চিযমান**। ⇒ **উপ্পচ্চিযমান, উপ্পচ্চতি**।

উপপচ্চিযতি (ক্রি) = **উপ্পচ্চতি**। ⇒ **উপ্পচ্চতি**।

উপপজ্জ = **উপ্পজ্জ**; ⇒ **উপ্পজ্জতি**।

উপপজ্জতি (ক্রি) [উপ+√পদ+অ] পৌঁছা, প্রাপ্ত হওয়া, নাগাল পাওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা, সৃষ্টি করা, সৃজন করা, উৎপাদন করা, আরম্ভ করা, উদ্ভূত হওয়া। (বিনয়) **নিরযং উপপজ্জতি; = উপ্পজ্জতি**। (বিনয়) **সুগতিং উপপজ্জতি (= উপ্পজ্জতি) সগগলোকং উপপজ্জতি (=উপ্পজ্জতি)**। (অতীত) **উপপজ্জি**। (অ-বিণ) **উপপন্ন, উপপাদিত**। (করণে) **উপপাদেতি**।

উপপণ্ডুকিন (বিণ) সামান্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, অল্প অল্প রংযুক্ত। (তুলনীয়) **উপ্পণ্ডুক, উপ্পণ্ডুকিন**।

উপপত্তি (স্ত্রী) ১ জন্ম, কুল, বংশ, বংশমর্যাদা, প্রসব, উৎপত্তি, আদি, উপপত্তি, সঙ্গতি, সংস্থান, মীমাংসা, যুক্তি, সিদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্ভ্রান্তবংশ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, পুনর্জন্ম, নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা; (সাহিত্যে) লাভ, প্রাপ্তি, লব্ধ বস্তু (বিশেষত অর্জিত বিদ্যা, গুণ, নৈপুণ্য ইত্যাদি)। = **উপ্পত্তি**। (ধর্মপদ) **সন্তানং উপপত্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেব-উপপত্তি**—দেবগণের মধ্যে উৎপত্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেবলোক উপপত্তি; কাম-উপপত্তি**—কামভূমিতে উৎপত্তি বা জন্ম; **অরূপ উপপত্তি**—অরূপ ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি। **রূপ-উপপত্তি**—রূপব্রহ্মলোকে উৎপত্তি। **নিরয-উপপত্তি**—নরকে উৎপত্তি। ২ সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, অবসর; (সাহিত্যে) আগমন করিয়া, আসিয়া, উপস্থিত হইয়া; (দানের জন্য) সামগ্রী, বস্তু। **দান-উপপত্তি**—দানের উপযুক্ত সামগ্রী।

উপপত্তিক (বিণ) জন্ম বা পুনর্জন্ম বিষয়ক। **পেত-উপপত্তিক**—প্রেতযোনিতে উৎপন্ন, প্রেতকুলে উৎপন্ন। (তুলনীয়) **উপপাতিক**।

উপপত্তিদেব (পুং) ১ জন্ম বা পুনর্জন্ম হেতু দেবতা (যেমন—**ভুম্মদেবা, রুক্খদেবা, অন্তলিক্খদেবা** প্রভৃতি)। এই দেবগণ হীনস্তরের দেবতা বলিয়া দেবযোনিতে মনুষ্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধারণত ত্রিবিধ শ্রেণীভূত দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**সম্মুতি দেবা, বিসুদ্ধিদেবা, "উপপত্তি দেবা"** অথবা **"উপ্পত্তি দেবা"**। = **উপ্পত্তি দেবা**। ⇒ **দেব**। ২ দেবলোকবাসী দেবতা, দেবকুলে উৎপন্ন দেবতা (যেমন—**ভুম্মদেবতা**)। **উপপত্তি দেব**—সপ্তস্তরে সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—**চাতুম্মহারাজিক দেবা, তাবতিংসা-দেবা, যামাদেবা, তুসিতা দেবা, নিম্মানরতি দেবা, পরনিম্মিত বসবত্তী দেবা, ব্রহ্মকায়িকা দেবা**। ⇒ **দেবতা, দেব** (১)।

উপপত্তিভব (পুং) ইহজীবনে (এই সংসারে) যাহা কাজ করা হয় উহার ফল প্রাপ্তিস্বরূপ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরজন্মে উৎপত্তির স্থান অথবা পুনর্জন্ম লাভে নির্দিষ্ট স্থান, মৃত্যুর পর জীবের নিজ নিজ কর্মানুযায়ী পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার স্থান। ⇒ **ভব**।

উপপন্ন (বিণ) ১ অধিকৃত, নির্ধারিত, হস্তগত, অভিভূত, জ্ঞাত, জ্ঞাপিত, লব্ধ, সাধিত, অর্জিত, সজ্জিত, সংগৃহীত, সঞ্চিত, উপপন্ন, উৎপন্ন, উচিত, সিদ্ধ, সম্পন্ন, মিলিত, আগত, যুক্তিযুক্ত, প্রাপ্ত, সম্ভাবিত, প্রতিপন্ন, সঙ্গত, অবিরুদ্ধ। (সূত্রনিপাত) **উপপন্ন থাম-বল; ঞাণুপপন্ন; উপপন্ন ঞাণ**। ২ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত, জীবন প্রাপ্ত, জীবরূপে আগত। ⇒ **উপপজ্জতি**। সংযুক্ত নিকায়ে **"উপ্পন্নং অবিহং"**, কিন্তু অর্থকথা বর্ণনায় উহার যথার্থ অর্থ হয় নাই, যেমন—**নিস্সত্তিবসেন উপগত অবিহং**—অর্থাৎ তাহাদের গুণ বা পূর্ণতাবশত অবিহ নামক ব্রহ্মলোকে গত বা উৎপন্ন; এখানে **"উপ্পন্ন"** শব্দরূপে পাঠ করা যায় কি?

উপপরিক্খণ (ক্লী) = **উপপরিক্খা**। ⇒ **উপপরিক্খা**।

উপপরিক্খতি (ক্রি) [উপ+পরি+√ইক্খ+অ] অনুসন্ধান করা, নিশ্চয় করা, নিরূপণ করা, পরীক্ষা করা, পরখ করিয়া দেখা, বাজাইয়া লওয়া, গবেষণা করা, আলোচনা করা। (অতীত) **উপপরিক্খি**। (ক্রি-বি) **উপ-পরিক্খিত্বা;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পঞ্ঞায উপপরিক্খিত্বা (=ঞত্বা, = বিচেয্য)**।

উপপরিক্খা (স্ত্রী) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, তদন্ত, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ। (মধ্যম নিকায়) **অত্থ উপপরিক্খা**।

উপপরিক্খিন (বিণ) পরিদর্শনীয়, পরীক্ষণীয়, চিন্তাশীল, অনুসন্ধান যোগ্য।

উপপাত (পুং) উপপাত, পুনর্জন্ম, হঠাৎ আগমন, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি, ফলোমুখতা। = **উপপত্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চুতূপপাত**।

উপপাতিক (বিণ) উপপাতিক, যাহার জন্ম পিতৃ ঔরসে এবং মাতৃগর্ভে হয় না, অযোনিসম্ভবা, মাতাপিতা ব্যতীত যাহার জন্ম হয়, দেবগণের ন্যায় যাহার জন্ম হয়, দেবগণের ন্যায় অযোনিসম্ভবা, মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন বা জন্ম হয় না এমন। (উপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বগণ পিতার ঔরসে কিংবা মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে না। তাহারা গৃহ প্রকোষ্ঠ কিংবা বৃক্ষ যে কোনো একটিকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের ন্যায় হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তাহাদের ঈদৃশ উপপাতিক জন্মরূপে আবির্ভাব হইবার সময় তাহারা ষোড়শ বৎসর বয়সের যুবকের ন্যায় কিংবা ষোড়শী যুবতীর ন্যায় দেহধারী হইয়া থাকে)।

উপপাদিত (বিণ) উপপাদিত, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, কৃত, উৎপাদিত,

নির্বাহিত, মীমাংসিত। ⇒ **উপপাদেতি**।

উপপাদেতি (ক্রি) কার্যে পরিণত করা, নির্বাহ করা, সম্পাদন করা, আইনানুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া, সম্পন্ন করা, সমাধা করা। (অতীত) **উপপাদেসি**। (অ-বিণ) **উপপাদিত**।

উপপারমী (স্ত্রী) [উপ+পারমী] উপপারমিতা, গৌণ বা অপ্রধান বিষয়ক পূর্ণতা, সাধারণ বিষয়ক পরোৎকর্ষ। ⇒ **পারমী, পরমত্থপারমী**। (বিপ) **পরমত্থপারমী**। (ত্রিশটি পারমিতার মধ্যে মনে কর "দান পারমিতা"। এই দান পারমিতা তিন প্রকারে সাধিত হয়, যেমন—১ বাহিরের বস্তু দান, ২ স্বীয় দেহ-রক্ত-মাংসাদি দান অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক বস্তু দান, ৩ সত্যের সন্ধানে ধ্যান সমাধিতে আত্ম-নিয়োগ। এই তিন প্রকার দান দ্বারা সাধিত পূর্ণতাকে যথাক্রমে বলা হয় "দান পারমিতা, দান উপপারমিতা এবং দান-পরমার্থ পারমিতা)।

উপপিসন (ক্লী) [উপ+পিসন+অ] চূর্ণ করণ, চূর্ণ, গুঁড়া, সূক্ষ্মচূর্ণ, চুলে বা মুখে মাখাইবার গুঁড়া, পাউডার। **অঞ্জনুপপিসন** (ক্লী) চোখে ব্যবহারের সূক্ষ্মচূর্ণ দ্বারা তৈরি অঞ্জন বা মলম।

উপপীলক (বিণ) অত্যাচারী, পীড়াদায়ক, (আবহাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে) গুমট, বাধক, বাধাজনক, প্রতিরোধক।

উপপীলা (স্ত্রী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উৎপীড়ন, উপদ্রব।

উপপীলেতি (ক্রি) [উপ+পীড়েতি] উৎপীড়ন করা, উপদ্রব করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, দমন করা, পীড়া দেওয়া। = **পীলেতি**। ⇒ **পীলেতি**।

উপপুরোহিত (পুং) ছোট পুরোহিত, নিম্নপদস্থ পুরোহিত, সাহায্যকারী পুরোহিত, পুরোহিতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি পুরোহিতের কার্য সম্পাদন করে।

উপপ্ফসতি (ক্রি) [উপ+ফুসতি] স্পর্শ করা, ছোঁয়া, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, গলানো, বিচলিত করা, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। (অতীত) **উপপ্ফুসি**।

উপপ্লবতি (ক্রি) [উপ+প্লবতি] সাঁতার কাটা, সাঁতার দেওয়া, সাঁতার দিয়া পার হওয়া, জলে পূর্ণ হওয়া, মাথা ঘোরা বোধ করা, সাঁতার কাটানো বা ভাসানো, সাঁতার দিয়া অতিক্রম করা, প্লাবিত করা, আরম্ভ করা, ভাসমান করা বা হওয়া, ভাসমান রাখা। (অতীত) **উপপ্লবিং** (অনিশ্চিত শব্দ); (সূত্রনিপাত) **দীপা দীপং উপপ্লবিং**—জমিকে জমি অর্থাৎ সমস্ত জমি ভাসাইয়া দিল; = **উপ্লবিং, উপপ্লবিং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। "**উপপ্লবিং**" কিন্তু "**উপ্লিলবতি**" ক্রিয়ার অতীতকাল; চুলনির্দেশ বর্ণনায় "**সমুপপ্লবিং**"। (তুলনীয়) **উপ্লিলবতি**।

উপপ্লবন (বিণ) এই শব্দটি ধর্মপদ অর্থকথায় দৃষ্ট হয়। ইহার বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। সাহিত্যেও অসম্পূর্ণ এবং দোষযুক্ত শব্দ। ⇒ **পরিপ্লব**। (ক্লী) = **পরিপ্লবন**। ⇒ **পরিপ্লবন**।

উপপ্লবমান (বিণ) **পরিপ্লবন্ত**। ⇒ **পরিপ্লবন্ত**।

উপপ্লুত (বিণ) প্লাবিত, ভাসাইয়া নিয়াছে এরূপ, স্নাত, আপ্লুত, জলে ভাসমান, উৎপতিত। = **প্লবিত**।

উপব্বজতি (ক্রি) [উপ+ব্রজ] যাওয়া, গমন করা, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশোনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করিবার জন্য যাওয়া, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া। = **উপগচ্ছতি**।

উপব্বলুহ (বিণ) জনতাপূর্ণ, ঘনসংবদ্ধ, পুরাপুরি দোলন হয় এরূপ, দূরত্ব হিসাবে যতদূর পর্যন্ত দোলা যায় এরূপ, দোলনায় দোলে এমন, (হাঁটিবার কালে) সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে চলে এমন। = **সমুপব্বলুহ**।

উপব্রূহণ (ক্লী) বিস্তৃতি, প্রসারণ, বৃদ্ধি, প্রসারিত বস্তু, লাভ, উৎপন্নদ্রব্য, বংস, সন্তানসন্ততি, বর্ধন।

উপব্রূহন = উপব্রূহণ। ⇒ **উপব্রূহণ**।

উপব্রূহেতি (ক্রি) [উপ+√ব্রূহ+এ] বর্ধিত করা, বাড়ানো, প্রসারণ করা, বিস্তার করা, সম্প্রসারিত করা, বিস্তৃত করা, বৃদ্ধি করা, লাভ করা, উৎপন্ন করা, বংশ বৃদ্ধি করা, সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করা। (অতীত) **উপব্রূহেসি**। (অ-বিণ) **উপব্রূহিত**।

উপভুঞ্জক (বিণ) আহার গ্রহণকারী, উপভোগকারী, সহ্যকারী, সহনশীল, অধীনস্থ, অনুভবকারী, উপভোগী।

উপভুঞ্জতি (ক্রি) আহার করা, উপভোগ করা, সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, সুখভোগ করা, আনন্দ, অনুভব করা। (অতীত) **উপভুঞ্জি**। (অ-বিণ) **উপভুত্ত**। (ব-বিণ) **উপভুঞ্জমান**। (ক্রি-বি) **উপভোগ্গ**। (তুম) **উপভোত্তুং**।

উপভুঞ্জমান (বিণ) উপভোগ করিবার ন্যায়, আহার করে এমন, পানীয় পান করে এমন। ⇒ **উপভুঞ্জতি**।

উপভুত্ত (বিণ) উপভুক্ত, ভুক্ত, ভক্ষিত, ব্যবহৃত, যাহা উপভোগ করা হইয়াছে, উপলব্ধ, অনুভূত। ⇒ **উপভুঞ্জতি**।

উপভোগ (পুং) উপভোগ, সুখাদি ভোগ, সম্ভোগ, ভক্ষণ, ব্যবহার, আমোদ, সুখ, লাভ, সুফল, মুনাফা, উপকার, উন্নতি, উপকারিতা, সুবিধা, অভ্যাস, আবশ্যকতা, প্রয়োজন। = **পরিভোগ**। (বিণ) আনন্দদায়ক, উপভোগ্য।

উপভোগিন (বিণ) = **উপভুঞ্জক**। ⇒ **উপভুঞ্জক**।

উপভোগী = উপভোগিন। ⇒ **উপভোগিন**।

উপভোগ্গ (বিণ) উপভোগ্য, উপভোগের উপযুক্ত, আরামপ্রদ, আনন্দদায়ক।

উপম (বিণ) উপম, সদৃশ, তুল্য, সমগুণ সম্পন্ন, ন্যায়, মতো, সমান, অনুরূপ, সম। (যৌগিকে) **অন্ধ-বেণোপম** (দীর্ঘনিকায়)। (মধ্যম নিকায়) **তরুণোপম**—দেখিতে তরুণের বা যুবকের ন্যায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকোপম পুগ্গল**—জলের মতো লোক। (পেতবত্থু) **খেত্তোপম**—উত্তমরূপে কর্ষিত জমির ন্যায়। = **সদিস, উপম**। (তুলনীয়) **উপমা, ওপম্ম**।

উপমা (স্ত্রী) উপমা, সাদৃশ্য, তুল্যতা, অর্থালঙ্কার বিশেষ, প্রতিকৃতি, উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্রগল্প, উদাহরণ, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, তুলনা, উপমা-অলঙ্কার, আদর্শ, দৃষ্টান্ত, নজির, পূর্বদৃষ্টান্ত। = **উপনিধা সদিসং পটিভাগো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধেনুপমা**।

উপমান (স্ত্রী) উপমান, তুলনা, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, (দুই বিষয়ের মধ্যে) তুলনায় দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখানো যায় তাহা। চন্দ্রবদনা চন্দ্র হচ্ছে উপমান।

উপমানিত (বিণ) তুলনাকৃত, সদৃশীকৃত, অনুরূপকৃত, উপমিত, সদৃশ, পরিমিত, নির্দিষ্টকৃত, নির্ধারিত। = **সদিস**। ⇒ **উপমিত, উপমেতি**।

উপমাবচন—তুলনামূলক কথা বা বর্ণনা। এই শব্দটি সাধারণত "**এবং**" শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যথা—**এবং উপমাবচনং**।

উপমিত (বিণ) উপমিত, তুলিত বা তুল্যকৃত, সদৃশীকৃত। = **উপমানিত**। ⇒ **উপমেতি**।

উপমেতি (ক্রি) [উপ+√মা+এ] পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, এক বস্তু দিয়া অপর বস্তু পরিমাণ করা বা মাপা। (অ-বিণ) **উপমানিত, উপমিত**। (ক্রি-বি) **উপমেত্বা** (ইহার পাঠ হইবে "**উপনেত্বা**"—বিশুদ্ধিমার্গ)।

উপমেয্য (বিণ) উপমেয়, উপমার বিষয়ীভূত, অন্যের সহিত যাহাকে উপমা দেওয়া অথবা সদৃশী করা যায় বা যাইতে পারে এমন। (ক্লী) (দুই বিষয়ের মধ্যে) তুলনায় প্রথম অংশ অর্থাৎ যেই বস্তুর তুলনা করা হয়। চন্দ্র-বদনা, বদন হচ্ছে উপমেয়। ⇒ **উপমান**।

উপয (পুং) নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা, আসক্তি, সংযোগ, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, অনুরাগ, ধরিয়া থাকা, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার। **অনুপয** (বিণ) অসংলগ্ন। **রূপূপয** (বিণ) নির্মাণে জড়িত; = **রূপূপয রূপারম্মণ** (চুলনির্দেশ)।

উপয়তি (ক্রি) অতিক্রম করিয়া চলা, উপর দিয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। ⇒ **উপয**।

উপযাচতি (ক্রি) [উপ+√যাচ+অ] চাওয়া, যাচঞা করা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, স্বীকার করিয়া লওয়া, আবেদন করা, অনুনয় বিনয় করা, ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করা, অনুনয় করা, আরাধনা করা। (জাতক) **দিব্যং উপযাচতি**। (অতীত) **উপযাচি**। (অ-বিণ) **উপযাচিত**।

উপযাচিত (বিণ) উপযাচিত, প্রার্থিত (বিষয় বা ব্যক্তি), সমর্পিত, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। ⇒ **উপযাচতি**।

উপযাচিতক (ক্লী) প্রার্থনা, ভিক্ষা, অনুরোধ, অনুসন্ধান, যাচঞা, জিজ্ঞাসা, নিমন্ত্রণ, অনুমতি, আরাধনা, তুষ্টিসাধন, প্রসাধন, (প্রাচীন ব্যবহারে) বলি, ক্রোধ উপশমের নিমিত্ত উপহার। = **দেবতানং আযাচন**।

উপযাতি (ক্রি) [উপ+√যা+অ] যাওয়া, গমন করা, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, রহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা, অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোনো বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনো লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, বিক্রয় হওয়া, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা। (অতীত) **উপযাচি**। (করণে) **উপযাপেতি**।

উপযান (ক্লী) নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক, অবস্থা, উপযান, নিকটে গমন, প্রাপ্তি, আগমন, আগন্তুক, নবজাত সন্তান, নিকট, সমীপ, ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ। (বিপ) **অপযান**।

উপযানক (পুং) কাঁকড়া, কর্কট, কুলীর।

উপযাস—নৈরাশ্য। ⇒ **জরামরণ**।

উপযুঞ্জতি (ক্রি) [উপ+√যুজ+ণ+অ] একত্র করা, সংযুক্ত করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, (আত্মীয় সম্বন্ধে) যুক্ত করা, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো, ঠিক মতো যুক্ত হওয়া, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, অভ্যাস করা, কোনো (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, নিযুক্ত করা, আচরণ করা, নিঃশেষ করা, শেষ করা। (অতীত) **উপযুঞ্জি**। (অ-বিণ) **উপযুত্ত**। (ব-বিণ) **উপযুঞ্জমান** (ইহা "**উপভুঞ্জমান**" শব্দরূপেও পাঠ হয়); ⇒ **উপভুঞ্জমান**।

উপযুত্ত (বিণ) উপযুক্ত, যোগ্য, উপযোগী, সমর্থ, উচিত, কার্যদক্ষ, ভুক্ত। ⇒ **উপযুঞ্জতি**।

উপযোগ (পুং) উপযোগ, প্রয়োগ, উপকার, আবশ্যকতা, উপযোগিতা, ভোজন, ভোগ, আনুকূল্য ব্যয়, নৈকট্য, ইষ্টসাধন ব্যাপার, সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (শেমিজ ইত্যাদি), যোগ, একত্রে মিলন, সংলগ্নতা, কুটুম্বিতা, সম্পর্ক, কুটুম্ব বা আত্মীয়, কার্যে নিয়োগ, চির অভ্যস্ত কার্য, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, মনোনিবেশ, প্রযত্ন। (জাতক) **নগরে উপযোগং নেত্বা**—শহরে ব্যবহারের

নিমিত্ত ? "**উপযোগং**" শব্দের স্থলে জাতক "**উপভোগং**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (সাধারণত কর্মকারকে যৌগিকে) উপযোগবচন—সম্মিলিত বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (সূত্রনিপাত অর্থকথা); ইহাকে নিম্নোক্ত কারকসমূহে আরও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—(সূত্রনিপাত অর্থকথা) **সামিবচন; ভুম্মবচন; করণবচন;** (জাতক) **সম্পদানবচন;** (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ইত্থত্তুত বচন;** (জাতক) **নিসসক্কবচন।**

উপরচতি (ক্রি) [উপ+রচতি] নির্মাণ করা, গঠিত করা, শিক্ষা দেওয়া, বিন্যাস করা, আকার ধারণ করা। (অ-বিণ) **উপরচিত।**

উপরচিত (বিণ) গঠিত, নির্মিত, রচিত, বিন্যাস করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **উপরচতি।**

উপরজ্জ (ক্লী) উপরাজ্য, রাজ্ঞ প্রতিনিধির পদ বা অধিকার, বৃহৎ রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর আধিপত্য। = **ওপরজ্জ।**

উপরত (বিণ) বিরত, নিবৃত্ত, সংযত, সংযমিত, ত্যাগ করিয়াছে এমন, ক্ষান্ত, বর্জিত, দমিত, বিরত হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **ওরত।** (বিনয়) **রত্তুপরত**—রাত্রিকালীন আহারে বিরত; = **রত্তিভোজনতো উপরত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **ভয উপরত।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিহিংস উপরত।** = **বিরত।** ⇒ **উপরমতি।**

উপরতি (স্ত্রী) বিরাম, সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা, নিবৃত্তি, অবসান।

উপরম (পুং) উপরম, নিবৃত্তি, বৈরাগ্যভাব, বিরাগতা, মৃত্যু। = **উপরমা।**

উপরমতি (ক্রি) [উপ+√রম+অ] শেষ করা বা হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, বিরত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, সুস্থির হওয়া, শান্ত করা বা হওয়া, নম্র হওয়া, আত্মসংযম করা। (জাতক অর্থকথা) **উপারমতি।** (অতীত) **উপরমি।** (অ-বিণ) **উপরত।**

উপরমা (স্ত্রী) বিরাম, নিবৃত্তি, অবসান। = **উপরম।**

উপরব (পুং) শব্দ, গোলমাল, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি।

উপরাজ (পুং) উপরাজ, রাজপ্রতিনিধি, উপশাসক, উপরাজ্যের রাজা।

উপরাজা (পুং) উপরাজা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

উপরি (অব্যয়, উপসর্গ পদ) উপরি, উর্ধ্বে, উপর, উপরে, পরে। ১ (ক্রি-বিণ) অগ্রে, অগ্রভাগে, আগায়, উপরে, উর্ধ্বে। = **উদ্ধং।** (বিপ) **অধো, হেট্ঠা**—নীচে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অবতিমুখো উপরি গচ্ছতি;** (সূত্রনিপাতের বর্ণনায়) **পচ্চুগচ্ছতি।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **হেট্ঠা মনুস্সসন্ঠানং উপরি সূকর-সন্ঠানং; উপরি ছত্তং ধারিযমান; সব্বত্থং উপরি**—প্রত্যেক কিছুর উপরে। "**উপরি**" শব্দের যৌগিক শব্দের সহিত অর্থ হয়:—উচ্চতর, উর্ধ্বতর, শ্রেষ্ঠতর, (কিছুর) উপরিস্থ, সর্বোপরিস্থ। ২ (অব্যয়) **ক)** (সম্পর্ক বুঝাইলে:—) কিছুর আগায়, কিছুর উপর বা উপরে, কিছুর উর্ধ্বে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কস্স উপরি সাপো পতিস্সতি**—কাহার উপর অভিশাপ পড়িবে ? (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তনো উপরি পততি**—নিজের উপর পড়ে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **এতিস্সা উপরি কোধো**—এই স্ত্রীলোকটির উপর ক্রোধ। **খ)** (সময় বুঝাইলে:—) অগ্রভাগে, আগে, পূর্বে, পরে, পরবর্তী সময়ে, শেষে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতুন্নং মাসানং উপরি**—চারি মাস পরে অথবা পূর্বে। = **উদ্ধং চতূহিমাসেহি** (পেতবত্থু)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সত্তন্নং বস্স-সতানং উপরি**—সপ্তশত বৎসর পরে। ⇒ **উদ্ধং।**

উপরি উম্মার = **উত্তরুম্মার।** ⇒ **উত্তরুম্মার।**

উপরিকূট (ক্লী) দ্বিতল-ত্রিতলাদি ঘরের উপরিস্থ ঘর বা কক্ষ।

উপরিচর (বিণ) উপরিচর, উর্ধ্বে বিচরণকারী, আকাশে ভ্রমণকারী, উড়ন্ত, কিছুকালের জন্য অপসৃত, স্থগিত, টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে এমন।

উপরিট্ঠ (বিণ) সর্বোপরিস্থ, সর্বোপরে অবস্থিত, উর্ধ্বতম, অত্যুৎকৃষ্ট। (তুলনীয়) **উপরিট্ঠিম।**

উপরিট্ঠিম (বিণ) এই শব্দটি "**সেট্ঠ, পচ্ছিম, হেট্ঠিম, হেট্ঠ**" শব্দগুলির পরে বসিয়া দ্বিগুণ জোর দিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যেমন—**সেট্ঠ উপরিট্ঠিম**—সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ, সর্বোপরিস্থ। **হেট্ঠিম উপরিট্ঠিম**—সর্বনিম্নস্থ। **পচ্ছিম উপরিট্ঠিম**—সর্বপশ্চাতে, সকলের পরবর্তী। = **উপরিট্ঠ, উপরিম।** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **উপরিট্ঠিম সংযোজনানি** = **উদ্ধভাগিয সংযোজনানি** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উপরিপাসাদ (পুং) প্রাসাদের সর্বোপরিস্থ তল বা ঘর, প্রাসাদের উপরতলা, প্রাসাদের ছাদের উপর।

উপরি পাসাদতল (ক্লী) রাজপ্রাসাদের উপরের ছাদ। = **মহাতল।**

উপরিপিট্ঠি—উপর পার্শ্ব, মাচান, উন্নত মঞ্চ।

উপরিপিদহিত (বিণ) = **পটিকুজ্জিত।** ⇒ **পটিকুজ্জিত।**

উপরিভদ্দক (ক্লী) এক জাতীয় বৃক্ষের নামবিশেষ, একপ্রকার বৃক্ষের নাম (কদম্ব বৃক্ষ)। = **ভগিনীমাল** (২), **ভগিনীমালা** (জাতক অর্থকথা)।

উপরিভাগ (পুং) উপরিভাগ, উপর দিক, উপরিস্থ অংশ; (করণ ও অধিকরণ কারকে অথবা অতীতার্থে) উর্ধ্বে, উপরে, দূরে, পরে বা পরবর্তী সময়ে।

উপরিভাব (পুং) উচ্চতর অবস্থা, উচ্চ পদমর্যাদা, উচ্চভাব, উচ্চতর সম্প্রদায় বা শ্রেণী, উচ্চতর গুণ বা মর্যাদা, অধিকতর সমৃদ্ধি, বিশাল বিভব, উর্ধ্বতম রাষ্ট্র বা রাজসরকার। (বিপ) **অধভাব।** ⇒ **ভাব** (১)।

উপরিভূমিযং—মাটির উপর। (বিপ) **হেট্‌ঠাভূমিযং**।

উপরিম (বিণ) উর্ধ্বতম, উচ্চতম, উপরিস্থ, উপরের, শিরোপরিস্থ, অন্তিমস্থ। (দীর্ঘনিকায়) **দিসা উপরিমদিগন্তস্থ**। (তুলনীয়) **উপরিট্‌ঠিম**। (জাতক অর্থকথা) **উপরিম দন্ত**।

উপরিমদন্ত—উপরিস্থ দাঁত, উপরের শ্রেণীর দাঁত, উপর সারির দাঁত। = **উদ্ধদন্ত**।

উপরিমা দিসা (স্ত্রী) উপর দিক, উর্ধ্বদিক। = **উদ্ধং**। ⇒ **ছদিসা**।

উপরিমুখ (বিণ) উর্ধ্বমুখী, উর্ধ্বমুখ, উপর দিকে মুখ করিয়া থাকে এমন, যাহার মুখ উপর দিকে। (বিপ) **অধোমুখ**।

উপরিয (ক্রি-বিণ) উপরে, আগায়, অগ্রভাগে। (যৌগিকে) **হেট্‌ঠু পরিয**—নীচে এবং উপরে।

উপরিবসন (ক্লী) উপরের পরিধেয় বস্ত্র, যে বস্ত্র সর্বোপরি পরিধান করা হয়।

উপরিবাত—বাতাসের উপরে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে, (অধিকরণ কারকে) বায়ুর উপর, বায়ুর উপরিভাগে।

উপরি বিসাল (বিণ) অতি প্রশস্ত, অতি চওড়া, অতি বিশাল, অতি বিস্তীর্ণ, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অতি প্রসারিত, অতি বিস্তৃত।

উপরিবীত = **উপবীত**। ⇒ **উপবীত**।

উপরি বেহাস—উর্ধ্ব আকাশে।

উপরি বেহাসকুটী—উচ্চ অথবা উন্মুক্ত আকাশ প্রকোষ্ঠ, বিহারের উপরতলা। (বিনয় অর্থকথা বর্ণনায়) **মজ্‌ঝিমস্‌স পরিস্‌সস অসীস-ঘট্টা**—মধ্যম পুরুষের (অর্থাৎ লম্বায় মধ্যম পুরুষ) মাথায় লাগে না এরূপ।

উপরিসচ্চ—উচ্চ ধরনের সত্য, শ্রেষ্ঠ সত্য, যথার্থ সত্য।

উপরুচ্ছতি (ক্রি) ⇒ **উপরোদতি**।

উপরুজ্‌ঝতি (ক্রি) (সংস্কৃত—উপরুধ্যতে) বন্ধ হইয়া যাওয়া, থামিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, রুদ্ধ হইয়া যাওয়া, লোপ হইয়া যাওয়া, নির্মূল হইয়া যাওয়া, শেষ হইয়া যাওয়া, ক্ষান্ত হইয়া যাওয়া, ত্যাগ করিয়া ফেলা, শেষ করিয়া ফেলা, ধ্বংস করিয়া ফেলা, নষ্ট করিয়া ফেলা। = **নিরুজ্‌ঝতি, বূপসম্মতি, অথঙ্গগচ্ছতি**। (অতীত) **উপরুজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **উপরুদ্ধ**। ⇒ **উপরুদ্ধতি**।

উপরুদ্ধ (বিণ) উপরুদ্ধ, বন্ধ, প্রতিবিদ্ধ, আবৃত, উৎপীড়িত, অনুরুদ্ধ, যাহাকে কোনো বিষয়ে উপরোধ করা গিয়াছে এমন, থামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, শেষ হইয়াছে এরূপ, ক্ষান্ত হইয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উপরুদ্ধ জীবিত**। ⇒ **উপরুজ্‌ঝতি**।

উপরুদ্ধতি (ক্রি) [উপ+√রুধ+ং+অ] ভাঙ্গিয়া ফেলা, নষ্ট করিয়া ফেলা, পরীক্ষার জন্য রাখা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধ গতি করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, গতিরোধ করা, প্রতিরোধ করা, গতিরুদ্ধ করা, দমন করা, থামাইয়া দেওয়া, নিবৃত্ত করা, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ হওয়া। (সপ্তমী) **উপরুদ্ধে**; (মহানির্দেশ) **উপরুদ্ধে = উপরুদ্ধেয্য** ইত্যাদি। (অতীত) **উপরুন্ধি**। (ক্রি-বি) **উপরুন্ধিয**। (কর্মবাচ্যে) **উপরুজ্‌ঝতি**। (করণে) **উপরোধেতি**।

উপরূলহ (বিণ) পুনর্বর্ধিত, আবার বাড়িয়াছে এমন, পুনরায় লব্ধ, উদ্ধৃত, উদ্ধারকৃত, আরোগ্যকৃত, পূরিত। (জাতক) **উপরূলহ চক্‌খু**।

উপরোচতি (ক্রি) [উপ+√রুচ+অ] পছন্দ করা, মনোনীত করা।

উপরোদতি (ক্রি) [উপ+√রুদ+অ] ১ বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (ভবিষ্যত) **উপরুচ্ছতি**। ২ নাকি সুরে বা ঘ্যান ঘ্যান করিয়া ক্রন্দন করা অথবা গান করা।

উপরোধ (পুং) উপরোধ, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, ধ্বংস, ভঙ্গকরণ, শেষকরণ, সমাপ্তি, প্রতিবন্ধ, প্রতিষেধ, আবরণ, অনুরোধ, সুপারিশ, পীড়া, বিনাশ, মৃত্যু, ভাগ বা পৃথককরণ।

উপরোধন (ক্লী) ভঙ্গকরণ, শেষ করণ, ভাগ বা অংশকরণ, প্রতিবন্ধ, উপরোধন, অবরোধ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু।

উপরোধেতি (ক্রি) ভাঙ্গিবার কারণ করা, ভঙ্গ করা, শেষ করা বা হওয়া, ভাগ বা পৃথক করা বা করিবার কারণ করা, বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, নিবৃত্ত হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভগ্ন করা, বধ করা। ⇒ **উপরুন্ধতি**।

উপরোপ—ছোটগাছ, চারা গাছ। = **উপরোপক**।

উপরোপক (পুং) ছোট ছোট গাছ, চারা গাছ। = **উপরোপ**।

উপল (পুং) (সংস্কৃত—উপল) পাথর, শিলা, পাষাণ, উপল, প্রস্তর; সমাধিস্তম্ভ, গোর বা কবরের উপরিস্থ প্রস্তর; মৃত্তাশয়ে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত পদার্থসমূহ, পাথুরি; প্রায় সাত সের (পরিমাণ), ভিত্তি, আঁটি, বীচি, বীজকোষ, অনুভূতিশূন্যতা, অচৈতন্য।

উপলক্‌খণ (ক্লী) [উপ+লক্‌খণ] প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদচিহ্ন, উপলক্ষণ, অন্যের উদ্বোধক বা আধিক্যসূচক চিহ্ন, লক্ষণ দ্বারা আধিক্যবোধক শব্দ, অনুমানে একটি বিষয় দ্বারা তাৎপর্য বশত তৎসংক্রান্ত বা তৎসদৃশ অন্যবিষয়েরও আনুষঙ্গিক বোধন। **অনুপলক্‌খণ**—অপ্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতা।

উপলক্‌খণা (স্ত্রী) = **উপলক্‌খণ**। ⇒ **উপলক্‌খণ**।

উপলক্‌খতি (ক্রি) উপলক্ষ করা, উদ্দেশ্য করা। (সম্প্রদানে) **উপলক্‌খেতি**।

উপলক্‌খিত (বিণ) উপলক্ষিত, উদ্দেশ্যকৃত, সূচিত, চিহ্নিত, অনুমিত, যুক্ত, প্রভেদক, স্বতন্ত্র, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। ⇒ **উপলক্‌খেতি**।

উপলক্‌খেতি (ক্রি) [উপ+√লক্‌খ+এ] পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, চিনিতে পারা, উপলক্ষ করা, উদ্দেশ্য করা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, বিভিন্ন করা, পার্থক্য করা, প্রভেদ করা। (তুলনীয়) **ধারোতি** (৩)। ⇒ **উপলক্‌খতি**। (অতীত) **উপলক্‌খেসি**। (অ-বিণ) **উপলক্‌খিত**।

উপলদ্ধ (বিণ) উপলব্ধ, জ্ঞাত, অনুভূত, প্রাপ্ত, সিদ্ধান্তকৃত, অর্জিত, লব্ধ, উপার্জিত। (জাতক) **উপলদ্ধ বাল; পলুদ্ধ-উপলদ্ধ**। ⇒ **উপলভতি**।

উপলদ্ধি (স্ত্রী) উপলব্ধি, বোধ, জ্ঞান, প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, লাভ, অর্জন, অর্জিত বিদ্যা বা দ্রব্য, বিচার বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্যনৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, দৃষ্টি, দর্শন, দৃষ্টিসীমা, নকশা, দৃশ্য, মত, ধারণা, অভিপ্রায়।

উপলব্‌ভতি (ক্রি) খুঁজিয়া বাহির করা, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, যোগান, জ্ঞাত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, সিদ্ধান্ত করা, থাকা, জীবিত থাকা। ⇒ **পচ্চনুভোতি**। = **পচ্চনুভবীযতি**।

উপলভতি (ক্রি) [উপ+√লভ+অ] খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, জোগানো, সিদ্ধান্ত করা, প্রাপ্ত হওয়া, পাওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, উপার্জন করা, অর্জন করা, গ্রহণ করা, সমাদর করা, স্বীকার করা, অভ্যর্থনা করা, অন্তর্ভুক্ত করা, বিদ্যমান থাকা, প্রচলিত হওয়া, সফলকাম হওয়া, প্রমাণ করা, প্রতিপাদন করা, জানিতে পারা, উপলব্ধি করা, পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা, প্রস্তুত করা, কৃতকার্য হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কারণং উপলভতি**। (অতীত) **উপলভতি**। (অ-বিণ) **উপলব্ধ**। (কর্মবাচ্যে) **উপলব্‌ভতি**।

উপলাপন (ক্লী) প্রবর্তনা, প্ররোচনা, ধর্মমত, দৃঢ়বিশ্বাস, একমতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়, দৌত্যবিষয়ে কুশলতা, কূটনীতি, রাজনৈতিক কৌশল, দূতগণ, দমবাজি, প্রতারণা, ছলনা, প্রবঞ্চক, (কোনো বিষয়-সম্বন্ধে) আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা।

উপলাপেতি (ক্রি) [উপ+√লাপ+এ] প্ররোচিত করা, প্রবর্তিত করা, লওয়ানো, মিষ্ট কথায় ভুলানো, খোশামুদি করা, তুষ্ট করা, জয়ী হওয়া, অধিকতর প্রভাশালী হওয়া, প্রচলিত হওয়া, প্রাদুর্ভূত হওয়া, বুঝানো, (কোনো বিষয়ে) কথা বলা, বুঝাইয়া বলা, ভুলানো, মিষ্ট কথায় প্রতারণা করা। (অতীত) **উপলাপেসি**। (অ-বিণ) **উপলাপিত**।

উপলালিত (বিণ) মিষ্ট কথায় ভুলানো হইয়াছে এমন, প্রতারিত, বুঝানো হইয়াছে এমন, প্ররোচিত, প্রভাবিত, তুষ্টকৃত, বিজিত, জয়কৃত, চুম্বিত, চুম্বনকৃত, সোহাগকৃত, আদরিত, আদরকৃত। ⇒ **উপলালেতি**।

উপলালেতি (ক্রি) [উপ+√লাল+এ] ১ আদর করা, সোহাগ করা, চুম্বন করা, মিষ্ট কথায় ভুলানো, খোশামুদি করা, তুষ্ট করা, প্রভাবিত করা, জয় করা। ২ অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া, উল্লসিত হওয়া, জয়োল্লাসে উন্মত্ত হওয়া। (অতীত) **উপললেসি**। (অ-বিণ) **উপলালিত**।

উপলালিত = **উপলালিত**। ⇒ **উপলালিত**।

উপলালেতি (ক্রি) = **উপলালেতি**। ⇒ **উপলালেতি**।

উপলাসেতি (ক্রি) শব্দ বাহির করা, শব্দ করা, সঙ্গীতধ্বনি করা, কোনো বিশেষভাবে প্রকাশ করা, (বিণ্ডল) বাজানো। = **উল্লাসেতি**।

উপলিক্‌খতি (ক্রি) [উপ+√লিখ+অ] তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, খননাদিতে নখরাদির ব্যবহার করা, চাঁচা, ঘর্ষণে ক্ষয় করা, ঘষিয়া ফেলা, ছোলা, কষ্টে সংগ্রহ করা, কর্কশ শব্দ করা, কর্কশভাবে ও সশব্দে ঘর্ষণ করা, আঘাত করা, ক্ষত করা, আহত করা। = **বিজ্‌ঝতি** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)।

উপলিত্ত (বিণ) উপলিপ্ত, যাহাতে লেপ বা প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে লেপন করা হইয়াছে, উপরে উপরে মাখানো, চর্বি ইত্যাদি লিপ্ত, প্রলিপ্ত, লেপনকৃত, রঞ্জিত, কলঙ্কিত, দূষিত, দাগি, বিষাক্ত। = **অপলিত্ত** (থেরগাথা)। **অনুপলিত্ত** (বিণ) অলিপ্ত, লেপন করা হয় নাই এমন, অমাখানো, অকলুষিত; = **অনূপলিত্ত** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **উপলিম্পতি**।

উপলিম্পতি (ক্রি) কলুষিত হওয়া, রক্ষা করা, ধরিয়া থাকা, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকা, ঝুলিয়া থাকা, আটকাইয়া থাকা, উঁচুতে লাগিয়া থাকা, ফাঁসি দেওয়া, ছবি ইত্যাদি দিয়া দেওয়াল সজ্জিত করা, দোলিত হওয়া। = **অল্লীযতি**। ⇒ **উপলিম্পতি**।

উপলিম্পতি (ক্রি) [উপ+√লিপ+অ] লেপন করা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা, চর্বি দ্বারা ময়লা করা, অপরিষ্কার করা, কলুষিত করা, কলঙ্কিত করা, দূষিত করা বা হওয়া, বিষাক্ত করা। (অতীত) **উপলিম্পি**। (অ-বিণ) **উপলিত্ত**। (কর্মবাচ্যে) **উপলিপ্পতি**।

উপলেপ (পুং, ক্লী) উপলেপ, উপলেপন, অন্য বস্তু দ্বারা লেপন, মৃন্ময় গৃহাদিতে গোময়াদি দ্বারা লেপন, অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, লেপন, লেপন দ্বারা আচ্ছাদিতকরণ, কলঙ্কিতকরণ, চর্বি ইত্যাদি প্রলিপ্তকরণ, রঞ্জিতকরণ।

উপলেপন = **উপলেপ**। ⇒ **উপলেপ**।

উপলোহিতক (বিণ) ঈষৎ লাল, রক্তবর্ণের, রক্তবর্ণ। = **রক্তবর্ণ**।

উপল্লবিং = **উপপ্লবিং**। ⇒ **উপপ্লবিং, উপপ্লবতি**।

উপল্লাসেতি (ক্রি) **উপলাসেতি, উপ্পলাসেতি**। ⇒ **উপলাসেতি, উপ্পলাসেতি**।

উপবজ্জ (বিণ) নিন্দার্হ, নিন্দনীয়। **অনুপবজ্জ** (বিণ) নির্দোষ, নিরপরাধী, অনিন্দ্য।

উপবজ্জতা (স্ত্রী) নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, নিন্দা, নিন্দনীয়তা। **অনুপবজ্জতা** (স্ত্রী) নির্দোষিতা, অনিন্দ্যতা, নিরপরাধ।

উপবণ্ণেতি (ক্রি) [উপ+বণ্ণেতি] সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা, সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত করা।

উপবত্ততি (ক্রি) ঘটা, ঘটিয়া উঠা, পরিণাম হওয়া, সংঘটিত হওয়া।

উপবত্তন (ক্লী) ১ উপবর্তন, জনপদ, দেশ। ২ অবস্থান, উপস্থিতি। (বিণ) নিকটে বিদ্যমান, কাছে কাছে অথবা রহিয়াছে এমন।

উপবদতি (ক্রি) [উপ+√বদ+অ] (গোপনভাবে কাহারও বিরুদ্ধে কিছু) বলা, গল্প বলা, নিন্দা করা, মন্দ বলা, তিরস্কার করা, গালি দেওয়া, দোষারোপ করা, অপমান করা, গালাগালি করা, অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তাসীলত্তো ন উপবদতি**। (অতীত) **উপবদি**। (অ-বিণ) **উপবুত্ত**।

উপবন (ক্লী) উপবন, কৃত্রিম বন, উদ্যান, ক্ষুদ্রবন, সামান্য জঙ্গলময় স্থান, নিকটস্থ বন বা বনভূমি, এক প্রকার বন। = **বন, কানন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আরামবন; মহাবন**।

উপবসতি (ক্রি) [উপ+√বস+অ] ১ (কোথাও বা কিছুতে) থাকা অথবা বাস করা। ২ জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টেকা, বাস করা, জীবনধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোনো কিছু) অনুসারে চলা বা কার্য করা, মনোযোগ দেওয়া, মন্তব্য প্রকাশ করা, পালন করা, অবধান করা, লক্ষ্য করা, অবলোকন করা, (ছুটি) রাখা। (বি-ভা) **উপোসথং উপোবসতি**—উপোসথ বা উপবাস পালন করা (সংযুক্ত নিকায়)। (অতীত) **উপবসি**। (ক্রি-বিণ) **উপবত্থু**। (ক্রি-বি) **উপবস্‌স**।

উপবসব্য = **উপসব্যান**। ⇒ **উপসব্যান**।

উপবাদ—দোষান্বেষণ, অপমান, অবজ্ঞা, নিন্দা, অপবাদ, গালাগালি, তিস্কার, ভর্ৎসনা। **অনুপবাদ** (বিণ) অনিন্দ্য, নির্দোষ, অনভিযুক্ত, অনভিশপ্ত, অত্যাচারিত নহে এমন (**অনূপবাদ** শব্দ ব্যবহার দৃষ্ট হয়)।

উপবাদক (বিণ, পুং) দোষান্বেষী, নিন্দাকারী, অপমানকারী, নিন্দনীয়, অপমানজনক, ভর্ৎসিত, ভর্ৎসনাকারী। (বি-ভা) **অরিযানং উপবাদক**—আর্য বা অর্হত নিন্দুক, অর্হতগণকে অপমানকারী, অর্হতগণকে নিন্দাকারী। **অনুপবাদক** (বিণ) অনিন্দুক, অনিন্দনীয়, অপমান করে এমন, যে ব্যক্তি নিন্দাকারী নহে, যে ব্যক্তি দোষান্বেষী নহে।

উপবাদিত (বিণ) নিন্দিত, গর্হিত, ভর্ৎসিত। = **বম্ভযিত**।

উপবাদিন (বিণ) যে ব্যক্তি নিন্দা করে অথবা দোষান্বেষণ করে। = **উপবাদক**।

উপবাদী = **উপবাদিন**। ⇒ **উপবাদিন**।

উপবাযতি (ক্রি) [উপ+√বা+অ] (কিছুতে বা কাহারও দিকে) প্রবাহিত হওয়া, বহা, ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদবুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নাক ঝাড়া।

উপবাস (পুং) উপবাস, অনশন, অনাহার, আহার না করা, না খাওয়া, উপোসথ পালন, অনাহারে নির্ধারিত দিন যাপন, আহারে বিরতি, স্বার্থত্যাগ। = **উপোসথ**। (বি-ভা) **অট্ঠাঙ্গ সমন্নাগতং উপবাসং (উপোসথং) উপবসতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **উপাসক, ওবাপবাস্‌স, যোপবাস**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **উপোসথ**।

উপবাসন (ক্লী) সুগন্ধ, সৌরভ, সুরভি দ্রব্য, সুগন্ধি বস্তু, সুগন্ধ যুক্তকরণ।

উপবাসিত (বিণ) সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত। = **গন্ধ-সমেরিত**।

উপবাসেতি (ক্রি) সুবাসিত করা, সুগন্ধযুক্ত করা। (অতীত) **উপবাসেসি**।

উপবাহন (ক্লী) [উপ+বাহন] বহনকরণ, ধৌতকরণ। (সূত্রনিপাত) **সব্বাটি রজ্‌পবাহন = পংসুমলাদিনো সব্বাটি-রজস্‌স ধোবনং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উপবিচার (কিছুতে কাহারও মন) লাগানো, মনোনিবেশ করণ, প্রভেদকরণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদচিহ্ন। (দীর্ঘনিকায়) **দোমনস্‌সুপবিচার**। (মধ্যম নিকায়) **সোমনস্‌সুপবিচার**।

উপবিজঞ্ঞা (বিণ, স্ত্রী) আসন্নপ্রসবা, যেই স্ত্রীলোকের ছেলে বা মেয়ে প্রসব হইবার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে।

উপবিসতি (ক্রি) [উপ+√বিস+অ] নিকটে আসা, নিকটে বসা, সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে গিয়া বলা। (অতীত) **উপবিসি, উপাবিসি**; (সূত্রনিপাত) **আসজ্জ উপাবিসি = সমীপং গন্ত্বা নিসীদি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অ-বিণ) **উপবিট্ঠ**।

উপবিট্ঠ (বিণ) উপবিষ্ট, যে ব্যক্তি বসিয়াছে, কৃতোপবেশন, আসীন। ⇒ **উপবিসতি**।

উপবীণা (পুং) [উপ+বীণা] বীণাযন্ত্রের ঘাড়, বীণার গ্রীবা।

উপবীত (বিণ) আবৃত, আচ্ছাদিত, আবরিত(?) (বিমানবত্থু অর্থকথা); (বি-ভা) **বেত্তলতাদীহি উপবীতং আসনং**। সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**উপনীত**" = **উপরিবীত, উপজিত**। অথবা ইহা "**উপবীযতি**" ক্রিয়ার অতীত

কৃদন্ত বিশেষণ যাহার অর্থ হইবে—"তাতে বুনা বা বুনিত, বস্ত্র বুনিত"। ⇒ **উপবীযতি**।

উপবীযতি (ক্রি) [উপ+√বা+ঈ+য] (কর্মবাচ্যে) বুনিত হওয়া, (বস্ত্র বা তাতে) বুনিত হওয়া। (অতীত) **উপবীযি**। (অ-বিণ) **উপবীত**।

উপবুত্ত (বিণ) তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, নিন্দিত, অভিযুক্ত। ⇒ **উপবদতি**।

উপবুত্থ (বিণ) (উপবাস বা উপোসথ) পালিত, বাসকৃত, অবস্থানকৃত, বিখ্যাত, যথাবিধি অনুষ্ঠিত, সমারোহে উৎসব স্মরণকৃত, গুণকীর্তিত। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **উপবুত্থ উপোসথ**। (তুলনীয়) **উপোসথ**। ⇒ **উপবসতি**।

উপবহ্যতি (ক্রি) প্রার্থনা করা, বন্দনা করা, আমন্ত্রণ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। (তুলনীয়) **অবহযতি (আহ্বযতি** শব্দের পরিবর্তে)।

উপসংবসতি (ক্রি) [উপ+সং+√বস+অ] কাহারও সহিত বাস করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা (কর্মকারকে)।

উপসংহট (বিণ) উপসংহৃত, সমাপিত। ⇒ **উপসংহরতি**।

উপসংহত (বিশেষণ) = **উপসংহট**। ⇒ **উপসংহট**।

উপসংহরণ (ক্লী) উপসংহরণ, টানিয়া একত্রীকরণ, আনয়নকরণ, সংগ্রহকরণ, জনতা, জনসভা, ভাঁজকরণ, পরিবেষ্টনকরণ, তুলনা, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, নাশ, বিনাশ, মরণ, পরিশেষ, পরিসমাপ্তি, সংগ্রহ, আরব্ধ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষ বা সমাধাকরণ, নিবর্তন, আক্রমণ, সঙ্কোচন। = **উপসংহার**।

উপসংহরতি (ক্রি) [উপ+সং+√হর+অ] ১ সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, অনুমান করা, টাকা আদায় করা, আনিয়া একত্রিত করা, স্তূপীকৃত করা, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, বৃদ্ধি হওয়া, সঞ্চয় করা। ২ বিন্যাস করা, সন্নিকৃষ্ট করা, সমাবেশ করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা, প্রবৃত্ত করা, মুক্ত হওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, নিষ্পত্তি করা, কেন্দ্রীভূত করা। (বিনয়) **কাযং উপসংহরতি**। (মধ্যম নিকায়) **চিত্তং উপসংহরতি; চিত্তং তথত্তায উপসংহরতি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চক্‌খুং উপসংহরতি**। ৩ ধারণ করা, ধরিয়া থাকা, গ্রহণ করা, তত্ত্বাবধান করা, প্রস্তুত করিয়া রাখা, পূর্ব হইতে সংগ্রহ করা, উপায় অবলম্বন করা, পূর্বে চুক্তি করা, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, ব্যবহার করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, উপকার করা, মান্য করা, পূজা করা, কার্যে নিযুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, যত্ন করা, মনোযোগ দেওয়া। (অতীত) **উপসংহরি**। (অ-বিণ) **উপসংহট, উপসংহত**।

উপসংহার (পুং) উপসংহার, অধিকার, ধারণ, গ্রহণ, অধিকার ভোগ, অধিকৃত বস্তু, সম্পত্তি, ভূতাবেশ, নাশ, বিনাশ, ধ্বংস, মরণ, পরিশেষ। = **উপসংহরণ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেবতুপসংহার**—দেবতার অধিকার অথবা দেবতা দ্বারা অধিকৃত বস্তু।

উপসংহিত (বিণ) সহগত, সহগমন করে অথবা সঙ্গে গমন করে এমন, সঙ্গে বাস করে এমন, (কিছু দ্বারা) সজ্জিত বা সম্বন্ধযুক্ত, জোগানকৃত। (মধ্যম নিকায়) **ছন্দু পসংহিত**। (সংযুক্ত নিকায়) **কুসলুপসংহিত; কামুপসংহিত**। (সূত্রনিপাত) **রাগুপসংহিত; গিরং বন্ধুপসংহিত = বন্ধেন উপেতং** (চুলনির্দেশ)।

উপসঙ্কন্ত (বিণ) উপস্থিত হইয়া, নিকটে আসিয়া। ⇒ **উপসঙ্কমতি**।

উপসঙ্কমতি (ক্রি) [উপ+সং+√কম+অ] ১ (কিছুর নিকট) পর্যন্ত যাওয়া, আগমন করা, উপস্থিত হওয়া, নিকটে আসা, সমীপবর্তী হওয়া, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা, নিকটে অগ্রসর হওয়া। (অতীত) **উপসঙ্কমি**। (অ-বিণ) **উপসঙ্কন্ত**। (ক্রি-বি) **উপসঙ্কমিত্বা, উপসঙ্কম্ম**; (বি-ভা) **যেন (পোক্‌খর সাদিস্‌স পরিবেসনা) তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিঁসীদি** (বিনয়)। (তুম) **উপসঙ্কমিতুং**। ২ (চিকিৎসকের ন্যায়) উপস্থিত হওয়া, দেখাশুনা করা, মনোযোগী হওয়া, যত্ন করা, সেবা করা, আদেশ পালন করা; আচরণ করা, ব্যবহার করা, আলোচনা করা, অনুশীলন করা, ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়ন করা, চিকিৎসা করা, কোনো বিষয়ে বলা বা লেখা, কোনো বিষয়ে আলোচনা করা, সন্ধির প্রস্তাব করা, যোগাযোগ করা, ভোজ দেওয়া।

উপসঙ্কমন (ক্লী) নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা, সমীপে আগমন।

উপসঙ্কমিত্বা (ক্রি-বি) নিকটে আসিয়া, উপস্থিত হইয়া। ⇒ **উপসঙ্কমতি** (১)।

উপসঙ্কম্ম = **উপসঙ্কমিত্বা**। ⇒ **উপসঙ্কমিত্বা**।

উপসঙ্খাতব্ব (বিণ) = **উপসঙ্খেয্য**। ⇒ **উপসঙ্খেয্য**।

উপসঙ্খেয্য (বিণ) প্রস্তুত করার উপযুক্ত, উৎপন্ন করার যোগ্য, দেওয়া যায় এমন, দিবার যোগ্য, বাড়াইবার উপযুক্ত, একত্রিত হওয়া উচিত, সন্নিকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা উচিত। = **উপসঙ্খাতব্ব** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উপসগ্‌গ (পুং) ১ উপসর্গ, ভূকম্পনাদি উৎপাত, উপদ্রব, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, রোগ, রোগলক্ষণ, আক্রমণ, বিরুদ্ধ সমালোচনা, বিপদ, অনিষ্ট, কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলোযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির

কারণ, অস্বাস্থ্য। (ধর্মপদে ইহার বানান) **উপস্‌সগ**। ২ উপসর্গ অর্থাৎ ক্রিয়ায় সহিত সংযুক্ত "প্র, পরা, অপ" প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অব্যয় পদ; উপপদ অর্থাৎ "সং, নি, প, অধি, স, অন" প্রভৃতি শব্দের পূর্বে সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত পদ; **অত্থে নিপাতো** অর্থাৎ "অর্থে নিপাত শব্দ (পেতবত্থু অর্থকথা); (বর্ণনায়) **হন্দ**।

উপসন্ঠপনা (স্ত্রী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, বিরাম, বিরামচিহ্ন, বিরামের কারণ, ক্ষান্ত হওয়ার কারণ, ত্যাগের হেতু, শেষ হওয়ার কারণ, নিষ্পত্তি, মীমাংসা, সন্ধি, সিদ্ধান্ত ঠিককরণ। ⇒ **অনুপসন্ঠপনা**।

উপসন্ঠপেতি (ক্রি) বন্ধ করা, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, দমন করা, রুদ্ধগতি করা, নিবৃত্ত করা বা হওয়া, থামা, শেষ করা বা হওয়া, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ করার কারণ করা, ক্ষান্ত হওয়ার কারণ করা বা হওয়া, ত্যাগ করার কারণ হওয়া, স্থির করা, স্থাপন করা, নিষ্পত্তি করা, মীমাংসা করা, অবধারিত করা, শান্ত করা, জমানো, স্থির করা বা তলায় বসানো, ঠিক বিন্যাস করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা।

উপসন্ত (বি) উপশান্ত, নিবৃত্ত, যাহার উপশম হইয়াছে এমন, স্থির, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, শান্ত, অবিচলিত, মীমাংসিত, স্থিরীকৃত, নিরুপদ্রব। = **সন্ত**। ⇒ **উপসমতি, উপসম্মতি**।

উপসন্তচিত্ত (বিণ) যাঁহার চিত্ত উপশমিত বা শান্ত হইয়াছে। = **সন্তচিত্ত**।

উপসন্তপ্পদিস্‌স (বিণ) [উপসন্ত+পদিস্‌স] উপশম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় অথবা মনে করে এমন। ⇒ **পদিস্‌স**।

উপসম (পুং) উপশম, নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, রোগের উপদ্রব শান্তি বা শূন্যতা, প্রশান্তি, সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প অবস্থা, উপদ্রবশূন্যতা, নির্বিঘ্নতা, নিরাপদ অবস্থা, শান্তি, তোষণ, প্রশমিত অবস্থা, তৃপ্ত অবস্থা, তৃপ্তি, সুস্থির অবস্থা, প্রশান্ত ভাব, শান্তভাব। (বি-ভা) **উপসমায অভিঞ্ঞায় সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি** (সংযুক্ত নিকায়); ⇒ **নিব্বান**। "**উপশম**" চতুর্বিধ অধিষ্ঠানের মধ্যে একটি। চতুর্বিধ "**অধিট্‌ঠান**" বা অধিষ্ঠান, যথা— **পঞ্ঞা অধিট্‌ঠান** (প্রজ্ঞা অধিষ্ঠান), **সচ্চ অধিট্‌ঠান** (সত্য অধিষ্ঠান), **চাগ অধিট্‌ঠান** (ত্যাগ অধিষ্ঠান), **উপসম অধিট্‌ঠান** (উপশম অধিষ্ঠান)। (সংযুক্ত নিকায়) **সীলেন উপসম; চিত্তবূপসম (চিত্ত+ব+উপসম)**। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্খারানং বূপসমো**। ⇒ **বূপসম, সঙ্খার**। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযং মগ্গং দুক্‌খ-উপসম গামিনং; অবূপসম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিতক্ক-উপসম; দুক্‌খ-উপসম**—দুঃখ নিবৃত্তি, দুঃখের উপশম বা শান্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপসমানুস্‌সতি**।

উপসমতি (ক্রি) [উপ+√সম+অ] শান্ত করা বা হওয়া, উপশম করা বা হওয়া, প্রশমিত হওয়া বা করা। (সপ্তমী) **উপসম** (থেরগাথা); = **উপসমেয্য নিব্বাপেয্য** (মহানির্দেশ)। (অতীত) **উপসমি**। (অ-বিণ) উপসন্ত। (সম্প্রদানে) **উপসমেতি**। (ব-বিণ) **উপসমান**।

উপসমান (ক্লী) = **উপসম**। ⇒ **উপসম**। (বিণ) উপশম হইতেছে এরূপ, প্রশমিত হয় এরূপ। ⇒ **উপসমতি**। (সন্ধম্মোপায়ন) **দুক্‌খ উপসমান**।

উপসমানুস্‌সতি (স্ত্রী) জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় দুঃখ নিবৃত্তির অনুসরণ। ⇒ **অনুস্‌সতি**।

উপসমেতি (ক্রি) [উপ+√সম+এ] শান্ত করা, প্রশমিত করা, উপশম করা।= **উপসমতি**। (অতীত) **উপসমেসি**। (অ-বিণ) **উপসমিত**।

উপসম্পজ্জ (ক্রি-বি) লাভ করিয়া, প্রবেশ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া, শ্রামণ্য ধর্মে পূর্ণরূপে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, উপসম্পদা লাভ করিয়া, উপসম্পন্ন হইয়া, অর্জন করিয়া। ⇒ **উপসম্পজ্জতি**।

উপসম্পজ্জতি (ক্রি) [উপ+সং+√পদ+য] সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, প্রবেশ করা, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত হওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, উপসম্পদা লাভ করা, উপসম্পন্ন হওয়া, পূর্ণরূপে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া। (অতীত) **উপসম্পজ্জি**। (অ-বিণ) **উপসম্পন্ন**। (ক্রি-বি) **উপসম্পজ্জ**। (করণে) **উপসম্পাদেতি**।

উপসম্পদা (স্ত্রী) [উপ+সং+√পদ] ১ (বৌদ্ধদের মধ্যে) উপসম্পদা, ভিক্ষুত্ব লাভ, ভিক্ষুত্বে বা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লাভ। বৌদ্ধধর্মে দুই প্রকার দীক্ষা, যথা— **ক**) গৃহিদের দশশীলধারী শ্রামণের ধর্মে দীক্ষা; **খ**) শ্রামণের ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রামণেরদের ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা বা উপসম্পদা (এই দীক্ষায় বা উপসম্পদা লাভে ভিক্ষুরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে), ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—উপসম্পদ, উপসম্পদা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পব্বজ্জা, উপসম্পদা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লব্ধু উপসম্পদা**—উপসম্পদা লাভ করিয়া, ভিক্ষু হইয়া, ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া। ২ গ্রহণ, ধরা, পাকড়ানো, উত্তেজনা, লাভ, উপার্জন, অর্জন, অর্জিত দ্রব্য, যে কাজের ভার লওয়া হইয়াছে, ঝুঁকির কাজ, অঙ্গীকার। (নেত্তি) **কুসলস্‌স উপসম্পদা**।

উপসম্পন্ন (বিণ) উপসম্পদা প্রাপ্ত, ভিক্ষুত্ব লাভ করিয়াছে এমন, ভিক্ষুধর্মে প্রবিষ্ঠ, ভিক্ষুধর্মে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত, ভিক্ষু হইয়াছে এমন, লব্ধ, প্রাপ্ত, ভিক্ষুধর্মে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত বা দীক্ষাপ্রাপ্ত, অধিকৃত। ⇒ **উপসম্পজ্জতি**।

উপসম্পাদিত (বিণ) উপসম্পদা প্রাপ্ত, ভিক্ষু করানো হইয়াছে এমন, ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন, ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন। ⇒ **উপসম্পাদেতি**।

উপসম্পাদেতি (ক্রি) ১ সাধন করা, অর্জন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, উপার্জন করা, লাভ করা, সফলকাম হওয়া, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো। = **নিস্ফাদেতি**। ২ উপসম্পদা প্রদান করা, ভিক্ষুত্বে বা ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করানো, ভিক্ষুরূপে দীক্ষা দেওয়া, ভিক্ষু করানো, ভিক্ষুধর্মে বা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দান। = **বুট্‌ঠাপেতি**। (অতীত) **উপসম্পাদেসি**। (অ-বিণ) **উপসম্পাদিত**। (ব-বিণ) **উপসম্পাদেতব্ব**। (ক্রি বি) **উপসম্পাদেত্বা**। ⇒ **উপসম্পজ্জতি**।

উপসম্ফস্‌সতি (ক্রি) আলিঙ্গন করা, অন্তর্ভুক্ত করা, সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা।

উপসম্মতি (ক্রি) [উপ+√সম+য] শান্ত হওয়া, শান্তভাব উৎপন্ন করা, শেষ করা বা হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, মীমাংসা হওয়া, নিষ্পত্তি হওয়া, মিটানো, তৃপ্ত করা। (অ-বিণ) **উপসন্ত**। ⇒ **উপসমতি**।

উপসব্যাণ (ক্লী?) (ভিক্ষুদের) বামস্কন্ধ করিয়া চীবর বস্ত্র পরিধান। বৌদ্ধভিক্ষুরা সাধারণত বামস্কন্ধ ঢাকিয়া ব্রহ্মচারী বেশে উত্তরাসঙ্গ চীবর পরিধান করেন, উহাকে বলা হয় "**উপসব্যান**" বা বামস্কন্ধ করিয়া চীবর পরিধান।

উপসিংসক (বিণ) (কোনো বিষয়ে) চেষ্টাকৃত, চেষ্টিত, ইচ্ছাকৃত, স্পৃহাসূচক, স্পৃহাপূর্ণ, গভীর আগ্রহসূচক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আহারুপসিংসক**।

উপসিংসতি (ক্রি) [উপ+সিংসতি] (কোনো বিষয়ে) চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা, উদ্যম করা, ইচ্ছা করা, গভীর আগ্রহ করা, স্পৃহা করা। **আহারুপসিংসতি**—আহার গ্রহণে ইচ্ছা করা।

উপসিঙ্ঘক (বিণ) নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লয় এমন, জোরে নিঃশ্বাস টানে এমন, গন্ধ পায় এমন।

উপসিঙ্ঘতি (ক্রি) [উপ+√সিঙ্ঘ+অ] ১ নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া, জোরে নিঃশ্বাস টানা, গন্ধ পাওয়া। ২ শোঁকা, গন্ধ লওয়া। (সংযুক্তনিকায়) **পদুমং উপসিঙ্ঘতি**। (অতীত) **উপসিঙ্ঘি**। (অ বিণ) **উপসিঙ্ঘিত**। (করণে) **উপসিঙ্ঘাযতি, উপসিঙ্ঘাপেতি**।

উপসিঙ্ঘাপেতি (ক্রি) হালকাভাবে আঘাত করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, বিচলিত করা, হাত বুলানো। ⇒ **উপসিঙ্ঘতি**।

উপসিঙ্ঘাযতি (ক্রি) মৃদুভাবে স্পর্শ করা, মৃদু মৃদু অনুভব করা, ঈষৎ উল্লেখ করা, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা। ⇒ **উপসিঙ্ঘতি**।

উপসিঙ্ঘিত (বিণ) সুগন্ধিত, সুবাসিত, আঘ্রাত, ঘ্রাণদ্বারা অনুসরণকৃত, শুঁকিয়াছে এমন। (জাতক) **সীসংহি উপসিঙ্ঘিত**। = **উপগ্‌ঘাত** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **উপসিঙ্ঘতি**।

উপসুস্‌সতি (ক্রি) [উপ+√সুস+য] শুকাইয়া যাওয়া, শুষ্ক হওয়া বা করা। (অতীত) **উপসুস্‌সি**।

উপসেচন (ক্লী) উপসেচন, জলসেচ, ভিজাইয়া দেওয়া, জলসেচন, জলসেক, সুস্বাদু খাদ্যে কিছু ছিটাইয়া দেওয়া (যেমন—আচার, চাটনিপ্রভৃতি রুচিকর খাদ্যোপকরণ)। (জাতক) **মংসূপসেচন; নন্দি-উপসেচন**।

উপসেনিযা (স্ত্রী) যে বালিকা সর্বদা তাহার মায়ের কাছে থাকিতে পছন্দ করে, প্রিয়পাত্র বা প্রিয়পাত্রী, পোষাজন্তু, স্নেহের পাত্র, ভালবাসার ব্যক্তি বা বস্তু, প্রেমের পাত্র, সোহাগের পাত্র। = **মাবরং উপগন্ত্বা সযনিক** (জাতক অর্থকথা)।

উপসেবতি (ক্রি) [উপ+√সেব+অ] ১ পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোনো পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোনো কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, অন্বেষণ করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, চালানো, প্রায়শ যাতায়ত করিয়া সাক্ষাৎ করা, মেলামেশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা। ২ সম্মান করা, পূজা করা, পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, (হুন্ডি প্রভৃতি) গ্রাহ্য করিয়া সময়মতো টাকা দেওয়া, কর্ম করা, যথেষ্ট হওয়া, সেবা করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, জারি করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, উপযুক্ত হওয়া, কার্যে নিযুক্ত থাকা। = **পচ্চুপেতি**। (অতীত) **উপসেবি**। (অ-বিণ) **উপসেবিত**। (ব-বিণ) **উপসেবমান**।

উপসেবনা (স্ত্রী) চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবাকরণ, পরিচর্যাকরণ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারি কাজ, কৃত্যক, আদেশ পালন, পরিবেশন, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ করণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়, সম্মানকরণ, ভক্তিকরণ, শ্রদ্ধাকরণ, অনুচরবর্গ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সাধন, সম্পাদিত কার্য, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, পৌনঃপুন্য, পুনঃপুন সংঘটন, যে হারে কোনো জিনিস ঘটে, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তার) যোগ। (চুলনির্দেশ) **নন্দূপসেবনা** (নন্দ+উপসেবনা)—অনুগ্রহ প্রার্থনা। (সূত্রনিপাত) **উতু-উপসেবনা**—ঋতু সেবন।

উপসেবিত (বিণ) উপসেবিত, আরাধিত, স্তুত, উপভুক্ত, বিশিষ্ট, খচিত, জড়িত, গিয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎকৃত, পরিদর্শিত, পরিদর্শনকৃত, দেখা শুনাকৃত, সাক্ষাৎকৃত। = **সেবিত**। ⇒ **উপসেবতি**।

উপসেবিন (বিণ) উপসেবিন, সেবাকারী, অন্বেষণকারী, সন্ধানী, সন্ধানকারী, সাধক, সাধনাকারী, গবেষণাকারী, অনুগমনকারী, অনুসরণকারী, পশ্চাদ্ধাবনকারী, পশ্চাদগামী, ব্যবসায়ী, ব্যবহারকারী, মিলনকারী।

(অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্যত্ত-উপসেবিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাজূপসেবিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পরদারূপসেবিন**। = **উপসেবী**।

উপসেবী (বিণ) উপসেবী, সেবাকারী। = **উপসেবিন**।

উপসোভতি (ক্রি) [উপ+√সুভ+অ] সুন্দর দৃশ্য হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, দেখিতে সুন্দর মনে হওয়া। (অতীত) **উপসোভি**। (অ-বিণ) **উপসোভিত**। (করণে) **উপসোভেতি**।

উপসোভিত (বিণ) সুন্দরকৃত, সজ্জিত, সুশোভিত, ধারিত, ভূষিত। ⇒ **উপসোভতি**।

উপসোভেতি (ক্রি) সুন্দর করা, সজ্জিত করা, সুশোভিত করা, ভূষিত করা। (অতীত) **উপসোভেসি**। ⇒ **উপসোভতি**।

উপসোসতি (ক্রি) শুষ্ক হওয়া, নীরস হওয়া, ম্লান হওয়া, শীর্ণ হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া, ক্ষীণ হওয়া। (অ-বিণ) **উপসোসিত**। (করণে) **উপসোসেতি**।

উপসোসিত (বিণ) শুষ্ককৃত, নীরসকৃত, ম্লানকৃত, নষ্টকৃত। ⇒ **উপসোসতি**।

উপসোসেতি (ক্রি) শুষ্ক করা, নীরস করা, শুকাইয়া ফেলা, ম্লান করা, ক্ষীণ করা, নষ্ট করা। ⇒ **উপসোসতি**। (অতীত) **উপসোসেসি**।

উপস্‌সগ = **উপসগ্‌গ**। ⇒ **উপসগ্‌গ**।

উপস্‌সগ্‌গ = **উপসগ্‌গ**। ⇒ **উপসগ্‌গ**।

উপস্‌সট্‌ঠ (বিণ) রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত, উৎপীড়িত, দমিত, অত্যাচারিত, জয়কৃত, পরাজয়কৃত, তদারককৃত, পরিদর্শিত, সাক্ষাৎকৃত, দেখাশুনাকৃত, ধ্বংসকৃত, উচ্ছেদকৃত, নষ্টকৃত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকূপস্‌সট্‌ঠ**।

উপস্‌সয (পুং) বাড়ি, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, অবলম্বন, আবাস, গৃহ, স্থান, স্বদেশ, আশ্রয়স্থান, অসহায় বা উন্মাদ ব্যক্তিদের আশ্রম, আশ্রম, আরাম। (মিলিন্দ প্রশ্ন) "**ভিক্‌খুনি উপস্‌সয**" অথবা "**ভিক্‌খুনূপস্‌সয**"—ভিক্ষুণী আশ্রম বা আরাম।

উপস্‌সাস [উপ+অস্‌সাস; উপ+আ+শ্বাস] শ্বাসক্রিয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য।

উপস্‌সুতি (স্ত্রী) শ্রবণকরণ, মনোযোগ, অপরের গোপনীয় আলাপ শ্রবণকরণ, কর্ণপাতকরণ, উপদেশ মান্যকরণ, অভিনিবেশ।

উপস্‌সুতিক (বিণ) শ্রোতা, শ্রবণকারী, আদেশপালনকারী, যে ব্যক্তি কান পাতিয়া বা আড়ি পাতিয়া শোনে, মনোযোগকারী।

উপহচ্চ (ক্রি-বি) ১ স্পর্শ করিয়া, অহিত করিয়া, অপকার করিয়া, ক্ষতি করিয়া, নষ্ট করিয়া, বিরক্তি করিয়া, নষ্ট করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া, বধ করিয়া, লুঠ করিয়া, কাড়িয়া লইয়া, আঘাত করিয়া, বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, পণ্ড করিয়া, বিগড়াইয়া, দুর্বল করিয়া, কলুষিত করিয়া, অপরিষ্কার করিয়া। (জাতক) **মনং উপহচ্চ**। ২ কমাইয়া, কাটিয়া ছোট করিয়া, হ্রাস করিয়া। (বি-ভা) **উপহচ্চ পরিনিব্বাযিন**—পুনর্জন্ম হ্রাস বা ক্ষীণ করিয়া নির্বাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এমন অথবা পুনর্জন্ম ধ্বংস করিয়া প্রায় নির্বাণে পৌঁছিয়াছেন এমন (অর্থাৎ অর্হতগণ অর্হত্বফল লাভে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার অবিদ্যামূলক বীজ ধ্বংস করিয়া পরিনির্বাপিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এরূপ অবস্থা)। (পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি) **উপগম্ভা কালকিরিযং আযুক্‌খযস্‌স আসনে ঠত্বা'তি অত্থো**।

উপহচ্চ পরিনিব্বাযিন (বিণ) যাঁহার পুনর্জন্মের হেতু বিনষ্ট বা নির্বাপিত হইয়াছে, যাঁহাকে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না অর্থাৎ অর্হত। ⇒ **উপহচ্চ, পরিনিব্বাযিন**।

উপহঞ্ঞতি (ক্রি) লুঠ হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া, বলপূর্বক গৃহীত হওয়া, কাড়িয়া লওয়া, পণ্ড করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, অহিত করা, আহত হওয়া, অপকার করা, নষ্ট করা, বধিত হওয়া, ক্ষতি করা বা হওয়া, বিরক্ত করা বা হওয়া। ⇒ **উপহতি**। (অতীত) **উপহঞ্ঞি**।

উপহত (বিণ) উপহত, আহত, বিঘ্নিত, দূষিত, বিঘটিত, লুণ্ঠিত, বলপূর্বক গৃহীত, পণ্ডকৃত, অপবিত্রকৃত, বিনাশিত, নিবারিত, তিরস্কৃত, অভিভূত, অনিষ্টকৃত, অপকারকৃত, নষ্টকৃত, ধ্বংসকৃত। ⇒ **উপনহতি**। (বি-ভা) **খত উপহত** (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **ন সূপহত**—সহজে নির্বাপিত হয় নাই এমন, সহজে বিরক্তি করা হয় নাই এমন, সহজে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই এরূপ, সহজে নিয়োগ করা হয় নাই এরূপ, সহজে প্রসারিত হয় নাই এরূপ, সহজে টাকা খাটানো হয় নাই এরূপ। **অনুপহত** (বিণ) অলুণ্ঠিত, অপকার করা হয় নাই এমন, নষ্ট করা হয় নাই এমন।

উপহত্তর (বিণ, পুং) আনয়নকারী, যে ব্যক্তি আনে বা লইয়া আসে।

উপহত্তৃ (বিণ, পুং) আনয়নকারী, যে ব্যক্তি বহন করে, যে ব্যক্তি সমর্পণ করে, যে ব্যক্তি জ্ঞাপন করে বা জ্ঞাত করে।

উপহনতি (ক্রি) [উপ+√হন+অ] আঘাত করা, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, ধ্বংস করা, ভগ্ন করা, বধ করা, দুর্বল করা, নীচ অবস্থায় আনয়ন করা, হ্রাস করা, কমাইয়া আনা, কমান, দমন করা, পরাজয় করা, (লোক ইত্যাদি কে) কোনো অবস্থায় আনা, কোনো অবস্থায় (ভাবাদি) প্রকাশ করা, এক মূল্যের সংখ্যাকে অন্যরূপ মূল্যের সংখ্যায় পরিবর্তিত করা। (অতীত) **উপহনি**। (অ-বিণ) **উপহত**। (ক্রি-বি) **উপহচ্চ**। (কর্মবাচ্যে) **উপহঞ্ঞতি**।

উপহন্তি = **উপহনতি**। ⇒ **উপহনতি**।

উপহরণ (ক্লী) ১ উপস্থাপন, উপস্থাপিত বিষয়, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত উপহার, প্রদর্শনী, অভিনয়,

বিলাসিতা, ভোগবিলাসের বস্তু। ২ ধৃতকরণ, দখল, অধিকার, অধিকৃত বস্তু, গ্রেপ্তার, ধরা, পাকড়ানো, উত্তেজনা।

উপহরতি (ক্রি) [উপ+√হর+অ] উপহার দেওয়া, আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, দিতে চাওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দান দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া।

উপহান পুঞ্ছন (ক্লী) জুতা মুছিবার কাপড় বা রুমাল। ⇒ **পুঞ্ছন**।

উপহার (পুং) ১ উপহার, উপঢৌকন দ্রব্য, দান, দানীয় বস্তু, পূজা, পূজার সামগ্রী, সমর্পণ, প্রদান, ভেট দেওয়া। (বিনয়) **আহার-উপহার; মেত্ত-উপহার**।

উপহিংসতি (ক্রি) অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, অনিষ্ট করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, আঘাত করা, বধ করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া।

উপাগচ্ছতি (ক্রি) [উপ+আ+√গম+অ] আগমন করা, পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া, আসা, আসিয়া পৌঁছা, (সময়-সম্বন্ধে) আসা, (ঘটনা-সম্বন্ধে) ঘটা, প্রসারিত করা বা হওয়া, হাত বাড়াইয়া কিছু নাগাল পাওয়া বা স্পর্শ করা, নাগাল পাওয়া, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া, প্রচলিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা, সফলকাম হওয়া। (পঞ্চমী) **উপাগচ্ছ** (**উপগচ্ছ** শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে)। (অতীত) **উপাগচ্ছি, উপাগমি, উপাগঞ্ছি;** (বহুবচনে) **উপাগচ্ছিৎসু, উপাগমুং, উপাগঞ্ছুং**। (অ-বিণ) **উপাগত**।

উপাগত (বিণ) উপাগত, উপস্থিত, উপনীত, প্রাপ্ত, অধিগত, অনুভূত, অঙ্গীকৃত, লব্ধ, আগত, পৌঁছিয়াছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যক্খত্তং উপাগত**। ⇒ **উপাগচ্ছতি**।

উপাচার (ক্লী) উপচার, সীমা, প্রান্তদেশ, শহরতলী।

উপাচার সমাধি (পুং) পূর্ববর্তী বা প্রাথমিক অথবা প্রস্তুত থাকার জন্য কৃত বা অবস্থিত একাগ্রতা। ⇒ **সমাধি** (২)।

উপাত (বিণ) উৎক্ষিপ্ত, উত্থিত, উত্তোলিত, বমনকৃত, গণনাকৃত, নিক্ষিপ্ত। **পংসুপাত**—ধূলি উত্থিত।

উপাতিগচ্ছতি (ক্রি) [উপ+অতি+√গম+অ] নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া, অতিক্রম করা, অধিকতর ভাল করা বা হওয়া, জয় করা, পরাজিত করা। (অতীত কাল প্রথম পুরুষ একবচনে) **উপচ্চগা;** (বহুবচনে) **উপচ্চগুং**।

উপাতি ধাবতি (ক্রি) [উপ+আ+ধাবতি] দৌড়াইতে থাকা, (কিছুতে) দৌড়াইয়া প্রবেশ করা।

উপাতিপজ্জতি (ক্রি) [উপ+আ+√পদ+অ] লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ করা, শিকার করা, ধীরে ধীরে ক্ষয় পাওয়া, (কিছুতে) পতিত হওয়া। (অতীত) **উপাতিপজ্জি**। (অ-বিণ) **উপাতিপন্ন**।

উপাতিপন্ন (বিণ) (কিছুর মধ্যে) পতিত, প্রতিপন্ন, ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত, শিকারকৃত, লুণ্ঠিত দ্রব্য গৃহীত। = **নিপন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথার টীকা); **অধিমুত্ত** (সূত্রনিপাত)। ⇒ **উপাতিপজ্জতি**।

উপাতিবত্ত (বিণ) পলায়িত, দূরে চলিয়া গিয়াছে এমন, মুক্ত। ⇒ **উপাতিবত্ততি**।

উপাতিবত্ততি (ক্রি) [উপ+অতি+বত্ততি] দূরে চলিয়া যাওয়া, সরিয়া পড়া, পলায়ন করা, মুক্ত হওয়া, অতিক্রম করা, লঙ্ঘন করা। "**উপনিবত্ততি**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অ-বিণ) **উপাতিবত্ত**।

উপাদা (বিণ) (সাহিত্যে) গ্রহণ করা হয় এরূপ অর্থাৎ কোনো কিছুর উপর নির্ভর করা হয় এরূপ, অমৌলিক, আসল নয় এমন, কৃত্রিম, গৌণ, অপ্রধান, মাধ্যমিক, অধীন, নিকৃষ্ট, দ্বিতীয়স্থানস্থ, ("**রূপ**" গঠনে) উৎপন্ন বা প্রাপ্ত। "**অনুপাদায**" শব্দের পরিবর্তে "**অনুপাদা**"—আর অধিক অগৃহীত (যেমন—পুনর্বার আগুন জ্বালাইয়া উহা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন), সংসারোৎপত্তিতে আসক্তিহীন, অথবা ক্লেশসমূহের পুনর্গ্রহণে অনিচ্ছুক, পুনরাগমনে অনাসক্ত। (বি-ভা) **অনুপাদা পরিনিব্বানং**—অসমর্থিত দাসত্ব, সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমোচন, পূর্ণ স্বাধীনতা (মধ্যম নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপাদা বিমোক্খো**—মানসিক মুক্তি বা মনের দিক দিয়া মোচন বা মুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক স্বত্বত্যাগ; (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **চতুহি উপাদানেহি অগহেত্বা চিত্তস্স বিমোক্খো; অরহত্তস্স এতং নামং**। (দীর্ঘ নিকায়) **অনুপাদা বিমুত্তো = কিঞ্চি ধম্মং অনুপাদিযিত্বা বিমুত্তো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পরিতস্সনা**।

উপাদাতি (ক্রি) গ্রহণ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, অর্থ গ্রহণ করা, ধরিতে চেষ্টা করা, তুলনা করিয়া দেখা, সম্পর্ক রাখিয়া কাজ করা, সম্বন্ধ রাখিয়া কাজ করা।

উপাদান (ক্লী) [উপ+আ+√দা] ১ উপাদান, মালমসলা, উপকরণ, সমবায়ীকরণ, (সাহিত্যে—সেই জড় বা মৃত্তিকা বস্তু যাহার কার্যকারিতায় কোনো বস্তুকে জীবন্ত বা কার্যতৎপর রাখা যায়, যেমন—জ্বালানি কাষ্ঠ, সরবরাহ, বিধান; কোনো পদার্থ যে যে বস্তুতে নির্মিত বা প্রস্তুত হয় সেই সেই বস্তু (যেমন—ঘট প্রস্তুত করিবার উপাদান বা মালমসলা মৃত্তিকা, অলঙ্কারের উপাদান স্বর্ণ)। (বিণ) স্বীকৃত, সমর্থিত, সমর্থনকৃত, কিছু হইতে কাহারও অস্তিত্বে পরিণত। = **নন্দি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্গিক্খন্ধে উপাদানস্স পরিয়াদানা**—জ্বালানি গ্রহণ করিবার উপায় দ্বারা; **বাত-উপাদান**। (জাতক) **স-উপদান** (বিণ) জ্বালানি সংযুক্ত। ২ স্বীকার, গ্রহণ, প্রত্যাহার, আক্ষেপ, প্রতীতিজনন, ধারণ, অর্থগৃধ্নুতা, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ, আকর্ষণ, আসক্তি, জ্বালানি, অস্তিত্ব বা

আসক্তিতে সংলগ্নতা (প্রধান বা প্রকট ধারণায় সম্বন্ধ, গৃধ্নতা)। ⇒ **পটিচ্চ সমুপ্পাদ, দিট্‌ঠুপাদান**। (বিণ) (কিছুতে বা কিছুর দ্বারা) কাহারও স্বীকৃতি বা সমর্থন অন্বেষী, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, গৃহীত, পুষ্টিকর। **উপাদান** চতুর্বিধ, যথা—**ক) কাম-উপাদান** (ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উৎপন্ন আসক্তি), **খ) দিট্‌ঠ-উপাদান** (মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস), **গ) সীলব্বত-উপাদান** (ব্রতশুদ্ধি পদে দৃঢ় ধারণা), **ঘ) অত্তবাদ-উপাদান** (আত্মাসম্বন্ধীয় মতবাদে বিশ্বাস)। (সংযুক্ত নিকায়) **তন্নিস্সিতং বিঞ্ঞাণং তদুপাদানং= তণ্‌হা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপায-উপাদান**।

উপাদানক্‌খন্ধ (পুং) উপাদানস্কন্ধ, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার হেতু তৃষ্ণা বা আসক্তির পঞ্চ উৎপাদক। **উপাদানক্‌খন্ধ** পঞ্চবিধ, যথা—**১ রূপ-উপাদান, ২ বেদনা-উপাদান, ৩ সঞ্ঞা-উপাদান, ৪ সঙ্খারা-উপাদান, ৫ বিঞ্ঞাণ-উপাদান**। ⇒ **খন্ধ**।

উপাদানক্‌খয (পুং) আসক্তি ক্ষয়, তৃষ্ণা ক্ষয়, আসক্তির অদৃশ্যতা, অনুরাগহীনতা।

উপাদান নিদান (ক্লী) উপাদান নিদান, উপাদান ভূমি, তৃষ্ণা বা আসক্তি উৎপত্তির বস্তুভূমি। (বিণ) আসক্তির কারণযুক্ত, আসক্তির ভিত্তিমূলক।

উপাদান নিরোধ—উপাদান নিরোধ, উপাদান ধ্বংস, তৃষ্ণা নিবৃত্তি, নির্লোভ, লোভের বিনাশ, লোভ ধ্বংস। ⇒ **পটিচ্চসমুপ্পাদ**।

উপাদান পচ্চয—উপাদান প্রত্যয়, উপাদানের হেতু। = **উপাদান নিদান**।

উপাদানিয (বিণ) লোভসংযুক্ত, লোলুপ, লোভসংসৃষ্ট, গৃধ্ন, ইচ্ছুক, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয়, ইন্দ্রিয় সেবাপরায়ণ, কামুক, ভোগবিলাসী, লোলুপ প্রবৃত্তির, লোভী, অভিলাষক, শরীর-সম্বন্ধীয়, দৈহিক, শারীরিক, প্রাপ্ত, লব্ধ।

উপাদায (ক্রি-বিণ, ক্রি-বি) (সাহিত্যে) "ধারণ, গ্রহণ" অর্থাৎ—**ক)** কোনো কিছু হইতে, কোনো কিছুর দরুণ, জন্য, বাহিরে, ভিতর হইতে, হিসাবে, রূপে, অনুরূপভাবে, সমানভাবে, মতে, অনুরোধে, উপকারার্থে। (বি-ভা) **অনুকম্পং উপাদায**-অনুগ্রহপূর্বক, দয়া করিয়া (দীর্ঘনিকায়)। **খ)** তুলনা করিয়া, পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিয়া, পাশাপাশি, পাশে, পার্শ্বে, সম্বন্ধে, সম্পর্কে, অনুরূপে, অনুক্রমে, অনুসারে। ⇒ **উপাদিয়তি**। (দীর্ঘনিকায়) **কালঞ্চ সমযঞ্চ উপাদায**—সময় ও উপযোগিতা অথবা সুবিধা অনুসারে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুংসুচিং উপাদায**—ধূলির সহিত তুলনা করিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মনুস্সলোকং উপাদায**—মনুষ্যলোক সম্পর্কে। **অনুপাদায** (বিণ) অনাসক্ত, (পুনর্জন্মে) আসক্তিহীন, বিমুক্ত, মুক্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত। (বি-ভা) **অনুপাদায নিব্বুত**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত (সংযুক্ত নিকায়)। (বিনয়) **অনুপাদায চিত্তং বিমুচ্চতি**—চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়। (সংযুক্ত নিকায়) **আদান পটি-নিসগ্‌গে অনুপাদায যে রতা**। (সূত্রনিপাত) **অনুপাদায অপরিতস্‌সতো**।

উপাদি (পুং) জীবনের উপাদান, ভৌতিক দেহ, (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞাদি পঞ্চ) স্কন্ধ, জীবোপাদান, জ্বালানি কাষ্ঠের ন্যায় বাঁচিয়া থাকার উপাদান, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকা যায়।

উপাদিন্ন = উপাদিন্ন। ⇒ **উপাদিন্ন**।

উপাদিন্নক (বিণ) = **উপাদিন্ন**। ⇒ **উপাদিন্ন**।

উপাদিন্ন = উপাদিন্নক। ⇒ **উপাদিন্নক**।

উপাদিন্নক (বিণ) লোভী, লালায়িত, লোলুপ, ধরিয়া থাকা; অথবা "লোভ প্রকাশক" অর্থাৎ ভৌতিক, প্রয়োজনীয়, পার্থিব, জড়, অপ্রধান, প্রাপ্ত, লব্ধ, উৎপন্ন, নিকৃষ্ট। (তুলনীয়) **উপাদা**। ⇒ **উপাদিযতি**।

উপাদিযতি (ক্রি) [উপ+আ+√দা+ই+অ] ধরিয়া থাকা, লোভ করা, আসক্ত থাকা বা হওয়া; (জগতের প্রতি) অনুরাগ প্রদর্শন করা, প্রেম বা ইচ্ছা রাখা। (তুলনীয়) **উপাদান**। (সংযুক্ত নিকায়) **ন কিঞ্চি লোকে উপাদিযতি পরিনিব্বাযতি**। = **আদেতি**। ⇒ **আদিযতি**। (অতীত) **উপাদিযি**। (অ-বিণ) **উপাদিন্ন, উপাদিন্নক**। (ব-বিণ) **উপাদিযমান, উপাদিযান, উপাদিযানো, উপাদিযং**। (ক্রি-বি) **উপাদিযিত্বা, উপাদায**—গ্রহণ করিয়া; (বিশেষার্থে) ⇒ **উপাদা**। (না অর্থে) **অনুপাদিযতি**—নির্লোভ হওয়া, অনাসক্ত হওয়া।

উপাদিসেস (বিণ) জ্বালানি কাষ্ঠের ন্যায় জীবনধারণের কতকগুলি বস্তু অবশিষ্ট আছে এরূপ, জীবনাশ্রিত, জীবোপাদান সম্বলিত (=পঞ্চস্কন্ধা), মুক্ত নহে এমন, ভৌতিকরূপে সঙ্কল্পিত। ⇒ **উপাদি, অনুপাদিসেস**।

উপাধি (পুং) ১ উপাধি, আখ্যা, উপনাম। ২ অতিরিক্ত, কোনো কিছু, পরিশিষ্ট, ক্রোড়পত্র, অলঙ্কার, ভূষণ। (জাতক) **উপাধিরথ**—সাজ-সরঞ্জামসহ রথ, (জাতক অর্থকথায়) সুবর্ণ বর্ণ চর্মরজ্জুসহ রাজকীয় রথ। ৩ উপাধান, গদি।

উপাধিয (বিণ) উপাধান ও গদি ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত।

উপানদ ⇒ **উপাহনা**।

উপানদূপম ⇒ **উপাহনা**।

উপানধ ⇒ **উপাহনা**।

উপাপালম্ব (ক্লী) [উপ+অপালম্ব] খোঁয়াড়, গরু-ছাগল প্রভৃতি আটকাইয়া রাখিবার স্থান অথবা সৈন্যদের আড্ডাখানা। ⇒ **অপালম্ব**।

উপায (পুং) নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার, প্রবেশ পথ, প্রায় সমান বা ঠিক অবস্থা; (চরিত্রে) উপায়, কৌশল, পথ, রাস্তা, ধারা, রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী, বিভব, সঙ্গতি, সংস্থান, যে কোনো উপায়, উপস্থিত বুদ্ধি, পন্থা, গতি, কর্মসাধন, উপগম, প্রতিকারের পণ, যুদ্ধকৌশল, শত্রুকে

প্রতারণা করিবার ফন্দি, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড (অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধি, শত্রুকে অর্থদানে বশীভূত করা, শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ)—রাজাগণের স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার এই চতুর্বিধ উপায় বা পন্থা, উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। (দীর্ঘনিকায়) **উপায়কোসল্ল**। (সূত্রনিপাত) **উপায়ঞ্ঞূ**। (করণ কারকে, ক্রি-বিণ) **উপায়েন**—চাতুর্যপূর্ণ উপায়; = **যেন কেনচি উপায়েন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অপাদান কারখ, ক্রি-বিণ) **উপায়সো**—যে কোনো উপায়ে, যে কোনো প্রকারে; = **উপায়েন**। **অনুপায়**—অনুপায়, উপায়হীন অবস্থা, সম্মুখস্থ না হইয়া, কিছুর জন্য প্রবণতা না দেখাইয়া।

উপায়কুসল (বিণ) উপায়কৌশল জানে এমন, উপস্থিত বুদ্ধিতে চতুর, বুদ্ধিকৌশল সমন্বিত, যে কোনো উপায় গ্রহণে দক্ষ।

উপায়কুসল্ল (ক্লী) উদ্দেশ্য সাধনার উপায়ে চতুরতা, উপায় কৌশলে দক্ষতা, উপায় কৌশল।

উপায়কোসল্ল—উপায়কৌশল। = **উপায়কুসল্ল**।

উপায়ত্ত (ক্লী) উপায়ত্ত, উপায়, কৌশল।

উপায়ন (ক্লী) ১ উপায়ন, (বিশেষ জ্ঞানে বা ভাবে) গমন অবস্থা, অসম সাহসিক কর্ম, উদ্যম। ২ উপহার। ৩ উপঢৌকন, বলি, নৈবেদ্য, প্রদান, প্রস্তাবন, কর, খাজনা, রাজস্ব, ব্যক্তিগত দান, শ্রদ্ধা বা প্রশংসাজনক উক্তি, কৃত বা প্রদত্ত কোনো জিনিস। ৪ দান।

উপায়সো (ক্রি-বিণ) ⇒ **উপায়**।

উপায়াস (পুং) [উপ+আয়াস] কষ্ট, দুঃখ, বিরক্তি, অসুবিধা, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলোযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য, ক্লেশ, হা হুতাশ, দুর্দশা, কোলাহল, হাঙ্গামা, শোক, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, উৎপীড়ন, চাঞ্চল্য, রাজনৈতিক চাঞ্চল্য, বিদ্রোহের ভাব, গোলমাল, উপদ্রব, ভঙ্গ, আলোড়ন, অমীমাংসিত অবস্থা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **স-উপায়াস**। (জাতক) **উপায়াস বহুল**। **অনুপায়াস**—শান্তি।

উপায়াসি ⇒ **অভিযাতি**।

উপায়েন (ক্রি-বিণ) ⇒ **উপায়**।

উপারমতি (ক্রি) [উপ+আ+√রম+অ] শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা, সংযমিত হওয়া, সংযত হওয়া, বিরত হওয়া। (জাতক) **উপরমতি**।

উপারদ্ধ (বিণ) দোষারোপিত, নিন্দিত, ভর্ৎসনাকৃত, ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, তীব্র অনুযোগকৃত। ⇒ **উপারম্ভতি**।

উপারম্ভ (পুং) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক। (বিণ) অনিচ্ছুক, বিরক্ত, প্রবৃত্তিহীন, অসুস্থ, যুদ্ধপ্রিয়, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষীয়।

উপারম্ভচিত্ততা (স্ত্রী) নিন্দা অথবা তিরস্কার অথবা ভর্ৎসনা করিবার জন্য চিত্তের উৎপত্তি অবস্থা।

উপারম্ভতি (ক্রি) [উপ+আ+√লভ+ং+অ] দোষারোপ করা, তিরস্কার করা, নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, গালাগালি দেওয়া। (অ-বিণ) **উপরদ্ধ**।

উপালম্ভ (পুং) = **অপালম্ব**। ⇒ **অপালম্ব**।

উপালাপেতি (ক্রি) = **উপলাপেতি**। ⇒ **উপলাপেতি**।

উপাবিসি (অতীত ক্রিয়া, প্রথমপুরুষ একবচন) (সে) আসন গ্রহণ করিল, বসিল। ⇒ **উপবিসতি**।

উপাসক (পুং) উপাসক, ধর্মপ্রাণ গৃহী ব্যক্তি, ধর্মনিষ্ঠ গৃহী, বিশ্বাসী গৃহী, সেবক, গৃহী ভক্ত, উপাসনাকারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিকটে আদেশ পালনার্থে হাজির থাকে। (বিনয়) **দ্বেবাচিক উপাসকো, তেবাচিকো উপাসকো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপাসক পরিসা; উপাসক চণ্ডাল; উপাসক রতন; উপাসকো কিত্তবতা হোতি**। (বিভঙ্গ) **উপাসক সিক্খা**।

উপাসকত্ত (ক্লী) উপাসকত্ব, ভগবান বুদ্ধের গৃহীশিষ্যত্ব, গৃহীর বিশ্বস্ত অবস্থা।

উপাসতি (ক্রি) [উপ+√আস+অ] নিকটে বসা, অনুকরণ করা, সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, উপস্থিত হওয়া, (রোগীকে) দেখাশুনা করা, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকা, অনুকরণ করা, আনুগত্য করা, (অন্যের পরিবর্তে) কাজ করা, পরিবেশন করা, জোগানো, সন্তুষ্ট করা, আদেশ পালন করা, বন্দোবস্ত করা, উপকার করা, মান্য করা, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি প্রদর্শন করা, ভালবাসা, আদর করা, সম্মান করা, পূজা করা, সমাদর করা, মহিমান্বিত করা। = **উপগচ্ছতি** (জাতক অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লক্খে উপাসেতি**—লক্ষ্য-বস্তুতে মনোযোগী হওয়া। (বর্তমানকাল প্রথম পুরুষ একবচনে) **উপাসরে** (অঙ্গুত্তর নিকায়); = **উপাযন্তি** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **পযিরুপাসতি**। (অ-বিণ) **উপাসিত, উপাসীন**। ⇒ **উপাসক, উপাসনা** (১)।

উপাসন (ক্লী) ১ উপাসন, সেবা, আরাধনা, পূজা, উপকার প্রত্যাশায় অন্যের অনুবৃত্তি, সম্মান, শুশ্রূষা, উপস্থিতি, পরিচর্যা, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, গুণমর্যাদা, সচ্চরিত্রতা। (সংযুক্ত নিকায়) **সমণ-উপাসন**। (তুলনীয়) **পয়িরুপাসন**। ২ শর চালনা, ধনুর্বিদ্যা। (বি-ভা) **কটূপাসন**—ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উপাসনং সিক্খিত্বা**। ৩ অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সাধন, সম্পাদিত কার্য, প্রণালী, পদ্ধতি। ৪ (কোনো কারিগরি বিদ্যা বা কলাকৌশল) শিক্ষা।

উপাসন সালা (স্ত্রী) ব্যায়ামশালা, শিক্ষার মাঠ স্থাপন।

উপাসিকা (স্ত্রী) উপাসিকা, ধর্মনিষ্ঠা স্ত্রীলোক, পূজারিনী। (তুলনীয়) **পযিরুপাসিক**। ⇒ **উপাসক**।

উপাসিত (বিণ) সেবিত, উপাসিত, পূজিত, শুশ্রূষাকৃত পরিচর্যাকৃত, সম্মান্বিত, উপকার প্রত্যাশায় কৃতানুবর্তিত, নিকটে উপস্থিত থাকিয়া সেবাকৃত। ⇒ **উপাসতি**।

উপাসীন (বিণ) নিকটে উপবিষ্ট, দেখাশুনাকৃত। = **উপাসিত**। ⇒ **উপাসিত**।

উপাহত (বিণ) [উপ+আহত] প্রহৃত, বধিত, আহত, পীড়িত, নষ্টকৃত, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত। (তুলনীয়) **উপহত**।

উপাহন (ক্লী) চটিজুতা, জুতা। **স-উপাহন** (বিণ) জুতা লইয়া বা জুতা পায়ে পরিধান করিয়া, জুতাসহ, জুতা পায়ে পড়িয়া।

উপাহনা (স্ত্রী) চটিজুতা, জুতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছত্তুপাহনং** (ক্লী?), **ছত্তুপাহনা**। "**উপাহনং**" অথবা "**উপহনা আরোহতি**"—চটিজুতা বা জুতা পরিধান করা; (বিপ) **ওমুঞ্চতি**। প্রাচীন পালিভাষায় "**উপানধ**" শব্দের পরিবর্তে "**উপানদূপম**" শব্দ দৃষ্ট হয়; **উপানধ = উপানহ** (সংস্কৃত)। কিন্তু kern জাতকে "**পানদূম**" শব্দ গ্রহণ করিয়া "**উপানদূপম**" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; Toev-এতে "**উপানদ**" শব্দই দৃষ্ট হয়।

উপিয (ক্রি-বি) সহ্য করিয়া, অধীন বা অধীনস্থ হইয়া, অনুভব করিয়া, ভোগ করিয়া। = **উপিয, ওপিয**। (সংযুক্ত নিকায়) **হদয়স্মিংওপিয**। (জাতক) **সেনূপিয, সেনোপিয;** (জাতক অর্থকথায়) **সযনূপগত**। "**তদূপিয**" শব্দে "**উপিয**" শব্দটি বিশেষণ পদের অর্থবাচক হয়, যেমন—**তদূপিয**—এইরূপ আবিষ্কৃত, এইরূপ সিদ্ধান্তকৃত, এইরূপ অনুভবকৃত বা অনুভূত।

উপেক্খক (বিণ) উপেক্ষক, উপেক্ষাকারী, উদাসীন, স্বার্থশূন্য, নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভাল না মন্দ, নিঃস্বার্থ, আত্মসমর্পণ করিয়াছে এমন, বিষয়বিরাগী।

উপেক্খতি (ক্রি) [উপ+√ইক্ষ্+অ] দর্শকের ন্যায় দেখা, উদাসীন হওয়া, নিঃস্বার্থ হওয়া, নিরপেক্ষ হওয়া, অপক্ষপাতী হওয়া, সাধারণ শ্রেণীর হওয়া, না ভাল না মন্দ হওয়া, স্বার্থশূন্য হওয়া। (অতীত) **উপেক্খি**। (ক্রি-বি) **উপেক্খিত্বা, উপেক্খিয**।

উপেক্খনা (স্ত্রী) উপেক্ষণ, অবহেলা, ত্যাগ। = **উপেক্খা**।

উপেক্খবন্তু (বিণ) = **উপেক্খক**। ⇒ **উপেক্খক**।

উপেক্খা (স্ত্রী) ১ উপেক্ষা, দর্শকের ন্যায় দেখিয়া থাকা। ২ নিরপেক্ষতা, মনের সমভাব, মনের স্থিরতা, ঔদাস্য, উদাসীনতা, মনের শান্তিভাব। ৩ অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অনাদর, অবহেলা, ঔদাসীন্য, অবহেলাসহ দর্শন, বিসর্জন, অস্বীকার, উপেক্ষা, ভোগসুখে নিরপেক্ষ বা ঔদাসীন্য, সুখ-দুঃখশূন্য অবস্থা, নিঃস্বার্থতা, সুখ ও দুঃখের মধ্যস্থ ভাব বা অবস্থা। = **সন্তি**। = **অদুক্খমসুখ বেদনা**—সুখের অনুভূতিও নাই এবং দুঃখের অনুভূতিও নাই তদমধ্যম অবস্থা। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় দশ প্রকার "**উপেক্খ**" বা উপেক্ষার বিভাগ দৃষ্ট হয়। (দীর্ঘনিকায়) **উপেক্খা সতি পরিসুদ্ধি**—মনোযোগের বিশুদ্ধিতা যদ্দ্বারা উপেক্ষা বা নিরপেক্ষতা অর্জন করা যায় অথবা নিঃস্বার্থ ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধর্মসঙ্গণীতে দুই প্রকার "**উপেক্খা**" এবং ছয় প্রকার "**উপেক্খা উপবিচার**" সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উপেক্খাইন্দ্রিয়; উপেক্খসুখ; উপেক্খা নিমিত্ত; উপেক্খা চেতোবিমুত্তি**। (সূত্রনিপাত) **উপেক্খা সংসুদ্ধ**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **উপেক্খা সতি**। (নেত্তি) **উপেক্খা ধাতু**। (বিভঙ্গ) **উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গ; উপেক্খা উপবিচার**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গ** (বোধ্যঙ্গের সপ্তম অবস্থা); **উপেক্খানুব্রূহনা; উপেক্খা ভাবনা; উপেক্খা ব্রহ্মবিহার; উপেক্খা বিহারিন**।

উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ, মনের সমভাব বা স্থিরতারূপ বোধিজ্ঞান লাভের উপাদান বা অঙ্গ। ⇒ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

উপেক্খিয (ক্রি-বি) উপেক্ষা করিয়া, নিরপেক্ষ হইয়া, নিঃস্বার্থ থাকিয়া, স্বার্থশূন্য হইয়া, অপক্ষপাতী হইয়া। ⇒ **উপেক্খতি**।

উপেক্খিত্বা (ক্রি-বি) = **উপেক্খিয**। ⇒ **উপেক্খিয, উপেক্খতি**।

উপেখং = **আরব্ভ**। ⇒ **আরব্ভ**।

উপেখা = **উপেক্খা**। ⇒ **উপেক্খা**।

উপেচ্চ = **উপেত্বা, উপচ্চ**। ⇒ **উপেত্বা, উপচ্চ**।

উপেত (বিণ) উপেত, মিলিত, গত, অধিগত, ভূষিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত, জ্ঞাত, অবধারিত, সিদ্ধান্তকৃত, অধিকৃত, প্রাপ্ত, সঙ্গত, নারীতে উপগত। (পেতবত্থু) **বলুপেত; ফলুপেত = ফলুপগত; অরিযং অট্ঠঙ্গবরং উপেতং = অট্ঠহি অঙ্গেহি উপেতং যুত্তং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপেত সমুপেত, উপগত, সমুপগত, সমন্নাগত** প্রভৃতি শব্দ সমার্থবাচক। ⇒ **অট্ঠঙ্গ, উপেতি**।

উপেতি (ক্রি) [উপ+√ই+অ] সমীপবর্তী হওয়া, নিকটে আসা, তুল্য হওয়া, নিকটে গিয়া বলা, সন্নিবিষ্ট হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, আসিয়া মিলিত হওয়া, উপার্জন করা, অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া, সফলকাম হওয়া, বিদ্যমান থাকা, নিকটে আসা, সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা। (দীর্ঘনিকায়) **পঠবিকাযং অনুপেতি**—পার্থিব দেহের মধ্যে গমন করে না অর্থাৎ সংসারে পার্থিব দেহ ধারণ করে না। (মধ্যম নিকায়ের প্রশ্নোত্তরে) **ন উপেতি**—প্রশ্নের ঠিক উত্তর হয় নাই। (সূত্রনিপাত) **ন সঙ্খং উপেতি**—গণনা করিতে পারা যায় না; **দুক্খং উপেতি; দেবে উপেতি**। (জাতক) **মরণং উপেতি**—মরা, মৃত্যু হওয়া। (থেরগাথা) **গব্ভং উপেতি**। (পেতবত্থু) **সগ্গং উপেতি ঠানং; সরণং বুদ্ধং ধম্মং উপেতি**। (অতীত) **উপেসি**। (অ-বিণ) **উপেত**। (ক্রি-বি) **উপেত্বা, উপেচ্চ = উপগন্ত্বা চেতেত্বা বা** (বিমানবত্থু অর্থকথা); পেতবত্থু অর্থকথার টীকায় "**উপ্পচ্চ**" শব্দের পরিবর্তে "**উপেচ্চ**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু "**উপ্পচ্চ**" শব্দের অর্থ—"উড়িয়া, উড়িয়া গিয়া"; ⇒ **উপিয, উপ্পচ্চ**। (ভবিষ্যতে) **উপেস্সং** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **উপেহিসি**।

উপেতো (বিণ) যুক্ত, সম্পন্ন, সমাগত, সংস্থিত, উপনীত।

উপেত্বা (ক্রি-বি) নিকটে আসিয়া, অগ্রসর হইয়া, সমীপবর্তী হইয়া, উপস্থিত হইয়া। ⇒ **উপেতি**।

উপোচিত (বিণ) রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চয়কৃত, সঞ্চিত, আরামপ্রদ, আরামভোগী, পর্যাপ্ত, প্রচুর পরিমাণে আছে এরূপ।

উপোসথ (পুং) উপোসথ, ধর্মানুষ্ঠানের বিশ্রাম, গৃহীদের অষ্টশীল পালন, বৌদ্ধভিক্ষুদের পাক্ষিক (প্রতি উপোসথ দিবসে অথবা প্রতি ১৫ দিন অন্তর) বিনয় আবৃত্তি বা আলোচনা, ধর্মপালনের নিমিত্ত "বিকাল ভোজনাদি" না করিয়া উপবাসে উপবাসব্রত পালন, উপোসথ ব্রত, ধর্মপালনের জন্য বৈকালিক অনশনব্রত। **একংপি দিবসং অপরিচ্চজন্তো অট্ঠঙ্গুপেতং উপোসথং উপবস্স**। উপোসথ সাধারণত তিন প্রকার, যথা—**১ গোপালক উপোসথ** (যেমন—গোরক্ষক রাখাল সমস্ত দিন গৃহস্থের গরু চড়াইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহস্থকে গরু ফিরাইয়া দেয় আর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিতে থাকে আগামীকল্য কোথায় গরু চড়াইবে এবং কোথায় জলপান করাইবে ইত্যাদি। এইরূপে লোভপূর্ণ চিন্তায় রাত্রিদিন যাপন করিতে থাকে। গোরক্ষকের ন্যায় এইরূপ উপোসথশীল পালন করাকে গোপাল উপোসথ বলা হয়।), **২ নিগণ্ঠ উপোসথ** (যেমন—নিগ্রন্থ পন্থী ধর্ম সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা আপন আপন শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকে যে পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ এই চতুর্দিকে পঞ্চাশ অথবা শতযোজনের মধ্যে কোনো প্রাণী হত্যা করিও না। ইহাতে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাণিহত্যা না করিলেও উহা বাহিরে করা যাইতে পারে। এইরূপ মতবাদ সর্বৈব মৈত্রীহীন। এইরূপে আংশিকরূপে উপোসথ পালন করাকে নিগ্রন্থ উপোসথ বলা হয়।), **৩ অরিয উপোসথ** (যেমন—উপোসথশীল গ্রহণ করিয়া চল্লিশটি শমথ কর্মস্থান ভাবনার মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণে অথবা বিদর্শন ভাবনায় মন নিবিষ্ট করিয়া অবিরত একাগ্রচিত্তে সময় অতিবাহিত করাকে আর্য উপোসথ বলা হয়।)। আর্য উপোসথ দুই প্রকার, যথা—১ ভিক্ষু উপোসথ, ২ গৃহী উপোসথ। ভিক্ষু উপোসথ চতুর্বিধ, যথা—**১ পারিসুদ্ধি উপোসথ, ২ অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ, ৩ সঙ্ঘ উপোসথ, ৪ সামগ্গী উপোসথ**। ভিক্ষুগণ মাসে দুইবার পাক্ষিক উপোসথ করেন। বৌদ্ধমতে বৎসরে তিনটি প্রধান ঋতু, যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত। প্রতি ঋতুতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিকে প্রধান করিয়া ভিক্ষুদের আটটি করিয়া পাক্ষিক উপোসথ করিতে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয়া ও সপ্তমী উপোসথ চৌদ্দদিনে আর অবশিষ্ট ছয়টি উপোসথ পনের দিনে করিতে হয়। এইরূপে পাক্ষিক উপোসথের সময় একজন ভিক্ষু থাকিলে সেই ভিক্ষুকে উপোসথ অধিষ্ঠান করিতে হয়, দুইজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকিলে উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিনয় সম্মত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া উপোসথ করাকে **"পরিসুদ্ধি উপোসথ"** অথবা পরিশুদ্ধি উপোসথ বলা হয়। ঐরূপে তিনজন ভিক্ষু একত্রে মিলিত হইয়া উপোসথ করাকে **"অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ"** অথবা পারস্পরিক উপোসথ বলা হয়। সেইরূপ ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মেলনে (অর্থাৎ পাঁচজন অথবা ততোধিক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে) পাতিমোক্ষ আবৃতি করিয়া যে উপোসথ গ্রহণ করা হয় উহার নাম **"সঙ্ঘ উপোসথ"**। এতদ্ব্যতীত উপোসথ দিবস ছাড়া (চতুর্দশী ও পঞ্চদশী উপোসথ দিবস ছাড়া) যে কোনো দিন সম্মিলিত ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মতিতে পাতিমোক্ষ আবৃতি করিয়া যে উপোসথ করা হয় উহার নাম **"সামগ্গী উপোসথ"** অথবা সম্মিলিত উপোসথ বলা হয়। চৌদ্দ দিনে ভিক্ষুরা যে উপোসথ করেন উহাকে বলা হয় চতুর্দশী উপোসথ এবং ১৫ দিনে যে উপোসথ করেন উহাকে বলা হয় পঞ্চদশী উপোসথ। বৌদ্ধ গৃহী উপাসক উপাসিকাদের জন্য নির্ধারিত উপোসথ সাধারণত মাসে চারিটি, বিস্তারে উহা আটটি। প্রথম চারিটি, যথা—১ শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির উপোসথ, ২ পূর্ণিমা তিথির উপোসথ, ৩ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির উপোসথ, ৪ অমাবস্যা তিথির উপোসথ। অর্থকথা অনুসারে দ্বিতীয় আটটি, যথা—১ শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথির উপোসথ, ২ শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথির উপোসথ, ৩ শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথির উপোসথ, ৪ পূর্ণিমা তিথির উপোসথ, ৫ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথির উপোসথ, ৬ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির উপোসথ, ৭ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির উপোসথ, ৮ অমাবস্যা তিথির উপোসথ। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ গৃহী উপাসক উপাসিকাদের জন্য আরও দুই প্রকার উপোসথ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—১ প্রতি জাগরণ উপোসথ, ২ প্রতিহার্য উপোসথ। উপরোক্ত উপোসথ তো আছেই তদুপরি কোনো কোনো শ্রদ্ধাবান উপাসক এবং শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশ তিথির দিবস হইতে কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা তিথির দিবস পর্যন্ত চারিদিন এবং কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথির দিবস হইতে শুক্লপক্ষের প্রথমা তিথির দিবস পর্যন্ত চারিদিন—এই আটদিন অনুক্রমে উপোসথশীল পালন করিয়া থাকেন, উহাকে বলা হয় প্রতিজাগরণ উপোসথ। প্রতিহার্য উপোসথ তিন প্রকারে সাধিত হয়, যেমন—১ কোনো কোনো শ্রদ্ধাবান উপাসক এবং শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস একাদিক্রমে অখণ্ড ও বিশুদ্ধরূপে উপোসথশীল পালন করেন, উহাকে বলা হয় প্রথম প্রতিহার্য উপোসথ, ২ কোনো কোনো শ্রদ্ধাবান উপাসক এবং শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত ক্রমাগত একমাস অখণ্ড ও বিশুদ্ধরূপে উপোসথশীল পালন করেন উহাকে বলা হয় দ্বিতীয় প্রতিহার্য উপোসথ, ৩ কোনো কোনো শ্রদ্ধাবান উপাসক এবং শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা কার্তিক পূর্ণিমা হইতে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা পর্যন্ত ক্রমাগত উপোসথশীল পালন

করেন উহাকে বলা হয় তৃতীয় প্রতিহার্য উপোসথ। (ভিক্ষুদের জন্য) **উপোসথং করোতি**—উপোসথ করিতেছেন। (গৃহীদের জন্য) **"উপোসথং উপবসতি"** অথবা **"উপোসথবাসং বসতি"** অথবা **"উপোসথং সমাদিয়তি"**—উপোসথ পালন করিতেছে(⇒ **সীল, সমাদিয়তি**)। ⇒ **অরিয উপোসথ**।

উপোসথ অঙ্গ (ক্লী) উপোসথ অঙ্গ, বৈকালিক অনশন ব্রত, উপোসথ ব্রত, উপবাস ব্রত।

উপোসথ কম্ম (ক্লী) উপোসথ কর্ম, উপোসথ গ্রহণ ও পালন কার্য, (ভিক্ষুদের) উপোসথ কার্য। **উপোসথ** শব্দে ভিক্ষু-উপোসথ দ্রষ্টব্য। ⇒ **কম্ম** (১)।

উপোসথঙ্গ [উপোসথ+অঙ্গ] = **উপোসথ অঙ্গ**। ⇒ **উপোসথ অঙ্গ**।

উপোসথঙ্গণ (ক্লী) [উপোসথ+অঙ্গণ] ভিক্ষুসীমা, ভিক্ষু যে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া পাতিমোক্ষ আবৃতি করেন অথবা উপোসথ কার্য সম্পাদন করেন।

উপোসথদিবস (পুং) উপোসথ দিবস, উপোসথের দিন। ⇒ **উপোসথ**।

উপোসথ মা ঘাত—উপোসথ ভঙ্গ করিও না। ⇒ **মা ঘাত**।

উপোসথ রক্‌খন (ক্লী) উপোসথ রক্ষাকরণ, ধর্মার্থে উপোসথ বা বৈকালিক উপবাস পালন। ⇒ **উপোসথ, রক্‌খন** (২)।

উপোসথাগার (ক্লী) [উপোসথ+আগার] ভিক্ষুগণ যে নির্দিষ্ট গৃহে বসিয়া পাতিমোক্ষ আবৃতি করেন অথবা উপোসথ কার্য সম্পাদন করেন, সীমাঘর।

উপোসথ সীল (ক্লী) গৃহীদের উপোসথ শীল, অষ্টশীল, অষ্ট অঙ্গযুক্ত শীল।

উপোসথসীল রক্‌খন (ক্লী) উপোসথশীল রক্ষাকরণ বা পালনকরণ। ⇒ **রক্‌খন** (২)।

উপোসথিক (বিণ) ১ উপোসথ-সম্বন্ধীয়। ২ উপোসথিক, উপোসথ গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি উপোসথ গ্রহণ করে, ধর্মার্থে বৈকালিক অনশনকারী, (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভত্ত-উপোসথিক**।

উপোসথিকং (ক্রি-বিণ) মাসের চারি নির্দিষ্ট দিনে উপোসথ গ্রহণ করা হয় এইভাবে। **উপোসথ** শব্দে গৃহী উপোসথ দ্রষ্টব্য।

উপোসথিক পাটিপদক (বিণ) প্রতি সপ্তাহে উপোসথ দিবসের প্রতিপদ তিথির। **উপোসথিক পাটিপদক ভত্ত**—উপোসথ দিবসের প্রতিপদ তিথিতে প্রদত্ত অন্ন বা আহার। ⇒ **পাটিপাদক**।

উপোসথিক ভত্ত—প্রতি উপোসথ দিবসে যে অন্নাহার দান করা হয়। ⇒ **পক্‌খিক** (বিণ)।

উপোসথিন (বিণ) উপোসথিক, উপোসথ গ্রহণকারী, ধর্মার্থে বৈকালিক অনশনকারী। = **উপোসথিক**।

উপ্পকিটক—**উপক্কিতক** শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

উপ্পক (বিণ) ১ সিদ্ধ, ঈষৎ দগ্ধ, ভাজা, ঝলসান, শুষ্ক, শীর্ণ, বিবর্ণ, কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। (বি-ভা) **ইত্থিং উপ্পক্কং ওকিলিনিং ওকিরিনিং** (বিনয়); (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **খরেন অগ্গিনা পক্কসরীর**। ২ সিদ্ধকৃত, (ক্রন্দনে চক্ষু) স্ফীত, ফুলিয়া উঠিয়াছে এমন।

উপ্পচ্চ (ক্রি-বি) উড়িয়া। = **উপচ্চ**। (সংযুক্ত নিকায়ের বর্মাগ্রন্থে) **উপেচ্চ**। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **উপ্পত্তিত্বা পি সকুণো বিয; = উপ্পতিত্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা, ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। (নেত্তি) **উপেচ্চ**। ⇒ **উপেতি, উপ্পচ্চতি**।

উপ্পচ্চতি (ক্রি) [উদ+পচ্চতি, কর্মবাচ্যে] সিদ্ধ করা, শুষ্ক করা, দগ্ধ করা, বিবর্ণ করা, ভাজা, ঝলসানো, শীর্ণ করা, কুঞ্চিত করা। (ব-বিণ) **উপ্পচ্চিযমান, উপপচ্চযমান; = উপ্পজ্জিযমান** (বর্মাগ্রন্থ)। (ক্রি-বি) **উপ্পচ্চ**।

উপ্পচ্চিযমান (বিণ) সিদ্ধ হয় এরূপ, শুষ্ক হয় এরূপ, কুঞ্চিত হয় এরূপ। (তুলনীয়) **উপ্পক্ক** (১)। **উপ্পজ্জিযমান** (বর্মাগ্রন্থ)। ⇒ **উপ্পচ্চতি**।

উপ্পজ্জতি (ক্রি) [উ+√পদ+য] প্রকাশিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, বর্ধিত হওয়া, জন্ম হওয়া, পুনর্জন্ম লওয়া, অস্তিত্বে আগমন করা, জন্মলাভ করা। = **নিব্বত্ততি, পাতুভবতি**। ⇒ **উপপজ্জতি**। (অতীত) **উপ্পজ্জি, উদপাদি**। (অ-বিণ) **উপ্পন্ন = উপপন্ন**। (পঞ্চমী) **উপ্পজ্জ**। (ব-বিণ) **উপ্পজ্জন্তো, উপ্পজ্জমান**। (ভ-বিণ) **উপ্পজ্জিতব্ব**। (ভবিষ্যৎ) **উপ্পজ্জিস্সতি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভুম্ম দেবেসু উপ্পজ্জিস্সতি; = নিব্বত্তিস্সতি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিরযে নিব্বত্তিস্সতি**। (ক্রি-বি) **উপ্পজ্জিত্বা, উপ্পজ্জ**। (কর্মবাচ্যে) **উপ্পজ্জিযতি**। (করণে) **উপ্পাদেতি**।

উপ্পজ্জন (ক্লী) অস্তিত্বে আগমন, জন্ম, পুনর্জন্ম, উৎপত্তি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উপ্পজ্জনবাসন**।

উপ্পজ্জনক (বিণ) জন্মগ্রহণ করে এমন, পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এমন, জন্ম-সম্বন্ধীয়, অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয়, হঠাৎ আবির্ভূত, হঠাৎ দৃষ্টিপথে আগত, স্পষ্ট কারণ ব্যতীত হঠাৎ আগমন করে বা উপস্থিত হয় এমন।

উপ্পজ্জনক ভণ্ড (ক্লী) যে ধনভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় করা হয়। ⇒ **উপ্পজ্জনক**।

উপ্পজ্জনবসেন (ক্রি-বিণ) উৎপত্তিবশত, জন্মের কারণে, পুনর্জন্মের হেতুতে, জন্মবশে। ⇒ **উপ্পজ্জন**।

উপ্পজ্জমান (বিণ) **উপ্পজ্জনক**। ⇒ **উপ্পজ্জনক, উপ্পজ্জতি**।

উপ্পজ্জিতব্ব (বিণ) জন্মগ্রহণের যোগ্য, আবির্ভাবের উপযুক্ত। ⇒ **উপ্পজ্জতি**।

উপ্পজ্জিতর (বিণ, পুং) উৎপাদক, জন্মগ্রহণকারী, উৎপন্ন

হয় এমন, পুনর্জন্মগ্রহণকারী। (দীর্ঘনিকায়) **উপ্পজ্জিতর সগ্গং**।

উপ্পজ্জিযতি (ক্রি) = **উপ্পজ্জতি**। ⇒ **উপ্পজ্জতি**।

উপ্পজ্জিযমান (বিণ) = **উপ্পচ্চিযমান**। ⇒ **উপ্পচ্চিযমান, উপ্পজ্জিযতি**।

উপ্পটিপাটি (স্ত্রী) শৃঙ্খলার অভাব, বিশৃঙ্খলতা, রীতি-ব্যতিক্রম।

উপ্পটিপাটিক (বিণ) নীতিবিরুদ্ধ, বিশৃঙ্খল। ⇒ **উপ্পটিপাটিযা**।

উপ্পটিপাটিযা (ক্রি-বিণ) নীতিবিরুদ্ধভাবে, বিশৃঙ্খলভাবে, (সাহিত্যে) নাগালের বাহিরে অর্থাৎ দূরে, অসম্ভব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **একপঞহো পি উপ্পটিপাটিযা আগতো নাহোসি**—একটি প্রশ্নও বুঝা অসম্ভব নহে (অর্থাৎ সোজা)। (সাহিত্যে) **উপ্পটিপাটিক**।

উপ্পট্ঠহতি (ক্রি) সেবা করা, সঙ্গে থাকা, যত্ন করা, মনোযোগী হওয়া, আদেশ পালনে উপস্থিত থাকা, (রোগীকে) দেখাশুনা করা, (ফলস্বরূপ) বর্তমান থাকা, উপযুক্ত সম্মানের সহিত সেবা বা পরিচর্যা করা।

উপ্পঠেতি (ক্রি) নির্দয়ভাবে প্রহার করা, রূঢ়ভাবে বারংবার আঘাত করা।

উপ্পগুকজাত উপ্পগুপ্পগুকজাত। ⇒ **উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপ্পগুনা (স্ত্রী) ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাস, উপহাস, উপহাসের পাত্র, বৃথা অনুকরণ, কৃত্রিমভাব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উপ্পগুনা কথা**।

উপ্পগুক (বিণ) (গায়ের রং সম্পর্কে) অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণের, অত্যন্ত ফ্যাকাশে রঙের, খুব মলিন, হলদে বর্ণ হইয়াছে এমন; (রং সম্পর্কে) ফিকে; (আলো সম্পর্কে) মন্দপ্রভ, অনুজ্জ্বল।

উপ্পগুকজাত (বিণ) ফ্যাকাশে হইয়াছে এমন, সামান্যরূপে হলদেবর্ণের হইয়াছে এরূপ, মলিন হইয়াছে এমন। ⇒ **উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপ্পগুকিন (বিণ) = **উপ্পগুক, উপ্পগুপ্পগুকজাত**। ⇒ **উপ্পগুক, উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপ্পগু পগুকজাত উপ্পগুপ্পগুকজাত। ⇒ **উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপ্পগুপ্পগুকজাত (বিণ) [উপ+পগু+উপ+পগুক+জাত] শীর্ণ পীতাভ ও বিবর্ণ হইয়াছে এমন, দুর্বর্ণ বা অত্যন্ত মলিন হইয়াছে এমন, হলদে বর্ণের হইয়াছে এরূপ। ⇒ **পগু**। তিন প্রকার বিশেষ ভাষায় ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন— ১ (বিনয়) **কিসো লূখো দুব্বণ্ণো উপ্পগুপ্পগুকজাত ধমনি-সন্থতগত্তো**; (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে) **ভীতো উতপ্পগুপ্পগুকজাত কসালুকো দুবলকো ম্লানকো**; ২ (জাতক) **কিসো উপ্পগুপ্পগুকজাত**; ৩ (জাতক) **উপ্পগুপ্পগুকজাত ধমনি-সন্থত। উপ্পগুকজাত, উপকগুকিন, উপ্পগুকিন, উপকগুকজাত, উপ্পগুকজাত, উপ্পগুপগুকজাত**।

উপ্পগুপ্পগুকজাতা (বিণ, স্ত্রী) = **উপ্পগুপ্পগুকজাত**। ⇒ **উপ্পগুপ্পগুকজাত**।

উপ্পগেতি (ক্রি) [উ+√পগু+এ] ঠাট্টা করা, উপহাস করা, পরিহাস করা, বিদ্রূপ করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা। = **উহসতি উপ্পপতি উপ্পগেতি** (পুগ্গল পঞঞত্তি)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অবমঞঞতি উপ্পগেতি**। (অতীত) **উপ্পগেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পগিত**।

উপ্পততি (ক্রি) [উ+√পত+অ] উড়া, উড্ডীয়মান হওয়া, আকাশে উত্থিত হওয়া, উপর দিকে লম্ফ দেওয়া, উপর দিকে উঠা। (অতীত) **উপ্পতি**; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **উদপত্ত**। (অ-বিণ) **উপ্পতিত**। (ব-বিণ) **উপ্পতমান**। (ক্রি-বি) **উপ্পতিত্বা, উপচ্চ, উপ্পচ্চ**।

উপ্পতন (ক্লী) উৎপতন, উর্ধ্বে গমন, উৎপ্লবন, উৎক্ষেপ, উৎপত্তি, উড়া, উদ্গমন, উদয়, উত্থান, লম্ফ প্রদান।

উপ্পতমান (বিণ) উড়িয়া যায় এমন, উড়ন্ত, লাফ দেয় এমন। ⇒ **উপ্পততি**।

উপ্পতিত (বিণ) উৎপতিত, উপর দিকে লাফ দিয়াছে এমন, উর্ধ্বদিকে উঠিয়াছে এমন, উত্থিত, উদিত, ঘটিত। = **উদ্ধমুখং পতিতং গতং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মপদে) **উপ্পন্ন**। ⇒ **উপ্পততি**।

উপ্পতিত্বা (ক্রি-বি) উড়িয়া, উড়িয়া গিয়া, লাফ দিয়া, উত্থিত হইয়া। = **উপচ্চ, উপ্পচ্চ**। ⇒ **উদাপত্বা, উপ্পততি**।

উপ্পত্তি (ক্রি) = **উব্বত্তি**। ⇒ **উব্বত্তি**।

উপ্পত্তি (স্ত্রী) উৎপত্তি, উদ্ভব, আবির্ভাব, বুৎপত্তি, পুনর্জন্ম, সম্মুখে উপস্থিতি, উৎপন্ন দ্রব্য, রচনা, কার্য, কর্ম, প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, জন্ম, গোড়া পত্তন, সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, সৃষ্টি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উৎপত্তি পটিলাভিকানি সংযোজনানি**। (বিভঙ্গ) **উপ্পত্তিভব**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কাম উপ্পত্তি**। ⇒ **উপ্পত্তিদেব, দেব, উপপত্তি, অট্ঠুপ্পত্তি, দানুপ্পত্তি**।

উপ্পত্তিক্কম [উপ্পত্তিক+কম] উৎপত্তি ক্রমে, উৎপত্তি অনুক্রমে। ⇒ **কম**।

উপ্পত্তিক্খণ—উৎপত্তিক্ষণ, যেই মুহূর্তে উৎপন্ন হয় সেইক্ষণ, উৎপন্ন হওয়ার সময়।

উপ্পত্তিভব = উপপত্তিভব। ⇒ **উপপত্তিভব**।

উপ্পথ (পুং) উৎপথ, উৎ(মন্দ)পথ, ভুল পথ, বিপথ, ভ্রান্তপথ, ভুল গতিপথ। (দীর্ঘনিকায়) **উপ্পথগমন**—(গ্রহের) ভুলগতিপথ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উপ্পথচার**।

উপ্পন্ন (বিণ) উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত, উত্থিত, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **লোকং উপ্পন্ন**—সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। (সূত্রনিপাত) **উপ্পন্ন**

ঞাণং—উৎপন্ন জ্ঞান। (পেতবত্থু) **পেত্তিবিসযং উপ্পন্ন; পেতেসু উপ্পন্ন**।⇒ **উপ্পজ্জতি**। **অনুপ্পন্ন** (বিণ) অনুৎপন্ন, অনুদ্ভূত, অজাত।

উপ্পন্নবত্থুক (বিণ) উৎপন্ন স্বভাব বা সংযুক্তির দরুণ।⇒ **বত্থুক** (২)।

উপ্পব্বজতি (ক্রি) [উ+প+√বজ+অ] প্রব্রজিত ব্যক্তি চীবর ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী হওয়া, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা পুনরায় গৃহী হওয়া, বুদ্ধের শাসন ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহীধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, ভিক্ষুসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসার ধর্মে ফিরিয়া যাওয়া। (অতীত) **উপ্পব্বজি**। (অ-বিণ) **উপ্পব্বজিত**। (ক্রি-বি) **উপ্পব্বজিত্বা**। (করণে) **উপ্পব্বজেতি, উপ্পব্বজাপেতি**।

উপ্পব্বজিত (বিণ) যে ব্যক্তি চীবর ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্ম বা সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহীধর্মে বা সংসার ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে, ভিক্ষুসঙ্ঘ ত্যাগকারী।⇒ **উপ্পব্বজতি**।

উপ্পব্বজাপেতি (ক্রি) ভিক্ষুসঙ্ঘ ত্যাগ করিবার জন্য কাহাকেও প্রবর্তিত বা প্ররোচিত করা, ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী বা সংসারধর্মে প্রবেশ করিবার জন্য কাহাকেও প্রবৃত্ত করা।⇒ **উপ্পব্বাজতি**।

উপ্পব্বাজিত (বিণ) ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বিদায়কৃত, সঙ্ঘবহির্ভূত, ভিক্ষুসঙ্ঘ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত।⇒ **উপ্পব্বাজেতি**।

উপ্পব্বাজেতি (ক্রি) ভিক্ষুধর্ম বা সন্ন্যাসধর্ম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বর্জিত বা বহিষ্কৃত করা।⇒ **উপ্পব্বজতি**। (অতীত) **উপ্পব্বাজেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পব্বাজিত**। (ক্রি-বি) **উপ্পব্বাজেত্বা**।

উপ্পল (ক্লী) উৎপল, পদ্ম, নীলকমল, নীল পদ্ম, কুবলয় পুষ্প, কুমুদ, শামলা ফুল। জাতকে সপ্ত প্রকারের পদ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**নীল-উপ্পল, রত্ত-উপ্পল, সেত-উপ্পল, রত্ত-পদুম, সেত-পদুম, সেত-কুমুদ, কল্ল-হার**। (বিনয়) **উপ্পলগন্ধ**। (বিণ) উৎপল বা পদ্মবনে বাসকারী।⇒ **যক্খ** (৪খ)। (পুং) এক যক্ষের নামবিশেষ।

উপ্পলক (বিণ) উৎপল সদৃশ, পদ্মের ন্যায়।⇒ **পুণ্ডরিক**।

উপ্পলক বাত (পুং) শরীরের মধ্যে নরকযন্ত্রণা প্রদানকারী বাতাস বা বায়ু।⇒ **বাত**।

উপ্পলদল (ক্লী) উৎপলদল, উৎপল ফুলের অথবা শামলাফুলের পাপড়ি।⇒ **দল**।

উপ্পলপত্ত (ক্লী) উৎপল পত্র, পদ্মের পাপড়ি।

উপ্পলযক্খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা পদ্মবনে বাস করে।⇒ **উপ্পল** (বিণ)।

উপ্পলবতি (ক্রি) প্লাবিত করা, হঠাৎ জল উঠিয়া ভাসাইয়া নেওয়া। = **পিলবতি**।

উপ্পলিন (পুং) পদ্মপুকুর। (বিণ) পদ্ম আছে এমন, যে পুকুরে বা হ্রদে অধিকসংখ্যক পদ্মফুল ফুটে।

উপ্পলিনী (স্ত্রী) পদ্মপুকুর। (বিণ) যে পুকুরে বা হ্রদে অধিক সংখ্যক পদ্মফুল ফুটে।

উপ্পলাসেতি (ক্রি) [উদ+প্র+√লস] উচ্চ শব্দ করা, ধ্বনি করা, শব্দ করা, বাজানো। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মসঙ্খং উপ্পলাসেতি**—ধর্মরূপ শঙ্খধ্বনি করা। = **উপলাসেতি**, উপলাসেতি।

উপ্পাটক—১ "**উপ্পাতক**" শব্দের পরিবর্তে ইহা ভুল উচ্চারণ।⇒ **উপ্পাতক**। ২ (বিণ) উৎপাটক, উৎপাটনকারী।

উপ্পাটন (ক্লী) উৎপাটন, নির্মূলন, ছিন্নকরণ, উন্মূলন, উত্তোলন, টানিয়া বাহিরকরণ, ধ্বংসকরণ, বিনাশকরণ, ছাল উঠানো, চর্মহীনকরণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেস-উপ্পাটন**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **চম্মুপ্পাটন**। (তুলনীয়) **সমুপ্পাটন**।

উপ্পাটনক (বিণ, পুং) উৎপাটনকারী, যে ব্যক্তি উন্মূল করে অথবা ছাল তুলিবার কাজ করে, বিনাশকারী, যে ব্যক্তি টানিয়া উঠাইয়া ফেলে অথবা ছিন্ন করে, যদ্দ্বারা উৎপাটিত হয় অথবা ছিন্ন হয়। (জাতক) **উপ্পাটনক বাত**।

উপ্পাটাপিত (বিণ) ছিন্ন করাইয়াছে বা ছিন্ন করা হইয়াছে এরূপ, নষ্ট করাইয়াছে এমন, উৎপাটিত বা নির্মূলিত করাইয়াছে এরূপ।⇒ **উপ্পাটাপেতি**।

উপ্পাটাপেতি (ক্রি) ছিন্ন করানো, উৎপাটন করানো, বিদীর্ণ করানো, নির্মূল করানো, নষ্ট করানো, উপড়াইয়া ফেলানো।⇒ **উপ্ফালেতি, উপ্পাটেতি**। (অ-বিণ) **উপ্পাটাপিত**।

উপ্পাটিত (বিণ) উৎপাটিত, নির্মূলিত, উন্মূলিত।⇒ **উপ্পাটেতি**।

উপ্পাটিযা = **উপ্পাটেত্বা**;⇒ **উপ্পাটেতি**।

উপ্পাটেতি (ক্রি) [উ+√পট+এ] চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, টুকরা টুকরা করিয়া ছিন্ন করা, নির্মূল করা, সরাইয়া ফেলা, নষ্ট করা, উৎপাটন করা, ছাল তোলা, চর্মহীন করা। (বিনয়) **ছবিং উপ্পাটেতি**—ছাল তোলা, চর্মহীন করা। (মধ্যম নিকায়) **অত্তানং উপ্পাটেতি**। = **লুঞ্চতি**। (অতীত) **উপ্পাটেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পাটিত**। (ক্রি-বি) **উপ্পাটেত্বা; = উপ্পাটিযা;** (জাতক) **বীজানি উপ্পাটিত্বা**। (করণে) **উপ্পাটাপেতি**।

উপ্পাত (পুং) উৎপাত, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, ভূকম্পনাদি অমঙ্গলজনক দৈব ঘটনা, উল্লম্ফন, উৎক্ষেপ, উৎপত্তি, উড্ডস্ত অবস্থা, উল্কা, উল্কাপিণ্ড, অসাধারণ ঘটনা।

উপ্পাতক (পুং) উৎপাতকারী এক প্রকার পোকাবিশেষ (যেমন—মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ, ইন্দুর, প্রভৃতি)। (সংযুক্ত নিকায়) **সন্থারো উপ্পাতকেহি সঞ্ছন্নো**—শয্যাচ্ছাদন বা বিছানার চাদর ছাড়পোকা প্রভৃতিতে সমাচ্ছন্ন। (বিণ) উৎপাতক, উৎপাতকারী, ঊর্ধ্বগামী। "**উপ্পাতক**" শব্দের পরিবর্তে "**উপ্পাটক**" ভুল উচ্চারণ।

উপ্পাদ (পুং) ১ = **উপ্পাত**।⇒ **উপ্পাত**। ২ উৎপাদ,

উৎপাদিত বস্তু, আবির্ভাব, জন্ম, অস্তিত্বে আগমন, উদয়, উপস্থিতি, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ। (সংযুক্ত নিকায়) **উপ্পাদ-বয ধম্মিনো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তণ্হুপ্পাদ; চিত্তুপ্পাদ**—চেতনা বা আত্মজ্ঞান অবস্থা। (জাতক) **সতুপ্পাদ**। **অনুপ্পাদ** (পুং) অস্তিত্বে অনাগমন, অনুপস্থিতি, অনুৎপাদিত বস্তু অথবা অপক্ব বস্তু।

উপ্পাদক (বিণ, পুং) উৎপাদক, উৎপত্তিকারক, জন্মদাতা, সৃষ্টিকারক, জনক, উৎপাদনকারী, স্রষ্টা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খুপ্পাদক**।

উপ্পাদন (ক্লী) উৎপাদন, উৎপত্তিকরণ, জন্মানো, গঠন, উন্নতি, নির্মাণ, সৃষ্টি, বংশ, জাতি, উত্তোলন, জনন ক্রিয়া, বর্ধিতকরণ, কারণ হওয়া। পেতবত্থু অর্থকথায় "**অনুবলপ্পদান**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইবে "**অনুবলুপ্পদান**"।

উপ্পাদ-বয ধম্মিন—উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই ব্যয়শীল, পার্থিব যাবতীয় বস্তু বিষয়বস্তু উৎপন্ন হইয়া ক্ষয় হয় এরূপ। ⇒ **ধম্মিন**।

উপ্পাদিকা (বিণ, স্ত্রী) উৎপাদনকারিণী, জননী, উৎপাদিক, উৎপত্তিকারিণী, সৃষ্টিকারিণী, জন্মদাত্রী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঝানুপ্পাদিকা**।

উপ্পাদিত (বিণ) উৎপাদিত, জনিত, উৎপন্নকৃত, জন্মপ্রদত্ত, সৃষ্ট, সৃষ্টিকৃত। ⇒ **উপ্পাদেতি**।

উপ্পাদিন (বিণ) উৎপন্নের কারণভূত, বাড়ন্ত, জন্মিবার কারণযুক্ত, উৎপন্ন হইবার উপাদান আছে এরূপ।

উপ্পাদেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি উৎপাদন করে, উৎপাদনকারী, জনক, উৎপন্ন হইবার কারণসমূহ, সৃষ্টিকারক, উৎপাদনকারক।

উপ্পাদেতি (ক্রি) [উ+√পদ+এ] ১ উৎপন্ন করা, উঠিতে দেওয়া, বাড়ানো, নির্মাণ করা, তৈয়ার করা, সহসা উপস্থিত করা, সর্বসাধারণের দৃষ্টিপথে আনা, প্রদর্শন করা, দেখানো, সৃষ্টি করা, জন্মানো, স্পষ্ট প্রদর্শন করা। (জাতক) **চিত্তং উপ্পাদেতি**—(কোনো বিষয়ে অস্থায়ী) চিত্ত বা মন উৎপন্ন করা অথবা চিন্তা প্রযুক্ত হওয়া (অধিকরণ কারকে)। ২ পাওয়া, লাভ করা, পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া, সিদ্ধান্তে আসা, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, আবিষ্কার করা। ৩ আকর্ষণ করা, টানা, বাহির করা। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **লোহিতং উপ্পাদেতি**—রক্ত আকর্ষণ করা, রক্ত বাহির করা। ⇒ **উপ্পজ্জতি**। (অতীত) **উপ্পাদেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পাদিত**। (ক্রি-বি) **উপ্পাদেত্বা**। (তুম) **উপ্পাদেতুং**।

উপ্পাদেতু (বিণ, পুং) উৎপাদক, উৎপাদনকারী, উৎপত্তিকারক, জনক, জন্মদাতা।

উপ্পাদেতুং (তুম) উৎপন্ন করিতে, জন্ম দিতে। ⇒ **উপ্পাদেতি**।

উপ্পাসুলিক (বিণ) = **উপ্ফাসুলিক**। ⇒ **উপ্ফাসুলিক**।

উপ্পিলব (বিণ) = **উব্বিল্লাবিত**। ⇒ **উব্বিল্লাবিত**।

উপ্পিলবতি (ক্রি) [সংস্কৃত—উতপ্লবতি (উদ+√প্লু)] ১ (জল হইতে) নির্গত হওয়া, দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া, উঠা, উত্থিত হওয়া, ভাসমান হওয়া, ভাসমান রাখা বা করা, ভাসা, প্লাবিত করা। (পঞ্চমী) **উপ্লব**। (ক্রি-বি) **উপ্লবিত্বা, উপ্পলবিত্বা**। = **উপরিলবতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ উপরদিকে লাফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, ইতস্তত উল্লম্ফন করা বা লাফালাফি করা, লাফাইয়া লাফাইয়া ক্রীড়া করা, উল্লসিত হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, আনন্দ করা, গর্বিত হওয়া, প্লবনশীল হওয়া, ভাসিতে বা ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ হওয়া, লঘুচিত্ত হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া। ⇒ **উপপ্লবতি, উপ্লাপেতি, উব্বিল্লাবিত** ইত্যাদি।

উপ্পিলাপিত (বিণ) নিমগ্নকৃত, অভিভূত, নিযুক্তকৃত। ⇒ **উপ্পিলাপেতি**।

উপ্পিলাপেতি (ক্রি) = **উপ্লাপেতি**। ⇒ **উপ্লাপেতি**। (অ-বিণ) **উপ্পিলাপিত**।

উপ্পিলাব (বিণ) = **উব্বিলাপ**। ⇒ **উব্বিলাপ**। = **উব্বিল্লাবিত**।

উপ্পিলাবিতং = **উব্বিলাবিতত্তং**। ⇒ **উব্বিলাবিতত্তং**।

উপ্পীল্ (বিণ) উৎপীড়িত, উপদ্রুত, অত্যাচারিত, প্রবর্তিত। (সাহিত্যে) **উপপীল্**। = **উপপীল্**। ⇒ **উপীল্**। (পুং) উৎপীড়ন, উৎপীড়, বাধা, উত্তেজনা, ঠেলামারা, ঠাসাঠাসি, প্রবর্তন, আধিক্য, চাপাচাপি, উপদ্রব, পীড়াপীড়ি। **অনুপ্পীল্** (বিণ) উপদ্রবমুক্ত, অনুৎপীড়িত, অপ্রবর্তিত, অবিনষ্ট। (বিপ) **স-উপ্পীল্**।

উপ্পীলন (ক্লী) উৎপীড়ন, বাধা, প্রবর্তন, উত্তেজন, আধিক্য, অত্যাচার, নির্দয় ব্যবহার, উপদ্রব, জেদকরণ।

উপ্পীলিত (বিণ) উৎপীড়িত, উপদ্রুত, প্রবর্তিত, অত্যাচারিত, উত্তেজিত। ⇒ **উপ্পীলেতি**।

উপ্পীলেতি (ক্রি) [উ+√পীড়+এ] ১ উৎপীড়ন করা, পীড়ন করা, অত্যাচার করা, উপদ্রব করা, জেদ করা, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, টানিয়া বা ভিরিয়া ধরা, ঢাকিয়া দেওয়া, আবরিত করা, বন্ধ করিয়া দেওয়া, পীড়া দেওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা। (মধ্যম নিকায়) **পিট্ঠি-পাণিং হনুকেন উপ্পীলেতি**। (জাতক) **হত্থেন অক্খীনি উপ্পীলেতি; হত্থিকুম্ভে মুখং উপ্পীলেতি; অগগলং উপ্পীলেতি**। ২ সহসা ভয়ে পলায়ন করা অথবা ছত্রভঙ্গ হওয়া, ভয়ে কম্পিত হওয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পথবিং উপ্পীলেতি**। ৩ (নৌকার) দাঁড় টানা। (অতীত) **উপ্পীলেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পীলিত**। (ক্রি-বি) **উপ্পীলেত্বা**।

উপ্পোঠেতি (ক্রি) [উ+√পোঠ+এ] প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উচুনিচু করা, বাজা, বাজানো, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে

জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা দেওয়া, পাখা পতপত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুক ধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, ধূলি ঝাড়া, ধূলি ছড়ানো, গুঁড়া করা। (অতীত) **উপ্পোঠেসি**। (অ-বিণ) **উপ্পোঠিত**।

উপ্ফালেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) কাটা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করা বা হওয়া, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো, কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করা, ফাড়া, চেরা, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা। (অতীত) **উপ্ফালেসি**। (ক্রি-বি) **উপ্ফালেত্বা;** (বিনয়) **উদরচ্ছবিং উপ্ফালেত্বা** (সম্ভবত এখানে "**উপ্পাটেত্বা**" শব্দ গ্রহণীয়)।

উপ্ফাসুলিক (বিণ) [উদ+ফাসুলিকা] পঞ্জর বা পাঁজরা দেখা যায় এমন, ছাদের কড়ি বা আড়কাঠ দেখা যায় এমন, কৃশ, কাহিল, পাতলা, রোগা, অপুষ্ট, মাংসহীন, অতিকৃশ। = **উগ্গত ফাসুক** (পেতবত্থু)। (থেরগাথা অর্থকথা) **উপ্পাসুলিক**।

উপ্পব (বিণ) = **উব্বিল্লাবিত**। ⇒ **উব্বিল্লাবিত**। (ক্লী, পুং) = **উপ্পবন**। ⇒ **উপ্পবন**।

উপ্পবতি (ক্রি) [উ+√প্প+অ] ভাসমান করা বা হওয়া, ভাসমান রাখা, প্লাবিত করা, (বাহ্যাকার বিশিষ্ট কোনো কিছুর ভিতরে) ওঠা বা তোলা।= **উপ্পিলবতি**।(অতীত) **উপ্পবি**।

উপ্পবন (পুং, ক্লী) উৎপ্লবন, উৎপ্লব, লাফানো, উন্মজ্জন, জলের উপর ভাসা, সন্তরণ, উদ্রেক, (বাহ্যাকার বিশিষ্ট কোনো কিছুর ভিতরে) ওঠা বা উত্তোলন।

উপ্পাপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) মগ্ন করা, নিযুক্ত করা, অভিভূত করা। = ওপীলেতি, **ওপিলাপেতি**। ⇒ **উপলাপেতি, উপ্পিলবতি, ওপিলাপেতি, উব্বিলাবিত**।

উপ্পাবেতি (ক্রি) = **উপ্পিলবতি**। ⇒ **উপ্পিলবতি**।

উব্বটুম (বিণ) লক্ষ্যপথের বাহিরে যায় এরূপ, ভুল বা ভ্রান্তপথে গতিশীল, ভ্রান্তপথে চলে এমন। (বি-ভা) **উব্বটুমং রথং করোতি**—লক্ষ্যপথের বাহিরে রথ রাখা।

উব্বট্টন (ক্লী) (স্নানের সময়ে) কাহারও গাত্র রগড়ানো, অঙ্গমর্দনকরণ, সাবানজল দিয়া ধৌতকরণ।

উব্বট্টিত (বিণ) (স্নানের সময়) অঙ্গ মর্দিত বা রগড়ানো হইয়াছে এরূপ, সাবানজল দিয়া ধৌত। ⇒ **উব্বট্টেতি**।

উব্বট্টেতি (ক্রি) [উ+√বট্ট+এ] (স্নানের সময়ে) অঙ্গমর্দন করা বা গাত্র রগড়ানো, সাবান জল দিয়া ধৌত করা, তৈল ছিটাইয়া দেওয়া বা বর্ষণ করা অথবা লেপন করা, (অতিথিকে) সুগন্ধি প্রদান করা। (জাতক) **গন্ধচুন্নেন উব্বট্টেতি**। (অতীত) **উব্বট্টেসি**। (অ-বিণ) **উব্বট্টিত**।

উব্বট্ঠক—**উব্ভট্ঠক** শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। ⇒ **উব্ভট্ঠক**।

উব্বডহেয ⇒ **উড্ডেতি**।

উব্বডহেয্য ⇒ **উড্ডেতি** (১)।

উব্বত্ততি (ক্রি) [উ+√বত+অ] উর্ধ্বদিকে যাওয়া, উদয় হওয়া, উঠা, উদ্গত হওয়া, স্ফীত হওয়া, ফাঁপানো, ফুলিয়া উঠা, উল্লসিত হওয়া, অহঙ্কৃত বা গর্বিত হওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া। (অতীত) **উব্বত্তি;** (জাতক) **সাগরো উব্বত্তি**। (সম্প্রদানে) **উব্বত্তেতি**।

উব্বত্তেতি (ক্রি) [উ+√বত+এ] **১** ছিঁড়িয়া ফেলা, উৎপাটিত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সদেবকে লোকে উব্বত্তিযন্তে**।(ধর্মপদ অর্থকথা) **হদযমংসং উব্বত্তেতি; রুক্খং উব্বত্তেতি**। ২ ওঠার কারণ হওয়া, উদয় করা, উদ্গত করা, স্ফীত করা, ফাঁপিয়া উঠিবার কারণ করা, উল্লসিত করা, অহঙ্কৃত করা, গর্বিত করা, ক্রুদ্ধ করা। (জাতক) **গঙ্গাসোতং উব্বত্তেতি; সমুদ্দং উব্বত্তেতি**। ৩ ভুল পথে চলা, ভ্রান্তপথে যাওয়া, লক্ষ্য পথের বাহিরে গমন করা, নির্দিষ্ট পথ হইতে সরিয়া যাওয়া।(বিশুদ্ধিমার্গ) **নেব উব্বত্ততি ন বিবত্ততি**। ⇒ **উব্বত্ততি**। (অতীত) **উব্বত্তেসি**। (অ-বিণ) **উব্বত্তিত**।

উব্বধতি (ক্রি) [উদ+√বধ+অ] বধ করা, হত্যা করা, সংহার করা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, বিনাশ করা।(অতীত) **উব্বধি;**(সূত্রনিপাত) **উদব্বধি = "উচ্ছিন্দন্তো বধেতি"** অথবা **"বধতি"** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উব্বন্ধতি (ক্রি) [উদ+√বন্ধ+অ] উদ্বন্ধন করা, মরিবার জন্য গলায় দড়ি বা ফাঁস দেওয়া। গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করা, ফাঁসি দেওয়া, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মরা বা মারা, গলা টিপিয়া মারা, চাপিয়া ফেলা, ছাপাইয়া রাখা, দমন করা, শ্বাসরোধ করা।(বিনয়) **রজ্জুযা-উব্বন্ধতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উব্বন্ধিতুকামা**—নিজের গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছায়।(অতীত) **উব্বন্ধি**।

উব্বন্ধন (ক্লী) উদ্বন্ধন, মরিবার জন্য গলায় দড়ি দেওয়া, গলায় দড়ি বা ফাঁস দিয়া আত্মহত্যা, নিজে নিজে ফাঁসি দেওয়া।

উব্বরী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—উর্বরা) উর্বর মাটি, ফলোৎপাদক পলি, উদ্ভাবনক্ষম পলিমাটি, উদ্ভাবনী সার, সন্তান উৎপাদনকারী সারবস্তু, বপন ক্ষেত্র; (চরিত্রে) স্ত্রীলোক, স্ত্রী। = **ওরোধ** (জাতক অর্থকথা)।

উব্বসতি (ক্রি) **উব্বিসতি**। ⇒ **উব্বিসতি**।

উব্বহ (বিণ) (যৌগিকে) **দুরুব্বহ**—টানিয়া বাহির করা কঠিন, সরানো বা নাড়াচাড়া করা কষ্টকর।

উব্বহতি (ক্রি) **১** [উদ+√বহ+অ] টানিয়া বাহির করা, ছিঁড়িয়া ফেলা, উৎপাটিত করা, সরাইয়া ফেলা, উঠাইয়া ফেলা, বিনষ্ট করা, ধ্বংস করা। (সপ্তমী) **উদব্বহে;** = **উব্বহেয্য ধারেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **উদব্বহে** =

উদব্বহেয্য (জাতক অর্থকথা)' (জাতক) **উব্বহে = হরেয্য** (জাতক অর্থকথা)। ২ [উদ+বহতি] বহিয়া নেওয়া, লইয়া যাওয়া, (শস্য কাটিবার পর শস্য) উত্তোলন করা বা তোলা, উঠানো। ⇒ **উদ্ধট, উদ্ধরণ, উদ্ধরতি**। (তুলনীয়) **পবাঢ়**। (অতীত) **উব্বহি**। (করণে) **উব্বহাপেতি**।

উব্বহন (ক্লী) উত্তোলন, বহনকরণ, টানিয়া বাহির করণ।

উব্বহাপেতি (ক্রি) শস্য কাটাইয়া আনা, শস্য কাটাইয়া উঠানো বা তোলা। ⇒ **উব্বহতি**।

উব্বালুহ (বিণ) পীড়িত, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, দমিত, উদ্বিগ্ন, উত্তাক্ত, ত্যক্ত, বিরক্তকৃত। ⇒ **উব্বহতি**।

উব্বাসীযতি (ক্রি) উদ্বাসিত হওয়া, নির্বাসিত হওয়া, দেশবাসী কর্তৃক বর্জিত হওয়া। = **ছড্ডিযতি**। (তুলনীয়) **উব্বিসতি**। ⇒ **উব্বাসেতি**।

উব্বাসেতি (ক্রি) উদ্বাসিত করা, নির্বাসিত করা, দেশবাসী দ্বারা বর্জিত হওয়া। (কর্মবাচ্যে) **উব্বিসীযতি**। (তুলনীয়) **উব্বিসতি**।

উব্বাহতি (ক্রি) পীড়ন করা, অত্যাচার করা, উৎপীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, কষ্ট দেওয়া, উদ্বিগ্ন করা, অসুবিধা ঘটানো, কষ্ট স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, উদ্বেগ বোধ করা, বিরক্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা, উত্তাক্ত করা, ত্যক্ত করা। (অ-বিণ) **উব্বালুহ**।

উব্বাহন (ক্লী) বহনকরণ, উত্তোলনকরণ। (যৌগিকে) **উব্বাহন সমত্থ**—বহন করিবার অথবা উত্তোলন করিবার উপযুক্ত অর্থাৎ বহনকারী পশু অথবা উত্তোলনকারী হস্তী।

উব্বাহিক (বিণ) উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, দমিত, বিরক্তকৃত। ⇒ **উব্বাহেতি**।

উব্বাহিকা (স্ত্রী) কোনো ভিক্ষুকে বিতাড়ন সম্বন্ধীয় বিষয়ে মীমাংসার ধারা। এই শব্দটি সর্বদা করণকারকে ব্যবহৃত হয়। যেমন—**উব্বাহিকায** (করণকারকে) "আইনের উপর জনগণের ভোটগ্রহণের উপায়ে অথবা গণনির্দেশের উপায়ে", ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে মনোনীত ভিক্ষুর হস্তে বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পণ।

উব্বাহেতি (ক্রি) [উদ+√বাহ+এ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, বিরক্ত করা, ত্যক্ত করা, হয়রান করা, কষ্ট দেওয়া, বাধা দেওয়া, গতিরোধ করা, বাধা উপস্থিত হওয়া, বিঘ্ন ঘটা, উত্তাক্ত করা। = **উব্বাহতি**।

উব্বিগ্গ (বিণ) উদ্বিগ্ন, উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, আগ্রহান্বিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সততুব্বিগ্গ**—সতত বা সর্বদা উদ্বিগ্ন। ⇒ **উব্বিজ্জতি**। **অনুব্বিগ্গ** (বিণ) নিশ্চিন্ত, অনুদ্বিগ্ন, অনুৎকণ্ঠিত, নির্ভয়, অক্ষুব্ধ।

উব্বিজ্জতি (ক্রি) [উদ+√বিজ+অ] আলোড়িত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, ভীত হওয়া, ভয় করা, বিক্ষুব্ধ হওয়া, উৎকণ্ঠিত হওয়া, আগ্রহান্বিত হওয়া। (বিনয়) **উব্বিজ্জতি উত্তসতি পলাযতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তসতি উব্বিজ্জতি**। (অতীত) **উব্বিজ্জি;** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উব্বিজ্জি সংবিজ্জি**। (অ-বিণ) **উব্বিগ্গ**। (করণে) **উব্বেজেতি**।

উব্বিজ্জনা (স্ত্রী) বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, অস্বস্তি। (তুলনীয়) **উব্বেগ**।

উব্বিনয (বিণ) [উদ+বিনয] বিনয় বহির্ভূত, বিনয়ে নাই এমন, বিনয়ভুক্ত নহে এমন, অবিনয়ের অন্তর্গত।

উব্বিলভাব (পুং) = **উব্বিল্লাবিতত্ত**। ⇒ **উব্বিল্লাবিতত্ত**।

উব্বিলাপ—মনের আনন্দিত ভাব, উল্লাস, বিজয়গর্ব। = **উল্লিলাব, উব্বিল্লাবিতত্ত**।

উব্বিলাবিত (বিণ) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, গর্বিত, বিজয়গর্বে স্ফীত, প্লবনশীল, ভাসিতে বা ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ, লঘুচিত্ত; (সাহিত্যে) প্রফুল্ল, উৎফুল্ল, ক্রীড়নশীল। **চেতসো উব্বিলাবিতং = উব্বিলাবিতত্তং**। (জাতক) **উব্বিলাবিত চিত্ততা**। (যৌগিকে) **উব্বিলাবিতত্ত**।

উব্বিলাবিতত্ত (পুং) আনন্দ, সুখ, উল্লাস, আনন্দোৎসব, উল্লাস, জয়োল্লাস, মনের উল্লাস, বিজয় গর্ব। = **উব্বিলাবিতাকার**।

উব্বিলাবিতত্তং (ক্লী) **উব্বিলাবিতত্ত**। ⇒ **উব্বিলাবিতত্ত**।

উব্বিল্ল (পুং, ক্লী) = **উব্বিলাবিতত্ত**। ⇒ **উব্বিলাবিতত্ত**।

উব্বিল্লভাব = উব্বিল্ল। ⇒ **উব্বিল্ল**।

উব্বিল্লাবিত (বিণ) উল্লাসিত, পরমাহ্লাদিত, বিজয়গর্বে উল্লসিত, উৎফুল্ল, উৎপ্লাবিত। = **উব্বিলাবিত**।

উব্বিল্লাবিতত্ত (পুং) উল্লাস, মনের গর্বিত ভাব, পরমাহ্লাদ, বিজয়োল্লাস, বিজয়গর্বে মনের স্ফীত ভাব, উৎফুল্ল ভাব, উৎপ্লব, উৎপ্লবন। = **উব্বিলাবিতত্ত**। ⇒ **উব্বিলভাব**।

উব্বিল্লাবিতত্তং (ক্লী) **উব্বিল্লাবিতত্ত**। ⇒ **উব্বিল্লাবিতত্ত**।

উব্বিসতি (ক্রি) [উদ+√বস+অ] ঘরের বাহির হওয়া, বাড়ি হইতে দূরে বাস করা, প্রবাস করা, প্রবাসে থাকা। (অ-বিণ) **উব্বিসতি;** (জাতক) **উব্বিসিতকালে**। ⇒ **উব্বাসীযতি**।

উব্বূলুহবন্ত (বিণ) = **উরূলুহবন্ত**। ⇒ **উরূলুহবন্ত**।

উব্বেগ (পুং) ১ উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, আকুলতা, চাঞ্চল্য, ভয়, ত্বরা, উদ্‌গমন, ক্ষোভ, বিরহ হেতু দুঃখ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, আতঙ্ক, অত্যন্ত দৈহিক বেদনা, দারুণ মনস্তাপ। ২ পরিবহন স্থানান্তরে প্রেরণ, চালানো, হৃদয়াবেগে আকস্মিক উচ্ছ্বাস, উল্লাস, মহানন্দ, অতি

হর্ষ। (যৌগিকে) **উব্বেগপীতি**।

উব্বেগাপীতি (স্ত্রী) হর্ষোচ্ছ্বাসজনিত প্রীতি, আনন্দে উৎফুল্ল, আনন্দোল্লাস, ধ্যানজ প্রীতি বা আনন্দ, রোমাঞ্চকর আবেগ, শিহরণজনিত মানসিক সুগভীর অনুভূতি। ⇒ **পীতি, উব্বেগ**।

উব্বেগিন (বিণ, পুং) দারুণ মনস্তাপভোগী, শারীরিক বেদনায় অত্যন্ত পীড়িত, খুব দৈহিক বেদনা পীড়িত, অত্যন্ত ভীরু। = **উব্বেগবন্ত**।

উব্বেগবন্ত (বিণ) উদ্বেগভোগী, দারুণ মনস্তাপভোগী, দৈহিক বেদনাগ্রস্ত। = **উব্বেগিন**।

উব্বেজনীয (বিণ) উদ্বেগজনক, আন্দোলনজনক, আকুলজনক, চিন্তার কারণজনক।

উব্বেজিত (বিণ) **সংবিজিত**। ⇒ **সংবিজিত, উব্বেজেতি**।

উব্বেজিতর (বিণ, পুং) ভীরু, যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভয় করে, উদ্বেগগ্রস্ত, সন্ত্রাসবাদী। = **ঘটেত্বা বিজ্ঝিত্বা উব্বেগপ্পত্তং করোতি** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উব্বেজেতর = **উব্বেজিতর**। ⇒ **উব্বেজিতর**।

উব্বেজেতি (ক্রি) উদ্বিগ্ন করা, চিন্তায় ফেলা, আকুলব্যাকুল করা, চঞ্চল করা, আতঙ্কিত করা, আলোড়িত বিলোড়িত করা, আন্দোলন করা, ভয় প্রদর্শন করা, অত্যন্ত ভীত করা। = **উব্বিজ্জতি**। (তুলনীয়) **সংবেজেতি**। (অতীত) **উব্বেজেসি**। (অ বিণ) **উব্বেজিত**। (ব-বিণ) **উব্বেজযিতব্ব** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

উব্বেঠন (ক্লী) (চিঠির) লেফাফা, খাম, মোড়ক।

উব্বেধ (পুং) [উদ+বেধ] উচ্চতা। (পরিমাণ হিসাবে) **উব্বেধ আযাম**—দৈর্ঘ্য; **উব্বেধ বিত্থার**—প্রশস্ততা। (জাতক) **অসীতিহত্থ উব্বেধ; যোজন-সহস্স উব্বেধ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **হত্থসত উব্বেধ; সোল্‌স-যোজন উব্বেধ**। ⇒ **পব্বেধ**।

উব্বেধতি (ক্রি) [উদ+√বেধ+অ; সংস্কৃত—ব্যথতে] স্পন্দিত হওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, নড়িত হওয়া, নাড়া দেওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, শীতে বা ভয়ে কম্পিত হওয়া। = **কম্পতি** (জাতক অর্থকথা)।

উব্বেধাযাম (পুং) [উব্বেধ+ আযাম] ⇒ **আযাম, উব্বেধ**।

উব্ভ = **উব্ভং**। ⇒ **উব্ভং**।

উব্ভং (ক্রি-বিণ) উর্ধ্বে, উপরে, উপরিভাগে। = **উদ্ধং**। (জাতক) **উব্ভং যোজনং উগ্গত**। (দীর্ঘনিকায়) **উব্ভট্ঠকো হোতি**—সোজা হইয়া অথবা খাড়া হইয়া দাড়ানো। (যৌগিকে) **উব্ভক্খকং**।

উব্ভক্খকং—অক্ষকস্থি বা কণ্ঠাস্থির উপর।

উব্ভজানুমণ্ডলং—জানুর উপর, হাঁটুর উপর, জানুসন্ধির উপর।

উব্ভট্ঠক (বিণ) [উব্ভ+ঠ+ক] খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **উব্ভট্ঠক = উদ্ধং ঠিতক** (পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উব্ভণ্ডিত (বিণ) বান্ডিল বাঁধা হইয়াছে এমন, স্থিরীকৃত, ব্যবস্থাকৃত, ভাঁজ করা হইয়াছে এরূপ, মোড়ানো হইয়াছে এমন, পরিপূর্ণ। ⇒ **উব্ভণ্ডেতি**।

উব্ভণ্ডেতি (ক্রি) [উদ+√ভণ্ড+এ] বোঝাবাঁধা, বান্ডিল বাঁধা, পুঁটলি পাকাইয়া রাখা, স্থির করা, সুদৃঢ় করা, (চলতি) ব্যবস্থা করা, গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, পুরাপুরি করা, পরিপূর্ণ করা। (অ-বিণ) **উব্ভণ্ডিত**।

উব্ভত (বিণ) উত্তোলিত, উদ্ধৃত, উদ্ধারকৃত, টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ, বাহিরে আনা হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, উঠাইয়া বা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **কঠিন উব্ভার;** (তুলনীয়) **কঠিন উদ্ধার**। (মধ্যম নিকায়) **উব্ভতেহি অক্কট্ঠি**। (ধর্মপদ) **ওকমোকত উব্ভত**। ⇒ **উদ্ধরতি**।

উব্ভমুখ (বিণ) উর্ধ্বমুখ, উপর দিকে মুখ করিয়া বা ফিরাইয়া আছে এমন, উর্ধ্বমুখী। = **উদ্ধমুখ**।

উব্ভব (পুং) উদ্ভব, উৎপত্তি, জন্ম, কুল, বংশ, বংশমর্যাদা, মূল, উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল। (পঞ্চগতি দীপন) **দানস্‌স ফলুব্ভব**। তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—**গুণুব্ভব**।

উব্ভবতি (ক্রি) উদ্ভব হওয়া, উৎপন্ন হওয়া।

উব্ভার (পুং) নিলম্বন, বিলম্বন, ঝুলন, বিলম্ব, কিছুকালের জন্য অপসারণ, সাময়িক কর্মচ্যুতি, সাময়িক বিরতি, প্রত্যাহার, তুলিয়া লওয়া, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি। = **উদ্ধার**।

উব্ভিজ্জ (ক্রি-বি) অঙ্কুর, উদ্‌গমন, লাফাইয়া উঠা, উদ্ভিজ্জ, যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরুলতা গুল্মাদি উদ্ভিদ। ⇒ **উব্ভিজ্জতি**। (বিণ) উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন, বৃক্ষলতাদিজাত।

উব্ভিজ্জতি (ক্রি) [উদ+√ভিদ+য] অঙ্কুরিত করা বা হওয়া, উদ্‌গত হওয়া, উত্থিত হওয়া, উপর দিকে খুলিয়া যাওয়া, উপর দিকে হঠাৎ বিদীর্ণ হওয়া, লাফাইয়া ওঠা, বেগে নির্গত হওয়া, গজানো, ভাগ্যবান হওয়া, ভাল হওয়া, দক্ষ হওয়া, অভিজ্ঞ হওয়া। (অতীত) **উব্ভিজ্জি**। (অ-বিণ) **উব্ভিন্ন**। (ক্রি-বি) **উব্ভিজ্জ = উন্নজ্জিত্বা**।

উব্ভিদ (পুং) ১ উদ্ভিদ, যাহা মাটি ভেদ করিয়া উর্ধ্বদিকে ওঠে। উদ্ভিদ পঞ্চবিধ, যথা—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্লী এবং লতা। ২ লম্ফন, বসন্ত ঋতু, উৎস, কারণ, মূল, উদ্দেশ্য, স্থিতিস্থাপক বস্তুবিশেষ, স্প্রিং, দম। (ক্লী) রন্ধনশালার লবণ। (বিণ) জোরে বিদীর্ণ হয় এমন, জোরে ছুটিয়া যায় এমন, হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় এমন, অঙ্কুরিত, বেগে নির্গত।

উব্‌ভিদোদক (ক্লী) [উব্‌ভিদ+ওদক] ১ উদ্ভিদ এবং জল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উব্‌ভিদোদকো রহদ**—উদ্ভিদ এবং জলে পরিপূর্ণ হ্রদ। ২ যাহার জল ভালো, উৎসের জল।

উব্‌ভিন্ন (বিণ) উদ্‌গত, অঙ্কুরিত, বেগে নির্গত হয় এমন, জোরে ছুটিয়া যায় এমন, লাফাইয়া ওঠে এমন, উত্তম। ⇒ **উব্‌ভিজ্জতি**।

উব্‌ভুজতি (ক্রি) [উদ+√ভুজ্+অ] (বলপূর্বক) উত্তোলন করা, তোলা, উন্নীত করা, স্ফীত করা, হরণ করা, লইয়া চলিয়া যাওয়া, উপরদিকে বক্র করা, কাহারও পরিহিত বস্ত্রের মধ্যে উত্তোলন করা বা লুক্কায়িত করা। (অতীত) **অব্‌ভুজি**।

উভ (বিণ, বহুবচন) উভ, দুই, যুগ্ম, যুগল, উভয়। (তুলনীয়) **উভতো**। = **উভয়**। কারক নির্ণয়:—(নিত্য বহুবচনান্ত শব্দ, লিঙ্গত্রয়ে সমান) কর্তৃকারক (বহুবচনে) **উভো, উভে**। কর্মকারক (বহুবচন) **উভো, উভে**। করণকারক (বহুবচন) **উভোহি, উভোস্তি, উভেহি, উভেভি**। সম্প্রদান কারক (বহুবচন) **উভিন্নং**। অপাদান কারক (বহুবচন) **উভোহি, উভোভি, উভেহি, উভেভি**। সম্বন্ধপদ বা সামিবচন (বহুবচন) **উভিন্নং**। ওকাস বা অধিকরণকারক) **উভোসু, উভেসু**। ⇒ **উভো**।

উভতো (ক্রি-বিণ) উভয়, জোড়ায়, উভয়ত, উভয়ত, দুই পক্ষে, দুইদিকে , দুইদিক হইতে, দ্বিগুণভাবে, দুইয়ের মধ্যে, দুই পথে, উভয় বা দুই পার্শ্বে। (দীর্ঘনিকায়) **উভতো ভাগবিমুত্ত**—দুই দিক হইতে মুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **উভতো বিমট্‌ঠ**। (নেত্তি) **উভতো ব্যঞ্জনক (ব্যঞ্জনক)**—(স্ত্রী ও পুরুষ) উভয়লিঙ্গের লক্ষণযুক্ত, উভয়লিঙ্গযুক্ত, উভয়লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যসূচক। (বিনয়) **উভতো সঙ্ঘ**—(ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) উভয় সঙ্ঘ; **উভতো বিনয়ে**—(ভিক্ষু বিনয় এবং ভিক্ষুণী বিনয়) উভয় বিনয়ে। (দীর্ঘনিকায়) **উভতো লোহিতক**। (মধ্যম নিকায়) **উভতোমুখ**—(এদিকে ওদিকে) দুইটি মুখ (বন্ধ); **উভতো দণ্ডক ককচ**—উভয় দিক হইতে দাঁতের দৃশ্য; **উভতো কোটিকো পঞ্ঞহো**।

উভতো দণ্ডক (করাতের) দুইদিকের হাতল বা ধরিবার দণ্ড। ⇒ **দণ্ডক**।

উভতোধার (বিণ) যে ব্যক্তি উভয় দিক ধারণ করে, এদিক ওদিক উভয়দিক যাহার অধিকারে আছে। ⇒ **ধার**।

উভতোধারা (স্ত্রী) দুইদিকে ধারযুক্ত অস্ত্র। ⇒ **ধারা** (২)।

উভতোধারী = **উভতোধার**। ⇒ **উভতোধার**।

উভতোবন্তিক ⇒ **বন্তিক**।

উভতো ভাগবিমুত্ত (বিণ) দুই দিক হইতে বিমুক্ত। ⇒ **উভতো, বিমুত্ত**।

উভতো ভাগোবিমুত্ত—দুই দিক দিয়াই মুক্ত, উভয়াংশে মুক্ত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান দ্বারা মুক্ত এবং অষ্টবিমুক্তির (**অট্‌ঠবিমোক্‌খো**) জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত অনুশাসন (বা শৃঙ্খলা বিনয়) দ্বারা মুক্ত—এই উভয় দিক বিমুক্ত। ⇒ **ভাগ** (৩)।

উভতোমুখ (বিণ) দুইদিকের দুইটি মুখ বা রন্ধ্রযুক্ত, দুইটি ছিদ্র বা ফাটলযুক্ত। ⇒ **মুখ** (৩), **উভতো**।

উভ পি—উভয়েই, দুইজনেই, দুইটিই। ⇒ **পি** (২)।

উভয (বিণ) উভয়, দুইজন, দুই, যুগল, জোড়া। (সূত্রনিপাত) **উভয়ন্তে**। ২ (পেতবত্থুতে কিন্তু) **উভয়তো**—(স্ত্রী, বহুবচন) **দুবে** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

উভয়ং (ক্লী) ইহকাল এবং পরকাল এতদুভয়, এই জন্ম এবং মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পরজন্ম। (ক্রি-বিণ) (যৌগিকে) **চ উভয়ং = চুভয়ং**—এবং উভয়, দুইটি এবং; এবং আরও, সমভাবে, একইরূপে, সদৃশভাবে, আরও। (ধর্মপদ) **গহট্‌ঠেহি অনাগারেহি চুভয়ং**—গৃহী এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী একইভাবে।

উভয়ংস (সাহিত্যে) উভয়স্কন্ধে অথবা দুই কাঁধে অথবা দুই অংশে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে, সর্বদিকে, সর্বতোভাবে। (দীর্ঘনিকায়) **উভয়ংসভাবিত**—সর্বদিকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা গবেষণা করিয়া জ্ঞাত; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **উভয় কোট্‌ঠাসয ভাবিতো**।

উভয়থ (ক্রি-বিণ) উভয়স্থানে, উভয় বিষয়ে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উভয়েত্থ**। (পুং) [উভয়+অত্থ] (আত্ম-পর) উভয়ের উপকার, (আত্ম-পর) উভয়ের ধন। ⇒ **অত্থ**।

উভয়ব্যাবাধ (বিণ) আত্ম-পর উভয়বিরোধী। ⇒ **ব্যাবাধ**।

উভো (বিণ) (পালিতে ইহা প্রাচীন ব্যবহৃত শব্দ) উভয়, দুই, যুগ্ম, যুগল। কারক নির্ণয়:—(সর্বদা বহুবচনান্ত শব্দ, লিঙ্গত্রয়ে সমান) কর্তৃকারক (বহুবচন) **উভো**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **তা উভো**; (সূত্রনিপাত) **উভন্তং**—উভয়দিকে, উভয়পার্শ্বে, উভয়প্রান্তে; (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **উভো অন্তে**। কর্মকারক (বহুবচন) **উভো**। করণকারক (বহুবচন) **উভেহি**; (বিনয়) **উভোহি হত্থেহি**। সম্বন্ধপদ বা সামিবচন (বহুবচন) **উভিন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ কারক (বহুবচন) **উভোসু**; (সূত্রনিপাত) **উভোসু অন্তেসু**; (জাতক) **উভোসু পস্‌সেসু**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **উভোসু হত্থেসু**; (পেতবত্থু অর্থকথায় কিন্তু) **উভয়ো** (কর্তৃকারক স্ত্রীলিঙ্গ) = **দুবে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ইহার কারকনির্ণয় সম্পূর্ণরূপে "**উভ**" শব্দের ন্যায়। ⇒ **উভ**।

উমঙ্গ (পুং) = **উম্মঙ্গ**। ⇒ **উম্মঙ্গ, উম্মগ্‌গ**।

উমাপুপ্ফ (ক্লী) অতসী ফুল, মসিনা বা শণফুল, একজাতীয় নীলবর্ণের ফুল।

উমি (পুং) উর্মি, ঢেউ, তরঙ্গ।

উম্মগ্‌গ (পুং) [উদ+মগ্‌গ] ১ ভূগর্ভস্থ জলস্রোত, সুড়ঙ্গ পথ, নল, জলের নল বা পাইপ, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তার প্রধান গ্যাসবাহী বা জলবাহী নল। (সূত্রনিপাত অর্থকথা)

উম্মগ্‌গো পঞ্ঞা বুচ্চতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উম্মগ্‌গচোর**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উমঙ্গ**। (সিংহলী পেতবত্থু অর্থকথায়) **কুম্মগ্‌গ**। ২ সঙ্কীর্ণ পথ, পায়ে চলার পথ, কুপথ, কুমার্গ, ভ্রান্তপথ, উন্মার্গ, অসৎপথ, গর্হিত আচরণ, সৎপথের বিপরীত মার্গ বা রাস্তা, উন্মার্গগামী পথ, আঁকাবাঁকা বা ঘোরানো পথ। = **উম্মঙ্গ**।

উম্মগ্‌গপথ (পুং) ১ মাটির নীচ দিয়া জল চলাচলের পথ। ২ ভুল পথ। = **উম্মগ্‌গ**।

উম্মঙ্গ (বিণ) [উদ+মঙ্গ] ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, সত্যপথ ত্যাগ করিয়া ভুলপথে গমন করিয়াছে এমন, ভ্রান্তপথে গমনকারী।

উম্মজ্জতি (ক্রি) জল ইত্যাদি হইতে ওঠা বা বাহির হইয়া আসা, ভাসিয়া উঠা।

উম্মজ্জন (ক্লী) জল ইত্যাদি হইতে উত্থান, জলের উপর ভাসা।

উম্মত্ত (বিণ) [উদ+মত্ত] উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, হিতাহিত বিবেচনারহিত, মাতাল। (সংযুক্ত নিকায়) **উম্মত্তবিচেত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উম্মত্তপুগ্‌গল;** সিংহলী পেতবত্থু অর্থকথায় ইহা "**দুম্মতি পুগ্‌গল**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **উম্মাদ**।

উম্মত্তক (বিণ) = **উম্মত্ত**। ⇒ **উম্মত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উম্মত্তকবেস**—পাগলের ন্যায়, পাগল সদৃশ, ক্ষিপ্ত প্রায়। (পুং) **পাগল**।

উম্মত্তকা (স্ত্রী) = **উম্মত্তক**। ⇒ **উম্মত্তক** (পুং)।

উম্মত্তরূপ (বিণ) যেন পাগল, পাগলের ন্যায়, উন্মাদ সদৃশ। = **উম্মত্তকবেস** (**উম্মত্তক** শব্দে দ্রষ্টব্য)। ⇒ **রূপ** (৩)।

উম্মদ্দেতি (ক্রি) [উদ+মদ্দেতি] কোনো কিছু মর্দন করা বা মুছিয়া ফেলা। (বিনয়) **মুখং উম্মদ্দেতি**।

উম্মসতি (ক্রি) [উদ+মসতি] স্পর্শ করা, ধরা, তোলা, উত্তোলন করা। (তুলনীয়) **উম্মসনা**।

উম্মসনা (স্ত্রী) তোলা, উত্তোলনকরণ, উপরে উঠানো। = **উদ্ধং উচ্চারণা** (বিনয়)।

উম্মা (স্ত্রী) (তুলনীয় সংস্কৃত—উমা) শণ, মসিনা, তিসি (এক প্রকার বীজবিশেষ)। (যৌগিকে) **উম্মাপুপ্ফ**—শণফুল বা আকাশবর্ণের নীলফুল। = **দস্মা উম্মা; উম্মাত উম্মা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পুং) নীলকান্ত মণি (মিলিন্দপ্রশ্ন)।

উম্মাত উম্মা (স্ত্রী) = **উম্মাপুপ্ফ**। ⇒ **উম্মাপুপ্ফ**।

উম্মাদ (পুং) [উদ+মাদ] উন্মাদ, পাগল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা, ক্ষিপ্ততা, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করা, লঘু-গুরু জ্ঞানশূন্যতা, বাতুলতা, বুদ্ধিভ্রংশ, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপ, হতবুদ্ধিতা। (সংযুক্ত নিকায়) **উম্মাদং পাপুণেয্য চিত্ত-বিক্‌খেপং বা**। (বিণ) উন্মত্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত।

উম্মাদনং (ক্লী) উন্মত্তকরণ, উন্মাদনা, অত্যন্ত উত্তেজনা। (সূত্রনিপাত) **উম্মাদনং মোহনং= পরলোকে উম্মাদনং ইহলোকে মোহনং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উম্মাদনা (স্ত্রী) উন্মাদনা, উন্মত্তকরণ, অত্যন্ত উত্তেজনা।

উম্মাদপ্পত্ত (বিণ) উন্মাদ অবস্থাপ্রাপ্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থাপ্রাপ্ত, উন্মত্ত, ক্রোধান্ধ, প্রচণ্ড, অন্যমনস্ক। ⇒ **পত্ত** (৩)।

উম্মাদবাত (পুং) প্রচণ্ড বায়ু। = **উম্মাদবাতা**।

উম্মাদবাতা (পুং, বহুবচন) শরীরে যে সব দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া উন্মাদ করিয়া তোলে। ⇒ **বাত** (২)।

উম্মাপুপ্ফ (ক্লী) ⇒ **উম্মা**।

উম্মার (পুং) ১ দ্বারের গোবরাট, চৌকাঠের তলার কাঠ, প্রবেশ পথ, দ্বার, প্রারম্ভ। = **ইন্দখীল**। ২ প্রতিবন্ধ শিল বা পাথর। ৩ **উত্তরুম্মার**—চৌকাঠের উপরের কাঠ, দরজা বা জানালার উপরের কাঠ বা পাথর, সর্দল, চাঁদিনা। = **উপরি উম্মার**। ৪ জানালার শার্সি বসাইবার কাঠামো অথবা দরজা বা জানালার নিম্নস্থ বা কাষ্ঠফলক।

উম্মি (স্ত্রী) ঊর্মি, ঢেউ, তরঙ্গ।

উম্মিসতি (ক্রি) [উদ+√মিস+অ] চক্ষু উন্মীলন করা, চোখ খোলা, চোখ খুলিয়া চাহিয়া থাকা, চোখ খুলিয়া চাওয়া। (বিপ) **নিমিসতি**। (অতীত) **উম্মিসি**।

উম্মিহতি (ক্রি) [উদ+√মিহ+অ] প্রস্রাব ত্যাগ করা, মূত্রত্যাগ করা। (বিনয়) **উহনতি উম্মিহতি**। (অতীত) **উম্মিহি**।

উম্মী (স্ত্রী) = **উম্মি**। ⇒ **উম্মি**।

উম্মীলতি (ক্রি) চোখ খোলা, চক্ষু উন্মীলন করা, চোখ খুলিয়া চাওয়া। (বিপ) **নিমীলতি**। = **উম্মিসতি**। (সম্প্রদানে) **উম্মীলেতি**।

উম্মীলেতি (ক্রি) [উদ+√মিল+এ] চোখ খোলা, চক্ষু উন্মীলন করা, চোখ খুলিয়া চাওয়া। (বিপ) **নিমীলেতি, নিম্মীলেতি**। ⇒ **উম্মীলতি**। (অতীতে) **উম্মীলেসি**।

উম্মীল্‌তি (ক্রি) = **উম্মিসতি**। ⇒ **উম্মিসতি**।

উম্মুক (ক্লী) দগ্ধমান কাষ্ঠখণ্ড, যে ব্যক্তি জনতাকে উত্তেজিত করে। (সংযুক্ত নিকায়) **উম্মুক্ক;** (জাতক) **উম্মুক্ক**।

উম্মুক্ক (বিণ) ১ পতিত, নীচে পতিত। ⇒ **উম্মুখ**। ২ অনবরুদ্ধ, বন্ধনমুক্ত, ঘনতাহ্রাসকৃত, অনাবদ্ধ, শিথিলতাপ্রাপ্ত, মুক্ত, খোলা।

উম্মুখ (বিণ) ঊর্ধ্বমুখ, ঊর্ধ্বদিকে মুখ করিয়া আছে এমন, অমনোযোগী, অনাবিষ্ট, উন্মুখ, উদাত্ত, উৎসুক, উদযুক্ত।

উম্মুজ্জতি (ক্রি) [উদ+√মুজ্জ+অ] জল হইতে নির্গত হওয়া, ভাসিয়া ওঠা, দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া। (অতীত)

উন্মুজ্জি। (ব-বিণ) **উন্মুজ্জমান**।

উন্মুজ্জন (ক্লী) জল হইতে নির্গমন, ভাসিয়া উঠা, জলে ভাসা।

উন্মুজ্জন নিম্নুজ্জন—জলে ভাসা এবং ডুবা।

উন্মুজ্জনিমুজ্জা (বিণ) জলে ডুবে এবং ভাসে এমন, জলে ডুবিয়া ভাসিয়া। ⇒ **উন্মুজ্জন, উন্মুজ্জা**।

উন্মুজ্জমান (বিণ) জলে ভাসে এমন, জল হইতে বাহির হইয়া দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এমন।

উন্মুজ্জমানক (বিণ) ভাসে এরূপ, জল হইতে বাহির হয় এরূপ।

উন্মুজ্জা (স্ত্রী) জল হইতে নির্গমন, ভাসিয়া উঠা, জল হইতে বাহিরে উদ্‌গত। (বি ভা) **উন্মুজ্জ-নিমুজ্জং করোতি**—ভাসিয়া উঠে এবং ডুব দেয়।

উন্মূল (বিণ) [উদ+মূল] উন্মূলিত, সমূলে উৎপাটিত, উপড়ানো, সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত। (জাতক) **উন্মূলং করোতি**।

উন্মূলক (বিণ) = **উন্মূল**। ⇒ **উন্মূল**।

উন্মূলন (ক্লী) উন্মূলন, উৎপাটন, সমূলে বিনাশকরণ, নির্মূলকরণ।

উন্মূলিত (বিণ) = **উন্মূল**। ⇒ **উন্মূল, উন্মূলেতি**।

উন্মূলেতি (ক্রি) [উ+√মূল+এ] উন্মূলিত করা, উৎপাটিত করা, সমূলে বিনাশ করা, নষ্ট করা। (অতীত) **উন্মূলেসি**। (অ-বিণ) **উন্মূলিত**।**উম্হযতি** (ক্রি) অট্টহাস্য করা, উচ্চহাস্য করা। = **হসিতং করোতি** (জাতক)। (ব-বিণ) **উম্হযমান**। (করণে) **উম্হাপেতি**।

উম্হযমান (বিণ) অট্টহাস্য বা উচ্চহাস্য করে এমন। = **হসমান** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **উম্হযতি**।

উম্হাপেতি (ক্রি) = **পম্হাপেতি**। ⇒ **পম্হাপেতি, উম্হযতি**।

উয্য ⇒ **উজ্ঝেতি** (১)।

উয্যত্ত (বিণ) উদ্যোক্তা, উদ্যোগবিশিষ্ট, উদ্যোগী, উদ্যোগশীল, উৎসাহান্বিত, যত্নবান, চেষ্টিত। = **উসসুক্ক; = কায-বেয্যাবচ্চ-দানাদি কম্মকরণেন ব্যাবট**। ⇒ **ব্যাবট**।

উয্যস্‌সু (পঞ্চমী, প্রথমপুরুষ একবচন) (**দযস্‌সু** শব্দের পরিবর্তে) উড়, ঊর্ধ্বে গমন কর, উড়িয়া যাও। (সম্ভবত **উয্যস্‌সু** শব্দের পরিবর্তে হইবে)।

উয্যাতি (ক্রি) [উদ+√যা] বাহিরে যাওয়া, বাহির হওয়া, চলিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, একদিকে চলিয়া যাওয়া। (পঞ্চমী) **উয্যাহি**। (করণে) **উয্যাপেতি**।

উয্যান (ক্লী) উদ্যান, উপবন, বাগান, প্রমোদ্য কুঞ্জবন বা তরুবীথি।

উয্যানকীলা (স্ত্রী) উদ্যানক্রীড়া, উদ্যানে আমোদপ্রমোদ।

উয্যানপাল (পুং) উদ্যান পালক, উদ্যানরক্ষক, বাগানের মালী, উদ্যানের উপদর্শক, বাগানের কাজ কর্মের তত্ত্বাবধায়ক।

উয্যানভূমি (স্ত্রী) উদ্যানভূমি, আমোদপ্রমোদের মাঠ, খেলার মাঠ, বাগান বা লোকালয়।

উয্যানবন্ত (বিণ) উদ্যানসমূহ আনন্দপূর্ণ।

উয্যাপেতি (ক্রি) চলিয়া যাওয়ার কারণ হওয়া, প্রস্থান করিবার কারণ করা, বাহির করিয়া আনা অথবা বাহির করিয়া লওয়া। ⇒ **উয্যাতি**।

উয্যাম (পুং) [উদ+যাম; সংস্কৃত—উদ্যম] উদ্যম, উদ্যোগ, উৎসাহ, উত্থান, উত্তোলন, চেষ্টা, লক্ষ্য, বল প্রয়োগ, সচেতন চেষ্টা দ্বারা কৃতকর্ম।

উয্যুঞ্জতি (ক্রি) [উদ+√যুঞ্জ+অ] ১ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, তাড়াতাড়ি করা, নিযুক্ত হওয়া অথবা নিযুক্ত করিয়া রাখা। ২ চলিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, বিদায় গ্রহণ করা। (অতীত) **উয্যুঞ্জি**। (অ-বিণ) **উয্যুত্ত**। (ব-বিণ) **উয্যুঞ্জন্ত**। (করণে) **উয্যোজেতি**।

উয্যুঞ্জন (ক্লী) তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা।

উয্যুঞ্জন্ত (বিণ) সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, কার্যে ব্যাপৃত, পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল। ⇒ **উয্যুঞ্জতি**।

উয্যুত (বিণ) [উদ+যুত] (ভালো ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে) চেষ্টিত, ব্যস্ত। = **উয্যুঞ্জন্ত**।

উয্যুত্ত (বিণ) উদ্যোক্তা, উদ্যোগী, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবান, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত, চেষ্টাকৃত, পরিশ্রম করিয়াছে এমন, উৎসাহী, ব্যগ্র, আগ্রহবান। ⇒ **উয্যুঞ্জতি**।

উয্যোগ (পুং) ১ উদ্যোগ, চেষ্টা, উদ্যম, আয়োজন, যত্ন, উৎসাহ। = **উয্যাম**। ২ প্রস্থান, মৃত্যু, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ, ব্যতিক্রম, মৃত্যুর আগমন।

উয্যোজন (ক্লী) কুকর্মে প্ররোচনা, উত্তেজিতকরণ, প্রেরণা, প্রেরণ।

উয্যোজেতি (বিণ) উত্তেজিত, কুকর্মে প্ররোচিত। ⇒ **উয্যোজেতি**।

উয্যোজিত (ক্রি) [উ+√যুজ+এ] ১ উত্তেজিত করা, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা। ২ বিদায় করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা, অবসর গ্রহণ করা, বিদায়কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা, যাইতে দেওয়া। ⇒ **উয্যুঞ্জতি**। (জাতক) **ভিক্খুসঙ্ঘং উয্যোজেতি**। (অতীত) **উয্যোজেসি**। (অ-বিণ) **উয্যোজিত**।

উয্যোধিক (ক্লী) যুদ্ধের অভিসন্ধি বা নকশা, দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিপ্রায় বা মতলব, (সৈন্যদের) শিক্ষা বা প্রদর্শনীর নিমিত্ত প্রকৃত যুদ্ধের অনুকরণে যুদ্ধ।

উর (পুং, ক্লী) ১ উর, বুক, বক্ষঃস্থল, বক্ষ, হৃদয়। ক্লীবলিঙ্গে কারক নির্ণয়:—(করণকারকে) **উরুসা, উরেন।** (অধিকরণ কারকে) **উরসিং, উরসি; = উরস্মিং, উরৈ;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **উরেজাত** (তুলনীয়—**ওরস**); (অধিকরণ কারকে) **উরংদেতি**—বক্ষ প্রদান করা, বুক পাতিয়া দেওয়া। (বিপ) **পিট্‌ঠি**—পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠদেশ (বিনয়)। ২ রথদণ্ডের ভিত্তি। = **ঈসামূল**।

উরগ (পুং) উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম, সাপ, সর্প, ভুজঙ্গ, বক্ষে ভার করিয়া চলে এরূপ প্রাণী। = **উরেন গচ্ছতী'তি উরগো সপ্পস্‌সেতং অধিবচনং।**

উরচক্ক (ক্লী) (যন্ত্রের ন্যায়) বক্ষঃস্থিত লৌহচক্র (যদ্দ্বারা নরকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়)।

উরচ্ছদ (পুং, ক্লী) বক্ষাবরণ, উরস্ত্রাণ (বক্ষের অলঙ্কারবিশেষ), বর্ম, সাঁজোয়া। = **পচ্ছদ**।

উরণ (পুং) পুরুষজাতীয় মেষ, পরুষজাতীয় ভেড়া। = **উরব্‌ভ**।

উরণী (স্ত্রী) = **উরাণী**। ⇒ **উরাণী**।

উরত্তালি (শোক–দুঃখের চিহ্নস্বরূপ) বুকে চপটাঘাতকরণ, বুক চাপড়ানো।

উরত্তালিং (ক্রি–বিণ) (শোক–দুঃখের চিহ্নস্বরূপ) বুকে করাঘাত করিতে করিতে, বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে, বুক চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া। **উরত্তালিং কন্দতি**—বুক চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া ক্রন্দন বা বিলাপ করা। ⇒ **তাড়ি, উরত্তালি**।

উরত্তালি = উরত্তালি। ⇒ **উরত্তালি**।

উরত্তালিং = উরত্তালিং। ⇒ **উরত্তালিং**।

উরত্থল (পুং, ক্লী) উরস্থল, বক্ষঃস্থল, হৃদয়, বুক, বক্ষঃ।

উরব্‌ভ (পুং) (সংস্কৃত—উরভ্র) ভেড়া, মেষ। ⇒ **ওরব্‌ভিক**।

উরব্‌ভঘাতক (পুং) ভেড়াঘাতক, মেষ হত্যাকারী, কসাই, ভেড়ার মাংস বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী। **উরব্‌ভা বুচ্চন্তি এড়কা, উরব্‌ভে হনতী'তি ওরব্‌ভিকো।** ⇒ **ওরব্‌ভিক**।

উরস—বক্ষঃ, স্তন, হৃদয়, অনুভূতি।

উরাণিকা (স্ত্রী) ভেড়ী, স্ত্রীজাতীয় ভেড়া। = **উরাণী**।

উরাণী (স্ত্রী) ভেড়ী, স্ত্রীজাতীয় ভেড়া বা মেষ। = **উরণী, উরাণিকা**।

উরান্তরিকা (স্ত্রী) [উর+অন্তরিকা] বক্ষঃস্থল, বক্ষঃদেশ, বক্ষ, বুক, হৃদয়।

উরু (বিণ) বড়, বৃহৎ, বিস্তৃত, প্রশস্ত, বিখ্যাত, উচ্চ, উন্নত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, চমৎকার, চাওড়া, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, খোলা।

উরুদ্ধরণ (বিণ) [উর+উদ্ধরণ) (শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায়) বক্ষের উত্থান-পতন হয় এরূপ।

উরুদ্ধা = উরুদ্ধরণ। ⇒ **উরুদ্ধরণ**।

উরুন্দা (স্ত্রী) [উর+উন্দা ?] বক্ষঃমুক্ততা, মুক্তশ্বাস, শান্তি, সান্ত্বনা, উপশম।

উরুল্‌হবন্ত = উরাল্‌হব। ⇒ **উরাল্‌হব**।

উরুবিল্বা = উরুবেলা। ⇒ **উরুবেলা**।

উরুবেলা (স্ত্রী) উত্তর ভারতস্থ বিহার প্রদেশের উরাঞ্চলের গয়া নামক স্থানের প্রাচীন নাম। ইহার আধুনিক নাম বোধগয়া। ভগবান বুদ্ধ এই বোধগয়াতেই **বুদ্ধত্ব** লাভ করেন। ⇒ **বেলা** (৪)।

উরূ (ক্লী, বহুবচন) বালি, মাটি, পলিমাটি।

উরাল্‌হব (বিণ) বৃহৎ, মহান, প্রচুর, প্রকাণ্ড, মহৎ, বড়, শক্তিশালী। (বি ভা) **নাগো ঈসাদন্তো উরাল্‌হবো** (বিমানবত্থু)। (মধ্যম নিকায়) **বরিযন্ত নাগো ঈসাদন্তো উব্বুল্‌হবা;** (জাতক বর্ণনায় কিন্তু) **উব্বাহন সমত্থ**। বিমানবত্থু অর্থকথায় বহুবচনে "**উরাল্‌হবা**" বর্ণনায় "**থামজব পরক্কমেহি ব্যূহন্তো (পাঠান্তরে-ব্রহ্মন্তো) মহন্তং যুদ্ধকিচ্ছং বহিতুং সমত্থা'তি অত্থো**"। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে— উদ্দিদ্ধ (সম্ভবত "**উব্বুল্‌হ**" শব্দের প্রকারান্তর)।

উরেগণ্ডী ⇒ **গণ্ডিন**।

উল—উল, ভেড়ার লোম। = **উলা**।

উলতি (ক্রি) গমন করা, যাওয়া, চলিয়া যাওয়া। = **গচ্ছতি**। বিশুদ্ধিমার্গে "**পংসুকূল**" এর বর্ণনায়—"**পংসু বিয কুচ্ছিতভাবং উলতী'তি পংসুকূলং**"।

উলা—ভেড়ার লোম, মেষের লোম, উল। = **উল**।

উলার (বিণ) = **উল্লার**। ⇒ **উল্লার**।

উলারপঞ্ঞ (বিণ) **উদত্ত**। ⇒ **উদত্ত**।

উলূক (পুং) পেঁচা, পেঁচাপক্ষী।

উলূকচম্ম (ক্লী) পেঁচাপক্ষীর চর্ম, পেঁচার চামড়া দ্বারা প্রস্তুত পাদুকা বা জুতা। ⇒ **পক্খবিলাল**

উলূকপক্খ (পুং) পেঁচার ডানা, (পোশাকের ন্যায় পরিহিত) পেঁচাপক্ষীর ডানা।

উলূকপক্খক (পুং) পেঁচার ডানা বা পালক দ্বারা প্রস্তুত পোশাক। ⇒ **পক্খক**।

উলূক পক্খিক (বিণ) পেঁচাপক্ষীর ডানা বা পালকযুক্ত পোশাক পরিহিত। = **উলূক-পত্তানি গন্থেত্বা কত-নিবাসনং** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)।

উল্লগ্‌ঘেতি ওলগ্‌ঘেতি ⇒ **ওলঙ্ঘেতি**।

উল্লঙ্ঘতি (ক্রি) [উ+√লঘ+অ] লাফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লম্ফ প্রদান করা, লাফাইয়া ডিঙ্গানো। (জাতক) **উদকতো উল্লঙ্ঘিত্বা**। (করণে) **উল্লঙ্ঘেতি**।

উল্লঙ্ঘন (ক্লী) উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন, বিরুদ্ধাচরণ, লাফ দিয়া পার হওয়া, লাফানো, লম্ফ, উত্থান, উত্তোলন, লম্ফন, লম্ফপ্রদান, উল্লম্ফন, বিধিলঙ্ঘন, পাপ, অপরাধ, দোষ।

উল্লঙ্ঘনা (স্ত্রী) **উল্লঙ্ঘন**। ⇒ **উল্লঙ্ঘন**। (জাতক) **উল্লঙ্ঘনা সমত্থ** (?)।

উল্লঙ্ঘিত (বিণ) লঙ্ঘিত, লাফ দিয়াছে অথবা ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে এমন। সংযুক্তনিকায়ে "**উড্ডিত**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়; = **তণ্হায উল্লঙ্ঘিত**। ⇒ **উল্লঙ্ঘেতি**।

উল্লঙ্ঘিয (ক্রি-বি) লাফ দিয়া, লম্ফ প্রদান করিয়া, লঙ্ঘন করিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া। ⇒ **উল্লঙ্ঘেতি**।

উল্লঙ্ঘেতি (ক্রি) [উ+√লঘ+এ] (কিছুতে বা কিছুর উপর) লাফ দেওয়া, লম্ফ প্রদান করা, উল্লম্ফন করা, ডিঙ্গাইতে বা লাফাইতে বাধ্য করা, লাফাইয়া লাফাইয়া নৃত্য করা, লাফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পড়া, লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, অপরাধী হওয়া, পাপ করা। ⇒ **উল্লঙ্ঘতি**। (অতীত) **উল্লঙ্ঘেসি**। (অ-বিণ) **উল্লঙ্ঘিত**। (ক্রি-বি) **উল্লঙ্ঘেত্বা, উল্লঙ্ঘিয**।

উল্লঙ্ঘেতি ওলঙ্ঘেতি (ক্রি) ঊর্ধ্বদিকে লাফ দেওয়া এবং নীচের দিকে লাফ দেওয়া, উপরে-নীচে লাফালাফি করা।

উল্লঙ্ঘেত্বা (ক্রি-বি) লাফ দিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া। = **উল্লঙ্ঘিয**। ⇒ **উল্লঙ্ঘেতি**।

উল্লপতি (ক্রি) [উদ+ √লপ+অ] অত্যন্ত প্রশংসা করা, প্রশংসাসূচক কথা বলা, উচ্চৈঃস্বরে বলা, কার্যের নিমিত্ত আহ্বান করা, যুদ্ধার্থ আহ্বান করা, (কাহাকেও কিছু) বলা, (কিছুতে) দাবি বা স্বত্ব রাখা। = **কথেতি**। (অতীত) **উল্লপি**।

উল্লপনা (স্ত্রী) বৃত্তাদি দ্বারা অমূলক ব্যাখ্যা বা বর্ণনাকরণ।

উল্লহক (বিণ ?) এই শব্দটি কেবল ক্লীবলিঙ্গ করণকারকে "**উল্লহকং**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষরূপে। (যৌগিকে) **দন্তুল্লহক**—দাঁত মাজার ধারায় বা রীতিতে, দন্ত ঘর্ষণের নিয়মে বা উপায়ে।

উল্লাপ—এই শব্দটি "**উক্কাপ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **উক্কাপ**। ⇒ **উক্কাপ** [বিণ(১)]।

উল্লাপন (ক্লী) (পাপকার্যে) প্রলোভন, প্রলোভনের বস্তু, অত্যন্ত প্রশংসাকরণ, উচ্চৈঃস্বরে কথন, কার্যের নিমিত্ত আহ্বান,দাবিকরণ, স্বত্ব স্থাপন, অধিকার।

উল্লাপনা (স্ত্রী) = **উল্লাপন**। ⇒ **উল্লাপন**। = **উদ্ধং কত্বা লপনা উল্লাপনা** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

উল্লিখতি (ক্রি) [উদ+√লিখ+অ] চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো, খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা, নখে আঁচড়ানো, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, খননাদিতে নখরাদির ব্যবহার করা। (অতীত) **উল্লিখি**। (অ-বিণ) **উল্লিখিত**।

উল্লিখন (ক্লী) চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো, নখে আঁচড়ানো, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলন।

উল্লিখিত (বিণ) চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো হইয়াছে এমন, নখে আঁচড়াইয়াছে এরূপ, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। (জাতক) **অড্ঢুল্লিখিতেহি কেসেহি**; (উদান) **উপড্ঢুল্লিখিতেহি কেসেহি**। ⇒ **উল্লিখতি**।

উল্লিঙ্গেতি (ক্রি) [উদ+√লিঙ্গ+অ] প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা, সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা, বিশেষগুণরূপে প্রদর্শন করা।

উল্লিত্ত (বিণ) প্লাস্টার অর্থাৎ চুন-বালি ও জল দ্বারা জমাট করা হইয়াছে এমন, সিমেন্ট করা হইয়াছে এমন, মলম লেপন করা হইয়াছে এমন, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **উল্লিম্পেতি**।

উল্লিত্তাবলিত (বিণ) [উল্লিত্ত+অবলিত্ত] উপরে-নীচে সর্বত্র লেপন করা হইয়াছে এমন, উপরে-নীচে সর্বত্র তৈলাদি দ্বারা প্রলিপ্ত, ভিতরে-বাহিরে সর্বত্র প্লাস্টারকৃত অথবা মলমাদি দ্বারা আবৃত।

উল্লিম্পেতি (ক্রি) [উদ+√লিম্প+এ] প্লাস্টার করা, চুন-বালি ও জল মিশ্রিত করিয়া জমাট করা, সিমেন্ট করা, মলম লাগানো, মলম দিয়া ঢাকা, চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা। (অতীত) **উল্লিম্পেসি**। (অ-বিণ) **উল্লিত্ত**।

উল্লুজ্জতি (ক্রি) = **ওলুজ্জতি**। ⇒ **ওলুজ্জতি**।

উল্লুম্পতি (ক্রি) [উদ+√লুপ+ং+অ] লওয়া, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, রক্ষা করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, মিতব্যয়ী হওয়া, উঠানো, তোলা, উত্তোলন করা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, উল্লেখ করা, উত্থাপন করা, সংগঠন করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চ শব্দ করা, স্ফীত হওয়া বা করা, সাহায্য করা, সহায়তা করা, নিবারণ করা। (অতীত) **উল্লুম্পি**।

উল্লুম্পন (ক্লী) উত্তোলন, উদ্ধার, সাহায্য, সহায়তা, রক্ষাকরণ। (বি-ভা) **উল্লুম্পন সভাব-সণ্ঠিত**—সাহায্য প্রবণ, দয়ার্দ্র। = **উল্লোপন**।

উল্লুম্পেত্বা (ক্রি-বি) ⇒ **ওলুম্পেতি**।

উল্লুলিত (বিণ) তরঙ্গায়িত, (বায়ুতে) কম্পিত, ঢেউ খেলে এমন। ⇒ **উল্লোলেতি**।

উল্লোক [উদ+লোক] (ইহার অর্থ সন্দেহযুক্ত, কিন্তু বিনয়ে) **উল্লোকা পথমং ওহারেতি**—বস্ত্রকে মাকড়সার জালে পরিণত করে (বিনয় সাহিত্যমতে অনুবাদ, কিন্তু এন্ডারসনের পালি রিডারের মতে—) দৃষ্টিপথে আসামাত্রই অথবা দেখামাত্রই (এই অনুবাদ গ্রহণীয়)। (বিনয়ের ইংরেজি অনুবাদে) বিছানার চাদর অথবা পালঙ্কস্থ কাপড় পালঙ্ক হইতে ঝুলিয়া না পড়ে এমনভাবে রক্ষা করা। (যৌগিকে) **উল্লোক-পদুম**—উজ্জ্বল পদ্ম (জাতক), (সাহিত্যে) দর্শনীয়)। ⇒ **উল্লোকেতি**।

উল্লোকক (বিণ) দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য, অবলোকনযোগ্য। (বি-ভা) **মুখুল্লোকক**—(কাহারও) মুখ দর্শনযোগ্য অর্থাৎ

প্রফুল্ল, বিজয়ী অথবা হাস্যময়, উৎসাহপূর্ণ। (পুং) দর্শক, দ্রষ্টা। **উল্লোকক** শব্দের পরিবর্তে পেতবত্থু অর্থকথায় "**উল্লোকিক**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

উল্লোকন (ক্লী) গবাক্ষ, জানালা, দৃষ্টিমার্গ, দর্শনের ছিদ্রপথ।

উল্লোক-পদুম ⇒ **উল্লোক**।

উল্লোকিক = **উল্লোকক**। ⇒ **উল্লোকক**।

উল্লোকিত (বিণ) দেখার ন্যায় দেখা হইয়াছে এরূপ, দেখিয়াছে এমন, অনুসন্ধান বা প্রতীক্ষা করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **উল্লোকেতি**।

উল্লোকেতি (ক্রি) [উদ+√লোক+এ] আশা করা, প্রতীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, অপেক্ষা করা, দেখা, দৃষ্টিপাত করা। (জাতক) **আকাসং উল্লোকেতি**—আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা। (অতীত) **উল্লোকেসি**। (অ-বিণ) **উল্লোকিত**।

উল্লোপন (ক্লী) **উল্লুম্পন**। ⇒ **উল্লুম্পন**।

উল্লোল (পুং) ১ উল্লোল, কল্লোল, উত্তাল তরঙ্গ, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, বড় বড় ঢেউ। ২ গোলমাল, আন্দোলন, প্রচণ্ড আলোড়ন, চাঞ্চল্য, রাজনৈতিক চাঞ্চল্য, বিদ্রোহের ভাব। (বিণ) দোদুল্যমান, চঞ্চল।

উল্লোলনা (স্ত্রী) একবার এদিকে একবার ওদিকে গমনাগমন, ইতস্ততঃকরণ, দ্বিধাকরণ, দোলায়মান অবস্থা, বিলম্বকরণ, পথে কালক্ষেপ বা বিলম্বকরণ, গড়িমসি করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ানো, (কিছু দেখিতে দেখিতে) ইতস্তত ঘোরাফেরা করণ, লোভ, লোলুপতা।

উল্লোলেতি (ক্রি) [উদ+√লুল+এ] আলোড়ন করা, নড়া বা নড়ানো, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, গোলমাল করা, ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া বেড়ানো, ঘোরাফেরা করা, প্রতীক্ষা করা, অপেক্ষায় থাকা, আশা করা। (অতীত) **উল্লোলেসি**। (অ-বিণ) **উল্লুলিত**।

উল্লার (বিণ) ১ বড়, শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উত্তম, ধনী, আঢ্য, ভদ্র, উদার, উচ্চ, জাঁকাল, চমৎকার, উৎকৃষ্ট। (বিমানবত্থু অর্থকথায় ধর্মপাল ইহার অর্থকে তিনটি পৃথকভাবে দেখাইয়াছেন, যেমন—) **তীহি অত্থেহি উদারং—ক) পণীতং** (প্রণীত, উৎকৃষ্ট), **খ) সেট্ঠং** (উত্তম, শ্রেষ্ঠ), **গ) মহন্তং** (মহান, বড়)। (বিনয়) **উল্লার ভোগ**। (মধ্যম নিকায়) উল্লারভোগতা। = **হিতসমিদ্ধ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উল্লার পভাব** = **মহানুভাব**। ⇒ **ওলারিক**। ২ যথেষ্ট, প্রচুর, বিপুল। = **পূহত**।

উল্লারতা (স্ত্রী) = **উল্লারত্ত**। ⇒ **উল্লারত্ত**।

উল্লারত্ত (ক্লী) মহানতা, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। **অনুল্লারত্ত**—তুচ্ছতা, নীচতা, অর্থহীনতা, ক্ষুদ্রতা, নিম্নতা।

উল্লারপুঞ্ঞ (ক্লী) উদারপুণ্য, অসামান্য বা বিপুল পুণ্য। = **অনপ্পক পুঞ্ঞ**। ⇒ **পুঞ্ঞ**।

উল্লারফলদ (বিণ) উদার বা মহা ফল প্রদানকারী। ⇒ **দ**।

উল্লারভোগতা (স্ত্রী) বিপুল ভোগৈশ্বর্যের অধিকার প্রাপ্তি, মহা ধনসম্পদের অধিকার প্রাপ্তি। ⇒ **ভোগতা**।

উলু (পুং) ১ চন্দ্রমাস, চন্দ্রহিসাব করিয়া যে মাস গণনা করা হয়। বৌদ্ধদের গণনা চন্দ্রমাস গণনা, বৈদিক গণনা সৌরমাস গণনা।

উলুঙ্ক (ক্লী) হাতা, বড় চামচ, চামচ।

উলুম্প (ক্লী) ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ, দ্রোণি, ফাতনা। (বিনয়) **উড়ুম্পং বন্ধতি**।

উলুরাজ (পুং) চন্দ্র, শশধর, চাঁদ, শশাঙ্ক।

উলূক (পুং) = **উলূক**। ⇒ **উলূক**।

উলূকপক্খিক (বিণ) পেঁচাপক্ষীর পালকযুক্ত পোশাক পরিহিত। = **উলূক পক্খিক**।

উবিট্ঠ (বিণ) প্রবিষ্ট, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এমন।

উসভ (পুং) ঋষভ, বৃষভ, বৃষ, ষাঁড়; (চরিত্রে) মনুষ্যত্বের লক্ষণ এবং শক্তি, আদর্শ ব্যক্তি। (তুলনীয়) **নিসভ**। (দীর্ঘনিকায়) **উসভযুদ্ধ**—বৃষের লড়াই; **উসভলক্খণ**—বৃষভের লক্ষণ। (বিনয়) **পুরিসুসভ**—মানুষের মধ্যে বৃষভ সদৃশ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, খুব শক্তিবান বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। (জাতক) **উসভক্খন্ধ**—বৃষভের ন্যায় প্রশস্ত স্কন্ধ বা কাঁধ; **ভরত্সভ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উসভচম্ম** (উপমা শব্দ)। **উসভ, আসভ, ইসভ, নিসভ, এসভ** শব্দগুলি প্রায় এক অর্থবাচক শব্দ। **উসভ, বসভ, নিসভ**—শব্দত্রয়ের পার্থক্য সূত্রনিপাত ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত হইয়াছে। (ক্লী) (কোনো কিছুর) দৈর্ঘ্যের পরিমাণ, ২০টি যষ্টির (**যষ্টি** শব্দ দ্রষ্টব্য) দৈর্ঘ্যতা ১৪০ একশ চল্লিশ হাত (ইহাকে এক "**উসভ**" বলা হয় অর্থাৎ ১৪০ হাতে এক উসভ)। জাতকে আট যষ্টিতে এবং জাতক চতুর্থ খণ্ডে এক যষ্টিতেও এক উসভ বলা হইয়াছে। (ধর্মপদ) **উসভমত্তং**।

উসভক্খন্ধ ⇒ **উসভ** (পুং)।

উসভচম্ম (ক্লী) বৃষভের চর্ম। = **আসভচম্ম**। ⇒ **উসভ** (পুং)।

উসভযুদ্ধ ⇒ **উসভ** (পুং)।

উসভলক্খণ (ক্লী) ⇒ **উসভ** (পুং)।

উসা (স্ত্রী) (কোনো একপ্রকার) খাদ্য। এই শব্দটি কিন্তু সন্দেহজনক।

উসীর (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—উশীর) উশীর, বীরণমূল, বেণারমূল, খশখশ, সুগন্ধ জাতীয় একপ্রকার জালিজালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর যাহা পর্দার ন্যায় তৈয়ার করিয়া গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপের আবরণস্বরূপ ঘরের দরজায় ও জানালায় ব্যবহার করা হয়। (তুলনীয়) **বীরণ**। (বিনয়) **উসীরমযা বীরণী**। (সংযুক্ত নিকায়) **উসীর নাড়ি (নালি)**। (থেরগাথা) **উসীর অত্থো**।

উসীর বীজনী (একজাতীয় জালি জালি) সুগন্ধ শিখর দ্বারা

প্রস্তুত বীজনী বা পাখা। ⇒ **উসীর, বীজনী**।

উসু (পুং, স্ত্রী) তীর, বাণ, শর, ইষু, শরাকৃতি চিহ্নবিশেষ। (বিনয়) **উসুলোম**।

উসুকার (পুং) শর বা তীর প্রস্তুতকারী, ইষুকার।

উসুপতন—শর পতনের এলাকা বা পরিসর, তীর বা বাণ পড়িবার পাল্লা বা দূরত্ব। ⇒ **পতন**।

উসুমা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—উষ্মন) উষ্মন, উষ্ম, গ্রীষ্মকাল, উত্তাপ, তীব্রতা, কোপ, বিরক্তি। = **উণ্‌হ, উস্মা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উসুমা-বট্টিসদিস**।

উসুয্যক (বিণ) ঈর্ষান্বিত, অসূয়া-পরবশ, ঈর্ষাকারী, সন্ধিগ্ধ, ঈর্ষী, ভালবাসার ব্যাপারে সংশয়ী, সন্দিগ্ধচিত্তে বা ব্যগ্রভাবে সতর্ক। (জাতক) **অসূয্যক**। = **অসূযক, উস্‌সুয়িকা**।

উসুয্যতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অসূয়তি) ঈর্ষান্বিত হওয়া, অসূয়াপরবশ হওয়া, ঈর্ষাকারী হওয়া, সন্ধিগ্ধ হওয়া, ভালবাসার ব্যাপারে সংশয়ী হওয়া, ঈর্ষী হওয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে বা ব্যগ্রভাবে সতর্ক হওয়া, হিংসা করা, বিদ্বেষ করা। (পেতবত্থু) **মং উসূয়সি = মযহং ইস্‌সং করোসি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ব-বিণ) **উসুয্যং অনুসুয্যং** (বিণ) অসন্দিগ্ধ, অনীর্ষান্বিত। (অতীত) **উসুযি**।

উসুয্যনা (স্ত্রী) = **উসুয্যা**। ⇒ **উসুয্যা**।

উসুয্যবাদিক = উস্‌সযবাদিক। ⇒ **উস্‌সযবাদিক**।

উসুয্যা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—অসূয়া) দ্বেষ, হিংসা, হিংসার পাত্র, ঈর্ষা, সন্দেহ, অপবাদ, পরিবাদ, নিন্দা, অপযশ।

উসুয্যিতত্ত (ক্লী) = **উসুয্যা**। ⇒ **উসুয্যা**।

উসুলোম (বিণ) যাহার শরীরে শরের ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র লোম আছে। ⇒ **উসু**।

উসূয (বিণ) ⇒ **অনুসুয্যং, উসুয্যতি**।

উসূযক (বিণ) = **উসুয্যক**। ⇒ **উসুয্যক**। (যৌগিকে) **অবভুসূযক**।

উসূযতি (ক্রি) = **উসুয্যতি**। ⇒ **উসুয্যতি**। (অতীত) **উসূযি**।

উসূযা (স্ত্রী) = **উসুয্যা**। ⇒ **উসুয্যা**।

উস্মা (স্ত্রী) উত্তাপ, উষ্মা।= **উসুমা**।(যৌগিকে) **উস্মাকত = উস্মীকত** (মধ্যম নিকায়)।

উস্মাগত (বিণ) উত্তপ্ত, উত্তাপসম্বন্ধীয়।

উস্মাগতত্ত (পুং) যে ব্যক্তি আত্মনিগ্রহ করিয়া সাধন করে, সাধক, ঋষি, তাপস। = **সমণতেজ** (জাতক অর্থকথা)।

উস্‌স (বিণ) উপরিস্থ, শ্রেষ্ঠ, উর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর। = **ওস্‌স**। (বিপ) **ওম**—নিম্নপদস্থ।

উস্‌সক্কতি (ক্রি) [উদ+√সক্ক+অ] ১ বুকে হাঁটিয়া যাওয়া, ধীরে ধীরে যাওয়া, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করা, লতাইয়া যাওয়া, হীনতা প্রকাশ করা, আৎকাইয়া উঠা, গা ছমছম করা, ওঠা, উদয় হওয়া, দৃষ্টিপথে আসা। ⇒ **সক্কতি**। ২ চেষ্টা করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা। = **উস্‌সুক্কতি**। (করণে) **উস্‌সক্কাপেসি**।

উস্‌সঙ্কিত (বিণ) = **উস্‌সঙ্কিন**। ⇒ **উস্‌সঙ্কিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উস্‌সঙ্কিত পরিসঙ্কিত**। (তুলনীয়) **আসঙ্কিত**।

উস্‌সঙ্কিন (বিণ) সন্দিগ্ধ, ভয়ানক, ভীতিজনক, ভীরু, ভীত, ভয়জনিত, উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন, আগ্রহান্বিত।

উস্‌সঙ্কী (বিণ) উস্‌সঙ্কিন। ⇒ **উস্‌সঙ্কিন**।

উস্‌সঙ্ঘ (বিণ) [উদ+সঙ্ঘ] পায়ের গাইটের মধ্যস্থিত অথবা পায়ের পাতার মধ্যস্থিত গুল্ফসন্ধির (?)। **উস্‌সঙ্ঘপদ**—মহাপুরুষের সপ্তম লক্ষণ (দীর্ঘনিকায়), (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) পায়ের গাঁইট বা গুল্ফসন্ধি গোড়ালির উপর নহে—কিন্তু পায়ের পাতার দৈর্ঘ্যের মধ্যপথে অর্থাৎ পায়ের পাতার মধ্যস্থানে পায়ের গুল্ফসন্ধি বা গোড়ালি।

উস্‌সঙ্ঘপদ ⇒ **উস্‌সঙ্ঘ**।

উস্‌সজ্জতি (ক্রি) [উদ+সজ্জতি] বিদায় করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা, বলপূর্বক নিক্ষেপ করা, জোর দিয়া উচ্চারণ করা, দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করা, ঘূর্ণিত হওয়া, মুক্তি দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, (বিমান-সম্বন্ধে) আকাশে ওড়া।

উস্‌সট (বিণ) পলাতক, পলায়নপর। ⇒ **উস্‌সরতি**।

উস্‌সতি (ক্রি) উৎসাহ দেওয়া। = **উস্‌সহতি**।

উস্‌সদ (পুং) ১ এক নরকের নাম, নরক সমূহের মধ্যে এক বিশিষ্ট নরক, উৎসদ নরক (নিম্নে ৪ নম্বরও দ্রষ্টব্য)। (জাতক) **উস্‌সদ পল্লঙ্কং চতরস্‌সং উস্‌সদনিরযং**—চতুষ্কোণ উৎসদ নরক। (বিণ) উদ্‌গত, সুস্পষ্ট, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, প্রচুর, অধিক, অপরিমিত। (থেরগাথা অর্থকথা) **তেজ-উস্‌সদেহি অরিযমগগ ধম্মেহি**। ২ উদ্‌গতাংশ, আব, গণ্ড, গুরু, আঘাত, দম বা ধপ করিয়া সশব্দে ধাক্কা লাগা, আঘাতজনিত স্ফীতি, বাতাসের চাপ পরিবর্তনের জন্য বিমানে অনুভূত ঝাঁকুনি, ফোলা, স্ফীতি, বৃদ্ধি। (বি-ভা) **সত্তুস্‌সদ**—সপ্ত উদ্‌গতাংশ, একটি মহাপুরুষ লক্ষণ (যেমন—দুই হাতে, দুইপায়ে এবং পৃষ্ঠদেশে থাকে—দীর্ঘনিকায়)। ৩ ঘর্ষণ, মর্দন, বাধা, সঙ্কট, বিদ্রূপ, পরিহাস, সংঘর্ষ; (তৈল বা জল) বর্ষণ, লেপন, (তৈল দ্বারা) অভিষেক; মলম, প্রলেপ। (বিণ) (কিছুর দ্বারা) অভিষিক্ত। **চন্দনুস্‌সদ**—চন্দন দ্বারা অভিষিক্ত। ৪ সঙ্ঘবদ্ধ বস্তুসমূহ, জনতা, জনসাধারণ। (বিণ) পূর্ণ, পরিপূর্ণ। (বি-ভা)

সত্তুস্‌সদ—জনপূর্ণ, জনতায় পরিপূর্ণ (দীর্ঘনিকায়); (তুলনীয়) **অনেক সত্ত সমাকিণ্ণ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (নরক-সম্বন্ধে) **সত্তুস্‌সদ**—সত্ত্ব পরিপূর্ণ; (পেতবথু অর্থকথায়) **সত্তেহি উস্‌সন্নউপরূপরি নিচিত**। ৫ গুণ, গুণপনা, পরিবর্তন, রূপান্তর, যোগ্যতা, বিশেষগুণ, লক্ষণ, চিহ্ন, দৃশ্যমান চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, প্রমাণ, নিদর্শন, বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রতিকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ। চতুস্‌সদ—(ভালো গ্রামের) চারিটি গুণ [যেমন—অধিক লোকের বাস এবং শস্য, কাষ্ঠ ও জলে পরিপূর্ণ:—জাতক অর্থকথা)। বিশুদ্ধিমার্গে কিন্তু "**উস্‌সদ**" শব্দের অর্থ দেখা যায়—"ক্ষমতা বা প্রভাবে শ্রেষ্ঠতার শক্তি বা ধর্ম, বিশেষ গুণ, লক্ষণ"; (যৌগিকে) **লোভুস্‌সদ, দোসুস্‌সদ, মোহ-উস্‌সদ, অলোভুস্‌সদ, অদোসুস্‌সদ, অমোহ-উস্‌সদ** (**উস্‌সদকিত্তন** হইতে উদ্ধৃত); এবং একইরূপে বিমানবথু অর্থকথায় "**মনুস্‌স**" সম্পর্কে ধর্মপালের বর্ণনায়—**লোভদীহি অলোভাদীহি সহিতস্‌স মনস্‌স উস্‌সন্নতায মুনুস্‌সা**, যেমন—**সত্তা মনুস্‌সজাতিকা তেসু লোভাদযো অলোভাদযো চ উস্‌সদা**। ৬ আত্মোত্তোলন, আত্মমর্যাদা, ঔদ্ধত্য, গর্ব, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, অলঙ্কারবহুল ভাষা ব্যবহার, (প্রাচীন ব্যবহারে) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অহঙ্কার। ⇒ **রাগুস্‌সদ**। **সত্তুস্‌সদ** অর্থাৎ সপ্ত মন্দগুণ প্রদর্শন, যেমন—**রাগ, দোস, মোহ** ইত্যাদি। ⇒ **উস্‌সাদন, উস্‌সাদেতি** ইত্যাদি। **অনুস্‌সদ তণ্‌হা-উস্‌সদ-অভাবেন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

উস্‌সদক (বিণ) প্রচুর, অধিক, পূর্ণ। ⇒ **উস্‌সদ** (৪)। **উস্‌সদকজাত**—কেটলি বা লৌহপাত্রপূর্ণ।

উস্‌সন্ন (বিণ) ১ প্রচুর, রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, জনপূর্ণ, অধিক, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, প্রবল, ক্ষমতা বা প্রভাবে শ্রেষ্ঠতর, অধিক ভারী, গুরুভার, অপরিমিত, পূরিত, পূর্ণ। (বিনয়) **চীবরং উস্‌সন্ন**—অতিরিক্ত মাত্রায় চীবর দ্বারা পূরিত অথবা চীবর রাশীকৃত; **আমিসং চীববং উস্‌সন্ন**—অতিরিক্ত চীবর পূর্ণ। = **উপচিত** (থেরগাথা অর্থকথা)। (জাতক) **উস্‌সন্ন কুসলমূল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উস্‌সন্ন লোভো** ইত্যাদি। (জাতক) **উস্‌সন্ন কাল**—পরিপূর্ণ সময়। (পেতবথু) **উস্‌সন্নপুঞ্ঞ**—অধিক পুণ্য। (পেতবথু অর্থকথা) **উস্‌সন্নপভা**—প্রচুর আলো, প্রখর তাপ। (তুলনীয়) **অচ্চুস্‌সন্ন**। ২ অভিষিক্ত। ৩ বিস্তৃত, প্রশস্ত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মহাপঠবী উস্‌সন্ন**।

উস্‌সন্নকাল ⇒ **উস্‌সন্ন** (১)।

উস্‌সন্নতা (স্ত্রী) রাশি, রাশীকরণ, সঞ্চয়, সংগ্রহ, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, প্রাচুর্য, পরিপূর্ণতা, পূর্ণতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ, পর্যাপ্তি।

উস্‌সন্ন পভা ⇒ **উস্‌সন্ন** (১)।

উস্‌সন্নপুঞ্ঞ ⇒ **উস্‌সন্ন** (১)।

উস্‌সয (বিণ) (যৌগিক শব্দে) উস্‌সযবাদিক—ঈর্ষাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে এমন, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়, কুঁদুলে। (পুং) রাশীকরণ, রাশি, সঞ্চয়, সংগ্রহ, সংগৃহীত পদার্থনিচয়। (যৌগিকে) **সমুস্‌সয**।

উস্‌সযবাদিক (বিণ) ⇒ **উস্‌সয** (বিণ)।

উস্‌সযাপেতি (ক্রি) উত্তোলন করায়, উঠায়, পদাভিষিক্ত করায়, অভিষেক করায়, আসনস্থ করায়, (যন্ত্রাদি) বসায়। ⇒ **উদস্‌সযে**।

উস্‌সরতি (ক্রি) [উদ+√সর+অ] দৌড়াইয়া যাওয়া, দৌড়াইয়া পালাইয়া যাওয়া, দৌড়াইয়া বাহির হওয়া। (পঞ্চমী) **উস্‌সরথ**। (অতীত) **উস্‌সরি**। (অ-বিণ) **উস্‌সট**। (করণে) **উস্‌সারেতি**।

উস্‌সব (পুং) উৎসব, ভোজ, মহোৎসব, পর্ব, আনন্দ, উৎসব দিবস, ছুটির দিন, আমোদকরণ, (পূজাদি) ক্রিয়া, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টাচার বিধি, বাহ্য লৌকিকতা, কোনো ঘটনা বা নিমিত্ত উপলক্ষে আনন্দ প্রদর্শনার্থ কর্ম বা কার্য। (বিমানবথু অর্থকথা) **উস্‌সবদিবস**।

উস্‌সবদিবস—উৎসব দিবস, উৎসবরে দিন। ⇒ **দিবস, উস্‌সব**।

উস্‌সহতি (ক্রি) [উদ+√সহ+অ] উৎসাহিত হওয়া, সমর্থ হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, সাহস করা, চেষ্টা করা, উৎসাহ করা, উদ্যম করা, সঙ্কল্প করা, পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, অনুভব করা, পাইতে চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা, পরিশ্রম করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। (অতীত) **উস্‌সহি**। (করণে) **উস্‌সাহেতি**।

উস্‌সহন (ক্লী) চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, উদ্যোগ, অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, হর্ষ, বীররসের স্থায়ীভাব।

উস্‌সা (বিণ) শ্রেষ্ঠ, অধিকতর, উৎকৃষ্টতর, উর্ধ্বতন, উপরের, উচ্চতর। ⇒ **ওম**।

উস্‌সাদ—নিক্ষেপণ, ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, উত্তোলন।

উস্‌সাদন (ক্লী) ১ জলপ্লাবন, আধিক্য, রাশি, প্রাচুর্য, প্রচুরতা। (বিপ) **অপসাদন**। ২ (সম্ভবত "**উস্‌সারণ**" শব্দের সমার্থবাচক) গোলোযোগ, গোলমাল, হাঙ্গামা, শোরগোল, হুলুস্থুল, গণ্ডগোল, কোলাহল, লজ্জা, বিশৃঙ্খল অবস্থা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভুলবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। = **হত্থিঅস্‌স-রথাদীনং চেব বলকাযস্‌স চ উচ্চাসদ্দ-মহাসদ্দো** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। ⇒ **উস্‌সারণ**।

উস্‌সাদিত (বিণ) উত্তোলিত, উদিত, উদঘাটিত। = **উস্‌সাপিত, উস্‌সারিত**। ⇒ **উস্‌সাদেতি**।

উস্‌সাদিযতি (ক্রি) অতিরিক্ত হওয়া, যথেষ্ট হওয়া, প্রচুর হওয়া, প্রয়োজনের অধিক হওয়া।

উস্‌সাদেতি (ক্রি) ১ বিদায় করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা। দীর্ঘনিকায়ে **উস্‌সারেতি** শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ উঠানো, তোলা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, স্ফীত করা, উত্তেজিত হওয়ার কারণ হওয়া, জোরে টানা বা আকর্ষণ করা, রাশীকৃত করা, জড় করা, স্তূপাকার করা। (অতীত) **উস্‌সাদেসি**। (অ-বিণ) **উস্‌সাদিত**। (কর্মবাচ্যে) **উস্‌সাদিযতি**।

উস্‌সাপন (ক্লী) উত্তোলন, উত্তোলনীয় বস্তু, যে বস্তুকে উত্তোলন করিতে অথবা উঠাইতে হইবে, উত্তোলন করিবার যন্ত্র, পদোন্নতি উত্থাপন, উত্তেজিতকরণ, প্রকাশ বা উদ্‌ঘাটিতকরণ, নির্মাণকরণ, স্থাপনকরণ, (ধ্বজ পতাকা) উত্তোলনকরণ। (চুলনির্দেশ) **ধম্মধজস্‌স উস্‌সাপন**।

উস্‌সাপিত (বিণ) উত্তোলিত, উত্থাপিত, প্রকাশিত বা উদঘাটিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্ম ধজ উস্‌সাপিত**। ⇒ **উস্‌সাপেতি**।

উস্‌সাপেতি (ক্রি) [উদ+√সি+আপে] উত্তোলন করা, তোলা, উন্নত করা, স্ফীত করা, উঠানো, (ধ্বজ পতাকা) উড্ডীয়মান করা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, নির্মাণ করা, স্থাপন করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, প্রশংসা করা, উল্লসিত করা। (জাতক) **ছত্তং উস্‌সাপেতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কট্‌ঠানি উস্‌সাপেতি**। ⇒ **উস্‌সেতি**। (অতীত) **উস্‌সাপেসি**। (অ-বিণ) **উস্‌সিত, উস্‌সাপিত**। (ক্রি-বি) **উস্‌সাপেত্বা**।

উস্‌সারণ (ক্লী) যাত্রা, গমন, মিছিল, শোভাযাত্রা, গমনাগমন অথবা দৌড়াদৌড়ি, গোলযোগ, গোলমাল, হাঙ্গামা, জনতার ভিড়, সোরগোল, হুলুস্থুল। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় "**ওস্‌সারণা**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **উস্‌সাদন**।

উস্‌সারণা (স্ত্রী) **উস্‌সারণ**। ⇒ **উস্‌সারণ**।

উস্‌সারিত (বিণ) উত্তোলিত, উদ্ধৃত। = **উস্‌সাদিত**। ⇒ **উস্‌সারেতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সমুদ্দবীচীহি থলে উস্‌সারিত**।

উস্‌সারেতি (ক্রি) [উদ+√সর+এ] ১ একদিকে ঠেলিয়া দেওয়া, পলায়ন করা, অপসারণ করা, পিছে হটিয়া যাওয়ার কারণ করা, নিরস্ত হওয়া, দাবি ইত্যাদি উঠাইয়া লওয়া। (তুলনীয়) **উস্‌সাদেতি**। (করণে) **উস্‌সারাপেতি**। ২ তোলা, উঠানো, উত্তোলন করা, (ধ্বজপতাকা) উত্তোলন করা। = **উস্‌সাপেতি**। (অতীত) **উস্‌সারেসি**। (অ-বিণ) **উস্‌সারিত**।

উস্‌সাব (পুং) ১ শিশির, শুভ্র হিমকণা, তুষার বিন্দু। ২ দোষ, কলঙ্ক, দাগ, চিহ্ন, নিন্দা, লজ্জা। (তুলনীয়) **আসব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তণ্‌হা উস্‌সাব**। ⇒ **উস্‌সদ** (৬)।

উস্‌সাব বিন্দু (ক্লী) শিশিরবিন্দু। ⇒ **উস্‌সাব** (১)।

উস্‌সাবন (ক্লী) (বিধিসঙ্গত ভাণ্ডারঘর নির্মাণে) প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার। = **উস্‌সাপন**।

উস্‌সাবন অন্তিক (বিণ) ঘোষণাকৃত সীমার মধ্যস্থ, ঘোষণার অন্তর্গত।

উস্‌সাস (পুং) উচ্ছ্বাস, বিকাশ, আবেগ, অন্তর্মুখী শ্বাস, নিঃশ্বাস, দীর্ঘনিঃশ্বাস, ঊর্ধ্বে ওঠা, স্ফীতি, প্রাণন, আশ্বাস, বিশ্লেষ, আকাঙ্ক্ষা, ফাঁক, উজ্জীবন, হর্ষ, আহ্লাদ, অধ্যায়, আখ্যায়িকা, পরিচ্ছেদ।

উস্‌সাহ (পুং) উৎসাহ, উদ্যম, উদ্যোগ, অধ্যবসায়, বীররসের স্থায়িভাব, হর্ষ, শক্তি, ক্ষমতা, সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা, সুনাম, প্রসার, প্রতিষ্ঠাধিকার, চেষ্টা, লক্ষ্য, তেজ, কর্মশক্তি, প্রভাব, বল। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধিতি উস্‌সাহ**। (যৌগিকে) **উস্‌সাহোস্‌সোঢ়ি**।

উস্‌সাহং (ক্লী) উৎসাহ।

উস্‌সাহন (স্ত্রী) = **উস্‌সাহ**। ⇒ **উস্‌সাহ**।

উস্‌সাহবন্তু (বিণ) উদ্যমশীল, উৎসাহী, বলবান, প্রাণবান, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, বাস্তব, প্রকৃত।

উস্‌সাহিত (বিণ) উৎসাহিত, উত্তেজিত, উৎসাহপ্রাপ্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ধারিত। (তুলনীয়) **সমুস্‌সাহিত**। ⇒ **উস্‌সাহেতি**।

উস্‌সাহেতি (ক্রি) উৎসাহ দেওয়া, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা। (অতীত) **উস্‌সাহেসি**। (অ-বিণ) **উস্‌সাহিত**। (ক্রি-বি) **উস্‌সাহেত্বা**।

উস্‌সিঞ্চতি (ক্রি) [উদ+√সিচ+ং+অ] সিক্ত করা, স্নান করা, ধৌত করা, সিঞ্চন করিয়া ফেলা, সেচন করা, জলস্ফীত করা, জল উঠানো, জল তোলা, ক্ষয় করা, ব্যয় করা, শেষ করা, ক্লান্ত করা। = **উক্কাচেতি**। (অতীত) **উস্‌সিঞ্চি**।

উস্‌সিঞ্চন (ক্লী) সিঞ্চন, সেচন, জলতোলা, শুষ্ককরণ, ব্যয়করণ, কমানো, নিঃশেষকরণ।

উস্‌সিত (বিণ) খাড়া, লম্বভাবে অবস্থিত, নির্মিত, উন্নত, স্থাপিত, উত্তোলিত, উচ্চ। (তুলনীয়) **সমুস্‌সিত**। (থেরগাথা) **পদ্মদ্ধজ উস্‌সিত**।

উস্‌সিনেতি (ক্রি) = **উস্‌সেনেতি**। ⇒ **উস্‌সেনেতি**।

উস্‌সীসক (ক্লী) [উদ+সীস+ক] শয়নে বিছানার যেদিকে

মস্তক রাখা হয়, সিথান, বালিশ, শিরোধান। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উস্‌সীসক-পস্‌সে;** (বিপ) **পাদ-পস্‌সে**।

উস্‌সুক (ক্লী) ঔৎসুক্য, উৎসুকতা, উৎকণ্ঠা, ব্যগ্রতা, আগ্রহ। ⇒ **বিবট**। (বিণ) ১ সবিশেষ উদ্যোগী, উৎসুক, উৎসাহী, উৎসাহশীল, ইচ্ছুক, উৎকণ্ঠিত, চেষ্টিত, ব্যগ্র, অধীর, বলবান, প্রাণবান, ঔৎসুক্য, উদ্যমশীল, অত্যন্ত ব্যগ্র, প্রিয়, আগ্রহশীল, সক্রিয়, কার্যকরী, ক্রিয়াশীল, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্র, অনুরক্ত, বাস্তব, প্রকৃত। **অনুস্‌সক** (বিণ) আগ্রহহীন, নিষ্কর্মা, অনুৎসাহী। ২ পেটুক, লোভী, ধনলোভী, গৃধ্নু, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণার্ত। **অনুস্‌সুক** (বিণ) তৃষ্ণাহীন, বিরাগী, নির্লোভ, লোভহীন।

উস্‌সুকজাত (বিণ) লোভজাত, তৃষ্ণা দ্বারা উৎপন্ন। = **উস্‌সুরকজাত**।

উস্‌সুকা (স্ত্রী) উৎসুকতা, ঔৎসুক্য।

উস্‌সুকিত (বিণ) = **উস্‌সুকিন**। ⇒ **উস্‌সুকিন**। **অনুস্‌সুকিত** (বিণ) নির্লোভ, বিতৃষ্ণ, বিরাগী। = **অনুস্‌সুক;** ⇒ **উস্‌সুক** [বিণ(২)]। **অনুস্‌সুকিন** (বিণ) লোভী, তৃষ্ণাতুর, ধনলোভী। = **উস্‌সুক** [বিণ (২)]।

উস্‌সুক্ক (ক্লী) ঔৎসুক্য, উৎসুকতা, আগ্রহ, শক্তি, তেজ, কর্মশক্তি, চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, ব্যগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উস্‌সুক্ক আপজ্জতি; উস্‌সুক্কগ্গহনং**। (তুলনীয়) **অপ্পোস্‌সুক্ক**।

উস্‌সুক্কতা (স্ত্রী) = **উস্‌সুক্ক**। ⇒ **উস্‌সুক্ক**।

উস্‌সুক্কতি (ক্রি) [উদ+√সুক+অ] চেষ্টা করা, উদ্যম করা, (কোনো কিছু) পাইবার চেষ্টা করা। ⇒ **উস্‌সক্কতি** (২)। (অতীত) **উস্‌সুক্কি**। (করণে) **উস্‌সুক্কাপেতি**।

উস্‌সুক্কাপেতি (ক্রি) প্রলুব্ধ করা, প্রলোভিত করা, বিপথে লইয়া যাওয়া, জাগরিত করা, উত্তেজিত করা, উদ্বুদ্ধ করা, ব্যস্ততার সহিত অভ্যাস করা, তৎপরতার সহিত অভ্যাস করা, আসক্ত হওয়া, সম্পন্ন করা, সমাধা করা। ⇒ **উস্‌সুক্কতি**। (অতীত) **উস্‌সুক্কাপেসি**।

উস্‌সুত (বিণ) কলুষিত, কলঙ্কিত, অপবিত্র, ভ্রষ্ট, কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, কামুক। (তুলনীয়) **আসব**। **অনুস্‌সুত** (বিণ) কলঙ্কমুক্ত, পবিত্র, নির্দোষ, অনাসক্ত।

উস্‌সুযক = **উস্‌সুক্ক**। ⇒ **উস্‌সুক্ক**।

উস্‌সুযা = **উস্‌সুযক**। ⇒ **উস্‌সুযক**।

উস্‌সুযিকা (বিণ, স্ত্রী) = **উস্‌সুয্যক**। ⇒ **উস্‌সুয্যক**।

উস্‌সুরক = **উস্‌সুক**। ⇒ **উস্‌সক**।

উস্‌সুরকজাত = **উস্‌সুকজাত**। ⇒ **উস্‌সুকজাত**।

উস্‌সুস্‌সতি (ক্রি) [উদ+√সুস+য] শুষ্ক করা, শুকাইয়া ফেলা, বাষ্পীভূত করা বা হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাসমুদ্দো উস্‌সুস্‌সতি**। (অতীত) **উস্‌সুস্‌সি**।

উস্‌সূর (ক্লী) সূর্যোদয়। (বিণ) সূর্য বহির্গত হইয়াছে এরূপ অর্থাৎ সূর্যোদয় হইয়াছে এরূপ।

উস্‌সূর ভত্ত—মধ্যাহ্নের পর ভোজন, অসময়ে ভোজন বা আহারকরণ।

উস্‌সূর সেয্যা (স্ত্রী) সূর্যোদয়ের পর নিদ্রা বা বিছানায় অবস্থান, সূর্যোদয়ের পরে শয়নকরণ, বিলম্বে শয্যা ত্যাগকরণ অর্থাৎ প্রাতঃকালে ৭/৮ ঘটিকা পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়া। (বিণ) সূর্যোদয়ের পর নিদ্রা যায় অথবা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এমন। ⇒ **সেয্যা** (বিণ)।

উস্‌সূরে (ক্রি-বিণ) সূর্যোদয়ে, সূর্য ওঠে ওঠে এমন সময়ে, সূর্যের অবস্থিতিকালে, দিনের বেলায় অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত। **অতি উস্‌সরে**—সূর্যোদয়ের পরে অতি বিলম্বে অর্থাৎ সায়াহ্ন সময়ে।

উস্‌সেতি (ক্রি) উত্তোলন করা, নির্মাণ করা, উন্নত করা, স্থাপন করা, উঠানো, তোলা, উন্নীত করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সতেজ বা বলবৎ করা, উৎপাদন করা, খাড়া করা, উত্তেজিত করা, জাগানো, পরিমাণ বা মূল্য বৃদ্ধি করা, (প্রেত) জাগানো, উল্লেখ করা, সংগঠন করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, চাঁদা তোলা, উচ্চশব্দ করা, স্ফীত করা, দাঁড়ানো। (অতীত) **উস্‌সেসি**। (অ-বিণ) **উস্‌সিত, উস্‌সাপিত**। (করণে) **উস্‌সাপেতি**।

উস্‌সেনেতি (ক্রি) মিত্রভাবাপন্নহওয়া, বন্ধুসদৃশ হওয়া, অনুকূল হওয়া, আকর্ষণ করা। (বিপ) **পটিস্‌সেনেতি**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **উস্‌সিনেতি (উস্‌সিনেতি বিসিনেতি**। ⇒ **পটিসেনেতি**।

উস্‌সেলহেতি (?) বিনয়ে "**উস্‌সোল্‌হেতি**" শব্দের পরিবর্তে? (তুলনীয়) **উস্‌সোল্‌হিকায**।

উস্‌সোত (বিণ) [উদ+সোত] **ঊর্ধ্বগামী** স্রোতযুক্ত, যেই নদী বা জলস্রোত উজান চলে।

উস্‌সোতং (ক্লী) জোয়ার, উজানগামী স্রোত, ঊর্ধ্বগামী স্রোত, যে জলস্রোত নদীর উপর দিকে যায়। (ক্রি-বিণ) (নদীর) উজানে।

উস্‌সোল্‌হি (স্ত্রী) চেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ। (যৌগিকে) **উস্‌সোল্‌হি উস্‌সাহ**।

উস্‌সোল্‌হিকা (স্ত্রী) = **উস্‌সোল্‌হি**। ⇒ **উস্‌সোল্‌হি**। (বিণ) চেষ্টিত, উদ্যোগী, উদ্যমশীল।

উস্‌সোল্‌হিকায (করণ কারকে ক্রি-বিণ) চেষ্টার কৌশলে অর্থাৎ গভীর আগ্রহের সহিত, খুব ব্যগ্রভাবে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত। (সংযুক্ত নিকায়) **উস্‌সোল্‌হিকায নচ্চতি**।

উস্‌সোল্‌হেতি (ক্রি) চেষ্টার কৌশল করা অর্থাৎ অত্যন্ত আগ্রহ করা, খুব ব্যগ্র হওয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

উহুঙ্কর [উহু+কর] পেঁচা, (সাহিত্যে) উহু শব্দকারী। = **উলূক**।

উ

উ—১ বর্ণমালায় স্বরবর্ণের ষষ্ঠ অক্ষর বা ষষ্ঠ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ২ ইহা শোক-দুঃখাদিসূচক সম্বোধন, রক্ষা, দয়া, যন্ত্রণাদিসূচক শব্দ।

উকা (স্ত্রী) উৎকূণ, উকুন।

উতগীতং (জাতকে বিশেষ ভাষায়) **জিমং উতগীতং গাযন্তো;** ইহার পাঠ হয় "**ইমং জূতগীতং গাযন্তো**"।

উদক (ক্লী) উদক, জল। = **উদক**।

উন (বিণ) উন, কম, অসম্পূর্ণ, অল্প, ক্ষুদ্রতর, অল্প পরিমাণ, বিয়োজ্য, নাই এমন, অভাবগ্রস্ত, অনুপস্থিত, অভাবপূর্ণ, অপর্যাপ্ত। (**এক** শব্দের সহিত যৌগিকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহারে) **একূন**--একটি কম; (জাতক) **একূন অট্ঠসতং**—একূন আটশত অর্থাৎ ৭৯৯; (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **একূন পঞ্ঞসতে;** (বিশুদ্ধিমার্গ) **একূন বীসতি**—উনিশ, ১৯; (জাতক) **একেন উনেসু পঞ্ঞসু অত্তভাবসতেসু;** (বিনয়) **একেন উন পঞ্ঞসতানি**—এক কম ৫০০ অর্থাৎ ৪৯৯। (কখনো কখনো **এক** শব্দের সহিত সংযোগ ব্যতীতও হয়) **উন পঞ্ঞসতানি**--এক কম ৫০০ অর্থাৎ ৪৯৯; **উনবীসতি**—উনিশ, ১৯। (দুই শব্দের সহিত সংযোগে) **দ্বীহি উনং সহস্সং**—দুই হাজার হইতে দুই কম অর্থাৎ ৯৯৮ (জাতক)। **একূন** শব্দও দেখ। **অনূন** (বিণ) উন নহে, কম নহে, সম্পূর্ণ, পর্যাপ্ত; = **পরিপুন্ন**।

উনক (বিণ) অভাবপূর্ণ, অপর্যাপ্ত, অনুপস্থিত, অভাবগ্রস্ত, নাই এরূপ, হীন। = **উন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **উনক সত্তবস্সিক**—যাহার বয়স সাত বৎসর হয় নাই।

উনকমাস—অর্ধমাস, এক মাসের কিছু কম।

উনতা (ক্লী) উনতা, ক্ষয়, নিঃশেষকরণ, অভাব, অসম্পূর্ণতা, দোষ।

উনত্ত (ক্লী) = **উনতা**। ⇒ **উনতা**।

উনভাব (পুং) নিঃশেষকরণ, ক্ষয়। = **উনত্ত**। ⇒ **ভাব** (১)।

উনবীসতি (বিণ) উনিশ, ১৯। ⇒ **উন**।

উনুদর (ক্লী) [উন+উদর] খালিপেট, আহার করে নাই বলিয়া পেট পূর্ণ নহে এরূপ অবস্থা।

উনূদর = **উনুদর**। ⇒ **উনুদর**।

উনোদর = **উনুদর**। ⇒ **উনুদর**।

উপম = **উপম**। ⇒ **উপম**। ইহা "**উপম**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

উপায = **উপায**। ⇒ **উপায**। ইহা "**উপায**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

উপিয = **উপিয, ওপিয**। ⇒ **উপিয, ওপিয**।

উমি (স্ত্রী) উর্মি, তরঙ্গ, ঢেউ।

উমিক (পুং) উর্মি, তরঙ্গ। = **উমি**।

উমিক বদ্ধ (ক্লী) ১ জলপ্রপাত, বিশাল জলপ্রপাত। ২ চক্ষুর ছানি।

উমী (স্ত্রী) উর্মি, ঢেউ। = **উমি**।

উমীজাত (বিণ) উর্মি বা তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন, ঢেউয়ের দ্বারা উৎপন্ন।

উমীভয (ক্লী) উর্মিভয়, তরঙ্গের ভয়, ঢেউ দ্বারা উৎপন্ন ভয়।

উম্মী (স্ত্রী) উর্মি, ঢেউ, তরঙ্গ। = **উমী, উমি**।

উম্মীজাত = **উমীজাত**। ⇒ **উমীজাত**।

উম্মীভয = **উমীভয**। ⇒ **উমীভয**।

উরট্ঠি (ক্লী) উরুর অস্থি, উরুদেশের অস্থি, জানুর উপরিভাগের অস্থি।

উরট্ঠিক = **উরট্ঠি**। ⇒ **উরট্ঠি**।

উরু (পুং) উরু, উরুদেশ, জানুর উপরিভাগ।

উরুক্খম্ভ (ক্লী) উরুর কাঠিন্য বা আড়ষ্ট অবস্থা, পায়ের পক্ষাঘাত বা অবশতা, ব্যথায় উরুদেশের কঠিনতা বা আড়ষ্টতা, ভয়ে উরুর স্তম্ভনতা বা অবশতা। ⇒ **খম্ভ**।

উরুখম্ভ = **উরুক্খম্ভ**। ⇒ **উরুক্খম্ভ**।

উরুপব্ব (ক্লী) উরুপর্ব, জানুসন্ধি, হাঁটুর কব্জা বা গ্রন্থি, হাঁটুর গিঁট বা জোড়।

উল্লার = **উল্লার**। ⇒ **উল্লার**।

উল্লূহ (বিণ) বহন করিয়াছে অথবা বহন করা হইয়াছে এমন। ⇒ **বুযহতি**।

উস(পুং) উষ, ক্ষার মৃত্তিকা, সার, লাবণিক জল, লবণজল, সারভাগ, সারাংশ। (যৌগিকে) **খার উস; খার উস গন্ধ** (সংযুক্ত নিকায়)।

উসর (বিণ) উষর, লবণাক্ত, অনুর্বর, লাবণিক, ক্ষারযুক্ত।

উসরং (ক্লী) ক্ষার মৃত্তিকাযুক্ত অপরিসর স্থান, লবণাক্ত জায়গা। পেতবত্থু অর্থকথায় ইহা "**উজ্ঝঙ্গল**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

উহ—এই শব্দটি যৌগিকে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**ব্যূহ** (ব্য+উহ), **ব্যূহ** (বৃ+উহ), **সমূহ** (সম+উহ)।

উহচ্চ (ক্রি-বি) ১ উত্তোলন করিয়া, তুলিয়া, উঠাইয়া, উত্থাপন করিয়া। ২ টানিয়া বাহির করিয়া, উদ্ধৃত করিয়া,

সরাইয়া, অপসারণ করিয়া, অপহরণ করিয়া, কাড়িয়া লইয়া।= **উদ্ধরিত্বা উপ্পাটযিত্বা** (সূত্রনিপাত)।= **ওহচ্চ**। ৩ মলত্যাগ করিয়া, মলত্যাগ দ্বারা ময়লা করিয়া। = **বচ্চংকত্বা** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **উহনতি**।

উহঞ্ঞতি (ক্রি) ময়লাযুক্ত হওয়া, মলিন হওয়া, সারযুক্ত হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বিরক্ত হওয়া, আলোড়িত হওয়া, গোলমাল হওয়া। ⇒ **উহনতি**। (অতীত) **উহঞ্ঞি, উহনি**।

উহত (বিণ) ১ উত্তোলিত, উত্থাপিত, উদিত। ২ উদ্ধৃত, নষ্টকৃত, অপসারিত, সরাইয়া ফেলিয়াছে এরূপ, বাহির করিয়াছে এরূপ, টানিয়া বাহির করিয়াছে এরূপ। = **উচ্ছিন্ন**। ৩ বিষ্টা বা গোবরাদি দ্বারা ময়লাকৃত। ৪ গোলমালকৃত, বিরক্তকৃত, আলোড়িত, ভঙ্গকৃত, বিশৃঙ্খলকৃত। ⇒ **উহনতি**।

উহদতি (ক্রি) [উদ+√হদ+অ] ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক ছোড়া, তীর ছোড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা, নির্মল করা, ছাঁকিয়া শিটা বা কাইট হইতে নির্মুক্ত করা, বিশুদ্ধ করা, মলত্যাগ করা। (সাহিত্যে) **উহদযতি**। = **উহনতি** (২)। (অতীত) **উহদি**।

উহদযতি (ক্রি) = **উহদতি**। ⇒ **উহদতি**।

উহন (ক্লী) বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূল কারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব, রাশি, রাশীকরণ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরখ, বিচারশক্তি, যুক্তিতর্ক, হেতুবাদ। ইহাকে মিলিন্দ প্রশ্নের অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে "মনসিকার" এর লক্ষণস্বরূপ "অন্তর্ভুক্তি বা বোধশক্তি"; ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথার অনুবাদে গ্রহণ করা হইয়াছে "**বিতক্ক**" এর লক্ষণস্বরূপ "ভাবী বোধ বা পূর্বজ্ঞান"।

উহনতি (ক্রি) [উদ+√হন+অ] ১ গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, অপরিষ্কার করা, কলুষিত করা, নড়া, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, ময়লা করা, মলিন করা, সার দেওয়া, সার দেওয়া, কলঙ্কিত করা। (অ-বিণ) **উহত** (২)। (কর্মবাচ্যে) **উহঞ্ঞতি**। (তুলনীয়) **সমূহনতি**। ২ কাটিয়া ফেলা, নির্মল করা, ছাঁকিয়া শিটা বা কাইট হইতে নির্মুক্ত করা, বিশুদ্ধ করা, মলত্যাগ করা, ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক ছোঁড়া, তীর ছোঁড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা। (তুলনীয়) **ওহনতি**। ৩ উত্তোলন করা, চুরি করা, অপহরণ করা, কাড়িয়া লওয়া, সরাইয়া ফেলা, টানিয়া বাহির করা, উদ্ধৃত করা। (বিপ) **ওদহতি**। সম্ভবত এখানে "**উহরতি**" শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে; (তুলনীয়) ২উহচ্চ (১)। "**বিস্ব-ওহন**" শব্দে "**ওহন**" শব্দ তুলনীয়। (ক্রি-বি) **উহচ্চ** (২)। (অ-বিণ) **উহত** (৪)।

উহন বাহন (পুং) যুক্তিতর্ক বহনকারী লোক অথবা হেতুবাদ বাহক।

উহরতি (ক্রি) এই শব্দটি "**উদ্ধরতি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। = **উহনতি** (৩)। (অ-বিণ) **উহত** (১)। (ক্রি-বি) **উহচ্চ** (১)।

উহসতি (ক্রি) [উদ+√হস+ অ অথবা অব+√হস+অ] উপহাস করা, ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা। (জাতক) **উহসতিপহসতি**।= **অবহসতি** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি)।

উহসন (ক্লী) উপহাস, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, কৌতুক।

উহা (স্ত্রী) ১ ধ্যান, বিচার, বিবেচনা, (কোনো বিষয়ে) মনে মনে তোলাপাড় করণ, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, বখশিশ, চুক্তির মূলকারণ, ক্ষতিপূরণ, গুরুত্ব। ২ জীবন, জীবনিশক্তি, সজীবতা, আয়ু, জীবনকাল, শক্তি, প্রাণ-প্রবণতা, প্রাণচঞ্চলতা, জীবনচরিত, সজীব জন্তু, মানুষের জীবন ধারণের অবস্থা, জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা, প্রাণিজগৎ, প্রিয়বস্তু, জীবন্ত বিষয় বা আদর্শ। (যৌগিকে) **আয়ূহ**-- জীবিতকাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উহা পরিযোসান**। ৩ একটি নদীর নামবিশেষ, উহা নামক নদী (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

এ

এ—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সপ্তম অক্ষর বা সপ্তম বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠ-তালুজ বর্ণ বলে। ইহার উচ্চারণ দীর্ঘ ও প্লুত, বাঙ্গালায় কিন্তু হ্রস্ব উচ্চারণেও হইয়া থাকে।

এক (সংখ্যাবাচক বিশেষণ) ১ এক, একটি। (সংখ্যাবাচক রূপে--) **একঙ্গুল**--এক অঙ্গুলি, এক অঙ্গুষ্ঠ; **একপস্সে**—এক পার্শ্বে, এক অংশে; **একমচ্ছ**—একটি মৎস্য (জাতক)। (বিপ. বহুবচনে) **বহু, নানা, অনেক, অসংখ্য, অধিক**। (গণনায়—) **এক দ্বে পঞ্চ দস** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **একতিংস**—৩১; **একসট্‌ঠি**--৬১; **একনবুতি**--৯১; **একসত**—১০১। (একটি ঊন বা কম বুঝাইলে—) **একূন (ঊন** শব্দ দেখুন)। ২ একাকী, একলা, একক, নিজে নিজে, একই, একটিমাত্র, নির্জন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **একুদ্দেস**। (জাতক) **একদিবসেন**--একদিনমাত্র অর্থাৎ একই দিবসে। (সূত্রনিপাত) **একং একং**—এক একজন করিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবো একং একং ফুসায়তি**—বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়া। (তুলনীয়) **একমেক**। ৩ (সর্বনাম পদ, ক্লীবলিঙ্গ) কোনো একটি, যে কোনো একটি অপরিচিত একটি বা একজন, কোনো একটি। (নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষণরূপে) এক, একটি। (জাতক) **একস্মিং সমযে**—কোনো এক সময়ে; **একেন উপাযেন**—যে কোনো একটি উপায়ে, যে কোনো কৌশলে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একং (অসুকং) কুলং গন্তুং**—কোনো জাতির দিকে অথবা কোনো দল বা সম্প্রদায়ের দিকে অথবা কোনো বংশের দিকে যাইতে। (জাতক) **এক দিবসং**—একদিন, এক দিবস। কারক নির্ণয়:—১ পুংলিঙ্গে—কর্তৃ (একবচনে) **একো**; (বহুবচনে) **একে**। কর্ম (একবচনে) **একং**; (বহুবচনে) **একে**। করণ (একবচনে) **একেন**; (বহুবচনে) **একেহি, একেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **একস্স**; (বহুবচনে) **একেসং, একেসানং**। অপাদান (একবচনে) **একস্মা, একস্মা**; (বহুবচনে) **একেহি, একেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **একস্স**; (বহুবচনে) **একেসং, একেসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **একস্মিং, একস্মিং**; (বহুবচনে) **একেসু**। ২ স্ত্রীলিঙ্গে:—কর্তৃ (একবচনে) **একা**; (বহুবচনে) **একা, একাযো**। কর্ম (একবচনে) **একং**; (বহুবচনে) **একা, একাযো**। করণ (একবচনে) **একায**; (বহুবচনে) **একাহি, একাভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **একায, একস্সা, একিস্সা**; (বহুবচনে) **একাসং, একাসানং**। অপাদান (একবচনে) **একায**; (বহুবচনে) **একাহি, একাভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **একায, একস্সা, একিস্সা**; (বহুবচনে) **একাসং, একাসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **একস্সং, একিস্সং, একাযং**; (বহুবচনে) **একাসু**। ৩ ক্লীবলিঙ্গে:—কর্তৃ (একবচনে) **একং**; (বহুবচনে) **একে, একানি**। কর্ম (একবচনে) **একং**; (বহুবচনে) **একে, একানি**। অবশিষ্ট কারকসমূহে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

একং একং ⇒ **এক** (২)।

একংস (বিণ) [এক+অংশ] ১ এক স্কন্ধে, এক কাঁধে। (বি-ভা) **একংসং উত্তরাসঙ্গং করোতি**—উত্তরাসঙ্গকে (ভিক্ষুদের উত্তরীয় চীবরকে) একস্কন্ধে (বাম স্কন্ধ ঢাকিয়া) পরিধান করা (বিনয়)। ২ নির্দিষ্ট, ঠিক, স্থির, সীমানির্দেশক, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য। = **একংসিক**। ৩ (ক্লী) নিশ্চয়তা, প্রতিভূ, জামিন, নির্দিষ্টতা, যাথার্থ্য, যথার্থতা, স্থিরতা, স্পষ্টতা, সীমা নির্দেশ, এক লক্ষ্যতা, প্রত্যক্ষতা, তীব্রতা, দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞাপূর্বক কথন, সত্যাপন, দৃঢ় উক্তি, শপথ, সম্পূর্ণতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সন্দেহশূন্যতা, স্বতঃশূন্যতা, অনিয়ন্ত্রিততা, সম্পূর্ণ প্রামাণিক বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। **নূন** শব্দের পরিবর্তে **একংসেখে নিপাতো; তগ্ঘ** শব্দের পরিবর্তে **একংসবচন** (জাতক)। (বিপ) **অনেকংস; = অনেকংসিক (একংসিক** শব্দে দ্রষ্টব্য)। (করণে ক্রি-বিণ) **একংসেন**।

একংসগগাহ (ক্লী) নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, সম্যক সমাধি, যথার্থ ধারণা।

একংসতগগহ—নিশ্চিত ধারণা। = **একংসগগাহ, একংস** (২)।

একংসবচন (ক্লী) নিশ্চিত কথা। = **একংসগগহ**।

একংসমযং—এক সময়। ⇒ **সময়**।

একংসিক (বিণ) নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, যে কোনো, নিয়মিত। = **একংস** (২)। **অনেকংসিক** (বিণ) [অন+একংসিক] অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট।

একংসিকতা (স্ত্রী) = **একংস**। ⇒ **একংস** (৩)। **অনেকংসিকতা** (স্ত্রী) অনিশ্চয়তা, অনির্দিষ্টতা।

একংসিকা (স্ত্রী) নিশ্চয়তা, নির্ভর, বিশ্বাস। **নিব্বিচিকিচ্ছা** (স্ত্রী)।

একংসেন (ক্রি-বিণ) নিশ্চয়ই, সম্পূর্ণরূপে, সুনির্দিষ্টভাবে, নিশ্চিতরূপে, অনিবার্যরূপে, অপরিহার্যরূপে।

একক (বিণ) একক, একাকী, অসহায়, কেবলমাত্র, সঙ্গীহীন, পরিত্যক্ত, এক, একমাত্র, নিভৃত, প্রায় জনশূন্য, পৃথক, স্বতন্ত্র, অবিবাহিত, অমিশ্রিত, দৃঢ়নিবদ্ধ, সরল, অকপট। = **একাকী**।

এককুড্ডক ⇒ **কুড্ডক**।

এককখি (বিণ) [এক+অক্‌খি] যে ব্যক্তি এক চোখে দেখে না, কানা, যাহার এক চোখ কানা অথবা একচোখ নাই, যাহার এক চোখ অন্ধ, একচোখে।

এককখি পোক্‌খর—কানা পুক্কর। ⇒ **পোক্‌খর**।

এককখী = **এককখি**। ⇒ **এককখি**।

একগুণ (বিণ) একগুণ, একক, একভাঁজ। **একগুণং রজ্জুং**—একগুণ দড়ি (অর্থাৎ যে দড়িতে একের অধিকগুণ দড়ি পাক দেওয়া বা পেঁচ লাগান হয় নাই)। ⇒ **গুণ**।

একগ্‌গ (বিণ) [এক+অগ্‌গ] স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত, শান্ত, সুস্থির, একত্রিত, সংগৃহীত, স্থিরচিত্ত, একাগ্র, একনিষ্ঠ, একটিমাত্র বিষয়ে আসক্ত, অনাকুল।

একগ্‌গচিত্ত (বিণ) একাগ্রচিত্ত, অনন্যমনা, তন্ময়হৃদয়।

একগ্‌গতা (স্ত্রী) একাগ্রতা, একমাত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ, তন্ময়তা, প্রশান্তিভাব, মনের শান্তি, একনিষ্ঠতা, একটিমাত্র লক্ষ্যে স্থিরতা, সমাবেশ, সমাহরণ, এককেন্দ্রে মিলন, ঘনীকরণ, প্রভেদ করার অথবা বাছিয়া লওয়ার শক্তি বা ক্ষমতা, চিন্তা, মনোনিবেশ, ধ্যান, অনুশীলন। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **চিত্তস্‌স একগ্‌গতা**।

একঘন (বিণ) দৃঢ়, আঁটসাঁট, নিবিড়, সংক্ষিপ্ত, কঠিন, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, শক্ত, অন্যায়পর, নিরেট, যাহা শূন্যগর্ভ নয়, সুস্থ, যথার্থ, সত্য, অর্থশালী, ভারী, ঘন, দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধবিশিষ্ট, অধিক জিনিস একসঙ্গে মিশ্রিত, (পাষাণ বা শিলাময় পাহাড় সম্বন্ধে) নিরেট বা ঘন। (তুলনীয়) **ঘনসেল পব্বত**—একটিমাত্র নিরেট শিলাময় পর্বত (ধর্মপদ অর্থকথা)। = **অসুসির**। ⇒ **ঘন**।

একঙ্গ (ক্লী) [এক+অঙ্গ] একাঙ্গ, একাংশ, অংশ, খণ্ড, ভগ্নাংশ, সভ্য, আনুপাতিক ভাগ, দিবা, পক্ষ, কার্য, স্বার্থ, বিভাগকরণ, সৈন্যদল, কোনো জিনিসের অধিকার।

একঙ্গণ—এক (মুক্ত) স্থান, এক প্রশস্ত জায়গা, বিস্তৃত বা প্রশস্ত স্থান।

একঙ্গদস্‌সিন (বিণ) একদিক দর্শনকারী। ⇒ **দস্‌সিন**।

একঙ্গুল (বিণ) এক অঙ্গুলি। ⇒ **এক** (১)।

একচক্‌খু (ক্লী) একচক্ষু, কানা। (বিণ) এক দৃষ্টিতে দেখে এমন, একদৃষ্টিতে গ্রহণ করে এমন। ⇒ **চক্‌খু**।

একচত্তালীস (বিণ) একচল্লিশ, ৪১।

একচত্তালীসা (বিণ, স্ত্রী) একচল্লিশ, ৪১।

একচর (বিণ) একাকী বিচরণকারী, একাচারী, নির্জনবাসী, যে ব্যক্তি একাকী বাস করে, নিঃসঙ্গ, সঙ্গহীন, নিভৃতে অবস্থানকারী। ⇒ **চর**।

একচরিযা (স্ত্রী) একাকী ভ্রমণ, একাকী বাস, নিঃসঙ্গতা, নির্জন স্থান, নির্জন বাস, একাকী অবস্থান।

একচারিণ (বিণ) = **একচর**। ⇒ **একচর**।

একচারী (বিণ) = **একচারিণ**। ⇒ **একচারিণ**।

একচিত্তক্‌খণিক (বিণ) একচিত্তক্ষণ সময় পর্যন্ত, একটিমাত্র চিত্ত উৎপন্ন হইয়া ভঙ্গ হইবার সময়কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মুহূর্তকাল পর্যন্ত। কিন্তু একচিত্তক্ষণ বলিলে সময়ের অতি সূক্ষ্মভাগই বুঝাইয়া থাকে, উহাকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে বা মোটামুটিভাবে একমুহূর্তকালই বলিয়া থাকি।

একচিন্তিন (বিণ) সরল, একটিমাত্র বিষয় চিন্তা করে এমন। (পুং) সাধক, যোগী পুরুষ, ধ্যানী পুরুষ।

একচ্চ (বিণ, বহুবচন) এক, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, (ঘটিতে) বাধ্য, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, কোনো, যে কোনো, নিয়মিত, যথার্থ, ঠিক, স্পষ্ট, সীমানির্দেশক, স্থির, অল্পসংখ্যক, কতক, কিছু, মাঝারি। (বহুবচনে) **একচ্চে**। ⇒ **একচ্চে**।

একচ্চিক (বিণ) একক, একটি, একমাত্র, স্বতন্ত্র, পৃথক, একাকী, অবিবাহিত, অমিশ্রিত; (বস্ত্রসম্বন্ধে) একপরল একপট্টা, দ্বিগুণিত বা দুই ভাঁজ নহে এরূপ। (বিপ) **দিগুণ**। (জাতক) **একচ্চিক বসন** = **একপট্ট-নিবত্থ**।

একচ্চিয (বিণ) = **একচ্চ**। ⇒ **একচ্চ**।

একচ্চিযং (ক্রি-বিণ) একটি, একমাত্র, স্বতন্ত্রভাবে, পৃথকরূপে, একাকীভাবে, অবিবাহিতরূপে, অমিশ্রিত-ভাবে, সরলভাবে, অকপটভাবে, দৃঢ়নিবদ্ধভাবে, একবারে, একবার মাত্র, একদা, পূর্বে।

একচ্চিয অন্তরবাসক (ক্লী) ভিতরে লজ্জাস্থান আচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রায় ২-১/২ হাত প্রস্থ এবং ৫-১/২ হাত দীর্ঘ ছোট পরিধেয় বা একপট্টা বস্ত্র, একপট্টা অন্তর্বাস চীবর। ⇒ **তিচীবর**।

একচ্চিয উত্তরাসঙ্গ (ক্লী) সর্বশরীর ঢাকিয়া পরিধানের নিমিত্ত প্রায় ৪-১/২ হাত প্রস্থ এবং ৫-১/২ হাত দীর্ঘ বড় পরিধেয় বা একপট্টা বস্ত্র, একপট্টা উত্তরাসঙ্গ চীবর বা উত্তরীয় বস্ত্র। ⇒ **তিচীবর**।

একচ্চে (বিণ, বহুবচন) কতকগুলি, একত্রে, একসঙ্গে, অনেক, বিস্তর, কোনো, কোনো কোনো, কিছু কিছু। (একবচনে) **একচ্চ**। **অপি** শব্দে **একচ্চে** শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য। ⇒ **একচ্চ**।

একচ্ছরমত্ত [এক+অচ্ছর+মত্ত] অঙ্গুলের একটি তুরি সময়মাত্র, চক্ষুর একপলক সময়মাত্র, একক্ষণ সময়মাত্র। ⇒ **অচ্ছরা** (১ক)।

একচ্ছিদ্দ (ক্লী) একটিমাত্র ছিদ্র। (বিণ) যাহার একটিমাত্র ছিদ্র আছে। ⇒ **ছিদ্দ**।

একছিদ্দ = **একচ্ছিদ্দ**। ⇒ **একচ্ছিদ্দ**।

একজ্‌ঝং (ক্রি-বিণ) একত্র, একত্রে, একস্থানে, একবিষয়ে, একদিকে, সংযোগ স্থানে, মিলনস্থানে, একত্রে মিলিয়া, একসঙ্গে, একখণ্ডে, সংস্পর্শে আসিয়া, একই সময়ে, অবিরতভাবে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **একজ্‌ঝং করোতি**।

একতলিক (বিণ) একটিমাত্র তলাযুক্ত (জুতা)। = **একপটলিক**।

একতিংসতি (বিণ) ৩১, একত্রিশ।

একতো (অব্যয়, ক্রি-বিণ) একত্রে, একত্রে মিলিয়া, একসঙ্গে, একস্থানে, একখণ্ডে, সংস্পর্শে আসিয়া, একই সময়ে, অবিরতভাবে, এক পার্শ্বে, একদিকে। = **সদ্ধিং**। (জাতক) **একতো বসন্তো; একতো সন্নিপতন্তি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একতো করোতি**—একত্র করা, একত্রিত করা, সংগ্রহ করা; **একতো হুত্বা**—একত্রিত হইয়া সম্মিলিত হইয়া, সম্মত হইয়া, একমত হইয়া। (জাতক) **একতো অহেসুং**।

একতোচর (বিণ) একসঙ্গে বিচরণকারী, সহচর, সঙ্গী, একসঙ্গে গমনকারী। = **সদ্ধিংচর**।

একতো ধারা (স্ত্রী) একধার অস্ত্র, একদিকে ধারযুক্ত অস্ত্র। ⇒ **ধারা** (২)।

একতো বন্তিক ⇒ **বন্তিক**।

একত্ত (ক্লী) ১ একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, ঐক্য, একতা, মিল, মিলন, অভেদ, সাম্য, একভাবাপন্ন অবস্থা, মুক্তিবিশেষ, চুক্তি, অন্বয়, একমত। (বিপ) **পুথুত্ত**। ২ নির্জনতা, পার্থক্য, বিয়োগ, বিরহ, বিচ্ছেদ, একাকীবাস, নিঃসঙ্গতা, নির্জনস্থান। = **একীভাব**।

একত্তকায (বিণ) এক স্তরের বা অবস্থার একই প্রকার দেহধারী, এক জাতীয় শরীরধারী। (বিপ) **নানত্তকায**।

একত্ততা (স্ত্রী) ঐক্য, একতা, মিল, মিলন, অভেদ, সাম্য, মুক্তিবিশেষ, চুক্তি, অন্বয়, একমত, সংযোগ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবন্ধ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, সমাবেশ, সমাহরণ, এক কেন্দ্রে মিলন, ঘনীকরণ, একাগ্রতা, সংযুক্তি, সংযোজন, সংযোগ।

একত্তসঞ্ঞিন (বিণ) একটিমাত্র সংজ্ঞাযুক্ত, যাহার নিকট একটিমাত্র চেতনা উৎপন্ন হয় অথবা জাগ্রত থাকে, যে একটিমাত্র চেতনানুযায়ী কার্য করে। ইহারা সাধারণত অরূপ ব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্ব। (বিপ) **নানত্তসঞ্ঞিন**।

একথূণক (পুং) একটিমাত্র খুঁটি বা ঠেস। ⇒ **থূণা**।

একথূপ (বিণ) একস্তূপযুক্ত, একস্থানে রাশীকৃত, পুঞ্জীভূত, সংগৃহীত, মিশ্রিত, ঐক্যবদ্ধ, মিলিত। (ক্লী) একস্তূপ, একটিমাত্র স্তূপ। = **সূকরপোতকা বিয** (জাতক অর্থকথা)।

একদখু (ক্রি-বিণ) [এক+দ+অখু] একবার, একবারমাত্র, একদা, পূর্বে, সুনির্দিষ্টভাবে, নিশ্চিতরূপে, বিশেষত, বিশেষভাবে, বিশেষ উদ্দেশে। = **একংসেন**। (তুলনীয়) **অঞ্ঞদঞ্ঞদখু**।

একদা (ক্রি-বিণ) একদা, এক সময়ে, যুগপৎ, কোনো সময়ে, একবার, একেবারে, একবারমাত্র, পূর্বে, একই সময়ে, এক সময়, কোনো এক সময়ে।

একদিবসং—একদিন। ⇒ **এক** (৩)।

একদেস (পুং) এক অংশ, একদেশ, একখণ্ড, একাংশ, কোনো অংশ, একটি ভগ্নাংশ, একটি সত্য, এক অনুপাতিক ভাগ, একদিক, এক পক্ষ, একটি কার্য, একটি স্বার্থ, একটি বিভাগ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির একাংশ।

একদোণিকা (স্ত্রী) একদ্রোণী, নৌকার ন্যায় লম্বা ঢাকনাহীন পাত্রবিশেষ যাহাতে ঘোড়া-গরু প্রভৃতির পানীয় জল রাখা হয় অথবা শূকর সমূহকে আহার দেওয়া হয়।

একধূম—একটিমাত্র ধূমপিণ্ড। ⇒ **ধূম**।

একনবুতি (বিণ) ৯১, একানব্বই। (দীর্ঘনিকায়) **একনবুতো কপ্পো; একনবুতি কপ্পে**।

একনবুতো = **একনবুতি**। ⇒ **একনবুতি**।

একনাবা (স্ত্রী) ১ একখানা নৌকা। ২ = **একদোণিকা**। ⇒ **একদোণিকা**।

একনিকায = **একুত্তরিক**। ⇒ **একুত্তরিক, নিকায** (১)।

একন্ত (বিণ) (সংস্কৃত—একান্ত) ১ (সাহিত্যে) একান্ত, একপার্শ্বস্থ, এক প্রান্তের, শেষ প্রান্তে, সর্বশেষ প্রান্তের, অন্তিম, চরম, নিশ্চিত, অত্যন্ত, বিশ্বাসযোগ্য, নিঃসন্দেহ, নির্ভরযোগ্য, সর্বাগ্র, কঠোর, অব্যর্থ, সর্বোচ্চ, উচ্চতম। (ক্রি-বিণ) এক অন্তে, এক প্রান্তে, সর্বাগ্রে, একদিকে, একপার্শ্বে। (দীর্ঘনিকায়) **একন্ত লোমিন**। ২ (চরিত্রে) চরমরূপে, অন্তিমরূপে, অতিশয়, অত্যন্ত, খুব। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **একন্তকালক**। (মধ্যম নিকায়) **একন্তদুক্খ**। (সংযুক্ত নিকায়) **একন্তসুখ; একন্তগত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একন্ত দুস্সীল্য**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **একন্ত নিব্বিদ**। (সংযুক্ত নিকায়) **একন্ত পরিপুন্ন; একন্ত মনাপ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **একন্ত সুখিন**।

একন্তং (ক্রি-বিণ) একান্তরূপে, চরমরূপে, কঠোরভাবে, অন্তিমরূপে, নিশ্চয়ই, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দবিশেষ। = **একন্তেন**।

একন্তদুক্খ (বিণ) একান্ত দুঃখজনক, খুব যন্ত্রণাদায়ক, অতিশয় কষ্টজনক, অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ, খুব অপ্রীতিকর, অত্যন্ত বিরক্তিজনক। (ক্লী) চরম দুঃখ, অতিশয় যন্ত্রণা। ⇒ **দুক্খ** [৩খ(২)]।

একন্তরিক (বিণ) [এক+অন্তরিক] (দুইয়ের মধ্যে) একটি বাদ একটির, একান্তর, একটির অন্তর, একটির পর একটি-সম্বন্ধীয়, পর্যায়ক্রমিক। (ক্রি-বিণ) দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে বা স্থানে, দুই সারির মধ্যবর্তী অবকাশে।

একন্তরিকভাবেন (ক্রি-বিণ) পালাক্রমে, পর্যায়ক্রমে, একটির পর একটি করিয়া।

একন্ত লোমিন (বিণ) (আরাম কেদারার আবরণ অথবা বিস্তৃত বিছানা-সম্বন্ধে) সর্বাংশে বা সম্পূর্ণরূপে কেশ দ্বারা প্রস্তুত, একেবারে কেশযুক্ত অথবা পশম দ্বারা

তৈয়রি, একপার্শ্বে পশমের ঝালরযুক্ত, যে শয্যাবরণী বা বিছানার চাদর একপার্শ্বে পশম বা ঘন লোমের ঝালরযুক্ত। = **একতো দসংউণ্ণাময অত্থরণং কেচি একতো উগ্গত পুস্ফং'তি বদন্তি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (তুলনীয়) **উদ্ধলোমিন**। ⇒ **লোমিন**।

একন্তবড়্টিক (বিণ) খুব লাভজনক, অতিশয় উন্নতিশীল, খুব উন্নত। = **অপরিহানিয**।

একন্তসোকপরায়ন (বিণ) একান্ত বা খুব বেশি শোক বিলাপে রত। = **রোদনপরায়ন**। ⇒ **পরায়ন** [বিণ(১)]।

একন্তেন (ক্রি-বিণ) **একন্তং**। ⇒ **একন্তং**।

একপঞ্ঞাসা (বিণ, স্ত্রী) ৫১, একান্ন।

এক পটল = এক পলাসিক। ⇒ **এক পলাসিক**।

একপটলিক (বিণ) একতলাবিশিষ্ট (চটিজুতা), আভ্যন্তরীণ আবরণের জন্য একটিমাত্র চামড়া আছে এমন, এক সঞ্জাবে প্রস্তুত, একটিমাত্র তলাযুক্ত (জুতা)। = **একতলিক**। **একপটলিক উপাহনা**। ⇒ **পটলিক**।

একপট্ট (বিণ) এক ভাঁজ বস্ত্র। = **একচ্চিক**। (বিপ) **দুপট্ট**—দুই পট্টা বা দুই ভাঁজ।

একপদিক (বিণ) ছোট, সরু, একজন যাওয়া আসা করিতে পারে এমন। (যৌগিকে) **একপদিক মগ্গ**—মাঠের মধ্যস্থ পথ, গ্রাম্য পথ, পায়ে হাঁটিয়া চলার সরু পথ।

একপল—একপল, এক ক্যারাট বা এক রতি, স্বর্ণের বিশুদ্ধ ওজন, একপল ওজনের বা পরিমাপের পরিমিত। পল বা ক্যারাট শব্দ স্বর্ণ ওজন করিবার পরিমাপক বিশেষ, বাংলায় ইহাকে রতি বলা হয়, সংস্কৃতে বলা হয় পল, ইংরেজিতে ইহার পরিমাণ ৩-১/৫ গ্রেন। এক পল বা এক ক্যারাট বলিলে বুঝায় দুই রতির সমান। স্বর্ণের বিশুদ্ধ ওজন (বিশুদ্ধ স্বর্ণ = ২৪ ক্যারাট)। ⇒ **পল**।

একপলাসিক (বিণ) একটিমাত্র অভ্যন্তরীণ আবরণবিশিষ্ট (অর্থাৎ এক তলাবিশিষ্ট)। (বিনয়) **একপলাসিক উপাহনা**। = **এক পটল, এক পটলিক**। ⇒ **পলাসিক**।

একপস্সযিক (বিণ) [এক+অপস্সযিক] ⇒ **অপস্সযিক**।

একপস্সে ⇒ **এক** (১)।

একপহারেন = **একপ্পহারেন**। ⇒ **একপ্পহারেন**।

একপিটক (বিণ) একটিমাত্র পিটক জ্ঞাত, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের মধ্যে যাঁহার একটি পিটক কণ্ঠস্থ আছে। (ক্লী) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপটকের মধ্যে যে কোনো একটি পিটক গ্রন্থ।

একপিটকধর (বিণ, পুং) বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের মধ্যে যিনি যে কোনো একটি পিটক গ্রন্থের বিষয় মুখস্থ বলিতে পারেন। ⇒ **পিটকধর**।

একপুত্তিক (বিণ) একপুত্রক, যাহার একটিমাত্র পুত্র আছে।

একপুরিসিক (বিণ) একটিমাত্র পুরুষের, যাহার (বা যে স্ত্রীলোকের) একজনমাত্র পুরুষ আছে, একমাত্র পুরুষ আছে এমন, সত্যই একজন পুরুষের। (জাতক) **একপুরিসিক ইত্থি**।

একপুরিসিকা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের সহিত একজনমাত্র পুরুষের সংস্রব বা যৌন-সংসর্গ আছে, যে স্ত্রীলোকের একজনমাত্র পুরুষ বা স্বামী আছে। ⇒ **পুরিসিকা**।

একপোক্খর—একপ্রকার ঢোলবিশেষ, একপ্রকার রণঢক্কা বিশেষ।

একপ্পহারেন (ক্রি-বিণ) [এক+পহারেন] এক আঘাতে, এক প্রহারে, একটিমাত্র আঘাত বা প্রহার দ্বারা, হঠাৎ, যুগপৎ, তড়িৎরূপে, মুহূর্তে। ⇒ **পহার** (১)।

একবীজিন (বিণ) একবীজি, একটিমাত্র বীজ অধিক আছে এমন, পুনরায় জন্ম দিবার বা পুনর্জন্ম গ্রহণের যাহার একটিমাত্র বীজ অবশিষ্ট রহিয়াছে এমন।

একভত্তকিনী (বিণ, স্ত্রী) যে নারীর এক স্বামীর উপর বিশ্বাস আছে, যে স্ত্রীলোক এক স্বামীর উপর বিশ্বাস করিয়া থাকে, দ্বিচারিণী নহে এমন।

একভত্তিক (বিণ, পুং) একাহারী, যে ব্যক্তি দিনে একবারমাত্র আহার করে।

একমগ্গ (পুং) একমাত্র পথ, অদ্বিতীয় পথ। = **একপদিক**।

একমন্তং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) [একং+অন্তং] একপার্শ্বে, এক অন্তে, একদিকে, জনান্তিকে, গোপনে, স্বতন্ত্রভাবে। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **ভাবন-পুংসক-নিদ্দেসো, এক-ওকাসং একপস্সং'তি বুত্তং হোতি, ভুম্মত্থে বা উপযোগ বচনং**।

একমন্তে (অধিকরণকারক, ক্রি-বিণ) একপার্শ্বে।

একমেক (বিণ) [একং+এক] এক একজন করিয়া, একটির পর একটি করিয়া, একটি একটি করিয়া।

একরজ্জ (ক্লী) একমাত্র রাজ্য, এক রাজার শাসনাধীন রাজ্য। **পঠবিং (পঠব্যা) একরজ্জং**।

একরত্তিং (ক্রি-বিণ) এক রাত্রিতে, একরাত্রি। ⇒ **রত্তিং, রত্তি** (১)।

একরত্তিবাস (বিণ) একরাত্রি স্থায়ী, একরাত্রি মাত্র বাস করে এমন। ⇒ **বাস** [২গ(বিণ)]।

একরত্তেন (ক্রি-বিণ) এক রাত্রিতে, একরাত্রির মধ্যে। ⇒ **রত্ত** (২খ)।

একরাজা (পুং) একমাত্র রাজা, বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর বা অধিপতি। **সূরিযো একরাজা**।

একবগ্গ—এককের একটি বর্গ বা দল অথবা পরিচ্ছেদ। ⇒ **বগ্গ**।

একবাচিয (বিণ) এক কথার, একবার মাত্র মন্তব্যযুক্ত, একবার মাত্র মত প্রকাশ করা হইয়াছে এরূপ, একবার

মাত্র প্রতিবাদ বা আপত্তি করা হইয়াছে এরূপ।

একবারং (ক্রি-বিণ) একবার, একবারমাত্র, একদা, পূর্বে, একবারে, একইবারে।

একবারেন ▪ **একবারং**। ⇒ **একবারং**।

একবিধ (বিণ) একবিধ, একপ্রকার, একই, একই রকম, সদৃশ, তুল্য, সম, অমিশ্র, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম, না বেশি না কম এমন, একাকী, স্বতন্ত্র, অবিবাহিত, সরল, অকপট, একমাত্র, একটি, পৃথক।

একবিধা (ক্রি-বিণ) একাকীভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া, কেবলমাত্র, ঠিক ঠিকভাবে, বেশিও না কমও না এভাবে, সরলভাবে, অনাড়ম্বরভাবে।

একবিহার—একাকী বাসকরণ, একাবস্থান। ⇒ **বিহার** (১)।

একবিহারিন (বিণ) একাকী বাসকারী, একা অবস্থানকারী, একাচারী। (বিপ) **সদ্ধিবিহারিন**। ⇒ **বিহারিন**।

একবীসং (বিণ) ২১, একুশ।

একবীসতি (বিণ) ২১, একুশ।

একবীসতিম (বিণ) ২১শ, একবিংশতিতম।

একসট্‌ঠি (বিণ) ৬১, একষট্টি।

একসত (বিণ) ১০১, একশ এক। ⇒ **এক** (১)।

একসত্ততি (বিণ) ৭১, একাত্তর।

একসদিস (বিণ) এক সদৃশ, একই রকম, সম্পূর্ণরূপে একই, তুল্য, সম, অনন্য, অভিন্ন, একই, তাহাই, সদৃশ, সমতুল্য, অনুরূপ।

একসম (বিণ) একসমান, সমান।

একসাট (বিণ) এক পরিচ্ছদযুক্ত, একখানামাত্র বস্ত্র আছে এমন, একবস্ত্রধারী, যাহার মাত্র একখানা বস্ত্র আছে।

একসাটক (বিণ) = **একসাট**। ⇒ **একসাট**। **একসাটক ব্রাহ্মণ** (জাতক)।

একসীমায (ক্রি-বিণ) এক সীমায়, এক সীমার মধ্যে। ⇒ **সীমা**।

একসো (ক্রি-বিণ) এক একজন করিয়া, একটির পর একটি করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে, পৃথকরূপে। **অনেকসো** [অন+একসো] মিশ্রিতভাবে, একজনের পর একজন করিয়া নহে এমনভাবে, গড়ে, একসঙ্গে, পৃথক পৃথকভাবে নহে।

একস্মিং সময়ে—এক সময়ে। ⇒ **এক** (৩), **সময**।

একহলাহল ⇒ **কোলাহল**।

একাকিনী (বিণ, স্ত্রী) একাকিনী, একাকী, অসহায়া। = **একিকা**। ⇒ **একক, একাকী**।

একাকিয (বিণ) একাকী, নিঃসঙ্গ, নির্জন, গোপন, স্বতন্ত্র, পৃথক।

একাকী (বিণ) একাকী, নিঃসঙ্গ। = **একক**।

একাগারিক (পুং) চোর, দস্যু, ডাকাত। = **একমেব ঘরং পরিবারেত্বা বিলুম্পনং**।

একাদস (বিণ) ১১, এগার, একাদশ। (পুং) একাদশম।

একাদসম (পুং) একাদশ।

একানিক (বিণ) = **একাকিয**। ⇒ **একাকিয**।

একানিকেন (করণে, ক্রি-বিণ) নিজে নিজে।

একাযন (পুং) একমাত্র উপায়, একমাত্র পথ, সোজা পথ, সরলমার্গ, যাহা ঠিক একই স্থানে পৌঁছাইয়া দেয় বা নিয়া যায়। = **একাযন মগ্গ**।

একাযন মগ্গ (পুং) একমাত্র পথ, একমাত্র উপায়, সোজাপথ, সরলমার্গ, একমাত্র গন্তব্যস্থল, লক্ষ্যে পৌঁছার একটিমাত্র পথ, একটিমাত্র নির্দেশিত রাস্তা; লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার একমাত্র রাস্তা। = **একাযন**। ⇒ **অযন** (২)।

একারক্খ (বিণ) একমাত্র অভিভাবক আছে এমন, যাহার একমাত্র আশ্রয়দাতা আছে, যাহার একমাত্র অভিভাবক বা রক্ষাকারী আছে।

একারস (বিণ) ১১, এগার, একাদশ। = **একাদস**।

একালোপিক (পুং) = **একাগারিক**। ⇒ **একাগারিক**।

একাসন (ক্লী) একমাত্র উপবেশন স্থান, একাসন, অভিন্ন আসন, একাকী উপবেশনকরণ, নির্জনে বসিবার আসন, একাকী উপবেশন বা অবস্থান। (আহার-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়) **একাসনে ভোজনং একাসনং, তং সীলং অস্‌সা'তি একাসনিকো**। ⇒ **একাসনিক**।

একাসনিক (বিণ) একাসনিক, একাসনে উপবিষ্ট, যে ব্যক্তি আসন ত্যাগ করিয়া উঠে না, (আহার-সম্বন্ধে) যিনি বা যে ভিক্ষু একাসনে অর্থাৎ দৈনিক একবারমাত্র আসনে বসিয়া একবারমাত্র আহার পরিভোগ করেন এবং আসন হইতে উঠিয়া দ্বিতীয়বার আসনে বসিয়া আহার পরিভোগ করেন না। **একাসন** শব্দও দেখুন, যিনি বা যে ভিক্ষু দিনে একবার মাত্র আহারে বসেন।

একাসীতি (বিণ) ৮১, একাশি।

একাহ (ক্লী) একদিন, একদিবস। (যৌগিকে) **একাহ-দ্বীহং**।

একাহ-দ্বীহং—একদিন কিংবা দুইদিন, দুই একদিন।

একাহ-দ্বীহ'চ্চযেন—একদিন কিংবা দুইদিন থাকিয়া, দুই একদিন বাস বা অবস্থান করিয়া।

একাহ মত (বিণ) একই দিনে মৃত, একদিনে মরিয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **মত** (২)।

একাহা ভিক্‌খা—একদিনের খাদ্য। ⇒ **ভিক্‌খা**।

একাহিক (বিণ) একদিনের জন্য অবস্থান করে বা থাকে এমন।

একাহেন (করণে ক্রি-বিণ) একদিনের মধ্যে, একদিনে।

একিকা (বিণ, স্ত্রী) একাকিনী, অসহায়া, নিঃসঙ্গ (স্ত্রীলোক)। = **একাকিনী**।

একিভাব (পুং) নির্জনতা, একাকী অবস্থান, এককতা। = **একীভাব**। ⇒ **ভাব** (১)।

একীভাব (পুং) একীভাব, একত্ব, মিলিত হইয়া এক হওয়া, অদ্বিতীয়ত্ব, ঐক্য, একতা, মিল, একাকী বাস, নিঃসঙ্গতা, নির্জনস্থান, নির্জনতা।

একীভূত (বিণ) একীভূত, একে পরিণত, অনেকগুলির মিলনে একটি, মিলিত, সংযুক্ত, একত্রে সংগৃহীত, একত্রিত, সম্বন্ধযুক্ত।

একুত্তরিক—অঙ্গুত্তর বা অঙ্গুত্তরিক নিকায় গ্রন্থের অন্য একটি নাম বিশেষ। = **একনিকায**।

একুদ্দেস (ক্লী) একবার আবৃত্তি বা পুনরাবৃত্তি।

একূন (বিণ) একূন, একটি উন, একটি বাদ, একটি কম, একোন, এক কম, একটি দ্বারা উন। **একূনবীসতি**—এক কম কুড়ি অর্থাৎ উনিশ। ⇒ **উন**।

একূনচত্তারীসতি (বিণ) ৩৯, উনচল্লিশ।

একূনচত্তালীসতি (বিণ) ৩৯, উনচল্লিশ।

একূনচত্তালীসতি (বিণ) ৩৯, উনচল্লিশ।

একূনচত্তালীসা (বিণ) ৩৯, উনচল্লিশ।

একূন তিংসং (বিণ) ২৯, উনত্রিশ।

একূনতিংসতি (বিণ) ২৯, উনত্রিশ।

একূন নবুতি (বিণ) ৮৯, উননব্বই।

একূন পঞ্ঞাস (বিণ) ৪৯, উনপঞ্চাশ।

একূন পঞ্ঞাসা (বিণ) ৪৯, উনপঞ্চাশ।

একূনপঞ্চসতা (বিণ) ৪৯৯।

একূনবীসং (বিণ) ১৯, উনিশ।

একূনবীসতি (বিণ) ১৯, উনিশ। ⇒ **উন, বীসতি**। কারক নির্ণয়:—(নিত্য বহুবচন শব্দ) স্ত্রীলিঙ্গে:—কর্তৃ (বহুবচনে) **একূনবীসতি**। কর্ম (বহুবচনে) **একূনবীসতিং**। করণ (বহুবচনে) **একূন বীসতিযা**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **একূনবীসতিযা**। অপাদান (বহুবচনে) **একূনবীসতিযা**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **একূনবীসতিযা**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **একূনবীসতিযং**।

একূনসট্ঠি (বিণ) ৬৯, উনষাট।

একূন সত (বিণ) ৯৯, নিরানব্বই।

একূনসতং (বিণ) ৯৯, নিরানব্বই। কারক নির্ণয়:—(নিত্য বহুবচন শব্দ) ক্লীবলিঙ্গে:—কর্তৃ (বহুবচনে) **একূন সতং**। কর্ম (বহুবচনে) **একূন সতং**। করণ (বহুবচনে) **একূন সতেন**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **একূন সতস্স**। অপাদান (বহুবচনে) **একূন সতা, একূন সতম্হা, একূনসতস্মা**। সামিবচন বা সম্বন্ধ পদ (বহুবচনে) **একূন সতস্স**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **একূনসতে, একূনসতম্হি, একূনসতাস্মিং**।

একূনসত্ততি (বিণ) ৬৯, উনসত্তর।

একূনাসীতি (বিণ) ৭৯, উন আশি।

একে—কোনো কোনো, কিছু কিছু। **একচ্চে**। ⇒ **একচ্চ**।

একেক [এক+এক] পৃথক পৃথকভাবে, প্রত্যেকে নিজে নিজে, স্বতন্ত্রভাবে, প্রতিবারে একজন করিয়া। = **একমেক**।

একেন উপাযেন ⇒ **এক** (৩)। = **একেনুপাযেন**।

একেনুপাযেন [একেন+উপাযেন] একটি উপায় বা কৌশল দ্বারা। = **একেন উপাযেন**।

একোদি (বিণ) গাঢ়, ঘন, ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত, সন্নিবিষ্ট, একত্রিত, স্থির, মনোনিবেশিত, মনোনিবিষ্ট, মনোযোগী, সতর্ক, শিষ্টাচার, সম্পন্ন, সুদৃঢ়, স্থিরীকৃত। (যৌগিকে) **একোদি করোতি**—কেন্দ্রীভূত করা, একত্র করা, সন্নিকৃষ্ট করা, অল্পায়তন করা, জমাট করা, একই বিষয়ে সমস্ত মন অর্পণ করা (মধ্যম নিকায়)। **একোদি ভবতি**—স্থিরীকৃত হওয়া, অবধারিত হওয়া, অটল হওয়া, শান্ত হওয়া, মীমাংসিত হওয়া। ⇒ **উদি, উদেতি**।

একোদিভাব (পুং) একাগ্র অবস্থা, তদ্ভাব তদ্‌গত অবস্থা, চিত্তের স্থিরতাপ্রাপ্ত অবস্থা, নিঃসঙ্গতা, অবিবাহিত অবস্থা, একনিষ্ঠতা, একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য, সমাবেশ, সমাহরণ, এককেন্দ্রে মিলন, ঘনীকরণ, এক বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে মন স্থিরীকরণ। (বিশুদ্ধিমার্গে) **একো উদেতি**।

একোদিভূত (বিণ) ঘনীভূত, গাঢ়, কেন্দ্রীভূত। = **একোদি**।

একোদিহোতি (ক্রি) একাগ্র হয়, চিত্ত স্থির হয়, চিত্ত নিবিষ্ট হয়, সমাবেশ হয়। = **সণ্ঠিতিট্ঠতি**।

একোধম্ম—আচরণের একটিমাত্র মূলনীতি বা মূলতত্ত্ব। ⇒ **ধম্ম** (২ক)।

এজা (স্ত্রী) গতি, ভঙ্গি, চলচ্ছক্তি, অবস্থান পরিবর্তন, মানসিক উত্তেজনা, প্রস্তাব, মলত্যাগ, কোলাহল, হাঙ্গামা, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু, প্রতারণাপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, প্রলোভন, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি। ⇒ **আনেজ্জ, অনেজ**।

এজানুগ (বিণ) [এজা+অনুগ] কাম প্রবৃত্তিযুক্ত, কামযুক্ত, লোভী, লিপ্সাযুক্ত, আকাঙ্ক্ষার বশীভূত, যাহার কামনা আছে, বাসনাযুক্ত, আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছার অধীন, তৃষ্ণাযুক্ত, কামনাযুক্ত, আসক্ত, অনুরাগী, অভিভূত, মোহিত, আশ্চর্যান্বিত। = **অভিভূত**। (বিপ) **অনেজ**।

এজিন = **এজা**। ⇒ **এজা**।

এট্ঠ (বিণ) ⇒ **পরিযেট্ঠ, পরিযেট্ঠি**।

এট্ঠি (স্ত্রী) বলবতী ইচ্ছা, অভিলাষ, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, পরীক্ষা, অনুগমন, অনুসরণ, পাওয়ার চেষ্টা। (যৌগিকে) **গবেট্ঠি, পরিযেট্ঠি**।

এণি (স্ত্রী) হরিণ বিশেষ, কৃষ্ণসার মৃগ। ⇒ **মিগ** (২)। =

এনিমিগ।

এণিজঙ্ঘ (বিণ) হরিণের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত। ইহা অতিমানব বা মহামানবের একটি শারীরিক লক্ষণ।

এণিজঙ্ঘা (স্ত্রী) = **জঙ্ঘা**। ⇒ **জঙ্ঘা**।

এণিমিগ (পুং) এণিমৃগ, কৃষ্ণসার মৃগ, একজাতীয় মৃগবিশেষ। = **এণি**।

এণেয্য (পুং) = **এণিমিগ, এণি**। ⇒ **এণিমিগ, এণি**।

এণেয্যক (পুং) ১ = **এণেয্য**। ⇒ **এণেয্য**। ২ এক প্রকার পীড়ন বা যন্ত্রণা বা কষ্ট।

এত (সর্বনাম) তাহা, তা, সেই, উহা, ইহা, উপরিস্থিত বিষয় বা বস্তু, এ, এই। ⇒ **এতদ**। কারক নির্ণয়:—১ পুংলিঙ্গ:—কর্তৃ (একবচনে) **এসো;** (বহুবচনে) **এতে**। কর্ম (একবচনে) **এতং;** (বহুবচনে) **এতে**। করণ (একবচনে) **এতেন;** (বহুবচনে) **এতেহি, এতেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **এতস্স;** (বহুবচনে) **এতেসং, এতেসানং**। অপাদান (একবচনে) **এতস্মা, এতস্মা;** (বহুবচনে) **এতেহি, এতেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **এতস্স;** (বহুবচনে) **এতেসং, এতেসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **এতস্মিং, এতস্মিং;** (বহুবচনে) **এতেসু**। ২ স্ত্রীলিঙ্গ:—কর্তৃ (একবচনে) **এসা;** (বহুবচনে) **এতা, এতাযো**। কর্ম (একবচনে) **এতং;** (বহুবচনে) **এতা, এতাযো**। করণ (একবচনে) **এতায;** (বহুবচনে) **এতাহি, এতাভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **এতায, এতিস্সায এতিস্সা;** (বহুবচনে) **এতাসং, এতাসানং**। অপাদান (একবচনে) **এতায;** (বহুবচনে) **এতাহি, এতাভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **এতায, এতিস্সায, এতিস্সা;** (বহুবচনে) **এতাসং, এতাসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **এতাযং, এতিস্সং, এতস্সং;** (বহুবচনে) **এতাসু**। ৩ ক্লীবলিঙ্গ:—কর্তৃ (একবচনে) **এতং;** (বহুবচনে) **এতে, এতানি**। কর্ম (একবচনে) **এতং;** (বহুবচনে) **এতে, এতানি**। অবশিষ্ট কারকসমূহে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

এতং (ক্রি-বিণ) এই, এইরূপে।

এতং পটিচ্চ ⇒ **পটিচ্চ**।

এতং বত্তযং ⇒ **বত্তেতি**।

এতকো কাজো ⇒ **কাচ** (২)।

এতগোচর (বিণ) ইহাতে নির্ভরশীল। ⇒ **গোচর**[বিণ(২)]।

এতদ (সর্বনাম, বিণ) ইহা, উপরিস্থিত বিষয় বা বস্তু, এই, এ, এতৎ, এতদ, ইনি, সম্মুখস্থ। (ক্লী, একবচনে) **এতদ** (কবিতার ছন্দে), **এতং** (সাধারণ ব্যবহারে); (বহুবচনে) **এতানি**। (পুং, একবচনে) **এস, এসো;** (বহুবচনে) **এতে**। (স্ত্রী, একবচনে) **এসা;** (বহুবচনে) **এতা**। (সম্প্রদান এবং সম্বন্ধপদ, পুং, ক্লী, একবচনে) **এতস্স;** (স্ত্রী) **এতিস্সা**। (করণকারক, একবচনে) **এতেন**। (অধিকরণ, পুং, ক্লী, বহুবচনে) **এতেসু;** (স্ত্রী) **এতাসু**। অন্যান্য কারকে সমবিভক্তি সম্বন্ধ।

এতরহি (ক্রি-বিণ) এক্ষণে, বর্তমান সময়ে। (বিপ) **তদা**।

এাদিস (বিণ) এইরূপ, ঈদৃশ, এমন, অমুক, এই রকমের। = **এদিস যথা-বুত্ত-রূপ**।

এতি (ক্রি) [√ই+অ] ১ যাওয়া, (কোথায়ও) যাওয়া, পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া। ২ [অ+এতি] আসা, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন করা। (অ-বিণ) **ইত**। (ব-বিণ) **এন্ত, এন্তো;** (করণ কারকে) **সুরিযং অত্থং এন্তং**—অস্তগামী সূর্য (জাতক)। (পঞ্চমী, মধ্যমপুরুষ একবচনে) **এহি**—এসো, আস; (বহুবচনে) **এথ** (দীর্ঘনিকায়); **এথ ভিক্খবো**—হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এসো; ⇒ **এহি ভিক্খু**; (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **এতু** (দীর্ঘনিকায়)। (ভবিষ্যতে) **এস্সতি, এহিতি** (জাতক); (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **এহিসি**।

এত্ত (ক্রি-বিণ) তথায়, সেখানে, সেই স্থানে, সে সম্বন্ধে, এখানে, এ জীবনে, বর্তমান অবস্থায়, ইহলোকে।

এত্তক (বিণ, পুং) [এত্ত+ক] তাবৎ পরিমাণে, এই পর্যন্ত, এতটুকু, এত, এই সমস্ত, এই পরিমাণে, ঠিক এই পরিমাণে। বাক্য প্রসঙ্গে দুই প্রকারে অর্থ হয়, যথা—১ এইরূপ মাত্র, এই মাত্র, কেবল এই পরিমাণে, ঠিক এরূপ, এতটুকু, এরূপ অল্পসংখ্যক, অল্প, সামান্য; (বহুবচনে) তাদৃশ কয়েকটি, ঠিক সেরূপ কয়েকটি। (বিপ) **অপরিমাণ**। **এত্তকেন ন তুস্সতি**—এতটুকুতে সন্তুষ্ট হয় না। (মিলিন্দ পঞ্হো) **অলং এত্তকেন**—এতেই যথেষ্ট, ইহাতেই যথেষ্ট, ইহাই যথেষ্ট। (বহুবচনে) **এত্তকা এত্তকং কালং**—এই সময়ে, এতক্ষণ, এই অল্প সময়। ২ তাবৎ পরিমাণে, ঠিক এতটুকু (কম নহে), অতি অল্পে; (বহুবচনে) এত অধিক, অত্যন্ত অধিক, এত এত অধিক, এরূপ বিস্তর। (বহুবচনে) **এত্তকা**। (ক্লী) **এত্তকং; এত্তকং ধনং**—এরূপ বিস্তর ধন, এরূপ মহাধন। (স্ত্রী) **এত্তিকা। এত্তকং কালং**—কিছুকালের জন্য, এরূপ অধিক সময়ের জন্য।

এত্তকং (বিণ, ক্লী) এই পর্যন্ত, এই সময় পর্যন্ত। = **এত্তক**।

এত্তকং কালং ⇒ **কালং**।

এত্তকং ঠানং (ক্রি-বিণ) এমন কি সামান্য, অল্পমাত্র, এই সামান্য পরিমাণ। ⇒ **ঠান** (৪)।

এত্তকা (বহুবচনে) ⇒ **এত্তক** (১,২)।

এত্ততো (ক্রি-বিণ) এখান হইতে, এই স্থান হইতে, সেইজন্য, সেই কারণে, অতএব।

এত্তাবতা (ক্রি-বিণ) ততদূর পর্যন্ত, এই মতে, এইরূপে, এতদ্বূ, এই সমস্ত, এত, এতাবৎ, এই পর্যন্ত, এতটুকু পরিমাণে। (তুলনীয়) **কিত্তাবতা, কিত্তক**। = **তাবতা**। ⇒ **এত্তক**।

এত্তিকা (বিণ, স্ত্রী) = **এত্তক**। ⇒ **এত্তক**।

এত্তো (ক্রি-বিণ) এই হইতে, এখান হইতে, এই জন্ম হইতে, এখানে, ইহজন্মে, ইহা হইতে, ইহজন্মের পর, এই স্থানের বাহিরে, তথা হইতে, সেখান থেকে, সেই সময় হইতে, তদবধি, সেইজন্য, তৎপরে, অতএব, সুতরাং, এই স্থান হইতে, এই সময় হইতে, এই কারণ হইতে। (অপাদান কারকে) **এদত। ইতো বা এত্তো বা**—ইতস্তত, যেখানে সেখানে। ⇒ **ইতো**।

এত্থ (ক্রি-বিণ) এখানে, এই জীবনে, বর্তমান অবস্থায়, ইহলোকে, এই সংসারে, এই স্থানে, এক্ষণ, এখন, এই বিষয়ে, এই সম্বন্ধে, এইদিকে, এতহি, এই।

এত্থবাস (বিণ) এইখানে অবস্থানকারী, এখানে থাকে বা অবস্থান করে এমন। ⇒ **বাস** [২গ(বিণ)]।

এদিস (বিণ) ঈদৃশ, এইরূপ, এরূপ, এতাদৃশ, এমন, অমুক।

এদিসক = **এদিস**। ⇒ **এদিস**।

এধ (পুং) জ্বালানি কাষ্ঠ, ইন্ধন। **অনেধ** (বিণ) ইন্ধনহীন।

এধতি (ক্রি) [√এধ+অ] পাওয়া, লাভ করা, উপার্জন করা, অব্যাহতি পাওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, সুখী করা বা হওয়া, উন্নতি করা, বর্ধিত হওয়া, সমৃদ্ধিশালী হওয়া, বৃহত্তর হওয়া, বৃদ্ধি করা, প্রসারিত করা। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখং এধতি**। (বিনয়) **সুখেধিত**। (অতীত) **এধি**।

এন—এই শব্দটি কেবল কর্মকারকে ব্যবহৃত হয়। **এনং (তং এনং)**—তাহাকে, এইটিকে, সেইটিকে, একই বস্তুকে। = **নং**। **এত, ন** (৩) শব্দে নং শব্দ দ্রষ্টব্য।

এন্ত (বিণ) আসে এমন। ⇒ **এতি**।

এমি (উত্তমপুরুষ একবচনে ক্রিয়া) আসি, আসিতেছি, আসিয়াছি।

এরক (বিণ) তাড়াইয়া লইয়া যায় এমন, চালিত করে এমন, বিতাড়িত করে এমন, চলনশীল, পরিবর্তনশীল, মর্মস্পর্শী, করুণা সঞ্চারক। (জাতক) **এরক বাত**। (মধ্যম নিকায়) **এরক বত্তিক**—কোনো এক প্রকার যন্ত্রণা, একপ্রকার যন্ত্রণা বা কষ্ট। (ক্লী) এক জাতীয় ঘাস যদ্দ্বারা বিছানার চাদর তৈরি হয় (আনারস পাতা যাহা হইতে সুতা প্রস্তুত হয়?)।

এরক দুস্‌স (ক্লী) এরক ঘাস বা সুতায় প্রস্তুত পোশাক-পরিচ্ছদ।

এরক বত্তিক ⇒ **এরক**।

এরণ্ড (পুং) এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ যাহা হইতে ক্যাস্টর অয়েল প্রস্তুত হয়, ভেন্না গাছ।

এরণ্ডরুক্‌খদেবতা—এরণ্ডবৃক্ষে অবস্থানকারী দেবতা। ⇒ **রুক্‌খদেবতা**।

এরাবণ (পুং) ঐরাবত হস্তী, স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের বাহক হস্তী, ইন্দ্রের হস্তী। ⇒ **যান** (২)।

এরাবত (পুং) চীনদেশীয় কমলালেবু।

এরাবন = **এরাবণ**। ⇒ **এরাবণ**।

এরিত (বিণ) বিতাড়িত, কম্পিত, চঞ্চল, অস্থির। (বিশুদ্ধিমার্গ) **এরিত সমেরিত। বাতেরিত** (বিণ) বাতাসের দ্বারা তাড়িত বা আলোড়িত। (তুলনীয়) **ঈরিত**। ⇒ **এরেতি**।

এরেতি (ক্রি) [√ঈর+এ] ১ নাড়া দেওয়া, নাড়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা বা হওয়া, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, গতিশীল করা, স্থানান্তর করা, স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, বহিয়া নেওয়া, চালানো, স্বর তোলা, উচ্চশব্দ করা। (জাতক) **নাবং এরেতি**—নৌকা চালাইয়া নেওয়া। (পঞ্চমী) **এরয** (সূত্রনিপাত), **এরযে** (থেরগাথা)। (অ-বিণ) **এরিত**। ২ চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা। = **ফালেতি, ফাটেতি, পাটেতি** (২), **পাতেতি** (৪)।

এল (ক্লী) ১ লবণ (?)। ২ জল। = **উদক, অম্বু, জল**। (সূত্রনিপাত) **এলম্বিযা; এলং বুচ্চতি উদকং**।

এলগলন (বিণ) জলক্ষরিত, লবণাক্ত বা দূষিত জল গলিত হয় বা চুয়াইয়া পড়ে এরূপ। **এলগলন বিরহিত**—জল ক্ষরিত হয় না এমন।

এলন = **এরণ্ড** (? মধ্যম নিকায়)। ⇒ **এরণ্ড**।

এলপতি (স্ত্রী) জলধর, মেঘ। ⇒ **নেড়পতী**।

এলপাত—বৃষ্টিপাত। ⇒ **নেড়পতী**।

এলমুখ (বিণ) মুখ হইতে সর্বদা লালা বা থুথু অথবা দূষিত জল নিঃসৃত হয় এমন।

এলম্বরক—দ্রাক্ষালতা, আঙ্গুরের গাছ বা ফল।

এলম্বিযা (লবণ) জলে জন্ম (সূত্রনিপাত)। = **এলম্বুজ**। = **এল-সঞ্জঞ্জক অম্বুম্হি জাত**। ⇒ **এল**।

এলা (স্ত্রী) ১ এলাচ বা এলাচি লতা ও ফল। ২ লালা, থুথু, নিষ্ঠীবন।

এলালুক (ক্লী) একপ্রকার শসা গাছ বা ফল।

এল্লকমন্তরং [এল্লকং+অন্তরং] বৃষ্টির জলের উদ্দেশ্যে।

এল্‌ (ক্লী) (সংস্কৃত—এনস) লালা, নিষ্ঠীবন, থুথু। = **এলা, এল**। (বিণ) বধির, কালা, কানে শোনে না এমন। (যৌগিকে) **এলমূগ**। ⇒ **এলমূগ**।

এল্‌ক (পুং) ১ ঘরের গোবরাট, চৌকাঠের তলার কাঠ, প্রবেশপথ, দ্বার, প্রারম্ভ। (বিনয়) এল্‌ক পাদক-পিঠ ছাগলের পায়ের ন্যায় খুঁটিযুক্ত আসন। ২ ভেড়া, ছাগল, বন্য ছাগল। = **উরব্‌ভ**।

এল্‌কচম্ম (ক্লী) ছাগলের চামড়া। = **অজচম্ম**। ⇒ **চম্ম**।

এল্‌কা (স্ত্রী) ছাগলী, স্ত্রীজাতীয় ভেড়া।

এলগল (বিণ) (মুখে) লালা বা থুথু ক্ষরিত হয় এমন। ⇒ **অনেল**।

এলগলা (স্ত্রী) (তুলনীয় সংস্কৃত—এডগজ) দদ্রু গাছ, দাদ পাতার গাছ। = **কম্বোজী** (জাতক অর্থকথা)।

এলগলাগুম্ব—দদ্রুগাছের ঝোপ, দাদপাতার গাছের জঙ্গল। ⇒ **গুম্ব**। = **কম্বোজিগুম্ব**।

এলগ্‌গ—এই শব্দটি যৌগিকে পেতবত্থু অর্থকথায় "**কামামিসেলগ্‌গ**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়। ⇒ **কামামিসেলগ্‌গ**।

এলমূগ (বিণ) বধির এবং বোবা (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (কিন্তু সর্পের লালা বা থুথু অথবা ফেনা-সম্বন্ধে জাতকের বর্ণনায়) **এড় পগঘরন্তেন মুখেন এলমূগং** অর্থাৎ থুথু (ফেনা?) মুখ হইতে নিঃসৃত হয় বলিয়া "**এলমূগ**" বলা হয়। = **এলমুখ**। (তুলনীয়) **অনেলমুখ, নেল**।

এলবাচা (স্ত্রী) অশুদ্ধ বা অপরিষ্কার কণ্ঠস্বর, অস্পষ্ট কথা, অপরিস্ফুট বাক্য বা স্বর, বোবার মতো শব্দ। (বিণ) অপরিষ্কার বা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরযুক্ত, অপরিস্ফুট স্বরে কথা বলে এমন, বোবার ন্যায় কথা বলে এমন।

এলা (স্ত্রী) = **এলা**। ⇒ **এলা**।

এলালুক (ক্লী) শসা। = **এল্লকমন্তরং**।

এলালুক = **কক্কারিক**। ⇒ **কক্কারিক**।

এলিকা = **এলকা**। ⇒ **এলকা**।

এলিকী = **এলিকা**। ⇒ **এলিকা**।

এব (ক্রি-বিণ) (জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অংশবিশেষ) সত্যবটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, যেমন, এরূপ, এমন কি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, বাস্তবিকই, ঠিকরূপে, প্রায়, ঠিক, মাত্র, ততখানি, ততটুকু, অতীব, এইরূপে, সেইরূপে, এইভাবে। (যৌগিকে) ১ (জাতক) **অজ্জেব**—আজ দিনই; **তথেব**—তদ্রূপ, অপিচ, অধিকন্তু; **অহংএব**—এইরূপে আমি, আমি ঠিকভাবে। **একং এব**—একটিমাত্র। **অত্তনো এব**—সে নিজেই। ২ (সন্ধিক্ষেত্রে) **য**+এব = **যেব**। ৩ ং+এব = **ঞেব**। তং+এব = **তঞ্ঞেব**; তস্মিং+এব = **তস্মিঞ্ঞেব**; অহল+এব = **অহঞ্ঞেব**। ৪ দীর্ঘস্বরের পর "**এব**" শব্দ সংক্ষেপে প্রায় "**ব**" শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

এবং (ক্রি-বিণ) ১ (এই শব্দটি প্রায়শ সম্মতি ও সায় প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন) হাঁ, এবং, এই প্রকার, এতাদৃশ, ততখানি, ততটুকু, অতীব, এইরূপে, সেইরূপে, এইভাবে, এইমতে, এইপ্রকারে, এই পর্যন্ত, এই উপায়ে। বিশুদ্ধিমার্গে "**এবং**" অর্থে "**নিদ্দিট্‌ঠ নয নিদস্‌সন**"। (দীর্ঘনিকায়) **এবং সন্তে**—এইরূপ হইলে, এই বিষয়ে (**অত্থি** শব্দ দ্রষ্টব্য)। (বিনয়) **এবং ভন্তে**—হাঁ প্রভু!, হাঁ ভন্তে!, হাঁ ভদন্ত! (পেতবত্থু অর্থকথা)। **এবং এতং**—ঠিক এমন, ঠিক এইভাবে। ⇒ **সম্পহংসন**। ২ (মধ্যম নিকায়) **এবং মে সুতং**—আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত হইয়াছে অর্থাৎ আমি এইরূপ শুনিয়াছি। (জোর বুঝাইলে, যৌগিকে) **এবমেব খো**—ঠিক এই একইভাবে (চূড়ান্ত সমাপ্তিতে)। (প্রাচীন পালি ভাষায়) **এবং ব্যা খো** = **এবমিব খো** (বিনয়, দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

এবং এবং—ঠিক এইরূপ, ঠিক সেইরূপ। (দীর্ঘনিকায়) **এবং খো**। (সূত্রনিপাত) **এবম্পি**। (দীর্ঘনিকায়) **এবং সু**।

এবং এতং ⇒ **এবং** (১)।

এবং এবং ⇒ **এবং** (২)।

এবং এব ⇒ **এব**।

এবং খো = **এবঞ্ঞো**। ⇒ **এবঞ্ঞো**।

এবং দিট্‌ঠিন (বিণ) এইরূপ বা সেইরূপ দৃষ্টি বা ধারণা আছে এমন, এইরূপ বা সেইরূপ মতাবলম্বী।

এবং নাম (বিণ) এইরূপ অথবা সেইরূপ নামধারী, এইরূপ নামের, সেইরূপ নামের, এই নাম, ইহাই নাম, ঈদৃশ নাম বা নামের, এইরূপ বা সেইরূপ নাম আছে এমন।

এবং নু খো—এরূপ হইলে কি?, তাহা হইলে কি?, তাহা হইলে ইহা কি?। = **কিং নু খো?, ন নু খো?, কথং নু খো?**। ⇒ **কিং**।

এবং ব্যা খো = **এবমিব খো**। ⇒ **এবমিব খো**।

এবংভন্তে ⇒ **এবং** (১)।

এবং মে সুতং ⇒ **এবং** (২)।

এবংবিধ (বিণ) এইরূপ, সেইরূপ, এবম্বিধ, এমনিতর, তেমনিতর, এতাদৃশ, তাদৃশ, ঈদৃশ, এবংবিধ, এইপ্রকার, সেই প্রকার।

এবংবিহারিন (বিণ) এইরূপ অবস্থায়, অবস্থানকারী। ⇒ **বিহারিন**।

এবংসন্তে ⇒ **এবং** (১)।

এবং সু (ক্রি-বিণ) এইরূপ হইলে, সেইরূপ হইলে, তাহা হইলে।

এবঞ্ঞো (ক্রি-বিণ) [এবং+খো] এইরূপে, ঠিক এইরূপে।

এবঞ্ঞহি (ক্রি-বিণ) [এবং+হি] ঠিক এইরূপই, ঠিক সেইরূপই, তাহাই।

এব নাম (ক্রি-বিণ) সত্যত, সত্যই, এইরূপই, এবম্বিধ, তাহাই, সেইরূপই।

এবমাহ (অতীত ক্রিয়া) [এবং+আহ] এইরূপ বলিল, সেইরূপ বলিল, তাহাই বলিল।

এবমিব খো (ক্রি-বিণ) [এবং+ইব+খো] = **এবমেব খো**। ⇒ **এবমেব খো**।

এবমেব খো ⇒ **এবং** (২)।

এবম্পি (ক্রি-বিণ) [এবং+পি] এইরূপও, সেইরূপও, ইহাও, এইরূপ হইলেও, ইহাতেও।

এবরূপ (বিণ) ১ এইরূপ, এই অবস্থার অন্তর্গত, এমন, অমুক, সেইরূপ, তদ্রূপ। ⇒ **রূপ** (৩)। ২ এই রকমের, এইরূপ আকারের বা গঠনের, তাদৃশ আকৃতির, এইরূপ সুন্দর তেমন সুন্দর, এইরূপ বা সেইরূপ গুণযুক্ত।

এস (সর্বনাম) এই ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি। ⇒ **এতদ**। (বিণ) = **এসিন**। ⇒ **এসিন**।

এসতি (ক্রি) [√এস+অ] অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা, অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। (অতীত) **এসি**। (অ-বিণ) **এসিত**। (ব-বিণ) **এসানো, এসন্ত, এসমান**। (ভ-বিণ) **এসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **এসিত্বা**।

এসনা (স্ত্রী) এষণা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অনুসন্ধান, স্পৃহা, অন্বেষণ। ⇒ **অনেসনা, ইসি, পরিযেসনা, কামেসনা**।

এসনী (স্ত্রী) অস্ত্রচিকিৎসকের ক্ষত পরীক্ষার অস্ত্র।

এসন্ত (বিণ) সন্ধান করে এমন, অন্বেষণ করে এরূপ। ⇒ **এসতি**।

এসভ = উসভ। ⇒ **উসভ**। (যৌগিকে) **রথেসভ**।

এসমান (বিণ) = **এসন্ত**। ⇒ **এসন্ত, আসযতি, এসতি**।

এসমাহ [এসং+আহ] তিনি ইহাই অথবা উহাই বলিলেন।

এসিক (ক্লী) স্তম্ভ, থাম, অবলম্বন, খুঁটি, কাষ্ঠদণ্ড। (যৌগিকে) **এসিককট্ঠাযিন**।

এসিকট্ঠাযিন (বিণ) থাম সদৃশ দৃঢ়বদ্ধ, খুঁটির ন্যায় স্থির। ⇒ **এসিক**।

এসিকা (স্ত্রী) ১ = **এসিক**। ⇒ **এসিক**। ২ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, এষণা। ⇒ **অব্বূঢ়**।

এসিকাথম্ভ—নগরদ্বারের দৃঢ় স্তম্ভ বা ভিত্তিস্তম্ভ।

এসিত (বিণ) চেষ্টিত, চেষ্টাকৃত, অন্বেষিত, সন্ধানকৃত। ⇒ **এসতি**।

এসিতব্ব (বিণ) অনুসন্ধানের যোগ্য, সন্ধান করা উচিত, চেষ্টা করা কর্তব্য, অন্বেষণ করা দরকার। ⇒ **এসতি**।

এসিন (বিণ, পুং) সন্ধানী, সন্ধানকারী, অন্বেষণকারী, ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। (সংযুক্তনিকায়) **সম্ভবেসিন**। (জাতকে) **ফলেসিন; দুক্খমেসিন**। (পেতবত্থু) **ঘরমেসিন**।

এসিনী (বিণ, স্ত্রী) সন্ধানকারিণী।

এসী (বিণ) সন্ধানকারী, সন্ধানকারিণী।

এস্সতি (ভবিষ্যত ক্রিয়া) ⇒ **এতি**।

এহি (ক্রি) এসো, আস, এখানে এসো, নিকটে এসো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **এহিতাব**। ⇒ **এতি**।

এহিতি (ভবিষ্যত ক্রিয়া) ⇒ **এতি**।

এহিতাব—এখনই এসো, অবিলম্বে এসো। ⇒ **তাব** (৩), **এহি**।

এহিপস্সিক (বিণ) [এহি+পস্স+ইক] "আসিয়া দেখ" বলিয়া আহ্বান করিবার যোগ্য, এসো এবং এসে দেখার (পালন, রক্ষণ ও অনুসরণ করিবার) উপযুক্ত, আসিয়া বা প্রবেশ করিয়া দর্শনকারী, সাধনা বা গবেষণা করিয়া দর্শনকারী, আসিয়া দেখার উপযুক্ত বলিয়া দর্শনীয়, ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে "এসো" এবং দর্শনীয় বলিয়া "দেখ" এরূপ সকলের জন্য উন্মুক্ত বা খোলা। (বিশুদ্ধি মার্গে) **"এহি, পস্স ইমং ধম্মং'তি" এবং পবত্তং এহি-পস্সবিধং অরহতী'তি**। ⇒ **পস্সিক**।

এহিভদন্তিক—যিনি আহ্বান বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন সেই ব্যক্তি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

এহি ভিক্খু (ভিক্ষু ধর্মে প্রবেশ করিবার প্রাচীন তথা ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত পূতমন্ত্র প্রণালী বা নীতি) এসো ভিক্ষু!, ভিক্ষু! এসো অর্থাৎ "ওহে, তুমি ভিক্ষুধর্মে উপসম্পদা লাভ করো বা ভিক্ষুধর্মে প্রবেশ করো"। (বহুবচনে) **এথ ভিক্খবো**। (ধর্মপদ অর্থকথা)। (সুত্তনিপাত অর্থকথা) **এহি ভিক্খু-পব্বজ্জা**—ভিক্ষুধর্মে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা। (জাতক) **এহি ভিক্খুভাব**—উপসম্পদা, ভিক্ষু অবস্থায় প্রবেশ, সঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, সঙ্ঘে প্রবেশ।

এহিভিক্খু-পব্বজ্জা ⇒ **এহিভিক্খু**।

এহি ভিক্খুভাব ⇒ **এহিভিক্খু**।

এহি রে ⇒ **রে**।

এহি সাগতবাদিন (বিণ, পুং) = **এহি স্বাগতবাদিন**। ⇒ **এহি স্বাগতবাদিন**।

এহি স্বাগতবাদিন (বিণ, পুং) অনুগ্রহ বা সৌজন্য প্রদর্শিত ব্যক্তি, ভদ্রতা বা সম্মান প্রদর্শিত ব্যক্তি, (সাহিত্যে) যে ব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধভাবে বা অভ্যাসগতভাবে বলে "আসুন, আপনাকে স্বাগত জানাইতেছি"।

ও

ও—বর্ণমালায় স্বরবর্ণের অষ্টম অক্ষর বা অষ্টম বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ওষ্ঠ-কণ্ঠজ বর্ণ বলে।

ওক (ক্লী) জল, বাসস্থান, বসতি, বিশ্রামস্থান, আশ্রয়স্থান। **অনোক**—অভিরুচি, আসক্তি; **ওকম পহায** (সূত্রনিপাত); এখানে "**ওক**" শব্দের বর্ণনায় "**রূপ-বখ 'আদি বিঞ্ঞাণস্‌স' ওকাসো**"। (ধর্মপদ) **ওকা অনোকং আগম্ম; ওকমোকত উব্‌ভতো** অর্থাৎ **ওক-ম-ওকতো**—এই বাড়ি এবং সেই বাড়ি হইতে, এই বাসস্থান এবং সেই বাসস্থান হইতে, সর্ববাসস্থান হইতে [এইরূপে এখানে "**ওকতো**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধঘোষ ইহাকে "**ওকস্য ওকতো**" শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রথম "**ওক**" শব্দের অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন "**উদক**" অর্থাৎ জল, যেমন বুদ্ধঘোষের লিখিত বিনয় বর্ণনায় দৃষ্ট হয় "**ওকপুঞ্ঞেহি চীবরেহী'তি' এখ উদং**"; আবার বুদ্ধঘোষের লিখিত বিনয়ের পাদটীকায় উল্লেখ দেখা যায় উহা "**ওঘ পুঞ্ঞেহী'তি পি পাঠো**"]। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ওকং ওকং পহায অনিকেত-সারী'তি এখ আলযো, ইধ** (অর্থাৎ ধর্মপদে) **উদ্ধযম্পি লব্‌ভতি ওকমোকতো উদক-সঙ্খাতা আলযা'তি অত্থো** (অর্থাৎ বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় এখানে "জলস্থ আবাস বা বাসস্থান হইতে")। (ধর্মপদ) **ওকমোকং জহন্তি**—তাহাদের যেই বাসস্থান বা আশ্রয়স্থান আছে তাহা তাহারা ত্যাগ করিতেছে (এখানে "**আলয**" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে)।

ওকচর (পুং) ১ গৃহে বাসকরণ, আশ্রয়ে অবস্থানকরণ। এই শব্দটি গৃহপালিত পশুদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মধ্যম নিকায়ে "**ওক**" শব্দের অর্থে "জল" গ্রহণ করায় গোলযোগের কারণ হইয়াছে। কিন্তু জাতক অর্থকথায় "**ওক**" শব্দের অর্থে "বন্য পশু ধরিয়া গৃহে পালন করা" সম্বন্ধে বুঝাইয়াছে। মধ্যম নিকায়ের বর্ণনায়:—**ওদহেয্য ওকচরং ঠপেয্য ওকচারিকং**—যে পুরুষ প্রলোভনের ফাঁদ বসাইয়া প্রলুব্ধ করিবার জন্য স্ত্রীলোক রাখে; (বিপ) **উহনেয্য ওকচর নাসেয্য ওকচারিকং**—পুরুষলোক সরাইয়া ফেলিয়া স্ত্রীলোককে বধ করে। (বিণ) জলচর, জলে বাসকারী, জলে অবস্থানকারী। = **জলচর**। ⇒ **চর**।

ওকজহ (পুং) গৃহত্যাগ, সংসার ত্যাগ, বিরাগ, অনাসক্তি। = **আলযং জহ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **ওঘং জহ**। (বিণ) (অর্হৎ সম্বন্ধে) গৃহপরিত্যক্ত, সংসারত্যাগী।

ওকচ্চ (ক্রি-বি) ⇒ **ওকত্তুতি**।

ওকঞ্জহ = **ওকজহ**। ⇒ **ওকজহ**।

ওকড্‌ঢতি (ক্রি) [ও+কড্‌ঢতি] মাটির উপর দিয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া লওয়া বা লইয়া যাওয়া, টানিয়া লইয়া যাওয়া, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, নড়ানো, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। ⇒ **অবকড্‌ঢতি**।

ওকত্তুতি (ক্রি) [ও+কত্তুতি] কাটিয়া ফেলা, কাটিয়া বাহির করা, কাটিয়া সরাইয়া ফেলা, খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করা, ক্ষোদিত করা, গঠন করা। = **অবকত্তুতি**। (তুলনীয়) **অপকত্তুতি**। (অ-বিণ) **অবকত্তু, অবকত্তিত**। (ক্রি-বি) **ওকত্তিত্বা, ওকচ্চ** (জাতক), **উক্কচ্চ** (বর্মাজাতক), **ওক্কত্তিত্বা** (জাতক অর্থকথা); **মিগং ওকত্তিত্বা**—মৃগকে খণ্ড খণ্ডভাবে কাটিয়া।

ওকপ্পতি (ক্রি) [ও+কপ্পতি] ভূমিকা করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, প্রস্তুত করা, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, মীমাংসা করা, বিশ্বাস করা, বিশ্বাসযোগ্য করা। = **সদ্দহতি**।

ওকপ্পনা (স্ত্রী) [ও+কপ্পনা] সিদ্ধান্ত, মনের স্থিরতা, বিশ্বাস, বিশ্বাসকরণ, সাহসিকতা, গুপ্ত কথা।

ওকপ্পনিয (বিণ) বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস্য, বিশ্বাসনীয়।

ওকপ্পেতি (ক্রি) [ও+কপ্পেতি] সিদ্ধান্ত করা, মনস্থির করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস করা। (মিলিন্দ পঞ্‌হো) **ওকপ্পেস্‌সতি**।

ওকমপহায—বাসস্থান ত্যাগ করিয়া। = **ওকজহ** (পুং), **ওকমোকং জহন্তি**। ⇒ **ওক**।

ওকমোকতো [ওক+ম+ওকতো] এই বাড়ি এবং সেই বাড়ি হইতে, (বুদ্ধঘোষের মতে) জলস্থ আবাস বা বাসস্থান হইতে। ⇒ **ওক**।

ওকম্পেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, সঞ্চালন করা, আন্দোলিত করা। (বি-ভা) **সীসং ওকম্পেতি**—মাথা নাড়া বা দোলানো।

ওকস্য ওকতো = **ওকমোকতো**। ⇒ **ওকমোকতো, ওক**।

ওকস্‌স = **ওক্কস্‌স**। ⇒ **ওক্কস্‌স**।

ওকস্‌সতি (ক্রি) [ও+কস্‌সতি] টানিয়া নামানো, টানিয়া লইয়া যাওয়া, সরাইয়া ফেলা, নানাদিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, নড়ানো, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। ⇒ **অপকস্‌সতি, অবকড্‌ঢতি**। (ক্রি-বি) **ওকস্‌স**, (সাহিত্যে) **ওক্কস্‌স**। (সম্প্রদানে) **ওকস্‌সেতি**।

ওকস্‌স পসয্‌হ—জোরে সরাইয়া, বলপূর্বক কর্মচ্যুত করিয়া। ⇒ **ওকস্‌সতি**।

ওকস্‌সেতি (ক্রি) টানিয়া বাহির করা। (থেরগাথা) **বত্তিং ওকস্‌সেতি = দীপবত্তিং আকড়্‌ঢেতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **ওকস্‌সতি**।

ওকা (স্ত্রী) অবকাশ, মুক্তি। ⇒ **ওকাস, ওক**।

ওকানোক (বিণ) [ওক+অনোক] গৃহহীন, অনাগরিক, আরামহীন, স্বাচ্ছন্দ্যহীন, গৃহহারা, সংসারত্যাগী, অননুরাগী, বিতৃষ্ণ, বিরাগী, মায়ামুক্ত, অনাসক্ত।

ওকার (পুং) [ও+কার] নীচতা, হীনতা, পদাবনতি, অপমান, হ্রাস, অপদস্থতা। (বি-ভা) **কামানং আদীনবো ওকারো সঙ্কিলেসো** (দীর্ঘনিকায়); = **লামকভাব** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **বোকার** (নেত্তি)।

ওকাস (পুং) ১ অবকাশ, দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়, মধ্যবর্তী স্থান, দ্রব্য সঞ্চয়ের স্থান, প্রশস্ত প্রদেশ, অবস্থিতির যোগ্য স্থান, অবসর, অনধিকৃত স্থান, প্রকোষ্ঠ, মুক্ত স্থান, উন্মুক্ত স্থান, বায়ুমণ্ডল, আবহমণ্ডল, শূন্যস্থান, খালি জায়গা, আকাশ। (দীর্ঘনিকায়) **অনন্ত ওকাসো**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দিসা ওকাসো;পরিচ্ছেদ ওকাসো**। **ওকাসং ফরিত্বা**—দুইয়ের মধ্যে ফাঁক রাখিয়া বা অবকাশ করিয়া; (তুলনীয়) **আকাস**। ২ আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্য সাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর। (বিণ) উপস্থিত সৌসাদৃশ্য, দেখিতে এক রকম এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কতোকাস কম্ম**—যখন কাজ আসিয়া পড়ে অথবা যখন কাজ আসিয়া দেখা দেয় বা কাজের সুযোগ ঘটে। **ওকাসং দেতি**—অবকাশ দেওয়া অর্থাৎ কাহাকেও দেখিতে দেওয়া। ৩ সুযোগ, সুবিধা, উপলক্ষ, কারণ, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, ঘটনা, দৈব, আকস্মিক ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, সম্ভাবনা, ভাগ্য, অদৃষ্ট, অবসর, আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি, মতের একতা, মিলন, সম্মতি, বিদায়, প্রদত্ত ক্ষমতা, ছুটি, অবসরকাল। (জাতক) **বাতস্‌স ওকাস নত্থি**—বাতাসের প্রবেশপথ নাই, বাতাস পাইবার বা ব্যবহার করিবার সুযোগ নাই। **ওকাসং করোতি**—অনুমতি দেওয়া, প্রবেশ করা, সুযোগ দেওয়া। **পঞ্‌হস্‌স বেয্যা-করণায ওকাসং**—প্রশ্ন করিবার সুযোগ। (বিনয়) **ওকাসং করোতি;** (সম্প্রদানে) **ওকাসং কারাপেতি** (বিনয়)। (সূত্রনিপাত) **কতোকাস** (কথারচ্ছলে) প্রদত্ত অনুমতি অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত, কিছু শুনিবার জন্য কোনো স্থানে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ, মঞ্জুরকৃত ছুটি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রঞ্‌ঞা-ওকাস**। (বিনয়) **অনোকাসকত**—বিনা অনুমতিতে, অনুমতি লাভ না করিয়া। (জাতক) **ওকাসং দেতি**—অনুমতি দেওয়া, একমত হওয়া, স্বীকার করা, ফাঁক করিয়া দেওয়া, অবসর দেওয়া, জায়গা করিয়া দেওয়া। (√ভূ ধাতু সংযোগে) **অনোকাসভাব**—সুযোগের অভাবে (সদ্ধম্মোপায়ন)। **অনোকাসভুত**—সুযোগ না দিয়া, (সাহিত্যে) সুযোগ না হওয়ায় (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ওকাসং**।

ওকাসকত (বিণ) অনুমতি প্রদত্ত, অনুমতিপ্রাপ্ত।

ওকাসকম্ম (ক্লী) সুযোগ প্রদান, সুবিধা প্রদান, অনুমতি প্রদান, আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি, বক্তৃতা দিবার সুযোগ গ্রহণ, কিছু শুনিবার সুযোগ প্রদান, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দান বা গ্রহণ। **ওকাসং করোতি**—অনুমতি দেওয়া।

ওকাসতি (ক্রি) সুস্পষ্ট হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রতীয়মান হওয়া। (করণে) **ওকাসেতি**।

ওকাসমত্তং (ক্লী) অনুমতি, আদেশ, আজ্ঞা। ⇒ **মত্ত** (১ঘ)।

ওকাসলোক (পুং) দৃশ্যমান জগত, মনুষ্যলোক। = **মনুস্‌সলোক** (বিসুদ্ধিমাগ্‌গো)।

ওকাসাধিগম (পুং) [ওকাস+অধিগম] সুযোগপ্রাপ্তি, সুযোগ গ্রহণ।

ওকাসে ওকাসে—মাঝে মাঝে, সময়ে সময়ে, সুযোগ সুবিধামতো, যে যে সময়ে অবকাশ বা অবসর পাওয়া যায়। = **খণে খণে**।

ওকাসেতি (ক্রি) সুস্পষ্ট করা, দৃশ্যমান করা, প্রত্যক্ষ করা, উপস্থিত করা, দৃষ্টিগোচর করা, পৌঁছানো, প্রকাশিত হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হইতে দেওয়া, প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা। ⇒ **ওকাসতি**।

ওকিণ্ণ (বিণ) বিকীর্ণ, ছড়ানো, বিস্তৃত, বেষ্টিত, অবরুদ্ধ, আবৃত, পরিপূর্ণ। = **ওতত**। ⇒ **ওকিরতি**।

ওকিরণ (ক্লী) চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে (তাড়াতাড়ি) গমন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা, বিশৃঙ্খল অবস্থা, বহিষ্কার, বহিষ্কৃতকরণ। ⇒ **অবকিরতি** (২)।

ওকিরতি (ক্রি) [অব+√কির+অ] ১ প্রবাহিত করা, ঢালা। ২ নিক্ষেপ করা, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া, বিশৃঙ্খল করা, বিক্ষিপ্ত করা, বিকীর্ণ করা, বিস্তৃত করা, উৎকীর্ণ করা, বহিষ্কার করা, বাহিরে ছুড়িয়া ফেলা, নাকচ করা, অগ্রাহ্য করা, প্রত্যাখ্যান করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা। (অতীত) **ওকিরি**। (অ-বিণ) **ওকিণ্ণ**। (ব-বিণ) **ওকিরন্ত**। (করণে) **ওকিরাপেতি**।

ওকিরাপেতি (ক্রি) (জল) ঢালানো, প্রবাহিত করানো, ছিটানো, উৎকীর্ণ করানো, বিকীর্ণ করানো। ⇒ **ওকিরতি**। (বিসুদ্ধিমাগ্‌গো) **বালিকং ওকিরাপেতি**।

ওকিরিনী (বিণ, স্ত্রী) বহিষ্কৃত। (স্ত্রী) বহিষ্কৃতা স্ত্রীলোক। ⇒ **ওকিরণ**। (যৌগিকে) **ওকিলিনী ওকিরিনী** (ইহাতে শব্দ সংযোজন মাত্র, উভয় অর্থের কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না)। (বিনয়) **ওকিলিনী = কিলিন্ন সরীরা; ওকিরিনী = অনাগার পরিকিণ্ণ**। (তুলনীয়) **কিরাত**।

ওকিলিনী (বিণ, স্ত্রী) = **ওকিরিনী, কিলিন্ন**। ⇒ **ওকিরিনী, কিলিন্ন**।

ওকুণ্ঠিত (বিণ) = **ওগুণ্ঠিত**। ⇒ **ওগুণ্ঠিত**।

ওকেতি = **ওলগ্‌গেতি**। ⇒ **ওলগ্‌গেতি**।

ওকোটিমক (বিণ) [(ও+কোটি+মন্ত+ক); বৈদিক—অবকোটিমক; সূত্র বা ধারা মতে--দুর্বর্ণ দুর্দশন অবকোটিমক; সংস্কৃত—অবকুটর = বৈরূপ্য (পাণিনি)] (সাহিত্যে) আগা বা উপরিভাগ বক্র করিয়া ঘুরাইয়া চক্রাকার করিয়াছে এরূপ অথবা মাথা পিণ্ডাকারে ঘুরাইয়াছে এমন অর্থাৎ সঙ্কুচিত এবং বৃহত্তর আকারবিশিষ্ট; বিকৃতাঙ্গ, কদাকার, কুৎসিদ। Rh. Davids-এর অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:—কুঁজো, কুব্জ (লোক)। সংযুক্ত নিকায়ের মতে ইহার অর্থ হয়:—পেটমোটা, মোটা উদরবিশিষ্ট। Warren-এর Buddhism-এর অনুবাদে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:—জীর্ণ, জরাগ্রস্ত। = **মহোদর**—মহোদর, পেটমোটা (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। = **লকুণ্টক**—বামন (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা এবং পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। (একটিমাত্র বিশেষ ভাষায়) **দুব্বন্ন দুদ্দস্‌সিক (দুদ্দসিক) ওকোদিমক**—বিশ্রী আকারের (বা কদাকার মুখযুক্ত) দুদর্শনীয় এবং বামন (বিনয়)।

ওক্কন্ত (বিণ) আসিয়াছে এমন, আগত, উপস্থিত, আসন করিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মিদ্ধে ওক্কন্তে**। ⇒ **ওক্কমতি, অবক্কন্ত**।

ওক্কন্তি (ক্রি) = **ওকন্ততি, উক্কন্ততি, অবকন্ততি**। ⇒ **ওকন্ততি, উক্কন্ততি, অবকন্ততি**।

ওক্কন্তি (স্ত্রী) গমনাগমন, প্রবেশ, ভিতরে প্রবেশ পথ, লিখন, লিখিত বিষয় (সাহিত্যে--অবরোহণ, ক্রমনিম্ন বা ঢালু ভূমি, নিম্নগামী পথ, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, অতর্কিত, আক্রমণ), আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হাবভাব, আকার, চেহারা, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর, আগমন। (বি-ভা) **জাতি সঞ্জাতি ওক্কন্তি নিব্বত্তি** (মধ্যম নিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **গব্‌ভ ইক্কন্তি**—গর্ভে প্রবেশ।

ওক্কন্তিক (বিণ) পুনঃপুন অস্তিত্বে আগমন করে এমন, পুনর্বার জন্মধারণ করে এমন, আবর্তমান, পুনঃপুন ঘটে বা ঘটিয়া থাকে এমন, (টীকার ব্যাখ্যায়) প্লাবিত। (কেবল নাম বা গুণবাচক সংজ্ঞায়) **ওক্কন্তিকা পীতি**।

ওক্কন্তিকা পীতি (স্ত্রী) পুনঃপুন বা ঘন ঘন উৎপন্ন হয় এরূপ বা এই ধরণের প্রীতি বা আনন্দ, দোলায়মান প্রীতি, যে আনন্দাতিশয্যে শরীর নাচিতে বা দুলিতে থাকে, আনন্দের বন্যা বা প্লাবন। ⇒ **পীতি, ওক্কন্তিক**। (বিপ) **খণিকা পীতি**।

ওক্কন্তিত্বা (ক্রি বি) ⇒ **ওকন্ততি**।

ওক্কন্দিক ("কন্দ" অথবা "ক্রন্দ"?) জাতকে এই শব্দটি সন্দেহজনক শব্দ। ইহা "**ওক্কন্তি**" শব্দের অনুরূপ। (ক্রি-বিণ) **ওক্কন্দিকং কীলতি**—উচ্চশব্দে বা আনন্দের সহিত খেলা করে। (জাতক অর্থকথায়) **মিগো বিয ওক্কন্দি-কত্বা কীলতি**--মৃগের ন্যায় চিৎকার করিয়া অথবা এদিক ওদিক লাফাইয়া লাফাইয়া ক্রীড়া করে।

ওক্কমতি (ক্রি) [অব+√কম+অ] (সাহিত্যে) প্রবেশ করা, যোগ করা, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা, তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভুক্ত হওয়া, নামিয়া (কিছুর মধ্যে) প্রবেশ করা, (কিছুর মধ্যে) পতিত হওয়া; (চরিত্রে) আসা, আগমন করা, প্রকাশ করা, বিকাশ করা, স্বাভাবিকভাবে ক্রম-বিকাশ হওয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন ছবি প্রকাশ করা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, বিকশিত হওয়া; (অধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী অথবা কল্পিত অবস্থা-সম্পর্কে) প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, বোধ হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো। (বি-ভা) **নিদ্দা ওক্কমি**—(তাহার) নিদ্রা পাইল বা আসিল (বিনয়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিদ্দং ওক্কমি**—(সে) ঘুমাইল বা নিদ্রিত হইল বা ঘুমাইয়া পড়িল। (দীর্ঘনিকায়) **দুব্বন্নিযং ওক্কমি**—(দেব শরীরের দিব্য জ্যোতি) মলিন হইল, মলিনত্ব প্রকাশ পাইল। (মধ্যম নিকায়) **কুচ্ছিং ওক্কমি**—(দেবগণ দেবত্বচ্যুত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য) মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিল। (দীর্ঘনিকায়) **বিঞ্ঞাণং ন ওক্কমিস্‌সথ**—(গর্ভে) আত্মজ্ঞান বা চেতনা বিকাশ হয় নাই। (সংযুক্ত নিকায়) **সুখ-সঞ্ঞং ওক্কমিত্বা**—সুখজ্ঞান বা চেতনা অনুভব করিয়া। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **নিযাম ওক্কমতি**--(সে) পথে প্রবেশ করে। (অতীত) **ওক্কমি**। (অ-বিণ) **ওক্কন্ত**। (ব-বিণ) **ওক্কমন্ত, ওক্কমান**। (ক্রি-বি) **ওক্কমিত্বা**। (করণে) **ওক্কামেতি**। ⇒ **উক্কমতি, অবক্কমতি**।

ওক্কমন (ক্লী) ভিতরে প্রবেশকরণ, ভিতরে পতন, উপস্থিতি, পৌঁছা, প্রত্যক্ষকরণ, লাভ, প্রাপ্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বানস্‌স ওক্কমনায**—নির্বাণে উপস্থিতিতে, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণে।

ওক্কমন্ত (বিণ) ভিতরে প্রবেশ করে এমন, ভিতরে পতিত হয় এমন। ⇒ **ওক্কমতি**।

ওক্কমান (বিণ) = **ওক্কমন্ত**। ⇒ **ওক্কমন্ত**।

ওক্কল (পুং) উৎকল, উড়িষ্যা। ইহা একটি প্রদেশের নামবিশেষ। = **উক্কল**।

ওক্কলা (স্ত্রী) = **ওক্কল**। ⇒ **ওক্কল**।

ওক্কস্‌স = **ওকস্‌স**। ⇒ **ওকস্‌সতি**।

ওক্কস্‌সতি = **ওকস্‌সতি**। ⇒ **ওকস্‌সতি**।

ওক্কস্‌সেতি = **ওকস্‌সেতি**। ⇒ **ওকস্‌সেতি**।

ওক্কামেতি (ক্রি) প্রবেশ করা, প্রবৃত্ত করা, আরম্ভ করা, নিয়া যাওয়া, উপস্থিত করা, আনয়ন করা, পৌঁছা। (সংযুক্ত নিকায়) **সগ্‌গং ওক্কামেতি**—স্বর্গে নিয়া যায় বা

পৌঁছাইয়া দেয়।

ওক্কিত = **ওক্খিত্ত**। ⇒ **ওক্খিত্ত**।

ওক্খাযতি (ক্রি) [অব+খাযতি] নীচ হইয়া থাকা, দমিত হওয়া, সংযত হওয়া, বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। (তুলনীয়) **অবক্খিপতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চক্খুং ওক্খাযতি**—চক্ষু সংযত হওয়া।

ওক্খাযিক (বিণ) অবনত, নত, দমিত, সংযত, বাধ্যগত, গভীর, গূঢ়, দুর্বোধ্য, নিস্তব্ধ, ঘোর, গভীরভাবে অনুভূত, (কোনো কোনো জিনিসে বা বিষয়ে) নিমগ্ন, দূরবর্তী, দূরস্থ, আদিম, প্রাথমিক, বিভিন্ন, অসংলগ্ন, সামান্য, পরোক্ষ, পৃথক। (বি-ভা) **উদক-তারকা গম্ভীরগতা ওক্খাযিকা** (মধ্যম নিকায়)।

ওক্খিত (বিণ) (কিছুর উপর) ছড়ানো বা ছিটানো হইয়াছে এরূপ, চারিদিকে ছড়ানো হইয়াছে এরূপ। (থেরীগাথা) **চন্দনোক্খিত** = **চন্দনানুলিত্ত** (থেরগাথা অর্থকথা)। (জাতক সাহিত্যে) **ওক্কিত**। (জাতক অর্থকথা) **ওকিণ্ণ পরিক্খিত পরিবারিত**।

ওক্খিত্ত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ছড়ানো, প্রক্ষিপ্ত, নিরুৎসাহিত, উপেক্ষিত, বিশৃঙ্খল, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত। (বি-ভা) **ওক্খিত্ত চক্খু**। ⇒ **অবক্খিত্ত, ওক্খিপতি**।

ওক্খিত্ত চক্খু (বিণ) নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ, চোখের দৃষ্টি নিম্নদিকে নিবদ্ধ রাখে এমন, নীচের দিকে চাহিয়া থাকে এমন, সংযত দৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ যে দৃষ্টি দ্বারা ভিক্ষুর নৈতিক আচার দুর্বল হইয়া থাকে তাদৃশ দূষণীয় দৃষ্টি হইতে চক্ষু সংবরণ করে এমন। = **উক্খিত্ত চক্খু** (পেতবত্থু)। ⇒ **অবক্খিত্ত, ওক্খিপতি**।

ওক্খিত্ত পলিঘ (বিণ) ⇒ **পলিঘ** (২)।

ওক্খিপতি (ক্রি) [অব+√খিপ+অ] নিক্ষেপ করা, ছুড়িয়া ফেলা, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিষ্ঠাসারিত করা, হঠাৎ বলিয়া ফেলা, নিরুৎসাহ করা, বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময় অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া, সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, বাদ দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পড়িতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো; (চরিত্রে) সংযত করা, সংবরণ করা, দমন করা, শাসনে রাখা। **চক্খুং ওক্খিপতি**—চক্ষু বা দৃষ্টি সংযত করা। (তুলনীয়) **অবক্খাযতি**। (অতীত) **ওক্খিপি**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইন্দ্রিযানি ওক্খিপি**। (অ-বিণ) **ওক্খিত্ত, অবক্খিত্ত**। (ক্রি-বি) **ওক্খিপিত্বা**।

ওগচ্ছতি (ক্রি) [অব+√গম+অ] অবতরণ করা, নীচে নামিয়া যাওয়া, নামিয়া আসা, পতিত হওয়া, মূল্য কমিয়া যাওয়া, (সকলে) গ্রহণ করা, নিমগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া, অস্ত যাওয়া, অস্তমিত হওয়া, পিঁছে হটিয়া যাওয়া, পশ্চাদপসরণ করা, নিরস্ত হওয়া, দাবি ইত্যাদি উঠাইয়া লওয়া, দমিয়া যাওয়া। (বিপ) **উগ্গচ্ছতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদকানি ওগচ্ছতি**। ⇒ **অবগচ্ছতি**। (অতীত) **ওগচ্ছি**। (অ-বিণ) **ওগত**।

ওগণ (বিণ) পদাতিক সৈন্য অথবা জনতা হইতে বিভক্ত, একাকী রহিয়াছে এমন, একা দাঁড়াইয়া বা থাকিয়া। = **গণং ওহীন** (জাতক অর্থকথা)।

ওগত (বিণ) অস্তগত, অবতরণ করিয়াছে এমন। ⇒ **ওগচ্ছতি**।

ওগধ (বিণ) (সংস্কৃত—অবগাধ) অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অবধারিত, নিমগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত, সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, মগ্ন, নিমজ্জিত। (বি-ভা) **অমতোগধ; নিব্বানোগধ**—অমৃত (সাগরে) নিমজ্জিত অথবা নিব্বানে অভিভূত। **জগতোগধ**—সংসার (সাগরে) নিমগ্ন।

ওগমন (ক্লী) [ও+√গম+অন; সংস্কৃত—অবগমন] অবতরণ, অস্ত, (চন্দ্র ও সূর্যের) অস্তগমন। (বিপ) **উগ্গমন**—উদয়; **ওগমন** (দীর্ঘনিকায়)। **অত্থঙ্গমন, অত্থগমন**।

ওগয্হ (ক্রি-বি) নিমগ্ন হইয়া, গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট বা আকৃষ্ট হইয়া। = **ওগাহিয**। ⇒ **ওগাহতি**।

ওগহন (ক্লী) [ও+গহন; সংস্কৃত—অবগাহন] নিমজ্জন, ডুব দেওয়া, স্নান, স্নানকরণ, অবগাহন; (চরিত্রে) স্নানস্থান (সূত্রনিপাত); = **মনুসসানং নহানতিত্থ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **অবগধ**। ⇒ **অবগাহন**।

ওগাধ (বিণ) ১ (সংস্কৃত—অবগাঢ়) নিমজ্জিত, নিমগ্ন, অভিভূত, নিযুক্ত, প্রবিষ্ট, প্রবৃত্ত, আরব্ধ, অংশীভূত, দৃঢ়, কঠিন, আবিষ্ট, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, দৃঢ়ভিত্তিকৃত। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **ওগালহ; অভিধম্ম-বিনযো গালহ**। (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—অবগাধশ্রাদ্ধ (গভীর শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে)। (তুলনীয়) **পরিযোগালহ**। ২ (ক্লী) সঙ্কল্পিত বা সিদ্ধান্তকৃত স্থান, দৃঢ়ভিত্তি। (যৌগিকে) **ওগাধপ্পত্ত**।

ওগাধপ্পত্ত (বিণ) নিশ্চিত অবস্থান বা স্থান প্রাপ্ত, নিরাপদ অবস্থিতি বা ভিত্তিস্থান প্রাপ্ত, বিশ্বাসযোগ্য পদস্থাপন করিবার অথবা পা রাখিবার স্থানপ্রাপ্ত।

ওগালহ (বিণ) = **ওগাধ, পগালহ, গালহ**। ⇒ **ওগাধ** (বিণ), **পগালহ, গালহ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অভিধম্ম-বিনযোগালহ**।

ওগাহ (পুং) নিমজ্জন, প্রবেশ, জলমগ্ন হওন। (যৌগিকে) **পরিযোগাহ**।

ওগাহতি (ক্রি) [অব+√গাহ+অ; সংস্কৃত—অবগাহতে] হঠাৎ প্রবেশ করা, ডুব দেওয়া, অবগাহন করা, স্নান করা, নিমগ্ন হওয়া, গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট বা আকৃষ্ট হওয়া। = **অনুপবিসতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **সালবনং ওগাহতি** = **সালবনং পবিসতি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **ওগাহেতি; পোক্খরণিং ওগাহেতি**

(পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **ওগাহি, অবগাহতি**। (অতীত) **ওগাহি**। (অ-বিণ) **ওগাল্হ**। (ব-বিণ) **ওগাহমান**। (ক্রি-বি) **ওগাহেত্বা, ওগহেত্বা, ওগাহিত্বা, ওগয্হ, ওগাহিয;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোকনাথস্স সাসনং ওগাহিত্বা**। (করণে) **ওগাহেতি**।

ওগাহন (ক্লী) নিমজ্জন, প্রবেশকরণ, প্রবেশ। = **ওগাহ**।

ওগাহমান (বিণ) প্রবেশ করে এমন, জলমগ্ন হয় এমন, নিমজ্জিত হয় এরূপ, অভিভূত হয় এমন, আবিষ্ট হয় এমন। ⇒ **ওগাধ, ওগাহতি**।

ওগাহিয = **ওগয্হ**। ⇒ **ওগয্হ**।

ওগাহেতি (ক্রি) = **ওগাহতি**। ⇒ **ওগাহতি**।

ওগিলতি (ক্রি) [অব+√গিল+অ] গিলা, গলাধঃকরণ করা, উদরস্থ করা, আত্মসাৎ করা, শোষণ করা, নিঃশেষ করিয়া ফেলা। (বিপ) **উগ্গিলতি**—বমি করা। (অতীত) **ওগিলি**। (তুম) **ওগিলিতু;, ওগিলিতুং উগ্গিলিতুং**—গিলিতে এবং বমি করিতে। = **উদগিলতি**।

ওগুণ্ঠিত (বিণ) (সংস্কৃত—অবগুণ্ঠিত) অবগুণ্ঠিত, ঘোমটা দেওয়া, আবৃত, মস্তকোপরি বস্ত্র পরিহিত। = **ওকুণ্ঠিত**। ⇒ **ওগুণ্ঠেতি**।

ওগুণ্ঠেতি (ক্রি) [অব+√গুণ্ঠ+এ] স্ত্রীলোকের মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন দেওয়া, অবগুণ্ঠন দেওয়া, ঘোমটা দেওয়া, বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করা, আবৃত করা, আবরিত করা, আবরণ দেওয়া, আচ্ছাদন দেওয়া, আচ্ছাদিত করা, ঘোমটায় ঢাকা, গোপন করা। (অতীত) **ওগুণ্ঠেসি**। (অ-বিণ) **ওগুণ্ঠিত**। (ক্রি-বি) **ওগুণ্ঠিত্বা, ওগুণ্ঠিতা, ওকুণ্ঠিতূ**। (সংযুক্ত নিকায়) **ওগুণ্ঠিত্বা সীসং**।

ওগুম্ফেতি (ক্রি) তার দিয়া জড়ানো, একত্রে দড়ি দিয়া বাঁধা, সুতায় গাঁথা, পাক দেওয়া, (ঘড়িতে) দম দেওয়া, আবর্তিত করা, ঘুরানো, মালা বা হারে সজ্জিত করা, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা, পোশাক পরিধান করা। (ক্রি-বি) **ওগুম্ফেত্বা**। (কর্মব্যচ্যে) **ওগুম্ফিযস্তি, ওগুম্ভিযস্তি, ওগুব্বিযস্তি, ওগুম্মীযস্তি, ওকুম্পিযস্তি**।

ওগ্গত (বিণ) অবতরণ করিয়াছে বা নামিয়াছে এমন, (সূর্য-সম্বন্ধে) অস্তগত, অস্তমিত। ⇒ **অবগচ্ছতি**। (বিনয়) **ওগ্গতে সুরিযে = অত্থঙ্গতে সুরিযে = রত্তন্ধকারে**। (থেরগাথা) **অনোগতস্মিং সুরিযস্মিং**।

ওগ্গমন্ন = **উগ্গমন, ওগমন**। ⇒ **উগ্গমন, ওগমন**।

ওগ্গমন (ক্লী) অস্ত, অস্তগমন, সূর্যাস্ত। = **ওগমন**। (বিপ) **উগ্গমন**। ⇒ **অরুণোগ্গমন্ন**।

ওগ্গমন্নুগ্গমন (ক্লী) [ওগ্গমন+উগ্গমন] **উগ্গমনোগ্গমন**। ⇒ **উগ্গমনোগ্গমন**।

ওঘ (পুং) (বৈদিক—ওঘ, ঔঘ; বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান—ওঘ) ১ বন্যা, প্লাবন, স্রোত, দুঃখসমুদ্র, খড়স্রোত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উদকোঘ**—জলপ্লাবন। (বিসুদ্ধি মগ্গো) **মহোঘ**—মহাপ্লাবন। ২ অজ্ঞানতার প্লাবন এবং নিরর্থক আকাঙ্ক্ষা যাহা মানুষকে ধ্বংস করে, দাসত্ব বা বন্ধন-মোচনের নিশ্চয়তা হইতে দূরবর্তী অবস্থা, অনুত্তীর্ণ দুঃখসমুদ্র, জীবন সমস্যা, জীবনের মহাপ্লাবন, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা, জ্ঞানাভাব, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, বাসনা, বিবাদ। **ওঘতিণ্ণো**—দুঃখ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ। **কাহমোঘ**—একপ্রকার তৃষ্ণার নাম, ভোগবাসনার প্রবল ইচ্ছা বা আসক্তি, কামপ্রবৃত্তির প্লাবন। "**ওঘ**" অর্থে মনের অবস্থাকে বুঝায়, মনের অবস্থা ১৫ প্রকার, যথা—**ক**) পঞ্চবিধ বন্ধন যাহা মানুষকে অর্হত্বে প্রবেশে বাধা প্রদান করে, **খ**) পঞ্চবিধ বাধা যাহা অর্হত্ব পথে উন্নতিতে বাধা প্রদান করে, **গ**) অপর পঞ্চবিধ, যথা—লোভ, বদ্‌মেজাজ, মূঢ়তা, আত্ম অহঙ্কার এবং নিরর্থক দূর কল্পনা। সম্ভবত শেষোক্ত পঞ্চ "**ওঘ**" সম্বন্ধেই সংযুক্তনিকায়ে বলা হইয়াছে। সূত্রনিপাতে প্লাবনকে "**গেধ**" (লোভ) বলা হইয়াছে, পুগ্গল পঞ্ঞত্তির "**অবিজ্জোঘ**" সম্ভবত উহাকেই বলা বুঝাইতেছে। প্লাবন বা বন্যা উত্তীর্ণ হওয়া বুঝাইলে "**ওঘ**" অর্থ "পথ" হয় (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **ওঘস্স নিত্থরণত্থং; ওঘস্স নিত্থরণত্থায**। "**ওঘ**" অর্থ (সংযুক্ত নিকায়, সূত্রনিপাত এবং মিলিন্দ পঞ্ঞহো) "বিশ্রাম বা শ্রদ্ধা", (সংযুক্ত নিকায়) "মনোযোগিতা", (ধম্মপদে) "দ্বীপ বা ভাসমান বস্তু", (সূত্রনিপাতে) "বাধ, পরিখা"। ৩ নিকায় সমাপ্তির সময়ের দিকে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় প্রথমবারে শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়া চতুর্বিধ "**ওঘ**" এর উল্লেখ চতুর্বিধ "**আসব**" (মানসিক মত্ততা) এর সহিত অনন্য হইয়া থাকে। যখন "**ওঘ**" সমূহকে এভাবে সমানুপাতে বিন্যাস ও শ্রেণীভাগ করা যায় তখন ইহাতে অধিকতর জনপ্রিয় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এমনকি বাক্যে শব্দের সংযোজনা ছাড়িয়া দিলেও কেবল চারি "**ওঘ**" সম্বন্ধে এবং এই নামে বা অবস্থায় চতুর্বিধ "**আসব**" সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগ্রত হইয়া থাকে। এইজন্য অভিধর্মের গ্রন্থসমূহ চিত্তাকর্ষক। নেত্তি নামক গ্রন্থটিও ইহাকে ভিত্তি করিয়া রচিত। (যৌগিক বিন্যাসে) **আসব-গন্থ-ওঘ-আগতি-তণ্হুপাদান** (বিশুদ্ধিমার্গ)। শব্দটির অনতিপূর্ব ইতিহাস এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থকথা আচার্যগণ প্রাচীন ব্যবহৃত "**ওঘ**" শব্দের ব্যাখ্যার ভুলে গতানুগতিক রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চতুর্বিধ "**আসব**" সম্বন্ধে একবচনে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং পৌরাণিক সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া অন্য উপায়ে ইহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কাঞ্চিপুরার ধর্মপাল "জলপ্লাবন" অর্থে দুইবার এই "**ওঘ**" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

ওঘতিণ্ণ (বিণ) যে ব্যক্তি মহাদুঃখরূপ জলপ্লাবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ, মহা দুঃখ সমুদ্র পার হইয়াছে এমন। ইহা সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ অথবা চতুর্বিধ

"ওঘ" উত্তীর্ণ যাহাকে বলা হয় অর্হত্ত্ব গুণ। **চত্তারো ওঘোতিণ্ণ** (ধম্মপদ অট্ঠকথা)। = **চতুণ্ণং ওঘানং সংসার মহোঘস্স তরিতত্তা ওঘ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **তিণ্ণ, ওঘ** (২)।

ওঘন (ক্লী) জলঢালা, জলপ্লাবনকরণ (?) (মধ্যম নিকায়)।

ওঘনিয (বিণ) যাহাতে প্লাবন হইয়া উপসাগরের ন্যায় করা যায় এমন।

ওঘাতিগ (বিণ) [ওঘ+অতিগ] ওঘ অতিক্রম, বন্যা বা জলপ্লাবন অতিক্রমকারী, চারি"**ওঘ**" অতিক্রম করিয়াছে এমন। ⇒ **ওঘতিণ্ণ**।

ওচরক (বিণ) অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, নিবেদক, জ্ঞাপক, বিজ্ঞাপক, সংবাদদাতা, যেই ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণ নীচ বা হীন, যাহার স্বভাব হীন, ঘরোয়া লোক, আপনজন, চর, গুপ্তচর, সন্ধানী, সন্ধানকারী, তল্লাসকারী, তত্ত্বাবধানকারী, গোয়েন্দা। (উদান অর্থকথা) **ওচরকা'তি চরপুরিসা**। (উদান) **চোরা ওচরকা**। (সংযুক্ত নিকায়) **পুরিসা চরা (চোরা) ওচরকা (ওকচরা) জনপদং ওচরিত্বা**।

ওচরতি (ক্রি) [ও+চরতি] কিছুর পশ্চাদ্বর্তী হওয়া, ভিতরে যাওয়া, অনুসন্ধান করা, অন্বেষণ করা, খোঁজ করা, পরীক্ষা করা, পরিদর্শন করা, আবিষ্কার করা, পরখ করা, সন্ধান করা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা, উঁকি মারা, পরিদর্শন করা, নিরীক্ষণ করা, সূক্ষ্মভাবে অন্বেষণ করা। (অ-বিণ) **ওচিণ্ণ**। (ক্রি-বি) **ওচরিত্বা,** (সাহিত্যে) **ওচরিতা;** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **বীমংসিত্বা তং তং পবত্তিং ঞত্বা**।

ওচিণ্ণ (বিণ) প্রবিষ্ট, ভিতরে গিয়াছে এমন, গোপনে সন্ধানকৃত, সামরিক অভিপ্রায়ে পর্যবেক্ষণকৃত, পর্যবেক্ষিত, অনুসন্ধানকৃত, অন্বেষিত, আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধানকৃত, (ক্ষতাদি) যত্নসহকারে পরীক্ষিত। (উদানে) **ওতিণ্ণ**। ⇒ **ওচরতি**।

ওচিত (বিণ) সংগৃহীত, উপার্জিত, ভাঁজকৃত, একত্রিত, সিদ্ধান্তকৃত, আহরিত। ⇒ **ওচিনাতি**।

ওচিনতি (ক্রি) = **ওচিনাতি**। ⇒ **ওচিনাতি**।

ওচিনন (ক্লী) সংগ্রহকরণ, সঞ্চয়করণ, একত্রিতকরণ, উপার্জনকরণ, (কাপড় সম্বন্ধে) ভাঁজকরণ, সিদ্ধান্তকরণ, আহরণকরণ, জনতা সমাগম, জনসভা, মনোনীতকরণ, পছন্দকরণ।

ওচিনন্ত (বিণ) সংগ্রহ করে এমন, সঞ্চয়কারী, আহরণকারী। ⇒ **ওচিনাতি**।

ওচিনাতি (ক্রি) [অব+√চি+না; সংস্কৃত—অবচিনোতি] ১ সংগ্রহ করা, রাশীকৃত করা, অনুমান করা, একত্র করা, উপার্জন করা, ভাঁজ করা, সিদ্ধান্ত করা, আহরণ করা, একত্রিত করা বা হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া, চয়ন করা, ফুল তোলা, পক্ষ উৎপাটন করা, ছাড়াইয়া ফেলা, কাড়িয়া লওয়া, আকর্ষণ করা, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ করা। ২ (সংস্কৃত—অবচিনোতি অথবা অবচিকেতি) অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা, অসম্মানিত করা বা অপমানিত করা, ঘৃণ্য আচরণ করা, অপমানজনক ব্যবহার করা। = **ওচিনাযতি, অবজানাতি**। (অতীত) **ওচিনি**। (অ-বিণ) **ওচিত**। (ব-বিণ) **ওচিনন্ত**। (ক্রি-বি) **ওচিনিত্বা**।

ওচিনাযতি (ক্রি) = **ওচিনাতি**। ⇒ **ওচিনাতি**। ইহা "**ওচিনাতি**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

ওচিরক (বিণ) [=অব+চীর+ক] গাছের বল্কল বা ছাল উঠাইয়া লওয়া। = **ওদীরক**।

ওচেতুং = **উপচেতুং**। ⇒ **উপচিনাতি**।

ওচ্ছিন্দতি (ক্রি) [ও+ছিন্দতি] কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করিয়া ফেলা, পৃথক করা, ছিন্ন করা, কাটা। (জাতক) **মগ্গং ওচ্ছিন্দতি**—রাস্তা পৃথক করা, রাস্তায় প্রতিরোধ করা বা বাধা দেওয়া, পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। (জাতক) **মগ্গং ওচ্ছিন্দমানা**—রাস্তায় প্রতিরুদ্ধ হইয়া বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া। (বর্মাগ্রন্থে) **ওছিন্দতি**।

ওছিজ্জতি (ক্রি) = **ওচ্ছিন্দতি**। ⇒ **ওচ্ছিন্দতি**।

ওজ (পুং, ক্লী) ১ ওজঃ, তেজঃ, জীবনীশক্তি বর্ধক সুধা, বল, স্বর্ণ, কাব্যের প্রৌঢ়তাদি গুণ, রস, রসাদি সপ্ত ধাতুর সারভাগজ ধাতু বিশেষ, শরীরস্থ ধাতু-রসপোষক বস্তুবিশেষ, প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম একাদশ রাশি, সমাজবহুল দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য। ২ দীপ্তি, প্রকাশ, শোভা, অবষ্টম্ভ।

ওজব (বিণ) শক্তিবান, বলকারক। = **ওজবন্ত**।

ওজবং = **ওজবন্ত**। ⇒ **ওজবন্ত**। (নির্বাণ সম্বন্ধে বি-ভা) **ওজবং অসেচনকং**।

ওজবন—স্রোতের নিম্নগতি বা নিম্নদিক। (বিপ) **উদজবন**।

ওজবনিকায (স্ত্রী, করণে ক্রি-বিণ) নিম্ন স্রোতগামী হইয়া, নীচের দিকে প্রবাহিত হইয়া। (বিণ) নিম্নদিকে গমনকারিণী, নিম্নস্রোতগামিনী, সুজানগামিনী, নিম্নগামিনী। (বিপ) **উদ্ধনিকায**।

ওজবন্ত (বিণ) শক্তিবান, বলকারক, বল বা শক্তি প্রদানকারী, পুষ্টিকর। (থেরগাথা অর্থকথা) **ওজবন্তং**। = **ওজবন্ত**। **অনোজবন্ত** (বিণ) (খাদ্য-সম্বন্ধে) অপুষ্টিকর, শক্তিকারক নহে এমন, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক নহে এমন।

ওজবন্ততা (স্ত্রী) ওজশক্তির আধিক্যতা, জীবনীশক্তি বর্ধনের প্রাচুর্যতা, অধিক সারযুক্ততা, শক্তিকারক বা বলকারক গুণযুক্ততা।

ওজবন্তু (বিণ) সুস্বাদু, তৃপ্তিজনক, পরমানন্দজনক, পুষ্টিকর। = **ওজবন্ত**।

ওজহাতি (ক্রি) [ও+জহাতি] ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, পরিত্যাগ করা, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত

হওয়া, পিছনে ফেলিয়া যাওয়া, অস্বীকার করা, দাবি ত্যাগ করা। (ক্রি-বি) **ওহায়;** (দীর্ঘনিকায়) **এ্ঞাতি-সঙ্ঘং চ হিরঞ্ঞ-সুবন্নং ওহায়; = ছড্ডেত্বা** (জাতক অর্থকথা); (পেতবত্থু অর্থকথা) **মং ওহায়।** (কর্মবাচ্যে) **অবহীয়তি, ওহীয়তি।** ⇒ **ওহনতি।**

ওজা (স্ত্রী) শক্তি, (খাদ্য সম্বন্ধে) পুষ্টি, জীবনীশক্তি বর্ধনকারী বস্তু, বলকারক সামগ্রী। = **ওজ** (১)। (মধ্যম নিকায়) **ধম্মোজো।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পথবোজা (পঠবোজা)**—মাটি হইতে জীবনীশক্তি বর্ধনকারী রস। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কবলিঙ্কার আহারোজা।** (যৌগিকে) **ওজদান** (জাতক)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ওজট্ঠমক(রূপ)।**

ওজানাতি (ক্রি) = **অবজানাতি।** ⇒ **অবজানাতি।** (অ-বিণ) **ওঞ্ঞাত।**

ওজিনাতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবজয়তি) পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, জয়ী হওয়া, তর্কে পরাস্ত করা, দমন করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা। (জাতক) **ওজিনামসে।**

ওঞ্ঞাত (বিণ) ঘৃণিত, অবজ্ঞাকৃত। = **অবঞ্ঞাত।** ⇒ **ওজানাতি, অবজানাতি।**

ওঞ্ঞাতব্ব = **অবজানিতব্ব।** ⇒ **অবজানিতব্ব।**

ওট্ঠ (পুং) ১ ওষ্ঠ, অধর। (জাতক) **অধরোট্ঠ চ উত্তরোট্ঠ**—নীচের ওষ্ঠ এবং উপরের ওষ্ঠ। (তুলনীয়) **বিম্বোট্ঠ।** ২ উষ্ট্র, উট। কিন্তু বিনয় ও মিলিন্দ প্রশ্নের দুইটি তালিকায় গৃহপালিত পশু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জাতকে বর্ণিত হইয়াছে **"ওট্ঠী-ব্যাধি"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাহসের সহিত যুদ্ধ করিল পরে তাহাকে বিষ্ঠার গাড়ি টানিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। Morris **"ওট্ঠ"** অর্থে **"হস্তী"** গ্রহণ করিয়াছেন।

ওট্ঠজ (বিণ) ওষ্ঠজ, ওষ্ঠস্থানীয়।

ওট্ঠযান (ক্লী) উষ্ট্ররূপ যান, উটরূপ বাহন। ⇒ **যান** (২)।

ওট্ঠব্যাধি ⇒ **ওট্ঠ** (২)।

ওট্ঠুভতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবষ্ঠীবতি) থুথু ফেলা, থু করিয়া ফেলা।

ওড্ডুম্পিক (বিণ) = **ওলুম্পিক।** ⇒ **ওলুম্পিক।**

ওড্ডিত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, অগ্রাহ্যকৃত, পাশ করা হয় নাই এমন, নির্গত, নিঃসারিত, হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, (জাল বা ফাঁদ) পাতিয়াছে এমন। ⇒ **ওড্ডেতি।**

ওড্ডেতি (ক্রি) [√উড+এ] ১ অগ্রাহ্য করা, পাশ না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, হঠাৎ বলিয়া ফেলা, ঝুলিয়া পড়া, পাশ বা ফাঁদ পাতা, নীচের দিকে লম্বিত হওয়া, নিক্ষেপ করা, (জাল) নিক্ষেপ করা, ফাঁদ বা জাল পাতা। ২ = **উড্ডেতি।** ⇒ **উড্ডেতি।** (অতীত) **ওড্ডেসি।** (অ-বিণ) **ওড্ডিত।**

ওড়্ঢ (বিণ) নীত, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, অপসারিত, বিশেষ কাজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, আত্মসাৎকৃত। (যৌগিকে) **সহ-ওঢা চোরা**—লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চোরগণ (বিশুদ্ধিমার্গ)। = **ওঢা।** (তুলনীয়) সংস্কৃত—সহোঢা মনু। ⇒ **আবহতি।**

ওঢ = **ওড়্ঢ।** ⇒ **ওড়্ঢ।**

ওণত (বিণ) নত, নমিত, নীচ, হীন, নিম্ন, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, আনত, অবনত, প্রবর্তিত, রত, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র; (কিছুতে) ঝাঁকানো, ইচ্ছুক, প্রবণ। (বিপরীত শব্দের সহিত যৌগিকে) **উন্নতোণত**—সম্মানিত এবং অপমানিত, উত্তোলিত এবং পাতিত, উচ্চ এবং নীচ (অঙ্গুত্তর নিকায়)। = **নীচলামক** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা)। ⇒ **ওণমতি।**

ওণমতি (ক্রি) [ও+নমতি] নত করা, রত করা, প্রবর্তিত করা, ঝোঁক বা টান, মনের গতি, নমস্কার করা, অবনত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা। (মিলিন্দ পঞ্ঞহো) **ওণমতি; ওণমিস্সতি।** (অ-বিণ) ওণমতি। (করণে) **ওণমেতি।**

ওণমন (ক্লী) নমস্কারকরণ, অবনতকরণ, নত হওন, প্রবর্তিতকরণ, ঝোঁক।

ওণমিত (বিণ) নত, অবনত, প্রণতঃ, নমস্কারকৃত, প্রবর্তিত, প্রবণ। ⇒ **ওণামেতি, ওণমতি।**

ওণামেতি (ক্রি) ঝোঁক হওয়া বা টান করা, প্রবণ হওয়া, অবনত করা, নত করা, নমস্কার করা, মনের গতি ফেরা। ⇒ **ওণমতি।** (অতীত) **ওণামেসি।** (অ-বিণ) **ওণমিত।**

ওণি (পুং, স্ত্রী) রক্ষার্থ অর্পিত ব্যক্তি বা বস্তু, কার্যভার, তত্ত্বাবধান, ব্যয়, মূল্য, অভিযোগ, আক্রমণ, রক্ষণ, বন্দুকে ভরিবার জন্য আবশ্যক বারুদাদি, হুকুম। (যৌগিকে) **ওণিরক্খ**—পণ্যদ্রব্য বা বিক্রয়ের সামগ্রী রাখিবার বিশ্বাসযোগ্য রক্ষক, বিশেষ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তির নিকট দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হয় (বিনয়); = **আহটং ভণ্ডং গোপেত্তো।**

ওণিরক্খ ⇒ **ওণি।**

ওণীত = **ওনীত।** ⇒ **ওনীত।**

ওণোজেতি (ক্রি) = **ওণোজেতি।** ⇒ **ওণোজেতি।**

ওণোজন (ক্লী) (সংস্কৃত—অবনেজন) ১ ধৌতকরণ, পরিষ্কারকরণ, হস্ত ধৌতকরণ (বিনয়)। ২ (চরিত্রে) দান, উপহার, উপঢৌকন (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। = **বিস্সজ্জন।**

ওণোজেতি (ক্রি) ১ ধৌত করা, পরিষ্কার করা, ধুইয়া ফেলিবার কারণ করা। ২ (চরিত্রে) দান দেওয়া, উপহার দেওয়া, উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোনো ব্যক্তির নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ করা (ধর্মবিধি দ্বারা হস্তধৌত করা অর্থাৎ দান দিয়া হস্ত পরিষ্কার রাখা)। (অতীত) **ওণোজেসি।**

ওতত (বিণ) (কিছুর উপর) টানিয়া লম্বা করিয়া দেওয়া

হইয়াছে এরূপ, বিস্তৃত, আবৃত, আচ্ছাদিত, আচ্ছাদনকৃত, আবরিত, ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। **ওত্থট।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ওতত বিতত পরিযোনদ্ধিত্বাঠিত** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **অবতত, সমোতত।**

ওতপ্প = **ওত্তপ্প**। ⇒ **ওত্তপ্প।**

ওতরণ (ক্লী) অবতরণ, অবরোহণ, ক্রমনিম্নভূমি, নিম্নগামী পথ, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, অতর্কিত আক্রমণ, নীচে নামিয়া আসা। (বিণ) নিম্নগামী, অবতরণ করে এমন।

ওতরতি (ক্রি) [**অব+√তর+অ**] নীচের দিকে নামিয়া যাওয়া, নিম্নগামী হওয়া, অবতরণ করা, নামিয়া আসা, নীচে নামিয়া যাওয়া, প্রচারিত বা প্রকাশিত না হওয়া, নামা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা। (বিপ) **উতরতি।** (অতীত) **ওতরি (অবংসরি** শব্দের পরিবর্তে); (ধম্মপদ অট্ঠকথা) **চক্কমনং ওতরি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাবায মহাসমুদ্দং ওতরি।** (অ-বিণ) **ও তিণ্ণ।** (ব-বিণ) **ওতরন্ত, ওতরন্তো।** (ক্রি-বি) **ওতরিত্বা; দেবলোকতো ওতরিত্বা; পাসাদা ওতরিত্বা**—প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া। (তুম) **ওতরিতুং;** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **সঙ্কমং ওতরিতুং।** (করণে) **ওতরাপেতি, ওতারেতি।**

ওতরাপেতি (ক্রি) নামাইয়া দেওয়া, নীচে নামানো, নামিবার কারণ করা বা হওয়া, নামাইয়া আনা। ⇒ **ওতরতি।**

ওতরাপেক্খা (বিণ) [ওতর+অপেক্খা] অবতরণাপেক্ষা, পর্যালোচনায় অবতরণ করিয়াছে এমন, তৃষ্ণায় নিম্নগামী। ⇒ **অপেক্খা।**

ওতল্লক (বিণ) ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, দরিদ্র, দীন, জীবিকাহীন। **লামক ওলম্ব-বিলম্বনন্তক-ধরো** (জাতক অট্ঠকথা)।

ওতাপক (বিণ) (সূর্যের তাপে) শুষ্ক, শুষ্কীকৃত। (খাদ্য-সম্বন্ধে) **পরিবাসিক ভত্তং ভুঞ্জতি হখোতাপকং খাদতি** (সূত্রনিপাত অট্ঠকথা)।

ওতাপেতি (ক্রি) [অব+√তাপ+এ] সূর্যের তাপে শুষ্ক করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কুম্মো উদকতো নিক্খমিত্বা কাযং ওতাপেতি।** এই শব্দটি চরিত্রে "**মানস**" সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (অতীত) **ওতাপেসি।** (অ-বিণ) **ওতাপিত।**

ওতার (পুং) ১ অবরোহণ, ক্রমনিম্ন ভূমি, নিম্নগামী পথ, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, অতর্কিত আক্রমণ; (চরিত্রে) দৈব, আকস্মিক ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, সম্ভাবনা, সুবিধা, ভাগ্য, অদৃষ্ট, অবসর, সুযোগ। মাররাজ বুদ্ধ এবং বুদ্ধ শিষ্যগণকে প্রলুব্ধ করিবার সুযোগ গ্রহণ করা সম্বন্ধে:—(মধ্যম নিকায়) **ওতারং লভতি;** (ধম্মপদ অর্থকথা) **অবতারং লভতি;** (সূত্রনিপাত) **ওতারং অধিগচ্ছতি**—সুযোগ গ্রহণ করে অথবা সুযোগ পায়। (ধম্মপদ অর্থকথা) **ওতারং গবেসতি**—সুযোগ অনুসন্ধান করে। (সংযুক্ত নিকায়) **ওতারাপেক্খ**—সুযোগের জন্য অপেক্ষাকারী। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে অবিরত মেলামেশায় স্বীকৃতির দিকে পরিচালিত করে অথবা স্বীকৃতিতে আবদ্ধ করে, সেই স্বীকৃতি বিশ্বাসে পরিণত করে, সেই বিশ্বাস "**ওতার**" এতে পরিণত করে। ধর্মপদ অর্থকথার টীকায় "**ওতার**" শব্দকে "**ওকার**" এবং "**ওকাস**" শব্দরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ প্রবেশ পথ, পাইবার বা যাইবার অথবা ব্যবহার করিবার সুযোগ বা সুবিধা, বৃদ্ধি, যোগ; (চরিত্রে) প্রবণতা, নতি, অনুরাগ, ইচ্ছা, অবনমন, নমন, ঝোঁক, প্রিয়তা, ঘনিষ্ঠতা, অব্যাহত আলাপ, নিকটে আগমন, প্রবেশাধিকার। (তুলনীয়) **ওতিণ্ণ, অবচর** (বিণ)। ৩ পশ্চাদনুসরণ করণ, গোয়েন্দাগিরি, সন্ধানকার্য, গুপ্তচরগিরি, অন্বেষণকরণ, গবেষণাকরণ; দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, দোষারোপ, নিন্দাবাদ, অভাব, অপূর্ণতা, বৈকল্য, ছিদ্র, ফাটল, কলঙ্ক, দমকা বাতাস। = **রন্ধ্রবিবর** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (বি-ভা) **ওতারাপেক্খ**—দোষ বা ছিদ্র অন্বেষণকারী। ⇒ **ওতরতি, ওচিণ্ণ।**

ওতারণ (ক্লী) অবতারণ, নীচে নামানো, প্রস্তাবন, হরণ, অর্চনা।

ওতারাপেক্খ (বিণ) সুযোগের জন্য অপেক্ষাকারী, ছিদ্রান্বেষী, দোষ সন্ধানকারী। ⇒ **ওতার** (১, ৩)।

ওতারিত (বিণ) নামাইয়া আনিয়াছে এরূপ, নামাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন। ⇒ **ওতারেতি।**

ওতারেতি (ক্রি) [অব+√তার+এ] নামাইয়া আনা, অবতরণ করা, নামিয়া আসার কারণ করা বা হওয়া, নীচের দিকে ঝোঁকানো, নামাইয়া লওয়া। (বিপ) **উত্তরতি।** ⇒ **ওতরতি।** (অতীত) **ওতারেসি।** (অ-বিণ) **ওতারিত।**

ওতিট্ঠতি (ক্রি) = **অবতিট্ঠতি।** ⇒ **অবতিট্ঠতি।**

ওতিণ্ণ (বিণ) ১ নীচে নামিয়া আসিয়াছে এমন, অবতীর্ণ, পৃথিবীতে আবির্ভূত, অবরূঢ়, প্রবিষ্ঠ, অতিক্রান্ত, অবগাঢ়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদ্ধো-গলং ন ওতিণ্ণং**—গলার নীচে যায় নাই এরূপ, গলাধঃকরণ করে নাই এমন। ২ (কর্মবাচ্যে) রুদ্ধ, বিদ্ধ, বেষ্টিত [তুলনীয়—**অবতার** (২)], পতিত, বিচলিত, মুগ্ধ, বলিকৃত, প্রতারিত, আগত, সমীপবর্তী। = **দুক্খোতিণ্ণ** (অঙ্গুত্তর নিকায়); = **দুক্খাভিকিণ্ণ** (ইহা "**দুক্খাবতিণ্ণ**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ)। (মধ্যম নিকায়) **সোকাবতিণ্ণ।** (সূত্রনিপাত) **ইচ্ছাবতিণ্ণ**—ইচ্ছায় বিচলিত; **সল্লেন ওতিণ্ণো**—শল্যবিদ্ধ (মহানিদ্দেস বণ্ণনায়—"**সল্লেন বিদ্ধো ফুট্ঠো**")। (জাতক) **ইস্সাবতিণ্ণ = ইস্সায ওতিণ্ণ** (জাতক অর্থকথা)। ৩ (বিশেষ ধারণায়:—) ভালবাসায় পতিত, প্রেমে মুগ্ধ, প্রেমোন্মত্ত, আসক্ত। = **সারত্তো অপেক্খবা পটিবদ্ধ চিত্তো।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওতিণ্ণচিত্ত।** ⇒ **অবতিণ্ণ,**

ওতরতি।

ওতিন্নচিত্ত (বিণ) যাহার মন ভালবাসায় পতিত, যাহার মন প্রেমে আসক্ত, প্রেমে পড়া মনযুক্ত।

ওতোপভুতি—সেই সময় হইতে, এই সময় হইতে। ⇒ **পভুতি**।

ওত্তপ্প (ক্লী) ঔত্তাপ্য, নির্বাসন ভয়, পাপের প্রতি ভয়, পাপে ভয়, পাপের প্রতি ঘৃণা, পাপ বা দোষজনিত কার্য হইতে আত্মসংযমতা, পাপকার্যে ভয়, পাপকার্যে নরকাদি দুঃখভূমিতে উৎপন্ন হইবার ভয়, পাপ কার্যের জন্য মনস্তাপ বা মনপীড়া। ইহার দ্রুত উচ্চারণে বানান হয় "**ওতপ্প**"। "**ওতপ্প**" সাধারণত "**হিরি**" শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**হিরি-ওত্তপ্প**, (জাতকে) **হিরোত্তপ্প**।"**ওত্তপ্প**"সপ্ত আর্যধনের মধ্যে একটি ("**আরিয ধন**" শব্দ দেখুন)। ⇒ **হিরি, হিরি-ওত্তপ্প**।

ওত্তপ্পগারবতা (স্ত্রী) মনস্তাপের বিষয়, মর্মপীড়ার সহিত সম্পর্ক, ন্যায়পরতার জন্য গৌরব, সাধুতার জন্য সম্মান, ন্যায়-অন্যায় বোধশক্তির সহিত সম্পর্ক, বিবেকের জন্য বিশেষত্ব।

ওত্তপ্পতি (ক্রি) [অব+√তপ+অ] মনস্তাপ ভোগ করা, মর্মপীড়া পাওয়া, কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করা, পাপের জন্য ভীত হওয়া, পাপকে ভয় করা। (অতীত) **ওত্তপ্পি**।

ওত্তপ্পধন—আত্মদমনরূপ ধন, আত্মসংযমরূপ সম্পত্তি। ইহা সপ্ত আর্যধনের মধ্যে একটি। ⇒ **আরিযধন**।

ওত্তপ্পবল—সাধুতাস্বরূপ বল, ন্যায়পরতারূপ শক্তি, বিবেক বল, ন্যায়-অন্যায় বোধশক্তিস্বরূপ ক্ষমতা, (ধর্মসঙ্গণীর অনুবাদে) নিন্দা বা পাপজনক কার্যকে ভয় করিবার শক্তি বা ক্ষমতা।

ওত্তপ্পিন (বিণ) দোষজনক কার্যে অথবা পাপজনক কার্যে ভীত, বিবেকী, ন্যায়পর, সাধু বা সৎ ধর্মভীরু, অতিশয় যত্নবান, সন্দিগ্ধ।

ওত্তাপী = **ওত্তপ্পিন**। ⇒ **ওত্তপ্পিন**।

ওত্তাপিন = **ওত্তপ্পিন**। ⇒ **ওত্তপ্পিন**।

ওত্তাপী = **ওত্তাপিন**। ⇒ **ওত্তাপিন**।

ওত্থট (বিণ) ১ (কিছুর উপর) বিস্তৃত, আবরিত, আবৃত, প্রচ্ছন্ন, অবগুণ্ঠিত, লুক্কায়িত। (মিলিন্দ পঞ্হো) **মহিকোত্থট সুরিয**—কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সূর্য। ২ বিকীর্ণ, ছড়ানো। ⇒ **ওত্থরতি**।

ওত্থত = **ওতত, ওত্থট**। ⇒ **ওতত, ওত্থট**।

ওত্থরক (ক্লী) ছাঁকনদান, ঝাঁঝরি, চালুনি, ছাঁকনি, জলশোধন ব্যবস্থা।

ওত্থরণ (ক্লী) (কিছুর উপর) বিস্তৃতি, বিস্তার, বিস্তৃত করিবার কাজ, আচ্ছাদন, ঘোমটায় আচ্ছাদনকরণ, গোপনকরণ, ঢাকন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মহিকোত্থরণ**।

ওত্থরতি (ক্রি) [অব+√থর+অ] বিছানো, বিস্তৃত করা, ব্যাপ্ত করা, আবৃত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা। (বিপ) **পটিক্কমতি** (জল সরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে)। ⇒ **অত্থরতি**। (অতীত) **ওত্থরি**। (অ-বিণ) **ওত্থট, ওত্থত**। (ব-বিণ) **ওত্থরমান**। (ক্রি-বি) **ওত্থরিত্বা**।

ওদক (ক্লী) জল, উদক, বারি। = **উদক, জল**। (যৌগিকে) **সীতোদক**। **অনোদক** (বিণ) জলহীন, শুষ্ক; **উদকভত্ত** (থেরগাথা অর্থকথা)।

ওদকন্তিক (ক্লী) ১ জলের সন্নিকট, জলের নিকটবর্তী স্থান। (খুদ্দকপাঠ) **গম্ভীরে ওদকন্তিকে**—জলস্থ গভীর স্থান। ⇒ **অন্তিক** (১)। ২ জল কমিয়া বা শুকাইয়া তলায় পড়িয়াছে এরূপ অবস্থা, জল কম আছে এরূপ অবস্থা। (বিণ) একবার বা একজনমাত্র স্নান করিবার মতো জল আছে এরূপ। (তুলনীয়) **ওদকন্তিকতা**।

ওদকন্তিকতা (স্ত্রী, ক্রি-বি) জল প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, একবার বা একজনমাত্র স্নান করিতে পারে এরূপ জলের পরিমাণ, পরিক্ষরণ।

ওদগমন (পুং, ক্লী) অস্ত, অস্তগমন। (বিপ) **উদগমন**।

ওদগ্য (ক্লী) উল্লাস, পরমাহ্লাদ, বিজয়গর্ব, বিজয়োল্লাস। = **উদগ্গ সভাব**—চরম উল্লাস অবস্থা। ⇒ **উদগ্গ**।

ওদন (পুং, ক্লী) সিদ্ধ করা চাউল অর্থাৎ ওদন, অন্ন, পায়স, পায়সান্ন, ভাত, যাগু, মিষ্টান্ন। (সংযুক্ত নিকায়) **নালিক-ওদন** (জাতক) **তিলোদন** (পুং)। **ওদন-কুম্মাস**—ভাত আর অম্ল বা কটু দুধ; **ওদন কুম্মাস উপচয**—ভাতের স্তূপ এবং দুধ; শরীর সম্বন্ধে [⇒**কায** (১)]।

ওদন কুম্মাস ⇒ **ওদন**।

ওদনভোজন (ক্লী) অন্ন ভোজন, চাউল সিদ্ধ খাদ্য ভোজন, যাগু ভোজন, ভাত খাওন। ⇒ **পঞ্চভোজন**।

ওদনিক (পুং) রাঁধুনি, পাচক।

ওদনিয (বিণ) যাগু-সম্বন্ধীয়, যাগু পাক করা সম্বন্ধীয়।

ওদনিযঘর—ভাত বা যাগু পাক করিবার ঘর, পাকঘর, রন্ধনশালা।

ওদনিয সুরা—ভাত দ্বারা প্রস্তুত সুরা বা মদ।

ওদপত্তকিনী (স্ত্রী) [উদ+পত্তক+ইন] কলসি দ্বারা জল আহরণকারিণী, জলদাসী। যেমন "**ভরিযা**" বা ভার্যা অর্থাৎ যে ভার্যা কলসী করিয়া গৃহে জল আহরণ করিয়া রাখে। বিনয়ে দশ প্রকার ভার্যা বা স্ত্রীর কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং বর্ণনা করা হইয়াছে:—**উদকপত্তং আমসিত্বা বাসেতি**। (বিণ) যেই স্ত্রীলোকের কাঁখে জলের কলসি আছে।

ওদপত্তিযা = **ওদরিক**। ⇒ **ওদরিক**।

ওদমেত্বা (ক্রি-বি) ⇒ **ওলুম্পেতি**।

ওদরিক (বিণ) ঔদরিক, উদর পরায়ণ, পেটুক, পেটের জন্য বা খাইবার জন্য বাঁচে এমন, লোভী, উদরসর্বস্ব, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।

ওদরিকত্ত (ক্লী) পেট ভরানো, উদর পূর্ণকরণ।

ওদরিয = **ওদরিক**। ⇒ **ওদরিক**।

ওদসিত্থ (ক্লী) ভাতের পিণ্ড, অন্নপিণ্ড, ভাতের সমষ্টি। ⇒ **সিত্থ** (১)।

ওদহতি (ক্রি) [অব+√দহ+অ] ১ সন্নিবিষ্ট করা, সন্নিবেশিত করা, নিবেশিত করা, দাখিল করা, পূরণ করা, জোগানো, সরবরাহ করা, অন্তঃপ্রবিষ্ট করা, মনোযোগী হওয়া, সতর্ক হওয়া, শিষ্টাচার সম্পন্ন হওয়া। (মধ্যম নিকায়) **ওকচরং ওদহতি; অগদঙ্গারং বন-মুখে ওদহেয্য**। (থেরগাথা) **মিগবো পাসং ওদহি**—ব্যাধ ফাঁদ (জাল) বসাইল। (জাতক) **বিসং ওদহি অরঞ্ঞে; পস্সং ওদহতি**—(কিছুর দিকে) পার্শ্ব পরিবর্তন করা। (মিলিন্দ পঞ্হো) **কায়ে ওজং ওদহিস্সামি**—শরীরে শক্তি সঞ্চয় করিব। ২ (চরিত্রে) প্রয়োগ করা, স্থাপন করা, লাগানো, আবেদন বা দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, খাটা। (বি-ভা) **সোতং ওদহতি**—শ্রবণ করা, শোনা (দীর্ঘনিকায়)। (অতীত) **ওদহি**। (অ-বিণ) **ওহিত**। (ক্রি-বি) **ওদহিত্বা**।

ওদহন (ক্লী) সন্নিবিষ্টকরণ, নিবেশিত করণ, প্রয়োগ, নিয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদন পত্র, আবেদন, ব্যবহার, প্রযত্ন, অধ্যবসায়, মনোনিবেশ, সঞ্চয়করণ, রাশীকৃতকরণ, পুঞ্জীভূতকরণ, সংগ্রহকরণ, স্থাপনকরণ, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, উৎসর্গ, সন্নিবেশ, অন্তর্নিধান, সন্নিবেশিত বস্তু, শ্রবণ।

ওদহিত্বা (ক্রি-বি) ⇒ **ওদহতি, ওপীলেতি**।

ওদাত (বিণ) শ্বেত, শুভ্রবর্ণের, শ্বেতবর্ণের, সাদা, সাদারঙের, পরিষ্কার, নির্মল, পবিত্র, অকলঙ্ক, নিষ্কলুষ। = **অবদাত**। (পুং) শ্বেতবর্ণ, সাদা রং। ⇒ **পঞ্চবণ্ণ**

ওদাতক (বিণ) শ্বেত, সাদা। = **ওদাত** (বিণ)। (থেরগাথা) **ওদাতক ধজ**।

ওদাত কসিণ (ক্লী) ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত যে শ্বেতবর্ণের বস্তুকে সম্মুখে রাখিয়া আলম্বন বা অবলম্বন গ্রহণ করা হয়, শ্বেতবর্ণের বস্তুকে অবলম্বন ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন।

ওদাতবণ্ণ (ক্লী) শ্বেতবর্ণ, সাদা রং।

ওদাতবত্থ (ক্লী) শ্বেতবর্ণের বস্ত্র, সাদা কাপড়। (বিণ) শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, সাদা কাপড় পরিধান করিয়াছে এমন। (জাতক) **ওদাতবত্থ অল্ল-কেস**।

ওদাতবসন (ক্লী) শ্বেতবসন, শ্বেতবস্ত্র, সাদা কাপড়। (বিণ) সাদা রঙের, শ্বেতবর্ণের, শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, সাদা রঙের চীবর বা বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এমন। ⇒ **বসন** (১)।

ওদাতবসনা (বিণ) শ্বেতবস্ত্রধারী, শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী। ⇒ **গিহিন**। (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

ওদিস্স (ক্রি-বিণ) যেভাবে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে সেভাবে, সঠিক স্থিরীকৃত নিয়মে, যেভাবে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা হইয়াছে সেভাবে, বিভক্তরূপে, পৃথক পৃথকভাবে। **অনোদিস্স**--লক্ষ্যহীন হইয়া, বিনা উদ্দেশ্যে, অনিশ্চিতরূপে, অনির্দিষ্টভাবে; = **অনুদিস্স**।

ওদিস্সক (বিণ) নির্দিষ্ট, যথার্থ, ঠিক, স্পষ্ট, সীমা নির্দেশক, স্থির, বিশেষ, স্বতন্ত্র, অসামান্য। (ক্রিয়াবিশেষণরূপে বর্ণনা:—) **ওদিস্সকবসেন**—নির্দিষ্টরূপে, যথার্থভাবে, স্পষ্টরূপে, বিশেষভাবে, স্বতন্ত্ররূপে, অসামান্যরূপে; (বিপ) **অনোদিস্সক**—সাধারণভাবে, সার্বজনীনরূপে, সর্বগতভাবে, সর্বসাধারণের ন্যায় (জাতক)। ⇒ **অনোদিস্সক, ওধিসো**।

ওদিস্সক বসেন (ক্রি-বিণ) ⇒ **ওদিস্সক**

ওদীরক (এই শব্দের পাঠ হইবে) **ওচীরক** (বিণ) [অব+চীর+ক] বল্কল বা ছাল তোলা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **ওচীরক**।

ওদুম্বর (বিণ) উদুম্বর বা ডুমুরবৃক্ষ-সম্বন্ধীয়। ⇒ **উদম্বর**।

ওধন (বিণ) = **ওদহন**। ⇒ **ওদহন**।

ওধসত = **ওধস্ত**। ⇒ **ওধস্ত**।

ওধস্ত (বিণ) (সংস্কৃত—অবধ্বস্ত) পতিত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। = **ওধস্তপতোদ** (সংযুক্ত নিকায়)। কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে পাঠ "**ওধসত**"। ⇒ **ধংসতি**।

ওধস্তপতোদ = **ওধস্ত**। ⇒ **ওধস্ত**।

ওধান (ক্লী) = **সমোধান**। ⇒ **সমোধান**।

ওধানপেক্খং (ক্লী) ধারণযোগ্যকরণ, সংযোগকরণ, সম্মিলিতকরণ। = **সমোধান**।

ওধানীয (ক্লী) টেবিল-মেজ-চৌকি ইত্যাদি যাহার উপর রাখা হয় অথবা পট-পাত্র ইত্যাদি যাহার ভিতরে রাখা হয়, আধার, পাত্র, স্থালী। (বিনয়) **সলাকোধানীয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সালাকাট্ঠানিয; (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) সলাকাতনিয; (বর্মা অঙ্গুত্তর নিকায়) সলাকধারয; (ইংরেজি দীর্ঘনিকায়) সলাকোধানিয়ংতি যত্থ সলাকং ওদহন্তি তং**। (তুলনীয়) **সমোধানেতি**।

ওধি (পুং) স্থাপিতকরণ, নির্দিষ্টকরণ অর্থাৎ সীমা, বিস্তৃতি, প্রসার, আয়তন, প্রান্ত, অন্ত, দমন, বাধা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জণ্ণু-মত্তেন ওধিনা**—হাঁটুবিস্তৃতি পর্যন্ত অর্থাৎ জানু পর্যন্ত গভীর। (বিপ) **অনোধি**; (মধ্যম নিকায়) **অনোধিজিন**।

ওধিক (বিণ) সর্বপ্রকার, নানাবিধ, বিভিন্ন, বিবিধ, নানাপ্রকার। (বি-ভা) **যথোধিকানি কামানি** (সূত্রনিপাত)।

ওধিকত (বিণ) = **পরিযন্তকত**। ⇒ **পরিযন্তকত**।

ওধিসুক্ক ১ মাণ্ডল বা উপশুল্কের প্রসার। ২ সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড, গোঁজ, খোঁটা, খুঁটি, শূলদণ্ড, বাজি, পণ।

সুঙ্খকোট্ঠাসং (জাতক অর্থকথা)।

ওধিসো (ক্রি-বিণ) নির্দিষ্টরূপে, সীমাবদ্ধভাবে, সঙ্কীর্ণরূপে, সীমিতভাবে, সসীমরূপে, বহুখণ্ডে, ক্রমশয়, খণ্ড খণ্ডভাবে, ঠিকভাবে, বিশেষরূপে। (বিপ) **অনোধিসো**।

ওধিসোধিসো (বিণ) খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্পন্ন, ভাগ ভাগ করিয়া সম্পাদিত, অংশ অংশ করিয়া সমাধাকৃত।

ওধুনাতি (ক্রি) [অব+√ধু+না] ঝাঁকানো, সবেগে কাঁপানো, সবেগে নাড়া দেওয়া বা কম্পিত করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওধুনাতি নিদ্ধুনাতি;** (বর্মা পেতবত্থু) **ওফনোধুনাতি;** (সিংহলী পেতবত্থু) **ওতু-ওধুনাতি**। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **ওগুস্ফেত্বা**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **ওধুনাতি বিধুনাতি**। (অতীত) **ওধিনি**। (অ-বিণ) **ওধূত**।

ওধূত (বিণ) সবেগে নাড়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সবেগে কম্পিত, ঝাঁকানো হইয়াছে এরূপ। ⇒ **ওধুনাতি**।

ওনত (বিণ) অনুন্নীত, অনুত্তোলিত, অধঃ, নীচ। (বিপ) **উনত**। ⇒ **ওণত, ওনমতি**।

ওনদ্ধ (বিণ) আবদ্ধ, কষিয়া বাঁধা হইয়াছে এমন, আঁটসাঁট করিয়া আবদ্ধ, মোড়িত বা মোড়িয়া আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা, আবরিত। (বিনয়) **ওনদ্ধমঞ্চ; ওনদ্ধপীঠ**। (ধর্মপদ) **অন্ধকারেন ওনদ্ধ**। ⇒ **ওনন্ধতি, ওনয্‌হতি**।

ওনন্ধতি (ক্রি) [অব+√নধ+ং+অ] বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা বা তাপ দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, গুটানো, জড়ানো, মোড়া, ভাঁজ করা, বদ্ধ করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, সংবদ্ধ করা বা হওয়া। (অতীত) **ওনন্ধি**। (অ-বিণ) **ওনদ্ধ**। (তুম্‌) **ওনন্ধিতুং**।

ওনমক (বিণ) নত, নমিত, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, বাঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, অবনত, ছোঁ মারিয়া পড়িয়াছে এমন, মাথা নত করিয়াছে এমন। (বিপ) **অনোনমক**।

ওনমতি (ক্রি) [অব+√নম+অ] নুইয়া পড়া, নত হওয়া, অবনত হওয়া, ঝোঁকিয়া পড়া, ঝোঁকা, মাথা বা কাঁধ নত করা, নোয়ানো। (অতীত) **ওনমি**। (অ-বিণ) **ওনত**। (ব-বিণ) **ওনমন্ত**। (ক্রি-বি) **ওনমিত্বা**।

ওনমন (ক্লী) অবনমন, নোয়ানো, দমন, নীচ অবস্থায় আনন, বশীভূতকরণ।

ওনমনুন্নমন (ক্লী) [ওনমন+উন্নমন] নামা-উঠা, অবনতকরণ-উত্তোলন, উত্থান-পতন, (ঝড়ে শাখাগ্র) ঝোঁকন আর উত্থিত হওন, (নমস্কারে) মস্তক অবনত করণ এবং খাড়াকরণ। (বিণ) উচু-নিচু, উঠা-নামা, অবনত আর খাড়াভাবে স্থিত।

ওনয্‌হতি (ক্রি) [অব+√নহ+অ] মোড়া, জড়ানো, লুক্কায়িত করা, সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, বাঁধিয়া রাখা, শবাচ্ছাদন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা, আচ্ছাদন করা, ঢাকা দেওয়া, গোপন করা। (ধম্মসঙ্গণি অট্‌ঠকথা) **মোঘো আকাসং ওনয্‌হতি**। (অতীত) **ওনয্‌হি**। (অ-বিণ) **ওনদ্ধ**।

ওনরাপেতি (ক্রি) = **ওসাপেতি**। ⇒ **ওসাপেতি**।

ওনহ = **ওনাহ**। ⇒ **ওনাহ**।

ওনহন (ক্লী) আচ্ছাদন, আবরণ, গোপনকরণ, লুক্কায়িতকরণ, শবাচ্ছাদন বস্ত্র দ্বারা আবৃতকরণ।

ওনাহ = **ওনহন**। ⇒ **ওনহন**। (দীর্ঘনিকায়ে) **ওনহ**। = **মেঘো বিয আকাসং ওনয্‌হতি**। (তুলনীয়) **ওনদ্ধ, ওনয্‌হতি**।

ওনিত্ত = **ওনীত**। ⇒ **ওনীত**। (বি-ভা) **ওনিত্ত-পত্ত-পাণি**—(খাওয়ার পর) পাত্র এবং হাত ধুইয়াছে এমন।

ওনীত (বিণ) অপনীত, অপসারিত, নিরাকৃত, দূরীকৃত, ত্যক্ত, খণ্ডিত, অপহৃত, নিবারিত, বিনাশিত, প্রমার্জিত, ঋণমোচিত, লইয়া গিয়াছে এমন। = **অপনীত**। ⇒ **ওনেতি, অপনেতি**। (বি-ভা) **ওনীত-পত্ত-পাণি** (ভোজনের পর) পাত্র হইতে উঠাইয়াছে অথবা সরাইয়া লইয়াছে এমন। (অট্‌ঠকথা বণ্ণনা) **ওনীতো পত্ততো পাণিযেব**—(খাওয়ার পর) পাত্র হইতে হাত সরাইয়া লইয়াছে। (তুলনীয়) **অপনীত পাত্র** (মহাবস্তু) (বিনয়) **ভুত্তাবিন ওনীত-পত্ত-পাণি**—খাইয়া বা খাওয়ার পর হাত সরাইয়া লওয়া হইয়াছে; = **পত্ততো ওনীত পাণি; পত্ততো অপনীত হত্থ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

ওনীতপত্ত (বিণ) পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত, পাত্র হইতে হাত সরাইয়া ফেলিয়াছে এমন। ⇒ **ওনীত**।

ওনেতি (ক্রি) = **অপনেতি**। ⇒ **অপনেতি**। (অ-বিণ) **ওনীত**।

ওনোজন (ক্লী) বণ্টন, বিতরণ, শ্রেণীবিভাগকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি, উপস্থাপন, উপস্থাপিত বিষয়, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত উপহার, প্রদর্শনী, অভিনয়।

ওনোজিত (বিণ) উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত, বণ্টিত, শ্রেণীবিভক্ত। ⇒ **ওনোজেতি**।

ওনোজেতি (ক্রি) [অব+√নুজ্‌+এ] উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোনো ব্যক্তির নামে গৃহাদি উৎসর্গ করা, বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া, শ্রেণীভাগ করা। = **ওণোজেতি**। (অতীত) **ওনোজেসি**। (অ-বিণ) **ওনোজিত**।

ওনোদিস্‌সক বসেন—সর্বজনীনরূপে, পূর্ণাঙ্গরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অবাধরূপে, পুরোপুরিভাবে। জাতকে "**মেত্তা**" সম্পর্কে "**ওনোদিস্‌সক বসেন**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (বিপ) **ওদিস্‌সক বসেন**—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ⇒ **ওদিস্‌সক বসেন**।

ওপক্কমিক (বিণ) কোনো উপায়ঘটিত, কল্পনাপ্রসূত, আবিষ্কৃত, মতলববাজ, কল্পনা উদ্ভাবিত, দৈহিক পীড়ার অথবা মনোবেদনার অনুভূতি বর্ণিত, হঠাৎ আক্রান্ত, খিঁচুনিযুক্ত, আকস্মিক ও প্রচণ্ড, অত্যন্ত জোর আছে কিন্তু রহিয়া রহিয়া কাজ হয় এরূপ, ছুঁচাল, তীক্ষ্ণাগ্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর, সূক্ষ্মদর্শী; (শব্দ সম্বন্ধে) উচ্চ, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, প্রখর, তীব্র, কনকনে, খুব প্রবল, উগ্র, শঙ্কাজনক। (যৌগিকে) **ওপক্কমিক আবাধা; ওপক্কমিক বেদনা।**

ওপকখিন (বিণ) কাঁচি দ্বারা যে পাখির ডানার পালক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা পালকের প্রান্তভাগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, শক্তিহীন, দুর্বল, ক্ষমতাহীন। "**ওপকখিং করোতি**" এর পরিবর্তে অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাঠ "**ওপকখিনং করোতি**—পক্ষহীন বা শক্তিহীন করা। ⇒ **ওপকখি।**

ওপগুয্হ = **ওপবয্হ।** ⇒ **ওপবয্হ।**

ওপঞ্জন = **ওপুঞ্জন।** ⇒ **ওপুঞ্জন।**

ওপর্ণ (বিণ) = **ওপত্ত।** ⇒ **ওপত্ত।**

ওপততি (ক্রি) [অব+√পত+অ] পড়িয়া যাওয়া অথবা উড়িয়া নীচে আসা, কিছুর উপর উড়িয়া আসা, কিছুর উপর পতিত হওয়া। (জাতক) **লোকামিসং ওপততি অন্তো।** (অতীত) **ওপতি।** (অ-বিণ) **ওপতিত।** (ক্রি-বি) **ওপতিত্বা।**

ওপতিত (বিণ) পতিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদক ওপতিত; মহাসোব্ভেহি ওপতিতেন উদকেন।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **মহাসোব্ভ সন্নিপাতেহি।** = **ওবুলিত, ওপলহিত।** ⇒ **ওপততি।**

ওপত্ত (বিণ) পাতা ঝড়িয়া গিয়াছে, যে গাছের পাতা নাই, পত্রহীন। **ওপত্তরুক্খ**—পত্রহীন বৃক্ষ। (জাতক) **ওপত্ত** = **অবপত্ত, নিপ্পত্ত, পতিত-পত্ত** (জাতক অর্থকথা)।

ওপধিক (বিণ) বিমুক্ত, পুনর্জন্মরহিত, যদ্দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এমন (পুণ্য)। এই শব্দটি সর্বদা "**পঞ্ঞ**" বা পুণ্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের অর্থ "অতি মহান" গ্রহণ করায় Morris-এর সহিত অন্য অর্থকারকদের মতের মিল হয় না। বিমানবত্থু অর্থকথায় ধর্মপাল এই শব্দের সংশোধিত অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছেন—"**অত্ত-ভাব-জনক পটিসন্ধি-পবত্তি-বিপাক-দায়ক**"। "**ওপধিক**" শব্দের পরিবর্তে "**ওসধিক**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

ওপনয়িক (বিণ) উপনায়িক, উপনয়ন করে এমন, পৌঁছাইয়া দেয় এমন, উপনীত করে এমন, নীত করে এমন, উপস্থিত করায় এমন, আনয়ন করে এমন, পরিচালিত করে এমন, চালাইয়া নেয় এমন, প্রাপ্ত করায় এমন, নির্বাণে উপনয়ন করে বা পৌঁছাইয়া দেয় এমন, লাভ করাইয়া দেয় এমন। **নিব্বান ওপনয়িক।**

ওপপকখি = **ওপকখিন।** ⇒ **ওপকখিন।** (বি-ভা) "**ওপপকখিং করোতি**" এর পরিবর্তে অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাঠ "**ওপকখিনং করোতি**" (পক্ষীর) পক্ষের পালক কাটিয়া ওড়া হইতে বঞ্চিত করা, ডানার পালক কাটিয়া দুর্বল বা শক্তিহীন করা।

ওপপচ্চয়িক (বিণ) উপপাতিক, মাতাপিতা ছাড়া উৎপন্ন হয় এমন। ঈদৃশ উৎপত্তিতে মাতৃগর্ভ এবং পিতৃ ঔরসে উৎপন্ন না হইয়া দেবগণের উৎপত্তির ন্যায় উৎপন্ন হইবার "**উপাদান**" বা হেতু থাকে। = **উপপাতিক।**

ওপপাতিক (বিণ) উপপাতিক, মাতাপিতা ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে এমন, দৃশ্যমান ঘটনা ব্যতীত উৎপত্তি, মাতাপিতা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মগ্রহণ করে এমন, বিনাচাষে বর্ধিত হয় এমন, স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে উৎপন্ন হয় এমন, স্বয়ংক্রিয় হইয়া উৎপন্ন হয় এমন, হঠাৎ আবির্ভাব, মাতাপিতা ব্যতীত দেবগণ যেই উপাদানে বা হেতুতে দেবকুলে উৎপন্ন হয় মনুষ্যকুলে তাদৃশ হেতুপ্রদভাবে উৎপন্ন হইয়াছে এমন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন, স্বয়ংক্রিয় উৎপন্ন, ভৌতিক ব্যাপারজনক উৎপন্ন। ⇒ **ওপপচ্চয়িক, যোনি** (২)। [কথিত আছে যাহারা মনুষ্যকুলে উপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করে বা উৎপন্ন হয় তাহারা উৎপত্তিক্ষণে বৃক্ষ ঘর ইত্যাদি যে কোনো কিছুকে আশ্রয় করিয়া ষোল বৎসরের তরুণ-তরুণীর ন্যায় শরীর সম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখিত থেরী অম্বপালীর উৎপত্তিও উপপাতিকরূপে হইয়াছিল।] (মধ্যম নিকায় অর্থকথা) **সেস-যোনি-পটিক্খেপ-বচনং এতং।** পুগ্গল পঞ্ঞত্তির অর্থকথাও দ্রষ্টব্য।

ওপপাতিন (বিণ) = **ওপপাতিক।** ⇒ **ওপপাতিক।** (বি-ভা) **ওপপাতিযা** (**ওপপাতিনিযা** শব্দের পরিবর্তে?) **ইদ্ধিযা** (সংযুক্ত নিকায়)।

ওপপাতিহ = **ওপপাতিন।** ⇒ **ওপপাতিন।**

ওপপাতী = **ওপপাতিক।** ⇒ **ওপপাতিক।**

ওপম = **উপম।** ⇒ **উপম।** ইহা "**উপম**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। (সদ্ধম্মোপায়ন) **অনোপম।**

ওপম্ম (ক্লী) (সংস্কৃত—ঔপম্য) ঔপম্য, সাদৃশ, তুল্যতা, প্রতিকৃতি, উপমা, উপমা অলঙ্কার, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, তুলনা, (ব্যাকরণ-সম্বন্ধে) বিশেষণ পদের তুলনামূলক রূপ, রূপক।

ওপম্মরস (পুং) উপমেয় রস, সমতুল্য রস, তুল্যানুরূপ রস। ⇒ **ওপম্ম, রস** (৬)।

ওপম্মসংসন্দনা (স্ত্রী) সাদৃশ্যানুরূপ, প্রয়োগ বা প্রযোজ্য বস্তু। ⇒ **সংসন্দনা।**

ওপরজ্জ (ক্লী) উপরাজ্য, রাজ প্রতিনিধির পদ বা অধিকার। এই শব্দটি "**উপরজ্জ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

ওপলহিত = **ওপতিত।** ⇒ **ওপতিত।**

ওপবয্হ (বিণ) চড়িবার উপযুক্ত, পরিবাহক, বাহক, বহন

করিবার উপযোগী। (পুং) রাজহস্তী অর্থাৎ যে হস্তী রাজাকে বহন করে। = **ওপগুয্হ** (নেত্তি); (নেত্তি অর্থকথায়) **আরোহন-যোগগ**। (সিংহলী জাতকে) **ওপবুয্হ**। (জাতক) **গজুত্তম ওপবয্হ = রাজ-বাহন** (জাতক অর্থকথা)। (দীঘনিকায় অর্থকথা) **আরোহন-যোগগ ওপবুয্হ (ওপগুয্হ)**; এখানে "**ওপগুয্হ**" সংশোধিত শব্দ।

ওপবুয্হ = ওপবয্হ। ⇒ **ওপবয্হ**।

ওপসমিক (বিণ) উপশম আনয়নকারী, নিবৃত্তি-বিধায়ক, প্রশান্তভাব বা শান্তভাব আনয়নকারী, নিরুপদ্রব অবস্থায় পরিচালিত করে এমন, সুস্থিরভাব প্রদানকারী, প্রশমিত করে এমন।

ওপসায়িক (বিণ) হস্তপার্শ্বে আছে এমন, নিকটে আছে এমন, আজ্ঞাধীন(?)।

ওপাটেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবপাটযতি) জট খোলা, পাক খোলা, সুতা ছাড়ানো, জট খুলিয়া যাওয়া, ব্যাখ্যা করা, সমাধান করা, উন্মুক্ত করা বা হওয়া, প্রবেশ পথ প্রস্তুত করা, গর্ত করা, বিস্তৃত করা, মেলিয়া ধরা, আরম্ভ করা বা হওয়া, বিকশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া, ফাঁক করিয়া ধরা। (ক্রি-বি) **ওপাটেত্বা**; (বিনয়) **ছবিং ওপাটেত্বা**।

ওপাত (পুং) ১ পতন অথবা উড়িয়া নীচে আগমন, অবতরণ, অবনতি। ২ পশ্বাদি ধরিবার গুপ্ত গহ্বর, চোরা গর্ত, গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন বিপদ।

ওপাতিত (বিণ) বাধাপ্রাপ্ত, পাতিত, নষ্টকৃত, বর্জিত, ত্যক্ত, ঘটনাক্রমে উক্ত, উপেক্ষিত। ⇒ **ওপাতেতি**।

ওপাতেতি (ক্রি) [অব+√পাত+এ] ১ পাতিত করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, বাধা দেওয়া, ব্যাঘাত করা, বিভক্ত বা ভিন্ন করা, ক্রম ভঙ্গ করা। (মধ্যম নিকায়) **কথং পাতেতি**—কথার দ্বারা বা কথায় বাধা দেওয়া। (তুলনীয়) **অতিপাতেতি**। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া, হঠাৎ পতিত হওয়া, হঠাৎ শেষ হওয়া, নিম্নে পতিত হওয়া, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসা, মরিবার সময় অধোমুখ হইয়া পড়া, হঠাৎ আসিয়া দেখা করা, শেষ করিয়া দেওয়া বা সংস্রব না রাখা, সাবধানে বা ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা, গাড়ি হইতে আরোহীকে নামানো, বাদ দেওয়া, বিন্দু বিন্দু পড়িতে দেওয়া, যাইতে দেওয়া, পরিত্যাগ করা, নামানো, পত্র পাঠানো, ত্যাগ করা, বর্জন করা, উপেক্ষা করা, ছাড়িয়া যাওয়া। (অতীত) **ওপাতেসি**। (অ-বিণ) **ওপাতিত**।

ওপান (ক্লী) [অব+পান; বৈদিক—অবপান] জলকূপ, পুকুর, যে স্থানে বিনামূল্যে জল সরবরাহ হয়।= **উদপান**।

ওপানভূত (বিণ) জনগণের অভাব মোচনের জন্য যে ব্যক্তি জল-উৎসের ন্যায় মুক্ত হস্ত হইতে পারিয়াছে, উৎসের মত কাজ করে এমন, ঝরনার মত কাজ করে এমন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খত-পোক্খরণী বিয হুত্বা**। ⇒ **ভূত** (বিণ)।

ওপারম্ভ (বিণ) ভরণপোষণের কার্য করে এমন, সাহায্যকারী, উপকারী, সমর্থনকারী, রক্ষাকারী।

ওপিয (ক্রি-বি) অনুভব করিয়া, প্রবেশ করিয়া, সন্নিবিষ্ট হইয়া, নিবেশিত হইয়া, দাখিল করিয়া, ভোগ করিয়া। (থেরগাথা) **নিব্বানং হৃদযস্মিং ওপিয**। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **হৃদযস্মিং পক্খিপিত্বা**। = **উপিয**।

ওপিলবতি (ক্রি) [অব+√প্লব+অ; সংস্কৃত—অবপ্লবতি] নিমর্জিত হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন হওয়া, নিযুক্ত হওয়া, অভিভূত হওয়া। (করণে) **ওপিলাপেতি**।

ওপিলাপিত (বিণ) নিমজ্জিত, নিমগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত, জলে ডুবিয়া গিয়াছে অথবা ডুব দিয়াছে এমন, সিক্ত, আর্দ্র। ⇒ **ওপিলাপেতি**।

ওপিলাপেতি (ক্রি) [অব+√প্লব+এ; সংস্কৃত—অবপ্লাবযতি] মগ্ন করা, নিযুক্ত করা, অভিভূত করা, ভাসমান করা বা রাখা, প্লাবিত করা, আরম্ভ করা, ডুব দিয়া ওঠা, ডুব দেওয়ানো, চোবানো, তলের অন্তরালে যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, লোহার চামচ ইত্যাদি দিয়া ফলস বালি সুরকি বা তরল পদার্থ তোলা বা লওয়া, অংশবিশেষ পাঠ করা, (কোনো বিষয়) ভাসা ভাসা অধ্যয়ন করা, (কিছুর মধ্যে) পতিত হওয়া বা ফেলিয়া দেওয়া। ⇒ **ওপিলবতি**। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা) **নিমুজ্জপেতি**। (অতীত) **ওপিলাপেসি**। (অ-বিণ) **ওপিলাপিত**। (ক্রি-বি) **ওপিলাপেত্বা** (ইহা ধর্মপদ অর্থকথায় "ওপীলেত্বা" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার দ্রষ্ট হয়)।

ওপিলাবেতি = ওপিলাপেতি। ⇒ **ওপিলাপেতি**।

ওপীলেতি (ক্রি) ঢালা, পাতিত করা, ফেলা। (ক্রি-বি) **ওপীলেত্বা**; (ইহার পাঠ) **ওপিলাপেত্বা**। (ধম্মপদ অর্থকথা টীকা) **ওদহিত্বা**; (ধম্মপদ অর্থকথা) **ভত্তং পচ্ছিযং ওপীলেত্বা**—টুকরিতে বা ঝুড়িতে ভাত ঢালিয়া। ⇒ **ওপিলাপেতি**।

ওপুঞ্ছতি (ক্রি) = **ওপুঞ্জেতি**। ⇒ **ওপুঞ্জেতি**।

ওপুঞ্ছন (ক্লী) রাশীকৃতকরণ, স্তূপীকৃতকরণ, আবরিতকরণ, আচ্ছাদিতকরণ, রাশি, স্তূপ, আচ্ছাদন, স্তর, স্তবক, মূল।

ওপুঞ্জতি (ক্রি) = **ওপুঞ্জেতি**। ⇒ **ওপুঞ্জেতি**।

ওপুঞ্জাপেতি (ক্রি) চর্বি ইত্যাদি দ্বারা লেপন করা। = **ওপুঞ্জেতি**। (ক্রি-বি) **ওপুঞ্জাপেত্বা, ওপুঞ্ছাপেত্বা**।

ওপুঞ্জেতি (ক্রি) [অব+√পুঞ্জ+এ] রাশীকৃত করা, রাশি করা, স্তূপ করা, আচ্ছাদন দেওয়া, আচ্ছাদিত করা, আবৃত করা, ঢাকিয়া দেওয়া, লুক্কায়িত করা, গোপন করা; (Morris-এর অনুবাদে) পরিষ্কার করা বা পবিত্র করা। (বিনয়) **ওপুঞ্জতি ভত্তং**। (অতীত) **ওপুঞ্জেসি**। (ক্রি-বি) **ওপুঞ্জেত্বা**, (জাতক) **ওপুঞ্ছেত্বা**, (জাতক অর্থকথার টীকায়) **উপলিম্পিত্বা**, (ধর্মপদ অর্থকথায়)

ওপুঞ্জিত্বা, (ধর্মপদ অর্থকথা টীকায়) **সম্মজ্জিত্বা**। (করণে) **ওপুঞ্জাপেতি**।

ওপুট (বিণ) = **ওফুট**। ⇒ **ওফুট**।

ওপুণাতি (ক্রি) [অব+√পু+না] তুষ ঝাড়া, পরীক্ষা করা, চালুনি দ্বারা ঝাড়া, চালা, পৃথক করা, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা; (চরিত্রে) অনাবৃত করা বা রাখা, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, (ফটোগ্রাফি) ফিল্ম ইত্যাদিতে আলোক সম্পাত করা, পরিত্যাগ করিবার জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া যাওয়া।= **ওপুণন্তো বিয** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **ওপুণি**। (ব-বিণ) **ওপুনিযমান**। (ক্রি-বি) **ওপুনিত্বা**। (করণে) **ওপুণাপেতি, ওপুনাপেতি**।

ওপুণাপেতি (ক্রি) চালুনি দ্বারা ঝাড়ানো, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করানো, চালিবার কারণ করা বা হওয়া, অনাবৃত বা খোলা রাখা। ⇒ **ওপুণাতি**।

ওপুত (বিণ) = **ওফুট**। ⇒ **ওফুট**।

ওপুনাতি (ক্রি) = **ওপুণাতি**। ⇒ **ওপুণাতি**।

ওপুনাপেতি (ক্রি) = **ওপুণাপেতি**। ⇒ **ওপুণাপেতি**।

ওপুনিযমান (বিণ) চালুনি দ্বারা ঝাড়ে বা ঝাড়া হয় এরূপ, চালে এরূপ, পৃথক করে বা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করে এরূপ। ⇒ **ওপুণাতি**।

ওপুস্ফ (ক্লী) ফুলের কুঁড়ি, মুকুল, অঙ্কুর, ফুলের কলি।

ওপেতি (ক্রি) অন্তঃপ্রবেশ করানো, ভিতরে প্রবেশ করানো, স্থাপন করা, জমা করা, গচ্ছিত রাখা, গ্রহণ করা, সমাদর করা, অভ্যর্থনা করা, স্বীকার করা, অন্তর্ভুক্ত করা। = **ওসাপেতি** (সংযুক্ত নিকায়); **ন ... পক্খিপন্তি** (সংযুক্ত নিকায়); (জাতক) **উপেতি; ওসেতি;** (থেরীগাথা) **ওসেতি;** (থেরীগাথা অর্থকথা) **ওসেতি = ঠপেতি**। (অতীত) **ওপি;** (জাতক অর্থকথার টীকা) **উক্খিপি, পক্খিপি**। (ক্রি-বি) **ওপিত্বা (ওপেত্বা?), খিপেত্বা** (জাতক অর্থকথার টীকা)। ⇒ **উপেতি**।

ওফুট (বিণ) অস্ফুট, আবরিত, রুদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। (বিপ) **অপারুত**। (যৌগিকে) **আবুত নিবুত ওফুট (ওপুত, ওপুট, ওবুত)** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ওপুত = পরিযো-নদ্ধ**।

ওফুত = **ওফুট**। ⇒ **ওফুট**।

ওবন্ধতি (ক্রি) [অব+√বন্ধ+অ] বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা। (অতীত) **ওবন্ধি**। (ক্রি-বি) **ওবন্ধিত্বা**।

ওভগ্গ (বিণ) ভগ্ন, ভগ্নকৃত, টানিয়া ছোলাইয়া ভাঙ্গিয়াছে এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **ওভগ্গ ভগ্গ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওভগ্গ-ওভগ্গ**। (জাতক) **ওভগ্গ সরীর**। ⇒ **ওভঞ্জতি**।

ওভঞ্জতি (ক্রি) [অব+√ভঞ্জ+অ] ভাঁজ করা, মোড়া, পরিবেষ্টন বা বেষ্টিত করা; (কিছুর উপর) বাঁকাইয়া দেওয়া, নোয়াইয়া বা নত করিয়া দেওয়া, প্রয়োগ করা, দিক পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, বস্ত্র ভাঁজ করিয়া চিহ্নিত করা। (অ-বিণ) **ওভগ্গ**। (করণে) **ওভঞ্জাপেতি; (জাতক) ধোবাপেতি ওভঞ্জাপেতি**।

ওভত (বিণ) লইয়া ফেলিয়াছে এরূপ, খুলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, লইয়া গিয়া বা লইয়া গিয়াছে এরূপ, (বিমান-সম্বন্ধে) আকাশে উড়িয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **ওভরতি**।

ওভত-চুম্বট (বিণ) লইয়া গিয়াছে এরূপ, (বিমান-সম্বন্ধে) যে স্থান হইতে বিমান জমি ত্যাগ করিয়া আকাশে উঠে, মাথায় করিয়া পাত্র বা পান পাত্র বহন করিবার স্বভাবযুক্ত স্ত্রীলোকের বর্ণনামূলক; (কদাচিৎ) যে স্ত্রীলোক মাথায় করিয়া কাপড়ের ক্ষুদ্র গোলাকার গাঁটরি বহন করে (?)।

ওভরতি (ক্রি) [অব+ভরতি] বহন করিয়া নেওয়া, লইয়া যাওয়া, সরাইয়া ফেলা, খুলিয়া ফেলা, লইয়া ফেলা, বলপূর্বক লইয়া যাওয়া, গ্রহণ করা, (বিমান-সম্বন্ধে) আকাশে উড়া। (অ-বিণ) **ওভত**।

ওভাস (পুং) আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, দিন, আলোকের উৎস বা কারণ, চিত্রের আলোকিত অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি, প্রত্যুষ, প্রকাশ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, প্রকাশ্য দৃশ্য, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত লোক, দর্শনশক্তি, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, খ্যাতি, যশ, দীপাধার, উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, ঝড়বৃষ্টিশূন্যতা, প্রভা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, চেহারা, হাবভাব, আকার, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর। (পটিসম্ভিদা মগ্গো) **পঞ্ঞা ওভাস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ওভাসং ফরতি**—প্রভা বিকীর্ণ করা, জ্যোতি স্ফুরিত হওয়া, জ্যোতি নিঃসরণ বা নির্গত করা বা হওয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নিমিত্তোভাস; পরিকথা ওভাস**। ⇒ **অবভাস**।

ওভাসকম্ম = **ওভাস**। ⇒ **ওভাস**।

ওভাসকর (বিণ) দীপ্তিকর, উজ্জ্বলকর।= **পভঙ্কর** (বিণ)।

ওভাসতি (ক্রি) [অব+√ভাস+অ] **১** (সংস্কৃত—অবভাসতি) আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, উদ্ভাসিত করা, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা বা হওয়া, জমকাল হওয়া, গৌরবমণ্ডিত হওয়া, চমৎকৃত হওয়া, অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া।= **পভাসেতি, বিজ্জোতেতি**।(অতীত) **ওভাসি**।(অ-বিণ) **অবভাসিত**। (করণে) **ওভাসেতি**। **২** (সংস্কৃত—অপভাষতি) নিন্দা করা, অপদোষ দেওয়া, গালাগালি করা বা দেওয়া, গালিবর্ষণ করা।

ওভাসন (ক্লী) আলোকিত করণ, আলো প্রদানকরণ, দীপ্তিমান হওন। (বিণ) উজ্জ্বল, দীপ্তিময়, বিখ্যাত।

ওভাসযমান = **ওভাসেন্ত**। ⇒ **ওভাসেন্ত**।

ওভাসিত (বিণ) উদ্ভাসিত, আলোকিত, দেদীপ্য, উজ্জ্বল।

⇒ **ওভাসেতি**।

ওভাসেতি (ক্রি) কিরণ বিকাশ করা, সমুজ্জ্বল করা, প্রভাবশালী করা, উজ্জ্বল করা, আনন্দোজ্জ্বল করা, আনন্দময় করা, (পদার্থবিদ্যায়) বিকীরণের দ্বারা বিস্তৃত করা, অত্যুজ্জ্বল করা, প্রভাময় করা, আলোকিত করা, আলোকপূর্ণ করা, আলোক সজ্জিত করা, জমকাল করা। ⇒ **ওভাসতি** (১)। = **পভাসেতি, জোতেতি**। (অতীত) **ওভাসেসি**। (অ-বিণ) **ওভাসিত**। (ব-বিণ) **ওভাসযমান, ওভাসেন্তী, ওভাসেন্ত, ওভাসযন্তো** (= **বিজ্জোতমানা**—পেতবত্থু অর্থকথা), **ওভাসেন্তো** (= **জোতন্তো, একালোকং করোন্তো**—পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **ওভাসেত্বা = আভায ফরিত্বা, একোভাসং করিত্বা**।

ওভাসেন্ত (বিণ) আলোকিত করে এমন, আলোকিত করিয়া, উদ্ভাসিত করে এমন, কিরণ দেয় এমন, আলোকসজ্জিত করে এমন, জ্যোতির্মান, দীপ্তিমান। ⇒ **ওভাসেতি**।

ওভাসেন্তী (বিণ) আলোকিত করে এমন। = **ওভাসেন্ত, আভেন্তি**। ⇒ **আভেতি, ওভাসেতি**।

ওভোগ (ক্লী) ঝোঁক, নুইয়া পড়ন, অবনমন, বাঁকানো, নতকরণ, বাতাস চলাচলকরণ, বাতাস লাগানো, আনত বস্তু, বক্র রেখা, খিলান, বক্রকরণ, চীবরের ভাঁজ। (বিনয়) **ওভোগে কাযবন্ধনং কাতব্বং**।

ওম (বিণ) (বৈদিক—অবম) নিম্নপদস্থ, নীচ, নিম্ন, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিধা, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, গৌণ, নিম্নতর, অধস্তন, নিকৃষ্টতর। (বহুবচনে) **ওমা; (উস্সা** শব্দের সহিত তুলনায়) **উস্সা সমা ওমা**—উর্ধ্বতন সমান ও অধস্তন (সূত্রনিপাত)। = **পরিত্ত, লামক, ওমক**।

ওমক (বিণ) সামান্য, তুচ্ছ, অনর্থক, অকিঞ্চিৎকর। = **ওম**। (মহানির্দেশ) **অপ্পক ওমক**। ⇒ **অপ্প**।

ওমকপঞ্ঞ = অপ্পক পঞ্ঞ। ⇒ **অপ্পক পঞ্ঞ**।

ওমকপত্ত (ক্লী) ক্ষুদ্রাকার পাত্র, ছোট পাত্র। ⇒ **উক্কট্ঠ** (২)।

ওমট্ঠ (বিণ) স্পৃষ্ট, স্পর্শ করা হইয়াছে এরূপ, অপরিষ্কৃত। ⇒ **ওমসতি**।

ওমদ্দতি (ক্রি) [অব+√মদ্দ+অ; বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকে—অবমর্দতি] ১ ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া। (জাতক) **সরীরং ওমদ্দন্তো**। ২ ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোনো বিষয়ে প্রবেশ করা, উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা। = **অভিবগ্গেন** (মহানিদ্দেস)। (অতীত) **ওমদ্দি**।

ওমসতি (ক্রি) [অব+√মস+অ] ১ (সাহিত্যে) ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, হস্ত চালনা করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, হস্তদ্বারা স্পর্শ করা, চালিত করা, আলোচনা করা, অভ্যাস করা, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। ২ (চরিত্রে) কাহাকেও স্পর্শ করা, নিন্দা করা, ভৎর্সনা করা, গালাগালি দেওয়া, অপমান করা। (অতীত) **ওমসি**। (অ-বিণ) **ওমট্ঠ**।

ওমসনা (স্ত্রী) ১ স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা বা রেখাপাত, মনোভাব, মর্মস্পর্শকরণ, হৃদয়গ্রাহী হওন, করুণকরণ। = **হেট্ঠা ওরোপনা**। ২ তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক, নিন্দা, গালাগালি, অবজ্ঞা।

ওমসবাদ (পুং) = **ওমসনা**। ⇒ **ওমসনা** (২)।

ওমান (ক্লী) ১ (সংস্কৃত—অবমান) অবজ্ঞা, অপমান, অসম্মান, তাচ্ছিল্য, উপহাস, অশিষ্টতা, ঘৃণা, আদালত অবমাননা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ওমান অতিমান**। ⇒ **অবমান**। ২ (বিণ) উড়ন্ত, উড়িয়া **উর্ধ্বে** গমনশীল। (জাতক) **উচ্চে সকুণ ওমান**—ওহে উর্ধ্ব আকাশে উড়ন্ত পাখি!। (বর্মজাতকে ইহার বানান) **ডেমান;** Muller-এর জাতক অর্থকথায় "**ওমান**" শব্দের পরিবর্তে "**ডেমান**" শব্দ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"**চরমান, গচ্ছমান**"।

ওমিস্সক (বিণ) মিশ্রিত, সম্মিলিত, বিবিধ, নানারকম, নানাবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়। (জাতক) **ওমিস্সক পরিসা**। (তুলনীয়) **বোমিস্সক**।

ওমুক্ক (বিণ) পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, অপরের ব্যবহারের পর ক্রীত, অন্য হইতে প্রাপ্ত, অমৌলিক, উলঙ্গ, নগ্ন, বিবস্ত্র, কাপড় ছাড়িয়াছে এমন। ⇒ **ওমুঞ্চতি**।

ওমুঞ্চতি (ক্রি) [অব+√মচ+ং+অ] লইয়া ফেলা, খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া দেওয়া, আলগা করা, উলঙ্গ করা, বিবস্ত্র করা, নগ্ন করা, কাপড় ছাড়িয়া ফেলা, শিথিল করা বা হওয়া, সর্বনাশ করা, নষ্ট করা, রদ করা, উল্টাইয়া দেওয়া, বাতিল করা, খালাস করা, মুক্ত করা, স্বত্ব ত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শনের বা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া, বন্ধন মোচন করা, অনবরুদ্ধ করা, ঘনতা হ্রাস করা, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা, ছাড়া, ত্যাগ করা। (দীর্ঘনিকায়) **বেঠনং ওমুঞ্চতি**। (জাতক) **সাটকং ওমুঞ্চতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তচং ওমুঞ্চতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **আভরণানি ওমুঞ্চেতি**। ⇒ **উপাহনা**। (অতীত) **ওমুঞ্চি**। (অ-বিণ) **ওমুত্ত, ওমুক্ক**।

(করণে) **ওমুঞ্চতি, ওমুঞ্চাপেতি**।

ওমুঞ্চাপেতি (ক্রি) খুলিয়া ফেলার কারণ হওয়া, খোলাইয়া দেওয়া, খোলাইয়া ফেলা। (অতীত) **ওমুঞ্চাপেসি**। ⇒ **ওমুঞ্চতি**।

ওমুঞ্চেতি (ক্রি) = **ওমুঞ্চতি**। ⇒ **ওমুঞ্চতি**। (অতীত) **ওমুঞ্চেসি**।

ওমুত্ত (বিণ) মুক্ত, ছাড়া পাইয়াছে এমন, লব্ধ, প্রাপ্ত, পরিত্যক্ত। ⇒ **ওমুঞ্চতি**। সাহিত্যে "**ওমুক্ত'স্স মারপাসো**" এর পরিবর্তে পাঠ হইবে "**ওমুত্ত'স্স মারপাসো**"।

ওমুত্তেতি (ক্রি) [অব+√মুত্ত+এ; সংস্কৃত—অবমূত্রয়তি] মূত্র ত্যাগ করা, প্রস্রাব করা। (অতীত) **ওমুত্তেসি**।

ওযাচতি (ক্রি) [অব+√যাচ+অ] কু অভিপ্রায় করা, বধ ধারণা করা, মন্দ ইচ্ছা পোষণ করা, অভিশাপ দেওয়া, গালাগালি করা, অমঙ্গল ইচ্ছা বা প্রার্থনা করা।

ওয্যকা (স্ত্রী) নিপুণা স্ত্রীলোক, উদ্যোগী নারী। ⇒ **অযিরকা**।

ওর (ক্লী) ওর, সীমা, অবধি, নীচ, নিম্ন, নদীর নিকট, উপকূলের নিকট, সমুদ্রতটের নিকট, ইহজগৎ, স্থানের নিকট, এই বা বর্তমান সংসার, ইহলোক। (বিণ) নিম্নস্থ, নীচের, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, পরবর্তী, পশ্চাদ্বর্তী, উত্তরকলীন, নিম্ন, নীচ। (অপাদানে) **ওরতো**, (কর্মকারক) **ওরং**। (করণ কারকে) **ওরেন**।

ওরং (ক্রি-বিণ) এই পার্শ্বে, নীচে, নিম্নে, মধ্যে। ⇒ **ওর**। (সূত্রনিপাত) **ওরং বস্সসতা**। (পেতবত্থু) **ওরং ছহিমাসেহি**—ছয়মাসের অনধিকে, ছয় মাসের মধ্যে; **ওরং ছহি মাসেহি উদ্ধং**—ছয় মাসের উর্ধ্বে, ছয়মাস পরে; (পেতবত্থু অর্থকথা) **দহতো**।

ওরক (বিণ) নীচস্থ, নিম্নস্থ, নিম্ন, নীচ, অধম, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, পশ্চাদ্বর্তী, উত্তরকালীন, পরবর্তী। = **পরিত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (তুলনীয়) **ওমক**।

ওরত (বিণ) ১ নিরতিশয় আনন্দিত, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট। (তুলনীয়) **অভিরত**। ⇒ **রমতি**। ২ বিরত, নিবৃত্ত, দমিত, সংযত, বাধাপ্রাপ্ত। = **বিরত**। (তুলনীয়) **উপরত**।

ওরতো (ক্রি-বিণ) এই পার্শ্ব হইতে, এই পার্শ্বে, নীচে, নিম্নে, মধ্যে। ⇒ **ওর**।

ওরপার (ক্লী) নীচ এবং উপর, নিম্নলোক এবং উর্ধ্বলোক, নিকটবর্তী নদী বা সমুদ্রতট এবং দূরবর্তী নদী বা সমুদ্রতট। (তুলনীয়) **পরোপরং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমুদ্দো অনোরপার**—অসীম সমুদ্র।

ওরপুরে—রক্ষণাধীনে, দুর্গের অধীনে। (মধ্যম নিকায়) **বহিনগরে ওরপুরে**।

ওরব্‌ভিক (পুং) ভেড়াঘাতক, মেষ বা ভেড়া ব্যবসায়ী অথবা ভেড়ার মাংস বিক্রেতা বা কসাই। = **উরব্‌ভঘাতক** (থেরগাথা অর্থকথা)। জাতকে ইহার অর্থ দৃষ্ট হয়—"ভেড়াঘাতকের দল এবং নরকে তাহাদের শাস্তিভোগ"। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **উরব্‌ভা বুচ্চন্তি এড়ক, উরব্‌ভে হনতী'তি ওরব্‌ভিকো**। ⇒ **উরব্‌ভঘাতক**।

ওরমতি (ক্রি) থাকা অথবা এই পার্শ্বে হওয়া অর্থাৎ এই পর্যন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা, খাড়া থাকা, এক বিষয়ে রমিত থাকা, অন্য কিছু না করিয়া এক বিষয়ে রত থাকা। (জাতক) **ওরমিতুং ন ইচ্ছি; ওরমান ন পারেম**। ইহাকে "**অবরমতি**" শব্দরূপেও বর্ণনা করা যাইতে পারে। ⇒ **অবরমতি**। (করণে) **ওরমেতি, ওরমাপেতি**।

ওরমতো = **ওরবিতর**। ⇒ **ওরবিতর**।

ওরমত্তক (বিণ) তুচ্ছ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, অনর্থক, ছোট, দ্রুত সঞ্চারী, বিলীয়মান, ক্ষুদ্র, অল্প, নীচ, অপ্রবল।

ওরমাপেতি (ক্রি) (কাহাকেও কিছু হইতে) বিরত করা, নিবৃত্ত করা। (জাতক) **মনুস্স-মংসা ওরমাপেতি**। ⇒ **ওরমতি**।

ওরমিতা = **ওরবিতর**। ⇒ **ওরবিতর**।

ওরমেতি (ক্রি) = **ওরমতি**। ⇒ **ওরমতি**।

ওরম্ভাগিয (বিণ) [ওর+ভাগ+ইয; বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে—অবরভাগীয়] নীচের অংশ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ইহলোক-সম্বন্ধীয়, এই সংসার-সম্বন্ধীয়, নিম্নস্থ ভব-সম্বন্ধীয়, কামভব-সম্বন্ধীয়। = **পঞ্চসংযোজন**। (বিপ) **উদ্ধম্ভাগিয**। পঞ্চবিধ "**ওরম্ভাগিয সংযোজনানি**"—অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ, যথা—**১ সক্কায়দিট্‌ঠি, ২ বিচিকিচ্ছা, ৩ সীলব্বত পরমাসো, ৪ কামচ্ছন্দো, ৫ ব্যাপাদো**। ⇒ **সংযোজন**। থেরীগাথায় এই শব্দের অদ্ভুত সংযোজনা পরিলক্ষিত হয়, যেমন—**ওরম্ভাগ-মনীয়**; কিন্তু থেরগাথা অর্থকথা এবং টীকায়—"**ওরং আগমনীয** (সম্ভবত ভ অক্ষরের নিষ্প্রয়োজন)।

ওরম্ভাগীয = **ওরম্ভাগিয**। ⇒ **ওরম্ভাগিয**। (বিপ) **উদ্ধম্ভাগীয**।

ওরবিকা = **ওরবিতর**। ⇒ **ওরবিতর**।

ওরবিতর (বিণ) পার্থিব বস্তুর সহিত সংস্রব রাখিয়াছে অথবা নিযুক্ত রহিয়াছে এমন(?)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই পাঠটি সন্দেহজনক। এই শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ—**ওরমিতা, ওরমিকা, ওরমতো, ওরবী**।

ওরবী = **ওরবিতর**। ⇒ **ওরবিতর**।

ওরস (বিণ) (বৈদিক—ঔরস) স্বীয় বক্ষঃ-সম্বন্ধীয়, আত্মা বা আত্মসম্বন্ধীয়, ঔরস, ধর্মপত্নীর গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত, বৈধ, বিধিসিদ্ধ, ধর্মপত্নীর গর্ভজাত, সুজাত, অকৃত্রিম, আসল, যথার্থ, ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ, ন্যায়-শাস্ত্রানুযায়ী, স্বভাবজ, সহজাত, স্বাভাবিক, নিসর্গজ, প্রাকৃতিক,

সহজ, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন, স্বকীয়, স্বীয়, নিজস্ব। (সংযুক্ত নিকায়) **ভগবতো পুত্তো ওরসমুখতো জাতো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উরেজাত ওরস**।

ওরিম (বিণ) নীচ, হীন, অধম, সর্বপেক্ষা অধম বা নীচ, এই দিকে, এই পার্শ্বে, এই। (যৌগিকে) **ওরিম তীর**।

ওরিম তীর (ক্লী) সমুদ্র বা নদীর তীর সন্নিকট, এই পার্শ্বের নদী-সৈকত, এই দিকের তট বা কূল, এই দিকের সমুদ্রতীর। (বিপ) **পার ওরিম, পারিম ওরিম**। (সংযুক্ত নিকায়) **সক্কায়স্স অধিবচনং**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ওরিমতীর মহোঘ। সমুদ্দস্স ওরিমতীর**—সমুদ্রের এই পার।

ওরুদ্ধ (বিণ) (সংস্কৃত—অপরুদ্ধ, অবরুদ্ধ) ১ ফিরাইয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ বা উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, দমিত, বশীভূত, পরাজিত, আর্দ্র, নরম, শান্ত। ২ **অবরুদ্ধ**, রুদ্ধ, কারারুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, আবদ্ধ। ⇒ **ওরুদ্ধতি, অবরুদ্ধ**।

ওরুদ্ধতি (ক্রি) [অব+√রুধি+ঃ+অ; সংস্কৃত—অবরুদ্ধতে] ১ প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, জন্ম দেওয়া, শিক্ষা করা, প্রবর্তিত করা, ঘটানো, আহার্য প্রস্তুত করা বা ভোজন করা, রোগাক্রান্ত হওয়া, কোনো কিছু সম্পন্ন করা, (চলতি) শাস্তি বা দণ্ড পাওয়া, জব্দ করা, বুঝিতে পারা, উপস্থিত হওয়া, কোনো অবস্থায় উপস্থিত হওয়া, হওয়া, সাধন করা, চেষ্টা করিয়া অর্জন করা, পাওয়া, লাভ করা, পৌঁছানো, স্ত্রীর জন্য লইয়া যাওয়া। ২ রোধ করা, বন্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, কারারুদ্ধ করা, আবদ্ধ করা। ⇒ **অবরুদ্ধতি**। (অতীত) **ওরুন্ধি**। (অ-বিণ) **ওরুদ্ধ**। (ক্রি-বি) **ওরুদ্ধিত্বা, ওরুদ্ধিয** (জাতক)।

ওরুয্হ (ক্রি-বি) অবতরণ করিয়া, নামিয়া। ⇒ **ওরুহতি**।

ওরুহতি (ক্রি) [অব+√রুহ+অ] নামা, অবতরণ করা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা, নামিয়া আসা, নীচে নামিয়া আসা। = **ওরোহতি**। (অতীত) **ওরুহি**। (অ-বিণ) **ওরূঢ়**। (ব-বিণ) **ওরুহন্ত**। (ক্রি-বি) **ওরুয্হ**।

ওরুহন (ক্লী) অবরোহণ, ক্রমনিম্ন ভূমি, নিম্নগামী পথ, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, অতর্কিত আক্রমণ। ⇒ **ওরোহণ**।

ওরূঢ় (বিণ) নামিয়াছে এমন, অবতরণ করিয়াছে এমন, ক্রমনিম্নস্থ, বংশ হইতে উদ্ভূত, আক্রান্ত। ⇒ **ওরুহতি**।

ওরেন (ক্রি-বিণ) সীমা দিয়া, নিম্ন দিয়া, নদীর নিকটে, উপকূলের নিকটে। ⇒ **ওর**।

ওরোধ (পুং) (সংস্কৃত—অবরোধ) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, অবরোধ, কারাবাস, নির্জন বাস, অন্তঃপুর, অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোক, অন্দরমহল। (বিনয়) **রাজোরোধা**—অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোক, উপপত্নী।

ওরোপণ (ক্লী) নীচে নামানো, স্থান পরিবর্তন, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, পদচ্যুতি, (চুল) কাটা। (ধম্মপদ অর্থকথা) **কেসোরোপণ**—কেশ বা চুল কাটা। সাহিত্যের একস্থানে "**ওরোহণ**" অন্যত্র "**ওরোপণ**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ⇒ **ওরোহণ**।

ওরোপন = **ওরোপণ**। ⇒ **ওরোপণ**।

ওরোপনা (স্ত্রী) অবতরণ, অপসারণ, (চুল) কাটা। = **ওরোপণ**।

ওরোপিত (বিণ) নামাইয়া লইয়াছে এমন, অবনত, এক পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছে এমন, বর্জিত। ⇒ **আরোপেতি**।

ওরোপিভার = **পন্নভার**। ⇒ **পন্নভার**।

ওরোপিয (ক্রি-বি) = **ওরোপেত্বা**। ⇒ **ওরোপেত্বা**।

ওরোপেতি (ক্রি) নীচে নামাইয়া লওয়া, নীচে আনা, নীচ করিয়া দেওয়া, বাঁকাইয়া বা ঝোঁকাইয়া দেওয়া, অবনত করিয়া দেওয়া, বর্জন করা, ভবিষ্যতের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া, বিযুক্ত করা, বঞ্চিত করা, লইয়া যাওয়া, কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করা, সরাইয়া ফেলা, (চুল) কাটা। ⇒ **রোপেতি** (২)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভত্ত-ভাজনং ওরোপেতি**। (অতীত) **ওরোপেসি**। (অ-বিণ) **ওরোপিত**। (ব-বিণ) **ওরোপেন্ত, ওরোপযমান**। (ক্রি-বি) **ওরোপেত্বা, ওরোপিয;** (সূত্রনিপাত) **ওরোপযিত্বা = নিক্খিপিত্বা, পটিপ্পস্সম্ভযিত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **অপনেত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (জাতক) **কেসমস্সুং ওরোপযিত্বা**—চুল ও দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া।

ওরোপেত্বা (ক্রি-বি) অবনত করিয়া, বর্জন করিয়া, একধারে রাখিয়া দিয়া। ⇒ **ওরোপেতি**।

ওরোহণ (ক্লী) অবতরণ, অবরোহণ, ক্রমনিম্ন ভূমি। = **ওরুহন, ওরোহন**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **উদকোরোহনানুযোগ**—জলে অবতরণের অভ্যাস অর্থাৎ স্নানকরণ।

ওরোহতি (ক্রি) নামা, অবতরণ করা, ক্রমনিম্ন হওয়া। = **ওরুহতি**।

ওরোহন (ক্লী) = **ওরোহণ**। ⇒ **ওরোহণ**।

ওলগ্গ (বিণ) সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ বা উচ্ছৃঙ্খল নয় এমন, দমিত, বাধাপ্রাপ্ত, সতর্কীকৃত, পরীক্ষিত। ⇒ **অবলগতি**।

ওলগ্গিত (বিণ) রক্ষা করিয়াছে এমন, ঝুলাইয়া রাখিয়াছে এমন, সংলগ্ন রহিয়াছে এমন। ⇒ **ওলগ্গেতি**।

ওলগ্গেতি (ক্রি) [অব+√লগ+এ] রক্ষা করা, ধরাইয়া রাখা, অধ্যবসায়ের সহিত লাগাইয়া রাখা, সংলগ্ন করা, পরিধান করা, ঝুলাইয়া রাখা, আটকাইয়া রাখা, দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই শব্দের পরিবর্তে "**ওলোকেতি, ওলভেতি, ওকেতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (অতীত) **ওলগ্গেসি**। (অ-বিণ) **ওলগ্গিত**।

ওলঙ্ঘনা (স্ত্রী) নত করানো, ঝোঁকানো, দিক পরিবর্তন

করানো। = **হেঠ্ঠা ওনমনা**।

ওলঙ্ঘতি (ক্রি) [অব+√লঙ্ঘ+এ] উল্লম্ফন করা, লাফ দেওয়া, লম্ফ দেওয়া, লাফাইয়া পার করা বা হওয়া, লাফ দিয়া অতিক্রম করা। (বি-ভা) **উল্লঙ্ঘেতি ওলঙ্ঘেতি**—নাচা, উপর দিকে এবং নিম্নদিকে উল্লম্ফন করা, নাচ করা। প্রাচীন ধম্মপদে "**উল্লগ্‌ঘেতি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

ওলভেতি (ক্রি) = **ওলগ্‌গেতি**। ⇒ **ওলগ্‌গেতি**।

ওলম্ব (বিণ) নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন, ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে এমন, উঁচুতে লাগানো বা টাঙ্গানো রহিয়াছে এমন, আটকানো হইয়াছে এমন, লম্বমান, ঝুলানো, আটকানো। (ক্লী) ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, ওলন, গভীরতা পরিমাপক ভারবিশেষ, সীসকপিণ্ড।

ওলম্বক (বিণ) লম্বমান, আটকানো, সংলগ্ন। = **ওলম্ব**। (ক্লী) ১ ছড়ি, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, সমর্থন। = **ওলম্ব**। (জাতক) **হত্থ-ওলম্বক**—হাতের ছড়ি বা লাঠি। ২ ওলনদড়ি (রাজমিস্ত্রিদের দেয়ালের গভীরতা পরিমাপক ওলনদড়ি) অথবা মলম। = **ওলম্ব**।

ওলম্বক দাম (ক্লী) নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িবার দড়ি, ফাঁসির রজ্জু। ⇒ **দাম, ওলম্বক**।

ওলম্বতি (ক্রি) [অব+√লব+ৎ+অ] ঝুলিয়া পড়া, ঝুলানো, লম্বিত করা বা হওয়া, ফাঁসি দেওয়া, উঁচুতে লাগানো, আটকানো, ছবি ইত্যাদি দিয়া দেওয়াল সজ্জিত করা, লম্বমান হওয়া, দোলা, দোলিত হওয়া, মন্দগতি হওয়া, আটকাইয়া থাকা, সংলগ্ন থাকা, প্রতিপালিত হওয়া, রক্ষিত হওয়া, ভরণপোষণ পাওয়া, সহায়তা পাওয়া, পৃষ্ঠপোষক হওয়া, সমর্থিত হওয়া, কাহারও উপর নির্ভর করা, টাঙ্গানো, লটকানো, বিলম্ব করা, বন্ধ করা, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা, স্থগিত রাখা। (পেতবত্থু অর্থকথায় বর্তমানকালে) **অবলম্বরে = ওলম্বমানা তিট্‌ঠন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা); = **ওলম্বন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **ওলম্বি**। (অ-বিণ) **ওলম্বিত**। (ব-বিণ) **ওলম্বমানা**। (মধ্যম নিকায়) **ওলম্বতি অজ্‌ঝোলম্বতি**। (ক্রি-বি) **অবলম্ব, অবলম্ব্য, ওলম্বিয, ওলম্বিত্বা, ওলম্ব্য ওলম্বেত্বা** (**ওলুব্ভ** শব্দ দেখুন)।

ওলম্বন (ক্লী) নিলম্বন, বিলম্বন, ঝুলন, বিলম্ব, কিছুকালের জন্য অপসারণ, সাময়িক কর্মচ্যুতি, সাময়িক বিরতি।

ওলম্বনক—হাতলযুক্ত কেদারা বা চেয়ার, (সাহিত্যে) আরক্ষাবেষ্টনী কেদারা।

ওলম্বমান (বিণ) ঝুলিয়া থাকে এমন, বিলম্ব করে এমন, সাময়িক কর্মচ্যুত হয় এমন, কিছুকালের জন্য অপসারিত হয় এমন, সাময়িক বিরতি গ্রহণ করে এমন। ⇒ **ওলম্বতি**।

ওলম্ব-বিলম্ব (বিণ) ১ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এমন। ২ চতুর্দিকে বিন্দু বিন্দু পড়ে অথবা খসিয়া পড়ে এমন। ⇒ **বিলম্ব**।

ওলম্বিত্বা (ক্রি-বি) কিছুদিনের জন্য অপসারিত হইয়া, সাময়িক বিরতি ঘটাইয়া, সাময়িক কর্মচ্যুত হইয়া, বিলম্ব করিয়া, ঝুলাইয়া, লটকাইয়া। ⇒ **ওলম্বতি**।

ওলম্বিয = **ওলম্বিত্বা**। ⇒ **ওলম্বিত্বা**।

ওলিখতি (ক্রি) [অব+√লিখ+অ; তুলনীয় সংস্কৃত—অপলিখতি] চাঁচা, ঘর্ষণে ক্ষয় করা, ঘষিয়া ফেলা, ছোলা, কষ্টে সংগ্রহ করা, কর্কশ শব্দ করা, কর্কশভাবে ও সশব্দে ঘর্ষণ করা, চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা, কাটিয়া ফেলা, মুণ্ডন করা, ক্ষৌরকর্ম করা, কামানো, চুল কামাইয়া ফেলা। (অতীত) **ওলিখি**। (ক্রি-বি) **ওলিখিয, ওলিখিত্বা**। (তুম) **ওলিখিতুং**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বেণিং ওলিখিতুং**; (থেরগাথা) **কেসে ওলিখিস্‌সং**।

ওলিখিয = **ওলিখিত্বা**। ⇒ **ওলিখিত্বা**।

ওলিখিত্বা (ক্রি-বি) চুল কামাইয়া, (মস্তক) মুণ্ডন করিয়া, ক্ষৌরকর্ম করিয়া, কাটিয়া, চাঁচিয়া, ঘষিয়া ফেলিয়া, চিরুনি দ্বারা আঁচড়াইয়া। ⇒ **ওলিখতি**।

ওলিগল্ল (পুং) গ্রামের সমীপবর্তী অপরিষ্কার ডোবা, নোংরা ক্ষুদ্র জলাশয় বা পুষ্করিণী।

ওলিযতি (ক্রি) [ও+লিযতি] প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, লাগিয়া থাকা, (আঠায়) জোড়া দেওয়া বা জুড়িয়া থাকা, দৃঢ়াবদ্ধ হইয়া থাকা, স্তব্ধ হইয়া থাকা, বিঁধাইয়া দেওয়া, খোঁচাইয়া মারা, ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হওয়া, লাগিয়া থাকা, লাগিয়া যাওয়া, দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা, জড়াইয়া ধরিয়া থাকা। = **ওলীযতি**।

ওলীন (বিণ) অলস, জড়, ঢিলা, মন্থরগতি, নিষ্ক্রিয়, (সংসার বিষয়ে) আসক্ত, জড়িত, সংলগ্ন, প্রবিষ্ট, স্তব্ধ, দৃঢ়াবদ্ধ, মোহিত, মুগ্ধ, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি। = **অবলীন**। (মধ্যম নিকায়) **ওলীনবুত্তিক**। (বিপ) **অনোলীন** (মিলিন্দ পঞ্‌হো)। ⇒ **ওলীযতি**।

ওলীন-বিলীন (বিণ) সর্বত্র জুড়িয়া থাকে বা লাগিয়া থাকে এমন। ⇒ **বিলীন** (১)।

ওলীযতি (ক্রি) [অব+√লী+য] নিষ্ক্রিয় হওয়া, জড় হওয়া, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া। = **ওলিযতি**। (অতীত) **ওলীযি**। (অ-বিণ) **ওলীন**। (ব-বিণ) **ওলীযমান**।

ওলীযনা (স্ত্রী) সংলগ্নতা, আনুরক্তি, দৃঢ় অনুরাগ, অজ্ঞানতা, নির্বুদ্ধিতা, মুগ্ধতা, বুদ্ধিহীনতা, জ্ঞানহীনতা, জড়তা, অলসতা, ঢিলামিতা, মন্থরগতিতা, নিষ্ক্রিয়তা, স্তব্ধতা।

ওলীযমান (বিণ) ঢিলামি করে এমন, ধীরে ধীরে করে এমন, বিমুগ্ধ হয় এমন, স্তব্ধ হয় এমন, আসক্ত হয় এমন, জ্ঞান হারাইয়া ফেলে এমন। ⇒ **ওলীযতি**।

ওলুগ্‌গ (বিণ) ভগ্ন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ, বিনষ্ট, পচিয়া বা গলিয়া গিয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **ওলুগ্‌গ-বিলুগ্‌গ**। ⇒ **ওলুজ্জতি**।

ওলুগ্‌গ-বিলুগ্‌গ (বিণ) ভাঙ্গাচুরা, সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ, কেবল ভাঙ্গা এরূপ, মাটিতে পড়িয়া টুকরা টুকরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **বিলুগ্‌গ**।

ওলুজ্জতি (ক্রি) (সংস্কৃত—অবরুজ্যতে, অব+√রুজ্, কর্মবাচ্যে) পৃথক করা, শেষ করা, ভঙ্গ করা, নষ্ট হওয়া, নাশ করা বা হওয়া, (জাহাজ) ধ্বংস করা, চূর্ণ করা, কৃশ হওয়া, রাজদ্রোহী হওয়া, স্বদ্ধর্মত্যাগী হওয়া, পাপে পতিত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়ে) **উল্লুজ্জতি**। (অ-বিণ) **ওলুগ্‌গ**।

ওলুব্‌ভ (ক্রি-বি) লাগিয়া থাকা, অবনত হইয়া, হেলাইয়া, হেলান দিয়া, আনত হইয়া, আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, নত হইয়া, ধারণ করিয়া, ভার করিয়া, ভার বহন করিয়া, সহ্য করিয়া, ভরণ-পোষণ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, চালাইয়া, সাহায্য করিয়া, ক্ষতিপূরণ করিয়া বা দিয়া, পৃষ্ঠপোষণ করিয়া, সপ্রমাণ করিয়া, সমর্থন করিয়া, ঠেস দিয়া, সাহস দিয়া। (বি-ভা) **দণ্ডংওলুব্‌ভ**—লাঠিতে ভার করিয়া (মধ্যম নিকায়); = **দণ্ডং ওলম্বিত্বা** (মধ্যম নিকায় অর্থকথা); = **আলম্বিত্বা** (থেরীগাথা)। ইহার অন্য অর্থ সম্পর্কে:—(জাতকে) **আবাট-মুখ-বট্টিযং হখে**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **পস্‌সং**; (ধর্মপদ অর্থকথার টীকায়) **ওলম্বি**। এই শব্দটি সর্বপ্রকারে "**ওলম্ব্য**" শব্দ সদৃশ। ⇒ **ওলম্বতি**।

ওলুম্পেতি (ক্রি) বিবস্ত্র করা, ছাল তোলা, লুণ্ঠন করা, বঞ্চিত করা, ধৃত করা, ধরা, বলপূর্বক অধিকার করা, দখল করা, আক্রমণ করা, গ্রেপ্তার করা, মনে মনে ধারণা করা, ঠোকরানো, চয়ন করা, জড় করা, বিদ্ধ করা, মনোনীত করা, নির্বাচন করা, আঙ্গুল দিয়া পৃথক করা, (পালক) ছাড়ানো, তার টানিয়া পরীক্ষা করা, উদ্‌ঘাটন করা, অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা, অপহরণ করা, অল্প অল্প করিয়া ভোজন করা, সংগ্রহ করা, পক্ষ উৎপাটন করা, ছাড়াইয়া ফেলা, কাড়িয়া লওয়া, আকর্ষণ করা, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ করা। (ক্রি-বি) **ওলুম্পেত্বা, উল্লুম্পেত্বা, ওলুম্পেত্বা, ওদমেত্বা**। (বিনয়) **ভেসজ্জং ওলুম্পেত্বা**।

ওলোকন (ক্লী) মুখাকৃতি, মুখাবয়ব, দর্শন, দৃষ্টি, দৃশ্য, আকৃতি, চেহারা, দৃষ্টিপাত, দর্শনশক্তি, দৃষ্টিসীমা। (সদ্ধম্মোপায়ন) **মুখস্‌স-ওলোকন**। ⇒ **ওলোকেতি**।

ওলোকনক (ক্লী) জানালা, গবাক্ষ, খিড়কি। (বিনয়) **ওলোকনকেন ওলোকেন্তি**।

ওলোকিত (বিণ) অবলোকন বা দৃষ্টিপাত করিয়াছে এমন। = **অপেক্‌খিত**। ⇒ **ওলোকেতি**।

ওলোকিয (ক্রি-বি) দেখিয়া, দর্শন করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, পরিদর্শন করিয়া। ⇒ **ওলোকেতি**।

ওলোকেতি (ক্রি) [অব+√লোক+এ] দৃষ্টিপাত করা, ঘৃণা করা, উপেক্ষা করা, কোনো কাগজপত্র বা বই পরীক্ষা করা অথবা পাঠ করা, পড়া তৈয়ার করা, অবলোকন করা, পর্যবেক্ষণ করা, খুঁজিয়া বাহির করা, দেখা, চাওয়া, পরীক্ষা করা, গবেষণা করা, অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা, ধ্যান করা, মনস্থ করা, অনুশীলন করা, আন্তরিকতার সহিত ভাবা, চিন্তা করা, ধারণা করা, বিবেচনা করা, গভীর চিন্তা করা, গণনায় আনা, পরিদর্শন করা, তত্ত্বাবধান করা। (জাতক) **নক্‌খত্তং ওলোকেতি**। = **বোলোকেতি** (ধম্মপদ)। (অতীত) **ওলোকেসি**। (অ-বিণ) **ওলোকিত**। (ব-বিণ) **ওলোকেন্ত**। (ক্রি-বি) **ওলোকেত্বা, ওলোকিয**। (তুম্) **ওলোকেতুং**।

ওলোকেতুং (তুম্) দেখিতে, দৃষ্টিপাত করিতে, দর্শন করিতে। ⇒ **ওলোকেতি**।

ওলোকেন্ত (বিণ) দৃষ্টিপাত করে এমন, দর্শন করে এমন। ⇒ **ওলোকেতি**।

ওল্লার = **উল্লার**। ⇒ **উল্লার**।

ওল্লারিক (বিণ) স্থূল, অমার্জিত, স্পষ্ট, লজ্জাজনক, স্থূলকায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নির্বোধ, অশ্লীল, (ব্যয় বাদ না দিয়া) মোটমাট, মোটা, অসভ্য, অশিষ্ট, নিকৃষ্ট, জড়, দৈহিক, পার্থিব, প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ, প্রশস্ত, বৃহদাকার, প্রচুর, যথেষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **ওল্লারিক'ত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **ওল্লারিক বিহার**। (বিপ) **সুখুম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিম্মিত্তং ওভাসো ওল্লারিকো**। (বিশুদ্ধি মার্গ) **ওল্লারিক-অঙ্গ**। (ক্লী) প্রকৃত প্রাণী।

ওল্লারিকঙ্গ (বিণ) পার্থিব বা দৈহিক অঙ্গ বিশিষ্ট। = **সন্তঙ্গ**। ⇒ **ওল্লারিক**।

ওল্লুম্পিক (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু—ওলুম্পিক, ওড়ুম্পিক) ডিঙ্গি-সম্বন্ধীয়, ক্ষুদ্র নৌকা-সম্বন্ধীয়। এই শব্দটি কিন্তু অর্থকথায় দৃষ্ট হয় না।

ওল্লুম্পেত্বা (ক্রি-বি) ⇒ **ওলুম্পেতি**।

ওবজ—এই শব্দের পাঠ হইবে "**ওজব**"। ⇒ **ওজব**।

ওবজং = **ওজবং**। ⇒ **ওজবং**।

ওবজ্জমান (বিণ) উপদেশের ছলে তিরস্কৃত হয় এরূপ, সতর্ক থাকে এমন, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন।

ওবট (বিণ) রুদ্ধ, বদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, মন্থর, নিবারিত, নিষিদ্ধ। = **ওবুত, ওফুত, ওবাদ, ওফুট**।

ওবট্টিক (ক্লী) ১ কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ, ঘের, পেটি। (জাতক) **ওবদ্ধি ওবট্টিক**। Morris-এর অনুবাদে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে "একপ্রকার থলি"। ২ বলয়, বালা (হাতের অলঙ্কারবিশেষ)। = **বলযং, বড়যং** (বিনয় অর্থকথা)। ৩ (ছেঁড়া স্থানে) তালি, ভগ্নস্থানে জোড়,

(ছেঁড়া স্থানে) রিপুকরণ, তালি দেওয়া, জোড়া দেওয়া। (বিনয়) **ওবট্টিককরণ**--তালি দেওয়ার কাজকরণ, জোড়া দেওয়ার কাজকরণ, রিপুকরণ। (জাতক) **ওবট্টিয-ওবট্টিক, ওবধিত-ওবট্টিক, ওবধীয-ওবট্টিক**। (জাতক) **ওবদ্ধি-ওবট্টিক**। ⇒ **ওবদ্ধেয্য (অবদ্ধেয্য)**।

ওবট্টিকা (স্ত্রী) কটিবন্ধ, ঘের, কোমরবন্ধ, পেটি, (কোমরবন্ধের সহিত তৈয়ারি বা সেলাই করা) থলি।

ওবট্ঠ (বিণ) বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **ওবস্সতি**।

ওবদতি (ক্রি) [অব+√বদ+অ; সংস্কৃত—অববদতি] উপদেশ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, সতর্ক করা, উপদেশের-ছলে তিরস্কার করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া, উৎসাহিত করা, প্রণোদিত করা, শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাত করা, পরিচালিত করা।(যৌগিকে) **ওবদতি অনুসাসতি**। (পঞ্চমী) **ওবদতু**। (সপ্তমী) **অবদেয্য, ওবদেয্য** = **অট্ঠহি গরুধম্মেহি ওবদতি** (বিনয়); = **অনুসাসেয্য** (সূত্রনিপাত)। (অতীত) **ওবদি**। (অ-বিণ) **ওবদিত**। (ব-বিণ) **ওবদন্ত, ওবদমান, ওবদিয**। (ব-বিণ) **ওবদিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ওবদিত্বা**। (তুম) **ওবদিতুং;** (বিনয়) **ওবদিতুং, অনুসাসিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **ওবদিযতি, অবদিযতি**।

ওবদন (ক্লী) উপদেশ দেওয়ার কার্যকরণ, উপদেশের ছলে তিরস্কারকরণ, সতর্কীকরণ, স্মরণকরণ।

ওবদন্ত (বিণ) = **ওবদমান**। ⇒ **ওবদমান**।

ওবদমান (বিণ) উপদেশ দেয় এমন, উপদেশের ছলে তিরস্কার করে এমন, সতর্ক করে এমন, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন, উৎসাহিত করে এমন, প্রণোদিত করে এমন। ⇒ **ওবদতি**।

ওবদিত (বিণ) শাসিত, উপদিষ্ট। ⇒ **ওবদতি**।

ওবদিতব্ব (বিণ) উপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত, পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য, সতর্ক করার যোগ্য, উপদেশ দেওয়া কর্তব্য, স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য। ⇒ **ওবদতি**।

ওবদিত্বা (ক্রি-বি) উপদেশ দিয়া, স্মরণ করাইয়া দিয়া, সতর্ক করিয়া, উপদেশের ছলে তিরস্কার করিয়া, উৎসাহিত করিয়া, প্রণোদিত করিয়া। ⇒ **ওবদতি**।

ওবদিয (বিণ) যেই ব্যক্তি উপদেশ দিবার যোগ্য, যে বিষয় হইতে উপদেশ পাওয়া যায়, পরামর্শ করিবার বা দিবার যোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, উৎসাহ দিবার যোগ্য, প্রণোদিত করিবার যোগ্য, উপদেশের ছলে তিরস্কার করিবার যোগ্য। (বিনয়) **ওবদিয অনুসাসিয** = **ওবাদবসেন বত্তব্বং** (বিমানবথু অট্ঠকথা)। ⇒ **ওবদতি**।

ওবদিযতি (ক্রি) উপদিষ্ট হওয়া, সতর্কিত হওয়া, উৎসাহিত হওয়া। ⇒ **ওবদতি**। (ব-বিণ) **ওবদিযমান, অনুসাসিযমান**।

ওবদিযান = **ওবরিয**। ⇒ **ওবরিয**।

ওবদ্ধেয্য—কঠিন চীবর গ্রহণ এবং উহা রক্ষা করিবার নিয়ম প্রণালী। বিনয়ের অর্থকথায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। (সমার্থবাচক) **ওবদেয্য কঠিনচীবরং, ওবদ্ধেয্য কঠিন চীবরং, ওবধেয্য কঠিন চীবরং, ওবট্ঠেয্য কঠিন চীবরং**।

ওবমতি (ক্রি) [অব+√বম+অ] উদ্‌গিরণ করা, বমি করা, উৎক্ষিপ্ত করা, তুলিয়া ধরা, উত্তোলন করা, উগরাইয়া ফেলা, বমন করা।

ওবরক (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—অপবরক) অন্তঃপ্রকোষ্ঠ, ভিতরের প্রকোষ্ঠ বা কামরা, শয়ন ঘর বা কক্ষ, জন্য প্রকোষ্ঠ। (জাতক) **জাতোবরকে**—জন্মপ্রকোষ্ঠে। = **গব্ভ** (বিমানবথু অর্থকথা)। ⇒ **গব্ভ** (১)।

ওবরিয (ক্রি-বি) নিষেধকরণ, নিবারণকরণ, রোধকরণ, বদ্ধকরণ, বাধা প্রদান, মন্থরকরণ, পিছন দিকে ফিরাইয়া ধরা, ফিরানো, ফিরাইয়া করণ অথবা পুনর্বার করণ। = **ওবদিযান**, (থেরগাথা অর্থকথায়) **মং গচ্ছন্তিং অবদিত্বা গমনং নিসেধেত্বা**।

ওববিযান = **ওবরিয**। ⇒ **ওবরিয**।

ওবস্‌স ⇒ **অনোবস্‌স, অনোবস্‌সক**।

ওবস্‌সক = **ওবস্‌স**। ⇒ **ওবস্‌স**।

ওবস্‌সতি (ক্রি) [অব+√বস্‌স+অ] বৃষ্টিপাত হওয়া, বৃষ্টি পড়া, বর্ষণ করা, ভিজাইয়া দেওয়া। (অতীত) **ওবস্‌সি**। (অ-বিণ) **ওবট্ঠ**। (কর্মবাচ্যে) **ওবস্‌সতি**—বৃষ্টির জলে ভিজা। (করণে) **ওবস্‌সাপেতি**।

ওবস্‌সাপেতি (ক্রি) বৃষ্টির জলে ভিজাইয়া দেওয়া। ⇒ **ওবস্‌সতি**। (অতীত) **ওবস্‌সাপেসি**।

ওবহতি (ক্রি) [অব+√বহ+অ] বহন করিয়া আনা, আনয়ন করা। (ক্রি-বি) **ওবুয্হেয্য**। (কর্মবাচ্যে) **ওবুয্হতি**।

ওবাদ (পুং) (বৌদ্ধসংস্কৃত--অববাদ) পরামর্শ, সতর্কীকরণ, উপদেশ, ধর্মোপদেশ, প্রণোদন, শিক্ষা, সংবাদজ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ। (দীর্ঘনিকায়) **ওবাদ পটিকার**—রাজবৃত্তি বা রাজধর্ম, রাজকীয় কর্তব্যকার্য বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।(জাতক) **অনোবাদকার**—যে ব্যক্তি পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতে পারে না। (তুলনীয়) **ওবাদক**।(ধম্মপদ অট্ঠকথা) **দসবিধ ওবাদ**।(পেতবথু অর্থকথা) **ওবাদংদেতি**—পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া। (জাতক) **ওবাদং গণ্হাতি**—পরামর্শ বা উপদেশ অথবা শিক্ষা গ্রহণ।

ওবাদক (বিণ, পুং) উপদেশক, উপদেষ্টা, উপদেশের ছলে তিরস্কারকারী, সতর্ককারী, যে ব্যক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়, উপদিষ্ট হইয়া (কর্মবাচ্যে), উপদেশ গ্রহণ করিয়া অথবা উপদেশ দিয়া, পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অথবা পরামর্শ দিয়া, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, পরমার্থিক উপদেষ্টা

বা শিক্ষাদাতা, লোকোত্তর বিষয়ে শিক্ষাদাতা বা উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, আদেশ দানকারী। (জাতক) **অনোবাদক**—যে ব্যক্তি পরামর্শ গ্রহণ করিতে অথবা পরামর্শ দিতে চায় না, দূষিত, অসংশোধনীয়, যাহা সংশোধন করা যায় না সেইভাবে, অসংশোধনীয়রূপে।

ওবাদক্‌খম (বিণ) উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া সহজ, সতর্ক করা সহজ।

ওবাদপটিকর—উপদেশ দান, পরামর্শ দান।

ওবাদপটিকার ⇒ **ওবাদ**।

ওবাদায়ক (বিণ) = **ওবাদক**। ⇒ **ওবাদক**।

ওবাদিন (বিণ, পুং) উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, উপদেশ প্রদানকারী। = **ওবাদক**।

ওবাপবাস্‌স = **উপবাস**। ⇒ **উপবাস**।

ওবিজ্‌ঝতি (ক্রি) [অব+√ব্যধ+অ] বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা।

ওবুট (বিণ) = **ওফুট**। ⇒ **ওফুট**।

ওবুত (বিণ) = **ওফুট**। ⇒ **ওফুট**।

ওবুয্‌হতি (ক্রি) (কাহারও দ্বারা) আনীত হওয়া, (নদী কর্তৃক) বহিয়া আনা। (সপ্তমী) **ওবুয্‌হেয্য**। ⇒ **ওবহতি**।

ওবুলিত = **ওপতিত**। ⇒ **ওপতিত**।

ওসক্কতি (ক্রি) [অব+√সক্ক+অ] পিছের দিকে টানা, ফিরাইয়া টানা, অসুবিধায় ফেলা, বাধা দেওয়া, প্রত্যাগমন করা, পেছন ফেরা, পশ্চাৎপদ হওয়া, ধীরে চলা, পশ্চাতে পড়া, ফিরিয়া চলা, পশ্চাদ্‌গমন করা, সরিয়া যাওয়া, পলায়ন করা, আশ্রয়স্থানে গমন করা। (তুলনীয়) **ওসপ্পতি**। (জাতক অর্থকথা) **অপবত্ততি**। (অতীত) **ওসক্কি**। (অ-বিণ) **ওসক্কিত**। (ক্রি-বি) **ওসক্কিত্বা, ওসক্কিয; অনোসক্কিত্বা**—পশ্চাৎপদ না হইয়া।

ওসক্কন = **সণ্ঠান**। ⇒ **সণ্ঠান** (১)।

ওসক্কনা (স্ত্রী) ধীরে ধীরে চলন বা গমন, অসুবিধায় পাতিতকরণ, অসুবিধায় ফেলানো, বাধা দেয় এরূপ অবস্থা।

ওসক্কিত (বিণ) পিছনে পড়িয়াছে এমন, ধীরে ধীরে চলিয়াছে এমন, পশ্চাৎপদ হইয়াছে এমন, প্রত্যাগমন করিয়াছে এরূপ, পলায়ন করিয়াছে এমন। ⇒ **ওসক্কতি**।

ওসক্কিত্বা (ক্রি-বি) পশ্চাদপসরণ করিয়া, প্রস্থান করিয়া, প্রত্যাগমন করিয়া, পিছনে পড়িয়া, সরিয়া গিয়া। ⇒ **ওসক্কতি**।

ওসক্কিয = **ওসক্কিত্বা**। ⇒ **ওসক্কিত্বা**।

ওসজ্জতি (ক্রি) বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, শূন্য করা, খালি করা, মলত্যাগ করা, ত্যাগ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বচ্চং ওসজ্জতি**—মলত্যাগ করা, বিষ্ঠাত্যাগ করা; **ওসজ্জতি ওহনতি**। (অ-বিণ) **ওসট্‌ঠ**।

ওসজ্জন (ক্লী) = **ওস্‌সজ্জন**। ⇒ **ওস্‌সজ্জন**।

ওসট (বিণ) প্রবিষ্ট, একত্রিত, মিলিত, পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এমন, উঠাইয়া লইয়াছে এমন, ভিতরে গিয়াছে এমন, সহ্যকৃত, অধীন, উপলব্ধ, অনুভূত, পরিদর্শিত, সাক্ষাৎকৃত, তদারক বা দেখা শুনা করিয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **পদসমাচারো সঙ্ঘমজ্‌ঝে ওসট; রাজগহং বস্‌স-আবাসং ওসট**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সাকচ্ছা ওসট বূহ**। ⇒ **ওসরতি, অবসট**।

ওসট্‌ঠ (বিণ) মলত্যাগ করিয়াছে এমন, খালি করিয়াছে এমন, বিকীর্ণ করিয়াছে এমন। ⇒ **ওসজ্জতি**।

ওসণ্‌হেতি (ক্রি) [ও+সণ্‌হেতি] সমান করা, মসৃণ করা, চৌরস করা, কোমল করা, শান্ত করা, মেকি করা, চিরুনি দিয়া (চুল) আঁচড়ানো বা বুরুশ করা। (বিনয়) **কেসে ওসণ্‌হেতি**।

ওসধ (পুং, ক্লী) (বৈদিক—ঔষধ) ঔষধ, ভেষজ। ⇒ **ওসধী**।

ওসধিক = **ওপধিক**। ⇒ **ওপধিক**।

ওসধিকা (স্ত্রী) রোগ নিবারক ঔষধ, প্রতিকার, প্রতিষেধক ঔষধ, (বিশেষত) পুলটিস, প্রলেপ, উষ্ণ জলে সেঁক দেওন, উস্কানি।

ওসধিতারকা = **ওসধীতারকা**। ⇒ **ওসধীতারকা**।

ওসধী (স্ত্রী) ১ ঔষধি, ঔষধ-সম্বন্ধীয় গাছ-গাছরা বা উপাদান অথবা মৌলিক পদার্থ, ঔষধ, ভেষজ। = **ওসধ**। (তুলনীয়) **বীজগাম-ভূতগামা ওসধি-তিণবনপ্পতযো** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা); (সূত্রনিপাত) **গাবো ... যাস জাযন্তি ওসধা**। ২ (চরিত্রে) মুক্তির উপায়, রক্ষণ বা উদ্ধারে যন্ত্রণা উপশমকারক বস্তু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অমতোসধ**। ৩ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নামবিশেষ, শুকতারা, ঔষধিতারকা। = **ওসধী বিয তারকা**।

ওসধী তারকা—শুকতারা। = **ওসধী** (৩)।

ওসন্ন (বিণ) প্রকাশিত, মুক্ত, উন্মুক্ত, খোলা, সমাপ্ত, ক্লান্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, নিঃশেষ করিয়া আলোচিত, দুর্বল, শক্তিহীন, অসুস্থ, (ইন্দ্রিয় সম্পর্কে) ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয় এমন, মৃদু কাঁচা, (তরল পদার্থ সম্পর্কে) জলের মতো, তরল। (মিলিন্দ পঞ্‌হো) **ওসন্ন বিরিয**।

ওসপ্পতি (ক্রি) প্রত্যাগমন করা, পিছনের দিকে ফিরা, পিছন ফিরা, পশ্চাৎপদ হওয়া, হটিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া পড়া, পরাজয় স্বীকার করা। (জাতক) **ওসপ্পিস্‌সতি**। (জাতক অর্থকথার টীকায়) **অপীযতি**।

ওসরক (বিণ) গমন স্বভাবযুক্ত, গম্যস্থান যুক্ত, গমনাগমনের উপযুক্ত, উপায়কৌশলযুক্ত, সাহায্যের জন্য আবেদন করিবার উপযুক্ত, অবলম্বনের উপযুক্ত, আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত, ঘরের ছাঁইচ ঝুলানো বা লম্বা হইয়াছে এমন, আশ্রয় প্রদানে সমর্থ। ⇒ **ওসারক**।

ওসরণ (ক্লী) ১ গমনাগমন, ভিতরে প্রবেশ পথ, লিখন, লিখিত বিষয়, অধিবেশন, বৈঠক, সভা, সম্মেলন, জনতা, (রাস্তা বা নদীর) সঙ্গম স্থান। ২ প্রত্যাগমন, প্রত্যর্পণ, পরিশোধ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদান, লাভালাভ, ফল, সরকারি বিবৃতি, বিবরণী, ফেরত, পুনঃকৃত, পুনরায় ঘটিত ইত্যাদি, (কিছুতে) প্রবেশ, পরিদর্শন, তদারক, দেখাশুনাকরণ, যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎকরণ। (জাতক) **গামন্তং ওসরণকালে**। ৩ প্রত্যাহার, তুলিয়া লওয়া, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু, টানিয়া নেওয়া অথবা অপসারণ, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মত, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদ। = **ওগহনানি তিত্থানি, দিট্‌ঠিযো'তি অত্থো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

ওসরতি (ক্রি) [অব+√সর+অ] ভিতরে আসা, প্রবেশ করা, পুনঃপ্রবেশ করা, খাতা প্রভৃতিতে পুনর্বার লেখা, একত্রিত করা, মিলানো, জড় হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, পিছে হটিয়া যাওয়া, পশ্চাদপসরণ করা, নিরস্ত হওয়া, দাবি ইত্যাদি উঠাইয়া লওয়া, চলিয়া যাওয়া, ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, বহা, হাঁপানো, বাজা, বাজানো, মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নাক ঝাড়া, যাইয়া বা আসিয়া সাক্ষাৎ করা, দেখিতে যাওয়া বা আসা, দেখাশুনা করা, তদারক করা, পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা, সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাওয়া, (অপ্রচলিত) দণ্ড দেওয়া। (মধ্যম নিকায়) **গামং ওসরতি**। ⇒ **অবসরতি**। (অতীত) **ওসরি**। (অ-বিণ) **ওসট**।

ওসবন (ক্লী) = **ওস্‌সবন**। ⇒ **ওস্‌সবন**।

ওসান (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, বিরাম, শেষ, সমাপ্তি, ক্ষান্ত হওন, ত্যাগকরণ, শেষকরণ, প্রান্তভাগ, সমাপ্তকরণ, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, সমাপন, অবসান, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ। ইহার পাঠ "**পটিক্কমোসান**"। (জাতক) **ওসানগাথা**—শ্লোক বা কবিতার সমাপন। ⇒ **অবসান, পরিযোসান**।

ওসাপেতি (ক্রি) সমাপ্ত করিয়া আনা, শেষ করিয়া আনা, বাধ্য করা, প্রস্তাব করা, সহসা উপস্থিত করা, স্থির করা, স্থাপন করা, মীমাংসা করা, ঠিকরূপে বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, শান্ত করা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, খতম করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, সন্ধি করা, দেনা-পাওনা চুকানো, রাখিয়া দেওয়া, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম স্থির করা, তারিখ স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, সমাধান করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগ্‌ঘং ওসাপেতি**—মূল্য স্থির করা। = **ওভাসেতি, ওহাপেতি, ওনরাপেতি**। (তুলনীয়) **ওসারেতি**। (ভবিষ্যত) **ওসাপযিস্‌সামি, ওযযিস্‌সামি, ওভাযিস্‌সামি, ওতাযিস্‌সামি, ওসাযিস্‌সামি,** (উদানে) **ওতারিস্‌সামি,** (উদান অর্থকথা) **পটিপজ্জিস্‌সামি, করিস্‌সামি**।

ওসারক (ক্লী) শরণ, আশ্রয়, ত্রাণ, রক্ষা, রক্ষাস্থান, আশ্রয়স্থান, বাহির বাড়ি। ⇒ **ওসরক**।

ওসারণা (স্ত্রী) ১ পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচলন, স্বস্থানে প্রত্যানয়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্বাসন। (ভিক্ষু সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত ভিক্ষুকে) পুনরায় বহালকরণ। ২ ঘনসংবদ্ধ বস্তুসমূহ, জনতা, জনসাধারণ, সভাযাত্রা(?)। (সম্ভবত ইহার পাঠ) **উস্‌সরণা;** (ধর্মপদে) **ওস্‌সারণা**।

ওসারিত (বিণ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, পুনরুদ্ধারকৃত, পুনঃপ্রচলিত, পুনরায় বহালকৃত। (তুলনীয়) **ওসারণা**। ⇒ **ওসারেতি**।

ওসারেতি (ক্রি) [অব+√সর+এ] ১ সাজাইয়া রাখা, গাদা দিয়া রাখা, স্থাপন করা, ঠাসিয়া জিনিস পূর্ণ করা, জমা রাখা, গচ্ছিত রাখা, সন্নিবিষ্ট করা, নিবেশিত করা, দখিল করা, স্থগিত রাখা, বিলম্ব করা, (পোশাক ইত্যাদি) খুলিয়া ফেলা, রাখিয়া দেওয়া। ⇒ **ওপেতি, ওসাপেতি**। (জাতক) **পত্তং থবিকায ওসারেতি**। ২ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা, প্রস্তাব করা, বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (মিলিন্দ পঞ্‌হো) **অভিধম্মং পিটকং ওসারেতি; কারণং ওসারেতি; লেখং ওসারেতি**—চিঠিপত্র রচনা করা। ৩ পুনরায় বহাল করা, (দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে) পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা। (বিনয়) **ওসারেহি অয্যা'তি বুচ্চমান ওসারেতি**। (অতীত) **ওসারেসি**। (অ-বিণ) **ওসারিত**। (ক্রি-বি) **ওসারিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ওসারিযতি**।

ওসিঞ্চতি (ক্রি) [অব+√সিচ+ং+অ] ১ (জল) ঢালা, (জল) নিগত করা বা হওয়া, প্রবাহিত করা, বহির্গত করা বা হওয়া, ঝড়া, নিক্ষেপ করা, উপরে (জল বা তৈল) ছিটানো। (মধ্যম নিকায়) **তেলেন ওসিঞ্চতি**। (ব-বিণ) **ওসিঞ্চং**(পেতবত্থু), (পেতবত্থু অর্থকথা) **আসিঞ্চন্তো**। ২ খনন করা, খুঁড়িয়া বাহির করা, উত্তোলন করা, হাত দিয়া খালি করা, শূন্য করা বা হওয়া, জল সেঁচিয়া ফেলা, শুষ্ক করা, পরিস্রুত করা, নর্দমা দিয়া জল নিকাশ করা, ক্রমে ক্রমে জল নির্গত হওয়া। (অতীত) **ওসিঞ্চি**। (অ-বিণ) **অবসিত্ত, ওসিত্ত**। (ব-বিণ) **ওসিঞ্চন্ত**। (ক্রি-বি) **ওসিঞ্চিয, ওসিঞ্চিত্বা**।

ওসিঞ্চিত্বা (ক্রি-বি) জল সিঞ্চন করিয়া, জল ঢালিয়া, জল ছিটাইয়া। ⇒ **ওসিঞ্চতি**।

ওসিঞ্চিয = **ওসিঞ্চিত্বা**। ⇒ **ওসিঞ্চিত্বা**।

ওসিত (বিণ) অধিকৃত, বাসকৃত, প্রবেশযোগ্য, সুগম। **অনোসিত**—অনধিকৃত, অগম্য। (তুলনীয়) **ব্যোসিত**।

ওসিত্ত (বিণ) জল ঢালিয়াছে এমন, জল সিঞ্চন করিয়াছে

এমন, জল বাহির করিয়াছে এমন, জল নির্গত হইয়াছে এরূপ, জল ছিটাইয়াছে এমন। = **অবসিত্ত**। ⇒ **ওসিঞ্চতি**।

ওসীদতি (ক্রি) [অব+√সিদ+অ] স্থির করিয়া ফেলা, মীমাংসা করিয়া ফেলা, নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, নীচে পতিত হওয়া, সন্ধি করিয়া ফেলা, দেনাপাওনা চুকাইয়া ফেলা, পতিত হওয়া, তলায় পড়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা মেটানো, (জাহাজ-সম্বন্ধে নদী বা সমুদ্রের) চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া বা আবদ্ধ হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **ওসীদ ডো সল্লি-তেল**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাবা ওসীদতি**। (অতীত) **ওসীদি**। (অ-বিণ) **ওস্সন্ন**। (ব-বিণ) **ওসীদমান**। (ক্রি-বি) **ওসীদিত্বা**। (করণে) **ওসীদাপেতি**।

ওসীদন (ক্লী) জলে নিমগ্নতা, নিমজ্জন, জলে ডোবা অবস্থা।

ওসীদাপন (ক্লী) নিমজ্জন, অভিভূত বা নিমগ্ন অবস্থা, নিমগ্নকরণ, ডুবানো, নিমজ্জিতকরণ।

ওসীদাপেতি (ক্রি) জলে ডুবাইয়া দেওয়া বা ডুবানো, নিমজ্জিত করানো, জলে নিমগ্ন করানো, জলে ডুবাইবার কারণ করা বা হওয়া। ⇒ **ওসীদতি**। (জাতক) **নাবং ওসীদাপেতি**। (অতীত) **ওসীদাপেসি**। (অ-বিণ) **ওসীদাপিত**। (ক্রি-বি) **ওসীদাপেত্বা**।

ওসেতি (ক্রি) = **ওপেতি**। ⇒ **ওপেতি**। (থেরগাথা অর্থকথায় ইহার বানান) **ওসেতি** = **ঠপেতি**। ⇒ **ঠপেতি**।

ওস্স = **উস্স**। ⇒ **উস্স**।

ওস্সক্কতি (ক্রি) = **ওসক্কতি**। ⇒ **ওসক্কতি**।

ওস্সগ্গ (ক্লী) শিথিলকরণ, শ্লথন, আমোদ-প্রমোদ, যত্নশৈথিল্য। (যৌগিকে) **সতি-ওস্সগ্গ** = **সতি-বোস্সগ্গ**—স্মৃতি শিথিলকরণ। ⇒ **বোস্সাগ্গ**।

ওস্সজতি (ক্রি) [অব+√সজ+অ] শিথিল করা, যত্ন শৈথিল্য করা, বন্ধন মোচন করা, খোলা, উন্মুক্ত করা, মুক্ত করা, ছাড়িয়া দেওয়া, যাইতে দেওয়া, বিদায় করা বা দেওয়া, ত্যাগ করা, বরখাস্ত করা, পদচ্যুত করা, প্রত্যাখ্যান করা, আর শুনানি লইতে অস্বীকার করা, খালাস করা, মুক্ত করা, স্বত্ব পরিত্যাগ করা, দাবি ছাড়িয়া দেওয়া, (ফিল্ম) প্রদর্শন বা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া। ⇒ **অবস্জতি**। (অতীত) **ওস্সজি**। (অ-বিণ) **ওস্সট্ঠ**।

ওস্সজন (ক্লী) মুক্তি, মোচন, স্বত্বত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, পদচ্যুতি, বিদায়দান, বিদায়কালে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন।

ওস্সজ্জ (ক্রি-বি) ছাড়িয়া দিয়া, মুক্তি দিয়া, বিদায় দিয়া, অনুমতি দান করিয়া। ⇒ **ওস্সজ্জতি, ওস্সজন**।

ওস্সজ্জতি (ক্রি) = **ওসজ্জতি**। ⇒ **ওসজ্জতি**। (ক্রি-বি) **ওস্সজ্জ, ওস্সজ্জিত্বা**।

ওস্সজ্জিত্বা = **ওস্সজ্জ**। ⇒ **ওস্সজ্জ**।

ওস্সট্ঠ (বিণ) মুক্ত, বিদায়কৃত, ফেলিয়া দিয়াছে এরূপ, ছাড়িয়া দিয়াছে এরূপ। = **নিস্সট্ঠ**। ⇒ **ওস্সজতি**।

ওস্সট্ঠ বিরিয (বিণ) যে ব্যক্তি চেষ্টা বা উদ্যম ত্যাগ করিয়াছে। ⇒ **বিরিয**।

ওস্সন্ন (বিণ) নিমজ্জিত, জলমগ্ন, অস্তগত, ডুবিয়াছে এমন, অভাববিশিষ্ট, অপর্যাপ্ত, অভাবগ্রস্ত, হীন। = **ওসন্ন**। (বিপ) **উস্সন্ন**। ⇒ **ওসীদতি**।

ওস্সবন (ক্লী) প্রবাহ, জলপ্রবাহ, প্রবাহমান জল। (তুলনীয়) **অবস্সব**।

ওস্সারণা (স্ত্রী) = **উস্সারণ, উস্সারণা, ওসারণা**। ⇒ **উস্সারণ, উস্সারণা, ওসারণা**।

ওস্সাবন (ক্লী) = **ওস্সবন**। ⇒ **ওস্সবন**।

ওহচ্চ (ক্রি-বি) অপহরণ করিয়া, কাড়িয়া লইয়া, নীচে নামিয়া, লিখিয়া লইয়া, তুলিয়া লইয়া। ⇒ **ওহরতি**।

ওহদামতি (ক্রি) মলমূত্র ত্যাগ করা। (অতীত) **ওহদাসি**।

ওহন ১ (এই শব্দটি কেবল যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—) **বিম্ব-ওহন**। = **বিম্বোহন**। ২ = **ওদহন**। ⇒ **ওদহন**।

ওহনতি (ক্রি) [অব+√হন+অ] নির্মল করা, ছাঁকিয়া শিটা বা কাইট হইতে নির্মুক্ত করা, বিশুদ্ধ করা, মলত্যাগ করা, পেট খালি করা, অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ি নির্মল করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ওহনতি ওসজ্জতি**। (তুলনীয়) **অবহীযতি**।

ওহরণ (ক্লী) অপহরণ, লইয়া যাওয়ার অবস্থা, লইয়া গমন, বিপথে পরিচালনা, পার্শ্বস্থ রেল লাইন, বিপদগামী পথ। (জাতক অর্থকথা) **গমনমগ্গ**। (তুলনীয়) **অবরহণ**।

ওহরতি (ক্রি) [অব+√হর+অ] ১ অপহরণ করা, লইয়া যাওয়া, কাড়িয়া লওয়া, নীচে নামানো, লিখিয়া লওয়া, লেখা, তুলিয়া লওয়া, লওয়া, গ্রহণ করা, (বিমান-সম্বন্ধে) আকাশে ওড়া। (পঞ্চমী) **ওহর** (পেতবত্থু); = **ওহারেহি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **ওহচ্চ, উহচ্চ**। (করণে) **ওহারেতি**। ⇒ **অবহরতি**। ২ নামাইয়া লওয়া, কাটা, (চুল) কাটা। (জাতক) **কেসমস্সুং ওহরতি**। (অতীত) **ওহরি**। (অ-বিণ) **ওহট, ওহিত, অবহট**। (করণে) **ওহরাপেতি**।

ওহরাপেতি (ক্রি) নীচে নামাইয়া লওয়া, কাটানো, (চুল) কাটানো, কেশচ্ছেদন করানো। (তুলনীয়) **ওরোপেতি**। ⇒ **ওহরতি**।

ওহাপেতি (ক্রি) = **ওসাপেতি**। ⇒ **ওসাপেতি**।

ওহায (ক্রি-বি) ছাড়িয়া দিয়া, মুক্তি দিয়া, ত্যাগ করিয়া। ⇒ **ওজহাতি**।

ওহার = **অবহার**। ⇒ **অবহার**। (তুলনীয়) **বোহার**।

ওহারণ (ক্লী) নীচে নামাইয়া লওয়া, ছেদন, কেশচ্ছেদন, স্থানান্তরিতকরণ, অপসারণ, স্থানপরিবর্তন, পদচ্যুতি। (জাতক) **কেসমস্‌সু ওহারণ**।

ওহারিন (বিণ) টানিয়া নীচ করে এরূপ, ভারী, প্রয়োজনীয়, গুরুতর, ভারযুক্ত, প্রবল, গুরু, কষ্টকর। = **অবহরতি হেট্‌ঠা হরতী'তি** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

ওহারিত কেস (বিণ) = **নিবুত্ত কেস**। ⇒ **নিবুত্ত** (২)।

ওহারেতি (ক্রি) **১** ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, ত্যাগ করা, পিছনে রাখিয়া আসা, অস্বীকার করা, পরিত্যাগ করা, দাবি ত্যাগ করা। (তুলনীয়) **ওজহাতি**। = **ওরোপেতি**। **২** নীচে নামাইয়া লওয়া। = **অবহারতি**। ⇒ **ওহরতি**। **৩** কাটাইয়া ফেলা, কেশচ্ছেদন করা, চুল কাটানো। (জাতক) **কেসমস্‌সু ওহারেতি**। (ক্রি-বি) **ওহাযাপেত্বা**—কেশচ্ছেদন করাইয়া।

ওহিত (বিণ) (বৌদ্ধসংস্কৃত জাতকম—অবহিত) **১** (কিছুর মধ্যে) রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, গচ্ছিত, জমাকৃত। **২** স্থগিত রাখা হইয়াছে এরূপ, স্থাপিত, অগ্রাহ্যকৃত, রক্ষিত, নির্দেশিত, গৃহীত, উপশমিত, হ্রাসপ্রাপ্ত, লঘূকৃত, উদ্ধারকৃত, উদ্ধৃত। (বি-ভা) **ওহিত ভারো অরহং**—যিনি সমস্ত ভার হইতে মুক্ত অথবা যাঁহার সমস্ত ভার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে তিনি অর্হৎ, যিনি সর্বপ্রকার দুঃখভার লাঘব করিয়াছেন তিনি অর্হৎ; (তুলনীয়) **ওহিত খন্ধভার**। **৩** (কিছুতে) রাখিয়া দিয়াছে এরূপ, গুপ্ত, লুপ্ত, অজ্ঞাত, অপসারণ করিয়া রক্ষিত। = **কোস-ওহিত** (সূত্রনিপাত)। **৪** (চরিত্রে) নিক্ষিপ্ত, স্থগিত, খুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, কার্যকরী বিষয়ে প্রযুক্ত, ব্যবহারিক। ⇒ **ওহরতি, ওদহতি**।

ওহিত খন্ধভার (বিণ) ⇒ **খন্ধ** (১খ)।

ওহিত-সোত (বিণ) কান পাতিয়া শোনে এমন, মনোযোগী, সতর্ক, শিষ্টাচারসম্পন্ন, কর্ণপাত করে এমন, উন্মুক্ত কর্ণে বা খোলা কানে শ্রবণ করে এমন, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এমন, ব্যগ্র, একাগ্রচিত্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, অভিনিবিষ্ট। (তুলনীয়) **সোতং ওদহতি**—মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করা। (বি-ভা) **ওহিতসোতো ধম্মং সুণাতি**। (বিশুদ্ধি মার্গ) **ওহিতসোতো অট্‌ঠিং কত্বা**। ⇒ **সোত** (১)।

ওহিয্যক = **ওহীযক**। ⇒ **ওহীযক**।

ওহিয্যতি (ক্রি) = **ওহীযতি**। ⇒ **ওহীযতি**। (অতীত) **ওহিয্যি**।

ওহিয্যি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **পটিসরতি, ওহিয্যতি**।

ওহীন (বিণ) পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে এরূপ, পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে এমন। (জাতক) **গণং ওহীন**। ⇒ **ওহীযতি**।

ওহীযক (বিণ) যাহাকে অথবা যে বস্তুকে পিছনে (ঘরে বা পথে) রাখিয়া আসা হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **বিহারপাল ওহীযক**।

ওহীযতি (ক্রি) [অব+√হি+য] **১** পিছনে রাখিয়া আসা, পশ্চাতে ফেলিয়া আসা, পিছনে পড়িয়া থাকা, অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা, অবস্থান করা, থাকা। (জাতকে) **অবহীযতি** = **ওহিয্যতি** (জাতক অর্থকথা)। **২** ঘটা, বিবাদ করা। (তুলনীয়) **ওহনতি**। ⇒ **ওহিয্যক**। (অতীত) **ওহীযি**। (অ-বিণ) **ওহীন**। (ব-বিণ) **ওহীযমান**। (ক্রি-বি) **ওহীযিত্বা, ওহীজিত্বা** (বিনয়)।

ওহীযন (ক্লী) পিছনে অবস্থান করণ অর্থাৎ বাড়িতে থাকা।

ওহীযমান (বিণ) পশ্চাতে হাঁটিয়া আসে এমন, পিছে পিছে আসে এমন। ⇒ **ওহীযতি**।

ওহীল্‌না (স্ত্রী) [অব+হীল্‌না] অবজ্ঞাসূচক অবস্থা, ঘৃণিত অবস্থা, অশ্রদ্ধাকরণ, উপহাস করণ, অবজ্ঞাকরণ, ঘৃণাকরণ, ঘৃণার পাত্র। (বিভঙ্গ) **ওহীল্‌না ওহীল্‌ত্তং**।

ক

ক—১ ক বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন কণ্ঠজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজ বর্ণ বলে। ২ (প্রশ্নার্থক সর্বনাম) কে, কি, যাহা (**কিং** অর্থবাচক)। ⇒ **কিং**। **ক** অর্থে কর্তৃবাচক শব্দ। (পুং) **কো**। (স্ত্রী) **কা**। (ক্লী) **কিং** (বহুবচনে) **কানি**। (ক্রি–বিণ) **কত্থং, কদা, কহং** ইত্যাদি। (সম্বন্ধপদ একবচনে) **কস্স**। (করণকারকে) **কেন**। (ক্লী, অপাদান) **কস্মা**; (ক্রি–বিণ অর্থে) **কেন**। **কিং** অর্থে **কিং** শব্দ দ্রষ্টব্য। (সম্বন্ধপদ একবচনে) **কিস্স**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কো-নামো**—কি নামের, কি নাম? **কিং-নামো**—কি নাম? **কো অত্থো = কুত্থো**। **নু, সু** সংযোগে (সুত্তনিপাত) **কো সুধ তরতি ওঘং**—তাহা হইলে কে অথবা সম্ভবত কে দুঃখসমুদ্র পার হয়? **কেনস্সু নিবুতো লোকো**--তাহা হইলে সংসারাগমন কিরূপে নিরোধ বা রুদ্ধ হয়? **কস্মা নু সচ্চানি বদন্তি ...? চি** সংযোগে:—**কোচি, কাচি** ইত্যাদি—যে কেহ, যে কোন (বস্তু বা ব্যক্তি), যে কোন ব্যক্তি। না অর্থে:—**ন কোচি**—কেহ নহে, কোন ব্যক্তি নহে; **ন কাচি**--কোন স্ত্রীলোক নহে। (ক্লী) **কিঞ্চি**—সামান্য বস্তু; **মা জাতু কোচি লোকস্মিং পাপিচ্ছো**; (ধর্মপদ) **নো যাতি কোচি লোকে**; (সূত্রনিপাত) **নাহং ভতকো'স্মি কস্সচি**; (সূত্রনিপাত) **ন হি নস্সতি কস্সচি কম্মং**—কাহারও কাজের অনিষ্ট হইতেছে না; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কস্সচি কিঞ্চি ন দেতি**—কাহাকেও কিছু দেয় না। সন্ধিতে "দ" আগমে:—(পেতবত্থু অট্ঠকথা) **অপ্পেব নাম কোচিদেব (কোচি+এব) পুরিসো ইধগচ্ছেয্য**—অন্য কেহ অথবা কেহ কেহ এখানে আসিবে কি? সর্বনাম পদ "য" শব্দের সহিত সংযোগে :--(সূত্রনিপাত) **যো হি কোচি গোরক্খং উপজীবতি কস্সকো সো ন ব্রাহ্মণো**—যে কেহ বা যদি কেহ গো পালন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে সে কৃষক ব্রাহ্মণ নহে।

কং—(ক্লী) কোন বস্তু? কোন জিনিস? কাহাকে? কোন লোক?

কংস (পুং) ১ কংস, কংশ, কাংস্য, কাঁস, কাঁসা, স্বর্ণরজতাদি ধাতু দ্বারা নির্মিত পানপাত্র। ২ কাংস্য নির্মিত বাদ্য বা ঘন্টা। ৩ কাংস্যনির্মিত থালা বা বাটি। (মধ্যম নিকায়) **আপানীয় কংস**—কাংস্যনির্মিত থালা বা পানপাত্র, হাতলহীন বড় পেয়ালা। ৪ তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু বিশেষ অর্থাৎ কাংস্যমুদ্রা যাহাকে চারি "**কহাপণ**" বলা হয় (বিনয়); (বিমানবত্থু অট্ঠকথা ধর্মপালের বর্ণনায়) ঘন্টা; (কিন্তু বিমানবত্থুর দেবীর কাহিনীতে) সুবর্ণবর্ণ কাংস্য।

কংসকণ্টক—লৌহ কণ্টক, পাথর কণা, ধাতু নির্মিত কণ্টক, পাথর বা ধাতুজ তীক্ষ্ণ কণ্টক, পেরেক। (তুলনীয়) **সকণ্টক**।

কংসকূট (ক্লী) টাকাপয়সা আদানপ্রদানে প্রবঞ্চনা বা কপটতা, অচল মুদ্রা বা টাকাপয়সা দিয়া প্রবঞ্চনা বা ঠকানো, অচল টাকাপয়সা চালাইয়া কপটতাকরণ, মিথ্যায় প্রবঞ্চনা অথবা কৃত্রিম ধাতু (দীর্ঘনিকায়), সোনার পরিবর্তে পিতল বিক্রয় (দীর্ঘনিকায় অট্ঠকথা)। ⇒ **কূট** (১), **তুলাকূট**।

কংসকূত = কংসকূট। ⇒ **কংসকূট**।

কংসতাল—তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্মিত পেটঘড়ি বা ঘন্টা অথবা করতাল।

কংসতাল—কাঁসার থালা বাজানো, কাংস্যঘন্টা বাজানো। = **কংসতাল**। ⇒ **তাল**।

কংসতি (ক্রি) = **কস্সতি, অবকস্সতি**। ⇒ **কস্সতি, অবকস্সতি**।

কংসথাল—ধাতুনির্মিত থালা, খাদ্য রাখিবার কাংস্যপাত্র (যেমন—বিশিষ্ট মৃণ্ময়পাত্র বা মাটির বাসন), কাঁসার থালা, কাঁসানির্মিত ভোজনপাত্র। (উপমাস্বরূপ) **দক্খো নহাপকো**—স্নানের বড় পাত্র বা টব। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা মতে) পেটঘড়ি। (মিলিন্দপঞ্হো) **কংসতাল**। (তুলনীয়) **কংসতাল**। ⇒ **থাল**।

কংসপত্থরিক (পুং) তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্মিত পণ্যদ্রব্য ব্যাসায়ী, কাঁসারি, কাঁসার ব্যবসায়ী, কাংস্যবিক্রেতা, তামাপিতল বিক্রেতা, কাংস্যবণিক। ⇒ **পত্থরিক**।

কংসপাতি—কাঁসার পাত্র, কাংস্যপাত্র, কাঁসা বা ধাতুনির্মিত থালা। ⇒ **পাতী**।

কংসপাতী = কংসপাতি। ⇒ **কংসপাতি**।

কংসপূর (বিণ) ধাতুপূর্ণ, তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুপূর্ণ, কাঁসাপূর্ণ, পিতলপূর্ণ।

কংসভণ্ড—পিতলের পণ্যদ্রব্য, কাঁসার পণ্যদ্রব্য বা মাল।

কংসভাজন—তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুনির্মিত থালা বা বাটি অথবা পাত্রবিশেষ, কাংস্যভাজন, কাঁসার পাত্র। ⇒ **ভাজন** (১)।

কংসময (বিণ) তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্মিত, কাঁসার তৈরি, পিতলের তৈরি।

কংসমল্লক—ধাতুনির্মিত থালা, কাঁসার থালা, তামা ও পিতল দ্বারা নির্মিত বাসন, স্বর্ণ থালা, সোনার থালা, কাঁসার পাত্র, কাঁসার বাটি। = **তট্টক**। ⇒ **মল্লক** (৪)।

কংসলোহ—তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুবিশেষ, ব্রোঞ্জবর্ণ, তাম্র বা পিত্তল বর্ণ।

কংসি—কোনটা? কোন বিষয়? ⇒ **সি, সু** (৩)।

কংসীরুক—("**কিংসুক**" শব্দের পরিবর্তে?) = **কসেরুক, কিংসুক**। ⇒ **কসেরুক, কিংসুক**।

কংসু = কংসি। ⇒ **কংসি**।

কংসূপধারণ—ধাতুনির্মিত দুধ দোহার পাত্র, তামা বা কাঁসার নির্মিত দোহনপাত্র, দুধদোহার স্বর্ণপাত্র(?)। (বি-ভা) **ধেনু সহস্সানি দুকূল-সন্দনানি** (?) **কংসূপধারণং** (দীর্ঘনিকায়)। Kern. toev-এ ইহার সংশোধনে গ্রহণ করা হইয়াছে—"**কংস-উপদোহন**"= (সংস্কৃত) কাংস্যোপোদোহন অর্থাৎ ধাতুনির্মিত পাত্রে দুধ ঢালিয়া দেওয়া।

ককচ (পুং) (সংস্কৃত—ক্রকচ) ১ করপত্র, করাত (যেমন করাত দিয়া গাছ কাটা বা ফাড়া)। ২ চলতি কথা, প্রবাদবাক্য। (তুল্যার্থে) **ককচূপম ওবাদ** (মধ্যম নিকায়)।

ককচখণ্ড—করাতখণ্ড, করাতের টুকরা, করাতের ভগ্ন টুকরাখণ্ড।

ককচদন্ত--করাতের দাঁত। (দীর্ঘনিকায় অট্ঠকথা) **ককচ-দন্ত-পন্তিযং কীল্মান**।

ককণ্টক (পুং) বহুরূপী গিরগিটি, অস্থিরচিত্ত বা চঞ্চল ব্যক্তি।

ককু (পুং) পর্বতশৃঙ্গ, চূড়া, শিখরদেশ, অগ্রভাগ, গ্রন্থি, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, সমুদ্রপথের মাইল, বিড়াঁ, কঠিন সমস্যা, সমষ্টি, (গাছের) গাঁইট বা গিরা, স্কন্ধাভরণ, সর্বোচ্চ পরিমাণ, চরমসীমা, পরিকল্পিত কোণ, উদ্গত চরম দূরবর্তী স্থান, কল্পিত নিভৃত কোণ, কুঁজ, ঝুঁটি; সংযুক্ত নিকায় সাহিত্যের যেখানে "**সতক্কতু**" আছে ইহার সংশোধনে "**সতক্কতু**", যেমন—"**মেঘো থনযং বিজ্জুমালা সতক্ককু**"। (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায়) **সিখর কূট**। (তুলনীয়) **সতক্ককু**।

ককুট—ঘুঘুপক্ষী, বন্য পারাবত, কপোত, পারাবত, কবুতর।

ককুটপাদ (বিণ) কপোতের ন্যায় অথবা ঘুঘুপক্ষীর ন্যায় পদবিশিষ্ট, যাহার পদদ্বয় কবুতরের পায়ের ন্যায়।

ককুটপাদী (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের পদদ্বয় কবুতরের পায়ের ন্যায়, কপোত পদবিশিষ্টা। ইহা অপ্সরা সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ।

ককুথক = **কুকুথক**। ⇒ **কুকুথক**।

ককুধ (পুং) ১ ককুদ, ককুৎ, ষাঁড়ের ঝুঁটি, বৃষভের স্কন্ধের ঝুঁটি। ২ **কুক্কুট** শিখা। ৩ একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ, ককুধবৃক্ষ, অর্জুন গাছ, বাবলা গাছ। (ধম্মপদটঠকথা) **ককুধরুক্খ**। ৪ যক্ষের নামবিশেষ। (ক্লী) ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন, রাজনিদর্শন, রাজপ্রতীক। পঞ্চরাজ চিহ্ন:—"**ককুধভণ্ড**" ও রাজচিহ্ন। ⇒ **ককুধভণ্ড**। "**পকুধ**" শব্দ "**ককুধ**" শব্দের দ্বিত্বভাব। (বিণ) ককুধ বা বাবলা গাছে বাসকারী। ⇒ **যক্খ** (৪)।

ককুধফল—ককুধ বৃক্ষের ফল। এক প্রকার মুক্তাকেও ককুধ ফল বলা হয়। (মহাবংশ) ⇒ **সুত্ত, ককুধ** (৩)।

ককুধভণ্ড (ক্লী) রাজমর্যাদা সম্পন্ন ধ্বজা, রাজচিহ্ন। (জাতক) রাজচিহ্ন পঞ্চবিধ, যথা:—১ **বালবীজনী** (রাজব্যজনী বা চামর), ২ **উণ্হীস** (উষ্ণীষ বা রাজমুকুট), ৩ **খগ্গ** (খড়্গ বা তরবারি), ৪ **ছত্ত** (রাজছত্র বা চন্দ্রাতপ), ৫ **পাদুকা** (রাজপাদুকা বা জুতা)। (পেতবত্থু অট্ঠকথা) **পঞ্চবিধ ককুধভণ্ড**।

ককুধযক্খ (পুং) ককুধযক্ষ, এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা ককুধ বা বাবলা গাছে বাস করে। ⇒ **ককুধ** (বিণ)।

ককুধরুক্খ (পুং) = **ককুধ**। ⇒ **ককুধ** (৩)।

কক্ক (ক্লী) ১ (তুলনীয় সংস্কৃত—কল্ক, কলঙ্ক, কলুষ) খইল, কল্ক, পলি, তৈলসারে গাদা বা তলানি, কানের খইল, মল, কাইট, শিটে, ঘৃত-তৈলাদির পাকে দেওয়া ঔষধি দ্রব্য, রুক্ষতাসাধন চূর্ণদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, পাপ, আঠা, লেই, কাঁই। (বিনয়) **তিলকক্ক**। (জাতক) ত্রিবিধ "**কক্ক**", যথা—১ **সাসপকক্ক** (সরিষার খইল), ২ **মত্তিককক্ক** (সৌরভিত পলিমাটি), ৩ **তিলকক্ক** (তিলের খইল)। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় চতুর্বিধ, যথা—১ **সাসপকক্ক**, ২ **মত্তিক কক্ক**, ৩ **তিলকক্ক**, ৪ **হলিদ্দি কক্ক** (এক প্রকার মুখচূর্ণ বা পাউডার যাহা প্রকৃত মুখচূর্ণের পূর্বে ব্যবহার করা হয়)। (তুলনীয়) **কক্কু**। ২ (তুলনীয় সংস্কৃত—কর্ক) এক প্রকার রত্ন বিশেষ, হলদে রঙের এক জাতীয় মূল্যবান পাথর, হরিৎকান্তি পাথর বা মণি।

কক্কট (পুং) ১ ককটি, কাঁকড়া। ২ বড় জাতীয় মৃগ বা বলগা হরিণ(?)। (জাতক বর্ণনায়) **মহামিগ**।

কক্কটক (পুং) ককটি, কাঁকড়া। (ধম্মপদট্ঠকথা) **মম কক্কটকস্স বিষ অক্খীনি নিক্খামিংসু** (প্রেমে পড়ার নিদর্শন স্বরূপ)। (তুলনীয়) **কক্খল**।

কক্কটক নল—লাল রঙের এক জাতীয় জলজ বা সামুদ্রিক নল বা খাগড়া. অথবা বেণু, প্রবাল বা প্রবাল কীটের নামবিশেষ।

কক্কটক মগ্গ—নদী বা খালের মধ্যে ছিদ্র বা ফাটল, কাঁকড়ার গর্ত।

কক্কটক যন্ত (ক্লী) দেয়ালে আটকিয়া থাকার জন্য আকুশি বা বাঁকা পেরেকযুক্ত মই বা সিঁড়ি।

কক্কটক যন্তক = **কক্কটক যন্ত**। ⇒ **কক্কটক যন্ত**।

কক্কটক রস—কাঁকড়ার তরকারি, কাঁকড়া পাক করিয়া প্রস্তুত সূপ বা ব্যঞ্জন-আস্বাদন, কাঁকড়াসিদ্ধ সূপ বা ঝোল। ⇒ **রস** (৫)।

কক্কর—বন্য মোরগ যাহাকে ফাঁদে রাখিয়া অন্যান্য বন্য মুরগি ফাঁদে ফাঁসাইবার চেষ্টা করা হয়। (জাতক) **পুরাণ কক্কর**। (তুলনীয়) **দীপক কক্কর**।

কক্করতা (স্ত্রী) অভদ্রতা, অসভ্যতা, বিবাদপ্রিয়তা, রুক্ষতা, কটুতা, উগ্রতা, প্রচণ্ডতা, কর্কশতা, কঠোরতা, অশ্লীলতা, শ্রুতিকটুতা, কপটতা, প্রবঞ্চনাপূর্ণতা।

কক্করিয (ক্লী) কর্কশতা, কঠোরতা, অশ্লীলতা, শ্রুতিকটুতা।

কক্করু—একপ্রকার লতাজাতীয় গাছ। **কক্করু জাতালি** = **বল্লিফলানি** (জাতক)।

কক্করুজাত = **বল্লিফল**। ⇒ **বল্লিফল, কক্করু**।

কক্কস (বিণ) কর্কশ, শ্রুতিকটু, অশ্লীল, বন্ধুর, অসমান, অমসৃণ, অসমতল, এবড়োথেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, উগ্র,

বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, লোমস, কঠিন, দৃঢ়, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, বিস্বাদ। (বিশেষত বাক্য-সম্বন্ধে) **বাচা পর-কটুকা** (ধম্মসঙ্গনি)।

কক্কস্‌স (ক্লী) কর্কশতা, রুক্ষতা, উগ্রতা, কটুতা। = **কক্করতা**।

কক্কারিক—একজাতীয় শসা। = **এলালুক**।

কক্কারী (স্ত্রী) শসা।

কক্কারু ১ কুষ্মাণ্ড, অলাবু, কুমড়া। **কক্কারুজাতানি** = **বল্লিফলানি;** ⇒ **বল্লিফল**। ইহার সংশোধিত পাঠ "**কক্করু**"। ২ স্বর্গীয় পুষ্পবিশেষ। = **দিব্বপুপ্ফ**।

কক্কারুক = **কক্কারিক**। ⇒ **কক্কারিক**।

কক্কারেতি (ক্রি) কক কক শব্দ করা, শ্বাসরুদ্ধজনক শব্দ করা।

কক্কু—মুখচূর্ণ, মেয়েদের লঘুভাবে ব্যবহৃত আঠালো পাউডার। (জাতক) "**কক্কু**' পঞ্চবিধ, যথা—**সাসপকক্কু, লোণকক্কু, মত্তিককক্কু, তিলকক্কু, হলদ্দিকক্কু**। (তুলনীয়) **কক্ক**।

কক্কোটক (?)—এক জাতীয় পোকা। = **তক্কোটক**। (খুদ্দকপাঠ অটঠকথা) **কক্কোটক; তক্কোটক**। ⇒ **তক্কোটক**।

কক্কোল—জামের ন্যায় একজাতীয় ফলের গাছ। = **তক্কোল**।

কক্‌খল (বিণ) = **কক্‌খল্‌**। ⇒ **কক্‌খল্‌**।

কক্‌খলতা (স্ত্রী) = **কক্‌খল্‌তা**। ⇒ **কক্‌খল্‌তা**।

কক্‌খলত্ত (ক্লী) = **কক্‌খল্‌ত্ত**। ⇒ **কক্‌খল্‌ত্ত**।

কক্‌খল্‌ (বিণ) ১ = **কক্কস**। ⇒ **কক্কস**। (বিপ) **মুদুক**। (ধম্মসঙ্গনি) **কক্‌খলরূপং পঠবীধাতু; কক্‌খলং খরগতং; কক্‌খলত্তং কক্‌খলভাবো**। = **থদ্ধ, কক্‌খলক্‌খণং** (বিসুদ্ধিমগ্‌গো)। **অসদ্ধ, অক্কোসকারক** (পেতবত্থু অটঠকথা)। = **ফরুস** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ নিষ্ঠুর, নির্দয়, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপন স্বভাবের, পাষাণহৃদয়।

কক্‌খল্‌ কথা—কর্কশ কথা, রূঢ়বাক্য, কঠোর বাক্য, নিষ্ঠুর কথা, নির্দয় বাক্য।

কক্‌খল্‌ কম্ম—নিষ্ঠুর কার্য, নৃশংস কার্য, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা।

কক্‌খল্‌তা (স্ত্রী) নির্মমতা, দৃঢ়তা, কর্কশতা, রূঢ়তা, নির্দয়তা, কাঠিন্য, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা।

কক্‌খল্‌ত্ত (ক্লী) কর্কশতা, অসভ্যতা, অভদ্রতা, অনম্রতা, রূঢ়তা, কটুতা, নির্দয়তা, উগ্রতা। = **কক্কস্‌স, কক্‌খল্‌তা**।

কক্‌খল্‌ভাব কক্‌খল্‌তা, কক্‌খল্‌কম্ম। ⇒ **কক্‌খল্‌তা, কক্‌খল্‌কম্ম**।

কক্‌খল্‌য = **কক্‌খল্‌ত্ত**। ⇒ **কক্‌খল্‌ত্ত**।

কঙ্ক (পুং) কঙ্ক, কাঁকপক্ষী, বক। ⇒ **গল**।

কঙ্কণ (ক্লী) কঙ্কণ, বালা, বলয়, কাঁকন, বিবাহকালীন হস্তসূত্র, শেখর, ভূষণমাত্র, যে কোন অলঙ্কারবিশেষ।

কঙ্কত—হস্তিসজ্জা, হাতির সাজ। = **কপ্প**।

কঙ্কন = **কঙ্কণ**। ⇒ **কঙ্কণ**।

কঙ্কপত্ত—বকপক্ষীর পালক, কাক জাতীয় পক্ষীর পালক।

কঙ্কল (পুং) কঙ্কাল, অস্থিচর্মসার দেহ, অস্থিপঞ্জর, কাঁকাল, অস্থি। (যৌগিকে) **অট্‌ঠিকঙ্কল**। (বিনয়) **অট্‌ঠিকঙ্কলূপমা কামা**। (থেরগাথা) **কঙ্কলকুটিক**। (থেরীগাথা) **অট্‌ঠিকঙ্কল সন্নিভ অট্‌ঠিকঙ্কল, অট্‌ঠিপুঞ্জ, অট্‌ঠিরাসি** = **পুগ্‌গলস্‌স অট্‌ঠিসঙ্ঘো**। (তুলনীয়) **অট্‌ঠিসঙ্খলিকা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **অট্‌ঠিক সঙ্খলিকা**। (থেরগাথা) **অট্‌ঠিসঙ্ঘাট**।

কঙ্কা = **গিজ্‌ঝ, কুলল**। ⇒ **গিজ্‌ঝ, কুলল**।

কঙ্কুটঠক (বিণ) (সংস্কৃত—কঙ্কুষ্ঠক) একপ্রকার পলিমাটি অথবা নরম উর্বর মাটি, স্বর্ণবর্ণ অথবা রৌপ্যবর্ণ বিশিষ্ট।

কঙ্খ—সন্দেহ, অনিশ্চিত বিষয়। = **কঙ্খা**।

কঙ্খচ্ছিদ্দ (বিণ) সন্দেহ বিদূরিত। ⇒ **ছিদ্দ**।

কঙ্খতি (ক্রি) [√কঙ্খ+ং+অ] ১ (অধিকরণ কারকে) অনিশ্চিত হওয়া, সন্দিগ্ধ হওয়া, সংশয়াপন্ন হওয়া, চঞ্চল হওয়া, অস্থিরচিত্ত হওয়া, অদৃঢ় হওয়া, বিচলিত হওয়া, অস্থির হওয়া, বে-বন্দোবস্ত হওয়া, সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া, সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা। = **বিচিকিচ্ছতি**। (দীর্ঘনিকায়) **কঙ্খতি বিচিকিচ্ছতি দ্বীসু মহাপুরিস লক্খণেসু;** (বুদ্ধঘোষের টীকানুসারে ইহাতে সন্দেহ ও জটিলতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন—) **পখনং উপ্পাদৃতি** (দীর্ঘনিকায় অটঠকথা), ইহাতে ঠিক অর্থ অপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ। (সংযুক্ত নিকায়) **ন কঙ্খতি ন বিচিকিচ্ছতি; কঙ্খেয্য বিচিকিচ্ছেয্য;** সংযুক্ত নিকায়ে ইহার সংশোধনে "**কঙ্খেয্য**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্থরি কঙ্খেয্য ধম্মে কঙ্খেয্য সঙ্ঘে কঙ্খেয্য**। ২ (কর্মকারকে) আশা করা, প্রতীক্ষা করা, (চলতি) অনুমান করা, প্রতীক্ষা করিয়া থাকা, অপেক্ষা করা, (চলতি) বিলম্বিত করা, উৎসুকের সহিত আশা করিয়া অপেক্ষা করা। (সংযুক্ত নিকায়) **কালং কঙ্খতি**—কোনও সময়ের জন্য অপেক্ষা করা, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পিচ্ছো সোরতো দন্তো কালং কঙ্খতি ভাবিতো** (**ভতিক** শব্দের পরিবের্ত পাঠ) **সুদন্তো;** সূত্রনিকায়ে "**ভাবিতো সদন্তো**" শব্দ দেখুন। **ভাবিতত্তো** = **ইচ্ছতি, ওলোকেতি** (জাতক)। (অতীত) **কঙ্খি**। (অ-বিণ) **কঙ্খিত;** (সুত্তনিপাত) **কঙ্খিত বিচিকিচ্ছিত**। (ব-বিণ) **কঙ্খমান**। (ভ-বিণ) **কঙ্খনীয, কঙ্খিতব্ব**। (ক্রি-বি) **কঙ্খিত্বা, কঙ্খিয**। (তুম) **কঙ্খিতুং;** (সংযুক্ত নিকায়) **কঙ্খিতুং বিচিকিচ্ছিতুং**।

কঙ্খন (ক্লী) সন্দেহকরণ, সন্দেহ, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবাবস্থিতচিত্ততা।

কঙ্খনা (স্ত্রী) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অনিশ্চিত বিষয়, অনির্ভরশীলতা। = **কঙ্খা**।

কঙ্খনিয়ট্‌ঠান (ক্লী) সন্দেহজনক বিষয়। ⇒ **ঠান** (৩গ)।

কঙ্খনীয (বিণ) সন্দেহযুক্ত, সন্দেহ করিবার মতো। ⇒ **কঙ্খতি**।

কঙ্খমান (বিণ) সন্দেহ করে এমন, যে ব্যক্তি সন্দেহ করে অথবা ইতস্তত করে অথবা দ্বিধা করে, সন্দিহান, অমীমাংসিতভাবে রহিয়াছে এরূপ। ⇒ **কঙ্খতি**।

কঙ্খা (স্ত্রী) ১ সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অনির্ভরশীলতা, অনিশ্চিত বিষয়। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খে কঙ্খা** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **কঙ্খং বিনযতি**। (পটিসম্ভিদা মগ্‌গো) **কঙ্খং পহীযতি**। (যৌগিকে) **কঙ্খা বিমতি; কঙ্খা বিচিকিচ্ছা**। (নির্ভুল বর্ণনায়) **কঙ্খাযনা; কঙ্খাযিতত্ত**। (বিণ) সন্দিহান, সন্দেহযুক্ত, সন্দেহকৃত, সন্দেহপূর্ণ। ২ আশা, আশার বস্তু।

কঙ্খাচ্ছিদ (বিণ) সন্দেহবিমুক্ত, নিঃসন্দেহ, সন্দেহমুক্ত।

কঙ্খাচ্ছেদন (ক্লী) সন্দেহ দূরীভূতকরণ, নিঃসন্দেহকরণ, সন্দেহ বিনাশ বা মুক্তকরণ।

কঙ্খাট্‌ঠানিয (বিণ) সন্দেহযুক্ত, সন্দেহপূর্ণ। (দীর্ঘনিকায়) **কঙ্খাট্‌ঠানিয ধম্মা**।

কঙ্খাধম্ম—সন্দেহযুক্ত মনের অবস্থা, সন্দেহ, দ্বিধা ভাব, ইতস্তত করণ, অস্থিতচিত্ত।

কঙ্খাযতি (ক্রি) সন্দেহ করা, দ্বিধা করা, ইতস্তত করা। (অ-বিণ) **কঙ্খাযিত**।

কঙ্খাযনা (স্ত্রী) = **কঙ্খা, কঙ্খাযিতত্ত**। ⇒ **কঙ্খা, কঙ্খাযিতত্ত**।

কঙ্খাযিত (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দেহকৃত। ⇒ **কঙ্খাযতি**।

কঙ্খাযিতত্ত (ক্লী) সন্দেহকরণ, দ্বিধাকরণ, ইতস্তত করণ, সন্দেহ। = **কঙ্খাযনা**।

কঙ্খাবিতরণ—সন্দেহমুক্তকরণ, সন্দেহ জয়করণ, সন্দেহ বিদূরণ, সংশয় বিদূরিতকরণ। (ধম্মসঙ্গণি অট্‌ঠকথা) **কঙ্খাবিতরণ বিসুদ্ধি**—সন্দেহ বিদূরিত বা সন্দেহ বিমুক্ত হইবার ফলে পূর্ণ বিশুদ্ধিতা।

কঙ্খাসমঙ্গিন (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দেহযুক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াগত।

কঙ্খিত (বিণ) সন্দেহকৃত, দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন, আশান্বিত, অপেক্ষিত। ⇒ **কঙ্খতি**।

কঙ্খিতব্ব = **কঙ্খনীয**। ⇒ **কঙ্খনীয**।

কঙ্খিত্বা (ক্রি-বি) সন্দিগ্ধ হইয়া, সন্দেহ করিয়া, সংশয়াপন্ন হইয়া, সংশয়যুক্ত হইয়া, দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া, ইতস্তত করিয়া। ⇒ **কঙ্খতি**।

কঙ্খিন (বিণ) ১ সন্দেহযুক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন, অমীমাংসিত, অস্থিরচিত্ত, অব্যবস্থিতচিত্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **কঙ্খিন বিচিকিচ্ছিন**। ২ স্পৃহাসূচক, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, গভীর আগ্রহসূচক, আগ্রহান্বিত, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষী, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। (পঞ্চগতি দীপন) **মোক্‌খকঙ্খিন**।

কঙ্খিয (ক্রি-বি) = **কঙ্খিত্বা**। ⇒ **কঙ্খিত্বা**।

কঙ্খী (বিণ) = **কঙ্খমান**। ⇒ **কঙ্খমান**।

কঙ্গু (স্ত্রী) জনার, কঙ্গু, কঙ্গুকা, কাঙ্গনি ধান্য, কাঁকইন ধান, জোয়ার ধান্য বা শস্য (দরিদ্রেরা যাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে)। বিনয়ে উল্লেখ আছে সপ্তবিধ ধান্যের মধ্যে ইহাও একপ্রকার ধান্যবিশেষ। (তুলনীয়) **পিযঙ্গু**। ⇒ **ধঞ্ঞ** (১)।

কঙ্গুপিট্‌ঠ—কাঁকইন চাউলের পিঠা, জোয়ারের আটা, কঙ্গু বা কাঙ্গনি চাউলের রুটি।

কঙ্গুপিট্‌ঠময (বিণ) কাঁকইন চাউলে অথবা জোয়ারের আটায় প্রস্তুত।

কঙ্গুভত্ত—কাঁকইন বা কাঙ্গুনি চাউলে প্রস্তুত অন্ন, জোয়ারে প্রস্তুত খাদ্য বা ভাত।

কচ (পুং) কচ, (মাথার) কেশ বা চুল।

কচকলাপ—চুলের স্তূপ, চুলরাশি।

কচবর (পুং) ১ ঝাড়ু দ্বারা সংগৃহীত জঞ্জাল, আবর্জনা, ময়লা, ধূলি, গুঁড়া, মৃত্তিকা, নিরর্থক বাক্য, পুষ্পরেণু, হীন অবস্থা, কবর। (যৌগিকে) **কচবর ছড্ডেতি; কচবর সম্মজ্জতি** (জাতক)। ২ চীর, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণবস্ত্র। = **পিলোতিকা**।

কচবরং ব্যূহ (পুং) আবর্জনা স্তূপ। ⇒ **ব্যূহ** (২)।

কচবর ছড্ডন (বিণ) আবর্জনা ছড়ানো, ঝাড়ু দ্বারা সংগৃহীত জঞ্জাল ফেলা হয় এমন, যে স্থানে আবর্জনা বা ময়লা ফেলা হয়। (ক্লী) ময়লা বা আবর্জনা ফেলিয়া দেওয়া।

কচবর ছড্ডনক—ঘরে ব্যবহৃত ময়লা বা আবর্জনা ফেলিবার অগভীর পাত্র বা চাটু। (জাতক) **কচবর ছড্ডনক মুট্‌ঠি সম্মুজ্জনী**। = **কচবর ছড্ডনী**।

কচবর ছড্ডন পচ্ছি—ময়লা ফেলিবার ঝুড়ি, আবর্জনা ফেলিবার চুপড়ি, ময়লা ফেলার পাত্র, আবর্জনাদি ফেলিবার আধার।

কচবর ছড্ডনি = **কচবর ছড্ডনক**। ⇒ **কচবর ছড্ডনক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সম্মজ্জনী কচবর ছড্ডনি**।

কচবর ছড্ডনিকা (দাসী)—ঝাড়ুদারিনী দাসী, গল্পের কুমারী মেয়ে (যে মেয়ে তাহার ভগিনীদের নিকট দাসীবৃত্তি করিত, অবশেষে এক রাজকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হয়, সেই মেয়েটির সৌন্দর্য বা গুণ অসমাদৃত ছিল)।

কচবর ছড্ডনী (স্ত্রী) ময়লা ফেলিবার পাত্র বা বেলচা। = **কচবর ছড্ডনক**।

কচ্চি = **কচ্চিদ**। ⇒ **কচ্চিদ**।

কচ্চিং সু—কখনও কখনও, কদাচিৎ। ⇒ **সু** (৩)।

কচ্চিকার—একজাতীয় গাছড়া বা বড় গুল্ম। (বর্মাজাতকে) **কচ্ছিকার**।

কচ্চিদ (অব্যয়) (সংস্কৃত—কচ্চিদ) ইহা অনিশ্চিত শব্দ অথবা প্রশ্নবোধক শব্দ অথবা উপসর্গ শব্দ?—বলা সন্দেহ। তবে সম্ভবত ইহার অর্থ হইবে:— আমার সন্দেহ হয় নাকি, আমি আশা করি, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে

পারি না ইত্যাদি। **কদ** (ক্রি-বিণ) শব্দেও দ্রষ্টব্য। (দীর্ঘনিকায়) **কচ্চি** (অথবা) **কচ্চিদ মং ন বঞ্চেসি**—আমি আশা করি যে তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ না। (ধম্মপদট্ঠকথা) **কচ্চি** (অথবা) **কচ্চিদ তুম্হে গতা**—তুমি কি যাও নাই? (ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—) **আম**—হাঁ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কচ্চি** (অথবা) **কচ্চিদ তং দানং উপকপ্পতি**—সেই দান কি বাস্তবিকই মৃতব্যক্তির উপকার করিতে পারে?; **কচ্চি** (অথবা) **কচ্চিদ বো পিণ্ডপাতো লদ্ধো**—আপনি কি অন্ন ভিক্ষা পাইয়াছেন? (তুলনীয়) **কিং**। অনেক সময়ে ইহা "**নু, নু খো, পন**" উপসর্গ ও অনিশ্চিত শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন—(জাতক) **কচ্চি নু খো; কচ্চি পন**।

কচ্চি নু—কখন, কোন সময়।

কচ্চি নু খো—কখন, কোন সময়ে।

কচ্চিন্নু [কচ্চি+নু] = **কচ্চি নু**। ⇒ **কচ্চি নু**।

কচ্চি পন—কিন্তু কখন কখন।

কচ্চিস্সু [কচ্চি+সু] কদাচিৎ, কোনও সময়ে, কখনও।

কচ্ছ (পুং, ক্লী) ১ কচ্ছ, জলমগ্ন দেশ বা স্থান, সমুদ্র নদী হ্রদ পুষ্করিণী প্রভৃতির তীর, বিল, জলাভূমি, কক্ষি, বগল, লম্বাজাতীয়, নলখাগড়া, কাছা, বেণু। (সংযুক্ত নিকায়) **তে হি সোখিং গমিস্সন্তি কচ্ছে বামকসে মগা; পরূঢ় কচ্ছ-নখ-লোমা**—লম্বা লম্বা ঘাসের ন্যায় নখ ও চুল পরিহিত অর্থাৎ যাহার নিকট লম্বা লম্বা ঘাসের ন্যায় নখ ও চুল আছে। (জাতক) **চরামি কচ্ছানি বনানি চ; পরূল্হ-কচ্ছা তগরা**। (সূত্রনিপাত) **কচ্ছে রূল্হীতিণে চরন্তি গাবো**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পব্বত কচ্ছ**—পাহাড়ীয় জলাভূমি; (বিপ) **নদীকচ্ছ**—নদী-সৈকত বা তীরস্থ জলাভূমি। **পরূল্হ কচ্ছ**—এই বিশেষ ভাষাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে Kern Toev-এ সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। ২ (নল খাগড়া দ্বারা প্রস্তুত) তীর, বাণ, শর। (মধ্যম নিকায়) **কণ্ডো যেন' মহি বিদ্ধো যদি বা কচ্ছং যদি বা রোপিমংতি**। ৩ (বিণ) বলার যোগ্য, বলিবার উপযুক্ত। = **কথেতুং যুত্ত** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)। ⇒ **কথেতি, কচ্ছা**। ৪ = **গচ্ছ**। ⇒ **গচ্ছ**। ইহা "**গচ্ছ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ।

কচ্ছক (পুং) একজাতীয় ডুমুর গাছ।

কচ্ছতি (ক্রি) কর্তৃক বলা হয়, কথিত হয়। ⇒ **কথেতি**। (ব-বিণ) **কচ্ছমান**। ২ কর্তৃক করা হয়। ⇒ **করোতি**।

কচ্ছন্তর (ক্লী) ১ বগলের নীচে, কুক্ষির অভ্যন্তরে, বাড়ির বা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর। = **নিবেসন্তর**। ২ বগল, কুক্ষি। ⇒ **উপকচ্ছন্তর**।

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছপ, কূর্ম, কাছিম, সমুদ্রের কচ্ছপ। (সংযুক্ত নিকায়) **কুম্মো কচ্ছপো**। (মজ্ঝিম নিকায়) **কাণো কচ্ছপো**—কাণা কচ্ছপ।

কচ্ছপক (বিণ) চতুর্দিকে দোলাইয়া কচ্ছপের ন্যায় বা কচ্ছপের পিঠের খোলের ন্যায় শূন্যগর্ভ আকারবিশিষ্ট। ⇒ **হত্থকচ্ছপক**।

কচ্ছপ লক্খণ (ক্লী) কচ্ছপের চিহ্ন অর্থাৎ কচ্ছপের ন্যায় অঙ্কিত চিত্র অথবা অলঙ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া অদৃষ্ট সম্বন্ধে গণিয়া কথন, মিথ্যাদৃষ্টি বা কুসংস্কার যাহা "**তিরচ্ছানবিজ্জা**" এর পর্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কচ্ছপলোম (ক্লী) ১ কচ্ছপের লোম বা কেশ অর্থাৎ যাহা অসম্ভবতা, অসাধ্যতা, অসঙ্গতি, অসঙ্গত বিষয়, অসামঞ্জস্য, নির্বুদ্ধিতা অথবা মূর্খোচিত কার্য বা উক্তি। কারণ কচ্ছপের কখনও কেশ বা চুল থাকিতে পারে না, এইরূপ অসম্ভব অর্থে এখানে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **সসবিসাণ, কচ্ছপলোমময়**। (বিণ) কচ্ছপের লোমে প্রস্তুত (জাতক)। ২ বগলে উৎপন্ন লোম বিশেষ। = **কচ্ছালোম**।

কচ্ছপিনী (স্ত্রী) কচ্ছপী, কূর্মী, কচ্ছপিনী, স্ত্রীজাতীয় কচ্ছপ বা ছোট কচ্ছপ।

কচ্ছপুট (পুং) নলখাগড়া দ্বারা তৈরি ঝুড়ি বা চুপড়ি, ফিঙ্গাঝুড়ি অথবা ধনুর রজ্জুস্থিত যেই চামড়াখণ্ড হইতে প্রস্তরাদি ছোঁড়া হয়, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, ফেরিওয়ালা। (বিণ) যাহার স্কন্ধে বা কাঁধে পুঁটলি বা বোঁচকা ঝুলানো রহিয়াছে।

কচ্ছপুট বাণিজ—বণিক, ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা।

কচ্ছরোপিম [কচ্ছ+রোপিম] দুই প্রকার তীর, দুই প্রকার শর বা বাণ। (তুলনীয়) **কণ্ড-চিত্তক**।

কচ্ছা (স্ত্রী) ১ কচ্ছা, ঘেরা, বেষ্টনী এবং বেষ্টিত উভয়কে বুঝায় অর্থাৎ দেওয়াল বা কামরা। ⇒ **কচ্ছন্তর**। ২ (হস্তীর) মস্তক ও গলার অলঙ্কার, পর্দা খাটানো, আচ্ছাদিতকরণ, রেশমি ফিতা, ফালি, হাতি সজ্জিত করিবার বন্ধনী। = **গীবেয্যক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **কচ্ছং নাগানং বন্ধথ গীবেয্যং পটিমুঞ্চথ**। ৩ পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পশ্চাদ্ভাগে গুঁজিয়া দেওয়া হয়, কাছা, কটিবস্ত্র, কটিবন্ধন, কোমরবন্ধনী বস্ত্র। = **সংবেল্লি** (জাতক)। ৪ বগল, কুক্ষি। = **কচ্ছ**। (বিনয়) **অদ্দস ... কচ্ছে বীণং ... অএ্ঞিস্সা কচ্ছে আলম্বরং**। (সূত্রনিপাত) **সোক-পরেতস্স বীণা কচ্ছা অভস্সথ। কচ্ছেহি সেদা মুচ্চন্তি**—(তাহাদের) বগল হইতে ঘর্ম নির্গত হইতেছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **থনং দস্সেতি কচ্ছং দস্সেতি নাভিং দস্সেতি**। (জাতক) **থনানি কচ্ছানি চ দস্সযন্তি**; (অন্যত্র) **উপকচ্ছক**। (বি-ভা) **পরূল্হ-কচ্ছ-নখ-লোম**—দীর্ঘ বর্ধিত হাতের নখ এবং বগলের লোমযুক্ত (সংযুক্ত নিকায়)।

কচ্ছা ভস্সতি ⇒ **বীণা**।

কচ্ছালোম—বগলে উৎপন্ন লোমবিশেষ। = **কচ্ছলোম** (২)। সম্ভবত ইহা "**পরূঢ়-কচ্ছ-নখ-লোম**" পাঠ হইবে। ⇒ **কচ্ছা** (৪)।

কচ্ছিকার = **কচ্চিকার**। ⇒ **কচ্চিকার**।

কচ্ছু (স্ত্রী) ১ একপ্রকার লতাজাতীয় গাছ যাহার ফল দেহচর্মে লাগিলে চুলকায় (বাঁদরহোলা?)। (ধর্মপদ

অর্থকথা) **মহাকচ্ছু ফলানি**—বাঁদরহোলার ফলগুলি। ২ খোস, পাঁচড়া, কণ্ডূয়ন, খোসপাঁচড়া, নিয়ত বিরক্তিকর অভিলাষ, খাজুরি, মামড়ি, খোলস, ছাল, চুলকানি, মেষের সংক্রামক পীড়া, চর্মরোগ। ⇒ **বীণা**। (বি-ভা) **কচ্ছুয়া খজ্জতি** (ক) চুলকানি চুলকায়, (খ) চুলকাইয়া খায় অথবা মামড়ি তুলিয়া খায়। (তুলনীয়) **কপিকচ্ছু**।

কচ্ছুচুম্ন—যেই ফলের চূর্ণ গাত্রে লেপন করিলে চুলকায়, বাঁদরহোলা ফলের চূর্ণ।

কচ্ছুপিলক—স্ফোটক, ফোড়া, খোলস বা ছাল উঠা পীড়ক, মামড়ি পড়া পীড়ক, পীড়ক, খোসপাঁচড়া।

কজ্জল (ক্লী) কজ্জল, অঞ্জন, কাজল, লোচক, মসী, কালি, ঝুল, ভুসা, প্রদীপের কালি। **কপল্ল** শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ⇒ **কপল্ল**।

কজ্জোপক্কমক—এক প্রকার রত্ন বা অতি মূল্যবান বস্তু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বজির কজ্জোপক্কমক ফুস্সরাগ লোহিতঙ্ক**।

কঞ্চক—এক প্রকার গাছ বা কাঞ্চনবৃক্ষ। (জাতক) **দাসিম কঞ্চক**; (বর্ণনায়) **দ্বে রুক্খজাতিযো**। (বর্মাজাতকে) **কোঞ্চক**।

কঞ্চন (ক্লী) কাঞ্চন, স্বর্ণ। (থেরগাথা) **মুত্তং সেলা ব কঞ্চন**। (থেরীগাথা) **কঞ্চনস্স ফলকং ব**। = **জাতরূপ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। সচরাচর বর্ণনায় ইহার বিশেষণে অর্থ হয়:—স্বর্ণের, স্বর্ণসদৃশ।

কঞ্চনক (বিণ) স্বর্ণময়, সোনার। (জাতক) **কঞ্চনক দণ্ড**।

কঞ্চনকদলিক্খণ্ড—স্বর্ণবর্ণ কদলী বা কলার কাঁদি।

কঞ্চনগিরিসিখর—উজ্জ্বল পর্বতচূড়া। ⇒ **গিরিসিখর**।

কঞ্চনগুহা = গিরিব্বজ। ⇒ **গিরিব্বজ**।

কঞ্চনগ্‌ঘিক—সোনার পত্র বা পুষ্পমালা, স্বর্ণময় অর্ঘ্য।

কঞ্চনগ্‌ঘিয = কঞ্চনগ্‌ঘিক। ⇒ **কঞ্চনগ্‌ঘিক**।

কঞ্চনচেল (ক্লী) = **কঞ্চনাচেল**। ⇒ **কঞ্চনাচেল**। ইহার পরিবর্তে "**কঞ্চনাচেল**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কঞ্চনতনু (স্ত্রী) সুবর্ণ শরীর বা মূর্তি। ⇒ **তনু**।

কঞ্চনথূপ—স্বর্ণমণ্ডিত বা গিল্টি করা স্তূপ।

কঞ্চনপট্ট—স্বর্ণমণ্ডিত পাগড়ি বা মুকুট।

কঞ্চনপতিমা (স্ত্রী) সোনার প্রতিমা, সুবর্ণ প্রতিমূর্তি, স্বর্ণমূর্তি।

কঞ্চনপত্ত—সোনার পাত্র, স্বর্ণথালা, খাদ্য রাখিবার সুবর্ণ পাত্র।

কঞ্চনপাতী (স্ত্রী) কাঞ্চনপাত্র, কাঞ্চন-নির্মিত পাত্র। ⇒ **পাতী**।

কঞ্চনপল্লঙ্ক—স্বর্ণমণ্ডিত বা গিল্টি করা পালঙ্ক, সোনার পালকি।

কঞ্চনবিম্ব—স্বর্ণবর্ণ বিম্বফল। (কিন্তু বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনা—) **মজ্জিত কঞ্চন পতিমা সদিস**—পালিশ করা বা মসৃণ স্বর্ণমূর্তির ন্যায়।

কঞ্চনবুব্বল—বলের ন্যায় গোলাকার করিয়া প্রস্তুত স্বর্ণের বা গিল্টি করা অলঙ্কার, বুদবুদের ন্যায় তৈরি স্বর্ণালঙ্কার।

কঞ্চনরূপ—স্বর্ণমূর্তি, স্বর্ণাকৃতি।

কঞ্চনলতা—রণঢক্কা বা ঢোলের চতুর্দিকে জড়ানো স্বর্ণময় দড়ি বা তার।

কঞ্চনবণ্ণ (বিণ) সুবর্ণবর্ণ, সোনার বর্ণের, গিল্টি করা, উজ্জ্বল, চকচকে। = **পণ্ডর**।

কঞ্চনবেল্লি—স্বর্ণবর্ণ চীবর, লম্বা-ঢিলা সোনালী বহির্বাস, সোনার কটিবন্ধ। (জাতক বর্ণনায় কিন্তু) **কঞ্চনরূপক সদিস সরীর**—স্বর্ণমূর্তির ন্যায় দেহধারী। (জাতকের অন্যত্র বর্ণনায়) **বেল্লি = কচ্ছা** (৩)—**কটিবন্ধন**।

কঞ্চনসন্নিভ (বিণ) স্বর্ণের ন্যায়, সোনার বর্ণের ন্যায়। (তুলনীয়) **কঞ্চনবণ্ণ**। (বি-ভা) **কঞ্চন সন্নিভ তচ**—সোনার রঙের ন্যায় চর্ম। (ইহা বুদ্ধের শরীরবর্ণ বর্ণনা এবং বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

কঞ্চনসূচি—স্বর্ণসুচ বা ছুঁচ, সোনার পিন, চুলে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত সোনার খিল বা কীলক, সোনার আলপিন।

কঞ্চনাচেল [কঞ্চন+আচেল] সুবর্ণ বর্ণ বস্ত্র, স্বর্ণবর্ণ চীর বা পরিধেয় বস্ত্র, স্বর্ণ খচিত পোশাক-পরিচ্ছদ বা বস্ত্র। ⇒ **আচেল**।

কঞ্চনাবেল্লা [কঞ্চন+আবেল্লা] গলায় পরিধানের স্বর্ণালঙ্কার, সোনার হার। = **কঞ্চনগ্‌ঘিয**।

কঞ্চি—কিঞ্চিৎ মাত্র, কিছুমাত্র, অল্পমাত্র। ⇒ **কিঞ্চ**।

কঞ্চিকালং ⇒ **কালং**।

কঞ্চুক (পুং) ১ কঞ্চুক, নির্মোক, সাপের খোলস, জামা, বস্ত্র, গায়ে ঠাসা জামা, কাঁচুলি বা মেয়েদের উপরে পরিহিত ঠাসা জামা, জ্যাকেট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পটকুঞ্চকং পটিমুঞ্চিত্বা**—কাঁচুলি বা জ্যাকেট পরিধান করিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উরগো তচং কঞ্চুকং ওমুঞ্চন্তো বিয**। ২ যুদ্ধ সজ্জা, আত্মরক্ষার্থ বর্ম; রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার লোহার পাত, সাঁজোয়া, বর্ম, আবরণ, কচ্চ বা রক্ষাকবচ। (জাতক) **সন্নাহকুঞ্চক**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **চম্ম কঞ্চুক**—চর্মাবরণ। চতুর্বিধ আবরণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—কোষ বা বাক্স, বস্ত্রাবরণ, মোড়ক বা থলে, একটিকে ঢাকিবার আর একটি চূড়াযুক্ত আধার।

কঞ্জক (পুং) নিম্নশ্রেণীর, অসুর, কালকঞ্জক, কালঞ্জক, অসুর, কালকঞ্জিক নামক অসুর। এই অসুরেরা প্রেত হইতেও স্বতন্ত্র আর অসুর হইতেও স্বতন্ত্র বলিয়া মধ্যম স্থানীয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) "**কালকঞ্জক ভেদা অসুরা**" ইহার পাঠ হইবে "**কালকঞ্জক ভেদা অসুরা**"।

কঞ্জিকা (ক্লী) (সংস্কৃত—কাঞ্জিক) কঞ্জিক, কাঁজি, আমানি, যাগু, কটুযাগু। (জাতক) **উদক কঞ্জিক**। (বিমানবত্থু) **অম্বকঞ্জিক**। = **যাগু** (বিমানবত্থু অর্থকথা); **আচাম কঞ্জিক লোণুদক** (বর্ণনায়) **লোণ-সোভীরক**—লবণাক্ত জলীয় পদার্থ অর্থাৎ কটুযাগুর

মাড় বা ফেনা।

কঞ্জিয (ক্লী) = **কঞ্জিক**। ⇒ **কঞ্জিক**। (জাতক) **অম্বিল কঞ্জিয; কঞ্জিয আপণ**।

কঞ্জিয তেল—যাগুর উপরে উত্থিত ফেনারূপ ঘনসার বা মাড় অথবা গাঁজলা বা গাদ যাহা ধনুগোজ বা সুতা শক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় (ধর্মপদ অর্থকথা)।

কঞ্ঞ = **কামিতব্ব**। ⇒ **কামিতব্ব**।

কঞ্ঞা (স্ত্রী) কন্যা, অবিবাহিত মেয়ে, বালিকা, কুমারী কন্যা, অবিবাহিতা রমণী, কুমারী। (সুন্দরীর নির্দেশন রূপে ব্যবহার) **খত্তিয-কঞ্ঞা বা পন্নরস-বস্সুদ্দেসিকা বা সোলাসবস্সুদ্দেসিকা বা** ... (মধ্যম নিকায়)। (যৌগিকে) **খত্তিযকঞ্ঞা, ব্রাহ্মণ-কঞ্ঞা** ইত্যাদি (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (জাতক) **দেবকঞ্ঞা**—দেবকন্যা বা স্বর্গীয় বিদ্যাধরী। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **কঞ্ঞা;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞা, কঞ্ঞাযো**। কর্ম (একবচনে) **কঞ্ঞং;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞা, কঞ্ঞাযো**। করণ (একবচনে) **কঞ্ঞায;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞাহি, কঞ্ঞাভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **কঞ্ঞায;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞানং**। অপদান (একবচনে) **কঞ্ঞায;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞাহি, কঞ্ঞাভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **কঞ্ঞায;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **কঞ্ঞায, কঞ্ঞাযং;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞাসু**। আলপন বা সম্বোধনপদ (একবচনে) **কঞ্ঞে;** (বহুবচনে) **কঞ্ঞা, কঞ্ঞাযো**।

কঞ্ঞাদান (ক্লী) কন্যাদান, মেয়ের বিবাহ দেওয়া।

কট (পুং) ১ কট, তৃণ, তৃণাসন, মাদুর, তৃণরজ্জু, কাছি, ধানের মরাই বেড়িবার বড় বা জোনা, তক্ষিত কাষ্ঠ, তক্তা, পাপোশ, বাধা, প্রতিবন্ধক, আকস্মিক দমন। (যৌগিকে) ⇒ **কটল্লক**। ২ (ইহা অন্যরূপ অর্থে) শব, শববাহী গাড়ি, কটি, কটিপার্শ্ব, কটিদেশের নিম্নভাগ। "**কট**" এখানে কেবল যৌগিক শব্দেই ব্যবহৃত হয়। ৩ (বিণ) কৃত, ভালো, উপযুক্ত, যোগ্য, স্বাস্থ্যকর, উত্তম, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী। = **কত**। (তুলনীয়) **সৎ**। (ক্লী) সৌভাগ্য। (বিপ) **কলি**। (বি-ভা) **কটগ্‌গহ**। (যৌগিকে) "**সুকত, দুক্কত**" শব্দের পরিবর্তে "**সুকট, দুকট**" (পুণ্য এবং পাপ)। (তুলনীয়) **কলি**।

কটক (পুং, ক্লী) বলয়, বালা, শিলাময় গুহা বা গর্ত, যে কোন গোলাকার বস্তু, আংটি, মণ্ডল, বৃত্ত, অঙ্গুরীয়ক, চক্র বা চাকা। (বিনয়ে) **করকট**।

কটকঞ্চুক = **পটকঞ্চুক**। ⇒ **পটকঞ্চুক**।

কটকঞ্চুকতা = **কটুকঞ্চুকতা**। ⇒ **কটুকঞ্চুকতা**।

কটকটা—কট কট শব্দ, মট মট শব্দ, কড় কড় শব্দ। = **করকরা**।

কটকটাযতি (ক্রি) ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সংকুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশ করা, কড় কড় বা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করা, খট খট শব্দ করা, চূর্ণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা বা শাণ দেওয়া, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, মট করিয়া দুই খানা করিয়া ভাঙ্গা, কট করিয়া কামড়ানো, হঠাৎ কামড়ানো, মট করিয়া শব্দ করা, পট করিয়া খোলা বা বন্ধ করা, দ্রুত বা রুক্ষস্বরে কথা বলা, ঝপ করিয়া ফটো তোলা, দ্রুত তাগ করিয়া (বন্দুক) ছোঁড়া। = **তটতটাযতি**। (তুলনীয়) **করাকরা**। (ব-বিণ) **কটকটাযমান**।

কটকটাযমান (বিণ) খট খট শব্দ করে এরূপ। = **তট তটাযমান** (তটতটাযতি শব্দে দ্রষ্টব্য)। ⇒ **কট-কটাযতি**।

কটকুঞ্চক = **কটুকঞ্চুকতা**। ⇒ **কটুকঞ্চুকতা**।

কটগ্‌গহ(বিণ) সৌভাগ্যবান, শুভ, ভাগ্যবান, মঙ্গলজনক। = **কতগ্‌গহ**। (বি-ভা) **উভযত্থ কটগ্‌গহ**—ইহ-পর উভয়লোকে ভাগ্যবান। = **জযগ্‌গহ**(জাতক অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **উভযমেত্থ কটগ্‌গহ**। (বিপ) **কলিগ্‌গহ**। = **জযসঙ্খাত**।

কটচ্ছু(পুং) হাতা, বড় চামচ, চামচ, চামচে, পলা। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **উলুঙ্ক;** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **দব্বি**। কিন্তু বিমানবত্থু অর্থকথায় "**মাখন**" অর্থে অথবা সাধারণত "**পক্কখাদ্য**" অর্থে, বিশেষত "যাগু" অর্থে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কটচ্ছুক (বিণ) চামচ-সম্বন্ধীয়, চামচ সম্পর্কিত, চামচ-সম্বন্ধে বর্ণিত বা কথিত।

কটচ্ছুগাহ(পুং) চামচ ধরিয়া থাকা বা বন্ধকরণ অর্থাৎ খাদ্য দিতে অনিচ্ছা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, নীচতা (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

কটচ্ছুগাহক (বিণ, পুং) হাতা বা চামচধারী যে ব্যক্তি চামচ দ্বারা বা চামচ লইয়া পরিবেশন করে। ⇒ **গাহক**।

কটচ্ছুগাহিক—চামচ ধারণ বা গ্রহণ অর্থাৎ (মহাদানে খাদ্য বিতরণে) হাতা বা চামচ দিয়া পরিবেশন (পেতবত্থু অর্থকথা)।

কটচ্ছু পরিস্‌সাবন—ছিদ্রযুক্ত হাতা বা চামচ, ঝাঁঝরি, বহু ছিদ্রযুক্ত হাতা বা চামচ।

কটচ্ছু ভিক্‌খা—এক চামচ ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্ষু পিণ্ডাচরণে বা অন্ন ভিক্ষায় গৃহস্থ-বাড়িতে গেলে যে এক চামচ ভিক্ষান্ন পিণ্ডপাত্রে দেওয়া হয়, ব্যক্তিগত সামান্য দানীয় বস্তু নিবেদন করণ। (বিপ) **মহাদান**(পেতবত্থু অর্থকথা)। জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যভোজ্যে তুলনামূলক ব্যক্তিগত আহার অর্থাৎ "**সলাকভত্ত**" (ধর্মপদ অর্থকথা)। ⇒ **ভিক্‌খা**।

কটচ্ছুমত্ত (বিণ) একচামচ, একচামচ পরিমিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কটচ্ছুমত্ত ভত্ত**—একচামচ ভাত।

কটচ্ছুমাত্তং—এমনকি এক চামচও (না)। ⇒ **মত্ত**(১খ)।

কটট্‌ঠি—কটিদেশের বা কোমরের নিম্নভাগস্থ অস্থি, কোমরের অস্থি।

কটট্‌ঠিক—কটিদেশের নিম্নভাগস্থ অস্থি। (মধ্যম নিকায়)

কটিট্‌ঠিক। ⇒ **কটট্‌ঠি**।

কটত্ত (বিণ) = **কতত্ত**। ⇒ **কতত্ত**।

কটত্তা (বিণ) = **কতত্তা**। ⇒ **কতত্তা**।

কটখ (বিণ) উপকারী, হিতকারী, সহায়ক বা সাহায্যকারী, শুভার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলকামী। ⇒ **যক্‌খ** (৪গ)।

কটখযক্‌খ (পুং) ১ মানুষের উপকারী যক্ষ, যে যক্ষ নরগণের হিত করে, হিতকারী যক্ষ। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **কটখ**।

কটন (ক্লী) (**করোতি** ক্রিয়ার অতীত কৃদন্ত বিশেষণ "**কত**" বা "**কট**" হইতে ইহার উৎপত্তি) পাপকার্য, মন্দকর্ম, গর্হিত কার্য। = **কটনং বুচ্চতি পাপকম্মং** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা)।

কটল্লক--তার বা সুতা দ্বারা চালিত পুত্তলিকা, সাক্ষিগোপাল, নাচাইবার কৌশলযুক্ত পুতুলের নাচ বা পুতুল নাচানো। (জাতক) **দারু কটল্লক;** (বর্ণনায়) **দারুময-যন্ত-রূপক**।

কটসর (ক্লী) নল, খাগড়া, নলখাগড়া। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সচ্ছরুমসর**—এক জাতীয় উদ্ভিদ বা গাছড়া যাহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কটসাটক—কটিবস্ত্র. কোমরের কাপড়।

কটসার—বসিবার অথবা শুইবার মাদুর বা পাটি। (তুলনীয়) **কট্‌ঠখর**। = **কটসারক**।

কটসারক (ক্লী) মাদুর, পাপোশ। (তুলনীয়) **ওসারক**। = **কটসার**। ⇒ **সারক** (ক্লী)।

কটসি (স্ত্রী) [কট+সীব (থিকা)—মৃত ব্যক্তিদিগের অস্থি রাখিবার স্থান; (তুলনীয় সংস্কৃত) কট (?)—শব !] শ্মশান, গোরস্থান। (বি-ভা) **কটসিং বড্‌ঢেতি**—শ্মশান বর্ধিত করা (পুনঃপুন মরণে শবদাহ ভূমি শ্মশান-সম্বন্ধীয়)। (থেরগাথা অর্থকথায়) **সুসান, আলাহন**। (বিনয়) **বড্‌ঢেতি কটসিং ঘোরং আদিযন্তি পুনব্‌ভবং**। থেরগাথায় "**কটসি**" অর্থে:--"**আদিযন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**আচিযন্তি**"(?)। (যৌগিকে) **কটসিবড্‌ঢন** (জাতক); (সংযুক্ত নিকায়) **কটসিবড্‌ঢিত**।

কটসিং বড্‌ঢেতি ⇒ **কটসি, বড্‌ঢেতি** (৬)।

কটসিবড্‌ঢন (ক্লী) গোরস্থানের বা শ্মশানের সংযোগ বা উপকার অর্থাৎ পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃপুন মরিয়া কেবল শ্মশান বৃদ্ধিকরণ। ⇒ **বড্‌ঢন** (২)।

কটসিবড্‌ঢিত (বিণ) গোরস্থানে বা শ্মশানে সরবরাহকৃত অর্থাৎ বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া বার বার মরিয়া কেবল শ্মশান বৃদ্ধি বা পূর্ণ করিয়াছে এমন।

কটসী = **কটসি**। ⇒ **কটসি**।

কটাকট (বিণ) = **কতাকত**। ⇒ **কতাকত**।

কটাহ (পুং, ক্লী) ১ কটাহ, কড়া, পাত্র, আধার, স্থালী, কারুকার্য করা পাত্র, অলঙ্কারযুক্ত পাত্র। (বিনয়) **উদক কটাহ; ঘটি কটাহ; লোহ কটাহ; অযোকটাহ**। (মধ্যম নিকায়) **দিব-সন্তত্তে অযোকটাহ**। (বিনয়) **গূথ কটাহ; তুম্বকটাহ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অলাবু কটাহ**। ২ পাত্রের আকারে যে কোন আধার, ভাজনা খোলা, কচ্ছপের খোলা, খুলি, নারিকেলের মালা। (দীর্ঘনিকায়) **সীস-কটাহ**—মাথার খুলি, মাথার উপরের অংশ।

কটাহক = **কটাহ**। ⇒ **কটাহ** (১)।

কটাহতুম্ব (ক্লী) লাউয়ের বাঁশ দ্বারা নির্মিত জলপাত্র অর্থাৎ শুষ্ক লাউয়ের খোলের জলপাত্র। ⇒ **তুম্ব**।

কটি (স্ত্রী) কটি, কটিদেশ, কোমর, কটিদেশের নিম্নভাগ, কাঁকালি, শ্রোণি। ইহার পরিবর্তে যৌগিকে "**কট**" শব্দের ব্যবহার হয়। ⇒ **কট** (২)।

কটিট্‌ঠিক = **কটট্‌ঠিক**। ⇒ **কটট্‌ঠিক**।

কটিথালক—কটিদেশের বা কোমরের নিম্নস্থ পিছনের অস্থি, কটিদেশের নিম্নে পশ্চাদ্দিকস্থ বা পাছার অস্থি।

কটিপদেস—কটিপ্রদেশ, কোমরের নিম্নাংশ, পাছাভাগ।

কটিপমাণ (বিণ) কটিপ্রমাণ, কোমরপ্রমাণ, কোমরের সমান।

কটিপরিযোসান—কটির প্রান্তভাগ, কোমরের শেষভাগ, পাছাভাগ।

কটিপুথুলক (বিণ) যাহার কটি বা কোমর স্থূল, স্থূলকটি, যাহার পাছা বড়, পাছাভাগ মোটা এমন, কটিদেশের নিম্নাংশ মোটা এমন, পোঁদ বড় এমন, যাহার কোমরের নিম্নাংশ বড়, বড় পোঁদা, যাহার কটিদেশের নিম্নাংশ সুন্দর (জাতকে "**সুণী পুথুলা**" বর্ণনায়)।

কটিভাগ—কটিদেশ, কোমর, কোমরের অংশ।

কটিভার—কোমরের বা কটিদেশের উপর তুলিয়া বহন করিয়া নেওয়া বোঝা, কোমরের উপর তুলিয়া বহন করিয়া নেওয়া শিশু সন্তানরূপ বোঝা।

কটিসন্ধি—কটিদেশের সন্ধি, কোমরের গ্রন্থি।

কটিসমোহিত (বিণ) কটিতে আবদ্ধ, কোমরাবদ্ধ, কোমর বা কটিসংলগ্ন।

কটিসুত্ত—কোমর বন্ধনী, কটিবন্ধনী, কোমর বাঁধা সুতা। (অলঙ্কারের ন্যায়) কটিবন্ধ।

কটিসুত্তক—কোমরের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া কোমরস্থ কাপড় বাঁধিবার সুতা বা রজ্জু, কোমরের বেল্ট, কটিবন্ধনী, কোমর বাঁধা সুতা, অলঙ্কারযুক্ত কোমরবন্ধনী, কোমরের সুতা।

কটুক (বিণ) [সংস্কৃত—কটু (কর্তন করা অর্থে); পদ্যছন্দে ব্যবহৃত শব্দ "**কটুক**"। সাধারণত গদ্যার্থে:—**অনিট্‌ঠ, তিখিণ,** (নরক-সম্বন্ধে) **ঘোর**। ইহা প্রায়ই "**খর**" শব্দের যৌগিকে ব্যবহার হয় এবং ইহার বিপরীত শব্দ "**মধুর**"।] তীক্ষ্ণ, তীব্র, উগ্র, কর্কশ, কটু, তিক্ত, তেঁতো, নির্মম, কষ্টদায়ক, দুঃখজনক, দুঃসহ, ভয়ানক, ভীষণ, ঝাল, বিদ্রূপাত্মক, কুৎসিত, ঘৃণাপূর্ণ, ঘৃণাজনক, অম্ল, তীব্র স্বাদযুক্ত, গম্ভীর, কঠোর, পরুষ, ক্লেশকর, প্রচণ্ড, বিস্বাদ। (মধ্যম নিকায়) **কটুক দুক্‌খ; কটুক বেদনা, কটুক কামা** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **কটুক নিরয,**

কটুকস্ফল, কটুক কম্ম (**কম্মফল, নিরয** শব্দেও দ্রষ্টব্য)। (ক্লী) তীক্ষ্ণতা, কটুতা, তীব্রতা, মসলাদি কটু দ্রব্য, এলাচ-মরিচ প্রভৃতি কটুবস্তু, অম্লত্ব, তিক্ততা, উগ্রতা, নির্মমতা, দুঃসহতা, কর্কশতা। (থেরীগাথা) **পঞ্চকটুক**। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**কদুকখ**" এর পরিবর্তে "**কটুক দুকখ**" হইয়াছে এবং বর্ণনা করা হইয়াছে "**মরণ**"? (তুলনীয় জাতক) **তেসং তং কটুকং আসি, মরণং তেন-উপাগমুং**।

কটুকঞ্চুক = কটুকঞ্চুকতা। ⇒ **কটুকঞ্চুকতা**।

কটুকঞ্চুকতা (স্ত্রী) নিকটে অবস্থিতি, মুক্ত বায়ুর অভাব, নৈকট্য, ব্যয়কুণ্ঠতা, কৃপণস্বভাব, কৃপণতা, আঁটসাঁট অবস্থা, টান টান অবস্থা, সংলগ্ন অবস্থা। (বর্ণনায়) "মনের সঙ্কোচ অবস্থা" যাহা বদান্যতা বা ঔদার্য প্রদর্শনে বাধা প্রদান করে। (বি-ভা) **বেবিচ্ছং কদরিয়ং কটুকঞ্চুকতা অগগহিতত্তং চিত্তস্স** (চুলনির্দেশে "**মচ্ছরিয**" পাঠে) এবং বিশুদ্ধিমার্গে "**মচ্ছরিয**" বর্ণনায়)।

কটুকতর (বিণ) অতি কৃপণ, অতি নিকটবর্তী। = **কটু-কঞ্চুকতা**।

কটুকত্ত (ক্লী) উগ্রতা, কটুত্ব, অম্লত্ব, তিক্ততা, নির্মমতা, দুঃসহতা, কর্কশতা, কঠোরতা, প্রচণ্ডতা।

কটুক পভেদন (বিণ) খেজুর গাছ ইত্যাদি কাটিয়া বা খাদ করিয়া যেই তীব্র মদজাতীয় রস বাহির করা হয় ঈদৃশ। (ক্লী) খেজুরগাছ ইত্যাদি কাটিয়া তীব্র মদজাতীয় রস বাহিরকরণ। = **তিখিণমদ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

কটুকস্ফল (ক্লী) কোন সুগন্ধযুক্ত গাছের বীজ, সুগন্ধজাতীয় গাছের জামের মতো রসাল ফলের দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার সুগন্ধ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কপ্পূর কটুকস্ফলাদীনি**। (বিণ) ক্লেশকর পরিণামজনক, তিক্ত অথবা অম্ল ফলদায়ক, বিস্বাদ ফলদায়ক, বিষাদ ফলজনক। **কটুকস্ফল অম্ব**—অম্ল বা টকজাতীয় বিস্বাদ আম। **কামস্স কটুকস্ফল**—কামজনিত বা কামের কঠোর পরিণাম বা শাস্তি।

কটুকভণ্ড (ক্লী, একবচনে এবং বহুবচনে) মসলা, মসলাদি কটুবস্তু রাখিবার ভাণ্ড বা পাত্র। (জাতক) চতুর্বিধ মসলার নাম, যথা—**১ হিঙ্গুজীরক, ২ সিঙ্গিবেরক, ৩ মরিচ, ৪ পিপ্ফলি**। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **অজমোজ, হিঙ্গুজীরক, লসুণ** (যেমন—**তিকটুক**; তুলনীয়—**কটুল**)।

কটুকভাব (পুং) কৃপণতা, নীচতা, ব্যয়কুণ্ঠতা।

কটুকরস (পুং) কটুরস। ⇒ **রস**।

কটুকরোহিণী (স্ত্রী) মদিরা বা মদিরাজাতীয় ঔষধ, ঔষধরূপে ব্যবহৃত মদিরা।

কটুক বিপাক (বিণ) (পাপ-সম্বন্ধে) দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করিতে হয় এরূপ, কষ্টদায়ক ফল ভোগ করিতে হয় এরূপ, বিষাদফলপ্রদ। (ক্লী) দুঃখজনক ফল।

কটুসাসন—কড়া আদেশ, কঠোর শাসন।

কটুকুদ্রয (বিণ) [কটুক+উদ্রয] তিক্ততার কারণভূত, তিক্ততাদায়ক, গভীর মনোবেদনা প্রদানকারী, তীব্র ব্যঙ্গোক্তিসূচক, দুঃখের উদ্রেকজনক, দুঃখ উৎপন্ন হয় এমন, দুঃখজনক। (তুলনীয়) **দুকখুদ্রয**। ⇒ **উদ্রয**।

কটুকোদক—তিক্ত এক ঢোক (পানীয়), উগ্র (পানীয়) এক ঢোক, যেই উগ্র বা তেঁতো পানীয় এক ঢোকে গেলা যায়।

কটুঠী (পুং) কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, কুষ্ঠরোগী।

কটুজপন্ন (ক্লী) কটু বা বিস্বাদজাতীয় পাতা। ⇒ **পন্ন** (১)।

কটুমিকা (স্ত্রী) কৃত্রিমতা, বাহ্যিক সাহায্য, ইঙ্গিত, সংকেত, ব্যঞ্জনা, প্রস্তাব। মিলিন্দ প্রশ্নে ইহা "**সতি**" সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কটুল (বিণ) (সংস্কৃত—কটুর) উগ্র সারযুক্ত, ঝাল দ্রব্যসংযুক্ত, কটুবস্তু মিশ্রিত। সাধারণত "**তেকটুল**" (**তেকটুল** শব্দও দেখুন)। (বিনয়) **কটুল যাগু**—বিস্বাদ বা লোনা যাগু, ঝালসংযুক্ত যাগু। (তুলনীয়) **তিকটুল**।

কটুবিষ (বিণ) কটুসদৃশ, অপবিত্র, অপরিশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত, অপরিষ্কৃত। (অঙ্গুত্তরনিকায়) **কটুবিষ কত**।

কটূপাসন (ক্লী) [কটু+উপাসন] ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, শরচালনায় দক্ষ। ⇒ **উপাসন** (২)।

কটেরুক্খ—একপ্রকার লতাজাতীয় গাছ। (সম্ভবত তুলনীয়) **কটেরুহ**।

কটেরুহ—একজাতীয় ফুলের গাছ। = **পুপ্ফগচ্ছ**। (তুলনীয়) **কসেরুক**।

কটোপিকা = খটোপিকা। ⇒ **খটোপিকা**।

কট্‌ঠ (বিণ) **১** কর্ষিত, চাষ দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রস্তুত, লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে এমন। ⇒ **কসতি**। (তুলনীয়) **কিট্‌ঠ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুকট্‌ঠ**। **২** (সংস্কৃত—কষ্ট) মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, কুৎসিত, অহিতকর, নিকৃষ্ট, ক্লিষ্ট, দুঃখজনক, কষ্টসাধ্য, গহন, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন। ⇒ **কট্‌ঠক** (২), **পকট্‌ঠক**। **৩** (ক্লী) (সংস্কৃত—কাষ্ঠ) **ক**) কাষ্ঠ, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়ি, কড়িকাঠ, অরণী, কাষ্ঠাদির খণ্ড, কাঠের কুচি। (মধ্যম নিকায়) **কট্‌ঠকঠল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কট্‌ঠ-তিণ**। (বি-ভা) **সত্তুস্সদ সতিণ-কট্‌ঠ-ওদক সধঞ্ঞ**—ঘাস জ্বালানি কাষ্ঠ জল ও ধান্যসহ ঘন লোকবসতিপূর্ণ অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী কোনও স্থানের বর্ণনাবিশেষ। (একবচনে এবং বহুবচনে ইহার আরও অর্থ:—) বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছড়ি, লাঠি, গাছের সরু ডাল, ছড়ির মতো দেখিতে কোনও জিনিস। (বি-ভা) **কট্‌ঠং ফালেতি**—কাঠ ফাড়িয়া ছড়ির মতো লম্বা লম্বা করা (বিনয়)। (মধ্যম নিকায়) **কট্‌ঠং পাতেতি** (**ফাটেতি = ফালেতি? পাতেতি** শব্দও দেখ); **অল্ল কট্‌ঠ; দ্বেকট্‌ঠ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কট্‌ঠকঠল; কট্‌ঠতিণ**। **খ**) ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত কাঠের টুকরা (যথা—কঞ্চি, গাছের সরু ডাল এবং নমনীয় শাখা)। **৪** ছড়ি, কাঠি। (বিনয়) **অবলেখন কট্‌ঠ**।

(বিমানবথু অর্থকথা) **দন্তকট্‌ঠ**—দন্তকাষ্ঠ, দাঁত মাজিবার কাষ্ঠদণ্ড। ⇒ **দন্ত**। (বিণ) কাঠের, কাষ্ঠনির্মিত, কাঠের প্রস্তুত।

কট্‌ঠক (পুং, ক্লী) ১ বাঁশ গাছ, একপ্রকার নল। = **বেলু-সঙ্খাত-কট্‌ঠ**। ২ (পুং, বহুবচন) একশ্রেণীর দেবকন্যা, পরী, যাদুকরী, সুন্দরী বালিকা।

কট্‌ঠ কঠল = **সক্‌খর কঠল**। ⇒ **সক্‌খর কঠল**।

কট্‌ঠ কলিঙ্গর—কাঠের কুচি আবর্জনা, কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ভুশি, কাষ্ঠাদির চেলি ভুশি। (তুলনীয়) **কট্‌ঠখণ্ড**।

কট্‌ঠখণ্ড (পুং, ক্লী) কাষ্ঠাদির খণ্ড, কাঠের কুচি, অসার বস্তু, খেলিবার ঘুঁটি, কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের সরু চেলা, কাষ্ঠ কুচি, কাঠের চোকলা, কাঠের টুকরা, কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলিস্বরূপ অব্যবহার্য আবর্জনা, তুচ্ছ বা সামান্য কাষ্ঠখণ্ড (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় **"নিরুখং ব কলিঙ্গরং"** এর বর্ণনাস্বরূপ)। থেরগাথা অর্থকথায় **"ছুট্‌ঠো কলিঙ্গরং বিয"** এর বর্ণনাস্বরূপ। = **কলিঙ্গর কট্‌ঠ**।

কট্‌ঠগ্‌গি (পুং) [কট্‌ঠ+অগ্‌গি] কাষ্ঠাগ্নি, কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, দাবাগ্নি, দাবানল।

কট্‌ঠঙ্গ (বিণ) মজ্জাহীন, বলহীন, নিরুদ্যম, নীরস, শুষ্ক, শীর্ণ, (গাছ-সম্বন্ধে) বাজে বা মূল্যহীন।

কট্‌ঠতাল—কাষ্ঠনির্মিত চাবি (কাঠের হুক?), কাঠের নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের স্বরপ্রকাশক যন্ত্র।

কট্‌ঠতাল (ক্লী) কাষ্ঠনির্মিত ঘণ্টা বা উচ্চশব্দ হইবার যন্ত্র, কাষ্ঠনির্মিত চাবি বা বাদ্যযন্ত্রের স্বর প্রকাশক যন্ত্র, কাষ্ঠনির্মিত উচ্চশব্দে বাজাইবার যন্ত্র, (চলিত ভাষায়) কাঠে দমা। ⇒ **তাল** (২)।

কট্‌ঠতুম্ব—কাঠের পাত্র, কাষ্ঠনির্মিত জলের পাত্র। ⇒ **তুম্ব**।

কট্‌ঠখং—জ্বালানি কাঠের জন্য। (বি-ভা) **কট্‌ঠখং ফরতি**—জ্বালানি কাঠের ন্যায় ব্যবহার করা (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কট্‌ঠখর—কাঁচি পাতায় নির্মিত মাদুর, বাঁশের চাটাই, পাটি, কেয়া পাতার চাটাই। (তুলনীয়) **কটসার**।

কট্‌ঠখরিক (পুং) = **কট্‌ঠখর**। ⇒ **কট্‌ঠখর**।

কট্‌ঠখরিকা (স্ত্রী) = **কট্‌ঠখর**। ⇒ **কট্‌ঠখর**।

কট্‌ঠপাদুকা—কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা, খড়ম, কাষ্ঠপাদুকা।

কট্‌ঠপুঞ্জ (পুং) কাষ্ঠস্তূপ, কাঠের স্তূপ। ⇒ **পুঞ্জ**।

কট্‌ঠফালক (বিণ) যে ব্যক্তি কাঠ বা লাকড়ি ফাড়ে, যে ব্যক্তি কাঠ কাটে, কাঠুরিয়া, যে ব্যক্তি কাঠের কাজ করে।

কট্‌ঠভতিন (পুং) কাঠুরিয়া, কাঠ বা লাকড়ি ফাড়িবার বেতনধারী চাকর। রাজা তিস্‌স কাঠুরিয়াকে এই ব্যঙ্গসূচক বা কৌতুকজনক নাম দিয়াছিলেন (দীপবংস)।

কট্‌ঠমঞ্চক—কাঠের চৌকি বা খাট, কাষ্ঠনির্মিত পালঙ্ক, কাষ্ঠশয্যা।

কট্‌ঠময (বিণ) কাষ্ঠময়, কেবল কাঠ দ্বারা নির্মিত, কাঠের প্রস্তুত, সর্বাংশে কাষ্ঠযুক্ত, কাষ্ঠনির্মিত, কাঠের তৈরি।

কট্‌ঠমুখ (বিণ) যাহার মুখ খল বা অনিষ্টকারী। (পুং) একজাতীয় সর্প (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

কট্‌ঠরূপ—কাঠের মূর্তি, কাষ্ঠনির্মিত অবয়ব বা প্রতিমা, কাঠের পুত্তলিকা, ছেলেখেলার কাঠের পুতুল।

কট্‌ঠরূপক = **কট্‌ঠরূপ**। ⇒ **কট্‌ঠরূপ**।

কট্‌ঠবাহ—জ্বালানিকাষ্ঠ বোঝাই গরুর গাড়ি।

কট্‌ঠবাহন (বিণ) জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারী। ⇒ **বাহন** (বিণ)। (ক্লী) আরোহণীয় বা চড়িবার যোগ্য জ্বালানি কাঠের আঁটি, বহন করিয়া নিবার যোগ্য জ্বালানি কাঠের আঁটি।

কট্‌ঠবিপলাবিত (বিণ) কাঠের ঝোঁক বা গতি আছে এরূপ।

কট্‌ঠহত্থিন—কাষ্ঠনির্মিত হস্তী (যাহা রাজা উদয়নকে প্রলোভিত করিবার জন্য রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোতের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল—ধর্মপদ অর্থকথা)।

কট্‌ঠহারক (বিণ, পুং) জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারী।

কট্‌ঠহারিকা (বিণ, স্ত্রী) = **কট্‌ঠহারক**। ⇒ **কট্‌ঠহারক**।

কট্‌ঠহারিন (বিণ, পুং) = **কট্‌ঠহারক**। ⇒ **কট্‌ঠহারক**।

কট্‌ঠিত = **পক্কঠিত**। ⇒ **পক্কঠিত**।

কট্‌ঠিস্‌স (ক্লী) রত্নখচিত রেশমি শয্যাবরণী বা বিছানার চাদর।

কঠ (বিণ) = **পাক**। ⇒ **পাক**। (ধাতুমঞ্জুসা) **সোসানকঠেসু** = **সোসানপাকেসু**।

কঠ গোময = **কতিত গোময**। ⇒ **কতিত গোময**।

কঠতি (ক্রি) (সংস্কৃত—কৃথতি) ১ ফুটিয়া ওঠা, সিদ্ধ হওয়া, ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা, ফুটানো, অত্যন্ত উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া; (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের মতে) মৃদু জ্বালে সিদ্ধ হওয়া বা করা, অল্প অল্প জ্বালে পাক করা। (অ-বিণ) **কুথিত**। ২ ঈষৎ দগ্ধ হওয়া বা করা, ভাজা, ঝলসানো, ঝলসাইয়া যাওয়া, শুষ্ক করা বা হওয়া। (অ-বিণ) **কঠিত**। ⇒ **কুথতি**।

কঠল (ক্লী) চাঁড়া, খোলার কুচি, খাপরা ভাঙ্গা, পোড়ামাটির পাত্র ভাঙ্গা চাঁড়া, কঙ্কর, পাথরি, শিলাগুটি, নুড়ি, দৃষ্টি সহায়ক কাচ বা পাথর (চশমার কাচ), টুকরা কাঠ, কাষ্ঠাদির খণ্ড, কাঠের কুচি। (যৌগিকে) **সক্‌খর কঠল**—পোড়ামাটির চাঁড়া বা কঙ্কর, চিনিতে মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর বা বালুকণা। (স্ত্রীলিঙ্গে যৌগিক শব্দে) **কট্‌ঠকঠল** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পুংলিঙ্গে যৌগিক শব্দে) **কট্‌ঠকঠল** (বিশুদ্ধি মার্গ)। (তুলনীয়) **খাটি**।

কঠলক = **কঠল**। ⇒ **কঠল**।

কঠলিক (ক্লী) = **বড়ঢন**। ⇒ **বড়ঢন** [ক্লী (৫)]।

কঠল্য = **কঠল**। ⇒ **কঠল**।

কঠল্ল = **কঠল**। ⇒ **কঠল**।

কঠিত (বিণ) উত্তপ্ত, তপ্ত, গরম। = **কুথিত, তত্ত**। ⇒ **কুট্‌ঠিত**। (যৌগিকে) **উক্কুট্‌ঠিত পকুট্‌ঠিত**। ⇒ **কঠতি** (২)।

কঠিন (বিণ) কঠিন, শক্ত, দৃঢ়, বিষম, নিষ্ঠুর, যাহাকে সহজে তুষ্ট বা বশ করিতে পারা যায় না এমন, দুরূহ, তীক্ষ্ণ, স্তব্ধ, দুঃসহ, দুর্বোধ্য, **কষ্টকর**, নির্দয়, রূঢ়, স্থির, স্থির সঙ্কল্প, কঠোর, অসভ্য, অভদ্র, প্রচণ্ড, উগ্র, অনমনীয়, দুর্দমনীয়, **কর্কশ**। = **খড্গ-হৃদয়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কঠিনদাঠ**। (ক্লী) কঠিন চীবর বা বস্ত্র যাহা গৃহস্থ বা উপাসক-উপাসিকাগণ কর্তৃক বৎসরান্তে আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমার মধ্যে একবার মাত্র একজন ভিক্ষুকে প্রদত্ত হয়, কাষ্ঠনির্মিত কাঠামো যাহা ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করিতে ব্যবহার করেন। কঠিন চীবর-সম্বন্ধে বিনয় পিটক দ্রষ্টব্য।

কঠিনং (ক্রি-বিণ) হিংস্রভাবে, ভয়ঙ্কররূপে, প্রচণ্ডভাবে, ক্রুদ্ধভাবে, কোপনভাবে, প্রবলভাবে, তীব্রভাবে, অসহ্যরূপে, চরমরূপে, আবেগপূর্ণভাবে।

কঠিনক (বিণ) কঠিন চীবর-সম্বন্ধীয়।

কঠিন খন্ধক—কঠিন স্কন্ধ, কঠিন চীবর-সম্বন্ধীয় বিধান, বিনয়ে মহাবর্গের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত কঠিন চীবর-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বা আলোচনা।

কঠিনচীবর (ক্লী) কঠিন চীবর, ভিক্ষুদের যে চীবরকে কঠিন বিধানের অন্তর্গত করিয়া কঠিন চীবর রূপে পরিণত করা হয়। ⇒ **কঠিন (ক্লী)**, **কঠিন খন্ধক**।

কঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনতা, কাঠিন্য, দৃঢ়তা, দুর্বোধ্যতা, নির্দয়তা, কার্পণ্যতা, তীক্ষ্ণতা, ভয়ানকতা। (বিপ) **অকঠিনতা**।

কঠিনখরণ—কঠিন চীবর সমর্পণ বা উৎসর্গ, কঠিন চীবর উৎসর্গকরণ বা উৎসর্গলিপি। ⇒ **কঠিনখার**।

কঠিনখার (পুং) উপাসক-উপাসিকাগণকর্তৃক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর সমর্পণ বা দান। বিনয়ে কঠিন চীবর দানোৎসব সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

কঠিনদাঠ—শক্ত দাঁত, দৃঢ় দাঁত, তীক্ষ্ণ দাঁত। ⇒ **কঠিন**।

কঠিনদুস্‌স—কঠিন চীবরের জন্য সংগৃহীত সাদা বস্ত্র যাহা সেলাই করা হয় নাই। রং করানো কিংবা সেলাই করানো—এতদুভয়ের অভাব হইলে অথবা যে কোন একটির অভাব হইলে কঠিন চীবরের বস্ত্রকে "**কঠিনদুস্‌স**" বলা হয়।

কঠিন পলিবোধ—কঠিন চীবরের সহিত প্রাপ্ত অতিরিক্ত চীবরের উপদ্রব বা বাধা যাহা বোঝারূপে বহন করিয়া নিতে হয়। ⇒ **চীবর পলিবোধ**।

কঠিনমণ্ডপ—ভিক্ষুর জন্য কঠিন চীবর সেলাই করিবার এবং উৎসর্গ করিবার মণ্ডপ।

কঠিনরজ্জু—কঠিন চীবর বন্ধনী রজ্জু, কাঠামোতে কঠিন চীবর সংলগ্ন করিবার রজ্জু।

কঠিনসালা (স্ত্রী) যে ঘরে বা সুবৃহৎ কক্ষে কঠিন চীবর সেলাইর কার্যাদি করা হয়। = **কঠিনমণ্ডপ**। ⇒ **সালা**।

কঠিনুদ্ধার (পুং) কঠিন চীবর উদ্ধার, কঠিন চীবর উৎসবে কঠিন চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষুকে পাঁচ প্রকার বিশেষ অধিকার দান। = **কঠিনুব্‌ভার**।

কঠিনুব্‌ভার (পুং) কঠিন চীবর উদ্ধার। = **কঠিনুদ্ধার**। **কঠিনস্‌স উব্‌ভারায়**--কঠিন চীবর গ্রহণে উহার পঞ্চফলে বিশেষ অধিকারজনিত কয়েকটি বিষয়ে সাময়িক বিরতি।

কড়্‌ঢতি (ক্রি) [√কড়্‌ঢ+অ; সংস্কৃত--কর্ষতি; প্রাকৃতিক—কড়্‌ঢতি—টানা, ছেঁড়া) ১ টানা, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া, টানিয়া টানিয়া চলা বা লইয়া যাওয়া, ক্ষেত্রে মই দেওয়া, জলাশয়ের তলদেশ অনুসন্ধান করা, অতি ধীরে চলা, পেছনে পড়িয়া থাকা, নীরস হওয়া, জাল দিয়া বা জাল টানিয়া মৎস্য ধরা, টানিয়া লম্বা করা, বাহির করা, রচনা করা, আকর্ষণ করা, বলপূর্বক টানা, উৎপাটন করা, বিচ্ছিন্ন করা, ছেঁড়া, ছিন্ন করা, জোরে টানা। (জাতক) **খগ্‌গং কড়্‌ঢতি**—তরবারি নিষ্কোষিত করা। ২ প্রলোভিত করা, সংগ্রহ করা, কমানো, টানিয়া লওয়া, চোষা, শোষণ করা, (দুগ্ধ) চুষিয়া পান করা। (জাতক) **উদকং কড়্‌ঢতি**। ৩ রেখা টানা, নখে আঁচড়ানো, তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, কষি টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, খননাদিতে নখরাদি ব্যবহার করা। (জাতক) **লেখং কড়্‌ঢতি**। (অতীত) **কড়্‌ঢি**। (অ-বিণ) **কড়্‌ঢিত**।

কড়্‌ঢন (ক্লী) ১ টানন, টানিয়া লম্বাকরণ, মাটির উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া টানন। ২ চুষিয়া পানকরণ, শোষণকরণ। ৩ দিতে বা লইতে অস্বীকার করণ, প্রত্যাখ্যান করণ, অগ্রাহ্যকরণ, নাকচকরণ, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, পরিহার, স্বত্বত্যাগ (গৌতম বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সর্বস্ব ত্যাগের উপমায় প্রযোজ্য)।

কড়্‌ঢনক (বিণ) টানিয়া নেওয়া যায় এমন, টানিয়া হিঁচড়াইয়া নেওয়া যায় এমন।

কড়্‌ঢযতি (ক্রি) ছিন্ন হইয়া যাওয়া, ছিন্ন করিয়া ফেলা। = **কড়্‌ঢতি**, **ওকস্‌সতি**, **অবকস্‌সতি**।

কণ (পুং) কণা, বস্তুর অত্যল্প অংশ, ঢেকি ছাঁটায় পরিষ্কার চাউলের কণা, রেণু, গুঁড়া, অতি সূক্ষ্ম ধ্যান্যাংশ, ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা, **ক্ষুদ-কুঁড়া**, অনাড়ম্বর খাদ্য। (দীর্ঘনিকায়) **কণহোম**; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **কুণ্ডক**। (বিণ) ক্ষুদযুক্ত, তণ্ডুল কণাযুক্ত, ঢেঁকিছাটায় পরিষ্কার নহে এমন, ক্ষুদ-কুঁড়াযুক্ত, চাউলের গুঁড়া-সম্বন্ধীয়। (জাতক) **কণপূব**—চাউলের গুঁড়ার বা আটার পিঠা; = **কুণ্ডকেন পক্কপূব**। (তুলনীয়) **কাকণ**।

কণপূব—চাউলের গুঁড়ার পিঠা। ⇒ **কণ**।

কণভক্তক—ক্ষুদের খাদ্য, ক্ষুদ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন, কোন কোন ঋষিদের স্বভাব খাদ্য (দীর্ঘনিকায়)।

কণয (পুং) এক প্রকার বর্শা, এক রকম বল্লম অথবা শড়কি, ছোট বল্লম, বর্শা, বল্লমধারী। (বিণ) বর্শার ন্যায়, পাখির ঠোঁটের ন্যায় (জাতক)।

কণযগগ—বর্শা বা বল্লমের তীক্ষ্ণাগ্র। (বিণ) বর্শার ন্যায়, পাখির ঠোঁটের ন্যায়।

কণবীর (পুং) (সংস্কৃত—করবীর) করবী ফুলের গাছ, করবীবৃক্ষ, মনোহর পুষ্পের বৃক্ষবিশেষ, করবীপুষ্প।

Rouse জাতকের অনুবাদে এবং মৃচ্ছকটিক (দশম) –এ আরম্ভ করা হইয়াছে—"**দিন্ন-কলবীল-দামে**"।

কণবের = **কণবীর**। ⇒ **কণবীর**।

কণাজক (ক্লী) ভাঙ্গা চাউলের অথবা চাউলের কণার মণ্ড, ক্ষুদের মণ্ড (যাহা কটুযাগুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়া হয়)। = **বিলঙ্গ-দুতিয**।

কণাজকভত্ত—খুদের অন্ন, চাউলের কণা দ্বারা প্রস্তুত ভাত।

কণাজক বিলঙ্গ-দুতিয (বিণ) প্রথমত চাউল আছে দ্বিতীয়ত চাউলের কণা আছে এমন, চাউল এবং চাউলের কণা সংযুক্ত। = **বিলঙ্গ-দুতিয কণাজক**। ⇒ **দুতিয**।

কণিকা (স্ত্রী) ১ কণিকা, এক কণা মাত্র, তণ্ডুল কণা, চাউলের কণা, ক্ষুদ, চাউলের সূক্ষ্মাংশ, অতি সূক্ষ্মবস্তু। (বিপ) **তণ্ডুল**—চাউল, তণ্ডুল, গোটা চাউল, অভগ্ন চাউল। (জাতক) **কণিকাহি পুবং পচিত্বা**। ২ উৎকৃষ্ট চাউল, সরু চাউল। ⇒ **তণ্ডুল**। ৩ ক্ষুদ্র দাগ, সামান্য খুঁত, সামান্য দোষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন, ক্ষুদ্র চিহ্ন, ছুলি, আঁচিল, তিল।

কণিকা তণ্ডুল—উৎকৃষ্ট চাউল, চিক্কণ বা সরু চাউল। = **কণিকা** (২), **তণ্ডুল-কণিকা**। ⇒ **তণ্ডুল**।

কণিকার (পুং) (সংস্কৃত—কর্ণিকার) ১ কর্ণিকার, গনিয়ারি গাছ, ছোট সোঁদাল, পদ্মের পাপড়ির অগ্রভাগ, স্বর্ণবর্ণ ফুলের একজাতীয় গাছ। (জাতক) **কণিকার** = **মহাপুপ্ফা; কণ্হিকার** = **খুদ্দক পুপ্ফা**। (ক্লী) স্বর্ণবর্ণ বা হলদেবর্ণ পুষ্পবিশেষ। **কণিকার পুপ্ফ**। = **পীতপুষ্প** (দীর্ঘনিকায়)। (চীবর সম্বন্ধে) **কণ্হিকার চীবর** = **কাসাযানি** (জাতক)। হৃদয়ের রক্ত সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায় ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **কণ্হিকার**।

কণিকার পুপ্ফরাসি (পুং) কর্ণিকার পুষ্পের স্তূপ। ⇒ **কণিকার, রাসি** (১)।

কণিকার মুকুল—কর্ণিকার পুষ্পের মুকুল বা কুঁড়ি, সোঁদাল গাছের মুকুল বা পল্লব, স্বর্ণবর্ণ ফুলের কুঁড়ি।

কণিট্‌ঠ (বিণ) কনিষ্ঠ, সর্বানুজ, বয়সে ছোট, ক্ষুদ্র, অত্যল্প। (পুং) সর্বানুজ ভাই, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই, সহোদর ভাইদের মধ্যে যার জন্ম সকলের পরে হইয়াছে।

কণিট্‌ঠক (পুং) ছোট ভাই, কনিষ্ঠ ভাই।

কণিট্‌ঠা (স্ত্রী) ছোট ভগ্নি, কনিষ্ঠা ভগ্নি।

কণিট্‌ঠি = **কণিট্‌ঠিকা**। ⇒ **কণিট্‌ঠিকা**।

কণিট্‌ঠিকা (স্ত্রী) = **কণিট্‌ঠা**। ⇒ **কণিট্‌ঠা**।

কণিয = **কণিট্‌ঠ**। ⇒ **কণিট্‌ঠ**।

কণেরিক (ক্লী) শিরস্ত্রাণ (?) (জাতক)।

কণেরু (পুং, স্ত্রী) হস্তী, (যুবক) হস্তী, হস্তিনী, (যুবতী) হস্তিনী। ⇒ **করেণু**।

কণ্ট—কণ্টক, কাঁটা। ⇒ **কণ্টক**।

কণ্টক (ক্লী) ১ কণ্টক, ক্ষুদ্র শক্ত কণ্টক, কাঁটা (জাতকে "বেতরণী" বর্ণনায়)। (তুলনীয়) **কুসকণ্টক**। ২ তীক্ষ্ণাগ্র যে কোন অস্ত্র। ৩ মৎস্যাদির অস্থি, অস্থি। (দীর্ঘনিকায়) **পিট্‌ঠি কণ্টক**—শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ডের কণ্টক। ⇒ **কট্‌ঠি**। ৪ (চরিত্রে) বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, উৎপাত, বিপত্তি, বালাই (যেমন আমার দিকে কাঁটা), শত্রু, ক্ষতিকর বিষয় বা বস্তু, বিরক্তিজনক পদার্থ, সূচ্যগ্র, রেণু, দোষ, চোর, ডাকাত, দস্যু, উৎপীড়নকারী লোক। (জাতক) **পটিকণ্টক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্‌খিম্‌হি কণ্টক**। ৫ (বিণ) (চরিত্রে) তীক্ষ্ণাগ্র, কণ্টকময়, ক্লেশকর, দুঃখদায়ক। (সংযুক্ত নিকায়) **কণ্টককামা**—যন্ত্রণাদায়ক ভাবাবেগ বা প্রবল ইচ্ছা। এইরূপে সমবায়ে "**সংযোজনানি**" সদৃশ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভে "**দসকণ্টক**" অর্থাৎ দশবিধ বাধা (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বি-ভা) **খাণুকণ্টক**—প্রতিবন্ধক এবং বাধা। ৬ (পুং) সিদ্ধার্থের (গৌতমের) অশ্বের নাম "কণ্টক"। ⇒ **কণ্ঠক**।

কণ্টক কসা—শাস্তি এবং যন্ত্রণা দিবার কণ্টকময় চাবুক।

কণ্টক কামা ⇒ **কণ্টক** (৫)।

কণ্টকগহন—কণ্টকবন, কাঁটাবন, কণ্টকময় ঝোপ বা বনজঙ্গল।

কণ্টকগুম্ব—কণ্টকবন, কণ্টকময় ঝোপ, কণ্টকময় গুল্ম, কাঁটাবন, কণ্টকময় অকর্ষিত বনভূমি।

কণ্টকত্তুদ—বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন।

কণ্টক পস্‌সয (পুং) কণ্টকময় আশ্রয়স্থান। = **কণ্টকাপস্‌সয**। ⇒ **পস্‌সয**।

কণ্টকলতা—কণ্টকলতা, কাঁটালতা, কণ্টকময় লতা।

কণ্টক বট্ট—কাঁটালতার বেড়া, কাঁটা গাছ বা ফার্নজাতীয় গাছ, কাঁটা ঝোপ, কাঁটাঝাড়, কাঁটাগাছের বেষ্টনী বা ঘেরা। = **কণ্টকাধান**।

কণ্টকবতিকা (স্ত্রী) কাঁটার বেড়া, কণ্টক বেষ্টনী বা ঘেরা। ⇒ **বতিকা**।

কণ্টকাচিত (বিণ) কণ্টকে আবরিত, কাঁটায় ঢাকা, কণ্টকাচ্ছাদিত।

কণ্টকাধান (ক্লী) কাঁটালতার বেড়া, কাঁটাগাছ, কাঁটাগাছের বেষ্টনী বা ঘেরা। = **কণ্টকবট্ট**। [**কণ্টক**+**ধান**, **ধান** = **ঠান**; ⇒ **ধান**; (তুলনীয়) **রাজ-ধানী**]।

কণ্টকাপচিত (বিণ) কণ্টকাচ্ছাদিত। = **কণ্টকাচিত**।

কণ্টকাপস্‌সয (পুং) (সংস্কৃত—কণ্টক—অপাশ্রয়) কণ্টকশয্যা, লৌহকণ্টকযুক্ত প্রশস্ত চামড়ায় নির্মিত বিছানা। (পূর্বকালে আত্মনিগ্রহ তপস্যায় রত কোন কোন উলঙ্গ বৈদিক ঋষি আসনে উপবেশনে ও শয়নে ঈদৃশ কণ্টকময় শয্যা এবং কণ্টকময় আসন ব্যবহার করিতেন) = **কণ্টকপস্‌সয**।

কণ্টকাপস্‌সযিক (বিণ, পুং) কণ্টকময় শয্যা বা আসন ব্যবহারকারী, কণ্টকশয্যায় শয়নকারী। জাতকে এই শব্দটির পাঠ "**কণ্টকাপস্‌সয, কণ্টকপস্‌সয**"; পাঠে "**কণ্টক-সেয্যং কপ্পেথ**" এর পরিবর্তে "**কণ্টকা-পস্‌সযে সেয্যং কণ্টকাপস্‌সযিক** (?)। (দীর্ঘনিকায়ে পাঠ) **কণ্টকাপস্‌সযিক**।

কণ্টকাপস্‌সযিকা (বিণ, স্ত্রী) = **কণ্টকাপস্‌সযিক**। ⇒ **কণ্টকাপস্‌সযিক, কণ্টকপস্‌সয**।

কণ্টকি (স্ত্রী) কাঁটাগাছের বেড়া, কাঁটাযুক্ত, কণ্টকময়।

কণ্টকিবাট = **কণ্টকি**। ⇒ **কণ্টকি**।

কণ্ঠ (পুং) ১ কণ্ঠ, গলা, টুঁটি, কণ্ঠধ্বনি, গলদেশ। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **কণ্ঠো আকুরতি**—গলাভাঙ্গা শব্দ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অক্‌খরানি মহতা কণ্ঠেন উচ্চরিতানি**। (প্রেতগণের চিক্কণ এবং পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠের অবস্থা বর্ণনায়:—) **কণ্ঠ-ওট্‌ঠ-তালুনং তস্‌সিত; সূচিকণ্ঠ; সূচিকট্‌ঠ; বিসুক্‌খ কণ্ঠ-ওট্‌ঠ-জিহ্বা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ গ্রীবা, গলা, ঘাড়, গলার লম্বা সঙ্কীর্ণ অংশ, গলার দীর্ঘ অপ্রশস্ত অংশ। = **গ্রীবা**। (ধর্মপদ) **কাসাবকণ্ঠ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **গীবূপগ সীসূপগাদি অভরণানি**। ⇒ **কণ্ঠে, কণ্ঠেবর**।

কণ্ঠক (ক্লী) ১ কণ্টক, কাঁটা। = **কণ্টক** (১)। ২ (পুং) সিদ্ধার্থের (গৌতমের) অশ্বের নাম ছিল "**কণ্টক**" (জাতকে ইহার বানান "**কণ্ঠক**")। = **কণ্টক** (৬)।

কণ্ঠকূপ—কণ্ঠছিদ্র, গলনালী, গলার গহ্বর বা গর্ত।

কণ্ঠজ (বিণ) কণ্ঠজ, কণ্ঠস্থানীয়, কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন, কণ্ঠে উৎপন্ন।

কণ্ঠনাল (পুং) কণ্ঠ, গলা, গলনালী।

কণ্ঠপস্‌সয (পুং) কণ্ঠের আশ্রয়। ⇒ **পস্‌সয**।

কণ্ঠসুত্তক—কণ্ঠসূত্র, (ব্রাহ্মণের) পৈতা, গলায় বন্ধনী সুতা, গলার আলঙ্কারিক বা শোভাবর্ধক সুতা, গলার মালাবন্ধনী সুতা অথবা গলায় মালা পরিহিত সুতা।

কণ্ঠহত্থ—কণ্ঠের সহিত সংলগ্ন হস্তাংশ অর্থাৎ বাহু, হস্তবাহু, হাতের বাহুদেশ। ⇒ **কুণি**।

কণ্ঠাবসত্ত—কণ্ঠের হার, গলার হার, গলার অলঙ্কার।

কণ্ঠে (অধিকরণ কারকে) গলদেশের বা গলার বেষ্টনীতে। ⇒ **কণ্ঠেবর** শব্দে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

কণ্ঠেবর—গলাবন্ধনী, গলার ভিতর আটকানো দ্রব্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুণপং কণ্ঠে আসত্তং**। (জাতক) **কুণপং কণ্ঠে বদ্ধং; কণ্ঠে মালা; কণ্ঠে বদ্ধন্তি বড়্‌ঢনং**। (পেতবত্থু অর্থকথায় পাপের শাস্তির জন্য প্রস্তুত দণ্ড বিষয়ে—) **রত্তবণ্ণ-বিরল-মালায বদ্ধকণ্ঠ; করবীর-মালা-বদ্ধ** (অন্যত্র পাঠান্তরে "সক্ত")-**কণ্ঠেগুণ**।

কণ্ড (পুং, ক্লী) ১ কাণ্ড, বৃন্ত, নাল, গাছের গুঁড়ি, গুচ্ছ, ঝাড়, বাণ, অবসর, খক্‌ড়াবিশেষ, সমূহ, জল, প্রশংসা, প্রস্তাব, প্রকারণ, নির্জন স্থান, ব্যাপার, অশ্ব, প্রস্তর, নাড়িসমূহ, ডাঁটার অংশ, দুই গিরার মধ্যবর্তী বেতের অংশ, সম্পূর্ণ ডাঁটা বা ডাঁটা, তীর, শরযষ্টি। চুল্লধনুগ্‌গহ জাতকেও "**কণ্ড**" অর্থে "শর"। ২ গ্রন্থ পরিচ্ছেদ, গ্রন্থের অধ্যায়, গ্রন্থের অনুচ্ছেদ, গ্রন্থের ভাগ, গ্রন্থের খণ্ড। ৩ ক্ষুদ্র অংশ, টুকরা, অত্যল্প পরিমাণ, পিণ্ড মোট, সমগ্র সমষ্টি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পুবকণ্ড**।

কণ্ডং (ক্রি-বিণ) সময়ের অংশ, কিছুক্ষণের জন্য, অল্পস্বল্প, অল্পক্ষণের জন্য।

কণ্ডক (পুং) ১ পদ্মমূলের গোলাকার শালুক। = **মুড়াল বটক**। ২ = **কণ্টক**। ⇒ **কণ্টক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কণ্ডকাকণ্ডক**।

কণ্ডকবত্তিক (বিণ) কাঁটাযুক্ত, কণ্টক আছে এমন, নিষ্কণ্টক নহে এমন। ⇒ **বুত্তিক**।

কণ্ডকাকণ্ডক [কণ্ডক+অকণ্ডক] চোরের উপদ্রব মুক্ত, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, নিরুদ্বেগ, অক্ষুণ্ণ, অসাবধান, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত।

কণ্ডগমন—শর বা তীরের গমন অর্থাৎ ধনুর বাণ গমনকালে যতদূর শরাচ্ছন্ন করিয়া যায়, তীর ছোঁড়া, তীরের পাল্লা, অল্প দূরবর্তী স্থান। (তুলনীয়) **কণ্ডু**।

কণ্ডচিত্তক (সংস্কৃত—কাণ্ড-চিত্রক) চমৎকার শর বা বাণ।

কণ্ডনালি (স্ত্রী) তূণীর, বাণ বা শর রাখিবার ঝুড়ি। = **কণ্ডনালী**।

কণ্ডনালী (স্ত্রী) শরভাণ্ড, তূণীর। = **কণ্ডনালি**। ⇒ **নালী**।

কণ্ডপহার—শরাঘাত, নিক্ষিপ্ত শরের পাল্লা, তীরাহত, শরাহত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **একেন কণ্ড পহারেন দ্বে মহাকাযা পদালিতা**—এক ঢিলে দুই পাখি নিহত।

কণ্ডরা (স্ত্রী) পেশীতন্তু, পেশীবন্ধ, পেশী ও অস্থির বন্ধনী, কণ্ডরা। (যৌগিকে) **কণ্ডরচ্ছিন্ন**—যাহার (পায়ের) পেশী ও অস্থির বন্ধনী কাটিয়া গিয়াছে। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **মিঞ্জ**।

কণ্ডবারণ (বিণ) ধনুর্ধারী দ্বারা পাহারা দেওয়া হয় এমন, ধনুর্বাণ হস্তে রক্ষাকারী বা পাহারাদার, রক্ষাকর্তা নিযুক্ত। (ক্লী) ঢাল, বর্ম, কুলচিহ্ন, আশ্রয়, রক্ষা, রক্ষাকর্তা।

কণ্ডিকেসযিক (বিণ) কণ্টকে শায়িত, কণ্টকতুল্য কেশযুক্ত অথবা কণ্টকতুল্য কেশকম্বলে শায়িত। ⇒ **অপস্‌সাযিক**।

কণ্ডিত—জাতকে এই শব্দটির মুদ্রণ ভুল, কিন্তু ইহার পাঠ—"**কণ্ডম'স্‌স অত্থী'তি কণ্ডী তং কণ্ডিনং**"।

কণ্ডিন (বিণ) শর সন্নিবেশিত, শর অন্তঃপ্রবিষ্ট, শরসন্নিবিষ্ট, শরের অগ্রভাগ ফলাতে শরযষ্টি সন্নিবিষ্ট, (**সল্ল**) বা শর বিদ্ধ বা প্রবিষ্ট। (পুং) ধনুর্ধর, তীরন্দাজ।

কণ্ডু (স্ত্রী) ১ কণ্ডূ, খাজুরী, গাত্রঘর্ষণ, চুলকানি, সিরসিরানি, খোস, পাঁচড়া, কণ্ডূয়ণ, নিয়ত বিরক্তিকর অভিলাষ, কণ্ডূয়নজনক বিষয়, কণ্ডূয়ন সংক্রান্ত পদার্থ, নখ দ্বারা আঁচড়াইবার ইচ্ছা। (জাতক) **কণ্ডুং করোতি**—চুলকানো, কণ্ডূয়ন করা; **কণ্ডুং বিনেতি**—চুলকানি উপশম করা, কণ্ডূয়ন প্রশমিত করা, আঁচড়ানো বন্ধ করা। ২ (চরিত্রে) সংসার বিষয়ে আসক্তি, কামপ্রবৃত্তির বশে উত্তেজনা, কামোত্তেজন, কামবশে প্রদাহ, লোভ বশে ক্রোধ, কামনা বশে প্রদাহ, ক্রোধ বশে উত্তেজনা। (ধ্যানফলস্বরূপ) **কণ্ডুং সংহতি**। ৩ নিক্ষিপ্ত শরের পাল্লা (শর ছোঁড়ার দূরত্ব পরিমাণ স্বরূপ)। (থেরগাথা)

সহস্স-কণ্ডু সত-ভেত্তু = সতভেদো (বর্ণনায়) **সহস্সকণ্ডো সহস্স** (সত?) **ভূমকো;** (জাতক) **সহস্স কণ্ডু ব্বেধো'তি পাসাদো সতভূমিকো অহোসি;** (পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিতে বর্ণনায়) **সহস্সকণ্ড গমনং উচ্চং।** (তুলনীয়) **কণ্ড।**

কণ্ডুক (ক্লী) চুলকানি, কণ্ডূয়ন, কণ্ডূয়ন করার অনুভূতি বা অভিলাষ, খোস, পাঁচড়া, ক্রোধ, উত্তেজনা, প্রদাহ, সিরসিরানি। = **কণ্ডুতি, কণ্ডূয়ন।**

কণ্ডুতি (স্ত্রী) কণ্ডূতি, কণ্ডূ, চুলকানি, সিরসিরানি। = **কণ্ডুক, কণ্ডু** (১)।

কণ্ডু পটিচ্ছাদি—কণ্ডূয়ন বস্ত্র অর্থাৎ কোন ভিক্ষুর চুলকানি-খোস-পাঁচড়াদি চর্মরোগ হইলে যেইরূপ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উহা বাঁধিয়া রাখার অনুমতি আছে।

কণ্ডুপ্পল [কণ্ডু+ উপ্পল] একপ্রকার ফুটন্ত পদ্মফুল।

কণ্ডুরোগিন (বিণ, পুং) চুলকানি-খোস-পাঁচড়াদি চর্মরোগগ্রস্ত।

কণ্ডুবতি = কণ্ডূবতি। ⇒ **কণ্ডূবতি।**

কণ্ডুবন (ক্লী) ১ চুলকানি, কণ্ডূয়ন, খোস-পাঁচড়াদি চর্মরোগ, চুলকাইবার অনুভূতি। (তুলনীয়) **কণ্ডূবন** (ধাতুমঞ্জুষা)। ২ নখাঘাতকরণ, আঁচড়কাটা, দাগকাটা, ঘর্ষণ, মার্জন। এই শব্দটি জাতকে খারাপ সঙ্গীতে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

কণ্ডুবাযতি (ক্র) = **কণ্ডূবাযতি।** ⇒ **কণ্ডূবাযতি।**

কণ্ডুস (ক্লী) কঠিন চীবর চিহ্নিত করিবার ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, কঠিন চীবরের উপরে নীচে যে ছোট লম্বা এক টুকরা কাপড় লাগানো হয় এবং যাহাকে "**গীবায**" বলা হয়।

কণ্ডুসক = কণ্ডুস। ⇒ **কণ্ডুস।**

কণ্ডুসকরণ (ক্লী) "**কণ্ডুস**" সেলাইয়ের কার্য, কঠিন চীবরের "**গীবায**" লাগানো। ⇒ **কণ্ডুস।**

কণ্ডূযন (ক্লী) কণ্ডূয়ন, চুলকানি, সুরসুর করা, খোস, পাঁচড়া। = **কণ্ডুবন, কণ্ডুক।**

কণ্ডূবতি (ক্রি) ১ চুলকানো, কণ্ডূয়ন করা, কোপান্বিত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, চুলকানি বা খাজুরি রোগ ভোগ করা। (জাতক) **কণ্ডুবাযতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **কণ্ডূবন্তি।** ২ তীক্ষ্ণ বস্তু দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা, নখে আঁচড়ানো, চাঁচা, ঘর্ষণে ক্ষয় করা, ঘষিয়া ফেলা, ছোলা, ঘর্ষণ করা, খুব ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা। (অতীত) **কণ্ডূবি।**

কণ্ডূবন = কণ্ডূবন। ⇒ **কণ্ডূবন।**

কণ্ডূবন্তি (ক্রি) = **কণ্ডূবতি।** ⇒ **কণ্ডূবতি।**

কণ্ডূবাযতি (ক্রি) = **কণ্ডূবতি।** ⇒ **কণ্ডূবতি।**

কণ্ডোলিকা (স্ত্রী) বেতের ঝুড়ি, বাঁশের নির্মিত ঝুড়ি, কঞ্চি নির্মিত ঝুড়ি, বাঁশের মঞ্চ, কিছু রাখিবার জন্য বেত বা কঞ্চি নির্মিত মঞ্চ।

কর্ণ (ক্লী) ১ কোণ, নিভৃত কোণ, দৃষ্টি কোণ। (বিনয়) **চীবর কর্ণ**—চীবরের প্রান্তভাগ। **চতুকর্ণ**—চতুষ্কোণ, (বর্ণনায়) নরকের চারিকোণ; (পেতবত্থু বর্ণনায়) **চতুকোণ।** ২ কর্ণ, কান, শ্রবণেন্দ্রিয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দসাকর্ণ।** (বি-ভা) **কর্ণং ছিন্দতি**—কর্ণচ্ছেদন করা (শাস্তিস্বরূপ)। (অধিকরণ কারক) **কর্ণে**—কানের ভিতর অর্থাৎ নীচস্বরে, কানে কানে কথা বলা, ফিসফিসানি, চাপাকথা, মৃদু বা খস খস শব্দ, গুজব, কানাঘুষা। ৩ চামচের অগ্রভাগ বা আগা।

কর্ণক (বিণ) কোণ আছে এমন, কান আছে এমন।

কর্ণকটক (বিণ) শুনিতে বিরক্তিকর, শ্রবণকটু।

কর্ণকিত (বিণ) (এই শব্দটি "**কণ্হকিত**" হইবে; তুলনীয়—**পুংসুকিত, মলগ্গকিত; কিত = কত**) ধূলিধূসরিত, ময়লাযুক্ত, মল বা ময়লা লাগিয়াছে এরূপ, নষ্টকৃত, মরিচাধরা, মরিচা পড়া, মলাবৃত, নিস্তেজ, অশক্ত, প্রাচীনপন্থী, স্পষ্টভাষী, ভোঁতা, স্থূলবুদ্ধি, কর্দমযুক্ত, অপরিষ্কার, নোংরা, নীচ, অধম, ছাতাপড়া, দাগী, চিহ্নিত, দাগ পড়া, দাগ লাগা।

কর্ণগূথ (পুং, ক্লী) কর্ণমল, কানের ময়লা, কাণের খৈল। = **কর্ণমল।**

কর্ণগূথক = কর্ণগূথ। ⇒ **কর্ণগূথ।**

কর্ণচালন (ক্লী) কানমলা, কর্ণমর্দন, কাননাড়া, কর্ণচালনা।

কর্ণচূলিকা (স্ত্রী) ১ কর্ণমূল, কানের মূল শিকর। ⇒ **চূলিকা।** ২ = **কর্ণচূল।** ⇒ **কর্ণচূল।**

কর্ণচূল (ক্লী) হস্তিকর্ণের মূল, কানের ছাদ, কর্ণপটহ, কর্ণপট, কর্ণের মধ্যস্থিত শব্দগ্রাহক সূক্ষ্ম পর্দা। = **কর্ণচূলিকা।** ⇒ **চূল।**

কর্ণছিদ্দ = কর্ণচ্ছিদ্দ। ⇒ **কর্ণচ্ছিদ্দ।**

কর্ণচ্ছিদ্দ (ক্লী) কানের ছিদ্র, কর্ণছিদ্র, কর্ণরন্ধ্র, কর্ণবিবর, অলঙ্কার ধারণার্থ কর্ণে কৃত ছিদ্র, শ্রবণ-সম্বন্ধীয় পথ, শ্রবণপথ, শ্রবণ করিবার কর্ণছিদ্র, কর্ণপথ, কর্ণকুহর। (তুলনীয়) **সূচি-ছিদ্দ।** ⇒ **ছিদ্দ।**

কর্ণচ্ছিন্ন (বিণ) কর্ণচ্ছিন্ন, কানকাটা, যাহার কান (শাস্তিস্বরূপ) ছেদন করা হইয়াছে।

কর্ণচ্ছেদ—কর্ণচ্ছেদ, কান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলা।

কর্ণজপ্পক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কানে কানে কথা বলে, যে ব্যক্তি গোপনভাবে কথা বলে, যে ব্যক্তি চুপি চুপি অথবা ফিস ফিস করিয়া কথা বলে, যে ব্যক্তি আস্তে আস্তে কথা বলে, যে ব্যক্তি কানাঘুষা করে। **সকর্ণজপ্পক**—কানে কানে কথা বলে অথবা কাণাঘুষা করে এমন। (তুলনীয়) **উপকর্ণক জপ্পিন।**

কর্ণজপ্পন (ক্লী) কানে কানে কথা বলা, চুপি চুপি অথবা ফিস ফিস করিয়া কথা কথন, কর্ণমন্ত্র, কানাঘুষা। (তুলনীয়) **উপকর্ণকজপ্পিন।**

কর্ণজলূকা (স্ত্রী) এক প্রকারের ক্ষুদ্র বিছা, কেন্নো প্রভৃতি বহুপদ প্রাণী, শতপদী।

কর্ণতেল—কর্ণতৈল, কানে দিবার ঔষধরূপ তৈলযুক্ত মলম, ঔষধরূপ কানে দিবার তৈল। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)

কন্নতেলনং।

কন্নতেলনং = কন্নতেল। ⇒ **কন্নতেল।**

কন্নধার (পুং) কর্ণধার, নাবিক, কাণ্ডারী।

কন্ননাস—কর্ণ এবং নাসিকা, নাক-কান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কন্ননাসচ্ছিন্ন**—যাহার নাক কান ছেদন করা হইয়াছে, নাক কান ছিন্ন বা কর্তিত।

কন্ননাসচ্ছিন্ন (বিণ) ⇒ **কন্ননাস।**

কন্নপত্ত—কানের নিম্নভাগ, কর্ণপত্র, কানের লতি। (থেরীগাথায়) **কন্নপত্তী। = কন্নপুচ্ছ।**

কন্নপত্তী = কন্নপত্ত। ⇒ **কন্নপত্ত।**

কন্নপালি = কন্নপত্ত। ⇒ **কন্নপত্ত।**

কন্নপিট্‌ঠী—কানের উপরি অংশ, কানের ঊর্ধ্বাংশ।

কন্নপুচ্ছ—কর্ণলেজ, কানের শিথিলভাবে লম্বমান বস্তু। = **কন্নপত্ত।**

কন্নবিল (ক্লী) = **কন্নচ্ছিদ্দ।** ⇒ **কন্নচ্ছিদ্দ।**

কন্নভিজপ্পন (ক্লী) কর্ণমন্ত্র জপকরণ।

কন্নভূসা (স্ত্রী) কর্ণাভরণ, কানের অলঙ্কার, কর্ণভূষণ।

কন্নভেরি—একপ্রকার ঢোল, কর্ণপটহ।

কন্নমল (পুং) কর্ণমল, কানের ময়লা, কানের খৈল। = **কন্নগূথ।**

কন্নমলহরণী (স্ত্রী) কর্ণমল সরাইবার যন্ত্র, কানের ময়লা বা খৈল ফেলিবার যন্ত্র। ⇒ **হরণী।**

কন্নমালা (স্ত্রী) (মন্দিরের) এক কোণ হইতে অপর কোণের বা কোণ পর্যন্ত ফলের মালা।

কন্নমুণ্ড (বিণ) (কুকুর-সম্বন্ধে পেতবত্থু অর্থকথায়) কানকাটা, কর্ণচ্ছিন্ন, কর্ণচ্ছেদিত, যাহার কান ছেদন করা হইয়াছে অথবা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ছিন্নকন্ন।** ⇒ **মুণ্ড।**

কন্নমুণ্ডক (বিণ) স্থূল কোণযুক্ত অর্থাৎ হিমালয়ের উপকথায় বর্ণিত (**সত্ত মহাসরা**) সপ্ত মহাসরোবরের মধ্যে প্রথমটির নাম "**কন্নমুণ্ডক**" (জাতক, বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **মুণ্ডক, কন্নমুণ্ড।**

কন্নমূল (ক্লী) কর্ণমূল, কানের গোড়া, রোগবিশেষ অর্থাৎ কর্ণমূল নামক রোগ, (সাধারণ কথায়) কান, (চরিত্রে ধর্মপদ অর্থকথানুসারে) ক্ষীণস্বর, নিকটে, খুব কাছে; **মমকন্নমূল** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

কন্নরোগ (পুং) কর্ণরোগ, কানের পীড়া।

কন্নবন্ত (বিণ) যাহার কান আছে অর্থাৎ নিপুণ, দক্ষ, চতুর, বুদ্ধিমান, সতর্ক, ধূর্ত, উগ্র, তীব্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট। = **কন্নচ্ছিদ্দং পন ন কস্‌সচি ন'ত্থি** (অর্থকথা)।

কন্নবল্লী (স্ত্রী) কানের লতা, কানের লতি, কর্ণের নিম্নভাগ। = **কন্নপত্ত, কন্নপুচ্ছ।**

কন্নবিজ্‌ঝন (ক্লী) কর্ণবেধ, (সংস্কারবিশেষে) কান বিঁধানো, কান ফোঁড়ানো। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কন্নবিজ্‌ঝন মঙ্গল**—কর্ণবেধ উৎসব। (তুলনীয়) **মঙ্গল।** = **কন্নবেদ।**

কন্নবিজ্‌ঝন মঙ্গল (ক্লী) কর্ণবেধের মঙ্গলোৎসব। ⇒ **মঙ্গল** (ক্লী), **কন্নবিজ্‌ঝন, বিজ্‌ঝন।**

কন্নবিল (ক্লী) কর্ণরন্ধ্র, কানের ছিদ্র। = **কন্নচ্ছিদ্দ।**

কন্নবেঠন (ক্লী) একরকম কর্ণাভরণ, কানের একপ্রকার অলঙ্কারবিশেষ।

কন্নবেদ (পুং) কর্ণবেধ, কান ফোঁড়ানো, কান বিঁধানো। = **কন্নবিজ্‌ঝন।**

কন্নসক্‌খলি (পুং) **কন্নসক্‌খলিকা।** ⇒ **কন্নসক্‌খলিকা।**

কন্নসক্‌খলিকা (স্ত্রী) কর্ণছিদ্রের বহির্ভাগ, শ্রবণ-সম্বন্ধীয় পথ, কর্ণে প্রবেশ পথ বা দ্বার। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কন্নসক্‌খলিকং পহরতি**—বাতাস জোরে কানে ধাক্কা দেয় বা আঘাত করে, (বাতাস যেন) কান ফাটিয়া ফেলিতেছে; **কন্নসক্‌খলিকং ভিন্দতি**—(বিরক্তিকর শব্দে) কানে তালা লাগিতেছে অথবা কান বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কান বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; = **ভিন্দন্তো বিয পহরতি।** (ধর্মসঙ্গণী) **সক্‌খলিং, সক্‌খলিং।**

কন্নসঙ্খলি (পুং) কর্ণাভরণের ক্ষুদ্র শিকল, কানে অলঙ্কার ঝুলানের ছোট শিকল।

কন্নসন্ধোবিক—কর্ণ ধৌতকরণ, কানের ভিতরে ধুইয়া পরিষ্কার করণ।

কন্নসুক্ক ⇒ **কণ্হ** (২)।

কন্নসুখ (বিণ) কর্ণসুখ, কানসুখ, শ্রবণে আনন্দদায়ক বা সুখজনক, যাহা শুনিতে ভালো লাগে, স্বীকার্য, মনোজ্ঞ, রাজি, সম্মত, উপযোগী। ⇒ **সুখ** (বিণ)। (ক্লী) সুখকর বা আনন্দজনক কথা, মনোজ্ঞ কথা, আমোদজনক আলাপ। (বিপ) **কন্নসূল।**

কন্নসুত্ত—কর্ণাভরণের সুতা, কানের অলঙ্কারস্বরূপ সুতা অথবা অলঙ্কার ঝুলাইয়া দিবার সুতা।

কন্নসুত্তক—এক কোণ হইতে অন্য কোণে আবদ্ধ সুতা বা রজ্জু, এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত আবদ্ধ ফিতা বা বস্ত্র, এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত ফিতা বা বস্ত্র টানা।

কন্নসূল (ক্লী) ১ কর্ণশূল, কর্ণবেদনা, কানের ব্যথা, কানের যাতনা। ২ কর্কশ বাক্য, অমনোজ্ঞ কথা, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করে না। (বিপ) **কন্নসুখ।**

কন্নসোত (পুং, ক্লী) কর্ণ, কান, শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণ-সম্বন্ধীয় পথ। (দীর্ঘনিকায়) **কন্ন-নাসিক সোতানি**, যেমন—**উদ্ধো সোতানি** অর্থাৎ **হেট্‌ঠাউপরিমা সোতানি।** ⇒ **সোত** (২খ)।

কন্নাযত = কন্নপত্ত। ⇒ **কন্নপত্ত।**

কন্নাযত মুত্ত—মুক্তাখচিত কর্ণাভরণ, কানে লাগানো মুক্তা।

কন্নালঙ্কার—কর্ণাভরণ, কানের অলঙ্কার।

কন্নিক (বিণ) = **কন্নক।** ⇒ **কন্নক। কাড়কন্নিক।** (পুং) কর্ণিক, কর্ণধার, মাঝি, নাবিক।

কন্নিকমণ্ডল = গহকূট। ⇒ **গহকূট, কন্নিকা** (৩)।

কণ্হকম্ম (ক্লী) পাপকর্ম, অসৎকার্য, নিন্দনীয় কার্য, হীনকার্য, নীচকর্ম। (বিপ) **সুক্ককম্ম**। ⇒ **কণ্হবিপাক**।

কণ্হকিত (বিণ) = **কণ্হকিত**। ⇒ **কণ্হকিত**।

কণ্হজটি (পুং) কালো বর্ণের মসৃণ জটাধারী ঋষি। (তুলনীয়) **সুকণ্হ জটিল**।

কণ্হজাত (বিণ) পাপস্থানে বা দুঃখময় স্থানে উৎপন্ন, নরকাদি অপায়ে উৎপন্ন।

কণ্হঞ্জন [কণ্হ+অঞ্জন] কালো বর্ণের অঞ্জন, মসৃণ চাকচিক্য বা উজ্জ্বলতা। (বর্ণনায়) **সুখুমকণ্হ, লোমাচিতত্তা** (জাতক)।

কণ্হতি কণ্হ (বিণ) [কণ্হ+অতিকণ্হ] ঘোর অন্ধকার, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের, অতিশয় পাপী, অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির।

কণ্হধম্ম (পুং) পাপ, অসৎ বা অধর্ম কার্য, অসৎ স্বভাব, দুষ্টামি, নষ্টামি। ⇒ **কণ্হ**।

কণ্হপক্খ (পুং) ১ কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত ১৫ দিন। (বিপ) **সুক্কপক্খ, জুন্হপক্খ**। ⇒ **পক্খ** (১গ)। ২ সর্বপ্রকার অন্ধকার শক্তি এবং উহাদের চক্র-সম্বন্ধীয় যে কোন বস্তু বা বিষয় অর্থাৎ মার বা পাপরাজা (সূত্রনিপাত) (=**নামুচি**), দৈত্য, পিশাচ, ভূত, প্রেত, উপদেবতা (দীর্ঘনিকায়ে "**কণ্হায়ন**" বা কৃষ্ণজাতীদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে বর্ণিত)। (তুলনীয়) **কালবন্ন** (ধর্মপদ)।

কণ্হপটিপদা—অসৎ মার্গ, অসৎ পথ, অসদুপায়, অসৎ নীতি, দুর্নীতি, হীনাচার, হীন নীতি, অসৎ নিয়ম, অমার্গ, কুমার্গ, বিপথ, বিপরীত পথ, প্রতিকূল পথ বা উপায়। (তুলনীয়) **কণ্হমগ্গ**।

কণ্হভাবকর (বিণ) তমপরায়ণ কার্যকারী, পাপকর্মরূপ কার্যকারী, পাপচিন্তাকারী, পুনর্বার হীনকূলে জন্মগ্রহণ করিবার কারণজনক, তমপরায়ণ ভাবাপন্ন। (জাতক) **কণ্হ পাপকম্মানি**।

কণ্হভিজাতি [কণ্হ+অভিজাতি] গোসালের মতে বা ধর্মানুসারে মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতি অথবা বিশেষভাবে উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী অথবা স্বতন্ত্র প্রকার শ্রেণী (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **নীলভিজাতি**।

কণ্হভিজাতিক (বিণ) কৃষ্ণজাতীয়, নীচজাতীয়, (দীর্ঘনিকায়); অসৎ বা হীন প্রকৃতির (জাতকে "**কাড়ক সভাব**" বর্ণনায়)। ⇒ **অভিজাতিক**।

কণ্হমগ্গ (পুং) অন্ধকারময় পথ, অমার্গ, কুমার্গ, বিপথ, কুপথ, বিপরীত পথ বা উপায়। = **কণ্হ পটিপদা**।

কণ্হবত্তনিন (বিণ) কালো শিখা উত্তোলনকারী। তুলনীয় বৈদিক—কৃষ্ণবর্তনিং অগ্নিং (রঘুবংশ)। ⇒ **কণ্হ**।

কণ্হবত্তনী (পুং) অগ্নি, আগুন। ⇒ **অগ্গি**। (বিণ) কালো চিহ্ন বা লেজুর রাখিয়া যায় এমন, কালো পদচিহ্ন রাখিয়া যায় এমন, লেজের ন্যায় লম্বা কালো বর্ণের কিছু রাখিয়া যায় এমন (জাতক বর্ণনায় অগ্নি-সম্বন্ধীয়)।

কণ্হবিপাক (ক্লী) কুফল, হীনফল, পাপের ফল, পাপের শাস্তি, কুকর্মের ফল। চারিপ্রকার কার্য এবং চারিপ্রকার

কণ্হিকা (স্ত্রী) ১ কর্ণিকা, কর্ণভূষণ, কানতড়কা, কর্ণাভরণ। (দীর্ঘনিকায়) **কণ্হিকা লক্খণ**। ২ পদ্মের ফলত্বক, পদ্মের মধ্যস্থ বীজকোষ, বোঁটা, লেখনী, কুট্টিনী, হস্তের মধ্যাঙ্গুলি, অগ্নিমন্থন বৃক্ষ, অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, অপ্সরাবিশেষ, গোলাপ ফুল, যোনিরোগবিশেষ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পদুমকণ্হিকা**। ৩ মন্দির অথবা প্রাসাদের উপরিস্থ সিঁড়ির কোণ, গৃহের উপরিভাগ বা ঘরের তুলি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কূটাগার কণ্হিকা**। = **গহকূট**। ৪ শস্যাদির আঁটি, গুচ্ছ, মন্দিরের চূড়া আকারে গঠিত গুচ্ছ বা আঁটি। (যৌগিকে) **কণ্হিক কণ্হিকা**। ৫ = **গিরিকণ্হিকা**। ⇒ **গিরিকণ্হিকা**।

কণ্হিকাবদ্ধ (বিণ) আঁটিবদ্ধ, গুচ্ছে আবদ্ধ; (চরিত্রে) চিন্তার বিষয়পুঞ্জ, ভাবনার বিষয়পুঞ্জ (ধর্মপদ অর্থকথা)।

কণ্হিকামণ্ডল (ক্লী) ঘরের ছাদের বা চালের অংশ, ঘরের উপরিস্থ চালের বা ছাদের যেখানে বরগাগুলি আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, ঘরের চালের কোণালি।

কণ্হিকার (পুং) ১ কর্ণিকার, গনিয়ারি গাছ, ছোট সোঁদাল, পদ্মের পাপড়ির অগ্রভাগ। (ক্লী) স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। = **কণিকার**।

কণ্হিকারুক্খ (পুং) ঘরের মূল পাইরের খুঁটি, গাছ বা কাঠের গুঁড়ি যাহা ঘরের চাল বা চূড়া নির্মাণ করিতে ব্যবহার করা হয়।

কণ্হিকালক্খণ (ক্লী) ঘরের তুলি বা চূড়ার লক্ষণ দেখিয়া অথবা কানে পরিহিত অলঙ্কারের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করার বিদ্যা। = **পিলন্ধন কণ্হিকা পি গেহ কণ্হিকা পি বসেন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

কণ্হে ⇒ **কণ্হ** (২)।

কণ্হ (বিণ) ১ কালো বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণের, কালো রঙের, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, মন্দ, অসৎ, অমঙ্গল বা দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর। (বিপ) **সুক্ক**। ⇒ **পঞ্চবন্ন**। ২ আঁধার, অন্ধকার। (বিপ) **আলোক**। (দৃষ্টিজ্ঞানে) **কণ্হসুক্ক**—আঁধার এবং আলো, (বর্ণ ভিন্নতায়) শ্বেত-কৃষ্ণ। (কালো এবং বিষধর অর্থে:—) **কণ্হসপ্প** = **কালসপ্প**—বিষধর সর্প (জাতক অর্থকথা)। **কণ্হ-সীসা**—কালো বর্ণের মস্তকযুক্ত, যাহার মাথার চুল কালো বর্ণের। (জাতক প্রাচুর্য অর্থে:—) **কালকেস**—কালো বর্ণের চুল; **সুকণ্হসীস**—গাঢ় কালো বর্ণের চুল; **সুকণ্হ-কণ্হ-সীস**—অতি গাঢ় কালো বর্ণের চুল; (তুলনীয়) **সুসুকাল**। (সংযুক্ত নিকায়ে অগ্নির কালো শিখা-সম্বন্ধে) **কণ্হ বত্তনিন**। (বিনয়ে কালো বর্ণের উর্বর মাটি-সম্বন্ধে) **কণ্হ-উত্তর**। (অন্ধকার বা দুঃখ-সম্বন্ধে "কণ্হ" অর্থে:—) নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, হতভাগ্য, অভাগা, সমাজে পতিত। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মণো ব সুক্কো বন্নো, কণ্হো অঞ্ঞো বন্নো**। (অন্ধকার বা অসৎ কার্য বা গুণ-সম্বন্ধে) **কণ্হধম্ম** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (জাতক) **কণ্হপটিপদা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্হমগ্গ**। (পুং) ১ একটি কুকুরের নাম। ⇒ **সুনখ**। ২ কালো, কালো বর্ণ, কালো রং, বিষধর সর্প।

ফল, যথা—১ (কার্য সম্বন্ধে) **কণ্হকম্ম** (পাপকর্ম), **সুক্ককম্ম** (পুণ্যকর্ম), **কণ্হ-সুক্ককম্ম** (পাপ ও পুণ্য কর্ম), **অকণ্হ-অসুক্ককম্ম** (পাপহীন ও পুণ্যহীন কর্ম); ২ (ফল সম্বন্ধে) **কণ্হবিপাক** (পাপের ফল), **সুক্কবিপাক** (পুণ্যের ফল), **কণ্হ-সুক্ক-বিপাক** (পাপ ও পুণ্যের ফল), **অকণ্হ-অসুক্কবিপাক** (পাপহীন ও পুণ্যহীন কর্মের ফল)। (বিপ) **সুক্ক বিপাক**।

কণ্হ সপ্প (পুং) কৃষ্ণবর্ণের সর্প বা কালন্তর সাপ, বিষাক্ত কালসর্প, গোখরা সাপ, একজাতীয় বিষধর সর্প। = **কালসপ্প**। ⇒ **সপ্প, কণ্হ** (২)।

কণ্হসীসা ⇒ **কণ্হ** (২)।

কণ্হ-সুক্ক (বিণ) (কার্য বা জাতি-সম্পর্কে) হীন এবং উচ্চ, আঁধার এবং আলোকপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণের এবং শ্বেতবর্ণের, কৃষ্ণ এবং শুভ্র, পাপ এবং পুণ্যের, কালো এবং শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত। ⇒ **কণ্হ** (২), **কণ্হবিপাক**।

কণ্হ-সুক্ক বিপাক (ক্লী) পাপ এবং পুণ্যের ফল, সদাসদ্ কার্যের ফল। (বিপ) **অকণ্হ-অসুক্ক বিপাক**। ⇒ **কণ্হ বিপাক**।

কণ্হস্সপকখ (বিণ) কৃষ্ণপক্ষীয়, কৃষ্ণ বা দুষ্টের পক্ষীয়। = **মারপকখ**। ⇒ **পকখ** [১খ (বিণ)]।

কণ্হা (স্ত্রী) কালো, কৃষ্ণবর্ণ, বিষধর সর্প। = **কণ্হ** (পুং)। (বিণ) কালো রঙের, কৃষ্ণবর্ণের, অন্ধকারময়, অন্ধকার। = **কণ্হ** (বিণ)।

কণ্হ-সুক্ক (বিণ) অসৎ এবং সৎ, দুষ্ট এবং ভালো, কৃষ্ণ এবং শুভ্র, কালো এবং সাদা, অন্ধকার এবং উজ্জ্বল। = **কণ্হ-সুক্ক**। ⇒ **সুক্ক** (বিণ)।

কণ্হাভিজাতিক (বিণ) নীচবংশীয়, হীনজাতিসম্ভূত, অকৌলিক, অকুলীন। (সমার্থবাচক) **কাড়ক-সভাব**।

কণ্হুত্তর (বিণ) [কণ্হ+উত্তর] উপরিভাগে বা বহির্ভাগে কালো বর্ণের, পৃষ্ঠদেশ বা গাত্র কালো রঙের, তলদেশ বা বাহ্যাকার কালো বর্ণের। ⇒ **কণ্হ**।

কত (বিণ) ১ কৃত, পরিপূরিত, সমাপিত, তৈরিকৃত, নির্মিত, করিয়াছে এরূপ, প্রস্তুত করিয়াছে এমন, শেষ করিয়াছে এমন, পরিপূর্ণ করিয়াছে এমন। ⇒ **করোতি**। **কতপাপং**—কৃত পাপ। **কত কুসলং**—কৃতপুণ্য। **কতকম্মং**—কৃতকর্ম। **কতনগর**—নির্মিত নগর বা শহর। (ধর্মপদ) **পাপং মে কতং**—আমার দ্বারা পাপ করা হইয়াছে; **তঞ্চ কম্মং কতং; অট্ঠীনং নগরং কতং**—অস্থি দ্বারা নগর নির্মাণ করা হইয়াছে; **যস্স পাপং কতং কম্মং** (কর্মবাচ্যে)। (দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সূত্রনিপাত) **কতং করণীযং**—যাহা করিবার করা হইয়াছে (তুলনীয়) অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**অহরত**" শব্দে)। (বিনয়) **কতং মযা কল্যাণং অকতং মযা পাপং**। (পেতবত্থু) **অম্হাকং কতা পূজা**—আমাদের দ্বারা পূজা করা হইয়াছে। (বাক্যে) **নহাপকেহি কত পরিকম্মতা**—নাপিত কর্তৃক প্রস্তুতি সমাপ্ত করা হইয়াছে (জাতক); **তেন কত পরিচয**—তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় করা হইয়াছে (বিমানবত্থু অর্থকথা); **তত্থ কত পরিচযতা**—তথায় প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছে (বিমানবত্থু অর্থকথা); (দীর্ঘনিকায়) **তেসং কতপুব্ব**—তৎসমস্ত পূর্বে করা হইয়াছে; (জাতক) **কেন কত**—কে করিয়াছে অথবা কাহার দ্বারা করা হইয়াছে?; (থেরগাথা) **কতমত্ত**—মাতাল বা প্রমত্ত করা হইয়াছে এমন; (জাতক) **চিরকত সংসগগ**—দীর্ঘদিনের সংসর্গযুক্ত, দীর্ঘদিন একত্রে বাস করা হইয়াছে এমন। ২ তৈরি, প্রস্তুতকৃত, কর্ষিত, শিক্ষিত, নিপুণ। (**সু, দু** সংযোগে) **সুকত, দুক্কত**। (সময় জ্ঞাপনে:—বিশেষত আহারের সময় জ্ঞাপনে) **কত-অন্ন-কিচ্চ**—ভোজন করিয়া, আহার কার্য শেষ করিয়া। (জাতক) **কত-ভত্ত-কিচ্চ**—আহারের পর, খাওয়ার পর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কত-পুরেভত্ত-কিচ্চ**—প্রাতে পূর্বকৃত্য শেষ করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কতপাতরাস**—প্রাতরাশ আহার করিয়া, প্রাতঃকালীন ভোজন করিয়া; **অকত পাতরাস**—প্রাতঃকালীন ভোজন না করিয়া। (জাতক) **কত পাতরাস ভত্ত; কত অনুমোদন**—অনুমোদন করিয়া, (আহার দানের জন্য) প্রশংসাদি করিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কত-ভত্ত-অনুমোদন**—ভুক্তানুমোদন বা আহার-সম্বন্ধীয় দানের উপকারিতা ও সন্তুষ্টি বর্ণনা করিয়া। **কত ওবাস**।

কতং (ক্লী) যাহা করা হইয়াছে তাহা, কৃতকর্ম, যে কাজ করা হইয়াছে। **কতস্স অপ্পটিকারক**—পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান না করার কার্য, বিনিময় না করার কার্য, পরিবর্তন না করার কার্য। **কতং অনুকরোতি**—পূর্বকার্যের অনুকরণ করা, যে কাজ করা হইয়াছে উহার অনুকরণ করা, কৃতকার্যের অনুরূপ কার্য করা।

কত অন্নকিচ্চ = **কত ভত্তকিচ্চ**। ⇒ **কত ভত্তকিচ্চ, কত** (২)।

কতক (ক্লী) (স্নানের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত) সম্মার্জনী, ঘর্ষণকারী।

কতকম্ম (বিণ) অভ্যাসকৃত, অভ্যস্ত, নিপুণ, দক্ষ, কাজ করিয়াছে এমন, কার্য বা নিয়ম করিয়াছে এমন, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এমন। **কতকম্ম চোর**—যেই চোর বা ব্যক্তি চুরি করিয়াছে; **অকতকম্ম চোর**—যেই চোর চুরি কার্য করিতে পারে নাই (বিশুদ্ধিমার্গ)। (ক্লী) কর্মকৌশল, কৃতকর্ম, পূর্ব পূর্বজন্মে সম্পাদিত কার্য, যেই কাজ করা হইয়াছে, করা হইয়াছে এরূপ কর্মের বা কার্যের ফল। (জাতক) **কতকম্ম চোর**—এইমাত্র চুরি করিয়া আসিয়াছে এমন চোর। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কতকম্মা চোরা অকতকম্মা চোরা**—চুরি করিয়াছে চোরগণ এবং চুরি করে নাই চোর গণ। **চোরেহি কতকম্ম**—চোরগণ কর্তৃক কৃতকর্ম।

কত করণীয—যাহা করিবার তাহা করিয়া, করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া, পূর্ণজ্ঞান বা অর্হত্ব প্রাপ্তির অবস্থা। **অরহং খীণাসবো বুসিত ওহিতভারো** (মধ্যম নিকায়)।

কতকল্যাণ (ক্লী) যাহা মঙ্গলজনক করা হইয়াছে, ধার্মিক

চরিত্র, সাধুচরিত্র। (বি-ভা) **কত কল্যাণ কতকুসল** ইত্যাদি।= **কতূপকার**। ⇒ **কল্যাণ**। (বিণ) উপকারী, হিত্যাকারী, কল্যাণকারী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

কতকাল (বিণ) সময় গত করিয়াছে এমন, (প্রেতগণের) সময় অতীত করা হইয়াছে এরূপ, মৃত, মরিয়া গিয়াছে এমন। **পেতে কতকালে**—প্রেতগণ গত হইলে বা মরিয়া গেলে। (তুলনীয়) **কাল**।

কতকিচ্চ (ক্লী) ১ কৃতকার্য, সম্পাদিত কার্য। ২ সাধনা-সম্বন্ধীয় যাহা করিবার আছে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন এমন মহাপুরুষ অর্থাৎ অর্হৎ। (বিণ) কৃতকৃত্য, কৃত সম্পাদিত, যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদিত, কর্তব্য কর্ম সম্পাদিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত। (সাধারণত যৌগিকে) **কতকিচ্চ অনাসব**—কৃতকৃত্য অনাসব অর্থাৎ আসক্তি-হীন অর্হৎ। (নেত্তি) **কতকিচ্চানি হি অরহতো ইন্দ্রিযানি**।

কতকিচ্চতা (স্ত্রী) অর্হত্বের পূর্ণতা, অর্হত্ব, কৃতকার্যতা।

কতকিব্বিস (বিণ) অসৎ, অসৎকর্মী, দুশ্চরিত্রের। (পুং) দোষীব্যক্তি, অপরাধী, পাপীলোক, প্রেতলোকে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সত্ত্বগণ।

কতকুসল (বিণ) পুণ্যবান, সৌভাগ্যবান।⇒ **কতকল্যাণ**।

কতগ্‌গহ(বিণ, পুং) [কত+গহ] কৃতলোভী, কৃতার্জনকারী, সুকৃতকর্মের সুফল অর্জনকারী বা লোভী। = **কটগ্‌গহ**।

কতচিত্ত কম্ম (বিণ) সজ্জিত, ভূষিত, চিত্রবিচিত্র, চিত্রকর্ম করা হইয়াছে এরূপ।

কতচীবর—চীবর তৈরি করিয়া, চীবরের শেষ কার্য হইবার পর।

কতজাতি হিঙ্গুলিক (বিণ) সমাপ্ত, পবিত্র সিন্দূর দ্বারা সজ্জিত বা চিত্রবিচিত্র।

কতজানিয = **কতরূপ**। ⇒ **কতরূপ**।

কতঞ্ঞাণ (ক্লী) কৃতজ্ঞান, করা হইয়াছে বলিয়া জানা। ⇒ **অরিয সচ্চ**।

কতঞ্জলি (বিণ) [কত+অঞ্জলি] (নমস্কার-সম্বন্ধীয়) কৃতাঞ্জলি, বদ্ধাঞ্জলি, নমস্কার করিবার জন্য দুই হাত উঠাইয়া জোড় করিয়াছে এমন।

কতঞ্জলিন = **কতঞ্জলি**। ⇒ **কতঞ্জলি**।

কতঞ্জলী = **কতঞ্জলি**। ⇒ **কতঞ্জলি**।

কতঞ্ঞু (বিণ) কৃতজ্ঞ, কেহ উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহা চিরকাল মনে রাখিয়া উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া প্রত্যুপকারের চেষ্টা করে, উপকারকের সহিত সদ্ব্যবহারকারী, উপকারেচ্ছু, দয়ালু, ভদ্র। (যৌগিকে) **কতঞ্ঞু কতবেদিন**—উপকারের জন্য অথবা অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞ এবং মনোযোগী (সংযুক্ত নিকায়)।

কতঞ্ঞুতা (স্ত্রী) কৃতজ্ঞতা, উপকার স্মরণ বা স্বীকারকরণ, সাধ্যানুসারে উপকারীর হিতচিন্তা বা অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা, উপকারকের সহিত সদ্ব্যবহার করণ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **কতস্স জাননতা**। (খুদ্দকপাঠ) **কতঞ্ঞুনা, কতঞ্ঞুতা**। (যৌগিকে) **কতঞ্ঞুতা কতবেদিতা** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **কতঞ্ঞূ কতবেদিতা**।

কতঞ্ঞূ (বিণ) = **কতঞ্ঞু**। **কতঞ্ঞূ**।

কতত্ত (ক্লী) কর্মজত্ব, কৃতকর্ম, যাহা করিয়াছে তাহার ফল, কর্মফল, যাহা করিয়াছে, কৃতকার্য। (অপাদান কারকে) **কতত্তা**। (বিণ) আত্ম অধিকারভুক্ত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রশান্ত, স্থির, ধীর, শান্ত, বিনীত, দমিত। (ক্রি-বিণ) জন্য, হেতু, যে কোন হেতুতে বা কারণে।

কতত্তা ⇒ **কতত্ত**।

কতত্থ (বিণ) [কত+অত্থ] অর্থ উপার্জিত, ধনলব্ধ। (ক্লী) উপার্জিত অর্থ, লব্ধধন, প্রাপ্ত টাকা পয়সাদি সম্পত্তি।

কতথব্ব (বিণ) স্তব্ধকৃত, দৃঢ়ীকৃত, নিষ্ঠুর, নির্দয়, সহানুভূতিহীন। ⇒ **অকত কল্যাণ**।

কত দণ্ডকম্ম (বিণ) দণ্ডকর্ম করা হইয়াছে এমন, দণ্ডকর্ম দ্বারা পীড়িত বা শাস্তি প্রাপ্ত। = **দণ্ডাযিত**।

কতন (ক্লী) মন্দকার্য, অসদাচরণ, অনিষ্টসাধন, অন্যায়করণ বা অহিতকরণ, ক্ষতিকরণ। (তুলনীয়) **কটন**। (জাতক) **যম মে অক্‌খাসি কতনং কতং**।

কত নামধেয (বিণ) নামের, নামপ্রাপ্ত, নামে ডাকা হইয়াছে এমন, নামকৃত, নাম আছে এমন, নাম প্রদত্ত, নাম দেওয়া হইয়াছে এমন, নামধেয়।

কতনিক্‌খিমন (বিণ) অভিনিষ্ক্রান্ত, নিষ্ক্রমণ বা অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছে এমন, সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছে এমন। = **নিক্কামিন**। ⇒ **অভিনিষ্ক্রমন**।

কতনিস্‌সম (বিণ) অপরিশ্রান্ত, সাহসী, অবিশ্রান্ত, সাহসিক, নির্ভীক, বীরোচিত।

কতপচ্চুগ্‌গমন (বিণ) সহসা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে এরূপ, প্রত্যুদ্গমন করিয়াছে এমন, অভ্যর্থনার জন্য অগ্রে গমন করিয়াছে এমন, অগ্রে গমনপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়াছে এমন।

কত পটিসন্থার (বিণ) অনুগ্রহের সহিত প্রাপ্ত, দয়াবশত প্রাপ্ত।

কতপণিধান (বিণ) প্রণিধান করিয়া, মনোনিবেশের সহিত, মনের একাগ্রতার সহিত, ধ্যান করিয়া, প্রযত্ন করিয়া, সমাধি দ্বারা দৃষ্টি করিয়া, যোগ বা সমাধি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত কর্মের ফল ত্যাগ করিয়া, (বুদ্ধত্ব লাভের জন্য) স্থির সময় হইতে প্রচেষ্টা করিয়া।

কত পরপ্পবাদ (বিণ) অপরের সহিত কলহে অভ্যস্ত, বিতর্কে অভ্যস্ত, বিবাদপ্রিয়।

কত পরিকম্মতা (স্ত্রী) প্রস্তুতি, যাহা সমাপ্ত করা হইয়াছে। ⇒ **কত**।

কতপরিগ্‌গহ (বিণ) দার পরিগ্রহ করিয়া, বিবাহ করিয়া, বিবাহ করিয়াছে এমন, বিবাহিত, স্ত্রীপরিগৃহীত। ⇒ **পরিগ্‌গহ** (৪)।

কত পরিচয (বিণ) পরিচয়কৃত, পরিচয় করিয়াছে বা

পরিচিত হইয়াছে এমন, পরিচয় করিয়া, পরিচিত, প্রত্যক্ষ পরিচয় করা হইয়াছে এমন। ⇒ **কত, পরিচয** (বিণ)।

কত পরিচযতা (স্ত্রী) প্রত্যক্ষ পরিচয়, সাক্ষাৎ পরিচয়, পরিচয়, জানাশোনা।

কত পরিত্ত (বিণ) রক্ষামন্ত্র বা রক্ষাকবচ গ্রহণ বা ধারণ করা হইয়াছে এমন, কবচধারী, পরিত্রাণ বা মুক্তির জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য করণীয় কার্যসমূহ সমাপ্ত করিয়াছে এমন।

কত পরিযোসিত (বিণ) সম্পাদিত, সমাপিত, সমাপ্ত, প্রস্তুত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তৈরি হওয়ার পর।

কতপাতরাস (বিণ) প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া, প্রাতঃকালীন ভোজন করিয়া, প্রাতরাশ ভোজন করার পর, সকালে ভোজনের পর। (জাতক) **কতপাতরাসভত্ত**। ⇒ **পাতরাস**।

কতপাপ (বিণ) কৃতপাপ, পাপী, পাপকার্যকারী, পাপকর্মী। (পেতবত্থু) **কতপাপ অকত কল্যাণ**।

কতপাপকম্ম (ক্লী) কৃত পাপকর্ম, পাপকার্য করিয়া, পাপকর্ম করিবার পর, পূর্ব পূর্ব জন্মের সম্পাদিত বা সঞ্চিত পাপকর্ম।

কতপিট্‌ঠ—চাউলের গুঁড়ায় বা আটা দ্বারা প্রস্তুত পিঠা বা রুটি পরটাদি।

কত-পীতি-পবোধন (বিণ) হৃদয়ঙ্গম কৃত, জ্ঞাত। = **পবোধন** (বিণ)।

কতপুঞ্ঞ (বিণ) কৃতপুণ্য, পুণ্যবান, পুণ্যকার্য করিয়াছে এমন (ব্যক্তি), পুণ্যকার্য করিয়া, সৎকার্য করিয়া। (পুং) সৎলোক, ধার্মিক পুরুষ।

কত পুঞ্ঞতা (স্ত্রী) কৃতপুণ্য, সৎকর্মের ফল, কৃতপুণ্যের ফল, পূর্ব পূর্ব জন্মে সম্পাদিত পুণ্যের ফল।

কতপুব্ব (বিণ) কৃতপূর্ব, পূর্বে করা হইয়াছে এমন। ⇒ **কত**।

কতফণ (বিণ) ফণাধারী (সর্প), ফণা ধরিয়াছে এমন।

কতবহুকার (বিণ) বহুকৃতকারী, বহু কার্য করিয়াছে এমন, উপকারার্থে অনেক কার্য করিয়াছে এমন, অতিশয় অনুকম্পাকারী, খুব অনুগ্রহকারী, দয়াবান।

কতবুদ্ধ কিচ্চ (বিণ) বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়া, বুদ্ধ হইবার জন্য যাহা করণীয় কর্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়া অথবা সম্পাদন করিয়াছেন এমন, বুদ্ধকৃত্য সম্পাদনকারী।

কতবুদ্ধি (বিণ) বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধি করিয়াছে এমন, চালাক, চতুর, নিপুণ, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত।

কত ভত্তকিচ্চ (বিণ) আহার করিয়া, আহারের পর, ভাত খাইয়াছে এমন, যে ব্যক্তি ভোজনকৃত্য সমাপণ করিয়াছে, আহার করিয়াছে এমন, আহারের পর, খাওয়ার কার্য শেষ করিয়া। = **কত অন্নকিচ্চ, ভুত্তবত্ত**। ⇒ **কত** (২), **ভত্তকিচ্চ**।

কতভদ্দক (বিণ) উপকার করা হইয়াছে এমন, মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে এমন, সৎকার্য করা হইয়াছে এমন।

কতভাব (পুং) কৃতকার্য, করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা, করা হইয়াছে এরূপ কার্য, কৃতভাব, সমাপ্তি, ঘটনা, সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্নকার্য।

কতভিনীহার (বিণ) [কত+অভিনীহার] উচ্চাকাঙ্ক্ষাকৃত। ⇒ **অভিনীহার**।

কতভীরুট্‌ঠান (বিণ) নির্ভরযুক্ত স্থান করিয়াছে এমন, নির্ভয়যুক্ত স্থান করিয়াছে এমন, নিরাময় স্থান করিয়াছে এমন, উপকারী, আশ্রয়দাতা। ⇒ **কতকল্যণ**। (ক্লী) আশ্রয়, নিরাপত্তা, নিরাপদ স্থান, নিরাসঙ্ক স্থান।

কতভূমিকম্ম—পুণ্যার্থে পরিষ্কারাদি ভূমিকার্য করা হইয়াছে এরূপ, পুণ্য কামনায় ভূমি পরিষ্কারাদি আবশ্যকীয় কার্য করিয়াছে এরূপ।

কতম (বিণ) যাহা, যেগুলি, যেটি, যাহারা, কি, কে, যত তত, যাহা সেই, কত, যাহা তাহা, তাহা যাহা, কোন কোনটি, (অধিক জিনিসের মধ্যে) কোনটা কোনটা, কোনটা, কোনটি, কোন, কিরূপে। (বিনয়) **কতমেন মগ্‌গেন আগতো**? (দীর্ঘনিকায়) **কতমো সো অত্ত-পটিলাভো**?

কতমং পণ—কয় প্রকার? কয়টি? কতটি? ⇒ **পন** (২)।

কতমচ্ছুকম্ম (বিণ) দাড়ি কামাইয়া, দাড়ি কামাইয়াছে এমন, দাড়ি কামাইবার পর। (জাতক) **কত মচ্ছুকম্মকরণ**।

কতমত্ত (বিণ) মাতাল করা হইয়াছে এমন, মাতাল করিয়া। ⇒ **কত**।

কতমত্তে (অধিকরণ কারক, ক্রি-বিণ) (কিছু) সমাপ্ত হওয়ার পর, শেষ করা মাত্রই, সমাধা করিবার পরমুহূর্তে, করিবার পর, করিবার মাত্রই।

কতমরণ (বিণ) মরিবার পর, মরিয়া, মরিলে, মৃত।

কতমল্লক (বিণ) সংগঠিত দাঁতের, পিঠ বা পৃষ্ঠদেশ আঁচড়ানি, যাহার দ্বারা পিঠ আঁচড়ানো বা চুলকানো যায়।

কতমেন (ক্রি-বিণ) কোন পথে? কোন পথ দিয়া? কিরূপে? কেমনে? **কতমেন মগ্‌গেন**—কোন পথ ধরিয়া বা কোন পথে?

কতযোগ্‌গ (বিণ) উত্তমরূপে অভ্যস্ত, উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত, কাজে লাগাইবার যোগ্য করা হইয়াছে এমন, শিক্ষিত, কর্মক্ষম, কার্যকর, উপকারী। ⇒ **যোগ্‌গা**।

কতর (বিণ) (দুইটির মধ্যে) কোনটি? (জাতক) **কতরং উপদ্দবং ন করেয্য**? (যৌগিকে) **কতরগেহ**? **কতরগন্ধং**? **কতরাদিবসং**? **কতরনগরতো**—কোন নগর হইতে? (ধর্মপদ অর্থকথা) **কতর নাম**? (বিণ) **কতরং নাম**—কি নামের? (জাতক) **কতরস্মিং মগ্‌গে**—কোন পথে? কিরূপে? কেমনে?

কতরূপ (বিণ) স্বভাবকৃত, স্বাভাবিককৃত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা হইয়াছে এরূপ, স্বভাবসিদ্ধভাবে করা হইয়াছে

এরূপ। (জাতক বর্ণনায়) **কতজানিয, কত সভাব**।

কতলুদ্দ (বিণ) নিষ্ঠুর, হিংস্র, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, নির্দয়, ভীতিজনক, ভয়ানক।

কতলুদ্ধ (বিণ) লোভী, লোভপরায়ণ, আসক্ত, অনুরক্ত।

কতবিনাসক (বিণ) বিনষ্টকারী, অনুপকারী, অনিষ্টকারী।

কতবিস্সাস (বিণ) বিশ্বস্ত, আস্থাবান, বিশ্বাসকৃত, বিশ্বাস্য, বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য।

কতবেণী (বিণ) কৃতবেণী, বেণী করা হইয়াছে এমন, চুল আঁচড়াইয়া বেণী করা বা খোপা বাঁধা হইয়াছে এমন।

কতবেদিতা (স্ত্রী) কৃতজ্ঞতা, উপকার স্মরণ বা স্বীকারকরণ, সাধ্যানুসারে উপকারীর হিতচিন্তা বা অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টাকরণ, উপকারকের সহিত সদ্ব্যবহার-করণ। ⇒ **কতঞ্ঞুতা**।

কতবেদিন (বিণ) কৃতজ্ঞ, মনোযোগী। = **কতঞ্ঞু, কতবেদী**।

কতবেদী (বিণ) কৃতজ্ঞ, উপকারকের সহিত সদ্ব্যবহারকারী, কেহ উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহা চিরকাল মনে রাখে এবং উপকারীর অনিষ্ট নিবারণের এবং প্রত্যুপকারের চেষ্টা করে। = **কতবেদিন**।

কতসংসগ্গ (বিণ) কৃতসংসর্গ, সংসর্গ করা হইয়াছে এমন, একত্রে বাস করা হইয়াছে এমন, ঘরোয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ, সংসর্গযুক্ত, সুপরিচিত, সচরাচর ঘটিত। ⇒ **কত**।

কতসক্কার (বিণ) সৎকারপ্রাপ্ত, অতিথি সৎকার করা হইয়াছে এরূপ, সম্মানপ্রাপ্ত, সম্মান করা হইয়াছে এরূপ, সৎকারকৃত, সম্মানিত, পূজিত, পূজাপ্রাপ্ত, পূজা করা হইয়াছে এমন।

কতসঙ্কেত (বিণ) পূর্বের সঙ্কেতমতো, সঙ্কেত করা হইয়াছে এরূপ, চুক্তিবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ, একমতের। (ক্লী) পূর্বে যেরূপ সঙ্কেত করা হইয়াছে, পূর্বপ্রদত্ত সঙ্কেত, পূর্বসূত্র, পূর্বনিয়ম, পূর্বপ্রথা, পূর্বচিহ্ন, পূর্বলক্ষণ।

কতসঙ্গত (বিণ) সংগ্রহকৃত, সংগ্রহ করিয়া একস্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে এমন, সংগৃহীত। (পুং) যে ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক লেখার অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

কতসভাব = **কতরূপ**। ⇒ **কতরূপ**।

কতসন্নাহ (বিণ) বর্ম পরিহিত, বর্ম ধারণ করিয়াছে এমন, যুদ্ধসজ্জা পরিহিত, যুদ্ধসজ্জা পরিধান করিয়াছে এমন।

কতসিক্খ (বিণ) শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত।

কতস্সম (বিণ) শ্রমকৃত, পরিশ্রম করিয়া করা হইয়াছে এমন, শ্রম করা হইয়াছে এরূপ।

কতহত্থ (বিণ) কৃতহস্ত, সিদ্ধহস্ত, অভ্যস্ত হস্ত, (তীরন্দাজের) অভ্যস্ত, হাতের অভ্যাস করিয়াছে এমন, চতুর, দক্ষ, নিপুণহস্ত। (তুলনীয়) **কতূপাসন**। ⇒ **হত্থ** (১)।

কতহত্থিক—কৃত্রিম হস্তী, খেলার পুতুলস্বরূপ হস্তী।

কতাকত (বিণ) [কত+অকত] কৃত এবং অকৃত, তৈরিকৃত এবং স্বাভাবিক, যাহা করা হইয়াছে আর যাহা করা হয় নাই এমন। (বিনয়) **কতাকত যূস; কতাকতং**।

কতাকতং [কতং+অকতং] যাহা করা হইয়াছে আর যাহা করা হয় নাই, যাহা করা হইয়াছে আর যাহা ফেলিয়া রাখিয়াছে। (ধর্মপদ) **কতানি অকতানি চ**—যেই কার্য করা হইয়াছে আর যেই কার্য করা হয় নাই, কৃতকার্য আর অকৃতকার্য, সম্পন্ন এবং অসম্পন্ন কার্য।

কতাগস (বিণ) পাপী, পাপকারী, পাপকর্মী।

কতাধিকার (বিণ) [কত+অধিকার] উদ্যোগী, যত্নশীল, প্রচেষ্টাকারী, আর্য অষ্টাঙ্গিক পথে গমনে উদ্যমশীল, সত্যপথে গমনে চেষ্টাকারী, অধিকারপ্রাপ্ত, সঙ্কল্পিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষিত। = **কতাভিনীহার**।

কতানুগগহ (বিণ) [কত+অনুগ্গহ] অনুগ্রহকৃত, সাহায্যকৃত, অনুগ্রহ বা দয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে এমন, সাহায্য প্রদত্ত, সহায়তা প্রদত্ত, অনুগৃহীত।

কতাপরাধ (বিণ) দোষী, অপরাধকারী, অপরাধী, অপরাধ করিয়াছে এমন।

কতাভিনিবেস (বিণ) [কত+অভিনিবেস] অভিনিবেশ সহকারে যে ব্যক্তি শিক্ষা করে, একাগ্র মনে বা মনোযোগের সহিত যে ব্যক্তি শিক্ষা করে, যে ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বা স্থিরসঙ্কল্প, মনোযোগী, মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। = **কতাভিনীহার**।

কতাভিনীহার (বিণ) [কত+অভিনীহার] (বুদ্ধত্ব লাভের জন্য) যিনি স্থিরসঙ্কল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, (কোন কাজের জন্য) ঝুঁকি লইয়াছে এমন। = **কতাধিকার, কতাভিনিবেস**।

কতাভিসেক (বিণ) [কত+অভিষেক] অভিষিক্ত, অভিষেক করা হইয়াছে এমন, উৎসর্গ বা পবিত্র করা হইয়াছে এরূপ, উৎসর্গীকৃত।

কতাবকাস (বিণ) [কত+অবকাস] অবকাশ পাইয়া, অবকাশ করিয়া, সুযোগ করিয়া, ছুটিপ্রাপ্ত, অভিভূত, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশিত। = **কতোকাস, অবকাস**। ⇒ **অবকাস** (১)। (পুং) আবির্ভাব হওন, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশকরণ।

কতি (বিণ) কতিপয়, কয়টি, কতটি, কতেক, কতকগুলি। (বিনয়) **কতিসিক্খাপদানি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কতিসঙ্গাতিগ**—কয়টি আসক্তিকে জয় করিয়া অথবা কয়টি আসক্তিকে জয় করা হইয়াছে?

কতিকা (স্ত্রী) ১ চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত, নিয়ম, নিয়মপত্র, একবার নামা, সন্ধি। (সাহিত্যে) **কাতিকা**। ২ কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্পকরণ, গল্প বলা, কথাবলা, আলাপ, গল্প। **অধম্মিকা কতিকা**। (তুলনীয়) **কথা, কথিকা**। (বিনয়) **কতিকাকতিকং করোতি**—শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, সন্ধিবদ্ধ হওয়া, সন্ধি করা, চুক্তি করা। (যৌগিকে) **কতিকাবত্ত**।

কতিকাবত্ত (ক্লী) সন্ধি, চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত। (ধর্মপদ) **কতিকবত্তং করোতি**—সন্ধিসূত্রে বা চুক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া। (জাতক) **কতিকাবত্তং ভিন্দতি**—

চুক্তিভঙ্গ করা। (বিনয়) **কতিকাবত্তং সণ্ঠাণ**—সন্ধি বা চুক্তিতে প্রবেশকরণ।

কতিত গোময়—সিদ্ধ করা গোবর। = **কঠগোময়, ছকণকা**। ⇒ **পক্কট্‌ঠী**।

কতিন্দিয়—ইহা ভুল শব্দ এবং "**কতিন্দ্রিয়**" শব্দই হইবে। ⇒ **কতিন্দ্রিয়**।

কতিন্দ্রিয় (বিণ) ইন্দ্রিয় বিষয়ে দমিত বা শিক্ষিত, শান্ত-ইন্দ্রিয় সম্পন্ন, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত বা দমিত হইয়াছে, শান্তিন্দ্রিয়।

কতিপয় (বিণ, বহুবচন) কতিপয়, কিয়ৎ সংখ্যক, কতকগুলি, কতেক, কতক, কিছু, মাঝারি। = **অপ্পকে** (পেতবত্থু); (একবচনে) **অপ্পক**।

কতিপয়বারে—কয়েকবারে, কয়েক সময়ে, কতিপয় সময়ে।

কতিপাহ (ক্লী) কয়েকদিন, সামান্য কয়েকদিন।

কতিপাহং (ক্রি-বিণ) [কতিপয়+অহং] কতিপয় দিবসের জন্য, কয়েক দিনের জন্য। (করণ কারকে) **কতিপাহেন**--কয়েক দিনের মধ্যে। (জাতক) **কতিপাহচ্চযেন**।

কতিপাহচ্চযেন—কয়েক দিন পর, কয়েক দিন থাকিয়া। = **দ্বীহ তীহ অচ্চযেন**। ⇒ **দ্বীহ তীহ**।

কতিপাহেন (ক্রি-বিণ) ⇒ **কতিপাহং**।

কতিম (পুং) (যৌগিকে) **কতিম পক্খস্‌স**—পক্ষকালের মধ্যে যে কোন দিন, অর্ধমাসের মধ্যে কোন দিন, পক্ষকাল বা পনের দিনের মধ্যে কোন দিন (বিনয়)।

কতিমী (স্ত্রী) = **কতিম**। ⇒ **কতিম**। **কতিমী পক্খস্‌স**।

কতিবস্‌স (বিণ) ১ কয়েক বৎসর ধরিয়া, কত বৎসর? কত বৎসর বয়স? ২ (ভিক্ষুদের উপসম্পদা লাভের বয়স সম্বন্ধে) কত বর্ষা, কত বর্ষাবাস গত হইয়াছে? কত বর্ষাবাসের (ছোট বা বড়)? কত বর্ষার (ছোট বা বড়)?

কতিবিধ (বিণ) [কতি+বিধ] কত প্রকারের? কত রকমের? কতবিধ?

কতিসঙ্গাতিগ ⇒ **কতি**।

কতিহং [কতি+অহং] কয়দিন, কতদিন (অর্থাৎ আমি আর কতদিন?)।

কতুপাসন = **কতূপাসন**। ⇒ **কতূপাসন**।

কতুস্‌সাহ (বিণ) উদ্যোগী, উদ্যমশীল, উৎসাহী, বলবান, প্রাণবান।

কতূপকার (পুং) কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার, কৃত উপকার, কৃতুপকার, কাহাকে সাহায্য করা, যাহাকে যে উপকার করা হইয়াছে। = **কতকল্যাণ**। (বিণ) উপকার করা হইয়াছে এমন, সাহায্য করা হইয়াছে এমন, সহায়তা প্রদত্ত, অনুকম্পাকৃত, মিত্রের ন্যায় সাহায্য করা হইয়াছে এমন।

কতূপাসন (বিণ) নিপুণ, দক্ষ, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, চতুর। (মধ্যম নিকায় বর্ণনায়) **কতূপাসন ধনুবিজ্জায**।

কতে (ক্রি-বিণ) পক্ষে, খাতিরে, কাহারও পক্ষে, কাহারও বদলে, জন্য। (কর্মকারকে) **মংকতে** (জাতক)। (সম্বন্ধ পদে) **মংসস্‌স কতে** (জাতক)।

কতোকাস (বিণ) [কত+ওকাস] সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, কাজে অবসর করিয়া বা পাইয়া, ছুটি লইয়া, অনুমতি গ্রহণ করিয়া বা পাইয়া, কিছু বলিবার সময় পাইয়া। ⇒ **ওকাস** (৩)।

কত্ত (বিণ) = **কত্ত**। ⇒ **কত্ত** (২)। "**কত্ত**" শব্দ কেবল "**পরিকত্ত**" শব্দের সহিত যৌগিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। ⇒ **কত্ততি**।

কত্তপাহ = **কতিপাহ**। ⇒ **কতিপাহ, কতিপাহং**।

কত্তব্ব (বিণ) করিবার যোগ্য, করিতে হইবে এরূপ, করা উচিত, কর্তব্য, করিবার উপযুক্ত, সম্পন্ন করিতে হইবে এরূপ, করা কর্তব্য বা উচিত, করা যাইতে পারে এরূপ। = **কাতব্ব**। (ক্লী) কর্তব্যকার্য, কর্তব্য, বাধ্যতা, বশ্যতা, সামরিক কার্য, ধর্ম, বাধ্যবাধকতা, যাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

কত্তব্বক (ক্লী) কর্তব্য, কর্তব্যকার্য, কার্যের ভার, অন্য কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্য, কাজ, শ্রম, নির্দিষ্ট পাঠ।

কত্তব্বকরণং (ক্লী) কর্তব্যকার্যকরণ, যাহা করিবার তাহা করণ। = **কত্তব্বত্তং**।

কত্তব্বতা (স্ত্রী) যোগ্যতা, উপযুক্ততা, কর্তব্য, কর্তব্যকাজ, যাহা নিশ্চিত করিতে হইবে, করিবার উপযুক্ততা, করিবার যোগ্যতা। **ইতি কত্তব্বতায**—কারণ আমাকে ইহা এরূপে করিতে হইয়াছিল।

কত্তব্বত্তং = **কত্তব্বকরণং**। ⇒ **কত্তব্বকরণং**।

কত্তব্বযুত্তক (ভ-বিণ) করিবার উপযুক্ত, করিবার যোগ্য, কর্তব্যযুক্ত, উপযুক্ত কর্তব্য, কর্তব্যের উপযুক্ত। = **কাতব্বযুত্তক**। ⇒ **যুত্তক**। (ক্লী) কর্তব্য, কর্তব্যকার্য। = **কত্তব্ব** (ক্লী)। (তুলনীয়) **কাতব্ব**।

কত্তব্বাকত্তব্ব (বিণ) [কত্তব্ব+অকত্তব্ব] কর্তব্য এবং অকর্তব্য, যাহা করা উচিত এবং যাহা করা অনুচিত, যাহা করিবার আর যাহা না করিবার। (ক্লী) কর্তব্য এবং অকর্তব্য, কর্তব্যকার্য এবং অকর্তব্যকার্য, করিবার যোগ্য কার্য এবং করিবার অযোগ্য কার্য।

কত্তর (পুং) প্রস্তুতকারক, যে করে সেই ব্যক্তি, নির্মিতা, কারক। (বি-ভা) **কত্তর করোতি = পঞ্হং করোতি**—প্রশ্ন করা। (সম্বোধন পদ) **কত্তে**। (কর্তৃকারক) "**কত্তরকত্তা**" শব্দের পরিবর্তে "**কত্তরকত্ত**" (**সল্লকত্ত** শব্দে)। = **কত্তা**। (বিণ) অতি ছোট, ক্ষুদ্র।

কত্তরদণ্ড (পুং) ১ ছড়ি, লাঠি, যষ্ঠি, (সন্ন্যাসীদের) যষ্ঠি। ২ গমন, পার হওন, পথ, রাস্তা, প্রবেশ পথ, গমনাধিকার, বিধিবদ্ধকরণ, (গাড়ির) ভাড়া, পর্যটন, ঘটনা, পুস্তকাদির ক্ষুদ্র অংশ।

কত্তরযট্‌ঠি (স্ত্রী) ভিক্ষুদের লাঠি, দরিদ্র বা ভিক্ষাজীবীর যষ্ঠি। = **কত্তরদণ্ড**। ⇒ **যট্‌ঠি** (২)।

কত্তররথ (পুং) পুরাণ রথ, পুরাতন শকট, জীর্ণ গাড়ি।

কত্তরসুপ্প (পুং) কুলা, তুষ ঝাড়িবার ঝুড়ি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কত্তরসুপ্পে পক্খিপিত্বা সঙ্কার-কূটে ছড্ডেহি।**

কত্তরি (স্ত্রী) কাঁচি, বড় কাঁচির মতো যন্ত্র, সাঁড়াশি, (কাঁকড়ার পায়ের কাঁচির মতো) সাঁড়াশি।

কত্তরিকা (স্ত্রী) ছুরি, কাঁচি। = **কত্তরি**।

কত্তরী (স্ত্রী) = **কত্তরি**। ⇒ **কত্তরি**।

কত্তা (পুং) ১ (ব্যাকরণে) কর্তৃকারক, ক্রিয়া সম্পাদক বা প্রযোজক পদ। ২ কর্তা, কার্যকারক, স্বামী, প্রণেতা, ক্রিয়ানুকূল, নির্মাতা, কৃতিমান ব্যক্তি, প্রভু, অধ্যক্ষ। **পঞ্হকত্তা**—প্রশ্নকর্তা, প্রশ্নকারক, প্রশ্নকারী। **মন্তানং কত্তারো**—মন্ত্রকর্তা, মন্ত্রপ্রণেতা। (যৌগিকে) **রাজ-কত্তারো (কত্তারো)** যাহারা রাজপদে অভিষিক্ত করে বা রাজা করে তাহারা। **কত্তা হোতি নো ভাসিতা**—সে কাজের লোক কথার নহে। ৩ (কর্মকারকে) যে ব্যক্তি (ভালোমন্দ) কিছু করে। **কত্তা ইট্ঠং করোতি = কতএ্ঞ্ঞু। কত্তা অনিট্ঠং করোতি = অকতএ্ঞ্ঞু।** (অর্থকথা বর্ণনায়) **কত**। ৪ রাজ কর্মচারী, রাজকর্মী, রাজার কার্যকারক। = **কত্তর**। ⇒ **খত্তর**।

কত্তিক (পুং) মাসের নাম, কার্তিক মাস, আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস। ⇒ **মাস** (১)।

কত্তিক চাতুমাসিকা (স্ত্রী) শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিকা পূর্ণিমা পর্যন্ত—এই চারিমাসকে **"কত্তিক চাতুমাসিকা"** বলা হয়।

কত্তিক চাতুমাসিনী (স্ত্রী) = **কত্তিক চাতুমাসিকা**। ⇒ **কত্তিক চাতুমাসিকা**।

কত্তিক তেমাসিকা (স্ত্রী) শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত—এই তিনমাসকে **"কত্তিক তেমাসিকা"** বলা হয়। ইহা ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ব্রত পালনের সময়।

কত্তিক তেমাসিনী (স্ত্রী) = **কত্তিক তেমাসিকা**। ⇒ **কত্তিক তেমাসিকা**।

কত্তিক দ্বেমাসিক—আশ্বিন মাস এবং কার্তিক মাস অর্থাৎ ভাদ্র পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত—এই দুই মাস সময়কে **"কত্তিক দ্বেমাসিক"** বলা হয়। **"পুব্বকত্তিকা"** এবং **"পচ্ছিম কত্তিকা"**—এই দুই মাসকেও **"কত্তিক দ্বেমাসিক"** বলা হয়।

কত্তিকমাস (পুং) কার্তিক মাস। = **কত্তিক**। ⇒ **মাস** (১)।

কত্তিকা (স্ত্রী) ১ কার্তিক মাস। = **কত্তিক, কত্তিকমাস**। ২ এক নক্ষত্রের নাম অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্র।

কত্তিকা চাতুমাসিনী (স্ত্রী) = **কত্তিক চাতুমাসিনী**। ⇒ **কত্তিক চাতুমাসিনী**।

কত্তিকা চোরক—কার্তিক মাসের চোর, ভিক্ষুদের চীবর বিতরণের পর অর্থাৎ কঠিন চীবর দান হওয়ার পর যে চোর চুরি করে, যে চোর চীবর দানের পর ভিক্ষুদিগকে আক্রমণ করে।

কত্তিকাছণ—আশ্বিনী পূর্ণিমার উৎসব, প্রবারণা উৎসব, ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ত্যাগ করিবার উৎসব।

কত্তিকা তেমাসি (বিণ) বর্ষা ঋতুর ত্রৈমাসিক পূর্ণিমা অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা পূর্ণিমা। (বিনয়, মহাবর্গ) **কত্তিকা তেমাসি পুন্নমা**। (মহাবর্গ) **কত্তিকা তেমাসি পুন্নমাসী**।

কত্তিকামাস (পুং) = **কত্তিকমাস**। ⇒ **মত্তিকমাস** (মহাবর্গে) **কত্তিকে মাসে**।

কত্তিকা সুক্কপক্খ—কার্তিকী শুক্লপক্ষ, কার্তিক পূর্ণিমার পূর্ব জ্যোৎস্নাময় পনের দিন অর্থাৎ অমাবস্যার পর কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত পনের দিন।

কত্তু (পুং) নির্মাতাকারক, প্রস্তুতকারক, প্রণেতা, গ্রন্থকার, কর্তা, দণ্ডের অপরাধী। = **কত্তা, কত্তর**।

কত্তুং (তুম্) করিতে। = **কাতুং**। ⇒ **করোতি**।

কত্তুকম্যতা (স্ত্রী) কিছু করিবার ইচ্ছা, কাজের অভিলাষ।

কত্তুকাম (বিণ) কিছু করিবার ইচ্ছা করে এমন, কাজের জন্য ইচ্ছুক, কর্মাকাঙ্ক্ষী।

কত্তুকামতা (স্ত্রী) কিছু করিবার বা সম্পাদন করিবার ইচ্ছা, কাজের অভিলাষ। = **কত্তুকম্যতা**।

কত্তুকামতায়—কাজ করিবার ইচ্ছায়। ⇒ **ছন্দ**।

কত্থ (বিণ) কর্ষিত। = **কসিত, কট্ঠ** (১)। ⇒ **কসতি**। (ক্রি-বিণ) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? কোন বিষয়ে? কিসে? যাহাতে, যেখানে, যথায়। (দীর্ঘনিকায়) **কত্থক নু খো**—তাহা হইলে কোথায়? আমি কিসে আশ্চর্য হইলাম? = **কহং**।

কত্থকত্থচি (অনির্দিষ্ট) যে কোন স্থানে, কোন স্থানে অথবা অন্য কোন স্থানে।

কত্থ নু খো ⇒ **কত্থ** (ক্রি-বিণ)।

কত্থচি—কোন স্থানে, যে কোন স্থানে, কোনও স্থানে। (জাতক) **কত্থচিদ এব**।

কত্থচি কত্থচি—কোন কোন স্থানে, কোন কোন জায়গায়।

কত্থচি ন কত্থচি—কোন না কোন স্থানে। **ন কত্থচি**—কোন স্থানে নহে, কুত্রাপি নহে।

কত্থচি বাস—কোন বাসস্থানে? কোন আবাসে বা ঘরে?

কত্থচি বাসিক—কোথায় বাস করো? কোন স্থানের অধিবাসী?

কত্থট্ঠিত = কত্থ ঠিত। ⇒ **কত্থ ঠিত**।

কত্থ ঠিত (চরিত্রে) কোন অবস্থায়? কোন ভাবে? (উত্তরে) **এত্থ ঠিত**—এই অবস্থায়, এইভাবে।

কত্থতি (ক্রি) [√কত্থ+অ] অহঙ্কার করা, আছে বলিয়া গর্বিত হওয়া। (অতীত) **কত্থি**। (অ-বিণ) **কত্থিত; (তুলনীয়) পবিকত্থিত**।

কত্থনা (স্ত্রী) অহঙ্কার, আছে বলিয়া গর্ব।

কত্থিতর (বিণ) দাম্ভিক, অহঙ্কারী, যে ব্যক্তি আছে বলিয়া গর্ব করে।

কত্থিন (বিণ) = **কত্থিতর**। ⇒ **কত্থিতর**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কত্থিন বিকত্থিন**।

কত্থী (বিণ) = **কত্থিতর**। ⇒ **কত্থিতর**।

কত্থু (পুং) ১ শৃগাল। **কত্থু সোণা**—শৃগাল এবং কুকুর। = **কোত্থু**।

কত্থু সোণা ⇒ **কত্থু**। = **কোত্থু সুণা**।

কত্থুক = **কোত্থুক**। ⇒ **কোত্থুক**।

কত্বা (ক্রি-বি) করিয়া, প্রস্তুত করিয়া। ⇒ **করোতি**।

কত্বান = **কত্বা**। ⇒ **কত্বা**।

কথং (ক্রি-বিণ) ১ কিরূপে, কেমন করিয়া, কি প্রকারে, কতদূর, কেমন অবস্থায়। (বর্তমান কালে অনির্দিষ্টভাবে) **কথং পুরিসো পটিলভতি**? (ভবিষ্যৎ কালে অবস্থা বুঝাইলে) **কথং তত্থ গমিস্সামি**? **কথং ন দস্সামি**? ২ কেন, কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে। (যৌগিকে) **কথং চ** (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **কথং চরহি**? (বিনয়) **কথং নু**? **কথং নু খো**? (⇒ **এবং ন খো**)। (দীর্ঘনিকায়) **কথং পন**? (জাতক) **কথং সু**? **কথং হি**? (ধর্মপদ অর্থকথা) **কথং হি নাম**? উক্ত যৌগিক উদাহরণগুলি একই অর্থবাচক।

কথংকথা (স্ত্রী) "কিরূপে বলে, কিরূপে" অর্থাৎ সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, অমীমাংসিত বা অস্থিরকৃত মন। (তুলনীয়) **কঙ্খা**। (বর্ণনায়) **বিচিকিচ্ছা, দুক্খে কঙ্খা**। (বিণ) **বিগত কথ**। (বি-ভা) **তিন্ন-বিচিকিচ্ছ বেসারজ্জপ্পত্ত** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **তিন্ন-বিচিকিচ্ছ (বিগত বিসল্ল)**। (দীর্ঘনিকায়) **কথং কথা সল্ল**—সন্দেহরূপ শল্য।

কথং কথা সল্ল = **কথঙ্কথা সল্ল**। ⇒ **কথঙ্কথা সল্ল**, **কথং কথা**।

কথং কথিন (বিণ) ১ অনিশ্চিত, সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ, অস্থিরকৃত। ২ ভাষণকারী, যে ব্যক্তি কথা বলে।

কথং কথী (বিণ) সন্দেহকারী, যে ব্যক্তি নিশ্চিত বা স্থিরীকৃত নহে।

কথং চ—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথং চরতি—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথং জীবিন (বিণ) কিরূপ জীবন যাপনের অর্থাৎ কিরূপভাবে জীবনযাপন করে?

কথং দস্সিন (বিণ) কোন দৃষ্টির অর্থাৎ কিরূপ দৃষ্টি রাখে? ⇒ **কথংসীল**।

কথং নু—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথং নু খো—(তুমি) নাকি? তাহা হইলে কি? তাহা হইলে ইহা কি? (সমার্থবাচক শব্দ) **কিং নু খো? এবং নু খো? ন নু খো?** ⇒ **কথং** (২), **কিং**।

কথং পকার (বিণ) কোন প্রকারের? কি রকমের? (সূত্রনিপাত) **কথংপ্পকার**।

কথং পটিপন্ন (বিণ) কিরূপ প্রতিপন্ন? কোন গতিতে পতিত? কোন পথে চলিতেছে অর্থাৎ কি করিতেছে? কোন অবস্থায় পতিত?

কথংপন—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথংপ্পকার = **কথং পকার**। ⇒ **কথং পকার**।

কথং ভাবিত (বিণ) কিরূপ কর্ষিত? কিরূপ মার্জিত? কিরূপ সভ্য? কিরূপ সুরুচিসম্পন্ন? কি রকম অভ্যস্ত?

কথং ভুত (বিণ) কি রকমের? কোন শ্রেণীর? কোন জাতীয়? কোন বিভাগের? কোন পদের? কিসের মতো? কোন প্রকারের?

কথং রূপ (বিণ) কি রূপের? কোন আকারের? কি রকমের?

কথং বণ্ণ (বিণ) কোন আকারের? কিরূপ চেহারাযুক্ত? কিসের মতো? কোন আকৃতির?

কথং বিধ (বিণ) কি রকমের? কোন প্রকারের? কোন শ্রেণীর? কোন জাতীয়? = **কথং পকার, কথংভুত**।

কথং সমেত (বিণ) কিরূপ গঠিত? কিরূপ সংস্থাপিত? কিরূপ শারীরিক বা মানসিক সহজাত অবস্থার? কিরূপ মানসিক প্রকৃতির? কিরূপ বিধিযুক্ত বা বিধিবদ্ধ? কোন নিয়মের? কোন শাসনতন্ত্রের?

কথং সীল (বিণ) কোন চরিত্রের? কিরূপ স্বভাবের? কিরূপ নৈতিক চরিত্রের? (সূত্রনিপাত) **কথংদস্সী কথং সীলো উপসন্তো'তি বুচ্চতি**?

কথং সু—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২), **সু** (৩)।

কথং হি—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথং হি নাম—কেন? কি কারণে? ⇒ **কথং** (২)।

কথঙ্কথা = **কথং কথা**। ⇒ **কথং কথা**।

কথঙ্কথা সল্ল—"কিরূপে বল? কেন?" অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বা অনিশ্চয়তায় অস্থির মনরূপ শল্য বা শেল। = **কথং কথা সল্ল**। ⇒ **সল্ল, কথঙ্কথা**।

কথঙ্কথিন = **কথং কথিন**। ⇒ **কথং কথিন**।

কথঙ্কথী = **কথং কথী**। ⇒ **কথং কথী**।

কথঙ্কর (বিণ) [কথং+কর] কিরূপ কাজের? কি রকম কার্যের? কি কাজের? (জাতক) **কথঙ্কর অহং নো নিরযং পতেয্যং**? = **কিন্তিকরো**।

কথঞ্চি [কথং+চি] কদাচিৎ, প্রায় না, তন্মুহূর্তেই, কষ্টে, দুঃখের সহিত, কষ্টে সৃষ্টে, কখনও না।

কথন (ক্লী) ১ কথা, আলাপ, কথোপকথন, কথাবার্তা, গল্প বলা। ২ কথন অর্থাৎ উত্তর প্রদান, (প্রশ্নের) মীমাংসা করণ। (জাতক) **পঞ্হকথন**। ৩ ধর্ম প্রচার, ধর্মোপদেশ প্রদান। ৪ আবৃত্তিকরণ, মুখস্থ বলা, বর্ণনাকরণ, আখ্যায়িকা কথন। (তুলনীয়) **কথিত**। **কথনং করোতি**—কথা বলিতেছ, কথায় যোগ দিয়েছ। ৫ দম্ভপূর্ণ উক্তি, গর্বের বিষয় বা বস্তু।

কথনং যেব—কথা বলামাত্রই তৎক্ষণাৎ। = **ঠানসো এাণ**।

কথন সমত্থ (বিণ) কথা বলিতে পারে এমন (অর্থাৎ জিহ্বা

আড়ষ্ট নহে অথবা শিশু কথা বলিতে শিখিয়াছে)। **তেন সদ্ধিং কথনসমত্থো**—তাহার সহিত কথা বলিতে বা আলাপ করিতে সমর্থ।

কথনসীল (বিণ) অতিরিক্ত কথা বলিবার স্বভাব আছে যাহার, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে, বাচাল, অতিভাষী, বহুভাষী।

কথনাকার—কথা বলিতেছে এরূপ ভাব, কথায় যোগ দিয়াছে এমন ভাব। = **কথানং করোতি**। ⇒ **কথন**।

কথযতি (ক্রি) [√কথ+অয] কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কহা, বর্ণনা করা। = **কথেতি**। ধাতুরূপ নির্ণয়:—বর্তমান (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কথযামি;** (বহুবচনে) **কথযাম**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **কথযসি;** (বহুবচনে) **কথযথ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **কথযতি;** (বহুবচনে) **কথযন্তি**। পঞ্চমী (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কথযামি;** (বহুবচনে) **কথযাম**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **কথযাহি;** (বহুবচনে) **কথযাথ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **কথযতু;** (বহুবচনে) **কথযন্তু**। সপ্তমী (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কথযেয্যামি;** (বহুবচনে) **কথযেয্যাম**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **কথযেয্যাসি;** (বহুবচনে) **কথযেয্যাথ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **কথযেয্য;** (বহুবচনে) **কথযেয্যুং**। অতীত (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কথযিং;** (বহুবচনে) **কথযিম্হা**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **কথযি;** (বহুবচনে) **কথযিত্থ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **কথযি;** (বহুবচনে) **কথযিংসু**। ভবিষ্যত (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কথযিস্সামি;** (বহুবচনে) **কথযিস্সাম**। (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **কথযিস্সসি;** (বহুবচনে) **কথযিস্সথ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **কথযিস্সতি;** (বহুবচনে) **কথযিস্সন্তি**। (ক্রি-বি) **কথযিত্বা, কথিত্বা**। (তুম) **কথযিতুং, কথিতুং**।

কথল—বিশুদ্ধিমার্গে ইহা "**কঠল**" শব্দের ভুল বানান। ⇒ **কঠল**।

কথলি (বিনয়ের "**উদান**" এতে ব্যবহৃত শব্দ। = **কথলিক**। ⇒ **কথলিক**।

কথলিক (ক্লী) (এই শব্দটি সর্বদা যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যথা—) **পাদোদক পাদপীঠ পাদকথলিক**। অতএব "**পাদ কথলিক**" শব্দের অর্থ:—পদধৌত করিবার পর পা মুছিবার কাপড় অথবা পা রাখিবার চৌকি বা পাদপীঠ (বিনয়); (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় ইহার অর্থ) পা রাখিবার চৌকি (**পাদ-ঠপনযোগ্গং দারুখণ্ডং আসনং**) (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **পাদপীঠ**—ধৌত পদ রাখিবার চৌকি; আর **পাদকথলিক**—ধৌত না করা পদ রাখিবার চৌকি অথবা পা মুছিবার কাপড় (**ঘংসন**)।

কথা (স্ত্রী) ১ কথা, আলাপ, কথাকথন, কথোপকথন, কথাবার্তা। (দীর্ঘনিকায়) **অন্তর কথা**। (তুলনীয়) **সল্লাপ**। (দীর্ঘনিকায়) **তিরচ্ছান কথা**। (মধ্যম নিকায়) **কথাবত্থুলি**। ২ ভাষণ, ভাষা, ধর্মোপদেশ, বক্তৃতা। (বিনয়) **কথং করোতি**—ভাষণ করা, কথা বলা; **অনুপুব্বি কথং**—আনুপূর্বিক ধর্মোপদেশ বা ধর্মকথা অর্থাৎ চতুর্বিধ আনুপূর্বিক ধর্মকথা, যথা—**দানকথা, সীলকথা, সগ্গকথা, মগ্গকথা** (⇒ **অনুপুব্ব**)। ৩ গল্প, গল্প কথন, বিস্তারিত কথা, বর্ণনা, বিস্তারিত বর্ণনা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিত্থার কথা**—বিস্তারিত কথা। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **বাহির কথা**—ধর্ম বিষয়ের বহির্ভূত কথা। ৪ শব্দ, পদ, কথা, আদেশ, বিবাদ, মন্তব্য, প্রতিজ্ঞা, সংবাদ, উপদেশ। (জাতক) **কথং গণ্হাতি**—উপদেশ গ্রহণ করা। ৫ ব্যাখ্যা, অর্থ, ব্যাখ্যা পুস্তক, অর্থবহি (**অত্থকথা** বর্ণনায়)। (তুলনীয়) **গতিকথা**। ৬ বিচার, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ। (মহাবংস) **কথাবত্থু**। ৭ = **খত্তর**। ⇒ **খত্তর**।

কথা-উদয—তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার-বিতর্ক, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া।

কথা-ওজ্জ = **কথা-উদয**। ⇒ **কথা-উদয**।

কথা কথা—কথার কথা, অসামঞ্জস্য কথা। = **ছিন্নকথা**।

কথাকুসল—বাকচাতুরী, বক্তৃতাচাতুরী, ভাষণদক্ষ, কথায় চালাকি, জ্ঞানপূর্ণ কথায় চতুর।

কথাধম্ম—কথার প্রসঙ্গ, কথাপ্রসঙ্গ, ভাষণের বা বক্তৃতার বিষয়, তর্কের বিষয়।

কথা নিগ্ঘোস—প্রশংসাবাণী, কীর্তিশব্দ, তোশামোদ, অনুচিত স্তুতি।

কথপবত্তি—কথার গতি, কথাবার্তার ধারা।

কথাপাভত (ক্লী) কথার বিষয়, গল্পের বিষয়, আলাপের বিষয়বস্তু।

কথাপভতি (ক্লী) "কাহিনী বা গল্প আনয়ন" কিছু বলার সুযোগ, সংবাদ, গল্প।

কথাপেতি (ক্রি) কথা বলায়, সংবাদ দেওয়া বা প্রেরণ করা, কাহারও দ্বারা কথা দেওয়া বা কথা বলানো। ⇒ **কথেতি**। (অতীত) **কথাপেসি, কথাপথি**।

কথাবাহুল্ল—কথাবাহুল্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ কথা, কথাপ্রাচুর্য, বাক্‌প্রিয়তা, বহুভাষিতা।

কথাভিঞাণ—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কথা বলার উপযুক্ত স্মরণশক্তি, কথা বলিবার পূর্বনির্দিষ্ট স্মৃতি, কথা বলার পূর্বনির্দিষ্ট অনুস্মরণ জ্ঞান।

কথামগ্গ (পুং) আখ্যান, বর্ণিত বিষয়, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, বিবরণ, বৃত্তান্ত, সত্যঘটনা, প্রকৃত বিবরণ, কারণ, হেতু, উৎকর্ষ।

কথারস—কথারস, কথার মাধুর্য, শ্রবণসুখজনক কথা, শ্রুতিমধুর কথা।

কথাবত্থু (ক্লী) ১ বিচার্য বিষয়, আলোচনার বিষয়, তর্কের বিষয়, বাদানুবাদের বিষয়, কথাবার্তার বিষয়, ভাষার বিষয়, পুস্তকের বিষয়বস্তু, বক্তৃতার বিষয়বস্তু, ধর্মোপদেশের বিষয়বস্তু, যুক্তি, হেতুবাদ, বাদানুবাদ, তর্কপ্রণালী, নির্ঘণ্ট, আলোচ্য বিষয়। = **কল্যাণমিত্তস্স গুণা**। ⇒ **কথা, কথাকুসল**। ২ অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত পঞ্চম গ্রন্থের নাম "**কথাবত্থু**"।

কথা সমুট্‌ঠান—কথার উৎপত্তি, তর্কের উৎপত্তি, বাদানুবাদের উৎপত্তি, আলোচনার উৎপত্তি, কথাবার্তার উৎপত্তি।

কথাসমুট্‌ঠাপন—কথা উত্থাপন, আলোচনা উত্থাপন, কথাবার্তার উত্থাপন।

কথা সম্পযোগ—আলাপ-সম্বন্ধীয় সম্পর্ক বা পত্র লেখালেখি, আলাপ-সম্বন্ধীয় সংস্রব বা সংসর্গ, কথা সম্প্রযোগ।

কথা সল্লাপ (পুং) মিত্রভাবাপন্ন আলাপ, বন্ধুত্বভাবে কথা, অনুকূল কথা, সদ্ভাবসূচক কথাবার্তা, বন্ধু সদৃশ কথা বা আলোচনা। (**দীর্ঘনিকায় অর্থকথা** বর্ণনায়) **কথন পটিকথন**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **কথং করোতি**।

কথিক (বিণ) কথিক, বর্ণনীয়, বলিবার যোগ্য, আলোচিত, ব্যাখ্যাকারী, আলোচনাকারী, ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত, যে ব্যক্তি বলে, যে ব্যক্তি আলোচনা বা ব্যাখ্যা করে, যে ব্যক্তি বর্ণনা করে। (পুং) বক্তা। (যৌগিকে) **চিত্তকথিক** (থেরীগাথা); (তুলনীয়) **চিত্তকথিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিরচ্ছান কথিক; ধম্মকথিক**—যে ব্যক্তি ধর্মকথা বলেন; **কথিকত্থের**—যে থের বা স্থবির ভিক্ষু ধর্মবিষয় বলেন বা উপদেশ প্রদান করেন; **মহাকথিক**—বর্ণনাকারী, ব্যাখ্যাকারী।

কথিকত্থের (পুং) ⇒ **কথিক**।

কথিকা (স্ত্রী) ১ যে স্ত্রীলোক ধর্মকথা বলেন অথবা ধর্ম-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, ধর্মোপদেশকারিণী ভিক্ষুণী। ২ চুক্তি, অন্বয়, ঐক্য, একমত। ⇒ **কতিকা**।

কথিত (বিণ) কথিত, উক্ত, বর্ণিত, ব্যাখ্যাত, উচ্চারিত। ⇒ **কত্থেতি**। **সুকথিত**—সুন্দররূপে কথিত বা ভাষিত অথবা বর্ণিত। (করণ কারক ক্লীবলিঙ্গে) **তেন কথিতং**—তাহার দ্বারা ভাষিত বা কথিত (জাতক)।

কথিন (বিণ) কথা বলে এমন, ভাষণকারী, উপদেশ প্রদানকারী। (পুং) বক্তা, উপদেষ্টা, ধর্মোপদেষ্টা, ধর্মপ্রচারক। (জাতকে) **ধম্ম-কথিকেসু চিত্রকথী**—ধর্মকথকদের মধ্যে বিচিত্র ভাষণকারী। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **কথিন সেট্‌ঠ**—ধর্মকথিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণকারী। ⇒ **কত্থং কথিন**।

কথিনসেট্‌ঠ ⇒ **কথিন**।

কথীযতি (ক্রি) কহাইয়া, বলাইয়া। (ব-বিণ) **কথীযমান, কচ্ছমান**। ⇒ **কত্থেতি**।

কত্থেতি (ক্রি) [√কথ+এ] ১ বলা, কহা, কথা বলা, কথায় প্রকাশ করা, বিবৃতি দান করা, অনুমান করা, ধরিয়া লওয়া, বলাবলি করা, গুজব করা বা ঘটা, উক্তি করা, গল্প বলা, প্রচার করা, প্রকাশ করা, বক্তৃতা দেওয়া, শব্দ করা, শব্দ উচ্চারণ করা, গণনা করা, সংখ্যা করা, বোঝা, চেনা, জানা, আদেশ করা, স্থির করা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, বিস্তারিত বর্ণনা করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **বিত্থারতো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মা কত্থেসি = মা ভণি**—বলিও না। ২ গল্প করা, আলাপ করা, কথা বলা, কথোপকথন করা। = **আমন্তযি**। ৩ জ্ঞাত করা, জানানো, জ্ঞাপন করা, সংবাদ দেওয়া, বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে উপস্থিত হওয়া, সঙ্কেত করা, সংবাদ পত্রে খবর দেওয়া, (কাহারও সম্বন্ধে) অভিযোগ করা। ৪ আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা। ৫ ধর্মোপদেশ দেওয়া, ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা, প্রচার করা, ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রচার করা, প্রকাশ্যত শিক্ষা দেওয়া, ব্যাখ্যা করা অথবা অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। ৬ (কিছুর সম্বন্ধে বা কোন বিষয়ে) বলা, কহা। ৭ নির্দেশ করা, সংবাদের জন্য প্রেরণ করা, বিচারাদির জন্য প্রেরণ করা, সোপর্দ করা, আরোপ করা, উল্লেখ করা। ৮ (প্রশ্নের) উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করা, অনুরূপ হওয়া, প্রভাবিত হইয়া কাজ করা, প্রতিক্রিয়া করা, জবাব দেওয়া, কাজের উত্তর স্বরূপ কাজ করা। (অতীত) **কত্থেসি**। (অ-বিণ) **কথিত**। (ব-বিণ) **কত্থেত্তু, কত্থেতব্ব, কচ্ছ, কথনীয**। (ক্রি-বি) **কত্থেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **কথীযতি, কচ্ছতি, কত্থেতি**। (তুম) **কত্থেতুং, কত্থেতবে**। (করণে) **কথাপেতি**।

কত্থেত্বা (ক্রি-বি) বলিয়া, কহিয়া। ⇒ **কত্থেতি**।

কত্থেয্য = **ভাসেয্য**। ⇒ **ভাসতি**।

কদ (ক্লী) = **কিং**। ⇒ **কিং**। (বিণ) কদ, কদর্য, মন্দ, কুৎসিত, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অন্যায়, অশুদ্ধ, ভ্রান্ত, অযথার্থ, মিথ্যা, অসত্য, ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প, নীচ, সামান্য, অপ্রবল। **কুদ**। (ক্রি-বিণ) কি, (অনির্দিষ্টভাবে) যে কোন প্রকার (অর্থাৎ যেমন—**ন কচ, ন কদাচন**—মোটেই না, আদৌ না; **কচ্চিদ**—যে কোন প্রকার, যে কোন জিনিস? তারপর কি হইল?)। বিশেষত মন্দতা অথবা ক্ষুদ্রতা অর্থে:—**কদ = কা** যেমন—**কাকনিক, কাপুরিস**; ⇒ **কন্তারে, কপ্পট**। **কদ = কিং** যেমন—**কু ... ক** অর্থাৎ **কুত্র, কত্থ, কদা**।

কদন্ন (ক্লী) নষ্ট অন্ন, কদর্য অন্ন, খারাপ খাদ্য, কদন্ন, কুৎসিত অন্ন, নিকৃষ্ট আহার্য, নিকৃষ্ট আহার্য দ্রব্য।

কদম্ব (পুং) কদম্ব, কদম গাছ, কদম্ব ফুলের গাছ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কদম্ব পুপ্ফ**।

কদর (বিণ) ঘৃণ্য, শোচনীয়। (জাতক বর্ণনায়) **লুখ, কসির**।

কদরিয (বিণ) কদর্য, কুৎসিত, খারাপ, নীচ, অধম, নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য, জঘন্য, কৃপণ, অতি লোভী, কৃপণ স্বভাবের, লঘুচেতা, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, আর্থিক বিষয়ে হীনচেতা, এত সামান্য যে কাজে লাগে না। সাধারণত পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় "**যদ্ধমচ্ছরী**" এবং "**মচ্ছরী**" শব্দের সহিত ইহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়; সংযুক্ত নিকায়েও "**পরিভাসক**" শব্দের সহিত ইহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। (ক্লী) অতিরিক্ত ধনলিপ্সা, লোভ, গৃধ্নুতা, কদর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, নীচতা, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, কৃপণস্বভাব। (সূত্রনিপাত) **কদরিয কোধ মচ্ছরিয**।

(ক্রি–বিণ) কদর্যভাবে।

কদরিয কম্ম ⇒ **কম্ম** (৩)।

কদরিয়তা (স্ত্রী) = **কদরিয়**। ⇒ **কদরিয** (ক্লী)।

কদল (ক্লী) কলাগাছ।

কদলি (স্ত্রী) ১ কদলী, কলা, কলাগাছের ফল, কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ। ২ ধ্বজা, পতাকা, রাজার অথবা দেশের অথবা সৈন্যদলের পতাকা বা নিশানা, শোভাযাত্রা ইত্যাদির সময়ে ব্যবহৃত প্রতীকযুক্ত পতাকা অর্থাৎ কলাপাতার ধ্বজাকার। (জাতক) **কদলিধজ্ঞ**। ৩ এক জাতীয় হরিণবিশেষ, কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ বিশেষ। (জাতক) **কদলি মিগ**। (দীর্ঘনিকায়) **কদলি পরব-পচ্চমিগ-অত্থরণ** (ক্লী) কদলি মৃগের চর্মের আস্তরণ যাহা কম্বল কিংবা আবরণীরূপে ব্যবহৃত হয়; অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**পল্লঙ্ক**" সম্পর্কে ইহার ব্যবহার বিশেষণরূপেও দৃষ্ট হয়।

কদলিকখন্ধ = **কদলিখন্ধ**। ⇒ **কদলিখন্ধ**।

কদলি খন্ধ—কলাগাছের গুড়ি বা কাণ্ড। এই শব্দটি প্রায়ই "অকর্মণ্যতা, অসারতা, নির্গুণতা" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কদলিচ্ছেদ (ক্লী) কলাগাছ কর্তন বা ছেদনকরণ।

কদলিতরু—কলাগাছ। এই শব্দটি প্রায়ই "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের সৌন্দর্য, মসৃণতা" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কদলিতোরণ—কলাগাছ এবং কলাপাতা দ্বারা সজ্জিত বিজয়তোরণ বা ফটক।

কদলিপত্ত—কলাপাতা, কদলিপত্র, নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময়ে থালার পরিবর্তে ব্যবহৃত কলাপাতা।

কদলিপুপ্ফ (ক্লী) কদলিপুষ্প, কলার ফুল, কলার মোচা।

কদলিফল (ক্লী) কলা, রম্ভা, কদলী, কদলিফল।

কদলিমুকুল = **কদলিপুপ্ফ**। ⇒ **কদলিপুপ্ফ**।

কদলিমিগ—একজাতীয় মৃগবিশেষ, কৃষ্ণসার মৃগ অর্থাৎ যে মৃগের চর্ম অধিক মূল্যবান।

কদলি মিগচম্ম—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, কম্বলের ন্যায় হরিণের চামড়া, মৃগচর্ম। ⇒ **কদলিমিগ**।

কদসন (ক্লী) **কদন্ন**। ⇒ **কদন্ন**।

কদা (ক্রি–বিণ) কদা, কখন, কোন সময়, কবে, কোন সময়ে। (যৌগিকে) **কদাসসু**।

কদাচ (অব্যয়) কদাচ, কখন কখন।

কদাচ-উপ্পত্তিক (বিণ) কেবল কখন কখন ঘটিয়া থাকে, সাময়িক, আকস্মিক।

কদাচন (অব্যয়) কদাচন, কোন সময়ে, কখন।

কদাচি (অব্যয়) ১ কদাচিৎ, কোনও সময়ে, কোন কালে। ২ কোন কোন সময়ে, কখনও, যে কোন সময়, কখন কখন। ৩ একদা, এক সময়। ৪ সম্ভবত, হইতে পারে। (তুলনীয়) **কদাচন**। **কদাচি+এব** = **কদাচিদেব** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **কদাচি কদাচি**—সময়ে সময়ে, কখন কখন। **কদাচি করহচি**—কোনও সময়ে, অন্য কোনও সময়ে, মাঝে মাঝে, কদাচিৎ, দৈবাৎ। **ন কদাচি**—কোন সময়ে না, কখনও না। **মা কদাচি**—কোন সময় না, কখনও না।

কদাচি কদাচি ⇒ **কদাচি** (৪)।

কদাচি করহচি ⇒ **কদাচি** (৪)।

কদাচিদেব [কদাচি+এব] সম্ভবত, কোন সময় হইতে পারে। = **কদাচি** (৪)।

কদুক্‌খ—মহাপাপ (= মরণ)। (বর্ণনায়) **মরণ**। (তুলনীয়) **কটুক** (২)।

কদ্দম (পুং) কর্দম, কাদা, পঙ্ক, মৃত্তিকা, পাপ। = **পঙ্ক, কলল**। (জাতকে পদ্যে) **কদ্দমো**, (জাতক অর্থকথার টীকায়) **কদ্দমো**।

কদ্দমিকত (বিণ) কর্দমকৃত, পঙ্কযুক্ত বা ধূলিময় করা হইয়াছে এমন, অপরিষ্কার করা হইয়াছে এরূপ, কলুষিত করা হইয়াছে এমন, অপবিত্র বা অপরিষ্কৃত করা হইয়াছে এরূপ। (জাতক) **কিলেসেহি কদ্দমিকত**।

কদ্দমোদক (ক্লী) কর্দমাক্ত জল, পঙ্কিল জল, কাদামিশ্রিত জল, ঘোলাজল।

কদ্দমপরিখা—কর্দমপূর্ণ পরিখা, পঙ্কপূর্ণ দুর্গপরিখা।

কদ্দমবহুল (বিণ) পঙ্কবহুল, কাদাপূর্ণ, কর্দমাক্ত, কর্দমপূর্ণ।

কনক (ক্লী) কনক, সুবর্ণ, স্বর্ণ। ⇒ **কঞ্চন**। (বুদ্ধবংস) **উত্তত্ত কনক**—গলিত স্বর্ণ (গাত্রবর্ণ-সম্বন্ধে কথিত যেমন—গলিত স্বর্ণবর্ণের ন্যায় শরীর বর্ণ)। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **সুবন্ন**।

কনকগ্‌গ (বিণ) স্বর্ণবর্ণ শিখাবিশিষ্ট, সুবর্ণ শিখা দ্বারা অলঙ্কৃত।

কনকচ্ছবিন (বিণ) (মুখের) বর্ণ সোনালী রঙের, সুবর্ণ বর্ণের আকারবিশিষ্ট, স্বর্ণবর্ণের চেহারা বিশিষ্ট, যাহার শরীরবর্ণ সোনার ন্যায়, সোনার ন্যায় গাত্রবর্ণবিশিষ্ট।

কনকচ্ছবী = **কনক ছবী**। ⇒ **কনক ছবী**।

কনক ছবিন = **কনকচ্ছবিন**। ⇒ **কনকচ্ছবিন**।

কনক ছবী (বিণ) = **কনক ছবিন**। ⇒ **কনক ছবিন**।

কনক তচ = **কনকত্তচ**। ⇒ **কনকত্তচ**।

কনকত্তচ (বিণ) যাহার শরীর চর্ম স্বর্ণবর্ণের, গাত্রচর্ম সোনালী রঙের, স্বর্ণবর্ণ গাত্রচর্মবিশিষ্ট। = **কনকচ্ছবিন**।

কনক পভা = **কনকপ্পভা**। ⇒ **কনকপ্পভা**।

কনকপ্পভা (স্ত্রী) সুবর্ণপ্রভা, সুবর্ণ বর্ণ, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা, সোনার মতো চকচকে বা উজ্জ্বল দীপ্তি।

কনক বিমান (ক্লী) কনক বিমান, সুবর্ণময় প্রাসাদ, স্বর্ণনির্মিত দেববিমান।

কনকসিখরী—স্বর্ণশিখর, সুবর্ণময় পর্বতশৃঙ্গ, সোনার চূড়া, স্বর্ণময় অগ্রভাগ। **কনকসিখরী রাজা**—সুবর্ণ পর্বতশৃঙ্গের রাজা অর্থাৎ হিমালয় পর্বত।

কনিট্‌ঠ (বিণ) ১ কনিষ্ঠ, সর্বানুজ, বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট, অনুজ, যে ব্যক্তি সকলের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (বিপ) **জেট্‌ঠ**। **সব্ব কনিট্‌ঠ**—সর্বকনিষ্ঠ, (ভাইদের মধ্যে) সকলের ছোট, সর্বানুজ। ২ (চরিত্রে) অত্যল্প, ছোট, ক্ষুদ্র। **কনিট্‌ঠফল**—ক্ষুদ্রফল, (জ্ঞানে বা ধ্যানফলে) ছোট বা সাধারণ উন্নত ফল।

কনিট্‌ঠক (পুং) ছোট ভাই, ভাইদের মধ্যে যাহার জন্ম সকলের পরে হইয়াছে। (বিপ) **জেট্‌ঠক**।

কনিট্‌ঠকা (স্ত্রী) ছোট ভগ্নি, ভাইবোনদের মধ্যে যে বোনের জন্ম সকলের পরে হইয়াছে।

কনিট্‌ঠত্ত (ক্লী) অতি আধুনিক ধরনের তদ্ধেতু অবনমিত, (জ্ঞান বা ধ্যান সমাধিতে) অল্প উন্নত অবস্থা, কনিষ্ঠত্ব, ক্ষুদ্রত্ব।

কনিট্‌ঠফল ⇒ **কনিট্‌ঠ** (২)।

কনিট্‌ঠা (স্ত্রী) ছোট ভগ্নি অথবা ছোট কন্যা।

কনিট্‌ঠিকা = **কনিট্‌ঠকা**। ⇒ **কনিট্‌ঠকা**।

কনিট্‌ঠী (স্ত্রী) কনিষ্ঠ ভগ্নি, সর্বানুজ ভগ্নি।

কনিয (বিণ) ছোট (ভাই), ছোট, ক্ষুদ্র, অল্প। কিন্তু ব্যাকরণবিদগণ এই শব্দকে "**কন্যা**" (= কএ্এ্আ) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কনীনিকা (স্ত্রী) কনীনিকা, চক্ষুর তারা বা তারারন্ধ্র।

কন্ত (বিণ) ১ ক) (ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয়) সংসার-সম্বন্ধীয় সুখ (তুলনীয়—**কাম, কামগুণা**), প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুখকর, মনোহর, স্বীকার্য, প্রফুল্ল, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, আনন্দদায়ক, উপভোগ্য। ⇒ **কামেতি**। **বালকন্ত**—মূর্খলোকের উপভোগ্য। **অরিযকন্ত**—আর্যদের উপভোগ্য। **কন্তফল**—সুন্দর ফল। **হত্থিকন্ত**—হস্তী সন্তুষ্টকারী, হস্তীমন্ত্র জানে এমন (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **হত্থিকন্ত বীনা**—হস্তীর মন্ত্র জানে এমন লোক ব্যতীত। খ) প্রিয়, অন্তরঙ্গ, স্নেহযুক্ত, ভালোবাসে এমন, মুগ্ধকারী। (পুং) প্রিয়পাত্র, ভালোবাসার লোক, স্বামী (জাতক) বহুমূল্য পাথর (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (তুলনীয়) **সুরিযকন্ত, চন্দকন্ত**। (করণকারকে) **কন্তেন**—আনন্দের সহিত, মনোরমভাবে, উপযোগীরূপে, করুণ কথায়। (জাতক) **পোরিসাদস্সকন্তে** (ইহার পাঠ) **পোরিসাদস্সক-অন্তে**। **কন্ততর**--অতি সুন্দর, কন্দর্পতুল্য, অতি আমোদের, অপেক্ষাকৃত আহ্লাদের, অতি উল্লাসের; (তুলনীয়) **কন্তভাব**—আনন্দজনক ভাব, আমোদজনক অবস্থা। ২ কর্তিত, কাটিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। ⇒ **কন্ততি**। (থেরীগাথা) **কন্তসল্ল = সমুচ্ছিন্ন রাগাদিসল্ল** (থেরগাথা অর্থকথা)। (তুলনীয়) **কন্ত, পরিকন্ত**।

কন্ততর (বিণ) ⇒ **কন্ত** [১(পুং)]।

কন্ততি (ক্রি) [√কন্ত+অ] ১ ভাঁজ করা, চুনট করা, বেণীবন্ধন করা, বিজড়িত করা, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, সুতা কাটা, কাটনা কাটা, সুতা কাটায় নিযুক্ত থাকা, গুটানো, পাক খাওয়া, ঘুরা। (বিনয় বর্ণনায়) **সুত্তং বর্ণনায়) সুত্তং কন্ততি**—সুতা কাটা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কপ্পাসং কন্ততি**--কার্পাস সুতা কাটা। (তুলনীয়) **পরিকন্ততি**। ২ কাটা বা বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করা, মর্ম বেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো, কাটিয়া ফেলা, কর্তন করা, কাঁচি দ্বারা ছাঁটা, মেষের লোম কাটা, প্রতারণা করা, পৃথক করা বা হওয়া, ক্ষোদিত করা। জাতক অর্থকথার টীকায় "**নিকন্ততি**", ইহা "**মূলানি কন্ততি**" হওয়া উচিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কন্ততি বিদ্ধংসেতি**। (অতীত) **কন্তি**। (অ-বিণ) **কন্তিত, কত্ত, কন্ত**। (ব-বিণ) **কন্তন্ত**।

কন্তন (ক্লী) ১ সুতাকাটা, ঘূর্ণন। ২ ছেদন, ক্ষোদন, কর্তন, কর্তনহেতু খাত।

কন্তফল ⇒ **কন্ত** (১ক)।

কন্তভাব (পুং) ⇒ **কন্ত** [১(পুং)]।

কন্তা (স্ত্রী) প্রিয়া, স্ত্রী, স্ত্রীলোক, ভার্যা।

কন্তার (বিণ) অনতিক্রমণীয়, যাহা সহজে অতিক্রম করা যায় না, অতিক্রম করা অসাধ্য। **কন্তার মগ্গ**—কষ্টে গমনীয় রাস্তা, পতিত বা অকর্ষিত ভূমি, অনাবাদি জায়গা, মরুপথ, মরুভূমির পথ, বিজন প্রদেশের পথ; (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **নিরুদক ঈরিণ**। (পুং) মরুভূমি, বিজন প্রদেশ বা স্থান, নির্জন স্থান, কান্তার, জনমানবহীন গভীর অরণ্য, জনশূন্য গহন বন, অনুর্বর স্থান। (যৌগিকে) **মরুকন্তার; মরুকন্তার মগ্গ** (পেতবত্থু অর্থকথা); (বিপ) **খেমন্ত ভূমি**। সাধারণত পঞ্চবিধ "**কন্তার**" স্থানের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—১ **চোর কন্তার, ২ বালকন্তার, ৩ নিরুদক কন্তার, অমনুস্স কন্তার, ৫ অল্পন্নভক্খ কন্তার**। চুলনির্দেশে চতুর্বিধ "**কন্তার**" স্থানের নাম দৃষ্ট হয়, যথা—১ **চোর কন্তার, ২ বালকন্তার, ৩ দুব্বভিক্খ কন্তার, ৪ নিরুদক কন্তার**। মধ্যম নিকায়ে কর্মবাচ্যে "**দিট্‌ঠিগত**" ইত্যাদি শব্দ "**দিট্‌ঠি কন্তার**" স্বরূপ, পুগ্গলপএ্ঞত্তিতে "**দিট্‌ঠিবিপত্তি**" শব্দও "**দিট্‌ঠিকন্তার**" স্বরূপ।

কন্তারদ্ধান [কন্তার+অদ্ধান] জঙ্গলের মধ্যস্থ রাস্তা, ভয়াবহ পথ।

কন্তার নিখরণ (ক্লী) মরুভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করণ, জঙ্গলের ভয়াবহ পথ দিয়া অতিক্রমকরণ বা গমন।

কন্তার পটিপন্ন—ভয়াবহ জঙ্গল পথ দিয়া ভ্রমণকারী অর্থাৎ বনবিভাগের কর্মচারী বা ফরেস্টার।

কন্তারমগ্গ—ভয়াবহ পথ, জঙ্গল বা অরণ্য পথ, কষ্টকর গমন পথ, দুঃখজনক পথ। ⇒ **কন্তার** (বিণ)। (তুলনীয়) **কুম্মগ্গ**। = **পন্থানং**। ⇒ **পন্থ**।

কন্তারমুখ—মরুভূমিতে অথবা ভয়াবহ জঙ্গলের প্রবেশ পথ।

কন্তারিয (বিণ) নির্জনবাসী, মরুভূমির অধিবাসী, গভীর অরণ্যের অধিকারী, ভয়াবহ অরণ্য দখলকারী। ইহা প্রেত বা যক্ষ-সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ।

কন্তিক (বিণ) ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সুতা কাটে এমন, সুতা কাটায় ব্যবহৃত, ঘৃণীয়মান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুত্তকন্তিক ইত্থিযো**। ২ বিরাগজনিত, ঘৃণাজনক, বিরক্তিজনক, অপ্রীতিকর, নিরানন্দজনক।

কন্তিক (বিণ) ১ সুতা কর্তিত, কর্তিত। (বিনয়) **কন্তিক সুত্ত**। ২ কর্তিত, কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, পৃথককৃত, ছিন্ন, টুকরা টুকরা করা, দ্বিধা বিভক্ত। ⇒ **কন্ততি**।

কন্তেন ⇒ **কন্ত** [১(পুং)]।

কন্দ (পুং) কন্দ, আলু, ওল (কচু), মুলা, গাজর, মিষ্টি আলু, ক্ষেম আলু, চুবড়ি আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি মূলজাতীয় বস্তু। **কন্দমূল**—পেঁয়াজ, গোল আলু ইত্যাদি মূল জাতীয় বস্তু। **কন্দফল**—কন্দ জাতীয় দ্রব্যের ফল বা বীজ।

কন্দগল সকুণ—যে পাখির গলা মুলার ন্যায় লম্বা (বক বা সারসজাতীয় পক্ষী?)। ⇒ **সকুণ**।

কন্দতি (ক্রি) [√কন্দ+অ] ক্রন্দন করা, রোদন করা, বিলাপ করা, খেদ করা, চিৎকার করা, প্রার্থনা করা, অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা, প্রচার করা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিলাপ করা, দুঃখ বা শোক করা, পাত করা, ফেলা, হেঁট হওয়া, শাখা নোয়ানো, (কাহারও জন্য) শোক করা, দুঃখ প্রকাশ করা। (তুলনীয়) **রোদতি**। (কর্মবাচ্যে) **কামগুণা উরত্তালিং কন্দতি**—(পঞ্চ) কামগুণ সহকারে বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন বা বিলাপ করা। (বি-ভা) **বাহাপগগয্হ কন্দতি**—বাহু তুলিয়া ক্রন্দন বা বিলাপ করা। (অতীত) **কন্দি**। (অ-বিণ) **কন্দিত**। (ব-বিণ) **কন্দন্ত**।

কন্দন (ক্লী) ক্রন্দন, রোদন, কান্না, আহ্বান, শোক, বিলাপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, চিৎকার, শব্দ, উচ্চশব্দ, ঘোষণা, প্রচার, অবিচার বা অত্যাচারের তীব্র অনুযোগ, নীতিসূত্র।

কন্দন্ত (বিণ) ক্রন্দন করে এমন, রোদন করিয়া, শোক বা বিলাপ করিতেছে এমন, রোরুদ্যমান। ⇒ **কন্দতি**।

কন্দফল (ক্লী) ⇒ **কন্দ**।

কন্দমূল (ক্লী) ⇒ **কন্দ**।

কন্দর (পুং) ১ কন্দর, গর্ত, গুহা, খাদ, গহ্বর, কৃত্রিম শিলাগৃহ, পাহাড়ের ঢালু জায়গার অথবা ক্রমনিম্নভূমির অথবা পর্বতের পাদদেশের গর্ত বা গহ্বর, আবাস স্থানের গর্ত (থেরগাথা)। ২ উপত্যকা, গিরিসঙ্কট, জলস্রোতকৃত খাদ (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়—নদীর জলস্রোত দ্বারা পর্বতের কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ "**কং বুচ্চতি উদকং, তেন ধারিতং**)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কন্দর পদরসাখা**।

কন্দরা (স্ত্রী) = **কন্দর**। ⇒ **কন্দর**।

কন্দল—শ্বেতবর্ণ ফুলগাছের নাম। **কন্দল মকুড়**—শ্বেতবর্ণ ফুলগাছের স্ফীতি বা গিরা (?), (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) পেশীতন্তু।

কন্দলপুপ্ফ (ক্লী) কুন্দাল পুষ্প। (তুলনীয়) **কদলিপুপ্ফ**।

কন্দল মকুড় ⇒ **কন্দল**।

কন্দড় (ক্লী) শালুক অথবা শাপলা ফুলের ডাঁটা অথবা শাপলা ফুলের বীজ যাহা খাওয়া যায়, পদ্মের নাল অথবা পদ্মের ডাঁটা অথবা পদ্মফুলের বীজ বা পদ্মের টাক যাহা খাওয়া যায়, শাপলার বড় গোলাকার মূল বা সালুক।

কন্দিত (বিণ) অনুতপ্ত, শোকার্ত, ক্রন্দন বা বিলাপ করে এমন। ⇒ **কন্দতি**। (ক্লী) ক্রন্দন, শোকপ্রকাশ, অনুতাপ, বিলাপ।

কন্দুক (পুং) কন্দুক, খেলিবার গোলাগুলি।

কন্ন (বিণ) (সংস্কৃত—স্কন্ন) বিন্দু বিন্দু পতিত হয় এরূপ, ফোঁটা ফোঁটা পড়ে বা ফেলায় এরূপ, চুয়াইয়া পড়ে এরূপ।

কন্নপ্পকন্ন (বিণ) ১ বিন্দু বিন্দু বা ফোঁটা ফোঁটা পড়ে এবং পড়ে না এরূপ। ২ সম-অসমগামী, উচ্চ-নীচ সর্বত্রগামী।

কন্নাম—কি নাম? কি নামের, নাম কি? = **কিন্নাম, কিং নাম**।

কন্নিকার পুপ্ফ—কর্ণিকার ফুল। ⇒ **কন্নিকার**।

কন্যা = **কঞ্ঞা**। ⇒ **কঞ্ঞা, কনিয**।

কপণ (বিণ) ১ কৃপণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, উষর, অনুর্বর, তত বা বেশ ভালো নয় এমন, ঘৃণ্য, শোচনীয়, ভিক্ষাজীবী, দুঃখী, দীন, জঘন্য (বর্ণনায়:—**বরাক, দুগ্গত, দীন, দড়িদ্দ**); (জাতি বুঝাইলে) নীচ (জাতি), যেমন—**চণ্ডাল, পেসকার**। **অতিকপণ**—অত্যন্ত দরিদ্র; = **দীন**। (পুং) ভিখারি, ভিক্ষুক। ২ সংক্ষিপ্ত, খর্ব, হ্রস্ব, অনতিদীর্ঘ, অল্প, অপ্রচুর, কম, সামান্য, ত্রুটিপূর্ণ, রূঢ়, অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ, ন্যূন, অপর্যাপ্ত, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, সীমাবদ্ধ আকারের, সামান্য মূলধনবিশিষ্ট, প্রায় না, তুচ্ছ, অনর্থক, সামান্যমাত্র।

কপণ-ইত্থি—দরিদ্রা স্ত্রীলোক, দুঃস্থা নারী। = **কপণা**।

কপণ-ইদ্ধিক (বিণ) ⇒ **ইদ্ধিক**।

কপণজীবিকা—দুঃস্থভাবে জীবনযাপন, দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন। (জাতক) **কপণজীবিকং কপ্পেতি**—দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন করা।

কপণতা (স্ত্রী) ১ দীনতা, দরিদ্রতা। ২ জঘন্যভাব, সামান্য বিষয়, তুচ্ছ বিষয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয়।

কপণদ্ধিকা (পুং, বহুবচন) [কপণ+অদ্ধিকা] ভ্রমণকারী পথিকগণ, ভ্রমণকারীরা। ⇒ **অদ্ধিককপণ**। (দীর্ঘনিকায়, পেতবত্থু অর্থকথা) "**কপণদ্ধিকাদি**" বলিলে প্রায়শ বুঝায়—"**সমণ-ব্রাহ্মণ কপণদ্ধিকাদি বণিব্বক-যাচকা**"—শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দরিদ্র প্রভৃতি পদব্রজে ভ্রমণকারী এবং যাচকগণ (জাতক), (কিন্তু ধর্মপদ অর্থকথায়) **কপণদ্ধিকা**। ⇒ **কপণিকা**।

কপণভাব—দুঃস্থ অবস্থা, দরিদ্র অবস্থা, হীন অবস্থা, জঘন্য ব্যাপার।

কপণমনুস্স—দুঃখী লোক, নিঃস্ব ব্যক্তি, দুঃস্থ লোক, দরিদ্র লোক, ভিখারি, ভিক্ষুক।

কপণলদ্ধক—দুঃখে লব্ধ, কষ্টে প্রাপ্ত (বিশেষত ছেলেমেয়ে সম্পর্কে, যেমন—সাধ্যসাধনা করিয়া ছেলেমেয়ে লাভ করা)। (তুলনীয়) **কিচ্ছলদ্ধক**।

কপণবিসিকা—দুঃস্থ বা দরিদ্রদের গমনাগমন পথ অথবা বাসস্থান বা পাড়া, দরিদ্রপল্লী, গরিব পাড়া, দরিদ্রপল্লীর রাস্তা।

কপণবুত্তিন—দুঃস্থ বা দরিদ্র জীবনের পরিচালনা।

কপণা (স্ত্রী) দুঃস্থা স্ত্রীলোক, দরিদ্রা স্ত্রীলোক, দুঃখিনী নারী। = **কপণ-ইত্থি**।

কপণিকা (স্ত্রী) = **কপণা**। ⇒ **কপণা**।

কপণিদ্ধিক = **কপণ-ইদ্ধিক**। ⇒ **কপণ-ইদ্ধিক**।

কপণিযা (স্ত্রী) = **কপণা**। ⇒ **কপণা**।

কপন (ক্রি-বিণ) দয়ালুরূপে, দয়া উদ্রেককারীভাবে, করুণভাবে, করুণা উদ্দীপকভাবে, শোকসন্তপ্তভাবে, দুঃস্থরূপে, রোদন করিতে করিতে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিয়া, ঘৃণা উদ্রেককারীভাবে।

কপলভিত্তি = **তাপসভিসিকা**। ⇒ **তাপসভিসিকা**।

কপল্ল (পুং) কাজল, কজ্জল, অঞ্জন, চক্ষুর পাতায় লেপন দ্রব্য। = **কজ্জল**। (ক্লী) ১ করোটি বা মাথার খুলির ন্যায় পাত্র অথবা সরীসৃপাদির খোলার ন্যায় পাত্র। ⇒ **কপাল**। ২ ছাই ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত মৃণ্ময় পাত্র। ৩ (কিছু) ভাজিবার পাত্র, চাটু, কড়া, মাটির নষ্টপাত্র, খোলা, খোলামকুচি, খাপরা ভাঙ্গা, চাঁড়া। (তুলনীয়) **অঙ্গার কপল্ল**। (বিণ) অগভীর কড়াইতে ভাজা বা সেঁকা হইয়াছে এমন। (পুং, ক্লী) পিষ্টক, পিঠা। = **পূব**।

কপল্লক (ক্লী) ১ ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্র, মাটির নির্মিত ছোট পাত্র। ২ ভাজিবার পাত্র, চাটু, কড়া। = **কপল্ল** (ক্লী) শব্দ দেখুন।

কপল্লপাতি (পুং) মৃণ্ময়পাত্র, চাটু, কড়া, খোলা, মাথার খুলি।

কপল্লপূব—পিষ্টকবিশেষ, পিঠা, ডিমের বড়া, অগভীর কড়াইতে ভাজা বা সেঁকা পিষ্টক বা রুটি। ⇒ **পূব**।

কপাল (ক্লী) ১ কচ্ছপের পিঠের খোল। ২ মাথার খুলি। (তুলনীয়) "**সীসকটাহ**" শব্দে "**কটাহ**"। ৩ ভাজিবার পাত্র, চাটু, কড়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অযোকপাল**—লৌহপাত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কপালকপল্ল**—মাথার খুলি। ৪ যতি বা সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার পাত্র। ৫ মৃণ্ময় পাত্রের ভগ্নাংশ, চাঁড়া, খোলা, খাপরা ভাঙ্গা।

কপালক (ক্লী) ১ পাত্র, ছোট পাত্র। ২ ভিখারির ভিক্ষার পাত্র।

কপালকপল্ল ⇒ **কপাল** (৩)।

কপালখণ্ড—চাঁড়া, মৃণ্ময় পাত্রের ভগ্নাংশ, খাপরার চাঁড়া।

কপালসীস—মাথার খুলি বা খোল। = **সীসকটাহ**।

কপালহত্থ (বিণ) পাত্রহস্ত, হস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়াছে এমন, পাত্রধারী, ভিক্ষার্থী, ভিখারি।

কপালাভত—পাত্রের মধ্যে সংগৃহীত খাদ্য।

কপাস—কার্পাস। = **কপ্পাস**।

কপি (পুং) কপি, বানর।

কপিকচ্ছু (পুং) এক প্রকার লতাগাছ। **কপিচ্ছু ফল**—কপিকচ্ছু ফল (বানরী-লতাগাছের ফল? অথবা কি তেলাকুচা লতাগাছের ফল?)।

কপিকচ্ছুফল ⇒ **কপিকচ্ছু**।

কপিচিত্ত (বিণ) বানরের ন্যায় যাহার মন বা চিত্ত সর্বদা চঞ্চল থাকে।

কপিঞ্জর = **কপিঞ্জল**। ⇒ **কপিঞ্জল**।

কপিঞ্জল (পুং) অপোষা বা বন্য পক্ষী, এক জাতীয় তিত্তির পক্ষী।

কপিট্ঠ (পুং) = **কপিত্থ, কবিট্ঠ**। ⇒ **কপিত্থ, কবিট্ঠ**।

কপিট্ঠন = **কপিত্থন**। ⇒ **কপিত্থন**।

কপিঠন (পুং) একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ, কদবেলের গাছ, কদবেল। = **কপিত্থন**।

কপিত্থ (পুং) ১ বন্যফলের গাছ, হাতিশুঁড় গাছ। = **কবিট্ঠ**। ২ যখন হাতের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে এবং ঢিলাভাবে বাঁকায় তখন হাতের অবস্থা বা ভঙ্গি।

কপিত্থং (ক্লী) বন্যফল।

কপিত্থক (পুং) = **কপিত্থ**। ⇒ **কপিত্থ**।

কপিত্থন (পুং) বন্যফল, কদবেল। = **কপিঠন**। বিশুদ্ধিমার্গে "**কপিত্থক**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কপিনচ্চনা (স্ত্রী) বানরের নৃত্য, বানরের নাচ।

কপিনিদ্দা (স্ত্রী) বানরের ন্যায় নিদ্রা, বানরের ন্যায় ঝিমানো বা তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া অথবা চক্ষু মুদিয়া ঢুলা।

কপিল (বিণ) কপিল, পিঙ্গল বর্ণের, বাদামি রঙের, কপিলবর্ণ বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ (চুল বা দাড়ির রং)। (পুং) কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, একজন মুনির নামবিশেষ বা কপিল মুনি।

কপিলবত্থু (ক্লী) কপিলাবস্তু, নগরের নামবিশেষ, শাক্য রাজ্য, শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের দেশ বা মাতৃভূমি। বুদ্ধের সময়কালে এই নগর ছিল শাক্যরাজ্যের রাজধানী। শাক্যগণ এখানেই রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যের রাজা মহারাজ শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থরূপে ভগবান গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নগর ছিল তৎকালীন আর্যাবর্তের মধ্যবর্তী স্থান এবং বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তী জিলা (যাহা বলরামপুর শহরের নিকটবর্তী গোণ্ড জংসনের উত্তর-পূর্ব স্থান)।

কপিলবত্থুনগর—কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজধানী বা শহর। ⇒ **কপিলবত্থু, নগর**।

কপিলা (স্ত্রী) কপিলবর্ণের গাভী।

কপিসীস (পুং) দরজা বা জানালার উপরের কাঠ বা পাথর, চাঁদিনা।

কপিসীসক (পুং) দরজার খুঁটি বা স্তম্ভে হুক লাগাইবার ছিদ্র।

কপোত (পুং) কপোত, কবুতর, পারাবত, পায়রা, পক্ষী, ঘুঘুপক্ষী।

কপোতক (পুং) কবুতরের (পুরুষজাতীয়) বাচ্চা অথবা ঘুঘুপক্ষীর (পুরুষজাতীয়) বাচ্চা।

কপোদ পাদ (বিণ) কবুতরের পায়ের রং সদৃশ, যাহার পায়ের বর্ণ কবুতরের পায়ের ন্যায়।

কপোতি (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় কবুতর বা ঘুঘুপক্ষী।

কপোতিকা (স্ত্রী) কবুতরের (স্ত্রীজাতীয়) বাচ্চা অথবা

ঘুঘুপক্ষীর (স্ত্রীজাতীয়) বাচ্চা।

কপোল (পুং) কপোল, গণ্ডদেশ, গাল।

কপ্প (বিণ) উপযুক্ত, উপযোগী, উচিত, ঠিক, সঙ্গত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, প্রকৃত, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, যোগ্য। (তুলনীয়) **কপ্পতা**। = **কপ্পিয**। (থেরগাথা) **কপ্পাকপ্পেসু কুসলো**। (মহাবংশ) **কপ্প কোবিদো**। মিলিন্দ প্রশ্নে "রস" অর্থে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিনয়ে ইহার অর্থ দৃষ্ট হয়:—(ইচ্ছানুরূপ) প্রস্তুত, পছন্দমতো, সদৃশ, অনুরূপ। (বিনয়) **অহতকপ্প**। (সূত্রনিপাত) **খগ্গবিসাণকপ্প; হেতুকপ্প**—কারণস্বরূপ, কারণ অনুরূপ। (ক্লী) কল্প (অর্থাৎ কল্প বলিলে বুঝায়—মহাব্রহ্মার পরমায়ু পরিমাণ সংখ্যা, যেমন—মনুষ্য গণনায় নব্বই শত সহস্র বৎসরের সমান দিব্য পঞ্চশত বৎসর যাহা নিম্নতম দেবভূমি চতুর্মহারাজিক স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ু, চতুর্মহারাজিক স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ুর চতুর্গুণ ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গবাসী অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকারভুক্ত দেবরাজ্যের দেবগণের পরমায়ু, ত্রয়োবিংশ স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ুর চতুর্গুণ যাম স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ু, যাম স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ুর চতুর্গুণ তুষিত স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ু, তুষিত স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ুর চতুর্গুণ নির্মাণরতি স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ু, নির্মাণরতি স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ুর চতুর্গুণ পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গবাসী দেবগণের পরমায়ু হয়। অতএব পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গবাসী দেবগণের আয়ুগণনা অনুসারে এক সংবর্ত-বিবর্ত বৎসরে এক কল্প বৎসর হয়। ব্রহ্মপারিসজ্জ নামক প্রথম ধ্যানিক রূপব্রহ্মবাসী ব্রহ্মাগণের পরমায়ু কল্পের এক তৃতীয়াংশ বৎসর। ব্রহ্মপুরোহিত নামক প্রথম ধ্যানিক রূপব্রহ্মবাসী ব্রহ্মগণের পরমায়ু অর্ধকল্প বৎসর। মহাব্রহ্মা নামক প্রথম ধ্যানিক রূপব্রহ্মবাসী ব্রহ্মগণের পরমায়ু পূর্ণ এক কল্প বৎসর), এক সংবর্ত-বিবর্ত সময়, অনন্ত কাল (তুলনীয়—**কপ্পং দীর্ঘনিকায়—কপ্পায়ু**), সময়াবর্তন (= **সংসার**—সূত্রনিপাত, **ন এতি কপ্পং**—সূত্রনিপাত), (সময়ের পরিমাণে) সংসারের সংবর্ত-বিবর্তকাল। তিনটি অনন্ত কাল বা প্রধান যুগ, যথা—**মহাকপ্প, অসংখ্যয় কপ্প, অন্তরকপ্প**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে:—**সংবত্তকপ্প, সংবত্তট্‌ঠায়ি কপ্প, বিবত্তকপ্প, বিবত্তট্‌ঠায়ি কপ্প**—এই চারি "**অসংখ্যেয় কপ্প**" এর সংযোগে এক একটি "**মহাকপ্প**" দীর্ঘনিকায়ে প্রায়ই ইহাকে "**সংবত্ত-বিবত্ত কপ্প**" বলা হইয়াছে; বিনয়ে ইহাকে "**একম্পিজ্জাতিং**" ইত্যাদি ধারা অনুসারে গ্রহণ করা হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) **পুব্বন্তকপ্প**—অতীত কল্প; **অপরন্তকপ্প**—ভবিষ্যৎকল্প। **পথমকপ্পে**—সৃষ্টির প্রারম্ভে, সংসার সৃষ্টির আদিতে, কোনও এক সময়ে (জাতকে উল্লিখিত "**অতীতে**" শব্দ তুলনীয়)। যখন "**কপ্প**" স্বয়ং সৃষ্ট হয় তখন "**মহাকপ্প**" বুঝায়। এখন সমস্ত সম্পূর্ণ কল্পকে এক কথায় সূত্রনিপাতে "**কেবলকপ্প**" এবং সংযুক্ত নিকায়ে "**দীঘকপ্প**" বলা হইয়াছে। (তুলনীয়) **সঙ্কপ্প**। ২ক) ঘোড়ার সাজ, জাঁকালো পোশাক। (তুলনীয়) **কপ্পন**। খ) কালো বর্ণের ক্ষুদ্র বিন্দু, কালো দাগ বা চিহ্ন। **কপ্পবিন্দু**—বিনয়ের নিয়মানুসারে চীবরের কোনায় মুরগির চক্ষুপ্রমাণ যে কালো চিহ্ন দেওয়া হয়। (বিনয়) **লেসকপ্প**। ৩ জরুরি বিধি, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপদেশ, বিচারকের আদেশপত্র, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলতি নিয়ম, শাসন, প্রভুত্ব, বিধি, নিয়মব্যবস্থা, ধারা, রীতি, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, প্রকার, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়। (বিনয়) **কপ্পতি সিঙ্গিলোণ কপ্পে**—ধারা বা নিয়ম-সম্বন্ধে উপযুক্ত কারণ ।

কপ্পং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) দীর্ঘ সময়ের জন্য, কল্পকালের জন্য। (জাতক) **মযি আয়ুকপ্পং**।

কপ্প-উট্‌ঠান (ক্লী) কল্পের উৎপত্তি। ⇒ **উট্‌ঠান** (২), **কপ্পুট্‌ঠান**।

কপ্পক (পুং) নাপিত, নরসুন্দর, কঞ্চুকী, গৃহাধ্যক্ষ, রাজসেবক, রাজাকে স্নান করাইবার লোক। (বর্ণনায়) **নহাপক, নহাপিত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কপ্পকবেস**—নাপিতের বেশ, নাপিত সদৃশ ছদ্মবেশ; **পসাধনকপ্পক**—যে ব্যক্তি পোশাক পরিচ্ছদ গোছাইয়া দেয় ইত্যাদি, নাপিত।

কপ্পকজাতিক (বিণ) নাপিত বংশীয়, নাপিত জাতীয়, নাপিত কুলে যাহার জন্ম হইয়াছে এমন।

কপ্পকত (বিণ) চিহ্নকৃত, চিহ্নিত, দাগ বা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এমন। এই শব্দটি ভিক্ষুদের চীবরে "**কপ্পবিন্দু**" করা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কপ্পকবেস ⇒ **কপ্পক**।

কপ্পকাল—পৃথিবীর বিবর্তসময়, এক কল্পকাল পর্যন্ত সময়, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময় পর্যন্ত। পৃথিবীর উৎপত্তি হইতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়কে এককল্প বা কল্পকাল বলা হয়।

কপ্পকোলাহল—কল্প বা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কোলাহল বা উচ্চশব্দ। ⇒ **কোলাহল**।

কপ্পগ্‌গি (পুং) কল্পাগ্নি, কল্প বা পৃথিবী অগ্নি, বিবর্তে পৃথিবী বিধ্বংসকারী অগ্নি।

কপ্পজহ (বিণ) সময় ক্ষেপণ করিয়াছে বা কাটাইয়া দিয়াছে এমন, সংসারমুক্ত অর্থাৎ অর্হৎ (সূত্রনিপাত)। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বলা হইয়াছে—**দ্বে কপ্পা মুক্ত**, যেমন—**দিট্‌ঠিজহ, তণ্‌হাজহ**। = **কপ্পজ্জহ**।

কপ্পজাল—কল্পধ্বংস, অগ্নিতে কল্পের পরিসমাপ্তি, কল্পের অবসান, কল্পের শেষ বা সমাপ্তি।

কপ্পজ্জহ (বিণ) [কপ্প+জহ] (অর্হৎ সম্বন্ধে) যিনি সময় অতীত করিয়াছেন, সংসারত্যাগী। = **কপ্পজহ**।

কপ্পট (পুং) ময়লা জীর্ণবস্ত্র, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ।

কপ্পট্‌ঠ (বিণ) কল্পকাল স্থায়ী, কল্পস্থায়ী। (নরকে বা

প্রেতলোকে দেবদত্ত সম্বন্ধীয় কথায়) **অপায়িক নেরয়িক কপ্পট্ঠ অতোকিচ্ছো** (বিনয়)।

কপ্পট্ঠায়িন (বিণ) (বিমান সম্বন্ধে) কল্পকাল স্থায়ী, পৃথিবীর সংবর্তকাল হইতে বিবর্তকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপত্তিকাল হইতে ধ্বংসকাল পর্যন্ত) স্থায়ী, এক সংবর্ত-বিবর্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী। ⇒ **কপ্পট্ঠিক**।

কপ্পট্ঠায়ী = **কপ্পট্ঠায়িন, কপ্পট্ঠিতিক**। ⇒ **কপ্পট্ঠায়িন, কপ্পট্ঠিতিক**।

কপ্পট্ঠিক (বিণ) কল্পকাল পর্যন্ত স্থায়ী বা সহনশীল, কল্পকাল পর্যন্ত ঠিকে বা অস্তিত্বে থাকে এমন, পৃথিবীর স্থায়ীকাল পর্যন্ত থাকে এমন, অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে এমন। বিনয়ে দেবদত্ত সম্বন্ধে:—"**কিব্বিস কপ্পট্ঠিক**। (জাতক) **কপ্পট্ঠিক সালরুক্খ**। = **ঠিতকপ্পিং** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি), **কপ্পট্ঠায়িন**।

কপ্পট্ঠিতিক = **কপ্পট্ঠিক**। ⇒ **কপ্পট্ঠিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কপ্পট্ঠিতিক বের**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কপ্পট্ঠিতিক কম্মং। সব্বে পি মগগ-সমঙ্গিনো পুগ্‌গলা ঠিত কপ্পিনো**।

কপ্পট্ঠিতিন (বিণ) কল্পকাল স্থায়ী। = **কপ্পট্ঠায়িন, ঠিতকপ্পিন**।

কপ্পট্ঠিয = **কপ্পট্ঠিক**। ⇒ **কপ্পট্ঠিক**।

কপ্পঠিতিন = **কপ্পট্ঠিতিন**। ⇒ **কপ্পট্ঠিতিন**।

কপ্পতা (স্ত্রী) যোগ্যতা, উপযুক্ততা, উপযোগিতা, যথোপযুক্ততা।

কপ্পতি (ক্রি) [√কপ্প+অ] যোগ্য করা বা হওয়া, উপযুক্ত করা বা হওয়া, উপযোগী করা বা হওয়া, যথোপযুক্ত হওয়া, ঠিক হওয়া, সঙ্গত হওয়া, উচিত হওয়া, প্রস্তুত করা, ব্যক্তিগত হওয়া, স্বকীয় হওয়া, নিজের হওয়া, আপনার হওয়া, বিশেষ হওয়া, স্বাভাবিক হওয়া, আপাতত প্রতীয়মান হওয়া, অনুমিত হওয়া। (করণে) **কপ্পাপেতি, কপ্পেতি**।

কপ্পন (ক্লী) কল্পন, কল্পনা, রচনা, আরোপ, উদ্ভাবন, যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করা, মনগড়া বিষয়, সঙ্কল্প, চিন্তন, মনন, সামর্থ্য, পর্যাপ্তি, ছেদন, নায়কের আরোহণার্থ হস্তি সজ্জিতকরণ, ন্যায়োক্ত অনুমান বিশেষ, তৈরি কার্য, সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তকরণ, স্থিরকরণ, সম্পাদন, যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে, ঘোড়া সজ্জিতকরণ, জিন লাগানো, শৃঙ্খলাযুক্ত করণ, প্রস্তুতকরণ, জীবিকার্জন, স্বচেষ্টায় লাভ বা অর্জনকরণ। (জাতক) **জীবিক কপ্পন**—জীবিকার্জনের কল্পনা বা চিন্তন; **দন্তকপ্পন**—দন্ত শৃঙ্খলা করিয়া রক্ষণ। (বিণ) পরিপাটি, সুসজ্জিত, ঠিকঠাক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাটিয়া ছাঁটা হইয়াছে এরূপ, কর্তিত, শৃঙ্খলাকৃত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নানারতন কপ্পন**—নানারত্ন খচিত, বিবিধ রত্ন দ্বারা সজ্জিত।

কপ্পনা (স্ত্রী) = **কপ্পন**। ⇒ **কপ্পন**।

কপ্পনিব্বত (বিণ) কল্পের প্রারম্ভে উৎপন্ন, কল্প আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন। এই শব্দটি জাতকে নরকাগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কপ্পপরিবট্ট = **কপ্পপরিবত্ত**। ⇒ **কপ্পপরিবত্ত**।

কপ্পপরিবত্ত—কল্পপরিবর্তন, কল্প প্রত্যাবর্তন বা ক্রমবিকাশ, কল্পের পরিসমাপ্তি বা শেষ, জগতের বা পৃথিবীর পরিসমাপ্তি।

কপ্পপাদ = **কপ্পরুক্খ**। ⇒ **কপ্পরুক্খ**।

কপ্পবিন্দু (ক্লী) একটি ক্ষুদ্র কালো দাগ বা চিহ্ন দ্বারা ভিক্ষুদের চীবরের কোণায় চিহ্নিত করা হয়। = **লেসকপ্প**। ⇒ **কপ্প** (২খ)।

কপ্পর (পুং) কনুই, মোড় বা বাঁক, হাতের কনুই।

কপ্পরুক্খ (পুং) ১ কল্পবৃক্ষ, কল্পপাদপ, কল্পতরু, কল্পদ্রুম, অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ, ইচ্ছা কল্পতরু, যখন যাহা ইচ্ছা করা হয় সেইরূপ ফল প্রদানকারী স্বর্গীয় বৃক্ষ, ঐন্দ্রজালিক বৃক্ষ, সর্ব ইচ্ছা পূর্ণকারী বৃক্ষ। (যৌগিকে) **কপ্পরুক্খ চিন্তামণি**। ২ কল্পকাল স্থায়ী বৃক্ষ, অসুর ভবনে অসুরদের তূরীশব্দে ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদানকারী বিচিত্র বৃক্ষ।

কপ্পলতা (স্ত্রী) কল্পতরুর ন্যায় লতা গাছ, কল্পলতা, কল্পবৃক্ষ সদৃশ লতা। = **কপ্পরুক্খ**। ⇒ **লতা** (১)।

কপ্পবিনাস (পুং) কল্পবিনাশ, পৃথিবী ধ্বংস।

কপ্পবিনাসক (বিণ) পৃথিবী ধ্বংসকারী, কল্পবিধ্বংসক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কপ্পবিনাসক অগ্গি**—বিশ্ব বা কল্প ধ্বংসকারী অগ্নি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কপ্পবিনাসক মহামেঘো**।

কপ্পবিনাসক জাল (ক্লী) বিশ্ব বা কল্প ধ্বংসকারী তাপ, কল্পবিধ্বংসী অগ্নি। ⇒ **জাল** (২)।

কপ্পসমণ (পুং) ধর্মোপদেষ্টা ঋষি, স্থিরসঙ্কল্প মুনি, সিদ্ধপুরুষ। (তুলনীয়) **সমণকপ্প**।

কপ্পহলাহল—কল্পকোলাহল, কল্প পর্যাবসানে কোলাহল, কল্পশেষে বা অবসানে কোলাহল।

কপ্পাতীত (বিণ) ১ কল্পাতীত, কল্পকাল অতীত বা গত। ২ যিনি সময় অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ অর্হৎ।

কপ্পাপেতি (ক্রি) করানো, অন্যের দ্বারা করানো। ⇒ **কপ্পতি, কপ্পেতি**। (বিনয়) **মসসুং কপ্পাপেতি**—কাহারও দ্বারা দাড়ি কামাইয়া লওয়া।

কপ্পায়ুক (বিণ) যাহা আয়ু কল্পকাল পর্যন্ত, যে ব্যক্তি এক কল্প জীবিত থাকে, যাহা কল্পকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। (পুং) **মহাব্রহ্মা**।

কপ্পাবসেসং—কল্পের অবশিষ্ট সময়, কল্পের বাকি সময়। (দীর্ঘনিকায়) **কপ্পং বা কপ্পাবসেসং বা**।

কপ্পাস (ক্লী) কাপাস, কাপাস গাছ, কাপাস তুলা। (যৌগিকে) **উন্ন কপ্পাস** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কপ্পাসট্ঠি [কপ্পাস+অট্ঠি] কার্পাস সুতার বীজ, কার্পাস বীজ।

কপ্পাসপটল (ক্লী) কার্পাস বীজের সূক্ষ্ম চর্মাবরণ, বীজের

অতি সূক্ষ্ম সূত্র বা সর, কার্পাস পটল, কার্পাস তুলার স্তর বা স্তবক। ⇒ **পটল** (১)।

কপ্পাসপণ্ণ (ক্লী) কার্পাস গাছের পাতা। ⇒ **পণ্ণ** (২)।

কপ্পাসপিচু—কার্পাস সুতার বস্ত্র, কার্পাস, কার্পাস তুলা।

কপ্পাসময (বিণ) কার্পাসের তৈরি, কার্পাস সুতা দ্বারা প্রস্তুত।

কপ্পাস সুখুম (ক্লী) সূক্ষ্ম কার্পাস সুতার বস্ত্র, সুন্দর এবং উত্তম কার্পাস বস্ত্র। ⇒ **সুখুম**।

কপ্পাস সুত্ত (ক্লী) কার্পাস সুতা যাহা চীবরের জন্য বিনিময় করা হয় (বিনয়)।

কপ্পাসিক (বিণ) = **কপ্পাসময**। ⇒ **কপ্পাসময**। (ক্লী) কার্পাসের উপাদান, কার্পাস বস্ত্র।

কপ্পাসিক পণ্ণ—কার্পাস গাছের পাতা (যাহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়—বিনয়)।

কপ্পাসিক সুখুম (বিণ) কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত চিক্কণ, কার্পাসের সূক্ষ্ম, কার্পাসের সুন্দর, কার্পাসের মনোরম, কার্পাস উপাদানের পাতলা বা সূক্ষ্ম। (ক্লী) = **কপ্পাস সুখুম**। ⇒ **কপ্পাস সুখুম**।

কপ্পাসিযা সুত্ত (ক্লী) কার্পাস সুতা।

কপ্পাসী (স্ত্রী) কার্পাসী, কার্পাস গাছ, কার্পাস। = **কপ্পাস**।

কপ্পি = **কপ্পু**। ⇒ **কপ্পু**।

কপ্পিক (বিণ) জগতের বা কল্পের আবর্তন সম্বন্ধীয়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পথম কপ্পিক কাল**—কল্পের প্রারম্ভিক সময়ে, কল্পের বা জগত উৎপত্তির আদিতে বা প্রথম সময়ে। **পথম কপ্পিক মনুস্সা**—কল্পের আদি যুগের মানুষেরা। (যৌগিকে) " **পুব্বন্ত কপ্পিক**" এবং "**অপরন্ত কপ্পিক**" (এখানে "**ইক**" শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণতা বুঝাইতেছে)। ⇒ **কপ্পিয** (২)।

কপ্পিত (বিণ) ১ প্রস্তুতকৃত, তৈরি, সজ্জিত, শৃঙ্খলাকৃত অর্থাৎ ঘোড়া সজ্জিত করা হইয়াছে এমন অথবা ভাঁজ করা কবরী বা খোপা বাঁধা হইয়াছে এমন অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা ছাঁটা বা কাটা হইয়াছে এমন, দাড়ি কামানো হইয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **কপ্পিত কেসমস্সু**—চুল-দাড়ি কামাইয়াছে এমন। ২ স্বচেষ্টায় অর্জিত, প্রাপ্ত, ঘটিত, লব্ধ, প্রস্তুতকৃত, উদ্ধৃত। (জাতক) **কপ্পিত জীবিক**—নিজ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। ৩ ভূষিত, সজ্জিত, অলঙ্কৃত, সুশোভিত, সুন্দরকৃত। **সুকপ্পিত**—সুন্দররূপে প্রস্তুতকৃত বা নির্মিত, সুন্দররূপে ঘোড়া সজ্জিত, সুন্দররূপে কবরী বা খোপা বাঁধা হইয়াছে এমন। ৪ কল্পিত। ⇒ **পরিকপ্পিত, কপ্পেতি**।

কপ্পিত কেস-মস্সু—মাথার চুল এবং গোঁফ-দাড়ি কামাইয়াছে এমন। (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) **কেস-মস্সুং ওহারেত্বা কাসাযানি বত্থানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনগারিযং পব্বজতি**—মাথার চুল এবং গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইলেন অর্থাৎ সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

কপ্পিত বাল = **কুত্তবাল**। ⇒ **কুত্তবাল**।

কপ্পিন (বিণ) ১ প্রাপ্ত, লব্ধ, ঘটিত, স্বচেষ্টায় প্রাপ্ত, অর্জিত, উপার্জিত। (সূত্রনিপাত) **পঞ্ঞাণ কপ্পিন**। ২ কল্পকাল স্থিত, কল্পকাল স্থায়ী। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মহাকপ্পিন**—মহাকল্প স্থায়ী অর্থাৎ যাহা মহাকল্প কাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকে।

কপ্পিয (বিণ) ১ আইনমতো, বিধিমতো, নিয়মানুরূপ, যুক্তিযুক্ত, ঠিক, উপযুক্ত, বিধিসঙ্গত, বিধিসিদ্ধ, আইনসঙ্গত, ন্যায্য, উচিত, সঙ্গত, আর্যগণের বা ভিক্ষুগণের পরিভোগের উপযুক্ত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, প্রকৃত, যোগ্য, আসল, যথার্থ, সত্য, ঠিকঠাক, পটু, সুস্থ, খাড়া, অনুরূপ, যথোপযুক্ত, অবিকল, উপযোগী। = **অনুচ্ছবিক পতিরূপ**। (ক্লী) উপযুক্ত বিষয় বা বস্তু, বিধিসঙ্গত বিষয়। ২ পার্থিব, ইহজীবন-সম্বন্ধীয়, অনিত্য, সময়-সংক্রান্ত, সময়-সম্বন্ধীয়, সময়ের, বিশ্বের বা জগতের প্রাণী-সম্বন্ধীয়, দেব-মনুষ্যের, দেব-মনুষ্য-সম্বন্ধীয় (ন **কপ্পিয**--মুনি-সম্বন্ধীয় বা মুনির--সূত্রনিপাত), (অন্যভাবে) আয়ু-সম্বন্ধীয়। (যৌগিকে) **পথম কপ্পিযকাল**--কল্পের আদি যুগে, জগৎ-উৎপত্তির প্রথমভাগে। ⇒ **কপ্পিক**।

কপ্পিযকারক (পুং) ভিক্ষুসেবক, যে ব্যক্তি ভিক্ষুর খাদ্যাদি ব্যবহারিক জিনিস উপযুক্ত করিয়া জোগাইয়া দেয়।

কপ্পিযকুটি (স্ত্রী) বিহারের বহির্ভাগস্থ কুটি যেখানে বিহারের নানা আসবাবাদি জমা রাখা হয়, দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ঘর বা মালঘর।

কপ্পিযতা (স্ত্রী) (যাহা বিধিসঙ্গত নহে উহাকে) বিধিসঙ্গত বলিয়া ধারণা।

কপ্পিযদারক (পুং) যে বালককে ভিক্ষুর সেবার জন্য বিহারে দেওয়া হয়। = **কপ্পিযকারক**।

কপ্পিযভণ্ড (ক্লী) ভিক্ষুদের বিধিসঙ্গত আসবাব, ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত দ্রব্যাদি।

কপ্পিযভূমি (স্ত্রী) ভিক্ষুদের বিধিসঙ্গত আসবাবাদি বা নানা দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান। (তুলনীয়) **কপ্পিযকুটি**।

কপ্পিযমান (বিণ) সাজাইতেছে এরূপ। ⇒ **কপ্পেতি**।

কপ্পিযলেস (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—কল্প্য) কার্যসিদ্ধির উপযুক্ত ছল বা ছলনা, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যুক্তিযুক্ত শঠতা বা প্রবঞ্চনা। = **লেসকপ্প**।

কপ্পিয সঞ্ঞাণ (বিণ) (যাহা বিধিসঙ্গত বা আইন সম্মত নহে উহাকে) অনুমোদিত বা বিধিমত বলিয়া ধারণকারী বা কল্পনা করে এমন।

কপ্পিযাকপ্পিয (বিণ) [কপ্পিয+অকপ্পিয] যাহা উপযুক্ত আর যাহা অনুপযুক্ত, যাহা সঙ্গত আর যাহা অসঙ্গত।

কপ্পিযানুলোম (ক্লী) নিয়মানুসারে কার্য, আইনসম্মত কার্য, বিধিসঙ্গত কার্য, আইন বা বিধানের সহিত মিল রাখিয়া কার্য, বিধিমতো কার্য।

কপ্পু (ক্লী) = **কপ্প**। ⇒ **কপ্প**। এই শব্দটি মকখলিগোসাল

কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দ, বিশেষত এই শব্দটি বৈশালী দেশজ শব্দ বলিয়া স্বীকার্য।

কপ্পুট্‌ঠান (ক্লী) ১ কল্পের প্রারম্ভে উত্থান অথবা কল্পের শেষে উত্থান। ২ কল্পসমাপ্তি, কল্পের শেষ। ⇒ **কপ্প-উট্‌ঠান**।

কপ্পুট্‌ঠানগ্‌গি (পুং) [কপ্প+উট্‌ঠান+অগ্‌গি] বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ড, বিশ্ববিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিশ্ব মহাযুদ্ধের আরম্ভ।

কপ্পূর (পুং, ক্লী) কর্পূর, কর্পূর নামক শুভ্রবর্ণের সুগন্ধবিশেষ। **ক**) ছোট ছোট গাছ বা কর্পূর গাছ (জাতক)। **খ**) ধুনাজাতীয় বৃক্ষের ক্ষরিত রস, তৈরি সুবাসিত বা দুর্গন্ধযুক্ত সার বা নির্যাস। (তুলনীয়) **কটুকপ্ফল**।

কপ্পেতি (ক্রি) [√কপ্প+এ] প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা, অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা, অশ্বের সজ্জা দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, পরিপাটি করা, ছাঁটা, কাটা, ফিতা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা, (রাজনীতিতে) সকল দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, (কাহারও জীবন) পরিচালনা করা, সৃজন করা, গঠন করা, নির্মাণ করা, উৎপন্ন করা, নির্বাহ করা, দীক্ষিত করা, ব্যবস্থা করা, নিয়মিত করা, সম্পাদন করা, সংসাধন করা, বাধ্য করা, নির্দেশ করা, নির্ধারণ করা, বিধান করা, উপস্থিত করা, উপার্জন করা, লাভ করা, মনস্থ করা, অবস্থাবিশেষে আনয়ন করা, সংঘটন করা, পরিণত করা, প্রতিষ্ঠিত করা, নিশ্চয় করা, নিয়োগ করা, রচনা করা, আন্দাজ করা, ইচ্ছা করা, সঙ্কল্প করা, অনুমান করা, গমন করা, সাহায্য করা, ভান করা, উপযুক্ত করিয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, ওঠা, বহন করা, নিষ্পত্তি করা, নির্ভর করা, সংস্থাপিত করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, সঙ্কলন করা, জন্মানো, উৎপাদন করা, পদবিযুক্ত করা, শৃঙ্খলা করা, বিন্যাস করা, পরিচালন করা, আদেশ করা। ⇒ **কপ্পতি**। (সূত্রনিপাত) **যঞ্চ্ঞং কপ্পেতি**—পূজা বা যজ্ঞ সম্পাদন করা। (থেরগাথা) **ইরিযাপথং কপ্পেতি**—ইর্যাপথ গ্রহণ করা, গমন-শয়ন-দাঁড়ানো-উপবেশন—এই চতুর্বিধ ইর্যাপথে চিত্তে স্থৈর্য রক্ষা করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জীবিতং কপ্পেতি**—জীবন পরিচালনা করা বা জীবন-যাপন করা। (মহাবংশ) **দিবা-বিহারং কপ্পেতি**—দিবা বিহার করা, দিনদুপুরে বিশ্রাম করা। (বিনয়) **নিসজ্জং কপ্পেতি**—বসিয়া পড়া, বসা। (দীর্ঘনিকায়) **বাসং কপ্পেতি**—বাস করা, থাকা। (জাতক, দীর্ঘনিকায়) **সংবাসং কপ্পেতি**—১ বাস করা, থাকা। ২ স্ত্রীসঙ্গম করা। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **সেয্যং কপ্পেতি**—শয়ন করা, শয্যা প্রস্তুত করা। (বিনয়) **মস্সুং কপ্পেতি**—দাড়ি কামানো। (জাতক) **হত্থিযানানি কপ্পেতি**—হস্তী দ্বারা টানিত গাড়িগুলি সজ্জিত করা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পঞ্চ হত্থিনিকা সতানি কপ্পেসি**—পঞ্চশত হস্তিযান সজ্জিত করা। (অতীত) **কপ্পেসি**। (অ-বিণ) **কপ্পিত**। (ব-বিণ) **কপ্পেন্ত, কপ্পিযমান**—সাজাইতেছে এমন। (ক্রি-বি) **কপ্পেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **কপ্পীযতি**। (করণে) **কপ্পাপেতি**।

কপ্পেত্বা (ক্রি-বি) সাজাইয়া, সজ্জিত করিয়া, প্রস্তুত করিয়া, নির্মাণ করিয়া। ⇒ **কপ্পেতি**।

কবন্ধ = কবন্ধ। ⇒ **কবন্ধ**।

কবর (বিণ) ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, নানা বর্ণের রেখাযুক্ত, ডোরা-কাটা, চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত, মিশ্রিত, (বিশুদ্ধিমার্গে) তালি দেওয়া বা টুকরা টুকরা (বস্ত্রখণ্ড) দ্বারা প্রস্তুতকৃত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কবরগাভী**—চিত্রবিচিত্র গাভী; **কবর গো রূপ**। (জাতক) **কবর কচ্ছ**—চিত্রবিচিত্র বাছুর বা গোশাবক। **কবরবণ্ণ সোণক**—চিত্রবিচিত্র কুকুর; **সবল সোণক**। **কবরচ্ছায**—(বৃক্ষের) ফুটফুটে ছায়া; (বিপ) **সন্দচ্ছায**—ঘন বা নিবিড় ছায়া।

কবরকুচ্ছি—নানা বর্ণের ডোরাকাটা বা রেখাযুক্ত পেট আছে এমন, বিকটাকার জন্তুর বা দানবের "**কবরকুচ্ছি**" বা চিত্রবিচিত্র উদর।

কবরকুট্‌ঠ—এক প্রকার কুষ্ঠ রোগ যাহা শরীরকে বিচিত্রবর্ণ করে (শ্বেতকুষ্ঠ?)।

কবরগাভী ⇒ **কবর**।

কবর গো রূপ = কবরগাভী। ⇒ **কবরগাভী**।

কবরচ্ছায ⇒ **কবর**।

কবরমণি (পুং) বিড়ালের চক্ষু, বহুমূল্য পাথর, যাহারে "**মসারগল্ল**" বলা হয়। ⇒ **মসারগল্ল**। কিন্তু পান্না নামক বহুমূল্য পাথরকেও "**কবরমণি**" বলা হয়। সম্ভবত বিড়ালের চক্ষু বা "**মসারগল্ল**" এবং পান্না—এই উভয়বিধ বৈলক্ষণ্যসম্পন্ন।

কবরবচ্ছু ⇒ **কবর**।

কবরবণ্ণ সোণক ⇒ **কবর**।

কবল (পুং, ক্লী) ক্ষুদ্র টুকরা বা অংশ (= **আলোপ**), মুখের গ্রাস বা একগ্রাস, পিণ্ড, সমগ্র সমষ্টি, মোট, টুকরা, অল্প পরিমাণ, এক চামচ, অত্যল্প বা সামান্য পরিমাণ। শক্ত খাদ্য হউক অথবা তরলখাদ্য হউক "**কবল**" শব্দ খাদ্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত (অর্থাৎ ভাত খাওয়ার সময়ে পঞ্চাঙ্গুলে গোলাকাররূপে একবারে যাহা গ্রহণ করা হয় উহাই গ্রাস বা "**কবল**")। (জাতক) **কবলে কবলে**—প্রতি গ্রাসে, গ্রাসে গ্রাসে। **সকবল**—মুখে গ্রাস পুরিয়া, মুখে গ্রাস লইয়া।

কবলাবচ্ছেদক (বিণ) গ্রাসের অর্ধেক দাঁতে কাটিয়া লয় এরূপ (অর্থাৎ গ্রাসের অর্ধেক মুখে পুরিয়া দেয় আর অর্ধেক পুনরায় থালায় ফিরাইয়া আনে এমন), দাঁতে কাটিয়া কিছু মুখের ভিতর নেয় আর কিছু হাতে রাখে এমন।

কবলিঙ্কার (পুং) গ্রাস, পিণ্ড, যাহা গ্রাস করিয়া বা পিণ্ডাকার করিয়া খাওয়া হয়। (তুলনীয়) **কবল**। (বিণ) যাহা গ্রাস করিয়া বা পিণ্ডাকার করিয়া খায় এরূপ (বস্তু) অর্থাৎ ভক্ষণযোগ্য। "**কবলিঙ্কার**" বলিলে পার্থিব জড় খাদ্যকেই

বুঝায়; ইহা চতুর্বিধ খাদ্যের মধ্যে একটি, যেমন—(বিশেষ ভাষায়) **কবলিঙ্কারাহারো ওড়ারিকো বা সুখুমো বা** ... (মধ্যম নিকায়)।

কবলিঙ্কারভক্খ কবলিঙ্কারাহারভক্খ। ⇒ **কবলিঙ্কারাহারভক্খ।** এই শব্দটি **"কামাবচর"** বা কামভূমির সত্ত্বগণের জন্য প্রযোজ্য, কারণ উর্ধ্বলোকের সত্ত্বগণ প্রীতি-আহারী জড়বস্তু আহাররূপে গ্রহণ করেন না।

কবলিঙ্কারাহার (পুং) [কবলিঙ্কার+আহার] জড় খাদ্যবস্তু, জড়জাতীয় যেই খাদ্যবস্তু খাওয়া হয় উহা, যাহা গ্রাস করিয়া খাওয়া হয়।

কবলিঙ্কারাহার ভক্খ—পিণ্ডাকার খাদ্য, আত্মরক্ষার হেতু অথবা জীবনধারণের নিমিত্ত যে জড়বস্তু গ্রাস করিয়া আহাররূপে গ্রহণ করা হয়।

কবলে কবলে ⇒ **কবল।**

কবল্ = **কবল।** ⇒ **কবল।**

কবলাবচ্ছেদকং (ক্রি-বিণ) মুখে ভাতের গ্রাস পুরিয়া দাঁতে কাটার ন্যায় বা চর্বণ করার ন্যায় অথবা বিভাগ করার ন্যায়।

কবলিকা (স্ত্রী) আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধনের পট্টি, ক্ষত বা আহত স্থান বন্ধন করিবার বস্ত্রখণ্ড।

কব্ব (ক্লী) (সংস্কৃত—কাব্য) কাব্য, কবিতা, পদ্য, ছন্দ রচনা, কবিতাকারে রচনা, গান রচনা। **কব্বং করোতি**—কবিতা বা গান রচনা করা।

কব্বকরণ (ক্লী) কাব্যকরণ, পদ্য বা কবিতা রচনা করণ।

কব্বকার (পুং) কাব্যকার, কবি, পদ্যাকারে বা কবিতায় রচনাকারী।

কব্য = **কব্ব।** ⇒ **কব্ব। কব্যং বন্দতি**—কবিতা রচনা করা।

কব্যকারক = **কব্বকার।** ⇒ **কব্বকার।**

কব্যালঙ্কার (পুং) [কব্য+অলঙ্কার] কাব্যালঙ্কার, গাথা বা শ্লোকের অলঙ্কার, পদ্যের বা কবিতার অলঙ্কার, সুন্দর কবিতা।

কম (পুং) (বৈদিক—ক্রম) ১ ক্রম, অনুক্রম, পর্যায়, অবিচ্ছেদ, প্রণালী, পদ্ধতি, যাহার পর যাহা এই নিয়ম, আক্রমণ, সঙ্কল্প, বিক্রম, বল, ব্যবহার, অতিক্রম, চলন, ধর্মবিধান, শক্তি, পদক্ষেপ, অনুষ্ঠান, সুশৃঙ্খলা, বিন্যাস, নিয়ম, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশাসনের অবস্থা, আদেশ, লিখিত নির্দেশ, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্মসম্প্রদায়, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্র জাতি হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম জাতি হইতে ক্ষুদ্রতর) সমশ্রেণীর প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায়, রীতি, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, কোনও একটি ঘটনা, কাজ পথ, রাস্তা, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, দূরত্ব, ব্যবধান, উপায়, উন্নতি, পদক্ষেপ, এক পা, অল্পদূরত্ব, পদশব্দ, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলিবার ধরণ, চলনভঙ্গি, অবলম্বিত কার্য, গতি, গতিপথ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, ক্রমোন্নতি, কার্য পরম্পরা। (সন্ধম্মোপায়ন) **সব্বত্থাবিহতক্কম**—বিনা বাধায় সকল দিকে গতি। (বুদ্ধদত্ত মহাথেরোর বর্ণনায়) **বড্ঢনক্কম**—ক্রম বিকাশ বা উন্নয়ন পদ্ধতি; **পটিলোমক্কম**—বিপরীত দিকে চলন, বিপরীত প্রথায় বা ধারায় গমন। (বিশুদ্ধিমার্গ) ক্রমোন্নতির ধারায় পঞ্চবিধ **"কম"** বা ক্রম, যথা—**উপ্পত্তিক্কম, পহানক্কম, পটিপত্তিক্কম, ভূমিক্কম, দেসনাক্কম**—এইগুলি উদাহরণ দ্বারা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধিমার্গে পুনরায় **"উপাদান"** মতে ত্রিবিধ **"কম"** বা ক্রম এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**উপ্পত্তিক্কম, পহানক্কম, দেসনাক্কম**। ২ অসৎ বা কুটিল ঘটনার বিষয়ে (পূর্বতন এবং ব্যবসায় সম্বন্ধীয়) "চলার পথে" অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে, পূর্বনির্দিষ্ট গতিতে, পরে পরে, একটির পর আর একটি করিয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কমতো**—ক্রমে ক্রমে। **কমেন**—অচিরে, শীঘ্রই, ক্রমে ক্রমে। **যথাক্কমং**—যথাক্রমে। ৩ (বিণ) কোনও পথে চলিতে থাকিয়া, অনুক্রমে চলিতেছে এরূপ। **চতুক্কম**—চারি পায়ে চলিতেছে এমন; = **চতুষ্পাদ**।

কমণ্ডলু (পুং,ক্লী) কমণ্ডলু, জলের পাত্র, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীগণের জলপাত্রবিশেষ। = **কুণ্ডিকা**।

কমণ্ডলুক (বিণ) জলের পাত্র লইয়া, জলপাত্র বা কমণ্ডলু হাতে আছে এমন, কমণ্ডলু লইয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ব্রাহ্মণা পচ্ছাভূমকা কমণ্ডলুক**।

কমতি (ক্রি) [√কম+অ] ১ চলা, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করা, ভ্রমণ করা। (সূত্রনিপাত) **দিব্বে পথে কমতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযে পথে কমতি**। (দীর্ঘনিকায়) **আকাসে কমতি**। ২ যাওয়া, পৌঁছা, নাগাল পাওয়া, পাওয়া, প্রবেশ করা। (পেতবত্থু) **সগ্গং কমতি**। ৩ অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, সম্পন্ন করা, ঘটিয়া থাকা। ৪ নিমগ্ন হওয়া, ভিতরে যাওয়া, ঢোকা। ৫ নিকটবর্তী হওয়া। (অতীত) **কমি**। (অ-বিণ) **কন্ত**।

কমতো ⇒ **কম** (২)।

কমত্থং (ক্রি-বিণ) [কং+অত্থং] কেন? কি বা কোন উদ্দেশ্যে? = **কিমত্থং**।

কমন—পদক্ষেপ, পদক্ষেপকরণ, এক পা, অল্প দূরত্ব, পদশব্দ, ক্রম, সোপান, মইয়ের ধাপ, পদাঙ্ক, পদচিহ্ন, চলনভঙ্গি, চলিবার ধরন, চলন, অবলম্বিত কার্য, উপায়। ⇒ **সঙ্কমন, কম**।

কমনীয (বিণ) কমনীয়, স্পৃহনীয়, বাঞ্ছনীয়, আনন্দজনক, মনোরম, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, সুন্দর, মনোহর, সুখকর, প্রফুল্ল, আমোদপ্রিয়, অত্যন্ত প্রিয়, নম্র, অমায়িক, মধুর, সুমিষ্ট (ধ্বনিকর বা শব্দ)। (ক্লী) বাঞ্ছিত বস্তু বা বিষয়।

কমল (ক্লী) ১ কমল, পদ্ম, পদ্মফুল। (যৌগিকে) **"কমল কুবলয"** অথবা **"কমল উপ্পল"** (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **বারিকিঞ্জক্খ**। ২ একজাতীয় ঘাস যদ্দ্বারা চটিজুতা প্রস্তুত করা হয় (বিনয়)।

কমলকরা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের হস্তদ্বয় পদ্মের ন্যায় কোমল।

কমলদল (ক্লী) কমলদল, পদ্মপত্র, পদ্মফুলের পাপড়ি। ⇒ **দল**।

কমল পাদুকা (স্ত্রী) কমল ঘাস দ্বারা তৈরি চটিজুতা। = **কমল** (২)।

কমলা (স্ত্রী) কমলা, সুন্দরী স্ত্রীলোক, কমনীয়া নারী।

কমলাকর (বিণ, পুং) কমলাকর, যে জলাশয়ে অনেক পদ্ম জন্মে। (ক্লী) পদ্মাসন।

কমলিন—অনেক পদ্ম আছে এমন, পদ্মগাছ বা পদ্মফুলে পরিপূর্ণ (পুকুর)।

কমলিনী (স্ত্রী) কমলিনী, পদ্মের ঝাড়, পদ্মযুক্ত লতা, পদ্মসমূহ, পদ্মপুকুর বা হ্রদ। (সূর্যের বর্ণনায়) **কমলিনী কামুক**—পদ্ম প্রেমিক বা প্রেমিকা, পদ্মপ্রণয়ী বা প্রণয়িনী; **কমলিনী কামুক সুরিযো = কমলিনী কামুক সামিকো**।

কমলিনী কামুক ⇒ **কমলিনী**।

কমুক (পুং) সুপারি, সুপারি গাছ।

কমেন ⇒ **কম** (২)।

কম্প (পুং) কম্প, কাঁপুনি, সঞ্চালন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পথবিকম্প**।

কম্পক (বিণ) কাঁপে বা কাঁপায় এমন, সঞ্চালিত হয় এরূপ, কাঁপায় বা কম্পিত করে এমন, কম্পিত হয় এরূপ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পথবিকম্পক**।

কম্পকরণ = **পকম্পনা**। ⇒ **পকম্পনা**।

কম্পতি (ক্রি) [√কম্প+অ] কাঁপা, কাঁপানো, নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত করা বা হওয়া, ঢেউ ওঠা, আন্দোলিত করা, পত পত করিয়া ওড়া, ঘুরানো, ভাঁজা, হস্তাদির আন্দোলন দ্বারা ইঙ্গিত করা। (খুদ্দক পাঠের উদাহরণে) **চলতি, বেধতি**। (তুলনীয়) **অনুকম্পতি, পকম্পতি, বিকম্পতি, সঙ্কম্পতি**। (অতীত) **কম্পি**। (অ-বিণ) কম্পিত।(বর্তমান ক্রিয়া, মধ্যমপুরুষ একবচনে) **কম্পসি**। (ব-বিণ) **কম্পন্ত, কম্পমান**। (করণে) **কম্পেতি**।

কম্পন (ক্লী) কম্পন, কাঁপুনি, উদ্বেগ, ভয়, সঞ্চালন, গতি, আন্দোলন, ভূকম্প। (বিণ) কাঁপায় এরূপ, উদ্বেগজনক।

কম্পনরস (বিণ) উদ্বেগভাবযুক্ত অর্থাৎ সন্দেহ (**বিচিকিচ্ছা**)।

কম্পমান (বিণ) কম্পমান, কম্পান্বিত, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, কাঁপিতেছে এমন, ইতস্তত করিতে করিতে, ইতস্তত করে এমন, উদ্বিগ্ন হইয়া। **কম্পমান চিত্ত**। ⇒ **কম্পতি**।

কম্পসি (মধ্যম পুরুষ বর্তমান ক্রিয়া) কাঁপিতেছে, ভীত হইতেছ, বিচলিত বা অস্থির হইতেছ। = **ব্যধসি**। ⇒ **কম্পতি**।

কম্পা (স্ত্রী) = **কম্পন**। ⇒ **কম্পন**।

কম্পিত (বিণ) কম্পিত, ভীত, চালিত, সঞ্চালিত, উদ্বিগ্ন, ইতস্ততঃকৃত। ⇒ **কম্পতি, কম্পেতি**।

কম্পিন (বিণ) কম্পিত হয় এমন, ভীত হয় এমন। = **বিকম্পিন**।

কম্পিয (বিণ) চলনশীল, গতিশীল, অস্থাবর, অস্থায়ী, সঞ্চালিত হয় এমন, বিচলিত হয় এমন, কম্পিত হয় এমন, দুর্বল হয় এমন, ভীত হয় এমন, উদ্বিগ্ন হয় এমন। (ক্রি-বি) কম্পিত হইয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া। = **কম্পেত্বা**। ⇒ **কম্পতি**।

কম্পুরিব = **কম্বু**। ⇒ **কম্বু**। এই শব্দটি থেরীগাথায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহার সংশোধিত শব্দ "**কম্বুরিব**" [কম্বু+র+ইব]। ⇒ **কম্বু**।

কম্পেতি (ক্রি) [√কম্প+এ] কম্পিত করা বা হওয়া, নাড়া দেওয়া, নাড়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, উদ্বেগযুক্ত করা। ⇒ **কম্পতি**। (অতীত) **কম্পেসি**। (অ-বিণ) **কম্পিত**। (ব-বিণ) **কম্পেন্ত**। (ক্রি-বি) **কম্পেত্বা, কম্পিয**।

কম্পেত্বা (ক্রি-বি) কম্পিত হইয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া, ভীত হইয়া, অস্থির হইয়া। = **কম্পিয**। ⇒ **কম্পেতি**।

কম্বল (ক্লী) কম্বল, মেষাদির লোমরচিত আসন, পশমি কাপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদ, পশমিবস্ত্র। (বিনয়) **কোসেয্য কম্বল, কপ্পাসিক কম্বল**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্বল সুখুম; রত্তকম্বল; পণ্ডুকম্বল**। (বিনয়) **কেসকম্বল; বালকম্বল**।

কম্বলকঞ্চুক—মন্দিরের উপর অলঙ্কার বা সজ্জার ন্যায় লাল বর্ণের পশমি আবরণী।

কম্বল কূটাগার—মৃতদেহ বা শব সৎকারের চিতার ন্যায় ব্যবহৃত লাল পশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত বাঁশের কাঠামো অর্থাৎ বাঁশের কাঠামোতে কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত কুঁড়েঘর।

কম্বলপাদুকা—পশমি চটিজুতা।

কম্বলপুঞ্জ—কম্বলের রাশি বা স্তূপ।

কম্বল মদ্দন—কম্বল রঞ্জিতকরণ, কম্বলে রং দেওয়া।

কম্বলরতন—মেষলোম দ্বারা তৈরি মূল্যবান কম্বল।

কম্বলবণ্ণ (বিণ) কম্বলবর্ণ, কম্বলের ন্যায় রং আছে এমন, মেষলোম দ্বারা তৈরি বস্ত্রের রঙের মতন অর্থাৎ লাল বর্ণের। (জাতক) **কম্বলবণ্ণ-মংস**।

কম্বলসিলাসন—শ্বেতবর্ণের কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত পাষাণাসন, দেবরাজ ইন্দ্রের আসন বা সিংহাসন। (তুলনীয়) **পণ্ডু কম্বল সিলাসন, পণ্ডু কম্বলাসন**।

কম্বলসুখুম (বিণ) কম্বলের ন্যায় সূক্ষ্ম বা সুন্দর, কম্বলের ন্যায় উত্তম, যে মেষলোমের বস্ত্র তৃপ্তিজনক বা রুচিকর, যে পশমিবস্ত্র পাতলা বা কোমল, যে পশমিবস্ত্র চিক্কণ বা মিহি। (ক্লী) সূক্ষ্ম বা মিহি পশমি কম্বল, সুন্দর ও উত্তম পশমি কম্বল। ⇒ **সুখুম**।

কম্বল সুত্ত—পশমি সুতা, মেষলোমের সুতা, উলের সুতা।

কম্বলিন (বিণ) পশমি বস্তু বা পোশাক আছে এমন। = **কম্বলী**।

কম্বলী (বিণ) যাহার পশমি পোশাক আছে। = **কম্বলিন**।

কম্বলীয (ক্লী) পশমি পোশাক-পরিচ্ছদ, পশমি বস্ত্র।

কম্বু (পুং, ক্লী) ১ কম্বু, শঙ্খ, খাদ্যশঙ্খ, স্বর্ণ, পীতবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, ছাল, খোসা, শামুকের খোলা, ঝিনুক। (থেরীগাথা) **সণ্হ-কম্বুরিব ... সোভতে সুগীবা।** "**কম্পুরিব**" শব্দের পরিবর্তে "**কম্বুরিব**" ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ স্বর্ণ বা ঝিনুক অথবা শঙ্খনির্মিত বলয় বা বালা, সোনার আংটি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সঙ্খবলয = হত্থালঙ্কার**—হাতের অলঙ্কার, (বিমানবত্থু অর্থকথা) যেই অলঙ্কার হাতের কব্জিতে পরিধান করা হয়। ⇒ **কাযুর**।

কম্বুগীব (বিণ) তিনটি সোনালী রেখার চিহ্নবিশিষ্ট অথবা যাহার গলায় তিনটি ভাঁজের রেখা বর্তমান আছে এমন অর্থাৎ যাহাকে ভাগ্যবানের চিহ্ন মনে করা হয়, শঙ্খ বা শামুকের ন্যায় পেঁচালো (প্যাঁচ প্যাঁচ বা মোচড়ানো) যাহার গলা আছে এমন। = **সুবণ্ণালিঙ্গ সদিস গীবো**। (তুলনীয়) **কম্বু**।

কম্বুতল ১ শামুকের নিম্নাংশ অর্থাৎ শামুকের লেজের দিকের প্যাঁচ প্যাঁচ বা মোচড়ানো অংশ, (চরিত্রে) গলার সোনালী রেখা। **কম্বুতল আভাসা গীবা; (বর্ণনায়) সুবণ্ণালিঙ্গতল সন্নিভা**। ২ শামুকের মসৃণ অংশ অর্থাৎ মুখের দিকের মসৃণ অংশ।

কম্বুপরিহরক—হাতের কব্জিতে পরিধান করে এমন, শঙ্খ অথবা সোনার বালা বা বলয়, স্বর্ণ অথবা শঙ্খনির্মিত হাতের অলঙ্কার।

কম্বুরিব = কম্বু। ⇒ **কম্বু** (১)।

কম্বুস্স—স্বর্ণ অথবা স্বর্ণালঙ্কার (বালা বা বলয়)। (জাতক) **কম্বুস্সং বুচ্চতি সুবণ্ণং**।

কম্বোজ (পুং) কম্বোজ নামক দেশ, দেশের নাম। এই কম্বোজ ছিল প্রাচীন ভারতের মহারাষ্ট্রীয় দেশ, বর্তমানে উহা ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত।

কম্বোজক (বিণ) কম্বোজ দেশীয়। (জাতক) **কম্বোজক অস্সতর**।

কম্বোজা (স্ত্রী) কম্বোজ নামক দেশ, দেশের নাম। = **কম্বোজ**। (জাতক) **কম্বোজাক রট্ঠ**—কম্বোজ রাজ্য।

কম্বোজি (পুং, ক্লী) দদ্রুগাছ, দাদ পাতার গাছ। **কম্বোজিগুম্ব = এড়গলাগুম্ব**।

কম্বোজিগুম্ব—দাদ পাতার ঝোপ। ⇒ **কম্বোজি**।

কম্ম (ক্লী) ১ কর্ম, কার্য, কাজ, স্বভাবজাত কর্ম, ভালো-মন্দ উভয়বিধ কার্য, ব্যবসায়, পাপ-পুণ্য উভয়বিধ কর্ম, ব্যবহার, আচরণ, ক্রিয়া, সামান্য ঠিক কাজ, যাহা করা হয়। **মালাকম্ম**—ফুল বা যে কিছুর মালা গাঁথার কার্য। **লতা কম্ম**—(কাপড়ে কিংবা দেওয়াল ইত্যাদিতে) লতাজাতীয় ফলে তোলার কার্য। ব্যবসায় অথবা কেনা বেচা ইত্যাদি বুঝাইলে:—**হীনকম্ম**—হীন কর্ম বা ব্যবসায়; **উক্কট্ঠকম্ম**—উচ্চ বা উন্নত কার্য বা ব্যবসায়; এখানে "**হীনকম্ম**" বলিলে "**কোট্ঠক**" এবং "**পুপ্ফচ্ছড্ডক**" কর্মসমূহকেই বুঝাইল, আর "**উক্কট্ঠ-কম্ম**" বলিলে "**বাণিজ্জা**" এবং "**গোরক্খা**" কর্ম-সমূহকেই বুঝাইল। এই কর্ম আবার ধর্ম জীবনের বাধা বা পরিপন্থী কার্য যাহাকে বলা হয় দশ প্রকার "**পলিবোধ কম্ম**" (**পলিবোধ, পলিবোধ** শব্দ দেখুন)। এই অর্থে বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণনা করা হইয়াছে: **নবকম্ম; কস্সকম্ম; কুম্ভকার কম্ম**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরেসং কম্মং কত্বা**—অপরের কার্য করিয়া অর্থাৎ অন্য লোকের নিকট চাকরী করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সকম্মপসুতা**—স্বকর্মপ্রসূত, নিজ নিজ কার্যে ঝুঁকিয়া পড়া; (তুলনীয়) **অত্তনো কম্মং কুব্বানং** (ধর্মপদ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মেকরণসালা**—কাজ করিবার ঘর, কার্যালয় বা কারখানা (এখানে তাঁত ঘর)। ২ কর্ম, কার্য, ঠিকা কাজ, যাহা করা হয়, ইত্যাদি বুঝাইলে: (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চীবর কম্ম**—চীবর সেলাই ইত্যাদি কার্য। (বিভঙ্গ) **উপোসথ কম্ম**—উপোসথ পালনের কার্য। **কম্মং করোতি**—কাজ করা, কর্ম করা। (মধ্যম নিকায়) **নাগো পাদেহি কম্মং করোতি**—হস্তী পায়ের দ্বারা কাজ করে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝাইলে: (বিশুদ্ধিমার্গ) **উক্কায কম্মং নত্থি**—উল্কা বা মশাল দ্বারা কাজ হয় না বা চলে না, মশালের আলো দ্বারা করিবার কার্য নয়। তৈরিকরণ, লাভকরণ, কাজকরণ ইত্যাদি বুঝাইলে: (সূত্রনিপাত) **ওকাসকম্ম**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাতুকম্ম**। ৩ বিশেষত যাজকীয় ভাব বুঝাইলে ভিক্ষুসভার কার্যবিবরণী, মোকদ্দমা পরিচালনের কার্যধারা, ধর্মকার্য, ভিক্ষুর বিধান অনুসারে কার্য সম্পাদন। ইহাকে "**ঞত্তি**" বলা হয় (**ঞত্তি** শব্দ দেখুন)। ভিক্ষুদের অত্যাবশ্যকীয় যাজকীয় কর্ম, যথা—**ক) অপলোকন কম্ম, খ) উক্খেপনীয়কম্ম, গ) উপোসথ কম্ম, ঘ) তজ্জনিয়কম্ম, ঙ) তস্স পাপিয়্যসিকা কম্ম, চ) নিস্সয়কম্ম, ছ) পটিঞঞাকরণীয় কম্ম** (পটিঞঞাকরণীয় কম্ম), **জ) পটিপুচ্ছাকরণীয় কম্ম, ঝ) পটিসারণীয় কম্ম, ঞ) পব্বজনিয়কম্ম, ট) সম্মুখাকরণীয় কম্ম**—(এই অর্থে) **কম্মং করোতি**—সভার কার্যবিবরণী বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনার কার্যধারা গ্রহণ করা (বিনয়)। (বিনয়) **কম্মং গরহতি**—কার্যবিবরণীর বিষয় অবগত হইয়া বা শ্রবণ করিয়া দোষ গ্রহণ করা; **কম্মং পটিপ্পস্সম্ভেতি**—কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনের কার্যধারা বাতিল বা রদ করা। কর্মকারকে অতীতকাল-সম্বন্ধে (পেতবত্থু) **কিং কম্মং অকাসি নারী**—এই স্ত্রীলোকটি কি কর্ম করিয়াছে? (পেতবত্থু অর্থকথা) **তস্সা কতকম্মং পুচ্ছি**—সেই স্ত্রীলোকটি কি করিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধে: **কম্মং কাতব্বং হোতি**—কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে, কর্তব্য কাজ আছে, কর্তব্যের বাধ্য আছি (আট প্রকার "**কুসীত**

বখ্‌নি"-তে দীর্ঘনিকায়)। **(গহপতি) চত্তারি কম্মানি কত্তা হোতি**--(গৃহপতিকে) চতুর্বিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে বা হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (কর্তৃকারকে) **মিচ্ছাজীব কম্ম; সন্তিকম্ম; পণিধিকম্ম**। (দীর্ঘনিকায়) **তস্‌স কম্মস্‌স কতত্তা**--সেই কর্ম (সম্পাদনের) মাধ্যমে। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্করং কম্মকুব্বতং**--দুষ্কার্যকারী, অসৎকার্যকারী; **অভব্বো তং কম্মং কাতুং**--সেই কার্য করিতে অপারক বা অসমর্থ। (মধ্যম নিকায়) **সঞ্চেতনিক কম্ম**—অভিপ্রেত বা ইচ্ছাকৃত কার্য, ইচ্ছাপূর্বক কার্যকরণ। (দীর্ঘনিকায়) **পমাণকতং কম্ম**। (জাতক) **কতরং কম্মং করোন্তো অহং নিরযং ন গচ্ছেয্যং**—কোন কর্ম করিলে আমি নরকে যাইব না? (সংযুক্ত নিকায়) **যং কিঞ্চি সিথিলং কম্মং ... ন তং হোতি মহপ্ফলং** ...। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কদরিয কম্ম**—কদর্য কর্ম, কৃপণতা সহকারে কার্য। শ্রেণী বিভাগে **"কম্ম":—সিপ্পকম্ম; বিজ্জাচরণ কম্ম** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **কানি কম্মানি সম্মা-নিবিট্‌ঠ**—কোন কার্যগুলিতে সম্যকরূপে নিবিষ্ট? কোন কার্যগুলিতে লঘুভাবে প্রতিষ্ঠিত? (বি-ভা) **কম্মেন সমন্নাগত**—এই এই ভাবে কার্য করায় গুণভূষিত বা উপযুক্ত, এই এই স্বভাবযুক্ত; **তীহি ধম্মেহি সমন্নাগতো নিরযে নিক্‌খিত্ত** তিন প্রকার গুণ বা স্বভাবযুক্ত (ব্যক্তি) নরকে গমন করিবে (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসুচিনা কাযকম্মেন সমন্নাগতো অসুচি মনুস্‌সে**—কায়কর্ম দ্বারা অশুচি সম্পন্ন অপবিত্র মানুষ্যাকার, পাপকর্মকারী পাপী, অসৎ স্বভাবযুক্ত অসৎ; **অনবজ্জ কাযকম্ম সমন্নাগতো**। (দীর্ঘনিকায়) **কাযকম্ম-বচীকম্মেন সমন্নাগতো কুসলেন (পব্বজিত)**—প্রব্রজিত ভিক্ষু কায়কর্ম এবং বাক্যকর্ম দ্বারা সৎ স্বভাববিশিষ্ট। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযকম্ম-বচীকম্ম-মনোকম্মেন সমন্নাগতো বালো** (বিপরীত শব্দ—**পণ্ডিতো**); **বিসমেন কাযকম্ম-বচীকম্ম-মনোকম্মেন সমন্নাগতো; সাবজ্জেন কাযকম্ম-বচীকম্ম-মনোকম্মেন সমন্নাগতো**। (সংযুক্ত নিকায়) **কম্মং বিজ্জা চ ধম্মো চ সীলং জীবিত মুত্তমং, এতেন মচ্চা সুজ্‌ঝন্তি, ন গোত্তেন ধনেন বা**। (সূত্রনিপাত) **নিহীন কম্ম মনুস্‌সা**—কদর্য বা জঘন্য স্বভাবের লোকেরা, দীন স্বভাবের ব্যক্তিগণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মনাপেন বহুলং কায-বচী-মনো কম্মেন**। **"মেত্তা"** শব্দের বর্ণনায় যেমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুসারে **"অপরিহানিযা"** এবং **"সারাণীযা ধম্মা"** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **মেত্তেন কায-বচী-মেনা কম্মেন**। **কাযদ্বারা-বচীদ্বারা-মনোদ্বারা কম্ম** (ব্যক্তিগত কাহারও) কায়-বাক্য-মন দ্বারা কর্ম (অর্থাৎ **"কাযেন, বাচায, মনসা"**)। সূত্রনিপাতে পূর্বতন বিশেষ বর্ণনায়:—**কাযকম্ম** (ইহার পরিবর্তে কোন কোন ভাবে) **কাযকম্মন্ত**; তদ্রূপ **"বচীকম্ম, মনোকম্ম"**। (যৌগিকে) **চিত্তে অরক্‌খিতে কাযকম্ম পি বচীকম্ম পি মনোকম্ম পি অরক্‌খিতং হোতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (মধ্যম নিকায়) **যং নু খো অহং ইদং কাযেন কম্মকত্তু কামো ইদংমে কাযকম্ম অত্তব্যাধায পি সংবত্তেয্য** ...—আমার হাত দ্বারা আমি যেই কাজ করিতে যাইতেছি (আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে) সেই কাজ আমার হাত দ্বারাই করা হইতেছে, ইহাতে কি আমার পাপ হইতেছে? (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায-বচী-মনোকম্ম সেবিতব্বং** (অথবা **"অসেবিতব্বং"**) কায়-বাক্য-মনোকর্ম সেবিতব্য (অথবা **"অসেবিত্য"**); **অনুলোমিক কম্ম**। (চুলনির্দেশ) **সব্বং কাযকম্মং বচীকম্মং মনোকম্মং বুদ্ধস্‌স ঞাণানুপরিবত্ততি**—কর্মের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব বুদ্ধজ্ঞানের অন্তর্গত। (নেত্তি) **যং লোভ-পকতং কম্মং করোতি কাযেন বা বাচায বা মনসা বা তস্‌স বিপাকং অনুভোতি** । (পেতবত্থু) **কিং নু কাযেন বাচায মনসা দুক্কতং কতং**—কায়-বাক্য-মনে তুমি কি পাপই করিয়াছ? (বুদ্ধদত্ত মহাথেরোর বর্ণনায়) **একূন-তিংস কাযকম্মানি**। কর্মসমূহের পাপরূপে প্রভেদ [**পাপকম্মানি, পাপানি কম্মানি, পাপকানি কম্মানি, পাপকম্ম** (বিণ) তুলনীয়—পাপকম্মন্ত (বিণ)] **পাপকম্ম:**—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **নত্থি লোকে রহো নাম পাপকম্ম পকুব্বতো**—যে পাপ কার্য করে তাহার জন্য সংসারে কোথাও গোপনীয় স্থান বা আত্মগোপন করিবার স্থান নাই; **সো পাপকম্ম পকুব্বতো দুম্মেধো জানং দুক্কতং অত্তনো**—সেই পাপকর্মকারী দুর্মেধ বা পাপী (পাপের ফলস্বরূপ) নিজেই দুঃখ ভোগ করে; **পাপকম্মং পবড্‌ঢেন্তো; যং পাপকম্মং কতং সব্বং তং ইধ বেদনিযং**—যাহা কিছু পাপকার্য করা হইয়াছে তৎসমস্ত ইহজগতে ভোগ করিতে হয়। (সূত্রনিপাত) **পব্বজিত্বান কাযেন পাপকম্মং বিবজ্জযী**—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কায়ের দ্বারা পাপকার্য বর্জন কর। (পেতবত্থু) **নিস্‌সংসযং পাপকম্মং** ...—নিঃসংশয়ে কোন পাপকার্য অর্থাৎ কোন পাপকার্যের ফলস্বরূপ । (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপ্পকম্পি পাপং কম্মং**:—**অপ্পমত্তিকং পি পাপং কম্মং কতং তং এনং নিরযং উপনেতি**—এমন কি অল্পমাত্র পাপকার্য করা হইলেও উহা নরকে নিয়া যায়। (মধ্যম নিকায়) **তযা ব'এতং পাপং কম্মং কতং ত্বঞ্‌ঞেব এতস্‌স বিপাকং পটিসংবেদিস্‌সসি**—তুমিই এই পাপকার্য করিয়াছ আর তুমি নিজেই উহার ফল ভোগ করিবে। (ধর্মপদ, নেত্তি) **ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জু খীরং ব মুচ্চতি**। (মধ্যম নিকায়) **যস্‌সপাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীযতি সো ইমং লোকং পভাসেতি**—যাহার কৃত পাপ কুশল বা পুণ্যকার্য দ্বারা আচ্ছাদিত হয় সেই ব্যক্তি ইহজগতকে প্রভাষিত বা আলোকিত করে। (সংযুক্ত নিকায়) **পাপস্‌স কম্মস্‌স সমতিক্কমো**--পাপকর্মকে পরাভূত বা অতিক্রান্ত। (মধ্যম নিকায়) **পাপস্‌স কম্মস্‌স কিরিযায**--পাপকর্ম সম্পাদনে। (ধর্মপদ) **পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্‌ঝতি**—পাপকর্মকারী মূর্খ সতর্ক নহে অর্থাৎ বুঝিতে পারে না; **পাপা পাপেহি কম্মেহি নিরযং উপপজ্জরে**—পাপীরা পাপকর্মের দ্বারা

নরকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। (সূত্রনিপাত) **তে চ পাপেসু কম্মেসু অভিণ্হং উপদিস্সরে। পাপানি কম্মানি:**—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাপানং কম্মানং হেতু চোরং রাজানো গাহেত্বা বিবিধা কম্মকারণা কারেন্তি**—পাপ বা চুরিকর্মের হেতু রাজা চোরকে ধরাইয়া নানাভাবে শাস্তি দেওয়াইলেন। (মধ্যম নিকায়) **যে লোকে পাপানি কম্মানি করোন্তি তে বিবিধা কম্মকারণা করীয়ন্তি**—এই সংসারে যাহারা পাপকার্য করে তাহারা নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। (সূত্রনিপাত) **কম্মং করোতি পাপং কায়েন বাচা চেতসা বা।** (ধর্মপদ) **করোন্তা পাপং কম্মং যং হোতি কটুকম্ফলং**—পাপকার্যকরণ যাহার ফল কটু বা বিষম হয়। (সূত্রনিপাত) **কম্মেহি পাপেহি।** একই ভাব অনুসারে:—**ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি**—যেই কাজ করিলে অনুতাপ করিতে হয় সেই কাজ না করাই ভালো (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আবেনি-কম্মানি করোন্তি**--(**সঙ্ঘভেদ** সম্বন্ধীয়) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাজ করে; **অধম্মিক কম্মানি; অসুচি কম্মানি** (যাহাকে পঞ্চ প্রকারে এবং স্বভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—**অসুচি, দুগ্গন্ধ** ইত্যাদি); **সাবজ্জ কম্মানি**--নারকীয় কার্যসমূহ। **কম্মানি আনন্তরিকানি**--তড়িৎ ফলপ্রদানকারী কার্যসমূহ অর্থাৎ যেই কার্যের ফল শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায়। পুণ্যকার্য (**কুসল, ভদ্দক** ইত্যাদি) বুঝাইলে:--(দীর্ঘনিকায়) **তং কম্মং কত্বা কুসলং সুখুদ্রযং।** (সংযুক্ত নিকায়) **পুঞ্ঞ-কম্মো**—পুণ্যকার্য, সৎকার্য, সাধুকার্য। (পটিসম্ভিদামার্গ) **কুসলেহি কম্মেহি বিপ্পযুত্তা চরতি বিঞ্ঞাণ চরিয়া।** (বিভঙ্গ) **কুলস্স কম্মস্স কতত্তা।** (বুদ্ধদত্ত মহাথেরের বর্ণনায়) **কুসল-কম্ম-পচ্চযানি।** (যৌগিকে) **কম্ম-কিলেস, কম্মট্ঠান, কম্মপথ, কম্মলক্খণ, কম্ম-সমাদন।** ("**ফল**" এবং "**বিপাক**" সম্বন্ধে) **ফল:**—(থেরগাথা অর্থকথা) **তস্স মযহং অতীতে কতস্স কম্মস্স ফলং**—অতীতে আমাকর্তৃক কৃত কর্মের ফল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেসনা ... কম্ম-ফলং পচ্চক্খকারিণী**—কর্মফল প্রত্যক্ষকারী শিক্ষা বা উপদেশ; = **দেসনা কম্মবল পচ্চক্খকারিণী। বিপাক:**—(মধ্যম নিকায়) **যস্স কম্মস্স বিপাকেন ... নিরযে পচ্চেয্যাসি**—যেই কর্মের ফলপ্রদানে তোমাকে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। (সংযুক্ত নিকায়) **তস্স কম্মস্স বিপাকেন সগ্গং লোকং উপ্পজ্জি**—সেই কর্মের ফল প্রদানে সে স্বর্গলোকে গমন করিল বা উৎপন্ন হইল। (সূত্রনিপাত) **কম্ম-বিপাক কোবিদ**—কর্মফল অবগত অর্থাৎ কর্মফল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। (পেতবত্থু) **কিস্স কম্ম বিপাকেন**—কোন কর্মের ফল প্রদান হেতু? (নেত্তি) **ইনুনা অসুভেন কম্ম বিপাকেন। অব্যাকত ধম্ম, ঝান, দুক্খ**—সম্বন্ধীয় "**কম্মবিপাক**" বিষয়ে বিভঙ্গে দ্রষ্টব্য। **কম্ম বিপাকজ**—(পাপে) পাপকর্মের ফলজাত বা ফল দ্বারা উৎপন্ন, একপ্রকার ব্যাধি, পীড়া (অঙ্গুত্তর নিকায়); (পুণ্যে) সৎকর্মের ফলজাত বা ফল দ্বারা উৎপন্ন, একপ্রকার ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি (পটিসম্ভিদামার্গ)। (যৌগিকে) **সুকতফলং সুকতবিপাকো; দুক্খটানং ফলং, দুক্খটানং বিপাকো; কম্মানং ফলং, কম্মানং বিপাকো** (দীর্ঘনিকায়)। (থেরগাথা অর্থকথা) **নিস্সন্দ ফলভূত বিপাকো।** (দীর্ঘনিকায়) **তিণ্ণং কম্মানং ফলং; তিণ্ণং কম্মানং বিপাকো।** শাস্তি অথবা শারীরিক বা মানসিক কষ্ট বুঝাইলে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **যথা যথাযং পুরিসো কম্মং করোতি তথা তথা তং পটি-সংবেদিস্সতি**—এই লোকটি যেই যেই বিষয়ে কাজ করে সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। (ধর্মপদ) **ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো যথাট্ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপ-কম্মা**—পৃথিবীতে এমন কোন গোপন স্থান নাই যেখানে পাপকর্মের ফল হইতে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারা যায়। (মধ্যম নিকায়) **কম্মস্সকা সত্তা কম্মদাযদা কম্মযোনী কম্মবন্ধু ... যং কম্মং করোন্তি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদা ভবন্তি।** কর্ম অর্থে জীবত্বের কারণ বুঝাইলে:—("**পুরাণকম্ম**" এবং "**পুব্বে কতং কম্মং**" এর পার্থক্য দ্রষ্টব্য।) কর্মের ক্ষেত্রফলরূপে সর্বপ্রকার উৎপত্তি ভব বা জীবস্থান, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাম, রূপ, অরূপধাতু (কামধাতু বেপক্কঞ্চে কম্মং নাভবিস্স অপি নু খো কামভবো পঞ্ঞাযেথা'তি? নো হে'তং ... ইতি খো কম্মং খেত্তং...)।** (সূত্রনিপাত) **কম্মুনা বত্ততে লোকো কম্মুনা বত্ততে পজা**—এ বিশ্ব কর্ম দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং কর্মদ্বারা সত্ত্বগণ নিয়ন্ত্রিত হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্ম পচ্চযা**—কর্ম প্রত্যয়ে, কর্মকে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া, কর্মের মধ্য দিয়া। (নেত্তি) **কম্মং কিলেসা হেতু সংসারস্স**—কর্ম এবং ক্লেশ হেতুই সংসারের অথবা নূতনভাবে জীবত্বের কারণ অর্থাৎ পুনর্জন্মের কারণ। সুতরাং কর্মকেই প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয় (পটিসম্ভিদামার্গ)। **কম্মকথা।** (বুদ্ধদত্ত মহাথেরের মতে) "**কম্মে**" ত্রিবিধ, (মধ্যম নিকায়ে) "**কম্ম**" চতুর্বিধ। উৎপাদক অনুসারে জীবোৎপত্তির স্থান সুশৃঙ্খলায় ("**ধম্মতা**" অথবা "**নিযম**") পঞ্চবিধ। কর্ম অর্থে ফল বুঝাইলে:—**কম্ম নিদানানি** অর্থাৎ কর্ম-উৎপাদক তিন প্রকার, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **লোভ, দোস, মোহ (তিনি নিদানানি কম্মানং সমুদযায**—কর্ম উৎপত্তির কারণ তিন প্রকার); সেই তিনটি কর্ম-উৎপাদকের অবসান দ্বারা কর্ম ক্ষয় হইয়া থাকে, যেমন—**লোভক্খযা কম্ম-নিদান-সঙ্খযো।** এতদ্ব্যতীত আরও তিন প্রকার কর্ম-উৎপাদক "**নিদান**" দৃষ্ট হয়, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অতীতে-অনাগতে পচ্চুপ্পন্নে ছন্দ।** ইহা ছাড়া আরও তিন প্রকার কর্ম-উৎপাদক বা প্রবৃত্তিমূলক অস্তিত্ব রহিয়াছে (যাহাকে বলা হয় "**কম্মভব**"), যথা—**পুঞ্ঞ, অপুঞ্ঞ, আনেজ্জ।** কর্ম অর্থে কারণ-ফল বুঝাইলে:—কার্য-কারণ, যেমন কর্ম তেমন ফল। (সূত্রনিপাত) **সচে তং পাপং কম্মং করিস্সথ করোথ বা, ন বো দুক্খা পমুত্ত-অত্থি-ন হি নস্সতি কস্সচি কম্মং**—কর্ম (ফল) কাহারও নষ্ট বা ক্ষতি হয় না। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞাপুঞ্ঞং কম্মস্স নিস্সন্দেন কনক বিমানে**

একিকা হুত্বা নিব্বত্তি—পুণ্য এবং অপুণ্যের উভয় ফলস্বরূপ ...। **যত্থ-অস্স অত্তভাবো নিব্বত্ততি তত্থ তং কম্মং বিপচ্চতি**—এই ব্যক্তি যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন সেখানেই সেই কর্মফল প্রদান করিবে। আলোক এবং অন্ধকার-সম্বন্ধীয় কর্ম বুঝাইলে:—কার্য এবং উহার অনুক্রমিক ফল চতুর্বিধ, যথা—**কণ্হকম্ম, কণ্হবিপাক; সুক্ককম্ম, সুক্কবিপাক; কণ্হ-সুক্ক কম্ম, কণ্হ-সুক্ক বিপাক; অকণ্হ-অসুক্ক কম্ম, অকণ্হ-অসুক্ক বিপাক** (দীর্ঘনিকায়)। **সো সকেন কম্মেন নিরয়ং উপপজ্জতি** (চুলনির্দেশ)। **যথা কম্মূপগ**—যথাকর্মানুসারে কর্মফল ভোগ করা, (পূর্বের কর্মানুসারে কর্মফল ভোগ করা; (তুলনীয়) **যথাকম্মং গতো**—কর্মানুসারে (পুনরায় উৎপত্তি ভূমিতে) চলিয়া গিয়াছে (জাতক)। "**নব-পুরাণ কম্ম**" বুঝাইলে: **-পঞ্চ কম্মুনো** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযো পুরাণং কম্মং অভিসংখতং**—আমাদের শরীর পূর্ব কর্মানুরূপ সংগৃহীত পদার্থনিচয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পোরাণস্স কম্মস্স পরিক্খীণত্তা ... সন্তো যথা কম্মং গচ্ছতি।** "**কম্মনিরোধ**" আর "**কম্মক্খয**" বুঝাইলে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **সো ... ন তাব কালং করোতি যাব ন তং পাপকম্মং ব্যন্তি হোতি**—যতদিন সেই পাপকর্ম ক্ষয় না হয় ততদিন সে মরিবে না। (সংযুক্ত নিকায়) **নব-পুরাণানি কম্মানি দেসিস্সামি কম্ম-নিরোধং কম্ম-নিরোধ-গামিনিঞ্চ পটিপদং**—নূতন এবং পুরাতন কর্ম আমি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইব যাহাতে কর্মের ধ্বংস হইয়া থাকে আর যেই পথ কর্মধ্বংসের দিকে চালিত করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নবানং কম্মানং অকরণা সেতুঘাতং; ইতি কম্মক্খযা দুক্খক্খযো**—কর্মক্ষয়ে দুঃখক্ষয়। (চুলনির্দেশ) **কম্ম-পরাযণ বিপাক-পরাযণ**—কর্ম এবং কর্মফলের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এমন অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত। ⇒ **কম্মাভিসংখীস, কম্মাবরণ, কম্মক্খয, কম্মনিবন্ধন**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **কম্মং**; (বহুবচনে) **কম্মা, কম্মানি**। কর্ম (একবচনে) **কম্মং**; (বহুবচনে) **কম্মে, কম্মানি**। করণ (একবচনে) **কম্মা, কম্মুনা, কম্মনা, কম্মেন**; (বহুবচনে) **কম্মেহি, কম্মেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **কম্মুনো, কম্মস্স**; (বহুবচনে) **কম্মানং**। অপাদান (একবচনে) **কম্মা, কম্মুনা, কম্মমহা, কম্মস্মা**; (বহুবচনে) **কম্মেহি, কম্মেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **কম্মুনো, কম্মস্স**; (বহুবচনে) **কম্মানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **কম্মে, কম্মনি, কম্মমহি, কম্মস্মিং**; (বহুবচনে) **কম্মেসু**। আলাপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **কম্ম, কম্মা**; (বহুবচনে) **কম্মা, কম্মানি**।

কম্মং এব = **কম্মজাত**। ⇒ **কম্মজাত**।

কম্মক (বিণ) কর্মী, কর্মে নির্ভরশীল, কর্ম-সম্বন্ধীয়। **অকম্মক**—অকর্মী, কর্মে নির্ভরশীল নহে এমন।

কম্ম কথা—কর্মকথা, কর্ম-সম্বন্ধীয় কথা বা বর্ণনা, কাজের প্রদর্শনী, কর্মের বা কার্যের আবরণোন্মোচন, কার্য প্রণালীর বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পুস্তক।

কম্মকর (বিণ) কার্যকারী, ক্রিয়াশীল, কর্মী, সক্রিয়, জীবন্ত, ব্যস্ত, কর্মঠ, কর্মক্ষম, তৎপর, ক্ষিপ্ত, বাস্তব, প্রকৃত, যে ব্যক্তি কাজ করে। (দীর্ঘনিকায়) "**পুরিসো**" অথবা "**দাসো পুব্বুট্ঠাযী**"—কাজ করিবার ইচ্ছুক; = **অনলসে** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (পুং) শিল্পী, কাজ করার লোক, কাজের লোক, কর্মী লোক, শ্রমিক, দাস, চাকর, ভৃত্য, কারিকর, মজুর, শ্রমজীবী। (বিনয়) **দাসা'তি বা পেস্সা'তি বা কম্মকরা'তি বা**। ⇒ **দাস**।

কম্মকরণ (ক্লী) ১ (দৈহিক বা মানসিক) পরিশ্রম, শক্ত কাজ, প্রসব বেদনা, শ্রমিক, সম্প্রদায়, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, উপকার, পরিচর্যা, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকথা, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, সাহায্য, সরকারি কাজ, কৃত্যক, কার্যপদ্ধতি, খনি ইত্যাদি। ২ কর্মের ফল, ফলাফল, কাজের সুবিধা, কার্যের সমাপ্তি, কার্যে লাভ। = **কম্মকারণ**।

কম্মকরণসালা (স্ত্রী) কারখানা, কার্যালয়। ⇒ **কম্ম**(১)।

কম্মকরণা (স্ত্রী) কার্যকরণ, কর্মকরণ।

কম্মকরী (স্ত্রী) চাকরানী, বাসী (স্ত্রীর প্রতি ব্যবহৃত শব্দ)।

কম্মকাম (বিণ) সৎকর্মের জন্য ঈপ্সিত বা আকাঙ্ক্ষিত, প্রাণবান, সক্রিয়, কর্মোৎসাহী, কর্মী, অনলস, কাজের ইচ্ছুক, কাজ করার অভিলাষী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। (বিপ) **অকম্মকাম**।

কম্মকার (পুং) = **কম্মকর**। ⇒ **কম্মকর**।

কম্মকারক (ক্লী) (ব্যাকরণে) কর্মকারক, কর্তা যাহা করে অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা বা নির্দেশ করে উহা। (পুং) কাজের লোক, কর্মীলোক, চাকর, দাস, ভৃত্য; (জাতকে) নাবিক, খালাসি।

কম্মকারণ (ক্লী) কর্মের প্রতিক্রিয়া, পাপকর্মের শাস্তি, দুঃখ, কর্মের ফলজনিত শাস্তি বা দুঃখ। (বি-ভা) **কম্মকারণং (করণং) কারেতি (কারাপেতি)**—যেই কার্য করিয়াছিল উহার শাস্তি প্রদান করাইতেছে; (কর্মবাচ্যে) **কম্মকরণ করীযতি**—সে প্রতিক্রিয়ায় বা বিক্রিয়ায় পীড়িত হইতেছে অর্থাৎ অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি পাইতেছে (এখানে কর্মবাচ্যে "**করোতি**" শব্দ হইতে); **যে কির ভো পাপকানি কম্মানি করোন্তি তে দিট্ঠেব ধম্মে এবরূপা বিবিধা কম্মকারণা করীযন্তি, কিং অঙ্গপন পরত্থ**—ওহে, যাহারা পাপকার্য করে তাহারা ইহজগতে বিবিধ পীড়ন দ্বারা শাস্তি পাইয়া থাকে, ইহার পর ভবিষ্যৎ জন্মে না জানি আরও কত ভোগ করিতে হইবে (মধ্যম নিকায়); **কম্মকারণাসি কারেন্তি** (এরূপে পাঠই উত্তম)। (জাতকে দুঃখ-সম্বন্ধে) **কম্মকরণং সংবিদহিংসু**।

কম্মকারণপ্পত্ত—দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া, শাস্তি ভোগ করিয়া,

দুঃখে পতিত হইয়া, দুঃখগ্রস্ত হইয়া।

কম্মকারণা (স্ত্রী) দুষ্কর্মের জন্য শারীরিক শাস্তি, দৈহিক দণ্ড। (বিণ) কার্যের কারণ বশত, কর্মের হেতুবশত।

কম্মকারা (পুং) = **কম্মকর**। ⇒ **কম্মকর**। (বিনয়) **দাসা কম্মকারা**। (স্ত্রী) চাকরানী, দাসী।

কম্মকিরিয়া দস্সন (বিণ) কার্যপদ্ধতি-সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন, কাজ করিবার ধারা বা নীতিজ্ঞাত, কার্যপ্রণালী জ্ঞাত, কাজ জানার বুদ্ধি আছে এমন।

কম্মকিলিট্ঠ (বিণ) কর্মক্লিষ্ঠ, যেই কাজ নিন্দনীয়, যেই কাজ করিলে পাপ হয়। (ক্লী) নিন্দনীয় কার্য, পাপকর্ম। (বর্ণনায়) **কিলিট্ঠ কম্ম**।

কম্মকিলেস--কার্যের নীতিভ্রষ্টতা, কাজের পক্ষে দুশ্চরিত্রতা বা দুর্নীতি, পাপকার্য, নিন্দনীয় কার্য। দীর্ঘনিকায়ে চতুর্বিধ "**কম্মকিলেস**" এর বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জাতকেও তদ্রূপ, যেমন-- **সীলকম্মকিলেস**—শীল পালন না করা; = **পাপকায-কম্ম**।

কম্মক্খয (পুং) ১ কর্মক্ষয়, পূর্ব বা অতীত কর্ম এবং কর্মফল সমূহের পরিসমাপ্তি, কর্মপ্রভাবের অন্ত বা শেষ, কর্মপ্রভাবের নিরতিশয় ক্লান্তি বা নিষ্প্রভতা, কর্মের ধ্বংস। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বকম্মক্খয়ং পত্তো বিমুত্তো উপধি-সঙ্খয়ে**। ২ অর্হত্ব অবস্থা। = **কম্মনিরোধ**।

কম্মগরু (বিণ) কর্মব্যস্ত, কাজের ঝোঁক আছে এমন।

কম্মগরুক (বিণ) কাজে গুরুত্ব আরোপ করে এমন। ⇒ **গরুক** (গ)।

কম্মচ্ছেদ—কর্মচ্ছেদ, কার্যে প্রতিবন্ধক, কাজে বাধা, কার্যে বিঘ্ন বা ব্যাঘাত উৎপাদন, কাজে বিরাম।

কম্মজ (বিণ) কর্মজ, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন, কর্মফল দ্বারা উৎপন্ন, কর্মসম্ভূত, কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন বা বর্ধিত, কর্মজাত, কর্মজ রোগ-সম্বন্ধীয়। (শব্দ নিয়োগে) **কম্মজ ইদ্ধি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কম্মজং আযতনদ্বার-বসেন পাকটং হোতি; কম্মজরূপ**। (জাতক) **কম্মজবাতা**। = **কম্মসম্ভব**। ⇒ **উতুজ**।

কম্মজ ইদ্ধি—কর্মজ ঋদ্ধি বা উৎপত্তি, কর্মানুরূপ শক্তি, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন কর্মশক্তি। ⇒ **কম্মজ**।

কম্মজরূপ—কর্মানুরূপ শরীর ধারণ, কর্মজ অস্তিত্বে পরিণতি। ⇒ **কম্মজ**।

কম্মজবাত (পুং) প্রসব বেদনা, সন্তান জন্মিবার সময়ে ক্ষণিক প্রবল বেদনা, পরিশ্রমজনিত বেদনা, অত্যন্ত মেহনত বশত বেদনা বা ব্যথা, কর্মজবেদনা, জন্মগত বেদনা, কর্মজ রোগবিশেষ, কর্মজ বায়ু, কর্মজ বায়ুরোগ, কর্ম বা অতীত কর্ম প্রভাবে উৎপন্ন দুঃখ বা যন্ত্রণা। ⇒ **কম্মজ**।

কম্মজাত (ক্লী) বিবিধ কার্য, অনেক বা কতিপয় ঠিকা কাজ, কাজের বিভাগ বা শ্রেণী। = **কম্মং এব**।

কম্মএ্ঞ (বিণ) কাজের যোগ্য, প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, তৎপর, সমুদ্যত, উদ্যত, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতির, পরিচালনীয়, সহজে নড়ানো চড়ানো যায় এমন, চালানো যায় এমন, সম্ভবপর, চতুর। (দীর্ঘনিকায়) "**বিগতূপক্কিলেস মুদুভূত কম্মএ্ঞএ্ঞ ঠিত আনেজ্জপ্পত্ত**" সূত্রমতে সর্বদা "**চিত্ত**" এর সহিত ব্যবহৃত হয়, যথা—**চিত্ত কম্মএ্ঞ**—সক্রিয় মনের সহিত। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **কম্মনিয**। ("**চিত্ত**" সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায়) **মুদুঞ্চ কম্মএ্ঞএ্ঞঞ্চ পভস্সরঞ্চ** (পাঠে "**কম্মনিযঞ্চ**"); **উপেক্খা কম্মএ্ঞ; সতি কম্মএ্ঞ; কায়কম্মএ্ঞ**।

কম্মএ্ঞতা (স্ত্রী) কাজের যোগ্যতা, উপযুক্ততা, সম্ভবপরতা, পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে মানাইয়া লইবার যোগ্যতা, তৎপরতা, উৎসুক্যতা, উদ্যোক্তা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে একই অর্থে চন্দন কাঠের-সম্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। "**কায-চিত্ত**" সম্বন্ধে:— **কম্মএ্ঞত্তং কায়ভাবো কায়মুদুতা**। = **কম্মসাদুতা, কম্মএ্ঞভাব**।

কম্মএ্ঞভাব (পুং) কাজের বা কাজ করিবার উপযুক্ত অবস্থা। = **কম্মএ্ঞতা**। (ধর্মসঙ্গণী) **কায়কম্মএ্ঞতা বেদনা কম্মএ্ঞতা** ইত্যাদি। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **চিত্ত কম্মএ্ঞতা**।

কম্মট্ঠান (ক্লী) কর্মস্থান, শিল্পস্থান, কারাখানা, ব্যবসায় স্থান, কারবার, স্থান, ধ্যানের বিষয়বস্তু, ধ্যান বা সমাধি স্থান অথবা সাধনা স্থান যদ্দ্বারা ক্রমান্বয়ে অর্হত্বফলে উন্নীত হইতে পারা যায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যাব অরহত্তং কম্মট্ঠানং কথেসি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতুসচ্চ কম্মট্ঠান ভাবনা**—ধ্যানের উদ্দেশ্য চারিসত্য বিষয়ক ভাবনা অর্থাৎ চতুর্সত্য বিষয়ে কর্মস্থান ভাবনা। (বি-ভা) **কম্মট্ঠানে অনুযুত্তো** (অথবা) **অনুযোগ-বসেন ন চিরস্সেব অরহত্তং পাপুণি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দ্বত্তিংস আকারা কম্মট্ঠানা**--দ্বত্রিশ প্রকার কর্মস্থান; **পঞ্চসন্ধিক কম্মট্ঠানা**। **কম্মট্ঠানং অনুযুঞ্জতি**—ধ্যান পর্যন্ত আত্মসমর্পণ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ ধ্যানে একাগ্রতার সহিত মনোসংযোগ করা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কম্মট্ঠানং উগ্গণ্হাতি**—গুরুর নিকট কোন একটি ধ্যানবিষয়ে শিক্ষা করা বা উপদেশ গ্রহণ করা; **কম্মট্ঠান উগ্গহো, কম্মট্ঠানস্স উগ্গণ্হন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কম্মট্ঠানং কথেতি**—কর্মস্থান-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া বা আলাপ করা অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে যে কোন একটি কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া উহা কিরূপে ভাবনা করিতে হয় শিক্ষা দিতেছেন; **কম্মট্ঠানং অদাসি**। (জাতক) **কম্মট্ঠানং গণ্হাতি**। **কম্মট্ঠানং আচিক্খন**—কর্মস্থান ভাবনা অভ্যাসের প্রণালী শিক্ষা বা উপদেশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কম্মট্ঠান দায়ক**।

কম্মট্ঠান দায়ক (পুং) কর্মস্থান ভাবনা প্রদানকারী ব্যক্তি, যিনি কর্মস্থান ভাবনাকারীকে কর্মস্থান দিয়া থাকেন, আধ্যাত্মিক গবেষণা-সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা বা শিক্ষক যাঁহাকে

নিশ্চিত কল্যাণমিত্র বলা হয়, যে ব্যক্তি পথে বা কর্মস্থান ভাবনায় প্রবেশ করিয়াছে। ⇒ **কম্মট্ঠান**।

কম্মট্ঠান বীথি—কর্মস্থান-সম্বন্ধীয় পথ বা উপায়। ⇒ **বীথি** (২), **কম্মট্ঠান**।

কম্মট্ঠান সীসেন—কর্মস্থান নামক শিরোনামায় বা শিরোলিপিযুক্ত। ⇒ **সীসেন**।

কম্মট্ঠানিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কর্মস্থান ভাবনা অভ্যাস করে, কর্মস্থানীয়, কর্মস্থানী সাধক, কর্মস্থান ধ্যানী সাধক।

কম্মতপ্পন—পাপকর্মের ফল অনুসারে দুর্দশাগ্রস্ত সত্ত্ব, পাপকর্মের ফলভোগী জীব।

কম্মতা = কম্মতা। ⇒ **কম্মতা**।

কম্মদাযাদ (পুং) কর্ম বা কর্মফলের উত্তরাধিকারী, নিজ কর্মফলের স্বয়ং উত্তরাধিকারী, যে যেই কাজ করে সে সেই কর্মফলের উত্তরাধিকারীরূপ ফলভোক্তা, কর্মফলের উত্তরাধিকারী ব্যক্তি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্মকর্তা সেই ব্যক্তি সেই কর্মের বা কার্যফলের ভোক্তা)। যে ব্যক্তি যেই কর্ম করিবে সেই ব্যক্তি সেই কর্মের উত্তরাধিকারী হইয়া ফল ভোগ করিবে ইহাই "**কম্মদাযাদ**" বা কর্মের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

কম্মদুস্সক (বিণ) কার্য নষ্টকারী, কায বিকৃতকারী বা বিশৃঙ্খলকারী। ⇒ **দূসক**।

কম্মদ্বার—কর্ম বা কার্য করিবার দ্বারবিশেষ (যাহাকে বলা হয়—**কাযদ্বার, বচীদ্বার, মনোদ্বার**)।

কম্মধারয (পুং) ব্যাকরণে কর্মধারয় সমাসবিশেষ, (সাধারণত) সমান বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্যপদে ঘটিত সমাস।

কম্মধুর (পুং, ক্লী) কাজের ধুর বা প্রণালী, একটানা কার্য।

কম্মধেয্য (ক্লী) সম্পাদনীয় কার্য, কর্তব্য কর্ম। (বিণ) কাজের অধীন কর্মের বাধ্য, কর্তব্যাধীন। ⇒ **ধেয্য**।

কম্মধোরেয্য (বিণ) কার্যভার বহন করার যোগ্য, কাজের উপযুক্ত।

কম্মনানত্ত (ক্লী) কর্মবাহুল্যতা, কাজের নানা প্রকার ভেদ, কাজের বিভিন্নতা, কর্মের নানা প্রকারত্ব, কর্মে বহু প্রকারত্ব, কর্মের সংখ্যাবাহুল্যতা, বিভিন্ন প্রকার কর্ম, সংখ্যাবহুল কর্ম। = **কম্ম নানাকারণ**।

কম্ম নানাকারণ = কম্মনানত্ত। ⇒ **কম্মনানত্ত**।

কম্মনা (করণ কারকে) ব্যবসায় দ্বারা, কর্মদ্বারা, ব্যবসায় কার্য দ্বারা, চরিত্র দ্বারা, স্বভাব দ্বারা, কার্য দ্বারা। (বিপ) **জচ্চা, জাতিযা**। ⇒ **কম্ম** (কারক নির্ণয়)।

কম্মনিকেতরা—কোনও বাড়ির অথবা মন্দিরের কাজ থাকা।

কম্মনিপ্ফাদন—ব্যবসায় বা কার্য সম্পাদন, বেচাকেনা শেষকরণ।

কম্মনিবন্ধন (পুং, ক্লী) কর্মনিবন্ধন, কাজের বাঁধন, কার্যকরণে বাধ্যতা, কার্য করিবার জন্য পুনঃপুন জন্মগ্রহণ, কর্মের বন্ধন। **রথস্স-আণী ব যাযতো কম্মনিবন্ধন**—গাড়ির চাকার খিলের ন্যায় কর্মনিবন্ধন (সূত্রনিপাত)। ⇒ **নিবন্ধন**।

কম্মনিব্বত্ত (বিণ) কর্মপ্রসূত, কর্ম বর্তমান থাকায়, কর্মে বর্ধিত, কর্মেতে বা কর্মের মারফত উৎপন্ন, কর্মার্জিত, কর্মের মাধ্যমে বর্ধিত, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন। ⇒ **নিব্বত্ত**।

কম্মনিমিত্ত—কর্মনিমিত্ত, কর্মজনিত পূর্বলক্ষণ, কর্মজনিত সূচনা, কর্মজনিত শুভ বা অশুভ লক্ষণ, কর্মজনিত লক্ষণ বা আভাস, কর্মের নিদর্শন।

কম্মনিয = কম্মঞ্ঞ। ⇒ **কম্মঞ্ঞ**।

কম্মনিয চিত্ত (বিণ) ⇒ **কল্লচিত্ত**।

কম্মনিযতা = কম্মঞ্ঞতা। ⇒ **কম্মঞ্ঞতা**।

কম্মনিযভাব = কম্মঞ্ঞভাব। ⇒ **কম্মঞ্ঞভাব**।

কম্মনিযম—কর্মনিয়ম, কর্মানুসারে।

কম্মনিরোধ—কর্মনিরোধ, কর্মক্ষয়, কর্মধ্বংস, কর্মের অবসান, কর্মের উচ্ছেদ। = **কম্মক্খয**।

কম্মনীয = কম্মঞ্ঞ। ⇒ **কম্মঞ্ঞ**।

কম্মনীযতা = কম্মঞ্ঞতা। ⇒ **কম্মঞ্ঞতা**।

কম্মন্ত (পুং) ১ কর্ম, কাজ, কার্য, অভিনয়কার্য, ভানকরণ, কার্য পদ্ধতি, খনি ইত্যাদি, শরীর বা মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কাজের সমাপ্তি, কৃত জিনিস, ফল, পরিশ্রমের ফল, ছুঁচের কাজ, বুনাট, রোজগারের কাজ, বন্দোবস্ত, বুদ্ধির বা কল্পনার ফল, বই, রচনা, সঙ্গীত বিষয়ক রচনা ইত্যাদি, বেচাকেনা, ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য, কর্তব্যকার্য, ভোগ, অধিকার, পেশা বা বৃত্তি, স্বমত প্রকাশ, প্রকাশ্যে প্রচার, স্পষ্ট অভিব্যক্তি, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মসমাজবিশেষে প্রবেশ। **পটিচ্ছন্ন কম্মন্ত**—গোপনীয় কাজ (সূত্রনিপাত), নরকে শাস্তিভোগ (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বর্ণনায় বহুবচনে) **কম্মন্তা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কম্মন্তা নপ্পবত্তন্তি**—ব্যবসায় চলিতেছে না, সর্বপ্রকার ব্যবসায় অচল অবস্থা। (সূত্রনিপাত) **অনাকল কম্মন্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অব্ভন্তরা কম্মন্ত উণ্হা'তি বা, কপ্পাসা'তি বা** (যেমন ঘরে গৃহকত্রীর কার্য)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খেত্ত কম্মন্ত**—ক্ষেত্রের কার্য বা ব্যবসায়। ব্যবসায়-সম্বন্ধীয়:--(বি-ভা) **কম্মন্তং অধিট্ঠাতি**—ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়া অথবা ব্যবসায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **কম্মন্তং জহতি**—ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **কম্মন্তং পযোজেতি**—ব্যবসায় করা বা ব্যবসায় চালাইয়া নেওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মন্তং পবত্তেতি**—হাঁটিয়া হাঁটিয়া ব্যবসায় করা; = **কম্মন্তং বিচারেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মন্তং সংবিদহতি**--কাজের জোগান দেওয়া। ২ কার্য, দলিল, পার্থিব ভাব প্রকাশক কার্য (= **কম্ম**), চরিত্র ইত্যাদি। (খুদ্দক পাঠ) **কম্মন্ত = কম্ম**। **পাপকম্মন্ত**--পাপকার্য। ইহা

বিশেষভাবে নির্দেশ করে—"**কায়পাপকম্মন্ত, বচীপাপ-কম্মন্ত, মনোপাপকম্মন্ত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পরিসুদ্ধ কায়কম্মন্ততা**। (মধ্যম নিকায়) **ধম্মিকা কম্মন্ততা**। (সংযুক্ত নিকায়) **আকিঞ্চ কম্মন্ত (এবম)**—এইরূপ চরিত্রের। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুরূর কম্মন্ত** (বিণ) নিষ্ঠুর চরিত্রের; = **পুগ্‌গলো ওরব্‌ভিকো** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি)। **সম্মাকম্মন্ত**—সম্যক কার্য। ৩ কর্মান্ত, কর্মশেষে, কার্য সমাপ্তির পর।

কম্মন্তট্‌ঠান (ক্লী) ১ ব্যবসায় স্থান, কার্যস্থান, কর্মস্থান, বেচাকেনার স্থান, কাজ কারবারে স্থান, সাধারণ গ্রাম্য স্থান, গ্রাম্য বাজার। ২ হলকর্ষণোৎসবের স্থান।

কম্মন্ত দাস (পুং) দোকানের চাকর, খেতের মজুর, কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য যেই চাকর বা মজুর রাখা হয়।

কম্মন্ত ভেরি—কার্য বা ব্যবসায় (গ্রহণের জন্য) প্রচারমূলক ভেরী বা ঢেরী, বেচাকেনা-সম্বন্ধীয় প্রচারমূলক ঢোল পিটা।

কম্মন্ত বিপত্তি—কার্যে অসফলতা, কাজ কারবারে দেউলিয়া অবস্থা, কার্যে বা ব্যবসায় নিষ্ফলতা, পাপকার্য, নিষ্ফল কার্য, কর্মবিপত্তি। (বিপ) **কম্মন্ত সম্পদা** (১)।

কম্মন্ত সংবিধান—কর্মসংবিধান, কাজের জন্য সময়োচিত জোগান বা আয়োজন, কার্যের জন্য দূরদর্শিতা। ইহা গৃহস্বামীর পঞ্চ কর্তব্যের মধ্যে একটি।

কম্মন্ত সম্পদা (স্ত্রী) ১ কাজের পূর্ণতা, কার্যের গুণ, কার্যের সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, কার্যের প্রকৃষ্ট কৌশল বা পরাকাষ্ঠা, যথার্থ কার্য, যথাধর্ম কার্য। (বিপ) **কম্মন্ত বিপত্তি**। ২ দশশীলের মধ্যে প্রথম সাতটি পালনজনিত সুখকে "**কম্মন্ত সম্পদা**" বা কর্মসম্পদ বলা হয়। ⇒ **সম্পদা** (১)।

কম্মন্তাধিট্‌ঠায়িক (পুং) কার্যের অধিকর্মা বা তত্ত্বাবধায়ক।

কম্মন্তিক (বিণ) ১ কার্যের পরিচালনাকারী, কাজ-কারবার পরিচালনাকারী। (পুং) কাজ-কারবার পরিচালক লোক। ২ (পুং) মজুর, শ্রমজীবী, শ্রমশিল্পী, কারিকর, শিল্পনিপুণ ব্যক্তি, সাহায্যকারী ব্যক্তি। (বিণ) মজুর, শ্রমজীবী, শিল্পনিপুণ, সাহায্যকারী।

কম্মপচ্চয (বিণ) কর্মপ্রত্যয়স্বরূপ, কর্মস্বরূপ কারণভূত বা কারণঘটিত, কর্মরূপ হেতুপ্রদ, মূলে কর্ম আছে এমন, প্রধান উপাদানরূপে কর্ম আছে এরূপ। (পুং) কর্মপ্রত্যয়, কর্মরূপ কারণ বা হেতু, কর্মরূপ ভিত্তি বা প্রধান উপাদান, কর্মরূপ ভূমি, কর্মের ভিত্তি, কর্মের মূল, কর্মের প্রধান উপাদান, কর্মের মূলসূত্র।

কম্মপচ্চযা—কর্মপ্রত্যয়ে, কর্মকে অবলম্বন করিয়া, কর্মের মধ্য দিয়া বা মারফত, কর্মকে ভিত্তি করিয়া। ⇒ **কম্ম** (৩)। (তুলনীয়) **কম্মপচ্চয**।

কম্মপচ্চযেন—কর্মপথ দ্বারা, কর্মরূপ উপায়ে, কর্মের সাহায্যে, কর্মের মারফত বা মধ্য দিয়া। (তুলনীয়) **কম্মপচ্চয, কম্মপচ্চযা**।

কম্মপটিসরণ কর্মের আশ্রয়, কর্মের অবলম্বন, কর্মরূপ আশ্রয়।

কম্মপথ (পুং) কর্মপথ, কর্মরূপ উপায়, কর্মের উপায়, কার্যপদ্ধতি, কর্মনিয়ম, কার্যসাধনের প্রণালী। (বহুবচনে) **কম্মপথা**—কাজ করিবার উপায়সমূহ, কার্যের পথসমূহ।

সীল। ইহাকে দুইভাগ করা যায়, যথা—**কুসল কম্মপথ** (পুণ্য কর্মের উপায়), **অকুসল কম্মপথ** (অকুশল বা পাপকার্যে রত হইবার উপায়)। পুনরায় এই অকুশল বা পাপকর্মপথকে দশ প্রকারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যায়, যেমন—তিন প্রকারের "**কায়-অকুসল**" বা কায়িক পাপ, চারিপ্রকার "**বচী-অকুসল**" বা বাচনিক পাপ, তিন প্রকার "**মনো-অকুসল**" বা মানসিক পাপ। তিন শ্রেণীতে এই দশবিধ পাপের বিরতিই কুশল বা পুণ্যকর্মপথ যাহাকে "**সুচরিত অরিয দসসীল**" বলা হয়।

কম্মপথা ⇒ **কম্মপথ**।

কম্মপ্পত্ত (বিণ) সুকর্মপ্রাপ্ত, দশ প্রকার পুণ্য কর্মপথ প্রাপ্ত, কর্মপ্রাপ্ত, পৌরোহিত্য কার্যের অংশ গ্রহণে উপযুক্ত। দশ প্রকার পুণ্যকর্মপথ দশ প্রকার "**সুচরিত অরিয সীল**" কেই বলা হয়। ⇒ **কম্মপথ**।

কম্মপটিবাঢ় (বিণ) কর্মহেতু শক্তিবান, কর্ম দ্বারা প্রতিভাবান।

কম্মফল (ক্লী) কর্মফল, কর্মের ফল, অতীত কর্মের বা কাজের ফল। = **কম্মবিপাক**।

কম্মফলানুগত (বিণ) [কম্ম+ফল+অনুগত] কর্মফল অনুযায়ী, কর্মফলের অনুগত বা বশবর্তী।

কম্মবন্ধু (বিণ) কর্ম বন্ধনস্বরূপ, যে কর্ম আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় বিপাক প্রদান করিয়া থাকে, কর্ম বন্ধু সদৃশ অর্থাৎ কর্মের সহিত দৃঢ়াবদ্ধ, যে সদাসৎ কর্ম ফলপ্রদানের নিমিত্ত বন্ধুর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। (পুং) কর্মবন্ধু, কর্মরূপ বন্ধু বা আত্মীয়, যে ব্যক্তি যেইরূপ কর্ম বা কাজ করে উহা পুণ্যকর্ম হউক অথবা পাপকর্ম হউক সেই ইহ-পরকালে অথবা জন্মজন্মান্তরে সেই কর্মেরই ভাল-মন্দ ফল ভোগ করিয়া থাকে—সেইজন্য কর্ম ব্যক্তির সহায়ক বা বন্ধু। ⇒ **বন্ধু** (৩)।

কম্মবল (ক্লী) কর্মবল, কর্মক্ষমতা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রভাব, কর্মরূপ বল, কর্মরূপ শক্তি, কাজ করিবার ক্ষমতা। ⇒ **বল** (১ক)।

কম্মবহুল (বিণ) কর্মবহুল, অনেক কার্যে লিপ্ত বা ব্যস্ত। এই শব্দটি সাংসারিক বা গৃহী লোকদের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

কম্মভব—কর্মভব অর্থাৎ কর্মের ফল অনুসারে যেই স্থানে উৎপন্ন বা জন্মগ্রহণ করা হয়, অনুবর্তী অস্তিত্ব, আত্মশ্লাঘী বা আত্মগরিমাপূর্ণ জীবন বা জীবস্থান, অত্রংবাদী জীবস্থান।

কম্মভূমি (স্ত্রী) ১ কর্মস্থান, কাজের স্থান। ২ কর্মভূমি অর্থাৎ পুণ্য বা সৎকার্যাদি করিবার ভূমি বা স্থান।

কম্মমূল (ক্লী) ১ কাজের মূল্য, কাজ-কারবারের মূল্য, কাজ চালানের মূল্য। ২ (দীর্ঘকাল স্থায়ী) মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ সৎকার্য, কর্ম বা কার্যের মধ্যে প্রধান।

কম্মমূলক (বিণ) কর্ম দ্বারা বর্ধিত, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন।

কম্মযন্ত (ক্লী) কাজ করিবার যন্ত্র, কাজের যন্ত্রপাতি অর্থাৎ গাড়ি রথ ইত্যাদি মেরামতের যন্ত্রপাতি। = **অত্তভাবযন্ত**। ⇒ **যন্তিত, যন্ত**। (চুলনির্দেশে) **যন্তানি**। (সূত্রনিপাত) **সজ্ঞট্ঠ যন্তানি**।

কম্মযোনি (বিণ) কর্মযোনিস্বরূপ, আদিতে বা প্রথম উৎপত্তিতে কর্ম আছে এরূপ, আরম্ভে কর্মের ফল আছে এরূপ, কর্ম পুনর্জন্মের মূলভিত্তি বা কারণস্বরূপ। (স্ত্রী) কর্মযোনি, কর্ম পুনর্জন্মের কারণ, কর্মের ফল অনুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করা হয়, কর্মরূপ মূলকারণ দ্বারা উৎপত্তি বা জন্ম। ⇒ **যোনি** (২)।

কম্মরত (বিণ) কর্মরত, কর্মব্যস্ত, কাজে রত, ব্যবসায়ে বা কাজ কারবারে সন্তুষ্ট।

কম্মলক্খণ (ক্লী) কর্মলক্ষণ, কর্মের লক্ষণ, কাজের উপযুক্ত লক্ষণ, কর্মের নির্দিষ্ট লক্ষণ। (বিণ) কর্ম বা কাজের লক্ষণযুক্ত। ⇒ **লক্খণ** [৩(বিণ)]।

কম্মবগ্গ—অধ্যায়ের নাম, ভাগ বা পরিচ্ছেদের নাম।

কম্মববট্ঠান—কর্মের ক্রমিকতা, কাজের ধারাবাহিকতা, কাজের ক্রমিক নিয়ম।

কম্মববখান = **কম্মববট্ঠান**। ⇒ **কম্মববট্ঠান**।

কম্মবত্থু—কাজের বিষয়, কর্মের উদ্দেশ্য, কাজের অভিপ্রায়, কাজের দফা বা বিষয়সমূহ।

কম্মবাচা (স্ত্রী) কর্মবাক্য, কার্য-বিষয়ক সাহিত্য, কার্য-বিষয়ক কথা বা মূলবচন। **কম্মবাচং করোতি**—কর্মবাক্য বা কার্য-বিষয়ক মূলবচন অনুকরণ করা। **কম্মবাচং অনুস্সাবেতি**—কর্মবাক্য ঘোষণা করা বা প্রকাশ করা, ভিক্ষুদের প্রতি সিদ্ধান্ত বা শিক্ষাপদ আরোপ করা।

কম্মবাতা (স্ত্রী) কর্মজাত দুঃখ, জন্মদুঃখ অর্থাৎ কর্মের ফলস্বরূপ বায়ু (**চলিংসু**)।

কম্মবাদ (পুং) কর্মবাদ, কর্ম নিশ্চিত ফলদান করিতে পারে এরূপ দৃষ্টি বা ধারণা, কর্মবাদী মত, কর্মের নিশ্চিত ফলদানের ক্ষমতানুরূপ দৃষ্টি গ্রহণ, জীবমুক্তিতে কর্মই শ্রেষ্ঠ এইরূপ মতবাদ বা উক্তি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে সমার্থবাচক শব্দ:—**কম্মবাদ, কিরিয়বাদ, বিবিযবাদ**।

কম্মবাদিন (বিণ) কর্মবাদী, জীবমুক্তিতে কর্মই শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিশ্বাসী বা মতপ্রকাশক। = **কম্মবাদী** (বিণ)।

কম্মবাদী (বিণ) কর্মবাদী, কর্মবিশ্বাসী। = **কম্মবাদিন**। (পুং) কর্মবাদ, কর্মবাদী ব্যক্তি বা পুরুষ। (তুলনীয়) **কম্মবাদ**।

কম্মবিপাক (পুং) কর্মফল, কর্মের কার্যকারিতা, কর্মের পরিপক্ব ফল, অতীত কর্ম অনুযায়ী ফল, বৌদ্ধদের মধ্যে চতুর্বিধ রহস্যের (**অচিন্তেয্যানি**) একটি, কর্মের পক্ব বা প্রদানকারী ফল। = **কম্মফল**। (বিশেষণরূপে ব্যবহারে) **অসক্কচ্চ কতানং কম্মানং বিপাকো**—উদাসীন বা অসমর্থ কর্মের ফল, উদ্বেগশূন্য কর্মের ফল।

কম্মবিপাকজ (বিণ) ১ (পাপে) পাপকর্মের ফলজাত বা ফল দ্বারা উৎপন্ন (একপ্রকার ব্যাধি বা পীড়া বা রোগ)। ২ (পুণ্যে) সৎকর্মের ফলজাত বা ফল দ্বারা উৎপন্ন (একপ্রকার ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি)। ⇒ **কম্ম** (৩)।

কম্মবিবট্ট—কর্মের পশ্চাদ্দিকে ঘূর্ণন অর্থাৎ কর্মের ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতি অথবা কর্মের গতি। ⇒ **বিবট্ট** (২)।

কম্মবিসুদ্ধি—কর্মবিশুদ্ধি, পুণ্যকর্ম, নিষ্পাপ কার্য, পবিত্র বা বিশুদ্ধ কার্য।

কম্মবিসেস—কর্মবিশেষ, বিবিধ কর্ম বা কার্য, স্বতন্ত্র কর্ম বা কার্য, বিভিন্ন কার্য।

কম্মবেগ (পুং) কর্মবেগ, কর্ম-উত্তেজনা, কর্মতৎপরতা, কর্মশক্তি, কর্ম-উদ্যম, কার্যের জন্য উদ্যম, কর্ম প্রচেষ্টা। ⇒ **বেগ**।

কম্মবেগ উক্খিত্তা = **কম্মানুভাবেন**। ⇒ **কম্মানুভাব**।

কম্মবেস্সগ্গ—ব্যবসায় পার্থক্য, কাজের পার্থক্য, বৃত্তি বা পেশার স্বতন্ত্রতা।

কম্মবোস্সগ্গ—কার্য পরিত্যাগ, কাজের শ্লথন বা শিথিলকরণ, কার্যভার হস্তান্তরকরণ। ⇒ **বোস্সগ্গ**।

কম্মসক (বিণ) নিজ কর্মরূপ সম্পত্তিমূলক। **কম্মস্সক**।

কম্মসচ্চ (বিণ) কর্মের যথার্থতা বা সত্যতা আছে এমন, কর্মে প্রকৃত ভাব আছে এমন, কর্মসত্য (লোক বা সংসার-সম্বন্ধীয় ব্যবহৃত শব্দ)।

কম্মসজ্জ (বিণ) যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কাজের জন্য প্রস্তুত।

কম্ম সমাদান (ক্লী) নিজের জন্য কর্ম অর্জনকরণ, নিজ কর্মপ্রাপ্তি, কার্যের উপায় অর্জন, কাজের পথ বা উপায় আবিষ্কার, কার্য সমাধানের কৌশল লাভ, (কাহারও) কর্মজনিত চরিত্র বা সংঘটন, কর্মের অধীনতা বা বশীভূততা অর্থাৎ যেমন "**মিচ্ছা-দিট্ঠি কম্ম সমাদান**" (মিথ্যাদৃষ্টিজনিত কার্যের অধীনতা) নতুবা "**সম্মাদিট্ঠি কম্ম সমাদান**" (সম্যক দৃষ্টি বা যথার্থ ধর্মানুযায়ী কর্ম সম্পাদনের অধীনতা)—অতএব পাঠে "**যথাকম্মূপগ**"। নেত্তিতে চতুর্বিধ কর্মগুণ বা কর্মকথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ⇒ **সমাদান** (২)।

কম্মসমুট্ঠান (বিণ) কর্ম হইতে উৎপন্ন, কর্মভূত, কর্মসম্ভূত, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন, কর্ম দ্বারা নূতনত্ব বা উদ্ভাবনী শক্তিপ্রাপ্ত।

কম্মসমুখান = **কম্মসমুট্ঠান**। ⇒ **কম্মসমুট্ঠান**।

কম্ম সমারম্ভ (বিণ) কর্মারম্ভ, কর্মসমারব্ধ, কর্ম আরম্ভ হইয়াছে এরূপ, কর্মের প্রারম্ভতে (লোক বা মনুষ্যলোক-সম্বন্ধে কথিত)।

কম্ম সমারম্ভট্‌ঠাযিন (বিণ) যতদিন কর্মের প্রভাব বা শক্তি থাকে ততদিন টিকিয়া থাকে এরূপ অর্থাৎ কর্মের ফলপ্রদান করিবার আরম্ভ হইতে উহা ধ্বংস বা শেষ হওয়া পর্যন্ত জীবিত বা টিকিয়া থাকে এরূপ।

কম্ম সমুদয (পুং) কর্মরূপ মূল কারণ। ⇒ **সমুদয**।

কম্মসম্ভব (বিণ) কর্ম দ্বারা সম্ভব, কর্মজ, কর্ম দ্বারা উৎপন্ন বা বর্ধিত, কর্মহেতু উৎপন্ন। = **কম্মজ**।

কম্মসরিক্‌খক (ক্লী) কৃতকর্মের সমান ফল, যেমন কর্ম তেমন ফল, কার্য বা কর্মানুযায়ী ফল, কর্মের প্রতিদান। = **কম্মসরিক্‌খক বিপাক**। **তস্‌স কম্মসরিক্‌খকং কম্মফলং হোতি**—তাহার কর্মানুযায়ী কর্মের প্রতিদান বা ফল হইয়াছে। **কম্ম-সরিক্‌খং পন'স্‌স উদপাদি**—এই ব্যক্তির কর্মের ফল কিন্তু আসিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিণ) কৃতকর্মের ফল সম, যে কাজ করিয়াছে উহার ফলসদৃশ।

কম্মসরিক্‌খক বিপাক (ক্লী) = **কম্মসরিক্‌খক**। ⇒ **কম্মসরিক্‌খক**।

কম্মসরিক্‌খতা (স্ত্রী) "কর্মসাদৃশ্য বা প্রতিকৃতি" অর্থাৎ কর্ম এবং ফলের মিল বা সাদৃশ্য, কর্ম এবং ফলের মধ্যে সমানতা বা তুল্যতা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তং কম্মা-সরিক্‌খং বিভাবেতং সুবণ্ণময়ং অহোসি**—সেই কর্ম এবং ফলের ঐক্যভাব বা সাদৃশ্য প্রকাশে সুবর্ণময় হইয়াছিল।

কম্মসরিক্‌খত্ত (ক্লী) = **সরিক্‌খত্ত**। ⇒ **সরিক্‌খত্ত**।

কম্মসহায (ধ্যান, ভাবনা অথবা চিন্তাধারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) কর্ম বা কার্যের সাহায্যকারী সঙ্গী বা বন্ধু, কর্ম সহায়। (আরব্ধ) কার্যে সাহায্যকারী।

কম্মসাদুতা (স্ত্রী) কাজের উপযোগিতা, কর্মের যোগ্যতা, কাজের জন্য সম্মতিভাব বা স্বীকার। (তুলনীয়) **কম্মঞ্ঞতা, কম্যতা**।

কম্মসামিন—কাজের কর্তা, কাজের অধিনায়ক বা অধিকারী, কর্মকর্তা, কাজের স্বামী বা নেতা, কর্মীলোক।

কম্মসিপ্পী—শ্রমশিল্পী, কারিকর, শিল্পনিপুণ ব্যক্তি।

কম্মসীল—কর্মশীল, কাজে রত উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবান, অধ্যবসায়ী।

কম্মসোচনা—পাপ বা দূষণীয় কার্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ বা অনুতাপ, দুষ্কার্যের জন্য অনুশোচনা।

কম্মস্‌সক (বিণ) নিজ কর্মের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্গত, নিজস্ব কর্মসম্ভূত, নিজকর্মাধীন। = **কম্মসক**। ⇒ **সক**। (পুং) নিজ কর্মসম্পত্তি, স্বীয় কর্মের অধিকারী। (বি-ভা) **কম্মস্‌সক, কম্মদাযাদ, কম্মবন্ধু** ইত্যাদি। = **অত্তনো কম্মস্‌সকানুরূপং গতিং গচ্ছন্তি, নেব পিতা পুত্তস্‌স কম্মেন গচ্ছতি, ন পুত্তো পিতু কম্মেন গচ্ছতি**—প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মানুরূপ গতিতে গমন করিয়া থাকে, পিতা পুত্রের কর্ম নিয়া গমন করে না আর পুত্র পিতার কর্ম নিয়া চলে না।

কম্মস্‌সকত (বিণ) "জ্ঞানযোগের বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধ" অর্থাৎ ব্যক্তির জ্ঞান, কর্মের সুনির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র স্বভাব।

কম্মস্‌সকতা (স্ত্রী) প্রত্যেক জীব স্ব স্ব কর্মের অধীন বলিয়া সত্যতা, জীবমাত্রেই নিজ নিজ কর্মের অধীনতা।

কম্মস্‌স পটিপ্পস্‌সদ্ধি—কর্মের বিরাম, কর্মের নিরোধ বা উপশম, কর্মকে দমন বা নিবারণ, কর্মের বিলুপ্তি বা গোপনতা। ⇒ **পটিপ্পস্‌সদ্ধি**।

কম্মস্‌সামী (পুং, ক্লী, স্ত্রী) ব্যবসায়ের মালিক, কর্মকর্তা। (তুলনীয়) **কম্মাধিপতেয্য**।

কম্মহীন (বিণ) কর্মহীন, ব্যবসায়হীন, নিষ্ক্রিয়, অলস, জড়, যাহার কোন কর্ম বা কাজ নাই।

কম্মাধিকত (বিণ) কর্ম দ্বারা বশীভূত, কর্ম দ্বারা নিয়মিত বা স্থিরীকৃত, কর্মাধিকৃত।

কম্মাধিগ্‌গহিত (বিণ) কর্মের দ্বারা গৃহীত, কর্ম দ্বারা অধিকৃত।

কম্মাধিট্‌ঠাযক (বিণ, পুং) কর্মের পরিদর্শক, কার্যের তত্ত্বাবধায়ক।

কম্মাধিপতেয্য—কর্মাধিপত্য, যাহার অধিকারে কার্য সম্পাদন করা হয়, কর্মাধিপতি, কর্ম বা কার্যকর্তা। (তুলনীয়) **কম্মস্‌সামী**।

কম্মানি (ক্লী, বহুবচন) কর্মসমূহ, কার্যসমূহ। (খুদ্দকপাঠ) **অনবজ্জানি কম্মানি = অনাকুলা কম্মতা** (সূত্রনিপাত)।

কম্মানি আনন্তরিকানি—তড়িৎ ফলপ্রদানকারী কার্যসমূহ অর্থাৎ যেই সব কার্যের ফল শীঘ্র পাওয়া যায়।

কম্মানুভাব—কর্মানুভাব, কর্মের প্রভাব, কর্মের শক্তি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কম্মানুভাব কম্মুক্‌খিত্ত**—কর্মপ্রভাবে উৎক্ষিপ্ত অথবা গতিবদ্ধ। **সুচরিত কম্মানুভাব নিব্বত্তানি বিমানানি**—সচ্চরিত্র কর্মের প্রভাব দ্বারা সৃষ্ট বিমানসমূহ। **কম্মানুভাবেন**—কর্মের প্রভাব দ্বারা, কর্মজনিত কার্য দ্বারা; **কম্মবেগ উক্‌খিত্তা** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

কম্মানুভাব কম্মুক্‌খিত্ত ⇒ **কম্মানুভাব**।

কম্মানুভাবেন ⇒ **কম্মানুভাব**।

কম্মানুরূপ (বিণ) (কর্মের ফল-সম্বন্ধে) কর্মানুরূপ, কর্মানুযায়ী, কর্মানুসারে।

কম্মাভিসঙ্খার (পুং) কর্মসংস্কার, কর্মসঞ্চয়, কর্মসংগ্রহ।

কম্মাভিসন্দ—কর্মফল, কর্মের ফল, কর্মের ফলপ্রদান। ⇒ **অভিসন্দ**।

কম্মাভিসন্দেন—কর্মফলে, কর্মের ফলে, কর্মের ফল দ্বারা।

কম্মাযতন (ক্লী) ১ শরীর ও মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কারখানা, কর্মস্থান, কৃতজিনিস, ফল, পরিশ্রমের ফল, ছাঁচের কাজ, বুনাটবৃত্তি, রোজগারের কাজ, বন্দোবস্ত, বুদ্ধির বা কল্পনার ফল, রচনা ইত্যাদি। ২ কর্ম, কার্য,

কাজ, মোকদ্দমা, ব্যবহার, আচরণ, নাটকের ঘটনাপরম্পরা, অঙ্গভঙ্গি, যুদ্ধ, ক্রিয়া, ফল। = **কম্ম**।

কম্মাযূহন (পুং) কর্মসংস্কার করণ, কর্মসঞ্চয়, কর্মরাশি, কর্মসংগ্রহ। (তুলনীয়) **কম্মং আযূহি** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

কম্মার (পুং) কর্মকার, কাম্মু, ধাতুশিল্পী, রৌপ্যকার, স্বর্ণকার। **কম্মার বুচ্চতি সুবণ্ণকারো**।

কম্মারকুল—কামারশালা, রৌপ্যকার এবং স্বর্ণকারশালা।

কম্মারকূট—কামারের মুদগর বা হাতুড়ি, রৌপ্যকার এবং স্বর্ণকারের হাতুড়ি।

কম্মারগগ্গরী (স্ত্রী) কামারের ভস্ত্রা, কামারের যাঁতা, কামারের হাপর। = **গগ্গরী**।

কম্মারপুত্ত (পুং) কামারের পুত্র, কর্মকারের ঔরসজাত পুত্র, কর্মকার পুত্র। **ইধ কম্মার বুচ্চতি সুবণ্ণকারো**।

কম্মারভণ্ড = কম্মারভণ্ডু। ⇒ **কম্মারভণ্ডু**।

কম্মারভণ্ডু—ধাতুশিল্পী বা কামারের ন্যাড়ামাথা, কামারের কেশহীন বা টাক-পড়া মস্তক। ⇒ **ভণ্ডু**।

কম্মারসালা (স্ত্রী) কামার শালা, যে ঘরে কামারের কাজ করা হয়, কামারের কারখানা।

কম্মারম্ভ (পুং) কর্মারম্ভ, কার্যারম্ভ, সঙ্কল্পিত কার্যের আরম্ভ।

কম্মারহ (বিণ) কার্য সমাপ্তিতে অংশ গ্রহণ করায় স্বত্ববান বা উপযুক্ত।

কম্মারাম (বিণ) কার্য করিতে আরাম বা আনন্দ বোধ হয় এমন, যে কাজে আরাম বা আনন্দ পাওয়া যায়, কাজে তুষ্ট, কার্যে সুখজনক।

কম্মারামতা (স্ত্রী) পার্থিব কার্যে আরাম বা আনন্দ, সাংসারিক কার্যে সুখ, জাগতিক কর্ম-সম্বন্ধীয়।

কম্মারুদ্ধন (ক্লী) [কম্মার+উদ্ধন] ধাতুশিল্পীর অগ্নিকুণ্ড বা মহাচুল্লী, কামারের হাপর, কামারশালা, কর্মকারশালা। = **উক্কামুখ**।

কম্মাবদান—বীরত্বপূর্ণ কার্যের গল্প।

কম্মাবরণ (ক্লী) কর্মের কারণজনিত বাধা, কার্যের কারণ দ্বারা বিপত্তি, কর্মের কারণ দ্বারা প্রতিরোধ। ("**সত্তা অভব্বা**" এর বর্ণনায়—) **কম্মাবরণেন সমন্নাগতা, কিলেসাবরণ, বিপাককাবরণ** ...। **অনন্তরিয কম্ম**।

কম্মাস (বিণ) কলুষ, কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, নানাবর্ণ মিশ্রিত, ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন বা দাগবিশিষ্ট, অসঙ্গত, অসমঞ্জস, অসংলগ্ন, বিরুদ্ধ, চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণে রঞ্জিত, ত্রুটিপূর্ণ, দোষযুক্ত। (ক্লী) অসংলগ্নতা, অসঙ্গতি, বিরুদ্ধতা, শ্বেত-কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ, বিচিত্রবর্ণ, অসামঞ্জস্য, দোষ, কলঙ্ক, ত্রুটি, দাগ।

কম্মাসকারিন (বিণ, পুং) ত্রুটি রাখিয়া কাজ করে এমন, অসামঞ্জস্যভাবে বা অসংলগ্নভাবে কাজ করে এমন। ⇒ **অকম্মাসকারিন**।

কম্মাসপাদ (বিণ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বিন্দু বিন্দু পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় এমন পদবিশিষ্ট। (পুং) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বিন্দু বিন্দু পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় যাহার এইরূপ পা আছে অর্থাৎ রাক্ষস, কাল্পনিক মনুষ্যাশী রাক্ষস, যক্ষের নামবিশেষ (জাতক)।

কম্মাসবণ্ণ (ক্লী) কুষ্ঠরোগীর শরীরে দৃশ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগবিশেষ; (চরিত্রে) অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বিচিত্রবর্ণ, ফুটফুটে দাগ, বিভিন্নতা।

কম্মিক (বিণ) কর্মী, কর্মক্ষম, কার্যদক্ষ, কার্যকারী। (পুং) ১ ব্যবসায়ী লোক, বাণিজ্যকারী লোক। **জলপথ-কম্মিক**—জলপথে (সমুদ্র বা নদীপথে) বাণিজ্যকারী লোক। **থলপথকাম্মিক**—স্থলপথে বাণিজ্যকারী বা ব্যবসায়ী লোক। ২ অধিকর্মা, তত্ত্বাবধায়ক, উপদর্শক, পরিচালক। ৩ যাজ্ঞকীয় বা বিনয়-সম্বন্ধীয় শাসনকার্য পরিচালনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি।

কম্মিন (বিণ) কর্মী, সম্পাদনকারী, কাজ করে এমন, কাজে অভ্যস্ত, ব্যবসায়ী।

কম্মী = কম্মিক। ⇒ **কম্মিক**।

কম্মুপচয (পুং) কর্মের রাশিকরণ, কর্মসঞ্চয়, কর্মসংগ্রহ, কর্মরাশি।

কম্মুপজীবিন (বিণ) ১ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থে জীবনধারণকারী। ২ পূর্ব কর্মের বা অতীত কর্মের ফল অনুসারে জীবনধারণকারী।

কম্মুপগ (বিণ) কর্মভোগ করিয়া, কর্মের ফল অনুভব করিয়া, কর্মফলের অধীন বা অনুগত হইয়া। **যথা কম্মুপগে সত্তে**—সত্ত্বগণ তাহাদের নিজ নিজ কর্ম দ্বারা কর্মের ফল অনুযায়ী গঠিত অর্থাৎ সত্ত্বগণের মধ্যে যার যেইরূপ কর্ম সে সেইরূপ স্থানের সত্ত্বরূপে শরীর ধারণ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে বা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। (বিনয়) **চবমানে উপপজ্জমানে হীনে পণীতে সুবণ্ণে দুব্বণ্ণে সুগতে দুগ্গতে পজানাতি** (অথবা "**পস্সতি**")।

কম্মেন (করণকারকে, ক্রি-বিণ) কর্ম দ্বারা, কর্মের প্রভাবে, কার্যশক্তিতে, কর্মশক্তিতে।

কম্মোজগুম্ব = কম্বোজিগুম্ব। ⇒ **কম্বোজিগুম্ব**।

কম্য (বিণ) কাম্য, ভোগ্য, অভিলষণীয়, যাহা ইচ্ছা হইলে করা যায় এরূপ, ইচ্ছিত, আসক্ত, তৃষিত, আকাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সাধুকম্য; কম্যকাম**।

কম্যতা (স্ত্রী) কাম্যতা, ইচ্ছা, ঈপ্সা, তৃষ্ণা, আসক্তি, অনুরাগ, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, কিছুর জন্য চেষ্টা। "**তুম**" শব্দের সহিত ইহা সমার্থবাচক, যেমন—**কথেতু কম্যতা** (বিমানবত্থু অর্থকথা); (পটিসম্ভিদামগ্গ) **মুঞ্চিতুকম্যতা (কম্যতা পটিসঙ্খা)**; (বিভঙ্গ) **অসোতু কম্যতা; অদট্ঠু কম্যতা, অদস্সন কম্যতা**। "**ছন্দ**" বর্ণনায়:--(বিভঙ্গ) **পুঞ্ছিকতা সাধুকম্যতা;** কিন্তু "**তণ্হা**" বর্ণনায়:--(সুন্দরপাঠ) **মুচ্ছঞ্ছিকতা অসাধুকম্যতা; পুচ্ছঞ্ছিকতা অসাধু কম্যতা;** "**মান**" বর্ণনায়:--**কেতুকম্যতা** (ধর্মসঙ্গণী)। "**লপনা**" বর্ণনায়:--(বিভঙ্গ) **পাতুকম্যতা** (চাটুকম্যতা)।

(অপাদান কারকে সমার্থবাচক) **কম্যা**। (সংযুক্ত নিকায়) **দস্‌সন কম্যতা**। (বর্ণনায়) **ইচ্ছায**। (তুলনীয়) **কম্মঞ্ঞতা, কম্মসাধুতা**।

কম্যা (বিণ) অনুরক্ত, আসক্ত, বাঞ্ছিত। (তুলনীয়) **কম্য**। (স্ত্রী) (অপাদান কারকে সমার্থবাচক) **কম্যতা**। ⇒ **কম্যতা**।

কম্যায (স্ত্রী) = **কম্যা**। ⇒ **কম্যা** (স্ত্রী)।

কয (পুং) ক্রয়, কেনা, খরিদ, মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ।

কযতি (ক্রি) ক্রয় করা, খরিদ করা, কিনিয়া লওয়া। = **কিণাতি**। (তুম) **কেতুং**—কিনিতে।

কয পটিবিরত (বিণ) ক্রয়ে বিরত, খরিদ করে না বা কিনে না এমন।

কয-বিক্কয (পুং) ক্রয়-বিক্রয়, বেচা-কেনা, বাণিজ্য। = **কযাক্কয**। ⇒ **বিক্কয**।

কয-বিক্কযী (পুং) বণিক, বাণিজ্যকারী লোক, দালাল।

কযাক্কয (ক্লী) [কয+অক্কয] ক্রয়-বিক্রয়, বেচাকেনা। = **কয-বিক্কয**।

কযিক (বিণ, পুং) ক্রয়কারী, খরিদ্দার, বণিক, ব্যবসাদার, ব্যবসায়ী।

কযিন = **কযিক**। ⇒ **কযিক**।

কর (বিণ) উৎপাদিত, বর্ধিত, ঘটিত, গঠিত, নির্মিত, প্রস্তুত, কৃত, কারক, জনক, সম্পাদিত। **অন্তকর**—ধ্বংসকৃত, বিনাশকৃত। (পুং) হস্ত, শুণ্ড, কর, খাজনা, হস্তীর শুণ্ড, প্রত্যয়; করণ, করকা, শিলা, ট্যাক্স, হস্তা নক্ষত্র, কিরণ, রশ্মি।

করক (ক্লী) ১ জলের পাত্র, পানীয় পাত্র বা গ্লাস। = **পানিয ভাজন** (পেতবত্থু)। **ধম্মকারক** শব্দ তুলনীয়। ২ শিলাবৃষ্টি। ৩ দাড়িম্ব ফলের গাছ।

করকট = **কর কটক**। ⇒ **কর কটক, কটক**।

করকটক (পুং, ক্লী) হাতে ঘুরাইবার চাকা অর্থাৎ যেই চাকাতে রশি আটকাইয়া কূপ হইতে জল টানিয়া তোলা হয়।

করকরা (ক্রি-বিণ) দাঁতে কিড়মিড় করিয়া অথবা ঘর্ষণ দ্বারা অর্থাৎ দুঃসহরূপে (কামড়ানো)। (জাতকে পাঠ হওয়া উচিত) **করকরা নিখাদিত্বা**।

করকলল—হাতের কাদা। ⇒ **কলল**।

করকা (স্ত্রী) শিলাবৃষ্টি।

করকাবস্‌স (ক্লী) শিলাবৃষ্টির ঝড় বা বর্ষণ।

করগাহন গণ্‌হাতি—বন্দী করা, কয়েদ করা।

করগ্‌গ—করাগ্র, হাতের অগ্রভাগ।

করজ (পুং) ১ (হাতের) নখ। ২ কর্মোৎপত্তি। (বিণ) (নিকৃষ্টার্থে) অপবিত্র, নীচ, অধম, নিকৃষ্ট।

করজকায (পুং) অপবিত্র দেহ, অপবিত্রতা বা পাপকর্ম হইতে উৎপন্ন দেহ। = **করজরূপ** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **করজ** (বিণ)।

করজরূপ (ক্লী) = **করজকায**। ⇒ **করজকায**।

করঞ্জ (পুং) (সংস্কৃত—করঞ্জ) করঞ্জবৃক্ষ। এই গাছ ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়।

করণ (বিণ) করে এমন, নির্মাণ করে এমন, কারণ করে এমন, উৎপন্ন করে এমন। (বিণ, স্ত্রী) **করণী**। **চক্খুকরণী ঞাণকরণী**—চক্ষুপ্রদানকারিণী জ্ঞানপ্রদান-কারিণী অর্থাৎ নির্দোষজ্ঞানে পরিচালিত করে এমন। **চক্খুকরণ ঞাণকরণ**—চক্ষুপ্রদানকারী জ্ঞানপ্রদান-কারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নাথা করণা ধম্মা; থেরকরণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুব্বন্ন করণা**। (ক্লী) ১ কাজকরণ, নির্মাণকরণ, উৎপাদন, উৎপন্নকরণ, সম্পাদনকরণ। = **কম্ম**। (সূত্রনিপাত) **পানুজ্জকরণ**। **পাণাতিপাতস্‌স করণ**—প্রাণিহত্যার কার্যকরণ অর্থাৎ প্রাণিহত্যায় প্রবৃত্তি; **পাণাতিপাতস্‌স অকরণ**—প্রাণিহত্যার কার্য না করণ অর্থাৎ প্রাণিহত্যায় নিবৃত্তি। ২ দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, পদমর্যাদা, সুস্থ অবস্থা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাষ্ট্র, রাজসরকার, পদ, মর্যাদা, গুণ, সম্প্রদায়, শ্রেণী। **করণত্তং** [তুলনীয়—"**কম্ম**" (১,২)], যেমন—**নানাকরণত্তং নানত্তং**। কসিকরণ—চাষ দেওয়া বা চষা, কর্ষণকরণ। **কত্তব্বকরণং** = **কত্তব্বত্তং**। ("**করণ**" অর্থে জাতক বর্ণনায়) **কপ্পিত কেস-মস্‌সু; মস্‌সুকম্ম = মস্‌সুকরণ**। ৩ (ব্যাকরণে) করণকারক।

করখ (পুং) কর্তৃভাব, মধ্যস্থতা ভাব, সহায়তা ভাব, করণত্ব ভাব।

করণত্থে (ক্রি-বিণ) (কার্য) করার অর্থে বা পক্ষে।

করণবচন (ক্লী) করিবার কথা, (কার্য) করার পক্ষে আলোচনা। = **সহযোগ**।

করণবিভত্তি (স্ত্রী) (ব্যাকরণে) করণ কারকে বিভক্তি, সাহায্যকারী উদাহরণ বা বাক্য, সাধক অবস্থা, কারণস্বরূপ ঘটনা।

করণী (বিণ, স্ত্রী) কারিণী। = **করণ** (বিণ)।

করণীয (বিণ) করণীয়, কর্তব্য, যাহা করা উচিত, যাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এমন। = **কাতব্ব, কাতব্বং করণারহং** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। করা এবং নির্মাণ অর্থে:—**যথা কাম করণীয** (সংযুক্ত নিকায়)। ব্যবসায় বা পেশা অর্থে:—**বহু করণীয** (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অনুকম্ম করণীয**। (পুং) (অর্হত্ব ফল লাভের জন্য বা "**সেখ**" হইবার জন্য) যাহার আরও কিছু করিবার এখনও বাকি আছে। (ক্লী) ১ কর্তব্যতা, বাধ্যতা, বশ্যতা, ধর্ম, বাধ্যবাধকতা, বিষয়কর্ম, সাধারণের কার্য, বেচাকেনা, ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদি, আগমনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, সংস্রব, বিষয়, কর্তব্যকার্য, ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য। (সূত্রনিপাত) **যং তে করণীযং তং করোহি**—তোমার যাহা করণীয় কর্তব্য তাহা করিয়া ফেল। (বিনয়) **করণীযং তীরেতি**—করণীয় কার্য সমাধা করা, কর্তব্যকার্য বা বেচাকেনা কার্য শেষ করা। (দীর্ঘনিকায়) **কতং করণীযং**—যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে, কর্তব্যকার্য শেষ করা হইয়াছে; **খীণাজাতি**

বুসিতং ব্রহ্মচরিযং ... (অর্হত্ব লাভের জন্য) পুনর্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হইয়াছে । ২ প্রয়োজন, আবশ্যকতা, অভাব, সুবিধা, দারিদ্র্য, কারণ, উপলক্ষ, প্রয়োগ, উপকারিতা, প্রথা, ধারা, রীতি, ব্যবহার, অভ্যাস। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পমাদেন করণীয**। (অঙ্গুত্তর) **চেতনা করণীয**।

করনীযতা (স্ত্রী) করিবার বাকি বিষয়, কাজ সম্পূর্ণ শেষ হইবার যাহা কিছু এখনও বাকি রহিয়াছে, অবশিষ্ট কর্তব্যতা।

করণুত্তরিয (ক্লী) [করণ+উত্তরিয] ক্রোধভাবে প্রতিবাদ, ক্রোধান্বিত হইয়া জবাব দান, ক্রোধের সহিত পুনরুত্তর বা প্রত্যুত্তর দান।

করণ্ড (পুং, ক্লী) ১ করণ্ড, মণি-রত্ন রাখিবার আধার, ছোট বাক্স বা আধার ধাতুমঞ্জুষা, ভাজন। "**করণ্ড**" বর্ণনায় "**ভাজন: ধাতুমঞ্জুসা**"। ২ পরিত্যক্ত চর্ম, সর্পের পরিত্যক্ত খোলস। = **অহিকঞ্চুক**।

করণ্ডক (পুং) বাক্স, আধার, চুপড়ি, ঝুড়ি, সাজি, কৌটা, পেটারি, টুকরি, খুঙ্গি, ঝাঁপি, মধুচক্র, মৌচাক। = **করণ্ড**।

করণ্ডক জাতক (পুং) = **সমুগ্গ**। ⇒ **সমুগ্গ**।

করণ্ডিকা (স্ত্রী) করণ্ডিকা, ক্ষুদ্রপাত্র, ফুলের সাজি। = **করণ্ড**।

করতল (পুং, ক্লী) করতল, হস্ততল, হস্ত।

করতি (ক্রি) ১ কাটা বা বিদীর্ণ হওয়া, বিভক্ত করা বা হওয়া, পার হইয়া যাওয়া, পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করা, পরস্পর বিভক্ত হওয়া বা করা, মর্মবেদনা দেওয়া, তাড়াতাড়ি যাওয়া, কাটিয়া কমানো, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা। (দীর্ঘনিকায়) **করতো কারযতো ছিন্দতো ছেদাপযতো** । ২ (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিম বা বরবটি। = **রাজমাস**।

করতী (স্ত্রী) = **করতি**। ⇒ **করতি** (২)।

করন্ত (বিণ) করে এমন, করিতেছে এমন। = **করমান**। ⇒ **করোতি**।

করপুট (পুং) করপুট, জোড়হাত, বিনয় সৌজন্য সম্মান প্রভৃতি প্রদর্শনের নিমিত্ত সংযুক্ত দুই কর।

করভ (পুং) ১ উষ্ট্র, হাতের কব্জি হইতে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত হাতের অংশ, নখী নামক গন্ধদ্রব্য। ২ হস্তীশুড়। ৩ হস্তীশাবক, উষ্ট্রশাবক, অশ্বতর বা অশ্বশাবক।

করভূসা (স্ত্রী) করভূষণ, হাতের বালা ইত্যাদি হাতের অলঙ্কার।

করভোরু (বিণ) [করভ+উরু] (যেই স্ত্রীলোকের) সুন্দর উরু আছে।

করমজ্ঝা—দুই হাতের মধ্যে, দুই হাতের বেষ্টনীর মধ্যে।

করমদ্দ (পুং) এক জাতীয় বৃক্ষের নাম।

করমন্দ (পুং) গুল্ম, গাছড়া, ঝোপ ইত্যাদি। **করমন্দ কনবীর** (**করবীর**?)।

করমর (পুং) "শত্রুহস্তে ধৃত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো", ধৃত হওয়ার ভৃত্যরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি, ভৃত্য।

করমরানীত (বিণ) যুদ্ধে ধৃত হয় অথবা শত্রুহস্তে পতিত হয় এমন (ব্যক্তি)।

করমান (বিণ) করে এমন, করিতেছে এমন। = **করন্ত**। ⇒ **করোতি**।

করমিত (বিণ) দুই হাতের বেষ্টনী পরিমিত, যেই স্ত্রীলোকের কোমর লম্বা বা সরু অথবা পাতলা। ⇒ **করমজ্ঝা**।

করল (খড় বা তৃণের) আঁটি, গুচ্ছ, ছোট ঝাঁটা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তিণকরল**।

করড় = **করল**। ⇒ **করল**।

করবিয = **করবীয**। ⇒ **করবীয**।

করবী (পুং) ভারতীয় কোকিল পক্ষী। (স্ত্রী) করবী বা করবীপুষ্প।

করবীক (পুং) কোকিল পক্ষী।

করবীক ভণিন (বিণ) কোকিল-স্বরে কথা বলে এমন (ব্যক্তি), পরিষ্কার ও শ্রুতিমধুর কথা বলে এমন (ব্যক্তি)। মহাপুরুষ লক্ষণমূহের মধ্যে ইহা একটি। বৌদ্ধসংস্কৃত অবদান শতকে—কলবিঙ্ক মনোজ্ঞ ভাষিণ। ⇒ **করবীকভাণী**।

করবীকভাণী (বিণ) পরিষ্কার ও শ্রবণমধুর কণ্ঠ বা স্বরবিশিষ্ট। = **করবীক ভাণিন**।

করবীক রুদ মঞ্জুস্সর (বিণ) মহাপুরুষের স্বরের ন্যায় মিষ্টস্বর, কোকিল কণ্ঠের ন্যায় শ্রুতিমধুর বা সুখজনক স্বরের বা শব্দের। = **বগ্গুবদ**।

করবীকা (স্ত্রী) করবী ফুলের গাছ।

করবীয (বিণ) কোকিলের কণ্ঠের ন্যায়, কোকিল স্বরের ন্যায়।

করবীর (পুং) ১ করবী ফুলের গাছ, করবীর। ২ এক জাতীয় তৃণ।

করবীর পত্ত—এক প্রকার তীর বা শর, বাণ, শরাকৃতি চিহ্নবিশেষ।

করবীরুদ (বিণ) মহাপুরুষের মধুর ভাষণ, কোকিল কণ্ঠ।

করহি (সংস্কৃত—কর্হি) (পালিতে কেবল) **করহ-চি** (কর্হিচিদ) শব্দে কখন কখন ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত "**কদাচি**" শব্দই ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব এই শব্দের অর্থ "**কদাচি**—কখন কখন, কদাচিৎ" এইরূপই হইবে।

করাণি—যেই স্ত্রীলোককে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া পরে ভার্যারূপে গ্রহণ করা হয়, দশ প্রকার নারীর মধ্যে এক প্রকার নারীবিশেষ। = **ধজাহটা**। ⇒ **ইত্থি**।

করিণী (স্ত্রী) করিণী, হস্তিনী।

করিত্বা (ক্রি-বি) করিয়া। ⇒ **করোতি**।

করিন (বিণ) যাহার হাত আছে এমন। (পুং) হাতি, হস্তী।

করিনগজ্‌জিত (বিণ) হস্তীনিনাদিত, হাতি চিৎকার করে এমন (স্থান বা বন)।

করিপরিবন্ধ (বিণ) ময়লাবদ্ধ, ময়লাপূর্ণ, বিরাগজনক, ঘৃণাজনক। (বর্ণনায়) **করিপরিবন্ধ কায** (থেরগাথা)। = **করীস-পরিবন্ধ**।

করিযমান = **করীযমান**। ⇒ **করীযমান**।

করিবর (পুং) করিবর, শ্রেষ্ঠ হস্তী, হস্তীশ্রেষ্ঠ।

করী (পুং) করী, হস্তী, হাতি।

করীযতি (ক্রি) করিতে হয়। (অতীত) **করীযি**। (ব-বিণ) **করীযমান**। ⇒ **করোতি**।

করীযমান (বিণ) করিতে করিতে, করিতেছে এমন, করিয়া করিয়া। ⇒ **করীযতি**।

করীস (ক্লী) ১ ক্রোশ, পুরাতন মুদ্রা, চতুষ্কোণ জমি যাহা প্রায় এক একরের সমান। ২ বিষ্ঠা, মল, ময়লা, আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট, জঞ্জাল, করীষ, গোবর, পরিত্যক্তদ্রব্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **করীসমুত্ত**।

করীসপরিবদ্ধ (বিণ) = **করিপরিবন্ধ**। ⇒ **করিপরিবন্ধ**।

করীসমগ্গ (পুং) পায়ু, মলদ্বার।

করীসমুত্ত—মলমূত্র, বিষ্ঠা ও মূত্র। ⇒ **করীস, গন্ধ** (১)।

করীস-বাচ (ক্লী) মলকুণ্ড, ময়লা জলের আধার। = **গূথকূপ**।

করীসবাযিন = **করীসিনী**। ⇒ **করীসিনী**।

করীসিনী (স্ত্রী) মলের বা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়া, বিষ্ঠাগন্ধ প্রবাহিত হওয়া।

করুণ (বিণ) করুণ, দয়াপূর্ণ, দুঃখিত, শোকার্ত, শোকজনক, দয়ালু, শোকসংক্রান্ত। (অপাদান কারকে) **করুণা**। ⇒ **কারুঞ্ঞ**।

করুণং (ক্রি-বিণ) দয়ালুভাবে, দয়া-উদ্রেককারীরূপে, করুণভাবে, করুণা-উদ্দীপকভাবে, শোকসন্তপ্তরূপে, দুঃস্থভাবে, শোকার্তরূপে, শোকাকুলভাবে, খেদ প্রকাশকারীরূপে, শোকসূচকভাবে। (জাতক) **করুণং পরিদেবতি**।

করুণা (স্ত্রী) করুণা, দয়া, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা। ইহা চতুর্বিধ **"অপ্পমঞ্ঞা"** বা অপ্রমাণ্য চেতনার মধ্যে দ্বিতীয়টি। চতুর্বিধ অপ্রমাণ্য চেতনা, যথা—**মেত্ত, করুণা, মুদিতা, উপেক্‌খা। করুণা সহগতেন চেতসা**—করুণা চেতনার সহিত। **"করুণা"** অর্থে সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়:—**অহিত-দুক্‌খ-আপনা-কামতা**--অহিত ও দুঃখ অপনোদনের আকাঙ্ক্ষা, **"মেত্তা"** অর্থে:--**হিত-সুখ-উপনয-কামতা**—হিত ও সুখ আনয়নের আকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধদত্ত মহাথেরের বর্ণনায়:—**পরদুক্‌খে সতি সাধুনং হৃদয কম্পনং করোতী'তি**। বিভঙ্গে **"অবিহিংস ধাতু"** সম্বন্ধীয় বর্ণনায়:--**সত্তেসু করুণা করুণাযনা করুণাযিতত্তং করুণা চেতোবিমুত্তি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পর দুক্‌খাসহন রসা। "করুণা সহগতেন চেতসা"** বলিলে বুঝায় সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পার উন্নত অবস্থা। **চাতুদ্দিসে করুণাজালং পত্থরিত্বা**—চতুর্দিকে অর্থাৎ সর্বদিকে করুণাজাল বিস্তার করিয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরদুক্‌খে সতি সাধুনং হৃদযকম্পং করোতি**। **"ভাবনা, ঝান"** অর্থাৎ ভাবনা এবং ধ্যান-সম্বন্ধীয় আদর্শ সম্পর্কে:—(সংযুক্ত নিকায়) **করুণং চেতোবিমুত্তিং ভাবেতি**; (দীর্ঘনিকায়) **করুণা চেতোবিমুত্তি ভাবিত্বা বহুলী কতা** ইত্যাদি; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **করুণা সহগতং সদ্ধিন্দ্রিযং**; (নেত্তি) **করুণা মেত্তা**; (বুদ্ধদত্ত মহাথের) **করুণা মুদিতা**। বুদ্ধদত্ত মহাথেরের বুদ্ধ বর্ণনায়:—**অনন্ত করুণাপঞ্ঞ**। সদ্ধম্মোপাযনে **"যমদূতা"** অর্থাৎ যমদূতগণের বর্ণনায়: **করুণা দূরতো কত্তা**—নির্দয়ভাবে, দয়া না করিয়া। (পটিসম্ভিদামার্গ) **মহাকরুণা**—মহাকরুণা, মহান অনুকম্পা। (বিণ) দয়াপূর্ণ। **করুণাবাচা**—দয়াপূর্ণ বাক্য। (অপাদান কারকে) **করুণা**।

করুণাকর (বিণ, পুং) করুণাকর, কৃপানিধি, অতিশয় দয়াবান বা দয়ালু।

করুণাগুণজ (বিণ) দয়াগুণে উৎপন্ন, করুণাগুণে আরব্ধ বা উদ্ভূত।

করুণাজল—করুণারূপ জল, দয়ারূপ বৃষ্টি, দয়াবৃষ্টি।

করুণাঝান—করুণাধ্যান, দয়ার হর্ষোচ্ছ্বাস বা উল্লাস, দয়া-সম্বন্ধীয় সমাধি বা ধ্যান।

করুণাট্‌ঠানিয (বিণ) করুণাস্থানীয়, দয়ার যোগ্য (ব্যক্তি), দয়ার উপযুক্ত, দয়ায় গুণবান।

করুণাধিমুক্ত (বিণ) করুণায় একাগ্রচিত্ত, দয়ায় অভিনিবিষ্ট, দয়ায় দৃঢ়সঙ্কল্প, করুণা প্রদর্শনে ব্যগ্র।

করুণানুবত্তিন (বিণ) করুণানুবর্তী, দয়াপ্রদর্শনকারী, দয়া প্রদর্শনে ব্যগ্র।

করুণাপর (বিণ) পরদুঃখকাতর, অতিশয় দয়াবান, করুণাময়।

করুণাবল—করুণাবল, দয়ার শক্তি বা প্রভাব, দয়ারূপ শক্তি।

করুণাবাচা—দয়াপূর্ণ বাক্য, সদয় কথা। ⇒ **করুণা** (বিণ)।

করুণাবিহার (পুং) দয়াচিত্তে অবস্থান, দয়ার্দ্র হইয়া থাকা।

করুণা বিহারিন (বিণ) দয়ার্দ্রচিত্তে বা দয়ালু চিত্তে অবস্থানকারী, করুণাময়রূপ অবস্থানকারী।

করুণাব্রহ্মবিহার—দয়ায় ব্রহ্মাসদৃশ অবস্থান, করুণাগুণে ব্রহ্মাতুল্য হইয়া থাকা।

করুণাভাবনা—করুণা ভাবনা, দয়ারূপ উৎকর্ষতা, দয়া প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্রতামূলক মানসিক বিচার।

করুণাযতি (ক্রি) পরদুঃখে কাতর হওয়া, দয়া প্রদর্শন করা, করুণা দেখানো। (অতীত) **করুণাযি**। (ব-বিণ) **করুণাযমান; (চুলনির্দেশ বর্ণনায়) অনুদ্দযমানো অনুরক্‌খমানো অনুগগণ্হমানো অনুকম্পমানো**।

করুণাযনা (স্ত্রী) পরদুঃখকাতরতা, পর দুঃখে দুঃখী হওয়া।

করুণাযিতত্তং (ক্লী) = **করুণাযনা**। ⇒ **করুণাযনা**।

করুণারস—করুণারূপ রস, দয়ারূপ মিষ্টতা।

করুণাসমাপত্তি (পুং) মহাকরুণাপূর্ণ সমাপত্তি, মহা অনুকম্পা প্রদর্শনে অসাধারণ কার্য, মহাকরুণায় লীনতা বা নিমগ্নতা। ইহা এক প্রকার ধ্যানবিশেষ। ভগবান বুদ্ধ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু—এই চতুর্বিধ দুঃখে কাতর জীবগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির বাণী শুনাইবার ইচ্ছায় একবার ঈদৃশ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জীবজগতে জ্ঞানদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন যে কাহাকে উপলক্ষ করিয়া ধর্মভাষণ করিলে তাহার এবং অপর বহুলোকের হিত সাধন করা হইবে, ভগবানের ঈদৃশ ধ্যানে বা চিন্তাধারায় দয়াপূর্ণ নিরীক্ষণকে "করুণা সমাপত্তি" বা "করুণাসমাপত্তি ধ্যান" বলা হয়।

করুণাসমাপত্তি ঝান (ক্লী) করুণাসমাপত্তি নামক ধ্যান। সংসারের প্রতি ইহা বুদ্ধগণের করুণাদৃষ্টি। **করুণাসমাপত্তি**।

করুণাসাগর—করুণাসাগর, দয়ার সাগর, যাঁহার দয়াপূর্ণ চিত্ত বা মনোভাব মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশাল।

করুণাসীতল (বিণ) করুণায় শীতল, দয়ারূপ শীতলতায় পরিপূর্ণ। **করুণাসীতল হৃদয়**—যাঁহার হৃদয় করুণারূপ শীতলতায় পরিপূর্ণ।

করুম্ভক—গোলাপি বর্ণের বা লালজাতীয় ধানগাছের আকার প্রকার।

করুম্ভা (পুং, বহুবচনে) এক শ্রেণীর দেবতা।

করে—করিয়া থাকে, করে। (জাতক গাথায়) **সব্বা ইত্থী করে পাপং**।

করেণু (পুং) হস্তী, হাতি। (স্ত্রী) হস্তিনী, হাতিনী।

করেণুকা (স্ত্রী) হস্তিনী, হাতিনী।

করেণুলোলিত (বিণ) হস্তীনিনাদে প্রতিধ্বনি (বন)।

করেতি (ক্রি) = **কারযতি**। ⇒ **কারযতি**।

করেরি (পুং) একজাতীয় গাছ, গন্ধজাতীয় গোলাপের গাছ অথবা "করের"।

করোটি (স্ত্রী) ১ গোলাকার জলপাত্র, জলাধার, পাত্র, বাটি, থালা, বাসন। ২ মাথার খুলি, করোটি। (তুলনীয়) **কড়োপি**। (পুং) এক শ্রেণীর উপদেবতা যাহাদের দ্বারা অসুর-উপদ্রব দেবগণকে রক্ষার জন্য রক্ষীদল গঠন করা হইয়াছে (এই উপদেবগণ পঞ্চ রক্ষীদলের মধ্যে একশ্রেণীর রক্ষীদল), করোটি দেবগণ (ইহা নাগগণের সহিত সংযুক্ত), সুপর্ণ বা একজাতীয় গরুড় পক্ষী (বর্ণনায়) **তেসং করোটি নাম পানভোজনং** (জাতক অর্থকথা)। (বৌদ্ধসংস্কৃত মহাবস্তু) **করোট পাণযহ**—এক শ্রেণীর যক্ষ।

করোটিক (পুং) ১ গোলাকার জলপাত্র, জলাধার, বাটি, পাত্র, থালা, বাসন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সপ্পিকরোটিক**—ঘিয়ের পাত্র বা আধার। ২ মাথার খুলি। = **করোটি**(স্ত্রী)।

করোটিয = **করোটিক**। ⇒ **করোটিক**।

করোতি (ক্রি) [√কর+অ] করা, সম্পাদন করা, শেষ করা, প্রস্তুত করা, সজ্জিত করা, অভিনয় করা, ব্যবহার করা, কিছু করা, আচরণ করা, ভান করা, নির্মাণ করা, তৈরি করা। (দীর্ঘনিকায়) **কথং করোতি**? (জাতক) **কোধং করোতি; কোপং করোতি**—ক্রোধান্বিত হওয়া, কুপিত হওয়া। **চয়ং করোতি**—চয়ন করা, সঞ্চয় করা। (বিনয়) **চোরিকং করোতি**—চুরি করা। (জাতক) **তণ্হং করোতি**—তৃষ্ণা উৎপন্ন করা, ইচ্ছা করা। (দীর্ঘনিকায়) **সীতং করোতি**—শীত করা, ঠাণ্ডা লাগা। (বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত যৌগিকে) "**উত্তানী**" শব্দের পরিবর্তে:—(দীর্ঘনিকায়) **উত্তানি করোতি**—পরিষ্কার বা স্পষ্ট করা; **পাকটী করোতি; বহুলী করোতি; মুট্ঠী করোতি** ইত্যাদি। (জাতক) **অংসে করোতি**—স্কন্ধে বা কাঁধে রাখা; **অন্তরাযং করোতি**—অন্তরায় করা বা বাধা হওয়া। **আদিং করোতি**—আরম্ভ করা। (দীর্ঘনিকায়) **নিমিত্তং করোতি**—ইঙ্গিত করা বা সঙ্কেত দেওয়া। **পাতরাসং করোতি**—প্রাতরাশ করা বা প্রাতর্ভোজন করা। **মানসং করোতি**—মন গঠিত করা। (দীর্ঘনিকায়) **মহং করোতি**—উৎসব অনুষ্ঠান করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মস্সুং করোতি**—দাড়ি কামানো। (জাতক) **মুসাবাদং করোতি**--মিথ্যা বলা। (সংযুক্ত নিকায়) **রজ্জং করোতি**—রাজ্য শাসন করা বা রাজত্ব করা। (জাতক) **বসে করোতি**—বশ করা বা প্রভাবান্বিত করা। (মহাবংশ) **সন্ধিং করোতি**--সন্ধি করা। (জাতক) **সিঙ্গং করোতি**—অনুরাগী হওয়া। (ক্রিয়াবিশেষণের সহিত যৌগিকে) **অলং করোতি**—অধিক করা অর্থাৎ সজ্জিত করা, সুশোভিত করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দূরতো করোতি**—দূরে রাখা অর্থাৎ (জড়িত না করিয়া)-মুক্ত রাখা। **পুরক করোতি (পুরক্খরোতি)**—সম্মুখে রাখা অর্থাৎ সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা। (অ-বিণ) **কত, কিত, কট**। (ব-বিণ) **করমান, করন্ত, করোন্তো, করন, কুরুমানা**। (ভ-বিণ) **কুব্বান, করানো কুব্বং, অকুব্বং, কুব্বন্তো, অকুব্বন্তো, কুব্বমান, অকুব্বমান, বিকুব্বমান;** (স্ত্রীলিঙ্গে) **করোন্তী, কুব্বন্তী, বিকুব্বন্তী**। (ক্রি-বি) **কত্বা, করিত্বা**, (ছন্দে বা কবিতায়) **কত্বান**। (তুম) **কাতুং, কত্তুং, কাতবে, কাতুযে**। (কর্মবাচ্যে) (বর্তমানকালে অনির্দিষ্টভাবে) **করীয়তি** ইত্যাদি, **করিযতি, কীরতি;** (ব-বিণ) **করীযমানা, কযীরমানা, করণীয, (বয্য) কাতব্ব;** (ভবিষ্যৎ কালে) **করিযিস্সতি**। (কর্মবাচ্যে) **করিযতি**। (করণে) **কারযতি, করেতি, কারেতি, কারাপেতি**।

করোন্ত (বিণ) করে বা করিতেছে এমন। ⇒ **করোতি**।

কল (পুং) কল কল শব্দ, মধুর অস্ফুট ধ্বনি, স্রোতের মধুর অব্যক্ত ধ্বনি।

কলকল (পুং) কলকল শব্দ, মধুর অস্ফুট ধ্বনি, জল নির্গমনের শব্দ, অস্ফুট গুরু গম্ভীর শব্দ, সৈন্যদের পদব্রজে চলার শব্দ।

কলকল মুখর—মহাসমুদ্রের অস্ফুট কল কল শব্দ। (তুলনীয়) **করকরা**।

কলঙ্ক (পুং) কলঙ্ক, তাম্রাদি পাত্রের দাগবিশেষ, অখ্যাতি, অপযশ, লৌহাদি ধাতুর মল, মরিচা, চিহ্ন, দাগ, দোষ।

কলতি (ক্রি) অস্পষ্ট শব্দ করা বা উচ্চারণ করা। (অ-বিণ) **কলিত**।

কলত্ত (ক্লী) কলত্র, ভার্যা, স্ত্রী, নিতম্ব।

কলদুকা (স্ত্রী) = **কলবকা**। ⇒ **কলবকা**।

কলন্দ (পুং) ১ রাশি, স্তূপ, ঘাস, খড়, রাইফেল বন্দুক ইত্যাদির গাদা, যে কোন জিনিসের গাদা, প্রচুর পরিমাণ, একত্রে অবস্থিত ধূমনালী সমূহ (কাঠের স্তূপের ন্যায় ?)। (তুলনীয়) **কলিঙ্গর**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সীসকলন্দ**। ২ কাঠবিড়াল। = **কলন্দক**।

কলন্দক (পুং) ১ কাঠবিড়াল। ২ আলঙ্কারিক অথবা শোভাবর্ধক বস্ত্র বা মাদুর যাহা আসনরূপে বিছানো হয়।

কলন্দকনিবাপ (পুং) রাজগৃহের বেণুবনস্থ একটি স্থানের নাম যেখানে কাঠবিড়ালগুলিকে পূজার নৈবেদ্য আহার করানো হইত।

কলবকা (স্ত্রী) বাঁশ, বেলু, বেণু। = **কলম্বুকা**।

কলভ (পুং) হস্তীশাবক, অল্প বয়সের বা যৌবনত্বপ্রাপ্ত হস্তী। = **হস্তিকলভ**। (তুলনীয়) **কলার**।

কলম্ব (ক্লী) ওষধি বা গুল্মজাতীয় গাছের নাম, একজাতীয় গাছের নাম যাহা একবার পাকিলে গাছ মরিয়া যায়; পেঁয়াজ ইত্যাদি গোলাকার মূলজাতীয় উদ্ভিদ, কলম্ব, কদম্ব বৃক্ষ, শাকের ডাঁটা, কলমি শাক, মুলাজাতীয় উদ্ভিদ। = **তালকন্দ** (জাতক); (জাতক অর্থকথায়) **তালকন্দ**; (জাতক অর্থকথার বর্মাটীকায়) **তালতন্ত**। = **তালকন্দ**। ⇒ **কদম্ব, কড়িম্ব**।

কলম্বক **কলম্ব, কলম্বরুক্খ**। ⇒ **কলম্ব, কলম্বরুক্খ**।

কলম্বরুক্খ (পুং) কদম্ববৃক্ষ, কদমগাছ।

কলম্বুকা (স্ত্রী) ১ = **কলম্বক**। ⇒ **কলম্বক**। ২ বাঁশ, বংশ, বেণু। = **কলদুকা, কলবকা**।

কলল (পুং, ক্লী) ১ কাদা, পঙ্ক, কর্দম। = **কর্দম**। ২ তিল তৈলের অবশিষ্টাংশ যাহা সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ৩ (ভ্রূণতত্ত্বে) পিতৃবীর্য বা সার পদার্থ অর্থাৎ অমরা বা (গর্ভের) ফুল। (জাতক অর্থকথার গাথায়—) **ক পথমং কললং হোতি, কললা হোতি অব্বুদং, অব্বুদা জায়তে পেসি, পেসি নিব্বত্তী ঘনো; ঘনা পসাখা জায়ন্তি, কেসা লোমা নখা পি চ। খ যঞ্চ সস ভুঞ্জতী মাতা অন্নং পানঞ্চ ভোজনং, তেন সো তত্থ যাপেতি মাতুকুচ্ছিগতো নরো'তি**। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে জীবগঠনের প্রথম অবস্থার নাম "**কলল**"। এইরূপে মাতৃগর্ভে জীব বা সত্ত্ব প্রথম চারি মাসে যথাক্রমে চারি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—"**কলল, অব্বুদ, পেসি, ঘন**"; এই "**ঘন**" অবস্থার পর হইতে মাস গণনা আরম্ভ করা হয় এবং এই "ঘন" অবস্থায়ই জীব হস্তপদাদিসহ কেশ নখাদি গঠিত হয়। ইহার পর মাতা অন্ন পানীয় ইত্যাদি যাহা ভোজন ও পান করেন গর্ভস্থ সত্ত্ব বা জীব উহা পান ভোজন করিয়াই মাতৃগর্ভে জীবনযাপন করে। ৪ ইহা ডিম্ব অর্থে প্রযুক্ত শব্দ অর্থাৎ ডিম্বের পীতাংশ যাহা হইতে প্রাণী উৎপন্ন হয়। (যৌগিকে) **করকলল, ভূকলল** ("**কললি কলল**" হইতে গঠিত শব্দ)।

কললকত (বিণ) কর্দমময় করিয়াছে এমন, কাদাকৃত, পঙ্কযুক্ত, আলোড়িত, ঘোলা (জল)।

কললগত (বিণ) কর্দমে পতিত, পঙ্কে পতিত।

কললগহণ—ঘন কর্দম, গাঢ় পঙ্ক, গভীর কাদা, পুকুর কিংবা নদীর তলস্থ গভীর কাদা।

কললভূত (বিণ) ১ পঙ্কভূত, কর্দমে পরিণত, কাদায় পরিণত। ২ কললে পরিণত, কললভূত। ⇒ **কলল** (৩)।

কললমক্খিত (বিণ) পঙ্ক দ্বারা মক্ষিত, কর্দম বা কাদালিপ্ত।

কললরূপ (ক্লী) মাতৃগর্ভে জীবের প্রথম "**কলল**" অবস্থা। ⇒ **কলল** (৩)।

কললবপ্প (বিণ) ঘন কাদাযুক্ত মাটিতে রোপিত বা বপিত। (পুং অথবা ক্লী) গাঢ় মাটিতে বপন বা রোপণকরণ। (বিপ) **পংসুবপ্প**। ⇒ **বপ্প** (১)।

কললিকলল—নরম মাটির কর্দম, কোমল মাটির কাদা পঙ্ক। ⇒ **কলল**।

কলবীল (পুং) করবী পুষ্প, করবীর। = **করবীর**। ⇒ **কণবীর**।

কলস (ক্লী) ১ কলস, কলসি, কুম্ভ, ঘট, পাত্র, ক্ষুদ্র জলপাত্র, জলপাত্র, থালা, জলের মৃণ্ময় পাত্র। ২ স্ত্রীলোকের স্তন (যাহা কলসির মতো দেখায়)।

কলহ (পুং, ক্লী) কলহ, ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ, গোলযোগ, গোলমাল, হাঙ্গামা, শোরগোল, বাদানুবাদ, বিচার-বিতর্ক। (সূত্রনিপাত) **কলহ-বিবাদ**। (ধমপদ অর্থকথা) **উদক কলহ**—জল সম্বন্ধীয় বিবাদ। (জাতক) **কলহং উদীরেতি**—বিবাদ করা; **কলহং করোতি; কলহং বড্ঢেতি**—বিবাদ বা গোলযোগ বাড়িতেছে; **মহাকলহ**—জটিল বিবাদ, মহাকলহ, মহাগোলযোগ।

কলহকরণ—বিবাদকরণ, ঝগড়া করণ, গোলযোগকরণ।

কলহকারক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কলহ বা ঝগড়া করে, ঝগড়াটে, কলহপ্রিয়, গোলযোগ বা বিবাদকারী, বিবাদপ্রিয়, কুঁদুলে, যুদ্ধপ্রিয়, যে ব্যক্তি সর্বদা কলহ বা বিবাদ ভালবাসে।

কলহকারণ (ক্লী) বিবাদের কারণ, কলহ বা ঝগড়ার কারণ।

কলহঙ্কর (বিণ) কলহ বা ঝগড়া সংগ্রহ করে বা করিয়া দেয় এমন (ব্যক্তি বা বস্তু), বিবাদ আনিয়া দেয় এমন (ব্যক্তি বা বস্তু)।

কলহজাত (বিণ) কলহজাত, বিবাদজনক, ঝগড়া উৎপাদনকারী।

কলহপবড়্ঢনী (বিণ) কলহ প্রবর্ধনকারী, বিবাদ বর্ধনকারী, ঝগড়া বাড়ায় এমন।

কলহপবদ্ধনী = কলহ পবড়্ঢনী। ⇒ **কলহ পবড়্ঢনী।**

কলহভিরত (বিণ) [কলহ+অভিরত] ঝগড়াটে, কলহপ্রিয়, কুঁদুলে। = **কলহাভিরত।** ⇒ **অভিরত।**

কলহবড়্ঢন (ক্লী) কলহে উত্তেজিত করণ, কলহে বা ঝগড়ায় উত্তেজন, বিবাদে উৎসাহ।

কলহসদ্দ (পুং) কলহের শব্দ, তুমুল ঝগড়া, বাদানুবাদ, বিবাদ, বিচার-বিতর্ক, সামান্য কলহ, উচ্চ চিৎকারের সহিত ঝগড়া বা বিবাদ।

কলহাভিরত (বিণ) ঝগড়াটে, কুঁদুলে, কলহপ্রিয়, যুদ্ধপ্রিয়, ঝগড়ায় বা বিবাদে রত রহিয়াছে এমন। ⇒ **কলহকারক, কলহভিরত।**

কলা (স্ত্রী) ১ কলা, (চন্দ্রের) ষোল অংশের একাংশ, ক্ষুদ্রাংশ। **কলং নাগ্‌ঘতি সোড়সিং**—ষোল অংশের একাংশের সমানও নহে, (সংযুক্ত নিকায়) খুব ছোট বা সামান্য। = **কোট্ঠাস।** ২ কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, কারিগরি, কলাকৌশল, বিদ্যার বিভাগ, যে শিক্ষায় অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক অভ্যাস দুইয়েরই প্রয়োজন হয়, কৌশল, অভিজ্ঞতালব্ধ রীতিনীতি, চারুশিল্প, ললিতকলা ইত্যাদি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কলং উপেতি**—বিভক্ত হওয়া, পৃথক হওয়া। ⇒ **সকল।** ("ভু" ধাতুর সহিত সংযোগে) **কলিভবতি**—বিভক্ত হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া (জাতক); = **ভিজ্জতি।** (তুলনীয়) **বিকল।**

কলাপ (পুং) ১ কতকগুলি একই রকমের যেই কোন বস্তু, বাণ্ডিল, পুলিন্দা, পুঁটলি, বোঁচকা, গাটরি, কাঁদি, গুচ্ছ, থোপা, রাশি, একত্র সংবদ্ধ বা একসঙ্গে বর্ধমান দ্রব্যসমষ্টি, শস্যাদির আঁটি, শ্রেণী, সারি (সাধারণত ঘাস, বাঁশ, ইক্ষু ইত্যাদির আঁটি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়); কলাপ, ভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ, তৃণসমূহ, চন্দ্র, চন্দহার, বিদগ্ধ ব্যক্তি (সময় সময় চুল ও পক্ষীর পালক-সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **তিণকলাপ**—তৃণের আঁটি বা গুচ্ছ। **নল কলাপ**—নলের আঁটি। **মালাকলাপ। উপ্পল কুমুদ কলাপ। উসীর কলাপ। উচ্ছু কলাপ। বেলু কলাপ। কেসা কলাপ।মোরপিঞ্ছ কলাপ।** ২ তূণীর, অর্ধচন্দ্রাকার অস্ত্রবিশেষ, শর। ৩ (দর্শন বা পাণ্ডিত্য জ্ঞানে) জড় দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুণরাশি, প্রাথমিক বা মূলপদার্থ বিষয়ক অণু-পরমাণুর রাশি। (তুলনীয়) **রূপ কলাপ। দসধম্ম কলাপ; ফস্‌স-পঞ্চমকা ধম্মা** (বি শুদ্ধিমার্গ)।

কলাপক (পুং) ১ বন্ধন, শৃঙ্খল, বন্ধনী, গলাবন্ধ, শার্ট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাংশ ডোরা, রেখা, ফিতা, মুক্তাগাঁথা সূত্র। ২ বাণ্ডিল, পুলিন্দা, পুঁটলি, বোঁচকা, গাটরি, সমবায়, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্র) বিন্যাস।

কলাপগ্‌গ (ক্লী) কাঁদি বা গুচ্ছের প্রথমটি, শস্যের প্রথম আঁটি বা গুচ্ছ যাহা ভিক্ষাস্বরূপ অগ্রদান দেওয়া হয়।

কলাপতো (ক্রি-বিণ) বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে, থোপায় থোপায়, গুচ্ছে গুচ্ছে। ⇒ **কলাপ।**

কলাপ সম্মসনা—রাশি রাশিভাবে অর্থগুচ্ছ (লক্ষণসমূহ)।

কলাপিন (বিণ) তূণীর আছে এমন। (পুং) = **কলাপী।** ⇒ **কলাপী।** (বহুবচনে) **কলাপিনে।**

কলাপিনী (স্ত্রী) বাণ্ডিল, পুলিন্দা, পুঁটলি, বোঁচকা, শস্যাদির আঁটি বা গুচ্ছ। (সংযুক্ত নিকায়) **যবকলাপিনী**—যবের আঁটি; **নলকলাপিনী।**

কললাপী (পুং) কলাপী, ময়ূর, কোকিল, বটগাছ, যাহার নিকট শস্যের আঁটি বা গুচ্ছ আছে।

কলাবুক (ক্লী) কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ, সুতা বা ফিতা দ্বারা তৈরি ঘের বা বেষ্টনী।

কলায—মাসকলাই, দাল, মটর, মটর কলাই। = **বরক।**

কলযতি (ক্রি) পরিমাণ পাওয়া বা করা, পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া, ছাড়াইয়া যাওয়া (জাতকে কিন্তু "চালাকি, কৌশল, প্রতারণা" অর্থে গৃহণ করা হইয়াছে)।

কলাযমত্ত—মাস কলাইয়ের আকারে বা পরিমাণে।

কলার (উদানে) **হত্থিকলার;** (উদান অর্থকথা বর্ণনায়) **হত্থিপোতক।** = **কলভ।** ⇒ **কলভ।** (তুলনীয়) **কড়ারিকা।**

কলি (পুং) ১ অশুভকর পাশা, অমঙ্গল ছক্কা ("**অক্খ**" শব্দ দেখুন)। চৌখুপি দিয়া চিহ্নিত স্থান যেখানে গাছের বীজকে "**বিভিতক** " হইত, অতিরিক্ত, বীজকেও "**কলি**" বলা হইত। (বিপ) **কট।** ২ পাশা খেলায় অশুভকর দাস নিক্ষেপ, পরাজয়, দুর্দশা, ভাগ্যহীন অবস্থা, অশুভ অবস্থা, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, (লক্ষণ বা চিহ্নমতে) দুর্ভাগ্যের একাংশ, (সাধারণ মতে) সাংসারিক ভাব বা অসদগুণ, (ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতে) পাপ বা অপুণ্য। = **কলিগ্‌গহ।** (সূত্রনিপাত) **কলিং বিচিনাতি—অপুণ্য** বা পাপ সঞ্চয় করে। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পমত্ত কলি ... অক্খেসু ধনপরাজযো ... মহন্ততরো কলি যো সুগতেসু মনং পদোসযে।** = **অপরাধ।** (বি-ভা) **কলিং গণ্‌হাতি**—দুরদৃষ্টে পড়া, দুর্ভাগ্য হওয়া। ৩ পৃথিবীর বয়সের শেষ চতুর্থাংশ। ⇒ **কলিযুগ।** ৪ পাপজনক কার্য, পাপময় কার্য, পাপী লোক। ৫ লালা, থু থু, নিষ্ঠীবন, ফেনা। (তুলনীয়) **খেল।**

কলিকম্ম (ক্লী) পাপকার্য, পাপজনক কর্ম, পাপীর কার্য।

কলিগহ = কলিগ্‌গহ। ⇒ **কলিগ্‌গহ।**

কলিগ্‌গহ (পুং) পাশায় দুর্ভাগ্যজনক দাম নিক্ষেপ, হারজনক দাম নিক্ষেপ; মন্দ ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, পরাজয়, পাপের ফল, সংসার-সম্বন্ধীয় এবং নৈতিক উভয়ার্থে পাপফল। **উভত্থ কলিগ্‌গহ**—ইহ-পারত্রিক উভয় জগতের মধ্যে অত্যন্ত দূরত্ব করণ। ⇒ **কটগ্‌গহ।** (বিণ) পরাজয় হইয়াছে এমন, পরাজিত, যাহার পরাজয় ঘটিয়াছে বা হইয়াছে। (বিপ) **জযগ্‌গহ।** = **পরাজয সঞ্ঞাত।**

কলিঙ্গর (পুং, ক্লী) ১ স্থূল, কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের গুঁড়ি, কাঠের পচা টুকরা, তুষ, ভুশি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়, সামান্য বিষয়। (যৌগিকে) **কলিঙ্গর কট্ঠ।** = **কট্ঠখণ্ড।**

(ধর্মপদ অর্থকথা) **কট্‌ঠ কলিঙ্গরানি**। ২ তক্তা। **সোপান কলিঙ্গর**—সোপানের বা সিঁড়ির তক্তা। (তুলনীয়) **সোপান কড়েবর**।

কলিঙ্গর কট্‌ঠ = কলিঙ্গর। ⇒ **কলিঙ্গর, কট্‌ঠখণ্ড**।

কলিঙ্গর কণ্ড--কাষ্ঠনির্মিত শরাকৃতি চিহ্নবিশেষ, কাষ্ঠনির্মিত শর বা বাণ। **অচিত্তং কলিঙ্গরকণ্ড**—সুখ-দুঃখ অনুভূতিহীন।

কলিঙ্গরূপধান—কাঠের টুকরা যাহাকে ঘুমাইবার সময়ে বালিশরূপে ব্যবহার করা হয়।

কলিঙ্গু (পুং, ক্লী) একজাতীয় (ভারতীয়) গুল্মবিশেষ।

কলিত (বিণ) অস্পষ্ট শব্দ করে এমন। ⇒ **কলতি**।

কলিদেবতা (পুং, বহুবচনে) যুগরূপী কলির ভক্তগণ। (স্ত্রী) কালী বা চামুণ্ডার ভক্তগণ।

কলিপবাহ কম্ম—পাপ প্রক্ষালনের কার্য, পাপ প্রবাহ বা ধৌত করার কার্য। (জাতক অর্থকথা) **কলিপবাহ কম্মং কারেস্‌সাম**—আমরা পাপ প্রক্ষালনের বা ধৌত করার কার্য করাইব।

কলিপিয = কলিপ্পিয। ⇒ **কলিপ্পিয**।

কলিপ্পিয (বিণ) যে ব্যক্তি পাশা খেলায় প্রবঞ্চনা করিতে চায়, জুয়াড়ি।

কলিভবতি ⇒ **কলা** (২)।

কলিযুগ (পুং) কলিযুগ, চতুর্থ যুগ, পৃথিবীর আয়ুর মধ্যে চারি যুগের শেষ যুগ যেই যুগে পাপ দুঃখ ও দুর্দশায় পরিপূর্ণ থাকে।

কলির = কড়ীর। ⇒ **কড়ীর**।

কলির চক্কলক = বেলুগুম্ব। ⇒ **বেলুগুম্ব**।

কলিসাসন (ক্লী) অপরের দোষ দর্শন বা অন্বেষণ। **কলিসাসনং আরোপেতি**—অপরের দোষ অন্বেষণ করা, অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা, অপরের দোষ দেওয়া।

কলীর (ক্লী) তাল গাছের কাণ্ডের উপরিস্থ কোমল অংশ।

কলুস (ক্লী) কলুষ, ময়লা, পাপ, আবিলতা, মলিনতা, অপবিত্রতা। (বিণ) ঘোলা, মলিন, কষায়িত, অসমর্থ, দুঃখিত, গর্হিত, বদ্ধ, পাপী, ক্ষুব্ধ, আবিলতাপূর্ণ, অপবিত্র, ময়লাযুক্ত, কলুষ।

কলুসভাব (পুং) অপবিত্র অবস্থা, প্রচ্ছন্ন অবস্থা, ঘোলা অবস্থা, কলুষ ভাব।

কলেবর = কলেবর। ⇒ **কলেবর**।

কলেবর (ক্লী) কলেবর, শরীর।

কলোপী = খলোপী। ⇒ **খলোপী**।

কল্য = কল্ল। ⇒ **কল্ল**।

কল্যতা (স্ত্রী) ১ নীরোগ অবস্থা, সুস্থতা, অভ্রান্ত বা ঠিক অবস্থা, নির্দোষ অবস্থা, নিখুঁত বা সম্পূর্ণ অবস্থা, প্রকৃতিস্থ অবস্থা, গভীর বা গম্ভীর অবস্থা, অক্ষত অবস্থা, সমর্থবান অবস্থা, নমনীয় অবস্থা, সহজনম্য অবস্থা, সহজে বশীভূত বা নমনশীল অবস্থা। ২ সুখকর অবস্থা, আনন্দজনক বা প্রফুল্ল অবস্থা, প্রস্তুত অবস্থা, উৎসুক বা ইচ্ছুক অবস্থা, উদ্যত বা উদ্যোগী অবস্থা, তৎপর অবস্থা, সম্মত অবস্থা।

কল্যরূপ (বিণ) সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রফুল্ল, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। = **কল্লরূপ**।

কল্যাণ (বিণ) কল্যাণ, সুখী, সাধু, শুভদ, শুভযুক্ত, সুন্দর, মনোহর, মুগ্ধকারী, শুভলক্ষণ যুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, সাহায্যকারী, উপকারী, ন্যায়ত, ভালো, ধর্মসম্মত ভালো, নৈতিকভাবে ভালো। = **ভদ্দক, কুসল**। (বিপ) **পাপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কল্যাণমিত্ত**। (ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাষায়) **আদিকল্যাণ মজ্‌ঝেকল্যাণ পরিযোসানে কল্যাণ** (দীর্ঘনিকায়)। **মজ্‌ঝেকল্যাণ = সীলপদং**--শীলাচরণ; (বিপ) **পাপ** বা শীলভঙ্গ। **কল্যাণমিত্তা = সীলাদীহি অধিকা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। **কতকল্যাণ**; (বিপ) **কতপাপ**। (দীর্ঘনিকায়) **কল্যাণকিত্তিসদ্দ**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**সেট্‌ঠ**" অর্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। "**ঝান**" সম্বন্ধে:—**তিবিধ কল্যাণ**। "**মিত্তা**" বা বন্ধুগণ-সম্বন্ধে সাধারণত : "**ন ভজে পাপকে মিত্তে ভজেথ মজ্‌ঝে কল্যাণে**" = **সুদ্ধাজীবিন**। (ক্লী) **ক**) মঙ্গল, হিত, সুখ, সমৃদ্ধি, স্বর্গ, উপকার, উপকারী বস্তু, উত্তম বস্তু, ধর্ম, পুণ্য, সততা, সাধুতা, পুণ্যকার্য। (তুলনীয়) **ভদ্দং**। (ক্লীবলিঙ্গ বহুবচনে) **কল্যাণা**; তুলনীয় ক্লীবলিঙ্গে বৈদিক শব্দ "**কল্যাণ**"। (সংযুক্ত নিকায়) **কল্যাণং করোতি**—সৎকার্য বা পুণ্যকার্য সম্পাদন করা। **খ**) দয়া, করুণা, সৎকার্য, উপকার। = **উপকার**। **কল্যাণং করোতি**—দয়া প্রদর্শন করা বা উপকার করা। **গ**) সুন্দরতা, পূর্ণতা, অনুরাগ বা আসক্তি। "**কল্যাণি**" পঞ্চবিধ, যথা—**কেসকল্যাণি** (চুলের সৌন্দর্য), **মংস কল্যাণি** (মাংসের সৌন্দর্য) **অট্‌ঠি কল্যাণি** (অস্থি বা দাঁতের সৌন্দর্য), **ছবিকল্যাণি** (চামড়া বা শরীর সৌন্দর্য), **বয়কল্যাণি** (বয়সের বা যৌবনত্বের সৌন্দর্য)।

কল্যাণ অজ্‌ঝাসয (বিণ) সদ্‌কর্ম করার ইচ্ছা আছে এমন। (পুং) সদ্‌কর্ম বা পুণ্যকার্য করিবার ইচ্ছা, উপকার করিবার অভিপ্রায়।

কল্যাণক (বিণ) ভালো, সৎ, ধার্মিক, ধর্মশীল, সাধু, সাধ্বী, সতী, পবিত্র, ন্যায়পর।

কল্যাণক পুথুজ্জন = কল্যাণ পুথুজ্জন। ⇒ **কল্যাণ পুথুজ্জন**।

কল্যাণকাম (বিণ) যাহা ভালো বা সৎ তাহা করিতে ইচ্ছুক, পুণ্য কার্যের অভিলাষী বা আকাঙ্ক্ষী।

কল্যাণকারিন (বিণ) সৎকার্যকারী, পুণ্যকার্যকারী, ধার্মিক, ন্যায়পর, ভাল বা পবিত্র কার্য করে এমন। (বিপ) **পাপকারিন**।

কল্যাণকারী = কল্যাণকারিন। ⇒ **কল্যাণকারিন**।

কল্যাণতা (স্ত্রী) সৌন্দর্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি বা বস্তু, ধর্ম, সাধুতা, উৎকর্ষ, দয়া, সদাশয়তা, ধার্মিকতা, ধর্মশীলতা, সাধুতা, পবিত্রতা, ন্যায়পরতা।

কল্যাণতা কুসল (বিণ) (সৎকার্যে) দক্ষ, নিপুণ, চতুর, বুদ্ধিমান, যাহা সৎ তাহাতে অভিজ্ঞ, ধর্মকার্যে অভিজ্ঞ।

কল্যাণচরিত (ক্লী) কল্যাণজনক আচরণ, ধর্মাচরণ, সদাচরণ। (বিণ) ধর্মাচরণকারী, সদাচারী, সৎ পথে চলে এমন।

কল্যাণজাতিক (বিণ) কল্যাণকর, শুভকর, মঙ্গলকর, যাহার স্বভাব সন্তোষজনক অথবা মনোজ্ঞ, মঙ্গলজনক।

কল্যাণদস্সন (বিণ) দেখিতে সুন্দর, সুন্দর, সদাশয়, উদার, প্রীতিকর, অত্যন্ত সুন্দর, লাবণ্যময়, দেখিতে মনোহর, দর্শনে সুন্দর। (থেরগাথা) **কল্যাণদস্সন কঞ্চনসন্নিভত্ত চ**। = **ভুজদস্সন**।

কল্যাণধম্ম (পুং) কল্যাণধর্ম, ধার্মিক বা সাধু স্বভাব, পবিত্র আচরণ, শুদ্ধাচার, সদাচার, ন্যায়পর কার্য। (বিপ) **পাপধম্ম**। (বিণ) ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সচ্চরিত্রের, সৎ স্বভাবের। = **সুন্দরধম্ম** (জাতক), **সুন্দরসীল** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) **সীলবা কল্যাণধম্মো ভিক্‌খু। কল্যাণধম্মেন কল্যাণধম্মতর**—সম্পূর্ণরূপে সৎ বা ধার্মিক। (পুং) সচ্চরিত্র, সদস্বভাব, ধর্ম।

কল্যাণধম্মতা (স্ত্রী) সাধুতা, ধর্মশীলতা, পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা।

কল্যাণপঞ্ঞ (বিণ) সততায় জ্ঞানযুক্ত, সত্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ, কল্যাণজনক ধর্মে প্রাজ্ঞ।

কল্যাণ পটিপদা—সাধুতার উপায়, ধর্মতার পথ, ধর্মপথ। "**দান, উপোসথ কম্ম**" এবং "**দসকুসল কম্মপথা**"—এতে রত থাকাকে "**কল্যাণপটিপদা**" বলা হয় (জাতক)।

কল্যাণপটিভাণ (বিণ) সহসা বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এমন (জ্ঞান), তড়িৎ সদুত্তর দিতে পারে এমন (জ্ঞান), প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ উত্তর দিয়া প্রশ্নকারীর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে এমন (জ্ঞান)।

কল্যাণপাপক (বিণ) ভালো আর মন্দ, সৎ এবং অসৎ, ধার্মিক আর অধার্মিক, পুণ্য এবং পাপ। (পুং) পুণ্য কার্য এবং পাপকার্য, সৎকার্য আর অসৎকার্য।

কল্যাণপীতি—পুণ্যকার্যে প্রীতি, সৎকার্যে আন্তরিক প্রফুল্লতা।

কল্যাণপুথুজ্জন (পুং) চরিত্রবান গৃহীলোক, সদাচারযুক্ত গৃহীলোক। ⇒ **ভিক্‌খু** (১)।

কল্যাণভত্তিক (বিণ) (গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়) ভালো বা উত্তম খাদ্য আছে এমন, ভালো বা উত্তম খাদ্যে অভ্যস্ত, যে ব্যক্তি সর্বদা উত্তম খাদ্য খাইয়া থাকে।

কল্যাণমিত্ত (পুং) ১ কল্যাণমিত্র, সৎসঙ্গ, ধার্মিক বা ধর্মপরায়ণ বন্ধু, সদ্ব্যক্তি, অকৃত্রিম বন্ধু, সৎসংসর্গ, সৎবন্ধু। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি গ্রন্থে কল্যাণমিত্রের গুণ-সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে:—কল্যাণমিত্রকে হইতে হইবে "বিশ্বাসী, ধার্মিক, সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত, উদার, দয়ালু এবং জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান"। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে:—যিনি "**সদ্ধা, সীল, চাগ, পঞ্ঞা**" গুণে ভূষিত তিনিই কল্যাণমিত্র। (বিপ) **পাপমিত্ত**। ২ আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক, আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক বিষয়ে উপদেষ্টা, শমথ ও বিদর্শন ভাবনার গুরু, শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় সাহায্যকারী। যিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গফল লাভ করিয়া অপরকে লোকোত্তর মার্গফল বা নির্বাণ লাভের উপদেশ দিয়া থাকেন তিনি কল্যাণমিত্র। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন শমথ ও বিদর্শন ভাবনার শ্রেষ্ঠ বা প্রথম স্থানীয় উপদেষ্টা ও গুরু এবং অর্হৎগণ ছিলেন দ্বিতীয় স্থানীয় উপদেষ্টা ও গুরু। (তুলনীয়) **কম্মট্ঠান দায়ক**। (বিপ) **পাপমিত্ত**। ⇒ **মিত্ত**।

কল্যাণমিত্ততা (স্ত্রী) কল্যাণমিত্রতা, সৎ এবং ধার্মিক লোকের সহিত বন্ধুতা, সদ্ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব বা সঙ্গকরণ, ধার্মিক লোকের সহিত সঙ্গতা, যেই বন্ধুতা দ্বারা লোকোত্তর মার্গফল এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়, যেই বন্ধুতা দ্বারা সাধক ক্রমান্বয়ে সপ্তবোধ্যঙ্গ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারা যায়। ⇒ **সম্পদা** (১)।

কল্যাণরূপ (বিণ) সুন্দর, মনোহর, উদার, সদাশয়, যথেষ্ট।

কল্যাণবাক্করণ (বিণ) (এই শব্দটি সচরাচর "**বাচা**" শব্দের সহিত ব্যবহার হয়) আনন্দজনক কথা, সদালাপ, সদুক্তি, পরিষ্কাররূপে আবৃত্তি। = **মধুর-বচন**। ⇒ **বাক্করণ**।

কল্যাণবাক্করণতা (স্ত্রী) সুন্দর এবং আনন্দজনক ভাষণের বিষয়।

কল্যাণবাচা (স্ত্রী) কল্যাণজনক কথা, সুন্দর কথা, আনন্দজনক কথা। (সচরাচর বাক্য গঠনে) **কল্যাণবাচা কল্যাণবাক্করণো পোরিযা বাচায সমন্নগতো** (দীর্ঘনিকায়)।

কল্যাণসদ্দ (পুং) কল্যাণকর শব্দ, প্রশংসনীয় কথা, মঙ্গলজনক শব্দ বা কথা।

কল্যাণসম্পবঙ্ক (পুং) সৎবন্ধু, সৎসঙ্গ, ধার্মিক বন্ধু, সুখ দুঃখে অন্তরঙ্গ বন্ধু। (বি-ভা) **কল্যাণমিত্ত কল্যাণসহায কল্যাণসম্পবঙ্ক**।

কল্যাণসম্পবঙ্কতা (স্ত্রী) ধার্মিক বন্ধুর সহিত সঙ্গতা বা সাহচর্য।

কল্যাণসহায (পুং) ধার্মিক সহচর, সৎসঙ্গ, সৎসহায়।

কল্যাণসহাযতা (স্ত্রী) = **কল্যাণ সহায**। ⇒ **কল্যাণ সহায**।

কল্যাণসীল (বিণ) কল্যাণশীল, ধর্মাচরণ অভ্যাসকারী, সৎস্বভাবের, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র।

কল্যাণাধিমুত্তিক (বিণ) ধর্মের দিকে ইচ্ছুক, চরিত্রের বা ধর্মাচরণের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশক, সদাচরণে ঝোঁক আছে এমন, ধর্মাচরণে উৎসাহী।

কল্যাণি—সৌন্দর্য। ⇒ **কল্যাণ** [ক্লী (গ)]।

কল্যাণিন (বিণ) ১ সুন্দর, মনোহর, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সতী, সাধ্বী। ২ শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, ভালো, উপযুক্ত, মৃদু, শুভ, দয়ালু, উচিত, ঠিক, সঙ্গত, স্বাভাবিক, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী। (স্ত্রী)

সুন্দরী স্ত্রীলোক। (সাধরণত দীর্ঘনিকায়ে) **জনপদ-কল্যাণিন**।

কল্যাণী (স্ত্রী) ১ কল্যাণী, মঙ্গলজনক, শুভযুক্ত। ২ সুন্দরী স্ত্রীলোক।= **কল্যাণিন**(স্ত্রী)।(জাতক) **জনপদ কল্যাণী**।

কল্যাণে—মঙ্গলজনক কার্যসমূহে।

কল্ল(বিণ) ১ ভালো, উত্তম, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, সুস্থ, সতেজ, স্বাস্থ্যপ্রদ, নীরোগ, অভ্রান্ত, বলিষ্ঠ, দৃঢ়, নির্দোষ, নিখুঁত, সম্পূর্ণ, প্রকৃতিস্থ, গভীর, গম্ভীর, অক্ষত, ভ্রম হইতে মুক্ত। ২ নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, সমর্থ, শক্তিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান। ৩ প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, প্রত্যুৎপন্নমতির। (তুলনীয়) **কল্লচিত্ত**। ৪ ঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, উচিত, যোগ্য, সুবিধাজনক, সঙ্গত, স্বাভাবিক, প্রকৃত, ন্যায্য, সত্য। (সংযুক্ত নিকায়) **কল্লপঞ্ঞহ**। (পুং, ক্লী) ভস্ম, ছাই।

কল্লং (ক্লী) (এই শব্দটি উপযুক্ত বা যথাযোগ্যতা অর্থে তুম শব্দের সহিত অথবা পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, যেমন—) **কল্লং বচনায়**--সত্য বলিতে, বলার উপযুক্ত (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **কল্লং অভিনন্দিতুং**—অভিনন্দন করার উপযুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **কল্লং নু (খো)**—ইহা কি যোগ হইয়াছে? ইহা কি ঠিক হইয়াছে?

কল্লক(বিণ) সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, ইচ্ছুক, প্রবৃত্তিমূলক, নীরোগ।

কল্লকায—সুস্থকায়, নীরোগ শরীর, স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ, সতেজ দেহ।

কল্লকুসল—গভীর নৈপুণ্য, অভ্রান্ত দক্ষতা, নির্দোষ দক্ষতা, সম্পূর্ণ নিপুণতা। (তুলনীয়) **কল্লিত**।

কল্লচিত্ত (বিণ) উৎসুক মনে উপবেশী, উদ্যোগী, সমুদ্যত বা উদ্যত মনোনীত, যেখানে মন তৎপর থাকে, কৌশলী বা উপায়শীল, পবিত্র মনযুক্ত, পূত মনের সহিত, সত্য লাভে প্রস্তুত, প্রত্যুৎপন্নমতি, মনের অধীনতা সহকারে, সহজে পরিচালন বা শাসনযোগ্য মনের সহিত, মনের বাধ্যতা সহকারে, দায়িত্বশীল মনের সহিত।(শব্দ গঠনে) **কল্লচিত্ত, মুদুচিত্ত, বিনীবরণচিত্ত, উদগ্গচিত্ত** ইত্যাদি (দীর্ঘনিকায়)। = **কম্মনিযচিত্ত**—যেই মন সর্বদা কার্যে রত থাকে, যে মন কাজের জন্য উৎসুক, যে মন ধর্মশিক্ষার প্রতি সহানুভূতিতে তৎপর থাকে।

কল্লচিত্ততা (স্ত্রী) (সত্যধর্ম গ্রহণে) মনের প্রস্তুতি। (তুলনীয়) **চিত্তকল্যতা**।

কল্লতা (স্ত্রী) সামর্থ্য, কর্মক্ষমতা, শক্তি, তৎপরতা, সত্বরতা। = **কল্যতা**। ⇒ **অকল্লতা**।

কল্লরূপ (বিণ) ১ সুন্দর চেহারাযুক্ত, সুন্দর আকার যুক্ত। ২ হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, উৎফুল্ল, আনন্দপূর্ণ, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল।

কল্লবস্স (পুং, ক্লী) ভস্ম বা ছাই বর্ষণ।

কল্লসরীর (বিণ) যাহার শরীর সুস্থ, যাহার শরীরে রোগ নাই, নীরোগ, স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, শক্তিশালী, সুস্থ।

কল্লহার (ক্লী) কহলার, শ্বেতোৎপল, সুঁদি, শ্বেত জলপদ্ম, পদ্ম, নলিনী। ⇒ **পদুম** (১)।

কল্লাণ = কল্যাণ। ⇒ **কল্যাণ**।

কল্লিত (ক্লী) আমোদপ্রিয়তা, প্রফুল্লতা, সুখ, আনন্দ, মনোজ্ঞতা, উপযোগিতা। (বিণ) আমোদপ্রিয়, আনন্দজনক, মনোজ্ঞ, প্রফুল্ল, উপযোগী। (সংযুক্ত নিকায়) **সমাধিস্মিং কল্লিত কুসল**।

কল্লোল (পুং) কল্লোল, কলরব, জলস্রোতের কল কল শব্দ, বিশাল তরঙ্গ, (কাব্যে) সাগর।

কল্লোলমালা—বিশাল তরঙ্গমালা বা ঢেউরাশি।

কল্বর = কুল্লুস। ⇒ **কুল্লুস**।

কল্য = কলায। ⇒ **কলায**।

কলাযযূস(পুং,ক্লী) মটরসিদ্ধ যূষ, কলাই বা মাষ কলায়সিদ্ধ ঝোল বা যূষ। ⇒ **যূস** (১)।

কল্যার(বিণ) ১ বিকৃত। ⇒ **পিঙ্গল** (২)। ২ (দাঁত সম্বন্ধীয় শব্দ) ভীষণাকার, লম্বা-সরু ও বহির্গামী, করাল। তুলনীয় সংস্কৃত—করাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কল্যার দন্ত**।

কল্যার দন্ত—প্রেতগণের লম্বা চিক্কণ বহির্গামী দাঁত, কুকুরের চারিটি বিষদাঁতের ন্যায় লম্বা লম্বা সরু দাঁত, রাক্ষসের ন্যায় ভীষণাকার দাঁত, কড়ার দন্ত। ⇒ **কড়ার**। (জাতকের উপকথায় রাক্ষস বা দৈত্যের ভীষণাকার চেহারা বা মূর্তি-সম্বন্ধে) **তিখিণাযত কঠিন দাঠো; = নিক্খন্তদন্তো** (জাতক); = **সূকরদাঠেহি সমন্নাগতো** (জাতক); = **কল্যার দন্তো** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

কল্যারিক (পুং) হস্তিশাবক, একজাতীয় বড় হস্তী।

কল্যারিকা (স্ত্রী) একজাতীয় বড় হস্তিনী।= **কাল্যারিকা**। (তুলনীয়) **কল্যার**। ⇒ **কল্যারিক**।

কলিঙ্গর = কলিঙ্গর। ⇒ **কলিঙ্গর**।

কলিম্পক = কলিম্ভক। ⇒ **কলিম্ভক**।

কলিম্ব—সেলাইয়ের জোড়মুখ। = **কলিম্বক**।

কলিম্বক—কঠিন চীবর সেলাইয়ের সময়ে সুতার জোড়মুখ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন বা দাগবিশেষ। (তুলনীয়) **কদম্ব, কলম্ব**।

কলিম্ভক = কলিম্বক। ⇒ **কলিম্বক**।

কলীর—কোন চারাগাছ বা বৃক্ষের উপরিস্থ পল্লব বা মঞ্জরি। সূত্রনিপাতের বর্ণনায় বাঁশের এবং তালগাছের পল্লব-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যেমন—**বংসকলীর = বেলুগুম্ব** (চুলনির্দেশ)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বংসকলীর**। খুদ্দক পাঠ অর্থকথায় "**কলির চক্কলক**" এর পরিবর্তে বিশুদ্ধিমার্গে পাঠ হইয়াছে "বৎসকলীর **চক্কলক**"। খুদ্দকপাঠ অর্থকথার অন্যত্র পাঠ দৃষ্ট হয় "**কলীর দণ্ড**"।

কলীর ছেজ্জ = কলীরচ্ছেজ্জ। ⇒ **কলীরচ্ছেজ্জ**।

কলীরচ্ছেজ্জ (ক্লী) গাছের বা বাঁশের উপরিস্থ অঙ্কুর বা

পল্লব ছিন্নকরণ, এক প্রকার যন্ত্রণা বা পীড়ন। (তুলনীয়) **কদলিচ্ছেদ**।

কলীরদণ্ড—বাঁশের লাঠি। ⇒ **কলীর**।

কলেবর (পুং, ক্লী) ১ শরীর, কলেবর। ২ মৃতদেহ, শব, পশুর মৃতদেহ, (ঘৃণার্থে) মনুষ্যদেহ, (জীবিত বা মৃত) দেহমাত্র। প্রায় মৃতদেহের বর্ণনায় "**কলেবর**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **কলেবর**। (তুলনীয়) **কুণপ**। (দীর্ঘনিকায়) **খন্ধানং ভেদো কলেবরস্স নিক্খেপো**। ৩ সিঁড়ির ধাপ। (তুলনীয়) **কলিঙ্গর** (২)।

কলোপী (স্ত্রী) ১ পাত্র, পানপাত্র বা গ্লাস, ধাতুপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, গলাইবার পাত্র, মুচি, গোলাকার জলপাত্র, চৌবাচ্চা, জলাধার। ২ চুপড়ি, ঝুড়ি, জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য বেতের বা কাঠের বড় (জালি) বাক্স, টুকরি। = **পচ্ছি**। ⇒ **করোটি**। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি বর্ণনায়) **উক্খলী, পচ্ছি বা**।

কলোপীমুখ—রন্ধনপাত্রের মুখ বা উপরিপ্রান্ত। = **কুম্ভীমুখ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **কুম্ভিমুখ কলোপীমুখ**। ⇒ **কলোপী**।

কলোপীহত্থ (বিণ) হাতে পাত্র লইয়া, হাতে চুপড়ি বা ঝুড়ি লইয়া, হাতে পাত্র বা ঝুড়ি আছে এমন।

কবচ (পুং, ক্লী) কবচ, সাঁজোয়া, বর্ম, বর্মরূপ আচ্ছাদন, আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জা, রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার লৌহপাত। (থেরগাথা) **সীলকবচ**।

কবচজালিকা (স্ত্রী) বর্মরূপ আচ্ছাদন। ⇒ **কবচ**।

কবতি (ক্রি) চিৎকার করা, কলরব করা, (পাখির) কিচমিচ করা।

কবন্ধ (পুং, ক্লী) ১ কবন্ধ, মস্তকহীন দেহ, চলচ্ছক্তি সম্পন্ন মস্তকহীন শরীর (কাঞ্জক নামক অসুরগণের মস্তকহীন দেহ ঘুরিয়া বেড়ায়)। (তুলনীয়) **অসীসক কবন্ধ** (সংযুক্ত নিকায়)। ২ মস্তকহীন বামন অর্থাৎ যেই বামন জাতীয় লোকের মস্তক দেহের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে এরূপ দেখায়।

কবাট (পুং, ক্লী) ১ কবাট, কপাট, দ্বারের আবরণ। ২ দরজাসংলগ্ন খুঁটি। ৩ জানালা। (বিনয়) **কবাটং পণামেতি**—দরজা খুলিয়া দেওয়া, দরজা খোলা। (দীর্ঘনিকায়) **কবাটং আকোটেতি**—দরজায় ঘা দেওয়া বা আঘাত করা, দরজায় টক টক শব্দ করা।

কবাটক = **কবাট**। ⇒ **কবাট**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নীবরণ কবাট**।

কবাটকোণ—দরজার কোণ, কবাটের কোণ।

কবাটপিট্ঠ (ক্লী) কবাটের খোব বা দরজার তক্তা এবং দরজার খুঁটি, দরজা এবং দরজার খুঁটি। = **পিট্ঠ** (১)।

কবাটবদ্ধ (বিণ) দরজাবদ্ধ, দরজা দ্বারা আবদ্ধ, দরজা আটকাইয়া নিরাপদ। = **আবসথ**।

কবি (পুং) কবি, কবিতা লেখক। (অঙ্গুত্তর নিকায় এবং দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) চারি শ্রেণীর কবি, যথা—**চিন্তাকবি** (মূলকবি), **সুতকবি** (শুনিয়া যে ব্যক্তি কবিতাকারে লেখে), **অত্থকবি** (উপদেশপ্রদ বা নীতিগর্ভ কবিতা লেখক কবি), **পটিভাণকবি** (যখন তখন অর্থপূর্ণ কবিতাকারে রচনা করিয়া লেখে বা বলে এমন কবি)।

কবিকত (বিণ) পদ্যছন্দে বা কবিতাকারে করা হইয়াছে এরূপ, পদ্যে বা কবিতায় লিখিত।

কবিট্ঠ (পুং) হস্তিফল নামক একজাতীয় ফলের গাছ। = **কবিত্থ**।

কবিতা (স্ত্রী) কবিতা, কাব্য, পদ্য, ছন্দবদ্ধ রচনা, গাথা, শ্লোক।

কবিত্ত (ক্লী) কবিত্ব, কবিতা লেখার বা বলার গুণ বা ধর্ম, কবির গুণ বা ধর্ম।

কব্য (ক্লী) কাব্য, পদ্যে বা ছন্দে কবি প্রণীত গ্রন্থবিশেষ, রসযুক্ত ছন্দবদ্ধ কথা বা বাক্য, কবিতা, গাথা, জনপ্রিয় গাথা বা গান, গান, গীতিকাব্য, গীতাঞ্জলি। (তুলনীয়) **কব্ব**।

কব্যকার (পুং) কাব্যকার, কবি।

কসক (পুং) = **কসসক**। ⇒ **কসসক**।

কসট (বিণ) মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, ময়লাযুক্ত, কদর্য, ন্যক্কারজনক, কলুষিত, অপরিষ্কার, অকর্মণ্য, অসার, নির্গুণ, তিক্ত, তেঁতো, উগ্র, নির্মম, কষ্টদায়ক, দুঃখজনক, দুঃসহ, তীব্র, দ্বেষপূর্ণ, ঘৃণাজনিত, রুক্ষ, বিস্বাদ, নীরস, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ, তেজহীন, নিস্তেজ, ঘৃণাজনক, বিরাগজনক। (পুং) ১ দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, অধর্ম, বদস্বভাব, পাপ, অভাব, অপূর্ণতা, বৈকল্য। ২ গাদ, তলানি, অবশিষ্টাংশ, অবশেষ, আবর্জনা, পরিত্যক্ত দ্রব্য, জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **সকট**। ৩ তিক্ত বা বিস্বাদ বস্তু, অপরিষ্কার দ্রব্য। ৪ তিক্ত বা বিস্বাদ রস। (জাতক) **নিম্বকসট**।

কসট ওদক—বিস্বাদ বা স্বাদহীন জল।

কসতি (ক্রি) [√কস+অ] কর্ষণ করা, হাল চষা, লাঙ্গল দেওয়া, হল চালনা করা, লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা। = **কস্সতি**। (বর্তমান কাল প্রথম পুরুষ একবচনে দ্বিতীয় শব্দ) **কসতে**। (অতীত) **কসি**। (অ-বিণ) **কসিত, কত্থ, কট্ঠ**। (ব-বিণ) **কসন্ত, কসমান**। (ক্রি-বি) **কসিত্বা**। (করণে) **কসাপেতি**।

কসতে (বর্তমান ক্রিয়া) কর্ষণ করিলে। ⇒ **কসতি**।

কসন (ক্লী) কর্ষণ, চাষ, ভূমিকর্ষণ, হলকর্ষণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কসন বপন**।

কসন্ত (বিণ) হলকর্ষণ করে এমন, কর্ষণ করে এমন, চাষ দেয় এমন। ⇒ **কসতি**

কসমান = **কসন্ত**। ⇒ **কসন্ত**।

কসম্বু (পুং) যে কোন অসার বা নির্গুণ বস্তু, আবর্জনা, জঞ্জাল, ময়লা, নিরর্থক বাক্য বা বাক্যালাপ, মালিন্য, কলুষতা, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, (চরিত্রে) হীন ভাবাবেগ বা ইচ্ছা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মংসকসম্বু; পরম কসম্বু**।

কসম্বুকজাত = কসম্বুজাত। ⇒ **কসম্বুজাত।**

কসম্বুজাত (বিণ) অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত, দুষ্ট বা নিন্দনীয় চরিত্রের। (যৌগিকে) **ব্রহ্মচারি-পটিঞ্ঞো অন্তোপূতি অবস্সুতো কসম্বুজাত** (সংযুক্ত নিকায়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কসম্বুজাত অবস্সুত পাপ।**

কসা (স্ত্রী) কসা, কশা, চাবুক, কোড়া। (মধ্যম নিকায়) **কসাহি তাৰ্জেতি**—কশাঘাতে বিতাড়ন করা, চাবুক মারা, বেত্রাঘাত করা, অপরাধীকে (এই সংসারে এবং নরকে) শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করা (⇒"**কম্মকারণা**")।

কসাক (পুং) কসাই, হত্যাকারী লোক।

কসাঘোত (বিণ) চাবুকপিটা হইয়াছে এমন। ⇒ **ঘোত।**

কসানিবিট্‌ঠ (বিণ) চাবুক মারা হইয়াছে এমন, শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করা হইয়াছে এমন, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত।

কসাপহার (ক্লী) চাবুক দ্বারা প্রহার করণ, চাবুক মারা, বেত্রাঘাত করণ, কসাঘাত।

কসায (ক্লী) ১ একপ্রকার গাম বা আটা যাহা দেয়ালের রং লাগাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ২ উদ্ভিদাদির বল্কল অথবা উদ্ভিদাদি সিদ্ধ করা রস বা নির্যাস, কষায়, ক্বাথ, বাষ্পদ্রাবণ, চোয়াইয়া রস বাহিরকরণ বা ক্ষরিত করণ। ৩ (স্বাদ সম্বন্ধীয়) কষায় স্বাদযুক্ত ঔষধ, সঙ্কোচক বা ধারক ঔষধ। ৪ (রং সম্বন্ধীয়) রক্ত পীত মিশ্রিত বর্ণ, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ, কষায় বর্ণ, কমলা বর্ণ। ৫ (পার্থিব বিষয়ে) মূলীভূত বা মৌলিক দোষ (**রাগ, দোস, মোহ**)।

কসাযগন্ধ (বিণ) কটুগন্ধযুক্ত, উগ্র গন্ধযুক্ত, তীব্র গন্ধযুক্ত।

কসাযত্ত (ক্লী) (ঔষধ সম্বন্ধীয়) সঙ্কোচকত্ব, ধারকত্ব, কষায়ত্ব।

কসাযযোগ—সঙ্কোচক রোগনিবারক ঔষধ, ধারক রোগের প্রতিকার বা প্রতিষেধক, কাষায় যোগ, গুল্মজাতীয় গাছ-গাছরার সিদ্ধ নির্যাসরূপ ক্বাথের ঔষধ।

কসায রস—রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণের রস বা জলীয় বস্তু, (ঔষধ-সম্বন্ধীয়) সঙ্কোচক বা ধারক গুণ আছে এরূপ জলীয় বস্তু, কষায় রস, কষায় স্বাদযুক্ত ঔষধ, রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণের রং, ক্বাথ।

কসাযবন্ন (বিণ) রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ, কষায় বর্ণ, কমলা রঙের।

কসাযোদক (গুল্মজাতীয় গাছগাছরার সিদ্ধ করিয়া নিষ্কাসিত) ক্বাথ, কষায় জল।

কসাব (পুং, ক্লী) তিক্ত বা কটু স্বাদ, কমলা রং রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ। = **কসায।** (বিণ) কমলা রঙের, রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণের, কষায় বর্ণের।

কসাবরস (পুং) কষায় রস, কষায়ক্ত বা কটু রস। ⇒ **রস।**

কসাব বসনা (বিণ, স্ত্রী) কষায় বস্ত্রধারী, কষায় বস্ত্র পরিধানকারী। ⇒ **গিহিন। ভিক্‌খূ কসাববসনা**—কষায় বস্ত্রধারী ভিক্ষুগণ।

কসাবোদক = কসাযোদক। ⇒ **কসাযোদক।**

কসাহত (বিণ) কশাঘাত প্রাপ্ত, চাবুক মারা হইয়াছে এমন, বেত্রাঘাত করা হইয়াছে এমন, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত।

কসি (স্ত্রী) কৃষি, হলকর্ষণ, ভূমিকর্ষণ, চাষ দেওয়া, কৃষিবিদ্যা, কৃষিকার্য, চাষ। (পেতবত্থু) **কসি, গোরক্‌খ, বণিজ্জা।** (জাতক) **কসিং কসতি**—চাষ দেওয়া, ভূমিকর্ষণ করা, হলকর্ষণ করা, হাল চষা।

কসিকম্ম (ক্লী) কৃষিকর্ম, কৃষিকার্য, কৃষি, চাষ, কৃষিবিদ্যা, চাষ দেওয়া, হলকর্ষণ, ভূমিকর্ষণ।

কসিকরণ (ক্লী) কর্ষণকরণ, কৃষিকর্ম করণ, হলকর্ষণ করণ, ভূমিকর্ষণ করণ, চাষ দেওয়া। ⇒ **করণ** [ক্লী (২)]।

কসিক্‌খেত্ত—কৃষিক্ষেত্র, চাষের ভূমি, হলকর্ষণের জমি, কর্ষিত বা বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত ভূমি বা জমি।

কসিখেত্ত = কসিক্‌খেত্ত। ⇒ **কসিক্‌খেত্ত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কসীখেত্ত।**

কসিগোরক্‌খ—কৃষি এবং গোপালন, চাষকরণ এবং গরু পালনকরণ।

কসিণ (বিণ) কৃৎস্ন, কৃষিণ, সম্পূর্ণ, সমগ্র, অবিভক্ত, সমুদয়, সমস্ত, সকল, পুরা, আস্ত, ত্রুটিহীন, অক্ষত, অবিকৃত, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ। (ক্লী) কৃৎস্ন, ধ্যানে অবলম্বনীয় বস্তু, যেই বস্তুকে অবলম্বন করি "**কসিণ**" বা কষিণ নামক প্রাথমিক লৌকিক (শমথ) ধ্যান বা ভাবনা আরম্ভ করা হয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাবকা দস কসিণানি আযতনানি ভাবেন্তি।** "**কসিণ**" বলিলে দশ প্রকার কৃৎস্নকে বুঝায়, যথা—**১ পঠবী কসিণ** ("**পথবী কসিণ**" অর্থাৎ পৃথিবী বা মৃত্তিকা নামক কৃৎস্ন), **২ আপকসিণ** (জলনাম কৃৎস্ন), **৩ তেজো কসিণ** (উষ্ণতা বা অগ্নি নামক কৃৎস্ন), **৪ বাযোকসিণ** (বায়ু নামক কৃৎস্ন), **৫ নীলকসিণ** (নীলবর্ণ নামক কৃৎস্ন), **৬ পীতকসিণ** (পীতবর্ণ নামক কৃৎস্ন), **৭ লোহিতকসিণ** (রক্তবর্ণ নামক কৃৎস্ন), **৮ ওদাতকসিণ** (শ্বেতবর্ণ নামক কৃৎস্ন), **৯ আকাসকসিণ** (আকাশ বা শূন্যতা নামক কৃৎস্ন), **১০ বিঞ্ঞাণকসিণ** (বিজ্ঞান অথবা বুদ্ধি বৃত্তির কাজ বা প্রক্রিয়া অর্থাৎ আত্মচেতনা বা প্রত্যক্ষজ্ঞানস্বরূপ কৃৎস্ন)। "**আকাস কসিণ**" এবং "**বিঞ্ঞাণ কসিণ**"—এই দুইটিকে পরবর্তীকালে বিসুদ্ধিমার্গে যথাক্রমে "**আলোক কসিণ**" এবং "**(পরিচ্ছন্ন) আকাসকসিণ**" রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পটিসম্ভিদামার্গে "**আকাসকসিণ**" এবং "**বিঞ্ঞাণকসিণ**"—এই দুইটিকে বাদ দিয়া আট প্রকার "**কসিণ**" গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাবনা করার সময়ে "**কসিণ**" সমূহকে চৌদ্দ প্রকারে অভ্যাস করা হয়, যেমন প্রথম নয়টির মধ্যে "**কসিণানুলোমং, কসিণপটিলোমং, কসিণানুপটিলোমং, ঝানানুলোমং, ঝানপটিলোমং, ঝানানুলোমং, ঝান-উক্কন্তিকং, কসিণ-উক্কন্তিকং, ঝান কসিণ-উক্কন্তিকং** (বিশুদ্ধিমার্গ)। বিশুদ্ধিমার্গে "**পথবী কসিণ (পঠবী কসিণ)**" এর নয় প্রকার গুণ বা বিশেষ ধর্ম বলা হইয়াছে। প্রতিটি "**কসিণ**" আবার "**উদ্ধং, অধো, তিরিযং, অদ্ধং, অদ্বযং, অপ্পমাণং**"

অনুসারে পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট। (জাতক) **কসিণং ওলোকেতি**—মনোনীত নির্দিষ্ট "**কসিণ**" বা কৃৎস্ন বস্তুতে (ভাবনা করার নিয়মে) অপলক দৃষ্টি স্থাপন করা অর্থাৎ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা। (জাতক) **কসিণং সমন্নাহরতি**—"**কসিণ**" বা কৃৎস্ন বস্তুতে মন অর্পণ করা অর্থাৎ কৃৎস্নবস্তু ভাবনায় ধ্যানে মনের একাগ্রতা আনয়ন করা বা ধ্যানস্থ হওয়া।

কসিণং বড়্ঢেতি ⇒ **বড়্ঢেতি** (৬)।

কসিণকম্ম (ক্লী) কর্ষিণ বা কৃৎস্ন কর্ম, কৃৎস্ন ভাবনার কার্য, কৃৎস্ন ভাবনার অভ্যাস, কৃৎস্ন বস্তুতে চিত্ত বা মন স্থাপন করিয়া একাগ্রতা সাধন, কৃৎস্ন বস্তুতে ভাবনা বা ধ্যানের অভ্যাস।

কসিণঝান (ক্লী) কৃৎস্নভাবনা, কৃৎস্ন বস্তুতে ধ্যান। = **কসিণকম্ম**।

কসিণদোস—যেই কৃৎস্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা বা ধ্যান করা হয় উহাতে দোষ থাকা, কৃৎস্ন দোষ। "**পথবী কসিণ**" এর চতুর্বিধ বর্ণ বিশৃঙ্খলায় চতুর্বিধ দোষ ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ মাটিতে ঠিক মাটির বর্ণই থাকিতে হইবে।

কসিণ পরিকম্ম (ক্লী) কৃৎস্ন নামক লৌকিক শমথ ধ্যানক্রিয়া যদ্দ্বারা ধ্যান উপস্থাপিত বা জ্ঞাত হয়, ধ্যানের প্রস্তুতি। "**কসিণ**" বা কৃৎস্ন ভাবনার পূর্বে যেইভাবে কৃৎস্নমণ্ডলাদি তৈরি করিবার নিয়ম বর্ণিত আছে সেইভাবে তৈরি করিয়া নেওয়া—ইহাকে বলা হয় কৃৎস্নভাবনার প্রাথমিক কার্য, সেই কৃৎস্নমণ্ডলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রাথমিক যে ভাবনা করা হয় উহার নাম "**কসিণ পরিকম্ম**" বা কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনা। ⇒ **পরিকম্ম** (১)। (জাতক) **কসিণং কথেতি**—কৃৎস্ন ভাবনা-সম্বন্ধীয় কৃৎস্ন পরিকর্মভাবনার মণ্ডলাদি তৈয়ার করিবার নিয়মাদি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া; **কসিণং করোতি**—উপদেশে বর্ণিত নিয়মানুসারে কৃৎস্ন ভাবনার জন্য কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনার মণ্ডলাদি তৈরি করা।

কসিণ পরিকম্মকত (বিণ) কৃৎস্ন নামক লৌকিক শমথ ধ্যানক্রিয়া দ্বারা ধ্যান উপস্থাপিত করা হইয়াছে অথবা একাগ্রতা সাধন করা হইয়াছে অথবা জ্ঞাত হইয়াছে এমন। ⇒ **পরিকম্মকত**।

কসিণমণ্ডল (ক্লী) (গুরুর) উপদেশে বর্ণিত নিয়মানুসারে শক্ত কাগজ অথবা প্রস্তর অথবা মাটির মাটি দ্বারা গোলাকার মণ্ডল প্রস্তুত করা যাহা ভাবনা বা একাগ্রতা সাধনের উপযোগী হয় এবং ধ্যানের সাহায্যের জন্য "**কসিণ পরিকম্ম**" রূপে ব্যবহার করা হয়। ⇒ **কসিণ পরিকম্ম**।

কসিণ সমাপত্তি—কৃৎস্ন ভাবনায় বা ধ্যানে বা একাগ্রতা সাধনায় সিদ্ধি, কৃৎস্ন ভাবনায় পূর্ণতা বা ধ্যান লাভ।

কসিণায়তন (ক্লী) কৃৎস্ন ভাবনা অভ্যাসের ভিত্তিভূমি বা লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু বা কৃৎস্ন পরিকর্ম ভিত্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবনা অভ্যাস করা হয় উহাকে বলা হয় "**কসিণ আয়তন**", কৃৎস্ন আয়তন।

কসিণারম্মণ (ক্লী) কৃৎস্নারম্মণ, যে কৃৎস্নমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনের মধ্যে উহার স্বরূপ গ্রহণ করা হয় উহাকে বলে কৃৎস্নারম্মণ। = **কসিণায়তন**। বিশুদ্ধি মার্গতে বলা হইয়াছে "**কসিণারম্মণ**" ত্রিবিধ, যথা—**তেজো কসিণারম্মণ, ওদাত কসিণারম্মণ, আলোক কসিণারম্মণ**।

কসিত (বিণ) কর্ষিত, চষিত, চাষ দেওয়া হইয়াছে এমন, হলকর্ষণ করা হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **বিকসিত**। ⇒ **কসতি**।

কসিতট্ঠান (ক্লী) চাষের স্থান বা ক্ষেত্র, কর্ষণ করিবার ভূমি, চাষ দেওয়ার জমি।

কসিত্বা (ক্রি-বি) কর্ষণ করিয়া, চাষ দিয়া। ⇒ **কসতি**।

কসিভণ্ড (ক্লী) লাঙ্গল-মই ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম।

কসির (বিণ) কঠিন, দুঃসাধ্য, কষ্টদায়ক, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর, দুঃখজনক, দুঃখী, দীন, জঘন্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। (ক্লী) দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, আপত্তি, মুশকিল, দায়, অসুবিধা, বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়, বিরক্তি, রাজনৈতিক বা সামাজিক গোলযোগ, দুঃখ বা বিরক্তির কারণ, অস্বাস্থ্য। = **দুক্খ**।

কসির লাভিন (বিণ, পুং) কষ্টের সহিত লাভ করে এমন, পরিশ্রম করিয়া লাভ করে এমন, পরিশ্রম লব্ধ। ⇒ **কসির**। (মধ্যম নিকায়) **অকিচ্ছ লাভিন কসির লাভিন**।

কসিরবুত্তিক (বিণ) জীবিকার্জনে সমস্যাময় দেখে এমন, কষ্টের সহিত জীবনযাপন করে এমন, দীন-দুঃস্থভাবে জীবনযাপন করে এমন।

কসিরা (অপাদান, ক্রি-বিণ) কষ্টের সহিত, দুঃস্থভাবে, দায়ে পড়িয়া, অসুবিধায় পড়িয়া। = **কসিরেন**।

কসিরাভত (বিণ) আর্থিক বিপদগ্রস্ত, আর্থিক অভাবে, অতি পরিশ্রমে টাকা রোজগার করিয়া।

কসিরেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) কষ্টের সহিত, আপত্তির সহিত। = **কসিরা**।

কসী = **কসি**। ⇒ **কসি**।

কসীকৃত্তে = **কসিকৃত্তে**। ⇒ **কসিকৃত্তে**।

কসীত্তে = **কসিত্তে**। ⇒ **কসিত্তে**।

কসেরুক—উদ্ভিদ, ছোট ছোট গাছ, চারা গাছ, গুল্ম, গাছড়া, ঝোপ। ⇒ **কটেরুহ**।

কস্মীর (পুং) কাশ্মীর, ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ কাশ্মীর প্রদেশ।

কস্‌সক (পুং) কৃষক, চাষী, চাষা, ভূমিকর্ষণকারী লোক। (দীর্ঘনিকায়) **কস্‌সক গহপতিকো কারকারকো রাসিবড্ঢকো**।

কস্‌সক কম্ম (ক্লী) কৃষিকার্য, চাষের কার্য, চাষের ব্যবসায়, চাষীকর্ম।

কস্‌সক কুল—কৃষককুল, চাষী, কৃষকের বংশ, চাষার গোষ্ঠী, কৃষক পরিবার।

কস্‌সক গহপতি (পুং) কৃষক গৃহপতি, কৃষক পরিবারের

গৃহস্বামী বা গৃহকর্তা। ⇒ **গহপতি** (২)।

কস্সকবণ্ণ—কৃষকের ছদ্মবেশ, চাষার বেশধারী।

কস্সতি (ক্রি) কর্ষণ করা, চাষের কার্য করা, হলকর্ষণ করা, হাল চষা, লাঙ্গল দ্বারা চষা বা কর্ষণ করা। ⇒ **অবকস্সতি, কড্ঢতি, অনুকস্সতি** (অতীত ক্রিয়া—**অনুকাসি**), **পরিকস্সতি, কসতি**। (তুলনীয়) **কিস্সতি**। (অতীত) **কস্সি**।

কস্সাম (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) করিতে থাকিব, করিব। **করোতি** ধাতুরূপ নির্ণয় দেখ।

কহং (ক্রি-বিণ) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? যেখানে, যথায়। = **কত্থ**।

কহং নু খো—তাহা হইলে কোথায়? তারপর কোন স্থানে? কোথায় নাকি ? ⇒ **খো**।

কহং পন—কোথায়? কোথায় নাকি ? ⇒ **পন** (২)।

কহাপণ (ক্লী) মুদ্রা, টাকা, কার্ষাপণ, চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রাবিশেষ যাহার মূল্য প্রায় অর্ধ ক্রাউন। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় মুদ্রারূপে "**রজতং, লোহ-মাসক, দারু-মাসক, জতু-মাসক**" শব্দগুলিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (ওজন হিসাবে উহাকে এক পেনির প্রায় ৮/৫ অংশরূপে গ্রহণ করা হয় আর উচ্চতম মূল্য হিসাবে এক "**কহাপণ**" কে প্রায় এক ফ্লোরিনরূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মূল্য হিসাবে এক "**কহাপণ**" এক ফার্দিং এর সমতুল্য)। (জাতক) **একং কহাপণং পি**—এক ফার্দিংও না; = **একং কহাপণেন এব** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

কহাপণক (ক্লী) ছোট এক টুকরা মাংস কাটিয়া ফেলার মতো যন্ত্রণা অর্থাৎ কহাপণরূপ মুদ্রার সমান ছোট এক টুকরা মাংস ধারালো ক্ষুর দিয়া শরীর হইতে কাটিয়া ফেলার মতো যন্ত্রণা।

কহাপণগব্ভ—কহাপণরূপ মুদ্রা রাখিবার নিরাপদ সিন্দুক, মুদ্রা বা টাকা রাখিবার লৌহনির্মিত সিন্দুক, টাকা পয়সাদি রাখিবার বাক্স।

কহাপণরাসি (পুং) টাকার স্তূপ। ⇒ **রাসি** (১)।

কহাপণবস্স (পুং, ক্লী) মুদ্রা বা টাকা বর্ষণ, পূর্বকালীন কহাপণ নামক মুদ্রা বর্ষণ। ⇒ **বস্স** (১খ)।

কা (পুং) কাকের রব, কাকের কা কা রব। (স্ত্রী) কোন স্ত্রীলোকটি? (ক্রি-বিণ) কোথায়? কেন? কি প্রকার?

কাক (পুং) কাক, বায়স। অঙ্গুত্তর নিকায়ে কাকের দশটি অগুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। (বিনয়) **কাকা বা কুললা বা**। = **ধঙ্ক**। (তুলনীয়) **কাকোল**।

কাকগুয্হ (বিণ) কাক আত্মগোপন করিতে পারে এমন (স্থান), ঝোপময়, কাক আত্মগোপন করিতে পারে এতদূর উচ্চ শস্য বা যবধানের ছোট ছোট গাছ, কাকগুপ্ত, কাক বসিলে দেখা যায় না এরূপ তৃণময়। **কাকগুয্হ যবখেত্তং**—যে যবক্ষেত্রে কাক বসিলে বর্ধিত তরুণ যবের চারাগাছ দ্বারা কাককে দেখা যায় না।

কাকচ্ছতি (ক্রি) [√কস+ছ] নিদ্রিতাবস্থায় নাসিকাধ্বনি করা। = **ঘুরুঘুরাপস্সাস**। (তুলনীয়) **ঘুরুঘুরাপস্সাসী**। (অতীত) **কাচ্ছি**। (ব-বিণ) **কাকচ্ছমান**।

কাকণ (ক্লী) [কা (**কদ** অর্থে)+কণ = ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু] অতি অল্পমূল্যের মুদ্রাবিশেষ (যেমন—এক পাই পয়সা বা এক নয়া পয়সা)।

কাকনিকা (স্ত্রী) অতি অল্প মূল্যের মুদ্রা, পাই পয়সা বা নয়া পয়সা। = **কাকণ**। অর্থকথাকার অনুমান করিয়াছেন—"এক কাকণিকা এক "**কহাপণ**" এর ৮/১ ভাগের সমান। আজকাল যেমন মুদ্রার ক্রমিক নিম্ন সংখ্যায় টাকা, আধুলি, সিকি ইত্যাদি আছে পূর্বকালেও ভারতে মাগধীয় মুদ্রায় ক্রমিক নিম্ন সংখ্যা ছিল, যেমন—**কহাপণ, অড্ঢ, পাদ, মাসক, কাকণিকা** (যাহার মূল্য ছিল "**মুধা**" অর্থাৎ অতি সামান্য বা **কিছুই** নহে)।

কাকণিকা অগ্ঘনক (বিণ) এক পাই পয়সার মূল্য নহে এমন, মূল্যহীন।

কাকনীল—কাকের বাসা, বায়সের নীড়।

কাকপঞ্ঞা—কাকজ্ঞান বা কাকবুদ্ধি অর্থাৎ যেই মূর্খতা দ্বারা লোভপরবশ হইয়া ধ্বংসের দিকে চালিত হয়, লোভের বশীভূত হইয়া ধ্বংসের পথে চলার মূর্খতা।

কাকপট্টনক—পরিত্যক্ত গ্রাম, নিজ গ্রাম বা স্থান, কাকের বসতি স্থান।

কাকপত্তনক = কাকপট্টনক। ⇒ **কাকপট্টনক**।

কাকপাদ—কাকের পা, কাকের পদচিহ্ন, কাকপদ চিহ্নের ন্যায় দাগপড়া যে কোন বস্তু।

কাকপুপ্ফ—কদর্য পুষ্প, মলিন ফুল, বাসি ফুল।

কাকপেয্য (বিণ) (পাত্রের) কানায় কানায় জলভরা, (নদীর) তীর সমান জল যেন কাক তীরে বসিয়া জল পান করিতে পারে এইরূপভাবে পরিপূর্ণ, প্রচুর জল আছে এমন, কাক তীরে বসিয়া গ্রীবা বা গলা প্রসারিত করিয়া জল পান করিতে পারে এরূপ জলস্ফীত। **কাকপেয্য নদী**—তীর সমান জলস্ফীত বা জলপূর্ণ নদী। **সমতিত্তিক কাকপেয্য**—কাক জল পান করিতে পারে এইরূপ সমান তীর এবং জল আছে এমন অর্থাৎ সমতল ভূমিতে জল আছে এইরূপ। ⇒ **পেয্য**।

কাকভত্ত—কাকের ভাত অর্থাৎ খাওয়ার পর যেই অবশিষ্টাংশ কাকের আহারের জন্য বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়, খাওয়ার পর যাহা কিছু মুষ্টিমেয় ভাত কাকের আহারের জন্য বাহিরে দেওয়া হয়।

কাকবণ্ণ (বিণ) কাকবর্ণ, কাকের ন্যায় কালবর্ণের, কাকের ন্যায় বর্ণ আছে এমন, কালো বর্ণের। (পুং) **লঙ্কার** প্রাচীন কোনও এক রাজার নাম।

কাকবস্স—কাকের রব, কাকের শব্দ, কাকের ডাক।

কাকসঙ্ঘ (পুং) কাকসঙ্ঘ, কাকের দল। ⇒ **সঙ্ঘ** (১)।

কাকসীস (ক্লী) কাকের মস্তক। (বিণ) কাকের মাথার ন্যায় মস্তক আছে এমন (এই উপকথায় বর্ণিত উড়ন্ত ঘোড়া বা পক্ষীরাজ ঘোড়া-সম্পর্কে প্রযুক্ত শব্দ)।

কাকসূর (বিণ) কাকের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন বা চতুর। (পুং) নির্লজ্জ লোক, বেহায়া লোক, লজ্জাহীন লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক।

কাকস্সর (বিণ) কাকের ন্যায় শব্দকারী, যে ব্যক্তি কাকের ন্যায় শব্দ করে, কাকের ন্যায় শব্দ করে এমন।

কাকস্সরক = **কাকস্সর**। ⇒ **কাকস্সর**।

কাকামসক—কাকের ন্যায় গ্রহণ, অভুক্তের আকর্ষণ, ক্ষুধাতুরের গৃধ্নুতা।

কাকী (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় কাক, বায়সী।

কাকুট্টেপক (বিণ, পুং) কাকের ন্যায় ভয়ার্ত বা সচকিত, মন্দির প্রাঙ্গণে কাজে রত বা কাজে নিযুক্ত ১৫ বৎসরের কিশোর বালক সদৃশ।

কাকোপমা—কাকসদৃশ উপমা, কাকের সাদৃশ্য, কাকের তুল্যতা।

কাকোরব—কাকের রব, কাকের কা কা রব বা শব্দ। ইহা ক্রোধ এবং এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল কথা সম্বন্ধে প্রযুক্ত শব্দ।

কাকোল (পুং) দাঁড়কাক, (বর্ণনায়) শিকারি পক্ষীরা বা শ্যেন পক্ষীর গুণ বা চতুরতা, পচাগলিত মাংসভোজী। (তুলনীয়) **কাক**। = **বনকাক**। (জাতক) **গিজ্ঝ কাকা চ অযোমুখা খাদন্তি নরং কিব্বিসকারিনং**। = **কাকোড়**।

কাকোলগণ (পুং) ⇒ **গণ** (খ)।

কাকোলগণা (পুং, বহুবচন) দাঁড় কাকের ঝাঁক। ⇒ **কাকোল**।

কাকোলূক—কাকগুলি এবং পেঁচাপক্ষীগুলি।

কাকোড় (পুং) দাঁড়কাক। = **কাকোল**।

কাচ (পুং) ১ কাচ, কাঁচ, কাচমণি, শিকে, নেত্ররোগবিশেষ, উজ্জ্বল বা চকচকে ধাতুবিশেষ, স্ফটিক, উৎকৃষ্ট কাক। ২ জোয়াল, একটি জোয়ালে বাধা একজোড়া ষাঁড়, শৃঙ্খল, যুগ্ম, জোড়া, দাসত্বের চিহ্ন, দাসত্ব, বাঁক, বহন করিবার কাষ্ঠদণ্ড বা যষ্টি, মাপিবার যন্ত্রবিশেষ, ভার। সাধারণত বাঁশের বাঁক যাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঝুড়ি ঝুলাইয়া বহন করিয়া নেওয়া হয়। **অন্তরা কাজো**—একটি বাঁশের মাঝখানে ঝুড়ি লটকাইয়া দুইজন লোক দুই পার্শ্বে কাঁধে করিয়া বহন করিয়া নেয় অথবা "**এতকো কাজো**"—যে একটি লাঠির আগায় একটি ঝুড়ি লটকাইয়া একটি লোক কাঁধে করিয়া বহন করিয়া নেয় সেই লাঠি অথবা বাঁশের দণ্ডকে "**কাচ**" বলা হয়। ⇒ **কাজ**।

কাচতুম্ব (পুং) কাচের বোতল, কাচের শিশি।

কাচদণ্ডক—ঝুড়ি বহন করিবার বাঁক বা বংশদণ্ড। ⇒ **কাচ** (২)।

কাচনা (স্ত্রী) বাঁকে করিয়া জিনিসভরা ঝুড়ি বহন করার সময়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া উপর-নীচ ঝুড়ি সমেত বাঁকের আগা দোলা; (চরিত্রে) স্থিরভাবে চিন্তা, বিচক্ষণতা, আলোচনা, ধ্যান বা চিন্তাকরণ, মনে মনে তোলপাড়করণ, বিবেচনা করণ।

কাচমণি (পুং) কাচমণি, স্ফটিক, কাঁচ, স্ফটিকমণি, উৎকৃষ্ট কাচ, পাথরি কাচ।

কাচময (বিণ) কাচময়, কাচ দ্বারা নির্মিত, স্ফটিকময়, স্বচ্ছ, স্ফটিকবৎ।

কাচন্ত (ক্লী) রক্তবর্ণ বা লাল কাঁচ। = **রত্তমণি**।

কাচি (স্ত্রী) = **কোচি**। ⇒ **কোচি**।

কাজ (পুং) দণ্ড, কাঁধে বহন করার বাঁক বা দণ্ড। = **কাচ** (২)।

কাজকোটি—দণ্ডের বা বাঁকের আগা, যেই বাঁক বা দণ্ড দ্বারা কাঁধে বহন করা হয় উহার শেষ প্রান্ত বা প্রান্তভাগ।

কাজহারক (বিণ, পুং) বাঁক বা দণ্ড দ্বারা কাঁধে করিয়া ঝুড়ি বহনকারী।

কাট (পুং) পুরুষলিঙ্গ, পুরুষের লিঙ্গ চিহ্ন, শিশ্ন।

কাট-কোটচিকা [কাট+কোটচিকা] গালাগালির সীমা, অপব্যবহারের সীমা, অত্যাচারের সীমা। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **কাতংতি পুরিসনিমিত্তং**।

কাট্ঠ (ক্লী) কাঠ, কাষ্ঠ।

কাট্ঠবাহক (পুং) কাঠুরিয়া।

কাণ (বিণ) কাণা, যাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে, অন্ধ, আঁধা। (পুগ্গলপঞ্ঞত্তি বর্ণনায়) **তমপরায়ণ পুরিস**। (পুং) একচক্ষু লোক, কানা লোক।

কাণকচ্ছ (ক্লী) কানা তরাগ, কানা জলাভূমি, কানা পুকুর, আঁধা বিল।

কাণকচ্ছপ (পুং) কানা কচ্ছপ, অন্ধ কূর্ম।

কাণমক্খিকা (স্ত্রী) কানামাছি, অন্ধ মক্ষিকা বা মাছি। = **ডংসে**। ⇒ **পিঙ্গলমক্খিকা**।

কাতব্ব (বিণ) কর্তব্য, করিবার যোগ্য, করা উচিত এমন (কাজ)। = **কত্তব্ব**। ⇒ **করোতি**।

কাতব্বং (ক্লী) কর্তব্য, করণীয় কর্তব্য, কর্তব্য কায্য।

কাতব্বযুত্তক (বিণ) করিবার যোগ্য, করা যুক্তিযুক্ত। = **কত্তব্বযুত্তক**। ⇒ **যুত্তক**।

কাতর (বিণ) কাতর, ব্যাকুল, অভিভূত, অধীর, দুঃখিত, ভীরু, চঞ্চল, নীচ, অধম, নিকৃষ্ট, জঘন্য, নীচকুলোদ্ভব বা নিম্নপদস্থ, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দরিদ্র, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, অসহায়, দয়ার যোগ্য, সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অনুর্বর, উষর, সামান্যমাত্র, তত বা বেশি ভালো নয় এমন।

কাতবে (তুম) করিতে। = **কাতুং**। ⇒ **করোতি**।

কাতিকা = **কতিকা**। ⇒ **কতিকা**।

কাতু = **কাতুং**। ⇒ **কাতুং**।

কাতুং—(তুম) করিতে। = **কাতবে**। ⇒ **করোতি**।

কাতুং ঈহামি—আমি করিতে ইচ্ছা করি। = **কাহামি**।

কাতুকম্যতা (স্ত্রী) = **কাতুকামতা, কত্তুকাম্যতা**। ⇒ **কাতুকামতা, কত্তুকাম্যতা**।

কাতুকাম (বিণ) কর্মী, করিতে ইচ্ছুক, করিবার আগ্রহ

আছে এমন।

কাতুকামতা (স্ত্রী) করিতে ইচ্ছা, করিবার ইচ্ছা। = **কত্তুকামতা**।

কাতুযে (তুম) করিতে। = **কাতুং**। (থেরগাথা অর্থকথায় তুল্যার্থবাচক শব্দ) **কাতুং অয্যে**। ⇒ **করোতি**।

কাতূন (ক্রি-বি) **করিয়া**। ⇒ **করোতি**।

কাদম্ব (পুং) কাদম্ব, কলহংস, ধূসরবর্ণ পালকযুক্ত একজাতীয় রাজহংস।

কাদম্বক (বিণ) কদম্ব কাঠের তৈরি, কদম্ব কাঠ দ্বারা প্রস্তুত বা নির্মিত।

কাদম্বয = **কাদম্বক**। ⇒ **কাদম্বক**।

কাদলিফহুন = **দড়টি**। ⇒ **দড়টি**।

কাণ-কুণ (বিণ) অন্ধ-খঞ্জ, কানা-খোঁড়া। ⇒ **কুণ**।

কানন (ক্লী) কানন, বন, উদ্যান, কুঞ্জবন,গৃহ, তরুবীথি ⊨ **বনসণ্ড, উপবন**।

কানামা (স্ত্রী) কি নাম? (তোমার বা তাহার) নাম কি?

কান্তার (পুং) মরুভূমি, পরিত্যক্ত ভূমি।

কাপিলনী (স্ত্রী) কপিল দেশের স্ত্রীলোক, কপিল দেশীয় নারী, কপিলজাতীয় স্ত্রীলোক।

কাপিলবত্থব (বিণ) কপিলাবস্তু দেশীয়, কপিলাবস্তু।

কাপুরিস (পুং) [কদ+পুরিস] ১ কাপুরুষ, হতভাগ্য লোক, দুরাত্মা, অধম ব্যক্তি, নীচব্যক্তি, নিকৃষ্ট লোক, ঘৃণার্হ ব্যক্তি, ভীরু স্বভাবের লোক, মান-অপমান বোধ নাই এমন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অনায়াসে তিরস্কার বা অবমাননা সহ্য করিয়া থাকে। = **লামক পুরিস** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ (কখন কখন) যে ব্যক্তি পথে আসে নাই বা পথে প্রবেশ করে নাই (অঙ্গুত্তর নিকায়, থেরীগাথা)।

কপোতক (বিণ) ধূসর বর্ণযুক্ত, কপোত বর্ণের বা পায়রার বর্ণবিশিষ্ট, অনুজ্জ্বল বা নীরস শ্বেতবর্ণের (অস্থিপঞ্জরের অস্থি-সম্বন্ধে— দীর্ঘনিকায়)।

কপোতিকা (স্ত্রী) মদ বা মদবিশেষ। (তুলনীয়) **সুরা**।

কাপ্পাসপিচু (ক্লী) কার্পাসের তুলা, কার্পাস। ⇒ **পিচু**।

কাম (পুং,ক্লী) কাম, কন্দর্প, ইচ্ছাবোধ, প্রফুল্লতা, আমোদ, সুখ, আনন্দ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় পরিচর্যা, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ক্রীড়াকৌতুক, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়সুখ, কামপ্রবৃত্তি, লোভ, লিপ্সা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, অনুরাগ, সম্ভোগলালসা। (বিণ) কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, কামুক, সাংসারিক, বৈষয়িক, সংসারনিষ্ঠ, বিষয়াসক্ত, পার্থিব, ঐহিক। = **রাগ**। পঞ্চকাম, যথা—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। বৌদ্ধ অর্থকথা আচার্যগণের বর্ণনা:-- "**কামিয়তী'তি কামো**" এবং "**কামেতী'তি কামো**"। "**কামভব**" অথবা "**কামলোক**" (কাম্য বা কামনাময় জগৎ) বলিলে অস্তিত্বের (জীবত্বের) পঞ্চ গতির [**গতি** (৪) শব্দ দ্রষ্টব্য] মধ্যে চতুর্থ স্থানীয় জীবত্বে এবং পঞ্চমস্থানীয় জীবত্বের বা দেবলোকের অংশরূপে সংযোগ বুঝায় (⇒ **ভব**)। চুলনির্দেশে "**কাম**"-সম্বন্ধীয় দ্বিবিধ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যথা—**বত্থুকামা** (বৈষয়িক ইচ্ছা), **কিলেসকামা** (অধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী ইচ্ছা); তদ্ধেতু ধর্মপদ অর্থকথায় উল্লেখ হইয়াছে—"**উভয়কামা**"। বিমানবত্থুতে ধর্মপাল আরও অধিকরূপে যৌক্তিক বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন:—**১ মনাপিয়া রূপাদি-বিসয়া** (আনন্দজনক বা মনোজ্ঞ রূপাদি বিষয়ে ইচ্ছা), **২ ছন্দরাগ** (মানসিক ভাবদ্বারা উত্তেজনাপূর্ণ বা হঠকারী ইচ্ছা), **৩ সব্বস্মিং লোভ** (সর্ববিষয়ে বা যে কোন বিষয়ে লোভ বা ইচ্ছা), **৪ গামধম্ম** (ইন্দ্রিয়সেবা বা কামপ্রবৃত্তির ইচ্ছা), **৫ হিতচ্ছন্দ** (উপকার বা হিতসাধনের ইচ্ছা), **৬ সেরিভাব** (আত্মসঙ্কল্প বা স্বীয় অটলভাব)। অতএব ইহা "**কাম**" দ্বারা পরিচালিত মনের অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনামাত্র। এই "**কাম**" পঞ্চনীবরণের (বাধার), তিনটি এসনার (স্পৃহার), চারিটি উপাদানের (আসক্তির) চতুর্বিধ ওঘের (জলপ্লাবন সদৃশ সাংসারিক কোলাহলের) চতুর্বিধ আসরের (মানসিক মত্ততার), ত্রিবিধ তণ্হার (তৃষ্ণার), চতুর্বিধ যোগের (প্রচেষ্টার) আদি বা প্রথম; এবং "**কামা, বেদনা, সঞ্ঞা, আসবা, কম্ম, দুক্খ**"—এই ছয়টি বিষয়ের আদিতে, ভিন্নতায়, ফলে, বিনাশে এবং উপশমে "**কাম**" বর্তমান থাকে (অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনা)। **রাগ** (মনের উত্তেজনাপূর্ণ ভাব বা প্রবল ইচ্ছা), **ছন্দ** (আবেগ), **গেধ** (লোভ বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা) অর্থাৎ ইচ্ছাজনিত সর্বপ্রকার কার্য, আসক্তি, আবেগ ইত্যাদির সহিত "**কাম**" অতিক্রত সম্বন্ধযুক্ত। কামের দশবিধ লক্ষণ পাওয়া যায়:—**কাম-ওঘ, কামযোগ, কাম-উপাদান;** (বিশুদ্ধিমার্গে) **কাম-ওঘ, কামাসব, কাম-উপাদান;** (দীর্ঘনিকায়ে) **কামে অবিগত-রাগ, কামচ্ছন্দ, কাম-পেম, কামপিপাসা, কাম-পরিলাহ, কামতণ্হা** (⇒ **কামচ্ছন্দ**)। কতকগুলি প্রতিশব্দবাচক বর্ণনা:--**কামে পরিভুঞ্জতি; কামমজ্ঝে বসতি; কাম-পরিলাহেন পরিডয্হতি; কাম বিতক্কেহি খজ্জতি; কাম-পরিযেসনাযা উস্সুক্কো** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (ধর্মপদ) **অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি**। (সূত্রনিপাত) **রাগং বিনযেথ মানুসেসু দিব্বেসু কামেসু চাপি ভিক্খু**। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বুঝাইলে:—**কামেসু মিচ্ছাচারিন**—ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া মিথ্যা কামাচারকারী বা পরস্ত্রী গমনকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **ইত্থি-কামেহি পরিচারেতি**—সে ব্যক্তি নিজে নিজে স্ত্রীলোকের মুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করে। (সূত্রনিপাত) **কামেসু ব্রহ্মচরিয বা**—শারীরিক বিশুদ্ধতা অভ্যাসকারী। "**সংযম**" আর "**ঝান**" অর্থাৎ জ্ঞান, সৎচেষ্টা এবং ত্যাগ দ্বারা "**কাম**" পরিত্যক্ত হয়, ইহা অভ্যাস করাকে বর্ণনায় বলা হইয়াছে:—(বিনয়) **কামানং পহানং; কাম সঞ্ঞানং পরিঞ্ঞা; কামপিপাসানং পটিবিনযো; কামবিতক্কানং সমুগ্ঘাতো; কাম পরিলাহানং বূপসমো** (ধর্মপদ) **কামেসু (চ) অপ্পটিবদ্ধচিত্তো "উদ্ধং সোতো'তি" বুচ্চতি**—যাহার মন কাম বা আসক্তির বন্ধনে আবদ্ধ নহে তাহাকে বলা

হয় "ঊর্ধ্বস্রোত বা স্রোতের ঊর্ধ্বগামী"। (সূত্রনিপাত) **তস্মা জন্তু সদা সতো কামানি পরিবজ্জয়ে; যো কামে পরিবজ্জেতি; নিক্খম্ম ঘরা পনুজ্জ কামে।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যো চ কামে পরিঞ্ঞায চরন্তি অকুতোভযা তে বে পারগতা লোকে যে পত্তা আসবক্খযং।** (মধ্যম নিকায়) **কামানং পরিঞ্ঞং পঞ্ঞাপেতি গোতমো; কামে পজহতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **কামানং বিপ্পহান।** (সূত্রনিপাত) **যে কামে হিত্বা অগিহা চরন্তি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামা নিরুজ্ঝন্তি** (ধ্যানের মাধ্যমে)। (ধর্মপদ) **কামে পনুদতি;** (তুলনীয়) **কাম সুখং অনলঙ্করিত্বা** (সূত্রনিপাত)। (সূত্রনিপাত) **কামেসু অনপেক্খিন;** (তুলনীয়) রাগং বিনযেথ (সূত্রনিপাত)। **বিবিচ্চেব কামেহি**—ইন্দ্রিয়জ বা ইন্দ্রিয় উত্তেজক উল্লাস (আমোদ) হইতে পৃথকভাবে থাকাই সর্বপ্রকার ধ্যান অভ্যাসের ব্যবস্থাপত্র। এই বর্ণনাসমূহের প্রয়োগ:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামেসু পলাড়িত।** (সংযুক্ত নিকায়) **কামেসু মুচ্ছিত; কামালযে অসত্ত; কামেসু কথং নমেয্য? কামেসু অনিকীলিতাবিন।** (সূত্রনিপাত) **কিত্তযস কামিনো চরতো কামেসু অনপেক্খিনো ওঘতিন্নস্স পিহযন্তি কামেসু গথিতা পজা; কামেসু অসঞ্ঞত।** (ধর্মপদ) **যো ন লিপ্পতি কামেসু তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।** (সূত্রনিপাত) **মুনি সন্তিবাদো অগিদ্ধো কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তো।** (দীর্ঘনিকায়) **কামেসু গিদ্ধ।** (সংযুক্ত নিকায়) **কামেসু গেধং আপজ্জতি।** (সূত্রনিপাত) **ন সো রজ্জতি কামেসু; কামানং বসমুপাগমুম = কামানং আসত্ততং পাপুণিংসু** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **কামে পরিবজ্জেতি; কামে অনুগিজ্ঝতি।** "**কাম**" সমূহের স্বভাব:—ইন্দ্রিয়সুখ বা স্পৃহাবোধ দ্রুত সঞ্চারী ও ক্ষণস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল (যেমন—"**সব্বে কামা অনিচ্চা**" ইত্যাদি—অঙ্গুত্তর নিকায়) এবং প্রকৃত স্বাদহীন (**অপ্পাসাদা**); ইহারা স্থায়ী সুখ দিতে পারে না, যাহা দেয় উহা স্বপ্নতুল্য অলীক যদ্দ্বারা স্বপ্নাদর্শক শোক দুঃখের সহিত জাগ্রত হয়। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন,—"যদিও সুখকে মহত্ত্বাবে অনুভব করা যায় তদপেক্ষা শোক অতি অধিক:—**আদীনবো এথভীয্যো**" (⇒ **কামসুখ**)। এইরূপে "**কামা**" শব্দ "**কালিকা**" শব্দের ন্যায় (সংযুক্ত নিকায়)। **কামা চিত্রা মধুরা**—সুখসমূহ বহুপ্রকার এবং মধুর (স্বাদযুক্ত); কিন্তু ইহাও হয় যে "**অপ্প'স্সাদা বহুদুক্খা বহুপাযাসা**" (মধ্যম নিকায়)। "**কাম**" শব্দের বর্ণনায় এবং তুলনায়—(জাতক) **অপ্প'স্সাদা দুক্খা কামা।** (ধর্মপদ) **অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং; ন কহাপণ বসেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি অপ্প'স্সাদা দুক্খা কামা ইতি বিঞ্ঞায পণ্ডিতো**—"প্রচুর টাকা থাকিলেও কামসুখ বা ইচ্ছার তৃপ্তি নাই, স্পৃহা স্বাদহীন এবং দুঃখময়" বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়া থাকেন; **কামতো জাযতি সোকো কামতো জাযতি ভযং, কামতো বিপ্পমুত্তস্স ন'থি সোকো কুতো ভযং'তি?**—কাম বা স্পৃহা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, স্পৃহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয় কিন্তু স্পৃহা উৎপন্ন না হইলে শোক থাকে না বা উৎপন্ন হয় না কাজেই ভয় থাকিবে কিরূপে? (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামানং অধিবচনানি**—"**কাম**" সমূহের অধিবচন বা প্রতীকরূপে কল্পিত শব্দসমূহ,—**ভয, দুক্খ, রোগ, গণ্ড, সল্ল, সঙ্গ, পঙ্ক, গবভ।** (মধ্যম নিকায়) **কামানং আদীনবো**—প্রবল ইচ্ছা প্রণোদিত বিপদ বা পীড়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) "**কাম আদীনবং ওকারং সংকিলেসং**" ইহা পঞ্চ "**অনুপুব্বিকথা**" এর মধ্যে একটি। (সূত্রনিপাত) **কামা তে পথমা সেনা**—যত সব কাম বা স্পৃহা আছে উহারা মারসৈন্যদের মধ্যে প্রধান নেতা (সেনাপতি)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যো এবম্বাদী ... নত্থি কামেসু দোসো'তি সো কামেসু পাতব্যতং আপজ্জতি।** উপমা অলঙ্কারে:—নিম্নোক্ত (অর্থাৎ "**অপ্প'স্সাদা বহুদুক্খা**" ইত্যাদি) পাঠে স্পৃহাবোধের সাদৃশ্য—১ **অট্ঠি কঙ্খল** (অস্থি-কঙ্কাল), ২ **মংসপেস** (ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিকৃত মাংস), ৩ **তিণ'উক্কা** (তৃণের উল্কা বা মশাল), ৪ **অঙ্গার-কাসু** (জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ড বা গর্ত), ৫ **সুপিন** (স্বপ্ন), ৬ **যাচিত** (প্রার্থিত বা যাচনাকৃত), ৭ **রুক্খফল** (বৃক্ষের ফল), ৮ **আসিসূন** (ঘাতকের ঘর), ৯ সত্তি-সূল (তীক্ষ্ণ শূলদণ্ড), ১০ **সপ্পসির** (সাপের মস্তক অর্থাৎ সর্পদংশন)—(বিনয়)। উহাদের মধ্যে অঙ্গুত্তর নিকায়ে ১নং "**অট্ঠি কঙ্খল**" শব্দের পরিবর্তে গ্রহণ করা হইয়াছে "**অট্ঠিসঙ্খল**", চুলনির্দেশে ১০নং "**সপ্পসির**" শব্দ গ্রহণ করা হয় নাই, দীর্ঘনিকায়ে কেবল ৪নং "**অঙ্গার-কাসু**" একটিমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, ধর্মপদ অর্থকথায় ৫নং "**সুপিন**" গ্রহণ করা হইয়াছে, মধ্যম নিকায়ে ৮নং "**আসিসূন**" গ্রহণ করা হইয়াছে, সংযুক্ত নিকায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে ৯নং "**সত্তিসূল**" = থেরীগাথা "**খন্ধানং**" শব্দের পরিবর্তে "**খন্ধানং**" শব্দের সহিত, থেরীগাথায় ১০নং "**সপ্পসির**" এর স্থানে "**আসীবিস** (সাপের বিষাক্ত ফণা) **যেসু মুচ্ছিতা বালা**" স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

কামং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) ১ **যথাকামং**—যথা ইচ্ছা, যেরূপ ইচ্ছা, ইচ্ছামত, ইচ্ছানুরূপ (সংযুক্ত নিকায়) **যেনকামং**—যেইরূপ ইচ্ছা করে, সন্তুষ্টি অনুরূপ। = **ইচ্ছনুরূপং।** ২ তাহাই হউক, ইচ্ছানুক্রমে, সন্তোষের সহিত, ইচ্ছা করিয়া। (মধ্যম নিকায়) **কামং তচো নহারু অট্ঠি চ অবসিস্সতু** (**অবসুস্সতু**—জাতক) **সরীরে উপসুস্সতু মংস-লোহিতং**—দেহের রক্ত-মাংস ক্ষীণ হইলে ইচ্ছানুরূপ চর্ম-স্নায়ু-অস্থিসমূহ অবশিষ্ট থাকিবে।

কামংকাম (বিণ) ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা বা প্রযত্ন করিয়া, অনুরাগী, অনুসরণ বা সাধনা করিয়া, কার্য করিয়া। (সূত্রনিপাত) **কামকাম**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর এবং প্রেমময়; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কামে কামযন্তো।**

কামংবিনদন্ত ⇒ বিনদতি।

কাম-ইত্থি (স্ত্রী) উপপত্নী, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি প্রদানকারিণী স্ত্রীলোক, বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন যে নারীর প্রতি পুরুষ অনুরক্ত হয় সেই নারী, উপস্ত্রী।

কামক (বিণ) কামনাকারী, আকাঙ্ক্ষী। (তুলনীয়) **কামুক।**

কামকণ্টক—কামরূপ কণ্টক, কামপ্রবৃত্তিরূপ কণ্টক,

কামনা বা লোভরূপ কণ্টক, প্রেমরূপ কণ্টক, ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগ-বিলাসরূপ কণ্টক।

কামকম্ম (ক্লী) ছয়প্রকার কামভূমিতে (বা কামভূমির দেবলোকে) উৎপন্ন হইবার কার্য অর্থাৎ ইহজগতে এমন কার্য করা হয় যাহার ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে চতুর্মহারাজিক দেবলোক হইতে ঊর্ধ্বস্থ ছয়টি দেবলোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হওয়া যায়।

কামকর—ইচ্ছার পূর্ণতা, কামপ্রবৃত্তির পূর্ণতা, কামনা বা লোভের পূর্ণতা। = **কামকিরিয়া, কামকার**।

কামকরণীয (বাক্যে) **যথা কামকরণীয পাপিমতো**—যেমন পাপকারীর বা পাপী ইচ্ছানুরূপ কর্তব্য, (সাহিত্যে) একজনের ইচ্ছানুরূপ অপরজন কাজ করে এমন, পরবাধ্য কর্মী।

কামকলল—ভাবাবেগরূপ কাদা, প্রবল ইচ্ছারূপ পঙ্ক, মনের উত্তেজনারূপ কলল, ক্রোধরূপ কর্দম, যৌন ভালোবাসারূপ কলল বা পঙ্ক।

কাম-কাম (বিণ) ইচ্ছাময় এবং স্নেহময়, সন্তুষ্টি প্রকাশক এবং প্রেমপ্রকাশক। ⇒ **কামং কাম**।

কামকামিন (বিণ) ১ সর্বইচ্ছা পূরণকারী অর্থাৎ জীবগণের সুগতি স্বর্গলোকে গমনের আসক্তি (যক্ষ, দেব অথবা অন্যতর দেবগণের সুখপূর্ণ অবস্থা যাহা পূর্ব পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (যৌগিকে) **"ভুঞ্জামি পরিভোগবন্ত কামকামিনো"** অথবা **"নন্দিনো দেবলোকস্মিং মোদন্তি কামকামিনো"**—(যাহার কামনার বশীভূত) তাহারা যেরূপ ইচ্ছা করে সেরূপ মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **কামিন**। ২ অনুরাগের বশীভূত হইয়া আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ। ইহা যক্ষগণের বিশেষণ অথবা বিশেষ গুণ বা ধর্ম। ⇒ **যক্‌খ** (৫)।

কামকার—প্রবৃত্তির পূর্ণতা, ইচ্ছার পূর্ণতা। = **কামকর**।

কামকারিন (বিণ) নিজের ইচ্ছানুরূপ কার্য করে এমন, আত্ম অনুরাগ বা প্রবণতা অনুরূপ কার্য করে এমন, ইচ্ছা করিয়া কার্য করে এমন।

কামকিরিয়া = **কামকর**। ⇒ **কামকর**।

কামকোট্‌ঠাস—ইন্দ্রিয় সুখের উপাদান, কামপ্রবৃত্তির উপাদান, কামনার বা অনুরাগের বিষয়বস্তু। = **কামগুণ, কামগুণা**।

কামকোপ—ভাবাবেগে উন্মত্ততা, ক্রোধে উন্মত্ততা, প্রবল ইচ্ছাপ্রণোদিত প্রচণ্ডতা, যৌন ভালোবাসার প্রকোপ।

কামগবেসিন (বিণ) কামনার বিষয় অন্বেষী, ঈপ্সিত বস্তু অনুসন্ধানকারী, কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য চেষ্টাকারী বা যত্নশীল, সুখান্বেষী, যে ব্যক্তি কামজগতের সুখ চায়।

কামগিজ্‌ঝ—ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, কামনা লিপ্সু, কামনা অভিলাষী, ভালোবাসায় আসক্ত, স্নেহাসক্ত। = **কামগিদ্ধ**।

কামগিদ্ধ (বিণ) কামগৃধ্নু, কামসুখের জন্য লিপ্সু বা লোভী। = **কামগিজ্‌ঝ**।

কামগিদ্ধিন (বিণ) = **কামগিদ্ধ**। ⇒ **কামগিদ্ধ**।

কামগিদ্ধিনী (বিণ, স্ত্রী) ইন্দ্রিয় সুখের আকাঙ্ক্ষিণী, কামাসক্তা, স্নেহাসক্তা, ভালোবাসায় আসক্তা। ⇒ **কামগিদ্ধ**।

কামগিদ্ধিমা (বিণ) = **কামগিদ্ধ**। ⇒ **কামগিদ্ধ**।

কামগুণ (পুং) কামগুণ, ইন্দ্রিয়সুখ, কামপ্রবৃত্তি। = **কামকোট্‌ঠাস**। ⇒ **কামগুণা**।

কামগুণা (পুং, বহুবচন) কামগুণসমূহ, দিব্যসুখ, পার্থিব সুখ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্চ কামগুণা** অর্থাৎ পঞ্চকামগুণ, যথা—**১ চক্‌খুবিঞ্ঞেয্যা রূপা** (চক্ষুদ্বারা বিজ্ঞাপিত রূপসমূহ), **২ সোতবিঞ্ঞেয্যা সদ্দা** (শ্রুত বা কর্ণ দ্বারা বিজ্ঞাপিত শব্দসমূহ), **৩ ঘাণবিঞ্ঞেয্যা গন্ধা** (ঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা বিজ্ঞাপিত সঙ্ঘসমূহ) **৪ জিহ্বা বিঞ্ঞেয্যা রসা** (জিহ্বা দ্বারা বিজ্ঞাপিত স্বাদাদি রস), **৫ কাযবিঞ্ঞেয্যা ফোট্‌ঠব্বা** (কায় বা শরীর দ্বারা বিজ্ঞাপিত স্পর্শসমূহ)। **"কামগুণ"** সর্বদা বহুবচনে **"কামগুণা"** শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মনাপিযেহি রূপাদীহি পঞ্চহি কাম-কোট্‌ঠাসেহি বদ্ধনেহি বা;** আবার ইহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—**"মানুসকা"** এবং **"দিব্বা"**। **"পঞ্চকামগুণা"** এর সমষ্টিগত নাম, যথা—(নেত্তি) **কামরাগ, বন** (ইচ্ছা)। স্বর্গীয় সুখদৃষ্টিতে:—(বিনয়) **সগ্‌গং লোকং উপপজ্জিস্‌সামি তত্থ দিব্বেহি পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্পিতো সমঙ্গিভূতো পরিচারেস্‌সামী'তি;** (পেতবত্থু) **পঞ্চহি কামগুণেহি সোভতি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কামকোট্‌ঠাসেহি; পরিচারেন্তি;** (তুলনীয়) **কাম-কামিন**। পার্থিব রাজসুখে:—(সংযুক্ত নিকায়) **মানুসকা কামগুণা। দিব্বেহি পঞ্চহি কামগুণেহি সমপ্পিত** (পার্থিব সুখ-সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইত্থিরূপস্মিং কামগুণা**। বৌদ্ধভিক্ষুদের ধ্যানে জ্ঞানের পরিপূর্ণতায় বর্জনার্থে বলা হইয়াছে:—(মধ্যম নিকায়) **পঞ্চ-ইমে ভিক্‌খবে কামগুণা** ...। সমদৃষ্টিতে অন্যান্য বর্ণনায়:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **গেধো পঞ্চন্নং কামগুণানং অধিবচনং;** (মধ্যম নিকায়) **অসিসূনা পঞ্চন্নং কামগুণানং অধিবচনং; নিবাপো পঞ্চন্নং কামগুণানং অধিবচনং; সাবট্টে পঞ্চন্নং কামগুণানং অধিবচনং**। সম্বন্ধযুক্ত শব্দ:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **রত, গিদ্ধি;** (মধ্যম নিকায়) **পহীন, গথিত, মুচ্ছিত;** (ধর্মপদ) **মা তে কামগুণে ভমসসু চিত্তং**—পঞ্চকামগুণের মধ্যে চিত্তকে ভ্রমণ বা বিচরণ করিতে দিও না; (বিভঙ্গ) **চিত্তস্স বোস্‌সগ্‌গো; অসন্তট্‌ঠ**।

কামগুণিক (বিণ) পঞ্চকামগুণযুক্ত, যেই ইচ্ছা বা কামনায় পঞ্চ কামগুণ রহিয়াছে। ইহা **"রাগ"** সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ।

কামগেধ (পুং) কামসুখ বা ভোগসুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কামসুখজনক আসক্তি।

কামগ্‌গ (ক্লী) মহাসুখ, অপরিমিত সুখ-আনন্দ-উল্লাস।

ইহা "**পরনিম্মিত-বসবত্তিনো-দেবা**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

কামগ্‌গি (পুং) মনের উত্তেজনামূলক অগ্নি, ভাবাবেগ বা প্রবল ইচ্ছামূলক অগ্নি, কামাগ্নি, কামানল, অত্যধিক মৈথুনেচ্ছা।

কামচাগিন (বিণ) কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়াছে এমন (ব্যক্তি), কামসুখ বা ভোগবাসনাকে ত্যাগ করিয়াছে এমন (পুরুষ), কাম্যবস্তু বা সুখের প্রতি অননুরাগী। = **কামচাগী**।

কামচাগী (বিণ) কামত্যাগী, কামসুখ ত্যাগী, সন্ন্যাসী। = **কামচাগিন**। ⇒ **চাগী**।

কামচার (পুং) ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার, স্বেচ্ছাচার। (বিণ) কামাচারী, স্বেচ্ছাচারী। ⇒ **চার**।

কামচিত্ত (ক্লী) অপবিত্র মন বা মনের ভাব, কামসুখ বা ভোগবাসনাযুক্ত মন, কামচিত্ত।

কামচ্ছন্দ (পুং) ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কামপ্রবৃত্তি, সুখেচ্ছা, ভোগবিলাসের অভিলাষ, কামপ্রবৃত্তিজনক উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়সুখের প্রবল ইচ্ছা। ইহা পঞ্চ "**নীবরণ**" এর মধ্যে প্রথমটি এবং দশ সংযোজনের মধ্যে চতুর্থটি। ⇒ **ছন্দ**। দশবিধ সমার্থবাচক শব্দ, যথা—**১ ছন্দ, ২ রাগ, ৩ নন্দী, ৪ তণ্‌হা, ৫ সিনেহ, ৬ পিপাসা, ৭ পরিল্লাহ, ৮ গেধ, ৯ মুচ্ছা, ১০ অজ্‌ঝোসান**। ⇒ **কাম**। দশবিধ সমার্থবাচক শব্দের মধ্যে বিভঙ্গে "**পিপাসা**" এবং "**গেধ**" ব্যতীত আটটি, আবার কোন কোন স্থানে "**ছন্দরাগ**" এবং "**ভবচ্ছন্দ**" এর সংযোগ দৃষ্ট হয়, পুনশ্চ বিভঙ্গে "**গেধ**" ব্যতীত নয়টি দৃষ্ট হয়; মধ্যম নিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয় "**ছন্দ, সিনেহ, পরিল্লাহ, মুচ্ছা**"; সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয় "**ছন্দ, সিনেহ, মুচ্ছা, পরিল্লাহ**"; "**নীবরণ**" হিসাবে ছয় প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**পঞ্চ নীবরণানি + অবিজ্জা**।

কামচ্ছন্দ নীবরণ (ক্লী) ইন্দ্রিয় পরায়ণতাজনিত বাধা, ভোগাসক্তিজনিত বিঘ্ন, ইন্দ্রিয়সুখজনিত ব্যাঘাত, কামুকতাজনিত প্রতিবন্ধক। ⇒ **পঞ্চনীবরণ**।

কামজাল (ক্লী) কামজাল, বাসনারূপ জাল, আকাঙ্ক্ষারূপ ফাঁদ, আসক্তিরূপ জাল, ভোগের বাসনারূপ জাল। ⇒ **জাল**।

কামজ্‌ঝোসন (ক্লী) [কাম+অজ্‌ঝোসন] লোভ বা ইচ্ছার প্রতি আসক্তি, কামপ্রবৃত্তিজনক বা লিপ্সাজনক আসক্তি। ⇒ **কামচ্ছন্দ**।

কামণ্ডলুক (বিণ) কমণ্ডলুধারী, যাহার নিকট কমণ্ডলু আছে অর্থাৎ বৈদিক সন্ন্যাসী।

কামতণ্‌হা (স্ত্রী) কামভূমিতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়সুখকর সন্তুষ্টির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ছয় প্রকার কামভূমির বা কাম সুগতিভূমি দেবলোকের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য প্রবল ইচ্ছা, কামপ্রবৃত্তির তৃষ্ণা, কামপ্রবৃত্তিতে প্রবল ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি। ⇒ **তণহা, তণ্‌হা** (৩)। দীর্ঘনিকায়ে "**কামতণ্‌হা**" ত্রিবিধ, যথা—**কামতণ্‌হা, ভবতণ্‌হা, বিভবতণ্‌হা**। (বিভঙ্গ বর্ণনায়) **কামধাতু পটিসংযুত্তো রাগো**। (তুলনীয়) **তণ্‌হা, জপ্পা**। বিনয়ে "**তণ্‌হা**" ত্রিবিধ, যথা—**পোনোব্‌ভবিকা তণ্‌হা, নন্দিরাগ-সহগতা তণ্‌হা, তত্রতত্রাভিনন্দিনী তণ্‌হা**। (মধ্যম নিকায়) **কামতণ্‌হাহি খজ্জমানো কামতণ্‌হা পরিল্লাহেন পরিডয্‌হমানো**।

কামতা (স্ত্রী) বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, স্পৃহা, ইচ্ছা, সম্মতি। (বিশেষ্যের সহিত) **বিবেক কামতা** (পেতবত্থু অর্থকথা); **অনত্থ কামতা** (জাতক)। (তুম শব্দের সহিত) **গহেতু কামতা** (পেতবত্থু অর্থকথা); **বিনাসেতু কামতা** (জাতক)।

কামত্থা—ইন্দ্রিয় সেবায়, ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য।

কামদ (বিণ) কামদ, কামভাব প্রদানকারী, যাহা কামনাপূর্ণ করে, অভীষ্টপ্রদ, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী, যাহা ইচ্ছা করে তাহা দেয় এমন, আনন্দ প্রদানকারী, সন্তোষপ্রদ। (পেতবত্থু) **সব্বকামদ**। ⇒ **দ**।

কামদদ (বিণ) = **কামদ**। ⇒ **কামদ**। (খুদ্দকপাঠ) **এস দেবমনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি**—ইহা দেব-মনুষ্যের সর্বপ্রকার সুখ প্রদানকারী নিধি।

কামদুক্‌খ—ইন্দ্রিয় সুখজনক পীড়া, কামপ্রবৃত্তিজনক দুঃখ।

কামদুহ (বিণ) কামধেনু গাভীর দুধ দেওয়ার ইচ্ছা পূরণকারী, আনন্দদায়ক, সন্তোষ বিধায়ক, আমোদ দেয় এমন। ⇒ **দুহ**।

কামদুহা (স্ত্রী) সর্বময় দুধ প্রদানকারিণী কামধেনু গাভী।

কামদেবতা = **কামদেবা**। ⇒ **কামদেবা**। **কামদেবতা ব্রহ্মদেবতা**।

কামদেবা (পুং, বহুবচন) কামভূমির দেবগণ।

কামধাতু (স্ত্রী) ১ আকাঙ্ক্ষার উপাদান, আসক্তি বা তৃষ্ণার উপাদান, যাহা হইতে ইচ্ছা বা অনুরাগের উৎপত্তি হয়, যে যে স্থানে প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগাসক্তিতে নিরত থাকে সেই সেই আকাঙ্ক্ষণীয় ভব বা জগৎ। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে:—"**কামধাতু**" বলিলে নিম্নে "**অবীচিনিরয**" হইতে **উর্ধ্বে** "**পরনিম্মিত-বসবত্তি দেবলোক**" পর্যন্ত ভব বা ভূমিকে বুঝায়। ২ কামলোকের উপাদান, কামভূমির বিষয় বা সম্পত্তি, কামভূমির অবস্থা, ইন্দ্রিয় সুখের উপাদান, আকাঙ্ক্ষার উপাদান বা ধাতুরূপ বিষয়। ⇒ **ধাতু** (২ক, ২ঘ)। এই উপাদান বা ধাতু ছয় প্রকার, যথা—**কামধাতু, ব্যাপাদ ধাতু, বিহিংসা ধাতু, নেক্‌খম্মধাতু, অব্যাপাদ ধাতু, অবিহিংসা ধাতু** (বিভঙ্গ); ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি "**অকুসল ধাতু**"।

কামনন্দি—কামসুখে তৃপ্তি, কামসুখের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **নন্দি**।

কামনন্দী—ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয় আনন্দ, ভোগবিলাস-সম্বন্ধীয় আনন্দ। (তুলনীয়) **কামচ্ছন্দ**।

কামনিদানং (কর্মকারক, ক্রি-বিণ) ভাবাবেগের ফলে, প্রবল ইচ্ছানুসারে, মনের উত্তেজনাবশত। (তুলনীয়)

কামগুণা।

কামনিস্‌সরণ—কাম হইতে বহির্গমন, ভাবাবেগ হইতে মুক্তি, কাম ইচ্ছার নিবৃত্তি, মনের উত্তেজনার অবসান, আসক্তি বা প্রবল ইচ্ছার বিনাশ বা লোপ। **কামধাতু, ব্যাপাদধাতু, বিহিংসো ধাতু**—এই তিনটি "**নিস্‌সরণীয় ধাতু**"। ⇒ **কামধাতু**।

কামনিস্‌সিত (বিণ) কামনিঃসৃত, কামনির্গত, তীব্র আকাঙ্ক্ষায় নির্ভরশীল, প্রবল ইচ্ছা প্রণোদিত।

কামনীত (বিণ) ইচ্ছা পরিচালিত, তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চালিত, বাসনায় প্রলোভিত, ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত। ⇒ **নীত**।

কামন্ধ (বিণ) কামান্ধ, কামে অন্ধ, মনের উত্তেজনায় অন্ধ, ভাবাবেগে অন্ধ।

কামপঙ্ক (পুং) কামরূপ পঙ্ক, কামলিপ্সারূপ পঙ্ক, লোভরূপ কর্দম বা কাদা।

কামপটিসন্ধি-সুখিন (বিণ) বাসনাপূরণে সুখী, প্রবৃত্তির পূর্ণতায় সুখী, কাম-ইচ্ছা পূরণে সুখী।

কামপদব = **গামপোদ্ধব**। ⇒ **গামপোদ্ধব**।

কামপরিখীণ (বিণ) কামভূমির আসক্তি পরিক্ষীণ হইয়াছে এমন, কাম্য জগতের আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হইয়াছে এমন, ভোগাসক্তি বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক লিপ্সার অবসান হইয়াছে এমন।

কামপরিলাহ (পুং) ভাবাবেগজনিত দাহ, কাময়ন্ত্রণা, তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনিত দাহ, প্রবল ইচ্ছাবশত উত্তেজনা, মনের উত্তেজনাবশত উষ্ণতা। (সমতুল্য শব্দ) **পরিডয্‌হতি, খজ্জতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (যৌগিকে) **কামপরিলাহ কামপলিবোধ**। ⇒ **কামচ্ছন্দ**।

কামপাল—ইচ্ছার তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ উপকারী লোক, দাতা, পৃষ্ঠপোষক।

কামপিপাসা—ইন্দ্রিয় সুখের তৃষ্ণা বা প্রবল ইচ্ছা, ভোগাসক্তিজনিত পিপাসা বা আকাঙ্ক্ষা। (তুলনীয়) **কামচ্ছন্দ**।

কামবন্ধ—স্পৃহার বন্ধন, ইচ্ছার বন্ধন, ভোগাসক্তি জনিত বন্ধন, আকাঙ্ক্ষাজনিত বন্ধন। (তুলনীয়) **কামগুণা**।

কামবন্ধন = **কামবন্ধ**। ⇒ **কামবন্ধ**।

কামবলিস (পুং, ক্লী) কামরূপ বঁড়শি, কামতৃষ্ণারূপ বঁড়শি।

কামবলি্স = **কামবলিস**। ⇒ **কামবলিস**।

কামভব (পুং) কামভূমি, কাম্যজগত, ইন্দ্রিয়সুখজনিত অস্তিত্বের অবস্থা, ভোগাসক্তিপূর্ণ সত্ত্বাবাস। ⇒ **ভব, কামধাতু**। এখানে মনুষ্যভূমিসহ ছয় প্রকার দেবভূমিকে "**কামভব**" বলা হইয়াছে। "**কামভব**" ত্রিভবের মধ্যে প্রথমটি। ত্রিভব, যথা—**কামভব, রূপভব, অরূপভব**। (সূত্রনিপাত) **কামভবে অসত্ত অকিঞ্চন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **তিবিধে ভবে অলগ্‌গন** (**অরহত্ত ভাব**)।

কামভিমুখ (বিণ) = **কামাভিমুখ**। ⇒ **কামাভিমুখ**।

কামভিরতত্ত (ক্লী) [কাম+অভিরতত্ত] কামসুখ। ⇒ **অভিরতত্ত**।

কামভূমি—কামভূমি, কামজগৎ, কামলোকের দেবভূমি। = **কামাবচর দেবলোক**। ⇒ **কামভব, অবচর**।

কামভোগ—কামভোগ, ইন্দ্রিয় সুখকর আমোদ, কাম্যবস্তু উপভোগ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান বোধ, ইন্দ্রিয়সুখ, আকাঙ্ক্ষা বিনোদন, ইচ্ছা পরিপূরণে সন্তোষ বা আহ্লাদ। (সংযুক্ত নিকায়) **সারত্ত কামভোগেসু গিদ্ধা কামেসু মুচ্ছিতা; কামভোগেসু পণ্ডিতো**—পার্থিবসুখ সমূহের মধ্যে প্রভেদকারী পণ্ডিত বা জ্ঞানীব্যক্তি।

কামভোগিন (বিণ) কামভোগী, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে অনুরক্ত, স্পৃহাজনিত সুখে আসক্ত, ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগকারী, ভোগবাসনায় সন্তুষ্ট, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সুখ উপভোগকারী (মিলিন্দপ্রশ্নে "**কামুপপত্তি**" এর বর্ণনায়)। ⇒ **ভোগিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যে কেচি কামেসু অসঞ্ঞতা জনা অবীতরাগা ইধ কামভোগিনো** ইত্যাদি; **কামভোগী কামারামো কামরতো কাম-সম্মুদিত**।

কামভোগী (বিণ) = **কামভোগিন**। ⇒ **কামভোগিন**।

কামভোগীসেয্যা (বিণ) আরামে ঘুমাইতেছে এমন অর্থাৎ শুইয়া থাকার উপায় এবং চতুর্বিধ নিদ্রার উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয় উপায় (**কামভোগী সেয্যা বামেন পস্‌সেন**—অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কামভোজিন = **কামভোগিন**। ⇒ **কামভোগিন**।

কামমগ্‌গ—ইন্দ্রিয়সুখের উপায়, কামভোগের পথ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপায় বা কৌশল।

কামমতি (স্ত্রী) কামমতি, কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ মন। ⇒ **মতি**।

কামমত্ত (বিণ) ইন্দ্রিয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, ভোগাসক্ত, ভোগবিলাসে বিহ্বল, কামে মোহিত, কামমুগ্ধ, কামান্ধ, অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি হেতু বিহ্বল। ⇒ **কামান্ধ**।

কামমদমত্ত (বিণ) প্রেমে পাগল, প্রেমে আসক্ত, প্রেমে উন্মত্ত। ⇒ **মত্তকাসিন**।

কামমদমত্তা = **মত্তকাসিনী**। ⇒ **মত্তকাসিনী** (২)।

কামমুচ্ছা (স্ত্রী) কামে জ্ঞানহীন অবস্থা, ইন্দ্রিয়সুখে বিহ্বলতা বা স্তম্ভিত ভাব, ভোগবিলাসে হতচেতন অবস্থা; (অথবা) ইন্দ্রিয়সুখে তেজহীনতা, কামুকতায় ক্লান্তি বা অবসন্নতা। ⇒ **কাম, মুচ্ছা, কামচ্ছন্দ**।

কামযমান = **কামযান**। ⇒ **কামযান**। (সূত্রনিপাত) **যাযতো কামযমানে**—তৃষ্ণা বা কামনার বশীভূত হইয়া যায় এমন।

কামযান (ক্লী) তৃষ্ণা বা কামনারূপ যান। (সূত্রনিপাত) **যাযতো কামযানে**—তৃষ্ণা বা কামনার বশীভূত হইয়া যায় এমন; = **তণ্‌হায যাযতি নিয্যতি বুয্‌হতি সংহরিযতি** (মহানির্দেশ)। ⇒ **যান** (২), **যাযতি**।

কামযোগ—কামযোগ, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক আমোদাদিতে প্রয়োগ, ইন্দ্রিয়জ উপভোগপ্রযোজ্য বস্তু, চতুর্বিধ যোগের মধ্যে একটি। চতুর্বিধ যোগ, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়)

কামযোগ, ভবযোগ, দিট্‌ঠিযোগ, অবিজ্জাযোগ (তুলনীয়— **আসব**); (দীর্ঘনিকায়ে) **কামযোগ, ভবযোগ**। = **কামোঘ**।

কামরত (বিণ) কামে রত, আনন্দে তৃপ্ত, আমোদে তুষ্ট, ভোগবিলাসে রত, ইন্দ্রিয় সুখে রত, কামসুখে আসক্ত, ইন্দ্রিয়সুখে অনুরক্ত, সাংসারিক বা পার্থিব সুখে অভিনিবিষ্ট। (তুলনীয়) **কামারাম, কামসম্মুদিত**।

কামরতি (স্ত্রী) ১ [কাম+রতি] প্রণয়-সম্পর্কীয় সুখ, প্রণয়জনক আমোদ, প্রণয়াসক্তভাবে উপভোগ, কামে রতি, কামে আনন্দ। ২ [কাম+অরতি] কামে বিরতি, কামে নিরানন্দ। (সংযুক্ত নিকায়) **নত্থি নিস্‌সরণং লোকে কিং বিবেকেন কাহসি? ভুঞ্জ'স্‌সু কামরতিযো মাহু পচ্ছানুতাপিনী**। (সংযুক্ত নিকায়) **মা পমাদং অনুযুঞ্জেয, মা কামরতি সন্থবং অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো পপ্পোতি পরমং সুখং**।

কামরস—কামরস, কাম-আস্বাদ, ভালোবাসায় বা স্নেহে তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় সুখকর আমোদ, ভোগবিলাসে সন্তুষ্টি।

কামরাগ (পুং) কাম-উদ্দীপনা, কামরাগ, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয় প্রবল ইচ্ছা, ভোগ-বিলাসজনিত মনের আবেগ বা উত্তেজনা, তিন প্রকার রাগের মধ্যে একটি। তিন প্রকার **"রাগ"**, যথা—**কামরাগ, ভবরাগ, বিভবরাগ**। ⇒ **কামচ্ছন্দ, কামগুণ, কামগুণা**। (সূত্রনিপাত) **কামরাগং বিরাজেত্বা ব্রহ্মলোকূপগো**। (ধর্মসঙ্গণী) **কামরাগ ব্যাপাদ**।

কামরূপ–ইচ্ছা-কল্পিত আকার, ইচ্ছাতে অনুমিত বা কাল্পনিক আকৃতি বা বহিরঙ্গ (বিমানবত্থু অর্থকথা); অথবা মনের কল্পিত একটি মূর্তি বা আকৃতি যাহাতে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করা যায় (বিভঙ্গ)।

কামলাপিন (বিণ) ইচ্ছানুরূপ আলাপী, যেরূপ ইচ্ছা করে তাদৃশ আলাপকারী। = **যদিচ্ছক-ভাণিন**—যদৃচ্ছা ভাষণকারী (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

কামলাভ—আমোদ লাভ, কামগৃধ্নুতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামলাভ অভিজপ্পিন**।

কামলোক (পুং) কামলোক, কামজগৎ, আনন্দময় জগৎ, যে যে ভবে আমোদ-আহ্লাদ আছে, যে যে ভবে ইন্দ্রিয়সুখকর কামন বা ভোগবিলাস আছে। = **কামাবচর, কামভব, কামভূমি**। মনুষ্যভূমি এবং তদূর্ধ্বস্থ ছয়টি দেবলোক—এই সপ্তবিধ ভূমিকে **"কামলোক"** বলা হয়। ⇒ **ভূমিত্তয**।

কামবন্নিন (বিণ) ইচ্ছানুরূপ আকৃতিতে বা গঠনে অহঙ্কারকারী, বহুরূপী, অতি পরিবর্তনশীল।

কামবসিক (বিণ) কামে বশীভূত, ভোগ ভাবাবেগে বশীভূত, প্রবল ইচ্ছার বশীভূত, মনের উত্তেজনার বশীভূত, যৌন ভালোবাসার বশীভূত।

কামবিতক্ক (পুং) কামসুখ-সম্বন্ধীয় চিন্তা, ভোগবিলাস বা ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয় চিন্তা, ইন্দ্রিয়সুখকর চিন্তা, ভোগবিলাসের ভাবনা বা চিন্তা, তিনটি কুচিন্তার মধ্যে একটি। তিনটি কুচিন্তা বা অসৎচিন্তা, যথা—**কামবিতক্ক, ব্যাপাদবিতক্ক, বিহিংসাবিতক্ক**। (বিপ) **নেক্‌খম্ম-বিতক্ক**। ⇒ **বিতক্ক**।

কামবেগ—কামাবেগ, কামপ্রবৃত্তির তাড়না, কামনার ঝোঁক, লোভজনিত আবেগ, লিপ্সাজনিত মনের বেগ বা উত্তেজনা।

কামসগ্‌গ—কামস্বর্গ, ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়জ উত্তেজনা আছে এমন স্বর্গস্থান, কামনাময় স্বর্গ, ভোগের আকাঙ্ক্ষা আছে এমন সুখময় স্থান বা স্বর্গ। **"কামসগ্‌গ"** ছয়টি, যথা—**চতুম্মহারাজিক সগ্‌গ, তাবতিংস সগ্‌গ, যামসগ্‌গ, তুসিতসগ্‌গ, নিম্মাণরতি সগ্‌গ, পরিনিম্মিতবসবত্তী সগ্‌গ**। (তুলনীয়) **কামাবচর**।

কামসঙ্কপ্প (পুং) কামসঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিতৃপ্তির সঙ্কল্প, আনন্দজনক আকাঙ্ক্ষা, কামোদ্দীপক চিন্তাধারা বা মনোভাব, কামাসক্ত ইচ্ছা।

কামসঙ্কপ্পবহুল (বিণ) কামসঙ্কল্প বহুল, আনন্দজনক বা কামোদ্দীপক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ (মনোভাব) তৃপ্তিজনক কামনাবহুল।

কামসঙ্গ—আবেগজনিত আসক্তি, কামসুখকর স্পৃহা বা ইচ্ছা, মনের উত্তেজনাজনিত আসক্তি।

কামসঞ্ঞা (স্ত্রী) কামোদ্দীপক ভাব, কামাসক্ত চিন্তা, কামসংজ্ঞা, কামুক ভাব। ইহা ত্রিবিধ **"অকুসল কামসঞ্ঞা"** এর মধ্যে একটি। ত্রিবিধ **"অকুসল কামসঞ্ঞা"**, যথা—**কামবিতক্কসঞ্ঞা, ব্যাপাদ-বিতক্কসঞ্ঞা, বিহিংসাবিতক্কসঞ্ঞা**। (থেরগাথায়) **বিরত কামসঞ্ঞা**।

কামসঞ্ঞোজন (ক্লী) কামসংযোজন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা গঠিত বন্ধন, আনন্দ বা সন্তুষ্টি দ্বারা ঘটিত জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযোগ।

কামসঞ্ঞোজনাতিগ (বিণ) যিনি কামনা বা লোভজনিত বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ অর্হৎ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামসঞ্ঞা কামরাগং বিরাজেত্বা**।

কামসম্মুদিত (বিণ) কামসুখে সন্তুষ্ট, সাংসারিক বা পার্থিব সুখে তৃপ্ত। (তুলনীয়) **কামারাম, কামরত**।

কামসা (ক্রি-বিণ) = **কামং**। ⇒ **কামং**।

কামসিনেহ (পুং) কামজনিত স্নেহ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভালোবাসা, আনন্দজনিত বা স্নেহজনিত আদর, ইচ্ছাজনিত প্রেম, অনুগ্রহজনিত আদর বা ভালোবাসা, প্রশংসাবাদজনিত স্নেহ, মনোনয়নজনিত স্নেহ, উদ্দেশ্যজনিত ভালোবাসা, ক্রীড়াকৌতুকজনিত ভালোবাসা, স্পৃহাজনিত প্রেম। ⇒ **কামচ্ছন্দ**।

কামসুখ (ক্লী) কামসুখ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সুখ, আনন্দ দ্বারা উৎপন্ন সুখ, অনুগ্রহজনিত সুখ, ক্রীড়াকৌতুকজনিত সুখ, কামনা দ্বারা উৎপন্নসুখ, পার্থিব সুখ। সম্পর্কযুক্ত শব্দ:—**মীল্হসুখ, পুথুজ্জনসুখ, অনরিযসুখ** (সুতরাং এই সমস্ত সুখ অননুসরণীয়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যং ইমে পঞ্চ কামগুণে পটিচ্চ উপ্পজ্জতি সুখং সোমনস্‌সং**

ইদং বুচ্চতি কামসুখং। ⇒ **কামগুণা**। (মধ্যম নিকায়) ... সোমনস্‌সং অযং কামানং অস্‌সাদো। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামসুখ, নেক্‌খম্মসুখ**। সাধকদের ত্যাগ সম্বন্ধে:—(ধর্মপদ) **অনপেক্‌খিনো কামসুখং পহায**।

কামসুখল্লিকানুযোগ [কাম+সুখ+অল্লিক+অনুযোগ] পার্থিব সুখে আসক্তি, সংসার সুখের প্রতি আসক্তি বা অনুরাগ, কাম বা ইন্দ্রিসুখকর আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকা। ⇒ **অল্লিক**।

কামসুত্ত—সূত্রনিপাতের অষ্টক বর্গের প্রথমসূত্রের নামবিশেষ।

কামসেট্‌ঠা (বহুবচন শব্দ) এক শ্রেণীর (কামভূমির) দেবতা (দীর্ঘনিকায়)।

কামসেবনা--কামসেবন, কামানুসরণ, অমিতাচার, কামচরিতার্থতা সাধন, প্রসাদ লাভ, যৌন সংসর্গ, ইন্দ্রিয়জ পরিতৃপ্তি, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক স্পৃহা বা অভিলাষ, কামনাময় তৃপ্তি, কাম্যজগতের সুখ লাভ, ভোগবিলাসে আনন্দ।

কামসেবিন (বিণ) কামসেবনকারী, ভোগবিলাসী, অমিতাচারী, কামনাময় সুখের অভিলাষী। ⇒ **কামসেবনা**।

কামস্নেহ(পুং) কামজনিত স্নেহ, অনুরাগ। = **কামসিনেহ**। ⇒ **স্নেহ**।

কামস্‌সাদ [কাম+অস্‌সাদ] কামাস্বাদ, কামপ্রবৃত্তির আগ্রহ বা ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে অনুরাগ।

কামহেতু—কামহেতু, কামনার কারণ, কামের কারণ, ভোগবিলাসের হেতু, কারণস্বরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা (মধ্যম নিকায়ের **"আদীনব"** অংশে এবং **"কামগুণা"** শব্দও দেখ), ধনের হেতু (সংযুক্ত নিকায়)।

কামহেতুক (বিণ) প্রবল ইচ্ছামূলক, মনের উত্তেজনামূলক, কামের হেতুমূলক, ভাবাবেগমূলক, ক্রোধমূলক, কামপ্রবৃত্তিমূলক।

কামা (পুং, বহুবচন) প্রার্থিত বস্তুসমূহ। = **যাচিতক-ভণ্ড সদিসা তাবকালিক'খেন**। ⇒ **যাচিতক** (ক্লী)। (স্ত্রি-বিণ) স্নেহের দরুণ, আদরবশত, ভালোবাসার জন্য, (কিছুর প্রতি) আসক্ত হইয়া। **"কামা"** প্রায়ই **"হি"** সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**কামা হি**।

কামাতুর (বিণ) কামাতুর, ভাবাবেগে মুগ্ধ, মনের উত্তেজনায় বিচলিত, প্রেমাতুর, প্রলয়-পীড়িত, কামার্ত, কামপীড়িত।

কামাধিকরণ (বিণ) ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ার কারণ আছে বা ঘটিয়াছে এরূপ।

কামাধিমুত্ত (বিণ) ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উল্লাসে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, কামভোগে লিপ্ত।

কামাধিবিমুত্তত(পুং) = **অধিবিমুত্তত্ত**। ⇒ **অধিবিমুত্তত্ত**।

কামাধিবিমুত্তিতা = **অধিবিমুত্তত্ত**। ⇒ **অধিবিমুত্তত্ত**।

কামানং আদীনবো—মনের উত্তেজনাবশত বিপদ, কামজনিত পীড়া, প্রবল ইচ্ছাপ্রণোদিত যন্ত্রণা, স্পৃহাসমূহ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা বা বাধা। ⇒ **কম**।

কামানুসারিন (বিণ) পার্থিব বা সাংসারিক সুখান্বেষী।

কামাভিভূ(বিণ) কামজয়ী, মনের প্রবল ইচ্ছাকে যে ব্যক্তি জয় করিয়াছে, মনের উত্তেজনা বা ভাবাবেগকে যে ব্যক্তি জয় করিয়াছে। (বর্ণনায়) **বুদ্ধ**।

কামাভিমুখ (বিণ) [কাম+অভিমুখ] লোভ বা কামপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, লিপ্সায় পড়িয়াছে এমন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়ক, ইন্দ্রিয় সুখবর্ধক, কাম বা কামনার দিকে গতিবদ্ধ, কামাভিমুখ। ⇒ **অভিমুখ**।

কামামিসেলগগ (বিণ) [কাম+ আমিসে+লগগ] কামরূপ লিপ্সায় সংলগ্ন, কামসমূহে আসক্ত, লোভের বশীভূত।

কামামিসেল্‌গগ—এই শব্দটি পেতবত্থু অর্থকথায় দৃষ্ট হয়। ইহার পাঠ হইবে **"কামামিসেলগগ"**। ⇒ **কামামিসেলগগ**।

কামারাম (বিণ) কামারাম, কামসুখময়, ইচ্ছা এবং প্রেমময়, ক্রীড়কৌতুক এবং স্নেহময়, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং প্রণয়ব্যঞ্জক, স্পৃহা এবং প্রেম প্রকাশক। (তুল্যার্থবাচক শব্দ) **গিহী কামভোগী, কামরতা, কামসম্মুদিতা**।

কামালয—ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক স্থান অর্থাৎ **"কামলোক"**। ⇒ **কামলোক**।

কামাবচর (বিণ) [কাম+আবচর] কাম্য জগতের সত্ত্বগণ (প্রাণিগণ) যে যে স্থানে বাস করে অর্থাৎ কামভূমি (ছয়টি দেবভূমি, একটি মনুষ্যভূমি, চারিটি অপায়ভূমি)। ⇒ **কামভূমি, কামলোক, কামসগগ**। (বিণ) কামভূমির অন্তর্গত, যে স্থানে মঙ্গলজনক ইন্দ্রিয়সুখকর চেতনা লাভ হয়, কামভূমি-সম্বন্ধীয়, কামপ্রবৃত্তি বা ভোগের আকাঙ্ক্ষা যেখানে আছে তৎস্থান-সম্বন্ধীয়। Rh. Davids-এর অভিধানে "অপায় ও মনুষ্য সহ দেবলোককে অর্থাৎ এগারটি ভূমিকে **"কামরূপ"** রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু চারি অপায়কে বাদ দিলে মনুষ্য সহ ছয়টি দেবলোকই প্রকৃত কামভূমিরূপে কথিত হইয়া থাকে। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ছ কামাবচর-দেবপরিযাপন্ন**। সেইজন্য **"আবচর"** গণনা হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায়—**রূপাবচর, অরূপাবচর, লোকুত্তর** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

কামাবচরক (বিণ) কামাবচর-সম্বন্ধীয়, কামভূমি-সম্বন্ধীয়, কামভূমিতে গমনের উপযুক্ত, যেই কার্য করিলে কামভূমিতে উৎপন্ন হওয়া যায়। ⇒ **কামাবচর** (বিণ)।

কামাবচর দেবলোক--কামভূমির দেবলোক, ছয় কামস্বর্গ। ⇒ **কামসগগ, কামাবচর**।

কামাবচর ভূমি (স্ত্রী) = **কামলোক**। ⇒ **কামলোক**।

কামাবচরিক (বিণ) কামচরিতার্থকারী, কামভূমিতে বাসকারী, কাম বা দুষ্টচরিত্র-সম্বন্ধীয়। = **কামাবচরক**। ⇒ **অবচরক**।

কামাবট্ট--ভোগাসক্তিজনক আবর্ত, ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণতামূলক ঘূর্ণিজল সদৃশ আবর্তাকার।

কামাসব [কাম+আসব] কামাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগাসক্তি, কামুকতা, ভাবাবেগজনক উল্লাস, মানসিক

উত্তেজনামূলক মাতলামি, প্রবল ইচ্ছামূলক উত্তেজনা, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, চতুর্বিধ **"আসব"** এর মধ্যে একটি। = **কামোঘ**। চতুর্বিধ **"আসব"**, যথা—**কামাসব, ভবাসব, দিট্‌ঠাসব** (দিট্‌ঠি+আসব), **অবিজ্জাসব** (যাহার নিরাসক্তিতে অর্হত্বফল লাভ হয়—বিনয়)। **"দিট্‌ঠাসব"** ব্যতীত অপর তিনটি **"আসব"** এর বর্ণনাও কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। (বর্ণনায়) **কামেসু কাম-ছন্দো** ইত্যাদি (বিভঙ্গ); ⇒ **কামচ্ছন্দ**।

কামিত ⇒ **কামেতি**।

কামিতব্ব ⇒ **কামেতি**।

কামিন (বিণ) ১ কাম বা কামনা আছে এমন অর্থাৎ আনন্দ উপভোগকারী, বাসনা তৃপ্তি করে এমন। ⇒ **কামকামিন**। ২ কাম বা কামনা দিয়া অর্থাৎ হিতৈষী, সদয় এবং সহায়ক, দানশীল, ইচ্ছা পূরণকারী, ইচ্ছাপূরণে সন্তুষ্টকারী (**"অত্থকামিনী দেবতা"** এর মধ্যে—সূত্রনিপাত)।

কামী (বিণ) কামনাকারী, কামী, কামুক।

কামুক (বিণ) কামুক, অভিলাষী, রমণাভিলাষী, কামোদ্দীপক, কামাসক্ত, দুশ্চরিত্র, লম্পট, অনুরাগী, স্নেহময়, প্রেমময়, প্রেমপ্রকাশক, প্রণয়ব্যঞ্জক, কামনাকারী, আকাঙ্ক্ষী। (পুং) প্রণয়ী, প্রণয়িনী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, প্রণয়ী বা প্রণয়িনী।

কামুপভোগ—কাম উপভোগ, সুখাদি ভোগ, কামসম্ভোগ, বিষয়-বাসনাদিতে সুখভোগ।

কামুপাদান (ক্লী) কাম বা ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আসক্তি, কামভাবের সুখাকাঙ্ক্ষা, কামসুখের ইন্ধন, কামসুখ গ্রহণ, তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন ভোগাসক্তিতে সংলগ্নতা বা জড়িতভাব, কামনার ইন্ধন, ইচ্ছিত বস্তুর সরবরাহ, চারি উপাদানের মধ্যে একটি। চারি উপাদান, যথা—**কামুপাদান, দিট্‌ঠি-উপাদান, সীলব্বত-উপাদান, অত্তবাদ-উপাদান** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **দিট্‌ঠুপাদান**।

কামূপপত্তি—কামভূমিতে উৎপত্তি, কামভূমিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ। **"কামূপপত্তি"** ত্রিবিধ, যথা—**১ পচ্চুপট্‌ঠিত-কামা** অর্থাৎ মনুষ্যভূমি, চতুর্মহারাজিক দেবভূমি, অসুরভূমি, প্রেতভূমি এবং তির্যকভূমি; **২ নিম্মাণ-রতিনো দেবো; ৩ পরনিম্মিত-বসবত্তিনো দেবা**।

কামূপসংহিত (বিণ) কামগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কামসুখে জড়িত, কামগুণে অলঙ্কৃত বা ভূষিত। (সূত্রানুসারে) **রূপা (সদ্দা** ইত্যাদি) **ইট্‌ঠা কন্তা মনাপা পিযরূপা কামূপসংহিত রজনিযা**—দৃশ্যমান আকারযুক্ত বস্তু (শব্দ ইত্যাদি যে কোন ভাবজনক বা চেতনামূলক বিষয় বা উদ্দেশ্য) বাঞ্ছনীয় লাবণ্যময় মনোজ্ঞ সুখকর কামগুণে ভূষিত এবং দ্রুত ইচ্ছা উৎপাদনকারী।

কামেতব্ব (ব-বিণ) বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়, আনন্দজনক, মনোরম, ইচ্ছা উৎপন্নকারী, । = **কমনীয**। ⇒ **কামেতি**।

কামেতি (ক্রি) [√কাম+এ] ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, অনুনয়-বিনয় করা, কামনা করা; অর্থাৎ ১ সুখময় কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা (থেরগাথা, জাতক), ২ ভালোবাসায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা করা (দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, জাতক)। (অতীত) **কামেসি**। (অ-বিণ) **কন্ত, কামিত;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কামিতবত্থু**—প্রার্থিত বিষয় বা বস্তু। (ভ-বিণ) **কামিতব্ব, কামেতব্ব;** (সূত্রনিপাত) **(কামং) কামযমানস্স = ইচ্ছমানস্স** (মহানির্দেশ)।

কামেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) = **কামং**। ⇒ **কামং**।

কামেসনা—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কামসুখের জন্য প্রবল ইচ্ছা, কামসুখের সন্ধান। **"এসনা"** ত্রিবিধ, যথা—**কাম-এসনা, ভব-এসনা, ব্রহ্মচরিয-এসনা**।

কামেসু-কামসুখল্লিক [কামেসু+কাম+সুখ+অল্লিক] ⇒ **খল্লিখ**।

কামেসুমিচ্ছাচার—মিথ্যাকামাচার, ব্যভিচার। নিজস্ত্রী ব্যতীত অপর নারীর সহিত যৌনসংসর্গ বা মৈথুনকার্য করাকে মিথ্যাকামাচার বা ব্যভিচার বলা হয়, এমনকি নিজ স্ত্রীর উপযুক্ত সময় এবং সম্মতি ব্যতীত মৈথুন কার্য সম্পাদন করিলেও ব্যভিচার দোষে দোষী হইতে হয়।

কামেসুমিচ্ছাচারিন (বিণ) ব্যভিচারী, ব্যভিচারকারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া মিথ্যাকামাচারকারী বা পরস্ত্রী গমনকারী। ⇒ **কাম, কামেসুমিচ্ছাচার**।

কামেসুব্রহ্মচরিয বা (বিণ) দৈহিক বিশুদ্ধিতা অভ্যাসকারী, মিথ্যাকামাচার হইতে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য অভ্যাসকারী। ⇒ **কাম, কামেসুমিচ্ছাচার**।

কামোঘ (পুং) [কাম+ওঘ] কামনার প্রতি আসক্তি, তৃষ্ণার বন্ধন, কামভূমির প্রতি আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখজনিত প্লাবন, আকাঙ্ক্ষারূপ সমুদ্র, তৃষ্ণা বা আসক্তিরূপ সমুদ্র, কামপ্রবৃত্তি বা ভোগবাসনারূপ সমুদ্র, একপ্রকার তৃষ্ণার নামবিশেষ, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা, ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা, কামুকের অভিলাষ, ইন্দ্রিয়সেবা পরায়ণ ইচ্ছা। = **কামাসব, কামযোগ**। **"ওঘ"** চতুর্বিধ, যথা—**কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দিট্‌ঠি-ওঘ, অবিজ্জা-ওঘ**। ⇒ **ওঘ** (২), **আসব, যোগ** (৩), **দিট্‌ঠোঘ**।

কায (পুং) কায়, শরীর, দেহ, সমবায়, পুঞ্জ, মণ্ডলী, (একত্র) বিন্যাস, রাশি, স্তূপ, সংগ্রহ, নির্বাচন, সঙ্কলন, জনতা, সমষ্টি, সমূহ। সূত্রনিপাত অর্থকথা অনুসারে সমার্থবাচক শব্দ সমূহ:—(সূত্রনিপাত) **কুটী, গুহা;** (ধর্মপদ) **দেহ, সন্দেহ, নাবা;** (সংযুক্ত নিকায়) **রথ;** (মধ্যম নিকায়) **ধজ, বম্মীক;** (থেরগাথা) **কুটিকা**। (খুদ্দক নিকায় বর্ণনায়) **কাযে'তি সরীরে, সরীরং হি অসুচিসঞ্চযতো কুচ্ছিতানং বা কেসাদীনং আযভূততো কাযো'তি বুচ্চতি** ...। = **দেহ** (সংযুক্ত নিকায়, পেতবত্থু অর্থকথা); **সরীর** (খুদ্দক নিকায় অর্থকথা); **নিকায** (**দেবনিকায**—দীর্ঘনিকায়); এবং "**জাতি**" মূলসূত্র দ্বারা তুলনীয়:—**সত্তারং তমহি তমহি সত্তনিকাযে জাতি** ... (চুলনির্দেশ)। সরলার্থে:—**১ মহাজন কায**—জনতা, একত্রিত জনসঙ্গ। **বলকায**—মহাজনতা। ২ রাশি অথবা বিভাগ বুঝাইলে:—**"সত্তকাযা অকটা"** ইত্যাদি—

সপ্তপ্রকার পার্থিব পুঞ্জ বা মৌলিক উপাদান (দীর্ঘনিকায়); = **"পকুধকচ্চায়ন"** এর সংজ্ঞা মতে (সংযুক্ত নিকায়)। ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান পুঞ্জের সম্বন্ধ অনুসারে:— **"বেদনা-কায, সঞ্ঞা-কায, বিঞ্ঞাণ-কায, দস্স-কায"** ইত্যাদি (সংযুক্ত নিকায়); **তণ্হা-কায** (দীর্ঘনিকায়)। শব্দের নিয়োগার্থে:--**হত্থি-কায, রথ-কায, পত্তি-কায।** **"কায"** শব্দের বিস্তৃত অর্থে সদ্ভাবযুক্ত শব্দে **"কায"** সাত প্রকার, যথা—**চম্ম-কায** (চর্মপুঞ্জ), **দার-কায** (কাষ্ঠপুঞ্জ), **লোহ-কায** (তাম্রপুঞ্জ), **অযো-কায** (লৌহপুঞ্জ), **বালুক-কায** (বালুকারাশি), **উদক-কায** (জলরাশি), **ফলক-কায** (ফলক বা তক্তার স্তূপ)। (অন্য প্রকারে যৌগিকে) **অসুর-কায** (অসুরভূমি), **আভস্সর-কায** (আভাস্বর ব্রহ্মলোক), **দেব-কায** (দেবলোক); (দীর্ঘনিকায়ে) **কায়নিকায, দিব্বা-কায, তাবতিংস-কায।** প্রযুক্ত অর্থ:—**১ক)** শরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধে **"কায"** অর্থে "শরীর বা দেহ। মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারি ভূতপুঞ্জে ইহা গঠিত। ইহা সময় ও পরিবর্তনের অধীন, আসক্তি দ্বারা ইহা বর্ধিত হয় ও সজীব থাকে। কর্মই ইহাকে নূতনত্বে রূপ বা আকৃতি প্রদান করে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভিত্তিভূমি যাহাতে অবস্থান করিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যিক বস্তুর স্পর্শ হইতে অনুভূতি লাভ করে। চারি প্রকার **"সতি-পট্ঠান"** এর মধ্যে শরীরের স্বভাব লক্ষ্য করায় ইহা প্রথম, যেমন—**"কায়ে কায়ানুপস্সী** অর্থাৎ দেহপুঞ্জ-সম্বন্ধীয় ভাবনা, যেমন—শরীর চর্মাবৃত এবং ইহা কেশ, লোম, নখ, দন্ত ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার অশুচিতে পরিপূর্ণ। এই ভাবনা মানুষকে স্বীয় ভাবাপন্ন অথবা প্রকৃতিস্থ করিয়া তোলে। সামান্য পরিবর্তনে:—**"কায়ে অসুভানুপস্সী** ...(অঙ্গুত্তর নিকায়); ⇒ **অসুভসঞ্ঞা**। (তুলনীয়) **কায়ে অনিচ্চানুপস্সী** (সংযুক্ত নিকায়), **কায়গতা সতি**। এই পুঞ্জকে অন্যভাবে বর্ণনায়:—(দীর্ঘনিকায়) **অযং... কায়ো রূপী চাতুমহাভূতিকো (চাতুস্মহাভূতিকো, মাতা-পেত্তিক-সম্ভবো, ওদন-কুম্মাস-উপচয়ো,** ইত্যাদি— এই শরীর দৃশ্যমান চতুর্মহাভৌতিক, মাতৃপিতৃজাত, পক্ব অন্নে গঠিত, ইত্যাদি। **খ)** গুরুত্বপূর্ণ শরীরে বিবিধ গুণ এবং ধর্ম:—(সংযুক্ত নিকায়) যেমন শরীরের কাণ্ড; (বিপ) **পক্খা, সীসা;** (সংযুক্ত নিকায়) যেমন খাদ্যে নির্ভরশীল (**আহারট্ঠিতিক** ইত্যাদি); অঙ্গুত্তর নিকায়ে **"তণ্হা, মান, মেথুন"** সংযোগে। যেমন একাগ্রতার অভাব: ⇒ **কায পরিহারিক।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) যেমন **"সবিঞ্ঞাণক"** (⇒ **সবিঞ্ঞাণক**)। (সংযুক্ত নিকায়) যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজনে:—**অস্সাস পস্সাস।** (দীর্ঘনিকায়) পরিশ্রান্তে, ক্লান্তিবোধে (**কিলন্ত-কায**):—**কিলন্তকায়া কিলন্ত-চিত্তা তে দেবা তমহা কায়া চবন্তি**—শরীর ও মন দ্বারা অবসন্ন হইয়া সেই দেবগণ তৎস্থানীয় দেহ হইতে চ্যুত হয়; ⇒ **কিলন্ত। কায়ো কিলন্তো।** (সূত্রনিপাত) **জিঘস্স মে ... কায়ো ন পলেতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **আতুর-কায়ো; চিত্তং অনাতুরং।** (সূত্রনিপাত) **পরিপুণ্ণ কায়ো সুরুচি সুজাতো** ইত্যাদি (বুদ্ধের শরীর-সম্বন্ধে) পরিপূর্ণতায়। (তুলনীয় ব্রাহ্মণদের-সম্বন্ধে সূত্রনিপাতে কথিত) **মহাকায়।** (সূত্রনিপাত) **ভগবতো কায়ে দ্বাত্তিংস মহাপুরিস লক্খণানি** ...। তথাগতকে বলা হয়:— **ধম্মকায়ো**—ধর্মের স্রষ্টা এবং বক্তা; (একই অর্থে) **ব্রহ্মকায়ো**—উত্তম শরীর অথবা ধর্মের শরীর। **গ)** ভৌতিক শরীরের মূল্য নির্ধারণ:—ইহার প্রকৃত চরিত্র (**কাযানুপস্সী**) ভাবনা হইতে ক্ষণিক বা পরিবর্তনশীল, ক্ষয়শীল এবং ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে মূল্য নির্ধারণে অনুধাবন করা হয়, তদ্রূপ **"কায়ে অনিচ্চানুপস্সী, ব্যয়ানুপস্সী, নিরোধানুপস্সী, অসুভানুপস্সী** (সংযুক্ত নিকায়); (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায়ঞ্চ ভিন্দন্তং ঞত্বা; এবং ধম্মে** (অর্থাৎ উপাদান সমূহের পরিবর্তনরূপ স্তূপ; (ধর্মপদ) **অচিরং বত'য়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি ছুদ্ধো অপেত বিঞ্ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং;** (সূত্রনিপাত) **পিত্তং সেম্হঞ্চ বমতি কায়মহা।** যেমন বলা হইয়াছে:— (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **বহুদুক্খো বহু আদীনবো;** (মধ্যম নিকায়ে) **অনিচ্চ দুক্খ** ইত্যাদি; (সংযুক্ত নিকায়ে) **কায়েন অট্টিয়মানা হরযমানা; দিস্সতিহিস্স কায়স্স আচয়ো পি অপচয়ো পি আদানং নিক্খেপনং পি।** মৃত্যুর পর এই শরীর কাক ও শকুনে ভক্ষণ করে (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **পূতিকায়**—পচিয়া ঘৃণিত হয় বা বিকৃত হয়। বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় **"কায়"** অর্থে **"চতুমহাভুতিক পূতি-কায়; পত্থদ্ধো ভবতি কায়ো, পূতিকো ভবতিকায়ো। ঘ)** শরীরের অর্থ সাদৃশ্যমূলক শব্দ:—**গণ্ড** (গণ্ড বা ফোঁড়া), **নগর** (নগর বা বড় শহর), **রথ** (রথ বা গাড়ি), **বম্মীক** (বল্মীক); (তুলনীয়) **ফেণূপমং কায়ং ইমং বিদিত্বা**—এই শরীরকে ফেনা (বা বুদবুদ) সদৃশ জানিয়া (ধর্মপদ)। (ধর্মপদ) **কুম্ভূপমং কায়ং ইমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তং ইদং ঠপেত্বা**—জলের মৃণ্ময় কলসির ন্যায় এই শরীরকে ভঙ্গুর জানিয়া। **ঙ)** শরীর ধ্বংস-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে:—(দীর্ঘনিকায়) **কায়স্স ভেদা পরম্মরণা** অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে সাধারণত যাহাতে নূতন দেহধারণের গতি নির্ধারিত হয়। **২** মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে:—অনুভূতির ভূমি হিসাবে **"কায়"** ইন্দ্রিয় জ্ঞানের (**আয়তনানি**) মধ্যে পঞ্চম ভূমি। জ্ঞান হিসাবে ইহা কারণ বা আধ্যাত্মিক (**অজ্ঝত্তিক**) এবং ইহার উদ্দেশ্য বা কার্য স্পর্শনীয় (**ফোট্ঠব্ব**)। এই কার্য আর কারণ স্পর্শে (**ফুসিত্বা**) অথবা জ্ঞানবোধে (**বিঞ্ঞেয্য**) সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। (দীর্ঘনিকায়) **কায-বিঞ্ঞেয্য ফোট্ঠব্বা; কায়েন ফোট্ঠব্বং ফুসিত্বা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায়েন ফুসিত্বা।** (দীর্ঘনিকায়) **কায়ো চেব ফোট্ঠব্বা চ।** অপরিমিত সুখ-সম্বন্ধে চতুর্থ ধ্যানের অবস্থা **"পীতি-সুখ"**-এবং মূলে ধ্যান-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়:—(দীর্ঘনিকায়) **সো ইমং এব কায়ং বিবেকজেন পীতিসুখেন অভিসন্দেতি** অর্থাৎ সে এই শরীরে বিবেকজনিত প্রীতি-সুখ দ্বারা এইরূপ পূর্ণতা অনুভব করে যে...। সমার্থবাচক শব্দ:— **পস্সদ্ধ**--প্রশান্ত, শান্ত অর্থাৎ পার্থিব আসক্তি

(বিবেকজ) মুক্ত অবস্থা। শরীরে এই প্রশান্তি (**পস্সদ্ধ-কায**) আসে—আসক্তির অবসানে মনের পূর্ণতৃপ্তির (**পমুদিতা**) আনন্দ উৎপন্ন হইলে মন শান্ত অবস্থা ধারণ করে। মনের এই শান্ত ভাব সর্বশরীরে প্লাবিত হইয়া শরীরও শান্ত হয়। (মূলে) **পমুদিতস্স পীতিজায়তি পীতিমনস্স কায়ো পস্সম্ভতি, পস্সদ্ধকায়ো সুখং বেদেতি, সুখিনো চিত্তং সমাধিয়তি** (দীর্ঘনিকায়)। (সমার্থবাচক বর্ণনা) **পমুদিতায় পীতি জায়তি, পীতিমনায়কায়ো পস্সম্ভতি, পস্সদ্ধকায়া সুখং বেদেন্তি** (বিনয়)। (বিনয়) আমার সমস্ত কাঠামো বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (ব্যক্তিগত) প্রশান্ত হউক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পস্সদ্ধকায়-সঙ্খার**—ইহা দশটি "**অরিয়-বাসা**" এর মধ্যে একটি। "**কায়**" এবং "**কাম**" প্রায় সাদৃশ্যবোধক বর্ণনায়:—(মধ্যম নিকায়) **কায়-ছন্দো কায়-স্নেহো কায়-অন্বয়তা পহীয়তি**। (সূত্রনিপাত) **অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ কায়ে ছন্দং বিরাজয়ে**। (দীর্ঘনিকায়) **কায়ে অবিগতরাগো হোতি (কামে, রূপে)**। (সংযুক্ত নিকায়) **মধুরকজাতো বিয কায়ো**। ৩ নৈতিক এবং নীতি-সম্বন্ধীয়:—যদ্দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং যদ্দ্বারা উহার কার্য বিচার করা যায় সেই নীতি তিন প্রকারের মধ্যে ইহা একটি। সেই তিনপ্রকার নীতি, যথা—**কায, বচী (বাচা), মন**। দশবিধ "**সুচরিত**" শীলের তিন প্রকার ভাগের "**কায়কম্ম, বচীকম্ম, মনোকম্ম**" এর মধ্যে "**কায**" প্রথমটি। "**কায়েন বাচায় উদ চেতসা**" এর তিন প্রকারের মধ্যে:—(সংযুক্ত নিকায়) **যঞ্ঞ করোতি কায়েন বাচায় উদ চেতসা তং হিতস্স সকং হোতি তঞ্চ আদায় গচ্ছতি; যো ধম্মচারী কায়েন বাচায় উদ চেতসা ইদ এব নং পসংসন্তি পচ্চ সগ্গে পমোদতি**। (মূলে আরও আছে) **অরক্খিতেন কায়েন অরক্খিতেন বাচায় অরক্খিতেন চিত্তেন** (সংযুক্ত নিকায়)। (যৌগিকে) **কায় সুচরিত, কায় দুচ্চরিত; কায়কম্ম, বচীকম্ম, মনোকম্ম, মোনেয্য, সোচেয্য** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **কায়েন (বাচায়, মনসা) হিংসতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায়েন (বাচায়, মনসা) সংসপ্পতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কায়ে (বাচায়, মনসা) সতিকায়-সঞ্ঞেতনা-হেতু উপ্পজ্জতি**। (সৎকর্মে) **যং এতরহি কম্মং করোতি কায়েন বাচায় মনসা ইদং বুচ্চতি নবকম্মং** (সংযুক্ত নিকায়)। (অসৎ কর্মে) **কিন্নু কায়েন বাচায় মনসা দুক্কতং কতং?** (পেতবত্থু)। (সংযুক্ত নিকায়) **অস্সুত বা পুথুজ্জনো তীহি ঠানেহি মিচ্ছা পটিপজ্জতি কায়েন বাচায় মনসা; পাপং ন কযিরা বচসা মসা কায়েন বা কিঞ্চন সব্বলোকে**। (ধর্মপদ) **যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং সংবুতং তীহি ঠানেহি, তংঅহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং; কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরো মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বত্থ সংবরো**। (সংযুক্ত নিকায়) **যে চ কায়েন বাচায় মনসা চ সুসংবুতা ন তে মার বসানুগা, ন তে মারস্স পচ্চগূ**। (ধর্মপদ) **বাচানুরক্খী মনসা সংবুতো কায়েন চ অকুসলং ন কযিরা**। "**বাচা**" এবং "**কায**"—এই দ্বিবিধের মধ্যে:—**কায়েন গুত্ত = কায়েন রক্খিত;** (বিপ) **কায়েন অরক্খিত;** তদ্রূপ—**বাচায় গুত্ত; কায়েন বাচায় সঞ্ঞত** (পেতবত্থু)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কায়-বচীকম্ম**। একটি মাত্র "**কায**" শব্দ দ্বারা:—(মধ্যম নিকায়) **কায়ে অবীতরাগো**। (সংযুক্ত নিকায়) **কায় সমাচার**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **কায়ং পণিধায়**। (মধ্যম নিকায়) "**ভাবিতকায়**" এবং **অভাবিত কায়;** (তুলনীয়) **কায়প্পকোপং রক্খেয্য, কায়েন সংবুতো সিযা কায়দুচ্চরিতং চরে** (ধর্মপদ)। (ধর্মপদ) **অহিংসকা যে মুনয়ো নিচ্চং কায়েন সংবুতা**। "**চিত্ত**" শব্দের সহিত যৌগিকে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ঠিতো ব কায়ো হোতি ঠিতং চিত্তং** ...। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অকনিট্ঠ-কায়ো নিকট্ঠ-চিত্তো; সারদ্ধ-কায়ো সক্কিলিট্ঠ-চিত্তো**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভাবিত-কায়ো, ভাবিত-সীলো, ভাবিত-চিত্তো, ভাবিত-পঞ্ঞো; অপকস্স কায়ং অপকস্স চিত্তং**। (ধর্মসঙ্গণী) **কায়-চিত্ত-পস্সদ্ধি** ইত্যাদি। ইদানীং অভিধর্মে ভাগ করিয়া দেখানো হইয়াছে, যেমন "**কায**" আর "**চেতসিক**" (অর্থাৎ মানসিক সম্পত্তি যাহাকে "**বেদনা, সঞ্ঞা, সঙ্খার, বিঞ্ঞাণকখন্ধ**" বলা হয়)। "**কিলমতি**" শব্দে যৌগিকে **কিলন্ত-কায, কিলন্তচিত্ত** শব্দ দেখুন। ৪ বিবিধ আকারে বা অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায়েন** (অর্থাৎ দৃশ্যমানভাবে) **অঞ্ঞমঞ্ঞং পস্সিতুং;** "**নানত্তকায**" এবং "**একত্তকায**"। দ্বিবিধের মধ্যে সম্বন্ধবিশেষে:—"**রূপ-কায = চাতুমহাভূতিক**" এবং "**নাম-কায = ('নাম অর্থে বেদনা, সঞ্ঞা' ইত্যাদি)**" (নেত্তি)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায অনত্তা** অর্থাৎ কায়ে বা শরীরে আত্মা নামক কিছুই নাই। (সংযুক্ত নিকায়) **নায়ং কায়ো তুম্হাকং নাপি পরেসং, পুরাণং ইদং কম্মং**...—এই শরীর তোমার নিজেরও নয় অথবা অপর কাহারও নয়, ইহা পূর্বজন্মের কর্মানুরূপ আকার বা গঠন বিশেষ (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) "**দিস্সমানেন কায়েন**" এবং "**উপড্ঢদিস্সমানেন; মনোময-কায**—মন দ্বারা গঠিত শরীর (বুদ্ধঘোষের মনে ধ্যানের সময় উৎপন্ন বিষয়)। (ধর্মপদ) **মনোময পীতি-ভক্খ সযংপভ**। (দীর্ঘনিকায়) **মনোময়ং কায়ং অভিনিম্মিনায** ...; **মনোময়ং সব্বঙ্গ-পচ্চঙ্গী**। "**ইদ্ধি**" বা ঋদ্ধি-সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **কায়েন ব সংবত্তেতি**—সে শরীরকে যেরূপ ইচ্ছা করে সেরূপ করে অর্থাৎ সে জলের উপর হাঁটে অথবা আকাশে বা আকাশপথে চলিয়া যায় ইত্যাদি (**যাব ব্রহ্মলোকা পি**—এমন কি সমস্ত ব্রহ্মলোক পর্যন্ত)। সংসার-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অবস্থায়:—(সংযুক্ত নিকায়) **কায়ং নিক্খিপতি**—সে (তাহার জীর্ণ) দেহ বা শরীর ত্যাগ করে। (তুলনীয়) **ওস্সট্ঠ-কায** (সংযুক্ত নিকায়)।

কায়ং সন্নামেতি ⇒ **সন্নামেতি**।

কায়কম্ম (ক্লী) কায়কর্ম, দৈহিক কার্য, কায়িক বা শারীরিক কর্ম অর্থাৎ বাক্য অথবা চিন্তা দ্বারা যে কার্য করা হয় উহা ব্যতীত দেহ বা শরীর দ্বারা যে কার্য করা হয়।

কায়কম্মঞ্ঞতা (স্ত্রী) কায়কর্মণ্যতা, শরীর চালনা, দেহরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সতর্কতা বা চটুপটে অবস্থা যেমন "**নামকায**" শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। ⇒ **নামকায**।

কায়কম্মন্ত—কায়িক কর্ম, শরীরিক কার্য। = **কায়কম্ম**। দশবিধ "**সুচরিত**" শীলে "**পাণাতিপাত, অদিন্নাদান, কামেসুমিচ্ছাচার** (অথবা "**অব্রহ্মচরিয**")--এই ত্রিবিধকে কায়কর্ম বা কায়িক কর্ম বলা হয়। ⇒ **সীল**। (যৌগিকে) "**কায়কম্মন্ত সম্পত্তি**" এবং "**কায়কম্মন্ত সন্দোস**" (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **কায়দুচ্চরিত**।

কায়কলি—"দেহধারণে দুঃখ", (সমার্থবাচক) ঘৃণ্য দেহ, শোচনীয় বা জীর্ণ শরীর, দুঃস্থ দেহ (থেরীগাথা)।

কায়কসাব—শারীরিক অপবিত্রতা, কায়িক দুশ্চরিত্রতা, দৈহিক নীতিভ্রষ্টতা (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কায়গত (বিণ) শরীর-সম্বন্ধীয়, দেহগত, কায়মধ্যস্থ। (যৌগিকে) **কায়গত সতি** (বিশুদ্ধিমার্গ)। **কায়ানুপস্সিন** (সংযুক্ত নিকায়)।

কায়গত সতি—শরীরের মধ্যে যখন যে অবস্থা উৎপন্ন হয় তদনুরূপ স্মৃতি অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে যখন যে বেদনা (অনুভূতি) উৎপন্ন হয় সেই বেদনা স্থান লক্ষ্য করিয়া উহার উপশম না হওয়া পর্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে সেই বেদনাকে পুনঃপুন স্মৃতি করা বা জপ করা, বিদর্শন ভাবনা।

কায়গতানুস্সতি (স্ত্রী) শরীরস্থ কেশ-লোম-নখ-দাঁত-ত্বক প্রভৃতি বত্রিশ প্রকার অশুচি বস্তুকে অশুচি বলিয়া পুনঃপুন দর্শন বা স্মৃতি করা, শমথ ভাবনা। ⇒ **অনুস্সতি**।

কায়গতাসতি--শরীরের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়া স্মৃতিসাধন, সর্ববস্তু-সম্বন্ধীয় অনিত্যতার উপলব্ধি, শরীরের উপর মনের একাগ্রতা বা অভিনিবিষ্টতা। ⇒ **সতি**।

কায়গন্থ (পুং) শরীরের গ্রন্থি, কায়িক বন্ধন অর্থাৎ যদ্দ্বারা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। এই বন্ধন চার প্রকার, যথা—**অভিজ্ঝা কায়গন্থ, ব্যাপাদ কায়গন্থ, সীলব্বত পরামস কায়গন্থ, ইদং-সচ্চাভিনিবেস কায়গন্থ** (দীর্ঘনিকায়)। তদতিরিক্ত **জপ্পা (তণ্হা) কায়গন্থ**।

কায়গন্থি = কায়গন্থ। ⇒ **কায়গন্থ**।

কায়গন্ধ = কায়গন্থ। ⇒ **কায়গন্থ**।

কায়গুত্ত (বিণ) দেহ-সম্বন্ধীয় সতর্ক, শারীরিক কার্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত অর্থাৎ নিজের দৈহিক কার্যে সংযত, কায়িক কর্মে প্রশান্ত বা অবিচলিত। (যৌগিকে) **কায়গুত্ত বচীগুত্ত**।

কায়গুত্তি (স্ত্রী) শরীর-সম্বন্ধীয় যত্ন বা রক্ষা, শরীর সম্বন্ধীয় সতর্কতা, কায়িক সংযমতা।

কায়ঙ্গ (ক্লী) [কায়+অঙ্গ] শরীরের অঙ্গবিশেষ। (জাতক) **কায-অঙ্গ বাচ-অঙ্গ বা ন কোপেন্তি**--(ভিক্ষুরা ভিক্ষাচরণকালে শরীরস্থ নাড়ে না অর্থাৎ শরীর বা মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া চলে না) অথবা বাক্য প্রকোপিত করে না (অর্থাৎ কথা বলে না)।

কায়-চিত্ত—শরীর ও মন, কায়মন, দেহ এবং অন্তঃকরণ বা মন। **কায়-চিত্ত আবাধ**—শারীরিক এবং মানসিক রোগ।

কায়চেতনা—কায়চেতনা, দৈহিক জাগ্রত অবস্থা অথবা হস্ত-পদাদি নাড়িবার ইচ্ছা। ⇒ **চেতনা**।

কায়ডাহ = কায়দাহ। ⇒ **কায়দাহ**।

কায়তপন—শরীরের শাসন, দেহকে শাস্তিপ্রদান, শারীরিক ইচ্ছা সমূহের দমন, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, ধর্মানুষ্ঠানে কঠোর ব্রত পালন, সন্ন্যাস, কঠোর সংযম।

কায়থাম—শারীরিক শক্তি, দৈহিক বল, শরীর বল।

কায়দড্ঢিবহুল (বিণ) ⇒ **দড্ঢি**।

কায়দণ্ড (ক্লী) কায়িক দণ্ড, শারীরিক পীড়ন, দৈহিক শাস্তিভোগ।

কায়দরথ (পুং) কায়িক দৈন্য, দৈহিক দুর্দশা, শারীরিক দুর্দৈব বা দুঃখ।

কায়দল্হ—শারীরিক শক্তি, দৈহিক বীর্য, কায়িক তেজ।

কায়দল্হীবহুল (বিণ) শারীরিক দৃঢ় বা প্রবল শক্তিসম্পন্ন। ⇒ **দল্হী**।

কায়দসক (ক্লী) কায়দশক। ⇒ **দশক**।

কায়দাহ (পুং) শারীরিক দাহ, জ্বর, দেহের উত্তাপ।

কায়দুক্খ—শারীরিক দুঃখ, দৈহিক যন্ত্রণা, কায়িক বেদনা। **কায়দুক্খ চেতোদুক্খ**—কায়িক দুঃখ এবং মানসিক দুঃখ।

কায়দুচ্চরিত (ক্লী) কায়িক দুশ্চরিত্র, শরীর দ্বারা বা প্রয়োগে ব্যভিচার, শরীর যন্ত্রের মাধ্যমে পাপকর্ম সম্পাদন, কায়িক পাপ, শারীরিক কার্য দ্বারা পাপকরণ। (তুলনীয়) **কায়কম্ম**। কায়িক পাপ ত্রিবিধ, যথা—**পাণাতিপাত** (প্রাণিহত্যা), **অদিন্নদান** (চুরি), **কামেসুমিচ্ছার** (মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার)। (বিপ) **কায সুচরিত**। ⇒ **কায়কম্মন্ত, দুচ্চরিত**।

কায়দুট্ঠুল্ল (ক্লী) কায়দুষ্টতা, শারীরিক পাপ, ব্যভিচার, লাম্পট্য। ⇒ **দুট্ঠুল্ল**।

কায়দ্বার (ক্লী) কায়রূপ দ্বার, কায়-ইন্দ্রিয়রূপ উপলব্ধির পথ, শরীররূপ অন্তর্গমন পথ এবং বহির্গমন পথ, উপলব্ধির পথস্বরূপ কায়রূপ ইন্দ্রিয়। ইহা ত্রিদ্বারের মধ্যে একটি। ত্রিদ্বার, যথা—**কায়দ্বার, বচীদ্বার, মনোদ্বার**। পুনশ্চ ষড়দ্বার, যথা—**চক্খুদ্বার, সোতদ্বার, ঘাণদ্বার, জিব্হাদ্বার, কায়দ্বার, মনোদ্বার**।

কায়দ্বারিক সংবর—কায়দ্বার সংবরণ, কায়সংযম। ⇒ **দ্বারিক**।

কায়ধাতু (স্ত্রী) শারীরিক উপাদান অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় বা স্পর্শের কার্যক্ষমতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বোধশক্তি, সূক্ষ্ম অনুভূতি।

কায়নু'খ [কিং+অয়+নু+অথ] কোন বিষয়ে বা কোন উদ্দেশ্যে? কাহাকে বা কোন বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া?

(জাতক) **কায নু'খ ভিক্খবে এতরহি কথায সন্নিসিন্না'তি**—ভিক্ষুগণ ! বসিয়া বসিয়া কোন বিষয়ে আলাপ করিতেছ অথবা তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলাপ হইতেছে ?

কায়পকোপ = কায়প্পকোপ। ⇒ **কায়প্পকোপ**।

কায়পটিবদ্ধ (বিণ) ১ দেহের প্রতি আসক্ত। ⇒ **পটিবদ্ধ**। ২ (শ্বাস-প্রশ্বাস-সম্বন্ধীয়) নির্ভরশীল, শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, দেহের সহিত সংলগ্ন অথবা আবদ্ধ। (পুং) শরীরে পরিধেয় বস্ত্র বা বস্তু, শরীর প্রবন্ধ।

কায়পব্বনিয (বিণ) কায়যুক্ত, শরীর যুক্ত। ⇒ **পব্বনিয**।

কায়পযোগ (পুং) শরীরের সহায়তা বা উপকারিতা, দেহের কারণত্ব, কায়ের মধ্যস্থতা।

কায়পরিযন্তিক (বিণ) শরীর দ্বারা সীমিত, দেহ দ্বারা সঙ্কীর্ণ (বেদনা, সংজ্ঞা অর্থাৎ অনুভূতি ও দৈহিক বোধ বা সংবেদন সম্বন্ধে কথিত)।

কায়পরিহারিক (বিণ) শরীরের প্রতি মনোযোগ দেয় এমন, শরীরের প্রতি যত্নকারী, শরীর রক্ষাকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) চীবর পরিহারিক—চীবর রক্ষাকারী বা চীবরের প্রতি যত্নকারী।

কায়পস্সদ্ধি (স্ত্রী) কায়রূপ ইন্দ্রিয়ের প্রশান্তি, দেহরূপ ইন্দ্রিয়ের শান্তি বা সুস্থিরতা, শরীররূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্থৈর্য।

কায়পাগব্ভিনিয = কায়পাগব্ভিয। ⇒ **কায়পাগব্ভিয**।

কায়পাগব্ভিয (ক্লী) "শরীর-তৎপরতা বা উৎসুকতা" অর্থাৎ অশিষ্টতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, কামুকতা, লম্পটতা। এই শব্দটি সাধারণত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কায়পাগুঞ্ঞতা (স্ত্রী) কায়রূপ ইন্দ্রিয় বা শরীর বৃত্তির ভালো বা সৎ অবস্থা, দেহরূপ ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা, কায়রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের যোগ্যতা, দেহ-ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা বা নীরোগ অবস্থা। (বিপ) **কায়গেলঞ্ঞ, অপথ্য** (ধর্মসঙ্গণী)।

কায়প্পকোপ (পুং) নিন্দনীয় আচরণ, অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, কুব্যবহার, অসদ্ব্যবহার। (ধর্মপদ) **কায়প্পকোপ বচীপ্পকোপ মনোপ্পকোপ**।

কায়প্পচালক (ক্লী) শরীর সঞ্চালন বা আন্দোলন, শরীর দোলানো, দেহ কম্পন, শরীর প্রভাব।

কায়প্পচালকং (ক্রি-বিণ) শরীর সঞ্চালিতভাবে, শরীরকে দোলাইয়া দোলাইয়া। ⇒ **কায়প্পচালক**।

কায়প্পসাদ (পুং) স্পর্শজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞানে স্পষ্টতা বা সাধারণ স্পর্শজ্ঞান, কায়প্রসাদ, শারীরিক শান্তি।

কায়ফন্দন (ক্লী) শরীর স্পন্দন, শরীর কম্পন।

কায়ফন্দিত (ক্লী) শারীরিক দক্ষতা, দৈহিক ক্ষিপ্রকারিতা, কায়িক তৎপরতা।

কায়বদ্ধ (বিণ) কায়াবদ্ধ, শরীরসংলগ্ন, যাহা শরীরে আবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা চীবর সম্বন্ধে প্রযুক্ত শব্দ।

কায়বন্ধন (ক্লী) কায়াবন্ধন, কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ, পেটি। ⇒ **বন্ধন** (২)।

কায়বল—শারীরিক বল, দৈহিক শক্তি। ⇒ **বল** (১ক)।

কায়ভাবনা—দেহ সম্বন্ধে ভাবনা বা গাঢ়চিন্তা, শরীর বিষয়ে শিক্ষা বা ধ্যান।

কায়ভেদন ধম্ম—দেহের ভঙ্গুর স্বভাব। ⇒ **ভেদনধম্ম**।

কায়মচ্ছের—"শারীরিক আত্মসর্বস্বতা বা স্বার্থপরতা", শরীরকে অতিশয় প্রশ্রয় দিয়া।

কায়মুদুতা (স্ত্রী) কায়িক মৃদুতা, কায় সম্বন্ধে মৃদুভাব, কায়রূপ ইন্দ্রিয়ের নমনীয়তা, শরীররূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বা উপলব্ধির নমনশীলতা। = **কায়কম্মঞ্ঞতা, কায়লহুতা**।

কায়মুনি (পুং) কার্য সম্বন্ধীয় মুনি, কায় সংযমে মৌন বা মুনি, কায়সংযমতা দ্বারা মৌনত্ব অবলম্বন, তুষ্ণীভাব ধারণ। ⇒ **মুনি** (২)।

কায়মোনেয্য (ক্লী) কায়ের দিক দিয়া বা শারীরিক সচ্চরিত্রতা অর্থাৎ কায়সংযম, কার্যক্ষেত্রে বা কায়সংযমে মুনিত্ব, কার্যহিসাবে শরীরের উপকারিতা সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান বা বিজ্ঞতা অথবা বিদ্যা। ⇒ **মুনি** (২), **মোনেয্য**।

কায়রথ—শরীররূপ রথ অর্থাৎ দেহ, রথ সদৃশ শরীর।

কায়লহুতা (স্ত্রী) শারীরিক লঘুতা, দেহের হালকাভাব, কায়িক জ্ঞানের অথবা কায় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লঘু অবস্থা। = **কায়মুদুতা**।

কায়বঙ্ক (পুং) কাজের বঙ্কতা, কার্যের বক্রতা।

কায়বচীদ্বার (ক্লী) কায়দ্বার এবং বাক্যদ্বার। ⇒ **দ্বার** (২)।

কায়বিকার (পুং) শরীর দ্বারা আকার-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, দেহের বিকল এবং পরিবর্তন অবস্থা, কায়বিকার।

কায়বিজম্ভন—কায়িক সতর্কতা, শারীরিক উত্থান, দৈহিক কার্য।

কায়বিচ্ছন্দনিক সুত্ত = বিজয়সুত্ত। ⇒ **বিজয়সুত্ত**।

কায়বিঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) কায়বিজ্ঞপ্তি, শরীরের যে কোন অঙ্গ দ্বারা আকার ইঙ্গিতকরণ অর্থাৎ হস্ত-পদ-মস্তক ইত্যাদি দ্বারা সঙ্কেত প্রদর্শন (বিশেষত ভিক্ষুদের জন্য ইহা প্রযুক্ত শব্দ), অঙ্গভঙ্গি। ⇒ **বিঞ্ঞত্তি**।

কায়বিঞ্ঞাণ (ক্লী) কায়বিজ্ঞান, শরীর দ্বারা স্পর্শে আত্মজ্ঞান বা চেতনা, শরীর দ্বারা সংবেদজ চেতনা, কায়ের দ্বারা স্পর্শে বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কায় দ্বারা সংজ্ঞাবহ চেতনা।

কায়বিঞ্ঞাণ ধাতু—শরীর দ্বারা স্পর্শজ্ঞানের উপাদান।

কায়বিঞ্ঞেয্য (বিণ) কায়ের দ্বারা বিজ্ঞাপিত, শরীরের স্পর্শজ্ঞান বা স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে এমন, কায় দ্বারা বিজ্ঞেয়, শরীর দ্বারা স্পর্শে অভিজ্ঞাত। (দীর্ঘনিকায়) **কায়বিঞ্ঞেয্য ফোট্ঠব্ব**।

কায়বিনামন ⇒ **বিনামন**।

কায়বিনামনা = বিজম্ভিতা। ⇒ **বিজম্ভিতা**।

কায়বিস্ফন্দন—শরীরের স্পন্দন, শরীরের ধুকধুকানি,

কায়িক বা শারীরিক ধড়ফড়ানি, কায়িক পরিপ্লুততা, দৈহিক ব্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা। বুদ্ধদত্ত মহাথের বলেন ইহা "**কাযবিঞ্ঞত্তি**" শব্দে প্রযুক্ত শব্দ।

কাযবিবেক (পুং) শরীরের নির্জনতা বা গোপনতা, তপোবন অবলম্বন, নির্জনে অবস্থান, নির্জন বিহার।

কাযবূপকাস = কাযবিবেক। ⇒ **কাযবিবেক**। (দীর্ঘনিকায়) **কাযবূপকাস চিত্তবূপকাস**—মনের বা চিত্তের নির্জনতা।

কাযবেয্যাবচ্চ (ক্লী) কাজে কায়িক সাহায্য, দাস বা ভৃত্যের ন্যায় কায়িক কর্ম, ভৃত্যের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের কার্য, নীচ কার্য। (জাতক) **কাযবেয্যাবচ্চাকার**।

কাযবেয্যাবচ্চকার (পুং) চাকর, দাস, ভৃত্য, আজ্ঞাবহ।

কাযবেয্যাবটিক = কাযবেয্যাবচ্চ। ⇒ **কাযবেয্যাবচ্চ**। (জাতক) **কাযবেয্যাবটিক কম্ম**। = **বেয্যাবচ্চ**।

কাযবেয্যাবতিক কাযবেয্যাবটিক। ⇒ **কাযবেয্যাবটিক**।

কাযসংসগ্গ (পুং) কায়সংসর্গ, কায়িক সংস্পর্শ, যৌন সংসর্গ, লিঙ্গ-সম্পর্কীয় সংস্রব, দেহসংসর্গ, দৈহিক সংস্রব।

কাযসক্খি (বিণ, পুং) শরীর-সম্বন্ধে যিনি যথার্থ সত্য সাধন বা লাভ করিয়াছেন, যিনি শরীরের মাধ্যমে সাধনায় শেষ সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন বা শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। (তুলনীয়) **কাযানুপস্সনা**। = **কাযসক্খী**।

কাযসক্খী (বিণ, পুং) "কায়িক প্রমাণ, শারীরিক সাক্ষ্য বা সাক্ষী" অর্থাৎ অষ্টাবিমোক্ষে যাঁহার শারীরিক অভিজ্ঞতা আছে। = **কাযসক্খিন**। ⇒ **সক্খী**।

কাযসঙ্খার (পুং) কায়সংস্কার, অভ্যাসজনিত কায়বৃত্তি গুণবিশেষ, পূর্ব কর্মজনিত অভ্যাসমতে শরীর বা হস্ত-পদাদি চালনা, কায় উদ্দীপ্তকরণ, কায়শোধন, দৈহিক সমষ্টি, পার্থিব জড়পদার্থসমূহ, শরীরের তলদেশ বা শরীরস্থ জড় পদার্থের দ্বিতীয় স্তর, কায়কর্ম ক্রিয়া, চেতনা উৎপন্ন হইয়া যে হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করা হয়, শ্বাস, প্রশ্বাস। ⇒ **সঙ্খার**।

কাযসঙ্গহ—শরীর শাসন, শরীর নিয়ন্ত্রণ, দেহের প্রতিপত্তি, দেহের নৈতিক শক্তি। (নেত্তি) **কাযসঙ্গহ চিত্তসঙ্গহ**।

কাযসঙ্খেতনা (স্ত্রী) কায়িক উপাদান (অর্থাৎ উপকরণ বা মালমসলা) ভূমি অর্থাৎ অপবিত্র চিন্তাধারা। **কাযসঙ্খেতনা হেতু**—কায়িক উপাদানের উৎপত্তি ভূমি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কাযসঙ্খেতনা বচীসঙ্খেতনা মনো সঙ্খেতনা**।

কাযসত্থ—শরীররূপ অস্ত্র। ⇒ **সত্থ** (১)।

কাযসমাচার (পুং) সদাচার, কার্য-সম্বন্ধে সদ্ভাবে শরীর পরিচালন, শারীরিক কার্যে সদ্ভাব, শিষ্টতামূলক বা নম্রতা-মূলক কায় পরিচালনা, সংযমতার সহিত শরীর পরিচালনা কার্য। (মধ্যম নিকায়) **কাযসমাচার বচী সমাচার**।

কাযসম্পীলন—শরীর দমন, শরীর পীড়ন (দুঃখ-সম্বন্ধীয়)।

কাযসম্ফস্স—কায়সংস্পর্শ, কায়ের দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, কায়সংস্পর্শে অনুভূতি বা বোধ। ⇒ **সম্ফস্স, আযতন**।

কাযসম্ফস্সজ (বিণ) কায়রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্পর্শতার বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে জাত বা উৎপন্ন।

কাযসুচরিত (ক্লী) কায়িক কার্যে বা কার্য সম্বন্ধীয় সদাচার, কায় দ্বারা পাপরহিত চরিত্র, কায়িক সচ্চরিত্রতা, শারীরিক পুণ্য, শারীরিক কার্য দ্বারা পুণ্যকাজ বা সৎ কাজ করণ। ইহা ত্রিবিধ কায়িক সুচরিত্রের মধ্যে একটি এবং ত্রিবিধ কায়িক পুণ্যের মধ্যে একটি। ত্রিবিধ কায়িক সুচরিত্র, যথা—**কাযসুচরিত কম্মানি, বচীসুচরিত কম্মানি, মনো সুচরিত কম্মানি**। ত্রিবিধ কায়িক পুণ্য, যথা—**পাণাতিপাতা বেরমণী** (প্রাণীহত্যায় বিরতি বা সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীপোষণ), **অদিন্নাদানা বেরমণী** (চুরিকর্মে বিরতি), **কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী** (মিথ্যা কামাচারে বিরতি অথবা "**অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী**" অর্থাৎ অব্রহ্মচর্য কার্যে বিরতি")। (বিপ) **কাযদুচ্চরিত**। ⇒ **সুচরিত**।

কাযসুচি—কায়িক পবিত্রতা অর্থাৎ কায়িক কর্ম দ্বারা পবিত্রতা বা শুদ্ধতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযসুচি বচীসুচি চেতোসুচি**।

কাযসোচেয্য (ক্লী) শরীরের শোধন, শরীর কার্যে পবিত্রতা। (দীর্ঘনিকায়) **কাযসোচেয্য বচীসোচেয্য মনোসোচেয্য**।

কাযস্স ঠিতি—দেহের স্থিতিকাল, শারীরিক অবস্থা। ⇒ **ঠিতি**।

কাযস্সভেদা পরম্মরণা—দেহত্যাগের পর এবং মরণের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহত্যাগে। ⇒ **ভেদা**।

কাযানুপস্সনা (স্ত্রী) শরীরানুদর্শন অর্থাৎ শরীরস্থ কোন অঙ্গ কখন নড়িতেছে অথবা কম্পিত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থভাবে জানিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনা বা অনুদর্শন করা।

কাযানুপস্সিন (বিণ, পুং) শরীরানুদর্শী অর্থাৎ শরীরস্থ কোন অঙ্গ কখন নড়িতেছে অথবা কম্পিত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থভাবে জানিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাকারী বা অনুদর্শনকারী। (যৌগিকে) **কাযে কাযানুপস্সী**—শরীরের মধ্যে শরীরস্থ কোন অঙ্গ কখন নড়িতেছে অথবা কম্পিত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থভাবে জানিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাকারী বা অনুদর্শনকারী (দীর্ঘনিকায়)। (পটিসম্ভিদামার্গ) **কাযানুপস্সনা**। (নেত্তি) **কাযানুপস্সিত**।

কাযানুপস্সী = কাযানুপস্সিন। ⇒ **কাযানুপস্সিন**।

কাযাযতন (ক্লী) শরীররূপ আয়তন বা স্থান যাহাতে কিছু স্পর্শ হইলে অনুভূতির সঞ্চার হয়, কায়, দেহ, শরীর, দেহরূপ স্পর্শ ইন্দ্রিয়। ⇒ **আযতন** (৩)। = **কাযিন্দ্রিয়**।

কাযিক (বিণ) শরীর-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ দেহ দ্বারা অনুভূতি (যাহা শরীররূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত) অথবা শরীর হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কথা বা চিন্তা ব্যতীত যাহা দেহ দ্বারা

করা হইয়া থাকে, দৈহিক, কায়িক, শারীরিক, শরীর দ্বারা সম্পন্ন। **কায়িক সুখ**—শারীরিক সুখ; (বিপ) **চেতসিক সুখ**—মানসিক সুখ। (দীর্ঘনিকায়) **কায়িকদুক্‌খং**; (বিপ) **চেতসিক দুক্‌খং**। **কায়িক (ধম্মং) সিক্‌খতি**—শরীর ধর্ম বা পরিচালনা শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া; (বিপ) **বাচসিকং (ধম্মং) সিক্‌খতি** (বিনয়)। (যৌগিকে) **কায়িক বাচসিক** (সংযুক্ত নিকায়)। **অনাচার** (সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গ)। **সংযম**—সংযম (সম্বন্ধে পেতবত্থু অর্থকথা)। (সঙ্গ বা সঙ্গী-সম্বন্ধে) **দেবকায়িক, গন্ধব্বকায়িক**।

কায়িক দুক্‌খ (ক্লী) কায়িক কষ্ট, শারীরিক দুঃখ। = **কায়িক বেদনা**।

কায়িকবেদনা—শারীরিক দুঃখ, শারীরিক যে কোন একটি নির্দিষ্ট বেদনা অনুভূতি, দৈহিক কষ্ট। = **কায়িকদুক্‌খ**। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক(১)]।

কায়িকসুখ ⇒ **সুখ**।

কায়িন্দ্রিয়—শরীররূপ ইন্দ্রিয়, দেহরূপ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শরীর, দেহ, কায়। = **কায়াতন**।

কায়ুজ্জুকতা (স্ত্রী) শরীরের **ঋজুতা**, দেহের অবক্রতা, শরীরের সোজা অবস্থা, সোজা দেহ বা শরীর। **কায়ুজ্জুকতা চিত্ত-উজুকতা**—সোজা দেহে সরলমনে।

কায়ুর = **কায়ূর**। ⇒ **কায়ূর**।

কায়ূপগ (বিণ) নূতন দেহে সংলগ্ন হইয়াছে এমন, নূতন দেহে গমন করিয়াছে এমন, নূতন দেহ ধারণ করিয়াছে অথবা নূতন জন্মে গমন করিয়াছে এমন।

কায়ূর (ক্লী) বাহুর বলয় বা অলঙ্কার, বলয়, গলার হার, যে অলঙ্কার হাতের বাহুতে পরিধান করা হয়। (বিমানবত্থু) ভুজালঙ্কার। (পেতবত্থু) **বাহালঙ্কার; গীবায পিলন্ধন**—গলার অলঙ্কার। বিশেষণরূপে ব্যবহারে:—(জাতক) **সকায়ুর রট্‌ঠ**—পদকচিহ্ন বা পরিচয়চিহ্ন আছে এমন। ⇒ **কম্বু**।

কায়ূরিন (বিণ) কেয়ূর পরিহিত, বলয় পরিহিত, হাতের বাহুতে অলঙ্কার পরিহিত।

কায়ে ছনদ—শরীরে আনন্দ, শারীরিক আনন্দ।

কায়েঞাণ—শরীরস্থ বত্রিশ প্রকার অশুচি-সম্বন্ধে জ্ঞান, চতুর্বিধ মহাভৌতিক শরীর-উৎপত্তি-সম্বন্ধে জ্ঞান, শরীরের গতিবিধ-সম্বন্ধে অর্থাৎ "**কায়ে কায়ানুপস্‌সনা**" সম্বন্ধে জ্ঞান। ⇒ **ঞাণ**।

কার (পুং) **১ক)** কার, কার্য, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, দয়ার কার্য, আনুগত্য স্বীকার, সম্মান, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন। (জাতক) **কারপঞ্চক**—নৈবেদ্যস্বরূপ উদ্ভিদ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পকো পি কতো কারো দেবপ্পত্তিং আবহতি**—এমন কি করুণায় সামান্য দানও দেবলোকে উৎপত্তির কারণ হয়। **খ)** কার্য-কলাপ, ঘটনাবলী, আচরণ, রীতি, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, প্রকার, উপায়, পথ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যেন কারেন অকখ তেন কারেন পবত্তমানং ফলং**—যেই প্রকারে করা হইয়াছে সেই প্রকারে প্রবর্তিত ফল। **২ক)**। উৎপাদন অথবা প্রয়োগ সম্বন্ধে অর্থাৎ অবস্থা বা গুণ-সম্বন্ধে:—**অত্তকার**—স্বীয় অবস্থা (= **অহংকার**), ব্যক্তিত্ব, পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য; **পরকার**—অপরের ব্যক্তিত্ব (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চিত্তিকার**। **খ)** স্বতন্ত্র দ্রব্য বা বিষয় অর্থাৎ অণু, পরমাণু, ক্ষুদ্রখণ্ড, অব্যয়রূপে ব্যবহৃত বা উপসর্গ প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষরযুক্ত শব্দবিশেষ, অক্ষর, বর্ণ, লিপি, পত্র, পত্রিকা, বাক্যের অর্থ, আক্ষরিক অর্থ, শব্দ বা ধ্বনি। যেমন—**মকার**—"**ম**" অক্ষর (পেতবত্থু অর্থকথা); **চকার**—উপসর্গ বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষরযুক্ত শব্দ "**চ**"; **সকার**—শব্দ বা ধ্বনিযুক্ত "**স**" (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। **গ)** (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি করে, হাতল, বাঁট, সম্পর্কে আসা, স্থির করা, ব্যবস্থা করা, আচরণ করা, বিষয়ীভূত হওয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অযকার**—লৌহকার, কর্মকার।

কারক (পুং) কারক, কর্ম সম্পাদক, নির্মাতা, যে ব্যক্তি করে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করে। (বিনয়) **চপু চপু কারক**—(আহারের সময় দাঁতে চিবাইয়া খাইতে) যে ব্যক্তি (মুখে) চপু চপু বা চপ চপ শব্দ করে। (সুএনিপাত) **সাসনকারক**—যে ব্যক্তি উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বেয্যাবচ্চকারক**—চাকর। (ক্লী) (ব্যাকরণে) কারক, ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়বিশিষ্ট পদ (যথা—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ—এই ছয় প্রকার কারক)।

কারণ (ক্লী) **১ক)** কার্য, কাজ, সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্নকার্য, (বর্ণনায়) রাজা প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ বা উপরিস্থ ব্যক্তি নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে পরীক্ষামূলক কোন কার্যে ন্যস্ত করা, সাহসিক কার্য অথবা শাস্তি, পরিশ্রম। **কারণং কারাপেতি**—কাহারও দ্বারা কার্য সম্পাদন করা; = **কারণ (কারণা) করিযতি** (কর্মবাচ্যে)। এই শব্দটিকে "**করণ, কারণং**" অথবা "**কারণা**" শব্দরূপেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ⇒ **করণ, কারণা**। সম্বন্ধ প্রদর্শনে উদাহরণ: (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কিং কারণং অজ্জ-কারেস্‌সতি**—আজ তিনি আমার উপর কি কার্যের ভার ন্যস্ত করিবেন? **পঞ্চবন্ধন কারণ**। বিশেষরূপে ব্যবহারে: (পেতবত্থু অর্থকথা) **দারুণকারণ**—দারুণ কার্যবশত, ভয়াবহ পরীক্ষার মাধ্যমে যাইতে বাধ্য হইয়া। **খ)** কর্তব্যকর্ম, বাধ্যবাধকতা, ধর্মকার্য। **কারণাকারণা**—(বহুবচন) ছোটবড় সকল প্রকার কর্তব্য কর্ম। (মধ্যম নিকায়) **কারণং করোতি**—চেষ্টা করা। **গ)** কৌশল, চালাকি, ভেলকি, তামাশা, প্রতারণা, বিশেষ রীতি, বিশেষ অভ্যাস, বিশেষ নৈপুণ্য (অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া কার্যের ভার ন্যস্ত করা)। (জাতক) **আনঞ্জকারণ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আকাস গমন কারণ**। **২ক)** কাজকরণ, (প্রয়োজনীয়) কারণে কাজ, (পার্থিব বা দৈহিক) কারণে কাজ, যাহার যত্নে কার্যনির্বাহ হয় সে ব্যক্তি, যাহার সহযোগ ভিন্ন কার্যনির্বাহ হয় না সে ব্যক্তি।

(পেতবত্থু অর্থকথা) **কারণভূত**—কারণভূত বা কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া । খ) (সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন বা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত) কারণ, জন্য, নিমিত্ত, উদ্দেশ্য, হেতু, বীজ, যাহা হইতে কোন বিষয়ের ঘটনা বা উদ্ভব হয় উহা, যুক্তি, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য মানুষেরা প্রচেষ্টা করে, মোকদ্দমা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতুবাদ, প্রমাণ, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, জড় পদার্থ, বিষয়, ব্যাপার, অসুবিধা-কষ্ট-দোষ ইত্যাদি, লিখিত বা মুদ্রিত বিষয়সমূহ, সার, পরিমাণ-দূরত্ব ইত্যাদি, বিষয়বস্তু, বিষয়, অবস্থা, প্রয়োজনীয় বিষয়, পুঁজ, উদাহরণ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, আবরণ, বাক্স, কোষ, বাক্সভর্তি জিনিস, কাঠামো, ছাপার টাইপের আধার, তদন্তের বিষয়, ঘটনা, ঘটনার বিবরণ, কারক। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **আরোদন কারণ**—রোদন বা ক্রন্দন না করিবার কারণ; **অসোচন কারণ**—অনুশোচনা না করার কারণ; **আগমন কারণ**—(এখানে) আগমন করার কারণ; = **পরিযত্তি** (ধর্মপদ অর্থকথা), **অত্থ** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)। (করণকারকে) **কারণেন**—প্রয়োজনবশত, দরকার আছে বলিয়া (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অপাদান কারকে) **কারণা**। **সকারণ**—কারণবশত, কারণ সহিত।

কারণং করোতি—চেষ্টা করা। ⇒ **কারণ** (১খ)।

কারণগবেসক (বিণ) কারণ অনুসন্ধানকারী।

কারণট্ঠা—কোন বস্তু অথবা উপকার উদ্দেশ্যে, লাভ উদ্দেশ্যে। (বিপ) **নিক্কারণা**—নিঃস্বার্থপরতায়।

কারণত্থা = কারণট্ঠা। ⇒ **কারণট্ঠা**।

কারণত্থিক (বিণ) [কারণ+অত্থিক] হেতু অন্বেষী, কারণ অনুসন্ধানকারী, যে ব্যক্তি কারণ সন্ধান করে।

কারণ পরিযায—কারণ পর্যায়ে, ঘটনাক্রমে। ⇒ **কারণ, পরিযায**।

কারভূত (বিণ) কারণভূত, কারণ হইতে সম্ভূত বা উৎপন্ন, কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া। ⇒ **কারণ** (২ক)।

কারণা (স্ত্রী) দুঃখ, পীড়া, বেদনা, শাস্তি, কর্মজনিত পীড়া বা দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন, দৈহিক শাস্তি। ⇒ **কম্মকারণ**। (ধর্মপদ অর্থকথা, জাতক) **দস দুক্খকারণানি**—দশবিধ দুঃখজনক দণ্ড বা শাস্তি। (জাতক) **"তন্তরজ্জুকং কারণ কত্তা"** এই বিশেষ ভাষাটিকে সোজাভাবে **"মরণ"** মরণ বা হত্যাকরণ বলা হইয়াছে। (অপাদান কারক, ক্রি-বিণ) যে কোন প্রকারে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, জন্যে, কারণে, একদিক হইতে অন্যদিকে, বরাবর ভিতর দিয়া; = **"হেতু"** অথবা **"নিস্সায"**। ⇒ **কারণ** (২খ)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইমস্সা কারণা**—এই কারণে, সেই কারণে, এই হেতু, সুতরাং, অতএব। **কিং কারণা**—কেন? কি জন্য? কি কারণে? কি হেতু?

কারণাকারণা (স্ত্রী, বহুবচন) সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম, ছোট বড় সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম, কারণাকারণসমূহ। ⇒ **কারণ** (১খ)।

কারণাকারণানি = কারণাকারণা। ⇒ **কারণাকারণা**।

কারণিক (বিণ) ১ কারণিক, পরীক্ষক, বিচারক, কারণ সম্বন্ধীয়, কাজে আবদ্ধ বা ব্যস্ত। সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দটি "কারক বা নির্মাতা" এর ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—**উসুকারণিক**—ধনুপ্রস্তুতকারক; তদ্রূপ কলসি প্রস্তুতকারক। সম্ভবত এই শব্দটি এখানে **"কারণিককারক"** হওয়া উচিত।

কারণেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) প্রয়োজনবশত, দরকার আছে বলিয়া। ⇒ **কারণ** (২খ)।

কারগুব (ক্লী) ১ তুষ, ভুশি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়, উচ্ছিষ্ট, অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য, পরিত্যক্ত মাংস, (চরিত্রে) ময়লা, কর্দম, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যবকারগুব**—যবের ভুষি; **সমণ-কারগুব**—শ্রমণের উচ্ছিষ্ট। (অঙ্গুত্তর নিকায় পাঠে) **কারগুবং নিদ্ধমথ; কসম্বুং অপকস্সথ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **কচবর**। ২ (পুং) এক জাতীয় হাঁস। বিমানবত্থুতে ইহাকে **"হলাযুধ"** শব্দরূপে এবং **"কাদম্ব"** (কালোবর্ণের রাজহংস) শব্দরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

কারপন্নক (ক্লী) পূজার দ্রব্য বা নৈবেদ্যস্বরূপ কাঁচা দ্রব্য বা শাকসবজি। ⇒ **কার** (১ক), **পন্নক** (১)।

কারযতি (ক্রি) (মৌলিক অর্থে) নির্মাণের বা (ইট দ্বারা) গাঁথিয়া তোলার কাজ করায়, উদ্ভাবিত কার্য বা রচনা কার্য করায়; (চরিত্রে) সম্পাদন করায়, অভ্যাস করায়, প্রয়োগ করায়, নিয়োগ করায়, বিধি করায়, চালায় (**রজ্জং কারযতি**—রাজ্য চালায়)। ⇒ **করোতি**। (বর্তমান কাল মধ্যমপুরুষ একবচনে) **কারেহি; বিহারং কারেহি**—বিহার নির্মাণ করায়। (অতীতকাল প্রথমপুরুষ একবচনে) **অকারযি, অকারেসি;** (বহুবচনে) **অকারযুং**। (ব-বিণ) **কারযমান**। (ভবিষ্যৎ কাল উত্তম পুরুষ একবচনে) **কারযিস্সামি, কারেস্সং**। (ক্রি-বি) **কারেত্বা (নামং কারেত্বা), করিত্বা (বসিং করিত্বা); বিত্তিং করিত্বা; উত্তরাসঙ্গং করিত্বা**। (তুম) **কারেতুং**।

কারা (স্ত্রী) কারা, কারাগার, জেল, কয়েদখানা, অবরোধ, কারাবাস, নির্জনবাস, বন্দিদশা, বন্দিশালা, গারদ, জেলখানা, করাগৃহ।

কারাগার (ক্লী) কারাগার। = **কারা**।

কারঘার = কারাগার। ⇒ **কারাগার**।

কারাপক (বিণ) চক্রান্তকারী, আবিষ্কারক, যে ব্যক্তি উদ্ভাবন করে অর্থাৎ উদ্ভাবনকর্তা, যে ব্যক্তি কিছু করিবার জন্য আদেশ দেয়, যে ব্যক্তি অপরের দ্বারা (কাজ) করায়।

কারাপণ (ক্লী) করিবার কারণ করে এমন অবস্থা, আদেশ করে এই ভাব, (কার্য) করানো, নির্মাণ, রচনা। ⇒ **কারেতি**।

কারাপন = কারাপণ। ⇒ **কারাপণ**।

কারাপিকা (বিণ, স্ত্রী) চক্রান্তকারিণী, যে স্ত্রীলোক আবিষ্কার করে। = **কারাপক**।

কারাপিত (বিণ) করাইয়াছে এরূপ, প্রস্তুত করাইয়াছে এরূপ, নির্মাণ করাইয়াছে এমন। ⇒ **কারাপেতি**।

কারাপেতি (ক্রি) তৈরি করায়, করায়, নির্মাণ করায়, অপরের দ্বারা করায়। = **কারযতি**। ⇒ **করোতি**। (অতীত) **কারাপেসি**—গড়িয়া তোলাইল, (ইঁট) গাঁথিয়া তোলাইল, নির্মাণ করাইল। (অ-বিণ) **কারাপেত্বা**। (ব-বিণ) **কারাপেতব্ব**। (ভবিষ্যৎ কাল উত্তম পুরুষ একবচনে) **কারাপেস্‌সামি**। (ক্রি-বি) **কারাপেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **কচ্ছতি**।

কারাভেদক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি কারাগার বা জেলখানা ভাঙ্গিয়াছে বা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে।

কারিকা (স্ত্রী) ১ কারিকা, বিবরণযুক্ত শ্লোক, নটী, কর্ত্রী, ভাষ্য, ব্যাখ্যা। ২ শিল্পকর্ম, সুদ, যাতনা, কার্য, মর্যাদা, নাপিতাদির কার্য। ৩ (বিণ) কার্যকারিণী, যে স্ত্রীলোক কার্য করে। = **কারক**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্করকারিকা**—দুষ্কর কার্যকারিণী, অসৎ কর্ম সম্পাদনা।

কারিতা (স্ত্রী) সম্পাদনা। **কারিকা**। ⇒ **পারিপূরিকারিতা**।

কারিন (বিণ) কারক, কারী, কার্যকারী, করে এমন, কার্যকারক। (দীর্ঘনিকায়) **যথাবাদী তথাকারী**—যেমন বলে তেমন কার্য করে এমন, যেইরূপ বলে সেইরূপ কাজ করে এমন। উদাহরণের জন্য যৌগিক শব্দগুলি দ্রষ্টব্য—**কম্মলারিন, কিব্বিসকারিন, খণ্ডকারিন, ছিদ্দকারিন, দুক্কতকারিন, দ্বযকারিন, পচ্চক্‌খকারিন, পুব্বকারিন, সক্কচ্চকারিন, সম্পজানকারিন** ইত্যাদি। = **কারী**।

কারিয (ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কৃদন্ত বিশেষণ) করিবার উপযুক্ত, করার যোগ্য, করা উচিত, করিবার মতো, করণীয় কর্তব্য, যাহা নিশ্চিত করিবার, করিতে হইবে এমন। = **কাতব্ব**। (বিপ) **অকারিয**। (ক্লী) বাধ্যতা, কর্তব্য, কার্য, কাজ, ব্যবহার, আচরণ, ক্রিয়া, করিবার যোগ্য কার্য।

কারী (বিণ) যে ব্যক্তি করে, কার্যকারক। = **কারিন**। সাধারণত এই শব্দটি প্রায় যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**সাতচ্চকারী**।

কারু (পুং) সূত্রধর।

কারুঞ্ঞ (ক্লী) কারুণ্য, দয়া, সহানুভূতি, অনুকম্পা। সংযুক্ত নিকায়ে এই শব্দটি সাধারণত **"অনুদয়া"** এবং **"অনুকম্পা"** শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কারুঞ্ঞতা (স্ত্রী) কারুণ্য, পরদুঃখকাতরতা।

কারুঞ্ঞরব (পুং) করুণাপূর্ণ শব্দ বা আর্তনাদ। ⇒ **রব** (২)।

কারুণিক (বিণ) কারুণিক, দয়ালু, সদয়, কৃপাময়, কৃপালু, পরদুঃখকাতর, উপকারী, ক্ষমাপরায়ণ। = **লোকানুকম্পক, সব্বভূতানুকম্পক, অনুকম্পক**। সর্বদা **"মহা"** শব্দের সহিত সংযোগে:—**মহাকারুণিক বুদ্ধ**—অতিশয় দয়ালু বুদ্ধ। **মহাকারুণিক নাথ**—অত্যন্ত উপকারী বুদ্ধ।

কারেতি (ক্রি) করিবার কারণ করা বা হওয়া, নির্মাণ করা, (ইঁট) গাঁথিয়া তোলা, রচনা করা, উদ্ভাবিত করা, সঙ্কল্প করা, সংস্থাপিত করা। **বিহার করাপণ কারেতি**—বিহার নির্মাণ করায় বা করাইতেছে। ⇒ **কারাপক, কারাপিত**। (অতীত) **কারেসি**। (ব-বিণ) **কারেত্ত**। (ক্রি-বি) **কারেত্বা**। ⇒ **করোতি**।

কাল (বিণ) কালো, কালো বর্ণের, কালো বর্ণবিশিষ্ট, অন্ধকারাবৃত, কৃষ্ণচর্মযুক্ত, রাগপ্রকাশক, গভীর পাপময়, নৈরাশ্যজনক, দুঃখময়, অস্পষ্ট, মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকারময়, উপযুক্ত সময়ের, সময়মতো, কুহেলিকাময়, কালো রঙের, মৃত্যুসদৃশ বা মরণসূচক। বিশুদ্ধিমার্গে "অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" এই ত্রিকাল সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **কালমরণ**—ঠিক সময়ে মৃত্যু অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে বা মরণের উপযুক্ত সময়ে মৃত্যু। (বিপ) **অকাল, বিকাল**। (পুং) ১ কৃষ্ণবর্ণ, কালো রং। = **কণ্হ, কাল**। ২ যম, অবসর, মৃত্যু, সময়। ⇒ **সময**। ক) প্রাতঃকাল সময়:—**কালে**—প্রাতে, প্রাতঃকালে; **পাতো**। (সম্বন্ধপদে) **কালস্স**—প্রাতঃকালে, প্রত্যূষে; কোন সময়ের প্রারম্ভে, অপরের পূর্বে, শীঘ্র; **কালস্সেব**—শীঘ্র, অপরের পূর্বে, কোনও সময়ের প্রারম্ভে; **কালেন**—প্রাতে, প্রাতঃকালে, উপযুক্ত সময়ে, ঠিক মুহূর্তে; **কালেন কালং**—সময়ে সময়ে। (বিপ) **সাযং**—সায়াহ্ন, সন্ধ্যা। **কালে জুণ্হে**—দিনের বেলায় এবং রাত্রিতে। খ) সাধারণ নিয়ম:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে**—যাওয়ার সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **এবং গচ্ছন্তে কালে**—সময় চলিয়া গেলে, সময় অতীত হইলে। ⇒ **চিরকাল, সব্বকাল**। গ) বিশিষ্ট সময়:—(১) নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট তারিখ, ঠিক সময়; (২) উপযুক্ত সময়, সুসময়, শুভসময়, সুযোগ মতো সময়, যথাযথ সময়; (৩) মৃত্যুর সময়, মৃত্যু। ঘ) আহারের সময়:—(বি-ভা) **কালো ভো গোতম, নিট্ঠিতং ভত্তং**—হে গৌতম !, সময় হইয়াছে, আহার প্রস্তুত হইয়াছে (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **কালং আরোচেতি (আরোচাপেতি)**—সে (আহারের) সময় জ্ঞাপন করে বা করায়। তারিখ বুঝাইলে:—**কালতো**—(অমুক) তারিখ বা দিন হইতে; **দিট্ঠ কালতো পট্ঠায**—(প্রথম) দর্শনের তারিখ বা দিন হইতে (বিমানবত্থু অর্থকথা); **গিহী কালতো পট্ঠায**—গৃহী অবস্থার দিন বা সময় হইতে। উপযুক্ত সময়, ঠিক সময়, এবং ঋতুকাল বুঝাইলে:—(বিনয়) **উতুকাল**—(বৎসরের) অনুকূল বা উপযুক্ত সময়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কালং জানাতি**—সে উপযুক্ত সময় জানে বা বুঝে; **চত্তারো কালা**—চারিপ্রকার সুযোগ বা অবসর। (দীর্ঘনিকায়) **যস্স কালং মঞ্ঞাসি**—(যাওয়ার জন্য) তুমি যখন উপযুক্ত সময় মনে কর অর্থাৎ বিদায়সূচক বাক্য। দিন, কর্মাধীন নির্দিষ্ট অবস্থা, মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময় বুঝাইলে এবং ইহকাল এবং পরকাল বুঝাইলে:—**পেতকাল, দেবকাল**। (বি-ভা) **কালং করোতি**—সে কাল বা সময় পূর্ণ করিয়াছে (বিনয়); (তুলনীয়) **কালকত, কালকিরিযা**। মৃত্যু-সম্বন্ধে:—

কালকঙ্খতি—সময়ের অপেক্ষা করা (সংযুক্ত নিকায়)। অন্যান্য উদাহরণ:—**যঞ্ঞকাল, বপ্পকাল**।

কাল-অঞ্জন—কালো বর্ণের অঞ্জন, কালো রঙের কাজল।

কালং—এক সময়ে, কোন এক সময়ে। **কঞ্চিকালং**—কোন কোন সময়ে, এখন ও কোন সময়ে, এ যাবৎ কোন সময়ে, এ পর্যন্ত কোন সময়ে, তখনও কোন সময়ে, আরও কোন সময়ে। **এত্তকং কালং**—এতকাল পর্যন্ত, দীর্ঘকাল ধরিয়া। **কালেন কালং**—১ সময়ে সময়ে, কোন নির্দিষ্ট সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সময়ে সময়ে। ২ অবিরত, একাক্রমে (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **কালেন কালং সমযেন সমযং। কালং করোতি**—মরিয়া যাওয়া, মৃত্যু হওয়া।

কালংকত (বিণ) মৃত, মরিয়া গিয়াছে এমন। = **কালকত**। ⇒ **কালং করোতি**।

কালং করোতি—মরিয়া যাওয়া, মৃত্যু হওয়া। ⇒ **কাল** [পুং (২ঘ)], **কালং** (২)। (অ-বিণ) **কালংকত**।

কালক = **কাড়ক**। ⇒ **কাড়ক**।

কালঞ্জক—কালকঞ্জক নামক অসুর, নীচ শ্রেণীর অন্তর্গত অসুর, এক জাতীয় দুষ্ট অসুর।

কালকণ্নিক = **কালকর্ণী**। ⇒ **কালকর্ণী**।

কালকর্ণী (বিণ) কালকর্ণী, অভাগা, দুরাত্মা, যাহাকে দেখিলে শুভ হয় না, অধম, হতভাগ্য, অশুভ গুণযুক্ত, নীচাশয়। (জাতক) **কালকর্ণী সকুণ**—অশুভ লক্ষণযুক্ত পক্ষী, অমঙ্গলজনক পাখি, অশুভজনক পক্ষী।

কালকত (বিণ) কালকৃত, মৃত, মৃত্যু হইয়াছে এমন, মরিয়া গিয়াছে বা মরিয়াছে এমন। (যৌগিকে) **পেতা কালকতা**—যে প্রেতগণের (পার্থিব) সময় পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে, মৃত প্রেতগণ।

কালকবর (বিণ) চিত্রবিচিত্র, ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট, কালো চিহ্ন বা দাগযুক্ত।

কালকিরিযা (স্ত্রী) সময়ের পূর্ণতা অর্থাৎ মৃত্যু। (প্রায়শ যৌগিকে) **কালকিরিযা মরণ** যেমন—**ভদ্দিকা;** (তুলনীয় অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কালকেস (বিণ) কালো কেশযুক্ত, মসৃণ ও চকচকে কালো বর্ণের কেশবিশিষ্ট, যাহার মাথায় চিক্কণ কালো-উজ্জ্বল বর্ণের চুল আছে। ⇒ **কণ্হ** (২)।

কালকোকিল (পুং) কালো কোকিল, কালো বর্ণের পিক বা বসন্তসখা, কালো বর্ণের কোকিল। ⇒ **কোকিল**।

কালক্কমে (ক্রি-বিন) কালক্রমে।

কালগত = **কালকত**। ⇒ **কালকত**।

কালঙ্কত = **কালগত, কালংকত**। ⇒ **কালগত, কালংকত**।

কালচীবর—উপযুক্ত সময়ে প্রদত্ত চীবর, নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত চীবর।

কালজল্লিক (বিণ) কালো কালো ঝুল পড়িয়াছে এমন, কালো বর্ণের ঝুল পড়িয়াছে এমন, কালো জলের বিন্দু বা ফোঁটা পড়ে এরূপ, কালো বর্ণের ময়লা দাগ বা চিহ্ন রহিয়াছে এমন।

কালঞ্ঞুতা (স্ত্রী) সময়জ্ঞান, সময়-সম্বন্ধে জ্ঞান। ⇒ **কালঞ্ঞূ**।

কালঞ্ঞূ (বিণ) কালজ্ঞ, উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে এমন, সময় বুঝিয়া কার্যকারী, যে ব্যক্তি বৃথা সময় নষ্ট করে না এমন, দৈবজ্ঞ। রাজচক্রবর্তীর পাঁচটি গুণের মধ্যে ইহা একটি। পাঁচটি গুণ যথা:—**অত্থঞ্ঞূ, ধম্মঞ্ঞূ, মত্তঞ্ঞূ, কালঞ্ঞূ, পরিসঞ্ঞূ;** পুনশ্চ: সপ্তবিধ গুণের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**অত্থঞ্ঞূ, ধম্মঞ্ঞূ, মত্তঞ্ঞূ, কালঞ্ঞূ, পরিসঞ্ঞূ, অত্তঞ্ঞূ, পুগ্‌গলঞ্ঞূ** (এইগুলি তথাগতের গুণবিশেষ)।

কালদণ্ড (ক্লী) কালো বর্ণের যষ্টি বা লাঠি, কালো দণ্ড, কালো রঙের দণ্ড। ইহা যমদূতকেই বুঝায়, (তুলনীয়) কালো দণ্ডধারী যম।

কালদান (ক্লী) কালোচিত দান, সময়োচিত দান। ইহা পাঁচ প্রকার, যথা—১ অতিথি ভিক্ষুকে দান দেওয়া, ২ বিদেশে গমনকারী ভিক্ষুকে দান দেওয়া, ৩ রোগী ভিক্ষুকে দান দেওয়া, ৪ দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের ভিক্ষুকে দান দেওয়া, ৫ নিজ বাড়িতে কিংবা দেশে উৎপন্ন নবশস্য নবফল ইত্যাদি শীলবান ভিক্ষুকে অগ্রদান দিয়া (সর্বপ্রথমে দান দিয়া) পরে নিজে পরিভোগ করা।

কালন্তর (ক্লী) [কাল+অন্তর] দুইটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যবর্তী সময়, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ, সময়ের পর্যায়, কালান্তর, সময়ান্তর, অন্য সময়, অন্যকাল, নিত্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কালন্তরেন**—অল্প সময়ের মধ্যে। **ন কালন্তরে**—শীঘ্র, দ্রুত।

কালন্তরেন (করণ কারক, ক্রি-বিণ) অল্প সময়ের মধ্যে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যে, (অমুক) সময়ের পরমুহূর্তে। ⇒ **কালান্তর**।

কালপক্খ (পুং) কৃষ্ণপক্ষ, কালো পক্ষ, অমাবস্যার পূর্ববর্তী পনের দিন, কৃষ্ণপক্ষের পনের দিন, মাসের মধ্যে অন্ধকারময় পনের দিন। (বিপ) **সুক্কপক্খ, জুণ্হাপক্খ, জুণ্হা, জুণ্হাপক্খ**। = **কণ্হপক্খ**। **কালপক্খ চাতুদ্দসী**—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।

কালপক্খরত্তি—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। (বিপ) **দোসিন রত্তি**।

কালপরিচ্ছেদ (ক্লী) সময়ের পরিমিতি, সময়ের পরিসর, সময়ের সীমা। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২)।

কালপরিযায—কালপর্যায়ে, সময় অনুক্রমে, সময়ের আবর্তনে। ⇒ **পরিযায, পরিযয**।

কালপবেদন = **কালপ্পবেদন**। ⇒ **কালপ্পবেদন**।

কালপ্পবেদন (ক্লী) সময় জ্ঞাপন, মৃত্যুর সময়জ্ঞাপন।

কালবাহু—জাতকে উল্লিখিত একটি বিশিষ্ট বানরের নামবিশেষ। ⇒ **মক্কট**।

কালভোজন—নিয়মিত সময়ে বা ঠিক সময়ে ভোজন বা আহারকরণ। **অকালভোজন**—অনুপযুক্ত সময়ে বা

অনিয়মিত সময়ে আহারকরণ।

কালমরণ (ক্লী) যথা সময়ে বা পূর্ণবয়সে মৃত্যু, বৃদ্ধ হইয়া অথবা পরিণত বয়সে মৃত্যু। (বিপ) **অকালমরণ**। ⇒ **কাল** (বিণ)।

কালমেয্য—একপ্রকার বা একজাতীয় পক্ষীবিশেষ।

কালযতি (ক্রি) = **কলতি**। ⇒ **কলতি**।

কালরাজ মাস—শিম, মাসকলাই। = **কলায, বরক**।

কাললোণ—কালো লবণ বা গন্ধ লবণ।

কাললোহ—কালো বর্ণের ধাতুবিশেষ, আকরজাত কালো বর্ণের লৌহধাতু অথবা মৃত্তিকা মিশ্রিত কালো বর্ণের লৌহধাতু।

কালবর্ণ (ক্লী) ১ কালো বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, কালো রং। ২ কৃষ্ণজাতি।

কালবন্নকত (বিণ) কালো বর্ণ করা হইয়াছে এমন, কালো বর্ণে পরিণত, কালো রং হইয়াছে এমন।

কালবল্লি (স্ত্রী) একপ্রকার লতা, এক প্রকার লতাজাতীয় গাছ।

কালবাদিন (বিণ) কালবাদী, ঠিক সময়ে বলে এমন, যথাসময়ে বলে এমন, উপযুক্ত সময়ে বলে এমন, যথাসময়ে বা উপযুক্ত ভাষণকারী, যে ব্যক্তি উচিত সময়ে বলে অর্থাৎ যে সময়ে যে কথা বলিবার প্রয়োজন সেই সময়ে সেই কথা বলে। (নীতিতে আছে) **কালবাদিন, ভূতবাদিন, অত্থবাদিন, ধম্মবাদিন, বিনযবাদিন**। ⇒ **বাদিন**।

কালবাদী = **কালবাদিন**। ⇒ **কালবাদিন**।

কালবিপস্সিন (বিণ) উচিত সময়ে চিন্তাকারী, উপযুক্ত সময়ে ধারণকারী, সুযোগ গ্রহণকারী, সুবিধাদর্শী।

কালবিপস্সী = **কালবিপস্সিন**। ⇒ **কালবিপস্সিন**।

কালসতং—শতবার।

কালসপ্প = **কণ্হসপ্প**। ⇒ **কণ্হসপ্প, কণ্হ** (২)।

কালসম্পত্তি (স্ত্রী) সময়রূপ সৌভাগ্য, উপযুক্ত সময়। ⇒ **সম্পত্তি** (১)।

কালসহস্সং—সহস্রবার, হাজারবার।

কালসীহ (পুং) কালো সিংহ, কালো রঙের সিংহ, কালো বর্ণের বিশিষ্ট প্রকারের সিংহ।

কালসুত্ত—কালো সূত্র, সূত্রধরের মাপিবার কালো বর্ণের সুতা।

কালহংস (পুং) কালো হংস, কালো বর্ণের হাঁস, কালো রঙের হাঁস।

কালহত্থিন—"কালহস্তী", অবীচি নরকে যন্ত্রণা দেওয়ার একপ্রকার যন্ত্রবিশেষ।

কালাতিপত্তি (ব্যাকরণে) ক্রিয়াতিপন্ন অতীতকালে (অর্থাৎ ক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঘটে নাই এইরূপ স্থলে) "**কালাতিপত্তি**" (বলা) হয়।

কালানুসয—কালো লৌহ (তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু)।

কালানুসারী (বিণ) কালো, (মসৃণ কালো?) কালো বর্ণের। **অনুসারি**—একপ্রকার গাঢ় কালো বা অন্ধকার, সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ (বিনয়)।

কালিক (বিণ) কালিক, সাময়িক, কালকৃত, সময়োচিত, কালসংক্রান্ত, সময়ানুরূপ, সময়ে, নির্দিষ্ট সময়ে, সময় সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ বা সময় নিরূপিত, বিধান অনুরূপ নিয়মে যাহা গ্রহণ করা যায়। ⇒ **যামকালিক। সব্বকালিক**—যাহা একবার গ্রহণ করিলে সব সময়ে ব্যবহার করা যায়, সর্ব সময়ে অর্থাৎ যাহা একবার গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে অথবা আস্তে আস্তে অথবা বিলম্বে পর্যন্ত বা বহুদিন ধরিয়া ব্যবহার করা যায় এমন। **সত্তাহকালিক**—যাহা একবার গ্রহণ করিলে সপ্তাহকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

কালিকা (বিণ, স্ত্রী) ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী, ক্ষণিক, সময়মতো, সময় পর্যন্ত, সময়ের জন্য। **সত্তাহকালিকা**—সপ্তাহ কাল পর্যন্ত।

কালিঙ্গ (পুং) ভারতবর্ষের প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য।

কালিজল্লিক = **কালজল্লিক**। ⇒ **কালজল্লিক**।

কালিজল্লিকা (স্ত্রী) কালো বর্ণের বা ময়লাযুক্ত ঘর্মবিন্দু। ⇒ **জল্লিকা, সেদজল্লিকা**।

কালীয (ক্লী) এক প্রকার (উজ্জ্বল) চন্দনকাষ্ঠ, কালীয়, কৃষ্ণচন্দন। বিনয়ে "**তালিস**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কালুসিয (ক্লী) অন্ধকার, আঁধার, ময়লা, কর্দম, অন্ধকারময়তা, অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, গুপ্তভাব, প্রচ্ছন্নতা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চক্খু কালুসিয**। (চরিত্রে) **দোস কালুসিয** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

কালুস্সিয = **কালুসিয**। ⇒ **কালুসিয**।

কালে (বিণ, ক্রি-বিণ) শীঘ্র, অপরের পূর্বে, কোনও সময়ের প্রারম্ভে, উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময়ে, সময়ে, সর্বসময়ে, সর্বদা। (বিপ) **বিকালে, অকালে**। (বর্ণনায়) **নিচ্চকালে, সদাকালে**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **কালে কালে**। ⇒ **কাল** [পুং(১ক)]।

কালে কালে—সময়ে সময়ে, কখনো কখনো, কোন কোন সময়ে, বারম্বার, বারবার; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) পক্ষকালে অথবা প্রতি দশদিনে (এই ভাবার্থে)। ⇒ **কালে**।

কালেজুণ্হে ⇒ **কাল** [পুং(২)]।

কালেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময়ে, নির্দিষ্ট সময়ে, ঠিক মুহূর্তে। = **যুত্তকালেন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা), **ঠিতকালেন** (পেতবত্থু অর্থকথা), **খণেন সমযেন**।

কাল্ (বিণ) কালো, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের, অন্ধকারময়, কালো বর্ণবিশিষ্ট, কালো রঙের। (মধ্যম নিকায়) **ন কালো সমণো গোতমো, ন পি সামো; মঙ্গুরচ্ছবি সমণো গোতমো**—শ্রমণ গৌতম কালোও নহেন শ্যামবর্ণেরও নহেন, শ্রমণ গৌতমের শরীরবর্ণ সুবর্ণবর্ণের। (সমার্থে) "**কল্যাণী**" এর বর্ণ "**কালী বা সামা বা মঙ্গুরচ্ছবী বা**"

অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রীলোকের শরীরবর্ণ কালো হউক অথবা শ্যামবর্ণের হউক অথবা সুবর্ণবর্ণের হউক (দীর্ঘনিকায়)। **কালসাম**—কালো এবং ধূসরবর্ণবিশিষ্ট। **কালপক্খ**—কৃষ্ণপক্ষ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঝালরূপ; কালসুনখ**—কুকুররূপ প্রেত বা পিশাচ, যমরাজের কুকুর, কালো বর্ণের কুকুর। (বিনয়) **কালবন্ন ভূমি**—কালো-বাদামি বর্ণের ভূমি অর্থাৎ উর্বর ভূমি। (পুং) ১ কালো বর্ণ, কালো রং, কৃষ্ণবর্ণ। = **কাল**। ২ কাল নামক শয়তান বা পাষণ্ড, কাল নামক যমদূত বা নরকপাল।

কালং = **কালং**। ⇒ **কালং**।

কাল-অঞ্জন = **কাল-অঞ্জন**। ⇒ **কাল-অঞ্জন**।

কালক (বিণ) কালো, অন্ধকারাবৃত, কালো বর্ণের, কৃষ্ণচর্মের, রাগপ্রকাশক, গভীর পাপময়, নৈরাশ্যজনক, দুঃখময়, কলঙ্কিত, নিন্দিত, লজ্জাযুক্ত, দাগ বা চিহ্নযুক্ত। রং বা বর্ণের বিশেষ বিবরণ, যথা—**নীল, পীতক, লোহিতক, ওদাত, কালক, মঞ্জেট্ঠ**। (ক্লী) ১ কালো দাগ, কালো বর্ণের চিহ্ন, কলঙ্ক, নিন্দা, লজ্জা, দাগ, চিহ্ন, চাউলের মধ্যে কালো বর্ণের কণিকা বা দানা। (দীর্ঘনিকায়) **অপগত কালক**—দাগ বা চিহ্নহীন (অর্থাৎ পরিষ্কার চীবর); **বিচিত কালক**—কালো দানা বা কণিকা অপসারিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিগত কালক**—কালো দানা কণিকা অপসারিত। ২ (জাতক) চুলের কালো চিহ্ন। = **কণ্হরিব**। ৩ (চরিত্রে) নিন্দিত চরিত্র (ধর্মপদ অর্থকথা)।

কালকঞ্জক = **কালকঞ্জক**। ⇒ **কালকঞ্জক**।

কালকণ্নিক = **কালকণ্নিক**। ⇒ **কালকণ্নিক**।

কালকণ্নী = **কালকণ্নী**। ⇒ **কালকণ্নী**।

কালকবর = **কালকবর**। ⇒ **কালকবর**।

কালক-সভাব—মন্দ চরিত্র, কুচরিত্র, অসৎ স্বভাব।

কালক কূট (পুং) হিমালয় পর্বতস্থ কোন এক পর্বতের নাম।

কালকা (স্ত্রী) = **কালক**। ⇒ **কালক** (পুং)।

কালকেস (বিণ) যাহার কালো কেশ আছে, যাহার মাথার চুল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের অর্থাৎ যুবক। = **কালকেস**। ⇒ **সু সু কাল**।

কালকোকিল = **কালকোকিল**। ⇒ **কালকোকিল**।

কালজল্লিক = **কালজল্লিক**। ⇒ **কালজল্লিক**।

কালতিপু (ক্লী) কালো সীসা, সীসা, সীসার মুদ্রা, কালো বর্ণের সীসক। = **সীস** (১)।

কালদণ্ড = **কালদণ্ড**। ⇒ **কালদণ্ড**।

কালপক্খ (পুং) কৃষ্ণপক্ষ। = **কালপক্খ**। ⇒ **কাল**। **আগমে কালে**—আগামী শুক্লপক্ষে।

কালপরিযায = **কালপরিযায**। ⇒ **কালপরিযায**।

কালমেয্য = **কালমেয্য**। ⇒ **কালমেয্য**।

কাললোণ (ক্লী) কালো লবণ। = **কাললোণ**। ⇒ **লোণ**।

কাললোহ = **কাললোহ**। ⇒ **কাললোহ**।

কালবন্নভূমি ⇒ **কাল**।

কালবল্লি = **কালবল্লি**। ⇒ **কালবল্লি**।

কালবাত (পুং) সাময়িক বাতাস, সময়োপযোগী বাতাস। ⇒ **বাত**।

কালসাম (বিণ) শ্যামবর্ণের, গাঢ় নীল বর্ণের? ⇒ **কাল, সাম** (১)।

কাল সীহ (পুং) কালো সিংহ, কালো বর্ণের সিংহ। = **কালসীহ**।

কালসুত্ত (ক্লী) সূত্রধরের বা সুতার মিস্ত্রির মাপিবার বা লাইন টানার কালো বর্ণের সুতা। = **কালসুত্ত**।

কালসুনখ ⇒ **কাল**।

কালহংস (পুং) কালো হাঁস, কালো বর্ণের হংস। = **কালহংস**।

কালহত্থিন = **কালহত্থিন**। ⇒ **কালহত্থিন**।

কালানুসয = **কালানুসয**। ⇒ **কালানুসয**।

কালানুসারী = **কালানুসারী**। ⇒ **কালানুসারী**।

কালায়স (ক্লী) কালো বর্ণের লৌহ।

কালারিক (পুং) হস্তিশাবক, একজাতীয় বৃহৎ হস্তী। = **কলারিক**।

কালারিকা (স্ত্রী) এক জাতীয় বড় হস্তিনী। = **কলারিকা**। ⇒ **কালারিক**।

কালাবক (পুং) একজাতীয় হস্তী।

কালি (স্ত্রী) কালো বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, কালো রং।

কালীয = **কালীয**। ⇒ **কালীয**।

কাব্যে (ক্লী) কাব্য, কবিতা, শ্লোক, গান, (সূত্রের) গাথা, পদ্য, ছন্দময় রচনা, কবিশিল্প, কবির কাজ, কল্পনা ও আবেগপূর্ণ ভাষায় ভাবপ্রকাশ, ছন্দবদ্ধ রচনা, একপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তি বা পেশা (দীর্ঘনিকায়)। = **কব্বকরণ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

কাব্যেমত্ত (বিণ) কবিতাতে মত্ত, অনুধ্যান রত, কাল্পনিক, স্বপ্নাবিষ্ট।

কাস (পুং, ক্লী) ১ একপ্রকার নল বা খাগড়া, কাশফুল, কাশ। ২ (পুং) কাশ, কাশরোগ।

কাসায (ক্লী) (সংস্কৃত—কাষায়) চীবর, কাষায় বস্ত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত কাষায় বস্ত্র বা চীবর। (বিণ) কাষায়, গাছ-গাছড়া সিদ্ধ কাষায় রং দ্বারা রঞ্জিত, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ রঞ্জিত, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত বস্ত্র বা চীবর কাষায় দ্বারা রঞ্জিত। (বি-ভা) **কাসাযানি বত্থানি আচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজিত্বা**—কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ অর্থাৎ কাষায়বস্ত্র পরিধানে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া (দীর্ঘনিকায়)।

কাসাযনিবত্থ (বিণ) ১ কাষায় বস্ত্র পরিহিত। (তুলনীয়) কাসায নিবাসন। ২ রাজঘাতকের, জল্লাদের।

কাসায নিবাসন (বিণ) কাষায়বস্ত্র পরিধানকারী অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষু।= **কাসাযনিবত্থ**(১), **কাসাবিয**(জাতক)।

কাসাযবত্থ (ক্লী) কাষায়বস্ত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত চীবর।(বিণ) কাষায় বস্ত্র পরিহিত।= **কাসাযনিবাসন**।

কাসায বসন ⇒ **বসন** (১)।

কাসাব = **কাসায**। ⇒ **কাসায**।

কাসাবক (ক্লী) কাষায় বস্ত্র। (বিণ) কাষায়। = **কাসাব**।

কাসাবকণ্ঠ (বিণ, পুং) যাহারা ব্রাহ্মণের পৈতার ন্যায় গলায় কাষায়বস্ত্র ধারণ করে, কণ্ঠে কাষায় বস্ত্রধারী।

কাসাবকণ্ঠা (বহুবচন) = **কাসাবকণ্ঠ**। ⇒ **কাসাবকণ্ঠ**।

কাসাব পজ্জোত (বিণ) কাষায় বস্ত্র সদৃশ চকচকে বা উজ্জ্বল, কাষায় প্রদ্যোত, কাষায় বস্ত্রের প্রভাযুক্ত।

কাসাববত্থ = **কাসাযবত্থ**। ⇒ **কাসাযবত্থ**।

কাসাবিয (বিণ) ১ কাষায় বস্ত্র পরিধানকারী, কাষায় বস্ত্র পরিহিত।২ রাজঘাতকের, জল্লাদের।= **কাসাযনিবত্থ**। (তুলনীয়) **কাসাযবত্থ**(জাতক); = **চোর ঘাতক**(জাতক অর্থকথা)।

কাসি (পুং, স্ত্রী) কাশী, ভারতীয় এক নগর বা রাজধানীর নাম কাশী, বারাণসী।

কাসিক (ক্লী) পূর্বকালীন কাশীদেশীয় মুদ্রাবিশেষ। (বিণ) কাশীজাত, কাশী নগরে উৎপন্ন, কাশীদেশীয়।

কাসিক-উত্তম (বিণ) কাশীজাত উত্তম, কাশীদেশীয় শ্রেষ্ঠ। **কাসিকুত্তম বত্থ**—কাশী দেশে বা নগরে প্রস্তুত উত্তম বস্ত্র, কাশীজাত মসলিন বস্ত্র। ⇒ **কুত্তম**।

কাসিক চন্দন—কাশীর চন্দন, কাশীদেশে চন্দন কাঠ, কাশীজাত চন্দন কাষ্ঠ। ⇒ **চন্দন**।

কাসিকুত্তম (বিণ) [কাসিক+উত্তম] = **কাসিক উত্তম**। ⇒ **কাসিক উত্তম**।

কাসু (পুং) গর্ত, রন্ধ্র, ছিদ্র, বিবর, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস। (যৌগিকে) **অঙ্গার কাসু**—কয়লার গর্ত, অগ্নিগহ্বর, (সাধারণত বুঝিতে হইবে) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামা অঙ্গারকাসূপমা** (রূপক বা উপমেয় শব্দ)।

কাসুমারি (ক্লী) একপ্রকার বনজ ফলবিশেষ।("**কণ্হা**" বা কৃষ্ণ জাতকে "ইন্দ্র বারুণি বৃক্ষের পাতা খাইবার" কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "**কার**" অর্থে তেলেগু ভাষায় দ্রাবিড় দেশীয় একপ্রকার গুল্ম। লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া খায়, পাকা ফলও খায়। আবার "**কাসু**" অর্থে গর্ত। জাতক অর্থকথায় বলা হইয়াছে এই শব্দের অর্থ "কারফল", কিন্তু ইহা দুর্বোধ্য।)

কাহন্তি (ক্রি, বহুবচন) করে না।

কাহামি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) আমি করিব, আমি করিতে ইচ্ছা বা মনস্থ করিয়াছি। = **কাতুং ঈহামি**।

কাহিন্তি = **খাহিন্তি**। ⇒ **খাহিন্তি**।

কি (সর্বনাম) ১ "**কো**" এর অসরল অবস্থা, যেমন—(সম্বন্ধ পদে) **কিস্স;** (অধিকরণ কারকে) **কিস্মিং, কিণ্হি**। ২ (ক্লী) = **কিং**। ⇒ **কিং**। ৩ প্রাথমিক পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে বা ব্যুৎপত্তিতে, যেমন—**কিত্তক, কীব** (সংস্কৃত—"কিয়ন্ত"); এবং "**কিং**" শব্দ হইতে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিতে, যেমন—**কিঞ্চি, কিঞ্চিক্খ, কীদিস** ইত্যাদি।

কিং (ক্লী, সর্বনাম) ১ (কর্তৃকারকে) কি? কোনগুলি? (সূত্রনিপাত) **সোতানং কিং নিবারণং**—স্রোতগণের বাধা কি? (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিং তব পত্থনায**—তোমার প্রার্থনায় বিশেষত্ব কি? (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিমিদং**। দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্নে প্রায় "**সু**" এর সহিত ইহার ব্যবহার হয়, যেমন—(সূত্রনিপাত) **কিং সু খ বিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং**—তাহা হইলে এই সংসারে মানুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত বা সম্পত্তি কি? "**নু**" এর সহিতও ইহার ব্যবহার হয়, যেমন—**কিং নু খো**—তাহা হইলে ইহা কি? (সমশ্রেণীর অর্থবাচক শব্দ) **এবং নু খো; ন নু খো; কথং নু খো**। (সম্বন্ধ পদে) **কিস্স**—কিসের? (করণ কারকে) **কেন**—কিরূপে? কি প্রকারে? (কর্মকারকে) **কিং;** (সূত্রনিপাত) **কিং কাহসি**—তুমি কি করিবে? (দীর্ঘনিকায়) **কিং আগম্ম কিং আরব্ভ**—কোন ভিত্তিতে এবং কি কারণে? (সূত্রনিপাত) **কিংনিস্সিত**—কোন উদ্দেশ্যে? (অধিকরণ কারকে) **কিস্মিং**—কিসে বা কোন বিষয়ে? (দীর্ঘনিকায়) **কিস্মিং বিবাদো**—কোন বিষয়ে বিবাদ বা ঝগড়া? = **কিমহি**। (দীর্ঘনিকায়) **কিমহি সিক্খমানো**—কোন শিক্ষায় বা উপদেশে? (ইহার উত্তরে) **এত্থ সিক্খমানো**—এই শিক্ষায় বা উপদেশে। সন্ধিতে "**কিং**" শব্দের পরিবর্তে "**কি**" এর ব্যবহার হয়, যথা—(কিং+হ =) **কিহ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা), (কিং+অস্স =) **কিস্স** (সূত্রনিপাত), (কিং+দিস =) **কীদিস**, (কিং+চিদ =) **কিঞ্চি**। প্রশ্নরূপে ক্রিয়ার কৃদন্ত বিশেষণে:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **কিং ইদানি পি দিন্নে তে লভেয্যুং**—যাহা এখন দেওয়া হইল তাহা তাহারা পাইবে কি? "**উদাহু**" শব্দের সহিত যৌগিকে:—**কিং উদাহু**—(এই বিষয়ে) কি (হইল)? অথবা (অন্যথা) তাই নাকি? সেইরূপই কি অথবা সেইরূপ নহে কি? অন্যান্য কৃদন্ত বিশেষণ দ্বারা হঠাৎ রূপান্তরিতভাবে এবং তীব্রভাবে:—(অপাদান কারকে) **কিং অঞ্ঞত্র?** (সূত্রনিপাত)। (দীর্ঘনিকায়) **কিং নু খো**? ২ রচনায় বা প্রবন্ধে প্রায়শ "সন্দেহ, অনিশ্চয়তা" ভাব প্রকাশ পায় (যেমন—ইহাই কি? তাই কি? ইত্যাদি) অথবা "অদ্ভুত বা অজ্ঞাত" ভাব প্রকাশ করে (যেমন—সন্দেহের মত) অর্থাৎ "**কিন্নর**"—এক প্রকার মানুষ (কিন্তু ইহাতে নিশ্চিত নহে), অর্ধমানুষ। তদ্রূপ "**কিমপক্ক, কিম্পুরিস**"। (ক্রি-বিণ) কিরূপে, কেন, কি, কেমন, যেহেতু, অতএব, কিজন্য।

কিং অঞ্ঞত্র—যদি তাহা না হয়, যদি না, নতুবা, নচেৎ। ⇒ **কিং**।

কিং অত্থিযং—কি জন্য? = **কিমত্থিয**। ⇒ **অত্থিয**।

কিং অধিকরণং (ক্রি-বিণ) কোন কারণে? কি হেতুতে?

= যত্তাধিকরণং।

কিং আগত্থ—কেন আসিয়াছ? ⇒ **আগত** (১)।

কিং উদাহু—(এই বিষয়ে) কি (হইল) ... অথবা (অন্যথা) তাই নাকি? সেইরূপই কি ... অথবা সেইরূপ নহে কি? (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিং ইমস্মিং অত্তভাবে পিত্তরং পুচ্ছসি উদাহু অতীতে**—তুমি কি তোমার পিতার-সম্বন্ধে ইহজীবনের তত্ত্ব নিবে অথবা কি পূর্বজন্মের? (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিং নক্খত্তং কীলিস্‌সসি উদাহু ভতিং করিস্‌সসি**—তুমি কি নক্ষত্র ক্রীড়া করিবে (ছুটির দিন লইবে) অথবা বেতন লইয়া কাজ করিবে?

কিং করণীয়—১ কর্তব্য কি, করণীয় কি? ২ ব্যবসায়, কর্তব্যকার্য, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা।

কিং কারণং (ত্রি-বিণ) কেন? কি কারণে? কি জন্য? কি হেতু? = **কিমাধিকরণং**।

কি কারণা—কেন? কি জন্য? কোন কারণে? কিসের হেতু? ⇒ **কারণ, কারণা**।

কিংকুসলগবেসিন (বিণ) যদ্দ্বারা উপকার হয় বা হিত হয় উহার চেষ্টা করে এমন, যাহা ভালো তাহা করে এমন অথবা কোন সৎকার্যের প্রচেষ্টাকারী। = **কিং কুসলানুএসিন**।

কিং কুসলানু এসিন (বিণ) কোন প্রকার পুণ্যের সন্ধানী? কোন প্রকার দক্ষতা অর্জনের সন্ধানকারী? কোন গুণ আয়ত্তের জন্য গবেষণাকারী? = **কিং কুসলগবেসিন**। ⇒ **কুসলানু-এসিন**।

কিং জচ্চ—কোন জাতীয়? কোন জাতের? কোন বংশীয়? জনমানবের মধ্যে কোন বংশজাত? কোন বংশে জন্ম হইয়াছে?

কিং'তি—কিরূপে? কেমন করিয়া, কিভাবে? কেমন? কিরূপ? ⇒ **কিন্তি**।

কিং নাম—কি নামের? কি নাম? ⇒ **ক** (২)।

কিং নিমিত্তং—কিহেতু? কোন উদ্দেশ্যে? কোন উপায়ে? কিজন্য? কি কারণে? কোন হেতু? = **কিস্‌স হেতু?** ⇒ **হেতু** (১), **কিস্‌স, নিমিত্তং**।

কিং নু খো—(তুমি) নাকি? কি কারণে? কোন উদ্দেশ্যে? যে কারণে? কি জন্য? তাহা হইলে কি? কিন্তু কেন? কেন? কেন এই সংসারে? সমশ্রেণীর অর্থবাচক শব্দ:—**এবং নু খো? কত্থং নু খো? ন নু খো?** = **কিন নু খো**। ⇒ **কিং**।

কিং পক্ক—দেখিতে অদ্ভুত অথবা সন্দেহজনক (বিষাক্ত) ফল, অজ্ঞাত বা অপরিচিত (সন্দেহজনক) ফল। **কিং পক্করুক্খ**—বিষম বা বিষাক্ত ফলের গাছ। ⇒ **কিং** (২)।

কিং পন ১ কিন্তু কি? কি? (দীর্ঘনিকায়) **কিং পন ভন্তে অদস্‌স**—ভন্তে! আপনি কি দেখেন নাই? (জাতক) **কিং পন ত্বং মঞ্ঞসি**—তাহা হইলে তুমি কি মনে করো? তাহা হইলে তুমি কি মনে কর না যে ? ২ কেন? কি জন্য? কিন্তু ... নাকি? **কিং পন ত্বং**—কিন্তু তুমি নাকি অর্থাৎ তুমি কেন? ⇒ **পন** (২)।

কিং পুরিস (পুং) ১ (সন্দেহজনক মানুষ কিংবা পশু সম্বন্ধে) বিদেশাগত অথবা অপরিচিত অজ্ঞাত লোক, বনের বন্য মানুষ (জাতক)। ⇒ **কিং** (২)। (তুলনীয়) **কিং সুখ**। ২ = **কিন্নর**। ⇒ **কিন্নর**।

কিং পুরিসী = **কিন্নরী**। ⇒ **কিন্নরী, কিন্নর, কিংপুরিস**।

কিংফল = **কিং পক্ক**। ⇒ **কিং পক্ক**। **কিং ফল রুক্খ**—অজ্ঞাত অপরিচিত (বিষাক্ত) ফলের গাছ।

কিংরুক্খ—কি গাছ? কোন গাছ, কি রকম গাছ?

কিংব—অল্প, সামান্য। ⇒ **কিন্তক**।

কিংবাদিন—কোন বাদী? কোন দৃষ্টির? কোন দৃষ্টিতে বা উদ্দেশ্য গ্রহণে কথাকথনকারী? কি বলা হইতেছে? কোন বিষয়ে বলা হইতেছে? কোন দৃষ্টিতে বলা হইতেছে? কোন কথার কথিক? কিরূপ কথার কথিক? কোন দৃষ্টিতে ভাষণকারী? কোন মতবাদী? কোন ধর্মবাদী।

কিংবাদী = **কিংবাদিন**। ⇒ **কিংবাদিন**।

কিংসণ্ঠিত = **কীদিস**। ⇒ **কীদিস**।

কিং সমাচার—কোন আচরণের? কি রকম স্বভাবের? কি রকম পরিচালনের (লোক)? (যৌগিকে) **কিং সমাচার সীল**—কোন চরিত্রের? (সূত্রনিপাত)।

কিং সযন—কি প্রকার শয্যা? কি ধরনের বিছানা? কোন পালঙ্ক? ⇒ **সযন** (২)।

কিং সীল—ব্যবহার কিরূপ? আচরণ কি রকম? অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে? কোন প্রকারের চালচলন? ⇒ **সীল** [১(বিণ)]।

কিং সু—কেন? কি প্রকার? কি জন্য? ⇒ **সু** (৩)।

কিংসুক (পুং) কিংশুক, পলাশ বৃক্ষ, গাছ বা লতার নাম, বিষাক্ত ফলের গাছ; (সাহিত্যে) "যাহা পছন্দ হয়" অথবা "যাহা বলো বা যে নামে বলো" অর্থাৎ অজ্ঞাত অপরিচিত বৃক্ষ, কিংশুক ফুলের গাছ, অজানিত ফলের গাছ। (জাতক) **কিংসুক-ওপম**। (ক্লী) পলাশফুল। = **কংসীরুক**।

কিংসুক পুপ্ফ (ক্লী) পলাশ ফুল, কিংশুক বৃক্ষের লাল ফুল। ⇒ **কিংসুক**।

কিংসুক বণ্ণ (ক্লী) পলাশ ফুলের বর্ণ, কিংশুক ফুলের বর্ণ। (তুলনীয়) **অঙ্গারা বণ্ণ**—জ্বলন্ত কয়লার বর্ণ। ⇒ **কিংসুক পুপ্ফ**।

কিকিত (বিণ) নিবিড়, ঘন, বোকা, নির্বোধ, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিষ্কার, নিস্তেজ, জনাকীর্ণ, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত, (সংযুক্ত নিকায়) উত্তাপ। "**কুট্ঠিত**" শব্দের পরিবর্তে "**কিকিত**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কিকী (পুং) কিকী পক্ষী, কিকী নামক একজাতীয় পাখি বিশেষ। (জাতক) **কিকীসকুণ**। (স্ত্রী) স্ত্রীজাতীয় কিকীপক্ষী। বিশুদ্ধিমার্গের অপাদানের "ডিম রক্ষাকারিণী

মুরগি"-র সমান অর্থবাচক, যেমন—**অণ্ডং অনুরক্খমানা;** (জাতক) **অণ্ডং রক্খতি।** (তুলনীয়) **কিকী সকুণিকা অণ্ডস্‌স উপরি সেতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

কিঙ্কণিক (পুং, ক্লী) ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ছোট ছোট ঘণ্টা। = **কিঙ্কিণিক।**

কিঙ্কমক = গিঞ্জমক। ⇒ **গিঞ্জমক।**

কিঙ্কর (ক্লী) [কিং+কর] ১ কার্য, করণীয় কর্তব্য, যাহা কর্তব্য। ২ কিঙ্কর, দাস, চাকর, ভৃত্য, কর্মকর, আজ্ঞাপালনকারী। (দীর্ঘনিকায়) **কিঙ্কর পটিস্‌সাবিন**—অনুগত ভৃত্য।

কিঙ্কর পটিস্‌সাবিন (পুং) অনুগত ভৃত্য। ⇒ **কিঙ্কর।** (বিণ) কিঙ্কর বা দাসের ন্যায় বাধ্য, ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ। = **বসানুগ।** ⇒ **পটিস্‌সাবিন।**

কিঙ্কিণায়তি (ক্রি) = **কিণকিণায়তি।** ⇒ **কিণকিণায়তি।**

কিঙ্কিণি (পুং, ক্লী) ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ছোট ছোট ঘণ্টা, ঝুনঝুনি। = **কিঙ্কণিক।**

কিঙ্কিণিক (পুং, ক্লী) কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, ছোট ছোট ঘণ্টা, ঘুঙুর, কটিভূষণ, ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঝুনঝুনি। **সুবণ্ণ কিঙ্কিণিক।** (বিনয়) **কিঙ্কিণিকা সদ্দো।** = **কিঙ্কিণি।** (বহুবচনে) **কিঙ্কণিক।** ⇒ **কিঙ্কিণিক জাল।**

কিঙ্কিণিক জাল (ক্লী) টুং টুং বা ঠং ঠং শব্দকারী ঘণ্টার (অথবা ঝুনঝুনির) জাল বা ঝালর অথবা ছড়া, সারিভাবে রাখা ঘণ্টা, ঘণ্টার শ্রেণী বা সারি, কেবল ঘণ্টাময় অবস্থা। ⇒ **জাল।**

কিঙ্কিণিকময (বিণ) ঘণ্টাময়, শ্রেণীবদ্ধভাবে কেবল ঘণ্টা আছে এরূপ। ⇒ **কিঙ্কিণিকজাল।**

কিঙ্কিণিকায—কাংস্যনির্মিত ঝাঁজকরতাল।

কিচ্চ (বিণ) ১ কর্তব্য, করণীয়, করিবার মতো, সম্পাদনীয়। ২ ধর্মের অধীন বা ধার্মিক, কাজের বাধ্য, কর্তব্যের অধীন, যাহাকে কর্তব্যের বাধ্য করা হইয়াছে এমন, কাজের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট বা উপযুক্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কত্তব্ব কিচ্চকরণ**—অপরিহার্য বা অবশ্যকরণীয় কার্য সম্প্রদান, ন্যস্ত কার্য সম্পাদন; **ইদং মে কিচ্চং অকাসি**—আমার উপর এই করণীয় কার্য ছিল। মৃতের প্রতি কর্তব্যের বিশেষার্থে:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **অহং তব পিতু কিচ্চং করোমি**—আমি তোমার (মৃত) পিতার প্রতি শেষ কর্তব্য সম্পাদন করিব। (ক্লী) ১ কিছু করিবার আছে। **কাতব্বং'তি কিচ্চং।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **কিঞ্চিদ এব করণীয়ং'তি (কিচ্চং)।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **কত্তব্বং করণীয়ং। ২ক)** কৃত্য, কর্তব্য, কার্য, কাজ, প্রয়োজন, বাধ্যতা, বশ্যতা, ধর্ম, বাধ্যবাধকতা, চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, ধর্মকর্ম, পূজা, মনোযোগ, যত্ন, সম্মান, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সমাদর, বাহ্য লৌকিকতা, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম, সম্পাদন, কৃতি, সম্পন্ন কার্য। **খ)** (দার্শনিক মতে) বৃত্তি বা ধর্ম, প্রয়োজনীয়তা; ("**রস**"-সম্বন্ধে) "**কিচ্চরস**" অথবা "**সম্পত্তি রস**"—কৃত্যরস বা ধর্মরস অথবা সম্পত্তি রস। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পরিব্যত্ত কিচ্চ**—সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট বা অনায়াসবোধ্য ধর্ম। **অব্‌ভঞ্জনকিচ্চ**—রাত্রিকালে সম্পাদনের ধর্ম বা কর্তব্য কাজ অথবা বৃত্তি। **ইন্দ্রিযানং কিচ্চ।** কতকগুলি কৃত্যের নাম, যথা:—**তদারম্মণ কিচ্চ, ভবঙ্গ কিচ্চ, চুলি কিচ্চ** ইত্যাদি (অভিধর্ম)। (অভিধর্মার্থ সংগ্রহ) **কিচ্চবসেন**—কৃত্য বশে, ধর্ম বা বৃত্তি বশত, কর্তব্যকার্য হেতু। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কিচ্চতো।**

কিচ্চং (ক্লী) কৃত্য, কার্য, কাজ, কর্ম।

কিচ্চকর (বিণ) কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকারী, কর্মকর। = **কিচ্চকারী।**

কিচ্চকরনীযানি (ক্লী, বহুবচন) = **কিচ্চা কিচ্চা।** ⇒ **কিচ্চাকিচ্চা।**

কিচ্চকারিন = কিচ্চকর। ⇒ **কিচ্চকর।**

কিচ্চকারী (বিণ) কার্যকারী, কর্তব্য সম্পাদনকারী। = **কিচ্চকারিন।**

কিচ্চঞ্ঞাণ (ক্লী) কৃত্যজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান, কাজের উপযুক্ত বলিয়া জানা। ⇒ **অরিযসচ্চ।**

কিচ্চযতা (স্ত্রী) কর্তব্যকার্য। (বিনয়) **কিচ্চযতা করণীযতা।**

কিচ্চরস (পুং) কৃত্যরস, কর্তব্যরস, কর্তব্যপ্রবণতা। ⇒ **কিচ্চ** [ক্লী (২খ)], **রস** (৭)।

কিচ্চবসেন ⇒ **কিচ্চ** [ক্লী (২খ)]।

কিচ্চাকিচ্চ (ক্লী) [কিচ্চ+অকিচ্চ] কৃত্য আর অকৃত্য, যাহা করিবার যোগ্য আর যাহা না করিবার যোগ্য, কর্তব্যকর্ম আর অকর্তব্য কর্ম, নানা কর্তব্যকর্ম। ⇒ **কিচ্চাকিচ্চা।**

কিচ্চাকিচ্চা (ক্লী, বহুবচন) [কিচ্চা+অকিচ্চা] সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম, বহুবিধ কর্তব্যকর্ম। (ধর্মপদ) **অতিব সা অস্‌সু কিচ্চাকিচ্চেসু**—উহাতে আমার সর্ববিধ কর্তব্যকর্মে যথেষ্ট হইবে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অতিব সা অস্‌সু খুদ্দক-মহন্তেসু করণীযেসু**—আমার ক্ষুদ্র মহৎ সর্ববিধ কার্যে যথেষ্ট হইবে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিচ্চাকিচ্চেসু যত্থুপযুত্তো মাণবো**—সর্বপ্রকার কর্তব্যকার্যে যুক্তপ্রযুক্ত যুবক কর্মী। (সূত্রনিপাত) **কিচ্চাকিচ্চেসু উস্‌সুক**—সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম করিতে উৎসুক বা চেষ্টিত, (কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথায় অর্থ) কর্তব্যাকর্তব্যে অর্থাৎ যাহা করিতে হয় অথবা যাহা করিতে না হয় সর্ববিধ কার্যের প্রতি আগ্রহশীল। (তুলনীয়) **ঠানঠান, ভবাভব, মগ্‌গামগ্‌গ, ফলাফল** ইত্যাদি। ⇒ **কিচ্চাকিচ্চ।**

কিচ্চাধিকরণ (ক্লী) কৃত্যাধিকরণ, কোন কার্যোপলক্ষে পরামর্শ সভায় বিষয় নিষ্পত্তি, কৃত্যবিচার, কর্তব্যবিচার, কোন অধ্যায়-সম্বন্ধে পরামর্শ সভায় বিষয় নির্বাচন বা যথোচিত কার্যক্রম সম্পাদন (বিনয়)। ⇒ **অধিকরণ।**

কিচ্চাভত—পালনপোষণের কার্য, সমর্থন করার কার্য,

সরবরাহ কার্য। ⇒ **ভত**।

কিচ্ছ (বিণ) ১ কঠিন, দুঃসাধ্য, কষ্টদায়ক, আয়াসসাধ্য, কৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রসাধ্য, কষ্টসাধ্য, ক্লেশসম্পাদ্য, দরিদ্র, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, অকিঞ্চিৎকর, অনুর্বর, উষর, তুচ্ছ, সামান্য, সামান্যমাত্র, তত বা বেশ ভালো নয় এমন, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, দুষ্কর, দুঃখব্যঞ্জক, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। (সূত্রনিপাত) **কিচ্ছা বতাযং ইতিবুত্তি যং জনো পস্সতি কিব্বিসকারী**—যে ব্যক্তি ভুল করে তাহার জীবন দুঃখদায়ক, ভ্রান্তজীবন, দুঃখদায়ক; = **পরিহীনত্থ**--দারিদ্র্যগ্রস্ত (পেতবত্থু অর্থকথা)। **কিচ্ছো = কিচ্চো**। ২ দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ্য, দুর্লভ, দুঃসাধ্য, কষ্টকর। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিচ্ছো মনুস্স-পটিলাভো = দুল্লভো**। (ক্লী) দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, দুর্দৈব, কৃচ্ছ্র, কষ্ট, শারীরিক ক্লেশ, আপদ, পাপ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ, দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, দায়, মুশকিল, অসুবিধা বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড। (দীর্ঘনিকায়) **কিচ্ছং আপন্নো লোকো**। (জাতক) **কিচ্ছং বা সো নিগচ্ছতি**—সে কষ্টে পড়িয়াছে অর্থাৎ দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়াছে; **দুক্খং নিগচ্ছতি**। (করণ কারকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহারে) **কিচ্ছেন**—দুঃখের সহিত (জাতক); **কিচ্ছেন পটিজগ্‌গিত**—অতিকষ্টে যত্নকৃত। (অপাদান কারকে) **কিচ্ছা** (জাতক)। ⇒ **কসির**।

কিচ্ছতি (ক্রি) [√কিত+ছ] দুঃখে পতিত হওয়া, দুঃখ করা, দুঃখ ভোগ করা, ক্লান্ত হওয়া, শ্রান্ত হওয়া, অবসন্ন হওয়া, বিরক্ত হওয়া, কষ্ট ভোগ করা। (থেরগাথা) **কিচ্ছতি কাযো কিলমতি**। (ধর্মসঙ্গণী) **কিচ্ছতি বিচিকিচ্ছতি; আরম্ভণং নিচ্ছেতুং অসক্কোন্তো কিচ্ছতি কিলমতি;** (**বিচিকিচ্ছ** শব্দে যেমন—) **সভাবং বিচিনন্তো এতায কিচ্ছতি কিলমতি**। (অতীত) **কিচ্ছি**।

কিচ্ছপত্ত (বিণ) দুঃখে বা অভাবে পতিত, কষ্টে পতিত। **দুক্খপ্পত্ত**।

কিচ্ছবুত্তিন (বিণ) দারিদ্র্যগ্রস্ত, দীন, দুঃস্থ। = **দুক্খজীবিত**।

কিচ্ছেন ⇒ **কিচ্ছ** (ক্লী)।

কিঞ্চ (অব্যয়) কিঞ্চ, আরও কিছু, সমুচ্চয়, আরম্ভ, সম্ভাবনা, তাহা নহে কি? বরং, তার আগেই, কিয়ৎ পরিমাণে, সামান্য, বহুল পরিমাণে, অধিকতর। (অর্থকথা বর্ণনায়) **গরহত্তে চ অনুগ্‌গহত্থে নিপাতো**। = **কিঞ্চাপি, কিঞ্চি, কঞ্চি**।

কিঞ্চন (বিণ) (কেবল "**না**" বাক্যে ব্যবহারে) কোনও কিছু, কিছু, কতক অংশে, ঐরূপ কিছু, কিছুটা, সামান্য, যে কোন বস্তু বা বিষয়, সংসারাসক্তি, যে কিছু। মানুষের চরিত্রের তিন প্রকার অপবিত্রতা প্রদর্শনে যেমন—**কিঞ্চন রাগ, কিঞ্চন দোস, কিঞ্চন মোহ; তদ্রূপ কিঞ্চনমান, কিঞ্চন দিট্ঠি, কিঞ্চন কিলেস, কিঞ্চন দুচ্চরিত;** "**পলিবুজ্‌ঝন**" (বাধা) অর্থে যেমন--**কিঞ্চনরাগ** ইত্যাদি। (থেরগাথা) **খীণ-সংসারো ন চ'খি কিঞ্চনং**—সংসার (অর্থাৎ সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি) বিনষ্ট হইয়াছে আর অন্য কোন বাধা নাই। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নাহং কস্সচি কিঞ্চনং তস্মিং ন চ মম কত্থচি কিঞ্চনং নত্থি**—কোন কিছুর সহিত আমি সম্পর্ক যুক্ত নহি এবং উহাতে কোন কিছুর প্রতি আমার আসক্তি নাই। অর্হতের গুণ-সম্বন্ধে:—**যস্সপুরে চ পচ্ছা চ মজ্‌ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং অকিঞ্চনং অনাদানং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং** (ধর্মপদ)। ⇒ **অকিঞ্চন, চন, সকিঞ্চন**। (ক্লী) বাসনা, অকিঞ্চন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। = **রাগ** (২)।

কিঞ্চাপি (অব্যয়) ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যাহা কিছু, যে কিছু, যে কোনও, একটা না একটা, মোটেই, যে কোন, যাহাই হউক না কেন, তত্রাচ, সে যাহা হউক, তথাপি, কিন্তু, কিছু, সামান্য, যৎসামান্য, তাহাই যথেষ্ট। (সূত্রনিপাত) **কিঞ্চাপি তে তথ যতাচরন্তি**—সে যাহা হউক তাহারা ইহাতে চেষ্টা করিয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিঞ্চাপি হি ... পন**—যদিও কিছু ... তথাপি। (সংযুক্ত নিকায়) **কিঞ্চাপি** (পাত্র দ্বারা) **অথ খো** (যদিও)—তথাপি অর্থাৎ ইহা হইতে পারে ... কিন্তু। = **কিঞ্চ**।

কিঞ্চি (বিণ) কিঞ্চিৎ, কিছু, ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যাহা কিছু, যে কিছু, যে কোনও, একটা না একটা, মোটেই, যে কোন, যাহাই হউক না কেন, কোনও কিছু, কতক অংশ, ঐরূপ কিছু, সামান্য। = **কিঞ্চিদেব, কিঞ্চাপি**। (যৌগিকে) **যং কিঞ্চি**—যাহা কিছু; **যদকিঞ্চি**। **ন কিঞ্চি**—কিছু না। **যদঞ্চি কিঞ্চি**—যাহা কিছু আছে অথবা যৎসামান্য আছে। **নত্থি কিঞ্চি**—কিছুই নাই। ⇒ **অত্থি, কিঞ্চন, কিং** (১)। **কিঞ্চি নত্থি লোকে**—জগতে কিছুই নাই। (ক্লী) সামান্য বস্তু, সাধারণ বস্তু, অল্প বস্তু। ⇒ **ক** (২)। (ক্রি-বিণ) কিয়ৎ পরিমাণে, কতকটা, একটু, বরং।

কিঞ্চিক্খ (ক্লী) কিছুটা, সামান্য, সামান্য বস্তু, ক্ষুদ্র বা অল্প বস্তু। (সূত্রনিপাত) **যং বা তং বা অপ্পমত্তকং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমিস-কিঞ্চিক্খ-হেতু**—সামান্য শস্য হেতু, সামান্য ধান্যের বা অন্নের কারণে; (কিন্তু পেতবত্থুতে) **আমিস-কিঞ্চি-হেতু;** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **কিঞ্চি আমিস পত্থেন্তো;** (সংযুক্ত নিকায়) **কতা কিঞ্চিক্খ ভাবনা**। "**কিঞ্চিক্খবাধনা**" শব্দের পরিবর্তে কি "**কিঞ্চিক্খভাধনা**"?

কিঞ্চিক্খকম্যতা--অল্প সামান্য বস্তুর ইচ্ছায় (সূত্রনিপাত)। (তুলনীয়) **অপ্পমত্তকে কিস্মিঞ্চিদেব ইচ্ছায** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

কিঞ্চিদেব (বিণ, ক্লী) [কিঞ্চি+এব] কিছু কিছু, কোন কোন, যে কোন। = **কিঞ্চি**।

কিঞ্জক্খ (ক্লী) সূক্ষ্মসূত্র, তন্তু, পুষ্পরেণু, পরাগ, কিঞ্জল্ক, ফুলের পরাগ (বর্ণনায়--পদ্মের পরাগ--সংযুক্ত নিকায়ে)।

কিঞ্জক্খবারি = কেসর। ⇒ **কেসর**। (যৌগিকে) **কিঞ্জক্খবারি কেসর** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

কিটক (ইহা সন্দেহজনক শব্দ, ইহা কেবল পেতবথুতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়) কাপড়ের বা বস্ত্রের যে ভাগ "**মিস্‌সা কিটকা**" তে পরিবর্তিত হইয়াছে। (পেতবথু অর্থকথা বর্ণনায়) **কিটক সদিসানি লোহপট্ট সদিসানি ভবন্তি**—উহারা (তপ্ত) তাম্রপাতের ন্যায় হইয়া থাকে।

কিটিক (এই শব্দটি বিনয়ে "**আলিন্দ**" শব্দার্থে পাওয়া যায়) অলিন্দ, বারান্দা, (ঘরের) বারান্দা। (বলিতে হয়) **সংসরণ কিটিক, উগ্‌ঘাটন কিটিক**--যেই পর্দা একদিকে সরানো যায় (বিনয়)। ⇒ **আলিন্দ**।

কিট্‌ঠ (ক্লী) বর্ধিত ফসল, ধান্যাদি শস্য, মাঠের শস্য, শস্যক্ষেত্র।

কিট্‌ঠসম্বাধ (বিণ) যখন ফসল বা ধান্যাদি শস্য ঘন হয়। **কিট্‌ঠসম্বাধ সময**। (পুং) শস্য সংগ্রহ করিবার সময়, ফসলের সময়, যখন শস্য সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত হয় বা পক্ব হয়। ⇒ **সম্বাধ** (১)। (মধ্যম নিকায়) **কিট্‌ঠসম্বাধ সময়ে**—শস্য সংগ্রহ করিবার সময়ে, পক্ব ফসল কাটিবার সময়ে। (জাতক) **সস্‌স সময়ে কিট্‌ঠসম্বাধ সময়ে**।

কিট্‌ঠাদ (বিণ) [কিট্‌ঠ+অদ] শস্যখাদক, শস্য খায় এমন, ফসল খায় এমন। ⇒ **অদ**।

কিট্‌ঠারক্‌খ (পুং) শস্যক্ষেত্র রক্ষক, শস্যক্ষেত্রের অভিভাবক বা মালিক।

কিড়িকিড়িয়তি (ক্রি) কিচমিচ শব্দ করা, বৃথা কথা কহা, হড়বড় করা, শীতে দাঁত ঠকঠক করা। ⇒ **কিণকিণায়তি**।

কিণ = **খিল্‌**। ⇒ **খিল্‌**।

কিণকিণায়তি (ক্রি) টুন টুন শব্দ হওয়া, ঠং ঠং শব্দ করা। = **কিঙ্কিণায়তি**। ⇒ **কিলিকিলায়তি, কিড়িকিড়িয়তি**।

কিণন্ত (বিণ) কিনে বা ক্রয় করে এমন। ⇒ **কিণাতি**।

কিণাতি (ক্রি) [√কী+অ] কেনা, ক্রয় করা, খরিদ করা। (অ-বিন) **কীত**। (ব-বিণ) **কিণে, কিণন্ত**। (ক্রি-বি) **কিণিত্বা, কীত্বা**। (তুম) **কেতুং, কিণিতুং**। ধাতুরূপ নির্ণয়:--বর্তমান কাল--উত্তম পুরুষ (একবচনে) **কিণামি;** (বহুবচনে) **কিণাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **কিণাসি;** (বহুবচনে) **কিণাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **কিণাতি;** (বহুবচনে) **কিণন্তি**। পঞ্চমী--উত্তম পুরুষ (একবচনে) **কিণামি;** (বহুবচনে) **কিণাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **কিণ, কিণাহি;** (বহুবচনে) **কিণাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **কিণাতু;** (বহুবচনে) **কিণন্তু**। সপ্তমী--উত্তম পুরুষ (একবচনে) **কিণেয্যামি;** (বহুবচনে) **কিণেয্যাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **কিণেয্যাসি;** (বহুবচনে) **কিণেয্যাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **কিণেয্য;** (বহুবচনে) **কিণেয্যুং**। অতীত কাল—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **কিণিং;** (বহুবচনে) **কিণিম্হা**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **কিণি;** (বহুবচনে) **কিণিত্থ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **কিণি;** (বহুবচনে) **কিণিংসু**। ভবিষ্যৎ কাল- উত্তম পুরুষ (একবচনে) **কিণিস্‌সামি;** (বহুবচনে) **কিণিস্‌সাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **কিণিস্‌সসি;** (বহুবচনে) **কিণিস্‌সথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **কিণিস্‌সতি;** (বহুবচনে) **কিণিস্‌সন্তি**।

কিণি ১ (অতীত ক্রিয়া) কিনিল, ক্রয় করিল। ⇒ **কিণাতি**। ২ (অব্যয়) একটি অংশ, ছোট ঘণ্টার শব্দ বর্ণনায় "টুন টুন, ঠং ঠং"। (তুলনীয়) **কিলি**।

কিণিকিণায়তি (ক্রি) = **কিণকিণায়তি**। ⇒ **কিণকিণায়তি**।

কিণ ১ (ক্লী) গাঁজ, খাম্বিরা, মসলাযুক্ত, সুগন্ধ তামাক, খমির, জলজ উদ্ভিদবিশেষ, গুড় প্রভৃতি পচিয়া যে ফেনা ওঠে, মদের ফেনা, গাঁজলা, ময়দা গাঁজাইবার খামি। ২ (বিণ) বিকীর্ণ, চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এরূপ, চতুর্দিকে বিতাড়িত, (তাড়াতাড়ি) চতুর্দিকে চলিয়া গিয়াছে এমন। (যৌগিকে) **আকিণ, ওকিণ, উদকিণ, উপকিণ, পরিকিণ, সংকিণ, অপ্পকিণ**। ⇒ **কিরতি**।

কিণ্‌হ (বিণ) ১ কৃষ্ণবর্ণের, কালো রঙের, নীলবর্ণযুক্ত। (বি-ভা) **মুণ্ডকা সমণকা ইব্‌ভা কিণ্‌হা বন্ধু পাদাপচ্চা** (দীর্ঘনিকায়)। ২ মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, বিশ্রী, কটু, বদ, প্রচণ্ড, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক। (দীর্ঘনিকায়) **নালম-অরিয়া ধম্মা কিণ্‌হা। কিণ্‌হা'তি কণ্‌হ, কালকা'তি অত্থো**।

কিত (বিণ) ১ সুন্দরকৃত, সুশোভিত, সজ্জিত, অলঙ্কৃত, ভূষিত। (বিনয়) **মালাকিত** (গলায়) মালা পড়াইয়া সজ্জিত। ২ ময়লাকৃত, সার দেওয়া হইয়াছে এরূপ, নোংরা করা হইয়াছে এরূপ। (যৌগিকে) দেয়াল ও জমি-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:--(বিনয়) **কণ্ণকিত, পংসুকিত**—ধূলিতে নোংরা করা হইয়াছে এরূপ। "**করণ**" শব্দের পরিবর্তে "**কিরণ**" শব্দ তুলনীয়। কিন্তু বর্ণনায় দৃষ্ট হয় "**নিবাসনে**"। = **কত**। ⇒ **করোতি**।

কিতব (পুং) কিতব, প্রতারণা, জুয়াচোর। (বিণ) প্রতারক, জুয়াড়ি। (ধর্মপদে) **কিতবা**। (যৌগিকে) **সঠকিতব** (জাতক)। "**কট**" শব্দের সহিত সম্বন্ধরূপে:—**কটং অলাতো গণ্‌হাতি কিতবা সিক্‌খিতো যথা**—যে ব্যক্তি "**কট**" বিষয়ে দক্ষ তাহার ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি অতিশয় শঠ বা প্রতারক তাহার মৃত্যুই শ্রেয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিতবায অত্তভাবং পটিচ্ছাদেতি**—ধৈর্যধারণে প্রতারক ব্যক্তি আত্মভাব গোপন করে।

কিতবা = **কিতব**। ⇒ **কিতব**।

কিত্তক (প্রশ্নবোধক শব্দ, সর্বনাম) কত? কত বড়? (ক্লী, ক্রি-বিণ) বিস্তারে কতদূর? প্রসারতায় বা আয়তনে কতদূর বা কি পর্যন্ত? (বহুবচনে) কত বেশি? কত অধিক? কতকগুলি? (বিমানবথু অর্থকথা) **কিত্তকং অন্তোবস্‌সং অবসিট্‌ঠং**—বর্ষাঋতুর কি পর্যন্ত গত হইল অথবা অবশিষ্ট রহিয়াছে? (জাতক) **কিত্তকা পন**

বো ভন্তে পরিবার-ভিক্খূ—প্রভু! আপনার সঙ্গী কতজন ভিক্ষু আছেন? "কিছু" এই অর্থে:—(জাতক) **কিত্তকং জীবিস্সামি**—আর কয়দিনই বা বাঁচিব? (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিত্তকং অদ্ধানং**—অল্প সময়; = **কিংব চিরং**।

কিত্তন (ক্লী) কীর্তন, গুণকথন, যশগান, বর্ণন, কথন, যশখ্যাপন, প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, গুণব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাকরণ।

কিত্তনীয় (বিণ) ⇒ **কিত্তেতি**।

কিত্তযতি (ক্রি) প্রশংসা করা।

কিত্তাবতা (ক্রি-বিণ) কতদূর? কি পর্যন্ত, কি প্রকারে? কিসে? কোন বিশেষ বিষয়ে? কি সম্বন্ধে? **কিত্তাবতা নু খো মহাপুরিস হোতি**—কিসে বা কোন বিশেষ বিষয়ে মানুষ মহাপুরুষ হইতে পারে? **কিত্তাবতা নু খো পঞ্ঞবা'তি বুচ্চতি**—কি প্রকারে প্রজ্ঞাবান বলিয়া কথিত হয়?

কিত্তি (স্ত্রী) কীর্তি, যশ, সুখ্যাতি, মৃত ব্যক্তির খ্যাতি, জনরব, তেজ, প্রভা, প্রশংসা, গৌরব, গৌরবের বস্তু, সম্মান, ভক্তি, সুযশ, গুণ মর্যাদা, সচ্চরিত্রতা, উচ্চপদ, সম্মানসূচক উপাধি, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। (সংযুক্ত নিকায়) **যসো চ কিত্তী চ; কিত্তিঞ্চ সুখঞ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যসো কিত্তি সুখঞ্চ**। (সূত্রনিপাত) **যসো কিত্তি চ**—যশ আর প্রতিষ্ঠা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বাহির কিত্তিভাব**—বাহিরের খ্যাতি। (সদ্ধম্মোপায়ন) **যসো কিত্তি**।

কিত্তিক (বিণ) বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, খ্যাতিসম্পন্ন, যশবান, কীর্তিমান।

কিত্তিঘোস = **কিত্তিসদ্দ**। ⇒ **কিত্তিসদ্দ**।

কিত্তিত (বিণ) কীর্তিত, উক্ত, বর্ণিত, খ্যাত, নির্দিষ্ট। **সুকিত্তিত**—সুকীর্তিত, সুন্দররূপে বর্ণিত। ⇒ **কিত্তেতি**।

কিত্তিম (বিণ) কৃত্রিম, ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন, কল্পিত, অযথার্থ, জাল, নকল, ভেজাল, কপট, সংগঠিত, শিল্পনির্মিত, পটু, অপ্রকৃত, নিপুণ, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন, দক্ষ।

কিত্তিমন্ত (বিণ) কীর্তিমান, যশস্বী। = **যসস্সিন**। ⇒ **তিত্তিমন্ত**।

কিত্তিম লোহং (ক্লী) কৃত্রিম বা খাদমিশানো ধাতুবিশেষ। ⇒ **লোহ**।

কিত্তিমা (বিণ, স্ত্রী) = **কিত্তিম**। ⇒ **কিত্তিম**।

কিত্তিবন্ন (ক্লী) প্রশংসা, সুখ্যাতি, যশ। = **সিলোক** (২)।

কিত্তিবন্নহর—কীর্তিপ্রাপক, যশ বা সুখ্যাতি আহরণকরণ, প্রশংসা অর্জন।

কিত্তিসদ্দ (পুং) কীর্তিশব্দ, প্রশংসা ঘোষণা, সুখ্যাতি প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা বা যশ ঘোষণা। এই শব্দটি বুদ্ধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত, যথা--**ভগবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গতো**--সংসারে ভগবান গৌতম-সম্বন্ধে এবম্বিধ কল্যাণকর কীর্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বা প্রচারিত হইয়াছে। "**কল্যাণমিত্ত**" শব্দের ব্যবহারও তাদৃশ। (বিপ) **পাপকো কিত্তিসদ্দো**—পাপীর অপযশ বা অকল্যাণকর কীর্তিশব্দ।

কিত্তী (স্ত্রী) = **কিত্তি**। ⇒ **কিত্তি**।

কিত্তেতি (ক্রি) [√কিত্ত+এ] ১ কীর্তিত করা, প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, সুখ্যাতি করা, কীর্তন করা, অতিশয় বা খুব প্রশংসা করা। ২ ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, ঘোষণা করা, গণনা করা, প্রদর্শন করা, জ্ঞাপন করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, বর্ণনা করা, সম্বন্ধবদ্ধ করা, সম্বন্ধ করা, বলা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা। (অতীত) **কিত্তেসি, অকিত্তযী**। (অ-বিণ) **কিত্তিত**। (ব-বিণ) **কিত্তেত্ত, কিত্তেত্তো**। **কিত্তনীয**—প্রশংসনীয়, কথনীয়, গণনীয়, বলিবার যোগ্য, বর্ণনীয়। (ভবিষ্যৎ কাল) **কিত্তযিস্সতি; = কথেতি;** (উত্তম পুরুষ একবচনে) **কিত্তযিস্সামি**—আমি বলিব বা বর্ণনা করিব; (ক্রি-বি) **কিত্তযিত্বা**। (ক্রি-বি) **কিত্তেত্বা**।

কিত্তেত্তো (বিণ) প্রশংসা করিয়া, যশগান করিয়া, স্তুতি করিয়া। ⇒ **কিত্তেতি**।

কিন নু খো—কেন? কিজন্য? = **কিং নু খো?** ⇒ **খো**।

কিন্তি [কিং+তি] ১ তাহা হইলে কেন? তবে কেন? (দীর্ঘনিকায়) **কিন্তি তে সুতং**—তুমি শোন নাই কি? তুমি কি শুনিতে পাও নাই? ২ নামে কি অর্থাৎ কি নামের? = **কিং'তি**।

কিন্তিকরো—কেন করিলে? কি কারণে করিলে? = **কথঙ্করো**?

কিন্নর (পুং) [কিং+নর] কিন্নর, কিম্পুরুষ, অশ্ব ও মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট দেবযোনিবিশেষ, দেবলোকের গায়ক, মানুষের ন্যায় মস্তকযুক্ত পক্ষী, বনবাসী বা বনে বাসকারী একজাতীয় নামবিশেষ। **কিন্** (কুৎসিত) **নর কর্মধা**। (জাতক) **চন্দ কিন্নর**। = **কিং পুরিস; কিম্পুরিস**। ⇒ **কিং** (২)।

কিন্নরা ১ (পুং, বহুবচন) কিন্নরগণ। ⇒ **কিন্নর**। ২ (স্ত্রী) কিন্নরীদের মধ্যে যে কিন্নরী রানী।

কিন্নরী (স্ত্রী) স্ত্রীকিন্নরী, কিন্নরী (থেরগাথা)। (জাতক) **মত্তকিন্নরী বিয**। ⇒ **কিন্নর**।

কিন্নাম [কিং+নাম] কিনাম? নাম কি? = **কিং নাম**।

কিন্নু [কিং+নু] কেন? কি জন্য?

কিপিল্লক (ক্লী) পিপীলিকা। **তম্বকিপিল্লক পুট**।

কিপিল্লিকা (স্ত্রী) পিপীলিকা। (জাতক, সূত্রনিপাত) **কুম্ভ কিপিল্লিকা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তম্ব কিপিল্লক-কিপিল্লিকানি**। (তুলনীয়) **কুম্ভ, পিপীলিকা**।

কিপ্পিলিক = **কিপিল্লক**। ⇒ **কিপিল্লক**।

কিব্বিস (ক্লী) ভুল কাজ, দোষণীয় কাজ, আইন-ভঙ্গজনিত অপরাধ, নির্বুদ্ধিতার কাজ, দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্যবহার, খুঁত, অপরাধ। (সূত্রনিপাত) **কিব্বিসং করোতি**—অপরাধ

করা, ভুল করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কিব্বিসং পসবতি**।

কিব্বিসক = কিব্বিস। ⇒ **কিব্বিস**।

কিব্বিসকত (বিণ) ভুল করিয়াছে এরূপ, অপরাধ বা ত্রুটি করিয়াছে এমন। = **অকত কল্যাণো** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কিব্বিসকারক (বিণ) যে ব্যক্তি অপরাধ করে, যে ব্যক্তি ত্রুটি করে, যে ব্যক্তি ভুল করে।

কিব্বিসকারিন (বিণ) অপরাধকারী, দোষী, দুর্ব্যবহারকারী, দোষ-সম্বন্ধীয়। (পুং) অপরাধী ব্যক্তি।

কিব্বিসকারী = কিব্বিসকারিন। ⇒ **কিব্বিসকারিন**।

কিমকখাযিন (বিণ, পুং) [কিং+অকখাযিন] কিরূপ বা কোন ধর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশকারী? কি রকম মত প্রচারক? কোন ধর্মকথক? (সম্বন্ধযুক্ত শব্দ) **কিংবাদিন**?

কিমকখাযী (বিণ) কোন বিষয় বা ধর্ম প্রচারিত? কি-সম্বন্ধীয় কথক?

কিমঙ্গ [কিং+অঙ্গ] কত অধিক বা কম? (অর্থাৎ খুব বেশি অথবা খুব কম?)। (মধ্যম নিকায়) **কিমঙ্গ পন**—তাহা হইলে কেন?

কিমত্থং (ক্রি-বিণ) [কিং+অত্থং] কি জন্য? কেন? কোন উদ্দেশ্যে? কি কারণে? কি হেতু? = **কমত্থং**?

কিমত্থায (ক্রি-বিণ) [কিং+অত্থায, **অত্থ** শব্দের সম্প্রদান কারকে] কেন? কি জন্য? কি হেতু? কি কারণে? কোন উদ্দেশ্যে? ⇒ **অত্থায, অত্থ**।

কিমত্থিয (বিণ) [কিং+অত্থিয] ১ কি বা কোন উদ্দেশ্যে? কোন অভিপ্রায়ে? কি হেতুতে? (জাতক)। ২ যে কোন উদ্দেশ্যে, যে কোন প্রকার ব্যবহারের জন্য (সংযুক্ত নিকায়)। = **কিং অত্থিয**। ⇒ **অত্থিয**।

কিমত্থিযং = কিং অত্থিযং। ⇒ **কিং অত্থিযং**। = **কিমত্থিয**।

কিমপক্ক = কিং পক্ক। ⇒ **কিং পক্ক**। ⇒ **কিং** (২)।

কিমভিঞ্ঞং (বিণ) [কিং+অভিঞ্ঞং] কি নামে বা কি নামের? কোন নামে পরিচিত? কোন অভিজ্ঞতায়?

কিমাধিকরণং (ক্রি-বিণ) [কিং+অধিকরণং] কেন? কিসের কারণে? কোন হেতুতে? = **কিং করণং**।

কিমি (পুং) (বৈদিক—ক্রিমি) ক্রিমি, কৃমি, কীট, উদরজাত কৃমিরোগ, পোকা, কেঁচো, সরীসৃপ; পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ; ইন্দুর, মাছি, ছারপোকা প্রভৃতি, নীচলোক, অধম ব্যক্তি, পেঁচা-বিশেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সেতাকিমী কণ্হসীতা**; (মধ্যম নিকায় বর্ণনায়) পচা শব বা জিনিসের মধ্যে যে কৃমিকীট উৎপন্ন হয় উহা; (অন্যান্য বর্ণনায়) প্রেতলোকে শাস্তি প্রদানের জন্য যে সরীসৃপ ইত্যাদি পাপীকে দংশনের নিমিত্ত প্রযুক্ত করা হয় উহা। (মধ্যম নিকায়) **কিমি খজ্জোপনক**।

কিমিকুল (ক্লী) কৃমিকুল, কৃমিসমাবেশ, একজাতীয় কৃমি বা পোকা।

কিমিখজ্জোপনক—জোনাকি পোকা। ⇒ **কিমি**।

কিগণ = কিমিকুল। ⇒ **কিমিকুল**।

কিমিদং [কিং+ইদং] এইটা কি? তাহা কেন? সে কি? সেই জন্য, সেই কারণে, অতএব। ⇒ **কিং**।

কিমিন (বিণ) কৃমিকুলে আবৃত, কৃমি সমাবেশে আচ্ছাদিত।

কিমী = কিমি। ⇒ **কিমি**।

কিমুনু = কিমো নু। ⇒ **কিমো নু**।

কিমেব = কিমো নু। ⇒ **কিমো নু**।

কিমো নু—তাহা হইলে কেন? তবে কেন? = **কিং+এব = কিমেব**।

কিম্পক্কফল (ক্লী) এক জাতীয় ফলবিশেষ, আম্রফলের ন্যায় একজাতীয় বিষাক্ত ফল। = **কিং পক্কফল**।

কিম্পুরিস (পুং) [কিং+পুরিস] "কিরূপ লোক অথবা কিরূপ অদ্ভুত লোক", বনে অবস্থানকারী বন্য মানুষ, কিন্নর। = **কিন্নর, কিং পুরিস**।

কিম্পুরিসী (স্ত্রী) "কিরূপ স্ত্রীলোক অথবা কিরূপ অদ্ভুত স্ত্রীলোক", বনে অবস্থানকারী বন্য মানবী বা স্ত্রীলোক।

কিম্হি চি = কুহিঞ্চি। ⇒ **কুহিঞ্চি**।

কির—(নিপাত শব্দ, ক্রি-বিণ) (বৈদিক—কিল) ১ (জোর বা ঝোঁকের সহিত উচ্চারিত শব্দ-সম্বন্ধে অথবা জনশ্রুতি দ্বারা গুজব-সম্বন্ধে:—) প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, যথার্থত, বাস্তবিকই, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, কথিত আছে, নাকি, সত্যই, যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনা-সূচক শব্দ। ⇒ **অনুস্সর**। ২ (বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের জন্য অনুমানিক বা প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন সম্বন্ধে:—) আমার মনে করা উচিত যে কেহ প্রতীক্ষা বা অনুমান করিবে। ৩ (অতীত আখ্যায়িকা বিষয়ক-সম্বন্ধে:—) এক্ষণে, বর্তমান সময়ে, তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, তৎপরে, পরে, আর এক সময়ে, পুনরায়, অতএব, সেইজন্য, তুমি জান বা বুঝিয়াছ, নাকি। ক্রমিক গল্পে "কি" অর্থে "কির", আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কথায় **"ইতি"** শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। জনরবের গুজব-সম্বন্ধে:—**কিরসদ্দো** (**"অনুস্সবণে"** অথবা **"অনুস্সবত্থে"** যেমন—) লোকে বলে অথবা আমি শুনিয়াছি (পেতবত্থু অর্থকথা, জাতক)। **কি'রতি অনুস্সবত্থে নিপাতো**। উদাহরণ:—**ক)** (জাতক) **মহন্তংকির বারাণসিরজ্জং**—বারাণসী রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বড়। (ধর্মপদ) **অত্তা হি কির দুদ্দমো**—আমরা জানি নিজকে দমন করা বা বশীভূত করা নাকি কঠিন অর্থাৎ আত্মদমন করা দুরূহ ব্যাপার। (সূত্রনিপাত) **অমোঘং কির মে পুট্ঠং; ন কির**—নিশ্চিত নহে। **খ)** (ধর্মপদ অর্থকথা) **এসা কির বিসাকা নাম**—আমার মনে হয় তাহার নাম নাকি বিশাখা (অর্থাৎ যাহার নাম আমি বিশাখা বলিয়া শুনিয়াছি)। (পেতবত্থু) **পেতা হি কির জানন্তি**—আমি বলি "প্রেতগণেরই জানিবে"। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **এবং কিরু উত্তরে**—ওহে উত্তরে! আমার মনে হয় ইহা সেইরূপই হইবে? (বিমানবত্থু) **এবং**

কিরসগগং গমিস্সথ—এইরূপে নিশ্চয় তুমি স্বর্গে গমন করিতে পারিবে, "আমি শুনিয়াছি" (ধর্মপদ অর্থকথা)। **গ) অতীতে কির**—(অতীত কাল সম্বন্ধে) একদা, এক সময়ে (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **সো কির পুব্বে অকাসি**—এক সময়ে তোমরা জানো সে নির্মাণ করিয়াছিল ...। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সা কির দাসী অদাসি**—সেই দাসী অর্থাৎ কুমারী নাকি দিয়াছিল। = **কিল**।

কিরণ (পুং) কিরণ, অংশু, চন্দ্র ও সূর্যের রশ্মি, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, চতুর্দিকে ছড়ানো রশ্মি। (ক্লী) ভোগ, অধিকার, বৃত্তি বা পেশা, ব্যবসায়, কাজ, কর্মস্থান, কার্যালয়, কারখানা। (তুলনীয়) **কিত, কিত্তিম**।

কিরতি (ক্রি) [√কির+অ] চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া, বিকীর্ণ করা, ছড়ানো। (প্রায়শ যৌগিকে ব্যবহৃত শব্দ, যেমন—) **অপকিরতি, অবভুকিরতি, অভিকিরতি, অবকিরতি (ওকিরতি), পরিকিরতি, বিকিরতি**। (অতীত) **কিরি**। (অ-বিণ) **কিণ্ণ**। (কর্মবাচ্যে) **কিরিযতি**।

কিরাট ১ = কিরাত। ⇒ **কিরাত**। ২ অসৎ বা শঠ ব্যবসায়ী, প্রতারক, প্রতারণাকারী, শঠ। **কিরাস, কেরাটিক** শব্দ তুলনীয়।

কিরাত (পুং) কিরাত, পার্বত্যজাতীয় লোক, বন্য বা জংলি মানুষ, পার্বত্য জাতিদের দলপতির সেবক বা আজ্ঞা পালনকারীর মধ্যে খর্বাকৃতি শ্রেণীর লোক। (তুলনীয়) **অপকিরিতূন,ওকিরতি** (২), ওকিরণ।

কিরাস (বিণ) মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত, ছলপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ। = **কেরাটিক**।

কিরিয (ক্লী) ক্রিয়া, কার্য, কর্ম। = **ক্রিযা, কিরিযা**।

কিরিযতা (স্ত্রী) (কিছুর) সম্পাদনা বা সমাপ্ততা, (কোন বিষয়ের) সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্য। ⇒ **সক্কচ্চকিরিযতা, সচ্চিকিরিযতা, সাতচ্চকিরিযতা**।

কিরিযতি (কর্মবাচ্যে ক্রিয়া) কোন কিছুর উপর কার্য হওয়া, পরিবর্তন সাধিত হওয়া, প্রভাব বিস্তার হওয়া, আক্রান্ত হওয়া, অভিভূত হওয়া, ভান করা, বিচলিত হওয়া, ক্রিয়া সাধিত হওয়া, নড়িয়া উঠা। ⇒ **কিরতি, করোতি**।

কিরিযবাদ (পুং) পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস, কর্ম এবং কর্মফলে বিশ্বাস, কার্যের ফলে বা কর্মের ফলে বিশ্বাস। = **কম্মবাদ**। (যৌগিকে) **কিরিযবাদ কম্মবাদ**।

কিরিযবাদিন (বিণ) পাপ-পুণ্যে বিশ্বাসী, কর্ম এবং কর্মফলে বিশ্বাসী, কর্মবাদের বিষয় বা দৃষ্টি প্রচারকারী, পাপ-পুণ্যের ফল প্রচারকারী, যিনি কর্মবাদ প্রকাশ বা ঘোষণা করেন, যিনি "যেমন কর্ম তেমন ফল" বলিয়া ঘোষণা করেন।

কিরিযবাদী = কিরিযবাদিন। ⇒ **কিরিযবাদিন**।

কিরিযা (স্ত্রী) **১** ক্রিয়া, কর্ম, কার্য, কাজ, সামাদি উপায় প্রয়োগ, প্রয়োগ, অনুষ্ঠান, শিক্ষা, গর্ভাধানাদি সংস্কার, পূজা, শ্রাদ্ধ, চেষ্টা, অভ্যাস, অধ্যয়ন-দান-যজন ইত্যাদি; চিকিৎসা, ব্যবহারাংশবিশেষ, নিষ্কৃতি, মোকদ্দমা, ব্যবহার, আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, যুদ্ধ, সম্পাদন, কৃতি, অভিনয়, সম্পন্ন কার্য। (তুলনীয়) **কিরিযাকরণ, অন্তকিরিযা**। ২ (বিশেষ কার্যার্থে:—) **অঙ্গীকার**, শপথ, স্বীকার, প্রতিজ্ঞা, আশা, আশ্বাস-বাক্য, কিরিয়া, দিব্য, আশাস্থল, ব্রত, ধর্মসাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার, সঙ্কল্প, উৎসর্গ, সমর্পণ, উৎসর্গলিপি, অভিপ্রায়, পরিকল্পন, বন্ধকি জিনিস, জামিন, অনুগ্রহাদির চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য, স্বাস্থ্যপান, সন্তান, চুক্তি, ন্যায়পরতা, সাধুতা, ন্যায়বিচার, বিচারক, শাসক, নিরপেক্ষতা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিরিযং ভিন্দতি**—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা। ৩ (দার্শনিক মতে:—) নিষ্ফল কার্য, অকার্যকর কর্ম, অফলপ্রদ কাজ, অকার্যোৎপাদী কার্য, অকারণসূচক কাজ, যে কাজ আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়। **"মক্খলি"** মতবাদে—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **নত্থি কম্মং নত্থি কিরিযং নত্থি বিরিযং তি**—এই সংসারে কর্ম বলিয়া কিছু নাই—পরে কর্মফলও নাই—তেজ বা বীর্য বলিয়াও কিছু নাই। (মধ্যম নিকায়) **নত্থি কিরিযা**—কিছুই নাই, কোন বিষয় বা বস্তুই নয়। (বিণ) **১** পার্থক্য বা তারতম্য করে না এমন, অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট, ফলদায়ক নহে এরূপ, নিষ্ফল, অকার্যকর। বিভঙ্গ বর্ণনায় যেমন **"অব্যাকতা ধম্মা"** সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। (ধর্মসঙ্গণী) **মনোধাতু কিরিযা নেব কুসলা নাকুসলা ন চ কম্মবিপাকা**—নিরপেক্ষভাব যেমন ভালোও নহে মন্দও নহে এবং কর্মের ফলও নাই অর্থাৎ পুণ্যও নাই পাপও নাই এবং পাপ-পুণ্য কর্মের ফলও নাই; বিভঙ্গে **"ঝান"** সম্বন্ধেও অদ্রূপ বলা হইয়াছে। ২ অনিশ্চিত, সন্দিগ্ধ, দোলায়মান চিত্তের। (দীর্ঘনিকায়) **অকিরিযং ব্যাকরোতি**—সন্দিগ্ধ উত্তর প্রদান করা, (প্রশ্নের) অনিশ্চিত বা সন্দিগ্ধ উত্তর দেওয়া, অসরলভাবে বা চতুরতার সহিত উত্তর দেওয়া।

কিরিযাকরণ (ক্লী) কার্য সমাপ্তকরণ, অবসানকরণ। = **অন্তকিরিযা। দুক্খস্স কিরিযা করণ**।

কিরিযা পদ (ব্যাকরণে) ক্রিয়াপদ। ⇒ **কিরিযবাদ**।

কিরিযাবাদ = কিরিযবাদ। ⇒ **কিরিযবাদ**।

কিরিযাবাদিন = কিরিযবাদিন। ⇒ **কিরিযবাদিন**।

কিরিযাবাদী = কিরিযবাদী। ⇒ **কিরিযবাদী**।

কিরিযা হেতু—বিবেচনা হেতু, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারণে, প্রভেদ বা পার্থক্য হেতু, প্রভেদচিহ্ন থাকার কারণে।

কিরীট (পুং, ক্লী) কিরীট, মুকুট, শিরবেষ্টন, রাজমুকুট, রাজশক্তি, শিরস্ত্রাণ।

কিরীটমকুট (পুং) সৌষ্ঠব সাধন, অলঙ্কার, ভূষণ। ⇒ **মকুট**।

কিরীটিন (বিণ) কিরীটিন, কিরীটধারী, ভূষিত, অলঙ্কৃত, সুশোভিত, সজ্জিত, মোড়িত, আবৃত। = **বেঠিত সীস**। (পুং) নৃপতি, রাজা।

কিল ১ = **কির**। ⇒ **কির**। ২ একপ্রকার শব্দবিশেষ অর্থাৎ "**ক্রিক**" করিয়া যে শব্দ হয় উহাই। = **কিলি**।

কিলকিলা--আনন্দধ্বনি। (যৌগিকে) **হাহাকার কিলকিলা**—"হা হা" এবং "হৈ হৈ" ধ্বনি।

কিলঞ্জ (পুং) মাদুর, তৃণনির্মিত মাদুর, তৃণাদির দ্বারা নির্মিত আসনবিশেষ।

কিলঞ্জা (স্ত্রী) ১ মাদুর, তৃণনির্মিত মাদুর বা আসন। = **কিলঞ্জ**। ২ পর্দা, যবনিকা, যাদু, মোহ, মোহিনীশক্তি, জ্বালানি কাঠের আঁটি, জাফরি, বেড়া, জাফরির ন্যায় লৌহ ও কাঠের কবাটাদি। ৩ জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃত বেতের বা কাঠের (জালি) বাক্সবিশেষ, বেতের বা কাঠের (জালি) বাক্স চুপড়ি প্রস্তুতকরণ। (জাতক) **তস্‌স গন্ধব্বং কিলঞ্জা-কণ্ণবনং বিয হুত্বা** ...—তাহার সঙ্গীত মাদুর তৃণ ঘর্ষণের ফলে কর্কশ শব্দের ন্যায় ছিল; **সুবণ্ণকিলঞ্জা**—সোনালী রং করা মাদুর। পর্দা অর্থে:—(যৌগিকে) **কিঞ্জাছত্ত**—টানা পাখা। বেতের চুপড়ি বা কাঠের বাক্স অর্থে:—বেতের চুপড়ি, কাঠের বাক্স; = **সোণ্ডিকা-কিলঞ্জা**।

কিলঞ্জা-ছত্ত—মাদুর দ্বারা নির্মিত টানা পাখা। ⇒ **কিলঞ্জা** (৩)।

কিলন্ত (বিণ) অবসন্ন, ক্লিষ্ট হয় এমন, দেহ-মনে ক্লান্ত হয় এমন, ক্লান্ত হয় এমন, শ্রান্ত হয় এমন, নিদ্রালু, বিরক্ত, ব্যয়িত হয় এমন, নিঃশেষিত হয় এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিলন্ত কায**। (দীর্ঘনিকায়) **কিলন্ত চিত্ত**। (পেতবত্থু) **কিলন্ত কায-চিত্ত**। ⇒ **কিলমতি**।

কিলন্তকায--ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন দেহ। ইহা নিদ্রালু অবস্থাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে বা বুঝায়। ⇒ **কিলন্ত**।

কিলন্ত কায-চিত্ত—ক্লিষ্ট দেহ-মন। (বিপ) **অকিলন্ত কায-চিত্ত**—সুস্থ দেহ-মন। ⇒ **কিলন্ত**।

কিলন্ত চিত্ত—অবসন্ন মন, ক্লান্ত মন, ক্লিষ্ট মন। = **পদুট্‌ঠ চিত্ত**। ⇒ **কিলন্ত**।

কিলন্ত-তসিত (বিণ) ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত, পরিশ্রান্ত এবং পিপাসিত। ⇒ **তসিত**।

কিলন্তভাব = **কিলম**। ⇒ **কিলম**।

কিলম—ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসন্নতা, শ্রম, পরিশ্রম। = **কিলন্তভাব**।

কিলমতি (ক্রি) [√কিলম+অ] ১ শ্রান্ত হওয়া, হয়রান হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, অবসন্ন হওয়া, পরিশ্রান্ত হওয়া, ঝিমান বা নিদ্রালু হওয়া, কষ্টে পড়া, দুঃস্থ হওয়া, বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, দুঃখ বা দুর্দশায় পড়া। (তুলনীয়) **পরিকিলমতি**। ২ কমিয়া যাওয়া, অভাবে পড়া। (বিনয়) **ন পিণ্ডকেন কিলমতি**—খাদ্য বা খাবার কম পড়ে নাই। (অতীত) **কিলমি**। (অ-বিণ) **কিলমিত**। (ব-বিণ) **কিলমান, কিলন্ত, কিলমন্ত**। (ভবিষ্যৎ) **কিলিমিস্‌সামি**। (ক্রি-বি) **কিলমিত্বা**। (করণে) **কিলমেতি**।

কিলমথ (পুং) = **কিলম**। ⇒ **কিলম**। (সংযুক্ত নিকায়) **কাযকিলমথ, চিত্তকিলমথ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দরথ কিলমথ**।

কিলমন্ত (বিণ) = **কিলন্ত**। ⇒ **কিলন্ত**।

কিলমান (বিণ) শ্রান্ত হয় এমন। = **কিলন্ত**। ⇒ **কিলমতি**।

কিলমিত (বিণ) জীর্ণ, অতি পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য, শ্রান্ত, অবসন্ন, ক্লান্ত, দেহ-মনে ক্লান্ত, হয়রান হইয়াছে এমন। ⇒ **কিলমেতি, কিলমতি**।

কিলমিযমান (বিণ) হয়রান করা হইতেছে এমন, হয়রান করাইতেছে এমন, ক্লান্ত করাইতেছে এমন। ⇒ **কিলমীযতি**।

কিলমীযতি (ক্রি) হয়রান করানো, ক্লান্ত করানো। (অতীত) **কিলমীযি**। (ব-বিণ) **কিলমিযমান**। ⇒ **কিলমেতি**।

কিলমেতি (ক্রি) শ্রান্ত করা, ক্লান্ত করা, হয়রান করা। ⇒ **কিলমতি**। (অতীত) **কিলমেসি**। (অ-বিণ) **কিলমিত**। (ব-বিণ) **কিলমেন্ত, কিলমযন্তো**। (ক্রি-বি) **কিলমেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **কিলমীযতি**।

কিলাস (পুং) চর্মরোগ, ত্বক-সম্বন্ধীয় রোগবিশেষ (সম্ভবত এক প্রকার কুষ্ঠ রোগ)। বর্ণনায় "**আবাধ**" অর্থাৎ রোগ যেমন— (যৌগিকে) **কুট্‌ঠ-গণ্ডু-কিলাস-সোস** (বিনয়)।

কিলাসিক (বিণ) চর্মরোগ বা কুষ্ঠরোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় উৎপীড়িত বা অতিষ্ঠ। (পুং) কুষ্ঠরোগী মানুষ। (যৌগিকে) **কুট্‌ঠ-গণ্ডু-কিলাসিক-সোস** (বিনয়)।

কিলাসিয = **কিলাসিক**। ⇒ **কিলাসিক**।

কিলাসু (বিণ) শ্রান্ত, ক্লান্ত, পীড়িত, রোগপীড়িত। (তুলনীয়) **গিলান**।

কিলি (এই শব্দটি কখন কখন "**কিল**" শব্দরূপেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়।) ১ (অব্যয়) শকটাদি বন্ধ করার সময়ে উৎপন্ন একপ্রকার "**ক্রিক**" শব্দবিশেষ। ⇒ **কিল** (২)। (জাতক) **কিলিকিলী'তি**—"ক্রিক ক্রিক" শব্দবিশেষ। ২ (স্ত্রী) (ছোট ছোট ঘন্টায়) "টুন টুন" অথবা "ঠন ঠন" অথবা "ঠং ঠং" শব্দকরণ, (ঘড়ির) "টিক টিক" অথবা "টক টক" শব্দকরণ। (তুলনীয়) **কিণি**। (জাতক) **কিলিং করোতি**—টুন টুন শব্দ হওয়া, ঠং ঠং শব্দ করা।

কিলিকিলা (স্ত্রী) কড়মড় শব্দ, "টুন টুন" অথবা "ঠং ঠং" শব্দ। (তুলনীয়) **কিলকিলা**।

কিলিকিলাযতি (ক্রি) (সংস্কৃত--কিট্‌কিটায়তি; বৌদ্ধসংস্কৃত—কট্‌কটায়তি) দন্তে দন্তে ঘর্ষণে শব্দ হওয়া, টুন টুন শব্দ হওয়া, ঠং ঠং শব্দ হওয়া। ⇒ **কিণকিণাযতি**।

কিলিজ্জতি (ক্রি) ১ সিক্ত হওয়া, ভিজিয়া যাওয়া, মলিন বা ময়লা হওয়া। (অ-বিণ) **কিলিন্ন**। ২ (ধর্মপদমালার বর্ণনা অনুসারে) বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, কষ্টে পড়া; (কিন্তু এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য

নাই)। ৩ এই শব্দের প্রকৃত অর্থ:—ঘৃণিত হওয়া, উত্তপ্ত বা ক্লেশকর অবস্থায় পড়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পড়া, ক্ষত স্থান পচিয়া উঠা, ক্ষতস্থান টন টন করা অথবা পুঁজযুক্ত হওয়া। (বিনয়) **বণো কিলিজ্জিখ**—ব্রণ বা স্ফোটক পুঁজযুক্ত হইয়াছে। বিনয় অর্থকথার টীকায় "**কিলিস্‌সতি**" শব্দের পরিবর্তে "**কিলিজ্জতি**" শব্দ দৃষ্ট হয়। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **পূতি হোতি**। ⇒ **উক্লিলেদেতি**।

কিলিট্‌ঠ (বিণ) ১ ক্লিষ্ট, চিহ্নিত, দাগযুক্ত, কলঙ্কিত, অপবিত্র, কালিমাযুক্ত, মলিন, ময়লাযুক্ত। (জাতক) **কিলিট্‌ঠ গত্ত**—মলিন বা ময়লাযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। **কিলিট্‌ঠ চীবর**—মলিন চীবর। **কিলিট্‌ঠ বখ**—মলিন বস্ত্র। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **কিলিট্‌ঠ পাবার-পুপ্ফ**—আমগাছ পুষ্পিত হইয়া চিহ্নিত হইয়াছে এরূপ। ২ অপরিষ্কার, লোভী, পাপিষ্ঠ, পাপে লিপ্ত, ক্লিষ্ট, মন্দ, বিশ্রী, দুষ্ট, নিকৃষ্ট। (জাতক) **কিলিট্‌ঠ কম্ম**—বিশ্রীকার্য অর্থাৎ দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া সহবাসকরণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিলিট্‌ঠ গণিকা**। (যৌগিকে) **কথিত কিলিট্‌ঠ** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ⇒ **কিলিস্‌সতি**।

কিলিট্‌ঠ কম্ম (ক্লী) নিন্দনীয় কার্য, পাপকার্য। = **কম্মকিলিট্‌ঠ**।

কিলিট্‌ঠ ধাতুক (বিণ) ঘৃণ্য স্বভাবের, নিঃস্ব অবস্থার। ⇒ **ধাতুক**।

কিলিন্ন (বিণ) ১ ক্লিন্ন, অস্পশিক্ত, সিক্ত, আর্দ্র, (সাধারণত) লালায় সিক্ত বা ঘর্মসিক্ত বা ঘর্মাক্ত। (জাতক) **লালাকিলিন্ন; খেলকিলিন্ন**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অস্সুকিলিন্ন**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সেদকিলিন্ন**। ২ ক্লেদযুক্ত। **কিলিন্ন সরীর**—ক্লেদযুক্ত শরীর (অর্থাৎ চর্মরোগে পীড়িত)। (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **ওকিলিনী**। ⇒ **কিলিজ্জতি**।

কিলিসিস্‌সন্তি ⇒ **কিলিস্‌সতি**।

কিলিস্‌সতি (ক্রি) [√কিলিস+য] ভিজিয়া যাওয়া, সিক্ত হওয়া, অপবিত্র হওয়া, ক্লেদযুক্ত হওয়া, ঘর্মাক্ত হওয়া, দূষিত হওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া, মলিন হওয়া (দেবগণের মধ্যে দেবায়ু ক্ষয়ে চ্যুতি হওয়ার সময়ে তাঁহাদের দিব্য বস্ত্র মলিন হইয়া চ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া)। থেরগাথায় "**কিলিস্‌সন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**কিলিসিস্‌সন্তি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ) **কিলিস্‌সেয্য**। **কিলিজ্জতি**। (তুলনীয়) **পরিকিলিস্‌সতি**। (অতীত) **কিলিস্‌সি**। (অ-বিণ) **কিলিট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **কিলিস্‌সন্ত**।

কিলিস্‌সন (ক্লী) মলিনতা, কলঙ্ক, ক্লেদযুক্ততা, নিন্দনীয়তা, অপবিত্রতা, আর্দ্রতা, ঘর্মে সিক্ততা।

কিলিস্‌সেয্য (ক্রি) দোষ করা, ভুল করা। (বর্ণনায়) **নিন্দং লভতি**। ⇒ **কিলিস্‌সতি**।

কিলেস (পুং) কলঙ্ক, নিন্দা, লজ্জা, দাগ, চিহ্ন, নোংরা, ময়লা, পলি, সার, অপবিত্রতা, অবিশুদ্ধতা, অপবিত্র বস্তু, মালিন্য; (চরিত্রে) শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ এবং উহার কারণ; (ধর্মসম্মত অর্থে) দুশ্চরিত্রতা, নীতিভ্রষ্টতা, কামপ্রবৃত্তি, মানসিক এবং নৈতিক ভ্রষ্টতা বা অপবিত্রতা, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, ভাবাবেগ, যৌন ভালোবাসা, ক্রোধ, প্রবল ইচ্ছা, মনের উত্তেজনা, ক্লেশ, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, পুনর্জন্মরহিত স্বভাব, পাপেচ্ছা, বদস্বভাব, অধর্ম, পাপ, দোষ, খুঁত। ১ "**কিলেস**" শব্দে প্রতিবন্ধক অর্থে:—**কিলেসাবরণ, কিলেস সম্পযুত্ত, কিলেসবিপ্পযুত্ত, কিলেসপহান** (পটিসম্ভিদামার্গ)। (বিভঙ্গ) **ভিক্‌খু ভিন্নকিলেসো**—যেই ভিক্ষুর মনের উত্তেজনা নষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ধৈর্যসম্পন্ন ভিক্ষু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উপসন্ত কিলেসো**—যাঁহার ইচ্ছা বা প্রবল ইচ্ছা উপশমিত বা দমিত হইয়াছে। (সূত্রনিপাত) **নো চে পি জাতু পুরিসো কিলেসে বাতো যথা অব্‌ভঘনং বিহানে**। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিযোদপ্যয অত্তানং চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো**। ২ (যৌগিকে) **কিলেসা চ খন্ধা চ অভিসঙ্খারা চ; কিলেস+খন্ধ** (বিভঙ্গ); (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিলেস+সংসার**। (নেত্তি) **কম্মং কিলেসা হেতু সংসারস্স**। ৩ "কিলেস" শব্দ "**তণ্‌হা**" অর্থে বর্ণনায়:—("**দিট্‌ঠি**" বিষয়ে) **কিলেস**—অস্তিত্ব বিষয়ে জড়াইয়া থাকা বা দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকা, মিথ্যা ধারণা এবং লিপ্সা বা কামনা (⇒ **তণ্‌হা**)। ৪ একই অর্থে "**রাগ**" শব্দের সহিত সংযোগে:—**রাগ-দোস-মোহ-কিলেস**—ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা কামুকতা-হিংসাবিহ্বলতারূপ কামনা (⇒ **রাগ**)। (সমবায়ে) **দসকিলেসবত্থুনি**, যথা—**লোভ, দোস, মোহ, মান, দিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, থীনং, উদ্ধচ্চং, অহিরিকং, অনোত্তপ্পং** (ধর্মসঙ্গণী)। (বিভঙ্গ) **অট্‌ঠ কিলেসবত্থুনি**, যথা—**লোভ, দোস, মোহ, মান, দিট্‌ঠি, বিচিকিচ্ছা, থীনং, উদ্ধচ্চং**। (পটিসম্ভিদামার্গ) "**কিলেস**" ত্রিবিধ যথা—অতীত "**কিলেস**", বর্তমান "**কিলেস**", ভবিষ্যৎ "**কিলেস**"। ৫ "**কিলেস**" বর্জন জ্ঞানের পূর্ণতায় চারিসত্যের মধ্যে একটি; সেই চারি সত্য, যথা—**ক**) দোষ বা পাপস্বীকার, **খ**) দোষ বা পাপ উৎপত্তির কারণ বা আদিকারণ (যাহাকে "**কিলেস**" বলা হয় তাহা) দূরীকরণ, **গ**) সম্যক বা ঠিক পথারোহণে ধ্যান, **ঘ**) দুঃখ বা পাপ নিরসনে (উপশমে) উপলব্ধি। ⇒ **দুঃখ**। মৌলিক পাপ প্রকাশ করিতে হইলে "**কিলেস**" শব্দ "**সমুদয**" শব্দের পরিবর্তে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; (তুলনীয়) **সমুদযো কিলেসা** (নেত্তি)।

কিলেসকাম (পুং) কামপ্রবৃত্তি, কাম, লোভ, লিপ্সা, কামনা, আসক্তি, তৃষ্ণা, নিন্দনীয় বা কলঙ্ক চরিত্রের সম্পত্তির ন্যায় ইচ্ছা, আধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী ইচ্ছা। ⇒ **কাম, বত্থু** (১)।

কিলেসকামা—সঙ্কল্পিত বিষয় সম্বন্ধীয় কামনা। ⇒ **কাম**।

কিলেসক্‌খয (পুং) ক্লেশক্ষয়, কামনা ধ্বংস, তৃষ্ণা ক্ষয়, তৃষ্ণা নিবৃত্তি, কামপ্রবৃত্তির অবসান, লোভহীনতা বা অলোভ, প্রবল ইচ্ছার উপশম, যৌন ভালোবাসার

অবসান, ক্রোধের বিলোপ, ভাবাবেগের বা মনের উত্তেজনার বিনাশ।

কিলেসগহন (বিণ) অতিশয় ক্লেশজনক, অত্যধিক পাপপূর্ণ। ⇒ **গহন**।

কিলেস পরিপন্থ (বিণ) ক্লেশপরিপন্থী, কামপ্রবৃত্তির প্রতিকূল, লোভ প্রতিরোধক, কামনাবিরুদ্ধ, কামনার বিপক্ষীয়, নিষ্কাম, নির্লোভ।

কিলেসপহান = কিলেসপ্পহাণ। ⇒ **কিলেসপ্পহাণ**।

কিলেসপুঞ্জ—ক্লেশপুঞ্জ, কামনারাশি। "**কিলেসপুঞ্জ**" বলিলে দশ প্রকার "**কিলেস**"কে বুঝায়, যথা—**চত্তারো আহারা, বিপল্লাসা, উপাদানানি, যোগা, গন্ধা, আসবা, ওঘা, সল্লা, বিঞ্ঞাণট্‌ঠিতিযো, অগতি গমনানি** (নেত্তি)।

কিলেসপ্পহান (ক্লী) সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি ত্যাগ, সংসার-সম্বন্ধীয় কামবাসনাদি বিষয় বা আসক্তি ত্যাগ।

কিলেসভার (পুং) ক্লেশ বা দুঃখের বোঝা। ⇒ **ভার** (৪), **কিলেস**।

কিলেসভূমি (স্ত্রী) আসক্তির ভিত্তিভূমি, কামনার উপাদান, লোভ উৎপত্তির ভূমি, কামপ্রবৃত্তির উপাদান। ইহা চতুর্বিধ, যথা—**অনুসয কিলেসভূমি, পরিযুট্‌ঠান কিলেসভূমি, সংযোজন কিলেসভূমি, উপাদান কিলেসভূমি** (নেত্তি)।

কিলেস মঞ্ঞনা (স্ত্রী) ক্লেশযুক্ত অহমিকা। ⇒ **মঞ্ঞনা, কিলেস**।

কিলেসমার—পাপপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ মৃত্যু ("**মার**" শব্দের বর্ণনায়—ধর্মপদ)।

কিলেসযুদ্ধ (বিণ) ক্লেশ বা পাপের সহিত সংগ্রামকারী, যে ব্যক্তি ক্লেশ বা পাপের সহিত যুদ্ধ করে। ⇒ **যুদ্ধ, কিলেস**।

কিলেস লোল (বিণ) আসক্তি লোলুপ, আসক্তির প্রতি লোভদৃষ্টি আছে এমন। ⇒ **কিলেস, চক্‌খু**।

কিলেসবট্ট (ক্লী) ক্লেশাবর্ত, দুঃখাবর্ত, ক্লেশজনক ঘূর্ণিপাক। = **মারধেয্য**।

কিলেসবত্থু (ক্লী) সংসারাসক্তির সামগ্রী বা বিষয়বস্তু। (বহুবচনে) **কিলেসবত্থুনি**—সংসারাসক্তির বস্তুসমূহ। "**কিলেসপুঞ্জ**" শব্দে দশ প্রকার "**কিলেসপুঞ্জ**" দ্রষ্টব্য।

কিলেসবিনয—ক্লেশবিনয়, লোভ দূরীভূত করণ, কামনা দমনকরণ, আসক্তি বিনীতকরণ।

কিলেসবিপ্পযুত্ত (বিণ) লোভবিহীন, আসক্তিশূন্য, কামযুক্ত, কামনা বিরহিত, কামপ্রবৃত্তিহীন (ইহার মূলনীতি বা ভিত্তি "**ধম্ম**", উহা দ্বারা "**নিব্বান**")।

কিলেস সম্পযুত্ত (বিণ) লোভ সম্প্রযুক্ত, লোভে বিচলিত, কামপ্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কামনার বশীভূত, আসক্তিতে সংলগ্ন বা জড়িত (১২ প্রকার প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি ইহার মূলনীতি বা ভিত্তি, উহার দ্বারা ভব ভবান্তরে সঞ্চরণ)।

কিলেসাবরণ (ক্লী) কামে বন্ধন, কামনাময় আবরণ, কামপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রতিবন্ধক, লোভে বাধা, লিপ্সারূপ ব্যাঘাত বা বিঘ্ন।

কিলেসাবরণতা (স্ত্রী) **কিলেসাবরণ**। ⇒ **কিলেসাবরণ**।

কিলেসেতি (ক্রি) [√কিলিস+এ] ময়লা হওয়ার কারণ হওয়া বা করা, রঞ্জিত হওয়া, রং হওয়া, কলঙ্কিত হওয়া, দূষিত হওয়া, দাগী হওয়া, ক্লিষ্ট হওয়া, মলিন বা ময়লাযুক্ত হওয়া। (সন্ধম্মোপায়ন) **ইন্দ্রিযানি কিলেসেত্তি**। (অতীত) **কিলেসেসি**। (অ-বিণ) **কিলেসিত**।

কিলোম—জাতকে "**লোম**" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং "**ফরুস**" শব্দের ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ⇒ **লোম, ফরুস। কিলোমমংসখণ্ড = কিলোম-বাচা**।

কিলোমক (ক্লী) (সংস্কৃত—ক্লোমন অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বের ফুসফুস) ফুসফুস, ক্লোম, ফুসফুস আবরণকারী ঝিল্লি।

কিস (বিণ) কৃশ, মাংসহীন, কাহিল, রোগা, জীর্ণশীর্ণ, পাতলা, হালকা, (ক্লান্তি বা ভ্রমবশত) দেখিতে উদ্‌ভ্রান্ত, (বাজপক্ষীর সম্বন্ধে) বন্য বা দুর্দান্ত। (বিপ) **থূল**—মোটা। (বি-ভা) **কিস-ধমনি-সন্থত**—শিরাগুলি ভাসমান হইয়া উঠিয়াছে এমন কৃশ। (বিপ) **থূলসরীর**।

কিসক = কিস। ⇒ **কিস**।

কিস ধমনিসন্থত ⇒ **কিস**।

কিসবলক (বিণ) হীনবল, শক্তিহীন, দুর্বল, ক্ষীণ, অশক্ত। (ক্রি-বিণ) দুর্বলভাবে, ক্ষীণরূপে, শক্তিহীন হইয়াছে এভাবে।

কিসযন = কিংসযন। ⇒ **কিংসযন**। = **সযন** (২)।

কিসিকা (বিণ, স্ত্রী) = **কিসক**। ⇒ **কিসক**।

কিসিযা—কৃশ হইলে, শুকাইয়া জীর্ণশীর্ণ হইলে।

কিস্মিঞ্চিদেব—যে কোন। (জাতক) **কিস্মিঞ্চিদেব ভযে উপ্পন্নে**—যে কোনরূপ ভয় উৎপন্ন হইলে।

কিস্‌স—কিসের? = **কীদিসস্‌স; কিস্‌স হেতু**—কেন? কি কারণে? কাহার জন্য? কিসের উপর ভিত্তি করিয়া? = **কিং নিমিত্তং**? ⇒ **কিং**।

কিস্‌সতি (ক্রি) ১ শুকাইয়া যাওয়া, রোগা হওয়া, অপুষ্ট হওয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়া, ক্ষয় করা, ব্যয়িত হওয়া বা করা, নিঃশেষিত করা, নষ্ট করা, অপব্যয় করা, উচ্ছন্ন করা, ক্লান্ত করা, ক্লিষ্ট করা, অবসন্ন করা, বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত হওয়া, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা। **মা কিসিথ = মা কিসা ভব** (অর্থকথা)। ২ (**কস্‌সতি** ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে) = **পরিকিস্‌সতি**। ⇒ **পরিকিস্‌সতি**।

কিস্‌সব (বিণ) জ্ঞানী। ⇒ **অকিস্‌সব**।

কিস্‌সস্‌স [কিস্‌স+অস্‌স] = **কেনস্‌সু**। ⇒ **কেনস্‌সু**।

কিস্‌স হেতু—কিসের জন্য? কি কারণে? = **কিং নিমিত্তং**? ⇒ **কিস্‌স, হেতু** (১)।

কীট (পুং) ১ কীট, কৃমি, পোকা, পতঙ্গ, গোবরের পোকা, প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশমকাটা কীট। (যৌগিকে) **কীটপতঙ্গ** (মধ্যম নিকায়); **কীটপুলক**। ২ একপ্রকার ঢাল বা বর্ম। = **চাটিপাল**। সম্ভবত ইহার পাঠ "**খেট**" শব্দ হইবে।

কীটক (ক্লী) একজাতীয় বা সর্বজাতীয় পোকা। = **কীট** (১)।

কীটপতঙ্গ (ক্লী) কীটপতঙ্গ, প্রজাপতির ন্যায় পতঙ্গ, পশমকাটা কীট। ⇒ **কীট** (১)।

কীটপুলব (ক্লী) একজাতীয় কীট বা পোকাবিশেষ। ⇒ **কীট** (১), **কীলব, কীলব**।

কীটমঙ্কুন = **মঙ্কুন**। ⇒ **মঙ্কুন**।

কীড (বিণ) ক্রীত, মূল্য দিয়া গৃহীত, কেনা। ⇒ **কিণাতি**।

কীতদাস (পুং) ক্রীতদাস, কেনা গোলাম।

কীদিস (বিণ) কি দৃশ্য? কি প্রকার? কি রকম? দেখিতে কিরূপ বা কিসের মতো? কোনটি? (তুলনীয়) **তাদিস**। = **কিং সণ্ঠিত**? ⇒ **কীরিস**।

কীর (পুং) তোতাপাখি, শুকজাতীয় পক্ষীবিশেষ। (তুলনীয়) **চিরীটি**।

কীরতি (ক্রি) = **পকিরতি**। ⇒ **পকিরতি** (১)।

কীরিস = **কীদিস**। ⇒ **কীদিস**।

কীল (পুং) খিল, গোঁজা, কীলক, পিন, আলপিন, অকিঞ্চিৎকর বস্তু, সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড, খোঁটা, খুঁটি, শূলদণ্ড। ⇒ **খীল**।

কীলমঙ্কুন—এই শব্দের শুদ্ধ পাঠ "**কীটমঙ্কুন**"। ⇒ **কীটমঙ্কুন**।

কীলতি (ক্রি) [√কীড়+অ] ১ ক্রীড়া করা, খেলা করা, পরিহাস করা, তামাশা করা, জুয়া খেলা, অভিনয় করা, ইতস্তত সঞ্চালিত করা বা হওয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সম্পাদন করা, কাজে পরিণত করা, সঞ্চালিত করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা, আনন্দ দেওয়া, প্রফুল্ল করা, হাসানো, চিত্ত বিনোদন করা। (তুলনীয়) **ললতি**। **উদকে কীলতি**--জলে আমোদ করা, জলক্রীড়া করা, জলকেলি করা। = **ইন্দ্রিযানি পরিচরামি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ (কর্মবাচ্যে) গুণকীর্তন করা, প্রচার করা, যথাবিধি অনুষ্ঠান করা, উৎসব সমারোহ স্মরণীয় করা। (জাতক) **নক্খত্তং কীলতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছণং কীলতি**। (অতীত) **কীলি**। (অ-বিণ) **কীলিত**। (ব-বিণ) **কীলন্ত, ললন্তী, কীলমান**। (ক্রি-বি) **কীলিত্বা**। (করণে) **কীলাপেতি**।

কীলনক (ক্লী) ক্রীড়নক, খেলনা, খেলিবার বস্তু, অকিঞ্চিৎকর বস্তু, তুচ্ছ জিনিস, আমোদ, তামাশা। (বিণ) খেলা করে এমন, আমোদ করে এমন, ক্রীড়ক, খেলাকারী, পরিহাসকারী।

কীলনা (স্ত্রী) ১ ক্রীড়ন, ক্রীড়া, পরিহাস, খেলা, আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাশা, মজা, মনের স্ফূর্তিভাব, আমোদ প্রমোদ। = **খিড্ডা**। ২ ক্রীড়নক, খেলনা, ক্রীড়া সামগ্রী।

কীলসালা (স্ত্রী) খেলার ঘর, খেলিবার ঘর। ⇒ **সালা**।

কীলা (স্ত্রী) ক্রীড়া, খেলা, পরিহাস, আমোদপ্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, অভিনয়, নাটক, কৌতুক, গতি, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, ক্রীড়ার সামগ্রী, আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদককীলং কীলন্তি**—জলকেলী ক্রীড়া, জলে আমোদপ্রমোদ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নক্খত্ত কীলং কীলতি**—উৎসব অনুষ্ঠান করা অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রে পূর্ণমাসী পড়িলে উহার উৎসব অনুষ্ঠান করা। **সাল-কীলা**—শালবৃক্ষের বনে খেলা বা আমোদ-প্রমোদ। (তুলনীয়) **কীলিকা**। **কীলাধিপ্পাযেন**—তামাশা করিয়া, কৌতুক করিয়া।

কীলাগোল (ক্লী) ক্রীড়া গোলক, খেলার-গুলি-মার্বেল-বল ইত্যাদি, খেলিবার গোলাকার বস্তু, খেলার বল।

কীলাগোলক = **কীলাগোল**। ⇒ **কীলাগোল**।

কীলাগোলক = **কীলাগোলক**। ⇒ **কীলাগোলক**।

কীলাপনক (ক্লী) খেলার সামগ্রী বা বস্তু, ক্রীড়নক, খেলনা। (বিণ) খেলনা প্রস্তুতকারী, যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয়, যে ব্যক্তি বশীভূত করে। **সপ্পকীলাপনক**—যে ব্যক্তি সর্প পোষে বা সর্পকে বশীভূত করে, যে ব্যক্তি সর্পকে শিক্ষা দেয়, সাপুড়ে, সাপুড়িয়া, সর্পের শিক্ষাদাতা। (তুলনীয়) **সপ্পং কীলাপেতি**; ⇒ **কীলাপেতি**। = **কীলভণ্ডক**।

কীলাধিপ্পাযেন—ক্রীড়া করিয়া, খেলায়, তামাশা করিয়া, কৌতুক করিয়া, আমোদপ্রমোদে, কৌতুক করিবার জন্য, তামাশা করিবার জন্য। ⇒ **কীলা**।

কীলাপসুত (বিণ) ক্রীড়াপ্রসূত, ক্রীড়াপ্রবণ, ক্রীড়া-ইচ্ছুক, খেলার দিকে ঝোঁক বা টান অথবা মনের গতি আছে এমন।

কীলাপেতি (ক্রি) খেলা করানো, ক্রীড়া করানো, আমোদ দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, সুশাসিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা, মানুষকে ব্যায়াম এবং অশ্বাদিকে দৌড় শিক্ষা করানো, জন্তুকে শিক্ষিত করিয়া বশে আনা, বশীভূত করা। **সপ্পং কীলাপেতি**—সর্পকে বশীভূত করা বা পোষ মানানো। ⇒ **কীলতি**। (অতীত) **কীলাপেসি**। (ব-বিণ) **কীলাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **কীলাপেত্বা**।

কীলাভণ্ডক (ক্লী) খেলার সামগ্রী বা বস্তু, খেলনা, অকিঞ্চিৎকর বস্তু, তুচ্ছ জিনিস, ক্রীড়নক। **কীলাপনক**। ⇒ **ভণ্ডক** (১)।

কীলামণ্ডল (ক্লী) ক্রীড়ামণ্ডল, খেলিবার মাঠ, শিশুদের ক্রীড়া, যে গোলাকার আবদ্ধ স্থানে খেলা দেখানো হয়। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

কীলাসালা (স্ত্রী) খেলার ঘর।

কীলিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া, খেলা, আমোদ-প্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, অভিনয়, নাটক, গতি, কৌতুক, আমোদ, প্রমোদ, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়ার সামগ্রী বা বস্তু, মজা, মনের স্ফূর্তিভাব। (দীর্ঘনিকায়) **কুমার কীলিকা**। (জাতক) **উয্যান কীলিকা**—উদ্যান ক্রীড়া। (থেরগাথা অর্থকথা) **উদক কীলিকা**। **আষালুহ লুহ**

কীলিত (বিণ) খেলা করিয়াছে এমন, ক্রীড়া করিয়াছে এমন, যথাবিধি (উৎসব) অনুষ্ঠান করিয়াছে এমন। ⇒ **কীলতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হসিত লপিত কীলিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাধুকীলিত**। (ক্লী) আমোদ-প্রমোদ, মনের স্ফূর্তিভাব, মজা, ক্রীড়া, আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়াসামগ্রী, গুণকীর্তন, যথাবিধি উৎসবাদি অনুষ্ঠান, সম্মান প্রদর্শন, সম্মানজ্ঞাপক অনুষ্ঠান। (মধ্যম নিকায়) **কীলিত-জাতং কীলতি;** (তুলনীয়) **সহপংসু কীলিত-জাতং কীলতি**। ⇒ **কেলি, খিড্ডা**।

কীব (প্রশ্নবোধক শব্দ, অব্যয়, বিণ, ক্রি-বিণ) (সংস্কৃত—কিয়ন্ত, কীবন্ত) কত পরিমাণ? কি পরিমাণ? কতদূর? কতদীর্ঘ? কত বড়? কতকগুলি? কিরূপে? কেমন করিয়া? (তুলনীয়) **যাব**। অনিশ্চিতভাবে:-- (সূত্রনিপাত) **কীবন্তো তত্থ ভেরবা**—তথায় ভয়ের বস্তু কি রকম? (পেতবত্থু অর্থকথা) **কীব কটুক**—কিরূপ কটু বা কষ্টকর? (সূত্রনিপাত) **কীবচিরং**—কত দীর্ঘ? কতদূর লম্বা? **কীবন্তদীঘং**—কত দীর্ঘ বা কি পরিমাণ লম্বা? (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কীবদূরে**—কতদূর? কত দূরে? (ধর্মপদ অর্থকথা) **কীবমহন্তং**—কত বড়? **কীবন্ত বহুং**—কত বেশি? কি পরিমাণ অধিক?

কীব কটুক ⇒ **কীব**।

কীবচিরং ⇒ **কীব**।

কীবতক (বিণ) (সংখ্যাবাচক শব্দ) কত অধিক? কত বেশি? কি পরিমাণ? কত সংখ্যক? কতগুলি? (বিনয়) **কীবতিকা ভিক্খূ**—কয়জন ভিক্ষু?

কীব দূরে ⇒ **কীব**।

কীবন্ত = **কীব**। ⇒ **কীব**।

কীবন্ত দীঘং ⇒ **কীব**।

কীবন্ত বহুং ⇒ **কীব**।

কীবমহন্তং ⇒ **কীব**।

কু (প্রশ্নবোধক শব্দে) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? কোন বিষয়ে? কখন? কোন সময়ে? যেখানে? যথায়? কোথায় হইতে? যেথায় হইতে? যে কারণ হইতে? কিরূপে? তাহার জন্য? (সর্বনাম পদ) কোন স্থান? (ক্রি-বিণ) তাতে কি? অর্থাৎ "কিছুই না, মন্দ, কু, দুষ্ট, অসৎ, অসৎ প্রকৃতি, অহিতকর, নিকৃষ্ট, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অন্যায়, অশুদ্ধ, অযথার্থ, ভ্রান্ত, মিথ্যা, অসত্য, ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প, নীচ, সামান্য, অপ্রবল। **কুম্মগ্গ** [কুম্ম+মগ্গ] কুমার্গ, ভ্রান্তপথ।

কুক্কুচ্চ [কুক+কুচ্চ, কুদ+কিচ্চ] কদর্যকার্য, ভ্রান্ত কাজ, সামান্য বিষয়ে কষ্টস্বীকার (অর্থাৎ শ্রান্তি বা বিরক্তি)। (স্ত্রী) পৃথিবী, ভূমি, (কোন কোন মতে) আগম নিগম প্রভৃতি বিষয়ক কথা।

কুং (বর্ণনায়) **কুঞ্জর;** (কিন্তু ভাষান্তরে) **পঠবী**। এই শব্দটি পেতবত্থু অর্থকথায়ই দৃষ্ট হয়। ⇒ **কুঞ্জর, পঠবী**।

কুকুত্থক (পুং) (সংস্কৃত—কুক্কুটক) এক জাতীয় পক্ষীবিশেষ।

কুকুর বতিক = **কুক্কুর বতিক**। ⇒ **কুক্কুর বতিক**।

কুক্কু (পুং) এক হাত বা আঠার ইঞ্চি পরিমাণ, দৈর্ঘ্য পরিমাণ অথবা নির্ধারিত দৈর্ঘ্য পরিমাণ। = **কুক্কুটক** (বিনয়)। কিন্তু Kern. Toev-এর মতে "**কুক্কু**" শব্দের অর্থ "বক্রভাবে বর্ধিত"। (বিপ) **অকুক্কু**।

কুক্কুক (বিণ) "**কুক্কু**" পরিমাণের এক হাত বা আঠার ইঞ্চি পরিমিত, "**কুক্কু**" দ্বারা পরিমিত। ইহা সংযুক্ত নিকায়ে ষোল হাত দীর্ঘ এক পাথরের স্তম্ভের উচ্চতা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

কুক্কুকত (বিণ) এক হাত বা আঠার ইঞ্চি দৈর্ঘ্য পরিমাণের করা হইয়াছে এমন। ⇒ **কুক্কু**।

কুক্কুচ্চ (ক্লী) [কুক+কুচ্চ, কুদ+কিচ্চ] ১ কদর্য কার্য, ভ্রান্ত কার্য, সামান্য বিষয়ে কষ্টস্বীকার অর্থাৎ শ্রান্তি বা বিরক্তি, অসৎ কাজ, পাপ কাজ, অসৎ চরিত্র, দুশ্চরিত্র, ব্যভিচার। ⇒ **কু**। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) **কুচ্ছিতং কতং কুকতং তস্স ভাবো কুক্কুচ্চং**। (জাতক) **হত্থপদ কুক্কুচ্চং। হত্থকুক্কুচ্চং**—একাকী, সঙ্গীবিহীন। (যৌগিকে) **উক্কাসিত কুক্কুচ্চ; কুক্কুচ্চখিপিত সদ্দ**। ২ কৌকৃত্য, মনস্তাপ, মর্মপীড়া, সন্দেহ, সঙ্কোচ, দ্বিধা, আট রতি পরিমাণ, অনুশোচনা, অনুতাপ, অতি ক্ষুদ্র বস্তু, সামান্য পরিমাণ, বিপ্রতিসার এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগই কৌকৃত্য, খেদ, অত্যন্ত উদ্বেগ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ। সম্বন্ধযুক্ত শব্দ:—(বিনয়) **কুক্কুচ্চ বিপ্পটিস্সার; উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ** (ইহা পঞ্চ "**নীবরণ**" এর মধ্যে একটি)। (সংযুক্ত নিকায়) **ন কিঞ্চি কুক্কুচ্চং ন কোচি বিপ্পটিস্সারেতি**—কাহারও মনস্তাপ নাই? মুনিগণের কর্তব্য এবং ধর্ম বা নৈতিক উৎকর্ষ-সম্বন্ধে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুক্কুচ্চং বিনোদেতুং**। (দীর্ঘনিকায়) **কুক্কুচ্চং পহায়**। (মধ্যম নিকায়) **ছিন্নকুক্কুচ্চ**। (সংযুক্ত নিকায়) **খীণাসব কুক্কুচ্চ-বূপসন্ত**। সম্বন্ধপদে:—**কুক্কুচ্চং কুরুতে** (কোন বিষয়ে) সন্দিগ্ধ হওয়া, ধর্মভীরু হওয়া, অতি যত্নবান হওয়া (জাতক)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুক্কুচ্চং করিংসু**। (তুলনীয় জাতকে) **কুক্কুচ্চং আপজ্জতি** (বর্ণনায়—**সঙ্কতি**)।

কুক্কুচ্চক (বিণ) সন্দিগ্ধ, অতি যত্নবান, ধর্মভীরু, ন্যায়বান, বিবেকী, সামান্যে বা সাধারণ বিষয়ে বিশ্বাসী।

কুক্কুচ্চায়তি (ক্রি) মনস্তাপ বোধ করা, মর্মপীড়া অনুভব করা, বিরক্ত করা, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, দাঁত দিয়া কাটা, উত্ত্যক্ত হওয়া বা করা, মন খারাপ করা, ঘ্যান ঘ্যান করা।

কুক্কুচ্চায়না = **কুক্কুচ্চ**। ⇒ **কুক্কুচ্চ**।

কুক্কুচ্চায়িত্ত = **কুক্কুচ্চ**। ⇒ **কুক্কুচ্চ**।

কুক্কুচ্চিয = **কুক্কুচ্চ**। ⇒ **কুক্কুচ্চ**।

কুক্কুট (পুং) কুক্কুট, মোরগ, বন্যকুক্কুট।

কুক্কুট অণ্ড—মুরগির ডিম।

কুক্কুট অণ্ডসংস্থান—মুরগির ডিমের ন্যায় (গোলাকার)। ⇒ **পরিমণ্ডল**।

কুক্কুটক = **কুক্কুট**। ⇒ **কুক্কুট**।

কুক্কুটপত্ত—মোরগের ডানা, মোরগের পাখা, মোরগের পালক। ⇒ **পত্ত** (১ক)।

কুক্কুটপোতক—মুরগির শাবক, মুরগির ছানা।

কুক্কুটযুদ্ধ—মোরগের যুদ্ধ, মোরগের লড়াই, কুক্কুটের যুদ্ধ।

কুক্কুট লক্খণ (ক্লী) কুক্কুট লক্ষণ, মোরগের সাহায্যে ধর্মতত্ত্ব, কুক্কুটের মারফত ধর্মোপদেশ।

কুক্কুট সম্পাত (পুং) সমীপবর্তিতা, সন্নিহিত করণ, প্রতিবেশী হওন। (বিনয়) **যস্সা গামা নিক্খমিত্বা কুক্কুট পদসা অএঞ্ঞং গামং গচ্ছতি, অযং কুক্কুট সম্পাতো'তি বুচ্চতি**। ⇒ **সম্পাত**।

কুক্কুট সম্পাতক (বিণ) একত্রে সন্নিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে এমন, (সাহিত্যে) কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষীর ন্যায়। ⇒ **কুক্কুটসম্পাত**।

কুক্কুট সম্পাতিক—জ্বলন্ত ভস্মবর্ষণ বা অগ্নিবৃষ্টি অর্থাৎ অগ্নির নিদর্শনস্বরূপ লাল-কালো ডোরাবর্ণের বন্য মোরগের উড়িয়া পতন।

কুক্কুট-সূকরা (পুং, বহুবচন) মোরগের ঝাঁক এবং শূকরের পাল।

কুক্কুটী (স্ত্রী) মুরগি, কুক্কুটী।

কুক্কুটী অণ্ড—মুরগির ডিম। = **কুক্কুট অণ্ড**।

কুক্কুঠক = **কুক্কুখক**। ⇒ **কুক্কুখক**।

কুক্কুর (পুং) কুক্কুর, কুকুর, কুত্তা, হিংস্রজাতীয় বা শিকারি কুকুর।

কুক্কুর কুণপ—কুকুরের মৃতদেহ। ⇒ **কুণপ**।

কুক্কুরচিত্ত = **কুক্কুরবত**। ⇒ **কুক্কুরবত**।

কুক্কুরবত (পুং, ক্লী) = **সোণকবত**। ⇒ **সোণকবত, কুক্কুরবতিক**।

কুক্কুরবতিক (বিণ) যে ব্যক্তি পুণ্যার্থে কুকুরের আচার গ্রহণ করিয়া পালন করে, কুকুরের আচার অনুরূপ ব্রত পালনকারী, কুকুরের অনুরূপ ব্রত পালনকারী (আত্মনিগ্রহ বা কঠোর তপশ্চর্যা অবলম্বনকারী)। **কুক্কুরবতিক দুক্করকারক। কুক্কুরবত, কুক্কুরসীল, কুক্কুরচিত্ত, কুক্কুরাকপ্প**—এইগুলি মিথ্যাদৃষ্টি বা অন্ধবিশ্বাসমূলক তপশ্চর্যার নামবিশেষ (দীর্ঘনিকায়)। (নেত্তি) **গোবতিক** ও সেইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিমূলক তপস্যা। ⇒ **কুক্কুরবত, বতিক**।

কুক্কুরবতিক ⇒ **বতিক**।

কুক্কুর সঙ্ঘ—শিকারি কুকুরের দল।

কুক্কুরসীল = **কুক্কুরবত**। ⇒ **কুক্কুরবত**।

কুক্কুরাকপ্প = **কুক্কুরবত**। ⇒ **কুক্কুরবত**।

কুক্কুরিণী (স্ত্রী) কুক্কুরী, কুকুরী, স্ত্রীজাতীয় কুকুর।

কুক্কুল (পুং) প্রজ্জ্বলিত ভস্ম, জ্বলন্ত অঙ্গার, প্রেতলোক, একপ্রকার নরকের নামবিশেষ। (জাতক) **কুক্কুড় নাম নিরয**।

কুক্কুল্ = **কুক্কুল**। ⇒ **কুক্কুল**।

কুক্কুলবস্স—অগ্নিবৃষ্টি, জ্বলন্ত ভস্ম বা অঙ্গারবর্ষণ।

কুক্কুস (ক্লী) ১ চাউলের লাল চূর্ণখোসা বা কুঁড়া। **কুক্কুসং মত্তিকং = কুণ্ডকঞ্চ'এব মত্তিকঞ্চ**। ২ (বিণ) চিত্রবিচিত্র, বিবিধ বর্ণের, নানা বর্ণে রঞ্জিত, ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট। = **কড়কবর, উক্কুস**।

কুঙ্কুম (ক্লী) কুঙ্কুম, কুমকুম, জাফরান। (বিণ) গাঢ় পীতবর্ণের।

কুঙ্কুমিন (বিণ) চঞ্চল, অস্থির।

কুঙ্কুমিয (ক্লী) শব্দ, গোলমাল, হৈচৈ, উচ্চনিনাদ, ধ্বনি, গোলযোগ, হাঙ্গামা, শোরগোল, হুলুস্থুল। = **কোলাহল**।

কুচ (পুং) স্তন, স্ত্রীলোকের স্তন।

কুচ্চি (পুং) গর্ত, ছিদ্র, বিবর।

কুচ্ছি (পুং, স্ত্রী) কুক্ষি, গর্ভ, কোঁক, উদরের বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্ব, অভ্যন্তর স্থান, পাকাশয়, গর্ভাশয়, জরায়ু, গহ্বর, গুহা, গর্ত, ছিদ্র, কোন জিনিসের গহ্বর। **অন্নবকুচ্ছি**—সমুদ্রের তলদেশ বা সমুদ্রের মধ্যস্থ স্থান।

কুচ্ছিট্ঠ (বিণ) গর্ভস্থ, গর্ভে ধারণ করিয়াছে অথবা গর্ভে আছে এমন।

কুচ্ছিডাহ = **কুচ্ছিদাহ**। ⇒ **কুচ্ছিদাহ**।

কুচ্ছিত (বিণ) নীচ, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ, অধম, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, কু, মন্দ, অসৎ, কুৎসিত, কুরূপ, অশ্লীল, অহিতকর, পচা, বিশ্রী, কটু, বদ, অপর্যাপ্ত, ভয়ানক, প্রচণ্ড, কদাকার, কদর্যাকার। (খুদ্দক নিকায় অর্থকথা) **কুচ্ছিত কায**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কুচ্ছিত কুসল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কুচ্ছিত কুক্কুচ্চ; কুচ্ছিত পংসুকূল**।

কুচ্ছিদাহ—অন্ত্রে তাপ বা দাহ, পেটে জ্বালা, উদরে প্রদাহ, বাতশ্লেষ্মা জ্বর, উদর দাহ।

কুচ্ছিপরিহারিক—সত্যগুণ, রক্ষাকরণ, পুষ্টকরণ, (ভার) বহনকরণ, প্রমাণ করিতে সাহায্যকরণ, অনুমোদন করণ, সমর্থন করণ, ধরিয়া থাকন, ভোগকরণ, ভূরিভোজন, পেটপূর্ণকরণ।

কুচ্ছিপুরং ⇒ **পুরং**।

কুচ্ছিমন্ত (বিণ) গর্ভবতী, ফলবান, অর্থপূর্ণ, অর্থব্যঞ্জক, পরিপূর্ণ, উদ্ভাবনক্ষম।

কুচ্ছিরোগ (পুং) পাকস্থলী বা উদরের বিরামহীন বেদনা, তলপেট-সম্বন্ধীয় কষ্ট, পেটের রোগ, পেটের পীড়া। ⇒ **রোগ**।

কুচ্ছিবাত (পুং) উদরবায়ু, উদর বা পাকস্থলীর বেদনা।

কুচ্ছিবিকার (পুং) অন্ত্র সম্বন্ধীয় গোলযোগ, পেটের গোলমাল, পেটের বা নাড়িভুঁড়ি সম্বন্ধীয় উপদ্রব, উদর বা পাকস্থলীর বিরামহীন বেদনা। ⇒ **বিকার** (২)।

কুচ্ছিবিখম্ভন—পেটের বা পরিপাকশক্তির স্তম্ভনতা, পেট শক্ত হইয়া থাকা।

কুচ্ছিসয বাত (পুং) উদরাশ্রিত বায়ু, পেট ফাঁপা, উদরে সঞ্চিত বায়ু। ⇒ **সয** (২), **বাত**।

কুচ্ছিহরণ (ক্লী) উদর পূর্তিকরণ, পেটপূর্ণকরণ। ⇒ **হরণ**।

কুজ (পুং) ১ একজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। ২ মঙ্গলগ্রহ।

কুজতি (ক্রি) বক্র হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া, মনে গতি বা টান হওয়া, অসরল হওয়া, কুঁজো হওয়া, কুব্জপৃষ্ঠ হওয়া। ⇒ **কুব্জ**। (সন্ধম্মোপায়ন) **কুজন্তা দীনলোচনা**।

কুজন (বিণ) অসরল, সোজা নহে এমন, বক্র, বাঁকা, প্রবণ, ইচ্ছুক, কুঁজো, কুব্জপৃষ্ঠ। (পুং) কুজন, দুষ্টলোক, দুর্জন।

কুজবার—মঙ্গলবার।

কুব্জ (বিণ) (সাহিত্যে) বক্র, অসরল, বাঁকা, প্রবণ, ইচ্ছুক। (তুলনীয়) **কুজতি, খুজ্জ**। ⇒ **অবকুব্জ, উব্ভুব্জ, নিব্ভুব্জ, পটিকুব্জ, পলিকুব্জ**।

কুব্জং (ক্লী) বক্রতা, অসরলতা, প্রবণতা, প্রবঞ্চণা, চাতুরী, কপটতা, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক। (সূত্রনিপাত) **অজ্‌ঝেন-কুব্জং**।

কুজ্জতি (ক্রি) = **কুজতি**। ⇒ **কুজতি**।

কুজ্‌ঝতি (ক্রি) [√কুধ+য] ক্রুদ্ধ হওয়া, কুপিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, রাগান্বিত হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **মা কুজ্‌ঝিত্থ কুজ্‌ঝতং**—ক্রোধ করিও না, ক্রোধান্বিত হইও না। (অতীত) **কুজ্‌ঝি**; (জাতক) **মা কুজ্‌ঝি**—ক্রোধ করিও না। (বর্তমান সপ্তমী) **ন কুজ্‌ঝেয্য** (ধর্মপদ)। (অ-বিণ) **কুদ্ধ**। (ব-বিণ) **কুজ্‌ঝন্ত, কজ্‌ঝমান**। (ভ-বিণ) **কুজ্‌ঝিতব্ব**। (ক্রি-বি) **কুজ্‌ঝিত্বা**।

কুজ্‌ঝন (বিণ) ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত, রাগান্বিত, কুপিত। = **কোধন**। (পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **কুজ্‌ঝনভাব**। (ক্লী) ক্রোধ, রাগ।

কুজ্‌ঝনা (স্ত্রী) ক্রোধ, রাগ, উত্তেজনা, প্রদাহ। ধর্মসঙ্গণীতে "**কোধ**" শব্দের বর্ণনায়:—**কুজ্‌ঝনা কুজ্‌ঝিতত্তং**।

কুজ্‌ঝাপন (ক্লী) ক্রুদ্ধ হইয়া, রাগ করিয়া, কুপিত হইয়া। = **কুজ্‌ঝিত্বা, কুজ্‌ঝিয**।

কুজ্‌ঝিত্বা (ক্রি-বি) ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্রোধ করিয়া, রাগ করিয়া, কুপিত হইয়া। ⇒ **কুজ্‌ঝতি**।

কুজ্‌ঝিয = **কুজ্‌ঝিত্বা**। ⇒ **কুজ্‌ঝিত্বা**।

কুঞ্চ (ক্লী) ক্রৌঞ্চনাদ, কাকের রব, কুক্কুটের রব, উচ্চশব্দ, তূরীর শব্দ, শিঙ্গার শব্দ, রণভেরীর শব্দ। = **কোঞ্চ**।

কুঞ্চকার (পুং) কুক্কুটী বা হংসীর ডাক, প্যাঁক প্যাঁক শব্দ, মোরগের রব, কোঁকোর কোঁ শব্দ।

কুঞ্চকার কুক্কুটী (স্ত্রী) শব্দকারী বা রবকারী মুরগি।

কুঞ্চতি (ক্রি) বক্র হওয়া, বাঁকা হওয়া, কোঁকড়াইয়া যাওয়া, সঙ্কুচিত হওয়া, নম্র হওয়া। (অ-বিণ) **কুঞ্চিত**।

কুঞ্চনাদ (পুং) ক্রৌঞ্চনাদ, হাতির রব, হাতির ডাক, হাতির চিৎকার।

কুঞ্চিক কোসক—চাবির বাক্স। ⇒ **কোসক** (৩)। = **কুঞ্চিকা কোসক**।

কুঞ্চিকতা (স্থী) কুঞ্চিতা, সঙ্কুচিতা, অনাদৃতা।

কুঞ্চিকা (স্ত্রী) কুঞ্চিকা, চাবি।

কুঞ্চিকা কোসক—চাবির কোষ, চাবির বাক্স, চাবির আধার। = **কুঞ্চিক কোসক**।

কুঞ্চিকা বিবর—চাবির ছিদ্র, চাবির বিবর বা গর্ত।

কুঞ্চিত (বিণ) কুঞ্চিত, বক্রীকৃত, নম্রীকৃত, কোঁকড়ানো, সঙ্কুচিত, অনাদৃত, বাঁকানো, প্রবণ, ইচ্ছুক, অসরল, পাকাইয়া গিয়াছে এরূপ। ⇒ **কুঞ্চতি**।

কুঞ্চিত কেস (ক্লী) ঢেউখেলানো চুল, কোঁকড়ানো চুল, কুঞ্চিত চুল। (বিণ) যাহার চুল কোঁকড়ানো বা ঢেউখেলানো। = **কুঞ্চিতগ্‌গ** (বিণ)।

কুঞ্চিতগ্‌গ (ক্লী) [কুঞ্চিত+অগ্‌গ] এক প্রকার কর্ণাভরণ। **কণ্ণেসু লম্বন্তি চ কুঞ্চিতগ্‌গা**; (বর্ণনায়) **সীহকুণ্ডলে সন্ধায বদতি**। (বিণ) যাহার চুলের অগ্রভাগ কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো। = **বেল্লিতগ্‌গ, কুঞ্চিতকেস** (বিণ)।

কুঞ্জ (পুং, ক্লী) ১ **কুঞ্জ**, উপত্যকা, গিরিসঙ্কট, ক্ষুদ্র উপত্যকা, লতাগৃহ, লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান, অবনত স্থান, প্রণালী, গর্ত, গহ্বর, ছিদ্র, হস্তিদন্ত। ২ বস্ত্রাদির কলুকা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুঞ্জর** ("**কুঞ্জরো'তি কুঞ্জে গিরিতলে রমতি**" অথবা "**কুঞ্জে গিরিতলে রমতী'তি কুঞ্জরো**"); (পেতবত্থু অর্থকথা) **কুং পঠবিং জীরযতি কুঞ্জো সুবারং অতিচরতি কুঞ্জরো'তি**।

কুঞ্জর (পুং) কুঞ্জর, ঐরাবত, হস্তী। ⇒ **কুঞ্জ**।

কুঞ্জর বর—রাজহস্তী, রাজ সরকারের প্রধান হস্তী, শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হস্তী।

কুঞ্জরসালা (স্ত্রী) হস্তীশালা।

কুট (পুং, ক্লী) কুট, কলসি, ঘরা, **ঘট**, জলপাত্র, আধার, পাত্র। (জাতক) **অন্তোকুটে পদীপো বিয**। (তুলনীয়) **ঘট**। জাতকে কিন্তু "**কুট**" শব্দের পরিবর্তে "**কূট**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ধর্মসঙ্গণীতে ও "**কূট**" শব্দের পরিবর্তে "**কূট**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; "**কূট**" শব্দের অর্থ "বড় ভারী হাতুড়ি"। ⇒ **কূট**।

কুটক (পুং) প্রতারণা, প্রতারক। = **পুটক**। (সংযুক্ত নিকায়) **গামকুটক**।

কুটজ (পুং) একজাতীয় মূল যদ্দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়, ঔষধ বা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত একপত্র মূলাদি, ঔষধরূপে ব্যবহৃত ওষধি।

কুটতি (ক্রি) = **পটিকুটতি, কোট্টেতি**। ⇒ **পটিকুটতি, কোট্টেতি**। (তুলনীয়) **কূট** (১), (স্বতন্ত্ররূপে) **কুট্ট** (১)।

কুটন্তজ (বিণ) সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। = **উন্নক**।

কুটব—নীড়, কুলায়, পাখির বাসা। ধর্মপদ অর্থকথায় "**কুটিকা**" শব্দের পরিবর্তে "**কুটব**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কুটি (স্ত্রী) ১ কুটি, কুটির, কুঁড়েঘর, পর্ণশালা, ক্ষুদ্রশালা, ক্ষুদ্রগৃহ, ছোটঘর, (সাধারণত) ছন বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত ঘর অথবা লতাপাতায় প্রস্তুত ঘর অথবা মেটে কোটা ঘর, (কবির ছন্দে) বিহার বা ভিক্ষুদের বাসগৃহ। (তুলনীয়) **তিণকুটি (কুটিকা); দারুকুটি (কুটিকা); অরঞ্ঞ-কুটি (কুটিকা)**—অরণ্য কুটির। ২ (চরিত্রে) শরীর, দেহ। ⇒ **কায, কুটী**।

কুটিকা (স্ত্রী) = **কুটি**।⇒ **কুটি**। বিশেষণরূপে ব্যবহারে:— **অট্ঠকুটিকো গামো**—যে গ্রামে আটটি কুটির আছে।

কুটিদূসক (বিণ) ঘরপোড়া, গৃহদাহক, যে ব্যক্তি অপরের গৃহে বা মালপত্রে অগ্নি সংযোগ করে, আন্দোলনকারী, কোন্দল বা প্রবর্তনকারী, বিস্ফোরণের পরিবর্তে অগ্নিপ্রজ্বালক। (তুলনীয়) **কুটীদূসক**। ⇒ **দূসক**।

কুটিম্বিক (পুং) ধনীলোক, জমিদার, পরিবারের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি বা কর্তা, গৃহস্বামী, গৃহপতি। = **কুটুম্বিক**।

কুটিল (বিণ) কুটিল, বক্র, অসরল, ক্রূর, শঠ, ভঙ্গুর। = **জিম্হ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কুটিল সংকুটিল**। (ক্লী) বাঁক, বাঁকা, জিনিস, বক্ররেখা, মেষপালকের যষ্টি, জালিয়াত, জুয়াচোর।

কুটিলতা (স্ত্রী) কুটিলতা, অসরলতা, কপটতা, বক্রতা, অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা।

কুটিলভাব—চরিত্র-সম্বন্ধে অসাধুতা, কুটিলতা, অসদ্ভাব।

কুটী (স্ত্রী) এক কামরাযুক্ত ঘর, এক কামরা ঘর, বাসস্থান, ঘর, কুটী, কুঁড়ে ঘর, কুটির, দোলনা, গো-মহিষাদির খোঁয়াড়, কুঠরি, চালা। (বিনয়) **বেহাসকুটী**। **চীবরকুটী**—চীবর আচ্ছাদনে প্রস্তুত কুটির বা তাঁবু। **কপ্পিয়কুটী, গন্ধকুটী, পন্নকুটী, বচ্চকুটী**।

কুটীকার (বিণ, পুং) কুটির নির্মাণকারী, ঘর প্রস্তুতকারী।

কুটীদূসক (বিণ) কুটির বা ঘর নষ্টকারী, পাখির বাসা ধ্বংসকারী, কুটির ধ্বংসকারী। (তুলনীয়) **কুটিদূসক**।

কুটীপুরিস (পুং) কুটিরবাসী লোক, কৃষক, চাষা।

কুটীসিক্খাপদ—কুটির বা ঘর নির্মাণ করিবার বিধি বা নিয়মধারা।

কুটুকুঞ্চক = কটুকঞ্চুক। ⇒ **কটুকঞ্চুক**।

কুটুম্ব (ক্লী) ১ কুটুম্ব, জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন, যে ব্যক্তির সহিত বংশ সম্বন্ধ আছে, পোষ্যবর্গ, যে ব্যক্তির সহিত বিবাহাদির সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় গৃহ, বান্ধব, পরিবার, জাতি, বংশ, গোত্র, একবংশীয় ব্যক্তিবর্গ। ২ পারিবারিক সম্পত্তি এবং বিষয় বা ভূসম্পত্তি। (জাতক) **রাজকুটুম্ব**—রাজসম্পত্তি; **কুটুম্বং সণ্ঠাপেতি**—সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিষ্ঠান খাড়া করা।

কুটুম্বক = কুটুম্ব।⇒ **কুটুম্ব** (২)। **রাজকুটুম্বক**—রাজ সম্পত্তি।

কুটুম্বকিচ্চ—পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃত্য বা করণীয় কর্তব্য, জায়গা-জমি-ধনসম্পত্তি এবং জমিদারি ইত্যাদি রক্ষার এবং সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার কর্তব্যকর্ম। = **গিহিনকিচ্চ**।

কুটুম্বিক = কুটিম্বিক। ⇒ **কুটিম্বিক**।

কুটিম্বিয (বিণ) ধনীর, জমিদারের, গৃহস্বামীর। ⇒ **কুটিম্বিক। কুটুম্বিয পুত্ত**।

কুটে—আধারে, পাত্রে, হাঁড়িতে, মৃৎপাত্রে। **অন্তোকুটে পদীপো বিয**—মৃণ্ময়পাত্রে বা হাঁড়ির মধ্যস্থ প্রদীপের ন্যায়।

কুট্ঠ ১ চূর্ণ, পাউডার। (বিনয়) **সাসপকুট্ঠ**—সর্ষপচূর্ণ। ২ (কেবল যৌগিকে দৃষ্ট হয়) **কুট্ঠদারূনি**—কঞ্চির যষ্টি, গাছের সরু ও নমনীয় শাখার লাঠি বা ছড়ি, লেপনযুক্ত কঞ্চির বেড়া। **কুট্ঠরাজা**—অধীন ও তাঁবেদার রাজপুত্র, অপ্রধান রাজপুত্র; (সম্ভবত) **কুড্ডরাজা**—কঞ্চি লেপন দ্বারা নির্মিত রাজপুত্র।

কুট্ঠদরূনি ⇒ **কুট্ঠ** (২)।

কুট্ঠ রাজা ⇒ **কুট্ঠ** (২)।

কুট্ঠ (ক্লী) ১ কুষ্ঠ, কুষ্ঠরোগ, মহারোগ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কুট্ঠগণ্ড**। (তুলনীয়) **কিলাস**। ২ একপ্রকার সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ বা গুল্ম, একপ্রকার বিষ, কুড়, মসলার গন্ধযুক্ত গাছ।

কুট্ঠিত (বিণ) সিদ্ধ, সিদ্ধকৃত, উত্তাপে ক্লিষ্ট, ঝলসানো, উত্তপ্ত, উত্তাপে কষ্ট পায় এমন, তপ্ত। = **উণ্হ, উত্তত, কিকিত। কুট্ঠিত তম্ব = উত্তত্ত তম্ব**।⇒ **পক্কুট্ঠিত**।

কুট্ঠিন (বিণ, পুং) কুষ্ঠিন, কুষ্ঠরোগী, কুষ্ঠী, কুঠে, যাহার কুষ্ঠরোগ হইয়াছে।

কুট্ঠিলিকা (স্ত্রী) ফলের ত্বক, ফলের চামড়া বা খোসা। **ফলকুট্ঠিলিকা**। = **সিপাটিকা**।

কুট্ঠী (বিণ) কুষ্ঠরোগী। = **কুট্ঠিন**।

কুঠারিকা (স্ত্রী) কুঠারধারী ব্যক্তি, যাহার হাতে কুঠার আছে।

কুঠারিপাস (পুং) কুঠার ক্ষেপণ অর্থাৎ কুড়ালি দ্বারা আঘাতকরণ। ⇒ **পাস** (২)।

কুঠারী (স্ত্রী) কুঠারী, কুড়ালি, বাইস, কুঠার, ক্ষুদ্র কুঠার, টাঙ্গি। (সংযুক্ত নিকায়) **পুরিসস্স হি জাতস্স কুঠারী যাযতে মুখে**—যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তাহার সহিত তাহার মুখের কুড়ালিও জন্ম হয় অর্থাৎ যাহাকে কুড়ালি মুখ বা কুর্তক বলা হয়।

কুডুমল = কুডুমলক। ⇒ **কুডুমলক**।

কুডুমলক (পুং) ফুলের ফুটন্ত কুঁড়ি, ফুটন্ত মুকুল বা অঙ্কুর। = **কুসুম কুডুমলক**—ফুলের ফুটন্ত কুঁড়ি।

কুড্ড (ক্লী) দেয়াল, কঞ্চির বেড়া, লেপনযুক্ত বেড়া। (দীর্ঘনিকায়) **কুড্ডনগরক**—কঞ্চির বেড়া দ্বারা নির্মিত এবং লেপনযুক্ত ছোট ছোট ঘরপূর্ণ শহর। বিনয়ে কিন্তু তিন প্রকার ঘরের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**ইট্ঠকা কুড্ড** (ইট বা খাবড়া দ্বারা নির্মিত ঘর), **সিলাকুড্ড**

(পাথর দ্বারা নির্মিত ঘর), **দারুকুড্ড** (কাষ্ঠনির্মিত ঘর)। বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায় **"গেহ-ভিত্তিযা এতং অধিবচনং"**, যথা—**কুড্ড-রাজা; কুট্ট** শব্দে দ্রষ্টব্য। (মধ্যম নিকায়) **তিরোকুড্ডং**—দেওয়ালের বাহিরে। (খুদ্দক নিকায়) **তিরোকুড্ডেসু**। (জাতক) **পরকুড্ডং নিস্সায**—অন্য লোকের ঘরে দেয়ালের সন্নিকটে বা আশ্রয়ে (এই অর্থ সন্দেহজনক)। ইহার পরিবর্তে **"কুড্ডং, কুটং, কুটং"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (বিনয়) **কুড্ডপাদ**। বিনয়ে **"কুড্ড"** শব্দকে **"কুট্ট"** শব্দরূপে পাঠ হয়।

কুড্ডক—এক কুড্ডক—একটি দেয়াল অথবা একখানা বেড়া। **দ্বিকুড্ডক**—দুইটি দেওয়াল অথবা দুইখানা বেড়া, দ্বিগুণ বেড়া (জাতক)।

কুড্ডনা (সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে **"কোট্টন"**) = **কোট্টন**। ⇒ **কোট্টন, অধিকুট্টনা**।

কুড্ডপাদ—তক্তা দ্বারা নির্মিত বেড়ার গোড়া, দেওয়ালের গোড়া বা নিম্নাংশ। ⇒ **কুড্ড**।

কুড্ডমূল (ক্লী) একজাতীয় মূল, একপ্রকার মূলজাতীয় বস্তু।

কুড্ডরাজা ⇒ **কুট্ট** (২)। = **কুজ্জরাজা**। (বর্ণনায়) **পাপরাজা**। ⇒ **কুড্ড**। ⇒ **"খুজ্জ"** এবং **"খুদ্দক রাজা"**। **কুট, কূট** শব্দের সহিতও তুলনীয়।

কুণ (বিণ) বিকৃত, বাঁকানো, বক্র, অসরল, প্রবণ, ইচ্ছুক, খঞ্জ, খোঁড়া, অসন্তোষজনক, অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। = **কুণ্ড**। (তুলনীয়) **কুণিত, পটিকুণিত, আন-উজুভূত। কান-কুণ**—অন্ধ-খঞ্জ।

কুণপ (পুং) শব, পশুর মৃতদেহ, (ঘৃণার্থে) মনুষ্য দেহ, (জীবিত বা মৃত) দেহমাত্র, ঘৃণিত পদার্থ, ঘৃণ্য বস্তু, ঘৃণাজনক জিনিস, দুর্গন্ধ পচা শবদেহ। **অহিকুণপ, কুক্কুর কুণপ, মনস্স কুণপ, পূতিকুণপ**। (মধ্যম নিকায়) **কণ্ঠে আসত্তো কুণপো**—কণ্ঠে বা গলায় শব ঝুলিত বা সংলগ্ন অবস্থায় আছে এমন। ⇒ **আসত্ত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **হত্থিকুণপ, অস্সকুণপ, গোকুণপ, মহিংসকুণপ**। (তুলনীয়) **কলেবর**।

কুণপগন্ধ (পুং) পচা শবগন্ধ, মৃত শরীরের পচাগন্ধ। ⇒ **কুণপ, পূতিগন্ধ**।

কুণপলোহিতক (বিণ) পচা দুর্গন্ধ রক্তযুক্ত। **পূতিলোহিতক**।

কুণলিকত (বিণ) সংক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত, কমানো হইয়াছে এরূপ, বাগ্‌দত্ত, উপার্জিত, আনীত, চুক্তিকৃত, ফুরন করিয়াছে এরূপ, আকুঞ্চিত, মোচড়াইয়াছে এরূপ। = **কুণলিন**। ⇒ **কুণ্ডলিকত**।

কুণলিন = **কুণলিকত**। ⇒ **কুণলিকত**। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **মুখবিকারেন বিকুণিতং** (অথবা **"বিকুচিতং"**) **সকুণিতং** (অথবা **"সঙ্কুচিতং"**)।

কুণলিমুখ = **কুণলিন**। ⇒ **কুণলিন, কুণালীমুখ**।

কুণাল (পুং) একজাতীয় পক্ষীর নামবিশেষ, ভারতীয় কোকিলপক্ষী, কুণাল পক্ষী। (জাতক) **কুণাল জাতক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কুণাল-দহ**—কোকিল হ্রদ, হিমালয়ের সপ্ত মহা সরোবরের মধ্যে একটির নাম।

কুণালক (পুং) কোকিল পক্ষী। = **কুণাল, কোকিল**।

কুণালজাতক—জাতকগ্রন্থস্থ একটি জাতকের নাম। ⇒ **কুণাল**।

কুণাল-দহ ⇒ **কুণাল**।

কুণালীমুখ (বিণ) (কৃপণলোকের) সঙ্কুচিত মুখ, পাখির ঠোঁটের ন্যায় মুখ সঙ্কুচিত করে এমন। (বর্ণনায়) **সঙ্কুচিতং মুখং অকাসি**। ⇒ **কুঞ্চিতা**।

কুণি (বিণ) কুণি, কূণি, কুকার্যকারী, রোগাদি দ্বারা বিকৃত হস্ত, কুঁপো, কুৎসিত, বিকৃত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত, নিষ্ফলকৃত, অকার্যকর, ক্ষীণ, সংজ্ঞাহীন, (মূলগত ভাষায়—"বক্র")। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তিতে সম অর্থে ব্যবহৃত শব্দ:—**কাণ, কুণি, খঞ্জ**। ⇒ **খঞ্জ**। (পুং) কফোণি, কনুই, বাহু, এক অথবা উভয় হস্তের বাহু। (জাতক বর্ণনায়) **কণ্ঠহত্থ**।

কুণিক = **কুণিত**। ⇒ **কুণিত**। (তুলনীয়) **পটিকুণিক**।

কুণিত (বিণ) = **কুণ, পটিকুণিত**। ⇒ **কুণ, পটিকুণিত**।

কুণী (পুং) খোঁড়া লোক, খঞ্জ লোক, পঙ্গুলোক।

কুণ্ঠ (বিণ) কুণ্ঠ, স্পষ্টভাষী, ভোঁতা (খড়্গ), স্থূলবুদ্ধি, ধারহীন (তলোয়ার), জড়, অলস, সঙ্কুচিত, ব্যাহত, কাতর, অকর্মণ্য, মূর্খ, খঞ্জ, খোঁড়া, বক্র। **কণ্ঠ কুদ্দাল**। (বিপ) **তিকখিন্ন**—তীক্ষ্ণ। (পুং) খোড়া লোক। = **কুণী**।

কুণ্ঠকুদ্দাল—ভোঁতা বা ধারহীন কোদাল।

কুণ্ঠতিণ—এক প্রকার ঘাস (লজ্জাবতী লতা?)। ⇒ **তিণ**।

কুণ্ঠিত (বিণ) কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, অপ্রস্তুত, সকাতর, অক্ষম, বিমুখ, অনিচ্ছুক। = **কুণ্ডিত**। ⇒ **কুণ্ঠেতি**। (বি-ভা) **পংসুকুণ্ঠিত**। **"কুণ্ঠিত"** শব্দের পরিবর্তে **"গুণ্ঠিত, কুট্‌ঠিত, মক্‌খিত, কুণ্ডিত"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়, যেমন—**পংসুগুণ্ঠিত, পংসুকুট্‌ঠিত, পংসুকুণ্ডিত, পংসুমক্‌খিত**। (তুলনীয়) **পলিগুণ্ঠিত**।

কুণ্ঠেতি (ক্রি) [√কুণ্ঠ+এ] কুণ্ঠিত করা, (দা বা ছুরি ইত্যাদির) ধার ভোঁতা করা, বক্র করা, বাঁকানো, খোঁড়া করা, খঞ্জ করা। (অতীত) **কুণ্ঠেসি**। (অ-বিণ) **কুণ্ঠিত**।

কুণ্ড (বিণ) বক্র, অসরল। **কুণ্ডদণ্ডক**—বক্র লাঠি বা দণ্ড।

কুণ্ডক (ক্লী) টেঁকিছাটা চাউলের লাল গুঁড়া, টেঁকিছাটা চাউলের লাল পর্দাবিশিষ্ট গুঁড়া, খুদ। (সাহিত্যে) **কুণ্ডক**। (তুলনীয়) **কুক্কুস, আচামকুণ্ডক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুণ্ডকেন সরীরং মক্‌খেত্বা**। (জাতক) **সকুণ্ডক ভত্ত**—খুদ দ্বারা প্রস্তুত ভাত।

কুণ্ডক অঙ্গারপূব (পুং) চাউলের আটায় প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ, চাউলের পিঠা।

কুণ্ডককুচ্ছি—চাউলভোজী উদর, চাউল খাওয়া পেট। (জাতক) **কুণ্ডককুচ্ছি সিন্ধবপোতক**—চাউল বা পিষ্টকভোজী সিন্ধুদেশীয় অশ্বশাবক, যেই সৈন্ধব

অশ্বশাবকের চাউল খাওয়া উদর বা পেট আছে।

কুণ্ডকখাদক (বিণ) খুদ বা চাউলের গুঁড়াভোজী, যে খুদ বা চাউলের গুঁড়া খায়।

কুণ্ডকধূম (সাহিত্যে) চাউলের গুঁড়া বা খুদ পোড়া ধূম, (বর্ণনায়) শোণিত বা রক্ত হইতে উদ্‌গত ধূম।

কুণ্ডকপূব (ক্লী) চাউলের আটায় প্রস্তুত পিঠা, চাউলের পিঠা।

কুণ্ডকমুট্‌ঠি—এক মুষ্টি খুদ বা চাউলের গুঁড়া, অল্প পরিমাণ চাউলচূর্ণ। ⇒ **মুট্‌ঠি** (২)।

কুণ্ডকযাগু—খুদ দ্বারা প্রস্তুত যাগু, খুদ বা চাউলের গুঁড়ায় প্রস্তুত যাগু।

কুণ্ডদক = **কুণ্ডক**। ⇒ **কণ্ডক**।

কুণ্ডদণ্ডক ⇒ **কুণ্ড**।

কুণ্ডল (ক্লী) কুণ্ডল, কর্ণভূষণ, আংটি, বলয়, পায়ের বেড়ি, বলয়াকৃতি বন্ধনী, গলার গলাসী, কুঞ্চিত কুন্তল, গোলাকারে কোঁকড়ানো। (জাতক) **সুকুণ্ডল**—সুন্দর কর্ণভূষণ। (বিনয়) **মণিকুণ্ডল**—মণি বা মূল্যবান পাথর খচিত কর্ণাভরণ। (জাতক) **সীহকুণ্ডল** = **সীহমুখ কুণ্ডল**—মণিখচিত কর্ণভূষণ যাহাকে সিংহকুণ্ডল বা সিংহমুখ কুণ্ডল বলা হয়। = **কুঞ্চিত**।

কুণ্ডল কেস (বিণ) যাহার মাথার চুল কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো।

কুণ্ডলবত্ত = **কুণ্ডলা বত্ত**। ⇒ **কুণ্ডলাবত্ত**।

কুণ্ডলাবত্ত (বিণ) কুণ্ডলাকারের, গোলাকারে বা চক্রাকারে আবর্তিত, ঘূর্ণীয়মান। **কুণ্ডলাবত্ত কেস**—কুণ্ডলাকারে বা চক্রাকারে আবর্তিত কেশ বা চুল। (ইহা মহাপুরুষের ৩২ প্রকার লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণবিশেষ।

কুণ্ডলিকত (বিণ) = **কুণ্ডলিন**। ⇒ **কুণ্ডলিন**।

কুণ্ডলিন (বিণ) কুণ্ডল পরিহিত, কর্ণাভরণ পরিধানকৃত, যাহার কানে আংটির ন্যায় গোলাকার অলঙ্কার পরিধান করা হইয়াছে। (বিমানবত্থু) **সুকুণ্ডলিন**। (তুলনীয়) **মট্‌ঠকুণ্ডলিন**।

কুণ্ডলিমুখ (বিণ) = **কুণ্ডলিন**। ⇒ **কুণ্ডলিন**।

কুণ্ডলী (বিণ) কুণ্ডলী, কুণ্ডলধারী, কর্ণাভরণধারী, কুণ্ডলবিশিষ্ট, আকুঞ্চিত, মোচড়ানো আছে এমন, চক্রাকারে আবর্তিত।

কুণ্ডি (স্ত্রী) জলপাত্র, বালতি, দুগ্ধপাত্র, দোহনভাণ্ড, কেঁড়ে, পাত্র, জলের কলসি। (বি-ভা) **কুণ্ডিপদ্ধন**—পাত্রপূর্ণ দুগ্ধ প্রদান (জাতক)। = **কুণ্ডিকা**। ⇒ **কংসুপধারণ**।

কুণ্ডিক (বিণ, পুং) বশীভূতকারী, দমনকারী। (জাতক) **অহিকুণ্ডিক**—সাপুরে, সর্পবশীভূতকারী, (সাহিত্যে) সর্পদমনকারী।

কুণ্ডিকা (স্ত্রী) জলপাত্র, কলসি। = **কুণ্ডি, কমণ্ডলু**। (তুলনীয়) **কুট**।

কুণ্ডিত (বিণ) = **কুণ্ঠিত, পটিকুণিত**। ⇒ **কুণ্ঠিত, পটিকুণিত**।

কুণ্ডিপদ্ধন ⇒ **কুণ্ডি**।

কুতুক (বিণ) উৎসুক, ব্যগ্র, অধীর। (ক্লী) কুতুক, কৌতূহল, ঔৎসুক্য, আনন্দ, কৌতুক।

কুতুম্বক (পুষ্প)—এক প্রকার ফুলের নাম।

কুতূহল (ক্লী) কুতূহল, নায়ক-নায়িকার ভাববিশেষ, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, কৌতূহলের বস্তু, দুষ্প্রাপ্য পদার্থ, হাঙ্গামা, গোলযোগ, গোলমাল, শোরগোল, হুলুস্থুল। ⇒ **কোতূহল**। (বিণ) প্রশস্ত, আশ্চর্যজনক।

কুতূহল মঙ্গল (ক্লী) উৎসব, আনন্দ, উল্লাস, (পূজাদি) কার্য, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম, শিষ্টাচার বিধি, বাহ্যিক লৌকিকতা। (সূত্রনিপাত বর্ণনায়) **অনেকরূপেন**।

কুতূহল মঙ্গলসালা (স্ত্রী) বিশ্রামশালা, (শ্রান্তি) বিনোদনের হলঘর, আমোদপ্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট সুবৃহৎ কক্ষ, ক্রীড়ার বা খেলার ঘর, শিক্ষার্থীদের বসিবার ঘর।

কুতূহলসালা (স্ত্রী) শিক্ষার্থীদের বসিবার ঘর, কুতূহলশালা, বৈঠকখানা। ⇒ **সালা**।

কুতেত্থ [কুতো+এত্থ] এখন কোথায় হইতে? এখানে কোথায় হইতে? **ন কুতো** (যথাস্থানে অর্থ দ্রষ্টব্য)।

কুতো (ক্রি-বিণ) যথায় হইতে, যাহা হইতে, কোন স্থান হইতে? কোথা হইতে? যেথা হইতে, যে কারণ হইতে, কিরূপে? তাহার জন্য। (ধর্মপদ) **কুতোভয়ং**—ভয় কোথায়? কিসের ভয়? ভয় কেন?

কুতোএত্থ = **কুতেত্থ**। ⇒ **কুতেত্থ**।

কুতোজ (বিণ) [কুতো+জ] কোথায় হইতে উৎপন্ন? কোন স্থানে উৎপন্ন? কোথায় জন্মে?

কুতোনিদান (ক্লী) মূল বা গোড়া কোথায়? ভিত্তি কোন স্থানে? (ইহার) ভিত্তি কোন বিষয়ে বা স্থানে? কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ইহা হইয়াছে?

কুতোনিদানতো—কোন কারণ? কি সম্পর্কে। ⇒ **নিদান**।

কুতো নো—যেথায় হইতে, যে কারণ হইতে, কিরূপে? তাহার জন্য, তাহা হইলে কিরূপে? তবে কেন? = **কচ্চিস্‌সু**।

কুতো পভুতিক—কোন তারিখ হইতে? ⇒ **পভুতিক**।

কুত্ত (ক্লী) ১ কাজ, কর্ম, কার্য। ২ ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, মুগ্ধকারী ব্যবহার, ছিনালি বা ভালোবাসার ভান। (জাতক) **কুত্তলীড়া**—চক্রযুক্ত সুন্দর যান, সুন্দর গাড়ি। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা বর্ণনায়) **কিরিয়া**। (বিণ) ভাঁজ করা আছে এমন, বেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাকৃত, বিজড়িত বা জটাবদ্ধ। (তুলনীয়) **কপ্পিত**।

কুত্তক (ক্লী) বড় কার্পেট, বড় গালিচা বা সতরঞ্চ যাহার উপর একত্রে ১২ জন নর্তকী নৃত্য করিতে পারে। (বিণ) বন্দোবস্তকৃত, সংগৃহীত, দাবিকৃত, ছল বা ভান করিয়াছে এমন। (বিনয়) **সমনকুত্তক**—শামবেদের নিয়ম অনুসরণকারী ঋষি।

কুত্তম (জাতকে) **কাসি-কুত্তম**; (পড়িতে হয়) **কাসিক-উত্তম**—শ্রেষ্ঠ কাশীজাত, কাশীতে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ।

কুত্তলীলা ⇒ **কুত্ত** (২)।

কুত্তবাল (বিণ) শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভাঁজ করা আছে এমন, বেণীবদ্ধ (চুল), বিজড়িত বা জটাবদ্ধ (চুল)। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **কপ্পিতবাল**।

কুত্তবিললাস—মুগ্ধকর ব্যবহার, মনোহর আচরণ। ⇒ **কুত্ত** (২)।

কুত্তি (স্ত্রী) বিন্যাস, নিষ্পত্তি, উপযুক্ত বস্তু, উপযোগী দ্রব্য, ঘোড়া সজ্জিতকরণ, ঘোড়ার সাজ, জাঁকালো পোশাক। = **করণ**।

কুথ (ক্রি-বিন) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? কোন বিষয়ে? কুথক = **কোট্‌ঠুক**। ⇒ **কোট্‌ঠুক**।

কুত্র = **কুখ**। ⇒ **কুখ**।

কুথ (ক্রি-বিণ) কোথায়? কোন স্থানে? = **কুখ, কুহিং**।

কুথতি (ক্রি) রন্ধন করা, সিদ্ধ হওয়া, ফুটিয়া ওঠা, অত্যন্ত উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া, ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা, ফুটানো। (ব-বিণ) **কুথন্তো**। (অ-বিণ) **কুথিত**।

কুথন (ক্লী) পরিপাক, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা, হজম বা হজমশক্তি।

কুথন্তো (বিণ) সিদ্ধ হয় এরূপ, ফুটন্ত, (গলিত, বিকৃত, দূষিত, পচা, দুর্গন্ধ, অতিশয় বিরক্তিকর, নিকৃষ্ট রকমের, মলপূর্ণ, সমল, অশ্লীল, মলিন, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অসুবিধাজনক, প্রতিকূল, ঘৃণাজনক, জড়িত, অসাধু?)। **কুথন্তো বেতরণী**; (তুলনীয়) **কুট্‌ঠিত**। ⇒ **কুথতি**।

কুথিত (বিণ) ১ সিদ্ধকৃত, রন্ধনকৃত, অত্যন্ত উত্তপ্ত, অত্যন্ত উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ, ফুটিয়াছে এরূপ, উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **বিক্কুথিত**। ২ পরিপক্ব বা পরিপাক হইয়াছে এরূপ, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এরূপ। ৩ (চরিত্রে) যন্ত্রণা প্রদত্ত, উৎপীড়িত বা পীড়িত, বিরক্তকৃত, দুঃখপ্রদত্ত, হয়রানকৃত, ব্যথাপ্রদত্ত, দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে এমন; (সম্ভবতঃ—পচা, গলিত, বিকৃত, দূষিত, দুর্গন্ধ, অতিশয় বিরক্তিকর, নিকৃষ্ট রকমের, মলপূর্ণ, সমল, অশ্লীল, মলিন, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অসুবিধাজনক, প্রতিকূল, ঘৃণাজনক, জড়িত, অসাধু; তুলনীয়—**কিলিজ্জতি = পূতি হোতি**)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কুথিত কিলিট্‌ঠ**। ⇒ **কুথতি, কঠতি** (১)।

কুদ = **কদ**। ⇒ **কদ**।

কুদ-কিচ্ছ = **কুক্কুচ্চ**। ⇒ **কুক্কুচ্চ**।

কুদণ্ডক (পুং) ১ ভিড়, জনতা। ২ বন্ধনের জন্য যে পল্লব বা ফেঁকড়ি ব্যবহৃত হয় উহাকে "**কুদণ্ডক**" বলা হয়। ⇒ **দণ্ডক**।

কুদসরীর কিচ্ছ = **কুক্কুচ্চ**। ⇒ **কুক্কুচ্চ**।

কুদস্‌সু [কুদ+অসসু] ১ নিশ্চিত হওয়া, নিশ্চয়রূপে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দ। ২ (অব্যয়, ক্রি-বিণ) কখন? কোন সময়ে? কোন সময়?

কুদা—কখন? কোন সময়ে? (তুলনীয়) **কদা**।

কুদাচন = **কুদাচনং**। ⇒ **কুদাচনং**।

কুদাচনং—যে কোন সময়ে, কখন কখন, কখনও, সময় সময়। **ন কুদাচনং**—কখনও না, কোন সময়ে না; (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ন কুদাচনং সোলসিম পি কলং**। (সংযুক্ত নিকায়) **গমনেন ন পত্তব্বো লোকস্‌স'ন্তো কুদাচনং**—পায়ে হাঁটিয়া জগতের শেষপ্রান্তে বা অন্তিম সীমায় কখনও পৌঁছা যায় না। ⇒ **চন**।

কুদার [কু+দার] দুষ্টা স্ত্রী।

কুদারিকা (স্ত্রী) ১ দুষ্টা কন্যা, দুষ্টা বালিকা। ২ = **কুঠারিকা**। ⇒ **কুঠারিকা**।

কুদিট্‌ঠি (স্ত্রী) [কু+দিট্‌ঠি] ভুল বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস, কুদৃষ্টি, বিবেক বা বিচারহীন বিশ্বাস।

কুদ্দাল (পুং) কোদাল, বেলচা, কোদালি, নিড়ানি (**কন্দ-মূল-ফলগহণত্থং**—দীর্ঘনিকায়)। (যৌগিকে) **কুদ্দাল-পিটক**।

কুদ্দালক = **কুদ্দাল**। ⇒ **কুদ্দাল**।

কুদ্দাল-পিটক (ক্লী) নিড়ানি এবং চুপড়ি, কোদাল এবং ঝুড়ি (যাহা মৃত্তিকা খননে প্রয়োজন)। ⇒ **পিটক** (১)।

কুদ্ধ (বিণ) ক্রুদ্ধ, কুপিত, ক্রোধ প্রকাশক, কোপান্বিত, উত্তেজিত, রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, বিরক্ত। = **রুট্‌ঠ**। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **কুদ্ধাসে**। ⇒ **কুজ্‌ঝতি**।

কুদ্রস (পুং) একপ্রকার শস্য বা ফসল (যব কাঁকনাদির মতো?) ⇒ **ধঞ্ঞ** (১)।

কুদ্রসক = **কুদ্রস**। ⇒ **কুদ্রস**।

কুধ = **কুখ**। ⇒ **কুখ**।

কুন্ত (পুং) কুন্ত, পক্ষবিশিষ্ট বাণ, প্রাস অস্ত্র, ভল্ল, গবেধুকা, গড়গড়ে ধান, রাজ শক্তিমূলক বর্শা বা বর্শাধারী; এক জাতীয় পক্ষী, (অন্য প্রকারে বলা হয়—"**অদার্স**")।

কুন্তনী (স্ত্রী) সারসজাতীয় পক্ষীবিশেষ, ক্রৌঞ্চ, (সাধারণত ব্যবহারে) নীড়গামী বা কুলায়গামী পক্ষী (জাতক)। ⇒ **কোঞ্চ** (১)।

কুন্তল (পুং) কুন্তল, চুল, কেশ।

কুন্থ (পুং) একপ্রকার পিপীলিকা, উঁইপোকা। (যৌগিকে) **কুন্থ কিপিল্লক**। (তুলনীয়) **কিমি**।

কুন্থ-কিপিল্লক (পুং) = **কুন্থ**। ⇒ **কুন্থ**।

কুন্থ-কিপিল্লিক = **কুন্থ**। ⇒ **কুন্থ**।

কুন্থ-কিপিল্লিকা (স্ত্রী) = **কুন্থ**। ⇒ **কুন্থ**।

কুন্দ (ক্লী) কুন্দ, কুঁদফুল বা কুন্দফুল, মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুলবিশেষ। (পুং) কুন্দফুলের গাছ।

কুন্দাল (ক্লী) একপ্রকার ফুলের নাম, কুন্দফুল। = **কুন্দ** (ক্লী), **সন্তলি**।

কুন্নদী (স্ত্রী) [কুং+নদী] ছোট নদী, ছোট ছোট নদীবিশেষ, ক্ষুদ্র নদী বা ছড়াবিশেষ। = **খুদ্দকনদী**।

কুপথ (পুং) [কুং+পথ] কুপথ, জঘন্য পথ, অসৎ উপায় বা পথ, কুনীতি, ভুল পথ। (তুলনীয়) **কুম্মগ্গ**।

কুপথপক্‌খন (বিণ) কুপথে পতিত। ⇒ **পক্‌খন্ন**।

কুপিত (বিণ) ১ কম্পিত, বিচলিত, উত্তেজিত, অস্থির, আলোড়িত, বিরক্তিজনক বা বিশৃঙ্খল হইয়াছে এমন। (থেরীগাথা) **কুপিত অগ্‌গিনা**।(জাতক) **কুপিত ইন্দ্রিয়**। ২ ক্রুদ্ধ, কুপিত, ক্রোধান্বিত, ক্রোধী, অসন্তুষ্ট, বিরক্তকৃত। (প্রায়শ যৌগিকে) **কুপিত অনন্তমন**—ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট। = **কুদ্ধ**। ⇒ **কুপ্পতি**।

কুপিতং(ক্লী) গোলমাল, উপদ্রব, বিরক্তি, ভঙ্গ, আলোড়ন। (জাতক) **পচ্চন্ত কুপিতং**—প্রত্যন্তর বা সীমান্ত দেশের গোলমাল বা উপদ্রব।

কুপুরিস (পুং) কুপুরুষ, দুষ্টলোক, অসৎ ব্যক্তি।

কুপ্প (বিণ) অস্থির, চঞ্চল, চলনশীল, অস্থাবর, অস্থায়ী, কম্পিত।

কুপ্পং(ক্লী) ক্রোধ। **কুপ্পং করিস্‌সামি**—আমি ক্রোধ করিব।

কুপ্পকম্ম—যে কার্যকে বাতিল করা যায়, অস্থির কার্য, যে আচরণকে দমন করা যায়।

কুপ্পতি (ক্রি) [√কুপ্+য] ক্রুদ্ধ হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, রাগান্বিত হওয়া, কুপিত হওয়া, গোলমাল হওয়া, উপদ্রব হওয়া, আলোড়িত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া, নড়িয়া উঠা, বিরক্ত হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া। (অতীত) **কুপ্পি**।(অ-বিণ) **কুপিত**।(ব-বিণ) **কুপ্পমান**।(ক্রি-বি) **কুপ্প**।(করণে) **কোপেতি**।(জাতক) **উদরবাতো কুপ্পি (কুপিত)**—উদরবায়ু কুপিত, গর্ভে ছেলে ধারণ; **পচ্চন্তো কুপ্পি**—সীমান্ত দেশে গোলমাল বা উপদ্রব হওয়া; (তুলনীয়) **কুপিত**।

কুপ্পধম্ম—চঞ্চল স্বভাব, পাপী ভিক্ষুর অস্থির ভাব।

কুপ্পন (ক্লী) বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, ক্রোধ, রাগ, গোলমাল, উপদ্রব, বিরক্তি, আলোড়ন, ভঙ্গ।

কুপ্পিল(?)—একপ্রকার ফুলবিশেষ।(অর্থকথায়) **মন্তালক মুকুল**।

কুব্বতি (ক্রি) করা, সম্পাদন করা।= **করোতি**।(ভ-বিণ) **কুব্বন্ত, কুব্বমান**।

কুব্বন (ক্লী) [কু+বন] ঝোপ, গুল্মরাশি, গাছড়াপুঞ্জ।

কুব্বনক (ক্লী) ক্ষুদ্র অরণ্য, ছোট বন, সামান্য অরণ্যানী, ঝোপ, গুল্মপুঞ্জ, অনুর্বর, অনুৎপাদী, অরণ্য, বন। (বর্ণনায়) **রিত্তবনক অপ্পভক্খ অপ্পোদক**।

কুব্বন্ত (বিণ) করে এমন, সম্পাদন করে এমন। ⇒ **কুব্বতি**।

কুব্বমান(বিণ) করিতেছে এমন।= **কুব্বন্ত**।⇒ **কুব্বতি**।

কুব্বর (পুং) গাড়ির যষ্টি বা দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড। = **বেদিকা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **বিবিধ কুব্বর**।

কুব্বরতা (স্ত্রী) = **কুব্বর**। ⇒ **কুব্বর**।

কুমগ্‌গ = **কুম্মগ্‌গ**। ⇒ **কুম্মগ্‌গ**।

কুমতি (স্ত্রী) কুমতি, দুষ্টবুদ্ধি, অসৎ বুদ্ধি, অসৎ ভাবনা, কুচিন্তা, কুদৃষ্টি, ভুল দৃষ্টি। (তুলনীয়) **কুদিট্‌ঠি**। (বিণ) দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্বুদ্ধির, কুচিন্তা বা কুদৃষ্টি পোষণকারী।

কুমার (পুং) কুমার, যুবরাজ, পুত্র, রাজপুত্র, বালক, পঞ্চবর্ষীয় ছোট বালক।(গৌতমের শিশুকালে মাতৃকর্তৃক বলা হইয়াছিল) **কুহিং কুমারো অহম্পি দটঠুকামো**।= **মাণব**। (মধ্যম নিকায়) **দহরো কুমারো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রাজকুমারো**। (জাতক) **খত্তিযাকুমারো, ব্রাহ্মণকুমারো, দেবকুমারো**। **যক্‌খকুমারো**।

কুমারক (পুং) = **কুমার**। ⇒ **কুমার**। (সংযুক্ত নিকায়) **কুমারকা বা কুমারিযো**—বালকগণ এবং বালিকাগণ।

কুমারকং (ক্লী) শিশুবৎ বা শিশুর উপযুক্ত দ্রব্য।

কুমারকবাদ (পুং) ছোট ছেলের ন্যায় কথা, ছোট ছেলে যেরূপ কথা বলে সেরূপ কথা, ছেলেকথা, শিশুর উপযুক্ত কথা অর্থাৎ শিশু বা ছেলেগণকে কথা বলিবার ধারায়। ⇒ **বাদ** (১)।

কুমারকীলা (স্ত্রী) ছেলেখেলা, বালকের আমোদপ্রমোদ, বালকের মনের স্ফূর্তিভাব বা মজাকরণ।

কুমারপঞহ—কুমার প্রশ্ন, বালকের জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন, বালকসুলভ প্রশ্ন।

কুমার পরিহার—কুমার বা রাজপুত্রের জন্য তত্ত্বাবধান। ⇒ **পরিহার** (১)।

কুমারলক্‌খণ—কুমার লক্ষণ, ছোট পুরুষ শিশুর সহায়তায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথন, বালকের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী। **কুমার-কুমারিলক্‌খণ**--বালক-বালিকার সাহায্যে ভবিষ্যৎ কথন।

কুমারিকা (স্ত্রী) ছোট বালিকা, বালিকা, কুমারী, অক্ষতা অবস্থা, অক্ষতযোনি, কন্যারাশি, কুমারিকা, অবিবাহিতা কন্যা, দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা, কন্যা, অজাত-রজস্কা বালিকা, রাজকন্যা।(জাতক) **থুল্ল কুমারিকা**—স্থূল বালিকা। = **কুমারী**।

কুমারী (স্ত্রী) রাজকুমারী, কুমারী, রাজকন্যা, অবিবাহিতা মেয়ে। = **কুমারিকা**।

কুমিন (ক্লী) মাছ ধারিবার জাল। ⇒ **খিপ**।

কুমুদ (ক্লী) ১ কুমুদ, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতোৎপল। ২ অধিক সংখ্যা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বীসতি কুমুদা নিরযা**।

কুমুদনল—পদ্মের ডাঁটা, শ্বেতোৎপলের ডাঁটা।

কুমুদনল = **কুমুদনল**। ⇒ **কুমুদনল**।

কুমুদপত্ত—শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, শ্বেতোৎপলের পুষ্পদল। **কুমুদপত্তবণ্ণ**--শ্বেতপদ্মের পাপড়ির ন্যায় বর্ণ আছে এমন। (বর্ণনায়) **সিন্ধবা বীজ**।

কুমুদভণ্ডিকা—একপ্রকার শস্য বা ফসল।

কুমুদবণ্ণ (বিণ) কুমুদবর্ণ, শ্বেতপদ্মের ন্যায় রংবিশিষ্ট। = **সিন্ধবা**।

কুমুদবন—কুমুদের বন, শ্বেতপদ্মের বন, অধিক সংখ্যক শ্বেতপদ্মের গাছ আছে (এমন জলাশয়)।

কুম্ভ (পুং) ১ কুম্ভ, ঘট, কলস, কলসি, গোলাকার ঘট, জলের পাত্র। = **কুলালভাজল**। ⇒ **উদককুম্ভ**। ২

হাতির মস্তকের অংশবিশেষ, কুম্ভক, হস্তীর মস্তকের সম্মুস্থ দুই অংশের এক একটিকে কুম্ভ বলা হয়। (বিনয়) **হত্থিসস কুম্ভ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুম্ভালঙ্কারা**।

কুম্ভক (ক্লী) কুম্ভক, (জাহাজের) মাস্তুল।

কুম্ভকার (পুং) ১ কুম্ভকার, কুমার, কুম্ভকার জাতিবিশেষ, মৃণ্ময়পাত্র নির্মাণকারী, মৃণ্ময়শিল্পী। ২ একজাতীয় পক্ষীবিশেষ (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

কুম্ভকার অন্তেবাসিন (পুং) কুম্ভকারের শিষ্য, যে ব্যক্তি কুম্ভকারের নিকট কুম্ভকারের কাজ শিক্ষা করে।

কুম্ভকারকম্ম—কুম্ভকারের কার্য, কুমারের কাজ, হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি মৃণ্ময়পাত্র নির্মাণের কার্য।

কুম্ভকার নিবেসন—কুম্ভকারের বাসস্থান বা বাড়ি।

কুম্ভকার পাক—কুম্ভকারের তন্দুর, কুম্ভকার যেই তন্দুর বা ঢিপি (পুনি) করিয়া কাঁচা মৃণ্ময়পাত্র ইত্যাদি পোড়ে।

কুম্ভকারপুত্ত (পুং) কুম্ভকারের পুত্র, কুম্ভকার।

কুম্ভকারসালা (স্ত্রী) কুম্ভকারশালা, কুমারের পোয়ানঘর, যে ঘরে কুম্ভকার মৃণ্ময়পাত্রাদি প্রস্তুত করে। ⇒ **সালা**।

কুম্ভকারিকা (স্ত্রী) বৃহৎ মৃণ্ময়পাত্র (ঠাবুর ন্যায় অথবা কুঁড়ে ঘরের যাহাতে বাস করা যায়)।

কুম্ভট্ঠান (স্ত্রী) কুম্ভস্থান, জলের কলসি রাখিবার স্থান অর্থাৎ কূপ। ⇒ **ঠান** (২খ)।

কুম্ভট্ঠান কথা—কূপ বা পুকুর ঘাটে মিথ্যা গল্প বা জল্পনা কথা। = **উদকট্ঠান কথা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

কুম্ভণ্ড (পুং) ১ একজাতীয় অপদেবতা (যেমন—রাক্ষস, যক্ষ, অসুর, ভূত, প্রেত প্রভৃতি)। (সংযুক্ত নিকায়) **কুম্ভণ্ডো পুরিসো বেহাসং গচ্ছন্তো**। ২ (ক্লী) কুষ্মাণ্ড, কোমড়া। (জাতক) **লাবুকুম্ভণ্ড; এলালুকলাবুক কুম্ভণ্ড**।

কুম্ভণ্ডি (স্ত্রী) = **কুম্ভণ্ড**। ⇒ **কুম্ভণ্ড**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **লাবুকুম্ভণ্ডি**।

কুম্ভত্থেন (পুং) মৃণ্ময়পাত্র বা হাঁড়ি-পাতিল চোর।

কুম্ভত্থেনক (পুং) চোর, যে ব্যক্তি মৃণ্ময়পাত্রের সাহায্যে চুরি করে (মাথায় মৃণ্ময়পাত্র টুপির মতো পড়িয়া ঘরে প্রবেশকারী সিঁদকাটা চোর অথবা মৃণ্ময়পাত্রের ভিতরের আড়ালে প্রদীপ রাখিয়া যে ব্যক্তি চুরি করে সেই চোর? সিঁধেল চোর, দস্যু, ডাকাত?)।

কুম্ভথূণ—একপ্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **চতুরস্সর- অস্মনকতালং কুম্ভসদ্দং'তি পি একে**। (জাতক) **পাণিস্সরং কুম্ভথূণং**।

কুম্ভথূণা (স্ত্রী) = **কুম্ভথূণ**। ⇒ **কুম্ভথূণ, কুম্ভ, থূণা**।

কুম্ভথূণিকা (স্ত্রী) ১ যে ব্যক্তি ঢোল বা রণ-ঢক্কা বাজায়। ⇒ **কুম্ভথূণ**। ২ = **কুম্ভথূণা**। ⇒ **কুম্ভথূণা**।

কুম্ভথূন—দ্রামের ন্যায় বৃহৎ জলপাত্র। ⇒ **ঘট**।

কুম্ভদাসী (স্ত্রী) নদী-পুকুর অথবা কূপ হইতে জল আনয়নকারিণী দাসী।

কুম্ভদূহন (ক্লী) দুধের কেঁড়ে বা দোহনভাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দোহনকরণ, বালতি বা দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করিয়া দোহন, দুধদোহার পাত্রে দুধ দোহা, দোহন ভাণ্ডে দুধ দোহা, কেঁড়েতে বা বালতিতে দুধ দোহা, একপাত্র বা দোহনপাত্র পূর্ণ করিয়া দুধ দেওয়া। **কুম্ভদূহন গাবো**—দোহনভাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দুধ প্রদানকারিণী গাভীসমূহ। (তুলনীয়) **কুণ্ডি**। ⇒ **দূহন**।

কুম্ভভারমত্ত—যত পরিমাণ মৃণ্ময়পাত্র ধারণ করে (অর্থাৎ একটি বড় বা ছোট ঝুড়িতে যে পর্যন্ত মৃণ্ময় পাত্র ধারণ করে সেইরূপ)।

কুম্ভমত্ত--মৃণ্ময়পাত্রের বা কুম্ভের আকার। **কুম্ভমত্ত রহস্সঙ্গা মহোদরা যক্খা**; (বর্ণনায়) **কুম্ভভণ্ডা** (জাতক)।

কুম্ভালঙ্কার—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ-উপমেয্য স্থান সজ্জার অলঙ্কার। ⇒ **কুম্ভ**।

কুম্ভিগ্গং [কুম্ভি+অগ্গং] ধান্যাদি শস্য গোলায় তুলিবার পর প্রথম রন্ধন করা অগ্রবস্তু (অর্থাৎ যে অগ্রদান দেওয়া হয় উহা)। ⇒ **পঞ্চগ্গং**।

কুম্ভিমুখ—পাত্রাভ্যন্তর, পাত্রের ভিতর।

কুম্ভির (পুং) ১ কুম্ভীর, কুমির। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। (বিণ) কুম্ভীরের ন্যায় বাসকারী। ⇒ **যক্খ** (৪খ)।

কুম্ভির যক্খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা কুমিরের ন্যায় বাস করে। ⇒ **কুম্ভির** (বিণ)।

কুম্ভিল (পুং) কুম্ভীর। = **কুম্ভির, কুম্ভীল**।

কুম্ভিলগাহ—কুম্ভীর কর্তৃক দৃঢ়মুষ্টিতে বা শক্তভাবে ধারণ করার ন্যায় বদ্ধসংস্কার। ⇒ **গাহ** (২)।

কুম্ভী (স্ত্রী) ১ কুম্ভী, ছোট কলসি, ঘটি, পাত্র, বড় গোলাকার পাত্র। (প্রায়ই যৌগিকে) **কুম্ভী** কলোপী। ২ একটি নরকের নামবিশেষ।

কুম্ভী পক্খেপন—কুম্ভী নামক নরকে প্রক্ষেপণ বা নিক্ষেপণ।

কুম্ভীমুখ—পাত্রের মুখ, পাত্রের ধার বা কিনারা, পাত্রের প্রান্ত। (দীর্ঘনিকায়) **কড়োপীমুখ কুম্ভীমুখ**।

কুম্ভীল (পুং) কুম্ভীর, কুমির।

কুম্ভীলক (পুং) ১ একজাতীয় পক্ষীবিশেষ। ২ ছোটজাতীয় কুম্ভীর।

কুম্ভীলগহ—কুম্ভীর রূপ গ্রহ, কুম্ভীর কর্তৃক আক্রমণ, কুমিরের আয়ত্ত বা অধিকার। ⇒ **গহ** (২)।

কুম্ভীলগাহ = **কুম্ভিল গাহ**। ⇒ **কুম্ভিলগাহ**।

কুম্ভীলভয—কুম্ভীরের ভয়, কুমির হইতে উৎপন্ন ভয়।

কুম্ভীলরাজ—কুম্ভীররাজা, কুমির প্রধান, কুমিরের মধ্যে রাজা, কুমিররাজ, কুমিরের রাজা।

কুম্ভূপম (বিণ) কুম্ভ উপমেয্য, কুম্ভ সদৃশ, কুম্ভের ন্যায়। (ধর্মপদ) **কুম্ভূপম কায**—কুম্ভসদৃশ দেহ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুম্ভূপমবর**—একপ্রকার পুদ্গল, একজাতীয় ব্যক্তিবিশেষ।

কুম্ভূপমবর ⇒ **কুম্ভূপম**।

কুষ্ম (পুং) কূর্ম, কচ্ছপ, (মিলিন্দ প্রশ্নে) স্থলকচ্ছপ। **কুষ্মকচ্ছপ**। = **কচ্ছপ**।

কুষ্মকচ্ছপ = **কুষ্ম**। ⇒ **কুষ্ম**।

কুষ্মগগ্‌গ (পুং) [কং বা কুম+ মগ্‌গ] কুমার্গ, অসৎপথ, ভুলপথ, ভ্রান্তপথ, কুপথ, খারাপ পথ। ⇒ **কু**।

কুষ্মাস (পুং) (বৈদিক—কুল্মাষ) মিষ্টান্ন, মিঠাই, ভোজ, বনভোজন, দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল খাদ্য, মাড়, ফেন। **কুষ্মাস ওদন**--পক্ব অন্ন, ভাত। কায় সম্বন্ধীয় নিয়মে:—**চাতুষ্মহাভূতিক কায** = **কুষ্মাসকায**। খাদ্য সম্বন্ধে:—**কবলীঙ্কার আহার** = **কুষ্মাস আহার**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **যব কুষ্মাস; ওদন কুষ্মাস**। (যৌগিকে) **কুষ্মাসপূব**—চাউল ইত্যাদির আটা দ্বারা প্রস্তুত পক্ব পিঠা।

কুষ্মাসপিণ্ড (ক্লী) মিষ্টির গোলক (রসগোল্লা প্রভৃতি গোলাকার মিঠাই), ভাতের ঢেলা, ভাতের গ্রাস (ভাতের জড়া)। ⇒ **পিণ্ড** (১)।

কুষ্মাসপূব ⇒ **কুষ্মাস**।

কুষ্মাসভোজন (ক্লী) কুল্মাষ ভোজন বা খাদ্য। ⇒ **কুষ্মাস, পঞ্চভোজন**।

কুষ্মিগ [কুং+মিগ] ক্ষুদ্র অথবা সামান্য জন্তুবিশেষ।

কুষ্যক—একপ্রকার পুষ্পবিশেষ। (জাতক) **কুষ্যকপুষ্প**।

কুষ্যকপুষ্প = **কুষ্যক**। ⇒ **কুষ্যক**।

কুর (ক্লী) পক্ব অন্ন, ভাত।

কুরগুক (পুং) একপ্রকার ফুলের গাছ এবং উহার ফুল। (তুলনীয় সংস্কৃত—কুরুন্টক অর্থাৎ একপ্রকার ফুটন্ত অমরন্থ ফুল)। ⇒ **কুরবক, কোরণ্ডক**।

কুরগুকলেণ = **কুরগুক**। ⇒ **কুরগুক**।

কুরর (পুং) ঈগল জাতীয় পক্ষী, এক প্রকার চিল।

কুরবক [= সংস্কৃত—কুরুন্টক হলায়ুধ] এক জাতীয় গাছের নাম, এক প্রকার বনজ পুষ্পের নাম। (জাতক) **রত্ত কুরবক**। = **বিম্বিজাল**।

কুরুকচ্ছ = **ভরুকচ্ছ**। ⇒ **ভরুকচ্ছ**।

কুরুঙ্গ (পুং) কুরঙ্গ, এক জাতীয় মৃগ।

কুরুঙ্গ মিগ (পুং) কুরঙ্গমৃগ, এক জাতীয় মৃগ। (জাতক) **কুরুঙ্গমিগ জাতক**।

কুরুট্‌ঠরা (বিণ) কুরুদেশীয়, কুরুদেশজাত, কুরুস্থানীয়(?) (দীর্ঘনিকায়)।

কুরুন্দী—সিংহল দেশের হারানো বিনয় অর্থকথার নাম যাহা বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ব্যবহৃত অর্থাৎ সিংহল দেশীয় বিনয় অর্থকথার নাম যাহা বুদ্ধঘোষ কর্তৃক সঙ্কলিত হয়।

কুরুমান (বিণ) করে এমন, করিতেছে এমন, সম্পাদন করে এমন। ⇒ **করোতি**।

কুরুরট্‌ঠ (ক্লী) (ভারতবর্ষের প্রাচীর) কুরুরাজ্য।

কুরুরা = **কুরুট্‌ঠরা**। ⇒ **কুরুট্‌ঠরা**।

কুরুবিন্দক—সিন্দুরের চূর্ণ, গুঁড়া লাল রং, "**কুরুবিন্দক**" হইতে প্রস্তুত সাবানের ন্যায় স্নানচূর্ণ।

কুরুবিন্দক সুত্তি (স্ত্রী) শরীরে লেপন করার একপ্রকার চূর্ণ। = **সুত্তি** (২)।

কুরুবিন্দকসুত্তী—"**কুরুবিন্দক**" চূর্ণ মাখানো জপমালার সূত্র বা তন্তু সুতা। ⇒ **কুরুবিন্দক**।

কুরূর (বিণ) ক্রূর, নিষ্ঠুর, ঘোর, কঠিন, পরদ্রোহী, নৃশংস, অশুভকর, উষ্ণ, হত্যাকারী, নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপনস্বভাব, অপক্বুদ্ধি, অনভিজ্ঞ।

কুরূরকম্মন্ত (বিণ) ক্রূর বা নিষ্ঠুর চরিত্রের, নিষ্ঠুর কার্য করে এমন, (যেমন—শিকারকরণ, মাছ ধার, হত্যা, বধ ইত্যাদি)। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি বর্ণনায়) **দারুণ কুরূর**। ⇒ **কম্মন্ত** (২)।

কুরূরিন (বিণ) ক্রূর। = **দারুণ, কুরূর**।

কুল (ক্লী) ১ সমূহ, কুল, বংশ, গোষ্ঠী, জাতি, সন্বংশ, কুলীনবংশ, সঙ্গ, ভবন, গৃহ, যূথ, সমাজ, স্বজাতীয়বৃন্দ। কুল দুই প্রকার, যথা—**ক**) **ঞাতিকুলং** (জ্ঞাতিকুল), **খ**) **উপট্‌ঠাক কুলং** (সেবককুল)। ২ পরিবার।

কুলইত্থি (স্ত্রী) কুলস্ত্রী, ভদ্র ঘরের মেয়ে, উচ্চবংশীয় মেয়ে, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কুল বা কুলীন ঘরের স্ত্রীলোক, সন্বংশের স্ত্রীলোক, কুলবধূ, সতী নারী।

কুলকম্বল—পরিবারের ব্যবহার্য কম্বল।

কুলকুমারী (স্ত্রী) কুলীন ঘরের অবিবাহিত কন্যা, কুলকুমারী, কুলকন্যা।

কুলকুলীন (বিণ) উচ্চবংশজাতীয়, জাতে কুলীন, সন্বংশজাত, উচ্চবংশীয়।

কুলগন্ধন = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার, কুলগর**। (জাতক) **কুলে গন্ধিন** = **অবজাত পুত্ত**। (বর্ণনায়) **কুলচ্ছেদক**। (তুলনীয়) **গন্ধিন**।

কুলগর = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার**। (জাতক) **কুলপচ্ছিমকো কুলগরো পাপধম্মা**। **কুলপচ্ছিমক, কুলগর** = **অবজাতপুত্ত**।

কুলগেহ (ক্লী) পারিবারিক গৃহ, মাতৃ-পিতৃ গৃহ।

কুলঙ্ক—বৃক্ষকাণ্ডের আলম্বসমূহ (অর্থাৎ কাঠ দ্বারা ঘর কিংবা অন্য কিছুতে যে ঠেস দেওয়া হয়)।

কুলঙ্কপাদক = **কুলঙ্ক**। ⇒ **কুলঙ্ক**।

কুলঙ্কুর ⇒ **কুলঙ্গুর**।

কুলঙ্গার (পুং) [কুল+অঙ্গার] কুলাঙ্গার, কুলকলঙ্ক, যে ব্যক্তির চরিত্রদোষে কুলের কলঙ্ক হয়, যে ব্যক্তি পরিবারকে ধ্বংস করে। (বিণ) কুল বা পরিবার ধ্বংসকারী, অঙ্গার সদৃশ অববয্যকারী।

কুলঙ্গারক = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার**।

কুলঙ্গুর (কুলঙ্কুর?) = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার**। সম্ভবত ইহা "**কুলঙ্গার**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

কুলজ (বিণ) কুলজ, কুলীন বংশজাত, উচ্চ পরিবারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, সদ্বংশজ।

কুলঠপন—কুল বা বংশ রক্ষাকরণ অথবা উপেক্ষাকরণ।

কুলতন্তি (স্ত্রী) কুলপ্রথা, পরিবারের পরম্পরাগত শ্রেণী এবং প্রবাদ বা প্রথা। = **কুলপবেণি**। (জাতক) **কুলতন্তি-কুল পবেণি রক্খকো অনুজাতো পুত্তো**—বংশের বা পরিবারের পরম্পরাগত শ্রেণী এবং প্রবাদ বা প্রথা রক্ষাকারী বংশানুজাত পুত্র। ⇒ **পবেণি** (৩)।

কুলতা = **কক্কা**। ⇒ **কক্কা**।

কুলত্থ (পুং) কলাই-মুগ প্রভৃতি শস্যের উদ্ভিদবিশেষ, এক প্রকার উদ্ভিদ। (মিলিন্দ প্রশ্ন, বিশুদ্ধিমার্গ) **কুলত্থযূস**।

কুলত্থযূস (পুং, ক্লী) একপ্রকার উদ্ভিদের রস বা ঝোল অথবা সুপ, কলাই-মুগ প্রভৃতির সিদ্ধ যূষ বা ঝোল। ⇒ **যূস** (১), **কুলত্থ**।

কুলথপন = **কুলঠপন**। ⇒ **কুলঠপন**।

কুলদত্তিক (বিণ) কুলদত্ত, পরিবার বা পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত, জ্ঞাতি বা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত।

কুলদত্তিক ফল ⇒ **কোলিয**।

কুলদত্তিয = **কুলদত্তিক**। ⇒ **কুলদত্তিক**।

কুলদমক (বিণ) কুলদমনকারী, বংশের বা জাতির দমনকারী। (পুং) বংশের বা জ্ঞাতিবর্গের শিক্ষাগুরু। ⇒ **দমক**।

কুলদাসী (স্ত্রী) কুলীন ঘরের দাসী, গৃহস্থ ঘরের দাসী বা চাকরানী, উচ্চ ঘরের বা সম্মানীয় ঘরের দাসী। ⇒ **দাসী**।

কুলদূসক (বিণ) কুলদূষক, কুল-কুলাঙ্গার, পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি দ্বারা পরিবারের বা বংশের বিশ্রী বা অনিষ্টকারী ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কুলাঙ্গার, পরিবারের অনিষ্টকারী, বংশের মধ্যে দুরাচারী, যে ব্যক্তি বংশের নাম-যশ অথবা খ্যাতি বিনাশ করে। (বিপ) **কুলপসাদক**। ⇒ **কুলঙ্গার, দূসক**।

কুলদ্বার (ক্লী) স্ববংশীয় বা জ্ঞাতি ঘরের দ্বার, পরিবারস্থ ঘরের দ্বার বা সদর দরজা। ⇒ **দ্বার** (১)।

কুলধংসন (পুং, ক্লী) বংশের পতন বা উচ্ছেদ, কুলাঙ্গার, যে ব্যক্তি কুল বা পরিবার ধ্বংস করে। = **কুলাঙ্গার, কুলগন্ধন**। ⇒ **ধংসন**।

কুলধম্ম (পুং) কুলধর্ম, বংশের ধারা বা রীতি, কুলপ্রথা, বংশের রীতিনীতি, জাতীয় প্রথা, কুলনীতি। **কুলপবেণি**।

কুলধীতা (স্ত্রী) কুলকন্যা, কুলীন ঘরের মেয়ে, সদ্বংশজাত মেয়ে, সম্মানীয় পরিবারের কন্যা, উচ্চবংশের কন্যা।

কুলধীতু = **কুলধীতা**। ⇒ **কুলধীতা**।

কুলপচ্ছিজ্জক = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার**।

কুলপচ্ছিমক = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার**।

কুলপতি (পুং) কুলপতি, পরিবারের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি, বংশের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি, সমাজের প্রধান ব্যক্তি, আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি।

কুলপলাস = **পলাপ**। ⇒ **পলাপ** (১)।

কুলপবেণি (স্ত্রী) কুলপ্রথা, কুলনীতি। = **কুলতন্তি, কুলধর্ম**।

কুলপবেণী = **কুলপবেণি**। ⇒ **কুলপবেণি**।

কুলপসাদ (পুং) কুলপ্রসাদ, পরিবার কর্তৃক প্রাপ্ত অনুকম্প বা উপকার।

কুলপসাদক (বিণ) বংশের মধ্যে অথবা পরিবারের মধ্যে অথবা সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুকম্পা বা উপকার প্রাপ্ত হয়। (বিপ) **কুলদূসক**।

কুলপুত্ত (পুং) কুলপুত্র, সদ্বংশজাত পুত্র। = **সুজাত কুলপুত্ত** (দীর্ঘনিকায়); **কামানং আদীনবো** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **অয্যপুত্ত**।

কুলভারপুত্ত = **অবজাতপুত্ত**। ⇒ **অবজাতপুত্ত**।

কুলমচ্ছরিয (ক্লী) কুলমাৎসর্য, বংশের গৌরবকরণ অথবা স্বার্থপরতা প্রদর্শনকরণ (⇒ "**পঞ্চমচ্ছরিয**")। বংশ বা কুল-সম্পর্কীয় মাৎসর্যতা, নিজকে কুলীন বলিয়া এবং অপরকে নীচ হীন বলিয়া মনে করিয়া অস্পৃশ্যতার স্বার্থপরতা, পারিবারিক মাৎসর্য বা স্বার্থপরতা, কুল বা বংশজ অভিমান। ইহা পঞ্চ "**মচ্ছরিয**" বা স্বার্থপরতার মধ্যে একটি। পঞ্চ "**মচ্ছরিয**" সম্বন্ধে "**মচ্ছরিয**" শব্দে দ্রষ্টব্য। ⇒ **কুল**।

কুল-রূপসম্পন্ন (বিণ) জাতি বা শ্রী সম্পন্ন, সদ্বংশজ এবং সুন্দর।

কুলল (পুং) শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধ্র, গৃধ্নু ব্যক্তি, কাক। (যৌগিকে) **কাককুলল** (বিনয়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গিজ্ঝকুলল**। (বিনয়) **গিজ্ঝা কাকা কুললা**। (মধ্যম নিকায়) **কাকা কুললা গিজ্ঝা**। (তুলনীয়) **গিজ্ঝো কঙ্কো কুললো** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **গিজ্ঝ**।

কুললজ্জাপনিকা—বংশের উপর লজ্জা বা অপমান আনয়নকরণ। ⇒ **লজ্জাপনিকা**।

কুলবংস (ক্লী) কুলবংশ, জাতি, কুল, বংশাবলী, বংশ, সন্তানসন্ততি, সন্তান পরম্পরা। (জাতক) **কুলবংস নস্সতি**—জাতি-কুল নাশ করা; **কুলবংস নাসেতি**—জাতি-কুল নাশ হয়; = **কুলবংস উপচ্ছিন্দতি**।

কুলবংসঠপন (ক্লী) বংশের বা গোত্রের নামকরণ।

কুলবংসুপচ্ছেদ ⇒ **উপচ্ছেদ**।

কুলবড্ঢন = **কুলবদ্ধন**। ⇒ **কুলবদ্ধন**।

কুলবদ্ধন (ক্লী) বংশবৃদ্ধিকরণ, কুলবর্ধন, বংশবৃদ্ধি। ⇒ **বদ্ধন, বড্ঢন** (১)।

কুলবা (বিণ) উচ্চবংশের, কুলীন ঘরের বা বংশের, সম্ভ্রান্ত বংশের।

কুলসন্তক (বিণ) পরিবারের অংশভুক্ত বা অধিকারভুক্ত। (স্ত্রী) কুলসম্পত্তি, বংশের সম্পত্তি, পরিবারের বা গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। (তুলনীয়) **কুলসামিক**। ⇒ **কুলদত্তিক**।

কুলসামিক (বিণ) বংশের বা পরিবারের জনগণ কর্তৃক মালিকানা করা হয় এরূপ (সম্পত্তি), বংশের বা পরিবারের অধিকারভুক্ত। (তুলনীয়) **কুলদত্তিক**।

কুলসুণ্হা (স্ত্রী) কুলী নঘরের পুত্রবধূ।

কুলানি (ক্লী), বহুবচন) জনগণ, দেশবাসী লোক, জাতি, ইতর লোকসমূহ, সমূহ, সমাজ, সাধারণ লোক, প্রজা, কাহারও নিকট আত্মীয়-স্বজনাদি, কাহারও পরিবারবর্গ। ⇒ **কুল। কুলাণি বহুখিকানি অপ্পপুরিসানি**—যেই সঙ্গতে বা সমাজে বহু স্ত্রীলোক আছে কিন্তু পুরুষলোক অতি কম; = **কুলানি বহু ইত্থিকানি (বহুক ইত্থিকানি) অপ্পপুরিসানি।**

কুলাল (পুং) কুলাল, কুম্ভকার।

কুলালচক্ক (ক্লী) কুলালচক্র, কুম্ভকারের চক্র, কুমারের চাকা।

কুলালভাজন (ক্লী) কুলাল ভাজন, মৃণ্ময়পাত্র, মাটির বাসন।

কুলাব ১ উচ্ছেদ, ধ্বংস, নাশ, পতিত জমি, মরুভূমি, অপব্যয়, অপচয়, আবর্জনা, অব্যবহার্য পদার্থ, পরিত্যক্ত অংশ (বিনয়); **ন কুলাবং গমেন্তি**—কোন কিছু নষ্ট হইতে দিও না। এই পাঠ কিন্তু সন্দেহজনক। ২ একজাতীয় পক্ষী।

কুলাবক (ক্লী) পাখির বাসা, নীড়। = **নিবাসট্ঠানং।**

কুলিক (বিণ) কুলিক, সৎকুলে উৎপন্ন, কৌলীন্য, কুলীন, কুলশ্রেষ্ঠ, পরিবারভুক্ত, পরিবারের সহিত যুক্ত বা সংসৃষ্ট, শিল্পীকুলশ্রেষ্ঠ। **অগ্গকুলিক**—সদ্বংশ বা সৎ পরিবার হইতে আগত, সদ্বংশজাত। = **কুলীন।**

কুলিঙ্ক (পুং) একপ্রকার পক্ষীবিশেষ। = **সকুণিক।** (তুলনীয়) **কুলুঙ্ক।**

কুলিঙ্গ = **কুলিঙ্ক।** ⇒ **কুলিঙ্ক।**

কুলিন (বিণ) কুলমর্যাদা সম্পন্ন। = **কুলিক, কুলীন।**

কুলিয = **কুলির।** ⇒ **কুলির।**

কুলির = **কুলীর।** ⇒ **কুলীর।**

কুলিরপাদ = **কুলীরপাদ।** ⇒ **কুলীরপাদ।**

কুলিরপাদক = **কুলীরপাদক।** ⇒ **কুলীরপাদক।**

কুলিস (ক্লী) বজ্র, বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বস্তু, অতর্কিত বিপৎপাত, দণ্ড, গদা।

কুলীন (বিণ) কুলীন, প্রসিদ্ধ বংশের। = **কুলিন, কুলিক। অভিজাত-কুল-কুলীন**--রাজকুলোদ্ভব অথবা আভিজাত্য বংশধর।

কুলীর (পুং) কাঁকড়া। = **কক্কটক।**

কুলীরক = **কুলীর।** ⇒ **কুলীর।**

কুলীরপাদ—কাঁকড়ার পায়ের ন্যায় পদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক, বক্র পদযুক্ত খাট বা পালঙ্ক, (বর্ণনায়) জন্তুর পায়ের ন্যায় বক্র পদযুক্ত পালঙ্ক।

কুলীরপাদক = **কুলীরপাদ।** ⇒ **কুলীরপাদ।**

কুলুঙ্ক—ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ, ছোট পাখি। (তুলনীয়) **কুলিঙ্ক।**

কুলুপক = **কুলূপক।** ⇒ **কুলূপক।**

কুলুপগ = **কুলূপক।** ⇒ **কুলূপক।**

কুলূপক (পুং) কোন নির্দিষ্ট পরিবারের অথবা পরিবারের দাস অথবা অধীন বা প্রতিপালিত ব্যক্তি, কুলের বা পরিবারের আশ্রিত ব্যক্তি, বন্ধু, সঙ্গী, সহযোগী, সহায়ক, অংশীদার; (এই শব্দটি বিশেষত ভিক্ষু সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অন্নভিক্ষা গ্রহণের জন্য) যে ভিক্ষু গৃহস্থ পরিবারে সর্বদা যাতায়াত করেন, পারিবারিক ভিক্ষুবন্ধু বা মঙ্গল কামনাকারী ভিক্ষু। = **কলূপগ।** (বিনয় নীতিতে) **কুলূপকো হোতি বহুকানি উপসঙ্কমতি।** (বিণ) কুলে বা কোনও গৃহস্থ পরিবারে প্রায়শ যাতায়ত করিয়া সাক্ষাৎ করে এমন।

কুলূপগ = **কুলূপক।** ⇒ **কুলূপক।**

কুলূপিকা (স্ত্রী) কোন পরিবার দ্বারা আশ্রিতা বা প্রতিপালিতা স্ত্রীলোক, সঙ্গিনী, কোন পরিবারের দাসী; (এই শব্দটি বিশেষত ভিক্ষুণী সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অন্নভিক্ষা গ্রহণের জন্য) যে ভিক্ষুণী গৃহস্থ পরিবারে সর্বদা যাতায়ত করেন, পারিবারিক ভিক্ষুণী বন্ধু বা মঙ্গল কামনাকারিণী। **কুলূপিকা ভিক্খুনী।** ⇒ **কুলূপক।**

কুলূপিগা = **কুলূপিকা।** ⇒ **কুলূপিকা।**

কুল্ল (পুং) ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ বা বেতের ঝুড়ি। (দীর্ঘনিকায়) **কুল্লং বন্ধতি।** (মধ্যম নিকায়) **কুল্লূপম ধম্ম।** (বিণ) পরিবারের অধিকারভুক্ত, পরিবারের সহিত যুক্ত বা সংসৃষ্ট। ⇒ **কুল্লক।**

কুল্লক (পুং) জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য কাঠের বা বেতের বড় (জালি) বাক্সবিশেষ, বেতের তৈরি ঝুড়ি, একপ্রকার ভেলা বা ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ, বেতের তৈরি ছোট চুপড়ি। (বিণ) সুশিক্ষিত, ভদ্র, শিষ্ট, খাঁটি জাতের, সদ্বংশের, সৎপরিবারের, ভদ্রভাবে। = **কুল্ল** (বিণ)।

কুল্লকবিহার (বিণ) ভেলাপ্রিয়, ভেলায় আরোহণ করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছে এমন, কাঠের বা বেতের চুপড়ি তৈরি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে এমন অথবা প্রয়োজন হইয়াছে এমন। = **উত্তানবিহার** (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)।

কুল্লকসণ্ঠান (বিণ) একত্রে আঁটিবদ্ধ, ভেলার ন্যায় অথবা চুপড়ির বেতের ন্যায় একত্রে আবদ্ধ।

কুল্লবত্ত—পারিবারিক প্রথা বা রীতি।

কুলিক (?) (বাক্যে) **কতকুলিক কলাপক**—এক বান্ডিল বা এক পুঁটলি জপমালা? (বিনয় পিটকে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়); (বর্ণনায়) **কুরুবিন্দক-সুত্তি।**

কুব (ক্রি-বিণ) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? কোন বিষয়ে?

কুবং = **কুব, কুচি।** ⇒ **কুব, কুচি।**

কুবণ্ণা (বিণ, স্ত্রী) দুর্বর্ণা, মলিন, বিশ্রী, কদাকার, কুৎসিদ। ⇒ **যক্খিনী।**

কুবলয (ক্লী) কুবলয়, পদ্ম, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম। (যৌগিকে) **কুবলয কমল।** = **নীলুপ্পল।**

কুবিলার = কোবিলার। ⇒ **কোবিলার।**

কুবের (পুং) কুবের, যক্ষরাজ, চারি মহারাজিক দেবভূমির উত্তরদিকস্থ অধিপতি, প্রধান যক্ষ। কুবের বলিলে বুঝায় চারিলোক পাল দেবতাদের মধ্যে উত্তর দিকের

মহাপ্রভাবশালী একক নায়ক বা মহারাজা। = **বেস্সবণ**। ⇒ **যকখ** (৫)।

কুস (পুং) ১ কুশ, কুশতৃণ। **তিখিণধারং তিণং অন্তমসো তালপন্নং পি**। = **তিণ**। ২ ঘাসের ফলক বা পত্র, কুশচিহ্ন বা অধিক সংখ্যক কুশতৃণ। (বিনয়) **পাতিতে কুসে**--পাতিত কুশতৃণ পত্রে (ইহা সংখ্যাধিক্যকে বুঝায়)। **কুসং সঙ্কামেত্বা**—অধিক সংখ্যক কুশঘাসের পত্র অতিক্রম করিয়া।

কুস অবহার--কুশবস্ত্র, কুশতৃণ দ্বারা নির্মিত বস্ত্র, কুশচিহ্নিত বস্ত্র।

কুসক = **কুস**। ⇒ **কুস**।

কুসকণ্টক—কুশকণ্টক, কুশতৃণের সুচতুল্য বা কণ্টক সদৃশ অগ্রভাগ।

কুসগ্গ (ক্লী) [কুস+অগ্গ] কুশাগ্র, কুশের প্রান্তভাগ বা ধার, কুশতৃণ ফলকের বা পাতার সুচতুল্য অগ্রভাগ। **কুসগ্গেন ভুঞ্জতি বা পিবতি বা**—কুশাগ্র দ্বারা খায় বা পান করে (অর্থাৎ অতি অল্প অল্প করিয়া খায় বা পান করে)। ⇒ **অগ্গ** [ক্লী (১)]।

কুসচীর (ক্লী) ঘাসের বস্ত্র, ঘাস দ্বারা তৈরি বস্ত্র, কুশ জাতীয় তৃণের পরিচ্ছদ, ঘাস দ্বারা তৈরি পোশাক পরিচ্ছদ। ⇒ **চীর**।

কুসজন্তন = **কুলধংসন**। ⇒ **কুলধংসন**।

কুসপাত (পুং) বহুসংখ্যক কুশতৃণের পাতা।

কুসমুট্‌ঠি—একমুষ্টি কুশতৃণ।

কুসল (বিণ) নিপুণ, কুশল, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, পটু, অভিজ্ঞ, ভালো, উপযুক্ত, কুশলজনক, পুণ্যজনক, জ্ঞাত, পুণ্য, সৎ, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, প্রকৃত, ন্যায্য, উচিত, যোগ্য, আসল, সত্য, ঠিক-ঠাক, পুরস্কারের যোগ্য, প্রশংসনীয়, সম্মানার্হ, গুণসম্পন্ন। = **পুঞ্ঞ** (বর্ণনায় সাধারণ অর্থে)। **একং পি চে পাণং অদুট্‌ঠচিত্তো মেত্তাযতি কুসলো তেন হোতি**। (সূত্রনিপাত) **সন্নঞ্ঞো পণ্ডিতো কুসলো নরো** = **নিপুণ**। **সালিত্তক-পযোগে কুসল**—পাত্র বা হাঁড়িভাঙ্গা চাঁড়া নিক্ষেপণ বিদ্যায় দক্ষ, খাপরা ভাঙ্গা চাঁড়া নিক্ষেপণ বিদ্যায় দক্ষ। "**কুসল**" শব্দের বর্ণনায় "**কুচ্ছিত, সলন**", যেমন—(বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুচ্ছিত-সলনাদি অত্থেন কুসলং**; (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কুচ্ছিতে পাপধম্মে সলযন্তি চলযন্তি কম্পেন্তি বিদ্ধংসেন্তী'তি কুসলা**। (ক্লী) ভালো বস্তু, সৎকার্য, যোগ্যতা, গুণ, মূল্য, ভালো, সুস্থ, সদ্‌গুণ, কুশল, দোষগুণ বিচার, ধর্ম, পুণ্য, পুণ্যকার্য, আরোগ্য অবস্থা, নৈতিক উৎকর্ষ, শক্তি, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য, আত্মজ্ঞান, সংচেতনা, প্রত্যক্ষ সদজ্ঞান, সদজ্ঞান। = **পুঞ্ঞ**। (মধ্যম নিকায়) **যস্স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথিযতি, সো ইমং লোকং পভাসেতি**—যে ব্যক্তি কৃত পাপকর্মকে পুণ্য দ্বারা আবরিত করেন তিনি এই জগৎকে আলোকিত করিয়া থাকেন। (সূত্রনিপাত) **সুখঞ্চ কুসলং পুচ্ছি**—সুখে এবং সুস্থ (অর্থাৎ উপযুক্ত) আছে কি না জিজ্ঞাস করিল; এখানে "**কুসল = অনাময = আরোগ্যং**"। শীল সম্বন্ধে:—**দসকুসলানি = দসসীলানি** (মধ্যম নিকায়)। পুণ্যাচরণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়:—(সূত্রনিপাত) **কুসলা ধম্মা**; যৌগিক "**কুসল ধম্ম**" শব্দ দেখুন, অর্থাৎ **কুসলং করোতি**—সদ্‌কার্য বা পুণ্যকার্য করা (অর্থাৎ **কাযেন, বাচায, মনসা**)। (দীর্ঘনিকায়) **সব্ব-পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা, সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং**। **কুসলং ভাবেতি**—পুণ্য ভাবনা করা বা সন্ধান করা। (সংযোগে) **অকুসলং পজহতি**—পাপস্বভাব ত্যাগ করা। "**কুসলং**" এবং "**অকুসলং**" কে চিত্তহিসাবে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—"**কামাবচর কুসল**" আট প্রকার "**রূপাবচর কুসল**" পাঁচটি, "**অরূপাবচর কুসল**" চারি প্রকার, "**লোকুত্তর কুসল**" চারি প্রকার এবং "**অকুসল**" বার প্রকার (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **কুসলাকুসল**।

কুসলকম্ম (ক্লী) কুশলকার্য, পুণ্যকার্য, সদাচরণ, ন্যায্য কার্য, গুণসম্পন্নকার্য, প্রশংসনীয় কার্য, সম্মানার্হ কার্য, পুরস্কারের যোগ্য কার্য, নিষ্পাপ কর্ম, প্রকৃত কার্য, সত্য-সম্বন্ধীয় কার্য। ⇒ **কুসল** (বিণ)। (দীর্ঘনিকায়) **কম্মং কত্বা কুসলং**।

কুসলকম্মপথ—কুশল কর্মের পথ, পুণ্য কার্যের উপায়, পুণ্য অর্জনের উপায় বা পথ, কুশল কর্মপথ। কুশল কর্মপথ দ্বার হিসাবে ত্রিবিধ, যথা—কায়দ্বারে কুশল কর্মপথ, বাক্যদ্বারে কুশল কর্মপথ, মনোদ্বারে কুশল কর্মপথ। তন্মধ্যে কায়দ্বারে কুশল কর্মপথ ত্রিবিধ, যথা—**পাণাতিপাতা বেরমণী** (প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি), **আদিন্নাদানা বেরমণী** (চুরিকর্ম হইতে বিরতি), **কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী** (ব্যভিচার কর্ম বা পরস্ত্রীর সহিত সঙ্গম হইতে বিরতি); বাক্যদ্বারে কুশল কর্মপথ চতুর্বিধ, যথা—**মুসাবাদা বেরমণী** (মিথ্যা বাক্য বা ভাষণ হইতে বিরতি), **পিসুণবাচা বেরমণী** (পিশুন বাক্য বা পরোক্ষে কথা বলা হইতে বিরতি), **সম্ফপ্পলাপা বেরমণী** (সম্প্রলাপ বা বাজে কথা হইতে বিরতি); মনোদ্বারে কুশল কর্মপথ ত্রিবিধ, যথা—**অভিজ্‌ঝা বেরমণী** (অবিদ্যা বা লোভ হইতে বিরতি), **ব্যাপাদা বেরমণী** (ব্যাপাদ বা হিংসা বিদ্বেষ হইতে বিরতি), **মিচ্ছাদিট্‌ঠি বেরমণী** (মিথ্যাদৃষ্টি বা অন্ধবিশ্বাস হইতে বিরতি)। পুনরায় কর্মানুসারে কুশল কর্মপদ দশবিধ, যথা—১ **দান** (দানকার্য), ২ **সীল** (শীলাচরণ বা আচার শুদ্ধিতা), ৩ **ভাবনা** (চল্লিশটি শমথ ভাবনা বা কর্মস্থানের মধ্যে যে কোন একটি অথবা বিদর্শন ভাবনা অবলম্বন করিয়া তত্ত্বাবতদ্‌গত চিত্তে উহার সম্বন্ধে চিন্তা বা গবেষণা অথবা স্মৃতি করা), ৪ **পচাযন** (অপচায়ন বা পূজাদি সৎকার্যের অনুষ্ঠান করা), ৫ **বেয্যাবচ্চ** (বৈয়াকৃত্য বা কাহারও পুণ্যানুষ্ঠানে শারীরিক, বাচনিক, মানসিক অথবা আর্থিক সাহায্য করা), ৬ **পত্তিদান** (পুণ্যানুষ্ঠানকৃত পুণ্যাংশ দান করা), ৭ **পত্তানুমোদন** (ব্রতীকর্তৃক প্রদত্ত পুণ্যদান অনুমোদন করা বা গ্রহণ করা), ৮ **ধম্মসস্সবণ** (ধর্মশ্রবণ করা), ৯ **ধংম্মদেসনা** (ধর্মোপদেশ দেওয়া বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভাষণ দেওয়া), ১০ **দিট্‌ঠিজুকম্ম** (মিথ্যাদৃষ্টি বা অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্মে বিশ্বাস স্থাপনে কার্য সম্পাদন করা)। ⇒

কম্মপথ।

কুসলকিরিয়া—সৎকার্য সম্পাদন, পুণ্যকার্য সম্পাদন, ধর্মকার্য সম্পাদন, কুশলকার্য সম্পাদন।

কুসলকুল = কুল মচ্ছরিয়। ⇒ **কুলমচ্ছরিয়**।

কুসলগোচর (বিণ) যথার্থ নীতি আচরণ করে এমন, ঠিক নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ করে এমন, প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু ব্যবহার করে এমন, ঠিকরূপে অভ্যাস বা শাসন করে এমন (মধ্যম নিকায়); (অঙ্গুত্তর নিকায়) রাখাল তাহার গরুগুলি বাহিরে তাড়াইয়া নেয় এরূপ।

কুসলচিত্ত (ক্লী) কুশলচিত্ত, পুণ্যচিত্ত, পুণ্যকার্য সম্পাদনজনিত মন, পুণ্যপক্ষীয় "বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান" সমষ্টি। যেই চিত্ত অকুশলের বা পাপের ক্ষয়কারক, ধ্বংসসাধক, পুণ্যবর্ধক এবং পুণ্য পরিপোষক উহাই কুশলচিত্ত। (বিপ) **পাপচিত্ত, অকুশলচিত্ত**। = **পুঞ্ঞচিত্ত**।

কুসলচিত্তা (বহুবচন শব্দ) সৎসঙ্কল্প বা সদিচ্ছাসমূহ, কুশল বা পুণ্যচিত্তসমূহ, একুশ প্রকার কুশলচিত্তসমূহ [⇒ **কুসল** (ক্লী)], কুশলকর্ম সম্পাদনে জাগ্রত মন। ⇒ **কুসলাকুসল**।

কুসল চেতনা (স্ত্রী) কুশল চেতনা, পুণ্য চেতনা, পুণ্যকার্য সম্পাদনে ইচ্ছাশক্তি বা প্রবৃত্তি, পুণ্যকার্যের সঙ্কল্প অথবা মনন অথবা ইচ্ছা, কুশলপক্ষীয় "বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার" সমষ্টি। (বিপ) **পাপচেতনা, অকুসলচেতনা**।

কুসল ছন্দ—পুণ্যকার্যের ইচ্ছা, সৎকার্যের অভিলাষ বা সঙ্কল্প। ⇒ **ছন্দ**।

কুসলতা (স্ত্রী) নিপুণতা, দক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিসম্পন্নতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিতা, হাতের কৌশল, নৈপুণ্য, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, সদ্‌গুণ।

কুসলধম্ম (পুং) পুণ্যকার্যের অভ্যাস, সৎকার্য সম্পাদনের স্বভাব, চরিত্রগুণ অনুশীলনে অভ্যাস। (বিপ) **অকুসল-ধম্ম, পাপধম্ম**।

কুসল ধম্মতা (স্ত্রী) পুণ্যকার্যের প্রচলিত নীতি বা নিয়মধারা। ⇒ **ধম্মতা**।

কুসলধম্মা (বহুবচন শব্দ) সর্বপ্রকার পুণ্যকার্যের অভ্যাস, সর্বপ্রকার সৎকার্য বা চরিত্রগুণ অনুশীলনের স্বভাব।

কুসলপক্খ—কুশলপক্ষ, পুণ্যপক্ষ, পুণ্যের দিক, সর্বপ্রকার সদাচরণের অধিকার বা পক্ষ, পুণ্যসহায়, সৎকার্যের পক্ষ, মঙ্গলকর পক্ষ। (বিপ) **অকুসলপক্খ**।

কুসলপক্খিক (বিণ) কুশলপক্ষীয়, পুণ্যের দিক দিয়া, পুণ্যপক্ষীয়, সৎকার্যের পক্ষীয়, সর্বপ্রকার সদাচরণের অধিকারভুক্ত বা পক্ষীয়, মঙ্গলপক্ষীয়।

কুসলপচ্চয—কুশল উৎপত্তির হেতু, পুণ্যের কারণ।

কুসল মচ্ছরিয = কুলমচ্ছরিয। ⇒ **কুলমচ্ছরিয**। (তুলনীয়) **বেবিচ্ছ**।

কুসলমূল (ক্লী) কুশল উৎপত্তির মূল, পুণ্যের মূল কারণ বা ভিত্তি, কুশলের মূল হেতু বা কুশলমূল। কুশলমূল ত্রিবিধ, যথা—**অলোভ, অদোস, অমোহ**। (বিপ) অকুসলমূল। (তুলনীয়) **কুসলপচ্চয** (বিভঙ্গ), **কুসলরোপন** (নেত্তি)।

কুসলরোপন (ক্লী) কুশল উৎপন্ন হইবার কারণ, পুণ্য উৎপত্তির কারণ, কুশল বা পুণ্য রোপণরকণ।

কুসলবিতক্ক—সদ্বিষয়ে বিচারশক্তি, পুণ্য বিষয়ে যুক্তিতর্ক, কুশল-সম্বন্ধীয় হেতুবাদ, কুশল-সম্বন্ধীয় বিতর্ক বা চিন্তা, কুশল বিতর্ক। কুশলবিতর্ক ত্রিবিধ, যথা—**নেক্খম্মকুসলবিতক্ক, অব্যাপাদ কুসলবিতক্ক, অবিহিংসা কুসলবিতক্ক** (দীর্ঘনিকায়)।

কুসলবিপাক (ক্লী) সৎকর্মের ফল, কুশল বিপাক, পুণ্যকার্যের ফল, কুশলকর্মের ফল। কুশলবিপাক দ্বিবিধ, যথা—"**সহেতুক কুসলবিপাক**" একুশটি, "**অহেতুক কুসলবিপাক**" আটটি। ২১টি "**সহেতুক কুসলবিপাক**", যথা—"**কামাবচর কুসলবিপাক**" আটটি, "**রূপাবচর কুসল বিপাক**" পাঁচটি, "**অরূপাবচর কুসলবিপাক**" চারিটি, "**লোকুত্তর কুসলবিপাক**" চারিটি।

কুসল বেদনা (স্ত্রী) পুণ্যকার্যের পুণ্যানুভূতি, সৎকার্যের সুখানুভূতি, কুশলকর্মের প্রীতিজনক সুখ। (তুলনীয়) **কুসলসঞ্ঞা, কুসলসঙ্খার**।

কুসলসঙ্খার—কুশল সংস্কার, পুণ্য সংস্কার, মনের সহযোগে পুণ্যের কার্যকরী অবস্থা, পুণ্যার্জনের ভাব, পুণ্যরূপ বিষয় আয়ত্তের অবস্থা।

কুসলসঞ্ঞা (স্ত্রী) কুশল সংজ্ঞা, পুণ্য কার্যের সংজ্ঞা, পুণ্যভাব, কুশলকর্মে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা চেতনা। কুশলসংজ্ঞা ত্রিবিধ, যথা—**নেক্খম্ম কুসলসঞ্ঞা, অব্যাপাদ কুসলসঞ্ঞা, অবিহিংসা কুসলসঞ্ঞা**। ⇒ **কুসলবিতক্ক**।

কুসলসীল (ক্লী) সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র, সাধুস্বভাব, যেরূপ চরিত্র রক্ষণে পুণ্যবৃদ্ধি বা প্রশংসনীয় হওয়া যায়, চরিত্রগুণ।

কুসলসীলিন (বিণ) সচ্চরিত্র, পুণ্যবান, সাধুস্বভাব।

কুসলস্স অঙ্গারভূত (বিণ) কুলাঙ্গার। = **কুলঙ্গার**।

কুসলহেতু = কুসলমূল। ⇒ **কুসলমূল**।

কুসলাকুসল (পুং) [কুসল+ অকুসল] কুশল এবং অকুশল, পুণ্য এবং পাপ। কুশল বা পুণ্য চিত্ত একুশটি, যথা—কামাবচর কুশলচিত্ত ৮টি, রূপাবচর কুশলচিত্ত ৫টি, অরূপাবচর কুশলচিত্ত ৪টি, লোকোত্তর কুশলচিত্ত ৪টি। ⇒ **কুসলচিত্তা**। অকুশল বা পাপচিত্ত ১২টি। ⇒ **কুসল** (ক্লী)।

কুসলানু এসিন (বিণ) সদাচার অন্বেষী, সাধুতা রক্ষার জন্য চেষ্টাকারী, পবিত্রতায় বা নিষ্পাপ থাকিবার জন্য চেষ্টাকারী, পুণ্যসন্ধানী, পুণ্যগবেষী। (তুলনীয়) **কিং কুসলানু এসিন** (দীর্ঘনিকায়); **কিং কুসল গবেসিন** (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **কুসল**।

কুসলাভিসন্দ (বিন) [কুসল+ অভিসন্দ] গুণাভিভূত, সদ্‌গুণে প্লাবিত, পুণ্যদ্বারা অভিভূত। = **পুঞ্ঞাভিসন্দ**। (যৌগিকে) **কুসলাভিসন্দ পুঞ্ঞাভিসন্দ**।

কুসি (ক্লী) সঞ্জাব, কাপড়ের পাড়, ভিক্ষুদের ব্যবহার্য চীবরের ধুর, চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য কাপড় কাটিবার

দাগবিশেষ। (বিনয়) **অদ্ধকুসি**।

কুসিনারা (স্ত্রী) প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ বুদ্ধের সময়কালীন মল্লরাজাদের প্রধান নগর, ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ উত্তরাঞ্চলে এক স্থানের নাম যেখানে ভগবান বুদ্ধ দেহত্যাগ করিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন এবং পরিনির্বাপিত হওয়ার পর তাঁহার দেহ সৎকার করা হইয়াছিল। উহার বর্তমান নাম কুশিনগর। = **কোসিনারা**।

কুসীত (বিণ) (সংস্কৃত—কুসীদ) অলস, জড়, নিষ্ক্রিয়, মন্থর, নিশ্চেষ্ট, অক্ষম, কুশীদ, কুসীদ, সুদখোর, কৃষীদ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কাম-বিতক্কাদীহি বিতক্কেহি বীতিনামনক পুগ্গলো**। = **নিব্বিরিয, অলস**। (যৌগিকে) **কুসীত হীনবিরিয**—অলস হীনবীর্য, আগ্রহহীন, ঔৎসুক্যহীন; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুসসীল কুসীত; দুপ্পঞ্ঞ;** (দীর্ঘনিকায়) **কুসীত দুপ্পঞ্ঞ;** (জাতক) **নিব্বিরিয কুসীত**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে অলস বা নিষ্ক্রিয় জড় সম্পর্কে আট প্রকার "**কুসীত বত্থূনি**" অর্থাৎ জড় বা নিষ্ক্রিয় বস্তুর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

কুসীততা (স্ত্রী) অলসতা, জড়তা, নিশ্চেষ্টতা। = **কুসীতত্ত**। ⇒ **কুসীত, অকুসীততা**।

কুসীতত্ত (ক্লী) আলস্য, শ্রমবিমুখতা। = **কুসীততা**।

কুসুব্‌ভ (পুং) ক্ষুদ্রগর্ত, ছোটকূপ, গহ্বর, সুড়ঙ্গপথ, উদর বা পাকাশয় গহ্বর। = **কুসসুব্‌ভ**।

কুসুম (ক্লী) কুসুম, পুষ্প, ফুল। = **পুপ্ফ**।

কুসুমকুড্ডুমলক ⇒ **কুড্ডুমলক**।

কুসুমগ্‌ঘিক (ক্লী) [কুসুম+অগ্‌ঘিক] কুসুমসজ্জা, ফুলসজ্জা, পুষ্পপূজা, সম্মানার্থে ফুলের মালা প্রদান, পুষ্পদান, মাল্যাভরণ।

কুসুমদাম (ক্লী) কুসুমদাম, পুষ্পগুচ্ছ, একত্রে বাঁধা পুষ্পসমূহ, ফুলের মালা। = **পুপ্ফদাম**। ⇒ **কুসুম, দাম**।

কুসুমবস্‌স (পুং, ক্লী) কুসুম বা পুষ্পবর্ষণ, ফুল পতন। ⇒ **বস্‌স** (১খ)।

কুসুমিত (বিণ) কুসুমিত, পুষ্পিত, ফুল ফুটিয়াছে এমন।

কুসুম্ব (ক্লী) কুসুম্ব, কুসুম ফুল, কুসুম ফুলের রং, স্বর্ণ।

কুসুম্ভ (ক্লী) কুসুম্ভ, কুসুম ফুল, কুসুমের রং, বস্ত্রাদিরঞ্জিত করিবার লাল রংবিশেষ। **কুসুম্ভ রত্তবত্থ**—রক্তবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র। ⇒ **কুসুম্ভা**। (পুং) কমণ্ডলু।

কুসুম্ভা (স্ত্রী) কুসুম্ভা, কুসুম ফুলের রং।

কুসূল (পুং) শস্যাগার, শস্যের বা ধানের গোলা।

কুসসুব্‌ভ (ক্লী) ছোট পুকুর। = **কুসুব্‌ভ**। (যৌগিকে) **কুসসুব্‌ভ কুন্নদী**—ছোট পুকুর এবং ছোট নদী। ⇒ **কুসসোব্‌ভ**।

কুসসোব্‌ভ (ক্লী) জলের ডোবা, ক্ষুদ্রজলাশয়, চৌবাচ্চা, খাই। = **কুসসুব্‌ভ**।

কুহ (বিণ) (সংস্কৃত—কুহ) প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, ছলপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, বিশ্বাসঘাতক, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত। (বি-ভা) **কুহা থদ্ধা লপা সিঙ্গী** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কুহং (সংস্কৃত—কুহ) = **কুহিং**। ⇒ **কুহিং**।

কুহক = কুহ। ⇒ **কুহ**। (ক্লী) প্রতারণা, প্রতারক, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চনা। (যৌগিকে) **কুহক লপক** (দীর্ঘনিকায়)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুহক ব্রাহ্মণ**। (জাতক) **কুহক চোর**। **কুহক তাপস**—কপট বা প্রতারণাকারী তাপস।

কুহক লপক = কুহনলপন। ⇒ **কুহনলপন**।

কুহু থদ্ধ লপ (বিণ) অসৎ নির্দয় এবং বাচাল। ⇒ **থদ্ধ** (২ক)।

কুহন (বিণ) = **কুহক**। ⇒ **কুহক**।

কুহনলপন ⇒ **কুহনা**।

কুহনা (স্ত্রী) ১ প্রবঞ্চনা, চাতুরী, কপটতা, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক, ভান, ভণ্ডামি। (যৌগিকে) **কুহন লপন**—প্রবঞ্চনা এবং কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় কথা অর্থাৎ প্রবঞ্চনামূলক কথা (দীর্ঘনিকায়)। **অবজ্জকুহনা**—নিন্দনীয় কপটতা। ২ ভয়করণ, ভীতি প্রদর্শনকরণ। (বিপ) **অকুহক**। = **কুহক**।

কুহনা বত্থুনি (ক্লী, বহুবচন) প্রবঞ্চনার অবস্থা বা সুযোগ।

কুহর (ক্লী) কুহর, গহ্বর, ছিদ্র, গর্ত, বিবর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস; (সাহিত্যে) লুকাইবার স্থান বা গোপন স্থান।

কুহাযনা = কুহনা। ⇒ **কুহনা**।

কুহিং (অব্যয়, ক্রি-বিণ) কোথায়? কোন স্থানে? কোন দিকে? কোন বিষয়ে? যেখানে, যথায়। (সূত্রনিপাত) **কুহিং ভিক্খু গমিস্‌সতি**? (পেতবত্থু) **কো গচ্ছসি**—তুমি কোথায় যাইতেছ? (পেতবত্থু অর্থকথা) **ত্বং এত্তকং দিবসং কুহিং গতা**—এতদিন তুমি কোথায় গিয়েছিলে বা ছিলে? = **কুথ**।

কুহিঞ্চি (ক্রি-বিণ) যে কোন স্থানে। = **কুচি**। **ন কুহিঞ্চি**।

কুহিতত্তং = কুহনা। ⇒ **কুহনা**।

কুহিত্বা (ক্রি-বি) হতাশ করিয়া, নিরাশ করিয়া, প্রতারণা করিয়া, ফাঁকি দিয়া। ⇒ **কুহেতি**।

কুহিলিকা (স্ত্রী, বহুবচন) কুহলিপুষ্প সমূহ। "অত্তনুগলু বংস" নামক পুস্তকে এই শব্দটি দৃষ্ট হয়।

কুহীযতি (ক্রি) উল্লসিত হওয়া, জয়োল্লাসে উন্মত্ত হওয়া। (যৌগিকে) **পহংসীযতি কুহীযতি**—উল্লসিত হওয়া এবং আনন্দিত হওয়া।

কুহূযতি (ক্রি) = **কুহীযতি**। ⇒ **কুহীযতি**।

কুহেতি (ক্রি) [√কুহ+এ] প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, নিরাশ করা। (অতীত) **কুহেসি**। (ক্রি-বি) **কুহিত্বা**।

কূজতি (ক্রি) কূজন করা, (ছোট ছোট পাখির) কিচমিচ শব্দ করা, (পাখির) গান করা। (বর্ণনায়) **অব্যত্ত সদ্দে কূজতি**—অব্যক্ত শব্দে কূজন করে। (তুলনীয়) **বিকূজতি**। (অতীত) **কূজি**। (অ-বিণ) **কূজিত**। (ব-বিণ) **কূজন্ত, কূজমান**।

কূজন (ক্লী) কূজন, পাখির অব্যক্ত শব্দ, পাখির রব, পাখির কিচমিচ শব্দ, পাখির গান।

কূজন্ত (বিণ) = **কূজমান**। ⇒ **কূজমান, কূজতি**।

কূজমান (বিণ) কূজন করে এমন, (পাখিগুলি) কিচমিচ করে বা গান করিতেছে এমন। ⇒ **কূজতি**।

কূজিত (বিণ) কূজিত, পাখির কিচমিচ শব্দে বা গানে মুখরিত, পাখির রবে ধ্বনিত, কোকিলের কুহু রবে মুখরিত। = **অভিকূজিত, উপকূজিত**। ⇒ **কূজতি**। (ক্লী) পাখির ধ্বনি, পাখির কিচমিচ শব্দ, পাখির গান, পাখির অব্যক্ত রব।

কূট১ (ক্লী) কূট, মৃগাদির বন্ধন যন্ত্র, ফাঁদ, জাল, ফাঁদ-জাল, ফন্দী, কৌশল, চাতুরী, পাশ; (চরিত্রে) মিথ্যা, মিথ্যা কথা, অসত্য বর্ণনা, প্রবঞ্চনা, কপটতা। ফাঁদরূপে বর্ণনায়:—**কূট পাসাদি, পটিচ্ছন্ন পাস** (জাতক)। প্রবঞ্চনারূপে বর্ণনায়:—**তুলাকূট, কংসকূট, মানকূট; = বঞ্চন**। ২ (বিণ) মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, কপটী, বিশ্বাসঘাতক, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, প্রতারণাকৃত, ছলপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ, অপোষ্য, অবশীভূত, কুটিল, কপট, দুর্বোধ্য, জটিল, নিশ্চল, তুচ্ছ। ৩ (পুং, ক্লী) **ক**) পর্বতের শৃঙ্গ, সমুন্নতি, উচ্চ অংশ, প্রসিদ্ধি, কোন বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, আগা, অগ্রভাগ, শিখর, চূড়া, মস্তক, সর্বোচ্চপদ, উচ্চতম, লাঙ্গল পদ্ধতি, মুদ্গর, পশ্চাৎপৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের **উর্ধ্বদেশ**, পর্বতশ্রেণী, শৈলশিরা, উন্নতভূমি, মটকা, আলি। **অবভকূট**। = **সিখর**। (তুলনীয়) **কোটি**। **খ**) ঘরের উচ্চপৃষ্ঠ বা তুলি, ছাদ, চাল, ছই, ছত্রী, টাকরা, **তালু**, গৃহচূড়া, মন্দিরাদির অগ্রভাগ বা চূড়া, শৃঙ্গ। = **কনিকা**। (ধর্মপদ) **গহকূট**—ঘরের তুলি বা চাল। (তুলনীয়) **কূটাগার**। **গ**) রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, রাশিকরণ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত পদার্থনিচয়। **সক্কারকূট** (মধ্যম নিকায়)। **ঘ**) সর্বোচ্চস্থান, উচ্চতম শিরদেশ। (বি-ভা) "**দেসনায কূটং গহেত্বা**" অথবা "**দেসনা কূটং গণ্হন্তো**"—দেশনা বা ধর্মোপদেশের চরম সীমায় পরিচালিত করিয়া (জাতক); (তুলনীয়) **অরহত্তেন কূটং গণ্হন্তো** (জাতক); **অরহত্ত ফলেন কূটং গণ্হিং** (থেরগাথা অর্থকথা)। ৪ হাতুড়ি। ⇒ **কূট**। **অযকূট**—বড় ভারী হাতুড়ি। ৫ (বিণ) শৃঙ্গ বা শিংহীন অর্থাৎ নিরীহ না নির্দোষ। (বিনয়) **কূটগোণ (কূটপোন) যুত্তরথ**—সজ্জিত বৃষযুক্ত রথ (**উপ্পথং ধাবতি**—ভুলপথে ধাবিত হয়)। **কূট-ধেনুযা খীরং পিবিত্বা কূট-বচ্ছো** ইত্যাদি—গোবাছুর এখনও নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করে।

কূট অক্খ (পুং) মিথ্যা ক্রীড়ক, যে ব্যক্তি মিথ্যা খেলে, প্রবঞ্চক, প্রতারক, জুয়াচোর, প্রতারণা।

কূটঅঙ্গ—স্কন্ধ, কাঁধ।

কূট অট্ট (ক্লী) মিথ্যা আবেদন, মিথ্যা মামলা, মিথ্যা মোকদ্দমা।

কূট অট্টকার (বিণ ,পুং) মিথ্যা অভিযোগকারী, মিথ্যা আবেদনকারী।

কূট অট্টকারক = **কূট অট্টকার**। ⇒ **কূট অট্টকার**।

কূটক (পুং) প্রতারণা, প্রতারক। = **কূটক**।

কূটগম—ছাদে বা উচ্চসীমায় গমন, গৃহচূড়ার শেষ সীমায় গমন, উপরিভাগ আবরিতকরণ।

কূটগোণ (পুং) সজ্জিত বৃষ, অবশীভূত বৃষ, অপোষা ষাঁড়, একটানা ষাঁড়। ⇒ **কূট** (৫)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কূটগোণ** (**কূটপোন** শব্দের পরিবর্তে) **যুত্তরথ**—সজ্জিত বৃষযোজিত রথ; **কূটগোণ উপ্পথং ধাবতি**—সজ্জিত বৃষ বিপথে দৌড়াইতেছে। **কূটধেনুযা খীরং পিবিত্বা কূটবচ্ছো** ইত্যাদি—সজ্জিত গোশাবক সজ্জিত গাভী হইতে দুধ পান করিয়া।

কূটিজটিল (পুং) কপটজটিল তাপস, প্রবঞ্চনাকারী জটিল ঋষি, অপ্রকৃত ঋষি, কুটিল তাপস, ছলনাময় ঋষি।

কূটট্ঠ (বিণ) অচল, স্থাবর, স্থির, অবিচলনীয়, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, খাড়াভাবে দাড়াইয়া আছে এমন, সোজা, খাড়া, অপরিবর্তনীয়। (বি-ভা) **ঝঞ্ঞ কূটট্ঠ এসিকট্ঠাযিন** (দীর্ঘনিকায়) ∧ (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পব্বতকূটং বিয ঠিত**।

কূটদন্ত১ এক ব্যক্তির নামবিশেষ। ২ বৃষভের দাঁত, গরুর দাঁত, গরুর দন্ত (ব্যঙ্গপূর্ণভাবে অথবা বিদ্রূপাত্মকভাবে ব্যবহৃত শব্দ)। ⇒ **দন্তকূট**।

কূটধজ—ধ্বজা বা পতাকা উড্ডয়মান গৃহচূড়া।

কূটপাসাদি (বিণ) প্রবঞ্চনাকারী, মিথ্যা বলিয়া যে ব্যক্তি আনন্দ পায়, ফন্দিবাজ, ফাঁদ পাতিয়া মৃগাদি বধে যে ব্যক্তি আমোদ পায়। ⇒ **কূট** (১)।

কূটপোন = **কূটগোণ**। ⇒ **কূটগোণ**।

কূটভানিন (বিণ) = **গূথভানিন**। ⇒ **গূথভানিন**।

কূটমত্ত (দ্বিতল ত্রিতল গৃহের) উচ্চতলস্থ সুবৃহৎ কক্ষ।

কূটমান—মিথ্যা পরিমাপ, মিথ্যা পরিমাণ-বিস্তৃতি-আয়তন-দৈর্ঘ্য-ক্ষেত্রফল ইত্যাদি।

কূটবচ্ছ—বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন গোশাবক। ⇒ **বচ্ছ** (১), **কূটগোণ**।

কূটবাণিজ—মিথ্যাবাদী বা মিথ্যুক বণিক, প্রবঞ্চনাকারী ব্যবসায়ী, শঠ ব্যবসায়ী, অসৎ ব্যবসায়দার।

কূট বিনিচ্ছযিকতা (স্ত্রী) মিথ্যাবাক্য (মিথ্যা প্রভেদ-চিহ্ন অথবা বিবেচনা), মিথ্যা প্রমাণ।

কূটবেদিন (বিণ, পুং) মিথ্যা বা অনর্থক নিন্দাকারী, মিথ্যা দুর্নামকারী, মিথ্যা পরনিন্দাকারী, মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী। = **গামকূট**।

কূটসালা (স্ত্রী) তাঁবু, পটমণ্ডপ, শিবির, চন্দ্রাতপ, আচ্ছাদন। ⇒ **মণ্ডলমাল**।

কূটসিম্বলী = **কোটিসিম্বলী**। ⇒ **কোটিসিম্বলী**।

কূটাগার (ক্লী) [কূট+আগার] কূটাগার, পর্ণশালা, চূড়াযুক্ত গৃহ, ত্রিকোণাগৃ ঘর দ্বিতল ত্রিতল ইত্যাদি ঘরের উচ্চতম ঘর বা তল, সর্বোচ্চতম ঘর। ⇒ **কূট** (৩খ)। = **রতনময কনিকায বন্ধকেতুবত্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

কূটগার (ক্লী) চূড়াযুক্ত মন্দির বা দালান, যে পাকা কোঠাবাড়ির চূড়া আছে অথবা তাদৃশ চূড়াযুক্ত অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ, দালান, হর্ম্য, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মণ্ডপের মতো ঘর। (জাতক গাথায়) **কূটাগার বরূপেতং**—শ্রেষ্ঠ প্রাসাদবাসী; = **বর কূটাগারবাসিনং** (জাতক অর্থকথা)।

কূটে = **কূটে**। ⇒ **কূটে**।

কূটেয্য (ক্লী) ছল, ছলনা, প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চক, চাতুরী, কপটতা। (যৌগিকে) **কূটেয্য সাঠেয্য; কূটেয্য বঙ্কেয্য** (মধ্যম নিকায়)।

কূটাগার (ক্লী) = **উপরিকূট, কূটাগার**। ⇒ **উপরিকূট, কূটাগার**।

কূপ (পুং) ১ কূপ, কুয়া, পুকুর, জলাশয়, ছিদ্র, গর্ত, গহ্বর। **অক্খিকূপ**। ২ জাহাজের মাস্তুল।

কূপক = **কূপ**। ⇒ **কূপ**।

কূপখন (বিণ, পুং) কূপ খননকারী, গর্তখননকারী।

কূপগ্গে (ক্রি-বিণ) [কূপ+অগ্গে] জাহাজের মাস্তুলের উপরে বা অগ্রভাগে বা আগায়। ⇒ **অগ্গে** (১)।

কূপতল—কূপের তলদেশ, গর্তের তলদেশ বা তলা।

কূর (ক্লী) (বিনয়ে) **সুকূখকূর**—সিদ্ধ চাউল বা অন্ন (?)।

কূল (ক্লী) ঢালু জায়গা, গড়ানিয়া স্থান, ক্রমনিম্ন ভূমি, বাঁধ, প্রাকার, তীর, কূল, চড়া, আল, লম্বা বাঁধ। **নদীকূল**—নদীর কূল। **উদপান কূল**—কূপের মুখ, কূপের সম্মুখস্থ বাঁধ। **বচ্চকূপস্স কূল**—মলকুণ্ডের পার্শ্বদেশ বা কিনারা, মলকুণ্ডের বাঁধ; ⇒ **বচ্চকূপ**।

কেক (?)—একজাতীয় বৃক্ষের নাম। **কোক** (২) শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কেকর (পুং) চোখ টেরা লোক, যে ব্যক্তি টেরা দেখে বা টেরা চোখে দেখে।

কেকা (স্ত্রী) কেকা, ময়ূরের ডাক, কেকা রব।

কেচি জনা—কতকগুলি লোক, কতিপয় মানুষ, কোন কোন লোক।

কেটক ফলক হখ (বিণ) বর্মাচ্ছাদিত। = **বম্মিন**।

কেটবে = **সঠ**। ⇒ **সঠ**।

কেটুভ (দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) যে জ্ঞানবিজ্ঞান বা নিরূপিত সত্য ধর্মবিধির নীতিস্থাপন দ্বারা অথবা ধর্মবিধির নীতিত্যাগে স্বীয় বিচক্ষণতা দ্বারা ধর্মের প্রতিনিধি স্বরূপ ভেষজ্জকগণকে সাহায্য করিয়া থাকে; (সহজার্থে) ধর্মাচরণের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অথবা তৎসম্বন্ধীয় পুস্তক (যেমন "কল্প" নামক পুস্তক বেদাঙ্গের মধ্যে একটি, এইরূপ ধর্মনীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তক যাহা শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিত হইয়া থাকেন)।

কেটুভিন (বিণ) শিক্ষিত প্রবঞ্চনাকারী (**সিক্খিতা কেরাটিকা**), কপটী, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, সর্বপ্রকারে মিথ্যা।

কেণিপাত = **কেনিপাত**। ⇒ **কেনিপাত**।

কেতক (পুং) কেতক, কেতকী বা কেয়াফুলের গাছ। (ক্লী) কেতকী বা কেয়াফুল।

কেতকী (স্ত্রী) কেতকী, কেয়াফুলের গাছ, কেয়াফুল।

কেতন (ক্লী) ১ কেতন, পতাকা, চিহ্ন। ২ কার্য। ৩ স্থান, গৃহ। ⇒ **সঙ্কেতন**।

কেতার = **কেদার**। ⇒ **কেদার**।

কেতু (পুং) ১ কেতু, গ্রহবিশেষ, পতাকা, চিহ্ন, উৎপাত চিহ্ন, ধূমকেতু, শক্র, রোগ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মকেতু**। (জাতক) **ধূমকেতু**। ২ আলোক রেখা, রশ্মি, জ্ঞানালোক, ঈষৎ আভাস, কিরণ-রেখা, আলোকরশ্মি, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, নিঃসৃত আলোক।

কেতুং (তুম্ বা অনট অর্থে) কিনিতে, ক্রয় করিতে, খরিদ করিতে। ⇒ **কযতি**।

কেতুকম্যতা (স্ত্রী) প্রসিদ্ধি লাভের ইচ্ছা, সমুন্নতির ইচ্ছা, আত্মবিজ্ঞপ্তি, ঔদ্ধত্য, গর্ব, মিথ্যা বড়াই, দম্ভ। = **উন্নম**।

কেতুমতী নদী (স্ত্রী) একটি নদীর নামবিশেষ।

কেতুমন্ত (বিণ) ধ্বজাপতাকা দ্বারা সজ্জিত। = **কেতুবন্ত**।

কেতুমা (বিণ) ধ্বজাযুক্ত, ধ্বজমণ্ডিত।

কেতুমালা (স্ত্রী) কিরণমালা, রশ্মিমালা।

কেতুবন্ত (বিণ) ধ্বজামণ্ডিত, ধ্বজাপতাকা আছে এমন, ধ্বজা পতাকায় সজ্জিত। = **কেতুমন্ত**।

কেদার (পুং, ক্লী) কেদার, জলে সিক্ত জমি, কর্ষণের উপযুক্ত সিক্ত জমি, ক্ষেত্র বা মাঠ, কর্ষণযোগ্য জমি। **কেদারে পাযেত্বা করিস্সাম**—আমরা জলে সিক্ত করিয়া জমি কর্ষণ করিব। ভাগ বা অংশ করার চিহ্নস্বরূপ চতুষ্কোণরূপে:—**চতুরস্স কেদার** (বিনয়); (জাতক) **চতুক্কন কেদার**। ঘেরা নির্দেশে অথবা ঘেরার ন্যায় চতুর্দিকে পরিখা পরিবেষ্টিত বুঝাইলে:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **কেদার মরিযাদা**। = **খেত্ত**।

কেদার কোটি—মাঠ বা জমির অগ্রভাগ বা নির্দিষ্ট কোণ।

কেদার পালি (স্ত্রী) বাঁধ, জাঙ্গাল, আবদ্ধ জল, ধানক্ষেতের কাঁচা আলি, ক্ষেতের আলি, আলবাল।

কেন (ক্রি-বিণ) কেন? কি? কাহাকে? কিরূপে? কি প্রকারে? তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সূত্রনিপাত) **কেন'স্সু নিবুতো লোকে**। ⇒ **কিং**।

কেন অত্থেন—কি কারণে? কি উদ্দেশ্যে? কি অর্থে? ⇒ **অত্থ**।

কেন পন—কি প্রকারে? কিরূপে? কেন? কিজন্য? ⇒ **পণ** (২)।

কেন'স্সু [কেন+অস্সু] কিজন্য? কি হেতু? কি কারণে? ⇒ **সু** (৩)।

কেনিপাত (পুং) নৌকার কর্ণ বা হাল।

কেবুক—জল। **কেবুক বুচ্চতি উদক**। জাতকে কখন কখন "**নদী**" অর্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কেবুক নদী (স্ত্রী) একটি নদীর নামবিশেষ।

কেয়ূর (পুং, ক্লী) কেয়ূর, বাহুভূষণ, বাজু, বাহুর অলঙ্কার।

কেয়ূরিন (বিণ) কেয়ূর পরিহিত, বাহুভূষণ পরিহিত। **কায়ূরিন।**

কেয্য (বিণ) ক্রেয়্য, ক্রয় করিবার যোগ্য, কিনিবার আবশ্যক (দ্রব্য)। এখানে অর্থ গৃহণ করা হইল বুদ্ধদত্ত মহাথেরের অভিধান মতে, কিন্তু Rhys Davids-এর অভিধানে ইহার অর্থ গৃহণ করা হইয়াছে:—("**কযতি**" ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, যেমন—) বিক্রয় করিবার নিমিত্ত; = **বিক্কিণিতব্ব**। সম্ভবত বুদ্ধদত্ত মহাথেরের মতই নির্ভুল।

কেরাটিক (বিণ) প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, পণ্ডিতমূর্খ, যে ব্যক্তি জানিয়াও না জানার ভান করে, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, বিশ্বাসঘাতক, অমূলক, অবিশ্বাসী, প্রকৃত, ভণ্ড, শঠ। = **কিরাস, সঠ**। (বর্ণনায়) **বিলার**। (পুং) অসৎলোক, অভদ্রলোক, অবিশ্বাসী লোক, মিথ্যাবাদী লোক।

কেরাটিয (ক্লী) প্রবঞ্চনা, চাতুরী, কপটতা, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক। (জাতক) **কেরাটিয লক্খণ**।

কেল ⇒ **খেল**।

কেলনা = **কেল্না**। ⇒ **কেল্না**।

কেলাযতি = **কেল্াযতি**। ⇒ **কেল্াযতি**।

কেলাস (পুং) কৈলাস পর্বত, হিমালয়স্থ এক পর্বত শিখরের নাম।

কেলিদেতি = **পকিলেদেতি**। ⇒ **পকিলেদেতি**।

কেলিসা = **কেলি্যো**। ⇒ **কেলি্যো**।

কেলী—ক্রীড়া। = **কেল্ী, কীল্না**।

কেল্না (স্ত্রী) বলবতী ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অনুরোধ, লোভ, পেটুকতা। সাধারণত ব্যক্তিগত অলঙ্কার জাতীয় দ্রব্যের আসক্তিতে বলা হয়:—"স্বার্থপরতা" (বিভঙ্গ) = **কেল্না পটিকেল্না** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। বর্ণনায় "**চাপল্ল**", কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। অন্য বর্ণনায় "দোদুল্যমান, দোলায়মান" অর্থে "**খেল**" এবং "ঢেউ খেলানো" অর্থে "**কেল**" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়; = **চলনে**। (অন্যত্র যৌগিকে) **কেল্না পরিকেল্না** = **বিভূসনা**।

কেল্াযতি (ক্রি) নিজকে সুন্দর করা, সজ্জিত করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা; (করণ কারকে) আদর করা, সোহাগ করা, সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা, অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করা; (সম্বন্ধপদে) অহঙ্কার করা, গুমর করা। (সমান অর্থবাচক শব্দ) **অল্লীযতি, কেলাযতি, ধনাযতি, সমাযতি, বনাযতি**। (অ-বিণ) **কেল্াযিত**।

কেল্াযন (ক্লী) ক্রীড়াসক্ততা, প্রফুল্লচিত্ততা, আমোদপ্রিয়তা, অনিশ্চিততা, অব্যবস্থিত অবস্থা। (বিপ) **মজ্ঝত্ত**। (তুলনীয়) **কেলনা, কেলি**।

কেল্াযিত (বিণ) ইচ্ছিত, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, অনুরোধকৃত, আদরকৃত, সোহাগকৃত, অতিরিক্ত করা হইয়াছে এরূপ। (বর্ণনায় সমার্থে) **কেলাযতি, সমাযতি, পত্থেতি, পিহেতি, ইচ্ছতী'তি অত্থো**। ⇒ **কেল্াযতি**।

কেল্াস = **কেলাস**। ⇒ **কেলাস**।

কেলি (স্ত্রী) ১ ক্রীড়া, খেলা, আমোদ-প্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, অভিনয়, নাটক, গতি, মনের স্ফূর্তিভাব, মজা, কৌতুক, তামাশা, ক্রীড়নক, খেলনা, আমোদ, প্রমোদ, মৃগয়া, ক্রীড়া সামগ্রী। = **খিড্ডা**। (জাতক) **পরিহাস কেলি**। ২ পাশাখেলা, জুয়াখেলা। **কেলিমণ্ডল**। ৩ (অর্থ সম্পূর্ণ স্থিরসিদ্ধান্তযুক্ত নহে) আসক্তি, লোভ, তৃষ্ণা, কামনা, ইচ্ছা; অথবা স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা (তুলনীয়-- **কেরাটিকা, কিলিস্সতি**); অথবা অস্থিরতা, চঞ্চলতা, দোলায়মানতা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেলিসীল;** (জাতক) **কেলিসীলক**। **পঞ্চচিত্ত-কেলিযো পঞ্চনীবরণানি** (কামচ্ছন্দ ইত্যাদি)—চিত্তবিনোদন, চিত্তের সন্তোষভাব (থেরগাথা)। (জাতক) **চিত্ত-কেলিং কীলন্তা বহুং পাপকম্মং কত্বা**—বহু পাপকার্যের দ্বারা চিত্তের সন্তোষ সাধন করিয়া; (তুলনীয়) **কামেসু অনিকীলিতাবিন**—তৃষ্ণা বা ইচ্ছা দ্বারা অকলঙ্ক (সংযুক্ত নিকায়)।

কেলিমণ্ডল (ক্লী) পাশাখেলার বোর্ড বা ঘর, খেলার মণ্ডল বা চক্র, সতরঞ্চ খেলার ঘর। **কেড়িমণ্ডলং ভিন্দতি**—সতরঞ্চ খেলার ঘর অতিক্রম করা অর্থাৎ পাশাখেলার বা সতরঞ্চ খেলার ছক্কা এমনভাবে ধারে নিক্ষেপ করে যেন পাশানিক্ষেপকে অসিদ্ধ করা যায়।

কেলি্যো = **কেলি**। ⇒ **কেলি** (২), **কেলি** (৩)।

কেলিসীল (বিণ) প্রবঞ্চক, প্রতারক, চঞ্চল স্বভাবের, অবিশ্বাস্য, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী। ⇒ **সীল** [১(বিণ)]।

কেলিসীলক = **কেলিসীল**। ⇒ **কেলিসীল**।

কেলী = **কীল্না**। ⇒ **কীল্না**।

কেবট্ট = **কেবর্ত্ত**। ⇒ **কেবত্ত**।

কেবত্ত (পুং) কৈবর্ত, ধীবর, জেলে। **দক্খোকেবত্তো**—দক্ষ কৈবর্ত। **কেবত্ত (কেবট্ট) গাম**—কৈবর্ত গ্রাম, কেবড়্ট বা কেবদ্ধের নাম। **কেবত্ত (কেবট্ট) দ্বার**—বারণসীর নগরদ্বারের নাম এবং তন্নিকটবর্তী গ্রামের নাম (বিমানবত্থু)।

কেবত্তগাম ⇒ **কেবত্ত**।

কেবত্তদ্বার ⇒ **কেবত্ত**।

কেবল (বিণ) ১ কেবল, একমাত্র, অসহায়, অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন, শুদ্ধ, অবধারিত, একাকী, সঙ্গীবিহীন, অমিশ্রিত, পূর্ণ, সমাপ্ত, একেবারে। (ক্রি-বিণ) সম্পূর্ণরূপে, একেবারে, সবকিছু বিবেচনা না করিয়া, কেবল, মাত্র। ২ সমুদয়, সমগ্র, সমস্ত, সকল, পুরো, আস্ত, ত্রুটিহীন, অক্ষত, অবিকৃত, সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, সম্পূর্ণ, অবিভক্ত। = **সকল**।

কেবলং(ক্রি-বিণ) **১ক**) কেবল, মাত্র, এইরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেবলং ত্বং অমহাকং বচনং করোহি**—তুমি

কেবল আমাদের কথামতো কাজ করিতে থাক, আমরা যাহা বলি তুমি কেবল তাহাই করিতে থাক; **কেবলং... বিপ্পলপতি**—সে কেবল কথাই বলিতে থাকে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সক্কা নু কিঞ্চি অদত্বা কেবলং সগ্গে নিব্বত্তিতুং**—কিছু দান না দিয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারা যায় নহে কি? **কেবলং মনো-পসাদ-মত্তেন**—কেবল মনোপ্রসাদ বা মনের পবিত্রতা দ্বারা। (বি শুদ্ধিমার্গ) **কেবলং বচ্ছকে বলব-পিয-চিত্ততায়**--কেবল গোবৎসের প্রতি মনের বলবৎ প্রিয়তা বা স্নেহবশতঃ। **খ)** কেবল, একাকী, সঙ্গীবিহীন, নিঃসঙ্গ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কেবলং অরঞ্ঞং গমিস্সামি; ন কেবলং অথ খো**—কেবল তাহা নহে... উহাও। ২ একেবারে, সম্পূর্ণরূপে, পূর্ণাঙ্গভাবে, পুরাভাবে, চতুর্দিকে, চারিদিকে। **কেবলং ওভাসেত্বি**—চতুর্দিকে উদ্ভাসিত করে।

কেবল ধম্মদস্সী (বিণ) সর্বপ্রকার ধর্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে তত্ত্বাভিজ্ঞ।

কেবলকপ্প (ক্লী) প্রায় সমস্ত কল্প, পুরাকল্প, সম্পূর্ণ কল্প। ⇒ **কপ্প** [ক্লী (১)]।

কেবল পরিপুন্ন (বিণ) সম্পূর্ণতায় পরিপূরিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, ত্রুটিহীনভাবে সম্পূর্ণ, সর্বতোভাবে বা সমগ্ররূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

কেবলাকেবল (বিণ) [কেবল+অকেবল] সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ।

কেবলিন (বিণ) সম্পূর্ণ সিদ্ধ, সম্পূর্ণ গুণান্বিত, সম্পূর্ণ সম্পাদিত, সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত বা সুসভ্য, সমাপিকা, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হন্ত বা অর্হৎফল প্রাপ্ত। (যৌগিকে) **কেবলিন মহোসি**—সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ মহর্ষি; **কেবলিন উত্তমপুরিস**--পূর্ণতাপ্রাপ্ত উত্তমপুরুষ। (সংজ্ঞায়) **সব্বগুণ পরিপুন্ন সব্বযোগ বিসংযুত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **যে সুবিমুত্তা তে কেবলিনো, যে কেবলিনো বন্তং তসেং নত্থি পঞ্ঞা-পনায**—যাঁহারা সম্যকরূপে বা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত যাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত। (সূত্রনিপাত) **কেবলীনং মহেসিং খীণাসবং। কেবলং বুসিত বা উত্তমপুরিসো (তিন্ন** সম্বন্ধীয়)। (সম্বন্ধ পদে) **ব্রহ্মচরিযস্স কেবলং**—ব্রহ্মচর্য ধর্মাচরণ সমাধা করা হইয়াছে এরূপ (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

কেস (পুং) ১ কেশ, মাথার চুল। (সংযুক্ত নিকায়) **হট হট কেস**—আলু থালু বা আলুলায়িত কেশবিশিষ্ট। **পলিত কেস**—ধূসর বর্ণ বা পক্ব কেশ; (টীকা মতে) ঘন কৃষ্ণবর্ণের চুল সৌন্দর্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (প্রেতগণের উলঙ্গ বেশ-সম্বন্ধে) **কেসেহি পরিচ্ছন্ন**—লম্বা লম্বা চুলে আচ্ছাদিত (পেতবত্থু)। (দীর্ঘনিকায়) **কেসেসু গহেত্বা**—চুলে ধরিয়া (নরকে টানিয়া নেয়)। (বিনয়) **কেসং ওরোপেতি**—চুল কাটা বা মাথা কামানো। ২ কাটাদাগ অথবা ক্ষতচিহ্ন। ⇒ **কোস** (৬) (কিন্তু ইহা "**কোস**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ)।

কেস ওরোপণ (বিণ) কেশ বা চুলকাটা, মাথা কামানো, মুণ্ডিত মস্তক। **কেস ওরোপণ সত্থক**—মাথা কামাইবার ছুরি অর্থাৎ ক্ষুর।

কেস ওহারক (পুং) যে ব্যক্তি চুল কাটে, যে ব্যক্তি কেশচ্ছেদন করে, নাপিত, নরসুন্দর, ক্ষৌরকার।

কেসক = কোসক। ⇒ **কোসক** (২)। ইহা "**কোসক**" শব্দের পরিবর্তে ভুল শব্দ।

কেসকম্বল (ক্লী) কেশকম্বল, মেষলোম বা পশম দ্বারা প্রস্তুত কম্বল, কেশ দ্বারা তৈরি কম্বল, (বুদ্ধঘোষের মতে) মানুষের চুল দ্বারা তৈরি কম্বল।

কেসকম্বলিন (বিণ, পুং) কেশকম্বল পরিধানকারী, যে ব্যক্তি মেষলোম বা পশম দ্বারা তৈরি কম্বল পরিধান করে। **অজিত কেসকম্বল**—অজিত নামক কেশকম্বল পরিধানকারী নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী।

কেসকম্বলী (বিণ) কেশকম্বলধারী। = **কেসকম্বলিন**।

কেসকলাপ (পুং) মস্তকের কেশরাশি, কেশকলাপ, কেশসমূহ, সুন্দর কেশগুচ্ছ, চুলের বেণী। (বহুবচনে) **কেসকলাপা**। = **অতি মনোহর কেস, উত্তমঙ্গভূতা**।

কেসকল্যাণ (ক্লী) কেশ বা চুলের সৌন্দর্য, চুলের বাহার। ⇒ **পঞ্চকল্যাণ**।

কেসকারিক (পুং) নাপিত, ক্ষৌরকার। = **কেস ওহারক**।

কেসধাতু (স্ত্রী) কেশধাতু, মহাপুরুষের শরীরাবশিষ্ট স্বরূপ মাথার চুল যাহা মহাপুরুষের দেহত্যাগের পর তদীয় ভক্তবৃন্দ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। **বুদ্ধস্স কেসধাতু**।

কেসনিবাসিন (বিণ) দীর্ঘচুলের অভ্যন্তরে অথবা লম্বা লম্বা চুল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে এমন (প্রেত)। "**কেস**" শব্দে "**কেসেহি পটিচ্ছন্ন**" তুলনীয়। (পেতবত্থু) **কেসেহেব পটিচ্ছাদিত-কোপীনা**।

কেস-মস্সু—চুল এবং গোঁফ-দাড়ি। (দীর্ঘনিকায়) **কপ্পিত কেস-মস্সু**।

কেসমস্সু লোচক ⇒ **লোচক**।

কেসমস্সু লোচন ⇒ **লোচন** (২)।

কেসযতি (ক্রি) কৃশ হওয়া, শীর্ণ হওয়া। ⇒ **কিস**।

কেসর (ক্লী) কেশর, পুষ্পরেণু, ফুলের পরাগ, কেসর। = **কিঞ্জিক্খ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **স-কেসরেহি পদুমপত্তেহি**--কেশরসহ পদ্মপত্রসমূহ দ্বারা; **নিচুলকেচর**। (পুং) সিংহ।

কেসরভার—একপ্রকার পাখা। (তুলনীয়) **বালধি, চামর**।

কেসরসীহ (পুং) কেশরী সিংহ, যে সিংহের স্কন্ধদেশে বা গলায় ও মাথায় লম্বা লম্বা চুলের ন্যায় কেশ আছে।

কেসরিন (বিণ, পুং) কেশরী সিংহ, সৈন্যবিন্যাস, ব্যূহ-রচনা। **কেসরিন সঙ্গামো**। ⇒ **কেসরসীহ**।

কেসরিন সঙ্গাম—সৈন্যবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ-রচনা।

কেসব (বিণ) যাহার মাথায় সুন্দর কেশ বা চুল আছে। (পুং) কেশব, বিষ্ণু। (বর্ণনায়) **বাসুদেব**। (তুলনীয়) **কণ্হ**।

কেসবেণি (স্ত্রী) **কেসবেণী**। ⇒ **কেসবেণী**।

কেসবেণী (স্ত্রী) চুলের বেণী। = **বেণী** (৩ক)।

কেসাট্‌ঠপন—চুলের ভাঁজ, কবরী, খোপা।⇒ **অট্‌ঠপদ**।

কেসসোভ—চুলের চাকচিক্য বা সৌন্দর্য, চুলের বাহার।

কেসহত্থ (পুং) কেশগুচ্ছ, চুলের গোছা, বেণীবদ্ধ কেশরাশি।

কেসিক (বিণ) যাহার অধিক কেশ বা চুল আছে, যে (আমের) আঁটিতে অধিক কেশ আছে।

কেসোরোপণ = **কেসোরোপন**। ⇒ **কেসোরোপন**।

কেসোরোপন (ক্লী) [কেস+ওরোপন] কেশ বা চুল কাটা, চুল কামানো, মাথা বা গোঁফ-দাড়ি কামানো। ⇒ **ওরোপণ**।

কেসোহারক = **কেস ওহারক, কেসকারিক**। ⇒ **কেস ওহারক, কেসকারিক**।

কো (সর্বনাম, "**কিং**" শব্দের একবচন) কে? কাহারা? কোন (ব্যক্তি বা বস্তু)? ⇒ **কুহিং**। কারক নির্ণয়:—১ পুংলিঙ্গ—কর্তৃ (একবচনে) **কো;** (বহুবচনে) **কে**। কর্ম (একবচনে) **কং;** (বহুবচনে) **কে**। করণ (একবচনে) **কেন;** (বহুবচনে) **কেহি, কেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **কস্স, কিস্স;** (বহুবচনে) **কেসং, কেসানং**। অপাদান (একবচনে) **কম্হা, কস্মা, কিস্মা;** (বহুবচনে) **কেহি, কেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **কস্স, কিস্স;** (বহুবচনে) **কেসং, কেসানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **কম্হি, কিম্হি, কস্মিং, কিস্মিং;** (বহুবচনে) **কেসু**। ২ স্ত্রীলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **কা;** (বহুবচনে) **কা, কাযো**। কর্ম (একবচনে) **কং;** (বহুবচনে) **কা, কাযো**। করণ (একবচনে) **কায;** (বহুবচনে) **কাহি, কাভি**। অবশিষ্ট কারকসমূহ "**সব্বা**" শব্দের ন্যায়। ৩ ক্লীবলিঙ্গ—কর্তৃ (একবচনে) **কিং, কং;** (বহুবচনে) **কে, কানি**। কর্ম (একবচনে) **কিং, কং;** (বহুবচনে) **কে, কানি**। অবশিষ্ট কারকসমূহে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

কো অত্থো = **কুত্থো**। ⇒ **কুত্থো**।

কোক (পুং) ১ কোক, নেকড়ে বাঘ, হিংস্র স্বভাবের লোক। ২ এক জাতীয় গাছের নাম। = **কেক**।

কোকনদ (পুং, ক্লী) কোকনদ, রক্তপদ্ম, রাঙ্গাসুঁদি। ⇒ **বীণা**।

কোকনিসাতক ⇒ **নিসাতক**।

কোকবিঘাস—নেকড়ে বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট, নেকড়ে বাঘের খাদ্যের অবশিষ্ট ভাগ।

কোকাসিক--রক্তপদ্ম। = **কোকনদ**। **কোকাসিক জাত**—"রক্তপদ্মের ন্যায়" যাহাকে "**পারিচ্ছত্তক**" গাছের ফুল বলা হয়।

কোকিল (পুং) কোকিল, বসন্তসখা, পিক, ভারতীয় কোকিল।

কোচ—সঙ্কোচ। ⇒ **সঙ্কোচ**।

কোচরক = **কোরজিক**। ⇒ **কোরজিক**।

কোচি (সর্বনাম) কোন একজন, যে কেহ, কোন এক ব্যক্তি, কেহ কেহ, কোন কোন, যে কোন ব্যক্তি। = **যস্স কস্সচি**। ⇒ **ক** (২)। (ক্রি-বিণ) কোন, যে কোন।

কোচিদেব (বিণ) [কোচি+এব] কেহ কেহ, কোন কোন, যে কেহ, যে কোন, এমন কি, কোন একজন।

কোচ্ছ (ক্লী) ১ বেত দ্বারা নির্মিত বসিবার আসন, বল্কল অথবা ঘাস অথবা নলখাগড়া দ্বারা প্রস্তুত আসন। (বর্ণনায়) **কোচ্ছং নাম বাক-ময়ং বা উসীরময়ং বা মঞ্জুময়ং বা বব্বজ-ময়ং বা অন্তো সংবেঠেত্বা বদ্ধং হোতি**। ইহা মিলিন্দ প্রশ্নে উল্লেখিত ১৬ প্রকার "**পলি বোধা (বাধা)**" এর মধ্যে একটি। ২ চিরুনি, চুলের ব্রুচ।

কোচ্ছকার (বিণ, পুং) চিরুনি বা চুলের ব্রুচ প্রস্তুতকারী।

কোজ—আত্মরক্ষার্থ কবচ বা বর্ম, যুদ্ধসজ্জা, সাঁজোয়া, রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার লৌহপাত, কবচ।

কোজব (পুং) কার্পেট, গালিচা, সতরঞ্চ, কার্পেটের মতো পদার্থ, লম্বা লম্বা কেশযুক্ত কম্বল বা আবরণ, বিছানার পশমি আবরণ বা বিছানার পশমি চাদর। **পাবার কোজব**। (বর্ণনায়) **গোণকস্স কোজব**—বন্য বৃষভের লোম দ্বারা তৈরি কম্বল (যেমন—**দীঘলোমক মহাকোজব**—দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

কোঞ্চ (পুং) ১ ক্রৌঞ্চ, বক, কোঁচবক। (যৌগিকে) **কোঞ্চময়ূর** (থেরগাথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **সারস**। (ধর্মপদ) **জিন কোঞ্চ**—বুদ্ধবক। ২ ক্রৌঞ্চনাদ, উচ্চশব্দকরণ, তূরী শব্দ দ্বারা ঘোষণাকরণ। **কোঞ্চং করোতি**—(হস্তী) ক্রৌঞ্চনাদ করা বা উচ্চ শব্দ করে।

কোঞ্চক = **কঞ্চক**। ⇒ **কঞ্চক**।

কোঞ্চনাদ (পুং) ক্রৌঞ্চনাদ, হাতির উচ্চরব, হস্তীর গর্জন, বকের রব, বকের শব্দ বা ডাক। = **কুঞ্চনাদ**।

কোঞ্চরাব = **কোঞ্চনাদ**। ⇒ **কোঞ্চনাদ**।

কোঞ্চবাদিক—একজাতীয় পক্ষীবিশেষ।

কোট (বিণ) (শৃঙ্গ বা চূড়া-সম্বন্ধীয়) শৃঙ্গ বা চূড়াযুক্ত, সূক্ষ্মাগ্র। **কোটপব্বত**—শৃঙ্গ বা চূড়াযুক্ত পর্বত। ⇒ **কূট** (২)।

কোটচিকা (স্ত্রী) স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীযোনি, স্ত্রীলোকের যোনিদেশ। (বিনয়) **কোটচিকা কাট**—অশ্লীল গালাগালি, কুৎসিত বা অশ্রাব্য দুর্বাক্য বা গালাগালি; (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **কোটচিকা'তি ইত্থিনিমিত্তং হীন নাম অক্কোসো**।

কোটর (পুং) কোটর, বৃক্ষস্থ গহ্বর, খোড়ল বা খোঁদল। = **কোড়াপ**।

কোটি (স্ত্রী) প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, অন্ত, অসীম, অনন্ত, মৃত্যু, চরমফল। **ক**) স্থান বা প্রসার-সম্বন্ধে:—দূরতম অংশ, চরম অংশ, শেষপ্রান্ত, কোন বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, চূড়া, শৃঙ্গ, শিখর, আগা, শির, মস্তক, সর্বোচ্চপদ, উপরিভাগ, অগ্রভাগ, সর্বোচ্চ

পরিমাণ, চরমসীমা, তীক্ষ্ণাগ্র, স্থূল, যন্ত্রের বা ধনুশরের অগ্রভাগ যদ্দ্বারা বিদ্ধ করা যায়, কোটি, খড়্গাদির ধার বা প্রান্ত, বস্তুমাত্রের অগ্রভাগ, উৎকর্ষ। (তুলনীয়) **অন্ত**। (জাতক) **ধনু-কোটিং নিস্সায**—ধনুর (বক্র) প্রান্তের মধ্য দিয়া অর্থাৎ শিকার করিবার উপায়ে বা তীর ছুড়িয়া; **অট্ঠি কোটি**—অস্থির অগ্রভাগ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চাপকোটি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বেমকোটি**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **খেত্তকোটি**। (জাতক) **চঙ্কমন কোটি**। খ) সময়-সম্বন্ধে:—সময়ের বিভাগ, অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। **পুব্বকোটি**—অতীত-সম্পর্কে বা সম্বন্ধে। **পুরিম কোটি**। **পচ্ছিম কোটি**—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে। সংসার-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়:—**সংসারস্স পুরিমকোটি ন পঞ্ঞায়তি**—সংসারের আদি অংশ অথবা আরম্ভাংশ জানা যায় না। **সংসারস্স পচ্ছিম কোটি ন পঞ্ঞায়তি**—সংসারের শেষাংশ বা ভবিষ্যত-সম্বন্ধে জানা যায় না। **অনমতগ্গায়ং সংসারো, পুব্বকোটিং ন পঞ্ঞায়তি**--সংসার-সম্বন্ধীয় আদি-অন্ত অচিন্তনীয়, ইহার প্রারম্ভিক ব্যাপার বা উৎপত্তি বিষয়ে (অজ্ঞানতা দ্বারা সত্ত্বদের নিকট) অজ্ঞাত। **পুব্বকোটিং ন ঞায়তি:--কোটিযং ঠিতোভাবো**—অতীতের অস্তিত্ব অবস্থা বা বিদ্যমানভাব (জাতক)। গ) (বিণ) সংখ্যা-সম্বন্ধে:--এক কোটি, শত সহস্র সংখ্যা, ১০,০০০,০০০ সংখ্যক, শত লক্ষ সংখ্যক, ক্রোর। = **সত সহস্সানি; সতকোটি; সহস্সকোটি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অসতিকোটি বিত্তবো**। (তুলনীয়) **কোটিসতা অরহন্তো** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। **কহাপণ কোটি সন্থারেন**—১০০,০০০ "**কহাপণ**" অর্থাৎ কার্ষাপণ বা মুদ্রা (সাহিত্যে—বিছাইয়া বা বিস্তৃত করিয়া) মূল্যে (অনাথপিণ্ডিদ শ্রেষ্ঠীর জেতবন উদ্যান ক্রয় করা সম্বন্ধে—বিনয়)।

কোটিক (বিণ) ১ তীক্ষ্ণাগ্র অথবা চূড়াযুক্ত, শৃঙ্গযুক্ত, শিখরযুক্ত, আগা বা অগ্রভাগযুক্ত। মানুষের দাঁত সম্বন্ধে:—**এক কোটিক**—একটি তীক্ষ্ণাগ্র; **দ্বিকোটিক**—দুইটি তীক্ষ্ণাগ্র; **তিকোটিক**--তিনটি তীক্ষ্ণাগ্র; **চতুকোটিক**—চারিটি তীক্ষ্ণাগ্র (বিশুদ্ধিমার্গ)। ২ (ক্লী) প্রান্ত, শীর্ষবিন্দু, চরমসীমা, পরকাষ্ঠা, ভাবের ক্রমোন্নতি-বাক্যালঙ্কার, প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরম ফল। (তুলনীয়) **পরিযন্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আপান কোটিক**। ৩ সংসার-সম্বন্ধীয়:—আদি-অন্ত (উভয়) প্রান্ত সম্পর্কীয়। (মধ্যম নিকায়) **উভতো কোটিক পঞ্হা**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ।

কোটিগত (বিণ) শেষ অবধি বা চরম সীমা পর্যন্ত গিয়াছেন এমন, সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণরূপে নিপুণতা প্রাপ্ত, সর্বগুণ লব্ধ, বিশুদ্ধ চরিত্রতা প্রাপ্ত, দোষ বা পাপশূন্যতা প্রাপ্ত, পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত, নির্ভুলতা প্রাপ্ত, সমাপিকা প্রাপ্ত, লক্ষ্যস্থানে উপনীত, নির্দিষ্টস্থান প্রাপ্ত, চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এমন অর্থাৎ পূর্ণতা অথবা পরোৎকর্ষতা অথবা সম্পূর্ণগুণ বা জ্ঞান অথবা নির্বান (**নিব্বান**)। ⇒ **গত** (২)।

কোটিন (বিণ) চরমসীমা লক্ষ্যকারী, যাঁহার উদ্দেশ্য শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছা, পূর্ণতার গবেষী, পরোৎকর্ষকারী। (তুলনীয়) **আকোটন** (২)।

কোটিপ্পকোটি (বিণ) ১,০০,০০,০০০,০০,০০,০০০,০০,০০,০০০ সংখ্যক।

কোটিপ্পত্ত (বিণ) শেষসীমায় বা চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এমন, সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছেন বা জ্ঞাত হইয়াছেন এমন।

কোটিম (বিণ) কোটিতম, ১,০০,০০,০০০ সংখ্যক।

কোটিল্য = **কোটিল্ল**। ⇒ **কোটিল্ল**।

কোটিল্ল (ক্লী) কুটিল্য, কৌটিল্য, কুটিলতা, অসরলতা, কপটতা, বক্রতা।

কোটিসিম্বলী (অবীচিনরকস্থ) এক বৃক্ষের নাম, কণ্টকময় রক্তবর্ণ কার্পাস গাছ।

কোটুম্বর (ক্লী) এক প্রকার বস্ত্র যাহা "**কোটুম্বর**" অথবা "**কোদুম্বর**" রাজ্য হইতে আসে বা আমদানি হয়। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কোটুম্বরক কোটুম্বর**।

কোটুম্বরক কোটুম্বর--উপাদানসমূহ, আসল জিনিসসমূহ, বস্ত্রসমূহ, বিশেষত পশমি বস্ত্রসমূহ, "**কোটুম্বর**" রাজ্যে প্রস্তুত বস্ত্রসমূহ।

কোট্ট (?)—ভঙ্গুর, কুটা, খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটা। বিনয়ে "**অসিকোট্ঠ**" শব্দের পরিবর্তে "**অসিকোট্ট**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কোট্টটঠি = **কোট্ঠট্ঠি**। ⇒ **কোট্ঠট্ঠি**।

কোট্টন (ক্লী) ১ চূর্ণকরণ, আঘাতকরণ, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়করণ বা শাণ দেওয়া, উৎপীড়নকরণ, হয়রানকরণ, পেষণকরণ, ভঙ্গকরণ, নিংড়ানো। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কোট্টন-পচনাদি**—পেষণকরণ ও পাককরণ ইত্যাদি। ২ মুদ্গর বা হাতুড়ি দ্বারা আঘাতকরণ অথবা কাটিয়া ফেলন, টুকরা টুকরা করিয়া কর্তনকরণ, কুটনা কুটা। (জাতক) **দারু কোট্টন**—টুকরা টুকরা করিয়া কাঠ কাটা। **মংস কোট্টন**—মাংস কুটা। = **কুট্ঠন**। (তুলনীয়) **অধিকুট্টনা**।

কোট্টন-পচনাদি ⇒ **কোট্টন** (১)।

কোট্টাপেতি (ক্রি) আঘাত করানো, অঙ্গমর্দন করানো, কুটিবার বা কাটিবার কারণ হওয়া বা করা। ⇒ **কোট্টেতি**।

কোট্টিত (বিণ) আঘাতে পঙ্গু করিয়াছে এমন, হারাইয়া দিয়াছে বা দমন করিয়াছে এমন, প্রস্তুত, নির্মিত। ⇒ **কোট্টেতি**।

কোট্টিত বিকোট্টিত (বিণ) হতাহত। ⇒ **বিকোট্টিত**।

কোট্টিম—পাথর চূর্ণ বা সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত গৃহতল (অথবা কি কাপড়?)।

কোট্টেতি (ক্রি) [√কুট্ট+এ] ১ কুটা, খণ্ড খণ্ড করা, টুকরা টুকরা করা, চূর্ণ করা, পিটা, প্রহার করা, বারম্বার আঘাত করা, আঘাত করা, পিষিয়া ফেলা, বলপূর্বক চূর্ণ

করা। = **কোট্‌ঠেতি**। **সুবন্নং কোট্টেতি**—(হাতুড়ি দ্বারা) সোনা পিটা। ২ (ভূমি বা গৃহতল) প্রস্তুত করা, নির্মাণ করা। ৩ কাটিয়া ফেলা, ছেদন করা, বধ করা, প্রাণে নাশ করা। = **হনতি**। **ফরসুনা কোট্টেতি**—কুঠার দ্বারা ছেদন করা। (অতীত) **কোট্টেসি**। (অ-বিণ) **কোট্টিত**। (ব-বিণ) **কোট্টেত্তা**। (ক্রি-বি) কোট্টেত্বা। করণে **কোট্টাপেতি**। (তুলনীয়) **আকোটেতি, আকোটনে, পটিকোটেতি**।

কোট্‌ঠ (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—কোষ্ঠ) ১ কোষ্ঠ, উদরমধ্য, উদরের মধ্যস্থিত মলভাণ্ড, উদর, তলপেট। ২ ছোট নির্জন গৃহ, পায়খানা, একজনের উপযোগী ক্ষুদ্র কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, মৌচাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর, দেহকোষ, ভিক্ষুদের থাকিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ, ভাণ্ডার কক্ষ বা ঘর, শস্যাগার, শস্যের গোলা, গৃহমধ্য। ৩ কোষ, আবরণ, খাপ। **অসিকোট্‌ঠ**—অসিকোষ। (তুলনীয়) **গব্‌ভ**। ৪ পক্ষীবিশেষ। ৫ (সংস্কৃত—**কুট্‌ঠ**) একজাতীয় উদ্ভিদ বা গুল্মের নাম। ৬ ধানের শীষ। ⇒ **পঞ্চগ্‌গদান**।

কোট্‌ঠক (পুং, ক্লী) ১ দুর্গ, সুরক্ষিত স্থান, আশ্রয়স্থান, দ্বার, প্রকোষ্ঠ, তোরণমার্গ, গোপন স্থান, **লুক্কাইবার** জায়গা, নির্জন ছোট গৃহ, পায়খানা; নানাবিধ জিনিসের) ভাণ্ডার কক্ষ, কামরা বা কক্ষ, কোষাগার, শস্যাগার, শস্যাদি রাখিবার গোলা ঘর। (বিনয়) **কোট্‌ঠকে পাতুর হোসি**—(অট্টালিকার) তোরণমার্গে বা দ্বারে উপস্থিত হইল বা আসিল। ২ (সংস্কৃত—কোয়ষ্টিক) তিত্তির জাতীয় পক্ষী।

কোট্‌ঠককম্ম—ভাণ্ডার ঘর (অথবা স্নানঘর ?) সম্বন্ধীয় কার্য। এই শব্দটি বিনয়গ্রন্থে নীচকার্যের উদাহরণস্বরূপ প্রযুক্তরূপে দৃষ্ট হয়।

কোট্‌ঠ কোট্‌ঠাস (বিণ) খণ্ড খণ্ডরূপে বিভক্ত, একাধিক আছে এরূপ, ভাগে ভাগে বিভক্ত।

কোট্‌ঠগ্‌গং [কোট্‌ঠ+ অগ্‌গং] ধান্যাদি শস্য গোলায় তুলিবার সময়ে প্রথমে যে দান দেওয়া হয় সেই অগ্রবস্তু। ⇒ **পঞ্চগ্‌গং**।

কোট্‌ঠট্‌ঠি [কোট্‌ঠ+অট্‌ঠি] উদরাস্থি, তলপেটের অস্থি।

কোট্‌ঠন (ক্লী) কুটিবার বা কাটিবার অবস্থা, কুটা, কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করণ। (জাতক) **মংসকোট্‌ঠন**। = **কুট্টন** (২)। ⇒ **পোত্থনী**।

কোট্‌ঠপোক্‌খর সাতক (পুং) জলের ধারে পুকুর পাড়ের গর্তে বাস করে এমন পক্ষী অর্থাৎ মাছরাঙা পক্ষী(?)। ⇒ **সাতক, কোট্‌ঠ, পোক্‌খর**।

কোট্‌ঠব্‌ভন্তর—অস্ত্র-সম্বন্ধীয় নল বা পয়োনালী।

কোট্‌ঠলী = **কোত্থলী**। ⇒ **কোত্থলী**।

কোট্‌ঠাগার (ক্লী) [কোট্‌ঠ+ আগার] ভাণ্ডার ঘর, কোষাগার, শস্যাগার, শস্যের বা শস্য রাখিবার গোলা। "**কোস**" শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া:—(বিশেষণে) **পরিপুন্ন-কোস-কোট্‌ঠাগার**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায় ইহা ত্রিবিধ, যথা—**ধনকোট্‌ঠাগার, ধঞ্ঞকোট্‌ঠাগার, বত্থকোট্‌ঠাগার**।

কোট্‌ঠাগারক (বিণ, পুং) [কোট্‌ঠ+আগারক] ভাণ্ডার ঘরের মালিক, ভাণ্ডার ঘরর ক্ষক। ⇒ **আগারক**।

কোট্‌ঠাগারিক (বিণ, পুং) ভাণ্ডার রক্ষক, ভাণ্ডারী, ধন সঞ্চয়কারী, ধনাগার রক্ষী, গোলা বা গুদাম রক্ষী।

কোট্‌ঠাপেতি (ক্রি) = **কোট্টাপেতি**। ⇒ **কোট্টাপেতি**।

কোট্‌ঠাস (পুং) অংশ, ভাগ, বখরা, হিস্যা, (সৈনিকের বা নাবিকের দৈনিক) খোরাক, রসদ, নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ, খণ্ড, বিভাগ, পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ, স্ত্রীধন, যৌতুক, কাহারও ভাগ্য। = **ভাগ, পদ**। ⇒ **আস** (১)।

কোট্‌ঠাসয (বিণ) [কোট্‌ঠ+আসয] উদরস্থ, উদরে আছে এরূপ, তলপেটে আছে এরূপ।

কোট্‌ঠাসযবাত (পুং) কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, উদরাশ্রিত বাতাস, শরীরাভ্যন্তরের যে কোন স্থানে বা অংশে সঞ্চিত বায়ু। ⇒ **বাত**।

কোট্‌ঠিস্‌সকুত্তক (ভিক্ষুদের জন্য) শয়নের নিমিত্ত যে সব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, বিছানার জন্য ব্যবহারের নিষিদ্ধ আসবাব। ⇒ **কুত্তক**।

কোট্‌ঠু = **কোত্থু, কত্থু**। ⇒ **কোত্থু, কত্থু**।

কোট্‌ঠুক = **কোত্থুক**। ⇒ **কোত্থুক**।

কোট্‌ঠেতি (ক্রি) ১ = **কোট্টেতি**। ⇒ **কোট্টেতি**। ২ = **খোভেতি**। ⇒ **খোভেতি**।

কোণ (পুং) কোণ, নিভৃত কোণ, সূক্ষ্মপ্রান্ত, গৃহাভ্যন্তর, প্রান্তভাগ, ঘরের কোণ বা বিদিক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতুকোণ**। ২ লগুড়, বীণাদি বাজাইবার কাঠি, অস্ত্রের ধার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ছড়।

কোণরচ্ছা (স্ত্রী) আড়াআড়ি পথ, এড়ো পথ, তিন বা চারি রাস্তার সন্ধি বা মিলন স্থান।

কোন্ট (কোণ্ড?) (পুং) নীচস্বভাবের লোক, নোংরা মানুষ, অধম ব্যক্তি।

কোণ্ঠ (পুং) খোঁড়া লোক, পঙ্গু মানুষ, লেংড়া ব্যক্তি।

কোণ্ড (বিণ) বক্র, অসৎ, নীচ, অসরল, কুটিল। (তুলনীয়) **কুণ্ড**। ⇒ **কোন্ট**।

কোণ্ডঞ্ঞ—সুবিদিত বা সুবিখ্যাত গোত্র, সুপরিচিত বংশ।

কোণ্ডদমক (বিণ, পুং) অসৎ দমনকারী, বক্রকে সোজাকারী, কুটিল লোক দমনকারী।

কোতূহল (বিণ) উত্তেজিত, উস্কাইয়া দেয় এমন, ব্যগ্র, উৎসুক, অধীর, ইচ্ছুক, অভিলাষী।

কোতূহল (ক্লী) কৌতূহল, ঔৎসুক্য, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, কৌতূহল, অভিলাষ, কৌতূহলের বস্তু, দুষ্প্রাপ্য পদার্থ, গোলযোগ, গোলমাল, হাঙ্গামা, শোরগোল, হুলুস্থুল, ভোজ, উৎসব, মেলা, হাট। (মধ্যম নিকায়) **কোতূহলমঙ্গলং পচ্চাগচ্ছতি**—সে মেলা বা দর্শনীয় দর্শন করিতে যায়।

কোতূহলমঙ্গল—কৌতূহলের বস্তু, তামাশা, মেলা, উৎসব। ⇒ **কোতূহল**।

কোতূহলমঙ্গলিক (বিণ) উত্তেজনা অনুরাগী, কৌতূহলপ্রিয়, ঔৎসুক্য অনুরাগী, অভিলাষপ্রিয়। ⇒ **মঙ্গলিক** (১)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অপগত কোতূহল**। (ক্লী) মহা-উৎসব অনুষ্ঠান, ভোজের অনুষ্ঠান।

কোতূহলসদ্দ—উত্তেজনার শোরগোল, উৎসবের কলরব, হাঙ্গামার শব্দ, মেলার শব্দ।

কোত্থলী (স্ত্রী) থলে, বস্তা, বাহিরের পোশাক, বাহ্যিক বস্ত্র।

কোত্থু (পুং) শৃগাল, শিয়াল। "**কোত্থু সুণা**" বর্ণনায়:—**সিগাল-সুণখা, কত্থু-সুণা'তি পি পাঠো**।

কোত্থুক = **কোত্থু**। ⇒ **কোত্থু**।

কোদণ্ড (ক্লী) (সংস্কৃত—কোদণ্ড) ক্রস বা আড়ধনুক, ধনুক। (বিপ) **চাপ**। (বর্ণনায় সমার্থবাচক শব্দ) **ধনু**।

কোদণ্ডক—ধনু। = **কোদণ্ড, চাপ**।

কোদুম্বর = **কোটুম্বর**। ⇒ **কোটুম্বর**।

কোধ (পুং) ক্রোধ, দ্বেষ, কোপ, রাগ। নিকটবর্তী সমার্থবাচক শব্দ:—**আঘাত, উপনাহ, দোসো** (প্রায়শ একত্রে—**রাগ, দোস, মোহ, কোধ, উপনাহ**), **ধূম**। "**কোধ**" এবং "**উপনাহ**" শব্দ অঙ্গুত্তর নিকায়ে একত্রে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ "**কোধ উপনাহ মক্খ পলাস**" ইত্যাদি; কোন কোন স্থানে "**কোধ**" শব্দের পরিবর্তে "**রাগ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **দুদ্দসিক**। (মধ্যম নিকায়) **অভিজ্ঝা ব্যাপাদ কোধ উপনাহ**। = **আঘাত** (ধর্মসঙ্গণী)। (যৌগিকে) **কোধমদ, কোধথম্ভ, কোধকদরিয, কোধপেসুনিয, কোধমুসবজ্জ** (সূত্রনিপাত)। (সূত্রনিপাত) **লোভকোধ**। (ধর্মপদ) **অনখ-জননো কোধো**। (সংযুক্ত নিকায়) **মা বো কোধো অজ্ঝভবি**—ক্রোধ তোমাকে বশীভূত না করুক অর্থাৎ তুমি ক্রোধের বশীভূত হইও না অথবা ক্রোধ করিও না; **মানো হি তে ব্রাহ্মণ খারিভারো কোধো ধূমো ভস্মনি মোসবজ্জং** ইত্যাদি ব্রাহ্মণ! মানই তোমার স্কন্ধস্থ জোঁয়াল এবং ক্রোধ তোমার মিথ্যাভাষণরূপ ভস্মের ধূম; **কোধং ছেত্বা**—ক্রোধকে ছিন্ন করিয়া। (জাতক) **কোধং জহে বিপ্পজহেয্য মানং**—ক্রোধকে বর্জন করো এবং মান ত্যাগ করো। **কোধং পজহন্তি বিপসসিনো**—জ্ঞানী ব্যক্তি ক্রোধ ত্যাগ করেন। **পনুন্ন কোধ** (বিণ) ক্রোধ বর্জনকারী। (ধর্মপদ) **অক্কোধেন জিনে কোধং**—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে (ক্রোধীকে) জয় করে। **যো যে উপ্পতিতং কোধং রথং ভন্তং ব ধারয়ে তমহং সারথিং ব্রূমি**—বিপথগামী রথের গতি বন্ধ করার ন্যায় যে ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধকে দমন করে আমি তাহাকে সারথি বা শকট চালক বলি।

কোধ উপায়াস—ক্রোধ অবস্থা, ক্রোধের সাহচর্যতা, ক্রোধান্বিত অবস্থা, ক্রোধের বশীভূত অবস্থা। (বিপ) **অক্কোধ উপায়াস**। তুলনীয় ফুলিয়া থাকার ফলে উদ্ভূত স্বভাবের ইঙ্গিত, যথা—"**উদ্ধুমায়িকং কোধুপায়াসস্স অধিবচনং** (মধ্যম নিকায়), "**স-উম্মী**", **সোব্‌ভো পপাতো** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **পপাত**।

কোধগরু (বিণ) ক্রোধান্বেষী, অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রোধপরবশ, ক্রোধবহুল। (বিপ) **সদ্ধম্মগরু**।

কোধন (বিণ) ক্রোধান্বিত, ক্রোধপরবশ, ক্রুদ্ধ, ক্রোধী, খিটখিটে, কোপন স্বভাবের, বিরক্তি প্রকাশক, (মনের দ্বারা) অসংযত, ক্রোধ প্রকাশক। (যৌগিকে) **কোধন উপনাহিন** (বিনয়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কোধন কোধাভিভূত; কোধন কোধবিনয়স্স ন বণ্ণবাদী**। "**চণ্ড**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **কুজ্ঝন**।

কোধনা (স্ত্রী) ক্রোধপরায়ণা স্ত্রীলোক। = **চণ্ডী, চণ্ডিকা**।

কোধ পঞ্ঞাণ (বিণ) ক্রোধপ্রজ্ঞান, ক্রোধের প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত, ক্রোধের যথার্থ স্বভাবকে জানে এমন।

কোধবল (ক্লী) ক্রোধবল, ক্রোধরূপ বল বা শক্তি। সাধারণত স্ত্রীলোকের স্বভাব ক্রোধ প্রকাশ করা যদ্দ্বারা স্বামী বা পরপুরুষ হইতে ঈপ্সিত বস্তু আদায় করিতে পারা যায়। ⇒ **বল** (১খ)।

কোধভক্‌খ (বিণ) '**ক্রোধভক্ষণকারী**" অর্থাৎ ক্রোধ পরিপুষ্টকারী, ক্রোধ পোষণকারী, অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রোধবহুল, ক্রোধে উৎসাহী। (সংযুক্ত নিকায়) **কোধভক্‌খ যক্‌খ**। ⇒ **ভক্‌খ** (১)।

কোধবসিক (বিণ) ক্রোধের বশীভূত। ⇒ **বসিক**।

কোধ বিনয়—ক্রোধবিনয়, ক্রোধদমন, ক্রোধ সংযম। (যৌগিকে) **কোধ উপনাহ বিনয়**।

কোধাতিমান—ক্রোধ এবং অহমিকা, ক্রোধ এবং মান বা অহঙ্কার, ক্রোধ এবং আত্মশ্লাঘা।

কোধুপায়াস = **কোধ উপায়াস**। ⇒ **কোধ উপায়াস**।

কো নাম—কি নাম? (তোমার বা তাহার) নাম কি? = **কিং নাম, কা নামা**। ⇒ **ক** (২)।

কো নু—কোথায়? (ধর্মপদগাথায়) **কো নু হাস কিমানন্দ**—হাসি কেন? এত আনন্দ কোথায়?

কোন্ত—ক্ষুদ্র পতাকা, ধ্বজা, নির্ধারিত বিধি, নীতি বা আদর্শ, মান। (তুলনীয়) **কুন্ত**।

কোন্তীমন্ত (জাতক বর্ণনায়) **চম্মকার** অর্থাৎ (ঢোল বা বর্ম নির্মাণকারী) চর্মকার। "**কোন্ত**" শব্দের সহিত পার্থক্যে ("**সত্থিতায কোন্তায লিখত্তা** ...") কিন্তু পাঠ এবং অর্থ অনিশ্চিত।

কোপ (পুং) কোপ, ক্রোধ, অসন্তোষ, বিরক্তি, বদমেজাজ, রুক্ষস্বভাব, রাগ, ঈর্ষা, ঘৃণা। (মধ্যম নিকায়) **অপ্পচ্চয কোপ**— অবিশ্বাস এবং ক্রোধ। (বি-ভা) **কোপঞ্চ দোসঞ্চ অপ্পচ্চযঞ্চ পাতু করোতি (পাত্বকাসি)**—বদমেজাজ দ্বেষ এবং অবিশ্বাস দেখায় ("**চোদিত ভিক্‌খু**" সম্বন্ধে—দীর্ঘনিকায়)।

কোপনেয (বিণ) কোপন স্বভাব, কোপন-প্রকৃতি, ক্রোধশীল।

কোপন্তর (বিণ) [কোপ+অন্তর] বদমেজাজের বশীভূত, যাহার অন্তর বা হৃদয় ক্রোধান্বিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্তরে ক্রোধ পোষণ করে।

কো পর—নতুবা কে? নচেৎ কে? তদ্ভিন্ন কে? ⇒ **পর** (৩খ)।

কোপী (বিণ) বদমেজাজি, ক্রোধী, কোপী, ক্রুদ্ধ, খিটখিটে স্বভাবের।

কোপীন (ক্লী) কৌপীন, ল্যাঙ্গোট, কপ্পী, পুরুষলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, গুহ্যদেশ, পাপ, লজ্জা নিবারণের আচ্ছাদন, কটি বা কোমরের বস্ত্র। (P. T. 5 এর অভিধানে "**কোপীন**" এবং "**হিরিকোপীন**"—এই উভয় অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"কোমরবস্ত্র বা ল্যাঙ্গোট", যদি তাহা হয় "**হিরিকোপীন পটিচ্ছাদনত্থং**" এর ব্যাখ্যা বা অর্থ কিরূপ হইবে? সুতরাং "**কোপীন**" অর্থে পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক হউক যেন কোন লিঙ্গ বা লজ্জাস্থানকেই বুঝায়)।

কোপীনিদ্দংসনিন (বিণ) "যে ব্যক্তি লজ্জানিবারণের আচ্ছাদন সরাইয়া লয়" অর্থাৎ লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া, অপবিত্র, অশুদ্ধ, কলুষিত, মিশ্রিত।

কোপেতি (ক্রি) কুপিত করা, বিরক্ত করা, ক্রোধান্বিত করা, ক্রুদ্ধ করা, দ্বিধাগ্রস্ত করা, কম্পিত করা, বিলোড়িত করা, আইন অমান্য করা, বিশৃঙ্খল করা, ভঙ্গ করা, গোলমাল করা। ⇒ **কুপ্পতি**। **কায়ঙ্গংন কোপেতি**—শরীরস্থ অঙ্গ বিচলিত বা কুপিত না হওয়া। (তুলনীয়) **পটিকোপেতি, পরিকোপেতি, বিকোপেতি, সংকোপেতি**। (অতীত) **কোপেসি**। (অ-বিণ) **কোপিত**। (ক্রি-বি) **কোপেত্বা**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **রাজত্থম্মে অকোপেত্বা**—রাজ আইন ভঙ্গ না করিয়া। (তুম) **কোপেতুং**; (বিনয়) **কম্মং কোপেতুং**—আইন বা বিধিসম্মতো সিদ্ধান্ত দ্বারা দোষ দর্শন করিতে।

কোমল (বিণ) কোমল, অকঠিন, নরম, মৃদু, মনোহর, মধুর, ললিত, স্নেহ-উৎপাদনকারী, স্নেহপ্রবণ, স্নেহশীল।

কোমার (বিণ) কুমার, তরুণ, তারুণ্যসুলভ, তরুণ-তরুণীদের উপযোগী, তরুণ-তরুণী-সম্বন্ধীয়।

কোমারক (বিণ) ১ = **কোমার**।⇒ **কোমার**। ২ তরুণ বৃক্ষ-সম্বন্ধীয়।

কোমারক ধম্ম—কুমার দশা (জন্ম হইতে পঞ্চ বৎসর পর্যন্ত, শাস্ত্রমতে ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক), কুমারত্ব, তরুণত্ব, তরুণ অবস্থা।

কোমারপতি (পুং) তরুণ স্বামী, বালিকা স্ত্রীর তরুণ স্বামী।

কোমার ব্রহ্মচরিয (পুং) ভদ্র যুবকের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা। ⇒ **ব্রহ্মচরিয**।

কোমার ব্রহ্মচরিযা (স্ত্রী) কুমার ব্রহ্মচর্য, কুমার ব্রত, কুমারত্ব, কৌমার্যব্রত, শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্য ব্রত পালন করা হয়। **কোমার ব্রহ্মচরিযং চরতি**—শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কৌমার্যব্রত বা ব্রহ্মচর্য পালন করা।

কোমারভচ্চ (ক্লী) ১ "কুমার বিজ্ঞানের অধিনায়ক বা নেতা" অর্থাৎ শিশু চিকিৎসায় পারদর্শী। ২ রাজপুত্র কর্তৃক লালিত-পালিত ব্যক্তি। ৩ কুমার ভৃত্য, তরুণ চাকর।

কোমারভচ্চ বেজ্জকম্ম = দারক তিকিচ্ছা। ⇒ **দারকতিকিচ্ছা, কোমারভচ্চ**।

কোমারিক = কোমারক। ⇒ **কোমারক**।

কোমারিকা (বিণ, স্ত্রী) কুমারী, তরুণী, তরুণীসুলভ, তরুণীদের উপযোগী বা সম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক; (ইংরেজি অনুবাদ মতে) কুমারী বা অবিবাহিত রমণীগণ শ্রেণীগত নাম; (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) খুব ছোট মেয়ে, শিশুবৎ মেয়ে, বয়স্কদের পক্ষে অনুপযুক্ত অর্থাৎ নাবালক মেয়েছেলে। ⇒ **বেলামিক, বেলামিকা**।

কোমারিকা ধম্ম—কুমারী দশা (জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত, শাস্ত্রমতে ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালিকা), কুমারীত্ব, তরুণীত্ব, তরুণী অবস্থা।

কোমারী (স্ত্রী) কুমারী, অক্ষতা, অক্ষতযোনি, যে মেয়ের সহিত পুরুষের লিঙ্গ সংস্পর্শ হয় নাই।

কোমুদী (স্ত্রী) কৌমুদী, জ্যোৎস্না, কার্তিকী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। (বি-ভা) **কোমুদিযা পুন্নমায**—কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে (ধর্মপদ অর্থকথা); **কোমুদী চতুমাসিনী** (বিনয়); (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **তদা কির কুমুদানি সুপুপ্ফিতানি হোন্তি**।

কোরক (পুং, ক্লী) ১ কোরক, মুকুল, পুষ্পের মুকুলের ন্যায় প্রথমাবস্থা, মৃণাল। ২ কোষ, আবরণ, খাপ, পতঙ্গের পক্ষাবরণ।

কোরকিত (বিণ) কোরকিত, মুকুলিত, (ফুলের) কলি ধরিয়াছে বা কুঁড়ি হইয়াছে এরূপ।

কোরজিত (বিণ) (কু+রজ বা রঞ্জ শব্দ হইতে; তুলনীয়—**রাগ**) কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, ন্যাকামিপূর্ণ, বিচলিত, মুগ্ধ, উত্তেজনক্ষম, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধি। = **কোচরক, কোরঞ্জিক**।

কোরঞ্জিক = কোরজিক। ⇒ **কোরজিক**।

কোশুক (ক্লী) গুল্ম এবং উহার ফুল, গাছরা এবং উহার ফুল, ঝোপ এবং উহার ফুল। "**করুক**" শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ দৃষ্ট হয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কোরুক বিহার**।

কোরুক দাম—গুল্ম এবং উহার ফুলগুচ্ছ। ⇒ **কোরুক**।

কোরুক পুপ্ফ (ক্লী) করবী পুষ্প। ⇒ **কোরুক**।

কোরব্য (বিণ) কৌরব্য, কুরুকুলে জাত, কুরুবংশসম্ভূত, কৌরবদের দেশজ।

কোরব্য = কৌরব্য। ⇒ **কৌরব্য**।

কোরিযা (স্ত্রী) মুর্গী, মুরগি। (থেরীগাথা) **কোরিযা'তি বা পালি**। = **কুক্কুকারকুক্কুটী**।

কোল (পুং, ক্লী) কুল, বদরী, বড়ই, গুল্মের ফলবিশেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সম্পন্নকোলকং সূকরমংস**—শূকরের মাংস সহ কুল। = **বদর**।

কোলক (ক্লী) মরিচ বা মরিচের গাছ।

কোলঙ্কোল—সংসারে এক কুল হইতে অন্যকুলে গমন, সংসারে বা জন্মান্তরে এক বংশ বা জাতি হইতে অন্য বংশে বা জাতিতে গমন।

কোলঞ্ঞ (বিণ) সদ্বংশজাত, কুলীন বংশজ। (তুলনীয়) **কুলজ**। **খত্তিজ কোলঞ্ঞ**—ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। (বিনয়) **খীণকোলঞ্ঞ**।

কোলট্ঠি (ক্লী) কুলের আঁটি, বড়ইর বীজ, বদরী বীজ।

কোলট্ঠি মত্তিযো (বহুবচনে) বড়ই বীজের আকৃতি, বদরিকা বীজের প্রমাণ, কুলের আঁটির আকার। ⇒ **কোলমত্তিযো**।

কোলপুত্তি—এই শব্দটি "**কুলপুত্ত**" শব্দের সন্ধলন এবং "**বন্ন-পোক্খরতা**" শব্দের সহিত সংযুক্ত। ⇒ **বন্ন-পোক্খরতা**। ইহার পাঠ "**কোলপুত্তিকেন বা বন্নপোক্খরতায বা**"। সুতারাং "**কোলপুত্তি**" শব্দকে "**কোলপুত্তিকং**" পড়িতে হয়। ⇒ **কোলপুত্তিকং**।

কোলপুত্তিকং (ক্লী) সদ্ধর্মের লোক, সাধু লোক, সজ্জন, পুণ্যবান মানুষ, গুণবান ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কোলমত্তা (বহুবচন) কুলের আকার, বড়ইর আকৃতি, বদরিকার আকার। = **কোলমত্তিযো**।

কোলমত্তিযো (বহুবচন) বদরিকার আকার, কুলের আকার, বড়ইর আকৃতি। (যৌগিকে) **কোলমত্তিযো কোলট্ঠিমত্তিযো**।

কোলম্ব (পুং) বড় মৃণ্ময় পাত্র, পাত্র, কলস, কলসি, জলের পাত্র। (যৌগিকে) **ঘটকলম্ব**।

কোলরুক্খ (পুং) কুলগাছ, বড়ই গাছ, বদরী ফলের বৃক্ষ।

কোল সমপাক (বিণ) কুলের রস বা ক্বাথ দ্বারা পাক করা হইয়াছে এমন, বদরিকার বা বড়ইর ঝোল বা যূষ দ্বারা রান্না বা সিদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

কোলাপ (পুং) বৃক্ষকোটর, বৃক্ষ গর্ত, মরা গাছ অথবা ছিদ্রযুক্ত বা শূন্যগর্ভ বৃক্ষ।

কোলাহল (ক্লী) কোলাহল, শোরগোল, উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, গোলমাল, আনন্দধ্বনি, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, গোলযোগ, ভাবী অমঙ্গলের পূর্বসূচনা, অমঙ্গলাশঙ্কা, কোনও বিষয়ে সতর্কতা, শিলাবৃষ্টি, অভিবাদন। **পঞ্চ কোলহলানি** অর্থাৎ পাঁচ প্রকার কোলাহল, যথা—**কপ্প কোলাহল, চক্কবত্তি কোলাহল, বুদ্ধকোলাহল, মঙ্গল কোলাহল, মোনেয্য কোলাহল**। (তুলনীয়) ৩ প্রকার "**হলাহল**" অর্থাৎ **(মহা) হলাহলানি** (জাতক), যেমন—**কপ্পহলাহল, বুদ্ধ হলাহল, চক্কবত্তি হলাহল**। **এক হলাহল**—একটি মাত্র চিৎকার বা উচ্চধ্বনি (জাতক)।

কোলাহল সদ্দ—কোলাহল শব্দ। (তুলনীয়) **গলগল্ সদ্দ**।

কোলিক = কোলেয্যক ⇒ **কোলেয্যক**।

কোলিতগদ্রভ ⇒ **কোলেয্যক**।

কোলিয (পুং) কৌলিয় জাতি, কৌলিয় বংশধর, শাক্যবংশধরগণের এক অংশের নাম। শাক্যবংশধরগণের এক অংশ কুলগাছের তলায় বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা কৌলিয়জাতি নামে পরিচিত ছিলেন। **কুল-দত্তিকফল**—কৌলিক বংশধর কর্তৃক প্রদত্ত ফল। (বিণ) কুল গাছের ফল-সম্বন্ধীয়, বদরী বা বড়ই সম্বন্ধীয়, কুল নামক ফলের।

কোলীনিযা (বিণ, স্ত্রী) সুশিক্ষিতা, শিষ্টা, ভদ্রা, খাঁটিজাতের, সদ্বংশের, ভদ্র পরিবারের, কুলীন বংশের, উচ্চপরিবারের বা বংশের। ব্রহ্মাগুহ্য মতে সমার্থবাচক শব্দ—"**কোলেয্যক**"। ⇒ **কোলেয্যক**।

কোলেয্যক (বিণ, পুং) সদ্বংশজাত, উচ্চজাতীয়, প্রতিপালিত, শিক্ষিত, শিষ্ট, ভদ্র, সংঘটিত, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার। কুকুর সম্বন্ধেও "**কোলেয্য**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **কোলীনিযা**। **কোলিতগদ্রভ**—প্রতিপালিত বা শিক্ষিত জাতের গাধা।

কোলম্ব = কোলম্ব। ⇒ **কোলম্ব**।

কোলাপ ১ (বিণ) শুষ্ক, বৃষ্টিহীন, রসহীন, তৃষ্ণার্ত, অদুগ্ধবতী, শক্ত, কঠিন, মদ্যাদি বিক্রয় বর্জিত, অশ্রুশূন্য, আকর্ষণহীন, নীরস, স্পষ্ট, অলঙ্কারশূন্য, শীর্ণ। "**কোলপ**" শব্দ সর্বদা বৃক্ষ-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ২ (পুং) বৃক্ষগর্ত, বৃক্ষস্থ কোটর, বৃক্ষস্থ গহ্বর, বৃক্ষস্থ খোঁড়ল বা খোঁদল। = **কোলাপ, কোটর**।

কোলিকা (স্ত্রী) = **কোলক**। ⇒ **কোলক**। (বিণ) ঝাল ঝাল, কটু, তীক্ষ্ণ, তীব্র, কড়ামেজাজি, ক্রোধপরায়ণ। "**কোলিকা**" শব্দ পাক বা সিদ্ধ করা বস্তুর সহিত ব্যবহৃত হয়। (থেরীগাথা) **পীলিকোলিকা (ইত্থি)**—বদরিকা বা বড়ইপ্রমাণ বস্তু সিদ্ধ বা রান্না করিয়াছে এমন (স্ত্রীলোক)। (থেরগাথা অর্থকথা) **অক্খিদলেসু নিক্খত্তনকা পীলিকা বুচ্চতি**। ⇒ **পীলিকোলিকা**।

কোবিদ (বিণ) কোবিদ, জ্ঞানী, পণ্ডিত, নিপুণ, যিনি সত্যধর্মে অধিকারী, মেধাবী, সুচতুর, সুন্দররূপে বিদিত, সুজ্ঞাত, সুদক্ষ, অধিবিদ্য, কুশল, ধর্ম-মার্গ ও চারি আর্যসত্যে যাঁহার সুন্দর জ্ঞান আছে এমন (পুরুষ)। "**মেধাবী, পণ্ডিত**" শব্দের সহিত ইহা সম্বন্ধযুক্ত শব্দ। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতো-পরিযায কোবিদ**। (সূত্রনিপাত) **জাতি-মরণ কোবিদ; কম্মবিপাক কোবিদ**।

কোবিলার (পুং) (তুলনীয় সংস্কৃত—কোবিদার) কোবিদার, রক্তকাঞ্চন, একপ্রকার আবলুস কাষ্ঠ,

পারিজাত, দেবলোকের আদরণীয় বৃক্ষ (**পারিচ্ছত্তক কোবিলার**—পুষ্পিত "**কোবিলার**" বা পারিজাত)।

কোবিলার পুষ্প (ক্লী) কোবিদার ফুল, রক্তকাঞ্চন ফুল, পারিজাত পুষ্প, "**কোবিডার**" পুষ্প (এই পুষ্পের সহিত শ্বেতকুষ্ঠ রোগে পীড়িত রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলনীয়—সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

কোস (পুং, ক্লী) কোন বস্তু আছে এরূপ গহ্বর—পাত্র-বাক্স ইত্যাদি, যেমন—১ ভাণ্ডার ঘর, ভাণ্ডার কক্ষ, কোষাগার, ধনাগার, শস্যাগার, শস্যের গোলা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রাজকোস**—রাজভাণ্ডার।"**অড্ঢকোস**" অথবা "**অদ্ধকোস**"—অর্ধগৃহ, ঘরের অর্ধাংশ।(যৌগিকে) **কোস কোট্ঠাগার**, দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায় যেমন—"**কোসো বুচ্চতি ভণ্ডাগারং**"। চতুর্বিধ "**কোস**" এর বর্ণনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—**হত্থীকোস, অস্সাকোস, রথাকোস, রট্ঠংকোস**। ২ কোষ, তলোয়ার বা খড়্গাদি রাখিবার খাপ, আবরণ, পতঙ্গের পক্ষাবরণ, কোষা, মঞ্জুষা, পেটিকা, তৃণাদির আবরণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খুরকোস**—ক্ষুরের খাপ। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পন্নকোস**—পর্ণাবরণ বা পাতার ছাউনি। ৩ পানপাত্র, পাত্র, ভোজনপাত্র, (ভিক্ষুদের) ভিক্ষাপাত্র, খাদ্য খাইবার পাত্র। ⇒ **কোসক** (২)। ৪ রেশমের গুটি, রেশমি পোকার গুটি। ⇒ **কোসকারক**। ৫ অণ্ডকোষ, পুরুষ লিঙ্গের ঝিল্লি সম্বন্ধীয় আবরণ, ডিম্বের আবরণ। (অর্থকথা বর্ণনায়) **সরীরসঙ্খাত কোস**। (তুলনীয়) **কোসী**। ⇒ **কোসোহিত**। ৬ বিমানবত্থু অর্থকথায় "শ্রমে অভ্যস্থ" এবং "প্রদর্শক" রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে আর "কাটা দাগ" অথবা "ক্ষতচিহ্ন" রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। থেরগাথা অর্থকথা মতে "**কেস**" শব্দই শুদ্ধ। (তুলনীয়) **কোচ্ছ**।

কোসক (পুং, ক্লী) ১ সুচের বাক্স, সুচ রাখিবার ছোট কোষ বা বাক্স। ২ ভিক্ষাপাত্র, ভোজনপাত্র, পাত্র, পানপাত্র, বাটি। ৩ চাবির বাক্স, চাবি রাখিবার ছোট বাক্স।

কোসকারক (পুং) রেশম প্রস্তুতকারী পোকা অর্থাৎ রেশমপোকা।

কোসকাহার (বিণ) পাত্রপূর্ণ আহারী, যে ব্যক্তি ভিক্ষাপাত্র দ্বারা ভিক্ষা করে এবং উহা খাইয়া জীবনধারণ করে।

কোসকোট্ঠাগার—ধনাগার এবং শস্যাগার, ধনভাণ্ডার এবং শস্যভাণ্ডার বা গোলা। **পরিপুন্ন কোসকোট্ঠাগার** (বিণ) সঞ্চিত ধন দ্বারা ধনভাণ্ডার এবং সংগৃহীত শস্য দ্বারা গোলা পরিপূর্ণ।

কোসজ্জ (বিণ) শ্রমবিমুখ, ক্লান্তিজনক, অলস, কর্তব্যকর্মে উদাসীন, শিথিল, শক্তি বা উৎসাহহীন। ⇒ **ধুত** (২)। (ক্লী) আলস্য, শ্রমবিমুখতা, অলসতা, ঢিলামি।

কোসফল (ক্লী) জায়ফল।

কোসমথ (বিণ) (= **ক** + **সমথ**) যে ব্যক্তি সমর্থ অর্থাৎ সামর্থবান, শক্তিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ, ধীমান, উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভালো।

কোসম্বী (স্ত্রী) উত্তর ভারতীয় (বর্তমান উত্তর প্রদেশস্থ) এক প্রাচীন রাজধানীর নাম। প্রাচীন কালের এই শহর ছিল বর্তমান এলাহাবাদ হইতে প্রায় বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

কোসল (পুং) উত্তর ভারতীয় (বর্তমান উত্তর প্রদেশস্থ) এক প্রাচীন রাজ্যের নাম। এই রাজ্যের তৎকালীন রাজা ছিলেন মহারাজ প্রসেন্দি। এই রাজ্য বর্তমান বলরামপুর শহর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী স্থানে ছিল, ইহা এখন "**শায়েত মায়েত**" নামে তদ্দেশে পরিচিত। ভগবান বুদ্ধের সময়ে এই স্থানের অনাথপিণ্ডিদ শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত "অনাথপিণ্ডিদ আরাম" এবং মহা উপাসিকা বিশাখা প্রদত্ত "পূর্বারাম" সমধিক প্রসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ মহাভিক্ষুসঙ্ঘসহ এই উভয় আরামে বা আশ্রমে বহুবার বর্ষাযাপন করেন।

কোসল্ল (ক্লী) ব্যুৎপত্তি, জ্ঞান, দক্ষতা, পারদর্শিতা। দীর্ঘনিকায়, বিভঙ্গ এবং বিশুদ্ধিমার্গে তিন প্রকার "**কোসল্ল**" এর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**আযকোসল্ল, অপায কোসল্ল, উপায কোসল্ল**। (বিণ) = **পঞ্ঞা**। ⇒ **পঞ্ঞা**। ইহা "**পণ্ডিচ্চ**" এবং "**নেপুঞ্ঞ**" শব্দশ্রেণীভুক্ত।

কোসাতকিলতা (স্ত্রী) এক প্রকার লতাজাতীয় গাছের নাম বিশেষ। = **কোসাতকী**। ⇒ **লতা** (১)।

কোসাতকী (স্ত্রী) কোশাতকী, কোষাতকী, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গাগাছ, একপ্রকার লতা গাছ যাহার ফল খাওয়া হয়। = **কোসাতকি লতা**।

কোসাতকী বীজ—ঝিঙ্গা বীজ, ঝিঙ্গা লতাগাছের বীজ।

কোসারক্খ (পুং) কোষাধ্যক্ষ, ধনাগার রক্ষক, ধনরক্ষক, রাজভাণ্ডার রক্ষক।

কোসি [কো+অসি] তুমি কে? কে তুমি?

কোসিক (পুং) পেঁচা, পেঁচা পক্ষী। = **কোসিয, উলুক**।

কোসিনারক (বিণ) কোশিনগরবাসী, কোশিনগরের বাসিন্দা, কোশিনগরে যাহার জন্ম হইয়াছে, কোশিনগর জাত।

কোসিনারা (স্ত্রী) কুশীনগর বা কোশিনগর, উত্তর ভারতীয় প্রাচীন মল্লরাজাদের রাজধানীর নাম। এই স্থানে আড়াই হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার অশীতি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন। এই কারণে ইহা বৌদ্ধদের মধ্যে সমধিক পুণ্য স্থান এবং চারি মহাপুণ্য স্থানের মধ্যে ইহা একটি। চারি মহা পুণ্যস্থান, যথা— লুম্বিনী (বুদ্ধের জন্ম স্থান), গয়া (বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্থান), ঋষিপতন মৃগদাব (বুদ্ধের সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান, ইহার বর্তমান নাম "সারনাথ"), কুশীনগর (বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান)। = **কুসিনারা**।

কোসিয (পুং) পেঁচা। = **কোসিক**।

কোসিযাযন = **কোসিয**। ⇒ **কোসিয**।

কোসী (স্ত্রী) কোষ, আবরণ, অস্ত্রের খাপ, পতঙ্গের পক্ষাবরণ, কোশী, কোষী, ক্ষুদ্র কোষা, জুতা, শস্যের শুঁয়া, শিম্বিকা।

কো সু—সে কে? কে সে? সে কোন ব্যক্তি? ⇒ **সু** (৩)।

কোসেয্য (ক্লী) রেশম, রেশমি বস্ত্র। (বিণ) রেশমি, কৌশেয়্য, কৌষেয়্য।

কোসেয্যকুত্তক কোট্‌ঠিস্‌স কুত্তক। ⇒ **কোট্‌ঠিস্‌সকুত্তক**।

কোসেয্য পাবার = **কোসেয্য বত্থ**। ⇒ **কোসেয্য বত্থ**।

কোসেয্য বত্থ (ক্লী) কৌশেয় বস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, যে কোন রেশমি পরিচ্ছদ।

কোসোহিত (বিণ) [কোস+ওহিত] কোষাবৃত, কোষে আবরিত, বাক্সে রক্ষিত, কোষাগারে বা ধনাগারে রক্ষিত, খাপে আবদ্ধ (অস্ত্র), পাত্রে রক্ষিত, কোষাবদ্ধ। (বি-ভা) **কোসোহিত বত্থগুয্হ**—বস্ত্রথলির অভ্যন্তরে রক্ষিত (অণ্ডকোষ)। মহাপুরুষ-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকী কথায় সৃষ্টিক্রম বা বিশ্বের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতবাদে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (দীর্ঘনিকায়)। বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি লক্ষণ। ⇒ **কোস**।

কোহঞ্ঞ (ক্লী) কুহক বা যাদুকরী গুণ, কপটতা, ভান, ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা, চাতুরী।

ক্রিয়া (স্ত্রী) ১ (ব্যাকরণে) ক্রিয়া বা ক্রিয়াপদ। ২ = **কিরিয়া**। ⇒ **কিরিয়া**।

ক্রিয়াবাদ = **কিরিয়বাদ**। ⇒ **কিরিয়বাদ**।

ক্রিয়াবাদিন = **কিরিয়বাদিন**। ⇒ **কিরিয়বাদিন**।

ক্রিয়াবাদী = **কিরিয়বাদী**। ⇒ **কিরিয়বাদী**।

ক্লেস (পুং) ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, শ্রম, অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ যন্ত্রণা। = **কিলেস**।

ক্ব (অব্যয়) কোথায়? কোন স্থানে? = **কুব**।

ক্বং (অব্যয়) "**কুং**" শব্দের সহিত একত্র ব্যবহারে এই শব্দটি শব্দের অংশ বিশেষ।

ক্বচি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) কদাচ, কখন কখন, যে কোন স্থানে, যে কোন স্থলে বা কার্য বিষয়ে, কোথাও। **ন ক্বচি**।

ক্বাত্থ = **কুত্থো**। ⇒ **কুত্থো**।

ক্বাত্থো [কো+অত্থো] কোন অর্থে? কি অর্থে? কোন প্রয়োজনে? কি জন্য, কোন? ⇒ **ক**।

খ

খ—ক বর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন কণ্ঠজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজ বর্ণ বলে। ধাতু হিসাবে স্বর বা এককালে উচ্চার্য শব্দাংশ এবং সমাপ্তি, ধর্ম বা কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান। অর্থ:—১ (বিণ) শূন্য, খালি, নিরর্থক, বৃথা, নিষ্ফল, বাতিল, অনধিকৃত, অসার, অস্পষ্ট, (চলতি) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অথহীন। ২ (ক্লী) শূন্যস্থান, আকাশ, শূন্য, স্থান, স্বর্গ, এলাকা, চতুর্দিকের বিস্তৃতি বা প্রসার, ক্ষণকাল, সময়ের পরিমাণ, দূরত্ব, ব্যবধান, ফাঁক। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় "**দুক্‌খ**" সম্বন্ধীয় শব্দ, যেমন—**খং সদ্ধো পন তুচ্ছে, তুচ্ছং হি আকাসং খং'তি বুচ্চতি** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (যৌগিকে) **খগ**।

খক্‌খট = **খটখট**। ⇒ **খটখট**।

খগ (পুং) (খ=আকাশ; গ=গামী বা গমনকারী) আকাশচারী পক্ষী, খগ, বাণ, পক্ষী, সূর্য, দেবতা, গ্রহ, বায়ু, চন্দ্র, নক্ষত্র, খগচর। (বিণ) আকাশচারী, আকাশগামী, শূন্যে বিচরণকারী। = **বিহগ**।

খগ্গ (পুং) ১ খড়গ, তলোয়ার, তরবারি, অসি, গণ্ডারের শৃঙ্গ। = **অসি**। (যৌগিকে) **খগ্গধনু**—তরবারি এবং ধনু (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খগ্গং ভন্দতি**—তরবারি বেষ্টিত করা অর্থাৎ কোমরে ঝুলাইয়া তরবারি আবদ্ধ করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **খগ্গং সন্নয্হতি**—তরবারি বেষ্টিত বা আবদ্ধ করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **খগ্গগাহক**। ২ গণ্ডার। = **গবজ**। ⇒ **পঞ্চবিধ ককুধভণ্ড**।

খগ্‌গকোস (পুং) অসিকোষ, তরবারিরর খাপ, অসি রাখার আবরণ।

খগ্‌গগাহক (পুং) তরবারি বাহক, যে ব্যক্তি খড়্‌গ বা তরবারির বহন করিয়া লইয়া যায়।

খগ্‌গতল (ক্লী) খড়্‌গতল, খড়্‌গধারের নীচে, খড়্‌গ বা তরবারি ফলা বা পাত। ⇒ **তল**।

খগ্‌গধনু ⇒ **খগ্‌গ** (১)।

খগ্‌গধর (বিণ) খড়্‌গধারী, অসিধারী, অসি বহনকারী।

খগ্‌গমিগ (পুং) খড়্‌গধারী পশু, গণ্ডার। = **পলসত**। ⇒ খগ্‌গবিসাণ।

খগ্‌গবিসাণ (পুং) গণ্ডার, খড়্‌গবিষাণ, গণ্ডারের শিং, যাহার খড়্‌গ বা অসির ন্যায় শিং আছে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **খগ্‌গ বিসাণং নাম খগ্‌গমিগ সিঙ্গং**। (সূত্রনিপাত) **খগ্‌গ বিসাণসুত্ত**।

খগ্‌গবিসাণকপ্প (বিণ) গণ্ডার বা গণ্ডারের শিং এর ন্যায়; (বর্ণনায়) **পচ্চেকবুদ্ধ** বা প্রত্যেক বুদ্ধ-সম্বন্ধীয়।

খজ্জেয্য ⇒ **কঙ্খতি**।

খচতি (ক্রি) [√খচ+অ] খচিত করা, সুন্দর করা, সুশোভিত করা, অলঙ্কৃত করা, ভূষিত করা, আলো দেওয়া, কিরণ দেওয়া, চকচকে করা, উজ্জ্বল হওয়া, শোভিত করা, সজ্জিত করা। (অতীত) **খচি**। (অ-বিণ) **খচিত**।

খচিত (বিণ) খচিত, রচিত, জড়িত, ব্যাপ্ত, মিশ্রিত, একত্রিত, যোজিত, অন্তর্নিহিত, বদ্ধ, বিচ্ছুরিত, শোভিত, ভূষিত, সজ্জিত। ⇒ **খচতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মুনি-মুত্তাদি-খচিতা ঘণ্টা**—মণি-মুক্তাদি খচিত ঘন্টা। (বিনয়) **দন্তখচিত** (হস্তী) দন্তখচিত। (জাতক) **সুবণ্ণখচিত গজক অত্থরণা**—সুবর্ণ খচিত গজ আস্তরণ বা হস্তীর সাজ।

খজ্জ (বিণ) খাইয়াছে এমন, চর্বিত, খাওয়ার যোগ্য, ভক্ষিত, ভক্ষণযোগ্য। (ক্লী) খাদ্যদ্রব্য, মিঠাই, মিষ্টি, শর্করাযুক্ত খাদ্য, শক্ত খাদ্য।

খজ্জক (বিণ) ভক্ষণযোগ্য, অগভীর কড়াইতে ভাজা বা সেঁকা হইয়াছে এমন, খাওয়ার উপযুক্ত (অর্থাৎ শক্ত খাদ্য যাহা চর্বণ করিয়া খাইতে হয়); যেমন—**খজ্জ ভোজনানি**—খাদ্য ভোজ্যাদি; (বিপ) **যাগু**। (পুং, ক্লী) পিষ্টক, পিঠা, মিঠাই, অন্ন ইত্যাদি শক্ত খাদ্যবস্তু। **কপল্ল**। ⇒ **পূব**।

খজ্জক ভাজক (বিণ, পুং) ১ খাদ্য বিভাগকারী, খাদ্য বণ্টনকারী, আহার পরিবেশনকারী। = **খজ্জভাজক**। ⇒ **ভাজক**। ২ = **খজ্জক**। ⇒ **খজ্জক**।

খজ্জতি (ক্রি) ১ খাওয়ানো, চর্বণ করানো, খাওয়াইয়া ফেলানো। (বিনয়) **উপচিকাহি খজ্জতি**। (পেতবত্থু) **সুণখেহি খজ্জতি**। (জাতক) **পুলবেহি খজ্জতি**। ২ কণ্ডূয়নবিশিষ্ট হওয়া, কণ্ডূয়ন সংক্রান্ত হওয়া, কণ্ডূয়ন দ্বারা বিরক্ত হওয়া, চুলকানি হওয়া। (জাতক) **খজ্জতি কণ্ডুবাযতি**। (পেতবত্থু) **কচ্ছুযা খজ্জতি**। ৩ অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত লক্ষ্য হওয়া বা দৃষ্টি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়া, দগ্ধ হওয়া, ব্যয় হওয়া, গ্রাস হওয়া, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বলি বা পূজা প্রদত্ত হওয়া। (মধ্যম নিকায়) **কামতণ্হাহি খজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপেন খজ্জতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খজ্জনীয পরিযায**। = **খাদিযতি**। (ব-বিণ) **খজ্জমান**—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বা ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত বা দগ্ধ হয় এমন (পেতবত্থু)।

খজ্জন্তর (ক্লী) [খজ্জ + অন্তর] নানাবিধ মিঠাই ইত্যাদি শক্ত খাদ্যদ্রব্য।

খজ্জভাজক (বিণ, পুং) খাদ্য বণ্টনকারী, খাদ্যবিভাগকারী, খাদ্য পরিবেশনকারী, যে ব্যক্তি খাদ্য ভাগ বা বণ্টন করিয়া দেয়। = **খজ্জক ভাজক**। ⇒ **যাগু ভাজক**।

খজ্জভোজ্জ (ক্লী) খাদ্যভোজ্য, শক্ত খাবার এবং অন্যান্য খাবার, যে সব খাদ্যবস্তু চর্বণ করিয়া খাওয়া হয়। খাদ্যভোজ্য চতুর্বিধ, যথা—**অসিত খজ্জভোজ্জ, পীত খজ্জভোজ্জ, খাযিত খজ্জভোজ্জ, সাযিত খজ্জভোজ্জ** (পেতবত্থু)। ⇒ **ভোজ্জ**

খজ্জমান (বিণ) ⇒ **খজ্জতি**।

খজ্জর—গুটিপোকা, শুঁয়াপোকা, প্রজাপতি হইবার পূর্ব অবস্থার কীট।

খজ্জবিকতি (স্ত্রী) এক প্রকার খাদ্য। ⇒ **বিকতি** (১)।

খজ্জু (স্ত্রী) খোস, পাঁচড়া, কণ্ডূয়ন, নিয়ত বিরক্তিকর অভিলাষ, চুলকানি।

খজ্জূরিকা (স্ত্রী) খেজুর গাছ। = **সিন্দী**।

খজ্জূপনক = **খজ্জোপনক**। ⇒ **খজ্জোপনক**।

খজ্জোপনক (পুং) খদ্যোত, জোনাকি পোকা। ⇒ **কিমি**।

খজ্জাপিকা = **খটোপিকা**। ⇒ **খটোপিকা**।

খঞ্জ (বিণ) খঞ্জ, খোঁড়া, লেংড়া। (যৌগিকে) **খঞ্জকাণ কুণি; খঞ্জ কাণ; খঞ্জকুণি**। **খঞ্জ গতিবেকল্যে**।

খঞ্জতি (খি) [√খঞ্জ+ং+অ] খঞ্জ হওয়া, খোঁড়া হওয়া, লেংড়া হওয়া, কুৎসিত ভাবে চলা, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটা। (অতীত) **খঞ্জি**।

খঞ্জন (ক্লী) খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলন, লেঙ্গাইয়া লেঙ্গাইয়া চলন। (পুং) খঞ্জনপক্ষী, দোয়েল পক্ষী।

খটখট—ফেরিওয়ালার ডাক, কাশিয়া কাশ তুলিবার শব্দ, কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিবার শব্দ। = **উৎকাশন শব্দ** (বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদান)। (তুলনীয়) **কক্কারেতি**। = **খক্‌খট**।

খটখত = **খটখট**। ⇒ **খটখট**।

খটোপিকা (স্ত্রী) পালঙ্ক, শয্যা, আরাম কেদারাবিশেষ, পর্যঙ্ক, খাট। = **কটোপিকা, খজ্জোপিকা।**

খড্ডা—গর্ত, গর্তখনন।

খণ (পুং) ১ ক্ষণ, অতি সূক্ষ্মকাল, মুহূর্তকাল, মুহূর্ত, অবসর, অবকাশ, সুযোগ, ব্যাপার, উৎসব। ⇒ **সময়।** (সূত্রনিপাত) **খণো বে মা উপচ্চগা**—ক্ষণ বা মুহূর্তকালও নষ্ট করিও না; (তুলনীয়) **খণাতীত।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন'খি সো খণ বা লযো বা মুহুত্তো বা যং (নদী) আরমতি**—যে নদীর প্রবাহমান গতি বন্ধ করিবার কোন ক্ষণ নাই অথবা কোন ইঙ্গিত বা সঙ্কেত নাই কোন নির্দিষ্ট মুহূর্ত সময়ও নাই। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জীবিত খণ; খণবসেন উপ্পাদাদি খণত্তয়,** যেমন—**উপ্পাদ, ঠিতি, ভঙ্গ।** (সদ্ধম্মোপায়ন) **অট্ঠক্খণ বিনিম্মুত্তো খণ পরম দুল্লভো**—অষ্টক্ষণের মধ্যে কিংবা অষ্টবিধ সুযোগের মধ্যে একটি লাভ করাও অতি কঠিন। ২ একই সময়ে দুইটি ঘটনা সংঘটিত হইবার ক্ষণ বা মুহূর্ত, যেমন—"একই সময়ে, একই ক্ষণে"; (বি-ভা) **তং খণং যে**—তৎমুহূর্তে, একসঙ্গে, একই ক্ষণে; (সমার্থবাচক) **ঠানসো** (জাতক)। (জাতক) **তস্মিং খণে।** ৩ উপযুক্ত সময়, ঠিক সময়, যথার্থ সময় অর্থাৎ বুদ্ধের সময়, অর্হত্ব প্রাপ্তির সময়, কার্যের ফল প্রদানের সময়, জন্ম বা পুনর্জন্ম হইবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে বুঝায়। (যৌগিকে) **চুতিক্খণো; পটিসন্ধিক্খণো।** (তুলনীয়) **লয, মুহুত্ত।** ৪ খননকরণ। (তুলনীয়) **অতিখণ।**

খণএঞ্ঞু (বিণ) ধূর্ত, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, সুবিধা বা সুযোগ আদায়কারী।

খণতি (ক্রি) [√খণ+অ] ১ খনন করা, কোদলানো, খনন করিয়া বাহির করা, উপড়ান, শিকড় সমেত তুলিয়া ফেলা, আবাসস্থল হইতে সরানো। (তুলনীয়) **অভিক্খণতি, পলিক্খণতি।** ২ (সংস্কৃত—ক্ষণতি) ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। (বিনয়) **অত্তনং খণতি।** (অতীত) **খণি।** (অ-বিণ) **খত, খাত।** (তুলনীয়) **পলিক্খত।** (ব-বিণ) **খনন্ত।** (ক্রি-বি) **খণিত্বা।**

খণন (ক্লী) খনন, খোঁড়া, খননকরণ, আকর হইতে ধাতুমণি প্রভৃতি বাহির করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পোক্খরণি খণন।**

খণন্তালুকলম্বানি (বহুবচন) [খণন্তা+আলুক+লম্বানি] মাটি খনন করিয়া আলু তালমূল ইত্যাদি মূলজাতীয় দ্রব্যসমূহ। (জাতক অর্থকথা) **খণন্তো আলূনি চেব তালকন্দানি চ।**

খণপচ্চুপ্পন্ন (বিণ) ক্ষণিক, ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তকাল বর্তমান থাকে এমন। ইহা ত্রিবিধ "**পচ্চুপ্পন্ন**" বা প্রত্যুৎপন্নের মধ্যে একটি। ত্রিবিধ প্রত্যুৎপন্ন, যথা—**খণপচ্চুপ্পন্ন, সন্ততিপচ্চুপ্পন্ন, অদ্ধাপচ্চুপ্পন্ন।** (তুলনীয়) **খণিক।**

খণপরিত্ত (বিণ) ক্ষণ বা মুহূর্তের ন্যায় ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম।

খণসমবায়—ক্ষণিক মিলন, ক্ষণস্থায়ী দেখা, ক্ষণকালের জন্য সাক্ষাৎ। ⇒ **সমবায়।**

খণাতীত (বিণ) [খণ+অতীত] ক্ষণকাল অতীত, মুহূর্ত সময় অতীত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুহূর্তকাল অতীত, নির্দিষ্ট সময় অতীত, ঠিক সময় অতীত, সুযোগ-সুবিধা হারাইয়াছে বা অতীত হইয়াছে এরূপ। = **অতীত যোব্বন।** ⇒ **অতীত** (১)।

খণিক (বিণ) ক্ষণিক, ক্ষণমাত্র স্থায়ী, মুহূর্তকাল স্থায়ী, অচিরস্থায়ী, অস্থিরচিত্ত, চঞ্চল, অস্থায়ী, দ্রুত সঞ্চারী, বিলীয়মান, অস্থির, পরিবর্তনশীল। = **ইত্তর।**

খহিক ইত্তর = ইত্তর দস্সন। ⇒ **ইত্তর দস্সন।**

খণিকচিত্ত—ক্ষণকালস্থায়ী চিত্ত, ক্ষণস্থায়ী চিত্ত, মুহূর্ত সময় স্থায়ী মন বা মনোভাব।

খণিকতো—নির্দিষ্ট মুহূর্তকাল সময় হইতে।

খণিকত্ত (ক্লী) ক্ষণিকত্ব, ক্ষণকাল স্থায়িত্ব, অন্তর্ধান, বিলোপ।

খণিকাপীতি (স্ত্রী) ক্ষণিক প্রীতি, ক্ষণকালের জন্য অনুভূত প্রীতি, ক্ষুদ্রকা প্রীতি, ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী প্রীতি, যে প্রীতি মুহূর্ত সময়ের জন্য উৎপন্ন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, চঞ্চল বা পরিবর্তনশীল প্রীতি, অস্থায়ী আনন্দ, যে আনন্দ ভাব হঠাৎ আসিয়া হঠাৎ চলিয়া যায়। ইহা পঞ্চবিধ প্রীতির মধ্যে একটি। ⇒ **পীতি।** পঞ্চবিধ প্রীতি, যথা—**খুদ্দিকাপীতি, খণিকাপীতি, ওক্কন্তিকাপীতি, উব্বেগাপীতি, ফরণাপীতি।** এই সব প্রীতিসমূহ ধ্যানযোগে অনুভূত হয়। (বিপ) **ওক্কন্তিকাপীতি।**

খণিকমরণ (ক্লী) ক্ষণিক মরণ, আকস্মিক মৃত্যু, হঠাৎ মরণ, হঠাৎ মৃত্যু। আঘাত, বজ্রাঘাত, জলে ডোবা, মহামারী প্রভৃতি দ্বারা জীবননাশ হওয়াকে "**খণিকমরণ**" বা আকস্মিক মৃত্যু বলা হয়।

খণিকবস্স (পুং, ক্লী) ক্ষণিকবৃষ্টি, অল্পক্ষণ বৃষ্টিপাত, মুহূর্তকাল বৃষ্টিপাত। ⇒ **বস্স** (১ক)। (বিণ) ক্ষণিক বৃষ্টি হয় এরূপ, ক্ষণকালের বৃষ্টি হয় এমন, ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ হঠাৎ বৃষ্টিপাত হয় এরূপ।

খণিকসমাধি (পুং) ক্ষণিক একাগ্রতা, ক্ষণস্থায়ী একাগ্রতা। ⇒ **সমাধি** (২)।

খণিত্তী (স্ত্রী) লৌহদণ্ড, শাবল, গাঁতি, খনিত্র, পাথর ভাঙ্গা বা মাটির নিম্নস্থ পাথর ভাঙ্গার যন্ত্র।

খণে খণে (ক্রি-বিণ) ক্ষণে ক্ষণে, মুহূর্তে মুহূর্তে, সময়ে সময়ে, প্রতিমুহূর্তে, প্রতিক্ষণে। = **ওকাসে ওকাসে।**

খণেন (ক্রি-বিণ) ক্ষণকালের মধ্যে, মুহূর্ত সময়ের মধ্যে।

খণ্ড (পুং, ক্লী) খণ্ড, ভগ্নাংশ, টুকরা খণ্ড, অংশ, অত্যল্প

পরিমাণ, মিছরি-জাতীয় মোদক। = **ঘটিকা** (২ক)। (বিণ) ভগ্ন, অসম্পূর্ণ। **খণ্ডদন্ত**—খণ্ডদন্ত, দাঁত ভাঙ্গিয়া খণ্ডখণ্ড হইয়াছে এমন। = **ভিন্নোকাসো**।

খণ্ডতি (ক্রি) খণ্ডখণ্ড করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আঘাত করা, আহত হওয়া, ক্ষত করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া দেওয়া, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, জ্ঞাপন করা, আরম্ভ হওয়া। **খণ্ডতি কম্মো = ছিন্নকম্মো**। (অ-বিণ) **খণ্ডিত**। (করণে) **খণ্ডেতি**।

খণ্ডদন্ত (বিণ) খণ্ডিত দন্ত, যাহার দাঁত খণ্ডিত হইয়াছে বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে এমন, দন্তহীন। (বি-ভা) **খণ্ডদন্ত পলিতকেস**—দন্তহীন এবং পক্বকেশ (বৃদ্ধ)। ⇒ **খণ্ড**।

খণ্ডদন্ত পলিতকেস ⇒ **খণ্ডদন্ত**। = **খণ্ডিচ্চ পালিচ্চ**।

খণ্ডফুল্ল (ক্লী) ভগ্ন চূর্ণবিচূর্ণ অংশ (দালান-সম্বন্ধে)। **খণ্ডফুল্ল পটিসঙ্খরোতি**—(দালানের) জীর্ণসংস্কার বা মেরামত করা।

খণ্ডন (ক্লী) খণ্ডন, ভঙ্গকরণ, ছেদন, ভেদন, অপনয়ন, নিরাকরণ; পতির অঙ্গে পরনারীর সঙ্গ-চিহ্ন দর্শনহেতু নায়িকার অপমান বোধ, ভাঙ্গাটুটার ধরতি।

খণ্ডবীজ (ক্লী) স্কন্ধবীজ অর্থাৎ যে সব গাছের এবং লতার সন্ধি (গিরা) সহ শাখা ও লতা কাটিয়া রোপণ করিলে অঙ্কুরিত হয়। ⇒ **বীজগাম খন্ধবীজ**।

খণ্ডভূতা পিলোতিকা (স্ত্রী) ছিন্নবিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। = **নন্তক**।

খণ্ডাখণ্ড (বিণ) খণ্ডাখণ্ড, খণ্ড খণ্ড, খণ্ড বিখণ্ড, টুকরা টুকরা, বহু অংশে বিভক্ত, বহুধা ছিন্ন।

খণ্ডাখণ্ডং = খণ্ডাখণ্ডিকং। ⇒ **খণ্ডাখণ্ডিকং**।

খণ্ডাখণ্ডিক (বিণ) টুকরা টুকরা। = **খণ্ডাখণ্ড**। ⇒ **খণ্ডাখণ্ডিকং**।

খণ্ডাখণ্ডিকং (ক্রি-বিণ) খণ্ডাখণ্ডরূপে, (ভাঙ্গা), খণ্ড খণ্ডভাবে, টুকরা টুকরা রূপে। **খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দতি**—টুকরা টুকরা করিয়া ছেড়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভঙ্গ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মালুবালতা খণ্ডাখণ্ডিকং ছিন্দতি**--মালুবলতা ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করা; **খণ্ডাখণ্ডিক থূণা**—খণ্ডবিখণ্ড ভগ্ন স্তম্ভ। (সংযুক্ত নিকায়) **খণ্ডাখণ্ডিক রুক্খ**—টুকরা টুকরা গাছ। (বিনয়) **দারুনি খণ্ডাখণ্ডিকং ছেদাপেত্বা**--খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঠ কাটাইয়া। (জাতক) **খণ্ডাখণ্ডিকং কত্বা**--খণ্ড খণ্ড করিয়া।

খণ্ডিকা (স্ত্রী) ভাঙ্গা টুকরা, ভগ্ন অংশ, যষ্টি। **উচ্ছুখণ্ডিকা**—ইক্ষুখণ্ড; = **উচ্ছুযট্‌ঠি**।

খণ্ডিচ্চ (ক্লী) খণ্ড, খণ্ড অবস্থা, দাঁতের ভগ্ন অবস্থা, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা। (বি-ভা) **খণ্ডিচ্চ পালিচ্চ**—দন্তহীন পক্বকেশ (বৃদ্ধের চিহ্ন)।

খণ্ডিচ্চ পালিচ্চ ⇒ **খণ্ডিচ্চ, খণ্ডদন্ত পলিতকেস**।

খণ্ডিত (বিণ) খণ্ডিত, ভগ্ন, কর্তিত, ছিন্ন, ভিন্ন, অপনীত, অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন, বিভক্ত, ত্রাসিত। ⇒ **খণ্ডতি**।

খণ্ডেতি (ক্রি) ১ টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গা, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা বা ছেড়া, লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা। ২ অস্বীকার করা, পরিত্যাগ করা, ত্যাগ করা, দাবি ত্যাগ করা, ক্ষমা করা, মার্জনা করা, হ্রাস করা, কমা, লঘু করা, হালকা করা। ⇒ **খণ্ডতি**। (অতীত) **খণ্ডেসি**। (ক্রি-বি) **খণ্ডেত্বা;** (জাতক) **বেতনং খণ্ডেত্বা**।

খত (বিণ) ১ খনিত, খাত, যাহা খনন করা হইয়াছে; (চরিত্রে) যাহার রক্ষণমূল ছিন্ন করা হইয়াছে, ছিন্নমূল, উৎপাটিত, ধর্মহীন, পুণ্যহীন, নৈতিক উৎকর্ষহীন, শক্তিহীন। (যৌগিকে) **খত উপহত** (দীর্ঘনিকায়)। **খতং উপহতং অত্তানং পরিহরতি**—সে নিজকে ছিন্নমূল ও অর্ধমৃত করিয়া রাখে অর্থাৎ সে মিথ্যা ধারণায় জীবন পরিচালিত করে বা মিথ্যা ধারণায় চলে। (বিপ) **অকখতং, অনুপহতং**। ২ ক্ষত, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, ব্যথিত, পীড়াগ্রস্ত, বিক্ষত। **পাদো খত হোতি সকলিকায**—খাপড়া ভাঙ্গায় বা চাঁড়ায় তাহার পা ক্ষত হইয়াছে। ⇒ **পরিক্খত, খণতি**।

খতক—ক্ষতি, অনিষ্ট, অহিত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **খতকং দাসিযা দেতি**—দাসী কর্তৃক ক্ষতি করা হইয়াছে অর্থাৎ দাসী ক্ষতি করিয়াছে।

খত্ত (ক্লী) শাসন, প্রভুত্ব, কর্মক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রভাব, বল, কার্যকরণ শক্তি, কর্মশক্তি, কল চালাইবার শক্তি, বেগ, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রভূত প্রভাবশালী রাষ্ট্র, সৈন্যবল, বীর্য, সামর্থ, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), অধিকার, অধিকার ভোগ, সম্পত্তি, ভূতাবেশ, অধিকৃত বস্তু, রাজনৈতিক চাল, শাসনপ্রণালী সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়শক্তি।

খত্তধম্ম--ক্ষত্রিয়ধর্ম, শাসননীতি, রাজনৈতিক চাল, রাজনীতি, শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। = **খত্তাধম্ম, খত্তুধম্ম** (?)।

খত্তর (পুং) চাকর, সঙ্গী, সহচর, অংশভোগী, সুখ-দুঃখের সমভাগী, সমরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, সহচরী, সঙ্গিনী, একজোড়ার একটি, ক্ষুদ্রগ্রন্থ, নিদর্শনী, সারথী, রাজমন্ত্রী ও উপদেষ্টা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খুত্তর বুচ্চতি পুচ্ছিত-পুচ্ছিত-পঞ্হং ব্যাকরণ সমত্থো মহামত্তো**—"**খত্তর**" বলিলে রাজার সর্বপ্রশ্নের উত্তর প্রদানকারী মহামন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী। = **কথা** (বুদ্ধঘোষের

মতে); **গাধং কথা**—গভীর কথা বা আলাপ। পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**কত্তা**" শব্দের পরিবর্তেও "**খত্তর**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

খত্তবিজ্জ (বিণ) ১ প্রবঞ্চক, প্রত্যারক, প্রবঞ্চনাকারী। ২ ক্ষত্রিয়বিদ্যায় নিপুণ।

খত্তবিজ্জবাদিন (বিণ) যে ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয় পুনঃপুন উক্তি দ্বারা মনের মধ্যে নিবদ্ধ করে, ক্ষত্রিয় বিদ্যাবাদী, যে ধূর্ত বা কুচক্রী মনে মনে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করে। **মাতাপিতরো পি মারেত্বা অত্তনো ব অত্থো কামেতব্বো'তি**—নিজের মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া হইলেও অর্থ বা ধন সংগ্রহ করিব।

খত্তবিজ্জবাদী = **খত্তবিজ্জবাদিন**। ⇒ **খত্তবিজ্জবাদিন**।

খত্তবিজ্জা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়বিদ্যা, রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ সমাজজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রচলিত প্রথা এবং ধর্ম পালনে নীতি ব্যবস্থা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **নীতিসত্থ**।

খত্তবিজ্জাচরিয (বিণ, পুং) ক্ষত্রিয়বিদ্যা আচরণকারী বা অভ্যাসকারী। ⇒ **খত্তবিজ্জা**।

খত্তবিদ (বিণ) = **খত্তবিজ্জ**। ⇒ **খত্তবিজ্জ** (২)। "**খত্তবিধ**" শব্দের পরিবর্তে "**খত্তবিদ**" পাঠ হয়। কিন্তু "**খত্তবিজ্জ**" শব্দই উত্তম পাঠ।

খত্তবিধ = **খত্তবিদ**। ⇒ **খত্তবিদ**।

খত্তাধম্ম = **খত্তধম্ম**। ⇒ **খত্তধম্ম**।

খত্তি = **খত্তিযা**। ⇒ **খত্তিযা**।

খত্তিয (পুং) ক্ষত্রিয়, বীরজাতি, রাজবংশ, রাজার বংশধর, রাজা বা রাজার জাতি, রাজ্যশাসক, শ্রেষ্ঠবংশ বা জাতি, যোদ্ধা বা সাহসিক জাতি। (দীর্ঘনিকায়) **খত্তিযো সেট্‌ঠো জনে তস্মিং**। কর্তৃকারক বহুবচনে জাতকে "**খত্তিযাসে**" শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে "**খত্য**" ব্যবহার ও জাতকে দৃষ্ট হয়। (বিণ) ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় জাতীয়, ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, ভূমির অধিকারী অভিজাতবংশীয়, জমিদার বংশীয়।

খত্তিযকঞ্ঞা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষত্রিয়বংশীয় কন্যা।

খত্তিযকুমার (পুং) ক্ষত্রিয় কুমার, ক্ষত্রিয় পুত্র, রাজবংশীয় কুমার, রাজবংশধর। (তুলনীয়) **রাজকুমার**।

খত্তিযকুল (ক্লী) ক্ষত্রিয়কুল, ক্ষত্রিয়জাতি, ক্ষত্রিয়বংশ, রাজকুল, রাজবংশ, বীরজাতি। = **রাজকুল**। ⇒ **রাজ** (৪ক), **গহপতি**।

খত্তিয পরিসা—ক্ষত্রিয় সভা, ক্ষত্রিয় সমাগম, ক্ষত্রিয় পরিষদ। ইহা চতুর্বিধ বা অষ্টবিধ "**পরিসা**" এর মধ্যে একটি। চতুর্বিধ "**পরিসা**" বা পরিষদ, যথা—**খত্তিয পরিসা, ব্রাহ্মণ পরিসা, গহপতি পরিসা, সমণ পরিসা** (বিনয়)। অষ্টবিধ "**পরিসা**" বা পরিষদ, যথা—**খত্তিয পরিসা, ব্রাহ্মণ পরিসা, গহপতি পরিসা, সমণ পরিসা, চাতুম্মহারাজিক পরিসা, তাবতিংস পরিসা, মার পরিসা, ব্রহ্ম পরিসা** (মধ্যম নিকায়)।

খত্তিয মহাসাল (পুং) ধনশালী ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্রোরপতি বা ধনকুবের, ধনী অভিজাত ক্ষত্রিয়। ⇒ **গহপতি**।

খত্তিযমাযা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়মায়া, ক্ষত্রিয়োচিত বিশিষ্টজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য কুহক, ক্ষত্রিয়ের দুর্বোধ্য নীতি বা নিয়ম। ⇒ **মাযা** (২)।

খত্তিযরাজা (পুং) ক্ষত্রিয়রাজা, যাহারা পূর্বাপর স্বীয় অধিকারভুক্ত ভূমিতে বা রাজ্যে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদের বংশধর অভিষিক্ত রাজা অর্থাৎ রাজপুত্র রাজা। ⇒ **রাজা**।

খত্তিযবংস—ক্ষত্রিয়বংশ, রাজবংশ, আর্যজাতি অনুক্রমে বংশধর, আর্যবংশধর, রাজবংশধর, রাজপুত্র।

খত্তিযসুখুমাল (বিণ) অল্পবয়স্ক এবং রাজা হইবার উপযুক্ত (রাজপুত্র), ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বা ক্ষত্রিয়োচিত পূর্ণযৌবন অবস্থা প্রাপ্ত, তরুণবয়স্ক (রাজপুত্র)।

খত্তিযা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী, ক্ষত্রিয়জাতীয়া। = **খত্তি**। ⇒ **খত্তিযী**।

খত্তিযানী = **খত্তিযা**। ⇒ **খত্তিযা**।

খত্তিযানুযুত্ত (বিণ) ক্ষত্রিয় হইয়াছে এমন অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র। ⇒ **অনুযুত্ত** (২), **খত্তিয** (৩)।

খত্তিযাভিসেক (পুং) ক্ষত্রিয়াভিষেক, যথাবিধি মন্ত্র-উচ্চারণপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নান করাইয়া ক্ষত্রিয় বা রাজারূপে বরণ, প্রথম সিংহাসনে আরোহণকালীন অনুষ্ঠানবিশেষ, রাজ্যাভিষেক।

খত্তিযাসে ⇒ **খত্তিয**।

খত্তিযী (স্ত্রী) = **খত্তিযা**। ⇒ **খত্তিযা**। শ্রেণীবিভাগে—**খত্তিযী, ব্রাহ্মণী, বেস্‌সী, সুদ্দী, চণ্ডালী, নেসাদী, বেণী, রথকারী, পুক্কুসী**।

খত্তু (পুং) রথী, রাজোপদেষ্টা, রাজার নিত্য পরমর্শদাতা।

খত্তুং—এই "**খত্তুং**" শব্দটি সর্বদা সংখ্যামূলক উপসর্গ শব্দের সহিত যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**দ্বিক্‌খত্তুং, তিক্‌খত্তুং** ইত্যাদি।

খত্তুধম্ম = **খত্তধম্ম**। ⇒ **খত্তধম্ম**।

খত্য = **খত্তিয**। ⇒ **খত্তিয**।

খদির (পুং) খদির, খয়ের গাছ। (ক্লী) খদির, খয়ের।

খদির অঙ্গার (পুং, বহুবচনে) খয়ের গাছের বা কাঠের (জ্বলন্ত) অঙ্গার।

খদির ঘটিকা (স্ত্রী) খয়ের কাঠের বা খদির কাঠের টুকরা, একখণ্ড খদির খাঠ, খাদির গাছের ডালের টুকরা। ⇒ **ঘটিকা** (২ক)।

খদিরখন্ড—খয়ের বা খদির গাছের স্তম্ভ।

খদিরপত্ত—খয়ের বা খদির কাঠ দ্বারা নির্মিত পাত্র।

খদিরবন—খয়ের বা খদির গাছের বন।

খদিরসূল—খয়ের কাঠের শূল, খদির কাঠ দ্বারা নির্মিত শূল; বধ করিবার জন্য খয়ের কাঠের শূলদণ্ড।

খনতি (ক্রি) খনন করা। = **খণতি**।

খনত্তি (স্ত্রী) (তুলনীয় সংস্কৃত—খনিত্র) কোদাল, বেলচা, নিড়ানি। **খনত্তি অঙ্কুস**।

খন্ত (বিণ) সহিষ্ণু, সহনশীল, ক্ষান্ত, যোগ্য, ধৈর্যশীল, আসক্ত। ⇒ **খমতি**।

খন্তর (ক্লী) বিনম্রতার অধিকার, শান্তভাব, নম্রতা, মৃদুস্বভাব, সুশীলতা। (বিণ) বাধ্য, বশ্য, সহজে শিক্ষণীয়, শাসনযোগ্য, পরিচালনীয়, দমনীয় (অঙ্গুত্তর নিকায়ে হস্তী সম্বন্ধে কথিত)।

খন্তা = **খন্তি**। ⇒ **খন্তি**।

খন্তি (স্ত্রী) ক্ষান্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, প্রতীক্ষা, সহশীলতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা, নম্রতা, উদারতা, ঋণদায় হইতে মুক্তিপ্রদান, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য। = **খমনতা**। (ধর্মসঙ্গণী) **খন্তী খমনতা অধিবাসনতা অচণ্ডিক্কং অনসুরোপো অত্তমানতা চিত্তস্স**। (যৌগিকে) **খন্তিমেত্তা, খন্তিতিতিক্খা**। (ধর্মপদ) **খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা**। (সংযুক্ত নিকায়) **খন্তিয়া ভিযো ন বিজ্জতি। তিতিক্খা সব্বাতা খন্তী**। "**খন্তী**" দশ "**পারমিতা**" এর মধ্যে একটি। অন্য সম্পর্কে:—(সংযুক্ত নিকায়) **খন্তিযা উপসমেন উপেত**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **খন্তিযা অতিবিস্সুতো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুলোমিকায খন্তিয়া সমন্নাগতা**—শান্ত এবং সহিষ্ণু প্রবণতায়। (কথাচ্ছলে যৌগিকে) **দিট্ঠি খন্তি রুচি (ইধ, তথ** শব্দের বর্ণনায়)। (বিপ) **অক্খন্তি**।

খন্তি অকোধন—ক্ষান্তি এবং অক্রোধনতা বা সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং নম্রতা।

খন্তি অনুদয়তা—ক্ষমা এবং সহানুভূতি, ক্ষমা এবং দয়া।

খন্তি অবিহিংসা—ক্ষান্তি এবং সহনশীলতা, ক্ষমা এবং পরমত (পরধর্ম) সহিষ্ণুতা বা সহ্য করিবার ক্ষমতা।

খন্তিক (বিণ) (যৌগিকে ব্যবহৃত শব্দ) এইরূপ এইরূপ বিশ্বাসের, এইরূপ এইরূপ বিশ্বাস যাহার আছে, এইরূপ বিশ্বাসী। **অঞ্ঞখন্তিক**—অন্য বা অন্যরূপ বিশ্বাসী, অন্যরূপ বিশ্বাস যাহার আছে, অন্য বিশ্বাসী।

খন্তিঞাণ (ক্লী) ক্ষান্তিজ্ঞান, সহিষ্ণুতাজ্ঞান, সহনশীলতা হইয়াছে বলিয়া জানা। ⇒ **ঞাণ**।

খন্তি তিতিক্খা—ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা, ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা। ⇒ **খন্তি**।

খন্তিবল (ক্লী) ক্ষান্তিবল, ক্ষমাশক্তি, ক্ষমাগুণ, সহিষ্ণুতা গুণ, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, প্রতীক্ষা। ইহা শ্রমণ ব্রাহ্মণদের বিশেষ গুণ। ⇒ **বল** (১খ)। (বিণ) যাহার শক্তি ক্ষমাগুণ বা সহিষ্ণুতাযুক্ত। (ধর্মপদ) ... **অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি খন্তিবলং বলানিকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং**।

খন্তিমদ্দব—ক্ষান্তি এবং শান্তভাব, ক্ষমা এবং বিনম্রতা, সহিষ্ণুতা এবং দমিত অবস্থা।

খন্তিমন্ত (বিণ) ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, দমিত, দম্য, নম্র, বিনীত।

খন্তিমন্তু = **খন্তিমন্ত**। ⇒ **খন্তিমন্ত**।

খন্তিমা = **খন্তিমন্ত**। ⇒ **খন্তিমন্ত**।

খন্তিমেত্ত—ক্ষান্তি এবং মৈত্রী। (সমার্থবাচক) **অবেরং চিত্ত**।

খন্তিমেত্তা—ক্ষান্তি এবং মৈত্রী, সহনশীলতা ও আদর, ক্ষমা এবং দয়া, সহিষ্ণুতা এবং স্নেহ, অধ্যবসায় এবং প্রীতি, ঔৎসুক্য এবং শ্রদ্ধা, নম্রতা এবং প্রেম। ⇒ **খন্তি**। (বি-ভা) **খন্তি-মেত্তানুদ্দয সম্পন্ন**—(বিণ) যাহার চরিত্র বা স্বভাব সহিষ্ণু এবং মৈত্রীগুণ সম্পন্ন (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খন্তিমেত্তাযুত্তকার**। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় সমার্থে) **অক্কোধন**।

খন্তিসংবর (পুং) ক্ষান্তি এবং ধৈর্যগুণ দ্বারা সংযম। ⇒ **সংবর**।

খন্তিসুঞ্ঞঞ (ক্লী) ক্ষান্তিগুণশূন্যতা, ক্ষমাহীনতা, অদম্যতা, নির্দয়তা, দয়াশূন্যতা।

খন্তিসোরচ্চ (ক্লী) শিষ্টতা, ভদ্রতা, দম্যতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, দয়ালুতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খন্তিসোরচ্চে নিবিট্ঠ**—ক্ষমাগুণে এবং নম্রতায় নিবিষ্ট, ক্ষমাগুণ এবং শিষ্টতা প্রাপ্ত। = **খন্তিসোরচ্চং**। ⇒ **সোরচ্চ**।

খন্তিসোরচ্চং (ক্লী) ক্ষান্তি এবং শিক্ষণীয়তা, তিতিক্ষা এবং বশ্যতা, সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা। = **খন্তিসোরচ্চ**।

খন্তিসোবচ্চস্সতা (স্ত্রী) ক্ষান্তি এবং দয়াপূর্ণ কথা, ক্ষমা এবং শান্তভাবের কথা, বন্ধুতা এবং প্রেমপূর্ণ কথা, সহনশীলতা এবং স্নেহপূর্ণ বা আদরণীয় কথা।

খন্তী = **খন্তি**। ⇒ **খন্তি**।

খন্তু (পুং) সহিষ্ণু ব্যক্তি, ক্ষমাশীল লোক, শিষ্ট ব্যক্তি, বিনীত ব্যক্তি, দম্য পুরুষ।

খন্দতি (ক্রি) লাফ দেওয়া, লম্ফ দেওয়া, উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, লম্ফ দিয়া অতিক্রম করা, লাফাইয়া পার হওয়া। (যৌগিকে) **খন্দতি পক্খন্দতি**।

খন্ধ (পুং) ১ (অমার্জিত অর্থ, যেমন—) জাহাজের মাল, আয়তন, আকার, অধিকাংশ, প্রধান অংশ, বৃহদায়তন, গুরুভার, ভারী অংশ, বড় বা স্থূল অংশ। (বর্ণনায়) **ক**) হস্তী-সম্বন্ধে:—(জাতক) **বারণস্স খন্ধ**—হস্তীর শরীরের বৃহদংশ অর্থাৎ ইহার পৃষ্ঠভাগ; **হত্থি-খন্ধ-বর-গত**—মঙ্গলহস্তী বা রাজ্যের প্রধান হস্তীর পৃষ্ঠাগত বা পৃষ্ঠে আরোহিত। (সূত্রনিপাত) **হত্থিনাগ সঙ্গতখন্ধ**—প্রধান হস্তীর শরীরস্থ বৃহদাংশ অর্থাৎ প্রধান হস্তীর পৃষ্ঠ। **খ**) ব্যক্তি-সম্বন্ধে:—স্কন্ধ বা পৃষ্ঠদেশ। (সংযুক্ত নিকায়) **নঙ্গলং খন্ধে করিত্বা**—লাঙ্গল কাঁধে করিয়া (মার-সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)। **ওহিত খন্ধভার**—কাঁধের বোঝা নামাইয়াছে বা ত্যাগ করিয়াছে এমন। **গ**) গাছ-সম্বন্ধে:—গাছের গুঁড়ি, বৃক্ষকাণ্ড। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রুক্খস্স খন্ধ**—বৃক্ষের কাণ্ড; = **রুক্খকখন্ধ** (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তালকখন্ধ**—তাল বৃক্ষের কাণ্ড। (সংযুক্ত নিকায়) **নিগ্রোধ খন্ধজ; মূলং অতিক্কম্ম খন্ধং সারং পরিযেসিতব্বং**—মূলকে অতিক্রম করিয়া সারবান স্কন্ধকে (কাণ্ডকে) সন্ধান করা উচিত। **ঘ**) ব্যাখ্যাসূচক সাহিত্য-সম্বন্ধে:—ছেদন, খণ্ড, অংশ, বিভাগ, ভাগ, পরিচ্ছেদ, উপশাখা, আইনের ধারা, সম্প্রদায়, কোন বস্তুকে কাটিলে যেরূপ দেখায় তদাকার চিত্র, একটি ঘনক্ষেত্র ও তলের পরস্পর ছেদে বা বিচ্ছেদে উৎপন্ন তল, অধ্যায়; (সাহিত্যে) সম আয়তনের বা আকারের সংগৃহীত উপকরণ। ⇒ **খন্ধক**। ২ ব্যবহারিক অর্থ:—(কোন কিছুর) অঙ্গ বা দেহ, (কোন কিছুর) সংগ্রহ বা সঞ্চয়, সমূহ, সমষ্টি, পিণ্ড, স্তূপ, পুঞ্জ, ভর, জড়পিণ্ড, প্রধান অংশ, আকৃতি, (কিছুর) অংশবিশেষ; সঞ্চয়ার্থে "যাহা তুলনামূলক হয় তৎসমস্ত"। প্রকৃতি বা তাৎপর্য গঠনে:—(১) **দক্খকখন্ধ**—যাহা যাহা দুঃখের তুল্যার্থবাচক তৎসমস্ত। (২) **লোভকখন্ধ দোসকখন্ধ মোহকখন্ধ**—লোভের তিনটি উপাদান বা সমষ্টি, দুঃখ এবং বিহ্বলতা, (সাহিত্যে) লোভের প্রধান অংশ বা পুঞ্জ (⇒ **পদালেতি**; "**সত্তবোজ্ঝঙ্গ**" হিসাবে "**নিব্বিজ্ঝতি**" (সংযুক্ত নিকায়)। (৩) **বয়োকখন্ধ**—বয়সের বিভাগ। (৪) **সীলকখন্ধ** ইত্যাদি তিন বা পঞ্চ পুঞ্জ বা বিভাগ যাহা ধর্মজীবনযাপনের হেতুস্বরূপ গঠন করিয়া থাকে; তিন "**খন্ধ**", যথা—**সীলকখন্ধ, সমাধিকখন্ধ, পঞ্ঞাক্খন্ধ**; পঞ্চ "**খন্ধ**", যথা—**সীলকখন্ধ, সমাধিকখন্ধ, পঞ্ঞাক্খন্ধ, বিমুত্তিকখন্ধ, বিমুত্তিঞাণদস্সনকখন্ধ**। ⇒ **সীল**। ৩ অবিভক্ত বা ব্যক্তিগত অর্থে:—প্রয়োজনীয় উপাদান, উপাদান-সম্বন্ধীয় মৌলিক পদার্থ, সংবেদজ উপাদান, বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় উপাদান, নিয়োগক্ষম উপাদান, অন্যতম কারণ, উৎপাদক, আজ্ঞাবহ উপাদান, ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে বহনক্ষম উপাদান, আড়তদার, প্রতিনিধি, মৌলিকত্ব, যথার্থ বিষয়, প্রকৃত বিষয়, দৃঢ়ত্ব, স্থায়িত্ব, সারত্ব, সার, সারভাগ, সারাংশ, প্রকৃতি, পদার্থ, আকৃতি, বস্তু, দ্রব্য, বিষয়, সম্পত্তি, তাৎপর্য। ⇒ **ধাতু** (২ক)। (বিশেষরূপে) **খন্ধা**—(বহুবচন) সংবেদজ জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা সারাংশ, বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় অস্তিত্বের উপাদান বা মৌলিক পদার্থ, বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় সমষ্টি যদ্দ্বারা যে কোন জীবের আকৃতি সংগঠিত হয়, জীবাকারে গঠনে সংবেদজসমূহ অর্থাৎ রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ যাহাতে আসক্তি বা তৃষ্ণানুরূপ চরিত্র পুনর্জন্ম প্রদান করিয়া থাকে। সেইজন্য বুদ্ধঘোষ "**খন্ধ**" অর্থে "**রাসি**" অর্থাৎ রাশি বা পুঞ্জ বা সমূহ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। (১) অনির্দিষ্ট:—রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধকে সংযুক্ত নিকায়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে গণনা করা হইয়াছে, যেমন—**রূপং বেদযিতং-সঞ্ঞং বিঞ্ঞাণং যঞ্চ সঙ্খতং নেসো'হমস্মি**। ধাতুসমূহের প্রত্যেকটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিভঙ্গগ্রন্থে উহা "**কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু**" রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। **ক**) অস্তিত্ব বা জীবের উপাদান হিসাবে "**ভব**" শব্দ তুলনীয়। সমার্থবাচক বর্ণনায়:—(মধ্যম নিকায়) **যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সদ্দো রথো'তি এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো'তি সম্মুতি**—রথের পূর্ববর্তী অবস্থার বিভিন্ন অংশের সহবিদ্যমানতা দ্বারা যেমন "**রথ**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে (অর্থাৎ রথের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসমূহের সংযোগে যেমন "রথ" নামে কথিত হয়) সেইরূপ পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে "জীব" নামে সম্মতি প্রাপ্ত বা কথিত হয়। **কিত্তবতা নু খো খন্ধানং খন্ধাধিবচনং? রূপং, বেদনা, সঞ্ঞা, সঙ্খারা, বিঞ্ঞাণং অতীতানাগত-পচ্চুপ্পন্নং অজ্ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা ওড়ারিকং** ইত্যাদি অর্থাৎ জড় বা ভৌতিক গুণ বা উপাদানসমূহ "**খন্ধ**" বিষয়ে সমগুণযুক্ত কোন স্কন্ধের কিরূপ অভিব্যক্তি (প্রকাশ) উৎপাদন করে? **চত্তারো মহাভূতা পচ্চযো রূপক্খন্ধস্স পঞ্ঞাপনায়; ফস্সো... বেদনাক্খন্ধ, সঞ্ঞাক্খন্ধ, সঙ্খারাক্খন্ধ** ইত্যাদি; **নামরূপং ... বিঞ্ঞাণাক্খন্ধ** অর্থাৎ মাটি-জল-তাপাদি চারি মহাভৌতিক উপাদানের কারণে রূপ (দেহাকার বা দৃশ্যমানবস্তুর) স্কন্ধের উৎপত্তি হয়; স্পর্শের কারণে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধের উৎপত্তি হয় এবং সেই "**নাম**" (বেদনা, সংজ্ঞা ইত্যাদি) ও "**রূপ**" হেতুতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় (সংযুক্ত নিকায়)। সেই একই ভিত্তিতে উহাদের অপরাপর অভিব্যক্তি, যথা—(নেত্তি) **রূপকাযো রূপক্খন্ধো নামকাযো চত্তারো অরূপিনো খন্ধা**—রূপকায় বা রূপ বলিলে চতুর্বিধ ভৌতিক উপাদানে গঠিত রূপাকার (দৃশ্যমান) বস্তুই রূপস্কন্ধ, আর নামকায় বা নাম বলিলে বেদনাস্কন্ধ-সংজ্ঞাস্কন্ধ-সংস্কারস্কন্ধ-বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই চতুর্বিধ অরূপাকার (অদৃশ্যমান) বস্তুই নামস্কন্ধ। (বিভঙ্গ) "**রূপকন্ধ**" বলিলে কেবল "**কামধাতু-পরিযাপন্নো**" কে বুঝায়। পরিসম্ভিদামার্গে ও বিভঙ্গে "**অরূপিনো**

খন্ধ" সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, ("**অপরিযাপন্ন** কি?" শব্দের সহিতও সমবায়ভুক্ত)। সুতরাং জীবত্ব, জন্ম ও মরণ উক্ত পঞ্চস্কন্ধের নির্ভর করে, কিন্তু "**পটিসন্ধিক্খণে**" নাম-রূপ পঞ্চস্কন্ধ বৃত্তি অনুরূপ নূতন রূপ ধারণ করিয়া থাকে (⇒ **পটিসন্ধিদামগগ**)। সত্ত্বদের পুনর্জ্জন্মে জীবদশা-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—যেমন—("**জাতি**" সম্বন্ধে) **যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্ত-নিকাযে জাতি সঞ্জাতি-ওক্কন্তি-অভিনিববত্তি-খন্ধানং পাতুভাবো-আযতনানং পটিলাভো** (সূত্রনিপাত); (তুলনীয়) **জাতি দ্বীহি খন্ধেহি সঙ্গহিতা'তি** (বিমানবত্থু অর্থকথা); সংযুক্ত নিকায়) **খন্ধানং পাতুভাবো জাতি;** (বিশুদ্ধিমার্গ) **খন্ধানং নিববত্তি জাতি;** ("**মরণং**" সম্বন্ধে) **যা তেসং তেসং সত্তানং ... চুতি-চবনতা-ভেদো-অন্তরধানং-মচ্চু-মরণং-কালকিরিযা-খন্ধানং ভেদোকলেবরস্স নিক্খেপো** (মধ্যম নিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **বিবত্তক্খন্ধ** (বিণ) যাহার স্কন্ধসমূহ গত হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু। (ধর্মপদ) **খন্ধানং উদয-ব্যয** (অথবা "**উদযব্বয**")—স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি এবং বিলয়। **খ)** আসক্তি এবং অনুরাগ (**কাম**) সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **অত্তিসূলূপমা কামা খন্ধানং অধিকুট্টনা;** (থেরগাথা অর্থকথায়) **নত্থি তেসং অধিকুট্টনা**? আসক্তি উহাদের হেতু এবং পরিপুষ্টতা সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **হেতু পটিচ্চ সম্ভূতা খন্ধা**। চতুর্বিধ "**অরূপিনো খন্ধা**" বিভঙ্গে বলা হইয়াছে "**লোভ-দোস-মোহ**" ভিত্তিমূলক। **গ)** উহাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনে—উহাদের যথার্থ স্বভাব-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উহাদের উৎপত্তির কারণ জানিয়া উহাদিগকে অপসারিত না করা পর্যন্ত "**খন্ধ**" বর্তমান থাকে, যেমন—**যং রূপং,** ইত্যাদি

নেতং মম, নেসো'হং অস্মি, ন মেসো অত্তা'তি"; এবং এতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ঞায পস্সতি; এবং খো জানতো পস্সতো ... অহঙ্কার-মমকার-মানানুসযা ন হোন্তী'তি (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চক্খন্ধে পরিঞ্ঞায।** (থেরীগাথা) **পঞ্চক্খন্ধা পরিঞ্ঞাতা তিট্ঠন্তি ছিন্নমূলকা। ঘ)** উহাদের সম্বন্ধ "**ধাতু**" এবং "**আযতন**"-এর সহিত সংবেদজ বা বোধশক্তি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতায় যদবধি উহারা নির্ভরশীল থাকে। ১৮ প্রকার "**দাতুযো**" এবং ১২ প্রকার "**আযতনানি**" এর সহিত পঞ্চস্কন্ধ সরাসরি বর্ণিত হইয়া থাকে, যেমন—**খন্ধা চ ধাতু ছ চ আযতনা ইমে হেতুং পটিচ্চ সম্ভূতা হেতুভঙ্গা নিরুজ্ঝরে** (সংযুক্ত নিকায়)। (থেরীগাথা) **খন্ধ-ধাতু-আযতনং সখতং জাতিমূলং; ধম্মং অদেসেসি খন্ধাযতন-ধাতুযো**। প্রতিসম্ভিদামার্গ বর্ণনায় "**সব্ব-ধম্মা**" এর অন্তর্গত "**খন্ধা**"। "**খন্ধা**" ধর্মসঙ্গণীতে "**ধম্মা**" (স্বভাব বা অবস্থা সমূহ) এর অন্তর্গতরূপে বর্ণনায়, যেমন—**লোকুত্তরক্খন্ধ** ইত্যাদি। (পটিসম্ভিদা-মার্গ) **খন্ধানং খন্ধট্ঠো অভিঞ্ঞেয্যো, ধাতুং ধাতুট্ঠো,** ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত প্রতিসম্ভিদামার্গে "**কামাবচরা ভূমি**" বর্ণনায়, নেত্তিতে "**দুক্খ**" বর্ণনায় এবং "ইহার প্রত্যভিজ্ঞা বা ইহাকে জানন" বর্ণনায়, অন্যত্র ("**খন্ধসঙ্খাতা**" ইত্যাদি) "**সঙ্খাত-ধম্মা**" এর মধ্যে "**অরহন্তো খীণাসবা**" বর্ণনায়, ("**খন্ধা**" ইত্যাদি "**পরিযন্তে ঠিতা**") "**তিণ্ণং**" এবং "**পস্সিম**" এর মধ্যে "**অহরন্তো খীণাসবা**" বর্ণনায় উহা দৃষ্ট হয়। **ঙ)** উহাদের নির্ধারিত মূল্য এবং উহাদের "**আত্মা**" মত-সম্বন্ধে বর্ণিত বিষয়, যেমন—"**ন মম (নতুমহাকং), অনত্তা, অনিচ্চং**" এবং "**দুক্খং**" (তুলনীয়—"**উপাদানক্খন্ধ**" এবং "**রূপং**"; **রূপং** ইত্যাদি

অনিচ্চং, দুঃক্খং, নোসো'হমস্মি, নেসো মে অত্তা—রূপ ইত্যাদি দৈহিকগুণসমূহ (পঞ্চস্কন্ধ) অনিত্য (বিলীয়মান বা পরিবর্তনশীল), দুঃখ, আমি ইহা (পঞ্চস্কন্ধযুক্ত শরীর) নহি, ইহা আমার আত্মা নহে (বিনয়)। (সংযুক্ত নিকায়) **নেসো'হমস্মি ন মেসো অত্তা**। (তুলনীয়) **কাযো ন তুম্হাকং (অনত্তা রূপং), রূপং ন তুম্হাকং** (সংযুক্ত নিকায়)। বিনয়, সংযুক্ত নিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**রূপং**" ইত্যাদিকে "**অনত্তা**" রূপে, সংযুক্ত নিকায়ে "**অনিচ্চং**" রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিচ্চানুপস্সী দুক্খানুপস্সী**। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **অনিচ্চ দুক্খ রোগ** ইত্যাদি। (২) নির্দিষ্ট:—যেমন—**পঞ্চুপাদানক্খন্ধা**—জীবত্বে পঞ্চ আসক্তির অন্যতম কারণ। (সংযুক্ত নিকায়ের বিস্তৃত বর্ণনায়) **রূপূপাদানক্খন্ধ, বেদনা-উপাদানক্খন্ধ, সঞ্ঞা-উপাদানক্খন্ধ, সঙ্খারূপাদানক্খন্ধ, বিঞ্ঞাণূপাদানক্খন্ধ**। এখন কেবল স্কন্ধসমূহ বলিলে বুঝায় "**উপাদান**" এর সহিত সমভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া উহারা প্রযুক্ত হইয়াছে—উপরে লিখিত ৩(১ক-ঙ) দ্রষ্টব্য। কিন্তু (ক) মূল বা কারণ বিষয়ে ইহাদিগকে প্রভেদ করা হইয়াছে, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **ছন্দমূলকা**—মূলগত ইচ্ছায়; (তুলনীয়) **যো খো পঞ্চসুপাদানক্খন্ধেসু ছন্দরাগো তং তত্থ উপাদানং'তি** (মধ্যম নিকায়) সুতরাং নিম্নোক্ত বিশেষণসমূহ বিশেষ গুণ বা লক্ষণ:—(মধ্যম নিকায়) **কুম্মো পঞ্চন্নেতং উপাদানক্খন্ধানং অধিবচনং;** (সংযুক্ত নিকায়) **ভারা হবে পঞ্চক্খন্ধা; পঞ্চবধকা পচ্চথিকা পঞ্চন্নেতং উপাদানক্খন্ধানং অধিবচনং;** (মধ্যম নিকায়) **পঞ্চুপাদানক্খন্ধো সক্কাযো বুত্তো।** (খ) উহাদের মনোনিবেশ বা চিন্তা উহাদের স্বভাব ধর্ম জানিতে দেয়, যেমন—**দুক্খ, অনিচ্চ, অনত্তা:—ন কিঞ্চি অত্তানং বা অত্তনিযং বা পঞ্চসু উপাদানক্খন্ধেসু** (সংযুক্ত নিকায়); **রাগতো** ইত্যাদি **মনসিকাতব্বা পঞ্চুপাদানক্খন্ধা;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পঞ্চসু উপাদানক্খন্ধেসু অনিচ্চানুপস্সী**—পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধে অনিত্যানুদর্শন করে এমন অর্থাৎ আসক্তির পঞ্চসমষ্টিতে বিলোপ সাধনকারী; (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চসু উপাদানক্খন্ধেসু উদয-ব্যযানুপস্সী**—পঞ্চ-

উপাদানস্কন্ধে উদয়-বিলয় (উৎপত্তি ক্ষয়) দর্শনকারী; (মধ্যম নিকায়) **পঞ্চসু উপাদানক্খন্ধেসু ধম্মানুপস্সী**— পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে স্বভাবধর্ম দর্শনকারী। এতদ্ভিন্ন উহাদের (পঞ্চস্কন্ধের) ক্রমশ ধ্বংসের উপলব্ধি অথবা যথার্থ পরিণতি অনুসরণে:— (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চ খন্ধানং সমুদযো অথঙ্গমো অস্সাদো** ইত্যাদি। চতুরার্যসত্য বর্ণনায়:—(বিনয়) **সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা পি দুক্খা**—সংক্ষেপে বলিতে হইলে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধই দুঃখময় বা দুঃখের সহিত জড়িত; (তুলনীয়) **কতমং দুক্খং অরিযসচ্চং? পঞ্চুপাদানক্খন্ধা তিস্স বচনীযং সেয্যথিদং** (সংযুক্ত নিকায়); (ধর্মপদ) **খন্ধাদিসা দুক্খা**। (গ) "**খন্ধা**" ভিন্নরূপে বর্ণনায়:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **তযো অরূপিনো খন্ধা (বেদনাক্খন্ধ, সঞ্ঞাক্খন্ধ, সঙ্খারক্খন্ধ)**। মনসমূহের বর্ণনায় **"বিঞ্ঞাণক্খন্ধ"** অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যমূলক প্রত্যক্ষজ্ঞান সমষ্টি, যেমন—**মনিন্দ্রিযং বিঞ্ঞাণং বিঞ্ঞাণউপাদানক্খন্ধো তজ্জা মনোবিঞ্ঞাণ ধাতু**।

খন্ধক (পুং) বিভাগকরণ, বিভাগ, পরিচ্ছেদ, ভাগ, অধ্যায়, কাণ্ড। **খন্ধকং নিট্ঠিতং**—অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। **মজ্ঝিমনিকাযে পঠমং খন্ধকং নিট্ঠিতং**—মধ্যম নিকায় গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। (যৌগিকে) **খন্ধকবত্ত** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

খন্ধকবত্ত (পুং) খন্ধকব্রত অর্থাৎ যে সব কর্তব্যসমূহ অথবা প্রতিপালনীয় ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানসমূহ বিনয় নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বা অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে তাহা অবশ্য সম্পাদনীয়।

খন্ধজা (বিণ, স্ত্রী) (বৃক্ষের) কাণ্ড হইতে যাহা গজাইয়া ওঠে অর্থাৎ উপজন্মা, পরজীবী, পরগাছা, পরান্নভোজী, পরের গলগ্রহ, চাটুকার। **খন্ধেসুজাতা খন্ধজা, পরোহানং এতং অধিবচনং**।

খন্ধট্ঠ—অষ্টবিধ স্কন্ধ। ⇒ **পুগ** [ক্লী (১)]।

খন্ধনিদ্দেস—স্কন্ধসমূহ (পঞ্চস্কন্ধ) সম্বন্ধে বিচারমূলক অনুসন্ধান বা যুক্তিমূলক প্রবন্ধ।

খন্ধপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চস্কন্ধ, স্কন্ধসমূহের সমষ্টি পঞ্চক, স্কন্ধসমূহের পঞ্চক (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান)।

খন্ধপটিপাটি—স্কন্ধপুঞ্জ, স্কন্ধসমূহের পর পর আগমন বা অনুগমন, স্কন্ধসমূহের ক্রম, স্কন্ধসমূহের সমবায়। ⇒ **খন্ধ, পটিপাটি**।

খন্ধপরিত্ত ("**সুত্তন্ত**" বা সূত্রনামক) খন্ধাদি বিষয়ে রক্ষাকারী যাদু অথবা আশ্রয়প্রদ যাদু (অর্থাৎ সূত্রপিটকের খন্ধ পরিত্রাণ প্রভৃতি যে সব সূত্র পাঠ বা জপ করিলে যোদ্ধার বর্মের ন্যায় রক্ষাকবচ হইয়া থাকে সেই সব সূত্র)।

খন্ধভার (পুং) স্কন্ধভার, পঞ্চস্কন্ধরূপ বোঝা। ⇒ **পঞ্চক্খন্ধ, ভার** (৪)।

খন্ধরজন (ক্লী) বৃক্ষাদির কাণ্ডজাতীয় বস্তুর সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রং। ⇒ **রজন**।

খন্ধরস (পুং) ১ গাছগাছড়াদির কাণ্ডের সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রস। ⇒ **রস**। ২ স্কন্ধরস, প্রধান অবলম্বনজনিত স্বাদ, নানাবিধ স্বাদের মধ্যে একপ্রকার স্বাদ। নানাবিধ স্বাদ, যেমন—**মূলরস, খন্ধরস, তচরস, পত্তরস, পুপ্ফরস**, ইত্যাদি।

খন্ধলোক (পুং) স্কন্ধলোক, স্কন্ধ বা পুঞ্জময় জগৎ, সংবেদজ বা বোধশক্তি-সম্বন্ধীয় সমষ্টির জগৎ, সংজ্ঞাবহ সমূহের জগৎ, ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে বহনক্ষম সমূহের জগৎ, রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান—এই পঞ্চস্কন্ধ সম্বলিত জগৎ, পঞ্চস্কন্ধপূর্ণ জগৎ। স্কন্ধ পঞ্চবিধ, যথা—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ। ইহা "**আযতন লোক, ধাতুলোক**" শব্দের সহিতও ব্যবহৃত হয়। ⇒ **খন্ধ**।

খন্ধবিভঙ্গ—খন্ধসমূহকে বিভাগকরণ অর্থাৎ অভিধর্মে বিভঙ্গগ্রন্থের বিষয়বস্তু।

খন্ধবীজ—(বৃক্ষের) কাণ্ডজাতীয় বীজ অর্থাৎ যে বৃক্ষের কাণ্ড বা ডালপালাদি বৃক্ষাংশ কাটিয়া রোপণ করিলে উহা গজাইয়া নূতন বৃক্ষে পরিণত হয়, যেমন—মন্দার বৃক্ষ ইত্যাদি। ⇒ **খণ্ডবীজ**। বিনয়গ্রন্থে ঈদৃশ কতকগুলি বৃক্ষকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—**মূলক্খন্ধ, ফলুক্খন্ধ, অগ্গক্খন্ধ, বীজক্খন্ধ**। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে কতকগুলি "**খন্ধবীজ**" বৃক্ষের নাম পাওয়া যায়, যেমন—**নাম অস্সত্থো, নিগ্রোধো, পিলক্খো, উদুম্বরো, কচ্ছকো, কপিত্থনো'তি এবমাদি**।

খন্ধসন্তান—স্কন্ধসমূহের বা পঞ্চস্কন্ধের স্থিতিকাল।

খন্ধা (পুং, বহুবচন) স্কন্ধসমূহ বা পঞ্চস্কন্ধ। ⇒ **খন্ধ** (৩)।

খন্ধাধিবচন—স্কন্ধসমূহের অধিবচন, পঞ্চস্কন্ধের ধর্ম (স্বভাব বা গুণ), স্কন্ধসমূহের নাম বা বিশেষণ।

খন্ধানং উদয-ব্যয—স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি এবং বিলয়, পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি এবং বিনাশ বা ব্যয় (অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যু)। ⇒ **খন্ধ**।

খন্ধানং লক্খণ—স্কন্ধসমূহের লক্ষণ। ⇒ **লক্খণ** (৪)।

খন্ধাবার (পুং) স্কন্ধাবার, শিবির, তাঁবু, শিবিরসন্নিবেশ ভূমি, সেনাশিবির বা ছাউনি, ঋষিদের আশ্রম। (চরিত্রে) **সীলক্খন্ধাবারং বন্ধিত্বা**—শীল বা সদাচাররূপ আশ্রম বাঁধিয়া বা আশ্রমে অবস্থান করিয়া।

খন্ধিমন (বিণ) যে বৃক্ষের কাণ্ড খুব বড়।

খম (বিণ) ১ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, অক্রোধন, অধ্যবসায়ী, দয়ালু, যে ব্যক্তি সহজে অপরের অপরাধ মার্জনা করে। ২ স্থায়ী, (তুষারের ও তাপের) কঠোরতা সহ্য করিতে পারে এমন। ৩ চরিত্রে:—ক) "**খম**" শব্দে ভিক্ষুর কমনীয় গুণকে বুঝায় ("**খম" রূপানং, সদ্দানং** ইত্যাদি—দৃষ্টি বা দর্শন—শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমাশীল—

অঙ্গুত্তর নিকায়); তদ্রূপ রাজার অশ্ব-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য (অঙ্গুত্তর নিকায়)। দীর্ঘনিকায়ে "**পটিপদা**" রূপে "**খম**" শব্দকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন—**খমা পটিপদা** (ভদ্রতার উপায়), ইত্যাদি। (যৌগিকে) **খমবচন, বত্তা বচনক্খম** (সংযুক্ত নিকায়); (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সুবচো খমো। খ**) (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খমো সীতস্স উণ্হস্স** ইত্যাদি--শীতোষ্ণ সহনশীল; **অদ্ধানক্খম; পধানক্খম;** (মধ্যম নিকায়) **রঙ্গক্খম, অনুযোগক্খম, বিমজ্জনক্খম**। (বিপ) **অক্খম**।

খমতি (ক্রি) [√খম+অ, সহনে; তুলনীয় সংস্কৃত—ক্ষমতে) ১ ক্ষমা করা, সহিষ্ণু হওয়া, অক্রোধন হওয়া, অধ্যবসায়ী হওয়া, ধৈর্যশীল হওয়া, সহ্য করা, ভোগ করা, দয়ালু হওয়া, ক্ষমাশীল হওয়া। উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় কর্মকারকে এবং ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় সম্বন্ধপদে:—(সংযুক্ত নিকায়) **নাহং ভয়া খমামি বেপচিত্তিনো**—আমি কি "**বেপচিত্তিনো**" (ত্রাসিত অসুর) হইতে ক্ষমা পাইব না? (জাতক) **অপরাধং খমতি**—অপরাধ ক্ষমা করা। (পঞ্চমী) **খমথ**—ক্ষমা করুন (ধর্মপদ অর্থকথা); **খমথ মে**—আমাকে ক্ষমা করুন। ২ ঠিক হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, ভালো মনে করা। (বি-ভা) **যথা তে খমেয্য**—আপনি ভালো মনে করিলে ক্ষমা করিতে পারেন (দীর্ঘনিকায়)। (মধ্যম নিকায়) **সব্বংমে ন খমতি**—আমি সর্ববিষয়ে অনুমোদন করি না বা সম্মত নহি। (দীর্ঘনিকায়) **ন খমতি**—ইহা ঠিক না বা যথাযথ নহে।৩ কিছুতে ঠিকভাবে লাগা, আসক্ত হওয়া, তুষ্ট হওয়া, কিছুতে সংলগ্ন হওয়া, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, সম্মত হওয়া, অনুমোদন করা। (মধ্যম নিকায়) **নিজ্ঝানং খমন্তি**। (তুলনীয়) **দিট্ঠি নিজ্ঝানক্খন্তি** (মধ্যম নিকায়)। (অতীত) **খমি**। (অ-বিণ) **খন্ত**। (ব-বিণ) **খমমান, খমন্ত**। (ভ—বিণ) **খমিতব্ব**। (ক্রি-বি) **খমিত্বা**। (করণে) **খমাপেতি**।

খমন (ক্লী) ১ দীর্ঘদিন ধরিয়া মানসিক বা শারীরিক দুঃখকষ্ট, মানসিক বা দৈহিক দুঃখকষ্ট, আচরণ, সম্বন্ধ, অর্থ, আপেক্ষিক অবস্থান, যন্ত্রের যে অংশের উপরে অন্য সকল অংশ ঘুরিয়া থাকে, কতিপয় প্রয়োগ। ২ = **খমা**। ⇒ **খমা**।

খমনতা (স্ত্রী) ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, নম্রতা। = **খন্তি**।

খমনীয (বিণ) ১ উপশম হয় এমন, উপশমনীয়, রোগ নিরাময় এমন, রোগ উপশমকারী, রোগ উপশমের উপযুক্ত। ২ ক্ষমণীয়, ক্ষমার যোগ্য। (ক্রি-বি) আরোগ্য, নিরাময়, রোগ উপশম।

খমমান (বিণ) ১ উপযুক্ত, যোগ্য, অবকাশ দিয়া, প্রয়োজনীয়, মূল্যবিশিষ্ট, মূল্যবান, তুল্যমূল্য। **উপ্পড়্ঢকাসিনং খমমান**। ২ রোগ উপশম বা আরোগ্য হয় এমন। ⇒ **খমতি**।

খমবচন (ক্লী) ভদ্রতামূলক কথা, নম্রবাক্য, ভদ্রভাষণ, প্রিয়বাক্য।

খমা (স্ত্রী) ১ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, স্থিতি, সহ্যশক্তি, সহ্যক্ষমতা, পরমত সহিষ্ণুতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা। = **খমন** (২)। ২ পৃথিবী, ভূতল, ভূমি, মৃত্তিকা। (তুলনীয়) **ছমা**। ⇒ **খমতি**।

খমাপটিপদা (স্ত্রী) ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, ক্ষমাগুণ, ক্ষমা, ভদ্রতার উপায় বা পথ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অক্কোসন্তস্সং ন পচ্চক্কোসতি**—আক্রোশকারীকে প্রতিদানে আক্রোশ না করা। ⇒ **খম** (৩)। (বিপ) **অক্খমা**। ⇒ **পটিপদা** (৩খ)।

খমাপন (ক্লী) ক্ষমা প্রার্থনাকরণ।

খমাপনা (স্ত্রী) = **খমাপন**। ⇒ **খমাপন**।

খমাপিত (বিণ) ক্ষমা করা হইয়াছে এমন। = **নিজ্ঝত্ত**। ⇒ **খমাপেতি**।

খমাপেতি (ক্রি) ক্ষমা করা, ক্ষমা চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, শান্ত করা, ঠাণ্ডা করা, সান্ত্বনা দান করা, ক্ষমা ভিক্ষা করা, দোষ স্বীকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা, অনুমতি লইয়া বিদায় হওয়া, বিদায় সম্ভাষণ করা। ⇒ **খমতি**। (অতীত) **খমাপেসি**। (অ-বিণ) **খমাপিত**। (ব-বিণ) **খমাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **খমাপেত্বা**।

খমিতব্ব (বিণ) ক্ষমণীয়, ক্ষমার যোগ্য। ⇒ **খমতি**।

খমিত্বা (ক্রি-বি) ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষমা করিয়া, সহ্য করিয়া, ধৈর্য ধারণ করিয়া। ⇒ **খমতি**।

খম্ভ (পুং) (সংস্কৃত—খম্ভ, স্তম্ভ) ১ স্তম্ভ, আশ্রয়, অবলম্বন, খুঁটি, খোঁটা, ঠেস, ভরণপোষণ, রক্ষণ, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী বা পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু। ২ বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, অবশাঙ্গতা, ইন্দ্রিয়বৈকল্য, পক্ষাঘাত, উদ্যমহীনতা, কঠিনতা, আড়ষ্টতা। ⇒ **ছম্ভেতি, খম্ভ**।

খম্ভকত (বিণ) আশ্রিত, খুঁটি দিয়া রাখিয়াছে এরূপ, ঠেস লাগাইয়াছে এরূপ, অবলম্বনকৃত, লাঠিতে ভর করিয়া আছে এমন, কোমরে হাত রাখিয়াছে এমন।

খম্ভিত (বিণ) ১ আশ্রিত, সমর্থিত, রক্ষিত। ২ বাধাগ্রস্ত, মন্থরকৃত, নির্বাপিত, রুদ্ধ। = **বিক্খম্ভিত**। ⇒ **খম্ভেতি**

খম্ভিয (ক্রি-বি) ১ আশ্রয় করিয়া, রক্ষা করিয়া, সমর্থন করিয়া। ২ বাধা দিয়া, মন্থর করিয়া, রুদ্ধ করিয়া। = **বিক্খম্ভিয**। ⇒ **খম্ভেতি**।

খম্ভেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—স্কম্ভ, স্কম্ভাতি) ১ ঠেকনা দেওয়া, অবলম্বন দ্বারা খাড়া রাখা, ধরিয়া রাখা, রক্ষা করা, ধারণ, ভার বহন করা, সহ্য করা, ভরণ পোষণ করা, প্রতিপালন করা, চালানো, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া, সাহস দেওয়া। (থেরগাথা অর্থকথায়) **বিখম্ভেতি**। ⇒ **বিখম্ভেতি**।২ রোধ করা, বন্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, নির্বাপিত করা, বিরক্ত করা, টাকা খাটান,

তাড়ানো, নিয়োগ করা, প্রসারিত করা। (অ-বিণ) **খন্তিত** = **বিক্‌খন্তিত;** (বর্ণনায়) **খিত্ত**। (ক্রি-বি) **খন্তিয়;** ⇒ **বিক্‌খন্তিয়**।

খয (পুং) ক্ষয়, অপচয়, হ্রাস, ধ্বংস, নাশ, ক্রমে লোপ পাওয়া, উচ্ছেদ, অপব্যয়, বিনাশ, মৃত্যু, অবনতি, পচন, পরিসমাপ্তি হওয়া, ক্ষয়কাল, ব্যয়, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো, রাত্রি অবসানে। এই শব্দটি প্রায়ই ভাবাবেগে বা আসক্তি সমূহের এবং তাদৃশ অবস্থার উপাদানসমূহের, জীবনের এবং পুনর্জন্মের নির্বাপণে বা অবসানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন—**আসবানং খয;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আসবানং খযা অনাসবং চেতোবিমুত্তিং উপসম্পজ্জ**। (মধ্যম নিকায়) **রাগস্স দোসস্স মোহস্স খয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রাগক্‌খয়, দোসক্‌খয়, মোহক্‌খয়**। (সংযুক্ত নিকায়) **দোসক্‌খয়**। (ধর্মপদ) **তণ্‌হানং খয; সঙ্খারানং খয**। (মধ্যম নিকায়) **সব্বমঞ্ঞিতানং**, ইত্যাদি **খয**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আয়ুক্‌খয়, পুঞ্ঞক্‌খয়**। (সূত্রনিপাত) **যে দুক্‌খস্স পজানতি ইধেব খযং অত্তনো; খযং বিরাগং অমতং পণীতং**। (ধর্মসঙ্গণী) **রূপস্স দনিচ্চতা:—রূপস্স খযো খযো ভেদো**। (যৌগিকে) **আয়ুক্‌খয়, উপধিক্‌খয়, উপাদানক্‌খয়, জাতিক্‌খয়, জীবিতক্‌খয়, তণ্‌হক্‌খয়, দুক্‌খক্‌খয়, পুঞ্ঞক্‌খয়, ভবক্‌খয়, লোকক্‌খয়, সংযোজনক্‌খয়, সব্বধম্মক্‌খয়, সমুদ্দক্‌খয়**। ⇒ **খীণ**।

খযং (ক্লী) খয়, ক্ষতি, বিনাশ, ব্যয়, অপচয়।

খযঞ্ঞাণ (ক্লী) ক্ষয়জ্ঞান, ব্যয়জ্ঞান, ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এরূপ জ্ঞান, কেবল অপচয়ই হইতেছে এরূপ জ্ঞান। (সমার্থবাচক) **খযেঞাণ** (নেত্তি)।

খযতি (ক্রি) ক্ষয় হওয়া, ব্যয় হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া, অপচয় হওয়া।

খযধম্ম (পুং) ক্ষয় বা ব্যয় হওয়ার স্বভাব, ক্রমিক ধ্বংসের স্বভাব, ক্ষণে ক্ষণে বা অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার স্বভাব, ক্ষয়-ব্যয়শীল স্বভাব, পরিবর্তনশীল স্বভাব।

খযধম্মতা (স্ত্রী) ক্ষয়নীতির অন্তর্গত অবস্থা অর্থাৎ অবিরত ক্ষয় হইতেছে এরূপ অবস্থা। ⇒ **ধম্মতা**।

খযপস্‌সনা (স্ত্রী) ক্ষয়জ্ঞান, ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হইতেছে বলিয়া জ্ঞান বা জানন। ⇒ **খযানুপস্‌সিন**।

খয-ব্যযধম্ম—ক্ষয়-ব্যয়শীল ধর্ম বা স্বভাব। (তুলনীয়) **খযধম্ম**।

খযাতীত (বিণ) ক্ষয়াতীত, ধ্বংসাতীত, যাহা ক্ষয় বা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, যাহা নষ্ট বা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, (চন্দ্রের) ক্ষীয়মান বা ক্ষয় পাওয়ার অবস্থা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের নূতন চন্দ্রোদয়)।

খযানুপস্‌সিন (বিণ) ক্ষয়দর্শিন, ক্ষয়দর্শনকারী, (বিদর্শন ভাবনায়) যে বা যাহারা অনবরত ক্ষয় হইতেছে বলিয়া দর্শন করে বা জানে। = **ব্যযপস্‌সিন**। (একত্র ব্যবহারে) **খযপস্‌সিন ব্যযপস্‌সিন**—ক্ষয়-ব্যয় দর্শনকারী।

খযেঞাণ (ক্লী) ক্ষয়জ্ঞান, পরিবর্তনশীল জগতে মুহুর্মুহু পরিবর্তনে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে বলিয়া জ্ঞান বা জানন, তৃষ্ণাদির ক্ষয়জ্ঞান। (দীর্ঘনিকায়) **আসবানং খযে ঞাণং**। ⇒ **ঞাণ**।

খর (বিণ) খর, উষ্ণ, অতি উৎকট, কঠিন, ধারালো, শীঘ্র, উগ্র, তীক্ষ্ণ, বন্ধুর, অসমান, অমসৃণ, এবড়ো-থেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, দৃঢ়, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, সূক্ষ্মাগ্র, প্রখর, তীব্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, ধূর্ত, আকস্মিক, সরল, খাড়া, কষ্টদায়ক, কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর, দুঃখজনক, খসখসে। = **খর সম্‌ফস্‌সং চম্মং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **খরআবাধ**। (জাতক) **খর বেদনা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খরলোম**। **খরসক্‌খর-কঠল-বালিকা**। (পুং) ১ গর্দভ, অশ্বতর, কাক, কুরর পক্ষী, তীক্ষ্ণস্পর্শ, কঙ্কপক্ষী, কণ্টকি বৃক্ষ বিশেষ, পশ্চিম-দ্বার গৃহ, বর্ম। (জাতক) **খরপুত্ত**। ২ করাত। = **ককচ**। ৩ এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **যক্‌খ** (৪ক)। (ক্লী) (সংস্কৃত—ক্ষর) জল, উদক।

খরক (বিণ) প্রস্তরময়, অনুভূতিহীন, নিদয়, নিষ্ঠুর, খর, উষ্ণ। = **খর, খণ্ডিল**।

খরগত (বিণ) মোটামুটি নিয়মতন্ত্র বা বিধি-সম্বন্ধীয়, শরীর বা মনের সহজাত অস্পষ্ট অবস্থা-সম্বন্ধীয়, মানসিক উগ্র প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়।

খরতা (স্ত্রী) খরতা, তীক্ষ্ণতা, বন্ধুরতা, অসমানতা, অমসৃণতা, এবড়োথেবড়ো অবস্থা, অস্পষ্টতা, মোটামুটি অবস্থা, কঠোরতা, কঠিনতা, কটুতা, রুক্ষতা, অসভ্যতা, অভদ্রতা, বাত্যাকুলতা, প্রচণ্ডতা, উগ্রতা, ঝটিকাসঙ্কুলতা, লোমবিশিষ্টতা, কর্কশতা।

খরত্ত (ক্লী) = **খরতা**। ⇒ **খরতা**। (বর্ণনায়) **ফরুস**।

খরদাঠিক (বিণ) যাহার দাঁত কর্কশ বা রুক্ষ, যাহার দাঁত ভীষণাকার। (পুং) এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **যক্‌খ** (৪ক)।

খরদাঠিক যক্‌খ (পুং) একশ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহাদের দাঁত কর্কশ বা রুক্ষ। ⇒ **খরদাঠিক**।

খরপুত্ত (পুং) অশ্বের অবজ্ঞাসূচক বা কৌতুকজনক নাম, অশ্বের ব্যঙ্গসূচক বা ব্যঙ্গ নাম। ⇒ **খর**।

খরমুখ—শঙ্খ, বাদ্যশঙ্খ (যে শঙ্খ বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

খরযক্‌খ (পুং) একশ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহাদের গাত্রচর্ম কর্কশ বা খসখসে। ⇒ **খর**।

খরযান—গর্দভযান, গাধারূপ বাহন। ⇒ **যান** (২)।

খরলোম (বিণ) রুক্ষ লোম বা কেশযুক্ত, অতিশয় লোমশ, খসখসে লোমযুক্ত, অসমান লোমযুক্ত। (তুলনীয়) **খরলোম যক্‌খ** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (ক্লী) রুক্ষ লোম বা

কেশ, খসখসে লোম, অসমান চুল। (পুং) একযক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **যক্‌খ** (৪ক)।

খরলোম যক্‌খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে যাহাদের লোম বা চুল কর্কশ বা রুক্ষ। ⇒ **খরলোম**।

খরস্‌স (বিণ) কর্কশ স্বরযুক্ত, রুক্ষ কণ্ঠস্বরযুক্ত, কঠোর স্বরের। (ক্লী) কর্কশ স্বর, রুক্ষস্বর, কঠোর স্বর।

খরাজিন (ক্লী) পরিধেয় অমসৃণ চামড়া, অমসৃণ বা এবড়ো খেবড়ো চামড়াবিশেষ, অজিন, ঋষিদের অজিন বা অমসৃণ চামড়ারূপ পরিধেয় বস্ত্র। = **খরানি অজিন চম্মানি**—(চিতাবাঘের ন্যায়) লোম ও মসীযুক্ত পশুচর্ম (সূত্রনিপাত, অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **অজিন**।

খরিগত = **খরগত**। ⇒ **খরগত**।

খল (ক্লী) (সংস্কৃত—খল) ১ খল, খামার, যে স্থানে শস্য ঝাড়া হয়, মাড়াইবার জন্য ও ঝাড়াইবার জন্য প্রস্তুত শস্য। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খলং সোধেতি**। ২ শস্য মাড়া, শস্য ঝাড়া, উত্তম-মধ্যম প্রহার, পরাভব, মিশ্রণ, একত্র পৃষ্ঠ দ্রব্যসমূহের মিশ্রণ। (দীর্ঘনিকায়) **একমংস-খলং করোতি**—মাংসের এক মিশ্রণে পরিণত করা অর্থাৎ মাংস মিশ্রিত করিয়া একত্র করা; = **খলমংসপুঞ্জ** (মধ্যম নিকায়), **মংসরাসি**।

খলকাল—শস্য মাড়াইবার সময়, শস্য ঝাড়াইবার সময়।

খলগ্‌গ (ক্লী) [খল+অগ্‌গ] মাড়াইবার উত্তম শস্য, ঝাড়াইবার উত্তম বা উপযুক্ত শস্য, শস্য মাড়ানো আরম্ভ।

খলঙ্ক—এই শব্দটি জাতকে "**পাদ**" শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যেমন—**খলঙ্কপাদ**; সম্ভবত "**কলঙ্কপাদ**" শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে। = **খলুঙ্ক**। ⇒ **খলুঙ্ক**।

খলঙ্গ = **খলঙ্ক**। ⇒ **খলঙ্ক**।

খলতি (ক্রি) (√খল+অ—কম্পনে, সঞ্চলনে; তুলনীয় সংস্কৃত—স্খলতি) হোঁচট খাওয়া, স্খলিত হওয়া, পা পিছলাইয়া পড়া, টলমল করিয়া চলা, থামিয়া থামিয়া বা ভুল-ভ্রান্তি করিয়া কথা বলা, ভুল করা।= **উপক্‌খলতি, পক্‌খলতি** (২)। (অতীত) **খলি**। (অ-বিণ) **খলিত**। (ক্রি-বি) **খলিত্বা**।

খলভণ্ড-কাল—খামারের সময়, খামার করাইবার সময়, শস্য মাড়াইবার স্থান প্রস্তুত করিবার সময়।

খলভণ্ডগগ (ক্লী) [খলভণ্ড+অগগ] শস্য মাড়াইবার জন্য কৃষি-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ সরঞ্জাম বা যন্ত্র।

খলগুল (ক্লী) খামার, যে স্থানে শস্য মাড়ানো বা ঝাড়া হয়। **খলমণ্ডলমত্ত**—... ন্যায় শস্য মাড়াইবার বড় স্থান বা খামার।

খলযতি (ক্রি) দূর করিয়া দেওয়া, বাহির করিয়া দেওয়া।

খলাতিয = **খল্লাতিয**। ⇒ **খল্লতিয**।

খলি (পুং) আঠা, লেই, কাঁই, খলি।"**মদ্দ**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

খলিক (পুং) পাশা খেলিবার মোটা কাগজ বা টেবিল।

খলিকায কীলন্তি—পাশা খেলিবার টেবিলে খেলা করা। (তুলনীয়) নানাবিধ আমোদপ্রমোদ (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়)। (দীর্ঘনিকায়) **জূত-খলিক পাসক কীড়নং**।⇒ **কলি**।

খলিকা (স্ত্রী) = **খলিক**। ⇒ **খলিক**।

খলিত (বিণ) ১ স্খলিত, পা পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন, হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছে এমন, ভ্রান্ত, ভুলকৃত। ⇒ **খলতি**। ২ কেশহীন, যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে, যাহার টাক পড়া মাথা আছে, যে পক্ষীর পালক নাই, যে বৃক্ষে পাতা নাই, যে স্থানে বৃক্ষ নাই, যাহা নীরস, যাহার অলঙ্কার বর্জিত। (যৌগিকে) **খলিত বিলুন**।⇒ **খল্লাত সীস**। = **বিলুন কেস**। ৩ সংশয়াপন্ন, কম্পমান, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাযুক্ত অথবা কথা বলে এমন, অকৃতকার্য, অপরাধী। = **পক্‌খলিত**। ৪ গোলমালকৃত, বিরক্তকৃত, আলোড়িত করিয়াছে এমন, ভঙ্গকৃত, বিশৃঙ্খলকৃত, অসদ্ব্যবহার করিয়াছে এমন, অসদাচরণ করিয়াছে এমন। (ক্লী) অপরাধ, হোঁচট খাইয়া প্রায় পতন, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, টেকো।

খলিতমেসিন (বিণ) = **রন্ধমেসিন**। ⇒ **রন্ধমেসিন**।

খলীযতি (ক্রি) = **বলীযতি** ⇒ **বলীযতি**।

খলু (অব্যয়) ১ বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দ, যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত। ২ প্রকৃতপক্ষে নহে, বাস্তবিক নহে। = **পটিসেধন নিপাতো**। ৩ অধার্মিকের লক্ষণ, অধার্মিক নীতি।

খলুঙ্ক (পুং) অদম্য ঘোড়া, যে ঘোড়াকে সহজে বশে আনা যায় না, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, যে ঘোড়াকে সাধারণ আঘাতে অথবা স্পর্শে ঘোড়া লম্ফ ঝম্প করিতে থাকে, ধাবমান বা বেগবান ঘোড়া। চরিত্রে অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**পুরিস**" সম্পর্কে বলা হইয়াছে। (অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায়) **জব**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই শব্দের আরও অর্থ হইয়া থাকে—"যে ঘোড়া সাহসী এবং সহজে বশে আনা যায় না, যে ঘোড়াকে বিশ্বাস করা যায় না এবং '**আজানীয**' ঘোড়া হইতে যে ঘোড়া নিকৃষ্টতর। (বর্ণনায়) **বড়বা** = **সিন্ধবকুলে অজাতো খলুঙ্ক অসসো**. যেমন—**বড়বা খড়ুঙ্কা** (জাতক)।

খলুঙ্কতা (স্ত্রী) কম্পিত অবস্থা, স্থিরতা, অচঞ্চলতা, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে এরূপ অবস্থা। ⇒ **খলুঙ্ক**।

খলুপচ্ছাভত্তিক (বিণ) = **ন পচ্ছাভত্তিক**—যে ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে বা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রদত্ত দান (আহার জাতীয় দান) গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।

খলুভত্তিক = **পচ্ছাভত্তিক**। ⇒ **পচ্ছাভত্তিক**।

খলেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—ক্ষালযতি) ১ (সাহিত্যে) ধোয়া, কাচা, ধৌত করা, প্লাবিত করা। (তুলনীয়) **পক্‌খালেতি**। ২ চলতি ভাষায় কিন্তু সাধুভাষা নয় "নির্মম ব্যবহার,

সংঘর্ষ বা বাধা দেওয়া" অথবা "উত্তম-মধ্যম প্রহার", (Rhys. Davids বলেন,—"এই শব্দের প্রকৃত অর্থ সমস্যাপূর্ণ")। (জাতক) **গলে গহেত্বা খলযাথ জম্মং**—দুষ্ট বা প্রতারককে গলায় ধরিয়া উত্তম-মধ্যম প্রহার করো; (জাতক অর্থকথায়) **খলযাথ খলীকারং**—অসৎ বা শঠকে স্খলিত বা পরিহাস অথবা বিদ্রূপ করো (ইহাও এক প্রকার শাস্তিবিশেষ), **পাপেত্বা নিদ্ধমথ**—উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়া বাহির করিয়া দাও; এতদুভয় অর্থে সমার্থবাচক শব্দ "**গলযাথ**"।

খলোপী (স্ত্রী) এক প্রকার পাত্রবিশেষ। = **খলোপী**।

খল্লক—এই "**খল্লক**" শব্দটি বিনয়গ্রন্থে "**বদ্ধা উপাহনাযো**" শব্দে পাওয়া যায়, যেমন—**খল্ল-বদ্ধাদিভেদং উপাহনং** (পেতবত্থু অর্থকথা "**উপাহন**" বর্ণনায়)। **বদ্ধা উপাহনাযো**--পায়ের গোড়ালিবদ্ধ জুতা (অর্থাৎ মুড়িজুতা)।

খল্লাট = খল্লাত। ⇒ **খল্লাত**।

খল্লাটসীস (বিণ) = **খল্লাত সীস**। ⇒ **খল্লাত সীস**।

খল্লাটিয = খল্লাতিয। ⇒ **খল্লাতিয**।

খল্লাত (বিণ) (সংস্কৃত—খল্বাত) কেশহীন, টাক-পড়া, পালকহীন, পত্রহীন, বৃক্ষহীন, নীরস, অলঙ্কারহীন। (তুলনীয়) **খলিত** (২)।

খল্লাতসীস (বিণ) ন্যাড়ামাথা, যার মাথায় কেশ বা চুল নাই, যার মাথায় টাক পড়িয়াছে, যে পক্ষীর পালক নাই, যে বৃক্ষের পত্র নাই, যে বনে গাছ নাই। ⇒ **খলিত** (২), **খল্লাত**। (পুং) টেকো।

খল্লাতিয (বিণ, ক্লী) = **খল্লাত**। ⇒ **খল্লাত**। **খল্লাতিয পেতী**—যে পেত্নীর মাথায় কেশ বা চুল নাই, মাথায় কেশহীন বা প্রেতী।

খল্লিক—এই শব্দটি কেবল সংযুক্ত নিকায়েই দৃষ্ট হয়; (তুলনীয়) **ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত** (সংযুক্ত নিকায়)। এই শব্দটি ভুল পাঠ, অন্য শব্দের সহিত সংযোগে পাঠ করিতে হয়, যেমন--(বিনয়) **কামেসু কাম-সুখল্লিকানুযোগ**—কামসুখজনিত প্রবল ইচ্ছা বা কামনা, ইন্দ্রিয় সুখজনিত আসক্তি বা অনুরাগ। ⇒ **কামসুখ, অল্লিক**।

খল (বিণ) বঙ্কুর, অসমান, অমসৃণ, এবড়োথেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, কর্কশ, অশ্লীল, শ্রুতিকটু। (পুং) প্রতারক, শঠ, দুষ্টছেলে, পাপিষ্ঠ লোক, নীচ ব্যক্তি, অধম পুরুষ, দুষ্ট লোক।

খলুঙ্ক = খলুঙ্ক। ⇒ **খলুঙ্ক**। **খলুঙ্কা** (স্ত্রী) অদম্যা বা অদমনীয় ঘোটকী, যে ঘোটককে সহজে বশে আনা যায় না। ⇒ **খলুঙ্ক**।

খলোপি = খলোপী। ⇒ **খলোপী**।

খলোপী (স্ত্রী) পাত্র, ধাতুপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, এক প্রকার পাত্রবিশেষ। এই শব্দটি সাধারণত "**কুম্ভী**" সহিত সংযোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**খলোপী মুখ কুম্ভিমুখ** (দীর্ঘনিকায়)। = **কলোপী**।

খাটকত = খটখট। ⇒ **খটখট**।

খাটি = কঠল। ⇒ **কঠল**।

খাণু (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—স্থাণু) কাটাগাছের গোড়া, সূক্ষ্ম কাষ্ঠ দণ্ড, গোঁজ, খোটা, খুঁটি, স্থূলদণ্ড। এই শব্দটি প্রায়ই অসমতল রাস্তার বর্ণনায় এবং "**কণ্টক**" শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, যেমন—**খাণু কণ্টক**—গোঁজ এবং কণ্টক (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খাণু-কণ্টক পহরণ'গগি; খাণু-কণ্টক মগগ**। (সংযুক্ত নিকায়) **ঝামখাণু**—দগ্ধ গোঁজ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নিখাত খাণু**—উপরানো বৃক্ষকাণ্ড। (ধর্মপদ অর্থকথা) **খাণুকোণ্ডঞ্ঞ**—একজন ভিক্ষুর নাম।

খাণুক (পুং) ছোট ছোট গোঁজ, ক্ষুদ্র গোঁজ। = **খাণু**। (সংযুক্ত নিকায়) **অবিহত খাণু**। (জাতক) **লোহদণ্ড খাণু**—পিত্তলনির্মিত বা পিতলের গোঁজ বা খুঁটি এবং খিল বা কীলক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মূলে বা খাণুকে বা খলিত্বা**—বৃক্ষের মূলে এবং গোঁজে হোঁচট খাইয়া বা স্খলিত হইয়া; = **খাণুকোণ্ডঞ্ঞ** নামক যে স্থবির ভিক্ষু ডাকাতগণ কর্তৃক বিভ্রান্ত হইয়া গাছের গোঁজ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার নাম সম্পর্কে (ধর্মপদ অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মগগে খাণুক**। = **সঙ্কুক**।

খাণুকণ্টক ⇒ **খাণু, কণ্টক** (৫)।

খাণুকণ্টক মগগ—গোঁজ এবং কণ্টকময় পথ।

খাণুকোণ্ডঞ্ঞ—একজন স্থবির ভিক্ষুর নাম। ⇒ **খাণু, খাণুক**।

খাত (বিণ) খাত, খনিত, কোদলানো হইয়াছে এরূপ। = **উক্কিণ্ণ**। (তুলনীয়) **অতিখাত**। ⇒ **খণতি**।

খাদ (ক্লী) আহারকরণ, ভোজনকরণ। **খাদকারণ**--আহারের হেতু, ভোজনের কারণ, খাওয়ার জন্য।

খাদক (বিণ) আহারকারী, ভোজনকারী, ভক্ষক, ভোক্তা, খাইয়া বাঁচে এমন, খাদক, যে খায়। (জাতক) **লোহিত মংস খাদক**—(যক্ষ-সম্বন্ধে) রক্ত-মাংস খাদক; **চম্ম-খাদক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গূথখাদক**--(প্রেত-সম্বন্ধে) বিষ্ঠা খাদক। **খাদ ভক্খনে**।

খাদকারণ ⇒ **খাদ**।

খাদতি (ক্রি) [√খাদ+অ] খাওয়া, ভক্ষণ করা, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা, চর্বণ করা, দন্তাঘাত করা, দংশন করা, হুল ফুটানো, জোরে ধরা, যন্ত্রণা দেওয়া, গোগ্রাসে গেলা, অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত পড়া বা লক্ষ্য করা ইত্যাদি, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভগ্ন করা, বধ করা। (জাতক) **সস্সানি খাদতি**। (পেতবত্থুতে প্রেত-সম্বন্ধে) **পুত্তানি খাদতি**। (জাতক) **দন্তকট্ঠং খাদতি**—দন্তকাষ্ঠ বা দাঁত ব্যবহার করা; **দন্তে কট্ঠং খাদতি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সন্তকং**

খাদতি—সম্পত্তি ব্যয় বা ধ্বংস করা। (তুলনীয়) **পলিখাদতি**। (অতীত) **খাদি; খাদনীযং খাদি**—খাদ্য খাইয়াছিল; (বহুবচনে) **খাদিং সু**। (অ-বিণ) **খাদিত**। (ব-বিণ) **খাদন্ত, খাদমান**। (ভ-বিণ) **খাদিতব্ব, খাদনিয, খাদনীয**। (ক্রি-ব) **খাদিত্বা = খাদিযা** (পদ্যে), **খাদ, খাদেয্য; মংসং খাদেয্য**—মাংস খাইয়া; **খাদনীযং খাদ**—খাইবার বস্তু খাইয়া; **পূবং খাদ**—পিঠা খাইয়া। (তুম) **খাদিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **খাদিযতি**। (সম্প্রদানে) **খাদাপেতি**।

খাদন (ক্লী) আহারকরণ, ভোজনকরণ, খাওন, খাদন, ভোজন। (তুলনীয়) **নিখাদন, বিখাদন**। "**খাদন**" শব্দের পরিবর্তে "**নিখাদন**" শব্দ উত্তম পাঠ।

খাদনিয = খাদনীয। ⇒ **খাদনীয**।

খাদনী (বিণ) ভক্ষক, ভক্ষণকারী। (স্ত্রী) ক্ষয়কারী পদার্থ।

খাদনীয (বিণ) খাওয়ার উপযুক্ত, খাইবার যোগ্য। ⇒ **খাদতি**। (ক্লী) খাদ্যবস্তু, শক্তখাদ্য, গুরুভোজন, কঠিন বা ভারী খাওয়ার, মিঠাই, শর্করাযুক্ত খাদ্য। (যৌগিকে) **খাদনীয ভোজনীয**—খাদ্য-ভোজ্য বস্তু। (সূত্রনিপাত) **অন্ন, পান, খাদনী**। (বিনয়) **পিট্‌ঠ খাদনিয**।

খাদন্ত (বিণ) খায় এমন, খাইতেছে এমন। ⇒ **খাদতি**।

খাদা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্য, ভক্ষ্যসামগ্রী, পোষণ, পোষক, পরিবর্ধক। (সূত্রনিপাত) **রাজখাদা**—রাজখাদ্য, রাজার উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী। **রাজ খাদায পুট্‌ঠো = রাজ খাদনীযেন রাজভোজনীযেন পোসিত**; কিন্তু "**রাজখাদায**" শব্দ সর্বত্র "**রাজখাদায**" শব্দরূপে মুদ্রিত দৃষ্ট হয়।

খাদাপন (ক্লী) ভোজন করানো, আহার করানো, খাওয়ানোর কার্য, খাওয়ানো (ইহা একপ্রকার শাস্তিবিশেষ)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **সুনখেহি খাদাপন**—কুকুর দ্বারা খাওয়ানো।

খাদাপেতি (ক্রি) খাওয়ানো, দংশন করানো, কামড়াইতে দেওয়া। ⇒ **খাদতি**। (অতীত) **খাদাপেসি**। (অ-বিণ) **খাদাপিত**। (ব-বিণ) **খাদাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **খাদাপেত্বা**।

খাদিক = খাদক। ⇒ **খাদক**। (সংযুক্ত নিকায়) **অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং খাদিক**।

খাদিত (বিণ) খাদিত, ভক্ষিত, খাইয়াছে এমন, দংশন করিয়াছে বা কামড়াইয়াছে এমন, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট, বিধ্বংসিত, দগ্ধীভূত। = **খাযিত, সাযিত**। ⇒ **খাদতি**।

খাদিতট্‌ঠান—ভোজনস্থান, খাইবার জায়গা, যে স্থানে খাওয়া হয়।

খাদিতত্ত (ক্লী) খাইয়াছে এরূপ কার্য বা ঘটনা।

খাদিতব্ব (বিণ) খাইবার উপযুক্ত, খাওয়া উচিত। ⇒ **খাদতি**।

খাদিতুং (তুম) খাইতে। ⇒ **খাদতি**।

খাদিন = খাদক। ⇒ **খাদক**।

খাদিনী (বিণ, স্ত্রী) ভোজনকারিণী। = **খাদক** (বিণ)।

খাদিযতি (ক্রি) খাওয়ানো হয়। = **খজ্জতি**। ⇒ **খাদতি**। (ব-বিণ) **খাদিযমান; তণ্‌হায খাদিযমান** (বর্ণনায় "**খজ্জমান**")।

খানু = খাণু। ⇒ **খাণু**।

খায (বিণ) অনুমিত। ⇒ **খাযতি**।

খাযতি (ক্রি) [√খা+য] হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, বোধ হয়, সেইরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেরূপ দেখায়। **তং বিয খাযতি**—তাদৃশ দেখায় বা প্রতীয়মান হয়। (তুলনীয়) **পক্‌খাযতি**। (অতীত) **খাযি; (বহুবচনে) খাযিংসু**। (ব-বিণ) **খাযমান**।

খাযিত (বিণ) খাইয়াছে এমন। = **খাদিত, সাযিত**। (ক্লী) কিছু খাইয়াছে এরূপ অবস্থা। (তুলনীয়) **অবক্‌খযিক**।

খার (পুং) (সংস্কৃত—ক্ষার) যে কোন ক্ষারগুণযুক্ত সার, ক্ষারধর্মী সার, ক্ষারগুণযুক্ত সার, ক্ষারবিশেষ, কাষ্ঠ ভস্মের ক্ষার, ক্ষার, লবণরস, খাঁড়গুড়, কাচ, চাই, ভস্ম, ধূর্তব্যক্তি। (ক্লী) সোহাগা, যবক্ষার, বিটলবণ, লোনা মাটি, সাজিমাটি, সোডা-চূর্ণ ইত্যাদি। (যৌগিকে) **খারউস**—লোনা মাটি, লাবণিক, লবণজল (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খারগন্ধ**। কিন্তু পেতবত্থুতে "**কট্ঠিক**" (দগ্ধকারক পদার্থ) অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ⇒ **ছারিকা**।

খারউস ⇒ **খার** (ক্লী)।

খারক (বিণ) ১ ক্ষারক, ক্ষারগুণযুক্ত, ক্ষারধর্মী। ২ উগ্র অথবা শুষ্ক ("**পারিচ্ছত্তক**" অর্থাৎ পারিজাত বৃক্ষের অঙ্কুর বা ফুলের কুঁড়ি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—অঙ্গুত্তর নিকায়)। (পুং) (পারিজাত বৃক্ষের) সাদা বা তাজা অঙ্কুর অথবা ফুলের কুঁড়ি।

খারঞ্জন [খার+অঞ্জন] লোনা মাটির অঞ্জন।

খারপটিচ্ছক = খারাপতচ্ছিক। ⇒ **খারাপতচ্ছিক**।

খারাপটিচ্ছক = খারাপতচ্ছিক। ⇒ **খারাপতচ্ছিক**।

খারাপটিচ্ছিক = খারাপতচ্ছিক। ⇒ **খারাপতচ্ছিক**।

খারাপতচ্ছিক [খার+আপতচ্ছিক] যন্ত্রণা দেওয়ার উপায়সমূহ, পীড়ন করার কৌশলসমূহ, হয়রান করার কৌশলসমূহ; (বর্ণনায়) যন্ত্রণাসমূহ, পীড়ন বা কষ্টসমূহ। যেমন—(মধ্যম নিকায়) **খারাপতচ্ছিক বিবিধ কম্ম-কারণা কারেন্তি**। (জাতকে) **খারাপটিচ্ছিক**; (জাতক অর্থকথায়) **খারাপতচ্ছিক, খারপটিচ্ছক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **খারাপটিচ্ছক**।

খারি (স্ত্রী) খারি, খারী, ধান্যপরিমাপক বিশেষ, চারিদ্রোণ পরিমাণ, ১৬ সের ধান্য পরিমাপক (পূর্ববঙ্গের "**আড়ি**"?), ধান পরিমাপক ঝুড়ি। ভিক্ষুদের অষ্ট পরিষ্কারকেও "**খারি**" বলা হয় এবং ইহা প্রায়ই কাঁধে বহন করার

(কাজ) বাঁক বা যষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন—এক "**খারী**" বোঝা অর্থাৎ এক ভার বোঝা।

খারিক (বিণ) ১ লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত, ক্ষারক, ক্ষারযুক্ত (স্বাদ-সম্বন্ধীয় শব্দ)।(তুলনীয়) **রস**। ২ **খারী** সম্বন্ধীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বীসতি খারী কোসলকো তিলবাহো**। ⇒ **খারী**।

খারিকাজ (পুং, ক্লী) বাঁক সমেত ঝুড়ির ভার কাঁধে বহন করিয়া নেওয়া হয়, ভার বহন করিবার বাঁক বা যষ্টি। = **খারিবিধ**। (তুলনীয়) **খারিভার, খারিভণ্ড**।

খারিধর (বিণ, পুং) ভার বা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বহনকারী।

খারিভণ্ড (ক্লী) ভিক্ষুদের অষ্টপরিষ্কার, মুনিদের নিত্য ব্যবহার্য চীবর-পাত্র প্রভৃতি অষ্টবিধ বস্ত্র। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কহং তে খারিভণ্ডকো পব্বজিত পরিক্খারো**? ⇒ **খারী**।

খারিভার (ক্লী) কাঁধে বোঝা বহন করিবার বাঁক বা যষ্টি, কাঁধের জোয়াল। (তুলনীয়) **খারিকাজ**।

খারিবিধ = **খারিকাজ**। ⇒ **খারিকাজ**। উদান এবং দীর্ঘনিকায়ে "**বিধ**" শব্দের পরিবর্তে "**বিবিধ**" শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু দীর্ঘনিকায় অথকথায় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে—"**খারী'তি অরণিকমণ্ডলু-সূচাদযো তাপস-পরিক্খারা; বিধো'তি কাচো তস্মা খারিভরিতং কাচমাদায়া'তি অত্থো**"। Kern. Toev-এতে বলা হইয়াছে যে "**খারিবিধ**" শব্দ "**খারিবিবিধ**" শব্দের বিকৃতরূপ, যাহা "**কাজ**" শব্দের সহিত সমান অর্থবাচক।

খারিবিবিধ = **খারিবিধ**। ⇒ **খারিবিধ**।

খারী = **খারি**। ⇒ **খারি**।

খারোদক (ক্লী) ক্ষারোদক, লবণজল, লোনা জল। (তুলনীয়) **খারোদিকা নদী** (সদ্ধম্মোপায়ন গ্রন্থে নরক বর্ণনায়)।

খালেতি (ক্রি) ধোয়া, কাচা, ধৌত করা, প্লাবিত করা, জল দিয়া পরিষ্কার করা। ⇒ **খলেতি, বিক্খালেতি**। (অতীত) **খালেসি**। (অ-বিণ) খালিত। (ক্রি-বি) **খালেত্বা**।

খালেতি = **খালেতি**। ⇒ **খালেতি**।

খাহিস্তি—এই শব্দটি থেরীগাথায় দৃষ্ট হয়, ইহার পাঠ হয় "**কাহিস্তি**"। = **করিস্সন্তি** ("**করোতি**" ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল প্রথম পুরুষ বহুবচন—থেরগাথা অর্থকথা)। **করোতি** শব্দে ধাতু রূপ নির্ণয় দ্রষ্টব্য।

খিড্ডখিক (বিণ) [খিড্ড+অথিক] ক্রীড়াভিলাষী, ক্রীড়ার অভিপ্রায়ে, খেলার ছলে, হাসি ঠাট্টার ইচ্ছায়, আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া। = **হস্সধিপ্পায**। ⇒ **অধিপ্প** [১(বিণ)], **অথিক, খিড্ডা**।

খিড্ডা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—ক্রীড়া; তুলনীয় কীলতি) ক্রীড়া, খেলা, পরিহাস, আমোদ-প্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, অভিনয়, গতি, মজা, মনের স্ফূর্তিভাব, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, উদ্দেশ্য, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) **জূত-পমাদট্ঠান**। সাধারণত "**খিড্ডা**" দ্বিবিধ, যথা—**কাযিক খিড্ডা** (শারীরিক ক্রীড়া), **বাচসিকা খিড্ডা** (বাচনিক ক্রীড়া)। (বর্ণনায়) **কীলনা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা), **হস্সাধিপ্পায** (পেতবত্থু অর্থকথা)।(পেতবত্থু অর্থকথা) **সহায়কাদীহি কেলী**।

খিড্ডাখিক (বিণ) [খিড্ডা+অথিক] = **খিড্ডখিক**। ⇒ **খিড্ডখিক**।

খিড্ডাদসক (ক্লী) ১ খেলার দশ বৎসরকাল অর্থাৎ বালকদের দশ বৎসর বয়স হইতে বিশ বৎসরের অন্তর্গত দশ বৎসর বাল্য ক্রীড়ার সময়। ২ দশের বা দশজনের খেলা অথবা খেলার দশক। ⇒ **দসক**।

খিড্ডাদোসিক (বিণ) আমোদ-প্রমোদ দ্বারা অসাধু বা নীতিহীন, খেলার দ্বারা দূষিত।

খিড্ডাপদোসিক ⇒ **পদোসিক**।

খিড্ডারতি (স্ত্রী) আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, খেলা, ক্রীড়া।

খিত্ত (বিণ) ক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত, ত্যক্ত, অবজ্ঞাত, বিকীর্ণ, বিপর্যস্ত, ধ্বংসকৃত, পরাজিত, ব্যর্থ করা হইয়াছে এরূপ, উল্টাইয়া দিয়াছে এরূপ। = **খন্তিত**। ⇒ **খিপতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **রজো পটিবাতং খিত্ত**—বাতাসের দিকে ধূলি নিক্ষিপ্ত। (ধর্মপদ) **রত্তি-খিত্তাসরা**—রাত্রিতে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ। (সূত্রনিপাত) **অচ্ছি বাতবেগেন খিত্ত**—বায়ুবলে অগ্নি বিকীর্ণ বা জ্বলিয়া উঠিল; (বর্ণনায়) **উক্খিত্তানুগ্গা, খন্তিতা**। পেতবত্থু অর্থকথায় "**খেত্ত**" (ক্ষেত্র) সম্বন্ধেই ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং বপন-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—**খিত্তং বুত্তং বীজং**।

খিত্তচিত্ত (ক্লী) ক্ষিপ্তচিত্ত, চিত্তের বিশৃঙ্খলভাব বা পাগলাটে মন। **খিত্তচিত্ত বিসঞ্ঞিন**। (বিণ) **অবিক্খিত্তচিত্ত**। (বিণ) ক্ষিপ্তচিত্ত, বুদ্ধিভ্রষ্ট, পাগল, যাহার মনে বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, যাহার মন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, মানসিক বিকৃতি বা বিকারগ্রস্ত।(যৌগিকে) **খিত্তচিত্ত উম্মত্তক**—মানসিক বিকৃতি বা বিকারগ্রস্ত পাগল। (তুলনীয়) **চিত্তক্খেপ**। ⇒ **বিসঞ্ঞি**।

খিপ (পুং, ক্লী) নিক্ষিপ্ত বস্তু, মাছ ধরার জাল, বাইন মাছ ধরার ঝুড়ি, ঢিলা অঙ্গরাখা, ছদ্মবেশ, ছল, আচ্ছাদন, ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, পাল্লা, যতদূর পর্যন্ত কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদাম। (দীর্ঘনিকায়) **অজিন খিপ**—মৃগচর্মে নির্মিত ঢিলা অঙ্গরাখা বা আচ্ছাদন। মাছ ধরার জাল এবং বাইন মাছ

ধরার ঝুড়ি অর্থে সমার্থবাচক শব্দ "**কুমিনা**"। (তুলনীয়) **খিপ্প**। ⇒ **বিক্‌খেপিক**।

খিপতি (ক্রি) [√খিপ+অ] নিক্ষেপ করা, ক্ষেপণ করা, ফিরানো, গণনা করা, ছাঁচে ঢালা, গঠন করা, পাতিত করা, অগ্রাহ্য করা, (সময়) কাটানো, পাস না করা, নিগত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা, হাঁচা, হাঁচি দেওয়া, (কাল) যাপন করা, ছোঁড়া, জোর করিয়া ছোঁড়া, চিৎপাত করিয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া ফেলা, পরিত্যাগ করা, অসাবধানে বা তাড়াতাড়ি করিয়া রাখা, দ্রুত প্রেরণ করা, মোচন করা, প্রসব করা, (দৃষ্টি) নিক্ষেপ করা, উল্টাইয়া যাওয়া বা দেওয়া, বিপর্যস্ত করা, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা। (সূত্রনিপাত) **চিত্তং খিপতি**। (জাতক) **সীসং খিপতি; পাসকে খিপতি; দঢ়ং দঢ়স্স খিপতি**—দুই শক্তির মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া, দুই শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিনিয়োগ করা। (অতীত) **খিপি;** (সংযুক্ত নিকায়) **খুরচক্কং খিপি; = অখারেসি**। (অ-বিণ) **খিত্ত, খিপিত**। (ব-বিণ) **খিপন্ত, খিপমান**। (ক্রি-বি) **খিপিত্বা**। (তুম) **খিপিতুং**। (করণে) **খিপাপেতি**।

খিপন (ক্লী) ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, অপসারণ, পরিত্যাগ, প্রেরণ, নিন্দা, যাপন, নিক্ষেপকরণ অথবা ফেলিয়া দিয়াছে এরূপ অবস্থা, ত্যাগ। (জাতক) **পাসক খিপন**—পাশা নিক্ষেপ।

খিপনা (স্ত্রী) তুলিয়া ধরন, উত্তোলনকরণ, উত্তেজিত করণ, উত্তেজনার কারণ, বিদ্রূপ, উপহাস, বৃথা অনুকরণ, কৃত্রিমভাব, অখ্যাতি, নিন্দা, অপবাদ।

খিপাপেতি (ক্রি) নিক্ষেপ করানো, ফেলিয়া দিবার কারণ করা বা হওয়া। **জলং খিপাপেতি**—জল দেওয়াইল, জল ফেলিয়া দেওয়াইল। ⇒ **খেপ, খিপতি**।

খিপিত (বিণ) ১ অগ্রাহ্যকৃত, নিগত, নিঃসারিত, পাশ করা হয় নাই এমন, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, নিক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দিয়াছে এমন, ক্ষিপ্ত, প্রেরিত, ত্যক্ত, অবজ্ঞাত, বিকীর্ণ, হাঁচি দিয়াছে এমন। ২ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, উন্মত্ত, পাগল। (ক্লী) হাঁচি, হাঁচি দেওয়া, শ্লেষ্মা নির্গমন বা কাশি। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **মুখতো নিক্‌খত্তমল**। (ধম্মপদ অর্থকথা) **খিপিত রোগ কাস**—শ্লেষ্মা নির্গমন রোগ কাশি। ⇒ **খপতি**।

খিপিত সদ্দ (পুং) হাঁচির শব্দ, কাশির শব্দ।

খিপিতুং (তুম) নিক্ষেপ করিতে, ফেলিয়া দিতে, অগ্রাহ্য করিতে, হাঁচি দিতে। ⇒ **খপতি**।

খিপ্প (বিণ) ১ ক্ষিপ্ত, দ্রুত, সত্বর, বেগবান, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে উত্তেজনাশীল, (প্রাচীন ব্যবহারে) সজীব; (সাহিত্যে) (গুলির ন্যায়) নিক্ষেপ পথে। **খিপ্পবচন**—ক্ষিপ্রবাক্য; = **লহুবচন**। ২ মাছ ধরার এক রকম জাল অথবা বাইন মাছ ধরিবার ঝুড়ি। (তুলনীয়) **খিপ** (সংস্কৃত—ক্ষেপণী)।

খিপ্পং(ক্লী, ক্রি-বিণ) শীঘ্র, শীঘ্ররূপে, শীঘ্র শীঘ্র, অবিলম্বে, সত্বর। = **খিপ্পতরং**।

খিপ্পতরং (ক্রি-বিণ) অনতিবিলম্বে, অতি সত্বর, খুব শীঘ্র। = **খিপ্পং**।

খিপ্পতি (ক্রি) মন্দ ব্যবহার করা, পীড়ন করা, কুব্যবহার করা, অসদ্ব্যবহার করা। (ব-বিণ) **খিপ্পমান;** (বর্ণনায়) **বম্ভেন্তো, পীড়ন্তো**।

খিপ্পবচন (ক্লী) তাড়াতাড়ি কথা। ⇒ **খিপ্প** (১)।

খিপ্পবিরাগিন (বিণ) দ্রুত পরিবর্তন হয় এমন। (বিপ) **দন্ধ বিরাগিন**। ⇒ **বিরাগিন** (২)।

খিপ্পাভিঞ্ঞ (বিণ) ক্ষিপ্র অভিজ্ঞ, দ্রুত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বা ক্ষিপ্র বুদ্ধি সম্পন্ন, দ্রুত মনোবৃত্তি সম্পন্ন বা মেধা সম্পন্ন, যাহার তড়িৎ বিচারশক্তি হয়, যাহার ক্ষিপ্র জ্ঞান বা বিচার উৎপত্তি হয়, যাহার তড়িৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (বিপ) **দন্ধাভিঞ্ঞ**।

খিপ্পাভিঞ্ঞা (স্ত্রী) ক্ষিপ্র অভিজ্ঞতা, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত তড়িৎ জ্ঞান বা অনুভূতি, ক্ষিপ্র স্বজ্ঞা। (বিপ) **দন্ধাভিঞ্ঞা**।

খিল (পুং, ক্লী) (তুলনীয় সংস্কৃত—খিল) চর্মোপরিস্থ কড়া, কঠিনতা, দৃঢ়তা, অন্যায়পরতা, নির্দয়তা, রূঢ়তা, দুঃসাধ্যতা, দুর্বোধ্যতা, হাত-পায়ের আড়ষ্টভাব, খিল, অর্গল, হুড়কা, অকর্ষিত বা পতিত জমি, অনুর্বর জমি, কর্ষিত কিন্তু এক বৎসরের জন্য অনাবাদি ভূমি; (চরিত্রে) মনের অনুৎকর্ষতা, মনের অনুদ্ভাবনশীলতা, মনের নির্বোধতা বা নীরসতা, মানসিক বাধা। মধ্যম নিকায়ের বিস্তারিত বর্ণনায় পঞ্চবিধ "**চেতো খিলা**" এর উল্লেখ পাওয়া যায় (⇒ **চেতোখিল**)। সংযুক্ত নিকায়ে "**খিলা**" ত্রিবিধ, যথা—**রাগ, দোস, মোহ**। (যৌগিকে) **পলিঘ খিল (ছেত্বা খিলং)** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **খিলং পভিন্দতি** (কাহারও অন্তরের) দৃঢ়তা ভঙ্গ বা বাধা ভেদ করা। **খিল বিলঙ্গ থালিক**—দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল খাদ্যের বিনষ্ট থালি। ⇒ **খিল, বিলঙ্গথালিক**।

খিল—শক্ত চামড়া, চর্মোপরিস্থ কড়া। = **কিণ**।

খীণ (বিণ) বিধ্বংসিত, নষ্টকৃত, ভঙ্গকৃত, বধিত, ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, দুর্বল, জীর্ণ, শুষ্ক, কৃশ, শীর্ণ, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত, সরাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন, তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, অপসারিত, বিদায়কৃত, নষ্ট, সর্বস্বান্ত; (যৌগিক শব্দে) ব্যতীত। ⇒ **খীযতি**। **খীণাসবা**—আসক্তিহীন, নিরাসক্ত, অনাসক্ত। **খীণকম্ম**—দোষ বা ত্রুটিহীন। **খীণাজাতি**—পুনর্জন্মরহিত। (জাতক) **খীণং মযহং কম্মং**—আমার কর্ম ক্ষীণ বা বিনষ্ট হইয়াছে; সেইরূপ "**খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং**" (সূত্রনিপাত)। **খীন = সমুচ্ছিন্ন** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাপকম্মে খীণে**।

খীণকম্ম (বিণ) কর্মহীন, কর্মরহিত, কর্মশূন্য, পাপবিনষ্ট,

ত্রুটিহীন, যাঁহার কর্মসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে বা ক্ষয় পাইয়াছে। ⇒ **খীণ**।

খীণকোলএ্এ (বিণ) যে ব্যক্তি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এবার দেহত্যাগের পর পুনর্বার সংসারে আগমন বা জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি এই জন্ম শেষ জন্মরূপে দেহ ধারণ করিতেছেন। ⇒ **কোলএ্এ**।

খীণতা (স্ত্রী) = **খীণত্ত**। ⇒ **খীণত্ত**।

খীণত্ত (ক্লী) ক্ষীণত্ব, নিঃশেষিত অবস্থা, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা, বিনষ্ট অবস্থা।

খীণ-নিরয (পুং) যাহার নরক যন্ত্রণা শেষ হইয়াছে অর্থাৎ যাহাকে আর কখনও নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না এমন ব্যক্তি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ। = **অবিনিপাত-ধম্ম**। ⇒ **সোতাপন্ন**।

খীণপএ্এ (বিণ) যাহার প্রজ্ঞা বা জ্ঞান নাই। = **খীণমেধ**।

খীণপুনভব (বিণ) যাঁহার পুনর্বার জন্মগ্রহণের অবস্থা ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসমূহের মধ্যে যাঁহার পুনর্বার জন্মগ্রহণের হেতুসমূহ বা আসক্তিসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে, পুনর্জন্মরহিত। = **খীণাসব**।

খীণবীজ (বিণ) **ক্ষীণবীজ**, যাঁহার বীজ ক্ষীণ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাঁহার পুনরুৎপত্তির অথবা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই অর্থাৎ অর্হৎ, পুনর্জন্মের বীজরহিত, বীজহীন, যাঁহার পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার বীজ ধ্বংস বা নিঃশেষিত হইয়াছে। = **উচ্ছিন্ন বীজ**। ⇒ **বীজ** (১)।

খীণমচ্ছ (বিণ) মৎস্যহীন, যেই পুকুরে বা তরাগে মাছ নাই।

খীণমেধ (বিণ) ক্ষীণমেধ, যাহার জ্ঞানবুদ্ধি ক্ষীণ, যাহার মানসিক শক্তি বা বোধশক্তি দুর্বল অথবা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, হতবুদ্ধি হইয়াছে এমন, স্তম্ভিত বা অজ্ঞান হইয়াছে এমন। = **খীণপএ্এ**।

খীণব্যপ্পথ (ক্লী) (অর্হত-সম্বন্ধে) যাহা করিবার করা হইয়াছে আর কিছু করিবার বাকি নাই, যাহা কর্তব্য সম্পাদন করিবার তাহা সম্পাদন করা হইয়াছে আর কোন কর্তব্য সম্পাদন করিবার নাই। (তুলনীয়) **ব্যপ্পথি**। ⇒ **ব্যপ্পথ** (১)। (বিণ) পাপকথা কথনের উপায়বিহীন, পাপকথা বলিবার পথ যাঁহার নিকট ক্ষীণ বা নিঃশেষিত অথবা বিনষ্ট হইয়াছে, পাপকথা বলিবার উপায়হীন।

খীণসোত (বিণ) ক্ষীণস্রোত, স্রোতহীন অর্থাৎ জলশূন্য। (সূত্রনিপাত) **মচ্ছে অপ্পোদকে খীণসোতে**।

খীণাজাতি (বিণ) পুনর্জন্মরহিত, যাঁহার পুনর্জন্ম ক্ষয় পাইয়াছে বা বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবেন না। **খীণজাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিযং কতং করণীযং না পরং ইত্থত্তায**—পুনর্জন্ম ক্ষয় পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য পালন করা হইয়াছে এবং এই সংসারে আর কোন করণীয় কর্তব্য নাই অর্থাৎ অর্হদ্ধফল লাভ হইয়াছে। ⇒ **খীণ**।

খীণাসব (বিণ) ক্ষীণাসব, আসক্তিরহিত, যাঁহার আসক্তি ও অনুরাগসমূহ ক্ষীণ বা নিঃশেষিত হইয়াছে, যাঁহার মানসিক বন্ধসংস্কার বা আবেশ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি সর্বতৃষ্ণা মুক্তি আসক্তিহীন, যিনি মনের "বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান"—এই চতুর্বিধ অবস্থামুক্ত অথবা চতুর্বিধ অবস্থা হইতে বিশেষরূপে মুক্ত, রাগ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত। ⇒ **আসব** (৪)। (বিনয় বর্ণনায়) **অরহন্ত**। = **অরহন্তো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বৌদ্ধসংস্কৃতে—ক্ষীণাস্রব। দীর্ঘনিকায় বর্ণনায় সপ্তবিধ "**খীণাসবা (খীণাসব বলানি)**"। পটিসম্ভিদামার্গে "**খীণাসবা**" দশবিধ। বিশুদ্ধিমার্গের যেখানে "**খীণাসবা** আকাশপথে গমন করেন" আছে সেই স্থানের বিষয় তুলনীয়। = **খীণপুনভব**। (পুং) রাগ-দ্বেষ-মোহমুক্ত পুরুষ, মুক্ত পুরুষ, অর্হৎ।

খীণাসবা (বিণ, স্ত্রী) আসক্তিহীন, যাঁহার আসক্তিসমূহ বা রিপুসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে। ⇒ **খীণ**।

খীয (বিণ) ক্ষীণ, নিঃশেষিত, ব্যয়িত, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত, কৃশ, জীর্ণ, দুর্বল, শীর্ণ, সূক্ষ্ম। (বিনয়) **খীযধম্মং আপজ্জতি**—মানসিক অবসাদ অবস্থায় পতিত হওয়া, মানসিক উদ্যমহীনতায় পতিত হওয়া।

খীযতি (ক্রি) [√খী+য] ক্ষয় হওয়া, নিঃশেষিত হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, অবসাদগ্রস্ত হওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া, উচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, ন্যূন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, ক্ষীণ হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিষণ্ন হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, কিছু হইতে পড়িয়া যাওয়া, নষ্ট হওয়া, রাজদ্রোহী হওয়া, স্বধর্মত্যাগী হওয়া, পাপে পতিত হওয়া। (জাতক) **খীযতি ধন**—ধন ক্ষয় হওয়া। (পটিসম্ভিদামার্গ) **আসবা খীযন্তি**। (বি-ভা) **উজ্ঝাযতি খীযতি বিপাচেতি**—উত্তপ্ত বা বিরক্ত হওয়া, উত্ত্যক্ত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, অপরাধ গ্রহণ করা বা দোষ দেওয়া। ⇒ **উজ্ঝাযতি**। (অতীত) **খীযি**। (অ-বিণ) **খীণ; (⇒ খায, খীযনক)**। (ব-বিণ) **খীযমান**। (ভ-বিণ) **খীযিতব্ব**। (ক্রি-বি) **খীযিত্বা**।

খীযনক (বিণ) = **খীয**। ⇒ **খীয**। (যৌগিকে) **খীযনক পাচিত্তিয**—প্রাপ্ত দোষ, প্রাপ্ত (প্রায়শ্চিত্তকারী) অপরাধ (বিধিসঙ্গত অবস্থা বর্ণনায়—"প্রদত্ত সম্মতি হইতে পড়িয়া যাওয়া অথবা প্রদত্ত সম্মতি ভঙ্গ করা")। ⇒ **খীয**।

খীযনক পাচিত্তিয ⇒ **খীযনক**।

খীর (ক্লী) ক্ষীর, দুগ্ধ, দুধ, পাক করা দুধ, জ্বাল দেওয়া গরম দুধ, নির্যাস, দুগ্ধপূর্ণ জলীয় পদার্থ, দুগ্ধপূর্ণ রস। (সাদৃশ্যযুক্ত শব্দ) **দধি, নবনীত, সপ্পি, সপ্পিমণ্ড**। "**দধি**" ইত্যাদি "**কবলিঙ্কারো আহারো**" অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খাদ্যের একটি উপাদান (ধম্মসঙ্গণী)। (জাতক) **মাতুখীর**—মায়ের দুধ; = **সেহ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিরুদক খীর**--জল ছাড়া ক্ষীর। **দুদ্ধ খীর**—দোহন করা ক্ষীর। ⇒ **পঞ্চগোরস**।

খীরগন্ধ—দুধের গন্ধ।

খীরঘট—দুধের ঘট বা পাত্র।

খীরদাযিকা—যে স্ত্রীলোক ক্ষীর দান করে। ⇒ **দাযিকা**।

খীরনিকা (স্ত্রী) যে গাভী দুধ দেয়, ক্ষীর ধেনু, দুগ্ধ প্রদানকারিণী গাভী।

খীরপক (বিণ) পানীয় দুগ্ধ, চুষিয়া চুষিয়া পান করিবার দুধ, স্তন বা বোতল হইতে চুষিয়া পান করিবার দুধ, (গোবৎসের) দুধচোষণ। (ধর্মপদ) **বচ্ছো মাতরি খীরপক**।

খীরপন্নি (পুং) একজাতীয় বৃক্ষ যে বৃক্ষের পাতায় ক্ষীর থাকে (গোঁদফুলের গাছ, কলিক বা স্বর্ণকোটি ফুলের গাছ?)।

খীরপান—দুগ্ধপান। (তুলনীয়) **খীরপক**।

খীরমত্ত (বিণ) দুগ্ধ পান করাইয়াছে এমন, (যে শিশুকে) দুধ পান করাইয়াছে।

খীরমূল—ক্ষীরের মূল্য, দুধের দাম, মূল্য বা টাকা দিয়া যে দুধ ক্রয় করা হয়।

খীরবচ্ছ—দুগ্ধপায়ী শিশু বা বৎস, দুগ্ধপায়ী শাবক।

খীরসামিন—ক্ষীরের মালিক, দুধের মালিক, দুধওয়ালা। (বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের বর্ণনায়) **খীরসামিন ধীরসামিন**।

খীরোদক (ক্লী) দুধের জল, (সাহিত্যে) দুধ এবং জল। চরিত্রে সাদৃশ্যযুক্ত অর্থে "**সমগ্গা পরিসা**" এর পরিবর্তে "**খীরোদীভূতা**"—দুধ আর জল মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় সমতানে জন সমবায় অর্থাৎ দুধ আর জল সংমিশ্রণের ন্যায় সমবেত জনতা এক কণ্ঠে একই কথা বলে।

খীরোদন (ক্লী) দুধভাত, দুধে পক্ব অন্ন, ক্ষীরান্ন।

খীরোদীভূতা (বিণ, স্ত্রী) দুধ আর জল মিশ্রিত হওয়ার ন্যায়। ⇒ **খীরোদক**।

খীল (পুং) (সংস্কৃত—কীল, খিল) গোঁজ, খোঁটা, খুঁটি, খীল, কাষ্ঠদণ্ড, স্তম্ভ, থাম, সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ড, অর্গল, বল্টু, হুড়কা, হাত পাদের আড়ষ্টভাব। ⇒ **খিল**। (বিনয়) **খীলং নিখনিত্বা**—থামের গোড়া খনন করিয়া অথবা থাম স্থাপন করিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **খীল বা থম্ভ বা**; ("**সতি**" বর্ণনায়) **দঢ়খীল**—দৃঢ় খুঁটি।

খীলক (বিণ) (বাধাবিঘ্ন স্বরূপ) গোঁজ অথবা কাটাগাছের গোড়া আছে এমন, খিল বা অর্গল দেওয়া আছে এমন।

খীলটঠাযি-ঠিত (বিণ) (দুর্দান্ত অশ্ব-সম্বন্ধে) স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে এমন।

খীলন = **খীলন**। ⇒ **খীলন**।

খীলন—অবজ্ঞা, উপহাস, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, ঘৃণার পাত্র।

খীলেতি (ক্রি) অবজ্ঞা করা, হেয় জ্ঞান করা, ঘৃণা করা, উপহাস করা, বিদ্রূপ করা। (যৌগিকে) **হীলিত খীলিত গরহিত** (এই শব্দ হয় অতীত কৃদন্ত বিশেষণ)। (তুলনীয়) **খীলন**।

খু—এই শব্দটি অন্য শব্দের সহিত প্রয়োজিত শব্দ, যেমন **ইঙ্ঘালখু**—অস্সার। ⇒ **ইঙ্ঘাল**, **ইঙ্ঘালখু**।

খুংসনবচন = **বমহন বচন**। ⇒ **বমহনবচন**।

খুংসনা (ক্লী) = **বম্ভন**। ⇒ **বম্ভন**।

খুংসেতি (**অক্কোসনে** ক্রিয়া) ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, অভিশাপ দেওয়া, গালি দেওয়া, অভিশাপ হইয়া দাড়ান, ক্রোধান্বিত হওয়া, আক্রোশ করা, রাগ করা, দ্বেষ করা, ঘৃণা করা। = **ঘট্টেতি**। (অ-বিণ) **খুংসিত**।

খুজ্জ (বিণ) ১ কুব্জ, কুঁজো, পৃষ্ঠে কুঁজবিশিষ্ট। (জাতক) **খুজ্জ পীঠসপ্পী**। (যৌগিকে) **খুজ্জবামন; খুজ্জকিরাত** (দীর্ঘনিকায়)। ২ ক্ষুদ্র, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ। **খুজ্জরাজা**—অধস্তন রাজা, ছোট রাজা।

খুজ্জরাজা (পুং) ⇒ **খুজ্জ** (২)।

খুজ্জা (স্ত্রী) নীচজাতীয় স্ত্রীলোক, শ্রেণীগত নাম। ⇒ **বেলামিক**। (বিণ) = **খুজ্জ**। ⇒ **খুজ্জ** (১)।

খুণ্ডলি ১ (অতীত ক্রিয়া) **উক্কণ্হি**। ⇒ **উক্কণ্হি**। ২ (পাঠে) **উক্কণ্ঠি**। ⇒ **উক্কণ্ঠতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মা খুণ্ডলি**।

খুদা (স্ত্রী) ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা, লালসা, ইচ্ছা, বলবতী স্পৃহা। (সূত্রনিপাত) **খুদা পিপাসা**। **খুদা বুচ্চতি ছাতকো**।= **জিঘচ্ছা; খুদা তণ্হা** (পেতবত্থু)। (যৌগিকে) **খুদা-পিপাসা**, **খুপ্পিপাসা**। ⇒ **খুপ্পিপাসা**।

খুদাপরেত (বিণ) ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধায় পীড়িত। ⇒ **পরেত**।

খুদা-পিপাসা (স্ত্রী) ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। = **খপ্পিপাসা**। ⇒ **খুদা, পিপাসা** (১)।

খুদ্দ (বিণ) ক্ষুদ্র, ছোট, নীচ, অধম, অল্প, যাহার ধন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই, অপ্রশস্ত, অদীর্ঘ, অবিস্তৃত, অনুচ্চ, ক্রূর, কৃপণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, গৌণ, নিম্নতর, অনর্থক, তুচ্ছ, নিম্ন, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র। (সূত্রনিপাত) **ন খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি**—সামান্য কিছুও আচরণ করিবে না। = **লামকং** (খুদ্দকনিকায় অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **খুদ্দ চ বালং**। (বিপ) **বল** (মৃগ সম্বন্ধে—বিমানবত্থু); **বলবসেন নিহীনা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (ক্লী) একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকা কর্তৃক নির্মিত ক্ষুদ্র মৌচাক অথবা আহরিত মধু।

খুদ্দক (বিণ) ক্ষুদ্র, ছোট। = **খুদ্দ**। (যৌগিকে) **খুদ্দক-মজ্‌ঝিম-মহা** (বিশুদ্ধিমার্গ)। বিনয়গ্রন্থের প্রজ্ঞপ্তি দেশনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগগুলির নামও "**খুদ্দক**"। (সূত্রনিপাত) **চতুপ্পদে খুদ্দকে চ মহল্লকে**। (পুং) ক্ষুদ্র

জীব বা বস্তু। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মাতা খুদ্দকসস**। **খুদ্দক গচ্ছবন**—ছোট গুল্মবন।

খুদ্দকনদী—ছোট নদী, ক্ষুদ্র নদী। = **কুন্নদী**।

খুদ্দকনিকায—সূত্রপিটকের অন্তর্গত পঞ্চনিকায়ের মধ্যে একটি নিকায়গ্রন্থের নামবিশেষ। আবার "**খুদ্দকনিকায**"-এর অন্তর্গত ১৫টি গ্রন্থ আছে, যথা—**খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিযাপিটক**। "**খুদ্দকনিকায**" গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহ অন্য চারিটি নিকায়গ্রন্থ হইতে সহজ ও সংক্ষেপের নিমিত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে।

খুদ্দক পলিবোধ—সাধারণ বাধা বা বিঘ্ন। ⇒ **পলিবোধ**।

খুদ্দকপাঠ—"**খুদ্দকনিকায**" গ্রন্থের ১৫টি বহির মধ্যে প্রথমটির নাম "**খুদ্দকপাঠ**"। ⇒ **খুদ্দকনিকায**।

খুদ্দকপ্প (বিণ) [খুদ্দক+অপ্প] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অল্প কিছু। (জাতক গাথা) **ফলানি খুদ্দকপ্পানি**—ছোট ছোট যে অল্প কিছু ফল আছে।

খুদ্দকমঞ্চক—ক্ষুদ্র অথবা নীচ শয়নাসন বা শয্যা।

খুদ্দকরাজা—ছোট রাজা বা অধস্তন রাজা। (জাতক) **খুদ্দক রাজা মহারাজা**। (তুলনীয়) **খুজ্জ, কুট্ঠ**।

খুদ্দকবগ্গুলী (স্ত্রী) ছোট ছোট গায়কপক্ষী।

খুদ্দকবত্থুক (বিণ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বা বস্তুর বিভাগ সম্বন্ধীয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশভুক্ত।

খুদ্দদেস—ছোট দেশ। **খুদ্দদেস-ইস্সর**—ছোট দেশের বা জিলার শাসন কর্তা।

খুদ্দা (স্ত্রী) একপ্রকার ছোট ছোট মক্ষিকা বা মধুমক্ষিকা।

খুদ্দানুখুদ্দক (বিণ) [খুদ্দ+অনুখুদ্দক] ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র, সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রবিষয়ক, ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র (কর্তব্য অথবা শিক্ষাপদ)। (বিনয়) **খুদ্দানুখুদ্দকানি সিক্খাপদানি**—শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রদ বা বিধিনিয়ম সমূহ। ⇒ **অনুখুদ্দক**।

খুদ্দাববকাস—স্বল্প অবকাশ। ⇒ **অখুদ্দাববকাস**।

খুদ্দিকা পীতি (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকা প্রীতি, কিঞ্চিৎ প্রীতি বা আনন্দ অনুভব, বিশেষ মনোযোগ দ্বারা সাধারণ বা সামান্য উপলব্ধি। ⇒ **পীতি**।

খুপিত (বিণ) হাঁচি দিয়াছে এমন। ⇒ **খিপতি**।

খুপ্পিপাসা (স্ত্রী) ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। (মধ্যম নিকায়) **খুপ্পিপাসায মীযমানো**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় ম্রিয়মান। (সূত্রনিপাতে ইহা ব্যক্তি হিসাবে মার সৈন্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; = **বিসেনিকত্তা**—সৈন্যহীন করিয়া। = **খুদা-পিপাসা**।

খুপ্পিপাসুপগত (বিণ) [খুপ্পিপাসা+উপগত] ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে এমন।

খুভ—কম্পন, চঞ্চল, আলোড়ন। **খুভ = সঞ্চলনে**।

খুভতি (ক্রি) [√খুভ+অ] আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, কম্পিত হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ক্ষুব্ধ হওয়া, আলোড়িত হওয়া। ⇒ **সঙ্খোভ, খোভ**। (অতীত) **খুভি**। (অ-বিণ) **খুভিত**।

খুভিত (বিণ) আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, বিক্ষোভিত, কম্পিত, ক্ষুভিত, বিচলিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষোভপ্রাপ্ত, ব্যাকুল, গ্রস্ত, মথিত, সংরুদ্ধ, ত্রস্ত, দুঃখিত। ⇒ **খুভতি**।

খুর (ক্লী) ১ পশ্বাদির পায়ের ক্ষুর, ক্ষুরবিশিষ্ট পশু। (ঘোড়া-সম্বন্ধে) **তুরগানং খুরনিপাত**—ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের খট্ খট্ শব্দ। ২ ক্ষুর, কামাইবার অস্ত্রবিশেষ। **তিণ্হ খুর**—ধারালো ক্ষুর, কামাইবার তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত অস্ত্র।

খুরকবাত (পুং) ক্ষুর দ্বারা কর্তন করার ন্যায় শরীরভ্যন্তরে যে সঞ্চিত বায়ু বিদ্ধ করিতে থাকে। ⇒ **বাত**।

খুরকোস (পুং) ক্ষুরের খাপ, ক্ষুরের আবরণ, ক্ষুর রাখিবার বাক্স বা আধার। ⇒ **কোস** (২)।

খুরগ্গ (ক্লী) [খুর+অগ্গ] ক্ষুরের অগ্রভাগ, মাথার চাঁদি (বা মাঝখানটা) কামানো কোঠা বা স্থান।

খুরচক্ক (ক্লী) ক্ষুরচক্র, ক্ষুরের ন্যায় ধারাল চক্র, ক্ষুরধার সদৃশ চাকা, ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ঘূর্ণায়মান অস্ত্র। ⇒ **চক্ক** (৪)।

খুরধার (পুং) ১ ক্ষুরধার, ক্ষুরের ধার। ২ ক্ষুরের বাঁট বা হাতল অথবা ক্ষুর রাখিবার কোষ বা বাক্স। (সূত্রনিপাত) **ক্ষুরধারূপম**। (বিণ) ক্ষুরের মতো ধারাল, অত্যুগ্র, ক্ষুরের ন্যায় ধারা বা স্রোত প্রবাহিত (ইহা বৈতরণী নদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যাহার জলধারাসমূহ সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়)। (সূত্রনিপাত) **খুরধার তিণ্হধার**।

খুরধারা (স্ত্রী) ক্ষুরের ফলক বা পত্র, ক্ষুরের ধার। ⇒ **ধারা** (২)।

খুরনাস (বিণ) যাহার নাক ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ, যাহার নাসাগ্র তীক্ষ্ণ ক্ষুর সদৃশ।

খুর পরিযন্ত—ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের ন্যায় চাকতি বা বস্তুর উপরিভাগ, কসাইয়ের বা মাংসবিক্রেতার ছুরি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খুর-নেমি খুর-সদিস-পরিযন্ত**। (তুলনীয়) **খুরচক্ক**।

খুরপ্প (পুং) এক প্রকার শর, তীর, শর, ধনুর শর, এক প্রকার তীর বা বাণ।

খুরভণ্ড (ক্লী) ক্ষুরভাণ্ড, ক্ষুর রাখিবার আধার বা বাক্স, নাপিতের ক্ষুর ইত্যাদি যন্ত্র, নাপিতের সাজ-সরঞ্জাম বা সজ্জাসামগ্রী। যেমন—**খুর, খুর-সিলা, খুর-সিপাটিকা, নমতক** (বিনয়)।

খুরমাল (পুং) এক মহাসমুদ্রের নামবিশেষ। (জাতক) **খুরমাল সমুদ্দ**।

খুরমালী (স্ত্রী) = **খুরমাল**। ⇒ **খুরমাল**।

খুরমুণ্ড (বিণ) ক্ষুর দ্বারা যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) **খুরমুণ্ডং করোতি**—ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করা হইতেছে।

খুরসিপাটিকা (স্ত্রী) ১ ক্ষুরের খাপ, ক্ষুর রাখিবার আধার বা বাক্স। ২ ভেজেলিন, আঠার বা গামের সহিত একপ্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৈরি মলম যাহা ক্ষুরে লাগাইলে মরিচা ধরে না (বিনয়)। ⇒ **সিপাটিকা** (২)।

খুরসিলা (স্ত্রী) শাণপাথর, ক্ষুরে ধার দেওয়ার পাথর।

খেট (ক্লী) ঢাল, বর্ম, কুলচিহ্ন, আশ্রয়, রক্ষা, রক্ষাকর্তা। = **কীট**। ⇒ **কীট** (২)।

খেটক (ক্লী) ঢাল, বর্ম, যুদ্ধে আত্মরক্ষার বর্ম। = **খেট**।

খেটকফলক—অসি-চর্ম, ঢাল-তলোয়ার।

খেত্ত (ক্লী) ১ (সাহিত্যে) ক্ষেত্র, ভূমি, ক্ষেত, শস্যভূমি, স্থান, সভা, বৈঠক, মাঠ, যুদ্ধক্ষেত্র, মেষাদি রাশি, ইন্দ্রিয়, মন, শরীর, পত্নী, তীর্থস্থান, ভূমিখণ্ড, খেত, জমি, উপযোগী স্থান, যে স্থানে কিছু উৎপন্ন হয় বা উৎপন্ন করা হয়, কর্ষণযোগ্য ভূমি, অবস্থান, (বাড়ির) অবস্থিতি, সংস্থিতি। (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **খিত্তং বুত্তং বীজং তাযতি তি খেত্তং**। (সংযুক্ত নিকায়) **বীজং খেত্তে বিরূহতি; "খেত্ত"** ত্রিবিধ, যথা—**অগ্গখেত্ত, মজ্ঝিমখেত্ত, হীনখেত্ত**। (জাতক) **সালি-যবখেত্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **খেত্তে বীজং রোপিতং**। (**"খত্তিয"** শব্দের বর্ণনায়) **খেত্তানং পতী'তি খত্তিয** (দীর্ঘনিকায়)। (**"খেত্ত"** শব্দের একই অর্থে) **বত্থু**—মাঠ, ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র, জমার জমি, জোতের জমি, ভূসম্পত্তি; এবং ইহাতে বাণিজ্যের সওদাকে সূচিত করে (দীর্ঘনিকায়); (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **খেত্ত নাম যস্মিং পুব্বণ্ণং রূহতি, বত্থু নাম যস্মিং অপরণ্ণং রূহতি** অর্থাৎ **"খেত্ত"** বা ক্ষেত্র অর্থে যেখানে প্রথমে শস্য উৎপন্ন হয় আর **"বত্থু"** বা বস্তু অর্থে ক্ষেত্রজাত ফল। পুনশ্চ একই শব্দে **"খেত্ত"** বর্ণনায়—**সালিখেত্ত, বীহিখেত্ত, মুগ্গখেত্ত, মাসখেত্ত, যবখেত্ত, গোধূমখেত্ত, তিলখেত্ত** ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভাগ করা হইয়াছে, ইহাকেই বলা হয় **"পুব্বণ্ণানি"**; আর **"বত্থু"** বর্ণনায়—**ঘরখেত্ত, কোট্ঠকখেত্ত, পুরখেত্ত, পচ্ছাখেত্ত, আরামখেত্ত, বিহারখেত্ত** (**"অণ্ণ"** সম্বন্ধীয় সম্পর্ক ব্যতীত—সংযুক্ত নিকায়)। সূত্রনিপাতে পার্থিব অধিকারের ধন-সম্বন্ধে বর্ণনায়: **হিরঞ্ঞবত্থু, সুবণ্ণবত্থু, লেপবত্থু, গহট্ঠবত্থু**। ২ (চরিত্রে—কর্ম সম্বন্ধে) পুণ্যভূমি, সিদ্ধভূমি, পুণ্যক্ষেত্র, যে স্থানে পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করা হয় (অর্থাৎ যে স্থান পুণ্যকার্যের জন্য উর্বর বলিয়া পরিগণিত এবং যাহাতে দাতা বা পুণ্যকার্যকারীর সুফল লাভ হয়)। **দক্খিণেয্য খেত্ত, পুঞ্ঞক্খেত্ত** (সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গে বর্ণনা দ্রষ্টব্য; এখানে **খেত্ত = বিরাহনট্ঠান**), ⇒ **ব্রহ্মখেত্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মং, খেত্তং, বিঞ্ঞাণং বীজং**।

খেত্তকম্ম (ক্লী) ক্ষেত্রের কর্ম, ক্ষেত্রের কার্য, খেতের কাজ।

খেত্তকম্মন্ত (ক্লী) = **খেত্তকম্ম**। ⇒ **খেত্তকম্ম, কম্মন্ত** (১)।

খেত্তকোটি (স্ত্রী) ক্ষেত্রের প্রান্ত বা শেষ ভাগ, মাঠের বা জমির অগ্রভাগ। ⇒ **কোটি**।

খেত্তগত (বিণ) ক্ষেত্রে বা মাঠে গিয়াছে এমন, **"পুঞ্ঞকম্ম"** বা পুণ্য কার্য-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পুণ্যক্ষেত্রে সৎকার্য সম্পাদন করা হয় এরূপ।

খেত্তগোপক (পুং) ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্যকারী লোক, ক্ষেত্রের বিষয়ে যে ব্যক্তি দেখা শুনা করে, ক্ষেত্রের প্রহরী, ক্ষেতের তত্ত্বাবধায়ক, ক্ষেত্রের অভিভাবক।

খেত্তগ্গং [খত্ত+অগ্গং] ক্ষেত্রে উৎপন্ন প্রথম বস্তু, ক্ষেতে ধান্যাদি শস্যের যখন ক্ষীর হয় সেই বস্তু দ্বারা প্রথমে যে দান দেওয়া হয় উহা অগ্রবস্তু। ⇒ **পঞ্চগ্গং**।

খেত্তচয—ক্ষেত্র সংগ্রহকারক। ⇒ **চয**।

খেত্তজ (বিণ) ক্ষেত্রজ, ক্ষেত হইতে উৎপন্ন; (মানুষ-সম্বন্ধে) কোন বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামীর ঔরসজাত ছেলেমেয়ে উৎপন্ন না হইলে স্বামীর অনুমতি অনুসারে পরপুরুষের সহবাসে গর্ভবতী হইয়া ছেলেমেয়ে উৎপন্ন হইলে সেই ছেলেমেয়েকে ক্ষেত্রজ বলিয়া কথিত হয় (যেমন মহাভারতে উল্লিখিত পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চপাণ্ডব বিভিন্ন জনের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া কুন্তীপতি পাণ্ডুর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র), চতুর্বিধ ছেলেমেয়ের মধ্যে এক প্রকার পুত্রকন্যা। চতুর্বিধ ছেলেমেয়ে বা পুত্রকন্যা, যথা—ঔরসজ, ক্ষেত্রজ, পালিত বা ধর্মসম্মত, জারজ।

খেত্তজপুত্ত—ক্ষেত্রজপুত্র (অর্থাৎ যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সহিত সহবাস করিয়া পুত্রসন্তান উৎপন্ন করে সেই পুত্রসন্তান সেই স্ত্রীলোকের স্বামীর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র)। ⇒ **খেত্তজ, দিন্নক, অত্রজ, পুত্ত** (১)।

খেত্তজিন (বিণ, পুং) মাঠ বা ক্ষেতের অধিকার হইতে অনতিক্রান্ত (ব্যক্তি), যে ব্যক্তি ক্ষেতের অধিকার ভোগ করে, যে ব্যক্তি ক্ষেতের ভোগ দখল করে।

খেত্তদোস (পুং) ক্ষেত্রদোষ, ক্ষেতের ক্ষয় বা ক্ষতি, ক্ষেত্রজাত উদ্ভিদের রোগবিশেষ। ⇒ **দাস**।

খেত্তপাল (পুং) ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্ররক্ষক, যে ব্যক্তি মাঠ বা ক্ষেত রক্ষা করে।

খেত্তমহন্ততা (স্ত্রী) পুণ্যক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠতা বা প্রধান্যতা।

খেত্তরক্খক (বিণ, পুং) ক্ষেত্ররক্ষক, ক্ষেত্ররক্ষাকারী, মাঠ বা ক্ষেতের তত্ত্বাবধায়ক।

খেত্তবত্থু (ক্লী) ১ ক্ষেত্র এবং বস্তুর অধিকার, ক্ষেত বা মাঠ এবং বস্তুর অধিকার ভোগ। ২ ক্ষেত্রজাত বস্তু, কর্ষণযোগ্য জমি, খেতে উৎপন্ন দ্রব্য, ক্ষেত্রবস্তু। ⇒ **খেত্ত, বত্থু** (১, ৬)।

খেত্তবুত্ত (বিণ) ক্ষেত্রে বপিত, ক্ষেতে বপন করা হইয়াছে এমন। ⇒ **বুত্ত** (২)।

খেত্তসম্পত্তি (স্ত্রী) ১ ক্ষেত্রসম্পত্তি, মাঠ বা ক্ষেত্ররূপ সম্পত্তি। ২ দানের গ্রহীতারূপ ক্ষেত্রসম্পত্তি, যে ব্যক্তিকে গ্রহীতারূপে দান দেওয়া হয়, পুণ্যক্ষেত্রের কৃতকার্যপূর্ণ লাভ বা প্রাপ্তি অথবা সাধনাসিদ্ধি, পুণ্যক্ষেত্রের সম্পত্তি বা পুণ্যসম্পত্তি। ⇒ **দক্খিণেয্য সম্পত্তি**। বিমানবত্থু অর্থকথায় ত্রিবিধ সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ত্রিবিধ সম্পত্তি, যথা—**খেত্তসম্পত্তি, চিত্তসম্পত্তি, পযোগসম্পত্তি**।

খেত্তসামিক (পুং) মাঠ বা ক্ষেতের মালিক।

খেত্তসোধন (কর্মিত হইবার পূর্বে) মাঠ বা ক্ষেত্র পরিষ্কার করার কার্য, বনের মধ্যে বা অনাবাদি জমি কৃষিকার্যের জন্য পরিষ্কার করণ, কর্ষণের জমি শেধান করণ।

খেত্তাজবী (পুং) কৃষক, চাষা, কৃষি-ব্যবসায়ী, জোতদার, জমা-জমির পাট্টাদার।

খেত্তূপম (বিণ) [খেত্ত+উপম] ক্ষেত্রোপম, ক্ষেত্রোপমেয়, ক্ষেত্রসদৃশ, (ফলপূর্ণ) ক্ষেতের ন্যায়, (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) অর্হন্ত।

খেদ (পুং) খেদ, আক্ষেপ, দুঃখ, শ্রম, অবসন্নতা, শ্রান্তি, অনুতাপ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুর্দশা, দারিদ্র্য, শরীরিক বা মানসিক ক্লেশ এবং উহার কারণ। (বিণ) ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন, অনুতপ্ত, দুঃখিত।

খেদতি (ক্রি) খেদ করা, আক্ষেপ করা, পরিশ্রম করা, দুঃখ করা। ⇒ **খেদ**।

খেপ (পুং) ১ ক্ষেপ, বিন্যাস, নিক্ষেপ, পাত, ত্যাগ, গর্ব, নিন্দা, বিলম্ব; যাপন, প্রেরণ, চালন, লঙ্ঘন, লেপন, অবহেলা, বঞ্চনা, ক্ষেপণ, পাশাক্ষেপণ, অক্ষনিক্ষেপ, পাল্লা, যতদূর পর্যন্ত কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রবল উদ্যম, ছাঁচ, ছাঁচে ঢালা, (মনের) অপচয় বা বিস্মরণ। (ধর্মপদ) **চিত্তক্খেপ**। (তুলনীয়) **বিক্খেপ, সঙ্খেপ**। ২ (দেশজ শব্দ) বার, দফা, ক্ষেপ, স্থানান্তরে গিয়া ব্যবসায় করা।

খেপন (ক্লী) ক্ষেপণ, নিক্ষেপ, অপসারণ, পরিত্যাগ, প্রেরণ, নিন্দা, যাপন, বিলম্ব, (সময়) কাটানো; নষ্টকরণ, কমানো, সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **আয়ুক্খেপন**।

খেপিত (বিণ) ধ্বংসকৃত, নষ্টকৃত, ভঙ্গকৃত, বধিত, নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এরূপ, সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন করিয়াছে এমন। ⇒ **খেপেতি**।

খেপিতত্ত (ক্লী) ধ্বংস অবস্থা, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিলেসবট্টস্সখেপিতত্ত**।

খেপেতি (ক্রি) [√খিপ+এ] সময় অথবা ধন নষ্ট করা, ধ্বংস বা নষ্ট হইবার কারণ হওয়া, কিছুতে ফেলিয়া রাখা, রাখিয়া দেওয়া, সন্নিবিষ্ট করা, নিবেশিত করা, দাখিল করা, (সময়) নষ্ট করা বা কাটানো। ⇒ **খেপন, খিপতি**। (জাতক) **দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা**—দীর্ঘসময় ক্ষেপণ বা অতীত করিয়া। (থেরীগাথা) **খেপেতি জাতিসংসারং = পরিযোসাপেতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বেনবুতি কপ্পে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আয়ুং খেপেহি**—(জীবনের অবশিষ্ট) আয়ু ক্ষেপণ করো অথবা যাপন করো। (অতীত) **খেপেসি**। (অ-বিণ) **খেপিত**। (ব-বিণ) **খেপেত্ত** (ক্রি-বি) **খেপেত্বা, খেপযিত্বান;** (পেতবত্থু) **খেপযিত্বান সংসারং**।

খেম (বিণ) (বৈদিক—ক্ষেম) মঙ্গলদায়ক, শুভকর, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, অক্ষুণ্ণ, শান্তিপূর্ণ, অক্ষতদেহ, শান্ত, সুস্থির, প্রশান্ত, ক্ষমাশীল, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত। সংযুক্ত নিকায়ে পরম শান্তিময় স্থানে বা নির্বাণ গমনের মার্গ-সম্বন্ধীয় শব্দ "**খেম**" = "**বাচা নিব্বানপত্তিয়া**" সম্পর্কীয় শব্দ "**খেম**" (সূত্রনিপাত)। (মধ্যম নিকায়) **বিবটং অমতদ্বারং খেমং নিব্বানপত্তিযা**—শান্তিপদ নির্বাণ লাভের জন্য অমরের দ্বার উন্মুক্ত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**এাণ**" সম্বন্ধীয় শব্দ "**খেম**"। = **অভয, নিরুপদ্দব** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। পেতবত্থুতে রাস্তা-সম্বন্ধীয় শব্দ "**খেম**" = **নিব্ভয** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ক্লী) কল্যাণ, মোক্ষ, মুক্তি, শরণ, আশ্রয়, ত্রাণ, রক্ষা, রক্ষাস্থান, আশ্রয়স্থান, নিরাপত্তার স্থান, রক্ষার স্থান, প্রশান্তি, শান্তি, শান্তির আগার, (বর্ণনায়) নির্বাণ। (সূত্রনিপাত) **খেম অবিবাদভূমি**। বিমানবত্থুতে বিশেষভাবে "**নিব্বান**" সম্বন্ধে বর্ণনায়—"**অমতং খেমং**" (**যোগ** শব্দও দেখ)। (অপাদান কারকে) **খেমতো; খেমতো তাণতো** ইত্যাদি।

খেমং অপ্পটিভযং—নির্বাণ। ⇒ **নিব্বান** (৩ঘ)।

খেমট্ঠান (ক্লী) ক্ষেমস্থান, নিরাপদ স্থান, আশ্রয়ের স্থান, রক্ষার স্থান, শান্তির আগার। = **নিব্বান**।

খেমট্ঠিত (বিণ) শান্তিময়, শান্ত, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, তৃপ্ত, নিরাপদ, পূর্ণ শান্তিতে স্থিত, নিরাপদে স্থিত, ক্ষমাশীল হইয়া স্থিত। ⇒ **ঠিত**।

খেমত্ত (বিণ) সান্ত্বনা প্রাপ্ত, যিনি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। (সংযুক্ত নিকায়) **খেমত্ত বিরত্ত = খেমীভূতং অস্সভাবং** (সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা)।

খেমদস্সিন (বিণ, পুং) যিনি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, নির্বাণ সাক্ষাৎকারী, নির্বাণ দর্শনকারী।

খেমন্ত—নিরাপত্তা, রক্ষা, শান্তি, সান্ত্বনা, ত্রাণ, মুক্তি, প্রশান্তি, আশ্রয়।

খেমপ্পত্ত (বিণ) প্রশান্তি বা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন। = **অভযপ্পত্ত বেসারজ্জপ্পত্ত** (মধ্যম নিকায়)।

খেমভূমি (স্ত্রী) শান্তিময় ভূমি, শান্তিরাজ্য, শান্তিময় দেশ, শান্তিময় অবস্থা, (বর্ণনায়) নির্বাণ।

খেমিন (বিণ) যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন। = **অভয** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।

খেমী = **খেমিন**। ⇒ **খেমিন**।

খেল = **খেল্‌**। ⇒ **খেল্‌, খেলনা, কেল্‌না**।

খেলমল্লক (পুং) পিকদানি, থু থু ফেলার ডাবর। = **খেল্‌মল্লক**।

খেলাকপ = **খেল্‌াকপ**। ⇒ **খেল্‌াকপ**।

খেলাসিক = **খেল্‌াসিক**। ⇒ **খেল্‌াসিক**।

খেল্‌ (পুং) লালা, থু থু, নিষ্ঠীবন, শ্লেষ্মা, কফ, ফেনা। (সূত্রনিপাত) **খেড় সিঙ্ঘানিকা**। (প্রেতগণের খাদ্য-সম্বন্ধে) **খেট মূত্রোপজীবিনী**; (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান শতকে) **খেটবদুৎস্রজ্যা**। = **নিঠ্ঠুভন** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **সিলেসুম**। (তুলনীয়) **উক্‌খেটিত**।

খেল্‌কিলিন্ন (বিণ) লোমকূপ হইতে নিঃসৃত ঘর্মে আর্দ্র, ঘর্মসিক্ত, ঘর্মে ক্ষরিত রসে ভিজা।

খেল্‌মল্লক = **খেলমল্লক**। ⇒ **খেলমল্লক**।

খেল্‌সিঙ্ঘানিকা (স্ত্রী) শ্লেষ্মা, কফ, ক্লেদ, আম। ⇒ **খেল্‌**।

খেল্‌াকপ = **খেল্‌াসিক**। ⇒ **খেল্‌াসিক**।

খেল্‌াকপবাদ = **খেল্‌াসিক বাদ**। ⇒ **খেল্‌াসিকবাদ**।

খেল্‌াসিক (বিণ) শ্লেষ্মা বা কফ ভক্ষণকারী (গালাগালি সম্বন্ধে)।

খেল্‌াসিকবাদ—শ্লেষ্মা বা কফ ভক্ষণকারী বলিয়া অথবা নাম দ্বারা কাহাকেও নিন্দা করা।

খো (অব্যয়, ক্রি-বিণ) (স্বীকার সূচক বা হাঁ অর্থে) বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, নাকি; বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, বস্তুত, প্রকৃতপক্ষেই, যথার্থত, বাস্তবিকই, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনা-সূচক শব্দ; (আখ্যায়িকায় বা আবৃত্তিতে) তদা, তৎকালে, তখন, তৎপরে, পরে, আর এক সময়ে, পুনরায়, অতএব, সেইজন্য, এরূপ স্থলে, অতঃপর, তাহা হইলে, তবে, কিন্তু, সুতরাং, এরূপ হইলে। (তুলনীয়) **কির**। প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বিষয়ে "**খো**" শব্দের অর্থ হয়:—তবে? তাহা হইলে? অতঃপর? তাই নাকি? এরূপ স্থলে? সম্ভবত? বোধ হয়? হইলেও হইতে পারে? যথার্থই? প্রকৃতই? বাস্তবিকই? (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা বর্ণনায়) **অধিকার'ন্তর-নিদস্‌স'নখে নিপাতো**। পেতবত্থু অর্থকথায় স্বীকারমূলক বা হাঁ অর্থে:—**অবধারণং**। "**খো**" শব্দের কতকগুলি ব্যবহার, যথা—(বিনয়) **অভব্বো খো**; (দীর্ঘনিকায়) **পসাদা খো**;(সর্বনাম পদের পর) **মযহং খো** (জাতক); (বিনয়) **এতে খো; ইদং খো**; (জাতক) **সো চ খো**; (মধ্যম নিকায়) **যো খো**; ("না" বুঝাইলে অর্থাৎ "না" শব্দের পরে) **ন খো**—নিশ্চয়ই নহে (জাতক); (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নো চ খ্বাস্‌স**; (জাতক) **মা খো**; ("পন" শব্দের সহিত প্রায়ই যৌগিকে) **ন সক্‌খা খো পন**—তাহা হইলে ইহা সম্ভব নহে কি? (জাতক); (জাতক) **অপিচ খোপন**; (দীর্ঘনিকায়) **সিয়া খোপন**; (অতীত ঘটনা বর্ণনায়) **অথ খো**—অনন্তর, অতঃপর নাকি; **তত্র খো; তাপি খো; অপিচ খো; এবং ভন্তে'তি খো**; (বিনয়) **এবং ব্যা খো**; (প্রশ্নবোধক হইলে বাক্যে "নু" শব্দও সংযোগ হয়, যথা—) **কিন নু খো?** (জাতক); (জাতক) **অত্থি নু খো? কহং নু খো**—কোথায় নাকি

খোদেতি (ক্রি) খোদন করা।

খোভ (পুং) ক্ষোভ, বাধা, ধর্ষণ, চাঞ্চল্য, চলন, বিলোড়ন, আঘাত, স্খলন, দুঃখ, উদ্বেগ, ধাক্কা, প্রচণ্ড আক্রমণ, ভয়ানক আক্রমণ, মনের আকস্মিক আবেগ, তড়িৎ স্পর্শজনিত স্নায়বিক ধাক্কা, স্নায়বিক বিক্ষোভ, আকস্মিক আক্রমণ, কম্পন, আকুলতা, আন্দোলন, বাদানুবাদ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **খোভং করোতি**—নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা। (বিশুদ্ধিমার্গ) **খোভকরণ**—নাড়া দিয়া তোলা, শিহরণ জাগা, আলোড়ন, উপদ্রব, গোলমাল, বিরক্তি। ⇒ **অক্‌খোব্‌ড**।

খোভকরণ ⇒ **খোভ**

খোভেতি (ক্রি) ক্ষোভ করা, চঞ্চল হওয়া, চলা, বিলোড়িত করা, কম্পিত হওয়া, আহত হওয়া, উদ্বেগ হওয়া, দুঃখ করা, স্খলিত হওয়া, স্খলন করা, ধর্ষণ করা, বাধা দেওয়া, বিক্ষুব্ধ করা। **ক্ষোভেতি নাবং**—নৌকাকে আলোড়িত বিলোড়িত করা।

খোম (বিণ) ক্ষৌম, শণসুতায় প্রস্তুত, ক্ষৌম সূত্র দ্বারা নির্মিত। (ক্লী) ১। প্রাসাদের উপরিভাগস্থ গৃহ, অট্টালিকা, দালানকোঠা। ২। ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশমি কাপড়, শণজ সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র, অন্তঃপরিচ্ছদ, ক্ষৌমবস্ত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ। (যৌগিকে) **খোম কপ্পাসিক** (বিনয়)। = **খোমযুগ**।

খোমকপ্পাসিক—ক্ষৌম এবং কার্পাস সুতা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র। ⇒**খোম**।

খোমদুস্‌স (ক্লী) ১। পট্টবস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, শণজ সুতা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, অন্তঃপরিচ্ছদ, ক্ষৌমবস্ত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ। ২। শাক্য রাজ্যের অন্তর্গত এক গ্রামের নাম। ⇒ **খোম**।

খোমপিলোতিকা (স্ত্রী) পট্টবস্ত্র, রেশমি বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র। =**খোমদুস্‌স** (১)। ⇒ **খোম**।

খোমযুগ = **খোমকপ্পাসিক**। ⇒ **খোমকপ্পাসিক**

খোমসুখুম (ক্লী) সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, সুন্দর বা উত্তম ক্ষৌমবস্ত্র। ⇒ **সুখুম, খোমপিলোতিকা**।

খ্বাস্‌স (খো+অস্‌স) বাস্তবিক তাহার প্রতি। এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**খ্বাস্‌স**" শব্দরূপে দৃষ্ট হয়।

খ্বাস্‌স = **খ্বস্‌স**। ⇒ **খস্‌স**।

গ

গ—ক বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন কণ্ঠজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল বা কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজ বর্ণ বলে। (বিণ) গামী, যে গমন করে। ইহা সমাসে অন্য পদের পরে প্রযুক্ত হয়, যথা—**অতিগ, অনুগ, অন্তলিক্‌খগ, উরগ, পারগ, মজ্‌ঝগ, সমীপগ, হৃত্থগ;** সেইরূপ "গু" শব্দরূপেও প্রযুক্ত হয়, যথা—**অদ্ধগু, অন্তগু, পট্‌ঠগু, পারগু, বেদগু।**

গগন (ক্লী) গগন, আকাশ। সাধারণত চন্দ্র সম্বন্ধে:—(জাতক) **গগনমজ্‌ঝে পুন্নচন্দো বিয; গগনতলে চন্দমণ্ডলং; চন্দো গগনমজ্‌ঝে ঠিতো;** (বিশুদ্ধিমার্গ) **চন্দো গগনে বিয সোভতি;** (ধর্মপদ অর্থকথা) **গগনতলে চন্দং বিয;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গগনতলে পুন্নচন্দ;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **গগনতলমগ্গ**—(চন্দ্রের) গমন পথ গগনতল। সূর্য সম্বন্ধে:—(সূত্রনিপাত) **সুরিযো আকাসে অন্তলিক্‌খে গগনপথে গচ্ছতি;** (বিশুদ্ধিমার্গ) **গগনতলাভিমুখং।**

গগনগামী (বিণ) গগনগামী, আকাশগামী, আকাশের মধ্য দিয়া উড়িয়া যায় এমন।

গগ্‌গর ১ (পুং) দধিমন্থন পাত্র, তরুণ পশু, গর্গর শব্দ, গর্জন, হুঙ্কার, গুরু গুরু ধ্বনি, চিৎকার, উচ্চশব্দ, জলাবর্ত, গাগরী, ঘূর্ণিজল, গাগর গাছ, আহ্লাদসূচক চিৎকার, আর্তনাদ। **২** (ক্লী) কুক্কুটী বা হংসীর ডাক, প্যাঁক প্যাঁক শব্দ, উচ্চ শব্দে হাসি, কর্কশ কথা, কাকের রব বা ডাক। ⇒ **গল।**

গগ্‌গরক—আবর্ত, ঘূর্ণিজল, পাক, প্রতিকূল স্রোত, ঘূর্ণিবায়ু, (কিন্তু Kern. Toev-এর মতে) এক প্রকার মৎস্য।

গগ্‌গরা (স্ত্রী) একটি হ্রদের নামবিশেষ।

গগ্‌গরায়তি (ক্রি) বেগে ঘোরা, জোরে পাক খাওয়া, পাক খাওয়ানো, আবর্তন করা, খুব বেগে ঘুরানো, গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা, (ষাঁড়ের) গর্জন করা, (গঙ্গার ঢেউয়ের গর্জন সম্বন্ধে) গর্জন করা। (তুলনীয়) **গল্‌গল্লায়তি।**

গগ্‌গরী (স্ত্রী) কামারের ভস্ত্রা, কামারের হাপর বা যাঁতা। = **কম্মার গগ্‌গরী।**

গগ্‌গলক = গগ্‌গরক। ⇒ **গগ্‌গরক।**

গঙ্গণ (ক্লী) ধ্বংস, বিনাশ।

গঙ্গা (স্ত্রী) গঙ্গানদী।

গঙ্গাতীর (ক্লী) গঙ্গানদীর তীর।

গঙ্গাদ্বার (ক্লী) গঙ্গানদীর মুখ বা মোহনা।

গঙ্গাধার (পুং) গঙ্গাধর, গঙ্গানদীর অববাহিকা।

গঙ্গাপার (ক্লী) গঙ্গাপার, গঙ্গানদীর অপর পার অথবা দূরবর্তী পার।

গঙ্গাসোত (পুং) গঙ্গাস্রোত, গঙ্গানদীর স্রোত, গঙ্গানদীর ধারা, গঙ্গানদীর জলস্রোত বা প্রবাহ, গঙ্গানদীর প্রচণ্ড বা প্রচুর প্রবাহ, গঙ্গানদীর খড়স্রোত।

গঙ্গেয্য (বিণ) গঙ্গানদী সম্বন্ধীয়, গঙ্গানদী সম্পর্কে বা সম্পর্কিত।

গচ্ছ (পুং) গাছড়া, গুল্ম, ছোট ছোট গাছ, উদ্ভিদ, ঝোপ, অকর্ষিত বনভূমি, প্রাচীন মদ্যবিক্রেতার চিহ্নস্বরূপ আইভি-নামক লতাগুল্ম। সাধারণত "**লতা**" (লতা), "**রুক্‌খ**" (গাছ) এর সহিত "**গচ্ছ**" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "**কচ্ছ**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

গচ্ছগুম্ব (পুং) ঝোপ, গুল্মপুঞ্জ, বৃক্ষাদির মধ্যস্থ ঝোপ, গুল্মাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গচ্ছপোথনট্‌ঠান।**

গচ্ছ তাব—তাহা হইলে যাও, যতদূর ইচ্ছা ততদূর গমন করো। ⇒ **তাব** (৩)।

গচ্ছ পোথনট্‌ঠান = গচ্ছগুম্ব। ⇒ **গচ্ছগুম্ব।**

গচ্ছমূল (ক্লী) গাছড়ার মূল, উদ্ভিদের মূল, গুল্মের মূল।

গচ্ছতি (ক্রি) [√গম+অ] গমন করা, যাওয়া, ঘটা, চলা, প্রস্থান করা, অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুত হওয়া, যন্ত্রের সাহায্যে চলা, রহিত হওয়া, দেহত্যাগ করা অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়া, কোন বিশেষ অবস্থার অধীন হওয়া, উপযোগী হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, কোনও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, নির্মূল হওয়া, চলিয়া যাওয়া, ছুটিয়া যাওয়া [(বিপ) থাকা বা আগমন করা "**আগচ্ছতি**"], বিক্রয় হওয়া, প্রচলিত হওয়া, অতিবাহিত হওয়া, স্থানান্তর করা বা স্থানান্তরে যাওয়া, চলাচল করা, নড়া বা নড়ানো, বিচলিত করা, উত্থাপন বা প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা; (লোক-সম্বন্ধে) হাঁটা, ভ্রমণ করা, বেড়ান, (অশ্ব-সম্বন্ধে) সবচেয়ে আস্তে চলা [(বিপ) **ধাবতি**—দৌড়া], পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করা, চালানো, হাঁটানো, গতিপথে চলা [(বিপ) **তিট্‌ঠতি**]; (করণ কারকের সহিত অথবা পরিবর্তে:—) কোথায়ও বা কোনদিকে) গমন করা, প্রবেশ পথ পাওয়া, পাইবার বা যাইবার অথবা ব্যবহার করিবার সুবিধা পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, যোগ পাওয়া, (কিছুতে বা লক্ষ্যস্থানে) পৌঁছা অথবা (ইচ্ছানুরূপ) ফল প্রাপ্ত হওয়া; (চরিত্রে) জানা, অভিজ্ঞতা লাভ করা, সাধন করা, কার্যে পরিণত করা, হৃদয়ঙ্গম করা, আদায় করা, লাভ করা; (যাওয়া যখন হওয়া অর্থে বর্ণিত হয় অর্থাৎ) নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা, অস্তিত্ব থাকা, ভালোমন্দ ঘটা, কোন অবস্থায় অবস্থিত

হওয়া। (অ-বিণ) **গত;** ⇒ **গ, গতি, গত্ত।** (ব-বিণ) **গচ্ছে, গচ্ছেয্য, গচ্ছন্তো, গচ্ছমান।** (ভ-বিণ) **গন্তব্ব।** (ক্রি-বি) **গচ্ছিত্বা, গন্ত্বা;** ⇒ **গন্তর।** (তুম্) **গচ্ছিতুং, গন্তুং।** ২ "**গম**" শব্দের বিষয় "**গমতি**" শব্দ দ্রষ্টব্য। ৩ "**গা**" শব্দে:—(অতীত) **অগা** (অতীত, প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **অগু;** ⇒ **অজ্ঝগু, অন্বগু।** (যৌগিকে) **গচ্ছতি তিট্ঠতি নিসীদতি সেয্যং কপ্পেতি**—গমন-দাঁড়ানো-উপবেশন-শয়ন করা অর্থাৎ চতুর্বিধ ইর্য্যাপথ, (বর্ণনায়) সর্বপ্রকার আচরণ। (জাতক) **এবং কালে গচ্ছন্তে**--সময় চলিয়া গেল অথবা কালক্ষেপণ হইল বলিয়া; = **এবং গচ্ছন্তে কালে** (পেতবত্থু অর্থকথা); = **গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে** (ধর্মপদ অর্থকথা)। **গচ্ছতি** = **পলেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বেমকোটি গন্ত্বা পহরি**—(তন্তুবায়ের) মাকু চলাচল করিয়া বা যাইয়া আঘাত করিল। **অগমাসি**—(সে) গিয়াছিল বা গেল (পেতবত্থু)। (সূত্রনিপাত) **যো মং ইচ্ছতি অন্বেতু যো ব ন ইচ্ছতি গচ্ছতু**—যে আমাকে চায় সে আসুক আর যে চায় না সে চলিয়া যাউক। (জাতক) **আগচ্ছন্তানঞ্চ গচ্ছন্তানঞ্চ পমাণং নত্থি**—আগমনে এবং গমনে কতবার আসা-যাওয়া হইয়াছে ইহার প্রমাণ বা অন্ত নাই অর্থাৎ অসংখ্যবার আগমন হইয়াছে এবং অসংখ্যবার গমন হইয়াছে। (জাতক) **গচ্ছাম**—চল আমরা যাই; **গচ্ছ দানি**—এখন চলিয়া যাও। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গচ্ছ রে মুণ্ডক।** (জাতক) গচ্ছাহি—তাহা হইলে চলিয়া যাও; **মা গমি**—চলিয়া যাইও না; (বহুবচনে) **মা গমিত্থ; গচ্ছন্তো**—পথে অথবা যায় এমন; **অগমংসু**—তাহারা চলিয়া গিয়াছিল বা গেল; **গন্তুকাম**—যাইবার জন্য ইচ্ছা করে বা চিন্তা করে এমন। **কত্থ গমিস্‌সসি**—কোথায় যাইতেছ? (বিপ) **অগচ্ছসি** (ধর্মপদ অর্থকথা); = **কহং গচ্ছিস্‌সথ?** (জাতক)। (সূত্রনিপাত) **কুহিং গমিস্‌সতি**—সে কোথায় যাইতেছে? করণ কারকের সহিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে:—(পেতবত্থু) **রাজগহং গমি**--সে রাজগৃহের দিকে গিয়াছিল। (জাতক) **দেবদহ-নগরং গন্তুং।** (দীর্ঘনিকায়) **গচ্ছামহং কুসিনারং**—আমি কুশীনগরের দিকে যাইব। (জাতক) **সুবন্নভূমিং গচ্ছন্তি**—তাহারা সুবর্ণভূমির দিকে যাইতে ইচ্ছা করে বা যাইতেছে; **মিগবং গচ্ছতি**—সে শিকার করিতে যায়; **জনপদং গমিস্‌সাম।** (ধর্মপদ) **পরদারং গচ্ছতি**—সে পরস্ত্রী গমন করে। ক্রিয়া বিশেষণের সহিত "**অত্থায**" অর্থাৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে:--(ধর্মপদ অর্থকথা) **সন্তিকং** (অথবা "**সন্তিকে**") **গচ্ছতি**—সে কাহারও নিকট যাইতেছে (সম্বন্ধপদে); **পিতু সন্তিকে গচ্ছাম।** (ধর্মপদ, জাতক) **দেবান সন্তিকে** (অথবা "**সন্তিকং**") **গচ্ছে।** (জাতক) **কত্থং তত্থ গমিস্‌সামি**—সেখানে আমি কিরূপে যাইব? **তত্থ অগমাসি**—সে তথায় গেল; **দুক্‌খানুভবনত্থায গচ্ছমানা**--দুঃখ পাইবার জন্য যাইতেছে এমন; **বোহারত্থায গচ্ছামি**—আমি কাজের জন্য বাহিরে যাইতেছি। চরিত্রে—(জাতক) **নিরয়ং গমিস্‌সতি**—সে নরকে যাইবে; **সগ্গং লোকং গমিস্‌সতি**—সে স্বর্গস্থানে গমন করিবে। (সূত্রনিপাত) **গচ্ছে পারমপারতো;** এইরূপে ভাবার্থে ভাষান্তর করা হইয়াছে, যেমন—**অধিগচ্ছতি ফুসতি সচ্ছিকরোতি**—অনুভব করা। কখন কখন দ্বিত্ব করণ কারকের সহিত:—(বিনয়) **ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি**—আমি ভগবানের শরণে বা আশ্রয়ে গমন করিতেছি অথবা আমি ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। এই বিশেষ ভাষাগুলিও তুলনীয়, যথা--**অত্থঙ্গচ্ছতি**--অস্ত যায় বা বাড়িতে যায়। **অন্তরা-গচ্ছতি**—দুইয়ের মধ্যে আসা। "**গতি**" অর্থে "**অস্তিত্ব**" অর্থাৎ **ক)** প্রাণীর অবস্থান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গণ্ডী বা পরিবেশ বুঝাইলে:--(বিনয়) **সুগতিং গমিস্‌সসি**—তুমি সুগতি অর্থাৎ স্বর্গলোকে গমন করিবে; (বিপ) **দুগ্‌গতিং গচ্ছন্তি** (ধর্মপদ)। (সূত্রনিপাত) **মগ্‌গং ন জানন্তি যেন গচ্ছন্তি সুব্বতা**—যে পথে গমন করিলে সুস্থানে পৌছা যায় তাহারা সেই পথ জানে না; **গমিস্‌সন্তি যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে**—যেখানে গেলে দুঃখভোগের জন্য অনুতাপ করিতে হয় না তাহারা সেখানে যাইবে। (সংযুক্ত নিকায়) **যঞ্চ করোতি তঞ্চ আদায গচ্ছতি**—যাহা (কর্ম) করা হয় তাহাই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। **খ)** "হওয়া" অর্থে "গমন" শব্দের ব্যবহার বুঝাইলে বিশেষ ভাষায়:—(জাতক) **নগরং পত্থরিত্বা গচ্ছেয্য**—নগরে বা শহরে বিস্তৃত বা প্রচার করিয়া যদি যায় অথবা নগরে বিস্তৃত হইবে। (দীর্ঘনিকায়) **পরিণামং গচ্ছেয্য**—সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিত বা হইত; মনের মধ্যে গ্রহণ করিত, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিত। (জাতক) **সীহচম্মং আদায অগমংসু**—তাহাদের সঙ্গে সিংহচর্ম লইয়া গেল; **ইত্থিং পহায গমিস্‌সতি**—সে স্ত্রীলোককে একাকিনী রাখিয়া যাইবে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **স্বে গহেত্বা গমিস্‌সামি**—আমি আগামীকল্য লইয়া যাইব।

গচ্ছন্ত (বিণ) যায় বা গমন করে এমন। ⇒ **গচ্ছতি**। (পুং) গমন, চলন। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **গচ্ছ, গচ্ছন্তো;** (বহুবচনে) **গচ্ছন্তো, গচ্ছন্তা**। কর্ম (একবচনে) **গচ্ছন্তং;** (বহুবচনে) **গচ্ছন্তে**। করণ (একবচনে) **গচ্ছতা, গচ্ছন্তেন;** (বহুবচনে) **গচ্ছনেহি, গচ্ছন্তেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গচ্ছতো, গচ্ছন্তস্‌স;** (বহুবচনে) **গচ্ছতং, গচ্ছন্তানং**। অপাদান (একবচনে) **গচ্ছতা, গচ্ছন্তমহা, গচ্ছন্তস্মা;** (বহুবচনে) **গচ্ছন্তেহি, গচ্ছন্তেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গচ্ছতো, গচ্ছন্তস্‌স;** (বহুবচনে) **গচ্ছতং, গচ্ছন্তানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গচ্ছতি, গচ্ছন্তে, গচ্ছন্তমহি, গচ্ছন্তস্মিং;** (বহুবচনে) **গচ্ছন্তেসু**। আলপনং বা সম্বোধনপদ (একবচনে) (হে) **গচ্ছং, গচ্ছ, গচ্ছা;** (বহুবচনে) (ভো) **গচ্ছন্তো, গচ্ছন্তা**।

গচ্ছমান (বিণ) যায় বা গমন করে এমন। ⇒ **গচ্ছতি**।

গজ (পুং) গজ, হাতি, হস্তী, বারণ। (ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথায় প্রয়োগে) একপ্রকার ভাববিশেষ।

গজক = গজ। ⇒ **গজ**।

গজক'থরণ (ক্লী) হস্তীর আস্তরণ, হাতির সজ্জা বা আবরণী।

গজকুম্ভ (পুং) গজকুম্ভ, হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ, হস্তীর কপাল, হস্তীর ললাট।

গজতুর [গজ+তুর] দ্রুতগামী হস্তী, বেগবান হস্তী। ⇒ **তুর**।

গজপোতক (পুং) হস্তীশাবক।

গজরাজা (পুং) গজরাজা, হস্তীরাজ, গজেন্দ্র, গজরাজ, ঐরাবত, গজদিগের রাজা।

গজ্জতি (ক্রি) [√গজ্জ+অ] গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা, বজ্রধ্বনি করা বা হওয়া, বজ্রের মতো শব্দ করা, উচ্চ ধ্বনিতে প্রকাশ করা, মেঘের শব্দ হওয়া, তীব্র নিন্দা করা, কর্কশ বাক্য বলা। = **অভি গজ্জতি**। **মা গজ্জি**—গর্জন করিও না। (অতীত) **গজ্জি**। (অ-বিণ) **গজ্জিত**। (ব-বিণ) **গজ্জন্ত, গজ্জমান**। (ক্রি-বি) **গজ্জিত্বা, গজ্জযিত্বা; মেঘো গজ্জযিত্বা থনযিত্বা পবস্সতি**। (করণে) **গজ্জযতি**।

গজ্জনা (স্ত্রী) গর্জন, গর্জা, গর্জ, হস্তী-সিংহ-সর্পপ্রভৃতির গর্জন বা শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে অহমিকা প্রকাশ, তিরস্কার, উদ্ধত শব্দ, শব্দ, স্পর্ধা, মেঘের শব্দ।

গজ্জিত (বিণ) গর্জিত, শব্দিত, গর্জন করিয়াছে এমন। ⇒ **গজ্জতি**। (ক্লী) গর্জন, বজ্র পতন শব্দ।

গজ্জিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি গর্জন করে বা অধিকতর গর্জন করে (এখানে মানুষের গর্জনকে মেঘের গর্জনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে), উচ্চশব্দে গর্জনকারী।

গজ্জিতু (পুং) যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে মেঘের ন্যায় গর্জন করে। (তুলনীয়) **গজ্জিতর**।

গণ (পুং) **ক)** বিশেষভাবে:—(দুই অথবা তিনজন) ভিক্ষুর দল অথবা একত্রে সম্মেলন, সঙ্ঘ (ভিক্ষু সঙ্ঘ, পুদ্গল সঙ্ঘ এবং ব্যক্তি সঙ্ঘ ব্যতীত)। **খ)** সাধারণ অর্থে:—গণ, সমূহ, দল, জনতা, সমাজ, ঘনসংবদ্ধ, বস্তুসমূহ, জনসাধারণ, কুকার্য সাধন অথবা শাসন চালানোর জন্য দলবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, অধীন শ্রমিক সংখ্যা, বহু সংখ্যা, বহুত্ব, বহু লোক-সমবায়, সাধারণ লোক, স্বপক্ষ, ২৭টি হস্তী ২৭টি রথ ৮১টি অশ্ব এবং ১৩৫ জন পদাতিক—এতৎ সংখ্যক সৈন্য। (জাতক) **দেবগণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গণ পরিবুত**—গণ বা দল পরিবৃত। (সংযুক্ত নিকায়) **পিসাচগণ**—পিশাচগণ, পিশাচের দল। (সূত্রনিপাত) **তিদসগণ**—ত্রিদশ বা ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গের দেবগণ। (জাতক) **অমচ্চগণ**—মন্ত্রি পরিষদবর্গ, মন্ত্রিগণ; **অরিযগণ**—আর্যগণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নরনারীগণ**—নরনারীগণ। (জাতক) **দাসিগণ**—দাসীগণ; **তাপসগণ**—তাপসের দল, তাপসগণ; **ভিক্খুগণ**—ভিক্ষুগণ; **দ্বিজগণ**—দ্বিজগণ, ব্রাহ্মণগণ। (পেতবত্থু) **দিজগণ**—দ্বিজগণ। (জাতক) **সকুণগণ**—পাখির ঝাঁক, পাখিগুলি, পাখিরা, পাখির দল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গোগণ**—গরুর পাল, গরুগুলি। (সূত্রনিপাত) **কাকোলগণ**—দাঁড় কাকের ঝাঁক। (জাতক) **ভমরাগণ**—ভ্রমরের ঝাঁক; **মিগগণ**—পশুপাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তরুগণ**—বৃক্ষগুলি, তরুগুচ্ছ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তারাগণ**—তারাগণ, নক্ষত্রপুঞ্জ। ধর্মগ্রন্থ-সম্বন্ধে:—**সুত্তন্তিকগণ, অভিধম্মিকগণ** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

গণং উপাহনা = গণুপাহনা। ⇒ **গণুপাহনা**।

গণক (বিণ, পুং) ১ গণক, সংখ্যায়ক, অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী, যে যন্ত্র দ্বারা গণনা করা হয়,হিসাবরক্ষক, গাণনিক, গণকার, যে ব্যক্তি গণনা করে। ২ দৈবজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ। (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) **মুদ্দিক**—যে ব্যক্তি সিলমোহরের সহিত এক প্রকার ব্যবসায় করে, মদ্রিক; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **অচ্ছিদ্দ-পাঠক;** (সংযুক্ত নিকায়ে) **মুদ্দিক**—সিলমোহরের সহিত একপ্রকার ব্যবসায়; **সঙ্খাযিক**—সংখ্যায়কের সহিত এক প্রকার ব্যবসায়; (দীর্ঘনিকায়ে) **"গণক-মহামত্ত"** রূপে **"অমচ্চা"**—অমাত্যগণের সহিত রাজদরবারের কার্যালয়।

গণক-মহামত্ত (পুং) রাজমন্ত্রী সম্বন্ধীয় অথবা কার্যনির্বাহক সংক্রান্ত কোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি।

গণকী (স্ত্রী) = **গণিকা**। ⇒ **গণিক**। **পুরাণগণকী**। (বিণ) বেশ্যার, গণিকার। **গণকীধীতা**।

গণকী ধীতা (স্ত্রী) গণিকার কন্যা, বেশ্যার মেয়ে।

গণগণিন (পুং) বহুজনের পরিচালক বা নেতা, বহুলোকের অগ্রগামী বা পথপ্রদর্শক, বহুজনের দলপতি বা অধিনায়ক।

গণঙ্গণ (বিণ) টেকসই, মজবুত, বিয়োগান্তক। **গণঙ্গণ-উপাহনা**—টেকসই বা মজবুত জুতা। ⇒ **অটল**।

গণন পথ—সময়ের হিসাব বা গণনাকরণ, সময় গণনা করিবার কৌশল বা উপায়, সময়ের বর্ণনা, জাহাজের অবস্থা নিরূপণ, সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগ, গণনার উপায়, গণনা পদ্ধতি।

গণন পথাতীত (বিণ) হিসাব-নিরূপণ, কার্যের বহির্ভূত, বিবেচনার অতীত, গণনা করা হয় নাই অথবা গণনা করা যায় না এমন, গণনাতীত।

গণন পরিচ্ছেদ (ক্লী) গণনা নির্ণয়করণ, গণনা-সম্বন্ধীয় ইয়ত্তাকরণ, গণনা পরিসর। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২)।

গণনা (স্ত্রী) গণনাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত, সংখ্যাবিজ্ঞান, হিসাব, সংখ্যা, অঙ্ক, গণন, গণনা, সংখ্যাকরণ, সমষ্টিকরণ, দেশের লোকসংখ্যা গণনা, জনগণনা, আদম শুমারি, সংখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত বা প্রমাণিত তথ্যাবলী, পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, জ্যোতিষাদি গণনাবিদ্যা, গণনা শিক্ষা বা গণনা ব্যবসায় (হস্তরেখা গণনা, জ্যোতিষ

গণনা) যাহা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। (দীর্ঘনিকায়) **গণনং সিক্‌খতি**—জ্যোতিষাদি গণনাবিদ্যা শিক্ষা করা; (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **অচ্ছিদ্দক-গণনা**।

গণনাজীব—যে ব্যক্তি জ্যোতিষাদি গণনা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

গণনা পরিবুত (বিণ) ⇒ **গণ** (খ)।

গণপূরক (বিণ) (ভিক্ষুদের মধ্যে সঙ্ঘপূরণ বা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে) যে ভিক্ষু সঙ্ঘকার্য সম্পাদনে গণপূরণ করে অথবা আবশ্যক ভিক্ষুদের মধ্যে নির্দিষ্ট সভ্যসংখ্যা পূর্ণ করেন।

গণবন্ধন (ক্লী) দলগঠন, সঙ্ঘ বা সমিতি গঠন, দলে সংযোগ বা মিলন, সহযোগিতা। **গণবন্ধনেন দানং দত্বা**—সহযোগে দান দিয়া অথবা একত্রে দানকার্য সম্পাদন করিয়া। ⇒ **বন্ধন** (৪)।

গণভোজন (ক্লী) সম্মিলিত ভোজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্য গণভোজন, পঞ্চবিধ খাদ্যবস্তু একসঙ্গে মিলাইয়া অথবা একসঙ্গে খাদ্যদ্রব্যসমূহ খিচড়ির ন্যায় পাক করিয়া যখন চারিজন ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া ভোজন দান দেওয়া হয় উহাকে বলা হয় "**গণভোজন**"।

গণমগ্গ (ক্লী) জনতাপূর্ণ পথ। (বিনয়) **গণমগ্গেন গণেতুং**—একসঙ্গে আগত বা কার্যে রত দলকে পথের মধ্যে গণনা করিতে বা সংখ্যা হিসাব করিতে।

গণযতি (ক্রি) [√গণ+অয] গণনা করা, হিসাব করা। ⇒ **গণেতি**।

গণবস্‌সিক (বিণ) অনেক বৎসরের প্রাচীন বা পুরাতন, বহু বৎসর ধরিয়া, অনেক বৎসর পর্যন্ত। ⇒ **বস্‌সিক** (২)।

গণসঙ্গণিকা (স্ত্রী) জনতার মধ্যে থাকার ইচ্ছা, বহুজনের মধ্যে থাকার অভিপ্রায়।

গণসঙ্গনিক (বিণ) পরস্পর পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এমন, একে অন্যের সঙ্গী হয় এমন।

গণসত্থর (পুং) দলের দলপতি, সম্প্রদায়ের প্রধান বা উপদেষ্টা। ⇒ **সত্থর**।

গণচরিয (পুং) গণাচার্য, বহুজনের শিক্ষক, যাহার বহু অনুচর বা শিষ্য আছে। দীর্ঘনিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয় গৌতমবুদ্ধ-সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হইয়াছে এবং কখন কখন পূরণকল্যাপ প্রভৃতি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—(বি-ভা) "**সঙ্ঘী চ গণী চ গণাচরিযো চ**"।

গণারাম (বিণ) বহুজনের সহিত একত্র বাসে আরাম পায় এমন। (বি-ভা) **গণারামো গণরতো গণারামতং অনুযুত্তো**—জনতাপ্রেমী, বহুজন প্রেমিক। সঙ্ঘারাম, যেই আরাম বা বিহারে বহুসংখ্যক ভিক্ষু বাস করেন।

গণারামতা (স্ত্রী) বহুজনের মধ্যে থাকিবার ইচ্ছা, বহুজন প্রীতি। ⇒ **গণারাম**।

গণিকা (স্ত্রী) ১ গণিকা, বেশ্যা, বারাঙ্গনা। = **গণকী**। (বিনয়) **অম্বপালী গণিকা; অড্ঢকাসী গণিকা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিরিমা গণিকা**। "গণিকার প্রথা" জাতকে দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **সঙ্গণিকা**। ২ গণনা, অঙ্কশাস্ত্র বা পাটীগণিত। = **গণনা**।

গণিত (বিণ) গণিত, সংখ্যাত, যাহা গণনা করা হইয়াছে অথবা গণনা করা যায়। ⇒ **গণেতি**। (ক্লী) পরিমাণ বা অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র, গণিত, পাটীগণিত, গণিত শাস্ত্র।

গণিন (বিণ, পুং) ১ যাহার একদল অনুচর আছে, (বর্ণনায়) বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষক। (যৌগিকে) **সঙ্ঘী গণী গণাচরিযো**। ⇒ **গণাচরিযো**। (দীপবংস) **মহাগণী; থেরাগণী**। ⇒ **পঞ্চেকগণিন**। ২ একপ্রকার বড় জাতীয় হরিণ, উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণীর বা প্রজাতির হরিণ। = **গোকন্ন**।

গণী (পুং) দলপতি, বহুজনের নেতা, বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষক, যাহার বহু অনুচর বা শিষ্য আছে।

গণীভূতা (বিণ, বহুবচনের সহিত প্রযুক্ত শব্দ) জনতায়, বহুজনের মধ্যে। (যৌগিকে) **গণীভূতা সঙ্ঘা সঙ্ঘী** (দীর্ঘনিকায়); (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **পুব্বে নগরস্‌স অন্তো অগণা বহি নিক্‌খমিত্বা গণসম্পন্না তি**। ⇒ **গণিন**।

গণূপাহনা (বহুবচন) সঙ্ঘাব বা অভ্যন্তরীণ আবরণযুক্ত জুতা। ⇒ "**অটল**" শব্দে "**অটলিযো**"।

গণেতি (ক্রি) [√গণ+এ] ১ গণনা করা, সংখ্যা গণনা করা, আরোপ করা, বিবেচনা করা, সমষ্টি করা, গণ্য করা, প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান হওয়া, হিসাব করা, অনুমান করা, যোগফল বাহির করা। (অতীত) **গণেসি**। (অ-বিণ) **গণিত**। (ব-বিণ) **গণেত্ত**। (ভ-বিণ) **গণেতব্ব**। (ক্রি-বি) **গণেত্বা**। (তুম) **গণেতুং**। (কর্মবাচ্যে) **গণযতি, গণীযতি**। (করণে) **গণাপেতি**। ২ দৃষ্টি করা, বিশেষ করিয়া দেখা, সম্মান করা, মনোযোগ দেওয়া, ব্যবহার করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, যত্ন নেওয়া।

গণ্ঠি (পুং, স্ত্রী) (বৈদিক—গ্রন্থি) ১ গ্রন্থি, বংশাদির সন্ধি বা পর্ব, শরীরের সন্ধি, গাঁইট, বন্ধ, বক্রতা, বাতরোগ, সংযোগ, বন্ধন, (গাছের) গাঁইট বা গিরা, বন্ধনী, কাষ্ঠনির্মিত রজ্জুপথ, উদ্ভিদের ডাঁটায় বা বৃন্তে গেরো বা সন্ধি, সন্ধি, গেরো বা গিরা, কঠিন সমস্যা, জটিলতা। ⇒ **গ্রন্থ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গণ্ঠিজাতং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিট্‌ঠিগণ্ঠি**। (বিনয়) **অন্তগণ্ঠাবাধ**। ২ কাষ্ঠনির্মিত পিণ্ড, কাষ্ঠ খণ্ড, কাঠের কুঁদা, বধ্যকাষ্ঠ, কাঠের ঘর, টুপি ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার কাঠের ছাঁচ (বিশেষত চন্দন কাঠের)।

গণ্ঠিকট্‌ঠান = **গণ্ঠিট্‌ঠান**। ⇒ **গণ্ঠিট্‌ঠান**।

গণ্ঠিকা (স্ত্রী) ১ গ্রন্থি, ভিক্ষুদের চীবরের গ্রন্থি, চীবরের কোণায় ব্যবহৃত বন্ধনীর গ্রন্থি বা গেরো, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, কঠিন সমস্যা, বন্ধনী। = **গণ্ঠি** (১)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **চতু-পঞ্চ-গণ্ঠিকাহট পত্ত**—চারি কিংবা পাঁচ

বন্ধনীযুক্ত পাত্র; = **আণি গণ্ঠিকাহট অযোপত্ত** (বিশুদ্ধিমার্গ); ⇒ **আণি**। ২ কাষ্ঠপিণ্ড। = **গণ্ঠি** (২)। (বিনয় বর্ণনায়) **গণ্ঠিকং পটিমুঞ্চিত্বা**—(চীবরের) কাষ্ঠ পিণ্ড বন্ধন করা, (চীবরের) গ্রন্থি বন্ধন করা। (জাতক) **ধম্মগণ্ঠিকা**। ⇒ **গণ্ঠিকা**। ৩ উদ্ভিদ বা গুল্মের নামবিশেষ। **উচ্ছুগণ্ঠিকা**।

গণ্ঠিকাজাত = **গণ্ঠিজাত**। ⇒ **গণ্ঠিজাত**।

গণ্ঠিকাসাব—যদ্দ্বারা কাষায়বস্ত্র চীবর বন্ধন করিতে হয়, (চীবরের কোনায় বন্ধন করিবার সুতা অথবা কটিবন্ধনী?) চীবর বন্ধনী।

গণ্ঠিজাত—গ্রন্থিল অংশ, যে অংশতে ঘন ঘন গ্রন্থি বা গিরা আছে। ⇒ **গণ্ঠিজাতং**।

গণ্ঠিজাতং—যাহা গ্রন্থিল বা গিরাময় হইয়াছে, যাহা গাঁইট গাঁইট হইয়াছে, যাহা জটিল বা কঠিন হইয়াছে। ⇒ **গণ্ঠি, গণ্ঠিজাত**।

গণ্ঠিট্ঠান (ক্লী) গ্রন্থিময় স্থান অর্থাৎ কষ্টকর পথ, অন্ধকারময় পথ, বধ্যস্থান, বন্ধন স্থান। বিশুদ্ধিমার্গে পাঠ—"**গণ্ঠি-গণ্টিট্ঠান**"।

গণ্ঠিপদ (ক্লী) দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট শব্দ, পরিভাষার অভিধান বা নির্ঘণ্ট, অপ্রচলিত শব্দের অভিধান।

গণ্ঠিভেদক (বিণ) বন্ধন ছিন্নকারী, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, বাধা অতিক্রমকারী। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গণ্ঠিভেদক চোর**—বাধা অমান্যকারী (রজ্জু ছিন্নকারী বা গাঁইট কাটা?) চোর।

গণ্ড (পুং) ১ গণ্ডরোগ, ব্রণ, স্ফোটক, ফোঁড়া, স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, ফুস্কুড়ি, গুটি, আব, গ্রন্থি, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, কঠিন সমস্যা, সমষ্টি, (গাছের) গাঁইট, উদ্গতাংশ। "**কাম, কায**" সম্বন্ধেও সমার্থবাচক; "**লোচি**" শব্দের পরিবর্তে ত্বক-সম্বন্ধীয় রোগে "**কিলাস**" শব্দের সহিত ইহা সমার্থবাচক বলিয়া বর্ণিত। সংযুক্ত নিকায়ে "**কায**" শব্দের বর্ণনায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**কামা**" শব্দের বর্ণনায়ও দ্রষ্টব্য। = **দুক্খতা সুলয** (থেরগাথা অর্থকথা); = **এজা** (সংযুক্ত নিকায়)। সূত্রনিপাতে "**গল্ল**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গণ্ডপিলকা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গণ্ডাগণ্ডজাত**। ২ বোঁটা, বৃন্ত, তীর, শরযষ্টি, স্তম্ভদণ্ড, কৃমিকীট, গাড়ির বম বা দণ্ড, সুড়ঙ্গপথ, গাড়ির চাকার হাতল, উদ্ভিদের নামবিশেষ। (জাতক) **গণ্ড তিন্দুরুক্খ**। (তুলনীয়) **গণ্ডী, গণ্ডিকা**। = **গণ্ডুপ্পাদ**। (যৌগিকে) **গণ্ডমত্তিকা**।

গণ্ডক (বিণ) গণ্ডরোগগ্রস্ত, যাহার স্ফোটক-ব্রণ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত বা পীড়িত। (পুং) গণ্ডার।

গণ্ডপিলকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রজাতীয় ব্রণ, ফুস্কুড়ি, গুটি। ⇒ **গণ্ড** (১)।

গণ্ডমত্তিকা—কেঁচো মিশ্রিত অথবা কৃমি সঙ্কুল মৃত্তিকা বা মাটি। ⇒ **গণ্ড** (২)। (বুদ্ধঘোষ বর্ণিত বিনয় সাহিত্যে) **গণ্ডুপ্পাদক গূথমত্তিকা**—বিষ্ঠায় উৎপন্ন ক্রিমিকীট মিশ্রিত মাটি।

গণ্ডম্ব—একটি বৃক্ষের নামবিশেষ যে বৃক্ষে ভগবান গৌতম বুদ্ধ যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি (একসঙ্গে দুইপ্রকার করিয়া অলৌকিক ক্ষমতা) প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (বি-ভা) **গণ্ডম্ব-রুক্খ-মূলে যমক পাটিহারিয়ং কত্বা** (জাতক)। = **অম্ববরুক্খ** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

গণ্ডাগণ্ড (বিণ) অধিক সংখ্যক ব্রণরোগগ্রস্ত, সংখ্যাধিক ফোঁড়া হইয়াছে এমন, অধিকসংখ্যক ফোঁড়া বা ব্রণে আক্রান্ত বা পীড়িত। = **গণ্ডাগণ্ডজাত**। (ক্লী) সংখ্যাধিক ফোঁড়া বা ব্রণ।

গণ্ডাগণ্ডজাত (বিণ) সর্বপ্রকার স্ফোটকে আবৃত, বিবিধ ব্রণাদিতে আচ্ছন্ন, ব্রণে ছাইয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **গণ্ড** (১), **গণ্ডাগণ্ড**।

গণ্ডিকা (স্ত্রী) ১ ভিতরে ফাঁপাযুক্ত অথবা খোলযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড যাহা ঘণ্টা বাজাইবার জন্য অথবা শব্দ ঘোষিত হইবার জন্য ব্যবহার করা হয়, দমা বা দামামা, পেটা ঘড়ি, পিণ্ড, সমগ্র সমষ্টি। "**গণ্ডিকা**" শব্দের পরিবর্তে "**গণ্ঠিকা**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ২ বোঁটা, বৃন্ত, সুড়ঙ্গপথ, খনির প্রবেশ পথ, গাড়ির বম বা দণ্ড, গাড়ির চাকার হাতল, স্তম্ভদণ্ড, শরযষ্টি, তীর বা শর। (তুলনীয়) **গণ্ডী**। (বৃক্ষের ডাল বা বৃন্ত-সম্বন্ধে) **গণ্ডিকা কোটন সদ্ধ** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ৩ উদ্ভিদ বা গুল্মের নামবিশেষ। = **বন্ধুজীবক** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

গণ্ডিকাধান—বল্টু বা অর্গলের ন্যায় স্তম্ভদণ্ড অথবা গাছের গুঁড়ি দিয়া (অর্থাৎ পথ বন্ধ করিবার জন্য যে বাঁশ বা গাছ পথে রাখা হয়) আটকানো আড়াআড়ি দণ্ড। (তুলনীয়) **গণ্ডী, ঘটিকা** (২)।

গণ্ডিন (বিণ) ১ ফুলারোগগ্রস্ত। (জাতক) **উরে গণ্ডী** (স্ত্রী) বুক ফুলা, বক্ষঃস্থল ফুলিয়াছে এরূপ অবস্থা; **থনে সন্ধাযাহ**। ২ স্ফোটক বা ব্রণরোগে পীড়িত, গ্রন্থি-সম্বন্ধীয় রোগে আক্রান্ত, ব্রণরোগগ্রস্ত। (যৌগিকে) **গণ্ডিল কূট্ঠিন; গণ্ডিন কিলাসিন** (কথাবত্থু)।

গণ্ডিসঞ্ঞা—ঘণ্টার শব্দ দ্বারা সঙ্কেত বা ইঙ্গিত, ঘণ্টার শব্দে ইশারা।

গণ্ডী (স্ত্রী) ১ ঘণ্টা বা পেটাঘড়ি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গণ্ডিং পহরতি**—ঘণ্টা বাজানো। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **গণ্ডিং আকোটেত্বা**। ২ বধ্যকাষ্ঠ, বধ করার যূপকাষ্ঠ, ঘাতক যেখানে আবদ্ধ করিয়া বা অর্গলবদ্ধ করিয়া বধ করে। = **গণ্ডিকা, গণ্ঠিকা**। ৩ স্তম্ভদণ্ড বা বৃন্ত (গাছের ডাল) যাহা অর্গলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। (বিণ) স্ফোটক বা ফোঁড়া রোগে আক্রান্ত।

গণ্ডুপ্পাদ (পুং) ১ কেঁচো, কৃমিকীট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিকীট। = **কীট, পুড়ব**। ২ স্ফোটক বা ব্রণ উঠিয়াছে এরূপ অবস্থা। = **গণ্ড**।

গণ্ডুপ্পাদপাণ (পুং) = **গণ্ডুপ্পাদ**। ⇒ **গণ্ডুপ্পাদ**।

গণ্ডুপ্পাদযোনি (স্ত্রী) = **গণ্ডুপ্পাদ**। ⇒ **গণ্ডুপ্পাদ**।

গণ্ডুস (পুং) গণ্ডুষ, হস্ততল, এককোষ, মুখপূর্ণ জল, এক

কোষ জল, গ্লাস, অত্যল্প বা সামান্য পরিমাণ। (জাতক)। **খীরগণ্ডুস**—এককোষ দুধ।

গণ্হতি (ক্রি) = **গণ্হাতি**। ⇒ **গণ্হাতি**।

গণ্হন্ত (বিণ) লইয়া, গ্রহণ করিয়া, ধরিয়া, ধারণ করিয়া, লইয়াছে এমন। ⇒ **গণ্হাতি**।

গণ্হাতি (ক্রি) [√গহ+ণ্হা] লওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার হওয়া, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, তৈরি করা, বাহির করা, সরাইয়া লওয়া, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা, (কোনও সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা ফলপ্রদ হওয়া, ধৃত করা বা হওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, আক্রমণ করা, মনে ধারণা করা, আঁকড়াইয়া ধরা, আত্মসাৎ করা, অর্থ গ্রহণ করা, পরিগ্রহ করা, ধরিয়া লওয়া, আছে বলিয়া ভান করা। (জাতক) **ওবাদং গণ্হাতি**—উপদেশ গ্রহণ করা; **খগ্গং গণ্হাতি**—খড়্গ ধারণ করা; **গোচরং গণ্হাতি**—আহার গ্রহণ করা; **জনে গণ্হাতি**—লোকগুলিকে ধরা বা গ্রেপ্তার করা; **ধনং গণ্হাতি**—অর্থ বা ধন গ্রহণ করা বা ধন আত্মসাৎ করা; **নগরং গণ্হাতি**—নগর অধিকার করা; **পাদে গালুহং গহেত্বা**—দৃঢ়ভাবে পদ ধারণ করিয়া; **মচ্ছে গণ্হাতি**—মাছ ধরা; **মন্তং গণ্হাতি**—মন্ত্র গ্রহণ বা ব্যবহার করা; **রজ্জং গণ্হাতি**—রাজ্য অধিকার করা। (পেতবত্থু) **নামতো গণ্হাতি**—নাম ধরিয়া গণনা করা অথবা নামে গ্রহণ করা। (সূত্রনিপাত) **সাখং গণ্হাতি**—শাখা ধরা। (জাতক) **পটিসন্ধিং গণ্হাতি**—জন্মগ্রহণ করা; **মরণং গণ্হাতি**—মরা বা মৃত্যুবরণ করা; **মূলেন গণ্হাতি**—মূল্য দিয়া গ্রহণ করা; **বচনং গণ্হাতি**—আদেশ পালন করা। "**গণ্হাতি**" শব্দে ত্রিবিধ ধাতুরূপ, যথা—১ √গণ্হ+অ। ইহার বর্তমান কাল—মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **গণ্হাসি**; প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গণ্হাতি**। অতীত কাল—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গণ্হি**। ভবিষ্যৎ কাল—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গণ্হিস্সতি**। (ব-বিণ) **গণ্হেয্য, গণ্হন্ত**। (পঞ্চমী) **গণ্হাতু; গণ্হ = হন্দ,গণ্হাহি**। (ক্রি-বি) **গণ্হিত্বা, গণ্হিয**। (তুম) **গণ্হিতুং**। (করণে) **গণ্হাপেতি, গাহাপেতি**। ২ √গহে+য। ইহার অতীত কাল—মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অগ্গহেসি**। ভবিষ্যৎ কাল—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গহেস্সতি**। (ক্রি-বি) **গহেত্বা, গহেত্বান** (গাথায়)। (তুম) **গহেতুং**। ৩ √গহ+ণ্হ। অতীত কাল—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অগ্গহি**। (অ-বিণ) **গহিত, গহীত;** (তুলনীয়) **গহ, গহণ, গাহ**। (ক্রি-বি) **গয্হ, গহায**। (কর্মবাচ্যে) **গয্হতি**।

গণ্হিত (বিণ) = **গহিত**। ⇒ **গহিত, গণ্হাতি**।

গণ্হিতুং (তুম) লইতে, গ্রহণ করিতে, ধরিতে। ⇒ **গণ্হাতি**।

গণ্হিয (ক্রি-বি) লইয়া, গ্রহণ করিয়া, ধরিয়া, ধারণ করিয়া। ⇒ **গণ্হাতি**।

গত (বিণ) ১ সর্বপ্রকার যাওয়ার আক্ষরিক বা প্রকৃত অর্থে:—গত, অতীত, অতীত বা গত হইয়াছে এমন, চলিয়া গিয়াছে এমন, উপস্থিত হইয়াছে বা পৌঁছিয়াছে এমন, প্রাপ্ত, লব্ধ, (করণে) ঠিক সোজা পথে চালাইয়াছে অথবা পথ দেখাইয়াছে এরূপ। (বিপ) **ঠিত;** (অধিকরণ কারক কৃদন্ত বিশেষ্য) **গতে ঠিতে নিসিন্নে**—গমনে দাঁড়ানে উপবেশনে (দীর্ঘনিকায়, তুলনীয়—**গচ্ছতি**)। (বিপ) **আগত:—যস্স মগ্গং ন জানাসি আগতস্স গতস্স বা** [সূত্রনিপাত, তুলনীয়—**গতি** (২)]। বাক্যবাহুল্যে:—(জাতক) **অট্ঠি পরিত্বা গতং**—অস্থি পড়িয়া গিয়াছিল। "**গত**" শব্দ সমাপিকা ক্রিয়া অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় [= "**গচ্ছি**" অথবা "**অগমাসি**" (অতীত কাল):—] **যো চ বুদ্ধং ... গতো** (ধর্মপদ)। (জাতক) **অত্তনো বসনট্ঠানং গতো**—সে নিজ বাসস্থানে গেল; **নাবা অগ্গিমালং গতা**—জাহাজখানি অগ্নিমাল (সমুদ্রের) দিকে গেল। ২ প্রযুক্ত অর্থে:—নির্দিষ্ট পথে গিয়াছে এমন অর্থাৎ বিচলিত, মুগ্ধ, ঘটিত, আচরিত, অভ্যস্ত, নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী কাজ করিয়াছে এমন, সুষ্ঠু বা ভদ্র ব্যবহার করিয়াছে এমন, কোনও অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে এমন, অদৃষ্টাধীন, দৈবনির্দিষ্ট, কোনও অবস্থায় পড়িয়াছে অথবা আসিয়াছে এমন, অতিক্রম বা অতীত করিয়াছে এমন, প্রস্থিত, মৃত, পতিত, সমাপ্ত। (যৌগিক্যাংশরূপে) **অত্থংগত**—অস্তগত, গৃহে গত। **অদ্ধগত**। প্রবেশ করিয়াছে অর্থে:—**তণ্হাগত; তমগত; রহোগত; ব্যসনগত**। পৌঁছিয়াছে অর্থে:—**অন্তগত,** (যৌগিকে) **অন্তগত অন্তপত্ত; কোটিগত, বিজ্জাগত, পরিনিব্বানগত**। কোনও বিষয় বা বস্তু-সম্পর্কে:—**কাযগত, দিট্ঠিগত, সব্বাগত** ইত্যাদি। কখনও কখনও "**গত**" শব্দের পরিবর্তে "**কত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়, যেমন—"**অনভাবঙ্কত**"এর পরিবর্তে "**অনভাবং গচ্ছতি**"; "**কালগত**" এর পরিবর্তে "**কালকত**"। ⇒ **গচ্ছতি**।

গতক (পুং) দূত, বার্তাবহ।

গকালে—যখন গিয়াছিল। = **গত-গত-কালে**।

গত-গত-কালে—যেই যেই সময় গিয়াছিল।

গতট্ঠান (ক্লী) যে স্থানে গিয়াছে, যে স্থানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে যে স্থানসমূহে গিয়াছে, গত অবস্থা, জীবনধারণের স্থান (= **গমন**)। ⇒ **ঠান** (৩)। (জাতক) **গতট্ঠানং বা আগতট্ঠানং বা**—গমন স্থান অথবা আগমন স্থান।

গতত্ত (বিণ) স্বয়ং সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক,

বিশুদ্ধচরিত্র, সর্বগুণান্বিত, নির্ভুল, সম্পূর্ণরূপে নিপুণ, গত, সমাপ্ত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **কোটিপত্ত চিত্ত;** (তুলনীয়) **পরমায সতিযা চ গতিযা চ সমন্নাগত** (মধ্যম নিকায়)। = সংস্কৃত—গতাত্মন। (ক্লী) (=সংস্কৃত—গতত্বং) গত হইয়াছে এরূপ অবস্থা বা ঘটনা (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।

গতত্তা (বিণ) যাহা গত হইয়া গিয়াছে, যাহা ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যাহা বহিয়া গিয়াছে। (স্ত্রী) গত হইয়া গিয়াছে এমন অবস্থা বা ঘটনা।

গতদ্ধ (বিণ) যে ব্যক্তি পর্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ভ্রমণ শেষ করিয়াছে, পর্যটন বা ভ্রমণ করিয়াছে এমন। = **গতদ্ধিন**।

গতদ্ধিন (বিণ) = **গতদ্ধ**। ⇒ **গতদ্ধ**।

গতদ্ধী (বিণ) = **গতদ্ধ**। ⇒ **গতদ্ধ**।

গত-পচ্চাগত বত্ত (ক্লী) যে কর্তব্য কাজসমূহ করা হইয়াছে এবং যে কর্তব্য কাজসমূহ করিতে হইবে তদ্‌সমুদয়। ⇒ **বত্ত** (১)।

গতপুব্ব (বিণ) গতপূর্ব, পূর্বে গিয়াছে এমন, (ইহার) আগে বা পূর্বে গিয়াছে এমন।

গতভাব (পুং) = **গতত্ত**। ⇒ **গতত্ত**।

গতযোব্বন (বিণ) গতযৌবন, বিগত যৌবন, যাহার যৌবনকাল গত হইয়াছে।

গতসত্ত (বিণ) প্রাণহীন, যে জীব মৃত বা মরিয়া গিয়াছে। = **বিগত জীবিত**। ⇒ **সত্ত** ক্লী (১)]।

গতা = **গন্তা**। ⇒ **গন্তা**।

গতাগত (বিণ) গত্যাগত, যাওয়া-আসা আছে এরূপ, গমনাগমন আছে এমন।

গতি (স্ত্রী) ১ গতি, গমন, চলন, বেগ, প্রস্থান, চলিয়া যাওয়া, যাত্রা, জীবনযাত্রা, ভাব, অবস্থা, জ্ঞান, সঞ্চার, প্রাপ্তি, নির্বাহ, লক্ষ্য, তত্ত্বাবধান, আদেশ, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, পরিচালন, ধারা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির মাঠ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, ক্রমোন্নতি, কার্য পরম্পরা, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, আহারকালে এক ডিশ খাদ্য, চরিত, জীবনের গতি, বৃত্তি, পেশা, জীবিকানির্বাহের উপায়। ইহা সাধারণত হয়ত "চক্রবর্তী রাজার" অথবা "বুদ্ধ-মহাপুরুষের" এই দুই জীবন গতিকেই বুঝাইয়া থাকে (দীর্ঘনিকায়), অথবা "**গিহী অরহত্তং পত্তো**" (মিলিন্দপ্রশ্ন)। সম্বন্ধেই বুঝায়, বাল্যাবস্থায় গৌতমের স্বাতন্ত্র্য-সম্পর্কেও বুঝাইয়াছে (জাতক)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ফস্‌সাযতনানং গতি**—গতিপথ বা লক্ষ্য; **জগতো গতি**—গতিপথ বা লক্ষ্য, কার্যধারা বা গতি। (ধর্মপদ) **সকুন্তানং গতি**—পক্ষীগণের উড্ডয়ন বা গতিপথ। (বিপ) **আগতি**। সাধারণত "**গতি**" এবং "**আগতি**" উভয় শব্দ "গর্ভবতী" উদ্দেশ্যে বলা হইয়া থাকে; (⇒ **আগতি**)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তস্‌সা গতিং জানাতি**—সে তাহার গন্তব্য স্থান জানে অর্থাৎ সে কোথায় যাইবে জানে। ২ অতিক্রম, চ্যুতি, পতন, মৃত্যু, পরিণাম, বশ্যতা, আশ্রয়, উপায়, অবলম্বন, স্বরূপ, যে প্রকার গুণ থাকাতে পদার্থ বা জীব একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, এক স্থান হইতে চ্যুতি বা মৃত্যুর পর অন্যরূপ বা শরীর ধারণ অথবা জন্মগ্রহণ করণ, পথ, গম্যস্থান; (অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায়) অদৃষ্ট, নিয়তি, ভাগ্য বা কর্ম, প্রমাণ, অন্যের (ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী) জন্ম সম্বন্ধীয় বিষয়। (মধ্যম নিকায়) **তস্‌স কা গতি কো অভিসম্পরাযো**—তাহার (স্বর্গ নরকাদির মধ্যে) কোন গতি অর্থাৎ কোথায় উৎপন্নহইবে এবং তাহার নিয়তি বা কর্ম কি? (যৌগিকে) **আগতি বা গতি বা** (মধ্যম নিকায়); = **চুতূপপত্তি**। সংসার বর্ণনায়:—**গতি ভবাভব চুতি-উপপত্তি**—চ্যুতি-উৎপত্তিতেই ভবাভবে গমন অর্থাৎ এক একবার মরিয়া এক একবার ভব এবং অভবে (স্বর্গ সুগতি স্থানে এবং নরকাদি অপায়ে) উৎপন্ন হওয়া বা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করা। ধাতু-সম্বন্ধে:—**গতি উপপত্তি পটিসন্ধি**, যেমন—**পুন-গতি**। অর্হৎগণ "**সংসার**" (পুনর্জন্ম) বিমুক্ত বলিয়া "**গতি**" বিমুক্ত, তৎসম্বন্ধে:—(ধর্মপদ) **যস্‌স গতিং ন জানাতি দেবা-গন্ধব্ব-মানুস্‌সা;** (সূত্রনিপাত) **যেসং গতি নত্থি**। "**নিব্বান**" শব্দও ভিন্ন ভিন্ন "**গতি**" বিমুক্ত, তৎসম্বন্ধে:—(সূত্রনিপাত অর্থকথা) **গতি বিপ্পমোক্‌খং পরিনিব্বানং**। (ধর্মপদ) **অত্তা হি অত্তনো গতি**—প্রত্যেকে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্রষ্টা। (পেতবত্থু) **এসা মচ্ছরিনো গতি**—ইহা স্বার্থপর বা মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তির কর্ম বা নিয়তি। (জাতক) **সব্বগতীতে ইজ্‌ঝন্তু**—সর্বপ্রকার কর্ম বা অদৃষ্ট (অর্থাৎ কর্ম তোমাকে ফল প্রদান করিবে অর্থাৎ তোমাকে কর্মফল ভুগিতে হইবে)। (পেতবত্থু) **গত সো তস্‌স যা গতি**—(মৃত্যুর পর) তাহাকে যেখানে যাইতে হইবে সে সেখানে গমন করিয়াছে। ৩ ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার, জীবনের অবস্থা বা জীবিতাবস্থা, জীবনগণ্ডী বা জীবনক্ষেত্র, উপাদান। "**গতি**" বিশেষত "**সুগতি**" এবং "**দুগ্‌গতি**" (অর্থাৎ সুখী এবং অসুখী বা দুঃখপূর্ণ জীবন) বর্ণনাকৃত শব্দ। (বিনয়) **গতি মিগানং পবনং**—বন, বন্যপশুর গমনগণ্ডী বা গমনস্থান; **আকাসো পক্‌খীনং গতি**—পক্ষীগণের গমনস্থান আকাশ; **বিভবো গতি ধম্মানং**—বস্তুমাত্রেই ক্ষয়-ব্যয়ের অধীন বা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া; **নিব্বানং অরহতো গতি**—অর্হৎগণের গতি বা লক্ষ্য (নিবৃত্তিমূলক) নির্বাণ। (ধর্মপদ) **অপুঞ্ঞ লাভো চ গতী চ পাপিকা**। (জাতক) **দুগতি**। (সূত্রনিপাত) **অবিজ্জাযেব গতি**—অজ্ঞানতার গুণ অর্থাৎ জ্ঞানহীন গমনের ন্যায় গমন। (মধ্যম নিকায়) **পরমায গতিযা সমন্নাগতো**—পরম গতির অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানীর চালচলন সমতুল্য। ৪ "**গতি**" পঞ্চ জীবলোকের মধ্যে একটি (= **লোক**) যাহা "**সুগতি**" এবং "**দুগ্‌গতি**"—এই দুই শ্রেণীতে

বিভক্ত। "**দুগ্গতিভূমি**" চতুর্বিধ, যথা—(১) **নিরয** (নরক), (২) **তিরচ্ছানযোনি** (পশু-পক্ষীকুল), (৩) **পেত্তিবিসয** (প্রেতকুল), (৪) **অসুরা** (অসুরভূমি)। আর "**সুগতিভূমি**" (স্বর্গ বা দেবলোক) একটি—এই পঞ্চ জীবলোক। ইহার বিশদ বিবরণ "পঞ্চগতি দীপন" নামক গ্রন্থের "**নরক-কণ্ড, তিরচ্ছান-কণ্ড, পেত-কণ্ড, মনুস্স-কণ্ড, দেব-কণ্ড**" এতে উল্লেখ পাওয়া যায়। দীর্ঘনিকায়ে উক্ত পঞ্চ জীবলোককে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—(১) **নরক**, (২) **তিরচ্ছান যোনি**, (৩) **পেত্তিবিসয**, (৪) **অসুরা** (অসুরভূমি), (৫) **মনুস্সা**, (৬) **দেবা**; ইহার প্রথম চারিটি "**অপায**" অথবা "**দুগ্গতিযো**"। (সূত্রনিপাত) **লোকস্স গতিং পজানাতি ভগবা** [**গতি = নিরযাদি পঞ্চপ্পভেদং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)]; এখানে প্রথম দুইটি "**গতি**" কে "**মিচ্ছাদিট্ঠিনো**" এর কর্ম বা অদৃষ্ট বলা হয় (দীর্ঘনিকায়), দ্বিতীয় দুইটি "**দ্বে নিট্ঠা**" (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) এবং "**দুস্সীলা**" (অঙ্গুত্তর নিকায়), অবশিষ্ট দুইটি "**সীলবন্তো**" এবং অংশবিশেষ (অঙ্গুত্তর নিকায়)। "**গচ্ছতি**" শব্দেও "**গতি**" সম্বন্ধীয় উদাহরণসমূহ দ্রষ্টব্য।

গতিক (বিণ) ১ গমনকারী, অনুগমনকারী, (কাহারও সহিত) অবস্থানকারী। (বিনয়) **ভিক্খুগতিক**—(কোন লোক) ভিক্ষুর সহিত গমনকারী অথবা অবস্থানকারী। ২ পরিচালক, চালনাকারী, যে ব্যক্তি মুখ্য বা প্রধান হইয়া চলে। (সংযুক্ত নিকায়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে) **যং গতিক**—ইন্দ্রিয়সমূহ যাহাকে মুখ্য বা প্রধান করিয়া চলে। ৩ যে কোন একটি গতি গ্রহণকারী, চতুর্বিধ গতির মধ্যে যে কোন একটিতে অগ্রগামী, চতুর্বিধ পুনর্জন্ম গ্রহণের মধ্যে যে কোন একটিকে মুখ্য বা প্রধান করিয়া চলে এমন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **এবং গতি** [প্রথম তিনটি গতির মধ্যে যে কোন একটি সম্বন্ধে—**গতি** (৪) শব্দ দ্রষ্টব্য]। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিযত গতি, অনিযত গতি**। (পুং, ক্লী) গতিক, অবস্থা, উপায়, প্রকার।

গতি কথা—গতি-সম্বন্ধীয় কথা, মৃত্যুর পর কে কোথায় পুনর্বার উৎপন্ন হইবে বা জন্মগ্রহণ করিবে তৎসম্বন্ধীয় কথা। ⇒ **গতি** (৪)।

গতিগত (বিণ) নির্দিষ্ট পথে বা লক্ষ্যস্থানে গমন করিয়াছে এমন, যথানিয়মে চলিয়াছে এমন অর্থাৎ "**বিনিচ্ছয**" (বিধি, আইন, ধারা) মতে চলিয়াছে এমন (বিনয়)।

গতিন (বিণ) ১ গমন করিতেছে এমন অর্থাৎ কোন গতিপথ বা লক্ষ্যপথ গ্রহণ করিয়াছে এমন, নির্দিষ্ট পথে গমন করিতেছে এমন। (জাতক) **সব্বানদী বঙ্কগতী**—(ছোট বড়) সর্বপ্রকার নদীর গতি বক্র বা আঁকা বাঁকা। ২ যে কোন প্রকার গতি বা গমন পথ গ্রহণ করিয়াছে এমন, অদৃষ্টাধীন, দৈবনির্দিষ্ট, কর্মাধীন, কর্মনির্দিষ্ট, পূর্ব হইতে নির্ধারিত, ভাগ্য বা কর্মকর্তৃক নির্দিষ্ট। বিনয়ে "**সুগতি**" এবং "**দুগ্গতি**" বর্ণনায়:—**সম্পরায়ে সুগ্গতি গতিন**—মৃত্যুর পর সুখময় স্বর্গলোকে গমনকারী। (ধর্মপদ) **সগ্গগং সুগতিনো যন্তি**—(তাহারা) সুন্দর গমনস্থান স্বর্গে (দেবলোকে) গমন করে।

গতি নিবত্তন—গমনাগমন, যাওয়া এবং আসা। ⇒ **নিবত্তি**।

গতিমন্ত (বিণ) পবিত্র বা পূর্ণজ্ঞানীর চালচলন বা স্বভাব-সম্বন্ধীয়, নিষ্কলঙ্ক আচরণ-সম্বন্ধীয়, যথার্থ ধর্মপথে গমনকারী, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিশালী, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত। (তুলনীয়) **গতত্ত**।

গতিমন্ত (বিণ) = **গতিমন্ত**। ⇒ **গতিমন্ত**।

গতিসম্পত্তি (স্ত্রী) গতি বা গমনসুখ। ⇒ **গতি, সম্পত্তি** (১)।

গত্ত (ক্লী) গাত্র, শরীর, দেহ, কায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। (বহুবচনে) **গত্তানি**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। শরীররূপে:—**অনল্লগত্ত**—শুদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের সহিত। (সূত্রনিপাত) **সমচ্ছিদ্দ গত্ত**—কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ। = **সরীর**। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে:—(সংযুক্ত নিকায়) **অরুপক্কানিগত্ত**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পচা বা পূষযুক্ত ক্ষত। (জাতক) **লালকিলিন্ন গত্ত**—লালাক্লিষ্ট বা ঘর্মাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। (সূত্রনিপাত) **হোন্তি গত্তেসু মহাপুরিস-লক্খণা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সরীরাবযবা**।

গত্তব্ভঞ্জন তেল = **গত্তভঞ্জন তেল**। ⇒ **গত্তভঞ্জন তেল**।

গত্তভঞ্জন তেল—শরীরে মালিশ করিবার তৈল। ⇒ **ভঞ্জন** (২)।

গত্তানি (ক্লী, বহুবচন) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। ⇒ **গত্ত, পুব্বাপেতি**।

গথিত (বিণ) গ্রথিত, গ্রন্থিত, গাঁথা, বাঁধা, গাঁথা হইয়াছে এরূপ, বসানো, খচিত, আক্রান্ত, আবদ্ধ, সংযুক্ত, জড়িত, সংলগ্ন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আসক্ত, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ, লোভী, উত্তেজিত, উল্লসিত। ⇒ **গন্থতি**। (ক্রি-বি) সর্বদা যৌগিক শব্দে:—**গথিত পরিভুঞ্জতি**—লোভ সহকারে পরিভোগ করে। আকাঙ্ক্ষা-সম্বন্ধে:—**গথিত ভোগ**—ভোগে আকাঙ্ক্ষিত; **গথিত লাভ**—লাভে আকাঙ্ক্ষিত; **গথিত কামগুণে**—কামগুণসমূহে বা পঞ্চ কামগুণে আকাঙ্ক্ষিত। (বি-ভা) **গথিত মুচ্ছিত অজ্ঝাপন্ন (অজ্ঝোপন্ন)**—লোভে পরিপূর্ণ এবং আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ; এই অর্থে কোন কোন স্থানে "**গথিত**" শব্দের পরিবর্তে "**গধিত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়) **গথিত মুচ্ছিত, গথিত অজ্ঝাপন্ন**। অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায় "**গথিত**" শব্দের ব্যবহার "**নিস্সিত**" অর্থে অধিকরণ কারকে দৃষ্ট হয়। (জাতক) **গথিত ঘরেসু**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **গথিত কামগুণেসু**। অন্যান্য-সম্পর্কে:—(সূত্রনিপাত) **আদানগন্থং গথিতং বিসজ্জ; যানি লোকে গথিতানি ন তেসু পসুতো সিযা**। **গথিত = গিদ্ধ**। ⇒ **অগথিত**।

গদ (পুং) ১ গদ, রোগ। ২ গদ, কথন, শব্দ, বাক্য, ভাষণ। (বি-ভা) **দিট্ঠগদেন সল্লেন** (ইহাকে পড়িতে হয়)

দিদ্ধগদেন সল্লেন—বিষাক্ত শর দ্বারা [⇒ **দিট্ঠ** (২)]।

গদতি (ক্রি) [√গদ+অ] বলা, কহা, কথা বলা, কথা কহা, ভাষণ দেওয়া, গদগদভাবে বলা বা অনর্গল বলা। (অতীত) **গদি**। (অ-বিণ) **গদিত**।

গদিত (বিণ) ভাষিত, কথিত। ⇒ **গদতি**।

গদ্দভ (পুং) গর্দভ, গাধা। = **গদ্রভ**।

গদ্দুল (পুং) কুকুর বা পাখি ধরিয়া রাখার চর্মরজ্জু, নাপিতের চর্মনির্মিত চামাটি, চামড়ার বুকপেটি, চামড়ার লম্বা লম্বা ফালি। (চরিত্রে) **তণ্হা গদ্দুল**—তৃষ্ণারূপ চর্মরজ্জু। **জল্প (তণ্হা) গদ্দুল**।

গদ্দুহন (ক্লী) (গরুর) দুধ দোহানো। ⇒ **গদ্দূহন**।

গদ্দুহনমত্তং (ক্রি-বিণ) গরুর স্তনের বোঁটা একবার টানামাত্র অর্থাৎ গরুর দুধ দোহন করিতে একবার গরুর স্তনের বোঁটা ধরিয়া টানার সময় মাত্র। ⇒ **গদ্দূহন**।

গদ্দূল = **গদ্দুল**। ⇒ **গদ্দুল**।

গদ্দূহন (ক্লী) সামান্য সময়। **গদ্দূহনমত্তংপি**—গরুর দুধ দোহনে গরুর স্তনের বোঁটা ধরিয়া একবার টানার সময় মাত্রও।

গদ্ধ (পুং) গৃধ্র, শকুনি, গৃধ্নু ব্যক্তি। (বিনয়) **গদ্ধবাধি-পুব্বো**—অরিষ্ঠ ভিক্ষু যিনি পূর্বজন্মে শকুন পালন করিয়া শিক্ষা দিতেন তাঁহার সম্বন্ধে। = **গিদ্ধ**।

গদ্রভ (পুং) গর্দভ, গাধা। = **গদ্দভ**।

গদ্রভভারক (পুং) গাধার বোঝা, গর্দভের বহন করিবার পরিমিত বোঝা, একটি গাধা যত পরিমাণ ভারী বোঝা বহন করিতে পারে, একটি গাধার বোঝা। ⇒ **ভারক**।

গদ্রভভাব (বিণ) গাধার মতো, গর্দভের স্বভাব অনুরূপ, গর্দভের ন্যায়। (পুং) গাধার অবস্থা বা স্বভাব, এইটি গাধা এরূপ ভাব। ⇒ **ভাব** (১)।

গদ্রভরব—গাধার ন্যায় রব বা শব্দ, গর্দভের ন্যায় চিৎকার।

গদ্রভরাব = **গদ্রভরব**। ⇒ **গদ্রভরব**।

গদ্রভী (স্ত্রী) গর্দভী, গাধিনী, গর্দভিনী, স্ত্রীজাতীয় গাধা।

গধিত (বিণ) = **গথিত**। ⇒ **গথিত**। "**গধিত**" এই বানান ভুল, "**গথিত**" এই বানান শুদ্ধ। বর্ণনায় "**গিদ্ধ**" সমান অর্থবাচক। ⇒ **গিদ্ধ**।

গন্তব্ব (বিণ) গন্তব্য, যাওয়া উচিত, যাওয়ার উপযুক্ত। ⇒ **গচ্ছতি**।

গন্তর (বিণ, পুং) গমনকারী, যে ব্যক্তি গমনোদ্যত। ⇒ **গন্তা**।

গন্তা = **গন্তর**। ⇒ **গন্তর**। **গন্তা হোতি**—সে যাইবে, সে যাইতেছে এরূপ অবস্থা। (যৌগিকে) **গন্তাসোতা, গন্তাহত্তা, গন্তা খত্তা** (রাজহস্তী সম্বন্ধে—অঙ্গুত্তর নিকায়)। মধ্যম নিকায়ে "**গন্তা**" শব্দের পরিবর্তে "**গতা**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

গন্ত্বা (ক্রি-বি) যাইয়া, গিয়া, গমন করিয়া, চলিয়া। ⇒ **গচ্ছতি**।

গন্তুং (তুম) যাইতে, চলিতে, গমন করিতে। ⇒ **গচ্ছতি**।

গন্তুকাম (বিণ) যাইতে ইচ্ছুক, গমনাকাঙ্ক্ষী।

গন্থ ১ (পুং) গ্রন্থি, গাঁথুনি, সম্পর্ক, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল, নিগড়। এই শব্দটি সর্বদা চরিত্র সম্পর্কে, ব্যবহার-সম্পর্কে এবং চতুর্বিধ শারীরিক বন্ধন বর্ণনায় অথবা গাঁইট বা গিরা-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। = **কায়গন্থ, সংযোজন**। ⇒ **কায়গন্থ**। কোন কোন স্থানে "**গন্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**গন্ধ**" শব্দের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। ⇒ **আদানগন্থ**। (তুলনীয়) **গন্থনিয**। ২ (ক্লী) গ্রন্থ, বই, সন্দর্ভ, শাস্ত্র, পুস্তক, সম্পত্তি, রচনা, প্রবন্ধ, সঙ্কলন, অক্ষরবিন্যাস, মূলবচন (যাহা অবলম্বন করিয়া টীকা রচিত হয়), মূল গ্রন্থাংশ, গ্রন্থকর্তার মৌলিক রচনা।

গন্থকার (পুং) গ্রন্থকার, গ্রন্থকর্তা, পুস্তক প্রণয়নকারক, গ্রন্থরচিয়তা।

গন্থতি (ক্রি) ১ বন্ধন করা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, সমান ফল করা, গাঁইট করা, গ্রন্থিবদ্ধ করা, গিরা দেওয়া, দৃঢ়সম্বদ্ধ করা, গাঁইট বাঁধা, গ্রন্থি করা, কঠিন করা বা হওয়া, একত্রে বন্ধন করা বা দৃঢ় করা। (সংযুক্ত নিকায়) **কথং মিত্তানি গন্থতি**—কিরূপে মিত্রগণের সহিত সংবদ্ধ হয়? (বিমানবত্থু) **মালং গন্থমান**—(ফুলের) মালা বাঁধিতেছে; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মালং গন্থেন্তো**। ঔষধ-সম্বন্ধে:—মিশ্রিত করা, সম্মিলিত করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা। ২ একত্রে রাখা, সুবিন্যস্ত করা, রচনা করা, মীমাংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, স্থির করা, মুদ্রাক্ষর বিন্যাস করা, একসঙ্গে স্থাপন করা। = **গন্থেতি**। (অ-বিণ) **গন্থিত, গথিত**। (ক্রি-বি) **গন্থিত্বা**। (করণে) **গন্থেতি**।

গন্থধুর (ক্লী) গ্রন্থধুর, পাঠাভ্যাস, গ্রন্থপন্থা বা গ্রন্থশিক্ষা, (বর্ণনায়) একটি দুইটি পিটক অথবা ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ মুখস্থ করণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গন্থধুরং বিপস্সনাধুরং**। = **গ্রন্থধুর**।

গন্থন (ক্লী) বুনন কার্য, বয়ন, একত্রে সংযোগ, দড়ি পাকানো, মোচড়ানো, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, মিশ্রণ, সংযুক্তি, রচনা, প্রবন্ধ, রচন, গঠন, মীমাংসা, সন্ধি, সঙ্কলন, অক্ষরবিন্যাস।

গন্থনিয (ক্রি-বি) আবদ্ধভাব, কোন কার্যে যত্ন করণ বা মনোসংযোগকরণ (শরীর-সম্বন্ধে যেমন যত্ন করা হয়)। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায়) **আরম্মণ-করণ-বসেন গন্থেহি গন্থিতব্ব ধম্মা গন্থনিযা**—ধর্মবিষয়ে যত্ন নেওয়ার বা মনোনিবেশের অবস্থা, ধর্মসমূহে সংযুক্ত হওয়া বাধ্যতা বা সংবদ্ধ হওয়ার অধীন অবস্থা। ("**রূপ**"-সম্বন্ধে ধর্মসঙ্গণী) **সঞ্ঞোজনিয গন্থনিয ওঘনিয**। বিভঙ্গে "**রূপকখন্ধ**" সম্বন্ধে, "**দসাযতন**" সম্বন্ধে, "**দসিন্দ্রিয**" সম্বন্ধে বর্ণনা দৃষ্ট হয়। (বিভঙ্গ) **সচ্চা গন্থনিযা = গন্থসম্পযুত্ত; সচ্চা অগন্থনিযা = গন্থবিপ্পযুত্ত**।

গন্থুপমোচন (ক্লী) বিমুক্ত অবস্থা, দেহ বন্ধন বিমুক্ত বা পুনর্জন্ম বিমুক্ত অবস্থা, দেহত্যাগে মৃত্যুর পর পুনর্বার দেহ ধারণ করিতে হয় না এরূপ হেতুবিমুক্ত অবস্থা। এই শব্দটি নির্বাণ-সম্বন্ধীয় শব্দ।

গন্থুপহীন (বিণ) গ্রন্থপ্রহীণ, ত্রিপিটক গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধরহিত, গ্রন্থের সহিত সম্পর্কহীন। (বিপ) **বিপসসনা পহীন**।

গন্থুপ্পমোচন = গন্থুপমোচন। ⇒ **গন্থুপমোচন**।

গন্থিক (বিণ) কঠোর পরিশ্রমের সহিত পাঠ অভ্যাস করে এমন, পাঠাভ্যাসকারী। **গন্থিক ভিক্খু**। (তুলনীয়) **গন্থধুর**।

গন্থিত (বিণ) আবদ্ধ, সংযুক্ত, সংলগ্ন, বাধিত, বাধ্যগত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। (পরিসন্তিদামার্গ) **চতূহিগন্থেহি গন্থিত**। ⇒ **গন্থতি, গন্থেতি**।

গন্থেতি (ক্রি) [√গন্থ+এ] গ্রন্থিতে পরিণত করা, বয়ন করা, কুঞ্চিত করা, সংযুক্ত করা, সঙ্কুচিত করা, একত্রে সংলগ্ন করা, বন্ধ করা। = **গন্থতি**। ⇒ **গন্থতি**। (অতীত) **গন্থেসি**। (অ-বিণ) **গন্থিত**। (ব-বিণ) **গন্থেত্ত**। (ক্রি-বি) **গন্থেত্বা**; (সূত্রনিপাত) **মন্তে গন্থেত্বা**।

গন্ধ (পুং) ১ গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধর্ম, বাস, আমোদ, সম্পর্ক, লেশ, ঘ্রাণ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ। ইহা "**ঘানাযতনানি**" সম্বন্ধীয় শব্দ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আমগন্ধ**। (জাতক) **মচ্ছগন্ধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **করীসগন্ধ**—বিষ্ঠামূত্রের গন্ধ। (জাতক) **চতুজাতিগন্ধ**—চারিজাতীয় গন্ধ; **দিব্বগন্ধপুপ্ফ**—স্বর্গীয় সুগন্ধ পুষ্প। ২ কোনও বিশেষ জাতীয় গন্ধ। (সংযুক্ত নিকায় বর্ণনায়) **মূলগন্ধ, সারগন্ধ, পুপ্ফগন্ধ** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**তীণি গন্ধ জাতানি**" সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনায়) **মালগন্ধ, সারগন্ধ, পুপ্ফগন্ধ**। (ধর্মপদ) **পুপ্ফগন্ধ**। ৩ ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় গন্ধ। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সম্পর্কে এবং "**দ্বাদস অজ্ঝত্ত-বাহিরানি আযতনানি** (⇒ **রূপ**) বর্ণনায়:—**ঘাণেন গন্ধং ঘাযিত্বা**—ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ে গন্ধ অনুভব করিয়া। মধ্যম নিকায়ে উল্লেখিত "**কামগুণা**" বিষয়ে:—**গন্ধা ঘান-বিঞেঞয্যা**। দীর্ঘনিকায়ে "**রূপ**" ইত্যাদি দশবিধ শারীরিক গুণধর্মে দেবগণের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ-সম্বন্ধে এবং সংযুক্ত নিকায়ে "**সারগন্ধ, ফেগগুগন্ধ, তচগন্ধ**" ইত্যাদি নববিধ গুণ বর্ণনায় "**গন্ধব্ব-কাযিকা দেবা**" সম্বন্ধে বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাদৃশ অর্থে এবং একই বিষয়ে:—(ধর্মপদ) **বন্ন-গন্ধ-রসূপেতো** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে রাজার হস্তী সম্বন্ধে) **গন্ধানং খমো, গন্ধানং অক্খমো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ইত্থিগন্ধ, পুরিসগন্ধ**। ৪ সুগন্ধ, সৌরভ, সুরভি দ্রব্য, সুগন্ধিদ্রব্য যাহা প্রসাধনরূপে ব্যবহৃত হয় (তাহা মলম বা প্রলেপন হউক অথবা তৈল হউক অথবা চূর্ণ হউক) এবং যাহা শীলধর্মে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। স্নানের পর অভ্যাসবশত সুগন্ধি প্রলেপনের প্রয়োগ, যথা—"**গন্ধেন**" অথবা "**গন্ধেহি বিলিম্পতি**" (পেতবত্থু অর্থকথা)। "**দেয্যধম্ম**" শব্দে গন্ধদ্রব্য সম্বন্ধে বিবরণ দ্রষ্টব্য।

গন্ধকরণ্ডক—সুগন্ধি প্রসাধনের বাক্স, প্রসাধনাধার, সুগন্ধি দ্রব্য রাখিবার পেটরা।

গন্ধকুটি (স্ত্রী) সুগন্ধময় বাসগৃহ বা প্রকোষ্ঠ, ভগবান বুদ্ধের বাসগৃহ। ভগবান বুদ্ধের বাসগৃহ সুগন্ধিদ্রব্যে সুবাসিত ও সজ্জিত থাকিত বলিয়া উহাকে গন্ধকুটি বলা হইত (যেমন—জেতবনে অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত ভগবান বুদ্ধের বাসগৃহের নাম ছিল "গন্ধকুটি")।

গন্ধকুটী = গন্ধকুটি। ⇒ **গন্ধকুটি**।

গন্ধগোচর (পুং, ক্লী) গন্ধের সংস্পর্শে আসা অর্থাৎ গন্ধ সংবেদন, গন্ধ অনুভূতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বা নাসিকায় গন্ধ অনুভব।

গন্ধচুন্ন (ক্লী) সুগন্ধিচূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত পাউডার, সুগন্ধ স্নাণচূর্ণ বা সাবান জাতীয় স্নানের গুঁড়া, স্নানের জন্য সাবানের গুঁড়া। = **চন্দনচুন্ন**। ⇒ **চুন্ন**।

গন্ধজপ্পা = গন্ধতণ্হা। ⇒ **গন্ধতণ্হা**।

গন্ধজাত (ক্লী) একপ্রকার সুগন্ধ বা সৌরভ, সুরভি দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য। ত্রিবিধ "**সুগন্ধজাত**", যথা—**মালগন্ধজাত, সারগন্ধযাত, পুপ্ফগন্ধজাত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **চন্দনাদি গন্ধজাত**। = **গন্ধ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (বিণ) সুগন্ধি দ্বারা তৈরি, সুগন্ধিপূর্ণ, সুগন্ধময়, সুগন্ধজাত। ⇒ **গন্ধ, জাত** (৪)।

গন্ধতণ্হা (স্ত্রী) সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধময় দ্রব্যের জন্য তৃষ্ণা বা আসক্তি। (তুলনীয়) **গন্ধাসা**। = **গন্ধজপ্পা**।

গন্ধতেল (ক্লী) সুগন্ধি তৈল, সুবাসিত তৈল (প্রাচীনকালে যাহা প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত)।

গন্ধথেন (পুং) গন্ধচোর, সুগন্ধচোর, যে ব্যক্তি সুগন্ধিদ্রব্য চুরি করে।

গন্ধদাম (ক্লী) সুগন্ধ দ্রব্যের মালা। ⇒ **গন্ধ, দাম**।

গন্ধধাতু (স্ত্রী) ঘ্রাণশক্তির (সংবেদজ) উপাদান, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বা নাসিকার (বোধশক্তি-সম্বন্ধীয়) উপাদান, গন্ধের (সংজ্ঞাবহ) উপাদান। ইহা "**গন্ধাযতন**" শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত শব্দ।

গন্ধধূপ (পুং) সুগন্ধদ্রব্য এবং ধূপ। ⇒ **ধূপ**।

গন্ধন = গন্ধিন। ⇒ **গন্ধিন**।

গন্ধ পঞ্চঙ্গুলিক (ক্লী) সুগন্ধ দ্রব্যবস্তুতে (বৃদ্ধা-তর্জনী-মধ্যমা-অনামিকা-কনিষ্ঠা)—এই পঞ্চ অঙ্গুলী ডুবাইয়া কিছুর উপর সেই পঞ্চ অঙ্গুলীর ছাপ বা চিহ্ন দেওয়া, চন্দনঘষা বা কুঙ্কুমাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পঞ্চ অঙ্গুলের টিপ বা ফোঁটা দেওয়া, পঞ্চ অঙ্গুলীর ফোঁটা।

গন্ধব্ব (পুং) (বৈদিক—গন্ধর্ব) ১ বাদ্যকর, সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক, গায়ক। ২ গন্ধর্ব, স্বর্গীয় বাদ্যকর বা সঙ্গীতজ্ঞ, চতুর্মহারাজিক দেবভবনে বাসকারী এক শ্রেণীর দেবতা। ⇒ **গন্ধব্বকাযিক**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**গন্ধব্ব**" অর্থে "**পক্ষীকুল**", অন্যত্র "**অসুরা**" এবং "**নাগা**" অর্থেও

ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়; মধ্যম নিকায়ে শিশুদের ধারণাশক্তি সম্বন্ধে কথিত বলিয়া **"গন্ধব্ব"** শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে।

গন্ধব্বকায়িক (বিণ) গন্ধর্বরূপে শরীরধারী, গন্ধর্বজাতীয়, গন্ধর্ব শ্রেণীভুক্ত।

গন্ধব্বমানুসা (পুং, বহুবচন) গন্ধর্বগণ এবং মনুষ্যগণ।

গন্ধব্বহত্থক—গন্ধর্বহস্ত অর্থাৎ পাখির থাবার আকারে কাষ্ঠযন্ত্র যদ্দ্বারা স্নানের সময় গাত্র মার্জনা করা হইত (বিনয়)।

গন্ধব্বা (স্ত্রী) সঙ্গীতবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সঙ্গীত, সুস্বর, সুর-রচনা, কণ্ঠসঙ্গীত, গান, পক্ষীর কূজন। (জাতক) **গন্ধব্বং করোতি**—সঙ্গীত রচনা করা, গান রচনা করা, গান করা।

গন্ধমাদন (পুং) গন্ধমাদন পর্বত, হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বত, হিমালয়ের এক পর্বতের নামবিশেষ।

গন্ধসঞ্চেতনা (স্ত্রী) গন্ধবাহী সংবেদন, ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, গন্ধ সঞ্চেতনা।

গন্ধসঞ্ঞা (স্ত্রী) সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের সংবেদন, ইন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধের অনুভূতি বা উপলব্ধি, ঘ্রাণ বা সুগন্ধের অস্তিত্ববোধ, সুগন্ধেঃ প্রত্যক্ষরূপ।

গন্ধসন্নিধি (স্ত্রী) সুগন্ধিযুক্ত, মলমাদির প্রলেপ সংগ্রহকরণ, সুগন্ধি আঁতর পমেটম ইত্যাদি জমাকরণ।

গন্ধসার (পুং) চন্দনবৃক্ষ, চন্দনসার।

গন্ধাপণ (পুং) সুগন্ধি বস্তুর দোকান, সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার স্থান।

গন্ধাপণিক (পুং) সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবসায়ী লোক, সুগন্ধি দ্রব্য বিক্রেতা, সুগন্ধি দ্রব্যের দোকানি বা দোকানদার।

গন্ধায়তন (ক্লী) গন্ধবাহী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ, ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় বা নাসিকার সম্পর্ক, ছয় প্রকার **"বাহিরানি আয়তনানি"** সম্বন্ধ, বৈষয়িক বা বিষয়াগত শারীরিক বা মানসিক বোধশক্তি বা অনুভূতি, কার্য-সম্বন্ধীয় সংবেদন। ⇒ **আয়তন**।

গন্ধার (পুং) গান্ধার দেশ। ইহা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ একটি স্থানের প্রাচীন নামবিশেষ। ইহা বর্তমানে রাওয়ালপিণ্ডির নিকটস্থ "কন্দহর" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। (বিণ) গান্ধার দেশীয়, গান্ধার জাতীয়, গান্ধার দেশে উৎপন্ন বা প্রস্তুত।

গন্ধারম্মণ (ক্লী) গন্ধকে অবলম্বন, গন্ধ বা ঘ্রাণশক্তিতে আশ্রয়, গন্ধকে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে অথবা গন্ধ পাইতেছে এরূপ অবস্থা।

গন্ধারী (স্ত্রী) ১ ঐন্দ্রজালিক যাদুমন্ত্র। **গন্ধারী বিজ্জা**—ঐন্দ্রজালিক যাদুমন্ত্রের নাম। ২ গান্ধারী, গান্ধার দেশীয় মেয়ে। (বিণ) মুগ্ধকারী, মনোমুগ্ধকর।

গন্ধারী বিজ্জা (স্ত্রী) মুগ্ধকারী বিদ্যা, যাদুমন্ত্র। ⇒ **গন্ধারী** (১)।

গন্ধালেপ (ক্লী) গন্ধ দ্রব্যের প্রলেপ, সুগন্ধি তৈল বা জল ছিটানো।

গন্ধাসা (স্ত্রী) সুগন্ধ লাভের জন্য বলবতী স্পৃহা, সুগন্ধের আশা, ঘ্রাণ-সম্বন্ধীয় অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা, গন্ধবাহী উপলব্ধির জন্য আসক্তি বা অনুরাগ।

গন্ধিক ১ (বিণ) সুগন্ধি, সুগন্ধযুক্ত, সুগন্ধ আছে এমন। = **সুগন্ধিক, সুরভিগন্ধ, সোগন্ধিয**। ২ (ক্লী) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়, সুগন্ধি ব্যবহার, গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী লোক, যে বস্তুতে বা যাহাতে সুগন্ধি আছে, যাহাতে সুঘ্রাণ আছে। (তুলনীয়) **গন্ধিন** (২)।

গন্ধিকাগন্ধিকেহি [গন্ধিক+অগন্ধিকেহি] সুগন্ধি এবং গন্ধহীন দ্রব্য সমূহের দ্বারা।

গন্ধিকুজ = **গন্ধিক**। ⇒ **গন্ধিক**।

গন্ধিন—এই শব্দটি জাতকে **"কুলে অন্তিম গন্ধিন"** শব্দরূপে দৃষ্ট হয়; বর্ণনায় কিন্তু **"সব্ব পচ্ছিমক"** এবং **"গন্ধন"** শব্দ দৃষ্ট হয় **"কুল-গন্ধন"** শব্দের সহিত সংযোগে। কাজেই **"কুলগন্ধন"** শব্দ দ্রষ্টব্য।

গন্ধী (বিণ) = **গন্ধিক**। ⇒ **গন্ধিক**।

গন্ধোদক (ক্লী) সুগন্ধি জল, সুবাসিত জল।

গব্বিত (বিণ) গর্বিত, অহঙ্কৃত, উদ্ধত, দাম্ভিক, সমারোহ বিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, অভিমানী, প্রগল্‌ভ। = **অবমত**।

গব্বিতভাব = **ইস্‌সরিয**। ⇒ **ইস্‌সরিয**।

গব্বিত সভাব—গর্বিত স্বভাব, দাম্ভিক প্রকৃতি, উদ্ধত স্বভাব। = **দিত্তসভাব**।

গব্‌ভ (পুং) ১ অভ্যন্তর, মধ্যভাগ, দেশের মধ্যস্থল, গর্ত, ছিদ্র, গহ্বর, ভিতরের কামরা বা প্রকোষ্ঠ, গোপন কক্ষ, নিজস্ব কক্ষ, শয়ন কক্ষ, শ্রীগর্ভ, একজনের জন্য ক্ষুদ্র কক্ষ। = **ওবরক, সিরিগব্‌ভ**। ২ গর্ভ, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট বড় হওয়ার অবস্থা, গর্ভাশয়, পেট, জরায়ু। (তুলনীয়) **কুচ্ছি**। (ধর্মপদ) **গব্‌ভং উপেতি**—গর্ভে উৎপন্ন হওয়া, জন্মগ্রহণ করা; **গব্‌ভং উপপজ্জতি**—পুনর্বার গর্ভে উৎপন্ন হওয়া বা জন্ম হওয়া। (সূত্রনিপাত) **গব্‌ভা গব্‌ভং দুক্‌খং নিগচ্ছন্তি**—গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে অর্থাৎ জন্ম হইতে জন্মান্তরে দুঃখের হইতেছে অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিতেছে। (জাতক) **গব্‌ভতো পট্ঠায**—ভূমিষ্ঠ হইতে বা জন্মকাল হইতে। ৩ গর্ভস্থ শিশু, ভ্রূণ, শিশু, গর্ভস্থ সন্তান। (দীর্ঘনিকায়) **দসমাসে গব্‌ভং কুচ্ছিনা পরিহরিত্বা**—দশমাস সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া; **দিব্বাগব্‌ভা**। **গব্‌ভ** (ভ্রূণ) **কুচ্ছি** (গর্ভে) ধারণ করা অর্থে "ভ্রূণসহ জরায়ু বা গর্ভাশয়" (জাতকে দ্রষ্টব্য); = **কুচ্ছিম্‌হি পটিট্‌ঠিতো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গব্‌ভস্‌স অবক্কন্তি**। (বিনয়) **গব্‌ভে বুট্‌ঠাসি**—গর্ভস্থ শিশু প্রসব হইয়াছিল। (জাতক) **ইত্থি-গব্‌ভো পুরিস-গব্‌ভো**—

মেয়েশিশু এবং পুরুষশিশু। (বিনয়) **গর্ভং পাতেতি**—ভ্রূণ বা গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা, গর্ভপাত করা।

গর্ভকরণ (ক্লী) গর্ভকরণ, গর্ভধারণকরণ।

গর্ভগত (বিণ) ১ প্রসূত, গর্ভত্যাগ করিয়াছে বা প্রসব করিয়াছে এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুত্তে গর্ভগতে**—পুত্র সন্তান প্রসব করা হইলে বা জন্ম গ্রহণ করিলে। ২ গর্ভে প্রবিষ্ট, গর্ভ ধারণ করিয়াছে এমন, গর্ভবতী হইয়াছে এমন।

গর্ভদ্বার—শয়ন কক্ষের দ্বার। শয্যাগৃহের দরজা।

গর্ভ পরিপাকং অন্যায—গর্ভ পরিপক্ব হইবার ফলে, গর্ভ পরিপক্ব হইলে, প্রসব করিবার সময় হইলে।

গর্ভ পরিহরণ (ক্লী) ভ্রূণ রক্ষণ, গর্ভস্থ সন্তান রক্ষণ। = **গর্ভ পরিহার**।

গর্ভ পরিহার—গর্ভস্থ সন্তান বা ভ্রূণ রক্ষার জন্য সতর্কতা, গর্ভস্থ সন্তান রক্ষণ, ভ্রূণ রক্ষণ, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে স্ত্রী আচার-বিধি সম্পাদন। = **গর্ভ পরিহরণ**। ⇒ **পরিহার** (১)।

গর্ভপাতন (ক্লী) গর্ভপাত, ভ্রূণ হত্যা, গর্ভস্রাব, গর্ভপাতন, ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন, কোন পরিকল্পনায় ব্যর্থতা, অকালকুষ্মাণ্ড। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গর্ভপাতন ভেসজ্জ**। (পেতবত্থু) **গর্ভপাতন অকরিং**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **গর্ভপাতন দাপেসি**।

গর্ভমল (ক্লী) গর্ভমল, সন্তান প্রসবের সময়ে মাতৃগর্ভ হইতে ফুলাদি যাহা কিছু ক্লেদ বা জঞ্জাল নির্গত হয় (যাহা প্রেতগণের খাদ্য—পেতবত্থু অর্থকথা)।

গর্ভর (ক্লী) গহ্বর, বৃহৎ গুহা, গর্ত, গিরিগুহা, বন, রোদন, দম্ভ, বিষমস্থান, বহুবিধ অনর্থ, অনেক রকম সঙ্কট। (বিমানবত্থু, সূত্রনিপাত) **গিরিগর্ভর**।

গর্ভবীস—গর্ভসঞ্চার হইতে অথবা গর্ভে উৎপন্নকাল হইতে বিশ (কুড়ি) বৎসর। (বিনয়) **অহঞ্চ'ম্হি গর্ভবীস**—গর্ভে উৎপন্ন কাল হইতে আমার বয়স গণনায় কুড়ি বৎসর।

গর্ভবুট্ঠান (ক্লী) ১ সন্তানের জন্ম, প্রসব, প্রসবাবস্থা। ২ গর্ভে উৎপত্তি। ⇒ **বুট্ঠান** (১)।

গর্ভসেয্য—পুনর্জন্ম বা পুনঃপুন গর্ভে আগমন বা জন্ম। = **পুনর্ভব**।

গর্ভসেয্যক (বিণ) যে ভ্রূণরূপে গর্ভে জন্মিয়াছে, ডিমের পরিবর্তে শাবক প্রসবকারিণী, যে অন্যের গর্ভে প্রবেশ করে।

গর্ভসেয্যা (স্ত্রী) গর্ভধারণ, গর্ভ, গর্ভাবস্থা। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সূত্রনিপাতের বর্ণনায়:—**ন পুনর এতি** (অথবা "উপেতি") **গর্ভসেয্যং**—(অর্হৎ-সম্বন্ধে) তিনি অন্যের গর্ভে সন্তানরূপে গমন করেন না।

গর্ভস্স অবক্কন্তি—গর্ভে প্রবেশ, গর্ভের আকার, গর্ভ সঞ্চার। (তুলনীয়) **গর্ভস্স অবক্কম**। ⇒ **অবক্কন্তি**।

গর্ভস্স অবক্কম—গর্ভে অবতরণ, গর্ভে উৎপত্তি, গর্ভে প্রবেশ, গর্ভ সঞ্চার। (তুলনীয়) **গব্বস্স অবক্কন্তি**। ⇒ **অবক্কম**।

গর্ভাবক্কন্তি (স্ত্রী) [গর্ভ+অবক্কন্তি] গর্ভে ধারণ বা গর্ভধারণ, গর্ভে প্রবেশ। = **গর্ভে ওক্কন্তি, গর্ভে ঠিতি, গর্ভেবুট্ঠান (বুত্থান)**।

গর্ভাসয (পুং) জরায়ু, গর্ভাশয়, সন্তান প্রসবের সময় নির্গত অপবিত্র বস্তু সমূহ। = **গর্ভমল**।

গর্ভিনী (স্ত্রী) গর্ভিনী, অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী স্ত্রীলোক, গর্ভবতী। ⇒ **গর্ভিনীভাব**।

গর্ভিনীভাব (পুং) গর্ভাবস্থা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। (যৌগিকে) **গর্ভিনী পাযমানা পুরিসন্তর গতা**—গর্ভিনী-স্তন্যবতী এবং পুরুষ সংসর্গ হইয়াছে এমন (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

গর্ভে (অধিকরণ কারকে) গর্ভে, ভিতরে, মধ্য। **অঙ্গারগর্ভে, নদীগর্ভে**।

গর্ভে ওক্কন্তি = গর্ভাবক্কন্তি। ⇒ **গর্ভাবক্কন্তি**।

গর্ভেঠিতি—গর্ভে স্থিতি, গর্ভে অবস্থান। ⇒ **গর্ভাবক্কন্তি**।

গর্ভেবুট্ঠান = গর্ভেবুত্থান। ⇒ **গর্ভেবুত্থান**।

গর্ভেবুত্থান = গর্ভেঠিতি। ⇒ **গর্ভেঠিতি**।

গম (বিণ) বর্তমান, যাহা পাওয়া যায় এমন, চলতি, গমনে সমর্থবান, (কোনদিকে বা কোথাও) গমন করিতেছে এমন, পরিচালনা করিতেছে এমন, নিয়া যায় এমন, বিহঙ্গমের ন্যায় আকাশপথে গমন করিতেছে এমন। (তুলনীয়) **গমন, অঘসিগম, বেহাসংগম, নভসিগম**। (পুং) গম, গমন, গতি, গতিপথ, ধারা, (কোথাও) গমন। **অধ্বঙ্গম**।

গমতি (ক্রি) [√গম+অ] যাওয়া, চলা, গমন করা। = **গচ্ছতি**। ⇒ **গচ্ছতি** শব্দের উদাহরণ সমূহ। (ব-বিণ) **গম্য; ⇒ গম, গমন, গামিক, গামিন**। (ভ-বিণ) **গমনীয**। (ক্রি-বি) **গমিত্বা**। (তুম) **গমিতুং**। (করণে) **গমেতি**। ধাতুরূপ নির্ণয়:—বর্তমান কাল—প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গমতি**। পঞ্চম—(নিষেধার্থে) মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **মা গমি**—(তুমি) চলিয়া যাইও না; (বহুবচনে) **মা গমিত্থ** (জাতক)। অতীত কাল—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অগমা, অগমাসি, গমি;** (বহুবচনে) **অগমিম্হসে**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অগমা, অগমাসি, গমি;** (বহুবচনে) **অগমুং**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অগমা, অগমাসি, গমি;** (বহুবচনে) **অগমংসু, গমিংসু**। ভবিষ্যৎ কাল—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **গমিস্সামি;** (বহুবচনে) **গমিস্সাম**। মধ্যমপুরুষ (একবচনে) **গমিস্সসি;** (বহুবচনে) **গমিস্সথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **গমিস্সতি;** (বহুবচনে) **গমিস্সন্তি**।

গমন (ক্লী) গমন, গমন অবস্থা, চলন, গতি, প্রস্থান, বিচলন, চলনভঙ্গি, ভ্রমণ, পর্যটন, পদব্রজে গমন, পদক্ষেপ, পায়ে চলা পথ, জীবনযাত্রা প্রণালী, সমাজে স্থান বা পদ, অভ্যস্ত কাজ বা পেশ, প্রচেষ্টা, পরিচালনা, পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ, সাধনা, কার্য, ব্যবসায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গমনেন ন পত্তব্বো লোকস্স'ন্তো**—গমনে কেহ জগতের শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারে না। (ধর্মপদ) **সগগস্স গমন**--স্বর্গে গমন। "**বিহঙ্গম**" সম্বন্ধে বর্ণনায়:—**(আকাসে) গমনতো পক্খী বিহঙ্গমা'তি বুচ্চতি**। (বিণ) যাইতেছে এমন, (কিছুর দিকে) নিয়া যাইতেছে এমন, (কিছুর) সহায়ক। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বান গমন মগ্গো**—নির্বাণে লইয়া যাইবার বা নির্বাণে যাইবার পথ। (থেরীগাথা) **দুগ্গতিগমন মগ্গো**—দুর্গতিতে যাইবার পথ।

গমন অন্তরায় (পুং) গমনে অন্তরায়, গমনে বাধা, চলার পথে বাধা, যাত্রাপথে বাধা।

গমনকম্ম (ক্লী) গমন কার্য, চলার কার্য, চলন অবস্থা, চলিয়া যাওয়া।

গমনকরণ (ক্লী) গমনের কারণ, যাওয়ার কারণ, গমনহেতু, গমনের উপায় বা হেতু। (জাতক) **গমনকারণং করোতি**—যাওয়ার চেষ্টা বা উপায় করা।

গমন চ নিবত্তন চ—গমন এবং প্রত্যাগমন, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয় এবং পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আসে এরূপ অবস্থা। = **অভিক্কন্তং চ পটিক্কন্ত চ**।

গমনভাব (পুং) গমনের অবস্থা, গমনভাব, চলিয়া যাইবে এরূপ অবস্থা, যায় যায় এরূপ অবস্থা।

গমনমগ্গ—গমন মার্গ, যাওয়ার পথ।

গমনযোগ্গ (বিণ) গমনের যোগ্য, পার হইবার মতো যোগ্য, প্রচলিত, মধ্যম, চলনসই, পরিদর্শন-সহনক্ষম, গ্রহণীয়। ⇒ **যোগ্গ** (বিণ)।

গমনযোগ্য = **গমনযোগ্গ**। ⇒ **গমনযোগ্গ**।

গমনবন্ন (ক্লী) গমনের বিষয় বর্ণনা, গমন-সম্বন্ধীয় প্রশংসা, গমনের কারণ বর্ণনা, গমন-সম্বন্ধীয় পথের বর্ণনা।

গমনসজ্জক (বিণ) ⇒ **সজ্জক**।

গমনাগমন (ক্লী) গমনাগমন, যাতায়ত, যাওয়া এবং আসা, উদয় এবং অস্ত। = **ওগমনুগ্গমন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গমনাগমন কালে**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গমনাগমন সম্পন্ন সেনাসন**—যাতায়াতে বাসোপযোগী অথবা অবস্থানোপযোগী শয়নাসন বা শয্যা-সম্বন্ধীয় আসবাব অর্থাৎ সহজে সুগমযোগ্য বা হালকা আসবাব। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গমনাগমনং করোতি**—ইতস্তত বা এদিক ওদিক যাওয়া-আসা করা।

গমনীয (বিণ) ১ ("**গচ্ছতি**" শব্দ হইতে) গমনীয়, গমনযোগ্য, গমনের উপযুক্ত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গমনীয ঠান**—গমনীয় স্থান। ২ ("**গমেতি**" শব্দ হইতে) বাক্যে:—(খুদ্দকপাঠ) **ভোগা পহায গমনীযা**—ভোগসম্পত্তি (বা ধনসম্পত্তি) যাহা থাকে তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। = **কালিকা**।

গমিক (বিণ, পুং) চলিয়া যাইতে হইতেছে এমন, ভ্রমণের যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছে এমন, গমিক, ভ্রমণকারী, গমনকারী, পথিক, গমনকারী পথিক, যাত্রী, যাইবে বা যাইতেছে এমন। (বিপ) **আগন্তুক**।

গমিকভত্ত (ক্লী) গমনকারীর জন্য আহার, বহির্গমনকারীর জন্য আহার, যাত্রীর ভাত, যাত্রীকে দেওয়া অন্ন, যাত্রীর জন্য প্রস্তুত আহার, গমিকখাদ্য, (বিদেশে) যাইবে অথবা যাইতেছে এমন ব্যক্তিকে অন্ন ভোজন করানো। (বিপ) **আগন্তুকভত্ত**।

গমিকবত্ত (ক্লী) গমিক ব্রত, গমনকারীর ব্রত, কেহ কোথাও গমন করিবার সময় উপকার এবং সাহায্যাদি করিয়া গমনকারীর যে প্রীতি উৎপন্ন করা হয় উহা। ⇒ **বত্ত** (২)।

গমিন (বিণ) গমনকারী। ইহা "**গতি**" সম্বন্ধীয় শব্দ, (সূত্রনিপাতে) **অঞ্ঞে পি পস্সে গমিনে যথাকম্মূপগেনরে**।

গমিয = **গমিক**। ⇒ **গমিক**।

গমেতি (ক্রি) [√গমন+এ] গমন করা, পাঠানো, প্রেরণ করা, যাওয়ার কারণ করা, হাঁটানো, গতিবদ্ধ করা, বুঝিতে পারা। **অনভাবং গমেতি**—নষ্ট হইয়া যাওয়া, ধ্বংস হওয়া। ⇒ **গচ্ছতি, গমতি**।

গম্ভীর (বিণ) গম্ভীর, গভীর, অগাধ, নিবিড়, উদার, দুর্বোধ্য, গূঢ়, নিস্তব্ধ, দুর্গম, গাঢ়, ঘোর, গভীরভাবে অনুভূত, (কিছুতে) নিমগ্ন, প্রগাঢ়, নিগূঢ়, সুগভীর, পরম, সুসম্পূর্ণ, অতলস্পর্শ, ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, কঠিন, দুঃসাধ্য, কষ্টদায়ক। সাহিত্যে হ্রদ-সম্বন্ধে:—**গম্ভীরো সরো**—গভীর হ্রদ; = **অগাধো সরো**। জাতকে রাস্তা সম্বন্ধে:—**গম্ভীরো মগ্গো**—দুর্গম পথ, জলপূর্ণ পথ। (চরিত্রে) জ্ঞান বা প্রজ্ঞা সম্বন্ধে:—(মধ্যম নিকায়) **ধম্মো গম্ভীরো দুদ্দসো** ...। (মধ্যম নিকায়) **তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয্যো দুপ্পরিযোগাহ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসা গম্ভীরা**; (বিপ) **উত্তান**। "**ঝান**" সম্বন্ধে:— (পটিসম্ভিদামার্গ) **গম্ভীর ঠান** ইত্যাদি। (সদ্ধম্মোপায়ন) **সদ্ধম্ম গম্ভীর**। **গম্ভীর গূঢ় নিপুণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোকনাথো নিপুণ গম্ভীরো**। "**নিপুণ**" শব্দের সহিত জাতকেও "**গম্ভীর**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। (ক্লী) গভীর ভূমি অর্থাৎ নিরাপদ ভিত্তি বা ভিত্তিস্থাপন (খুদ্দকপাঠ)।

গম্ভীরতা (স্ত্রী) গম্ভীরতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য।

গম্ভীর নেম (বিণ) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠ। ⇒ **নেম**।

গম্ভীর পঞ্ঞ (বিণ) গম্ভীর প্রজ্ঞ, যাঁহার গভীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আছে। (ধর্মপদ) **গম্ভীর পঞ্ঞ মেধাবিন**।

গম্ভীরসিত = **গম্ভীরসীত**। ⇒ **গম্ভীরসীত**।

গম্ভীরসীত (বিণ) গভীর নরম উর্বর মাটির "**খেত্ত**" বা ক্ষেত্রযুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত, (মাটির নীচে) গভীরে অবস্থিত, দৃঢ়রূপে ভিত্তিস্থাপিত। (সাহিত্যে) **গম্ভীরসিত**। ⇒ **সীতা**।

গম্ভীরাবভাস (বিণ) [গম্ভীর+অবভাস] গম্ভীর প্রকৃতির, নিগূঢ়তার হাবভাব আছে এমন, গভীরতার আকার আছে এমন। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **গম্ভীরাবভাস উত্তান**। (পুং) গভীর জ্ঞানদর্শন, গভীর স্ফুরণ, গভীর জ্ঞানালোক।

গম্ম (বিণ) ১ গ্রাম্য, সাধারণ, সাধারণ লোক-সম্বন্ধীয়, ইতর, নীচ, অশিষ্ট, অমার্জিত, হীন, অশিক্ষিত, সুন্দর কর্তব্যবিষয়ে অজ্ঞ। (সর্বদা যৌগিকে) **হীনগম্ম**—হীন গ্রাম্য বা অশিষ্ট (বিনয়)। ২ গম্য, যাইবার উপযুক্ত, যাওয়ার যোগ্য, যাওয়া উচিত।

গয্‌হ (ক্রি-বি) ধরিয়া। ⇒ **গয্‌হতি**। (বিণ) গ্রহণীয়, গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য, লওয়ার উপযুক্ত, দখল করিবার যোগ্য, ধরা বা ধৃত করিবার যোগ্য, গ্রেপ্তারের যোগ্য, মনে মনে ধারণা করিবার যোগ্য, দৃঢ়মুষ্টিতে বা জোরে ধরিবার যোগ্য। (ক্লী) ১ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ, বাঁট, কোনও বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য। ২ = **গয্‌হূপগ**। ⇒ **গয্‌হূপগ** (ক্লী)।

গয্‌হক (বিণ) গ্রেপ্তারের যোগ্য (অর্থাৎ বন্দী)। = **গয্‌হ** (বিণ)।

গয্‌হক নিয্যমান (বিণ) = **গয্‌হক**। ⇒ **গয্‌হক**। (বর্ণনায়) **করমর গাহং গহেত্বা নিয্যমান**। (তুলনীয়) **করমর**।

গয্‌হতি (ক্রি) [√গহ+য] ধরা, ধৃত হওয়া, লইয়া যাওয়া, গ্রহণ করা, গ্রেপ্তার করা। ⇒ **গণ্‌হাতি**। (অতীত) **গয্‌হি**। (অ-বিণ) **গয্‌হিত**। (ব-বিণ) **গয্‌হমান**। (ক্রি-বি) **গয্‌হ**।

গয্‌হমান (বিণ) ধরিতেছে এমন, ধরা পড়িতেছে এমন, গ্রেপ্তার করিতেছে এমন। = **গয্‌হক**। ⇒ **গয্‌হতি**।

গয্‌হূপক (বিণ) [গয্‌হ+উপক] লইয়া যাওয়ার জন্য আগত, গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে এমন, ধরিয়া নিবার জন্য বা ধরিবার জন্য উপনীত, সাধারণ ব্যবহারের জন্য লয় এমন, (সাহিত্যে) কোনও বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যে উপযুক্ত। (ক্লী) যাহা অধিকারে বা দখলে আসিয়াছে, দখলি সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি, সম্পত্তি অর্জন, অপহরণ, চুরি। = **কুলূপক**, **গয্‌হূপগ**।

গয্‌হূপগ = **গয্‌হূপক**। ⇒ **গয্‌হূপক**।

গয্‌হূপিকা = **কুলূপিকা**। ⇒ **কুলূপিকা**।

গয্‌হূপিগা = **গয্‌হূপিকা**। ⇒ **গয্‌হূপিকা**।

গরল—বিষ, গরল।

গরলগল—বিষপান, গরল পান। ⇒ **ঘরদিন্নকাবাধ**।

গরবিত (বিণ) গৌরবিত, গৌরবযুক্ত, মান্য, গৌরবান্বিত। ⇒ **কায**।

গরহ = **গরহা**। ⇒ **গরহা**।

গরহক (বিণ) দোষ গ্রহণকারী, দোষী সাব্যস্ত করে এমন, গর্হিত, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত। **পথবী-গরহক, আপগরহক** ইত্যাদি। (যৌগিকে) **পথবী-জিগুচ্ছক-গরহক**—মাটি জল ইত্যাদি চারি মহাভূতে ঘৃণিতরূপে বিরক্তি বা বিরাগভাজন (মধ্যম নিকায়)।

গরহণ (ক্লী) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

গরহণা = **গরহণ**। ⇒ **গরহণ**।

গরহতি (ক্রি) [√গরহ+অ; বৈদিক—গর্হতি, নিন্দাযং] নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, গালাগালি দেওয়া, নিষিদ্ধ কাজ করা, গর্হিত কাজ করা, দোষারোপ করা, তিরস্কার করা, দোষ দেওয়া, দোষারোপ করা, দোষী সাব্যস্ত করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অগরহিযং মা গরহিত্থ**—নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিও না, অনিন্দ্যকে নিন্দা করিও না। (দীর্ঘনিকায়) **তপং গরহতি**—তপস্যাকে প্রত্যাখ্যান করা, তপস্যাকে মঞ্জুর না করা বা অগ্রাহ্য করা। (একত্রে ব্যবহারে) **গরহতি জিগুচ্ছতি**। (তুলনীয়) **বিগরহতি**। (অতীত) **গরহি**। (অ-বিণ) **গরহিত**। (ব-বিণ) **গরহন্ত, গরহমান**। (ভ-বিণ) **গরহিতব্ব**। (ক্রি-বি) **গরহিত্বা, গরহিয**।

গরহত্থে (ক্রি-বিণ) [গরহ+অত্থে] নিন্দিতভাবে, নিন্দারূপে, তিরস্কারভাবে। ⇒ **গরহ**।

গরহন (ক্লী) = **গরহা**। ⇒ **গরহা**।

গরহা (স্ত্রী) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, **লজ্জা, কলঙ্ক**, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, **কুফলের দায়িত্ব**। (জাতক) **গরহ পটিচ্ছাদনভাব**—দূষণীয় সর্বকার্য নিষিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ নিন্দাজনক সর্বকার্যকে ঢাকিয়া বা গোপন করিয়া রাখার অবস্থা; **গরহ ভয়-ভীত**—নিন্দা বা অপমানের ভয়ে ভীত।

গরহিত (বিণ) গর্হিত, নিন্দার্হ, নিন্দিত, নিষিদ্ধ, কুৎসিত, জঘন্য। = **বজ্জযিত**। ⇒ **গরহতি**। (ধর্মপদ) **গরহিত পমাদ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দসপুগ্‌গলা গরহিতা**।

গরহিত্বা (ক্রি-বি) গর্হিত কার্য করিয়া, নিন্দনীয় কার্য করিয়া। ⇒ **গরহতি**।

গরহিয = **গরহিত্বা**। ⇒ **গরহিত্বা**।

গরহী (বিণ) নিন্দাকারী, তিরস্কারকারী, ভর্ৎসনাকারী, দোষারোপকারী, অপবাদ প্রদানকারী।

গরু (বিণ) ১ (সাহিত্যে) গুরু, ভারী, গুরু ভারযুক্ত, উৎকট, শ্লাঘা, দুস্তর। (বিপ) **লহু**। "**গরু**" শব্দ "**ভার**" অর্থে প্রযুক্ত হয়। = **ভারিক**। (সন্ধস্মোপায়ন) **রূপগরুভার**—রূপ বা শরীর গুরুভার। (তুলনীয়) **গুরুতর**। ২ (চরিত্রে) মহৎ, বৃহৎ, বলবান, কঠিন, দুষ্পাচ্য, অতিশয়, উৎকৃষ্ট, প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সম্মানিত, গম্ভীর, গুরু, চিন্তাপূর্ণ, স্থির মস্তিষ্ক, বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ, মান্য, মাননীয় (**পিয মনাপ গরু ভবনীয**—অঙ্গুত্তর নিকায়),

(সম্বন্ধপদে) ঝুঁকিয়া পড়া (**গরুগরু, গরুনিন্ন, গরুপোণ** ইত্যাদি—বিশুদ্ধিমার্গ), অনুসরণীয়, শ্রদ্ধা নিবেদিত, সম্মানের সহিত অভার্থিত, পূজিত, ভক্তিমান, পূজনীয়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্থুগরু**। (তুলনীয়) **গরুক, গারব**। (পুং) আচার্য, অধ্যাপক, উপদেশক বা উপদেষ্টা, শিক্ষাদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা, পুরোহিত, নিয়মকারক, বিধান-বিধায়ক, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন। (সূত্রনিপাত) **গরুনং (গরূনং) দস্‌সনায়; গরুনং সকাসং**। ⇒ **গুরু**।

গরু উপনিস্‌সিত (বিণ) গুরুর আশ্রিত, শিক্ষার্থী, শিশিক্ষু, শিক্ষক বা উপদেষ্টার উপর নির্ভরকারী। (পুং) আদর, সম্মান, গৌরব। **গরুচিত্তীকারেন**—আদরচিত্ত দ্বারা অর্থাৎ আদর বা স্নেহ করিয়া।

গরুক (বিণ) ১ (সাহিত্যে) গর্ভবতী সম্বন্ধে:— ভারী (জাতক)। যুক্ত ব্যবহারে সাধারণত:—**গরুক লহুক;** তদ্রূপ মিলিন্দ প্রশ্নে—**গরুক সিথিল; গরুক ধনিত; গরুক দীঘ; গরুক রস্‌স**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**দসবিধ ব্যঞ্জন**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ২ (চরিত্রে) **ক)** ভারী, গুরু, কষ্টকর, অলস, নিদ্রালু, উচ্চ, প্রচণ্ড, মেঘাচ্ছন্ন, বিষণ্ণ, গুরুপাক, কর্দমময়, গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ, স্থিরমস্তিষ্ক, চিন্তাশীল, গুরুতর, আন্তরিকতাপূর্ণ, যথার্থ। বর্ণনায় শব্দের প্রয়োগ:—**গরুক আপত্তি** (বিনয়); (ধর্মপদ) **গরুক আবাধ**। "**কম্ম**" সম্বন্ধে:—**গরুক কম্ম**। (ক্লী, ক্রি-বিণ) অনেক, প্রচুরভাবে, বেশিভাবে; (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গরুকং পরিনমতি**। **খ)** গুরু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবশ্যক, শ্রদ্ধাস্পদ, পূজ্য, পূজনীয়, সম্মানীয়, ভক্তিভাজন। (থেরীগাথা) **গরুক সত্থুসাসন = গরুকাতব্ব সত্থুসাসন** (থেরগাথা অর্থকথা)। **গ)** টান, প্রবণ, ঝোঁক, একান্ত প্রবৃত্তিজনক, ঝুঁকিয়া পড়ে এমন। (বিনয়) **নহান গরুক**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **তদখ গরুক; কম্ম গরুক; সদ্ধম্ম গরুক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নিব্বান গরুক (গরুক নিব্বান অধিমুত্ত, গরুক নিব্বান পব্‌ভার)**।

গরুক আপত্তি—দুঃখজনক দোষ, গুরুতর অপরাধ, মহাপাপ, নিয়মলঙ্ঘন, আইন অমান্যতা। (বিপ) **লহুক আপত্তি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তেরস গরুক আপত্তি**।

গরুক আবাধ—গুরুতর রোগ, উৎকট রোগ, কঠিন পীড়া। (বিপ) **লহুক আবাধ**।

গরুক কম্ম—গুরুতর কার্য, কঠিন কাজ। (বিপ) **লহুক কম্ম**।

গরুকত (বিণ) ১ (বোঝা) ভারী করা হইয়াছে এরূপ। ২ সম্মানিত, গৌরবকৃত, গৌরবান্বিত, পূজিত, গৌরব বা সম্মান করা হইয়াছে এমন, শ্রদ্ধান্বিত। = **গরবিত, মানিকত, পূজিত, মানিত, পুরক্‌খত**। ⇒ **গরুকরোতি**।

গরুকদীঘ (বিণ) শক্ত এবং দীর্ঘ, দৃঢ় এবং লম্বা।

গরুক ধনিত (বিণ) গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত, গুরু গুরু শব্দে ধ্বনিত, গুরুগম্ভীর শব্দে ধ্বনিত।

গরুকর (পুং) গুরুজন, গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তি, মাননীয় ব্যক্তি, শ্রদ্ধার পাত্র।

গরুকরস্‌স (বিণ) শক্ত এবং খাটো, দৃঢ় এবং হ্রস্ব।

গরুকরোতি (ক্রি) [গরু+করোতি] সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, গৌরব করা, মান্য করা, পূজা করা, ভক্তি করা। ⇒ **গরু**। = **গরুং করোতি** (বিনয়)। (তুলনীয়) **সক্করোতি**। (অতীত) **গরুকরি**। (অ-বিণ) **গরুকত**। (ব-বিণ) **গরুকরোন্ত**।

গরুক লহুক (বিণ) (স্পর্শজ্ঞানের অনুভূতি বর্ণনায়) ভারী কিংবা হালকা, (সাধারণ অর্থে বোঝ-সম্বন্ধে) ভারী কিংবা লঘু বা পাতলা।

গরুক সিথিল (বিণ) অতি টান কিংবা শিথিল, কসা অথবা ঢিলা।

গরুকা (বিণ, স্ত্রী) = **গরুক**। ⇒ **গরুক**। (বিপ) **লহুকা**।

গরুকাতব্ব (ভ-বিণ) "গৌরব করা উচিত", পূজনীয়, সম্মানীয়, গৌরবণীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, মাননীয়, মান্য করার যোগ্য।

গরুকার (পুং) গৌরব, সৎকার, মানন, সম্মান, বন্দনাকরণ, পূজা, শ্রদ্ধা. ভক্তি। (যুক্তশব্দে) **সক্কার গরুকার মানন বন্দন**।

গরুগব্‌ভা (স্ত্রী) গর্ভবতী স্ত্রীলোক, পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক।

গরুচিত্তিকার = **চিত্তিকার**। ⇒ **চিত্তিকার**।

গরুট্‌ঠানীয (বিণ) গুরুস্থানীয়, যিনি শিক্ষক বা উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করেন, মাননীয়, সম্মানার্হ, সদ্‌গুণ বিশিষ্ট, বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত, গুরুত্ববিশিষ্ট।

গরুতর (বিণ) গুরুতর, দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরু বা ভারী, ভীষণ, বিষম।

গরুতা (স্ত্রী) = **গরুত্ত**। ⇒ **গরুত্ত**।

গরুত্ত (ক্লী) গুরুত্ব, গুরুতা, মহত্ত্ব, গৌরব, আতিশয্য, ভারিত্ব, অলঘুতা, অধ্যাপকত্ব, মন্ত্রদাতৃত্ব, পূজ্যত্ব, ইষ্টদেবত্ব, কাঠিন্য।

গরুধম্ম—অবশ্য পালনীয় বিধিনিয়ম বা নীতি। বিনয় শাস্ত্রে অবশ্য পালনীয় অষ্টবিধ প্রধান নীতির বর্ণনায় উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গরুনিস্‌সয়—গুরুর আশ্রয়, শিক্ষকের আশ্রয়, উপদেষ্টার আশ্রয়। (বিনয়) **গরুনিস্‌সয় গণ্‌হাতি**—গুরু বা আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করা অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

গরুভার (পুং) গুরুভার, ভারী বোঝা। (বিণ) গুরুভার, অতি ভারী, ভারী বোঝা বহনকারী, (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) গর্ভবতী। ⇒ **ভার** (১)।

গরুভাব (পুং) গুরুত্ব, গুরুত্ব ভাব, গৌরবণীয় মর্যাদা। ⇒ **গারব**।

গরুল্ (পুং) গরুড় পক্ষী, গরুড়, পক্ষীরাজ, পৌরাণিক বা কাল্পনিক পক্ষী বিশেষ, বাজপক্ষী। = **সুপন্ন**।

গরুসংবস—গুরু সম্মেলন, শিক্ষকের সহিত মিলন বা সাক্ষাৎকরণ।

গল (পুং) গ্রীবা, গলা, ঘাড়, লম্বা সংকীর্ণ অংশ, দীর্ঘ অপ্রশস্ত অংশ, কণ্ঠ, টুটি, গলদেশ, (জাতকে) গলকম্বল।

গলক (ক্লী) কণ্ঠ, টুটি, গলদেশ।

গলকবকন্তং (গলক+অবকন্তং) গলাকাটা, গলদেশের বাত ফোঁড়া ইত্যাদি কাটা। ⇒ **অবকন্ত**।

গলগলায়তি (ক্রি) গলগল বা কলকল শব্দ করা। = গল্‌গলায়তি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গগনং রবতি গলগলায়তি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **মহামেঘো গলগলায়তি। গঙ্গা গলগলায়ন্তি**—গঙ্গা নদী গল গল করিয়া উচ্চ শব্দ করে। (তুলনীয়) **হলাহলসদ্দ**।

গলগ্‌গ (গল+অগ্‌গ) গলার বা গলদেশের অগ্রভাগ।

গলগ্‌গাহ (পুং) টুটি ধরিয়া, গলায় বা গলদেশে ধরিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **গলগ্‌গাহ দণ্ডপ্পহার**।

গলজ্‌ঝোহরনিয (বিণ) (শক্ত খাদ্য সম্বন্ধে) গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ, গিলিতে পারে এমন, যাহা গিলিতে পারা যায় বা গিলা যায় এমন।

গলতি (ক্রি) [√গল+অ] বিন্দু বিন্দু পড়া, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া বা পড়িতে দেওয়া, প্রবাহিত হওয়া, গলা বা গলিয়া যাওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, জোয়ার হওয়া, চুয়াইয়া পড়া, ফোঁটা ফোঁটা ফেলা। = **গল্‌তি**। (অতীত) **গলি**। (অ-বিণ) **গলিত**। (ব-বিণ) **গলন্ত, গলমান**। (ক্রি-বি) **গলিত্বা**। (করণে) **অতি গাল্‌েতি**।

গলনালি = গলনাল্‌ী। ⇒ **গলনাল্‌ী**।

গলনালি (স্ত্রী) **গলনাল্‌ী**। ⇒ **গলনাল্‌ী**।

গলনাল্‌ী (স্ত্রী) স্বরযন্ত্র।

গলপরিযোসাণ—গলপ্রান্তে বা গলদেশে শেষভাগে বিন্যাস করিয়া, কণ্ঠের বা গলার শেষভাগে গঠিত করিয়া।

গলপ্পমাণ (বিণ) গলা প্রমাণ, গলা পর্যন্ত, আকণ্ঠ। (বর্ণনায়) **গলাবাট**।

গলপ্পবেধক (ক্লী) গলব্যথা, গলদেশের পীড়া, কণ্ঠরোগ।

গলমূল—গলার মূলদেশ, গলার তলদেশ বা ভিত্তি।

গলযতি (ক্রি) ১ গলিয়া যাওয়া, গলিত হওয়া, দ্রব হওয়া। ২ গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া।

গলযাতি (ক্রি) গলিত হওয়া, দ্রব হওয়া। = **গল্‌যতি, গলযতি** (১)।

গলবাটক (পুং) গলদেশের বা গলার চক্র বা কক্ষপথ। = **গলমূল**। ⇒ **বাটক**।

গলবাট [গল+আবাট] গলনালী, গলার ছিদ্র।

গলিত (বিণ) গলিত, ক্ষরিত, দ্রবীভূত, পতিত, স্খলিত, জীর্ণ, শীর্ণ, নষ্ট, লপ্ত, শিথিল। ⇒ **গলতি**।

গল্‌ (পুং) ১ "বিন্দু বিন্দু অথবা ফোঁটা ফোঁটা" অর্থাৎ পতন, মৃত্যু, অবনতি, ধ্বংস, ক্রমনিয়তা, জলপ্রপাত, মূল্যের হ্রাস, স্বরের খর্বতা, শরৎকাল, পাপে মজ্জন। ⇒ **গল্‌গল**। ২ স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, স্ফোটক, ফোঁড়া। = **গণ্ড**। (জাতক) **মত্তা গজ্জা ভিন্নগলা**—হস্তিগুলির কপালের স্ফীত পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণের ন্যায় খাত হইয়াছে এমন। (বর্ণনায়) **মদং গল্‌ন্তা**। ৩ আঁকড়া, আকুশী, মাছ ধরিবার বড়শি। (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **আকড়্‌ঢনবসেন বলি্‌সো**।

গল্‌গল্‌ সদ্দ—গড়গড় শব্দ, ভীষণ গর্জন, ভৈরব রব। = **হলাহল সদ্দ**। (তুলনীয়) **কোলাহল সদ্দ**।

গল্‌গলায়তি (ক্রি) গড়গড় শব্দ করা, গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, মড় মড় শব্দ করা, হুড়মুড় শব্দ করা, হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়া, সশব্দে খণ্ড খণ্ড করা, গল গল শব্দে মুষলধারে বৃষ্টি পড়া, বজ্রধ্বনি করা, বজ্রের মত শব্দ করা। (অতীত) **গল্‌গলায়ি**। (ক্রি-বি) **গল্‌গলায়িত্বা; (অধিকরণ কারকে) দেবে গল্‌গলায়তে**—দেবগর্জনে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে; (সচরাচর ব্যবহারে) **দেবে বস্‌সন্তে দেবে গল্‌গলায়তে**—বৃষ্টি পতন ও দেব বা মেঘগর্জনের মধ্যে (দীর্ঘনিকায়)। = **গলগলায়তি**।

গল্‌তি (ক্রি) [√গড়+অ] ১ বিন্দু বিন্দু পড়া, দ্রব হওয়া, গলিয়া পড়া, গড়াইয়া পড়া, চুয়াইয়া পড়া। = **গলতি**। (বিনয়) **নখু গল্‌তি**। (মধ্যম নিকায়) **সীসং লোহিতেন গল্‌তি**। (জাতক) **মদং গল্‌তি; লোহিতং গল্‌তি**। (পেতবত্থু) **অস্‌সুকানি গল্‌তি**। ২ বৃষ্টি পড়া। (থেরগাথা) **দেবে গল্‌ন্তমহি**—বৃষ্টিপাতের মধ্যে। (তুলনীয়) **গল্‌গলায়তি**। ৩ পতন হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, পড়া, ডুবিয়া যাওয়া (ধর্মপদ অর্থকথা)। **সুরিযো মজ্‌ঝট্‌ঠানতো গলি্‌তো (গলিতো)**। (তুলনীয়) **পরিগলতি**।

গল্‌যতি (ক্রি) বিন্দু বিন্দু পড়া, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে দেওয়া, ফোঁটা ফোঁটা পড়া। (সূত্রনিপাত) **অস্‌সুকানি গলযতি**—অশ্রুপাত হওয়া, অশ্রু বিসর্জন করা। = **গল্‌তি**।

গল্‌গল্‌—গড়াইয়া বা গড়ানো, ক্রমে নিম্নগতি। = **গল**। **গল্‌গল্‌ং গচ্ছতি**—গড়াইতে গড়াইতে চলা বা যাওয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া পড়া। ইহা "**গতি**" সম্বন্ধীয় শব্দ। (জাতক বর্ণনায়) **অপাযং গচ্ছতি**।

গলি্‌ত (বিণ) বন্ধুর, অসমান, অমসৃণ, এবড়োথেবড়ো, মোটামুটি, কঠোর, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, ঝটিকাসঙ্কুল।

গলি্‌ত মেসিন (বিণ) = **রন্ধমেসিন**। ⇒ **রন্ধমেসিন**।

গলো্‌চিলতা (স্ত্রী) গুড়োচি বা গুলুচিলতা, গুরুচ লতা, একপ্রকার লতাজাতীয় গুল্মের নামবিশেষ। (তুলনীয়) **পুটিলতা**। = **গলোচী**।

গলোচী (স্ত্রী) গুড়োচি বা গুলুচি লতা, গুরুচ লতা, একপ্রকার গুল্ম বা গাছড়ার নামবিশেষ। = **গলো্‌চিলতা**।

গব—গো বা গরু নামের ভিত্তি বা বুনিয়াদ, ষাঁড়, বৃষভ, গাভী। (যৌগিকে) **গবপুঙ্গব**। = **গো, গাব**। ⇒ **পুঙ্গব**।

গবচণ্ড (বিণ) গরু বা গোজাতীর প্রতি হিংস্র।

গবচ্ছিত (বিণ) জালের ন্যায় বস্তু দ্বারা সজ্জিত (?) (গাড়ি বা রথ-সম্বন্ধে—বিমানবথু অর্থকথা)। = **সুবণ্ণজাল বিতত**।

গবজ (পুং) গয়াল, "গরু হইতে জন্ম যাহার" অর্থাৎ গরু, গাভী, বৃষ। = **গবথ**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **খগ্গ**।

গবপতি (পুং) পুঙ্গব, বৃষ, ষাঁড়। = **গবম্পতি**।

গবপান—ক্ষীরান্ন, দুধ দ্বারা যে অন্নপাক করা হয়।

গবম্পতি (পুং) বৃষভ। = **গবপতি**।

গবয (পুং) গয়াল। = **গবজ**। (তুলনীয়) **গবল**।

গবল (পুং) মহিষ। (তুলনীয়) **গবজ, গবয**।

গবাঘাতন (ক্লী) [গব+আঘাতন] যেখানে গরু বধ করা হয়, গরু বধের কসাইখানা, গোবধের স্থান।

গবাস্‌স (পুং) [গব+অস্‌স] গরু এবং ঘোড়া।

গবি (স্ত্রী) বৃক্ষের ন্যায় লতা অথবা লতাজাতীয় বৃক্ষ।

গবিফল (ক্লী) গবিফল, লতাজাতীয় বৃক্ষের ফল। = **রুক্খবল্লিফল**;

গবেট্‌ঠি = **মগগন**। ⇒ **মগগন**।

গবেসক (বিণ) গবেষক, যে ব্যক্তি গবেষণা বা অনুসন্ধান করে, গবেষণাকারী। (জাতক) **কারণ গবেসক; অগুণ গবেসক**।

গবেসতি (ক্রি) [√গবেস+অ] গবেষণা করা, কৃষ্টি সাধন করা, অন্বেষণ করা, প্রার্থনা করা, পাইতে চেষ্টা করা, চেষ্টা করা, অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা, ইচ্ছা করা। সর্বদা "**এসতি**" শব্দের সংযোগে:—**গবেসতি, পরিযেসতি**। (অতীত) **গবেসি** = **বিচিনি**। (অ-বিণ) **গবেসিত**। (ব-বিণ) **গবেসন্ত, গবেসমান**। (ক্রি-বি) **গবেসিত্বা, গবেসিয**।

গবেসন (ক্লী) গবেষণ, কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান, অন্বেষণ, অনুসন্ধান। = **মগ্গন, গবেসনা**।

গবেসনা (স্ত্রী) কৃষ্টি, গবেষণা, অনুসন্ধান। = **গবেসন**।

গবেসিত (বিণ) গবেষিত, অন্বেষিত, অনুসন্ধানকৃত, চেষ্টিত বা চেষ্টাকৃত। ⇒ **গবেসতি**।

গবেসিন (বিণ) গবেষণাকারী, অন্বেষী, অনুসন্ধানকারী, অন্বেষণকারী, চেষ্টাকারী। (দীর্ঘনিকায়) **তাণ গবেসিন**—ত্রাণ বা রক্ষার আশ্রয় অনুসন্ধানকারী। (তুলনীয়) **পরিযেসিন**।

গবেসী = **গবেসিন**। ⇒ **গবেসিন**।

গস্‌সেতুং—ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় ইহা ভুল শব্দ, ইহার শুদ্ধ শব্দ "**দস্‌সেতুং**"।

গহ ১ (ক্লী) গৃহ, ঘর, বাটি, গৃহাশ্রম। (তুলনীয়) **গেহ**। ২ (ক্লী) (সংস্কৃত—গ্রহ; ইহার উৎপত্তি "**গণ্‌হাতি**" শব্দ হইতে) ধৃতকরণ, ক্রোককরণ, দখল, গ্রেপ্তার, স্বামিত্ব, অধিকৃত বস্তু, মনে মনে ধারণা করণ, দখলদার, আক্রমণকরণ, আয়ত্ত গ্রহণ, অর্থগৃধ্নুতা, দৈত্য, গ্রহ, যে কোন জীব বা জ্ঞেয় বস্তু যাহা মানুষকে ধরে বা গ্রহণ করে। (সংযুক্ত নিকায়) **সানু গহ**—শৈলশিরা গ্রহ বা দখলদার। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অজগর গহ; কম্ভীলগহ; যক্‌খগহ, সগহ**। (তুলনীয়) **গহণ, সঙ্গহণ**।

গহকারক (বিণ, পুং) গৃহকারক, গৃহ নির্মাণকারক, (দর্শনমতে) তৃষ্ণা উৎপন্নকারী। "**কায**" শব্দকে "গৃহ" শব্দরূপে তুলনীয়।

গহকূট (ক্লী) গৃহচূড়া, গৃহচূড়ার লম্বা দণ্ড, ঘরের ছাদ, ঘরের চাল বা তুলি, গৃহ নির্মাণের আসবাব, (দর্শনমতে) অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা-সম্বন্ধীয় শব্দ। = **কণ্হিকমণ্ডল** (ধর্মপদ অর্থকথা), **থুণিরা** (থেরগাথা), **কণ্হিকা** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **কূট** (৩খ)।

গহট্‌ঠ (পুং) গৃহস্থ, সাধারণ লোক, যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয়, গৃহস্বামী। (বিণ) গৃহস্থ, গৃহী, ঘর-সংসারে বাসকারী, সংসারী, সংসারিক। (বিপ) **অনাগার, পব্বজিত, পরিব্বাজক**। (বিনয়) **সগহট্‌ঠা পরিসা**—গৃহস্থ পরিজনের বা পরিবার বর্গের সহিত। (ধর্মপদ) **ঘরং এসিনো গহট্‌ঠা**। (সূত্রনিপাত) **ঘরং আবসন্তো (গহট্‌ঠো বুচ্চতি); পরিব্বাজং বা গহট্‌ঠং বা**।

গহট্‌ঠক (বিণ) গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়, গৃহী বিষয়ক, গৃহী, গৃহস্থী, গৃহীর কাজ করে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গহট্‌ঠক কিঙ্করণিযানি; গহট্‌ঠক ব্রহ্মচরিযা**।

গহট্‌ঠবত্ত (ক্লী) গৃহীর কর্তব্য কাজ, গৃহস্থব্রত, গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক আচরণীয় বিধি বা নিয়ম। = **অগরিয পটিপদা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **বত্ত** (১)।

গহট্‌ঠেন—গৃহস্থকর্তৃক, গৃহীর জন্য, গৃহী হইলেও।

গহণ (বিণ) ধৃত, অধিকৃত, গ্রেপ্তার করে এমন, ধারক, গ্রহণ করে বা লয় এমন, লব্ধ, অর্জিত, প্রাপ্ত। (ক্লী) অর্জন, অর্জিত দ্রব্য, গ্রহণ, স্বীকার, লওন, বশীকরণ, ধারণ, অবলম্বন, অনুভব, বন্ধন, মানিয়া লওন, অঙ্গীকার, ধৃতকরণ, ক্রোককরণ, দখল, অধিকার, গ্রেপ্তার, স্বামিত্ব, অধিকৃত বস্তু, হস্তমুষ্টি, আয়ত্ত, ধীশক্তি, গ্রহণশক্তি, দুর্গ, কারাগার, প্রভাব, জাহাজের খোল, ধরা, উত্তেজনা। (জাতক) **নাম গহণ দিবসে**—নাম গ্রহণ বা নামকরণ দিবসে, যে দিন শিশুর নাম দেওয়া বা রাখা হয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অরহত্ত গহণ; দুস্‌সগহণ**। (জাতক) **মচ্ছগহণ; হত্থ গহণ**। (নেত্তি) **ব্যঞ্জন গহণ লক্‌খণ**। (জাতক) **গহণত্থায**—গ্রহণের বা পাওয়ার নিমিত্ত; **অম্হাকং গহণ সুগহণং**—আমাদের ধরা শক্ত অথবা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা।

গহণযোগ্গ (ক্লী) গৃহীত উপায় বা কৌশল, গ্রহণ করিবার যোগ্য পরিকল্পনা। ⇒ **যোগ্গ** (২)।

গহণিক (বিণ) উত্তমরূপে পরিপাক হয় বা হজম হয় এমন, ভাব বা বিষয়বস্তু উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আছে এমন। (বি-ভা) **সংসুদ্ধ গহণিক** (বিণ) পরিশুদ্ধ বা পবিত্র গর্ভজাত, শুদ্ধবংশের বংশধর-সম্বন্ধীয়, (সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়) ব্রাহ্মণ কিংবা ভদ্রলোকের অপরিহার্য উত্তম গুণ-সম্বন্ধীয়। (বিনয়) **দুট্‌ঠ গহণিক** (বিণ) বদহজম হইয়াছে এমন, পরিপাক শক্তি মন্দ হইয়াছে এমন।

গহণী (স্ত্রী) গ্রহণী, নারীবিশেষ, উদরাময় রোগ, পরিপাক, হজমশক্তি, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা, গর্ভধারণ কাল। (বি-ভা) **সম-বেপাকিনিযা গহণিযা সমন্নাগত**—উত্তমরূপে পরিপাক বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এমন গুণযুক্ত (দীর্ঘনিকায়)। = **কুচ্ছি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

গহন ১ (বিণ) গহন, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য, দুরূহ, গম্ভীর, দুর্বোধ্য, গভীর, ঘন, পুরু, মোটা, জনাকীর্ণ, নিবিড়, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, নিরেট, গাঢ়, অবিরত, প্রচুর, অভেদ্য, নিশ্ছিদ্র, নীরন্ধ্র, অপরিষ্কার, আবিল। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গহনং অগহনকতং**—দুর্গমকে পরিষ্কার করা হইয়াছে (⇒ **অগহন**)। ২ (ক্লী) জঙ্গল, গহন বন, গভীর অরণ্য, বনজঙ্গল, ঝোপ, অপ্রবেশ্য বা অভেদ্য জঙ্গল, অজ্ঞেয় বা অবোধ্য বিষয়, জটিলতা, সূত্রগ্রন্থি, অরণ্য, বন। **ক)** (জাতক) আঠার প্রকার "**গহনানি**"। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিণগহন**--ঘাসের ঝোপ; **রুক্‌খগহন**—বৃক্ষের বন বা যেখানে ঘন গাছ আছে। (বিণ) (বিহার-সম্বন্ধে) **তিনগহনা**—তৃণদ্বারা অবরুদ্ধ (বিনয়); (সংযুক্ত নিকায়) **রুক্‌খমূল গহন;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পব্বত গহন;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বনগহন। খ)** (চরিত্রে) অভেদ্যতা, নিশ্ছিদ্রতা, নীরন্ধ্রতা, জড়াইয়া পড়া, জটিল অবস্থা, যে অবস্থা হইতে পলায়ন দুঃসাধ্য, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ। প্রয়োগে: (মধ্যম নিকায়) **দিট্‌ঠিগহন; রাগগহন, মোহন গহন** ইত্যাদি এবং "**কিলেস গহন**"। "**সখা**" সম্বন্ধে বর্ণনায়:—**রাগ গহনং তারেতি**। (মধ্যম নিকায়) **মনুস্স গহন।**

গহনট্‌ঠান (ক্লী) জঙ্গলের দুষ্প্রবেশ্য স্থান, বনের দুর্গম স্থান, গভীর জঙ্গলে বন্য পশুর আবাসস্থান।

গহপতানী (স্ত্রী) গৃহকত্রী, গৃহপতির স্ত্রী, গৃহিণী। (বহুবচনে) **গহপতানিযো;** ⇒ **গহপতি** (২)।

গহপতি (পুং) গৃহপতি, গৃহস্বামী, গৃহকর্তা। ১ ধারানুরূপ:— **ক)** সামাজিক পদ বা প্রতিষ্ঠা, (ধন এবং বংশ-সম্বন্ধে) বেসরকারী জীবন। শ্রেণী বা জাতিরূপে:—**গহপতি খত্তিযা মহাসালা, গহপতি ব্রাহ্মণা মহাসালা।** (সংযুক্ত নিকায়) **গহপতি মহাসালা; খত্তিযকুল, ব্রাহ্মণকুল, গহপতিকুল।** (দীর্ঘনিকায়) **খত্তিযকুল অমচ্চা, ব্রাহ্মণকুল অমচ্চা, গহপতিকুল অমচ্চা। খ)** শিক্ষা এবং জীবন প্রতিষ্ঠার নীতি-সম্বন্ধে:—**খত্তিযা, ব্রাহ্মণা, গহপতি, সমণা** (বিনয়)। (যৌগিকে) **গহপতিপণ্ডিত।** ২ "**গহপতি**" শব্দের অন্যান্য প্রয়োগ-সম্বন্ধে:— (যৌগিকে) **ব্রাহ্মণ গহপতিকা; গহপতিপুত্ত।** ভগবান বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় লোক বা ব্যক্তি-সম্বন্ধে বলা হইত:—(দীর্ঘনিকায়) **গহপতি বা গহপতি পুত্তো বা অঞ্ঞতরস্মিং বা কুলে পচ্চাজাতো।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গহপতী চ গহপতানিযো**--গৃহপতি এবং তাহাদের স্ত্রীগণ। সম্বোধনপদে "**গহপতি**" অর্থে "হে মহাশয়"; (বহুবচনে) **গহপতযো**--হে মহাশয়গণ (বিনয়)। ব্যবসায়, মহাজনী ইত্যাদি পেশা-সম্বন্ধে:— **সেট্‌ঠিনো;** (তুলনীয়) **সেট্‌ঠিগহপতি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কস্‌সক গহপতি; দারুকম্মিক গহপতি।** (বিনয়) **কল্যাণ-ভত্তিকো গহপতি**--উত্তম খাদ্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি বা গৃহস্বামী। "**গহপতি**" শব্দের সম্বন্ধপদ (একবচনে):— (জাতক) **গহপতিনো,** (বিনয়, দীর্ঘনিকায়) **গহপতিস্‌স।** ৩ গৃহপতিগণের মধ্যে একমাত্র পুণ্যকার্য দ্বারা যেখানে উপাধিভূষিত হইয়াছে:--(বিনয়) **অনাথপিণ্ডিক গহপতি; মেণ্ডক গহপতি;** (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্ত গহপতি; নকুলপিতা গহপতি;** (মধ্যম নিকায়) **পোতলিয গহপতি;** (দীর্ঘনিকায়) **সন্ধান গহপতি;** (সংযুক্ত নিকায়) **হালিদ্দিকানি গহপতি।**

গহপতি অগ্‌গি—পূত বা অলঙ্ঘনীয় অগ্নি যাহা গৃহস্বামী কর্তৃক রক্ষিত হয়, গৃহস্বামীরূপ অগ্নি (অর্থাৎ মানব ও গৌরব অর্থে পুত্রের পক্ষে মাতা এবং পিতা অগ্নিসদৃশ, মেয়েদের পক্ষে শ্বশুর এবং শাশুড়ি অগ্নিসদৃশ, দাসদাসীর পক্ষে গৃহকর্তা এবং গৃহকত্রী অগ্নিসদৃশ যাহা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বিশাখার বিবাহোপলক্ষে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল)। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**অগ্‌গি**" সম্বন্ধে বর্ণনাও দ্রষ্টব্য।

গহপতিক (বিণ, পুং) গৃহকর্তা বা গৃহস্বামীর পদবী সম্বন্ধীয়, ভদ্র সম্প্রদায়ের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে অংশীদার, নিজস্ব বিষয়ের অধিকারী। ⇒ **গহপতি।** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **গেহস্‌স পতি একগেহমত্তে জেট্‌ঠক।** প্রায়ই যৌগিকে—(ক্ষত্রিয় গৃহপতি-সম্বন্ধীয়) **খত্তিয গহপতিক;** (ব্রাহ্মণ গৃহপতি-সম্বন্ধীয়) **ব্রাহ্মণ গহপতিক।** (জাতক) **পর্ণিক গহপতিক**—পর্ণশালার মালিক।

গহপতিকুল--গৃহপতিকুল, ভদ্রবংশ, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহস্থ বা বংশ, মধ্যবিত্ত জাতি। ⇒ **গহপতি।**

গহপতি চীবর—গৃহপতির চীবর বা বস্ত্র গৃহীলোকের পরিধিত বস্ত্র, গৃহীর শ্বেত বস্ত্র।

গহপতি চীবরধর (বিণ) যে গৃহীলোক ভিক্ষুর চীবর বা কাষায় বস্ত্র ধারণ করে, গৃহীলোক ভিক্ষুর চীবর পরিধান করিয়াছে এমন।

গহপতি নেচযিক— যে ব্যক্তি কোন জিনিসের ব্যবসায় বা ব্যাপার করে। (দীর্ঘনিকায়ে সর্বদা সংযুক্তভাবে) **ব্রাহ্মণ**

মহাসালা গহপতি নেচযিক।

গহপতি পণ্ডিত—যে শিক্ষিত ব্যক্তি গৃহাশ্রমে বাস করে, গৃহী পণ্ডিতলোক। একত্রে ব্যবহারে—(মধ্যম নিকায়) **খত্তিয গহপতি পণ্ডিত; ব্রাহ্মণ গহপতি পণ্ডিত।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমণ-ব্রাহ্মণ-গহপতি পণ্ডিত।**

গহপতি পরিসা—গৃহপতি বা গৃহস্বামীর পরিষদ, গৃহীর পরিষদ, গৃহীর অনুচর বা সঙ্গী। (বিনয়ে একত্র ব্যবহারে) **খত্তিয গহপতি পরিসা; ব্রাহ্মণ গহপতি পরিসা।**

গহপতি পুত্ত (পুং) গৃহপতির পুত্র, গৃহীর বা গৃহস্থ ঘরের পুত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পুত্র, ভদ্রবংশীয় বা ভদ্রকুলের পুত্র (বর্ণনায় সম্বোধন পদে)। (তুলনীয়) **কুলপুত্ত।** ⇒ **গহপতি** (২)।

গহপতি মহাসাল (পুং) ধনী গৃহপতি বা গৃহী, ঐশ্বর্যসম্পন্ন মধ্যবিত্ত লোক বা ভদ্র সম্প্রদায়, গৃহস্বামীর নিজস্ব সম্পত্তি। (দীর্ঘনিকায়ে একত্র ব্যবহারে) **খত্তিয গহপতি মহাসাল; ব্রাহ্মণ গহপতি মহাসাল।**

গহপতি রতন—গৃহপতি রত্ন, পৌরাণিক বা কাল্পনিক অধিস্বামীর সপ্তরত্নের মধ্যে যে কোন একটি। ⇒ **রতন।**

গহিত (বিণ) গৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রাপ্ত, স্বীকৃত, আক্রান্ত, ধৃত, আশ্রিত, অভ্যস্ত, লব্ধ, জ্ঞাত, সাক্ষাৎকৃত, অধিকৃত, অবধারিত, আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এরূপ। = **আদিন্ন, পবত্তিত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা), **গণ্‌হিত** (সাহিত্য)। (ক্লী) গ্রহণ, হস্তমুষ্টি, আয়ত্তকরণ, ধীশক্তি, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ, বাঁট, কোনও বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গহিতকং করোতি**—গ্রহণ করে।

গহিতভাব (পুং) ফিরাইয়া ধরিয়াছে এরূপ অবস্থা, ফিরিয়া গ্রহণ করার অবস্থা, গৃহীত ভাব, (উদারভাবে) কাজ করিতে নিবারিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা। **গহিত ভাব চিত্তস্‌স**—মনের গৃহীত ভাব অর্থাৎ মন দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ অবস্থা। (ধর্মসঙ্গণী বর্ণনায়) **অগ্‌গহিতত্ত চিত্তস্‌স।** ⇒ **আ।**

গহিণ১ (বিণ) গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি গ্রহণ করে। = **গাহিণ।** (পুং) গায়ক, যে ব্যক্তি গান করে।

গহীত = **গহিত।** ⇒ **গহিত।**

গহেত্বা (ক্রি-বি) গ্রহণ করিয়া, লইয়া, সঙ্গে, সহিত। ⇒ **গণ্‌হাতি।** (জাতক) **তিদণ্ডং গহেত্বা চরন্তো।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সত্ত ভিক্‌খূ গহেত্বা অগমাসি।**

গাথক = **গাথা।** ⇒ **গাথা।** (জাতক) **একং মে গাহি গাথকং**—আমার নিকট একটি গাথা বা শ্লোক পাঠ কর অথবা আমাকে একটি গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাও।

গাথা (স্ত্রী) গাথা, শ্লোক, চরণ, পঙক্তি, স্তবক, কবিতা, পদ্য, কবিতার পদ বা পঙক্তি। সাধারণত ইহা "**অনুট্ঠুব্বং**" অথবা "**তুট্ঠুব্বং**" সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয়—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **চতুপ্পাদা গাথা।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **অক্‌খর পদনিয-মিত-গন্থিত-বচনং।** রচনা পদ্ধতি অনুসারে "**গাথা**" শব্দের অর্থ নয়টি অঙ্গের মধ্যে একটি (**নবঙ্গ সত্থুসাসন** শব্দ দ্রষ্টব্য)। বহুবচনে—**গাথা** (সূত্রনিপাত), **গাথাযো** (বিনয়); (বিনয়) **গাথায অজ্ঝাভাসতি**—পদ্যাকারে অথবা কবির ছন্দে বা কবিতায় বলিলেন; **গাথাহি অনুমোদতি**—গাথায় বা কবিতায় বলিয়া অনুমোদন করিলেন অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন অথবা ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; **গাথায গীযমান**—শ্লোকে গাহিতেছে অথবা গাথায় বলিতেছে এমন। (জাতক) **অনন্তর গাথা**—পরবর্তী গাথা। (ধর্মপদ) **গাথাসতং**—একশতটি গাথা বা শ্লোক।

গাথাজাননক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি গাথা জানে বা মুখস্থ করিয়াছে।

গাথাদ্বয (ক্লী) দুইটি শ্লোক, গাথা দুইটি, গাথাদ্বয়।

গাথাপদ—গাথা বা শ্লোকের অর্ধপদ, গাথার এক পঙক্তি বা একটি চরণ।

গাথাভিগীত (বিণ) গাথা বলিয়া, শ্লোক আবৃতি করিয়া, গাথা পাঠ দ্বারা বা গান গাহিয়া লব্ধ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **গাথাযো ভাসিত্বা লদ্ধং।**

গাথাযো পবত্ত—গাথা পাঠ বা শ্লোক আবৃত্তি দ্বারা প্রবর্তিত। ⇒ **পবত্ত** (১)।

গাথাবসানে—গাথা আবৃতি বা শ্লোক বলা শেষ হইলে, গাথাপর্যাবসানে।

গাথা সুখত্তং—গাথায় ক্রমিক সুচ্ছন্দযুক্ত বা সুরযুক্ত পঙক্তি পাওয়া বা থাকা।

গাধ (পুং) ১ গাধ, স্থান, আধার, নিরাপদ আশ্রয়, পদস্থাপনের স্থান, গভীরতা, সমুদ্রে, অন্তরতম প্রদেশ, চিন্তা বা বোধশক্তির গভীরতা, গর্ত, বিবর, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস, ডোঙ্গা, শালতি, পরিখার মধ্যে সৈন্যদের আশ্রয়স্থান। (সন্ধম্মোপাযন) **গাধং খণতি।** (তুলনীয়) **গালুহ** (২)। ২ লোভ, লিপ্সা। (বিণ) তলস্পর্শযোগ্য, অগভীর, (নদ্যাদির যে স্থান) পায়ে হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য; পার হইবার মতো বা উপযুক্ত, প্রচলিত, মধ্যম, চলনসই, পরিদর্শন-সহনক্ষম, গ্রহণীয়। (ক্লী) নদ্যাদির যে স্থান হাঁটিয়া পার হওয়া যায় সেই স্থান, দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো, শক্তভূমি, নিরাপদ স্থান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গম্ভীরে গাধং বিন্দতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **গাধং এসতি**—শুষ্ক বা শক্ত ভূমির অন্বেষণ করা; (একইরূপে) **গাধং লভতি**—পদ রাখিবার বা পায়ে খুঁট পাতার দৃঢ় স্থান লাভ করা; **গাধং অজ্ঝগা;** (জাতক) **গাধং লভতে; = পতিট্ঠা।** (তুলনীয়) **ওগাধ, পটিগাধ।**

গাধতি (ক্রি) [√গাধ+অ] দৃঢ়াবদ্ধ থাকা, স্থির থাকা, দৃঢ়পদে বা খুঁট পাতিয়া থাকা, খুঁট পাতার স্থান পাওয়া, শক্ত ভিত্তিতে বা ভূমিতে থাকা। (দীর্ঘনিকায়) **আপো চ**

পথবী চ তেজো-বাযো ন গাধতি—চারি মহাভূত উপাদানের (পরিবর্তনশীল বলিয়া) দৃঢ় ভিত্তি নাই। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্ম-বিনযে গাধতি**—ধর্ম-বিনয়ের মধ্যে স্থির বা স্থিত থাকা। (অতীতে) **গাধি**।

গান (ক্লী) গান, যাহা গাওয়া যায় বা গীত হয়, গীতি, সঙ্গীত, ত্রিপিটকের গাথার ধ্বনি।

গাম (পুং) গ্রাম, জলপদ, গাঁ বা গাঁও, কতকগুলি ঘর মিলিয়া গঠিত একটি পাড়া, পাড়াগাঁও, পল্লী, ক্ষুদ্র গ্রাম, বসতি স্থান, এক বিহারের অন্তর্গত পল্লী অথবা সীমাবদ্ধ গ্রাম যাহা চতুরপার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে স্বতন্ত্র, বিনয়গ্রন্থানুসারে একটি সীমাবদ্ধ গ্রাম। ১ বসতিস্থান অর্থে (বিপ) **অরঞ্ঞ**; (সূত্রনিপাত) **গামে বা যদি বা অরঞ্ঞে**। ২ সীমাবদ্ধ গ্রাম অর্থে; (বিনয়) **গামো চ গামুপচারো চ**; ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ স্থান অর্থে "**নিগম**" হইতে স্বতন্ত্র অর্থকে বুঝায়। ৩ ভিক্ষুদের বিচরণভূমি অর্থে (বিশেষ ভাষায়) **গামং পিণ্ডায চরতি**—(ভিক্ষু বিহারের অন্তর্গত পল্লীতে) ভিক্ষার্থে বিচরণ করেন। ৪ গ্রাম অর্থে (বিনয়) **আরামিক গাম; পিলিন্দ গাম**। (সূত্রনিপাত) **সক্যানং গামে জনপদে লুম্বিনেয্যে**। (পেতবত্থু) **উরুবেল গামে**। (মধ্যম নিকায়) **গামো নাতিকালেন পবিসিতব্বো**। (সূত্রনিপাত) **গামং রট্ঠং চ ভুঞ্জতি**। (জাতক) **গামে তিংস কুলানি হোন্তি**। (ধর্মসঙ্গণী) **সুঞ্ঞো গামো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গামে অমচ্চকুল; গামস্স দ্বারসমীপে**। (মধ্যম নিকায়) **গামাগামং**। ৫ "**নিগম**" সমবায়ে অর্থে (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গামনিগমো সেবিতব্বো** (অথবা "**অসেবিতব্বো**"); (তুলনীয়) **জনপদ পদেসো সেবিতব্বো** । (বিনয়) **গামং বা নিগমং বা উপনিস্সায; গামং বা নিগমং বা পিণ্ডায পবিসতি**। (দীর্ঘনিকায়) **গামস্স বা নিগমস্স বা অবিদূরে**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **গামে বা নিগমে বা**। ৬ রাজ্যের শাসনতন্ত্রে একটিমাত্র ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক অখণ্ডতা অর্থে দুই প্রস্থ বা সেটরূপ বর্ণনায়:—**ক**) (বিনয়) **গাম-নিগম রাজধানিযো। খ**) **গাম-নিগম-নগর-রট্ঠ-জনপদ। গাম-নিগম-রট্ঠ-জনপদ বন্ধন** (অথবা) **কথা**। পুনশ্চ বিভিন্ন পরিবর্তনে:—(মধ্যম নিকায়) **গাম-নিগম-নগর**; (সূত্রনিপাত) **গাম-নিগম-জনপদ; গামানি=নিগমানি চ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়—**এত্থ চ সদ্দেন নগরানী'তি পি বত্তব্বং**)। ⇒ **দ্বারগাম, পচ্চন্তগাম, বীজগাম, ভূতগাম, মাতুগাম**।

গামক (পুং) ১ গ্রাম, ছোট গ্রাম, পল্লী। = **গাম**। (জাতক) **মচলগামক; চোরগামক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইট্ঠবতী গামক; দীঘরাজী গামক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বার গামক**। (বিনয়) **আরামিক গামক; পিলিন্দ গামিক**। ⇒ **গাম** (৪)। ২ গ্রামবাসী, গ্রামের বাসিন্দা, গ্রামের অধিবাসী। = **গামবাসিন**।

গামকথা—গ্রাম-কথা, গ্রাম-সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-সম্বন্ধীয় মিথ্যা গল্প কথা, জল্পনা কথা, বাজে কথা, গ্রামের কার্য সম্বন্ধীয় জল্পক কথা, হাস্যাস্পদ কথা, মূর্খের ন্যায় কথা। (দীর্ঘনিকায়ে একত্র বর্ণনায়—) **গামকথা নিগমকথা নগরকথা জনপদকথা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনাও দ্রষ্টব্য)। ⇒ **কথা**।

গামকম্ম (ক্লী) গ্রামের কার্য, গ্রামে অথবা বাসস্থানে যে কাজ করিতে হয়। (জাতক) **গামকম্মং করোতি**—গ্রামের কাজ করা, বাসোপযোগী কার্য করা।

গামকূট (পুং) গ্রামের প্রবঞ্চক, গ্রাম্য প্রবঞ্চনা, গ্রাম্য ছলনা, চাটুকার, মোসাহেব। = **কূটবেদিন**।

গামগোণা (পুং, বহুবচন) গ্রামের গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশু।

গামঘাত (পুং) গ্রামঘাতক, গ্রামে লুণ্ঠনকারী ব্যক্তি, গ্রামে ডাকাতি, গ্রামে চুরি, গ্রামে দস্যুবৃত্তি, যে ব্যক্তি গ্রাম লুণ্ঠন করে, লুণ্ঠনকারী ব্যক্তি, লুণ্ঠন করিবার সন্ধানে ভ্রমণকারী দস্যু, দস্যু, চোর, ডাকাত। ইহা "**চোরা**" সম্বন্ধীয় শব্দ। = **চোর**। ⇒ **ঘাত**।

গামঘাতক (পুং) গ্রাম লুণ্ঠনকারী লোক, চোর, দস্যু, ডাকাত। = **গামঘাত**। (ক্লী) গ্রাম লুণ্ঠন। **গামঘাতক চোরা**।

গামজন (পুং) গ্রামের লোক, গ্রামের মানুষ।

গামজেট্ঠ (পুং) গাঁও বুড়া, গ্রামের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, গ্রামের মোড়ল, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি।

গামজেট্ঠক (পুং) গ্রামের নায়ক, গ্রামের বুড়াবুড়ি বা মান্যমান পুরুষ। = **গামভোজক, গামপতি**।

গামট্ঠান (ক্লী) ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, যে গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে, যেখানে গ্রাম লোপ পাইয়াছে এমন স্থান। (জাতক) **পুরাণ গামট্ঠান**—ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গ্রাম অর্থাৎ যেখানে পূর্বে গ্রাম ছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গামণী (পুং) গ্রামণী, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামের মণ্ডল, গ্রামের অধিপতি, দলপতি। মণিচূলক **গামণী**--মণিখচিত মুকুটধারী গ্রামণী। (সংযুক্ত নিকায়) **তলপুট নটগামণী; যোধাজীবো গামণী ; হত্থারোহো গামণী; অসিবন্ধক পুত্ত; রাসিয**। = **গামভোজক, গামণী**।

গামগুল—"গরুর গোলত্ব" যেমন গরুগুলিকে চতুর্দিকে ঘুরায় এবং ধান মাড়াইবার সময় নির্দিষ্ট খুঁটির চারিদিকে ঘুরায়। (তুলনীয়) **গোমগুল**।

গামদারক (পুং) গ্রামের ছেলে, গ্রামের বালক বা ছোকরা। (বহুবচনে) **গামদারকা**--গ্রামের বালকেরা, গ্রামের ছেলেরা, পথের ফচকে বালকেরা, রাস্তার ছোঁড়ারা (জাতক)। ⇒ **দারক**।

গামদারিকা (স্ত্রী) গ্রামের বালিকা, গ্রামের অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা মেয়ে।

গামদ্বয—গ্রামদ্বয়, দুই গ্রাম। (পেতবত্থু অর্থকথা)

গামদ্বযবাসিক—দুই গ্রামের অধিবাসী লোক।

গামদ্বার (ক্লী) গ্রামদ্বার, গ্রামে প্রবেশ করিবার দরজা, গ্রামের প্রবেশদ্বার। ⇒ **দ্বার** (১)।

গামধম্ম (পুং) গ্রামধর্ম, অসদাচরণ, মৈথুনকার্য, স্ত্রীসঙ্গম, নীচাচরণ। (তুলনীয়) **মাতুগাম**। = **গামধম্ম মেথুন** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **বসলধম্ম** (জাতক), **গামবাসীনং ধম্ম** (?)। (বহুবচনে) **গামধম্মা**—গ্রাম্য ধর্ম বা নীতি, গ্রাম্যলোকের করণীয় কার্যসমূহ।

গামধানী (স্ত্রী) গ্রাম্যস্থান। ⇒ **ধানী, রাজধানী, গাম**।

গামনী (স্ত্রী) গ্রামের প্রধান, গ্রামের সর্দার, গ্রামপতি। কারক নির্ণয়:—ওকাস বা অধিকরণ কারকে (একবচনে) **গামনিম্হি, গামনিস্মিং**; (বহুবচনে) **গামনীসু**। অন্যান্য কারকসমূহ "**দণ্ডী**" শব্দের মত। ⇒ **গামণী**।

গামন্ত—গ্রামের প্রতিবেশিত্ব, গ্রামের প্রতিবেশ, গ্রামের সীমা, গ্রাম বা পাড়াবিশেষ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গামন্তনাযক; গামন্ত নেমন্তনিক; গামন্ত গহপতি-চীবর-ধর**। (মধ্যম নিকায়) **গামন্ত বিহারিন**।

গামন্তনাযক (পুং) গ্রামের নায়ক, গ্রামের পরিচালক। ⇒ **গামন্ত**।

গামন্তর—গ্রামে, গ্রামের মধ্যে, গ্রামান্তরে, গ্রামের ভিতর। (বিনয়) **গামন্তরং গচ্ছতি**—গ্রামের ভিতর যায়; **গামন্তর কপ্প**।

গামন্তর কপ্প—গ্রামের মধ্যে সত্বর পদবিক্ষেপ করার অথবা দ্রুত চলার অনুমতি।

গামন্তবিহারিন (বিণ) গ্রামের নিকটে বাস করে এমন। = **আঞ্ঞক**। ⇒ **গামন্ত**।

গামপতি (পুং) গ্রামপতি, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামের নেতা বা নায়ক। = **গামভোজক, গামজেট্ঠক**। ⇒ **ভোগগাম**।

গামপুদব = **গামপোদ্দব**। ⇒ **গামপোদ্দব**।

গামপোদম = **গামপোদ্দম**। ⇒ **গামপোদ্দব**।

গামপোদ্দব (পুং) সাবানজলে ধৌতকারী লোক (?)। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **কামপুদবা'তি ছবি-রাগ-মণ্ডনানুযুত্তা নাগরিক মনুস্সা; গামং পোদবা'তি পি পাধো এসেব'খো**।

গামভোজক (পুং) গ্রামভোজক, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল, মাতব্বর প্রজা, জমির স্বত্বাধিকারী বা মালিক, গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি অথবা সর্দার, গ্রামরক্ষাকারী কর্তা, গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোক বা মণ্ডল। = **গামণী, গামপতি, গামজেট্ঠক**। ⇒ **ভোজক** (২), **ভোগগাম**।

গামমজ্ঝে গ্রামের মধ্যে, গ্রামের ভিতরে। (তুলনীয়) **গামন্তর**।

গামমণ্ডল (ক্লী) মণ্ডলাকারে বা চক্রাকারে গরু হাঁটাইয়া শস্যাদি মাড়ানো। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

গামবত্ত (ক্লী) গ্রামের জন্য করণীয় কর্তব্য। ⇒ **বত্ত** (১)।

গামবর—গ্রামশ্রেষ্ঠ, উত্তমগ্রাম, শ্রেষ্ঠগ্রাম, চমৎকার গ্রাম।

গামবাসিক (বিণ) গ্রামবাসী। ⇒ **বাসিক**।

গামবাসিন (বিণ, পুং) গ্রামবাসী, গ্রামের অধিবাসী, গ্রামনিবাসী।

গামবাসী (বিণ) গ্রামবাসী। = **গামবাসিন**।

গামসঞ্ঞা (স্ত্রী) গ্রামসংজ্ঞা, গ্রাম বলিয়া জানা, গ্রাম সম্বন্ধীয় চিন্তা।

গামসমীপে—গ্রাম সমীপে, গ্রামের সম্মুখে বা নিকটে।

গামসহস্স—সহস্র গ্রাম, এক একটি অথবা সহস্র বিহারের অথবা রাজের অন্তর্গত সহস্র গ্রাম। বিম্বিসার রাজার রাজ্যে ৮০,০০০ হাজার গ্রাম ছিল।

গামসামন্ত—গ্রামের প্রতিবেশীর মধ্যে, গ্রামের নিকটে, গ্রাম সমীপে। (দীর্ঘনিকায়) **গামসামন্ত নিগমসামন্ত**।

গামসীমা (স্ত্রী) গ্রামের সীমা, এক বিহারের অন্তর্গত গ্রাম বা পল্লীসীমা। (বিনয়) **গামসীমা নিগমসীমা**।

গামসূকর—গ্রামের শূকর, গ্রামের পোষা বা পালিত শূকর।

গামাগামং—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পল্লী হইতে পল্লীতে, ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে ক্ষুদ্র গ্রামে। (সূত্রনিপাতে একত্রে বর্ণনায়) **গামাগামং নগানগং**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **দেবগামা দেবগামং**। (সূত্রনিপাত) **গামাগামং পুরাপুরং**।

গামাবাস—গ্রামস্থ বাসস্থান, গ্রামের মধ্যস্থ নিবাস।

গামিক (পুং) গ্রামবাসী, গ্রামের শাসক বা মোড়ল, এক বিহারের অন্তর্গত পল্লীর উপদর্শক বা তত্ত্বাবধায়ক। অঙ্গুত্তর নিকায়ে পারম্পর্য শব্দ: **গামিক রট্ঠিক পেত্তনিক, সেনাপতিক, পূগ গমণিক**। (বিণ) গমনকারী, অর্থহীন ভ্রমণকারী, পর্যটনকারী।

গামিন (বিণ) **ক)** গমনকারী, ভ্রমণকারী, যাইতেছে এমন, ভ্রমণ করিতেছে এমন। (সাহিত্যে) **সীঘগামিন**—দ্রুতগামী (সূত্রনিপাত)। **খ)** (কোন দিকে বা কিছুতে) পরিচালিত, পরিচালনা করিয়া, কিছুর জন্য প্রস্তুত করিয়া। (সাধারণত ব্যবহারে) **মগ্গগামিণী** (অথবা) **পটিপদাগামিণী**; (সাহিত্যে) **পাটলিপুত্ত গামিমগ্গ**—পাটলিপুত্রে (পাটনার দিকে) যাওয়ার রাস্তা (মিলিন্দ প্রশ্ন); (চরিত্রে) **অপাযগামি মগ্গ**—অপায়ে (নরকে বা দুঃখস্থানে) যাইবার দরজা বা রাস্তা (ধর্মপদ অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **উদযগামি পটিপদা**। (সূত্রনিপাত) **নিব্বানগামি ধম্ম**। (সংযুক্ত নিকায়) **অমতগামি মগ্গ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উদয'খগামিণীপঞ্ঞা**। (বিনয়) **দুক্খনিরোধ গামিণী পটিপদা**। (ধর্মসঙ্গণী) **আচযগামিণী**। (কর্মকারকে) **গামিনং**: (মধ্যম নিকায়) **খেমং অমতগামিনং**। (সূত্রনিপাত) **খেমং অমতগামিনং ব্রহ্মচরিযং; নিব্বান-ওগধগামিনং; দুক্খূপসমগামিনং মগ্গং; নিরযগামিনং মগ্গং** (অথবা) **নিরযগামিং মগ্গং** (সূত্রনিপাত)।

গামিনী (বিণ, স্ত্রী) = **গামিন**।⇒ **গামিন**।

গামী (বিণ) গমনকারী, ভ্রমণকারী, (কোনদিকে বা কিছুতে) পরিচালিত করে এরূপ। (তুলনীয়) **গামিন**।

গামূপাচার—গ্রামের সীমানা, গ্রামের প্রান্তদেশ।

গামেন গামং = গামাগামং। ⇒ **গামাগামং**। (একত্রে ব্যবহারে) **গামেন গামং, নিগমেন নিগমং, নগরেন নগরং, রট্‌ঠেন রট্‌ঠং, জনপদেন জনপদং**।

গামেয্য (বিণ) গ্রাম-সম্বন্ধীয়, গ্রামের। ⇒ **সগামেয্য**।

গায়ক (পুং) গায়ক, যে ব্যক্তি গান করে। (বিণ) গান করে এমন (ব্যক্তি), সঙ্গীত ব্যবসায়ী, গায়ক।

গাযতি (ক্রি) [√গে+অ] গান করা, গাওয়া, পদ্যছন্দে কীর্তন করা, মুখস্ত বলা, আবৃতি করা, বর্ণনা করা। (যৌগিকে) **নচ্চতি গাযতি**। (অতীতে) **গাযি**। (অ-বিণ) **গীত, গাযিত**। (ব-বিণ) **গাযন্ত, গাযমান, গীযমান**। (পঞ্চমী) **গাহি**। (ভবিষ্যতে) **গাযিস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **গাযিতব্ব**। (ক্রি-বি) **গাযিত্বা**। (বিনয়) **ধম্মং গাযতি; গাথং গাযতি**। (সূত্রনিপাত) **গাযন্তি চ বাদযন্তি চ**। (জাতক) **গীতং গাযতি; নচ্চিত্বা গাযিত্বা**। (তুলনীয়) **গাথা, গীত, গেয্য**।

গাযন (ক্লী) গান, গীতবিদ্যা, গান করার কাজ। (বিণ) গায়ক, গানোপজীবী, সঙ্গীত ব্যবসায়ী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নচ্চন গাযন**।

গাযিকা (স্ত্রী) গায়িকা। (বিণ) গায়িকা, গানকারিণী, যে স্ত্রীলোক গান করে।

গারয্হ (বিণ) নীচ, হীন, নিকৃষ্ট, অধম, ঘৃণার্হ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মং পাদং গারয্হং মোসল্লং**।

গারব (পুং, ক্লী) গৌরব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মর্যাদা, সম্মান, ভদ্রতা, যাজকদলের উপাধি-বিশেষ, অভিবাদন, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোন বিশেষত্ব, পক্ষপাতিতা, গুরুত্ব, আদর, মহিমা, ভার, উৎকর্ষ, আবশ্যকতা; অধিকরণ কারকের সহিত:—(কিছুতে) গৌরব করিয়া, (কোন) সম্পর্কে বা বিষয়ে, শ্রদ্ধা করিয়া, সম্মান প্রদর্শন করিয়া। ছয় প্রকার শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে "**গারব**":—**বুদ্ধে (সত্থরি) গারব ধম্মে গারব, সঙ্ঘে গারব, সিক্‌খায গারব, অপ্পমাদে গারব, পটিসন্থারে গারব** (বিনয়)। সপ্তবিধ "**গারব**" বিষয়ে:—**বুদ্ধে গারব, ধম্মে গারব, সঙ্ঘে গারব, সিক্‌খায গারব, অপ্পমাদে গারব, পটিসন্থারে গারব, সমানহি গারব**। (বিশুদ্ধিমার্গে বিশেষণে) **অত্তগারব; পরগারব**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **গরুভাব**। (প্রায়শ যৌগিকে) **বহুমান** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথায় বিশেষণে) **সঞ্জাত গারব বহুমান**। (করণকারকে) **গারবেন**—শ্রদ্ধার সহিত, সম্মানের সহিত, গৌরব করিয়া (দীঘনিকায়)। শ্রদ্ধা করিয়া শ্রদ্ধাস্পদকে সম্বোধনে: **ভন্তে, ভদ্দন্তে, আযস্মা**। ⇒ **গারব অধিবচন**।

গারবতা (স্ত্রী) গৌরব, ভক্তি, মর্যাদা, শ্রদ্ধা, সম্মান। = **গারব**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্থু গারবতা, ধম্ম গারবতা** ইত্যাদি।

গারবাধিবচন—সম্মানীয় উপাধি, গৌরবজনক উপাধি, শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন। "**ভগবা**" প্রতি সম্পর্ক রাখিয়া সম্বোধন:— **ভন্তে ভগবা! ভদ্দন্তে ভগবা**। ⇒ **গারব**। (তুলনীয়) **সগারব সপ্পতিস্‌সাধিবচন**। আযুস্মানের সম্পর্কে:—**আযস্মা সারিপুত্ত! আযস্মা কস্‌সপ**!

গারবেন ⇒ **গারব**।

গালযতি (ক্রি) = **বিনাসেতি, অতিগাল্‌হতি**। ⇒ **বিনাসেতি, অতিগাল্‌হতি**।

গাল্‌হ (বিণ) ১ গাঢ়, অতিশয়, অতিরিক্ত, দৃঢ়, ঘন, যাহা তরল নয় এমন, শক্ত, উগ্র, তীব্র, টানটান, আঁটসাঁট, আলগা নয় এমন, কৃপণ, মাতাল, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিষ্কার, জনাকীর্ণ, নিবিড়, অন্তরঙ্গ, আন্তরিকতাপূর্ণ, যথার্থ, যথেষ্ট, প্রচুর, নিরেট, অবিরত, গম্ভীর, চিন্তাশীল, গুরু, গুরুতর, বদ্ধ, নিভৃত, কাছাকাছি, সুসম্বদ্ধ, নিরুদ্ধ, নির্বাত, নিকটস্থ। (বি-ভা) **পচ্ছাবাহং গাল্‌হ বন্ধনং বন্ধতি**—পিছমোড়া করিয়া হাত দৃঢ় বন্ধনে বাঁধে (দীর্ঘনিকায়)। রোগ সম্বন্ধে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **গাল্‌হেন রোগাতঙ্কেন ফুট্‌ঠ**। ধনুর বিষলিপ্ত শর-সম্বন্ধে ও মধ্যম নিকায়ে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। **গাল্‌হ** [(?) সম্ভবত ইহার পাঠ "**আগাল্‌হ**"]। "**বচন**" (কথা) সম্বন্ধে "**ফরুস**" শব্দের সহিত যৌগিকে ইহার অর্থ "জোরাল বা দৃঢ় (?)। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তির অর্থকথায়) **অতিগাল্‌হ থদ্ধ**। (তুলনীয়) **গল্‌হিত**। ২ গভীর, গূঢ়, দুর্বোধ্য, নিস্তব্ধ, গাঢ়, গভীরভাবে অনুভূত, (কোনও জিনিসে বা বিষয়ে) নিমগ্ন। (জাতক) **গাল্‌হবেধিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গাল্‌হ ওগাহতি**—গভীরে বা গভীরভাবে নিমগ্ন। (তুলনীয়) **অজ্‌ঝোগাল্‌হ, অতিগাল্‌হ, ওগাল্‌হ, নিগাল্‌হিত, পগাল্‌হ**। ⇒ **গাধ** (১)।

গাল্‌হং (ক্রি-বিণ) দৃঢ়ভাবে, শক্তভাবে, জোরালোভাবে, তীব্রভাবে, প্রবলভাবে।

গাল্‌হকং = গাল্‌হং। ⇒ **গাল্‌হং**।

গাল্‌হবেধিন (বিণ) বিদ্ধকারী, বিদারক, মর্মভেদী, তীব্র।

গাব = গো, গাবো। ⇒ **গো, গাবো**।

গাবী (স্ত্রী) গাভী, গাই গরু। সম্বন্ধ-পদ (একবচনে) **গাবিযা;** (বহুবচনে) **গাভীনং**। কর্তৃকারক (বহুবচনে) **গাবিযো**।

গাবুত (ক্লী) প্রায় দেড়ক্রোশ, দুই মাইলের চেয়ে কিছু কম দৈর্ঘ্য, রৈখিক বা সরল বিস্তৃতি, এক যোজনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৮০ "**উসভ**"। ⇒ **উসভ** (১)।

গাবুতিক (বিণ) "**গাবুত**" পরিমাণ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত পৌঁছে বা বিস্তৃত। ⇒ **গাবুত**।

গাবো (পুং, কর্তৃকারক বহুবচন) গৃহপালিত পশুগুলি, বৃষভগুলি, ষাঁড়গুলি। ⇒ **গো**।

গাহ (পুং) ১ গ্রহণকরণ, ধৃতকরণ, ক্রোককরণ, দখল, গ্রেপ্তার, স্বামিত্ব, অধিকৃত বস্তু, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ, বাঁট, কোনও বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য। (তুলনীয়) **গহ**। (দীর্ঘনিকায়) **চন্দগাহ; সুরিযগাহ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রাহু চন্দং গণ্‌হাতি**। ২ বর্ণনায় মন-ক্ষেত্র-সম্বন্ধে প্রয়োগে:—বদ্ধসংস্কার, আবেশ, (চিন্তা দ্বারা) অবধারিত বিষয়, মত, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, দর্শন, দৃষ্টি, দৃষ্টিসীমা, দৃশ্য, অভিপ্রায়, বিবেচনা, অনুকূল ধারণা, পেশাদারী লোকের পরামর্শ, (সাধারণত) পূর্ব হইতে অবধারিত ধারণা বা মত, ভুল বিশ্বাস, মিথ্যা ধারণা, মিথ্যাদৃষ্টি, ভুল ধারণা, ভুল কারণ। সেই কারণে "**পটিগগাহ**" এবং "**অভিনিবেস**" শব্দের সহিত "**দিটঠি** (মিথ্যাদৃষ্টি বা ভুল ধারণা)" শব্দের বর্ণনা। ⇒ **লেপ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কুম্ভিল গাহ**—কুম্ভীরের দৃঢ়মুষ্টিতে বা শক্তভাবে ধারণের ন্যায় বদ্ধসংস্কার। (একই সূত্রে) **বিপরিযেসগগাহ**—মিথ্যাদৃষ্টি; (তুলনীয়) **বিপরীতগগাহ**। "**কঙ্খা**" এবং "**বিচিকিচ্ছা**" শব্দের বর্ণনায় "**অনেকাংসগগাহং** (সন্দেহ এবং ভুল)"। (জাতক) **গাহং বিস্সজ্জেতি**—পূর্ব হইতে অবধারিত ধারণা ত্যাগ করা। ৩ (বিণ) ধৃত, গৃহীত, ধারণ করিয়া, লইয়া, ধরে এমন। **রস্মিগাহ**—বল্‌গা বা লাগাম ধরিয়া। **জীবগাহ**—জীবন্ত লইয়া।

গাহক (বিণ, পুং) অধিকারী, ধারক, গ্রহণকারী, বাহক, ভৃত্য। (সূত্রনিপাত) **ছত্তগাহক**—ছত্রধারণকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কটচ্ছুগাহক**। (জাতক) **চামরীগাহক**। (তুলনীয়) **সঙ্গাহক**।

গাহতি (ক্রি) [√গাহ+অ] মগ্ন করা, নিযুক্ত করা, অভিভূত করা, বিদ্ধ করা, প্রবেশ করা, মর্মভেদ করা, মর্মে আঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য করা, বাহির করা, পথ করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করান, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনও অবস্থায় পাতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, ডুব দেওয়া, দ্রুত বেগে ধাবিত হওয়া নিমগ্ন হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবল বেগে বিপদে পতিত হওয়া। ⇒ **গাধ, গাল্‌হ**। (তুলনীয়) **অবগধ, পগাহতি, অজ্‌ঝোগাহতি, ওগাহতি**।

গাহন (ক্লী) গাহন, বিলোড়ন, মজ্জন, স্নান, নিমজ্জন, ডুব দেওয়া, হঠাৎ প্রবেশ। ⇒ **অবগাহন, অবগাহতি, অবগহন**।

গাহবন্ত (বাক্যে) **একংস-গাহবতী নিব্বিচিকিচ্ছা**—নিশ্চয়তাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহতা আছে এরূপ (বিমানবত্থু অর্থকথায়) "**একংসিক**" শব্দের বর্ণনায়)।

গাহাপক (বিণ) গ্রহণকারী, যে ব্যক্তি ধারণ বা গ্রহণ করে, যাহার দ্বারা গ্রহণ করায় বা লওয়ায়, গ্রহীতা, গ্রাহক, খাজাঞ্চি, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। (বিনয়) **পত্তগাহাপক**।

গাহাপেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) ধরাইয়া দেওয়া, লইবার বা গ্রহণ করিবার কারণ হওয়া, যাইয়া আনয়ন করিবার কারণ হওয়া, আনয়ন করানো, পাওয়ার কারণ হওয়া বা পাইতে দেওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীতে) **গাহাপেসি, গাহাপযি**। (অ-বিণ) **গাহাপিত**। (ব-বিণ) **গাহাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **গাহাপেত্বা;** (ধর্মপদ অর্থকথা) **পত্ত-চীবরং গাহাপেত্বা**। (করণ কারকে) **মহাজনং কথং গাহাপেতি**—জনগণ দ্বারা কথা বিশ্বাস করানো (জাতক)। (জাতক) **চেতকে কসা গাহাপেতি**—চাকরদের দ্বারা তাহাদের চাবুকগুলি ধরাইয়া। (তুলনীয়) **গণ্‌হাপেতি**।

গাহি (পঞ্চমী) গাও, গান কর। ⇒ **গাযতি**।

গাহিক = গাহিন। ⇒ **গাহিন, অন্তগাহিক**।

গাহিন (বিণ) অর্থগৃধ্নু, গ্রাহিন, গ্রাহী, গ্রহণ করিয়া, চেষ্টা করিয়া, গ্রাহ্যকারী, লইয়া, সঙ্গে লইয়া। (দীর্ঘনিকায়) **আধান গাহিন**। (জাতক) **উদক গাহিন**। (ধর্মপদ) **পিযগাহিন। নিমিত্তগাহিন, অনুব্যঞ্জনগাহিন** ইত্যাদি।

গাহী (বিণ, পুং) = **গাহক**। ⇒ **গাহক**।

গাহেতি (ক্রি) ১ বুঝিতে পারা, জানা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধরিয়া লওয়া, জ্ঞাত হওয়া, কারণ প্রদর্শন করা, কৈফিয়ত দেওয়া। ২ = **গাহাপেতি**। ⇒ **গাহাপেতি**। (অ-বিণ) **গাহিত**। (ক্রি-বি) **গাহেত্বা, গাহিয**।

গিঙ্গমক—একপ্রকার ভূষণ বা অলঙ্কারবিশেষ, একপ্রকার সম্মান-চিহ্ন।

গিজ্‌ঝ (পুং) ১ গৃধ্র, শকুনি, শকুন পক্ষী, কাক এবং শ্যেন বা বাজপক্ষী জাতীয় পক্ষী বিশেষ। = **কাক, কুলল, কঙ্ক, কুলতা**। (সূত্রনিপাত) **কাকা গিজ্‌ঝা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কাকা গিজ্‌ঝা কুললা**। = **গদ্ধ**। ২ (বিণ) ধনলোভী, পেটুক, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, আকাঙ্ক্ষী। (জাতক) **কামগিজ্‌ঝ**। (তুলনীয়) **পটিগিজ্‌ঝ, গিদ্ধ**।

গিজ্‌ঝকূট (পুং) রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বত, রাজগৃহস্থ (ইহার বর্তমান নাম "রাজগির") এক পর্বত শিখরের নাম অর্থাৎ যেই পর্বত শিখরে শকুনির ন্যায় এক বৃহদাকার প্রস্তর আছে।

গিজ্‌ঝতি (ক্রি) [√গিধ+য] অত্যন্ত ইচ্ছা করা, অতি ইচ্ছা বা লোভ করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, ইচ্ছুক হওয়া, আশা করা, চাওয়া, "আশা করি" এই কথা বলা। (অতীতে) **গিজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **গোধিত, গদ্ধ, গিদ্ধ**। (ব-বিণ) **গিজ্‌ঝমান**। (কর্মবাচ্যে অ-বিণ) **গিজ্‌ঝিত**। (তুলনীয়) **অভিগিজ্‌ঝতি, পলিগিজ্‌ঝতি**।

গিজ্‌ঝপোতক—গৃধ্রশাবক, শকুনির ছানা।

গিজ্‌ঝিত (বিণ) লোভ উৎপন্ন হইয়াছে এমন, ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে এমন, লুব্ধ, ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত। ⇒ **গিদ্ধ**,

গিজ্‌ঝতি।

গিঞ্জকা (স্ত্রী) ইঁট বা ইটের মতো জিনিস।

গিঞ্জকাবসথ (পুং) [গিঞ্জকা+আবসথ] ইঁট দ্বারা নির্মিত ঘর, ইটের দালান।

গিদ্ধ (বিণ) পেটুক, লোভী, ধনলোভী, অত্যন্ত ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, লোলুপ, লালায়িত, অভিলাষিত। (সংযুক্ত নিকায়) **গিদ্ধ কামেসু মুচ্ছিতা**। (সূত্রনিপাত) **গিদ্ধ রসেসু; গিদ্ধ কামেসু**। (পেতবত্থু) **গিদ্ধ সুখে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গিদ্ধরত; = গধিত**। ইচ্ছা অর্থে সমার্থবাচক শব্দ:—**গিদ্ধ, গথিত, গধিত, মুচ্ছিত, অজ্‌ঝোপন্ন**। (তুলনীয়) **নিস্‌সিত, পগিদ্ধ**। ⇒ **গিজ্‌ঝতি**।

গিদ্ধি (স্ত্রী) লোভ, পেটুকতা, লোলুপতা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, আসক্তি, অভিলাষ, সংলগ্নতা।

গিদ্ধিকতা (স্ত্রী) **গিদ্ধি**। ⇒ **গিদ্ধি**।

গিদ্ধিন (বিণ) গৃধ্নু, লোলুপ, আকাঙ্ক্ষী, লোভী, সংলগ্ন। = **গিদ্ধ**। (পেতবত্থু) **আহার গিদ্ধিন**। (তুলনীয়) **পলিগোধিন**।

গিদ্ধিনী (স্ত্রী) ১ গৃধিনী, গৃধ্র জাতীয় পক্ষিণী, স্ত্রীজাতীয় শকুনি। ২ লোভ, আকাঙ্ক্ষা। = **গিদ্ধি**।

গিদ্ধিমা (বিণ) লোভী, পেটুক, আকাঙ্ক্ষী, পুরাপুরি লোভী, অতি লোভী। = **গিদ্ধিন**।

গিদ্ধিমান (বিণ) লোভ করে এমন, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, আত্মশ্লাঘা করে এমন, অহমিকা দেখায় এমন, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী।

গিদ্ধিলোভ—ইচ্ছা এবং লোভ, আকাঙ্ক্ষা এবং গৃধ্নুতা।

গিদ্ধিলোভিন (বিণ) ইচ্ছালোভী, আসক্তিতে আকাঙ্ক্ষী।

গিদ্ধী (বিণ) ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী, লোভী। = **গিদ্ধিন**।

গিনি (পুং) অগ্নি, অনল, আগুন, পাবক। = **অগ্‌গি**। **আহিতো গিনি**—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; (বিপ) **নিব্বুতো গিনি**—নির্বাপিত অগ্নি।

গিম্‌হ (পুং, একবচনে) গ্রীষ্ম, উষ্ণ ঋতু, গরমকাল, উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল। (বিণ) উষ্ণ, গরম, উত্তাপের, গরমের। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গিম্‌হ সমযে; গিম্‌হানমাসে**। (যৌগিকে) **হেমন্তগিম্‌হিসু**—শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে; (তুলনীয়) **গিম্‌হিক** ("**গিম্‌হিসু**" শব্দের পরিবর্তে)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গিম্‌হাভিতত্ত**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **গিম্‌হকালে**। অন্য ঋতুর সহিত বর্ণনায়:—**বস্‌সে হেমন্তে-গিম্‌হে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সদা বসন্ত গিম্‌হাদিক উতু**। মাস-সম্বন্ধে:—(সূত্রনিপাত) **পঠমস্মিং গিম্‌হে**। (বহুবচনে) **গিম্‌হা**—গরমের বা গ্রীষ্মের মাসগুলি অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতু। (মধ্যম নিকায়) **গিম্‌হানং পচ্ছিমে মাসে**—গ্রীষ্ম ঋতুর বা গরমের মাস সমূহের শেষ মাসে; = **আসাঢ়ী মাসে**।

গিম্‌হ-উতু (স্ত্রী, ক্লী) গ্রীষ্ম ঋতু। পালি শাস্ত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয় এক বৎসরে তিনটি ঋতু, যথা—**গিম্‌হ-উতু, বস্‌সা-উতু, হেমন্ত-উতু**। = **গিম্‌হমাসা**।

গিম্‌হকালে—গ্রীষ্মকালে, গরমের দিনে, গ্রীষ্মের সময়। = **ঘম্মে**।

গিম্‌হমাসা—(পুং, বহুবচন) গ্রীষ্মকালের মাসগুলি অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতু। পালিশাস্ত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর হইতে পরবর্তী আষাঢ়ী পূর্ণিমার অন্তবর্তী চারিমাসকে গ্রীষ্ম ঋতু বলা হয়। = **গিম্‌হ-উতু**।

গিম্‌হান (পুং) গ্রীষ্মকাল, গ্রীষ্ম ঋতু, গরমের সময়। (বিণ) গ্রীষ্মকালের, গরমকালীন। **গিম্‌হানং মাসে**—গ্রীষ্মমাসে অর্থাৎ গরমের সময়ে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গিম্‌হান হেমন্ত বস্‌সা**। (সূত্রনিপাত) **গিম্‌হান মাসে**—গরম মাসে অর্থাৎ গরমের দিনে। ⇒ **গিম্‌হ**।

গিম্‌হাভিতত্ত (বিণ) গ্রীষ্মের উত্তাপে উত্তপ্ত, গরমে তপ্ত। ⇒ **গিম্‌হ**।

গিম্‌হিক (বিণ) গ্রীষ্মকালীন, গরমকালের নিমিত্ত, গরমকাল-সম্বন্ধীয়। (দীর্ঘনিকায়) **গিম্‌হিক বস্‌সিক হেমন্তিক**।

গির (পুং) ১ = **গিরা**। ⇒ **গিরা**। ২ উদ্‌গিরণ, কথিত, কথা, বাক্য প্রকাশ।

গিরগ্‌গ [গির+অগ্‌গ] = **গিরি-অগ্‌গ**। ⇒ **গিরি-অগ্‌গ**।

গিরগ্‌গ সমজ্জং (ক্লী) রাজগৃহের একটি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের নাম, (মূল অর্থে) পর্বতচূড়ায় অনুষ্ঠিত একটি উৎসব বিশেষ, পাহাড়ি মেলা বা হাট বাজার। (বৌদ্ধসংস্কৃত অবদানশতকে) **গিরিবগ্‌গু-সমাগম**। ⇒ **সমজ্জ**।

গিরা (স্ত্রী) উচ্চারণ, বাক্য কথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য, শব্দ, পদ, আদেশ, বিবাদ, প্রতিজ্ঞা, নিদর্শন, চিহ্ন, সংবাদ, উক্তবাক্য, মন্তব্য, বক্তৃতা, ভাষা, কথাবার্তা, বাকশক্তি। = **বাচা**। (জাতক) **অট্ঠঙ্গুপতং গিরং**।

গিরাব্যপ্পথ = বাচাব্যপ্পথ। ⇒ **বাচাব্যপ্পথ**।

গিরি (পুং) গিরি, পর্বত। বিশুদ্ধিমার্গে ইহা যৌগিক শব্দে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ (বর্ণনায় সপ্ত বৃহৎ পর্বত-সম্বন্ধে)।

গিরি-অগ্‌গ = গিরিগ্‌গ। ⇒ **গিরিগ্‌গ**।

গিরিকন্নিকা (স্ত্রী) এক জাতীয় উদ্ভিদের নাম, পর্বতে উৎপন্ন একপ্রকার গুল্মের নাম। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কন্নিকা**; (তুলনীয় সংস্কৃত) গিরিকর্ণী।

গিরিকন্নিকা = গিরিকন্নিকা। ⇒ **গিরিকন্নিকা**।

গিরিগব্‌ভর (ক্লী) গিরিগহ্বর। = **গিরিগুহা**।

গিরিগুহা (স্ত্রী) গিরিগুহা, পর্বতগহ্বর, পর্বতের ছিদ্র-চিড়-ফাটল-ফাটা, গিরিসঙ্কট, গিরিখাত। সর্বদা মূল পালিতে দৃষ্ট হয়—"**পব্বত কন্দর গিরিগুহা**"; সুতরাং সমার্থবাচক শব্দ "**কন্দর**"। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি)

গিরিং গুহং। (দীর্ঘনিকায় বর্ণনায়) **দ্বিন্নং পব্বতানং অন্তরং একস্মিং যেব বা উস্মগ্গ সদিসং মহাবিবরং**।

গিরিগ্গ [গিরি+অগ্গ] পর্বতচূড়া, পর্বতশিখর।

গিরিব্বজ (ক্লী) ১ পর্বতগুহা, পর্বতের মধ্যবর্তী আশ্রয়স্থান, পর্বতের মধ্যে আত্মগোপন করিবার স্থান। = **পব্বতগুহা**। (বর্ণনায়) **কাঞ্চণগুহা**। ২ মগধ দেশের প্রাচীন এক রাজধানীর নাম, রাজগৃহের অন্য একটি নাম (সূত্রনিপাত), (বর্ণনায়) চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত স্থান। (পুং) পর্বতে (গো-মহিষাদির বা ভেড়ার) চলাচল বা দৌড়াদৌড়ি অথবা গমনাগমন।

গিরিযা (বহুবচন শব্দ) (বাক্যে) "**ধম্মগিরিযা**" এবং "**ব্রাহ্মণগিরিযা**"—কোনও নাটকীয় লোকদের নাম (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

গিরিরাজ = **গিরিরাজা**। ⇒ **গিরিরাজা**।

গিরিরাজা (পুং) গিরিরাজ, পর্বতশ্রেষ্ঠ, সুমেরু পর্বত, হিমালয় পর্বত।

গিরিসানু = **সানু**। ⇒ **সানু**।

গিরিসিখর (ক্লী) পর্বতশিখর, পর্বতচূড়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কঞ্চন গিরিসিখর**।

গিলতি (ক্রি) [√গিল+অ] গিলা, ভক্ষণ করা, গ্রাস করা, গলাধঃকরণ করা, উদরস্থ করা, আত্মসাৎ করা, শোষণ করা, নিঃশেষ করিয়া ফেলা, গোগ্রাসে গেলা, অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত পড়া বা লক্ষ্য করা ইত্যাদি, ধ্বংস করা। (সংযুক্ত নিকায়) **মা রাহু গিলীচরং অন্তলিক্খে**। (ধর্মপদ) **মা গিলী লোহগুলং**। (অতীতে) **গিলি**। (অ-বিণ) **গিলিত**; (সংযুক্ত নিকায়) **গিলিত বড়িস**। (ব-বিণ) **গিলন্ত**। (ক্রি-বি) **গিলিত্বা**। (করণে) **গিলাপেতি**। (তুলনীয়) **উদগিলতি, ওগিলতি, পরিগিলতি**।

গিলন (ক্লী) গিলন, গ্রাসকরণ, গলাধঃকরণ করণ, ভক্ষণ।

গিলান (বিণ) রুগ্ন, রোগগ্রস্ত, অসুস্থ, পীড়িত। (সংযুক্ত নিকায়) **বাঢ় গিলান**—অত্যন্ত পীড়িত, শ্রান্ত, ক্লান্ত।

গিলানক (বিণ) ১ = **গিলান**। ⇒ **গিলান**। ২ রোগীর উপযুক্ত, রুগ্নব্যক্তি উপযোগী। **গিলানক ভেসজ্জ**—রোগীর উপযুক্ত ঔষধ।

গিলান পচ্চয (পুং) রোগীর জন্য সাহায্য, রুগ্ন ব্যক্তির ভরণপোষণ, পীড়িত ব্যক্তির জন্য সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষণ, গিলানো প্রত্যয়, রোগীর প্রয়োজনীয় বস্তু, রোগী ভিক্ষুর পথ্য, রোগীর উপকারার্থে প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়া ভার বহন। **গিলানপচ্চয ভেসজ্জ**—রুগ্ন ভিক্ষুর জন্য ঔষধ। **চীবর-পিণ্ডপাত গিলানপচ্চয**—রুগ্ন ভিক্ষুর চীবর আহার পথ্যাদি যাবতীয় গিলানপ্রত্যয় বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ⇒ **চীবর**।

গিলানপচ্চয ভেসজ্জ ⇒ **গিলানপচ্চয**।

গিলানপচ্চয ভেসজ্জ পরিক্খার—রোগের সময় রোগীর ব্যবহার্য ঔষধাদি পথ্য।

গিলান পুচ্ছক (পুং) যে ব্যক্তি বা ভিক্ষু রুগ্ন ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধান করেন।

গিলানভত্ত (ক্লী) রোগীর খাদ্য, রোগীর জন্য প্রস্তুত অন্ন, রোগীর আহার।

গিলান ভেসজ্জ—রোগীর ঔষধ, রোগীর জন্য ঔষধ।

গিলান সময—রোগের সময়, রুগ্ন অবস্থায়, যে সময় রোগ হয়, অসুখ বা অসুস্থ হইলে, পীড়িত হইলে।

গিলানসালা (স্ত্রী) রোগী থাকিবার বড় ঘর, রোগীখানা, হাসপাতাল, রোগী রাখিবার ঘর। ⇒ **সালা**।

গিলান সেয্যা (স্ত্রী) রোগীর শয্যা বা বিছানা। ⇒ **সেয্যা**।

গিলানালয (পুং) [গিলান+আলয] রোগের ভান, রোগের ছল, রোগ হইয়াছে বলিয়া দাবি।

গিলানুপট্ঠাক (বিণ) [গিলান+উপট্ঠাক] রোগীর সেবাকারী, নার্স। (বিনয়) **গিলানুপট্ঠাক ভত্ত**—রোগীর সেবাকারীর জন্য আহার। ⇒ **উপট্ঠাক**।

গিলানুপট্ঠান (ক্লী) রোগীর সেবা, রোগীর পরিচর্যা বা শুশ্রূষা, রোগীকে দেখাশুনা করন, রোগীর তত্ত্বাবধান। ⇒ **পচ্চুপট্ঠান**।

গিলাপেতি (ক্রি) খাওয়ানো, গলাধঃকরণ করানো, গিলানো, কবলিত করানো। ⇒ **গিলতি**।

গিলাযতি (ক্রি) শ্রান্ত হওয়া, দুর্বল হওয়া। = **আগিলাযতি**।

গিলিত (বিণ) গিলিত, ভক্ষিত, গ্রস্ত, গিলিয়াছে এরূপ, গলাধঃকরণ করিয়াছে এরূপ। ⇒ **গিলতি**।

গিলিত বলিস—বড়শি গিলিয়াছে এমন। ⇒ **গিলতি**।

গিহ—গৃহ, আবাস। = **গহ** (১)।

গিহিধজ—গৃহীদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি গৃহীনিদর্শন। ⇒ **ধজ**।

গিহিন (বিণ) গৃহী, আবাসী, ঘরসংসার নিয়া বাসকারী। (পুং) গৃহস্থ, গৃহস্বামী, যে ব্যক্তি ঘর সংসার নিয়া বাস করে, সাধারণ লোক। (বিপ) **পব্বজিত, পরিব্বাজক**। সম্বন্ধ পদ (একবচনে) **গিহিস্স, গিহিনো**; (বহুবচনে) **গিহী**। (যৌগিকে) "**গিহী পুরিসো**" অথবা "**গিহি পুরিসো**"। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গিহী অগারং অজ্ঝাবসন্তা**। (দীর্ঘনিকায়) **গিহী ওদাতবসনা**—গৃহীরা শ্বেতবস্ত্রধারী; (বিপ) **কসাব বসনা**—কাষায় বস্ত্রধারী (এখানে "**পব্বজিতা**" এর সঙ্গে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে—অঙ্গুত্তর নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **গিহী ধঞ্ঞেন ধনেন বড়্ঢতি (বদ্ধতি)**। সাধারণ ব্যবহারে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **গিহী কামভোগী; গিহী সম্বোধি পরাযনো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গিহীনিযম**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গিহীকালতো পট্ঠায**—(আমাদের) গৃহীকাল হইতে অর্থাৎ গৃহী অবস্থার সময় হইতে।

গিহিনকিচ্চ (ক্লী) গৃহস্থী বা গৃহস্থ কার্য, গৃহী কার্য, গৃহীকর্তব্য, গৃহস্বামীর কৃত্য বা কর্তব্য। = **কুটুম্ব কিচ্চনি**।

গিহিন ধম্ম (পুং) গৃহী ধর্ম, গৃহস্থী নিয়মশৃঙ্খলা, গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য, গৃহধর্ম, গৃহী কর্তব্য, গৃহী আচার, গৃহির বিহিত ধর্ম।

গিহিন পরিসা (স্ত্রী) গৃহী সম্মেলন, গৃহী জন সমবায়, গৃহী সভা।

গিহিন বন্ধনানি (ক্লী, বহুবচন) গৃহীর বন্ধনসমূহ, গৃহস্থের (সংসার) বন্ধনসমূহ। (একবচনে) **গিহিনবন্ধন**। = **পুত্তা চ দাসী-দাসা চ** ইত্যাদি **সব্বানি গিহিন বন্ধনানি বুচ্চতি**। = **গিহীবন্ধন**।

গিহিনব্যঞ্জনানি (ক্লী, বহুবচন) গৃহস্থলোকের লক্ষণসমূহ, সাংসারিক লোকের লক্ষণসমূহ (অর্থাৎ গৃহস্থলোকের ঘরের আসবাবাদি, তৈজসপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদিকে গৃহীব্যঞ্জন বলা হয়)। (একবচনে) **গিহিনব্যঞ্জন**।

গিহিনভূত (বিণ) গৃহস্থী-সম্বন্ধীয়, সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধীয়, গৃহস্থের ন্যায়, গৃহী সদৃশ।

গিহিন ভোগ (পুং) সাংসারিক লোকের ভোগ সম্পত্তি, গৃহস্থী লোকের ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদ। = **গিহীভোগ**।

গিহিন লিঙ্গ (ক্লী) গৃহীর লক্ষণ, গৃহস্থীর লক্ষণ, সাংসারিক লোকের লক্ষণ বা বিশেষ চিহ্ন।

গিহিন সংসগ্‌গ—গৃহী সংসর্গ, সাংসারিক লোকের সহিত মেলামেশা, গৃহীলোকের সহিত সংসর্গ বা মেলামেশা। = **গিহীসংসগ্‌গ**।

গিহিন সংযোজন—গৃহস্থের বাধা, গৃহস্বামীর প্রতিবন্ধক, গৃহীলোকের বিঘ্নসমূহ, সাংসারিক লোকের বাধাসমূহ। (তুলনীয়) **গিহিনবন্ধনানি**।

গিহিন সুখ—সাংসারিক লোকের মঙ্গল, গৃহীলোকের উন্নতি, গৃহস্থলোকের শুভ।

গিহিবন্ধন (ক্লী) গৃহীবন্ধন। = **গিহীবন্ধন**। (চুলনির্দেশ) **পুত্তা চ দাসী চ গিহিবন্ধন**। ⇒ **বন্ধন** (২)।

গিহিলিঙ্গ (ক্লী) গৃহীচিহ্ন, গৃহীলক্ষণ, গৃহীগুণ। = **গিহিনলিঙ্গ**। ⇒ **লিঙ্গ** (১)।

গিহিবিকত (বিণ) গৃহীকর্তৃক পরিবর্তিত, গৃহীতে পরিবর্তিত। ⇒ **বিকত**।

গিহিব্যঞ্জন (ক্লী) গৃহীর লক্ষণ বা চিহ্ন, গৃহীর বিশেষ গুণ। = **গিহীব্যঞ্জন**। ⇒ **ব্যঞ্জন** (১)।

গিহী (বিণ) গৃহী, গৃহস্থ। (পুং) গৃহীলোক, গৃহস্থ ব্যক্তি, গৃহপতি, যে ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রের সহিত সংসারজীবন যাপন করে। = **গিহিন**।

গিহীনিয়ম—গৃহীনিয়ম, গৃহস্থ নিয়ম, গৃহস্থ প্রথা, গৃহী রীতিনীতি।

গিহীবন্ধন (ক্লী) গৃহীবন্ধন, গৃহীলোকের বন্ধন, সাংসারিক লোকের বন্ধন। = **গিহিন বন্ধনানি, গিহিবন্ধন**।

গিহীভোগ (পুং) গৃহীলোকের ভোগসম্পত্তি, গৃহীর উপভোগ, গৃহীসুখ, গৃহীর আমোদ, গৃহীর উপভোগ্য বস্তু। = **গিহিনভোগ**।

গিহী ব্যঞ্জন (ক্লী) গৃহস্থীর লক্ষণ বা চিহ্ন। = **গিহিব্যঞ্জন, গিহিন ব্যঞ্জনানি**।

গিহীমঙ্গলিক (বিণ) গৃহীলোকের ন্যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ⇒ **মঙ্গলিক** (২)।

গিহীসংসগ্‌গ (পুং) গৃহীলোকের সহিত সংসর্গ বা মেলামেশা। = **গিহিন সংসগ্‌গ**।

গীত (বিণ) গীত, বর্ণিত, উচ্চারিত, পুনঃপুন কথিত বা বর্ণিত, আবৃত্তি করা হইয়াছে এরূপ, যথাবিধি প্রচারিত বা ঘোষিত, বিবৃত। ⇒ **গাযতি**। (দীর্ঘনিকায়) **মন্তপদং গীতংপবুত্তং**। (তুলনীয়) **গির** (২)। (ক্লী) গান, পুনঃপুন একবাক্য কথন, কীর্তন, সঙ্গীত, সঙ্গীত-বিষয়ক আমোদপ্রমোদ। (যৌগিকে) **নচ্চগীত**। (জাতক, বিমানবত্থু) **নচ্চ-গীতাদি**। (দীর্ঘনিকায়) **নচ্চ-গীত-বাদিতা**—গীত-বাদ্যসহ নাচ; (তুলনীয়) **সমজ্জ**।

গীতক (ক্লী) গান, গীত, গুন গুন গান-বিশেষ।

গীতকা (স্ত্রী) = **গীতক**। ⇒ **গীতক**।

গীতরব (পুং) = **গীতসদ্দ**। ⇒ **গীতসদ্দ**।

গীতসদ্দ (পুং) গীতের শব্দ, গানের শব্দ, সঙ্গীত শব্দ।

গীতস্‌সর (পুং) = **গীতসদ্দ**। ⇒ **গীতসদ্দ**।

গীতাস্‌সর (পুং) সঙ্গীত, গান। ⇒ **সর** (৩)।

গীম্‌হ-উতু = **গিম্‌হ-উতু**। ⇒ **গিম্‌হ-উতু**।

গীবা (স্ত্রী) গ্রীবা, গলা, কণ্ঠ, টুটি, ঘাড়, গলদেশ, মস্তকের নিম্নাংশস্থ লম্বা সঙ্কীর্ণ অংশ, অপ্রশস্ত অংশ। = **কণ্ঠ**। (জাতক) **গীবং পসারেতি**—গলা লম্বা করা, গ্রীবা বাড়ানো বা প্রসারিত করা; **পসারিত গীবা**—বিস্তারিত বা প্রসারিত গ্রীবা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ময়ূরগীবা**—ময়ূরের গ্রীবা বা গলা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **গীবায কুণ্ড-দণ্ডক-বন্ধন**। প্রদর্শন এবং শাস্তি অর্থে:—(জাতক) **গীবং করিস্‌সামি**—আমি ঘাড় মটকাইব (অর্থাৎ গলা টিপিয়া জীবন বধ করিব) অথবা টুটি ধরিয়া জীবন নাশ করিব।

গীবায ⇒ **কণ্ডুস**।

গীবাযপিলন্দন ⇒ **কাযূর**।

গীবেয্য = **গীবেয্যক**। ⇒ **গীবেয্যক**।

গীবেয্যক (ক্লী) গলার অলঙ্কার, গলায় পরিধানের অলঙ্কার, কণ্ঠাভরণ, কণ্ঠহার। = **গীবেয্য** (বিশুদ্ধিমার্গ, জাতক)।

গুগ্‌গুল (পুং) গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলু, বৃক্ষের নির্যাসবিশেষ, এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। = **গুগ্‌গুলু**।

গুগ্‌গুলু (পুং) রোগ নিরাময়যোগ্য একপ্রকার ধুনা বা রজন,

গুগ্‌গুল, সুগন্ধি নির্যাসবিশেষ। = **গুগ্‌গুল**।

গুচ্ছ—অত্যন্ত ঘৃণা করা। এই শব্দটি "**জিগুচ্ছতি**" শব্দে দ্রষ্ট হয়।

গুঞ্জ (পুং) ১ গুঞ্জ, গুচ্ছ, স্তবক, কুঁচফল। ⇒ **গুঞ্জা**। ২ গুঞ্জন।

গুঞ্জা (স্ত্রী) গুঞ্জা, কুঁচফলের লতা বা গাছ, (দেশীয় কথায়) কাঁইচ গুলার লতা, ঔষধ-সম্বন্ধীয় একপ্রকার লতাগাছ। কুঁচফলের রক্তবর্ণ-সম্বন্ধে তুলনামূলক:--(ধর্মপদ অর্থকথা) **গুঞ্জাবধানি অক্‌খীনি**। ⇒ **জিঞ্জুক**।

গুণ (পুং) ১ দড়ি, ধনুকের জ্যা বা ছিলা, সূত্র, তন্তু, তার, বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রী, শ্রেণী, ছড়া, তন্তু বা সূত্রবৎ পদার্থ, যে রজ্জু মাস্তুলে বাঁধিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়, গুণটানা রশি, কাণ্ড (সুষুম্নাকাণ্ড)। **ক**) চীবর, ঢিলা বহির্বাস ইত্যাদি সম্বন্ধে:--**(কাযবন্ধনং) সগুণং কত্বা**—(শরীরবন্ধন বা কোমরবন্ধন) আঁটসাঁট বা টানটান করিয়া গন্থি বা গেরো দিয়া বাঁধিয়া (বিনয়)। (তুলনীয়) **গুণক**। **খ**) বাদ্যযন্ত্র-সম্বন্ধে:--(অঙ্গুত্তর নিকায়) **বীণাযো গুণ**--বীণাযন্ত্রের তন্ত্রী। **গ**) ধনুক-সম্বন্ধে:—(জাতক) **অগুণধনু**—জ্যা বা ছিলাহীন ধনুক। ২ (রজ্জুর গুণ, সুতার গুণ-সম্বন্ধে যেমন--) উপাদান-সম্বন্ধীয় কার্য, উপাদান, মৌলিক পদার্থ, উপাংশ, অঙ্গ, অবয়ব; সংখ্যা হিসাবে:—সমান ভাঁজ বা সমান সংখ্যক (অর্থাৎ "**পঞ্চকামগুণা**"—পঞ্চ কামগুণ অথবা পঞ্চবিধ তীব্র আকাঙ্ক্ষা--"**কামগুণা**" শব্দ দেখুন), এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের পূরণ ক্রিয়া বা গুণনকার্য। **একগুণ**—একগুণ বা এক ভাঁজ। (দীর্ঘনিকায়) **দিগুণ**--দ্বিগুণ বা দুই ভাঁজ; **দিগুণ সঙ্ঘাটি**—দ্বিভাঁজ সাঙ্ঘাটি চীবর। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিগুণং নিবাপং পচিত্বা**—দুইবার আহার্য পাক করিয়া। **চতুগুণ**—চারিভাঁজ। (থেরীগাথা) **অট্ঠগুণ হিরঞ্ঞং**। (পেতবত্থু) **অনেক ভাগেন গুণেন সেয্যো**—অনেকাংশে বা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সতগুণেন সহস্‌সগুণেন**--শতগুণে সহস্রগুণে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অসংখ্যেয্যন গুণেন**--অসংখ্য গুণে; অনন্ত গুণে, অচিন্তনীয় গুণে, ধারণা শক্তির অতীত গুণে। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সতগুণং সহস্‌সগুণং**। ৩ (অংশরূপে বা কার্যত, যেমন—) গুণ, (বর্ণনায়) সদ্‌গুণ, সচ্চরিত্র, ধর্ম, চরিত্র, পদ, শক্তি, প্রকার, নৈতিকগুণ বা সদাচার, যোগ্যতা, মূল্য, দোষগুণ বিচার, অপরের উপর প্রাধান্য, সুবিধা, উপকার, লাভ, পুণ্য, নৈতিক উৎকর্ষ, বল, সতীত্ব, সাধুতা, দ্রব্যগুণ, বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, আকৃতি, বৃদ্ধি, অভ্যাস, ত্যাগ, মনের যে যে ধর্ম থাকাতে লোক প্রশংসনীয় হয় তাহা (যথা—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, সাহস, পরাক্রমপ্রভৃতি), যাহাতে নিজের উৎকর্ষতা সম্পাদন হয় তাহা (যথা—জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি), যাহা বর্তমান থাকাতে শরীর সুন্দর বলিয়া গণনীয় বা কথিত হয় তাহা (যথা—রূপ, লাবণ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি), (অলঙ্কারে) রচনার উৎকর্ষব্যঞ্জক ধর্ম (যথা—কাব্যোক্ত, শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি), যে ধর্ম বর্তমান থাকাতে জড় পদার্থের মধ্যে পরস্পর ভেদজ্ঞান হয় তাহা (যথা—শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব, পীতত্ব, তিক্তত্ব, মধুরতা, কাঠিন্য, মার্দব প্রভৃতি)। ⇒ **ধম্ম** (১)। (সূত্রনিপাত) **লোভগুণ; সাধুগুণ**। (জাতক) **সীলগুণ; বুদ্ধগুণ, পব্বজিতগুণ**। ৪ গোলক, গুলি, গুচ্ছ, থলো ফুলের মালা, জপমালার গুলি, জপমালা। **মালাগুড়**—ফুলের মালা (ধর্মপদ, জাতক)। ৫ কাঠের পোকা, কাঠের কীট, ঘুণ। (জাতক) **গুণপাণক**।

গুণক (বিণ) শেষপ্রান্তে গ্রন্থি আছে এমন, চূড়ায় বা মস্তকে মোটা করা হইয়াছে এমন ("**কায়বন্ধন**" সম্বন্ধীয় শব্দ)। ⇒ **গুণ** (১)।

গুণকথা (স্ত্রী) প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, গুণের কথা, পুণ্য কথা, নৈতিক উৎকর্ষ-সম্বন্ধীয় কথা, ধর্মকথা।

গুণকিত্তন (ক্লী) গুণকীর্তন, কাহারও পুণ্য বা নৈতিক উৎকর্ষ-সম্বন্ধীয় কথন গুণের প্রশংসা করণ, স্তব বা স্তুতিকরণ।

গুণগণ (পুং) গুণরাশি, সৎগুণাবলী।

গুণগুণিকজাত (বিণ) **গুড়গুণ্ঠিকজাত**। ⇒ **গুড়গুণ্ঠিকজাত**।

গুণগ্‌গতা (স্ত্রী) [গুণ+অগ্‌গতা] গুণে শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠ গুণ আছে এরূপ অবস্থা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য, উৎকৃষ্টতা।

গুণড্‌ঢ (বিণ) ১ গুণাঢ্য, মহাপুণ্যবান, গুণে আঢ্য, গুণে ধনী, গুণ বা সদ্‌গুণরূপ ঐশ্বর্যশালী, মহা ধার্মিক। ২ গো সম্পত্তিতে ধনী। ⇒ **অড্‌ঢ**।

গুণপাণক (পুং) কাঠের কীটবিশেষ, ঘুণ। ⇒ **গুণ** (৫)।

গুণবদ্ধ (বিণ) গুণ দ্বারা বৃদ্ধ, গুণবৃদ্ধ, ধার্মিকরূপে শ্রদ্ধাস্পদ বা সম্মানার্হ। ⇒ **বদ্ধ** [১(বিণ)]।

গুণবন্ত (বিণ, পুং) গুণবান, ধার্মিক, পুণ্যবান, সৎগুণের অধিকারী, পবিত্র, চরিত্রবান, ন্যায়পর, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, সতী। কারক নির্ণয়:--পুংলিঙ্গ—কর্তৃ (একবচনে) **গুণবন্তো;** (বহুবচনে) **গুণবন্তা, গুণবন্তো**। কর্ম (একবচনে) **গুণবন্তং;** (বহুবচনে) **গুণবন্তে**। করণ (একবচনে) **গুণবন্তেন;** (বহুবচনে) **গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গুণবন্তস্‌স;** (বহুবচনে) **গুণবন্তানং**। অপাদান (একবচনে) **গুণবন্তা, গুণবন্তস্মা, গুণবন্তম্‌হা;** (বহুবচনে) **গুণবন্তেহি, গুণবন্তেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গুণবন্তস্‌স;** (বহুবচনে) **গুণবন্তানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গুণবন্তে, গুণবন্তস্মিং, গুণবন্তম্‌হি;** (বহুবচনে) **গুণবন্তেসু**। আলপনং বা

সম্বোধনপদ (একবচনে) **গুণবন্তা, গুণবন্তু;** (বহুবচনে) **গুণবন্তা, গুণবন্তো**। স্ত্রীলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **গুণবন্তী;** (বহুবচনে) **গুণবন্তী, গুণবন্তিযো**। কর্ম (একবচনে) **গুণবন্তিং;** (বহুবচনে) **গুণবন্তী, গুণবন্তিযো**। করণ (একবচনে) **গুণবন্তিযা;** (বহুবচনে) **গুণবন্তীহি, গুণবন্তীভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গুণবন্তিযা;** (বহুবচনে) **গুণবন্তিনং**। অপাদান (একবচনে) **গুণবন্তিযা;** (বহুবচনে) **গুণবন্তীহি, গুণবন্তীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গুণবন্তিযা;** (বহুবচনে) **গুণবন্তীনং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গুণবন্তিযা, গুণবন্তিযং;** (বহুবচনে) **গুণবতীসু**। আলপনং বা সম্বোধনপদ (একবচনে) **গুণবতী, গুণবন্তী;** (বহুবচনে) **গুণবন্তী, গুণবন্তিযো**। ক্লীবলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **গুণবন্তং;** (বহুবচনে) **গুণবন্তানি, গুণবন্তা**। কর্ম (একবচনে) **গুণবন্তং;** (বহুবচনে) **গুণবন্তানি, গুণবন্তা**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **গুণবন্তা, গুণবন্তু;** (বহুবচনে) **গুণবন্তা**। অবশিষ্ট কারকসমূহ পুংলিঙ্গের ন্যায়।

গুণবন্ত (বিণ) **গুণবন্ত**। ⇒ **গুণবন্ত**।

গুণবা ১ (পুং) গুণবান পুরুষ। ইহার কারক নির্ণয় "**ভগবা**" শব্দের ন্যায়। ২ (বিণ) গুণবান, ধার্মিক। = **গুণবন্ত**। কারক নির্ণয়:--পুংলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **গুণবা;** (বহুবচনে) **গুণবা**। কর্ম (একবচনে) **গুণবং;** (বহুবচনে) **গুণবে**। করণ (একবচনে) **গুণবতা;** (বহুবচনে) **গুণবেহি, গুণবেভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গুণবতো;** (বহুবচনে) **গুণবতং, গুণবানং**। অপাদান (একবচনে) **গুণবতা, গুণবতস্মা, গুণবতমহা;** (বহুবচনে) **গুণবেহি, গুণবেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গুণবতো;** (বহুবচনে) **গুণবতং, গুণবানং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গুণবতি, গুণবতস্মিং, গুণবতমহি;** (বহুবচনে) **গুণবেসু**। আলপনং বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গুণবং, গুণবা, গুনব;** (বহুবচনে) **গুণবা**। স্ত্রীলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **গুণবতী;** (বহুবচনে) **গুণবতী, গুণবতিযো**। কর্ম (একবচনে) **গুণবতিং;** (বহুবচনে) **গুণবতী, গুণবতিযো**। করণ (একবচনে) **গুণবতিযা;** (বহুবচনে) **গুণবতীহি, গুণবতীভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গুণবতিযা;** (বহুবচনে) **গুণবতীনং**। অপাদান (একবচনে) **গুণবতিযা;** (বহুবচনে) **গুণবতীহি, গুণবতীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গুণবতিযা;** (বহুবচনে) **গুণবতীনং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গুণবতিযা, গুণবতিযং;** (বহুবচনে) **গুণবতীসু**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **গুণবতী;** (বহুবচনে) **গুণবতী, গুণবতীযো**। ক্লীবলিঙ্গ--কর্তৃ (একবচনে) **গুণবং;** (বহুবচনে) **গুণবানি**। কর্ম (একবচনে) **গুণবং;** (বহুবচনে) **গুণবানি**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **গুণবং, গুণবা, গুনব;** (বহুবচনে) **গুণবানি**। অবশিষ্ট কারক সমূহ পুংলিঙ্গের ন্যায়।

গুণহীন (বিণ) গুণহীন, ধর্মহীন, অধার্মিক, অগুণী।

গুণাতিরেক সম্পদা—ধর্ম এবং পুণ্যজনিত সুখ। ⇒ **সম্পদা**।

গুণি (স্ত্রী) একপ্রকার যুদ্ধসজ্জা বা আত্মরক্ষার্থ বর্ম। (অর্থকথা) **গুণি বুচ্চতে কবচং**।

গুণিক (বিশেষ ভাষায়) **তন্তুকুলজাত গুণ গুণিকজাত** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **গুল গুণ্ঠিক**।

গুণিন (বিণ) "**গুণ**" অথবা "**গুল**" সমূহ যাহার আছে, গুণিন, গুণবান, ধার্মিক, বিশিষ্ট। (পুং) ১ ধনুক। ২ মন্ত্রজ্ঞ ওঝা।

গুণুপেত (পেতবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **খুপ্পিপাসাহি গুণুপেতো** (ইহার পাঠ হইবে) **খুপ্পিপাস-আভিভূতো পেতো**। ⇒ **গুণুপেত**।

গুণী (বিণ) গুণী, গুণবিশিষ্ট। = **গুণিন**।

গুণুপেত (বিণ) [গুণ+উপেত] সৎগুণে ভূষিত। ⇒ **গুণুপেত**।

গুণ্ঠিক (বিণ, পুং) গুণ্ঠিত, আবৃত, যে ব্যক্তি আচ্ছাদনে ঢাকিয়া থাকে বা (কাপড়) মুড়ি দিয়া থাকে। **অহিগুণ্ঠিক**—সাপুড়ে। ⇒ **গুড়া-গুণ্ঠিক**।

গুণ্ঠিকা (স্ত্রী) দড়িগুটানো গোলক বা গুলি।

গুণ্ঠিত (বিণ) গুণ্ঠিত, আবৃত। (তুলনীয়) **গুণ্ঠিক, কুণ্ঠিত**। ⇒ **গুণ্ঠেতি**।

গুণ্ঠিম (বিণ) উপরদিক দিয়া আচ্ছন্ন বা আবৃত। ⇒ **পলিগুণ্ঠিম**।

গুণ্ঠেতি (ক্রি) [√গুণ্ঠ+এ] গুটানো, ভাঁজ করা, জড়ানো, মোড়া, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা বা তাপ দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, ঘোমটায় আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা। (অতীত) **গুণ্ঠেসি**। (অ-বিণ) **গুণ্ঠিত; পুংসুগুণ্ঠিত**—ধুলায় আচ্ছাদিত; (তুলনীয়) **কুণ্ঠিত**।

গুণ্ঠিক = **গুণ্ঠিক**। ⇒ **গুণ্ঠিক**।

গুত্ত (বিণ) ১ গুপ্ত, রক্ষিত, লুক্কায়িত, অদৃশ্য, গোপনকৃত, অপরিজ্ঞাত, সংবৃত, সতর্ক, অবহিত, সংরক্ষিত। ⇒ **গোপেতি**। (সাহিত্যে) **নগরং গুত্ত**—সুরক্ষিত নগর (ধর্মপদ); **দেবিন্দ গুত্ত**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত (বিমানবত্থু)। ২ (চরিত্রে) দমিত, বশীকৃত, বাধ্যগত, রুদ্ধ, সতর্ক, মনোযোগী, সম্পূর্ণ জাগ্রত। **অত্তগুত্ত; অগুত্ত; সুগুত্ত**। (তুলনীয়) **দন্ত; রক্ষিত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোতেসু গুত্তো**--শ্রবণেন্দ্রিয় সুরক্ষিত (অর্থাৎ "**বিজিতিন্দ্রিয**"; অথবা "**গুত্ত যতচারিন**")। (ধর্মপদ)

গুত্তচিত্তং—দমিত বা রক্ষিত চিত্ত। (পুং) (তুলনীয় "**কাল-কত**" শব্দে "**কত**" = **কালং**) কর্তা, প্রতিনিধি, যে ব্যক্তি রক্ষা করে দেখাশুনা করে, অভিভাবক, পর্যবেক্ষক। (ধর্মপদ) **ধম্মস্‌সগুত্ত**—ধর্ম দ্বারা সুরক্ষিত; (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **ধম্মোজপঞ্ঞায সমন্নাগত**; (তুলনীয়) **ধম্মগুত্ত**।

গুত্তদ্বার (বিণ) সংযতেন্দ্রিয়, সুরক্ষিত ইন্দ্রিয়ের সহিত, সংযত ইন্দ্রিয়ের সহিত, সতর্ক ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় দ্বারসমূহ সংযত বা সুরক্ষিত হইয়াছে এমন, আত্মনিয়ন্ত্রিত, রক্ষিতেন্দ্রিয়। (যৌগিকে) **গুত্তদ্বার ইন্দ্রিযেসু**—ইন্দ্রিয় দ্বারসমূহ নিয়ন্ত্রিত বা সুরক্ষিত হইয়াছে এমন, আত্মদমনে অভ্যস্ত (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **পিহিত দ্বারো**। (সূত্রনিপাত) **গুত্তদ্বার সুসংকুত**। ⇒ **গুত্তদ্বারতা**।

গুত্তদ্বারতা (স্ত্রী) ইন্দ্রিয় শাসন, ইন্দ্রিয় দমন, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষিত গুপ্তদ্বারের অবস্থা। ⇒ **গুত্ত। ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বারতা**—আত্ম অবরোধ বা বাধ্যতা, আত্ম অপ্রতিভ বা সঙ্কোচ অবস্থা, ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহের নিয়ন্ত্রণ। (নিয়ত যৌগিকে) **ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারতা**—ভোজনে মাত্রাজ্ঞান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ (দীর্ঘনিকায়)।

গুত্তভাসনে—গুপ্ত কথায়, গুপ্ত মন্ত্রে, কানে কানে গোপনভাবে বলায়, গোপন কথায় বা ভাষণে।

গুত্তি (স্ত্রী) গুপ্তি, রক্ষা, পাহারা, গোপন, সংবরণ, গর্ত করিবার জন্য ভূমি খনন, রক্ষণ, সতর্কতা, রক্ষা ব্যবস্থা, প্রহরী, প্রতিরোধ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, মনোযোগিতা, সম্পূর্ণ জাগ্রতা। (সাহিত্যে) নগর-সম্বন্ধে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **নগরস্‌স গুত্তি**—নগরের সংরক্ষণ বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। (চরিত্রে) ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে:—(ধর্মপদ) **ইন্দ্রিযানং গুত্তি**—ইন্দ্রিয়সমূহের সংবরণ; = **ইন্দ্রিযানং গোপনা** (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি)। (বহুবচনে) **গুত্তীসু উস্‌সুক**—সতর্কতা বা সংবরণের অভ্যাসে সবিশেষ উদ্যোগী।

গুত্তিক (বিণ) সতর্ক, সাবধান, পালিত, আশ্রিত, রক্ষিত, রক্ষাকারী, প্রহরী, রক্ষাব্যবস্থাকৃত, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, যে ব্যক্তি (কিছুর উপর) সতর্ক দৃষ্টি রাখে বা পাহারা দেয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নগরগুত্তিক**—নগরপাল।

গুত্তিন্দ্রিয (বিণ) সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সংবরণ বা সংযত করিয়াছে এমন, সুরক্ষিত বা সুসংযত ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় সতর্কতার সহিত। **গুত্তিন্দ্রিয রক্‌খিত-মানসানো**; (সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায়) **ছস্‌সু ইন্দ্রিযেসু গোপিতিন্দ্রিযো**।

গুদ (ক্লী) পায়ু, মলদ্বার।

গুন্দা (স্ত্রী) এক জাতীয় ঘাস যাহার মূল পেঁয়াজের মতো গোল, গোলাকার মূলজাতীয় ঘাস (দেশীয় ভাষায় যাহাকে কেঁউর বলা হয়)।

গুম্ফ—ফুল ইত্যাদির মালা, সজ্জা। ⇒ **ওগুম্ফেতি**।

গুম্ব (পুং) ১ গুল্ম, ঝোপ, অকর্ষিত বনভূমি, প্রাচীনকালের মদ্যবিক্রেতার চিহ্নস্বরূপ আইভি নামক লতাগুচ্ছ, বনজঙ্গল, অরণ্য, জঙ্গল, যে ঝোপের মধ্যে বন্যপশু শয়ন করিয়া থাকে। (জাতক) **সযনগুম্ব; এড়গলাগুম্ব; নিবাসগুম্ব; বসনগুম্ব**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গচ্ছগুম্ব**। = **পগুম্ব**। (সূত্রনিপাত) **বনগুম্ব; বেড়ুগুম্ব**। ২ জনতা, সম্প্রদায়, দল, পতঙ্গাদির পাল, মৌমাছির ঝাঁক, রাশি, স্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, গুচ্ছ, থলো। (বিনয়) **সেনাগুম্ব**। (দীর্ঘনিকায়) **মচ্ছগুম্ব**।

গুম্বং (করণে ক্রি-বিণ) ঘনভাবে, ঘন করিয়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **মেঘগুম্বং**—মেঘ ঘন হইয়া।

গুম্বন্তর (ক্লী) [গুম্ব+অন্তর] জঙ্গলের ভিতর, ঝোপের মধ্যে।

গুম্ববিপরামোস—গুল্ম বা ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া রাহাজানি বা ডাকাতি। ⇒ **বিপরামোস**।

গুম্বিয (পুং) ১ সৈন্যদল (যমরাজের সৈন্য) অথবা গহন বন, (সৈন্যগণের) দলস্থ একজন। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। (বিণ) গভীর জঙ্গলে বাসকারী, ঝোপে জঙ্গলে বাসকারী। ⇒ **যক্‌খ** (৪খ)।

গুম্বিয যক্‌খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত যাহারা ঝোপজঙ্গলে বাস করে। ⇒ **গুম্বিয** (বিণ)।

গুয্‌হ (বিণ) গুহ্য, গূঢ়, নিভৃত, নির্জন, গুপ্ত, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট, চাপা, অধীন, একপক্ষীয়, গোপনীয়, গোপন করার যোগ্য। (ধর্মপদ অর্থকথা) **গুয্‌হ ভণ্ডক**। (ক্লী) গুপ্ত বিষয়, গোপনীয় বিষয়, যে বিষয় গোপন করা হয়, গুহ্যদেশ, রহস্য। (সাহিত্যে) **বত্থগুয্‌হ** (দীর্ঘনিকায়)। (চরিত্রে) **গুয্‌হং পরিগুয্‌হতি**—গোপনীয় বিষয় গোপন রাখে (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

গুয্‌হতি (ক্রি) গোপন করা, গুহ্যভাবে রাখা। = **নিগূহতি**।

গুয্‌হঙ্গুক (ক্লী) শরীরস্থ গুহ্যদেশ, পুরুষের পুরুষ-ইন্দ্রিয় চিহ্ন অথবা স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ইন্দ্রিয় চিহ্ন (অর্থাৎ পুরুষলিঙ্গ অথবা স্ত্রীযোনি)।

গুরু (পুং) গুরু, আচার্য, শিক্ষক, উপাধ্যায়, অধ্যাপক, উপদেশক, শিক্ষাদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা, পুরোহিত, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গুরুদক্‌খিণা**। (বিণ) ভারী, গুরু, উৎকচ, শ্লাঘ্য, দুস্তর, মহৎ, বৃহৎ, বলবান, দুষ্পাচ্য, কঠিন, উৎকৃষ্ট, প্রয়োজনীয়, মান্য, সম্মানিত, পূজনীয়, পূজ্যাস্পদ, গৌরবান্বিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গুরুজনা**।

গুরুজন (পুং) গুরুজন, মান্যব্যক্তি, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন।

গুরুদক্‌খিণা (স্ত্রী) গুরুদক্ষিণা, শিক্ষকের বেতন, পাঠান্তে আচার্যকে প্রদেয় দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক। ⇒ **দক্‌খিণা**।

গুরুপরিণাম—গুরু পরিণাম, ভারী বোঝা, মন্দ পরিপক্কতা,

দুস্তর বাধক্য। ⇒ **রূপ** [৪খ (১)]।

গুরুবার—বৃহস্পতিবার।

গুরূপদেস—গুরুর উপদেশ।

গুল্ (ক্লী) ১ গোলক, গুলি, ক্রীড়াবিশেষ, গোলাকার বস্তু, খেলিবার বল, নাচের জন্য জনসমাগম। (যৌগিকে) **সুত্তগুল্** (দীর্ঘনিকায়)। (ধর্মপদ) **অযোগুল্; লোহগুল্**। (জাতক) **সেলগুল্**। ২ গুড়, চিনি, মিঠাই, **ইক্ষু** গুড়। (জাতক) **সগুল্**। ৩ গুচ্ছ, থলো, হাড় বা শিকল (?)। (জাতক) **মণিগুল্; মালাগুল্**। (ধর্মপদ) **পুপ্ফগুল্**।

গুলকারণ—চিনির আড়ত, চিনির কারখানা। ⇒ **গুল** (২)।

গুলকীল্ (ক্লী) গুলিখেলা, গুটিখেলা। = **গুলকীলা**।

গুলকীলা (স্ত্রী) গুলি লইয়া খেলা, গুলিক্রীড়া, মার্বেল খেলা, বল খেলা। ⇒ **গুল** (১), **অক্খ** (২)।

গুলগুণ্ঠিক = **গুলগুণ্ঠিত**। ⇒ **গুলগুণ্ঠিত**।

গুলগুণ্ঠিকজাত (বিণ) ক্ষতিকারক বস্তু দ্বারা অথবা ব্রণ দ্বারা আচ্ছাদিত। = **গণ্ডাগণ্ডজাত**। (বি-ভা) **তন্তাকুলজাতা গুলাগুণ্ঠিকজাতা**—দড়ির গোলকের ন্যায় জড়িত এবং ব্রণে আচ্ছাদিত।

গুলগুণ্ঠিত (বিণ) স্ফীতিতে বা ফুলায় আচ্ছন্ন, ফুলারোগে সর্বশরীর আচ্ছন্ন, ফুলিয়া ছাইয়া গিয়াছে এমন অর্থাৎ অনিষ্টকর প্রভাব হইয়াছে এরূপ। = **গুলগুণ্ঠিকজাত, গণ্ডাগণ্ড**।

গুল পরিমণ্ডল (পুং) বল বা গোলকের পরিধি, গোলকের পরিমণ্ডলত্ব বা গোলত্ব। (বিণ) পরিমণ্ডল, গোল বা গোলাকৃতির, গোলাকার, বলের ন্যায়। ⇒ **গুল** (১)।

গুলপূবক—মিষ্ট পিষ্টক। ⇒ **গুল** (২)।

গুলফাণিত—আকের গুড়, ইক্ষুর গুড়।

গুলমণ্ডল (বিণ) গুলির ন্যায় গোলাকার। ⇒ **পরিমণ্ডল**।

গুলা (স্ত্রী) ১ বুনিয়া বুনিয়া বাসা নির্মাণকারী পক্ষী, বাবুই পক্ষী, টুনটুনি পক্ষী। ২ স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, ব্রণ, ক্ষুদ্র ব্রণ, গুটি, ফুসকুরি, উদ্ভিদের রোগবিশেষ, ক্ষতি, ক্ষতিকারক বস্তু, ক্ষতির কারণ, ক্ষয়, ধ্বংস, অনিষ্টকর প্রভাব। (যৌগিকে) **গুলগুণ্ঠিকজাত** (দীর্ঘনিকায়)।

গুলাসবা—চিনির সিরাপ, চিনির রস।

গুলিক (বিণ) শিকলের ন্যায়, হারের ন্যায়, (ফুল ইত্যাদির) মালার ন্যায়, মালা আছে এমন। (স্ত্রী, ক্লী) শিকল, হার, (ফুলের) মালা, গুচ্ছ, থলো, জনতা। (জাতক) **মণিগুলিক**।

গুলিকা (স্ত্রী) ঔষধের বড়ি, বটিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলক। (সংযুক্ত নিকায়) **সত্ত-কোলট্ঠি-মত্তিয়ো গুলিকা** (বহুবচনে)। (থেরীগাথা) **কোলট্ঠিমত্ত গুলিকা** কুলের আঁটি (অর্থাৎ বড়ই বীচি) আকারের গোলক বা বটিকা।

গুলিগন্ধিকজাত (বিণ) **গুলগুণ্ঠিকজাত**। ⇒ **গুলগুণ্ঠিকজাত**।

গুলোদক (ক্লী) চিনিমিশ্রিত জল, গুড়মিশ্রিত জল।

গুহনা (স্ত্রী) গোপনকরণ, লুক্কায়িতকরণ, লুক্কাইয়া রাখা। (বিভঙ্গ) **গুহনা পরিগুহনা**। = **গূহনা**।

গুহা (স্ত্রী) ১ বিবর, গুহা, গর্ত, বৃহৎ গুহা, পর্বতাদির গহ্বর, গোপন করিবার স্থান, লুক্কাইবার স্থান, লুক্কায়িত হইবার স্থান। = **বিল** (১)। (তুলনীয়) **কন্দর, গিরিগুহা**। ২ (চরিত্রে) হৃদয়, অভ্যন্তর, হৃৎপিণ্ড, কেন্দ্রস্থল, অন্তঃকরণ, অন্তর, মন। "**গুহাসয**" শব্দে ইহা দৃষ্ট হয়। ৩ (বুদ্ধঘোষের মতে ইহার অর্থ:—) ইষ্টকনির্মিত কুটির অথবা প্রস্তরময় পর্বতে খোদিত কুটির অথবা বনমধ্যস্থ পর্ণশালা অথবা প্রস্তরনির্মিত কুটির। (তুলনীয়) **সত্তপন্নিগুহা**।

গুহাসয (বিণ) [গুহা+ আসয] হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত, অন্তরের মধ্যে গোপনকৃত, অথবা হৃদয়াশ্রিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মচ্ছুপাসো গুহাসযো**। = **চিত্তং** (ধর্মপদ)।

গূ (বিশেষণীয় শব্দ) যাইতেছে এরূপ, (মধ্যদিয়া) গমন করে বা করিয়াছে এরূপ, জানিয়াছে বা পাঠ করিয়াছে এমন, দক্ষতা লাভ করিয়াছে এমন, নিপুণ, পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এমন। ⇒ **অদ্ধগূ, অন্তগূ, ছন্দগূ, ধম্মগূ, পট্ঠগূ, পারগূ, বেদগূ**।

গূথ (পুং) বিষ্ঠা, মল, গোবর, গাদ, শিঠা, পশ্বাদির বিষ্ঠা। পেতবত্থুতে ইহাকে প্রেতগণের অভ্যাসগত আহার্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বিনয়ে ইহাকে গোবরের সাজরূপে ঔষধের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হইয়াছে। (প্রায়শ যৌগিকে) **গূথমুত্ত**।

গূথক (পুং) একপ্রকার বিষ্ঠা, মল, মলত্যাগ, বিষ্ঠা, ক্ষরণ, নিঃসৃত রস, শ্লেষ্মা, পিচুটি, সিকনি, কফ, সর্দি, কাশি। (সূত্রনিপাত) **অক্খিগূথক; কণ্ণগূথক**।

গূথকটাহ (পুং) মলত্যাগের পাত্র, মলপাত্র, মলত্যাগের জন্য ব্যবহৃত লৌহপাত্র।

গূথকলল—গোবর এবং পঙ্ক, পশ্বাদির বিষ্ঠা এবং কর্দম।

গূথকীলন—বিষ্ঠা লইয়া খেলা, মল লইয়া ক্রীড়া।

গূথকূপ (পুং, ক্লী) বিষ্ঠাকুণ্ড, মলকুণ্ড, ময়লাজলের আধার, মলত্যাগের গর্ত, শৌচস্থান, পায়খানা। = **করীস বাচ**।

গূথখাদক (বিণ) বিষ্ঠা আহারী, মলভোজী। (পুং) বিষ্ঠা বা গোবর খাইয়া জীবনধারণ করে এমন প্রাণী। ⇒ **খাদক**।

গূথখাদক পাণ (পুং) বিষ্ঠাভোজী প্রাণী। = **গূথপাণ**।

গূথগত (ক্লী) বিষ্ঠার স্তূপ, গোবরের স্তূপ। (বিণ) বিষ্ঠায় বা বিষ্ঠাকুণ্ডে পতিত, বিষ্ঠাকুণ্ডে প্রবিষ্ট।

গূথগন্ধিন (বিণ) বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধযুক্ত। (পুং) গন্ধপোকা, যে বস্তু বা প্রাণির দেহ হইতে বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়।

গূথট্ঠান (ক্লী) মলত্যাগের স্থান, পায়খানা, যে স্থানে বিষ্ঠা

জমা করিয়া রাখা হয়।

গূথনরক = **গূথনিরয়**। ⇒ **গূথনিরয়**।

গূথনিরয়—বিষ্ঠাপূর্ণ নরক, বিষ্ঠারূপ পঙ্কময় নরক, মৃত্যুর পর পাপীগণ যে বিষ্ঠাকুণ্ডে উৎপন্ন হইয়া পাপের শাস্তি ভোগ করে, মলকুণ্ডবাসী প্রেতগণের আবাস স্থান।

গূথপাণ (পুং) বিষ্ঠার পোকা, গোবরের কীট, বিষ্ঠাকীট।= **গূথখাদক পাণ**।

গূথপাণক (পুং) বিষ্ঠার পোকা, গোবরের পোকা, বিষ্ঠা খাইয়া যে প্রাণী জীবন ধারণ করে।= **গূথপাণ, গূথখাদক**।

গূথভক্খ (বিণ) বিষ্ঠাভোজী, গোবরখাদক। (পুং) = **গূথখাদক**। ⇒ **গূথখাদক**।

গূথভাণিন (বিণ) অশ্লীলভাষী, ঘৃণিত ভাষায় কথা বলে এমন, অপবিত্র বা অসাধু ভাষায় কথা বলে এমন, প্রতিকূল কথা বলে এমন, অসুবিধাজনক কথা বলে এমন।

গূথভাণী (বিণ) = **গূথভাণিন**। ⇒ **গূথভাণিন**।

গূথমুত্ত (ক্লী) মলমূত্র, বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব। = **করীসমুত্ত**।

গূথমুত্তগত (বিণ) মলমূত্রে পরিণত হইয়াছে এমন। ⇒ **মুত্তগত**।

গূল্হ (বিণ) গূঢ়, গুহ্য, গোপনীয়, নিভৃত, দুর্বোধ্য, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট, নির্জন, গুপ্ত, চাপা, অজ্ঞাত, অন্তরিত, অপ্রকাশিত, অলক্ষিত, গহন, নিগূঢ়। (বিনয়) **গূল্হ-কোসলাকগাহো**। ⇒ **গূহতি, গুয্হ, গুহা**।

গূল্হক = **গূল্হ**। ⇒ **গূল্হ**।

গূহতি (ক্রি) [√গূহ+অ] গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, লুক্কায়িত করা। ⇒ **পটিগূহতি, পরিগূহতি**। (অতীতে) **গূহি**। (অ-বিণ) **গূহিত, গূল্হ, গূল্হক**। (ব-বিণ) **গূহযং, গূহমান**। (ক্রি-বি) **গূহিত্বা**। (করণে) **গূহযতি**। (তুলনীয়) **গূল্হ**।

গূহন (ক্লী) গোপন, লুক্কাইবার জায়গা। (সদ্ধম্মোপায়ন) **লদ্ধিগূহন চিত্ত**। = **গুহনা**।

গূহনা (স্ত্রী) = **গূহন**। ⇒ **গূহন**। (তুলনীয়) **পরিগূহনা**।

গূহযতি (ক্রি) গোপন করায়। ⇒ **গূহতি**।

গৃহিত = গূল্হ। ⇒ গূল্হ।

গেণ্ডু = **গেণ্ডুক**। ⇒ **গেণ্ডুক, ভেণ্ডু**।

গেণ্ডুক (পুং) খেলিবার গোলক অথবা গুলি অথবা বল। এই শব্দটি "**ভেণ্ডুক**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। (জাতক) **ভেণ্ডুকেন কীলি**—বল নিয়া খেলিয়াছিল; **ভূমিযং পহত-ভেণ্ডুক**—বল মাটিতে আঘাত করিয়া বা পড়িয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পহট-চিত্র-ভেণ্ডুক** (পরিবর্তে "**পহট্ঠ-চিত্ত-ভেণ্ডুক**" ভুলপাঠ)। (জাতক) **চিত্রভেণ্ডুক**।

গেধ (পুং) ১ লোভ, পেটুকতা, আসক্তি, সংসারাসক্তি, অনুরাগ। (সংযুক্ত নিকায়) **কামেসু গেধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **গেধো; পঞ্চন্ন-এতং কামগুণানং অধিবচনং**। (সংযুক্ত নিকায়) **গেধতণ্হা; কোধতণ্হা**। ⇒ **লোভ, গেধি, পলিগেধ, কামচ্ছন্দ**। ২ (ক্লী) গর্ত, গুহা। আধুনিক পাঠে এই শব্দটি "**রোধ**"। (তুলনীয়) **গেধি**।

গেধতণ্হা—লোভ তৃষ্ণা অর্থাৎ লোভমূলক তৃষ্ণা।

গেধি (স্ত্রী) লোভ, পেটুকতা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, দ্বেষ, হিংসা, হিংসার পাত্র, সন্দেহ, ঈর্ষা। (অধিকরণ কারকে) **গেদিং করোতি**—(কোন কিছুর জন্য) অভিলাষী বা ইচ্ছুক হওয়া, ব্যগ্র হওয়া (মধ্যম নিকায় অর্থকথা)।

গেধিকত (বিণ) সন্দিগ্ধ, ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষা, ভালোবাসার ব্যাপারে সংশয়ী, সন্দিগ্ধচিত্তে বা ব্যগ্রভাবে সতর্ক, অসূয়াপরবশ। = **রোধগত**।

গেধিকতা (স্ত্রী) লোভ, পেটুকতা, আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, ইচ্ছা, (প্রাচীন ব্যবহারে) সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য বা উপমা, অলঙ্কারবহুল ভাষা ব্যবহার। = **রোধিগতা, গিদ্ধিকতা**। ⇒ **গেধি**।

গেধিত (বিণ) লোভী, পেটুক, ধনলোভী, লুব্ধ, আসক্ত, আকাঙ্ক্ষিত, ইপ্সিত। ⇒ **গিজ্ঝিত**। (পেতবত্থু) **গেধিত মনো**—লোভযুক্ত বা লুব্ধ মন। = **গিদ্ধ, গধিত**। এই শব্দটি "**পগিদ্ধ**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। (ক্লী) লোভ, পেটুকতা। = **গেধিতত্ত**।

গেধিতত্ত (ক্লী) = **গেধিকতা**। ⇒ **গেধিকতা**।

গেধিতমন (বিণ) পেটুক, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ।

গেধিরোধ = **রোধিরোধ**। ⇒ **রোধিরোধ**।

গেয্য (বিণ) গেয়, গানযোগ্য, গাহিবার উপযুক্ত, যাহা গাহিতে হইবে, গীত, বর্ণিত, উচ্চারিত, যাহা গান করা হইবে। (ক্লী) কবিতা, শ্লোক, গাথা, গান, গীত, কীর্তন, পুনঃপুন একবাক্য কথন, সাহিত্য লেখার এক প্রকার পদ্ধতি (যেমন বৌদ্ধ সাহিত্যে পদ্য ও গদ্য মিশ্রিতাকারে লেখা হয়)। **সুত্তং, গেয্যং, বেয্যাকরণং** হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা নয়টি ভাবে বিভক্তরূপে ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। ⇒ **নবঙ্গ**।

গেরুক (ক্লী) গেরুমাটি, বস্ত্রাদি রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত লাল খড়িমাটি।

গেরুকং (ক্লী) জীর্ণ-ছিন্ন গেরুয়া বস্ত্র। ⇒ **পচ্ছুদ্ধরতি**।

গেরুকচুন্ন (ক্লী) গেরু মাটির চূর্ণ। ⇒ **গেরুক**।

গেরুক পরিকম্ম (ক্লী) গেরুমাটি দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জনকার্য, লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলেপ, লালবর্ণে রঞ্জিতকরণ। ⇒ **পরিকম্ম** (১)।

গেরুক পরিকম্মকত (বিণ) রক্তবর্ণে রঞ্জিত, লাল খড়িমাটি দ্বারা প্রলিপ্ত। ⇒ **পরিকম্মকত**।

গেরুকা (স্ত্রী) = **গেরুক**। ⇒ **গেরুক**।

গেলঞ্ঞ (ক্লী) রোগ, পীড়া, ব্যায়ারাম, অসুখ, অসুস্থতা।

গেহ (পুং, ক্লী) গৃহ, ঘর, বাটী, গৃহাশ্রম, বাসস্থান, ভার্যা, পরিবার; (চরিত্রে) দেহ, কায়, (অর্থাৎ দেহরূপ গৃহ); গোশালা (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

গেহঙ্গন (ক্লী) গৃহাঙ্গণ, বাড়ির উঠান, গৃহ প্রাঙ্গণ, ঘরের সম্মুখস্থ খোলা স্থান।

গেহজন (পুং) ১ পরিবারস্থ লোক, বাড়ির লোক, এক পরিবারভুক্ত লোক, গৃহজন, পরিজন, সংসারের লোক। ২ চাকর, ভৃত্য।

গেহঝাপন—গৃহদাহন, শত্রুতামূলক গৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া।

গেহট্ঠান (ক্লী) ঘরের জায়গা, গৃহ নির্মাণের স্থান, বাসস্থান।

গেহদ্বার (ক্লী) গৃহদ্বার, বাড়ির ফটক, বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান, ঘরের দরজা, ঘরের দুয়ার। ⇒ **দ্বার** (১)।

গেহনিস্সিত (বিণ) সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, পারিবারিক জীবনের বা গৃহস্থালির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সংসার-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যুক্ত বা লিপ্ত। (সমার্থবাচক শব্দ) **পাপিচ্ছ, গেহসিত, বিতক্ক** (সূত্রনিপাত)। (তুলনীয়) **সিত**।

গেহনেক্খম্ম (বিণ) সংসারত্যাগী, গৃহত্যাগী, সাংসারিক বিষয়ে বিরাগী। (বিপ) **গেহসিত**। (ক্লী) গৃহত্যাগ, সংসার ত্যাগ, বিষয়ে বিরাগ।

গেহপতন—গৃহপতন, ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এরূপ অবস্থা।

গেহ পরিক্খার—গৃহের উপকরণ বা আবশ্যকীয় দ্রব্য, গৃহের আসবাব। এখানে "**পরিকর**" শব্দের পরিবর্তে "**পরিক্খার**" শব্দ হইয়াছে। ⇒ **পরিক্খার** (২ক)।

গেহপিট্ঠি—বাড়ির বা ঘরের পিছের দিক, বাড়ির পশ্চাদ্ভাগ।

গেহপিট্ঠিতো—বাড়ির বা ঘরের পশ্চাদ্দিক হইতে। ⇒ **পিট্ঠিতো**।

গেহপ্পবেসন (পুং) গৃহপ্রবেশ, নূতন ঘরে প্রথম গমন বা প্রবেশরূপ অনুষ্ঠান। **গেহপ্পবেসন মঙ্গল**—নূতন গৃহে প্রবেশকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা শিষ্টাচার বিধি।

গেহপ্পবেসন মঙ্গল—নূতন গৃহে প্রবেশকালীন মঙ্গলকার্য। ⇒ **গেহপ্পবেসন, মঙ্গল** (ক্লী)।

গেহরক্খিক (বিণ) গৃহে রক্ষিত, ঘরে রাখা হইয়াছে এমন, বাড়িতে অবস্থান করে বা থাকে এমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গেহরক্খিক দারকা**—বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরা।

গেহবিগত (ক্লী) গৃহবিভব, সাংসারিক সঙ্গতি, ঐশ্বর্য, ধন। = **উপকরণ**।

গেহসিত (বিণ) সংসার জীবনের প্রতি ঝোঁক বা টান আছে এমন, সংসার জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। **গেহনিস্সিত**। (বিপ) **নেক্খম্মসিত, গেহনেক্খম্ম**। বহুবচনে "**ছন্দা, বিতক্কা**" অর্থে বুঝায় (মধ্যম নিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **দোমনস্স, সোমনস্স, ধম্মা** অর্থেও বুঝায়।

গেহস্সামিনী (স্ত্রী) গৃহকর্ত্রী, গৃহিণী। ⇒ **অগারিক, অগারিনী**।

গেহস্সামী (পুং) গৃহস্বামী, গৃহপতি। ⇒ **অগারিক, অগারিন**।

গেহা নিক্কড্ঢিত (বিণ) গৃহ হইতে বহিষ্কৃত। ⇒ **নিক্কড্ঢিত**।

গো (পুং) গরু, ষাঁড়, বলীবর্দ, বৃষ। (স্ত্রী) গাভী। (বহুবচনে) গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশু। একবচন (কর্তৃকারকে) **গো;** (বাক্যে ব্যবহার তুলনীয়) **অজ-গো-মহিসাদি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **পসূ**। ⇒ **গব, গবেসতি, গোণ**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **গো;** (বহুবচনে) **গাবো, গবো**। কর্ম (একবচনে) **গাবুং, গাবং, গবং;** (বহুবচনে) **গাবো, গবো**। করণ (একবচনে) **গাবেন, গবেন;** (বহুবচনে) **গোহি, গোভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **গাবস্স, গবস্স;** (বহুবচনে) **গবং, গোনং, গুন্নং**। অপাদান (একবচনে) **গাবা, গাবম্হা, গাবস্মা, গবা, গবম্হা, গবস্মা;** (বহুবচনে) **গোহি, গোভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **গাবস্স, গবস্স;** (বহুবচনে) **গবং, গোনং, গুন্নং, গবং** (তুলনীয়—**গবংপতি**)। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **গাবে, গাবম্হি, গাবস্মিং, গবে, গবম্হি, গবস্মিং, গাবিম্হি;** (বহুবচনে) **গাবেসু, গবেসু, গোসু**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **গো;** (বহুবচনে) **গাবো, গবো**।

গোকণ্টক (পুং, ক্লী) ১ গোখুর, ষাঁড়ের খুর, পশ্বাদির খুর, পশুর খুর, গরুর খুর। (বিনয়) **গোকণ্টকহতা (গোকণ্টক হটা) ভূমি**—পশ্বাদির পদদলিত ভূমি। ২ গোক্ষুর বা গক্ষুর, কণ্টকময় একপ্রকার ওষধি।

গোকন্ন (পুং) একজাতীয় হরিণবিশেষ, বড় উচ্চতর জাতীয় হরিণ, বড় হরিণের প্রজাতি। = **গণিন**। (জাতক) **খগ্গগোকন্ন**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **গবয গোকন্ন = গোকাণা**।

গোকাণা (স্ত্রী) = **গোকন্ন**। ⇒ **গোকন্ন**।

গোকুল (ক্লী) গোকুল, গরুসমূহ, গোশালা, গরুর খোঁয়াড়, পশুর আড্ডা বা অবস্থিতি স্থান।

গোগণ (পুং) পশুপাল, গরুর পাল, গরুসমূহ, দলবদ্ধ গরু।

গোঘংসিকা (স্ত্রী) গোচর্ম, গরুর চামড়া, গোচর্ম নির্মিত কশা বা চাবুক।

গোঘাতক (বিণ, পুং) গোঘাতক, কসাই, মাংসবিক্রেতা, গরু হত্যাকারী, গরু কাটার জল্লাদ। ⇒ **ঘাতক**।

গোঘাতক সূনা—কসাইখানা, যেই ঘরে বা যেখানে গো প্রভৃতি পশু হত্যা করা হয়।

গোচর (পুং) ১ পশুচারণ তৃণ, ঘাস, বিচরণ ক্ষেত্র, চারণ ভূমি; (সাহিত্যে) গোচারণ ভূমি অর্থাৎ গরু চরিবার তৃণভূমি, পশুর তৃণাদি খাদ্য, পশুর খাদ্য, শিকার স্থান, পশুর জীবিকা। **ক)** পশু-সম্বন্ধে:—(ধর্মপদ) **দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং**—রাখাল পাঁচনবাড়ি বা গোতাড়ন যষ্টি দ্বারা গরুগুলিকে গরু চরিবার তৃণভূমিতে তাড়াইয়া নিতেছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীহো গোচরায পক্কমতি**--সিংহ শিকার স্থানে বেগে ধাবিত হয়। (সূত্রনিপাত) **গোচরায গচ্ছতি**—আহারের নিমিত্ত গমন করা, চরিতে যাওয়া। (জাতক) **গোচরে চরতি**—খাইতে যাওয়া, খাওয়া। **খ)** ব্যক্তি হিসাবে ভিক্ষু-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়:—(বিনয়) **পুচ্ছিতব্ব গোচর (অগোচর)**—উপযুক্ততা অথবা আহার স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইবে (অর্থাৎ যে সব ঘর হইতে আহার ভিক্ষা করা হয় উহার সন্ধান করিতে হইবে। (পেতবত্থু) **সমণো গোচরতো নিবত্তো**—শ্রমণ (মুনি) আহার ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সমার্থে বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়:—যেখানে উপযুক্ত "**গোচর-গম**" স্থান। ২ (পুং, ক্লী) (ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির) ক্ষেত্র, গণ্ডী, পরিবেশ, অবকাশ, জ্ঞেয় বা জ্ঞেয়মান বিষয়; (কাহারও) নিমিত্ত আহার্য, (কোন কিছুর) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে:--**ইন্দ্রিয়ানং নানাগোচরানি**—ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধির নানা ক্ষেত্র বা অবকাশ (সংযুক্ত নিকায়), ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়; = **আরম্মণং**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **সম্পত্ত গোচর; গন্ধ গোচর; ইন্দ্রিযগোচর**। নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক সম্বন্ধে:—**অরিযানং গোচরে রতা**—আর্যদের (বিমুক্তি) ক্ষেত্রে আনন্দ প্রাপ্তি বা আনন্দে রত, আর্যগণের (বিমুক্তি) পথে গমন (ধর্মপদ)। (ধর্মপদ) **বিমোক্খো যেসং গোচরো**—যাঁহাদের বিচরণভূমি বিমোক্ষ বা বিমুক্তি। (দীর্ঘনিকায়) **আচার-গোচর সম্পন্ন**। "**গোচর**" ত্রিবিধ, যথা—**উপনিস্সয গোচর, আরক্খগোচর, উপনিবন্ধ গোচর**। "**গোচরে**" এবং "**অগোচরে চরতি**"—সমরুচির বা সমচরিত্র বিশিষ্ট (অর্থাৎ সৎসঙ্গীর) গণ্ডীতে এবং অসমরুচির বা অসমচরিত্র বিশিষ্ট (অর্থাৎ কুসঙ্গীর) পরিবেশ বিচরণ করা (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিভঙ্গ বর্ণনায়) **বেসিযা গোচর**। (বিণ) ১ খাইয়া, খাইয়া জীবনধারণ করে এমন, অবস্থান করে এমন, বাস করে বা থাকে এমন, ব্যবস্থা করে এমন, স্থির করে এমন, মিশ্রিত হয় অথবা মেলামেশা করে এমন। (পেতবত্থু) **বনগোচর**—বনবাসী। (সূত্রনিপাত) **বারিগোচর**। (জাতক) **জলগোচর**। (বিনয়) **বেসিযা গোচর**। ২ যুক্ত হইয়া থাকে এমন, অধিকারভুক্ত, প্রত্যক্ষকৃত, নির্ভরশীল, অংশভুক্ত। (মধ্যম নিকায়) **এতগোচর**--ইহাতে নির্ভরশীল। (সংযুক্ত নিকায়) **সত্ত সদ্ধম্মগোচর**। (জাতক) **রূপগোচর**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **নিব্বান গোচর**। ৩ খাদ্য-সম্বন্ধীয়, আহার-সম্বন্ধীয়।

গোচর কুসল (বিণ) খাদ্যান্বেষণে দক্ষ, (নিষ্পাপ) সম্যক জীবিকার্জনে চতুর।

গোচরগম (বিণ) আহার অন্বেষণে বা ভিক্ষায় যাওয়ার উপযুক্ত, যে স্থানে অবস্থান করিলে আহার ভিক্ষায় যাওয়ার সুযোগসুবিধা আছে, আহার ভিক্ষায় যাওয়ার পথ। ইহা ধ্যানে অভিনিবিষ্ট বা একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুর সপ্ত অনুকূল স্থানের মধ্যে একটি। ⇒ **গোচর**।

গোচরগহণ (ক্লী) ভোজন, আহার গ্রহণ।

গোচরগাম (পুং) ভিক্ষুর ভিক্ষাচরণের স্থান, বিচরণক্ষেত্র, যে গ্রামে ভিক্ষু আহার ভিক্ষা করেন।

গোচরট্ঠান (ক্লী) গোচারণ ভূমি, চারণ-ভূমি, চারণ-তৃণ, গরু চরিবার স্থান।

গোচরণ—গরু চরানো, গরুকে খাদ্যরূপ তৃণ-প্রদান, তৃণ-ভক্ষণ, চরানো, গোচারণ।

গোচরপসুল (বিণ) আহারে অভিনিবিষ্ট, ভোজনে ব্যগ্র, ভোজনে দৃঢ়সঙ্কল্প বা একাগ্রচিত্ত।

গোচরভূমি (স্ত্রী) = **গোচরট্ঠান**। ⇒ **গোচরট্ঠান**।

গোচরবিসয—ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অনুভূতির বিষয়ের (গণ্ডী) অর্থাৎ যে গণ্ডী বা পরিবেশে থাকিলে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে "রূপ-শব্দ-গন্ধাদি" অনুভূতির বিষয় পাওয়া যায়।

গোচ্ছক (পুং) গুচ্ছ, স্তবক, পুষ্পের থলো, গোচা, গোছা, থোবা, আঁটি, তল্পা, বাণ্ডিল, তৃণাদির গোছা, মল্লিকা-ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা, ময়ূরপুচ্ছ, মুক্তার মালা।

গোজঙ্ঘট্টিকা ⇒ **অট্ঠিল্ল**।

গোটবিষ—নৌকার অংশবিশেষ, জাহাজের পশ্চাদ্ভাগস্থিত সর্বোচ্চ পাটাতন। (বর্ণনায়) **নাবায পচ্ছিমবন্ধো**।

গোট্ঠ (পুং, ক্লী) গোষ্ঠ, গরুর অবস্থান স্থান, গোঠ, সমিতি, মিলনস্থল, আস্তাবল, গোশালা, গোয়াল ঘর।

গোঠফল (ক্লী) (সংস্কৃত—গোত্রবৃক্ষ?) একপ্রকার ঔষধি বীজ, গোষ্ঠফল (?)। এই শব্দটির অর্থ অভিধানে পাওয়া গেল না, কিন্তু শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **ফল** (১)।

গোণ (পুং) ১ ষাঁড়, বলীবর্দ, বৃষ, বৃষভ। ২ = **গোণক**। ⇒ **গোণক** (২)। পালঙ্ক সম্বন্ধে:— (বিমানবত্থু) **গোণসন্থত**—পশমের কম্বলে আবৃত। (সাহিত্যে) **গোণসন্তিত, গোণকত্থত**।

গোণক (পুং) ১ বন্য ষাঁড়, বন্য বৃষ, একজাতীয় বৃষভ। = **অরঞ্ঞ-গোণক**। ২ লম্বা লম্বা মেষলোমে প্রস্তুত পশমের কম্বল বা আচ্ছাদন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দীঘলোমকো মহাকোজবো; চতুরঙ্গুলাধিকানি কির তস্স লোমানি**। (থেরীগাথা) **গোণকতূলিক**। = **দীঘ-লোমকাল্কোজব**। ⇒ **গোণ** (২)।

গোণক তূলিক (পুং) বন্যষাঁড়, বন্যবৃষ। = **অরঞ্ঞ গোণক**।

গোণকত্থত (বিণ) দীর্ঘ মেষলোমে প্রস্তুত পশমের কম্বল বিস্তৃত অথবা বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। = **গোণসন্তিত**।

গোণঙ্গুট্ঠ = **গোণঙ্গুল**। ⇒ **গোণঙ্গুল**।

গোণঙ্গুল (বিণ) [গোণ+অঙ্গুল] গরুর পায়ের আঙ্গুল বা

খুরযুক্ত। (জাতক অর্থকথা) বৃষভের লেজের ন্যায় পায়ের আঙ্গুলযুক্ত। ⇒ **অঙ্গুল** (পুং)।

গোণঙ্গুলি = **গোণঙ্গুল**। ⇒ **গোণঙ্গুল**।

গোণসঠিত = **গোণসন্থত**। ⇒ **গোণসন্থত, গোণকম্বত**।

গোণসন্থত (বিণ) পশমের কম্বলে বা আস্তরণে আচ্ছাদিত। ⇒ **গোণ** (২)।

গোণসির (পুং) বন্য ষাঁড়, বন্য বৃষ। = **অরঞ্ঞগোণক, গোণ** (১), **গোণক** (১)।

গোণিসাদিক (ক্লী) গরু দাঁড়াইবার স্থান, বৃষ দাঁড়াইবার স্থান, আস্তাবল, পশুশালা। = **গোনিসাদি**।

গোতম (বিণ) গৌতম গোত্রীয়, গৌতমগোত্রজাত, গৌতমগোত্র-সম্বন্ধীয়। (পুং) নামবিশেষ, রানী গৌতমীর পুত্র বলিয়া বুদ্ধকেও গৌতম বলা হইত।

গোতমতিত্থ (ক্লী) নদীতে গৌতম নামক স্নানের জন্য অবতরণ স্থান, নদীতে গৌতম নামক স্নানঘাট। ⇒ **তিত্থ**।

গোতমী (স্ত্রী) গৌতমগোত্রীয় স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের নামবিশেষ, বুদ্ধমাতা (বুদ্ধের মাসি এবং সৎমা)। শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পাটরানী ছিলেন গৌতমী। এই গৌতমী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের (যিনি কালে বুদ্ধ হইয়াছিলেন) সাক্ষাৎ মাসি এবং সৎমা। সিদ্ধার্থের জননী (গৌতমীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নি) মায়াদেবীর মৃত্যু হইলে তিনিই সিদ্ধার্থকে শিশুকাল হইতে পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত করেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলে ইনি অর্হত্ত্বফল লাভ করিয়া তাঁহার প্রাধানা শিষ্যা হন এবং আয়ুক্ষয়ে পরিনির্বাপিতা হন।

গোত্ত (ক্লী) গোত্র, কুল, পূর্বপুরুষগণের সন্তান-সন্ততি পরম্পরা বংশ, গোষ্ঠী, জাতি, বংশ, বংশাবলী। (সূত্রনিপাত) **জাতিগোত্তলক্খণ; গোত্তসলক্খণ; আদিচ্চা নাম গোত্তেন, সাকিযা নাম জাতিযা**। (জাতক) **জাতি-গোত্ত-কুল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জাতিযা গোত্তেন ভোগেন সদিস**—মর্যাদায় বংশে এবং ঐশ্বর্যে সমান। (মধ্যম নিকায়) **এবং গোত্ত**—এইরূপ বংশের। (দীর্ঘনিকায়) **কথং গোত্ত**—কোন বংশের? কোন গোত্রের? অথবা তোমার বংশ বা গোষ্ঠীর নাম কি? (পেতবত্থু) **নানাগোত্ত** (বহুবচনে)—বহু পরিবারের। (বিনয়) **নাম গোত্তং**—নাম এবং বংশ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়) **পঞ্ঞত্তি-বসেন নামং পবেণি-বসেন গোত্তং**—প্রজ্ঞপ্তি বা পুনরায় চিনিবার উপায় হেতু নাম এবং বর্ণনাত্মক অতিরিক্ত গোত্র বা বংশের নাম। (বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায়) **নামধেয্য, নাম**। (বিনয়) **গোত্তেন**—বংশের নামে; (জাতক) **গোত্ততো**—গোত্রের বা বংশের নামে; উদাহরণ:—(দীর্ঘনিকায়) **অম্বট্ঠ কণ্হায়নগোত্তেন; বিপস্সী কোণ্ডঞ্ঞগোত্তেন**—বিপস্সী কোণ্ডাণ্য গোত্রীয় বা বংশীয়; **ককুসন্ধো কস্সপোগোত্তেন; ভগবা গোতমো গোত্তেন;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নাগিতো কস্সপো গোত্তেন;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বসুদেবো কণ্হো গোত্তেন**।

গোত্তত্থদ্ধ (বিণ) গোত্র দ্বারা গর্বিত, বংশ দ্বারা গর্বিত, উচ্চবংশে জন্ম বলিয়া গর্বিত। = **গোত্তথদ্ধ**।

গোত্তথদ্ধ (বিণ) গোত্রাভিমানী, বংশের অহঙ্কারী, বংশগৌরবে আত্মাভিমানী, কুলদাম্ভিক। (সূত্রনিপাত) **গোত্তথদ্ধ জাতিথদ্ধ ধনথদ্ধ**—বংশের অহঙ্কারী জাতি বা দলগত অহঙ্কারী এবং ধনগর্বে গর্বিত। = **গোত্তত্থদ্ধ**। ⇒ **থদ্ধ** (২ক)।

গোত্তপঞ্হ—কাহারও পরিবার বা বংশ-সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা।

গোত্তপটিসারিন (বিণ) বংশ-সম্বন্ধে নির্ভরশীল, গোত্র-বিষয়ে বিশ্বাসী।

গোত্তবন্ধব (বিণ) পারিবারিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত, বংশ হিসাবে সম্বন্ধযুক্ত। **ঞাতিবন্ধব গোত্তবন্ধব**।

গোত্তবন্ধু (পুং) স্ববংশীয় আত্মীয়স্বজন, স্বজাতীয় কুটুম্ব বা বন্ধুবান্ধব। ⇒ **বন্ধু** (১)।

গোত্তরক্খিত (বিণ) (সৎ) নামে রক্ষিত, জ্ঞাতি বা বংশ নামে রক্ষিত।

গোত্তবাদ—বংশ বা গোষ্ঠী-সম্বন্ধীয় আলাপ, কুলগর্বে দম্ভপূর্ণ কথা।

গোত্তা (স্ত্রী) রক্ষাকর্ত্রী, যে স্ত্রীলোক দ্বারা রক্ষিত হয়।

গোত্তী (স্ত্রী) = **গোত্তা**। ⇒ **গোত্তা**।

গোত্রভূ (বিণ) গোত্রভূ, গোত্র বা কুল ধ্বংসকারী। সাধক প্রব্রজিত ভিক্ষু হউক অথবা গৃহী হউক তাঁহার সাধনায় ক্রমোন্নতিতে সাংসারিক গৃহীশ্রেণীভুক্ত (**পুথুজ্জনা**) মনোভাবের অবসানে যখন স্রোতাপত্তি ইত্যাদি আর্যকুলের মনোভাবে পরিবর্তিত হইয়া উন্নীত হন সেই সময়ের পূর্বমুহূর্তকেই "গোত্রভূ" বলা হয় অর্থাৎ এক কথায় "**পুথুজ্জন**" (সংসার-সম্বন্ধীয়) কুল বা গোত্র হইতে বিষয় বৈরাগ্যে পরিবর্তিত হইয়া আর্যকুলে বা গোত্রে উৎপন্ন উৎপন্ন হইবার (**জন্মগ্রহণ** করিবার) পূর্বমুহূর্তেই "**গোত্রভূ**"। জাতকে উল্লিখিত "**উপনিস্সয**" শব্দের ব্যবহার তুলনীয়। (ক্লী) কুলজ ব্যক্তি, গোত্রজ বা বংশজ ব্যক্তি। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **গোত্রভূ;** (বহুবচনে) **গোত্রভূ, গোত্রভূনি**। কর্ম (একবচনে) **গোত্রভুং;** (বহুবচনে) **গোত্রভূ, গোত্রভূনি**। অবশিষ্ট কারকসমূহ "**অভিভূ**" শব্দের ন্যায়।

গোত্রভূঞাণ (ক্লী) গোত্রভূজ্ঞান। ⇒ **গোত্রভূ**।

গোদমক (বিণ) গরু দমনকারী। (পুং) গরুর শিক্ষাদাতা, গরুর শিক্ষক। ⇒ **দমক**।

গোধ (পুং) = **গোধা**। ⇒ **গোধা**।

গোধক—একজাতীয় পক্ষীবিশেষ।

গোধকিপিল্লক = **গোধপিল্লক**। ⇒ **গোধপিল্লক**।

গোধকিপ্পিল্লিক = **গোধপিল্লক**। ⇒ **গোধপিল্লক**।

গোধপরিবদেন্তিকা—তন্তুর উচ্চধ্বনি বা প্রতিধ্বনি অর্থাৎ

তার দেওয়া বাদ্যযন্ত্র, তন্ত্র বা সূত্র দ্বারা শব্দ হইবার যন্ত্র, পাট। সংস্কৃত—পরিবাদ অর্থাৎ বীণার অঙ্গবিশেষ যদ্দ্বারা বীণা বাদিত হয়। ⇒ **পরিবেদন্তিকা** (১)।

গোধপিল্লক (পুং) গুইসাপের শাবক। = **গোধকিপ্পিল্লিক**।

গোধরণী (বিণ, স্ত্রী) (অল্পবয়স্কা গাভী–সম্বন্ধে:—) যুগলরূপে মিলিত হইবার সক্ষম (অথবা বাছুরসহ গাভী?)।

গোধরূপেন (ক্রি–বিণ) গুইসাপের ন্যায়।

গোধা (স্ত্রী) ১ গুইসাপ, গোধা, গোধিকা, গোসাপ, বড় রকমের টিকটিকি বা গিরগিটি বিশেষ। ⇒ **আকুচ্চ**। ২ বীণার তার।

গোধামুখ (বিণ) যাহার মুখ দেখিতে গুইসাপের ন্যায়, যাহার মুখ দেখিতে টিকটিকি বা গিরগিটির ন্যায়। = **গোধালক্‌খণ**।

গোধালক্‌খণ—যাহার লক্ষণ দেখিতে গুইসাপের ন্যায় অথবা টিকটিকি বা গিরগিটির ন্যায়। = **গোধামুখ**।

গোধুম (পুং) গোধূম, গমশস্য। ⇒ **যব, ধঞঞ** (১)।

গোনঙ্গুল [গো+নঙ্গুল] গরুর লেজ। ⇒ **নঙ্গুল**।

গোনস (পুং) বিষধর সর্প, খললোক, অতিশয় নীচলোক।

গোনিসাদি = **গোণিসাদিক**। ⇒ **গোণিসাদিক**।

গোানিসাদিক (বিণ) গরু শুইবার উপযোগী। ⇒ **নিসাদিক**। (ক্লী) = **গোণিসাদিক**। ⇒ **গোণিসাদিক**।

গোপ (পুং) ১ রাখাল, গোপাল, গোয়ালা। ২ দস্যু, ডাকাত।

গোপক (বিণ) তত্ত্বাবধায়ক, প্রহরী, অভিভাবক। (তুলনীয়) **খেত্তগোপক**। (পুং) গোরক্ষক। = **গোপাল**।

গোপখুম (বিণ) যাহার বকনা বাছুরের ন্যায় ভোমা বা চক্ষুর পাতার লোম আছে। = **আলারপমহ**।

গোপতি (ক্রি) ১ রাখালের কাজ করা, গোপালন করা, গরু চরানো, গোয়ালের কাজ করা। ২ দস্যুবৃত্তি করা, ডাকাতি করা।

গোপদ (পুং) ১ গোষ্পদ, গোখুর–চিহ্নের পরিমিত স্থান, গরুর পদচিহ্ন। ২ কর্দমময় জলপূর্ণ ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা, কর্দম এবং বালির মিশ্রণ।

গোপদক (পুং) = **গোপদ**। ⇒ **গোপদ**।

গোপন (ক্লী) গোপন, রক্ষণ, লুকানো, পালন, আশ্রয়, রক্ষক, সতর্কতা, মনোযোগিতা, সম্পূর্ণজাগ্রতা, উদ্বেগ, যত্ন।

গোপনা (স্ত্রী) = **গোপন, গুত্তি**। ⇒ **গোপন, গুত্তি**। (ধর্মসঙ্গণী) **গোপনা গুত্তি**।

গোপমুখ (বিণ) যাহার চক্ষুর পাতা ঘন লোমবিশিষ্ট, ঘন ভোমাযুক্ত। = **আলার পমহ**।

গোপরিণায়ক (পুং) গোগণের দলপতি, গোগণের মধ্যে যেইটি অগ্রগামী হইয়া পথ প্রদর্শন করে, গোগণের অগ্রগামী বা পথপ্রদর্শক, গরুসমূহের অধিনায়ক বা নেতা; (মধ্যম নিকায় বর্ণনায়) বলীবর্দ, ষাঁড়। (মধ্যম নিকায়) **গোপিতা গোপরিণায়ক**।

গোপানসিবঙ্ক = **গোপানসীবঙ্ক**। ⇒ **গোপানসীবঙ্ক**।

গোপানসী (স্ত্রী) ছাদ বা চালের কাঠামের ভার ধারণ করার জন্য প্রযুক্ত বক্র কড়ি–কাঠ বা বরগা বা বিম; (চরিত্রে) লাঠিতে ভার দিয়া বক্র হইয়া বা ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া হাঁটে এমন বৃদ্ধ লোক–সম্বন্ধে কথিত। ⇒ **গোপানসীবঙ্ক**।

গোপানসীগণা (বহুবচন শব্দ) ছাদে বা চালের কড়ি–কাঠ বা বিমগুলির সংগ্রহ বা প্রয়োগ, চালের বরগা, ছাদের আড়া।

গোপানসীভোগ্গ (সম) (বিণ) বক্র বা ঝুঁকিয়া পড়া বরগার ন্যায় (যেমন পুরুষের প্রতি নারী ঝুঁকিয়া পড়ে)।

গোপানসীবঙ্ক (বিণ) চালের বরগার ন্যায় যে বৃদ্ধলোক বক্র হইয়াছে বা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ⇒ **গোপানসী**। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—গোপানসীবক্র।

গোপাল (পুং) গোপাল, গোরক্ষক, গোয়ালা, রাখাল। = **গোপালক**।

গোপাল-উপোসথ—গোরক্ষক বা রাখালের ন্যায় উপোসথ পালন। গোপাল বা গোরক্ষক যেমন প্রাতে গৃহস্থের গরুগুলি বুঝিয়া লইয়া সমস্ত দিন চরায় এবং সন্ধ্যাকালে আনিয়া গৃহস্থকে ফিরাইয়া দিয়া চিন্তা করে আজ অমুক অমুক স্থানে গরু চরিয়াছে, অমুক অমুক স্থানে জলপান করিয়াছে; আগামীকল্য অমুক অমুক স্থানে চরিবে এবং অমুক অমুক স্থানে জলপান করিবে। সেইরূপ কোন কোন উপোসথ শীলধারী ব্যক্তি ভাবনাদি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করে আজ অমুক অমুক খাদ্যদ্রব্য খাইলাম, অমুক অমুক পানীয় দ্রব্য পান করিলাম; আগামীকল্য অমুক অমুক দ্রব্য খাইব, অমুক অমুক পানীয় দ্রব্য পান করিব। ঈদৃশ লোভ সহগত চিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। এইরূপ ব্যক্তির উপোসথ পালনকে গোপাল উপোসথ বলা হয়। ⇒ **উপোসথ, গোপালক-উপোসথ**।

গোপালক (পুং) গোপালক, গোরক্ষক। = **গোপাল**।

গোপালক-উপোসথ—রাখাল বালকের গরু চরাইবার ন্যায় উপোসথধারীর উপোসথ পালন (এখানে চরিত্রানুরূপ তুলনা)। = **গোপাল-উপোসথ**।

গোপিত (বিণ) গোপনকৃত, লুক্কায়িত, রক্ষিত, পালিত, সতর্ক, অবহিত, জাগ্রত, অবহিত, জাগ্রত, পাহারা দেওয়া হয় এমন। ⇒ **গোপেতি**।

গোপিত-ইন্দ্রিয = **গুত্তিন্দ্রিয**। ⇒ **গুত্তিন্দ্রিয**।

গোপিতা (পুং) ১ গোরক্ষক। ২ বৃষ, বৃষভ, বলীবর্দ, ষাঁড়। = **গবম্পতি**। (মধ্যম নিকায়) **গোপিতা গোপরিণায়ক**।

গোপী (স্ত্রী) গোপী, গোয়ালিনী, গোপ (গোপকন্যা), গোপিনী, গরুরক্ষিকা, যে মেয়ে বা স্ত্রীলোক গরু চরায়, রাখালের স্ত্রী।

গোপুর (ক্লী) দ্বার, তোরণমার্গ, নগরদ্বার।

গোপেতি (ক্রি) [√গুপ+এ] যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা

করা, পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, রক্ষা করা, পালন করা, জাগ্রত থাকা, অপেক্ষা করা, প্রত্যাশা করিয়া থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, সতর্ক থাকা, মনোযোগ দেওয়া। (তুলনীয়) **গুত্ত, গোত্তা**। (অতীতে) **গোপেসি**। (অ-বিণ) **গুত্ত, গোপিত**। (ব-বিণ) **গোপেন্ত**। (ভ-বিণ) **গোপেতব্ব**। (ক্রি-বি) **গোপেত্বা, গোপিয**।

গোপেতু (পুং) রক্ষক, অভিভাবক, রাজ প্রতিনিধি।

গোপ্ফ (সংস্কৃত—গুল্ফ) = **গোপ্ফক**। ⇒ **গোপ্ফক**।

গোপ্ফক (ক্লী) গুল্ফ-সন্ধি, পায়ের গাঁইট। = **গোপ্ফ**।

গোবলিবদ্দ—"**গোবলিবদ্দনযেন**" শব্দে ইহা দৃষ্ট হয়; বর্ণনায়:—**গোবলিবদ্দ**—কাল-গোমহিষাদি পশু-বৃষভ অর্থাৎ কয়েকটি শব্দ দ্বারা গঠিত শব্দবিশেষ (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

গোভত্ত—গরুর তৃণাদি খাদ্য।

গোমণ্ডল (ক্লী) বৃষভের চতুর্দিকস্থ মণ্ডলাকার, গরুকে বার বার আঘাত বা আঘাতের শব্দ, গোমণ্ডল, বৃষভের দ্বারা অথবা গরুর দ্বারা পরিবেষ্টিত গোলাকার স্থান, মণ্ডলাকারে গরুগুলিকে তাড়াইয়া নেওয়া। ⇒ **মণ্ডল** (৪)। = **গামণ্ডল**। (তুলনীয়) **অস্সমণ্ডল**। (বি-ভা) **গোমণ্ডল পরিব্বূল্হ** (সূত্রনিপাত); **গোযুত্থেহি পরিকিণ্ণ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মধ্যম নিকায়) "**গোপাল-দারকা**" অথবা "**গামদারকা গোমণ্ডল**" এর দিকে যাইতেছে অর্থাৎ রাখাল বালকেরা অথবা কৃষকেরা গরুর মণ্ডলাকারে অবস্থান স্থানের দিকে যাইতেছে।

গোময (পুং, ক্লী) গোময়, গরুর বিষ্ঠা, গোবর।

গোময়পাণক—গোবরের পোকা, একপ্রকার কীটবিশেষ।

গোময়পিণ্ড—গোবরপিণ্ড, গোবরের সমষ্টি, গোবরের স্তূপ।

গোময়ভক্খ (বিণ) গোবরখাদক, গোবর খাইয়া বাঁচে এমন।

গোময়ু—শৃগাল, শিয়াল।

গোমিক (বিণ) গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর মালিক বা অধিকারী।

গোমী = **গোমিক**। ⇒ **গোমিক**।

গোমুত্ত (ক্লী) ১ গোমূত্র, গরুর প্রস্রাব। ২ হালকা লাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ।

গোমুত্তক = **গোমুত্ত**। ⇒ **গোমুত্ত** (২)।

গোমেদক—ঈষৎ রক্তবর্ণের অথবা স্বর্ণবর্ণের মূল্যবান পাথর। = **গোমুত্তক, মেদবণ্ণ পাসাণ**।

গোমেধ (পুং) গোমেধ, গরু বলিদান, গোসব নামক যজ্ঞবিশেষ। ⇒ **গোমেধ**।

গোযান (ক্লী) গোযান, গোশকট, গরুরূপ বাহন, গরুর গাড়ি। ⇒ **সান** (২)।

গোযূথ (পুং, ক্লী) গরুসমূহ, গো-মহিষাদির পাল বা দল, গরুর পাল। ⇒ **যূথ**।

গোরক্খা (স্ত্রী) গোরক্ষা, গোপালন, গো-মহিষাদি পশুর যত্ন বা দেখাশুনাকরণ।

গোরক্খাকসী—গোপালন এবং কৃষিকর্ম। প্রধান পেশারূপে "**উক্কট্ঠ কম্ম**" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কার্য (বিনয়)।

গোরবক (পুং) গরু বা ষাঁড়ের চিৎকার (গর্জন), ষাঁড়ের রব, গরুর চিৎকার, গরুর হাম্বা হাম্বা ডাক। ⇒ **রবক**।

গোরস (পুং) গোরস, দুগ্ধ, গরুর দুধ হইতে উৎপন্ন ক্ষীর দধি ইত্যাদি পঞ্চবিধ সুস্বাদু বা উপাদেয় খাদ্য। ⇒ **রস** (৫)। পঞ্চবিধ গোরস, যথা—**খীর** (ক্ষীর), **দধি** (দধি), **তক্ক** (তক্র বা মাঠা), **নবনীত** (মাখন), **সপ্পি** (ঘৃত)।

গোরূপ (ক্লী) গরুর আকার, গোমহিষাদির আকৃতি, গোমহিষাদি বলিয়া জানিবার লক্ষণ বা চিহ্ন, গোমহিষাদি।

গোলক্খণ (ক্লী) গরুর লক্ষণ বা চিহ্ন, গরুর লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে গনিয়া বলা।

গোলিকা (স্ত্রী) = **গোধা**। ⇒ **গোধা**।

গোলোমিক (বিণ) [সংস্কৃত "গুল্ম" হইতে (পালিতে সমার্থবাচক) **গুম্ব**, যেমন—(সংস্কৃত) গোল্মিক = গ্লোমিক = **গোলোমিক** (পালি)] গুচ্ছ সদৃশ। (বি-ভা) **মস্সুং গোলোমিকং কারাপেতি** -দাড়ি গোলাকারভাবে ঠিকঠাক করাইয়া লইয়াছে অথবা গুচ্ছাকার করাইয়াছে; (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) ছাগলের দাড়ি, কিন্তু [গো+লোম+ইক] গরুর লোম সদৃশ।

গোলোমী (স্ত্রী) ফুলগাছের মূল।

গোল্ (পুং, ক্লী) গোল, মণ্ডলাকার, গোলাকার, গুলি, ভূমণ্ডল।

গোল্ক = **গোল্**। ⇒ **গোল্**।

গোবচ্ছ—গোবৎস, গোশাবক, গরুর বাচ্চা।

গোবচ্ছক (পুং) ছোট গোশিশু। ⇒ **বচ্ছক, গোবচ্ছ**।

গোবত (পুং, ক্লী) গোব্রত, ষণ্ডের ন্যায় অভ্যাস অবলম্বন, গরুর স্বভাব অনুকরণ, গরুর আচার অভ্যাস। ⇒ **বত** (২খ)।

গোবতিক (বিণ) গোব্রতিক, গরুর স্বভাব অনুকরণে ব্রত অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি জীবিত থাকে, ষণ্ডজাতীয় অভ্যাস অবলম্বনকারী, গরুর স্বভাব অনুকরণে ব্রতকারী। ⇒ **কুক্কুরবতিক**।

গোবিকত্তন—কসাইর ছুরিকা, গরু কাটা ছুরি।

গোবিকন্তন = **গোবিকত্তন**। ⇒ **গোবিকত্তন**।

গোবিত্তক (বিণ) যাহার নিকট গোসম্পত্তি আছে, যাহার গোমহিষাদি সম্পত্তি আছে।

গোবিন্দ (বিণ, পুং) গোবিন্দ, গরুর মালিক, গোপালক।

গোসপ্পি (ক্লী) গব্যঘৃত, গাওয়া ঘি, গাবা ঘৃত, গরুর দুধ হইতে প্রস্তুত ঘি।

গোসালা (স্ত্রী) গোশালা, গোয়ালঘর, গরু ঘর।

গোসিঙ্গ (ক্লী) গোশৃঙ্গ, গরুর শিং।

গোসিত (বিণ) দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত।

গোসীল = **গোবতিক**। ⇒ **গোবতিক**।

গোসীস (পুং, ক্লী) হলদে বর্ণ চন্দন কাষ্ঠ, উৎকৃষ্ট জাতীয় চন্দনকাষ্ঠ।

গোসুত্ত (ক্লী) গোবিদ্যা, গোজ্ঞান, গরু-সম্বন্ধীয় উপদেশ, গোশিক্ষার উপদেশ।

গোহনুক—গরুর চোয়ালের অস্থি, গরুর মুখের অস্থি। (বিনয়) **গোহনুকেন কোট্টাপেতি** (জাতকে "**কোট্ঠাপেতি**")—গরুর চোয়ালের অস্থি দ্বারা অঙ্গমর্দন করানো।

গ্রন্থধুর (ক্লী) গ্রন্থধুর, গ্রন্থশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা, শাস্ত্রপাঠ। = **গন্থধুর**। ⇒ **ধুর** (২)।

ঘ

ঘ—ক-বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন কণ্ঠজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠজ বর্ণ বলে। (অন্য শব্দের সহিত সংযোগে) **ঘ**—(বিণ) বধ করে এমন, ধ্বংস করে এমন। ⇒ **হনতি**। (তুলনীয়) **পটিঘ, ইণঘ**। ⇒ **ঘন** (২), **ঘাত**।

ঘংসতি (ক্রি) ১ (সংস্কৃত—ঘর্ষতি) ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিস করা, মর্দন করা, লেপন করা, মালিশ করা, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, দমন করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশ করা, চূর্ণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা বা শাণ দেওয়া, উৎপীড়ন করা, হয়রান করা, কঠোর পরিশ্রম করা। (করণে) **ঘংসেতি, ঘংসাপেতি**। (তুলনীয়) **উপনিঘংসতি, পরিঘংসতি, পহংসতি** (১)। (কর্মবাচ্যে) **ঘংসীযতি**। ২ (সংস্কৃত—হর্ষতি) সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দিত করা বা হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া। = **হংসতি**। (তুলনীয়) **পহংসতি** (২)। ⇒ **হসতি**। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা "**ঘসতি**" শব্দের সমার্থবাচকরূপেও দৃষ্ট হয়।

ঘংসন (ক্লী) ঘর্ষণ, ঘষা, মার্জন, মোছা।

ঘংসাপেতি (ক্রি) ঘর্ষণ করানো, মর্দন করানো, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করানো বা শাণ দেওয়ানো, চূর্ণ করানো। ⇒ **ঘংসতি** (১)।

ঘংসিকা—এই শব্দটি "**গোঘংসিকা**" শব্দে দৃষ্ট হয়। ⇒ **গোঘংসিকা**।

ঘংসিত (বিণ) ঘর্ষিত, মর্দিত, মর্জিত, পরিষ্কৃত। ⇒ **ঘংসেতি**।

ঘংসিযতি = **ঘংসীযতি**। ⇒ **ঘংসীযতি**।

ঘংসীযতি (ক্রি) ঘর্ষণ করা বা ঘর্ষিত হইয়াছে, মর্দিত হইয়াছে, চূর্ণ করা বা চূর্ণিত হইয়াছে, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা বা শাণ দেওয়া হইয়াছে। ⇒ **ঘংসতি** (১)।

ঘংসেতি (ক্রি) [√ঘংস+এ] ঘর্ষণ করা, পরিষ্কার করা, মুছিয়া ফেলা, খুব ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, পালিশ করা, মর্দন করা, মার্জন করা, লেপন করা, মালিশ করা, (কিছুতে) ঘা মারা বা খট খট শব্দ করা। ⇒ **ঘংসতি** (১)। (অতীতে) **ঘংসেসি**। (অ-বিণ) **ঘংসিত**।

ঘচ্চ = **ঘাতিত**। ⇒ **ঘাতিত**।

ঘচ্চা (স্ত্রী) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। (জাতক) **সকুণঘচ্চা**; (দীর্ঘকায়) **মূলগচ্চা**।

ঘঞ্ঞ (বিণ) বিনষ্ট, বিধ্বংসিত। (ক্লী) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। ⇒ **অন্তঘঞ্ঞ**।

ঘট (পুং) ১ ঘট, কুম্ভ, জলের মৃণ্ময় পাত্র, কলস, গজকুম্ভ, পাত্র, শূন্যগর্ভ পাত্র, কারুকার্য করা পাত্র, অলঙ্কৃত পাত্র। (বিনয়) **পানীয ঘট; বচ্চঘট; পরিভোজনীয ঘট**। (বিনয়ে যৌগিক শব্দে) **ঘটকোলম্ব**। (জাতক) **পুন্নঘট**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ঘটসতেন নহাতো বিয**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদক ঘট**। সাধারণত অগভীর ক্ষুদ্র পাত্ররূপে:—(জাতক) **অন্তোঘটে পদীপো বিয উপনিস্সযো পজ্জলতি**; (তুলনীয়) **কুট**। বৃহৎ জলপাত্ররূপে:—= **কুম্ভথূন**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **ভদ্দঘট**। ২ (পুং, স্ত্রী) (সংস্কৃত—ঘটা) বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক, রাশি, স্তূপ, বহু লোকের সমাবেশ। (জাতক) **ইত্থিঘট; মচ্ছঘট; বনঘট; ব্রাহ্মণঘট**।

ঘটক (পুং, ক্লী) ১ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘট, ছোট ছোট জলপাত্র। (বিনয়ে যৌগিক শব্দে) "**ঘটক কটক**" এবং "**সম্মজ্জনী**"। ২ স্তম্ভের অলঙ্কৃত উপরিভাগ। (তুলনীয়) **কুম্ভ**। ৩ কাঠের গ্রন্থি বা গাঁইট।

ঘটকোলম্ব (ক্লী) জলের কলস, গভীর জলপাত্র। ⇒ **কোলম্ব, ঘট** (১)।

ঘটতি (ক্রি) [√ঘট+অ] চেষ্টা করা, পরীক্ষা করা, প্রমাণ করা, অনুভব করা, বিচার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, অবসন্ন করা, পীড়িত করা, (কিছু) ঘটা, পাইতে

চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা আড়াআড়ি করা, (বলাদি শক্তি) প্রয়োগ করা, নিজে নিজে উদ্যম করা, (কিছুতে) আত্মপ্রয়োগ করা। (তুলনীয়) গন্থতি। সাধারণত নিয়মানুসারে:—(মধ্যম নিকায়) **উট্ঠহতি ঘটতি ব্যায়মতি;** (জাতক) **যুঞ্জতি ঘটতি বায়মতি;** (সংযুক্ত নিকায়) **উট্ঠহতি ঘটতি যমতি।** (অতীতে) **ঘটি।** (অ-বিণ) **ঘটিত।** (ব-বিণ) **ঘটমান।** (করণে) **ঘটেতি।**

ঘটন (ক্লী) = **ঘটনা।** ⇒ **ঘটনা।**

ঘটনা (স্ত্রী) ঘটন, ঘটনা, যোজনা, মিলন, সংঘটন। = **ঘট্টন।**

ঘটপমাণ (বিণ) ঘট প্রমাণের, বড় পাত্র পরিমাণের, বৃহৎ পাত্রাকারের।

ঘটযতি (ক্রি) ঘটা, সংঘটিত হওয়া। = **রুপ্পতি।**

ঘটা (স্ত্রী) ঘটা, গজসৈন্য, যুদ্ধাদিতে হস্তিগণের একত্র সম্মেলন, সভা, সমূহ, সমারোহ, আড়ম্বর, মেঘাড়ম্বর, গুচ্ছ, থলো, জনতা, জনসাধারণ, ঘনসংবদ্ধ, বস্তুসমূহ, পতঙ্গাদির পাল, মৌমাছির ঝাঁক, জন সমাবেশ, ভিড়।

ঘটি (ক্লী) মৃণ্ময়পাত্র। = **ঘটী।**

ঘটি-কপাল—মৃণ্ময় ভিক্ষাপাত্র। = **ঘটীকটাহ, ভিক্খা-কপাল।**

ঘটিকা (স্ত্রী) **১** (ভিক্ষার জন্য ব্যবহৃত) ছোট পাত্র, ভিক্ষাপাত্র। = **ভিক্খা-কপাল** (থেরগাথা অর্থকথা)। **২ক)** ক্ষুদ্র যষ্টি, ছোট একখণ্ড গাছের ডাল, গাছের পল্লব, ফেঁকড়ি। (জাতক) **খদির ঘটিকা।** = **খণ্ড** (থেরগাথা অর্থকথা)। (জাতক) **উপধান ঘটিকা; পাসঘটিকা।** **খ)** খেলার যষ্ঠি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ঘটিকা'তি বুচ্চতি দীঘ-দণ্ডকেন রস্সদণ্ডক-পহরণ কীলা।** **গ)** গাছের ফেঁকড়ি বা পল্লবের গাদা (প্রচুর পরিমাণ), কাষ্ঠখণ্ড যাহা লোহার বল্টুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে:—(বিনয়) **সূচিঘটিকা।** (তুলনীয়) **গণ্ঠিকাধান।** **ঘ)** গ্রন্থি, গাঁইট। **ঙ)** গোলক, গুটি, খেলার বল। **চ)** ঘটিকা, একঘণ্টা সময়, মুহূর্তকাল, দণ্ডাত্মক কাল, আড়াই দণ্ড।

ঘটিকাযন্ত (ক্লী) ঘড়ি, সময় নিরূপণের যে কোন কৌশল বা উপায়, সূর্যের ছায়া দেখিয়া সময় নিরূপণের উপায়।

ঘটিত (বিণ) ঘটিত, সংঘটিত, যোজিত, সংক্রান্ত, সংযুক্ত, একত্রিত, মিলিত। ⇒ **ঘটতি, ঘটেতি।**

ঘটী (স্ত্রী) মৃণ্ময়পাত্র, কলস, জলপাত্র, ঘটি, পাতিল, ক্ষুদ্রঘট। (যৌগিকে) **ঘটিঘটী।**

ঘটীওদন—মৃণ্ময়পাত্রে বা পাতিলে পক্ব অন্ন।

ঘটীকটাহ—জলের পাত্র, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, ভিক্ষাপাত্র। = **ঘটি-কপাল।** (তুলনীয়) **ঘটিকা** (১)।

ঘটীকার (পুং) ঘটিকার, কুম্ভকার। (বিণ) কুম্ভকার সম্বন্ধীয়। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **ঘটীসুত্তন্ত।**

ঘটীযতি (ক্রি) **১** সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, ক্রমিকভাবে হওয়া, সংযুক্তভাবে হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পবেণী মা ঘটীযতি।** **২** বাধা হওয়া, বাধাস্বরূপ হওয়া। = **বিরুজ্ঝতি, পটিহঞ্ঞতি।** ⇒ **ঘট্টেতি।** (অতীতে) **ঘটীযি।**

ঘটীযন্ত (ক্লী) ঘটিযন্ত্র, (কূপাদি হইতে) জল তোলা কল।

ঘটীসুত্তন্ত = ঘটীকার। ⇒ **ঘটীকার।**

ঘটেতি (ক্রি) [√ঘট+এ] সংযোগ করা, একত্র করা; (আত্মীয়-সম্বন্ধে) যুক্ত করা, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো; ঠিকমতো যুক্ত হওয়া, সংযুক্ত করা বা হওয়া, সন্ধি করা, এক হওয়া, মিলিয়া যাওয়া, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, বিবাদ করা, প্রতিযোগিতা করা, আড়াআড়ি করা। ⇒ **ঘটতি।** (জাতক) **অনুসন্ধিং ঘটেত্বা**—(এক জন্ম হইতে অন্য জন্মের মধ্যে) সম্বন্ধ সংযোগ করিয়া। (অতীতে) **ঘটেসি।** (অ-বিণ) **ঘটিত।** (ব-বিণ) **ঘটেন্ত।** (ক্রি-বি) **ঘটেত্বা।**

ঘট্ট—ঘর্ষণ, মর্দন, (কিছুতে) আঘাত করণ। ⇒ **অরঘট্ট।** (বি-ভা) **ঘট্ট-পাদ-তল** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। বিনয়ে **"উগ্‌ঘটঠ"** শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়; ⇒ **উগ্‌ঘট্ট।** বিনয় বর্ণনায় **"বেহাস-কুটী"** সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**মজ্‌ঝিমস্‌স পুরিসস্‌স অসীস ঘট্টা**—মধ্যম পুরুষের মাথায় লাগে না এতদূর (ছাদের) উচ্চতা। এই শব্দের অনির্দিষ্ট অর্থ:—প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডায়ন, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন। জাতক সাহিত্যে **"ঘোত"** শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ঘট্টন (ক্লী) একত্র করণ, মিলন, সংযোগ, একত্রে সংরক্ষণ, সম্মেলন, সমবায়, সমাবদ্ধ, কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ সমবেত ব্যক্তিবর্গ, অধোবস্ত্র (সেমিজ পেটিকোট ইত্যাদি), রচনা, প্রবন্ধ, মিশ্রণ, সংযুক্তি, রচন, গঠন, মীমাংসা, সন্ধি, রফা, বন্দোবস্ত, সঙ্কলন, অক্ষরবিন্যাস। **২ক)** ঘট্টন, আঘাত, ঘর্ষণ, ঘোটন, বাটা, নাড়া। (তুলনীয়) **সংঘট্টন।** **খ)** (চরিত্রে) অপমান, গালাগালি, অবজ্ঞা। = **আসজ্জন।**

ঘট্টনা (স্ত্রী) = **রোসনা।** ⇒ **রোসনা।**

ঘট্টযতি = ঘট্টেতি, রুপ্পতি। ⇒ **ঘট্টেতি** (২), **রুপ্পতি।**

ঘট্টিত (বিণ) **১** ঘট্টিত, সংঘটিত, চালিত, কলম দিয়া যাহা ঘোটা হইয়াছে, সংযোজিত, গঠিত, নির্মিত, পরস্পর মর্দিত, ঘর্ষিত। **২** (চরিত্রে) অপমানিত, অবজ্ঞাকৃত, গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এমন। ⇒ **ঘট্টেতি।**

ঘট্টিযতি (ক্রি) = **রুপ্পতি।** ⇒ **রুপ্পতি।**

ঘট্টেতি (ক্রি) [√ঘট্ট+এ] **১** (সাহিত্যে) আঘাত করা, মারা, ধাক্কা মারা বা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বলিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ, পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, ঘা মারা, খট খট শব্দ করা, স্পর্শ করা,

অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা, প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচু নিচু করা, চূর্ণ করা, পিটাইয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা খাওয়া, পাখা পত পত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুক ধুক করা, স্পন্দিত হওয়া। ⇒ **ঘটেতি**। (মধ্যম নিকায়) **জন্নুকেন ঘট্টেতি**—হাঁটু দ্বারা ঘর্ষণ করা। = **সংঘট্টেতি** (সূত্রনিপাত); **পটিহংসতি** (পেতবত্থু), **খুংসেতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ (চরিত্রে) পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, কুপিত করা, বিরক্ত হওয়া, পাপ করা, অপরাধ করা, ক্রোধের কারণ হওয়া, উপহাস করা, কৌতুক করা, ব্যঙ্গ করা, বিদ্রূপ করা, আপত্তি করা, আপত্তি বা বাধা উপস্থিত করা। মনস্তত্ত্বরূপে:—**ঘট্টযতি = রুপ্পতি**। (অতীতে) **ঘট্টেসি**। (অ-বিণ) **ঘট্টিত**। (ব-বিণ) **ঘট্টেত্ত**। (ক্রি-বি) **ঘট্টেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ঘটীযতি**। (তুলনীয়) **আসজ্জ, উগ্‌ঘাটেতি**।

ঘণ্টা (স্ত্রী) ঘন্টা, কাংস্যাদি নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টা। (তুলনীয়) **কিঙ্কণিকা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **খুদ্দক ঘন্টা**। = **ঘণ্টী** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

ঘণ্টী (স্ত্রী) ছোট ছোট ঘন্টা। = **ঘণ্টা**।

ঘত (ক্লী) ঘৃত, ঘি, বিশুদ্ধকৃত মাখন।

ঘতসিত্ত (বিণ) ঘৃতসিক্ত, ঘি ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন।

ঘতাসন (ক্লী) ঘৃতাসন, ঘৃতাহুতি, আগুনে ঘৃত ক্ষেপণ বা প্রদান, অগ্নির খাদ্য, অগ্নি, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া।

ঘন (বিণ) ঘন, গাঢ়, নিবিড়, সান্দ্র, দুর্ভেদ্য, অধিক পুরু, পুষ্ট, স্থায়ী, অবিরত, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, অপরিষ্কার, নিস্তেজ, জনাকীর্ণ, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, নিরেট, কঠিন, শক্ত, যাহা শূন্যগর্ভ নয়, সুস্থ, যথার্থ, সত্য, অর্থশালী, ভারী, দৈর্ঘ্য-বিস্তার বেধবিশিষ্ট, বোকা, নির্বোধ, দৃঢ়, আঁটসাঁট, সংক্ষিপ্ত, বড়, বৃহদায়তন, গুরু, গুরুভার। (বিনয়) **একঘন** (বিণ)। (জাতক) **ঘণপংসু; ঘনপথবী**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঘনপলাস**। (জাতক) **বুদ্ধরস্মিযো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঘনমংস**। (জাতক) **ঘনসাটক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঘন সঞ্ছন্ন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঘন সুবন্নকোট্টিম**। (সূত্রনিপাত) **অব্‌ভঘন**। (পুং) ১ মেঘ। ২ জমাট, দৃঢ়তা, ওঘ, দেহ, বিস্তার। ৩ জন্মিবার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের চারি অবস্থার মধ্যে সর্বশেষ অবস্থা। চারি অবস্থা, যথা—**কলল, অব্বুদ, পেসী, ঘন** (সংযুক্ত নিকায়)। "**ঘন**" শব্দকে "স্ফীতি বা বৃদ্ধি" অর্থেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (ক্লী) লাঠি, হাতুড়ি, বাজাইবার বাদ্যযন্ত্র, করতাল-মন্দিরা-ঘণ্টা—ঘুঙুর প্রভৃতি ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র, লৌহ, যষ্টি, ছড়ি, গাছের সরু ডাল, লৌহমুদ্গর। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অযোঘন**।

ঘনতম (বিণ) ঘনতম, অতি ঘন, অতি নিবিড়, অতি কঠিন, অতিশয় জনাকীর্ণ, অত্যন্ত গাঢ়। (পুং) গাঢ় বা ঘন অন্ধকার।

ঘনতাল—ঘনতাল বা করতাল বাজানো। ⇒ **বেতাল**।

ঘনপংসু—শক্ত মাটি। = **ঘনপথবী**। ⇒ **ঘন**।

ঘনপথবী—ঘন পৃথিবী, শক্ত মাটি। ⇒ **ঘন**।

ঘনপলাস—ঘন পল্লব, ঘন পত্রসমূহ। ⇒ **ঘন**।

ঘনপুপ্ফ (ক্লী) ১ ঘনপুষ্প। ২ সূচিকার্য দ্বারা ফুলতোলা পশমের আচ্ছাদন। (বিণ) পুষ্পঘন, ঘন বা ঘন ঘন ফুলে পরিপূর্ণ। ⇒ **পুপ্ফ** (১)।

ঘনবুদ্ধরস্মী—ঘন বুদ্ধরশ্মি, বুদ্ধের ঘন জ্যোতি। ⇒ **ঘন**।

ঘনমংস—ঘন মাংস, পুষ্টমাংস, জমাট মাংস, অমিশ্রিত বা শুদ্ধ মাংস। ⇒ **ঘন**।

ঘনবলাহক (পুং) ঘনকৃষ্ণ মেঘ। ⇒ **বলাহক** (১)।

ঘনসঞ্ছন্ন (বিণ) ঘনভাবে আচ্ছন্ন, নিবিড়রূপে আচ্ছাদিত। ⇒ **ঘন**।

ঘনসাটক (ক্লী) পুরু বা মোটা কাপড়। = **পোত্থক** (২)। ⇒ **ঘন**।

ঘনসার (পুং) ঘনসার, কর্পূর, মোম, চন্দন ঘষা।

ঘন সুবন্নকোট্টিম—ঘনভাবে সুবর্ণ বর্ণের পাথর লাগানো ঘরের মেঝ বা মধ্যস্থল। ⇒ **ঘন**।

ঘনিক—একশ্রেণীর দেবতা (মেঘ দেবতা?)।

ঘনোপল (ক্লী) শিলাবৃষ্টি যুক্ত ঝড়।

ঘম্ম (পুং) ১ ঘর্ম, ঘাম। ২ রৌদ্র, গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মকাল। (অধিকরণ কারকে) **ঘম্মে** (জাতক), **ঘম্মানি** (সংযুক্ত নিকায়)।

ঘম্মজল (ক্লী) ঘামের জল, ঘাম, গরমে শরীর হইতে ঘর্ম হইয়া নির্গত জল।

ঘম্মতত্ত (বিণ) রৌদ্রে তপ্ত বা পরিশ্রান্ত, গরমে পরাভূত বা ঘর্মাক্ত। = **ঘম্মাভিতত্ত, ঘম্মসম্পরেত**।

ঘম্মনি ১ রৌদ্রে, গরমে, গ্রীষ্মে, যদ্দ্বারা শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হয়। ২ যে ব্যক্তি রৌদ্রে পরিশ্রম করে বা কাজ করে। = **ঘম্মসম্পরেত** (জাতক)।

ঘম্মপরেত (বিণ) গরমে পীড়িত বা ক্লিষ্ট, উত্তাপে সন্তপ্ত বা অতিষ্ঠ। ⇒ **পরেত**।

ঘম্মভিত = ঘম্মাভিতত্ত। ⇒ **ঘম্মাভিতত্ত**।

ঘম্মসম্পরেত (বিণ) ঘর্মসিক্ত, গরমে ঘর্মাক্ত, গরমে পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত। = **ঘম্মতত্ত**। ⇒ **ঘম্মানি**।

ঘম্মাভিতত্ত = ঘম্মতত্ত। ⇒ **ঘম্মতত্ত**।

ঘম্মাভিভূত = ঘম্মাভিতত্ত। ⇒ **ঘম্মাভিত**।

ঘম্মে—গ্রীষ্মকালে, গরমের সময়। = **গিম্হকালে**। ⇒ **ঘম্ম**।

ঘর (ক্লী) ১ ঘর, গৃহ, সংসার, বংশ, স্থান, বিষয়। (বহুবচনে) **ঘরা, ঘরানি**। (সূত্রনিপাত) **গহট্‌ঠা ঘরং আবসন্তা**। (অপাদান কারকে) **ঘরা, ঘরমহা, ঘরতো**। (জাতক) **অযোঘর**। (যৌগিকে) **ঘরবত্থু** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সূচীঘর**। ২ পানকরণ। (তুলনীয়) **গল**। (বিনয়) **ঘরদিন্নকাবাধ**—বিষাক্ত বস্তু খাইয়া অথবা বিষপানজনিত পীড়া; (বর্ণনায়) যাদুটোনা বা যাদুমন্ত্র করার ফলে কষ্টভোগ।

ঘরকপোট = **ঘরকপোত**। ⇒ **ঘরকপোত**।

ঘরকপোত—ঘরকপোত, গৃহাশ্রিত কবুতর, গৃহপালিত কপোত।

ঘরগোলিকা (স্ত্রী) গৃহ টিকটিকি, গৃহপালিত বা গৃহাশ্রিত টিকটিকি বা গিরগিটি।

ঘরগোলিকা = **ঘরগোলিকা**। ⇒ **ঘরগোলিকা**।

ঘরণী (স্ত্রী) ঘরণী, ভার্যা। = **ঘরসামিনী**।

ঘরদাসী (স্ত্রী) ঘরদাসী, গৃহদাসী। ⇒ **দাসী**।

ঘরদিন্নকাবাধ ⇒ **ঘর** (২)।

ঘরদ্বার (ক্লী) ঘরের দরজা বা দুয়ার, ফটক, সদর দরজা। ⇒ **দ্বার** (১)।

ঘর পটিপাটিযা—ঘরে ঘরে, এক ঘর হইতে অন্য ঘরে। ⇒ **পটিপাটিযা**।

ঘরবন্ধন (ক্লী) ঘরবন্ধন, সংসার বন্ধন, বিবাহ করিয়া ঘরসংসার পাতা, গৃহের বন্ধন অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র-ধনসম্পত্তির প্রতি টান। ⇒ **বন্ধন** (২)।

ঘরমানুস (পুং) ঘরের মানুষ, বাড়ির লোক, ঘরের লোক, পরিবারের লোক।

ঘরমুখ—ঘরমুখ, গৃহের সম্মুখ দিক, গৃহে প্রবেশ মুখ বা সম্মুখদ্বার।

ঘরমেসিন—ঘরের তত্ত্বাবধায়ক, পরিবারের কর্তা বা পরিচালক, গৃহস্বামী, গৃহস্থ। **গহট্‌ঠ ঘরমেসিন**।

ঘরবত্থু (ক্লী) ১ গৃহসামগ্রী, সাংসারিক বিষয়। ⇒ **ঘর**। ২ ঘরের ভিটা, বাস্তুভিটা। ⇒ **বত্থুদেবতা**।

ঘরবিস (ক্লী) বিষ, ঘোর বিষ। = **গরল**।

ঘরসন্ধি—ঘরের মধ্যে ফাটল ধরা, ঘরস্থ ছিদ্র বা চিড়।

ঘরসপ্প (পুং) ঘরের ইঁদুরধরা সাপ, গৃহস্থ বাড়ির বিষাক্ত সাপ। = **সিলুত্ত**।

ঘরসামিনী (স্ত্রী) ঘরস্বামিনী, গৃহিণী, ঘরের কর্ত্রী। = **ঘরণী**।

ঘরসূকর গৃহপালিত শূকর, ঘরেপোষা শূকর।

ঘরাজির (ক্লী) ঘরের উঠান, ঘরের চত্বর, বাড়ির বাগান, ঘরের বাগিচা।

ঘরানং কুসল—বাস্তুবিদ্যা, যে বিদ্যার ফলে বাস্তুভূমির দোষগুণ বলা এবং শল্যোদ্ধার করা যায়, গৃহাদি-সম্বন্ধে বিচার বা নির্মাণ করিতে নিপুণ।

ঘরাবাস (পুং) ঘরসংসারে অবস্থান, গৃহস্থজীবন যাপন, গৃহীজীবন। (বিপ) **অনাগার**—প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস জীবন। (বিনয়) **ঘরাবাসত্থং**—ঘর সংসারে অবস্থান করার জন্য।

ঘস (বিণ, পুং) খাদক, ভক্ষক, খায় এমন, যে খায়। (যৌগিকে) **মহগ্‌ঘস** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

ঘসতি (ক্রি) [√ঘস+অ] খাওয়া, ভক্ষণ করা, ক্ষয় করা, ক্রমশ ক্ষয় করা, সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা, দগ্ধ করা, ব্যয় করা, গ্রাস করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। (অতীতে) **ঘসি**। (অ-বিণ) **ঘস্ত**। (ব-বিণ) **ঘসন্ত, ঘসমান**। (ক্রি-বি) **ঘসিত্বা**। (তুলনীয়) **ঘস, ঘস্ত, ঘাস**। ⇒ **জদ্ধু, জিঘচ্ছতি**।

ঘস্ত (বিণ) (সংস্কৃত—গ্রস্ত) গ্রস্ত, আচ্ছাদিত, ভক্ষিত, গিলিত, আক্রান্ত, অভিভূত। ⇒ **ঘসতি**। (যৌগিকে) **বঙ্কঘস্ত** (দীর্ঘনিকায়)। (বি-ভা) **ঘস্ত ব অম্বুজো**।

ঘস্ত ব অম্বুজ—জলজ প্রাণী বা বস্তু ভক্ষণের ন্যায়।

ঘাট = **সঙ্ঘাট**। ⇒ **সঙ্ঘাট**।

ঘাটন—নিজের চেষ্টা, ঘাটন, আত্মনিয়োগ, চেষ্টা। ⇒ **ঘটতি**।

ঘাণ—ঘ্রাণ, ঘ্রাণশক্তি বা নাসিকা। = **ঘান**।

ঘাণসম্ফস্‌স ⇒ **সম্ফস্‌স**।

ঘাণাযতন (ক্লী) নাক, নাসিকা। = **ঘানাযতন**। ⇒ **আযতন** (৩)।

ঘাত (পুং) ঘাত, আঘাত, হনন, ক্ষত, হত্যা, বধ, বিনাশ, মৃত্যু, ধ্বংস, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, রাহাজানি। (দীর্ঘনিকায়) **গামঘাত**। (বিনয়) **সেতুঘাত**। (জাতক) **পন্থঘাত**। = **সমুগ্‌ঘাত** (অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **ইনঘাত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পাণঘাত**। (তুলনীয়) **ঘাতক, বিঘাত, সঙ্ঘাত**।

ঘাতক (বিণ, পুং) ঘাতক, ধ্বংসকারী, লুণ্ঠনকারী, হন্তারক, হত্যাকারী, সংহারক, জল্লাদ, প্রহারক। (বিনয়) **অরহন্ত ঘাতক; মনুস্‌স ঘাতক**। (জাতক) **তল ঘাতক; গামঘাতক চোরা**—গ্রামধ্বংসকারী চোরগণ; **থীঘাতক** = **ইত্থিঘাতক**। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **মচ্ছঘাতক**। (পুং) যে ব্যক্তি বধ করে, যে ব্যক্তি সংহার বা হত্যা করে, চোর, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী লোক, ধ্বংসকারী ব্যক্তি, জল্লাদ, ঘাতক। (মধ্যম নিকায়) **গোঘাতক; চোরঘাতক**। (ক্লী) দস্যুবৃত্তি, রাহাজানি, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড। (জাতক) **গামঘাতকং করোতি**। = **ঘাতী**।

ঘাতকে—হত্যায়, হত্যা ব্যাপারে। **ঘাতিম্‌হি**। ⇒ **ঘাতিন**।

ঘাতন (ক্লী) ঘাতন, বধ করানো, হত্যা করানো, চুরি করণ, ডাকাতি বা দস্যুবৃত্তি করণ। = **ঘাত**।

ঘাতাপেতি (ক্রি) হত্যা বা বধ করানো, কাহাকেও হত্যা করানো। (তুলনীয়) **আঘাতেতি, ঘচ্ছ, ঘাতিত**। = **হনাপেতি**। ⇒ **ঘাতেতি, হনতি**।

ঘাতিকা (স্ত্রী) হত্যা, ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, খুন, বধ।

ঘাতিত (বিণ) বধিত, হত্যাকৃত, বিধ্বংসিত। (তুলনীয়) **উগ্‌ঘাতিত**। ⇒ **ঘাতেতি**।

ঘাতিতত্ত (ক্লী) হত্যাকাণ্ড, হত্যাব্যাপার।

ঘাতিন (বিণ, পুং) হত্যাকারী, খুনী, বধকারী, সংহারকারী। (জাতক) **পাণঘাতিন; ঘাতিম্‌হি = ঘাতকে।**

ঘাতিমন্ত (বিণ) আঘাত করিতে সমর্থ, (সূচ-সম্বন্ধে) বিদ্ধ করিতে সমর্থ, সেলাই করিতে সমর্থ, ছিদ্র করিতে সমর্থ, যদ্দ্বারা বিদ্ধ করা যায়। (জাতক) **ঘন ঘাতিমন্ত**—ঘনভাবে সেলাই করিতে সমর্থ, কঠিন জড়পদার্থ সহজে ছিদ্রবিছিদ্র করিতে সমর্থ।

ঘাতিম্‌হি = ঘাতকে। ⇒ **ঘাতকে।**

ঘাতী (বিণ) ঘাতী, হননশীল, বধকর্তা। = **ঘাতক।**

ঘাতেতি (ক্রি) [√হন+এ] হত্যার কারণ করা, হত্যা করা, বধ করা, ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা, নষ্ট করা। **যো ন হন্তি ন ঘাতেতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **অ-ঘাতযং**—হত্যা করে না বা করায় না। (অতীতে) **ঘাতযি, অঘাতযি, ঘাতেসি।** (অ-বিণ) **ঘাতিত।** (ব-বিণ) **ঘাতেত্তু।** (ভ-বিণ) **ঘাতেতব্ব।** (সপ্তমী) **ঘাতায, ঘাতযেয্য।** (ক্রি-বি) **ঘাতেত্বা।** (কর্মবাচ্যে) **ঘাতীযতি।** (করণে) **ঘাতাপেতি।** ⇒ **হনতি।**

ঘান (ক্লী) ১ ঘ্রাণ। ২ গন্ধ, গন্ধগ্রহণ। ৩ নাসিকা, নাক। = **ঘাণ।** (বি-ভা) **ঘানেন গন্ধং ঘাযতি**—নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করা (অথবা) **ঘান-বিঞ্ঞেয্যা গন্ধা**—ঘ্রাণবিজ্ঞান (ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা) দ্বারা অনুভূত গন্ধ। **চক্খু, সোত, ঘান, জিহ্বা, কাযো, মনং**—এই ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে "**ঘান**" সর্বদা তৃতীয় স্থানস্থিত শব্দ। (পেতবত্থু) **ঘান-ছিন্ন।** ⇒ **ঘাণ।**

ঘানচ্ছিন্ন = ঘানছিন্ন। ⇒ **ঘানছিন্ন।**

ঘানছিন্ন (বিণ) নাককাটা, নাসিকাছিন্ন, যাহার নাসিকা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ⇒ **ঘান।**

ঘানধাতু—ঘ্রাণের উপাদান, নাসিকা।

ঘানবিঞ্ঞাণ (ক্লী) ঘ্রাণবিজ্ঞান, নাসিকা, গন্ধ অনুভূতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ অনুভূতির ইন্দ্রিয় অর্থাৎ নাক।

ঘানসম্ফস্‌স—ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের গন্ধ-সংস্পর্শ, নাসিকায় গন্ধ উপলব্ধি। ⇒ **সম্ফস্‌স।**

ঘানসীসচ্ছিন্ন (বিণ) নাক এবং মস্তকহীন, যাহার নাক এবং শির ছেদন করা হইয়াছে।

ঘানসীসছিন্ন = ঘানসীসচ্ছিন্ন। ⇒ **ঘানসীসচ্ছিন্ন।**

ঘানাযতন (ক্লী) নাসিকা, গন্ধ গ্রহণের স্থান বা উপাদান, গন্ধ অনুভূতির ইন্দ্রিয় বা দৈহিক যন্ত্রবিশেষ। = **ঘাণাযতন।**

ঘানিন্দ্রিয (ক্লী) নাসিকা, ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাক।

ঘাযতি (ক্রি) [√ঘা+য] ১ আঘ্রাণ করা, নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করা, ঘ্রাণ লওয়া, গন্ধ দেওয়া। **গন্ধংঘাযতি।** (অতীতে) **ঘাযি।** (অ-বিণ) **ঘাযিত।** (ব-বিণ) **ঘাযন্ত, ঘাযমান।** (ক্রি-বি) **ঘাত্বা, ঘাযিত্বা;** (জাতক) **জালগন্ধং ঘাযিত্বা; মচ্ছগন্ধং ঘাযিত্বা।** (তুলনীয়) **সাযতি, উপগ্‌ঘাযতি।** ২ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়া, দগ্ধ হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, গিলিত হওয়া, পিপাসায় কাতর হওয়া বা যন্ত্রণা প্রাপ্ত হওয়া। (তুলনীয়) **ঝাযতি।** (বহুবচনে) **ঘাযন্তি = ঘাযিরে।**

ঘাযিত (বিণ) ঘ্রাত, আঘ্রাত, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে, শোঁকা। ⇒ **ঘাযতি।**

ঘাযিরে ১ (**ঘাযতি** ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ বহুবচন) = **ঘাযন্তি।** ⇒ **ঘাযতি।** (তুলনীয়) **ঝাযিরে।** ২ (**ঘাতেতি** ক্রিয়ার প্রথমপুরুষ বহুবচন) হত্যা করা, ধ্বংস করা। = **ঘাতেন্তি।** (তুলনীয়) **ঝাযিরে।** ⇒ **ঘাতেতি।**

ঘাস (পুং) ঘাস, দূর্বাদি তৃণ, তৃণভূমি, খাদ্য, খাবার। (জাতক) **ঘাসং কুরুতে।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঘাসত্থায গচ্ছতি**—ঘাসের জন্য যাইতেছে। (সংযুক্ত নিকায়) **ঘাসেসন।**

ঘাসচ্ছদ ১ লতার বেড়া, ঝাড়। ⇒ **ছদ।** ২ "অন্ন এবং বস্ত্র" অর্থাৎ পালন-পোষণ, লালন-পালন, গ্রাসাচ্ছাদন, যত্নকরণ। = **পোসন।**

ঘাসচ্ছাদ = ঘাসচ্ছদ। ⇒ **ঘাসচ্ছদ।**

ঘাসচ্ছাদন (ক্লী) অন্নবস্ত্র, আহার এবং বস্ত্র। = **ভোজনচ্ছাদন, ঘাসচ্ছদ।**

ঘাসন (ক্লী) = **ঘাস।** ⇒ **ঘাস।**

ঘাসনট্ঠান (ক্লী) তৃণভূমি, আহারস্থান, গোচরভূমি, (গরু) চরিবার স্থান। = **গোচর।**

ঘাসহারক (বিণ) তৃণহারক, ঘাস আহরণকারী, যে ব্যক্তি গরু প্রভৃতিকে খাওয়াইবার জন্য তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনে, খাদ্য সংগ্রহকারী।

ঘাসেসন [ঘাস+এসন] তৃণ অন্বেষণ, আহার অন্বেষণ, খাদ্যের জন্য অনুসন্ধান। = **গোচর।**

ঘুট্ঠ (বিণ) ঘোষিত, প্রকাশিত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, যশস্বী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত। ⇒ **ঘোসেতি, ঘোসতি।** (জাতক) **ঘুট্ঠ নক্খত্তং; ঘুট্ঠ উস্‌সব।** (পেতবত্থু) **দূর ঘুট্ঠ।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছণে ঘুট্ঠে।** = **ঘোসিত।**

ঘুরু ঘুরাযতি (ক্রি) নিদ্রিতাবস্থায় নাকডাকা বা নাসিকাধ্বনি করা। (তুলনীয়) প্রাকৃত শব্দ—"ঘুরু ঘুরন্তি বরাহা"—শূকরেরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিতেছে; "ঘুরুক্কন্তি বগ্‌ঘা"—ব্যাঘ্র গর্জন করিতেছে বা বাঘ ডাকিতেছে।

ঘুরু ঘুরু—ঘুরু ঘুরু শব্দ বিশেষ, গুরু গুরু শব্দবিশেষ।

ঘুরু ঘুরু পস্‌সাসিন (বিণ) গুরু গুরু নাসিকাধ্বনিকারী। ⇒ **ঘুরু ঘুরুপস্‌সাসী।**

ঘুরুঘুরু = ঘুরু ঘুরু। ⇒ **ঘুরু ঘুরু।**

ঘুরু ঘুরু পস্‌সাস—গুরু গুরু শব্দকারীপ্রশ্বাস, নিদ্রাবস্থায় নাক ডাকা বা নাসিকাধ্বনি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলা। ⇒ **কাকচ্ছতি।** নিদ্রিত ভিক্ষু-সম্বন্ধে:—**ঘুরু ঘুরু কাকচ্ছমানা**—গুরু গুরু করিয়া উচ্চশব্দে নাম ডাকিতেছে এমন। ⇒ **ঘুরু ঘুরাযতি।**

ঘুরু ঘুরূপস্‌সাসী (বিণ) গুরু গুরু শব্দ করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করে এমন, নিদ্রিতাবস্থায় নাক ডাকে এমন। ⇒

ঘুরু ঘুরূপস্‌সাস।

ঘোটক (পুং) ঘোটক, অশ্ব, অশিক্ষিত বা অদমিত ঘোড়া।

ঘোত (বিণ) (এই শব্দটি জাতকে দৃষ্ট হয়; সম্ভবত **"ঘট্ট"** শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার হয়) প্রহার করা হইয়াছে এমন, প্রহৃত, প্রহারকৃত। (যৌগিকে) **কসাঘোত**।

ঘোর (বিণ) ঘোর, ভয়ঙ্কর, ভয়ানক, বিকট, গাঢ়, ভীষণ, প্রচণ্ড, অত্যন্ত, অসদৃশ, মহৎ, বিষম, দুর্গম, দারুণ। **ঘোর নিরয = দারুণ নিরয** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **ঘোর সপথ**।

ঘোরতর (বিণ) ঘোরতর, অতি বিষম, খুব ভীষণ।

ঘোরবাত (পুং) প্রবল বাতাস, ঝড়, তুফান। = **দারুণবাত**। ⇒ **দারুণ**।

ঘোরবিজ্জা (স্ত্রী) ভীষণবিদ্যা অর্থাৎ যাদুমন্ত্র।

ঘোরস্‌স—বিকট চিৎকার, দারুণ ক্রন্দন।

ঘোষ (পুং) ১ উচ্চধ্বনি, জয়ধ্বনি, চিৎকার, শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল, শূন্যগর্ভ বা অর্থশূন্য শব্দ, উচ্চারণ, বাক্য কথন, প্রকাশ, কথা, কথিত বাক্য। (বিনয়) **বুদ্ধঘোষ**। (ধর্মসঙ্গণী) **ঘোষকম্ম**। ২ ক্রন্দনধ্বনি, চিৎকারকরণ, উচ্চধ্বনিকরণ, জয়ধ্বনিকরণ, আর্তনাদ, বিলাপধ্বনি, কুকুর অথবা বাঘের ন্যায় উচ্চশব্দ করণ।

ঘোষক (বিণ) ঘোষক, যে ব্যক্তি ঘোষণা করে, প্রচারক, জয়ধ্বনিকারী, যে ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলে, যে ব্যক্তি প্রকাশ বা প্রচার করে। (জাতক) **ধম্মঘোষক**—ধর্মের প্রশংসাকারী; **সত্থবগুণ ঘোষক**—শাস্তা বা বুদ্ধের গুণ প্রচারক।

ঘোষক দেবপুত্ত (পুং) একজন দেবতার নামবিশেষ।

ঘোসতি (ক্রি) [√ঘুস+অ] ঘোষণা করা, প্রচার করা, প্রকাশ করা, জানান। (অতীতে) **ঘোসি**। (অ-বিণ) **ঘুট্‌ঠ**। (করণে) **ঘোসেতি, ঘোসাপেতি**।

ঘোসনা (স্ত্রী) ঘোষণা, উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন, প্রচার, উচ্চৈঃস্বরে শব্দকরণ, যশ, জনরব, প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। (জাতক) **মারঘোসনা**।

ঘোসপমাণ (বিণ) কাহারও যশ বা খ্যাতি পরিমিত অথবা বিচার অনুরূপ।

ঘোসপমাণিক (বিণ) কাহারও যশ বা খ্যাতি পরিমাণকারী অথবা বিচারকারী।

ঘোসবন্ত (বিণ) শব্দপূর্ণ, গর্জনকারী, শব্দকারী, ঘোষণাকারী, ঘোষক, প্রচারক।

ঘোসাপেতি (ক্রি) ঘোষণা করানো, প্রচার করানো, শব্দ করানো। ⇒ **ঘোসতি, ঘোসেতি**।

ঘোসিত (বিণ) ঘোষিত, যে বিষয়-সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে, প্রচারিত, প্রকাশিত বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যশস্বী। = **ঘুট্‌ঠ**। ⇒ **ঘোসেতি**। (পুং) যে ব্যক্তি ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি পক্ষ সমর্থন করে, প্রচারক লোক, ঘোষক লোক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঘোসিত সেট্‌ঠী**।

ঘোসেতি (ক্রি) [√ঘুস+এ] প্রচার করা, প্রকাশ করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করা, চিৎকার করিয়া বলা, জ্ঞাপন করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা, বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, (কাহারও জন্য) শোক করা, দুঃখ প্রকাশ করা। ⇒ **ঘোসতি**। = **উগ্‌ঘোসেতি**। (অতীতে) **ঘোসেসি**। (অ-বিণ) **ঘোসিত, ঘুট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **ঘোসেত্ত**। (ক্রি-বি) **ঘোসেত্বা**। (করণে) **ঘোসাপেতি**।

ঙ

ঙ—ক-বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জন সনাসিক কণ্ঠজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান সনাসিক কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে অনুনাসিক কণ্ঠজ বর্ণ বলে। এই শব্দের আদ্যাক্ষরে গঠিত কোন শব্দ পালিতে নাই।

চ

চ—চ-বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন তালুজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজ বর্ণ বলে। ১ অনির্দিষ্ট ব্যবহারে অর্থ:—(সর্বনাম পদে) কখনও, সর্বদা, ক্রমাগত, কোন পরিমাণে, যে কেহ, ইহাই হউক অথবা উহাই হউক, যাহা কিছু, যে কোনও, একটা না একটা, মোটেই। **সো চ**—যে কেহ; **তং চ পন অম্হাকং রুচ্চতি, তেন চ অম্হা অত্তমনা** (মধ্যম নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **যং চ খো চেতেতি যং চ পকপ্পেতি** ...—যে যাহা চিন্তা করে (অথবা ভাবে), সে যাহা মনে করে । ২ক) সংযোজক অব্যয় অর্থে—ক্রি-বিণ) এবং, আর, ও,

এরূপ স্থলে, অতঃপর, তাহা হইলে, তবে, কিন্তু, সুতরাং, এরূপ হইলে। (জাতক) **তদা চ**—সুতরাং তাহা হইলে, তারপর। (ধর্মপদ) **অত্থং অনত্থং চ**—অর্থ এবং অনর্থ; **পুব্বাপরানি চ**—পূর্বে এবং পরে। (জাতক) **তুয়হং চ তস্‌সা চ**—তোমাকে এবং সেই স্ত্রীলোকে। "এব" শব্দযোগে:—**চেব**—এবং তুল্যরূপে। (জাতক) **হসি চেব রোদি চ**—সে হাসিল এবং তুল্যরূপে কাঁদিল; **মংসেন চেব ফলাফলেন চ**—মাংস এবং তদনুরূপ নানাবিধ ফলের সহিত; **সুভদ্দকো চেব সুপেসলো চ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **চেব অপচে পদুসে পি চ**—যেমন অপব্যবহার্য হইয়াছে তেমন অপরিষ্কারও হইয়াছে, নষ্ট হইয়াছে এমন কি কলুষিতও হইয়াছে। **খ)** বিয়োজক অব্যয় অর্থে:— কিন্তু। (থেরগাথা) **যো চ**—কিন্তু কে বা কোন্ ব্যক্তি। (জাতক) **যদা চ**—কিন্তু যখন; (তুলনীয়) **তদা চ**। (যৌগিকে) **সচে**—যদি, পক্ষান্তরে, কিন্তু যদি। (সূত্রনিপাত) **সচে অগারং অজ্ঝাবসতি সচে চ পব্বজতি অগারা**। "না" অর্থের সহিত:—**ন চ**—কিন্তু নহে, না হইলে, যদি না হয়। (জাতক) **মহতী বত তে বোন্দি, ন চ পঞ্ঞা তদুপিকা**—কিন্তু তোমার জ্ঞান একই অনুপাতে বা সমান নহে। ৩ সাপেক্ষ অর্থে:—যদি। (দীর্ঘনিকায়) "**জাতি চ**" কিন্তু "**জাতি ব**" নহে। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপং চ অত্তা অভবিস্‌স**। (জাতক) **চিরং পি খো খাদেয্য যরং রবমানো চ দূসযি**—সে দীর্ঘদিন শস্য বা যবধান খাইতে পারিত যদি তাহার রব বা চিৎকার দ্বারা তাহার অনিষ্ট না হইত (অথবা কিন্তু তাহার রব দূষণীয় না হইলে সে দীর্ঘদিন যব খাইতে পারিত); **সক্কো চ মে বরং দজ্জা সো চ লব্‌ভেথ মে বরো**—দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমাকে বর প্রদান করেন আমি সেই বর প্রাপ্ত হইব (অথবা দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে যাহা বর দিবেন আমার তাহা পূর্ণ হইবে)। "**ন চ**—যদি না" অর্থে: (সংযুক্ত নিকায়) **অহং চ খো পবারেমি, ন চ মে ভগবা কিঞ্চি গরহতি**—যদি ভগবান আমার দোষ গ্রহণ না করেন আমিও প্রবারণা করিতেছি।

চ উভয়ং = **চুভয়ং**। ⇒ **চুভয়ং**।

চকিত (বিণ) চকিত, সহসা ভীত, চমকিত, কম্পিত, তৃপ্ত, বিশৃঙ্খল ভাবপ্রাপ্ত, আলোড়িত, শঙ্কিত, দুঃখিত, সাহসহীন।

চকোর (পুং) চকোর, পক্ষীবিশেষ (কবিপ্রসিদ্ধ এইরূপ যে ইহারা চাঁদের সুধা বা কিরণ পান করিয়া থাকে)। = **চক্কোর**।

চক্ক (ক্লী) ১ অমার্জিত অর্থ:—রথচক্র, চক্র, চাকা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রথচক্ক**। ২ গোলাকার বস্তুর পরিধি, গ্রহাদির মণ্ডল, চাকতি, থালা, গ্রামোফোন রেকর্ড, বৃত্ত, পরিবেষ্টন, মণ্ডলী, পরিষদ, বেষ্টনকারী, আদেশ, ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রভুত্ব, দখল, অধিকার, সম্প্রদায়, পরগণা, চক্রাকৃতি, সমূহ, রাজ্য, ঘানিগাছ, গ্রামসমূহ, মণ্ডল, কুম্ভকারের চাক, জলের আবর্ত, তগর পুষ্প, তন্ত্রোক্ত, মূলাধারাদি স্থিত ষট্‌পদ্ম, বীরাদি চক্র, কাব্যবন্ধ বিশেষ, কুমন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, হস্তস্থ রেখাবিশেষ, সর্বতো ভদ্রাদি মণ্ডল, দেবার্চনযন্ত্র, চিহ্নবিশেষ, দ্বাদশশিব রাজ্য। (দীর্ঘনিকায়) **হেট্ঠা পাদতলেসু চক্কানি জাতানি** (মহাপুরুষের দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ (বা চিহ্ন) আকার)। ৩ সৈন্যব্যূহ। **তযো ব্যূহা** (অর্থাৎ ব্যূহ ত্রিবিধ), যথা—**পদুমব্যূহ, চক্কব্যূহ, সকটব্যূহ**। ৪ চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, ক্ষেপণীয় অস্ত্র। (তুলনীয়) **খুরচক্ক**। ব্যবহারিক অর্থ:—১ (গাড়ির অংশবিশেষ, যথা—) নির্বাচন, সঙ্কলন, সংগ্রহ, স্তূপ, রাশি, অংশ, খণ্ড, ভগ্নাংশ, সেট, প্রস্থ, একজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ, গতি, মণ্ডল, চক্র, পর পর আগমন, অনুগমন, ক্রম, দেশ, প্রদেশ, অঞ্চল, নিয়মিত কালক্রম, কালচক্র। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ইরিযা পথচক্ক**। (করণ কারকে) **চক্কেন**—একাক্রমে, পর পর আগমনে, অনুগমনে, ক্রমে ক্রমে, চক্রাকারে ঘুরিয়া। (যমক ও পট্ঠান) **চক্কং কাতব্বং** (অথবা "**বদ্ধিতব্বং**")—শব্দচক্র অর্থাৎ শব্দগুলি চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার উচ্চারণ করিতে হয়। ২ (গাড়ির চাকার পর পর ক্রমিক গতিবিশিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্নের ন্যায়, যথা—) যান, শকট, গাড়ি, যন্ত্র, উপায়, উপায় এবং পথ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, ধর্ম, শক্তি, গুণ, পদ, প্রকার, অবস্থা, (বর্ণনায়) ভালো অবস্থা (অর্থাৎ যন্ত্র-সম্বন্ধীয় উপযুক্ততা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চতুচক্ক**। সাধারণত সুখ অর্থে ইহা চতুর্বিধ, যথা—**পটিরূপ দেস-বাস, সপ্পুরিসূপস্‌সয, অত্ত-সম্মা পণিধি, পুব্বে-কত-পুঞ্ঞতা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। দুইটি বিশেষ ভাষারূপে ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—**ধম্মচক্ক, ব্রহ্মচক্ক**। **চক্কং পবত্তেতি**—চক্র প্রবর্তিত হয়, চক্র ঘুরে বা যাত্রা করে। (তুলনীয়) **চক্কবত্তিন**।

চক্কঙ্কিত (বিণ) [চক্ক+অঙ্কিত] চক্র-অঙ্কিত, চক্রাঙ্কিত, চক্রচিহ্ন আছে এমন।

চক্কচ্ছিন্ন = **চক্কছিন্ন**। ⇒ **চক্কছিন্ন**।

চক্কছিন্ন (বিণ) চক্রছিন্ন, যাহার বা যে গাড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (উদান) **চক্কছিন্ন উদক**—যে জলকূপে উঠাইবার চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেই কূপের জল।

চক্কপানি (পুং) চক্রপাণি, যাঁহার হাতের তালুতে চক্রচিহ্ন আছে, চক্রধারী, যে ব্যক্তির হাতে চক্র আছে।

চক্কব্যূহ (পুং) চক্রব্যূহ, চক্রাকারে সৈন্যগণের ব্যূহ রচনা। = **চক্কব্যূহ**। ⇒ **ব্যূহ** (১)।

চক্কভঞ্জনিন (বিণ, পুং) ১ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা রাজ্যের উন্নতি ও উপকার বিনষ্ট করিয়াছে। (জাতক অর্থকথা) **পটিরূপ-দেস-বাসাদিনো কুসল-চক্কস্‌স ভঞ্জনী**। ২ চক্রভঙ্গ, যে গাড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; (চরিত্রে) স্বর-সামঞ্জস্যের অবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা অমিল হইয়াছে এরূপ, ঐক্যতা বিনষ্ট হইয়াছে এমন। ⇒ **ভঞ্জনিন**।

চক্কভেদ—চক্রভেদ, শান্তি বা ঐক্যভেদ, অশান্তি বা মতানৈক্য অবস্থা, শান্তি বা ঐক্যের ভাঙ্গন, মতভেদ বা বিবাদ প্রদর্শন, মন কষাকষি দেখানো।

চক্কমাসদ (বিণ) অস্থির, চঞ্চল, সুস্থির নহে এমন, চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান, গতিশীল, চলয়মান।

চক্কযুগ (ক্লী) চক্রযুগল, দুইটি চাকা।

চক্করতন (ক্লী) চক্ররত্ন, চক্রবর্তী রাজার অথবা বিশ্বের একচ্ছত্র রাজার চক্ররূপ রত্ন, চন্দ্র-সূর্যরূপ চক্ররত্ন। ⇒ **চক্কবত্তিন**।

চক্কলক—গোলাকার বস্তুর উপরিভাগ, গৃহাদির মণ্ডল, চাকতি, থালা, গ্রামোফোনের রেকর্ড; (অথবা) কেশগুচ্ছ, ঘাস বা পুষ্পের গুচ্ছ, স্তবক, গোছা, থোবা, ঝাড় (?)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কলীর চক্কলক**; (কিন্তু খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) **কলীর দণ্ড**।

চক্কলি (স্ত্রী) বক্র বিক্রেতার কাজ, তন্তুবায়ের ব্যবসা, বস্ত্র, ঝালর বা পর্দা।

চক্কলিকা (স্ত্রী) জানালার পর্দা, পর্দা।

চক্কবট্টক = **চক্কবত্তক**। ⇒ **চক্কবত্তক**।

চক্কবত্তক (ক্লী) চক্র ঘুরানো, চাকা আবর্তন করণ, চক্রের ঘূর্ণায়মান অবস্থা, ধর্মচক্র প্রবর্তক। ⇒ **চক্কবত্তিন**।

চক্কবত্তন (ক্লী) ১ রাজক্ষমতার ধারাবাহিকতা। ২ চক্র ঘুরানো, চাকার আবর্তন। ⇒ **বত্তন**।

চক্কবত্তি কোলাহল—চক্রবর্তী রাজা বা বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ায় জয়ধ্বনি। ⇒ **কোলাহল**।

চক্কবত্তিন (পুং) চক্রবর্তী রাজা, যিনি বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া যথাধর্ম রাজ্যশাসনের চক্র প্রবর্তন করেন। = **চক্কবত্তী**। **চক্কবত্তিনো ধম্মচক্কং পবত্তেতি**—যিনি বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট সেই চক্রবর্তী মহারাজা ধর্মরূপ চক্র প্রবর্তন করেন। (সূত্রনিপাত) **রাজা হোতি চক্কবত্তিন ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরন্তো**। (কর্মবাচ্যে) **বিজেয্য পঠবিং ইমং অদণ্ডেন অসত্থেন ধম্মেন মনুসাসতি**। তিন প্রকারে "**চক্কবত্তিন**" বিখ্যাত, যথা—**চক্কবাড় চক্কবত্তিন, চাতুরন্ত চক্কবত্তিন, দীপচক্কবত্তিন, পদেস চক্কবত্তিন**। সাধারণত বিশেষ ভাষায়:—**রাজা চক্কবত্তিন** (দীর্ঘনিকায়)। (খুদ্দকপাঠ) **চক্কবত্তিন সুখ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চক্কবত্তিন সিরি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চক্কবত্তিন গব্‌ভ**। (জাতক) **চক্কবত্তিন রজ্জং কারেসি**।

চক্কবত্তিন গব্‌ভ—চক্রবর্তী রাজার গহ্বর বা শয়ন কক্ষ। ⇒ **চক্কবত্তিন**।

চক্কবত্তিন ধম্ম—যিনি যথাধর্ম বা ন্যায়পরতার সহিত পৃথিবী শাসন করেন, চক্রবর্তী রাজা। = **অদণ্ডেন অসত্থেন ধম্মেন অনুসাসতি** (অথবা "**অজ্ঝাবসতি**") (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **ধম্ম** [২(২খ)]। (বিপ) **অধম্মেন**।

চক্কবত্তিন সিরি—চক্রবর্তী রাজার শ্রী বা ঐশ্বর্য। ⇒ **চক্কবত্তিন**।

চক্কবত্তিন সুখ—চক্রবর্তী রাজার সুখ বা রাজসুখ। ⇒ **চক্কবত্তিন**।

চক্কবত্তি রজ্জ (ক্লী) চক্রবর্তী রাজার রাজ্য, সারা বিশ্বে এক ছত্র সম্রাটের আধিপত্য বা শাসিত রাজ্য।

চক্কবত্তী (পুং) চক্রবর্তী, ধার্মিক ধর্মরাজা, বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট। = **চক্কবত্তিন**।

চক্কবত্তী রাজা (পুং) সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা বা সম্রাট, চক্রবর্তী রাজা। ⇒ **রাজা** (১ক)।

চক্কবাক (পুং) চক্রবাক, চকাপাখি, লাল বা গোলাপি রঙের রাজহংস।

চক্কবাকী (স্ত্রী) চক্রবাকী, লাল বা গোলাপি রঙের রাজহংসী।

চক্কবাল = **চক্কবাল্**। ⇒ **চক্কবাল্**।

চক্কবাল্ (পুং, ক্লী) চক্রবাড়, চক্রবাল, দিগ্‌বলয় রেখা, কোন মুক্তস্থানে অবস্থিত হইয়া দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে যে রেখাতে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বোধ হয় তাহা, পৃথিবীর বাহির পার্শ্বের চক্রাকার বা বৃত্ত, সৌরমণ্ডল, (বর্ণনায়) পৌরাণিক পর্বত যাহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। (বহুবচনে) পৃথিবীসমূহ, ভূমণ্ডলসমূহ। (অলঙ্কারবিশেষে) "**চক্কবাল্‌ং অতি সম্বাধং ব্রহ্মলোকো অতি নীচো**" (= সমস্ত পৃথিবী ইহা ধারণ করিতে পারে না) অসীমতা বর্ণনায় (ধর্মপদ অর্থকথা)।

চক্কবাল্‌গব্‌ভ (পুং) চক্রবালের অভ্যন্তর, পৃথিবীর মধ্যস্থল বা মধ্যভাগ, সৌরমণ্ডলের বা দিগ্‌বলয়ের মধ্যভাগ।

চক্কবাল্ চক্কবত্তিন (পুং) চক্রবালের চক্রবর্তী রাজা, সৌরমণ্ডল বা দিগ্‌বলয়ের অধিপতি। ⇒ **চাতুরন্ত চক্কবত্তিন, চক্কবত্তিন**।

চক্কবাল্ পব্বত (পুং, ক্লী) যেই পর্বতমালা সমস্ত জগৎ বা চক্রবালকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

চক্কবাল রজ্জ (ক্লী) চক্রবালরূপ সমস্ত রাজ্য, সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ্য, দিগ্‌বলয় রাজ্য।

চক্কবিদ্ধ (ক্লী) চক্রবিদ্ধ, লক্ষ্যবিদ্ধ, কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে শরবিদ্ধ।

চক্কব্যূহ—চক্রব্যূহ, যুদ্ধের ব্যূহ রচনা বা শৃঙ্খলারূপে অবস্থান, যুদ্ধের সময় চক্রাকারে গাড়ি বা সৈন্য শৃঙ্খলা করণ, রথের ব্যূহ বা রথ দ্বারা গোলত্ব রচনা, সৈন্য বা রথদ্বারা পরিবেষ্টনী রচনা, যুদ্ধার্থ মণ্ডলাকারে স্থাপিত সৈন্য শ্রেণী। = **চক্কব্যূহ**। ⇒ **ব্যূহ** (১), **পদুমব্যূহ**।

চক্কেন—**চক্ক** শব্দে "ব্যবহারিক অর্থ (১)" এতে দ্রষ্টব্য।

চক্‌খায়তন (ক্লী) [চক্‌খু+আয়তন] চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয়। = **চক্‌খু-আয়তন**। ⇒ **আয়তন** (৩)।

চক্‌খু (ক্লী) চক্ষু, নয়ন, লোচন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়, দৃষ্টি বা দর্শনের কার্যক্ষমতা। ⇒ **ধম্ম** (১খ), **ফস্‌স** (পুং)। ১ চক্ষু-ইন্দ্রিয়রূপে:—**ক**) মনস্তত্ত্বরূপে—**চক্‌খুনা রূপং দিস্বা**—চক্ষু দ্বারা বস্তুরূপ (বস্তুর আকার) দর্শন করিয়া; (তুলনীয়) **দক্‌খিণ চক্‌খু** (অতি মহার্ঘ বস্তু—পেতবত্থু); (তুলনীয়) **চক্‌খুনা পুরিসো আলোকতি রূপগতানি**। "**চক্‌খু সোতাদি**" যে কোন ইন্দ্রিয় বর্ণনায় "**চক্‌খু**" তালিকায় আদি শব্দ। (সংযুক্ত নিকায়) **চক্‌খুস্মিং হঞ্ঞতি রূপেহি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হতচক্‌খু**। (সূত্রনিপাত) **পস্‌সামি নং মনসা চক্‌খুনা বা**—আমি তাহাকে চক্ষুতে দেখার ন্যায় মনে মনে দেখিব অর্থাৎ

মনশ্চক্ষু বা অন্তর্দৃষ্টির চক্ষু দ্বারা দর্শন করিব। (বিণ) দেখে বা দর্শন করে এমন, দৃষ্টিপথে গৃহণ করিয়াছে অথবা দৃষ্টি দিয়াছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **একচক্‌খু, দ্বিচক্‌খু**। (সংযুক্ত নিকায়) **আমিসচক্‌খু**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অচক্‌খু**। খ) নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধে:—কায়-ইন্দ্রিয় বা ত্বক-ইন্দ্রিয়। (সূত্রনিপাত) **ওক্‌খিত্ত চক্‌খু**; (তুলনীয়) **ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বার; চক্‌খু-ইন্দ্রিয** (পেতবত্থু)। (সংযুক্ত নিকায়) **চক্‌খুং অনিচ্চং-দুক্‌খং-অনত্তং; ন তুম্‌হাকং চক্‌খুং**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **চক্‌খুং অনিচ্চখং**। ⇒ **রূপ, কায**। ২ মানসিক বা মনোজগতে সাধিত বস্তু প্রাপ্তির অত্যাবশ্যকীয় গতিপথের ন্যায় অব্যবহিত পূর্বমুহূর্ত, বেদন বা প্রত্যক্ষবোধ ও সংপ্রত্যক্ষের মনোবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, (অভিজ্ঞতা লব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য-নৈপুণ্য, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়। (তুলনীয়) **বেদ**। (যৌগিকে) "**ঞাণচক্‌খু**" ইহা সত্যের সংপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বুঝায়; = **ধম্মচক্‌খু**। ৩ অধিকতর ইন্দ্রিয়জ বেদন বা প্রত্যক্ষবোধের যন্ত্রস্বরূপ চক্ষু, পরিষ্কার দর্শন, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, আলোক দৃষ্টি।

চক্‌খু-আয়তন = **চক্‌খাযতন**। ⇒ **চক্‌খাযতন**।

চক্‌খুক (বিণ) চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি আছে এমন, দেখে বা দর্শন করে এমন। **এক চক্‌খুক**—একচক্ষু, কানা, এক চক্ষু আছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিব্বচক্‌খুক**—দিব্য চক্ষু বা দিব্য দৃষ্টি আছে এমন।

চক্‌খকরণ (ক্লী) চক্ষুর উৎপত্তি, মনশ্চক্ষু বা জ্ঞানচক্ষুর উৎপত্তি। ⇒ **ঞাণ**। (বিণ) ("**কুসলবিতক্কা**" সম্বন্ধীয় শব্দ) জ্ঞানচক্ষু উৎপাদক, যথার্থ দৃষ্টি উৎপত্তিকারক, ধর্মচক্ষু বা যথার্থ পরিজ্ঞানের জনক, অন্তর্দৃষ্টি উৎপাদক, চক্ষু প্রদানকারী, যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি উৎপাদক। (যৌগিকে) **চক্‌খুকরণ ঞাণকরণ**। ⇒ **ঞাণকরণ**।

চক্‌খুকরণ ঞাণকরণ ⇒ **ঞাণকরণ**।

চক্‌খুকরণী (বিণ, স্ত্রী) ("**মজ্‌ঝিমা পটিপদা**" সম্বন্ধীয় শব্দ) জ্ঞানচক্ষু উৎপাদনকারিণী, ধর্মচক্ষু বা যথার্থ পরিজ্ঞান উৎপাদনকারিণী, চক্ষু প্রদানকারিণী, চক্ষু প্রদায়িনী, যাহাতে চক্ষুকম্মিলন হয় এমন, চক্ষু উৎপন্নকারিণী, মনশ্চক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু উৎপন্নকারিণী, জ্ঞানচক্ষু প্রদানকারিণী। (যৌগিকে) **চক্‌খুকরণী ঞাণকরণী**। ⇒ **চক্‌খুকরণ, ঞাণকরণী**।

চক্‌খুকরণী ঞাণকরণী (বিণ, স্ত্রী) চক্ষু প্রদানকারিণী এবং জ্ঞানপ্রদায়িনী। ⇒ **চক্‌খুকরণ ঞাণকরণ, চক্‌খুকরণী, ঞাণকরণী**।

চক্‌খুঞ্জন (ক্লী) [চক্‌খু+অঞ্জন] কজ্জল, চোখে ব্যবহৃত অঞ্জন বা কাজল।

চক্‌খুদ (বিণ) = **চক্‌খুদদ**। ⇒ **চক্‌খুদদ**।

চক্‌খুদদ (বিণ) (জ্ঞান বা যথার্থ অনুভব-সম্বন্ধীয় শব্দ) চক্ষুপ্রদানকারী, যাহাতে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়।

চক্‌খুদসক (ক্লী) চক্ষুদশক। ⇒ **দসক**।

চক্‌খুদস্‌সন (ক্লী) চক্ষুর দর্শন, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু দ্বারা দৃশ্য দর্শন। ⇒ **ঞাণ**।

চক্‌খুধাতু (স্ত্রী) চক্ষুধাতু, দৃষ্টির উপাদান, চক্ষু, নেত্র, ভূত-উপাদান বা ভৌতিক উপাদান, রূপদর্শনের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু। = **চক্‌খু**। ⇒ **ধাতু** (২খ)।

চক্‌খুপথ (পুং) চক্ষুপথ, দৃষ্টিপথ, যতদূর দৃষ্টি যায়, দৃষ্টির অন্তর্গত পথ, চোখের দৃষ্টি বা চক্ষু, দর্শনের এলাকা, চক্ষু, নেত্র, অবস্থান স্থান হইতে চোখের দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায়। = **চক্‌খুনং এতং নামং** (জাতক অর্থকথা)।

চক্‌খুভূত (বিণ) চক্ষুভূত, যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, অর্হত্বজ্ঞানের অধিকারী, জ্ঞানচক্ষুর অন্তর্গত হইয়াছে এমন, দর্শনপথে আসিয়াছে বা দৃষ্টিতে পড়িয়াছে এমন, দেখিয়াছে এমন। (যৌগিকে) **চক্‌খুভূত ঞাণভূত** (সংযুক্ত নিকায়)।

চক্‌খুভূত ঞাণভূত (বিণ) ⇒ **ঞাণভূত**।

চক্‌খুমন্ত (বিণ) চক্ষুষ্মন্ত, চক্ষুষ্মান, যাঁহার জ্ঞানচক্ষু লাভ হইয়াছে, যাহার চক্ষু আছে, দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত, পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি-সম্বন্ধীয়, জ্ঞানদৃষ্টি-সম্বন্ধীয়, চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান বা অনুভব-সম্বন্ধীয়, জ্ঞানে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এমন। (তুলনীয়) **সমন্তচক্‌খু**। (দীর্ঘনিকায়) **চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খিন্তি**—(বুদ্ধ-সম্বন্ধে) চক্ষুষ্মানগণ রূপসমূহ দর্শন করেন, যাঁহাদের দেখিবার চক্ষু আছে তাঁহারা দেখিবেন; (বর্ণনায়) বুদ্ধগণের বর্ণনা, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ। = **পঞ্চহি চক্‌খূহি চক্‌খুমা বুদ্ধভগবা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **চক্‌খু**।

চক্‌খুমন্ত = **চক্‌খুমন্ত**। ⇒ **চক্‌খুমন্ত**।

চক্‌খুমা (বিণ) চক্ষুষ্মান, যাঁহার জ্ঞানচক্ষু লাভ হইয়াছে। (তুলনীয়) **চক্‌খুমন্ত**।

চক্‌খুল (বিণ) = **চক্‌খুক**। ⇒ **চক্‌খুক**। (জাতক) **বিসমচক্‌খুল**—টেরা, যাহার চোখ টেরা।

চক্‌খুলোল (বিণ) যাহার লোলচক্ষু আছে, যাহার দৃষ্টি সতৃষ্ণ, যাহার দৃষ্টি লোভযুক্ত, যাহার চক্ষু লালসাযুক্ত, দৃষ্টি লোলুপ, বহু দ্রব্য দেখার জন্য লোভী।

চক্‌খুবিঞ্ঞাণ (ক্লী) চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, দৃষ্টি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, চাক্ষুষ জ্ঞান, চোখের দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রকৃত বোধশক্তি, চাক্ষুষ অবগতি, দৃশ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ⇒ **ফস্‌স** (পুং)।

চক্‌খুবিঞ্ঞেয্য (বিণ) চক্ষুর দর্শনে জ্ঞাত, চক্ষু বিজ্ঞেয়, চক্ষু দ্বারা বিজ্ঞাপিত, চোখের দেখায় অনুভূত বা বোধ্য। (বিনয়) **চক্‌খুবিঞ্ঞেয্য রূপা**—যে সব রূপ বা আকৃতি চক্ষু দ্বারা দর্শনে জানা যায়।

চক্‌খুবিধা (স্ত্রী) চক্ষুর আকার বা গঠন। ⇒ **বিধা** (১)।

চক্‌খুসম্‌ফস্‌স (পুং) চোখের দৃষ্টিশক্তির সহিত সংস্পর্শ, চোখের দৃষ্টির মধ্যে আসে অথবা চোখে দেখা যায় এমন বস্তু, চোখের দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলন, চক্ষুসংস্পর্শ। ⇒ **সম্‌ফস্‌স**।

চক্‌খুসম্‌ফস্‌সজ (বিণ) চক্ষু সংস্পর্শজ, যাহা চক্ষুর দৃষ্টিতে পড়িয়াছে অথবা চোখে দেখিয়াছে এমন, চোখের দৃষ্টিশক্তির সহিত সংস্পর্শ হইয়াছে এমন। ⇒ **চক্‌খুসম্‌ফস্‌স**। **চক্‌খুসম্‌ফস্‌সজ বেদনা**—চোখের দেখায় অনুভূতি বা জানা।

চক্‌খুস্‌স (বিণ) দৃষ্টমাঙ্গলিক, চোখের দেখায় মনোরম, চোখে দেখিতে ভালো লাগে এমন, চোখের সুন্দর।

চক্‌খ্বাযতন = চক্‌খাযতন। ⇒ **চক্‌খাযতন।**

চঙ্কম (পুং) চংক্রমণ, গমনাগমন, পদচারণা, পায়চারি, ধীরে ধীরে ইতস্তত ভ্রমণ, এদিক ওদিক হাঁটা, পায়চারি করিবার স্থান, উপরে নীচে হাঁটা, (বর্ণনায়) মঠ, নির্জন স্থান, ছাদে বা গৃহে পায়চারি ভ্রমণ। (তুলনীয়) **কত্তরদণ্ড।**

চঙ্কমতি (ক্রি) [√কম+ং+অ **"কম"** শব্দ দ্বিত্ব হওয়ায় পূর্বের **"ক"** স্থানে **"চ"** হইয়াছে] চংক্রমণ করা, পদচারণা করা, পায়চারি করা, এদিক ওদিক হাঁটা, ইতস্তত ঘোরাফেরা করা, গমনাগমন করা। (অতীতে) **চঙ্কমি।** (ব-বিণ) **চঙ্কমন্ত।** (ক্রি-বি) **চঙ্কমিত্বা।** (করণে) **চঙ্কমাপেতি।**

চঙ্কমন (ক্লী) = **চঙ্কম।** ⇒ **চঙ্কম।**

চঙ্কমন কোটি (স্ত্রী) নির্জন চংক্রমণের প্রান্তভাগ, পদচারণ-স্থানের শেষসীমা। ⇒ **কোটি।**

চঙ্কমনসালা (স্ত্রী) চংক্রমণশালা, চংক্রমণ করিবার ঘর।

চঙ্কমন সীস (ক্লী) চংক্রমণ শীর্ষ, শ্রেষ্ঠ নির্জন স্থান, মাঠের শীর্ষ স্থান বা অগ্রস্থান। ⇒ **সীস** (২খ)।

চঙ্কমিক (বিণ) যাহার চংক্রমণ বা পদচারণা করিবার অভ্যাস আছে। **ঠানচঙ্কমিক।**

চক্কোর = চকোর। ⇒ **চকোর।**

চঙ্গক = বঙ্কক। ⇒ **বঙ্কক।**

চঙ্গবার—শূন্যপাত্র, পাত্র, পিপা, খোল, বাটি, পানপাত্র, নল, শিরা।

চঙ্গবারক—প্রসারিত বস্ত্র, (জল) ছাঁকিবার বস্ত্রখণ্ড, মোচড়ানো কাপড়। (তুলনীয়) **চঙ্গু।**

চঙ্গোটক (পুং) মণিরত্ন রাখিবার আধার, বাক্স। (তুলনীয়) **চঙ্গবার।**

চচারে—দীর্ঘকাল বা অনেকদিন বিচরণ করিয়াছ, চিরদিন বিচরণ করিয়াছ।

চচ্চর (ক্লী) চতুষ্কোণী স্থান, চারিকোণ, চতুষ্কোণ, সমকোণ, উঠান, প্রাঙ্গণ, অঙ্গন, চারিরাস্তার সংযোগ স্থান, আড়াআড়ি পথ, এড়ো পথ, যে স্থানে দুইটি রাস্তা পরস্পরকে ছেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, চৌরাস্তার মিলন স্থান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চচ্চর চতুক্কসিঙ্ঘাটক।** (জাতক) **চচ্চর রচ্ছ।**

চচ্চর রচ্চ = চচ্চর। ⇒ **চচ্চর।**

চজ (বিণ) ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে, ছাড়িয়া দিয়াছে এমন, ত্যাগযোগ্য, ত্যাগ করা উচিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুচ্চজ।**

চজতি (ক্রি) [√চজ+অ] ১ ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, পরিত্যাগ করা, উৎসর্গ করা, আত্মোৎসর্গ করা, বলি দেওয়া, নাশ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **অসুরেসু পাণং চজতি।** ২ ঢিলা করা, শিথিল করিয়া দেওয়া, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, ভারমুক্ত করা, (ঋণ) মুক্ত করা, দোষমুক্ত করা, মুক্ত করা, (কর্তব্য) সম্পাদন করা, বন্দুক ছোঁড়া, তীর ছোঁড়া, বাহির করা, কর্মচ্যুত করা; (চরিত্রে) উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা। (জাতক) **মুত্ত-করীসং চজতি**—মল-মূত্র ত্যাগ করা। (অতীতে) **চজি।** (অ-বিণ) **চত্ত।** (ব-বিণ) **চজন্ত, চজমান।** (ক্রি-বি) **চজিত্বা, তজ** (সংস্কৃত—ত্যজ্য)।

চঞ্চল (বিণ) চঞ্চল, অস্থির, অব্যবস্থিত, লোলুপ, কম্পিত, লম্পট, উদ্বেগযুক্ত, ভীত, ইতস্তত করে এমন। = **চলাচল।**

চঞ্চু (পুং) ১ চঞ্চু, ঠোঁট। ২ বাক্স, চঞ্চুপুট, ঠোঙার ন্যায় পাত্র বা পাখির ঠোঁট, ঠোঙাকারে করা জল ছাঁকার পাত্র।

চটক (পুং) চটকপক্ষী, চড়ুই পাখি।

চটুল (বিণ) চটুল, চতুর, চঞ্চল, শীঘ্র, সুন্দর, প্রিয়বাদী। ⇒ **চতুর।**

চণক (পুং) চণক, ছোলা, বুট, মটর (শস্য)।

চণ্ড (বিণ) [চ+অণ্ড] চণ্ড, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, উগ্র, অতিশয় ক্রুদ্ধ, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, কোপন স্বভাবের, প্রবল, আবেগপূর্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড শক্তি বা আঘাত দ্বারা কৃত, অসহ্য, চরম, প্রচণ্ড গরম মেজাজি, অনিয়ন্ত্রিত, উৎসাহী, প্রগাঢ়, গাঢ়, ক্রোধশীল, সহজে উত্তেজনশীল, কামুক। (বিনয়) **চণ্ডহত্থী। = মাণ-নিস্‌সিত-কোপ-যুত্ত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি) **সকগব চণ্ড।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **চণ্ডসোত, চণ্ডহত্থী।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **চণ্ডগোণ।** ⇒ **চণ্ডিকত, চণ্ডিত্ত।**

চণ্ডক (বিণ) = **চণ্ড।** ⇒ **চণ্ড।**

চণ্ডতর (বিণ) অতিশয় ক্রুদ্ধ। = **চণ্ড।** (যৌগিকে) **চণ্ডিচণ্ডতর।**

চণ্ডসোত (পুং) প্রবল স্রোত, প্রচণ্ড স্রোত। ⇒ **চণ্ড।**

চণ্ডহত্থী (পুং) প্রচণ্ড হস্তী, ক্রুদ্ধ হাতি, ভয়ঙ্কর হস্তী। ⇒ **চণ্ড।**

চণ্ডাল (পুং) চণ্ডাল, চাঁড়াল। = **নীচা কুলা। চণ্ডালা, নেসাদা, বেণা, রথকারা, পুক্কুসা** (অঙ্গুত্তর নিকায়ে এই সব জাতিকে নীচ জাতি বলা হইয়াছে)। ⇒ **জাতি, খত্তিয।** (সংযুক্ত নিকায়) **চণ্ডালবংস।** (ক্লী) এক প্রকার তামাশা বা বাদ্যযন্ত্র। = **অযোগুলকীড়া।**

চণ্ডালকুল--চণ্ডাল জাতি, চণ্ডালকুল, চণ্ডালবংশ, নীচজাতি।

চণ্ডালভাসা (স্ত্রী) চণ্ডালজাতির ভাষা, চণ্ডালেরা যে ভাষায় কথা বলে। ⇒ **ভাসা।**

চণ্ডাল বাটক (পুং) চণ্ডালগণের মণ্ডলী, চণ্ডাল পরিষদ, চণ্ডাল সম্প্রদায়। ⇒ **বাটক।**

চণ্ডালবাদিন (বিণ, পুং) চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয় এমন। ⇒ **বাদিন।**

চণ্ডালবাদী = চণ্ডালবাদিন। ⇒ **চণ্ডালবাদিন।**

চণ্ডালী (স্ত্রী) চণ্ডালী, চণ্ডালজাতীয় স্ত্রীলোক, চণ্ডালিনী।

চণ্ডিকত (বিণ) ক্রুদ্ধ, ক্রোধপরায়ণ, ক্রোধী, কোপনস্বভাবের। (তুলনীয়) **চণ্ড।**

চণ্ডিকা (স্ত্রী) চণ্ডিকা, অতিশয় কোপনস্বভাবের স্ত্রীলোক,

ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোক। = **কোধনা**।

চণ্ডিক্ক (ক্লী) দুর্দান্ততা, হিংস্রতা, ক্রোধ, রুক্ষতা, অসভ্যতা, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি। (তুলনীয়) **চণ্ডিত্ত**।

চণ্ডিচণ্ডতর (বিণ) ক্রোধে উন্মত্ত।

চণ্ডিত্ত (ক্লী) ক্রোধ। (তুলনীয়) **চণ্ডিক্ক**।

চণ্ডিযা = **চণ্ডিকা**। ⇒ **চণ্ডিকা**।

চণ্ডী (স্ত্রী) ক্রোধপরায়ণা স্ত্রীলোক। = **কোধনা, চণ্ডিকা**। ⇒ **চণ্ড**।

চতু (বিণ) চারি, ৪, চারি সংখ্যক। কারক নির্ণয়:—১ পুংলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **চত্তারো, চতুরো**। কর্ম (বহুবচনে) **চত্তারো, চতুরো**। করণ (বহুবচনে) **চতূহি, চতূভি**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **চতুন্নং**। অপাদান (বহুবচনে) **চতূহি, চতূভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **চতুন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **চতুসু, চতূসু**। ২ স্ত্রীলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **চতস্সো**। কর্ম (বহুবচনে) **চতস্সো**। করণ (বহুবচনে) **চতূহি, চতূভি**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **চতস্সন্নং**। অপাদান (বহুবচনে) **চতূহি, চতূভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **চতস্সন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **চতুসু, চতূসু**। ৩ ক্লীবলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **চত্তারি**। কর্ম (বহুবচনে) **চত্তারি**। করণ (বহুবচনে) **চতুব্‌ভি, চতূহি, চতূভি**। অবশিষ্ট কারক সমূহে পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়।

চতুংস = **চতুরংস**। ⇒ **চতুরংস**।

চতু অনুদিসা (স্ত্রী) চারি অনুদিক। চারি অনুদিক, যথা—ঈশান কোণ, বায়ুকোণ, অগ্নিকোণ, নৈর্ঋতকোণ।

চতু আপস্‌সেন = **চতুরাপস্‌সেন**। ⇒ **চতুরাপস্‌সেন**।

চতু আধিট্‌ঠান = **চতুরাধিট্‌ঠান**। ⇒ **চতুরাধিট্‌ঠান**।

চতুকণ্ণ (ক্লী) চতুষ্কোণ, চারিকোণ, চতুঃসংখ্যক কোণ। = **চতুক্কণ্ণ, চতুরকণ্ণ, চতুকোণ**। ⇒ **কণ্ণ**।

চতুকুণ্ডিক—চারি অঙ্গ নমিত অর্থাৎ চারি অঙ্গে ভার দিয়া চলন বা গমন। ⇒ **কুণ্ডিক**।

চতুকোটিক (বিণ) ⇒ **কোটিক** (১)।

চতুকোণ (ক্লী) চতুষ্কোণ, (ঘরের) চারিকোণ বা বিদিক। = **চতুকণ্ণ**। ⇒ **কণ্ণ, কোণ**।

চতুক্ক (ক্লী) ১ চতুষ্ক, চৌকা, একসঙ্গে চারিটি বিষয়, চারিটি যুক্তবিষয়, চর্তুগুণবিষয়, একত্রে চারি বিষয় বা বস্তু, চতুঃস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, চৌকোনা পুকুর। (বহুবচনে) **চতুক্ক পঞ্চকজ্‌ঝানা**—ধ্যানের চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ প্রথা বা নিয়মধারা (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ২ চার রাস্তার মিলন স্থান, চৌরাস্তার সংযোগ স্থান। (বি-ভা) **চতুক্কে চতুক্কে কসাহি তালেতি**—চারিটি চারিটি করিয়া চাবুকপিটা করা বা বেত মারা (জাতক)। ৩ (গ্রামের মধ্যস্থ) চতুষ্কোণ স্থান, চৌমাথা, চতুষ্ক বা চারিকোণযুক্ত প্রাঙ্গণ, পুরোদ্যান। (বিণ) ১ শূন্য, খালি, অসার, অস্পষ্ট, (চলিত) ক্ষুধিত, পরিত্যক্ত, অর্থহীন, নিষ্ফল, ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প, নীচ, সামান্য, অপ্রবল, এক চতুর্থাংশ, অগভীর, স্বল্পগভীর, অল্পবুদ্ধি। **চতুক্কপঞ্ঞ**। (জাতক) **চতুক্কনদী**। ২ একসঙ্গে চারিটি বিষয়-সম্বন্ধে বর্ণিত।

চতুক্কং (ক্রি-বিণ) অল্প হইলে, কমিয়া গেলে, শুকাইয়া গেলে। = **তুচ্ছং**।

চতুক্কণ্ণ (ক্লী) চতুষ্কোণ, চারি ভুজ বা লম্বের সমবায়, চতুষ্ক, চতুষ্কর্ণ, চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চতুর্দিগস্থ চারি রেখাকে চতুষ্কোণ বলা হয়, চারিকোণ, চৌকোনা পুকুর ইত্যাদি। = **চতুকণ্ণ**। (বিণ) চৌকোনা, চারিকোণবিশিষ্ট।

চতুক্কমন্ত (ক্লী) (রক্ষাদি কবচস্বরূপ বাস্তুভিটার) চারিকোণে আবৃত্তি করিবার মন্ত্র। ⇒ **মন্ত** (৩)।

চতুক্কনদী—ক্ষুদ্র নদী, ছোট নদী। = **তুচ্ছনদী**। ⇒ **চতুক্ক** (বিণ)।

চতুক্কপঞ্ঞ—অল্পবুদ্ধি, হীনবুদ্ধি, স্বল্পজ্ঞান, তুচ্ছ বা সামান্য জ্ঞান। **ওমকপঞ্ঞ, লামকপঞ্ঞ, অপ্পকপঞ্ঞ**। ⇒ **চতুক্ক** (বিণ)।

চতুক্কপট্‌ঠান—চতুর্বিধ প্রস্থান, চতুর্বিধ নীতিবাচক প্রস্থান।

চতুক্কভত্ত—চারিজন ভিক্ষুর আহার বা ভোজন।

চতুক্কম (বিণ) চারি পায়ে ভার দিয়া চলে এমন। = **চতুপ্পাদ**। ⇒ **কম** (৩)।

চতুক্কমগ্‌গ--চৌরাস্তা, চারিপথ, চারিটি রাস্তা বা গমনাগমনের পথ। (চৌরাস্তার সংযোগস্থান)।

চতুক্কযঞ্ঞ—চতুর্বস্তু যজ্ঞ, চারি বস্তু সংযোগে যজ্ঞ বা পূজা।

চতুক্কসিঙ্ঘাটক—চৌরাস্তার মিলন স্থান, চারি রাস্তার মাথা। = **চচ্চর**।

চতুক্‌খন্ধ = **চতুরখন্ধ**। ⇒ **চতুরখন্ধ**।

চতুক্‌খত্তুং (ক্রি-বিণ) চারিবার।

চতুগ্‌গুণ (বিণ) চতুর্গুণ, চারিগুণ, চারিবার, চারি ভাঁজ। ⇒ **গুণ**।

চতুঙ্গ = **চতুরঙ্গ**। ⇒ **চতুরঙ্গ**।

চতুঙ্গিক = **চতুরঙ্গিক**। ⇒ **চতুরঙ্গিক**।

চতুঙ্গিন (বিণ) চারি অঙ্গযুক্ত। = **চতুরঙ্গিন**। ⇒ **অঙ্গিন**।

চতুঙ্গুল = **চতুরঙ্গুল**। ⇒ **চতুরঙ্গুল**।

চতুঙ্গুলিক = **চতুরঙ্গুলিক**। ⇒ **চতুরঙ্গুলিক**।

চতুচক্ক (ক্লী) চারিচক্র, চারিচক্রের যন্ত্র বা যান, শুভজনক চারিচক্র, দেহের চারি ঘূর্ণায়মান চক্র যাহাকে চারিপ্রকার হাবভাব বলা হয়, চারি ইর্যাপথ। ⇒ **ইরিযাপথ, চক্ক**। (সংযুক্ত নিকায়) **চতুচক্কং**।

চতুচত্তালসতি (বিণ) ৪৪, চুয়াল্লিশ।

চতুচত্তালীসা (বিণ) ৪৪, চুয়াল্লিশ।

চতুজ্জাতিগন্ধ (পুং) চতুর্জাতীয় গন্ধ, চারিজাতীয় গন্ধ বা সুগন্ধ। চারিপ্রকার ফুলের সুগন্ধ, যথা—চাঁপাফুলের গন্ধ, টগর ফুলের গন্ধ, মালতী ফুলের গন্ধ, গন্ধরাজ ফুলের গন্ধ। ⇒ **জাতি**।

চতুত্তিংসতি (বিণ) ৩৪, চৌত্রিশ।

চতুত্থ (বিণ) চতুর্থ, চারিসংখ্যার পূরক।

চতুষ্খং (ক্রি-বিণ) চতুর্থবারে।

চতুষ্খভত্ত—প্রতি চতুর্থ দিবসে আহার্য খাদ্য।

চতুষ্খমগগ—চতুর্থ মার্গ অর্থাৎ চারি আর্যসত্যের "দুঃখ নিরোধের উপায় সত্য" (অর্হত্ত্ব সম্বন্ধীয় শব্দ)।

চতুষ্খমন (?) (ক্লী) জিহ্বার অন্য একটি নাম। চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ ইত্যাদি ষড়িন্দ্রিয়ে জিহ্বা চতুর্থস্থানীয় বলিয়া টীকায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "**চতুষ্খমন**"।

চতুত্থী (স্ত্রী) চতুর্থী, চতুর্থী তিথি, চন্দ্রপক্ষীয় ও শুক্লপক্ষীয় গণনায় চতুর্থ সংখ্যা চতুর্থী, ব্যাকরণে চতুর্থী বিভক্তি বা সম্প্রদান কারক, চারিসংখ্যার পূরিকা। ⇒ **অড্ডুড্ডঢ**।

চতুদ্দস (বিণ) ১৪, চৌদ্দ, দশচার।

চতুদ্দিস = চতুরদিসা। ⇒ **চতুরদিসা**।

চতুদ্দিসা (স্ত্রী) চতুর্দিক, চারিদিক, পৃথিবীর চারিদিক। = **চতুদ্দিস**।

চতুদ্বার (বিণ) চতুর্দ্বার, চারিদ্বারযুক্ত, চারিদ্বারবিশিষ্ট, চারিটি দরজা আছে এমন। ⇒ **দ্বার** (১)।

চতুধা (ক্রি-বিণ) চারি উপায়ে, চারিপথে বা চৌরাস্তায়, চতুর্বিধ কৌশলে।

চতুনবুতি (বিণ) ৯৪, চুরানব্বই।

চতুন্ত = চতুরন্ত। ⇒ **চতুরন্ত**।

চতুপচ্চয (পুং) (ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট) চতুর্প্রত্যয়। চতুর্প্রত্যয়, যথা—আহার (পিণ্ডপাত), বস্ত্র (চীবর), ঔষধপথ্য, বাসস্থান (বিহার)। = **চতুরপচ্চয**।

চতুপঞ্চাহং—৪ অথবা ৫ দিন, চারি অথবা পাঁচ দিন। ⇒ **পঞ্চ** (১)।

চতুপঞ্ঞাসা = চতুপণ্ণাসা। ⇒ **চতুপণ্ণাসা**।

চতুপণ্ণাসা (বিণ) ৫৪, চুয়ান্ন।

চতুপথ = চতুরপথ। ⇒ **চতুরপথ**।

চতুপদ = চতুরপদ। ⇒ **চতুরপদ**।

চতুপরিবট্ট—চতুশ্চক্র বা চারিটি বৃত্ত, চারি পরিবর্ত বা পাক। (সংযুক্ত নিকায়) **চতুপরিবট্টপঞ্চুপা-দানক্খন্ধে**; (তুলনীয়) **অট্ঠ-পরিবট্ট-অধিদেব-ঞাণদস্সন** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **পরিবট্ট**। = **চতুর পরিবট্ট**।

চতুপরিবত্ত = চতুর পরিবত্ত। ⇒ **চতুর পরিবত্ত**।

চতুপরিসা (স্ত্রী) চারি পরিষদ, চারি পরিষদযুক্ত সভা। চারি পরিষদ, যথা—ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুণী পরিষদ, গৃহী উপাসক পরিষদ, গৃহী উপাসিকা পরিষদ।

চতুপল = চতুরপল। ⇒ **চতুরপল**।

চতুপাদক = চতুরপাদক। ⇒ **চতুরপাদক**।

চতুপাদিকা = চতুরপাদিকা। ⇒ **চতুরপাদিকা**।

চতু পারিসুদ্ধসীল = চতুর পারিসুদ্ধসীল। ⇒ **চতুর পারিসুদ্ধসীল**।

চতুপ্পদ (বিণ) চতুষ্পদ, যাহার চারিটি পা আছে অর্থাৎ পশু। ⇒ **পদ** (১)। (পুং) পশু।

চতুপ্পল (বিণ) চারিপল ওজনের বা পরিমাণের। ⇒ **পল**।

চতুপ্পাদ (বিণ) চতুষ্পদ, চারি পদবিশিষ্ট। (পুং) হস্তী অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ।

চতুপ্পাদা গাথা—চারি চরণ বা পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট গাথা বা শ্লোক। ⇒ **গাথা**।

চতুবিধ = চতুব্বিধ। ⇒ **চতুব্বিধ**।

চতুবিপল্লাস = চতুরবিপল্লাস। ⇒ **চতুরবিপল্লাস**।

চতুব্বিধ (বিণ) চতুর্বিধ, চারিপ্রকারবিশিষ্ট।

চতুব্বিপল্লাস = চতুরবিপল্লাস। ⇒ **চতুরবিপল্লাস**।

চতুব্যূহ = চতুরব্যূহ। ⇒ **চতুরব্যূহ**।

চতুভাগ = চতুরভাগ। ⇒ **চতুরভাগ**।

চতুভূমক (বিণ) ১ চারিতল বা চারিতলবিশিষ্ট, যেই ঘরের বা দালানের উপরি উপরি চারিটি তল আছে। = **চতুরভূমিক**। **চতুভূমক পাসাদ**—চারিতল অট্টালিকা বা প্রাসাদ। ⇒ **ভূমক** (১)। ২ (ধ্যান-সম্বন্ধে) চতুর্থ অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন এমন। ⇒ **ভূমক** (৩)।

চতুভূমিক = চতুভূমক, চতুরভূমিক। ⇒ **চতুভূমক, চতুরভূমিক**।

চতুমট্ঠ—সর্বাঙ্গসুন্দর।

চতুমধুর (ক্লী) চতুর্মধু, চতুর্বিধ মিষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত পানীয় (যাহা বিষপানের পর প্রতিষেধকরূপে আরোগ্যের জন্য সেবন করানো হয়)। ⇒ **মধুর** [ক্লী (১)]। চতুর্মধু, যথা—ঘৃত, মধু, শর্করা (চিনি বা গুড়) সর্ষপ বা তিল তৈল। চতুর্মধু একটি ভৈষজ্য বিশেষ।

চতুমহাপথ = চতুর মহাপথ। ⇒ **চতুর মহাপথ**।

চতুমহাভূত = চতুরমহাভূত। ⇒ **চতুরমহাভূত**।

চতুমহাভূতিক= চতুরমহাভূতিক। ⇒ **চতুরমহাভূতিক**।

চতু মহারাজিক চতুস্মহারাজিক। ⇒ **চতুস্মহারাজিক**।

চতুমাস = চতুর মাস। ⇒ **চতুর মাস**।

চতুমাসং (ক্লী) চারিমাস।

চতুস্মহাপথ—চারি মহাপথ। = **চতুর মহাপথ**।

চতুস্মহাভূত = চতুমহাভুত। ⇒ **চতুমহাভূত**।

চতুস্মহাভূতিক চতুর মহাভূতিক। ⇒ **চতুরমহাভূতিক**।

চতুস্মহারাজিক = চতুর মহারাজিক। ⇒ **চতুর মহারাজিক**।

চতুর (বিণ) ১ চতুর, নিপুণ, দক্ষ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধূর্ত, শঠ, বুদ্ধিজীবী, চালাক। ২ চারি, চারি সংখ্যক। = **চতু**। (সংখ্যাবাচক ক্রিয়াবিশেষণে ব্যবহারে) **চতু—, চতুর—**। (যৌগিক শব্দে) **চতুদ্দস, চুদ্দস**; (তুলনীয়) **চাতুদ্দসী**। **চতুবীসতি, চতুসট্ঠি, চতুরাসীতি**; (সাধারণত) **চতুরবস্স সহস্সানি**।

চতুরংস (বিণ) চতুরংশিত, পৃষ্ঠা চতুষ্টয়ে বিভক্ত, চারপেজি, চারিভাগে বিভক্ত, যাহার চারি ধার বা প্রান্ত আছে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতুরংস সোভিতায**। = **চতুরস্স**।

চতুরকন্ন (ক্লী) চতুষ্কোণ। = **চতুকন্ন**। (বিণ) চারি কোণের মধ্যে (অর্থাৎ গোপনীয়, গোপনমন্ত্র বা পরামর্শ-সম্বন্ধীয়)।

চতুরকণ্ক = **চতুরকণ্ণ**। ⇒ **চতুরকণ্ণ**।

চতুরকম (বিণ) চারি পায়ে চলে এমন, চতুষ্পদ। = **চতুষ্কম**।

চতুর কুণ্ডিক—সব মিলিয়া চারিটায়, চারিটার মধ্যে, চারিটি বিষয়ের মধ্যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিটায়।

চতুর কোণ (বিণ) চতুষ্কোণ, চারিকোণ বিশিষ্ট, যাহার চারি কোণ আছে। = **চতুকোণ**।

চতুরক্কম = **চতুরকণ্ম**। ⇒ **চতুরকণ্ম**।

চতুরক্কমক = **চতুরকণ্মক**। ⇒ **চতুরকণ্মক**।

চতুরক্কম = **চতুরকম**। ⇒ **চতুরকম**।

চতুরক্খ (পুং) একটি কুকুরের নামবিশেষ। ⇒ **সুনখ**।

চতুরক্খন্ধ = **চতুর খন্ধ**। ⇒ **চতুর খন্ধ**।

চতুর খন্ধ—চতুরস্কন্ধ, চারিস্কন্ধ। চারিস্কন্ধ, যথা—রূপ (শরীরাকৃতি), বেদনা (অনুভূতি), সংজ্ঞা (অনুভূত জ্ঞান), সংস্কার (চেতনা বা জানন), বিজ্ঞান (সম্পূর্ণ চেতনা বা জানন)। ⇒ **খন্ধ**।

চতুরগুণ (বিণ) চতুর্গুণ, চারিগুণ।

চতুরগ্গুণ = **চতুরগুণ**। ⇒ **চতুরগুণ**।

চতুরঙ্গ (পুং) চতুরঙ্গ, চারি অঙ্গ, চারিভাগের ভাগ, চারি ভাঁজ। **চতুরঙ্গ উপোসথ**—চতুর্বিধ অঙ্গযুক্ত বা পালনীয় বিষয়যুক্ত উপোসথ; (তুলনীয়) অট্ঠঙ্গ উপোসথ—অষ্টশীল। ⇒ **চতুরঙ্গিনী**।

চতুরঙ্গলোমক ⇒ **লোমক**।

চতুরঙ্গিক (বিণ) চতুরঙ্গবিশিষ্ট, চারি অঙ্গযুক্ত।

চতুরঙ্গিন = **চতুরঙ্গিক**। ⇒ **চতুরঙ্গিক**।

চতুরঙ্গিনী (স্ত্রী) (সৈন্য-সম্বন্ধীয় শব্দ) হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য—এই চতুর্বিধ অঙ্গপূর্ণ সৈন্য।

চতুরঙ্গুল (বিণ) চারি আঙ্গুল বা চারি ইঞ্চি পরিমিত, চারি আঙ্গুল প্রশস্ত।

চতুরঙ্গুলিক (বিণ) চারি আঙ্গুল পরিমিত। = **চতুরঙ্গুল**।

চতুরচক্ক (বিণ) চারিচক্র বা চাকাবিশিষ্ট (মনুষ্য শরীর সম্বন্ধে কথিত)। ⇒ **চক্ক**।

চতুরজাত (বিণ) চতুর্বিধ, চারিপ্রকার, চারিজাতীয়, চারপ্রকার সুগন্ধ সার আছে এমন। ⇒ **চতুরজাতি**।

চতুরজাতি (স্ত্রী) চারি জাতি, চারি প্রকারের সুগন্ধ। চারি প্রকার সুগন্ধ, যথা—কুঙ্কুম গন্ধ, মল্লিকা বা মালতী জাতীয় ফুলের গন্ধ, চন্দন-অগুরু প্রভৃতির গন্ধ, ধূপগন্ধ।

চতুরজাতিক = **চতুরজাতিয**। ⇒ **চতুরজাতিয**।

চতুরজাতিয (বিণ) চারি জাতীয়, চতুর্বিধ, চারি প্রকারের। **চতুরজাতিয গন্ধ**। ⇒ **চতুরজাতি**।

চতুরজাতিযক = **চতুরজাতিয**। ⇒ **চতুরজাতিয**।

চতুরতা (স্ত্রী) চতুরতা, চালাকি, বুদ্ধিমত্তা, নিপুণতা। = **চাতুরিয**।

চতুরদিসা (স্ত্রী, বহুবচন) চতুর্দিক, চারিদিক, পৃথিবীর চারিদিক। চারিদিক, যথা—**পুরত্থিমা দিসা, পচ্ছিমা দিসা, দক্খিণা দিসা, উত্তরা দিসা**। ⇒ **দিসা**। এই শব্দটি অপাদান কারকে একবচনেও হইয়া থাকে। (ক্রি-বিণ) চারিদিকে।

চতুরদীপিক—চারি মহাদেশের বা চতুর্দ্বীপের আবরণ (ইহা মেঘ-সম্বন্ধীয় শব্দ)।

চতুরদ্দিসা = **চতুরদিসা**। ⇒ **চতুরদিসা**।

চতুরদ্দীপিক = **চতুরদীপিক**। ⇒ **চতুরদীপিক**।

চতুরদ্বার (বিণ) চতুর্দ্বার বা চারিটি দরজা বিশিষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **চতুদ্বার ঘরং**। **চতুরদ্বার অবীচিনিরয**। (তুলনীয়) **চতুরদ্বার জাতক**।

চতুরনহুত (বিণ) ৯৪, চুরানব্বই।

চতুরন্ত = **চাতুরন্ত**। ⇒ **চাতুরন্ত**।

চতুরপচ্চয (পুং) = **চতুপচ্চয**। ⇒ **চতুপচ্চয**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চতুরপচ্চয সন্তোস**—চতুর প্রত্যয়ে সন্তুষ্টি।

চতুরপঞ্ঞাস (বিণ) ৫৪, চুয়ান্ন।

চতুরপন্নাস (বিণ) ৫৪, চুয়ান্ন।

চতুরপথ—চৌরাস্তা, চারি রাস্তা।

চতুরপদ (বিণ) চতুষ্পদ, চারি পদ বিশিষ্ট।

চতুর পরিবট্ট = **চতুর পরিবত্ত**। ⇒ **চতুর পরিবত্ত**।

চতুর পরিবত্ত (বিণ) গোলাকারে চারি ভাঁজযুক্ত বা পেঁচযুক্ত। (ক্লী) চারিভাঁজে বা চারি পেঁচযুক্ত গোলাকৃতি। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চু পাদানকখন্ধে**। (তুলনীয়) **অট্ঠ চতুর পরিবত্ত অধিদেব ঞাণদস্সন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

চতুর পরিসা = **চতুপরিসা**। ⇒ **চতুপরিসা**।

চতুর পল—চারিভাঁজ।

চতুরপাদক (বিণ) (শ্লোক বা গাথা-সম্বন্ধীয় শব্দ) চারি চরণ বা চারি পঙক্তি বিশিষ্ট, যে গাথার চারিটি চরণ বা পঙক্তি আছে, চারি পদবিশিষ্ট।

চতুরপাদিকা (স্ত্রী) চারি চরণ বিশিষ্ট কবিতা, চারি পঙক্তিযুক্ত গাথা, চারি পদ সমন্বিত শ্লোক। = **চতুর পাদিকা গাথা**।

চতুর পারিসুদ্ধসীল (ক্লী) চারি প্রকার পরিশুদ্ধ শীল, চতুর্বিধ অবশ্য পালনীয় পবিত্রময় হিতোপদেশ বা শিক্ষা।

চতুরপ্পথ = **চতুর পথ**। ⇒ **চতুর পথ**।

চতুরপ্পদ = **চতুর পদ**। ⇒ **চতুর পদ**।

চতুরপ্পাদক = **চতুরপাদক**। ⇒ **চতুরপাদক**।

চতুরপ্পাদিকা = **চতুর পাদিকা**। ⇒ **চতুরপাদিকা**।

চতুরবিধ = **চতুরব্বিধ**। ⇒ **চতুরব্বিধ**।

চতুরবিপল্লাস—চতুর্বিধ পরিবর্তন, চতুর্বিধ অবস্থার পরিবর্তন। নেত্তিতে তুলনীয়। ⇒ **বিপল্লাস**।

চতুরব্বিধ (বিণ) চতুর্বিধ, চারি প্রকারের।

চতুরব্বিপল্লাস = **চতুরবিপল্লাস**। ⇒ **চতুরবিপল্লাস**।

চতুরব্যূহ—চারি প্রকারের ব্যূহ রচনা, চারি প্রকারের সৈন্য শ্রেণীর শৃঙ্খলা, চারিপ্রকার শৃঙ্খলা রচনা (নেত্তিগ্রন্থের হার বা পরিচ্ছেদের শৃঙ্খলা)।

চতুর ভাগ—চারি ভাগ, চারি অংশ। (গ্রন্থের) চারি খণ্ড।

চতুরভূমিক (বিণ) (ঘর বা দালান-সম্বন্ধে) চতুর্ভূমিক, চারি তলবিশিষ্ট; (ধর্ম ও চিত্ত-সম্বন্ধে) চতুর্বিধ অবস্থাযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গ তুলনীয়। = **চতুভূমক**।

চতুর মধুর (ক্লী) চতুর্মধু। = **চতুমধুর**।

চতুর মহাপথ—চতুর্বিধ রাজপথের সন্ধিস্থান, চারি রাজপথের মিলন স্থান, বড় চৌরাস্তা।

চতুর মহাভূত—চতুর্মহাভূত, যথা—**পথবী** (মাটি), **আপো** (জল), **তেজো** (অগ্নি), **বাযো** (বায়ু)।

চতুরমহাভূতিক (বিণ) চতুর্মহাভৌতিক, চারি মহাভূত বিশিষ্ট। = **চতুস্মহাভূতিক**। ⇒ **চতুর মহাভূত**।

চতুর মহারাজিক **চতুরস্মহারাজিক**। ⇒ **চতুরস্মহারাজিক**।

চতুর মাস—চারিমাস। উত্তর ভারতের অথবা বৌদ্ধ ঋতু গণনায় বৎসরে তিনটি ঋতু, যথা—**বর্ষা ঋতু**, **হেমন্ত ঋতু**, **গ্রীষ্ম ঋতু**। প্রতি ঋতুতে চারি মাস।

চতুরস্মহারাজিক **চাতুরস্মহারাজিক**। ⇒ **চাতুরস্মহারাজিক**।

চতুর রচ্ছা—চৌরাস্তা, চারি রাস্তার মিলন স্থান।

চতুরস—চতুর্বিধ রস, চারি প্রকার রস।

চতুরসচ্চ—চারি সত্য, চারি আর্যসত্য। (জাতক) লৌকিক চারি সত্য, যথা—**সচ্চং** (সত্য), **ধম্মং** (ধর্ম), **ধিতি** (ধৃতি বা ধৈর্যশীলতা), **চাগ** (ত্যাগ বা দান)। (অভিধর্ম) পরমার্থিক চারি আর্যসত্য অথবা লোকোত্তর চারি আর্যসত্য, যথা—**দুক্খসচ্চ** (দুঃখসত্য), **দুক্খসমুদয সচ্চ** (দুঃখোৎপত্তির কারণ সত্য), **দুক্খনিরোধ সচ্চ** (দুঃখের নিরোধ সত্য অথবা দুঃখকে নিরোধ করা যায়—এ কথাও সত্য), **দুক্খনিরোধ গামিনী পটিপদা সচ্চ** (দুঃখকে নিরোধ করিবার উপায় সত্য)। **চতুসচ্চ বিনিমুত্ত ধম্মং নামো নত্থি**—চারি আর্যসত্য ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নাই।

চতুরসাল (ক্লী) চারিটি ঘর দ্বারা চৌকা জিনিস বা সমচতুর্ভুজ, চারিটি ঘর দ্বারা চতুষ্ক প্রাঙ্গণ। (বি-ভা) **চতুহি গবভেহি পটিমণ্ডিতং চতুস্সালং কারেত্বা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

চতুরস্স (বিণ) চতুষ্কোণ, চতুষ্কোণী, চতুষ্কোণিক, যাহার চারিটি কোণ আছে, চারিটি ধার বা প্রান্ত আছে এমন, চারিটি প্রান্তযুক্ত, চারি হাতের মধ্যস্থ, চতুষ্পদ (জন্তু); (সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনের) সন্ন্যাসী বা স্থায়ী সৈন্য, চতুরঙ্গিণী সৈন্য। (তুলনীয়) **চতুরংস**, **চতুরস্সর**।

চতুরস্সদ = **চতুরুস্সদ**। ⇒ **চতুরুস্সদ**।

চতুরস্সর (বিণ) যাহার প্রান্তভাগ চতুষ্কোণ বা চারিকোণযুক্ত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চতুরস্সর মুগ্গর**—যেই মুদ্গরের বা হাতুড়ির প্রান্তভাগ চারিকোণযুক্ত।

চতুরস্সাল = **চতুরসাল**। ⇒ **চতুরসাল**।

চতুরহ—চারিদিবস। **চতুহেন**—চারিদিনের মধ্যে। **চতুহ পঞ্চহ**—চারিদিন কিংবা পাঁচ দিন। (যৌগিকে) **চাতু চাতুরহ**—চারি চারি দিন।

চতুরহেন ⇒ **চতুরহ**।

চতুরাধিট্ঠান (বিণ) যে চারিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে এমন। ⇒ **অধিট্ঠান**।

চতুরাপস্সেন (বিণ) যাহার চতুর্বিধ পৃষ্ঠপোষকতা আছে, যাহার চারিপ্রকার সাহায্য বা অবলম্বন আছে, চতুর্বিধ "অপস্সেন" ভূষিত; (সাহিত্যে) চারি বিষয় অবলম্বন করিয়াছে এমন চতুর্বিধ অবলম্বন, যথা—**সঙ্খযেকং পটিসেবতি**, **অধিবাসেতি**, **পরিবজ্জেতি**, **বিনোদেতি**। ⇒ **অপস্সেন**।

চতুরাসীতি (বিণ) ৮৪, চুরাশি।

চতুরিয = **চাতুরিয**। ⇒ **চাতুরিয**।

চতুরুস্সদ (বিণ) চারিটিতে পূর্ণ, চারি বস্তু বা বিষয়যুক্ত, বস্তু বা ব্যক্তির চতুর্বিধ ধর্ম বা গুণ আছে এরূপ, চারি খুঁটাযুক্ত; (জাতকের বর্ণনা মতে—) অনেক লোক আছে এমন, প্রচুর শস্য-কাষ্ঠ-জল আছে এরূপ; চারিটি বালিশ সহ (এখানে "**চতুরুস্সদ**" শব্দের পরিবর্তে "**চতুরস্স**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, কখন কখন "**চতুস্সদ**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়)। (দীর্ঘনিকায়) **সত্ত-উস্সদ**—জনমানব পূর্ণ। ⇒ **চতুস্সদ**।

চতুবীসতি (বিণ) ২৪, চব্বিশ।

চতুসচ্চ = **চতুরসচ্চ**। ⇒ **চতুরসচ্চ**।

চতুসট্ঠি (বিণ) ৬৪, চৌষট্টি।

চতুসত্ততি (বিণ) ৭৪, চুয়াত্তর।

চতুসাল = **চতুস্সাল**। ⇒ **চতুস্সাল**।

চতুস্স = **চতুরস্স**। ⇒ **চতুরস্স**।

চতুস্সদ = **চতুরুস্সদ**। ⇒ **চতুরুস্সদ**, **উস্সদ** (৫)।

চতুস্সর = **চতুরস্সর**। ⇒ **চতুরস্সর**।

চতুস্সাল = **চতুরসাল**। ⇒ **চতুরসাল**।

চতুহ = **চতুরহ**। ⇒ **চতুরহ**।

চতূহ = **চতুহ**। ⇒ **চতুহ**।

চতূহ পঞ্চহ ⇒ **চতুরহ**।

চত্ত (বিণ) ত্যক্ত, বর্জিত, বিসৃষ্ট, দত্ত, নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত, বিনষ্ট, উৎসর্গীকৃত, প্রদত্ত, দানকৃত। ⇒ **চজতি**। (থেরগাথা) **চত্তবন্ন**। (জাতক) **চত্তজীবিত**।

চত্তজীবিত (বিণ) আত্মোৎসর্গকৃত, প্রাণদান দিয়াছে এমন। ⇒ **চত্ত**।

চত্তত্ত (ক্লী) ত্যাগের কার্য, বর্জন, পরিত্যাগ, দানকার্য, আত্মসমর্পণ, পদত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সমর্পণ, বশবর্তিতা।

চত্তবন্ন (বিণ) যশকীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে এমন। ⇒ **চত্ত**।

চত্তারিপুরিস যুগানি—চারি যুগল বা জোড়া পুরুষ অর্থাৎ আটজন পুরুষ বা ব্যক্তি। = **অট্ঠপুরিসপুগগলা**। ⇒ **পুরিসযুগ** (১)।

চত্তারীস (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

চত্তারীসক (বিণ) চল্লিশটি দাঁত আছে এমন। ⇒ **চত্তারীস দন্ত**।

চত্তারীসতি (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

চত্তারীস দন্ত—(এক এক পঙক্তিতে ২০টি করিয়া) চল্লিশটি দন্ত। ইহা মহাপুরুষের একটি লক্ষণ বা চিহ্ন, বুদ্ধের মুখেও উভয় পঙক্তিতে ২০টি করিয়া চল্লিশটি দাঁত ছিল।

চত্তারীসা (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

চত্তারো (বিণ) ৪, চার, চারি।

চত্তালিস (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

চত্তালীস = **চত্তারীস**। ⇒ **চত্তারীস**।

চত্তালীসতি (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

চত্তুস্সদ = **সত্তুস্সদ**। ⇒ **সত্তুস্সদ**। **উমিকবদ্ধ চদিক**। সম্ভবত এই শব্দটি "**উমিকবদ্ধসদিক**" শব্দের পরিবর্তে বসিয়াছে।

চন—(ইহা শব্দের অংশবিশেষ, অনির্দিষ্ট অর্থে—) মতো, যেন। (যুক্তশব্দ যথা—) **কিঞ্চন, কুদাচন**। (তুলনীয়) **চ, চি**।

চনং—কখন কখন, যদি। = **চন**। (তুলনীয়) **চ**। (পৃথকভাবে ইহার ব্যবহৃত শব্দ) **চ নং**?

চন্দ (পুং) চন্দ্র, চাঁদ।

চন্দক = **চন্দ**। ⇒ **চন্দ**।

চন্দকন্ত—চন্দ্রকান্ত মণিবিশেষ।

চন্দগাহ (পুং) চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পতন, রাহু নামক অসুর কর্তৃক চন্দ্রকে গ্রাসকরণ। = **রাহু চন্দং গণ্হাতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **গাহ**।

চন্দগ্গাহ = **চন্দগাহ**। ⇒ **চন্দগাহ**।

চন্দত্ত (ক্লী) চন্দ্রত্ব, চন্দ্রের পূর্ণতা। (যৌগিকে) **পরিপুন্ন চন্দত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

চন্দন (পুং) চন্দন, চন্দন বৃক্ষ, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ, চন্দনকাঠ জল দিয়া ঘষিলে যে সুগন্ধ পদার্থ উৎপাদিত হয় তাহা। (ক্লী) চন্দনকাঠ।

চন্দন গণ্ঠি—চন্দনকাঠের কুঁদা, চন্দনের বধ্যকাষ্ঠ।

চন্দনগণ্ডি = **চন্দনগণ্ঠি**। ⇒ **চন্দনগণ্ঠি**।

চন্দনগন্ধিন (বিণ) চন্দনের সুগন্ধিযুক্ত, চন্দনের সুগন্ধ আছে এমন।

চন্দনচুন্ন (ক্লী) চন্দনের গুঁড়া, চন্দন চূর্ণ। = **সুগন্ধচুন্ন**।

চন্দনদারু (ক্লী) চন্দন কাঠ। ⇒ **দারু**।

চন্দনপঙ্ক—চন্দনঘষা পঙ্ক।

চন্দন পূজা—চন্দন বা চন্দন ঘষা দ্বারা পূজা।

চন্দন বিলেপন—চন্দনের মলম বা মালিশ, চন্দনের প্রলেপ।

চন্দনসানানুলিত্ত (বিণ) = **চন্দনুস্সদ**। ⇒ **চন্দনুস্সদ**।

চন্দনসার (পুং) চন্দন সার, চন্দনের সুগন্ধি দ্রব্য, চন্দনের সারাংশ। ⇒ **সার** (২)।

চন্দনিকা (স্ত্রী) মলকুণ্ড, ময়লাজলের আধার, গ্রামের প্রবেশদ্বারের পুষ্করিণী বা ডোবা অথবা ক্ষুদ্র জলাশয়।

চন্দনুস্সদ (বিণ) [চন্দন+উস্সদ] চন্দনের সুগন্ধি দ্বারা লিপ্ত। = **চন্দনসারানুলিত্তো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **উস্সদ** (৩)।

চন্দপ্পভা (স্ত্রী) চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রের জ্যোতি, চাঁদের আলো। ⇒ **পভা**।

চন্দমণ্ডল (ক্লী) চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্রের গোলাকার মণ্ডল বা পরিধি। ⇒ **মণ্ডল** (২)।

চন্দমুখ (বিণ) চন্দ্রমুখ, যাঁহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল (অর্থাৎ বুদ্ধ)।

চন্দলেখা (স্ত্রী) চন্দ্রলেখা, বর্ধিষ্ণু চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, প্রথম বা শেষ পাদের চন্দ্র। ⇒ **লেখা** (১)।

চন্দবার—সোমবার।

চন্দসন্দ—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। (তুলনীয়) **মণিচন্দ**।

চন্দ-সুরিয—চন্দ্র এবং সূর্য।

চন্দালোক (পুং) চন্দ্রালোক, চাঁদের আলো। ⇒ **আলোক** (১)।

চন্দিকা (স্ত্রী) চন্দ্রিকা, চন্দ্রালোক, জ্যোৎস্না, নেত্রতারকা।

চন্দিমন্ত (বিণ) চন্দ্রের ন্যায়, চাঁদের মতন।

চন্দিমা (পুং) [সংস্কৃত—চন্দ্রম (পুং), চন্দ্রিমা (স্ত্রী)] চন্দ্র, চাঁদ। (মধ্যম নিকায়) **অব্ভামুত্তো বা চন্দিমা**। (বিণ) চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বা প্রভাযুক্ত।

চন্দিমাপভা—চন্দ্রালোক, চাঁদের আলো, চন্দ্রের প্রভা বা জ্যোতি, জ্যোৎস্না। (তুলনীয়) **চন্দিকা**।

চন্দিযপভা = **চন্দিমাপভা**। ⇒ **চন্দিমাপভা**।

চন্দিযাপভা = **চন্দিমাপভা**। ⇒ **চন্দিমাপভা**।

চ পন—কিন্তু। ⇒ **পন** (১)।

চপল (বিণ) চপল, চঞ্চল, ক্ষণিক, অনবস্থিত, দুর্বিনীত, বিকল, ধৃষ্ট, অস্থির, অধৈর্য, দ্বিধাগ্রস্ত, দোলায়মান, খামখেয়ালি। (জাতক বর্ণনায়) **পগ্ঘরিত লাল**।

চপলতা (স্ত্রী) চপলতা, চাঞ্চল্য, ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভা, অবিমৃষ্যকারিতা, অনবস্থিতি, অধৈর্য, অস্থিরতা। **চপলনা চাপল্যং গোধিকতায**।

চপু—খাওয়ার সময়ে অথবা জল পান করিবার সময়ে মুখের ওষ্ঠাংশ দ্বারা চপ চপ শব্দ করণ।

চপু চপু = **চপু**। ⇒ **চপু**।

চপু চপুকারক (বিণ) খাওয়ার সময় অথবা জল পান করিবার সময় মুখের ওষ্ঠাংশ দ্বারা চপ চপ শব্দকারী। (পুং) যে ব্যক্তি ঐরূপ চপ চপ শব্দ করে। ⇒ **কারক** (পুং)।

চপ্পেতি (ক্রি) (সংস্কৃত—চর্বযতি) (খাদ্য বস্তু) চর্বণ করা, দাঁতে চিবানো। (তুলনীয়) **জপ্পতি**।

চমতি (ক্রি) জল দিয়া পরিষ্কার করা, ধৌত করা। (যৌগিকে) **আচমতি**। (করণে) **চমেতি**।

চমর (পুং) ১ চমর, মৃগবিশেষ, চমরী মৃগ, হিমালয়ের একজাতীয় গরু। ২ চামর।

চমর বীজনী (স্ত্রী) (হিমালয়ের) চামরযুক্ত একজাতীয় গরুর লেজের চামর দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনী বা পাখা। (তুলনীয়) **বাল-ব্যজনী**। ⇒ **ককুধভণ্ড**।

চমরিচমর—লেজে চামর বিশিষ্ট হিমালয়ের একজাতীয় গাই গরু এবং বৃষভ।

চমরী (স্ত্রী) চমরী, মৃগীবিশেষ, হিমালয়ের একজাতীয় চমরী গাই গরু। (যৌগিকে) **চমরি, চমর**।

চমস—চামচ, চামচা, চামচে, দর্বী, হাতা, ছোট হাতা, যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত চামচ। = **দর্ব্বী, অগ্গিজুহন, কটুচ্ছ, সঙ্খাতিমস**। "**চমসঙ্ক**" শব্দের পরিবর্তে "**অগ্গিজুহন-কটচ্ছু সঙ্খাতিমসঙ্ক**।

চমসঞ্জাতং ⇒ **মস**।

চমূ (স্ত্রী) চমূ, সেনাদল (অর্থাৎ ৭২৯টি হস্তী, ৭২৯খানা রথ, ২১৮৭টি অশ্ব এবং ৩৬৪৫জন পদাতিক সৈন্য—এতৎ সংখ্যক সৈন্য সমষ্টিকে চমূ বলা হয়)।

চমুনাথ (পুং) = **চমূপতি**। ⇒ **চমূপতি**।

চমূ = **চমু**। ⇒ **চমু**।

চমূপতি (পুং) চমূপতি, সেনাপতি।

চমেতি (ক্রি) = **চমতি**। ⇒ **চমতি**। (যৌগিকে) **আচমেতি**। "**আচমতি**" শব্দে "**আচমেতি**" শব্দ দ্রষ্টব্য।

চম্প = **চম্পক**। ⇒ **চম্পক**।

চম্পক (পুং) চম্পক, চাঁপা ফুলের গাছ, নগরবিশেষ। (ক্লী) চাঁপা ফুল, চাঁপা কলা। **চম্পক রুক্খ**—চাঁপা ফুলের গাছ।

চম্পা (স্ত্রী) এক নগরের নাম বিশেষ (ইহার বর্তমান নাম "ভাগলপুর", পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের একটি জেলা), একটি নদীর নাম বিশেষ।

চম্পেয্য—নাগরাজা বা সর্পরাজের নামবিশেষ। **চম্পেয্য জাতক**—জাতক গ্রন্থের একটি জাতকের (বা কাহিনীর) নাম।

চম্পেয্যক (বিণ) চম্পা নামক নগরের, সম্পক-সম্বন্ধীয়, চম্পকবৃক্ষ তুল্য, চম্পক নগরে প্রস্তুত, চম্পক নগর জাত।

চম্ম (ক্লী) ১ চর্ম, ত্বক, চামড়া। **সীহচম্ম**—সিংহচর্ম, সিংহের চর্ম। **ব্যগ্ঘচম্ম**—ব্যাঘের চামড়া। **দীপিচম্ম, অজচম্ম, কদলিমিগ-চম্ম, এড়কচম্ম**। ("**ছবি**" শব্দের সহিত ব্যবহারে) **ছবিং ছিন্দেত্বা চম্মং ছিন্দতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠি-চম্ম-নহারুমত্ত**—অস্থি-চর্ম-শিরা মাত্র। ⇒ **নহারু**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠি-মংস-নহারু**। ২ ঢাল, বর্ম। (বিনয়) **অসিচম্ম**—ঢাল-তলোয়ার।

চম্মক—চর্মথলি, চর্মনির্মিত থলি। ⇒ **চম্মণ্ড**।

চম্মকঞ্চুক—চর্মাবরণ। ⇒ **কঞ্চুক** (২)।

চম্মকার (পুং) ১ চর্মকার, চর্মসংস্কারক, চামাড়, মুচি, ঘোড়ার সাজ প্রস্তুতকারী লোক। ⇒ **কোত্তীমত্ত**। ২ গাড়ি প্রস্তুতকারক। = **রথকার**।

চম্মকারিণ (বিণ) ১ যে ব্যক্তি বা জাতি চামড়া দ্বারা কাজ করে, চামাড়, চর্মকার, মুচি। ২ গাড়ি প্রস্তুতকারী। ইহারা জনসমাজে নীচজাতীয় লোক। = **রথকারিন**। ⇒ **রথকার, চম্মকার**।

চম্মকারিন = **চম্মকারিণ**। ⇒ **চম্মকারিণ**।

চম্মখণ্ড (পুং, ক্লী) চর্মখণ্ড, চামড়ার অংশ বা টুকরা, পশুচর্ম যাহা কম্বল বা আসনের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, চর্মনির্মিত জলপাত্র।

চম্মখণ্ডবারক (পুং) চর্মনির্মিত পাত্র। ⇒ **বারক**।

চম্মখাদক (বিণ) চামড়াভোজী, চর্মভক্ষণকারী। ⇒ **খাদক**।

চম্মঘটক—ভিস্তি, জল বহন করিবার চর্মনির্মিত থলি। = **চম্মণ্ড**।

চম্মণ্ড (ক্লী) [চম্ম+অণ্ড] চামড়া দ্বারা প্রস্তুত জলের ব্যাগ বা থলি। = **চম্মক, চম্মঘটক**। ⇒ **অণ্ড** (৩)।

চম্মনদ্ধ (ক্লী) চামড়ার বড় থলি। ⇒ **চম্মক**। (বিণ) (ঢোল সম্বন্ধে) চর্মাবদ্ধ, চামড়ায় আবদ্ধ। ⇒ **নদ্ধ**।

চম্মপসিব্বক (পুং) চামড়ার থলি, চর্মনির্মিত থলি বা বস্তা, চর্মনির্মিত বহির্বাস বা পোশাক। ⇒ **পসিব্বক, ভস্তা** (২)।

চম্মবদ্ধ—নাপিতের চর্মনির্মিত চামাটি, চামড়ার বুকপেটি, টাকা-পয়সাদি রাখিবার চর্মনির্মিত থলি।

চম্মভস্তা—চর্মনির্মিত ভিস্তি বা বস্তা, চামড়ার থলি। = **চম্মঘটক, চম্মবদ্ধ**।

চম্মালুক (পুং) চামড়ার থলি, চর্মনির্মিত থলি, চামড়া দ্বারা প্রস্তুত থলি। ⇒ **চম্মবদ্ধ, মালুক**।

চম্মযোত্ত—চর্মযোত্র, চামড়ার যোতদড়ি। ⇒ **যোত্ত**।

চম্মযোধিন (পুং) উরস্ত্রাণ বা বর্মধারী যোদ্ধা, বর্ম পরিহিত যোদ্ধা, এক শ্রেণীর সৈনিক যোদ্ধা। ⇒ **যোধিন**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **চম্মকঞ্চু কং পবিসিত্বা**।

চম্মবট্টি (স্ত্রী) চামড়ার ফালি, টুকরা টুকরা চামড়া, চামড়ার প্রান্ত অংশ। ⇒ **বট্টি** (৪)।

চম্মবরত্ত (ক্লী) চর্মনির্মিত থলি, চামড়ার পাতলা ফালি বা বস্তা।

চম্মবাসিন (বিণ) যে ব্যক্তি চামড়ার বা কালমৃগচর্মের পোশাক পরিধান করে অর্থাৎ ঋষি।

চম্মসাটক—চামড়ার পোশাক পরিহিত ঋষি (**নামপরিব্বাজক**), চর্মনির্মিত বা চামড়ার পরিচ্ছদ।

চয (পুং) চয়, সমূহ, পগার, প্রাকার, রাশিকরণ, সঞ্চয়,

আহরণ, সংস্কারবিশেষ, জনতা, সংগ্রহ, সঙ্কলন, নির্বাচন, স্তূপীকৃতকরণ, পিণ্ডকরণ, (ঔষধের) বটিকা প্রস্তুতকরণ, চিতা সজ্জিতকরণ, অট্টালিকা নির্মাণ করণ। ⇒ **অপচয়, আচয়, উপচয়।**

চযক (পুং) যে ব্যক্তি স্তূপীকৃত করে। (বিণ) সংগ্রহকারক, সঞ্চয়কারী।

চযনিট্‌ঠকা (স্ত্রী) ইট, ইষ্টক, দেওয়ালের ইঁট।

চর (পুং, স্ত্রী, ক্লী) **১** ইতস্তত ভ্রমণকার্য, যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে। (বিণ) ভ্রমণকারী, অবস্থানকারী। (মধ্যম নিকায়) **ওকচর**। (সংযুক্ত নিকায়) **অন্তর চর**। (সূত্রনিপাত) **একচর; সদ্ধিং চর**। (জাতক) **অনত্থচর; জলচর**। ⇒ **চারেতি, গোচর**। (করণকারকে ক্রি-বিণ) **চরসা; চরবাদ** (সংযুক্ত নিকায়)। (বিনয়) **সুচর; দুচ্চর**। **২** সংবাদ বাহক, যাহাকে সংবাদ লইয়া পাঠানো হয়, গুপ্ত সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত লোক, গুপ্তচর, গোয়েন্দা, সন্ধানী লোক। = **চরপুরিস**।

চরক (পুং) **১** চরক, গুপ্তসংবাদ বাহক, গুপ্তচর, দূত। = **চর** (২)। (জাতক) **অত্থচর**। (বিণ) অবাধ গমন করে এমন, মধ্য দিয়া গমন করে এমন। (জাতক) **সব্বলোকং চরক**—দেব-ব্রহ্মাদি ৩১ প্রকার ভবে যে ব্যক্তি গমনাগমন করে। **২** যে কোন পশু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বনচরক**—বনে বিচরণকারী পশু।

চরণ (ক্লী) **১** চরণ, ভ্রমণ, চরা, পশুচারণ, পশুর খাদ্য, তৃণভক্ষণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চরণট্‌ঠান**—চরিবার স্থান, পশুখাদ্য তৃণস্থান, ভ্রমণ স্থান। **২** পদ, পা, ঠেং। **৩** কার্য, অভিনয় কার্য, ভাণকরণ, আচরণ, শীল, স্বভাব, সৎস্বভাব। (যৌগিকে) **বিজ্জাচরণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্পন্ন চরণ**। (তুলনীয়) **সঞ্চরণ**। ⇒ **বিজ্জাচরণ**।

চরণট্‌ঠান (ক্লী) বিচরণ স্থান, চরিবার স্থান। ⇒ **চরণ** (১)।

চরণবন্ত (বিণ) সৎস্বভাবের, সদাচার সম্পন্ন। = **সম্পন্ন চরণ**।

চরতি (ক্রি) [√চর+অ] **১** সাহিত্যে—এদিক ওদিক নড়াচড়া করা, হাঁটা, পদব্রজে চলা, ইতস্তত ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করা, গমন করা, পর্যটন করা, বেড়ানো। = **গচ্ছতি**। (বিপ) **তিট্‌ঠতি**। (তুলনীয় বি-ভা) **চরং বা যদি বা তিট্‌ঠং নিসিন্নো উদাহু সযং**—হাঁটা অথবা দাঁড়ানো অথবা বসা অথবা শোয়া অর্থাৎ চতুর্বিধ ইর্যাপথ (**ইরিযাপথ**), যথা—গমন, দাঁড়ানো, উপবেশন, শয়ন; **চরে-তিট্‌ঠে-অচ্ছে-সযে** (অথবা) **তিট্‌ঠং-চরং-নিসিন্নো বা সযানো বা** (সূত্রনিপাত)। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথার ব্যাখ্যানুসারে:—**চতূহি ইরিযাপথেহি বিচরতি** (অর্থাৎ অতি সাধারণভাবে প্রযুক্ত যেমন—"চালচলন বা আচরণ", অবস্থা বা স্থান নির্বিচারে)। (বর্ণনায়) **বিহরতি, ইরিযতি, বত্ততি, পালেতি, যপেতি, যাপেতি** (অর্থে)। (সূত্রনিপাত) **চরামি লোকে**—আমি সংসারে বিচরণ করি অথবা বাস করি; **অগিহো চরামি**—আমি গৃহহীন বা অনাগারিক জীবন যাপন করি; **একো চরতি**—সে একাকী বিচরণ করে অথবা নির্জনে বাস করে; **সতো চরতি**—সে একাগ্র বা স্মৃতিমান হইয়া বিচরণ বা অবস্থান করে। (জাতক) **গোচরং গণ্হন্তো চরতি**—সে তৃণখাদ্য অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করে। **গবেসন্তো চরতি**—সে অন্বেষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। **২** উদ্দেশ্য বর্ণনায়:—(সূত্রনিপাত) **পিণ্ডায চরতি**—সে ভিক্ষার্থে বা পিণ্ডচরণে বিচরণ করে; **গামং চরতি**—সে গ্রামের দিকে যায়। (জাতক) **ভিক্‌খায চরতি**—সে ভিক্ষার্থে গমন করে। কর্মকারকের সহিত ব্যবহারে অর্থ:—সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কার্যভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, কিছুর জন্য যাত্রা করা বা যাওয়া, সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা; (সাধারণ অর্থে) সম্পন্ন করা, করা। **চরতি চারিকং**—পায়চারি করা, পদচারণা করা, চংক্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো, ভ্রমণ করা, বেড়ানো, পর্যটন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চরতি জনপদচারিকং**—গ্রাম ভ্রমণে ভ্রমণ করা; **চরতি পব্বত চারিকং**—পাহাড় ভ্রমণে ভ্রমণ করা অর্থাৎ পাহাড়ে ভ্রমণ করা। **"চারং"** শব্দের সহিত যৌগিকে:—(সূত্রনিপাত) **পিণ্ডচারং চরতি**—এখানে সেখানে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষাকার্য সম্পন্ন করা। **"চরিতং"** শব্দের সহিত যৌগিকে:—**দুচ্চরিতং চরতি**—দুশ্চরিত্র জীবন যাপন করা (সূত্রনিপাত); ⇒ **চরিত**। পুনশ্চ কর্মকারকের সহিত একই অর্থে:—(থেরগাথা) **এসনং চরতি**—ভিক্ষার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা; **বধং চরতি**—বধ করিবার সন্ধানে ঘোরাফেরা করা অর্থাৎ ব্যাধবৃত্তি করা। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খং চরতি**—দুঃখ ভোগ করা। **৩** পেট বা উদর-সম্বন্ধীয় আহার অর্থে:—আহার অন্বেষণে বাহির হওয়া, চরা। **গোচরং চরতি**—খাদ্যস্থানে বা তৃণভূমিতে বিচরণ করা; ⇒ **গোচর**। গরুসম্বন্ধে:—(সূত্রনিপাত) **চরন্তি গাবো**—গরুগুলি চরিতেছে। ভিক্ষু-সম্বন্ধে:—**ভিক্‌খায চরমানো = ভিক্‌খায চরতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **বিকালে ভিক্‌খায ন চরন্তি বুদ্ধা**—বুদ্ধগণ বৈকালে বা অসময়ে ভিক্ষার্থে গমন করেন না। প্রযুক্ত অর্থে:—**ক)** আচরণ করা, নির্দিষ্ট রীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা, নিজকে নিজে পরিচালনা করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কামেসু মিচ্ছা চরতি**—ব্যভিচার বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা। **খ)** কর্মকারকের সহিত:—অভ্যাস করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, কোনও (পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, আচরণ করা, প্রয়োগ করা, জীবন-যাপন করা। (বিনয়) **ব্রহ্মচরিযং চরতি**—ব্রহ্মচর্য জীবন-যাপন করা, ব্রহ্মচর্য পালন বা অভ্যাস করা। (জাতক) **ধম্মং চরতি**—ধর্মপথে চলা। (সংযুক্ত নিকায়) **সুচরিতং চরতি**—সচ্চরিত্র অভ্যাস করা; **দুচ্চরিতং চরতি**—দুশ্চরিত্র আচরণ বা অভ্যাস করা। ⇒ **চর, চরণ, চরিযা, চারক, চারিকা, চারিন**। অসমাপকরূপে

সকর্মক ক্রিয়ায়:—পঞ্চমী—(একবচনে) **চর, চরা, চরস্সু;** (বহুবচনে) **চরামসে** (উপদেশ অর্থে)। অতীত (একবচনে) **অচরিং, অচারিসং,** (প্রথম পুরুষ) **অচরি, অচারি, চরিঃ** (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **অচরিংসু, অচারিসুং, চরিংসু, অচরুং, অচারুং।** (ভবিষ্যতে) **চরিস্সতি।** (ব-বিণ) **চরং, চরমান, চরন্ত, চরেয্য, চরে।** (অ-বিণ) **চরিত, চিণ্ণ।** (ক্রি-বি) **চরিত্বা, চরিত্বান।** (তুম্) **চরিতুং;** (জাতক) **চরিতু-কাম।** (করণে) **চারেতি, চরাপেতি।**

চর পি রে ⇒ **রে।**

চর পিরে = চর পি রে। ⇒ **চর পি রে।**

চর পুরায—গুপ্তচর পরম্পরায়, গোয়েন্দা পরম্পরায়। ইহার শুদ্ধ শব্দ **"পরম্পরায"।**

চরপুরিস (পুং) গুপ্তচর। = **চর** (২)।

চরম (বিণ) চরম, অন্তিম, শেষসীমা প্রাপ্ত। = **চরিম।**

চরম ভবিক (বিণ) এই জন্ম যাঁহার শেষ জন্ম এমন অর্থাৎ অর্হৎ।

চরবন (পুং) যাত্রীক দল, পথচারী, পথিক, পান্থ। **অপ্পসত্থ চরবন**—নিঃসঙ্গ পথচারী।

চরবাদ (ক্রি-বিণ) কথা বলার উপক্রম করিতেছে এরূপভাবে। (পুং) বাজে কথা, অনর্থক কথা, অনাবশ্যকীয় কথা, মিথ্যাগল্প, জল্পনা, জল্পক, বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ⇒ **চর।**

চরবাদ পমোক্‌খ = ইতিবাদ পমোক্‌খ। ⇒ **ইতিবাদ পমোক্‌খ।**

চরসা (ক্রি-বিণ) ভ্রমণ করিতে করিতে। ⇒ **চর।**

চরহি (ক্রি-বিণ) তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, তৎপরে, পরে, আর এক সময়ে, পুনরায়, অতএব, সেইজন্য, সেই কারণে, বর্তমান সময়ে, এক্ষণে, কিন্তু, অতঃপর, সুতরাং, এরূপ হইলে। (বর্ণনায়—প্রশ্নবোধকে) **কো চরহি জানাতি**—তখন কে জানিত? (সূত্রনিপাত); **কথং চরহি জানেমু**—এরূপ হইলে আমরা কিরূপে জানিব?

চরা—চোরগণ। = **চোরা।** ⇒ **ওচরক।**

চরাপেতি (ক্রি) হাঁটানো, চালানো, স্থানান্তর করানো, অভ্যাস করা, প্রচার করানো। ⇒ **চরতি।** (জাতক) **ভেরিং চরাপেতি**—ঢাক পিটানো, ভেরী বাজানো। (অতীতে) **চরাপেসি।**

চরিত (ক্লী) চরিত, চরিত্র, আচরণ, বিচরণ, অনুষ্ঠান, রীতি, সঞ্চার, কার্য, স্বভাব, জীবনী বা জীবনচরিত। (ধর্মপদ) **একস্স চরিত**—একজনের জীবনচরিত। (বর্ণনায়) **সুচরিত, দুচ্চরিত।** (বিণ) যায় এমন, নড়াচড়া করে এমন, সদৃশ হয় এমন, অভ্যস্ত, আচরিত, কৃত, সফল, ফলিত, ভক্ষিত, আশ্রিত। ⇒ **চরতি, চারেতি।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **রাগচরিত, দোষচরিত, মোহচরিত।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাগচরিত = রত্ত।**

চরিতক (ক্লী) পরিচালন, পথপ্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, আচরণ, ব্যবস্থা। = **চরিত** (ক্লী)।

চরিতর (ক্লী) ভ্রমণ, পদচারণ, চংক্রমণ, কার্য সম্পাদন। (তুলনীয়) **চরিত** (ক্লী)।

চরিতু (পুং) সম্পাদক, সম্পাদনাকারী লোক, কৌশল প্রদর্শক, অভিনয়কারী লোক, অভিনেতা, পর্যবেক্ষক।

চরিম (বিণ) চরম, অন্তিম, সর্বশেষ, পূর্ব, অত্যন্ত অসম্ভব, সর্বপশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী, উত্তরকালীন, শেষ। = **চরম।** (বিপ) **পুব্ব।**

চরিমক (বিণ) = **চরিম।** ⇒ **চরিম। অন্তিমক বিঞ্ঞাণস্স নিরোধ**—সর্বশেষ বিজ্ঞানের বা আত্মচেতন অবস্থার বিনাশ অর্থাৎ অর্হতের মৃত্যুতে বা পরিনির্বাণে অবসান (যেহেতু অর্হৎগণের পুনর্জন্ম ধ্বংস হওয়ায় ভবিষ্যতে পুনর্বার জন্ম নিতে হয় না বলিয়া মৃত্যুও নাই)।

চরিমক বিঞ্ঞাণ—জীবনীশক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ, জীবন অবসানের পূর্বমুমূর্তের চেতনা অবস্থা যাহা লুপ্ত বা নির্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ⇒ **বিঞ্ঞাণ** (ঘ)।

চরিমভব—অন্তিম জন্ম, (সংসারে) শেষ জন্ম। **অরহন্তস্স চরিমভব**—(সংসারে) অর্হতের অন্তিম বা শেষ জন্ম। (তুলনীয়) **চরমভবিক।**

চরিয (ক্লী) চর্যা, স্বভাব। = **চরিযা।**

চরিযা (স্ত্রী) চর্যা, আচরণ, স্বভাব, ব্যবস্থা, পরিচালন, পথপ্রদর্শক, সেনাপতিত্ব, ব্যবহার, চালচলন, অন্যের প্রতি ব্যবহার, কাহারও অবস্থা, কাহারও জীবনচরিত। বিশুদ্ধিমার্গে ছয় প্রকার **"চরিযা"** বা চর্যার কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, প্রতিসম্ভিদামার্গের একস্থানে তিন প্রকার অন্য স্থানে আট প্রকার **"চরিযা"** এর উল্লেখ পাওয়া যায়, চুলনির্দেশে চারিজোড়া বা আট প্রকার **"চরিযা"** এর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণত **"ধম্মচারিযা, ব্রহ্মচরিযা, একচরিযা, উঞ্ছাচরিযা, ভিক্‌খাচরিযা, নগ্গচরিযা"** শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়।

চরিযাপিটক—ইহা পালিপিটকের **"খুদ্দকনিকায়"** নামক গ্রন্থের মধ্যে শেষ গ্রন্থের নামবিশেষ।

চরিযা মনুস্স (পুং) ১ গোয়েন্দা, গুপ্তচর, সন্ধানী লোক। ২ দূরস্থ চৌকি বা ফাঁড়ি, সেনাদলের বাহিরের আড্ডা।

চল (বিণ) চল, চঞ্চল, জঙ্গম, কম্পিত, চলিত, ব্যবহৃত, তরল, পরিবর্তনশীল, বিচলিত, অস্থির, ক্ষণিক, ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী, খামখেয়ালি, চপল। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মা চলা চেব ব্যথা চ অনিচ্চা** ইত্যাদি।

চলং-স্থাবর = জঙ্গম-স্থাবর। ⇒ **জঙ্গম-স্থাবর।**

চলক (পুং) সেনাশিবিরের সেনাপতি, সেনাবিভাগের সহকারী কর্মচারীবিশেষ, সহকারী ব্যক্তি। (ক্লী) চর্বিত পরিত্যক্ত মাংসের টুকরা। **বিঘাস। চলক অট্‌ঠিকানি**—চর্বিত মাংস অবং অস্থি।

চলক কুধ—অস্থির বা কম্পমান কুঁজ বা ঝুঁটি। ⇒

চলক্ককু।

চলক্ককু = চলক্ককূ। ⇒ **চলক্ককু।**

চলক্ককূ (বিণ) [চলমান+ককুধ] কম্পমান কুঁজ বা ঝুঁটি আছে এমন, যে বৃষ চলিবার সময় স্কন্ধস্থ কুঁজ বা ঝুঁটি এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া থাকে। = **চলমানককুধ, চলককুধ।**

চলচিত্ত (বিণ) যাহার মন অস্থির, যাহার চিত্ত চঞ্চল।

চলতি (ক্রি) [√চল+অ] স্থানান্তর করা বা স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো বা নড়া, বিচলিত করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, অগ্রসর হওয়া, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, যাওয়া, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঘোলানো, সরা, তৎপর হওয়া, উত্থিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, আকুল হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো হওয়া, গুলাইয়া ফেলা, বিহ্বল হওয়া, পার্থক্য বুঝিতে না পারা, একবার এদিকে একবার ওদিকে যাওয়া, চলা, গমন করা, ইতস্তত করা, দ্বিধা করা, দোলায়মান হওয়া, দোলা, টলা। (অতীতে) **চলি।** (অ-বিণ) **চলিত।** (ব-বিণ) **চলন্ত, চলমান।** (ক্রি-বি) **চলিত্বা।** (জাতক) **কিলেসা চলি,; মচ্ছা চলতি; কম্মজ বাতা চলিংসু**—কর্মজ বায়ু বা পরিশ্রমজনিত ব্যথা চলিতে আরম্ভ করিল। (করণে) **চলেতি।**

চলন (ক্লী) চলন, গমন, ভ্রমণ, রীতি, আচার, অনুষ্ঠান, কম্পন, বিলোড়ন, আকুলতা, উদ্বেগ, আন্দোলন, বাদানুবাদ, বিচলন, চলনভঙ্গি, গতি, গতিবিধি, উত্তেজনা, উত্তেজনার কার, স্পন্দন, নাড়া, আঘাত, একবার এদিকে একবার ওদিকে যাওয়া আসা করণ, ইতস্তত করণ, দ্বিধা করণ, দোলায়মান অবস্থা। (বিণ) কম্পিত, উত্তেজিত, স্পন্দিত, বিচলিত, আলোড়িত।

চলনী (স্ত্রী) একজাতীয় হরিণবিশেষ। **চলনী লঙ্ঘী**—একজাতীয় হরিণ ⇒ **লঙ্ঘী।**

চলমান ককুধ = চলককুধ। ⇒ **চলককুধ।**

চলাচল (বিণ) চলাচল, অত্যন্ত চঞ্চল, এদিক ওদিক নড়াচড়া, ঘূর্ণায়মান, অস্থির। = **চঞ্চল।**

চলিত (বিণ) চলিত, গত, চঞ্চল, কম্পিত, আন্দোলিত, অস্থির। ⇒ **চলাচল, চলতি।** (ক্লী) চলন, গতি।

চলেতি (ক্রি) নাড়া, কম্পিত করা, বিচলিত করা, উত্তেজিত করা, উদ্বিগ্ন করা। ⇒ **চলতি।**

চবতি (ক্রি) [√চু+অ] চ্যুত হওয়া, গতি প্রাপ্ত হওয়া, ঝড়িয়া পড়া, স্থানান্তর হওয়া, স্থান পরিবর্তন করা, বদলানো, মৃত্যু হওয়া, মরিয়া যাওয়া, দেহান্তর হওয়া, মৃত্যুতে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **সংসরন্তি চবতি উপপজ্জন্তি।** = **অপেতি বিগচ্ছতি অচেতনো পি সমানো পুঞঞকখয বসেন অঞঞং ঠানং গচ্ছতি** (খুদ্দক পাঠঅর্থকথা)। = **সত্তে চবমানে উপপজ্জমানে** (চূলনির্দেশ); **দেবো দেবকায়া চবতি**—দেবতা দেবশরীর বা দেবসভা হইতে চ্যুত হয়; সূত্রনিপাতে "**ভবেত্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**চবতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অতীতে) **চবি।** (অ-বিণ) **চুত;** ⇒ **চুতি।** (ব-বিণ) **চবন্ত, চবমান।** (ক্রি-বি) **চবিত্বা।** (তুম) **চাবেতুং, চাবেতুকাম।** (সম্প্রদানে) **চাবেতি।**

চবন (ক্লী) চ্যুতি, অপসরণ, নাশ, ধ্বংস, ক্ষরণ, হানি, পরিবর্তন, বদল, মৃত্যু, স্থান পরিবর্তন, কৌশল, দাবার চাল, চাল, পথ, ঝড়িয়া পতন। (দীর্ঘনিকায়) **চবন ধম্ম।**

চবনতা (স্ত্রী) মরণ অবস্থা, পতন অবস্থা, পরিবর্তন অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) **চুতি চবনতা।**

চবন ধম্ম (পুং) চ্যুত হওয়ার স্বভাব, এক স্থান হইতে মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করিয়া বা চ্যুত হইয়া অন্য অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার স্বভাব, অবস্থান্তর প্রাপ্তি। (বিণ) মরণশীল, পতনশীল, মৃত্যুর অধীন, পরিবর্তনশীল।

চবন ধম্মতা (স্ত্রী) মরণ অবস্থা, পরিবর্তন অবস্থা, পতন অবস্থা। = **চবনতা।**

চাগ (পুং) ১ ত্যাগ, ত্যজন, দান, পরিত্যাগ, বৈরাগ্য পরিহার, স্বত্ব ত্যাগ, অস্বীকার, অস্বীকৃতি। ২ উদারতা, সরলতা, বদান্যতা, দান, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য, দানশীলতা। (বিণ) উদার, বদান্য, উদার প্রকৃতির, দয়ালু, দানশীল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীলসম্পন্নো সদ্ধো পুরিসপুগ্গলো সব্বে মচ্ছরিনো লোকে চাগেন অতিরোচতি**—শীলসম্পন্ন ও শুদ্ধবান ব্যক্তি ত্যাগ দ্বারা সারা জগতে মাৎসর্যপরায়ণকে জয় করে। (যৌগিকে) **সচ্চ-দম-ধিতি-চাগ; সচ্চ-দম-চাগ-খন্তি** (সূত্রনিপাত)। ⇒ **চাগধন।**

চাগকথা—ত্যাগ বা দান-সম্বন্ধীয় কথা বা বাক্যালাপ।

চাগধন—দানীয় সম্পত্তি, দানের উপযুক্ত ধন, ত্যাগ করিবার বা দান দিবার সম্পত্তি, দান সম্পত্তি। সপ্তবিধ "**অরিয ধনানি**", যথা—(দীর্ঘনিকায়) **সদ্ধা** (বিশ্বাস), **সীল** (আচরণ বা সদগুণ), **হিরি** (পাপে লজ্জা), **ওত্তপ্প** (পাপে ভয়), **সুত** (সত্যজ্ঞান), **চাগ** (ত্যাগ), **পঞঞা** (প্রজ্ঞা বা বিভাজনীয় জ্ঞান)। দান সম্পত্তি পাঁচ প্রকার, যথা--(সংযুক্ত নিকায়) **সদ্ধা, সীল, সুত, চাগ, পঞঞা**। চারিপ্রকার, যথা—(সংযুক্ত নিকায়ের অন্যত্র) **সদ্ধা, সীল, চাগ, পঞঞা**। তিন প্রকার, যথা—**সদ্ধা, সীল, চাগ**। সাত প্রকার, যথা—(জাতকের অন্যত্র) **অজ্‌ঝেসনা** (প্রচেষ্টা), **তপো** (তপস্যা), **সীল, চাগ, সচ্চ** (সত্যধর্ম), **সতি** (স্মৃতি), **মতি** (ধ্যান)। ⇒ **অনুস্‌সতি, অনুস্‌সরতি, চাগ।**

চাগ সম্পদা (স্ত্রী) ত্যাগরূপ সম্পদ বা উদারতা। ⇒ **সম্পদা** (১)। (বিণ) ত্যাগগুণ সম্পন্ন। = **চাগসম্পন্ন।**

চাগ সম্পন্ন (বিণ) ত্যাগগুণ সম্পন্ন। = **চাগসম্পদা** (বিণ)।

চাগবন্ত (বিণ) উদার প্রকৃতির, দয়ালু, দানশীল।

চাগাধিট্‌ঠান—দানশীলতায় দৃঢ়তা বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ঔদার্যের সঙ্কল্প, বদান্যতা-সম্বন্ধে স্থিরতা, দান দেওয়ায় অধিষ্ঠান, চতুর্বিধ অধিষ্ঠানের মধ্যে একটি। চতুর্বিধ অধিষ্ঠান,

যথা—**পঞ্চগ্গা অধিট্‌ঠান, সচ্চ অধিট্‌ঠান, চাগ অধিট্‌ঠান, উপসম অধিট্‌ঠান।**

চাগানুস্‌সতি (স্ত্রী) ত্যাগানুস্মৃতি, দান-সম্বন্ধে স্মৃতি, ত্যাগ-সম্বন্ধীয় স্মরণশক্তি, দয়া, ঔদার্য, বদান্যতা, দানশীলতা। ⇒ **অনুস্‌সতি।**

চাগিন (বিণ) = **চাগী।** ⇒ **চাগী।**

চাগী (বিণ) ত্যাগী, ত্যাগশীল, বর্জনশীল, ত্যাগকারী, দাতা, দানশীল, স্বার্থত্যাগকারী, ধর্মার্থে উৎসর্গ করেন এমন। (সূত্রনিপাত) **কামচাগী।**

চাটি (স্ত্রী) ১ মৃণ্ময়পাত্র, পাত্র, ধাতুপাত্র, পানপাত্র, জাহাজাদি। (জাতক) **পানিয়চাটি; মধুচাটি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেলচাটি।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সালিভত্ত চাটি।** ২ মাপিবার পাত্র। ৩ গুহা, বড় পাত্রাকারের স্থান বা বাসস্থান। ⇒ **চাটিপঞ্জর।**

চাটিপঞ্জর—মাটি দ্বারা নির্মিত আগার, বৃহদাকার মাটির পাত্রের ন্যায় মানুষের বাসভবন, বৃহদাকার মৃণ্ময় পাত্র। ⇒ **চাটি** (৩)।

চাটিপাল (ক্লী) মৃণ্ময়পাত্রের আশ্রয় বা বর্ম (?)। = **কীট।**

চাটী = **চাটি।** ⇒ **চাটি।**

চাটু (বিণ) সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, ভদ্র, শিষ্ট, সুশীল, শিষ্টাচারযুক্ত, বিনীত।

চাটুকম্মতা (স্ত্রী) শিষ্টাচার, সৌজন্য, তোষামোদ, অনুচিত স্তুতি, মিথ্যা প্রিয়বাক্য, স্তুতিবাক্য। ⇒ **চাতুকম্মতা।**

চাটুকম্যতা (স্ত্রী) ১ = **চাটুকম্মতা।** ⇒ **চাটুকম্মতা।** ২ = **মুগ্গসূপ্যতা।** ⇒ **মুগ্গসূপ্যতা।** (চুলনির্দেশে) **পাতুকম্যতা।** (মিলিন্দপ্রশ্নে) **পাতুকম্মতা।** (বিভঙ্গে) **পাটুকম্যতা।**

চাতক (পুং) চাতক পক্ষী। কথিত আছে ইহারা মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না, সেইজন্য "স্ফটিক জল" বলিয়া মেঘের নিকট জল চায়।

চাতসকুণ = **ভাসসকুণ।** ⇒ **ভাসসকুণ।**

চাতু—(ইহা শব্দের অংশবিশেষ) চারিটির সমষ্টিভূত। = **চাতুর।**

চাতুকম্মতা (স্ত্রী) = **চাতুকম্যতা।** ⇒ **চাতুকম্যতা।**

চাতুকম্যতা (স্ত্রী) (বিশুদ্ধিমার্গের ইংরেজি অনুবাদ অনুসারে অর্থ:—) "কাহাকেও হীন বা অপদস্ত করিয়া" অর্থাৎ তোষামোদ, অনুচিত স্তুতি, হীনভাবে তোষামোদকরণ, গড়াইয়া গড়াইয়া আনন্দ বা স্নেহ প্রকাশ করণ। = **পাতুকম্যতা।** ⇒ **মুগ্গসূপ্যতা।**

চাতুকুম্মাস—চারি উপাদানে মিশ্রিত উগ্র বা কটু তরল খাদ্য, চারি বস্তুতে মিশ্রিত অম্ল বা টক যাগু।

চাতুদসিক (বিণ) চতুর্দশীক, চতুর্দশী বা চৌদ্দদিন সম্বন্ধীয়।

চাতুদসী = **চাতুদ্দসী।** ⇒ **চাতুদ্দসী।**

চাতুদিস = **চাতুদ্দিস।** ⇒ **চাতুদ্দিস।**

চাতুদীপ = **চাতুদ্দীপ।** ⇒ **চাতুদ্দীপ।**

চাতুদীপক = **চাতুদ্দীপক।** ⇒ **চাতুদ্দীপক।**

চাতুদ্দসী (স্ত্রী) চতুর্দশী, পক্ষের চৌদ্দ দিন, চন্দ্র-সম্বন্ধীয় বা চন্দ্রঘটিত চৌদ্দ দিন, তিথিবিশেষ। (যৌগিকে) **পঞ্চদসী চাতুদ্দসী, অট্ঠমী চাতুদ্দসী, পটিহারিযপক্খ চাতুদ্দসী।** (বিণ) চৌদ্দ সংখ্যার পূরক, চতুর্দশবর্ষীয়। = **চুদ্দস।** ⇒ **চতুর।**

চাতুদ্দিস (বিণ) চতুর্দিক-সম্বন্ধীয়, চতুর্দিকস্থ, (প্রয়োগে) মানবহিতৈষী, দয়ালু, বিশ্বপ্রেমিক-সম্বন্ধীয়, বিশ্বব্যাপী, পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ দিকস্থ অর্থাৎ সর্বদিকস্থ, সমস্ত বিশ্বের। (বিনয়) **চাতুদ্দিস ভিক্‌খুসঙ্ঘ**—চতুর্দিকস্থ বা বিশ্বের সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতুহি দিসাহি আগত ভিক্‌খুসঙ্ঘ।**

চাতুদ্দীপ (পুং, ক্লী) চারি মহাদেশ, জল ও স্থল সহ মহাপৃথিবী, চারিদ্বীপ। চারিদ্বীপ, যথা—**জম্বুদীপ, পুব্ববিদেহ, অপরগোযান, উত্তরকুরু।** (বিণ) চতুর্দ্বীপের। (থেরীগাথা) **চাতুদ্দীপ রাজা**—চারি দ্বীপের বা মহাপৃথিবীর রাজা।

চাতুদ্দীপক (বিণ) চতুর্দ্বীপের, জল ও স্থল সহ মহাপৃথিবীর।

চাতুদ্দ = **চাতুরন্ত।** ⇒ **চাতুরন্ত।**

চাতুব্বেদা = **চাতুব্বেদা।** ⇒ **চাতুব্বেদা।**

চাতুব্বেদা (পুং, বহুবচন) চতুর্বেদ। চতুর্বেদ, যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ।

চাতু মহাপথ = **চাতুস্মহাপথ।** ⇒ **চাতুস্মহাপথ।**

চাতুমহাভূতিক **চাতুস্মহাভূতিক।** ⇒ **চাতুস্মহাভূতিক।**

চাতুমহারাজিক **চাতুস্মহারাজিক।** ⇒ **চাতুস্মহারাজিক।**

চাতুমাস = **চতুরমাস।** ⇒ **চতুরমাস।**

চাতুমাসিন (বিণ) চাতুর্মাস্য, চারিমাসিক, চারি মাসের। ⇒ **চতুরমাস।**

চাতুমাসিনী (স্ত্রী) কার্তিকী পূর্ণিমা। **কোমুদী চাতুমাসিনী**—কার্তিকী পূর্ণিমার চন্দ্রালোক বা জ্যোৎস্না। (তুলনীয়) **কোমুদী।**

চাতুস্মহাপথ (পুং) চারি মহাপথ, চারিরাস্তার সংযোগস্থল, চৌরাস্তার মাথা। (তুলনীয়) **চতুস্মহাপথ।**

চাতুস্মহাভূত (ক্লী) চারি মহাভূত, চতুর্বিধ মহা উপাদান। চারি মহাভূত বা উপাদান, যথা—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু।

চাতুস্মহাভূতিক (বিণ) চারি মহাভৌতিক, চারি মহা উপাদানবিশিষ্ট। ⇒ **চাতুস্মহাভূত।**

চাতুস্মহারাজা (পুং, বহুবচন) চারি জন মহারাজা, নিম্নস্তরের দেবভূমির চতুর্দিকস্থ চারিজন মহারাজা। চারিজন মহারাজা, যথা—পূর্বদিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণ দিকে মহারাজ বিরূঢ়ক, পশ্চিম দিকে মহারাজ বিরূপাক্ষ, উত্তর দিকে মহারাজ কুবের।

চাতুস্মহারাজিক (বিণ, বহুবচন) চারিজন মহারাজার,

চারিজন নিম্নস্তরের দেবভূমির মহারাজার, চতুর্মহারাজিক, চারিজন মহারাজার অধিকৃত, প্রথম স্বর্গ-সম্বন্ধীয়। প্রথম স্তরের স্বর্গ চারিজন মহারাজার অধিকৃত স্থান, যথা—পূর্বদিক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অধিকৃত, দক্ষিণ দিক মহারাজ বিরূঢ়কের অধিকৃত, পশ্চিম দিক মহারাজ বিরুপাক্ষের অধিকৃত, উত্তর দিক মহারাজ কুবেরের অধিকৃত। ⇒ **চাতুম্মহারাজা**। **চাতুম্মহারাজিক ভূমি**—চারিজন মহারাজার বাসভূমি।

চাতুযাম—চারিযাম, চতুর্বিধ সংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। এখানে সম্পূর্ণ রাত্রিকে চারিভাগ করা হইয়াছে, এক এক ভাগকে এক এক যাম বলা হয়। ⇒ **যাম** (১)। **চাতুযাম সংবর**—চারি যাম অবধি অথবা সারা রাত্রির জন্য সংবরণ বা সংযম।

চাতুর্যাম সংবর (পুং) জৈন সম্প্রদায়ের বিনয় ধর্ম। ⇒ **সংবর, চাতুযাম**।

চাতুর (বিণ) চারিটির সমষ্টিভূত। = **চাতু**।

চাতুরন্ত চক্কবত্তিন (পুং) চারি মহাদেশের বা চতুর্দ্বীপের সম্রাট। ⇒ **চক্করত্নচক্কবত্তিন**।

চাতুরন্ত (বিণ) চারিটি অন্তবিশিষ্ট, চতুর্দিকের শেষসীমা পর্যন্ত, গোলাকার। (জাতক বর্ণনায়) **পঠবী, মহী** অর্থাৎ পৃথিবী। (পুং) সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর অর্থাৎ এক চক্রবর্তী রাজার রাজ্য (**চক্কবত্তিন**)।

চাতুরমাস = **চতুর মাস**। ⇒ **চতুরমাস**।

চাতুরিয (ক্লী) নৈপুণ্য, দক্ষতা, ধূর্ততা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমানতা, চতুরতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন। = **চতুরতা**।

চাতুর্বর্ণিন (বিণ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণীয় বা চারি জাতীয়। ⇒ **বর্ণিন** (২)।

চাতৃচাতুরহ = **চাতৃচাতুহ**। ⇒ **চাতৃচাতুহ, চাতুরহ**।

চাতৃচাতুহ—চারি চারি দিন। ⇒ **চতুরহ**। **চাতৃচাতুহ'ন্তরে**—চারি দিন পর পর, প্রতি চারিদিনের মধ্যে।

চাদায [চ+আদায] এবং লইয়া।

চাপ (পুং) ধনু, ধনুক, বৃত্তপরিধির অংশ। (বিপ) **কোদণ্ড**। (ধর্মপদ) **চাপাতিখীণ**। (অপাদান কারকে) **চাপাতো**।

চাপকোটি (স্ত্রী) ধনুক, বক্রাকৃতি বস্তু, ধনুর প্রান্তভাগ। ⇒ **কোটি**।

চাপধুর—ধনুর ছিলা, ধনুর জ্যা, ধনুকের গুণ।

চাপনালি (স্ত্রী) ধনু রাখিবার আধার বা বাক্স।

চাপলসুণ (ক্লী) এক জাতীয় রসুন।

চাপলিখিত (বিণ) ধনু অঙ্কিত।

চাপল্ল (ক্লী) চাপল্য, চপলতা, অস্থিরতা, খামখেয়ালি অবস্থা, চাঞ্চল্য, অস্থৈর্য, ঔদ্ধত্য, অনবস্থিতি, অবিমৃষ্যকারিতা।

চাপল্য = **চাপল্ল**। ⇒ **চাপল্ল**।

চাপাতিখীণ—ভাঙ্গা ধনু (?), ধনু হইতে তীর ছোড়া। **চাপাতো অতিখীণ চাপাবিনিস্মুত্ত**। ⇒ **অতিখীণ, চাপ**।

চাপাতো—ধনু হইতে। ⇒ **চাপ**।

চাপি (অব্যয়) [চ+অপি] এবং যদিও।

চাবসকুণ = **ভাসসকুণ**। ⇒ **ভাসসকুণ**।

চামর (ক্লী) চামর, চমরী, চমরী পুচ্ছ দ্বারা প্রস্তুত ব্যজনবিশেষ, বালব্যজন, তিবতদেশীয় চমরী গরুর লেজের ঝাড়ন।

চামরঙ্ক = **চামরী অঙ্ক**। ⇒ **চামরী**।

চামরী (স্ত্রী) = **চামর**। ⇒ **চামর**। (বিণ) চামরযুক্ত, চামরবিশিষ্ট, চামর ব্যজনকারী।

চামরী অঙ্ক—চামর ঝুলাইয়া রাখিবার আকুশি বা বাঁকা পেরেক।

চামরী গাহক (পুং) চামরধারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি চামর ধারণ করে। (বিণ) চামরধারী। ⇒ **গাহক**।

চামাদাপেতি (ক্রি) = **বোমাদাপেতি**। ⇒ **বোমাদাপেতি**।

চামাপেতি (ক্রি) = **বোমাদাপেতি**। ⇒ **বোমাদাপেতি**।

চামীকর (ক্লী) স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা।

চাযতি (ক্রি) পূজা করা, সম্মান করা, মহিমান্বিত করা। (যৌগিকে) **অপচাযতি**।

চার (পুং) চার, গতি, সঞ্চার, ভঙ্গি, চলচ্ছক্তি, কার্য, কাজ, ব্যবহার, আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, ক্রিয়া, ফল, ক্রমিক গতি, ক্রমোন্নতি, গমন, চলন, পদচারণা, ভ্রমণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **চারবিহার**। = **বিচার** (ধর্মসঙ্গণী)। (জাতক) **কামচার; পমাদচার**। (সূত্রনিপাত) **পিণ্ডচার**। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বরত্তি চার**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমবখচার**। ⇒ **চরতি** (১)।

চারক (বিণ) চালক, যে ব্যক্তি চালায় বা কার্য করে, ইতস্তত ভ্রমণকারী, বাসকারী, অবস্থানকারী, গমনকারী, নেতা, গতিশীল, নায়ক, আচরণকারী, সুষ্ঠুব্যবহারকারী। (সর্বদা যৌগিকে) **আকাস চারক; নিকেতচারক; পুরে চারক; বনচারক**। (পুং) জেল, কারাগার, বন্দিশালা।

চারণ (বিণ) = **চারক**। ⇒ **চারক**। (সূত্রনিপাত) **সংসুদ্ধ চারণ**। (ক্লী) চালানো বা কার্য করানো, নির্বাহ, পরিচালন, শাসন, কৌশল, সুকৌশল আচরণ, বন্দোবস্ত, কর্তৃপক্ষগণ।

চারণিক (ক্লী) ১ ছোটখাট নাটক, অল্পসময়ের মধ্যে যে অভিনয়ের যবনিকা হয়। ২ এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় ক্রীড়া, মন্দির বা বিহার। = **বারণিক** (থেরগাথা)।

চারবিহার (বিণ) কার্যকারী, সুষ্ঠুব্যবহারকারী, আচরণকারী অর্থাৎ সদ্‌স্বভাবের। ⇒ **চার**।

চারাপেতি = **চরাপেতি**। ⇒ **চরাপেতি**।

চারিক (বিণ) চারক। ⇒ **চারক**।

চারিক মনুস্স = **চরিযা মনুস্স**। ⇒ **চরিযা মনুস্স**।

চারিকা (স্ত্রী) ভ্রমণ, পর্যটন, অর্থহীন ভ্রমণ, দীর্ঘ পর্যটন,

তীর্থ ভ্রমণ। "**চারিকা**" দ্বিবিধ, যথা—**নিবদ্ধচারিকা, অনিবদ্ধ চারিকা**। (বিনয়) **চারিকং চরতি**—ভিক্ষাচর্যায় গমন করে। (জাতক) **চারিকঞ্চ পক্কমতি**—ভ্রমণে যাত্রা করা বাহির হওয়া। **উঞ্ছা চারিকা**—খাদ্যান্বেষণ।

চারিত (বিণ) = **চরিত**। ⇒ **চরিত** (বিণ), **চারেতি**।

চারিত বারিত (বিণ) স্বভাব এবং বর্জন-সম্বন্ধীয়। ⇒ **চারিত্ত বারিত্ত, বারিত বাত**।

চারিত্ত (ক্লী) চারিত্র, চরিত্র, দুষ্ট চরিত্র, দেশাচার, দেশের প্রথা বা রীতি, আচরণ, ব্যবস্থা, পরিচালন, পেশা, ব্যবসায়, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির পেশা, কার্যপদ্ধতি, কার্যকৌশল, কোনও একটি ঘটনা, কাজ। (জাতক) **লোকচারিত্ত; বঙ্কচারিত্ত**। (মধ্যম নিকায়) **চারিত্তং আপজ্জতি**—মিশ্রিত হওয়া, মিলিত হওয়া, অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, প্রার্থনা করা, পত্র লেখালেখি হওয়া, সম্পর্ক হওয়া, সংস্রব হওয়া, সংসর্গ হওয়া, যৌন সংসর্গ হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **কুলেসু চারিত্ত**। (মধ্যম নিকায়) **কামেসু চারিত্ত**। (জাতক) **রক্‌খিত-গোপিতেসু চারিত্ত**।

চারিত্ত বারিত্ত (ক্লী) চারিত্র এবং বারিত্র, স্বভাব এবং বর্জন, কার্য এবং বর্জনের ধারা বা নীতি।

চারিত্তসীল—নৈতিকতার নিয়ম, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞানের পদ্ধতি, ধর্মাচরণের নীতি, ধর্মের নিয়মাবলী।

চারিন (বিণ) চারিন, গমনশীল, ভ্রমণকারী, বাসকারী, অনুভবকারী, অভিজ্ঞতা অর্জনকারী, আচারণকারী, চালক, সুষ্ঠু ব্যবহারকারী। সাহিত্যে—(সংযুক্ত নিকায়) **অসঙ্গচারিন**। (সূত্রনিপাত) **অকালচারিন; অম্বুচারিন**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **বিহঙ্গপথচারিন**। (মধ্যম নিকায়) **সপদানচারিন**। (সূত্রনিপাত) **পরিযন্ত চারিন**। চরিত্রে—(সূত্রনিপাত) **অনুধম্মচারিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **আগুচারিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মচারিন**। (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মচারিন**। (বিমানবত্থু) **মনাপচারিন**। (সূত্রনিপাত) **যতচারিন**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **সমচারিন**। (তুলনীয়) **চটু**।

চারিযমান (বিণ) ⇒ **চারেতি, বারিযমান, বিচারেসুং**।

চারী (বিণ) = **চারিন**। ⇒ **চারিন**।

চারু (বিণ) চারু, সুন্দর, সম্যক, অসাধারণ, আনন্দদায়ক, বাঞ্ছনীয়, মনোরম। = **বগ্‌গু, সুচারু, সুটঠু, মনোরম**। ⇒ **চারুদস্‌সন**।

চারু অঙ্গী (বিণ, স্ত্রী) সুন্দর অঙ্গবিশিষ্টা।

চারুদস্‌সন (বিণ) দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর বা লাবণ্যময়, চারুদর্শন, দেখিতে সুন্দর, দেখিতে প্রীতিকর। ⇒ **দস্‌সন** [১ (বিণ)]। **চারুবুচ্চতি সুবণ্ণং** = **সুবণ্ণদস্‌সন**।

চারেতি (ক্রি) গমনে প্রবৃত্তি করা, যাত্রা করা, চরানো, তৃণ খাদ্য প্রদান করা, তৃণ খাওয়ানো, (কাহারও) অনুভূতি জাগাইয়া দেওয়া, সংরক্ষণ করা, বাঁচানো। ⇒ **চরতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইন্দ্রিযানি চারেতি**—কাহারও ইন্দ্রিয়সমূহ জাগ্রত করা বা ইন্দ্রিয়সমূহে অনুভূতি জাগানো। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **খন্তিং চারেতি**—ক্ষান্তিভাব আনিয়া দেওয়া, বিনীত করানো, বিনয় শিক্ষা দেওয়া। (জাতক) **ওলম্বকং চারেন্তো**—মস্তক অবনত করিয়া, অবসন্ন বা দুর্বল করিয়া, মাথা হেট করিয়া। (অতীতে) **চারেসি**। (অ-বিণ) **চরিত, চারিত**। (ব-বিণ) **চারেন্ত**। (কর্মবাচ্যে ব-বিণ) **চারিযমান**। (ক্রি-বি) **চারেত্বা**। (তুলনীয়) **বিচারেতি**।

চাল (পুং) চাল, কম্পন, হঠাৎ বিলোড়ন, নাড়া দেওয়া, **ধাক্কা**। **ভূমিচাল**—ভূকম্পন।

চালনী (স্ত্রী) চালুনি, চালনি, হামানদিস্তা, খল, চালিবার অথবা চূর্ণ করিবার যন্ত্রবিশেষ।

চালেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নাড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, চালনি দিয়া চালা, বিচলিত করা, ভীত করা, দুর্বল করা, আলোড়ন করা, নড়ান, আকুল করা, উদ্বিগ্ন করা, আন্দোলন করা, স্থানান্তর করা, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, স্থানান্তরে যাওয়া, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, চারিদিকে ছড়ানো, চারিদিকে তাড়াইয়া দেওয়া, (তাড়াতাড়ি) চারিদিকে চলিয়া যাওয়া। (জাতক) **তিণানি চালেতি**—চালনি দ্বারা তৃণ ঝাড়া বা চালা, তৃণ পৃথক করা। (অতীতে) **চালেসি**। (অ-বিণ) **চালিত**। (ব-বিণ) **চালেন্ত, চালযমান**। (ক্রি-বি) **চালেত্বা**।

চাবনা (স্ত্রী) পরিবর্তনকরণ, ঘর বদলানো, স্থান পরিবর্তন, অন্তর্ধান, তিরোধান। (বিনয়) **ঠানতো চাবনা**—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবর্তনকরণ।

চাবেতি (সম্প্রদানে ক্রিয়া) ফেলানো, স্থানান্তর করণ, নড়ানো, বিচলিত করানো, হাঁটানো, তাড়াইয়া নেওয়া, চালাইয়া নেওয়া, নানা দিকে আকর্ষণ করা, অন্যমনস্ক করা, চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো, উন্মত্ত করা, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমাধিম্‌হা চাবেতি**। (জাতক) **ঝানা চাবেতি**। (অতীতে) **চাবেসি**; (নিষেধার্থে অতীত ক্রিয়া) **অচাবযি**। (অ-বিণ) **চাবিত**। (ব-বিণ) **চাবেন্ত**। (ক্রি-বি) **চাবেত্বা**। (তুম) **চাবেতু-কাম**।

চি—ইহা অনির্দিষ্ট প্রশ্নবোধকে ব্যবহৃত শব্দ। যৌগিক ব্যবহারে:—**কোচি, কিঞ্চি, কদাচি**। ⇒ **চ, চন, চে**।

চিকিচ্ছতি (ক্রি) চিকিৎসা করা, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী হওয়া, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, কোনও বিষয়ে চিন্তা করা, মনস্থ করা, সঙ্কল্প করা, অভিপ্রায় করা, কোনও বিষয়ে লক্ষ্য করা বা রাখা। = **তিকিচ্ছতি**। (তুলনীয়) **চিন্তেতি, বিচিকিচ্ছা**। (অতীতে) **চিকিচ্ছি**। (অ-বিণ) **চিকিচ্ছিত; (খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়) বিচিকিচ্ছিত**।

চিক্‌খতি (ক্রি) (**চিক্‌খ = বচনে**) বলা, কহা, জ্ঞাপন করা, প্রচার করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা। ⇒ **আচিক্‌খতি, পটিসংচিক্‌খতি**।

চিক্‌খল্ল (ক্লী) পিচ্ছিল, কর্দম, কাদা, পঙ্ক, মৃত্তিকা, ভিজা, জলা, জলাভূমি। (বিনয়) **উদকচিক্‌খল্ল**। (বিণ) জলা, স্যাঁতসেঁতে, ভিজা, কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল।

চিক্‌খল্লবন্ত (বিণ) কর্দমাক্ত। ⇒ **চিক্‌খল্ল** (বিণ)।

চিক্‌খস্‌সতি (ক্রি) বিন্দু বিন্দু ফেলিতে ইচ্ছা করা, হঠাৎ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করা, হঠাৎ আসিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করা, শেষ করিতে অথবা সংস্রব না রাখিতে ইচ্ছা করা, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া, চুয়াইয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া। (ব-বিণ) **চিক্‌খস্‌সন্ত** (মিলিন্দ প্রশ্ন)।

চিঙ্গুলক (পুং, ক্লী) ১ এক জাতীয় ছোট ছোট গাছ। = **কণবীর-পুপ্ফ-সণ্ঠান-সীস** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ খেলনার জন্য তালপাতার তৈরি বায়ুচালিত কল (দেশীয় কথায় যাহাকে ফরফরি বলা হয়)। = **তালপণ্ণাদীহি কতং বাতপ্পহারেন পরিব্‌ভমন-চক্কং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

চিঙ্গুলায়তি (ক্রি) চারিদিকে ঘূর্ণিত হওয়া, বায়ু দ্বারা চালিত কলের ন্যায় ঘুরা। ⇒ **চিঙ্গুলক**।

চিঙ্গুলিক = **চিঙ্গুলক**। ⇒ **চিঙ্গুলক**।

চিচ্চ = **চেচ্চ**। ⇒ **চেচ্চ**।

চিচ্চিটায়তি (ক্রি) শিস দেওয়া, ধিক্কার দেওয়া, হিস হিস করিয়া ঘৃণা বা অসম্মতি প্রকাশ করা, ফোঁস ফোঁস বা হিস হিস শব্দ করা, ছি ছি বা ছেৎ ছেৎ শব্দ করা। (যৌগিকে) **চিচ্চিটায়তি চিটিচিটায়তি**।

চিচ্চিটায়ন (ক্লী) হিস হিস অথবা ফোঁস ফোঁস শব্দকরণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চিচ্চিটায়ন সদ্দ**।

চিঞ্চ মানবিকা (স্ত্রী) এক স্ত্রীলোকের নাম বিশেষ। এই স্ত্রীলোকটি দেবদত্তের দলের প্ররোচনায় তলপেটে কাঠের গুড়াবন্ধনে কৃত্রিম গর্ভ উৎপন্ন করিয়া বুদ্ধকে অপমানিত করিবার জন্য গর্ভবতীর ন্যায় সপরিষদ বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিষদের মধ্যে বুদ্ধকে ভণ্ড ইত্যাদি তিরস্কার বাক্য বলিয়া বলিল বুদ্ধ হইতে তাহার এই গর্ভের উৎপত্তি হইয়াছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র মূষিকরূপে তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উক্ত কৃত্রিম গর্ভের বন্ধন কাটিয়া দিলে তাহার তলপেট হইতে সেই কৃত্রিম গর্ভের বোঝা খসিয়া পড়ে। এই পাপের ফলে তৎমুহূর্তে সেইখানেই পৃথিবী কূপিত হইয়া অগ্নিময় নরকগর্ত উৎপন্ন করিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

চিঞ্চরোদক = **পিঞ্জরোদক**। ⇒ **পিঞ্জরোদক**।

চিঞ্চা (স্ত্রী) ১ তেঁতুল, তেঁতুল বৃক্ষ। (জাতক) **চিঞ্চাবন**। ২ = **চিঞ্চমানবিকা**। ⇒ **চিঞ্চমানবিকা**।

চিঞ্চাবন—তেঁতুল গাছের বন।

চিটিচিটায়তি = **চিচ্চিটায়তি**। ⇒ **চিচ্চিটায়তি**।

চিটিচিটি—হিস হিস অথবা ফোঁস ফোঁস শব্দ।

চিণ (বিণ) অভ্যস্ত, নিত্যকৃত, সম্পাদিত, ব্যবহৃত, স্বভাবগত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ভ্রমিত, প্রযুক্ত, অবলম্বিত, আশ্রিত, কৃত, সম্পন্নকৃত। ⇒ **চিনাতি**। (তুলনীয়) **আচিণ, পরিচিণ, বিচিণ**।

চিণচরণ (ক্লী) অভ্যাসগত স্বভাব।

চিণট্‌ঠান (ক্লী) কোনও ব্যক্তির গমনে অভ্যস্ত স্থান, যে স্থানে কাহারও যাওয়ার অভ্যাস বা রীতি আছে।

চিণত্ত (ক্লী) অভ্যাস, রীতি, প্রথা, দেশাচার।

চিণমানত্ত (বিণ) ছিন্নমানত্ত, বিনয় মতে যাহার "**মানত্ত**" কার্য সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। ⇒ **মানত্ত**।

চিণবসিন (বিণ) অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত, প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব পাইয়াছে এমন। ⇒ **বুসীমন্ত**।

চিণবসিভাব = **চিণবাসিভাব**। ⇒ **চিণবাসিভাব**।

চিণবাসিভাব (বিণ) = **চিণবসিন**। ⇒ **চিণবসিন**।

চিতকা (স্ত্রী) চিতা, যেখানে শব দাহ করা হয়, শ্মশান।

চিত্ত (বিণ) চিত্রবিচিত্র, নানা বর্ণে রঞ্জিত, নানা বর্ণের, বহুসংখ্যক, অনেক প্রকার, চিত্রিত, ছোট ছোট দাগযুক্ত, বিন্দু বিন্দু চিহ্নে চিহ্নিত, মনোহর, রুচিকর গন্ধবিশিষ্ট, মধুর, সুগন্ধ বিশিষ্ট, মিষ্ট, স্বাদু, সুস্বাদ, সুস্বরবিশিষ্ট, সুললিত, টাটকা, তাজা, অলবণাক্ত, নম্র, অমায়িক, অত্যন্ত মনোরম বা প্রিয়। (জাতক) **চিত্তগেণ্ডুক**। (ধর্মপদ) **চিত্তরাজরথ**। (পেতবত্থু) **অনেক চিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চিত্তপূবা** = **মধুরা পূবা**। ⇒ **যক্‌খ** (৪ক)। (পুং) ১ চৈত্র, মাসের নাম। (তুলনীয়) **চিত্রমাস** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। = **চিত্র**। ⇒ **মাস** (১)। ২ এক যক্ষের নাম। ⇒ **যক্‌খ** (৪ক)। (ক্লী) ১ চিত্র, চিত্রবিদ্যা, ছবি। (সূত্রনিপাত) **কামাচিত্তা** = **নানাবণ্ণাচিত্তা** (চুলনির্দেশ)। (সূত্রনিপাত) **গাথা চিত্তা**। (জাতক) **গেণ্ডুক চিত্ত। ২ক)** চিত্ত, হৃদয়, মন, বিজ্ঞান, হৃৎপিণ্ড, কেন্দ্রস্থল, অন্তর, অন্তঃক্ষরণ, সাহস, উৎসাহ, তেজ, গূঢ় অর্থ বা অভিপ্রায়, হৃৎপিণ্ডাকৃতি বস্তু, মনন ইন্দ্রিয় বা স্থান, যাহা চিন্তা করা হয় তাহাই চিত্ত। কি চিন্তা করে? "**চেতসা চিন্তেতি**" অর্থাৎ অনুভূতিতে উপলব্ধ বিষয় বা অবলম্বন (জড় বা অজড় বস্তু যাহাকে আলম্বন বা অবলম্বন করিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয় উহাই চিত্তের "বিষয় বা আলম্বন বা অবলম্বন বা আরম্মন"। ⇒ **আরম্মণ**) চিন্তা করে। এখানে "চিন্তা করে" অর্থ আলম্বন গ্রহণ করে (অবলম্বন করে)। আলম্বনকে জানে, আলম্বনকে অবগত হয়। "চিত্ত, মন, বিজ্ঞান" শব্দত্রয় একার্থবাচক; ইহাদের যে কোন একটি অন্য দুইটির প্রতিশব্দ জ্ঞাপক। ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে চিন্তন, মনন ও বিজানন; ইহারাও একার্থবোধক আলম্বন বিজানন চিত্তের স্বভাব। "**চিন্তেতি**" ক্রিয়াপদে দুইটি প্রধান অবলম্বন অর্থে ঘনিষ্ঠরূপে সন্ধিবদ্ধ এবং প্রায়শ অবিচ্ছেদ্য, যেমন—"চিৎ" এবং "চেৎ" অর্থাৎ "**চিত্ত**" এবং "**চেতস**"; (তুলনীয়) তুমি "**চেতো**" দ্বারা "**চিত্ত**" কে দমন-সংযত-শান্ত করা দরকার (মধ্যম নিকায়); (তুলনীয়) **অত্তনা চোদয অত্তানং** (স্ত্রীলিঙ্গে); (তুলনীয়) **চেতসা চিত্তং**

সমন্নেসতি (সংযুক্ত নিকায়)। সাধারণ ব্যবহারে **"চিত্ত"** এবং **"চেতস"** শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কার্যক্ষেত্রে **"কম্ম"** অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে **"চিত্ত"** বা **"চেতস"**, সাধারণত **"কাম"** এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তাৎপর্য জ্ঞাত হওয়া যায়। **খ) "চিত্ত"** এবং "চেতস" শব্দের কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **চিত্তং**; (বহুবচনে) **চিত্তা, চিত্তানি**; (বি- ভা) **আসবেহি চিত্তানি মুচ্চিংসু (বিমুচ্চিংসু)**—সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে তাঁহাদের মন বিমুক্ত হইয়াছিল (বিনয়); (বিভঙ্গ) **সত্ত চিত্তানি**। কর্ম (একবচনে) **চিত্তং**; (বহুবচনে) **চিত্তা, চিত্তানি**। করণ (একবচনে) **চেতসা, চিত্তেন**; (বহুবচনে) **চিত্তেহি, চিত্তেভি। চিত্তেন নীযতি লোকো; উপক্কিলিট্‌ঠ চিত্তেন; অসল্লীনেন চিত্তেন** (সংযুক্ত নিকায়)। সম্প্রদান (একবচনে) **চেতসো, চিত্তায**; (বহুবচনে) **চিত্তানং**। অপাদান (একবচনে) **চিত্তা, চিত্তমহা, চিত্তস্মা**; (বহুবচনে) **চিত্তেহি, চিত্তেভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **চেতসো, চিত্তস্স**; (বহুবচনে) **চিত্তানং**; (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তস্স উপক্কিলেসো**; (ধর্মপদ) **চিত্তস্স দমথো**; (মধ্যম নিকায়) **চিত্তস্স বসেন**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **চিত্তে, চিত্তমহি, চিত্তস্মিং**; (বহুবচনে) **চিত্তেসু**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমাহিতে চিত্তে; চিত্তে ব্যাপন্নে কায়কম্মং পি হোতি**; (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তমহি (চিত্তস্মিং) ব্যাপন্নে কায়কম্মং পি হোতি। গ)** **"চিত্ত"** এবং **"চেতস"** শব্দের পাঁচমিশালী বা এলোমেলো ব্যবহার:—**"চিত্ত"** সাধারণত মনকেই বুঝায়, আর **"চেতস"** সাধারণত চিত্তের অবস্থান স্থান হৃদয়কেই বুঝায়। (**"চিত্ত"** এবং **"চেতো"** শব্দের যৌগিকে ব্যবহার) **চিত্ত-সমাধি = চেতো-সমাধি**। পক্ষান্তরে **"চেতোখিল"** এবং **"চেতো-বিমুত্তি"**, কিন্তু **"চিত্ত"** এর সহিত **"বিমুত্ত-চিত্ত"**; **"উপক্কিলেস"** শব্দের সহিত **"চিত্ত"** এর সংযোগ সীমাবদ্ধ ইত্যাদি। নিম্নোক্ত বাক্যসমূহে উহা বর্ণিত হইয়াছে—(সংযুক্ত নিকায়) **বিবটেন চেতসা সপ্পভাসং চিত্তং ভাবেতি**—খোলা মনে সে আনন্দোজ্জ্বল ভাবনায় ধ্যান করিতেছে; **চেতসা চিত্তং সমন্নেসতি বিন্নমুত্তং**—সে মনে মনে তাঁহাদের নিষ্পাপ মনকে সম্যক অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতেছে। (দীর্ঘনিকায়) **"বিগতাভিজ্ঝেন চেতসা"** অনুসরণে **"অভিজ্ঞায চিত্তং পরিসোধেতি"**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপারম্ভচিত্তো ভব্বো চেতসো বিক্‌খেপং পহাতুং**; **"চেতসো বূপসমো"** অনুকরণে **"বূপসন্ত-চিত্তো"**। (দীর্ঘনিকায়) **"সমাহিতে চিত্তে"** অনুকরণে **"চেতোসমাধি"**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **"চিত্তং পদুট্‌ঠং"** অনুকরণে **"চেতো-পদোস"**। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো ততো চিত্তং নিবারযে**—আন্তরিক ইচ্ছা—উহা হইতে মনকে নিবারণ কর। **ঘ)** অন্যান্য বিষয়ে মানসিক কার্যধারা সম্পর্কে **"চিত্ত"** এর ব্যবহার:—(১) **"চিত্ত"** অর্থে **"হৃদয়"** অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব সংযোগে হৃদয়—(সংযুক্ত নিকায়) **হদযং ফলেয্য, চিত্তবিক্‌খেপং পাপুণেয্য**—হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, চিত্তবিক্ষেপ ঘটিবে; = **চিত্তং তে খিপিস্সামি, হদযং তে ফালেস্সামি** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **কামরাগেন চিত্তং মে পরিডয্হতি**; (বৈষম্য অর্থবাচক) **নিব্বাপেহি মে হদয পরিড়াহং**—আমার হৃদয়-অগ্নি নির্বাপিত করো (মিলিন্দ প্রশ্ন); (তুলনীয়) **অভিনিব্বুতত্তো** (সূত্রনিপাত); = **অপরিডয্হমান-চিত্তো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **চিত্তং অধিট্‌ঠহতি**—হৃদয় বা মন বসানো, ইচ্ছা করা। (২) **"চিত্ত"** শব্দ মানসিক অবস্থায়—(ক) শারীরিক অবস্থার সহিত বৈষম্য প্রকাশে:—**"চিত্ত"** (বিপরীত) **"কায"** অর্থাৎ **"কিলন্ত কায-চিত্ত"**—অবসন্ন শরীর ও মন (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **আতুর কায-চিত্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিকট্‌ঠ কায-চিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **ঠিত কায-চিত্ত**—স্থির দেহ ও মন; (তুলনীয়) **ঠিতত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **পস্সদ্ধি কায-চিত্ত**—দেহমনের শান্তি। অর্থকথাচার্য **"সঙ্খারাক্‌খন্ধ"** অথবা চৈতসিক সমূহকে ছয় যুগ্মভাবে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন, যেমন—**"বিঞ্ঞাণক্‌খন্ধ"** এতে **"চিত্ত-কায পস্সদ্ধি"** (মন ও দেহের প্রশান্ত ভাব), **চিত্ত-কায লহুতা** (মন ও দেহের লঘুতা) ইত্যাদি; অন্য তিনটি মানসিক **"খন্ধ"**, যাহাকে **"নাম-কায"** রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (ধর্মসঙ্গণী এবং ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **পস্সদ্ধ নাম-কায**। (খ) জ্ঞানালোক প্রাপ্ত বা সদবুদ্ধি সম্পন্ন অবস্থা:—**"চিত্ত"** (মন); বৈষম্যে **"মনস"** (মনের ভাব বা চিন্তাধারা এবং **"বিঞ্ঞাণ"** (বুদ্ধি, জ্ঞান, যথার্থ অনুভব, বোধ)। এই তিনটি মনের অভিব্যক্তির অন্য নামে অদৃশ্যভাবে শরীরের কর্মশক্তি গঠিত করিয়া থাকে; **যঞ্চ বুচ্চতি "চিত্ত"ন্তি বা "মনো"তি বা "বিঞ্ঞাণং"তি বা**; (ক) (দীর্ঘনিকায়) **অযং অত্তা নিচ্চো ধুবো** ইত্যাদি, (খ) (সংযুক্ত নিকায়) **তত্র'স্সুত বা পুথুজ্জনো নালং নিব্বিন্দিতুং** ইত্যাদি, (গ) **তং রত্তিযা চ দিবসস্স চ অঞ্ঞ-দ-এব উপ্পজ্জতি অঞ্ঞং নিরুজ্ঝতি** (সংযুক্ত নিকায়)। **"আদেসনা পাটিহারিয"** (পরচিত্ত বিজ্ঞান-জ্ঞান) এতে:—**এবং পি তে মনো ইত্থম্পি তে মনো ইতি পি তে চিত্তং**—এতাদৃশ আপনার চিন্তাশক্তি এবং এতাদৃশ আপনার মন অর্থাৎ চিন্তার স্বভাব (দীর্ঘনকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **নিচ্চং ইদং চিত্তং নিচ্চং ইদং মনো; চিত্তেন নীযতি লোকো**—চিত্ত বা চিন্তা দ্বারা সংসার পরিচালিত হইয়া থাকে; **অপতিট্‌ঠিত-চিত্তো আদীন-মনসো অব্যাপন্ন চেতসো; ব্যাপন্ন-চিত্তো পদুট্‌ঠ মনসনকম্মো। পদুট্‌ঠ-চিত্তো = পদুট্‌ঠ মনসো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (৩) আবেগময় বা ভাবোদ্দীপক ধারা বুঝাইলে:—কর্মবাচ্যে অভিপ্রায় বা সঙ্কল্প অর্থে হইয়া থাকে। বৈষম্য বুঝাইলে:—ইচ্ছাবৃত্তি বা অভিলাষ অর্থ হইয়া থাকে। **"চিত্ত"** এখানে চারিটি **"সমাধি"** এর

মধ্যে একটি। চারিটি সমাধি, যথা—**ছন্দ সমাধি, বিরিযসমাধি, চিত্ত সমাধি, বীমংসা সমাধি** (দীর্ঘনিকায়)। কার্য অর্থে "**চিত্ত**" "**কম্ম**" এর উৎসস্বরূপ, যেমন—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তে ব্যাপন্নে কাযকম্মং পি ব্যাপন্নংহোতি**—অভিপ্রায় (অর্থাৎ মনের অভিপ্রায়) যখন অসৎ হয় তখন শারীরিক কর্মও অসৎ হইয়া থাকে; **চিত্তং অপ্পমাণং যং কিঞ্চি পমাণকতং কম্মং** ইত্যাদি। সংযুক্ত নিকায় বর্ণনায় "**চিত্ত**" "**কায**" এবং "**বাচা**" এই দুইটির বৈষম্য, তিনটি একত্রে "**কাযেন**" (কার্যে), "**বাচায**" (কথায়), "**চিত্তেন**" অথবা "**মনসা**" (অভিলাষে বা ইচ্ছায় বা চিত্তবৃত্তিতে)। সেইরূপ সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে—**তং বাচং অপ্পহায (চিত্তং অপ্পহায, দিট্ঠিং অপ্পহায)**। "**চিত্ত**" ত্রিবিধ "**দক্খিণেয্য সম্পত্তি**" এর মধ্যে একটি; ত্রিবিধ "**দক্খিণেয্য সম্পত্তি**" যথা—**খেত্তসম্পত্তি** (দান গ্রহীতা), **চিত্ত সম্পত্তি** (সদিচ্ছা), **পযোগসম্পত্তি** (উপায়) (বিমানবত্থু অর্থকথা)। কমবাচ্যে মেজাজ বা মনোভাব অর্থে:—মনোবৃত্তি বা আসক্তি সমূহ, মানসিক সুগভীর অনুভূতি, আবেগ। "**চিত্ত**" তিন প্রকার "**ভাবনা**" এর মধ্যে একটি; তিন প্রকার "**ভাবনা**", যথা—(দীর্ঘনিকায়) **কাযভাবনা, চিত্তভাবনা, পঞ্ঞাভাবনা**। "**চিত্ত**" চতুর্বিধ "**সতিপট্ঠান**" এর মধ্যে একটি; চতুর্বিধ "**সতিপট্ঠান**", যথা—(দীর্ঘনিকায়) **কাযবেদনা ধম্মা, চিত্তবেদনা ধম্মা** ইত্যাদি। "**চিত্ত**" বিনয়ের "**অধিসীল**" ইত্যাদিতে (**সীল**—নীতিতত্ত্ব, **পঞ্ঞা**—প্রজ্ঞা সহকারে) "**সীলক্খন্ধ**" এর অংশ স্বরূপ। (তুলনীয়) **তিস্সো সম্পদা**, যথা—**সীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা, দিট্ঠিসম্পদা** (⇒ **সীল** এবং তুলনীয়—**চেতনা, চেতসিক**) (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) "**চিত্ত**" এবং "**পঞ্ঞা**" এই শব্দ দুইটিও একত্র বিন্যাস হইয়া থাকে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) অনুভূতি অর্থে "**চিত্ত**" শব্দ "**সঞ্ঞা, চিত্ত, দিট্ঠি**" সমবায়ে বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়ার সহিত বৈষম্য হইয়া থাকে। (৪) সোজা বা ইঙ্গিতে "**চিত্ত**" সম্বন্ধে বর্ণনা:—(ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তং'তি বিঞ্ঞাণং ভূমিকবত্থু আরম্মণ কিরিযাদি-চিন্ততায পনেতং চিত্তং'তি বুত্তং**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **চিত্তং'তি মনো মানসং**। (নেত্তি) **চিত্তং মনোবিঞ্ঞাণং'তি চিত্তস্স এতং বেবচনং**। (ধর্মসঙ্গণী) **যং চিত্তং মনো মানসং হৃদযং পণ্ডরং** ইত্যাদি। **মনিন্দ্রিয**। যেমন—"**রূপাবচর চিত্ত**" (বিশুদ্ধিমার্গ)। ৬) "**চিত্ত**" ইহার সমপ্রয়োগের শ্রেণীতে অর্থ:—মন, হৃদয়, ইচ্ছা, বিজ্ঞান, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প ইত্যাদি। এই [২(ক)] দেখ। (১) হৃদয় সংবেদজ আবেগময় অথবা বোধশক্তি সম্বন্ধীয় ভাবোদ্দীপক সত্তার সাধারণ অবস্থাস্বরূপ; ইন্দ্রিয়সমূহে (**ইন্দ্রিযানি**) ইহার সম্পর্ক। স্থির সঙ্কল্প ও অপ্রতিভ হৃদয় গভীর আবেগময় সাম্যাবস্থার লক্ষণ, ইহা ইন্দ্রিয়সমূহ দমনের কারণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। (সংযুক্ত নিকায়) **সমাদহংসু চিত্তং অত্তনো উজুকং অকংসু, সারথী ব নেত্তানি গহেত্বা ইন্দ্রিযানি রক্খন্তি পণ্ডিতা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উজুগতো-চিত্তো অরিযসাবকো**। (সংযুক্ত নিকায়) **ঠিত চিত্ত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ঠিত চিত্ত আনেজ্জপ্পত্ত**। (সূত্রনিপাত) **চিত্তং ন কম্পতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং ন বিকম্পতে**; (বিপ) **চপলং চিত্তং** (ধর্মপদ)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **খিত্ত চিত্ত বিসঞ্ঞিনং; চিত্তং রক্খিতং মহতো অত্থায সংবত্ততি**—সুরক্ষিত চিত্ত মহালাভের দিকে প্রবর্তিত হয়। সমার্থবাচক শব্দ:—**চিত্তং দন্তং, চিত্তং গুত্তং, চিত্তং সংবুতং**। (ধর্মপদ) **চিত্তং রক্খেত মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং**। (সংযুক্ত নিকায়) **চক্খুন্দ্রিযং অসংবুতস্স বিহরতো চিত্তং ব্যাসিঞ্চতি রূপেসু**। (ধর্মপদ) যে **চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা**—যাঁহারা চিত্তকে সংযম করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন; **পাপা চিত্তং নিবারযে**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভিক্খুনো চিত্তং কূলেসু ন সজ্জতি, গযহতি, বজ্জযতি**। (১) **কাম** (বিষয়াসক্ত), **রাগ** (তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) সংস্পর্শে:—(ক) **কামা** (সূত্রনিপাত) **কামা মথেন্তি চিত্তং**। (সংযুক্ত নিকায়) **কামরাগেন ডয্হামি**। (সূত্রনিপাত) **কামে নাপেক্খতে চিত্তং**। (ধর্মপদ) **মা তে কামগুণে ভমস্সু চিত্তং**। (সংযুক্ত নিকায়) **মনুস্সকেহি কামেহি চিত্তং বুট্ঠপেত্বা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন উর্লারেসু কামগুণেসু ভোগায চিত্তং নমতি; কামাসবা পি চিত্তং বিমুচ্চতি**। (দীর্ঘনিকায়) **কামেসু চিত্তং ন পক্খন্দতি নপ্পসীদতি ন সংতিট্ঠতি**—আমার মন কাম সমূহে বা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উল্লম্ফন করে না, বসে না অথবা স্থিত হয় না। (সংযুক্ত নিকায়) **কামেসু তিব্বসা রাগো ব্যাপন্নচিত্তো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কামামিসে লগ্গচিত্তো**। (খ) **রাগা**—(সংযুক্ত নিকায়) **রাগো চিত্তং অনুদ্ধংসেতি**—রাগ বা ভ্রষ্টতা চিত্তকে ক্রমে ধ্বংস বা ক্লান্ত করিয়া থাকে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **রাগপরিযুট্ঠিতং চিত্তং হোতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সারত্ত চিত্তো; বিরত্তচিত্তো**। বিবিধরূপে ব্যবহার:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **পটিবদ্ধ চিত্ত; পরিযাদিন্নচিত্ত লাভেন অভিভূত**; (সংযুক্ত নিকায়) **উপক্কিলিট্ঠ চিত্ত**—উপক্লিষ্ট চিত্ত; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওতিন্ন চিত্ত**—প্রেমে পতিত মন। (৩) শান্ত চিত্ত, একাগ্র চিত্ত, মীমাংসিত চিত্ত, আত্মদমিত বা বশীভূত চিত্ত, সুনিপুণ চিত্ত, অপ্রতিভ চিত্ত অর্থে:—(ক) (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্ত পসীদতি**—মন আনন্দিত হয়; = **পসন্নচিত্ত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **বিপ্পসন্ন চিত্ত**। (খ) **চিত্ত সংতিট্ঠতি**। একজাতীয় শব্দে—**সংতিট্ঠতি, সন্নিসীদতি, একোদি হোতি, সমাধিযতি** (তুলনীয়) **চেতসো একোদিভাব**। (গ) **চিত্ত সমাধিযতি**—চিত্ত সমাধিস্থ বা ধ্যানস্থ হয়; = **সমাহিত চিত্ত**। (তুলনীয়) **চেতো সমাধি**। (ঘ) **সুপতিট্ঠিত চিত্ত**; (মূলে আছে) **চতূসু সতিপট্ঠানেসু সুপতিট্ঠিত**

চিত্ত। (৪) (সংযুক্ত নিকায়) **সুসণ্ঠিত চিত্ত; বসীভূত চিত্ত**। (ধর্মপদ) **দন্তচিত্ত**। (৪) মনের উদ্দেশ্যজনিত অর্থে:—মন লাগানো, কিছু পাইবার জন্য পুনঃপুন চেষ্টা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইত্যাদি। (ক) **চিত্তং নমতি**—মন নমিত হয়; (একত্রে) **চিত্তং অপ্পোস্‌সুক্কতায নমতি; চিত্তং নেক্‌খম্ম-নিন্ন নমতি** (সংযুক্ত নিকায়); (ধর্মপদ) **বিবেক চিত্তং নমতি**। (খ) **চিত্তং পদহতি**—(বি-ভা) **ছন্দং জনেতি বাযমতি বিরিযং আরব্‌ভতি চিত্তং পগ্‌গণ্‌হাতি পদহতি** (দীর্ঘনিকায়)। একই ভাবার্থে—**প-নি-দহতি** (**পণিধি, পণিহিত**—নত অর্থে); (তুলনীয়) **চেতো পণিধি** (সংযুক্ত নিকায়); **তত্থ চিত্তং পনিদহতি; চিত্তং দুপ্পনিদহতি; চিত্তং সম্মাপনিদহতি** (ধর্মপদ)। (৫) অসৎ চিত্ত বুঝাইলে:—(ক) **পদুট্‌ঠ চিত্ত**; (তুলনীয়) চেতোপদোস; (বিপ) **পসন্ন চিত্ত**। (খ) **ব্যাপন্ন চিত্ত**। **চিত্তে ব্যাপন্নে কাযকম্মং পি ব্যাপন্নং হোতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (গ) **সমোহ চিত্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **সমোহ চিত্ত সরাগচিত্ত** ইত্যাদি। (৬) পবিত্রতায় পূর্ণ মন অর্থে:—পবিত্র চিত্ত, পরিষ্কার চিত্ত, শোধিত চিত্ত, মুক্ত চিত্ত, নিরপেক্ষ বা নির্লিপ্ত চিত্ত ইত্যাদি। (ক) **মুত্ত চিত্ত, বিমুত্ত চিত্ত** ইত্যাদি; (তুলনীয়) **চেতসো বিমোক্‌খো, চেতো বিমুত্তি, মুত্তেন চেতসা; আসবেহি চিত্তানি মুচ্চিংসু** (সংযুক্ত নিকায়)। এখানে "**বিমুত্ত চিত্ত**" অর্থে "**বিমুত্ত সুভাবিত চিত্ত, বিমুত্ত বিরত্তচিত্ত, রাগা বিমুত্ত চিত্ত, বিমুত্ত সুদন্ত চিত্ত**"। "**সুবিমুত্ত চিত্ত**" অর্থে "**সুবিমুত্ত সতিমা চিত্ত**"। (মধ্যম নিকায়) **চিত্তং পরিসোধেতি**। (গ) (সংযুক্ত নিকায়) **অলীন চিত্ত**। (৭) সদিচ্ছা অর্থে:—মৈত্রী চিন্তা, দয়া, করুণাহৃদয়, ভালোবাসা। (ক) **মেত্তচিত্তং**। (বি-ভা) **মেত্তচিত্তং ভাবেতি**—মনে মনে মৈত্রীচিন্তা করে অর্থাৎ সদিচ্ছা পোষণ করে বা মঙ্গল কামনা করে (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **মেত্তা-সহগতেন চেতসা**। (খ) **ভাবিত চিত্ত। ভাবিত সুসমাহিত চিত্ত। সদ্ধা-পরিভাবিত চিত্ত। ভাবিত বহুলীকত চিত্ত**। (৮) শান্ত, উপশমিত, নির্লিপ্ত চিত্ত অর্থে:—**সন্তচিত্ত, উপসন্ত চিত্ত**। (৯) পরিচালনীয় বা সহজে নড়ানো চড়ানো যায় এরূপ চিত্ত অর্থাৎ সত্য লাভের জন্য উৎসুক এবং প্রস্তুত, খোলা বা মুক্ত এবং নিজ নিজ মন অর্থে:—**কল্লচিত্ত, মুদুচিত্ত, উদগ্গচিত্ত, পসন্নচিত্ত, লহুচিত্ত, লহুক মুদিত চিত্ত**। (১০) বিবিধ বিশেষ ভাষায় ব্যক্ত:—(সংযুক্ত নিকায়) **অব্‌ভুত-চিত্তজাতা**—আশ্চর্যে পরিপূর্ণ চিত্ত; **এবং চিত্তো**—এইরূপ মন, মনের এই অবস্থায়; **চিত্তেন মে গোতমো জানাতি**—গৌতম আমার চিত্ত-সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। (বিনয়) **খেয্যচিত্তো**—চুরি করিবার চিত্ত। (মধ্যম নিকায়) **আরদ্ধ চিত্তো**। (সংযুক্ত নিকায়) **অএঞ্‌ঞচিত্তং উপট্‌ঠাপেতি**। (জাতক) **নানাচিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিহীনচিত্তো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিকট্‌ঠচিত্তো; আহটচিত্তো**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুপহত চিত্ত**। (ধর্মপদ) বিসঙ্খারগত চিত্ত। (সূত্রনিপাত) **সম্পন্নচিত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিব্‌ভন্তচিত্ত**। (১১) চিন্তা বা ভাবনা অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **মা পাপকং অকুসলং চিত্তং চিন্তেয্যাথ**—কোনরূপ পাপ চিন্তা করিও না। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ন চিত্তমত্তংপি**—(এখানে চিত্তোৎপত্তির ক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলা হইতেছে) এমন কি একমাত্র চিত্তক্ষণও নহে; **মম চিত্তং ভবেয্য**—আমার চিন্তা করা উচিত। বিশুদ্ধিমার্গে চিত্তকে বানরের স্বভাবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

চিত্তক (পুং) ফুটফুটে দাগবিশিষ্ট একজাতীয় হরিণ। (ক্লী) কপালের তিলকবিশেষ। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **চিত্তকধর কুম্ম**। (বিণ) ১ রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত, রংবিশিষ্ট, বিস্তারিত বর্ণনায় সরস। ২ ⇒ **অচিত্তক**।

চিত্তকত (বিণ) ১ সুন্দরকৃত, সজ্জিত, বিন্যস্ত, মনগড়া বা ইচ্ছানুরূপ গড়া। = **বিচিত্ত**। ২ = **মনসিকত**। ⇒ **মনসিকত**।

চিত্তকথ (বিণ) = **চিত্তকথিন**। ⇒ **চিত্তকথিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তকথ বহুস্‌সুত**।

চিত্তকথিক (বিণ) = **চিত্তকথিন**। ⇒ **চিত্তকথিন**। (থেরীগাথা) **চিত্তকথিক বহুস্‌সুত**। (থেরীগাথা অর্থকথা বর্ণনায়) **চিত্ত ধম্মকথ**। = **চিত্তকথী**।

চিত্তকথিন (বিণ) শ্রেষ্ঠ কথিক, শ্রেষ্ঠ ভাষণকারী, বক্তা, বাগ্মী, বিচক্ষণ কথক, বিচিত্র বক্তা, বিচিত্র ধর্মোপদেশক। (যৌগিকে) **চিত্তকথিন বহুস্‌সুত**। (বিমানবত্থু) **সমণ বহুস্‌সুত চিত্ত উলার। চিত্ত উলার**।

চিত্তকথী (বিণ) = **চিত্তকথিন**। ⇒ **চিত্তকথিন**।

চিত্তকধর কুম্ম (পুং) চিত্র-বিচিত্র এক জাতীয় কচ্ছপ, স্থলকচ্ছপ। ⇒ **কুম্ম, চিত্তক**।

চিত্তকম্ম (ক্লী) চিত্রকার্য, ছবি আঁকা, সাজ, ভূষণ, পদকাদি সম্মানচিহ্ন, চিত্রবিদ্যা, চিত্র, বর্ণন, অলঙ্কৃতকরণ, শোভা সম্পাদন, চিত্রবিচিত্র করার কার্য, নানা বর্ণে রঞ্জিত করার কার্য। (পুং) চিত্রকর।

চিত্তকম্মএঞ্‌ঞ (বিণ) তৎপর মনের সহিত অর্থাৎ সক্রিয় মন দ্বারা, ক্ষিপ্র মনে, কার্যকারী বা নিরলস মনে। ⇒ **কম্মএঞ্‌ঞ**।

চিত্তকলি—যাদুকরী মন, ডাকিনী বা ডাইনির ন্যায় হৃদয়।

চিত্তকল্লতা (স্ত্রী) মনের তৎপরতা, চিত্তের সত্বরতা, মনের প্রস্তুতি।

চিত্তকা (স্ত্রী) নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্র বিছানার চাদর। = **চিত্তিকা**।

চিত্তকার (পুং) চিত্রকর, ভূষক, প্রসাধক। (তুলনীয়) **রজক**।

চিত্তকিলেস (পুং) চিত্তক্লেশ, মনের দাগ বা কলঙ্ক, মনের নিন্দা বা লজ্জা, মানসিক কষ্ট, মনের অপবিত্রতা, মনের পাপ। (ধর্মপদ অর্থকথা) চিত্তক্লেশ বলিলে "**পঞ্চ নীবরণা**" কে বুঝায়।

চিত্তকেলিসা—মনের ক্রীড়া কৌতুক, চিত্তের আমোদ-প্রমোদ।

চিত্তক্‌খন—চিত্তক্ষণ, চিত্ত উৎপত্তির সময়, যে মুহূর্তে চিত্ত

উৎপন্ন হয় সেইক্ষণ।

চিত্তক্খর (ক্লী) [চিত্ত+অক্খর] ভাব, ভাষা, প্রবন্ধ, ভাব সৌন্দর্য, ভাষার চাতুর্য, ভাষণ, বক্তৃতা। = **সুত্তন্ত**। (বিণ) সুন্দর সুন্দর স্বরবর্ণের সহিত। (তুলনীয়) **চিত্তব্যঞ্জন**।

চিত্তক্খেপ (পুং) মনের বিশৃঙ্খলতা, উন্মত্ততা, উন্মাদ, পাগল, বিস্মরণ, ভ্রম, ভুলিয়া যাওয়া, মনে না থাকা, জটিলতা, হতবুদ্ধিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। = **উম্মাদ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **উম্মাদ চিত্তক্খেপ**। (তুলনীয়) **চিত্তবিক্খেপ**। ⇒ **খেপ**।

চিত্তগু (ক্লী) চিত্তজ্ঞতা, মনোভাব জানা। (বিণ) চিত্ত-সম্বন্ধে জানে এমন, মনের অবস্থা বুঝিতে পারে এমন। কারক নিণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **চিত্তগু:** (বহুবচনে) **চিত্তগূ**। কর্ম (একবচনে) **চিত্তগুং**; (বহুবচনে) **চিত্তগূনি**। অবশিষ্ট কারকসমূহ "**আযু**" শব্দের ন্যায়।

চিত্তগেলঞ্ঞং—মনের গ্লানি, মনের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা। ⇒ **মিদ্ধ**।

চিত্তঙ্গদ (বিণ) [চিত্ত+অঙ্গদ] অনেকগুলি বা অনেক সংখ্যক বাহুভূষণ আছে এমন, বহুবিধ বাহুভূষণের সহিত।

চিত্তচেতসিক—চিত্ত এবং চৈতসিক, মন এবং মানসিক অবস্থা, মন এবং মনের ভাব, মন এবং মনের চেতনা ভাব, মন এবং মনোসম্পত্তি, পঞ্চস্কন্ধ। (অভিধর্ম অর্থকথা মতে) চিত্ত ৮৯ প্রকার এবং চৈতসিক ৫২ প্রকার। (তুলনীয়) **চিত্তধম্ম, বিবেক বিচার**। **চিত্তচেতসিকা ধম্মা** (প্রতিসম্ভিদা মার্গ)। **চিত্তচেতসিকা ধম্মা**—৮৯ প্রকার চিত্ত এবং ৫২ প্রকার চৈতসিক, নামরূপ সম্বলিত পঞ্চস্কন্ধ, মন এবং মনোবৃত্তিসমূহ। ⇒ **চিত্ত চেতসিক, চেতসিকা ধম্মা**।

চিত্তছত্ত—এই শব্দটি কেবল জাতকে দৃষ্ট হয়। = **চিত্তপত্ত**। ⇒ **চিত্তপত্ত**।

চিত্ততর (বিণ) অধিকতর চিত্রবিচিত্রকৃত, বিবিধ, নানাপ্রকার, অবিরত পরিবর্তনশীল।

চিত্ততা (স্ত্রী) ১ (মন-সম্বন্ধীয়) **ভূমিচিত্ততায ত্বার-চিত্ততায আরম্মণ চিত্ততায কম্মনানত্ত**। ২ (মনের অবস্থা-সম্বন্ধীয়) "এরূপ মনের অবস্থা হওয়ায় অর্থাৎ মনের অবস্থা, মনের বিভিন্ন ভাবপ্রাপ্তি, মনের স্বভাব।

চিত্তত্ত (ক্লী) = **চিত্ততা**। ⇒ **চিত্ততা**।

চিত্তত্থরক (বিণ) [চিত্ত+অত্থরক] চিত্রবিচিত্র বর্ণের কার্পেট, নানা বর্ণে রঞ্জিত গালিচা বা সতরঞ্চ।

চিত্তদরথ (পুং) মনঃকষ্ট, মানসিক দুঃখ। ⇒ **দর**।

চিত্তদুব্ভক (পুং) প্রতারক মন, পাজি চিত্ত, শঠ মন, ভবঘুরে মন, মনের শঠতা। (বিণ) মনের অবিশ্বাসপূর্ণ, মনের অবিশ্বাসী। ⇒ **দুব্ভক**।

চিত্তধম্ম—চিত্তধর্ম, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গতি বা অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যিক বস্তুর স্পর্শে মনে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, চিত্তের স্বভাব। (তুলনীয়) **চিত্ত চেতসিক**।

চিত্তধম্মকথ (বিণ) বিচিত্র ধর্মোপদেশকারী, বিচিত্র ধর্ম ভাষণকারী, বিচিত্র কথক। = **চিত্তকথিক**।

চিত্তপকোপন—চিত্তের প্রকোপিত অবস্থা, মনের কম্পন বা ওলট-পালট অবস্থা, মনের আলোড়ন-বিলোড়ন অবস্থা। **চিত্ত পলোপন দোস**।

চিত্তপত্ত (বিণ) চিত্রবিচিত্র ডানা আছে এমন, যাহার পাখায় নানা বর্ণের পালক আছে।

চিত্তপমদ্দিন (বিণ) চিত্ত প্রমর্দনকারী, চিত্তদমনকারী, মনসংকোচকারী, চিত্তসংযমকর বা দমনকর, মন দমনকারী। ⇒ **পমাদিন**।

চিত্তপমাথিন (বিণ) = **চিত্তপমদ্দিন**। ⇒ **চিত্তপমদ্দিন**।

চিত্তপমাথিন = **চিত্তপমদ্দিন**। ⇒ **চিত্তপমদ্দিন**।

চিত্তপমাদিন (বিণ) মনকে উত্তেজিত করে এমন, মনের মধ্যে বিষম গোলমাল উপস্থিত করে এমন, চিত্তচাঞ্চল্যকর, চিত্তবিচলিত করে এমন, মনোদ্দীপক, মনের উত্তেজক। = **চিত্ত পমদ্দিন**। ⇒ **পমাদিন**।

চিত্তপরিচ্চে ঞাণ (ক্লী) চিত্তসংজ্ঞা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। = **চিত্ত পরিচ্ছেদ**। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২)।

চিত্তপরিচ্ছেদ (ক্লী) চিত্ত-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়, চিত্ত সমাবেশ, চিত্ত শ্রেণী, চিত্ত-সম্বন্ধে বর্ণনা, চিত্ত-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা। = **চিত্তপরিচ্ছেদ ঞাণ**। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (২)।

চিত্তপরিযায—চিত্ত পর্যায়, মনের গতিপথ বা স্বভাব। = **চেতো পরিযায**।

চিত্তপস্সদ্ধি (স্ত্রী) মনের প্রশান্ত ভাব, মনের প্রশান্তি, মনের শান্তি, চিত্তের নির্মলতা বা স্থৈর্য, চিত্তের সুস্থিরতা। (তুলনীয়) **কায়পস্সদ্ধি**।

চিত্তপাটলী (স্ত্রী) অসুর ভূমির একজাতীয় ছোট ছোট গাছের নাম, বিচিত্র বর্ণের শিঙ্গা বা তূরীমারা ফুলের গাছ।

চিত্তপেখুন (বিণ) রং বেরঙের ডানা আছে এমন, চিত্র-বিচিত্র বা নানাবর্ণের পাখা আছে এমন।

চিত্তবিম্ব—চিত্রিত মূর্তি, রঞ্জিত মূর্তি। (তুলনীয়) **চিত্তকত**।

চিত্তবিম্বমুখী (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল মূর্তির ন্যায় রঞ্জিত করা হইয়াছে। (তুলনীয়) **চিত্তকত**।

চিত্তভাবনা—চিত্ত ভাবনা, চিত্ত-সম্বন্ধে গবেষণা, মনের উৎকর্ষ, মনের উন্নতিসাধন, চিত্তের উৎপত্তি-গতি-অবসান-সম্পর্কে সন্ধান করণ, চিত্ত-সম্বন্ধে অনুধাবন করণ।

চিত্তমত্তংপি—একচিত্তমাত্রও, একবার মাত্র চিত্তও, মোটেই চিত্ত উৎপন্ন হয় (নাই), একবার মাত্র ভাবে (নাই)। ⇒ **মত্ত** (১খ)।

চিত্তমল—মনের ময়লা, চিত্তক্লেশ, মনের অপবিত্রতা, চিত্তের নিন্দা বা কলঙ্ক।

চিত্তমাস (পুং) চৈত্র মাস। = **চিত্রমাস**। ⇒ **মাস** (১)।

চিত্তমিগ—ফুটফুটে বর্ণের একজাতীয় মৃগবিশেষ। ⇒ **চিত্তক** (পুং)।

স্তূপাকার করা, সঞ্চয় করা, সংগ্রহ করা বা হওয়া, একত্র করা বা হওয়া, সংখ্যায় বা পরিমাণে বৃদ্ধি করা বা বেশি হওয়া, জমানো। (অতীত) **চিনি**। (অ-বিণ) **চিত**। (ব-বিণ) **চিনন্ত, চিনমান**। (ক্রি-বি) **চিনিত্বা**। (তুম) **চিনিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **চীয়তি**। (করণে) **চিনাপেতি**। ২ বস্ত্রবুনা, তাঁতে বুনা, মিশাইয়া এক করা (জাতক)। = **বিনাতি**। (তুলনীয়) **আচিনাতি, পাচিনাতি, বিচিনাতি**। (অ-বিণ) **চিত্র**।

চিনাপেতি (ক্রি) নির্মাণ করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, রচনা করা, সঙ্কলন করা, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা। ⇒ **চিনাতি** (১)।

চিন্তক (বিণ) চিন্তাকারী, যে ব্যক্তি চিন্তা করিয়া বাহির করে বা আবিষ্কার করে, (অপরের মনোভাব ইত্যাদির প্রতি) সহানুভূতিশীল, তত্ত্বাবধায়ক, চিন্তাশীল, দয়ালু, বিবেচক, ভাবনাকারী, গবেষণাকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অক্খর চিন্তক; নীতিচিন্তক**।

চিন্তন (ক্লী) চিন্তন, ধ্যান, ভাবনা, স্মরণ, ভয়, আলোচনা, মনের মধ্যে আন্দোলন। = **চিন্তা**।

চিন্তনক (বিণ) = **চিন্তক**। ⇒ **চিন্তক**।

চিন্তয = **অনুবিচিন্তয**। ⇒ **অনুবিচিন্তয**।

চিন্তয়তি (ক্রি) [√চিন্ত+অয] চিন্তা করা, মনে করা, বিবেচনা করা।

চিন্তা (স্ত্রী) চিন্তা, ধ্যান, উদ্বেগ, ভাবনা, আন্দোলন, আলোচনা, বিবেচনা, ভাবনা কার্য। (তুলনীয়) **চিন্তি**। ⇒ **চিন্তন**।

চিন্তাকবি—ভাবযুক্ত কবিতা, ভাবময় পদ্য অর্থাৎ মূলপদ্য। ⇒ **কবি**।

চিন্তামণি (পুং) চিন্তামণি, কুহক বা যাদুজনিত স্ফটিক বা পাথর, বাঞ্ছিত বিষয়প্রদ মণিবিশেষ, স্পর্শমণি, যথার্থ দর্শনজ্ঞানবিদের পাথর, বিজ্ঞান বা নিরূপিত সত্যের নামবিশেষ। ⇒ **মণি** (১)।

চিন্তাময (বিণ) প্রকৃত চিন্তানিহিত, দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়, আধিবিদ্যক, চিন্তাময়, ভাবনিহিত।

চিন্তাময়িন (বিণ) = **চিন্তাময**। ⇒ **চিন্তাময**। (নেত্তি) **চিন্তাময়িন পঞ্ঞা**।

চিন্তিত (বিণ) চিন্তিত, স্মৃত, আলোচিত, ভাবিত, যে বিষয় চিন্তা করা হইয়াছে, আবিষ্কৃত, কল্পিত। ⇒ **চিন্তেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিত; চরণং নাম চিত্তং চিত্তেনেব চিন্তিত**। (পেতবত্থু) **মন্তং ব্রহ্মচিন্তিত;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মন্তং ব্রহ্মকথিতং**। (ক্লী) চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়। **দুচিন্তিত; সুচিন্তিত**।

চিন্তিতক্খণে (ক্রি-বিণ) চিন্তা করিবার মাত্র, যে মুহূর্তে চিন্তা করা হয় সেই মুহূর্তে। = **চিন্তিতমত্তে**। ⇒ **চিন্তিমত্ত**।

চিন্তিত মত্ত (ক্রি-বিণ) চিন্তা করা মাত্র, মনে করা মাত্র, স্মরণ করা মাত্র। (অধিকরণ কারকে) **চিন্তিতমত্তে (যেব)**—চিন্তা করা মাত্রই, মনে করা মাত্রেই, যে মুহূর্তে চিন্তা করা হয় সেই মুহূর্তেই। = **চিন্তিতক্খণে**।

চিন্তিতমত্তে—কেবল চিন্তায়, একমাত্র ভাবনায়। ⇒ **মত্ত** (১৬)।

চিন্তিন (বিণ) চিন্তাকারী, চিন্তা করিয়া, চিন্তাযুক্ত। **দুচিন্তিত চিন্তিন; সচিন্তিত চিন্তিন**।

চিন্তিন সঞ্ঞিন (বিণ) চিন্তা বা ভাবনা করিয়া করিয়া জানে এমন, যে ব্যক্তি চিন্তা করিলে জ্ঞাত হয় বা বুঝিতে পারে।

চিন্তিয (ক্রি-বি) চিন্তা করিয়া, মনে করিয়া, ভাবিয়া, বিবেচনা করিয়া।

চিন্তী (বিণ) (যৌগিক শব্দে ব্যবহারে) চিন্তা করিয়া, ভাবিয়া।

চিন্তেতব্ব (বিণ) চিন্তার যোগ্য, চিন্তা করা উচিত, বিবেচতব্য। ⇒ **চিন্তেতি**।

চিন্তেতি (ক্রি) [√চিন্ত+এ] ১ (অকর্ম এর সহিত অর্থ:—) মনে করা বা হওয়া, বিবেচনা করা, চিন্তা করা, ভাবা, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, বিচার করা, প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, মতপ্রকাশ করা। সমবায়ে:—(**ফুট্ঠো**) **বেদেতি**—(স্পর্শ দ্বারা) অনুভব করা; **চেতেতি**—(অনুভূতির) চেতনা জাগত হওয়া বা জানা; **সঞ্জানাতি**—প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জানা, আত্মজ্ঞান বা চেতনা দ্বারা জানা বা বুঝিতে পারা (সংযুক্ত নিকায়)। **মনসা চিন্তেতি**—মনে মনে চিন্তা করা বা ভাবা। (সূত্রনিপাত) **মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তয়ন্তো**। (পেতবত্থু) **ন পাপং মনসা পি চেতয়ে;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **এবং চিন্তয়ে**—ঈদৃশ চিন্তা কর; = **ইদিসং চিন্তয়ে** (সদ্ধম্মোপায়ন)। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **চিন্তয়তি, চিন্তয়িতব্ব**। নিষেধার্থে:—**মা চিন্তযি**—চিন্তা করিও না, মন খারাপ করিও না, ভয় করিও না, মনে কিছু করিও না, তাতে কি?; (বহুবচনে) **মা চিন্তয়িত্থ** (জাতক)। **মা চিন্তেসি** (জাতক)। ২ (করণ কারকের সহিত অর্থ) ধ্যান করা, মনে মনে তোলাপাড়া করা, বিবেচনা করা, কোন বিষয়ে চিন্তা করা, কল্পনা করা, আবিষ্কার করা, চিন্তা করিয়া ফল বাহির করা বা প্রকাশ করা, অঙ্কিত করা, পাটার্ন তোলা, ফুলপাতা কাটা বা বোনা, অভিসন্ধি করা, মন্ত্রণা করা, মতলব করা, উপায় উদ্ভাবন করা, মনে মনে অঙ্কন করা, মনস্থ করা, সঙ্কল্প করা, অভিপ্রায় করা। "**চেতেতি**" শব্দের সহিত সমবায়ে:—(সংযুক্ত নিকায়) **পকপ্পেতি অনুসেতি**—সঙ্কল্প করা, অভিপ্রায় করা, সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করা, সম্পন্ন করা; **মরণং আকঙ্খতি চেযতি**—মরণের আকাঙ্ক্ষা করা, মরণের অভিপ্রায় করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অচিন্তেয্যানি ন চিন্তেতব্বানি**। (জাতক) **চেতব্ব-রূপ**—চিন্তার বিষয়, ধ্যানবস্তু বা চিন্তনীয় বস্তু; = **চিন্তেতব্ব-রূপ**। (সংযুক্ত নিকায়) **লোক-চিন্তং চিন্তেতি**। (বিনয়) **অজ্ঝত্তরূপে চিন্তেতি,**

অজ্‌ঝত্তরূপে চেতেতি। (সূত্রনিপাত) **মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং; দিট্‌ঠিগতানি চিন্তয়ন্তো**। (জাতক) **কিং চিন্তেসি**? (পেতবত্থু অর্থকথা) **সোকবিনয়ন' উপায়ং চিন্তেতি**—শোক বিনোদনের বা দূরীভূত করার উপায় চিন্তা করা। (বর্ণনায়) **পাপং চিন্তেতি**—অসৎ কল্পনা করা, (কাহারও বিরুদ্ধে) অসৎ ইচ্ছা পোষণ করা; (**চিন্তেতি** শব্দের করণ কারকে) **মা পাপকং চিত্তং চিন্তেয্যাথ** (সংযুক্ত নিকায়)। (পেতবত্থু) **ন পাপকং চেতযে মনসা পি = ন পাপকং চিন্তেয্য** (অথবা) **পিহেয্য মনসা পি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাপকং ন চিন্তেতব্ব**। (পেতবত্থু) **তস্‌সা পাপকং অচেতযি = তস্‌সা পাপকং চেতেসি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **কিং অম্হাকং চিন্তেসি**--আমাদের বিরুদ্ধে কি চিন্তা বা অভিসন্ধি করিতেছ? ৩ (সম্প্রদান কারকের সহিত অর্থ:—) কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা, কোন বিষয়ে চেষ্টা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছা করা। (সংযুক্ত নিকায়) **আগতি পুনব্‌ভবায চিন্তেতি**—ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা করা; **বিমোক্‌খায চিন্তেতি**—স্বাধীনতার জন্য বা মুক্তির জন্য চিন্তা করা। (মধ্যম নিকায়) **অত্তব্যাবধায চিন্তেতি; পব্বজ্জায চিন্তেতি**। (জাতক) **রক্‌খায মে ত্বং বিহিতো উদাহু মে চেতযসে বধায**। √চিন্ত, √চেত ধাতুর কালাদি নির্ণয়:—**ক**) [√চিন্ত+এ] **চিন্তেতি, চিন্তেয্য**। (অতীত) **চিন্তেসি;** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **চিন্তেসুং, অচিন্তয়ুং**। (অ-বিণ) **চিন্তিত**। (ব-বিণ) **চিন্তেন্ত, চিন্তযমান, চিন্তযন্ত**। (ভ-বিণ) **চিন্তেয্য, চিন্তেতব্ব**। (ক্রি-বি) **চিন্তেত্বা, চিন্তিয, চিন্তেত্বা**। (তুলনীয়) **চিন্তন, চিন্তিন**। **খ**) [√চেত+এ] **চেতেতি**। ⇒ **চেতেতি**।

চিন্তেয্য (বিণ) চিন্তনীয়, চিন্তা করিবার যোগ্য, ভাবিবার উপযুক্ত, আলোচ্য, বিবেচনার যোগ্য। ⇒ **চিন্তেতি**।

চিপিট (বিণ) সমতল, চ্যাপটা, মসৃণ, নীরস, স্পষ্ট, বেশি গভীর বা পুরু নয় এমন, বিষণ্ণ, নিরুৎসাহজনক, ধরাশায়ী, গড়ে সমান, লাভজনক নহে এমন। = **চিপিত**।

চিপিত (বিণ) চ্যাপটা, চিপিট, বিস্তৃত, বিস্তৃত নাসিক, চ্যাপটা করা হইয়াছে এমন, পিটিয়া চ্যাপটা করা হইয়াছে এমন। এই শব্দের পরিবর্তে জাতক পাঠে:—**বিপ্পিত**। = **চিপিট**। (পুং) চিঁর্ণা।

চিপ্পিযমান (বিণ) পেষণে চ্যাপটা হইতেছে এমন।

চিমিলিকা (স্ত্রী) বালিশের খোল বা ওসার ইত্যাদি। ⇒ **চিলিমিকা, চিমিল্লিকা**।

চিমিল্লিকা (স্ত্রী) তালপাতায় নির্মিত এক প্রকার কাপেটজাতীয় কাপড়। ⇒ **চিমিলিকা**।

চির (বিণ) চির, বিলম্বিত, টেকসই, দীর্ঘকাল স্থায়ী। (কর্মকারকে ক্রি-বিণ) **চিরং**—দীর্ঘকাল পর্যন্ত, দীর্ঘ সময়ের জন্য। (করণ কারকে ক্রি-বিণ) **চিরেন**—দীর্ঘকাল পরে, অনেকদিন পরে। (সম্প্রদান কারকে ক্রি-বিণ) **চিরায**—চিরকালের জন্য, বহুদিনের জন্য। (সম্বন্ধ পদে) **চিরস্‌স = চিরস্‌সং; ⇒ চিরস্‌সং**।

চিরং (ক্রি-বিণ) দীর্ঘকালের জন্য, দীর্ঘদিন ধরিয়া, চিরকাল অবধি, চির কালের জন্য, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। ⇒ **চির**। = **অদ্ধানং**। ⇒ **জীবতি**।

চিরকালং (পুং, ক্রি-বিণ) দীর্ঘকাল, দীর্ঘসময়, চিরকাল, অনন্তকাল, যাবজ্জীবন। = **চিররত্তায**।

চিরটি = চিরীট, কীর। ⇒ **চিরীট, কীর**।

চিরট্‌ঠিতিক (বিণ) দীর্ঘকাল স্থায়ী, চিরস্থায়ী, অবিরত, নিত্য, অনন্ত। (বিপ) **পরিযা পজ্জতি**।

চিরতরং (ক্রি-বিণ) আরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, আরও অধিক সময়ের জন্য।

চিরদিক্‌খিত (বিণ) দীর্ঘকাল যাবৎ দীক্ষিত বা প্রব্রজিত, বহুদিন যাবৎ দীক্ষাপ্রাপ্ত, দীক্ষিত হইয়াছে অনেকদিন এমন। = **চিরপব্বজিত**। ⇒ **দিক্‌খিত**। কোন কোন স্থানে "**চিরদক্‌খিত**" শব্দও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহা ভুল শব্দ।

চিরনিবাসিন (বিণ) = **চিরনিবাসী**। ⇒ **চিরনিবাসী**।

চিরনিবাসী (বিণ) চিরনিবাসী, বহুকাল যাবৎ অবস্থানকারী, দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে এমন।

চিরপটিক (বিণ) বহুদিন যাবৎ, দীর্ঘকাল ধরিয়া, বহুদিন বহুকাল যাবৎ।

চির পব্বজিত (বিণ) দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাৎ বহু বৎসরের প্রাচীন প্রব্রজিত, বহুদিন বহুকালের প্রব্রজিত, প্রাচীন প্রব্রজিত। = **চিরদিক্‌খিত**। (পুং) বহুকালের প্রাচীন প্রব্রাজক, প্রাচীন প্রব্রজিত ভিক্ষু।

চির পরিবাসিক (বিণ) দীর্ঘদিনের গাঁজিয়া ওঠা অথবা গাঁজাইয়া তোলা, (উত্তমার্থে—) গরম মসলাযুক্ত অথবা শুষ্ক বা কঠিন অবস্থায় আনীত (?)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চির পরিবাসিক ভত্ত**। ⇒ **পরিবাসিক** (১)।

চির পরিবাসিয = চির পরিবাসিক। ⇒ **চির পরিবাসিক**।

চিরপ্পবাসিন (বিণ, পুং) চির প্রবাসী, দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থানকারী। = **চিরপ্পবুত্থ, চিরপ্পবাসী**। ⇒ **পবাসিন**।

চিরপ্পবাসী (বিণ) চিরপ্রবাসী, বহুকাল পর্যন্ত প্রবাসী, দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশে অবস্থানকারী। = **চিরপ্পবুত্থ, চিরপ্পবাসিন**।

চিরপ্পবুত্থ (বিণ) = **চিরপ্পবাসী**। ⇒ **চিরপ্পবাসী**।

চিররত্তং (ক্রি-বিণ) বহু সময়, দীর্ঘকাল, দীর্ঘসময়, চিরকাল, বহুকাল, বহুকাল পর্যন্ত, চিরকাল পর্যন্ত। ⇒ **রত্ত** (২খ)।

চিররত্তানি ⇒ **রত্ত** (২)।

চিররত্তায (ক্রি-বিণ) = **চিররত্তং**। ⇒ **চিররত্তং, রত্ত** (২)।

চিরস্‌সং (ক্রি-বিণ) অতি দীর্ঘকাল, অবশেষে, চিরদিন ধরিয়া। পাঠে "**চিরস্‌স পস্‌সামি**" রূপেও দৃষ্ট হয়। **ন চিরস্‌স এব**—অল্প সময়ের মধ্যে। **সুচিরস্‌সেব**—অতি

বিলম্বে।

চিরাচিরং (ক্রি-বিণ) ক্রমাগত, অবিরামভাবে।

চিরায (ক্রি-বিণ) দীর্ঘকালের জন্য। ⇒ **চির**।

চিরায়তি (ক্রি) দেরি করা, গৌণ করা, বিলম্ব করা, অপেক্ষা করা, থাকা, অবস্থান করা, ধীরে কাজ করা, দেরি করানো, স্থগিত রাখা। (তুলনীয়) **চিরং করোতি**—দেরি করা। (অতীতে) **চিরায়ি**। (অ-বিণ) **চিরায়তি**। (ব-বিণ) **চিরায়ন্ত**। (ক্রি-বি) **চিরায়িত্বা**।

চিরীট—তোতাপাখি। অন্য শব্দের সহিত সংযোগে "**চিরীতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চিরীতি = **চিরীট**। ⇒ **চিরীট**।

চিরেন ⇒ **চির**।

চিলিমিকা (স্ত্রী) এক প্রকার বস্ত্র অথবা তালপাতার তৈরি একপ্রকার কাপেট বা চাটাই, **বল্কল** বস্ত্র ইত্যাদি।

চিল্লক—গোঁজ, খোঁটা, খুঁটি, কাষ্ঠখণ্ড, স্তম্ভ, থাম, খাম, অবলম্বন। (থেরীগাথা) **দারুকচিল্লক**।

চিহ চিহ (পুং) = **বিহ বিহ**। ⇒ **বিহ বিহ**।

চীনক (পুং, ক্লী) একজাতীয় শিম, বরবটি। = **অটবী পব্বত পদেসু আরোপিত-জাত চীন-মুগ্গ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

চীনাপিট্‌ঠ—চিত্রাদিতে ব্যবহৃত লাল রংবিশেষ।

চীনরট্‌ঠ (ক্লী) চীন রাজ্য, চীনদেশ।

চীয়তি (ক্রি) রাশীকৃত হয়, সংগৃহীত হয়, সংগ্রহ করা হয়। ⇒ **চিনাতি**। (সূত্রনিপাত) **চীয়তে পহূতং পুঞ্ঞং**। ⇒ **আচীয়তি**।

চীর (ক্লী) ১ চীর বল্কল, বল্কল পরিচ্ছদ। (দীর্ঘনিকায়) **কুসচীর, বাকচীর, ফলকচীর**। (তুলনীয়) **চীরক**। ২ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, বস্ত্রবিশেষ, তন্তু, সূক্ষ্ম বস্ত্র। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুবণ্ণচীর খচিত**—স্বর্ণখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র। (তুলনীয়) **ওচীরক**। ⇒ **চীরক**।

চীরক (ক্লী) ১ বল্কল বস্ত্র। ২ সূক্ষ্ম বস্ত্র। (জাতক) **সুবণ্ণচরিক**—সোনালী বুটি তোলা রেশমি বস্ত্র, কিংখাব। = **চীর**।

চীরকবাসিক (ক্লী) বল্কল পরিচ্ছদ (ইহা একপ্রকার শাস্তিবিশেষ)।

চীরিকা = **চীরিলিকা**। ⇒ **চীরিলিকা**।

চীরিয (বিণ) বল্কলের, বল্কল সদৃশ। (যৌগিকে) **দারুচীরিয**।

চীরিলিকা (স্ত্রী) ঝিঁঝি পোকা।

চীরী (স্ত্রী) = **চীরিলিকা**। ⇒ **চীরিলিকা**।

চীবর (ক্লী) চীবর, বৌদ্ধভিক্ষুদের ব্যবহৃত কাষায় বস্ত্র, বস্ত্র। ভ্রমণকারী বৌদ্ধভিক্ষুদের চারিটি বিধিসঙ্গত প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে "**চীবর**" প্রথম স্থানীয় বস্তু। চারিটি বিধিসঙ্গত প্রয়োজনীয় বস্তু, যথা—**চীবর, পিণ্ডপত্ত, সেনাসন, গিলান-পচ্চয-ভেসজ্জ-পরিক্‌খার**। অন্ন ভিক্ষার সময়ে ভিক্ষুগণ "**পত্ত-চীবর আদায গচ্ছন্তি**" অর্থাৎ পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া গমন করেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা ত্রিচীবর ব্যবহার করেন। ত্রিচীবর, যথা—**অন্তরবাসক চীবর, উত্তরাসঙ্গ চীবর, সঙ্ঘাটী চীবর**। এই বস্ত্রগুলি ছয়প্রকার কাপড় দ্বারা তৈরি করিবার কথা বিনয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**খোম, কপ্পাসিক, কোসেয্য, কম্বল, সাণ, ভঙ্গ**; (তুলনীয়) **চীবরদুস্স**। বস্ত্র-সম্বন্ধে দুই প্রকারের নির্দেশ করা হইয়াছে, যেমন—"**গহপতিক চীবর**" অর্থাৎ গৃহীদের জন্য শ্বেতবস্ত্র, ভিক্ষুদের জন্য কাষায়বস্ত্র যাহাকে "**পংসুকূলং চীবর**" অর্থাৎ মানুষের পরিত্যক্ত জীর্ণছিন্ন ও ময়লাবস্ত্রে প্রস্তুত চীবর; (তুলনীয়) **গহপতি**। বিনয়শাস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করা, চীবর ধারণ বা পরিধান করা এবং চীবর গ্রহণ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণও দ্রষ্টব্য। **চীবরং সিব্বতি**—চীবর সেলাই করিতেছে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চীবরে কল্যাণকাম**। (বিনয়) **সীসে চীবরং করোতি**—বহির্বাস বা উত্তরাসঙ্গ চীবর দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করে; **চীবরং খন্ধে করোতি**—উত্তরাসঙ্গ চীবর দ্বারা স্কন্ধ আচ্ছাদিত করে; **চীবরং নিক্‌খিপতি**—উত্তরাসঙ্গ চীবর নিক্ষেপ করে বা খুলিয়া রাখে; **চীবরং সংহরতি**—চীবর ভাঁজ করে।

চীবরকণ্ণ (ক্লী) চীবরকর্ণ, গলার পার্শ্বে চীবরের ঝোলানো অংশ। ⇒ **কণ্ণ** (১)।

চীবরকম্ম (ক্লী) চীবর প্রস্তুত করার কার্য, চীবর সেলাই, রং করা ইত্যাদি চীবর কার্য। ⇒ **কম্ম** (১)।

চীবরকার (বিণ, পুং) চীবর প্রস্তুতকারক, যে ব্যক্তি চীবর সেলাই ও রং করা ইত্যাদি কার্য করে।

চীবরকার সময়—চীবর তৈরি করিবার নির্দিষ্ট সময়, যে নির্দিষ্ট সময়ে দানের জন্য চীবর সেলাই ও রং করা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়।

চীবরকাল—চীবর দানের উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত পূর্ণ একমাস যাহাকে কঠিন চীবর মাস বলা হয়।

চীবরকাল সময = **চীবরকাল**। ⇒ **চীবরকাল**।

চীবরকুটী (স্ত্রী) চীবর ঘেরা দিয়া তৈরি তাঁবু বা কুটির, চীবর দ্বারা আচ্ছাদনে প্রস্তুত ঘর বা কুটির। ⇒ **কুটী**।

চীবরগ্‌গল (ক্লী) [চীবর+অগ্‌গল] চীবরের গেরো।

চীবর দান (ক্লী) চীবর দান, বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কাষায় বস্ত্র দান।

চীবর দান সময—চীবর দানের সময়। ⇒ **চীবরদান, চীবর কাল**।

চীবরদুস্স (ক্লী) চীবর প্রস্তুত করার শ্বেত বস্ত্র, চীবরের জন্য সংগৃহীত সাদা কাপড়, চীবর তৈরি করিবার সাদা কাপড়।

চীবর নিদাহক—চীবরের উপর (কিছু) রক্ষণ বা স্থাপন।

চীবর পটিগ্‌গাহক (পুং) চীবর গ্রহীতা। (বিণ) চীবর গ্রহণকারী।

চীবর পটিবিস—চীবরের অংশ।

চীবর পলিবোধ—অতিরিক্ত চীবর রাখায় উপদ্রব বা বিঘ্ন। (বিনয়) **কঠিনস্স পলিবোধা; চীবর বা আবাস পলিবোধা**। ⇒ **কঠিন পলিবোধ**।

চীবর পবিবেক (ক্লী) চীবর আচ্ছাদনে নির্জনতা রক্ষা। অবৌদ্ধদের মধ্যে আরও "**দ্বে পবিবেকানি**" অর্থাৎ দুই প্রকার প্রবিবেক বা নির্জনতা আছে, যথা—**পিণ্ডপাত পবিবেক, সেনাসন পবিবেক** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

চীবর ভঙ্গ—বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে চীবর বিতরণ বা ভাগ করিয়া দেওয়া।

চীবরভত্ত (বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে প্রদত্ত) চীবর এবং আহার (অন্ন)।

চীবরভাজক (বিণ, পুং) চীবর বিভাগকারী বা বণ্টনকারী, যে ভিক্ষু বা ব্যক্তি ভিক্ষুদের মধ্যে চীবর ভাগ করিয়া দেয়। (তুলনীয়) **চীবর পটিগ্গাহক**। ⇒ **ভাজক, যাগুভাজক**।

চীবরভিসি (স্ত্রী) পেষণী বা কোলবালিশের ন্যায় গোলাকার করিয়া চীবর গুটানো। ⇒ **ভিসি** (১), **চীবরভিসী**।

চীবরভিসী—বালিশের ন্যায় গুটানো চীবর। = **চীবরভিসি**।

চীবররজ্জু (স্ত্রী) রৌদ্রে চীবর শুকাইতে দেওয়ার রজ্জু, বিহারের মধ্যে চীবর ঝুলাইয়া রাখিবার দড়ি। ⇒ **চীবরবংস**।

চীবরলূখ (বিণ) ব্যবহারের অযোগ্য দুর্বল ও জীর্ণ চীবর ব্যবহারকারী (ভিক্ষু), যে চীবর জীর্ণ হইয়াছে।

চীবরবংস (পুং) রৌদ্রে চীবর শুকাইতে দেওয়ার বাঁশ, বিহারের মধ্যে চীবর ঝুলাইয়া রাখার বাঁশ। ⇒ **চীবররজ্জু**।

চীবরবড়ঢক (পুং) চীবর প্রস্তুতকারক বা দর্জি। ⇒ **বড়ঢক** (পুং)।

চীবর সঙ্কমনীয (ক্লী) যে চীবর (চীবরের প্রকৃত মালিকের) হাতে অর্পণ করা উচিত।

চীবর সময—যে সময় ভিক্ষুকে অথবা ভিক্ষুদিগকে চীবর দান দেওয়া হয়।

চুন্ন (পুং, ক্লী) **১** চূর্ণ, কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশসমূহ, ধূলি, গুঁড়া, আবীর, সুগন্ধি ধূলি, পাউডার, ছাতু, বালি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পংসচুন্ন**। (পেতবত্থু) **সুবণ্ণচুন্ন**—স্বর্ণের গুঁড়া। = **বালিকা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **২** (বর্ণনায়) **ছুনম** (ইহা আধুনিক শব্দ); ⇒ **ছুনম**। (যৌগিকে) **মত্তিকাচুন্ন**—স্নানের সময় সাবানের পরিবর্তে যে পলিমাটির চূর্ণ ব্যবহার করা হয়। (বিনয়) **চুন্নানি ভেসজ্জানি**—গুঁড়া ঔষধের প্রয়োগ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চুন্ন-তেল বালণ্ডুপক** (ইহার পাঠ) **চুন্নং বা তেলং বা লেড্ডুপক**। (দীর্ঘনিকায়) **নহানিযচুন্ন**। (জাতক) **নহান চুন্ন; গন্ধচুন্ন = চন্দনচুন্ন** (মিলিন্দ প্রশ্ন)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইট্ঠক চুন্ন**। (বিণ) যাহা গুঁড়া হইয়াছে, নষ্ট হইয়াছে এমন, লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এমন।

চুন্নক (ক্লী) চূর্ণক, সুগন্ধি গুঁড়া, পাউডার।

চুন্নকজাত (বিণ) চূর্ণ বা গুঁড়ায় পরিণত। **চুন্নক জাতানি অট্ঠিকানি**—চূর্ণ বা গুঁড়া হইয়াছে এরূপ অস্থিসমূহ।

চুন্নচালনী (স্ত্রী) চূর্ণ চালিবার চালুনি, চূর্ণচালুনি বা ঝাঁঝরি, চূর্ণ করিবার হামানদিস্তা। (তুলনীয়) **সণ্হ**। ⇒ **চালনী**।

চুন্নপিণ্ড—চূর্ণপিণ্ড, চূর্ণের সমগ্র সমষ্টি বা মোট।

চুন্নবিচুন্ন (বিণ) চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড, ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করা হইয়াছে এমন, গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্পন্ন, ধূলিসাৎকৃত, চূর্ণীকৃত। ⇒ **চুন্ন, বিচুন্ন**।

চুন্নিকা (স্ত্রী) খণ্ড খণ্ড করা বস্তু, গুঁড়া করা বস্তু। (বিণ) খণ্ডবিখণ্ড, চূর্ণিত। (জাতক) **চুন্নিত মংস**—খণ্ডবিখণ্ড করা বা চূর্ণ করা মাংস।

চুন্নিত (বিণ) চূর্ণিত, চূর্ণকৃত, যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে। ⇒ **চুন্নেতি**।

চুন্নিযমান (বিণ) চূর্ণবিচূর্ণ করা বা ধূলিসাৎ করা হইতেছে এমন, খণ্ডবিখণ্ড করা হইতেছে এমন। ⇒ **চুন্নেতি**।

চুন্নেতি (ক্রি) [√চুন্ন+এ] চূর্ণ করা, গুঁড়ি করা, ধূলিসাৎ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, চূর্ণবিচূর্ণ করা, খণ্ডবিখণ্ড করা, পেষণ করা। (অতীত) **চুন্নেসি**। (অ-বিণ) **চুন্নিত**। (ব-বিণ) **চুন্নেন্ত, চুন্নিযমান**। (ক্রি-বি) **চুন্নেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **চুন্নীযতি**।

চুত (বিণ) চ্যুত, ভ্রষ্ট, ক্ষরিত, যে কোন স্থান বা অধিকার হইতে বহিষ্কৃত, নষ্ট, চঞ্চল, পতিত, স্থান পরিবর্তিত, অদৃশ্য, জন্মান্তরিত, মৃত। ⇒ **চবতি**।

চুতি (স্ত্রী) চ্যুতি, ক্ষরণ, হানি, নাশ, ভ্রংশ, অপসারণ, মৃত্যু, অন্তর্ধান, তিরোধান, দেহন্ত। (বিপ) **উপপত্তি**। (তুলনীয়) **গতি, আগতি**।

চুতিক্খণ—চ্যুতিক্ষণ, যে ক্ষণে বা মুহূর্তে চ্যুত হয় সেই ক্ষণ বা মুহূর্ত, চ্যুত হইবার সময়।

চুতুপ্পাত = চুতূপপাত। ⇒ **চুতূপপাত**।

চুতূপপাত (পুং) চ্যুতি এবং উৎপত্তি, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম, অবস্থান্তর প্রাপ্তি, জন্ম-মৃত্যু, দেহান্তর প্রাপ্তি, পুনর্জন্ম। (সংযুক্ত নিকায়) **সংসার চুতূপপাত; আগতি গতিযা সতি চুতূপপাত হোতি**। (বি-ভা) **সত্তানং চুতূপপাত ঞাণ**—সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান (অর্থাৎ জীবগণের মধ্যে কে কোথায় মরিতেছে এবং মরিয়া কে কোথায় উৎপন্নহইতেছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানত জানা বা দিব্যদৃষ্টিতে দেখা)। (তুলনীয়) **জাতিসংসার ঞাণ**।

চুতূপপাত ঞাণ—চ্যুতি এবং উৎপত্তি-সম্বন্ধে জ্ঞান, সত্ত্ব বা জীবগণের মধ্যে কে কোথায় মরিতেছে এবং মরিয়া কে কোথায় উৎপন্ন হইতেছে অথবা জন্মগ্রহণ করিতেছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা দর্শন। ⇒ **ঞাণ**।

চুতূপপত্তি—চ্যুতি এবং পুনরুৎপত্তি, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম, জন্ম-মৃত্যু। ⇒ **গতি** (২)।

চত্তালীসতি (বিণ) ৪৩, চুয়াল্লিশ।

চত্তালীসা (বিণ) ৪৪, চুয়াল্লিশ।

চুদিত (বিণ) উত্তেজিত, ভর্ৎসিত, নিন্দিত। ⇒ **চোদতি**,

চুদিতক।

চুদিতক (বিণ) অভিযুক্ত, নিন্দিত, অপবাদপ্রাপ্ত, ভর্ৎসিত, অপরাধী। = **চুদিত**। এই বিশেষণটি লিঙ্গত্রয়ে প্রযুক্ত হয়।

চুদ্দস (বিণ) ১৪, চৌদ্দ। = **চতুদ্দস**। ⇒ **চাতুদ্দসী, চতুর**।

চুন্দ (পুং) গজদন্তে কারুকার্যকারী শিল্পী। = **দন্তকার** (জাতক অর্থকথা)।

চুন্দকার (পুং) যে ব্যক্তি ঘুরায়, কুন্দকার, মিস্ত্রি, কাঠ বা হস্তিদন্ত কুঁদকলে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নানা ফুল বা শিল্প করার মিস্ত্রি।

চুবুক (ক্লী) চিবুক, থুতনি, ওষ্ঠের অধোভাগ, দাড়ি।

চুম্বট (ক্লী) ১ কুণ্ডলীর একপাক, কুণ্ডলীকৃত বা তাল-পাকানো দড়ি ইত্যাদি, নরম জিন, কোমল গদি, একতাড়া (লিখিবার) কাগজ, বালিশ। (জাতক) **দুকূল চুম্বট**। ২ মালা, হার। ⇒ **চুম্বটক**।

চুম্বটক (ক্লী) ১ বালিশ। ২ মালা, হার। (জাতক) **পুপ্ফচুম্বটক**—ফুলের মালা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মালা চুম্বটক**—হারের মালা। = **চুম্বট**।

চুম্বতি (ক্রি) [√চুম্ব+অ] চুম্বন করা, আদর করা, প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শনার্থ অপরের মুখে মুখদ্বারা স্পর্শ করা, চুমা দেওয়া। (তুলনীয়) **পরিচুম্বতি**। (অতীত) **চুম্বি**। (অ-বিণ) **চুম্বিত**। (ব-বিণ) **চুম্বন্ত, চুম্বমান**। (ক্রি-বি) **চুম্বিত্বা**।

চুলাসীতি (বিণ) ৮৪, চুরাশি।

চুল্ল (বিণ) ছোট, ক্ষুদ্র, অপ্রধান, গৌণ, সামান্য, ক্ষুদ্রতর, কনিষ্ঠ, নিম্নতর, অকিঞ্চিৎকর, সীমাবদ্ধ আকারের, সামান্য মূলধনবিশিষ্ট। (বিপ) **মহা**। এই শব্দটি সর্বদা নাম, উপাধি ও বহির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন—**চুল্ল অনাথপিণ্ডিক**—ছোট অনাথপিণ্ডিদ নামক উপাধিধারী ব্যক্তি; **চুল্লবগ্গ** (বিপ) **মহাবগ্গ** (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **চুল্লনিদ্দেস** (বিপ) **মহানিদ্দেস; চুল্লসীল** (বিপ) **মহাসীল**।

চুল্ল অন্তেবাসিক (পুং) ছোট শিষ্য, সর্বাপেক্ষা ছোট শিষ্য, বালক ছাত্র।

চুল্লঙ্গুলী [চুল্ল+অঙ্গুলী] কনিষ্ঠ অঙ্গুলী, ছোট অঙ্গুলী।

চুল্লতুণ্ডিল—একটি শূকরের নামবিশেষ। ⇒ **সূকর**।

চুল্লদ্বার—ক্ষুদ্রদ্বার, ছোট দরজা। ⇒ **দ্বার**।

চুল্লনিদ্দেস—ছোট ছোট ব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ, পালি পিটকে এক গ্রন্থের নামবিশেষ। (বিপ) **মহানিদ্দেস**। ⇒ **চুল্ল**।

চুল্লপিতা (পুং) কাকা, খুড়া। = **চুল্লপিতু**।

চুল্লপিতু (পুং) পিতার ছোট ভাই, খুড়া। = **চুল্লপিতা, চুল্লপেত্তেয্য**।

চুল্লপেত্তেয্য = **চুল্লপিতা**। ⇒ **চুল্লপিতা**।

চুল্লবগ্গ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদযুক্ত গ্রন্থ, পালি পিটকে এক গ্রন্থের নামবিশেষ। (বিপ) **মহাবগ্গ**। ⇒ **চুল্ল**।

চুল্লসীল—নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাবলী। (বিপ) **মহাসীল**। ⇒ **চুল্ল**।

চুল্লাসীতি (বিণ) ৮৪, চুরাশি। = **চতুরাসীতি, চুলাসীতি**।

চুল্লুপট্ঠাক (পুং) [চুল্ল+উপট্ঠাক] বালক সেবক, ব্যক্তিগত বালক সেবক।

চুচক (ক্লী) স্তনের বোঁটা, স্তনবৃন্ত।

চুভযং [চ+উভযং] ⇒ **উভযং** (ক্রি-বিণ)।

চুল (বিণ) = **চুল্ল**। ⇒ **চুল্ল**।

চুলতণ্হাসঙ্খয (পুং) তৃষ্ণার সামান্য অংশের বিনাশসাধন। ⇒ **তণ্হাসঙ্খয**।

চুলিকা (স্ত্রী) = **চূল**। ⇒ **চূল, চূলা**।

চুলিকাবদ্ধ (বিণ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল বা শিকরে আবদ্ধ।

চূল (ক্লী) মূল, শিকর, শিখর, স্ফীতি, ফুলা, বৃদ্ধি, আব, উদ্‌গতাংশ, গণ্ড, গ্রন্থি, গাঁইট, সংযোগ, বন্ধন, (গাছের) গাঁইট, স্কন্ধাভরণ, সমষ্টি, কঠিন সমস্যা, বিড়া, সমুদ্রপথের মাইল, টিকি, শিখা, ঝুঁটি. শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ পক্ষগুচ্ছ, কুক্কুটের ঝুঁটিম কুলচিহ্ন, কোনও জিনিসের শীর্ষস্থান। (জাতক) **কণ্হচূল; অড্ঢচূল**। (বিণ) = **চুল্ল**। ⇒ **চুল্ল**।

চূলক (বিণ) টিকিযুক্ত, শিখাযুক্ত। (জাতক) **পঞ্চচূলক**।

চূলকনিট্ঠ (বিণ) সর্বকনিষ্ঠ, সর্বপেক্ষা ছোট। (পুং) ছোট শিশু, ছোট বা কনিষ্ঠ ভাই, ছোট কাকা প্রভৃতি। ⇒ **পিল্লক**।

চূলনিকা (স্ত্রী) এই শব্দটি কেবল বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **সহস্সী চূলনিকা লোকধাতু**—ক্ষুদ্রতর সহস্র পৃথিবীর নীতি ("**দ্বি-সহস্সী মজ্ঝিমকা**" আর "**তি-সহস্সী মহাসহস্সী লোকধাতু**" হইতে স্বতন্ত্র)।

চূলপিতা = **চুল্লপিতা**। ⇒ **চুল্লপিতা**।

চূলা (স্ত্রী) চূড়া, শৃঙ্গ, শিখা, ময়ূরের মস্তকের শিখা, টিকি, কেশ। = **চূল** (ক্লী)। (জাতক) **পঞ্চচূলা কুমারা**—যে কুমারদের এক এক জনের মাথায় পাঁচটি করিয়া টিকি আছে।

চূলাকরণ মঙ্গল (ক্লী) শিশুর চূলাকরণ বা মস্তক মুণ্ডনের (দেশজ কথায় যাহাকে শিশুর "হুদকরণ কার্য" বলা হয়) মঙ্গলোৎসব। ⇒ **মঙ্গল** (ক্লী)।

চূলামণি (পুং) চূড়ামণি, শিরোভূষণ, রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ, চূলাস্থিত মণি, শিরস্ত্রাণের উপরিস্থ মণিখচিত পক্ষগুচ্ছ, যে শিখা বা ঝুঁটিতে মণি থাকে। ⇒ **মণি** (১)।

চূলাসীতি = **চুল্লাসীতি**। ⇒ **চুল্লাসীতি**।

চে (অব্যয়) যদি, যদি থাকে। = **সচে, যদি**। (দীর্ঘনিকায়) **ইতো চে পি যোজনসতে বিহরতি** এমন কি যদি শতযোজন দূরেও থাকে; **তত্র চে তুম্হে অসস্থ কুপিতা**। (ধর্মপদ) **পসসে চে বিপুলং সুখং; পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা**। (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মণো চে ত্বং ব্রূসি**। (সর্বনাম ও ক্রি-বিণ) **অহং চে ব খোপন চেতয্যং** (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **এত্থ চে তে মনো অত্থি**। (যৌগিকে)

নোচে, যঞ্চে, সচে, চে ব খো পন, অপি চে, পি চে।

চেচ্চ (বিণ) = **সঞ্চিচ্চ**। ⇒ **সঞ্চিচ্চ, চেতেতি**। (বিনয়) **জানন্তো সঞ্জানন্তো চেচ্চ অভিবিতারিত্বা**।

চেট (পুং) বালক ভৃত্য। ⇒ **চেটক**।

চেটক (পুং) ভৃত্য, দাস, সেবক, চাকর, অসৎ পুরুষ। ⇒ চেট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুট্ঠ চেটক; ভাতিক চেটক**।

চেটিকা = **চেটী**। ⇒ **চেটী**।

চেটী (স্ত্রী) দাসী, চাকরানী, সেবিকা, চেটী।

চেত (পুং, ক্লী) চেত, চিত্ত, মন, চিত্তবৃত্তি, ভাব, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

চেতক—অন্য পক্ষীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য যে পক্ষীকে নিযুক্ত করা হয়। (জাতক অর্থকথা) **দীপক তিত্তির**।

চেতকেদু—এক জাতীয় পক্ষীবিশেষ। = **চেলকেদু**।

চেতনক (বিণ) চেতন, জাগ্রত, চিন্তাবিশিষ্ট, চৈতন্যবিশিষ্ট, ভাব বা সঙ্কল্প অথবা অভিপ্রায়-সম্বন্ধীয়। ⇒ **চেতনা**।

চেতনা (স্ত্রী) চেতনা, চৈতন্য, সংজ্ঞা, চিত্তের কার্যকরী অবস্থা, মনের বা চিন্তার ক্রিয়াশীল ভাব, অভিপ্রায়, ইচ্ছাশক্তি, প্রবৃত্তি, মনন, সঙ্কল্প, পরিকল্পন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, মনোবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি, পছন্দশক্তি, পছন্দ, আমোদ, ইচ্ছা, হুকুম, আদেশ, ইষ্টিপত্র, চরমপত্র। যে ধর্ম বা স্বভাব চিত্ত উৎপন্ন করে অথবা মনকে অবিরাম উত্তেজিত করে এবং উহার সহগামী বস্তু সমূহে যুক্ত হইয়া চঞ্চল হয় আর বিভিন্ন প্রকার বিষয়কে অনুসরণ করে—সেই ধর্ম বা স্বভাবকে বলা হয় চেতনা (লেদী ছেয়াদ এর "আহার দীপনী")। **"চেতনা"** স্বয়ং একটি চৈতসিকও বটে। ⇒ **সঙ্খারক্খন্ধ**। চেতনা তিন প্রকার, যথা—**কায়চেতনা, বচীচেতনা, মনোচেতনা**। (যৌগিকে) **পত্থনা চেতনা; চেতনা পণিধি**। চুলনির্দেশের বর্ণনায় **"অসুচিমনুস্সা"**—নীচ কুলোদ্ভব লোকেরা, যেমন—**অসুচিয়া চেতনায পত্থনায পণিধিনা সমন্নাগতা**। সংযুক্ত নিকায়ে শ্রেণীবিভাগে **"নামকায"** বর্ণনায়:—**বেদনা সঞ্ঞা চেতনা চিত্ত ফস্স মনসিকার;** (বিপ) **"রূপকায"** বর্ণনা। চতুর্বিধ সুখকায় বস্তুর বিবরণে **"পচ্চয চেতনা গুণাতিরেক (সম্পদা)"** এবং (ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায়) **চেতনায সোমনস্স সহগত ঞাণ-সম্পযুত্ত-ভাবো**। দশবিধ সুচরিত শীলে (⇒ **সীল**) কায়-সম্পর্কীয় (অথবা যাহাকে ইচ্ছানুরূপ কার্য বা **"চেতনাকম্ম"** বলা হয়) এক হইতে সপ্তমশীল পর্যন্ত সঙ্কল্প অনুযায়ী **"চেতনা"** শব্দ **"চেতসিক"** (অর্থাৎ **"চেতো"**) শব্দের বিপরীতে (নেত্তি); অথবা সেই সপ্তবিধ শীলকে **"কায়কম্মন্ত"** এবং **"বচীকম্মন্ত"** বলা হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়); আর সেই দশবিধ শীলের মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি শীলকে **"চেতসিক কম্ম"** বা মনের স্বভাব বলা হয় (নেত্তি); এই তিনটিকে অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয় **"মনোকম্মন্ত"**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কণ্হস্স কম্মস্স পহানায চেতনা**—পাপ বা অন্যায় কার্য ত্যাগের ইচ্ছা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বধক চেতনা**—বধ করিবার সঙ্কল্প। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মরণ চেতনা**—মরণের সঙ্কল্প। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আহারাসা চেতনা**—আহারের আশা সহ চেতনা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিচ্চাগ চেতনা**। (ধর্মসঙ্গণী) **চেতনা সঞ্চেতনা সঞ্চেতযিত্ত**—এইগুলি প্রবৃত্তি বা মনন অথবা ইচ্ছার অবস্থা বা স্বভাব অথবা আচরণ ধর্ম। (তুলনীয়) **চেতনা চিত্ত** (ধর্মসঙ্গণী)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চেতযতী'তি চেতনা; অভিসন্দহতী'তি অত্থো**।

চেতনাকম্ম—ইচ্ছাকৃত কার্য, যে চেতনা বা সংজ্ঞা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই কায় ও বাক্য দ্বারা প্রকাশ পায়। (বিপ) **চেতসিক কম্ম**। ⇒ **কাযকম্মন্ত, বচীকম্মন্ত, চেতনা**।

চেতনা সম্পদা (স্ত্রী) চেতনা সম্পদ বা সম্পত্তি, সদিচ্ছাজনিত সুখ। ⇒ **সম্পদা** (১)।

চেতব্বযুত্তকং = **চেতব্বরূপং**। ⇒ **চেতব্বরূপং**।

চেতব্বরূপ ⇒ **চিন্তেতি** (২)।

চেতব্বরূপং (ক্রি-বিণ) চিন্তা করিবার মতো, ভাবিয়া দেখার যোগ্য, চিন্তা করিয়া দেখার যোগ্য। = **চেতব্ব যুত্তকং**।

চেতযতি (ক্রি) [√চিত+অয] ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধি করা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারা, অনুভব করা, মনোমধ্যে গ্রহণ করা, উপলব্ধি করা, বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা। (অতীত) **চেতযি**। (অ-বিণ) **চেতযিত**। (ক্রি-বি) **চেতেত্বা, চেতযিত্বা**।

চেতযিত (বিণ) সঙ্কল্পিত, ঈপ্সিত, অভিপ্রেত, মনে মনে স্থিরকৃত। ⇒ **চেতযতি, চেতেতি, চিন্তেতি**।

চেতস (ক্লী) ১ চিত্ত, চিত্তের আসন বা অবস্থান স্থান অর্থাৎ হৃদয়। = **চিত্ত**। ⇒ **চিত্ত** [ক্লী(২)]। ২ একজাতীয় বৃক্ষের নামবিশেষ। (বিণ) উদ্দেশ্য আছে এমন, মনোভাব উৎপন্ন হইয়াছে এমন। (যৌগিকে) **পাপচেতস; সুচেতস; সব্বচেতস** (সংযুক্ত নিকায়)। **সব্বং চেতসো = সব্বং চেতসা**। (সংযুক্ত নিকায়) **অপ্পমাণ চেতস; অব্যাপন্ন চেতস**।

চেতসিক (বিণ) চৈতসিক, চিত্ত-সম্বন্ধীয়, মানসিক। (বিপ) **কাযিক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কাযিকং সুখং;** (বিপ) **চেতসিকং সুখং**। (মধ্যম নিকায়) **কাযিকা দরথ;** (বিপ) **চেতসিকা দরথা**। (দীর্ঘনিকায়) **চেতসিকং দুক্খং**। (জাতক) **চেতসিক রোগ**। (নেত্তি) **চেতসিক কম্ম**। (ক্লী) চিত্তবৃত্তি, চিত্তের চেতনা ভাব।

চেতসিক কম্ম—মনের স্বভাব বা মানসিক ধর্ম। অপকারেচ্ছা, দ্বেষ, ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট সাধন, লোভ, লালসা, অর্থগৃধ্নুতা, অসৎ উদ্দেশ্য—এইগুলিকে **"চেতসিক কম্ম"** বলা হয়। (বিপ) **চেতনাকম্ম**। ⇒ **মনোকম্মন্ত, চেতনা**।

চেতসিক দুক্খ—মানসিক দুঃখ, মনোকষ্ট। = **দোমনস্স**। (বিপ) **কাযিক দুক্খ**।

চেতসিকা (বিণ, বহুবচন) ৫২ প্রকার চৈতসিক বা চিত্তবৃত্তি-সম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৫২ প্রকার চৈতসিক ধর্ম, চিত্তবৃত্তিসমূহ। ⇒ **চেতসিক, কায** (৩)।

চেতসিকা ধম্মা—৫২ প্রকার চৈতসিক ধর্ম যাহাকে সংক্ষেপে বলা হয় "বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানস্কন্ধ"। ইহাদিগকে আরও সংক্ষেপে বলা যায় "নামস্কন্ধ"।

চেতসো ("**চিত্ত**" শব্দের সম্বন্ধ পদে একবচন, কিন্তু ব্যবহারে "**চিত্ত**" শব্দের সম্বন্ধ পদ) ⇒ **চিত্ত, চেতো** (২ ক)।

চেতসোলীনত্তং ⇒ **লীনত্ত**।

চেতসো বিক্‌খেপ (ক্লী) = **চিত্ত বিক্‌খেপ**। ⇒ **চিত্ত বিক্‌খেপ**।

চেতাপন (ক্লী) বদলানো, পরিবর্তন, বিনিময়, ক্রয়, খরিদ। ⇒ **চেতাপেতি**।

চেতাপেতি (ক্রি) বদলাইয়া লওয়া, বিনিময় করা, বিলাইয়া দেওয়া, বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য করা, ক্রয় করা, খরিদ করা, কেনা। (বিনয় বর্ণনায়) **পরিবত্তেতি**।

চেতিয (ক্লী) চৈত্য, পুণ্যস্থান, পূজার স্থান, মন্দির, ধর্মমন্দির, স্মৃতি মন্দির, স্মৃতি স্তম্ভ, শ্মশান বা চিতার মন্দির, যে স্থানে বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ব্যবহার্য বস্তু ও শরীরাবশিষ্ট অস্থি ইত্যাদি ধাতু প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। "**চেতিয**" বা চৈত্য তিনপ্রকার, যথা—**সারীরিকচেতিয, পারিভোগিক চেতিয, উদ্দেসিক চেতিয**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **ধাতু ঘরং কত্বা চেতিযং পটিট্‌ঠাপেসুং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধাতু চেতিযধাতু চৈত্য**। (বিনয়) **অগগালব চেতিয**—একটি চৈত্যের নামবিশেষ। (দীর্ঘনিকায়) **আনন্দ চেতিয**—আনন্দ চৈত্য, একটি চৈত্যের নামবিশেষ; **উদেন চেতিয**—একটি চৈত্যের নামবিশেষ। **গোতম চেতিয = গোতমক চেতিয**—গৌতম নামক চৈত্য। (দীর্ঘনিকায়) **চাপাল চেতিয**—চাপাল নামক চৈত্য; **মুকুট বন্ধন চেতিয**—মুকুট বন্ধন নামক চৈত্য; **বহুপুত্ত চেতিয**—বহুপুত্র নামক চৈত্য; **সত্তম্বক চেতিয; সারন্দদ চেতিয; সুপতিট্‌ঠ চেতিয**।

চেতিযঙ্গণ (ক্লী) [চেতিয+অঙ্গণ] চৈত্যাঙ্গন, ধর্মমন্দিরের চতুপার্শ্বস্থ উন্মুক্ত স্থান, মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ বা মুক্তস্থান।

চেতিযঙ্গণবত্ত (ক্লী) চৈত্যাদি-সম্বন্ধীয় কর্তব্য কর্ম, চৈত্যাঙ্গনের ব্রত, চৈত্যব্রত, চৈত্য-সম্বন্ধীয় ব্রত। ⇒ **বত্ত** (১)।

চেতিযগব্‌ভ (পুং) ধর্মমন্দিরের গম্বুজ।

চেতিযপব্বত (পুং) চৈত্য পর্বত, যে পর্বতের উপর বহু চৈত্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, যে পর্বতের উপর ধর্মমন্দির বা পূজার মন্দির আছে।

চেতিযপূজা (স্ত্রী) চৈত্য পূজা, বন্দনা এবং ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা।

চেতিযরুক্‌খ (পুং) চৈত্যরূপ বৃক্ষ, চৈত্যস্বরূপ পূজিত বৃক্ষ অর্থাৎ লোকেরা যে বৃক্ষকে চৈত্যরূপে বা পূজার মন্দিরূপে সর্বদা পূজা করা হয়। ⇒ **রুক্‌খ**।

চেতিয বন্দনা—চৈত্য বন্দনা, চৈত্য পূজা।

চেতিযা যক্‌খিনী (স্ত্রী) চৈত্য বা পূজার মন্দিরবাসিনী যক্ষিণী, যে যক্ষিণী চৈত্যকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। ⇒ **যক্‌খিণী**।

চেতেতি (ক্রি) [√চেত+এ] = **চিন্তেতি, চেতযতি**। ⇒ **চিন্তেতি, চেতযতি**। কালাদি নির্ণয়:—(বর্তমান) **চেতেতি, চেতযতি, চেতযে = চিন্তেয্য**। (অতীত) **অচেতযি = চেতেসি**। (অ-বিণ) **চেতযিত**। (ব-বিণ) **চেতযমান**। (ভবিষ্যৎ) **চেতেস্সতি**। (ভ-বিণ) **চেতব্ব, চেতেতব্ব, চেতেয্য;** (বর্ণনায়) **চিন্তেতব্ব**। (ক্রি-বি) **চেচ্চ, চিচ্চ** (⇒ **সঞ্চেচ্চ, সঞ্চিচ্চ**)। (তুলনীয়) **চেতনা**।

চেতো (ক্লী) = **চিত্ত**। ⇒ **চিত্ত**। কর্তৃকারক "**চেতস**" মূল শব্দ হইতে (বিণ) **চেতসো;** অন্য প্রকারে (কর্তৃকারক) "**চেতো**" শব্দ হইতে (বিণ) **বিচেতো**। (করণকারক) **চেতসা**। (সম্বন্ধপদ) **চেতসো**। ১ "**চেতো**" শব্দ—**ক) কায, বাচা** শব্দের সহিত একই সম্বন্ধযুক্ত, যথা—(সূত্রনিপাত) **কাযেন বাচায চেতসা**—হাতে কথায় এবং মনে। (খুদ্দকপাঠ) **কাযমুনি, বাচামুনি, চেতোমুনি**—কার্যে মুনি, বাক্যে মুনি এবং চিন্তা বা ভাবনা মুনি; (বি-ভা) "**চেতোমুনি**" শব্দের পরিবর্তে "**মনোমুনি**"। **খ) "পঞ্ঞা"** শব্দের সহিত:—**চেতো-বিমুত্তি, পঞ্ঞা-বিমুত্তি**। **গ) সমাধি, পীতি, সুখ** ইত্যাদি শব্দের সহিত:—**চেতো ফরণতা** শব্দে দ্রষ্টব্য। ২ সম্বন্ধ পদ "**চেতসো**":—**ক)** চিত্ত বা হৃদয় অর্থে:—(দীর্ঘনিকায়) **চেতসো উপক্কিলেস**—চিত্তের কলঙ্ক বা অপবিত্রতা। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো লিনত্ত**—হৃদয়ের আসক্তি; **চেতসো অপ্পসাদ**—চিত্তের অবিশ্বাস। (দীর্ঘনিকায়) **চেতসো একোদিভাব**—চিত্তের একনিষ্ঠতা। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো আবরণানি**—চিত্তের আবরণ বা প্রতিবন্ধকসমূহ; **চেতসো বিমোক্‌খ**—চিত্তবিমুক্তি, চিত্তমুক্তি। (সূত্রনিপাত) **চেতসো সন্তি**—চিত্তের শান্তি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চেতসা বূপসম**—চিত্তের শান্তি। (দীর্ঘনিকায়) **চেতসো বিনিবন্ধ**—চিত্তের স্বাধীনতা। **খ)** মন অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **চেতসো বিক্‌খেপ**—মনের বিরক্তি। (বিভঙ্গ) **চেতসো উত্তাস**—মনের ভয়। (ধর্মসঙ্গণী) **চেতসো অভিনিরোপনা**—মনোনিবেশ। **গ)** চিন্তা বা ভাবনা অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **চেতসো পরিবিতক্কো উদপাদি**—মনের মধ্যে তর্কবিতর্ক উৎপন্ন (সম্বন্ধপদে)। ৩ করণ কারকে "**চেতসা**"—**ক)** অন্তর বা হৃদয় অর্থে:—(দীর্ঘনিকায়) **মেত্তা সহগতেন চেতসা**—আন্তরিক স্নেহ বা ভালবাসা দ্বারা; (বি-ভা) **একং দিসং ফরিত্বা**। (সংযুক্ত নিকায়) **উজুভূতেন চেতসা**—সরল অন্তরে। (দীর্ঘনিকায়) **বিবটেন চেতসা**—খোলা অন্তরে। (সংযুক্ত নিকায়) **মচ্ছেরমলপরিযুট্‌ঠিতেন চেতসা**—মাৎসর্যরূপ অপবিত্রতা উৎপন্ন অন্তর দ্বারা; **সন্তিং পপ্পুয্য চেতসা**—শান্তিপূর্ণ হৃদয়ের সহিত; **তণ্‌হাধিপতেয্যেন চেতসা**—তৃষ্ণার প্রভাবযুক্ত অন্তরে; **বিপ্পসন্নেন চেতসা**—ধর্মনিষ্ঠ অন্তরের সহিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মুত্তেন চেতসা**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিমরিযাদি-কতেন চেতসা**। (দীর্ঘনিকায়) **বিগতাভিজ্‌ঝেন চেতসা**।

(অঙ্গুত্তর নিকায়) "**পথবীআপো**" ইত্যাদি "**সমেন চেতসা**"; **আকাস সমেন চেতসা**। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বচেতসা**—সর্বান্তকরণে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিজ্‌ঝা সহগতেন চেতসা**। (দীর্ঘনিকায়) **সতারক্‌খেন চেতসা**। (মধ্যম নিকায়) **মিগভূতেন চেতসা**—বন্য জন্তুর অন্তরের মতো অন্তরের সহিত। **খ**) মন অর্থে:—দুইটি বিশেষ ভাষায়, যথা—(দীর্ঘনিকায়) **চেতসা অনুবিতক্কেতি অনুবিচারেতি**—মনে মনে তোলপাড় করা বা বিবেচনা করা এবং চিন্তা করা। **চেতসা পজানাতি** (অথবা "**মনসিকরোতি**")—মনে মনে জানা (অথবা স্মরণ করা), নিম্নলিখিত বর্ণনায়:—**পর-সত্তানং পর-পুগ্‌গলানং চেতসা চেতো-পরিচ্চ পজানাতি**—নিজ মন দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর জনগণের অন্তরের অবস্থা জানিতে পারে (মধ্যম নিকায়); ⇒ **চেতো পরিচ্চ, চেতো পরিযায়**। **পুগ্‌গলং পদুট্‌ঠ-চিত্তং এবং চেতসা চেতো-পরিচ্চ পরিযায়**। (দীর্ঘনিকায়) **অরহন্তো** ... **ভগবন্তো চেতসা চেতোপরিচ্চ বিদিত্বা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পর-চিত্ত পরিযায় কুসলো এবং চেতসা চেতো-পরিচ্চ মনসি করোতি** (সংযুক্ত নিকায়) **ভগবা (ব্রাহ্মণস্‌স) চেতসা চেতো-পরিবিতক্কং অঞ্‌ঞায়**—ভগবান মন দ্বারা (ব্রাহ্মণের) মনোভাব জ্ঞাত হইয়া।

চেতোখিল (ক্লী) মনের অনোৎকর্ষ, মন বা চিন্তা শক্তির অপচয়। সাধারণত "**চেতোখিল**" পঞ্চবিধ, যথা—স্বীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সন্দেহোত্তীর্ণ হইয়া ওঠা, স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া ওঠা, যৌথ অধিকার ভোগ হইতে স্বতন্ত্র হওয়া, অধ্যাপনা বা শিক্ষা দান হইতে উঠা, শিষ্যের প্রতি উৎপন্ন ক্রোধের উপশম হইয়া উঠা।

চেতোপণিধি (স্ত্রী) সঙ্কল্প, দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা, অভিপ্রায়, পরিকল্পন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। = **চিত্তস্‌স সম্ম-দ-এব ঠপনং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (বিণ) চিত্ত প্রণিধানযোগ্য, মনোনিবেশের উপযোগী, মনের একাগ্রতা সাধিত, যোগী।

চেতো পদোস (ক্লী) মনের দোষ বা পাপ, দুষ্টতা, পাপাচার, নষ্টতা, অসৎ বিষয়ে মনের প্রলুব্ধতা, মনের অপবিত্রতা, চিত্তের প্রদুষ্টভাব। (বিপ) **পসাদ**।

চেতো পরিচ্চ—হৃদয় বা অন্তর-সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্তরের অবস্থা, চিন্তার উপায়সমূহ, ভাবনার গতিপথ সমূহ, মন-সম্বন্ধে, চরিত্র বিষয়ে। **চেতো পরিযায়**। (থেরীগাথা) **চেতো পরিচ্চঞাণ**। (থেরগাথা অর্থকথায়) **চেতো পরিযঞাণ**। (বি-ভা) **চেতসা চেতো পরিযায়**।

চেতোপরিয ঞাণ (ক্লী) অপরের মনোভাব বুঝিবার উপায়, পরচিত্ত জানিবার জ্ঞান, চিত্তপর্যায় জ্ঞান, কখন কাহার নিকট কোন চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে এবং কোন চিত্তের পর কোন চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে তৎসম্বন্ধে জানা, কুশল-অকুশল ও অব্যক্ত চিত্তের ক্রম-সম্বন্ধে জানা, চিত্ত বা মন বেষ্টিত জ্ঞান, যে জ্ঞান মনের মধ্যে প্রভাস্বর হইয়া বিদ্যমান থাকে। (তুলনীয়) **চেতসা চেতোপরিচ্চ**। ⇒ **ঞাণ, পরিয**।

চেতোপরিযায (ক্রি-বিণ) অন্তর বা হৃদয় পর্যায়ে, চিত্তের গতিপথ সমূহে। = **চেতোপরিচ্চ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পর-চেতো-পরিযায-কুসলো**—অপরের মনোভাব জানিতে নিপুণ, পর চিত্ত জাননে দক্ষ। (সংযুক্ত নিকায়) **চেতো-পরিযায কোবিদো**—পরচিত্ত বা অপরের মনোভাব জাননে পণ্ডিত বা জ্ঞানী। = **চেতোপরিয ঞাণ**। (ক্লী) মনের স্বভাব, মনের অভ্যাস, মনের ধর্ম, মনের ভাব বা ভাবনা। ⇒ **পরিযায** (৩), **পরিয**।

চেতো পরিবিতক্ক—মনের বিতর্কসূচক বিষয়, চিত্তে প্রতিফলিত বিষয়, মনের মধ্যে প্রকাশমান বিষয়, হেতুবাদ, যুক্তিতর্ক, বিচারশক্তি।

চেতোপসাদ (পুং) চিত্ত সন্তুষ্টি, হৃদয়ের প্রীতি, মনের প্রসন্নতা।

চেতো ফরণতা (স্ত্রী) আত্মচেতনার পরিব্যাপ্তি, আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিস্তৃতি, মনের উজ্জ্বলতা, হৃদয়ের প্রীতিস্ফুরণ। ইহা পঞ্চ অনুসরণীয় ভাবধারার বা অনুভূতির মধ্যে একটি। পঞ্চ অনুসরণীয় ভাবধারা বা অনুভূতি, যথা—**সমাধি, পীতি-ফরণতা, সুখ-ফরণতা, চেতো-ফরণতা, আলোক-ফরণতা** (ধর্মপদ)। ⇒ **ফরণতা**।

চেতোমুনি = **মনোমুনি**। ⇒ **মনোমুনি, মুনি** (২)।

চেতোবসিপ্পত্ত—হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব, চিত্তের উপর আধিপত্য।

চেতো বিমুত্তি (স্ত্রী) চিত্তবিমুক্তি, মনের স্বাধীনতা, মনের দাসত্ব বা বন্ধন-মোচন, পঞ্চ নীবরণযুক্ত (আবরণযুক্ত) ক্লেশাদি হইতে চিত্তের মুক্ত অবস্থা, সর্বাসক্তি হইতে চিত্তের মুক্ত অবস্থা। (সর্বদা যুক্তভাবে) **চেতো-বিমুত্তি পঞ্‌ঞাবিমুত্তি। আসবানং খযা অনাসবা চেতোবিমুত্তি**—আসক্তি সমূহের ক্ষয়ে অনাসক্ত অবস্থাই চিত্ত বিমুক্তি। (বিনয়) **অকুপ্পা চেতোবিমুত্তি**। (দীর্ঘনিকায়) **মুদিতা চেতোবিমুত্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **মেত্তা চেতোবিমুত্তি। অপ্পমাণা চেতোবিমুত্তি; মহাগ্‌গতা চেতোবিমুত্তি** (মধ্যম নিকায়)। (বিভঙ্গ) **বিরাগা চেতোবিমুত্তি**। = **চিত্তবিমুত্তি**।

চেতোবিবরণ (ক্লী) চিত্তবিশুদ্ধিকরণ, চিত্তকে পবিত্র বা শোধনকরণ, হৃদয়কে মুক্তভাবে স্থাপনা, হৃদয়ের উন্মুক্ততা বা মুক্ত অবস্থা, অন্তরের সরলতা। ⇒ **অরহন্ত, বিবরণ** (২)।

চেতোসমথ (পুং) চিত্তশান্তি, আন্তরিক শান্তি, আধ্যাত্মিক শান্তি, মনের শান্ত অবস্থা, হৃদয়ের শান্ত অবস্থা, চিত্ত বা চেতনার নিস্তব্ধতা বা স্থৈর্য। ⇒ **সমথ** (১)।

চেতো সমাধি (পুং) ১ চিত্তের সমাধি বা ধ্যান, চিত্তের একাগ্রতা বা স্থিরতা, মনের নিশ্চলতা, চিত্ত সমাবেশ। = **চিত্ত সমাধি**। ২ মনের মহানন্দ, মনের উল্লাস। ⇒ **সমাধি** (২)।

চেতো সম্ফস্‌স—চিন্তার বা ভাবনার সংস্পর্শ, চিত্তের

স্পর্শ অবস্থা, চিত্তের সহিত স্পর্শ হয় এরূপ অবস্থা।

চেল (ক্লী) চেল, বস্ত্র, কাপড়, পরিধেয় বস্ত্র, পোশাক, পরিহিত বস্ত্র, পরিচ্ছদ। "**চেল**" শব্দ "**বেল**" শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হয়। (জাতক) **ধাতিচেল**। (পেতবত্থু) **কঞ্চনাচেল**। (সংযুক্ত নিকায়) **আদিত্তচেল আদিত্তসীস**—গরম কাপড় আগুনে পোড়ায়।

চেলক (পুং) ১ চেলক, যে ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান করে, অনগ্ন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি উলঙ্গ থাকে না। (বিণ) বস্ত্র পরিধানকারী। ২ পতাকা বহনকারী কর্মচারী, বৈজয়ন্তিক।

চেলকেদু = **চেতকেদু**। ⇒ **চেতকেদু**।

চেলশুক—কোমরের কাপড়, কটিবন্ধনী, কোমরবন্ধনী কাপড়।

চেলণ্ডুক = **চেলণ্ডক**। ⇒ **চেলণ্ডক**।

চেলপট্টিকা (স্ত্রী) আহত স্থান প্রভৃতি বন্ধন করিবার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের পট্টি, পাগড়ি, টুপি। এই শব্দের পরিবর্তে কিন্তু "**চেলপত্তিক**" শব্দের ব্যবহার ভুল।

চেলপত্তিক = **চেলপট্টিক**। ⇒ **চেলপট্টিক**।

চেলবক = **চেলাবক**। ⇒ **চেলাবক**।

চেলবিতান (ক্লী) চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, সামিয়ানা।

চেলসন্ধর = **চেলপট্টিকা**। ⇒ **চেলেপট্টিকা**।

চেলাচেল [চেল+অচেল] বস্ত্রাবস্ত্র। (বিণ) বস্ত্রধারী এবং নগ্ন। ⇒ **চেল, অচেল**।

চেলাপক = **চেলাবক**। ⇒ **চেলাবক**।

চেলাবক--একজাতীয় পক্ষীবিশেষ। (অর্থকথায়) **চেলাবক**। কিন্তু ইহা কি "**চেলাবক**"?

চেলাবিকা (স্ত্রী) নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের শ্রেণীগত নাম। ⇒ **বেলামিকা**।

চেলুক্খেপ (পুং) (সরব প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ) বস্ত্র হিল্লোলিত করণ, অঙ্গে পরিধানকৃত যে কোন পরিচ্ছদ অথবা রুমাল (সরব প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ) নাড়া। সাধারণত:—(জাতক) **চেলুক্খেপ সাধুকার**।

চেব [চ+এব] এবং, তুল্যরূপে। ⇒ **চ** (২ক)।

চেব খো পন—যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, যদি এখন। (দীর্ঘনিকায়) **অহং চেব খো পঞ্হং পুচ্ছেয্যং; অহং চেব খো পন অভিবাদেয্যং**।

চোক্খ (বিণ) নির্মল, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদুরস্ত, এবড়ো-থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামতো, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত।

চোক্খভাব--পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, পবিত্রতা। **বিসুদ্ধিভাব**। (সাহিত্যে) **মোক্খভাব**।

চোচ (পুং) কদলীফল বা কলা (অথবা নারিকেল অথবা দারুচিনি)।

চোচপান (ক্লী) কদলীর সরবৎ অথবা নারিকেলের দুধ (বা ডাবের জল)।

চোচবন (ক্লী) কদলীবৃক্ষের বন অথবা নারিকেল গাছের বন।

চোত্তালীসতি (বিণ) ৪৪, চুয়াল্লিশ।

চোত্তালীসা (বিণ) ৪৪, চুয়াল্লিশ।

চোদক (বিণ, পুং) তিরস্কারকারী, নিন্দাকারী, ভৎসনাকারী, উপদেশকারী, উৎসাহপ্রদানকারী, বাদী, অভিযোগকারী, ফরিয়াদি।

চোদনা (স্ত্রী) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিযোগ, অভিযুক্তকরণ, পরিতাপ, খেদ, অভিযোগপত্র, আরজি, নালিশ, পরামর্শ, উপদেশ, প্রণোদন। **চোদন অত্থে নিপাতো**। জাতকে "**ইচ্ছা**" শব্দের পরিবর্তে এবং পেতবত্থু অর্থকথায় "**হন্দ**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চোদায (ক্রি-বি) গ্রহণ করিয়া, দায়িত্ব লইয়া, দাবি করিয়া, চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া। = **চোদেত্বা**। ⇒ **চোদেতি**।

চোদাপেতি (ক্রি) চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, তাগিদ করা, উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া, প্রণোদিত করা, নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, কাজে লাগানোর প্রয়োজন সৃষ্টি করা, সন্দেহ করা, প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা, অবিশ্বাস করা। ⇒ **চোদেতি**।

চোদিত (বিণ) তাগিদ প্রদত্ত, সনির্বন্ধ অনুরোধকৃত, চাপা দেওয়া হইয়াছে এমন, সামনে অগ্রসর হইয়াছে এমন, প্রণোদিত, উপদিষ্ট, পরামর্শপ্রদত্ত, উত্তেজিত, উৎসাহিত, জিজ্ঞাসিত, অবিশ্বাসকৃত, নিন্দিত, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, অভিযুক্ত, পরিতপ্ত। ⇒ **চোদেতি**।

চোদেতর (বিণ, পুং) নিন্দাকারী, ভর্ৎসনাকারী, তিরস্কারকারী, যে ব্যক্তি নিন্দা করার দাবি করে।

চোদেতি (ক্রি) [√চুদ+এ] (বৈদিক শব্দ—**চোদতি, চোদযতি**) ১ উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, নিন্দা করা, ভর্ৎসনা করা, অভিযুক্ত করা, অপরাধী করা, অপবাদ দেওয়া। (বিনয়) **আপত্তিযা চোদেতি**--অপরাধের জন্য নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা। ২ (কার্য) সম্পন্ন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা, চেষ্টা করা, (কাজ, ভার ইত্যাদি সম্পর্কে) গ্রহণ করা, দায়িত্ব লওয়া, নিশ্চিত করিয়া বলা, অল্পকালের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া, ধার দেওয়া, দাবি করা, জিজ্ঞাসা করা, চাওয়া। (জাতক) **ইণং চোদেতি**—ঋণ গ্রহণ করা, ধার লওয়া, সুদে টাকা ধার দেওয়া [= **বড্ঢিযা ইণং পযোজেত্বা** (জাতক অর্থকথা)], কর্জ টাকা পরিশোধের জন্য দাবি করা। (অতীত) **চোদেসি, অচোদযি**। (অ-বিণ) **চোদিত, চুদিত**। (ব-বিণ) **চোদেন্তু, চোদযমান**। (ক্রি-বি) **চোদেত্বা, চোদিয, চোদায**। (ভ-বিণ) **চোদেতব্ব**। (তুম) **চোদেতুং**। (কর্মবাচ্যে) **চুজ্জতি, চোদিযতি**। (করণে) **চোদাপেতি**। বিশেষভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদায়:—(জাতক) **ইণং চোদেত্বা**। (সূত্রনিপাত) **ইণং চুজ্জমান**—ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য নিপীড়িত করিতেছে অথবা তাগিদা দিতেছে এরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইণমিকেহি চোদিযমান**।

চোদেতু = **চোদক**। ⇒ **চোদক**।

চোদ্দস (বিণ) ১৪, চৌদ্দ।

চোপন (ক্লী) চলনশীলতা, পরিবর্তনশীলতা, মর্মস্পর্শী ভাব, করুণাসঞ্চারক অবস্থা, উত্তেজনা, বিক্ষোভ, গোলমাল, আন্দোলন। ⇒ **কুম্পতি**।

চোপেতি (ক্রি) নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, স্থানান্তর করা অথবা স্থানান্তরে যাওয়া, নড়ানো, উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা, অগ্রসর হওয়া, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, চালানো, হাঁটা, পদব্রজে চলা, গোলমাল করা, বিরক্ত করা, আলোড়িত করা, ভঙ্গ করা, বিশৃঙ্খল করা, আইন লঙ্ঘন করা।

চোর (পুং) চোর, তস্কর, যে ব্যক্তি চুরি করে, দস্যু, ডাকাত। = **গামঘাত, সহ'ওড়ঢ চোর। রাজ-পরিসানুবন্ধ চোর; অন্ধকারে চোরস্স হত্থ-পসারণং বিয**। (বিনয়) **মহাচোর**।

চোরক (পুং) সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদ বা গুল্ম, সুগন্ধির জন্য ব্যবহৃত একজাতীয় ছোট ছোট গুল্মজাতীয় গাছ। (বিণ) **খেরক**। ⇒ **খেরক**। **চোরকানি বখ্খানি**।

চোরকথা চোর ডাকাত-সম্বন্ধীয় কথা। ⇒ **কথা**।

চোরকন্তার—চোরস্থান, যে স্থানে চোর-দস্যুর উপদ্রব আছে, যেই বনে বা ভূমিতে চোরগণ নিত্য পথিককে হত্যা করিয়া তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। ⇒ **কন্তার**।

চোরখীল—চোরের উপদ্রব। = **দস্সুখীল** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

চোরঘাতক (বিণ, পুং) জল্লাদ, যে ব্যক্তি চোর বা অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয় বা হত্যা করে। ⇒ **ঘাতক**।

চোররাজা (পুং) চোরের রাজা, চোররাজা, চোরগণের দলপতি, দস্যু সর্দার।

চোরযতি (ক্রি) [√চুর+অয] চুরি করা, অপহরণ করা, লুঠ করা। **চোরেতি**।

চোরাটবি—যেই বনে চোর বা দস্যুদল গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিককে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করে আর তাহার সর্বস্ব লুঠ করে।

চোরাভিনীত (বিণ) চোরকর্তৃক আনীত।

চোরিকা (স্ত্রী) চুরি, চৌর্য, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন, অপহরণ। = **খেয্য**।

চোরিবাদ (পুং) প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথা, কপটী কথা। ⇒ **বাদ** (১)।

চোরী (স্ত্রী) নারী চোর, যে স্ত্রীলোক চুরি করে। (বিণ) চুরি করায় অভ্যস্ত, চোরের মতো, প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী।

চোরুপদ্দব (পুং) চোরের উপদ্রব, দস্যু বা ডাকাত কর্তৃক আক্রমণ।

চোরেতি (ক্রি) [√চুর+এ] অপহরণ করা, চুরি করা। = **চোরযতি**।

চোরোবস্সিক = **তেরোবস্সিক**। ⇒ **তেরোবস্সিক**। ইহা প্রকৃত পাঠ "**তেরবস্সিক**"।

চোল (ক্লী) **১** কাপড়, বস্ত্র, একখণ্ড বস্ত্র, চীর, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণ বস্ত্র। **২** ভারতের উত্তরবর্তী এক রাজ্যের নাম।

চোলক (ক্লী) = **চোল**। ⇒ **চোল**।

চোলকেন—বস্ত্র দ্বারা, কাপড় দিয়া। ⇒ **পচ্ছুদ্ধরতি**।

চোলভিসি (স্ত্রী) **১** সূতিবস্ত্রে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ। ⇒ **ভিসি** (১)। **২** পাটি বা মাদুরের উপর কাপড় বিছানো আসন বা শয্যা, একখণ্ড বস্ত্র যাহা আসনরূপে ব্যবহৃত হয়।

চোলরট্ঠ (ক্লী) ভারতের উত্তরস্থ চোলরাজ্য।

চোলিয (বিণ) চোল দেশীয়। ⇒ **চোল** (২), **চোলরট্ঠ**।

চোল্ = **চোল**। ⇒ **চোল**।

চোল্ক = **চোলক**। ⇒ **চোলক**।

চোল্ভিসি = **চোলভিসি**। ⇒ **চোলভিসি**।

চোল্রট্ঠ = **চোলরট্ঠ**। ⇒ **চোলরট্ঠ**।

চোল্য = **চোলিয**। ⇒ **চোলিয**।

ছ

ছ—চ বর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন তালুজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজ বর্ণ বলে। (বিণ) ৬, ছয়। (কর্তৃকারকে) **ছ**। (করণকারকে) **ছহি (ছম্ভী?)**। (সম্বন্ধপদে) **ছন্নং**। (অধিকরণ কারকে) **ছসু, ছস্সু**। সংখ্যা বিষয়ক শব্দ:—**ছট্ঠ**—ষষ্ঠ, ছয় সংখ্যক। (তুলনীয়) **সট্ঠি**—৬০, ষাট; **সোলস**—১৬, ষোল। (চুলনির্দেশ) **ছমুনী**—ছয়জন মুনি; **ছভিক্খূ**—ছয় জন ভিক্ষু; = **ছবগ্গিয ভিক্খূ**; ⇒ **ছবগ্গিয**। (চুলনির্দেশ) **ছ-বুদ্ধ-ধম্মা; ছ বিঞ্ঞাণকায়া** (⇒ **উপধি**); **ছ ইন্দ্রিয়ানি, ছ আয়তনানি** (⇒ **ইন্দ্রিয়, আয়তন**)। (জাতক) **ছ দানসালা**। (পেতবত্থু) **ওরং ছহি মাসেহি কালকিরিয়া ভবিস্সতি**—ছয় মাসের মধ্যে আমার মৃত্যু হইবে (অর্থাৎ এখন নয়, শীঘ্রই, আগামী পূর্ণিমার পর)। (জাতক) **ছ কায়দোসা**—ছয় প্রকার কায় দোষ, যথা—অতি লম্বা, অতি বেঁটে বা খাট, অতি পাতলা বা হালকা, অতি মোটা, অতি কাল, অতি

সাদা। (জাতক) **গন্ধব্বা ছ সহস্‌সা**—ছয় হাজার গন্ধর্ব দেবতা; **ছ তুরিয সহস্‌সানি**।

ছ্যংস (বিণ) [ছ+অংস] ছয় কোণবিশিষ্ট, ছয় কোণযুক্ত, ছয় কোণের।

ছ অভিঞ্ঞা (স্ত্রী) ছয় অভিজ্ঞান, ষড়ভিজ্ঞা, উচ্চতম জ্ঞান বা প্রজ্ঞার ছয়টি শাখা, ছয় প্রকার অভিজ্ঞতা। ⇒ **অভিঞ্ঞা**।

ছকণ = **ছকন**। ⇒ **ছকন**।

ছকণকা = **ছকণটী**। ⇒ **ছকণটী**।

ছকণটী—গোবর, গুঁটে। = **ছকন, কতিত গোময**।

ছকণতী = **ছকন**। ⇒ **ছকন**।

ছকর্ণ (বিণ) ছয় কর্ণে শ্রুত অর্থাৎ সর্বজনে শ্রবণ করিয়াছে এমন। (বিপ) **চতুকর্ণ**।

ছকন (ক্লী) পশ্বাদির বিষ্ঠা, পশু ইত্যাদির বিষ্ঠা, গোবর।

ছকনক = **ছকন**। ⇒ **ছকন**।

ছকল (পুং) পাঁঠা ছাগল, পুরুষজাতীয় ছাগল।

ছকলক = **ছকল**। ⇒ **ছকল**।

ছকলী (স্ত্রী) ছাগলী, স্ত্রীজাতীয় ছাগল।

ছক্ক (ক্লী) ছয়টি জিনিসের একসেট। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মেদছক্ক, মুত্তছক্ক**। (বিণ) **১** ছয়, ৬, ছয় সংখ্যক। = **ছ**। **২** ছয় প্রকার বিষয়-সম্বন্ধে একসঙ্গে বর্ণিত।

ছক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) ছয় বার।

ছগলক = **ছকল**। ⇒ **ছকল**।

ছঙ্গ (ক্লী) [ছ+অঙ্গ] বেদাঙ্গের ছয়টি সেট, বৈদিক জ্ঞানের অনুশাসন বা শিক্ষা। বেদাঙ্গের ছয়টি সেট, যথা—**কপ্প, ব্যাকরণ, নিরুত্তি, সিক্‌খা, ছন্দো (বিচিতি), জোতিসত্থ**। ইহা ছয় প্রকার "**উপেক্‌খা**" এর মধ্যে একটি, যেমন—**ছলঙ্গ উপেক্‌খা** (বিশুদ্ধিমার্গ)। (বিণ) ছয় অঙ্গবিশিষ্ট।

ছচত্তালীসতি (বিণ) ৪৬, ছেচল্লিশ।

ছচত্তালীসতি (বিণ) ৪৬, ছেচল্লিশ। = **ছচত্তালীসতি**।

ছচত্তালীসা (বিণ) ৪৬, ছেচল্লিশ।

ছট্‌ঠ (বিণ) ছয়সংখ্যক, ষষ্ঠ।

ছট্‌ঠম = **ছট্‌ঠ**। ⇒ **ছট্‌ঠ**।

ছট্‌ঠী (স্ত্রী) ব্যাকরণের ষষ্ঠ বিভক্তিযুক্ত কারক অর্থাৎ সম্বন্ধপদ, ষষ্ঠী।

ছড্ডক (বিণ, পুং) অপসারণকারী, স্থানান্তরকারী, পরিষ্কারক, নিক্ষেপকারী, ময়লা বা জঞ্জাল অপসারণকারী, আবর্জনা অপসারণকারী, পায়খানা বা ময়লা পাত্র পরিষ্কারক, যে ব্যক্তি পায়খানা ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করে অর্থাৎ ঝাড়ুদার, মেথর। = **বুচ্চট্‌ঠানসোধক** (জাতক অর্থকথা)। (থেরগাথা) **পুপ্ফছড্ডক**।

ছড্ডন (ক্লী) নিক্ষেপকরণ, ফেলিয়া দেওয়া, প্রত্যাখ্যানকরণ, অগ্রাহ্যকরণ, নাকচ করণ। ⇒ **কচবরছড্ডন**।

ছড্ডনী (স্ত্রী) লম্বা হাতলওয়ালা কোদালবিশেষ, বেলচা, জঞ্জালাদি ফেলিবার আধার বা পাত্র। ⇒ **কচবর ছড্ডনী**।

ছড্ডনীয (বিণ) ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য, অপসারণ বা স্থানান্তর করার যোগ্য।

ছড্ডযতি (ক্রি) = **বমতি**। ⇒ **বমতি**।

ছড্ডাপেতি (ক্রি) ফেলিয়া দেওয়া, বমি করানো, নিক্ষেপ করান, খালি করা, ত্যাগ করার কারণ করা। ⇒ **ছড্ডেতি**। (অতীত) **ছড্ডাপেসি**। (অ-বিণ) **ছড্ডাপিত**। (ক্রি-বি) **ছড্ডাপেত্বা**।

ছড্ডিকা (স্ত্রী) পরিষ্কারকারিণী। ⇒ **কচবর ছড্ডিকা**।

ছড্ডিত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, বমিত, পরিক্ষৃত, উদ্গীরিত, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচকৃত, ফেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন। = **উচ্ছিট্‌ঠং বন্তং'তি অত্থো** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **ছড্ডেতি**।

ছড্ডিতকসাব (বিণ) = **বন্তকসাব**। ⇒ **বন্তকসাব**।

ছড্ডিয (বিণ) নাকচ করা হইয়াছে এমন, অগ্রাহ্যকৃত, ফেলিয়া দেওয়া (বস্তু), প্রত্যাখ্যান করা (বিষয়), ফেলিয়া রাখা (বিষয়)।

ছড্ডীযতি = **ছড্ডেতি**। ⇒ **ছড্ডেতি**।

ছড্ডেতি (ক্রি) [√ছড্ড+এ] থু থু ফেলা, বমন করা, উদ্গিরণ করা, নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া, ছুঁড়িয়া ফেলা, বলপূর্বক ছোঁড়া, চিৎপাত করিয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া ফেলা, ছড়াইয়া দেওয়া, অসাবধানে বা তাড়াতাড়ি করিয়া রাখা, দ্রুত প্রেরণ করা, নিজকে মুক্তি দেওয়া, পরিত্যাগ করা, মোচন করা, প্রসব করা, (দৃষ্টি) নিক্ষেপ করা, পরিত্যাগ করা, ছাড়িয়া যাওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, প্রত্যাখ্যান করা, নাকচ করা, অগ্রাহ্য করা। ⇒ **কচবর ছড্ডেতি**। সংযুক্ত নিকায়ে "**ছড্ডেহি**" শব্দের পরিবর্তে "**ছট্টেহি**" শব্দ ভুল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উণ্‌হং লোহিতং ছড্ডেতি**—কাহাকেও হত্যা করা। (অতীত) **ছড্ডেসি**। (অ-বিণ) **ছড্ডিত**। (ব-বিণ) **ছড্ডেন্তু, ছড্ডিয, ছড্ডনীয, ছড্ডনু**। (ভ-বিণ) **ছড্ডেতব্ব**। (ক্রি-বিণ) **ছড্ডেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ছড্ডীযতি**। (করণে) **ছড্ডাপেতি**।

ছণ (পুং) উৎসব, ভোজ। (জাতক) **সুরাছণ; মঙ্গলছণ; ছণভেরি; ছণবেস**।

ছণক—শণ, শণগাছ, ছোট ছোট বৃক্ষবিশেষ। (তুলনীয়) **অক্‌খণ**।

ছণভেরি—উৎসবের বাদ্য-বাজনা, উৎসব-বাদ্য। ⇒ **ছণ**।

ছণবেস—উৎসবের বেশভূষা, উৎসবের পোশাক পরিধান। ⇒ **ছণ**।

ছণেঘুট্‌ঠে (ক্রি-বিণ) মেলা বা হাট সর্বজন বিদিত হইলে, যখন মেলা বা হাট বলিয়া প্রকাশিত হইল।

ছতিংস = **ছত্তিংস**। ⇒ **ছত্তিংস**।

ছতিংসতি = **ছত্তিংস**। ⇒ **ছত্তিংস**।

ছত্ত (ক্লী) ছত্র, ছাতি, ছাতা, রৌদ্র নিবারক ছাতা, রাজকীয়

চন্দ্রাতপ। ⇒ **পঞ্চবিধ ককুভণ্ড**। (পুং) ছাত্র, শিষ্য।

ছত্তক (ক্লী) রৌদ্র নিবারক ছাতা, ছত্র। (পুং) ছত্র প্রস্তুতকারক। ⇒ **পন্নছত্তক**।

ছত্তকার (বিণ, পুং) ছত্র বা ছাতা প্রস্তুতকারক।

ছত্তগাহক (বিণ, পুং) ছত্র ধারণকারী, ছত্রধারী, ছত্রধর, যে ব্যক্তি প্রভুর মস্তকোপরি ছত্রধারণ করিয়া গমন করে। ⇒ **গাহক**।

ছত্তদণ্ড (পুং) ছত্রদণ্ড, রাজছত্র, ছত্র এবং দণ্ড, ছাতার বাঁট।

ছত্তনালি = ছত্তনালি। ⇒ **ছত্তনালি**।

ছত্তনালি (স্ত্রী) ছাতা প্রস্তুত করার নল বা বাঁশ। = **ছত্তদণ্ড**।

ছত্তপাণী (বিণ, পুং) ছত্রধর, ছত্রধারী, যে ব্যক্তি হাতে ছাতা ধরিয়া গমন করে। = **ছত্তগাহক**।

ছত্তমঙ্গল (ক্লী) রাজ্যাভিষেক উৎসব, ধর্মমন্দিরেরর চূড়ায় ছত্র দিবার উৎসব।

ছত্তিংস (বিণ) ৩৬, ছত্রিশ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছত্তিংস যোজন পরিমণ্ডল**।

ছত্তিংসক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) ছত্রিশ বার।

ছত্তিংসতি = ছত্তিংস। ⇒ **ছত্তিংস**।

ছত্তুস্সাপন (ক্লী) রাজছত্র উত্তোলন অর্থাৎ সিংহাসন অধিকার করণ।

ছদ (পুং) ছদ, পত্র, অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, পক্ষ, পাখা, পর্দা, ছদ্মবেশ, আচ্ছাদন, আবরণ, ভান, ছল, বর্ম, যে কোন আবরণ, ছদ্রাতপ, চাঁদেয়া, সামিয়ানা। (প্রায়ই যৌগিক শব্দে) **স-উত্তরচ্ছদ;** কিন্তু দীর্ঘনিকায়ে "**স-উত্তরচ্ছদন**"। (বি-ভা) **বিবটচ্ছদ** (চুলনির্দেশ); (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **ঘাসচ্ছদ**।

ছদন (ক্লী) ১ আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনা, খাম ইত্যাদি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি, ছল, ছদ্মবেশ, বস্ত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি। ২ ছাদ, চাল, ছই, ছত্রী, গৃহ, তালু, টাকরা, খড় পাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাউনি দেওয়া ঘর, চাল ছাওয়ার খড় ইত্যাদি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছদনপিটঠ** (জাতক) **ছদন'স্স উদক-পতনট্ঠান**। ৩ গাছের পাতা, গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠা, কপাটের বা জানালার বাইল, (ধাতু ইত্যাদির) পাত, পল্লব, পত্রসমূহ। ৪ চুল, কেশ, লোম। (চরিত্রে) ছল, ভান, দাবি, ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশের দ্বারা ফাঁকি, শত্রুকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কামানো ইত্যাদি ছদ্মবেশে আত্মগোপন, গোপনীয় জিনিস, কৃত্রিমতা করণ, কপটতা করণ, অপ্রকৃত 'অবস্থা করণ। = **পটিরূপং কত্বা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ধর্মসঙ্গণী পাঠে "**ছদনং**", বিভঙ্গ পাঠে "**ছাদনং**" শব্দ দৃষ্ট হয়।

ছদনপিটঠ (বিণ) চাল ছাওয়ার, উপরিভাগ আচ্ছাদনের।

ছদনিট্ঠকা (স্ত্রী) (চাল ছাইবার) টালি, খোলা, ছাউনির ইঁট বা টালি।

ছদনিট্ঠিকা = ছদনিট্ঠকা। ⇒ **ছদনিট্ঠকা**।

ছ দন্ত = ছদ্দন্ত। ⇒ **ছদ্দন্ত**।

ছদবিবত্ত = বিবত্তচ্ছদ। ⇒ **বিবত্তচ্ছদ**।

ছ দিবস—ছয় দিন। = **সাহ**।

ছ দিসা (স্ত্রী) ছয় দিক, ষড়দিক। ছয় দিক, যথা—**পুরত্থিমা দিসা** (পূর্ব দিক), **পচ্ছিমা দিসা** (পশ্চিম দিক), **দক্খিণা দিসা** (দক্ষিণ দিক), **উত্তরা দিসা** (উত্তর দিক), **উপরিমা দিসা** (উর্ধ্ব দিক), **হেট্ঠিমা দিসা** (অধ দিক)। ⇒ **চতুর দিসা**।

ছদ্দ (ক্লী) = **ছদ**। ⇒ **ছদ**। (বি-ভা) **বিবত্তচ্ছদ্দ; বিবত্তচ্ছদ্দ** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **বিট-রাগ-দেস-মোহ-ছদন**।

ছদ্দন্ত (বিণ) ছয়টি দন্ত বিশিষ্ট (হস্তী বা বরাহ), ছয়টি দাঁত আছে এমন। (পুং) ১ হিমালয়ের একটি সুবৃহৎ হ্রদের নাম। ২ হস্তীজাতি বা হস্তীদল। ⇒ **ছদ্দন্তদহ**।

ছদ্দন্তদহ (পুং) হিমালয়ের একটি সুবৃহৎ হ্রদের নাম, হিমালয়ের সপ্ত সরোবরের মধ্যে একটি (**সত্তমহাসরা**); (সাহিত্য) ষড়দন্তবিশিষ্ট হস্তীর লীলাভূমিস্বরূপ হিমালয়ের সুবৃহৎ হ্রদবিশেষ। (তুলনীয়) **ছ-বিসাণ** (বিশুদ্ধিমার্গ)।

ছদ্দিকা (স্ত্রী) বমিকরণ, উদ্গিরণ।

ছদ্ধা (বিণ, স্ত্রী) ছয় ভাঁজ, ছয় ভাঁজে ভাঁজ করা, ষড়বিধ, ছয় প্রকার। (ক্রি-বিণ) ছয়টি উপায়ে, ছয় পথে।

ছ দ্বার (বিণ) (নগর-সম্বন্ধে) ছয়টি দ্বারবিশিষ্ট, ছয় দ্বারযুক্ত। ⇒ **দ্বার** (১)।

ছ দ্বারিক (বিণ) ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়দ্বার-সম্বন্ধীয়, চক্ষু-কর্ণাদি ষড়বিধ দ্বার দিয়া প্রবেশক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছ দ্বারিকতণ্হা**।

ছ দ্বারিকা তণ্হা—ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণা, ছয়দ্বারিক তৃষ্ণা। যথা—**চক্খুদ্বারিকা তণ্হা, সোতদ্বারিকা তণ্হা, ঘাণদ্বারিকা তণ্হা, জিব্হাদ্বারিকা তণ্হা, কায়দ্বারিকা তণ্হা, মনোদ্বারিকা তণ্হা**। ⇒ **দ্বারিক**।

ছধা = ছদ্ধা। ⇒ **ছদ্ধা**।

ছ ধাতুর (বিণ) ছয়টি বা ছয় প্রকার ধাতু (শরীরাবিশিষ্ট) নিহিত, তাম্র-লৌহাদি ছয় প্রকার ধাতুবিশিষ্ট।

ছনবুতি (বিণ) ৯৬, ছিয়ানব্বই।

ছন্দ (পুং) ১ ছন্দ, অভিলাষ, প্রবৃত্তি, বশতা, মনের বেগ বা উত্তেজনা, ঝোঁক, আবেগ, তাড়না, ঘাত, শক্তি, উত্তেজনার কারণ, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, পরিকল্পন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা, ইচ্ছাবৃত্তি, পছন্দশক্তি, পছন্দ, আমোদ, ইচ্ছা, আদেশ, কামনা, ইষ্টিপত্র, চরমপত্র, ঔৎসুক্য, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপতা, আনন্দ, সন্তুষ্টি, তৃপ্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ বর্ণনায়) "**কত্তু কামতায" অধিবচনং**। ⇒ **কামচ্ছন্দ**। ক) ধর্ম-সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মপদেসু ছন্দ**—সদাচার বা ধর্মসমূহ পালনে প্রচেষ্টা।

(অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিব্বচ্ছন্দ; কুসল ধম্মচ্ছন্দ।** (যৌগিকে) **ছন্দ বাযাম উস্‌সাহ উস্‌সেঢ়ি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **ছন্দ বিরিয চিত্ত বীমংসা** (সমাধি-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ); (তুলনীয়) **ইদ্ধিপাদ। ছন্দাধিপতেয্য।** (দীর্ঘনিকায়) **কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায ছন্দং জনেতি বাযমতি বিরিযং আরভতি** ইত্যাদি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছন্দ বা বাযামো বা।** (করণ কারকে) **ছন্দসা।** (সূত্রনিপাত) **ছন্দ বিরিয।** = **কুসল ছন্দ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **খ)** অধর্ম বা পাপ সম্বন্ধে:—(১) প্রকারভেদ এবং ছন্দের স্বভাব—(একইরূপ বর্ণনায়) **(কায) ছন্দ স্নেহ অন্বযতা** (মধ্যম নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **ছন্দ দোসভয়।** "**ছন্দ**" শব্দের নিকটবর্তী ভাবার্থের সদৃশ—(দীর্ঘনিকায়) "**রাগ**" অর্থাৎ "**রাগ দোস পটিঘ**"। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপেসু উপ্পজ্জতি ছন্দ বা রাগো।** এইরূপ বিশ্রী অর্থে "**কাম**" শব্দের সদৃশ; ⇒ **কাম, কামচ্ছন্দ।** (মধ্যম নিকায়) **কাযে ছন্দ।** (থেরীগাথা) **ভবে ছন্দ।** (সূত্রনিপাত) **লোকস্মিং ছন্দ**—জগতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা; **মেথুনস্মিং ছন্দ;** (বর্ণনায়) **ছন্দো বা রাগো বা পেমং** (মহানির্দেশ)। "**ছন্দ**" দুঃখের মূল অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ছন্দো চিত্তস্‌স উপক্কিলেসো;** (জাতক) **ছন্দো মূলং দব্‌খস্‌স।** অন্যান্য বর্ণনায় "**ছন্দ**":—(সংযুক্ত নিকায়) **ব্যাপাদ ছন্দ; বিহিংসা ছন্দ; রূপ-ধাতুযা ছন্দ; যং অনিচ্চং,** ইত্যাদি **তত্থ ছন্দ; অস্মী'তি ছন্দ; অতিলীনো ছন্দ।** (২) অর্হত্ব লাভে প্রয়োজনীয় "**ছন্দ**" বিমুক্ত অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **বিগত ছন্দ।** (সূত্রনিপাত) **এত্থ ছন্দং বিরাজেত্বা; কাযে ছন্দং বিরাজযে।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বীতচ্ছন্দ।** (সংযুক্ত নিকায়) **ছন্দং বিনেতি; ছন্দং বিনোদেতি; ছন্দং সুপ্পটিবিনীত।** (ধর্মপদ) **ন তম্‌হি ছন্দং কযিরাথ।** ২ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয়ানুসারে বা নিয়মশৃঙ্খলারূপে:—মতের ঐক্য, একমত, মিলন, সম্মতি, (স্ব-আরামিক কোন ভিক্ষু রোগবশত বিনয়কর্ম সম্পদনে সীমায় উপস্থিত হইতে না পারিলে) সম্মতি গ্রহণ বা সম্মতি প্রদান। (বিনয়) **ধম্মিকানং কম্মানং ছন্দং দত্বা**—ধর্মীয় কার্যে বা বিনয়কার্য সম্পাদনে সম্মতি প্রদান করিয়া। (তুলনীয়) **ছন্দদাযক।** ৩ = **ছন্দমনো।** ⇒ **ছন্দমনো।**

ছন্দক (ক্লী) সম্মতি, মত, মত প্রকাশ, (সঙ্ঘের গণপূরণের জন্য) ইচ্ছা বা অভিমত সংগ্রহ। (বিনয়) **ছন্দকং সংহরতি**—সম্মতি বা মত সংগ্রহ করা।

ছন্দজ (বিণ) ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন, ছন্দজাত। (সংযুক্ত নিকায়) **ছন্দজ দুক্‌খ।**

ছন্দতা (স্ত্রী) তাড়না, ঘাত, শক্তি, মনের বেগ বা উত্তেজনা, আবেগ, ঝোঁক, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাবৃত্তি, পছন্দ, পছন্দশক্তি, আমোদ, ইচ্ছা, অভিলাষ, সঙ্কল্প, হুকুম, আদেশ, ইষ্টিপত্র, চরমপত্র, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। ⇒ **ছন্দ।**

ছন্দদাযক (পুং) সম্মতিপ্রদানকারী ভিক্ষু বা ব্যক্তি। (বিণ) মত প্রদানকারী, সম্মতিদায়ক।

ছন্দন (ক্লী) আচ্ছাদন, আবরণ। = **ছদন।**

ছন্দনানত্ত—বিভিন্ন প্রকার মত বা মতবাদ, অসাদৃশ্য বা ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাবৃত্তি, নানাভাবের উত্তেজনা বা আবেগ।

ছন্দপহান—অসৎ উদ্দেশ্য বা ভুল ধারণা পরিত্যাগ।

ছন্দমনো (পুং, ক্লী) ছন্দঃপ্রকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র, ছন্দ, তালমান, পদ্যবন্ধ, পদ্যের ভেদবোধক সংজ্ঞা বা জাতি, স্বেচ্ছাচার, ইচ্ছা।

ছন্দমূলক (বিণ) উত্তেজনার কারণবশত, ইচ্ছামূলক, আকাঙ্ক্ষাবশত, একগুঁয়ে বা স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছা প্রণোদিত, ইচ্ছাকৃত আকাঙ্ক্ষার দরুণ। ⇒ **খন্ধ।**

ছন্দমূলকা—মূলগত ইচ্ছায়। ⇒ **খন্ধ** [৩{১৬(ক)}]।

ছন্দযতি (ক্রি) উপযুক্ত করা, সুবিধা করা, (চলতি) বেশ ভালো করা, অনুরূপ করা। (অ-বিণ) **ছন্ন।**

ছন্দরাগ—উত্তেজনামূলক ইচ্ছা, ইচ্ছামূলক আসক্তি বা অনুরাগ। (তুলনীয়) **কামচ্ছন্দ। ছন্দরাগ চক্‌খুস্মিং** ইত্যাদি। **ভগবতো ছন্দরাগ নত্থি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অতীতে ছন্দরাগট্‌ঠানীযা ধম্মা।**

ছন্দরাগট্‌ঠানীয (বিণ) ইচ্ছা-অনুরাগ ও ধর্মস্থানীয়। ⇒ **ঠানীয।**

ছন্দবন্ততা (স্ত্রী) = **ছন্দতা।** ⇒ **ছন্দতা।** (বিণ) **ছন্দবন্ত।**

ছন্দবসানুগা (বিণ, স্ত্রী) ইচ্ছানুবর্তিনী, ছন্দ বা ইচ্ছানুরূপ কার্যকারিণী।

ছন্দসমাধি—সৎ চেষ্টায় যথার্থ একাগ্রতা বা ইচ্ছাশক্তির সমারোহ। এই প্রচেষ্টা চারি শ্রেণীভুক্ত, যেমন—**ছন্দ ইদ্ধিপাদ, বিরিয ইদ্ধিপাদ, চিত্ত ইদ্ধিপাদ, বীমাংসা ইদ্ধিপাদ।**

ছন্দ সম্পদা—আগ্রহরূপ সম্পত্তি, ঔৎসুক্যরূপ সম্পত্তি।

ছন্দসা (স্ত্রী) = **ছন্দমনো।** ⇒ **ছন্দমনো।** (ক্রি-বিণ) অনুরাগবশত, ইচ্ছা সহকারে, ইচ্ছা করিয়া। (জাতক) **ছন্দসা পিযেন**—আদর যত্নের সহিত।

ছন্দসীস (ক্লী) ছন্দশীর্ষক, ছন্দ নামযুক্ত শিরোনামা বা শিরোলিপি। ⇒ **সীস** (ঙ)।

ছন্দাগতি (স্ত্রী) ইচ্ছানুরূপ গতি, স্বেচ্ছাচার গতি, আবেগবশত চরিত্রের ভুল পথ। (দীর্ঘনিকায়) **ছন্দাগতি গমন**—উত্তেজনাবশত চরিত্র বিষয়ে ভুল পথে গমন, চতুর্বিধ "**অগতিগমন**" এর মধ্যে একটি। চতুর্বিধ "**অগতিগমন**", যথা—**ছন্দ অগতিগমন, দোস অগতিগমন, মোহ অগতিগমন, ভয অগতিগমন।**

ছন্দাধিপতেয্য (বিণ) আবেগের বশবর্তী, ইচ্ছাধীন, প্রবল ইচ্ছায় প্রণোদিত, ইচ্ছায় প্রভাবিত, ছন্দরূপ অধিপতির অধীন, প্রবল ইচ্ছা প্রযুক্ত। ⇒ **ছন্দ।** "**অধিপতি**" রূপে

চারিটি শ্রেণীভুক্ত, যেমন— **ছন্দাধিপত্যেয্য, বিরিয়াধিপত্যেয্য, চিত্তাধিপত্যেয্য, বীমংসাধিপত্যেয্য** (বিভঙ্গ)।

ছন্দানুনীত (বিণ) ছন্দ বা ইচ্ছানুসারে নীত, ইচ্ছানুসারে পরিচালিত।

ছন্দাহার (বিণ) সম্মতিপ্রাপ্ত, মত প্রকাশিত।

ছন্দিক (বিণ) আগ্রহান্বিত, ঔৎসুক, ইচ্ছাযুক্ত। ⇒ **ছন্দ**।

ছন্দিকত (বিণ) যথাযথ চেষ্টিত, যত্নবান, উৎসাহী, ব্যগ্র, আগ্রহান্বিত।

ছন্দিকতা (স্ত্রী) ঔৎসুক্য, আগ্রহ, যথাযথ চেষ্টা, প্রযত্ন।

ছন্দো (ক্লী) ছন্দ, তালমান, ছন্দঃপ্রকরণ। = **ছন্দমনো**। (বিনয়) **ছন্দসো বুদ্ধবচনং আরোপেতি**—ছন্দ সহকারে বুদ্ধবাক্য আবৃত্তি করা। বৈদিক শব্দ "ছন্দ":—**সাবিত্তী ছন্দসো মুখং**।

ছন্দোবিচিতি (স্ত্রী) ছন্দ প্রকরণ, ছন্দ শাস্ত্র।

ছন্ন (বিণ) ১ আচ্ছন্ন, আবরিত, আচ্ছাদিত। (জাতক) **বারিছিন্ন; পদরছন্ন**। ২ (পর্ণশালার) ছাউনি দেওয়া হইয়াছে এরূপ।৩ গোপনকৃত, লুক্কায়িত, গুপ্ত, অজ্ঞাত, গোপনীয়, অদৃষ্ট, নির্জন, নিভৃত, গূঢ়, চাপা। ⇒ **ছাদেতি**। ৪ উপযুক্ত, যোগ্য, উচিত, সুবিধাজনক, (চলতি) বেশ ভাল, ঠিক, সঙ্গত, স্বকীয়, ব্যক্তিগত, নিজের, আপনার, বিশেষ, স্বাভাবিক, (অঙ্কে) প্রকৃত, উপযোগী, অনুরূপ, যথোপযুক্ত। = **যুত্ত**। (বিনয়) **ছন্ন পটিরূপ**। ⇒ **ছন্দযতি**।

ছন্নং (ক্লী) নির্জন স্থান, নিভৃত স্থান, গোপন স্থান।

ছন্নবুতি (বিণ) ৯৬, ছিয়ানব্বই।

ছপক—নিম্নশ্রেণীর জাতের নামবিশেষ। = **চণ্ডাল**।

ছপকী (স্ত্রী) = **ছপক**। ⇒ **ছপক**। = **চণ্ডালী**।

ছপঞ্চ = **ছপ্পঞ্চ**। ⇒ **ছপ্পঞ্চ**।

ছপএঞ্ঞাস (বিণ) ৫৬, ছাপ্পান্ন।

ছপএঞ্ঞাসা (বিণ) ৫৬, ছাপ্পান্ন।

ছপ্পঞ্চ [ছ+পঞ্চ] ছয় অথবা পাঁচ।

ছপ্পদ (পুং) মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। (বিণ) ছদ পদবিশিষ্ট, যাহার ছয়খানা পা আছে।

ছ ফস্সাযতন (ক্লী) চক্ষু-কর্ণাদি ষড়বিধ স্পর্শায়তন অর্থাৎ বাহ্যিক বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়স্পর্শ স্থান। (বিণ) ছয় প্রকার স্পর্শায়তন আছে এমন।

ছ বগ্গিয (বিণ) = **ছব্বগ্গিয**। ⇒ **ছব্বগ্গিয**।

ছ বন্ন (বিণ) ছয় প্রকার বর্ণবিশিষ্ট, ষড়বর্ণের। = **ছব্বন্ন**।

ছ বস্সানি (ক্লী, বহুবচন) ছয় বৎসর। = **ছব্বস্সানি**।

ছ বস্সিক = **ছব্বস্সিক**। ⇒ **ছব্বস্সিক**।

ছ বিধ = **ছব্বিধ**। ⇒ **ছব্বিধ**।

ছ বিসাণ = **ছব্বিসাণ**। ⇒ **ছব্বিসাণ**।

ছ বীসতি = **ছব্বীসতি**। ⇒ **ছব্বীসতি**।

ছব্বগ্গিয (বিণ) ছয় জনের একটি দলবিশিষ্ট, একসঙ্গে ছয়জন অথবা ছয়জন করিয়া, ছয়জনের বর্গবিশিষ্ট। **ছব্বগ্গিয ভিক্খু**। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর নাম, যথা—**অস্সজি, পুনর্বসু, পণ্ডুক, লোহিত, মৈত্রেয়, ভুম্মজক** (বিনয়)। ⇒ **বগ্গিয**।

ছব্বন্ন (বিণ) ছয় প্রকার বর্ণবিশিষ্ট, ষড়বর্ণের। **ছব্বন্নরংসিযো**। (ক্লী) ষড়বর্ণ, ছয় প্রকার বর্ণ।

ছব্বস্সানি (ক্লী, বহুবচন) ছয় বৎসর, ষড়বৎসর।

ছব্বস্সিক (বিণ) ছয় বৎসরের, ছয় বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে এমন।

ছব্বিধ (বিণ) ষড়বিধ, ছয় প্রকারের।

ছব্বিসাণ (বিণ) যাহার ছয়টি লম্বা লম্বা দাঁত (গজদন্ত) দাছে, ষড়বিষাণ। (জাতক) **ছব্বিসাণ নাগরাজা**।

ছব্বীসতি (বিণ) ২৬, ছাব্বিশ। **ছব্বীসতি দেবলোকা**।

ছব্ভি = **ছম্ভী**। ⇒ **ছম্ভী**।

ছমা (স্ত্রী) মৃত্তিকা, ভূমি, ভূতল, পৃথিবী, ময়লা, ময়দান, মাঠ, ভিত্তি, কারণ। (করণে ক্রি-বিণ) **ছমা**—ময়দানের উপর, মাটির উপর, মাঠের দিকে, ভিত্তিতে। (থেরগাথা অর্থকথা) **ছমাযং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভূমিযং**। (অধিকরণ কারকে) **ছমাযং, ছমায**।

ছমাযং (ক্রি-বিণ) = **ছমা**। ⇒ **ছমা** (ক্রি-বিণ)। = **ভূমিযং**।

ছম্ভতি (ক্রি) ভীত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছম্ভতি বেধতি**। ⇒ **ছম্ভেতি**।

ছম্ভি (বিণ) = **ছম্ভী**। ⇒ **ছম্ভী**।

ছম্ভিত (বিণ) ভীত, শঙ্কিত, জড়সড়, স্তম্ভিত, ভয়ে আড়ষ্ট। ⇒ **ছম্ভেতি**।

ছম্ভিতত্ত (ক্লী) ত্রাস, ভয়ে অচেতনতা, বুদ্ধিভ্রংশতা, জড়সড় অবস্থা, জড় বা কঠিন অবস্থা, অবশাঙ্গতা, ইন্দ্রিয় বৈকল্য, পক্ষাঘাত, উদ্যমহীনতা। (সর্বদা যৌগিকে) **উত্তাস ছম্ভিতত্ত** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **ভয ছম্ভিতত্ত**। (বি-ভা) **ভয ছম্ভিতত্ত লোমহংস**—ভয় বুদ্ধিভ্রংশ আর রোমাঞ্চ (বিনয়)। কিন্তু ইহার পরিবর্তে জাতক এবং দীর্ঘনিকায় অর্থকথার **"সরীর চলনং"** অথবা **"সকল সরীর চলনং"** বর্ণনা ভুল। **"ছম্ভিতত্ত"** শব্দের পরিবর্তে **"থম্ভিতত্ত"** শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

ছম্ভিত্তং = **ছম্ভিতত্ত**। ⇒ **ছম্ভিতত্ত**।

ছম্ভিন (বিণ) অচল, স্থাবর, স্থির, অবিচলনীয়, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, কঠোর, শক্ত, দৃঢ়, কঠিন, দারুণ, অনমনীয়, ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ে জড়সড়। ⇒ **ছম্ভী**।

ছম্ভী (বিণ) ১ ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ে জড়সড়। (জাতক) **পাস সতেহি ছম্ভী**। ২ (করণ কারকে) ৬, ছয়। = **ছ**। (অর্থকথা বর্ণনায়) **ছসু ঠানেসু** অর্থাৎ চারিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর শরীর ওগলা। ⇒ **ছম্ভেতি, ছম্ভিত**।

ছম্ভেতি (ক্রি) দৃঢ় হওয়া, স্থিরসঙ্কল্প হওয়া, স্থির হওয়া, কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া, কঠোর হওয়া, দারুণ হওয়া, অনমনীয় হওয়া; (চরিত্রে) ভয়ে জড়সড় হওয়া,

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া, অকার্যকর হওয়া, সংজ্ঞাহীন হওয়া, ভয়ে ভীত হওয়া, ত্রস্ত হওয়া, শঙ্কিত হওয়া।⇒ **ছম্ভিন, ছম্ভিতত্ত।** (তুলনীয়) **উরুখম্ভ।** (অ-বিণ) **ছম্ভিত।**

ছম্মাসানি (ক্লী, বহুবচন) ছয় মাস। ⇒ **মাস** (১)।

ছলংস = ছল্‌ংস। ⇒ **ছল্‌ংস।**

ছলঙ্গ = ছল্‌ঙ্গ। ⇒ **ছল্‌ঙ্গ।**

ছলভিঞ্‌ঞ = ছল্‌ভিঞ্‌ঞ। ⇒ **ছল্‌ভিঞ্‌ঞ।**

ছলভিঞ্‌ঞা (স্ত্রী) ষড়ভিজ্ঞা, ছয় প্রকার অভিজ্ঞা। = **ছল্‌ভিঞ্‌ঞা।**

ছল্লি (স্ত্রী) বল্কল, গাছের ছাল।

ছল্‌ (বিণ) ৬, ছয়। = **ছ।**

ছল্‌ংস (বিণ) ছয়টি পার্শ্ব বা কোণবিশিষ্ট।

ছল্‌ঙ্গ (বিণ) [ছল্‌+অঙ্গ] ছয় অঙ্গ বিশিষ্ট। = **ছঙ্গ।**

ছল্‌ভিঞ্‌ঞ (বিণ) ষড়ভিজ্ঞ, যাহার ষড়বিধ অভিজ্ঞতা-জ্ঞান অধিগত হইয়াছে। ⇒ **ছল্‌ভিঞ্‌ঞা, অভিঞ্‌ঞা।**

ছল্‌ভিঞ্‌ঞা (স্ত্রী) [ছড়+অভিঞ্‌ঞা] ছয় প্রকার অভিজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা, ষড়ভিজ্ঞা জ্ঞান, উচ্চতম জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার ষড়বিধ শাখা। ছয়প্রকার অভিজ্ঞা-জ্ঞান, যথা—১ ঋদ্ধিজ্ঞান, ২ দিব্যকর্ণজ্ঞান, ৩ অপরের মনোভাব জানিবার জ্ঞান, ৪ পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের ঘটনাবলী স্মরণ করিবার জ্ঞান, ৫ জীবগণের মধ্যে কে কখন কোথায় মরিতেছে আর মরিয়া কোথায় জন্ম বা উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানিবার জ্ঞান, ৬ নির্বাণ লাভে মুক্তির নিশ্চয়তা বা অর্হত্বজ্ঞান। **ছল্‌ভিঞ্‌ঞা সচ্ছিকত্বা**—ষড়ভিজ্ঞা জ্ঞানে মণ্ডিত হইয়া, ছয় প্রকার অভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করিয়া।⇒ **অভিঞ্‌ঞা।**

ছব (পুং) শব, মড়া, মৃতশরীর, মৃতদেহ। মৃতবৎ অকর্মণ্য। (বিণ) ১ শবের। **ছবসীসস্‌স পত্ত**—শবের মাথার খুলি যাহা পাত্রের ন্যায় ব্যবহার করা যায়। ২ নীচ, অধম, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, নিম্ন, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ণ, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিণীত, নম্র, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দুঃখী, দীন, জঘন্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

ছবক (পুং) = **ছব।** ⇒ **ছব** (পুং)। (বিণ) দুঃখী, দীন, জঘন্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। (জাতক) **ছবক চণ্ডাল।**

ছবক চণ্ডাল (পুং) শবদাহকারী চণ্ডাল, শব কবরস্থ করিবার জন্য নিযুক্ত চণ্ডাল, শ্মশানিক চণ্ডাল। ⇒ **ছবক** (পুং)।

ছবকুটিকা (স্ত্রী) মৃত ব্যক্তিদের বা শবের অস্থি রাখিবার স্থান, মড়াঘর, মড়া বা শব রাখিবার ঘর, মুর্দাখানা, ব্যবচ্ছেদ বা পরীক্ষা করিবার জন্য শবাগার।

ছবগ্‌গিয = ছব্বগ্‌গিয। ⇒ **ছবগ্‌গিয।**

ছবট্‌ঠিক (ক্লী) [ছব+অট্‌ঠিক] শবের অস্থিপঞ্জর, মৃতদেহের অস্থিপুঞ্জ, শবদেহের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অস্থি।

ছবডাহক (পুং) রীতি বা দস্তুর অনুযায়ী যে ব্যক্তি শব দাহন করে, শবদাহনকারী লোক, মড়া পোড়াইবার লোক, শব পোড়াইবার ভার গ্রহণকারী লোক।

ছব বণ্ণ = ছব্বণ্ণ। ⇒ **ছব্বণ্ণ।**

ছবদাহক = ছবডাহক। ⇒ **ছবডাহক।**

ছবদাহিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের শব দাহ করে বা মড়া পোড়ে। ⇒ **ছবদাহক।**

ছবদুস্‌স (ক্লী) মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দুর্বল বা ময়লা বস্ত্র, শবের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাক-পরিচ্ছদ, শবের সহিত পরিত্যক্ত শ্বেত বস্ত্র, শবের ছিন্নবস্ত্র।

ছবসরীর (পুং, ক্লী) শবদেহ, মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর।

ছবসিত্ত—জলের পাত্র, শবের মাথার খুলি যাহা জল পাত্রের ন্যায় ব্যবহার করা যায়। ⇒ **ছব।**

ছ বস্‌সানি = ছব্বস্‌সানি। ⇒ **ছব্বস্‌সানি।**

ছ বস্‌সিক = ছব্বস্‌সিক। ⇒ **ছব্বস্‌সিক।**

ছবালাত (ক্লী) ["ছব+আলাত" অথবা "ছব+অলাত"] চিতার জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, শ্মশান হইতে উৎপন্ন বা শ্মশানের মশাল, চিতার পোড়া কাষ্ঠ, জ্বলন্ত শব বা মৃতদেহ, অর্ধদগ্ধ শব, দগ্ধ শব। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ছবালাতূপম।** ⇒ **ছব, অলাত।**

ছবি (স্ত্রী) ১ ছবি, শরীর রূপ, শরীর চর্ম, চর্ম, দেহাকৃতি, শরীরের বাহ্যিক আবরণী বা পাতলা চর্ম, চিত্র, আলেখ্য, চামড়া (ভিতরের চামড়া)। (যৌগিকে) **ছবি চম্ম-মংস** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **চম্ম।** ২ দীপ্তি, শোভা, উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য।

ছবিকল্যাণ (ক্লী) চর্মসৌন্দর্য, বর্ণযুক্ত বাহার, (মুখের) বর্ণ বা আকার প্রকারের সৌন্দর্য, গঠন সৌন্দর্য, পঞ্চবিধ সৌন্দর্যের মধ্যে একপ্রকার। ⇒ **পঞ্চকল্যাণ, কল্যাণ।**

ছবিদোসাবাধ [ছবি-দোস+আবাধ] চর্মরোগ, ত্বক-সম্বন্ধীয় প্রদাহ। = **ছবিরোগ।**

ছবিধ = ছব্বিধ। ⇒ **ছব্বিধ।**

ছবিরোগ—চর্মরোগ। = **ছবিদোসাবাধ।**

ছবিবণ্ণ (পুং) চর্মবর্ণের শোভা বা সৌন্দর্য, (মুখের) বর্ণ, আকার প্রকার, (বর্ণনায়) চর্মের সৌন্দর্য, শরীরের রং, দেহের বর্ণ, বর্ণসৌন্দর্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বণ্ণধাতু।** = **বণ্ণ।** (বিণ) ছবির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুন্দর। ⇒ **বণ্ণ** (১)।

ছবিসণ্ঠান (বিণ) ছবির ন্যায় গঠন বা আকারবিশিষ্ট, ছবিতুল্য চর্মের আকার-বিশিষ্ট। ⇒ **সণ্ঠান** (বিণ)।

ছ বিসাণ = ছব্বিসাণ। ⇒ **ছব্বিসাণ।**

ছ বীসতি = ছব্বীসতি। ⇒ **ছব্বীসতি।**

ছসট্‌ঠি (বিণ) ৬৬, ছেষট্টি।

ছসত্ততি (বিণ) ৭৬, ছিয়াত্তর।

ছহাকার [ছ+আকার] ছয় প্রকার কার্যধারা। ⇒ **আকার** (৪)।

ছহাকারেহি ⇒ **আকার** (৪)।

ছাত (বিণ) ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু, ব্যগ্র। = **বুভুক্খিত; খুদায অভিভূত; জিঘচ্ছিত**। (তুলনীয়) **পরিচ্ছাত**।

ছাতক (বিণ) ক্ষুধার্ত। = **ছাত**। (ক্লী) ক্ষুধা, বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা, দুর্ভিক্ষ।

ছাতকাকার (পুং) [ছাতক+আকার] ক্ষুধার লক্ষণ, বলবতী স্পৃহার চিহ্ন। (করণ কারকে) **ছাতকাকারেন**—ক্ষুধার লক্ষণ দ্বারা, ক্ষুধিত বলিয়া। ⇒ **আকার** (৩)।

ছাতকাল (ক্লী) ক্ষুধার সময়, ভোজনেচ্ছা হইয়াছে এমন সময়।

ছাতজ্ঝত্ত (বিণ) [ছাত+অজ্ঝত্ত] ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু, আভ্যন্তরিক ক্ষুধাযুক্ত। ⇒ **অজ্ঝত্ত, ছাত**।

ছাতট্ঠ (বিণ) [ছাত+অট্ঠ] ক্ষুধাক্লিষ্ট, ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধায় পীড়িত।

ছাত-তসিত (বিণ) ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। ⇒ **তসিত**।

ছাততা (স্ত্রী) ক্ষুধার্ত অবস্থা, বুভুক্ষু অবস্থা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা।

ছাদন (ক্লী) আচ্ছাদন, আচ্ছাদিতকরণ, বস্ত্র পরিধান, গোপন, লুক্কাইবার জায়গা, বস্ত্র, পরিচ্ছদ, আবরণ, বিছানার চাদর ইত্যাদি। (যৌগিকে) **ঘাসচ্ছাদন** (জাতক)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্থচ্ছাদন**। (পেতবত্থু) **ভোজনচ্ছাদন**। (বিণ) ঘরের ছাউনির বা ছাউনি সম্বন্ধীয়।

ছাদনা (স্ত্রী) = **ছাদন**। ⇒ **ছাদন**। (তুলনীয়) **পরিচ্ছাদনা**।

ছাদনিট্ঠকা (স্ত্রী) ছাউনির ইঁট বা টালি, টালি।

ছাদনীয (বিণ) আচ্ছাদনীয়, আচ্ছাদন করার যোগ্য, ছাদনীয়। ⇒ **ছাদেতি**।

ছাদি (স্ত্রী) ছায়া, অনাতপ, অল্প অন্ধকার, (আলোর) আবরণী, ঢাকনি, ছায়াময় স্থান, আশ্রয়, ভূত, প্রেতাত্মা, (রঙের) কোন এক সামান্য মাত্রা, সামান্য পরিবর্তন, চিত্রের অপরিস্ফুট অংশ।

ছাদিত (বিণ) ছাদিত, আচ্ছাদিত, আবৃত, যাহা ছাওয়া হইয়াছে। ⇒ **ছাদেতি**।

ছাদিয (ক্লী) (চালাঘরের বা ঘরের) ছাউনি, আচ্ছাদন, আবরণ, চালাঘর, খড়ের ছাউনি, (খাওয়ার) ঘাস। = **গেহচ্ছাদন-তিণ**।

ছাদেতব্ব (ভ-বিণ) ঢাকিয়া রাখার যোগ্য, ঢাকিয়া রাখা উচিত, আচ্ছাদিত করার যোগ্য। ⇒ **ছাদনীয**।

ছাদেতি (ক্রি) [√ছিদ+এ] **১ ক** ঢাকনা দেওয়া, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, পর্ণশালার ছাউনি দেওয়া। (কর্মবাচ্যে) **ছাদিযতি**; (সূত্রনিপাত) **মুখং জিহ্বায ছাদিযতি**। **খ** (শব্দ সম্বন্ধে) প্রবেশ করা, বিদ্ধ করা, মর্মভেদ করা, মর্মে আঘাত করা, অর্থ জানা, বোধগম্য করা, বাহির করা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, পূর্ণ করা বা হওয়া, শূন্যপদ পূরণ করা, ভাণ্ডার পূর্ণ করা। (ভ-বিণ) **ছাদেতব্ব**। (অ-বিণ) **ছাদিত, ছন্ন** (১)। **২ক** ভাল মনে করা, সন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্ত করা, পছন্দ করা, মনোনীত করা, আনন্দ দেওয়া, রসাস্বাদন করা, আনন্দের সহিত আহার করা, স্বাদে তৃপ্ত হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ভত্তং মে ন ছাদেতি**। **খ** কিছুতে পরিতৃপ্ত করা বা হওয়া, সন্তুষ্ট করা, কিছুর দ্বারা আনন্দিত করা, তৃপ্ত হওয়া, খাদ্য অনুমোদন করা, আহারে সম্মতি হওয়া। = **রুচেয্য**। (অতীতে) **ছাদেসি**। (অ-বিণ) **ছন্ন** (২)। (ব-বিণ) **ছাদনীয, ছাদেত্ত, ছাদমান, ছাদিযমান, ছাদযমান**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **নচ্ছাদিমহমহং সে**। (ক্রি-বি) **ছাদেত্বা, ছাদিয**।

ছাপ (পুং) পশুশাবক। (সংযুক্ত নিকায়) **ভিক্কছাপ**। (জাতক) **সকুণছাপ; মণ্ডুকছাপ**।

ছাপক = **ছাপ**। ⇒ **ছাপ**।

ছাপমণ্ডল (ক্লী) এক সঙ্গে বা একই সময়ে প্রসূত পশুশাবক। ⇒ **মণ্ডল** (৫)।

ছাপসকুণ = **ভাসসকুণ**। ⇒ **ভাসসকুণ**।

ছাপী (স্ত্রী) = **ছাপ**। ⇒ **ছাপ**।

ছাযা (স্ত্রী) ছায়া, অনাতপ, অল্প অন্ধকার, (আলোর) আবরণী, ঢাকনি, ছায়াময় স্থান, আশ্রয়, ভূত, প্রেতাত্মা, (রঙের) কোন এক সামান্য মাত্রা, সামান্য পরিবর্তন, চিত্রের অপরিস্ফুট অংশ, নির্দিষ্ট আকারের ছায়া, প্রতিবিম্ব, প্রায় অন্ধকার, সামান্য পরিমাণ, ছায়াবৎ পদার্থ, যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেরূপ ব্যবহারের যোগ্য, রৌদ্রাভাব, অন্ধকার, কান্তি, পালন, আবর্তন, পঙ্‌ক্তি, রাগিণী-বিশেষ।

ছাযামান (বিণ) ছায়াছন্ন, ছায়া সম্পন্ন, ছায়ায় আচ্ছাদিত, বিষণ্ণ, অন্ধকারাবৃত, ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন।

ছাযারূপ (ক্লী) ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্র, বর্ণনা, ছায়াচিত্র, ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠনে প্রদর্শিত ছবি, বায়স্কোপের ছবি।

ছারিকঙ্গার [ছারিক+অঙ্গার] শ্মশানের পোড়া কয়লা, চিতাভস্ম। ⇒ **ছারিকা**।

ছারিকা (স্ত্রী) ছাই, ভস্ম, চিতাভস্ম।

ছাসীতি (বিণ) ৮৬, ছিয়াশি [অথবা জনসংখ্যার ৬×৮০ অথবা ৬×(৪×২)^{১০} অর্থাৎ বহু বা লক্ষ লক্ষ লোক]।

ছাহ (ক্লী) ছয় দিন। = **ছ দিবস, সাহ**।

ছাহং (ক্রি-বিণ) ছয় দিনের জন্য।

ছিগ্‌গাল (ক্লী) বিবর, ছিদ্র, ক্ষুদ্র গর্ত, দোষ, অবকাশ, ন্যূনতা, গর্ত, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস। (মধ্যম নিকায়) **একছিগ্‌গাল যুগ**। (সংযুক্ত নিকায়) **তালছিগ্‌গাল**।

ছিগ্‌গাল = **ছিগ্‌গাল**। ⇒ **ছিগ্‌গাল**।

ছিজ্জতি (ক্রি) কর্তিত হওয়া, ভগ্ন হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া,

কাটিয়া যাওয়া, পৃথক হওয়া, ভিন্ন হওয়া, ছিন্ন হওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া। ⇒ **ছিন্দতি**। (অতীত) **ছিজ্জি**। (অ-বিণ) **ছিজ্জিত**। (ব-বিণ) **ছিজ্জন্ত, ছিজ্জমান**। (ক্রি-বি) **ছিজ্জিত্বা, ছিজ্জিয**।

ছিজ্জিত (বিণ) কর্তিত, ছিন্ন, ভঙ্গ। ⇒ **ছিদ, ছিদ্দ, ছিন্ন, ছিজ্জতি, ছিন্দতি** (১)।

ছিদ (বিণ) (যৌগিক শব্দের সহিত) ভঙ্গ বা ভঙ্গকৃত, ধ্বংসকৃত, কর্তিত, বিনষ্ট, বিদূরিত। (সূত্রনিপাত) **তণ্হাচ্ছিদ; কঙ্খচ্ছিদ**।

ছিদ্দ (ক্লী) ১ ছিদ্র, বিবর, ক্ষুদ্রগর্ত, অবকাশ, ন্যূনতা, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস, কর্তন, ছেদন, চিড়, ফাটল। (জাতক) **একচ্ছিদ্দ, একচ্ছিদ্দ; কণ্ণচ্ছিদ্দ, কর্ণচ্ছিদ্দ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ভিত্তিচ্ছিদ্দ; তাড়চ্ছিদ্দ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **অকখিচ্ছিদ্দ**। "**ছিন্দে**" শব্দের পরিবর্তে পেতবত্থু অর্থকথায় "**ছিদ্দে**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ২ (চরিত্রে) দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, কলঙ্ক, অভাব, অপূর্ণতা, বৈকল্য। (ধর্মপদ) **অচ্ছিদ-বুত্তি**—নির্দোষ স্বভাব। (বিণ) যাহাতে মতভেদ আছে, ছিদ্রযুক্ত, চিড়যুক্ত, ফাটলযুক্ত, বিদ্ধ, সচ্ছিদ্র, ভেদযুক্ত, কলঙ্কযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ, খুঁতযুক্ত, অপরাধযুক্ত।

ছিদ্দক (বিণ) ছিদ্রযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ. ছিদ্রবিচ্ছিদ্র, ছিদ্রপূর্ণ, জালের ন্যায় ছিদ্রপূর্ণ।

ছিদ্দকারিন (বিণ) ছিদ্রকারী, ভেদকারী, যে ব্যক্তি ছিদ্র করে বা ভেদ করে, অসঙ্গত, অসমঞ্জস, পরস্পরবিরোধী, বিরুদ্ধ, অসংলগ্ন।

ছিদ্দগবেসি (বিণ) ছিদ্রান্বেষী, ছিদ্র অন্বেষণকারী, অপরের দোষ অন্বেষণকারী।

ছিদ্দতা (স্ত্রী) ভেদন, (বস্তুর মধ্যগত) ছিদ্র, ছিদ্র করা অবস্থা।

ছিদ্দবত্থ (বিণ) দোষী, অপরাধী, খুঁতযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ, অভাবযুক্ত, দোষযুক্ত, অপরাধযুক্ত, পূর্ণতাহীন, বৈকল্যপূর্ণ, যাহার ছিদ্র আছে।

ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ = ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ। ⇒ **ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ**।

ছিদ্দবিচ্ছিদ্দ (বিণ) ছিদ্রবিচ্ছিদ্র, ছিদ্রযুক্ত, কিছু সর্বস্থানে বা সর্বময় কেবল ছিদ্রযুক্ত, জালের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত, কেবল ছিদ্রময়, সচ্ছিদ্র, সর্বত্র ছিদ্রযুক্ত। **সরীরং ছিদ্দবিচ্ছিদ্দং করোতি**—শরীর ছিদ্রবিচ্ছিদ্র করা, শরীর বিদ্ধ বা ভেদ করা, শরীর ছিদ্রযুক্ত করা। ⇒ **অবচ্ছিদ্দ, বিচ্ছিদ্দ**।

ছিদ্দাবছিদ্দ = ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ। ⇒ **ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ**।

ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ (বিণ) [ছিদ্দ+অবচ্ছিদ্দ] ছিদ্রাবচ্ছিদ্র, ছিদ্র ছিদ্র, সর্বত্র ছিদ্রময়। = **ছিদ্দ বিচ্ছিদ্দ**।

ছিদ্দাবচ্ছিদ্দক = ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ। ⇒ **ছিদ্দাবচ্ছিদ্দ**।

ছিদ্দিত (বিণ) ছিদ্রিত, বিদ্ধ, ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্র করা।

ছিন্দতি (ক্রি) [√চিদ+ং+অ] কাটা, বিদীর্ণ করা, বিভক্ত করা, পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করা, কাটিয়া কমানো, ছিন্ন করা, ছিঁড়িয়া ফেলা, কাটিয়া ফেলা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, অপসারণ করা, পৃথক করা। (সাহিত্যে) **বন্ধনং ছিন্দতি; পাসং ছিন্দতি; পসিব্বকং ছিন্দতি; জীবং ছিন্দতি; গীবং ছিন্দতি; সীসং ছিন্দতি; হত্থপাছে ছিন্দতি** ইত্যাদি। (চরিত্রে) **তণ্হং ছিন্দতি; মোহং ছিন্দতি; আসবা ছিন্দতি; সংযোজনানি ছিন্দতি; বিচিকিচ্ছং ছিন্দতি; বনত্থং ছিন্দতি** ইত্যাদি। ১ √ ছিদ্ ধাতু হইতে:—(অতীত) **অচ্ছি;** যেমন—(মধ্যম নিকায়) **অচ্ছিদং;** (ধর্মপদ) **অচ্ছিদ্দ;** (তুলনীয়) **অগমা;** (বর্তমান কর্মবাচ্যে) **ছিজ্জতি** (ধর্মপদ; সংস্কৃত—**ছিদ্যতে**)। পুনশ্চ (অতীত) **ছিজ্জি;** (জাতক) **দ্বিধা ছিজ্জি**—ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড হইল। (ভবিষ্যতে) **ছিজ্জিস্সতি** (জাতক); (অ-বিণ) **ছিন্ন, ছিজ্জিত**। (ক্রি-বি) **ছিজ্জিত্বা**। ২ √ছিন্দ ধাতু হইতে:—(বর্তমান) **ছিন্দতি**। (পঞ্চমী) **ছিন্দ, ছিন্দথ;** (ব-বিণ) **ছিন্দে**। (অ-বিণ) **ছিন্ন**। (ব-বিণ) **ছিন্দন্ত, ছিন্দমান**। (ভবিষ্যতে) **ছিন্দিস্সতি**। (ক্রি-বি) **ছিন্দিত্বা, ছিন্দিয**। (তুম) **ছিন্দিতুং**। (করণে) **ছিন্দাপেতি**। ৩ √ছেদ ধাতু হইতে:—(অতীত প্রথম পুরুষ একবচনে) **অচ্ছেজ্জি, অচ্ছেচ্ছি** (সংস্কৃত—**অচ্ছৈৎসীত**)। (ভবিষ্যৎ) **ছেচ্ছতি** (সংস্কৃত—**ছেৎস্যতি**); (ভ-বিণ) **ছেতব্ব**। (ব-বিণ) **ছেজ্জ;** (যৌগিকে) **ছেজ্জভেজ্জ**। (ক্রি-বি) **ছেত্বা, ছেত্বান**। (তুম) **ছেতুং**। (করণে) **ছেদেতি, ছেদাপেতি**। ⇒ **ছেদ, ছেদন**।

ছিন্দনক (বিণ) ভগ্ন, ছিন্ন। ⇒ **পরিচ্ছিন্দনক**।

ছিন্দযিস্সং (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ছিন্ন করিব, ছেদন করিব। = **অধিপাতযিস্সং**।

ছিন্দাপেতি (ক্রি) ছেদন করায়, ছিন্ন করায়, কাটায়, ভগ্ন করায়। ⇒ **ছিন্দতি** (২)।

ছিন্দিয (বিণ) ভঙ্গুর।

ছিন্ন (বিণ) ছিন্ন, কর্তিত, যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, বিনষ্ট। (দীর্ঘনিকায়) **ছিন্নপপঞ্চ**। ভিন্ন শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **সঞ্ছিন্ন**। ⇒ **ছিন্দতি**।

ছিন্ন-ইরিয়া ⇒ ইরিয়া পথ।

ছিন্নক (বিণ) ছিন্ন, কর্তিত। **ছিন্নক বত্থ**—ছিন্নবস্ত্র।

ছিন্নকন্ন (বিণ) ছিন্নকর্ণ, কর্তিত কর্ণ, কানহীন, যার কান নাই, যার কান ছিঁড়িয়া গিয়াছে অথবা কাটা হইয়াছে। = **কন্নমুণ্ড**।

ছিন্নকথা—অসামঞ্জস্য কথা, যে কথার পূর্বাপর মিল নাই। = **কথাকথা**। ⇒ **কথা**।

ছিন্ন কুক্কুচ্চ (বিণ) মনস্তাপহীন, যাহাতে মর্মপীড়া নাই, মর্মবেদনাহীন।

ছিন্নগন্থ (বিণ) (অসৎ অভিপ্রায় সম্বন্ধে, সংসার বা বন্ধন-সম্বন্ধে) ছিন্নগ্রন্থি, বন্ধনছিন্ন, বন্ধনহীন। (যৌগিকে) **ছিন্নগন্থ অনিঘ নিরাস** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **ছিন্নগন্থ গন্ধ**। (সূত্রনিপাত) **ছিন্নগন্থ অসিত অনাসব**। (তুলনীয়) **পহীনমানস্স ন সন্তি গন্থা** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **গন্থ**।

ছিন্ননাস (বিণ) নাসিকাছিন্ন, যার নাক কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

ছিন্নপপঞ্চ (বিণ) বাধাহীন, যিনি মায়ার বন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সংসার বন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, বাধামুক্ত, স্বাধীন। ⇒ **ছিন্ন**।

ছিন্ন পিলোতিক (বিণ) ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরিহিত, জীর্ণবস্ত্র পরিহিত অথবা জীর্ণ-ছিন্ন বস্ত্র ও যাহার পরিধানে নাই অর্থাৎ নগ্ন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ছিন্নপিলোতিক ভিন্নপিলোতিক**।

ছিন্নভত্ত (বিণ) অন্নহীন অর্থাৎ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, আনাহারক্লিষ্ট, ক্ষুধায় পীড়িত, অনশনে মারা, অনাহারে শুকাইয়া মারা।

ছিন্নমথক = ছিন্নসীস। ⇒ **ছিন্নসীস**।

ছিন্নবত্থ (বিণ) বস্ত্রহীন, যাহার বস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে, যাহাকে বলপূর্বক বিবস্ত্র করা হইয়াছে।

ছিন্নসংসয (বিণ) নিঃসন্দেহ, সংশয়হীন, নিশ্চিত, সন্দেহহীন, যাহার সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, যাহার সন্দেহ ছিন্ন বা দূরীভূত হইয়াছে। = **নিদুক্খ**।

ছিন্নসস্সর (বিণ) ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ হয় এরূপ, বিশৃঙ্খল "সর সর" শব্দ হয় এরূপ, যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে। ⇒ **সস্সর**।

ছিন্নসাটক (বিণ) ছিন্নপরিধেয় বস্ত্র, যাহার পোশাক পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছে, যাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে।

ছিন্নসীস (বিণ) ছিন্নমস্তক, মস্তকহীন, যাহার মস্তক ছেদন করা হইয়াছে।

ছিন্নসোত (বিণ) ছিন্নস্রোত, যে স্রোতের গতি বন্ধ হইয়াছে। ⇒ **সোত** (২ক)।

ছিন্নহত্থ (বিণ) ছিন্নহস্ত, যাহার হাত কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

ছিন্নহিরিক = অহিরিক। ⇒ **অহিরিক**।

ছিন্নহিরীক = ছিন্নহিরিক। ⇒ **ছিন্নহিরিক**।

ছিন্নাস (বিণ) [ছিন্ন+আস] আশাভঙ্গ, আশাহীন, নৈরাশ্যজনক, নিরাশ, আর আশা নাই এরূপ। ⇒ **আসা**।

ছিন্নিকা (বিণ, স্ত্রী) প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, ছলপূর্ণ, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ, চতুর, শঠ, ধূর্ত, চাতুর্যের সহিত সম্পাদিত। (যৌগিকে) **ছিন্নিকা ধুত্তা; ছিন্নিকা ধুত্তিকা** (দুইটিই কেবল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দ)।

ছিন্নিরিযা (বিণ) [ছিন্ন+ইরিযা] খোঁড়া (লোক)। ⇒ **ইরিযাপথ, ছিন্নিরিযাপথ**।

ছিন্নিরিযাপথ (বিণ) চলিতে অসমর্থ, পঙ্গু, খোঁড়া।

ছুট্ঠ (বিণ) ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ছোট, ছোট ছোট।

ছুদ্ধ (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন, অপসারিত, প্রত্যাখ্যাত, নাকচকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, নীচ, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ। = **ছুট্ঠ**।

ছুনম (ক্লী) চুন বালি ও জল দ্বারা প্রস্তুত জমাট মলম, দেয়াল নির্মাণে ব্যবহৃত চুন ও বালি, স্নানে ব্যবহৃত সাবানের গুঁড়া। (যৌগিকে) **মত্তিকাচুন্ন**। ⇒ **চুন্ন**।

ছুপতি (ক্রি) [√ছুপ+অ] ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অনুভব করা, প্রাপ্ত হওয়া, পৌঁছানো, অঙ্কিত করা, রেখাপাত করা, আঁচড় দেওয়া, বিচলিত করা, গলানো, মনে আঘাত দেওয়া, সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত করা, খাদ্য গ্রহণ করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সংলগ্ন হওয়া, সংস্পৃষ্ট হওয়া, সামান্যভাবে বলা, ঈষৎ উল্লেখ করা। (অতীত) **ছুপি**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **মা ছুপি**। (অ-বিণ) **ছুপিত**। (ক্রি-বি) **ছুপিত্বা**। (করণে) **অচ্ছুপেতি**।

ছুপন (ক্লী) স্পর্শ, অনুভব, অঙ্কন, রেখাপাত, আঁচড়, সংস্পর্শ।

ছুপিত (বিণ) স্পর্শকৃত, অনুভূত, অঙ্কিত, সংস্পর্শিত, প্রাপ্ত। ⇒ **ছুপতি**।

ছুভতি (ক্রি) রাখা, ধরিয়া রাখা, নিজের নিকট রাখা।

ছুরিকা (স্ত্রী) = **ছুরিকা**। ⇒ **ছুরিকা**।

ছুরিত (বিণ) বিক্ষিপ্ত, ব্যাপ্ত, খচিত, শোভিত, ছিন্ন। = **বিচ্ছুরিত**।

ছুরিকা (স) ছুরি, অস্ত্রবিশেষ, ছোরা, ছুরিকা।

ছেক (বিণ) ১ নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিশালী, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, পটু, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধূর্ত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত। = **দক্খ**। (জাতক) **অঙ্গ-বিজ্জায ছেক**। ২ অকৃত্রিম, অকপট, বিশুদ্ধ, স্বাভাবিক। (বিপ) **কূট**।

ছেকতা (স্ত্রী) নিপুণতা, চতুরতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য।

ছেক পটিবল = পদ্ধ। ⇒ **পদ্ধ** (১ক)।

ছেকপাপক (বিণ) ভাল এবং মন্দ, সৎ এবং অসৎ, পুণ্যজনক এবং পাপজনক।

ছেচ্ছতি (ক্রিয়া ভবিষ্যৎকাল) ছিন্ন করিবে, ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ⇒ **ছিন্দতি**।

ছেজ্জ (বিণ) ছিন্ন, কর্তিত, ভঙ্গুর। = **ছিজ্জিত**। (বিপ) **অচ্ছেজ্জ**। ⇒ **ছিন্দতি** (৩)। (ক্লী) হস্তপদাদি অঙ্গ ছেদনে শাস্তি প্রদান, সপ্ত স্বরগ্রামের মধ্যে একটি।

ছেত—খাঁড়া উঁচু পর্বতে অবস্থানকারী জন্তু, একজাতীয় চিতাবাঘ।

ছেত্তব্ব (ভ-বিণ) কাটিয়া ফেলা উচিত, ছেদন করার যোগ্য।

ছেত্তর (পুং) কর্তনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, জামা প্রভৃতির জন্য কাপড়-কাটা দর্জি, ধ্বংসকারী ব্যক্তি বা বস্তু, টর্পেডোবাহী যুদ্ধ-জাহাজ।

ছেত্বা (ক্রি-বি) কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, কাটিয়া ফেলিয়া, পৃথক করিয়া। ⇒ **ছিন্দতি**।

ছেত্বান = ছেত্বা। ⇒ **ছেত্বা**।

ছেদ (পুং) কর্তন, ছেদন, কাটিয়া ফেলা, কাটিয়া বিভক্ত করণ, বিভক্ত হওন, ভেদন, পাহাড়-কাটা গহ্বর বা পথ, সংবাদ পত্রিকার কর্তিত অংশ, নূতন গাছ করিবার জন্য

গাছের কাটা ডাল বা কলম, সস্তা দরে বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, ক্ষতি, অপচয়, হানি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব, হারানো। (জাতক) **ছেদবন্ধন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সীসচ্ছেদ**। (জাতক) **অগুচ্ছেদ; ভত্তচ্ছেদং করোতি**—অনশনে রাখা, অনশন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **পদচ্ছেদ**। (তুলনীয়) **বিচ্ছেদ**।

ছেদক (বিণ) কর্তনকারী, ছেদনকারী, ভঙ্গকারী, ছেদক, ভাজক, বিভাগকারী।

ছেদগামিন (বিণ) ভঙ্গুর, ক্ষীণজীবী, দুর্বল।

ছেদতি (ক্রি) [√ছিদ+অ] ছেদন করা, ছিন্ন করা, কর্তন করা, কাটিয়া ফেলা, কাটা। ⇒ **ছিন্দতি**। (করণে) **ছেদেতি, ছেদাপেতি**।

ছেদন (ক্লী) ছেদন, ভেদন, কর্তন, বিনাশ, ধ্বংসকরণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **হত্থাদি ছেদন**। (সংযুক্ত নিকায়) **নখচ্ছেদন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ছেদ-বধ-বন্ধন** ইত্যাদি।

ছেদনক (বিণ) ছেদনকারী, যে ব্যক্তি ছিঁড়িয়া ফেলে অথবা কাটিয়া ফেলে। (ক্লী) কাটিবার প্রণালী বা কার্যধারা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত। (যৌগিকে) **আপত্তিযো চ পাচিত্তিযং চ ছেদনক** (বিনয়)। (বিনয়) **ছ ছেদনক আপত্তিযো**।

ছেদনে—ছেদনে, কর্তনে, কাটিতে। ⇒ **অকোটনে, ছেদতি, ছিন্দতি**।

ছেদবন্ধন (বিণ) বন্ধনছিন্ন, বন্ধন বা বাধামুক্ত।

ছেদ-বধ-বন্ধন (বিণ) বন্ধনহীন, বন্ধন বা বাধামুক্ত।

ছেদাপন (ক্লী) (কাহারও দ্বারা) কাটানো অথবা ভঙ্গ করানো।

ছেদাপেতি (ক্রি) কর্তন করায়, ছেদন করায়, কাটায়, ভঙ্গ করায়। = **ছিন্দাপেতি**। ⇒ **ছিন্দতি** (৩), **ছেদতি**। (অতীত) **ছেদাপেসি**। (অ-বিণ) **ছেদাপিত**। (ক্রি-বি) **ছেদাপেত্বা**।

ছেদেতি (ক্রি) ছেদন করা। = **ছেদাপেতি**। ⇒ **ছেদতি**।

ছেপ্পা (স্ত্রী) লেজ, পুচ্ছ, অনুচর দল।

জ

জ—চ বর্গের তৃতীয় তালুজ ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজবর্ণ বলে। অর্থ:—(বিণ) জ, জাত, যে জন্মে, জন্মগত, প্রকৃতিগত, উৎপন্ন, উত্থিত। যৌগিক শব্দে অথবা অন্য শব্দের পরে ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন—**অত্তজ, ইতোজ, একজ, কুতোজ, খন্ধজ, জলজ, দরথজ, দারুজ, দিজ, পুথুজ্জ, পুব্বজ, যোনিজ, বারিজ, সহজ, সিনেহজ**।

জকঙ্কঠি = **পক্কঠিত**। ⇒ **পক্কঠিত**।

জগত (ক্লী) জগৎ, ভুবন, লোক, পৃথিবী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাগতো গতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **জগতোগধ**।

জগতি (স্ত্রী) জগৎ, পৃথিবী। = **জগত**।

জগতিপ্পদেস (পুং) পৃথিবীর মধ্যে একটি খুঁত বা চিহ্ন, জগতের মধ্যে একটি অপরিসর বা ক্ষুদ্র স্থান।

জগতিরুহ (পুং) মাটিতে উৎপন্ন বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ, বৃক্ষ, মহীরুহ। = **ধরণিরুহ, মহীরুহ**। ⇒ **রুহ**।

জগতী = **জগতি**। ⇒ **জগতি**।

জগতোগধ (বিণ) পৃথিবীতে নিমজ্জিত বা প্রবিষ্ট (ইহা এক প্রকার ঋদ্ধি বা দৈবশক্তি বিশেষ)। ⇒ **ওগধ**।

জগ্‌গ (ক্লী) জাগরণ, সতর্কতা, সচেতন, সজাগ অবস্থা।

জগ্‌গতি (ক্রি) [√জগ্‌গ+অ] **ক** জাগরিত থাকা, নিদ্রা হইতে জাগা বা শুইয়া জাগ্রত থাকা। = **নিদ্দা-খয**। **খ** সতর্কভাবে দেখা, পাহারা দেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করা, মনোযোগপূর্বক দেখা, নজরে রাখা, যত্ন লওয়া, মনোযোগ দেওয়া, দেখাশুনা করা, পালন করা, ভরণপোষণ করা, পোষণ করা, শিক্ষা দেওয়া, লালন পালন করা, প্রতিপালন করা। = **জাগরতি**। (জাতক) **দারকং জগ্‌গতি; আসীবিসং জগ্‌গতি**।

জগ্‌গন (ক্লী) জাগরণ, নিদ্রাভঙ্গ, অপ্রমাদ, প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, পালনপোষণ, দেখাশুনা, সতর্কতা, মনোযোগ। (জাতক) **দারক-জগ্‌গন**।

জগ্‌গনতা (স্ত্রী) সতর্কতা, মনোযোগিতা, সম্পূর্ণ জাগরণ।

জগ্‌গনা (স্ত্রী) = **জগ্‌গন**। ⇒ **জগ্‌গন**।

জগ্‌ঘতি (ক্রি) [√জগ্‌ঘ+অ] হাস্য করা, হাসিয়া প্রকাশ করা, বিদ্রূপ করা, উপহাস করা। ⇒ **অনুজগ্‌ঘতি, পটিজগ্‌ঘতি**। (অতীত) **জগ্‌ঘি**। (অ-বিণ) **জগ্‌ঘিত**।

জগ্‌ঘনা (স্ত্রী) হাস্যকরণ, হাস্য।

জগ্‌ঘিত (বিণ) হাস্যকৃত, উপহাসকৃত। ⇒ **জগ্‌ঘতি**। (ক্লী) হাস্য, হাস্যকরণ।

জগ্‌ঘিতা (স্ত্রী) হাস্য, হাস্যকরণ। = **জগ্‌ঘনা**।

জঘন (ক্লী) জঘন, স্ত্রী-কটির সম্মুখভাগ, স্ত্রীলোকের কোমর, কটি, কটিদেশ, কোমর হইতে ছেদিত মাংসখণ্ড, পাছা, মানুষ বা জন্তুর পাছাভাগ।

জঙ্গম (বিণ) জঙ্গম, গমনশীল, পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী।

জঙ্গম-স্থাবর (বিণ) অস্থায়ী এবং স্থায়ী, পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল, অনিত্য এবং নিত্য।

জঙ্গল (ক্লী) জঙ্গল, বন, জলহীন এবং বালুকাময় স্থান। (তুলনীয়) **উজ্জঙ্গল**।

জঙ্ঘ = **জঙ্ঘা**। ⇒ **জঙ্ঘা**। এই শব্দটি কেবল একটিমাত্র যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**জঙ্ঘ-বিহার**।

জঙ্ঘপেসনিক (বিণ, পুং) পদব্রজে গমনকারী সংবাদবাহক, যে সংবাদ-বাহক পদব্রজে গমন করিয়া সংবাদ প্রদান

করে। ⇒ **পেসনিক**। (পুং) সংবাদবাহক লোক। (ক্লী) হাঁটিয়া যাওয়া লোক দ্বারা প্রেরিত বা আনীত সংবাদ বা বার্তা অথবা পত্র।

জঙ্ঘমগ্গ (পুং) লোক চলাচলের পথ, হাঁটিয়া যাইবার পথ।

জঙ্ঘবিহার (পুং) পদব্রজে ভ্রমণ বা দীর্ঘ পর্যটন। = **জঙ্ঘাবিহার**। ⇒ **বিহার** (১)।

জঙ্ঘা (স্ত্রী) জঙ্ঘা, গুল্‌ফ হইতে জানু পর্যন্ত অবয়ব, পা, পায়ের নীচের অংশ, পায়ের ডিম বা গুল। (সূত্রনিপাত) **এণিজঙ্ঘা**। (যৌগিকে) **জঙ্ঘবিহার**।

জঙ্ঘা পেসনিক (বিণ) হাঁটিয়া যাওয়া লোকদ্বারা সংবাদ বা চিঠি পত্রাদি পাঠানো হয় এরূপ। ⇒ **জঙ্ঘপেসনিক**।

জঙ্ঘাপেসনিয (বিণ) হাঁটিয়া যাওয়া লোক দ্বারা যে সংবাদ বা চিঠি পত্রাদি পাঠানো হয়। = **জঙ্ঘাপেসনিক**।

জঙ্ঘাবল (ক্লী) পায়ের শক্তি। **জঙ্ঘাবলং নিস্সায**—পায়ের দ্বারা, (সাহিত্যে) পায়ের শক্তি দ্বারা।

জঙ্ঘাবিহার (পুং) ভ্রমণ, পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানো, পদব্রজে ভ্রমণ, পদচারণ, পায়চারি, ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটিয়া ইতস্তত ভ্রমণ। = **জঙ্ঘবিহার**। (বি-ভা) **জঙ্ঘাবিহারং অনুচঙ্কমতি অনুবিচরতি** (দীর্ঘনিকায়)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জঙ্ঘাবিহারং চরতি**।

জঙ্ঘুমগ্গ (পুং) [জঙ্ঘা+উম্মগ্গ] পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার উপযুক্ত সুড়ঙ্গ পথ।

জঙ্ঘেয্য (ক্লী) চীবরের মধ্যে জানুর অংশবিশেষ, চীবর প্রস্তুত করিতে জানু-সম্বন্ধীয় বিষয় বা স্বতন্ত্র পট্টি।

জঙ্ঘেয্যক = **জঙ্ঘেয্য**। ⇒ **জঙ্ঘেয্য**।

জচ্চ (বিণ) [জাতি+ত্য] জন্ম-সম্বন্ধীয়, জন্মের, জন্মাবধি, জন্মগত, **জন্ম** হইতে। (যৌগিকে) **ইত্তর জচ্চ** (মধ্যম নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **কিং জচ্চ**?

জচ্চন্ধ (বিণ) [জচ্চ+অন্ধ] জন্মগত অন্ধ, জন্ম হইতে অন্ধ। (উদান) **জচ্চন্ধবগ্গ**।

জচ্চা ("**জাতি**" শব্দের করণকারকে) জন্মদ্বারা, জন্মগত, জন্মাবধি। = **জচ্চ, জাতিযা**। ⇒ **জাতি**।

জজ্জর (বিণ) জর্জর, জীর্ণ, বিশীর্ণ; (বয়সে) ক্ষীণ, দুর্বল, অদক্ষ, ক্ষীণমনা; বার্ধক্য; শুষ্ক, পরিম্লান, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুণ্ঠিত, বার্ধক্যে পরিণত।

জজ্জরভাব (পুং) বৃদ্ধাবস্থা, বার্ধক্য অবস্থা।

জজ্জরিত (বিণ) জর্জরিত, দুর্বল হইয়াছে এমন, যাহাকে জর্জর করা হইয়াছে, বার্ধক্যে পরিণত, পরিম্লান, বিশীর্ণ। ⇒ **জজ্জর**।

জএ্এ (বিণ) কুলীন বংশধর, সদ্বংশীয়, অমিশ্রিত, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, সচ্চরিত্র, কেবল, খাঁটি, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার, মনোহর, মুগ্ধকারী, চমৎকার, সুন্দর। = **মনাপ সাধু**।

জএ্এ্এজএ্এ (বিণ) মনোহর অপেক্ষা মনোহর, বিশুদ্ধ হইতেও বিশুদ্ধ। (তুলনীয়) **জএ্এ্এ**।

জট (ক্লী) হাতল, বাঁট। (বিনয়) **বাসিজট**—ক্ষুরের বাঁট।

জটা (স্ত্রী) জটা, সংহত কেশ, জটিলতা, খোঁপা, জট পাকানো কেশ বা চুল, কবরী, বেণীবদ্ধ কেশ, ভাঁজ-করা চুল। বর্ণনায়:—**ক** ঋষিদের জট-পাকানো কেশ বা জট। ⇒ **জটিল**। **খ** বৃক্ষের জট পাকানো বা জড়ানো শাখাসমূহ। **গ** (চরিত্রে) আকাঙ্ক্ষার জটিলতা, লিপ্সার গ্রন্থি বা বন্ধন।

জটাজিন [জটা+আজিন] কবরীবাঁধা বা জট-পাকানো কেশ এবং (ঋষিগণের পরিহিত) মৃগচর্ম।

জটাজিনধর (বিণ) জটা এবং বল্কলধারী (সন্ন্যাসী)। ⇒ **ধর**।

জটাণ্ডু = **জটাণ্ডুব**। ⇒ **জটাণ্ডুব**।

জটাণ্ডুব [জটা+অণ্ডুব] বেণীবদ্ধ কেশরাজি, বেণীবদ্ধ কেশের বা জটার ঝুলানো বেণী।

জটাধর (বিণ) জটাধারী, মাথায় জটাধারী, যাহার কেশের জটা আছে। (পুল) জটাধারী ঋষি, মাথায় জট-পাকানো কেশযুক্ত ঋষি।

জটাধরণ = **জটাধর**। ⇒ **জটাধর**।

জটিত (বিণ) জট-পাকানো, জড়িত, বিপর্যস্ত, ভাঁজ করা, কবরীবদ্ধ, খোঁপাবদ্ধ।

জটিন (বিণ) জটাধারী। (পুং) জটাধারী ব্রহ্মচারী বা ঋষি। ⇒ **জটাধর**।

জটিনী (বিণ, স্ত্রী) জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী, জটার ন্যায় যে স্ত্রীলোকের মাথার কেশরাশি বেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

জটিয = **জটিল**। ⇒ **জটিল**।

জটিল (বিণ) জটিল, জটাধারী। (চুলনির্দেশ) **আজীবিকা নিগণ্ঠা জটিল পরিব্বাজকা; আজীবিকা নিগণ্ঠা জটিল তাপসা**। (পুং) জটিল সন্ন্যাসী, জটাধারী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী। **পুরাণজটিল**—যিনি পূর্বে জটিল সন্ন্যাসী ছিলেন। **কেণিয জটিল**—কেণিয় নামক কোনও জটিল সন্ন্যাসী।

জটিলক = **জটিল**। ⇒ **জটিল**।

জঠর (পুং, ক্লী) জঠর, উদর, জরায়ু, পেট, পাকাশয়, গর্ভাশয়, পাকস্থলী, ক্ষুধা। ⇒ **গব্‌ভ**।

জঠরগ্গি (ক্লী) [জঠর+অগ্গি] জঠরাগ্নি, জঠরস্থিত অগ্নি, উদরের মধ্যে যে এক প্রকার দ্রব পদার্থের গুণে খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয় সেই পদার্থ, গর্ভধারণকাল।

জণু (ক্লী) হাঁটু, জানু, জানুসন্ধি। = **জানু**। (তুলনীয়) **জন্নু**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **জণুকপ্পর**।

জণুক = **জণু**। ⇒ **জণু**।

জণুকপ্পর—হাঁটু এবং কনুই, জানু এবং কনুই।

জণুকা (স্ত্রী) = **জণু**। ⇒ **জণু**।

জণুমত্ত (বিণ) হাঁটু বা জানু পর্যন্ত গভীর।

জতিমা (বিণ) = **নিপক**। ⇒ **নিপক**।

জতু (ক্লী) জতু, লাক্ষা, গালা, আলতা, নামাঙ্কিত মোহর-চাপার মোম বা গালা।

জতুক্ক ⇒ **অপ্প**।

জতুমট্ঠক (ক্লী) লাক্ষা বা গালা দ্বারা প্রস্তুত আরামদায়ক কিছু, মণ্ডন করার লাক্ষা বা গালা (যাহা স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ নিবারণ করিবার জন্য ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়)। এই ঔষধ "**জতু, কট্ঠ, পিট্ঠ**" অথবা "**মত্তিকা**" (অর্থাৎ জতু, কাষ্ঠ, ময়দা অথবা মৃত্তিকা) সংযোগে প্রস্তুত করা হয়।

জতুমাসক (পুং) লাক্ষার মুদ্রা, লাক্ষা বা গালা দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা বা টাকা। ⇒ **মাসক** (২), **রূপিম** (১)।

জত্তু (ক্লী) (বৈদিক—জত্রু) কণ্ঠাস্থি, অক্ষকাস্থি, স্কন্ধ, কাঁধ। = **অংসকূট**।

জদ্ধু—এই শব্দটি "**জদ্ধুং**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ⇒ **অজদ্ধু**।

জদ্ধুং (তুম) খাইতে। ⇒ **অজুদ্ধ**।

জন (পুং) **ক** (একবচনে) জন, মানুষ, ব্যক্তি, লোক, প্রাণী, জীবন্ত প্রাণী। **সব্বজন**—সর্বজন অর্থাৎ প্রত্যেকে। **খ** (বহুবচনে) জনগণ, **জনসঙ্গ, জনতা**, মানুষেরা, লোকেরা, ব্যক্তিগণ, প্রাণিগণ, দেশবাসী লোকগণ, জাতি। = **মহাজন** (সংযুক্ত নিকায়)। **লোকমহাজন = লোক** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বহুজন**। (সূত্রনিপাত) **নানাজন**। (জাতক) **দ্বেজনা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কেচি জনা**। ⇒ **পুথুজ্জন**।

জনক (পুং) ১ জনক, পিতা। ২ উৎপাদক। = **কারিক**। (বিণ) উৎপাদনকারী, জন্মদাতা। **পসাদজনক**।

জনকায (পুং) জনতা, জনসমাগম, লোক বা লোক সমবায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বে জনকায:— মিচ্ছা চ সম্মাদিট্ঠিকা চ**। (গাথায়) **চিঞ্চায দুট্ঠবচনং জনকায মজ্ঝে**।

জনতা (স্ত্রী) জনতা, জনসমাগম, ভিড়, জনসমাবেশ, জনসমবায়, সভা বা ধর্মসভা, জনসাধারণ, জাতি, জনসমূহ, আত্মীয়বর্গ, পরিবারবর্গ। = **জননা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা); (পেতবত্থু অর্থকথা) **জনসমূহ উপাসকগণ**।

জনতি (ক্রি) ১ জনন করা, জন্ম দেওয়া। ২ উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, জন্মানো। (জাতক) **উস্সাহং জনতি**—উৎসাহ আনা বা উৎপন্ন করা; ⇒ **ছন্দ**। (জাতক) সংবেগং জনতি-- সংবেগ উৎপন্ন করা অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুক্খং জনতি**—দুঃখ উৎপন্ন করা, দুঃখের কারণ হওয়া। (অতীত) **জনযি**; (থেরীগাথা) **মাযা গোতমং জনযি**—মায়াদেবী গৌতমকে জন্ম দিলেন বা প্রসব করিলেন। (অ-বিণ) **জাত, জনিত**। (করণে) **জনেতি**। (কর্মবাচ্যে করণকারকে) **জাযতি**। **জন্তু, জম্ম, জাত, জাতি, ঞাতি** ইত্যাদি শব্দও দেখ। ৩ শব্দ করা। = **সনতি সদ্দং করোতি**।

জনন (পুং) জনন, জন্মদাতা, উৎপাদক, জননকর্ম, জননকার্য। (ক্লী) বংশ উৎপাদন, জন্মানো, উৎপত্তি, জাতকর্ম, **জন্ম**। (বিণ) হেতুপ্রদ, উৎপাদনকারী। **অনখ জননদোস**।

জননা—১ = **জনতা**। ⇒ **জনতা**। কিন্তু দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**জনতা**" শব্দের পরিবর্তে "**জননা**" শব্দের ব্যবহার ভুল হইয়াছে। ২ স্ত্রীলোক, জননা।

জননী (স্ত্রী) জননী, মা, মাতা। (বিণ) জন্মদাত্রী, উৎপাদনকারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সংবেগ জননীদেসনা**। (তুলনীয়) **জনেত্তী**।

জনপদ (পুং) [**জন+পদ**] জনপদ, দেশ, বসতিস্থান, লোকালয়, মহাদেশ, **জিলা**, শহর। (বিপ) **নিগম, নগর**। ⇒ **গাম**।

জনপদকল্যাণী (স্ত্রী) দেশের সৌন্দর্য অর্থাৎ দেশের অতীব সুন্দরী কুমারী বালিকা। ⇒ **কল্যাণ**।

জনপদকথা (স্ত্রী) জনপদ বা লোকালয়-সম্বন্ধীয় কথা বা আলাপ আলোচনা।

জনপদচারিকা (স্ত্রী) লোকালয়ে ভ্রমণ, দেশে পদব্রজে ভ্রমণ, দেশভ্রমণ, বিনাকাজে টো টো করিয়া দেশ ভ্রমণ।

জনপদত্থাবরিয—দেশ বা রাজ্যের স্থিরতা, রাজার অধিকারে অপরিবর্তনশীলতা, রাজ্যের বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। (দীর্ঘনিকায়) **জনপদত্থাবরিয পত্ত** (চক্রবর্তী রাজার অধিকারভুক্ত) রাজ্যের নিরাপত্তা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ রাজ্যের নিরাপদ অবস্থা লাভ করিয়া।

জনপদ থাবরিয—শান্তিময় রাজ্য অথবা রাজ্যময় শান্তি অবস্থা, চক্রবর্তী রাজার শাসন-সম্বন্ধীয় একটি গুণবিশেষ। ⇒ **থাবরিয**।

জনপদ নিরুত্তি (স্ত্রী) গ্রাম-সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ, গ্রাম সম্বন্ধীয় অথবা গ্রামের বিশেষ বিবরণ বর্ণনা। ⇒ **নিরুত্তি**।

জনপদ পদেস—গ্রাম্য বা পাড়াগেঁয়ে দেশ, কৃষি-সম্বন্ধীয় স্থান, চাষীদের বসতিস্থান, পাড়াগাঁও।

জনপদসেট্ঠি ⇒ **সেট্ঠি**।

জনপদা—দেশবাসী, গ্রামবাসী, যে স্থানে বহু সভ্যলোক বাস করেন তদস্থানীয় অধিবাসী। (বিপ) **মিলাচ**।

জনমজ্ঝে (অধিকরণ কারকে) জনগণের সম্মুখে, সর্বজনের মধ্যে, জনসমাজের ভিতর।

জনবতি (?) = **জনপদ**। ⇒ **জনপদ**। এই শব্দটি অঙ্গুত্তর নিকায়ে দৃষ্ট হয়।

জনবসভ (পুং) ১ মানুষের শাসনকর্তা বা রাজা। ২ এক যক্ষের নামবিশেষ। (বিণ) মানুষের শাসনকর্তা বা রাজার ন্যায় শরীরধারী। ⇒ **যক্খ** (৪ঘ)।

জনবসভ যক্খ (পুং) মানুষের শাসনকর্তা বা রাজার ন্যায় শরীরধারী যক্ষ। ⇒ **জনবসভ** (বিণ)।

জনবাদ—জনবাদ, লোকবাদ, জনগণের কথা বা আলাপ, গুজব, জল্পনা, মিথ্যাগল্প, জল্পক।

জনসমূহ (পুং, বহুবচন) জনসমূহ, জনতা। = **জনতা**।

জনসম্বাধরহিত (বিণ) জনতার ভিড়রহিত। ⇒ **সম্বাধ** (১)।

জনসম্পদ (পুং) জনসমাগম, জনতা, মানুষের ভিড়।

জনাধিপ (পুং) [জন+অধিপ] নরপতি, জনার্দন, রাজা।

জনিকা (স্ত্রী) মা, মাতা, জননী, জন্মদাত্রী, জনয়িত্রী, প্রসবিনী, উৎপাদিকা। এই শব্দের পরিবর্তে "**জানিকা**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

জনিত (বিণ) জনিত, উৎপাদিত, জন্ম দিয়াছে এমন, উৎপাদন করিয়াছে এরূপ। ⇒ **জনতি, জনেতি**।

জনিত্ত—জন্মস্থান, যে স্থানে জন্ম হইয়াছে।

জনিন্দ (পুং) জনিন্দ, রাজা। = **জনাধিপ**।

জনেতি (ক্রি) [√জন+এ] বংশবৃদ্ধি করা, জন্মায় বা জন্মে, উৎপন্নকরা, উৎপাদন করা, প্রসব করা। কিন্তু সর্বদা ইহার বানান দৃষ্ট হয় "**জানেতি**"। (তুলনীয়) **জলেতি, জালেতি**। ⇒ **জনতি**। (অতীত) **জনেসি**। (অ-বিণ) **জনিত**। (ব-বিণ) **জনেন্ত**। (ক্রি-বি) **জনেত্বা**।

জনেতু (পুং) উৎপাদক, উৎপাদনকারী, প্রয়োজক, জন্মদাতা।

জনেত্তী (স্ত্রী) জনেত্রী, জনয়িত্রী, মাতা, মা। = **জনিকা**।

জনেসব (পুং) নরশ্রেষ্ঠ, দলপতি, সমাজনায়ক, সমাজনেতা।

জন্তাঘর (ক্লী) ১ স্নানের উদ্দেশ্যে গরম প্রকোষ্ঠ, গরম জলের ভাপরা, স্নানের নিমিত্ত কামরা বা স্নানাগার। ২ শয়নকক্ষ। ৩ জন্মপ্রকোষ্ঠ, যে ঘরে মা ছেলে প্রসব করিয়া প্রসূতিরূপে অগ্নিসেবন করেন, যে ঘরে বা প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভ হইতে ছেলেমেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

জন্তাঘরসালা (স্ত্রী) স্নানাগার। ⇒ **সালা**।

জন্তি—বর্জন, পরিত্যাগ, আত্মসমর্পণ, ত্যাগ, টাকা প্রদান, প্রদত্ত অর্থ, অর্থদণ্ড, জরিমানা। = **হানি, জহন্তি** ("**জহাতি**" শব্দের পরিবর্তে)। ⇒ **জানি**। এই শব্দটি দীর্ঘনিকায়ে "**জানিযা**" শব্দের পরিবর্তে এবং দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**জন্তিযা**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

জন্তিযা = **জন্তি**। ⇒ **জন্তি**।

জন্তু (পুং) জন্তু, জীব, প্রাণী, জীবন্ত প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ। = **সত্ত, নর, পুগ্গল, সত্তনিকায**। (ক্লী) ঘাস, তৃণ।

জন্নু—জানু, হাঁটু, জানুসন্ধি। (তুলনীয়) **জণ্ণু, জানু**।

জন্নুক = **জন্নু**। ⇒ **জন্নু**।

জপ (পুং) জপ, জপন, জাপ অর্থাৎ ১ গজগজানি, অনুচ্চ বা অস্ফুট শব্দ, আবৃত্তি, প্রকাশ্যে পাঠ। (জাতক) **জপমন্ত**। (সূত্রনিপাত) **জপ্প = নিরত্থক কথা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ স্বাধ্যায়, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস, অনুধ্যান, গবেষণা, কার্যের নমুনা।

জপক (বিণ) ফিসফিসানি, চাপাকথার, মৃদু খস্ খস্ শব্দের, গুঞ্জব, কাণাঘুষা। ⇒ **কণ্ণজপ্পক**।

জপতি (ক্রি) [√জপ+অ] জপ করা, উচ্চারণ করা, বলা, প্রকাশ করা, আবৃত্তি করা, মুখস্থ বলা, বর্ণনা করা, বিড় বিড় করা, অস্পষ্টভাবে বলা, আস্তে আস্তে চর্বণ করা, অধরৌষ্ঠ না খুলিয়া খাওয়া, অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ উচ্চারণ করা, ধীরে ধীরে গ্রাস করা, ফিস ফিস করিয়া কহা, চুপি চুপি বলা, মৃদুস্বরে বলা, আস্তে আস্তে বলা, (গাছের পাতা ইত্যাদি) খস খস করা। = **বিপ্পলপতি**। ⇒ **জপ, জপন, পরিজপতি**। (অতীত) **জপি**। (অ-বিণ) **জপিত**। (ব-বিণ) **জপ্পং**; কিন্তু ইহার পরিবর্তে "**পলাপং**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (ক্রি-বি) **জপিত্বা**।

জপন (ক্লী) অনুচ্চ শব্দ, অস্ফুট কথা, ফিসফিসানি, চাপাকথা, মৃদু খসখস শব্দ, কাণাঘুষা, গুঞ্জব। ⇒ **জপতি, কণ্ণজপ্পন, পরিজপন**।

জপমন্ত—জপমন্ত্র, জপিবার বা জপ করিবার মন্ত্র, যে মন্ত্র মনে মনে পুনঃপুন অবিশ্রান্ত আবৃত্তি করিতে হয়।

জপা (স্ত্রী) জবাফুল।

জপিত (বিণ) জপিত, যাহা জপ করা হইয়াছে। ⇒ **জপতি**। = **জপ্পিত**।

জপ্প = **জপ**। ⇒ **জপ**।

জপ্পক = **জপক**। ⇒ **জপক**।

জপ্পতি (ক্রি) ১ = **জপতি**। ⇒ **জপতি**। ২ কিছুর জন্য খুব ইচ্ছা করা, ক্ষুধিত হওয়া, ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, স্পৃহা করা, উৎসুক হওয়া। (সূত্রনিপাত) **কামে জপ্পতি; জপ্পতি ভবং**। = **পজপ্পতি**। ⇒ **"জপ্পা, জপ্পনা"** ইত্যাদি এবং **"অভিজ্জপ্পতি, পজপ্পতি"**। (অ-বিণ) **জপ্পিত**।

জপ্পন = **জপন**। ⇒ **জপন**।

জপ্পনা = **জপ্পা**। ⇒ **জপ্পা**। (তুলনীয়) **পজপ্পনা**।

জপ্পা (স্ত্রী) লোভ, পেটুকতা, লাভের কথা, কামপ্রবৃত্তি, কাম, লিপ্সা, কামনা, বলবতী, ইচ্ছা, অনুরোধ, ঝঞ্ঝিত বস্তু, আসক্তি, যোগ বা সম্বন্ধ, সংলগ্ন বস্তু, বদ্ধুতা, ক্ষুধা, বলবতী স্পৃহা। (তুলনীয়) **তণ্হা**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভব-লোভ জপ্পা**।

জপ্পিত (বিণ) আকাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত, ইচ্ছিত। = **জপিত**। ⇒ **জপ্পতি**।

জম্বাল (পুং) পঙ্ক, কর্দম, মৃত্তিকা।

জম্বালিন (বিণ) আবিল, পঙ্কিল, কর্দমাক্ত, ঘোলা, নির্বোধ, হতবুদ্ধি।

জম্বালী (স্ত্রী) (গ্রামের প্রবেশদ্বারে) নোংরা ডোবা, অপরিষ্কার পুষ্করিণী, নোংরা পুকুর বা ক্ষুদ্র জলাশয়।

জম্বী (স্ত্রী) (ঠাট্টা বা ব্যঙ্গসূচক অথবা বিদ্রূপাত্মক) জামবাগানের মালীর স্ত্রী, জাম-উদ্যানপালের স্ত্রী। সাধারণত এই শব্দটি উদ্যানপালের কন্যা-সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় (জাতক)। (বিণ) জম্বু বা জাম-উদ্যানের বা উদ্যানপালের। **জম্বীকএঞা**।

জম্বু (পুং, স্ত্রী) ১ জম্বু, জাম, জামফল, গোলাপ জাম, কালজাম। ২ জামগাছ, কালজামের গাছ। = **জম্বোলন** (জাতক); **জম্ব**।

জম্বুক (পুং) ১ শৃগাল, শেয়াল, জম্বুক, জম্বূক। ২ গোলাপ জামের গাছ, কালজামের গাছ। ৩ একটি কুকুরের নামবিশেষ। ⇒ **সুনখ**।

জম্বুদীপ (পুং) জম্বুদ্বীপ, পৃথিবীর চারিটি মহাদ্বীপের মধ্যে একটি, ভারতবর্ষ, জামগাছে পরিপূর্ণ দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ। পৃথিবীর চারিটি মহাদেশ, যথা—**জম্বুদীপ, পুব্ববিদেহ, অপরগোযান, উত্তরকুরু**। ⇒ **মহাদীপ**।

জম্বুনদ (পুং) = **জম্বোনদ**। ⇒ **জম্বোনদ**।

জম্বুপক্ক (ক্লী) পক্ব কাল জাম, কাল জাম, জামফল। = **জম্বোলন**।

জম্বুপেসী (স্ত্রী) জামের পেশী বা মাংস, জামের খোসা বা বল্কল যাহা খাওয়া হয়।

জম্বুরুক্খ (পুং) জামগাছ, কালজামের গাছ।

জম্বুসণ্ড (পুং) বাগান, কালজামের বাগান অর্থাৎ উত্তরভারত। = **জম্বুদীপ**। Kern. Toev-এ শুদ্ধ মনে করিয়া লেখা হইয়াছে "**সণ্ডমণ্ড**"। ⇒ **সণ্ড**।

জম্বূ = **জম্বু**। ⇒ **জম্বু**।

জম্বোনদ (পুং) একপ্রকার স্বর্ণ যাহা জম্বুনদী হইতে প্রবাহিত হইয়া আসে। (তুলনীয়) **জাতরূপ**।

জম্বোলন= **জম্বু**। ⇒ **জম্বু**।

জম্ভতি (ক্রি) [√জভ+ং+অ] হাই তোলা, মুখ ব্যাদান করা, ফাঁক হওয়া, (অপ্রচলিত) গাত্রোত্থান করা, উত্থিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, আসিয়া পড়া, উত্তেজিত হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, (সিংহের) দ্রুত গমন করা বা লম্ফ প্রদান করা। (অতীত) **জম্ভি**।

জম্ভনা (স্ত্রী) হাই তোলা, জৃম্ভণ, হাই, মুখব্যাদান, উত্থান, জাগরণ, তৎপরতা, কার্যদক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, বিপদ্ সূচনা, আক্রমণের সঙ্কেতকাল, আকস্মিক আক্রমণ।

জম্ভী (বিণ) রজ্জুবদ্ধ, ভয়ে ভীত। = **ছম্ভী**।

জম্ভীর (পুং) কমলালেবুর গাছ, জম্বির, জম্বীর, লেবুগাছ। (ক্লী) কমলালেবু, গোঁড়ালেবু, জামীর।

জম্ম (বিণ) সাধারণ লোক-সম্বন্ধীয়, সাধারণ, ইতর, নীচ, অশিষ্ট, অমার্জিত, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দুঃখী, দীন, জঘন্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, হীন, হীনকুলোদ্ভব, নীচকুলজাত, নীচাশয়, নীচমনা, মূর্খ। = **লামক**।

জম্মন (ক্লী) জন্ম, কুল, বংশ, বংশমর্যাদা, প্রসব, উৎপত্তি, আদি, সম্ভ্রান্তবংশ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, অবরোহণ, ক্রমনিম্ন ভূমি, নিম্নগামী পথ, অতর্কিত আক্রমণ, শ্রেণী, সারি, স্থান, পদ, উচ্চপদ, সামাজিক উচ্চপদ।

জয (পুং) জয়, সিদ্ধি, যুদ্ধে জয়লাভ, খেলায় জয় লাভ, জয়লব্ধ বস্তু, বশীভূতকরণ, পরাস্তকরণ, পরাজিতকরণ। (বিপ) **পরাজয**।

জয়গাহ = **জয়গ্‌গাহ**। ⇒ **জয়গ্‌গাহ**।

জয়গ্‌গহ (পুং) জয়, জয়লব্ধ বস্তু, বশীভূতকরণ; (পাশাখেলায়) শুভ পাশাক্ষেপণ, শুভ অংশ। = **কটগ্‌গহ**। (বিণ) শুভ, সৌভাগ্যবান, জয়ী, বিজয়সূচক, বিজিত। = **কটগ্‌গহ**। (বিপ) **কলিগ্‌গহ**।

জয়গ্‌গাহ = **জয়গ্‌গহ**। ⇒ **জয়গ্‌গহ**।

জয়তি (ক্রি) [√জি+অয] জয় করা, জয়ী হওয়া, পরাজিত করা, বশীভূত করা, অতিক্রম করা, অধ্যবসায় দ্বারা লাভ করা, বিফল করা, পরাভূত করা, পরাস্ত করা, অধিকতর ভাল করা বা হওয়া, লুণ্ঠন করা, ধ্বংস করা, বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, অপহরণ করা, বঞ্চিত করা, বলে বশীভূত করা। (বর্তমান কালে) **জয়তি, জেতি, জিনাতি**। (অতীত) **জযি, জিনি, অজিনি, অজেসি, অজিনি; (বহুবচনে) জিনিংসু, জিযিংসু;** (বিপ) **পরাজিংসু, অজিযিংসু, অজিনিংসু;** (নিষেধার্থে) **মা জিযি** (জাতক)। (অ-বিণ) **জিত, জিন**। (ব-বিণ) ১ **জযন্তু, জযং**; ২ **জেয্য, জিনে, অজেয্য;** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **জিনেয্যুং;** (বিপ) **পরাজেয্যুং**। (ভবিষ্যত) **জেস্‌সতি, জযিস্‌সতি, জিনিস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **জিনিতব্ব, জেতব্ব**। (ক্রি-বি) **জযিত্বা, জিনিত্বা, জিত্বা, জেত্বা, জেত্বান**। (তুম) **জেতুং, জিনিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **জিযতি;** ⇒ **পরাজিযতি, জরতি**। (করণে) **জযাপেতি, জাপযতি**।

জযপরাজয—জয়পরাজয়, জয় এবং পরাজয়, হার এবং জিত।

জযপান (ক্লী) জয়োৎসবে পানীয় পান, জয়োল্লাসে মদ্যপান, মদ্যপান উৎসব, সুরাপান উৎসব। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জযপানং পিবতি**।

জযম্পতি (পুং) দম্পতি, স্বামী এবং স্ত্রী।

জযম্পতিকা (বহুবচনে) স্বামী এবং তাহার স্ত্রী—এই দুইজন, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যুগল। ⇒ **জযম্পতি, জযা, জাযম্পতিকা**।

জযসঙ্খাত = **জযগ্‌গহ**। ⇒ **জযগ্‌গহ**।

জযসুমন (ক্লী) ১ লাল জবাফুলের গাছ। (তুলনীয়) **জাতিসুমন**। ২ জয়-উল্লাস, বিজয়ের আনন্দোৎসব, জয়ধ্বনি, জয় জয় শব্দ, বিজয় লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশক শব্দ, জয়নাদ।

জযা (স্ত্রী) জায়া, স্ত্রী, ভার্যা। (যৌগিকে) **জযম্পতিকা**।

জযাপেতি (ক্রি) জয় করিবার ইচ্ছা করা, (রাজার প্রতি অভিনন্দনসূচক) সম্ভাষণ করা অথবা অভিবাদন করা। ⇒ **জযতি**।

জর (পুং) জ্বররোগ। (বিণ) বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, প্রাচীন, পুরাতন, বহুকাল প্রচলিত, ঘাগি, নিপুণ, অভিজ্ঞ, পূর্বকালীন, বর্তমানকালে অপ্রচলিত, কমিয়া গিয়াছে এরূপ, হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট, জরাজীর্ণ, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, হীন, দুঃখী, শোচনীয়, জঘন্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

জরগব = **জরগোণ**। ⇒ **জরগোণ**।

জরগোণ (পুং) জীর্ণ ষাঁড়, বৃদ্ধ বা প্রাচীন বৃষভ, জরাগ্রস্ত বৃষ।

জরগ্‌গব = **জরগোণ**। ⇒ **জরগোণ**।

জরতা (ক্লী) জড়তা, বৃদ্ধাবস্থা, অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পচন। (জাতক) **রূপস্স জরতা**—রূপের বা শারীরিক অবনতি।

জরতি (ক্রি) ১ [√জর+অ] জড়তা প্রাপ্ত হওয়া, জরাজীর্ণ হওয়া, বৃদ্ধ হওয়া। (করণে) **জরয়তি**। ২ [√জীর+অ] = **জীযতি, জীরতি, জীরয়তি, জীরাপেতি**। ⇒ **জীযতি, জীরতি, জীরয়তি, জীরাপেতি**। জাতক অর্থকথায় "**জরযেথ**" শব্দের পরিবর্তে "**বিনাসেয্য**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (অ-বিণ) **জিণ্ণ**। (তুলনীয়) **জর, জরা, জজ্জর, জীরণতা**। (কর্মবাচ্যে) **জিযতি**।

জরপ্পত্ত (বিণ) জড়তাপ্রাপ্ত, জড় অবস্থা প্রাপ্ত, বার্ধক্য প্রাপ্ত, বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত। ⇒ **পত্ত** (৩)।

জরযতি (ক্রি) ধ্বংস করা, নষ্ট করা বা হওয়া, ভগ্ন করা বা হওয়া, বধ করা, ধ্বংসের পথে আনা। ⇒ **জরতি** (১)।

জরস (ক্লী) = **জরা**। ⇒ **জরা**। ইহার ব্যবহারিক শব্দ কিন্তু "**জরসা**"; = **জরায**।

জরসক্ক (পুং) প্রাচীন বা বৃদ্ধ অথবা অভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র।

জরসা (স্ত্রী) = **জরস**। ⇒ **জরস**।

জরসালা (স্ত্রী) ভগ্নপর্ণশালা বা কুঁড়েঘর।

জরা (স্ত্রী) জরা, অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পচন, বার্ধক্য অবস্থা, জীর্ণশীর্ণতা, বার্ধক্যবশত জরা। ⇒ **জরস**। মৃত্যুর দূতরূপে:—**ভব্বো জরং পহাতুং**। (দীর্ঘনিকায়) **যা তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকাযে জরা জীরনতা খণ্ডিচ্চং পালিচ্চং বলিত্তচতা আয়ুনো সংহানি ইন্দ্রিযানং পরিপাকো**। (যৌগিকে) **জরামরণ, জরামচ্চু** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) **জরামরণ**। (সূত্রনিপাত) **মচ্চুমরণ**।

জরাঘর (ক্লী) জীর্ণঘর, পুরাতন ঘর। (বিণ) যে ঘর জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে অথবা ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। = **জিণ্ণঘর সদিস**।

জরাজজ্জর (বিণ) জরায় জর্জরিত, জীর্ণতায় শীর্ণ, জরাগ্রস্ত, জরাজর্জরিত, জরাজীর্ণ, দেহের শিথিলতা প্রাপ্ত, বার্ধক্যে ক্ষীণ বা দুর্বল, বার্ধক্য অবস্থাপ্রাপ্ত, জীর্ণ, বার্ধক্যে জীর্ণ।

জরাজিণ্ণ (বিণ) জরাজীর্ণ, বার্ধক্যহেতু জীর্ণ, বার্ধক্যে অবসন্ন, বার্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত। = **জরাজজ্জর**।

জরাজিণ্ণতা (স্ত্রী) জরাজীর্ণতা, জরায় জর্জরিত অবস্থা, বার্ধক্য অবস্থা।

জরাদুক্খ (ক্লী) জরাদুঃখ, বার্ধক্য অবস্থাজনিত দুঃখ, বৃদ্ধবয়সে শারীরিক যে দুঃখ ভোগ করিতে হয় সেই দুঃখ।

জরাধম্ম (পুং) জরাবস্থা, বার্ধক্য অবস্থা। (বিণ) জরার অধীন, বার্ধক্যের বশীভূত, বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইতে বাধ্য, বৃদ্ধ হইতে বাধ্য।

জরাপত্ত (বিণ) জরা প্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, বার্ধক্য, জরা অবস্থা প্রাপ্ত।

জরাপ্পত্ত = **জরাপত্ত**। ⇒ **জরাপত্ত**।

জরাভয (ক্লী) জরার ভয়, বার্ধক্য ভয়, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার ভয়।

জরামচ্চু = **জরামরণ**। ⇒ **জরামরণ**।

জরামরণ (ক্লী) জরা এবং মরণ, বার্ধক্য অবস্থা এবং মৃত্যু, বার্ধক্যতা এবং মরণ। **জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্সুপাযস**—বার্ধক্য মৃত্যু এবং তদন্তর্গত ক্লেশ বা দুর্দশা শোক দুঃখ দৌর্মণ্যভাব ও নৈরাশ্য। ⇒ **পটিচ্চসমুপ্পাদ, জরা**।

জরাবাত (পুং) বার্ধক্যরূপ বাতাস, বার্ধক্যের বাতাস, বয়োবৃদ্ধের বাতাস, বৃদ্ধাবস্থারূপ বাতাস।

জরাসুত্ত—বার্ধক্য সূত্র, বৃদ্ধদের-সম্বন্ধীয় সূত্রান্ত, সূত্রনিকায় গ্রন্থের নামবিশেষ। "**অপ্পং বত জীবিতং ইদং**" দ্বারা আরম্ভ করিয়া ধর্মপদ অর্থকথায় বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

জরুদ (বিণ) জীর্ণ, পুরাতন, প্রাচীন।

জরুদপানং = **জরূদপানং**। ⇒ **জরূদপানং**।

জরূদপানং—জলের পুরাতন কূয়া, জীর্ণ বা ভগ্নাবস্থার জলকূপ, তৃণাচ্ছন্ন অব্যবহার্য বহুকালের প্রাচীন জলকূপ, অব্যবহার্য জীর্ণ জলকূপ।

জরূপনীত (বিণ) [জর+উপনীত] জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত।

জল (ক্লী) জল, পানি, বারি। (বিপ) **থল**।

জলগোচর (বিণ) জলচর, জলে বিচরণকারী, জলে বাসকারী, জলে আহার অন্বেষণকারী। = **বারিগোচর, জলচর**। (বিপ) **থলগোচর**। ⇒ **গোচর**। (পুং) মাছ, মৎস্য, মীন।

জলচর (বিণ) জলচর, জলে বিচরণকারী। = **জলগোচর** (বিণ), **ওকচর**। ⇒ **চর**। (পুং) মাছ, মৎস্য।

জলজ (বিণ) জলজ, জলে উৎপন্ন, জলে জাত, জলে জন্মে এমন। (বিপ) **থলজ**। (ক্লী) পদ্ম। (পুং) শঙ্খ, মাছ, মৎস্য, ঝিনুক।

জলতি (ক্রি) [√জল+অ] জ্বলা, জ্বলিয়া উঠা, দগ্ধ হওয়া, পোড়া, পুড়িয়া যাওয়া, (আলোক-সম্বন্ধে) উজ্জ্বল কিরণ দেওয়া, প্রজ্জ্বলিত হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা, আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, ঘোষণা করা। (তুলনীয়) **উজ্জালেতি**। (অতীত) **জলি**। (অ-বিণ) **জলিত**। (ব-বিণ) **জলন্ত, জলমান**। (ক্রি-বি) **জলিত্বা**। (করণে) **জলেতি, জালেতি;** (তুলনীয়) **জনেতি, জানেতি**।

জলদ (পুং) জলদ, মেঘ, যে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয়। (বিণ) ১ জলদাতা। ২ শীঘ্র, সত্বর।

জলধর (পুং) জলধর, মেঘ, সমুদ্র। (তুলনীয়) **জলন্ধর**। (বিণ) জলধারী।

জলধি (পুং) জলধি, সমুদ্র, মহাসমুদ্র।

জলন (ক্লী) উজ্জ্বল অবস্থা, জ্বলন অবস্থা, ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা। (বিণ) উজ্জ্বল, জ্বলন্ত।

জলনিগ্‌গম (পুং) জলনির্গম, নর্দমা, জলের নির্গম-পথ, জল বাহির হইবার দ্বার, জলনালী, পয়োনালী।

জলনিধি (পুং) জলনিধি, সমুদ্র।

জলন্ত (বিণ) জ্বলন্ত, আলোকময়, প্রজ্জ্বলিত, দীপ্তিমান। ⇒ **জলতি**।

জলন্তো জোতন্তো (বিণ) উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। = **জলিত, জলিতানুভাব**।

জলদ্ধর (পুং) জলদ্ধর, মেঘ, যে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয়। = **জলদ**।

জলপথ (পুং) জলপথ। = **উদকপথ**।

জলপথকম্মিক ⇒ **কম্মিক** [পুং(১)]।

জলবিহার (পুং) জলে অবস্থানকরণ, জলের উপর দিয়া চংক্রমণ করণ। ⇒ **বিহার** (১)।

জলবীচি (পুং, স্ত্রী) জলের তরঙ্গ, জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ, জলবীচি। ⇒ **বীচি** (১)।

জলাধার (পুং) জলাধার, জলাশয়, সমুদ্র, জলপাত্র, চৌবাচ্চা, জল জমা রাখার পাত্র।

জলাবু (পুং) ১ গর্ভ, গর্ভাশয়, পেট, জরায়ু, গহ্বর। ২ ভ্রূণ, গর্ভস্থ সন্তান, মূল, আদিমাবস্থা। ৩ অমরা, (গর্ভের) ফুল।

জলাবুজ (বিণ) গর্ভে উৎপন্ন, অমরায় বা গর্ভফুলে উৎপন্ন, ভ্রূণরূপে উৎপন্ন, ডিমের বদলে শাবকরূপে জন্মগ্রহণকারী, ডিমের পরিবর্তে শাবক প্রসবকারিণী।

জলালয = **জলাসয**। ⇒ **জলাসয**।

জলাসয (পুং) জলাশয়, পুকুর, পুষ্করিণী, জলাধার, সমুদ্র-নদ-নদী প্রভৃতি, সরোবর, কৃত্রিম বা খনিত পুষ্করিণী, চৌবাচ্চা, নদী, হ্রদ।

জলিত (বিণ) প্রজ্জ্বলিত, অগ্নিতে দগ্ধ, জ্বলন্ত, আলোকিত, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকাল, গৌরবময়, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক, স্বচ্ছ, পরিষ্কৃত, সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখী, বুদ্ধিমান, চতুর, সুদক্ষ, চাকচিক্য, অত্যন্ত আবশ্যক, অত্যন্ত উত্তপ্ত। ⇒ **জলতি**। = **জলন্তো জোতন্তো** (বিমানবত্থু অর্থকথা); **আদিত্ত**।

জলিতানুভাব (বিণ) গৌরবোজ্জ্বল, মহিমায় বা মহত্ত্বে বিকাশপ্রাপ্ত। = **জলিত, জলন্তো জোতন্তো**।

জলূকা (স্ত্রী) জলৌকা, জোঁক।

জলূপিকা (স্ত্রী) = **জলূকা**। ⇒ **জলূকা**।

জলেতি (ক্রি) জ্বালায়, জ্বালে, জ্বলে, অলোকিত করা, উজ্জ্বল করা, দগ্ধ করা, পোড়ানো, প্রজ্বলিত করা, উত্তপ্ত বা শুষ্ক করা। (তুলনীয়) **জনেতি, জানেতি**। ⇒ **জলতি**।

জলোগি (স্ত্রী) তাড়ি, তালের পচানো রস, তাল খর্জুরাদি জাত মাদক রস।

জলোপিকা (স্ত্রী) জোঁক। = **জলূকা**।

জল্ল (ক্লী) ১ আর্দ্রতা, বাতাসে মিশানো আর্দ্রতা, বিন্দু বিন্দু পতিত জল হইতে উৎপন্ন বাষ্প, জলীয় বাষ্প, (ঘামের) সূক্ষ্ম জলবিন্দু, ঘর্ম নিঃসরণ, ঘাম, সিক্ত ময়লা বা কর্দম। (যৌগিকে) **রজোজল্ল** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **সেদজল্ল**। (তুলনীয়) **জল্লিকা**। ২ মল্ল, পুরস্কার প্রার্থী ক্রীড়া-প্রতিযোগী, দৈহিক শক্তিশালী ব্যক্তি, দড়াবাজিকর (দড়ির উপর দিয়া হাঁটিয়া খেলা দেখানো)।

জল্লিকা (স্ত্রী) ১ শরীরের বাহিরদিকস্থ ময়লা, বগলের ঘাম, গাছের ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিনষ্ট বহির্বাকল। ২ (ঘামের) জলবিন্দু, ঘামের ময়লা, বাষ্পাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু বা আর্দ্রতা। (তুলনীয়) **জল্ল**।

জল্ল (বিণ) জড়, স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, বিষণ্ন, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নীরস, নিস্তেজ, মন্থর, স্ফূর্তিহীন, কানে খাটো, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, বোকা, শীতল, নিস্পন্দ, মূর্খ, নিরুদ্যোগ, অচেতন, অক্ষম, অচেতন পদার্থের ন্যায় অবস্থিতিকারী, অস্বচ্ছন্দ, মোহিত, মূক, অন্ধ। (পুং) বুদ্ধিহীন বা বোকা লোক।

জব (পুং) বেগ, দ্রুতগমন, শীঘ্রতা, গতিবেগ, বল, সামর্থ্য, শক্তি, শক্তির উৎস, কোনও দলের সংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ। (বি-ভা) **থাম-জব-সম্পন্ন** (জাতক)। (করণকারকে) **জবেন**। (বিণ) দ্রুত, শীঘ্র। **মনোজব**। = **বেগবন্তো**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সীঘজব**।

জবচ্ছিন্ন (বিণ) আগ্রহহীন, তৎপরতাহীন, মন্থর, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, বুদ্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা। (তুলনীয়) **জড়**। (বিপ) **সীঘজব**।

জবতি (ক্রি) [√ জু+অ] দৌড়ানো, দৌড়াইয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, দ্রুত করা, শীঘ্র করা, ত্বরান্বিত করা, অগ্রসর হওয়া, ত্বরিত কার্য করা বা গমন করা। (অতীত) **জবি**। (অ-বিণ) **জবিত, জূত**। (ব-বিণ) **জবমান**। (ক্রি-বি) **জবিত্বা**।

জবন (ক্লী) ১ তৎপরতা, আগ্রহ, সত্বরতা, তাড়না, ঘাত, শক্তি, মনের বেগ বা উত্তেজনা, ঝোঁক, আবেগ, মনের আকস্মিক আবেগ, স্নায়বিক বিক্ষোভ, কম্পন, আঘাত, ধাক্কা, প্রচণ্ড আক্রমণ, ভয়ানক আক্রমণ, তড়িৎ স্পর্শজনিত স্নায়বিক ধাক্কা, রোগের আকস্মিক আক্রমণ, দ্রুত জ্ঞান, শীঘ্র বোধ, তড়িৎবুদ্ধি, শীঘ্র বুঝিতে পারা, শীঘ্র উপলব্ধি, দৌড়। (বিণ) দ্রুত, শীঘ্র, তড়ান্বিত, শীঘ্র বুঝিতে পারিবার জন্য চটপট বুদ্ধিবৃত্তির কাজ বা প্রক্রিয়া সম্পন্ন। (প্রতিসম্ভিদামার্গ) **জবনপঞ্ঞা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জবনপঞ্ঞতা**। (সংযুক্ত নিকায়) **জবনপঞ্ঞত্তং**। ২ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির (অথবা "**বীথিচিত্ত**" এর) কার্যপ্রক্রিয়ায় ("**কিচ্চ**" তে) দ্বাদশ স্তর বা অবস্থা, সম্পূর্ণ উপলব্ধির অবস্থা, সংপ্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ দর্শন বা উপলব্ধি, চলন অবস্থা বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গতি।

জবনক = **জব**। ⇒ **জব** (বিণ)।

জবনচিত্তুপ্পাদ (পুং) [জবন+চিত্ত+উপ্পাদ] জবনচিত্তের উৎপত্তি, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে চিন্তার বা বুঝিবার বৈশিষ্ট্য। ⇒ **জবন**।

জবনপঞ্ঞ (বিণ) সত্বর বুঝিবার জ্ঞান আছে এমন, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন, উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট, চতুরতা সম্পন্ন। ⇒ **হাসপঞ্ঞ, জবনপঞ্ঞা**।

জবনপঞ্ঞা (স্ত্রী) দ্রুত বুঝিবার জ্ঞান, সত্বর বা ত্বরিত বুঝিবার জ্ঞান, শীঘ্র বুঝিতে পারা, ত্বরিতবুদ্ধি, শীঘ্র উপলব্ধি। ⇒ **জবন**।

জবনিকা (স্ত্রী) জবনিকা, পর্দা।

জবসকুণ (পুং) গাছঠোকরা পাখি, কাঠঠোকরা পাখি। = **রুক্খকোট্টক সকুণ**। ⇒ **রুক্খকোট্টক**।

জবসম্পন্ন (বিণ) ত্বরান্বিত, দ্রুততাসম্পন্ন, দ্রুততাপূর্ণ, তৎপরতাপূর্ণ, ক্ষিপ্রতাপূর্ণ, চঞ্চলতাপূর্ণ, চপলতাপূর্ণ, আগ্রহপূর্ণ।

জবেন (ক্রি-বিণ) দ্রুততা দ্বারা, শীঘ্রতার সহিত, গতিবেগ দ্বারা। ⇒ **জব**।

জহ (বিণ) পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, পরিত্যাগপূর্বক, বর্জনপূর্বক, বর্জনীয়। ⇒ **অত্তঞ্জহ, ওকঞ্জহ, কপ্পঞ্জহ, রণঞ্জহ, সব্বঞ্জহ**।

জহতি (ক্রি) = **জহাতি**। ⇒ **জহাতি, হাপেতি** (১)।

জহাতি (ক্রি) [√হা (দ্বিত্বভাব প্রাপ্ত ধাতু) = হাহা = জহা (এখানে পূর্বের "হা" এর "হ" স্থানে "জ" এবং "আ" হ্রস্ব হইয়া "অ" হইয়াছে); জহা+তি = জহাতি] ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, পরিত্যাগ করা, দানপত্র লিখিয়া দেওয়া, থাকিতে দেওয়া, সমর্পণ করা, জিজ্ঞাসা করা, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, বর্জন করা, ভুলিয়া যাওয়া, খোয়ানো, হারানো, বঞ্চিত হওয়া, নষ্ট করা, অপব্যয় করা, হারাইয়া ফেলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা, অপব্যয় গ্রস্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, অস্বীকার করা, দাবি ত্যাগ করা। (চুলনির্দেশ) **পজহতি বিনোদেতি ব্যন্তিকরোতি অনভাবং গমেতি**। সাহিত্যে পাপকার্য পরিত্যাগ-সম্বন্ধে চরিত্র বর্ণনায়:-- **কামংজহাতি, দোসং জহাতি**। (বর্তমানে) **জহাতি; জহে, জহেয্য**। (পঞ্চমী) **জহস্সু**। (সূত্রনিপাত) **দোসং জহাতি; রূপং জহস্সু; লোভং জহে (জহেয্য)**। (অতীত) **জহি**। (অ-বিণ) **জহিত**। (ব-বিণ) **জহন্ত**। (ভবিষ্যত) **জহিস্সামি**, (কবিতায়) **হস্সামি**। (ভ-বিণ) **জহিতব্ব**। (ক্রি-বি) **হিত্বা, হিত্বান, জহিত্বা, জহেত্বা**। (তুম) **জহিতুং**। (কর্মবাচ্যে) **হাযতি, হাযতে, হিযতি;** (অ-বিণ) **হীন**। (ব-বিণ) **হীযমান;** (তুলনীয়) **হাযরে**। ⇒ **হানি, হাযিন, জহ**।

জহিতিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক খেয়ালমত প্রেমিকাকে হতাশ করিয়া বিদায় দেয় অথবা ত্যাগ করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।

জাগর (পুং) জাগর, জাগরণ, নিদ্রাভঙ্গ, অনিদ্রা। (বিণ) জাগরিত, অনিদ্রিত, সতর্ক, সাবধান, জাগরূক, মনোযোগী, সম্পূর্ণ জাগ্রত, যত্নশীল, যত্নসাধ্য। (সূত্রনিপাত) **বহুজাগর**।

জাগরণ (ক্লী) জাগরণ, অনিদ্রা, অপ্রমাদ।

জাগরতা (স্ত্রী) সতর্কতা, সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা, মনোযোগিতা, জাগ্রত অবস্থা, সতর্কদৃষ্টি, বিনিদ্রতা।

জাগরতি (ক্রি) [√জাগর+অ] জাগ্রত হওয়া, জাগরিত হওয়া, সজীব হওয়া, অনুপ্রাণিত হওয়া, সক্রিয় হওয়া, সতর্ক হওয়া, হুঁশিয়ার হওয়া, মনোযোগী হওয়া। (তুলনীয়) **গুত্তদ্বার**। (ধর্মপদ) **দীঘা জাগরতো রত্তী**। (অতীত) **জাগরি**। (অ-বিণ) **জাগরিত**। (ব-বিণ) **জাগরন্ত**।

জাগরিত (বিণ) জাগরিত, যে ব্যক্তি জাগ্রত হইয়াছে, যাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ⇒ **জাগরতি**।

জাগরিয (ক্লী) জাগরণ, সতর্কতা, নিদ্রাহীনতা, ধর্মকাজের জন্য জাগরণ, উৎসবের পূর্ববর্তী রাত্রিতে কার্য সম্পাদনের জন্য বিনিদ্রিত থাকা, (উপবাসের পূর্বরাত্রিতে) উৎসব বা অধিবাস।

জাগরিযা (স্ত্রী) জাগিয়া থাকা, সতর্কতা, মনোযোগিতা, জাগ্রত অবস্থা, সতর্কদৃষ্টি, বিনিদ্রতা, (বর্ণনায়) জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উদ্যমশীল ব্যক্তির জ্ঞান পরিচর্যায় যাহাতে পতন না ঘটে তদনুরূপ সতর্কতা রক্ষা। (সংযুক্ত নিকায়) **ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারো ভোজনে মত্তঞ্ঞূজাগরিযং অনুযুত্তো। জাগরিযং ভজতি**—সতর্কতা অন্বেষণ করা। **জাগরিযং ভজেথ**—সতর্কতা রাখ। (সূত্রনিপাত) **নিদ্দং ন বহুলিকরেয্য জাগরিযং ভজেয্য আতাপী**।

জাগরিযানুযোগ (পুং) জাগ্রত অবস্থা, সতর্কতা, সতর্ক দৃষ্টি, বিনিদ্রিতা, মনোযোগিতার অভ্যাস, সম্পূর্ণরূপে জাগ্রতার জন্য আত্মনিয়োগ।

জাণু (পুং) হাঁটু, জানুসন্ধি, জানু।

জাণুমণ্ডল (ক্লী) হাঁটুর মালাই চাকি, হাঁটুর হাড়, হাঁটুর আবরণ।

জাণুমত্ত (বিণ) জানু বা হাঁটু পর্যন্ত গভীর।

জাত (বিণ) ১ জাত, জন্মপ্রাপ্ত, উৎপন্ন, প্রশস্ত, ব্যক্ত, জন্মগত, প্রকৃতিগত, বর্ধিত, উন্নত, আবির্ভূত, উদিত, পরিণত, সংঘটিত, ঘটিত, উপস্থিত, উৎপাদিত। ⇒ **জাযতি** (১), **জনতি**। (চুলনির্দেশ) **নিব্বত্ত পাতভূত**। (সূত্রনিপাত) **জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতোভযং**। (ধর্মপদ) **জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং**। (জাতক) **যক্খিনী জাতাসি**—যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ কর; **রুক্খো জাতো**। (ধর্মপদ) **লতাজাতা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **গামনিস্সন্ধেন জাতানি সুপেয্য-পঞ্চানি**। (ক্লী) সমূহ, জন্ম, উৎপত্তি, যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। (সূত্রনিপাত) **জাতস্স মরণং হোতি**। (জাতক) **জাতস্স জরা পঞ্ঞাযিস্সতি। জাতং ভূতং;** (বিপ) **অজাতং অভূতং**। ২ অকৃত্রিম, অকপট, স্বাভাবিক, বিশুদ্ধ, প্রাকৃতিক, সহজ, স্বভাবসিদ্ধ, কষ্টকল্পিত নহে এমন, সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, প্রভুভক্ত, নীরোগ, সুস্থ, বলিষ্ঠ, দৃঢ়, নির্দোষ, নিখুঁত, সম্পূর্ণ, প্রকৃতিস্থ, গভীর, অক্ষত, ভ্রম হইতে

মুক্ত, ভাল, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, মৃদু, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, নির্দোষ, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী। (তুলনীয়) **কত, ভূত, তচ্ছ**। (বিপ) **অজাত;** যেমন—**অকত, অভূত**। ৩ ক্রিয়াপদের ন্যায় ব্যবহারে এবং প্রায়ই সমাপিকা ক্রিয়ারূপে (তুলনীয়—**গত**):—জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, উৎপন্ন হইয়াছিল, উপস্থিত হইয়াছিল, ঘটিয়াছিল, সংঘটিত হইয়াছিল। (সূত্রনিপাত) **বোধিসত্তো হিতসুখতায় জাতো; ভয়ং জাতং**—ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল; **বিবাদা জাতা**। (জাতক) **একদিবসে জাত**—একদিনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; **অফাসুকং জাতং**--অসুস্থতা ঘটিয়াছে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অধিকরণ কারকে:—(বিনয়) **জাতে (জাতম্হি)**—যখন উত্থাপিত হইল, যখন সেখানে (অর্থাৎ) **অত্থম্হি জাত**। (সূত্রনিপাত) **বাদম্হি জাত; ওঘে জাত**। (জাতক) **কহাপণেসু জাতেসু।৪ক** (ক্লী) বিশেষগুণ, লক্ষণ। (বিণ) হইয়াছে এরূপ, ঘটিয়াছে এরূপ (= **ভূত**); সদৃশ হইয়াছে এরূপ, ন্যায় আচরণ করিয়াছে এরূপ, একই রকমের ...। কোন কোন সময় বিশেষণের কার্য অথবা বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইয়া ইহা অতীত কৃদন্ত বিশেষণের কার্য সম্পাদন করে, যেমন—(মধ্যম নিকায়) **চুন্নকজাতানি অট্ঠিকানি = চুন্নযিতানি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জালকজাত। ছন্দজাত = ছন্দিক** (সূত্রনিপাত)। (সূত্রনিপাত) **সুজাত; পীতি-সোমনস্সজাত**--প্রীতিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক। **গন্ধজাত**। (জাতক) **লাভগ্গত্তো জাতো; বিনাসগ্গচ্ছো জাতো**। খ জাতক, বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন জন্ম-সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তি।

জাতক (ক্লী) জাতক, জন্ম-সম্বন্ধীয় গল্প, বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তি, বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্ব পূর্ব জন্মকাহিনী, পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থবিশেষ, বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মকাহিনী, জন্মবৃত্তান্ত। (জাতক) **জাতকং নিট্ঠপেতি**—জাতকগল্প শেষ করা; **জাতকং সমোধানেতি**—প্রাসঙ্গিক কথায় জাতকের গল্প প্রয়োগ করা বা বলা। (পুং) ১ পুত্র, জাতপুত্র, ভিক্ষু। ২ = **সমুগ্গ**। ⇒ **সমুগ্গ**।

জাতকট্ঠ কথা বণ্ণনা = জাতকত্থকথা বণ্ণনা। ⇒ **জাতকত্থকথা বণ্ণনা**।

জাতকত্থকথা বণ্ণনা (স্ত্রী) [জাতক+অত্থকথা+বণ্ণনা] জাতক বা জাতক গল্পের অর্থকথা বর্ণনা, যে গ্রন্থে জাতক কাহিনীর অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে।

জাতক ভানক (পুং) জাতকে কাহিনী কথক, জাতক নামক গ্রন্থে বর্ণিত গল্প বা কাহিনী কথক, যে ব্যক্তি জাতকগ্রন্থ হইতে গল্প বলে।

জাতকম্ম (ক্লী) জাতকর্ম, নবজাত সন্তানের নাভিচ্ছেদনের পূর্বে কর্তব্যকর্ম বিশেষ, জন্মোৎসব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জাতকম্মং করোতি**—নবজাত সন্তানের কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকা টুকিয়া রাখা; = **নক্খত্ত যোগং উগ্গণ্হাতি**।

জাতত্ত (ক্লী) জন্মকাহিনী, জাততত্ত্ব, জন্মতত্ত্ব, উৎপত্তির কথা, আবির্ভাবের কথা।

জাতদিবস (পুং) (সন্তানের) জন্মদিবস, জন্মদিন।

জাতদিবসে—জন্মদিবসে, জন্মদিনে। ⇒ **দিবস**।

জাত পরিচয় (বিণ) জ্ঞানপ্রাপ্ত, প্রত্যক্ষরূপে বিদিত। ⇒ **পরিচয়** (বিণ)।

জাতমঙ্গল (ক্লী) জন্মোৎসব, সন্তানের জন্ম উপলক্ষে ভোজন দান।

জাতরূপ (ক্লী) স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোণা। বুদ্ধের শরীরবর্ণের সহিত স্বর্ণের বর্ণ তুলনা করা হইয়াছে, যেমন—**জাতরূপ সত্থুবণ্ণ**। ⇒ **জাতরূপ-রজত, অযো**।

জাতরূপ-রজত—স্বর্ণ এবং রৌপ্য। স্বর্ণ এবং রৌপ্য (বা টাকা) ধার্মিক জীবনে বিপদস্বরূপ, যেমন--**যস্স জাতরূপ-রজত কপ্পতি পঞ্চ পি তস্স কামগুণা কপ্পন্তি**। ইহার ব্যবহার এবং মূল্য নির্ধারণ-সম্বন্ধে জাতকের অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে। (সংযুক্ত নিকায়) **জাতরূপ-রজত পরিপূর; জাতরূপ-রজত উপক্কিলেসা**।

জাতবেদ (পুং) অগ্নি, দাবাগ্নি। (সূত্রনিপাত) **কট্ঠা জায়তি জাতবেদ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিরিন্ধন জাতবেদ**।

জাতস্সর (পুং, ক্লী) প্রাকৃতিক হ্রদ, যে সরোবর মানুষের দ্বারা খনন করা হয় নাই, স্বাভাবিক হ্রদ, প্রাকৃতিক সরোবর। ⇒ **সর** (৪)।

জাতসুমনস্স (বিণ) আনন্দে পুলকিত, প্রীতিতে উল্লসিত। = **বেদজাত**।

জাতান মচ্চানং—উৎপন্ন এবং মরণশীল সত্ত্বগণ, যেসব সত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং মরে অর্থাৎ পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিতে থাকে আর মরিতে থাকে। ⇒ **মচ্চ** (ক্লী)।

জাতামণ্ড [জাত+আমণ্ড] বনজাত রেড়ির তৈল।

জাতি (স্ত্রী) ১ জাতি, **জন্ম**, জন্মগ্রহণ (**পুনর্জন্মে** গর্ভে উৎপত্তির সম্বন্ধ), কুল, বংশমর্যাদা, পুনর্জন্ম, পুনর্জন্মের সম্ভাবনা, পুনর্বার জন্মগ্রহণের নির্ধারণস্বরূপ ভবিষ্যৎ জীবন, বর্তমান জন্মের কারণস্বরূপ গত জীবন। ⇒ **পটিচ্চসমুপ্পাদ**। (দীর্ঘনিকায়) **যা তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকায়ে জাতি সঞ্জাতি ওক্কন্তি অভিনিব্বত্তি খন্ধানং পাতুভাবো আয়তনানং পটিলাভো;** (তুলনীয়) **জরা**। "**জাতি**" বয়স, রোগ ও মরণের পূর্ববর্তী অবস্থা। ইহা দুঃখ, বেদনা ও নৈরাশ্যপূর্ণ। ইহা স্বীয় কর্মের চরম ফল। ইহা অবিদ্যা অবলম্বী, অগ্রবর্তী বা সম্মুখবর্তী জন্মসমূহ সম্পন্ন কর। ইহা এইরূপে "**পটিচ্চ সমুপ্পাদ**" স্বরূপ শৃঙ্খলের চরম কড়া নির্মাণ করে অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কারণের চরম নীতি গঠন করিয়া থাকে। কাজেই "**জাতি**" হইতে "**জরা, ব্যাধি, মরণ, সোক-পরিদেব-দুক্খদোমনস্স-উপায়াস**" এর উৎপত্তি হয়, যাহাকে "**দুক্খ অরিসচ্চং**" বা দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়। (বিনয়) **জাতিপচ্চয়া জরামরণং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাতি জরামরণিক**। (মধ্যম নিকায়) **জাতি জরামরণীয়**। "**জাতি**" শব্দ "**সংসার**" শব্দরূপেও কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে (চুলনির্দেশে দ্রষ্টব্য); (তুলনীয়) **কিচ্চং লোকো আপন্নো জায়তি চ জীয়তি চ মীয়তি চ চবতি চ উজ্জতি চ** (দীর্ঘনিকায়)। **পহীণ জাতিমরণ** (বিণ) জন্ম ও মৃত্যু বিমুক্ত। (অঙ্গুত্তর

নিকায়) **জাতি ভযস্স পারগ**। (সূত্রনিপাত) **জাতিভয কোবিদ; অতারি জাতিভযং অসেসং; জাতিভয'স্স পারগ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্তা গচ্ছন্তি সংসারং জাতিমরণ গামিনো**। (সূত্রনিপাত) **জাতিমরণ সংসারং যে বজন্তি পুনপ্পুনং অবিজ্জায এব সা গতি**। একসঙ্গে অর্থ প্রকাশে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অতারি সো জাতি-জরং**। (সূত্রনিপাত) **জাতিজরাপগ; সংযোজনং জাতি-জরায ছেত্বা**। (তুলনীয়) **জাতি আদিনা নিহীন** (পেতবথু অর্থকথা)। অন্যান্য বিশেষ ভাষায় প্রয়োগ সম্বন্ধে মধ্যম নিকায়ে অর্হত্বের "**খীণাজাতি**" বিষয়ক মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (সংযুক্ত নিকায়) **জাতিযা পরিমুচ্চতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাতিং ভব্বো পহাতুং**। (দীর্ঘনিকায়) **অন্তিমা জাতি**—অন্তিম জন্ম বা শেষ জন্ম; (তুলনীয়) **চরিম**। (পেতবথু অর্থকথা) **পুরিমা জাতি**—পূর্ব বা গত জন্ম; **অতীত জাতিযং**—পূর্ব জন্মে বা গত জন্মে; = **পুরে**। "**জাতিদুক্খ**" সম্বন্ধে বিশুদ্ধিমার্গে দ্রষ্টব্য। ২ নিম্নশ্রেণী, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, কুল, জাতি, মানবজাতি, দল, পশুদল, প্রকার, শ্রেণী, সারি, স্থান, পদ, মর্যাদা, উচ্চপদ, সামাজিক উচ্চপদ, কুলজী শাস্ত্র বা বংশতালিকা। (যৌগিকে) **জাতিগোত্ত**। নিম্নশ্রেণীর বর্ণনায়:—(বিনয়) **হীনা জাতি**—নীচবংশে জন্ম, হীনজাতি; **উক্কট্ঠা জাতি**—উচ্চবংশে বা কুলীন বংশে জন্ম। বিশুদ্ধিমার্গে উদাহরণের সহিত শ্রেণীবিভাগে:—**ডব, নিকায, সঙ্খত-লকখণ, পটিসন্ধি, পসূতি, কুল, অরিয-সীল**। (দীর্ঘনিকায়) **কিংহি জাতি করিস্সতি** (পৈতৃক বংশের দিক দিয়ে) কোন কুলে বা বংশে জন্মগ্রহণ করিবে? (জাতক) **জাতি রাজানো**—রাজকুলে জন্ম। (সূত্রনিপাত) **ন নং জাতি নিবারেসি ব্রহ্মলোক-উপপত্তিযা; জাতিং অক্খাহি**—গোত্র বা বংশের কথা বল; **ন জচ্চা বসলো হোতি; ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি**। মানুষের "**নাম**" এবং "**গোত্ত**" এর সহিত বর্ণনায়:—(বিনয়) **জাতিযা নামেন গোত্তেন** ইত্যাদি। (দীর্ঘনিকায়) **জাতিতো নামতো গোত্ততো**—জন্ম-নাম-গোত্র হইতে; (তুলনীয়) **জাতি-গোত্ত-কুল** (জাতক)। ⇒ **জাতিবাদ**। (করণ কারকে) **জাতিযা, জচ্চা**। (অপাদান কারকে) **জাতিযা, জাতিতো**—জন্ম হইতে, বংশ হইতে, উৎপত্তি হইতে। (অধিকরণ কারকে) **জাতিযং, জাতিযা**। ৩ রকম, প্রকার, বিভাগ, পদ। (জাতক) **চতুজাতি গন্ধ**। ৪ (বিণ) জন্মস্বরূপ, স্বভাবস্বরূপ, স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত, অকৃত্রিম, অকপট, বিশুদ্ধ, পবিত্র, চমৎকার। (যৌগিকে) **জাতিমণি, জাতিবীণা** ইত্যাদি।

জাতিক (বিণ) ১ জাতীয়, ন্যায়, স্বরূপ, সদৃশ, মতন। (মধ্যম নিকায়) **দুপ্পঞ্ঞজাতিক; সপ্পঞ্ঞজাতিক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দব্বজাতিক**। (সূত্রনিপাত) **মুখজাতিক; বিঞ্ঞূজাতিক**। (জাতক) **মানজাতিক**। ২ জাতীয়, বংশোদ্ভব, শ্রেণীর, বংশজ, জাতির, অন্তর্গত, মর্যাদার, মর্যাদাভুক্ত, বংশীয়, কুলজ। (মধ্যম নিকায়) **মণ্ডনজাতিক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অবিহেঠকজাতিক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সমানজাতিক**। (পেতবথু অর্থকথা) **বেণজাতিক**।

জাতিকোস (পুং) (জায়ফলের) কোশা, জৈত্রী।

জাতিক্খয (পুং) জন্মক্ষয়, পুনর্জন্ম ক্ষয়, এই জন্মের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার হেতু বা কারণ ক্ষয়, পুনর্জন্ম ধ্বংস।

জাতিক্খযদস্সিন (বিণ) "জন্ম ক্ষয় হইয়াছে ভবিষ্যতে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না"—এইরূপে জন্মক্ষয় হইয়াছে বলিয়া দর্শনকারী। ⇒ **দস্সিন**।

জাতিক্খেত্ত (ক্লী) ১ জন্মস্থান, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জন্ম স্থান, জন্মক্ষেত্র, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণের স্থান। = **দস চক্কবাল সহস্সানি**। ২ বুদ্ধের জন্মক্ষেত্র বা জন্মস্থান, যে প্রদেশে বা স্থানে বুদ্ধ উৎপন্ন হন। বুদ্ধক্ষেত্র ত্রিবিধ, যথা—**জাতিক্খেত্ত, আণাক্খেত্ত, বিসযক্খেত্ত** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **বুদ্ধক্খেত্ত**।

জাতি-জরা-মরণধম্ম—জন্ম-জরা-মরণ স্বভাব অর্থাৎ জন্ম হওয়ার পর অবস্থান্তরে জরা ও মরণের অধীন হওয়া। (পেতবথু অর্থকথা) **সব্বে সত্তা জাতি-জরা-মরণধম্মা**।

জাতিথদ্ধ (বিণ) আত্মাভিমানী, দাম্ভিক, জন্ম দ্বারা গর্বিত অর্থাৎ কুলীন বংশীয় বলিয়া অহঙ্কারী।

জাতিথের (পুং) পদবি দ্বারা থের, পদমর্যাদায় বা পদবিতে স্থবির বয়সের ভিক্ষু।

জাতিধম্ম (পুং) জন্মগত ধর্ম, পূর্ব হইতে নির্ধারিত ধর্ম।

জাতিনিমিত্তং—জন্মের হেতু, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবার কারণ। ⇒ **নিমিত্তং**।

জাতিনিরোধ (পুং) পুনর্জন্মের কারণ উন্মূলন বা বিধ্বংসকরণ।

জাতি নিহীন (বিণ) নীচবংশীয়, অকুলীন। ⇒ **নিহীন**।

জাতিপভব—জন্মগ্রহণ করার কারণ, জন্মের মূল বা হেতু, পুনর্জন্মের প্রভাব।

জাতিপুপ্ফ (ক্লী) জায়ফল।

জাতিফল (ক্লী) জায়ফল, জাতিফল।

জাতিভয—পুনর্জন্মের ভয়।

জাতিভূমক (বিণ) ১ প্রকৃতিগত ভূমিতে বাসকারী (যেমন—**বস্সংবসতি**)। ২ জন্মস্থান হইতে। ⇒ **ভূমক** (২)।

জাতিভূমি (স্ত্রী) জন্মভূমি, জন্মস্থান, যেই দেশে বা জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই দেশ বা জেলা, স্বাভাবিক ভূমি বা মাঠ, জন্মের কারণ, জন্মের বা পুনর্জন্মের ভিত্তি। ⇒ **ভূমি** (২), **জাতিভূমক**।

জাতিভূমিক = **জাতিভূমক**। ⇒ **জাতিভূমক**।

জাতিভূমিয = **জাতিভূমক**। ⇒ **জাতিভূমক**।

জাতিমণি (পুং) মহামূল্য মণি, অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক বহুমূল্য পাথরবিশেষ। ⇒ **মণি** (১)।

জাতিমন্ত (বিণ) সদ্বংশজাত, অকৃত্রিম বা বিশুদ্ধগুণে গুণবান, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, দেখিতে চমৎকার। (সূত্রনিপাত) **বন্নারোহেন সম্পন্নো জাতিমা বিয খত্তিযো**। (জাতক)

জাতিমন্ত কলপুত্তা। মূল্যবান মণি বা পাথর-সম্বন্ধে:— **মণি বেড়ুরিযো সুভো জাতিমন্ত**। সূত্রনিপাতে "**জুতিমন্ত**" শব্দের পরিবর্তেও ইহার ব্যবহার কখন কখন দৃষ্ট হয়; = **পণ্ডিত পঞ্ঞবা** (চুলনির্দেশ)।

জাতিমন্ত (বিণ) = **জাতিমন্ত**। ⇒ **জাতিমন্ত**।

জাতিময (বিণ) জন্মময়, জন্ম হওয়ার ন্যায়, জন্মসদৃশ, জন্মগ্রহণের জন্য গঠিত।

জাতিযা = **জচ্চা**। ⇒ **জচ্চা**।

জাতিরাজানো—রাজকুলে জন্ম, প্রভাবশালী হইয়া জন্ম। ⇒ **জাতি**।

জাতিলোহং (ক্লী) স্বাভাবিক ধাতুবিশেষ, প্রাকৃতিক ধাতুবিশেষ। ⇒ **লোহ**।

জাতিবদ্ধ (বিণ) স্বভাববদ্ধ, চরিত্র দ্বারা সম্মানার্হ, ধর্ম দ্বারা বা ধার্মিকরূপে বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ। ⇒ **বদ্ধ** [১ (বিণ)]।

জাতিবধির (বিণ) জন্মগত বধির। ⇒ **বধির**।

জাতিবাদ (পুং) জাতিবাদ, জাতি বা বংশ সম্বন্ধে কথা, গোত্র-মর্যাদা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা, বংশ, গোত্র, কুল, কুলজীশাস্ত্র, বংশতালিকা, বংশমর্যাদা, বংশের গুণ বা স্বভাবচরিত্র, বংশের খ্যাতি। ⇒ **বাদ** (২), **বাদপথ**। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে পাঁচপ্রকার বৈশিষ্ট্য গঠিত:—**যাব সত্তমা পিতামহাযুগা অক্খিত্তো অনুপক্কুট্ঠো জাতিবাদেন**--পিতৃপুরুষের মধ্যে পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহাদি সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত নির্দোষ বংশ (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **গোত্তবাদ**।

জাতিবিত্থার—জাতিবিস্তার অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগে বহুল করণ। = **জাতিবিভঙ্গ**।

জাতিবিভঙ্গ (পুং) জাতির মধ্যে প্রকার বা শ্রেণীবিভাগ, বংশের বা জন্মের বৈশিষ্ট্য, বংশমর্যাদায় পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য। ⇒ **বিভঙ্গ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **জাতিবিত্থার**। (জাতকে) **জাতিবিভঙ্গ বিচয**। (জাতক অর্থকথায়) **জাতিবিভাগ**।

জাতিবিভাগ—শ্রেণীবিভাগ। = **জাতিবিত্থার**।

জাতিবীণা (স্ত্রী) উত্তমশ্রেণীর বীণা নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

জাতিসংসার—দেহান্তপ্রাপ্তির পর পুনর্জন্মের চক্র, পুনঃপুন জন্মগ্রহণে সংসারে আগমন। (মধ্যম নিকায়) **জাতি সংসার পহীন**—যিনি সংসারে আগমন বা পুনর্জন্ম পরিত্যাগ বা বিনষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ অর্হৎ; = **জাতি সংসারং খেপেত্বা** (থেরীগাথা); (সূত্রনিপাত) **বিতিন্নো জাতিসংসার নত্থি-তস্স পুনভবভবো**।

জাতিসংসার ঞাণ—মৃত্যুর পর সত্ত্বগণ যেখানে উৎপন্ন হয় বা হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

জাতিসম্পন্ন (বিণ) সদ্বংশীয়, উচ্চবংশীয়, বংশমর্যাদা সম্পন্ন। (বি-ভা) **খত্তিযো মুদ্ধাবসিত্তো জাতি সম্পন্নো** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

জাতিসম্ভব—জন্মের কারণ বা মূল ভিত্তি।

জাতিসম্ভেদ (পুং) শ্রেণী বিষয়ে স্বতন্ত্রতা, মর্যাদা-সম্বন্ধে ভিন্নতা, সামাজিক পদবিতে স্বতন্ত্রতা। ২ জাতির সংমিশ্রণ বা সম্মেলন, বর্ণের মিশ্রণ।

জাতিসামঞ্ঞ (ক্লী) উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণের অভেদ, বংশের একত্ব। ⇒ **সামঞ্ঞ** (১)।

জাতিসিন্ধব—সুশিক্ষিত অশ্ব।

জাতিসুমন (ক্লী) জাতি ফুলের গাছ। (তুলনীয়) **জযসুমন**।

জাতিসুমনা (স্ত্রী) মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ।

জাতিস্সর (বিণ) জাতিস্মর, পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের কাহিনী স্মরণ করার উপযুক্ত, যদ্দ্বারা পূর্ব জন্মসমূহের কাহিনী স্মরণ করিতে পারা যায়।

জাতিস্সর ঞাণ—জাতিস্মর জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনীসমূহ স্মরণ করিতে পারা যায়। (তুলনীয়) **চতুপপাত ঞাণ**। ⇒ **ঞাণ**।

জাতিহিঙ্গুলক (ক্লী) প্রাকৃতিক সিন্দূর বা সিন্দূর বর্ণ, স্বাভাবিক লালবর্ণ। = **হিঙ্গুলক**।

জাতিহিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) **জাতিহিঙ্গুলক**। ⇒ **জাতিহিঙ্গুলক**।

জাতু (অব্যয়) নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনাসূচক শব্দ, সন্দেহাতীত ভাবে (**একংস বচনং**)। সাধারণত না অর্থবাচক বাক্যে:—**ন জাতু**—আদৌ না।

জাতোবরক (ক্লী) [জাত+ওবরক] জন্মপ্রকোষ্ঠ, যে প্রকোষ্ঠে বা কামড়ায় জন্মগ্রহণে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

জান (বিণ) জান, জানিত, জানত, জ্ঞাত, জ্ঞাতব্য, বোধ্য। = **জানমান**। (তুলনীয়) **অজান**।

জানন (ক্লী) জানন, (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, সংবাদ, কার্যনৈপুণ্য, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, বিচারাধিকার, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, বুদ্ধি, বোধশক্তি, জ্ঞান, মানসিক শক্তি, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব, পাণ্ডিত্য, নৈপুণ্য, দক্ষতা। (জাতক) **অত্তানং জানন-কালতো পট্ঠায**—নিজের আত্মজ্ঞানের সময় হইতে অথবা আত্মজ্ঞান হইয়াছে অবধি।

জাননক (বিণ) জানে এমন, জ্ঞাত, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, দক্ষ।

জাননতা (স্ত্রী) জানার কার্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান।

জাননত্থায—জানার জন্য, জানিবার জন্য। = **পজানন**। (তুলনীয়) **আজানন**।

জাননমন্ত (ক্লী) যাদুবিদ্যা, মন্ত্রজ্ঞান। **তুম্হাকং জাননমন্ত**।

জানন সভাব—জানার স্বভাব, জানিবার স্বভাব। = **ঞত্ত**।

জাননীয (বিণ) জানার উপযুক্ত, জানিবার যোগ্য।

জানন্তো (বিণ) জানে এমন, বুঝিতে পারে এমন। ⇒ **জানাতি**।

জানপদ (বিণ) দেশীয়, দেশবাসী, দেশের অংশভুক্ত বা অধিকারভুক্ত, দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। (পুং) গ্রাম্য ব্যক্তি, চাষা; (বহুবচনে) দেশের বা দেশীয় জনসাধারণ।

জানপদিক = **জানপদ**। ⇒ **জানপদ**।

জানমান (বিণ) জ্ঞাতব্য, জ্ঞাত। = **জান** ⇒ **জানাতি**।

জানাতি (ক্রি) [√ঞা+না] জানা, জানিতে পারা, চিনিতে

পারা, জ্ঞাত হওয়া, অনুমোদন করা, জ্ঞান লাভ করা, অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া, খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, আবিষ্কার করা, খুঁজিয়া বাহির করা, অবগত হওয়া, চিনিতে পারা, চেনা, স্বীকার করা, ঘনিষ্ঠ হওয়া, সুপরিচিত হওয়া, অনুভব করা, যোগানো, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া, সিদ্ধান্ত করা, অনুমান করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, শেষ করা বা হওয়া, নিষ্পত্তি করা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, পার্থক্য বুঝিতে পারা, বিচার করা, (লোকদৃষ্টিতে) স্বতন্ত্র করিয়া তোলা, নির্ধারণ করা, বিবৃত করা, বলা, সঠিক স্থির করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সীমা নিরূপণ করা, অনন্যতা প্রতিপাদন করা, সনাক্ত করা, এক সমান বা সমগ্রভাবে গ্রহণ করা, সাধারণ জ্ঞানে জানা বা জ্ঞাত হওয়া (শিশু যেমন টাকাকে কেবল টাকা বলিয়া জানে তদপেক্ষা অধিক জানে না--এইরূপ সাধারণ জ্ঞান। "**জানাতি**" চতুর্বিধ, যথা—**জানাতি, সংজানাতি, বিজানাতি, পজানাতি**। (দীর্ঘনিকায়) **ময়ম্পি খো ন জানাম**—নিশ্চয়ই, এমন কি আমরাও জানি না; **তো খো এবং জানেয্যং**—তাহাদেরও ইহা জানা উচিত। (জাতক) **জানন্তা নাম নাহেসুং**—কেহ জানিত না; **জানাহি**—খুঁজিয়া বাহির কর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কালন্তরেন জানিস্সথ**—সময়ান্তরে জানিতে পারিবে অথবা সময়ে দেখিতে পাইবে। (দীর্ঘনিকায়) **যং অহং জানামিতং ত্বং জানাসি**। (সূত্রনিপাত) **অহম্পি এতং ন জানামি**। (পেতবত্থু) **জানন্তি তং যক্খভূতা**। (জাতক) **পচ্চক্খতো ঞত্বা**—ব্যক্তিগতভাবে খুঁজিয়া বাহির করিয়া অথবা আবিষ্কার করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং মে গোতমো জানাতি; জানাতি মং ভগবা**। (বিমানবত্থু) **কত্থং জানেমু তং মযং**—আমরা তাহাকে কিরূপে জানিব অথবা সনাক্ত করিব? (সূত্রনিপাত) **যথা জানেমু ব্রাহ্মণং**—আমরা যেরূপে ব্রাহ্মণকে জানিতে পারি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি? তাহা যেরূপে জানিতে পারি; **যথা'হং জানেয্যং বসলং**। (পেতবত্থু) **ইত্তরং ইত্তরতো ঞত্বা**—তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া অথবা অনুমান করিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **ইজ্ঝ মে উণ্হোদকং জানাহি**—আমার জন্য সামান্য গরম জল দেখ অথবা সন্ধান করিয়া আন। (বিনয়) **সেয্যং জানাহি**। (জাতক) **ফলং পাপস্স জানমান**—পাপের ফল-সম্বন্ধে জানে এমন; **মন্তং জানাতি**—মন্ত্র জানে। (সূত্রনিপাত) **মন্তং ন জানাতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পমানং অজানিত্বা**-প্রমাণ না জানিয়া। (পেতবত্থু) **পেতং মং জানাহি**—আমার মধ্যে প্রেত দর্শন কর; = **উপধারেহি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বিমানবত্থু) **ভদ্দং ইত্থিযা'তি মং অঞ্ঞংসু**—তাহারা আমাকে "ভদ্রা স্ত্রীলোক" বলিয়া জানিত। ⇒ **ঞেয্য**। ১ (সপ্তমী) **জানামি, জানেয্যাসি;** (বহুবচনে) **জানিযাম, জানেমু**। (পঞ্চমী) **জানাহি, জানন্তো, জানং**। (অতীত) **অজানি, জানি;** (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **জানিংসু**। (অ-বিণ) **ঞাত, অঞ্ঞাত**। (ব-বিণ) **জানমান, জানন্ত, জানেয্য, জঞ্ঞা**। (ভবিষ্যত) **জানিস্সতি**। (ক্রি-বি) **জানিত্বা, ঞত্বা**। (তুম) **জানিতুং, ঞাতুং**। (সম্প্রদানে) **জানেতি, জানাপেতি**। ২ (অতীত) **অঞ্ঞাসি, ঞাসি;** (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **অঞ্ঞংসু**। (অ-বিণ) **ঞাত**। (ব-বিণ) **ঞেয্য**। (ভবিষ্যত) **ঞস্সতি**। (ভ-বিণ) **ঞাতব্ব**। (ক্রি-বি) **ঞত্বা**। (তুম) **ঞাতুং**। (করণে) **ঞাযতি**।

জানাপেতি (ক্রি) জানানো, জ্ঞাত করানো, জ্ঞাপন করানো, সংবাদ প্রদান করানো, সনাক্ত করানো। ⇒ **জানাতি**। (জাতক) **অত্তানং জানাপেতি** (কাহারও) আত্মপ্রকাশ করা; **অত্তানং জানাপেত্বা**। (অতীত) **জানাপেসি**। (অ-বিণ) **জানাপিত, ঞাপিত**। (ব-বিণ) **ঞাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **জানাপেত্বা, ঞাপেত্বা**।

জানাহি (ক্রি) খুঁজিয়া বাহির কর, দেখ, আবিষ্কার কর, জান। ⇒ **জানাতি**।

জানি (স্ত্রী) ১ বিয়োগ, ক্ষতি, বঞ্চনা, ক্ষয়, অপচয়, হানি, নাশ, যাহা নষ্ট হয়, হয়রান, পরাভব, পরাজয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কার্য, সম্পত্তির উপগ্রহণ, লুঠ, লুণ্ঠন, অপহরণ, চুরি, ডাকাইতি, দস্যুবৃত্তি, জোর প্রদর্শন, বল বা শক্তি প্রয়োগ, নিষ্ঠুরতা। = **বধেন বা বন্ধনেন বা জানিযা বা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **হতজানিসু**। (জাতক) **মহাজানিকর; ধনজানি**। ২ স্ত্রী, জায়া, ভার্যা। = **জাযা**।

জানিকা (স্ত্রী) প্রবঞ্চনা, চাতুরী। = **মাযা**। ⇒ **জনিকা**।

জানিপতযো (পুং) দম্পতি, স্বামী এবং স্ত্রী। = **জাযাম্পতি**।

জানিপতি (পুং) = **জানিপতযো**। ⇒ **জানিপতযো**।

জানিযা = **জন্তিযা**। ⇒ **জন্তিযা**।

জানু (ক্লী) জানু, হাঁটু, জানুসন্ধি।

জানুক (ক্লী) = **জানু**। ⇒ **জানু**।

জানুমণ্ডল (ক্লী) জানু, হাঁটু, জানুসন্ধি, হাঁটুর মালাই চাকি, হাঁটুর হাড়, হাঁটুর আবরণ, জানুমণ্ডল, জানুর গোলাকারত্ব বা চাকতি অর্থাৎ জানু। ⇒ **মণ্ডল** (৩)।

জানেতি (ক্রি) ১ জানে, জ্ঞাত আছে। ২ জন্মায়, উৎপন্ন করে, আবিষ্কার করা। = **জনেতি**। ⇒ **জানাতি**।

জাপযতি (ক্রি) জয়ী করানো, বশীভূত করানো, লুণ্ঠন করানো, অপহরণ করানো, উত্তেজিত করা, উৎসাহিত করা, লুঠ করানো। = **হাপযতি**। (বর্ণনায়) **জিগিংসতি**। ⇒ **জযতি**।

জামাত = **জামাতর**। ⇒ **জামাতর**।

জামাতর (পুং) জামাই, কন্যার পতি। = **জামাতা, দুহিতুপতি**।

জামাতা (পুং) জামাতা, জামাই, যাহাকে কন্যাদান করা হয়। = **জামাতর**।

জামাতু (পুং) = **জামাতর**। ⇒ **জামাতর**।

জাযতি (ক্রি) [√জন+য] ১ জন্ম হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, পুনর্জন্ম হওয়া। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **জাযরে** (জাতক)। (অতীত) **জাযি**। (অ-বিণ) **জাত**। (ব-বিণ) **জাযন্ত,**

জাযমান। (ক্রি-বি) **জাযিত্বা**। (তুম্) **জাতুং**। (দীর্ঘনিকায়) **জাযতি লোকো**—সংসারে জন্মগ্রহণ করা; **জীযতি**—বৃদ্ধ হওয়া; **মীযতি**—মরিয়া যাওয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কট্ঠা জাযতি জাতবেদো**—কাষ্ঠ বা ইন্ধনহীন অগ্নি উৎপাদন হওয়া অর্থাৎ দাবানল। (তুলনীয়) **বিজাযতি**। ২ (কর্মবাচ্যে সম্প্রদান কারকে) জন্মন, উৎপাদন করা। = **সঞ্জানেতি, নিববত্তেতি, অভিনিব্বত্তেতি** (চুলনির্দেশ)। (তুলনীয়) **করোতি**। ⇒ **জনতি**।

জাযত্তন (ক্লী) স্ত্রীর অবস্থা, স্ত্রীর ঐশ্বর্য, স্ত্রীর গুণ বা মর্যাদা।

জাযন (ক্লী) জন্ম, কুল, বংশ, বংশ মর্যাদা, প্রসব, উৎপত্তি, আদি, সম্ভ্রান্তবংশ, সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক, আবির্ভাব, দৃষ্টিপথে আগমন।

জাযম্পতিকা (পুং, বহুবচন) দম্পতি, স্বামী এবং স্ত্রী, পতি এবং জায়া। = **জানিপতযো, জযম্পতিকা**।

জাযরে (বিণ) উৎপন্ন, উৎপাদিত। (পুং, স্ত্রী, ক্লী) উৎপন্ন বস্তু, উৎপন্নপুত্র এবং কন্যা। (ক্রি) জন্ম হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। = **জাযতি**।

জাযা (স্ত্রী) জায়া, স্ত্রী, পত্নী।

জাযাম্পতি (পুং) [জাযা+ম+পতি] দম্পতি, স্বামী এবং স্ত্রী। = **জানিপতযো, জাযম্পতিকা**।

জাযাম্পতী (পুং, বহুবচনে) স্বামী এবং স্ত্রী। = **জাযম্পতিকা**।

জাযিকা (স্ত্রী) স্ত্রী, জায়া, পত্নী। = **জাযা**।

জার (পুং) জার, উপপতি, পরস্ত্রীগামী পুরুষ, ব্যভিচারী ব্যক্তি।

জারত (স্ত্রী) উপপত্নী, ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক।

জারত্তন (ক্লী) উপপতির অবস্থা।

জারী (বিণ, স্ত্রী) ব্যভিচারিণী।

জাল (ক্লী) ১ (সাহিত্যে অথবা চরিত্রে) বিপদ, জালের ন্যায় বস্তু, জাল, পাশ, ফাঁদ, প্রবঞ্চনা, জড়াইয়া পড়া, জটিল অবস্থা, চাতুরী। = **মাযা**। **ক** সাহিত্যে:— = **সুত্তজাল** (চুলনির্দেশ); (দীর্ঘনিকায়) **সুত্তময; অন্তোজালিকত**। (দীর্ঘনিকায়) **কিঙ্কিণিক জাল**। (জাতক) **মুত্তাজাল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **লোহজাল**। (বিমানবত্থু) **হেমজাল**। (জাতক) **পব্বতজাল; সিরাজাল**। **খ** চরিত্রে:—এই শব্দটি সর্বদা মারের ফাঁদ বা চক্রান্ত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। (সংযুক্ত নিকায়ে) **মচ্ছুনো**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মারজাল**। (মধ্যম নিকায়) **তণ্হাজাল**। (থেরগাথা) **কামজাল**। (সংযুক্ত নিকায়) **মোহজাল**। (ধর্মপদ) **মোহসম জাল**। (দীর্ঘনিকায়) **দিট্ঠিজাল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ভুম্মজাল**। ২ উত্তাপ, রক্তিমাভা, আবেগবশত উত্তেজনা বা গণ্ডদেশের রক্তিমা, তাপ, অগ্নি, উজ্জ্বল অগ্নিশিখা, উজ্জ্বল আলোক, বর্ণদীপ্তি। = **তেজস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **রংসিজাল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কপ্পবিনাসক জাল**।

জালক (পুং, ক্লী) ১ জাল, ফাঁদ, পাশ। = **জাল** (১)। ২ কুঁড়ি, মুকুল, অঙ্কুর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জালকজাত**—অঙ্কুরে, কুঁড়িতে।

জালকজাত (বিণ) কুঁড়ির মধ্যে উৎপন্ন, অঙ্কুরজাত, মুকুলের মধ্যে উৎপন্ন। ⇒ **জাত** (৪), **জালক** (২)।

জালকুচ্ছি—জালের ছিদ্র। ⇒ **কুচ্ছি**।

জালক্খি = জালক্খিক। ⇒ **জালক্খিক**।

জালক্খিক (ক্লী) [জাল+অক্খিক] জালের ফাঁক, জালের বুনানি, জালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশেষ।

জালতণ্হা—তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারূপ জাল।

জালপূপ ১ (পুং) ফাঁদে বা পাশের মধ্যে রক্ষিত পিষ্টক। (তুলনীয়) **জালপূব**। ২ (পুং, ক্লী) জালপিষ্টক অর্থাৎ জালের ন্যায় প্রস্তুত পিষ্টক। ⇒ **পূপ**।

জালপূব (পুং) পিষ্টকবিশেষ, ডিমের বড়া ইত্যাদি পিষ্টক। = **জালপূপ**। ⇒ **পূব**।

জালরোরুব—অগ্নিশিখাময় রৌরব নরক, দুইটি রৌরব নরকের মধ্যে একটির নাম।

জালসিখা—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। = **অচ্চী**।

জালহত্থপাদ (বিণ) জালের ন্যায় হস্তপদ আছে এমন (৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের মধ্যে ইহা একটি)। ইহা সম্ভবত দীর্ঘনখ-সম্বন্ধীয় শব্দ (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) **জালিতম্বনখেহি** (বিমানবত্থু)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **জালবন্তেহি অভিলোহিত নখেহি। তেন জালি (জাল) হত্থতং মহাপুরিসলক্খণং তম্বনখতং অনুব্যঞ্জনং চ দস্সেতি**।

জালা (স্ত্রী) জ্বালা, অগ্নিশিখা, দাহ, দাহাদির জন্য যাতনা।

জালাকুল (বিণ) চতুর্দিকে জ্বালাময় বা অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত।

জালিক (পুং) জালিয়া, জেলে, ধীবর, যাহারা জাল দিয়া মাছ ধরে বা ফাঁদ পাতে, ব্যাধ, জালিক, মাকড়সা, মর্কট।

জালিকা (পুং) জালি দ্বারা প্রস্তুত যুদ্ধসজ্জা, সারিবদ্ধ যুদ্ধসজ্জা বা সাঁজোয়া।

জালিতম্বনখেহি—লম্বা লম্বা তাম্রবর্ণ নখ দ্বারা। ⇒ **জালহত্থপদ**।

জালিন (বিণ) জাল আছে এমন, ফাঁদ পাতিয়াছে এমন, মুগ্ধ বা প্রলোভিত, প্রতারণাপূর্ণ, ভ্রান্তিজনক। (পুং) **ক** সাহিত্যে:—ধীবর, জেলে। ⇒ **জালিক**। **খ** চরিত্রে:— = **জালিনী**। ⇒ **জালিনী**।

জালিনী (স্ত্রী) লোভ, ইচ্ছা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হাজালিনী**।

জালেতি (ক্রি) [√জল+এ] জ্বলার বা জ্বালাইবার কারণ করা, আলো দেওয়া, প্রজ্জ্বলিত করা, জ্বালানো, জ্বালিয়া দেওয়া, আলোকবিশিষ্ট করা, জ্বালায়, জ্বালে, আগুন জ্বালিয়া দেওয়া, আগুন দেওয়া, উত্তেজিত করা, আলোকিত করা, উদ্রিক্ত করা। = **জলেতি**। ⇒ **জলতি**। (অতীত) **জালেসি**। (অ-বিণ) **জালিত**। (ব-বিণ) **জালেত্ত, জালযমান**। (ক্রি-বি) **জালেত্বা**।

জি (বিণ) জয়ী, বিজয়ী, চিত্তাকর্ষক, বিজয়সূচক। (ধর্মপদ) **সঙ্গামজি**।

জিগচ্ছা (স্ত্রী) = **জিঘচ্ছা**। ⇒ **জিঘচ্ছা**।

জিগিংসক (বিণ) যে ব্যক্তি লাভের ইচ্ছা করে, আকাঙ্ক্ষী, বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, তৃষিত, সন্ধানী, অন্বেষী, অন্বেষণকারী।

জিগিংসতি (ক্রি) [√হর+স; এখানে "হর" স্থানে "গিং" আগম হইয়াছে; ইহা দ্বিত্ব হইয়াছে বলিয়া "গিং" শব্দের পূর্বে "জি" আগম হইয়াছে] ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরোধ করা, লাভের বা উপার্জনের ইচ্ছা করা, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা। (অতীত) **জিগিংসসি**। (অ-বিণ) **জিগিংসিত**। (ব-বিণ) **জিগিংসমান**।

জিগিংসনতা (স্ত্রী) ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, লোভ, পাওয়ার ইচ্ছা।

জিগিংসনা (স্ত্রী) = **জিগিংসনতা**। ⇒ **জিগিংসনতা**।

জিগিংসা (স্ত্রী) = **জিগিংসনতা**। ⇒ **জিগিংসনতা**।

জিগিস্‌সং—ইচ্ছা, বাসনা। = **জিগিংসনতা**।

জিগীংসতি (ক্রি) = **জিগিংসতি**। ⇒ **জিগিংসতি**।

জিগীসতি (ক্রি) = **জিগিংসতি**। ⇒ **জিগিংসতি**।

জিগীসতো—চক্ষুর কোটর হইতে। (জাতক অর্থকথা) **মম জিগীসতো উপধারেত্তস্‌স**।

জিগুচ্ছক (বিণ) অননুমোদনকারী, অপছন্দকারী, নিন্দাকারী, ঘৃণাকারী, বিরাগী। (মধ্যম নিকায়, মিলিন্দ প্রশ্ন) **পথবী জিগুচ্ছক, আপজিগুচ্ছক** ইত্যাদি।

জিগুচ্ছতি (ক্রি) [√গুপ+ছ; এখানে "গু" দ্বিত্ব হইয়াছে এবং "গু" শব্দের প্রথমে "জি" আগম হইয়াছে] বর্জন করা, পরিহার করা, ত্যাগ করা, অত্যন্ত ঘৃণা করা, বিরাগভাজন হওয়া, অপ্রবৃত্তি জন্মানো, অসন্তুষ্ট হওয়া, বিরক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, দূরে সরিয়া থাকা, এড়ানো বা এড়াইয়া চলা, রহিত করা। (দীর্ঘনিকায়) **ইদ্ধি পাটিহারিয়েন অট্টিয়ামি হরায়ামি জিগুচ্ছামি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কায়দুচ্চরিতেন জিগুচ্ছতি**। (সূত্রনিপাত) **কম্মেহি পাপকেহি জিগুচ্ছতি**। = **হিরিয়তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (অতীত) **জিগুচ্ছি**। (অ-বিণ) **জিগুচ্ছিত**। (ব-বিণ) **জিগুচ্ছন্ত, জিগুচ্ছমান**। (ক্রি-বি) **জিগুচ্ছিত্বা, জিগুচ্ছিয়**। (ভ-বিণ) **জিগুচ্ছিতব্ব**। ⇒ **জেগুচ্ছ, জেগুচ্ছিন**।

জিগুচ্ছন (ক্লী) অনিচ্ছা, বিরাগ, অত্যন্ত ঘৃণা, ঘৃণা, অপমান, আদালত অবমাননা।

জিগুচ্ছনা (স্ত্রী) = **জিগুচ্ছন**। ⇒ **জিগুচ্ছন**।

জিগুচ্ছমান (বিণ) ঘৃণা করে এমন, ত্যাগ করে এমন। ⇒ **জিগুচ্ছতি**।

জিগুচ্ছা (স্ত্রী) (কিছুর প্রতি) বিরাগ, ঘৃণা, অত্যন্ত ঘৃণা, বর্জন, ত্যাগ, পরিহার। = **জিগুচ্ছন**। (দীর্ঘনিকায়) **তপো জিগুচ্ছা**—তপস্যা পরিহার। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জিগুচ্ছ-বীভচ্ছ-দস্‌সন**—ঘৃণাব্যঞ্জক এবং বীভৎস বা বিকট দর্শন। ধর্মসঙ্গণী অর্থকথায় কিন্তু ইহার বানান "**দিগুচ্ছা**"।

জিঘচ্ছতি (ক্রি) [√ঘস+ছ; এখানে "গ" দ্বিত্ব হইয়াছে এবং "গ" শব্দের প্রথমে "জি" আগম হইয়াছে আর ধাতুর "স" স্থানে "চ" হইয়াছে] ক্ষুধার্ত হওয়া, ভোজনের বা খাওয়ার ইচ্ছা হওয়া। (অতীত) **জিঘচ্ছি**। (অ-বিণ) **জিঘচ্ছিত**।

জিঘচ্ছা (স্ত্রী) ক্ষুধা, বলবতী ইচ্ছা, স্বাভাবিক ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। (সর্বদা যৌগিকে) **জিঘচ্ছা পিপাসা**—ক্ষুধা এবং পিপাসা। (ধর্মপদ) **জিঘচ্ছা পরমা রোগা**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ইহার বানান "**দিঘচ্ছা**"।

জিঘচ্ছা পরেত (বিণ) ঘৃণায় অতিষ্ঠ। ⇒ **পরেত**।

জিঘচ্ছা পিপাসা (স্ত্রী) ক্ষুধা এবং পিপাসা, ক্ষুধাতৃষ্ণা। = **খুদা-পিপাসা**। ⇒ **জিঘচ্ছা**।

জিঘচ্ছাভিভূত (বিণ) ক্ষুধার্ত। = **ছাত**। (তুলনীয়) **খুদা**।

জিঘচ্ছাবিগম (পুং) ক্ষুধা বিদূরণ। ⇒ **বিগম**।

জিঘঞ্ঞ (বিণ) (সংস্কৃত—জঘন্য) জঘন্য, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, গৌণ, নিম্নতর। = **দিঘঞ্ঞ**।

জিঞ্জুক (পুং) গুল্মজাতীয় গাছড়া বা গাছ, বনজাত যষ্টিমধু। (জাতক) **অক্খীনি জিঞ্জুক ফলসদিসানি; জিঞ্জুক ফলসন্নিভ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জিঞ্জুকগুম্ব**। = **গুঞ্জা, গুঞ্জা**।

জিন্ন (বিণ) ১ ক্ষয়প্রাপ্ত, কমিয়া গিয়াছে এরূপ, হ্রাসপ্রাপ্ত, অবনতি প্রাপ্ত, পচা, বিনষ্ট, যাহা অনেক দিন অবধি আছে এমন, যাহা ভঙ্গ হইয়াছে, ভাগ বা পৃথক হইয়াছে এমন, প্রাচীন, জর্জরিত, পরিপাক প্রাপ্ত, পরিপক্ব, অকেজো, বৃদ্ধ, জীর্ণ, হীনবল প্রাপ্ত, দুর্বল, বিনশ্বর, জরাগ্রস্ত। (চূলনির্দেশ) **বুড্ঢ মহল্লক অদ্ধগত বয়ো-অনুপ্পত্ত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জরাজিন্নতায জিন্ন**। (সূত্রনিপাত) **উরগো ব জিন্নং তচং জহাতি**। (জাতক) **জিন্ন পিলোতিকা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জিন্নবিহারা; জিন্ন সন্দমানিকা; জিন্নকোট্ঠ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **জীন্নঘর**—জীর্ণঘর, ভাঙ্গা বা ভূপতিত ঘর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জীন্নগোণ; = জরগগব**। (তুলনীয়) **জিন্নতর**। ২ পরিপক্ব, হজম করিয়াছে এমন, বুঝিতে পারিয়াছে এমন। ⇒ **জীরতি**।

জিন্নক (বিণ) = **জিন্ন**। ⇒ **জিন্ন**। **জিন্নক পুরিস**—বৃদ্ধ লোক, জীর্ণ পুরুষ। **জিন্নকসালা**—জীর্ণগৃহ, ভাঙ্গা ঘর।

জিন্নক পুরিস ⇒ **জিন্নক**।

জিন্নকসালা ⇒ **জিন্নক**।

জিন্নগোণ = **জীন্নগোণ**। ⇒ **জীন্নগোণ**।

জিন্নঘর ⇒ **জিন্ন** (১)।

জিন্নতর (বিণ) অতিবৃদ্ধ। = **জিন্ন**।

জিন্নতা (স্ত্রী) বার্ধক্যরূপ জরা, বয়স বৃদ্ধি হেতু জীর্ণতা, জীর্ণতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জরাজিন্নতা**।

জিন্নপিলোতিক (ক্লী) জীর্ণবস্ত্র। = **নন্তক**।

জিন্নপিলোতিকা (স্ত্রী) জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, জীর্ণ ছেড়া বস্ত্র। ⇒ **জিন্ন, পিলোতিকা**।

জিত (বিণ) জিত, পরাজিত, জয়লব্ধ, বশীকৃত, জয়ী, জয়কৃত, জয় করিয়াছে এমন, অতিক্রান্ত, বিজিত, প্রভুত্ব প্রাপ্ত, অধ্যবসায় লব্ধ, শান্তকৃত, দমনকৃত। ⇒ **জযতি**। (ক্লী) জয়, সিদ্ধি, সাধানায় ফল লাভ, প্রাপ্তি। (বিনয়) **জিতা মে পাপকা ধম্মা**। ধর্মপদ অর্থকথায় "**অত্তা জিতো সেয্যো**" এর পরিবর্তে "**অত্তা জিতং সেয্যো**" এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **বিজিত**।

জিতং অবজীযতি—দুর্জয় হওয়া। = **দুজ্জিতং হোতি**।

জিতত্ত (ক্লী) [জিত+অত্ত] প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা বা নৈপুণ্য লাভ, কোন বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান, জয়লব্ধ, বশীভূতকরণ, যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন।

জিতবা (বিণ) = **জিত**। ⇒ **জিত**।

জিতাবী (বিণ) = **জিতবা**। ⇒ **জিতবা**।

জিতিন্দ্রিয (বিণ) জিতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় বা বশীভূত করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন। (তুলনীয়) **গুত্তিন্দ্রিয**। (পুং) মুনি, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, বুদ্ধ, অর্হৎ।

জিত্বা (ক্রি-বি) জয় করিয়া। ⇒ **জযতি, জিনাতি**।

জিন (বিণ) জয়ী, বিজয়ী, বিজয়সূচক। (পুং) জয়ী পুরুষ, রিপু বা ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ, জিন, জেতা, বিজিতা, বিজয়ী পুরুষ, বুদ্ধ। (বিনয়) **জিতা মে পাপকা ধম্মা তস্মা'হং উপক জিনো'তি**। (সূত্রনিপাত) **মগ্গজিন; সংসুদ্ধজিন**। (তুলনীয়) **খেত্তজিন**। (থেরীগাথা) **জিন'মহসে রূপিনং লচ্ছিং;** (থেরগাথা অর্থকথা) **জিনা অম্হসে জিনা বত'মহ রূপবতিং সিরিং**।

জিনচক্ক (ক্লী) ধর্মচক্র, বুদ্ধের ধর্ম, বুদ্ধের শাসন, বুদ্ধের ধর্মরাজত্ব, বুদ্ধের ধর্মকর্তৃত্ব।

জিনপুত্ত (পুং) বুদ্ধপুত্র, বুদ্ধের মার্গফললাভী শিষ্য, বুদ্ধশিষ্য, বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ।

জিনভূমি (স্ত্রী) বুদ্ধভূমি, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ভিত্তিভূমি, যে স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, অষ্টবিধ "**পুরিসভূমি**" এর মধ্যে একটি (দীর্ঘনিকায়ও দ্রষ্টব্য)। (বিপ) **পন্নভূমি**।

জিনসাসন (ক্লী) বুদ্ধের ধর্ম, বুদ্ধের শিক্ষা, জিন শাসন, বুদ্ধের ধর্ম শাসন।

জিনাতি (ক্রি) [√জি+না; √জ+অ] জয় করা, বশীভূত করা, দমন করা। = **জযতি**। ⇒ **বিজিনাতি**। (অতীত) **জিনি;** (প্রথমপুরুষ একবচনে) **অজিনি**। (অ-বিণ) **জিত**।(ব-বিণ) **জিনন্ত**। (ক্রি-বি) **জিনিত্বা, জিত্বা, জেত্বা**।

জিম = **জিম্হ**। ⇒ **জিম্হ**।

জিম্হ (বিণ) বক্র, অসরল, কুটিল, তির্যক, অসমান্তরাল, ক্রমনিম্ন, ঢালু; (চরিত্রে) অসৎ, দুষ্ট, প্রবঞ্চক, মিথ্যা, মিথ্যাবাদী, অসাধু, বিশ্বাসঘাতক, কপটী, অমূলক, অবিশ্বাসী, অপ্রকৃত। (তুলনীয়) **বঙ্ক;** (বিপ) **উজু**। (মধ্যম নিকায়) **জিম্হবঙ্ক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চিত্ত জিম্হ বঙ্ক ...;** (বিপ) **উজু**। (তুলনীয়) **কুটিল**।

জিম্হতা (স্ত্রী) বক্রতা, অসরলতা, অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, কপটতা, চাতুরী। (বিপ) **উজুতা**। (ধর্মসঙ্গণী) **জিম্হতা বঙ্কতা**।

জিম্হেয্য (ক্লী) বক্রতা, প্রবঞ্চনা, ছল, ছলনা, প্রবঞ্চক। = **জিম্হতা**। (মধ্যম নিকায়) **সাঠেয্যানি কূটেয্যানি বঙ্কেয্যানি জিম্হেয্যানি**।

জিযা (স্ত্রী) ধনুর জ্যা বা ছিলা, ধনুর্গুণ।

জিযাকার (পুং) ধনুর জ্যা বা ছিলা প্রস্তুতকারক, ধনুর্গুণ প্রস্তুতকারক।

জিব্হগ্গ (পুং, ক্লী) [জিব্হ+অগ্গ] জিহ্বাগ্র, জিহ্বার অগ্রভাগ, জিহ্বার আগা।

জিব্হা (স্ত্রী) জিহ্বা, জিভ, রসনেন্দ্রিয়। ১ শরীরাঙ্গ সম্বন্ধে:—জিহ্বা। প্রেত সম্বন্ধে:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **বিসুকখ কণ্ঠ-ওট্ঠ-জিব্হা**। বুদ্ধের জিহ্বা-সম্বন্ধে:—**পহূত জিব্হতা। সত্তবীসতি মহাপুরিস লক্খণানি। ⇒ পহূতজিব্হতা**। ২ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়:—স্বাদজ্ঞান বা রসেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়। ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে ইহা চতুর্থ ইন্দ্রিয়। "**রূপ**" শব্দে চূলনির্দেশের বর্ণনায়:—**জিব্হায রসং সাযতি**। (দীর্ঘনিকায়) **জিব্হা-বিঞ্ঞেয্য রস**।

জিব্হানিত্তদ্দন (ক্লী) জিহ্বার আড়ষ্টতা বা জড়তা, জিহ্বার আড়ষ্টভাব, যাদুমন্ত্র দ্বারা জিহ্বা স্তব্ধকরণ। = **জিব্হানিখদ্দন**। ⇒ **নিখদ্দন**। = **মন্তেন জিব্হায থদ্ধকরণ**—মন্ত্র দ্বারা জিহ্বা স্তব্ধকরণ (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **নিত্তদ্দন**।

জিব্হানিখদ্দন = **জিব্হানিত্তদ্দন**। ⇒ **জিব্হানিত্তদ্দন**।

জিব্হাযতন (ক্লী) জিহ্বাযতন, জিহ্বারূপ স্থান বা বস্তু, স্বাদ গ্রহণের যন্ত্র, জিহ্বা, স্বাদ-ইন্দ্রিয়। ⇒ **আযতন** (৩)।

জিব্হাবিঞ্ঞাণ (ক্লী) স্বাদজ্ঞান, স্বাদের বোধশক্তি, স্বাদ-সম্বন্ধীয় উপলব্ধি, স্বাদ বুঝিবার অনুভূতি বা জ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, জিহ্বার রস বা স্বাদজ্ঞান।

জিব্হসম্ফস্স—জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের বা স্বাদ-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শ। ⇒ **সম্ফস্স**।

জিব্হিন্দ্রিয (ক্লী) জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, জিহ্বারূপ ইন্দ্রিয়, রস বা স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা।

জিহিংসতি (ক্রি) = **জিগিংসতি**। ⇒ **জিগিংসতি**।

জীরগোণ = **জরগ্গব**। ⇒ **জরগ্গব**।

জীন (বিণ) কমিয়া গিয়াছে এরূপ, ব্যয়িত, নষ্ট; বিযুক্ত, বঞ্চিত, বিনষ্ট, হারানো গিয়াছে এরূপ। ⇒ **জীযতি**। (জাতক) **অত্থং জীন**—অধিকারে বঞ্চিত। (জাতক অর্থকথা) **অত্থং পহীন; অত্থং বিনট্ঠ; জীনা ধনা**।

জীনা ধনা—ধন লুণ্ঠিত। ⇒ **জীন**।

জীমূত (পুং) যে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয়।

জীযতি (ক্রি) [√জি+য] কমিয়া যাওয়া, কমিয়া আসা, খোয়াইয়া যাওয়া, হারাইয়া যাওয়া, বঞ্চিত হওয়া, নষ্ট করা, অপব্যয় করা, হারাইয়া ফেলা, অপব্যয়গ্রস্ত হওয়া,

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া বা করা, জরাভাব প্রাপ্ত হওয়া, জরাগ্রস্ত হওয়া, বৃদ্ধ হওয়া, জীর্ণ হওয়া, ম্লান হওয়া, মলিন হওয়া, কমিয়া যাওয়া, হ্রাস পাওয়া, ক্ষয় হওয়া বা করা, বিযুক্ত হওয়া। ⇒ **জাযতি**। (তুলনীয়) **জযতি, জানি, জরতি, জিন্ন**। (জাতক) **জীযসি; জীযন্তি; ধনা জীযন্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **জীযিত্থ**। (জাতক) **মা জীযি**—(**রতিং**) হইতে বঞ্চিত হইও না। (দীর্ঘনিকায়) **কোচি কুচি ন জীযতি মীযতি;** (তুলনীয়) **জাযতি**। (জাতক) **চক্খূনি জীযরে**—চক্ষু দুইটি দৃষ্টি বা শক্তিহীন হইয়া যাইবে; = **জীযিস্সন্তি**। (অতীতে) **জীযি**। (অ-বিণ) **জীন**। (ব-বিণ) **জীযমান**। (ক্রি-বি) **জেয্য;** ⇒ **অজেয্য**। (তুলনীয়) **পরিজীযতি**।

জীয্যতি (ক্রি) = **জীযতি**। ⇒ **জীযতি**। (জাতক) **মযং জীয্যাম**—আমরা হারাই বা নষ্ট করি; = **মযং পরিহাযাম**।

জীরক (ক্লী) ১ (মসল্লা জাতীয় দ্রব্য) জিরা। ২ পরিপাক, হজমশক্তি, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা। ⇒ **অজীরক**।

জীরণ (ক্লী) অবনতি, হ্রাস, ক্ষয়, পচন, বার্ধক্য, পরিপাক, হজম, হৃদয়ঙ্গম।

জীরণতা (স্ত্রী) বার্ধক্যবশত জরা, ক্ষয়ের অবস্থা, হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থা, নষ্টাবস্থা। = **জীরণ**।

জীরতি (ক্রি) [√জির+অ] ১ নষ্ট করা, ধ্বংস করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, বিরক্ত হওয়া, ধ্বংসের পথে আনা, অহিত করা, অপকার করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা। ২ বৃদ্ধ হওয়া, জীর্ণ হওয়া, পুরাতন হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জরা-ধম্মং মা জীরি**—জরাধর্মকে জীর্ণ করিও না অর্থাৎ বৃদ্ধ হওয়ার নীতি কার্যকরী না হউক। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চক্খূনি জীরন্তি**। (তুলনীয়) **জীযতি**। ৩ পরিপাক হওয়া, হজম হওয়া, ভাব বা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হওয়া। (অতীত) **জীরি**। (অ-বিণ) **জিন্ন**। (ব-বিণ) **জীরমান**। (কর্মবাচ্যে) **জীরযতি**। (করণে) **জীরেতি, জীরাপেতি**।

জীরযতি (ক্রি) = **জীরতি**। ⇒ **জীরতি**।

জীরাপেতি (ক্রি) নষ্ট করানো, ধ্বংস করানো। ⇒ **জীরতি**। (থেরগাথা অর্থকথায়) **নিজ্জরেতি** (**জীরাপেতি বিনাপেতি**)। = **জীরেতি**। (ভবিষ্যৎ) **জীরাপেস্সামি**।

জীরাপেস্সামি (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) ⇒ **নিজ্জরেতি, জীরাপেতি**।

জীরেতি (ক্রি) নষ্ট করা, কমাইয়া ফেলা, হ্রাস করা, ক্ষয় করা, পরিপাক করা, হজম করা, জীর্ণ করা, মনে গ্রহণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, ধৈর্য সহকারে সহ্য করা, সারসংক্ষেপ করা, সম্পন্ন করা, কার্যে পরিণত করা, তৈয়ার করা, নিজের যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন করা, নিঃশেষ করা। ⇒ **জীরতি**। এই শব্দটি "**ভতি**" সম্বন্ধেও প্রজোয্য, যেমন—পারিশ্রমিক অর্থে:—**ভতিং অজীরাপেত্বা**—পারিশ্রমিক গ্রহণে কাজ না করিয়া (জাতক)। = **জীরাপেতি**। (অতীত) **জীরেসি**। (অ-বিণ) **জীরাপিত**। (ব-বিণ) **জীরাপেন্ত**।

জীব (পুং) ১ জীব, প্রাণী, জন্তু। (দীর্ঘনিকায়) **সব্বে জীবা**—সর্বপ্রাণী; (বর্ণনায়) **সত্তা, পাণী, ভূতা**। = **জীভসঞ্ঞী** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **তং জীবং তং সরীরং উদাহু অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং সরীরং**—সেই জীব সেই শরীর অথবা অন্য জীব অন্য শরীর অর্থাৎ জীব একবস্তু শরীর অন্য বস্তু। ২ জীবন, প্রাণ। (দীর্ঘনিকায়) **যাবজীবং**। ৩ (ক্লী) জীবকপক্ষীর সংজ্ঞা বা চিহ্ন। ⇒ **জীবতি**।

জীবং-জীবক (পুং) এক জাতীয় পক্ষীর নাম, একজাতীয় সুন্দর পক্ষীবিশেষ, যে পক্ষী "**জীবং-জীব**" অর্থাৎ জীবকুল দীর্ঘজীবী হও (আধুনিক কবির ভাষায় "বৌ কথা কও, বৌ কথা কও বলিয়া শব্দ করা), "বৌ কথা কও" শব্দকারী পক্ষী। জৈন গ্রন্থের বিশেষ ভাষায়:—**জীবং জীবেণ গচ্ছঙ্গ জীবং জীবেণং চিট্ঠঈ**—সে জীবন সহ বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ সে পাখির ন্যায় চলে।

জীবক (পুং) জীবক এক ব্যক্তির নামবিশেষ, জীবক নাম ব্যক্তি। ইনি ছিলেন ভিষজ্ঞ চিকিৎসক। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দাতব্য চিকিৎসা করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি বুদ্ধভক্ত উপাসক ছিলেন। (বিণ) যে প্রাণ ধারণ করে বা বাঁচিয়া থাকে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বন্ধুজীবক**—এক বৃক্ষের নাম বিশেষ।

জীবগাহ (বিণ) জীবন্ত ধরিয়া আনে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **জীবগাহং গহেতি**—(বন্দীকে) জীবন্ত ধরিয়া আনে। (জাতক) **করমর গাহং গহেতি**। ⇒ **গাহং, করমর**।

জীবগাহং (ক্রি-বিণ) জীবন্ত গ্রহণ করে এরূপভাবে। (বিভা) **জীবগাহং গণ্হাতি** অথবা **গণ্হাপেতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (ক্লী) জীবন্ত গ্রহণ। (তুলনীয়) **করমর**। ⇒ **জীবগাহ**।

জীবঞ্জীবক = **জীবং-জীবক**। ⇒ **জীবং-জীবক**।

জীবতি (ক্রি) [√জীব+অ] জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা, বাস করা, জীবনধারণ করা, থাকা, পুষ্ট হওয়া, জীবন্ত হওয়া, চটপটে হওয়া, কর্মচঞ্চল হওয়া, সচেতন হওয়া, সজ্ঞান হওয়া, চালু হওয়া, (কিছুতে নির্ভর করিয়া) বাঁচিয়া থাকা। (পঞ্চমী) **জীব;** (জাতকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদানে) **চিরংজীব**—দীর্ঘায়ু হও; অথবা (সূত্রনিপাত) **চিরং জীবাহি;** অথবা (পেতবত্থু) **চিরং জীবন্তু**। (অতীত) **জীবি**। (অ-বিণ) **জীবিত**। (ব-বিণ) **জীবে, জীবং, জীবমান, জীবন্ত, জীবরে**। (ক্রি-বি) **জীবিত্বা**। (তুম) **জীবিতুং**।

জীবদন্ত (পুং) জীবন্ত প্রাণীর বা জন্তুর দাঁত।

জীবন (ক্লী) জীবন, প্রাণধারণ, জীবিকা, জীবনোপায়, সম্পত্তি, জীবিকার উপায়, অবস্থান, প্রাণ, বৃত্তি ও জীবিকা, জীবিকা নির্বাহের উপায়। জাতকে ইহার বানান দৃষ্ট হয় "**জীবা**"—(বিণ) জীবন্ত, জীবিকার উপায়স্বরূপ; = **জীবিনো;** (জাতক) **যাচন জীবিনো**।

জীবপটিজীবং ⇒ **পটিজীবন**।

জীবমানক (বিণ) জীবন্ত, সজীব, সচেতন, চটপটে, কর্মচঞ্চল, চালু, সজ্ঞান, বাসকারী, অবস্থানকারী, জীবিত।

জীবলোক (পুং) জীবলোক, প্রাণীজগত, জীবজগৎ।

জীবসঞ্জ্ঞী (স্ত্রী) প্রাণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, অতি সূক্ষ্মজীব। (বিণ) যাহার সংজ্ঞা বা চেতনা আছে বলিয়া ধারণা করা যায়, যে সমস্ত প্রাণীর প্রাণ আছে বলিয়া ধারণা করা যায়।

জীবসূল—জীবনসীমা, প্রাণদণ্ড দিবার শূলদণ্ড।

জীবসোকিন (বিণ) দুঃখের সহিত জীবনযাপনকারী, দুঃখপূর্ণ জীবিকা নির্বাহকারী, দুঃখের সহিত যাহার জীবন পরিচালিত হয়। = **সোকজীবিন**।

জীবান (বিণ) জীবনোপায়স্বরূপ, জীবন্ত, সচেতন। (জাতক) **যাচনজীবান**। ⇒ **জীবন**। (ক্লী) = **সজীবান**। ⇒ **সজীবান**।

জীবিকং কপ্পেতি—জীবনধারণ করিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকে, জীবনের বা বাঁচিয়া থাকার উপায় সন্ধান করে। ⇒ **জীবিকা**।

জীবিক কপ্পন ⇒ **কপ্পন**।

জীবিকা (স্ত্রী) জীবিকা, জীবনোপায়, জীবনধারণের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়, বৃত্তি, সম্পত্তি। (যৌগিকে) **জীবিকং কপ্পেতি** (জাতক)। (জাতক) **জীবিকা কপ্পক**।

জীবিকা কপ্পক (পুং) জীবনযাত্রা নির্বাহকারী ব্যক্তি, জীবনোপায় সন্ধানকারী ব্যক্তি বা জীব। ⇒ **জীবিকা**।

জীবিকা পকতা = **আজীবিকা পকতা**। ⇒ **আজীবিকা পকতা**।

জীবিত (বিণ) জীবিত, বাঁচিয়া আছে এমন। ⇒ **জীবতি**। (ক্লী) জীবন, জীবনিশক্তি, সজীবতা, আয়ু, জীবনকাল, শক্তি, প্রাণপ্রবণতা, প্রাণচঞ্চলতা, জীবনচরিত, সজীব প্রাণী, জীবনধারণের অবস্থা, জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা, প্রাণিজগৎ, প্রিয়বস্তু, জীবন্ত বিষয় বা আদর্শ, জীবনের বিস্তার বা পরিসর, জীবিকা, জীবনোপায়, জীবন নির্বাহের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়। (তুলনীয়) **জীবিকা**। (মধ্যম নিকায়) **অপ্পং জীবিতং; অপ্পকং পরিত্তং জীবিকং**। (পেতবত্থু) **ইত্তরং জীবিতং**। **জীবিতা বিজহতি**। (বিনয়) **জীবিতা বোরোপেতি**—জীবন বিযুক্ত বা বঞ্চিত করা, বধ করা, ধ্বংস করা।

জীবিতং—জীবন, প্রাণ, জীবনধারণ, জীবিকা। ⇒ **জীবিত**।

জীবিতক্খণ—জীবিতক্ষণ, জীবনের মুহূর্তকাল সময়, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত।

জীবিতক্খয (পুং) জীবনক্ষয়, জীবনবিচ্ছেদ, জীবন অবসান, মৃত্যু, আয়ুক্ষয় অর্থাৎ মৃত্যু।

জীবিতদান (ক্লী) জীবনদান, জীবন রক্ষা, জীবনের প্রতি যত্ন।

জীবিতনিকন্তি—জীবনের আশা, জীবিত থাকার ইচ্ছা।

জীবিত পরিক্খার (ক্লী) জীবিত থাকার জন্য আবশ্যকীয় বস্তু, জীবনের সম্বল, জীবনধারণের উপকরণ বা আবশ্যকীয় দ্রব্য। ⇒ **পরিক্খার** (২ক)।

জীবিত পরিচ্চাগ—জীবন ত্যাগ, জীবন দান। ⇒ **পরিচ্চাগ** (১)।

জীবিত পরিযাদান (ক্লী) জীবনের নিবৃত্তি বা অবসান, জীবনের পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি।

জীবিত পরিযোসান (ক্লী) জীবন অবসান, মৃত্যু, জীবনের পর্যাবসান, জীবনের পরিসমাপ্তি, আয়ুক্ষয়।

জীবিত মদ (পুং) জীবনের অহঙ্কার, জীবন বা আয়ু সম্বন্ধীয় গর্ব। ⇒ **মদ** (২)।

জীবিতরূপ (বিণ) জীবন্ত, সজীব, জীবিত, ক্ষিপ্র, সতেজ, জীবন বা প্রাণ আছে এমন।

জীবিতবুত্তি (স্ত্রী) জীবিকা, জীবনধারণের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়, জীবিকা নির্বাহ, জীবিকার্জন। ⇒ **বুত্তি**।

জীবিত বোরোপন—জীবন হানিকরণ, প্রাণ নাশ করণ, প্রাণে বধ করণ। ⇒ **বোরোপন**।

জীবিত সংসয (পুং) জীবন সংশয়, জীবনের অনিষ্ট, জীবনের বিপদ।

জীবিত সঙ্খয (পুং) জীবনের ক্ষয়, জীবনের পরিহানি। = **জীবিতক্খয, জীবিত পরিযোসান**।

জীবিত সঙ্খার (পুং) জীবন সংস্কার, প্রাণধারণের উপাদান বা ইচ্ছা, বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, জীবিত থাকার সঙ্কল্প। (তুলনীয়) **ভবসঙ্খার, আয়ুসঙ্খার**। ⇒ **সঙ্খার** (১ক)।

জীবিত হেতু (ক্রি-বিণ) জীবিত হেতু, বাঁচিয়া থাকার দরুণ, জীবনের ভিত্তি বা অবলম্বনের উপর, জীবনের খাতিরে, জীবনের নিমিত্ত।

জীবিতা ঠিতি (ক্লী) (অবশিষ্ট) জীবনের স্থিরতা বা স্থিতিকাল। (তুলনীয়) **ঠিতকপ্পিন**। ⇒ **ঠিতি**।

জীবিতায়ে (তুম্) বাঁচিতে, বাঁচিয়া থাকিতে, জীবনধারণ করিতে।

জীবিতাবসেস [জীবিত+অবসেস] জীবনের অবশিষ্ট অংশ, বাকি জীবন, জীবনাবশিষ্ট, জীবনাবশেষ।

জীবিতাসা (স্ত্রী) জীবনের আশা, বাঁচিবার আশা।

জীবিতিন্দ্রিয (ক্লী) জীবনের কার্যক্ষমতা, প্রাণমূল, জীবনীশক্তি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জীবিতিন্দ্রিয উপচ্ছেদ**—জীবনীশক্তি ধ্বংস বা মৃত্যু। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **জীবিতিন্দ্রিয়ং উপচ্ছিন্দতি**—জীবন বা জীবনীশক্তি ধ্বংস করা, মৃত্যু ঘটানো।

জীবিতুকাম (বিণ) জীবনধারণের ইচ্ছুক, বাঁচিবার ইচ্ছা করে এমন, প্রাণের আকাঙ্ক্ষী।

জীবিন (বিণ) জীবন্ত, সজীব, জীবিত, ক্ষিপ্র, সতেজ, জীবন পরিচালিত, জীবন প্রধান, জীবন মুখ্য। (তুলনীয়) **দীমজীবিন, ধম্মজীবিন**।

জীবিনো (বিণ) = **জীবান**। ⇒ **জীবান**।

জীবী (বিণ) জীবী, সজীব, জীবন্ত, যাহার জীবন আছে।

জুণ্হ (বিণ) জ্যোৎস্নাময়, চাঁদের আলোকে উজ্জ্বল বা আলোকিত।

জুণ্হপক্খ (পুং) শুক্লপক্ষ, চন্দ্রপক্ষের ১৫ দিন, জ্যোৎস্নাসম্বলিত পনের দিন, পূর্ণমাসীর পূর্ববর্তী ১৫ দিন। = **সুক্কপক্খ**। (বিপ) **কালপক্খ, কণ্হপক্খ**। ⇒ **পক্খ** (১গ)।

জুণ্হা (স্ত্রী) জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা, চন্দ্রালোক, চাঁদের কিরণ, চাঁদের শোভা, জ্যোৎস্না রাত্রি, শুক্লপক্ষ, শুক্ল পক্ষের ১৫ দিন। = **জুণ্হপক্খ**। (বিপ) **কালপক্খ**।

জুণ্হাপক্খ = জুণ্হা। ⇒ **জুণ্হা**।

জুতি (স্ত্রী) জ্যোতিঃ, প্রকাশ, শিখা, আলোক, দীপ্তি, জ্বালা, প্রভা, উজ্জ্বলতা, শোভা, চটক, জাঁকজমক, শ্রী, গৌরব, দিন, আলোর উৎস বা কারণ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতিঃ, প্রত্যুষ, প্রকাশ্য দৃশ্য। মধ্যম নিকায়ে বোধ হয় ভুলবশতঃ "**গতিচুতি**" শব্দের পরিবর্তে "**গতিজুতি**" লেখা হইয়াছে।

জুতিক (বিণ) জ্যোতিষ্ক, দীপ্তিময়, জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্মান, যাহার আলোক বা জ্যোতিঃ আছে, প্রকাশমান। (দীর্ঘনিকায়) **মহাজুতিক**। ⇒ **জুতি**।

জুতিধর (বিণ) = **জুতিন্ধর**। ⇒ **জুতিন্ধর**।

জুতিন্ধর (বিণ) জ্যোতিধর, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃপূর্ণ, প্রভাময়, অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, দীপ্তিমান, গৌরবান্বিত, যাহাতে প্রভা বা আলোক আছে, যে ব্যক্তি আলোক দেখায় বা বহন করে।

জুতিমতা (স্ত্রী) উজ্জ্বলতা, প্রসিদ্ধি, সমুন্নতি, উচ্চ অংশ, প্রভা, দীপ্তি, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব।

জুতিমন্ত (বিণ) জ্যোতিষ্মান, জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃসম্পন্ন, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, গৌরবান্বিত; (সাধরণত চরিত্রে) জ্ঞানে বা প্রজ্ঞায় বিখ্যাত, জ্ঞানবৃদ্ধ, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, মহান আলোকময়। = **ঞাণজুতিযা জোতেত্বা** (ধর্মপদ অর্থকথা), **ঞাণজুতিযা জুতিমা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। "**জুতিমন্ত**" শব্দের পরিবর্তে "**জুতিমন্ত**" ভুল শব্দ।

জুতিমন্ততা (স্ত্রী) প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, শোভা, জাঁকজমক, শ্রী, চটক, গৌরব।

জুতিমা (বিণ) জ্যোতিষ্মান।

জুহতি (ক্রি) [√হু+অ; "হু" দ্বিত্ব হইয়া "হু হু" হইয়াছে; এখানে প্রথম "হু" এর স্থানে "জ"+উ = জু এবং দ্বিতীয় "হু" এর স্থানে "উ" এর পরিবর্তে "অ" হইয়া "হ" হইয়াছে; এখন জু+হ = জুহ+তি = জুহতি] আহুতি দেওয়া, আত্মদান করা, সমর্পণ করা, উৎসর্গ করা, (আগুনের মধ্যে) ঢালা বা নিক্ষেপ করা, (কাহারও নামে পুস্তকাদি) উৎসর্গ করা, বলি দেওয়া, ত্যাগ করা, উপহার দেওয়া, দেবোদ্দেশে প্রদান বা নিবেদন করা, নৈবেদ্য প্রদান করা, পূজা করা, দেওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্গিং জুহতি**। (চূলনির্দেশ) **দেতি চীবরং** ইত্যাদি। **অগ্গিহুত্তং জুহতো**। (অতীত) **জুহি**। (অ-বিণ) **হুত**। (ভবিষ্যত) **জুহিস্সতি**। (ভ-বিণ) **হুনিতব্ব**। ⇒ **হবি, হোম**।

জুহন (ক্লী) যাগ, হোম, যজ্ঞ, বলিদান, ক্ষতিস্বীকার, বলি, উৎসর্গ, ত্যাগ, নাশ, উপহার, নৈবেদ্য, প্রদান, প্রস্তাবন।

জুহোতি (ক্রি) [√হু+অ; "হু" দ্বিত্ব হইয়া "হু হু" হইয়াছে; এখানে "হু" এর স্থানে "জ"+উ = জু এবং দ্বিতীয় "হু" এর স্থানে "উ" এর পরিবর্তে "ও" হইয়া "হো" হইয়াছে; এখন জু+হো = জুহো+তি = জুহোতি] = **জুহতি**। ⇒ **জুহতি**।

জূত (ক্লী) জুয়াখেলা, পাশাখেলা। (দীর্ঘনিকায়) **জূতপ্পমাদট্ঠান**। (জাতক) **জূতং কীলতি**---পাশাখেলা করা। ⇒ **দূত**।

জূতকার (পুং) জুয়াড়ি।

জূতগীত—পাশাখেলায় জিতিবার জন্য দাম ফেলিবার গান বা ছড়া।

জূতপমাদট্ঠান (ক্লী) জুয়াখেলা, পাশাখেলা, জুয়াখেলার স্থান বা আড্ডা। ⇒ **ঠান** (৩ক)।

জূতমণ্ডল (ক্লী) পাশা বা জুয়াখেলার উচ্চমঞ্চ বা টেবিল, জুয়া বা পাশাখেলার ঘর বা কাষ্ঠফলক অর্থাৎ যে মোটা কাগজে বা কাষ্ঠফলকে পাশাখেলার চিত্র অঙ্কিত থাকে। = **ফলক**। ⇒ **মণ্ডল** (৪)।

জূতসালা (স্ত্রী) জুয়াশালা, জুয়াঘর, জুয়া বা পাশাখেলা খেলিবার সুবৃহৎ কক্ষ।

জে ১ (শব্দের অংশমাত্র) হাহা ! অহ অহ ! অহ ! তারপর ! প্রভৃতি বিস্ময়সূচক শব্দ। সাধারণত ইহা চাকরানীকে বা নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোককে তুচ্ছার্থে আহ্বানসূচক শব্দবিশেষ, যেমন---হে ! ওহে ! (বিনয়) **গচ্ছ জে**। ২ (হর্ষ-বিস্ময়সূচক) মহাশয়, মান্যবর (সম্মানার্থে ব্যবহৃত শব্দ)।

জেগনিক = জেবনীয। ⇒ **জেবনীয**।

জেগুচ্ছ (বিণ) নীচ, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ, ঘৃণাজনক, ঘৃণ্য, ঘৃণিত, তুচ্ছ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসুচি জেগুচ্ছ**। (তুলনীয়) **পরিজেগুচ্ছ**।

জেগুচ্ছিতা (স্ত্রী) বিরতি, বর্জন, পরিহার, ত্যাগ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিরাগ, অত্যন্ত ঘৃণা।

জেগুচ্ছিন (বিণ) ঘৃণাকারী, বর্জনকারী, অবজ্ঞাকারী। (মধ্যম নিকায়) **পরম জেগুচ্ছিন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাপ জেগুচ্ছিন**।

জেগুচ্ছিয (বিণ) = **জেগুচ্ছ**। ⇒ **জেগুচ্ছ**।

জেগুচ্ছী (বিণ) = **জেগুচ্ছিন**। ⇒ **জেগুচ্ছিন**।

জেট্ঠ (বিণ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, অগ্রজ, অগ্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত বড়, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, উত্তম। (দীর্ঘনিকায়) **অগ্গো জেট্ঠো**

সেট্‌ঠা—অগ্র জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। (বিপ) **কনিট্‌ঠ**। (পুং) জ্যৈষ্ঠ মাস। ⇒ **মাস** (১)।

জেট্‌ঠক (বিণ) = **জেট্‌ঠ**। ⇒ **জেট্‌ঠ** (বিণ)। (পুং) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বড় ভাই, যে ভাইয়ের জন্ম অগ্রে হইয়াছে। (বিপ) **কনিট্‌ঠ**।

জেট্‌ঠক তাপস (পুং) শ্রেষ্ঠ বা বড় তাপস, প্রধান তপস্বী।

জেট্‌ঠক পেসকার (পুং) তাঁতিদের দলের প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

জেট্‌ঠক ভরিযা (স্ত্রী) প্রধানা স্ত্রী।

জেট্‌ঠকভাতিক (পুং) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বড় ভাই। ⇒ **ভাতিক**।

জেট্‌ঠক কম্মার (পুং) রৌপ্যকার বা স্বর্ণকার দলের প্রধান ব্যক্তি।

জেট্‌ঠক বাণিজ (পুং) বণিকদলের প্রধান ব্যক্তি।

জেট্‌ঠকসীল (ক্লী) প্রধান বা শ্রেষ্ঠ শীল, ভিক্ষুদের প্রধান বা শ্রেষ্ঠ শীলধর্ম, প্রাতিমোক্ষ শীল। = **পাটিমোক্‌খ**।

জেট্‌ঠতর (বিণ) জ্যেষ্ঠতর, সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, উর্ধ্বতন (কর্মচারী)।

জেট্‌ঠপুত্ত (পুং) জ্যেষ্ঠপুত্র, পুত্রগণের মধ্যে যে পুত্র অগ্রে জন্মিয়াছে। = **পুব্বজপুত্ত**।

জেট্‌ঠভগিনী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ভগ্নিগণের মধ্যে যে ভগ্নি অগ্রে জন্মিয়াছে, সর্বাপেক্ষা বড় বোন, নিজের বা নিজ অপেক্ষা অগ্রজা ভগিনী।

জেট্‌ঠভাতা (পুং) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বড় ভাই, অগ্রজ ভাই, সকলের বড় ভাই, নিজ অপেক্ষা বড় ভাই। = **জেট্‌ঠ ভাতিক**।

জেট্‌ঠ ভাতিক (পুং) জ্যেষ্ঠ ভাই। = **জেট্‌ঠভাতা**।

জেট্‌ঠভাতু (পুং) = **জেট্‌ঠভাতিক**। ⇒ **জেট্‌ঠভাতিক**।

জেট্‌ঠমাস (পুং) জ্যৈষ্ঠ মাস। = **জেট্‌ঠ** (পুং)। ⇒ **মাস** (১)।

জেট্‌ঠ যক্‌খিনী (স্ত্রী) প্রধানা যক্ষিণী, শ্রেষ্ঠা যক্ষিণী।

জেট্‌ঠাপচাযন (ক্লী) জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

জেট্‌ঠা পচাযিক (বিণ) **জেট্‌ঠাপচাযিন**। ⇒ **জেট্‌ঠাপচাযিন, অপচাযিক**।

জেট্‌ঠা পচাযিকা (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক জ্যেষ্ঠ বা গুরুজন বর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

জেট্‌ঠাপচাযিতর (বিণ) জ্যেষ্ঠ বা গুরুজনবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী।

জেট্‌ঠাপচাযিন (বিণ, পুং) জ্যেষ্ঠ বা বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী, জ্যেষ্ঠদের বা শীর্ষস্থানীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। = **বদ্ধপচাযিন, জেট্‌ঠাপচাযিক**। ⇒ **বদ্ধ** (১ বিণ)।

জেট্‌ঠাপচাযী = **জেট্‌ঠাপচাযিন**। ⇒ **জেট্‌ঠাপচাযিন**।

জেতবে (তুম) জয় করিতে।

জেতব্ব (ভ–বিণ) জয় করা উচিত, জয় করিবার যোগ্য, জয়ের উপযুক্ত। = **জেয্য**।

জেতা (পুং) জেতা, জয়ী পুরুষ।

জেতি (ক্রি) [√জি+এ] জয় করা। = **জযতি**। (অতীত) **জেসি**। (ব–বিণ) **জেত্ত**। (ক্রি–বি) **জেত্বা**। (ভ–বিণ) **জেয্য**। (তুম) **জেতুং**।

জেতু (পুং) বিজেতা, বিজয়ী পুরুষ।

জেতুং (তুম) জয় করিতে। = **জেতবে**। ⇒ **জেতি**।

জেত্বা (ক্রি–বি) জয় করিয়া। = **জিত্বা**। ⇒ **জেতি**।

জেয্য (ভ–বিণ) জয় করার যোগ্য, জয় করা উচিত, জয় করা কর্তব্য। ⇒ **জেতি**।

জেবনিক = **জেবনীয**। ⇒ **জেবনীয**।

জেবনীয (ক্লী) এক প্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, ধনুর তীরের ন্যায় অস্ত্রবিশেষ, শেল, বল্লম, বিদ্ধ করার অস্ত্র। (যৌগিকে) **আবুধ জেবনীয; সলাক জেবনীয**।

জোতক (বিণ) আলোকিত, আলোক সজ্জিত, প্রকাশিত, ব্যাখ্যাকৃত, ব্যাখ্যাত।

জোততি (ক্রি) [√জুত+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান হওয়া বা করা, জমকাল হওয়া, গৌরবান্বিত হওয়া, চাংকার হওয়া, অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া, স্বচ্ছ হওয়া, পরিষ্কৃত হওয়া, সুন্দর হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া, সুখী হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, চতুর হওয়া, সুদক্ষ হওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জোততি = ওভাসেন্তি**। (অতীত) **জোতি**। (ব–বিণ) **জোতন্ত**।

জোতন (ক্লী) উজ্জ্বলতা, কিরণদান, দীপ্তি, আলোক, আলোকদান, আলোকিত করণ, দীপালী, পুস্তকের পত্র রঞ্জন, জাঁকজমক, ব্যাখ্যা, অর্থ, ভাষ্য।

জোতনা (স্ত্রী) = **জোতন**। ⇒ **জোতন**।

জোতযে = **জোতেয্য**। ⇒ **জোতেয্য, জোতেতি**।

জোতি (স্ত্রী) প্রকাশ, শিখা, জ্যোতিঃ, আলোক, দীপ্তি, জ্বালা, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতিঃ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, বিখ্যাত লোক, দর্শনশক্তি, উজ্জ্বলতা, প্রভা, শোভা, চটক, জাঁকজমক, শ্রী, গৌরব। (ক্লী) গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ, তেজঃ, চৈতন্য, চেতনাশক্তি, চক্ষুর তারকার মধ্যস্থিত দর্শনসাধন পদার্থ। (পুং) অগ্নি, সূর্য। (সংযুক্ত নিকায়) **সজোতিভূত**।

জোতিক (পুং) = **জোতিকা**। ⇒ **জোতিকা**।

জোতিকা (স্ত্রী) ব্যাখ্যা, অর্থ, ভাষ্য। কতকগুলি ভাষ্যের নাম, যেমন—সূত্রনিপাত ভাষ্যের নাম এবং খুদ্দক নিকায়ে অর্থকথার নাম "**পরমত্থজোতিকা**"; = **দীপনী**, যেমন—থেরীগাথার ভাষ্য বা অর্থকথার নাম "**পরমত্থ দীপনী**"।

জোতিত (বিণ) অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়। ⇒ **জোতেতি**।

জোতি পরাযণ (বিণ) জ্যোতি পরায়ণ, আলোক প্রাপ্তির

জন্য তৎপর, প্রসিদ্ধি লাভের জন্য অভীষ্ট, যশ লাভের জন্য অনুরক্ত।

জোতিপবক—উজ্জ্বল অগ্নি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **চন্দিম-সুরিয-নক্খত্ত-তারক-রূপানং সাধারণ-নামং**।

জোতিপাসাণ (পুং) স্ফটিক মণি, স্ফটিক দ্বারা প্রস্তুত উজ্জ্বল কাচবিশেষ।

জোতিমালিকা (স্ত্রী) এক প্রকার যন্ত্রণা (জীবন্ত মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিলে অথবা জ্বলন্ত লৌহমালা গলায় পরাইয়া দিলে যে যন্ত্রণা অনুভূত হয়)।

জোতিয = **জোতিকা**। ⇒ **জোতিকা**।

জোতিরস—চিন্তামণি পাথর, এক প্রকার মণি বা মূল্যবান পাথর।

জোতিসত্থ (ক্লী) গ্রহবিজ্ঞান-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, জ্যোতিঃশাস্ত্র, গণিত জ্যোতিষ, ছয়টি বৈদিক অনুশাসনের মধ্যে একটি। (তুলনীয়) **জোতিসা**। ⇒ **ছলঙ্গ**।

জোতিমন্ত (বিণ) জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্ক, জ্যোতিসম্পন্ন, উজ্জ্বল, প্রভাস্বর, দীপ্তিময়, গৌরবমণ্ডিত, শ্রীসম্পন্ন, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা সম্পন্ন, মহাপ্রজ্ঞাবান। = **পঞ্ঞাজোতি সম্পন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

জোতিসা (স্ত্রী) গ্রহবিজ্ঞান-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ প্রভৃতি-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতজ্যোতিষ, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, গণনাশাস্ত্র।

জোতেতি (করণে ক্রিয়া) আলোকিত করা, আলোক দেওয়া, পরিষ্কার করা, উজ্জ্বল করা, কিরণ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করা, ভাষ্য করা। = **ভাসযে জোতযে ধম্মং** (জাতক)। (জাতক টীকা) **কথেয্য** = **জোতেয্য জোতযে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ঞাণজোতিযা জোতেত্বা**। (অতীতে) **জোতেসি**। (অ-বিণ) **জোতিত**। (ব-বিণ) **জোতেন্ত, জোতযমান**। (ক্রি-বি) **জোতেত্বা**। (তুম) **জোতেতুং**।

জোতেয্য = **ভাসেয্য**। ⇒ **ভাসতি**।

ঝ

ঝ—চ বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন তালুজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু, এইজন্য ইহাকে তালুজ বর্ণ বলে।

ঝত্ত (বিণ) অগ্নি প্রদত্ত, অগ্নিদগ্ধ, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট, ব্যয়িত, ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত, (ক্ষুধাতৃষ্ণায়) শুষ্ক। (যৌগিকে) **ছাতঝত্ত** (জাতক)।

ঝত্বা (ক্রি-বি) অগ্নিদগ্ধ হইয়া। ⇒ **ঝাপেতি**।

ঝস (পুং) ১ মাছ, মৎস্য, মীন। ২ জানালা অথবা খোলা ঘর বা স্থান।

ঝান (ক্লী) ১ ধ্যান, সমাধি, চিত্তের একাগ্রতা, মনের সমাহরণ বা সমাবেশ, চিত্তের একই কেন্দ্রে মিলন বা ঘণীকরণ, ধর্মবিষয় অবলম্বন করিয়া গাঢ় চিন্তা। ৪০টি শমথ ধ্যান বিষয়ের যে কোন একটিকে অথবা বিদর্শন ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া উন্নতিমূলক চিন্তাধারায় তদ্ভাবতদগত মানসিক প্রক্রিয়ার নাম ধ্যান। এই ধ্যানে পাঁচটি অঙ্গ থাকে, যথা—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা—তদ্ধেতু এই ধ্যানকে "**পঞ্চঙ্গিক ঝান**" অথবা পঞ্চ অঙ্গযুক্ত ধ্যান বলা হয়। বিশুদ্ধিমার্গে ধ্যান বর্ণনায়:—**আরম্মণূপনিজ্ঝানতো পচ্চনীকঝাপনতো বা ঝানং** অর্থাৎ বিষয়বস্তু অবলম্বনে গাঢ় চিন্তা হইতে এবং যে কোন প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ বিষয়ের পরিতাপ হইতে ধ্যান বলা হয়। ২ ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ, অগ্নি।

ঝানকম্ম (ক্লী) ধ্যানকর্ম, ধ্যানকার্য, ভাবনাকার্য, প্রথম ধ্যান-দ্বিতীয় ধ্যান ইত্যাদি ধ্যানের কর্মক্রিয়া।

ঝানকীলা—ধ্যান্যাভ্যাসরূপ ক্রীড়া।

ঝানঙ্গ (ক্লী) ধ্যানাঙ্গ, ধ্যানের অঙ্গ, ধ্যানের উপাদান (অর্থাৎ প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান—এই চারিপ্রকার ধ্যান-সম্বন্ধীয় উপাদান—বিশুদ্ধিমার্গ)।

ঝানজ্ঝাসিত (বিণ) [ঝান+অজ্ঝাসিত] ধ্যানে অভ্যস্ত, ধ্যানে অভিনিবিষ্ট। ⇒ **অজ্ঝাসিত**।

ঝান পসুত = **ঝানকীলা**। ⇒ **ঝানকীলা**।

ঝান মনেন নিব্বত্ত—ধ্যান বা অভিনিবিষ্ট মন দ্বারা নির্বর্তীত। = **মনোময**।

ঝানরত (বিণ) ধ্যানে রত, ধ্যানাভ্যাসে নিবিষ্ট।

ঝানবিমোক্খ (পুং) ধ্যানের মাধ্যমে বন্ধন মোচন বা স্বাধীনতা, ধ্যানের মাধ্যমে বিমোক্ষ বা মুক্ত অবস্থা, ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তি।

ঝানবুট্ঠান (ক্লী) ধ্যান হইতে উত্থান, ধ্যান সমাপ্ত করিয়া উঠা। ⇒ **বুট্ঠান** (৩)।

ঝান সহগত (বিণ) ধ্যান সহগত, ধ্যানের সহিত, ধ্যানযুক্ত।

ঝানানুযুত্ত (বিণ) ধ্যানানুযুক্ত, ধ্যানযুক্ত, ধ্যানে আত্মনিবিষ্ট।

ঝানিক (বিণ) ধ্যানিক, ধ্যানী, ধ্যানে রত, (প্রথম ধ্যান-দ্বিতীয় ধ্যান-তৃতীয় ধ্যান-চতুর্থ ধ্যান—এই চতুর্বিধ)

ধ্যান-সম্বন্ধীয়। (পুং) ধ্যানীপুরুষ, যে ব্যক্তি ধ্যান করে।

ঝাপক (বিণ) অগ্নি প্রদানকারী, বিস্ফোরণের পরিবর্তে অগ্নিপ্রজ্বালক। (পুং) গৃহদাহক, যে ব্যক্তি অপরের গৃহে বা মালপত্রে অগ্নি সংযোগ করে, আন্দোলনকারী ব্যক্তি, কোন্দল প্রবর্তক। (তুলনীয়) **ঝাপেতি**।

ঝাপন (ক্লী) অগ্নি প্রদান, অগ্নি প্রজ্বালন, অগ্নি সংযোগ, অগ্নিতে ধ্বংস, আগুনে জ্বলিয়া বিনাশ প্রাপ্তি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সরীরঝাপন কিচ্চ**—শবদাহ।

ঝাপিত (বিণ) অগ্নি প্রদত্ত, অগ্নি সংযুক্ত, আরোপিত। ⇒ **ঝাপেতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ঝাপিত কাল**—অগ্নিতে আরোপণ করিবার সময় অর্থাৎ শবদেহে অগ্নি প্রদানের সময়।

ঝাপীয়তি (ক্রি) দগ্ধ হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া। ⇒ **ঝাযতি** (২)।

ঝাপেতি (ক্রি) **১** জ্বালাইয়া ফেলা, পুড়িয়া ফেলা, অগ্নি সংযোগ করা, দাহ করা, রন্ধন করা। **২** ধ্বংস করা, ধ্বংসের পথে আনা, হত্যা করা, বধ করা। = **দহতি, পীড়েতি, ঝাযতি** (২)। **ঝানেন ঝাপেতি**—ধ্যান দ্বারা নষ্ট বা ধ্বংস করা। (অতীত) **ঝাপেসি**। (অ-বিণ) **ঝাপিত, ঝত্ত**। (ব-বিণ) **ঝাপেত্ত**। (ক্রি-বি) **ঝাপেত্বা, ঝত্বা, ঝাপিয, ঝত্বান; = ছেত্বা, ঘত্বা, কীলমেত্বা, বধিত্বা, হন্ত্বা; ঝত্বা'তি বুচ্চতি বধিত্বা**। (তুম) **ঝাপেতুং;** (জাতক) **ঝাপেতুং ঘাতেতুং হন্তুং**। ⇒ **ঝাযতি** (২)।

ঝাপেত্বা (ক্রি-বি) = **ঝত্বা**। ⇒ **ঝত্বা, ঝাপেতি**।

ঝাম (বিণ) ঝামা, জ্বলন্ত, পোড়া, দগ্ধ। (ক্লী) পোড়ানো, প্রজ্বলন করণ, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ।

ঝামক ১ = **ঝাম**। ⇒ **ঝাম**। **২** ক্ষুদ্রজাতীয় গাছ গাছড়ার নামবিশেষ।

ঝামক ভত্ত—যব-কাঁকন-জোয়ার ইত্যাদি ক্ষুদ্রজাতীয় চাউলের ভাত।

ঝামকখেত্ত—অঙ্গার বা কাঠকয়লা পোড়াইবার ক্ষেত্র বা স্থান।

ঝামখাণু—দগ্ধ গোঁজ, পোড়া খুঁটি (যেমন—"**কালক**" এর লক্ষণ বা বিশেষ গুণ)। ⇒ **খাণু**।

ঝামঙ্গার [ঝাম+অঙ্গার] পোড়া বা অর্ধপোড়া কাঠ বা কয়লা।

ঝাযক (বিণ) **১** অগ্নি প্রস্তুতকারী। **২** ধ্যানী, ধ্যানকারী, চিন্তা বা গবেষণাকারী। (পুং) **১** যে ব্যক্তি আগুন জ্বালায়, অগ্নি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি। **২** ধ্যানী ব্যক্তি, চিন্তা বা গবেষণাকারী ব্যক্তি।

ঝাযতি (ক্রি) **১** [√ঝে+অ] ধ্যান করা, বিবেচনা করা, সঙ্কল্প করা, চিন্তা করা, গবেষণা করা, মনোমধ্যে আলোড়ন করা, মনস্থ করা, অনুশীলন করা, আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবা, কোন বিষয় চিন্তা করা, কোনও বিষয়ে গুম হইয়া চিন্তা করা, সন্ধান করা, কোন বিষয় অনুসন্ধান বা অনুসরণ করা। (দীর্ঘনিকায়) **ঝানং ঝাযতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ঝাযতি পজ্‌ঝাযতি নিজ্‌ঝাযতি অবজ্‌ঝাযতি**। (অতীত একবচনে) **ঝাযি;** (বহুবচনে) **ঝাযিংসু**। (অ-বিণ) **ঝাযিত**। (ব-বিণ) **ঝাযত্ত**। (ক্রি-বি) **ঝাযিত্বা**। **২** [√ঝা+অ] জ্বালাইয়া দেওয়া, দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো বা পোড়া, প্রজ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, শুষ্ক করা, উত্তেজিত করা, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা; (চরিত্রে) সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা, দগ্ধ করা, ব্যয় করা, গ্রাস করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট করা, উচ্ছন্ন করা, ক্ষয় করা, অপব্যবহার করা, শুকাইয়া ফেলা। = **জালেতি, পরিডয্‌হতি**। (পেতবত্থু) **ঝাযরে**। (বর্তমান প্রথম পুরুষ বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ) **ঝাযিরে**। (অতীত) **ঝাযি**। (তুলনীয়) **ঝীযতি** (২)। (কর্মবাচ্যে) **ঝাপীযতি**। (করণে) **ঝাপেতি**।

ঝাযন (ক্লী) **১** ধ্যান, চিন্তা, গবেষণা, অনুসন্ধান, ভাবনা। ⇒ **ঝাযতি** (১)। **২** শবদাহ, পোড়ানো। ⇒ **ঝাযতি** (২)।

ঝাযনকাল (পুং) = **উড্ডয্‌হন বেলা**। ⇒ **উড্ডয্‌হন বেলা**।

ঝাযনসীল (বিণ) ধ্যানশীল, ধ্যানে অভ্যস্ত। (ক্লী) ধ্যানে অভ্যাস। (সংস্কৃত) ধ্যানযোগ। ⇒ **ঝাযন** (১)।

ঝাযিন (বিণ) (কোন বিষয় অবলম্বনে) ধ্যানে নিবিষ্ট, চিন্তামগ্ন, অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত, ব্যগ্র, দৃঢ়সঙ্কল্প, ধ্যানপর, চিন্তাশীল, ধ্যানে তৎপর, কোনও চিন্তায় আত্মচেতনা অর্পিত, ধ্যান অভ্যাসে রত। (সূত্রনিপাত) **মগ্গ ঝাযিন**। = **ঝাযী**।

ঝাযিরে (ক্রি) পোড়ায়, দগ্ধ করা, ধ্বংস করা, প্রজ্বলিত করা। = **ঝাযন্তি**। (তুলনীয়) **ঘাযিরে**। ⇒ **ঝাযতি** (২)।

ঝাযী (বিণ) যে ব্যক্তি ধ্যান করে অথবা চিন্তা করে। = **ঝাযিন**।

ঞ

ঞ—চ বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জন সনাসিক তালুজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান অনুনাসিক তালু, এইজন্য ইহাকে অনুনাসিক তালুজ বর্ণ বলে।

ঞত্ত (ক্লী) জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, কোন বিষয়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জানন, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্ষমতা, সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন ধীশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞানালোক প্রাপ্ত ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি অথবা মনোবৃত্তি, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি। = **জানন সভাব**।

ঞত্তি (স্ত্রী) বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞপ্তি, সঙ্কল্প, প্রকাশ্যে কথন, ঘোষণা, প্রস্তাবনা, ঘোষিত সংবাদ, সপথপূর্বক কথন।

প্রয়োজন সময়ে ভিক্ষু সম্মেলনে আবশ্যকীয় "**কম্মবাচা**" (কর্মবাক্য) পাঠে অর্থাৎ ভিক্ষু সভায় আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবনাকে "**ঞত্তি**" বা ঘোষণা বলা হয়। এই ঘোষণায় বিশেষভাবে বলা হয় যে সভার বা সম্মেলনের বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আপত্তি দর্শাইতে পারে নতুবা নীরব থাকিয়া কার্যপ্রণালীতে সম্মতি প্রদর্শন করিতে পারে। সেইজন্য "**এসা ঞত্তি**" বলিয়া তিনবার সভার বা সম্মিলিত কার্য ঘোষণা করা হয়। এইরূপে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে তিনবার "**ঞত্তি**" স্থাপন করিয়া "**সুণাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো** বলিয়া উদ্দেশ্যের মতামত-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করা হয়। তখন সকলে নীরব থাকিলে "**দিন্নং সঙ্ঘেন** " বলিয়া রায় প্রদান করা হয়। এই রায় প্রদানকে বলা হয় "**ঞত্তি চতুত্থ কম্ম**"। এখানে প্রথমবারের ঘোষণাকে বলা হয় "**ঞত্তি পথম কম্ম**", দ্বিতীয়বারের ঘোষণাকে বলা হয় "**ঞত্তি দুতিয কম্ম**" তৃতীয়বারের ঘোষণাকে বলা হয় "**ঞত্তি ততিয কম্ম**"। **ঞত্তিং ঠপেতি (থপেতি)**—সঙ্কল্পিত বিষয় প্রস্তাব করা (বিনয়)। (বিনয়) **ন চাপি ঞত্তি ন চ পন কম্মবাচা**। (তুলনীয়) **আপত্তি, বিঞত্তি**।

ঞত্তি পথমকম্ম ⇒ **ঞত্তি**।

ঞত্তি দুতিয়কম্ম ⇒ **ঞত্তি**।

ঞত্তি ততিয়কম্ম ⇒ **ঞত্তি**।

ঞত্তি চতুত্থকম্ম ⇒ **ঞত্তি**।

ঞত্বা (ক্রি-বি) জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া, প্রত্যক্ষরূপে জানিয়া, ঠিকভাবে জানিয়া। ⇒ **জানাতি**।

ঞা (ক্রি) (√জ্ঞা) জানা।

ঞাণ (ক্লী) জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞান, কার্য-নৈপুণ্য, বিদ্যা, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, পরিণামদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, দোষ প্রমাণ, ভ্রম নিরাকরণ, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা। (বিপ) **অঞাণ, অবিজ্জা**। ১ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধারণ নীতিতে "**ঞাণ**" শব্দের ব্যবহার:—(উদাহরণ স্বরূপ) **চক্খুকরণ ঞাণকরণ**—চক্ষু (মনশ্চক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু) প্রদানকারী এবং জ্ঞান উৎপন্নকারী; ইহাতে আছে "**চক্খুদ্‌সসন**" বা চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি। ⇒ **চক্খু, জানাতি, পস্‌সতি**। (মধ্যম নিকায়) **ভগবা জানং জানাতি পস্‌সং পস্‌সতি চক্খুভূতো ঞাণভূতো**—ভগবান যাহা জানিবার তাহা জানেন আর যাহা দেখিবার তাহা দেখেন, সমস্তই তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্গত ও জ্ঞানের অন্তর্গত; = **নত্থি হেতু নত্থি পচ্চযো ঞাণায দস্‌সনায অহেতু অপচ্চযো ঞাণং দস্‌সং হোতি**—জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে কোন হেতু বা কারণ নাই, কোন প্রত্যয় বা কার্যও নাই কেবল অহেতু-অকার্যই (কার্য-কারণ-শূন্যতাই) জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন হইয়া থাকে (চূলনির্দেশ)। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুতে অদর্শনীয় কিছুই নাই। এইরূপে "**দিট্‌ঠী**" সম্বন্ধেও "**ঞাণ**" তুলনীয়। এই অর্থে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই জানা যায় এবং আমাদের জ্ঞানও ভূয়োদর্শন লব্ধ বা অভিজ্ঞতাজনিত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। (চূলনির্দেশ) **যাবতকং ঞেয্যং তাবতকং ঞাণং**। (বিনয়) **যং ঞাণং তং দস্‌সনং, যং দস্‌সনং তং ঞাণং**। **ঞাণ+দস্‌সন**—জ্ঞানত দর্শন, পূর্ণ দর্শন, অর্হতের দর্শনের ন্যায় দর্শন অর্থাৎ যাহা অর্হত্বের একটি বিশেষ গুণ। ⇒ **অরহত**। বুনিয়াদি সংস্কৃতে বলা হয় "**জ্ঞানদর্শন**"। ২ "**ঞাণ**" শব্দের ব্যবহার সুযোগ এবং স্বভাব:—"**পঞ্‌ঞা**" শব্দে "**ঞাণ**" শব্দের অর্থ "বোধশক্তি" (তুলনীয়—জ্ঞান = প্রজ্ঞা বা পূর্ণ জ্ঞান। "**পঞ্‌ঞা**" বা প্রজ্ঞা অর্থে বুঝায় "পরমার্থিক জ্ঞান" যদ্দ্বারা কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান বা নৈতিকতার এবং ভ্রমনিরাকরণের (যেমন—**অনিচ্চং অনত্তা দুক্খং**—মিলিন্দ প্রশ্ন) মৌলিক সত্যকে লাভ করা যায়। কিন্তু "**ঞাণ**" বা জ্ঞান অর্থে বুঝায় "সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা"। "**ঞাণ**" গঠনে "**সঞ্‌ঞা**" বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির প্রয়োজন। কাজেই "**সঞ্‌ঞা**" বা সংজ্ঞা "**ঞাণ**" এর পূর্ববর্তী হইয়া থাকে। "**সদ্ধা**" শ্রদ্ধায় "**ঞাণ**" বা জ্ঞান অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিনয়ে "**ঞাণ**" সংজ্ঞায় "**তিস্‌সো বিজ্জা**" বা তিনপ্রকার বিদ্যা (জ্ঞান) দেখানো হইয়াছে। চুলনির্দেশে এই তিনপ্রকার জ্ঞানকে সবিস্তারে বলা হইয়াছে, যেমন—**অট্‌ঠ-সমাপত্তি ঞাণ, পঞ্চভিঞ্ঞা ঞাণ, মিচ্ছা ঞাণ (মিচ্ছাদিট্‌ঠি)**। পুনশ্চ দীর্ঘনিকায়ে তিনটি জ্ঞানের স্তরকে পৃথক পৃথকরূপে দেখানো হইয়াছে, যথা—**সাবক-পারমী-ঞাণ, পচ্চেকবুদ্ধ-ঞাণ, সববঞ্ঞুত-ঞাণ**। দীর্ঘনিকায়ে আরও চতুর্বিধ "**সম্মাদিট্‌ঠি**" বা সত্যবিষয়ক জ্ঞানের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**ধম্মেঞাণং, অন্বযেঞাণং, পরিচ্ছেদে ঞাণং, সম্মুতি ঞাণং**। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘনিকায়ে আরও চতুর্বিধ জ্ঞানের কথা উল্লেখ দেখা যায়, যথা—**দুক্খে ঞাণং, (দুক্খ) সমুদয়ে ঞাণং, নিরোধে ঞাণং, মগ্‌গে ঞাণং** (অর্থাৎ "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" সম্বন্ধে জ্ঞান); = **সম্মাদিট্‌ঠি**। ৩ প্রয়োগে "**ঞাণ**"—**ক** বিনয় ও দীর্ঘনিকায়ে "**ঞাণ**" শব্দের প্রয়োগ; (বিপ) **পসাদ**। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তম্হি সুসমাহিতে ঞাণম্হি বুত্তমানম্হি; জাতিপচ্চযা জরামরণং'তি ঞাণ**। ⇒ **ঞাণবত্থু**। (সূত্রনিপাত) **মুদ্ধনি ঞাণং তস্স ন বিজ্জতি**। (চূলনির্দেশ) **দিট্‌ঠি সুতি ঞাণ**—মতবাদ, শ্রুতি, ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান আর পৃথক পৃথকরূপে বর্ণনা। (পেতবত্থু) **সুগতস্স ঞাণং অসাধারণং**। (বিভঙ্গ) **ঞাণ বিভঙ্গ; কম্মস্‌স-কতং ঞাণং**। (নেত্তি) **ঞাণং ঞেয্য**। **খ** (সংযুক্ত নিকায়) "**ঞাণং হোতি**" অথবা "**উপ্পজ্জতি**"—জ্ঞান হয় অথবা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা অথবা মীমাংসায় পৌঁছা। ⇒ **অরহত**। **গ** "**ঞাণ**" বিভিন্ন পরিকল্পনা:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুত্তরিয ঞাণ**, (সংযুক্ত নিকায়) **অপরপচ্চয়া ঞাণ**—কারণের অভাবহেতু কার্যকারণ সম্বন্ধ না ঘটিবার জ্ঞান; = **সম্মাদিট্‌ঠি**; সেইরূপ "**অহেতু ঞাণ**"। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অসাধারণ ঞাণ**। (দীর্ঘনিকায়) **অকুপ্প ঞাণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিয ঞাণ**। (সংযুক্ত নিকায়)

পরিযোদাত ঞান; ভিয্যোসোমত্ত ঞাণ; যথাভূতং ঞাণং। ঘ ১ (অধিকরণ কারকে) **অনুপ্পাদে ঞাণ।** (দীর্ঘনিকায়) **কায়ে ঞাণ; খয়ে ঞাণ; চতুপ্পাতে ঞাণ; দুক্‌খে ঞাণ; (দুক্‌খ) সমুদয়ে ঞাণ** ইত্যাদি; **ধম্মে ঞাণ।** (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানে ঞাণ।** ২ (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অনাবরণ ঞাণ।** (সংযুক্ত নিকায়) **অরিয ঞাণ।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **খন্তি ঞাণ।** (জাতক) **জাতিস্সর ঞাণ।** (মধ্যম নিকায়) **চতুপ্পাত ঞাণ।** (দীর্ঘনিকায়) **চেতোপরিয ঞাণ।** (সংযুক্ত নিকায়) **ঞাণপরিযায।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **দিব্বচক্‌খু ঞাণ।** (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মট্‌ঠিতি ঞাণ।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **নিব্বিদা ঞাণ।** (মধ্যম নিকায়) **পুব্বে-নিবাসানুসতি ঞাণ।** (চূলনির্দেশ) **বুদ্ধ ঞাণ।** (পটিসম্ভিদামার্গ) **সব্বঞ্ঞুত ঞাণ।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সেখ ঞাণ; অসেখ ঞাণ।** ৩ (সংযুক্ত নিকায়) **অঞ্ঞাণ।**

ঞাণকরণ (বিণ, পুং) (**কুসল বিতক্কা** সম্বন্ধীয় শব্দ) জ্ঞান উৎপাদক, যথার্থ জ্ঞান উৎপত্তিকারক, ধর্মজ্ঞান বা যথার্থ পরিজ্ঞানজনক, যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি উৎপাদক, জ্ঞানপ্রদায়ক, জ্ঞানদীপ্তকারী। (যৌগিকে) **চক্‌খুকরণ ঞাণকরণ**—চক্ষুপ্রদানকারী এবং জ্ঞান প্রদানকারী অর্থাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবে, যদ্দ্বারা পাপ ও পুণ্য বিচার করিয়া বুঝিতে পারা যায়। **কুসলবিতক্কা অনদ্ধ-করণা চক্‌খুকরণ ঞাণকরণ।** ⇒ **ঞাণ (১), চক্‌খুকরণ।**

ঞাণকরণী (বিণ, স্ত্রী) (**"মজ্‌ঝিম পটিপদা"** সম্বন্ধীয় শব্দ) জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞান প্রদায়িনী, ধর্মজ্ঞান বা যথার্থ পরিজ্ঞান উৎপাদনকারিণী। ⇒ **চক্‌খুকরণী।**

ঞাণচক্‌খু (ক্লী) জ্ঞানচক্ষু, জ্ঞানদৃষ্টি, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি এবং প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনরায় জানা অর্থাৎ যাহাকে পূর্ণজ্ঞান বা অনুভব বুঝায়, জ্ঞানবিচার, ধর্মসঙ্গত দৃষ্টি বা বিচার। (তুলনীয় বিশেষ ভাষা) **জানাতি পস্‌সতি**—জানা এবং দেখা অর্থাৎ পরিষ্কার রূপে জানিতে বা বুঝিতে পারা। = **ধম্মচক্‌খু।** ⇒ **চক্ষু (২)।**

ঞাণজাল (ক্লী) জ্ঞানজাল, জ্ঞানরূপ জাল, জ্ঞানের বিস্তৃতি। ⇒ **জাল।**

ঞাণদস্‌সন (ক্লী) জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানের পূর্ণতা, ধর্মজ্ঞান লাভ বা সিদ্ধি, জানান এবং দর্শন, জ্ঞানত দর্শন, জ্ঞানের সহিত বিচার বা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন, বিচার জ্ঞান দ্বারা দর্শন, পরিষ্কার দৃষ্টি, যথার্থ সত্য দর্শন, সত্য সম্বন্ধে প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনরায় জানা, সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান, দর্শন, পাণ্ডিত্য, জীবন সম্বন্ধীয় যথার্থ মতবাদ, সর্বান্তরভুক্ত বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, জ্ঞানের সহিত দর্শন লাভ, জ্ঞান লাভ বা প্রাপ্তি, জানন এবং উপলব্ধি করণ, দর্শন এবং অনুভূতি, আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান লাভ, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ, যথার্থ সত্য সম্বন্ধে দর্শন জ্ঞান, জ্ঞানের সহিত চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে জানন বা প্রত্যক্ষকরণ, জ্ঞান। (তুলনীয়) **ঞাণ।** (মধ্যম নিকায়) **গোতম সব্বঞ্ঞূ সব্বদস্‌সাবী অপরিসেসং ঞাণদস্‌সনং পটিজানাতি।** (তুলনীয়) **ঞাণদস্‌সন পটিলাভ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (মধ্যম নিকায়) **ঞাণদস্‌সন বিসুদ্ধি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অধিদেব ঞাণদস্‌সন।** (সংযুক্ত নিকায়) **অলমরিয ঞাণদস্‌সন।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিসুদ্ধ ঞাণদস্‌সন; মগ্‌গামগ্‌গ ঞাণদস্‌সন; যথাভূত ঞাণদস্‌সন।** (সংযুক্ত নিকায়) **বিমুত্তি ঞাণদস্‌সন।** (বিনয়) **তিস্‌সো বিজ্জা** (⇒ **বিজ্জা**); **পরিসুদ্ধ ঞাণদস্‌সন; ঞাণদস্‌সন আজীব, ধম্মদেসনা, বেয্যাকরণ।** দীর্ঘনিকায়ে বলা হইয়াছে ইহা **"ঝান"** এর মধ্যে **"পঞ্‌ঞা"** বা প্রজ্ঞার প্রথম স্তর (⇒ **পঞ্‌ঞা সম্পদা**)। (দীর্ঘনিকায়) **ঞাণস্‌স পটিলাভ; ঞাণদস্‌সন বিসুদ্ধি** (⇒ **বিমুত্তি ঞাণদস্‌সন, দস্‌সন** (২), **ঞাণ** (১))।

ঞাণদস্‌সিন (বিণ, পুং) জ্ঞানদর্শী বা জ্ঞানতদর্শী, জ্ঞানের সহিত দর্শনকারী, যাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধ বা অর্হৎ। = **সচ্চিকত সব্বঞ্ঞুত্ত ঞাণ।** (তুলনীয়) **দস্‌সাবিন।** ⇒ **ঞাণদস্‌সন, দস্‌সিন।**

ঞাণদস্‌সী = **ঞাণদস্‌সিন।** ⇒ **ঞাণদস্‌সিন।**

ঞাণপথ (পুং) জ্ঞানপথ, জ্ঞানের পথ, জ্ঞান লাভের উপায়।

ঞাণপরিঞ্‌ঞা **ঞাতপরিঞ্‌ঞা।** ⇒ **ঞাতপরিঞ্‌ঞা।**

ঞাতপরিযায (ক্রি-বিণ) জ্ঞানপর্যায়ে, জ্ঞানত, জ্ঞানক্রমে, জ্ঞানের সহিত, সজ্ঞানে। ⇒ **ঞাণ।**

ঞাণফুসনা—অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা মনের ভাব, জ্ঞানলাভ, জ্ঞানপ্রাপ্তি, জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ।

ঞাণবন্ধু (পুং) জ্ঞানরূপ বন্ধু, জ্ঞানরূপ দোসর, জ্ঞানের সহিত সম্মেলন।

ঞাণভূত (বিণ) জ্ঞানভূত, জ্ঞানের অন্তর্গত, যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, যিনি অর্হত্ব জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন। = **চক্‌খুভূত।** (যৌগিকে) **চক্‌খুভূত ঞাণভূত**—চক্ষুর গোচরীভূত এবং জ্ঞানের অন্তর্গত অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়াছেন এমন (সংযুক্ত নিকায়)।

ঞাণবত্থু (ক্লী) জ্ঞানরূপ বস্তু, জ্ঞানের বস্তু, জানিবার বিষয়বস্তু। (বহুবচনে) **ঞাণবত্থূনি**—যথার্থ জ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ যাহা **"পটিচ্চসমুপ্পাদ"** সম্বন্ধীয় জ্ঞান, জ্ঞানের জানিবার বিষয়বস্তুসমূহ। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে **"ঞাণবত্থূনি"** বলিলে **"অবিজ্জা"** ব্যতীত ১১টি **"নিদান"** অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়কে এবং ৪টি আর্যসত্য (অর্থাৎ ১১×৪ = ৪৪) এই ৪৪টি জ্ঞানের সহিত জানিবার বিষয়বস্তুকে বুঝায়; অন্য প্রকারে (১১×৭ = ৭৭) ৭৭টি জ্ঞানের সহিত জানিবার বিষয়বস্তুকে বুঝায়; বিভঙ্গে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—এইগুলিকে বলা হয় **"ঞাণবত্থু"।** ⇒ **ঞাণ।**

ঞাণবাদ—জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ সম্বন্ধে আলাপ, জ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা, জ্ঞানের কথা, জ্ঞান বা মহাজ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা।

ঞাণবিপ্পযুত্ত (বিণ) জ্ঞানবিপ্রযুক্ত, জ্ঞানের সহিত অসম্বন্ধ

বা সম্বন্ধরহিত, জ্ঞানত কাজ করা হয় নাই এমন, জ্ঞানবিরহিত, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধশূন্য, জ্ঞানহীন, অজ্ঞান। (বিপ) **ঞাণসম্পযুত্ত**।

ঞাণবিমোক্‌খ—জ্ঞানলাভে মুক্তি, জ্ঞান প্রাপ্তিতে বিমুক্তি।

ঞাণবিসেস—জ্ঞানের বিশেষতা, জ্ঞানের প্রাধান্য, জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য, জ্ঞানের বিভেদ বা পার্থক্য, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, উর্ধ্বতন জ্ঞান, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান।

ঞাণসংবর (পুং) জ্ঞানরূপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সংযমিত সংযম অথবা সংযত অবস্থা। ⇒ **সংবর**।

ঞাণসম্পযুত্ত (বিণ) জ্ঞান সম্প্রযুক্ত, জ্ঞানের সহিত, সজ্ঞানে, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। (বিপ) **ঞাণবিপ্পযুত্ত**।

ঞাণালোককর (বিণ) জ্ঞানালোকে প্রভাকর, জ্ঞানরূপ আলোকে ভাস্বর বা দীপ্তিকর, জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা প্রভস্বর বা উজ্জ্বল। = **পভঙ্কর** (বিণ)।

ঞাণাসি (স্ত্রী) [ঞাণ+অসি] জ্ঞানরূপ অসি, জ্ঞানাসি, জ্ঞানাস্ত্র, জ্ঞানরূপ অস্ত্র বা তরবারি।

ঞাণিক (বিণ) জ্ঞানী, ধর্মজ্ঞাত, জ্ঞান-সম্বন্ধে জানে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্চ ঞাণিক**—পঞ্চবিধ সত্য-সম্বন্ধে জানে এমন, পঞ্চসত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বা জ্ঞাত (**"সমাধি"** বিষয়ক সত্য)।

ঞাণিন (বিণ) জ্ঞানী, ধর্মবিষয় জ্ঞাত অভিজ্ঞ, যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। = **ঞাণী**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সম্মাঞাণিন**।

ঞাণিন্দ্রিয (ক্লী) [ঞাণ+ইন্দ্রিয] প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বা যথার্থ অনুভূতির মনোবৃত্তি বা ধীশক্তি।

ঞাণী (বিণ) জ্ঞানী, যথার্থ সত্য-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন। = **ঞাণিন**। (স্ত্রী) জ্ঞানীপুরুষ।

ঞাণুপেত (বিণ) [ঞাণ+উপেত] জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানে উপনীত, জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন। = **ঞাণূপপন্ন**।

ঞাণূপপন্ন (বিণ) [ঞাণ+উপপন্ন] জ্ঞান উপলব্ধ, জ্ঞানে মণ্ডিত, জ্ঞানে ভূষিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত। = **ঞাণুপেত**।

ঞাণূপেত = **ঞাণুপেত**। ⇒ **ঞাণুপেত**।

ঞাণোভাসকর (বিণ) জ্ঞানে দীপ্তিকর, জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত করে এমন, জ্ঞানে প্রদীপ্ত। = **পভঙ্কর** (বিণ)।

ঞাত (বিণ) জ্ঞাত, পরিচিত, প্রসিদ্ধ, খ্যাত, উত্তমরূপে জ্ঞাত, বিদিত, অবগত, যাহা জানা হইয়াছে, অভিজ্ঞ, সাধিত, সিদ্ধ। (চূলনির্দেশে) **তুলিত তিরিত বিভূত বিভাবিত**; (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **দিট্‌ঠ, বিদিত**। (সূত্রনিপাত) **ঞাত যসস্‌সিন**। (বিপ) **অঞাঞাত**। ⇒ **জানাতি**।

ঞাতক (পুং) জ্ঞাতি, আত্মীয়, দায়াদ, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সগোত্র, সপিণ্ড, আত্মীয়-স্বজনাদি, কুটুম্ব, সম্বন্ধ, সম্পর্ক। **ঞাযন্তে অমহাকং ইমে'তি ঞাতক**।

ঞাতধম্ম (পুং) জ্ঞাত ধর্ম, জ্ঞাত অবস্থা, এই সংসার, ইহ জগৎ, জগতের যে স্বভাব বা অবস্থা সাধারণত সাধারণ জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। = **দিট্‌ঠ ধম্ম**।

ঞাত পরিঞাঞা (স্ত্রী) বস্তুর স্বভাব জ্ঞান, বস্তুর স্বভাব বা অবস্থা-সম্বন্ধে জানা।

ঞাতি (পুং) জ্ঞাতি, স্বগোত্র, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন। = **মাতিতো পিতিতো চ সম্বন্ধা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। = **বন্ধু** (পেতবত্থু অর্থকথা)। বিশেষভাবে **"ঞাতি সালোহিতা"** অর্থাৎ যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে **"ঞাতি"** বলা হয়। (বহুবচনে) **ঞাতযো, ঞাতী**। (কর্মকারকে) **ঞাতী**। বিশুদ্ধিমার্গে বলা হইয়াছে এই **"ঞাতি"** ১০টি **"পলিবোধা"** এর মধ্যে একটি।

ঞাতিক = **ঞাতক**। ⇒ **ঞাতক**।

ঞাতিকথা (স্ত্রী) জ্ঞাতি-সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা অথবা (দম্ভপূর্ণ) কথা।

ঞাতিকুল—জ্ঞাতিকুল, জ্ঞাতিবর্গ, স্ববংশ, স্বগোত্র, পরিবারস্থ সকল। **পিতু-গেহং সন্ধায ঞাতিকুল**।

ঞাতিক্‌খয (ক্লী) জ্ঞাতিক্ষয়, জ্ঞাতি বিনষ্ট। (বিণ) বর্ধিত অথবা ভারী (?)। ⇒ **আযত**।

ঞাতিগত (বিণ) জ্ঞাতিগত, জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত, স্ববংশ বলিয়া পরিচিত, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

ঞাতিগতক = **ঞাতিগত**। ⇒ **ঞাতিগত**।

ঞাতিঘর (ক্লী) জ্ঞাতিঘর, পৈতৃক ঘর, পুরুষানুক্রমে বসতবাড়ি, পিতৃসমুচিত ঘর।

ঞাতিদাসী (স্ত্রী) জ্ঞাতিঘরের দাসী। ⇒ **দাসী**।

ঞাতিধম্ম (পুং) জ্ঞাতিধর্ম, জ্ঞাতির কর্তব্য কাজ, জ্ঞাতি প্রথা, জ্ঞাতিনীতি, জ্ঞাতি নিয়ম বা আচার, জ্ঞাতির প্রতি জ্ঞাতির কর্তব্য কাজ। **ঞাতীহি ঞাতীনং কত্তব্ব-করণং** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

ঞাতিপরিবট্ট (পুং) জ্ঞাতিমণ্ডল, জ্ঞাতিগণ দ্বারা পরিবেষ্টন। = **ঞাতি, ঞাতিপরিবত্ত**। (তুলনীয়) **আবন্ধন'খ্থেন ঞাতি যেব ঞাতি-পরিবট্টো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **পরিবট্ট**।

ঞাতি পরিবত্ত (ক্লী) জ্ঞাতিগণের পরিবেষ্টন অথবা জ্ঞাতিবর্গের সহিত বাসকরণ, বহু জ্ঞাতি পরিবেষ্টিত হইয়া বাসকরণ। = **ঞাতি পরিবট্ট**।

ঞাতিপেত (পুং) জ্ঞাতিপ্রেত, মৃতজ্ঞাতি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর জ্ঞাতিবর্গ হইতে পৃথক হইয়া প্রেতকুলে উৎপন্ন হইয়াছে।

ঞাতিবন্ধু (পুং) জ্ঞাতিবন্ধু, জ্ঞাতি এবং আত্মীয় স্বজন। ⇒ **বন্ধু** (১)।

ঞাতিবল (ক্লী) জ্ঞাতিবল, আত্মীয়-স্বজনের বল বা সহায়তা। ⇒ **বল** (১খ)।

ঞাতিবলি (অভাব অভিযোগে ভরণপোষণ দিয়া) জ্ঞাতিবর্গের সেবা বা সাহায্য করণ। ⇒ **পঞ্চবলি**।

ঞাতিমজ্ঝাগত (বিণ) জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে অথবা আত্মীয়-

স্বজনের মধ্যে আছে এমন।

ঞাতিমিত্ত (পুং) জ্ঞাতি-মিত্র, জ্ঞাতি এবং বন্ধুজন, স্বজন বা আত্মীয় ব্যক্তি এবং বন্ধুলোক। (বহুবচনে) **ঞাতিমিত্তা**। ⇒ **মিত্ত**।

ঞাতিব্যসন (ক্লী) জ্ঞাতিদুঃখ, স্ববংশের দুর্ভাগ্য, স্বগোত্রের মধ্যে দারিদ্র্যতা, জ্ঞাতি বা আত্মীয়-সম্বন্ধীয় দুঃখ। (বিপ) **ঞাতিসম্পদ**। ⇒ **ব্যসন**।

ঞাতিসংগহ (পুং) জ্ঞাতির প্রতি অথবা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচার, স্ববংশ বা স্বগোত্রের লোকদের প্রতি সদ্ব্যবহার।

ঞাতিসঙ্ঘ (পুং) জ্ঞাতিসঙ্ঘ, জ্ঞাতিগণ, আত্মীয়স্বজনের সম্মেলন বা সভা, গোষ্ঠী, বংশধরগণ। ⇒ **সঙ্ঘ** (১)।

ঞাতিসম্পদ (পুং) জ্ঞাতিসম্পত্তি, জ্ঞাতির ঐশ্বর্য, জ্ঞাতিরূপ ঐশ্বর্য, আত্মীয়-স্বজনের বিভব। (বিপ) **ঞাতিব্যসন**।

ঞাতিসম্পদা (স্ত্রী) জ্ঞাতিসম্পদ, জ্ঞাতিসুখে সুখময় সৌভাগ্য। ⇒ **সম্পদা** (১)।

ঞাতিসালোহিত (পুং) রক্তের সম্পর্কজনক জ্ঞাতি বা আত্মীয়, স্বগোত্র, স্ববংশ। এই শব্দটি প্রায়ই মৃত জ্ঞাতির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**পেতাঞাতি-সালোহিতা**—মৃত জ্ঞাতিদের মধ্যে যাহারা প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা (মধ্যম নিকায়)।

ঞাতিসালোহিত মিত্ত (পুং) রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি বন্ধু, যে সব জ্ঞাতি মিত্রের সহিত রক্তের সম্বন্ধ আছে। ⇒ **মিত্ত**।

ঞাতি সিনেহ—জ্ঞাতি স্নেহ, জ্ঞাতির প্রতি জ্ঞাতির আদর, স্বগোত্রীয়, আদর, বন্ধুত্বের ভালবাসা, আত্মীয়স্বজনের পরস্পরের মধ্যে আদর অভ্যর্থনা।

ঞাতি হেতু সম্পত্তি—জ্ঞাতিগণ কর্তৃক প্রদত্ত হেতু বা শুভেচ্ছারূপ সম্পত্তি।

ঞাতী (পুং, বহুবচন) জ্ঞাতিবর্গ। ⇒ **ঞাতি**।

ঞাপন (ক্লী) জ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, বিজ্ঞাপন, প্রকাশ্যে কথন, ঘোষিত সংবাদ, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ।

ঞাপেতি (ক্রি) [√ঞা+আপে] জ্ঞাপন করা, বিজ্ঞাপিত করা, প্রকাশ্যে জানানো, ঘোষণা করা, বর্ণনা করা, প্রকাশ করা। (তুলনীয়) **জানাপেতি, আণাপেতি**। (অতীত) **ঞাপেসি**। (অ-বিণ) **ঞাপিত**। (ব-বিণ) **ঞাপেত্তা**। (ক্রি-বি) **ঞাপেত্বা**। (তুম) **ঞাপেতুং**।

ঞায (পুং) ১ প্রণালী, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, পদ্ধতি, রীতি, বিন্যাস, তথ্য, যথার্থ, সততা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, তন্ত্র, ব্যবস্থা, মানবদেহ। ২ ন্যায়, সুবিচার, ন্যায্যতা, সমীচীনতা, যোগ্যতা, উপযুক্ততা, যথার্থ আচার বা আচরণ, ঠিক ধারা, সদাচার, সৎস্বভাব, ঔচিত্য, অধিকার। এই শব্দটি সর্বদা "**অরিযমগ্গ**" শব্দে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ⇒ **অরিযমগ্গ, অরিযঞায**।

ঞায়গন্থ (ক্লী) ন্যায়গ্রন্থ, তর্কবিজ্ঞান বা যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ।

ঞাযতি (ক্রি) নাম দেওয়া, নামকরণ করা, নামে ডাকা। (তুলনীয়) **জানাপেতি**। ⇒ **জানাতি**।

ঞায পটিপন্ন (বিণ) ন্যায় পথে প্রতিপন্ন বা পতিত, যথার্থ সত্যপথ ধরিয়া চলিতেছে এমন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিয়া আনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, অনাগামী। = **অনাগানী**।

ঞাত (বিণ) জ্ঞাত, পরিচিত, চেনা, স্বীকৃত, সত্যতা স্বীকৃত, জানে এমন, জ্ঞাত, অভিজ্ঞ, বিশারদ, পারদর্শী। এই "**ঞা**" অথবা "**ঞাঞা**" শব্দ "√জ্ঞ ধাতু বা জানা" শব্দ বাচক। "**ঞা**" বা "**ঞাঞা**" অন্য শব্দের পরে যুক্ত হইয়া শব্দে বিশেষণের সূচনা করে, যেমন—**উঘটিতঞা, কতঞাঞা, কালঞাঞা, খণঞা, মত্তঞাঞা, রত্তঞাঞা, বরঞা, বিপচিতঞা, বেদঞা, সব্বঞাঞা**। কিন্তু "**ঞা**" বা "**ঞাঞা**" এর পরে "**তা**" যুক্ত হইলে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া যায়, যেমন—**সব্বঞাঞাতা, কতঞাঞাতা, বেদঞাতা** ইত্যাদি।

ঞেয্য—জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য, নৈপুণ্য, সংবাদ, জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়। (তুলনীয়) **ঞাণ**। (চূলনির্দেশ) **যাবতকং ঞেয্যং তাবতকং ঞাণং**—যতদূর পর্যন্ত জানিবার ততদূর পর্যন্ত জানা, যতদূর জানার যোগ্য ততদূর পর্যন্ত জানার জ্ঞান অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান; **ঞাণং অতিক্কমিত্বা ঞেয্যপথো নত্থি**—জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া জানিবার আর পথ নাই। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঞেয্য সাগর**। ⇒ **জানাতি**।

ঞেয্যপথ—জানিবার উপায়। ⇒ **ঞাণপথ**।

ঞেয্যসাগর—জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের সমুদ্র।

ট

ট—ট বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন মূর্ধাজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে।

টং—ঘন্টার ধ্বনি, ঘন্টার টং টং শব্দবিশেষ। **টং'তি সদ্দো**।

টঙ্ক (পুং) পাথর কাটার যন্ত্রবিশেষ।

টজ্জ = **তজ্জ**। ⇒ **তজ্জ**।

টসতি (ক্রি) = **তণ্হীযতি**। ⇒ **তণ্হীযতি**।

টীকা (স্ত্রী) টীকা, গ্রন্থের অর্থাদি নিরূপণ গ্রন্থ, গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা বিবৃতি।

টীকাচরিয (পুং) টীকাকার, ব্যাখ্যাকার, যিনি গ্রন্থের টীকা বা ব্যাখ্যা লিখেন।

ঠ

ঠ—ট বর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন মূর্ধাজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে। (বিণ) দাঁড়ানো, স্থাপিত, রক্ষিত। ইহা **"ট্ঠ"** এর সমান অর্থবাচক। **"ট্ঠ"** সাধারণত অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিশেষণ পদের সূচনা করে, যেমন—**অপ্পট্ঠ, কপ্পট্ঠ, কূটট্ঠ, গহট্ঠ, ধম্মট্ঠ, নবট্ঠ, বেহাসট্ঠ।** **"থ"** এর পরিবর্তেও **"ঠ"** এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন—**"থপেতি"** শব্দের পরিবর্তে **"ঠপেতি"** শব্দ ইত্যাদি। আর **"থ"** এর পরিবর্তে **"ট্ঠ"** এর ব্যবহারও দেখা যায়, যেমন—**"অথকথা"** শব্দের পরিবর্তে **"অট্ঠকথা"**, এই শব্দের বাঙ্গালা অর্থ "অর্থকথা"। অতএব দেখা যায় **"ঠপেতি, অট্ঠকথা"** অশুদ্ধ এবং **"থপেতি, অথকথা"** শুদ্ধ (এই গ্রন্থের প্রথমে নিদান বা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। (ক্লী) দাঁড়ানো, স্থিরভাবে অবস্থান, প্রতিরোধ, বাধা, দাঁড়াইবার স্থান, দর্শকদিগের মঞ্চ, গমনে বিরতি, আধার, কিছু রাখিবার চৌকি। **গোট্ঠ**—গোয়াল ঘর।

ঠত্বা (ক্রি-বি) দাঁড়াইয়া, অবস্থান করিয়া, থাকিয়া, বাস করিয়া, রাখিয়া। ⇒ **ঠাতি**।

ঠপন (ক্লী) ১ স্থাপন, যোজনা, কোনও কিছু বসানো, রত্নাদি বসাইবার কাঠামোবিশেষ, রক্ষণ, আরোপণ, ঢালাই কাজ, সংস্থাপন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, বিন্যাস, নিষ্পত্তি, অবস্থান, স্থান, অবস্থা, ভঙ্গি, মনোভাব। (জাতক) **অগ্‌ঘঠপন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পাদঠপন**। = **বিধারিতে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কুলবংস ঠপন**। ২ একাকী প্রতিরোধ করণ, ভুল, কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা ত্রুটি, নিলম্বন, বিলম্বন, ঝুলন, বিলম্ব, কিছুকালের জন্য অপসারণ, সাময়িক, কর্মচ্যুতি, সাময়িক বিরতি। (বিনয়) **পাতিমোক্‌খ ঠপন**।

ঠপনা (স্ত্রী) ১ বিন্যাস, নিষ্পত্তি, শৃঙ্খলা। ২ মনোনিবেশ, মনোযোগ, অভিনিবেশ, কর্ণপাত, যত্ন, সম্মান, মন নিয়োগ। = **অপ্পনা**।

ঠপাপেতি (ক্রি) স্থাপিত করানো, নির্মাণ করানো, স্থগিত রাখানো, খাড়া বা দাঁড় করানো, রাখা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা। ⇒ **ঠপেতি**। (অতীত) **ঠপাপেসি**। (ক্রি-বি) **ঠপাপেত্বা**।

ঠপিত (বিণ) ১ স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, রক্ষিত, বিন্যস্ত, শৃঙ্খলাকৃত, খাড়া করিয়াছে এরূপ, প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এরূপ, হইয়াছে এরূপ, অবস্থান করে এমন। (জাতক) **সংহরিত্বা ঠপিত**—ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ, (সাপ) কুণ্ডলীকৃত করিয়া রাখিয়াছে এরূপ; (তুলনীয় একার্থবাচক শব্দ) **গহেত্বা ঠপিত** (জাতক)। (জাতক) **মুখে ঠপিত**—মুখে প্রদত্ত বা পূরিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঠপিত সক্কার**—স্তূপীকৃত আবর্জনা; **পরিচ্চজনে ঠপিত**—(দানীয় বস্তু) বিতরণের জন্য সজ্জিত বা রক্ষিত। ২ স্থগিত করিয়া রাখা হইয়াছে এমন, কিছুকালের জন্য অপসৃত করা হইয়াছে এমন, বর্জিত, পরিত্যক্ত, ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **ঠপিত পাতিমোক্‌খ**। ⇒ **ঠপেতি**।

ঠপিত পলিঘ (বিণ) = **ওক্‌খিত্তপলিঘ**। ⇒ **ওক্‌খিত্ত পলিঘ**।

ঠপিত সক্কার—স্তূপাকারে রক্ষিত আবর্জনা বা ময়লারাশি, স্তূপীকৃত জঞ্জালসমূহ। ⇒ **ঠপিত**।

ঠপিত সরীর দণ্ড (বিণ) শাস্তিপ্রাপ্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত। ⇒ **পণীত**।

ঠপেতি (ক্রি) [√ঠা+আপে] ১ রাখা, স্থাপন করা, নির্ধারণ করা, ধার দেওয়া, আরোপ করা, খাড়া করা, দাঁড় করা, প্রতিষ্ঠা করা, (তারিখ) নির্ধারিত করা, দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, দাম বা মূল্য স্থির করা, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা, নিষ্পত্তি করা, বিধিবদ্ধ করা, স্থগিত করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা, ফেলিয়া রাখা, স্থগিত রাখা, রক্ষা করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা। (বিনয়) **পবারণং ঠপেতি; উচ্চে-নীচে ঠানে ঠপেতি**—উচ্চ এবং নীচ স্থানে প্রতিষ্ঠা করে; **উপোসথং ঠপেতি**—উপোসথ রক্ষা করে, উপোসথ বা উপদেশ দেয়। (দীর্ঘনিকায়) **পবারণং ঠপেতি**—প্রবারণা ত্যাগ করে বা ছাড়িয়া দেয়। (ধর্মপদ) **চিত্তং ঠপেতি**—চিত্ত স্থির করে। (জাতক) **পুত্তট্ঠানে ঠপেতি**—(কন্যাকে) পুত্রস্থানীয় করিয়া রাখা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কসিং ঠপেত্বা**—কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বরং ঠপেত্বা**—সঙ্কল্প বা ইচ্ছাকে অস্বীকার করিয়া, সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া। (অতীত) **ঠপেসি**। (অ-বিণ) **ঠপিত**। (ব-বিণ) **ঠপেস্ত**। (ভ-বিণ) **ঠপেতব্ব, ঠপনীয়**; (জাতক) **রাজট্ঠানে ঠপেতব্ব**; (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্হং ঠপনীয়**—(ইহাতে) প্রশ্ন করার যোগ্য। (ক্রি-বি) **ঠপেত্বা**। (তুম) **ঠপেতুং**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **সংহরিত্বা ঠপেতুং**—ভাঁজ করিয়া রাখিতে; (তুলনীয়) **ঠপিত**। (করণে) **ঠপাপেতি**।

ঠপেত্বা (ক্রি-বি) রাখিয়া, রাখিয়া দিয়া, এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া, স্থগিত রাখিয়া, বাদ দিয়া, ছাড়িয়া দিয়া, ত্যাগ করিয়া, একপার্শ্বে দাঁড় করিয়া, খাড়া করিয়া, পরবর্তী পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া, ভুলবশত, কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া, আরও, অধিকন্তু, অতিরিক্ত, ব্যতীত, ছাড়া। (দীর্ঘনিকায়) **ঠপেত্বা দ্বে**। (জাতক) **মং ঠপেত্বা**—আমাকে ছাড়া; **তুম্হে ঠপেত্বা**—তোমরা ব্যতীত; **এব বদ্ধং ঠপেত্বা; ঠপেত্বা মং**—আমি ব্যতীত। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ঠপেত্বা একং ইত্থিং**। (বৌদ্ধ সংস্কৃত) **স্থাপয়িত্বা**—ব্যতীত, ছাড়া। ⇒ **ঠপেতি**।

ঠাতি (ক্রি) [√ঠা+অ] দাঁড়ায়। (ক্রি-বি) **ঠত্বা**। (তুম) **ঠাতুং**।

ঠান (ক্লী) ১ চতুর্বিধ ইর্যাপথের মধ্যে একটি অর্থাৎ দাঁড়ানো বা দাঁড়ানো অবস্থা। ২ স্থান, কাজ, নগর, পদবি, পদ, বদন, প্রাঙ্গণ, জায়গা, পুস্তকের অনুচ্ছেদ, অনাবৃত স্থান, নগরের মধ্যস্থিত সুপ্রশস্ত পথ, বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এলাকা বা গৃহাদি, প্রতিযোগিদের মধ্যে স্থান, বাড়ি, স্থল, সুখময় স্থান, অবকাশ, গৃহ, নিকট, কার্য, ব্যবসায়, গ্রন্থসন্ধি, আধার, ভাজন, প্রদেশ, অঞ্চল, সংস্থিতি, অবস্থান, বাসস্থান, (মালিকরূপে) অংশ। **ক** (দীর্ঘনিকায়) **চত্তারি ঠানানি দস্সনীযানি**—বুদ্ধ অধ্যুষিত অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট চারিটি দর্শনীয় বা দর্শন করিবার উপযুক্ত স্থান; চারি স্থান, যথা—বুদ্ধের জন্মস্থান **"লুম্বিনী"**, বুদ্ধত্ব লাভের স্থান "উরুবেলা বা বোধগয়া", ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান "ঋষিপতন মৃগদাব বা সারনাথ" এবং পরিনির্বাণ স্থান "কুশীনগর"। (সূত্রনিপাত) **বাসে ঠানে গমনে;** (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **মহা-উপট্ঠান-সঙ্খাতে ঠাতে**। (সূত্রনিপাত) **ঠানা চাবেতি**—স্থান হইতে সরিয়া যায় অথবা স্থানচ্যুত হয়। **খ কুম্ভট্ঠান**—কুম্ভ বা জলের কলসী রাখার স্থান অর্থাৎ কূপ। (জাতক) **অরঞ্ঞট্ঠান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিবাসনট্ঠান**। (জাতক) **ফাসুকট্ঠান; বসনট্ঠান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিরূহনট্ঠান; বিহারট্ঠান**। (জাতক) **সকট্ঠান**। **গ** (সংযুক্ত নিকায়) **দিব্বানি ঠানানি**—দিব্যস্থানসমূহ, স্বর্গস্থানসমূহ; **তিদিবং ঠানং**—স্বর্গের ইন্দ্রভবন। (পেতবত্থু) **সগ্গট্ঠান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিতুগতট্ঠান; যমস্স ঠান**। **ঘ অচলট্ঠান; অচ্ছুতট্ঠান**। ৩ প্রয়োগার্থে:—**ক** অবস্থা, দশা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাজসরকার, রাষ্ট্র, সম্প্রদায়, শ্রেণী, কড়ার, শর্ত, সুস্থ অবস্থা। (সংযুক্ত নিকায়) **অসঙট্ঠান; অতসিতাযং ঠানং**। (ধর্মপদ) **দস্সনং অঞ্ঞতরং ঠানং নিগচ্ছতি**—সে দশ অবস্থার মধ্যে (দশ দশকের মধ্যে) এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; **"কারণ"** (শ্রম) এর সহিত ধর্মপদ অর্থকথা বর্ণনায় **"দুক্খকারণানি"** (দুঃখ বা অতি কঠোর পরীক্ষা অবস্থা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হত্থ-পসারণট্ঠান**। (অধিকরণ কারকে) **ঠানে**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **হসিতব্বট্ঠানে**—হাসিবার উপযুক্ত স্থানে। **সংবেগট্ঠানে**—সংবেগ স্থানে অথবা আবেগ স্থানে। **দাতুং যুত্তট্ঠানে**—দিবার যোগ্য স্থানে। **পুব্বে নিব্বত্ত ট্ঠানে**—পূর্ব বাসস্থানে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুব্বে নিব্বত্তট্ঠানতো পট্ঠায**—পূর্বজন্মের অবস্থা বা সময় হইতে এ পর্যন্ত। (দীর্ঘনিকায়) **বিভূসনট্ঠান**। বিশেষভাবে **"ঠানং বুচ্চতি কারণং**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় কেবল **"বিভূসা এব বিভূসনট্ঠান**। (দীর্ঘনিকায়) **জূত-পমাদ-ট্ঠান**। (জাতক) **গতট্ঠান; আগতট্ঠান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিচ্ছাগট্ঠান**। **খ** বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, গুণ, ধর্ম, চরিত্র, শক্তি, পদ, প্রকার, ধাপ, পরিমাণ, পদমর্যাদা, উপাধি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগগসাবকট্ঠান**। (সংযুক্ত নিকায়) **দসট্ঠানং**। **গ** বস্তু, জিনিস, দ্রব্য, সামগ্রী, আবশ্যকীয় জিনিসপত্র, বিষয়, আধ্যাত্মিক বস্তু, স্বতন্ত্র দ্রব্য, দফা, টুকরা খবর ইত্যাদি, বিদ্ধ করিবার যন্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্র, হুল, মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু, বিন্দু, পূর্ণচ্ছেদ, মুহূর্ত, সামান্য ব্যাপার, একটি বা একমাত্র বস্তু, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, একটি বাক্য, আলোচ্য বিষয়, স্বর, পদ, ক্রম, অবস্থা, বিশেষ লক্ষণ, বিশেষত্ব, অন্তরীপ। (বহুবচনে ইহার অর্থ:—) পথ সমূহ, কারণ সমূহ, ভিত্তি সমূহ, উপায় সমূহ, ধারা বা রীতি সমূহ, অভিবাদন। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত প্রয়োগে:—(ধর্মপদ) **এতেহি তীহি ঠানেহি**—এই তিনটি কারণে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মনুস্সা তীহি ঠানেহি বহুং পুঞ্ঞং পসবন্তি-কাযেন বাচায মনসা**—মানুষেরা কায়ের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা—এই তিনটিকে ভিত্তি করিয়া (অর্থাৎ এই তিনটি উপায়ে) বহু পুণ্য সঞ্চয় করে; = **সংবুতং তীহি ঠানেহি** (ধর্মপদ)। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **চতূহি ঠানেহি = চতূহি আকারেহি** অথবা **কারণেহি পামুজ্জকরণং ঠানং** (সূত্রনিপাত)। (দীর্ঘনিকায়) **একচ্চেসু ঠানেসু সমেতি একচ্চেসু ন সমেতি**—কোন কোন বিষয়ে আমি একমত আর কোন কোন বিষয়ে আমি একমত নহি; কোন কোন বিষয় স্বীকার্য আর কোন কোন বিষয় অস্বীকার্য। (সংযুক্ত নিকায়) **কঙ্খনিযট্ঠান**—সন্দেহজনক বিষয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নত্থি অঞ্ঞং ঠানং**—অন্য কোন উপায় নাই। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগমনীযট্ঠান**। **ঘ** দাবীকরণ, জোরপূর্বক অধিকার, দম্ভ, বুদ্ধি, হেতু, প্রমাণ, যুক্তি, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান, বিচার, নিরপেক্ষ সত্য, অনুমান কল্পনা, মত, অনুমিত বিষয়, আদি, মূল, মৌলিক তথ্য, মূলতত্ত্ব, মূলনীতি, মৌলিক শক্তি, মনোবৃত্তি, মৌলিক উপাদান; (বর্ণনায়) শ্লেষোক্তির শব্দ, সিদ্ধান্তের উক্তি, সমাপ্তির শব্দ, তর্কবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, যুক্তিযুক্ততা, বিচারবুদ্ধি সম্পন্নতা। (বিপ) **অট্ঠান**। (দীর্ঘনিকায়) **গরযহং ঠানং আগচ্ছতি**—গর্হিত যুক্তি আসিতেছে অর্থাৎ সে নিন্দনীয় যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে। (সংযুক্ত নিকায়) **চতূহি ঠানেহি পঞ্ঞাপেতি**—চারি প্রকারে যুক্তি বা নির্দেশ প্রদর্শন করিতেছে; **ঠানকুসল; সত্তট্ঠান**। ৪ কয়েকটি কারকে এই শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়:—যেমন—(কর্মকারকে) **ঠানং**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **এত্তকং ঠানং**—এমন কি সামান্য। (অপাদান কারকে) **ঠানসো**; (সংযুক্ত নিকায়) **ঠানসো হেতুসা**—বিচারশক্তি এবং যুক্তির সহিত; (নেত্তি) **ঠানসো ঞাণ**—বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। (অধিকরণ কারকে) **ঠানে**—পরিবর্তে (=মত), যেমন—**ধীতুট্ঠানে ঠপেসি**—কন্যার পরিবর্তে বা স্থানে রাখিল অর্থাৎ কন্যার মত রক্ষা করিল (বিমানবত্থু অর্থকথা); **পুত্তট্ঠানে**—পুত্রস্থানে অথবা পুত্রের ন্যায় (জাতক)। ৫ **"ঠান"** এবং **"অট্ঠান"** সম্বন্ধীয় "হাঁ" এবং "না" অর্থে বাক্য যোজনায় (যেমন—বিপরীত অর্থে "স্থান এবং স্থান নয়" অর্থাৎ "ভাল স্থান এবং মন্দ স্থান",

ঠিক সময় এবং অসময় বা ভুল সময়, কোনও স্থানে এবং কোন স্থান বা স্থানে নহে অথবা কুত্রাপি নহে, সম্ভাবনা এবং অসম্ভবতা বা অসাধ্যতা, সত্য এবং মিথ্যা):—**ক** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ঠানং উপগচ্ছতি (পঠবিযা)**—ভূমির উপর (বিশ্রামের) স্থান খুঁজিয়া পাওয়া, (আকর্ষণশক্তির এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তির নিয়মানুসারে) ভূতলে অবস্থান করা; (বিপরীত) **ন ঠানং উপগচ্ছতি**—বিশ্রামের নিমিত্ত স্থান খোঁজে না, মহাশূন্যে গমন করে (মিলিন্দ প্রশ্ন)। **খ** (দীর্ঘনিকায়) **ঠানং বিজ্জতি**--কারণ আছে, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা, ইহা সম্ভব; (বিপরীত) **ন এতং ঠানং বিজ্জতি**—ইহা অসম্ভব, অসাধ্য, অসম্ভাব্য, অসত্যবৎ, অপ্রতীয়মান, অযুক্তিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান, বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া প্রতীয়মান, অযুক্তিপূর্ণ (বিনয়)। **গ** (সূত্রনিপাত) **অট্ঠানং**--অসম্ভবতা, অসাধ্যতা। **অট্ঠানে**--ভুল সময়ে, অসময়ে, অনির্দিষ্ট সময়ে (জাতক)। "**ঠান**" অর্থে "**গতি**" সমূহের মধ্যে ইহাও একটি "**গতি**" বা গমনবিশেষ (এখানে "**পেত্তিবিসয**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, চতুর্বিধ "**অট্ঠান**" বা অপায়গতির মধ্যে "**পেত্তিবিসয**" বা প্রেতকুলের পরদত্তভোজী প্রেতগণ মনুষ্যলোকে জ্ঞাতিগণের প্রদত্ত দানের বা উৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া মনুষ্য প্রভাবের মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে আসিয়া দেখা দিতে পারে (পেতবত্থু অর্থকথা)।(যৌগিকে) **ঠানাট্ঠান-গত** (নেত্তি)।(নেত্তি) **ঠানাট্ঠান ঞাণ**। (দীর্ঘনিকায়) **ঠানকুসল, ঠানকুসলতা**। একই ভাবার্থে সংযুক্ত নিকায়ে:—**ঠানং ঠানতো পজানাতি, অট্ঠানং অট্ঠানতো পজানাতি**—সিদ্ধান্তের জন্য যাহা প্রকৃত ভিত্তি তাহা হইতে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানা, দুঃখের মূল ভূমি হইতে দুঃখকে বিশেষরূপে জানা।

ঠানকুসল (বিণ) ১ বলিষ্ঠরূপে যুক্তিসিদ্ধ, নির্দোষ বিচারে সম্পাদিত, অভ্রান্ত যুক্তিতর্কে নিষ্পন্ন। ⇒ **ঠান** (৩ঘ)। ২ (সত্য-সম্বন্ধে জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে অথবা দোষ বিমুক্তিতে) সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, শিক্ষাপ্রাপ্ত। ⇒ **ঠান** (৫)।

ঠানকুসলতা (স্ত্রী) (সত্যজ্ঞানের উপলব্ধিতে অথবা দোষ বিমুক্তিতে) শিক্ষা, সুসভ্যতা, সিদ্ধতা, সম্পাদন, দোষবিমুক্তি, কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় সংযোগ বা ঘটনার যোগাযোগের নিশ্চয়তায় দক্ষতা। ইহা বুদ্ধের দশবিধ শক্তির মধ্যে একটি। ⇒ **ঠান** (৫)।

ঠানচঙ্কমিক (বিণ) যে স্থানে দাঁড়ানো এবং চংক্রমণ করা হয়। ⇒ **চঙ্কমিক**।

ঠানসো (ক্রি-বিণ) ১ এক স্থান হইতে, স্থান হইতে, এক মুহূর্তে। ⇒ **খণ** (২)। ২ কারণ এবং উদ্দেশ্যের সহিত।

ঠানসো ঞাণ (ক্লী) বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, যুক্তি জ্ঞান, নির্দোষ সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। (ক্রি-বি) না নড়িয়া, স্থির বা দৃঢ় থাকিয়া, অবকাশ ব্যতীত অথবা উদ্দেশ্য পরিবর্তন না করিয়া অর্থাৎ সহসা, শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বভাবসিদ্ধভাবে, তৎপরতার সহিত। (সংযুক্ত নিকায়) **ঠানসো ঞাণ উপ্পত্তি = কথনং যেব ঠানসো ঞাণ উপ্পত্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **ঠান** (৪)।

ঠানসো হেতুসা (ক্রি-বিণ) বুদ্ধি ও যুক্তির সহিত, বিচারশক্তি এবং উদ্দেশ্য বা কারণ সহ, কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় এবং শর্তমূলক বা সপ্রতিবন্ধ সহকারে। ⇒ **ঠান** (৪)।

ঠানাট্ঠান (ক্লী) [ঠান+অট্ঠান] স্থান আর অস্থান, উপযুক্ত স্থান এবং অনুপযুক্ত স্থান। (তুলনীয়) **কিচ্চাকিচ্চ, মগগামগগ, ফলাফল**।

ঠানাট্ঠান গত (বিণ) [ঠান+অট্ঠান+গত] সদ্‌স্থানে এবং অস্থানে বা দুঃখময় দুর্গতিতে গিয়াছে এমন। ইহা মৃত্যুর পর জীবের বা মানুষের "**গতি**" সম্বন্ধীয় শব্দ, যেমন "**সব্বে খয ধম্মা**" সম্বন্ধে:—(নেত্তি) **কেচি সগগূপগা কেচি অপাযূপগা**। (যৌগিকে) **অপুচ্ছি নিপুণে পঞ্ঞে ঠানাট্ঠানগতে**—সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য অথবা সত্য এবং মিথ্যা অথবা (মৃত্যুর পর পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখ এবং নরকাদি অপায়-সম্বন্ধে) সুখময় এবং দুঃখময় স্থানে গমন-সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই (মিলিন্দ প্রশ্ন)। ⇒ **ঠান** (৫)।

ঠানাট্ঠান ঞাণ—সত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং অসত্য বা মিথ্যা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, স্বর্গাদি সুখময় স্থান-সম্বন্ধে জ্ঞান এবং নরকাদি অপায় দুঃখ-সম্বন্ধে জ্ঞান, সম্ভাব্য জ্ঞান এবং অসম্ভাব্য জ্ঞান, সদ্‌স্থানীয় জ্ঞান এবং অসদ্‌স্থানীয় বা দুঃখস্থানীয় জ্ঞান, দোষবিমুক্ত বা অর্হৎ জ্ঞান।

ঠানাট্ঠান বিদূ (বিণ) সংস্থিতি বা (বাড়ির) অবস্থিতি সম্বন্ধীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, নানাস্থান-সম্বন্ধে জ্ঞাত। ⇒ **বিদূ**।

ঠানীয (ক্লী) প্রধান নগর, রাজধানী। (বিণ) স্থানীয়, স্থাপনের যোগ্য, রাখার উপযুক্ত, নির্ধারিত করার যোগ্য, আরোপ করার যোগ্য, খাড়া আছে এমন, দাঁড়ানো আছে এমন, যে কোন পদ বা পদমর্যাদায় দাছে এমন, যে কোন অবস্থায় বা স্থানে আছে এমন, ভিত্তি বা হেতু করা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **নীচট্ঠানীয**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ছন্দরাগ-ধম্মট্ঠানীয**। ⇒ **তিট্ঠতি**।

ঠানুপ্পত্তি (স্ত্রী) ক্ষণিক উৎপত্তি, তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি। (বিণ) তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত, ক্ষণিক বা ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন, এক মুহূর্তে বা তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন, ক্ষণকালের নিমিত্ত উৎপন্ন। ⇒ **ঠানসো**। **ঠানুপ্পত্তি কারণবিন্দন**—তৎমুহূর্তে ঠিক ঠিক উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া।

ঠানুপ্পত্তিক (বিণ) তৎমুহূর্তে, তৎক্ষণাৎ, ক্ষণিক, ক্ষণস্থায়ী, স্বতঃস্ফূর্ত, বিনাচাষে বর্ধমান, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, স্বয়ংক্রিয়, স্বভাবসিদ্ধ, (লিখনশৈলী, দৈহিকভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে) স্বাভাবিক, জড়তাহীন, সহজ।

ঠাপক (বিণ) স্থাপনকারী, রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি রাখে বা স্থাপন করে।

ঠাযক (বিণ) যে ব্যক্তি দাঁড়ায় বা দাঁড়াইয়াছে।

ঠাযিক (বিণ) যে ব্যক্তি তাহার জীবিকা বা জীবনোপায় লাভ করে, কোন কিছুর দ্বারা জীবনধারণ বা জীবিকানির্বাহ করে এমন। এই শব্দটি করণকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সন্দেহজনক পাঠ।

ঠাযিন (বিণ) দণ্ডায়মান, নির্ধারিত, খাড়া, প্রতিষ্ঠিত, স্থিরভাবে অবস্থানকারী, কিছুর উপর দণ্ডায়মান, দাঁড়াইয়া আছে এমন, বিদ্যমান, বিদ্যমান আছে এমন, বর্তমান, কোন অবস্থায় বিদ্যমান আছে এমন, নির্ভরশীল, অস্তিত্ব আছে এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **পরিযুট্ঠাযিন; অরূপট্ঠাযিন**। (পেতবত্থু) **যমস্স ঠাযিনো**। (পুং) দাঁড়ান, অবস্থান, স্থায়িত্ব, পদ, স্থান, সামাজিক পদ, সমস্ত সত্তা বা প্রকৃতি, কিছুর উপর অবস্থিতি, অবস্থিতি, অবলম্বন।

ঠাযী (বিণ) স্থায়ী, স্থির, খাড়া, কোন অবস্থায় আছে এমন। ⇒ **ঠাযিন**।

ঠিত (বিণ) ১ স্থিত, দণ্ডায়মান, অবস্থানকারী, অচল, স্থাবর, স্থির, অবিচলনীয়, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, অটল, অনগ্রসর, উন্নতিশীল নয় এমন, দাঁড়াইয়াছে এমন (বিপ—**নিসিন্ন**), বিদ্যমান, সুষ্ঠু স্বভাবে আছে এমন। ২ কিছুতে আছে এমন, কিছুতে স্থায়ী। (তুলনীয়) **ঠপিত**। ৩ সময়-সম্বন্ধে:—স্থায়ী।৪ চরিত্রে:—স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, কঠিন, দৃঢ়, অকম্পিত, দমিত, নিয়ন্ত্রিত, শাসিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অমিস্সীকতং এব'স্স চিত্তং হোতি, ঠিতং আনেঞ্জপ্পত্তং**। (সংযুক্ত নিকায়) **তস্স ঠিতো বা কাযো হোতি ঠিতং** (দৃঢ়, অকম্পিত) **চিত্তং**। (দীর্ঘনিকায়) **খেমট্ঠিত**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মে ঠিত**। (জাতক) **নহাত্বা ঠিত, নিবাসেত্বা ঠিত**—স্নান করিয়া এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছি; **দারকং গহেত্বা ঠিত**। (তুলনীয়) **সন্ঠিত**। ⇒ **তিট্ঠতি**।

ঠিতক (বিণ) দণ্ডায়মান, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এমন, খাড়া হইয়া রহিয়াছে এমন। = **ঠিত**।

ঠিতকথা—স্থিত কথা, সিদ্ধান্তকৃত কথা, রক্ষণ সম্বন্ধে কথা, রক্ষিত কথা।

ঠিতকপ্পিন (বিণ) কল্পকাল স্থায়ী, কল্পকাল পর্যন্ত স্থিত। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থকথা) **ঠিতকপ্পো অস্স অত্থী'তি; কপ্পং ঠপেতুং সমত্থো'তি অত্থো**। = **কপ্প ঠিতিন**।

ঠিতচিত্ত (বিণ) স্থির চিত্তের, দমিত চিত্তের। = **ঠিতত্ত**।

ঠিতট্ঠান (ক্লী) দাঁড়াইবার স্থান অথবা যে স্থানে (কেহ) দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিততা (স্ত্রী) দাঁড়াইয়া থাকার বা দাঁড়াইবার কাজ, দাঁড়ানো অবস্থা, খাড়া অবস্থা, স্থিত অবস্থা, দৃঢ়তা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মট্ঠিততা ধম্মনিযমতা**।

ঠিতত্ত (ক্লী) দাঁড়ানো অবস্থা, খাড়া অবস্থা, দাঁড়াইবার কার্য, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নিযুক্ত হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, নিয়োগ, পদ, বন্দোবস্ত, চাকরি, নির্ধারিত হইয়া, নির্দিষ্ট হইয়া, কোন পদে নিযুক্ত হইয়া। (বিণ) [ঠিত+অত্ত] আত্মসংযমিত, আত্মদমিত, শান্ত, স্থির, স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, সিদ্ধান্তকৃত, স্থিরসঙ্কল্প। (দীর্ঘনিকায়) **ঠিতত্ত গতত্ত যতত্ত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **সুপ্পতিট্ঠিত চিত্তো**। (সূত্রনিপাত) **ঠিতত্ত পরিনিব্বুত = লোকধম্মেহি অকম্পনেয্য চিত্ত** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

ঠিতত্ত পরিনিব্বুত (বিণ) স্থিরচিত্ত হইয়া পরিনির্বাপিত। ⇒ **ঠিতত্ত** (বিণ), **সুপ্পতিট্ঠিত চিত্ত**।

ঠিতত্তো (বিণ) প্রায়শঃকৃত, পুনঃপুন সংঘটিত।

ঠিত ধম্ম (বিণ) নিত্য, চিরস্থায়ী, (**"মহাসমুদ্দ"** সম্বন্ধে) শাশ্বত, সনাতন।

ঠিতি (স্ত্রী) স্থিতি, অবস্থান, থাকা, অবধারণ, স্থিরতা, দশা, অবস্থা, মর্যাদা, সীমা, পালন, নিবৃত্তি, নিষ্পত্তি, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব, স্থিরতা, নিশ্চলতা, স্থিতিকাল, সময়ের ব্যাপ্তি, অবস্থিতি, ধারাবাহিকতা, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিভব, রাজসরকার, রাষ্ট্র, পদ, গুণ, সম্প্রদায়, শ্রেণী, স্থির সঙ্কল্পতা, স্থাবরতা, জিদ, অচলতা, অবিরত চেষ্টা, নির্বন্ধ, রক্ষণশীলতা, শর্ত, কড়ার, বর্ণনা, উল্লেখ, জাতি, কুটুম্ব, সম্বন্ধ, সম্পর্ক। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কাযস্স ঠিতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **সদ্ধম্মস্স ঠিতি**। সর্বদা **"অসম্মোস, অন্তরধান"** শব্দের সহিত ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মট্ঠিতি ঞাণ**—ধর্মের স্থিতিকাল-সম্বন্ধে জ্ঞান, ধর্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থাজ্ঞান। (মধ্যম নিকায়) **নত্থি ধুবং ঠিতি**—ধ্রুবভাবে স্থিরতা বা স্থিতিকাল নাই অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী কিছুই নাই। (সূত্রনিপাত) **বিঞ্ঞট্ঠিতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জীবিতট্ঠিতি**।

ঠিতিক (বিণ) স্থায়ী, দণ্ডায়মান, খাড়া, বদ্ধ, চলাচল রহিত, স্থির, নির্ধারিত, প্রতিষ্ঠিত, জীবন্ত, বিদ্যমান, অস্তিত্বরূপে বিরাজমান আছে এমন, সজীব বা জীবিত আছে এমন, অধীন, আশ্রিত, নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অপ্রধান। (খুদ্দকপাঠ) **আহারট্ঠিতিক**।

ঠিতিকং (ক্লী) জীবনধারণ, অস্তিত্ব, বিদ্যমান, অবস্থান। ⇒ **ঠিতিক**।

ঠিতিকা (স্ত্রী) বহু জিনিসের শ্রেণী বিভাগ করা তালিকায় বা তালিকাস্থ স্থান।

ঠিতিধাতু (স্ত্রী) স্থিতি অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

ঠিতিভাগিয (বিণ) স্থিতিভাগীয়, স্থায়ী, স্থিতিকাল-সম্পর্কীয়, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, চিরস্থায়ী। ইহা কেবল **"সমাধি"** শব্দের সহিত প্রযুক্ত শব্দ। (তুলনীয়) **সমাধিস্স ঠিতিকুসল**—অপরিবর্তনীয় বা স্থায়ী ধ্যান বা একাগ্রতা সাধনসম্পন্ন (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

ঠীযতি (ক্রি) = **পতিট্ঠীযতি**। ⇒ **পতিট্ঠীযতি**।

ড

ড—ট বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন মূর্ধাজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে।

ডংস (পুং) ডাঁশ, পীতবর্ণ মাছি। = **পিঙ্গলমক্‌খিক** (জাতক)। (সূত্রনিপাত) **ডংস সিরিংসপ**। (মধ্যম নিকায়) **ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সম্ফস্‌স**। (বিশুদ্ধিমার্গে) **"ডংসন-মক্‌খিকা"** অথবা **"অন্ধ-মক্‌খিকা"**। (ক্লী) মৌলিক অর্থে:—দংশন, দন্তাঘাত, কামড় বা কামড়ান।

ডংসতি (ক্রি) = **ডসতি**। ⇒ **ডসতি**।

ডট্‌ঠ (বিণ) দংশন্ করিয়াছে এমন, কামড়াইয়াছে এমন। ⇒ **ডসতি**।

ডযতি (ক্রি) উড়িয়া যায়, আকাশে উদ্‌গমন করে। = **উপ্পততি**।

ডয্‌হতি (ক্রি) জ্বলা, প্রজ্জ্বলিত হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, দগ্ধ হওয়া। ⇒ **ডহতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কামরাগেন ডয্‌হামি চিত্তং মে পরিডয্‌হতি = মহারাগ:--মা ডয্‌হিত্থো পুনপ্পুনং** (মধ্যম নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাপথবী ডয্‌হতি বিনস্‌সতি ন ভবতি**। (অতীত) **ডয্‌হি**। (ব-বিণ) **ডয্‌হমান**।

ডয্‌হমান (বিণ) (অগ্নিতে বা আগুন দ্বারা) দগ্ধমান, দাহ্যমান, দগ্ধ হইতেছে এরূপ, পুড়িয়া যাইতেছে এরূপ, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতেছে এরূপ, ক্রমে ক্ষয় বা ব্যয় হইতেছে এমন, তপ্ত বা তাপিত হইতেছে এমন; রক্তিমবর্ণ হইতেছে এমন, উত্তেজিত হইতেছে এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **"ডয্‌হমানেন কাযেন"** এবং **"চেতসা"; ডয্‌হমানেন বিপ্পটিসারেন**—মনস্তাপে বা মর্মপীড়ায় দগ্ধ হইতেছে এমন। (তুলনীয়) **উডয্‌হমান**। ⇒ **ডয্‌হতি**।

ডলি্‌হ দড়টি—দৃঢ়রূপে শক্তিশালী করণ। ⇒ **দড়টি**।

ডসতি (ক্রি) [√ডংস+অ] দংশন করা, কামড়ান, কামড় দেওয়া, দন্তাঘাত করা, হুল ফুটান, জোরে ধরা, যন্ত্রণা দেওয়া। (বর্ণনায়) মাছি বা ডাঁশের কামড়, সাপে কাটা, বৃশ্চিক বা কাঁকড়াবিছার হুল ফুটান। (বর্তমানকালে) **ডসতি**। (অতীত) **অডংসি, ডংসি, ডসি**। (অ-বিণ) **ডট্‌ঠ, দট্‌ঠ;** (তুলনীয়) **দাঠা, সণ্ডাস**। (ব-বিণ) **ডসন্ত, দসমান;** (জাতক) **গীবায দসমান**। (সপ্তমী) **ডসেয্য, ডংসেয্য**। (ভবিষ্যতে) **ডংসযিস্‌সামি, ডসযিস্‌সামি**। (ক্রি-বি) **ডসিত্বা**। (তুম) **ডসিতুং, ডংসিতুং**।

ডসন (ক্লী) দংশন, দন্তাঘাত, কামড়ান, কামড়।

ডহতি (ক্রি) [√ডহ+অ] আগুন লাগাইয়া দেওয়া, জ্বালাইয়া দেওয়া, দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ান বা পোড়া, প্রজ্জ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, শুষ্ক করা, উত্তেজিত করা, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা, ব্যয় করা, গ্রাস করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, বিরক্ত করা। (অতীত) **ডহি**। (অ-বিণ) **ডড়ঢ, দড়ঢ**। (ব-বিণ) **ডহন্ত, ডহমান**। (ক্রি-বি) **ডহিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **ডয্‌হতি**।

ডাক (পুং, ক্লী) খাদ্যরূপে ব্যবহৃত পত্র-মূলাদি, শাকসব্‌জি, কাঁচা খাদ্য, গুল্মজাতীয় ঔষধ। (বিনয়) **ডাকরস**। = **সাক**।

ডাকরস—গুল্মজাতীয় ঔষধ ছেঁচা রস।

ডাহ (পুং) দাহ, দহন, ভস্মীভূত করার কার্য, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা, উত্তাপ, রক্তিমাভা, আবেগবশতঃ উত্তেজনা বা গণ্ডদেশের রক্তিমা, উষ্ণতা, উত্তাপবোধ, ক্রোধ, সজীবতা, লালিমা, রক্তিমা, যে সময়ে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, কামোদ্দীপনা, সন্তাপ, আন্তরিক যাতনা, প্রজ্জ্বলন, প্রকোপ, ভয়ানক উত্তেজনা। (দীর্ঘনিকায়) **দিসাডাহ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অগ্‌গিদাহ**। (বিনয়) **দবদাহ**।

ডীযন (ক্লী) উড়ন্ত পক্ষী, উড়ন্ত জাহাজ, উড়ন্ত জিনিস। (বিণ) উড়ন্ত।

ডেতি (ক্রি) [√ডী+অ] উড়া, উড়িয়া যাওয়া। সমার্থে:—**সেয্যথা পক্‌খী সকুণো যেন যেনেব ডেতি...** (দীর্ঘনিকায়)। (অতীত) **ডেসি**। (ব-বিণ) **ডেন্ত**। (তুলনীয়) **দযতি, দীযতি, উড্ডেতি**।

ডেমান = **ওমান**। ⇒ **ওমান** (২)।

ঢ

ঢ—ট বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন মূর্ধাজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে মূর্ধাজ বর্ণ বলে। ঢ বর্ণের আদি অক্ষরে কোন শব্দ নাই।

ণ

ণ—ট বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জন সনাসিক মূর্ধাজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান অনুনাসিক মূর্ধা, এইজন্য ইহাকে অনুনাসিক মূর্ধাজ বর্ণ বলে। ণ বর্ণের আদি অক্ষরে কোন শব্দ নাই।

ত

ত—ত-বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন দন্ত্য অঘোষ বর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্ত্যবর্ণ বলে। সংযুক্ত অব্যয়রূপে ইহার ব্যবহার, যথা—(অঙ্গুত্তর নিকায়) অজ্জ+ত+অগ্‌গে = **অজ্জতগ্‌গে**, তম+ত+অগ্‌গে = **তমতগ্‌গে**, দহর+ত+অগ্‌গে = **দহরতগ্‌গে**। (তুলনীয়) তদ+উত্তরি = **তদুত্তরি** শব্দের পরিবর্তে দেব+ত+ত+উত্তরি = **দেব ততুত্তরি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। "**ত**" শব্দ মূল প্রতিপাদক সর্বনাম পদের মূল এবং ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ "**তং**", কিন্তু কারকভেদে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গও হয়। তখন ইহার অর্থ হয়:—যে, যিনি, যাহা, সে, উহা, তাহা, যাহারা। প্রতিপাদক ক্রিয়া বিশেষণের ইহার অর্থ হয়, সময় এবং স্থান-সম্বন্ধে। ⇒ "**স**"।

তং (ক্লী, সর্বনাম) উহা, ঐটি, সেইটি, এইটি, এই, ইহা। কর্মকারকে ইহার অর্থ:—তথায়, সেখানে, সেই স্থানে, সে সম্বন্ধে, এখন, তারপর, অর্থাৎ, কেন, অতএব, সেইজন্য, সেই কারণে। = **তস্মা**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **তদ, তং, নং**; (বহুবচনে) **তানি, নানি, (তে, নে)**। কর্ম (একবচনে) **তং, নং**; (বহুবচনে) **তানি, নানি, (তে, নে)**। করণ (একবচনে) **তেন, নেন**; (বহুবচনে) **তেহি, তেভি, (নেহি, নেভি)**। সম্প্রদান (একবচনে) **তস্স, (নস্স), অস্স**; (বহুবচনে) **তেসং, তেসানং, (নেসং, নেসানং)**। অপাদান (একবচনে) **তেন, তস্মা, তমহা (নেন, নস্মা, নমহা), অস্মা**; (বহুবচনে) **তেহি, তেভি, (নেহি, নেভি)**। সামীবচন বা সম্বন্ধ পদ (একবচনে) **তস্স, অস্স, (নস্স)**; (বহুবচনে) **তেসং, তেসানং, (নেসং, নেসানং)**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **তস্মিং, তমহি, (নস্মিং, নমহি), অস্মিং**; (বহুবচনে) **তেসু, (নেসু)**। উদাহরণ:—(দীর্ঘনকায়) **তং কিং মঞ্ঞসি? যং এতং পঞ্ঞং অপুচ্ছি অজিত তং বদামি তে**। (চূলনির্দেশে "**ঝান**" সম্বন্ধে) **তং কিস্স হেতু?** (সূত্রনিপাত) **তং তে পবক্খামি**—এখন আমি তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি; **তেসং বুদ্ধো ব্যাকাসি**—এখন যাহা বলিলে সে সমস্ত বুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (দীর্ঘনিকায়) **যং অহং জানামি তং ত্বং জানাসি**—আমি যাহা জানি তাহা তুমি জান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যো নেরয়িকানং সন্তানং আহারো তেন সো যাপেতি**—নরকস্থ সত্ত্বগণের যাহা আহার তদ্দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তং ... তং**—তাই নাকি তাই নাকি, এইরূপই এইরূপই, যেমন—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **তং জীবং তং সরীরং**—সেই জীব (আত্মা) সেই শরীর; (বিপ) **অঞ্ঞং জীবং অঞ্ঞং সরীরং**—জীব (আত্মা) ভিন্ন আর শরীর ভিন্ন।

তং ইদং (ক্রি-বিণ) তারপর, তখন, অতঃপর, অতএব, সেইজন্য, সেই কারণে।

তং এনং = **তমেনং**। ⇒ **তমেনং**।

তং তং (সর্বনাম) যাহা যাহা, সেই সেই। ⇒ **যং যং**। (ক্রি-বিণ) এইটা সেইটা অর্থাৎ প্রত্যেকটি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যং যং পস্সতি তং তং পুচ্ছতি**—যাহা যাহা দেখে সেই সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে; **যং যং মনসা পিযং তং তং গহেত্বা**—যাহা যাহা মনোজ্ঞ বা সুন্দর মনে হইল তাহা লইয়া; **যো যো যং যং ইচ্ছতি তস্স তস্স তং তং অদাসি**—যে যাহা চাহিল তাহা তাহাকে প্রদান করিল।

তং যথা (ক্রি-বিণ) নিম্নোক্ত মতে, এইরূপে, এইমতে, এই প্রকারে, এই পর্যন্ত, ইহা কিরূপে। = **সেয্যথা**।

তং রত্তিং (ক্রি-বিণ) সেই রাত্রিতে, সেই রাত্রির মধ্যে, সেই রাত্রি। ⇒ **রত্তিং, রত্তি** (২)।

তক (ক্লী) ক্বাথ, রোগ নিরাময়যোগ্য এক প্রকার গঁদ বা বৃক্ষ নির্যাস অর্থাৎ বাবলা গাছের আঠা। বিনয়শাস্ত্রে "**জতুনি ভেসজ্জানি**" এতে ইহার দুই প্রকার নাম বলা হইয়াছে, যেমন—"**তকপত্তি**" এবং "**তকপন্নী**"।

তকপন্নি ১ ত্বক এবং পত্র, বৃক্ষের ছাল এবং পাতা। ⇒ **পন্নি**। ২ = **তকপত্তি**। ⇒ **তকপত্তি**।

তকপন্নী—গাছের পত্রছেঁচা রস বা পত্রসিদ্ধ গঁদ বা ক্বাথ যাহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ⇒ **তক**।

তকপত্তি ১ বৃক্ষের ছাল এবং পত্র। = **তকপন্নি**। ২ =

তকপন্নী। ⇒ **তকপন্নী**।

তক্ক (পুং) ১ মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তা পদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, বিতর্ক, যুক্তি, বাদানুবাদ, শঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, উৎপ্রেক্ষা, তর্কবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, তর্ক, তর্কবিতর্ক, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি, অনিশ্চিত দৃষ্টি, অবিশ্বাস্য দৃষ্টি, অস্পষ্ট দৃষ্টি, অস্থিরমতি দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, সদ্ধর্মে অবিশ্বাস। = **দিট্‌ঠি**। ইহার প্রয়োগে "**সম্মাদিট্‌ঠি, মিচ্ছাদিট্‌ঠি**"এর মতন। ২ অতি সূক্ষ্মতা, চুল-চেরা, আলোচনা বা বিচার, বিচারশক্তি, যুক্তিতর্ক, হেতুবাদ, কূতর্ক, ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি। = **ইতিহীতিহং** (চূলনির্দেশ), **মিচ্ছাসঙ্কপ্পো** (বিভঙ্গ)। (বিপ) **ধম্মতক্ক**। (দীর্ঘনিকায়) **তক্কপরিযাহত**। (সূত্রনিপাত) **তক্কং পহায ন উপেতি সঙ্খং**। (ধর্মসঙ্গণী) **তক্কবিতক্ক**। (বিভঙ্গ) **সম্মাতক্ক**। ⇒ **বিতক্ক**। (ক্লী) তক্র, দধি, ঘোল, (চলিত ভাষায়) মাঠা। ⇒ **পঞ্চগোরস**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তক্কাদি অম্বিল**।

তক্কগহণ (ক্লী) সন্দেহের গভীরতা, ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তির গভীরতা।

তক্কণ (ক্লী) মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মনোভাব, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, বর্ণনা, বিবরণ, নিবেদন, অভিনয়, প্রতিরূপ চিত্র, প্রতিমূর্তি। (জাতক) **উস্‌সাববিন্দু তক্কণ**।

তক্কন (ক্লী) ভাবনা, চিন্তা, বিচারশক্তি, যুক্তিতর্ক, হেতুবাদ। = **তক্কণ**।

তক্কপরিযাহত (বিণ) তর্কে পরাভূত, তর্কে পরাস্ত, বাগ্‌বিতণ্ডায় পরাজিত, তর্কযুদ্ধে পরাজিত। ⇒ **পরিযাহত**।

তক্কর (বিণ) [তৎ+কর] ইহার কার্য সম্পাদনকারী, তত্রস্থ কর্মী, তাহার কার্য সম্পাদনকারী, ইহা হইতে কার্যকারী। (পুং) চোর, দস্যু, ডাকাত, তস্কর।

তক্কল = **তক্কল্**। ⇒ **তক্কল্**।

তক্কলকন্দ = **তক্কল্** ⇒ **তক্কল্**।

তক্কল্ (ক্লী) কন্দ-আলু-ওল প্রভৃতি মূলজাতীয় দ্রব্য, গোল আলুর গাছ, কন্দ হইতে উদ্ভূত উদ্ভিদ, কন্দযুক্ত গাছ।

তক্কবচ্ছ—তক্র বা ঘোলপায়ী শাবক, দুগ্ধপায়ী বৎস বা শিশু।

তক্কবড্‌ঢন (বিণ) তর্কবৃদ্ধিকর, তর্কবৃদ্ধিকারী, অতিশয় সন্দেহকারী। (ক্লী) তর্কে যোগদান অর্থাৎ তর্ক বৃদ্ধিকরণ, সন্দেহকে প্রশ্রয়দান, মিথ্যাদৃষ্টিতে প্রসাদ লাভ, বর্ধিত সন্দেহ, অতিশয় সন্দেহ, ভুল ধারণা, মিথ্যা বিশ্বাস, অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা, ভুল বিশ্বাস। ⇒ **তক্ক** (১), **বড্‌ঢন** (২)।

তক্কবিতক্ক (পুং) তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা, বাদানুবাদ।

তক্কসিলা (স্ত্রী) তক্ষশীলা। ইহা পশ্চিম ভারতের প্রাচীন গান্ধার প্রদেশের নগরের বা রাজধানীর প্রাচীন নামবিশেষ—তখনকার সময়ে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় নামে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দিক হইতে ছাত্রগণ আসিয়া নানাবিধ শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। ইহার বর্তমান পরিচিতি—পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি নামক শহর।

তক্কহেতু—তর্কের হেতু, সন্দেহের মূল কারণ।

তক্কাগম (পুং) [তক্ক+আগম] সত্যধর্মের শৃঙ্খলা, ধর্মবিনয়, সত্যধর্মের অনুবর্তিতা, যথার্থ ধ্যান বা ভাবনার পথ, প্রকৃত যুক্তিতর্কযুক্ত শিক্ষা, প্রকৃত বিচার শক্তিযুক্ত নিয়মানুবর্তিতা বা অনুশাসন। ⇒ **আগম** (৩)।

তক্কারী (স্ত্রী) একপ্রকার লতাজাতীয় গাছ। = **দালিক-লট্‌ঠি**।

তক্কাবচর (বিণ) তর্কযুক্ত, তর্ক উৎপাদক, সন্দেহযুক্ত। ⇒ **অতক্কাবচর**।

তক্কাসয—তর্কের স্থান, সন্দেহের অবকাশ, সন্দেহের অবসর।

তক্কিক (বিণ) অনিশ্চিত, সন্দেহযুক্ত, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, অজ্ঞানী, মূর্খ, ভুল বিশ্বাসী। (পুং) নির্বোধ ব্যক্তি, মূর্খ লোক, ভাঁড়, নৈয়ায়িক, যুক্তিবিদ্যায় বা তর্কবিজ্ঞানে পণ্ডিত, কূতর্কী, কূট-তার্কিক।

তক্কিন (বিণ) চিন্তাশীল, হেতুবাদী, বিচারশীল, যুক্তিতার্কিক; (বিশেষত) অবিশ্বাসী, সন্দেহবাদ-সম্বন্ধীয়। (ক্লী) চিন্তা, হেতুবাদ, যুক্তিতর্ক, বিচারশক্তি; (বিশেষত) অবিশ্বাস, সন্দেহ, নাস্তিক। = **তক্কী বীমংসী; তক্কেত্বা বিতক্কেত্বা দিট্‌ঠি-গাহিনো এতং অধিবচনং**। (তুলনীয়) **তক্কিবাদ**।

তক্কিবাদ (ক্লী) তর্কের কথা, বাগবিতণ্ডার কথা।

তক্কী (বিণ, পুং) নৈয়ায়িক, যুক্তিবিদ্যায় বা তর্কবিজ্ঞানে পণ্ডিত, কূতর্কী, কূটতার্কিক।

তক্কু (চরকার) টেকুয়ার দণ্ড, টেকো।

তক্কেতি (ক্রি) [√তক্ক+এ] বিবেচনা করা, ভাবা, মনে হওয়া, চিন্তা করা, অভিপ্রায় করা, মতলব করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, তর্ক করা, বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা, পরীক্ষা করা, তর্কে প্রণোদিত করা, ধারে বিক্রয় করা, ন্যস্ত করা, কার্যভার দেওয়া, প্রত্যয় করা, নির্ভর করা, আগ্রহভরে আশা করা, তর্কবিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা, বাদানুবাদ করা, যুক্তি প্রদর্শন করা, বিবাদ করা, প্রতিবিম্বিত করা বা হওয়া, প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল-সম্পর্কে) অধিকারী করা, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা। (জাতক) **অত্তানং তক্কেতি**—আত্মবিশ্বাস থাকা, নিজকে নিজে বিশ্বাস করা। (অতীত) **তক্কেসি**। (অ-বিণ) **তক্কিত**। (ক্রি-বি) **তক্কেত্বা**।

তক্কোটক—একজাতীয় পোকা। = **কক্কোটক** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)।

তক্কোল (ক্লী) (সংস্কৃত—কক্কোল, তক্কোল) কক্কোল গাছের জামের ন্যায় ফলদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য। ⇒ **কক্কোল**।

তগর (ক্লী) তগর, টগর, টগর ফুলের গাছ, টগর পুষ্প,

একজাতীয় সুগন্ধপুষ্প। (ধর্মপদ) **চন্দন-তগর**—(সুগন্ধি জাতীয়) চন্দন ও টগর পুষ্প। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তগর-মল্লিকা**—(সুগন্ধি-জাতীয়) টগর পুষ্প এবং মল্লিকা পুষ্প।

তগর-মল্লিকা ⇒ **তগর, মল্লিকা**।

তগ্গরুক (বিণ) [তদ+গরুক] তদ্বিষয়ে ব্যগ্র বা আগ্রহশীল, তদ্‌প্রবণ, তাহাতে ইচ্ছুক।

তগ্‌ঘ [তদ+অগ্‌গ] (ইহা "হাঁ" বাচক শব্দ) নিশ্চিতরূপে, তাই ঠিক, নিঃসন্দেহে, যথার্থরূপে, ঠিকঠাক, যথাযথভাবে, নিশ্চয়ই, বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিকতার সহিত, সেইরূপই, যদি তাহাই হয়, তাহাই। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনা সূচক শব্দ এবং সম্মতিসূচক শব্দ। = **একংসেন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা); (জাতক) **একংস বচন; একংস নিপাত**। ⇒ **যগ্‌ঘে**।

তগ্‌ঘা = **তগ্‌ঘ**। ⇒ **তগ্‌ঘ**।

তঙ্খণিকা (বিণ) [তং+খণিকা] তৎক্ষণিকা, তৎমুহূর্তের, সেই মুহূর্তের। = **মুহুত্তিকা**।

তচ (পুং) ত্বক, বল্কল, বাকল, গাছের ছাল, চর্ম, শরীররূপ বা শরীরাকৃতি, চামড়া, খোসা, ছাল, ভিত্তি, মসক, পশুচর্ম, বাহিরের চর্ম যদ্দ্বারা রূপ বা ছবিবর্ণ দেখা যায়, পাতলা চামড়া। ⇒ **রূপ**। (সংযুক্তভাবে ব্যবহারে প্রায়ই) **তচ-নহারু-অট্‌ঠি** (যদ্দ্বারা শরীরের বাহ্যিক অবয়ব দর্শন হয়)। (সূত্রনিপাত) **তচমংসাবলেপন; তচ-অট্‌ঠী-নহারু-সংযুত্তা**। (জাতক) **তচ বিলেপন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্‌ঠি-তচ-মত্তাবসেস সরীর**—অস্থিচর্মবিশিষ্ট শরীর মাত্র। সর্পের চর্মত্যাগের উপমায়:—(সূত্রনিপাত) **উরগো ব জিন্নং তচং জহাতি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিম্মোক**। (সূত্রনিপাত) **কঞ্চনসন্নিভ তচ**—(বিণ) স্বর্ণের বর্ণসদৃশ সুন্দর চর্মবিশিষ্ট। (চূলনির্দেশ) **বলিত-তচতা**—(অধিক বয়সে জীর্ণ শরীরে) চর্মের কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো অবস্থা।

তচগন্ধ (পুং) বল্কলের গন্ধ, (বৃক্ষ) ছালের গন্ধ।

তচপঞ্চক (ক্লী) শরীরস্থ ত্বকাদি পঞ্চক অর্থাৎ কেশ হইতে চর্ম পর্যন্ত তালিকার অন্তর্গত পাঁচটি বস্তু। শরীরস্থ বত্রিশ প্রকার অশুচির মধ্যে প্রথম পাঁচটির নাম "**তচপঞ্চক**" বা ত্বকপঞ্চক বলা হয়। ত্বকপঞ্চক, যথা—**কেসা**, (কেশ), **লোমা** (লোম), **নখা** (নখ), **দন্তা** (দন্ত), **তচো** (ত্বক বা চর্ম)। ⇒ **অসুচি, পঞ্চক**। **তচপঞ্চক কম্মট্‌ঠান**—কেশ-লোমাদি পঞ্চ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে ভাবনা বা ধ্যান করা হয় উহাকে বলা হয় ত্বকপঞ্চক কর্মস্থান। (জাতক) **তচপঞ্চক কম্মট্‌ঠানং আচিক্‌খিত্বা তং পব্বাজেসি**।

তচপরিযোনদ্ধ (বিণ) (প্রেতদের সম্বন্ধে) কুঞ্চিত বা কোঁকড়ানো চর্মযুক্ত অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর প্রেতগণের শরীরচর্ম কুঞ্চিত বা শুষ্ক-বিশুষ্ক।

তচপরিযোসান (বিণ) চর্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ, চর্ম দ্বারা সীমিত বা সঙ্কীর্ণ।

তচরজন (ক্লী) বৃক্ষাদির বাকল বা ছালজাতীয় বস্তু সিদ্ধ করা ক্বাথ বা রং। ⇒ **রজন**।

তচরস (পুং) গাছগাছড়াদির ছালের ক্বাথ বা রস, ত্বকের রস বা স্বাদ, ছালের রস বা স্বাদ, বাকলের রস বা স্বাদ, চামড়াজাতীয় খাদ্যের রস বা স্বাদ। ⇒ **খন্ধরস, রস**।

তচসার ১ সারবান ছাল বা বৃক্ষ। ২ শক্ত তন্তুর (দড়ি)। = **বেণুদণ্ডক**।

তচ্চরিত (বিণ) [তদ+চরিত] তৎস্বভাবযুক্ত, তদ্ভাবতদ্‌গত, পূর্ণতার বা সমাপ্তির অভিমুখী, তৎপ্রবণ, উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্র বা চেষ্টায় রত। (যৌগিকে) **তচ্চরিত তব্বহুল তগ্‌গরুক তন্নিন্ন অপ্পোণ তপ্পভার; তচ্চরিত নিব্বান-নিন্ন; তচ্চরিত নিব্বান-পোণ; তচ্চরিত নিব্বান পভার**। = **তপ্পরাযণ**।

তচ্ছ (পুং) ছুতার মিস্ত্রি, সূত্রধর, কাঠের কারিগর, কাষ্ঠ ছেদক, কাঠ কাটার অস্ত্র। (বিণ) সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, ন্যায়পরায়ণ, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত, বাস্তব, স্থাবর, অকাল্পনিক, ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত। (যৌগিকে) **ভূত তচ্ছ তথ** (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **ভূত তচ্ছ ধম্মিক**—উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃত। (সূত্রনিপাত) **যথা তচ্ছং**—সত্যানুসারে, সত্যানুযায়ী। **তচ্ছং বুচ্চতি অমতং নিব্বানং** ইত্যাদি। (ক্লী) তথ্য, যথার্থ, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি।

তচ্ছক (পুং) ১ ছুতার, মিস্ত্রি, সূত্রধর, কাঠ ছেদক, কাঠ কাটার অস্ত্র। (তুলনীয়) **বড়ঢকিন**। ২ এক জাতীয় নাগ বা সর্প।

তচ্ছতি (ক্রি) [√তচ্ছ+অ] কুচি কুচি করিয়া কাটা, কিছু কিছু কাটিয়া কমাইয়া আনা, কাটিয়া ফেলা, হঠাৎ দিক পরিবর্তন করা, কাটিয়া কাটিয়া পাতলা করা, নির্মাণ করা, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা, (ইট) গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, রচনা করা, সঙ্কলন করা। (জাতক) **মগ্‌গং তচ্ছতি**—রাস্তা নির্মাণ করা বা মেরামত করা। (অতীত) **তচ্ছি**। (অ-বিণ) **তচ্ছিত**। (ক্রি-বি) **তচ্ছিত্বা**। (করণে) **তচ্ছেতি**।

তচ্ছন (ক্লী) কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলার কার্য, কিছু কিছু কাটিয়া কমাইয়া আনার কার্য।

তচ্ছনী (স্ত্রী) কুচি কুচি করিয়া কাটিবার অস্ত্র (কুঠার, দা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি)।

তচ্ছ পটিপদা—কেবল সত্য এবং প্রকৃত পথ।

তচ্ছবচন (ক্লী) সত্যকথা, প্রকৃত কথা, যৌক্তিক কথা, যুক্তিযুক্ত কথা। = **যথাব বচন**।

তচ্ছসূকর (পুং) ছুতারমিস্ত্রি নামক শূকর (অর্থাৎ জাতক গ্রন্থে গল্পে এক শূকরের নাম রাখা হইয়াছিল "ছুতারমিস্ত্রি", তখন হইতে সেই শূকরটি "**তচ্ছসূকর** বা ছুতারমিস্ত্রি" শূকর নামে পরিচিত ছিল)।

তচ্ছিকা (স্ত্রী) নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক। = **বেণী**।

তচ্ছিত (বিণ) ত্রাসিত, ভীত, শঙ্কিত। ⇒ **তচ্ছতি, তচ্ছেতি**।

তচ্ছেতি (ক্রি) [√তচ্ছ+এ] কাঠের কাজ করা, (কাঠ দ্বারা) চৌকা বা নানা কিছু প্রস্তুত করা, (কাঠের) কাঠাম তৈয়ার করা, কুচি কুচি করিয়া কাটা, কিছু কিছু কাটিয়া কমাইয়া আনা। (অতীত) **তচ্ছেসি**। (অ-বিণ) **তচ্ছিত**। (ব-বিণ) **তচ্ছেন্ত**। (ক্রি-বি) **তচ্ছেত্বা**।

তজ (বিণ) ত্যাজ্য। = **চজিত্বা**। ⇒ **চজতি**।

তজ্জ (বিণ) [তদ+জ] ঠিক এইপ্রকার, এই প্রকারের, এইটাতে বা ঐটাতে নির্মিত, এইরূপ ভিত্তিতে, উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, ঠিক, অনুরূপ, যোগ্য, উপযোগী, যথোপযুক্ত, তজ্জনিত, সেই হেতু হইতে জাত, তদুদ্ভূত, তাহা হইতে উৎপন্ন। (যৌগিকে) **তজ্জবাযাম**—তদনুরূপ প্রযত্ন (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (তুলনীয়) **অনুচ্ছবিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তজ্জস্স পাপস্স কতত্তা**—এইরূপ পাপকার্য করার দরুণ; = **তাদিযস্স** (অথবা "**তাদিস্স**") **পাপস্স কতত্তা**।

তজ্জনা (স্ত্রী) ভয় প্রদর্শন, আসন্ন বিপদের সঙ্কেত, ভীতিপ্রদর্শন, ভয়। = **ভযসন্তজ্জন**।

তজ্জনিয (বিণ) নিন্দার যোগ্য, দোষারোপের উপযুক্ত, ভর্ৎসনার যোগ্য, তিরস্কারের উপযুক্ত। (ক্লী) নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, নিন্দাবাদ, কুফলের দায়িত্ব, দোষারোপ, অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা।

তজ্জনিযকম্ম—ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্ঘকর্ম সমূহের মধ্যে একটির নাম "**তজ্জনিযকম্ম**"।

তজ্জনী (স্ত্রী) তর্জনী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পার্শ্বস্থ আঙ্গুলের নাম তর্জনী।

তজ্জবাযাম—যথোপযুক্ত চেষ্টা, অনুরূপ বা তদনুরূপ প্রযত্ন। ⇒ **তজ্জ**।

তজ্জাপেতি (ক্রি) ভয় দর্শানো, আতঙ্কিত করা, শঙ্কিত করা, অভিযুক্ত করা, অপবাদ দেওয়া, অপরাধী করা, নিন্দা করা। = **পরিভাসাপেতি**। ⇒ **তজ্জেতি**।

তজ্জিত (বিণ) তর্জিত, ভর্ৎসিত, তাড়িত, তিরস্কৃত, ভয় প্রদর্শিত, ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত, ভয়ে কম্পিত। ⇒ **তজ্জেতি**।

তজ্জেতি (ক্রি) [√তজ্জ+এ] তর্জন করা, ভীত করা, শঙ্কিত করা, ভয়ার্ত করা, আতঙ্কোৎপাদন করা, ভয় দেখানো, তর্জন গর্জন করা, ভর্ৎসনা করা, সঙ্কেত করা, ঘটিতে পারে বলিয়া বোধ হওয়া, অভিশাপ দেওয়া, গালাগালি দেওয়া, গালিবর্ষণ করা। (অতীত) **তজ্জেসি**। (অ-বিণ) **তজ্জিত**। (ব-বিণ) **তজ্জেন্ত**। (ক্রি-বি) তজ্জেত্বা। (করণে) **তজ্জাপেতি**।

তঞ্চ্ঞেব (ক্রি-বি) [তং+এব] তাহাকেও, এমন কি তাহাকেও, সেরূপে।

তট (ক্লী) তট, নদীর তীর, কুয়ার পার, কুয়া বা নদীর পার্শ্বদেশ, সানু বা সানুদেশ, উচ্চক্ষেত্র, গিরিপৃষ্ঠ, তুঙ্গস্থান, ভূপৃষ্ঠদেশ, ছোট খাড়া পাহাড়, ক্রমনিম্নস্থ স্থান বা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ। (জাতক) **উদপান তট**—কুয়ার পাড়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পপাত তট**। ⇒ **তলাক**।

তট তটাযতি (ক্রি) তট তট করিয়া এক প্রকার শব্দ করা, খড় খড়-ঘড় ঘড় বা ঝন ঝন শব্দ করা, জোরে কথা বলা, বক বক করিয়া বকিতে থাকা, ঝন ঝন খন খন শব্দ করানো, ভর্ৎসনা করা, হতবুদ্ধি করা, নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, ঠক ঠঁক শব্দ করা, চীৎকার করা, হড়বড় করিয়া কথা কহা, ঠক ঠক শব্দ করিবার জন্য আঘাত করা, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করা, কিড়মিড় করা, হিস হিস শব্দ করা, ফোঁস ফোঁস শব্দ করা। ⇒ **কিণকিণাযতি**। (প্রায়শ সংযুক্তভাবে) **তটতটাযতি অক্কোসতি, পরিভাসতি**। (তুলনীয়) **কটকটায়তি, করকরা**। (অতীত) **তটতটাযি**। (ব-বিণ) **তটতটাযন্ত, তটতটাযমান; (জাতক) রোজেন তটতটাযন্তো; কোধেন তটতটাযমান;** (ভিক্ষুর ক্রোধ সম্বন্ধে) **"উদ্ধনে পক্খিত্ত-নোনবিয"**-এর ন্যায় **"ভিক্খু কোধন"** অর্থাৎ ক্রোধে জর্জরিত বা ক্রোধানলে সিদ্ধ; (ধর্মপদ অর্থকথা) **অগ্গিম্হি পক্খিত্ত লোণসক্খরা বিয রোসেন;** (বিমানবত্থু অর্থকথা **"কোধোভিভূতো"** সম্পর্কে) **বাতাহত তালপণ্ণং বিয; তটতটাযমান = কটকটাযমান**।

তট্টক (ক্লী) বারকোষ, থালা, ছোট থালা বা পাত্র, ভোজনপাত্র, রেকাব। (জাতক) **সুবণ্ণ তট্টক**—সোনার থালা।

তট্টিকা (স্ত্রী) ছোট মাদুর, ছোট মাদুরের আসন, বসিবার চর্মখণ্ড বা মৃগচর্ম। (বুদ্ধঘোষের ভাষ্য) **তেট্টিকং (তট্টিকং) নাম তালপণ্ণেহি বা বাকেহি বা কত তট্টিকা**।

তণ্ডিল সেয্যা = **থণ্ডিল সেয্যা**। ⇒ **থণ্ডিল সেয্যা**।

তণ্ডুল (পুং, ক্লী) তণ্ডুল, চাউল। (যৌগিকে) **তিল তণ্ডুল**—তিল এবং চাউল যাহা পূজায় দেওয়া হয়। (বিনয়) **লোণং তেলং তণ্ডুলং খাদনিযং সকটেসু আরোপেত্বা**। (জাতক) **তলিতণ্ডুলাদযো;** (বহুবচনে) **তণ্ডুলানি। মূলতণ্ডুল; মজ্ঝিমতণ্ডুল; কণিকা; সালিতণ্ডুল**। (তুলনীয়) **উত্তণ্ডাল**। ⇒ **ধঞঞ** (১), **কণিকা** (১)।

তণ্ডুল কণিকা (স্ত্রী) উৎকৃষ্ট চাউল। (তুলনীয়) **কণিকা তণ্ডুল, কণিকা**। ⇒ **তণ্ডুল**।

তণ্ডুলদোণ (পুং, ক্লী) চাউল মাপিবার দ্রোণ। = **তণ্ডুল দোন**। ⇒ **দোণ**।

তণ্ডুলদোন (পুং, ক্লী) চাউল মাপিবার দ্রোণ, চাউলের পাত্র, চাউল রাখিবার পাত্র। = **তণ্ডুলদোণ**।

তণ্ডুলনালি = **তণ্ডুলনালিকা**। ⇒ **তণ্ডুলনালিকা**।

তণ্ডুলনালিকা (স্ত্রী) চাউল মাপিবার আধার বা ভাজন। ⇒ **নালিকা, নালি, নালী**।

তণ্ডুলনালী = **তণ্ডুলনালিকা**। ⇒ **তণ্ডুলনালিকা**।

তণ্ডুলপালদ্বার—ধান বা চাউল রাখিবার গোলাঘরের দরজা।

তণ্ডুলমুট্‌ঠি (পুং) একমুষ্টি চাউল, মুষ্টিমেয় চাউল।

তণ্ডুলস্মণ—চাউলের মাপ, মুষ্টিমেয় চাউল।

তণ্ডুলহোম—চাউলের নৈবেদ্য, চাউল হোম বা পূজা।

তণ্ডুলেয্যক (তুলনীয় সংস্কৃত—তণ্ডুলীয়) খাদ্যজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ (বর্ণনায়—বিভিন্ন প্রকার "ডাক" বা কাঁচা খাদ্যজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে একটি—বিমানবত্থু অর্থকথা)।

তণ্‌হচ্ছিদ (বিণ) তৃষ্ণাবিনষ্ট। ⇒ **ছিদ**।

তণ্‌হবড্‌ঢকী (বিণ, পুং) তৃষ্ণা সৃষ্টিকারক, লোভ উৎপত্তিকারক। ⇒ **বড্‌ঢকী**।

তণ্‌হা (স্ত্রী) তৃষ্ণা, পিপাসা, শুষ্কতা, অভাব, ব্যাকুলতা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা, বলবতী স্পৃহা, উত্তেজনা, উত্তেজনার কারণ, স্পৃহা, অতৃপ্ত বাসনা, কামপ্রবৃত্তি, কাম, ভোগবাসনার ইচ্ছা, লোভ, লিপ্সা, কামনা, আসক্তি, যোগাযোগ, সংলগ্নতা, চিন্তিত বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা বা লোভ, জীবনধারণের (তীব্র) আকাঙ্ক্ষা, জঙ্গল (ধর্মসঙ্গণী)। = **রাগ**। ⇒ **ধম্ম** [১খ(১)], **পটিচ্চসমুপ্পাদ, বন** (১,২), ⇒ **কামচ্ছন্দ**। (অধিকরণ কারকে) **কবলিঙ্কারে আহারে তণ্‌হা**—শক্ত বা ঘনজাতীয় খাদ্যের জন্য ইচ্ছা (সংযুক্ত নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **চীবরে পিণ্ডপাতে তণ্‌হা**—চীবর ও পিণ্ডপাত পাওয়ার জন্য লোভ। (বিপ) **উপেক্‌খা, সন্তি**। ১ সাহিত্যে:—(পেতবত্থু) **খুধায তণ্‌হায চ খজ্জমানা**—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত বা খাইতে ইচ্ছুক; = **খুধায পিপাসায চ খজ্জমানা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ "**তণ্‌হা**" শব্দের অন্য অর্থে:—মনের ভাব বা অবস্থা যদ্দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করা হয়, দুঃখের হেতু। এখন কিরূপে দুঃখের হেতুমূলক তৃষ্ণা জাগ্রত হয়? যখন ইন্দ্রিয়দ্বারের সহিত বাহ্যিক জগতের বস্তুর সহিত সংস্পর্শ হয় তখন মনোজ্ঞ বোধে অন্তর্জগতে অনুভূতি ও বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয়, উহা হইতেই প্রবৃত্তিমূলক তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। কিন্তু বস্তু মনোজ্ঞ হইলেও আর্য অষ্ট উপায় দ্বারা যদি উহাকে উপেক্ষা দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন বস্তুর প্রতি আকৃষ্টজনক তৃষ্ণা উৎপন্ন হইবার কোন কারণ থাকে না, ইহাতে অভ্যস্ত ধর্মের পরিণাম নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ। তৃষ্ণা পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখের আকর, তৃষ্ণা হইতে বিশেষরূপে মুক্তিই নিবৃত্তিমূলক অর্হত্বফল লাভ বা নির্বাণ। সেইজন্য নির্বাণের বর্ণনায় বলা হইয়াছে :— "**সব্বূপধি-পটিনিস্সগ্গো তণ্‌হক্‌খযো বিরাগো নিরোধো নিব্বান**(⇒ **নিব্বান**)। ৩ "**তণ্‌হা**" সম্বন্ধে শ্রেণীবদ্ধতা বা শৃঙ্খলা:—"**তণ্‌হা**" এর তিনটি লক্ষ্যস্থল, যথা—**কামতণ্‌হা** (ইন্দ্রিয় সুখকর আনন্দ বা ভোগ বিলাসের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা), **ভবতণ্‌হা** (কামভব, রূপভব এবং অরূপভব—ইহাদের যে কোন একটিতে উৎপন্ন হইবার অথবা পুনরায় জন্মগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা), **বিভবতণ্‌হা** (ভবহীনতা বা শূন্যতা ধারণায় পুনরায় জন্মগ্রহণ না করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা)। অন্যভাবে "**তণ্‌হা**" ত্রিবিধ, যথা—**কামতণ্‌হা, রূপতণ্‌হা, অরূপতণ্‌হা**। পুনশ্চ ত্রিবিধ, যথা—**রূপতণ্‌হা, অরূপতণ্‌হা, নিরোধতণ্‌হা**। পুন "**বাহিরানি আযতনানি**" হিসাবে "**তন্‌হা**" ষড়বিধ, যথা—**রূপতণ্‌হা, সদ্দতণ্‌হা, গন্ধতণ্‌হা, রসতণ্‌হা, ফোট্‌ঠব্বতণ্‌হা, ধম্মতণ্‌হা**। পুনশ্চ "**ছদ্বারিকতণ্‌হা**" অর্থাৎ ছয় দ্বারিক বা দ্বারে উৎপন্ন তৃষ্ণা, যথা—**চক্‌খুদ্বারিক তণ্‌হা, সোতদ্বারিক তণ্‌হা** ইত্যাদি (⇒ **ছদ্বারিক তণ্‌হা**)। চূলনির্দেশ গ্রন্থে "আনন্দ, আরাম, উত্তমরূপে জীবনযাপন" ইত্যাদি বর্ণনায় আঠার প্রকার "**তণ্‌হা**" বা তৃষ্ণার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ৩৬ প্রকার তৃষ্ণার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ১৮ প্রকার "**অজ্‌ঝত্তিকস্‌স উপাদায**" অর্থাৎ অন্তর্মুখী বা অধ্যাত্মীয় মূলকারণের অনুভূতি সম্পর্কীয় ১৮ প্রকার "**বাহিরস্‌স উপাদায**" অর্থাৎ বৈষয়িক চরিত্রে ব্যক্তিবিশেষ সংঘটিত। (নেত্তি) **কুসলাপি অকুসলাপি** অর্থাৎ ভাল ও মন্দ অথবা পুণ্য ও পাপস্বরূপ "**তণ্‌হা**"। ৪ নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয়তা:—ক "**তণ্‌হা**" এর বিভিন্ন প্রকার প্রভেদ বর্ণনায়:—(সূত্রনিপাত) **মহাতণ্‌হা**। (সংযুক্ত নিকায়) **কামতণ্‌হা; গেধতণ্‌হা**। (দীর্ঘনিকায়) **ভবতণ্‌হা; ভবতণ্‌হা অবিজ্জা**। (চূলনির্দেশ) **তণ্‌হাদিট্‌ঠি**। "**তণ্‌হা**" সংসারবন্ধন এবং দুঃখের কারণ অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **যায অযং লোকোউদ্ধস্তো পরিযোনদ্ধো তন্তাকুলজাতো**। (ধর্মপদ) **তণ্‌হায জাযতি সোকো তণ্‌হায জাযতিভযং তণ্‌হায বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভযং**। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্‌হাযো উদ্ধিতো লোকো**। (বিভঙ্গ) **যং লোকে পিযরূপং সাতরূপং এত্থ এসা তণ্‌হা** । (সূত্রনিপাত) "**তণ্‌হা**" মার সৈন্যগণের চতুর্থ উপাদান। (সংযুক্ত নিকায়) "**তণ্‌হা**" মারকন্যাবিশেষ। (তুলনায়) **তণ্‌হা জালিনী বিসত্তিকা** (সংযুক্ত নিকায়)। = **ভরাদানং তণ্‌হা পোনোব্‌ভবিকা নন্দিরাগ সহগতা**। "**তণ্‌হা**" অর্থে "**গণ্ড**" = **কায; গণ্ডমূলং'তি তণ্‌হায এতং অধিবচনং; "তণ্‌হা"** অর্থে "**সোত**" (**খীণা সবো** = **ছিন্নসোতো**)। (ধর্মপদ) **মনুজস্‌স পমত্ত-চারিনো তণ্‌হা বড্‌ঢতি মালুবা বিয**। খ "**তণ্‌হা**" পুনর্জন্মের প্রবৃত্তিজনক উৎপাদকরূপে এবং সংসারাগমনের আকস্মিক বা নৈমিত্তিক কারণরূপে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মং খেত্তং বিঞ্‌ঞাণং বীজং তণ্‌হা সিনেহো ... এবং আযতিং পুনব্‌ভবাভি নিব্বত্তি হোতি**। (বিভঙ্গ) **তণ্‌হা চ অবসেসা চ কিলেসা**—**অযং বুচ্চতি দুক্‌খসমুদযো**। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্‌হা পুনোব্‌ভবিকা**। "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**" অর্থাৎ দ্বাদশ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিতে সংলগ্নতার বন্ধন "**তণ্‌হা**", যথা—**বেদনা-পচ্চযা তণ্‌হা, তণ্‌হা পচ্চযা উপাদানং** ইত্যাদি। "**তণ্‌হা**" এবং "**উপধি**" সম্বন্ধে:—(সংযুক্ত নিকায়) **তণ্‌হায সতি উপধি হোতি, তণ্‌হায অসতি উপধি ন হোতি; যে তণ্‌হা বড্‌ঢেন্তি তে উপধিং বড্‌ঢেন্তি** ইত্যাদি; **তণ্‌হায নীযতি লোকো তণ্‌হায পরিকিস্‌সতি। তণ্‌হা সংযোজনেন সংযুত্তা সত্তা দীঘরত্তং সন্ধাবন্তি সংসরন্তি**। ⇒ **তণ্‌হা** (২)। গ তৃষ্ণা বিমুক্তিতে অর্হত্ব, যথা—**বিগত তণ্‌হা বিগতপিপাস বিগতপরিড়াহ** (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত

নিকায়) **সমূলং তণ্হং অব্বুয্হ**, যেমন—**গোধিকো পরিনিব্বুতো; নিচ্ছাতো পরিনিব্বুতো**। (সূত্রনিপাত) **বীততণ্হ; বীত তণ্হ নিব্বুত**। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হায বিপ্পহানেন "নিব্বানং" ইতি বুচ্চতি; তণ্হায বিপ্পহানেন সব্বং ছিন্দতি বন্ধনং**। (সূত্রনিপাত) **তণ্হং মা কাসি মা লোকং পুনরাসি; তণ্হং পরিঞ্ঞায তে নরা ওঘতিণ্ণা'তি; উচ্ছিন্না ভবতণ্হা**। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হায বূপসম; তণ্হায নিরোধ। বীততণ্হ অনাদান; তণ্হং পহত্থান**। (তুলনীয়) **তণ্হক্খয**। ৫ অর্থকথা বর্ণনানুসারে **"তণ্হা"**এর ধারায় সমজাতীয় সম্পর্ক:—**ক "তণ্হা"** পঞ্চবিধ সমন্বয়ভূত, যথা—(১) **তণ্হা, কিলেস, সংযোগ, বিপাক, দুচ্চরিত;** (২) **তণ্হা, দিট্ঠি, কিলেস, দুচ্চরিত, অবিজ্জা;** (৩) **তণ্হা, দিট্ঠি, কিলেস, কম্ম, দুচ্চরিত। খ** প্রায়শ সমার্থবাচক:—**তণ্হা, আদান, এজা, গেধ, জপ্পা, নন্দী, নিবেসন, পরিড়াহ, পিপাসা, লেপ, লোলুপ, বান, বিসত্তিকা, সিব্বনী**। (যৌগিকে) **তণ্হক্খয** ইত্যাদি।

তণ্হাকাযা (বহুবচন শব্দ) **রূপতণ্হা-সদ্দতণ্হা-গন্ধতণ্হা-রসতণ্হা-ফোট্ঠব্বতণ্হা-ধম্মতণ্হা**—এই ছয় প্রকার তৃষ্ণাকে **"তণ্হাকাযা"** বলা হয়।

তণ্হাক্খয (পুং) তৃষ্ণাক্ষয়, ইচ্ছা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনিত উত্তেজনার লোপ বা ধ্বংস। ইহা প্রায় নির্বাণের সমতুল্য। (ধর্মপদ) **তণ্হাক্খয রত; (ধর্মপদ অর্থকথায়) অরহত্তে চেব নিব্বানে চ অভিরতো হোতি**। = **নিব্বান** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। অতএব **"নিব্বান" সম্বন্ধে ব্যাখ্যার ধারানুসারে "নিব্বান"** সমার্থবাচক (বিনয়); ⇒ **নিব্বান**। একই ভাবার্থে:—(বিনয়) **সব্বঞ্ঞুহো তণ্হাক্খযে বিমুত্তো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তণ্হাক্খয বিরাগ নিরোধ নিব্বান**। (বিনয়) **ভিক্খু অরহং ছ ঠানানি অধিমত্তো হোতি:**— ছয় স্থান, যথা—**নেক্খম্মাধিমুত্তো, পবিবেকাধিমুত্তো, অব্যাপজ্ঝাধিমুত্তো, উপাদানক্খযাধিমুত্তো, তণ্হাক্খযাধিমুত্তো, অসম্মোহাধিমুত্তো**।

তণ্হাক্খয রত (বিণ) তৃষ্ণাক্ষয়ে রত বা নিযুক্ত। ⇒ **তণ্হাক্খয**।

তণ্হাগত (বিণ) তৃষ্ণার বশীভূত, তৃষ্ণায় প্রভাবিত, উত্তেজনায় আবিষ্ট, তৃষ্ণায় জড়িত, (কাম বা ভোগবাসনার) তৃষ্ণায় পতিত বা মুগ্ধ। ⇒ **গত** (২)।

তণ্হাগদ্দুল—তৃষ্ণারূপ রজ্জু, তৃষ্ণাকে ধরিয়া রাখার উপায়, তৃষ্ণারূপ বন্ধন।

তণ্হাচ্ছিদ (বিণ) তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণাবিমুক্ত, তৃষ্ণারূপ বন্ধন ছিন্ন।

তণ্হাজাল (ক্লী) তৃষ্ণারূপ জাল, তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনিত পাশ বা ফাঁদ, সংসারাসক্তিরূপ জাল বা ফাঁদ। (তুলনীয়) **জালতণ্হা**। ⇒ **জাল**।

তণ্হাজালিনী (স্ত্রী) লোভজনক তৃষ্ণা। ⇒ **জালিনী**।

তণ্হাদাস (পুং) ১ তৃষ্ণার দাস, তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষার বশীভূত পুরুষ। ২ [তণ্হা+আদাস] তৃষ্ণারূপ আরসি বা দর্পণ, আয়না তুল্য তৃষ্ণারূপ চিক্কণ বা সূক্ষ্ম বস্তু।

তণ্হাদুতিয (বিণ) যাহার তৃষ্ণা সঙ্গীর ন্যায় রহিয়াছে এমন, তৃষ্ণার উত্তেজনা যাহার নিকট সঙ্গীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে এমন।

তণ্হাদুতিযা (বিণ) তৃষ্ণার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অথবা তৃষ্ণা যে ব্যক্তির দোসর বা সঙ্গীরূপে আছে এমন, ব্যক্তি এবং তৃষ্ণা দুইটিই একত্রে আছে এমন। ⇒ **দুতিয, তণ্হা**।

তণ্হাধিপতেয্য (বিণ) তৃষ্ণার উপর যাহার আধিপত্য হইয়াছে এমন, তৃষ্ণাকে বশীভূত করিয়াছে এমন, তৃষ্ণা যাহার প্রভাবের অন্তর্গত হইয়াছে এমন।

তণ্হাধিপন্ন (বিণ) তৃষ্ণাতে আপন্ন বা পতিত, তৃষ্ণার অধিগত, তৃষ্ণার বশীভূত, তৃষ্ণার অধীন।

তণ্হানদী (স্ত্রী) তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণারূপ নদী। (তুলনীয়) **নদিযা সোতো'তি:—তণ্হায এতং অধিবচনং**।

তণ্হানিমাতন—তৃষ্ণার বিদূরণ বা বিনাশ, তৃষ্ণার ধ্বংস।

তণ্হানুগত (বিণ) তৃষ্ণার অনুগত, তৃষ্ণার অধীন, তৃষ্ণার বশীভূত, তৃষ্ণার অন্তর্গত।

তণ্হাপক্খ (পুং) তৃষ্ণার পক্ষ, তৃষ্ণার পক্ষীয় বা অন্তর্গত তৃষ্ণা, যাহা তৃষ্ণার শ্রেণীভুক্ত তৃষ্ণা। (বিণ) তৃষ্ণাপক্ষীয়, আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তিমূলক। ⇒ **পক্খ** [১খ(বিণ)]।

তণ্হাপচ্চয (বিণ) তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণভূত, তৃষ্ণারূপ প্রত্যয় বা হেতু আছে এমন।

তণ্হা পরিগ্গহ—তৃষ্ণা পরিগ্রহ, তৃষ্ণা গ্রহণ, তৃষ্ণা আয়ত্তীকরণ। ⇒ **পরিগ্গহ** (২)।

তণ্হাবদ্ধ (বিণ) তৃষ্ণায় আবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষায় বশীভূত, ইচ্ছাবদ্ধ। ⇒ **বদ্ধ** (১)।

তণ্হাভিতুন্ন (বিণ) তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন, তৃষ্ণায় অভিভূত। ⇒ **অভিতুন্ন**।

তণ্হাভিনিবেস (বিণ) তৃষ্ণাভিনিবেশ, তৃষ্ণায় অভিনিবিষ্ট, তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ, তৃষ্ণাবহুল, তৃষ্ণান্ধ।

তণ্হামঞ্ঞনা (স্ত্রী) তৃষ্ণাজনিত অহমিকা, তৃষ্ণামূলক অহঙ্কার। ⇒ **মঞ্ঞনা**।

তণ্হামূলক (বিণ) তৃষ্ণামূলক। **তণ্হামূলক ধম্মা**—তৃষ্ণামূলক ধর্ম বা স্বভাবসমূহ। এই ধর্ম বা স্বভাব নববিধ, যথা—(**"কিলেসভূমি"** বা ক্লেশভূমির অন্তর্গত) **"অবিজ্জা, তণ্হা, লোভো, দোসো, মোহো"**, এবং **"চত্তারো বিপল্লাসা"**—এই নয়টিকে **"দুক্খসমুদয"** বা দুঃখোৎপত্তির কারণ বলা হয়।

তণ্হায়তি (ক্রি) = **তণ্হীযতি**। ⇒ **তণ্হীযতি**।

তণ্হালতা (স্ত্রী) তৃষ্ণারূপ লতা, ইহা তৃষ্ণা বা লোভের গুণবাচক সংজ্ঞা, ইহাকে যতটা দমন করিতে পারা যায় ইহার ততটা বিনাশ সাধিত হয় (ধর্মসঙ্গণী)।

তণ্হালুক (বিণ) লোভী, লোলুপ, আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। ⇒ **আলুক** (বিণ)।

তণ্হালেপ (পুং) তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনিত সংলগ্নতা বা

অনুরাগ, তৃষ্ণামূলক তীব্র আকাঙ্ক্ষা। (চূলনির্দেশ) **তণ্হালেপ দিট্ঠিলেপ**। ⇒ **লেপ** (২)।

তণ্হাবন (ক্লী) তৃষ্ণারূপ বন, লোভরূপ জঙ্গল। ⇒ **বন** (১, ২)।

তণ্হাবসিক (বিণ) তৃষ্ণার বশীভূত, তৃষ্ণার অধীন। ⇒ **বসিক**।

তণ্হাবিচরিত—তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত চিন্তা, তৃষ্ণার ভাবনা, ঈপ্সিত বস্তু লাভের উপায় চিন্তা, তৃষ্ণার অনুকূল স্বভাব।

তণ্হাসংযোজন (ক্লী) তৃষ্ণার বন্ধন। (বিণ) তৃষ্ণায় আবদ্ধ। (বি-ভা) **সংযোজনেন সংযুত্তা সত্তা দীঘরত্তং সন্ধাবন্তি সংসরন্তি** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হা সংযোজনানং সত্তানং সন্ধাবতং সংসরতং**।

তণ্হাসঙ্খয (পুং) তৃষ্ণার সম্পূর্ণ বিনাশ, সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাধ্বংস, তৃষ্ণার ধ্বংস সাধন। ইহার চারিপ্রকারে ক্রম সাধিত হয়, যথা—**তণ্হাক্খয সুত্ত, চূল তণ্হাক্খয, মহাতণ্হাক্খয, তণ্হাসঙ্খয বিমুত্তি**।

তণ্হাসঙ্খয বিমুত্ত (বিণ) তৃষ্ণানিবৃত্তির মাধ্যমে বিমুক্ত।

তণ্হাসঙ্খয বিমুত্তি—তৃষ্ণানিবৃত্তির মাধ্যমে বিমুক্তি বা বিশেষরূপে মুক্তি।

তণ্হাসঙ্খয সুত্ত—তৃষ্ণাক্ষয়ের সূত্র বা ধারা।

তণ্হাসমুদ্দ—তৃষ্ণাসমুদ্র, তৃষ্ণারূপ সমুদ্র, সমুদ্র সদৃশ অসীম তৃষ্ণা।

তণ্হাসম্ভূত (বিণ) তৃষ্ণাসম্ভূত, তৃষ্ণা দ্বারা উৎপন্ন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তণ্হাসম্ভূত অযং কাযো**। (সূত্রনিপাত) **যং কিঞ্চি দুক্খং সম্ভোতি সব্বং তণ্হাপচ্চযা**।

তণ্হাসল্ল (ক্লী) তৃষ্ণারূপ শল্য বা শেল, তৃষ্ণাশল্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণারূপ ময়লা বা অপবিত্রতা। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হাসল্লস্স হন্তারং বন্দে আদিচ্চবন্ধুনং**। (চূলনির্দেশ) **তণ্হাসল্লস্স অব্বুঢ়ন**।

তণ্হাসিত (বিণ) তৃষ্ণায় আবদ্ধ। ⇒ **সিত** (৩)।

তণ্হীযতি (ক্রি) (কিছুর জন্য) আকাঙ্ক্ষিত হওয়া, তৃষিত হওয়া, ঈপ্সিত বা ইচ্ছুক হওয়া। (সিংহলী গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ) **তুণ্হীযতি**; (বর্মাগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ) **টসতি**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তণ্হীযতি উপাদিযতি ঘটযতি**। (অতীত) **তণ্হীযি**। (তুলনীয়) "**তসতি**" এবং (অ-বিণ) "**তসিত**"।

তণ্হুপ্পাদা (বহুবচন শব্দ) তৃষ্ণা উৎপন্ন হইবার চারিটি মূল কারণ, যথা—**চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন, ইতিভবাভব** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

তত (বিণ) তত, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, বিপুল, প্রসারিত, অত্যুক্ত, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত, প্রদত্ত, বর্ধিত। ⇒ **তনোতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ততজাল**। (জাতক) **তত তন্তানি জালানি**; (সাহিত্যে কিন্তু) **তত তন্তানি কতানি**। জাতকে "**সমোতত**" শব্দের পরিবর্তে "**সমো তত**" শব্দ ভুল।

ততিয (বিণ) তৃতীয়। (সূত্রনিপাত) **ততিয পরাভবো**; (মারের তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্যদলরূপে) **ততিযা খুপ্পিপাসা**।

ততিযং (ক্লী, ক্রি-বিণ) তৃতীয় বারে, তৃতীয় বারও। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ততিযবারং**। = অবশেষে (বিমানবত্থু)। = **যাবততিযং** (বিনয়)। = **যাবততিযকং** (দীর্ঘনিকায়)।

ততিযা (স্ত্রী, করণকারকে) তৃতীয় বারে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ততিযায জাতিযা**—তৃতীয় জন্মে। ⇒ **ততিয**।

ততো (সর্বনাম পদ, অপাদান কারকে একবচন পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ) ১ এখান হইতে, ইহা হইতে, ইহাতে। (সংযুক্ত নিকায়) **ততোজ**। (জাতক) **ততোপরং**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ততো নিদানং**। ২ (ক্রি-বিণ) তথা হইতে, সেখান থেকে বা হইতে, সেই সময় হইতে, তখন হইতে, তদবধি, সেই জন্য, তৎপরে, সেই কারণে, অতএব, পরে, তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, উহা হইতে। ৩ তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, আর এক সময়ে। ৪ তাহার ফলে, তাহার উপর, অধিক, আরও, পরিশেষে, পশ্চাতে, ভবিষ্যৎকালে। এই শব্দটি সাধারণত বিশেষণ।

ততোজ (বিণ) ১ ইহা হইতে উৎপন্ন। ২ উহা হইতে উৎপন্ন, তাহাতে বা উহাতে উৎপন্ন।

ততো ততো ১ এই এই স্থান হইতে। ২ সেই সেই স্থান হইতে।

ততো নিদানং (ক্রি-বিণ) সেই কারণে, তদ্ধেতু, তজ্জন্য, উহাতে, উহার মাধ্যমে, উহার মধ্য দিয়া, উহার মারফতে, উহার দ্বারা।

ততো পট্ঠায—সেই সময় হইতে, তখন হইতে, তদবধি।

ততোপরং—তৎপর, তারপর, উহার পরে, অতঃপর, উহার পর, তাহার পর, সেই হইতে সেখান হইতে। ⇒ **পরং**।

তত্ত (বিণ) তপ্ত, উত্তপ্ত, গরম। ⇒ **তপতি = কঠিত**। (ধাতু সম্বন্ধে) গলিত অবস্থা। (তুলনীয়) **উত্তত**। (শাস্তি সম্বন্ধে) **তত্তেন তলেন ওসিঞ্চন্তে**। (ধর্মপদ) **তত্ত তযোগুড়**। (জাতক) **তত্ততপো**? (ক্রি-বিণ) লাল হইয়া উত্তপ্তভাবে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তত্ত লোহসেচনং** (নরকে শাস্তিস্বরূপ) তপ্ত গলিত লৌহ ঢালিয়া দেওয়া। (ক্লী) (তদ+ত্ব) তথ্য, সত্য, যথার্থ, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, বাস্তব প্রকৃতি, বাস্তব, বাস্তবতা, সত্তা। (অপাদান কারকে) **তত্ততো**।

তত্তক (বিণ) ১ আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মনোরম, মধুর, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সম্মত, রাজি। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **তত্তক ভোজন**। ২ এই প্রমাণের, এই আকারের, এত বড়, তাদৃশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **যত্তক তত্তক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তত্তকং কালং**।

তত্তকং কালং—তখন পর্যন্ত, সেই সময় পর্যন্ত, তখন পর্যন্ত, তদবধি। (তুলনীয়) **এত্তকং**। ⇒ **তত্তক**।

তত্ততপ (বিণ) (লৌহাদি ধাতু) পুড়িয়া লাল করা হইয়াছে এরূপ, উত্তপ্ত লালবর্ণ (অর্থাৎ নরকের শাস্তি সম্বন্ধে

"ভীষণ আত্মযন্ত্রণা")। (ক্রি-বিণ) উত্তপ্ত হইয়া লাল হইয়াছে এরূপ অবস্থায়। ⇒ **তত্ত**।

তত্ততো (অপাদান কারকে, ক্রি-বিণ) সত্যানুসারে, তথ্যানুযায়ী, সঠিকভাবে, যথার্থভাবে, প্রকৃতরূপে, নির্ভুলের সহিত। (জাতক) **ঞত্তা তত্ততো; অজানিত্বা তত্ততো।**

তত্তলোহ সেচনং ⇒ **লোহ**।

তত্থ (ক্রি-বিণ) **১** স্থান সম্বন্ধে:— **ক** তত্র, তথায়, তৎস্থানে, সেই স্থানে, সেখানে। **খ** স্থান সম্বন্ধে লক্ষ্য বা নির্দেশ করিয়া বুঝাইলে:—সেইখানেই, এই দিকে বা এই স্থানের দিকে। (জাতক) **তত্থগন্ত্বা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তত্থ গমনসীল**—তত্র গতিশীল বা গমনশীল, (যক্ষ সম্বন্ধে) এখানে সেখানে যাইতে সমর্থ অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে। **২** (অধিকরণ কারকে ক্রি-বিণ) ইহাতে, সেইজন্য, সে কারণে, সে সম্বন্ধে। (সূত্রনিপাত) **এতং অভিঞ্ঞায় ততো তত্থ বিপস্সতি;** সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**তত্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**তত্র**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ধর্মপদ) **তত্থ যো মন্ত্থু হোতি = তস্মিং দানে মন্ত্থু হোতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **তত্থ কা পরিদেবনা**—তাহার জন্য অথবা ইহার জন্য দুঃখ কেন? **৩** সময়-সম্বন্ধে:—তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, তৎপরে, পরে, আর এক সময়ে, অতএব, পুনরায়, সেইজন্য, কিছু সময়ের জন্য, কিছু কালের জন্য, এখনকার জন্য, ইতিমধ্যে। = **এত্থ**। (তুলনীয়) **তত্থক** (২)। (বি-ভা) **তত্থ পরিনিব্বায়িন;** (তৎসম্পর্কীয় বিশেষ ভাষায়) **অন্তরা পরিনিব্বায়িন;** ⇒ **পরিনিব্বায়িন**। এখানেও "**তত্থ**" শব্দের পরিবর্তে "**তত্র**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

তত্থ খো—সেখানে, সেখানে নাকি, তথায় নাকি, তথায়। ⇒ **খো**।

তত্থ তত্থ (ক্রি-বিণ) এখানে সেখানে, সর্বত্র, তদ্ তদ্ স্থানে, সেই সেই স্থানে, বিভিন্ন স্থানে। ইহার-সম্পর্কীয় শব্দ:— **যত্থ যত্থ; তত্থ তত্থ গামিনী পটিপদা যত্থ যত্থ গামেয্য।** ⇒ **তত্র**।

তত্থেব [তত্থ+এব] ঠিক সেখানে, সেই স্থানেই।

তত্র (ক্রি-বিণ) **১** তথায়, সেখানে, সেইস্থানে, সেই সম্বন্ধে। (দীর্ঘনিকায়) **তত্রাপি; = তত্রাপাসিং**। (বিনয়) **তত্র খো**। বর্ণনায়:—**তত্রাযং বিত্থার কথা**—এখানে অথবা সেখানে অথবা উহাতে ইহাই বিস্তারিত কথা, সেই সম্বন্ধে ইহাই বিস্তারিত ইতিবৃত্তি বা বর্ণনা। **২** ইহাতে। (সূত্রনিপাত) **তত্র কেবলিনো সম্মসে**। (ধর্মপদ) **তত্র'ভিরতি**। **৩** "**তত্র**" শব্দের বিশেষ প্রয়োগ:—(এইটি সেইটি) সর্বপ্রকার, সব রকম, যে কোন অবস্থায়, চৌকস, সতর্ক, সর্বাঙ্গসুন্দর, মনোযোগী, একেবারে, সম্পূর্ণ। (তুলনীয়) **যং তং; যেন তেন উপায়েন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তত্রমজ্ঝত্ততা**। (সূত্রনিপাত) **তত্রূপায়ঞ্ঞূ। = তত্থ**।

তত্র খো = তত্থ খো। ⇒ **তত্থ খো**। (তুলনীয়) **অত্থ খো**। ⇒ **তত্র**।

তত্র তত্র—এই এই অথবা সেই সেই, এই এই স্থানে বা অবস্থায়, সেই সেই স্থানে বা অবস্থায়, এই এই বস্তু, তদ্ তদ্ অবস্থা। **"তণ্হা"** সম্বন্ধে:—**তত্র তত্র অভিনন্দিনী তণ্হা**—তৃষ্ণা সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী (বিনয়)।

তত্রভিরতি [তত্র+অভিরতি] তদস্থানে বা তদবস্তুতে অভিরতি বা আসক্তি, তাহাতেই উদ্যোগ, তাহাই সুখ বা আনন্দ, ইহাই সুখ, ইহাই আনন্দ। ⇒ **তত্র**।

তত্রমজ্ঝত্ততা (স্ত্রী) (এখানে সেখানে অর্থাৎ সর্বত্র সম অবস্থা রাখিয়া) মনের সম্পূর্ণ সমভাব, মনের অস্থিরতা, সুখ এবং মধ্যস্থতা, তত্রমধ্যস্থতা, সুখ-দুঃখ অনুভূতিহীন সাম্য। (তুলনীয়) **তত্রমজ্ঝত্ত-উপেক্খা**। ⇒ **তত্র**।

তত্রাপাসিং [তত্র+অপি+আসিং] তথায় ছিল, সেখানে ছিল। = **তত্র**।

তত্রাভিরতি = তত্রভিরতি। ⇒ **তত্রভিরতি**।

তত্রাবতিট্ঠতি (ক্রি) [তত্র+অবতিট্ঠতি] সেখানে অপেক্ষা করা বা দাঁড়াইয়া থাকা, তাহা মানিয়া চলা। ⇒ **অবতিট্ঠতি**।

তত্রূপায—তদুপায়, এই অথবা সেই উপায়।

তত্রূপায়ঞ্ঞূ (বিণ) [তত্র+উপায়ঞ্ঞূ] উপায় এবং পথ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী, তদুপায় অভিজ্ঞ, ইহার বা উহার উপায়-সম্বন্ধে জ্ঞাত। (বিনয়) **তত্রূপায়ায বীমংসীয় সমন্নাগতা**—এই বা সেই উপায়-সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপায়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় ভূষিত, তদুপায়-সম্বন্ধে বিচারজ্ঞানে সমতা প্রাপ্ত।

তথ (বিণ) সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, সত্যপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তব, অকাল্পনিক, স্বাবর। (দীর্ঘনিকায়) **তথভূত তচ্ছ = তথ তচ্ছভূত** (চূলনির্দেশ)। = **তচ্ছ, যাথাব, অবিপরীত, ভূত**। (তুলনীয়) **বিতথ**। ⇒ **তথং**।

তথং (ক্লী) নির্বাণ। = **সচ্চং**। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারি তথানি**—চারি প্রকার সত্য। (পটিসম্ভিদামার্গ) **চত্তারি তথানি অবিতথানি অনঞ্ঞথানি**। (তুলনীয়) **তচ্ছ**। (ক্রি-বিণ) তাদৃশ, ঠিক, সেইরূপ, তদনুরূপই। (সূত্রনিপাত) **যথা তথং**—সত্যানুসারে, প্রকৃতপক্ষে, সত্যই, যথার্থই; (তুলনীয়) **যথাতচ্ছং**। ⇒ **তচ্ছ**। (বিণ) উত্তম, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ⇒ **তথ**।

তথতা (স্ত্রী) বাস্তব, বাস্তবতা, সত্তা, এরূপ অবস্থা, এরূপ সাদৃশ্য, সাদৃশ্য, তুল্যতা, ঐক্য।

তথতো (অপাদান কারকে) = **তত্ততো**। ⇒ **তত্ততো**।

তথত্ত (ক্লী) তথ্য, যথার্থ, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, তাদৃশ অবস্থা, নির্বাণ। (বি-ভা) **তথত্তায পটিপজ্জতি**—নির্বাণ মার্গে পড়ে অর্থাৎ নির্বাণ লাভের রাস্তায় পড়ে (দীর্ঘনিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **তথত্তায পটিপজ্জিতব্ব**—নির্বাণের দিকে পরিবাহী অথবা নির্বাণের ঠিক রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিবার যোগ্য; **চিত্তং ভাবিতং**—অর্থাৎ ভাবিত চিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে:—**তথত্তায উপনেতি**—নির্বাণের দিকে পৌঁছাইয়া

দেয়। (মধ্যম নিকায়) **তথত্তায় চিত্তং উপসংহরতি**—নির্বাণের দিকে চিত্তকে আকর্ষণ করে বা নিয়া যায়।

তথত্তা (অপাদান কারকে) প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিকপক্ষে, সত্যই, বস্তুত, যথার্থত, বাস্তবিকই।

তথপরক্কম—সত্যবিষয়ক পরাক্রম, সত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরাক্রম, সত্যের বিস্তৃতি বা প্রসার, সত্যের শক্তি।

তথবচন (বিণ) সত্যবাদী, সত্যভাষী, সত্যালাপী। (তুলনীয়) **তথাবাদিন**।

তথা (ক্রি-বিণ) ততখানি, তথা, ততটুকু, অতীব, এইরূপে, সেইরূপে, তদ্রূপ, এইভাবে, এইমতে, সুতরাং, এই প্রকারে, এই পর্যন্ত, এই বা সেই উপায়ে, সেইভাবে, অপিচ, অধিকন্তু। (বিপ) **অঞ্ঞথা**। **"যথা"** সংযোগে:—(ধর্মপদ) **তথা... যথা**—সেইরূপ... যেইরূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তথা অকাসি যথা**—(সে) যেইরূপ (জানে) সেইরূপ করিল। সেইরূপ সূত্রনিপাতে **"যথা ... তথা"** ও একই অর্থবাচক। (পেতবত্থু) **যথা আগতো তথা গতো**—সে যেইরূপভাবে আসিল সেইরূপভাবে চলিয়া গেল। ⇒ **তথ**।

তথাকারিন (বিণ) তাদৃশ বা সেইরূপ কার্যকারী, যে ব্যক্তি সেইরূপ কার্য করে। **যথাবাদিন তথাকারিন**—যেইরূপ বলে সেইরূপ কার্য করে এমন। (তুলনীয়) **তথাবাদিন**।

তথাকারী (বিণ) = **তথাকারিন**। ⇒ **তথাকারিন**।

তথাগত (বিণ) তথা অর্থাৎ নির্বাণে যিনি গমন করিয়াছেন, সেইরূপ স্থানে অর্থাৎ নির্বাণে পৌঁছিয়াছেন এমন। (পুং) তথাগত, বুদ্ধ।

তথাগতবল (ক্লী) তথাগত বুদ্ধের বল বা শক্তি, তথাগত বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত শক্তি। **তথাগতস্স দসবলানি**—তথাগতবুদ্ধের দশপ্রকার বল বা শক্তি (অঙ্গুত্তর নিকায়ে দ্রষ্টব্য)।

তথাগত সাবক (পুং) তথাগত বুদ্ধের মার্গফললাভী শ্রাবক বা শিষ্য, তথাগত বুদ্ধের অর্হৎ শিষ্য।

তথাগতো (ক্রি-বিণ) [তথা+গতো] (সে ব্যক্তি) যেমন চলিয়া গিয়াছে, যেইরূপভাবে গিয়াছে। **"যথাগতো"** শব্দের সহিত ইহা সম্পর্কযুক্ত শব্দ। ⇒ **যথা** (২)।

তথাভাব (পুং) তথাভাব, তাদৃশ অবস্থা, সেইরূপ অস্তিত্ব, এইরূপ অবস্থা, এমন ভাব।

তথারূপ (বিণ) তথারূপ, সেইরূপ, তাদৃশ, ঈদৃশ, এইরূপ এমন; (বর্ণনায়) এত বড়, এত মহান, এমনিতর। (ক্লী, ক্রি-বিণ) এইরূপে, এইমতে, এই প্রকারে, এই পর্যন্ত। (তুলনীয়) **এবরূপ**।

তথাবাদিন (বিণ, পুং) তথাবাদী, সেইরূপ বা এইরূপ ভাষণকারী, সেইরূপ বলে এমন, এইরূপ বলে এমন, তদ্বাদী, তাহাই বলে এমন, উপযুক্তভাবে বা দৃঢ়ভাবে কথা বলে এমন, সমান বা সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বলে এমন, সঙ্গতবাদী, সত্যবাদী। (তুলনীয়) **তথাকারিন**। ⇒ **বাদিন, যথাকারিন**।

তথাবাদী (বিণ) = **তথাবাদিন**। ⇒ **তথাবাদিন**।

তথাবিধ (বিণ) ঠিক এইরূপ বা সেইরূপ, তেমন, তাদৃশ, এতাদৃশ, সেইরূপ, তথাবিধ। = **তথারূপ, তাদিস**। = **তাদিস তং সন্ঠিত তপ্পকার** (চূলনির্দেশ)। ⇒ **বিধ** (১)।

তথিয (বিণ) সত্য, প্রকৃত, বাস্তব, যুক্তিসিদ্ধ, যথার্থ, ন্যায্য।

তথূপম (বিণ) সেইরূপ বা এইরূপ উপমা সদৃশ, তাদৃশ উপমেয্য, তাদৃশ, ঈদৃশ, ঠিক সেই রকম অথবা এই রকম, এবম্বিধ। = **তথাবিধ**। (তুলনীয়) **যথা, সেয্যথা**।

তথেব (ক্রি-বিণ) [তথা+এব] ঠিক এইরূপে, একই নিয়মে, ঠিক সেইরূপে, একই প্রকারে, একই উপায়ে, এমন কি সেইরূপে, একই পথে, অভিন্নভাবে। (দীর্ঘনিকায়) **তং তথেব হোতি নো অঞ্ঞথা**। ⇒ **এব**।

তদ (ক্লী, একবচন কর্তৃকারক) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা বড় বিষয় বা বস্তু।

তদং (ক্রি-বিণ) তাহা হইলেও, সত্য বটে, বরং, তেমনি, সমানভাবে, এমন কি, তদনুরূপই, এমনই যে, তথাপি, ঠিক সেইরূপে বা সেইরূপই, বাস্তবিকই, ঠিকরূপে, প্রায় ঠিক, মাত্র।

তদগ্‌গে (অব্যয়, ক্রি-বিণ) উহা হইতে, উহার আগে বা পূর্বে, এই সময় হইতে, সেই সময় হইতে। **যদগ্‌গে তদগ্‌গে**। ⇒ **যদগ্‌গে, অগ্‌গে** (২)।

তদঙ্গ (বিণ) [তদ+অঙ্গ] পার্থিব, ইহ জীবন সম্বন্ধীয়, অনিত্য, সময় সংক্রান্ত। (ক্লী) সেই অংশ, তদংশ, তদঙ্গ, সেই ভাগ। (ক্রি-বিণ) বস্তুত, বাস্তবিক, এই সম্বন্ধে, এই বিষয়ে, নিশ্চিতরূপে, নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহভাবে, সুনিশ্চিতরূপে, নিশ্চয়রূপে, সর্তহীনভাবে, নিরপেক্ষভাবে। (সংযুক্ত নিকায়) **তদঙ্গ নিব্বুত**। (চূলনির্দেশ) **তদঙ্গ সমতিক্কম**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তদঙ্গ-বিক্‌খম্ভন সমুচ্ছেদ**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **তদঙ্গ পহান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তদঙ্গেন**।

তদঙ্গেন—এই সমস্ত উপায়ে, ইহার মাধ্যমে, ইহার মধ্য দিয়া, তদ্ধেতু, সেইজন্য, অতএব। (মধ্যম নিকায়) **ইমিনা পি অঙ্গেন**—তদ্ধেতু, সেই কারণে, এই কারণে, এই হেতু।

তদত্থং (ক্রি-বিণ) এইরূপ লক্ষ্যে, এইরূপ উদ্দেশ্যে, তাদৃশ অভিপ্রায়ে।

তদত্থগরুক (বিণ) ধ্যানে রত, তদর্থ জাননে ও মননে মনোযোগী, ভাবনায় নিরত। ⇒ **গরুক** (গ)।

তদনুরূপ (বিণ) তদনুরূপ, সেইরূপ, তৎসদৃশ, তাদৃশ আকারের বা গঠনের, তদুপযোগী, তাহার যোগ্য, তদুপযুক্ত, যথাযোগ্য। = **তদন্বয**।

তদন্তরং (বিণ) [তদ+অন্তরং] তদনন্তর, তাহার পর, তৎপর, তৎপর মুহূর্ত-সম্বন্ধীয়। ⇒ **অব্‌ভন্তর**।

তদন্বয (বিণ) তদনুযায়ী, তদনুরূপ, সেইমত। = **তদনুরূপ**।

তদপরায়ন (বিণ) তৎপরায়ণ অর্থাৎ তপস্যায় রত। = **তপ পরায়ন**। ⇒ **পরায়ন** [বিণ (১)]।

তদভিমুখ (বিণ) তদভিমুখ, তাহার উদ্দেশ্যে ধাবমান, সেই দিকে গিয়াছে বা ফিরিয়াছে এমন। ⇒ **অভিমুখ**।

তদম্পতি = দম্পতি। ⇒ দম্পতি (২)।

তদবসরি (অতীত ক্রিয়া) সেই স্থান হইতে সরিয়া গেল বা প্রস্থান করিল, উহা হইতে বা উহাতে অবসর গ্রহণ করিল, উহাতে বিশ্রাম লইল।

তদসসু [তে+অসসু] তখন, সেই সময়। = **তদা সু**। ⇒ **সু** (৩)।

তদহ (ক্লী) = **তদহু**। ⇒ **তদহু**।

তদহং (ক্লী, কর্মকারকে ক্রি-বিণ) [তদ+অহং] এই দিনে, একই দিনে, সেই একই দিনে। ⇒ **অজ্জতগ্গে**।

তদহু (ক্লী) সেই একই দিনে, একই দিন।

তদহুপোসথে (অধিকরণ কারকে) উপোসথ দিবসে, সেই দিন বা অদ্য দিনের উপোসথ দিবসে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তমহুপোসথে; উপোসথ দিবসে'তি**।

তদহূ = **তদহু**। ⇒ **তদহু**।

তদহে (অধিকরণ কারকে) সেই দিনে, সেই একই দিনে, সেই একই দিবসে। = **তস্মিং ছণ দিবসে**।

তদা (ক্রি-বিণ) তখন, সেই সময়ে, তৎকালে, তদা, তখনকার, অবিলম্বে। বিশেষণরূপে ইহার ব্যবহারে:— (জাতক) **তে তদা মাতাপিতরো এইরহি মাতাপিতরো অহেসুং**--এই মাতাপিতা ছিলেন তখনকার সেই মাতাপিতা; **তদা সোতাপন্ন উপাসক**।

তদা চ—সুতরাং, তাহা হইলে, তারপর, সেই সময়, তখনও। ⇒ **চ** (২ক)।

তদানি (অব্যয়, ক্রি-বিণ) তখন, সেই সময়ে।

তদা সু—তখন, সেই সময়। = **তদসসু**। ⇒ **সু** (৩)।

তদাস্সিত (বিণ) [তদ+আস্সিত] তদাশ্রিত, তাহার বা উহার আশ্রিত, তাহার পালিতপোষিত, তদ্সমর্থিত।

তদিঙ্ঘ—তথায়, তদস্থানে।

তদ্ধিক = **তট্টিক**। ⇒ **তট্টিক**।

তদুট্ঠায (ক্রি-বি) উহা খাড়া হইলে বা দাঁড়াইলে, উহা কার্যকারী হইলে, উহা উৎপন্ন হইলে, উহা উঠিলে বা উদয় হইলে।

তদুত্তর—তৎশ্রেষ্ঠ, ততোধিক।

তদুপক (বিণ) তদুপমেয়, একই রকমের, একই রকম, একই প্রকার।

তদুপিকা (বিণ) সম্মত, স্বীকৃত, এক মতের, মনোজ্ঞ, উপযোগী, সুখকর, মনোহর, আনন্দজনক, আমোদপ্রিয়, প্রফুল্ল।

তদুপিয (বিণ) যথাযোগ্য, একই রকমের, উহার সহিত মিল আছে এমন, তদুপযুক্ত, উহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তদুপেত (বিণ) তদ্ভূষিত, তদ্দ্বারা ভূষিত, তদ্গুণে গুণান্বিত।

তদূপিক (বিণ) তদুপযুক্ত, তদনুযায়ী, সেই পরিমিত, তদনুরূপ।

তদূপিয (ক্রি-বিণ) [তদ+উপিয] তদ্রূপ, তদুপায়ে, সেইভাবে, সেইরূপে। (বিণ) এই উপায়ে অথবা সেই উপায়-সম্বন্ধীয়। ⇒ **উপিয**। ⇒ **তদুপিয**।

তদেব [তদ+এব] তখন, সেই সময়।

তদোপ্য = **তদূপিয**। ⇒ **তদূপিয**।

তদ্বিত্তং = **দ্বিত্তা**। ⇒ **দ্বিত্তা**।

তনয (পুং) তনয়, পুত্র, বংশাবলী, সন্তান-সন্ততি।

তনয়া (স্ত্রী) তনয়া, কন্যা, মেয়ে।

তনু (বিণ) তনু, কৃশ, সূক্ষ্ম, কোমল, অল্প, ক্ষীণ, চিক্কণ, সরু, অনিবিড়, বিরল, পাতলা, অপুষ্ট, রোগা, তুচ্ছ, অসার, জোরালো নয় এমন, মৃদু, দুর্বল, সহানুভূতিশীল, দয়ালু, ক্ষমাশীল, পরদুঃখে কাতর, অল্পবয়স্ক, নম্র, শান্ত, ধর্মভীরু, করুণাজনক, ক্ষুদ্র, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, সীমাবদ্ধ আকারের, সামান্য মূলধনবিশিষ্ট, প্রায় না, লম্বা ও সরু, সামান্য। (বিমানবত্থু) **বড়তনু**। (স্ত্রী) তনু, তনূ, শরীর, মূর্তি, শরীরের লম্বা ও সরু অংশ অর্থাৎ কোমর। (বিমানবত্থু) **কঞ্চন তনু**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **উজুতনু**। (তুলনীয়) **তনুতর**।

তনুক (বিণ) পাতলা, ক্ষুদ্র, ছোট, সরু, চিক্কণ, অল্প। = **তনু**। (সূত্রনিপাত) **তনূক সোক**।

তনুকত (বিণ) পাতলা বা হালকা করিয়াছে এমন, কমাইয়া ফেলিয়াছে এমন, হ্রাস করিয়াছে এরূপ।

তনুকরণ (ক্লী) তনুকরণ, পাতলাকরণ, কমানো, হালকাকরণ, অল্পকরণ, হ্রাসকরণ, ঘনীভূত বায়বীয় পদার্থকে অধিকতর হালকাকরণ।

তনুকসোক—অল্পশোক, সামান্যমাত্র শোক। ⇒ **তনুক**।

তনুচ্ছবি—সুন্দর শরীর, ছবিবর্ণ দেহ। = **অচ্ছমণি**।

তনুজ (পুং) পুত্র, সন্তান, তনয়। = **তনয**।

তনুজা (স্ত্রী) কন্যা, তনয়া। = **তনয়া**।

তনুতর (বিণ) অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। (বিনয়) **সুন্দরো তনুতরো** (স্ত্রীলোকটির কটিদেশ বা কোমর) সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

তনুতা (স্ত্রী) ক্ষীণতা, কৃশতা, সূক্ষ্মতা, তনিমা, অবনতি, লঘুতা, তনুতা, অল্পত্ব, সামান্যতা, সরুতা। = **তনুত্ত**। ⇒ **তনু** (বিণ)।

তনুত্ত (ক্লী) ক্ষীণত্ব, কৃশত্ব, অল্পত্ব, হ্রাস, অবনতি, লঘূকরণ, পরিবর্তন, বিনাশ, লোপ, ক্রমে ক্রমে হ্রাস বা ক্ষয়। = **তনুতা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মনুস্সানং খযো হোতি তনুত্তং পঞ্ঞায়তি। রাগতনুত্ত, দোসতনুত্ত, মোহতনুত্ত**। ⇒ **রাগতুনত্ত**।

তনু-দীঘ-মজ্ঝা (বিণ) শরীরের মধ্যভাগ ক্ষীণা অর্থাৎ লম্বা ও সরু কোমরবিশিষ্টা। = **তনুমজ্ঝা, সঙ্খিত-মজ্ঝা**। ⇒ **বিলাক**।

তনুভাব (পুং) হ্রাস, ক্ষয়, ন্যূনতা। = **তনুতা**।

তনুভূত (বিণ) ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্রমে বিনষ্ট, ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত। (বি-ভা) **তনুভূত সোক**। ⇒ **তনুভাব**।

তনুভূত সোক (বিণ) যে শোক অল্প অল্প করিয়া ক্ষয়

হয়, শোক প্রশমিত, যাহার শোক উপশমিত হইয়াছে এমন।

তনুমজ্ঝা (বিণ) শরীরের মধ্যভাগ ক্ষীণা অর্থাৎ লম্বা ও সরু কোমরবিশিষ্টা। = **বিলগ্গ-সরীরা, তনু-দীঘ-মজ্ঝা**। ⇒ **বিরাগিত**।

তনুষ = **তনয**। ⇒ **তনয**।

তনুষা (বহুবচন শব্দ) পুত্র এবং কন্যা।

তনুরুহ (ক্লী) শরীরের বা শরীরস্থ কেশরাজি।

তনোতি (ক্রি) [√তন+ও] বিস্তৃত হওয়া বা করা, বৃদ্ধি করা, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা, বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, প্রদান করা, প্রসারিত হওয়া বা করা, টানিয়া লম্বা করা, বাড়ানো, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, ভগ্ন না হইয়া প্রসারিত হওয়া। (অতীত) **তনি**। (অ-বিণ) **তত**।

তন্ত (ক্লী) তন্ত, সূত্র, সূতা, দড়ি, ফিতা, তার, ধনুর জ্যা বা ছিলা, তাঁত। (জাতক) **তন্তবিততট্ঠান**। "**তন্ত**" শব্দকে শুদ্ধ করা হইলে "**তত**" (প্রসারিত) শব্দ হয়।

তন্তক (ক্লী) (বস্ত্র) বয়ন, বুনন, বোনার কাজ, বোনার তাঁত।

তন্তভণ্ড (ক্লী) তাঁতের যন্ত্রপাতি, বুনন-সম্পর্কীয় যন্ত্রাদি।

তন্তরজ্জুক—তাঁতের মধ্যে লটকানো বা ঝুলানো সুতা বা দড়ি।

তন্তবায (পুং) তন্তবায়, তাঁতী, মাকড়শা।

তন্তবিতত ⇒ **বিতত**।

তন্তবিততট্ঠান (ক্লী) [তন্ত+বিতত+ঠান] বস্ত্রাদি বয়নের স্থান, তাঁতের জায়গা, তাঁতশালা, তাঁতঘর।

তন্তাকুল (ক্লী) ১ তাঁতীর বংশ, তাঁতীকুল, তাঁতীর গোত্র। ২ তাঁতে জড়ানো সুতা বা দড়ি, তাঁতে জড়ানো সুতার ফেটি বা গোছ, তাঁতে জড়ানো সুতার গাঁইট। (বি-ভা) **তন্তাকুলজাতা গুলাগুণ্ঠিকজাত** বল বা গোলকের ন্যায় সুতা জড়িত এবং ব্যয়ের দিকে আবৃত (অর্থাৎ তাঁতে বস্ত্র বয়নের সময় বিপরীত দিকে বা সম্মুখদিকের দূরবর্তী অর্গলে সুতার গোঁছ জড়ানো থাকে আর যাহা কাপড় বোনা হয় তাহা সম্মুখ দিকের হাতে কাছের অর্গলে জড়ানো থাকে, ইহাই বুঝাইতেছে—(সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **গুড়া**।

তন্তাকুলজাত (বিণ, পুং) ১ তাঁতীকুলে জাত, তাঁতী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। ২ দড়ি বা সুতার গোলকের ন্যায় জড়িত। ⇒ **তন্তাকুল**।

তন্তাকুলজাতা (বিণ, স্ত্রী) = **তন্তাকুলজাত**। ⇒ **তন্তাকুলজাত**।

তন্তাবুত (ক্লী) কাপড়ের পড়েনের সুতা, সুতার বুনট, বুনট, জাল।

তন্তাবুতং (ক্লী) ⇒ **আবুত**।

তন্তি (স্ত্রী) ১ তন্ত্রী, বীণা, বীণা প্রভৃতির তার, তাঁইত, রজ্জু, কণ্ডরা বা পেশীবদ্ধ দ্বারা তৈরি সুতা। ২ জাতি, কুল, বংশ, বংশাবলী, রেখা, সূক্ষ্মসূত্র, তার, সারি, শ্রেণী, কবিতা, পঙক্তি, পদ্য পঙক্তি, এক ইঞ্চির দ্বাদশাংশ, খসড়া, নকশা, সৈন্যশ্রেণী, উপদেশ, কুলপ্রথা, বংশরীতি, ব্যবসায়, বৃত্তি, স্থায়ী পদাতিক সৈন্য, খাত, রেলরাস্তা, বিশেষ লক্ষণ, কার্যপ্রণালী, নির্দিষ্ট পথ, সীমা, ধারা, প্রণালী, গতিপথ, বিভাগ, অদৃষ্ট, ক্ষুদ্রলিপি। (জাতক) **তন্তিপবেণি**। ৩ পবিত্র গ্রন্থ, ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **বহুপেয্যাল তন্তি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অবিমুত্ত-তন্তি-মগ্গ**।

তন্তিধর (বিণ) কুলপ্রথা রক্ষাকারী, দেশাচার রক্ষাকারী। (বিশুদ্ধিমার্গ) "**তন্তিধর বংসানুরক্খকে**" এবং "**পবেণিপোলকে**"। ⇒ **তন্তি, তন্তিপবেণি**। (পুং) = **পবেণিপালক**। ⇒ **পবেণিপালক**।

তন্তিপবেণি—দেশাচার, প্রথা, রীতি, ঐতিহ্য, পরম্পরাগত প্রবাদ বা প্রথা, বংশপ্রথা, কুলপ্রথা। ⇒ **পবেণি** (৩), **তন্তি** (২)।

তন্তিস্সর (পুং) বীণার শব্দ, বীণার তারের ঝঙ্কার বা সুস্বর।

তন্তু (পুং) সূত্র, তন্ত, সুতা। = **তন্তি** (১)।

তন্তুসন্তান—সীবন কার্য, সেলাই কাজ।

তন্দি = **নন্দি**। ⇒ **নন্দি**।

তন্দিত (বিণ) তন্দ্রিত, তন্দ্রাযুক্ত, অবসন্ন, অলস, ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিরক্ত, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, ক্লান্তিজনক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তন্দিত কত**। ⇒ **তন্দেতি**।

তন্দিত কত = **তন্দিত**। ⇒ **তন্দিত**।

তন্দী (স্ত্রী) শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, অলসতা, ঢিলামি। (জাতক) **তন্দী আলস্য**।

তন্দী বিজম্ভিকা (স্ত্রী) = **অরতি বিজম্ভিকা**। ⇒ **অরতি বিজম্ভিকা**।

তন্দেতি (ক্রি) তন্দ্রালু হওয়া, পরিশ্রান্ত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, অকর্মণ্য হওয়া। (অতীত) **তন্দি**। (অ-বিণ) **তন্দিত**।

তন্নিন্নং (ক্রি-বিণ) তন্মধ্যে, উহাতে, উহার নীচে।

তন্নিন্ন-তপ্পোণ-তপ্পব্ভার—সেই প্রান্তভাগে নিয়া যায়। ⇒ **পোণ** [বিণ (২)]।

তপ (পুং, ক্লী) ১ তপ, যদ্দ্বারা মন নির্মল হয় তাদৃশ ব্রত নিয়মাদি, তপস্যা, মুনিব্রত, ধর্মার্থ চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রব্রত, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, পীড়া, দণ্ড, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, পাপক্ষয়ার্থে কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য, ধর্মীয় কঠোরতা, আত্মনিগ্রহ, তপশ্চর্যা, রূঢ়তা, আত্মশাসন, ঋষিব্রত—ইহা বুদ্ধ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **গোতমো সব্বং তপং গরহতি তপস্সিং লূখজীবিং উপবদতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অনখ-সঞ্ঞহিতং ঞত্বা যং কিঞ্চি অপরং তপং**। (জাতক) **তত্ততপ**। ২ মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক উৎসর্গ, আত্মসংযম, বিরতি, উপরতি, আহারে বিহারে সংযম, কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান, নৈতিকতা, ধর্ম, ধর্মাচরণের অভ্যাস, ধর্মাচরণ। = **ব্রহ্মচরিয়া, সংবর** (ইহা বুদ্ধের গুণবিশেষ)। (দীর্ঘনিকায়) **অত্ততপ, পরন্তপ**। (ধর্মপদ) **পরমং তপো; তপো সুখো**। (সংযুক্ত

নিকায়) **সদ্ধাবীজং তপোবুট্‌ঠি**—শ্রদ্ধারূপ বীজ এবং তপস্যারূপ বৃষ্টি। (সূত্রনিপাত) **তপো চ ব্রহ্মচরিযা চ।** (করণ কারকে) **তপসা = ব্রহ্মচরিযেন।** (নেত্তি) **তপ ইন্দ্রিয়-সংবর।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পাপকে ধম্মে তপতী'তি তপো।** যৌগিকে "তপ" শব্দের পরবর্তী স্বরবর্ণ "অ" স্থানে "ও" হয়, যথা—**তপো, তপোকম্ম।**

তপকম্ম **তপোকম্ম।** ⇒ **তপোকম্ম।** ইহা "তপোপক্কম" শব্দ হইবে।

তপতি (ক্রি) [√তপ+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, আলোকিত হওয়া। (ধর্মপদ) **দিবা তপতি আদিচ্চো = দিবা বিরোচতি আদিচ্চো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **জোতিমন্তো নরা তপেয্যুং; সুরিযং তপন্তং।** (অতীত) **তপি।** (অ-বিণ) **তত্ত।** (ব-বিণ) **তপন্ত, তপমান।**

তপন (ক্লী) তপন, তাপ, ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, প্রদাহ, জ্বালা, উষ্ণতা, উত্তাপ বোধ, ক্রোধ, সজীবতা, উত্তাপ, লালিমা, রক্তিমা, যে সময়ে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, কামোদ্দীপনা, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রফুল্লতা, সুখ, সুন্দরতা, সুদক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা; (চরিত্রে) যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, পীড়া, কষ্ট, পীড়ন, কঠোরতা, রূঢ়তা, আত্মনিগ্রহ, তপশ্চর্যা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কায তপন-সঙ্খাতো তপো।**

তপনী (স্ত্রী) তাপ প্রদানকারিণী। (জাতক) **তপনী অগ্গি; তপনী ব্রহ্মচারিন।** (জাতক অর্থকথা) **বিসীবন অগ্গিট্‌ঠ সঙ্খাতা তপনী।**

তপনীয (বিণ) অত্যন্ত আবশ্যকীয়, খুব উত্তপ্ত; (চরিত্রে) আত্মপীড়নে চেষ্টিত, আত্মনিগ্রহে প্রবৃত্ত, তপশ্চর্যায় প্রবর্তিত, মনস্তাপ বা মর্মপীড়ার কারণভূত, অপমানজনক, বিরক্তিকর। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **তাপজনক।** (ক্লী) উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলবর্ণ ধাতু অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণ। = **রত্তসুবন্ন** (জাতক)।

তপপরাযন (বিণ) তপ পরায়ণ, তপস্যায় রত। ⇒ **পরাযন** [বিণ(১)]।

তপসা (করণ কারকে) তপ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা। = **ব্রহ্মচরিযেন।** ⇒ **তপ** (২)।

তপস্‌সরূপ ⇒ **রূপ** (৩)।

তপস্‌সিন (বিণ) ১ তপস্বী, তপশ্চর্যাকারী। ইহা বৌদ্ধ মত বিরোধী। ২ (চরিত্রে) আত্ম-সংযমে অভ্যাসকারী, জিতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধমত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তপস্‌সী সমণগোতমো।** (সূত্রনিপাত) **ইসযো পুব্বকা আসুং সঞ্ঞতত্তা তপস্‌সিনো।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সমণ পতিরূপক তপস্‌সিন**—শ্রমণের ন্যায় হাবভাব যুক্ত তপস্বী।= **সংবারক** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **তপো এতেসং অত্থী'তি তপস্‌সিন।** (পুং) সন্ন্যাসী, বনবাসী, নির্জনস্থানবাসী।

তপস্‌সিনী (স্ত্রী) তপস্বিনী, যে স্ত্রীলোক তপস্যা করে।

তপস্‌সী = তপস্‌সিন। ⇒ **তপস্‌সিন।**

তপস্‌সীযুগ (বিণ, পুং) তপস্বীযুগল। ⇒ **যুগ** (২)।

তপস্‌সীরূপ (বিণ) তপস্বীর ন্যায়, দেখিতে তাপসের ন্যায়। ⇒ **রূপ** (৩)।

তপোকম্ম (ক্লী) তপস্যার কার্য, তপশ্চর্যা, তপস্যার অভ্যাস।

তপোজিগুচ্ছা—তপস্যায় বিরক্তি বা বিরাগ, তপশ্চর্যায় অত্যন্ত ঘৃণা।

তপোধন (পুং) তপোধন, মুনি, তপস্বী। (বিণ) যে ব্যক্তির ধন বা সম্পত্তি নিজের অধিকারে আছে।

তপোপক্কম (পুং) সর্বপ্রকার পাপরক্ষার্থে কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য, প্রায়শ্চিত্ত। = **তপোকম্ম।** ⇒ **পক্কম।**

তপোবন (ক্লী) তপোবন, মুনিদিগের আশ্রম, যেই বনে মুনি ঋষিরা তপশ্চর্যা করেন, যে নির্জন স্থানে বাস করিয়া তাপসেরা তপস্যার অভ্যাস করিয়া থাকেন।

তপোবুট্‌ঠি—তপস্যারূপ বৃষ্টি। ⇒ **তপ** (২), **বীজ** (১)।

তপ্পচ্চযা—তৎ প্রত্যয়ে, সেই কারণে, সেই হেতুতে। ⇒ **পচ্চযা।**

তপ্পণ (ক্লী) পরিতৃপ্ততা, পরিতুষ্টতা, সন্তুষ্টি, আহার, জলযোগ, নবশক্তি বিধান, নবশক্তি প্রাপ্তি, বলকারক ঔষধ, তর্পণ, তৃপ্তি, সন্তোষ, তোষণ। (বিণ) বলকারক, তৃপ্তিজনক। (দীর্ঘনিকায়) **নেত্ত তপ্পণ।** (যৌগিকে) **কণ্ণতেল তপ্পণ; নখুকম্ম তপ্পণ।**

তপ্পতি (ক্রি) ১ দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো বা পোড়া, প্রজ্জ্বলিত করা বা হওয়া, উত্তপ্ত করা, শুষ্ক করা, উত্তেজিত করা বা হওয়া, অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা, আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা, মনস্তাপে যন্ত্রণা দেওয়া, মর্মপীড়ায় পীড়িত হওয়া। (ধর্মপদ) **তপ্পতি সেহি কম্মেহি দুম্মেধো = পচ্চতি সেহি কম্মেহি দুম্মেধো** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ পরিতৃপ্ত হওয়া, পরিতুষ্ট হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ হওয়া, সন্দেহ ভঞ্জন হওয়া, পরিশোধ হওয়া, পূর্ণ হওয়া, মেটাইয়া দেওয়া, মনোনীত হওয়া, পছন্দ হওয়া। (জাতক) **পুরিসো পাযাসস্‌স তপ্পতি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমুদ্দো ন তপ্পতি নদীহি**—নদী সমূহের প্রবাহিত জলে সমুদ্র কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। (অতীত) **তপ্পি।** (অ-বিণ) **তপ্পিত, তিত্ত।** (ব-বিণ) **তপ্পমান = তপ্পিয।** (করণে) **তপ্পেতি।**

তপ্পয্য = তপ্পিয। ⇒ **তপ্পিয।**

তপ্পর (বিণ) তৎপর, তৎপরায়ণ, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, একাগ্রচিত্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, আসক্ত, সচেষ্ট, নিবিষ্ট, যত্নবান, নিপুণ, সতর্ক, তন্নিষ্ঠ, তৎপ্রধান। (থেরগাথা অর্থকথা) **মান পূজন তপ্পর; বুদ্ধোপট্‌ঠান তপ্পর।**

তপ্পরাযণ (বিণ) তৎপরায়ণ, তদ্ভাবতদগচিত্ত। = **তচ্চরিত, তম্ময।**

তপ্পিত (বিণ) তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, **তুষ্ট,** পরিতৃপ্ত, বিশ্বস্ত, মনোজ্ঞ।

⇒ তপ্পেতি।

তপ্পিয (বিণ) সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিবার যোগ্য, পরিতর্পণীয়। (ক্রি-বি) পরিতৃপ্ত হইয়া। ⇒ **তপ্পেতি**।

তপ্পেতর (বিণ, পুং) সন্তুষ্টকারী, উত্তম বস্তু প্রদানকারী, যে ব্যক্তি ভাল ভাল জিনিস দেয়। (যৌগিকে) **তিত্তো চ তপ্পেতা চ**—স্বয়ং সন্তুষ্ট এবং অপরকেও সন্তুষ্টকারী (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

তপ্পেতি (ক্রি) [√তপ্প+এ] পরিতৃপ্ত করা, সন্তুষ্ট করা, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ করা, সন্দেহ ভঞ্জন করা, পরিশোধ করা, পূর্ণ করা, মেটানো, তৃপ্ত করা, পরিতুষ্ট করা, চরিতার্থ করা, ভোজন করানো, খাইতে দেওয়া, খাওয়ানো, সরবরাহ করা, খাওয়া, পোষণ করা, আতিথ্য প্রদর্শন করা, আমোদিত করা, হৃদয়ে পোষণ করা। ⇒ **তপ্পতি**। (অতীত) **তপ্পেসি**। (অ-বিণ) **তপ্পিত**। (ব-বিণ) **তপ্পেন্ত**। (ক্রি-বি) **তপ্পেত্বা, তপ্পিয**।

তপ্পেতু (পুং) পরিতৃপ্তকারী ব্যক্তি। ⇒ **তপ্পেতর**।

তপ্পোণ—নিয়ন্ত্রণকরণ, নিয়ন্ত্রিত করণ।

তব্ব (ভ-বিণ) উচিত, যোগ্য, উপযুক্ত, কর্তব্য। = **ভবিতব্ব**। **"তব্ব"** শব্দ সাধরণত ক্রিয়ার সহিত যৌগিকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**কাতব্ব**—করার যোগ্য, করা উচিত। **দাতব্ব**--দেওয়ার উপযুক্ত। **গন্তব্ব**—যাওয়া কর্তব্য। **পস্‌সিতব্ব**—দেখার যোগ্য, দেখা উচিত।

তব্বং (কর্তব্যার্থে ক্লীবলিঙ্গ) কর্তব্য, করণীয় কর্তব্য বা বিষয়।

তব্বহুল (বিণ) প্রচুর, যথেষ্ট, বহুল, অনেক আছে এরূপ।

তব্বিপক্‌খ (বিণ) তদ্বিপক্ষীয়, উহার বিরোধী, তাহার শত্রু ভাবাপন্ন, উহার প্রতিকূল।

তব্বিপরীত (বিণ) তদ্বিপরীত, উহা হইতে ভিন্ন, উহার বিপরীত, তদ্বিরুদ্ধ, উহা হইতে স্বতন্ত্র, পৃথক, অসদৃশ, বিভিন্ন।

তব্বিপরীততা (স্ত্রী) তদ্বিপরীততা। ⇒ **বিপরীততা**।

তব্বিপরীততায—উহার বৈপরীত্যতার হেতু, উহাতে বৈষম্য প্রদর্শনের কারণ।

তব্বিষয (বিণ) নানাবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়। (ক্লী) তদ্বিষয়, সেই বিষয়।

তব্‌ভাব (পুং) তদ্ভাব, তাহার অসাধারণ ধর্ম, তদ্বিষয়ক চিন্তা, সেই অবস্থা, প্রকৃত স্বভাব।

তম (ক্লী) তম, অন্ধকার, আঁধার, অজ্ঞতা, মূর্খতা, জ্ঞানাভাব, তমোগুণ, অবিদ্যা, মোহ, অজ্ঞানতা, পাপ, রাতকানা রোগ, নরক, শোক, গর্ব "লোভ-দ্বেষ-মোহ"—এই ত্রিদোষ, জীবনের অন্ধকারময় অবস্থা, অন্ধকারময় স্থানে বা অপায়ে পুনর্জন্ম। (বিপ) **জোতি, বিদ্যা**। (তুলনীয়) **কণ্‌হজাত, দুগ্‌গতি**। (সূত্রনিপাত) **পেচ্চ তমং বজন্তি যে পতন্তি সত্তা নিরযং অবংসিরা; নিবুতানং তম হোতি অন্ধকারো অপস্‌সতং; সব্বং তমং বিনোদেত্বা**। (বিভঙ্গ) ত্রিবিধ **"তমানি"**, যথা—বর্তমান **"তম"**, অতীত **"তম"** এবং ভবিষ্যত **"তম"**। (বিণ) **পুগ্‌গলো তমো তম-পরাযণো** (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **তমা তমং**—অন্ধকার হইতে অন্ধকারে; **বিনিপাতং সমাপন্নো গব্‌ভা গব্‌ভং তমা তমং... দুক্‌খং নিগচ্ছতি;** (তুলনীয়) **বিনিপাতং সমাপন্নো গব্‌ভা গব্‌ভং তমাতো তমং... দুক্‌খং নিগচ্ছতি** (মহাবস্তু)। যৌগিকে **"তম"** শব্দের পরের স্বর **"অ"** স্থানে **"ও"** হয়, যেমন—**তমো**।

তম অন্ধকার = **তমোন্ধকার**। ⇒ **তমোন্ধকার**।

তম তমগ্‌গে—অন্ধকারময় প্রদেশের বা অঞ্চলের বাহিরে অথবা অন্ধকারময় অঞ্চলে (ভীষণ নরকে) পুনরুৎপত্তি। (তুলনীয়) **ভবগ্‌গে**। ⇒ **তম**।

তমখ্‌খং [তং+অখং] সেই বিষয়। **তমখ্‌খং পকাসেন্তো। তমখ্‌খং পুচ্ছি**—সেই বিষয় বা উহা জিজ্ঞাসা করিলাম। ⇒ **অখ**।

তমনুদ = **তমোনুদ**। ⇒ **তমোনুদ**।

তমপরাযন (বিণ) তমপরায়ণ, অজ্ঞানতামূলক অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে এমন। ⇒ **পরাযন** [বিণ(১)]।

তমদ্ধুপোসথে [তং+অদ্ধু+উপোসথে] = **তদদ্ধুপোসথে**। ⇒ **তদদ্ধুপোসথে**।

তমা তমং—এক দুর্গতি হইতে অন্য দুর্গতি অবস্থায়, অন্ধকার হইতে অন্ধকারে। ⇒ **তম**।

তমাল (পুং) তমাল বৃক্ষ, বরুণ বৃক্ষ। (পেতবত্থু) **তমাল উপ্পল**।

তমেনং [তং+এনং] শীঘ্র, যথা শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, অবিলম্বে, দ্রুত। = **তাবদেব**।

তমোক্‌খন্ধ (পুং) মহা অন্ধকার, ঘন অন্ধকার, গভীর আঁধার, ঘোর আঁধার।

তমোগত (বিণ) তমগুণে জড়িত, অবিদ্যারূপ অন্ধকারের বশীভূত, অজ্ঞাত, অন্ধকারময়, আঁধারযুক্ত, দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, অপ্রসিদ্ধ, অন্ধকারে রহিয়াছে এমন। ⇒ **গত** (২)।

তমোনদ্ধ (বিণ) [তম+ওনদ্ধ] অন্ধকারে আবৃত, আঁধারে ঢাকা, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তমোনিবুত (বিণ) অন্ধকারাচ্ছন্ন। = **তমোনদ্ধ**।

তমোনুদ (বিণ) অন্ধকার বিদূরিত, আলোক প্রকাশিত, জ্ঞানালোক প্রকাশিত, অন্ধকার বিনাশক। ⇒ **নুদ**।

তমোন্ধকার (রাত্রির) অন্ধকার, (অমাবস্যার) অন্ধকার। = **সমন্ধকার**।

তমোপরাযণ (বিণ) তমপরায়ণ, কর্মফল অনুসারে নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত, অদৃষ্ট অনুসারে অন্ধকার অবস্থা প্রাপ্ত, পাপ কর্মে তৎপর।

তম্পি [তং+পি] তাহাও, উহাও।

তম্পোগুস্ব = **কম্বোজিগুস্ব**। ⇒ **কম্বোজিগুস্ব, কম্বোজি**।

তম্ব (বিণ) পিঙ্গল, তাম্রবর্ণবিশিষ্ট, কটা, বাদামি। (পুং, ক্লী) তাম্র, তামা, তাম্রপাত্র, তাম্রমুদ্রা। (তুলনীয়) **লোহ**। = **লাখাতম্ব**। থেরীগাথায় ইহা ষাঁড়ের বর্ণকে বুঝাইয়াছে।

তম্বকেস (বিণ) যাহার কেশরাশি বাদামি রঙের, যাহার চুল তাম্রবর্ণবিশিষ্ট।

তম্বক্‌খিক (ত্রি) [তম্ব+অক্‌খিক] তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চক্ষুদ্বয় দেখিতে তাম্রবর্ণের ন্যায় লাল।

তম্বক্‌খিন (বিণ) = **তম্বক্‌খিক**। ⇒ **তম্বক্‌খিক**।

তম্বচূল (পুং) তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কুক্কুটের মস্তকঝুঁটি, কুক্কুট।

তম্বনখ (বিণ) যাহার হাতের নখগুলি বাদামি রঙের বা তাম্রবর্ণের।

তম্বনখিন (বিণ) যাহার নখগুলি তাম্রবর্ণের। = **তম্মনখ**। ⇒ **নখিন**।

তম্বনেত্ত (ক্লী) রক্তচক্ষু, যাহার চোখ লাল। (বিণ) = **তম্বক্‌খিক**। ⇒ **তম্বক্‌খিক**।

তম্বনেত্তা (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোকের চক্ষুদ্বয় তামার ন্যায় লাল। = **তম্বক্‌খিক**।

তম্বভাজন (ক্লী) তাম্রপাত্র, তাম্রনির্মিত ভাজন। ⇒ **ভাজন** (১)।

তম্বমত্তিক (বিণ) তাম্রবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট।

তম্বমত্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের কাদা বা কাদামাটি।

তম্বলোহ—তাম্রবর্ণের পিত্তল। ⇒ **লোহ**।

তম্ব-লোহ বিলীন ⇒ **বিলীন** (১)।

তম্ববম্মিক (বিণ) তাম্রবর্ণের বর্মধারী। ⇒ **বম্মিন**।

তম্বূল (ক্লী) তাম্বুল, পান, পান লতার পাতা।

তম্বূল পসিব্বক। (পুং) পানের থলি, পান রাখার থলি।

তম্বূলপেলা (স্ত্রী) পানের বাটা, পান রাখার বাক্স বা পেটিকা।

তম্ময (বিণ) তন্ময়, তৎস্বরূপ, তদ্‌গত, বিভোর, ইহার সমান, এই পর্যন্ত। = **তপ্পরায়ণ**।

তয (ক্লী) (সংস্কৃত—এয়ং) ত্রয়ী, ত্রিগুণাত্মা, ত্রিমূর্তি, এক সঙ্গে তিনটি। **রতনত্তয; পিটকত্তয**।

তয়স্‌সু [তয়+অস্‌সু] ৩, তিন, তিন প্রকার, ত্রিবিধ। ⇒ **সু** (৩)।

তযিদং (ক্রি-বিণ) [তং+ইদং] = **তং ইদং**। ⇒ **তং ইদং**।

তযো (বিণ, বহুবচন) ৩, তিন, তিন সংখ্যক। কারক নির্ণয়:—পুংলিঙ্গে (কর্তৃকারকে, কর্মকারকে) **তযো, তযস;** (সূত্রনিপাতে) **তযস্‌সু ধম্মা;** (স্ত্রীলিঙ্গে) **তিস্‌সো;** (ক্লীবলিঙ্গে) **তীণি;** (**এক, দ্বে, তীণি**—এইগুলিও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ); (সূত্রনিপাত) **তীনি লক্‌খণা** (অথবা "**লক্‌খণানি**")। পুংলিঙ্গে, ক্লীবলিঙ্গে (সম্বন্ধ পদে) **তিন্নং;** (স্ত্রীলিঙ্গে) **তিস্‌সন্নং**। পুংলিঙ্গে, ক্লীবলিঙ্গে, স্ত্রীলিঙ্গে (করণকারকে) **তীহি;** (ধর্মপদ) **তীহি ঠানেহি; তীহি বিজ্জাহি**। পুংলিঙ্গে, স্ত্রীলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে (অধিকরণ কারকে) **তীসু;** (সূত্রনিপাত) **তীসু বিধাসু;** (জাতক) **তীসু জনেসু**।

তযো অদ্ধা (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত—এই) ত্রিকাল।

তযো পিটকা = **তেপিটকা**। ⇒ **তেপিটকা, পিটক** (২)।

তর (বিণ) তর, পারগামী, ক্ষণস্থায়ী, ভাসা ভাসা, চলন্ত, উপেক্ষিত, ছাড়িয়া যায় এরূপ, অতিক্রম করে বা করিতে হয় এমন, পার হইয়া যায় এমন, পার হইবার মত বা যোগ্য, প্রচলিত, মধ্যম, চলনসই, পরিদর্শন সহনক্ষম, গ্রহণীয়, পার হইতে হয় এমন। (যৌগিকে) **দুত্তর** (সংযুক্ত নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **ওঘং তর; ওঘং তর দুত্তরং**। (সংযুক্ত নিকায়) **সুদুত্তর**। (পুং) পার হওয়া, উত্তরণ, পার হইবার স্থান, চৌমাথা, অতিক্রম, উপেক্ষা, ছাড়িয়া যাওয়া, বহন, গমন, গমন বা বহন পথ। (সূত্রনিপাত) **মচ্চুতর**।

তরঙ্গ (পুং) তরঙ্গ, ঢেউ, ঊর্মি, ভঙ্গি, কম্প।

তরচ্ছ (পুং) তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা।

তরচ্ছী (স্ত্রী) নেকড়ে বাঘিনী।

তরণ (ক্লী) তরণ, পারগমন, প্লাবন, দেশান্তরে গমন, পার হইয়া গমন, অতিক্রমণ, পরপারে গমন, মোড় অতিক্রম, বাধা অতিক্রম। (বিনয়) **তিরিযং তরণং**।

তরণী (স্ত্রী) তরণী, নৌকা, ভেলা।

তরতি (ক্রি) [√তর+অ] **১** ভিতর দিয়া যাওয়া, কাটানো, শেষ করা, সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করা, পার হইয়া যাওয়া, রেখা টানিয়া কাটিয়া দেওয়া, ব্যর্থ করা, হস্তক্ষেপ করা, উপেক্ষা করা, অতিক্রম করা, ছাড়িয়া যাওয়া, পরপারে যাওয়া, তরণ করা, মুক্ত হওয়া, পার হইতে সমর্থ হওয়া, পার হওয়া, ভ্রমণ করা, কোন পার্শ্বে ফিরানো, অস্বীকার করা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা, জয় করা, দমন করা, পরাজিত করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ওঘং তরতি**। (সূত্রনিপাত) **সঙ্গং তরতি; বিসত্তিকং তরতি**। (পেতবত্থু) **উভযং তরতি** = **অতিক্কমেতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **তারেতি, তাণ, তাযতে, তিরো, তিরিযং, তীর, তীরেতি**। **২** তরান্বিত হওয়া, তাড়াতাড়ি করা। ⇒ **তুর, তুরিত, তুরিয**। (অতীত) **তরি, অতরি, অতারি;** (জাতক) **সমুদ্দং অতারি;** (সূত্রনিপাত) **জাতিমরণং অতারি;** (বহুবচনে) **অতারু**। (অ-বিণ) **তিণ্ণ**। (ব-বিণ) **তরন্ত, তরমান, অতরমান;** (বিনয়) **অচিরবতী তরন্তং;** (সূত্রনিপাত) **তরমানরূপং**; = **তুরিত**। (ভ-বিণ) **তরিতব্ব, তরনীয;** (বিনয়) **নদী তরিতব্ব**। (ক্রি-বি) **তরিত্বা**। (করণে) **তারেতি**।

তরন্ত (বিণ) যে ব্যক্তি পার হইয়া যায়, অতিক্রমকারী। ⇒ **তরতি**।

তরমানরূপ (বিণ) সত্বর, অবিলম্বে, শীঘ্র শীঘ্র, দ্রুত, ত্বরিত, তৎক্ষণাৎ, তাড়াতাড়ি। = **তুরিত**। ⇒ **তরতি, রূপ** (৩)।

তরহি (ক্রি-বিণ) তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, তৎপরে, পরে, আর এক সময়ে, পুনরায়, অতএব, সেইজন্য, সেই সময়।

তরি ১ (স্ত্রী) তরী, নৌকা। = **তরণী**। **২** (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **তরতি**।

তরিতত্ত (ক্লী) অতিক্রমণ, অতিক্রান্ত অবস্থা, পার হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, পরপারে উপস্থিত হইয়াছে এরূপ অবস্থা।

তরিতু (পুং) যে ব্যক্তি পার হইতেছে, যে ব্যক্তি অতিক্রম করিতেছে, যে ব্যক্তি পরপারে গমন করিতেছে।

তরু (পুং) তরু, বৃক্ষ, গাছ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তরুগণা**।

তরুক্খ—চন্দনগন্ধ, অগুরু গন্ধ।

তরুগণা (পুং, বহুবচন) বৃক্ষসমূহ। ⇒ **তরু**।

তরুণ (বিণ) তরুণ, যুবক, যুবা, অল্পবয়স্ক, অল্প, অনধিক, অপরিপক্ক, নতুন, সদ্য। (মধ্যম নিকায়) **তরুণবচ্ছ; তরুণ বচ্ছক**। (দীর্ঘনিকায়) **গোতমো তরুণ চেব তরুণ পরিব্বাজকো চ**—গৌতম বয়সে তরুণ এবং তরুণ পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসীও বটে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তরুণজনা; তরুণ পুত্ত**। (পুং) যুবা, যুবক পুরুষ, যে ব্যক্তির যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, তরুণ লোক। (ক্লী) বৃক্ষাঙ্কুর বা সদ্য গজানো চারা গাছ, ছোট চারা গাছ। (বিনয়) **তালতরুণ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তরুণতাল**।

তরুণজনা (পুং, বহুবচন) তরুণগণ, তরুণদল, যুবকগণ। ⇒ **তরুণ**।

তরুণ তাল (পুং) সদ্য তাল, কাঁচা তাল, অপরিপক্ক তাল ফল। ⇒ **তরুণ**।

তরুণ তিণ (ক্লী) নূতন তৃণ, নূতন ঘাস। ⇒ **সদ্দল**।

তরুণ দারিকা (স্ত্রী) তরুণী, ষোড়শী, পূর্ণ যৌবনা রমণী, অবিবাহিতা তরুণী স্ত্রীলোক। ⇒ **তিম্বরু, তিম্বরুট্ঠানী**। = **তরুণী**।

তরুণপুত্ত (পুং) যুবক পুত্র, তরুণ বয়সের পুত্র, অল্পবয়স্ক পুত্র, শিশু পুত্র। ⇒ **তরুণ**।

তরুণ-ভিগচ্ছাপ—পশুশাবক, হস্তিশাবক। = **ভিঙ্ক**।

তরুণ রুক্খপুপ্ফ (ক্লী) তরুণ বৃক্ষের বা চারা গাছের ফুল। = **মালাবচ্চ**।

তরুণবচ্ছ (পুং) গোশাবক, অল্প বয়সের গো-বৎস, দামড়া বাচ্চা। ⇒ **তরুণ**।

তরুণবচ্ছক (পুং) সদ্যজাত গোবৎস, গোশিশু, ছোট দামড়া বাচ্চা। ⇒ **তরুণ**।

তরুণবচ্ছী (স্ত্রী) অল্প বয়সের স্ত্রীজাতীয় গোবৎস, ছোট বা তরুণ দামড়ি। ⇒ **তরুণ**।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণী, অল্প বয়সের স্ত্রীলোক, অল্প বয়স্কা, কুমারী, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক। = **তরুণ দারিকা**। (মধ্যম নিকায়ে) **তরুণবচ্ছী**।

তরুসণ্ড (পুং) তরুবীথি, কুঞ্জবন, বৃক্ষবন।

তরেতি (ক্রি) = **তরতি**। ⇒ **তরতি**।

তরেসিন (বিণ) পারগামী, পার সন্ধানী, পার গবেষী, পার হইতে চায় এমন, অতিক্রম করিতে চায় এমন।

তল (ক্লী) ১ তল, তলা, অধোভাগ, উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ, মূলদেশ, সমতল ভাগ, সমতল ভূমিভাগ, ভিত্তিভূমি, সর্বনিম্ন স্থান বা অংশ, খড়্গের ধার, প্রধান উপাদান, সমতল ছাদ। (জাতক) **পাসাদ তল; পথবী তল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভূমিতল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **আদাসতল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সলিলতল**। (জাতক) **হেট্ঠিমতল; খগ্গতল; ভেরিতল**। ২ হাতের তালু, হাতের তলদেশ, হস্ততল, পদতল। ⇒ **তট, তাল, তালু, হত্থতল**।

তলঘাতক (ক্লী) হস্ত দ্বারা চাপড় মারা, হাতের চড় বা চপেটাঘাত। (বিণ) হাত দ্বারা চপেটাঘাতে প্রহারকারী। (পুং) যে ব্যক্তি হাতে চড় মারে। ⇒ **ঘাতক**।

তলসত্তিক (ক্লী) ভয় প্রদর্শনে মারিবার জন্য হস্তোত্তলন। (বিনয়) **তলসত্তিকং উগ্গিরতি**—ভয় প্রদর্শনে চড় মারিবার জন্য হাত তোলে বা উঠায়।

তলিক (বিণ) তলা বা নিম্নভাগ আছে এমন, তলদেশ আছে এমন। (জাতক) **এক তলিক উপাহনা**—একটিমাত্র তলাবিশিষ্ট জুতা। = **পটিলিক**।

তলিতগুলাদয—তৈল-চাউল ইত্যাদি। ⇒ **তণ্ডুল**।

তলুণ = **তরুণ**। ⇒ **তরুণ**।

তলাক (পুং, ক্লী) তড়াক, তড়াগ, পঞ্চশত ধনু (অর্থাৎ ২০০০ হাত) পরিমিত দৈর্ঘ্যের সুবৃহৎ জলাশয়, জলাশয়, সরোবর, দীঘি, হ্রদ, পুকুর, ডোবা, পুষ্করিণী, ক্ষুদ্র জলাশয়, জলাধার।

তস (বিণ) ১ ভীত, ত্রাসিত, শঙ্কিত, কম্পিত, উদ্বেগযুক্ত, উদ্বিগ্ন, ভয়ার্ত, আতঙ্কিত। = **বকা, তসিত**। ২ চলনশীল, গতিশীল, অস্থাবর, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, মর্মস্পর্শী, করুণা সঞ্চারক, ধাবমান অবস্থায় চালিত, অব্যাহত, পর পর, (ক্ষত-সম্বন্ধে) পুঁজ নির্গমনশীল। (যৌগিকে) **তস-থাবরা। তসন্তী'তি তস, সতণ্হানং সভযানঞ্চ এতং অধিবচনং; তস'তি যেসং তসিতা (তমিনা?) তণ্হা অপ্পহীনা**, ইত্যাদি এবং **যে তে সন্তাসং আপজ্জন্তি**।

তসতি (ক্রি) [√তস+অ] ১ তৃষ্ণার্ত হওয়া, পিপাসার্ত হওয়া, অত্যন্ত শুষ্ক হওয়া, লালায়িত হওয়া; (চরিত্রে) প্রার্থনা করা, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুনয়-বিনয় করা। ⇒ **তণ্হা, তণ্হীযতি**। ২ কম্পিত হওয়া, উদ্বেগযুক্ত হওয়া, ভীত হওয়া, ভয় করা, ভয় থাকা, শঙ্কিত হওয়া, ভয়ার্ত হওয়া, আতঙ্কিত হওয়া। (সূত্রনিপাত) **যে থাবরা যে চ তসন্তি লোকে; = সন্তাসং আপজ্জতি** (চূলনির্দেশ)। ⇒ **তস, উত্তসতি**। (অতীত) **তসি**। (অ-বিণ) **তিট্ঠ, তসিত**; (তুলনীয়) **পরিতসিত**। (ব-বিণ) **তসন্ত**। (ক্রি-বি) **তসিত্বা**। (করণে) **তাসেতি**।

তস-থাবরা (বহুবচন) অস্থায়ী এবং স্থায়ী জীবসমূহ। (তুলনীয়) **জঙ্গম-স্থাবর; চলং-স্থাবর** (মহাবস্তু)। ⇒ **তস**।

তসর (ক্লী) তন্তুবায়ের মাকু।

তসা (বিণ) পরিবর্তনশীল, অস্থির। ⇒ **ভূতা**।

তসাভূতা ⇒ **ভূতা**।

তসিণা = **তসিনা**। ⇒ **তসিনা**।

তসিত (বিণ) ১ শুষ্ক, বিশুষ্ক, দগ্ধ, তৃষ্ণার্ত, পিপাসার্ত। = **পিপাসিত**। (পেতবত্থু) **ছাত তসিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কিলন্ত তসিত**। ২ ভীত, শঙ্কিত, ভয়ার্ত, ত্রাসিত। (জাতক) **ভীত তসিত**। ⇒ **তসতি**।

তসিনা (স্ত্রী) পিপাসা, ব্যাকুলতা, তীব্র বাসনা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **তণ্হা**।

তস্ম (অপাদানে, ক্রি-বিণ) সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেইজন্য, তদ্ধেতু, অতএব। = **তং কারণং**। ⇒ **যস্মা**।

তস্মিং—সেইখানে। = **তহিং**।

তস্মিং খণে—সেইক্ষণে, সেই মুহূর্তে। ⇒ **খণ** (২)।

তস্মিঞ্ঞেব (ক্রি বিণ) [তস্মিং+এব] তাহাতেও এমন কি তাহাতেও, সেইরূপে।

তস্মিসরে [তস্মিং+সরে] সেই সরোবরে।

তস্স (সম্বন্ধ পদ) সেইজন্য, সেই কারণে, অতএব, তাহার, উহার।

তস্স-পাপিয্যসিকা (স্ত্রী) "অধিকরণ সমথ" সমূহের মধ্যে একটির নাম, এই এই চরিত্রের বা স্বভাবের বৈধ দোষ বা অপরাধ। (দীর্ঘনিকায়) **তস্সপাপিয্যসিকা তিণবত্থারক**। (বিনয়) **তস্স-পাপিয্যসিকা কম্মং করোতি**—কোন ও আইন সঙ্গত অপরাধে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচারকার্য চলা।

তস্স-পাপিয্যসিকা কত (বিণ) বৈধ অপরাধীর বিচারকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে এরূপ।

তহং = **তহিং**। ⇒ **তহিং**।

তহং তহং (ক্রি-বিণ) সেই সেই স্থানে। = **তত্থ তত্থ**।

তহিং (অধিকরণে, ক্রি-বিণ) তথায়, সেইখানে, সেই স্থানে, সেই সম্বন্ধে, উহাতে, তাহাতে। = **তস্মিং**। **তস্মিং সময়ে**—তৎকালে, তখন, সেই সময়ে। এই শব্দটি সাধারণত ক্রিয়া বিশেষণ। ⇒ **তত্থ, তথা, তদা, তাদি** ইত্যাদি।

তহিং তহিং—সেই সেই স্থানে, সেই সেইখানে। ⇒ **যহিং যহিং**।

তাণ (ক্লী) ত্রাণ, রক্ষা, বিপদ হইতে উদ্ধার, পালন, রক্ষণ, নির্বাণ, মুক্তি, আশ্রয়, আশ্রয়স্থান, রক্ষাস্থান, উপায়, রক্ষার উপায়, শরণ। (যৌগিকে) **তাণলেণ; তাণসরণ; তাণদীপ; তাণ অভয়**। (দীর্ঘনিকায়) **তাণং গবেসিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **মন্তাণ; তাণং করোতি; তাণগামী মগ্গো**। (সূত্রনিপাত) **তাণং উপেতি**। (জাতক) **তাযিতা; পরিত্তাযিতা, পতিট্ঠা** (ত্রাণকর্তা বা রক্ষাকর্তা অর্থে)। (তুলনীয়) **তাতর, তাযতি**।

তাণ অভয (ক্লী) ভয়হীন রক্ষাস্থান। = **তাণলেণ**।

তাণ গবেসিন (বিণ, পুং) আশ্রয় সন্ধানী, রক্ষাস্থান অনুসন্ধানকারী, নির্বাণ গবেষণাকারী, ত্রাণ বা মুক্তি সন্ধানকারী, আশ্রয়স্থান অন্বেষী। ⇒ **তাণ**।

তাণতা (স্ত্রী) রক্ষাকরণ, রক্ষা, আশ্রয়করণ, আশ্রয়, ত্রাণ, নির্বাণ।

তাণত্ত (ক্লী) আশ্রয় স্থান, ধর্মাচরণে শান্তি লাভ। ⇒ **তাণ**।

তাণদীপ (পুং) রক্ষাবর্তিকা, ত্রাণ বা আশ্রয় বর্তিকা। = **তাণলেন**।

তাণলেণ (ক্লী) আশ্রয়স্থান, রক্ষাস্থান, ভিক্ষু ও মুনিঋষিদের আশ্রয়স্থান পর্বতগুহা, মুক্তি, পরম শান্তিময় নির্বাণ। = **তাণ**।

তাণসরণ (ক্লী) আশ্রয় বা মুক্তির উপায় অবলম্বন। = **তাণলেন**।

তাত (পুং, একবচন সম্বোধন পদ) পিত ! পুত্র ! ওহে বালক ! (সাধারণত খুড়া, জেঠা, ঠাকুরদাদা, বড় ভাই প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে এবং পাত্রমিত্র, বন্ধু, ভাইপো, ভাগিনা প্রভৃতি স্নেহপাত্রের প্রতি সম্বোধনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়)। (বহুবচনে) **তাতা**। (থেরীগাথা) **তাত অম্ম** ! (জাতক) **অম্ম তাত** !

তাত অম্ম—বাবা এবং মা ! = **অম্ম তাত**। ⇒ **তাত**।

তাতর (বিণ, পুং) রক্ষক, অভিভাবক, রাজ প্রতিনিধি, রক্ষাকারী, ত্রাণকর্তা, পরিত্রাতা, সাহায্যকারী, সহায়।

তাতা (পুং, বহুবচন সম্বোধন পদ) খুড়াগণ ! জেঠাগণ ! ওহে পুত্রগণ ! হে বন্ধুগণ ! ওহে পাত্রমিত্রগণ ! হে মন্ত্রিগণ ! ইত্যাদি। ⇒ **তাত**।

তাদি = **তাদিন**। ⇒ **তাদিন**।

তাদিন (বিণ) এইরূপ, এমন, অমুক, তাদৃশ, সেইরূপ, এইরূপ, উত্তমজাতীয়, (বুদ্ধ এবং অর্হৎ সম্বন্ধে) এমন গুণবান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তাদী**। (সূত্রনিপাতে) **তাদি**। সূত্রনিপাতের অন্যত্র "**তাদিনো**" শব্দের পরিবর্তে "**তাদী নো**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (যৌগিক শব্দে কর্তৃকারকে) **তাদি, তাদী;** (সম্বন্ধে পদে) **তাদিনো;** (দীর্ঘনিকায়ে বুদ্ধ সম্বন্ধে) **ঠিতচিত্তস্স তাদিনো;** (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **ইট্ঠাদিসু তাদি-লক্খণ-সম্পত্তিযা তাদিনো সত্থু;** অথবা " **তাদী নো** (সূত্রনিপাত); (করণকারকে) **তাদিনা;** (কর্মকারকে) **তাদিং;** (অধিকরণ, বহুবচন) **তাদিসু, তাদিনে = তাদিমহি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইট্ঠাদিসু তাদি-লক্খণপ্পত্তেসু**। ⇒ **তাদিস** (১)।

তাদিন ভাব—এইরূপ ভাব, এইরূপ অবস্থা, সেইরূপ অবস্থা, মহাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি।

তাদিন লক্খণ—এইরূপ (মানুষের) লক্ষণ, এইরূপ (সত্তার বা জীবের) চিহ্ন, সেইরূপ লক্ষণ বা চিহ্ন। (জাতক) **তাদিন লক্খণ যোগ;** (তুলনীয়) **নক্খত্ত যোগ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তাদিন লক্খণপ্পত্ত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তাদিন লক্খণ সম্পত্তি**।

তাদিনো = **তাদিন**। ⇒ **তাদিন**।

তাদিস (বিণ) ১ এইরূপ, সেইরূপ, এইরূপ বা সেইরূপ গুণবান বা চরিত্রবান, এইরূপ চরিত্রের, এইরূপ অবস্থার। (চূলনির্দেশে) **তথাবিধ**। = **তাদিন**। ২ তোমার মত, তোমার ন্যায়।

তাদিসক = **তাদিস**। ⇒ **তাদিস**।

তাদিস-তাদিস (বিণ) এইরূপ—সেইরূপ, এই একটি—অপরটি।

তাদিসী (বিণ, স্ত্রী) তাদৃশী, ইদৃশী, এই, সেই, তাদৃশ, ইদৃশ। (পেতবত্থু) **তাদিসী বণিজ্জা**।

তাদী = **তাদিন, তাদিস**। ⇒ **তাদিন, তাদিস**।

তাদী নো = **তাদিন**। ⇒ **তাদিন**।

তাপজনক = **তপনীয**। ⇒ **তপনীয**।

তাপন (ক্লী) তাপন, ভস্মীভূত করার কার্য, দহন, জ্বলন, জ্বালা, প্রদাহ, কাবাব, ঝলসানো বা সেঁকা মাংস, তাপজনক; (চরিত্রে) পীড়ন, যন্ত্রণা, পীড়া, উৎপীড়ন, কষ্ট, আত্মসংযম, আত্মদমন, আত্ম-রিপু দমন, আত্ম-ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগ্গিমহি তাপন উদকে বা তেমনং**। (তুলনীয়) **আতাপন, উপতাপন, পরিতাপন**।

তাপস (পুং) তাপস, তপস্বী, তপস্যাকারী ব্যক্তি, মুনি, ঋষি। (জাতক) **তাপস পব্বজ্জা**। ⇒ **সমণ**।

তাপস পব্বজ্জা—ঋষি প্রব্রজ্যা, সংসার ত্যাগ করিয়া ঋষিবেশ ধারণ, তাপস সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া নির্জনবাসী বা বনবাসী হওয়া। ⇒ **পব্বজ্জা**।

তাপসভিসিকা (স্ত্রী) তাপস বা মুনিঋষির ব্যবহৃত মাদুরাদি আসন। = **কপলভিত্তি**। ⇒ **ভিসিকা**।

তাপসী (স্ত্রী) তাপসী, তপস্বিনী।

তা পি খো—তাহা হইলেও, সেইটা হইলেও, সেই প্রকার হইলেও, উহা হইলেও। ⇒ **খো**।

তাপেতি (ক্রি) পুড়িয়া যাওয়া, পুড়িয়া শেষ হওয়া, উত্তপ্ত করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, ঈষৎ দগ্ধ করা, ভাজা, ঝলসানো, সেঁকা, যন্ত্রণা দেওয়া, পীড়ন করা, কষ্ট দেওয়া, বিরক্ত করা; (চরিত্রে) নির্মূলিত করা, উন্মূলিত করা, নির্বাপিত করা, প্রশান্ত করা, প্রশমিত করা, ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা, দমন করা। (সূত্রনিপাত) **অত্তানং তাপেতি**। (জাতক) **জনপদং তাপেতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কিলেসং তাপেতি** ("**তপসিনং**" সম্বন্ধে)। (তুলনীয়) **পরিতাপেতি**। (অতীত) **তাপেসি**। (অ-বিণ) **তাপিত**। (ব-বিণ) **তাপেন্ত, তাপযমান**। (ক্রি-বি) **তাপেত্বা**। ⇒ **তপতি**।

তাম (সংস্কৃত—তাম) বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, স্পৃহা, পেটুকতা, লোভ। (থেরগাথা) **তামতমদ সঙ্ঘ সুপ্পহীন**; (ইহার পরিবর্তে পাঠ) **তাম তমত-সুপ্পহীন**—ভীষণ লোভী।

তাম্বূল (পুং) তাম্বুল, পান।

তাম্বূলী (স্ত্রী) পানগাছ, পানের লতা, পানলতা, তাম্বুলী, পান ব্যবসায়ী।

তায তায যুত্তিয়া—সেই সেই যুক্তি দ্বারা। = **যোগাযোগেন**।

তাযতি (ক্রি) [√তা+য] রক্ষা করা, পালন করা, বাঁচা, সংরক্ষণ করা, আচার বা মোরব্বা প্রস্তুত করা, ভরণপোষণ করা, উৎসাহিত করা, পোষণ করা, শিক্ষা দেওয়া, আশ্রয় করা, গোপন করা, আশ্রয় গ্রহণ করা, যত্ন লওয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করা, চৌকি বা পাহারা দেওয়া, সাবধান হওয়া, প্রতিপালন করা। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপ-বলং তাযতি; ভোগ তাযতি; ঞাতি তাযতি; পুত্ত তাযতি**। (সূত্রনিপাত) **পরলোকতো ন পিতা তাযতে পুত্তং ঞতি বা পন ঞাতকে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **খেত্তং তাযতি বীজং**। (অতীত) **তাযি**। (অ-বিণ) **তাযিত**। (ক্রি-বি) **তাযিত্বা**। (তুম) **তাযিতুং**।

তাযিতর (বিণ, পুং) রক্ষাকর্তা, আশ্রয়দাতা, প্রহরী, সতর্কতা অবলম্বনকারী। (জাতকে) **তাণ**। = **তাযিতা**।

তাযিতা (বিণ, স্ত্রী) আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা, রক্ষাকারী। = **তাযিতর, পিতা**। ⇒ **তাণ**।

তারকা (স্ত্রী) ১ তারকা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ। (বিমানবত্থু) **ওসধী বিয তারকা**—শুক তারা, শুক্র গ্রহ। (জাতক) **তারকা-রূপ**। = **তারা**। ২ (চরিত্রে) আলোকের চমক, দীপ্তি, প্রভা, উজ্জ্বলতা, চক্ষের পলক, চকমক, ঝিকিমিকি। (মধ্যম নিকায়) **অক্খি তারকা; উদক তারকা**।

তারকারূপ (ক্লী) নক্ষত্রের ঝিকিমিকি, নক্ষত্রের আলো। (বিণ) তারকার ন্যায়, নক্ষত্র সদৃশ, তারার আকারবিশিষ্ট। ⇒ **রূপ** (৩)।

তারগণ = **তারাগণ**। ⇒ **তারাগণ**।

তারা (স্ত্রী) তারা, নক্ষত্র, গ্রহ। (সূত্রনিপাত) **তারাসভ**। = **তারকা** (১)।

তারাগণ (পুং, বহুবচন) নক্ষত্রপুঞ্জ, তারাগণ, তারকারাজি। (পেতবত্থু) **চন্দো ব তারাগণে অতিরোচতি**।

তারাপতি (পুং) চন্দ্র।

তারাপথ (পুং) নক্ষত্রাদি গ্রহ-উপগ্রহের গমন পথ, আকাশ।

তারামণি (পুং) নক্ষত্র সদৃশ উজ্জ্বল মণি। (বিণ) নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল মণিখচিত। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তারামণি বিতান**।

তারামণি বিতান—উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ মণিখচিত চন্দ্রাতপ, নক্ষত্রের ন্যায় মণিখচিত চাঁদোয়া বা সামিয়ানা, নক্ষত্র সদৃশ উজ্জ্বল মণিখচিত বিতান বা আচ্ছাদন বা চন্দ্রাতপ। ⇒ **মণি** (১)।

তারাসভ (পুং) প্রভু, যিনি প্রভুত্ব করেন; (সাহিত্যে) বলীবর্দ, বৃষভ; (নক্ষত্রপুঞ্জ-সম্বন্ধে) সূর্য, তপন, দিনমণি।

তারেতি (ক্রি) ১ পার করানো বা করা, অতিক্রম করা বা করানো, সাহায্য করা, সহায়তা করা, নিবারণ করা, না করিয়া পারা, উপস্থিত হওয়া, আনয়ন করা, বহন করা, উৎপন্ন করা, সংগ্রহ করা, প্রবর্তিত করা, রক্ষা করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, ত্রাণ করা, মুক্ত করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, মিতব্যয়ী হওয়া। (সূত্রনিপাত) **পরে তার যেতুং; সো তারযে তম্ব বহূ পি অঞ্ঞে। তিন্নো তরযতং বরো**—মুক্তির জন্য সাহায্যকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মুক্তপুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যিনি মুক্ত পুরুষ তিনি মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। (অতীত) **তারেসি, অতারযি**। (অ-বিণ) **তারিত**। (ব-বিণ) **তারেন্ত, তারযমান**। (ক্রি-বি) **তারেত্বা**। ২ তাড়াতাড়ি করা। ⇒ **তরতি**।

তারেতু (পুং) যিনি মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন বা প্রদর্শনে সহায়তা করেন, যে ব্যক্তি পার করাইয়া দেয়, রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা, পরিত্রাতা।

তাল (পুং) ১ তালগাছ, তালফল। (জাতক) **তালবন; তালমত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ছিন্নমূলো বিয তালো**। ২ টুকরা টুকরা বস্তু, ফালি, বিভিন্ন বর্ণের রেখা, ডোরা, ডোরা কাটা কাপড়, কশাঘাতের চিহ্ন, বেত্র বা কোড়ার আঘাত-চিহ্ন, জমি হইতে ভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা ডোরা, রেখা, অংশ, আঁচ, আভাস। = **রজি**।

তালকণ্ড (পুং) তালের বিচি বা আঁটি হইতে নির্গত অঙ্কুর যাহা সিদ্ধ করিয়া এবং শুকাইয়া খাওয়া হয়, কন্দ হইতে উদ্ভূত বা কন্দযুক্ত ছোট ছোট চারা গাছ। = **কলম্ব**।

তালকখন্ধ (পুং) তাল গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তালকখন্ধ পরিমাণা মুখতুণ্ডা**—(নরকাদি স্থানে শকুনিদের) ঠোঁট তালগাছ প্রমাণ বড়। ⇒ **খন্ধ** (১গ)।

তালছিগ্‌গাল (ক্লী) তালার ছিদ্র, তালায় চাবি লাগাইবার ছিদ্র, চাবির ছিদ্র।

তালছিদ্র = **তালচ্ছিদ্দ**। ⇒ **তালচ্ছিদ্দ**।

তালচ্ছিদ্দ = **তাল্‌চ্ছিদ্দ**। ⇒ **তাল্‌চ্ছিদ্দ**।

তালটঠিক (ক্লী) তালের আঁটি বা শাঁস, তালের মধ্যাংশ বা বিচি। (জাতক) **তালট্‌ঠি খণ্ড**—তালের ভাঙ্গা আঁটি বা শাঁস, তালের খোসাখণ্ড।

তালতরুণ (পুং) তালগাছের নূতন গজানো পত্রপল্লব, তালগাছের নূতন গজানো অঙ্কুর বা চারা। (বিণ) কাঁচা তালের ন্যায়, অপরিপক্ব তালের ন্যায়।

তালপক্ক (ক্লী) পক্বতাল, পক্বতাল ফল।

তালপন্ন (ক্লী) তাল পাতা (যাহাতে লেখা হয়), তালপাতার পাখা। = **তালপত্ত**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তালপত্তেহি কত-মণ্ডল বীজনী**—তালপাতায় প্রস্তুত গোলাকার বীজনী বা পাখা। (বিমানবত্থু) **তালপন্নবন্ট**; (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তালপন্নবন্ট**। (চূলনির্দেশ) **তালপন্ন বিধূপন**। ⇒ **পন্ন** (১)।

তালপন্নবণ্ট—তালপাতার পাখা। = **তালবণ্ট**। ⇒ **তালপন্ন**।

তালপন্নবণ্ঠ = **তালপন্নবণ্ট**। ⇒ **তালপন্নবণ্ট**।

তালপত্ত (ক্লী) তালপাতা, তালপাতার পাখা, তালপাতা (যদ্দ্বারা অভিন্নভাবে পাখা প্রস্তুত হয় অর্থাৎ গোটা তালপাতা)। = **তালপন্ন**। = **তালপত্তেহি কত-মণ্ডল বীজনী** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **পত্ত** (১খ)।

তালপত্তিকা (স্ত্রী) তালপাতা। = **তালপত্ত**।

তালমত্ত (বিণ) তালগাছের ন্যায় লম্বা আকারের, তালগাছ প্রমাণ লম্বা। ⇒ **তাল**।

তালমিঞ্জ (ক্লী) ১ তালগাছের মজ্জা বা সারভাগ। ২ তাল বিচির শাঁস। ⇒ **মিঞ্জ**।

তালমিঞ্জা (স্ত্রী) = **তালমিঞ্জ**। ⇒ **তালমিঞ্জ, মিঞ্জা**।

তালবট্ট—তালপাতায় প্রস্তুত গোলাকার বৃত্ত বা মণ্ডল।

তালবণ্ট—তালপাতার পাখা, চারা তালগাছের ডগা বা বৃন্তসহ তালপাতার পাখা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তালবণ্ট বিধূপন**। ⇒ **তালপন্ন**।

তালবণ্টবাত (পুং) তালপাতার পাখার বাতাস, তালপাতার ব্যজনীর বাতাস। ⇒ **তালবণ্ট, বাত**।

তালবণ্ঠ = **তালবণ্ট**। ⇒ **তালবণ্ট**।

তালবত্ত = **তালবট্ট**। ⇒ **তালবট্ট**।

তালবন (ক্লী) তালবন, তালগাছের বন, তালগাছের কুঞ্জবন। ⇒ **তাল**।

তালবন্ত = **তালবণ্ট**। ⇒ **তালবণ্ট**।

তালবন্তবাত = **তালবণ্টবাত**। ⇒ **তালবণ্টবাত**।

তালবন্থ = **তালবণ্ঠ**। ⇒ **তালবণ্ঠ**।

তালবত্থু = **তালাবত্থু**। ⇒ **তালাবত্থু**।

তালবার—তালগাছের ফল বা তাল পাওয়ার সময়, যেই সময় তালফল ফলে বা তাল পাওয়া যায়।

তালহীরক (ক্লী) "তালগাছের চোকলা" একশ্রেণীর পোকা বা কীটের নাম। ⇒ **হীরক**।

তালাবত্থু (ক্লী) [তাল+অ+বত্থু] তালগাছ উন্মূলন বা উৎপাটন। ⇒ **তালাবত্থুকত**।

তালাবত্থুকত (বিণ) তালগাছ উৎপাটিত, তালগাছ উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, তালগাছ উন্মূলিত হইয়াছে বা সমূলে বিনাশ করা হইয়াছে এরূপ, তালগাছ উন্মূলিত বা সমূলে বিনাশিত। (প্রায়ই একরূপ ধারায়) **পহীন উচ্ছিন্ন-মূল তালাবত্থুকত অনভাবং কত**—পরিত্যক্ত-নির্মূলিত-উৎপাটিত-পুনঃপল্লবিত হইবার বা গজাইয়া উঠিবার শক্তি রহিত। (থেরগাথা অর্থকথা) **তালস্‌স ছিন্দিতট্‌ঠান সদিস**। (বিনয়) **তালাবত্থুকত্ত**। (অন্য প্রকারে যৌগিক শব্দে) **তালাবত্থু ভবতি**—সমূলে উৎপাটিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হওয়া (জাতক); = **ছিন্নমূল তালো বিয নিরযে নিব্বত্তন্তি** (জাতক)। ⇒ **বত্থুকত**।

তালাবত্থুকতা (বিণ, স্ত্রী) = **তালাবত্থুকতা**। ⇒ **তালাবত্থুকত**।

তালিস = **কালীয**। ⇒ **কালীয**।

তালিস্‌স = **তালীস**। ⇒ **তালীস**।

তালীস (ক্লী) এক জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্য, এক প্রকার মলম। (জাতকে) **তালিস্‌স**। (মিলিন্দ প্রশ্নে) **তালীসক**। (বিনয়) **তালীস তগর**।

তালীসক = **তালীস**। ⇒ **তালীস**।

তালীস তগর—একজাতীয় সুগন্ধ দ্রব্য এবং তগর পুষ্প। ⇒ **তালীস**।

তালু (পুং) তালু, তেলো, টাকরা, আস্বাদন, স্বাদ।

তালুজ (বিণ) তালুজ, তালব্য, তালু-সম্বন্ধীয়।

তালুমত্থক—তালুর উপরিভাগ। ⇒ **তালু**।

তাল্ (পুং) ১ তাল, গীতবাদ্য বিষয়ে কালক্রিয়ার পরিমাণবিশেষ, বার বার আঘাত বা আঘাতের শব্দ, ধুক

ধুক শব্দ, সঙ্গীতের তাল, বাদ্যযন্ত্র বাজান, করতাল-ঘন্টা-খঞ্জনী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো, আঘাতকরণ, পেটা, (সাধারণ অর্থে) সঙ্গীতবিদ্যা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **কংসতাল**। ২ (ক্লী) ব্যাখ্যা, অর্থপুস্তক, চাবি, বাদ্যযন্ত্রের স্বর প্রকাশক যন্ত্র। ইহা ত্রিবিধ, যথা—**লোহতাল, কট্ঠতাল, বিসাণতাল**।

তালকখন্ধ = **তালকখন্ধ**। ⇒ **তালকখন্ধ**।

তালছিগ্‌গাল(ক্লী) = **তালছিগ্‌গাল**। ⇒ **তালছিগ্‌গাল**।

তালছিদ্দ = **তালচ্ছিদ্দ**। ⇒ **তালচ্ছিদ্দ**।

তালচ্ছিগ্‌গল (ক্লী) চাবির ছিদ্র, চাবি লাগাইবার ছিদ্র।

তালচ্ছিদ্দ (ক্লী) **তালচ্ছিগ্‌গল**। ⇒ **তালচ্ছিগ্‌গল, তালচ্ছিগ্‌গাল**।

তালন (ক্লী) তাল দেওয়া, বাজানো, আঘারকরণ, পেটা।

তালবার = **তালবার**। ⇒ **তালবার**।

তালাবচর (ক্লী) [তাল+আবচর] সঙ্গীতবিদ্যা, সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের তালমান। (পুং) গায়ক এবং বাদ্যযন্ত্র বাদক। (বিণ) সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ বা দক্ষ, সঙ্গীত রচনাকারী, সঙ্গীতে সুর ও স্বর যোজনাকারী, সঙ্গীত দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক, বাদ্যকর।

তালাবচর পরিবুত (বিণ) (কিন্নরী সম্বন্ধীয়) গায়ক এবং বাদ্যযন্ত্র বাদকে পরিবৃত।

তালিসা (বিণ) ৪০, চল্লিশ।

তালী(স্ত্রী) তালি, হাততালি, হাতে তাল দেওয়া, করাঘাত, আঘাত, প্রহার। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উরত্তালিং করোতি**—(শোকের চিহ্নস্বরূপ) বুক চাপড়ায় বা বুকে করাঘাত করে।

তালেতি (ক্রি) [√তাল+এ] আঘাত করা, মারা, জোরে ধাক্কা দেওয়া, ছাপ মারিয়া মুদ্রাদি তৈয়ার করা, ঘষিয়া উৎপন্ন করা, আঘাতের ফলে প্রজ্জ্বলিত করা, আবিষ্কার করা, (পাল ইত্যাদি) নামানো, বাজানো, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া, আত্মসমর্পণের বা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পতাকা নামানো, আঘাত পাইয়া বাজা, হঠাৎ পরিণত বা পর্যবসিত করা, ধর্মঘট করা, প্রহার করা, বারংবার আঘাত করা, বেত্রাঘাত করা, উঁচুনিচু করা, বাজা, চূর্ণ করা, পিটিয়া প্রসারিত করা, মৃগয়াকালে জঙ্গল পিটাইয়া পশু বাহির করা, আছড়ানো, ধাক্কা খাওয়া, পাখা পত পত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, পায়ে দলা, জয় করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, হতবুদ্ধি করা, বিরক্ত করা, বেগে পতিত হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া, ধুক ধুক করা, স্পন্দিত হওয়া, ফুৎকার দেওয়া, ফুঁ দেওয়া, হাঁপানো, মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া, বাতাসে বহিয়া লইয়া যাওয়া, ফুৎকার দ্বারা বুদ্‌বুদ প্রস্তুত করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা। (বি-ভা) **কসাহি তালেতি**—চাবুক মারে, বেত্রাঘাত করে। (অতীত) **তালেসি**। (অ-বিণ) **তালিত**; (জাতক) **তুরিয তালিত**। (ব-বিণ) **তালেন্ত**; (কর্মবাচ্যে) **তড্ডমান, তদ্দমান**; (অর্থকথায়) **পোঠীয়মান**। (ক্রি-বি) **তালেত্বা**। (তুলনীয়) **অভিতালেতি**।

তাব (ক্রি-বিণ) তাবৎ, তাবৎ পরিমাণে, তাবৎকাল পর্যন্ত, তাবৎকাল, সাফল্য, অবধি, পরিচ্ছেদ, অবধারণ, তদবধি, ততক্ষণ, তৎকালে, তৎপরিমাণ, এরূপ স্থলে, অতঃপর, তাহা হইলে, তবে, তখন পর্যন্ত, বাক্যালঙ্কার, যতদূর সম্ভব। ১ **যাব তাব**—যতদূর সম্ভব; এই অর্থে:—(জাতক) **যাব দ্বে জনা অবসিট্ঠা অহেসুং তাব অঞ্ঞমঞ্ঞং ঘাতযিংসু**। (সূত্রনিপাত) **যাব দুক্খা নিরযা ইধ তত্থ পি তাব চিরং বসিতব্বং। ন তাব যাব ন**—যে পর্যন্ত না; এই অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন তাব কালং করোতি যাব ন তং পাপকম্মং ব্যন্তি হোতি**—যে পর্যন্ত সেই পাপকর্ম শেষ না হয় মরে না অর্থাৎ সেই পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত মরে না। ২ তুলনামূলক অর্থে:—মত, যখন, যেমন, যথা, যেহেতু, রূপে, হিসাবে, যদিও, তাহা হইলে, যদি তাহাই হয়, অনুরূপভাবে, সমানভাবে, সদৃশ, অনুরূপ, সম্ভবপর, ততখানি, ততটুকু, অতীব, এইরূপে, সেইরূপে, এইভাবে, এইরূপ, এমন, অমুক, ঠিক তাহাই, বরং, তার আগেই, কিয়ৎ পরিমাণে, কিছু, বহুল পরিমাণে, অধিকতর, এইরূপ পরিমাণে, এইরূপ পদে। (বিনয়) **তাব বহুং সুবণ্ণং**—এই অধিক পরিমাণে স্বর্ণ। (জাতক) **তাব মহন্তো**—সেই পরিমাণে; **তাব মধুরফল**—এইরূপ মধুর ফলসহ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **অসীতিযা তাব কিমি-কুলানং সাধারণ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্থানি তাব পাতুভূতানি; পথমং তাব**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গিলানায তাব অযং এতিস্সা রূপসোভা**—এমন কি রোগাবস্থায়ও সেই স্ত্রীলোকটি এত সুন্দর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিত্তকস্স কুসলকম্মস্স তাব**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পংসুকূলিকঙ্গং তাব**। ৩ অনুমোদন বা সম্মতিসূচক অর্থে:—যতদূর সম্ভব গড়ায় বা চলিতে থাকে, ধরিলে, বিবেচনা করিলে, কারণ, যেহেতু, এই হেতুতে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যদি এবং পিতা তাব পুরিসভাবে ন রোদতি, মাতু নাম হদযং মুদুকং**—এমন কি পিতা যদিও মানুষের ন্যায় রোদন না করেন মাতা কিন্তু নিশ্চিত কোমলহৃদয়া। আদেশার্থে:—(বর্ণনায় "যতদূর সম্ভব অর্থে"—) **গচ্ছ তাব**—যতদূর সম্ভব ততদূর চল, যতদূর ইচ্ছা ততদূর চল; = **গচ্ছ তাব যাব গচ্ছেয্যাসি। পস্স তাব**—এখনই দেখুন। (জাতক) **তাব অগুণা হন্ত**—তাহারা তাদৃশ নির্গুণ যুক্ত হউক অথবা দোষী হউক; **এহি তাব**—এখনই আস; **তিট্ঠ তাব**—এখন থাক, তদবধি অবস্থান কর; **পাতো ব তাব হোতু**—আগামী কল্যই হউক অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর; **তং তাব মে দেখ**—তাহা হইলে উহা আমাকে দাও। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বীমংসথ তাব**—এখনই চিন্তা করিয়া দেখ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তাব অয্যো আগমেতু যাবাযং পুরিসো পানীযং পিবিস্সতি**—এই লোকটি যখন জল পান করিবে তখনই

আর্য আসুক। নিষেধার্থে:—(পেতবত্থু) **মা তাব ইতো অগা**—ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে যাইও না। ৪ উপদেশ দান বা উৎসাহ বর্ধন অর্থে:—আমাকে অনুমতি দাও, উত্তমরূপে, ভালরূপে, সম্পূর্ণরূপে, অনেকখানি, যুক্তিসহ, ন্যায্যভাবে, তদা, তৎকালে, তখন, অবিলম্বে, পরে, তৎপরে, আর এক সময়ে, পুনরায়, অতএব, সেইজন্য, এক্ষণে, বর্তমান সময়ে। (জাতক) **পুত্তং তাব পস্‌সিস্‌সামি**—আমাকে পুত্র দর্শনে অনুমতি দাও; **বীমংসিস্‌সামি তাব**—আমাকে চিন্তা করিতে দাও; **নহাযিস্‌সামি তাব**—এখন আমাকে স্নান করিতে দাও। অন্যান্য যৌগিক শব্দে:—**তাব ... ন**—যদিও তবুও, এই পর্যন্ত না। (জাতক) **অজ্জা পি তাব মে বলং ন পস্‌সসি**—এমন কি আজ পর্যন্ত তুমি আমার পূর্ণশক্তি দেখ নাই। (পেতবত্থু) **তাব মহাধনস্‌সামী ন মে দাতুং পিযং অহু**—মহা ধনের মালিক এই পর্যন্ত আমাকে দিবার মত প্রিয় হইলাম না অর্থাৎ আমাকে দিবার ইচ্ছা করিলেন না। **ন তাব**—এই পর্যন্ত না, মাত্রও নহে, এত অধিক। (পেতবত্থু) **ন চ তাব খীযতি**—সামান্য মাত্রও ফুরাইল না। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তনো কেনচি অনভিভবনীযতং এব তাব**—যাহা নিজে জয় করিবার নহে তাহা অপরের দ্বারাও সম্ভবপর নহে।

তাবকালি (বিণ) যতদিন স্থায়ী থাকে অর্থাৎ সাময়িক, অস্থায়ী, তাবৎকাল পর্যন্ত, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। **যাবকালিক ... তাবকালিক**—যতদূর সময় পর্যন্ত (কাজ চলে) তত সময় পর্যন্ত। = **ন সস্‌সত**। ⇒ **তাব** (১)।

তাবকেন (করণে ক্রি-বিণ) মুহূর্তের মধ্যেই, ক্ষণ সময় উত্তীর্ণ না হইতে, তৎক্ষণাৎ, তৎমুহূর্তে, যখন তখন। ⇒ **তত্তক**।

তাবত (ক্লী) অধিক পরিমাণতা অর্থাৎ সাপেক্ষ বিস্তৃতি, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ।

তাবতক (বিণ) ঠিক সেই পরিমিত, এতটা, এত অধিক, ঠিক তাবৎকাল, সেই সময় পর্যন্ত, সেই পর্যন্ত, ততদূর পর্যন্ত, সেইপর্যন্ত। (বিনয়) **যাবতকে ... তাবতক**—যত অধিক (পার) সেই পর্যন্ত। (দীর্ঘনিকায়) **যাবতকস্‌স কাযো তাবতকস্‌স ব্যামো**—শরীর যতদূর লম্বা ব্যায়াম বা উভয়পার্শ্বে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিলেও ততদূর দৈর্ঘ হয় (অর্থাৎ দাঁড়ানে এবং হস্তপ্রসারণে চতুর্দিকে গোলাকার); ইহা মহাপুরুষের উনিশতম লক্ষণ।

তাবতক বিকার (পুং) তদবধি, অসুবিধা, অস্থায়ী অসুবিধা। ⇒ **বিকার** (৩)।

তাবতা (ক্রি-বিণ) ১ তখন পর্যন্ত, তাবৎকাল, তদবধি। ২ তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হিসাবে, এইরূপে, এই মতে, এই প্রকারে, এই পর্যন্ত। = **এত্তাবতা**।

তাবতিংস (পুং) [তেযো + তিংস] ৩৩ সংখ্যা, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক, দ্বিতীয় স্বর্গ, ইন্দ্র ভবন, দেবরাজ ইন্দ্র শাসিত স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গরাজ্যে ৩৩ জন শক্তিশালী দেবতা উপশাসকরূপে আছেন, তদ্ধেতু এই স্বর্গরাজ্যকে "**তাবতিংস**" বা ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবরাজ্য বলা হয়। এই ৩৩ জন উপশাসকের উপর সম্রাট বা রাজাধিরাজরূপে আছেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। এই ৩৩ জন উপশাসক দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান সভাসদও বটে। ⇒ **তিদস, তিদসগণ**। (বিণ) ৩৩, তেত্রিশ।

তাবতিংস দেবলোক—ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবলোক, ৩৩ জন দেব-উপশাসকগণের প্রধান দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকৃত স্বর্গস্থান। = **তাবতিংস**।

তাবতিংস ভবন (ক্লী) ৩৩জন দেবরাজ বা দেব-উপশাসকগণের বাসস্থান, দ্বিতীয় স্বর্গ, স্বর্গস্থ ইন্দ্রভবন। ⇒ **তাবতিংস, তাবতিংস দেবলোক**।

তাবদে (ক্রি-বিণ) সর্বক্ষণের জন্য, তৎক্ষণাৎ। = **তাবদেব**।

তাবদেব (ক্রি-বিণ) [তাব+এব] তদবধি, যতক্ষণ পর্যন্ত, এখন, এইমুহূর্তে, তখন পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত, যখন তখন, তৎক্ষণাৎ, তৎমুহূর্তে, এখনই, অবিলম্বে, অতিক্রত, মুহূর্তের মধ্যে, সেই ক্ষেত্রে। ⇒ **যাবদেব**।

তাবমহন্ত (বিণ) তৎপরিমাণে বড়, সেইরূপ বড়। ⇒ **তাব** (২)।

তাস (পুং) ত্রাস, ভীতি, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু, উদ্বেগ, ভয়, কম্পন, শঙ্কা, ভয়ের বিষয়, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তার বিষয়, প্রবল বাসনা। (তুলনীয়) **সন্তাস**।

তাসন (ক্লী) সন্ত্রাস, শঙ্কা, ভয়, আতঙ্ক, বেষ্টন, শূলে বিদ্ধ করিয়া বধ।

তাসনীয (বিণ) ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভীষণ, ভয়জনক, ভীতিজনক, ভীরু, ভীত, জয়জনিত।

তাসেতি (ক্রি) কম্পিত করা, ভয় দেখানো, ঘেরা করা, পরিবেষ্টিত করা, শূলে দিয়া বধ করা। = **মথেতি**। ⇒ **তসতি**। (অতীত) **তাসেতি**। (অ-বিণ) **তাসিত**। (ব-বিণ) **তাসেন্ত, তাসযমান**। (ক্রি-বি) **তাসেত্বা**।

তাহং ১ [তং+অহং] আমি তাহা। ২ [তে+অহং] আমিই সেই সব, আমি সেই সব। ⇒ **ত্বং**।

তি ১ (ক্রি-বিণ) বাক্যের বা ভাবের শেষোক্তবোধক উক্তি, যেমন—**গচ্ছতী'তি**। = **ইতি**। ২ (বিণ) তিন। এই শব্দটি অন্য শব্দের সহিত প্রযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন—**তিপিটক, তিচীবর** ইত্যাদি। "**তি**" শব্দের পরিবর্তে "**তে**" শব্দের ব্যবহারও কখন কখন দৃষ্ট হয়। "**তে**" শব্দ সাধারণত "**তি**" শব্দের ন্যায় যৌগিক শব্দের সহিতও ব্যবহৃত হয়, যেমন—**তেরস, তেমাস, তেরসী** ইত্যাদি। কারক নির্ণয়:—"**তি**" নিত্য বহুবচন শব্দ। ১ পুংলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **তযো**। কর্ম (বহুবচনে) **তযো**। করণ (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **তিন্নং, তিন্নন্নং**। অপাদান (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **তিন্নং তিন্নন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **তীসু**। স্ত্রীলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **তিস্‌সো**। কর্ম (বহুবচনে) **তিস্‌সো**। করণ (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **তিস্‌সন্নং**। অপাদান (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সামিবচন

বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **তিস্‌সন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **তীসু**। ক্লীবলিঙ্গ:—কর্তৃ (বহুবচনে) **তীণি**। কর্ম (বহুবচনে) **তীণি**। করণ (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সম্প্রদান (বহুবচনে) **তিন্নং, তিন্নন্নং**। অপাদান (বহুবচনে) **তীহি, তীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (বহুবচনে) **তিন্নং তিন্নন্নং**। ওকাস বা অধিকরণ (বহুবচনে) **তীসু**।

তিংস (বিণ) ত্রিংশ, ৩০, ত্রিশ। = **তিংসং**।

তিংসং (বিণ) ত্রিংশ, ৩০, ত্রিশ। (দীর্ঘনিকায়) **তিংসং পি জাতিযো**। (সংযুক্ত নিকায়) **তিংসং মত্তা (তিংসমত্তা) ভিক্‌খূ**। (করণ ও সম্প্রদান কারকে) **তিংসায**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিংসায ধম্মেহি সমন্নাগতো**। (সূত্রনিপাত) **তিং সং পি দদামি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিংস বস্‌স সহস্‌সেহি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিংস যোজন মগ্গং (আগতো)**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিংস যোজনিক কন্তার**। (জাতক) **তিংস যোজনিক মগ্গ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিংস যোজনিক বিমান**। (দীর্ঘনিকায়) **তিংসং বস্‌স সহস্‌সানি আযুপ্পমাণ** (কোনাগমন বুদ্ধের)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিংসং মত্তানি বস্‌সানি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিংসং বস্‌স সহস্‌সানি**। (দীর্ঘনিকায়) **তিংস ভিক্‌খূ সহস্‌সানি**। (জাতক) **তিংসমত্তা সূকরা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিংস সহস্‌স ভিক্‌খূ**।

তিংসতি (বিণ) ৩০, ত্রিশ।

তিংসতিম (বিণ) ত্রিংশ, ৩০শ।

তিংসা = **তিংসতি**। ⇒ **তিংসতি**।

তি-অঙ্গিক (বিণ) ত্রি অঙ্গিক বা তিন প্রকার (ধ্যান) অঙ্গযুক্ত। = **তিবঙ্গিক**।

তি অত্থো ("**ইতি অত্থো**" শব্দ হইতে) (অর্থকথা অনুসারে) ইহাই অর্থ, ইহাই বুঝায়, ইহাই ভাবগত ব্যাখ্যা। ⇒ **ইতি, তি, অত্থ** (৩)।

তিক (ক্লী) ত্রয়ী, ত্রিগুণাত্মা, তিনের সমাহার বা সমাবেশ। = **তয**। (বিণ) তিনটির সম্মিলিত। (সংযুক্ত নিকায়) **তিকভোজন**। **তিক নিপাত**। **তিক-চতুক্ক-ঝান**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিক-দুক-পটিমণ্ডিতা ধম্মসঙ্গণী**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **তিক-দুক**।

তিক-চতুক্ক ঝান—তিনটি ধ্যানবিষয় সম্বন্ধে এবং চারিটি ধ্যানবিষয় সম্বন্ধে একসঙ্গে বর্ণিত বর্ণনা।

তি কটুক (ক্লী) এলাচ-মরিচ-লঙ্কা প্রভৃতি নির্বাচিত তিন প্রকার মসলা, তিনপ্রকার মসলাদি যুক্ত কটুবস্তু। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কটুক ভণ্ড**।

তিক-দুক (বিণ) ত্রয়ী এবং যুগ্ম। ⇒ **তিক**।

তিক নিপাত—ত্রিবিষয় সমন্বিত গ্রন্থ অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটি বিষয় যে বহিতে লেখা হইয়াছে উহার নাম "**তিক নিপাত**", জাতকের একটি পরিচ্ছেদের নাম। ⇒ **তিক**।

তিকপট্‌ঠান—ত্রিবিধ নীতিবাচক "**পট্‌ঠান**" বা প্রস্থান, ত্রিবিধ প্রস্থান নীতি।

তিক ভোজন (হেতুজনিত বা কারণসম্ভূত) ত্রয়ী খাদ্য বা তিনজনের জন্য অনুমোদিত বা প্রদত্ত খাদ্য।

তিকিচ্ছক (পুং) চিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ। = **বেজ্জ**।

তিকিচ্ছতি (ক্রি) [√কিত+ছ; এখানে "**কি**" দ্বিত্ব হইল এবং পূর্বের "কি" এর "ক" এর স্থানে "ত" হইয়া "তি" হইল] চিকিৎসা করা, আরোগ্য করা, রোগমুক্ত করা। (অতীত) **তিকিচ্ছি**। (অ-বিণ) **তিকিচ্ছিত**। (ব-বিণ) **তিকিচ্ছন্ত**। (ক্রি-বি) **তিকিচ্ছিত্বা**। (করণে) **তিকিচ্ছাপেতি**। = **চিকিচ্ছতি**।

তিকিচ্ছা (স্ত্রী) চিকিৎসা, রোগ প্রতিকার, ঔষধাদি দিয়া রোগমুক্ত করার কার্য। (দীর্ঘনিকায়) **দারকতিকিচ্ছা**।

তিকোটিক (বিণ) ⇒ **কোটিক** (১)।

তিক্কং ("**অতিক্কম**" শব্দ হইতে) অতিক্রান্ত। (জাতক) **যাব মজ্‌ঝন্তিক-অতিক্কম-আগমি যেব**; (কিন্তু সন্ধিযুক্ত পাঠে) **যাব মজ্‌ঝন্তিকাতিক্কম্মাগমি যেব**।

তিক্খ (বিণ) তীক্ষ্ণ, তীব্র, উষ্ণ, অনলস, ক্ষিপ্রকারী, আত্মত্যাগী, শাণিত, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, প্রখর, উগ্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, ধূর্ত, আকস্মিক, সরল, খাড়া, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, কর্মণ্য, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, ছুঁচাল, তীক্ষ্ণাগ্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শী; (শব্দ-সম্বন্ধে) উচ্চ, কর্কশ, কনকনে, অত্যন্ত প্রবল, উগ্র ও শঙ্কাজনক, চটপটে, প্রাণবন্ত, (মন-সম্বন্ধে এবং ভাষণে) দ্রুত, বেগবান, সহজে উত্তেজনাশীল।

তিক্খত্তুং (ক্রি-বিণ) তিনবার, বারক্রমে তিনবার। (বি-ভা) **বন্দিত্বা তিক্খত্তুং পদক্‌খিণং কত্বা**—তিনবার বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **তিক্খত্তুং সাবেসি**—তিনবার ঘোষণা করিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিক্খত্তুং পগ্গণ্‌হাপেসি**—তিনবার প্রদান করিল। ⇒ **বহুক্খত্তুং**।

তিক্খপঞ্ঞ (বিণ) প্রত্যুৎপন্ন মতি , সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, ত্বরিত বুদ্ধি খাটাইতে পারে এমন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণজ্ঞানী, চতুর, চালাক। ⇒ **তিক্খ, পঞ্ঞ**।

তিক্খপঞ্ঞতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্নতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্নতা।

তিক্খপঞ্ঞা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানের প্রখরতা। ⇒ **হাসপঞ্ঞা**।

তিক্খা (বিণ, স্ত্রী) তীক্ষ্ণ, প্রবল, প্রচণ্ড।

তিক্খিন (বিণ) তীক্ষ্ণ, ধারাল, অনলস, কর্মণ্য, জ্ঞানী, পণ্ডিত। (বিপ) **কুণ্ঠ**। ⇒ **তিক্খ**।

তিক্খিন্দ্রিয (বিণ) তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রখর এমন। (বিপ) **মুদিন্দ্রিয**।

তিখিণ (বিণ) তীক্ষ্ণ, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, প্রখর, উগ্র, তীব্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, ধূর্ত, আকস্মিক, সরল, খাড়া, প্রত্যক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্র, ব্যক্তিগত, ফলপ্রদ, সংক্ষিপ্ত, কটু, ঝাল, তিক্ত, রুক্ষ, বিস্বাদ, বিদ্রূপাত্মক, নিপুণ,

চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, ধড়িবাজ। = **তিপ্প**। (তুলনীয়) তেজো। ⇒**তিক্খ, তিব্ব**।

তিখিণতা (স্ত্রী) তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, ধূর্ততা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অতি তিখিণতা**।

তিখিণসত্তি—তীক্ষ্ণ বা ধারাল ছুরি। ⇒ **সত্তি** (২ক)।

তিগাবুত (বিণ) তিন গাবুত পরিমিত অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল (ইহা যোজন অপেক্ষা কম এবং উসভ অপেক্ষা অধিক)। (সংযুক্ত নিকায়) **তিগাবুত সরীর**। ⇒ **গাবুত**।

তিচতু (বিণ) তিন এবং চারি, তিনচারি।

তিচত্তালীসতি (বিণ) ৪৩, তেতাল্লিশ।

তিচত্তালীসা (বিণ) ৪৩, তেতাল্লিশ।

তিচীবর (ক্লী) ভিক্ষুদের ব্যবহার্য ত্রিচীবর বা তিনটি বস্ত্র। ত্রিচীবর, যথা—**দ্বিগুণা সঙ্ঘাটি, একচ্চিয উত্তরাসঙ্গ, একচ্চিয অন্তরবাসক**। (বিনয়) **তিচীবরেন অবিপ্পবাস**। ⇒ **চীবর**।

তিচীবরিক (বিণ, পুং) যে ভিক্ষু ত্রিচীবর ধারণ করেন, ত্রিচীবরধারী (ভিক্ষু), ত্রিচীবর পরিধানকারী (ভিক্ষু)। ⇒ **তিচীবর**।

তিট্‌ঠ (বিণ) ১ শুষ্ক, বৃষ্টিহীন, অদুগ্ধবতী, তৃষ্ণার্ত, শক্ত, কঠিন, মদ্যাদি বিক্রয়বর্জিত, অশ্রুশূন্য, আকর্ষণহীন, নীরস, স্পষ্ট, অলঙ্কারহীন, দৃঢ়, দুর্বোধ্য, রূঢ়, নির্দয়, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, বিস্বাদ, বন্ধুর, অসমান, অমসৃণ, এবড়ো থেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট। ⇒ **তসতি**। (জাতক) **তিট্‌ঠসেল**। ২ "**তিট্‌ঠতি**" ক্রিয়ায় আদেশার্থে পঞ্চমী:—(মধ্যমপুরুষে) দাঁড়াও, থাম, থাম থাম। (প্রথম পুরুষে) **তিট্‌ঠতু**। ⇒ **তিট্‌ঠতি**।

তিট্‌ঠ তাব—এখন থাক, তদবধি অবস্থান কর। ⇒ **তাব** (৩)।

তিট্‌ঠতি (ক্রি) [√ঠা+অ; এখানে "ঠা" ধাতু "**তিট্‌ঠ**" শব্দের পরিবর্তে হইয়াছে] ১ দাঁড়ানো, দাঁড়াইয়া থাকা, দণ্ডায়মান হওয়া, একভাবে থাকা, স্থাপিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, অগ্রসর না হওয়া, থামা, অপেক্ষা করা, সম্মত হওয়া, মিল হওয়া, কার্যের প্রার্থনা করা, প্রার্থী হইয়া দাঁড়ানো, সহা, সহ্য করা, প্রতিরোধ করা, খাড়া করা, দাঁড় করানো, উঠিয়া দাঁড়ানো, দাঁড়াইতে হয়। ⇒ **ঠান** (১)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঠানকপ্পন-বচনং নিসজ্জাদি-পটিক্খেপতো**। (বিপ) **গচ্ছতি, সযতি**। (সূত্রনিপাত) **তিট্‌ঠং চরং নিসীন্নো বা**। (জাতক) **তিট্‌ঠমানায এব চ'স্সা গবভবুট্‌ঠানং অহোসি**—(সেই স্ত্রীলোকটি) দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার গর্ভপ্রসব করিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **একমন্তং অট্‌ঠাসি**। ২ বন্ধ করা, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, নিবৃত্ত করা বা হওয়া, বন্ধ হওয়া, থামা, অল্পকালের জন্য থাকা বা বাস করা, শেষ হওয়া, শেষ পর্যন্ত থাকা, রাখা, অবস্থান করা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা, আটক করা, ধরিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, প্রতীক্ষা করা, সহ্য করা, থাকা, বাস করা, অটলভাবে থাকা, স্থায়ী থাকা বা হওয়া, অচল থাকা, ভোগ করা, বিরাম থাকা, (কোথাও) থাকা, (কোথাও) বাস করা। ⇒ **টিট্‌ঠতি, ঠান** (১)। (আদেশার্থে পঞ্চমী) **তিট্‌ঠ, তিট্‌ঠতু = ঠপেতি;** ⇒ **তিট্‌ঠ** (২)। (দীর্ঘনিকায়) **যাব কাযো ঠস্সতি তাব নং দক্খিন্তি দেব-মনুস্সা**—যতদিন দেহ স্থায়ী থাকিবে ততদিন দেব-মনুষ্যেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন। (চূলনির্দেশ) **তিট্‌ঠেয্য সট্‌ঠি-কপ্প সহস্সানি**—ষষ্ঠি সহস্র কল্প অর্থাৎ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবস্থান করুন। (দীর্ঘনিকায়) **তিট্‌ঠেয্য কপ্পং**। (পেতবত্থু) **তিট্‌ঠন্তি অন্তো বিমানস্মিং**—তাহারা বিমানের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। (জাতক) **তিট্‌ঠতাব**—(দয়া করে) এখন দাঁড়ান অথবা একটু দাঁড়ান। (দীর্ঘনিকায়) **তিট্‌ঠ ভদন্তিক**—ভদন্ত! (প্রভু!) থাকুন বা অবস্থান করুন; **এহি ভিক্খবে তিট্‌ঠ**—এস, ভিক্ষু! প্রব্রজ্যাধর্মে রমিত হও। (জাতক) **ওবাদে ঠত্বা**—উপদেশ পালন করিয়া। ৩ বাস করা, আচরণ করা, নির্দিষ্ট নীতিতে কাজ করা, সুষ্ঠু ব্যবহার করা, ভদ্র ব্যবহার করা, থাকা, বাঁচিয়া থাকা, জীবিত থাকা, হওয়া, কোন গতি বা অবস্থাতে থাকা। (তুলনীয়) **গত, ঠিত**। (সূত্রনিপাত) **তিট্‌ঠন্তমেনং জানাতি**—তিনি তাহাদের "**গতি**" সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আহারেন তিট্‌ঠতি**—আহারের দ্বারা স্থিত থাকে; (তুলনীয়) **ঠিতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাবতায়ুকং ঠত্বা**—আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া; **করুণট্‌ঠানীয**—করুণাস্থানীয় বা দয়া প্রদর্শনের যোগ্য; = **কারুণ্ণযিতব্ব**। (বিমানবত্থু) **যা ত্বং তিট্‌ঠসি**—তুমি কেমন আছ। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত:—(জাতক) **ফরিত্বা অট্‌ঠাসি**—অনুপ্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল; **অট্‌ঠিং আহচ্চ অট্‌ঠাসি**—অস্থি পর্যন্ত কাটিয়া থামিল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহং সম্পরিবারেত্বা অট্‌ঠংসু**—গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। (বর্তমানে) **তিট্‌ঠতি**। পঞ্চমী:—(উত্তমপুরুষ) **তিট্‌ঠ**; (প্রথম পুরুষ) **তিট্‌ঠতু**। (অতীত) **অট্‌ঠাসি**; (বহুবচনে) **অট্‌ঠংসু, অট্‌ঠা**। (অ-বিণ) **ঠিত**। (ব-বিণ) **তিট্‌ঠন্ত, তিট্‌ঠমান, তিট্‌ঠং, তিট্‌ঠে, তিট্‌ঠেয্য**। (ভবিষ্যৎ) **ঠস্সতি**। (ক্রি-বি) **ঠত্বা, ঠানীয**। (তুম) **ঠাতুং**। (কর্মবাচ্যে) **থীযতি**; (যৌগিকে) **পতিট্‌ঠিযতি**। (করণে) **ঠপেতি**।

তিট্‌ঠসেল—নীরেট শৈল, রূঢ় পর্বত, অসমান বা উঁচুনিচু পাহাড়। ⇒ **তিট্‌ঠ** (১)।

তিণ (ক্লী) তৃণ, ঘাস, খড়, ওষধি, বীরুৎ, ঔষধ বা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত পত্রমূলাদি, আগাছা, চাল ছাওয়ার খড় ইত্যাদি, শুষ্ক তৃণ, ছড়ানো খড়, জঞ্জাল, পশুর তৃণশয্যা। = **কুস**,

বব্বজ, বীরণ। (দীর্ঘনিকায়) **সতিণ কট্ঠোদক; সীতং বা উণ্হং বা রজো বা তিণং বা উস্সাবো বা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিণপন্ন**। (জাতক) দব্বতিণ। (পেতবত্থু) **হরিত তিণ**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **কুণ্ঠ তিণ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অল্লতিণ**।

তিণ করল—তৃণের আঁটি, খড়ের গুচ্ছ, ছোট বা ক্ষুদ্রাকারের ঝাঁটা।

তিণকলাপ ⇒ **কলাপ** (১)।

তিণকাজক—তৃণের ভার বা বোঝা।

তিণখাদক (বিণ, পুং) তৃণখাদক, তৃণভোজী, তৃণভক্ষক। = **তিণমাসিন**। ⇒ **তিণভিক্খ**।

তিণগহণ—ঘাসের জঙ্গল, তৃণের ঝোপ। ⇒ **গহণ** [ক্লী (ক)]।

তিণগহনা (বিণ) তৃণ দ্বারা অবরুদ্ধ বা দুর্গম। ⇒ **গহণ**।

তিণগ্গ (ক্লী) তৃণাগ্র। = **কুসগ্গ**।

তিণচুন্ন—ছোট ছোট করিয়া কাটা ঘাস, শুষ্ক কাটা ঘাস বা ঘাসের চূর্ণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিণচুন্ন রজানুকিণ্ণ**।

তিণজাতি (স্ত্রী) লতা-পাতা-ঘাস ইত্যাদি, বিভিন্ন জাতীয় ঘাস।

তিণণ্ডুপক (ক্লী) ঘাসের আবর্তন বা গুটানো, ঘাসের নবম জিন, ঘাসের কোমল গদি।

তিণতূপক = **তিণণ্ডুপক**। ⇒ **তিণণ্ডুপক**।

তিণদায (পুং) তৃণবন, ঘাসের জঙ্গল। (তুলনীয়) **তৃণগহণ**। ⇒ **দায**।

তিণদোস (পুং) তৃণদোষ, তৃণ দ্বারা ক্ষেত্র ধ্বংস বা ক্ষেত্রের অনিষ্ট। (বিণ) তৃণ দ্বারা বিনষ্ট বা বিনাশপ্রাপ্ত। (ধর্মপদ) **তিণদোস খেত্ত**।

তিণন্দু [তিণ+অন্দু] তৃণ দ্বারা প্রস্তুত শিকল, তৃণের শৃঙ্খল, তৃণ নিগড়। ⇒ **অন্দু**।

তিণপন্ন (ক্লী) তৃণ এবং পত্র, ঘাস এবং পাতা, তৃণপর্ণ। ⇒ **পন্ন** (১), **তিণ**।

তিণপরিঘাস—অন্যের উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশিষ্ট তৃণ।

তিণপিট্ঠে—ঘাসের উপর, তৃণ বা খড়ের উপর। ⇒ **পিট্ঠে** (২)।

তিণপুঞ্জ (পুং) তৃণপুঞ্জ, তৃণরাশি, তৃণস্তূপ। ⇒ **পুঞ্জ**।

তিণপুপ্ফক (বিণ) তৃণপুষ্পজাত, তৃণ ও তৃণের ফুল হইতে উৎপন্ন।

তিণপুপ্ফকরোগ—এক প্রকার রোগবিশেষ, "তৃণ পুষ্পক রোগ" অর্থাৎ ঔষধিজ জ্বর, তৃণের পুষ্প হইতে উৎপন্ন রোগ, পুষ্পিত ঘাস হইতে উৎপন্ন রোগ, এক প্রকার জ্বর রোগ যাহাকে তৃণজ্বর বলা হয়। ⇒ **রোগ, পুপ্ফক**।

তিণপুরিসক (পুং) তৃণমানুষ, তৃণ দ্বারা প্রস্তুত মনুষ্যমূর্তি, পক্ষীদিগের ভীতি প্রদর্শক তৃণনির্মিত মনুষ্য অবয়ব।

তিণভক্খ (বিণ) তৃণাহারী, তৃণভোজী, তৃণ খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন, (মধ্যম নিকায়ে) পশু সম্বন্ধীয়, (দীর্ঘনিকায়ে) ঋষি সম্বন্ধীয়। ⇒ **ভক্খ** (১), **তিণখাদক**।

তিণভিসি (স্ত্রী) তৃণ দ্বারা প্রস্তুত মাদুর, ঘাস দ্বারা প্রস্তুত মাদুর, শুষ্কতৃণে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ। = **তিণসন্থার**। ⇒ **ভিসি** (১)।

তিণভুস—তুষ, ভুষি, আবর্জনা, তুচ্ছ বিষয়, পশুর তৃণশয্যা, জন্তুর বিছানা, বিক্ষিপ্ত সামান্য দ্রব্যসমূহ, তৃণ এবং তুষ বা ভুষি, ছড়ানো খড়, জঞ্জাল, শুষ্ক ঘাস, ডুলি, শিবিকা, এক প্রসবের শাবক সমূহ। ⇒ **ভুস**।

তিণমাসিন (বিণ, পুং) তৃণভক্ষক, তৃণভোজী। = **তিণখাদক**। ⇒ **মাসিন**।

তিণরুক্খ—গুল্ম, গাছড়া, ঝোপ।

তিণ-লাযন অসি—কাস্তে, ঘাস কাটিবার যন্ত্র বা কাস্তে। ⇒ **লাযন**।

তিণব—এক প্রকার ঢোল বা রণঢক্কা।

তিণবট্টি (স্ত্রী) তৃণের থলি, ঘাসের আবরণ। ⇒ **বট্টি** (৫)।

তিণবত্থারক ১ সপ্ত "**অধিকরণ সমথ**" এর মধ্যে একটি। ⇒ **অধিকরণ সমথ**। ২ (সাহিত্যে সম্মত অর্থ, যথা—) (বিণ) যেন তৃণাচ্ছাদিত। (তুলনীয়) **তস্স পাপিয্যসিকা**।

তিণসন্থর (পুং) তৃণ দ্বারা প্রস্তুত মাদুর বিশেষ। ⇒ **সন্থর**।

তিণসন্থরক (পুং) = **তিণসন্থর**। ⇒ **তিণসন্থর**।

তিণসন্থার (পুং) = **তিণসন্থর, তিণভিসি**। ⇒ **তিণসন্থর, তিণভিসি**।

তিণসন্থারক (পুং) ১ তৃণের আচ্ছাদন। ⇒ **সন্থারক**। ২ = **তিণসন্থার**। ⇒ **তিণসন্থার**।

তিণসূল (ক্লী) এক প্রকার মল্লিকা বা মালতী জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

তিণহারক (পুং) তৃণহারক, যে ব্যক্তি ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করে।

তিণাগার (ক্লী) [তিণ+আগার] খড় দিয়া ছাওয়া ঘর, চালা ঘর, খড়ের ঘর, তৃণাগার। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিণাগার নড়াগার**।

তিণান্দু [তিণ+অন্দু] তৃণের দড়ি, তৃণ দ্বারা প্রস্তুত শিকল বা রজ্জু, তৃণের বন্ধন।

তিণাযমান (বিণ) = **তিন্তিণাযমান**। ⇒ **তিন্তিণাযমান**।

তিণুক্কা (স্ত্রী) [তিণ+উক্কা] শুষ্ক ঘাসের জ্বালানি বা অগ্নিশিখা, তৃণের মশাল। = **তিণোক্কা**।

তিণুভিসি (স্ত্রী) শুষ্ক তৃণে পূর্ণ গদি বা কোলবালিশ। ⇒ **তিণভিসি, ভিসি** (১)।

তিণোক্কা (স্ত্রী) [তিণ+উক্কা] তৃণের উল্কা, শুষ্ক ঘাসের জ্বালানি, শুষ্ক ঘাসের অগ্নিশিখা। = **তিণুক্কা**। ⇒ **উক্কা** (১)।

তিণ্ডুক = **তিন্দুক**। ⇒ **তিন্দুক**।

তিন্ন (বিণ) তীর্ণ, উত্তীর্ণ, আপ্লুত, অভিভূত, অন্য তীরে

উপস্থিত হইয়াছে এমন, অতিক্রান্ত, গিয়াছে এমন, পারগত, বিজিত, মুক্ত, নির্বাণপ্রাপ্ত। ⇒ **তরতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ওঘতিন্ন**। (সূত্রনিপাত) **তিন্নপারগত; তিন্ন পরিনিব্বুত; তিণ্ণো তারেসিমং পজং**—উত্তীর্ণ ব্যক্তি এই জনগণকে উত্তীর্ণ করানো অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ এই জনগণকে মুক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত করেন; **তিণ্ণো তারযতং বরো**। (ধর্মপদ) **তিন্ন সোক-পরিদ্দব**।

তিন্ন কথঙ্কথ (বিণ) সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন এমন, সন্দেহোত্তীর্ণ, সন্দেহ মুক্ত। = **তিন্ন বিচিকিচ্ছ**।

তিন্ন পরিনিব্বুত (বিণ) (জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি) দুঃখোত্তীর্ণ বা দুঃখমুক্ত হইয়া যিনি দেহত্যাগে পরিনির্বাপিত হইয়াছেন। ⇒ **তিন্ন**।

তিন্নপারগত (বিণ) উত্তীর্ণ এবং অপর পারে উপনীত, মুক্ত হইয়া অপর পারে অর্থাৎ নির্বানে পৌঁছিয়াছেন এমন। ⇒ **তিন্ন**।

তিন্নবিচিকিচ্ছ (বিণ) সন্দেহোত্তীর্ণ, সন্দেহমুক্ত, নিঃসন্দেহ, যিনি সর্বপ্রকার সন্দেহকে জয় করিয়াছেন। **তিন্নকথঙ্কথ**। ⇒ **বিচিকিচ্ছ**।

তিন্ন সোক-পরিদ্দব (বিণ) শোক-বিলাপ মুক্ত, শোক-বিলাপ যাঁহার নিকট কখনও উৎপন্ন হইবার নহে এমন। ⇒ **তিন্ন**।

তিণ্ণো তারযতং বরো (বিণ) যিনি স্বয়ং মুক্ত হইয়াছেন এবং অপরকেও মুক্তি প্রদানে শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং উত্তীর্ণ এবং অপরের জন্যও শ্রেষ্ঠ মুক্তিমার্গ প্রদর্শক, যিনি স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শনে শ্রেষ্ঠ। ⇒ **তিন্ন**।

তিণ্হ (বিণ) তীক্ষ্ণ, ধারাল। = **তিখিন**। (দীর্ঘনিকায়) **তিণ্হ সত্থ**—ধারাল তলোয়ার, তীক্ষ্ণ তরবারি। (সংযুক্ত নিকায়) **তিণ্হ কুঠারী**—ধারাল কুঠার বা কুড়ালি। (সূত্রনিপাত) **তিণ্হধার**—তীক্ষ্ণ ধার; **তিণ্হ অসিপত্ত বন**—ধারাল অসির ন্যায় পত্রবিশিষ্ট বন, ধারাল ছুরি।

তিণ্হ কুঠারী ⇒ **তিণ্হ**।

তিণ্হধার ⇒ **তিণ্হ**।

তিণ্হফল (ক্লী) তীক্ষ্ণ ফলক, অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার বা তীক্ষ্ণ ফলক। ⇒ **ফল** (৪)।

তিণ্হসত্থ ⇒ **তিণ্হ**।

তিতালমত্তং—উপর্যুপরি তিনটি তাল গাছের সমান উচ্চ।

তিতিক্খতি (ক্রি) [√তিজ+খ; এখানে "তি" দ্বিত্ব হইয়াছে এবং "জ" এর স্থানে "ক" হইয়াছে] ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, ক্ষমা করা, পোষণ করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভোগ করা, সুখী হওয়া, অচল থাকা, চুপ করিয়া থাকা, নিবৃত্ত হওয়া বা করা, সহা, ধৈর্যশীল হওয়া। (ধর্মপদ) **তিতিক্খিস্সং**= **সহিস্সামি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অতীত) **তিতিক্খি**। (ব-বিণ) **তিতিক্খন্ত, তিতিক্খমান**। (ক্রি-বি) **তিতিক্খিত্বা**।

তিতিক্খা (স্ত্রী) তিতিক্ষা, ক্ষমা, সহনশীলতা, সহ্যতা, সহিষ্ণুতা, স্থিতি, সহ্যশক্তি, দীর্ঘকাল ভোগকরণ।

তিত্ত (বিণ) তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, পূর্ণকাম, পরিতৃপ্ত, বিশ্বস্ত, সুখী, সুস্থ, সৌভাগ্যশালী, নিপুণ, আনন্দিত। = **ধাত**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **তিত্ত তপ্পেতর**। = **পীনিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিত্ত দিব্বাহারস্স = সুহিত, পীণিত**। ⇒ **তপ্পতি**।

তিত্তক (বিণ) তিক্ত, তেঁতো, উগ্র, নির্মম, কষ্টদায়ক, বিস্বাদ, দুঃখজনক, দুঃসহ, তীব্র, কর্কশ, দ্বেষপূর্ণ, ঘৃণাজনক। (মধ্যম নিকায়) **তিত্তক অলাবু**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিত্তক লাবু**। (চূলনির্দেশ) **তিত্তিক**, (বর্ণনায়) "**লবণ**" এবং "**কটুক**" এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্বাদ বা উপলব্ধি।

তিত্তক অলাবু—তিক্ত শসা, শসা জাতীয় তিক্ত ফল। ⇒ **তিত্তক**।

তিত্তকত্ত (ক্লী) তিক্ততা, গভীর মনোবেদনা, তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। মিলিন্দ প্রশ্নের বর্ণনায় "**লবণত্তং**" এবং "**কটুকত্তং**"।

তিত্তকরস—তিক্ত রস, তেঁতো রস। ⇒ **রস**।

তিত্ত দিব্বাহারস্স (বিণ) দিব্যভোজনে তৃপ্ত, দেবভোজনে সন্তুষ্ট। = **সুহিত, পীণিত**। ⇒ **তিত্ত**।

তিত্তি (স্ত্রী) তৃপ্তি, তৃষ্ণানিবৃত্তি, সন্তোষ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, আহ্লাদ, সন্তুষ্টি, পরিতোষ, পরিতুষ্টি, সন্তোষের বিষয় বা বস্তু, কানায় কানায়, পূর্ণতা, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণ পরিশোধ। (থেরগাথা অর্থকথা) **ন কহাপবস্সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি**। (থেরীগাথা) **নত্থি তিত্তি কামানং**। (জাতক) **ধম্মেসু তিত্তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তিত্তিং গচ্ছতি**—তৃপ্তি পায়; = **তিত্তিং পটিলভতি**।

তিত্তিক ১ = তিত্তক। ⇒ **তিত্তক**। ২ কানায় কানায়, পূর্ণতা। (ধর্মপদ) **সমতিত্তিক**। ⇒ **তিত্তি**।

তিত্তিমন্ত (বিণ) [তিত্তি+মন্ত] তৃপ্ত, তুষ্ট, সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। এই শব্দটি "**কিত্তিমন্ত**" শব্দের পরিবর্তে জাতকে ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিত্তির (পুং) তিত্তির বা তিতির পক্ষী।

তিত্তির পত্তিকা (স্ত্রী) চর্মনির্মিত এক প্রকার পাদুকা বা জুতা।

তিত্তিরিয (বিণ) তিত্তির পক্ষীজাতীয়, তিত্তির পক্ষীর ন্যায়। (জাতক) **তিত্তিরিয ব্রহ্মচরিয**—তিত্তির পক্ষীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য।

তিত্থ (ক্লী) ১ তীর্থ, খেয়াঘাট, নদ্যাদির যে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, অবতরণ স্থান, অবতরণ করিবার সোপান, অবতরণিকা, অবতরণ, চাতাল, বন্দর, পোতাশ্রয়, আশ্রয়, স্নানের ঘাট, বিশ্বাস, সত্য বলিয়া প্রতীতি, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বাসের বিষয়। (বিনয়) **গোতম তিত্থ**। (জাতক) **তিত্থারণ; তিত্থনাবিক; নাবাতিত্থ; সুতিত্থ**। (মধ্যম

নিকায়) **তিত্থং জানাতি**—পার হওয়ার স্থান সম্বন্ধে জানা বা উপায় জানা, বিপদে বা সন্দেহভঞ্জনে সাহায্যকারীর আশ্রয় গ্রহণ করা। ২ ধর্মসম্প্রদায়, দল, শ্রেণী।

তিত্থকর (পুং) ধর্মপ্রবর্তক, ধর্ম সংস্থাপক বা প্রতিষ্ঠাতা, নদী পার হওয়ার সাঁকো প্রভৃতি নির্মাণকর্তা।

তিত্থঞ্ঞুতা (স্ত্রী) পার হওয়ার স্থান বা উপায় জ্ঞান। = **তিত্থং জানাতি**। ⇒ **তিত্থ**।

তিত্থনাবিক (পুং) খেয়াঘাটের মাঝি, পারের নৌকার মাঝি। ⇒ **তিত্থ**।

তিত্থায়তন (ক্লী) ধর্মসম্প্রদায়গত গণ্ডী বা পরিবেশ, যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিগত ধর্ম। (তুলনীয়) **তিত্থিয**।

তিত্থারণ (ক্লী) শান্তিতীর্থ, সুখময় তীর্থ, সুন্দর বা সুবিধাজনক অবতরণ স্থান। ⇒ **তিত্থ**।

তিত্থিক (বিণ) তীর্থিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্মাগ্রন্থে ইহাকে "**তিত্তির**" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সামঞ্জস্যহীন।

তিত্থিয (পুং) তীর্থিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী মত প্রচারক বা শিক্ষাদাতা, অন্য ধর্মমতের সমর্থক ব্যক্তি, ধর্মবিরোধী ব্যক্তি। (বিনয়) **তিত্থিয সমাদান; তিত্থিয ধজ**। (বিভঙ্গ) **অঞ্ঞ তিত্থিয**।

তিত্থিয ধজ (পুং) তীর্থিয় সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক চীবরাদি নিদর্শন, তীর্থিয় সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত বস্ত্র, তীর্থিয় ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মপতাকা। ⇒ **ধজ, তিত্থিয**।

তিত্থিয পক্কন্তক (বিণ) তীর্থিয় বা নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত। (পুং) তীর্থিয় পরিব্রাজক, নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী।

তিত্থিয সমাদান—তীর্থিয় সন্ন্যাসীদের ন্যায় গ্রহণ। ⇒ **তিত্থিয**।

তিত্থিযসাবক (পুং) তীর্থিয় ধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্করের শিষ্য।

তিত্থিযারাম (পুং) তীর্থিয় সন্ন্যাসীদের আরাম বা আশ্রম।

তিথি (স্ত্রী) তিথি, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল বা সময়, চান্দ্রমাসের ত্রিংশাংশ।

তিদণ্ড (ক্লী) ১ তে-পায়া চৌকি যাহার উপর কিছু রাখা হয়। (জাতক) **তিদণ্ড কুণ্ডিকা; তিদণ্ড কুণ্ডিকাদকে তাপস পরিক্খারা**—ত্রিদণ্ড বা তে-পায়া চৌকিতে অথবা ভার বহিবার বাঁকে ঝুলাইয়া রাখা তাপসের ব্যবহৃত পাত্র-বস্ত্র ইত্যাদি আসবাব থাকা। ⇒ **তেদণ্ডিক**। ২ রথের অংশ (কেবল "**দণ্ড**" অর্থে)।

তিদণ্ড কুণ্ডিকা (স্ত্রী) জলের পাত্র ইত্যাদি রাখিবার তে-পায়া চৌকি। ⇒ **তিদণ্ড**।

তিদস (বিণ) ৩×১০ = ৩০, ত্রিদশ ত্রিশ, ত্রিশ। = **তিংস**। (পুং) দেবত্ব, স্বর্গের ইন্দ্রভবন, ইন্দ্রের অধিকৃত স্বর্গরাজ্য। = **তাবতিংস**। (পেতবত্থু) **নন্দনং রম্মং তিদসানং মহাবনং**। (বিমানবত্থু) **দেবা তিদসা সহিন্দকা**। ⇒ **তিদসগণ**।

তিদসগণ (পুং, বহুবচন) স্বর্গের ইন্দ্রভবনের বা ইন্দ্র অধিকৃত স্বর্গরাজ্যের ৩০ জন প্রধান দেবতা [অর্থকথায় কিন্তু ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়]। এই ত্রিশ বা তেত্রিশজন বিশিষ্ট দেবতার অবস্থান স্থান বলিয়া উক্ত দেবলোকের নাম "**ত্রিদশ**" অথবা "**তাবতিংস**" দেবলোক নামকরণ করা হইয়াছে। ⇒ **তাবতিংস**।

তিদসগতিন (বিণ) ত্রিদশ বা ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবলোকে গতিশীল, ইন্দ্রভবনে গমনশীল বা উৎপত্তির। = **তিদসভবনং গত তাবতিংস দেবনিকাযং উপ্পন্ন** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

তিদসপুর (পুং, ক্লী) ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবভবন, দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকারভুক্ত দেবপুর বা দেবরাজ্য। ⇒ **তিদস**। = **তাবতিংসভবন**।

তিদসভবন তাবতিংসভবন, তিদসপুর। ⇒ **তাবতিংসভবন, তিদসপুর**।

তিদসাধিপতি (পুং) ত্রিদশ দেবরাজ্যের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র। ⇒ **তিদস**।

তিদসিন্দ (পুং) ত্রয়োস্ত্রিংশ বা ত্রিদশ দেবপুরের রাজা ইন্দ্র। ⇒ **তিদসাধিপতি**।

তিদিব (পুং) স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রভবন, ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবপুর। = **তিদসভবন**। (দীর্ঘনিকায়) **তিদিবূপপন্ন = তিদিবং ঠানং উপেতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **আকঙ্খমানো তিদিবং অনুত্তরং**।

তিদিবট্ঠান (ক্লী) ত্রিদেব স্থান, ত্রিদশ স্থান, ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবরাজ্য, স্বর্গের ইন্দ্রভবন। = **তিদিব**। ⇒ **ঠান** (২গ)।

তিধা (ক্রি-বিণ) ত্রিধা, ত্রিধা বিভক্তভাবে, তিন ভাঁজে, তিন অংশে। **তিধা ফলিতুং**—তিন ভাগে ফালিতে বা বিদীর্ণ করিতে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিধা পভিন্ন নাগরাজা**।

তিনবুতি (বিণ) ৯৩, তিরানব্বই।

তিন্ত (বিণ) ভিজা, সিক্ত, আর্দ্র, অল্প অল্প ভিজা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিন্তমুখ**।

তিন্তক (বিণ) = **তিত্তক**। ⇒ **তিত্তক**।

তিন্তকলাবু = **তিত্তক অলাবু**। ⇒ **তিত্তক অলাবু**।

তিন্তমাস (পুং) ভিজা মাসকলায়।

তিন্তমুখ—ভিজা মুখ। ⇒ **তিন্ত**।

তিন্তিণ (ক্লী) লোভ, পেটুকতা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, তৃষ্ণা, বাঞ্ছিত বস্তু। (বিণ) পেটুক, লোভী, ধনলোভী, আকাঙ্ক্ষা পরায়ণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **পাপভিকখু**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **তিন্তিণং বুচ্চতি তণ্হা, তাযসমন্নাগতো আসঙ্কাবহুলো বা**। (বিভঙ্গ) **তিন্তিণং তিন্তিণাযনা**, ইত্যাদি। = **লোলুপ্পং**।

তিন্তিণন্ত (বিণ) মুচ্ছিত। = **মুচ্ছিত**।

তিন্তিণাতি (ক্রি) পীড়িত হওয়া, অসুস্থ হওয়া, বিরক্ত হওয়া, বিতৃষ্ণ হওয়া, বমনেচ্ছু হওয়া, পীড়িতদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া, মূর্ছিত হওয়া, মূর্ছিত হইয়া আড়ষ্ট বা শক্ত হওয়া। (ব-বিণ) **তিন্তিণাযমান**।

তিন্তিণাযমান (বিণ) মূর্ছিত হইতেছে এমন, পীড়িত হয় এমন, অসুস্থ করে এমন, বিতৃষ্ণ বা বিরক্ত হইতেছে এমন। = **তিন্তিণন্ত**। ⇒ **তিন্তিণাতি**।

তিন্তিনী (স্ত্রী) তেঁতুল, তেঁতুল গাছ।

তিন্দুক (পুং) (সংস্কৃত—তিন্দূক) গাব গাছ, তিন্দুক গাছ, তিন্দূক। (ক্লী) গাব গাছের ফল, তিন্দূক ফল। (জাতক) **তিন্দুকানি**—(ঋষিগণের খাদ্য) তিন্দূক ফলসমূহ। ⇒ **তিম্বরু, তিম্বরূসক**।

তিন্দুক কন্দরা—তিন্দূক গুহা নামক একটি স্থানের নাম।

তিপঞ্ঞাসা (বিণ) ৫৩, তিপ্পান্ন।

তিপদ (বিণ) ত্রিপদ, তিন পদবিশিষ্ট, তিন পায়ের সমন্বয়ভূত, তিন পদ-সম্বন্ধীয়।

তিপল (বিণ) তিন ভাঁজ, তিন অংশে ভাগ করা।

তিপলখ (বিণ) তিন দিকে, তিন উপায়ে, তিন পথে, সর্ব বৃত্তি বা পেশায় দক্ষ, সর্ব কাজে নিপুণ; (বিশেষত মৃগ সম্বন্ধে জাতক অর্থকথায়) বন্য পশুর বা মৃগের আবাস গুহার তিনদিকে অবস্থিত, দুই গুহার পার্শ্বে এবং পিঠে—এই তিন পার্শ্বে উলট পালট হইয়া বা উল্টিয়া পাল্টিয়া থাকে এরূপ, তিন লাফ দিয়া। ⇒ **তিপল্লখ**।

তিপল্লখ (বিণ) ত্রিভঙ্গিমায় উলটপালট হইয়া বা উল্টিয়া পাল্টিয়া থাকে এমন। ⇒ **পলখ, তিপলখ**।

তিপিটক (ক্লী) ত্রিপিটক, বৌদ্ধ সাহিত্যের তিনটি ভাগ "সূত্রপিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক", বৌদ্ধ ধর্মসম্বলিত তিনটি আধার। ভগবান বুদ্ধের ভাষিত সদ্ধর্ম সংক্ষেপত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই ত্রিবিধ বিষয় সম্বলিত সদ্ধর্মকে "উপদেশ, শৃঙ্খলা এবং চিত্ত-প্রজ্ঞা-নির্বান" ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে "সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম" নামে নামকরণ করা হইয়াছে। এই সূত্র সূত্রপিটক নামে কথিত, বিনয় বিনয়পিটক নামে কথিত এবং অভিধর্ম অভিধর্মপিটক নামে কথিত। এই সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম পিটকের সমবায়ে নাম "**তিপিটক**" বা ত্রিপিটক। এখন ত্রি+পিটক = ত্রিপিটক; "ত্রি" অর্থে "ত্রিরত্ন" আর "পিটক" অর্থে "আধার বা পেটরা"। অতএব "ত্রিপিটক" অর্থে "ত্রিরত্ন রক্ষিত আধার বা ভাণ্ড অথবা পেটরা"। ⇒ **পিটকত্তয**।

তিপিটক ধর (বিণ, পুং) **তেপিটকধর**। ⇒ **তেপিটকধর**।

তিপিটকা (বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয়) ত্রিপিটক শাস্ত্র। = **তিপিটক**।

তিপু (ক্লী) সীসা, সীসক, টিন, রাঙ্গ, টিনের কানেস্ত্রা।

তিপুকার (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি সীসা দ্বারা নানা প্রকার কাজ করে, যে ব্যক্তি টিন বা রাঙ্গ দ্বারা বিবিধ কার্য করে।

তিপু পরিখা—সীসা বা টিনের খাত বা পরিখা।

তিপু মণ্ডল (ক্লী) সীসক বা টিনের মণ্ডল, বৃত্তাকার বা গোলাকার সীসা বা টিন, সীসার গোলক বা বৃত্তাকার (যাহা "**কসিণ**" ভাবনায় আদিকর্মিকের আলম্বন গ্রহণের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়)। ⇒ **মণ্ডল** (১)।

তিপুময (বিণ) সীসাময়, টিনময়, কেবল সীসা বা টিনময়, সীসা বা টিন ছাড়া যাহাতে আর কিছুই নাই এমন।

তিপুস (ক্লী) একপ্রকার শসা বা শসাগাছ, শসাজাতীয় ফল।

তিপেটক (বিণ, পুং) যে ভিক্ষুর ত্রিপিটক শাস্ত্র কণ্ঠস্থ আছে, ত্রিপিটকধর, ত্রিপিটক রচনাকারী, ত্রিপিটক কণ্ঠস্থ। = **তেপিটকধর**।

তিপেটকিন = **তিপেটক**। ⇒ **তিপেটক**।

তিপেটকী (বিণ, স্ত্রী) যে ভিক্ষুণীর ত্রিপিটক শাস্ত্র কণ্ঠস্থ আছে। = **তেপিটকধর, তিপেটক**। (বিনয়) **খেম নাম তিপেটকী**।

তিপ্প (বিণ) তীক্ষ্ণ, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, বিদ্ধকারী, বিদারক, মর্মভেদী, তীব্র, ছুঁচাল, প্রচণ্ড, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, ক্রুদ্ধ, কোপন স্বভাবের। এই শব্দটি সর্বদা দুঃখ অথবা নরক যন্ত্রণা সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। = **তিখিণ, তিব্ব**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **তপ্পা'তি বহলা তাপনবসেন বা তপ্পা**। (মধ্যম নিকায়) **সরীরিকা বেদনা দুক্খা তিপ্পা খরা; একন্ত দুক্খা তিপ্পা কটুকা বেদনা**। (পেতবত্থু) **ভযানক একন্ত তিপ্প নিরয = তিখিণ দুক্খ নিরয** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নেরযিকা সত্তা দুক্খা তিপ্পা কটুকা বেদনা বেদিযমানা**।

তিপ্পল (বিণ) ১ = **তিপল**। ⇒ **তিপল**। ২ তিনপল ওজনের বা পরিমাণের। ⇒ **পল**।

তিব্ব (বিণ) ১ তীব্র, তীক্ষ্ণ, অধিক, মহৎ, দুঃসহ, উষ্ণ, কটু, কড়া, উগ্র, সূক্ষ্মাগ্র, কর্কশ, ব্যগ্র, তীক্ষ্ণধার, ধারাল, উৎসুক, অধীর। = **তিখিণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিব্বগারব**। (দীর্ঘনিকায়) **তিব্বচ্ছন্দ**। ২ ঘন, নিবিড়, বোকা, নির্বোধ, পুরু, মোটা, কর্দমাক্ত, আবিল, নিস্তেজ, অপরিষ্কার, জনাকীর্ণ, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, সুপরিচিত, যথেষ্ট, প্রচুর, গভীর, গাঢ়, নিরেট, অবিরত, বিহ্বল, এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল, অন্ধকারময়, মেঘাচ্ছন্ন, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, বিষণ্ন, গুপ্ত, অশিক্ষিত, অস্পষ্ট, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল। (ধর্মপদ) **তিব্বরাগ**। (সংযুক্ত নিকায়) **তিব্ব বনসণ্ডো অবিজ্জায অধিবচনং; তিব্বরাগ কামেসু**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিব্বো মনুস্সলোকো**—জনাকীর্ণ মনুষ্যলোক বা মানুষের আবাসভূমি। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তিব্ব অন্ধকার; তিব্ব কিলেসু**।

তিব্ব অন্ধকার—ঘন বা গাঢ় অন্ধকার। ⇒ **তিব্ব**।

তিব্ব কিলেসু (চরিত্রের) গভীর কলঙ্ক। ⇒ **তিব্ব**।

তিব্বগারব—তীব্র গৌরব, গাঢ় শ্রদ্ধা, গভীর শ্রদ্ধা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সত্থু-গরু ধম্ম-গরু সঙ্ঘে চ তিব্বগারব** ইত্যাদি। ⇒ **তিব্ব**।

তিব্বচ্ছন্দ—আবেগময় ইচ্ছা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনাময় আবেগ, আগ্রহ, ঔৎসুক্য। ⇒ **তীব্ব, ছন্দ**।

তিব্ব নিক্কম (বিণ) তীব্র অর্থাৎ অত্যন্ত সহিষ্ণু। ⇒ **নিক্কম** (বিণ)।

তিব্ব মনুস্সলোক—জনাকীর্ণ মনুষ্যভূমি। ⇒ **তিব্ব**।

তিব্বরাগ (পুং) তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রবল ইচ্ছা, তীব্র রাগ বা আসক্তি, তীব্র বাসনা। = **বহল রাগ**। ⇒ **রাগ** (২), **তিব্ব**।

তিব্বাসা (বিণ) তীব্র, অধিক, মহৎ, দুঃসহ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, কড়া।

তিমঙ্গিক (বিণ) [তি+অঙ্গিক] = **তি-অঙ্গিক**। ⇒ **তি-অঙ্গিক**।

তিমণ্ডল (ক্লী) ত্রিমণ্ডল, তিনটি বৃত্তাকার বা গোলাকার মণ্ডল। ত্রিমণ্ডল, যথা—একটি নাভি এবং অপর দুইটি জানু বা হাঁটু। (বিনয়) **তিমণ্ডলং পটিচ্ছাদেন্তো পরিমণ্ডলং নিবাসেন্তো**। বিনয়ে চীবরাচ্ছাদনে ত্রিমণ্ডল বলিলে বুঝায়—বক্ষ, নাভি ও জানু অর্থাৎ গলা হইতে জানু পর্যন্ত সর্বশরীর ঢাকিয়া ভিক্ষু ও শ্রমণেরদের চীবর পরিধান। ⇒ **পরিমণ্ডলং**।

তিমি (পুং) তিমি, তিমি নামক এক জাতীয় প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য।

তিমিঙ্গল—তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। ⇒ **তিমি**।

তিমিত (বিণ) তিমিত, নিশ্চল, সিক্ত, ভিজা, আর্দ্র। = **তিন্ত**।

তিমিতিমিঙ্গল (পুং) তিমিঙ্গল, তিমি নামক মৎস্যকেও গিলিয়া খাইতে পারে এমন একজাতীয় প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। ⇒ **তিমিঙ্গল**।

তিমির (ক্লী) তিমির, অন্ধকার, আঁধার। (বিমানবত্থু) **তিমির তম্ব**। (জাতক) **তিমির রুক্খ; বনতিমির**। (বিণ) অন্ধকারময়।

তিমিরতম্ব—ঘনকৃষ্ণ তাম্র, গাঢ় তাম্র, শক্ত তাম্র, সর্বময় বা অবিমিশ্রিত তাম্র। ⇒ **তিমির, তম্ব**।

তিমির তিপিঙ্গল—তিমিঙ্গল অপেক্ষাও প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। ⇒ **তিমিতিমিঙ্গল**।

তিমিরপিঙ্গল—একজাতীয় বৃহদাকার সামুদ্রিক মৎস্য। ⇒ **তিমিরতিপিঙ্গল**।

তিমির রুক্খ (ক্লী) ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষ। ⇒ **তিমির**।

তিমিরায়িতত্ত (ক্লী) অন্ধকার, দুঃখ, বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য। = **মার**।

তিমিস (ক্লী) অন্ধকার। = **তিমির**। (জাতক) **অন্ধকার তিমিস্সায়**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **অন্ধকার তিমিসায়**।

তিমিসিকা (স্ত্রী) অন্ধকার, প্রতি অন্ধকার রাত্রি।

তিমীসিকা = **তিমিসিকা**। ⇒ **তিমিসিকা**।

তিম্বরু (ক্লী) এক প্রকার বিষাক্ত ফলের গাছ বা বিষাক্ত ফল, বিষবৃক্ষ বা বিষফল অথবা (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়) বৈজ্জাল বাটাইলের গাছ বা ফল, যেই বৃক্ষ ফুল ও ফল দেওয়ার সময় কোঁ কোঁ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে [illegible] "**তিম্বরু**" বৃক্ষ বলা হয়। (জাতক) **তিম্বরুটঠানী** প্রথম সন্তান প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে সেইরূপ "**তিম্বরু**" বৃক্ষ ও সব সময় ফুল ও ফল দেওয়ার সময় ভীষণ আর্তনাদ করিতে থাকে অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণীর আকর্ষণ বিষ সদৃশ—এই অর্থে "**তরুণ দারিকা**" এর সহিত সামঞ্জস্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিম্বরুনাদ সদিস**। ⇒ **তিম্বরূসক**।

তিম্বরুটঠানী (বিণ, স্ত্রী) ("**তিম্বরু**" ফলের ন্যায় তরুণীদের নব উদ্গত স্তনে) পীনোন্নত বক্ষ হইয়াছে এমন (তরুণী)। ⇒ **তিম্বরু**।

তিম্বরুক্খ = **তিম্বরূসক**। ⇒ **তিম্বরূসক**।

তিম্বরুত্থনিন (বিণ) "**তিম্বরু**" ফলের ন্যায় স্তন বিশিষ্টা। ⇒ **তিম্বরু, তিম্বরুটঠানী, থনিন**।

তিম্বরুফল (ক্লী) "**তিম্বরু**" বৃক্ষের ফল। ⇒ **তিম্বরু, তিম্বরূসক**।

তিম্বরূসক = **তিম্বরু**। ⇒ **তিম্বরু** (বিনয়)। = **তিম্বুক ফল** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **তিপুস সদিসা একা বল্লিজাতি তিম্বরূসকং'তি চ বদন্তি** (তবে কি "**তিম্বরুফল**" অর্থে "মাকালফল"?)।

তিযামা (স্ত্রী) রাত্রি, মধ্যরাত্রি।

তিযোজন (ক্লী) তিন যোজন বা ২০ মাইল; (চরিত্রে) দীর্ঘ পথ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তিযোজনিক সেতচ্ছত্ত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিযোজন মগ্গ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিযোজনমত্তকে বিহারং অগমাসি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সা চ পোক্খরণী বেসলিযা তিযোজনমত্তকে হোতি**।

তিযোজন সতিক (বিণ) ৩০০ হাত দীর্ঘ, তিনশ হাত লম্বা।

তিরচ্ছ (ক্রি-বিণ) আড়াআড়িভাবে, একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত, বক্রভাবে, কুটিলভাবে, তির্যকরূপে, অসমান্তরালরূপে, অসরলভাবে, অসঙ্গভাবে।

তিরচ্ছভুত (বিণ) পৃথক বা বিপথগামী, ঠিক পথ ত্যাগ করিয়া কুপথে চলে এমন। ⇒ **তিরচ্ছান কথা**।

তিরচ্ছান (পুং) পশু-পক্ষীজাতীয় প্রাণী, পশু প্রকৃতির লোক, বুদ্ধিহীন জন্তু, পশুবৎ মানুষ, পশু, চতুষ্পদ জন্তু। "**তিরচ্ছানযোনিযো**" শব্দের পরিবর্তে "**তিরচ্ছানং চ যোনিযো**" এর ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (বিভঙ্গ) **তিরচ্ছানগামিনী পটিপদা**—(মৃত্যুর পর দেহত্যাগে পুনর্জন্মে) পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিবার ধারা বা আচার ব্যবহার। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মনুস্স তিরচ্ছান**।

তিরচ্ছান কথা (স্ত্রী) পশুর কথা, পক্ষী-সম্বন্ধে কথা, বাজে কথা, হীন কথা, ভুল কথা অথবা ছেলেমি কথা। অর্থাৎ "**রাজকথা, চোরকথা, যুদ্ধকথা, গামকথা, বিগগাহিক কথা**" ইত্যাদি ২৮ প্রকার "**তিরচ্ছান কথা**" এর উল্লেখ পাওয়া যায়; এইরূপ অকেজো অহিতকর আলাপ আলোচনা প্রব্রজিত ভিক্ষুদের মুখে শোভা পায়

দশ প্রকার সৎ বা হিতজনক (**কথাবত্থুনি**) শোভনীয়। সেই দশপ্রকার সৎ বা হিতজনক আলাপ-আলোচনা বা কথা, যথা—**ধম্মীকথা, পবত্তনীকথা, যুত্তকথাযং, সম্মোদনীযা কথা** ইত্যাদি। দীর্ঘনিকায়ে সম্মান প্রদর্শনজনক কথায় বলা হইয়াছে—"**সম্মোদনীযং কথাযং সারনীযং বীতিসারেত্বা**"। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **অনিযানিকত্তা সগ্গ-মোক্খ-মগ্গানং তিরচ্ছ-ভূতা কথা।** ⇒ **কথা**।

তিরচ্ছানগত (বিণ) পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। (পুং) প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, পশু, পশুপ্রকৃতির লোক, বুদ্ধিহীন জন্তু, পশুবৎ মানুষ। = **তিরচ্ছান পাণা; বনগোচর**।

তিরচ্ছান নিকায ⇒ **নিকায** (১)।

তিরচ্ছান পাণা = **তিরচ্ছান গত**। ⇒ **তিরচ্ছানগত** (পুং)।

তিরচ্ছানযোনি (স্ত্রী) পশুকুল, পশু, পশুজন্ম, তির্যককুল, পশু-পক্ষীকুল, পশু-পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করণ, পশু পক্ষীরূপে জন্ম। ⇒ **তিরচ্ছানগত, যোনি** (২), **নিরয**। মৃত্যুর পর দেহত্যাগে জীব বা মনুষ্য সাধারণত "**পঞ্চগতি**" বা উৎপত্তিস্থান প্রাপ্ত হয়, যথা--**নিরযগতি, তিরচ্ছানগতি, মনুস্সাগতি, দেবাগতি, পেত্তিবিসযগতি**। এই পঞ্চবিধ "**গতি**" কে "**অপাযগতি**" এর মধ্যে গণ্য করা হয় (দীর্ঘনিকায়)।

তিরচ্ছান যোনিক (বিণ) পশুকুল সম্বন্ধীয়, পশুর।

তিরচ্ছানযোনিয = **তিরচ্ছান যোনিক**। ⇒ **তিরচ্ছান যোনিক**।

তিরচ্ছানবিজ্জ (বিণ) জীবজন্তু বা পশুপক্ষী সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন, প্রাণী বা তির্যক জাতি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ⇒ **বিজ্জ**।

তিরচ্ছান বিজ্জা (স্ত্রী) পশুপক্ষী বিদ্যা, পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বিদ্যা, হীন শিল্পবিদ্যা, অবাস্তব বা মিথ্যা জ্ঞান-বিজ্ঞান।

তিরণ = **তীরণ**। ⇒ **তীরণ**।

তিরিত = **তীরিত**। ⇒ **তীরিত**।

তিরিযং (ক্রি-বিণ) বক্রভাবে, কুটিলভাবে, তির্যকভাবে, অসমান্তরালরূপে, অসদ্ভাবে, অসরলভাবে, চক্রবাল সমান্তরালরূপে, অনুভূমিকরূপে, সমতলভাবে (লম্বভাবে অবস্থিতরূপ বিপরীত শব্দ—"**উদ্ধং**—উপরে, **অধো**—নিম্নে"), তেরচাভাবে, হেলানভাবে, ঢালুভাবে, আড়াআড়িভাবে, এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত। (যৌগিকে) **উদ্ধং অধো তিরিযং সব্বধি**—ঊর্ধে নিম্নে আড়াআড়িভাবে সর্বত্র (দীর্ঘনিকায়)। (সমান অর্থে) **উদ্ধং অধো তিরিযং বাপি মজ্ঝে** (সূত্রনিপাত)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বার মজ্ঝে তিরিযং**—দ্বার পথে বা পার্শ্ববর্তী পথে আড়াআড়িভাবে বা তেরচাভাবে।

তিরিযং তরণ (ক্লী) খেয়াঘাটের এপার ওপার অথবা

তিরিযা (স্ত্রী) এক প্রকার ঘাস বা লতা অথবা লতাজাতীয় ঘাস। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিরিযা নাম তিনজাতি;** (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায়) **দব্বতিণ**।

তিরিবচ্ছ—একজাতীয় বৃক্ষ।

তিরীট (ক্লী) ১ তিরীট, লোধ্রবৃক্ষ। ২ লোধ্রবৃক্ষের বল্কল দ্বারা তৈয়ারি বস্ত্র।

তিরীটক (পুং, ক্লী) = **তীরিট**। ⇒ **তীরিট**।

তিরো (ক্রি-বিণ) অপরদিকে, বহির্ভাগে, বাহির পার্শ্বে, আড়াআড়িভাবে, উপরে, অন্যদিকে, দূরবর্তী, বহুদূরে। ⇒ **তিরচ্ছ, তিরিযং**।

তিরোকরণী (স্ত্রী) মশারি, যবনিকা, পর্দা, অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, ছদ্মবেশ, আচ্ছাদন, আবরণ; (সাহিত্যে) যবনিকা উন্মোচন।

তিরো কুচ্ছিগত (বিণ) গর্ভ পরিত্যক্ত, গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত, গর্ভপ্রসূত।

তিরোকুট্ট (ক্লী) প্রাচীর, দেয়াল, কুটিরের বহির্ভাগ, শয়নকক্ষের বাহির পার্শ্ব। = **তিরোকুড্ড**।

তিরোকুড্ড (ক্লী) দেয়ালের বাহির পার্শ্ব, ঘেরার বহির্ভাগ, দেয়ালের উপর। (খুদকপাঠ) **তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি**। (বিনয়) **তিরোকুড্ডে উচ্চারং ছড্ডেতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিশেষ ভাষায়) **তিরোভাবং তিরোকুড্ডং তিরোপাকারং তিরোপব্বতং অসজ্জমানো গচ্ছতি** (ঋদ্ধিগুণ বা দৈবশক্তি প্রকাশ-সম্বন্ধে)। ⇒ **কুড্ড**।

তিরোক্কার (পুং) তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, গালাগালি, অবজ্ঞা।

তিরোকখ (বিণ) অনুপস্থিত, উপস্থিত নাই এমন, গরহাজির, উপস্থিত ক্ষেত্রে নাই এমন, বাহিরে আছে বা গিয়াছে এমন। (ক্রি-বিণ) তুচ্ছভাবে, ঘৃণিতভাবে, অবজ্ঞা করিয়া, মন্দ তিরস্কারভাবে। (জাতকে) **তিরোক্খবাচা**।

তিরোক্খবাচা—অপমান করিয়া অথবা গালাগালি দিয়া কথা বলা, নিন্দা তিরস্কার করিয়া কথা বলা, বিদ্রূপ করিয়া কথা কথন।

তিরোগাম (ক্লী) দূরবর্তী গ্রাম, বহির্গ্রাম।

তিরোচ্ছদ = **তিরোছদ**। ⇒ **তিরোছদ**।

তিরোছদ (বিণ) পর্দার বহিঃস্থ, যবনিকার বহির্ভাগস্থ, অনাবরিত, অনাচ্ছাদিত, ঘোমটার বহির্ভূত, প্রকাশ্য, ভান বা ছলনারহিত, ছদ্মবেশ ব্যতীত, সুস্পষ্ট, বিশিষ্ট, অনায়াসবোধ্য, প্রসিদ্ধ, দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

তিরোজনপদ (ক্লী) দূরদেশ, বিদেশ।

তিরোধান (ক্লী) তিরোধান, যবনিকার অন্তরাল, অদর্শন, অন্তর্ধান, ব্যবধান, আচ্ছাদন, আবরণ, পর্দা, ঘোমটা।

তিরোপাকার—প্রাকার বা ঘেরার বহির্ভাগে অথবা পরপারে

তিরোপাকারে = **তিরোপাকার**। ⇒ **তিরোপাকার**।

তিরোভাব (পুং) তিরোভাব, অন্তর্ধান, অদর্শন, আচ্ছাদন, অবর্তমান, অস্তিত্বের পরপারে বা বাহিরে, ঋদ্ধিশক্তিতে হঠাৎ দূরে চলিয়া যাওয়া হঠাৎ কাছে আসা অথবা হঠাৎ আত্মগোপন করা।

তিরোরট্‌ঠ (ক্লী) বিদেশীয় রাজ্য, বৈদেশিক রাজ্য। = **অপররট্‌ঠ**।

তিল (পুং, ক্লী) তিল, তিল গাছ, তিলবীজ, তিল বা তিলজাতীয় শস্য, শষ্যবিশেষ যাহা হইতে তিল তৈল পাওয়া যায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তিলতণ্ডুল**। (বিনয়) **নবাতিলা**।(বিশুদ্ধিমার্গ) **উচ্ছুতিল**।(পেতবত্থু অর্থকথা) **তিলানি পীড়েত্বা তেলবানিজ্জং করোতি**। ⇒ **ধঞঞ** (১)।

তিলক (পুং) তিলক, গাত্রতিলক, দাগ, চিহ্ন, খুঁত, ললাটাদিতে ধর্তব্য চন্দনাদির চিহ্ন বিশেষ, ফোঁটা, গাত্রতিল, আঁচিল, ক্ষুদ্রচিহ্ন, ছুলি, দোষ, কলঙ্ক।(ধর্মপদ অর্থকথা) **তিলকং বা কালকং বা অদিস্বা**। (ক্লী) তিলবৃক্ষ অথবা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। = **বন্ধু জীবকপুপ্ফ সদিস পুপ্ফা একা রুক্খজাতি**।

তিলকক্ক (ক্লী) তিলের ক্বাথ বা আঠা, তিলমিশ্রিত আঠা অথবা তিল এবং আঠা।

তিলকাহত (বিণ) [তিলক+আহত] ⇒ **আহত**।

তিলঞ্চনং ⇒ **লঞ্চন**।

তিলঞ্ছক (ইহা ভুল পাঠ, ইহার পাঠ হইবে "**নিলঞ্ছক**"।) = **নিলঞ্ছক**। ⇒ **নিলঞ্ছক** অথবা **নিল্লঞ্ছক**।

তিলতণ্ডুল—তিলতণ্ডুল, তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত চাউল, তিল এবং চাউল (আলিঙ্গনার্থে)। ⇒ **তিল**।

তিলতেল (ক্লী) তিল তৈল, তিলস্নেহ, তিল হইতে নিষ্কাশিত তৈল।

তিলতেলাদিক—তিল ইত্যাদির তৈল বা রস। ⇒ **তেল**।

তিলপিঞঞাক (ক্লী) তিলকিট্ট, তিলের খইল, তিলের কল্ক, তিলের পিষ্টকবিশেষ, তিলের পিঠা, খৈল, তিলপেষা বা তিলবাটা। = **তিলপিট্‌ঠ**। ⇒ **পিঞঞাক**।

তিলপিট্‌ঠ (ক্লী) ১ তিল দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বা পিঠাবিশেষ। = **তিলপিঞঞাক**। ⇒ **পিট্‌ঠ** (২)। ২ তিলপিষ্ট, তিলপেষা, তিল বাটা, যে তিল পেষণ করা হইয়াছে। ⇒ **তিলপিঞঞাক**।

তিলমুট্‌ঠি (পুং) এক মুষ্টি তিল, সামান্য পরিমাণ তিল, মুষ্টিমেয় তিল। ⇒ **মুট্‌ঠি** (২)।

তিলরাসি (পুং) তিলরাশি, তিলবীজের স্তূপ, তিলের স্তূপ। ⇒ **রাসি** (২)।

তিলবাহ (পুং) তিল বোঝাই শকট বা গরুর গাড়ি। = **তিলসকট**। ⇒ **বাহ**[পুং (খ)]।

তিলসকট = **তিলবাহ**। ⇒ **তিলবাহ**।

তিলসঙ্গুলিকা (স্ত্রী) তিলের পিঠা, তিলকুটা, তিলপিচ্ছট।

তিলিঙ্গিক (বিণ) ব্যাকরণে "পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ"—এই তিন লিঙ্গ সম্বন্ধীয়।

তিলোক (পুং) ত্রিলোক অর্থাৎ "**কামলোক-রূপলোক-অরূপলোক**—এই তিন লোককে ত্রিলোক বলা হয়। = **তেভূমক**।

তিলোকনিত্থরণ (কামলোক, রূপব্রহ্মলোক এবং অরূপব্রহ্মলোক—এই) ত্রিলোক উত্তীর্ণ হইয়াছে এরূপ অবস্থা। ⇒ **নিত্থরণ**।

তিলোকস্‌স নাযক (পুং) ত্রিলোকের নায়ক, ত্রিলোক গুরু, কামলোক-রূপব্রহ্মলোক-অরূপব্রহ্মলোক—এই ত্রিলোকের শিক্ষক বা উপদেষ্টা। ⇒ **নাযক**।

তিলোদন—তিল মিশ্রিত অন্ন।

তিবগ্গ (বিণ) ত্রিবর্গ, তিনবর্গ, তিন ভাগযুক্ত, তিনের একটি বর্গ বা দল অথবা পরিচ্ছেদ, তিন ভাগে বিভক্ত, তিন শ্রেণী বা দলভুক্ত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দীঘাগমো বগ্গতো তিবগ্গো হোতি**। ⇒ **বগ্গ**।

তিবঙ্গিক (বিণ) [তি+ব+অঙ্গিক] ১ তিনগুণ, ত্রিগুণিত, তিনভাঁজ। ২ [তি+অঙ্গিক] (ধ্যান সম্বন্ধে) তিন অঙ্গিক, তিনটি অঙ্গযুক্ত। = **তি-অঙ্গিক**।

তিবঙ্গুল (বিণ) তিন আঙ্গুল, তিন ইঞ্চি প্রশস্ত বা চওড়া।

তিবস্‌সিক (বিণ) তিন বৎসরের পুরাতন, তিন বৎসর বয়স্ক, তিন বৎসরের। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তিবস্‌সিক গন্ধ-সালিভত্তং ভুঞ্জন্তা**।

তিবিধ (বিণ) ত্রিবিধ, তিন প্রকার, তিন প্রকারের। (যজ্ঞ সম্বন্ধে) **তিবিধ যঞঞ** (দীর্ঘনিকায়)।(জাতক) **তিবিধ অগ্গি**। (বিশুদ্ধি মার্গ) **তিবিধ কল্যাণতা**। ⇒ **বিধ** (১)।

তিবিসাখ (পুং) ললাটে বক্র ভ্রূভঙ্গি, তিন প্রকারের তীব্র দৃষ্টি, ত্রিবিধ ভ্রূকুটি বা রোষ-কষায়িত লোচনে দৃষ্টি। (বিণ) তিনটি শাখাযুক্ত, তিনটি শাখাবিশিষ্ট। ⇒ **বিসাখ**।

তিবেদ (পুং) (বৈদিক শাস্ত্র) ত্রিবেদ, তিনটি বেদশাস্ত্র। ত্রিবেদ, যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ। (তুলনীয়) **তেবিজ্জ**। ⇒ **বেদ** (৩)।

তিসট্‌ঠি (বিণ) ৬৩, তিষষ্ঠি, তেষষ্ঠি।

তিসত (বিণ) ৩০০, তিনশত। (জাতক) **তিসতমত্তা নাবা**।(সূত্রনিপাত) **ব্রাহ্মণা তিসতা; ভিক্খবো তিসতা**। ⇒ **তযো**।

তিসত্ততি (বিণ) ৭৩, তিয়াত্তর।

তিসন্তি—তিনটি মিলন স্থান, তিনের মিলন। (জাতক) **তায সেনায মিথিলা তিসন্ধি পরিবারেত্বা**; (বর্ণনায়) প্রতি দুইটির মধ্যে ব্যবধান বা ফাঁক রাখিয়া গজারোহী সৈন্য, রথারোহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করা।

তিসরণ (ক্লী) ত্রিশরণ, বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ—এই তিনের শরণ বা আশ্রয়। ⇒ **বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ**।

তিসহস্স (বিণ) ত্রিসহস্র, তিন হাজার। (পেতবত্থু) **জনা তিসহস্সা**।

তিস্সোবিজ্জা (স্ত্রী, বহুবচন) ত্রিবিদ্যা, তিন প্রকার বিদ্যা। ত্রিবিদ্যা, যথা—**পুব্বে নিবাসানুস্সতি-ঞাণ, চুতূপপত্তি-ঞাণ, আসবানং খয-ঞাণ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিস্সোবিজ্জা ছলভিঞ্ঞা**। ⇒ **বিজ্জা**।

তীণি সংযোজনানি (ক্লী, বহুবচন) তিন প্রকার সংযোজন। তিন প্রকার সংযোজন, যথা—**সক্কায দিট্ঠি সংযোজন, বিচিকিচ্ছা সংযোজন, সীলব্বত পরামসো সংযোজন**। ⇒ **পঞ্চসংযোজন, সংযোজন**।

তীর (ক্লী) তীর, তট, নদীর কূল, উপকূল, সমুদ্র তট। (বিশুদ্ধিমার্গে) **ওরিম তীর**।

তীরণ (ক্লী) মাপ, পরিমাপ, পরিমিতি, বিচার, সিদ্ধান্ত, রায়, দণ্ডাজ্ঞা, দণ্ড, ধারণা, রুচি, বিবেক, মত, সত্য নির্ধারণার্থ বিষয়সমূহের তুলনা, স্বীকার, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরায় জানা, তিন প্রকার পরিজ্ঞানের মধ্যে একটি। তিন প্রকার পরিজ্ঞান, যথা—**পহান পরিঞ্ঞা, ঞাত পরিঞ্ঞা, তীরণ পরিঞ্ঞা**। ⇒ **পরিঞ্ঞা**। (নেত্তি) **তীরণ বিপস্সা**।

তীরণ ঞাণ (ক্লী) বিচার জ্ঞান, বিবেকজ্ঞান, সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান, সত্য নির্ধারণার্থ বিষয় সমূহের তুলনামূলক জ্ঞান। = **তীরণ বিপস্সনা**।

তীরণদস্সিন (বিণ, পুং) কূল বা তটদর্শী, সমুদ্রের বা নদীর তীর বা পার দেখা যায় এমন, উপকূল বা কিনারা দেখা যায় এরূপ। = **তীরদক্খিণ**। (জাতক) তীর দস্সিন নাবা। ⇒ **দস্সিন**।

তীরণ পরিঞ্ঞা (স্ত্রী) বস্তুর লক্ষণজ্ঞান। এই লক্ষণজ্ঞান ত্রিবিধ, যথা—**অনিচ্চ লক্খণ, দুক্খলক্খণ, অনত্তালক্খণ**।

তীরণবিপস্সনা (স্ত্রী) বিচার বিদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বা তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন। **তীরণঞাণ**।

তীরদক্খিণ (বিণ) = **তীরদস্সিন**। ⇒ **তীরদস্সিন**।

তীরমরিযাদা (স্ত্রী) নদীর তীরসীমা, সমুদ্রের উপকূল বা তট। ⇒ **মরিযাদা** (১)।

তীরিত (বিণ) ১ সম্পাদিত, কার্যে পরিণত, নির্বাহকৃত, সফলকৃত। ২ পরিমিত, বিভক্ত, চিহ্নিত, অতিক্রান্ত, বিবেচিত, মীমাংসিত, স্থিরকৃত, পরিচিত। ⇒ **তীরেতি**।

তীরিয (বিণ) (নদী বা সমুদ্রের) তীরবাসী, উপকূলের অধিবাসী, তটবাসী।

তীরেতি (ক্রি) [√তীর+এ] ১ (কাহারও বা কিছুর) মাধ্যমে আনয়ন করা, সম্পূর্ণ করা, শেষ করা, কার্যে পরিণত করা, নির্বাহ করা, কর্তব্য সম্পাদন করা, সফল করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **করণীযং তীরেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিচ্চং তীরেতি**। ২ পরিমিত করা, বিভাগ করা, চিহ্নিত করা, অতিক্রম করা, বিন্যাস করা, বিচার করা, রায় দেওয়া, বিবেচনা করা, সিদ্ধান্ত করা, মীমাংসা করা, নিষ্পত্তি করা, সমাধান করা, স্থির করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, চেনা, চিনিতে পারা, স্বীকার করা। (সমার্থে) **তূলেতি, তীরেতি,. বিভাবেতি, জানাতি**। (অতীত) **তীরেসি**। (অ-বিণ) **তীরিত= ঞাত**। (ব-বিণ) **তীরেত্ত, তীরসমান**। (ক্রি-বি) **তীরেত্বা**।

তীবরা (ধীবরা?) (পুং, বহুবচন) ককুসন্ধ নামক বুদ্ধের সমসাময়িক কোনও ইতর জাতি বা নীচজাতীয় বংশের নাম।

তীহ (ক্লী) তিনদিনের সময়। ⇒ **তীহং**।

তীহং (ক্রি-বিণ) [ত্রি+অহ] তিনদিনের বা তিনদিন সময়। (যৌগিকে) **দ্বীহ তীহং** (জাতক)।

তু (অব্যয়) তু, তত্রাচ, সে, যাহা হউক, কিন্তু, তথাপি, অতঃপর, সুতরাং, এইরূপ হইলে, তবুও, তথাচ, যাহা হউক, এরূপ স্থলে, তাহা হইলে, তবে। **কিং তু বুত?** (প্রাচীন কবিতায় ইহার প্রয়োগে) **অন্তে তু**। সূত্রনিপাতে যৌগিক শব্দে "এব" শব্দের সহিত "ত্বেব" শব্দের সংযোগ দৃষ্ট হয়।

তুঙ্গ (বিণ) তুঙ্গ, উন্নত, শ্রেষ্ঠ, উগ্র, উচ্চ, মহৎ, বিখ্যাত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ, কর্কশ, অত্যুৎকৃষ্ট, ক্রূদ্ধ, প্রচণ্ড, খুব বেশি, জমকাল, দুর্মূল্য, (সময় সম্বন্ধে) অত্যধিক অগ্রসর, পূর্ণ, প্রফুল্ল, দূরতম, প্রাচীন, উচ্চরব, উদ্গত, সুস্পষ্ট, প্রসিদ্ধ, দীর্ঘ, দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘকালব্যাপী, বিরক্তিকরভাবে দীর্ঘ, দূরবিস্তারী, সুদূরপ্রসারী, বিস্তীর্ণ, নিরানন্দময়। (জাতক) **পব্বততুঙ্গ**। = **তিখিণ** (জাতক বর্ণনায়)।

তুঙ্গনাসিক (বিণ) উচ্চনাসিকা আছে এমন, দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত, তুঙ্গ বা উন্নত নাসা। (তুলনীয়) **সণ্হ-তুঙ্গ সদিসী নাসিকা** (থেরীগাথা)।

তুঙ্গবণ্টক (বিণ) (ফল-পুষ্প-পত্রাদির) দীর্ঘ বোঁটা আছে এরূপ, লম্বা বৃন্তযুক্ত, লম্বা ডাঁটাযুক্ত।

তুচ্ছ (বিণ) তুচ্ছ, অসার, হেয়, হীন, শূন্য, অল্প, সামান্য, বর্জিত, খালি, পরিত্যক্ত, অস্পষ্ট, নিষ্ফল, অর্থহীন, নিরর্থক, অনুর্বর, জনহীন, অবাস্তব, দাম্ভিক, গর্বিত। (যৌগিকে) **রিত্ততুচ্ছ** (দীর্ঘনিকায়)। (জাতক) **তুচ্ছ হখ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তুচ্ছ পলাপ**।

তুচ্ছক (বিণ) = **তুচ্ছ**। ⇒ **তুচ্ছ**। (যৌগিকে) **তুচ্ছক রিত্তক** (দীর্ঘনিকায়)।

তুচ্ছক রিত্তক (বিণ) নিষ্ফল শূন্য, নিরর্থক অনুর্বর, অর্থহীন দাম্ভিক। = **রিত্তক তুচ্ছক**।

তুচ্ছ কুম্ভী—শূন্য পাত্র, খালি কলসী, সামান্য পাত্র, পরিত্যক্ত পাত্র বা কলসী। = **রিত্তকুম্ভী**। ⇒ **তুচ্ছ**।

তুচ্ছজিগ্ন (বিণ) = **মোঘজিগ্ন**। ⇒ **মোঘজিগ্ন**।

তুচ্ছনদী—সামান্য বা ক্ষুদ্র নদী। = **চতুল্ক নদী**।

তুচ্ছপলাপ—অস্পষ্ট প্রলাপ বাক্য, অনর্থক কথা, অর্থহীন কথা, রোগীর প্রলাপবাক্য, বাজে কথা, পাগলের ন্যায় কথা, তুচ্ছ অন্তঃসার শূন্য প্রলাপ। ⇒ **পলাপ** (২), **তুচ্ছ**।

তুচ্ছ হস্ত—শূন্যহস্ত, খালি হাত। = **রিক্তহস্ত**। ⇒ **তুচ্ছ**।

তুজ্জতি (ক্রি) বিদ্ধ হওয়া, আহত হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, ছিদ্র হওয়া, মোহিত হওয়া, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবিষ্ট হওয়া, ভেদ হওয়া। ⇒ **তুদতি**।

তুট্‌ঠ (বিণ) তুষ্ট, তৃপ্ত, পরিতুষ্ট, প্রীত, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, হৃষ্ট, হর্ষোৎফুল্ল, প্রফুল্ল। ⇒ **তুস্‌সতি**। (যৌগিকে) **হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ; তুট্‌ঠ-হট্‌ঠ;** (তুলনীয় **তুট্‌ঠ-পহট্‌ঠ** (জাতক)। (জাতক) **তুট্‌ঠ মানস; তুট্‌ঠচিত্ত**।

তুট্‌ঠচিত্ত = **তুট্‌ঠমানস**। ⇒ **তুট্‌ঠ মানস**।

তুট্‌ঠ-পহট্‌ঠ (বিণ) হৃষ্টপ্রহৃষ্ট, অতিশয় আনন্দিত, সন্তুষ্ট ও প্রীত। = **তুট্‌ঠ-হট্‌ঠ**। ⇒ **পহট্‌ঠ** (২)।

তুট্‌ঠব্ব (ভ-বিণ) তুষ্ট হওয়ার যোগ্য, সন্তুষ্ট হওয়ার উপযুক্ত, আনন্দিত হওয়া উচিত, সন্তুষ্ট হওয়া কর্তব্য। ⇒ **তুস্‌সতি, গাথা**।

তুট্‌ঠমন (পুং) তুষ্টমন, সন্তুষ্ট মন। = **পীতিমন**।

তুট্‌ঠমানস (বিণ) তুষ্ট মনে, প্রফুল্ল মনে। = **তুট্‌ঠচিত্ত**। ⇒ **তুট্‌ঠ**।

তুট্‌ঠ-হট্‌ঠ (বিণ) হৃষ্ট-তুষ্ট, পরম সন্তোষের সহিত আনন্দিত। = **হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ; তুট্‌ঠ-পহট্‌ঠ**। ⇒ **তুট্‌ঠ**।

তুট্‌ঠি (স্ত্রী) তুষ্টি, সন্তুষ্টি, সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অভিলাষ, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু।

তুট্‌ঠী = **তুট্‌ঠি**। ⇒ **তুট্‌ঠি**।

তুণ্ড (পুং, ক্লী) তুণ্ড, মুখ, ওষ্ঠাধর, চঞ্চু, ঠোঁট, কোণ, তীক্ষ্ণাগ্র পদার্থ, জাহাজের সূচাল অগ্রভাগ, পশ্বাদির লম্বা নাক ও মুখ, (অবজ্ঞার্থে) মানুষের নাক, কাঠঠোকরা অথবা যে যে প্রাণী ঠোকর মারিতে পারে।

তুণ্ডক = **তুণ্ড**। ⇒ **তুণ্ড**।

তুণ্ডিক (বিণ, পুং) ১ সাপুড়ে। ২ যাহার ঠোঁট আছে অর্থাৎ পক্ষীকুল। ⇒ **অহিতুণ্ডিক**।

তুণ্ডিয (বিণ) চঞ্চু আছে এমন, যাহার ঠোঁট আছে, চঞ্চুধারী অর্থাৎ পক্ষীকুল। (পুং) যে ঠোকর মারে, কাঠঠোকরা পাখি, উৎসাহ; (চরিত্রে) কর সংগ্রাহক, খাজনা সংগ্রহকারী লোক। = **অধম্ম-বলি-সাধক** (জাতক)।

তুণ্ণ (বিণ) টুকরা টুকরা কৃত, খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে এমন।

তুণ্ণকম্ম (ক্লী) সূচিকর্ম, সীবনকার্য, সেলাই কার্য, দর্জির কাজ।

তুণ্ণবায (পুং) দর্জি, যে ব্যক্তি কাপড় সেলাই করে।

তুণ্হিকক্খক (বিণ) তূষ্ণী, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, মৌনী, বাক্‌শূন্য, অনুচ্চারিত, প্রশান্ত, স্থির। = **কিঞ্চি অবদন্তো**।

তুণ্হী (বিণ) তূষ্ণী, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নীরবতা অবলম্বনকারী, মৌনী, মৌন, বাক্‌শূন্য, নীরব, নিরুত্তর, অনুচ্চারিত, প্রশান্ত, স্থির। (ক্রি-বিণ) নিঃশব্দে, নীরবে, মৌনভাবে। (সম্মতি বা হাঁ অর্থে অর্থাৎ উহাতে তাহার বলিবার বা প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই এই অর্থে) **সো তুণ্হী অহোসি**—তিনি নিরুত্তর বা মৌন রহিলেন (দীর্ঘনিকায়)। (সূত্রনিপাত) **তুণ্হী যাতি মহোদধি**।

তুণ্হীভাব (পুং) তূষ্ণীভাব, তূষ্ণীম্ভাব, মৌনাবলম্বন, চুপ করিয়া থাকা, নীরবতা, নিস্তব্ধতা, চুপচাপ, শান্তি, স্থিরতা, মৌন, বিস্মৃতি, বিস্মরণ, গোপনীয়তা, সম্মতিসূচক মনোভাব। = **মোন**। (বিনয়) **অধিবাসেসি তুণ্হীভাবেন**—নীরবে সম্মত হইলেন। (সংযুক্ত নিকায়) **অরিযো তুণ্হীভাবো**—আর্যনীরবতা। ⇒ **মুনি** (১)।

তুণ্হীভূত (বিণ) তূষ্ণীভূত, তূষ্ণীম্ভূত, নীরব, মৌনী, মৌন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, বাক্‌শূন্য, অনুচ্চারিত, প্রশান্ত, স্থির। = **পজ্‌ঝায়ন্ত**। ⇒ **তূণ্হী** (বিণ)।

তুণ্হীযতি (ক্রি) **তণ্হীযতি**। ⇒ **তণ্হীযতি**। "**তণ্হাযতি**" শব্দের পরিবর্তে সংযুক্ত নিকায়ে **তুণ্হীযতি** শব্দ ভুল বানান হইয়াছে। ⇒ **তণ্হাযতি**।

তুণ্হীর—তূণীর, শরধি, শর রাখিবার চোঙ্গা। = **তূণির**।

তুত্ত (ক্লী) হাতিকে শিক্ষা দেওয়ার বা দমন করার **অঙ্কুশ** সদৃশ লৌহফলকযুক্ত বল্লম বা বর্শা, পশু তাড়াইবার অঙ্কুশ। (তুলনীয়) **তোমর, পতোদ**।

তুত্ত তোমর (ক্লী) (হস্তী প্রভৃতি পশু) তাড়াইবার বল্লম বা বর্শা। (পুং) বর্শাধারী ব্যক্তি। = **তুত্তহত্থ**। ⇒ **তোমর**।

তুত্তবেগহত (বিণ) বর্শার বা বল্লমের ত্বরিত আঘাতে আহত।

তুত্তহত্থ (বিণ) বর্শা বা বল্লমধারী, হাতে বর্শা আছে এমন। = **তোমরহত্থ**।

তুত্থ অসন্তুট্‌ঠিতা—স্তুতিবাক্যে অসন্তুষ্টতা বা ক্রোধ প্রকাশ। ⇒ **অসন্তুট্‌ঠি**।

তুদতি (ক্রি) [√তুদ+অ] যন্ত্র বা হাতিয়ার দ্বারা আঘাত করা, বিদ্ধ করা, ডাঙ্গস মারা, খোঁচা মারিয়া উত্তেজিত করা, কষ্ট দেওয়া, খাড়া করা, চঞ্চু দ্বারা গ্রহণ করা, চঞ্চু দ্বারা খুঁটিয়া লওয়া, চঞ্চু দ্বারা ঠোকর মারা, কম কম করিয়া খাওয়া, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্মস্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, প্রণোদিত করা, প্ররোচিত করা, প্রবৃত্ত করা। = **বিজ্‌ঝতি**। (অতীত) **তুদি**। (অ-বিণ) **তুদিত, তুন্ন;** ⇒ **তুণ্ড, তুত্ত, তোমর, থূপ**। (ব-বিণ) **তুদন্ত, তুদমান**। (ক্রি-বি) **তুদিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **তুজ্জতি**।

তুদন (ক্লী) বিদ্ধকরণ, কোন কিছু বেঁধার মত যন্ত্রণা, বিদ্ধকারী ব্যক্তি বা অস্ত্র।

তুদম্পতি—দম্পতি, স্বামী এবং স্ত্রী। = **দম্পতি**।

তুন্ন (বিণ) ১ আহত, বিদ্ধ, বিদীর্ণ, বশীভূত, **জর্জরিত**, ব্যথিত, অভিভূত, ছিন্ন। (থেরীগাথা) **ব্যাধিমরণ তুন্ন**—ব্যাধি-মরণে অভিভূত। ⇒ **তুদতি**। ২ যে কোন তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্র বা অস্ত্র, যেমন—লাঠি, অঙ্কুশ, লৌহশলাকা, শর, বর্শা বা বল্লম, সূচ। (বিনয়) **তন্ন অগ্গল**।

তুন্ন অগ্গল (দরজাদি) বন্ধ করার উপায় বা অর্গলাদি সংবাদক বস্তু, দরজা বন্ধ করিবার হুক।

তুন্নকম্ম (ক্লী) সূচীকর্ম, তুননকার্য, দর্জির কাজ, সেলাই কার্য, জোড়াতালি দেওয়ার কার্য, বয়ন কর্ম, বস্ত্রাদি বয়ন কার্য, বয়ন শিল্প।

তুন্নকার (বিণ, পুং) জোড়াতালি দেওয়ার দর্জি, যে ব্যক্তি ছেঁড়া বস্ত্রাদি তুনে বা জোড়াতালি দিয়া সেলাই করে।

তুন্নকারক (বিণ, পুং) = **তুন্নকার**। ⇒ **তুন্নকার**।

তুন্নবয উপকরণ—তাঁতির বয়নশিল্পের সাজ-সরঞ্জাম, তাঁতির তাতের উপকরণাদি।

তুন্নবায (পুং) তুন্নবায়, দর্জি, যে ব্যক্তি সুচ দ্বারা সেলাই কার্য করে। (জাতক) **তুন্নবাযবেসং গহেত্বা**—দর্জির বেশ ধারণ করিয়া, দরজির ছদ্মবেশে।

তুন্নবাযবেস (পুং) দর্জির বেশ, সেলাইকারকের ভান। ⇒ **বেস**।

তুম—কেহ নিজে, সে স্বয়ং, যে কেহ, প্রত্যেকে। (বিনয়) **যং তুমো করিস্সতি তুমো বা তেন পঞ্ঞাযিস্সতি**। (তুলনীয়) **আতুমানং**। = **অত্তানং**।

তুমুল (বিণ) তুমুল, প্রচণ্ড, ঘোরতর, অতিশয়, উৎকট, ভয়ানক, ব্যাকুল, বিশৃঙ্খল, মহা, মহান, প্রকাণ্ড, প্রধান, মহৎ, চমৎকার, বড়, শ্রেষ্ঠ, গুরুত্ববিশিষ্ট, বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন। (পুং, ক্লী) গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, কোলাহল, গোলযোগ, গোলমাল, সোরগোল, হুলস্থুল, আন্দোলন, কলহ, রণসঙ্কুল, হুড়াহুড়ি, প্রচণ্ড আলোড়ন। (জাতক অর্থকথায়) **অন্ধকার**।

তুম্ব (পুং, ক্লী) ১ পাত্র, পানপাত্র, জাহাজাদি, নল, শিরা, একপ্রকার জলের পাত্র (যাহা তাম্র বা টিনে প্রস্তুত অথবা কাঠের অথবা নারিকেলের মালায় অথবা মাথার খুলিতে অথবা লাউয়ের বাঁশে প্রস্তুত)। (**দীর্ঘনিকায় অর্থকথা**) **উদকতুম্ব**। (বিনয়) **লোহতুম্ব, ফলতুম্ব, কট্ঠতুম্ব, কটাহতুম্ব**। ২ পরিমিত মাপের জন্য ব্যবহৃত পাত্র (অর্থাৎ আড়ি, সেরি ইত্যাদি যাহা ধান্যাদি মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। = **নাড়ি, নালি**।

তুম্বকটাহ (পুং) খাদ্যের জন্য অথবা জল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। = **কটাহতুম্ব**। ⇒ **কটাহ**।

তুম্বব নগর = **পবননগর**। ⇒ **পবননগর**।

তুম্বী (স্ত্রী) লম্বা অলাবু বা লাউ।

তুম্হ (সর্বনাম) তুমি। ⇒ **ত্বং**।

তুম্হাদিস (বিণ) [তুম্হে+আদিস] তোমার সদৃশ, তোমার ন্যায়।

তুম্হে (সর্বনাম, বহুবচন) তোমরা। ⇒ **ত্বং**।

তুয্হং—তোমাকে, তোকে, আপনাকে। ⇒ **ত্বং**।

তুয্হংপদানে ১ তোমার গুণ অনুসরণে। ২ তোমার পদচিহ্ন অনুসরণে। ⇒ **পদানে** (২)।

তুহাপদানে = **তুয্হংপদানে**। ⇒ **তুয্হংপদানে**।

তুর (বিণ) দ্রুতগামী, বেগবান, দ্রুত সম্পাদিত, দ্রুত, চটপটে, প্রাণবন্ত, সহজে, উত্তেজনাশীল।

তুরগ (পুং) "দ্রুতগামী" অর্থাৎ অশ্ব, ঘোড়া, তুরগ, দ্রুতগামী অশ্ব।

তুরগমন [তুর+গমন] দ্রুত গমন অর্থাৎ দ্রুতগামী অশ্ব। = **তুরগ**।

তুরঙ্গ = **তুরগ**। ⇒ **তুরগ**।

তুরঙ্গম [তুর+গম] = **তুরগমন**। ⇒ **তুরগমন**।

তুরতি (ক্রি) ত্বরিত করা, তরান্বিত হওয়া, দ্রুত সম্পাদিত হওয়া, চটপটে হওয়া, তাড়াতাড়ি করা বা হওয়া, দ্রুতগামী হওয়া, দ্রুত হওয়া। ⇒ **তুর**। (জাতক) **মা তুরিত্থো**—(নিষেধার্থে) তাড়াতাড়ি করিও না। (অ-বিণ) **তুরিত**।

তুরিত (বিণ) ত্বরিত, শীঘ্র, তৎমুহূর্তে, যখন তখন, দ্রুত, বেগবান, তড়িৎ, দ্রুতবেগে, হঠকারিতা সহকারে, তাড়াতাড়ি, ত্বরান্বিত। = **তুর, তরমানরূপ**। ⇒ **তরতি**।

তুরিত তুরিত (বিণ) ত্বরিত ত্বরিত, শীঘ্র শীঘ্র, অতি সত্বর, তাড়াতাড়ি। = **সন্তমন্ত**।

তুরিতং (ক্রি-বিণ) অতি তাড়াতাড়িভাবে, খুব দ্রুতভাবে, তরান্বিতভাবে, অতি শীঘ্র। ⇒ **তুবতং**।

তুরিয (ক্লী) সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যন্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, তূরী, তূর্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পঞ্চঙ্গিক তুরিয** অর্থাৎ পঞ্চবিধ বাদ্যযন্ত্র, যথা—**আতত তুরিয, বিতত তুরিয, আতত-বিতত তুরিয, ঘন তুরিয, সুসির তুরিয**। (বি-ভা) **নিম্মুরিসেহি তুরিযেহি পরিবারিযমান** (অথবা "**পরিচারিযমান**")—স্বর্গীয় সঙ্গীতে (বাদ্যসহ সঙ্গীতে) পরিবেষ্টিত বা আমোদিত হইয়া (বিনয়)।

তুরিয তাড়িত (বিণ) তূরীর শব্দ করে এমন, অঙ্গুলি স্ফোটন করে এমন। ⇒ **তাড়েতি**।

তুরিযসদ্দ (ক্লী) সঙ্গীত শব্দ, সঙ্গীত, অঙ্গুলি স্ফোটনের শব্দ।

তুরিযা ১ = **কোরিযা**। ⇒ **কোরিযা**। ২ রঙ্গালয়ে বাদ্যকারিণীদের স্থান অথবা স্ত্রীবাদ্যকারিণীর দল।

তুরী (স্ত্রী) মুরগি। = **মিগী** (থেরগাথা অর্থকথা)।

তুরুক্খ (বিণ) তুর্কী স্থানীয় বা তুরস্ক দেশীয়। (পুং) একপ্রকার ধূপ বা ধূপধুনাদির গন্ধ।

তুল (বিণ) তুলনীয়। ⇒ **তুলেতি**।

তুলন (ক্লী) তুলনাকরণ। = **তুলনা**।

তুলনা (স্ত্রী) তুলনা, দৃষ্টান্ত, সাদৃশ্য, উপমা, পরিমাণ, ওজন, হার, নির্দিষ্ট মূল্য, দর, স্থিরভাবে চিন্তা, বিচক্ষণতা, আলোচনা, বিচার, বিবেচনা, উদ্দেশ্য, কারণ, অন্যের

প্রতি বিবেচনা, পারিশ্রমিক, গুরুত্ব, ক্ষতিপূরণ, চুক্তির মূল কারণ। = **তুলন**।

তুলপিচু (বিণ) কার্পাস বা তুলার ন্যায় ধুনিত। (ক্লী) ধুনিত বা পিঁজা কার্পাস তুলা। = **তূলপিচু**। ⇒ **পোঠিত তুলপিচু**।

তুলসি = **তুলসী**। ⇒ **তুলসী**।

তুলসিগচ্ছ (পুং) তুলসী গাছ। = **তুলসী, তুড়সিগচ্ছ**।

তুলসিঘন—তুলসী বন।

তুলসিপন্ন (ক্লী) তুলসী পাতা। ⇒ **তুলসি**।

তুলসী (স্ত্রী) তুলসী, তুলসী বীজ, তুলসী গাছ, তুলসী নামক ছোট ছোট গাছ (ইহা গুল্মজাতীয় গাছরা বিশেষ)। = **তুলসিগচ্ছ, তুলসিগচ্ছ, তুলসি**। ⇒ **পন্ন** (১)।

তুলা (স্ত্রী) ১ তুলা, ভারের পরিমাণ, পরিমাণ দণ্ড, স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণ, শতপল পরিমাণ, তুলাদণ্ড, পাল্লা, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি, সমাবস্থা, ভারসাম্য, স্থৈর্য, জমাখরচের পূর্ণ সমতা, অতিরিক্ত ভার, জমাখরচের বাকি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তুলা নিক্খেপনায**। ২ উপরে উত্তোলন করিবার দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড, ভার বহন করিবার বাঁক বা কাষ্ঠদণ্ড, কিছু ঝুলাইয়া রাখিবার কাষ্ঠদণ্ড, বরগা, আড়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তুলা গোপানসী**। ৩ (চরিত্রে) পরিমাপ, পতাকা, নির্ধারিত বিধি (নিয়মাদি), নীতি বা আদর্শ, মান, ওজন, দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি পরীক্ষার মান, উৎকর্ষের পরিমাণ, আচরণ, বাক্যাদির রীতি (যাহা অভিপ্রেত), দর, নির্ধারিত মূল্য। (সংযুক্ত নিকায়) **তুলা পমাণ**। (তুলনীয়) **তুলনা**। ⇒ **তুলেতি**।

তুলাকূট (ক্লী) তুলাকূট, দ্রব্যাদির পরিমাণ বিষয়ে অন্যথাকারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়, পরিমাণে অন্যথা করণ, ওজনে কম দেওয়া, ওজনে বা পরিমাণে কম দিয়া কপটতা করণ, (নিক্তির) ওজনে কম দিয়া প্রবঞ্চনা করণ, ওজনে ঠকানো। (দীর্ঘনিকায়) **কংসকূট, মানকূট**। ⇒ **কূট** (১)।

তুলাদণ্ড (পুং) তুলাদণ্ড, পরিমাণ দণ্ড, নিক্তি, দাঁড়ি, পাল্লার দণ্ড বা যষ্টি, নিক্তির দণ্ড বা যষ্টি। ⇒ **তুলা**।

তুলাধুত্তক = **তুলাপুত্তক**। ⇒ **তুলাপুত্তক**।

তুলাপুত্তক (পুং) নিক্তিতে ওজন করিয়া স্বর্ণ বিক্রয়কারী স্বর্ণকার। = **তুলাধুত্তক**।

তুলিকা বিকতিকা (স্ত্রী) (বাঘ, সিংহ প্রভৃতির চিত্র) তুলি দ্বারা অঙ্কিত করা পশমের শয্যাবরণী। ⇒ **বিকতিকা**।

তুলিত (বিণ) তুলিত, চালিত, উৎক্ষিপ্ত, তোলা, পরিমিত, যাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, উপমিত, ওজনকৃত বা পরিমাপকৃত, মূল্য নিরূপিত, গণনাকৃত, পরস্পরের সম্বন্ধ পরীক্ষিত, বিবেচিত। ⇒ **তুলেতি**। (থেরীগাথা) **যত্তকং এসা তুলিত**—এই স্ত্রীলোকটির যতদূর তুলনা করা যায়; = **লক্খণঞ্ঞহি পরিচ্ছিন্ন** (থেরগাথা অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মিত**। ⇒ **ঞাত, তিরিত**।

তুলিয (পুং) বড় বাদুর, বড় জাতীয় বাদুর, কলাবাদুর। (বিণ) তুল্য, তুলনীয়, উপমেয়। = **তুল্য**।

তুলেতি (ক্রি) [√তুল+এ] ওজন করা, ভার ঠিক করা, টানিয়া তোলা, বিবেচনা করা, পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, আলোচনা করা, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ পরীক্ষা করা, তুলনা করা, তুল্য হওয়া, সম হওয়া, সমান হওয়া, অনুরূপ হওয়া, মাননসই বা মিল হওয়া, উপযোগী করা। (অতীত) **তুলেসি**। (অ-বিণ) **তুলিত**। (ব-বিণ) **তুলেত্ত, তুলিয, তুল্য**। (ক্রি-বি) **তুলেত্বা, তুলযিত্বা**।

তুলেতি তীরেতি (ক্রি) ⇒ **বিতুরেয্যতি**।

তুল্য (বিণ) তুল্য, তুলনীয়, উপমেয়, পরিমেয় বা পরিমাণের যোগ্য, সমান, সদৃশ, উপযোগী, উপযুক্ত, অনুরূপ, মূল্য নির্ধারণের যোগ্য, বিবেচনার যোগ্য। = **সমক**। ⇒ **তুল, তুলেতি**।

তুল্যতা (স্ত্রী) তুল্যতা, সমানতা, সমতা।

তুল্ল = **তুল্য**। ⇒ **তুল্য**।

তুলসি = **তুলসী**। ⇒ **তুলসী**।

তুলসিগচ্ছ = **তুলসিগচ্ছ**। ⇒ **তুলসিগচ্ছ**।

তুলসী = **তুলসী**। ⇒ **তুলসী**।

তুবং = **ত্বং**। ⇒ **ত্বং**।

তুবতং (ক্রি-বিণ) সত্বর, অবিলম্বে।

তুবট্টেতি (ক্রি) ভাগ করা, অংশ করা, অংশগ্রহণ করা, অংশীদার বা অংশভাগী হওয়া।

তুবত্তেতি (ক্রি) = **তুবট্টেতি**। ⇒ **তুবট্টেতি**।

তুবত্তব (ক্লী) বিবাদ, কলহ, ঝগড়া, বন্ধুবিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

তুস্সতি (ক্রি) [√তুস+য] তুষ্ট হওয়া, পরিতৃপ্ত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, প্রত্যয় জন্মানো, নিঃসন্দেহ হওয়া, পরিশোধ হওয়া, পূর্ণ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, সৌভাগ্যশালী হওয়া, ভাগ্যবান হওয়া, দক্ষ হওয়া, নিপুণ হওয়া, সুষ্ঠু হওয়া, সুখী হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, অনুকূল হওয়া, হৃষ্ট হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া। (তুলনীয়) **তুট্ঠ** (বিণ), **তুট্ঠি, তুণ্হী, তোস, তোসন, তোসেতি**। (অতীত) **তুস্সি**। (অ-বিণ) **তুট্ঠ**। (ব-বিণ) **তুস্সন্ত, তুস্সমান**। (ভ-বিণ) **তুট্ঠব্ব**। (ক্রি-বি) **তুস্সিত্বা**।

তুস্সন (ক্লী) সন্তুষ্টকরণ, সুখীকরণ, তুষ্টকরণ, আনন্দিতকরণ। (জাতক) **তুস্সনকারণ**—সন্তুষ্টির কারণে, আনন্দের কারণ সুখের কারণ।

তুহিন (ক্লী) শিশির, হিম, তুষার, জ্যোৎস্না।

তূণ (পুং) তূণ, তূণী, বাণ বা শর রাখিবার চোঙ্গা, তূণীর, শরধি।

তূণির = **তূণ**। ⇒ **তূণ**।

তূণী (স্ত্রী) তূণ, তূণী, বাণ রাখিবার চোঙ্গা, তূণীর, শরধি;

(সাহিত্যে) বাহক। = **তূণ**। (জাতক) **ধনুং তূণিঞ্চ নিক্‌খিপ্প**।

তূণীর (পুং) = **তূণী**। ⇒ **তূণী**।

তূরিয = **তুরিয**। ⇒ **তুরিয**।

তূল (ক্লী) তুলা, কাপাস, শিমূল তুলা, ঘাস বা পুষ্পগুচ্ছ। "**তূল**" ত্রিবিধ, যথা--**রুক্‌খতূল, লতাতূল, পোতকিতূল**। (জাতক) **বাতো তূলং ব ধংসযে**।

তূলপিচু (পুং) কাঁচা বা পেঁজা তুলা। (ক্লী) তুলা বা তুলা কার্পাস। = **তুলপিচু**। ⇒ **পিচু**।

তূলপুন্নিকা (স্ত্রী) গাদা বা তুলা আঁটা কোমল জুতা।

তূলসী = **তুলসী**। ⇒ **তুলসী**।

তূলিকা (স্ত্রী) তুলি, তুলিকা, বর্তিকা, চিত্রসাধনী, তূরী, তূলময়ী, শয্যা, চিত্রকরের তুলি, ঘাস অথবা পশম অথবা তূল আঁটা গদি বা তোষক। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তিন্নং তূলানং অঞ্ঞতর পুপ্ফ তূলিকা**।

তূলিনী (স্ত্রী) রেশমি সুতার গাছ।

তূলিয = **তুলিয**। ⇒ **তুলিয**।

তে (সর্বনাম, বহুবচন) তাহারা, ইহারা, উহারা। ⇒ **সো, সা, তং**। (বিণ) তিন, ৩। বিশেষণে সর্বদা যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যেমন--**তেভূমক, তেকটুল** ইত্যাদি।

তে-অসীতি (বিণ) ৮৩, তিরাশি।

তে-অস্‌সু—উহারাই, তাহারাই, সেইগুলিই। = **ত্যস্‌সু**। ⇒ **সু** (৩)।

তেকটুল (বিণ) (যাগু-সম্বন্ধে) তিনপ্রকার মসলাযুক্ত। তিনপ্রকার মসলা, যথা--**তিল, তণ্ডুল, মুগ্গ**।

তেকিচ্ছ (বিণ) আরোগ্য করা যায় এমন; (চরিত্রে) যাহাকে সাহায্য অথবা ক্ষমা করা যায় এমন, সংশোধনীয়।

তেচত্তালীসতি (বিণ) ৪৩, তেতাল্লিশ।

তেচত্তালীসতি (বিণ) ৪৩, তেতাল্লিশ।

তেচত্তালীসা (বিণ) ৪৩, তেতাল্লিশ।

তে চ পি—এমন কি এই সমস্তও, তাহারাও, ঐগুলিও, উহারাও।

তেচীবরিক (বিণ) (ভিক্ষু সম্বন্ধে) ত্রিচীবরিক, ত্রিচীবরধারী, যিনি ত্রিচীবর বা তিনখানা কাষায়বস্ত্র ধারণ করেন।

তেজ (পুং, ক্লী) তেজ, আলোক, দীপ্তি, তাপ, উষ্ণতা, তাপবোধ, ক্রোধ, সজীবতা, উত্তাপ, লালিমা, রক্তিমা, যে সময়ে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, কামোদ্দীপনা, প্রভাব, ক্ষমতা, প্রতাপ, তীক্ষ্ণতা, পরাক্রম, শক্তি, উজ্জ্বলতা, প্রভা, যশ, তেজ, প্রশংসা, গৌরব, গৌরবের বস্তু, জ্যোতির্মণ্ডল, প্রভাচ্ছটা, কর্মক্ষমতা, কর্তৃত্ব, শাসন, বল, কার্যকারণ শক্তি, বেগ, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বস্তু, কল চালাইবার শক্তি, প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্র, বীর্য, সামর্থ্য, মানসিক শক্তি, গণিতের শক্তি (ঘাত), অগ্নিশিখা, অগ্নি, উৎসাহ, প্রীতি, প্রচণ্ডতা, অগ্নিদাহ, কোপ, গোলানিক্ষেপ, উজ্জ্বল পদার্থ, আলোকের উৎস বা কারণ, দিন, চিত্রের আলোকি অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি, প্রত্যূষ, প্রকাশ, সুখের সময়, সৌভাগ্য, জ্ঞান, প্রকাশ্য দৃশ্য, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত লোক, দর্শন শক্তি, কর্মশক্তি, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, শক্তির উৎস, কোন দলের সংখ্যা, শক্তি বা পরমিাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশর্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, চারি মহাধাতুর মধ্যে একটি। চারি মহাধাতু, যথা--**পথবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু**। (ধর্মপদ) **সব্বং অহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা**। (জাতক) **সীলতেজ; পুঞ্ঞতেজ**। (করণকারকে) **তেজসা, তেজেন**। (তুলনীয়) **তপ, তপো**। যৌগিক শব্দে "**তেজ**" শব্দের পরিবর্তে "**তেজো**" হয়। ⇒ **তেজতে, তেজো**।

তেজতে—তেজাল হওয়া বা করা, ধারাল করা বা হওয়া, সূক্ষ্মাগ্র করা বা হওয়া, তীক্ষ্ণ করা বা হওয়া, প্রখর হওয়া, উগ্র করা বা হওয়া, তীব্র হওয়া, কর্কশ করা বা হওয়া, ব্যগ্র হওয়া, সুনির্দিষ্ট করা বা হওয়া, সতর্ক করা বা হওয়া, ধূর্ত হওয়া, আকস্মিক করা বা হওয়া, সরল করা বা হওয়া, খাড়া করা বা হওয়া, বিদ্ধ করা বা হওয়া, ডাঙ্গস মারা, খোঁচা মারিয়া উত্তেজিত করা, কষ্ট দেওয়া, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা। ⇒ **তিক্‌খ, তিখিণ, তিণ্হ, তিতিক্‌খতি, তিত্তক, তেজ**।

তেজন (ক্লী) তেজন, তীক্ষ্ণকরণ, শর, শরের তীক্ষ্ণাগ্র।

তেজবন্ত (বিণ) ১ তেজবান, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকাল, গৌরবময়, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক, বলশালী, শক্তিমান, ক্ষমতাবান, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ, রাজযোগ্য, মহত্ত্ববিশিষ্ট, উদার, মহৎ, মহান, অত্যুন্নত, মহিমাময়। ২ অগ্নিশিখাময়, উত্তপ্ত, উত্তেজিত, আলোড়িত, জ্বলন্ত।

তেজবন্ত = **তেজবন্ত**। ⇒ **তেজবন্ত**।

তেজস (ক্লী) তেজস্, তেজ, রশ্মি, জ্যোতি, আলোক, দীপ্তি, কিরণ, প্রতাপ, তীক্ষ্ণতা, প্রভাব, পৌরুষ, পরাক্রম, প্রাণ গেলেও অপমানাদি সহ্য করিতে না পারার অবস্থা। = **জাল** (২)। ⇒ **তেজ**।

তেজসাযুত (বিণ) [তেজস+আযুত] = **তেজসাযুত্ত**। ⇒ **তেজসাযুত্ত**।

তেজসাযুত্ত (বিণ) [তেজসা+যুত্ত] ভূষিত, সজ্জিত, অলঙ্কৃত, উষ্ণতাপূর্ণ। ⇒ **যুত**।

তেজিন (বিণ) আলোকিত, আলোক প্রাপ্ত, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, জমকাল, গৌরবময়, চমৎকার, অত্যন্ত সন্তোষজনক, অতিশয় চাকচিক্য, খুব উজ্জ্বল, মহিমাময়। = **তেজেন সমন্নাগত** (চূলনির্দেশ)।

তেজেতি (ক্রি) [√তেজ+এ] উত্তপ্ত করা, উত্তেজিত করা, আলোড়িত করা, তীক্ষ্ণ করা, ধারাল করা, ধার দেওয়া বা

তেজাল করা। (অতীত) **তেজেসি**। (অ-বিণ) **তেজিত**। (ব-বিণ) **তেজেত্ত**। (ক্রি-বি) **তেজেত্বা**।

তেজো (পুং) অগ্নি, উষ্ণতা। = **তেজ**। "**তেজো**" শব্দ সাধারণত "**তেজ**" শব্দের পরিবর্তে যৌগিক শব্দে ব্যবহৃত হয়, যথা—**তেজোধাতু, তেজো কসিণ** ইত্যাদি।

তেজোকসিণ (ক্লী) অগ্নি বা অগ্নিশিখাকে আলম্বন করিয়া ধ্যান বা ভাবনা। লৌকিক শমথ ভাবনায় দশবিধ কসিণ বা কৃৎস্ন ভাবনার মধ্যে ইহাও একটি ভাবনা। ⇒ **কম্মট্ঠান, কসিণ**।

তেজোধাতু (স্ত্রী) অগ্নি, অগ্নি বা অগ্নিশিখারূপ উপাদান, উত্তাপরূপ উপাদান, ছয় প্রকার উপাদানের মধ্যে একটি। ছয় প্রকার ধাতু বা উপাদান, যথা—**পথবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু, আকাসধাতু, বিঞ্ঞাণধাতু**। ⇒ **ধাতু** (২)।

তেজোমহাভূত—উত্তাপ বা অগ্নিরূপ মহা উপাদান। = **তেজোধাতু**।

তেত্তিংস (বিণ) [তযো+তিংস] ৩৩, তেত্রিশ। ⇒ **তযোতিংস, তাবতিংস**।

তেত্তিংসতি ৯বিণ) ৩৩, তেত্রিশ। = **তেত্তিংস**।

তে'ত্থ [তে+এত্থ] ইহাতে তোমার, এখানে তোমার। **কিং তে'ত্থ**—এখানে তোমার কি আছে? ইহাতে তোমার কি হইল?

তেদণ্ডিক (অঙ্গুত্তর নিকায়ে ব্রহ্মর্ষি সম্বন্ধে বর্ণনায়) তেপায়া চৌকি। = **কুণ্ডিকং থপনত্থায তিদণ্ডং গহেত্বা চরন্তো** (জাতক)। ⇒ **তিদণ্ড**।

তেধাতুক (ক্লী) ত্রি-উপাদান সম্বন্ধ অর্থাৎ ত্রিলোক। ত্রিলোক, যথা—**কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক**। = **তিলোক**। (নেত্তি) **তে ধাতুকে বিমুত্তি; = সব্বধি বিপ্পমুত্ত** (নেত্তি)।

তেন ১ (সর্বনাম, পুং, ক্লী, করণকারক, একবচন) তাহার দ্বারা, উহার দ্বারা। ⇒ **সো, তং**। ২ (ক্রি-বিণ) **ক** তথায়, সেখানে, সেই স্থানে, সেই সম্বন্ধে, তদ্দ্বারা। (দীর্ঘনিকায়) **যেন জীবকস্স অম্ববনং তেন পাযাসি**—যেখানে জীবকের আম্রবন আছে সেখানে উপস্থিত হইল; **যেন আবসথাগারং তেন উপসঙ্কমি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যেন বা তেন বা পলাযন্তি**—এখানে সেখানে অথবা যত্রতত্র পলায়ণ করে। খ তজ্জন্য, তাদৃশ, তেন, তবে এখন, অতএব, এরূপ হইলে, অতঃপর, সুতরাং, কিন্তু, সেইজন্য, সেই কারণে, এইরূপে, এই হেতু, এই কারণে। ইহা সর্বদা "**হি**" শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, যেমন—**তেন হি** (দীর্ঘনিকায়)।

তেনবুতি (বিণ) ৯৩, তিরানব্বই।

তেন সমযেন ⇒ **সময**।

তেন হি (অব্যয়) তাহা হইলে, যদি তাহা হয়, যদি তাই হয়, সেইরূপ হইলে, যদি উহাই হয়। ⇒ **তেন** [২ (খ)]।

তেপঞ্ঞাসতি (বিণ) ৫৩, তিয়ান্ন।

তেপঞ্ঞাসা (বিণ) ৫৩, তিয়ান্ন।

তেপিটক = **তিপেটক**। ⇒ **তিপেটক**। **তেপিটক ভিক্খু**—ত্রিপিটক শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু।

তেপিটকা—ত্রিপিটক নামক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। **তযোপিটকা**। ⇒ **পিটকা** (২)।

তেপিটকধর (বিণ, পুং) যাহার "সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম"—এই ত্রিপিটক তাঁর কণ্ঠস্থ আছে, যে ব্যক্তি ত্রিপিটক শাস্ত্র মুখস্থ কারক। = **পিটকধর**। ⇒ **পিটক** (২)।

তেভাতিক (বিণ) তিন ভাইয়ের, যাহারা তিন ভাই আছে, তিন ভাই আছে এমন, তিন ভাই মিলিয়া। তে **ভাতিক কম্ম**—তিন ভাইয়ের কার্য।

তেভূমক (পুং) ত্রিভূমি অর্থাৎ "কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি"—এই তিনটি ভূমি বা স্তরকে বলা হয় ত্রিভূমি। = **ত্রিলোক, তেধাতুক**। (বিণ) ১ ত্রিতল। **তেভূমক পাসাদ**—ত্রিতল প্রাসাদ বা দালান। ⇒ **ভূমক** (১)। ২ (পঞ্চস্কন্ধ-সম্বন্ধে) জ্ঞানাদির তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইয়াছে এমন। ⇒ **ভূমক** (৩)।

তেভূমকবট্ট—ত্রিভৌমিক বর্ত বা আবর্ত। ত্রিভৌমিক বর্ত, যথা—**কম্মবট্ট** (কর্মাবর্ত), **কিলেসবট্ট** (পাপাবর্ত), **বিপাকবট্ট** (কর্মের ফলপ্রাপ্তিস্বরূপ আবর্ত বা ফলাবর্ত)। ⇒ **তেবট্ট, বট্ট** (২)।

তেভূমকবট্ট সঙ্খাতং (ক্লী) "কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক"—এই ত্রিভূমিতে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করণ বা উৎপত্তি। = **মারবন্ধন**।

তেভূমিক (বিণ) = **তেভূমক**। ⇒ **তেভূমক, ভূমিক**।

তেমন (বিণ) সিক্ত, ভিজা, আর্দ্র। (ক্লী) আর্দ্রতা, বাদলা দিন, অবগাহন, স্নান, সিক্তকরণ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অগ্গিমহি তাপনং উদকে বা তেমনং**।

তেমাস (ক্লী) তিন মাস অর্থাৎ প্রায় এক ঋতু (বিশেষত বর্ষা ঋতুর চারিমাসের মধ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস)।

তেমীযতি (ক্রি) ভিজিয়া যাওয়া, আর্দ্র হওয়া, সিক্ত হওয়া, বৃষ্টিপাত হওয়া। (ব-বিণ) **তেমিযমান**। ⇒ **তেমেতি**।

তেমেতি (ক্রি) [√তিম+এ] ভিজাইয়া দেওয়া, সিক্ত করা, ভিজানো, স্নান করা, আর্দ্র করা। (অতীত) **তেমেসি**। (অ-বিণ) **তেমিত**। (ব-বিণ) **তেমেন্ত, তেমযমান**। (ভ-বিণ) **তেমেতব্ব**। (ক্রি-বি) **তেমেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **তেমীযতি**।

তেমেতব্ব (বিণ) সিক্ত করা কর্তব্য, স্নান করা উচিত, ভিজাইবার যোগ্য, আর্দ্র করিবার উপযুক্ত। ⇒ **তেমেতি**।

তেরস (বিণ) তের, ১৩, ত্রয়োদশ।

তেরসী—তের দিনের দিন, যেই তের দিন হইয়াছে সেই

দিন।

তেরোবস্‌সিক (বিণ) [তিরো+বস্‌স+ইক] এক ঋতু অথবা এক বৎসরের অধিককাল টিকিয়া থাকে এরূপ, এক বৎসর বয়স্ক; (বুদ্ধদত্ত মহাথেরের অভিধান মতে) ৩/৪ বৎসরের বয়স্ক, শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত, নষ্ট, হ্রাসপ্রাপ্ত। ⇒ **বস্‌সিক**। (সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ) **খেরো বস্‌সিকো**।

তেল (ক্লী) (সরিষা, তিল ইত্যাদির) তৈল, তেল বা রস। = **তিল তেলাদিক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সপ্পি বা তেল বা; তত্তেন পি তেলেন ওসিঞ্চন্তে**—শান্তিস্বরূপ মুখে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেওয়া। (পেতবত্থু) **তিণেন তেলং পি ন ত্বং অদাসি**—তুমি তৃণাগ্রেও তৈল দান কর নাই। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কলেবরানং বসাতেলঞ্চ**—মৃত দেহের বা শবের চর্বি এবং তেল। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তিলতেলং পাতুকাম**—তিলতৈল পানের ইচ্ছা; **পাকতেল**। (জাতক) **সততেল; সহস্‌স তেল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা), **পাদব্ভঞ্জন তেল** (পেতবত্থু অর্থকথা) **সাসপ তেল**। (সূত্রনিপাত) **সপ্পিতেল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **তেলমধু; তেলধঞ্ঞ**।

তেলক (ক্লী) = **তেল**। ⇒ **তেল**। (বিনয়) **সিঙ্খতেলক**।

তেল কোট্‌ঠাগার (ক্লী) তৈল ভাণ্ডার, তেলের দোকান, তেলের গুদাম।

তেলঘট (পুং) তৈলঘট, তেলের কলসী।

তেলচক্ক = **তেলযন্ত**। ⇒ **তেলযন্ত**।

তেলচাটি (স্ত্রী) তৈলপাত্র, তেলের পাত্র, তৈলাধার, তেল রাখার পাত্র। ⇒ **চাটি**।

তেলচাটী (স্ত্রী) বড় তৈলাধার। = **তেলচাটি**।

তেলদোণী (স্ত্রী) তৈলপাত্র। **আয়সা তেলদোণী**—লৌহনির্মিত তৈলপাত্র। ⇒ **দোণী**।

তেলধঞ্ঞ—তৈল এবং ধান্য (অর্থাৎ মুদির দোকান সম্বন্ধীয়)। ⇒ **তেল**।

তেল ধূপিত (বিণ) (পিঠা সম্বন্ধে) তেলের স্বাদযুক্ত, তৈলের সুগন্ধিযুক্ত, সুগন্ধি তৈলে সুবাসিত। ⇒ **ধূপিত**।

তেলনালি (স্ত্রী) তৈল রাখার নল বা চুঙ্গি, তেলের চুঙ্গি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেলনালি উদকতুম্ব**। = **তেলনালী**।

তেলনালি = **তেলনালি**। ⇒ **তেলনালি**।

তেলনালী (স্ত্রী) তৈলের আধার, তেল রাখিবার বোতল। = তেলনালি। ⇒ নালী।

তেলপজ্জাত (পুং) তৈলপ্রদীপ। = **তেলপদীপ**। ⇒ **পজ্জোত**।

তেলপদীপ (পুং) তৈলপ্রদীপ। = **তেলপজ্জোত**। ⇒ **পদীপ** (২)।

তেলপাক (পুং) "তৈলপাক", তৈলকৃথন, তেলের কৃথন, (তৈল ফুটাইয়া নিষ্কাশিত) ক্বাথ, তৈলক্বাথ, সুরাসার বা স্পিরিটে মিশ্রিত তৈল, তৈলাক্ত মদ বা সরাব। ⇒ **পাক** (১)।

তেলপিঞ্ঞাক—খৈল, খইল। = **দোণীনিস্মিজ্জন**।

তেলপিলোতিকা (স্ত্রী) তৈলমাখানো বা তৈলে ভিজানো নেকড়া বা ছিন্নবস্ত্র, তৈলে ডুবানো জীর্ণবস্ত্র, তৈল মাখানো বস্ত্রখণ্ড। ⇒ **পিলোতিকা**।

তেলমক্খণ (ক্লী) তৈলে মৃক্ষণ, তৈললিপ্তকরণ, তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করণ, তৈল লাগানো বা মালিশকরণ, তৈল মাখা, (শরীরকে) তৈলসিক্ত করণ। ⇒ **মক্খণ** (২)।

তেলমক্খন = **তেলমক্খণ**। ⇒ **তেলমক্খণ**।

তেলমিঞ্জক (ক্লী) ১ তৈলকন্ধজ, তেলের কাইট, খইল, খৈল। = **দোণীনিস্মিজ্জন**। ২ তৈল বীজের মধ্যাংশ অর্থাৎ বীজের শাঁসের উপরিভাগে যে লালবর্ণের একটি পাতলা পর্দা থাকে উহা। ⇒ **মিঞ্জক**।

তেলমধু—তৈল এবং মধু। ⇒ **তেল**।

তেলযন্ত (ক্লী) তেলের ঘাণি, তৈল বাহির করিবার যন্ত্র। = **তেলচক্ক**। ⇒ **যন্ত**।

তেলবাণিজ্জা (পুং, বহুবচন) তৈল-বাণিজ্য, তেলের ব্যবসায়।

তেলহোম—তৈল দ্বারা হোম, তৈলের নৈবেদ্য, তৈল পূজা।

তেলিক (পুং) তেলি, তৈল ব্যবসায়ী লোক, তেলের সওদাগর।

তেলিয (বিণ) তৈলাক্ত, তৈলমিশ্রিত, তৈলময়, তৈলবৎ; (বাক্য বা ব্যবহার-সম্পর্কে) অত্যন্ত শিষ্ট, তোষামুদে।

তেল্লস (বিণ) ১৩, তের। = **তেড়স** (২), **তেরস**।

তেল্‌স (বিণ) ১ ১৩, তের। = **তেরস**, **তেল্লস**। ২ = **তেরসী**। ⇒ তেরসী।

তেব [তং+এব] উহাকে, তাহাকে।

তেবট্ট—তিন প্রকার বর্ত বা আবর্ত। = **তেভূমকবট্ট**।

তেবাচিক (বিণ) ("সরণগত"-সম্বন্ধে) তিনবার বলিতে হয় এরূপ, মাত্র "বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ—এই তিনটি কথা বলে বা শব্দ উচ্চারণ করে অর্থাৎ "বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ"—এই তিনটি মূল সারকথা বলে এমন।

তেবিজ্জ (বিণ) ১ ত্রিবিদ্য, ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী, ত্রিজ্ঞানে পারদর্শী, ত্রিবিষয়ে অভিজ্ঞ, তিন প্রকার বিদ্যা জ্ঞানে এমন। বৌদ্ধমতে ত্রিবিদ্যা, যথা—**ইদ্ধি, চেতো পরিযঞ্ঞাণ, আসবানং খযঞ্ঞাণ**। ⇒ **তেবিজ্জা, বিজ্জ, বিজ্জা**। ২ (বৈদিকমতে ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানে) ত্রিবেদ পারদর্শী, ত্রিবেদে অভিজ্ঞ। বৈদিকমতে ত্রিবিদ্যা, যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ। ⇒ **তিবেদ**।

তেবিজ্জক (বিণ) = **তেবিজ্জ**। ⇒ **তেবিজ্জ**। (পুং) ১ ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তি (অর্থাৎ বুদ্ধ বা অর্হৎ)। ⇒ **তেবিজ্জা, তেবিজ্জ** (১), **বিজ্জা**। ২ যে ব্যক্তি ত্রিবেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে। ⇒ **তিবেদ, তেবিজ্জ** (২)।

তেবিজ্জতা (স্ত্রী) ১ ত্রিবিদ্যা-সম্বন্ধে জ্ঞান। ⇒ **তেবিজ্জ** (১), **তেবিজ্জা**। ২ ত্রিবেদ-সম্বন্ধে জ্ঞান। ⇒ **তেবিজ্জ** (২), **তিবেদ**।

তেবিজ্জা (স্ত্রী) ১ ত্রিবিদ্যা, ত্রিবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকার। ত্রিবিদ্যা, যথা—**ক পুব্বনিবাসানু সতি ঞাণ** (পূর্ব পূর্ব জন্মের অবস্থান সম্বন্ধে সর্ববিষয় জানার জ্ঞান), **খ সত্তানং চুতি-উপ্পত্তি ঞাণ** (সত্ত্বগণের মধ্যে কে কোথায় মরিতেছে, কে কোথায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং তাহার অদৃষ্ট বা কেমন হইতেছে বা হইবে ইত্যাদি জানার জ্ঞান), **গ মগ্গঞাণ** (দুঃখের মূলহেতু দর্শন, উহা দর্শন করিয়া উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় দর্শন অর্থাৎ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ দর্শনের জ্ঞান); কিন্তু "**ভয়বেরব**" সূত্র মতে ত্রিবিদ্যা, যথা— **ক** পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ, **খ** জীবগণ মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে তাহা জানা, **গ** কামাদি "**আসব**" (পাপ) ক্ষয়ের জ্ঞান বা মুক্তি জ্ঞান। ⇒ **তেবিজ্জ** (১), **বিজ্জা**। ২ ত্রিবেদ বা ত্রিবেদে জ্ঞান। ⇒ **তেবিজ্জ** (২), **তিবেদ**।

তেবীস (বিণ) ২৩, তেইশ।

তেবীসতি (বিণ) ২৩, তেইশ।

তেসট্‌ঠি (বিণ) ৬৩, তেষষ্টি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জম্বুদীপে তেসট্‌ঠিযা নগর সহস্সেসু**।

তেসত্ততি (বিণ) ৭৩, তিয়াত্তর।

তোমর (পুং, ক্লী) তোমর, অস্ত্রবিশেষ, লৌহশাবল, হস্তক্ষেপ্য দণ্ডবিশেষ, রায়বাঁশ, লৌহফলকযুক্ত বল্লম, বর্শা, বল্লম, শড়কি, (হস্তীতাড়াইবার) বর্শা। (দীর্ঘনিকায়) **তুত্ত তোমর**। (পুং) বর্শাধারী ব্যক্তি, বিদ্ধকারী ব্যক্তি বা ব্যাধ।

তোমর যট্‌ঠি—অঙ্কুশ। ⇒ **যট্‌ঠি** (১)।

তোমর হত্থ (বিণ) অস্ত্রধারী, বর্শা বা বল্লমধারী, বর্শা বা বল্লম হাতে আছে এমন। = **তুত্তহত্থ**।

তোয (ক্লী) তোয়, জল। = **উদক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুণ্ডরীকং** (অথবা "**পদুমং**") **তোযেন ন উপলিপ্পতি**। (চূলনির্দেশ) **তোয বুচ্চতি উদকং**।

তোরণ (ক্লী) তোরণ, বহির্দ্বার, ফটক, সদর দরজা, সদর দরজার চৌকাঠ, দ্বারাগ্রে নিখাত স্তম্ভদ্বয়োপরি নানা রত্নময় ধনুর্বাকার কাষ্ঠ, বারাণ্ডা, চাঁদনী। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বারকোট্‌ঠক পাসাদস্স নামং তোস**—(পুং) তোষ, তোষণ, সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, আহ্লাদ, পরিতোষ, সন্তুষ্টির বিষয় বা বস্তু, আনন্দ, উল্লাস, আনন্দের কারণ। = **তোসণ**।

তোসণ (ক্লী) সন্তুষ্টকরণ, সন্তোষোৎপাদন, তোষণ, সন্তোষসাধন বস্তু। = **তোস**। (বিণ) সন্তোষযুক্ত।

তোসতি (ক্রি) সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত করা, তোষণ করা, পরিতুষ্ট করা, আনন্দিত করা। (করণে) **তোসেতি, তোসাপেতি**।

তোসন = **তোসণ**। ⇒ **তোসণ**।

তোসনা (স্ত্রী) = **তোসাপন**। ⇒ **তোসাপন**।

তোসাপন (ক্লী) সন্তুষ্টকরণ, আনন্দিতকরণ। = **তোসণ**। (বিণ) সন্তোষযুক্ত, আনন্দ প্রদান করে এমন, সন্তোষ সাধন করে এমন।

তোসাপেতি (ক্রি) আনন্দিত করা, সন্তুষ্ট করা, সুখ দেওয়া, সুখী করা। (অতীত) **তোসাপেসি**। (অ-বিণ) **তোসাপিত**। = **তোসতি**। ⇒ **তোসেতি**।

তোসেতি (ক্রি) সন্তুষ্ট করা। = **তোসাপেতি**। (তুলনীয়) **পরিতোসেতি**। ⇒ **তোসতি**। (অতীত) **তোসেসি**। (অ-বিণ) **তোসিত**। (ব-বিণ) **তোসেন্ত, তোসযমান**। (ক্রি-বি) **তোসেত্বা**।

তোসিত (বিণ) সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, আনন্দিত। ⇒ **তোসেতি**।

থীঘাতক (বিণ, পুং) [স্ত্রী+ঘাতক] স্ত্রীঘাতক, নারীঘাতক। = **ইত্থীঘাতক**।

ত্য—এই, সেই। (অধিকরণ কারক একবচনে) **ত্যম্হি**; (বহুবচনে) **ত্যাসু**; (জাতক অর্থকথায়) **তাসু**।

ত্যত্থু [তে+অত্থু] তোমাতে হউক, তোমার প্রতি হউক, তোমাকে হইতে দাও, তোমার প্রতি (ইহা) হইতে দাও। **ত্যত্থু নমো**—তোমাকে নমস্কার।

ত্যাসু—ইহাদের মধ্যে, উহাদের মধ্যে। ⇒ **ত্য**।

ত্যাস্সু [তে+অস্সু] = **তে অস্সু**। ⇒ **তে অস্সু**।

ত্রাপযতি = **জাপযতি**। ⇒ **জাপযতি**।

ত্রিপিট = **পিটকত্তয**। ⇒ **পিটকত্তয**।

ত্রিপিটক = **ত্রিপিট**। ⇒ **ত্রিপিট**।

ত্রেপিটক = **ত্রিপিটক**। ⇒ **ত্রিপিটক**।

ত্বং (সর্বনাম, মধ্যম পুরুষ, একবচন) তুমি। = **তুবং**। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **ত্বং, তং, তবং, তুবং** ("**তুবং**" শব্দ গদ্য ও পদ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পদ্যে বহুবচনার্থে); (বহুবচনে) **তুম্হে, বো**। কর্ম (একবচনে) **তং, তবং, ত্বং, তুবং, তযং**; (বহুবচনে) **তুম্হে, তুম্হাকং, বো**। করণ (একবচনে) **তে, তযা, ত্বযা**; = **ভোতিযা** (পেতবত্থু অর্থকথা); (বহুবচনে) **তুম্হেহি, তুম্হেভি, বো**। সম্প্রদান (একবচনে) **তে, তব, তুযং, তুয্হং, তুম্হং**; (বহুবচনে) **তুম্হাকং, তুম্হং, বো**। অপাদান (একবচনে) **তে, তযা, ত্বযা**; (বহুবচনে) **তুম্হেহি, তুম্হেভি, বো**; সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **তে, তব, তুযং, তুয্হং, তুম্হং**; (বহুবচনে) **তুম্হাকং, তুম্হে, বো**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **তযি, ত্বযি**; (বহুবচনে) **তুম্হেসু**। কারণ নির্ণয় লিঙ্গত্রয়ে সমান।

ত্বাতং = **তুবতং**। ⇒ **তুবতং**।

ত্বেব [তু+এব] তত্রাচ, সে যাহা হউক, তথাপি, কিন্তু, এমন কি এইরূপ। ⇒ **তু**।

থ

থ—ত-বর্গের দ্বিতীয় ব্যঞ্জন দন্ত্যজ অঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্ত্যজ বর্ণ বলে।

থকন (ক্লী) আবরণ, ঢাকনা, বন্ধকরণ, সম্পাদন, সমাপ্ত, লুকানো, থামা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সংবর থকন**। ⇒ **থকেতি**।

থকেতি (ক্রি) [√থক+এ] বন্ধ করা, সমাপ্ত হওয়া বা করা, বেষ্টন করা, একত্র করা, মিলিত করা বা হওয়া, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, নিমীলিত করা, বন্ধ করা, সঙ্কোচিত করা, গুটানো, বহির্ভূত করা। ⇒ **দ্বার** (১)। (বিনয়) **দ্বারং থকেতি**—দরজা বন্ধ করা; **কণ্ণগূথকেহি কণ্ণা থকিতা হোন্তি**—কর্ণমলে কর্ণ দুইখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে; **বাতপাল থকেতি**—জানালা বন্ধ করা। (জাতক) **সব্বে অপিহিতা দ্বারা থকেন্তি**—সমস্ত খোলা দরজা বন্ধ করে; **অপিধা থকেতি**—মসৃণ প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত করে (অর্থাৎ ঘরের দেওয়াল ইত্যাদিতে সুন্দর মসৃণ পাথর বসানো)। (অতীত) **থকেসি; = থপেসি, ঠপেসি। ছিদ্দং মালাগুড়েন** (অথবা "**মালাগুলেন**") **থকেসি**। (অ-বিণ) **থকিত**। (ব-বিণ) **থকেন্ত**। (ক্রি-বি) **থকেত্বা**।

থঞ্ঞ (ক্লী) মাতৃদুগ্ধ, মায়ের দুধ। ⇒ **থঞ্ঞং পাযেতি**। (থেরীগাথা) **মধুরথঞ্ঞ**। ⇒ **থন**।

থণ্ডিল (ক্লী) শক্ত প্রস্তরময় ভূমি, গিরি, ঢিবি, আলি, জাঙ্গাল, দুর্গের প্রাচীর, বপ্র, ছোট ছোট পাহাড়। (বিণ) উলঙ্গ, অনাবৃত, মুক্ত, সামান্য, যৎসামান্য, খালি, ফাঁকা, নিরলঙ্কৃত, আসবাবহীন, কেবল, অণুমাত্র, প্রকাশিত; (পেতবত্থু অর্থকথা অনুসারে) কঠিন, শক্ত, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর। = **খরকঠান ভূমিপ্পদেস** (পেতবত্থু অর্থকথা)।

থণ্ডিল সাযিকা (স্ত্রী) অনাবৃত স্থানে শয়ন, কঠিন শয্যায় শয়ন, ফাঁকা বা উন্মুক্ত স্থানে শয়ন।

থণ্ডিল সেয্যা (স্ত্রী) অলঙ্কারহীন বা অসজ্জিত শয্যা, উন্মুক্ত স্থানে ভূমি শয্যা, মৃত্তিকা বা তৃণ শয্যা।

থদ্ধ (বিণ) ১ (সাহিত্যে:—) **ক** স্তব্ধ, স্তম্ভিত, জড়ীভূত, অস্পন্দ, মূর্ছিত, দৃঢ়ীভূত, কঠিত, শক্ত, দৃঢ়, রূঢ়, দুর্বোধ্য, নির্দয়, লবণাক্ত, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, বিস্বাদ, কঠোর, দারুণ, অনমনীয়, স্থির, স্থির সঙ্কল্প, অদম্য, দুর্দমনীয়, কর্কশ, রুক্ষ, একগুঁয়ে, কতকটা শক্ত, অনম্য, অবিনীত। (বিপ) **মুদুক**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **থদ্ধলক্খণ**। = **উজ্ঝঙ্গল**। ২ (চরিত্রে:—) কঠিনীকৃত, নির্দয়, পাপাচরণে অভ্যস্ত, কঠিন, পাষাণ হৃদয়, একগুঁয়ে, জমাটবাঁধা, কড়াপরা, অনুভূতিহীন, সহানুভূতিহীন, অপরের দুঃখাদিতে উদাসীন, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব। (দীর্ঘনিকায়) **মানথদ্ধ; থদ্ধ অতিমানিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুহ থদ্ধ লপ**। ⇒ **গোত্তথদ্ধ**। **খ** মন্থর, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন। (বিপ) **লহুক**। ⇒ **থম্ভেতি, থম্ভ, থূণ**।

থদ্ধ অতিমানিন (বিণ) পাষাণহৃদয় এবং সম্ভ্রমশীল, একগুঁয়ে প্রশস্তমনা, স্বার্থপর মনস্বী। ⇒ **থদ্ধ** (২ক)।

থদ্ধমচ্ছরিন (বিণ) অনমনীয় বা অদম্য মাৎসর্য পরায়ণ, দারুণ লোভী, একগুঁয়ে ভীষণ স্বার্থপর। = **থদ্ধমচ্ছরী**।

থদ্ধমচ্ছরী (বিণ) অত্যন্ত কৃপণ। = **তদ্ধমচ্ছরিন**।

থদ্ধলক্খণ (ক্লী) কর্কশ লক্ষণ, অদম্য লক্ষণ, অনম্য লক্ষণ, স্থির লক্ষণ, কঠিন বা কঠোর লক্ষণ। ⇒ **থদ্ধ** (১)।

থদ্ধহদয (বিণ) পাষাণ হৃদয়, কঠিন হৃদয়, শক্ত অন্তর, কঠিন মন।

থন (ক্লী) স্তন, বক্ষোজ, পয়োধর, কুচ, মাই, স্ত্রীলোকের বক্ষ বা স্তন, স্ত্রীজাতীয় পশুর দুধের বাঁট বা পালান।

থনং ⇒ **থুনাতি**।

থনক (ক্লী) ছোট স্তন, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার স্তন।

থনগ্গ (ক্লী) স্তনের বোঁটা বা কলি, স্তনবৃন্ত, চুচুক, স্তনমুখ। = **থনমুখ**।

থনপ (পুং, ক্লী) দুগ্ধপোষ্য শিশু, দুধের ছেলে বা মেয়ে, অতি শিশু, স্তনপায়ী শিশু, স্তনপ।

থনমুখ (ক্লী) স্তনমুখ, স্তনাগ্র, স্তনশিখা। = **থনগ্গ**।

থনযতি (ক্রি) [√থন+অয] গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা, বজ্রধ্বনি করা, বজ্রের মতো শব্দ করা, উচ্চধ্বনিতে প্রকাশ করা, তীব্র নিন্দা করা। (অতীত) **থনযি**। (ব-বিণ) **থনযন্ত**। =

থনযুগল (ক্লী, বহুবচন) স্তনযুগল, স্তনদ্বয়। ⇒ **যুগল**।

থন-সিত-দারক (পুং) = **থনপ**। ⇒ **থনপ, সিত**।

থনিত (ক্লী) মেঘগর্জন, বজ্রধ্বনি, ভীমনাদ, উচ্চশব্দ, ভীতি প্রদর্শন বা নিন্দাসূচক বাক্য। (বিণ) স্তনিত, শব্দিত। ⇒ **থনেতি**।

থনিন (বিণ) যে স্ত্রীলোকের স্তন আছে, স্তন আছে এমন। (সূত্রনিপাত) **তিস্বরু থনিন**। (জাতক) **পুচিমন্দ থনিন**।

থনেতি (ক্রি) [√থন+এ] বজ্রধ্বনি করা, বজ্রের মত শব্দ করা, উচ্চধ্বনিতে প্রকাশ করা, তীব্র নিন্দা করা, গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা। (সংযুক্ত নিকায়) **মেঘো থনযং থনেতি; থনেতি দেবো। মেঘো থনযিত্বা**। (অতীত) **থনেসি**। (অ-বিণ) **থনিত**। (ব-বিণ) **থনেন্ত**। (ক্রি-বি) **থনযিত্বা, থনেত্বা**। ⇒ **গজ্জতি, থুনতি**।

থপতি (পুং) ১ স্থপতি, গৃহনির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপক, শিল্পী, সূত্রধর, ছুতারমিস্ত্রি। ২ উপদর্শক, কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

থপেত্বা = ঠপেত্বা। ⇒ **ঠপেত্বা**।

থবক (পুং) স্তবক, গুচ্ছ, থলো, সমূহ, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, কাঁদি, রাশি, একত্র সংবদ্ধ বা একসঙ্গে বর্ধমান দ্রব্যসমষ্টি।

থব্ভ (ইহার পাঠ) **পরত্থম্ভ**। = **পরত্থদ্ধ**। ⇒ **পরত্থদ্ধ**।

থম্ব (পুং) = **থম্ভ**। ⇒ **থম্ভ**।

থম্ভ (পুং) ১ স্তম্ভ, খুঁটি, থাম। (দীর্ঘনিকায়) **মজ্‌ঝিমং থম্ভং নিস্‌সায**। (বিমানবত্থু) **বেলুরিয থম্ভ**—(বিমানের) বৈদূর্যমণি দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থম্ভতুলা গোপানসী**। ২ চরিত্রে:—স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, একগুঁয়েমি, কপটতা, ভান, ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, স্থায়িত্ব, অচলতা, কঠিনতা, দৃঢ়তা, দুর্বোধ্যতা, নির্দয়তা, রূঢ়তা, স্তম্ভিত অবস্থা, হতচেতন ভাব, বিহ্বলতা, অবিচলনীয়, স্থিরতা। (তুলনীয়) **থদ্ধ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **থম্ভো'তি থদ্ধভাবো**। (বিভঙ্গ) **থম্ভ থম্ভনা থম্ভিত্তং কক্‌খলিয়ং ফারুলিয়ং উজুচিত্ততা (অনুজুচিত্ততা?) অমুদুতা**। ৩ আঁটিবদ্ধ তৃণ, একগুচ্ছ তৃণ, তৃণগুচ্ছ।

থম্ভক (পুং) তৃণগুচ্ছ। = **থম্ভ** (৩), **গুম্ব**।

থম্ভতি (ক্রি) = **উপত্থম্ভতি, পটিত্থম্ভতি**। ⇒ **উপত্থম্ভতি, পটিত্থম্ভতি**। (ব-বিণ) **থম্ভমান**। (করণে) **থম্ভেতি**।

থম্ভনা (স্ত্রী) স্তম্ভন, স্থিরতা, স্থিরসঙ্কল্পতা, কাঠিন্য, কঠিনতা, দৃঢ়তা, অচলতা, নিবারণ, থামানো, অবরোধ, স্থিরীকরণ, দৃঢ়ীকরণ, জড়ীভূতকরণ, রক্তের গতি বা চলাচল রোধ।

থম্ভমান (বিণ) (ঔদ্ধত্য বা গর্ব অর্থে) ঔদ্ধত্যযুক্ত, গর্বযুক্ত, অহঙ্কারী। ⇒ **থম্ভতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাঠেয্যং থম্ভমান সারম্ভো মানো**। (সূত্রনিপাত) **থম্ভমান মদ;** (মারসৈন্যগণের মধ্যে একজন, যেমন—) **মক্‌খো থম্ভমান তে অট্‌ঠমো**।

থম্ভিতত্ত (ক্লী) ১ কাঠিন্য, কঠিনতা, দৃঢ়তা, দুর্বোধ্যতা, নির্দয়তা, রূঢ়তা, দুঃসাধ্যতা, অন্যায়পরতা, একগুঁয়েমি, অবিচলনীয় স্থিরতা। = **থম্ভ** (২)। ২ উঠতি-পড়তি, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, স্ফীত হওন, স্ফীতকরণ, গর্ব ("**কায়োধাত**" সম্বন্ধে ধর্মসঙ্গণী বর্ণনায়)। = **ছম্ভিতত্ত**। "**বিচিকিচ্ছা**" সম্বন্ধেও বিভঙ্গ বর্ণনায় "**ছম্ভিতত্ত**" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

থম্ভিন (বিণ) একগুঁয়ে, দুর্দম্য, অনমনীয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

থম্ভেতি (ক্রি) = **থম্ভতি**। ⇒ **থম্ভতি**। (অ-বিণ) **থদ্ধ**।

থরণ (ক্লী) বিকীর্ণ অবস্থা, ছড়ানো অবস্থা, বিস্তারকরণ, বিস্তৃতি, বিস্তার করার কাজ। (যৌগিকে) **অস্‌সত্থরণ; ভুম্মত্থরণ; রত্থত্থরণ; হত্থত্থরণ** ইত্যাদি। ⇒ **অত্থরণ**।

থরতি (ইহা কেবল যৌগিকে ব্যবহৃত শব্দ, যেমন—) **অবত্থরতি, আত্থরতি**। (অ-বিণ) **থিন্ন**।

থরু (পুং) খড়্গাদির বাঁট, তলোয়ারের বাঁট, অস্ত্রাদি ধরিবার হাতল। জাতকে কিন্তু ইহার "তলোয়াড়" অর্থও গ্রহণ করা হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **থরুমূল; অসিমূল**। (বিনয়) **থরুম্হি সিক্‌খতি**—তলোয়ার বা অসি ধরা শিক্ষা করা।

থরুগ্গহ (পুং) অসিধারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অসির বাঁট বা হাতল বহন করিয়া নেয়, অসি ব্যবসায়ী ব্যক্তি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধনুগ্গহ থরুগ্গহ**। (বিণ) অসিধারী, অসি ব্যবসায়ী।

থরুমূল (ক্লী) খড়্গ বা অস্ত্রাদির বাঁট, খড়্গ বা অস্ত্রাদি ধরিবার হাতল। ⇒ **থরু**।

থরুসিপ্পা (স্ত্রী) অসি চালনায় দক্ষতা, তরবারি দ্বারা যুদ্ধে নিপুণতা।

থল (ক্লী) ১ স্থল, স্থান, জায়গা, প্রদেশ, উচ্চস্থান, অধিকতা, জলশূন্য অকৃত্রিম ভূমি, ভূমি, কূল, কিনারা, পার, শুষ্ক ভূমি, উচ্চভূমি, শক্তভূমি, মালভূমি। (বিপ) **নিম্ন** (ক্লী), **জল**। = **উন্নত পদেস**। ২ তরবারির বাঁট, অসি কোষ, তরবারির খাপ। এই পাঠ কিন্তু অনিশ্চিত।

থলগোচর (বিণ) স্থলচর, স্থলবাসী, ভূমিবাসী, যাহারা স্থলে বাস করে। (বিপ) **জলগোচর**।

থলজ (বিণ) স্থলজ, স্থলে উৎপন্ন। (বিপ) **জলজ, বারিজ, উদকরূহ**। = **যোধিকাদিকা**।

থলট্‌ঠ (বিণ) স্থলস্থ, স্থলে উৎপন্ন, স্থলীয়, স্থল-সম্বন্ধীয়, স্থানীয়, ভূমি-সম্বন্ধীয়, কূলের উপর আছে এমন, স্থলে বা উচ্চভূমিতে অবস্থিত। (বিপ) **উদকট্‌ঠ**।

থলত্থ = **থলট্‌ঠ**। ⇒ **থলট্‌ঠ**।

থলনিয্যামক (পুং) স্থলপথের পথপ্রদর্শক। ⇒ **নিয্যামক**।

থলপথ (পুং) স্থলপথ। (বিপ) **উদকপথ, জলপথ**।

থলপথকম্মিক ⇒ **কম্মিক** [পুং(১)]।

থব (পুং) স্তব, স্তুতি, প্রশংসা, গুণবর্ণন, গুণকথন, কোনও লোকের প্রশংসা করিয়া কথন বা লিখন।

থবতি (ক্রি) [√থু+অ] প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, অত্যন্ত প্রশংসা করা। ⇒ **থুত, থুতি, থোম, থোমেতি**। (অতীত) **থবি**। (অ-বিণ) **থুত, থবিত**। (ব-বিণ) **থবমান**। (ক্রি-বি) **থবিত্বা**। (তুম) **থুতুং = থোমেতুং**। (করণে) **থবেতি**।

থবিকা (স্ত্রী) থলি, টাকার থলি, গেঁজিয়া, টাকা, অর্থ, ধনাগার, কোষাগার, পথিক ও সৈন্যদিগের বোঁচকা, স্থলী, তাম্বু, পটবাস, টিবি। (বিনয়ে বর্ণনায়) ভিক্ষুদের পাত্র বহন করার থলি; **পরিস্‌সাবনানি পি থবিকাযো পি পূরেত্বা; পত্তে পরিস্‌সাবনানি থবিকা**। (জাতক) **পত্তং থবিকায পক্‌খিপিত্বা; পত্তং থবিকায ওসারেত্বা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পত্ত থবিকতো পরিস্‌সাবনং নীহরিত্বা**। (টাকা লওয়ার থলিরূপে জাতকে) **সহস্‌স থবিকা**—সহস্র মুদ্রার বা টাকার থলি।

থবির (বিণ, পুং) স্থবির বয়সের, প্রৌঢ় বয়সের। = **থের,**

স্থবির। (পুং) স্থবির ভিক্ষু। ⇒ **থাবরেয্য**।

থবির ভিক্‌খু (পুং) স্থবির ভিক্ষু। = **থেরভিক্‌খু, স্থবির ভিক্‌খু**।

থাম (পুং) বল, শক্তি, সামর্থ্য, শক্তির উৎস, দৈহিক শক্তি, কোন দলের সংখ্যা বা শক্তি অথবা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা, বীর্য, তেজ, কর্তৃত্ব, কর্মক্ষমতা, শাসন, প্রভাব, মানসিক শক্তি, দাঁড়াইবার ক্ষমতা, সৈন্যবল, প্রভূত প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রভূত প্রভাশালী রাষ্ট্র, কাজ করিবার শক্তি, প্রতিবন্ধের ক্ষমতা বা শক্তি, প্রতিরোধ বা প্রতিরোধের শক্তি, স্থির সঙ্কল্পতা, স্থিরতা। (করণ কারকে) **থামেন, থামসা, থামুনা**। (যৌগিকে) **থামবল; থামবলজব; থামবলবিরিয; থামসম্পন্ন; থামমহত্ত**।

থামক (বিণ) বলসম্পন্ন, শক্তিবান, শক্তিশালী, বলবান। (সূত্রনিপাত) **দুব্বল থামক**। (মহানির্দেশ) **অপ্পথামক দুব্বল**।

থামগত দিট্‌ঠিক (বিণ) যাহার নিকট মিথ্যাদৃষ্টির ভাব দৃঢ়, মিথ্যা ধারণাকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন।

থামজব সম্পন্ন (বিণ) বল এবং দ্রুততা সম্পন্ন, শক্তি এবং শীঘ্রতা সম্পন্ন। ⇒ **জব**।

থামবল—অতিশয় ক্ষমতা, দুর্দমনীয় শক্তি, প্রভূত সৈন্যবল বা শারীরিক বল, প্রভূত প্রতিভা। ⇒ **থাম**।

থামবলজব—প্রভূত বল এবং দ্রুততা। ⇒ **থাম**।

থামবল বিরিয—প্রভূত বল এবং বীর্য বা উৎসাহ। ⇒ **থাম**।

থামমহত্ত—শক্তির মহত্ত্ব, প্রতিভার মহত্ত্ব, উৎসাহ বা বীর্যমূলক তেজস্বিতা। ⇒ **থাম**।

থামবন্ত (বিণ) বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, শক্তিবান, ক্ষমতাশালী, সক্ষম, দৃঢ়, শক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, উগ্র, প্রবল, তীব্র, স্থির সঙ্কল্প, স্থির, বলশালী, শক্তিবান, ক্ষমতাবান, প্রগাঢ়, সবল, ফলপ্রদ, অধ্যবসায়ী। = **থিরবলবা** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

থামবন্ত = **থামবন্ত**। ⇒ **থামবন্ত**।

থামসম্পন্ন (বিণ) অত্যন্ত শক্তিশালী। ⇒ **থাম, থামবন্ত**।

থামসা (ক্রি-বিণ) একগুঁয়েমিভাবে, দুর্দম্যরূপে, অনমনীয়ভাবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞরূপে, দৃঢ়তা সহকারে, অধ্যবসায় সহকারে। ⇒ **থাম**।

থামেন (ক্রি-বিণ) কষ্টে সৃষ্টে, পরিশ্রম দ্বারা, নিতান্ত, বলপূর্বক, ব্যগ্রভাবে, সাগ্রহে, অতিশয়, অত্যন্ত, সাতিশয়। ⇒ **থাম**।

থামো = **থাম**। ⇒ **থাম**।

থার = **বিথার, সন্থার**। ⇒ **বিথার, সন্থার**।

থাল (পুং, ক্লী) থাল, থালা, ভোজনপাত্র, ধাতু বা স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত ভোজনপাত্র, রেকাব, পাত্র, খাদ্য রাখিবার পাত্র। ⇒ **থালি**।

থালক (ক্লী) ছোট পাত্র, পানপাত্র, একধারে সরু ঠোঁটবিশিষ্ট কাঁচের গ্লাস বিশেষ। (পেতবত্থু) **থালকস্‌স পানীয়ং**।

থালি (স্ত্রী) = **থালী**। ⇒ **থালী**।

থালিকা (স্ত্রী) = **থালক**। ⇒ **থালক, আলুহক থালিকা**।

থালিপাক (পুং) ১ ভাত পাক করার পাতিল বা হাঁড়ি, যে পাত্রে ভাত পাক করা হয়, রন্ধন করা দ্রব্য পূর্ণ স্থালী, পাক পাত্র, পাক করা দ্রব্যপূর্ণ হাঁড়ি বা থালি। ⇒ **পাক** (১)। ২ ক্ষীর পায়স অথবা বার্লি ইত্যাদি দিবার পাত্র।

থালী (স্ত্রী) মৃন্ময় পাত্র, স্থালী, কেটলি, বড় থালা বা পাত্রবিশেষ।

থালীধোবন (ক্লী) থালা বা পাত্র ধৌতকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **থালী সরাব ধোবন**।

থালীপাক = **থালিপাক**। ⇒ **থালিপাক**।

থাবর (বিণ) স্থাবর, স্থিতিশীল, অচল, চিরস্থায়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্থির, অবিচলনীয়, নির্বেদ, অনুভূতিহীন, কঠিন, দৃঢ়, স্থিরসঙ্কল্প, স্থায়ী, প্রশান্ত, স্থৈর্যশীল, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, শক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, উগ্র, প্রবল, তীব্র। (সূত্রনিপাত) **সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং যে থাবরা যে চ তসন্তি লোকে। তসং বা থাবরং বা। ⇒ তস**। (ক্লী) বার্ধক্য, বৃদ্ধ বয়স, বৃদ্ধাবস্থা। (থেরী সম্বন্ধে বর্ণনায়) **থাবরি জিন্ন; (পক্ষান্তরে) জরাজিন্ন; থাবির জিন্ন** (পাঠ ?)। (পুং) স্থাবর সম্পত্তি, স্থৈর্যশীল ব্যক্তি, প্রশান্ত পুরুষ, দৃঢ়সঙ্কল্প মানুষ। = **অরহন্ত**। ⇒ **থাবরেয্য**।

থাবরা (বিণ, পুং) স্থির, অপরিবর্তনীয়। ⇒ **ভূতা**।

থাবরাভূতা ⇒ **ভূতা**।

থাবরিজিন্না (বিণ, স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক অতি বয়স্কা বা প্রবীণার ন্যায় জীর্ণা। ⇒ **থেরী**।

থাবরিয (ক্লী) স্থায়িত্ব, স্থিরতা, অচল অবস্থা, কঠিনতা, দৃঢ়তা, স্থিরসঙ্কল্পতা, কাঠিন্য, কঠোরতা, ঘনত্ব, নৈতিক বা মানসিক শক্তি অথবা দৃঢ়তা, যৌক্তিকতা বা প্রামাণিকতা, নির্বিঘ্ন অবস্থা, শান্ত অবস্থা, অনালোড়িত অবস্থা। **জনপদ থাবরিয**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **জনপদেসু ধুবভাবং থাবরভাবং বা পত্তো ন সক্কা কেনচি চালেতুং**।

থাবরেয্য (ক্লী) স্থবিরতা, স্থবির বা থের বয়স্ক ভিক্ষুদের পদবিবিশেষ। ইহা বয়স্ক বা প্রবীণবয়স্ক ভিক্ষুর পদবি অর্থাৎ উপসম্পদা লাভের সময় হইতে গণনায় দশ বৎসর হইতে বিশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষুর পদবি "**থের**" অথবা "**স্থবির**"। ⇒ **থের, থবির, স্থবির**।

থাসোতু (থেরগাথা অর্থকথায়) **থাসোতুজন-সবন;** মোরিসের মতে ইহার পাঠ "**ঠানসো তু জন সবন**"।

থিক (বিণ) ফোঁটা, ফোঁটা, বিন্দু বিন্দু, বিন্দু বিন্দু বা ফোঁটা ফোঁটা ফেলায় বা পড়ে এমন। (জাতক) **মধুত্থিক**। (তুলনীয়) **থেব**। ⇒ **থীন**।

থিন্ন (বিণ) এই শব্দটি যৌগিকে ব্যবহৃত শব্দ, যেমন—**বিত্থিন্ন, পরিবিত্থিন্ন**। ⇒ **থরতি**।

থিতভমু (স্ত্রী) স্থিত ভ্রূ। ⇒ **ভমু**।

থিন—কায়িক দুর্বলতা। = **থীন**।

থিনসিনেহ (পুং) = **মেধ**। ⇒ **মেধ**।

থিপুর = **ইত্থিপুর**। ⇒ **ইত্থিপুর**।

থিযো (স্ত্রী) স্ত্রীলোক, নারী, বামাজাতি, মেয়েমানুষ। = **ইত্থি**।

থির (বিণ) স্থির, ধীর, অচঞ্চল, নিয়ত, বিশ্বাসযোগ্য, স্থায়ী, বাক্য মন বা কর্ম দ্বারা নিশ্চল, নিশ্চিত, দৃঢ়, কঠিন, কঠোর, দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্থিরসঙ্কল্প, দুর্বোধ্য, নির্দয়, রূঢ়, কষ্টকর, দুঃসাধ্য, অন্যায়পর, নিরেট, যাহা শূন্যগর্ভ নয়, সুস্থ, যথার্থ, সত্য, অর্থশালী, ভারী, ঘন, কষ্টসাধ্য, উদ্যমশীল, ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী, তেজস্বী। = **দঢ়**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **থিরাথিরভাব**। = **থামবন্ত**।

থিরতর (বিণ) স্থিরতর, অতি স্থির, অতি ধীর, সুধীর, সুনিশ্চিত, দৃঢ়তর, চিরস্থায়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী, খুব শক্ত, অতি নিরেট, অতি সত্য, অতি ঘন, খুব ভারী।

থিরতা (স্ত্রী) স্থিরতা, অচলতা, দৃঢ়তা, স্থৈর্য, অবধারণ, স্থির সঙ্কল্পতা, স্থায়িত্ব, নিশ্চলতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **থিরতায (ঠিরতায) থবরা**।

থিরবলতা = **থামবন্ত**। ⇒ **থামবন্ত**।

থিরাথির ভাব [থির+ অথির+ ভাব] স্থির এবং অস্থির ভাব, শক্তিবান এবং দুর্বল অবস্থা। ⇒ **থির**।

থী (স্ত্রী) স্ত্রীলোক, নারী। = **ইত্থি**। এই শব্দটি যৌগিকে ব্যবহৃত হয়, যেমন—**থীঘাতক**।

থীঘাতক (বিণ, পুং) স্ত্রীঘাতক, নারীঘাতক, নারীহন্তারক। = **ইত্থিঘাতক, থীঘাতক**। ⇒ **ঘাতক, ইত্থি**।

থীন (ক্লী) যাহা সহজে নড়ানো বা সরানো যায় না এমন অবস্থা, অনমনীয়তা, অনম্যতা, দুর্দমনীয়তা, দৃঢ়তা, কঠিনতা, রুক্ষতা, কর্কশতা, কৃত্রিমতা, বাহ্যাচারপ্রিয়তা, অদম্যতা, কতকটা শক্তাবস্থা, সহজে উত্তেজিত হয় না এমন অবস্থা, অনুভূতি বা আবেগ বোধ করে না এমন অবস্থা, একগুঁয়েমি, ঔদাস্য, উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা, কায়িক দুর্বলতা, ঢিলামি, অলসতা, আলস্য পরায়ণতা। (তুলনীয়) **থদ্ধ, তন্দী** (অর্থে নিকটবর্তী সম্বন্ধযুক্ত)। ⇒ **থীনমিদ্ধ**।

থীনং (এই শব্দটি পদ্যে কখন কখন নারী সম্বন্ধেও সংক্ষেপে ব্যবহার হইতে দেখা যায়, তখন ইহার অর্থ হয়:—) স্ত্রীলোকদের, নারীগণের। (জাতক) **নাদেব সত্তো পরিসো থীনং সদ্ধাতু মরহতি; থীনঞ্হি চিত্তং যথা বানরস্স**।

থীনমিদ্ধ—অলসতা এবং নিদ্রালুতা, ঢিলামি এবং নিস্ক্রিয়তা, সহজে উত্তেজিত হয় না অথবা অনুভূতি বা আবেগ বোধ করে না এমন অবস্থা এবং গতিশক্তিহীনতা বা জড়তা, পঞ্চ "**নীবরণ**" এর মধ্যে "**থীনমিদ্ধ**" নামক একটি। (বিনয়) **বিগত থীনমিদ্ধ** অর্থাৎ অর্হৎ। (সূত্রনিপাত) **পঞ্চমি সেনা মারস্স** অর্থাৎ মাররাজের পঞ্চম সেনাবাহিনীর নাম "**থীনমিদ্ধ**"; **নিদ্ধং তন্দিং সহে থীনং পমাদেন ন সংবসে**। = **লীনত্ত** (চূলনির্দেশ)। (বিশুদ্ধিমার্গ) **থীনমিদ্ধ সিনেহ = পত্থিন্ন সিনেহ**। ⇒ **থীন, মিদ্ধ**।

থীনমিদ্ধ নীবরণ (ক্লী) মন ও শরীরের নিষ্ক্রিয়তা অথবা জড়তাজনিত বাধা বা প্রতিবন্ধক।

থীনমিদ্ধাভিভূত (বিণ) [থীনমিদ্ধ+আভিভূত] শারীরিক ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তায় আভিভূত। = **মিদ্ধিন**।

থীনসিনেহ—গাঢ় বা ঘনীভূত জলীয় পদার্থ অথবা শিরিষ। ⇒ **মেদ**।

থীপুর—অন্তঃপুর, স্ত্রীমহল, অন্দরমহল।

থীযতি = **পতিট্ঠীযতি**। ⇒ **পতিট্ঠীযতি**।

থীযনা (স্ত্রী) = **থীন**। ⇒ **থীন**।

থীযিতত্ত (ক্লী) = **থীযনা**। ⇒ **থীযনা**।

থীরজ (পুং, ক্লী) স্ত্রীলোকদের মাসিক অথবা মাসে মাসে ঋতুমতী হওয়া, রজস্বলা, স্ত্রীরজঃ প্রবাহ।

থুণিরা—স্তম্ভ, থাম, অবলম্বন, গৃহনির্মাণের আসবাব। = **গহকূট**।

থুত (বিণ) স্তুত, স্তুতিকৃত, প্রশংসিত, গুণকীর্তিত। ⇒ **থবতি**। (জাতক) **সদত্থুত = সদা থুতো নিচ্চপসত্থো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **বন্নিত থুত পসত্থ**।

থুতি (স্ত্রী) স্তুতি, স্তব, প্রশংসা, গুণকথন, গুণবর্ণন। (জাতক) **থুতিং করোতি**।

থুতিঘোস = **কিত্তিঘোস**। ⇒ **কিত্তিঘোস**।

থুতুং (তুম) প্রশংসা করিতে, স্তুতি করিতে।

থুদ ⇒ **রুশ**।

থুনতি = **থুনাতি**। ⇒ **থুনাতি**।

থুনাতি (ক্রি) [√থু+না] **১** বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, আর্তনাদ করা, কষ্ট পাওয়া, গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা। (নরকে সত্ত্বগণ সম্বন্ধে) **সত্তা নিরযে থনন্তি**। **২** ইস্তাহার দেওয়া, প্রচার করা, উচ্চকণ্ঠে জাহির করা, প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, জয়ধ্বনি করা, চিৎকার করিয়া বলা (**থবতি?**)। (অতীত) **থুনি**। (বর্তমানকাল বহুবচনে) **থুনন্তি**; (তুলনীয়) **ঘোসেন্তি**। (ব-বিণ) **থুনন্ত, থুনমান, থুনৎ, থনৎ**। (ক্রি-বি) **থুনিত্বা**।

থুলপিচু = **তূলপিচু**। ⇒ **তূলপিচু**।

থুলসরীর—স্থূল শরীর, মোটা শরীর। = **মোলি গল্ল**।

থুল্ল (বিণ) স্থূল, ভারী, বড়, মোটা, বৃহদায়তনের, গুরু, গুরুভার, স্পষ্ট, গুরুতর, অমার্জিত, লজ্জাকর, স্থূলকায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নির্বোধ, অশ্লীল, (ব্যয় বাদ না দিয়া) মোটমাট, গম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ, স্থূলাকার, মাংসল, মূর্খ, তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত, লাভজনক। = **থূল**।

থুল্লকুমারী (স্ত্রী) মোটা বালিকা, অবিবাহিত স্থূলকুমারী।

= **থূলকুমারী**।

থুল্লচ্চয (পুং) [থুল্ল+অচ্চয] গুরুতর পাপ, গুরুতর দোষ বা অপরাধ, অত্যন্ত অপমান বা অবমাননা, খুব ক্ষতি। = **থূলচ্চয**। ⇒ **অচ্চয** (৩)।

থুল্লফুসিতক (বিণ) বড় বড় ফোঁটা হয় এমন, বড় বড় ফোঁটা পড়ে এরূপ (বৃষ্টি)। = **থূলফুসিতক**।

থুল্লসরীর (বিণ) স্থূলকায়, স্থূল শরীরধারী, মোটা, মাংসল। = **থূলসরীর**।

থুস (পুং) তুষ, তুস, তুঁষ, ভুষি, ধান্যাদির ত্বক।

থুসগ্‌গি (পুং) [থুস+অগ্‌গি] তুষাগ্নি, তুষের অগ্নি।

থুসপচ্ছি (স্ত্রী) তুষ রাখার ডোল বা ঝুড়ি, ভুষি বা তুষ খাইয়া উদর পূর্ণকারী পক্ষী, (তৃণের ন্যায় বা তুচ্ছ বস্তুর ন্যায়) ক্ষুদ্রজাতীয় পক্ষী।

থুসপিণ্ড (ক্লী) তুষের পিণ্ড বা স্তূপ, তুষের সমগ্র সমষ্টি। = **থুসরাসি**।

থুসরাসি (স্ত্রী) তুষরাশি, তুষস্তূপ। = **থুসপিণ্ড**।

থুসহোম—তুষের হোম, তুষরূপ নৈবেদ্য, অগ্নিতে তুষ বা ভুষি প্রদান।

থুসোদক (ক্লী) এক প্রকার সির্কা বা টকজাতীয় বস্তু, দুধ বা জলে সিদ্ধ তরল খাদ্য, মাড়, ফেন। = **সব্ব সম্ভারেহি কতং সোবীরকং** (পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি)।

থূণ (পুং) = **থূণা**। ⇒ **থূণা**।

থূণা (স্ত্রী) যজ্ঞীয় স্তম্ভ, আশ্রয়, অবলম্বন, খোঁটা, খুঁটি, ঠেস। = **থম্ভ**। যজ্ঞীয় স্তম্ভ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়:—**থূণূপণীত**—যজ্ঞে বা বলিদানে নীত; = **যূপ=সঙ্খাতুং থূণং উপনীত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (দীর্ঘনিকায়) **কুম্ভথূণা**। (বিনয়) **থূণিক**। (জাতক) **এক থূণক**।

থূণিক (পুং) এক প্রকার ঢোল, কর্ণপটহ। = **কুম্ভথূণিক**।

থূণির—গৃহচূড়া, ঘরের তুলি, বাড়ির ত্রিকোণাধার। = **কণিকা**।

থূণূপনীত (বিণ) যজ্ঞে বা বলিদানে নীত, যূপকাষ্ঠে নীত। ⇒ **থূণা**।

থূপ (পুং) স্তূপ, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, সীমানাসূচক প্রস্তর স্তূপ, চূড়াকার স্তূপ, গম্বুজ, স্মৃতিসৌধ, গোরের বা কবরের উপর মাটির স্তূপ, মাটির স্তূপ, গিরি, ঢিবি, চূড়াযুক্ত পর্বত।সাধারণত বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও অর্হৎগণের শ্মশানের উপর, শবদেহ দাহক্রিয়ার পর চিতা ভস্মের উপর এবং শরীরাবশিষ্ট অস্থিধাতুর উপর মন্দিরাকারে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় উহাকেই স্তূপ বলা হয়; উহাকে "**ধাতুগব্ভ**" অথবা "**দাগবা**"ও বলা হয়। (জাতক) **মত্তিক থূপ; রজত থূপ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কস্স পস্স ভগবতো দ্বাদস যোজনিকং কনক থূপ**। ⇒ **থূপারহা**। (ক্লী) বিদ্ধ করিবার যন্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্র হুল, মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু, বিন্দু, পূর্ণচ্ছেদ, মুহূর্ত, সামান্য ব্যাপার, একমাত্র বস্তু, একটি বস্তু, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, একটি বাক্য, আলোচ্য বিষয়, স্বর, পদ, ক্রম, অবস্থা, বিশেষ লক্ষণ, বিশেষত্ব, অন্তরীপ।

থূপরহ (বিণ) সম্মান বা পূজার নিদর্শন স্বরূপ স্মৃতিস্তম্ভ পাইবার উপযুক্ত। ⇒ **থূপরহা**।

থূপরহা (পুং, বহুবচন) (মৃত্যু বা দেহত্যাগের পর মৃতের প্রতি পূজা বা সম্মান প্রদর্শনার্থ সম্মান বা পূজার নিদর্শন স্বরূপ চিতার উপর, চিতাভস্মের উপর এবং অদগ্ধ শরীরাবশিষ্ট অস্থিধাতুর উপর নির্মিত) স্মৃতিসৌধ, স্তূপ বা মন্দির নির্মাণ করিয়া সম্মান বা পূজা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ। চারিজন মহাপুরুষ "**থূপরহা**" (স্তূপ বা স্মৃতিস্তম্ভ) পাইবার উপযুক্ত। সেই চারিজন, যথা—**তথাগত, তথাগত সাবক, পচ্চেকবুদ্ধ, চক্কবত্তিন** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **থূপ**।

থূপিক (বিণ) গম্বুজযুক্ত, স্তূপাকার, চূড়াকার, যে ঘরের চাল মন্দিরের ন্যায় চূড়াকারে নির্মাণ করা হয়। জাতকে "**বিমান**" সম্বন্ধে:—**দ্বাদস যোজনিক মণিময-কঞ্চণ থূপিক;** (তুলনীয়) **পঞ্চথূপং বিমানং**—পঞ্চচূড়াযুক্ত বিমান; (বর্ণনায়) **পঞ্চহি কূটগারেহি সমন্নাগতং**। ⇒ **থূপিকা**।

থূপিকত (বিণ) স্তূপীকৃত, রাশিকৃত (বিনয়ে রাশিকৃত ভিক্ষাপাত্র-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে)। ⇒ **থূপীকত**।

থূপিকা (স্ত্রী) শৃঙ্গ, চূড়া, গম্বুজ, মন্দিরাদির অগ্রভাগ, কোণকৃতির দীর্ঘ চূড়াবিশেষ।

থূপীকত (বিণ) চূড়াকারে রাশিকৃত করা হইয়াছে এমন। = **থূপিকত**।

থূল (বিণ) স্থূল, মোটা, অসূক্ষ্ম, পীবর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পুষ্ট, মন্দ, প্রকাণ্ড, মূর্খ, বন্ধুর, অসমান, অমসৃণ, এবড়ো খেবড়ো, অস্পষ্ট, মোটামুটি, কঠোর, কঠিন, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, বাত্যাকুল, প্রচণ্ড, উগ্র, তীব্র, ঝটিকাসঙ্কুল, লোমবিশিষ্ট, দৃঢ়, আঁটসাঁট, নিবিড়, সংক্ষিপ্ত, অশিষ্ট, নিকৃষ্ট, বড়, বৃহৎ, মহৎ, গুরুত্বপূর্ণ, গর্ভবতী, স্ফীত, বলিষ্ঠ, অহঙ্কারপূর্ণ, উদার, বলবান, তেজস্বী, জোরাল, সক্ষম, শক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রবল, উজ্জ্বল, বেশি তরল হয় নাই এমন, কোনও সংখ্যাবিশিষ্ট, কর্কশ, কুৎসিত, কদাকার, অনিপুণভাবে সম্পাদিত, অবিচক্ষণ, সাধারণ, প্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, সস্তা, বাজে, নিম্ন, অনুন্নত, নীচ, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ণ, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, অসংস্কারিত, অমার্জিত, অশোধিত। (সূত্রনিপাত) **অণুকথূল**। (জাতক) **থূলানি গজ্জতি**—অশ্লীল কথা বলা, কর্কশ কথা বলা; = **ফরুসবচনানি বদতি**। = **থুল্ল**।

থূলকচ্ছা—ঘন খুসকি, গাঢ় মরামাস।

থূলকুমারিকা = **থূলকুমারী**। ⇒ **থূলকুমারী**।

থূলকুমারী (স্ত্রী) স্থূল কুমারী, অবিবাহিতা মোটা বালিকা, বলিষ্ঠ কুমারী। = **থুল্লকুমারী**। (বিনয় অর্থকথা) **পঞ্চ কামগুণিক রাগেন থূলতায থুল্লকুমারী'তি বুচ্চতি**।

থূলঙ্গ (বিণ) [থূল+অঙ্গ] মোটা বা ভারী অঙ্গযুক্ত, যাহার

শরীরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাংসল বা স্থূল।

থূলচ্চয (পুং) = **থুল্লচ্চয**। ⇒ **থুল্লচ্চয**।

থূলতা (স্ত্রী) স্থূলতা, পীনতা, পুষ্টতা, মোটা, আধিক্যতা, বৃহত্ত্ব, অসভ্যতা, অশিষ্টতা, নিকৃষ্টতা, অসমানতা, অমসৃণতা, কঠোরতা, কঠিনতা, কটুতা, রুক্ষতা, অভদ্রতা, বাত্যাকুল অবস্থা, প্রচণ্ডতা, উগ্রতা, ঝটিকাসঙ্কুল অবস্থা, নীচতা, জঘন্যতা।

থূলফুসিতক— বড় বড় ফোঁটা। **থুল্লফুসিতক**। **থুল্লফুসিতক দেব**—বরুণ দেবতা বা বৃষ্টি বর্ষণকারী দেবতা (সম্ভবত—বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিপাত)।

থূলবজ্জ (ক্লী) গুরুতর পাপ, গুরুতর দোষ বা অপরাধ, স্থূল পাপ, মহা অপরাধ। ⇒ **থুল্লচ্চয, বজ্জ** (১)।

থূলবত্থ—মোটা কাপড়, নিকৃষ্ট বস্ত্র।

থূলসরীর (বিণ) = **থুল্লসরীর**। ⇒ **থুল্লসরীর**। (বিপ) **কিস**।

থূলাসাটক (পুং) মোটা কাপড়, নিকৃষ্ট বস্ত্র। = **থূলবত্থ**। ⇒ **সাটক**।

থেত (বিণ) বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসভাজন, সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, আসল, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত. কঠিন, দৃঢ়, স্থিরসঙ্কল্প, স্থির। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **থতো'তি থিরো; ঠিত-কত্থো'তি অত্থো**। (অপাদান কারকে) **থেততো**।

থেততো—প্রকৃতই, সত্যত, যথার্থত। ⇒ **থেত**।

থেন (পুং) চোর, যে ব্যক্তি চুরি করে। (বিণ) চুরি করা (দ্রব্য), চুরি করে এমন, গোপনে সম্পাদিত, সতর্ক। = **সহোঢ**। (তুলনীয়) **কুম্ভত্থেন** (বিনয়)।

থেনক (পুং) চোর। = **থেন**।

থেনন (ক্লী) অপহরণ, চুরি, চৌর্যবৃত্তি। = **থেয্য**।

থেনেতি (ক্রি) [√থেন+এ] চুরি করা, অতর্কিতে বা চাতুরীর সহিত লাভ করা, গোপনে প্রবেশ করা, গোপনে সরিয়া পড়া, গোপন করা, লুক্কায়িত করা। (অতীত) **থেনেসি**। (অ-বিণ) **থেনিত**। (ব-বিণ) **থেনেন্ত**। (ক্রি-বি) **থেনেত্বা**।

থেয্য (ক্লী) অপহরণ, চুরি, চৌর্যবৃত্তি। = **থেনন**। (সূত্রনিপাত) **থেয্যাঅদিন্নং আদিযতি; থেয্যং ন করেয্য**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **থেয্যং বুচ্চতি থেনভাবো**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **থেয্য পরিভোগ**।

থেয্যচিত্ত (ক্লী) চুরিচিত্ত, চুরি করার মনোভাব বা ইচ্ছা, চুরি করার সঙ্কল্প। (বিণ) চুরি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে এমন।

থেয্য পরিভোগ (পুং) চুরি করিবার ধারা বা নীতি, চুরি করার অভ্যাস, চুরি করিয়া পরিভোগ, চুরি কার্যে আনন্দ বা আমোদ, চুরি করা দ্রব্য পরিভোগ বা ব্যবহার। ⇒ **পরিভোগ** (২)।

থেয্যসংবাসক (বিণ) ভিক্ষুদের সহিত গুপ্তভাবে বা ছদ্মবেশে বাস করে এমন। (পুং) সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষু না হইয়াও যে ব্যক্তি ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুর ন্যায় ছদ্মবেশে বা গোপনে বাস করে। (বিনয়) **তিত্থিযপক্কন্তক থেয্যসংবাসক**।

থেয্যসঙ্খাত (বিণ) যাহাকে চুরি বা চুরিকার্য বলা হয়, চুরি নামে বর্ণিত, চুরি কার্য বলিয়া কথিত, চুরি বলিয়া আখ্যাত। ⇒ **সঙ্খাত**।

থেয্যসঙ্খাতং (ক্রি-বিণ) গোপনে সম্পাদিতরূপে, সতর্কভাবে, চুরি করার উপায়ে বা কৌশলে, চুরিরূপে।

থেয্যাবহার [থেয্য+অবহার] চুরি করা দ্রব্য, চুরি করিয়া প্রাপ্ত বস্তু, অপহৃত জিনিস।

থের (বিণ, পুং) থের, স্থবির, প্রবীণ, বয়োবৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ, স্থবির বয়সের, জ্ঞানবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, বয়সে এবং জ্ঞানে প্রবীণ, নিজ অপেক্ষা বড়। (পুং) বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু, প্রৌঢ় ভিক্ষু, প্রবীণ ভিক্ষু, স্থবির ভিক্ষু, জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু, বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু। ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি তাহার "**উপসম্পদা**" লাভের সময় হইতে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ ভিক্ষুগণের মধ্যে "**উপসম্পদা**" লাভের পর ভিক্ষুবয়স দশবৎসর অতিক্রম করিয়া এগার বৎসর হইতে বিশ বৎসর ভিক্ষু বয়স পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষুকে স্থবির ভিক্ষু বা থের ভিক্ষু) বলা হয়। ইহা সেই প্রবীণ ভিক্ষুর পদবি এবং উপাধিও বটে। সাধারণত গৃহীজীবনেও ৩৫ বৎসর হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যবর্তী বয়স্ক প্রৌঢ় অবস্থার ব্যক্তিগণকেও "প্রবীণ বা স্থবির বয়স্ক লোক" বলা হইয়া থাকে। = **থবির**। ⇒ **থাবরেয্য, থেরভিক্‌খু**। (বিনয়) **থেরভিক্‌খু**—বড় ভিক্ষু (বিপ) **নবক ভিক্‌খু**—ছোট ভিক্ষু; (বহুবচনে) **থেরাভিক্‌খু**; (বিপ) নবাভিক্‌খু। **থরানুথেরা ভিক্‌খু**। (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) **থেরভিক্‌খু মজ্‌ঝিমভিক্‌খু নবভিক্‌খু**। "**উপসম্পদা**" লাভের পর ধ্যান সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতিতে জ্ঞানবৃদ্ধ হইলেও ভিক্ষুবয়সের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই স্থবির অর্থাৎ "**থের**" আখ্যা লাভ করিতে পারা যায়।

থেরক (বিণ) (বস্ত্র সম্বন্ধে) উত্তম, টেকসই। (দীর্ঘনিকায়) **থেরকানি বত্থানি** (কিন্তু "**থেরকানি**" শব্দের পরিবর্তে কোন কোন স্থানে "**থেবকানি, ধোবকানি, চোরকানি**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়)।

থেরগাথা (স্ত্রী) থের অথবা অর্হৎ ভিক্ষুগণের ভাষিত গাথা বা ধর্মসঙ্গীত।

থেরতর (বিণ) যিনি থের বা স্থবির ভিক্ষুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সকলের বড়, মহা, মহান, বড়, থের বা স্থবির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ। (পুং) অতি বৃদ্ধ ভিক্ষু, মহাস্থবির ভিক্ষু। = **মহাথের**। (বিপ) **নবতর, নবকতর**। ⇒ **স্থবির ভিক্‌খু**।

থেরভিক্‌খু (পুং) থেরভিক্ষু, স্থবির ভিক্ষু, প্রবীণভিক্ষু, জ্ঞানে প্রবীণ ভিক্ষু, বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু, জ্যেষ্ঠ বা বয়স্ক ভিক্ষু, বড় ভিক্ষু, নিজ হইতে বড় ভিক্ষু। (বিপ) **নবভিক্‌খু, নবকভিক্‌খু**। = **থবিরভিক্‌খু, স্থবিরভিক্‌খু**। (বহুবচনে) **থেরা ভিক্‌খু**; (বিপ) **নবা**

ভিক্‌খূ। ⇒ **থের, স্থবির, থবির**।

থেরবস্‌সিক (বিণ) ১ ভিক্ষুদের মধ্যে "থের" হইবার উপযুক্ত বয়স্ক, থের বা স্থবির বয়সের। ২ **তেরোবস্‌সিক**।⇒ **তেরোবস্‌সিক**। মধ্যম নিকায়ে কাষ্ঠ এবং অস্থি সম্বন্ধে:—**তেরোবস্‌সিক কট্ঠ (অট্ঠি)**।

থেরবাদ (পুং) সর্বজ্ঞ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম, তথাগতের অকৃত্রিম ধর্ম, থেরগণের পরম্পরাগত প্রথা অর্থাৎ ভগবান গৌতম বুদ্ধের সদ্ধর্মপরায়ণ বা ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাসী শিক্ষা বা মতবাদ।বিহার প্রদেশের প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জুন কর্তৃক নূতনভাবে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের অপভ্রংশ মহাযান বৌদ্ধধর্মের শত শত বৎসর পূর্ববর্তী প্রকৃত বৌদ্ধধর্মকে থেরবাদ বলা হয়।(দীপবংস) **থেরবাদো অগ্গবাদো'তি বুচ্চতি**;১৭প্রকার ধর্মবিরোধী ধর্ম সম্প্রদায় এবং একপ্রকার ধর্মমতে দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়— মোট এই ১৮ প্রকার সম্প্রাদয়ের মধ্যে এই একপ্রকার দৃঢ়বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ধর্মই থেরবাদ। ⇒ **বাদ** (৪)।

থেরস্‌স আকার (পুং) ⇒ **আকার** (৩)।

থেরানুথের (বিণ, পুং) স্থবির ভিক্ষুদের মধ্যে যে স্থবির ভিক্ষু কনিষ্ঠ বা সর্বাপেক্ষা ছোট। ⇒ **থের**।

থেরানুথেরা ভিক্‌খূ (পুং, বহুবচন) (উপসম্পদার বয়সক্রমে) স্থবির বা মহাস্থবির ভিক্ষু হইতে ক্রমান্বয়ে ছোট ভিক্ষুগণ। ⇒ **থের**।

থেরিকা (স্ত্রী) = **থেরী**। ⇒ **থেরী**।

থেরী (স্ত্রী) (উপসম্পদার বয়সক্রমে) বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী, জ্ঞানবৃদ্ধা ভিক্ষুণী, অতি বৃদ্ধা ভিক্ষুণী, বৃদ্ধা ভিক্ষুণী,অধিক বয়সের বা প্রবীণা স্ত্রীলোক। (বিণ) বৃদ্ধা, জ্ঞানবৃদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠা। = **স্থবিরিকা** (মহাবথু), **থাবরিজিগা** (পেতবথু)। ⇒ **থের**।

থেরীগাথা (স্ত্রী) থেরী অর্হন্তী ভিক্ষুণীগণের ভাষিত গাথা বা ধর্মসঙ্গীত। ⇒ **থেরগাথা**।

থেব (পুং) বিন্দু, ফোঁটা, বদ্ধ বা নিশ্চল জল। (বি-ভা) **চীবরং ন অচ্ছিন্নে থেবে পক্কমিতব্বং** (বিনয়)। (জাতক) **মধুথেব**।

থেবক = **থেরক**। ⇒ **থেরক**। **থেবকানি বত্থানি**।

থেবতি (ক্রি) আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা, ঝকমক করা, ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলা, সামান্য সামান্য আলো দেওয়া। = **বিরোচিত**।

থোক (বিণ) অল্প, সামান্য, ক্ষুদ্র, ছোট, নীচ, অপ্রবল, অকিঞ্চিৎকর, প্রায় না, সীমাবদ্ধ আকারের, সামান্য মূলধন বিশিষ্ট, অল্পসংখ্যক, সংক্ষিপ্ত, খর্ব, হ্রস্ব, অনতিদীর্ঘ, অপ্রচুর, কম, ত্রুটিপূর্ণ, রূঢ়, অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ, ন্যূন, অপর্যাপ্ত, তুচ্ছ, অনর্থক। (ক্লী) তুচ্ছ বিষয়, সামান্য বিষয়, অতি সামান্য পরিমাণ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **থোককাল**।

থোকং (ক্লী) অল্প পরিমাণ, সামান্য পরিমাণ। (বিপ) **বহুকং**। (ক্রি-বিণ) সামান্য পরিমাণে, আস্তে, ধীরে, অল্প পরিমাণে, সামান্যভাবে।

থোকং থোকং (ক্রি-বিণ) অল্পে অল্পে, একটু একটু করিয়া, ক্রমে ক্রমে, আস্তে আস্তে, প্রতিবারে অল্প অল্পরূপে।

থোকক (বিণ) = **থোক**। ⇒ **থোক**।

থোককাল—সামান্য সময়, অল্পকাল। ⇒ **থোক** (ক্লী)।

থোকদস্‌স = **অল্পদস্‌স**। ⇒ **অল্পদস্‌স**।

থোকিকা (স্ত্রী) = **থোকক**। ⇒ **থোকক**।

থোম—প্রশংসা, স্তুতি, গুণকীর্তন। ⇒ **থুত, থুতি**।

থোমন (ক্লী) স্তুতি, প্রশংসা, গুণবর্ণনা। = **থুতি, থোম, পসংসা**।

থোমনা (স্ত্রী) = **থোমন**। ⇒ **থোমন**।

থোমনাকার দস্‌সন (ক্লী) প্রশংসনীয়রূপে দর্শন বা জানন। ⇒ **দস্‌সন** [২(গ)]।

থোমনাকারদস্‌সনত্থং—প্রশংসনীয়ভাবে দর্শন করিবার জন্য অথবা জানিবার জন্য। ⇒ **দস্‌সনত্থং**।

থোমেতি (ক্রি) [√থোম+এ] প্রশংসা করা, স্তব করা, স্তুতি করা, গুণগান করা, অত্যন্ত প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা, প্রচার করা, যথাবিধি অনুষ্ঠান করা, সমারোহে উৎসব স্মরণীয় করা। (দীর্ঘনিকায়) **থোমেতি বণ্ণেতি**। (তুলনীয়) **থবতি**। (অতীত) **থোমেসি**। (অ-বিণ) **থোমিত**। (ব-বিণ) **থোমেন্ত, তোমযমান**। (তুম) **থুতুং, থোমেতুং**। (ক্রি-বি) **থোমেত্বা**।

থোমেতুং (তুম) = **থুতুং**। ⇒ **থুতুং, থবতি, থোমেতি**।

দ

দ—ত-বর্গের তৃতীয় ব্যঞ্জন দন্তজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্তজ বর্ণ বলে। কোন কোন শব্দ সন্ধিবদ্ধ হইলে উভয় শব্দের মধ্যস্থলে "দ" আগম হয়, যেমন—দ্বিপ+দ+উত্তম = **দ্বিপদুত্তম**; কোচি+দ+এব = **কোচিদেব**; কিঞ্চি+দ+এব = **কিঞ্চিদেব**; তাব+দ+এব = **তাবদেব**; যাব+দ+এব = **যাবদেব**; যাব+দ+অত্থং = **যাবদত্থং**; অহু+দ+এব = **অহুদেব**; **পুন+দ+এব** = **পুনদেব**; সম্ম+দ+এব = **সম্মদেব**; বহু+দ+এব = **বহুদেব**। (বিণ) দাতা, যে ব্যক্তি দান করে, প্রদত্ত, দেওয়া বা দান দেওয়া হয় এমন।

(সূত্রনিপাত) **অন্নদ; বলদ; বন্নদ; সুখদ; বরদ।** (জাতকে) **কামদ। অম্বুদ।** (সন্ধধম্মোপায়ন) **অমতমগ্গদ; উড়ারফলদ।** (পঞ্চগতিদীপন) **মংসদ।**

দংসক = **বিদংসক।** ⇒ **বিদংসক।**

দংসতি (ক্রি) দংসন করা, কামড়ানো। (করণে) **দংসেতি।**

দংসেতি (ক্রি) = **বিদংসেতি।** ⇒ **বিদংসেতি।** = **পরিদংসেতি, উপদংসেতি।** "**দংসেতি**" শব্দের পরিবর্তেও "**দংসেতি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **দংসতি।**

দক (ক্লী) জল। = **উদক।**

দকজ (বিণ) জলজ, জলে উৎপন্ন। (বিপ) **থলজ।** (জাতক) **থলজা দকজা পুপ্ফা।**

দকরক্‌খস (পুং) জলে বাসকারী রাক্ষস, জলপরী। = **উদকরক্‌খস।** ⇒ **রক্‌খস।**

দকসয (বিণ) জলে অবস্থানকারী, জলে বাসকারী। ⇒ **বিলাসয।**

দকাসয (বিণ) (জীব সম্বন্ধে) জলে অবস্থানকারী, জলে বাসকারী। = **দকসয।** ⇒ **বিলাসয।** (পুং) **জলাসয।** ⇒ **জলাসয।**

দক্‌খ (বিণ) দক্ষ, চতুর, সমর্থ, নিপুণ, পটু, শিক্ষিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত, কৌশলী, (হাতে ব্যবহার করার পক্ষে) সুবিধাজনক, বুদ্ধিমান, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, শক্তিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান। (দীর্ঘনিকায়) **দক্‌খ-অনলস।** (চূলনির্দেশ) **দক্‌খসম্পজান।** = **ছেক।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রূপদক্‌খা।** (ক্লী) সমর্থ, কর্মক্ষমতা, শক্তি, হাতের কৌশল, দক্ষতা, নৈপুণ্য। ⇒ **দক্‌খেয্য।**

দক্‌খঅনলস (বিণ) নিপুণ এবং নিরলস, দক্ষ এবং অনলস। ⇒ **দক্‌খ।**

দক্‌খক (বিণ) দর্শনকারী।

দক্‌খতি (ক্রি) [√দিস+অ; এখানে "**দিস**" এর স্থানে পরিবর্তিত হইয়া "**দক্‌খ**" হইয়াছে) দেখা, দর্শন করা। = **দস্‌সতি।** (অতীত) **অদ্দক্‌খি, অদ্দস, অদ্দসা।** (অ-বিণ) **দক্‌খাপিত, দক্‌খিত।** (ব-বিণ) **দক্‌খমান।** (তুম) **দক্‌খিতুং, দক্‌খিতাযে।**

দক্‌খতা (স্ত্রী) দক্ষতা, নৈপুণ্য, পটুতা, ক্ষমতা, চতুরতা।

দক্‌খক্‌খন্ধ ⇒ **খন্ধ** (২)।

দক্‌খমান (বিণ) দেখে এমন, দৃষ্টিপাত করে এমন। = **পেক্‌খমান** (⇒ **পেক্‌খতি**)। ⇒ **দক্‌খতি।**

দক্‌খসম্পজান (বিণ) দক্ষ এবং সম্প্রজ্ঞ, চতুর এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। ⇒ **দক্‌খ।**

দক্‌খাপিত (বি) প্রদর্শিত, দেখানো হইয়াছে এরূপ। ⇒ **দক্‌খতি, দস্‌সতি** [১ক (২)]।

দক্‌খিণ (বিণ) ১ দক্‌খিণ, ডান। (বিপ) বাম। (পটিসম্ভিদা-মার্গ) **দক্‌খিণ হত্থ; দক্‌খিণ পাদ।** (জাতক) **দক্‌খিণপস্‌স।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দক্‌খিণ বাহ।** (সূত্রনিপাত) **দক্‌খিণ বাহ।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দক্‌খিণ জানুমণ্ডলেন**—(সম্মান প্রদর্শনে বা বন্দনার সময়ে) দক্ষিণ জানুতে ভার দিয়া। ২ দাক্ষিণ্যযুক্ত, অনুকূল, পরচ্ছন্দানুবর্তী, উদার, সরল, অকপট, শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী, শুভ, উদ্‌গত, সুস্পষ্ট, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩ সুশিক্ষিত, দক্ষ, নিপুণ। = **দক্‌খ;** (জাতক অর্থকথা) **সুসিক্‌খিত।** ৪ দক্ষিণ প্রদেশের, দাক্ষিণাত্যের, দক্ষিণ দিকের। **দক্‌খিণ দিসা।**

দক্‌খিণং = **দক্‌খিণ জনপদ।** ⇒ **দক্‌খিণ জনপদ।**

দক্‌খিণ অক্‌খক (ক্লী) দক্ষিণ অক্ষকাস্থি, দক্ষিণ পার্শ্বের বা ডানদিকের কণ্ঠাস্থি।

দক্‌খিণচক্‌খু ১ দক্ষিণ পার্শ্বের বা ডানদিকের চক্ষু। ⇒ **চক্‌খু** (১ক)। ২ অত্যন্ত মহার্ঘ বস্তু, খুব দামি জিনিস।

দক্‌খিণ জনপদ (ক্লী) দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশ (মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশপ্রভৃতি)। = **দক্‌খিণং** (দীর্ঘনিকায়)। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**গঙ্গায দক্‌খিণতো পাকট জনপদো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

দক্‌খিণদিসা (স্ত্রী) দক্ষিণদিক, দক্ষিণ।

দক্‌খিণদেস (পুং) দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণস্থ দেশ। ⇒ **দক্‌খিণজনপদ।**

দক্‌খিণপস্‌স—দক্ষিণ পার্শ্ব, ডানপাশ। ⇒ **দক্‌খিণ।**

দক্‌খিণপাদ—দক্ষিণপদ, ডান পা। ⇒ **দক্‌খিণ।**

দক্‌খিণবাহ—দক্ষিণবাহু, ডানবাহু। ⇒ **দক্‌খিণ।**

দক্‌খিণবাহু = **দক্‌খিণবাহ।** ⇒ **দক্‌খিণবাহ।**

দক্‌খিণবাত (পুং) দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, দক্ষিণদিকের বাতাস। ⇒ **বাত।**

দক্‌খিণ-সমুদ্দ—দক্ষিণ সমুদ্র, দক্ষিণদিকস্থ সমুদ্র।

দক্‌খিণহত্থ—দক্ষিণহস্ত, জান হাত। ⇒ **দক্‌খিণ।**

দক্‌খিণা (স্ত্রী) দক্ষিণা, দক্ষিণ, দক্ষিণদিক, দান, প্রকৃতিদত্ত গুণ, উপঢৌকন, পুরস্কার, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু, পারিশ্রমিক, সৎপুরুষকে প্রদত্ত দান, ভিক্ষুসঙ্ঘকে খাদ্য-বস্ত্রাদি প্রত্যয় দান। **দক্‌খিণা উদ্ধগ্‌গিকা;** (তুলনীয়) **উদ্ধগ্গাদক্‌খিণা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। **চুদ্দস পাটি-পুগ্‌গলিকা দক্‌খিণা**—১৪ প্রকার মহাপুরুষ দান। = **দান।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **পেতানং দক্‌খিণং দজ্জা; পূজিতো দক্‌খিণায।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **গুরু-দক্‌খিণা।** (বিনয়) **দক্‌খিণং আদিসতি** (অথবা "**উদ্দিসতি**")—নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান দেওয়া অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান দেওয়ার উদ্দেশ্য করা।

দক্‌খিণা উদ্ধগ্‌গিকা—হিতকর দান, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মঙ্গলজনক দান। ⇒ **দক্‌খিণা।**

দক্‌খিণা দিসা (স্ত্রী) দক্ষিণ দিক, দক্ষিণ। ⇒ **দিসা।**

দক্‌খিণাপথ (পুং) দক্ষিণপথ, দক্ষিণ দেশ, দক্ষিণ দিকে গমনমুখী রাস্তা, দাক্ষিণাত্যে বা দক্ষিণ প্রদেশে গমন পথ, দক্ষিণ পথ।

দক্‌খিণাযন (ক্লী) দক্ষিণায়ন, সূর্যের দক্ষিণমুখী গতি বা গমন পথ, বিষুবরেখার দক্ষিণবর্তী সূর্যমার্গ, পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থান হইতে সূর্যের দক্ষিণ দিকে গমন, শ্রাবণাদি ছয় মাসকাল।

দক্‌খিণারহ (বিণ) দক্ষিণার্হ, দক্ষিণা বা দানীয় বস্তু পাইবার

যোগ্য, দক্ষিণীয়, পূজার্হ, দানের গ্রহিতারূপে উপযুক্ত, দান দেওয়ার যোগ্য, যাহাকে দানীয় বস্তু দান দেওয়া হয়। ⇒ **অরহ** (১)। (পুং) উৎসর্গীকৃত দানীয় বস্তু গ্রহণের গুণবান বা উত্তম গ্রহীতা।

দক্‌খিণাবত্ত (বিণ) দক্ষিণাবর্ত, দক্ষিণ বা ডানদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে এমন। = **দক্‌খিণাবত্তক**। (ক্লী) দক্ষিণ বা ডান পার্শ্বে পার্শ্ব পরিবর্তন, দক্ষিণ পার্শ্বে পরিবর্তন, দক্ষিণ দিকে বাঁক, দক্ষিণ বা ডানমুখী হইয়া ঘূর্ণন, যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণদিকে খোলা, ডানদিকে ফিরন।

দক্‌খিণাবত্তক (বিণ) দাক্ষিণ বা ডানমুখী হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এমন, দক্ষিণ পার্শ্বে আবর্তনকারী, দক্ষিণাবর্তক, দক্ষিণ দিক হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **দক্‌খিণাবত্ত, আবত্তক**। মহাপুরুষের কেশদামের অগ্রভাগ দক্ষিণ বা ডানদিকে চক্রাকারে ঘুরিয়া **ঊর্ধ্বমুখী** হইয়া থাকে, ইহা মহাপুরুষ বা বুদ্ধের চতুর্দশ শুভ লক্ষণ। (বৌদ্ধ-সংস্কৃত) দক্ষিণাবর্ত—শামুকের মূল্যবান খোলা বা শঙ্খ, যে শঙ্খের পাকের মত পেঁচাল দক্ষিণমুখী হইয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্ধ্বদিকে গিয়াছে।

দক্‌খিণাবিসুদ্ধি (স্ত্রী) দানের শুদ্ধিতা, দানের পবিত্রতা, দানবিশুদ্ধি।

দক্‌খিণেয্য (ক্লী) দাক্ষিণ্য, দক্ষিণা বা দান প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র। **অসঞ্ঞ দত্বা বহুনো দক্‌খিণেয্যেসু দক্‌খিণং ... সগগং গচ্ছন্তি দাযকা**। ফলদ্বয়ক উৎসর্গ বা দানের নিমিত্ত ত্রিবস্তুর যোগাযোগ প্রয়োজন। ত্রিবস্তু, যথা—**যঞ্ঞ**—দানযজ্ঞ বা দানক্ষেত্র; **ফল**—দানের জন্য সংগৃহীত উত্তম ফল। **দক্‌খিণেয্য**—দান প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র। (বিণ) দেওয়ার যোগ্য, দান দেওয়ার উপযুক্ত। = **উজুভূত** ("**সঙ্ঘ**" সম্বন্ধে বর্ণনায়—বিমানবত্থু অর্থকথা)।

দক্‌খিণেয্য খেত্ত (ক্লী) দানক্ষেত্র, দানের উর্বর ক্ষেত্র, দানের ফলদায়ক উত্তম গ্রহীতা।

দক্‌খিণেয্যগ্‌গি [দক্‌খিণেয্য+অগ্‌গি] (দান গ্রহীতার প্রতি সম্মান ও পূজা অর্থে) দান গ্রহীতারূপ অগ্নি, দান বা পূজার উপযুক্ত পাত্ররূপ (পবিত্র) অগ্নি, বুদ্ধের শিষ্যগণ কর্তৃক পালনীয় বা রক্ষণীয় সপ্ত অগ্নি বা কর্তব্যের মধ্যে একটি (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

দক্‌খিণেয্যতা (স্ত্রী) দক্ষিণা বা দানীয় বস্তু প্রাপ্তির উপযুক্ত গ্রহীতা হওয়ার কার্য, দান প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন।

দক্‌খিণেয্য পুগ্‌গল (পুং) ব্যক্তিগত দান গ্রহণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, দানের উপযুক্ত পাত্র, উপযুক্ত দান গ্রহীতা।

দক্‌খিণেয্য সম্পত্তি—দক্ষিণা বা দানের নিমিত্ত সিদ্ধান্ত অনুরূপ সুখদায়ক উত্তম বস্তু, দানের যোগ্য সম্পত্তি। ইহা ত্রিবিধ, যথা—(বিমানবত্থু অর্থকথা) **খেত্তসম্পত্তি** (দান দেওয়ার গ্রহিতাস্বরূপ উর্বর ক্ষেত্র সম্পত্তি), **চিত্তসম্পত্তি** (দান দেওয়ার জন্য সদিচ্ছারূপ সম্পত্তি), **পযোগ সম্পত্তি** (দান দেওয়ার প্রয়োগ বা উপায় সম্পত্তি)। ⇒ **চিত্ত** [২ঘ(৩)]।

দক্‌খিণোদক (ক্লী) উৎসর্গের জল, যে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করা হয়।

দক্‌খিত (বিণ) উৎসর্গ বা পবিত্র করা হইয়াছে এমন, পূত, সমর্পিত, উৎসর্গীকৃত। = **দিক্‌খিত**। ⇒ **দক্‌খতি**।

দক্‌খিতি = **দক্‌খতি**। ⇒ **দক্‌খতি**।

দক্‌খিন (বিণ) দেখা যায় এমন, অনুভব করা যায় এমন, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে উপলব্ধি হয় এমন।

দক্‌খিনী (বিণ, স্ত্রী) দেখা যায় এমন। (দীর্ঘনিকায়) **অতীর দক্‌খিনী নাবা**—তীর হইতে দেখা যায় না এরূপ দূরবর্তী নৌকা বা জাহাজ।

দক্‌খী (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি দেখে অথবা উপলব্ধি (বা অনুভব) করে।

দক্‌খেয্য (ক্লী) দক্ষতা, নিপুণতা, নৈপুণ্য, চতুরতা। (জাতক অর্থকথা) **কুসলস্‌স ঞাণসম্পযুত্তং বিরিযং**।

দক্‌খনহাপক ⇒ **কংসথাল**।

দট্‌ঠ (বিণ) দংশনকৃত, কামড়াইয়াছে অথবা হুল ফুটাইয়াছে এমন। = **ডট্‌ঠ**। ⇒ **ডসতি**।

দট্‌ঠট্‌ঠান (ক্লী) যেই স্থানে কামড়াইয়াছে অথবা হুল ফুটাইয়াছে, দংশনস্থান, হুল ফুটানোর স্থান।

দট্‌ঠব্ব (ভ-বিণ) দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়, দেখা উচিত, দেখিবার যোগ্য। = **দস্‌সনীয**। ⇒ **দস্‌সতি** [১খ(৩)]।

দট্‌ঠব্বং—দ্রষ্টব্য, দেখা উচিত।

দট্‌ঠভাব (পুং) কামড়াইবার বা হুল ফুটাইবার ভাব বা অবস্থা।

দট্‌ঠর (পুং) দ্রষ্টা, যে ব্যক্তি দেখে, দর্শক, সাক্ষী, বিচারক।

দট্‌ঠা (স্ত্রী) বড় দাঁত, বিষদাঁত, শ্বাদন্ত, দীর্ঘদন্ত, প্রদন্ত, হস্তিদন্ত, বরাহদন্ত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **দট্‌ঠাবিস**। (তুলনীয়) **দাঠা**।

দট্‌ঠাবিস—বিষদাঁত। ⇒ **দট্‌ঠা**।

দট্‌ঠুকাম (বিণ) দর্শক, দর্শনকারী, দেখিতে **ইচ্ছুক**, দর্শনপ্রার্থী, দর্শনার্থী, দেখিতে চায় এমন। = **দস্‌সনকাম**।

দড্‌ঢ (বিণ) দগ্ধ, জ্বলিত, যাহা পুড়িয়া গিয়াছে, ভস্মীভূত, ঝলসানো, সন্তপ্ত, পুড়িয়া গিয়াছে অথবা দগ্ধ হইয়াছে এমন। ⇒ **দহতি, ডহতি**।

দড্‌ঢগেহ (বিণ) যে ব্যক্তির ঘরবাড়ি অগ্নিতে দগ্ধ বা ভস্মীভূত হইয়াছে।

দড্‌ঢট্‌ঠান (ক্লী) দগ্ধস্থান, যে স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে অথবা পুড়িয়া গিয়াছে।

দড্‌ঢবিদড্‌ঢ (বিণ) দগ্ধবিদগ্ধ, জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থার, পুড়িয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **দড্‌ঢ, বিদড্‌ঢ**।

দড্‌ঢ বিদড্‌ঢগত ⇒ **বিদড্‌ঢ**।

দড্‌ঢি—দৃঢ়ীকরণ, শক্তিশালীকরণ। (জাতক) **কাযদড্‌ঢি-বহুল**—ব্যায়ামচর্চা দ্বারা শরীর দৃঢ় অথবা অতিশয় শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। (জাতক) **ডঢ়িদড়ি** (বিকৃত অর্থে—"**কাদড়িফহুন**")।

দণ্ড (পুং) ১ গাছের গুঁড়ি অথবা চারা গাছের ডাঁটা, কাঠ, কাঠের তৈয়ারি বস্তু অর্থাৎ হাতল ইত্যাদি। = **দব্ব**। (জাতক) **দব্বদণ্ড**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিম্বরুক্‌খস্‌স**

দণ্ডেন (দব্বেন) কতসূল।তিদণ্ড—তেপায়া চৌকি বা টেবিল ইত্যাদি। ২ দণ্ড, লাঠি, যষ্টি, ছড়ি, গাছের সরু ডাল, অবলম্বনের খোঁটা, হাতে ধরিবার দীর্ঘদণ্ড, বেত্রদণ্ড, হাঁটিবার সময়ে বৃদ্ধদের শরীরের ভার চাপাইয়া চলিবার লাঠি। (বিনয়) **ন সক্কোতি বিনা দণ্ডেন আহিণ্ডিতুং।** (সূত্রনিপাত) **সুবণ্ণদণ্ড।** (জাতক) **লোহদণ্ড।** (সদ্ধম্মোপায়ন) **একদণ্ড; দণ্ডদ্বয়; তিদণ্ড।** (মধ্যম নিকায়) **দণ্ডং ওলুব্‌ভ**—লাঠিতে ভার দিয়া।৩ শাসনদণ্ড, শাস্তি, প্রহার, আঘাত, উত্তম-মধ্যম প্রহার। (মধ্যম নিকায়) **দণ্ডেহি অঞ্ঞমঞ্ঞং উপক্কমন্তি**—তাহারা একে অন্যের প্রতি দণ্ড লইয়া যায় অর্থাৎ একে অন্যকে দণ্ডাঘাত করিবার উপক্রম করে। (জাতক) **দণ্ডং দদাতি**—দণ্ড প্রদান করে বা দণ্ডাঘাত করে; **দণ্ডেন পহারং দদাতি**—দণ্ড দ্বারা প্রহার করে। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মদণ্ড**—ব্রহ্মশাপ। (বিনয়) **পঞ্চসতানি দণ্ডো**—পঞ্চশত বেত্রাঘাত বা দণ্ডাঘাতের বিধান। (পেতবত্থু) **পণীতদণ্ড।** (জাতক) **পুরিস-বধ দণ্ড।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **রাজা দণ্ডং করোতি**—রাজা দণ্ডিত করা, রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা অথবা রাজবিধান অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া।৪ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত লাঠি। **দণ্ডং আদিযতি**—অস্ত্রস্বরূপ লাঠি ধরা বা ব্যবহার করা, লাঠি দ্বারা আক্রমণ বা উৎপীড়ন করা। (সূত্রনিপাত) **অত্তদণ্ড।** (ধর্মপদ) **অত্তদণ্ডেসু নিব্বুত।** (বিনয়) **আদিন্ন দণ্ড; আদিন্ন সত্থ।** (দীর্ঘনিকায়) **নিহিত দণ্ড; নিহিত সত্থ = দণ্ডং নিক্খিপতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (চূলনির্দেশ) **দণ্ড-সত্থ পরামসন; দণ্ড-সত্থ অবভুক্কিরণ; দণ্ড-সত্থ অভিনিপাতন।** (তুলনীয়) **পটিদণ্ড** (ধর্মপদ)। ৫ (চরিত্রে:—) ভয় প্রদর্শনের উপায়, শঙ্কিত করার পথ, ভীষণতা, ভয়ানকতা, প্রবলতা, প্রচণ্ডতা, বল, বলৎকার, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অন্বিষ্ট, জ্বালাতন, বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। (মধ্যম নিকায়ে ক্লীবলিঙ্গে) **তীণি দণ্ডানি পাপস্স কম্মস্স কিরিযায; কাযদণ্ডং, বচীদণ্ডং, মনোদণ্ডং;** একই ভাবার্থে চূলনির্দেশে পুংলিঙ্গে এবং সূত্রনিপাত বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৬ অর্থদণ্ড, জরিমানা, দণ্ড, শাস্তিবিধান। সাধারণ অর্থে প্রায়শ্চিত্তকে অথবা অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তিবিধানকে বুঝায়। (জাতক) **দণ্ডেন নিচ্ছিণাতি**—জরিমানা দিয়া অথবা শাস্তিভোগ করিয়া অপরাধের দায় হইতে মুক্ত হওয়া (অর্থকথায়—"**দণ্ডং দত্বা**")। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দণ্ডং ধারেতি**—দণ্ড প্রদান করা বা শাস্তি দেওয়া; **দণ্ডং পণেতি** (ধর্মপদ)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠ কহাপণো দণ্ডো**—আট কার্ষাপণ বা টাকা জরিমানা।

দণ্ডং ওলুব্‌ভ—লাঠিতে ভার দিয়া। ⇒ **ওলুব্‌ভ, দণ্ড** (২)।

দণ্ডং নিদহতি ⇒ আদিন্ন দণ্ড।

দণ্ডক (ক্লী) ১ ছোট লাঠি বা কাঠি, লাঠি, পল্লব, ফেঁকড়ি, ছড়ি, যষ্টি, বেতের লাঠি, শাসনদণ্ড, ক্ষমতার চিহ্ন, বাঁট, হাতল।(জাতক) **সুক্খদণ্ডক**—শুষ্ক পল্লব বা ফেঁকড়ি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অড্ঢদণ্ডক।**(মধ্যম নিকায়) **উভতো দণ্ড।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রথদণ্ডক।** (জাতক) **বেণুদণ্ডক।** ২ দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত কাষ্ঠদণ্ড অথবা বীণার সেতু।

দণ্ড কঠিন (মাপিবার উদ্দেশ্যে) দণ্ডের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা কঠিন চীবরের কাপড়।

দণ্ডক থালিকা (স্ত্রী) ধরিবার হাতল সহ কেটলি বা লৌহপাত্র।

দণ্ডক দীপিকা (স্ত্রী) মশালের আলো বা দীপবর্তিকা।

দণ্ডক মধু (ক্লী) বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া থাকা মধুপূর্ণ মৌচাক।

দণ্ডকম্ম (ক্লী) দণ্ডকর্ম, দণ্ডাঘাত বা বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি প্রদান, দণ্ড, শাস্তি, শাস্তিবিধান, অর্থদণ্ড, জরিমানা, প্রায়শ্চিত্ত, পাপক্ষয়ার্থে কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য, ক্ষতিপূরণ। (বিনয়) **দণ্ডকম্মং করোতি**—দণ্ডকর্ম করা, শাস্তি দেওয়া, জরিমানা করা।

দণ্ডকোটি (স্ত্রী) দণ্ড বা লাঠির অগ্রভাগ, বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ।

দণ্ড তজ্জিত (বিণ) দণ্ডের ভয়ে ভীত।

দণ্ডদীপক (পুং) মশাল, মশালের আলো। ⇒ **দীপক** (২)।

দণ্ডদীপিকা (স্ত্রী) মশালের আলো। = **দণ্ডকদীপিকা।**

দণ্ডধারক = দণ্ডাধারক। ⇒ **দণ্ডাধারক।**

দণ্ডনীয (বিণ) দণ্ডনীয়, দণ্ডার্হ, দণ্ড বা শাস্তি দিবার যোগ্য।

দণ্ডন্তর—লাঠিগুলির মধ্যে।

দণ্ডপদুম—এক প্রকার উদ্ভিদ বা ছোটগাছের নাম, এক প্রকার গুল্ম অর্থাৎ দণ্ডোৎপল। (তুলনীয় সংস্কৃত) দণ্ডোৎফল-সহদেবা, হলায়ুধ। ⇒ **পদুম** (১)।

দণ্ডপরাযণ (বিণ) দণ্ডপরায়ণ, দণ্ড বা লাঠির উপর ভার করিয়া চলে এমন, লাঠি ধারিয়া চলে এমন (বৃদ্ধব্যক্তি সম্বন্ধে)। = **দণ্ড পরাযন।**

দণ্ডপরাযন (বিণ) দণ্ডপরায়ণ, দণ্ড বা লাঠির উপর ভার করিয়া থাকে এমন। ⇒ **পরাযন** [বিণ(১)]।

দণ্ডপরিস্সাবন—হাতল বা ধরিবার বাঁট আছে এরূপ জলছাঁকনদার বা জলছাঁকনি (চালুনি, ঝাঁঝরি ইত্যাদি)।

দণ্ডপহার—লাঠি দ্বারা প্রহার, দণ্ডাঘাত।

দণ্ডপাণি (পুং) রাজকুমার সিদ্ধার্থের শ্বশুর এবং গোপ বা যশোধরার ও দেবদত্তের পিতার নাম দণ্ডপাণি। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সুপ্রবুদ্ধ। দণ্ডপাণি অর্থাৎ রাজদণ্ড হস্তে লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় দণ্ডপাণি। (বিণ) লাঠিধারী, যাঁহার হস্তে রাজদণ্ড আছে, দণ্ডপাণি, রাজদণ্ডধারী, রাজদণ্ড হস্তে শাসনকার্য পরিচালনাকারী।

দণ্ডপাণিন (বিণ) দণ্ডহস্তে, লাঠি হস্তে, হাতে লাঠি বা দণ্ড লইয়া। = **দণ্ডপাণী।**

দণ্ডপাণী (বিণ) দণ্ডপাণি, যষ্টিধারী, লাঠিধারী, দণ্ড বা লাঠি হস্তে আছে এমন। = **দণ্ডপাণিন।**

দণ্ডপোণ ⇒ পোণ (ক্লী)।

দণ্ডপ্পত্ত (বিণ) দণ্ডপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত, শাস্তি পাইবার যোগ্য। (তুলনীয়) **দণ্ডনীয।**

দণ্ডবন্ধন (ক্লী) দণ্ড বা শাস্তিস্বরূপ বন্ধন অর্থাৎ শাস্তি পাইবার উপযুক্ত অপরাধ অথবা শাস্তির ভয় হয় এরূপ অপরাধ না করা।

দণ্ডবলি (দণ্ডবলি আদি)—জরিমানা এবং রাজস্ব বা খাজনা ইত্যাদি, জরিমানা এবং কর। ⇒ **বলি** (২)।

দণ্ডভয (ক্লী) দণ্ডভয়, দণ্ড বা শাস্তি পাইবার ভয়, শাস্তিভোগের ভয়।

দণ্ডমন্তর [দণ্ড+অন্তর] লাঠিগুলির মধ্যে। = **দণ্ডন্তর**।

দণ্ডযুদ্ধ—দণ্ডযুদ্ধ, লাঠিযুদ্ধ, লাঠি লইয়া যুদ্ধ, লাঠি হস্তে যুদ্ধ। ⇒ **যুদ্ধ**।

দণ্ডলক্‌খণ (ক্লী) দণ্ডচিহ্ন, লাঠি দেখিয়া ভাগ্য গণনা বা শুভাশুভ নির্ধারণ। ⇒ **লক্‌খণ** (১)।

দণ্ডবাকরা—দণ্ড বা লাঠির আগায় ফাঁদের ন্যায় আবদ্ধ জাল, দণ্ড এবং জাল। ⇒ **বাকরা**।

দণ্ডবেলু—লাঠির বাঁশ অর্থাৎ বাঁশের দণ্ড বা লাঠি। ⇒ **বেলু**।

দণ্ডবেলুপেসিকা—বংশদণ্ড, বাঁশের লাঠি।

দণ্ডসত্থ (ক্লী) দণ্ড এবং অস্ত্র, দণ্ডরূপ অস্ত্র। ⇒ **সত্থ** (১), **দণ্ড** (৪)।

দণ্ডসত্থক (ক্ষী) দণ্ডরূপ শস্ত্র। ⇒ **সত্থক** (ক্লী)।

দণ্ডসিক্কা—বাবুগিরির লাঠি বা ছড়ির চারপাশে ঝুলানো বা আটকানো রজ্জু।

দণ্ডহত্থ (বিণ) দণ্ডহস্ত, যষ্টিধারী, লাঠি হস্তে বা হাতে লাঠি লইয়া। = **দণ্ডপাণী**। ⇒ **হত্থ** (১)।

দণ্ডাঙ্কুস [দণ্ড+অঙ্কুস] দণ্ড এবং অঙ্কুশ।

দণ্ডাদান—দণ্ড গ্রহণ করিয়া, অস্ত্র লইয়া। (তুলনীয়) **দণ্ড** (৪)। (যৌগিকে) **দণ্ডাদান সত্থাদান** (মধ্যম নিকায়)।

দণ্ডাধারক (ক্লী) [দণ্ড+আধারক] = **মঞ্চোরিকা**। ⇒ **মঞ্চোরিকা**।

দণ্ডাভিঘত (বিণ) গদাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে এমন, মুগুরাঘাতে বধ বা প্রাণ নাশ করা হইয়াছে এমন।

দণ্ডাযিত (বিণ) দণ্ড বা শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এমন। = **কতদণ্ডকম্ম**।

দণ্ডারহ (বিণ) দণ্ডার্হ, দণ্ড দিবার যোগ্য, শাস্তির যোগ্য। = **দণ্ডনীয**। ⇒ **অরহ** (১)।

দণ্ডী (পুং) ১ দণ্ডী, পণ্ডিত ব্যক্তি, দণ্ডিণ, সৎব্যক্তি, ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী। ২ দমনক বৃক্ষ। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **দণ্ডী**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডিনো**। কর্ম (একবচনে) **দণ্ডিং, দণ্ডিনং**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডিনো**। করণ (একবচনে) **দণ্ডিনা**; (বহুবচনে) **দণ্ডীহি, দণ্ডীভি**। সম্প্রদান (একবচনে) **দণ্ডিনো, দণ্ডিস্‌স**; (বহুবচনে) **দণ্ডীনং**। অপাদান (একবচনে) **দণ্ডিনা, দণ্ডিম্হা, দণ্ডিস্মা**; (বহুবচনে) **দণ্ডীহি, দণ্ডীভি**। সামিবচন বা সম্বন্ধপদ (একবচনে) **দণ্ডিনো, দণ্ডিস্‌স**; (বহুবচনে) **দণ্ডীনং**। ওকাস বা অধিকরণ (একবচনে) **দণ্ডিনি, দণ্ডিম্হি, দণ্ডিস্মিং**; (বহুবচনে) **দণ্ডিসু, দণ্ডীসু**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **দণ্ডি**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডিনো**। (ক্লী) ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক। কারক নির্ণয়:—কর্তৃ (একবচনে) **দণ্ডি**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডীনি**। কর্ম (একবচনে) **দণ্ডিং**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডীনি**। আলপনং বা সম্বোধন পদ (একবচনে) **দণ্ডি**; (বহুবচনে) **দণ্ডী, দণ্ডীনি**। অন্যান্য কারকসমূহে পুংলিঙ্গের মত।

দণ্ডেতি (ক্রি) দণ্ড দেওয়া, দণ্ডিত করা।

দত্ত (বিণ) ১ দত্ত, প্রদত্ত, দেওয়া হইয়াছে এরূপ। (সূত্রনিপাত) **পরদত্ত**। = **দিন্ন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **দদাতি**। ২ বুদ্ধিহীন, নির্বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা। (পুং) ১ মূর্খ লোক, বোকা লোক। (জাতক অর্থকথায়) **দদ্ধ লাড়ক**। (তুলনীয়) **দত্তু**। ⇒ **দদ্ধ**। ২ (নামবাচক বিশেষ্যে প্রযুক্ত শব্দ, যেমন—) **দেবদত্ত; ব্রহ্মদত্ত**।

দত্তি (স্ত্রী) ১ দত্তি, দান, বিতরণ, বলি, নৈবেদ্য, প্রদান, প্রস্তাবন, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু, পূজা, উপঢৌকন। ২ খাদ্যবস্তু রাখিবার ছোট পাত্র।

দত্তিক (বিণ) প্রদত্ত, দেওয়া হইয়াছে এমন। = **দত্ত** [বিণ(১)]। (জাতক) **কুলদত্ত**। (ক্লী) দান, প্রদান, উপঢৌকন। = **দিন্নক** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

দত্তিয (বিণ) উপহারস্বরূপ প্রদত্ত। = **দত্তিক**। (জাতক) **কুলদত্তিয; সক্কদত্তিয**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **মহারাজ দত্তিয**।

দত্তু (বিণ) বোকা, জ্ঞানশূন্য, বেকুব, মূর্খ, নির্বোধ। ⇒ **দত্ত** (২)।

দত্তুপঞ্ঞত্ত (ক্লী) মূর্খলোকের ধর্ম, মূর্খের স্বভাব বা নীতি।

দত্তুপন্নত্ত = দত্তুপঞ্ঞত্ত। ⇒ **দত্তুপঞ্ঞত্ত**।

দদ (বিণ) (যৌগিক শব্দের সহিত ইহা প্রায় ব্যবহার হয়) দেয় এরূপ, প্রদত্ত হয় এমন, প্রদান করা হয় এরূপ, দান দেওয়া হয় এরূপ। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্ঞদদ**। (খুদ্দকপাঠ) **কামদদ**। = **দায়ক**। **ফলদদ**। = **দায়িন**। ⇒ **দদাতি**।

দদমান (বিণ) দেয় এমন, দান দেয় এমন, দান দিতেছে এমন। ⇒ **দদাতি**।

দদল্ল = দদ্দুল। ⇒ **দদ্দুল**।

দদাতি (ক্রি) (√দা+অ; এখানে √দা দ্বিত্ব হইয়া পূর্ববর্তী "দা" শব্দের আকার লোপ পাইয়াছে অথবা "দা" দ্বিত্বভাব প্রাপ্ত ধাতু = **দাদা** = **দদ** অর্থাৎ পূর্ববর্তী "দা" এর "আ" হ্রস্ব হইয়া "অ" হইয়াছে। এখন—দদা+তি = **দদাতি**) দেওয়া, দান করা, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি

করা বা দেওয়া, সমর্পণ করা, যোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, প্রস্তাব করা, দেখাইতে চেষ্টা করা, উপহার দেওয়া, পূজা দেওয়া, দিতে চাওয়া, ঘটা, সত্য বলিয়া স্বীকার করা, যোগ দেওয়া, বাদ দেওয়া, দিতে রাজি হওয়া, মানিয়া লওয়া, অধিকার দেওয়া, হাতের উপর তুলিয়া দেওয়া, গচ্ছিত করা, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া, (চরিত্রে) সুযোগ দেওয়া। = **দেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দানং দেতি**—দান দেওয়া, উদার হওয়া, বদান্য হওয়া, পুরস্কার দেওয়া, উপঢৌকন বা উপহার দেওয়া। (জাতক) **ওকাসং দেতি**—সুযোগ দেওয়া, অনুমতি দেওয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ওবাদং দেতি**—উপদেশ দেওয়া। (জাতক) **জীবিতং দেতি**—জীবন দান করা; **পটিবচনং দেতি**--উত্তর প্রদান করা; **সাধুকারং দেতি**—সাধুবাদ দেওয়া, সরবে বা করতালি দিয়া প্রশংসা জ্ঞাপন করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পটিঞ্ঞং দেতি**—অঙ্গীকার করা, স্বীকার করা, আশা দেওয়া, দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া। (বিনয়) **মগ্গং দেতি**—রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া অথবা যাইতে দেওয়া। (জাতক) **মগ্গং দেহি**—(পঞ্চমী আদেশার্থে) রাস্তা বা পথ ছাড়িয়া দাও, যাইতে দাও; **বরং দেতি**—বর প্রদান করে বা আশীর্বাদ করে; **দণ্ডং দেতি**—দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে, ভয় প্রদর্শন করে। (সংযুক্ত নিকায়) **পহারং দেতি**—প্রহার করে। (জাতক) **দারূনি আহরিত্বা অগ্গগিং কত্বা দেতি**—কাঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়; **সাটকে আহরিত্বা দদাতি**—পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া উপহার দেয়; **দ্বে কোট্ঠাসে বিভজিত্বা দদাতি**—দুই অংশে বিভাগ করিয়া প্রদান করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কুটিং কাযো কারেত্বা অদংসু**—তাহাকে কুটি প্রস্তুত করাইয়া প্রদান করিল। (জাতক) **খাদিতুং দদাতি**—খাইতে দেয়; নিক্খমিতুং দেতি—বাহির হইতে দেয়; **পবিসিতুং দদাতি**—প্রবেশ করিতে দেয়। কারক নির্ণয়:—√দা এবং √দ। **ক** √দা—(ভবিষ্যৎ কাল) **দস্সতি;** (উত্তম পুরুষ একবচনে) **দস্সামি;** (অর্থকথায় ভবিষ্যৎ কালে) **দম্মি = দাতুং ঈহামি = দাহামি**, যেমন—**কাহমি;** (জাতক) **বরং তে দম্মি**—আমি তোমাকে বর প্রদান করিব; (পেতবত্থু) **কিং তাহং (তে অহং) দম্মি**—আমি তোমাকে কি দিব অথবা কি দিতে পারি? = **দস্সামি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত কাল) **অদা, অদাসি;** (বহুবচনে) **অদংসু;** (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **অদো = অদাসি** (জাতক অর্থকথা); (উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **অদমহ;** (মধ্যমপুরুষ একবচনে) **অদত্থ, দত্থ;** (জাতক) **মা অদত্থ**। (তুম) **দাতুং, দদিতুং, দাতবে;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দাতুকাম**। (ভ-বিণ) **দাতব্ব**। **খ** √দ—(অ-বিণ) **দত্ত**। (ক্রি-বি) **দত্বা, অদত্বা, দত্বান;** (**"অদায, অদান"** শব্দের পরিবর্তে) **অদা;** (যৌগিকে) যেমন—**অন-উপাদা = অনুপাদা, আদা** ইত্যাদি। (সম্প্রদানে) **দাপেতি;** (অ-বিণ) **দাপিত, দাতর;** (স্ত্রী) **দান**। ⇒ **দা, দত্তি, দত্তিকা** প্রত্যয় এবং **অত্ত** (অ-বিণ)। কম হইয়াছে বা হ্রাস পাইয়াছে অর্থে:—√দায এবং √দয়। **ক** √দায—**দায, দায়ক, দায়িন;** (যৌগিকে) **আদায়ে;** **"আদাতি"** শব্দের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য **"আদায়ে"**। **দে**—(বর্তমানকালে) **দেতি;** (উত্তম পুরুষ একবচনে) **দেমি;** (বহুবচনে) **দেম**—আমরা দিই বা দিতেছি; (মধ্যম পুরুষ একবচনে) **দেসি;** (বহুবচনে) **দেথ**—তোমরা দাও বা দিতেছ; (প্রথম পুরুষ একবচনে) **দেতি;** (বহুবচনে) **দেন্তি**। (পঞ্চমী আদেশার্থে) **দেহি;** (প্রথম পুরুষ একবচনে) **দেতু;** (মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **দেথ**। (ব-বিণ) **দেন্তো**। (ভ-বিণ) **দেয্য** (বৌদ্ধসংস্কৃত—দেয়)। স্বতন্ত্র ধাতুতে সিদ্ধ:—**দযতি, দযা**। √দদা—বর্তমান—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দদামি;** (বহুবচনে) **দদাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দদাসি;** (বহুবচনে) **দদাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দদাতি;** (বহুবচনে) **দদন্তি**। পঞ্চমী—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দদামি;** (বহুবচনে) **দদাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দদাহি;** (বহুবচনে) **দদাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দদাতু;** (বহুবচনে) **দদন্তু**। সপ্তমী—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দদেয্যামি, দদেয্যং;** (বহুবচনে) **দদেয্যাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দদেয্যাসি;** (বহুবচনে) **দদেয্যাথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দদে, দদেয্য;** (বহুবচনে) **দদেয্যুং**। অতীত—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **অদাসিং;** (বহুবচনে) **অদাসিম্হা**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **অদাসি;** (বহুবচনে) **অদাসিত্থ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **অদাসি;** (বহুবচনে) **অদাসুং, অদংসু**। অথবা অতীত—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দদিং;** (বহুবচনে) **দদিম্হা**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দদি;** (বহুবচনে) **দদিত্থ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দদি;** (বহুবচনে) **দদিংসু**। ভবিষ্যত—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দদিস্সামি;** (বহুবচনে) **দদিস্সাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দদিস্সসি;** (বহুবচনে) **দদিস্সথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দদিস্সতি;** (বহুবচনে) **দদিস্সন্তি**। অথবা ভবিষ্যৎ—উত্তম পুরুষ (একবচনে) **দস্সামি;** (বহুবচনে) **দস্সাম**। মধ্যম পুরুষ (একবচনে) **দস্সসি;** (বহুবচনে) **দস্সথ**। প্রথম পুরুষ (একবচনে) **দস্সতি;** (বহুবচনে) **দস্সন্তি**। সংক্ষিপ্ত আকারে:—**দজ্জা**—সে দিতে পারে? = **দদেয্য**। (উত্তম পুরুষ একবচনে) **দজ্জং; দজ্জাহং (দজ্জং+অহং) = দম্মি**। (মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **দজ্জেয্যাথ**। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **যং দজ্জেথ্য;** (বহুবচনে) **দজ্জুং;** (যৌগিকে) **অনুপদজ্জুং**। (ব-বিণ) **দদন্ত, দদং, দদমান,** (সম্বন্ধপদ ইত্যাদিতে) **দদতো**। (অতীত) **দদি, অদদি, অদদং= অদাসিং;** (মধ্যম পুরুষ বহুবচনে) **মা দদিত্থ**।

(ক্রি–বি) **দদিত্বা, দত্ত্বা,** (সংক্ষিপ্তভাবে) **দজ্জা,** (কিন্তু শুদ্ধপাঠ) **দজ্জ**। = কর্মবাচ্যে ধাতু—দি, √দী:—(অ–বিণ) **দিন্ন,** (না অর্থে) **অদিন্ন**। (বর্তমান কালে) **দিযতি, দিয্যতি;** (তুলনীয়) **আদিযতি**। (অতীত কালে) **দিযিত্থ**। (ব–বিণ) **দিযমান**। **দিচ্ছতি, দিতি** ইত্যাদি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন চতুর্বিধ ক্রিয়ালঙ্কার।

দদ্দভ—(বড় বা ভারী ফলাদি পতনের শব্দ সম্বন্ধে) গুরু শব্দ, ঘোর শব্দ, অস্ফুট শব্দ, ভারী শব্দ, উচ্চ শব্দ, প্রচণ্ড শব্দ, ধপ করিয়া পতনের শব্দ। = **দদ্দভযসদ্দ** (জাতক)। ⇒ **দভক্ক**।

দদ্দভং—উপর হইতে ভারী জিনিস পতনের শব্দ, ধপ করিয়া পতনের শব্দ। ⇒ **দদ্দভ**।

দদ্দভাযি (ক্রি) ভারী শব্দ করা, ধপ করিয়া পতনের শব্দ করা, ধপাস করিয়া পড়া বা মারা, উপর হইতে ভারী জিনিস পতনের শব্দ হওয়া।

দদ্দর (পুং) ১ তিত্তির পক্ষী। ২ এক প্রকার (ঘর্ষণ, মড়মড়, কড়কড়, হুড়মুড় অথবা কিছু ভাঙ্গিয়া পড়ার) শব্দ, মড়মড় বা কড়কড় পাহাড় অর্থাৎ যে পাহাড় হইতে সর্বদা কড়কড় মড়মড় শব্দ হইতে থাকে।

দদ্দল্লমান = **দদ্দলূহমান**। ⇒ **দদ্দলূহমান**।

দদ্দলূহতি (ক্রি) (সংস্কৃত—জাজ্বল্যতি) জ্বলিয়া উঠা, (আলোক–সম্বন্ধে) উজ্জ্বল কিরণ দেওয়া, উজ্জ্বলভাবে আলো দেওয়া, অতিশয় উজ্জ্বল হওয়া, উজ্জ্বল কিরণ দেওয়া, অত্যন্ত দীপ্তিমান হওয়া, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ হওয়া, খুব দেদীপ্যমান করা বা হওয়া। (ব–বিণ) **দদ্দলূহমান**।

দদ্দলূহমান (বিণ) অত্যুজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল, প্রভাময়, দীপ্তিমান, অতিশয় আলোকময়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অতিবিয বিজ্জোতমান**। = **বিরোচমান, অভিজলন্ত**। ⇒ **জলতি, দদ্দলূহতি**।

দদ্দু (পুং,স্ত্রী) দ্রুক্ত, দাদ, ছুলি প্রভৃতি চর্মরোগ।

দদ্দুবন্ধন—থেরগাথা অর্থকথায় "**দদ্দুবন্ধনাদি বন্ধন**", কিন্তু ইহার ভাল পাঠ "**দণ্ডবন্ধন**"। ⇒ **দণ্ডবন্ধন**।

দদ্দুভয সদ্দ (ক্লী) ধপ ধপ শব্দ। = **দদ্দভ**।

দদ্দুল (পুং) এক প্রকার চাউল। (ক্লী) (সংস্কৃত—দার্দুর?) (সম্ভবত) মাংসপেশী। (মধ্যম নিকায়) **নহারু দদ্দুল; নহারুদল; নহারু দদল্ল; কুক্কুটপত্তেন পি নহারু দদ্দুলেন পি অগ্গিং গবেসন্তি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কুক্কুট পত্তং বা নহারু দদ্দুলং বা অগ্গিমহি পক্খিত্তং পটিলীযতি**। সুতরাং এই শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না।

দধাতি (ক্রি) (√ধা; এখানে √ধা ধাতু দ্বিত্ব হইয়া "ধাধা" হইয়াছে; "ধাধা" শব্দের পূর্বের "ধা" এর স্থানে "দ" এবং "আ" হ্রস্ব হইয়া "দধা" শব্দে পরিণত হইয়াছে। দধা+তি = **দধাতি**) নেয়, নিয়া যায়, লইয়া যায়। = **নেতি**।

দধি (ক্লী) দধি, দৈ, দই, দুগ্ধবিকারবিশেষ। (স্ত্রী) আমিক্ষা, ছানা, দধিকুর্চিকা, পঞ্চ গোরসের মধ্যে একটি। পঞ্চগোরস, যথা—দুগ্ধ, দধি, তক্র (মাঠা বা ঘোল), মাখন, ঘৃত। ⇒ **গোরস, পঞ্চগোরস**।

দধিঘট (পুং) দধিপাত্র, যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করা হয়।

দধিমণ্ড (ক্লী) ছানার জল, ঘোল, দধির জল।

দধিমণ্ডক (পুং) = **দধিমণ্ড**। ⇒ **দধিমণ্ড**।

দধিমাল (পুং) দধিসাগর নামক সমুদ্র।

দধিবারক (পুং) = **দধিঘট**। ⇒ **দধিঘট, বারক**।

দন্ত (ক্লী) দন্ত, দাঁত, হস্তী বা বরাহদন্ত, লম্বাদাঁত, (কুকুর, সর্প প্রভৃতির) বিষদাঁত, গজদন্তে প্রস্তুত যে কোন বস্তু। (বিনয়) **নাগদন্ত**—গজদন্তে প্রস্তুত পিন। (খুদ্দকপাঠ) "**দন্ত**" শব্দ "**তচপঞ্চক**" এর মধ্যে একটি। **তচপঞ্চক**, যথা—**কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো**। (সূত্রনিপাত) **পঙ্কদন্ত রজস্সির**—অমার্জিত বা অপরিষ্কার দন্ত এবং ধূলিবালিযুক্ত মস্তক আছে এমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ঈসাদন্ত**। (বিণ) ১ হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত, হাতির দাঁতে প্রস্তুত অথবা হাতির দাঁতের বর্ণযুক্ত। = **দন্তময**। ২ পোষা, বশীভূত, বিনীত, নীরস, বিস্বাদ, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, শান্ত, সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ বা বিশৃঙ্খল নয় এমন, দমিত, শাসিত, নিয়ন্ত্রিত। ⇒ **দমেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **না গোব দন্তো চরতি অনেজো**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চিত্তং দন্তং; দন্তো দমযতং সেট্ঠো**। = **চতুমগ্গ নিযমেন দন্তো**।

দন্তক (ক্লী) হস্তিদন্তে নির্মিত খিলগোঁজ অথবা কীলক, হাতির দাঁতের পিন।

দন্তকট্ঠ (ক্লী) দন্তকাষ্ঠ, দাঁতন, দাঁত খুঁটিবার যন্ত্র, খড়কে, দাঁতমাজা বুরুচ। ⇒ **কট্ঠ** (৪)।

দন্তকপ্পন ⇒ **কপ্পন**।

দন্তকার (পুং) গজদন্তে কারুকার্যকারী শিল্পী, যে ব্যক্তি হস্তিদন্ত দ্বারা বিবিধ জিনিস প্রস্তুত করে। = **চুন্দ** (জাতক)।

দন্তকারবীথি—হস্তীদন্তে নানাবিধ কার্যকারী শ্রমিকগণের বাসস্থানের গলিপথ, শাঁখারি পাড়ার গলিপথ। ⇒ **বীথি** (১খ)।

দন্তকাসাব (বিণ) হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা এবং হলদে বর্ণমিশ্রিত (অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ?)।

দন্তকূট—বিকলাঙ্গ বৃষভের দন্ত(?)। (দীর্ঘনিকায়ের বিশেষ ভাষায়) **অসনিবিচক্কং দন্তকূটং**—মাড়ির দাঁতে চক্রহীন বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দপূর্বক চর্বণ (কিন্তু এই বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হইল না)।

দন্তঘংসক (বিণ) দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এমন। (তুলনীয়) **দন্ত বিদংসক**।

দন্তচিত্ত (বিণ) দমিতচিত্ত, সংযতমন, শাসিত মনযুক্ত, বশীভূত মনের সহিত, যাঁহার চিত্ত দমিত বা সংযত হইয়াছে। ⇒ **বসীভূতচিত্ত**।

দন্তজ (বিণ) দন্ত্য, দন্তস্থানীয়, দাঁত হইতে উৎপন্ন, দন্তজ।

দন্তজিন—হস্তিদন্তের শিল্প, হস্তিদন্তে নির্মিত দ্রব্যাদি। = **ধনধএঞৎ, দন্তাজিন।**

দন্তটঠিক (ক্লী) দন্ত-অস্থি, দন্তশিল্প। (বিণ) গজদন্তে নির্মিত, গজদন্ত সদৃশ, হাতির দাঁতের।

দন্ততা (স্ত্রী) = **দন্তভাব।** ⇒ **দন্তভাব।**

দন্তপন্তি (স্ত্রী) দন্তপংতি, দাঁতের সারি, দন্তশ্রেণী। = **দন্তপালি।**

দন্তপালি (স্ত্রী) দন্তফালি, দন্ত শ্রেণী। = **দন্তপন্তি।**

দন্তপোণ (পুং, ক্লী) দাঁতন, দন্তকাষ্ঠ। = **দন্তকটঠ।** (বিনয়) **দন্তপোণ মুখোদক**—দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ ধোওয়ার জল। "দন্তপোণ" দ্বিবিধ, যথা—**ছিন্নদন্তপোণ, অচ্ছিন্ন দন্তপোণ।** (ক্লী) দাঁত খুঁটিবার যন্ত্র, খড়কে। ⇒ **পোণ** (১)।

দন্তপোণক = **দন্তপোণ।** ⇒ **দন্তপোণ।**

দন্তভাব (পুং) বিনীত ভাব, বশীভূত অবস্থা, শান্ত ভাব, সংযত অবস্থা, সংযম, শাসিত অবস্থা, দমিত অবস্থা, সংযত ভাব। ⇒ **দন্ত** (৩)।

দন্তভূমি (স্ত্রী) ১ দাঁতের স্থান। ২ দমিত স্থান, নিরাপদ স্থান, শান্ত স্থান, দমিত হইবার স্থান অর্থাৎ যেই কার্য দ্বারা দমিত বা সংযত হওয়া যায় সেই কার্য। = **নিব্বান।** ⇒ **ভূমি** (২)।

দন্তময (বিণ) দন্তময়, কেবল দন্ত ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না এমন, হস্তিদন্তের, হাতির দাঁত দ্বারা প্রস্তুত, হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত। = **দন্ত** (বিণ)।

দন্তমুসলিক (বিণ, পুং) যে ঋষি চর্বণে দন্তকে মুষলের ন্যায় ব্যবহার করিয়া ভক্ষণ বা ভোজন করে অর্থাৎ ঋষি। (জাতক) **অনগ্গি-পক্কং খাদতি**—অগ্নিপক্ক নহে এরূপ খাদ্য দাঁতে চর্বণ করিয়া খায়।

দন্তমূল (ক্লী) দন্তমূল, দাঁতের গোড়া, দাঁতের মাড়ি।

দন্তযান (ক্লী) হস্তিদন্তে নির্মিত রথাদি যান। = **দন্তময যান।**

দন্তবক্কলিক (পুং) এক সম্প্রদায়ের ঋষি (যাহারা দন্ত দ্বারা গাছের ছাল তুলিবার অভ্যাস করিয়া থাকে?)। ⇒ **বক্কলিক।**

দন্তবণ্ণ (পুং) হস্তিদন্তের বর্ণ, হাতির দাঁতের ন্যায় রং অর্থাৎ হাতির দাঁতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। (বিণ) হস্তিদন্তের বর্ণবিশিষ্ট, হাতির দাঁতের ন্যায় রঙের, হস্তি দন্ত দ্বারা নির্মিত শিল্পের ন্যায় সাদা, হাতির দাঁতের কারুকার্য করা দ্রব্যের বর্ণবিশিষ্ট। ⇒ **বণ্ণ** (১)।

দন্তবলয (পুং, ক্লী) হস্তিদন্তে প্রস্তুত বলয় বা মল, হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত বলয়, হস্তিদন্তের বলয় বা বালা। ⇒ **বলয** (১)।

দন্তবিকতি (স্ত্রী) "হস্তিদন্তের করণ বা তৈয়ারি" অর্থাৎ হাতির দাঁত দ্বারা প্রস্তুত পাত্র, হস্তিদন্তে প্রস্তুত পাত্র। ⇒ **বিকতি** (২)।

দন্তবিখাদন—দন্ত দ্বারা কাটা বা কামড়ানো, দন্ত দ্বারা চর্বণ।

দন্ত বিদংসক (বিণ) দাঁত দেখায় অথবা দাঁত দেখাইয়া কামড়াইতে চায় এমন (অথবা দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এমন?)। ⇒ **বিদংসক।**

দন্ত বিদস্সক (বিণ) দাঁত দেখায় এমন। (তুলনীয়) **দন্ত বিদংসক।**

দন্তসঠ (পুং) লেবু গাছ। (ক্লী) লেবু, লেবু গাছের ফল।

দন্তসম্পত্তি (স্ত্রী) দাঁতের উজ্জ্বলতা, দন্তশোভা, দাঁতের সৌন্দর্য।

দন্তাজিন (ক্লী) গজদন্ত বা গজদন্তে প্রস্তুত দ্রব্য। = **দন্তজিন।**

দন্তাবরণ (ক্লী) দন্তাবরণ, দাঁতের আবরণ, ওষ্ঠ, অধর; (সাহিত্যে) দন্তাবরণী বা দন্তরক্ষক, দাঁতের আচ্ছাদন বা পর্দা।

দন্তুল্লহক (বিণ) দন্তমর্জনের উপায়স্বরূপ। ⇒ **উল্লহক।**

দন্তুল্লহকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) দাঁত মাজার ধারায় বা নিয়মে, দন্ত মর্জনের উপায় দ্বারা।

দন্ধ (বিণ) মন্থর, মন্দগতি, অল্পবুদ্ধি, বিলম্বী, দ্রুত, ফলপ্রদ নয় এমন, চিত্তাকর্ষক নয় এমন, কুঁড়ে, অলস, বুদ্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা, মূর্খ, অবিজ্ঞ, অসঙ্গত, অসম্ভব, অশিক্ষণীয়, অদম্য, ধীর। (তুলনীয়) **থদ্ধ, দন্ত** (২)। (জাতক) **দন্ধ লড়াক।** বিশুদ্ধিমার্গে "যকৃৎ" সম্বন্ধেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

দন্ধতা (স্ত্রী) বোকামি, মূঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা, অলসতা, জড়তা, মন্থরগতিতা।

দন্ধত্তং = **দন্ধতা।** ⇒ **দন্ধতা।**

দন্ধনতা (স্ত্রী) = **দন্ধতা।** ⇒ **দন্ধতা।**

দন্ধনিরোধ—দ্বন্দ্বনিরোধ, বিবাদ বা বিতর্ক বিনাশ বা মীমাংসা, বিতর্ক বিদূরণ বা ধ্বংস। ⇒ **রূপ** [৪খ(১)]।

দন্ধাভিএঞএঞ (বিণ) [দন্ধ+অভিএঞএঞ] ঢিলা বা স্থূলবুদ্ধি, যাহার বিচারশক্তি মন্থর, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। (বিপ) **খিপ্পাভিএঞএঞ।** ⇒ **দন্ধাভিএঞএঞ।**

দন্ধলল্লাক = **দন্ধলাল্লক।** ⇒ **দন্ধলাল্লক।**

দন্ধবিরাগিন (বিণ) দন্দ্ব বা বিতর্ক ত্যাগকারী, ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় এমন। (বিপ) **খিপ্পবিরাগিন।** ⇒ **বিরাগিন** (২)।

দন্ধাভিএঞএঞ (বিণ) জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, অলস প্রকৃতির, অলস মনোবৃত্তি সম্পন্ন, মন্থর গতি সম্পন্ন, বিলম্বে অভিজ্ঞতা লাভ করে এমন, অনুর্বর মেধা বা বিচারশক্তি সম্পন্ন। (বিপ) **খিপ্পাভিএঞএঞ, খিপ্পাভিএঞএঞ।**

দন্ধাভিঞ্ঞা (স্ত্রী) জড়মতিত্ব, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) মন্দগতিতে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি, ঢিলা স্বজ্ঞা, বুঝিতে বা অনুভব করিতে বিলম্ব হয় এরূপ অবস্থা, অভিজ্ঞতারূপ জ্ঞান লাভে গৌণতা। (বিপ) **খিপ্পাভিঞ্ঞা**। ⇒ **দন্ধাভিঞ্ঞা**।

দন্ধায়না (স্ত্রী) কুৎসিত ভাব, কদাকার অবস্থা, অনিপুণভাবে সম্পাদনা, অবিচক্ষণতা।

দন্ধায়িতত্ত (ক্লী) বোকামি, মূঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা। = **দন্ধতা**। (বিপ) **বিত্থায়িতত্ত**।

দন্ধেতি (ক্রি) মন্থর হওয়া, মন্দগতি হওয়া, অল্পবুদ্ধি হওয়া, বিলম্বী হওয়া, গৌণ হওয়া, দ্রুত ফলপ্রদ নয় এমন হওয়া, চিত্তাকর্ষক না হওয়া, দেরি করা, অপেক্ষা করা, থাকা, অবস্থান করা। (বিপ) **তারেতি**। (অ-বিণ) **দন্ধায়িত;** (তুলনীয়) **দন্ধায়িতত্ত**।

দপেতি (সম্পাদনে ক্রিয়া) বিশুদ্ধ করা, পরিষ্কার করা, পরিশুদ্ধ করা। ⇒ **পরিযোদপেতি**। (অ-বি দাত; ⇒ **অবদাত**।

দপ্প (পুং) ঔদ্ধত্য, দর্প, অহঙ্কার, গর্ব, তাপ, কামুকতা, অমনোযোগিতা, বিলাস। (তুলনীয়) **দিত্ত** (২)।

দপ্পণ (ক্লী) দর্পণ, আর্শি, আয়না, কাঁচ।

দপ্পিত (বিণ) দর্পিত, গর্বিত, উদ্ধত, অহঙ্কারী, প্রগল্‌ভ।

দব্ব (বিণ) ১ জ্ঞানী, বিজ্ঞ, উপযুক্ত, যোগ্য, সমর্থ, শক্তিবান, যোগ্যতাসম্পন্ন, ধীমান, দক্ষ, ভাল, মৃদু, স্বাস্থ্যকর, ধার্মিক, বলবৎ, শুভ, অনেক, দয়ালু, যথার্থ, দোষশূন্য, যথেষ্ট, সম্পূর্ণ, উপকারী, মঙ্গলকর, মূল্যবান, উত্তম, গুণবান, সদৃশ। ২ বৃক্ষসদৃশ, কাঠের, কাষ্ঠনির্মিত, কদর্য, কঠিন, মনমরা, নিস্তেজ। ৩ প্রকৃত, বাস্তবিক, সঙ্গতিপন্ন, সম্পত্তিশালী, সবল, স্থায়ী, শক্ত, প্রচুর, পর্যাপ্ত, প্রায় সম্পূর্ণ। (ক্লী) ১ সার, সারভাগ, সারাংশ, দ্রব্য, বস্তু, আকৃতি, প্রকৃতি, পদার্থ, সম্পত্তি, বিষয়, ধন, তাৎপর্য, বিশেষ ধর্ম, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব, সারবস্তু, মূল্যবান সামগ্রী, গুণযুক্ত বস্তু। ২ বৃক্ষের কাণ্ড, গুঁড়ি, কড়িকাঠ, বৃক্ষ, গুল্ম, গাছড়া, ঝোপ, কাষ্ঠ, বন, অরণ্য। (জাতক) **দব্ব তিণগচ্ছ**—বৃক্ষ এবং ঘাসের জঙ্গল; **দব্বগহণ; দব্বতিণ**।

দব্বগহণ—গুল্ম এবং গাছের ঘন জঙ্গল অথবা গহন বন। ⇒ **দব্ব** [ক্লী(২)]।

দব্বজতিক (বিণ) ১ দ্রব্যজাতীয়, উত্তম জাতীয়, কাষ্ঠজাতীয়, ভাল-উপাদানের। ২ বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, কৌশলী।

দব্বতিণ (ক্লী) দূর্বাঘাস, বনজ গুল্মাদি গাছ বা তৃণ, গাছ এবং তৃণ, গুল্ম এবং ঘাস, একজাতীয় ঘাস। ⇒ **দব্ব** [ক্লী(২)], **তিণ**।

দব্বতিণ গচ্ছ (ক্লী) বৃক্ষ ঘাসের এবং গুল্মের জঙ্গল। ⇒ **দব্ব** [ক্লী(২)]।

দব্বদণ্ড (পুং) কাঠের দণ্ড বা লাঠি, দূর্বাতৃণের ডাঁটা। ⇒ **দণ্ড** (১)।

দব্বপদর (ক্লী) কাষ্ঠনির্মিত ক্ষেপণী, কাঠ বা তক্তার দাঁড়। ⇒ **পদর**।

দব্বসংহার (বিণ) সারবান দ্রব্য বা কিছু সংগৃহীত।

দব্বসম্ভার (পুং) দ্রব্যসম্ভার, কাঠের উপাদান অথবা দালান নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ, সারবান অথবা মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ, মূল্যবান দানীয় বস্তু বা উপঢৌকন, চিত্ত আকর্ষণকারী আবশ্যক দ্রব্য।

দব্বিকণ্ণ—হাতা অথবা চামচের হাতল বা অগ্রভাগ, হাতার প্রান্তে যোজিত ক্ষুদ্র অংশ বা কর্ণ।

দব্বিগাহ (বিণ) (কিছু বণ্টনের জন্য) চামচধারী, যাহার হাতে চামচ আছে, যে চামচ লইয়াছে। = **গাহক, দব্বীগাহ, কটচ্ছুগাহিক**।

দব্বিপদর (ক্লী) কাঠের তক্তা।

দব্বিমুখ (পুং) একজাতীয় পক্ষী (যাহার চঞ্চু চামচের ন্যায়)। ⇒ **আট**।

দব্বিহোম—এক চামচ হোম বা নৈবেদ্য, এক চামচ পূজার বস্তু।

দব্বী (স্ত্রী) ১ (কাষ্ঠ নির্মিত) চামচে, চামচ, বড় চামচ, হাতা। ২ সাপের ফণা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দব্বিমত্তা ফণপুটকা**। (সম্প্রদানে এবং সম্বন্ধপদে) **দব্যা** (জাতক)। (যৌগিকে) **দব্বিমুখ** ইত্যাদি।

দব্বুপকরণ (ক্লী) [দব্ব+উপকরণ] (কিছু তৈরি করিবার জন্য) কাঠের উপকরণ, দ্রব্য উপাদান।

দব্ভ (পুং) কুশতৃণ, এক গুচ্ছ কুশতৃণ।

দব্ভপুপ্ফ (ক্লী) কুশতৃণের পুষ্প, কুশপুষ্প।

দভক্ক (ক্লী) এক প্রকার শব্দ, এক প্রকার প্রচণ্ড শব্দ, উপ হইতে ফলাদি কোন বস্তু পতনের শব্দ। = **দভক্কং**।

দভক্কং = **দদ্দভং, দভক্ক**। ⇒ **দদ্দভং, দভক্ক**।

দভায ⇒ **অদুব্ভ**।

দম (পুং) দম, দমন, শাসন, দণ্ড, বশীভূতকরণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্লেশ সহন, কুকর্ম হইতে মনোনিবৃত্তি, মনঃস্থৈর্য, বিকারের হেতু সত্ত্বেও চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন,বশীভূত করার কাজ, বশবর্তিতা, পরাভব, সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা, প্রভুত্ব, স্বামিত্ব, আধিপত্য, জয়, উৎকর্ষতা, শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা বা নৈপুণ্য লাভ, কোন বিষয়-সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান, শান্তি, আত্মদমন, আত্মসংযম, মিতাচার, ধৈর্য, মনের শান্তি। (দীর্ঘনিকায়) **দানেন দমেন সংযমেন**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ইন্দ্রিয় দমেন উপোসথ-কম্মেন**। (সূত্রনিপাত) **সচ্চেন দন্তো দমসা উপেতো**। (মধ্যম নিকায়) **দম উপসম**। (সূত্রনিপাত) **দমপ্পত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুদন্তো উত্তমে দমে**।

দম উপসম = **দমুপসম**। ⇒ **দমুপসম**।

দমক (বিণ, পুং) দমক, দমনকারী, বশীভূতকারী, বিনয়ী, শান্তি অন্বেষী, সংযমী, আত্মদমনকারী, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী, নিজ ধর্মে দীক্ষা প্রদানকারী, সংযম অভ্যাসকারী, শিক্ষা প্রদানকারী। (মধ্যম নিকায়) **অস্সদমক**। (জাতক) **কুলদমক ভিক্খু**—বংশের মধ্যে শিক্ষা প্রদানকারী ভিক্ষু অর্থাৎ কুলগুরু ভিক্ষু। **গোদমক; হত্থিদমক**। = **কারুঞ্ঞায পরেসং চিত্তস্স দমক** (থেরগাথা অর্থকথা)। (পুং) ১ পরদত্ত ভোজী হইয়া যে ব্যক্তি আত্মসংযম বা ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাস করে। ২ শিক্ষাদাতা, শিক্ষক, আত্মসংযম, আত্মদমন, জিতেন্দ্রিয়তা। = **দম**।

দমথ (পুং) দমথ, দমন, শাসন, সংযম, প্রভুত্ব। (দীর্ঘনিকায়) **দমথ সমথ**। (ধর্মপদ) **চিত্তস্স দমথ**। = **দম**।

দমন (ক্লী) দমন, শাসন, দণ্ড, বশীকরণ, নিবারণ, ক্লেশসহন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, প্রভুত্ব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অরিনং দমনসীল; = অরিন্দম**। = **দম**।

দমনসীল (বিণ) দমনশীল, জয়ী, দমনকারী, যে ব্যক্তি জয় করে বা দমন করে। ⇒ **সীল** [১(বিণ)]।

দমপ্পত্ত (বিণ) আত্মসংযমে দমিত। ⇒ **দম**।

দময (বিণ) দমনীয়, শাসনীয়, পালনীয়, পোষণীয়, বশীকরণীয়, শিক্ষণীয়। ইহার উত্তম পাঠ "**দম্মি**"। = **দম্ম**।

দমাপটিপদা—আত্মদমন, আত্মসংযম। ⇒ **পটিপদা** (৩খ)।

দমিত (বিণ) দমিত, শাসিত, বশীভূত, শিক্ষাপ্রাপ্ত, সংযত, বিনীত, নমিত, শান্ত, পোষিত। ⇒ **দমেতি**।

দমিয = **দময**। ⇒ **দময**।

দমুপসম—দমন এবং উপশম, আত্মদমন এবং উপশম শান্তি। ⇒ **দম**।

দমেতি (ক্রি) [√দম+এ] দমিত করা, দমন করা, গৃহপালিত করা, পোষ মান্যানো, সভ্য করা, শান্ত করা, শিক্ষা দেওয়া, সুশাসিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা, বশীভূত করা, জন্তুকে শিক্ষিত করিয়া বশে আনা, মানুষকে ব্যায়াম এবং অশ্বাদিকে দৌড় শিক্ষা করানো, জয় করা, আয়ত্ত করা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দক্ষতা লাভ করা, দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করা, পরিবর্তিত করা, নিয়োগ করা, স্বধর্মে দীক্ষিত করা বা ধর্মান্তরিত করা, জয়ী হওয়া, কঠোর শাস্তি দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, সাজা দেওয়া, দণ্ড দেওয়া। (বিনয়) **দণ্ডেন দমেতি**। (ধর্মপদ) **অত্তানং দমেতি**। (অতীত) **দমেসি**। (অ-বিণ) **দমিত, দন্ত**। (ব-বিণ) **দমেন্ত; (দন্তো) দমযতং সেট্ঠো (সন্তো) সমযতং ইসি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **চোরে দন্তো**—চোর দমন করা হইয়াছে। (ভ-বিণ) **দমেতব্ব, দমনীয**। (ক্রি-বি) **দমেত্বা**।

দমেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বশীভূত করে, শিক্ষাদাতা, শাসন কর্তা, দমনকারী। (বুদ্ধ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়) **অদন্তানং দমেতা**—যিনি অদমিত পুরুষকে দমন করেন (মধ্যম নিকায়)।

দমেন = **দামেন**। ⇒ **দামেন**।

দম্পতি (পুং) ১ দম্পতি, জায়া-পতি, স্ত্রী-পুরুষ, স্বামী এবং স্ত্রী। ২ গৃহপতি, গৃহস্থলোক। = **তদম্পতি**। (তুলনীয়) **গহপতি**।

দম্ম (বিণ) দম্য, দমনীয়, শাসনীয়, পোষণীয়, শিক্ষণীয়। = **দমিয**। মধ্যম নিকায়ের বর্ণনায় অল্প বা অপরিণত বয়স্ক পুংজাতীয় গোশাবক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:— **বালগাবা দম্মগাবা**—বৃষভ এবং দমনীয় অল্পবয়স্ক বৃষ। অন্যান্য পশু সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হইয়াছে:— **অস্সদম্ম সারথি**—অশ্ব দমনকারী সারথি। ধর্মপদে মানুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:— **পুরিস-দম্ম-সারথি**—(অশ্ব দমনকারী সারথির ন্যায়) মানুষ দমনকারী অথবা দম্য পুরুষের সারথি (বুদ্ধ-সম্বন্ধে বর্ণনায়); = **নর-বর-দম্ম-সারথি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

দম্মা উম্মা (স্ত্রী) = **উম্মাপুপ্ফ**। ⇒ **উম্মাপুপ্ফ**।

দযতি (ক্রি) ১ উড়া, উড্ডীয়মান হওয়া। (জাতক) **দযতি উপ্পতি; দযস্সু = উয্যস্সু**। ⇒ **উপ্পতি, উড্ডেতি**। ২ দয়া করা, পর দুঃখে কাতর হওয়া, পরদুঃখে দুঃখানুভব করা, পরদুঃখ নিবারণে ইচ্ছা করা, কৃপা করা, স্নেহ করা, সদয় হওয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করা। (জাতক) **দযিতব্ব; দয্যাসি = দযং করেয্যাসি**। (অ-বিণ) **দযিত**। (ভ-বিণ) **দযিতব্ব**।

দযস্সু = উয্যস্সু। ⇒ **উয্যস্সু, দযতি**।

দযা (স্ত্রী) দয়া, করুণা, পরদুঃখে দুঃখানুভব, পরদুঃখ নিবারণেচ্ছা, কৃপা, স্নেহ, আদর, দয়া বোধ, সহানুভূতি, সমবেদনা, অনুকম্পা, সদয়তা। = **অনুদ্দযা**।

দযাপন্ন (বিণ) [দযা+আপন্ন] দয়াপন্ন, দয়াসম্পন্ন, দয়ালু, দয়াবান, ক্ষমা পরায়ণ, দয়া প্রদর্শিত। ⇒ **উড্ডেতি** (১)। = **দযা মেত্তচিত্তং আপন্নো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। = **দযালু**। ⇒ **আপন্ন** (১)।

দযাল (বিণ) দয়াল, দয়ালু। = **দযালু**।

দযালু (বিণ) দয়ালু, দয়াল, দয়াময়, দয়াবান, কারুণিক, স্নেহবান, সদাশয়, অনুগ্রহকারী, সদয়, কৃপাময়, কৃপালু। = **দযাল, দযাপন্ন**।

দযিত (বিণ) দয়িত, সমবেদনায় ব্যথিত, সমদুঃখে দুঃখী, প্রিয়, কমনীয়, স্নেহান্বিত, বল্লভ, বান্ধব। ⇒ **দযতি**।

দযিতব্ব (ভ-বিণ) সমবেদনা প্রকাশ করার যোগ্য, সমদুঃখে দুঃখী হওয়ার উপযুক্ত, সাহায্য করা কর্তব্য, দয়া প্রদর্শন করা উচিত। ⇒ **দযতি**।

দযিতা (স্ত্রী) দয়িতা, বান্ধবী, প্রণয়িনী, ভার্যা, পত্নী, অঙ্কলক্ষ্মী, স্ত্রী, স্ত্রীলোক।

দযেয্য—দয়া করিলে, যদি দয়া কর। ⇒ **উড্ডেতি** (১), **দযতি**।

দয্যাসি (মধ্যম পুরুষ একবচনে ক্রিয়া) তুমি দয়া করিলে, যদি তুমি দয়া কর। = **দযং করেয্যাসি**। ⇒ **দযসি**।

দর (পুং) দর, ভয়, কম্প, গহ্বর, দুঃখ, অনুশোচনা, দরদ, বেদনা, দুঃখের কারণ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুর্দৈব, দুর্দশা, দারিদ্র্য, (মাল) ক্রোক, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার বিষয়, প্রবল বাসনা, শঙ্কা, ত্রাস, ভয়ের বিষয়, প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ের বস্তু, দৈহিক যন্ত্রণা, মনোকষ্ট, মানসিক কষ্ট, দণ্ড। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিনেয্য হদযে দরং = চিত্তকতো কিলেস পথো** (থেরগাথা অর্থকথা)। = **দরথ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। = **চিত্তদরথ** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **আদর, পুরিন্দদ**।

দরতি (ক্রি) ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ছিঁড়িয়া ফেলা, ভাঙ্গিয়া ফেলা।

দরথ (পুং) উদ্বেগ, যত্ন, সতর্কতা, তত্ত্বাবধান, দুশ্চিন্তা, দুর্দৈব, বেদনা। = **দর**। (মধ্যম নিকায়) **কাযিকা দরথ, চেতসিকা দরথ**। (সূত্রনিপাত) **দরথজা:**—অর্হতের মধ্যে পুনর্জন্মের উদ্বেগ নাই অর্থাৎ (বর্ণনায়) "**পরিলাহ**" (তাপ বা অনুতাপ) নাই। (জাতক) **সব্বকিলেস দরথ**।

দরী (স্ত্রী) বিদারণ, দলে বিভেদ ঘটা, ছিদ্র, চিড়, ফাটল, বৃহৎ গুহা, দরি, দরী, গিরিকন্দর, পর্বতগুহা, গর্ত, গুহা, বিবর, গহ্বর, অনুচ্চ অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ আবাস। (জাতক) **মুসিকা দরী**। = **মণিগুহা** (জাতক)। = **পদর** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

দরীচর (পুং) (বানর-সম্বন্ধে) গুহাবাসী (বানর)।

দরীমুখ—গুহায় প্রবেশ দ্বার।

দরীসয—ছিদ্র বা ফাটলে বন্য পশুর বাসস্থান, বন্য পশুর আবাস গুহা।

দল (ক্লী) পত্র, ফলক, অস্ত্রের ফলক, দাঁতের চওড়া দিক, গাছের পাতা, গ্রন্থের দুই পৃষ্ঠা, (ধাতু ইত্যাদির) পাত, পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি, খণ্ড, সমূহ, অস্ত্রাদির ধার। = **দদ্দুল**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অক্খিদল**—চোখের পাতা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **উপ্পলদল**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কমল দল**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মুত্তাদল**। (জাতক) **রত্ত-পবাল দল**।

দলতি (ক্রি) খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, হঠাৎ বা বেগে আবির্ভূত হওয়া, জোরে ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলা, খুলিয়া যাওয়া, বেগে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, পূর্ণ হইয়া ফাটিয়া পড়া, ভাঙ্গা, ভগ্ন হওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া, আহত করা বা হওয়া, ক্ষত করা, বেগে খোলা, ধ্বংস করা, দুর্বল করা, গতি থামাইয়া ফেলা, দেউলিয়া করা বা হওয়া, বশ করা, পেষণ করা, লঙ্ঘন করা, কিছুক্ষণের জন্য থামা বা থামানো, ব্যাঘাত করা, অতিক্রম করা, নষ্ট করা, আরম্ভ হওয়া, চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা। (ক্রি- বি) **দলযিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **দীযতি**। (করণে) **দালেতি**।

দলযিত্বা (ক্রি-বি) বিদীর্ণ করিয়া, ভাঙ্গিয়া। = **ছিন্দিত্বা** (⇒ "**ছিন্দতি**")। ⇒ **দলতি**।

দলিদ্দ (বিণ) দরিদ্র, গরিব, নির্ধন, দীন, দুঃস্থ, দুর্গত, অভাবগ্রস্ত, বিহীন, রহিত, ক্ষীণ, গৃহহীন, অনাথ, ভবঘুরে, ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া ভ্রমণ করে এমন, নিঃস্ব, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, উষর, অনুর্বর, সামান্যমাত্র, তত বেশ ভাল নয় এমন, নিতান্ত দরিদ্র, দুঃখী, জঘন্য, হা-ঘরে, বৃথা ভ্রমণকারী, ভিক্ষাজীবী, অর্থাদি সংগ্রহকারী। (বিপ) **অড্ঢ**। = **দুগ্গত**। (পুং) দরিদ্র লোক।

দলিদ্দা (বিণ, স্ত্রী) দরিদ্র। = **দলিদ্দ**।

দলি্দ্দ = **দলিদ্দ**। ⇒ **দলিদ্দ**।

দলিদ্দতা (স্ত্রী) দরিদ্রতা, নির্ধনতা, অভাব, দারিদ্র্য, দ্রব্যের বা গুণের অভাব।

দলি্দ্দিয (ক্লী) = **দালিদ্দিয**। ⇒ **দালিদ্দিয**।

দল্‌হ (বিণ) দৃঢ়, যাহা তরল বা কোমল নহে, কঠিন, সমর্থ, যাহা অন্যথা বা বিচলিত হইবার নহে, স্থির, অচল, অচঞ্চল, গাঢ়, প্রবল, স্থিরসঙ্কল্প, বলবান, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সক্ষম, শক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প, উগ্র, উজ্জ্বল, বেশি তরল বা নরম হয় নাই এমন, তীব্র, নিরেট, যাহা শূন্যগর্ভ নয়, সুস্থ, যথার্থ, সত্য, অর্থশালী, ভারী, ঘন, দৈর্ঘ্য-বিস্তার বেধবিশিষ্ট, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, অটল, স্থিরবুদ্ধি, সত্বর, স্থায়ী, দ্রুতগামী, গভীর, ঘনিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, দ্রুত চালিত, নিশ্চয়, লম্পট, অপরিমিতাচারী। (বিপ) **পলাপ**। = **সারবন্ত, থির**। (ক্রি-বিণ) অতিশয়, কষ্টে, পরিশ্রম দ্বারা, নিতান্ত, বলপূর্বক, ব্যগ্রভাবে, সাগ্রহে, জোরে, দৃঢ়ভাবে, শক্তরূপে। (সূত্রনিপাত) **দল্‌হ নাবা; দল্‌হং করোতি**—দৃঢ় বা শক্তিশালী করা।

দল্‌হং (ক্রি-বিণ) দৃঢ়ভাবে, শক্তরূপে, অতিকষ্টে পরিশ্রম দ্বারা। ⇒ **দল্‌হ** (ক্রি-বিণ)।

দল্‌হ-উদ্দাপ (পুং) দৃঢ় ভিত্তি বা দেয়াল। = **পাকার বত্থু**। ⇒ **উদ্দাপ**।

দল্‌হখীল (পুং) দৃঢ়স্তম্ভ, শক্ত খুঁটি। ⇒ **খীল**।

দল্‌হগাহিন (বিণ, পুং) যে দৃঢ়রূপে ধরে, শক্ত করিয়া ধরে এমন। ⇒ **আদানগাহিন**।

দল্‌হচাপ—দৃঢ় ধনু, শক্ত ধনুক।

দল্‌হদণ্ড = ভুসদণ্ড। ⇒ **ভুসদণ্ড**।

দল্‌হধম্ম (বিণ) দৃঢ়ধর্মী, যে কোন বিষয়ে শক্ত, কোনও শিল্পে দক্ষ, নিপুণ, পারদর্শী, কোন শিল্পবিদ্যায় দক্ষ, বিচক্ষণ, ব্যুৎপন্ন।

দল্‌হধম্মিন (বিণ) = **দল্‌হধম্ম**। ⇒ **দল্‌হধম্ম, ধম্মিন**।

দল্‌হনিচ্ছয (বিণ) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরসঙ্কল্প।

দল্‌হনিক্কম (বিণ) দৃঢ়ভাবে উদ্যমশীল, কঠোর উদ্যোগী,

দৃঢ়রূপে চেষ্টিত, যথাশক্তি উদ্যমশীল।= **দল্‌হপরাক্কম**। ⇒ **নিক্কম** (বিণ)।

দল্‌হ পরাক্কম (বিণ) দৃঢ় পরাক্রমের সহিত, অতিশয় উৎসাহের সহিত।= **দল্‌হনিক্কম**।

দল্‌হপহার—প্রচণ্ড প্রহার, প্রবল আঘাত, তীব্র আঘাত।

দল্‌হপাকার (বিণ) দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত, শক্তপ্রাকারবিশিষ্ট। (ক্লী) দৃঢ় প্রাকার বা আবেষ্টনী।

দল্‌হভত্তিন (বিণ) (কাহারও প্রতি) অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, যাহার নিকট দৃঢ় বা অটল ভক্তি আছে।

দল্‌হভাবায (ক্রি-বিণ) কর্কশভাবে, দৃঢ়ভাবে, শক্তরূপে, অশ্লীলভাবে।= **আগাল্‌হেন**।

দল্‌হী (স্ত্রী) শক্তি, দৃঢ়তা, কঠোরতা। (তুলনীয়) **দড্‌ঢি**। (বিনয়) **কায-দঢ়ী-বহুল**—শারীরিক শক্তিবহুল, ব্যায়াম বা মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধীয় শক্তি বহুল, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, দৈহিক দৃঢ়ভাবে শক্তিসম্পন্ন। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দল্‌হীকরণ**। (বিনয়) **দল্‌হীকম্ম**।

দল্‌হীকম্ম (ক্লী) দৃঢ়করণ, বলবৎকরণ, অধিকতর সবলকরণ, ক্ষমতায় বা নিরাপত্তায় বর্ধিতকরণ, বর্ধিত করার কার্য, দৃঢ়তাজনক কার্য, বৃহত্তর কার্য, সম্প্রসারণ কার্য, বৃদ্ধি, লাভ, উৎপন্ন দ্রব্য, বংশ, সন্তানসন্ততি, (বিনয়ে) দ্বিতীয় কর্মবাক্য পাঠে দৃঢ়াবদ্ধকরণ।⇒ **দল্‌হী**।

দল্‌হীকরণ (ক্লী) দৃঢ়করণ, দৃঢ়তা, অটলতা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দল্‌হীকরণ আধরণতা**। ⇒ **দল্‌হী**।

দব (পুং) ১ অগ্নি, সন্তাপ, অগ্নিশিখা, অগ্নিদাহ, তেজ, উৎসাহ, আগ্রহ, কোপ, গোলানিক্ষেপ, উষ্ণতা, উত্তাপবোধ, ক্রোধ, সজীবতা, উত্তাপ, লালিমা, রক্তিমা, যে সময়ে উষ্ণতার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, কামোদ্দীপনা। ⇒ **দাব, দায**। ২ দৌড়, গতি, গতিপথ, ধারা, ঘোরদৌড় ইত্যাদির মাঠ, গতির দিক, অভ্যস্ত ব্যবহার, কার্যধারা, একবারে পরিবেশিত ভোজনের অংশ, আহারকালে এক থালা খাদ্য, ক্রমোন্নতি, কার্য পরম্পরা, উড্ডয়ন, পলায়ন, পাখির ঝাঁক, সোপান শ্রেণী, (শর) বর্ষণ, তৎপরতা, দ্রুতবেগ, তীক্ষ্ণতা, খেলা, ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, জুয়াখেলা, কার্যের স্বাধীনতা, প্রসার, ব্যবহার, কৌতুক, তামাসা, ক্রীড়নক, খেলনা, মৃগয়া, ক্রীড়াসামগ্রী, প্রয়োগ, ব্যায়াম, পরীক্ষা, চর্চা, অনুশীলন, অনুশীলনী। (অপাদান কারকে) **দবা**। (সম্প্রদানে) **দবায**। **দবং করোতি**—খেলা করা, কৌতুক করা, দাবা বা পাশা খেলা, জুয়া খেলা। ৩ বন, অরণ্য।

দব কম্যতা (স্ত্রী) কৌতুকপ্রিয়তা, রসিকতায় অনুরাগ বা আসক্তি, রহস্যপ্রিয়তা।

দবডাহ (পুং) দাবাগ্নি, দাবানল, বনোদ্ভব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষিত হইয়া বনের মধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন বন দাহ করে, বনাগ্নি।= **দবদাহ**।

দবত্থায (সম্প্রদান একবচন) পরিহাসের জন্য, তামাসার জন্য, রঙ্গ করার নিমিত্ত, রহস্যের জন্য, রসিকতার জন্য।

দবদাহ (পুং) = **দবডাহ**। ⇒ **দবডাহ**।

দবপলদ্ধ (বিণ) ক্রীড়ায় মুগ্ধ।= **অভিভূত**। ⇒ **পলদ্ধ**।

দবযতি (ক্রি) দমন করা, শাসন করা, বিনীত করা। ⇒ **পিণ্ড দাবিক**।

দবরব—দৌড়িয়া গমন, দ্রুত গমন, শব্দের ন্যায় দ্রুত গমন। ⇒ **রব** (১)।

দবা (পুং, বহুবচন) ক্রীড়ায় গতির দিক সমূহ, খেলায় গতিপথগুলি, কৌতুকের সহিত অভ্যস্ত ব্যবহার, রহস্য বা রসিকতা করিয়া আমোদ-প্রমোদ। ⇒ **দব** (২)।

দবায—ক্রীড়ার জন্য, আমোদ-প্রমোদের জন্য, কৌতুক বা তামাসার জন্য, মৃগয়ার জন্য, ক্রীড়নকের বা খেলার জন্য, ক্রীড়া সামগ্রীর জন্য।= **দবত্থায**। ⇒ **দব** (২)।

দস (বিণ) ১ ১০, দশ। (সম্বন্ধপদে) **দসন্নং**। (করণ, বহুবচন) **দসহি, দসভি**। (যৌগিকে) **দস সোল্‌স**—দশ কিংবা ষোল। **দসদিসা**। (পেতবত্থু) **দস লোকধাতুযো; দিবসে দিবসে দস দস পুত্তে বিজাযিত্বা**—দিবসে দিবসে দশ দশটি পুত্র প্রসব করিয়া। (জাতক) **দসমাসে**। (বিনয়) **দস সিক্‌খাপদানি**—দশবিধ শিক্ষাপদ। **দস তথাগত বলানি**। (খুদ্দক পাঠ) **দসহ'ঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহ'তি বুচ্চতি**। (জাতক) **দসহি অসদ্ধম্মেহি সমন্নাগতো কাকো**। (দীর্ঘনিকায়) **দস ঠানানি:—আযু** ইত্যাদি (আয়ু ইত্যাদি দশবিধ স্বর্গীয় গুণ। (ধর্মপদ) **দসন্নং অঞ্ঞতরং ঠানং নিগচ্ছতি**—দশ প্রকার মহামারী বা বিষম সংক্রামক রোগের মধ্যে এক প্রকার রোগগ্রস্ত; = **দসদুক্খ কারণানং**। চূলনির্দেশে বলা হইয়াছে "ভিক্ষুদিগকে দান দেওয়ার দশবিধ দানীয় বস্তু"; ⇒ **দেয্যধম্ম**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) বলা হইয়াছে "দশবিধ রাজধর্ম বা রাজবিধি"; "দশ অংশে সাম্রাজ্য ভাগ"। (জাতক) **বস্‌স দস:—দসেব ইমা বস্‌স দসা;** ⇒ **বস্‌স**। (জাতক) **দস রাজধম্মা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দস'ক্কোস বত্থূনি**। (জাতক) **দস ভাতরো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দস ভাতিকা; দস কঞ্ঞা সহস্‌স পরিবারা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দস যোজনিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দসবস্‌স সহস্‌সানি দিব্বানি বত্থানি পরিদহন্তো**—চিরকাল এবং অবিরত । ২ দশক, দশিত, দর্শনকৃত, জ্ঞাত, অনুভূত, উপলব্ধ, প্রত্যক্ষকৃত। (দীর্ঘনিকায়) **অঞ্ঞদত্থু দস= সব্বং পস্‌সামী'তি অত্থো** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **পটিচ্চ সমুপ্পাদ দস; সম্মদস**। (জাতক) **যুগমত্ত**।

দসক (ক্লী) ১ দশক, দশ জনের একটি দল, দশ বৎসরকাল, দশের সমষ্টি, দশশালা কার্য, দশ বার্ষিক যোজনা। (বি শুদ্ধিমার্গ) **খিড্ডাদসক; চক্‌খুদসক; কাযদসক**। ২ = **দসা**। ⇒ **দসা**।

দসক্‌খুত্তং (ক্রি-বিণ) দশবার।

দসঙ্গসীল--দশবিধ অঙ্গযুক্ত শীল অর্থাৎ প্রব্রজিত শ্রামণেরদের নিত্য পালিত বা আচরিত দশবিধ শীল। = **দসসিক্‌খাপদানি**। ⇒ **সীল** (২)।

দসটঠান (ক্লী) দশ প্রকার প্রশংসা বাক্য। ⇒ **অগ্গসাবকট্‌ঠ**।

দসতথাগত বলানি (ক্লী, বহুবচন) তথাগতের দশপ্রকার বল (দশবিধ বল উপার্জনের জন্য বুদ্ধের অপর নাম দশবল। দশপ্রকার বল যাঁর—দশবল—বহুব্রীহি সমাস), যথা--১ **ঠানঞ্চ ঠানতো অট্‌ঠানঞ্চ অট্‌ঠানতো যথাভুতং ঞাণং**—জগতের যে কোন কার্য ইহার কারণ হইতে উদ্ভূত। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। প্রত্যেক কর্মের কারণকে কারণরূপে এবং অকারণকে অকারণরূপে দর্শন বা জ্ঞানই তথাগতের প্রথম জ্ঞানবল। ২ **অতীতা'নাগত পচ্চুপ্পানং কম্ম সমাদানানং ঠানসো হেতুসো বিপাকং যথাভুতং ঞাণং**—অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই তিন কালের মধ্যে কৃত-অকৃত কর্মের বিপাকোৎপত্তি নিরপেক্ষ নহে। ইহা কারণ ও হেতু সাপেক্ষ। যেই কারণ ও হেতু বলে কর্মের বিপাক ফলে উঠে কিংবা যে কারণ ও হেতু প্রভাবে কর্ম বিপাক দান করতে পারে না অথবা যে সব কারণ ও হেতুর অনুকূল প্রতিকূল শক্তিতে সর্বদা কর্মান্তর ও বিপাকান্তর প্রাপ্ত হয়, তদ্‌সম্পর্কে যথাভূত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানই তথাগতের দ্বিতীয় বল। ৩ **সব্বত্থ গামিনী পটিপদং যথাভুতং ঞাণং**—সর্বত্র গামিনী প্রতিপদা বা মার্গ সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান। যখন যে মার্গ অবলম্বন করে যে কর্ম বিপাকে গমন করে, সেই সমুদয় প্রতিপদা বা মার্গ সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানই দশবলের তৃতীয় বল। ৪ **অনেক ধাতু নানা ধাতু লোকং যথাভুতং ঞাণং**—স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর নানা প্রকার বৈষম্যে এই বিশাল বিশ্বের জড়-চেতনময় অবস্থিতি বহুধা। তাই এই বিশ্ব সংসার অসংখ্য ধাতুর অসংখ্য গঠন সদৃশ তার প্রণালী। এরূপ অনেক ধাতু নানা ধাতুর লোকোৎপত্তি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই চতুর্থ বল। ৫ **সত্তানং নানাবিধ মুত্তিকতং যথাভূত ঞানং**—সাধারণত সত্ত্বগণ নানা অভিপ্রায় প্রণোদিত। অসংখ্য জীবের মধ্যে স্বরূপের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। সত্ত্বগণের মধ্যে কিরূপ অভিপ্রায় বা স্বভাবের সামঞ্জস্য হেতু একের সহিত অন্যের সম্মিলন ঘটে, বন্ধুত্ব ঘটে এবং কিরূপে অসামঞ্জস্য হেতু বিরহ বিচ্ছেদ ঘটে তাহার মূলীভূত স্বরূপ সম্পর্কে দশবলে যেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান—তাই পঞ্চম বল। ৬ **পর সত্তানং পর পুগ্গলানং ইন্দ্রিয় পরো পরিযত্তং যথাভূতং ঞানং**—অপরাপর সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় বৈষম্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি, প্রজ্ঞা—এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের সবলতা-দুর্বলতা, জ্ঞান লাভে ক্ষমতা-অক্ষমতা, ইহাদের সাম্য-অসাম্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানই দশবলের ষষ্ঠ জ্ঞান। ৭ **ঝান বিমোক্‌খ সমাধি সমাপত্তিনং সংকিলেসং বোদানং বুট্‌ঠানং যথাভুতং ঞাণং**—ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির বিঘ্ন কি? অন্তরায় কি? পক্ষান্তরে ইহার শুদ্ধি, পবিত্রতা, সহায়ক ও উপকারক ধর্মই বা কিরূপ? কিরূপে ইচ্ছামত ধ্যানারূঢ় হওয়া বা ধ্যানাসন হতে গাত্রোত্থান করা যায়—ইত্যাদি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই সপ্তম বল। ৮ **পুব্ব নিবাসানুস্সত্তি ঞানং**—পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান বা জাতিস্মর জ্ঞানই তথাগতের অষ্টম বল। ৯ **সত্তানং চুতি উপ্পত্তি ঞানং**—সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি বা জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞানই দশবলের নবম বল। ১০ **আসবক্‌খয ঞানং**—আসবক্ষয় জ্ঞানই তথাগতের দশম বল। এই দশবিধ বলের মধ্যে কোনটি সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, অগ্রশাবকের মধ্যে সমতুল্য। কোনটি শুধু সম্যক সম্বুদ্ধেরই বৈশিষ্ট্য, তাতে অন্যের অনধিগম্য। কোন কোন বলের মধ্যে আংশিক অধিকার সকলেরই থাকে। আসবক্ষয় জ্ঞানে সকলের অধিকার সমতুল্য। চতুর্থ ও ষষ্ঠ বলে সর্বজ্ঞ সম্যক সম্বুদ্ধের জ্ঞানই অসাধারণ ও অদ্বিতীয়। অপর আট প্রকার বলে প্রত্যেক বুদ্ধ ও অগ্রশাবকের জ্ঞান সসীম। কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান অসীম।

দসদিসা (স্ত্রী) দশদিক, বিস্তৃত এলাকা বা পরিসর, রাজ্যের সর্বব্যাপী বিস্তীর্ণতা, কার্যের অথবা অপর সংঘটিত বিষয়ের সর্বব্যাপী ব্যাপকতা। দশদিক, যথা—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, উর্ধ্ব, অধঃ। (সূত্রনিপাত) **দিসা চতস্‌সো বিদিসা চতস্‌সো উদ্ধং অধো দসদিসা ইমাযো**। ⇒ **ছদিসা, চতুর অনুদিসা, দিসা**।

দসধম্মবিদূ (বিণ) যিনি দশবিধ ধর্মে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী। ⇒ **দস**।

দসধা (ক্রি-বিণ) দশবিধ উপায়ে, দশভাগে, দশবিধ পথে।

দসন (ক্লী) দাঁত, দন্ত।

দসনচ্ছদ (পুং) দাঁতের আচ্ছাদন অর্থাৎ ওষ্ঠ।

দসন ধাতু (স্ত্রী) দন্ত ধাতু, মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার পর ভস্মীভূত না হইয়া যে দন্ত অবশিষ্ট থাকে, বুদ্ধের দন্ত ধাতু। ⇒ **ধাতু** (৪)।

দসপদ (ক্লী) এক এক পার্শ্বে দশটি করিয়া চতুষ্কোণ সমন্বিত টানা কাষ্ঠফলক, পূর্বে বৌদ্ধযুগের উক্তরূপ পাশা খেলার ঘর। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দসপদে কীলন্তি**।

দস পব্বজ্জাসীল—দশবিধ প্রব্রজ্যাশীল, দশশীল। ইহা শ্রামণেরগণের নিত্য পালনীয় শীল। দশবিধ প্রব্রজ্যাশীল, যথা--১ **পাণাতিপাতা বেরমণী**, ২ **অদিন্নাদানা বেরমণী**, ৩ **অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী** (অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি অর্থাৎ মিথ্যা কামাচার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন

করা), ৪ **মুসাবাদা বেরমণী**, ৫ **সুরামেরয মজ্জ পমাদট্‌ঠানা বেরমণী**, ৬ **বিকাল ভোজন বেরমণী**, ৭ **নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুক দস্‌সনা বেরমণী**, ৮ **মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী**, ৯ **উচ্চসযন-মহাসযনা বেরমণী**, ১০ **জাত-রূপ-রজত পটিগ্‌গহণা বেরমণী**। = **দসসীল, দসঙ্গসীল**। ⇒ **অট্‌ঠঙ্গসীল, দসসীল**।

দসবল (বিণ) যাঁহার নিকট দশ প্রকার বল বা শক্তি আছে, দশ প্রকার বল বা শক্তিসম্পন্ন, দশবলধারী, দশবিধ বল দ্বারা ভূষিত, দশ প্রকার অলৌকিক বা অতিমানবীয় গুণে গুণান্বিত। (পুং) ⇒ **দস তথাগত বলানি**।

দসম (বিণ) ১০ম, দশম।

দসমাস (ক্লী) গর্ভধারণের দশমাস সময়। (জাতক) **দসমাসে কুচ্ছিযা পরিহারিত্বা**। ⇒ **দস**।

দসমাসং (ক্লী) দশ মাস।

দসযোজনিক (বিণ) দশ যোজনের বা বহু দূরস্থ। ⇒ **দস**।

দস লোকধাতু—দশ প্রকার লোকধাতু। লোকধাতু = ১০×১০০০ = ১০০০০ (পেতবত্থুতে লোকধাতু)। ⇒ **দস**।

দসবগ্‌গ ⇒ **বগ্‌গ**।

দসবিধ (বিণ) দশবিধ, দশ প্রকার।

দসসত (বিণ) দশ শত, এক হাজার, এক সহস্র। (বিনয়) **দসসত পরিবারো**। (সূত্রনিপাত) **দসসত যক্‌খা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **দসসত নযনো**।

দসসত নযন—সহস্র চক্ষু, সহস্র লোচন, এক হাজার চক্ষু যাহার আছে অর্থাৎ স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র। ⇒ **দসসত**।

দসসহস্‌স (বিণ) দশ সহস্র, দশ হাজার।

দসসহস্‌সী (বিণ, স্ত্রী) দশ হাজার। = **দস সহস্‌স**। (বিনয়) **দস সহস্‌সী লোকধাতু**। ⇒ **সহস্‌সী, লোকধাতু**।

দসসহস্‌সী লোকধাতু—দশ সহস্র লোকধাতু বা চক্রবাল। ⇒ **সহস্‌সী লোকধাতু**।

দসসিক্‌খাপদ (ক্লী) দশবিধ শিক্ষাপদ, দশশীল, দশ প্রকার শীলাচরণ। ইহা শ্রামণেরগণের নিত্য পালনীয় দশশীল। **দসসীল, দসপব্বজ্জাসীল**। ⇒ **সিক্‌খাপদ, দস**।

দসসিক্‌খাপদানি ১ (ক্লী, বহুবচন) = **দসসিক্‌খাপদ**। ⇒ **দসসিক্‌খাপদ**। ২ (স্ত্রী) শ্রামণেরগণের দশশীল বা দশ প্রকার শিক্ষাপদ। ইহাও দশপ্রকার প্রব্রজিত শীল। = **সামণেরী**। (তুলনীয়) **দসসিক্‌খাপদ**।

দসসীল (ক্লী) ১ দশশীল। = **দস পব্বজ্জাসীল, দসসিক্‌খাপদ**। ⇒ **দস**। ২ = **দস সুচরিত সীল**। ⇒ **দস সুচরিত সীল, সীল** (২)।

দস সুচরিতসীল (ক্লী) দশশীল বা দশ প্রকার সদাচার পদ্ধতি। ইহাকে সুচরিত শীল বলা হয়। দশ প্রকার সুচরিত শীল, যথা—১ **পাণাতিপাতা বেরমণী** (প্রাণী হত্যা হইতে বিরতি অর্থাৎ প্রাণী হত্যা না করিয়া সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ও দয়া ভাব পোষণ করা), ২ **অদিন্ন-আদানা বেরমণী** (অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি অর্থাৎ চুরি না করা), ৩ **কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী** (মিথ্যা কামাচার হইতে বিরতি), ৪ **মুসাবাদা বেরমণী** (মিথ্যা কথা বলা হইতে বিরতি অর্থাৎ মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্য কথা বলা), ৫ **পিসুনবাচায বেরমণী** (পরনিন্দা ও পর-অপবাদ জনিত কথা হইতে বিরতি অর্থাৎ পিউন্দারী কথা ও পরনিন্দা না করা), ৬ **ফরুসবাচায বেরমণী** (কর্কশ বা অভদ্রোচিত কথা ইত্যাদি হইতে বিরতি অর্থাৎ কথার দ্বারা কাহারও মনে আঘাত না দেওয়া), ৭ **সম্ফপ্পলাপা বেরমণী** (সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা হইতে বিরতি অর্থাৎ নিজের এবং অপরের উপকারজনক কথা ব্যতীত বৃথা আলাপ না করা, ৮ **অভিজ্‌ঝায বেরমণী** (লোভমূলক কথা হইতে বিরতি অর্থাৎ লোভ উৎপন্ন করিয়া কথা না বলা এবং এমন কোন কথা না বলা যদ্দ্বারা লোভ উৎপন্ন হইতে পারে), ৯ **ব্যাপাদা বেরমণী** (ঈর্ষা পরায়ণতা হইতে বিরতি অর্থাৎ কাহারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করা এবং ঈর্ষাভাব না রাখা)। ১০ **মিচ্ছাদিট্‌ঠিযা বেরমণী** (মিথ্যাদৃষ্টি হইতে বিরতি অর্থাৎ মিথ্যা ধারণা ত্যাগ করিয়া সত্যধর্মে অথবা চারি আর্যসত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা)। ⇒ **সীল** (২)।

দসা (স্ত্রী) ১ দশা, বস্ত্রপ্রান্ত অর্থাৎ বস্ত্রের যেই দুই প্রান্ত তাঁতে বুনানো যায় না, বস্ত্রের দুই প্রান্তস্থিত সুতা, ঝালর, ফঁপি, বস্ত্রের শেষভাগ, দীপবর্তিকা, সলিতা। (দীর্ঘনিকায়) **দীঘদসা বত্থানি**—যেই বস্ত্রসমূহের দীর্ঘ প্রান্ত বা ঝালর আছে। (জাতক) **দসানি**। ২ অবস্থা (অর্থাৎ অবস্থা বা ভাব, অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ-উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মরণ—এই দশপ্রকার কামদশা), জন্মকালীন গ্রহের অবস্থান; গর্ভবাস-জন্ম-বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ড-যৌবন-স্থাবির্য-জরা-প্রাণরোধ-বিনাশ-শরীরজ এই দশ দশা।

দসান্ত (ক্লী) [দসা+অন্ত] বস্ত্রের পারের প্রান্তভাগ।

দসিক (বিণ) ১ দৃষ্ট হয় এমন, দেখা যায় এমন, সাকার, আকৃতিবিশিষ্ট, দেখার মতন, অনুকূল চেহারা বিশিষ্ট। ২ কাপড়ের প্রান্তস্থিত অবুনান সুতা-সম্বন্ধীয়। ⇒ **দসা**।

দসিক সুত্ত (ক্লী) বস্ত্রের প্রান্তস্থিত অবুনানো সুতা। **দসিক সুত্তমত্তংপি**—বস্ত্রের প্রান্তস্থিত ঝালরের সূতামাত্রই নাই অর্থাৎ অবুনানো সুতা বা ঝালরহীন বস্ত্র। ⇒ **দশক** (২), **দসা** (১)।

দস্‌স (বিণ) দেখা যায় বা দেখে এমন, দৃষ্ট হয় এমন, উপলব্ধ, জ্ঞাত, অনুভূত, প্রত্যক্ষকৃত।

দস্‌সক (বিণ) দর্শক, যে ব্যক্তি দেখে, যে ব্যক্তি দেখায়। (পুং) দৃষ্টিকর্তা, দর্শয়িতা, দ্বারপাল।

দস্‌সতি (ক্রি) দেখে, দেখা যায়, দেখায়। ১ (**দক্‌খতি**,

দক্‌খিতি ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল অর্থে:—) (সে) দেখিবে, দর্শন করিবে, অনুভব করিবে, উপলব্ধি করিবে, জানিবে, জ্ঞাত হইবে। **ক** √দক্‌খ+অ+তি = **দক্‌খতি**। (১) বর্তমান কাল:—(প্রথম পুরুষ, একবচনে) **দক্‌খতি = পস্‌সতি**। (উত্তম পুরুষ, একবচনে) **দক্‌খামি = পস্‌সামি**। (মধ্যম পুরুষ, একবচনে) **দক্‌খসি = পস্‌সসি; অদক্‌খি** (বর্মা পেতবত্থু অর্থকথা)। (পঞ্চমী, আদেশার্থে) **দক্‌খ = পস্‌স**। (২) (প্রথম পুরুষ, একবচনে) **দক্‌খিতি = দক্‌খতি** (বর্মা সূত্রনিপাত গ্রন্থ); (প্রথম পুরুষ, বহুবচনে) **দক্‌খিন্তি = দক্‌খন্তি** (বর্মা সূত্রনিপাত গ্রন্থ)। অতীত কাল:—**অদক্‌খি, দক্‌খি; = অদ্দস, অদ্দসা**। (উত্তম পুরুষ, একবচনে) **অদক্‌খিং, অদ্দক্‌খিং; = অদক্‌খি** (বর্মা পেতবত্থু গ্রন্থ)। (তুম) **দক্‌খিতুং**। (করণে ক্রিয়ায় অ-বিণ) **দক্‌খাপিত**। (পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে) **দক্‌খিন**। **খ** √দস্‌স+অ+তি = **দস্‌সতি**। অতীত কাল:— (১) **অদ্দস, অদ্দসা**। **অদ্দস:**—(পেতবত্থু) **মা অদ্দস; = অদ্দকিং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। **অদ্দসা:**—(তুলনীয়) **অগমা**। (উত্তম পুরুষ, একবচন) **অদ্দসং; = অদক্‌খিং**। (উত্তম পুরুষ বহুবচন) **(মা) অদ্দসুং** (পেতবত্থু); = **মা পস্‌সিংসু** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (২) **অদ্দসাসি**। (উত্তম পুরুষ একবচন) **অদ্দসাসিং, অদ্দসামি**। (প্রথম পুরুষ একবচন) **অদ্দসাসুং**। (৩) (ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত শব্দ) অতীত কাল:—**অদ্দ, অদ্দা**। (তুম) **দট্‌ঠুং**; (সূত্রনিপাত) **দট্‌ঠুং দট্‌ঠুকাম; = পস্‌সিতুং**। (ক্রি-বি) **দট্‌ঠু**; (বি-ভা) **নেক্‌খম্মং দট্‌ঠু খেমতো**; (চূলনির্দেশে) **দিস্বা = পস্‌সিত্বা**। (ভ-বিণ) **দট্‌ঠব্ব, দস্‌সনীয**। **গ** বর্তমান কর্মবাচ্যে:—√দিস্‌স+অ+তি = **দিস্‌সতি**—দর্শন করা বা দেওয়া, প্রত্যক্ষ হওয়া, দৃষ্টিগোচর হওয়া, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছানো, বোধ হওয়া, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, অনুভব হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, জানা, উপলব্ধি হওয়া। (প্রথম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষ একবচনে এবং বহুবচনে) **দিস্‌সরে**। (মধ্যম পুরুষ একবচন সম্প্রদান কারকে) **দিস্‌সসি**—তুমি দেখ। (ব-বিণ) **দিস্‌সমান**। (ক্রি-বি) **দিস্বা, দিস্বান, দিট্‌ঠা, অদিট্‌ঠা**। (অ-বিণ) **দিট্‌ঠ**। **ঘ** সম্প্রদানে ক্রিয়া:—**দস্‌সেতি**। √দিস্‌স+এ+তি = **দস্‌সেতি**। ⇒ **দস্‌সেতি**। ২ (**দদাতি** ক্রিয়ার ভবিষ্যত কাল অর্থে:—) দিবে অর্থাৎ সে দিবে।

দস্‌সন (ক্লী) ১ দর্শন, দেখা কার্য, দৃষ্টি, অবলোকন, নির্দেশকরণ, লক্ষ্যকরণ, মনোযোগকরণ, আকৃতি দর্শন, দৃশ্য দর্শন। ইহার ব্যবহারে প্রায় "তুম" এর ন্যায় অর্থ হয়, যেমন—(সম্প্রদান কারকে) **দস্‌সনায**—দেখিতে, দেখার উদ্দেশ্যে। (তুলনীয়) **দস্‌সনকাম = দট্‌ঠুকাম**। (মধ্যম নিকায়) **ভগবন্তং দস্‌সনায**। (দীর্ঘনিকায়) **বিসূক দস্‌সন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দস্‌সন সবন**। (জাতক) **ভিক্‌খুদস্‌সন**। (সূত্রনিপাত) **মুনিদস্‌সন = পেক্‌খণ** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **অরিযানং দস্‌সন;** (তুলনীয়) **অরিযানং দস্‌সাবিন; অপ্পিযানং দস্‌সাবিন**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিপ্পদস্‌সন**। (বিণ) চেহারার, আকারের, বাহ্য সাদৃশ্যের, আবির্ভাবের, হাবভাবের, উপস্থিতির, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশের, বাহ্য আড়ম্বরের। (তুলনীয়) **দস**। (সূত্রনিপাত) **চারুদস্‌সন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভযানক দস্‌সন; বিভচ্ছ দস্‌সন**। ২ (ক্ষমতা-সম্বন্ধে) বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, আত্মদর্শন বা সংপ্রত্যক্ষের মনোবৃত্তি বা কার্যক্ষমতা, প্রত্যক্ষকরণ, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, জ্ঞান, (মন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি, স্বজ্ঞা, ধারণা, মত, দৃষ্টি, দৃষ্টিসীমা, দৃশ্য, লক্ষ্য, মতবাদ, অনুমান। **ক** (যৌগিক বর্ণনায়) **ঞাণদস্‌সন**। **খ** অন্যসূত্রে বা প্রসঙ্গে:— (সূত্রনিপাত) **অরিয সচ্চান দস্‌সন**। (সংযুক্ত নিকায়) **উজুভূত দস্‌সন; ধম্মদস্‌সন**। (পেতবত্থু) **পাপদস্‌সন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বিপরীত দস্‌সন**। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্মাদস্‌সন; সব্বলোকেন দস্‌সন; সহেতু দস্‌সন; সুবিসুদ্ধ দস্‌সন**। "**ঞাণ**" এবং জ্ঞানের সহিত "**জাননে**" এবং "**দস্‌সন**" সমান অর্থবাচক। (বিণ) অনুভূত, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান উপলব্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত, প্রত্যক্ষ দর্শন হইয়াছে এরূপ। (তুলনীয়) **দস্‌সেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **বিসুদ্ধদস্‌সন**। **গ** "**দস্‌সেতি**" ক্রিয়ার করণ কারকে ক্লীবলিঙ্গে অর্থকথা অনুসারে ইহার অর্থ হয়:—অঙ্গুলি নির্দেশে দেখানো, লিপ্তকরণ, দেখানো, প্রদর্শনকরণ, জড়ানো, অনুমান, ভাবার্থ, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, উক্তি (পেতবত্থু অর্থকথা)। প্রায়ই যেমন "**আকার দস্‌সন**" এর সহিত যৌগিকরূপে:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **দাতব্বাকার দস্‌সন; থোমনাকার দস্‌সন**।

দস্‌সন অনুত্তরিয (ক্লী) **দস্‌সন'নুত্তরিয**। ⇒ **দস্‌সন'নুত্তরিয**।

দস্‌সনকাম (বিণ) দর্শনকামী, দর্শনপ্রার্থী, দর্শন করিতে ইচ্ছুক। = **দট্‌ঠুকাম**।

দস্‌সনত্থং(ক্রি-বিণ) অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইবার অভিপ্রায়ে, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইবার জন্য, এই অর্থে, এই অভিপ্রায়ে, এই মর্মে, এই সঙ্কল্প সহকারে, দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দাতব্বাকার দস্‌সনত্থং**। ⇒ **দস্‌সন** (২গ)।

দস্‌সন'নুত্তরিয (ক্লী) [দস্‌সন+অনুত্তরিয] (যথার্থ অথবা পূর্ণাঙ্গ) অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বা গুরুত্ব, তিন প্রকার "**অনুত্তরিযানি**" বা প্রাধান্যের মধ্যে একটি। তিন প্রকার প্রাধান্য বা "**অনুত্তরিযানি**", যথা—**দস্‌সন অনুত্তরিয, পটিপদা অনুত্তরিয, বিমুত্তি অনুত্তরিয**।

দস্‌সনভূমি (স্ত্রী) দর্শনভূমি, অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্র বা সমতা, পরিজ্ঞানের উন্নততর স্তর, পরিজ্ঞানের স্তর বা ভূমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্র বা ভূমি। ⇒ **ভূমি** (৩)।

দস্‌সনব্যাবট (বিণ) দৃশ্য দর্শনে আগ্রহান্বিত, দর্শনের

নিমিত্ত ঔৎসুক্য, দেখায় তৎপর, দেখিতে ব্যস্ত বা ব্যগ্র। ⇒ **ব্যাবট**।

দস্‌সন সংসগ্‌গ ⇒ **সংসগ্‌গ**।

দস্‌সন সম্পন্ন (বিণ) যিনি যথার্থ পরিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, জ্ঞান পরিজ্ঞানে ভূষিত, যিনি জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন।

দস্‌সন সবন (ক্লী) দর্শন এবং শ্রবণ, দৃশ্য দর্শন এবং শব্দ শ্রবণ। ⇒ **দস্‌সন** (১)।

দস্‌সনীয (বিণ) দর্শনীয়, সুদৃশ্য, দর্শনযোগ্য, সুন্দর, মনোজ্ঞ, যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দেখা আবশ্যক, দেখিতে সুন্দর, সুন্দর। = **দস্‌সিতুং যুত্ত** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা), **দট্‌ঠব্ব**। (তুলনীয়) **দিস্‌সমান**। সর্বদা নিয়ম অনুসারে "অনুপম শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনায়" বাক্য গঠনে:—**অভিরূপ দস্‌সনীয পাসাদিক পরমায বণ্ণপোক্খরতায সমন্নাগত**। = **সুভ, রুচির**। ⇒ **দস্‌সতি** (১খ)।

দস্‌সনীযতর (বিণ) অতি সুন্দর, খুব মনোজ্ঞ, অতি দর্শনীয়।

দস্‌সনেয্য = **দস্‌সনীয**। ⇒ **দস্‌সনীয**। (জাতক) **ভুস দস্‌সনেয্য**।

দস্‌সাবিতা (স্ত্রী) দর্শন, দৃষ্টি। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গুণবিসেস দস্‌সাবিতা**।

দস্‌সাবিন (বিণ) ১ পরিজ্ঞানপূর্ণ, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, দর্শী, দর্শনকারী, দেখে এমন, দর্শন করে এমন, উপলব্ধিকারী, লক্ষ্যকারী, দৃষ্টিকারী, সতর্কী, অনুভবকারী, অনুভূত, উপলব্ধ, লক্ষ্যণীয়, লক্ষ্যকারী, দর্শনীয়, জানে এমন, সতর্ক হইয়াছে এমন, সাধন করে এমন, হৃদয়ঙ্গম করে এমন, লাভ করে বা প্রাপ্ত হয় এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **অনিচ্চ দস্‌সাবিন; আদীনব দস্‌সাবিন**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পরিযন্ত দস্‌সাবিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভয দস্‌সাবিন**। (বি-ভা) **অনুমত্তেসু বজ্জেসু ভযদস্‌সাবিন** (দীর্ঘনিকায়); (তুলনীয়) **ভযদস্‌সিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকবজ্জ ভযদস্‌সাবিন**। (মধ্যম নিকায়) **সব্ব দস্‌সাবিন; সব্ব দস্‌সাবিন সব্বঞ্ঞূ; সমণো গোতমো সব্বদস্‌সাবিন সব্বঞ্ঞূ**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **বুদ্ধো সব্বদস্‌সাবিন সব্বঞ্ঞূ**। (তুলনীয়) সর্বদর্শাবিন (মহাবস্তু), **সারদস্‌সাবিন** (বিনয়)। ⇒ **দস্‌সাবিনঞ্ঞূ**। ২ দর্শনকারী, লক্ষ্যকারী। (বি-ভা) **অরিযানং দস্‌সাবী; অরিযানং দস্‌সাবী সপ্পুরিসানং দস্‌সাবী; অরিযানং দস্‌সাবী সপ্পুরিসানং দস্‌সাবী কোবিদো** (মধ্যম নিকায়)। (বিপ) **অদস্‌সাবী**।

দস্‌সাবিনঞ্ঞূ (বিণ) পরিজ্ঞান লাভী, অন্তর্দৃষ্টি লব্ধ, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি দর্শন করেন বা জানেন, যিনি অনুভব বা উপলব্ধি করেন। (তুলনীয়) **ঞাণদস্‌সন**। ⇒ **দস্‌সাবিন, জানাতি পস্‌সতি**।

দস্‌সাবী (বিণ) দর্শনকারী। = **দস্‌সাবিন** (২), **দস্‌সী**।

দস্‌সিক = **দসিক**। ⇒ **দসিক** (১)।

দস্‌সিত (বিণ) ১ দর্শিত, যাহা দেখানো হয়, প্রদর্শিত, প্রকাশিত, সম্পাদিত। (তুলনীয়) **সন্দস্‌সিত**। ⇒ **দস্‌সেতি**। ২ (সংস্কৃত—দংশিত) বর্মে সজ্জিত, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত।

দস্‌সিন (বিণ) দর্শীন, দর্শী, দর্শন করে এমন, দেখে এমন, জানে এমন, অনুভব করে এমন, উপলব্ধি করে এমন, সাধনকারী, লাভী, অনুভবকারী, গবেষী, সন্ধানকারী, অন্বেষী, অনুসন্ধিৎসু, কার্যে পরিণত করে এমন। (সূত্রনিপাত) **অত্থদস্‌সিন**। (সংযুক্ত নিকায়) **অনন্তদস্‌সিন**। (সদ্ধম্মোপাযন) **আদীনব দস্‌সিন**। (উদান) **একঙ্গদস্‌সিন**। (সূত্রনিপাত) **জাতিক্খযদস্‌সিন**। (সূত্রনিপাত) **ঞাণদস্‌সিন**। (সংযুক্ত নিকায়ে) **তীরদস্‌সিন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দীঘদস্‌সিন**। (ধর্মপদ) **ভযদস্‌সিন**। (সূত্রনিপাত) **বিবেকদস্‌সিন**। ⇒ **দস্‌সাবিন**।

দস্‌সিমন্ত (বিণ) = **অত্থদস্‌সিমন্ত**। ⇒ **অত্থদস্‌সিমন্ত**।

দস্‌সী (বিণ) দর্শী, যে ব্যক্তি দেখে, যে ব্যক্তি দেখিতে পায়, যাহার দেখিবার ক্ষমতা আছে। = **দস্‌সিন, দস্‌সাবী**।

দস্‌সু (পুং) দস্যু, ডাকাত, শত্রু, প্রতিপক্ষ।

দস্‌সুখীল—দস্যুর উপদ্রব। = **চোরখীল** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

দস্‌সেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি প্রদর্শন করে অথবা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখায়, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা, শিক্ষক।

দস্‌সেতি (ক্রি) (√দিস+এ; এখানে "দিস" ধাতু পরিবর্তিত হইয়া "দস" হইয়াছে) ১ দেখায়, নির্দেশ করে, প্রদর্শন করে, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখায়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুনখং দস্‌সেতি**—কুকুরটি দেখাইয়া দেয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দারকং দস্‌সেতি**। ২ স্পষ্ট করা, বিশদ করা, সুস্পষ্ট করা, আবির্ভূত করা, লোকসমক্ষে উপস্থিত করা, প্রত্যক্ষ করা, নিজকে প্রমাণ করা বা প্রকাশ করা। (জাতক) **দুব্বল বিয হুত্বা অত্তানং দস্‌সেসি**—তুমি নিজকে দুর্বলের ন্যায় দেখাইলে বা প্রমাণ করিলে। = **সম্মুখীভাবং গচ্ছন্তি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মিত্তো বিয অত্তানং দস্‌সেত্বা**—মিত্রের ন্যায় আত্মপ্রদর্শন করিয়া। ⇒ **দস্‌সতি** (ঘ)। (প্রেত সম্বন্ধে বি-ভা) **অত্তানং দস্‌সেতি**—আত্মপ্রকাশ করে অথবা আত্মদর্শন দেয়। (অতীত) **দস্‌সেসি, দস্‌সযি**; (পেতবত্থু) **দস্‌সযি তুমং**—তাহার নিজকে দেখাইল বা প্রমাণ করিল; = **অত্তানং দস্‌সযি দস্‌সেসি পাকটো অহোসি** (পেতবত্থু অর্থকথা); (প্রথমপুরুষ বহুবচনে) **দস্‌সেসুং**। (অ-বিণ) **দস্‌সিত**। (ব-বিণ) **দস্‌সেন্ত**। (ক্রি-বি) **দস্‌সেত্বা, দস্‌সিয**। (তুম) **দস্‌সেতুং**।

দস্‌সেতু (পুং) অঙ্গুলি নির্দেশকারী ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখায় বা দেখাইয়া দেয়।

দস্‌সেতুং (তুম) অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতে, প্রদর্শন করিতে, দেখাইতে, প্রমাণ করিতে, বর্ণনা করিতে, জ্ঞাপন করিতে, জানাইতে, সূচিত করিতে, ইঙ্গিত করিতে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ওবাদং দস্‌সেতুং**—উপদেশ দিতে। ⇒ **দস্‌সেতি**।

দস্‌সো (স্ত্রীলিঙ্গ "**দাসী**" শব্দের বহুবচন) দাসীগণ, দাসীরা।

দহ (পুং) হ্রদ, সরোবর, অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়। (দীর্ঘনিকায়) **উদকদহ**।

দহতি (ক্রি) ১ রাখা, স্থাপন করা, লেখা, ব্যাখ্যা করা, জিজ্ঞাসা করা, সংযুক্ত করা, সহসা উপস্থিত করা, কোনও অবস্থায় উপনীত করা, প্রস্তাব করা, নিয়োগ করা, নির্ধারিত করা, ধার দেওয়া, আরোপ করা, (করণে এবং অপাদান কারকে) কাহারও জন্য লওয়া বা গ্রহণ করা, গ্রহণ করা, পরিগ্রহ করা, ধরিয়া লওয়া, আছে বলিয়া ভান করা, জোর করিয়া অধিকার করা, দাবি করা, দরকার করা, উপযুক্ত হওয়া, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা। (দীর্ঘনিকায়) **ওক্কাকং পিতামহং দহতি; = ঠপেতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **মিত্ততো দহেয্য**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) চিত্তং অহতি—(কিছুতে) মন স্থির করা বা মনোসংযোগ করা। (সূত্রনিপাত) **বালং দহন্তি মিত্থু অঞ্ঞমঞ্ঞং; = পস্‌সন্তি দক্‌খন্তি** ইত্যাদি (মহানির্দেশ)। (যৌগিকে) **আদহতি, উপদহতি, পরিদহতি, সদ্দহতি, সন্দহতি, সমাদহতি** ইত্যাদি। (অ-বিণ) **দড্‌ঢ**। (ব-বিণ) **ধেয্য**। (কর্মবাচ্য) **ধীয়তি**। ২ দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ানো বা পোড়া, জ্বলা, দহন করা। = **ডহতি, বিনাসেতি**।

দহতে (ক্রি) ১ রক্ষিত হয়, রাখে, স্থাপন করে, ব্যাখ্যা করে, অর্থ হয়। = **দহতি** (১)। ২ জ্বালাইয়া দেয়, পোড়াইয়া দেয়, অগ্নি সংযোগ করে, পুড়িয়া যায়, দগ্ধ হয়। = **দহতি** (২)।

দহতো = **ওরং**। ⇒ **ওরং**।

দহন (ক্লী) দহন, জ্বলন, ভস্মীভূত করার কার্য, প্রদাহ, জ্বালা। (পুং) অগ্নি। (বি শুদ্ধিমার্গ) **দহনকিচ্চ**।

দহনকিচ্চ (ক্লী) দহনকৃত্য, ভস্মীভূত করার কার্য। ⇒ **দহন**।

দহর (বিণ, পুং) অল্প বয়স্ক, ছোট, কোমল মতির, দহর, তরুণ, যুব, যুবা, জোয়ান, কৈশোর বয়স্ক, সূক্ষ্ম, দুর্বোধ্য। (সংযুক্ত নিকায়) **দহরো চে পি পঞ্ঞবা**। (সূত্রনিপাত) **যুবা দহর; দহর চ মহন্তা যে বালা যে চ পণ্ডিতা সব্বে মচ্চুবসং যন্তি**। (জাতক) **দহরদহরে দারকে চ দারিকাখো**। (পেতবত্থু) **দহর যুবা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দহর সামণের**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দহরভিক্‌খূ। = তরুণ**। (বিপ) **মহল্লক**—বৃদ্ধ। (পুং) **বালক, অল্পবয়স্ক বালক, তরুণ, যুবা**।

দহর ইত্থি—যুবতী স্ত্রী, পূর্ণযৌবনা নারী।

দহরক = **দহর**। ⇒ **দহর**।

দহর ভিক্‌খুনী (স্ত্রী) ১ যুবতী ভিক্ষুণী। ২ ভিক্ষুণীর গল্প (বিভঙ্গ অর্থকথা)।

দহরা (বিণ) তরুণী, অল্পবয়স্কা, যুবতী। (স্ত্রী) তরুণী স্ত্রীলোক, অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, যুবতী স্ত্রীলোক, বালিকা, অবিবাহিতা মেয়ে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দহরা যুবা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দহরা দারিকা**। ⇒ **দহর**।

দহরি = **দহরা**। ⇒ **দহরা**।

দহরিকা = **দহরা**। ⇒ **দহরা**।

দহরে = **দহরা**। ⇒ **দহরা**। (জাতক) **দহরে ইত্থী**—অল্পবয়স্কা বা তরুণী স্ত্রীলোক।

দাগবা = **ধাতুগব্ভ**। ⇒ **ধাতুগব্ভ**।

দাঠা (স্ত্রী) দাঁত, দন্ত, বড় দাঁত, বিষ দাঁত, লম্বা দাঁত, হস্তিদন্ত, শ্বাদন্ত। (বিণ) লম্বা লম্বা দাঁত আছে এমন, বিষদাঁত আছে এমন, যে হস্তীর দন্ত আছে, দাঁতাল; (সাহিত্যে) দন্তহীন অথবা দংশন করে না এমন। (দীর্ঘনিকায়) **সুসুকখদাঠা**। (জাতক) **উদ্ধট দাঠো বিষ সম্পো; নিক্‌খন্ত দাঠা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কঠিন দাঠা**।

দাঠাদন্ত (ক্লী) শ্বাদন্ত, কুকুরের ন্যায় মানুষের ছেদন দন্ত।

দাঠাধাতু (স্ত্রী) দন্ত ধাতু। ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে শ্মশানে চিতাভস্মের সহিত তাঁহার যে দাঁত অভস্মীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল উহাই দন্তধাতু নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

দাঠাবলিন (বিণ) দন্তবলে অথবা দন্তরূপ অস্ত্রশক্তিতে যে সব জীব শক্তিশালী (অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, শূকর, হস্তী প্রভৃতি)।

দাঠাবলী (বিণ) = **দাঠাবলিন**। ⇒ **দাঠাবলিন**।

দাঠাবুধ (ক্লী) দন্তরূপ অস্ত্র। (বিণ) দন্তরূপ যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

দাঠিকা (স্ত্রী) শ্মশ্রু, দাড়ি, ধান্যাদির মঞ্জরী, তীরের কর্ণ বা ফলা, বিড়াল প্রভৃতির গোঁফ। (বিনয়ে ভিক্ষু সম্বন্ধে) **ন দাঠিকা ঠপেতব্বা**। (জাতক) **তম্বদাঠিকা; মহাদাঠিকা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পরূঢ় মস্‌সু-দাঠিকা**।

দাঠিন (বিণ) (যে গজের বা হস্তীর) দাঁত আছে, দাঁতাল, লম্বা লম্বা বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট।

দাত (বিণ) পরিষ্কৃত, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ। ⇒ **দপেতি**।

দাতব্ব (ভ-বিণ) দাতব্য, দিবার যোগ্য, দেওয়া উচিত, দেওয়ার উপযুক্ত, দেওয়ার যোগ্য। ⇒ **দদাতি, দেতি**।

দাতব্বাকার দস্‌সন--দেওয়ার যোগ্যরূপে দর্শন, দাতব্যাকারে জানন। ⇒ **দস্‌সন** (২গ)।

দাতব্বাকার দস্‌সনত্থং—দেওয়ার যোগ্যরূপে দর্শন করিবার বা জানিবার জন্য। ⇒ **দস্‌সনত্থং**।

দাতর (পুং) দাতা, দানকর্তা, উদার প্রকৃতির লোক, দানশীল লোক, দয়ালু ব্যক্তি।

দাতা (পুং) = **দাতর**। ⇒ **দাতর**। দাতা তিন প্রকার, যথা—**দানপতি, দানসহায, দানদাস**।

দাতু (পুং) = **দাতর**। ⇒ **দাতর**।

দাতুং (তুম) দিতে। ⇒ **দদাতি**।

দাতুং ঈহামি = **দাহামি**। ⇒ **দাহামি**।

দাতুকাম (বিণ) [দাতু+কাম] দান দিতে ইচ্ছুক, দান দেওয়ার আকাঙ্ক্ষী, দানে অভিলাষী। (পুং) দিবার ইচ্ছা।

দাত্ত (ক্লী) কাস্তে, ঘাস কাটিবার যন্ত্রবিশেষ। ⇒ **দান, দাপেতি, দাযতি**।

দান (ক্লী) দান, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিধিপূর্বক কাহাকেও কোন বস্তু প্রদানের নাম দান, বিতরণ, ত্যাগ, দেওয়া, প্রদান, উপহার, ভিক্ষা, খাদ্যবস্তু ভিক্ষা দান, ভিক্ষা দেওয়া, উদারতা, সরলতা, বদান্যতা, দানশীলতা, উপঢৌকন, (বর্ণনায়) ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দেওয়া। ⇒ **সঙ্গহ** (৫)। (তুলনীয়) **দেয্যধম্ম, যঞ্ঞ**। (জাতক) **দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা**। দান দুইপ্রকার, যথা—**বজ্জনীয দান, অবজ্জনীয দান**। "**অবজ্জনীয দান**" ত্রিবিধ, যথা—**অভয দান, ধম্ম দান, আমিস দান**। "**আমিস দান**" ত্রিবিধ, যথা—**বাহির বত্থু দান, অত্তবত্থু দান, পরমত্থ দান** (যথা স্থানে ইহাদের অর্থ দ্রষ্টব্য)। ⇒ **দানবত্থু, দেয্যধম্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সপ্পুরিস দান, অসপ্পুরিস দান**। অঙ্গুত্তর নিকায়ে হিতকর দান দেওয়ার পঞ্চ বৈশিষ্ট্য, যথা—**সদ্ধায দানং দেতি, সক্কচ্চং দানং দেতি, কালেন দানং দেতি (= কালদান), অনুগ্গহিত চিত্তো দানং দেতি, অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্চ দানং দেতি**। বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে দানের অভ্যাস এবং দানের উপকারিতা-সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **দান দম; দান সংযম; সক্কচ্চং দানং; অসক্কচ্চং দানং**; (সংযুক্ত নিকায়) **দানং দাতব্বতং যত্থ চিত্তং পসীদতি; আমিস দান**—চারি প্রত্যয়ের অন্তর্গত বাহিরের বস্তু দান; **ধম্মদান**—আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক উপদেশ দান; (জাতক) **দানে আনিসংসা; দানে মহপ্ফল; দানস্‌স বিপাক; দানং পেতানং উপকপ্পতি; অগগড় দান; দিন্ন দান**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পং দানং সমণ ব্রাহ্মণানং; আগন্তুক দান**।

দান উপকরণ = **দানুপকরণ**। ⇒ **দানুপকরণ**।

দান উপপারমী (স্ত্রী) শত্রুভাবাপন্ন এবং অনিষ্টকারী ব্যক্তি ব্যতীত প্রকৃত যাচকের উপকার হইবে মনে করিয়া স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ স্বীয় দেহ হইতে রক্ত, মাংস, চক্ষু, হস্ত, পদ প্রভৃতির প্রয়োজনবোধে আত্মবস্তু দান দিতে সমর্থতা। ⇒ **পারমী**।

দানকথা (স্ত্রী) দান কথা, দান-সম্বন্ধে কথা বা আলাপ আলোচনা, দান দেওয়ার পুণ্য-অপুণ্য-সম্বন্ধীয় কথোপকথন।

দানকিরিযা (ক্লী) দানক্রিয়া, দানকার্য, দানকার্য সম্পাদন।

দানগ্গ (বিণ) [দান+অগ্গ] দানগ্র, দানশ্রেষ্ঠ। (ক্লী) দানশালা, দানগৃহ, দানভাণ্ডার, যে স্থানে ভিক্ষা দেওয়া হয়; (চরিত্রে) দানোৎপত্তি, দানের দাতা, প্রচুর দান। (যৌগিকে) **দানানি মহাদানানি অগ্গঞ্ঞানি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। = **দানাগার**।

দানগ্গদাযিন (বিণ) শ্রেষ্ঠ দাতা, যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ দান দেয়, (নিজের ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্য সর্বপ্রথম ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান দিয়া পরে নিজে পরিভোগ করাকেও অগ্রদান বলা হয়) তাদৃশ দান যে ব্যক্তি দেয়, অগ্রদানকারী। ⇒ **দাযিন**।

দানগ্গদাযী = **দানগ্গদাযিন**। ⇒ **দানগ্গদাযিন**।

দানজ্ঝাসয (বিণ) [দান+অজ্ঝাসয] দান দিতে ইচ্ছুক, দান দিতে ইচ্ছা করে এমন, দানে আগ্রহশীল।

দানদায—দানদায়, দানকষ্ট, দান দিতে পারে না এমন অবস্থা।

দানদাস (পুং) দানদাস, হীনদাতা, যে ব্যক্তি নিজে যেমন খায় এবং যেমন পরিধান করে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু দান করে, দানে কৃপণতা। ⇒ **দান, দাতা**।

দানধম্ম (পুং) দয়া প্রদর্শন করিয়া দানীয় বস্তু দান দিবার কার্য এবং পুণ্যকার্য সম্পাদন। (তুলনীয়) **দেয্যধম্ম**।

দানপতি (পুং) দানপতি, যে ব্যক্তি নিজে যেমন খায় যেমন পরিধান করে তদপেক্ষা উত্তম উত্তম বস্তু দান করে, অত্যন্ত উদার ব্যক্তি, অতি দয়ালু ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দাতা। (বুদ্ধঘোষের দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **যং দানং দেতি তস্‌স পতি হুত্বা দেতি ন দাসো ন সহাযো**। (দীর্ঘনিকায়) **দানপতি সদ্ধো; দানপতি দাযকো**। (পেতবত্থু) **দানপতি অমচ্ছরিন**। ⇒ **দান, দাতা**।

দানপতি অমচ্ছরিন (বিণ) উদারতার সহিত দান দেয় এমন, মাৎসর্য ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু দান দেয় এমন, অকৃপণ দানপতির ন্যায়। ⇒ **দানপতি**।

দানপতি সদ্ধ (বিণ) দানপতির ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠদাতার তুল্য শ্রদ্ধাবান। ⇒ **দানপতি**।

দানপতি সহায (বিণ) দানপতির সমতুল্য। ⇒ **দানপতি**।

দান পরমত্থপারমী (স্ত্রী) শত্রুভাবাপন্ন অনিষ্ট কারক ব্যতীত প্রকৃত যাচকের উপকার হইবে মনে করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক বস্তু বা প্রাণ দানে সমর্থতা (শশ জাতকে শশক যেমন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বয়ং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নিজ দেহ দান করিয়াছিল),

শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা লাভে আত্মনিয়োগ। ⇒ **পারমী**।

দান পারমী (স্ত্রী) দান পারমী, স্বীয় অধিকারভুক্ত বাহিরের বস্তু দান, নিজের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি (আধ্যাত্মিক বস্তু ব্যতীত) বাহিরের বস্তু দানে সমর্থতা। ⇒ **দানবত্থু, পারমী**।

দানপুঞ্ঞ—দানময় পুণ্য, দানজনিত পুণ্য বা সদাচার। ⇒ **দান**।

দানফল (ক্লী) দানফল, দানের ফল (অর্থাৎ দান দিয়া অপরের যেই উপকার করা হয় এবং নিজেও যে যশ, কীর্তি ইত্যাদি প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে, আর দাতা স্বয়ং ইহ ও পারত্রিক যেই সুখ লাভ করিয়া থাকে উহা দানেরই ফল)। (পেতবত্থু) **দানফলং হোতি পরম্হি লোকে**—পরলোকে দানের ফল পাওয়া যায়।

দানভিরত (বিণ) [দান+অভিরত] দানাভিরত, দানকার্যে নিযুক্ত, দানকর্মে নিরত। ⇒ **অভিরত**।

দানময (বিণ) দানময়, উদারতাপূর্ণ, দানে মুক্তহস্ত, দান প্রেরণায় ব্যগ্র, দান দেয় এমন, দানে আগ্রহশীল, ভিক্ষা দানে নিরত। (দীর্ঘনিকায়) **দানময পুঞ্ঞঞ কিরিযায বত্থু**। (বিভঙ্গ) **দানময কুসল চেতনা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দানময পুঞ্ঞং; দানময কুসলকম্ম**। ⇒ **ময** (২)।

দানময পুঞ্ঞঞ (ক্লী) দান দিয়া যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় উহাই দানময় পুণ্য, দানময় পুণ্য। ⇒ **পুঞ্ঞঞ**।

দানমুখে (ক্রি-বিণ) দানমুখে, দানের উদ্দেশ্যে, দানরূপে, দানের জন্য। (জাতক) **বহূহি মুখেহি**। ⇒ **মুখে**।

দানম্পতি [দানং+পতি] দানের অভিমুখে, দানের দিকে।

দানব (পুং) দানব, দৈত্য, অসুর।

দানবট্ট (ক্লী) দানাবর্ত, দান দেওয়ার আবর্ত অর্থাৎ অবিরত দান বা ভিক্ষা দেওয়া, ভিক্ষাদান। ⇒ **বট্ট** (৩)।

দানবত্ত = **দানবট্ট**। ⇒ **দানবট্ট**।

দানবত্থু (ক্লী) দানবস্তু, দানীয় জিনিস, দানের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার, চাঁদা, দানসামগ্রী, পূজার বস্তু। = **অন্ন পানাদিক দসবিধ দাতব্ব বত্থু** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **বাহির বত্থু দান**।

দানবিধি ⇒ **বিধি** (১)।

দানবিসসগ্গ—দানীয় বস্তু দান, উপহার প্রদান। = **পরিচ্চাগট্ঠানে দানগ্গে** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **বিস্সগ্গ**।

দানব্যাবট (বিণ) দানকার্যে কর্মী বা কার্যকারী, দান দেওয়ায় ব্যস্ত, দানকার্যে নিযুক্ত তত্ত্বাবধানকারী, দানকার্যে উৎসাহী, দান দেওয়ায় নিযুক্ত। ⇒ **ব্যাবট**।

দানব্যাবটিক (বিণ) দানীয় বস্তু বিতরণকারী, খাদ্য পরিবেশনকারী, পরিবেশনকারী, বাঁটরাকারী, বণ্টনকারী।

দানসংবিভাগ (পুং) দানসংবিভাগ, মুক্তহস্তে দান, দান বণ্টন, দানসামগ্রী বিভাগ করণ, উপস্থিত যাচক বা গ্রহিতাদের মধ্যে দানীয় বস্তু অংশ অংশ করিয়া ভাগ করার কার্য। ⇒ **সংবিভাগ**।

দানসংবিভাগ রত (বিণ) দানীয় বস্তু ভাগ করিবার কার্যে রত বা নিযুক্ত। ⇒ **দানসংবিভাগ**।

দানসহায (পুং) দানসহায়, দানবন্ধু, সমানদাতা, যে ব্যক্তি নিজে যেমন খায় যেমন পরিধান করে তাদৃশ বস্তু দান করে। ⇒ **দান, দাতা**।

দানসালা (স্ত্রী) দানশালা, যে গৃহে বা স্থানে ভিক্ষুসঙ্ঘকে অথবা ভিখারীকে দান দেওয়া হয়। = **দানাগার**। ⇒ **সালা**।

দানসীল (বিণ) দানশীল, দানপ্রবণ, দানে উদার, দানে মুক্তহস্ত, দানশীল অর্থাৎ যে দান দেয়।

দানসোণ্ড (বিণ) দানপ্রিয়, দানে আগ্রহশীল, দান দেওয়ার ইচ্ছুক, যে ব্যক্তি সর্বদা দান দিবার অভিলাষী।

দানাগার (ক্লী) [দান+আগার] দানাগার, দানশালা, দানগৃহ, দানালয়। = **দানসালা**। ⇒ **দানগ্গ**।

দানাদি পুঞ্ঞঞভিরত (বিণ) দানাদি পুণ্যকার্যে নিযুক্ত। ⇒ **অভিরত**।

দানাধিকার—ভিক্ষা দানের কার্যভার, দানীয় বস্তু বণ্টনের তত্ত্বাবধান।

দানানিসংস—দানশীলতার প্রশংসা বদান্যতার যশকীর্তি, দানজনিত পুণ্যফল।

দানারহ (বিণ) দান পাওয়ার উপযুক্ত, দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য গুণবান।

দানি (ক্রি-বিণ) এখন, এক্ষণে, বর্তমান সময়ে। = **ইদানি**।

দানীয (বিণ) দানীয়, দান দিবার যোগ্য। = **দাতব্ব**।

দানুপকরণ (ক্লী) [দান+উপকরণ] দানের উপকরণ, দানের উপাদান, দানের জন্য সংগৃহীত উপকরণ বা দ্রব্যসামগ্রী, দানের সঙ্গতি বা অর্থসম্পদ, দানীয় বস্তু। (তুলনীয়) **উপক্খট**।

দানপপত্তি (স্ত্রী) দানীয় সামগ্রী, দান দিবার উপযোগী দ্রব্য (অর্থাৎ দশবিধ দানযোগ্য বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি অথবা অধিক অথবা শক্তি অনুসারে দশবিধ দানীয় বস্তু)। ⇒ **বাহির বত্থুদান**।

দানুপ্পত্তি = **দানুপপত্তি**। ⇒ **দানুপপত্তি**।

দাপন (ক্লী) দান দেওয়ার প্রবর্তনা, দানের প্রলোভন, দাপন, দান দেওয়ান। ⇒ **বোদাপন**।

দাপিত (বিণ) দাপিত, দায়িত, যে বস্তু দেওয়ান যায়, শোধিত, ধনাদি দ্বারা বশীকৃত, সাধিত, দণ্ডিত, শাসিত, প্রদত্ত, সমর্পিত, প্রেরিত। ⇒ **দাপেতি**।

দাপেতি (ক্রি) ১ (কাহাকেও) দান দিবার জন্য প্রবৃত্ত করা, দান দেওয়ায় প্রবর্তিত করা, দিতে অনুমতি দেওয়া বা

আদেশ করা, দেওয়া, প্রেরণ করা, মঞ্জুর করা, উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা। (তুলনীয়) **অবদাপেতি**। ⇒ **দেতি, দদাতি, দযতি**। (অতীত) **দাপেসি**। (অ-বিণ) **দাপিত**। (ব-বিণ) **দাপেস্তু**। (ভবিষ্যত) **দাপেস্সতি**। (ক্রি-বি) **দাপেত্বা**। ২ দৌড়াইবার কারণ হওয়া, (কাহাকেও) দৌড়াইয়া দেওয়া।

দাপেতু (পুং) যে ব্যক্তি দান দিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহাকে দান দিতে প্রবর্তিত করা হয়।

দাম (ক্লী) দাম, রজ্জু, সূত্র, যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা যায়, দোঁকা, মাল্য, মালা, হার, রশি, দড়ি, কাছি, পত্র বা পুষ্পমালা, সম্মান-মুকুট, শৃঙ্খল শ্রেণী, নিগড়, বেড়ী, শ্রেণী, দাসত্ব, অধীনতা, ক্লেশ, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দামেন বদ্ধো; = বচ্ছকানং বন্ধনত্থায কতা গন্থিতা নদ্ধিপসযুত্তা রজ্জুবন্ধন বিসেসা** (সূত্রনিপাত)। সাধারণতঃ—(জাতক) **অনোজপুপ্ফদাম;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ওলম্বক দাম;** (জাতক) **কুসুমদাম; গন্ধদাম; পুপ্ফদাম; মালাদাম; রজতদাম; রত্তপুপ্ফদাম; সুমনদাম**।

দামেন (করণ, ক্রি-বিণ) রজ্জু দ্বারা, পুষ্পমালা দ্বারা, নিগড় দ্বারা। = **দামেন** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **দাম**।

দায (পুং) ১ কাষ্ঠ, কাঠ, বন, জঙ্গল, কুঞ্জবন, তরুবীথি। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দাযগচ্ছ**। (বিনয়) **মিগদায**। (সংযুক্ত নিকায়) **তিণদায; বহুকণ্টকদায**। ⇒ **দাব**। ২ দান, প্রকৃতিদত্ত গুণ, উপঢৌকন, চাঁদা, প্রদত্ত বস্তু, বিষয়, ভূসম্পত্তি, দেয়ক, পারিশ্রমিক, দর্শনী, ব্যয়, খরচা, যৌতুকাদি দান, দায়, হিস্যা, অংশ, ভাগ, বখরা, পৈতৃক ধন, বিভাজ্য বস্তু, উত্তরাধিকার সূত্রে যে ধনে অধিকার জন্মে, পূর্বস্বামীর স্বামিত্ব নাশান্তর তৎসম্বন্ধাধীন যে দ্রব্যে স্বত্ব হয় তাহাতেই দায় শব্দ প্রয়োগ করা যায়, ছেদন, ঠাট্টা, লয়, ক্ষতি, বিপদ, সঙ্কট, উৎপাত, উপদ্রব, জল, দাতা। (বি-ভা) **রাজদায ব্রহ্মদেয্য**। (তুলনীয়) **দাযাদ, ব্রহ্মদেয্য**।

দাযক (বিণ) দায়ক, যে ব্যক্তি দান দেয়, দেয় এমন, দান করে এমন, প্রদানকারী, যাহার নিকট হইতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি বন্টন করে, যে ব্যক্তি যোগান দেয়, দাতা, ক্ষতিপূরণকারী, সমর্থনকারী, প্রদানকারী। = **দদ**। (পুং) দায়ক, দাতা, ক্ষতিপূরক, দায়াদ, সমর্থনকারী লোক, পৃষ্ঠপোষক, প্রতিপালক, রক্ষক, পক্ষভুক্ত লোক, প্রদানকারী ব্যক্তি, উপকারক, উপকারী লোক, উদার লোক। **ইতো চুতা, মনুস্সত্তা সগ্গং গচ্ছন্তি দাযকা**। (জাতক) **কণ্ডদাযক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দাযকানং দক্খিণা**।

দাযকানং দক্খিণা—দায়ক বা দাতাগণের প্রদত্ত দানীয় সামগ্রী। ⇒ **দাযক**।

দাযগচ্ছ—কাঠের গাছ, গাছের বন, গাছের অরণ্য, গাছের ঝোপ।

দাযজ্জ (ক্লী) ১ পৈতৃক বিষয়, উত্তরাধিকার, পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি, উত্তরলব্ধি। ২ স্ত্রীধন, নববধূর যৌতুক ধন। (বিণ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। (বিনয়) **পিতুনো দাযজ্জ**। ⇒ **দাযাদ**।

দাযজ্জ উপসম্পদা— উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত "উপসম্পদা"। কিন্তু ধর্মপদ অর্থকথায় বলা হইয়াছে সাত বৎসর বয়স্ক সুমন শ্রামণের এবং সোপাক শ্রামণের—এই দুইজনের ভিক্ষুভাব প্রাপ্তির নীতি স্বতন্ত্র।

দাযজ্জ পরিভোগ—পুরুষ পরম্পরা অভ্যাস বা প্রথা। ⇒ **পরিভোগ** (২)।

দাযজ্জরহা = **দাযাদিকা**। ⇒ **দাযাদিকা**।

দাযতি (ক্রি) [√দা+য] কাটা, ছেদন করা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) কর্তন করা, (শস্য) কর্তন করা, দায়ন করা, সংগ্রহ করা, পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া, পরিশ্রমের ফল লাভ করা। (অতীত) **দাযি**। (অ-বিণ) **দাযিত**। (করণে) **দাযাপেতি**।

দাযন (ক্লী) কাস্তে দ্বারা তৃণাদি ছেদন, শস্য কর্তন, তৃণ ছেদন করা হইয়াছে এরূপ ভূমিখণ্ড, দায়ন।

দাযনগগ [দাযন+অগ্গ] মাঠে যে শস্য সর্বপ্রথম কর্তন করা হয়।

দাযনত্থং (ক্রি-বিণ) তৃণ বা শস্যাদি কর্তন করিবার জন্য।

দায পাল (পুং) বনরক্ষক, কুঞ্জবন বা তরুবীথি রক্ষক।

দাযাতি (ক্রি) কাটা, কর্তন করা, বিদীর্ণ করা, (তৃণ বা শস্যাদি) ছেদন করা, দায়ন করা। = **দাযতি**।

দাযাদ (পুং) দায়াদ, উত্তরাধিকারী, পুত্র, উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ধন-সম্পত্তি গ্রহণে যাহার অধিকার আছে, জ্ঞাতি, ধনাধিকারী পুত্র বা জ্ঞাতি। ⇒ **দাযজ্জ, দাযাদক**।

দাযাদক (বিণ) উত্তরাধিকারী সূত্রে যাহার পাইবার অধিকার আছে। (পুং) উত্তরাধিকারী পুত্র বা জ্ঞাতি। = **দাযাদ**।

দাযাদিকা (বিণ, স্ত্রী) উত্তরাধিকারিণী। (স্ত্রী) উত্তরাধিকারিণী মেয়ে বা স্ত্রীলোক। = **দাযজ্জরহা**। ⇒ **দাযাদ**।

দাযাপেতি (ক্রি) তৃণ বা শস্যাদি কর্তন করিবার কারণ হওয়া অথবা (কাহারও দ্বারা) কর্তন করানো। ⇒ **দাযতি**।

দাযিক = **দাযক**। ⇒ **দাযক**।

দাযিকা (বিণ, স্ত্রী) দায়িকা, দানকারিণী স্ত্রীলোক। (বিনয়) **ভিক্খাদাযিকা; খীরদাযিকা**।

দাযিন (বিণ) যে ব্যক্তি দেয়, দেয় এমন, দিতে রাজি হয় এমন, প্রদানকারী, দান দেয় এমন। = **দাযক, দদ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ইচ্ছিতিচ্ছিত দাযিন**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **দানগ্গদাযিন**।

দাযী = **দাযিন, দাযক**। ⇒ **দাযিন, দাযক**।

দার (পুং) পত্নী, ভার্যা, স্ত্রী, বিবাহিতা স্ত্রীলোক, তরুণী স্ত্রীলোক। = **দারা**। ⇒ **দারি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দার পটিগ্‌গহ**। (সূত্রনিপাত) **পুত্তদার**। (পেতবত্থু) **সপুত্তদার**। (সূত্রনিপাত) **পুত্ত চ দার চ**। (**"সীল"** বর্ণনায়:—পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল **"কামেসুমিচ্ছাচারিন"**, অষ্টশীলাদি ব্রহ্মচর্য শীলের তৃতীয় শীল **"অব্রহ্মচরিয়া"**) **সকেন দারেন সন্তুট্‌ঠ** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সূত্রনিপাত) **অদার**। (মধ্যম নিকায়) **পরদার**। (পুং, বহুবচন) **দারা**। (স্ত্রী) **দারা**। (করণ, একবচন) **দারেন;** (বহুবচন) **দারেহি**। (সূত্রনিপাত) **সেহি দারেহি অসন্তুট্‌ঠো**—সে তাহার স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট নহে। (অধিকরণ, বহুবচন) **দারেসু**—নিজ স্ত্রী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে। (সূত্রনিপাত) **পুত্তেসু দারেসু অপেক্‌খা**।

দারক (পুং) দারক, পুত্র, শিশুপুত্র, বালক, যুবক, তরুণলোক। (বিপ) **দারিকা**। (জাতক) **দারকে চ দারিকাযো**—বালক বালিকারা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বালদারক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **যসদারক**। (জাতক) **গামদারকা**।

দারক চোরী (স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক বালক বা ছোট ছোট ছেলেদিগকে হরণ করে, ছেলেধরা স্ত্রীলোক।

দারক তিকিচ্ছা (স্ত্রী) শিশু চিকিৎসা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে ঔষধাদি দিয়া রোগমুক্ত করার কার্য। = **কোমারভচ্চ বেজ্জকম্ম** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ⇒ **তিকিচ্ছা**।

দারক পরিহার—শিশু বা ছেলের তত্ত্বাবধান। ⇒ **পরিহার** (১)।

দারপটিগ্‌গহ (পুং) দারপরিগ্রহ, স্ত্রীগ্রহণ, বিবাহ। ⇒ **দার**।

দারপরিগ্‌গহ ⇒ **পরিগ্‌গহ** (২)।

দারভরণ (ক্লী) স্ত্রীর ভরণপোষণ, স্ত্রীরক্ষণ।

দারা (স্ত্রী) ভার্যা, পত্নী, স্ত্রী। (চূলনির্দেশ) **দারা বুচ্চতি ভরিযা**। = **দার**।

দারি (স্ত্রী) কুমারী, অবিবাহিতা রমণী, বালিকা, অল্পবয়স্কা বালিকা। ⇒ **দার**।

দারিকা (স্ত্রী) দারিকা, বালিকা, কন্যা, অল্পবয়স্কা বালিকা। (বিপ) **দারক**।

দারু (ক্লী) কাষ্ঠ, কাঠ, বৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়ি, কড়িকাঠ, জ্বালানি কাঠ, কাষ্ঠখণ্ড; (বহুবচনে) কাঠের তৈয়ারি জিনিস, কাঠের কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, গাছের ডাল বা সরু কাঠসমূহ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চন্দনদারু**। ⇒ **দব্ব** (২), **দব্বী, দুম**।

দারুক (ক্লী) স্থূল কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের গুঁড়ি। (বিণ) কাঠের তৈয়ারি, কাষ্ঠনির্মিত, কাঠের প্রস্তুত। (থেরীগাথা) **দারুক চিল্লক**।

দারুক চিল্লক (ক্লী) কাঠের খুঁটি বা স্তম্ভ। কিন্তু Mr. Carns ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন "কাঠের পুতুল"। ⇒ **চিল্লক, দারুক**।

দারুকম্মিক (বিণ) যে ব্যক্তি কাঠের কাজ করে। (পুং) সূত্রধর, ছুতার মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী।

দারুকুটিকা—কাঠের কুটির, কাঠের খুঁটি দ্বারা তৈয়ারি পর্ণশালা, কাষ্ঠনির্মিত কুটির।

দারুকুড্ড—কাঠের ঘর, কাষ্ঠনির্মিত ঘর। ⇒ **কুড্ড**।

দারুকূট (পুং, ক্লী) কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের দণ্ড, কাঠের টুকরা, কাষ্ঠদণ্ড।

দারুকোট্টন ⇒ **কোট্টন** (২)।

দারুক্‌খন্ধ (পুং) কাঠের গুঁড়ি বা কাণ্ড, কাঠের খুঁটি বা স্তম্ভ, কাঠের স্কন্ধ বা কাণ্ড।

দারুখণ্ড (ক্লী) কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের টুকুরা।

দারুগহ—কাঠের চত্বর বা উঠান, কাঠের কারখানা।

দারুঘটিক—কাঠের তৈয়ারি কলসী, কাষ্ঠনির্মিত ঘটি বা জলপাত্র।

দারুচীরিয (বিণ) (গাছের) বল্কলধারী। (ক্লী) **বল্কল**। (পুং) **বল্কলধারী** সন্ন্যাসী বা ঋষি।

দারুজ (বিণ) কাষ্ঠনির্মিত, কাঠের তৈয়ারি, কাঠ দ্বারা প্রস্তুত।

দারুণ (বিণ) দারুণ, ঘোর, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ক্রুর, কঠোর, কঠিন, দুঃসহ, অসহ্য, উৎকট, অত্যধিক, কর্কশ, উগ্র, কটু, মর্মভেদী, মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর, নৃশংস, গম্ভীর, পরুষ, তীক্ষ্ণ, ক্লেশকর, প্রচণ্ড, অশ্লীল, শ্রুতিকটু, যন্ত্রণাপ্রদ, যন্ত্রণাদায়ক, দৃঢ়, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, নির্দয়, পাষাণহৃদয়, শক্ত, তীব্র, জোরাল, প্রবল, তেজস্বী। = **ঘোর** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দারুণবাত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দারুণসপথ; দারুণ কারণ**। = **কুরারিন**।

দারুণ কারণ—দারুণকারণ, দুঃসহ কারণ। ⇒ **কারণ** (১ক), **দারুণ**।

দারুণ কুরার = **কুররকম্মন্ত**। ⇒ **কুররকম্মন্ত**।

দারুণবাত—জোরাল বাতাস, দারুণ বায়ু প্রবাহ, প্রবল ঝড়, তুফান। = **ঘোরবাত**। ⇒ **দারুণ**।

দারুণসপথ—দারুণ শপথ, কঠোর শপথ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ⇒ **দারুণ**।

দারুদাহ—কাষ্ঠ দহন, কাঠ জ্বালানো, কাষ্ঠ ভস্মীভূত করার কার্য, কাষ্ঠদাহ।

দারু ধীতলিকা (স্ত্রী) কাঠের পুতুল। ⇒ **ধীতলিকা**।

দারুপত্ত—কাঠের তৈয়ারি পাত্র, কাষ্ঠনির্মিত ভিক্ষাপাত্র, কাঠের পাত্র। ⇒ **পত্ত** (২)।

দারুপত্তিক (বিণ, পুং) যে ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহে কাষ্ঠনির্মিত পাত্র ব্যবহার করেন, যে ভিক্ষু কাঠের পাত্র লইয়া পিণ্ডাচরণ বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন। ⇒ **পত্তিক** (২খ)।

দারুপরিকম্মকত (বিণ) কাঠের প্রস্তুত, কাঠ দ্বারা তৈয়ারি, কাষ্ঠনির্মিত। ⇒ **পরিকম্মকত**।

দারুপাকার—কাঠের বেড়া, কাষ্ঠনির্মিত দেয়াল। ⇒ **সিলাপাকার**।

দারুপাদুকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ পাদুকা, কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা, খড়ম। ⇒ **পাদুকা**।

দারুভণ্ড (ক্লী) কাঠের আসবাব, কাঠের জিনিস, কাষ্ঠনির্মিত জিনিসে গৃহসজ্জা, কাঠের গৃহসরঞ্জাম।

দারুভার—কাঠের বোঝাই। ⇒ **ভার** (১)।

দারুমণ্ডলিক—কাঠের চাকতি, কাষ্ঠনির্মিত গোলাকার থালা।

দারুময (বিণ) কাষ্ঠময়, সম্পূর্ণ কাঠের তৈয়ারি, কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত, সর্বত্র কাষ্ঠময়। ⇒ **ময** (১)।

দারুমাসক (পুং) কাঠের মুদ্রা, কাঠ দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা বা টাকা, কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রা বা টাকা। ⇒ **মাসক** (২), **রূপিয** (১)।

দারুযন্ত (ক্লী) ১ কাঠের যাঁতা, কাষ্ঠনির্মিত পেষণযন্ত্র বা কল। ২ কাঠ চিড়াইবার কল বা যন্ত্র, কাঠের কুঁদাযন্ত্র অর্থাৎ সূত্রধর হাত ও পায়ের দ্বারা দড়ি টানিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যে যন্ত্রে কাঠকে গোলাকার ও মসৃণ করে। ⇒ **যন্ত**।

দারুযান—কাঠের নৌকা, কাষ্ঠনির্মিত গাড়ি ভেলা ইত্যাদি যান।

দারুবারক (পুং) কাষ্ঠনির্মিত পাত্র। ⇒ **বারক**।

দারুসঙ্ঘাট (পুং) কাঠের ভেলা, কাষ্ঠনির্মিত ভেলা। = **দারুযান, নাবাসঙ্ঘাট**।

দারুসঙ্ঘাত = **দারুসঙ্ঘাট**। ⇒ **দারুসঙ্ঘাট**।

দারুসন্থার ⇒ **সন্থার** (১)।

দারুসমাদহান—কাঠ জোড়া লাগানো, কাঠের জোড়া দেওয়া।

দারেতি (ক্রি) [√দাল+এ] চেরা, ফাড়া, ভেদ করা, বিদারণ করা, বিদীর্ণ করা বা হওয়া, বিশৃঙ্খল করা, বিভক্ত করা, ফাটা, ভাঙ্গিয়া খোলা। = **দলতি**। (অতীত) **দারেসি**। (অ-বিণ) **দারিত**। (ব-বিণ) **দারেন্ত**। (ক্রি-বি) **দারেত্বা**।

দালন (ক্লী) বিদারণ, বিদীর্ণকরণ। = **বিদালন**।

দালিক লট্‌ঠি (স্ত্রী) দালিক লতার পল্লব বা মঞ্জরী। ⇒ **লট্‌ঠি** (২)।

দালিকা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—দালিক) (যুক্ত শব্দে) দালিকা লট্‌ঠি। = **তক্কারী (?)**।

দালিকা লট্‌ঠি (স্ত্রী) একপ্রকার লতাবিশেষ। ⇒ **দালিকা**।

দালিদ্দিয (ক্লী) দারিদ্র্য, দরিদ্রতা, অভাবগ্রস্ত অবস্থা, দুঃস্থতা।

দালিম = **দালিম**। ⇒ **দালিম, দালিকা**।

দালেতি (ক্রি) ভগ্ন করা, ভাঙ্গা, বিদীর্ণ করা। = **দারেতি**। ⇒ **দলতি**। (অতীত) **দালেসি**। (অ-বিণ) **দালিত**। (ব-বিণ) **দালেন্ত, দালযমান**। (ক্রি-বি) **দালেত্বা**।

দালিদ্দিয (ক্লী) অভাব, দারিদ্র্য, দ্রব্যের বা গুণের অভাব। = **দালিদ্দিয**।

দালিম (ক্লী) দাড়িম বা ডালিম গাছ, দাড়িম্ব ফল।

দাব (পুং) দাব, দাবানল, বনাগ্নি, অগ্নি, তাপ। = **দাবগ্গি**।

দাবগ্গি (পুং) দাবাগ্নি, দাবানল, বনোদ্ভব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বনদগ্ধ করে। = **দাব**।

দাবিক (বিণ) দমনকারী। (যৌগিকে) **পিণ্ডদাবিক**। ⇒ **পিণ্ডদাবিক**।

দাস (পুং) দাস, চাকর, ভৃত্য, ক্রীতদাস, পরিচর্যাকারক, সেবক, পরিচর্যার নিমিত্ত বেতন দিয়া যাহাকে নিযুক্ত করা হয়। (যৌগিকে) **দাসদাসী**। বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**অন্তোজাত**, যেমন—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **অন্তোজাত ধনক্কীত করমরানীত সামং দাসব্যং উপগতানং অঞ্ঞতরো**। (বি-ভা) **দাসা চ কম্মকরা**—দাস এবং শ্রমিকগণ (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **দাসো কম্মকরো**—দাস এবং চাকর। (বিনয়) **দাসো ন পব্বাজেতব্বো**—দাস বা ক্রীতদাস ভিক্ষু হইতে পারে না। (জাতক) **দাসো সত্তসত কাহাপণেন কিনিতো**—যে দাসকে ৭০০ শত মুদ্রা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে।

দাসক (পুং) দাস। = **দাস**।

দাসকম্মকর (পুং) দাসভৃত্য, ক্রীতদাস, বিনা বেতনে বা বিনা মাসহারায় শ্রমিক। = **দাসপোরিস**।

দাসকম্মকর পোরিস **দাসকম্মকর**। ⇒ **দাসকম্মকর**।

দাসগণ (পুং, বহুবচন) দাসগণ, দাসমণ্ডলী।

দাসজাতি (স্ত্রী) দাসজাতি, দাসবংশ।

দাসজাতিক (বিণ) দাসজাতির, দাসবংশের, দাসবংশীয়।

দাসত্ত (ক্লী) দাসত্ব, দাসের কর্ম, দাসের অবস্থা, বেতন লইয়া অপরের সেবা করা, বেতনের নিমিত্ত নিতান্ত অধীন হইয়াও নানা কষ্ট ও অপমান স্বীকার করিয়া অপরের কর্ম করা।

দাসদাসী—দাসদাসী, চাকর-চাকরানী, পুরুষ ভৃত্য এবং স্ত্রীলোক ভৃত্য। ⇒ **দাস**।

দাসপুত্ত (পুং) দাসপুত্র, দাস, ভৃত্যের পুত্র।

দাসপুরিস (পুং) চাকর, ভৃত্য, সেবক, পুরুষ চাকর, পুরুষ সেবক। ⇒ **পুরিস** (৩)।

দাসপোরিস (পুং) দাস, ক্রীতদাস, চাকর, ভৃত্য, চাকুরিয়া মানুষ (অর্থাৎ যাহারা যে কোন চাকরি করিয়া জীবিকার্জন করে)। মহানির্দেশে ত্রিবিধ দাস-সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**১ ভটকা, ২ কম্মকরা, ৩ উপজীবিনো**।

মহানির্দেশে উল্লেখিত চতুর্বিধ "**দাস**" সম্বন্ধেও তুলনীয়। ⇒ **পোরিস** (১)।

দাসব্য (ক্লী) = **দাসত্ত**। ⇒ **দাসত্ত**।

দাসলক্‌খণ (ক্লী) দাসের লক্ষণ অর্থাৎ ভৃত্যের আচরিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা।

দাসবণ্ণ (পুং) = **দাসজাতি**। ⇒ **দাসজাতি**।

দাসব্য = **দাসব্য**। ⇒ **দাসব্য**।

দাসিকা (স্ত্রী) দাসী, ক্রীতদাসী, চাকরানী, সেবিকা, পরিচর্যাকারিণী, ভৃত্যা।

দাসিত্ত (ক্লী) দাসীত্ব, চাকরানীর কর্ম বা অবস্থা। ⇒ **দাসত্ত**।

দাসিম—গাছের রকম বা প্রকার, গাছের প্রজাতি বা উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী।

দাসিযা (স্ত্রী) দাসী, চাকরানী। = **দাসিকা**।

দাসিসোণ্ড (বিণ) যে ব্যক্তি দাসীর বা চাকরানীর সহিত কামাচার করে, অসংযত, কামুক। (পুং) লম্পট, কামুকলোক। (জাতক) **দাসিসোণ্ড, সুরাসোণ্ড**। ⇒ **সোণ্ড**।

দাসী (স্ত্রী) দাসী, কর্মকরী, ভৃত্যা, পরিচর্যার জন্য যেই স্ত্রীলোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয়, বালিকা দাসী। (বিনয়) **কুলদাসী**। (মধ্যম নিকায়) **ঞাতিদাসী**। (পেতবত্থু) **ঘরদাসী**। (তুলনীয়) **কুম্ভদাসী**।

দাসীগণ (স্ত্রী, বহুবচন) দাসীগণ, দাসীমণ্ডলী।

দাসীদাসা (বহুবচনে) দাসী এবং দাসগণ। (যৌগিকে) **দাসীদাসা পতিগ্‌গহণ**--দাসদাসী ক্রয় ব্যবসায় (দীর্ঘনিকায়)।

দাসীপুত্ত (পুং) দাসীপুত্র, দাসীসুত, দাসীর গর্ভজাত পুত্র। (ধর্মপদ) **ঘরদাসিযা ব পত্তো**। (দীর্ঘনিকায়) **দাসীবাদ**।

দাসীভোগ (ক্লী) দাসীর অধিকার ভোগ, দাসীর সম্পত্তি, দাসীর অধিকৃত বস্তু।

দাসীবাদ--দাসীর কথা, দাসী-সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা। ⇒ **দাসীপুত্ত**।

দাহ (পুং) দাহ, দহন, ভস্মীভূতকরণ, জ্বলন, সন্তাপ, আন্তরিক যাতনা। = **ডাহ**।

দাহামি (ক্রি) আমি দিতে ইচ্ছা করি। = **দাতুং ঈহামি**। ⇒ **দদাতি**।

দি = **দ্বি** ⇒ **দ্বি**।

দি-অড্‌ঢ = **দি-অদ্ধ**। ⇒ **দি-অদ্ধ**।

দি-অদ্ধ = **দিযড্‌ঢ**। ⇒ **দিযড্‌ঢ**।

দিক্‌খতি (ক্রি) [√দিস+অ] দেখা, দর্শন করা, ভিক্ষু হওয়া, দীক্ষিত হওয়া, দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া। (অ-বিণ) **দিক্‌খিত**।

দিক্‌খিত (বিণ) আরব্ধ, নূতন, দীক্ষিত, নব দীক্ষিত, দীক্ষাপ্রাপ্ত, অনভ্যস্ত, উৎসর্গকৃত, পবিত্রকৃত, পূত। = **দক্‌খিত** (জাতক)। (সংযুক্ত নিকায়) **চিরদিক্‌খিত**। ⇒ **দিক্‌খতি**।

দিগম্বর (পুং) দিগম্বর, নগ্ন সন্ন্যাসী, জৈন সন্ন্যাসীদের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়। (বিণ) নগ্ন, নেংটা, উলঙ্গ।

দিগুচ্ছা (স্ত্রী) বিরাগ, অত্যন্ত ঘৃণা। = **জিগুচ্ছা**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **অসুচি দিগুচ্ছা**।

দিগুণ (বিণ) দ্বিগুণ, দুইগুণ, দুই ভাঁজ। **দিগুণং রজ্জুং**—দ্বিগুণ দড়ি অর্থাৎ দুইটি সুতা একত্রে জড়াইয়া পেঁচ লাগাইয়া যেই দড়ি পাকানো হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিগুণং নিবাপং পচিত্বা**—দ্বিগুণ অথবা দুইবার আহার্য পাক করিয়া। (দীর্ঘনিকায়) **দিগুণ (দিগুণা) সঙ্ঘাটি**। ⇒ **গুণ**।

দিগুণা সঙ্ঘাটি—ভিক্ষুদের দ্বিভাঁজ সঙ্ঘাটি চীবর। ভিক্ষুদের ব্যবহার্য ত্রিচীবরের মধ্য এই দ্বিভাঁজে সেলাই করা চীবরটি একখানা চীবরবিশেষ। ইহা পর্বোপরি পরিধানের নিমিত্ত ভিক্ষুদের "**একচ্চিয উত্তরাসঙ্গ চীবর**" এর সমান বড় দুভাঁজ বা দুই পড়ল করিয়া সেলাই করা বস্ত্র। ⇒ **দিগুণ, তিচীবর**।

দিগ্‌ঘিকা (স্ত্রী) খাত, পরিখা, পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা।

দিঘচ্ছা (স্ত্রী) ক্ষুধা, বলবতী স্পৃহা। = **জিঘচ্ছা**।

দিঘএ্‌ঞ (বিণ) নিকৃষ্টতর, অধস্তন, অনুন্নত, অধম, নীচ, অগভীর, সরল, সাদাসিধে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ণ, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, অন্তিম, পূর্ব, চরম, অত্যন্ত, অসম্ভব, সর্বশেষ, সর্বপশ্চাদ্বর্তী (অর্থাৎ পশ্চিম দিকের বা পশ্চিম দিকে)। (জাতক) **দিঘএ্‌ঞরত্তিং**।

দিঘএ্‌ঞরত্তিং--রাত্রির শেষে, শেষরাত্রে, রাত্রির শেষভাগে। ⇒ **দিঘএ্‌ঞ**।

দিচ্ছতি (ক্রি) দিতে ইচ্ছা করা, দান দিতে সঙ্কল্প করা, দান দেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া। (প্রথম পুরুষ একবচনে) **দিচ্ছরে** (সংযুক্তনিকায়; ইহা ক্রিয়ালঙ্কার বিশেষ)। ⇒ **দদাতি**।

দিজ (পুং) ১ পুনর্বার যাহা উৎপন্ন হয় বা উঠে অর্থাৎ দাঁত। ২ পক্ষী, দ্বিজ, যাহা একবার অণ্ডরূপে একবার শাবকরূপে দুইবার জন্মগ্রহণ করে। (চূলনির্দেশ) **দিজ বুচ্চতি পক্‌খী**। ৩ দ্বিজ, ব্রাহ্মণ। (চূলনির্দেশ) **জাযতি দিজো**। = **দ্বিজ, দুবিজ**। (বিণ) দ্বিজ, দ্বিজাত, দুইজন্মা, দুইবারে জাত। = **দ্বিজ**।

দিজগণ (পুং, বহুবচন) দ্বিজগণ, ব্রাহ্মণগণ, পক্ষীকুল। = **দ্বিজগণ**।

দিজিব্‌হ (বিণ) যাহার দুইটি জিহ্বা আছে অর্থাৎ সর্প।

দিট্‌ঠ (বিণ) ১**ক** দৃষ্ট, যাহা দেখা যায় বা গিয়াছে, অবলোকিত, জ্ঞাত, লৌকিক। (মধ্যম নিকায়) **দিট্‌ঠং দিট্‌ঠতো সঞ্জানাতি**। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠা বা যে বা অদিট্‌ঠা; ন মে দিট্‌ঠো ইতো পুব্বে নসসুতো ... সখা**।

(পেতবত্থু) **সামং দিট্‌ঠ**। (যৌগিকে) **দিট্‌ঠসুত; দিট্‌ঠ সুত মুত;** (তুলনীয়) **দিট্‌ঠিযা সুতিযা ঞাণেন** (সূত্রনিপাত); (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত**। (সূত্রনিপাত) **ন তুযহং অদিট্‌ঠং অসুতং অমুতং কিঞ্চনং অত্থি**—আপনার অদৃষ্ট অশ্রুত অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত অস্পৃষ্ট এবং মনের দ্বারা অজ্ঞাত কিছুই নাই অর্থাৎ আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বজ্ঞ; (সমান ভাবার্থে) **দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত** (সূত্রনিপাত) (দীর্ঘনিকায়) **যং সদেবকস্স লোকস্স দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত সব্বং তং তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধং** (তথাগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সম্বন্ধে)। **খ** জ্ঞাত, অনুভূত, উপলব্ধ, বিদিত, অবগত, মীমাংসিত, সিদ্ধান্তকৃত, যাহা জানা হইয়াছে। (বিপ) **সম্পরাযিক**। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠপঞ্ঞহ**। **গ** সুস্পষ্ট, দৃষ্টির গোচরীভূত, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান, দেখিয়া শুভাশুভ নির্ধারণকারী বা বিশ্বাসী, দৃশ্য দর্শনে বা দর্শনশক্তিতে নির্ধারিত। ⇒ **দিট্‌ঠ মঙ্গলিকা**। (যৌগিকে) **দিট্‌ঠধম্ম** (বিনয়); = **ঞাতধম্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্‌ঠ অভিনিব্বুত**। (দীর্ঘনিকায়) **দিট্‌ঠ নিব্বান**। (বিনয়) **দিট্‌ঠ সুখবিহার; দিট্‌ঠ সুখবিহারিন**। (ধর্মসঙ্গীতি অর্থকথা) **দিট্‌ঠ বেদনীয; দিট্‌ঠে ধম্মে**। ⇒ **দস্সতি, পস্সতি** (ক্লী) দৃষ্টি, দর্শন, ছায়া, ভূত, কাল্পনিক বিষয়বস্তু, স্বপ্ন, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়, ধ্যান বা সমাধিতে উপলব্ধ বিষয়, জ্ঞান, দর্শনশক্তি, চক্ষু বা দর্শনশক্তি, দূরদৃষ্টি, কল্পনা, পরিজ্ঞান, অন্তদৃষ্টি। ২ (পুং) শত্রু, বিরুদ্ধ বা বিপরীত পন্থি, অরি, বিপক্ষ, রিপু (কামাদি ষড়রিপু)। (বিণ) বিষাক্ত। (সংযুক্তনিকায়) **দিট্‌ঠগতেন সল্লেন**—বিষাক্ত শরে বা তীর দ্বারা (ইহা "দিদ্ধ' গদেন" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ)।

দিট্‌ঠ অত্থ (পুং) ইহা জাগতিক অর্থ বা বিত্তসম্পত্তি, এই সংসারে প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত অর্থ। (বিপ) **সম্পরাযিক অত্থ**। ⇒ **দিট্‌ঠে ধম্মে**।

দিট্‌ঠক (বিণ) দৃষ্টক, দৃষ্ট, দৃশ্যমান, স্পষ্ট, সহজবোধ্য, আপাত প্রতীয়মান, সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর। = **দিট্‌ঠি** (১)।

দিট্‌ঠকাল (কাহারও সহিত) দর্শন করিবার সময়, দর্শনের সময়, দেখার সুযোগ, দেখা করিবার সুযোগ, দর্শনের অবসর, দর্শনের সুবিধা।

দিট্‌ঠগতেন সল্লেন—বিষাক্ত শরে, বিষপূর্ণ শর বা তীর দ্বারা। ইহা "**দিদ্ধ'গদেন সল্লেন**" শব্দের পরিবর্তে ভুল পাঠ। ⇒ **দিট্‌ঠ** (২)।

দিট্‌ঠত্থ (পুং) [দিট্‌ঠ+অত্থ] = **দিট্‌ঠ অত্থ**। ⇒ **দিট্‌ঠ অত্থ**।

দিট্‌ঠধম্ম (পুং) দৃষ্টধর্ম, বস্তুর দর্শন, বিন্যাস বা আকার, প্রত্যক্ষ স্বভাব দর্শন, সংবেদনীয় জগৎ অর্থাৎ যে জগতে দৈহিক ও মানসিক বোধ বা অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে, এই সংসার, এই জগৎ, ইহকাল, প্রত্যক্ষজন্ম, ইহজন্ম, জীবিতাবস্থায়, বর্তমান অস্তিত্বমূলক এই মনুষ্যভূমি। (বিপ) **সম্পরাযিক ধম্ম**। = **ঞাত ধম্ম**। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১খ), **দিট্‌ঠি** (৪)। (বিণ) সত্য জ্ঞাত, সত্যলব্ধ, যিনি যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে।

দিট্‌ঠধম্ম বেদনীয (বিণ) দৃষ্টধর্ম বেদনীয় বা বেদনশীল, প্রত্যক্ষ অনুভবনীয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানে অনুভবনীয় বা অনুভূত, বস্তুর দর্শন বিন্যাস বা আকার অনুভবনীয়, প্রত্যক্ষ দর্শনে স্বভাব জ্ঞাত, এই জগতে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক বোধ বা অনুভূতি উপলব্ধি করা যায় বা জ্ঞাত হওয়া যায়।

দিট্‌ঠধম্মিক (বিণ) পার্থিব, এই সংসার-সম্বন্ধীয়, প্রত্যক্ষদর্শী, দৃষ্টধার্মিক, ইহজগতের বিষয়-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বর্তমান জন্ম বা সংসার-সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ। (বিপ) **সম্পরাযিক**।

দিট্‌ঠ ধম্মিকত্থ (পুং) [দিট্‌ঠধম্মিক+অত্থ] ইহজন্মের লাভ বা প্রাপ্তি। ⇒ **অত্থ**।

দিট্‌ঠনিব্বান—দৃষ্ট নির্বাণ, পার্থিব নির্বাণ, এই সংসারে বর্তমান থাকিয়া যে নিবৃতি সুখ নির্বাণ অনুভব করা হয়, অনুভূত বা উপলব্ধ নির্বাণ, প্রত্যক্ষ নির্বাণ, মার্গফল লাভীর নির্বাণ দর্শন বা নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণ। ⇒ **নিব্বান, দিট্‌ঠ** (১খ)।

দিট্‌ঠপঞ্ঞহ (বিণ) সমস্যা বা প্রশ্ন মীমাংসিত, সিদ্ধান্তে উপনীত। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১খ)।

দিট্‌ঠপত্ত (বিণ) যিনি এই সংসারে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি জীবিতাবস্থায় নির্বান সাক্ষাৎ করিয়াছেন, নির্বাণপ্রাপ্ত, নির্বানলাভী, নির্বাণ প্রত্যক্ষকৃত, নির্বাণে পতিত। (পুং) বুদ্ধাদি অর্হৎগণ।

দিট্‌ঠপদা (বহুবচন) দৃশ্যমান লক্ষণসমূহ, সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ।

দিট্‌ঠমঙ্গলিক (বিণ) দৃষ্টমাঙ্গলিক, যেই ব্যক্তি দৃষ্ট বস্তু হইতে অথবা কোনও লক্ষণ দেখিয়া শুভাশুভ নির্ধারণ করে, শুভলক্ষণযুক্ত বস্তু দেখিয়া মঙ্গল বিশ্বাসকারী, অনুকূল বস্তু দৃষ্টে শুভ বলিয়া বিশ্বাসী (অর্থাৎ তুলনামূলক পার্থিব দৃশ্য বা বস্তুদর্শন-সম্বন্ধে শুভাশুভ বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে কেহ বলিয়া থাকে "আমি দুগ্ধ প্রদানকারিণী গাভী দর্শন করিয়া যাত্রা করিয়াছি", কেহ বলিয়া থাকে "আমি পথে অমুক শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়াছি" ইত্যাদি—এইরূপে শুভদর্শন বিশ্বাসীকে বলা হয় "দৃষ্টমাঙ্গলিক")। ⇒ **মুতমঙ্গলিক**।

দিট্‌ঠমঙ্গলিকা (বিণ, পুং, বহুবচন) যাহারা কোনও লক্ষণ দেখিয়া নিজ নিজ শুভাশুভ নির্ধারণ করে, বাহ্যিক লক্ষণে শুভাশুভ বিশ্বাসী। ⇒ **মঙ্গলিক** (২)। (স্ত্রী) ১ একজন স্ত্রীলোকের নামবিশেষ (জাতক)। ২ অনুকূল বস্তু দেখিয়া শুভ বলিয়া বিশ্বাসকারিণী, যে স্ত্রীলোক কোনও বস্তু বা লক্ষণ দেখিয়া আপন শুভাশুভ নির্ধারণ করে। ⇒ **দিট্‌ঠমঙ্গলিক**।

দিট্‌ঠ বেদনীয (বিণ) দৃষ্ট বেদনীয়, প্রত্যক্ষ অনুভবনীয়,

ইহজগতে বা বর্তমান জন্মে যাহা জানা যায় বা উপলব্ধি করা যায়। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১গ)।

দিট্‌ঠ সংসন্দন (ক্লী) শুভলক্ষণযুক্ত বস্তু দেখিয়া বা জানিয়া মঙ্গল বলিয়া বিশ্বাসকরণ। ⇒ **দিট্‌ঠমঙ্গলিক**।

দিট্‌ঠ সংসন্দনা (স্ত্রী) নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক, মনোযোগ বা নৈসর্গিক ঘটনার প্রতি সাভিনিবেশ লক্ষ্যের সম্বন্ধ। (মহানির্দেশ) **দিট্‌ঠসংসন্দনা পুচ্ছা**—নিরীক্ষণ বা মনোযোগ সম্পর্কীয় প্রশ্ন। ⇒ **সংসন্দনা**।

দিট্‌ঠসুখবিহার—এই সংসারে বা ইহলোকে সুখে অবস্থান, প্রত্যক্ষ সুখজনক অবস্থান। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১গ)।

দিট্‌ঠ সুখবিহারিন (বিণ) প্রত্যক্ষ সুখদর্শনে বা সুখে অবস্থানকারী, ইহজগতে সুখে অবস্থানকারী। ⇒ **দিট্‌ঠি** (১গ)।

দিট্‌ঠ সুত (বিণ) দৃষ্ট এবং শ্রুত, চোখে দেখা এবং কানে শুনা। (কিন্তু "**দিট্‌ঠ সুত**" বলিলে সংক্ষেপত ইহার অর্থ বুঝায়:—দৃষ্ট, শ্রুত, আঘ্রাত, স্বাদিত, স্পৃষ্ট এবং মনের দ্বারা জ্ঞাত—এই ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি) ষড়িন্দ্রিয়ে অনুভূত ও জ্ঞাত। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১ক)।

দিট্‌ঠ সুত মুত (বিণ) দৃষ্ট-শ্রুত-আঘ্রাত-স্বাদিত-স্পৃষ্ট-মনের দ্বারা অনুভূত ও জ্ঞাত, (সংক্ষেপত) ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে অনুভূত ও জ্ঞাত। = **দিট্‌ঠসুত**। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠিযা সুতিযা ঞাণেন** (সূত্রনিপাত)।

দিট্‌ঠ সুত মুত বিঞ্ঞাত (বিণ) = **দিট্‌ঠ সুতমুত**। ⇒ **দিট্‌ঠসুতমুত**।

দিট্‌ঠা (স্ত্রী) জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি, জয় জয় রব, আনন্দজনক উচ্চশব্দ। (বিণ) দৃষ্ট, দেখিয়াছে এমন।

দিট্‌ঠানুগতি (স্ত্রী) [দিট্‌ঠি+অনুগতি] দৃষ্টানুগতি, অনুধ্যানের লক্ষণ বা নিদর্শন, দূর কল্পনার পূর্ব লক্ষণ, বিবেচনার প্রমাণ, যাহা দেখে তাহার অনুকরণ করণ, আলেখ্যের অনুলিপি বা অনুচিত্র, দূর কল্পনার ইঙ্গিত, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনুকরণ।

দিট্‌ঠানুসয—দৃষ্টানুশয়, দৃষ্টিই প্রচ্ছন্ন শক্তি, দৃষ্টির প্রতি অনুরাগ, দূর কল্পনায় ঝোঁক বা প্রবণতা, বিবেচনানুরাগ। অভিধর্ম মতে অনুশয় সপ্তবিধ, যথা—কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, অবিদ্যানুশয়। কিন্তু সূত্র প্রণালী মতে দশবিধ সংযোজনের স্বরূপ, যথা—কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্ট, শীলব্রত পরামর্শ, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য, সংযোজন বিভাগ বশে সর্বশুদ্ধ দশবিধ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

দিট্‌ঠাভিনিব্বুত (বিণ) [দিট্‌ঠা+অভিনিব্বুত] এই জন্মেই নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমন। ⇒ **নিব্বান, দিট্‌ঠ** (১খ)।

দিট্‌ঠাবিকম্ম (ক্লী) দৃষ্টিগোচর করণ, সুস্পষ্টকরণ, প্রকাশ্য বিবৃতি, স্বীকার বা স্বীকারোক্তি।

দিট্‌ঠাসব—দৃষ্টিই আসব বা আসক্তি, দৃষ্টাসক্তি, দূরকল্পনার প্রতিমত্ততা, বিবেচনার প্রতি সংলগ্নতা, চারিটি "**আসব**" এর মধ্য তৃতীয় "**আসব**"। চারি প্রকার "**আসব**" বা আসক্তি, যথা—**কামাসব, ভবাসব, দিট্‌ঠাসব, অবিজ্জাসব** (বিনয়)। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠোঘ**। = **দিট্‌ঠিওঘ**।

দিট্‌ঠি (স্ত্রী) দৃষ্টি, কুসংস্কারজনিত ধারণা, কুসংস্কারাপন্ন দৃষ্টি, ধারণা, বিশ্বাস, মিথ্যাবিশ্বাস, মিথ্যা ধারণা, ভ্রান্ত ধারণা, মতবাদ, দর্শন, দেখা, ধর্মমত, উপদেশ বাক্য, তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রের সত্যবিশেষ, শিক্ষা, উপদেশ। ⇒ **সময**। বর্ণনায় বিশেষ প্রভেদ:—১ **পাপদিট্‌ঠি, পাপিকা দিট্‌ঠি** অর্থাৎ পাপদৃষ্টি বা পাপ এবং পাপজনক মতবাদ বলিয়া বুদ্ধ অবস্থা যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ২ **সম্মাদিট্‌ঠি** অর্থাৎ যথার্থ সত্যদর্শন এবং যথার্থ ধর্ম বলিয়া বুদ্ধ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন (বিনয়)। ⇒ **মগ্গ**। (সংযুক্ত নিকায়) **উজুকা দিট্‌ঠি**। (মধ্যম নিকায়) **উজুগতা দিট্‌ঠি**। ৩ **মিচ্ছাদিট্‌ঠি** অর্থাৎ নির্বাণমার্গের পরিপন্থী মার্গ বলিয়া যাহা বুদ্ধ বলিয়াছেন বা দেশনা করিয়াছেন (সংযুক্ত নিকায়)। সাধারণ কথায় "**দিট্‌ঠি**" বলিলেও "**মিচ্ছাদিট্‌ঠি**" বুঝাইয়া থাকে। ৪ বিভঙ্গ এবং বিশুদ্ধিমার্গে চারি প্রকার "**দিট্‌ঠি**" এর কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা— **সক্কায়দিট্‌ঠি, উচ্ছেদদিট্‌ঠি, সস্‌সত দিট্‌ঠি, অকিরিয দিট্‌ঠি**। পুনশ্চ বিভঙ্গে পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ এবং মধ্যম নিকায়ে ষড়বিধ "**মিচ্ছাদিট্‌ঠি**" বা মিথ্যাদৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ২০ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি (⇒ **সক্কায়দিট্‌ঠি**)। ৬২ প্রকার "**দিট্‌ঠিগত**" বা দৃষ্টিগত ধারণা মিথ্যাদৃষ্টি (⇒ **দিট্‌ঠিগত**)। চূলনির্দেশে "**দিট্‌ঠধম্ম**" এর প্রভেদ বর্ণনায় অনুক্রমে:—"**দিট্‌ঠি খন্তিরুচি লব্ভি**" এবং পরে "**তণ্‌হা**" এর পূরকরূপে চূলনির্দেশে জ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"**দিট্‌ঠিযা সুতিযা ঞাণেন**" ⇒ **তণ্‌হা** (৩)। ধারা অনুসারে "**বাচা**" এবং "**চিত্ত**" এর সহিত "**দিট্‌ঠি**" শব্দ সংযোগে:—(সংযুক্ত নিকায়) **(তং) বাচং অপ্পহায চিত্তং অপ্পহায দিট্‌ঠিং অপ্পটি নিস্‌সজ্জিত্বা ... (নিকখিত্তো এবং নিরযে)**। (যৌগিকে) **সীলদিট্‌ঠি, পাপকদিট্‌ঠি, ভদ্দকদিট্‌ঠি**। (মধ্যম নিকায়) **দিট্‌ঠিং আসেবতি**—মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যামতবাদ গ্রহণ করিয়া থাকা। (জাতক) **দিট্‌ঠিং ভিন্দতি**—মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাধারণা (মতবাদ) ত্যাগ করা। ⇒ **ঞাণ**।

দিট্‌ঠি ওঘ—ভ্রান্তপথে মত্ততা বা দৃঢ়বিশ্বাস, মিথ্যাদৃষ্টি বা কুসংস্কারের বন্ধন, অলীক ধারণা। = **দিট্‌ঠাসব, দিট্‌ঠোঘ, দিট্‌ঠিযোগ**। ⇒ **ওঘ, আসব, যোগ** (৩)।

দিট্‌ঠিক (বিণ) দৃষ্টিক, দর্শনকারী, দর্শী, বিশ্বাসী, মতবাদী, দৃষ্টিপন্থী অথবা যাহার স্বতন্ত্র একটি ধর্মমত আছে। (মধ্যম নিকায়) **আগমন দিট্‌ঠিক**। (সংযুক্ত নিকায়) **সম্মাদিট্‌ঠিক, মিচ্ছাদিট্‌ঠিক**। (দীর্ঘ নিকায়) **বীতিমিস্‌স দিট্‌ঠিক**।

দিট্‌ঠিকন্তার (পুং) দৃষ্টিকান্তার, মতবাদ সমূহের মরুভূমি,

ধর্মমত সমূহের বিজন প্রদেশ, উপদেশাবলীর বিজন প্রদেশ, ভিত্তিহীন অনুধ্যানের অথবা দূরকল্পনার মরুভূমি। ⇒ **দিট্‌ঠিগত**।

দিট্‌ঠিগণ্ঠি (স্ত্রী) দৃষ্টিগ্রন্থি, মিথ্যাধর্মের জটিলতা, কুযুক্তি দ্বারা ভুল ধারণা সৃষ্টির জাল বা সূত্রগ্রন্থি, মিথ্যাদৃষ্টিরূপ গাঁইট বা গ্রন্থি, কুসংস্কাররূপ গ্রন্থি, ভ্রান্তধারণারূপ গ্রন্থি। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠি সঙ্ঘাট**। ⇒ **গণ্ঠি**।

দিট্‌ঠিগত (বিণ) দৃষ্টিগত, মিথ্যা ধারণা গ্রহণ করিয়াছে এমন, ভুল ধারণায় পতিত, মিথ্যা ধারণা প্রাপ্ত। (ক্লী) ভুল বিশ্বাস, মিথ্যা ধারণা, ভুল দৃষ্টি, মতবাদ, অনুমান, ভিত্তিহীন মত বা বিবেচনা, মিথ্যা ধর্ম। ইহা সর্বদা প্রকৃতি নির্দেশক গুণসংজ্ঞা সমূহের পারস্পর্য দ্বারা পালন করা হয়, যেমন—**দিট্‌ঠিগহন, দিট্‌ঠি কন্তার, দিট্‌ঠিবিসূক, দিট্‌ঠি বিপ্ফন্দিত, দিট্‌ঠি সঞ্ঞোজন**। এরূপ কুতর্কপূর্ণ বা কুযুক্তিপূর্ণ অনুধ্যান বা দৃষ্টিগত মিথ্যাদৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে—প্রতিসম্ভিদামার্গে দুই প্রকার, ছয় প্রকার, (ক্ষুদ্র ও মহৎরূপে বর্ণনায়) ৬২ প্রকার, আর দীর্ঘনিকায়েও উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে ত্রিপিটক গ্রন্থের অনেক স্থানে "**অনেক বিহিতানি**" অনেক প্রকারে উহা সন্নিবেশিত করা আছে। (তুলনীয়) **দ্বি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ⇒ **গত** (২)।

দিট্‌ঠিগতিক (বিণ) দৃষ্টিগতিক, মিথ্যাধর্মে দৃঢ় সংলগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিতে বা ভুল বিশ্বাসে লাগিয়া রহিয়াছে এমন, ভ্রান্ত ধারণাকে অথবা মিথ্যা মতবাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এমন।

দিট্‌ঠিগহন (বিণ) মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ, অতিশয় ভ্রান্ত ধারণাপূর্ণ, খুবই ভুল বিশ্বাসী, নিতান্ত ভুলে ভরা। (যৌগিকে) **দিট্‌ঠি গহন কন্তার**—মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ কান্তার বা বিজন স্থান। ⇒ **গহন**। (ক্লী) অনুধ্যানের গভীরতা, মিথ্যাদৃষ্টি গহন বন, বিবেচনা বা দূর কল্পনার গভীরতা। ⇒ **দিট্‌ঠিগত**।

দিট্‌ঠিগহনা পক্‌খন্ন (বিণ) মিথ্যা ধারণায় পতিত। = **দিট্‌ঠিগত** (বিণ)। ⇒ **পক্‌খন্ন**।

দিট্‌ঠিজাল (ক্লী) দৃষ্টিজাল, কুতর্ক বা ভ্রান্ত যুক্তিরূপ জাল, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ভ্রমাত্মক ধারণারূপ জাল, মিথ্যা ধারণাময় জাল, সদ্ধর্মে অবিশ্বাসের বিস্তৃতি। ⇒ **জাল**।

দিট্‌ঠিট্‌ঠান (ক্লী) দৃষ্টিস্থান, কাল্পনিক দর্শনের অবলম্বিত মত বা নীতি, মনঃকল্পিত পাণ্ডিত্যের মতবাদ। ইহা প্রতিসম্ভিদামার্গ নামক গ্রন্থে আট প্রকারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দিট্‌ঠিতা (স্ত্রী) যে কার্যে বা সত্যতায় সরল বা সোজা দৃষ্টি রহিয়াছে, সরলদৃষ্টি সম্পন্নতা। = **উজুদিট্‌ঠিতা** (মিলিন্দপ্রশ্ন)।

দিট্‌ঠিন (পুং) যাহার নিকট মিথ্যাদৃষ্টি ভাব বা মতবাদ আছে সে ব্যক্তি, অমুক অমুক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। (বিণ) ভিন্নমতবাদী, মিথ্যা বা অসত্য মত অনুসরণকারী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। (উদান) **এবং দিট্‌ঠিন এবং বাদিন**।

দিট্‌ঠিনন্দি—মিথ্যা ধর্মে তৃপ্তি, অসত্য ধারণায় সন্তুষ্টি। ⇒ **নন্দি**।

দিট্‌ঠিনিজ্‌ঝানক্‌খন্তি—মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা, ভ্রান্ত ধারণায় ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা, ধৈর্য সহকারে মিথ্যা মতবাদ বজায় রাখা।

দিট্‌ঠিনিপাত (পুং) দৃষ্টিনিপাত, ক্ষণিক প্রভা, ক্ষণিক দৃষ্টিপাত, কটাক্ষ। ⇒ **নিপাত** (১)।

দিট্‌ঠিনিবেসন—দৃষ্টিতে জড়াইয়া থাকা বা সংলগ্ন থাকার অবস্থা অর্থাৎ কোনমতে স্থিরনিশ্চয়তা, দৃষ্টিনিবদ্ধতা। (তুলনীয়) **নিবিস্‌সবাদিন**। ⇒ **নিবেসন** (২)।

দিট্‌ঠিনিস্‌সয—দৃষ্টি নিশ্রয় বা অবলম্বন, অনুধ্যানের ভিত্তি, বিবেচনা বা দূরকল্পনার ভিত্তিভূমি।

দিট্‌ঠিপক্‌খ (পুং) মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষসমর্থক, কুতর্কী বা কূট-তার্কিকের দল বা পক্ষসমর্থক।

দিট্‌ঠি পটিলাভ—মিথ্যাদৃষ্টি বা ধর্ম লাভ, অনুধ্যান প্রাপ্তি, বিবেচনা বা দূরকল্পনার বিষয়বস্তু লাভ।

দিট্‌ঠি পটিবেধ = **দিট্‌ঠিপটিলাভ**। ⇒ **দিট্‌ঠি পটিলাভ**।

দিট্‌ঠিপত্ত (বিণ) ১ সত্যধর্ম অথবা মিথ্যামতবাদ প্রবর্তনকারী, দৃষ্টি-প্রবর্তক, মত প্রচারক। ২ সত্যধর্ম অথবা মিথ্যামতবাদে পতিত, মতবাদ প্রাপ্ত।

দিট্‌ঠিপরামাস—মিথ্যাধর্ম গ্রহণ করিয়া বিপথে গমন, অন্ধ বিশ্বাসের সহিত উন্মার্গগমন। ⇒ **পরামাস**।

দিট্‌ঠি পরিগ্‌গহ—মিথ্যাদৃষ্টি বা কুসংস্কার গ্রহণ, অসত্য ধারণায় অথবা অন্ধবিশ্বাসে অধিষ্ঠান। ⇒ **পরিগ্‌গহ** (২)।

দিট্‌ঠিবদ্ধ (বিণ) দৃষ্টিতে আবদ্ধ, মিথ্যাধারণায় বা মিথ্যাকল্পনায় নিবদ্ধ। ⇒ **বদ্ধ** (১)।

দিট্‌ঠিবল (ক্লী) দৃষ্টিবল, দৃষ্টিশক্তি, দেখিবার ক্ষমতা। ⇒ **বল** (১ক)।

দিট্‌ঠিমঞ্ঞনা (স্ত্রী) দৃষ্টিগত বা মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ অহঙ্কার। ⇒ **মঞ্ঞনা**।

দিট্‌ঠিমণ্ডল (ক্লী) মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ পরিবেষ্টনী, যুক্তিহীন মনঃকল্পিত মতবাদীর সমর্থকমণ্ডলী বা সঙ্ঘ, ভ্রান্তধারণার সমর্থক সঙ্ঘ বা দল।

দিট্‌ঠিযা সুতিযা ঞাণেন—দৃষ্ট-শ্রুত জ্ঞান দ্বারা। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠসুত মুত**। ⇒ **দিট্‌ঠি** (১)।

দিট্‌ঠিযোগ = **দিট্‌ঠি ওঘ**। ⇒ **দিট্‌ঠি ওঘ**।

দিট্‌ঠিলেপ (পুং) দূরকল্পনার অনুরাগ, অনুধ্যানের বা বিবেচনার সংলগ্ন বস্তু, মিথ্যাদৃষ্টিতে বা মিথ্যাধারণায় প্রীতি। ⇒ **লেপ** (২)। ২ ২০ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরূপ কলুষ বা কলঙ্ক, মিথ্যাদৃষ্টিরূপ প্রলেপ বা আবরণ। ⇒ **সক্কায়দিট্‌ঠি, মিচ্ছাদিট্‌ঠি**।

দিট্‌ঠিবিপত্তি (স্ত্রী) দৃষ্টিবিপত্তি, মতবাদে নিষ্ফলতা, অনুমানে ন্যূনতা, মিথ্যাবিশ্বাসে অকৃতকার্যতা, সদ্ধর্মের অভাব, মিথ্যাদৃষ্টি, ভুল বা অযথার্থ ধারণা প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ, চারিপ্রকার বিপত্তির মধ্যে তৃতীয়টি। চারিপ্রকার বিপত্তি, যথা—**সীলবিপত্তি, আচার বিপত্তি, দিট্‌ঠি বিপত্তি, আজীব বিপত্তি**। (বিপ) **দিট্‌ঠি সম্পদা**। ⇒ **বিপত্তি**।

দিট্‌ঠিবিপন্ন (বিণ) ভুল ধারণার বশীভূত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, ভ্রান্ত ধারণায় পতিত। (বিপ) **দিট্‌ঠি সম্পন্ন**। ⇒ **বিপন্ন**।

দিট্‌ঠি বিপল্লাস (পুং) দৃষ্টিবিকৃতি বা বিপরীত দর্শন, বিকৃত ধর্ম বা মতবাদ। ⇒ **বিপল্লাস**।

দিট্‌ঠি বিপ্ফন্দিত (ক্লী) আত্মপীড়ন বা আত্মনিগ্রহ করিলে সাধনা সিদ্ধ হয় বলিয়া মিথ্যা ধারণা, মতের বা বিবেচনার যুদ্ধ, ধারণা বা অনুকূল ধারণার যুদ্ধ বা বিতর্ক; (Mrs. Rh. Davids ইহার অর্থ করিয়াছেন) অবিশ্বাসজনিত আকুলতা বা উদ্বেগ, সন্দেহবাদ সম্বন্ধীয় অনুবাদ বা আন্দোলন, অত্যন্ত উদ্বেগ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণ, পাকানো, মোচড়ানো, যন্ত্রণায় কাতরানো, ছটফটকরণ। (মধ্যম নিকায়) **দিট্‌ঠিবিপ্ফারিত বিসূকায়িত**। সংযুক্ত নিকায়ে "**দিট্‌ঠিবিপ্ফারিত**" ব্যতীত কেবল "**বিসূকায়িত**" শব্দই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে "**হত্থিরাজবন সল্লবনাদি দস্সনানি**"। ⇒ **বিপ্ফন্দিত**।

দিট্‌ঠিবিসংযোগ—মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যা ধর্মের সহিত অসহযোগ বা বিচ্ছেদ।

দিট্‌ঠিবিসুদ্ধি (স্ত্রী) বিশুদ্ধ দৃষ্টি বা দর্শন, নিষ্কলুষ দর্শনশক্তি, অনাবিল অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান, ধ্যান বা সমাধি অবস্থায় পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট বিষয়, সত্যধর্মের সুন্দরতা।

দিট্‌ঠিবিসূক (ক্লী) মতবাদসমূহের মধ্যে মতভেদ, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিবাদ, মতবাদসমূহের মধ্যে ঝগড়া, মত-সম্বন্ধীয় কিলবিলকরণ বা তুমুল ঝগড়া, মিথ্যাদৃষ্টি, অসত্য বিশ্বাস বা ধারণাসমূহ, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ; (সাহিত্যে) মতবাদ সম্বন্ধীয় দলের পক্ষ গ্রহণ। (সূত্রনিপাতে) **দ্বাসট্‌ঠি দিট্‌ঠিগতানি**; (চূলনির্দেশে) **বীসতি-বত্থুকা সক্কায়দিট্‌ঠি**; (তুলনীয়) **অত্তানুদিট্‌ঠি** (চূলনির্দেশ)। ⇒ **দিট্‌ঠিগত**।

দিট্‌ঠিব্যসন (ক্লী) দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা-সম্বন্ধীয় দুঃখ, মিথ্যা মতবাদ বা মিথ্যাধর্মের মধ্যে পতন বা দুর্বিপাক, মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসে দুঃখ বা দুর্ঘটনা। (দীর্ঘনিকায়) **দিট্‌ঠিব্যসন সীলব্যসন**। ⇒ **ব্যসন**।

দিট্‌ঠি সংযোজন (ক্লী) দৃষ্টি সংযোজন, ভুল ধারণার সংযোগে আবদ্ধ অবস্থা, শূন্যগর্ভ মিথ্যাধর্মের নিগড় বা বন্ধন। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠানুসয**।

দিট্‌ঠিসঙ্ঘাট = **দিট্‌ঠিসঙ্ঘাত**। ⇒ **দিট্‌ঠিসঙ্ঘাত**।

দিট্‌ঠিসঙ্ঘাত—মিথ্যাদৃষ্টি বা ভুল ধারণামূলক সূত্রগ্রন্থি, মিথ্যাধর্ম বিশ্বাসের জটিলতা। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠিগন্থি**।

দিট্‌ঠিসংএ্যোজন = **দিট্‌ঠিসংযোজন**। ⇒ **দিট্‌ঠিসংযোজন**।

দিট্‌ঠিসমুদয়—মিথ্যাদৃষ্টি বা ভুলধারণার কারণ, মিথ্যা ধর্মের বা মিথ্যা বিশ্বাসের মূল বা গোড়াপত্তন, অন্ধবিশ্বাস বা মিথ্যা মতবাদের ভিত্তি বা প্রথম উৎপত্তি।

দিট্‌ঠিসম্পদা (স্ত্রী) দৃষ্টিসম্পদ, সম্যকদৃষ্টি, সম্যকদৃষ্টি লাভ, সম্যক বা যথার্থ দৃষ্টিজনিত সুখ, মতবাদে কৃতকার্যতা, সত্যদর্শন, সত্য সংপ্রাপ্তি, সত্যধর্ম প্রাপ্তি। (বিপ) **দিট্‌ঠিবিপত্তি**। ⇒ **সম্পদা** (১)।

দিট্‌ঠিসম্পন্ন (বিণ) সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, যথার্থ দৃষ্টিপ্রাপ্ত, সত্যধর্ম দ্বারা ভূষিত, সত্যধর্ম প্রাপ্ত বা লব্ধ।

দিট্‌ঠিসল্ল—মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাধারণারূপ শল্য, অসত্য বা ভ্রান্তধারণারূপ শেল বা হুল। ⇒ **সল্ল**।

দিট্‌ঠিসামএ্যএ্য (ক্লী) মিথ্যাদৃষ্টির সমভাব বা সমতা, মিথ্যাধারণার সাদৃশ। ⇒ **সামএ্যএ্য** (১)।

দিট্‌ঠিসারিন (বিণ) মিথ্যাধর্ম বা মিথ্যা মতবাদ অনুসরণকারী, মিথ্যাদৃষ্টি বিশ্বাসী, কোন কোন দৃষ্টির বা মতের পক্ষভুক্ত বা পক্ষীয়।

দিট্‌ঠী (বিণ) = **দিট্‌ঠিক**। ⇒ **দিট্‌ঠিক**।

দিট্‌ঠুপাদান (ক্লী) [দিট্‌ঠি+উপাদান] মিথ্যাধর্ম গ্রহণকরণ, অসত্যধর্ম দৃঢ়ভাবে সমর্থনকরণ, মিথ্যাদৃষ্টির প্রতি আসক্তি, চতুর্বিধ "**উপাদান**" এর মধ্যে দ্বিতীয় "**উপাদান**"। চতুর্বিধ "**উপাদান**", যথা—**কামুপাদান, দিট্‌ঠুপাদান, সীলব্বত উপাদান, অত্তবাদ উপাদান**। ⇒ **উপাদান**।

দিট্‌ঠে ধম্মে—প্রত্যক্ষরূপে অনুভবনীয় অবস্থায়, এই সংসারে, ইহজন্মে, ইহজগতে, বর্তমান জীবিতাবস্থায়। (তুলনীয়) **দিট্‌ঠ অত্থ**; (বিপ) **সম্পরায়িক অত্থ**। (দীর্ঘনিকায়ে) **দিট্‌ঠেব ধম্মে**। ⇒ **দিট্‌ঠ** (১গ)।

দিট্‌ঠেব ধম্মে—প্রপঞ্চময় বা আকারগত স্বভাবে, দৃষ্টধর্ম, ইহলোকে, এই সংসারে, ইতিমধ্যে অথবা বাস্তবিকই ইহজগতে অথবা বর্তমান জন্মে। (বিপ) **সম্পরায়িক ধম্মে**। ⇒ **দিট্‌ঠ, দিট্‌ঠে ধম্মে, ধম্ম** [১খ(১)]।

দিট্‌ঠোঘ [দিট্‌ঠি+ওঘ] মিথ্যাধর্মের প্লাবন, মিথ্যাদৃষ্টি বা মিথ্যাধর্মরূপ প্লাবন, চতুর্বিধ "**ওঘ**" এর মধ্যে তৃতীয় "**ওঘ**"। চতুর্বিধ "**ওঘ**", যথা—**কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দিট্‌ঠি-ওঘ, অবিজ্জা-ওঘ**। = **দিট্‌ঠি ওঘ**।

দিন্ন (বিণ) (সংস্কৃত—দীর্ণ) দীর্ণ, ভগ্ন, বিদারিত, বিদীর্ণ, ছেড়া, খণ্ডিত, সর্বনাশ প্রাপ্ত। ⇒ **দরী**।

দিতি (ক্রি) দেওয়া। ইহা দেওয়া অর্থে ক্রিয়ার অলঙ্কারবিশেষ। ⇒ **দদাতি**।

দিত্ত (বিণ) (সংস্কৃত—দীপ্ত) ১ দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রকাশিত, দগ্ধ, দীপ্তিযুক্ত, উজ্জ্বল, আলোকময়, অত্যুজ্জ্বল,

উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এমন।(সাধারণত যৌগিকে) **আদিত্ত**। ⇒ **দিপ্পতি, আদিত্ত**। (তুলনীয়) **দীপ**। ২ অহঙ্কৃত, গর্বিত, দাম্ভিক, সমারোহ বিশিষ্ট, আড়ম্বরপূর্ণ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত, অভিমানী, উদ্ধত, প্রগল্‌ভ, রূঢ়, অনিয়ন্ত্রিত, ক্রীড়াসক্ত, ক্রীড়াপ্রিয়, প্রচুর, লম্পট, কামুক, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, স্বেচ্ছামূলক, অসতী। (তুলনীয়) **দপ্প**।

দিত্তসভাব = **গব্বিত সভাব**। ⇒ **গব্বিত সভাব**।

দিত্তি (স্ত্রী) দীপ্তি, তেজ, প্রভা, শোভা, কান্তি, উজ্জ্বলতা, আলোক।

দিদ্ধ (বিণ) দিগ্ধ, লিপ্ত, মিশ্রিত; (বর্ণনায়) বিষলিপ্ত, বিষাক্ত। সম্ভবত জাতকে "**দুট্ঠ**" শব্দের পরিবর্তে "**দিদ্ধ**" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (জাতক) **দিদ্ধসর** = **দুট্ঠসর**। আবার সংযুক্ত নিকায়ে "**দিট্ঠি**" শব্দের পরিবর্তেও "**দিদ্ধ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (তুলনীয়) **সন্দিদ্ধ**।

দিদ্ধগতেন সল্লেন—বিষাক্ত শর দ্বারা। = **দিট্ঠগতেন সল্লেন**। ⇒ **গদ, দিট্ঠ** (২)।

দিদ্ধগদেন সল্লেন [দিদ্ধ+অগদেন+সল্লেন] = **দিদ্ধগতেন সল্লেন**। ⇒ **দিদ্ধগতেন সল্লেন**।

দিন (ক্লী) দিন, দিবা, দিবস। = **দিবস**।

দিনকর (পুং) দিবাকর, সূর্য। = **দিনপতি**।

দিনচ্চয (পুং) [দিন+অচ্চয] দিনের শেষ, সন্ধ্যাবেলা।

দিনদুদ্দিন (স্ত্রী, ক্লী) অন্ধকার, আঁধার। ⇒ **দিন সুদিন**।

দিনপতি (পুং) দিনপতি, দিবাকর, সূর্য। = **দিনকর**।

দিনসুদিন (ক্লী) প্রকাশ্য দিবালোক, দিনের বেলা। **দিন দুদ্দিন সুদিন অহোসি**—অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দিনের আলো প্রকাশ পাইয়াছিল।

দিন্দিভ (পুং) টিট্টিভ নামক জলচর পক্ষী।

দিন্দিম (ক্লী) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, ছোট ঢোল বা রণঢক্কা। ⇒ **দেণ্ডিম**।

দিন্ন (বিণ) দত্ত, প্রদত্ত, স্বীকৃত, অর্পিত, দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উপহার প্রদত্ত। পেতবত্থু বর্ণনায় ইহা ভিক্ষাদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে; = **মহাদান** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (বি-ভা) **অদিন্না দান**। (বিপ) **অদিন্ন**। ⇒ **দদাতি, দেতি**।

দিন্নক (পুং) দত্তকপুত্র, পোষ্যপুত্র, পালিতপুত্র। (চূলনির্দেশ) পুত্র চারিপ্রকার, যথা—**অত্তজপুত্ত** (অথবা "**অত্তজপুত্ত**"), **খেত্তজপুত্ত, অন্তেবাসিক পুত্ত, দিন্নকপুত্ত**। = **পোসাবনখা দিন্ন**। (ক্লী) প্রদত্ত বস্তু।

দিন্নক পুত্ত (পুং) দত্তকপুত্র, অপরকর্তৃক প্রদত্ত পুত্র, পালিত পুত্র। = **দিন্নক**। ⇒ **অত্তজ, পুত্ত** (১)।

দিন্নদান (ক্লী) ভিক্ষাদান, প্রদত্ত ভিক্ষা।

দিন্নদাযিন (বিণ) ভিক্ষাদাতা, ভিক্ষা প্রদানকারী, উদার, বদান্য, দানশীল, উদার মতালম্বী।

দিন্নদাযী = **দিন্নদাযিন**। ⇒ **দিন্নদাযিন**।

দিন্নাদাযিন (বিণ) প্রদত্ত বস্তু গ্রহণকারী, যাহা দেওয়া হয় তাহাই মাত্র গ্রহণকারী।

দিন্নাদাযী = **দিন্নাদাযিন**। ⇒ **দিন্নাদাযিন**।

দিপ = **দিপদ**। ⇒ **দিপদ**।

দিপদ (পুং) মানুষ, দ্বিপদবিশিষ্ট জীব। (বিণ) দ্বিপদ, যাহার দুইখানা পা আছে। = **দ্বিপদ**।

দিপদিন্দ (পুং) [দিপদ+ইন্দ] দ্বিপদ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ বুদ্ধ।

দিপদুত্তম (বিণ) [দিপদ+উত্তম] দ্বিপদোত্তম, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, মহামানব। (পুং) দ্বিপদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ বুদ্ধ। = **দিপদিন্দ**।

দিপাদক = **দিপদ**। ⇒ **দিপদ**।

দিপ্পতি (ক্রি) [√দিপ+য] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, অতিশয় উজ্জ্বল হওয়া, বিখ্যাত হওয়া, প্রসিদ্ধ হওয়া, মহান হওয়া, সম্মানজনক বা সম্মানিত হওয়া। (তুলনীয়) **পদিপ্পতি**। (অতীত) **দিপ্পি**। (অ-বিণ) **দিত্ত**।

দিপ্পন (ক্লী) উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, ঝড়বৃষ্টিরহিত অবস্থা, প্রকাশন, দীপন।

দিব্ব (বিণ) দিব্য, স্বর্গীয়, আকাশীয়, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, পবিত্র, অনুপম, দেবোপম, দেবতুল্য, সুন্দর, মনোহর, মহৎ, জাঁকাল, ঐশ্বর্যশালী, চমৎকার, অত্যুৎকৃষ্ট, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত সত্ত্বদের উপযুক্ত (যেমন—দেবগণপ্রভৃতি), অতিমানুষিক, দৈব। (বিপ) **মানুসক**। (দীর্ঘনিকায়) **দিব্বচক্খু; দিব্বসোত; দিব্বরূপ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিব্ববায়ু, দিব্ববণ্ণ** ইত্যাদি। ⇒ **দস** (১) শব্দে "দসঠানানি"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিব্বকামা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিব্ব কামগুণা; দিব্বাহার; দিব্ব পাণীয; দিব্ববত্থ** ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দিব্ব বুচ্চতি দেবলোকে সত্তুত**। (খুদ্দক নিকায় অর্থকথা) **দিবিভবত্তা দিব্ব**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিবিভাবং দেবত্তভাব পরিযাপন্ন দিব্ব**।

দিব্বং আযু—দীর্ঘায়ু, স্বর্গীয় আয়ু অর্থাৎ দেবগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু।

দিব্ব কামগুণা—দিব্য বা দেবতুল্য কামগুণসমূহ, স্বর্গীয় আনন্দ। ⇒ **দিব্ব, কামগুণা, দিব্বকামা**।

দিব্বকামা (বহুবচন) স্বর্গীয় আনন্দ। (বিপ) **মানুসকা কামা**।

দিব্ব গদেন সল্লেন [দিব্ব+আগদেন+সল্লেন] দিব্যশরে। ⇒ **দিদ্ধগদেন সল্লেন**।

দিব্বগন্ধ—দিব্যগন্ধ, গন্ধক, স্বর্গীয় সুগন্ধ। ⇒ **গন্ধ** (১)।

দিব্বচক্খু (ক্লী) দিব্য চক্ষু, মহামানবীয় চক্ষু, জ্ঞানপ্রাপ্ত মহাপুরুষের চক্ষু বা বুদ্ধচক্ষু, অলৌকিক বস্তুদর্শনীয়

চক্ষু, দেবগণের ন্যায় দৃষ্টি, দেবদৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি যদ্দ্বারা স্বর্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় বা বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, অলৌকিক পদার্থ দর্শনযোগ্য চক্ষু, যেই চক্ষু দ্বারা সমস্ত মনুষ্যভূমি-ব্রহ্মভূমি-স্বর্গভূমি-নরকাদি সর্বস্থানের সর্ববস্তু দর্শন করা যায়, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী চক্ষু। (তুলনীয়) **দিব্বসোত**। (দীর্ঘনিকায়) **যেন সুদং সমন্তা যোজনং পস্সতি দিবা চেব রত্তিঞ্চ**। ⇒ **পঞ্চচক্খু, দিব্ব, চক্খুমন্ত**।

দিব্বচক্খুক (বিণ) মহামানবীয় বা মহাপুরুষ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ভূষিত, যাঁহার দিব্যচক্ষু আছে।

দিব্বচক্খু ঞাণ—দিব্য চক্ষু জ্ঞান। = **ঞাণচক্খু**। ⇒ **ঞাণ**।

দিব্বট্ঠান (ক্লী) দিব্য স্থান, দেবলোক, স্বর্গস্থান। = **সুগ্গ, সুগতি**।

দিব্বতি (ক্রি) [√দিব+য] খেলা করা, অভিনয় করা, আমোদ করা, কৌতুক করা, তামাশা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, নিজে নিজে আনন্দ করা, নিজে চিত্ত বিনোদন করা, নিজে হাসানো বা প্রফুল্ল করা, (বিমানবত্থু অর্থকথায় দেবীগণের) ক্রীড়া করা, (মধ্যম নিকায়ে) অক্ষক্রীড়া করা বা পাশা খেলা। (মধ্যম নিকায়) **অক্খেহি দিব্বতি**। ⇒ **জূত**। (অতীত) **দিব্বি**।

দিব্বপণ্ণাকার (ক্লী) ১ লিখিবার দিব্য বা সুন্দর বিষয়বস্তু। ⇒ **পণ্ণাকার**। ২ দিব্যবস্তু, স্বর্গীয় দান বা জিনিস। **দসবিধ দিব্ব পণ্ণাকার** অর্থাৎ দশ প্রকার দিব্য বা স্বর্গীয় জিনিস, যথা—**দিব্বায়ু, দিব্ববণ্ণ** ইত্যাদি। ⇒ **দস** (১) শব্দে "**দস ঠানানি**"।

দিব্বপান (ক্লী) দিব্যপান, স্বর্গীয় (সুধা) পান, স্বর্গীয় (মধুর পানীয়) পান। ⇒ **পান**।

দিব্ব পানীয়—দিব্য বা দেবভোগ্য পানীয় (অর্থাৎ জল ইত্যাদি জলের ন্যায় তরল পদার্থ)। ⇒ **দিব্ব**।

দিব্বভাব—দিব্যভাব, দিব্য অবস্থা, দেবতুল্য অবস্থা বা বিষয় সম্পত্তির সুখভোগ, দেবভাব। = **দিবিভাব**।

দিব্বমচ্ছ (ক্লী) দিব্য মৎস্য, স্বর্গীয় মৎস্য, দেব বা দৈব ভাবাপন্ন মাছ। ⇒ **পুথুলোম**।

দিব্বযোগ—দিব্যযোগ, স্বর্গীয় মিলন, দেবগণের সহিত সংযোগ বা সম্মেলন, দেবভূমিতে (দেব শরীরের সহিত) সম্বন্ধ। (বিপ) **মানুসকযোগ**।

দিব্বরূপ (ক্লী) দিব্যরূপ, স্বর্গীয় সৌন্দর্য, দেবোপম রূপ বা সৌন্দর্য। ⇒ **দিব্ব**।

দিব্ববণ্ণ (পুং) দিব্যবর্ণ, দিব্যচেহারা, দেবাকৃতি, শরীরের দিব্য বর্ণ, দিব্য বা দেবতুল্য সৌন্দর্য। = **দিব্বরূপ**। ⇒ **দিব্ব, বণ্ণ** (৬)।

দিব্ববত্থ (ক্লী) দিব্যবস্ত্র অর্থাৎ অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র, অতি সুন্দর বা পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছেদ, দিব্য বা দেব পরিভোগ্য বস্ত্র বা পরিচ্ছদাদি, উত্তম বসন। ⇒ **দিব্ব**।

দিব্ববিহার (পুং) দিব্য বিহার, চিত্তের সর্বোচ্চ বা শ্রেষ্ঠ অবস্থা, মনের উত্তম অবস্থা, মনের নিরতিশয় বা চূড়ান্ত অবস্থা, দেবতুল্য অবস্থা বা অবস্থান। ⇒ **বিহার** (২)।

দিব্বসঙ্গীতি (স্ত্রী) দিব্যসঙ্গীত, স্বর্গীয় গান, দেবগণের গান। ⇒ **সঙ্গীতি**।

দিব্বসম্পত্তি (স্ত্রী) দিব্যসম্পত্তি, স্বর্গীয় ঐশ্বর্য, স্বর্গীয় সুখ, দিব্যসুখ। ⇒ **সম্পত্তি** (১)।

দিব্বসোত (ক্লী) দিব্য কর্ণ, দেবকর্ণ, অতীন্দ্রিয়ার্থ শ্রুত কর্ণ, দিব্য শ্রুত, অলৌকিক শ্রবণশক্তিযুক্ত কান, অলৌকিক শব্দ শ্রবণযোগ্য কান, যে কান দ্বারা সমস্ত মনুষ্যভূমি-ব্রহ্মভূমি-স্বর্গভূমি নরকাদি সর্বস্থানের শব্দ বা কথা শ্রবণ করা যায়, দৈবশক্তি সম্পন্ন কর্ণ যদ্দ্বারা স্বর্গীয় শব্দাদি শ্রুত হয়, মহামানব বুদ্ধের এবম্বিধ কর্ণ। (তুলনীয়) **দিব্বচক্খু**। ⇒ **সোত** (১), **দিব্ব**।

দিব্বসোতধাতু(স্ত্রী) দিব্যকর্ণ। = **দিব্বসোত, দিব্বকণ্ণ**। ⇒ **ধাতু** (২খ)।

দিব্বাকামা (বহুবচন) দিব্যসুখ, দেবসুখ, স্বর্গীয় সুখ।

দিব্বানুভাব (পুং) [দিব্ব+অনুভাব] দিব্য শক্তির প্রভাব, দেবশক্তি প্রতিভা, অলৌকিক বা অমানুষিক ক্ষমতার প্রভাব। (তুলনীয়) **দেবতানুভাব**।

দিব্বায়ু—দিব্যায়ু, স্বর্গীয় আয়ু, দেবতুল্য আয়ু, দেবগণের আয়ু, দেবগণের তুল্য আয়ু অর্থাৎ দীর্ঘায়ু। ⇒ **দিব্ব**।

দিব্বারতি (স্ত্রী) ⇒ **রতি**।

দিব্বাহার (ক্লী) দিব্যাহার, দেব আহার, উৎকৃষ্ট আহার, দেবভোগ্য আহার। ⇒ **দিব্ব**।

দিব্বোসধ—দিব্য বা দৈব ঔষধ, ঐন্দ্রজালিক ঔষধ, চমৎকার ঔষধ, উত্তম ঔষধ।

দিযড্ঢ (বিণ) ১.৫০, দেড় (অংশ); (সাহিত্যে) দ্বিয়র্ধ বা দ্বিতীয় অর্ধ। = **দিযদ্ধ**। (জাতক) **দিযড্ঢ যোজন সতিক**—১৫০ যোজন দীর্ঘ বা উচ্চ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিযড্ঢসত**। ⇒ **উড্ঢ, অড্ঢ** [বিণ (১)]।

দিযড্ঢ যাম—রাত্রির ৪ ভাগের ১.৫০ (দেড়) ভাগ।

দিযড্ঢসত (বিণ) ১৫০, দেড়শত অর্থাৎ অতিদীর্ঘ। = **দিযদ্ধসত**।

দিযড্ঢ-সিক্খাপদসত—১৫০ শীল বা উপদেশ অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষ (গ্রন্থ)। ⇒ **সিক্খাপদ**।

দিযদ্ধ = **দিযড্ঢ**। ⇒ **দিযড্ঢ**।

দিযদ্ধসত = **দিযড্ঢসত**। ⇒ **দিযড্ঢসত**।

দিরসএঞ্ঞু (বিণ) যার সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন। জাতক অর্থকথায় ইহার ভুল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে "যে ব্যক্তি (অগ্নি সম্বন্ধে) দুই প্রকার আস্বাদ বা অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছে", কিন্তু ইহা "**নিপ্পএঞ্ঞ**" শব্দের সমান অর্থবাচক। সাহিত্যে:—**অপ্পপএঞ্ঞ দিরসএঞ্ঞু**।

দিব (পুং) ১ দিব, স্বর্গ। (জাতক) **দিবং অগা; দিবং পত্ত**।

(পেতবত্থু অর্থকথা) **দিবংগত**। ২ দিন, দিবস, দিনমান। (সূত্রনিপাত) **রত্তিন্দিবং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **রত্তিন্দিব**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দিবা দিবস্স**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিবঙ্কর**। সাধারণত ব্যবহারে "**দিবাকর**"। (তুলনীয়) **দেবসিক**। ⇒ **অজ্জ**।

দিবং অগা (বিণ) স্বর্গে গত, স্বর্গে গমন করিয়াছে এমন। ⇒ **দিব** (১)।

দিবংপত্ত (বিণ) স্বর্গপ্রাপ্ত, স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এমন। ⇒ **দিব** (১)।

দিবঙ্কর (পুং) [দিবং+কর] যদ্দ্বারা দিন হয়, যে দিন করে, সূর্য, দিবাকর। = **দিবাকর**। ⇒ **দিব** (২)।

দিবঙ্গত (বিণ) [দিবং+গত] স্বর্গে গত, স্বর্গস্থানে গমন করিয়াছে এমন। = **দিবং অগা, দিবংপত্ত**। ⇒ **দিব** (১)।

দিবস (পুং, ক্লী) দিবস, দিন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিবসং অতিনামেতি**। (জাতক) **উপোসথ দিবস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যাব সত্তদিবসা**—এক সপ্তাহ পর্যন্ত; **সত্তমো দিবসো**—সপ্তম দিবস। সাধারণত ক্রিয়াবিশেষণে ব্যবহারে:—(কর্মকারকে) **দিবসং**—এক দিনের জন্য, সারাদিন ধরিয়া, একদিনের মধ্যে (অঙ্গুত্তর নিকায়); (ধর্মপদ অর্থকথা) **তং দিবস**—সেই দিন; (জাতক) **এক দিবস**—একদিন। (সম্বন্ধপদে) **দিবসস্স**—দিনের অথবা দিনের বেলায় অর্থাৎ দিন দিন (সংযুক্ত নিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **রত্তিয়া চ দিবস চ**। (করণ কারকে) **দিবসা**—দিন দিন, প্রতিদিন (জাতক); (জাতক) "**দিবসেন**" অথবা "**এক দিবসেন**"—সেই একই দিনে; **সুদিবসেন**—শুভ দিনে। (অধিকরণ কারকে) **দিবসে**—দিবসে, দিনে (জাতক); (জাতক) **এক দিবসে; জাত দিবসে**—জন্মদিনে, জন্মদিবসে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুতিয় দিবস**—দ্বিতীয় দিবস বা পরদিন। (জাতক) **পুনদিবস**। (সূত্রনিপাত) **সত্তমে দিবসে**—সপ্তম দিবসে বা সাত দিনের দিন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উস্সব দিবস**—উৎসবের দিন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপর দিবস**—অপর দিন, অন্য দিন। (জাতক) **দিবসে দিবসে**—দিনে দিনে, প্রতিদিন, দিবসে দিবসে। (অপাদান কারকে) **দিবসতো**—দিন হইতে (জাতক)।

দিবসং (ক্রি-বিণ) ⇒ **দিবস**।

দিবসকর (পুং) দিবাকর, সূর্য। = **দিবঙ্কর, দিবাকর**।

দিবসকর মণ্ডল (ক্লী) দিবাকর মণ্ডল, সূর্যমণ্ডল। = **সুরিয মণ্ডল**। ⇒ **মণ্ডল** (২)।

দিবসতো (ক্রি-বিণ) দিন হইতে, দিবস হইতে। ⇒ **দিবস**।

দিবসভাগ (পুং) দিনের বেলা, দিবাভাগ, দিবস ভাগ। (বিপ) **রত্তিভাগ**। = **দিবসেন** (মিলিন্দ প্রশ্ন); (পেতবত্থু অর্থকথায়) **দিবস ভাগং; দিবসভাগে; দিবা**। ⇒ **দিবস**।

দিবসভাগেন (ক্রি-বিণ) দিনের বেলায়, সেই দিনে, দিবায়, দিবসে বা দিনে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দিবসভাগেন রত্তিভাগেন**—সেই দিনের বেলায় এবং রাত্রিতে। (বিপ) **রত্তিভাগেন**। ⇒ **ভাগ** (৪)।

দিবসন্তত্ত (বিণ) দিবস সন্তপ্ত, সারাদিন সন্তপ্ত, সারাদিন ধরিয়া উত্তপ্ত বা গরম। = **দিবস সন্তত্ত**।

দিবস সন্তত্ত (বিণ) দিনের গরম, উত্তপ্ত দিনের, সারাদিন ধরিয়া সন্তপ্ত বা গরম। = **দিবসন্তত্ত**। ⇒ **সন্তত্ত** (১)।

দিবসে দিবসে—দিন দিন, দিনের পর দিন, প্রতিদিন। ⇒ **দিবস**।

দিবা (স্ত্রী) দিবা, দিন, দিবস। = **দিন, দিবস**। (ক্রি-বিণ) দিবায়, দিনে, দিবসের মধ্যে, দিনের বেলায়। = **দিবসভাগে**। (যৌগিকে) **দিবারত্তিং, দিবারত্তো**। (দীর্ঘনিকায়) **দিবা চেব রত্তিঞ্চ**। (জাতক) **রত্তিং পি দিবা পি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দিবা চ রত্তো চ**। (বিপ) **রত্তিং**।

দিবাকর (বিণ) দিনে আলোক প্রদানকারী। (পুং) দিবাকর, সূর্য। = **দিবসকর**।

দিবা ঘটিকা (পুং) ঘড়ি, সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।

দিবা চ রত্তো চ (ক্রি-বিণ) দিবা এবং রাত্রি, দিবারাত্রি, দিবসে এবং রাত্রিতে। = **রত্তিযং** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **দিবস, রত্ত** (২খ), **রত্ত** (২)।

দিবাট্ঠান (ক্লী) দিনের বেলায় যাপনীয় স্থান, যে স্থানে দিনের সময়টুকু কাটানো যায়।

দিবা ঠান = **দিবাট্ঠান**। ⇒ **দিবাট্ঠান**।

দিবাতরং—দিনের বা দিনের মধ্যে উচিত সময়ের পরে বা বিলম্বে। (তুলনীয়) **অতিদিবা**।

দিবা দিবস্স (ক্রি-বিণ) দিনের বেলায় অতি সকালে, প্রাতঃকালে, সূর্যোদয়ের সময়, প্রত্যুষে। ⇒ **দিব** (২)।

দিবা পজ্জলনা (স্ত্রী) দিনের বেলায়, ধিকি ধিকি জ্বলন্ত অবস্থায়। ⇒ **রত্তিধূমায়না**।

দিবা পরিচ্ছেদ—দিনের অংশ, দিনকে বিভাগকরণ, দিবাভাগ। ⇒ **পরিচ্ছেদ** (১)।

দিবা রত্তিং—সারাদিন এবং সারারাত্রি ধরিয়া। ⇒ **দিবা**।

দিবারত্তো = **দিবারত্তিং**। ⇒ **দিবারত্তিং**।

দিবা বিহার (পুং) দিবা বিহার, দিনের বেলায় বিশ্রাম, দিনদুপুরে গরমের সময় বিশ্রাম, দিবা বিশ্রাম, দিনের সময় অতিবাহিতকরণ, দিনের সময় কাটানো। ⇒ **বিহার** (১)।

দিবাবিহার গত (বিণ) মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের জন্য অথবা ধ্যানের জন্য নির্জনস্থানে গিয়াছে এমন। ⇒ **পটিসল্লীন**।

দিবা সঞ্ঞা—দিন সংজ্ঞা, দিনের বেলায় চেতনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, দৈনিক বা দৈনন্দিন আত্মজ্ঞান, প্রকাশ্য দিবালোক বলিয়া জানা।

দিবাসেয্যা (বিণ) মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা দুপুর বেলায় বিশ্রাম করে এমন। ⇒ **সেয্যা** (বিণ)। (স্ত্রী) দুপুর বেলায় বিশ্রাম বা শয়ন, দিনদুপুরে শয়ন। = **দিবা বিহার**।

দিবি = **দিব্ব**। ⇒ **দিব্ব, দিব্য**।

দিবিভবং (ক্লী) দিব্যস্থান, সুখস্থান, সুন্দর স্থান, দেবস্থান। ⇒ **দিব্য**।

দিবিভাব (পুং) দিব্যভাব, দিব্য অবস্থা, দেবতাতুল্য সত্ত্ব, দেবচরিত্র। **দিব্বভাব**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দিবি-ভবানি দিব্যানি এত্থ অত্থী'তি দিব্যা**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **দিবিভবতা দিব্বা'তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিবিভাবং দেবত্তভাব পরিযাপন্নো'তি দিব্বো**। ⇒ **দিব্যা**।

দিবিভূ = **দিবিভবং**। ⇒ **দিবিভবং**।

দিবিয (বিণ) = **দিব্য**। ⇒ **দিব্য**।

দিবিল্ল—সঙ্গীত যন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্র।

দিব্য (বিণ) দিব্য, স্বর্গীয়, আকাশীয়, সুন্দর, মনোহর, শ্রেষ্ঠ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **দিবিভাব মানুসক**। (ক্লী) দেবত্ব, দেবসত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দেবতা। = **দিবিভবং, দেবতা, দিব্বি, দিবি**।

দিব্যযসো (পুং, ক্লী) দিবযশ, দেবসদৃশ যশ। ⇒ **যসো**।

দিব্যা = **দিবিভাব**। ⇒ **দিবিভাব**।

দিস (পুং) শত্রু, বিপক্ষ, বৈরী। তুলনীয় ধর্মপদ অর্থকথা। = **চোর চোরং**।

দিসং (কর্মকারকে) শত্রুসমূহকে, বৈরিগণকে, বিপক্ষীয় দলকে। (জাতক) **আযামি তে তং দিসতং বধায়**—তোমার সেই শত্রুগণকে সংহার করিতে আসিয়াছি। ⇒ **দিসতি**।

দিসং করোতি = **দেসং করোতি** (⇒ **দেস**)।

দিসং কুরুতে—একদিকে দৌড়িয়া গেল বা পলাইয়া গেল। ⇒ **দিসা**।

দিসতা (স্ত্রী) ১ (সংস্কৃত— দিশতা) লক্ষ্য, গতি, তত্ত্বাবধান, আদেশ, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, পরিচালন, (যে কোনও বস্তুর) এক চতুর্থাংশ, নগরাদির বিভাগ, শহরের বিভাগ, পাড়া, যুদ্ধকালীন সেনানিবাস, অঞ্চল, প্রদেশ, পৃথিবীর অংশ। (পেতবত্থু) **কিং দিসতং গতো**—সে ব্যক্তি পৃথিবীর কোন অঞ্চলে বা প্রদেশে গিয়াছে? (বিমানবত্থু) **সাদিসতা**—ষড়দিকের বেষ্টনী; তুলনীয় বিমানবত্থু অর্থকথা। ⇒ **দিসা**। ২ (সংস্কৃত—দ্বিষতা) শত্রু হওয়ার অবস্থা, শত্রুদল, শত্রুসৈন্যদল। = **দিসসমূহ**; (জাতক টীকায়) **বের সমোহ**। ⇒ **দিস**।

দিসতি (ক্রি) অঙ্গুলি নির্দেশ করা, দেখাইয়া দেওয়া, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দিতে রাজি হওয়া, স্বীকার করা, মানিয়া লওয়া, অধিকার দেওয়া, দান করা, রাখা, স্থাপন করা। (যৌগিকে) **দিসতি আদিসতি**। (সম্প্রদানে) **দেসেতি**। "**দিসং**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ সংযুক্ত নিকায়ে "**বরং দিসা**"। ⇒ **উপদিসতি**।

দিসম্পতি (পুং) রাজা। = **দিসাপতি**।

দিসসমূহ (পুং, বহুবচন) শত্রুসমূহ, বৈরীদল, বিপক্ষগণ। = **বেরসমোহ, দিসতা** (২)।

দিসা (স্ত্রী) দিকনির্ণয়, লক্ষ্য, গতি, তত্ত্বাবধান, আদেশ, দিসা, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, পরিচালনা, প্রদেশ, অঞ্চল, দিক, (যে কোনও কিছুর) এক চতুর্থাংশ, নগরাদির বিভাগ, শহরের বিভাগ, পাড়া, যুদ্ধকালীন সেনানিবাস, নিবাস স্থান, আবাস স্থান, আচরণ, সম্বন্ধ, অর্থ, আপেক্ষিক অবস্থান, উৎপাদন, যন্ত্রের যে অংশের উপরে অন্য সকল অংশ ঘুরিয়া থাকে। দিক পরিবর্তনে মূলত চারিটি দিক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যেমন—**পুরত্থিমা দিসা, পচ্ছিমা দিসা, দক্খিণা দিসা, উত্তরা দিসা**। (পেতবত্থু) **চতুর দিসা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **চতূসু দিসাসু নিরযো চতূহি দ্বারেহি যুত্তো**। ⇒ **ছদিসা**। (দীর্ঘনিকায়) **পটিদিসা; অনুদিসা; বিদিসা; দসদিসা**। (সূত্রনিপাত) **দিসা চতস্সো বিদিসা চতস্সো উদ্ধং অধো—দস দিসা ইমাযো**। (বি-ভা) **মেত্তা সহগতেন চেতসা একং দিসং ফরিত্বা বিহরতি**—এমন কি **উর্ধ্ব-অধ; তির্যগ (উদ্ধং অধো তিরিযং)** পর্যন্ত বিশ্বের বিস্তীর্ণ ভূভাগের একদিকে (২, ৩, ৪ দিকে) মৈত্রীচেতনা স্ফুরিত করিয়া তিনি অবস্থান করেন (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **মেত্তা**। যৌগিকে চারিদিক বেষ্টনী অথবা আটদিক্ বেষ্টনীরূপাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—মধ্যম নিকায়ে "**ঝান**" এর ৮ প্রকার অবস্থা; নেত্তিতে ৪ প্রকার "**সতিপট্ঠান**" ইত্যাদি; ৪ প্রকার "**আহারা**" ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **অভযাদিসা; পুথুদ্দিসা**। (বিমানবত্থু) **দিসাসু বিসসুতা**—সর্বদিক হইতে শ্রবণ করে এমন। (জাতক) **দিসং কুরুতে**—দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। (দীর্ঘনিকায়) **দিসো দিসং**—সর্বদিকে, (সাহিত্যে) প্রদেশে প্রদেশে অথবা অঞ্চলে অঞ্চলে। (অপাদান কারকে) **দিসো**।

দিসা উপরিম ⇒ **উপরিম**।

দিসাকাক (পুং) দিকনির্ণয়কারী কাক। প্রাচীনকালে সমুদ্রগামী জাহাজে কাক পোষণ করা হইত, দিশাহারা নাবিক মধ্যসমুদ্র হইতে কাক উড়াইয়া দিত কাকটি যেদিকে উড়িয়া যেত দিশাহারা জাহাজও কাকের অনুগমন করিয়া তীরের সন্ধান পাইত। জাহাজে পোষিত ঈদৃশ কাককে বলা হয় দিসাকাক।

দিসাকুসল (বিণ) সর্বদিক—সম্বন্ধে যাঁহার জানা আছে, দিকজ্ঞ, দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা জ্ঞাত। (তুলনীয়)

দিসাচক্‌খুক।

দিসাচক্‌খুক (বিণ) সর্বদিকদর্শী, সর্বদিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা জ্ঞানী।

দিসাডাহ (পুং) রক্তিমাভ আকাশ, দিগন্তে বা চক্রবালে অসাধারণ লালবর্ণ যে অগ্নিতে জ্বলিতেছে, দিগন্তের আলোক(?) অথবা রাশিচক্র সম্বন্ধীয় আলোক(?)। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—দিশেদাহ।

দিসাদাহ = **দিসাডাহ**। ⇒ **দিসাডাহ**।

দিসা পটিদিসা (স্ত্রী) দিগ্বিদিক, দিক এবং বিদিক বা বিপরীত দিক। = **দিসা বিদিসা**।

দিসাপতি (পুং) রাজা। = **দিসম্পতি**।

দিসাপামোক্‌খ (বিণ) জগৎ প্রসিদ্ধ, জগৎ বিখ্যাত, বিশ্ববিখ্যাত। (তুলনীয়) **দিসাসু বিস্‌সুত**। ⇒ **পামোক্‌খ** (১)।

দিসাভাগ (পুং) ১ দিকভাগ, দিক নির্ণয়। ⇒ **ভাগ** (৩)। ২ লক্ষ্য, গতি, তত্ত্বাবধান, আদেশ, শিরোনামা, উপদেশ, গতিপথ, পরিচালনা, (যে কিছুর) এক চতুর্থাংশ, প্রদেশ, নগরাদির বিভাগ, শহরের বিভাগ, পাড়া, যুদ্ধকালীন সেনানিবাস, আবাস স্থান।

দিসামুখ (বিণ) ঊর্ধ্বমুখী, আকাশমুখী, আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে এমন। (পুং) এক যক্ষের নামবিশেষ। ⇒ **যক্‌খ** (৪খ)।

দিসামুখযক্‌খ (পুং) এক শ্রেণীর যক্ষ বা প্রেত আছে তাহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বা আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে। ⇒ **দিসামুখ**।

দিসামূল্‌হ (বিণ) (সংস্কৃত—দিঙ্‌মূঢ়) যে ব্যক্তি আচরণ-সম্বন্ধ-অর্থ ইত্যাদি সর্বস্ব হারাইয়াছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিসাবাসিক (বিণ) ভিন্ন অঞ্চলবাসী, ভিন্ন বা অন্য প্রদেশবাসী, বিদেশী, বিদেশবাসী।

দিসাবাসিন (বিণ) = **দিসাবাসিক**। ⇒ **দিসাবাসিক**।

দিসাবাসী = **দিসাবাসিন**। ⇒ **দিসাবাসিন**।

দিসাবিদিসা = **দিসা পটিদিসা**। ⇒ **দিসা পটিদিসা**।

দিসাসু বিস্‌সুত (বিণ) সর্বদিকে বিশ্রুত বা শুনিয়াছে এরূপ, সর্বজন বিদিত, বিশ্ব বিশ্রুত, জগত প্রসিদ্ধ, সর্বজন পরিচিত। (তুলনীয়) **দিসাপামোক্‌খ**। ⇒ **দিসা**।

দিসাদিসং—সর্বদিকে; (সাহিত্যে) প্রদেশে প্রদেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে, দেশে দেশে। ⇒ **দিসা**।

দিস্‌সতি (ক্রি) বোধ হয় বা হইতেছে, দেখা যায় বা যাইতেছে। ⇒ **দস্‌সতি**। (ব-বিণ) **দিস্‌সন্ত, দিস্‌সমান**।

দিস্‌সমান (বিণ) দৃশ্যমান, সুস্পষ্ট, দৃষ্টিগোচর, প্রতীয়মান। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিস্‌সমান রূপ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিস্‌সমান কায**। ⇒ **দিস্‌সতি, দস্‌সতি** (১গ)।

দিস্‌সমানত্ত (ক্লী) দৃশ্যমানতা, দৃষ্টিগোচরতা।

দিস্‌সরে (ক্রি) দেখে, দর্শন করে, জানে, অনুভব করে, দেখা দেয়। ⇒ **দস্‌সতি** (১গ)।

দীঘ (বিণ) দীর্ঘ, লম্বা, অধিক। (সংযুক্ত নিকায়) **দীঘং অদ্ধানং**। (বিপ) **রস্‌স**। (পেতবত্থু) **দীঘং অন্তরং**। (থেরগাথা) **দীঘমন্তরে**। (জাতক) **দীঘতো**। (বিনয়) **দীঘসো; অতিদীঘ**। (পুং) ১ সর্প। (তুলনীয়) বৌদ্ধসংস্কৃত—দীর্ঘক (মহাবস্তু)। ২ গুরুস্বর, দ্বিমাত্রা স্বরবর্ণ (অর্থাৎ আ ঈ ঊ এ ও)। ৩ দীর্ঘনিকায় নামক ত্রিপিটক গ্রন্থ।

দীঘং অন্তরং = **দীঘমন্তরং**। ⇒ **দীঘমন্তরং**।

দীঘং কালং (ক্লী) = **দীঘমন্তরং**। ⇒ **দীঘমন্তরং**।

দীঘকপ্প = **কেবলকপ্প**। ⇒ **কেবলকপ্প**।

দীঘঙ্গুলি (বিণ) যাহার দীর্ঘ অঙ্গুলি আছে। ⇒ **দীঘঙ্গুলিন**।

দীঘঙ্গুলিন (বিণ) [দীঘ+অঙ্গুলিন] যাহার আঙুলগুলি দীর্ঘ বা লম্বা লম্বা, যাহার লম্বা লম্বা আঙুলি আছে। ইহা বুদ্ধের চতুর্থ মহাপুরুষ লক্ষণ (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **দীঘঙ্গুলি, দীঘদস**।

দীঘঙ্গুলি = **দীঘঙ্গুলিন**। ⇒ **দীঘঙ্গুলিন**।

দীঘজাতি (স্ত্রী) সর্প সদৃশ দীর্ঘ, সাপের ন্যায় লম্বা, সর্প। ⇒ **দীঘ** [পুং (১)]।

দীঘজাতিক (পুং) = **দীঘজাতি**। ⇒ **দীঘজাতি**।

দীঘজীবিন (বিণ) দীর্ঘকাল বা বহু বৎসর জীবিত থাকে এমন, স্থায়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী। ⇒ **জীবিন**।

দীঘতা (স্ত্রী) = **দীঘত্ত**। ⇒ **দীঘত্ত**।

দীঘতো—দীর্ঘ পথ হইতে বা দীর্ঘ দীর্ঘ পথ হইতে। ⇒ **দীঘ** (বিণ)।

দীঘত্ত (ক্লী) দীর্ঘত্ব, দৈর্ঘ্য, দৈর্ঘ্যতা।

দীঘদস (বিণ) যাহার হাতের আঙ্গুল দশটি লম্বা লম্বা। ⇒ **দীঘঙ্গুলি**।

দীঘদসা (স্ত্রী) (বস্ত্রের) প্রান্তস্থিত দীর্ঘ লম্বা লম্বা সুতা বা ঝালড়। ⇒ **দসা**।

দীঘদস্‌সিন (বিণ) বহুদর্শী, সর্বদর্শী, দূরদর্শী। **সব্বদস্‌সাবিন, দীঘদস্‌সী**।

দীঘদস্‌সী (বিণ) দূরদর্শী, বিজ্ঞ, পরিণামদর্শী। = **দীঘদস্‌সিন**।

দীঘনাসিক (বিণ) যাহার নাসিকা লম্বা।

দীঘনিকায (পুং) দীর্ঘনিকায় নামক ত্রিপিটক গ্রন্থ যাহাতে দীর্ঘ সূত্রগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

দীঘন্তর [দীঘ+অন্তর] বারান্দা, দরদালান, একদেশের অধিকারে অন্য দেশের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড (সমুদ্রপথে বা অন্যত্র সংলগ্ন)।

দীঘপখুম (ক্লী) চোখের পাতার দীর্ঘ লোম, বিস্তৃত ভোমা। = **আযত পম্‌হ**। ⇒ **পখুম**।

দীঘপিট্‌ঠিক (বিণ) যাহার পৃষ্ঠদেশ দীর্ঘ, যাহার পশ্চাৎ পৃষ্ঠ বা পৃষ্ঠের উর্ধ্বদেশ লম্বা, দীর্ঘ শৈলশিরা বা পর্বতশ্রেণী আছে এমন। (বিপ) **মুদুপিট্‌ঠিক**। ⇒ **পিট্‌ঠিক**।

দীঘভাণক (পুং) দীর্ঘনিকায় নামক পিটকগ্রন্থ মুখস্থ করিয়া অনর্গল আবৃতিকারী ভিক্ষু বা ব্যক্তি, দীর্ঘনিকায় গ্রন্থ ব্যাখ্যাকার।

দীঘমদ্ধানং (ক্রি-বিণ) [দীঘং+অদ্ধানং] (বিশেষ ভাষায় শব্দ) দীর্ঘকাল, দীর্ঘসময়, চিরকাল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দীঘং অদ্ধানং সংসারং**। (সূত্রনিপাত) **দীঘং অদ্ধান সংসারং**। (ধর্মপদ) **দীঘং অদ্ধান সোচতি**। (তুলনীয়) **দীঘরত্তং**। ⇒ **অদ্ধান** (২)।

দীঘমন্তরং(ক্লী) [দীঘং+অন্তরং] দীর্ঘকাল অবধি, চিরকাল, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত, সর্বদা, অবিরত, অবিশ্রান্ত, অনবরত, সকল সময়। (থেরগাথা) **দীঘমন্তরে**—সকল সময়ে। ⇒ **দীঘ**।

দীঘরত্তং (ক্রি-বিণ) দীর্ঘকাল, দীর্ঘসময়, চিরকাল। = **দীঘরত্তায়, দীঘমদ্ধানং, চিররত্তং**।

দীঘরত্তায় = **দীঘরত্তং**। ⇒ **দীঘরত্তং**।

দীঘরাজি (বিণ) দীঘরেখার, লম্বা রেখার। ⇒ **রাজি** (১)।

দীঘলোম (বিণ) দীর্ঘলোম, দীর্ঘ লোমযুক্ত, যাহার লম্বা লম্বা কেশ আছে, যে মেষের লম্বা লম্বা লোম আছে অথবা এককালে অকর্তিত লোম আছে। (ক্লী) **দীর্ঘ** মেষ লোম, এককালে অকর্তিত দীর্ঘ মেষলোম, লম্বা লম্বা কেশ বা লোম।

দীঘলোমক (বিণ) = **দীঘলোম**। ⇒ **দীঘলোম**।

দীঘলোমিকা (বিণ, স্ত্রী) যে সব স্ত্রীজাতীর লম্বা লম্বা লোম বা কেশ আছে। ⇒ **দীঘলোম**।

দীঘবণ্ট (পুং) এক প্রকার বৃক্ষবিশেষ।

দীঘবা (বিণ) দীর্ঘ, লম্বা।

দীঘসুত্ত (বিণ) লম্বা সুতাযুক্ত, দীর্ঘ সুতা আছে এমন।

দীঘসো (ক্রি-বিণ) দৈর্ঘ্যে, লম্বায়। ⇒ **দীঘ**।

দীঘসোত্তিয (ক্লী) ১ দীর্ঘস্থায়ী শুভ বা উন্নতি। ২ দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা, অবেক বিলম্বে কাজ করা, সত্বর কার্যনির্বাহ করিতে অযত্ন বা অনিচ্ছা, আলস্য, জড়তা, ঢিলা অবস্থা, মন্থর গতিতা, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকা।

দীঘসোত্থিক (বিণ) ⇒ **সোত্থিক**।

দীঘায়ু (বিণ) দীর্ঘায়ু, যাহার জীবনীশক্তি বা আয়ু দীর্ঘকাল পর্যন্ত, যে অধিকদিন জীবিত থাকে। (বিপ) **অপ্পায়ু**।

দীঘায়ুক = **দীঘায়ু**। ⇒ **দীঘায়ু**।

দীঘাবু (বিণ) আয়ুষ্মান। = **দীঘায়ু**।

দীধিতি (স্ত্রী) দীধিতি, কিরণ, আলোক, উজ্জ্বলতা, প্রভা, জ্যোতি।

দীন (বিণ) দীন, দরিদ্র, গরিব, অভাবগ্রস্ত, কাতর, শোচ্য, দুঃখিত, হীন, ক্ষুব্ধ, সন্তপ্ত, ভীত, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, নীচ, অধম, নিকৃষ্ট, জঘন্য, নীচকুলোদ্ভব বা নিম্নপদস্থ, সস্তা, অল্পমূল্য, অনুদার, অবিশুদ্ধ, নিম্ন, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, কৃশ, দুর্বল, বেচারা, দয়ার যোগ্য, সামান্য, অকিঞ্চিতকর, তুচ্ছ, উষর, অনুর্বর, সামান্য মাত্র, তত বা বেশ ভাল নয় এমন, দুঃখী। (জাতক) **দীনমান**। = **নিন্নমান, কপণ, অদানজ্ঝসয**।

দীনতা (স্ত্রী) দীনতা, দারিদ্র্য, কাতরতা, ক্ষোভ, সন্তাপ, হীনবস্থা, দুঃস্থতা, দুর্ভাগ্য, নিঃস্ব অবস্থা, শোচনীয় অবস্থা।

দীনত্ত (ক্লী) = **দীনতা**। ⇒ **দীনতা**।

দীনমান (বিণ) দীনমান, নিঃস্ব, দুরবস্থাপন্ন, দরিদ্র, দুঃস্থ, শোচনীয়। = **দীন**।

দীপ ১ (পুং) দীপ, প্রদীপ, আলোক, প্রকাশক, যাহা উজ্জ্বল করে, বর্তিকাস্থ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, বর্তিকা। (জাতক) **দীপং জালেতি**—প্রদীপ জ্বালা। ⇒ **জোততি**। ২ (পুং, ক্লী) (সাহিত্যে) দ্বীপ, সুবৃহৎ ভাসমান পদার্থ, বিচ্ছিন্ন বস্তু, মহাদেশ বা দ্বীপ, শুষ্ক বা শক্ত জমি, দৃঢ় ভিত্তি; (চরিত্রে) বিশ্রাম স্থান, আশ্রয় স্থান, প্রতিষ্ঠা, পরিত্রাণ, ত্রাণ, শরণ। (যৌগিকে) **দীপ তাণ লেন; দীপ সরণ**। = **পতিট্‌ঠা** (অর্থকথা বর্ণনায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **চত্তারো মহাদীপা**; (বিপ) **পরিত্ত দীপা**। ⇒ **তাণ**। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তদীপ অত্তসরণ; মংদীপ**। (সূত্রনিপাত) **অত্তদীপ**। (ধর্মপদ) **দীপং করোহি**—প্রতিষ্ঠা লাভ কর; = **পতিট্‌ঠা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (জাতক) **দীপঞ্চ পরায়ণং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মদীপ**। ৩ চিতাবাঘের চর্মে ঢাকা রথ বা গাড়ি।

দীপ-অচ্চি = **দীপচ্চি**। ⇒ **দীপচ্চি**।

দীপক (ক্লী) ক্ষুদ্রদ্বীপ। = **দীপ** (২)। (বিণ) প্রদর্শনীয়, দেখানো যায় এমন, প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় এমন। (পুং) **১ ক** আলোক, প্রদীপ। = **দীপ** (১)। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **দণ্ডদীপক**। **খ** শম-দম ইত্যাদি স্বভাবের চেহারাযুক্ত প্রতিমূর্তি বিশেষ। ২ (সংযুক্ত শব্দে) **বণ্ঠিদীপক**।

দীপকক্কর—ফাঁদে ফেলা বা জালে আবদ্ধ তিত্তির পক্ষী, যে তিত্তির পক্ষীকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য উত্তেজিত করা হয়। = **দীপকতিত্তির**।

দীপক তিত্তির—উদ্দীপক তিত্তির পক্ষী, যে তিত্তির পক্ষী (অপর তিত্তির পক্ষীগুলিকে জালে আবদ্ধ হইবার জন্য) উস্কাইয়া দেয় বা উত্তেজিত করে। = **চেতক, দীপকক্কর**। ⇒ **দীপক পক্‌খিন**।

দীপক পক্‌খিন—শিকারী পক্ষী, যে পক্ষী অন্যান্য পক্ষীদিগকে জালে আবদ্ধ হইবার জন্য উত্তেজিত করে। ⇒ **দীপকতিত্তির**।

দীপকপল্লিক (ক্লী) প্রদীপাধার, প্রদীপের তৈলাধার।

দীপকমিগ—যে মৃগ অন্যান্য মৃগদিগকে পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য উত্তেজিত করে। ⇒ **দীপক তিত্তির**।

দীপকর = দীপঙ্কর। ⇒ **দীপঙ্কর**।

দীপগৰ্ভক = দীপালয়। ⇒ **দীপালয়**।

দীপঙ্কর (বিণ) [দীপং+কর] যে ব্যক্তি প্রদীপ জ্বালায় বা আলোকিত করে, কিরণ প্রদানকারী, আলোক প্রদানকারী, যে ব্যক্তি দীপসজ্জা করে, কিরণ দেয় এমন। = **পভঙ্কর** (বিণ)। (পুং) অতীত দীপঙ্কর বুদ্ধ।

দীপচক্কবত্তিন (পুং) জম্বুদ্বীপাদি দ্বীপের ন্যায় মহাদেশের রাজাধিরাজ, দ্বীপের একচ্ছত্র রাজা। ⇒ **চতুরন্ত চক্কবত্তিন, মহাদীপ**।

দীপচ্চি (স্ত্রী) [দীপ+অচ্চি] প্রদীপশিখা, দীপশিখা, আলোকশিখা। = **দীপসিখা**।

দীপতিত্তির = দীপকতিত্তির। ⇒ **দীপকতিত্তির**।

দীপন (বিণ) বর্ণনাকারী, প্রকাশনী, উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন, প্রকাশিকা, ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন, যাহা অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ⇒ **দীপনী**।

দীপনা (স্ত্রী) ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, বিশেষ বর্ণনা, বিশদীকরণ, উদাহরণ, চিত্র। ⇒ **দীপনী**।

দীপনী (স্ত্রী) দীপনী, ব্যাখ্যা, অর্থ প্রকাশক বা ব্যাখ্যামূলক কার্য, অর্থপুস্তক বা ব্যাখ্যাকরণ, অর্থ বহির নাম, ব্যাখ্যা পুস্তকের নাম (যেমন—ধর্মপালের সঙ্কলিত **"পরমত্থ দীপনী"**)। = **দীপনা**। (তুলনীয়) **জোতিকা, উদ্দীপনা**।

দীপন্তর বাসিন (বিণ, পুং) দ্বীপবাসী, দ্বীপের মধ্যে অবস্থানকারী।

দীপন্তরবাসী (বিণ, পুং) **দীপন্তরবাসিন**। ⇒ **দীপন্তরবাসিন**।

দীপমালা (স্ত্রী) দীপমালা, দীপসজ্জা, আলোকরাশি, প্রদীপ দ্বারা সজ্জিতকরণ। (মহাবংশ) **দীপমালা সমুজ্জোত**। ⇒ **মালা**।

দীপরুক্খ (পুং) দীপাধার, পিলসুজ, প্রদীপ দিবার স্তম্ভ বা খুঁটি, প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠনির্মিত সরু উঁচু স্থান বা থাক।

দীপলঞ্জক—দীপের ইতিহাস, দ্বীপ-সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত। ⇒ **লঞ্জক**।

দীপবট্টি (স্ত্রী) প্রদীপের ফিতা, প্রদীপের সলিতা। ⇒ **বট্টি** (১)।

দীপবত্তি = দীপবট্টি। ⇒ **দীপবট্টি**।

দীপসিখা (স্ত্রী) দীপশিখা, কজ্জল, কালিমা, প্রদীপের শীষ, আলোকরশ্মি। = **দীপচ্চি**। ⇒ **সিখা**।

দীপালয়—পান্থশালা, বিশ্রামাগার, ডাকবাংলা।

দীপালোক (পুং) দীপালোক, প্রদীপের আলো বা আলোক।

দীপি (পুং) দীপি, চিতাবাঘ।

দীপিক (পুং) চিতাবাঘ। = **দীপি**।

দীপিকা (স্ত্রী) ১ মশাল। = **জোতিকা, দীপক** (২)। ২ অর্থপুস্তক, ব্যাখ্যাশাস্ত্র। = **দীপনী**।

দীপিচম্ম—চিতাবাঘের চর্ম। ⇒ **চম্ম**।

দীপিত (বিণ) ব্যাখ্যাকৃত, বিবৃত, অর্থ করিয়া প্রকাশিত, উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত, বর্ণিত, প্রকাশিত, প্রদর্শিত, প্রজ্জ্বলিত, দীপিত, উদ্দীপিত। ⇒ **দীপেতি**।

দীপিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি আলোকিত করে, দীপসজ্জাকারী।

দীপিন (পুং) চিতাবাঘ, বাঘ।

দীপিনী (স্ত্রী) দীপিনী, চিতাবাঘিনী, বাঘিনী।

দীপিরাজা (পুং) চিতাবাঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা রাজা, দীপিরাজা, বাঘের রাজা।

দীপেতি (ক্রি) [√দিপ+এ] আলোক দেওয়া, আলোকিত করা, প্রজ্জ্বলিত করা, জ্বলিয়া উঠা, জ্বালিয়া দেওয়া, আলোকবিশিষ্ট করা, আলোকিত করা, পরিষ্কার বা প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, বর্ণনা করা, অর্থ করা, ব্যাখ্যা করা, সুবোধ্য করা, প্রদীপ জ্বালানো, রশ্মি নিঃসরণ করা, কিরণ বিকীর্ণ করা, জ্যোতি প্রকাশ করা, আভা বা প্রভা নির্গত করা, উদাহরণাদি দ্বারা অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। (অতীত) **দীপেসি**। (অ-বিণ) **দীপিত**। (বৈ-বিণ) **দীপেত্ত, দীপযমান**। (ভ-বিণ) **দীপেতব্ব**। (ক্রি-বি) **দীপেত্বা**।

দীযতি (ক্রি) ভঙ্গ হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। ⇒ **দলতি**।

দু ১ক (উপসর্গ পদ) দুর, দুস্, দুঃখ, নিন্দিত, মন্দ, দুষ্ট, বিষাদ, নিষিদ্ধ। "**দু**" অন্য শব্দের পূর্বে বসিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যেমন—"**দু-অদ্ধতো**" অথবা "**দুবদ্ধতো**"। **খ** "**দু**" শব্দের পরবর্তী ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হয়, যেমন—**দুজ্জীবিতং, দুক্কত, দুগ্গতি, দুক্কর; দুগ্গ, দুগ্গত, দুগ্গন্ধ, দুগ্গহিত; দুচ্চজ, দুচ্চরিত, দুচ্চোল; দুজ্জহ, দুজ্জান, দুজ্জিবহ, দুজ্জীবিত; দুত্তপ্পয, দুত্তর; দুদ্দম, দুদ্দসিক; দুন্নয, দুন্নিক্খয, দুন্নিক্খিত্ত, দুন্নিগ্গহ, দুন্নিজ্ঝাপয, দুন্নিব্বেধ, দুন্নীত; দুপ্পঞ্ঞ, দুপ্পটি আনয, দুপ্পটিনিস্সগ্গিন, দুপ্পটিপদা, দুপ্পটি বিজ্ঝ, দুপ্পটি বেধ, দুপ্পভজ্জ, দুপ্পমুঞ্চ, দুপ্পমেয্য, দুপ্পরিহার, দুপ্পযাত, দুপ্পসু, দুপ্পেয়, দুপ্পোস; দুপ্ফস; দুব্বল, দুব্বলিক, দুব্বুধ; (ব্ব=ব; দুব্বচ = দু-বচ) দুব্বচ, দুব্বচন, দুব্বর্ণ, দুব্বিজান, দুব্বিদূ, দুব্বিনিবিজ্ঝ, দুব্বিসোধ, দুব্ববট্ঠিক; দুব্ভগ, দুব্ভর, দুব্ভাসিত, দুব্ভভিক্খ; দুম্মতি, দুম্মন, দুম্মত্ত, দুম্মুখ, দুম্মেজ্ঝ, দুম্মেধ; দুয্যিট্ঠ, দুয্যুজ, দুয্যুত্তং দুরত্ত, দুরোপয; দুল্লভ; দুস্সদ্ধপয, দুস্সস, দুস্সহ, দুস্সীল**। আবার কোন কোন সময়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হয় না, যেমন—**দুহর**। ২ দুই, ২। = **দ্বি**। ৩ (বিণ) পীড়িত করে এমন, ব্যথা দেয় এমন, আঘাত করে এমন, ক্ষতি করে এমন, অহিত করে এমন, নষ্ট করে এমন, অপকার করে

এমন, বিরক্ত করে এমন, বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে এমন, অবিশ্বাসী কাজ করে এমন, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক (শত্রুহস্তে) সমর্পণ করে এমন, বিশ্বাসঘাতকতা করে এমন, প্রতারণামূলক কাজ করে এমন, গুপ্তরহস্য প্রকাশ করা বা প্রদর্শন করে এমন, অনিচ্ছাপূর্বক প্রকাশ করে এমন, অজ্ঞাতে প্রকাশ করে এমন, সূচনা করে বা সাক্ষ্য প্রদান করে এমন, কুপথে লইয়া যায় এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **মিত্তদু; মিত্তদুস্‌সক**। (তুলনীয়) **মিত্তদুব্‌ভি, মিত্তদুব্‌ভিন**।

দু-অঙ্গিক = **দুবঙ্গিক**। ⇒ **দুবঙ্গিক**।

দু-অঙ্গুল = **দুবঙ্গুল**। ⇒ **দুবঙ্গুল**।

দু-অদ্ধতো = **দুবদ্ধতো**। ⇒ **দুবদ্ধতো**।

দুক (ক্লী) যুগ্ম, যুগল, জোড়া, একসঙ্গে দুইটি বিষয়, দুইটি বিষয় সম্বন্ধে একসঙ্গে বর্ণনা, যুগল বা যুগ্মবিষয়ক বর্ণনা। (পট্‌ঠান) **দুকপট্‌ঠান**। (জাতক) **দুকনিপাত**।

দুক নিপাত—জাতক গ্রন্থের যুগ্ম-বিষয়ক পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়। ⇒ **দুক**।

দুকপট্‌ঠান—পট্‌ঠান বা প্রধান কারণ নামক গ্রন্থের যুগ্মবিষয়ক অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ, দ্বিবিধ নীতিবাচক পাট্‌ঠান বা প্রধান কারণ, দ্বিবিধ প্রস্থান নীতি। ⇒ **দুক**।

দুকূট চুম্বট (ক্লী) একজাতীয় গুল্ম বা উদ্ভিদের ছাল দ্বারা তাল-পাকানো দড়ি (উদালের ছালের বা বাকলের দড়ি অথবা পাটের দড়ি?)। ⇒ **দুকূল, চুম্বট**।

দুকূল (পুং) (সংস্কৃত—দুকূল) এক জাতীয় ছোট ছোট গাছ, পাট গাছ (?)। (ক্লী) (সংস্কৃত—দুকালং—রেশমি বস্ত্র) দুকূল, রেশমি বস্ত্র, অতিশয় সূক্ষ্ম বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র বা চাদর, দুকূল সুতায় বুনা কাপড়।

দুক্কট = **দুক্কত**। ⇒ **দুক্কত**।

দুক্কটকারিন (বিণ, পুং) দুষ্কার্যকারী, দুষ্কৃত কার্যকারী, দুর্গত কার্যকারী, অসাধ্য সাধনকারী, দুষ্ট স্বভাবের, অসৎ কর্মী।

দুক্কটকারী = **দুক্কটকারিন**। ⇒ **দুক্কটকারিন**।

দুক্কত (বিণ) [দু+কত] দুষ্কৃত, গর্হিত, দুষ্কর, দুঃসাধ্য, অসাধ্য সাধিত, যাহা অতি কষ্টে সম্পাদন করা হয়, বিশ্রী বা হীনকার্য করা হইয়াছে এমন, গর্হিত বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা হইয়াছে এরূপ, নিপুণহস্তে কাজ করা হয় নাই এরূপ, নিকৃষ্টভাবে তৈয়ারকৃত। **দুক্কত কম্মকারিন**—দুঃসাধ্য অথবা গর্হিত কার্যকারী। (বিপ) **সুক্কত**। (ক্লী) ভুলকার্য, মন্দকার্য।

দুক্কতং (ক্লী) নিষ্কৃতা, হীনতা, নিয়মবিরুদ্ধতা, দুষ্টতা, দুষ্কার্য, ভুলকার্য।

দুক্কতকারিন = **দুক্কটকারিন**। ⇒ **দুক্কটকারিন**।

দুক্কতুপাহনূপমা [দুক্কত+উপাহন+উপমা] নিকৃষ্টভাবে প্রস্তুত চটিজুতা বা জুতা সদৃশ উপমা। ⇒ **পানদ**।

দুক্কর (বিণ) দুষ্কর, করা শক্ত, করা কঠিন, করা সোজা ব্যাপার নয় এমন, দুঃসাধ্য, অসাধ্য, শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য, দুরারোহ, খাড়া। (সূত্রনিপাত) **দুক্কর দুরভিসম্ভবো**। (ক্লী) শক্ত জিনিস, দুঃসাধ্য কার্যভার, কঠিন কাজ।

দুক্করং কম্মকুব্বতং ⇒ **কম্ম** (৩)।

দুক্করকারিকা (বিণ, স্ত্রী) দুঃসাধ্য কার্যকারিণী, অসাধ্য সাধনকারিণী, কঠিন কার্যকারিণী। (পুং) যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য বা কঠিন কাজ করে, চেষ্টা, উদ্যম, কঠোরতা, তপশ্চর্যা, আত্মনিগ্রহ, রূঢ়তা। ⇒ **কারিকা** (৩)।

দুক্করতা (স্ত্রী) দুষ্করতা, জটিল সমস্যা, ক্লেশ, আপত্তি, দায়, মুস্কিল, অসুবিধা, বাধা, দুর্বোধ্য বিষয়, অসাধ্যতা, কঠিনতা, কঠোরতা, শক্ত বিষয়।

দুক্করত্ত (ক্লী) = **দুক্করতা**। ⇒ **দুক্করতা**।

দুক্করভাব (পুং) = **দুক্করতা**। ⇒ **দুক্করতা**।

দুক্‌খ (বিণ) অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক, কষ্টকর, দুঃখদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, অসৎ, পাপজনক, মন্দ, পীড়াজনক, প্রতিকূল, অশুদ্ধ, অনুপযুক্ত, কষ্টসাধ্য, দুষ্কর, দুঃখজনক, দুঃখের হেতুমূলক। (বিপ) **সুখ**। (সাহিত্যে) "**বেদনা**" বা সংবেদন-সম্বন্ধে:— (মধ্যম নিকায়) **দুক্‌খং বেদনং বেদিযমান; সারীরিকাহি বেদনাহি দুক্‌খাহি**। (চরিত্রে) দুঃখপূর্ণ এবং দুঃখকষ্টের ফলস্বরূপ "**কামা**" বা ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধে:—(দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পটিপীল্‌নট্‌ঠেন (পটিপীল্‌নখেন) "দুক্‌খ"**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **বহুদুক্‌খ**। "**জাতি**" বা জন্ম সম্বন্ধে "**অরিসচ্চ**" তুলনীয়। (যৌগিকে) **দুক্‌খা পটিপদা দন্ধাভিঞ্ঞা** (দীর্ঘনিকায়)। (ক্লী) দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট, ক্লেশ, সন্তাপ, সন্ত্রণা, দুর্দশা, দুরবস্থা, বিপদ, সঙ্কট, অসুখ, মনঃক্ষোভ, সংসার, পাপ, প্রতিকূল বিষয়, আত্মগুণবিশেষ, অধর্মজনিত আত্মগ্লানি, মনের ধর্মবিশেষ, বেদনা অনুভব, মনঃপীড়া, শারীরিক অথবা মানসিক দুঃখকষ্ট, বেদনা, মনঃকষ্ট, দৈহিক যন্ত্রণা, দুঃখ ভোগকরণ, মানসিক কষ্ট, দণ্ড, দুর্বিপাক, দুঃসহ যন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অস্বাচ্ছন্দ্যতা, পীড়া। ⇒ **জরা মরণ**। ১ "**দুক্‌খ**" শব্দ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য:— বৌদ্ধধর্মে প্রথমে দুঃখকে জানা আবশ্যক। চারি আর্যসত্যের মধ্যে প্রধানত প্রথম শব্দ "**দুক্‌খ**" (⇒ "**অরিযসচ্চ**") শব্দকে ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হয়। "**দুক্‌খ**" বা দুঃখ বলিলে বুঝায়:—**জাতি পি দুক্‌খা** (জন্মও দুঃখ), **জরা পি দুক্‌খো** (জরা বা বার্ধক্যও দুঃখ), **ব্যাধি পি দুক্‌খো** (ব্যাধিও দুঃখ), **মরণম্পি দুক্‌খং** (মরণও দুঃখ), **অপ্পিযেহি সম্পযোগে দুক্‌খো** (অপ্রিয় বা শত্রুর সহিত মিত্ররূপে মিলনও দুঃখ), **পিযেহি বিপ্পযোগো দুক্‌খো** (প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদও দুঃখ), **যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্‌খং** (যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহা পায় না—ইহাও দুঃখ)—**সঙ্খিত্তেন পঞ্চ উপাদানক্‌খন্ধা দুক্‌খা** (এইসব দুঃখকে সংক্ষেপে

পঞ্চবিধ উপাদানজনিত দুঃখস্কন্ধ বলা হয়)। **পঞ্চ উপাদানক্‌খন্ধা পি দুক্‌খা** অর্থাৎ ব্যক্তি বা সত্ত্বের "**নাম-রূপ**" অথবা শারীরিক ও মানসিক পঞ্চধর্ম (স্বভাব) আসক্তি ও লোভের পিছনে যতই ধাবিত হয় বা অনুগমন করে ততই ব্যক্তি বা সত্ত্ব দুঃখে পীড়িত হয়। দ্বিতীয় আর্যসত্য "**দুক্‌খ সমুদয**" অর্থাৎ দুঃখ-উৎপত্তির কারণকে জানা দরকার; = **তণ্‌হা** (⇒ "**তণ্‌হা**")। তৃতীয় আর্যসত্য "**দুক্‌খনিরোধ**" অর্থাৎ তৃষ্ণা (**তণ্‌হা**) বিদূরণে অথবা তৃষ্ণার নিবৃত্তিতে দুঃখকে দূর করা যায় বলিয়া জানা দরকার। চতুর্থ আর্যসত্য "**দুক্‌খনিরোধগামিনী পটিপদা অট্‌ঠঙ্গিকমগ্গ**" অর্থাৎ দুঃখকে বিদূরিত করিবার উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে (⇒ "**অরিয অট্‌ঠঙ্গিক মগ্গ**") চলার অভ্যাস করা দরকার। এই "**অরিযসচ্চানি**" বা চারি আর্যসত্যকে বিনয় ও সংযুক্ত নিকায়ে "**সোক পরিদেব**" ইত্যাদির সঙ্কলনরূপেও দৃষ্ট হয়; সংযুক্ত নিকায়ের টীকায় ইহার সম্পূর্ণ ও আংশিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সূত্রনিপাত, চূলনির্দেশ ("**সঙ্খারা**" শব্দের সহিত) প্রভৃতি গ্রন্থেও চারি আর্যসত্যের প্রত্যেকটির বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। "**নিরোধ**" শব্দের পরিবর্তে পটিসম্ভিদামার্গ, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, বিভঙ্গ, নেত্তিপ্রভৃতি গ্রন্থে "**দুক্‌খস্‌স অতিক্কম**" শব্দরূপে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বিনয়, দীর্ঘনিকায়, চূলনির্দেশ গ্রন্থেও "**দুক্‌খ, সমুদয, নিরোধ মগ্গ**" শব্দরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘনিকায় ও বিনয় গ্রন্থে "**আসবানং খযঞাণ**" শব্দরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অঙ্গুত্তর নিকায় "**দুক্‌খ পটিচ্চসমুপ্পাদ**" শব্দরূপে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি। দীর্ঘনিকায়ে নিয়মধারায় "**চতুন্নং অরিয সচ্চানং অননুবোধা**" ইত্যাদি। ২ সবিস্তারে বর্ণনায় বৈশিষ্টতা:—**ক** চারি আর্যসত্যের তৃতীয় বিষয় "**নিরোধ**" এর সম্বন্ধে "**পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**" বা হেতুজনক উৎপত্তিতে আরও সবিস্তৃত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, যাহা দুইয়ের পারস্পরিক নির্ভরতায় "**সমুদয**" বা গড়িয়া তোলার মত কারণভূত বন্ধনের সংযোগ সূত্র-সম্বন্ধে এবং দুইটি বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান বিশ্লেষণ করে অথবা মূল উপাদানে পৃথক করে। এই দুইটির সংযোজন শক্তিকে কারণ বলিয়া জানিতে পারিলে সেই দুঃখের সংযোগ সাধনকে "**নিরোধ**" বা ছিন্ন করিতে পারা যায়। এইরূপে কর্ম-সম্বন্ধে দেহের মধ্যে সজীব উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিপাক গঠিত হয়। বিনয়, দীর্ঘনিকায়, সংযুক্ত নিকায়, চূলনির্দেশ, অঙ্গুত্তর নিকায়, মধ্যম নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে উহাই মন্তব্য এবং উল্লেখিত। = **দুক্‌খস্‌স অন্তকিরিযা**। **খ** "**সঙ্খারা**" তিনটির মধ্যে একটি। "**সঙ্খারা**" তিনটি, যথা—**অনিচ্চ সঙ্খারা, দুক্‌খসঙ্খারা, অনত্তা সঙ্খারা**। **যদ-অনিচ্চং তং দুক্‌খং**। (সংযুক্ত নিকায়) **রূপে অনিচ্চানুপস্‌সী; রূপে দুক্‌খানুপস্‌সী; রূপে অনত্তানুপস্‌সী**। (দীর্ঘনিকায়) **অনিচ্চ সঞ্ঞা; দুক্‌খ সঞ্ঞা; অনত্তা সঞ্ঞা**। (চূলনির্দেশ) **সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা; সব্বে সঙ্খারা দুক্‌খা; সব্বে সঙ্খারা অনত্তা** (⇒ **সঙ্খারা**)। **গ** "**দুক্‌খ**" সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিবরণী:—নির্দেশ গ্রন্থে দুঃখ-সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে একটি অপরিবর্তনীয় অর্থ প্রকাশ পায় যাহা প্রাচীন এবং সূক্ষ্ম প্রভেদকারী বা পণ্ডিতযোগ্য মত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। আর সূত্রনিপাতের একটি বর্ণনায় ইহা নিজেই অসামান্য। এখানে শেষোক্ত বিষয়টি দুঃখ-সম্বন্ধে শারীরিক বা মানসিক দুঃখকষ্ট বলিয়া একচেটিয়াভাবে সঠিক স্থির করে এবং চিত্রিত করিয়া তোলে, আর যেন শাস্তি প্রদানস্বরূপ কোন ব্যক্তি রাজাকর্তৃক দণ্ডিত হয় এবং সেই দণ্ড প্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যুর পর নরকে গমন হইলেও তাহার উপর অভিভাবক কিংবা জ্ঞাতিবর্গ (**নিরযপালা**) কর্তৃক সেই দণ্ড বিধান করিয়া থাকে (⇒ **নিরয**)। উপরিউক্ত প্রথম বর্ণনাটি বৈদিক সাংখ্যে দুঃখ বর্ণনার অনুরূপ দুঃখ (গঞ্জপাদের "সাংখ্যকারিক ভাষ্যের" প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং ইহাতে দুঃখের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী-বিভাগও বুঝায়, যথা—(১) স্বত্ব স্বীয় কর্মফলের বন্ধনে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং জন্ম দ্বারা সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে "**দুক্‌খ দুক্‌খ, সঙ্খার দুক্‌খ, বিপরিণাম দুক্‌খ**"—এই তিন শ্রেণীর দুঃখ অবহেলা সহকারে (অতি সামান্যরূপে) সংলগ্ন থাকে [নীচে ৩ নম্বরে ক(১) দ্রষ্টব্য]। (২) পীড়া, অসুখ, সর্বপ্রকার শারীরিক দুঃখ। (তুলনীয় সাংখ্যকারক ভাষ্যের "অধ্যাত্মিকং দুঃখং")। (৩) শারীরিক বেদনা, দৈহিক যন্ত্রণা, বাহ্যিক অবস্থার দরুণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি, যেমন—চরম বা অসহনীয় জলবায়ু, খাদ্যের অভাব, ডাঁশ-মশাদির কামড় ইত্যাদি (তুলনীয় সংস্কৃত—"আধিভৌতিকং দুক্‌খং আধিদৈবিকং দুঃখং")। (৪) মানসিক:—মনঃকষ্ট, প্রিয়বিচ্ছেদে শোকজনিত দুঃখ, বন্ধুবর্গের কিংবা নিজের যে কোন দুর্দশাজনিত দুঃখ (তুলনীয়—**দোমনস্‌স**)। সপ্রতিবন্ধ কর্মের নিয়মানুসারে পণ্ডিতযোগ্য বৈশিষ্টে এতাদৃশ বিবিধ অবস্থার ইহাই শেষ তালিকা যদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে কর্মফলভোগী মানব এই সব অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের আশ্রয় বা উপায়স্বরূপ আর্য অষ্টমার্গের সন্ধান পায় না। ৩ "**দুক্‌খ**" শব্দের সাধারণ প্রয়োগ এবং "**দুক্‌খ**" সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দৃষ্টি:—**ক** সহজ সংবেদন অর্থাৎ সামান্য দুঃখানুভূতি এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট দুঃখ-সম্বন্ধে—(১) প্রধানত "**কাযিক বেদনা**" অর্থাৎ দৈহিক একটি নির্দিষ্ট বেদনার অনুভূতি বা শারীরিক দুঃখ, (বিপ) **চেতসিক দুক্‌খ**। এইরূপে সঠিক স্থিরকৃত দুঃখ "**কাযিক দুক্‌খং**" (দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়); সাংখ্য দর্শনমতে "**সরীরং দুক্‌খং**" এবং **মানসং দুক্‌খং**"—এই দুইয়ের মধ্যে তারতম্য তুলনীয়। সংযুক্ত নিকায় বর্ণনায় "**দুক্‌খিন্দ্রিয**"। অঙ্গুত্তর নিকায় বর্ণনায় "**সারীরিকা বেদনা দুক্‌খা**"। নেত্তি বর্ণনায় "**দুবিধং দুক্‌খং—কাযিকং = দুক্‌খং, চেতসিকং = দোমনস্‌সং**"।

বিশুদ্ধিমার্গের একস্থানে দুঃখ দ্বিবিধ, অন্যত্র দুঃখ সপ্তবিধ; এতদ্ব্যতীত "**কায়িক দুক্‌খ; দুক্‌খা অঞ্ঞং ন বাধকং**" এর উল্লেখও দৃষ্ট হয়। সূত্রনিপাতে "**সুখং বা দুক্‌খং বা কায়িকং সাতাসতং**"। বুদ্ধঘোষের সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**দুক্‌খ বট্টদুক্‌খ**"। (২) এইরূপে বুঝিতে হইবে যেমন শারীরিক দুঃখ যৌগিক শব্দে "**দুক্‌খ-দোমনস্‌স**"; এখানে "দুক্‌খ" বা দুঃখকে সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া "**দোমনস্‌স**" বা মনঃকষ্টকেই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**চেতসিকং দুক্‌খং দোমনস্‌সং পটিসংবেদেতি; রাগজং দুক্‌খং দোমনস্‌সং পটিসংবেদেতি; কামূপসংহিতং দুক্‌খং দোমনস্‌সং;** (সংযুক্ত নিকায়ে) **দুক্‌খং দোমনস্‌সং পটিসংবেদিযতি।**" (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্‌খ-দোমনস্‌সানং অখঙ্গমায়**। (দীর্ঘনিকায়) **সোকপরিদেব-দুক্‌খ-দোমনস্‌স-উপাযাসা**—শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মন্য অবস্থা বা মনঃকষ্ট-হাহুতাশ অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুর্বিপাক বা কষ্ট (যাহা "**কামা**" হইতে উৎপন্ন হয়)। (তুলনীয়) **দুক্‌খী দুম্মনো**—দুঃস্থ এবং বিষণ্ন (সংযুক্ত নিকায়)। (৩) "**দুক্‌খ**" কষ্ট বা যন্ত্রণার অনুভূতিস্বরূপ তিন প্রকার "**দুক্‌খতা**" এর একটির আকার ধারণ করে। তিনপ্রকার "**দুক্‌খতা**" বা দুঃখতা, যথা—**দুক্‌খ দুক্‌খতা, সঙ্খার দুক্‌খতা, বিপরিণাম দুক্‌খতা** (সংযুক্ত নিকায়)। (৪) "**দুক্‌খ**" শব্দ "**অহিত**" অর্থে নিকট সম্বন্ধযুক্ত; (বিপ) **সুখ, হিত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **হোতি দীঘরত্তং অহিতায দুক্‌খায**—ইহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অস্বস্তি এবং যন্ত্রণার উৎস বা উৎপত্তিস্থান। (বি-ভা) **অনত্থায অহিতায দুক্‌খায** (দীর্ঘনিকায়); (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অকুসলং অহিতায দুক্‌খায সংবত্ততি**। (৫) (দীর্ঘনিকায়) "**তিস্‌সো বেদনা**" বা সংবেদন তিন প্রকার, যথা—**সুখং (সুখবেদনা), দুক্‌খং (দুক্‌খবেদনা), অদুক্‌খমসুখং (অদুক্‌খং- অসুখং বেদনা)**। "**অদুক্‌খমসুখ বেদনা**" সম্বন্ধে চতুর্থ ধ্যানে বর্ণিত হইয়াছে:—**সুখস্‌স পহানা দুক্‌খস্‌স পহানা পুব্বেব সোমনস্‌স-দোমনস্‌সানং অত্থঙ্গ মা অদুক্‌খমসুখং উপেক্‌খা পরিসুদ্ধিং চতুত্থং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি** (⇒ ঝান)। "**বেদনা**" এর আধেয় বা ভিতরের বস্তু স্বরূপ:—(সংযুক্ত নিকায়) **সুখং বেদিযতি দুক্‌খং বেদিযতি অদুক্‌খমসুখং বেদিযতি তস্মা বেদনা'তি;** (তুলনীয়) **বেদযতি** (সংযুক্ত নিকায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যং কিঞ্চাযং পুরিস পুগ্গলো পটিসংবেদেতি সুখং বা দুক্‌খং বা অদুক্‌খমসুখং বা সব্বং তং পুব্বেকত হেতূ'তি**—সুখ হউক অথবা দুঃখ হউক অথবা সুখ ও দুঃখের মধ্যস্থ উপেক্ষা-অবস্থা হউক মানুষ যাহা কিছু সংবেদন বা অনুভব করিয়া থাকে তৎসমস্তই পূর্ববর্তী কর্মের হেতু বা কারণস্বরূপ। অর্থকথানুসারে যৌগিক বা যুগ্ম শব্দ:—"**সুখদুক্‌খ**" যদ্দ্বারা "সুখ এবং দুঃখ" রূপে জীবনের ভাগ্য পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সহসা ব্যক্ত করা হয় অর্থাৎ "**নালম অঞ্ঞমঞ্ঞস্‌স সুখায বা দুক্‌খায বা সুখদুক্‌খায বা**" (দীর্ঘনিকায়)। এইরূপে "**সুখদুক্‌খ**" আট প্রকার "**লোকধম্মা**" এর অন্তর্গত, যথা—**লাভ, অলাভ, যস, অযস, পসংসা, নিন্দা, সুখ, দুক্‌খ** (দীর্ঘনিকায়)। দুঃখ জীবনে পরিহার্য বস্তুরূপে বিবেচিত হয়, যেমন—**পুরিসো জীবিতুকামো সুখকামো দুক্‌খ-পটিক্‌কূলো** (সংযুক্ত নিকায়)। (তুলনীয়) **সুখ**। **খ** জটিল বা দুরূহ অবস্থার মানসিক বা শারীরিক দুঃখকষ্ট এবং ধর্মের জ্ঞানালোকে ইহার মূল্য নির্ধারণ:—(১) যে কোন লৌকিক সংবেদন বা অনুভূতি, আনন্দ এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের উৎপত্তিজনক অভিজ্ঞতা। প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থের "**কাম**" এবং "**ভব**" এর বর্ণনা তুলনীয়; "**জাতি, জরা**" ইত্যাদিরূপেও সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। **দুক্‌খং = মহব্‌ভযং** (সংযুক্ত নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **ভারাদানং দুক্‌খং লোকে ভার-নিক্‌খেপনং সুখং**—সংসারে ভার গ্রহণ দুঃখ এবং ভার পরিত্যাগ সুখ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **(দুক্‌খ) কামানং অধিবচনং**। (তুলনীয়) **কামা দুক্‌খা, দুক্‌খা বেদনা, দুক্‌খা সঞ্ঞা, আসবা দুক্‌খা, কম্মদুক্‌খং, দুক্‌খদুক্‌খং** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (২) **একন্ত দুক্‌খং**—অত্যন্ত যন্ত্রণা যাহা নরকে পাপী সত্ত্বদিগকে ভোগ করিতে হয়, ইহা যে দুঃখের প্রথম এবং মূল অর্থ নহে তাহা সহজে অনুমান করা যায় (মধ্যম নিকায় দ্রষ্টব্য)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বেদনং বেদিযতি একন্ত দুক্‌খং সেয্যথা পি সত্তা নেরযিকা** (⇒ **একন্ত**)। সেই একই ভাবার্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **উপেন্তি রোরুবং ঘোরং চিররত্তং দুক্‌খং অনুভবন্তি**। (সূত্রনিপাত) **নিরয দুক্‌খ; পেচ্চ দুক্‌খং নিগচ্ছতি**। (পেতবত্থু) **অনুভোন্তি দুক্‌খং কটুকপ্ফলানি = আপাযিকং দুক্‌খং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহাদুক্‌খং অনুভবতি; অতিদুক্‌খং অনুভবতি; দুক্‌খতো পেতে মোচেত্বা**। (৩) যন্ত্রণা বা দুঃখ ভোগ করা, নিরানন্দতা বা বিষণ্ণতা অনুভব করা, ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা:—(কেবল "**নিরয**" দুঃখ-সম্বন্ধে) **দুক্‌খং অনুভবতি**। (ধর্মপদ) **দুক্‌খং অন্বেতি = কায়িকং চেতসিকং বিপাক দুক্‌খং অনগচ্ছতি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খং উপেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খং চরতি**। (মধ্যম নিকায়) **দুক্‌খং নিগচ্ছতি; দুক্‌খং পটিসংবেদেতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খং পসসতি; জাতো দুক্‌খানি পসসতি**—যেই নরকে উৎপন্ন হইবে তৎস্থানীয় দুঃখ দর্শন করা; **দুক্‌খং বড্‌ঢেতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্‌খং বিহরতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **পসসদ্ধিযা অসতি দুক্‌খং বিহরতি দুক্‌খিনো চিত্তং না সমাধিযতি। দুক্‌খং বেদযতি, দুক্‌খং বেদিযতি, দুক্‌খং বেদেতি**, ইত্যাদি (উপরে বর্ণিত হইয়াছে, ৩ নম্বরে দ্রষ্টব্য)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্‌খেন সযতি**। (৪) দুঃখের কারণ সম্বন্ধে সবিস্তৃত বর্ণনা এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ে ইহার ("**দুক্‌খ**"

এর) বিদূরণ:—(ক) মূলকারণ (উপরে ১, ২ নম্বরে দ্রষ্টব্য):— (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খে লোকো পতিট্‌ঠিতো**। (সূত্রনিপাত) **যং কিঞ্চি দুক্‌খং সম্ভোতি সব্বং সঙ্খার-পচ্চযা**। (সংযুক্ত নিকায়) **যে দুক্‌খং বড্‌ঢেন্তি তে ন পরিমুচ্চন্তি জাতিযা** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খং এত্থ ভিয্যে**। (সংযুক্ত নিকায়) **যো পথবী ধাতুং অভিনন্দতি দুক্‌খং সো অভিনন্দতি**। (নেত্তি) **তণ্‌হা দুক্‌খস্‌স সমুদযো** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **সক্কাযদিট্‌ঠি দুক্‌খস্‌স সমুদযো**—সৎকায় দৃষ্টি দুঃখের কারণ স্বরূপ; **ছন্দ দুক্‌খস্‌স সমুদযো; উপধি দুক্‌খস্‌স সমুদযো;** (তুলনীয়) **উপধী নিদানা পভবন্তি দুক্‌খা** (সূত্রনিপাত)। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খং এব হি সম্ভোতি দুক্‌খং তিট্‌ঠতি বেতি চ**। খ দুঃখ হইতে মুক্তি (উপরে ১ নম্বর দ্রষ্টব্য) সম্বন্ধে:— (সূত্রনিপাত) **কথং দুক্‌খা পমুচ্চতি**? (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খা পমুচ্চতি; ন হি পুত্তো পতি বা পি পিযো দুক্‌খা পমোচযে যথা সদ্ধম্ম সবনং দুক্‌খা মোচেতি পাণিনং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন অপ্পত্বা লোকন্তং দুক্‌খা অত্থি পমোচনং**। (মধ্যম নিকায়) **কম্মকখযা ... সব্বং দুক্‌খং নিজ্জিণ্ণং ভবিস্‌সতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **কামে পহায ... দুক্‌খং ন সেবেথ অনত্থ সংহিতং; রূপং** (ইত্যাদি) **অভিজানং ভব্বো দুক্‌খক্‌খযায** (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খং পরিঞ্ঞায সত্থে বত্থুং তথাগতো অরহতি পূরড়াসং; পজনতি দুক্‌খং**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খস্‌স সমুদযো চ অত্থঙ্গমোচ**। (মধ্যম নিকায়) **দুক্‌খস্‌স অন্তকরো হোতি**। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খস্‌স অন্তকরা ভবামসে**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অন্তং করিস্‌সন্তি সত্থু সাসনকারিনো**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খ পরিক্‌খীণং; অকিঞ্চনং নানুপতন্তি দুক্‌খা**। (সূত্রনিপাত) **সঙ্খারানং নিরোধেন নত্থি দুক্‌খস্‌স সম্ভবো**। (সংযুক্ত নিকায়) **মুনিং দুক্‌খস্‌স পারযুং**। (সূত্রনিপাত) **অন্তগূ'সি পারগূ দুক্‌খস্‌স**। (সংযুক্ত নিকায়) **সঙ্গদুক্‌খাতিকো মচ্চুজহো নিরূপধি পহায দুক্‌খং অপুনব্‌ভবায**। (বিনয়) **উচ্ছিন্নং মূলং দুক্‌খস্‌স নত্থিদানি পুনব্‌ভবো**।

দুক্‌খং (ক্রি-বিণ) দুঃখে, দুঃখের সহিত, কষ্টে, ক্লেশের সহিত, বাধার সহিত, মুশকিলের সহিত, কঠোরতার সহিত।

দুক্‌খ অরিয সচ্চ (ক্লী) দুঃখ আর্য-সত্য, দুঃখদুর্দশা কি উহার সত্যতা নির্ণয়, বুদ্ধাদি আর্য অর্হৎগণের মতে দুঃখই প্রধানতঃ সত্য, চারি আর্যসত্যের মধ্যে প্রথম সত্য। চারি আর্যসত্য, যথা—**দুক্‌খ অরিযসচ্চ, দুক্‌খ সমুদয অরিযসচ্চ, দুক্‌খনিরোধ অরিযসচ্চ, দুক্‌খনিরোধ-গামিনী পটিপদা অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খ উপসম ⇒ **উপসম**।

দুক্‌খকথা—দুঃখ কথা, দুঃখের কথা, দুঃখজনক কথা, নিষ্কর্মা কথা, অনিষ্টজনক কথা, অনিষ্টকর কথা, দুঃখ-সম্বন্ধীয় কথা। (বিপ) **সুকথা**।

দুক্‌খকারণ—দুঃখের কারণ, শাস্তির ন্যায় দৈহিক অথবা মানসিক পরিশ্রম অথবা কষ্টের অধীন হওয়া। (তুলনীয়) **দস** (১)।

দুক্‌খক্‌খন্ধ (পুং) [দুক্‌খ+খন্ধ] দুঃখপুঞ্জ, দুঃখের সমষ্টি, সর্বপ্রকার দুঃখের পুঞ্জ, দুঃখরাশি, দুঃখসমূহ, দুঃখস্কন্ধ, যাহা যাহা দুঃখের তুল্যার্থবাচক তৎসমুদয় দুঃখ, যাহা প্রকৃতি বা তাৎপর্য গড়িয়া থাকে, অসৎ কল্পনা বা ধারণা, দুঃখের পুঞ্জ বা রাশি। (বি-ভা) **কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স সমুদয**—কেবল দুঃখস্কন্ধের কারণ; **কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স নিরোধ**—কেবল দুঃখ-স্কন্ধের নিরোধ বা বিনাশ (**পটিচ্চ সমুপ্পাদ** অর্থাৎ কার্য-কারণ শৃঙ্খলা-সম্বন্ধে)। (বিভঙ্গ) **কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স সমুদয**। (নেত্তি) **কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স নিরোধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স অন্তকিরিযা**। (থেরীগাথা) **ব্যাধি-মরণতুম্হানং দুক্‌খক্‌খন্ধং ব্যপানুদি**।

দুক্‌খক্‌খয (পুং) দুঃখক্ষয়, দুঃখধ্বংস, দুঃখের অবসান বা বিনাশ। **কম্মক্‌খয দুক্‌খক্‌খয**। (বি-ভা) **সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি)**— সম্যক্‌রূপে দুঃখের অবসানে নিয়া যায় (দুঃখধ্বংসের জন্য হইয়া থাকে)। (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মচরিযা সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি)**। (দীর্ঘনিকায়) **পঞ্ঞা সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি); অরিযাদিট্‌ঠি সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি)**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সিক্‌খা সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি)**। (মধ্যম নিকায়) **ধম্মো সম্মা দুক্‌খক্‌খযায নিযাতি (হোতি)**।

দুক্‌খ খন্ধ = **দুক্‌খক্‌খন্ধ**। ⇒ **দুক্‌খক্‌খন্ধ**।

দুক্‌খট = **দুক্‌খত**। ⇒ **দুক্‌খত**।

দুক্‌খত (বিণ) পীড়াদায়ক, দুঃখজনক, বেদনাপূর্ণ, দুষ্কৃত, অতি কষ্টে অনুষ্ঠিত, অন্যায়ভাবে কৃত।

দুক্‌খতা (স্ত্রী) দুঃখতা, দুঃখপূর্ণ অবস্থা, যন্ত্রণাপূর্ণ অবস্থা, অস্বাচ্ছন্দ্য, কষ্ট, দুঃখ, ক্লেশ। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক (৩)]।

দুক্‌খতি (ক্রি) দুঃখপূর্ণ হওয়া, যন্ত্রণাদায়ক হওয়া।

দুক্‌খত্ত (ক্লী) (সংস্কৃত—দুঃখত্বং) = **দুক্‌খতা**। ⇒ **দুক্‌খতা**। (দীর্ঘনিকায়) **দুক্‌খত্ত দদ্ধত্ত**।

দুক্‌খদুক্‌খতা (স্ত্রী) দৈহিক দুঃখপূর্ণ বা যন্ত্রণাপূর্ণ সংবেদন বা অনুভূতি। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক (৩)]।

দুক্‌খদোমনস্‌স—দুঃখদৌর্মনস্য অবস্থা, দৈহিক দুঃখ এবং মানসিক দুঃখ, শরীর ও মনের অশান্তিকর অবস্থা, দুঃখ এবং শোকবিলাপ বা অনুশোচনা। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক (৩)], **দোমনস্‌স**।

দুক্‌খদ্দয = **দুক্‌খুদ্রয**। ⇒ **দুক্‌খুদ্রয**।

দুক্‌খধম্ম (পুং) দুঃখের আদি বা মূলতত্ত্ব, যন্ত্রণাপূর্ণ বস্তু, যে কোন প্রকার দুঃখ। (তুলনীয়) **দুক্‌খক্‌খন্ধ**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্‌খধম্মানং সমুদযঞ্চ অত্থগমঞ্চ যথাভূতং**

পজানাতি। নিরোধ দুক্‌খধম্মানং।

দুক্‌খধিবাহ (বিণ) [দুক্‌খ + অধিবাহ] দুঃখবাহক, দুঃখ আনয়ন করে এমন। ⇒ **অধিবাহ**।

দুক্‌খনিদান (ক্লী) দুঃখনিদান, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের কারণ, দুঃখের উৎস, দুঃখদুর্দশার উৎপত্তি স্থান বা আদিকারণ। ⇒ **নিদান**। (বিণ) দুঃখের কারণভূত।

দুক্‌খনিরোধ (পুং) দুঃখনিরোধ, দুঃখের অবসান, দুঃখের ধ্বংস, দুঃখের উপশম, দুঃখের নির্বাণ, দুঃখের বিনাশ। = **দুক্‌খনিরোধ অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খনিরোধ অরিযসচ্চ (ক্লী) দুঃখনিরোধ আর্যসত্য, দুঃখের বিনাশ হয় বা নির্বাণ আছে বলিয়া আর্যসত্য, দুঃখের ধ্বংস বা বিলোপ আছে বলিয়া আর্যসত্য, দুঃখের অবসান বা উপশম আছে বলিয়া আর্যসত্য। **দুক্‌খনিরোধ**। ⇒ **দুক্‌খ অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খনিরোধগামিনী (স্ত্রী) (অভ্যাস বা প্রচেষ্টা) যাহা দুঃখ বিনাশের জন্য পরিচালিত করে বা নিয়া যায়, দুঃখের অবসান বা উপশমকারী, দুঃখ ধ্বংসকারী।

দুক্‌খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চ (ক্লী) দুঃখকে নিরোধ বা বিনাশ করিবার উপায়স্বরূপ আর্যসত্য, দুঃখধ্বংস বা নির্বাণের পথ স্বরূপ আর্যসত্য, যে আর্যসত্য উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে বা অভ্যাসে পরিণত করিলে সর্ব দুঃখের উপশম বা অবসান হইয়া যায়। এই উপায় আর্যসত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই বলা হয়। ⇒ **অরিয অট্‌ঠঙ্গিকমগ্গ, দুক্‌খ অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খনিরোধগামিনী মগ্গঞাণ (ক্লী) দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞান, দুঃখ ধ্বংসের উপায়জ্ঞান, দুঃখকে অবসান বা উপশম করিবার উপায় জ্ঞান, সম্যকদৃষ্টি সম্যকসঙ্কল্প ইত্যাদি অষ্টবিধ উপায় জানার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। ⇒ **দুক্‌খনিরোধে ঞাণ, ঞাণ অরিয অট্‌ঠঙ্গিকমগ্গ**।

দুক্‌খনিরোধেঞাণ—দুঃখকে বিনাশ বা নিরোধ করিতে পারা যায় বলিয়া জানা, দুঃখের অবসান করা যায় বলিয়া জ্ঞান। ⇒ **দুক্‌খসমুদযে ঞাণ, ঞাণ**।

দুক্‌খন্তগূ (বিণ) দুঃখবিজয়ী, যিনি সর্বপ্রকার দুঃখকে জয় করিয়াছেন।

দুক্‌খন্তে [দুক্‌খং+তে] তোমার দুঃখ।

দুক্‌খন্দ্রিয = **দুক্‌খুদ্রয**। ⇒ **দুক্‌খুদ্রয**।

দুক্‌খ পঞ্ঞত্তি (স্ত্রী) দুঃখ-সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপন বা জ্ঞাপন, দুঃখ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞপ্তি। ⇒ **পঞ্ঞত্তি**।

দুক্‌খপটিক্কুল = **দুক্‌খপটিক্কূল**। ⇒ **দুক্‌খপটিক্কূল**।

দুক্‌খপটিক্কূল (বিণ) দুঃখে বিরক্ত বা বিরাগভাজন, দুঃখে অনিচ্ছুক বা পরাঙ্মুখ, নিরানন্দ বিদূরিত বা রহিত, দুঃখ প্রতিকূল, দুঃখের বিরুদ্ধভাবাপন্ন। (যৌগিকে) **সুখকামো দুক্‌খপটিক্কূল** (সংযুক্ত নিকায়)।

দুক্‌খপটিপদা (স্ত্রী) দুঃখোৎপত্তির পথ।

দুক্‌খপরেত (বিণ) দৈহিক বা মানসিক দুঃখে উৎপীড়িত, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত, দুঃখে দৈন্যে প্রপীড়িত, দুঃখে পীড়িত, দুঃখে ব্যথিত। ⇒ **পরেত**।

দুক্‌খপ্পত্ত (বিণ) দুঃখপ্রাপ্ত, দুঃখে পতিত, দুঃখের অবস্থায় পতিত, পীড়াগ্রস্ত। ⇒ **পত্ত** (৩)।

দুক্‌খপ্পত্তি (স্ত্রী) দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখে পতন। = **দুগ্গতি**।

দুক্‌খপ্পহাণ (ক্লী) দুঃখ দুর্দশা বিদূরণ।

দুক্‌খভিভূত (বিণ) দুঃখে আচ্ছন্ন, দুঃখে অভিভূত। = **দুক্‌খাভিভূত**। ⇒ **অভিভূত**।

দুক্‌খভুম্মি (স্ত্রী) দুঃখভূমি, দুঃখের স্থান, দুঃখপূর্ণ স্থান। = **দুক্‌খভূমি**।

দুক্‌খভূমি (স্ত্রী) দুঃখভূমি, দুঃখময় স্থান। = **দুক্‌খভুম্মি**।

দুক্‌খমেসিন (বিণ) দুঃখগবেষী, পাপেচ্ছুক, দুঃখান্বেষী, ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসাপর, বিদ্বেষ্টা। = **দুক্‌খেসিন**।

দুক্‌খলক্‌খণ (ক্লী) দুঃখলক্ষণ, দুঃখের চিহ্ন।

দুক্‌খবচ (বিণ) দুঃখজনক কথিক, দুঃখজনক কথা বলিতে নিযুক্ত বা রত, দুঃখের কথা কথক, যে ব্যক্তি দুঃখের কথা বলে।

দুক্‌খবাচ—পীড়াজনক কথা, অনিষ্টকারী আলাপ বা কথা, ক্ষতিকারক কথা। = **দুট্‌ঠবাচ**।

দুক্‌খবিপাক (বিণ) দুষ্কর কার্যের ফলস্বরূপ দুঃখপ্রাপ্ত, দুষ্টামির ফলপ্রাপ্ত, দুঃখদুর্দশা সৃষ্টিকারী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্‌খবিপাক কম্ম**।

দুক্‌খবুত্তিক (বিণ) দুঃখ পায় এমন, কষ্ট ভোগ করে এমন, দুঃখ বা কষ্টভোগ সতেজ রহিয়াছে এমন। ⇒ **বুত্তিক**।

দুক্‌খবূপসম [দুক্‌খ+উপসম] **দুক্‌খ-উপসম**। ⇒ **দুক্‌খ-উপসম**।

দুক্‌খবেদনা (স্ত্রী) দুঃখজনক অনুভূতি, দুঃখ বা যন্ত্রণাপূর্ণ সংবেদন। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক(৫)]।

দুক্‌খবেপক্ক = **দুক্‌খবিপাক**। ⇒ **দুক্‌খবিপাক**। (সূত্রনিপাত) **দুক্‌খবেপক্ক কম্ম**।

দুক্‌খসচ্চ (ক্লী) দুঃখসত্য, দুঃখ আছে ইহা সত্য। = **দুক্‌খ অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খসঞ্ঞা (স্ত্রী) দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখজ্ঞান, দুঃখ আছে বলিয়া জানা বা অভিজ্ঞতা।

দুক্‌খসমুদয (পুং) দুঃখোৎপত্তির হেতু, দুঃখোৎপন্ন হওয়ার কারণ, দুঃখের আদি বা মূলতত্ত্ব, দুঃখোৎপত্তির মূল, দুঃখের আদি বা মূল, দুঃখের কারণ বা হেতু। ইহা চারি "**অরিয সচ্চানি**" বা আর্যসত্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি। (বিভঙ্গ) **তণ্‌হা চ অবসেসা চ কিলেসা— অযং বুচ্চতি দুক্‌খসমুদয**। = **দুক্‌খ সমুদয অরিযসচ্চ**। ⇒ **সমুদয**।

দুক্‌খসমুদয অরিযসচ্চ (ক্লী) দুঃখোৎপত্তির কারণস্বরূপ আর্যসত্য, দুঃখের হেতুস্বরূপ আর্যসত্য। ⇒ **দুক্‌খ অরিযসচ্চ**।

দুক্‌খসমুদয়ে ঞাণ—দুঃখ উৎপন্ন হইবার কারণ বা হেতু-সম্বন্ধে জ্ঞান বা জানা, প্রতীত্য সমুৎপাদ এবং প্রস্থান নীতি-সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। ⇒ **দুক্‌খেঞাণ, ঞাণ**।

দুক্‌খসম্ফস্‌স (বিণ) দুঃখ দ্বারা সংস্পর্শিত, যাহার স্পর্শ দুঃখজনক, দুঃখগ্রস্ত, দুঃখপ্রাপ্ত, দুঃখিত, নিরানন্দ, বিষণ্ন। (পুং) দুঃখসংস্পর্শ, নিরানন্দতা, বিষণ্নতা, দুঃখপ্রাপ্ত অবস্থা, দুঃখের সংস্পর্শে আসা, দুঃখে পতিত অবস্থা, দুঃখজনক স্পর্শ।

দুক্‌খসম্ফস্‌সতা (স্ত্রী) **দুক্‌খসম্ফস্‌স**। ⇒ **দুক্‌খসম্ফস্‌স** (পুং)।

দুক্‌খসম্ফস্‌সা (স্ত্রী) দুঃখসংস্পর্শা, যে স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে আনন্দজনক হয় না। ⇒ **দুক্‌খসম্ফস্‌স**।

দুক্‌খসেয্য (পুং) অস্বস্তিকর পালঙ্ক বা শয্যা, অস্বাচ্ছন্দ্যকর আরাম কেদারা।

দুক্‌খসেয্যা (স্ত্রী) কষ্টদায়ক শয্যা, অস্বস্তিকর নিদ্রা, অস্বাচ্ছন্দ্যকর শয়ন। (বিণ) আরামহীন হইয়া বা অস্বাচ্ছন্দ্যরূপে শয়ন করে বা ঘুমায় এমন। ⇒ **সেয্যা** (বিণ)।

দুক্‌খাগ্‌গি (পুং) [দুক্‌খ+অগ্‌গি] দুঃখাগ্নি, দুঃখরূপ অগ্নি, দুঃখের জ্বালা, আবেগপূর্ণ দুঃখ।

দুক্‌খাধিবাহ (বিণ) দুঃখ আনয়নকারী, দুঃখবাহী, দুঃখ উৎপন্নকারী, (যাহার) ফলস্বরূপ দুঃখ ঘটে এমন (কার্য)।

দুক্‌খানুপস্‌সনা (স্ত্রী) [দুক্‌খ+অনুপস্‌সনা] দুঃখদর্শন, দুঃখরূপে দর্শন, দুঃখরূপে বিচারকরণ, দুঃখরূপে অবলোকন করণ বা উপলব্ধিকরণ, দুঃখজ্ঞান।

দুক্‌খানুভবন (ক্লী) দুঃখ অনুভব করণ, দুঃখভোগ করণ, (নরকে) দণ্ডলাভ বা শাস্তিভোগের অধীন হওন, নরকস্থ হওন বা নরকে পতন।

দুক্‌খাপগম (পুং) [দুক্‌খ+অপগম] দুঃখাপসারণ, দুঃখ বিদূরণ বা বিদূরিতকরণ, দুঃখ বিতাড়িতকরণ বা ধ্বংসকরণ।

দুক্‌খাপন (ক্লী) দুঃখ আনয়ন, দুঃখের কারণ করণ, আঘাত হানা, পীড়ন করণ, ক্ষতি করণ, দুঃখ প্রদান, অপকার করণ।

দুক্‌খাপিত (বিণ) দুঃখপ্রদত্ত, দৈহিক যন্ত্রণা প্রদত্ত, মনঃকষ্ট দেওয়া হইয়াছে এমন, শাস্তিপ্রাপ্ত, দণ্ডিত, ক্লিষ্ট, রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত। ⇒ **দুক্‌খাপেতি**।

দুক্‌খাপেতি (ক্রি) দুঃখের কারণ হওয়া, দুঃখ দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া, ক্লেশ বা পীড়া দেওয়া, উৎপীড়ন করা, আঘাত করা বা দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, ক্ষতি করা। (অতীত) **দুক্‌খাপেসি**। (অ-বিণ) **দুক্‌খাপিত**। (ব-বিণ) **দুক্‌খাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **দুক্‌খাপেত্বা**।

দুক্‌খাভিকিন্ন (বিণ) দুঃখগ্রস্ত, দুঃখদৈন্যপূর্ণ, দুঃখদুর্দশাপূর্ণ, পাপগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত। (তুলনীয়) **দুক্‌খাভিতুন্ন**।

দুক্‌খাভিতুন্ন (বিণ) [দুক্‌খ+অভিতুন্ন] দুঃখাভিভূত, দুঃখে জর্জরিত। (তুলনীয়) **দুক্‌খাভিকিন্ন**। = **দুক্‌খাবক্কন্ত, দুক্‌খভিতুন্ন**।

দুক্‌খাবক্কন্ত (বিণ) [দুক্‌খ+অবক্কন্ত] দুঃখে অভিভূত, দুঃখে আচ্ছন্ন। = **দুক্‌খাভিতুন্ন**। (বিপ) **সুখাবক্কন্ত**।

দুক্‌খাসহনতা (স্ত্রী) [দুক্‌খ+অসহনতা] দুঃখে অসহ্যতা, পাপে অসহিষ্ণুতা, যন্ত্রণায় অসহনীয় অবস্থা।

দুক্‌খিত (বিণ) দুঃখিত, দুঃখপ্রাপ্ত, রোগের জ্বালায় বা মনের ব্যথায় পীড়িত, যাহার দুঃখ হইয়াছে, অসুখিত, ব্যথিত, শোকসন্তপ্ত, অসুখী, হতভাগ্য, বিষণ্ন, ভগ্নোৎসাহ, পীড়িত, যন্ত্রণাগ্রস্ত, হতাশ, নিরাশ, বিফলমনোরথ, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, দৈহিক বা মানসিক দুঃখগ্রস্ত। (বিপ) **সুখিত**। = **দুক্‌খী**। (দীর্ঘনিকায়) **পুরিসো আবাধিকো দুক্‌খিত বাঢ়-গিলানো**। (জাতক) **সুখিতেসু সুখিতো দুক্‌খিতেসু দুক্‌খিতো**। ⇒ **দুক্‌খীযতি**।

দুক্‌খিন (বিণ) ১ রোগের জ্বালায় অথবা মনের ব্যথায় পীড়িত, শোকসন্তপ্ত, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। ২ খেলায় যে ব্যক্তি হারিয়া গিয়াছে। (পুং) দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তি, নিঃস্ব ব্যক্তি, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি।

দুক্‌খিন্দ্রিয (ক্লী) [দুক্‌খ+ইন্দ্রিয] দুঃখপূর্ণ সংবেদন, যন্ত্রণাজনক অনুভূতি, দুঃখের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় বা শারীরবৃত্তি, দুঃখ সংবেদনে মনোবৃত্তি।

দুক্‌খী (বিণ) দুঃখী, সঞ্জাত দুঃখ, দুঃখিত, যে ব্যক্তি দুঃখ পায় বা দুঃখ অনুভব করে, যে ব্যক্তি দুঃখভোগ করে, দীন, দরিদ্র। = **দুক্‌খিত**।

দুক্‌খী দুম্মনো (বিণ) দুঃখী এবং বিষণ্ন, দুঃস্থ এবং নিরানন্দ, নিঃস্ব এবং ভগ্নোৎসাহ। ⇒ **দুক্‌খ** [৩ক(২)]।

দুক্‌খীযতি (ক্রি) দুঃখিত হওয়া, দুঃখ অনুভব করা, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া। = **বিহঞ্ঞতি**। (অতীত) **দুক্‌খীযি**। (অ-বিণ) **দুক্‌খিত**।

দুক্‌খুদ্রয (বিণ) [দুক্‌খ+উদ্রয] দুঃখের হেতুপ্রদ, পাপের ফলদায়ক, যন্ত্রণাগ্রস্ত, যন্ত্রণাবশীভূত, দুর্দশাগ্রস্ত। (জাতক) **দুক্‌খুদ্রয দুক্‌খবিপাক; দুক্‌খুদ্রয কম্ম**। (ধর্মপদ অর্থকথায়) **দুক্‌খদ্দয**। (জাতকে) **দুখুদ্রয**। পেতবত্থু অর্থকথায় **দুক্‌খিন্দ্রিয (দুক্‌খিন্দ্রিয?)** শব্দের পরিবর্তে ইহার পাঠ দৃষ্ট হয়।

দুক্‌খুপ্পধান (বিণ) দুঃখপ্রদ, দুঃখজনক, দুঃখোৎপাদক।

দুক্‌খুপসম (পুং) দুঃখের উপশম, দুঃখের লাঘব, যন্ত্রণাকে লঘূকরণ, দুঃখের অবসান বা উপশমকরণ। (কেবল বিশেষ ভাষায়) **(অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো) দুক্‌খুপসম গামিনো** (সংযুক্ত নিকায়)।

দুক্‌খেঞাণ—দুঃখ-সম্বন্ধে জ্ঞান, "জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-অপ্রিয়ের সংযোগ-প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ—যাহা চায়

তাহা পায় না" অর্থাৎ যাহাকে সংক্ষেপে পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধ বলা হয় তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান, পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ ধারণে যে অপরিহার্য দুঃখ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা। ⇒ **ঞাণ**।

দুক্‌খেত্ত (ক্লী) অনুর্বর ক্ষেত্র বা জমি, নিকৃষ্ট ভূখণ্ড। (বিপ) **সুখেত্ত**।

দুক্‌খেসিন (বিণ) [দুক্‌খ+এসিন] = **দুক্‌খমেসিন**। ⇒ **দুক্‌খমেসিন**।

দুক্‌খোতিন্ন (বিণ) [দুক্‌খ+ওতিন্ন] দুঃখে পতিত, দুর্দশায় পতিত।

দুখ্রদ্রয দুক্‌খুদ্রয়। ⇒ **দুক্‌খুদ্রয**।

দুগ্‌গ (পু, ক্লী) দুর্গ, রক্ষণ, যুদ্ধবিগ্রহাদিকালে নিরাপদে থাকিবার স্থান বা আশ্রয়, গড়, দুর্গম পথ, কষ্টকর পথ, দুর্গম স্থান। = **দুগ্‌গমনট্‌ঠান** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **দুগ্‌গে সঙ্কমনানি**—দুর্গম পথের রাস্তা, দুর্গম পথে গমন। (সংযুক্ত নিকায়ে) **দুগ্‌গপপা**।

দুগ্‌গত (বিণ) দুর্গত, দরিদ্র, দুরবস্থাগ্রস্ত, দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, মন্দ, দুঃস্থজীবন সম্বন্ধীয়, নিঃস্ব, দুর্বল, কৃশ, দয়ার অযোগ্য, যে ব্যক্তি দুঃখীরূপে গত বা দুঃখস্থানে গত, হতভাগ্য, অসুখী, দুঃখময় স্থানে বা অপায়ে (নরকে) যে ব্যক্তি গমন করিয়াছে। = **দলিদ্দ, কপণ, দুগ্‌গতিং গত** (পেতবত্থু অর্থকথা); ⇒ **গতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরম দুগ্‌গতানি কুলানি**—অত্যন্ত দুঃস্থ বা দরিদ্র জ্ঞাতিগণ। (তুলনীয়) **দুগ্‌গততর**।

দুগ্‌গত ইত্থি (স্ত্রী) দুঃস্থা স্ত্রীলোক, দুর্গতা নারী, অভাবগ্রস্তা স্ত্রীলোক।

দুগ্‌গততর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি অতিশয় দুর্গত বা দুঃস্থ, যে ব্যক্তি নিতান্ত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র।

দুগ্‌গতভাব—দুর্গত অবস্থা, দুঃস্থ অবস্থা, দারিদ্র্য, দরিদ্রতা, অপায় বা নরকদুঃখ, নরকের যন্ত্রণা।

দুগ্‌গতি (স্ত্রী) দুর্গতি, দুরবস্থা, দারিদ্র্য, নরক, ভুলপথ, লক্ষ্যহীনতা, দুঃখময় স্থানে গমন, নরকাদি অপায়ে গমন, দুঃস্থজীবন, দুর্গত স্থান, দুঃখময় স্থান, চারি অপায়ের যে কোনটি, পাপের পরিণতিতে দুঃখ, অস্থানে গমন, মৃত্যুর পর পরিবর্তিত অবস্থায় দুর্গতি ভূমিতে বা অপায় ভূমিতে গমন। দুর্গতি বা অপায় ভূমি চারি প্রকার, যথা—নরক, অসুর, প্রেত ও পশুকুল। (বিপ) **সুগতি**। = **যমলোক, অপায, দুক্‌খপ্পত্তি**। (দীর্ঘনিকায়) **দুগ্‌গতিং গচ্ছতি; দুগ্‌গতিং গত**—দুর্গতিতে গমন করিয়াছে এমন; **দুগ্‌গতিং উপ্পজ্জতি**—দুর্গতি বা দুঃখময় স্থানে উৎপন্ন হয়। (যৌগিকে) **দুগ্‌গতিং বিনিপাতং নিরযং** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (ধর্মপদ) **সককম্মানি নযন্তি দুগ্‌গতিং**—স্বীয় কর্মই দুর্গতিতে বা নরকে নিয়া যায়। (তুলনীয়) **দুগ্‌গত**। ⇒ **গতি** (৪)।

দুগ্‌গতি পরাযন (বিণ) দুর্গতি পরায়ণ, চারি অপায়ের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হইবার কার্যে রত (অর্থাৎ এমন কার্যে রত যাহার ফলহেতু হইয়া চতুর্বিধ দুর্গতি স্থানের যে কোন একটিতে উৎপন্ন বা জন্মগ্রহণ করায়)। ⇒ **পরাযন** [বিণ(২)]।

দুগ্‌গন্ধ (পুং) দুর্গন্ধ, মন্দ গন্ধ। **দুগ্‌গন্ধং বাযতি**—দুর্গন্ধ প্রবাহিত হয়, দুর্গন্ধ বাহির হয়। (বিণ) দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্গন্ধ, পূতিগন্ধপূর্ণ, দুর্গন্ধ বাহির হয় এমন, গলিত, নিঃসরিত, বিকৃত, দূষিত, পচা। = **পূতিগন্ধ**।

দুগ্‌গন্ধা (স্ত্রী) = **দুগ্‌গন্ধ**। ⇒ **দুগ্‌গন্ধ**। (পেতবত্থু) **দুগ্‌গন্ধা পূতিবাযসি**—তুমি দুর্গন্ধ বা বিষ্ঠাগন্ধ নিঃসরণ করিতেছ। = **অনিট্‌ঠগন্ধ**।

দুগ্‌গন্ধাভিসন্ন (বিণ) দুর্গন্ধ প্রবাহিত। ⇒ **অভিসন্ন**।

দুগ্‌গপপা (স্ত্রী) দুর্গম জল-বিভাজিকা অথবা দুই নদীপ্রবাহের মধ্যবর্তী স্থান। ⇒ **দুগ্‌গ**।

দুগ্‌গম (বিণ) দুর্গম, অতিকষ্টে যেখানে গমন করা যায়, দুর্লভ, দুর্জ্ঞেয়।

দুগ্‌গমট্‌ঠান (ক্লী) দুর্গম স্থান, অগম্য স্থান, যে স্থানে গমন করা কঠিন বা কষ্টসাধ্য। = **দুগ্‌গ**।

দুগ্‌গমট্‌ঠানা (বহুবচন) দুর্গম স্থানসমূহ, যে সব স্থানে যাওয়া কষ্টসাধ্য। = **দুগ্‌গা** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **দুগ্‌গমট্‌ঠান**।

দুগ্‌গহিত (বিণ) গ্রহণে কষ্টকর, যাহা সহজে পাওয়া বা লওয়া যায় না, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ্য, দুর্লভ, দুর্বোধ্য, পাওয়া শ্রমসাধ্য, ভুলে গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, ভুল ধারণা করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **গহিত**। (ক্লী) মিথ্যাদৃষ্টি।

দুগ্‌গহীত = **দুগ্‌গহিত**। ⇒ **দুগ্‌গহিত**। "**দুগ্‌গহীত**" সর্বদা ব্যবহৃত শব্দ।

দুগ্‌গা = **দুগ্‌গমনট্‌ঠানা**। ⇒ **দুগ্‌গমনট্‌ঠানা**।

দুচ্চজ (বিণ) দুর্ত্যাজ্য, ত্যাগ করা শক্ত, ত্যাগ করা দুরূহ, ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন। ⇒ **চজ**।

দুচ্চর (বিণ) দুঃসাধ্য, কঠিন, শক্ত, কষ্টদায়ক। (বিপ) **সুচর**। ⇒ **চর**।

দুচ্চরিত (ক্লী) দুশ্চরিত, অসৎ চরিত্র, ভুল কার্য। (বিপ) **সচরিত**। দুশ্চরিত ত্রিবিধ, যথা—**কাযদুচ্চরিত, বচীদুচ্চরিত, মনোদুচ্চরিত**। ⇒ **কায**।

দুচ্চিন্তিত (ক্লী) দুর্ভাবনা, দুরভিসন্ধি, দুশ্চিন্তা। (বিণ) দুশ্চিন্তিত। (বিপ) **সুচিন্তিত**। ⇒ **চিন্তিত**।

দুচ্চিন্তিত চিন্তিন (বিণ, পুং) দুশ্চিন্তাকারী, কুচিন্তা বা অসৎ চিন্তাকারী, দুর্ভাবনাকারী। (বিপ) **সুচিন্তিত চিন্তিন**। ⇒ **চিন্তিন**।

দুচ্চোল (বিণ) জীর্ণবস্ত্র পরিহিত, অন্যায় বা খারাপভাবে বস্ত্র পরিহিত।

দুচ্চোল চীবর = **লূখচীবর**। ⇒ **লূখচীবর**।

দুচ্চোল্ = **দুচ্চোল**। ⇒ **দুচ্চোল**।

দুচ্ছিন্দিয (বিণ) ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য, যাহা চিহ্ন করা যায় না, ভগ্ন করা যায় না এমন, কাটা যায় না এমন। ⇒ **ছিন্দতি** (২)।

দুজিব্হ (পুং) সর্প, সাপ। (বিণ) যাহার দুইটি জিহ্বা আছে। = **দিজিব্হ**।

দুজ্জন (বিণ, পুং) দুর্জন, দুষ্কর্মকারী, দুষ্ট প্রকৃতির, অসৎ।

দুজ্জহ (বিণ) দুর্বর্জনীয়, দুর্ত্যাজ্য, যাহা ত্যাগ করা কঠিন, যাহা সরাইয়া দেওয়া বা ফেলাইয়া দেওয়া কঠিন, বর্জন করা যায় না এমন, পশ্চাতে ফেলিয়া বা রাখিয়া আসা যায় না এমন।

দুজ্জাতপুত্ত = **কুলঙ্গার**। ⇒ **কুলঙ্গার, কুলগর**।

দুজ্জান (বিণ) জানা শক্ত, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, অস্পষ্ট, যাহা বহু কষ্টে জানা যায়। (বিপ) **সুজান**।

দুজ্জিব্হ (বিণ) দুর্জিহ্ব, যাহার দুইটি জিহ্বা আছে (বিষধর সর্প), কর্কশভাষী, দুর্ভাষী, যাহার জিহ্বা দ্বারা গালি-তিরস্কার-নিন্দাজনক কথা বাহির হয়।

দুজ্জীবিত (ক্লী) নিন্দিত জীবন, দুঃখের সহিত জীবনধারণ করণ। (বিণ) দুর্জীবিত, পরান্ন ভোজন করিয়া যাহার জীবিকা নির্বাহ হয় এমন, দুর্জীব, দুঃখের সহিত যে জীবন ধারণ করে।

দুট্ঠ (বিণ) দুষ্ট, দোষযুক্ত, অপবিত্র, অধার্মিক, দুর্জন, অধম, দুরাচারী, দুষ্টাচারী, দুষ্কর্মকারী, নষ্ট চরিত্রের, অসাধু, নীতিহীন, দুর্নীতিপরায়ণ, পাপী, ক্ষতিকারক, মন্দ, অহিতকর, নিকৃষ্ট, ভয়ানক, ঘোর, বিদ্বেষ পরায়ণ, সাঙ্ঘাতিক ধরনের। (অঙ্গুত্তর নিকায়ে) **দুট্ঠক্কর**। (জাতক) **দুট্ঠব্রাহ্মণ; দুট্ঠচণ্ডাল**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুট্ঠচোরা**—অসভ্য বা দুষ্ট চোরগণ।

দুট্ঠগহণিক (ক্লী) দুষ্টগ্রহণি, দুষ্ট উদরভঙ্গ রোগ, দুষ্ট অজীর্ণতা রোগ ভোগকরণ। (বিণ) ⇒ **গহণিক**।

দুট্ঠচিত্ত (ক্লী) দুষ্টচিত্ত, দুষ্টমন, ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ মন, সাঙ্ঘাতিক ধরনের চিত্ত, যে ব্যক্তির প্রদুষ্ট মনোভাব। (বিণ) ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ, যাহার চিত্ত বা মনোভাব প্রদুষ্ট।

দুট্ঠচেটক (পুং) দুঃস্থলোক, নিঃস্বলোক, ঘৃণ্য ব্যক্তি।

দুট্ঠচোরা (পুং, বহুবচন) ⇒ **দুট্ঠ**।

দুট্ঠক্কর = **দুট্ঠ**। ⇒ **দুট্ঠ**।

দুট্ঠবচ (বিণ) মন্দ বা দুষ্ট কথা বলিতে নিযুক্ত, ঈদৃশ খারাপ কথার। ⇒ **বচ** (বিণ)।

দুট্ঠবাচ—দুষ্টামি কথা, অনিষ্টজনক কথা, অনিষ্টকারী কথা, অসৎ কথা। = **দুক্খবাচ**।

দুট্ঠু (ক্রি-বিণ) কুভাবে, অপকৃষ্টভাবে, অন্যায়রূপে, মন্দভাবে, অনুচিতভাবে। (বিণ) অন্যায্য, নীতিবিরুদ্ধ, অবৈধ, অনুচিত, অন্যায়, অশুদ্ধ, অযথার্থ, মিথ্যা, অসত্য, দুষ্টু।

দুট্ঠুল্ল (ক্লী) দুষ্টতা, পাপাচার, হীনতা, নষ্টতা, দুশ্চরিত্রজনক কথা, লম্পট কথা। (মধ্যম নিকায়) **কাযদুট্ঠুল্ল**। (বিণ) দুশ্চরিত্রের, লম্পট, দুষ্ট, পাপী, নীতিহীন, ক্ষতিকারক, নিকৃষ্টতর, নীচতর। (সংযুক্ত নিকায়) **দুট্ঠুল্লভাণিন; (তুলনীয়) পদুল্লগাহিন** (থেরগাথা); (বর্ণনায়) **দুট্ঠুল্ল-গাহিন**।

দুট্ঠুল্লগাহিন (বিণ, পুং) = **দুট্ঠুল্লভাণিন**। ⇒ **দুট্ঠুল্লভাণিন**।

দুট্ঠুল্লভাণিন (বিণ, পুং) পাপকথা ভাষণকারী। কিন্তু Rhys Davids এর মতে ইহার অর্থ "Whose speech is never lewd অর্থাৎ যাহার ভাষণ কখনও দুষ্টপ্রকৃতির নহে"। ⇒ **পদুল্লগাহিন, দুট্ঠুল্ল** (বিণ)।

দুট্ঠুল্লবাচা (স্ত্রী) পাপকথা, দুষ্ট কথা। ⇒ **দুট্ঠুল্ল** (ক্লী)।

দুট্ঠুল্লাদুট্ঠুল্ল (বিণ) নীতিহীন এবং নীতিপরায়ণ, সৎ এবং অসৎ প্রকৃতি, ক্ষতিকর এবং হিতকর। ⇒ **দুট্ঠুল্ল** (বিণ)।

দুট্ঠাপত্তি (স্ত্রী) দোষপ্রাপ্তি, বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অপরাধ, শৃঙ্খলা বা নীতি অমান্যতা দোষপ্রাপ্তি। বিনয়ের নিয়ম অনিয়ম, যেমন—৪ প্রকার **"পারাজিকা"**, ১৩ প্রকার **"সঙ্ঘাদিসেস"**। (বিপ) **অদুট্ঠাপত্তি**।

দুতপ্পয (বিণ) সন্তুষ্ট করা দুরূহ, সহজে পরিতৃপ্ত করা যায় না এমন, সহজে পরিতর্পণীয় বা পরিতৃপ্ত করণ যোগ্য নয় এমন। = **দুত্তপ্পয্য**। (বিপ) **সুতপ্পায**।

দুতিয ১ (সংখ্যাবাচক শব্দ) দ্বিতীয়টি। ২ (বিণ, পুং) দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু আছে এমন, অনুগমনকারী, যাহার সহিত সঙ্গ করা হয়, সহচর, সঙ্গকারী, বন্ধু, দোসর, অংশীদার। (বিনয়) **সদ্ধা দুতিযা পুরিসস্স হোতি**—পুরুষের দ্বিতীয় শ্রদ্ধা (অর্থাৎ পুরুষ প্রথম বা স্বয়ং, দ্বিতীয় তাহার শ্রদ্ধা)। (থেরীগাথা) **পতি-দুতিয ইত্থিযা হোতি**—স্ত্রী স্বয়ং এবং স্বামী দ্বিতীয় ব্যক্তি। সঙ্গ (মিশিবার অথবা মেলামেশা করিবার) এবং সঙ্গী (অনুসরণকারী) রূপে দুই প্রকার, যথা—**তণ্হা-দুতিযা, পুগ্গলোদুতিযো**। (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হাদুতিযা**। (বিনয়) **বিলঙ্গ দুতিয কণাজক**। ⇒ **দুতিযক**।

দুতিযং (ক্রি-বিণ) দ্বিতীয়বারে, দ্বিতীয়বারও।

দুতিযক ১ (সংখ্যাবাচক শব্দ) দ্বিতীয়টি। ২ (বিণ, পুং) সঙ্গী, দোসর। ⇒ **দুতিয**।

দুতিযকা (স্ত্রী) ভার্যা অথবা দ্বিতীয় স্ত্রীলোক সঙ্গিনী। (বিনয়) **ভিক্খুনী দুতিযকা; পুরাণ দুতিযকা**। (তুলনীয়) **দ্বিতীযা** (মহাবস্তু)।

দুতিয দিবস—পরদিবস, পরদিন, দ্বিতীয় দিন। = **পুনদিবস**। ⇒ **দিবস**।

দুতিযা (স্ত্রী) স্ত্রী, ভার্যা, দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ (ব্যাকরণে) কর্মকারক।

দুতিযিকা (স্ত্রী) স্ত্রী, ভার্যা।

দুতিয্যতা (স্ত্রী) সাহচর্য, বন্ধুত্ব, সহায়তা।

দুত্তপ্পয = **দুত্তপ্পয্য**। ⇒ **দুত্তপ্পয্য**।

দুত্তপ্পয্য (বিণ) সন্তুষ্ট করা দুরূহ বা শক্ত। = **দুতপ্পয**।

দুত্তর (বিণ) দুস্তর, যাহা পার হওয়া যায় না, অপার, পার হওয়া দুরূহ বা দুঃসাধ্য, দুরতিক্রম্য, দুষ্পরিহর, পার হওয়া কঠিন। (সূত্রনিপাত) **ওঘং তর দুত্তরং**। ⇒ **দুরতিবত্ত, তর, সুদুত্তর**।

দুদ্দদ (বিণ) দেওয়া কঠিন, যাহা দিতে পারা যায় না, যাহা দিবার নয়।

দুদ্দভ = **দদ্দভ**। ⇒ **দদ্দভ**।

দুদ্দম (বিণ) পোষা কঠিন বা সাধ্যাতীত, শাসন করা দুরূহ বা কষ্টকর, দুর্দম্য, কষ্টে দমনীয়, দুর্দমনীয়, দুরন্ত, অশান্ত, বশীভূত করা কষ্টসাধ্য। ⇒ **দুদ্দমথ**।

দুদ্দমথ (বিণ) পালনপোষণ করা দুরূহ, বশীভূত করা কষ্টসাধ্য, অদমনীয়, অদম্য, সংযত করা কষ্টসাধ্য। ⇒ **দুদ্দম**।

দুদ্দমিথ = **দুদ্দমথ**। ⇒ **দুদ্দমথ**।

দুদ্দরক্‌খসী (স্ত্রী) = **রুদ্দরক্‌খসী**। ⇒ **রুদ্দরক্‌খসী**।

দুদ্দস (বিণ) দুর্দশ, দুর্নিরীক্ষ্য, গম্ভীর, দেখা দুঃসাধ্য, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মা গম্ভীরা দুদ্দসা**। ⇒ **গম্ভীর**।

দুদ্দসতর (বিণ) অতিশয় দুর্দশ, অতি গম্ভীর, খুব দুর্বোধ্য। ⇒ **দুদ্দস**।

দুদ্দসা (স্ত্রী) দুর্দশা, দুরবস্থা, কুদশা, দুঃসময়, দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক।

দুদ্দসাপন্ন (বিণ) দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত, দুর্ঘটনায় পতিত, দুর্দশাপন্ন।

দুদ্দসিক (বিণ) দুর্দশ, যাহা দেখিতে পারা যায় না, দুর্নিরীক্ষ্য, ভীষণাকার, ভয়ানক আকৃতির, হিংস্র, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ, কোপনস্বভাব, কদাকার, কুৎসিত, অপ্রিয়, বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ। = **কোধ—ক্রোধ (জাতক)**। ⇒ **ওকোটিমক**।

দুদ্দস্‌স = **দুদ্দস**। ⇒ **দুদ্দস**।

দুদ্দস্‌সিক (বিণ) = **দুদ্দসিক**। ⇒ **দুদ্দসিক**।

দুদ্দিন (ক্লী) দুর্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন, বর্ষণ, ঝড়বাদল, দুঃসময়, দুঃখের দিন বা সময়।

দুদ্ধ (ক্লী) দুগ্ধ, দুধ, ক্ষীর, পয়ঃ, দোহন। (বিণ) যাহাকে দোহন করা হইয়াছে, পূরিত, দোহন করা, টানা। (সূত্রনিপাত) **দুদ্ধখীর**। ⇒ **দুহতি**।

দুদ্ধখীর—দোহন করা দুধ, টানা দুধ, গোয়ালের দুধ। = **গাবো দুহিত্বা গহিত খীর** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **খীর, দুদ্ধ**।

দুদ্রভি (স্ত্রী) দামামা, ভেরী। = **দুন্দুভি**। (বিনয়) **অমত দুন্দভি**।

দুননঙ্গল (বিণ) লাঙ্গল দেওয়া শক্ত বা দুঃসাধ্য, লাঙ্গল দিয়া চষা দুরূহ, লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করা যায় না এমন। ⇒ **নঙ্গল**।

দুননিজ্‌ঝাপয (বিণ) বুঝিতে অসমর্থ, দুর্বোধ্য, জানা কষ্টকর বা কঠিন, দুর্জ্ঞেয়, যাহা সহজে জানা যায় না। = **পঞহ**। ⇒ **নিজ্‌ঝাপয**।

দুনিক্‌খয = **দুন্নিক্‌খয**। ⇒ **দুন্নিক্‌খয**।

দুনিগ্‌গমন (বিণ) সিদ্ধান্তে পৌঁছা দুরূহ বা শক্ত, ফলপ্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর। ⇒ **নিগ্‌গমন** (২)।

দুনোতি (ক্রি) দুগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়া বা পোড়ানো, প্রজ্বলিত করা। ⇒ **দব, দাব, দায**।

দুন্দুভি (পুং, স্ত্রী) দুন্দুভি, ঢাক, নাগরা, ভেরি, বড়ঢোল, ভেরির শব্দ, ঢাকপিটার শব্দ, ধপ করিয়া পতনের শব্দ, বজ্রধ্বনি। (পেতবত্থু) **দেবদুন্দুভি**।

দুন্নয (ক্লী) দুর্নীতি, কুরীতি, অসদাচরণ, ভুল মনোবৃত্তি, নীতিবিরুদ্ধ উপাদান, অন্যায্য ধারা বা পদ্ধতি, অযথার্থ সিদ্ধান্ত, অন্যায় বিচার। (বিণ) অন্যায়রূপে সিদ্ধান্তকৃত, ভ্রমক্রমে অনুমিত, বুঝা শক্ত, অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, অবোধ্য। (বিপ) **সুনয**।

দুন্নামক (ক্লী) অর্শ, অর্শরোগ।

দুন্নিক্কড্‌ঢিয (বিণ) যাহা টানিয়া বাহির করিতে অথবা ভঙ্গ করিতে পারা যায় না।

দুন্নিক্কয (বিণ) = **দুন্নিক্কড্‌ঢিয**। ⇒ **দুন্নিক্কড্‌ঢিয**।

দুন্নিক্‌খম (বিণ) = **দুন্নিক্‌খয**। ⇒ **দুন্নিক্‌খয**।

দুন্নিক্‌খয (বিণ) = **দুন্নিক্কড্‌ঢিয**। ⇒ **দুন্নিক্কড্‌ঢিয**।

দুন্নিক্‌খিত্ত (বিণ) ১ রাখা বা ফেলিয়া রাখা যায় না এমন, অন্যায়ভাবে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, ভ্রমক্রমে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, বিশৃঙ্খল, দুর্নিক্ষিপ্ত। ২ যাহাতে খচিত করা অথবা বিন্যাস করা কষ্টসাধ্য। (বিপ) **সুনিক্‌খিত্ত**। ⇒ **নিক্‌খিত্ত**।

দুন্নিগ্‌গযহ (বিণ) নিগৃহ করা দুরূহ, অনিন্দিত, যাহা নিন্দিত বা ভর্ৎসিত হইবার নহে।

দুন্নিগ্‌গহ (বিণ) দুর্নিগ্রহ, যাহাকে দমন করা যায় না, দুর্দম্য, কষ্টে দমনীয়, দুরন্ত, অশান্ত, দুর্দান্ত, যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য, সংযত করা কষ্টসাধ্য, নিয়ন্ত্রিত করা দুরূহ, যাহাকে নিগৃহ করা যায় না। (ধর্মপদ) **দুন্নিগ্‌গহ চিত্ত**। ⇒ **নিগ্‌গহ**।

দুন্নিজ্‌ঝাপয (বিণ) যাহা পৃথক বা প্রভেদ করা যায় না, বুঝা শক্ত, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। ⇒ **নিজ্‌ঝাপয**।

দুন্নিব্বেধ (বিণ) দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, যাহার মর্মভেদ করা কঠিন, সমাধান করা শক্ত, যাহার অর্থ জানা কঠিন, বিদ্ধ করা কঠিন, প্রবেশ করা দুরূহ, মর্মে আঘাত করা শক্ত, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না, বাহির করা কষ্টকর,

মীমাংসা করা শক্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুন্নিব্বেধ পঞ্হ**। ⇒ **নিব্বেধ**।

দুন্নিমিত্ত (ক্লী) দুর্নিমিত্ত, অশুভ লক্ষণ বা চিহ্ন, অমঙ্গলের চিহ্ন, দুর্ভাগ্যজনক পূর্বলক্ষণ, অশুভসূচক লক্ষণ।

দুন্নিবারয (বিণ) দুর্নিবার্য, বারণক কষ্টসাধ্য, যাহা সহজে নিবারণ করা যায় না, প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুন্নিবারয দুরাবরণ**। ⇒ **নিবারয**।

দুন্নিবিট্ঠ (বিণ) খারাপভাবে নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত। ⇒ **নিবিট্ঠ**।

দুন্নিবেঠ = **দুন্নিব্বেধ**। ⇒ **দুন্নিব্বেধ**।

দুন্নীত (বিণ) [দু+নীত] দুর্নীত, রীতিনীতি ভাল নয় এমন, উচ্ছৃঙ্খল, অশিষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ, ভুলক্রমে নীত বা প্রযুক্ত, শাসন বা পরিচালনা ভাল নয় এমন, যাহা সহজে সিদ্ধান্ত করা যায় না, গ্রহণ করা কঠিন, নেওয়া কঠিন বা কষ্টকর। ⇒ **নীত**।

দুন্নেয (বিণ) নির্ণয় করা শক্ত বা কঠিন। = **দুরন্বয গতি** (⇒ **দুরন্বয**)।

দুপট্ট (ক্লী) দুই পাট বা পাট্টা বস্ত্র, দ্বিগুণ বস্ত্র, দুই পাট্টা, দুই ভাঁজ কাপড়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সুরত্ত দুপট্ট**। (জাতক) **রত্তদুপট্ট**। ⇒ **পট্ট** (৩)। (বিণ) দুই পাট্টা, দুই ভাঁজ করা আছে এমন। ⇒ **দ্বি**। (বিপ) **একপট্ট**। ⇒ **একপট্ট**।

দুপটঠাক—দুষ্ট বা অহিতকারী সেবক।

দুপসু—দুষ্ট পশু। ⇒ **পসু**।

দুপাহনূপম ⇒ **পানদ**।

দুপ্পঞ্ঞ (বিণ) মূর্খ, অজ্ঞ, নির্বোধ, হাস্যস্পদ, দুষ্প্রাজ্ঞ, অপণ্ডিত, অজ্ঞানী, অদক্ষ, জ্ঞানহীন, অজ্ঞানী। = **বাল, দুম্মতি, নিপ্পঞ্ঞ**। (বিপ) **পণ্ডিত, পঞ্ঞ, সপ্পঞ্ঞ**। ⇒ **পঞ্ঞ**। (পুং) নির্বোধ লোক, মূর্খলোক।

দুপ্পঞ্ঞজাতিক (বিণ) দুষ্প্রাজ্ঞজাতীয়, প্রজ্ঞাহীন সদৃশ, অজ্ঞানীর ন্যায়। = **দুপ্পঞ্ঞ**। (বিপ) **সপ্পঞ্ঞজাতিক**। ⇒ **জাতিক**।

দুপ্পঞ্ঞতা (স্ত্রী) দুষ্প্রাজ্ঞতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা। ⇒ **পঞ্ঞতা**।

দুপ্পটি আনয (বিণ) ফিরাইয়া আনা কঠিন, যাহা বা যাহাকে ফিরাইয়া আনা যায় না। ⇒ **পটি আনেতি**।

দুপ্পটি নিস্সগ্গিন (বিণ) পরিত্যাগ করা কঠিন, বর্জন করা দুরূহ বা কষ্টকর, অস্বীকার করা শক্ত, দাবি ত্যাগ করা শক্ত। (বিপ) **সুপ্পটিনিস্সগ্গিন**। ⇒ **পটিনিস্সগ্গিন**।

দুপ্পটিনিস্সগ্গিয (বিণ) বিরত থাকা শক্ত, বর্জন বা ত্যাগ করা কঠিন।

দুপ্পটিপদা (স্ত্রী) দুর্গম পথ, সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার কঠিন উপায়, কঠোর নিয়ম, কঠোর অভ্যাস বা সাধনা অথবা তপস্যা, প্রগতির বা উন্নতির কঠোর নীতি। ⇒ **পটিপদা**।

দুপ্পটিবিজ্ঝ (বিণ) দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, জানা শক্ত, বুঝা শক্ত, দুর্ভেদ্য, অভেদ্য, যাহা ভেদ করা যায় না, যাহা বিদ্ধ করা যায় না, বিদ্ধ করা শক্ত, অর্থ জানা শক্ত। ⇒ **পটিবিজ্ঝ**।

দুপ্পটি বিনোদয (বিণ) দূরীভূত করা দুরূহ, যাহা সহজে বিদূরিত করা যায় না, যাহা সহজে অপসারিত করা যায় না, দুর্দমনীয়, অদম্য। ⇒ **পটিবিনোদয**।

দুপ্পটিবেধ (বিণ) (সাহিত্যে) দুর্ভেদ্য, বিদ্ধ করা শক্ত, যাহা ছিদ্র করা যায় না, যাহা ভেদ করা বা বিদীর্ণ করা যায় না, মর্মস্পর্শ করা বা ভেদ করা শক্ত, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, দক্ষতা লাভ করা কঠিন, সহজে যাহাতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না, মোহিত করা বা বশীভূত করা কঠিন, রহস্য ভেদ করা দুরূহ, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; (চরিত্রে) প্রভুত্ব করা শক্ত। ⇒ **পটিবেধ**।

দুপ্পটঠাক (পুং) অসৎ সেবক, অহিতকারী সেবক। ⇒ **উপট্ঠাক**।

দুপ্পতর (বিণ) = **দুরতিবত্ত, দুত্তর**। ⇒ **দুরতিবত্ত, দুত্তর**।

দুপ্পধংস (বিণ) অপরাজেয়, অজেয়, দুর্ধর্ষ, যে শক্তিকে বা যাহাকে সহজে ধ্বংস করা যায় না, যাহা ধ্বংস হইবার নহে, অবিধ্বংসী, বিধ্বংস করা কঠিন। = **অপ্পধংস**।

দুপ্পধংসিয (বিণ) যাহা সহজে ধ্বংস করা যায় না, অভিভূত করা কষ্টকর বা কঠিন, আচ্ছন্ন করা বা বিলোপ করা কষ্টসাধ্য। (বিপ) **দুপ্পধংসিয**।

দুপ্পনিহিত (বিণ) যাহাতে অভিনিবিষ্ট হওয়া কঠিন, নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ, পরিচালন বা পরিচালিত করা দুঃসাধ্য। ⇒ **পণিহিত**।

দুপ্পভজ্জ (বিণ) যাহা ভাজা যায় না, যাহা উত্তাপের উপর ঝলসাইয়া পাক করা যায় না। ⇒ **পভজ্জ**।

দুপ্পমুঞ্চ (বিণ) মুক্ত হওয়া কঠিন, মুক্তি পাওয়া দুষ্কর, মুক্ত হওয়া যায় না এমন। ⇒ **পমুঞ্চ**।

দুপ্পমেয্য (বিণ) [দু+পমেয্য] পরিমাপ করা দুঃসাধ্য বা শক্ত, অনুমান করা কঠিন বা দুরূহ, বিবেচনা করা শক্ত, মাপা শক্ত। (বিপ) **সুপ্পমেয্য**। ⇒ **পমেয্য**।

দুপ্পযাত (বিণ) [দু+পযাত] ভ্রান্তপথে গত, বিপথগামী, ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া চলে এমন, ইতস্তত ভ্রমণকারী, কর্তব্যকর্ম বা কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত, ভুলপথে যায় এমন, অসত্য বা মিথ্যাপথে গত, অন্যায্য বা অন্যায় পথে গত, নীতিবিরুদ্ধ বা অবৈধ পথে চলে এমন। = **দুট্ঠু পযাথ অপথে গত** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **পযাত**।

দুপ্পরামট্ঠ (বিণ) অন্যায়রূপে গৃহীত, ভুলক্রমে অর্থ অবধারিত, অপব্যবহার করে এমন, অসদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত, কু ব্যবহার বা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে এমন। ⇒ **পরামট্ঠ**।

দুপ্পরিযোগাহ (বিণ) প্রবেশ করা দুরূহ, মর্মভেদ করা শক্ত, মর্মে আঘাত করা দুঃসাধ্য, দুর্জ্ঞেয়, অর্থ জ্ঞাত হওয়া

কঠিন, দুর্বোধ্য, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শক্ত, অতলস্পর্শী, অগাধ। ⇒ **পরিযোগাহ**।

দুষ্পরিহার (বিণ) [দু+পরিহার] রক্ষা করা দুরূহ, দুর্রক্ষণীয়, রক্ষা বা পালন করা কঠিন (বিশুদ্ধিমার্গ), অধ্যয়ন করা শক্ত বা দুঃসাধ্য (মধ্যম নিকায়)। ⇒ **পরিহার** (১)।

দুষ্পরিহারিয (বিণ) আচরণ করা বা ব্যবহার করা কঠিন, পরিচালনা করা বা শিক্ষা দেওয়া শক্ত।

দুষ্পবেদিত (বিণ) জানা শক্ত, যাহা সহজে জানা যায় না, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। (বিপ) **সুষ্পবেদিত**। ⇒ **পবেদিত**।

দুষ্পসয্হ (বিণ) [দু+পসয্হ] দুষ্প্রবেশ্য, প্রবেশ করা দুঃসাধ্য, অজেয়, দুর্ভেদ্য, অপরাজেয়, পরাজয় করা দুরূহ, সহ্য করিতে অসমর্থ, অসহ্য, দুর্দশ, অসহনীয়।

দুষ্পসহ (বিণ) পরাজয় করা শক্ত, প্রভুত্ব করা কঠিন, নেতৃত্ব করা দুঃসাধ্য। = **দুষ্পসয্হ**। ⇒ **পসহ**।

দুষ্পসু (পুং) [দু+পসু] গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর মধ্যে যেইটি দুষ্ট, দুষ্ট বা দুর্দমনীয় পশু। ⇒ **পসু**।

দুষ্পারুত (বিণ) (উত্তরাসঙ্গ বা সাঙ্ঘাটি চীবর ব্যতীত) সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয় না এরূপ। ⇒ **পারুত**।

দুষ্পূর (বিণ) পূর্ণ করা দুরূহ, যাহা সহজে পূর্ণ করা যায় না, পূর্ণ করা কঠিন।

দুষ্পূরা (বিণ, স্ত্রী) পূর্ণ করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব।

দুষ্পেয (বিণ) [দু+পেয] দুর্পেয়, পান করা যায় না এমন, যাহা সহজে পান করা যায় না, পান করার অযোগ্য, যাহা পান করা যায় না। ⇒ **পেয্য** (১)।

দুষ্পেয্য (বিণ) [দু+পেয্য] = **দুষ্পেয**। ⇒ **দুষ্পেয**।

দুষ্পোস (বিণ) [দু+পোস] দুর্পোষ্য, যাহাকে পালন-পোষণ করা যায় না, লালন-পালন করা দুরূহ, ভরণপোষণ করা কষ্টসাধ্য, শিক্ষা দেওয়া কঠিন। ⇒ **পোস** (১)।

দুষ্পোসতা (স্ত্রী) ভরণপোষণ দেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার, দুর্পোষ্যতা, রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। (বিপ) **সুপোসতা**। ⇒ **পোসতা**।

দুষ্ফস্স (পুং) [দু+ফস্স] ১ বিছুটি নামক ছোট ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, জ্বালাকর পত্রযুক্ত ঝোপজাতীয় গাছবিশেষ (দেশজ শব্দ—চোট্টাপাতা বা বিষকাটালী?)। ইহা বৃশ্চিকালী শব্দজ। ২ দুস্পর্শ, যাহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য, বিরক্তিকর বা অসন্তোষজনক স্পর্শ। (বিণ) অস্পৃশ্য, যাহা স্পর্শ করা যায় না, যাহা স্পর্শ করা নিন্দনীয় বা ঘৃণাজনক, যাহা স্পর্শ করিলে বিরক্তি জন্মে, যে স্পর্শ কর্কশ বা নিরানন্দজনক, (কবিতায়) কষ্টজনক। ⇒ **ফস্স**।

দুব্বচ (বিণ) [দু+বচ] ১ একগুঁয়ে, দুর্দম্য, অনমনীয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বাধ্য, আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ। ২ দুর্বাক্য ভাষণকারী, দুর্বাক্য বলে এমন, গালাগালি করে এমন, কটু বা বিশ্রী কথা বলে এমন, অশ্লীলভাষী। (ক্লী) দুর্বাক্য, মন্দ কথা, গালি বর্ষণ, অশ্লীল বাক্য, দুর্বচ, কটুকথা, অপ্রিয় কথা, দুর্বাচ্য, নিন্দাবাক্য। ⇒ **বচ**।

দুব্বচতা (স্ত্রী) [দু+বচতা] রূঢ়তা, অশিষ্টতা, অভদ্রতা। ⇒ **বচতা**।

দুব্বচন (ক্লী) [দু+বচন] দুর্বাক্য, মন্দ কথা, দুর্বচন, গালাগালি, অশ্লীল কথা। = **দুরুত্তবচন** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **বচন**।

দুব্বচস্স (ক্লী) অভদ্রতা, অশান্ত ভাব, হীনকুলোদ্ভবতা, ঔদ্ধত্য, দুঃশীলতা। (বিপ) **সোবচস্স**।

দুব্বণ্ণ (বিণ) [দু+বণ্ণ] দুর্বর্ণ, মলিন, কদাকার, বিশ্রী, কুৎসিত, বিবর্ণ, স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এরূপ। (বিপ) **সুবণ্ণ**। ⇒ **বণ্ণ**।

দুব্বণ্ণতা (স্ত্রী) দুর্বর্ণতা, (মুখের) বিশ্রীভাব, কদাকার অবস্থা, কুৎসিত আকার।

দুব্বণ্ণিয (ক্লী) (মুখের) বিশ্রী অবস্থা, বিশ্রী বর্ণ, নিকৃষ্ট আকার প্রকার, কুৎসিত বা মন্দ রং, অনিষ্টকর বর্ণ বা রং। (বিণ) দুর্বর্ণের, বিশ্রী আকারের, কদাকার।

দুব্বতা (স্ত্রী) রূঢ়তা, অশিষ্টতা, অভদ্রতা, দুর্বাক্য।

দুব্বল (বিণ) [দু+বল] দুর্বল, বলহীন, জীর্ণ, অদক্ষ, অশক্ত, ক্ষীণ, কৃশ, শিথিল, ক্ষীণমনা, সঙ্কীর্ণমনা। = **অবল, দুব্বল্য**। ⇒ **বল**।

দুব্বলং (ক্লী) দুর্বলতা, শক্তিহীন অবস্থা, বলহীনতা, ত্রুটি, দোষ, অহেতুক প্রীতি।

দুব্বলক (বিণ) হীনবল, দুর্বল, ক্ষীণ, শক্তিহীন, অসুস্থ, (ইন্দ্রিয় সম্পর্কে) ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয় এমন, মৃদু, কাঁচা, (তরল পদার্থ সম্বন্ধে) জলের মত, তরল।

দুব্বল চীবর (ক্লী) দুর্বল চীবর, জীর্ণ চীবর, অতি পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য চীবর।

দুব্বলতর (বিণ, পুং) অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অধিকতর শক্তিহীন।

দুব্বলতা (স্ত্রী) দুর্বলতা, ক্ষীণতা, অদক্ষতা। = **দুব্বলত্ত, দুব্বলভাব**।

দুব্বলত্ত (ক্লী) দুর্বলত্ব, ক্ষীণত্ব, দুর্বলতা, বলহীনতা, ত্রুটি, দোষ, অহেতুক প্রীতি। = **দুব্বলতা**।

দুব্বল থাম (বিণ) শক্তিহীন, শক্তিক্ষীণ, দুর্বল। ⇒ **থামক**।

দুব্বলভাব (পুং) দুর্বলভাব, দুর্বলতা, দুর্বল অবস্থা। = **দুব্বলতা**। ⇒ **বাল্য** (৩)।

দুব্বলিক (বিণ) দুর্বল, শক্তিহীন, অসুস্থ। = **দুব্বল, দুব্বলক**। ⇒ **বলিক**।

দুব্বলিকরণ (ক্লী) দুর্বলকরণ, শক্তিহীন অথবা ক্ষমতাহীন করণ।

দুব্বলিকরণিন = **দুব্বলিকরণ**। ⇒ **দুব্বলিকরণ**।

দুব্বল্য (ক্লী) দুর্বলতা, বলহীনতা, শক্তিহীনতা, ত্রুটি,

দোষ, অহেতুক প্রীতি। (অপাদান কারকে) **দুব্বল্যা**।

দুব্বল্যা (ক্রি-বিণ) ভিত্তিহীনরূপে, অহেতুকভাবে, অমূলকভাবে, মিথ্যাভাবে, জোরাল প্রমাণের অভাবে। ⇒ **দুব্বল্য**।

দুব্বা (স্ত্রী) দূর্বা ঘাস বা কুশাঙ্কুর। = **দুব্ভা**।

দুব্বিজান (বিণ) দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, জানা কঠিন, বুঝা শক্ত, ধরিয়া লওয়া কঠিন, হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত, জ্ঞাত হওয়া কঠিন। (বিপ) **সুবিজান**।

দুব্বিঞ্ঞাপয (বিণ) শিক্ষা দেওয়া দুরূহ, যাহাকে সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় না। (বিপ) **সুবিঞ্ঞাপয**।

দুব্বিদূ (বিণ) [দু+বিদূ] জানা শক্ত, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। = **দুব্বিজান**। ⇒ **বিদূ**।

দুব্বিনিবিজ্ঝ (বিণ) [দু+বিনিজ্ঝ] বিদ্ধ করা শক্ত, ছিদ্র করা দুরূহ, অভেদ্য, বিদীর্ণ করা শক্ত, মর্মস্পর্শ করা কঠিন, মোহিত বা বশীভূত করা কষ্টসাধ্য, বিদ্ধ করা কঠিন, মর্মভেদ করা শক্ত, দুর্গম, যাহার রহস্য ভেদ করা যায় না, যাহার গূঢ় বিষয়ে প্রবেশ করা যায় না, যাহার মর্মে আঘাত করা যায় না, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়। ⇒ **বিনিবিজ্ঝ** (বিণ)।

দুব্বিনী (স্ত্রী) = **দুব্ভিনী**। ⇒ **দুব্ভিনী**।

দুব্বিনীত (বিণ) দুর্বিনীত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত, অবিনীত, অসভ্য, দুষ্ট, অদমিত, অদমনীয়, কুব্যবহারী, যাহাকে বিনীত করা কষ্টসাধ্য, অশিক্ষিত, একগুঁয়ে, দুর্দম্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। (বিপ) **সুবিনীত**। ⇒ **বিনীত**।

দুব্বিপঞ্ঞায (বিণ) বিজ্ঞাপিত করা শক্ত, প্রকাশ করা কঠিন, জানানো **কষ্ট**সাধ্য। = **দুরন্বয়গতি**। ⇒ **দুরন্বয**।

দুব্বিসোধ (বিণ) [দু+বিসোধ] অবিশোধনীয়, যাহা শোধন বা পরিষ্কার করা যায় না, শোধন করা কষ্টকর। ⇒ **বিসোধ**।

দুব্বিস্সাস (বিণ) বিশ্বাস করা দুরূহ, অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাসী, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

দুব্বিস্সাসনীয (বিণ) অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাসনীয়, অবিশ্বাসী, বিশ্বাস করিবার অযোগ্য, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করা দুরূহ। (তুলনীয়) **অবিস্সাসনীয**।

দুব্বুট্ঠি (স্ত্রী) দুর্বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিপাতের অভাব, বৃষ্টিহীনতা, শুষ্কতার সময়। = **দুব্বুট্ঠিকা**। (বিপ) **সুবুট্ঠি**।

দুব্বুট্ঠিক (বিণ) অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিশূন্য, বৃষ্টিহীন। (বিপ) **সুবুট্ঠি**। (ক্লী) দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিহীনতা বা শূন্যবৃষ্টি। ⇒ **বুট্ঠি**।

দুব্বুট্ঠিকা (স্ত্রী) অনাবৃষ্টির অবস্থা, শুষ্কতার সময়, বৃষ্টিবন্ধ হইবার সময়। = **দুব্বুট্ঠি**। (বিণ) = **দুব্বুট্ঠিক**। ⇒ **দুব্বুট্ঠিক**।

দুব্বুধ (বিণ) [দু+বুধ] দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, বুঝা বা জানা শক্ত।

দুব্ভ (বিণ) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, প্রতারণাকারী, প্রতারক, যে ব্যক্তি ফাঁকি দেয়, যে ব্যক্তি হতাশ করে, যে ব্যক্তি ভ্রান্ত করে বা ভুল পথে নিয়া যায়, ভ্রান্তকারী, যে ব্যক্তি পীড়া দেয়, যে ব্যক্তি ব্যথা দেয়, যে ব্যক্তি আঘাত করে, ক্ষতিকারী, শত্রুতাকারী, অপকারকারী, ক্ষতিকারী, অনিষ্টকারী, দ্রোহী, অপকারী, অভিভবকারী, অহিতকারী, নষ্টকারী, যে ব্যক্তি বিরক্ত করিবার চেষ্টা করে। (পেতবত্থু) **মিত্তদুব্ভ**। ⇒ **দুব্ভক**।

দুব্ভক (বিণ) বিশ্বাসঘাতক, অবিশ্বাসী, কপটী, গোপনে অনিষ্টকারী, ক্ষতিকারী, দ্রোহী, অবিশ্বাসপূর্ণ, দেখিতে ভাল কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না এমন। (থেরগাথা) **চিত্তদুব্ভক**। (তুলনীয়) **দুব্ভয, দুভক**।

দুব্ভগ (বিণ) [দু+ভাগ] দুর্ভাগা, হতভাগ্য, অসুখী, অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, আরামহীন, দুর্ভোগ, ভাগ্যহীন, বেচারা, দুরদৃষ্ট, অস্বচ্ছন্দ, হতভাগা, অসামঞ্জস্য, অনুপযোগী। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দুব্ভগকরণ**। ⇒ **ভগ**।

দুব্ভগকরণ (ক্লী) অসুখীকরণ, অপ্রীতিকর করণ। ⇒ **দুব্ভগ**।

দুব্ভতি (ক্রি) [√দুভ+অ] দ্রোহী হওয়া, বিদ্রোহী হওয়া, বিশ্বাসঘাতক হওয়া, অবিশ্বাসী হওয়া, অবিশ্বাসে পূর্ণ হওয়া, দেখিতে ভাল কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না এমন হওয়া, দুরভিসন্ধি করা, (কাহারও) বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করা, ষড়যন্ত্র করা, অহিত করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, অনিষ্ট করা, বিরক্ত করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, (কাহারও) বিপক্ষ হওয়া, শত্রুপক্ষীয় হওয়া। (তুলনীয়) **পুদুব্ভতি**। (অতীত) **দুব্ভি**। (ব-বিণ) **অদুব্ভন্ত, দুব্ভো, দুভতো**। (ক্রি-বি) **দুব্ভিত্বা**।

দুব্ভন (ক্লী) বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহিতা, দ্রোহিতা, প্রতারণা, অপকার, পীড়ন, (কাহারও) অহিতকরণ, অনিষ্টকরণ, ক্ষতিকরণ। = **অনত্থ**।

দুব্ভয = **দুব্ভক**। ⇒ **দুব্ভক**।

দুব্ভর (বিণ) [দু+ভর] দুর্পোষ্য, পালন-পোষণ করা দুরূহ বা কষ্টকর, দুর্ভর, দুঃসহ, গুরু, ভারী, ভরণপোষণ করা কঠিন, প্রতিপালন করা দুরূহ। (বিপ) **সুভর**।

দুব্ভরতা (স্ত্রী) দুর্পোষ্যতা, প্রতিপালন করা যায় না এমন অবস্থা, ভরণপোষণে অসুবিধা, লালন-পালনে দুঃখ, রক্ষণাবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য বা কঠিন অবস্থা। = **কোসজ্জ, কুহনা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিপ) **সুভরতা**।

দুব্ভা (স্ত্রী) দুর্বাঘাস। = **দুব্বা**।

দুব্ভাসন (ক্লী) দুর্ভাষণ, দুর্বাক্য, কটুবাক্য, অহিতকর কথা, অপ্রিয় কথা, গালাগালি, অশ্লীল বাক্য, অমঙ্গল-জনক কথা, নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

দুবভাসিত (বিণ) [দু+ভাসিত] দুর্ভাসিত, তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, গালাগালি করে বা মন্দ কথা বলে এমন, নিন্দিত। (বিপ) **সুভাসিত**। ⇒ **ভাসিত**। (ক্লী) দুর্বাক্য, দুর্ভাষণ, তিরস্কার। = **দুবভাসন**।

দুবভি (বিণ) অসাধু, অশিষ্ট, অভদ্র।

দুবভিক = **দুবভক**, **মিত্তদুবভিক**। ⇒ **দুবভক**, **মিত্তদুবভিক**।

দুবভিক্খ (ক্লী) [দু+ভিক্খ] দুর্ভিক্ষ, দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, ভীষণ অন্নকষ্ট, আকাল, খাদ্যের অপ্রচুরতা, ভিক্ষার অভাব। (বিপ) **সুভিক্খ**। ⇒ **ভিক্খা**। (বিণ) দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **দুবভিক্খং দ্বীহিতিকং**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দুবভিক্খপীড়িত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুবভিক্খভয**।

দুবভিক্খকন্তার—দুর্ভিক্ষরূপ দুঃখ, অন্নাভাব জনিত দুঃখ, অন্নকষ্টজনিত দুঃখ, দুর্ভিক্ষের সময়, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ বা স্থান। ⇒ **কন্তার**।

দুবভিক্খপীলিত (বিণ) দুর্ভিক্ষপীড়িত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, অন্নকষ্টে অভাবগ্রস্ত। ⇒ **দুবভিক্খ**।

দুবভিক্খা (স্ত্রী) = **দুবভিক্খ**। ⇒ **দুবভিক্খ**।

দুবভিন (বিণ) অনিষ্টকারী, কপটী, অপকারী, অহিতকারী, প্রবঞ্চনাকারী, প্রবঞ্চক, শঠ। (পেতবত্থু) **মিত্তদুবভিন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মিত্তদূভিন**।

দুবভিনী (স্ত্রী) অনিষ্টকারিণী, ক্ষতিকারিণী। ⇒ **দুবভিন**।

দুবভী (বিণ) = **দুবভিন**। ⇒ **দুবভিন**।

দুবভুত্ত (বিণ) অপাচ্য, অপচনীয়, যাহা খাইলে সহজে পরিপাক বা হজম হয় না।

দুবভেয্য (ত্রি-বি) শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত, দণ্ডযোগ্য। = **দূভেয্য**।

দুবভোজন (ক্লী) অল্প পরিমিত খাদ্য, খারাপ খাদ্য, দুর্ভোজন, হীনভোজন, নিকৃষ্ট আহার। (বিপ) **পণীত ভোজন**।

দুভ (সংখ্যাবাচক বিণ) উভয়। (অপাদান কারকে) **দুভতো**।

দুভতো (কমিয়া যাওয়া অর্থে) দুই দিক হইতে, উভয় দিক হইতে, উভয় পার্শ্ব হইতে। = **দুবদ্ধতো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **দুভ**।

দুভয (সংখ্যাবাচক বিণ) উভয়। = **দুভ**, **উভয**।

দুভর = **দুবভর**। ⇒ **দুবভর**।

দুভী (স্ত্রী) = **দূভী**। ⇒ **দূভী**।

দুভে = **দুবভ**। ⇒ **দুবভ**।

দুম (পুং) দুম, বৃক্ষ, গাছ, তরু।

দুমগগ (পুং, ক্লী) [দুম+অগগ] ১ বৃক্ষাগ্র, গাছের আগা বা অগ্রভাগ। ২ জমকাল বৃক্ষ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উত্তম বৃক্ষ। ⇒ **অগগ**[ক্লী (১)]। ৩ দাঁত খুঁটিবার যন্ত্র, খড়কে, (দেশজ শব্দ) দাঁত খিলাল।

দুমত্ত (প্রায়) দুই ইঞ্চি পরিমাণ।

দুমন্তর (ক্লী) বিবিধ প্রকার বৃক্ষরাজি, বৃক্ষান্তরাল, বৃক্ষরাজির মধ্যবর্তী স্থান বা ফাঁকা জায়গা।

দুমপক্কানি (ক্লী, বহুবচন) গাছের পক্ব ফলসমূহ। ⇒ **মাসতি**। (জাতক) **দুমপক্কানি মাসিত**—গাছের পক্ব ফলগুলি খাইয়াছে এমন। ⇒ **মাসিত**।

দুমপরিযা—বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল। = **দুমসাখা**। ⇒ **পরিযা**।

দুমপ্ফল (ক্লী) = **দুমফল**। ⇒ **দুমফল**।

দুমফল (ক্লী) গাছের ফল, বৃক্ষফল, তরুর ফল।

দুমরুম্ম—ধূলিধূসরিত বৃক্ষ, নীচ গাছ। ⇒ **রুম্ম**।

দুমসাখা—গাছের ডাল, বৃক্ষশাখা। = **দুমপরিযা**। ⇒ **পরিযা**।

দুমাসিক (বিণ) (চুল-সম্বন্ধে) দুই মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন, দুই মাসিক (অর্থাৎ দুইমাসের অনধিক)। এখানে বলা হইয়াছে—ভিক্ষুদের মাথার চুল দুই আঙ্গুল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে অথবা যাহার চুল কম বাড়ে সেই ভিক্ষুর মাথার চুল একবার কামাইবার পর দুই মাস হইলে পুনর্বার কামাইবার নিয়ম, সেইজন্য চুল-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—**"দ্বেমাসং দ্বে অঙ্গুলং"**। = **দ্বেমাসিক**।

দুমিন্দ (পুং) বৃক্ষরাজ, বোধিবৃক্ষ। = **দুমুত্তম**।

দুমুত্তম (বিণ) বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, তরুশ্রেষ্ঠ, বৃক্ষের মধ্যে প্রধান। (পুং) তরুরাজ, বৃক্ষরাজ, শ্রেষ্ঠবৃক্ষ, বোধিবৃক্ষ বা জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। = **দুমিন্দ**।

দুমুপ্পল (পুং) [দুম+উপ্পল] পুষ্পিত বৃক্ষ, যে বৃক্ষে হলদে বা সোণালী রঙের ফুল ফুটিয়াছে। ⇒ **কণিকার**।

দুমোত্তম (বিণ) [দুম+উত্তম] বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, যে বৃক্ষ গৌরবমণ্ডিত।

দুম্মঙ্কু (বিণ) [দু+মঙ্কু] অসন্তুষ্টভাবে দ্বিধাগ্রস্ত, বিরক্তভাবে ইতস্তত করে এমন, দুষ্ট, যাহাকে নীরব করা কঠিন (অর্থাৎ যাহাকে নীরব করিতে পারা যায় না, একগুঁয়ে লোক, দুর্দম্য বা অনমনীয় লোক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুম্মঙ্কু' যং পদুসসেতি ধুম'গগমহি ব পাবকো**—সে বিরক্তভাবে ইহাকে ধূমশিখার অগ্নির ন্যায় বিগড়াইয়া দেয় বা নষ্ট করিয়া ফেলে।

দুম্মতি (বিণ) [দু+মতি] দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি, কুমতি, মূর্খ, অজ্ঞ, দুষ্ট, পাপচিন্তাকারী, অহিতকামী, অসৎ, অনিষ্টকারী, অহিতমনা, নির্বোধ, হাস্যস্পদ। = **দুপ্পঞ্ঞ**, **নিপ্পঞ্ঞ**। (বিপ) **সুমতি**।

দুম্মতী = **দুম্মতি**। ⇒ **দুম্মতি**।

দুম্মন (বিণ) দুর্মনা, যাহার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত, অসুখী, হতভাগ্য, শোচনীয়, দুঃখিত, বিষণ্ণ, যাহার মন দুঃখগ্রস্ত বা পীড়াগ্রস্ত, যাহার মন

ভগ্নোদ্যম হইয়াছে, যাহার মন অবনত হইয়াছে, যাহার মন দুঃখিত বা পীড়িত। (বিপ) **সুমনা**।

দুস্মবাসী (বিণ পুং) মলিন বস্ত্র পরিধানকারী, অরঞ্জিত অসজ্জিত কপিল বা কাষায় বস্ত্র "**সাঙ্ঘাটি**" ধারণকারী, মলিন চীবরধারী। (জাতক অর্থকথা) **অনঞ্জিত অমণ্ডিত ঘটিত সাঙ্ঘাটিক কপিলো তিক বসনো**।

দুস্মী = **দুস্মি**। ⇒ **দুস্মি**।

দুস্মুখ (বিণ) [দু+মুখ] ১ যাহার মুখ ম্লান বা মলিন, যাহার মুখ বিষাদে মলিন অথবা বিষাদদর্শনে ম্লান, (কাহাকেও) অমিত্র বা শত্রুরূপে দেখিয়া মুখ ম্লান করে এমন। ২ দুর্মুখ, কটুভাষী, কর্কশভাষী, অশ্লীলভাষী, যে ব্যক্তি অত্যন্ত গালিগালাজ করে। ⇒ **মুখ**।

দুস্মেজ্ঝ (ক্লী) [দু+মেজ্ঝ] অজ্ঞতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, হাস্যস্পদ অবস্থা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **যং চিত্ত সন্তানং মেজ্ঝং ভবেয্য সুচি-বোদানং তং দুট্ঠং মেজ্ঝং ইমিনা'তি দুস্মেজ্ঝং**। ⇒ **মেজ্ঝ** (ক্লী)।

দুস্মেধ (বিণ) [দু+মেধ] দুর্মেধ, বোকা, অজ্ঞ, মূর্খ, দুষ্ট, দুর্মেধ, মেধাহীন, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, স্থূলবুদ্ধি, নির্বুদ্ধি, অবোধ, অসৎ, দুরাচার, পাপী, পাপাচারী। (বিপ) **সুমেধ**। (পুং) অসৎ প্রকৃতির লোক, কুলোক, দুরাচার, দুর্বুদ্ধি লোক, দুষ্ট লোক, অসদ্ব্যক্তি। ⇒ **মেধ**।

দুস্মেধিন (বিণ) দুর্মেধ, মূর্খ, নির্বোধ, হাস্যাস্পদ, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞানতা প্রকাশক, অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। = **দুস্মেধ**। (ধর্মপদ) **বালা দুস্মেধিন জনা = নিস্নএ্এ**।

দুস্মোচয (বিণ) মুক্তি লাভ করা কষ্টকর, ছাড়ন পাওয়া কঠিন, স্বাধীনতা লাভ করা দুরূহ।

দুয়ুত্ত (বিণ) ১ অনুপযুক্ত, যথাযোগ্য নহে এমন। (বিপ) **সুয়ুত্ত**। (বি-ভা) **সুয়ুত্তং দুয়ুত্তং আচিক্খতি** (জাতক)। = **দুয়ুত্ত**। ২ (সাহিত্যে) অন্যায়রূপে স্থিরকৃত, কুভাবে অতি দৃঢ়, উপযুক্ত বা ঠিক অবস্থায় নহে এমন, নিকৃষ্ট বা বিশ্রী অবস্থায় আছে এমন, অপর্যাপ্ত আছে এরূপ, কষ্টে বা কদাচিৎ সুদৃঢ় করিতে পারা যায় এরূপ। জাতকে এই শব্দটি ফটক বা সদর দরজা সম্বন্ধে ব্যবহার করা হইয়াছে।

দুয়িট্ঠ (বিণ) [দু+যিট্ঠ] যথাযথভাবে দেয় না বা দান করে না এমন, ধর্মবিধি বা আচার অনুসারে দান দেয় না এমন, ঠিকভাবে যজ্ঞ করা হয় নাই এরূপ, যথাযথভাবে উৎসর্গ করা হয় নাই এরূপ, ধর্মবিধি বা আচার অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদিত হয় নাই এরূপ। (বিপ) **সুযিট্ঠ**। ⇒ **যিট্ঠ** (বিণ)।

দুয়্যুজ (বিণ) [দু+যুজ] জয় করা শক্ত, বশীভূত করা কঠিন, কর্তৃত্ব করা দুরূহ, দুর্দম্য, অদমনীয়, আয়ত্তে আনা কষ্টকর, বশে আনা কঠিন। (জাতক) **অত্থে যুঞ্জতি দুয়্যুজ্জে**—কঠিন বিষয়ে সে নিযুক্ত। = **দুয়্যুঞ্জ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **যুজ**।

দুয়্যুঞ্জ (বিণ) = **দুয়্যুজ**। ⇒ **দুয়্যুজ**।

দুয়্যুত্ত (বিণ) [দু+যুত্ত] অনুপযুক্ত, অযোগ্য, যথাযোগ্য নহে এমন, অযোগ্যরূপে লাগানো হইয়াছে এরূপ, অনুপযুক্ত অবস্থায়, যোগ্যরূপে হয় নাই এমন। (বিপ) **সুয়ুত্ত**। (বি-ভা) **সুয়ুত্তং দুয়্যুত্তং আচিক্খতি** (জাতক)।

দুয়্হতি (ক্রি) দোহন করা, দুধ দোহন করা। (অতীত) **দুয়্হি**। ⇒ **দুহতি**।

দুর (উপসর্গ পদ) = **দু**। ⇒ **দু** (১)। "**দুর**" শব্দের পূর্বে বসিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যেমন—**দুরক্খাত, দুরচ্চয, দুরতিক্কম, দুরত্ত, দুরধিরোহ, দুরত্ত, দুরন্নয, দুরভিসম্ভব, দুরাগত, দুরাজান, দুরাযুত, দুরাসদ, দুরিত্থি, দুরুক্খেপ, দুব্বহ**।

দুর ইত্থি—দরিদ্র স্ত্রীলোক, নিঃস্ব নারী।

দুরক্খ (বিণ) [দু+অক্খ] দুর্রক্ষ, রক্ষা করা কঠিন, পালন করা দুরূহ। = **দুরক্খ**। ⇒ **রক্খ**।

দুরক্খাত (বিণ) [দুর+অক্খাত] ব্যাখ্যা করা শক্ত, সূচিত বা বর্ণিত করা দুরূহ, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। (বিপ) **স্বাক্খাত**।

দুরচ্চয (বিণ) [দুর+অচ্চয] উপেক্ষা করা শক্ত, পার হইয়া যাওয়া দুরূহ, ছাড়িয়া যাওয়া কঠিন বা কষ্টকর, যাহাকে অতিক্রম করা যায় না। ⇒ **অচ্চয** (২)।

দুরঞ্জিত (বিণ) = **দুরত্ত**। ⇒ **দুরত্ত**।

দুরঞ্জিতবন্ন = **দুরত্তবন্ন, দুরত্ত**। ⇒ **দুরত্তবন্ন, দুরত্ত**।

দুরতিক্কম (বিণ) = **দুরচ্চয**। ⇒ **দুরচ্চয**।

দুরতিক্কমনীয (বিণ) অতিক্রম করা দুরূহ, দুর্জয়, পার হইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য বা কঠিন। ⇒ **অতিক্কমতি**।

দুরতিবত্ত (বিণ) [দুর+অতিবত্ত] দুরতিক্রম, দুরতিক্রম্য, দুরতিক্রমণীয়, যাহা অতিক্রম করা যায় না, অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ⇒ **দুত্তর**।

দুরত্ত (বিণ) রঞ্জিত করা দুরূহ, রং দেওয়া কষ্টসাধ্য, রং করা শক্ত বা কষ্টকর, মন্দভাবে বা কুৎসিত ভাবে রঞ্জিত করা হইয়াছে এমন। = **দুরঞ্জিতবন্ন**। (বিপ) **সুরত্ত**। ⇒ **রত্ত** (১)।

দুরত্থি [দুর+ইত্থি] = **দুর ইত্থি**। ⇒ **দুর ইত্থি**।

দুরধিরোহ (ক্লী) [দুর+অধিরোহ] দুরারোহণ, চড়া দুঃসাধ্য, আরোহণ করা কষ্টসাধ্য। ⇒ **অধিরোহ**।

দুরধিবাস (বিণ) [দুর+অধিবাস] ধারণ করা কষ্টদায়ক বা দুঃসাধ্য অথবা কঠিন। ⇒ **অধিবাস**।

দুরনুবোধ (বিণ) [দুর+অনুবোধ] দুরানুবোধ, দুর্বোধ্য, বুঝা শক্ত, জানা কঠিন, দুর্জ্ঞেয়।

দুরন্নয = **দুরন্নয**। ⇒ **দুরন্নয**। উদাহরণ:—**দুরন্নয গতি;** = **ন সক্কা পএ্এাপেতুং, দুব্বিএ্এাপয, দুন্নেয্য**।

দুরন্বয (বিণ) [দুর+অন্বয়] অন্বয় বা ব্যাখ্যা করা শক্ত, সাদৃশ রক্ষা করিয়া অথবা মিল রাখিয়া কাজ করা দুরূহ, শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া কাজ করা অথবা খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য। **দুরন্বয়গতি**—গতি নির্দেশ করা শক্ত। = **ন সক্কা পঞ্ঞাপেতুং**—প্রজ্ঞাপন করিতে বা জানাইতে অসমর্থ; **দুব্বিঞ্ঞেয্য, দুঞ্ঞেয়**।

দুরভিসম্ভব (বিণ) [দুর+অভি+সম্ভব] জয় করা কিংবা অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য, লাভ করা কষ্টকর, পৌঁছা কঠিন, উপস্থিত হওয়া দুরূহ।

দুরসিব্বিত (বিণ) সেলাই করা কষ্টকর। (বিপ) **সুসিব্বিত**।

দুরকন্তন = **দূরকন্তন**। ⇒ **দূরকন্তন**।

দুরাগত (বিণ) [দুর+আগত] ১ দূর হইতে আগত, যে ব্যক্তি দূর দেশ হইতে আগমন করিয়াছে। ২ অনভ্যর্থিত, অপছন্দকৃত, অসম্ভাষিত, অনাদরকৃত। (বিপ) **স্বাগত**। ⇒ **স্বাগত**।

দুরাচার (বিণ) দুরাচার, দুরাচারী, অসৎ প্রকৃতির, দুষ্ট, দুশ্চরিত্রের। (পুং) দুরাচারী লোক, দুষ্টলোক, দুশ্চরিত্রের লোক, অসৎ প্রকৃতির লোক।

দুরাজান (বিণ) দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, যাহা সহজে বুঝা যায় না। = **দুব্বিঞ্ঞান, দুরানুরোধ**। ⇒ **আজান**।

দুরাধনীয (বিণ) অজেয়, দুর্জেয়, দুর্লভ্য, যাহা আরাধনা করিয়া পাওয়া যায় না।

দুরানুগম (বিণ) [দুর+অনুগম] দুরানুগম্য, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, দুর্গম, যেখানে গমন করা যায় না।

দুরানুরক্খিয (বিণ) [দুর+অনুরক্খিয] যাহাকে বা যাহা রক্ষা করা যায় না, রক্ষা করা দুঃসাধ্য, দুরানুরক্ষীয়। ⇒ **অনুরক্খিয**।

দুরাভিসম্ভব (বিণ) যাহা করা সম্ভব নহে, জয় করা শক্ত, দুরারোহ, লাভ করা কঠিন, পৌঁছা বা নাগাল পাওয়া দুরূহ, পাওয়া কষ্টসাধ্য। ⇒ **অভিসম্ভব**।

দুরাযুত (বিণ) জয় করা কঠিন, দুর্জেয়, অজেয়। = **পচ্চত্থিকেহি দুরাসদ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **আযুত** (২)।

দুরাবরণ (বিণ) যাহা রোধ করা যায় না, গতি বন্ধ করা দুঃসাধ্য, রোধ করা অসাধ্য বা শক্ত।

দুরাসদ (বিণ) [দুর+আসদ] অজেয়, দুরধিগম্য, যাহার নিকট যাওয়া বা বসা দুঃসাধ্য, যাহার সম্মুখীন হইতে পারা যায় না, আক্রমণ করা দুঃসাধ্য, জয় করা কষ্টসাধ্য, পরিচালনা করা শক্ত, দুর্লভ, দুর্লভ্য, সম্মুখীন হওয়া দুষ্কর, যাহার নিকট যাওয়া যায় না বা বসা যায় না। = **অনুপগমনীযতো কেনচি পি অনাসদনীযতো চ দুরাসদো** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **আসদ**।

দুরিত (ক্লী) [দুর+ইত] পাপ, কুকার্য, গর্হিত কার্য, অহিত কার্য, অসৎ কর্ম। ⇒ **ইত**।

দুরুক্খেপ (বিণ) উত্তোলন করা কষ্টকর, উপরে উঠানো বা তোলা কষ্টসাধ্য।

দুরুত্ত (ক্লী) [দুর+উত্ত] মন্দভাবে কথন, মন্দ কথা বলা, অশ্লীলভাবে কথন অর্থাৎ কুযশঃ বা কুখ্যাতি, মন্দ কথা, কুকথা, অহিতকর কথা, অসৎ কথা, কটু কথা, বিশ্রী কথা, অশ্লীল কথা, অভদ্রোচিত কথা, কুৎসিত কথা, কুরুচিজনক কথা, লজ্জাজনক কথা, নিন্দাবাক্য, গালিগালাজ, দুর্বাক্য। (বিণ) অন্যায্যভাবে কথিত অর্থাৎ কুখ্যাতি বা অপযশ প্রচার করে এমন। (বিপ) **সুরুত্ত**। ⇒ **উত্ত**।

দুরুত্তর (বিণ) পার হইয়া যাওয়া কঠিন, বাহির হওয়া দুরূহ।

দুরুত্তর বচন (ক্লী) [দুর+উত্ত+বচন] = **দুব্বচন**। ⇒ **দুব্বচন**।

দুরুপচার (পুং) [দুর+উপাচার] ১ অনিষ্টকর যাদুমন্ত্র, অমঙ্গল সূচক দারু টোনা। ২ অনিষ্টকর ঋতু বা কাল, অশুভজনক কাজের পালা।

দুরুব্বহ (বিণ) ⇒ **উব্বহ**।

দুরূপ (বিণ) কুরূপ, বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার, বিশ্রী আকারের। (বিপ) **সুরূপ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুব্বণ্ণ দুরূপ**।

দুরোপয (বিণ) [দু+রোপয] (আঘাত, ঘা, থেঁতলানো, ক্ষত-সম্বন্ধে:—) দুরারোগ্য, সহজে আরোগ্য করা যায় না এমন, আরোগ্য করা শক্ত বা অসাধ্য। (বিনয়) **দুরোপয বণ**। ⇒ **রোপয**।

দুল্লব্ধ (বিণ) [দু+লব্ধ] দুর্লব্ধ, যাহা বহু কষ্টে-পাওয়া গিয়াছে।

দুল্লদ্ধি (স্ত্রী) মিথ্যাদৃষ্টি। = **মিচ্ছাদিট্ঠি**।

দুল্লভ (বিণ) দুর্লভ, দুর্লভ্য, দুষ্প্রাপ্য, লাভ করা কষ্টসাধ্য, বহুমূল্য, যাহা লাভ হয় না অথবা সহজে লাভ করা যায় না, যাহা সচরাচর পাওয়া বা দেখা যায় না, বিরল। (বিপ) **সুলভ**।

দুবগ্গ (বিণ) দুই বর্গ, দুইজন ভিক্ষুর এক বর্গ, দুইয়ের একটি বর্গ বা দল অথবা পরিচ্ছেদ। ⇒ **বগ্গ**।

দুবঙ্গিক (বিণ) দুই ভাঙ্গা, দুই ভাঁজ করা, দুই অঙ্গ যুক্ত, দুই অংশ যুক্ত। ⇒ **অঙ্গিক**।

দুবঙ্গুল (বিণ) দীর্ঘ-প্রস্থ অথবা প্রশস্ততায় দুই অঙ্গুল, দুই ইঞ্চি দীর্ঘ। = **দ্বঙ্গুল**। (বিনয়) **দুবঙ্গুল কপ্প**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুবঙ্গুলপঞ্ঞা**; (থেরীগাথায়) **দ্বঙ্গুলিপঞ্ঞা**। (থেরগাথা) **দ্বঙ্গুলি সঞ্ঞা**; **দুবঙ্গুল বুদ্ধিক**।

দুবঙ্গুলকপ্প—দুই অঙ্গুল অথবা দুই ইঞ্চি নিয়ম (অর্থাৎ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্ন সূর্যের রৌদ্রে স্বীয় শরীর ছায়া পূর্বদিকে দুই অঙ্গুল বা দুই ইঞ্চি পরিমিত হেলিয়া গেলেও ভোজদ্রব্যাদি ভোজন করিতেন। বুদ্ধ একথা জানিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে মধ্যাহ্নের পর অর্থাৎ

রৌদ্রে স্বীয় দেহ ছায়া পদ ও মস্তকের অভ্যন্তরে স্থির হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষুদের ভোজনের সময়, ইহার পর নহে; এই নির্দিষ্ট নিয়মের পর ভোজন করিলে ভিক্ষু অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত হইবে)। ⇒ **দুবঙ্গুল**।

দুবঙ্গুলপঞ্ঞা—দুই অঙ্গুল প্রস্থ প্রজ্ঞা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দুই অঙ্গুল পরিমিত প্রজ্ঞা। ⇒ **দুবঙ্গুল**।

দুবঙ্গুলবুদ্ধিক = **দুবঙ্গুলপঞ্ঞা**। ⇒ **দুবঙ্গুলপঞ্ঞা**।

দুবদ্ধতো—দুই দিক হইতে (কমিয়া যাওয়া অর্থে)। = **দুভতো**।

দুবস্স—দুই বৎসরের, দুই বৎসর হইয়াছে এমন।

দুবিজ ১ দাঁত, দন্ত। দাঁত (প্রথম একবার তৎপর উহা পড়িয়া পুনর্বার উঠে, এইরূপে) দুইবার উঠে বলিয়া "**দুবিজ**"। ২ পক্ষী। ৩ ব্রাহ্মণ। = **দিজ, দ্বিজ**। ⇒ **দ্বি**।

দুবিঞ্ঞাপয (বিণ) অশিক্ষণীয়, অদম্য। (বিপ) **সুবিঞ্ঞাপয**।

দুবিধ (বিণ) দ্বিবিধ, দুই প্রকার, দুই ভাঁজ। (করণে) **দুবিধেন**। ⇒ **দুভ, দুভয, দুক, দুতিয**।

দুবে (বিণ, পুং, কর্তৃকারক "**দ্বি**" শব্দের বহুবচন) ১ দুই, দুই ব্যক্তি বা বস্তু। = **দ্বে**। (বিণ, স্ত্রী, বহুবচন) দুই দিক, দুইজন স্ত্রীলোক। = **উভয** (২)।

দুসনীযে—অপরাধ করিয়া। = **দুস্সনীযে, দোসনেয্যে**। ⇒ **দুস্সনীয**।

দুস্সস্স (বিণ) শস্য খারাপ হইয়াছে এরূপ, ফসল উৎপন্ন হয় নাই এরূপ। = **দুভিক্খা**।

দুস্স (ক্লী) ১ (সংস্কৃত—দূশ, দূষ্য) তাঁতে বুনা কাপড়, বস্ত্র, শ্বেতবস্ত্র, যে বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করা হয় নাই, পাগড়ির কাপড়, শরীরের উপরাংশের জামা কাপড় বা পোশাক পরিচ্ছেদের কাপড়। = **উত্তরীযং সাটকং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। ২ = **অমুস্স**। ⇒ **অমুস্স**। (তুলনীয়) **অমুক**। অর্থকথা বর্ণনায় "**দুস্স**" শব্দের অর্থ "**নিকট**" এবং "**অসম্মুস্স**"।

দুস্সংহর (বিণ) সংগ্রহ করা কঠিন, রাশিকৃত করা অথবা একত্রিত করা কষ্টসাধ্য। ⇒ **সংহর**।

দুস্সক = **দূসক**। ⇒ **দূসক**।

দুস্সকরণ্ডক (পুং) বস্ত্রাদি পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার সিন্দুক বা পেটরা, বস্ত্র রাখার বাক্স।

দুস্সকোট্ঠাগার (ক্লী) কাপড়চোপড় বা পোশাক-পরিচ্ছেদের ভাণ্ডার কক্ষ।

দুস্সগহণ (ক্লী) পোশাকপরিচ্ছদ ধারণ বা পরিধানকরণ। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দুস্সগহণ মঙ্গল**—পোশাকপরিচ্ছদ পরিধানের উৎসব।

দুস্সগহণমঙ্গল (ক্লী) ছেলেদের প্রব্রজ্যা দানের মঙ্গলোৎসব। ⇒ **দুস্সগহণ, মঙ্গল** (ক্লী)।

দুস্সজ্জর (বিণ) দুর্সংগ্রহ, সংগ্রহ করা দুরূহ বা কষ্টকর, যাহা সহজে সংগ্রহ করা যায় না। = **দুস্সংহর**।

দুস্সচালনী (স্ত্রী) কাপড়ের ছাকনি, কাপড় দ্বারা তৈয়ারি চালুনি বা ঝাঁঝরি। (তুলনীয়) **সণ্হ**। ⇒ **চালনী**।

দুস্সত (বিণ) [দুস+সত] অমনোযোগী, মনোযোগ দেয় না এমন অথবা মনোযোগ দেওয়া যায় না এমন, দুপরিজ্ঞেয়, লক্ষ্য করা দুরূহ। (বিপ) **সুস্সত**। ⇒ **সত** [বিণ (১)]।

দুস্সতি (ক্রি) [√দুস+য] কুপিত করা বা হওয়া, দোষী হওয়া, ক্রোধ করা, অপরাধ করা, পীড়া দেওয়া, অসন্তুষ্ট করা, বিরক্ত হওয়া, পাপ করা, ভ্রষ্ট হওয়া, নৈতিক অবনতি হওয়া, দূষিত করা বা হওয়া, বিকৃত হওয়া, নষ্ট হওয়া, ভুল করা, অন্যায় করা। **দোসনেয্যে ন দুস্সতি**। (অতীত) **দিস্সি**। (অ-বিণ) **দুট্ঠ**। (ক্রি-বি) **দুস্সিত্বা**। (করণে) **দূসেতি**। ⇒ **দোস** (১), **দেসনিয, পদুস্সতি**।

দুস্সদ্ধপয (বিণ) [দু+সদ্ধপয] অবিশ্বাসী, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

দুস্সন (ক্লী) পাপাচার করণ, অপরাধকরণ, অনিষ্টকরণ, দোষ, পচন, বিকৃতি, পাপ, পচাবস্তু, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্টকরণ, অপচার, নৈতিক অবনতি, ক্রোধ, অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, পাপাসক্তি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **রজ্জন দুস্সন মযহন**। ⇒ **দুস্সতি**।

দুস্সনা (স্ত্রী) = **দুস্সন**। ⇒ **দুস্সন**।

দুস্সনীয (বিণ) দোষনীয়, দোষী, অপরাধজনক, পাপজনক, ক্রোধান্বিত, ক্ষতিকর, অপমানজনক, বিরাগভাজন, অবমাননাকর, ঘৃণার্হ, ঘৃণ্য, ঘৃণাব্যঞ্জক, মন্দ, অসৎ, অমঙ্গল বা দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর। (যৌগিকে) **দুস্সনীয রজনীয**; (তুলনীয়) **রাগ দোস মোহ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুসনীযে (দুস্সনীযে দোসনেয্যে) দুস্সতি**।

দুস্সন্ধারিয (বিণ) ফিরাইয়া রাখা অসাধ্য, যাহা ফিরাইয়া রাখা অথবা ফেরত রাখা যায় না।

দুস্সপট্ট (ক্লী) সাদা কাপড়ের পাট, মাথার পাগড়ির বস্ত্র। = **সেতবত্থ-পট্ট** (বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়)। ⇒ **পট্ট** (৩)।

দুস্সফল (ক্লী) (ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা দ্বারা নির্মিত) গাছের ফলস্বরূপ বস্ত্র। (তুলনীয়) **কপ্পরুক্খ**—কল্পবৃক্ষ। ⇒ **ফল** (১)।

দুস্সময (বিণ) বস্ত্রময়, কেবল কাপড়ময়, কাপড় দ্বারা তৈয়ারি, বস্ত্রে পরিপূর্ণ, বস্ত্র আছে এমন, সাদা কাপড়ে ভরা। ⇒ **ময** (২)।

দুস্সযুগ (ক্লী) এক প্রস্থ পোশাকপরিচ্ছদ বা সাজ-পোশাক, এক জোড়া চীবর, যুগ্মচীবর, চীবর বা বস্ত্রদ্বয়। = **সাটকযগ, বত্থযুগ**। ⇒ **যুগ** (২)।

দুস্সরতন (ক্লী) পোশাক-পরিচ্ছদরূপ রত্ন অর্থাৎ মসৃণ বা বহুমূল্য বস্ত্র, অতিমসৃণ বা সূক্ষ্ম বস্ত্র, অতি উত্তম বা

উৎকৃষ্ট বস্ত্র। ⇒ **রতন** (১খ)।

দুস্সবট্টি (স্ত্রী) ফুঁপি দ্বারা শোভিত বা ঝালরযুক্ত সূতিবস্ত্র, গুটানো বা জড়ানো বস্ত্র, কাপড়ের ঝালর বা প্রান্তবর্তী অংশ। ⇒ **বট্টি** (৪)।

দুস্সবেণি (স্ত্রী) ভাঁজ করা সূতিবস্ত্র। = **দুস্সবেণী**।

দুস্সবেণী (স্ত্রী) = **বেণী, দুস্সবেণি**। ⇒ **বেণী** (৩ক), **দুস্সবেণি**।

দুস্সস্স (বিণ) [দু+সসস] ফসল ভাল লাভ হয় নাই এরূপ। (ক্লী) মন্দ ফসল, খারাপ ফসল। ⇒ **সস্স**।

দুস্সহ (বিণ) [দু+সহ] দুঃসহ, অসহ্য, যাহা অতি কষ্টে সহ্য করিতে পারা যায়, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, যাহা সহ্য করিতে অক্ষম বা অসমর্থ।

দুস্সাসন (ক্লী) দুঃশাসন, অসৎ নীতি, দুঃসংবাদ, মিথ্যাধর্ম। (বিপ) **সুসাসন**।

দুস্সিক—কাপড়ের ব্যাপারী, বস্ত্রবিক্রেতা।

দুস্সিসত্তু (ক্লী) = **দুস্সনা**। ⇒ **দুস্সনা**।

দুস্সীল (বিণ) দুঃশীল, দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাববিশিষ্ট, অসৎ স্বভাবের, যাহার নৈতিক চরিত্র ভাল নহে, দুষ্ট, দুরাচারী। (বিপ) **সুসীল**। ⇒ **সীল** [১(বিণ)]।

দুস্সীলিয (ক্লী) দুরাচার, অখ্যাতি। (বিপ) **সাধুসীলিয**।

দুস্সীল্য (ক্লী) দুঃশীলতা, অসৎ চরিত্র। ⇒ **সুরত**।

দুস্সুত (বিণ) শ্রুতিকটু, শুনিতে বিরস, শ্রবণের অনুপযোগী। (বিপ) **সুস্সুত**।

দুস্সুপিন (ক্লী) দুঃস্বপ্ন, নিরানন্দজনক স্বপ্ন।

দুস্সেয = **অদুবভন্তু**। ⇒ **দুবভতি**।

দুহ (বিণ) (দুধ) দোহন করে এমন, দুহ্য, দোহনের যোগ্য, নমনীয়, একগুঁয়ে নয় এমন, বশ্যতা স্বীকার করে এমন, দিতে স্বীকৃত, মানিয়া নিয়াছে এমন, প্রদত্ত, স্থাপিত, রক্ষিত। (জাতক) **কামদুহ**।

দুহতি (ক্রি) [√দুহ+অ] (দুধ) দোহন করা। = **দোহতি**। (অতীত) **দুহি**। (অ-বিণ) **দুদ্ধ**। (ব-বিণ) **দুহমান**। (ক্রি-বি) দুহিত্বা। (কর্মবাচ্যে) **দুয্যহতি**।

দুহৃদয (বিণ) দুষ্টমনা, যাহার মনে কুভাব বা অসদ্ভাব পোষণ করে, যাহার মনোভাব অপরের অনিষ্ট চিন্তায় রত।

দুহন (বিণ) যে আঘাত করে বা পীড়া দেয়, প্রবঞ্চনাকারী, কপটী, বিশ্বাসঘাতক, গোপনে অনিষ্টকারী বা ক্ষতিকারী, যে বিরক্ত করে বা উত্তক্ত করে, যে হয়রান করে বা ক্লেশ দেয়, যে ব্যক্তি গমনাগমন করে। (ক্লী) ১ দহনকরণ। ২ ডাকাইতি, দস্যুবৃত্তি, পথে ওৎ পাতিয়া থাকা, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি বা রাহাজানি করিবার জন্য লোক গমনাগমনের পথে গোপনে অপেক্ষাকরণ। (জাতক) **পন্থদুহন**। (তুলনীয়) **মগ্গদূসিন**।

দুহর (বিণ) [দু+হর] যাহা লওয়া বা গ্রহণ করা যায় না, যাহা যাইয়া আনা যায় না, যাহা পাওয়া যায় না, যাহা বিক্রীত হয় না। ⇒ **হর**।

দুহিতা (স্ত্রী) দুহিতা, কন্যা, পুত্রী।

দুহিতিক (বিণ) দস্যুদের দ্বারা বিরক্ত বা উত্তক্ত হইয়াছে এমন, চোরকর্তৃক উৎপীড়িত বা উপদ্রুত, চোরগণ দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত, নানাপ্রকার বিপদে পরিবেষ্টিত, বিপদগ্রস্ত, বিপদাবদ্ধ। (সংযুক্ত নিকায়) **মগ্গদুহিতিক**। (তুলনীয়) **দীহিতিক**।

দুহিতু (স্ত্রী) দুহিতা, কন্যা, পুত্রী।

দুহিতু পতি (পুং) কন্যার স্বামী, জামাই, জামাতা। = **জামাতর**।

দূ (উপসর্গ পদে) = **দু**। ⇒ **দু** (১)। "**দূ**" শব্দের পূর্বে বসিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যেমন—**দূরক্খ**।

দূত ১ (পুং) দূত, বার্তাবহ, সন্দেহহর, চর, শাসনহর, সংবাদবাহক। (সূত্রনিপাত) **রাজদূত**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেবদূত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দূতং পাহেতি**—দূত প্রেরণ করে বা সংবাদবাহক পাঠায়। ২ (ক্লী) খেলা, ক্রীড়া, কৌতুক, বাজি, খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শিখার, আমোদার্থ ব্যায়াম, মতলব, ফন্দি, অনুসৃত উদ্দেশ্য, জুয়া বা পাশা খেলা।

দূতযুগ (পুং) দূতযুগল, সংবাদবাহক বা সংবাদিক যুগল। ⇒ **যুগ** (২)।

দূতবিপ্পহিত (ক্লী) দূত প্রেরণ। (বিণ) দূত প্রেরিত। ⇒ **বিপ্পহিত**।

দূতী (স্ত্রী) দূতী, বার্তাবাহিনী, কূটনি, যে স্ত্রীলোক সংবাদ আনা নেওয়া করে।

দূতেয্য (ক্লী) দূত্য, দূতের কার্য, দূতের ধর্ম, সংবাদ, আদেশ, ভারার্পিত কার্য, (অন্যায় কাজ) সম্প্রদান, পরওয়ানা, দালালি, দস্তুরি, কোন কার্য সাধনার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আয়োগ, (কাহাকেও) অর্পিত কর্মভার এবং তাহার ক্ষমতা, বার্তা, বাণী, সংবাদ বাহন। (বিনয়) **দূতেয্যং গচ্ছতি**—দ্যূতকার্যে গমন করা বা বার্তা লইয়া যাওয়া; **দূতেয্যং হরতি**—পরওয়ানা লইয়া যাওয়া।

দূতেয্যকম্ম (ক্লী) দূতকর্ম, দূত্যকার্য, বার্তাবাহকের কার্য, সংবাদবাহকের কার্য।

দূতেয্য পহিণ গমন—সংবাদ লইয়া প্রেরিত সংবাদ বাহকের গমন, প্রেরিত বার্তাসহ বার্তাবাহকের গমন।

দূভ (বিণ) প্রতারণা করে এমন। = **দুবভ, দূভিন**।

দূভক ১ (বিণ) (সংস্কৃত—দম্ভক) প্রতারক, প্রতারণাকারী, ভ্রান্তকারী, ফাঁকিদার, হতাশ করে এমন, বিশ্বাসঘাতক, অবিশ্বাসী, দ্রোহী, বিরুদ্ধাচরণকারী, অবিশ্বাসে ভরা, দেখিতে ভাল কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না এমন, অনিষ্টকর, হানিজনক। (সূত্রনিপাত অথকথা) **মিত্তদূভক**। ২ (ক্লী) (সংস্কৃত—দম্ভ) হীরক, হীরা।

দূভতি (ক্রি) = **দুবভতি**। ⇒ **দুবভতি**।

দূভন (ক্লী) প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, লুণ্ঠন, লুঠপাট, দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতি, চুরি, অপহরণ। = **দুহন**।

দূভিকা (স্ত্রী) প্রতারণাকারিণী, অবিশ্বাসিনী। ⇒ **দূভক**।

দূভিন (বিণ) = **দুব্‌ভিন**। ⇒ **দুব্‌ভিন**।

দূভী (স্ত্রী) দ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা। = **অপরাধ**।

দূভেয্য = **দুব্‌ভেয্য**। ⇒ **দুব্‌ভেয্য**।

দূর (বিণ) দূর, অসন্নিকৃষ্ট, অত্যন্ত, গাঢ়, অগোচর, দীর্ঘ, দূরস্থ, দূরবর্তী, অভিপ্রায়, বিরুদ্ধ, পৃথক, অনালাপী, অস্পষ্ট, দূর সময়ের, দূর স্থানের, দূর সম্পর্কীয়, আদিম, প্রাথমিক, বিভিন্ন, অসংলগ্ন, সামান্য, পরোক্ষ। (বিপ) **আসন্ন, সন্তিক**। (ক্লী) অন্তর, ব্যবধান, দূরত্ব। = **দূরীভাব** (পেতবথু অর্থকথা)। (করণকারকে ক্রি-বিণ) **দূরংদূরে**। (অপাদান কারকে) **দূরতো**—দূর হইতে, দূরে পৃথকভাবে অবস্থান হইতে; = **দূর দূরতো** (জাতক); (পেতবথু অর্থকথা) **দূরতো করোতি**—(কোন বিষয়াদি) হইতে দূরে থাকা বা পৃথক থাকা। (অধিকরণ কারকে) **দূরে**—দূরে, ব্যবধানে অর্থাৎ এই স্থান হইতে দূরে; = **আরা**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দূরে পাতিন**।

দূরং (ক্রি-বিণ) দূরে, ব্যবধানে। ⇒ **দূর** (ক্লী)।

দূরকন্তন (বিণ) কর্তন করা বা কাটা কষ্টসাধ্য, যাহা কাটিতে বা ছিন্ন করিতে পারা যায় না, দুশ্ছেদ্য। "**দূরকন্তন**" শব্দের ব্যবহার কি "**দূরাকন্তন**" শব্দের পরিবর্তে?)।

দূরক্‌খ (বিণ) [দূ+রক্‌খ] যাহা সহজে রক্ষা করা যায় না, দুর্রক্ষণীয়। = **দুরক্‌খ**। (থেরগাথা অর্থকথা) **দূরক্‌খ কথা; রুক্‌খ-দূরক্‌খ**।

দূরগত (বিণ) বহুদূরে গমন করিয়াছে এমন, বহুদূরে গত। = **পরলোকগত** (পেতবথু অর্থকথা)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দূরাগত**।

দূরগম = **দূরঙ্গম**। ⇒ **দূরঙ্গম**।

দূরঘুটঠ (বিণ) বিশ্ববিখ্যাত, জগতপ্রসিদ্ধ, যার যশ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহুদূর পর্যন্ত (যাহার) সুখ্যাতি ঘোষিত। = **বিসসুত**। **দূরঘুটঠ বারাণসী**—জগদ্বিখ্যাত বারাণসী। ⇒ **ঘুটঠ**।

দূরঙ্গম (বিণ) [দূরং+গম] দূরে গমন করে এমন, দূরে নিয়া যায় এমন, এখানে সেখানে গমন করে এমন, দূরদেশে গমন করে এমন।

দূরঞ্জিত বন্ন = **দুরঞ্জিতবন্ন**। ⇒ **দুরঞ্জিতবন্ন**।

দূরতো (ক্রি-বিণ) দূর হইতে। ⇒ **দূর** (ক্লী)।

দূরত্ত (ক্লী) দূরত্ব, ব্যবধান। (বিণ) [দু+রত্ত] ঈষৎ লালবর্ণের। (মধ্যম নিকায়ে) **দূরত্তবন্ন**।

দূরত্তবন্ন (ক্লী) ঈষৎ লালবর্ণ। (বিণ) ১ ঈষৎ লালবর্ণের। ⇒ **দূরত্ত** (বিণ)। ২ রঞ্জিত করা কষ্টকর, রং দেওয়া দুরূহ, যাহাকে রঞ্জিত করা যায় না। ⇒ **রত্ত** (১ক), **দুরত্ত**।

দূরত্ত্বন্ন = **দূরত্তবন্ন**। ⇒ **দূরত্তবন্ন** [বিণ(১)]।

দূর দূরতো—অতি দূরবর্তী স্থান হইতে। = **দূরতো**। ⇒ **দূর** (ক্লী)।

দূরম (বিণ) উপভোগ করা যায় না এমন, উপভোগের অনুপযুক্ত, যাহা আনন্দদায়ক নহে, অতৃপ্তিকর, আমোদজনক নহে এমন। (ক্লী) পরিতৃপ্তির অভাব, নিরানন্দজনক অবস্থা, আমোদহীন অবস্থা, সন্তুষ্টির অভাব। ⇒ **রম**।

দূরবত্তিন = **দূরবিহার**। ⇒ **দূরবিহার**।

দূরবিহার (বিণ) দূরে অবস্থানকারী, দূরদেশে বা দূরবর্তী স্থানে অবস্থানকারী, দূরদেশী, বিদেশী, ভিক্ষুর অবস্থানের জন্য যে দূরবর্তী বিহার নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ⇒ **বিহার** (৩ক)।

দূরাগত (বিণ) দূরাগত, দূর হইতে আগত, দূরদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। ⇒ **দূরগত**।

দূরীভাব (পুং) দূরত্ব, সময় বা স্থানের দুই প্রান্তের বা সীমার মধ্যবর্তী সময় বা স্থান। ⇒ **দূর** (ক্লী)।

দূরূপ (বিণ) বিশ্রী, কুৎসিত, কদাকার।

দূরূপক (ক্লী) বিশ্রী মূর্তি, যে মূর্তি দেখিতে কুৎসিত। ⇒ **রূপক**।

দূরে (উপসর্গ, ক্রি-বিণ) দূরে। ⇒ **দূর** (ক্লী)।

দূরেপাতিন (বিণ) যে ব্যক্তি ধনুর তীর অথবা বন্দুকের গুলি ছুড়িয়া দূরে লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারে, দূরে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন, দূরে নিক্ষিপ্ত, যে ব্যক্তি ঢেলা ইত্যাদি কোন বস্তু ছুড়িয়া দূরবর্তী অন্য বস্তুকে বিদ্ধ বা আঘাত করিতে পারে। ⇒ **অক্‌খণবেধিন**, **দূর** (বিণ), **পাতিন**।

দূসক (বিণ) প্রদুষ্ট, দূষক, দুষ্কর্মকারী, অনিষ্টকারী, যে ব্যক্তি দোষ দেয় বা দোষ দেখাইয়া দেয়, বিকৃতকারী, দোষী, দূষিত করে বা হয় এমন, পচাইয়া ফেলে বা পচিয়া যায় এমন, যে ব্যক্তি দোষ ধরিয়া দেয়, যে ব্যক্তি দোষ জন্মায়, যে ব্যক্তি দোষযুক্ত করিয়া দেয়, নষ্ট করে বা হয় এমন, উৎকোচ প্রদান করে বা গ্রহণ করে এমন, যে ব্যক্তি নিন্দিত করে বা অপবিত্র করে, যাহার সংস্রবে অপবিত্র হইয়া যায়, ভ্রমপূর্ণ, লজ্জিত, অপমানিত, হীন, যে ব্যক্তি কলুষিত করে বা অপবাদ দেয়, দুষ্ট, দোষযুক্ত, অপবিত্র, অধার্মিক, অধম, দুষ্টাচারী, নিন্দনীয়, যাহার দুর্নাম হইয়াছে, অপরিষ্কারক, যার অপবাদ বা অখ্যাতি হইয়াছে, লুণ্ঠনকারী, ডাকাইত, দস্যু, চোর, বিদ্রোহী, অবাধ্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভিক্‌খুনী দূসক**। (সূত্রনিপাত) **কুলদূসক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুটিদূসক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পন্থদূসক**। = **দুস্‌সক**। (জাতক) **কম্মদূসক**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মিত্তদুস্‌সক**।

দূসন (ক্লী) দূষণ, দোষ, দোষ দেওয়া, দোষ দেখানো, দোষ ধরিয়া দেওয়া, দোষ জানানো, দোষযুক্ত করিয়া দেওয়া, নিন্দিত বা অপবিত্র করণ, ধর্ষণ, দূষক, পচন, বিকৃতি, পচাবস্তু, পাপ, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা সম্পর্কে) অপকৃষ্ট করণ, অপচার, নৈতিক অবনতি, অপবিত্রতা, ভ্রষ্টতা, নষ্টকরণ, অপবিত্রকরণ। ⇒ **দূসেতি**।

দূসযি (অতীত ক্রিয়া) বিনষ্ট হইয়াছিল। ⇒ **দূসেতি**।

দূসিকা (স্ত্রী) ১ প্রদুষ্টা নারী। ২ নেত্রমল, তুলিকা, পিচুটি। (বিণ) ভ্রষ্টা, দোষকারিণী, পাপিনী, যে স্ত্রীলোক নিন্দনীয় কার্য করে। = **দূসক**।

দূসিত (বিণ) দূষিত, উপহত, নিন্দিত, কলুষিত, দোষপ্রাপ্ত, সদোষকৃত, মৈথুনাপবাদযুক্ত, ক্ষতিকর, প্রবঞ্চনামূলক, বিয়োগজনিত, বিচ্ছেদজনক, ক্ষতিকারক, পাপী, পাপে রত, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, মন্দ, অসৎ, অমঙ্গল বা দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দূসিত চিত্ত**। ⇒ **দূসেতি**।

দূসিতচিত্ত (বিণ) কলুষিত চিত্তের, দুষ্ট মনযুক্ত, দূষিত মনের সহিত। ⇒ **দূসিত**।

দূসিন (বিণ) = **দূসক**। ⇒ **দূসক**।

দূসিযা (স্ত্রী) দোষকারিণী স্ত্রীলোক। = **দূসিকা, দোসকারিকা**।

দূসেতি (ক্রি) [√দুস+এ] লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, পণ্ড করা, নষ্ট করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, সমল করা, কলুষিত করা, দূষিত করা, কলঙ্কিত করা, অপবিত্র করা, বলাৎকার করা, দুর্নাম করা, অপবাদ দেওয়া, অখ্যাতি করা, মন্দ ব্যবহার করা, নাশ করা, ধ্বংস করা, উচ্ছেদ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, পীড়া দেওয়া, ব্যথা দেওয়া, আঘাত করা, ক্ষতি করা, অহিত করা, অপকার করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা, অপবিত্র করা, কলুষিত করা। (বিনয়) **মংসো দূসেতু কামো**—(ভিক্ষুণী বলিলেন) সে আমাকে দূষিত করিতে চায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দূসেতুং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুটিং দূসেতি**—পর্ণশালাখানির অনিষ্ট করে অথবা পর্ণশালাখানি ধ্বংস করিয়া ফেলে। (অতীত) **দূসেসি, দূসযি**। (অ-বিণ) **দূসিত**। (ব-বিণ) **দূসেন্তু, দূসযমান**। (ক্রি-বি) **দূসেত্বা**। (তুলনীয়) **পদূসেতি, পরিদূসেতি**।

দূসেতুকাম (বিণ) ক্লেশ প্রদানের ইচ্ছুক, পীড়ন করার ইচ্ছুক, বিরক্ত করার বা অসুবিধায় ফেলার ইচ্ছুক।

দূহন (ক্লী) ১ দস্যুবৃত্তি, ডাকাতি, অপবিত্র করণ, অবিশুদ্ধতা, অপরিচ্ছন্নতা, অপহরণ, চুরি, উত্ত্যক্তকরণ, বিরক্ত করণ, হয়রান করণ, উৎপীড়ন, কু-উদ্দেশ্যে গমনাগমন করণ, দুর্নামকরণ, অপযশ বা অখ্যাতিকরণ, অপবাদ করণ। = **দুহন** [ক্লী (২)]। ২ দোহন, দুগ্ধ দোহন। (সূত্রনিপাত) **কুম্ভদূহন**।

দূহিতিক (বিণ) = **দুহিতিক**। ⇒ **দুহিতিক**।

দূহীতিক = **দুহিতিক**। ⇒ **দুহিতিক**।

দে (বিণ) ২, দুই। "দে" শব্দ অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন—**দেজ্ঝ, দেপথ, দেচতুরঙ্গ,** ইত্যাদি। = **দ্বে**।

দেচতুরঙ্গ = **দ্বেচতুরঙ্গ**। ⇒ **দ্বেচতুরঙ্গ**।

দেজ্ঝ (বিণ) দুই ভাগে বিভক্ত, দ্বি ভাগ করা। = **দ্বেজ্ঝ** (বিণ)।

দেড্ডুভ (পুং) (সংস্কৃত—দুণ্ডুভ) জলে বাসকারী সর্প, ঢোরা সাপ, সরীসৃপবিশেষ, সালামান্ডার। ⇒ **দেড্ডুভক**।

দেড্ডুভক (পুং) ১ একজাতীয় সর্প। ⇒ **দেড্ডুভ**। ২ একপ্রকার কটিবন্ধ বা কোমরবন্ধ যাহার প্রান্তভাগ সর্পের মস্তকের ন্যায়। (বিনয় বর্ণনায়) **উদক-সপ্পি-সির-সদিস**।

দেণ্ডিম (পুং) একপ্রকার দামামা, ভেরি। (তুলনীয়) **দিণ্ডিম**। = **পটাহ ভেরী**।

দেণ্ডিমক = **দেণ্ডিম**। ⇒ **দেণ্ডিম**।

দেতি (ক্রি) [√দা+এ] দেওয়া, দেয়, প্রদান করা, দান দেওয়া, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, ঔষধ সেবন করায়, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানান, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা। (অতীত) **অদাসি**। (অ-বিণ) **দিন্ন**। (ব-বিণ) **দেন্ত**। (ভ-বিণ) **দাতব্ব**। (ক্রি-বি) **দত্বা**। = **দদাতি**।

দেতুভবং—পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা বা দান দেওয়া হউক। ⇒ **যজতু**।

দেপথ = **দ্বেপথ**। ⇒ **দ্বেপথ**।

দেপিচ্ছ (বিণ) পুচ্ছ বা লেজে দুইটি মাত্র পালক আছে এমন। = **দ্বেপিচ্ছ**।

দেপিটিক = **দ্বেপিটিক**। ⇒ **দ্বেপিটিক**।

দেভাব। = **দ্বেভাব**। ⇒ **দ্বেভাব**।

দেমাসিক = **দ্বেমাসিক**। ⇒ **দ্বেমাসিক**।

দেয্য (বিণ) দেয়, দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত, দিবার, দিবার মত, যাহা দেওয়া উচিত, দেওয়া কর্তব্য, দেওয়া আবশ্যক, প্রদত্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **রাজদেয্য**। (ক্লী) দান, উপহার, বলি বা পূজা, নৈবেদ্য, প্রদান, প্রস্তাবন। (বিনয়) **সদ্ধাদেয্য**।

দেয্যধম্ম (ক্লী) দান উপঢৌকন, উপহার, পুণ্যার্থে দানকার্য, ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে পুণ্যার্থে দানকার্য সম্পাদন, দানীয় সামগ্রী; (সাহিত্যে) প্রকৃতিদত্ত গুণ, পূর্ব পূর্ব অর্জিত পুণ্যের ফলস্বরূপ গুণ; (সংযুক্ত নিকায় বর্ণনায়) দয়ার দান, পূর্ব পূর্ব পুণ্যফলে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা দান, পুরস্কারের যোগ্য দান, প্রশংসনীয় বা সম্মানার্হ পুরস্কার। = **দান**। দানীয় সামগ্রী, যথা—**অন্ন, পান, বত্থ, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, সেয্য, আবসথ, পদীপেয্য**। এতদ্ব্যতীত দানীয় সামগ্রী—(পেতবত্থু) **গন্ধা, মালা, বত্থ; ছত্ত,**

গন্ধা, মালা, উপাহনা; (জাতক) **মালা, গন্ধা, বত্থ, কপ্পূর, কটুকম্ফলানি;** (জাতক) নানা প্রকার সুগন্ধি দানীয় বস্তু, যথা—**গন্ধা, ধূপ, চুন্ন, কপ্পূর; বাস, চুন্ন, ধূপনাদি গন্ধা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সদ্ধা দেয্যধম্ম।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেয্যধম্মবীজ।** "**দেয্যধম্ম**" বলিলে ভিক্ষুসঙ্ঘকে চৌদ্দ প্রকার দানীয় বস্তু দান দেওয়াকেই বুঝায়। চৌদ্দ প্রকার, দানীয় বস্তু, যথা—**১ চীবর, ২ পিণ্ডপাত, ৩ সেনাসন, ৪ গিলান-পচ্চয়-ভেসজ্জ-পরিক্খার, ৫ অন্ন, ৬ পান, ৭ বত্থ, ৮ যান, ৯ মালা, ১০ গন্ধা, ১১ বিলেপন, ১২ সেয্য, ১৩ আবসথ, ১৪ পদীপেয্য।**

দেয্যধম্ম বীজ (ক্লী) দানস্বরূপ বীজ, পূর্ব পূর্ব পুণ্যজনিত বীজ। ⇒ **দেয্যধম্ম।**

দের = দু। ⇒ **দু।** "**দের**" শব্দ নামমাত্র যৌগিকে অন্য শব্দের আদিতে বসিয়া ব্যবহৃত হয়।

দেব (পুং) আনন্দদায়ক ক্রীড়া এবং আমোদ-প্রমোদ অর্থে √দিব ধাতুতে দুই প্রকার "**দেব**" শব্দ সিদ্ধ হয়, যেমন—**১ দিব্বন্তী'তি দেবা, পঞ্চহি কামগুণেহি কীলন্তি** অর্থাৎ পঞ্চকাম গুণে প্রমত্ত থাকে এই অর্থে √দিব ধাতু যোগে 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। **২ অত্তনো বা সিরিয়া জোতন্তী'তি দেব**—আপন দেহ হতে শ্রী বা জ্যোতি নির্গত হয়—এই অর্থে √দিব ধাতু যোগে 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হয় (খুদ্দকপাঠ অট্ঠকথা)। **১ক** একবচনে অর্থ:—দেব, দেবতা, সুর, দেবত্ব বা দেবসত্ত্ব। প্রধানত প্রথম স্বর্গ বা দেবস্থান বলিলে বুঝায় "ত্রয়োস্ত্রিংশ দেবলোক" অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র শাসিত স্বর্গস্থান। তদনিম্নস্থ দেবগণও আছেন, যেমন—**চাতুম্মহারাজিকা দেবা, দেব অঞ্ঞতরা, রুক্খ-দেবতা,** ইত্যাদি। (মধ্যম নিকায়) **দেবো বা মারো বা ব্রহ্মা বা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেবো বা ভবিস্সামি দেব অঞ্ঞতরো বা'তি**— আমি দেবতা হইব অথবা তদনিম্নস্তরের যে কোন দেবতা হইব। (সূত্রনিপাত) **কে নু দেবো বা ব্রহ্মা বা ইন্দো বাপি সুজম্পতি।** (ধর্মপদ) **দেব, গন্ধব্ব, মার, ব্রহ্মা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পুগ্গলো দেবো হোতি দেবপরিবারো** ইত্যাদি। (পেতবত্থ অর্থকথা) **যক্খো বা দেবো বা।** সাধারণত "**দেব**" তিন প্রকার, যথা—**সম্মুতি দেব, বিসুদ্ধি দেব, উপপত্তি দেব।** খ বহুবচনে:—**দেবা**—দেবগণ অর্থাৎ ২৬ প্রকার দেবলোক এবং রূপারূপ ব্রহ্মলোকের অধিবাসী সত্ত্বগণ। ⇒ **ব্রহ্মকায়িক দেবা। সক্কো দেবানং ইন্দো;** (বিপ) **বেপচিত্তি অসুরিন্দো** (সংযুক্ত নিকায়)। নানাপ্রকার দেবতা অর্থাৎ "**অপমাণাভা দেবা**"; (বিপ) **পরিত্তাভা-দেবা** (মধ্যম নিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **আভাস্সরা দেবা; খিড্ডা পদোসিকা দেবা।** (সংযুক্ত নিকায়) **গন্ধব্ব-কায়িকা দেবা; চত্তারো মহারাজিকা দেবা; নরদেবা তিদসা।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভুম্মা দেবা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মনাপকায়িকা দেবা।** (দীর্ঘনিকায়) **মনো পদোসিকা দেবা।** (সংযুক্ত নিকায়) **বলাহক কায়িকা দেবা।** দেবগণের বিভিন্ন গুণ অর্থাৎ "**দেব আয়ুম্ম মাণা** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (সংযুক্ত নিকায়) **দীঘায়ুকা দেবা।** (মধ্যম নিকায়) **রূপিনো মনোময়া দেবা।** (দীর্ঘনিকায়) **সত্ত দেবা।** (সূত্রনিপাত) **দেব মনুস্সা। গ দেব = যম।** ⇒ **দেবদূত। ২** মেঘরাজ, মেঘ, জলধর, বলাহক, আকাশ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মেঘদেব। = **বলাহক, মেঘ, পজ্জুন্ন।** (বি-ভা) **দেবে বস্সন্তে**—বৃষ্টি বর্ষণ হইলে (অথবা) **দেবো বস্সতি**—বৃষ্টিপাত হয় বা বৃষ্টি পড়ে (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **দেবো'তি মেঘো।** (সূত্রনিপাত) **দেব বস্সতু কালেন**—মেঘরাজ যথাসময়ে বৃষ্টিপাত করুক। (সংযুক্ত নিকায়) **দেবো একমেকং ফুসায়তি**—মেঘ বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ করে অর্থাৎ পাতলা পাতলা বৃষ্টিপাত হয়; **থুল্ল ফুসিতকে দেবে বস্সন্তে**—যখন মেঘ বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা বর্ষণ করিল অর্থাৎ সুবৃষ্টি হইল; **বিগত বলাহকে দেবে**—যখন বর্ষণকারী মেঘ চলিয়া গেল অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফর্সা হইল অথবা বৃষ্টি কমিয়া গেল। ৩ (রাজার প্রতি সম্মানার্থে সম্বোধনে) দেব ! রাজা ! রাজন ! মহারাজ ! প্রভো ! মান্যবর ! ৪ "**দেব**" শব্দ নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়:—প্রভা, দীপ্তি, শোভা, উজ্জ্বলতা, শ্রী, গৌরব, চটক, জাঁকজমক, গতিশীলতা, সৌন্দর্য, লাবণ্য, বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, সুন্দর ব্যক্তি, সাধুতা, উৎকর্ষ, ধর্ম, দয়া, আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি, সৌভাগ্য, জ্ঞান, অনুগ্রহ, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিখ্যাত লোক। (বিপ) **অসুরা, পেতা, নেরযিকা সত্তা।**

দেব-অচ্ছরা = দেবচ্ছরা। ⇒ **দেবচ্ছরা।**

দেব-ইদ্ধি (স্ত্রী) দেবঋদ্ধি, দেবসদৃশ ঋদ্ধি, দেব প্রতিভা, দেব প্রভাব, দেবতার ন্যায় দিব্যক্ষমতা, দৈবশক্তি, দেবানুভাব। = **যসো।**

দেব-ইসি (পুং) দেবর্ষি, দেব সদৃশ ঋষি, দেবতা অথচ ঋষি, দৈবশক্তি সম্পন্ন ঋষি।

দেবক (বিণ) দেবতা সম্বন্ধীয় অথবা কোন বিশিষ্ট দেবতা সম্বন্ধীয়। (দীর্ঘনিকায়) **সদেবক লোক।** ⇒ **দেব মনুস্সলোক।**

দেবকঞ্ঞা (স্ত্রী) দেবকন্যা, পরী, বনদেবতা, দিব্যকন্যা, বিদ্যাধরী, অল্পবয়স্কা বালিকা, কুমারী কন্যা। ⇒ **কঞ্ঞা, অচ্ছরা** (২)।

দেবকায (পুং) দেবমণ্ডলী, কোন নির্দিষ্ট দেবমণ্ডলী।

দেবকুঞ্জর (পুং) দেব প্রধান, দেবশ্রেষ্ঠ, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহক ঐরাবত হস্তী, দেবকুঞ্জর।

দেবকুমার (পুং) দেবরাজ পুত্র, দেবপুত্র। = **দেবপুত্ত।**

দেবকুল (ক্লী) দেবকুল, দেবালয়, মঠ, পূজ্যস্থান, মন্দির, দেবজাতি, দেববংশ, দেবসমূহ।

দেবকুসুম (ক্লী) দেবকুসুম, লবঙ্গ।

দেবগণ (পুং, বহুবচন) দেবগণ, দেব সম্প্রদায়।

দেবগতি (স্ত্রী) দেবগতি, দেবতার ন্যায় গতি, দেবলোকে গতি, দেবলোকে গমন, দেবলোক প্রাপ্তি। = **সুগতি**।

দেবগৃহ—দেবগৃহ, দেবালয়, মন্দির, পূজ্যস্থান, কোন পূজার প্রতিষ্ঠান বা গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র ভজনালয়, উপাসনা গৃহ বা কক্ষ।

দেবগুণ (ক্লী) দৈবশক্তি, দেব প্রতিভা।

দেবচারিকা (স্ত্রী) দেবলোক ভ্রমণ, স্বর্গ ভ্রমণ, দেবগণকে পরিদর্শন।

দেবচ্ছরা (স্ত্রী) [দেব+অচ্ছরা] দেব অপ্সরা, স্বর্গীয় আনন্দদায়িনী স্ত্রীলোক, পরী, বনদেবী, বিদ্যাধর, অপ্সরা, বনদেবতা।

দেবঞ্ঞতর (বিণ) [দেব+অঞ্ঞতর] নিম্নস্তরের দেবতা, নীচশ্রেণীর কোনও এক দেবতা। (বি-ভা) **দেবা বা দেবঞ্ঞতরো বা**—দেবতা অথবা কোনও এক দেব অনুচর (সংযুক্ত নিকায়)।

দেবঞ্ঞতরা (পুং, বহুবচন) অপরাপর দেবগণ (অর্থাৎ দৈত্য, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, নাগ বা সর্প, বৃক্ষদেবতা, ভূমিবাসী দেবতা, চতুর্মহারাজিক দেবতা প্রভৃতি দেবগণ)।

দেবট্ঠান (ক্লী) দেবস্থান, স্বর্গীয় আসন, দেবালয়, দেবমন্দির, পূজ্যস্থান, দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত বা সমর্পিত স্থান।

দেবত (বিণ) ঈদৃশ গুণসম্পন্ন দেবতা আছেন এরূপ, যাহাকে পূজা দেওয়া হয়, পূজারী, পূজা করে এমন, ভক্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ব্রহ্মদেবত ব্রহ্ম গরুক**।

দেবতা (স্ত্রী) ১ দেবতা, স্বর্গের অধিবাসী সত্ত্ব বা প্রাণী, সুর, দেব-দেবী, দেব অবস্থা, দেবভাব, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মগুরু, পরী, সুন্দরী বালিকা। **দে+বতা = যেসং দেতি** অর্থাৎ যাঁহাকে দান দেওয়া হয়; **যে যেসং দক্খিণেয্যা তে তেসং দেবতা**—যে যাহার দান পাওয়ার যোগ্য সে তাহার দেবতা; এইরূপে পঞ্চপ্রকারের পঞ্চম গুলী বা পঞ্চ সমবায় পূজিত হয়, যথা—১ মুনিঋষি, ২ গৃহপালিত পশু, (হস্তী, অশ্ব, গরু, মুরগি, কাক), ৩ শারীরিক শক্তি ও উপাদান (অগ্নি, প্রস্তর ইত্যাদি), ৪ নিম্নশ্রেণীর দেবতা (**ভুম্মদেবা, নাগা, সুবন্না, যক্খা, অসুরা, গন্ধব্বা**), ৫ উচ্চশ্রেণীর দেবতা (প্রকৃত দেবলোকবাসী দেবতা, যথা—**মহারাজা, চন্দ, সুরিয, ইন্দ, ব্রহ্মা**); ইহাতে "দেব-দেবতা" এবং "**দিসা-দেবতা**" নামে "আকাশ দেবতার" আরও দুইটি যোগ করা যাইতে পারে। (বিমানবত্থু অর্থকথার আর একটি বর্ণনায়) **দেবতা'তি দেবপুত্তো পি ব্রহ্মা পি দেবধীতা পি বুচ্চতি**। বিভিন্ন দেবতার মধ্যে নিম্নোক্ত দেবতার নামও উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**রুক্খদেবতা** (মধ্যম নিকায়); (পেতবত্থু) **বত্থুদেবতা;** (মধ্যম নিকায়) **বনদেবতা;** (জাতক) **সমুদ্দদেবতা;** (বহুবচনে) **মহিদ্ধিকা দেবতা; সপুব্ব দেবতা; বলিপটিগ্গাহিকা দেবতা; সদ্ধায সমন্নাগতা দেবতা; বিপ্পটিসারিনিযো দেবতা**। ২ স্বামী দেবতা, পতিদেবতা। = **পতিদেবতা**।

দেবতা উপোসথ—দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা শ্রদ্ধা নিবেদনের নির্দিষ্ট দিন, দেবতা পূজার উদ্দেশ্যে উপোসথ পালনের দিন।

দেবতানুভাব (পুং) [দেবতা+অনুভাব] দেবশক্তির প্রভাব, দৈবশক্তির প্রতিভা, দৈবশক্তি, দেববল, দেবক্ষমতা। (তুলনীয়) **দিব্বানুভাব**।

দেবতানুস্সতি—দেবতানুস্মৃতি, দেবতা-সম্বন্ধীয় গুণ জপকরণ বা পুনঃপুন স্মরণকরণ, দশপ্রকার অনুস্মৃতি ভাবনার মধ্যে তৃতীয় অবলম্বনের বিষয়বস্তু। ⇒ **অনুস্সতি**।

দেবতা পরিভোগ (বিণ) দেবতা পরিভোগ্য, দেবভোগ্য, দেবতার পরিভোগের বা উপভোগের উপযুক্ত।

দেবতা পবিট্ঠ (বিণ, স্ত্রী) দেবী প্রবিষ্টা, দেবী আশ্রিতা, দেবীর অধিকারভুক্ত। ⇒ **যক্খাদাসী**।

দেবতাবলি--দেবপূজা, দেব অর্চনা, দেবতা পূজা, নিম্নস্তরের দেবতা পূজা, মাছ-মাংস ও ফলমূলাদি ভোজনেচ্ছু হীন দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্য। ⇒ **পঞ্চবলি**।

দেবতাভাব = **দেবত্তভাব**। ⇒ **দেবত্তভাব**।

দেবতারূপক (ক্লী) দেবগণের রূপরেখা বা আকৃতি, দেবতাগণের স্বরূপ বা প্রতিমূর্তি, দেববিগ্রহ, দেবমূর্তি। ⇒ **রূপক**।

দেবতি (ক্রি) [√দিব+অ] বিলাপ করা, খেদ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, শোক করা। = **পরিদেবতি**। (তুলনীয়) **পরিদেব**।

দেবত্ত (ক্লী) দেবত্ব, দেবভাব, দেবতার ধর্মগুণ বা অবস্থা। পেতবত্থু অর্থকথায় বলা হইয়াছে "**যক্খ**" সদৃশ "**দেবত্তভাব**"; (বিপ) **পেতত্তভাব**। "**দেবতাভাব**" শব্দের পরিবর্তে "**দেবত্ত**" শব্দ পাঠ হইয়াছে।

দেবত্তন (ক্লী) দেবত্ব, দেবকুলের অবস্থা। (বিপ) **পেতত্তন**। ⇒ **দেবত্ত**।

দেবত্তভাব (পুং) দেবত্ব, দেবকুলের অবস্থা। = **দেবত্ত**।

দেবদত্ত (বিণ) দেবতাকর্তৃক প্রদত্ত, দেবদত্ত। = **দেবদত্তিক**। (পুং) এক ব্যক্তির নামবিশেষ। দেবদত্ত ছিলেন দেবদহ রাজ্যের রাজা অঞ্জনের পুত্র সুপ্রবুদ্ধের (বা দণ্ডপাণির) পুত্র এবং সিদ্ধার্থের স্ত্রী গোপাদেবীর সহোদর ভাই। সুতরাং দেবদত্ত পিতৃপক্ষে যেমন সিদ্ধার্থের মাতুল ভাই স্ত্রীপক্ষেও তেমন শ্যালক ছিলেন। সিদ্ধার্থের অসংখ্য অসংখ্য জন্ম পূর্বে জাতকে উল্লেখিত "সেরীবাণিজ্য জাতকে" বর্ণিত ঘটনা হইতে দেখা যায়—দেবদত্ত সিদ্ধার্থের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের এই সিদ্ধার্থ জন্মেও দেবদত্তের শত্রুতা বর্তমান ছিল। অবশেষে সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধ নামে ধরাতলে প্রসিদ্ধ হইলে দেবদত্ত তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই প্রব্রজ্যা

জীবনেও দেবদত্ত স্বীয় আত্মপ্রসিদ্ধি লাভের জন্য শত্রুতা করিয়া বুদ্ধের বহুবার জীবনহানির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবদত্তের পাপ পরিপক্ব হইলে দেবদত্ত রোগশয্যায় মরণাসন্ন হইলেন। তখন তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়া শেষবারের মত বুদ্ধদর্শনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মহাপাপীর বুদ্ধদর্শন ঘটে না। বুদ্ধদর্শনে যাওয়ার সময়ে শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী হইলে অর্ধপথে মহাপৃথিবী দ্বিখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করে। দেবদত্ত প্রব্রজ্যার প্রথম জীবনে ধর্মানুরাগের সহিত যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি অনন্ত জন্মের পর এক সময় জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

দেবদত্তিক (বিণ) দেবদত্ত, দেবতার দেওয়া, দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত বা মঞ্জুরীকৃত, অদ্ভুত, অসাধারণ। = **দেবদত্তিয**।

দেবদত্তিয = **দেবদত্তিক**। ⇒ **দেবদত্তিক**।

দেবদারু (পুং) দেবদারু, দেবদারু গাছ, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

দেবদারুক = **দেবদারু**। ⇒ **দেবদারু**।

দেবদুন্দুভি (পুং, স্ত্রী) দেবদুন্দুভি, দেবঢক্কা অর্থাৎ মেঘগর্জন, বজ্রধ্বনি, দেববেরি বা স্বর্গীয় বাদ্যের শব্দ। ⇒ **দুন্দুভি**।

দেবদূত (পুং) দেবদূত, স্বর্গীয় দূত, যমদূত, মৃত্যুর বা মৃত্যুরাজের সংবাদবাহক। **দেবো'তি মঞ্ছু**। = **যমদূত**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তযো দেবদূতা**। (মহাবোধিবংস) **দেবদূত সুত্তন্ত**। ⇒ **দূত**।

দেবদেব (পং) দেবদেব, দেবাতিদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের পূজ্য দেবতা, (বর্ণনায়) বুদ্ধ। = **দেবাতিদেব**। ইহা থেরগাথায় "**কপ্পায়ন**" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

দেবদ্বার (ক্লী) দেবালয়ের দ্বার, স্বর্গের দুয়ার, রাজদ্বার, রাজধানীর বা নগর দ্বার। ⇒ **দ্বার** (১)।

দেবধম্ম (পুং) দেবধর্ম, দেবনীতি, দেবাচার, স্বর্গীয় ধর্ম, পাপে ভয়, যে নীতি বা আচার পালনে পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দেবধম্মিক (বিণ) দেবধর্ম পালনকারী, পাপে ভয়দর্শী। ⇒ **দেবধম্ম**।

দেবধীতা (স্ত্রী) দেবকন্যা, দেবী, স্ত্রীদেবতা। = **দেবকঞ্ঞা**। বিমানবত্থু অর্থকথায় "**বিমানপেত্তি**" সম্বন্ধেও "**দেবধীতা**" বলা হইয়াছে। ⇒ **দেবধীতু**।

দেবধীতু (স্ত্রী) যুবতী পরী, তরুণী বিদ্যাধরী, কিন্নরী, গন্ধর্বী, দেবকন্যা। ⇒ **দেবধীতা**।

দেবনগর (ক্লী) দেবনগর, দেবলোক, দেবভবন, স্বর্গ বা স্বর্গস্থান, মহানগরী, দেবশহর বা দেবগণের রাজধানী। (তুলনীয়) **যক্খনগর**। ⇒ **নগর**।

দেবনিকায (পুং) দেবনিকায়, দেবসম্প্রদায়, দেবতার শ্রেণী, উচ্চ-নীচ স্তরভেদে দেবতার জাতি, দেব সমবায়, দেবমণ্ডলী, স্বর্গীয় অবস্থা। দীর্ঘনিকায়ে ৬০ প্রকার দেব সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ⇒ **নিকায** (১)।

দেবপঞ্হ—দেবপ্রশ্ন, দেবতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অথবা দেবতাকর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, দৈববাণীকরণ, জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনা। = **দেবদাসিযা সরীরে দেবতং ওতারেত্বা পঞ্হ-পুচ্ছনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

দেবপব্বত (পুং, ক্লী) রাজকীয় পর্বত, রাজাকর্তৃক রক্ষিত অরণ্য (Reserve forest)।

দেব পরিযায—দেবতা সম্বন্ধে আলোচনা, দেবপর্যায়, দেবতা সম্বন্ধীয় উপদেশ। ⇒ **পরিযায** (৪)।

দেব পরিবার (পুং) দেব পরিষদ, দেব অনুচর, দেব পরিবার।

দেবপরিসা (স্ত্রী) দেব সভা, দেব সমাগম।

দেবপুত্ত (পুং) দেবপুত্র, আংশিক দেবতা, সেবাকারী বা সাহায্যকারী দেবতা, কার্যকারী দেবতা, আদেশ পালনকারী দেবতা, আজ্ঞাবহ দেবতা। "**দেবপুত্ত**" শব্দটি সাধারণত "**যক্খ**" (যক্ষ) সম্বন্ধেই বর্ণিত হয়, কিন্তু চারিজন সর্বপ্রধান দেবদূত-সম্বন্ধেও এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়—যাঁহাদের উপর উচ্চ শ্রেণীর দেবলোকের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত আছে, যেমন—"**যামাদেবা**" এর অধিনায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক "**সুযাম দেবপুত্ত**", "**তুসিতা দেবা**" এর অধিনায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক "**সন্তুসিত দেবপুত্ত**", "**নিম্মাণরতি দেবা**" এর অধিনায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক "**সুনিম্মিত দেবপুত্ত**", "**পরনিম্মিত বসবত্তীদেবা**" এর অধিনায়ক বা তত্ত্বাবধায়ক "**বসবত্তী দেবপুত্ত**"। এতদ্ব্যতীত জাতকে দৃষ্ট হয় "**জরা-জজ্জর দেবপুত্ত; ধম্ম দেবপুত্ত**"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যক্খোতি দেবপুত্তো**।

দেবপুত্তা সমাগম (পুং) দেব সমাগম, দেবগণের সভা, দেবসভা, দেব সম্মেলন।

দেবপুর (ক্লী) দেবপুর, স্বর্গরাজ্য, স্বর্গীয় নগর, দেবগণের নগর, দেবগণের শহর, দেবনগর, স্বর্গ, স্বর্গস্থান। = **সুদস্সন মহানগর** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ⇒ **পুরিনন্দ**।

দেবভব—স্বর্গীয় অস্তিত্ব, দেবত্ব স্বর্গস্থানে বা স্বর্গে অবস্থানকারী সত্ত্ব।

দেবভবন (ক্লী) দেবভবন, দেবালয়, স্বর্গ, দেবগণের আবাসস্থান বা বাসভবন।

দেবভোগ—দেবভোগ, দেবসম্পত্তি, দেবগণের ভোগ-সম্পত্তি, দেবগণের পরিভোগ্য সম্পত্তি।

দেবমনুস্সা—দেবগণ এবং মনুষ্যগণ। (দীর্ঘনিকায়) **দেবমনুস্সে**। (সূত্রনিপাত) **সদেবমনুস্সা; দেবমনুস্সা পূজিত; দেবমনুস্সা সেট্ঠা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেবমনুস্সালোক**।

দেবমনুস্সালোক—দেবলোক এবং মনুষ্যলোক, দেবভূমি এবং মনুষ্যভূমি, দেবস্থান এবং মনুষ্যস্থান, স্বর্গ এবং মনুষ্যজগত। ⇒ **দেবমনুস্সা**।

দেবমনুস্সা পূজিত—দেবগণ দ্বারা এবং মনুষ্যগণ দ্বারা পূজিত বা পূজাপ্রাপ্ত। ⇒ **দেবমনুস্সা**।

দেবমনুস্সা সেট্‌ঠা—দেবগণের এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ। ⇒ **দেবমনুস্সা**।

দেবমনুস্সে—দেবগণের মধ্যে এবং মনুষ্যের মধ্যে। ⇒ **দেবমনুস্সা**।

দেবযান (ক্লী) দেবযান, দেবরথ, ব্যোমযান, স্বর্গের দিকে পরিচালনা বা স্বর্গের রাস্তা, স্বর্গের দিকে গতিপথ, স্বর্গীয় গাড়ি। ⇒ **যান** (২)।

দেবযানীয (বিণ) স্বর্গে যাইবার। (দীর্ঘনিকায়) **দেবযানীয মগগ**।

দেবর (পুং) দেবর, পতির ভাই বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দুতিযো বরো'তি দেবরো**—স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ছোট ভাইকে দ্বিতীয়বারে বর বা স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারে এই অর্থেও দেবর। যেমন—দ্রৌপদী; **ভত্তু কনিট্‌ঠ ভাতা'তি দেবরো**।

দেবরজ্জ (ক্লী) দেবরাজ্য, দেবগণ দ্বারা শাসিত রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য।

দেবরাজ (পুং, সম্বোধনে) দেবরাজ ! = **দেবরাজা**।

দেবরাজা (পুং) দেবরাজা, দেবরাজ ইন্দ্র। (মহানির্দেশে) **সক্ক**। = **দেবিন্দ**। ⇒ **রাজা** (১খ)।

দেবরুক্‌খ (পুং) দেববৃক্ষ, স্বর্গীয় বৃক্ষ।

দেবরূপ (ক্লী) দেবমূর্তি, দেববিগ্রহ, দেবতার প্রতিমূর্তি। (বিণ) দেবসদৃশ, দেবতার ন্যায়। ⇒ **রূপ** (৩)।

দেবলোক (পুং) দেবলোক, স্বর্গরাজ্য, স্বর্গ, কোন নির্দিষ্ট দেবশ্রেণীর স্থান, দেবাসন, চতুর্মহারাজিক দেবলোকসহ ঊর্ধ্বতম ২৬ প্রকার দেব-ব্রহ্ম সত্ত্বগণের আবাস স্থান। ⇒ **লোক**। দেবলোককে দুই—দুই অংশে বিভাগ করিয়া দেখাইলে বলা হয় "**দেবলোক**" এবং "**ব্রহ্মলোক**" যাহা ২৬ প্রকার দেব-ব্রহ্মার সত্ত্বাবাস। এই সংসারের মধ্যে দেবলোক বলিলে বুঝায় যেখানে পুণ্যবান লোকেরা বাস করেন।

দেবলোক পরায়ন (বিণ) দেবলোক পরায়ণ, দেবলোকে বা স্বর্গে উৎপন্ন হইবার কার্যে রত (অর্থাৎ এমন কার্যে রত যদ্দ্বারা মৃত্যুর পর দেহত্যাগে দেবলোকে বা স্বর্গে উৎপন্ন হওয়া যায়)। ⇒ **পরায়ন** [বিণ (২)]।

দেবলোক সম্পত্তি (স্ত্রী) দেবসুখ, দিব্যসুখ, স্বর্গীয় ঐশ্বর্য। ⇒ **সম্পত্তি** (১)।

দেববন্নিন (বিণ) শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত, দেবতার ন্যায় বলিয়া কথিত, গভীর তপস্যারত ব্যক্তি সংযত-ইন্দ্রিয় প্রব্রজিত অবস্থা প্রাপ্ত বলিয়া কথিত।

দেববিমান—দেববিমান, দেব প্রাসাদ, স্বর্গীয় প্রাসাদ, দেব অট্টালিকা। ⇒ **বিমান** (জ)।

দেবসঙ্খলিকা (স্ত্রী) কুহক বা যাদুমন্ত্র দ্বারা শৃঙ্খল শ্রেণী, যাদুশৃঙ্খল, ঐন্দ্রজালিক শৃঙ্খল বা নিগড়, মায়া শৃঙ্খল।

দেবসঙ্ঘ (পুং) দেবসঙ্ঘ, দেবগণ, দেবগণের সমবায়, দেবমণ্ডলী। ⇒ **সঙ্ঘ** (১)।

দেবসদ্দ—দেবশব্দ, স্বর্গীয় শব্দ অথবা দেবগণের আলাপ শব্দ।

দেবসিক (বিণ) দৈনিক, দৈনিক যাহা ঘটে।

দেবসিকং (ক্লী, ক্রি-বিণ) দিন দিন, প্রতিদিন, প্রত্যহ।

দেবসিকভত্ত (ক্লী) দৈনিক অন্ন বা আহার, দিবসে দিবসে যে আহার দেওয়া হয়, দৈনিক প্রদত্ত খাদ্য (যেমন—দৈনিক বেতন বা পারিশ্রমিক অথবা দিনমজুরি দ্বারা সংগৃহীত খাদ্য)। = **ভত্তবেতন**।

দেবা (পুং, বহুবচন) দেবগণ। দেবগণ বলিলে বুঝায়—**সক্কায়-ব্রহ্মা**; এতদ্ব্যতীত "**সম্মুতিদেবা, বিসুদ্ধিদেবা**—প্রভৃতি দেবগণকেও বুঝায়। ⇒ **দেব**।

দেবাচিক = **দ্বেবাচিক**। ⇒ **দ্বেবাচিক**।

দেবাতিদেব (পুং) [দেব+অতিদেব] দেবাতিদেব, দেবশ্রেষ্ঠ দেব, দেবগণের পূজ্য দেবতা, দেবব্রহ্মার উপরিস্থ বা আরাধ্য দেবতা অর্থাৎ বুদ্ধ। ⇒ **অতিদেব**।

দেবানুভাব (পুং) [দেব+অনুভাব] দেবত্বভাব, দেবশক্তি, দেবক্ষমতা, দেবপ্রভাব। = **দেবতানুভাব, দেবিদ্ধি**।

দেবা স-ইন্দকা—দেবরাজ ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবগণ।

দেবাসুর সঙ্গাম—দেব ও অসুরের (বা দৈত্যের) মধ্যে যুদ্ধ, দেবাসুরের সংগ্রাম।

দেবিদ্ধি (স্ত্রী) [দেব+ইদ্ধি] দেবঋদ্ধি, দেবপ্রভাব, দৈবশক্তি। = **দেব-ইদ্ধি, দেবানুভাব**।

দেবিন্দ (পুং) [দেব+ইন্দ] দেবেন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র। = **দেবরাজা**।

দেবিসি (পুং) [দেব+ইসি] দেবর্ষি। = **দেব-ইসি**।

দেবী (স্ত্রী) ১ দেবী, দেবকন্যা, স্ত্রীদেবতা সম্বন্ধে বিমানবত্থু দ্রষ্টব্য। ২ (রাজরাণীর প্রতি সম্মানার্থে সম্বোধনে) দেবী ! রানী ! মহারানী ! রাজমহিষী ! (বিনয়পিটক) **রাহুল মাতা দেবী**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মল্লিকা দেবী**। (জাতক) **মায়াদেবী**।

দেবূপপত্তি (স্ত্রী) দেবকুলে উৎপত্তি বা পুনর্জন্ম গ্রহণ, পুনরায় দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন, দেবকুলে জন্ম।

দেবোরোহণ (ক্লী) [দেব+ওরোহণ] দেবগণের অবরোহণ বা ক্রমনিম্ন গতি, স্বর্গচ্যুতি।

দেস (পুং) দেশ, প্রদেশ, অঞ্চল, জিলা, পৃথিবীর অংশবিশেষ, রাজ্য, পৃথিবীর যে অংশে একজাতীয় এবং এক ভাষাভাষী লোকের বসতি থাকে, অংশ, ভাগ, সামান্য ব্যাপার, মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু, আলোচ্য বিষয়, স্থান, নির্দিষ্ট স্থান, দাগ, চিহ্ন। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **দেসভূত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেসন্তর**। (জাতক) **দেসং**

করোতি—বাহিরে বা বিদেশে গমন করা; এই একই অর্থে "**দিসং করোতি**"ও দৃষ্ট হয়। (দীর্ঘনিকায়) **কঞ্চিদেব দেসং পুচ্ছতি**—সামান্য ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দেসাগত পঞ্ঞত্তি**—প্রস্তাবিত প্রশ্ন, বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত প্রশ্ন; (সাহিত্যে) কাহারও "দেশে আসিয়াছে" এরূপ প্রশ্ন অথবা দেশে বিচারার্থ তর্কবিতর্কের প্রশ্ন উৎপন্ন।

দেসক (বিণ) দেশক, দেশনাকারী, উপদেশ প্রদানকারী, শিক্ষা প্রদানকারী, যে ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেয়, উপদেশক। (পুং) শাসনকর্তা, উপদেষ্টা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মোপদেশক, ব্যাখ্যাকারক। (ক্লী) উপদেশ, শিক্ষা, পাঠ।

দেসত্তরত্ত = **দ্বে সত্তরত্ত**। ⇒ **দ্বে সত্তরত্ত**।

দেসনা (স্ত্রী) ১ দেশনা, ভাষণ, বক্তৃতা, কথাবার্তা, ভাষা, কথোপকথন, পুস্তক, ধর্মবিষয়ক উপদেশ, ধর্মপ্রচার, ধর্মোপদেশ, ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা, উপদেশ, শিক্ষা, পাঠ, সংবাদ জ্ঞাপন, অনুজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, উপস্থাপন, উপস্থাপিত বিষয়, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত উপহার, প্রদর্শনী, অভিনয়, কথায় প্রকাশকরণ। "**দেসনা**" দ্বিবিধ, যথা—**আপত্তিদেসনা, ধম্মদেসনা**। বিশুদ্ধিমার্গে ইহার পাঠ "**পটিচ্চ সমুপ্পাদ**"। ২ (বিধিসঙ্গত) সত্যতা স্বীকার। (তুলনীয়) **আদেসনা**।

দেসনাক্কম (ক্রি-বিণ) [দেসনা+কম] দেশনাক্রমে, বক্তৃতানুক্রমে, ভাষণক্রমে, ক্রমিক দেশনায়। ⇒ **কম**।

দেসনা ধম্মচক্ক—ভগবান বুদ্ধ যখন ঋষিপতন মৃগদায়ে আসীন হইয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার দেশনারূপ চক্র বা ধর্মপ্রচাররূপ চক্র ঘুরাইয়াছিলেন বা চক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেই ধর্মচক্র পেষণযন্ত্রের ন্যায় আবর্তিত হইয়া "**বেনেয্য**" ব্যক্তিগণের "**কিলেস**" শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছিল। "**বেনেয্য**" ব্যক্তিগণের মধ্যে উৎপন্ন "ইন্দ্রিয়সমূহ, বলসমূহ, বোধ্যঙ্গসমূহ, মার্গাঙ্গসমূহ" ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে "ইন্দ্রিয়সমূহ" ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া) ধর্মপ্রচার বা ধর্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই ধর্মচক্র পেষণযন্ত্রের ন্যায় আবর্তিত হইয়া তাঁহাদের (বিনীত শ্রোতাদের) "**কিলেস**" শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া উহাকে (দেশনাকে) দেশনা ধর্মচক্র বলা হয়।

দেসনা পরিযায (ক্রি-বিণ) দেশনা পর্যায়ে, শিক্ষা পর্যায়ে, উপদেশক্রমে। ⇒ **দেসনা, পরিযায**।

দেসনা পরিযোসান—ধর্মালাপ বা ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভাষণের পরিসমাপ্তি। **সচ্চপরিযোসান**। ⇒ **পরিযোসান** (১)।

দেসনা পরিযোসানে (অধিকরণ কারকে ক্রি-বিণ) দেশনার পর্যাবসানে, ধর্মোপদেশ দেওয়া শেষ হইলে, বক্তৃতা দেওয়া শেষ হইলে, ভাষণের পরিসমাপ্তিতে।

দেসনাযং—ধর্মপ্রচার এবং নৈতিক শিক্ষা বা ধর্মোপদেশ। ⇒ **পরিযত্তিযং, ধম্ম** (১ক)।

দেসনাবসানে = **দেসনা পরিযোসানে**। ⇒ **দেসনা পরিযোসানে**।

দেসনাবিলাস (পুং) দেশনা বিলাস, দেশনার সৌন্দর্য, ভাষণ সৌন্দর্য, শিক্ষা সৌন্দর্য, উপদেশ দিবার বিশেষ সৌন্দর্য বা গুণ, ধর্মোপদেশের সৌন্দর্য বা গুণ। (বিশুদ্ধিমার্গ) **তিকপট্ঠান দেসনাবিলাস**। ⇒ **বিলাস** (১)।

দেসন্তর—দেশের অভ্যন্তরে বা ভিতরে। ⇒ **দেস**।

দেসভূত (বিণ) দেশজ, দেশজাত, দেশে উৎপন্ন, দেশতুল্য। ⇒ **দেস**।

দেসমল = **দোসমল**। ⇒ **দোসমল**।

দেসযতি (ক্রি) দেশনা করা বা দেশনা করিলে।

দেসিক (বিণ) ১ দেশীয়, দেশজাত, দেশ-সম্বন্ধীয়। ২ = **দেসক**। ⇒ **দেসক**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সুদেসিক**।

দেসিত (বিণ) দেশনাকৃত, ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যাকৃত, বর্ণিত, ভাষিত, প্রদর্শিত, শিক্ষাপ্রদত্ত, প্রদত্ত, বিভক্ত, হস্তান্তরিত, আরোপিত, নির্দিষ্টকৃত, নিরূপিত, নির্ধারিত, স্থিরকৃত, অর্পিত, চিহ্নিত। (দীর্ঘনিকায়) **দেসিত ধম্ম**। (ধর্মপদ) **দেসিত নিব্বান**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেসিত মগ্গ**। ⇒ **দেসেতি**।

দেসিত ধম্ম—যে ধর্ম-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বা দেশনা করা হইয়াছে। ⇒ **দেসিত**।

দেসিত নিব্বান—যে নির্বাণ সম্বন্ধে উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। ⇒ **দেসিত**।

দেসিতমগ্গ—নির্দেশিত মার্গ, যে পথ দেওয়া আছে বা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ⇒ **দেসিত**।

দেসেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি শিক্ষা দেয় বা প্রদর্শন করে, পথ প্রদর্শক, উপদেষ্টা, শিক্ষক, শিক্ষাদাতা।

দেসেতি (ক্রি) [√দিস+এ] দেখাইয়া দেওয়া, ধর্মোপদেশ দেওয়া, ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা, দেশনা করা, প্রচার করা, ধর্মোপদেশ দ্বারা প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া, প্রকাশ্যত শিক্ষা দান করা, ব্যাখ্যা করা, সূচনা করা, প্রকাশ করা, নির্দেশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, দেখানো, জোরে বিস্তার করা, (দোষ) স্বীকার করা, সত্য বলিয়া স্বীকার করা, উপদেশ দেওয়া। (বিনয়) **ধম্মং দেসেতি**—ধর্মদেশনা করা, নৈতিক আচার-সম্বন্ধীয় বা ধর্মসম্মত ভাষণ দেওয়া, ধর্মোপদেশ দেওয়া। (অতীত) **দেসেসি, অদেসেসি**। (অ-বিণ) **দেসিত**। (ব-বিণ) **দেসেন্ত**। (ক্রি-বি) **দেসেত্বা**।

দেসেতু (পুং) = **দেসক**। ⇒ **দেসক**।

দেস্‌স (বিণ) অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর, ঘৃণিত, ঘৃণ্য, ঘৃণার্হ, বিতৃষ্ণজনক।

দেস্‌সতি (ক্রি) ঘৃণা করা, অত্যন্ত ঘৃণা করা, অপছন্দ করা।

= ন পিহেতি; (বিপ) কামেতি।

দেস্‌সতা (স্ত্রী) অপ্রীতিকরতা, অনুরাগহীনতা, অকাম্যতা, অপ্রসন্নতা, ঘৃণিত অবস্থা, বিরক্তি।

দেস্‌সিন (বিণ) ঘৃণাব্যঞ্জক, ঘৃণ্য,ঘৃণার্হ, ঘৃণাকারী, অপছন্দকারী, বিতৃষ্ণক, বিদ্বেষী। (সূত্রনিপাত) **ধম্মদেস্‌সিন**।

দেস্‌সিয = দেস্‌স। ⇒ দেস্‌স।

দেহ (পুং, ক্লী) দেহ, অঙ্গ, শরীর। (বি-ভা) **হিত্বা মানুসং দেহং** (সংযুক্ত নিকায়)। (পেতবত্থু) **পহায মানুসং দেহং**। (সংযুক্ত নিকায়) **জহতি দেহং**। (পেতবত্থু) **দেহং নিক্‌খিপতি**। "**মুনি**" অথবা "**খীণাসবো**" সম্পর্কে সংযুক্ত নিকায়ে "**অন্তিম-দেহ-ধারিন (অন্তিম-দেহ ধরো)**"।

দেহক (ক্লী) ১ = দেহ। ⇒ দেহ। ২ (বহুবচনে) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

দেহ নিক্‌খেপন (ক্লী) দেহপাত, দেহত্যাগ, মৃত্যু।

দেহনিস্‌সিত (বিণ) দেহনিঃসৃত, শরীর হইতে নির্গত, দেহজ বা দেহ-সম্পর্কীয়।

দেহবণ্ণ (ক্লী) দেহকান্তি, চর্মসৌন্দর্য, শরীরের উজ্জ্বলতা।

দেহিন (বিণ) দেহধারী, শরীর আছে এমন। (পুং) জীব, প্রাণী।

দেহী = দেহিন। ⇒ দেহিন।

দোণ (পুং, ক্লী) দ্রোণ, পাত্র, পশুর খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার ঢাকনাহীন লম্বা পাত্র, কাষ্ঠনির্মিত পরিমাপক পাত্রবিশেষ। ৩২ সেরে এক দ্রোণ হয়। সাধারণত ৪ আঢ়কে এক দ্রোণ। অতএব ৮ সেরে এক আঢ়ক হয়। তবে ষোল সেরে এক আঢ়ী হয়। (পেতবত্থু) **মিতানি সুখদুক্‌খানি দোণেহি পিটকেহি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তণ্ডুলদোণ**।

দোণপাক ১ পাক করা দ্রব্য পূর্ণ কাঠের পাত্র। ⇒ **দোণ, পাক** (১)। ২ এক দ্রোণ বা ৩২ সের রন্ধন করা, এক দ্রোণ পরিমাণ খাদ্য। ⇒ **দোণ**।

দোণমাপক (বিণ, পুং) দ্রোণ (আঢ়ী বা আঢ়ক সদৃশ কাষ্ঠপাত্র) হিসাবে রাজকরের ধান্য বা চাউল পরিমাপকারী, দ্রোণ দ্বারা মাপকারী, যে ব্যক্তি দ্রোণ (সেরী বা আঢ়ী) দ্বারা (চাউলাদি) পরিমাপ করে বা মাপে। (জাতক) **দোণমাপক মহামত্ত**—দ্রোণ হিসাবে রাজকরের ধান্য পরিমাপকারী মহামন্ত্রী। ⇒ **দোণ, মাপক**।

দোণমিত (বিণ) এক দ্রোণ পরিমিত, এক দ্রোণের বা আঢ়ীর পূর্ণতার পরিমাণে। ⇒ **দোণ, মিত**।

দোণি (স্ত্রী) ১ = দোণ। ⇒ দোণ। ২ দ্রোণী, ডিঙ্গি, নৌকা, ডোঙ্গা, শালতি, (পশুর খাদ্যও পানীয় রাখিবার) ঢাকনাহীন লম্বা পাত্র। = **দোণিকা, দোণী**।

দোণিক (বিণ) দ্রোণ পরিমাপক। (বিনয়) **চতুদোণিক পিটক**। ⇒ **দোণ**।

দোণিকা (স্ত্রী) অগভীর কাঠের পাত্র, নৌকা, ডোঙ্গা, জলের গামলা, গরুর খাদ্য খাওয়া ও জলপানের গামলা, জলসেচনী, পাত্র। (বিনয়) **রজন দোণিকা; মত্তিকা দোণিকা; উদক দোণিকা; বচ্চ দোণিকা**। ⇒ **পস্‌সাব দোণিকা**।

দোণী (স্ত্রী) ১ দ্রোণী, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা, জলসেচনী, জলের গামলা, গরুর পানীয় পানের এবং খাদ্য খাওয়ার গামলা, পাত্র। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **তেলদোণী**। = **দোণি**। ২ (পশুর পানীয় জল ও খাদ্যাদি রাখিবার) ঢাকনাহীন লম্বা পাত্রাকারের ডোঙ্গা বা শালতি। = **গম্ভীরা মহানাবা** (জাতক)। ৩ অগভীর চৌবাচ্চা, ভূমিতে খনিত স্থান বা কুণ্ড। ৪ বীণার দেহ, বীণার শব্দায়মান কাষ্ঠফলক বা তক্তা (?)। ৫ তিল বা ভেরেণ্ডা গাছ(?)। কিন্তু ধর্মপাল অর্থ করিয়াছেন "যে গামলায় রাখিয়া পিঠা প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ পিঠা তৈয়ারির গামলা"। (পেতবত্থু) **দোণী নিম্মিঞ্জন**। (বিমানবত্থু) **দোণী নিম্মিজ্জনি**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **দোণী তেলমিঞ্জক**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **তেলপিঞ্ঞাক**।

দোণী নিম্মিজ্জন—খৈল, খইল। ⇒ **দোণী**।

দোণী নিম্মিঞ্জন = **দোণী নিম্মিজ্জন**। ⇒ **দোণী নিম্মিজ্জন**।

দোব্‌ভ = **দুব্‌ভ**। ⇒ **দুব্‌ভ**।

দোব্‌ভগ্গ (ক্লী) দুর্ভাগ্য, দুরাদৃষ্ট, মন্দভাগ্য, দুর্বিপাক, দুঃখ, দুর্ঘটনা। (সাহিত্যে) **দোভগ্গ**।

দোভ—ছল, ছলনা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, প্রতারণাকরণ, প্রবঞ্চক, প্রতারক। ⇒ **দুব্‌ভ**।

দোমনস্‌স (ক্লী) দৌর্মনস্য, দৌর্মন্য অবস্থা, দুঃখ, শোক, দুঃখকষ্ট, ব্যথা, উৎপীড়ন, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, দুঃখনিবন্ধন চিত্তের অবসাদ, ক্রোধ, অসন্তুষ্টি, বিষাদ, অবসাদ, বিষণ্ণতা, ভগ্নোৎসাহ ভাব। সংযুক্ত নিকায়ে মানসিক দুঃখরূপে বর্ণনায়—**চেতসিকং অসাতং চেতসিকং দুক্‌খং**; (বিপ) **কায়িক দুক্‌খ**—শারীরিক কষ্ট। ⇒ **দুক্‌খ**। = **অপ্পচ্চয**। (যৌগিকে) **দুক্‌খ দোমনস্‌স**। (বিপ) **সোমনস্‌স**। (যৌগিকে) **দোমনস্‌স সোমনস্‌স**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিজ্‌ঝা দোমনস্‌স**। (নেত্তি) **চিত্ত-সম্পীলনং দোমনস্‌সং**।

দোমনস্‌সপ্পত্ত (বিণ) বিষণ্ণভাব প্রাপ্ত, দৌর্মনস্যভাব প্রাপ্ত, বিষণ্ণ, ভগ্নোৎসাহ, হতাশ ভাবপ্রাপ্ত, নিরাশা ভাব প্রাপ্ত, বিফল মনোরথ, মনের বিষাদ ভাব বা দুঃখবস্থা প্রাপ্ত, মনের মধ্যে বিষণ্ণভাব বা ভগ্নোৎসাহ অবস্থা প্রাপ্ত। (বিপ) **সোমনস্‌সপ্পত্ত**। ⇒ **পত্ত** (৩)।

দোমনস্‌স-সোমনস্‌স—(মনের) আনন্দ এবং নিরানন্দ, সুখ এবং দুঃখ, আশা এবং নিরাশা, হর্ষ এবং বিষাদ। ⇒ **দোমনস্‌স**।

দোমনস্‌সিন্দ্রিয (ক্লী) শোক অনুভূতির মনোবৃত্তি বা মেজাজ, দুঃখানুভূতির ইন্দ্রিয় বা শরীরবৃত্তি অথবা প্রবণতা, দুঃখানুভূতির মনিন্দ্রিয়।

দোমনস্‌সিন্দ্রিয-সোমনস্‌সিন্দ্রিয—সুখ এবং দুঃখ অনুভূতির মনরূপ ইন্দ্রিয়।

দোমনস্‌সু পবিচার—যদ্দ্বারা মনোপীড়া প্রদত্ত হয় উহার প্রভেদ চিহ্ন বা বিবেচনা।

দোম্মন(ক্লী) দুর্মন, দুঃখপূর্ণ মন, দুর্বুদ্ধিপূর্ণ মন, দৌর্মণ্যভাব, দুঃখযুক্ত মন, দুর্বুদ্ধিযুক্ত মন, কুটিল মন, মানসিক শান্তিহীন অবস্থা, মনের অশান্তভাব, দুঃখে ভরা মনের অবস্থা। (বিপ) **সোমনস্স**।

দোম্মনস্স (বিণ) দৌর্মণ্যের, মানসিক দুঃখাবস্থার, মনের অসন্তুষ্টির বা অশান্তির। (ক্লী) দৌর্মণ্যভাব, মনের বিষাদভাব, মনের বিষণ্ণতা, মনঃকষ্ট, মানসিক দুঃখ, অত্যন্ত ক্লেশ, দুঃখ, দুর্দৈব, দুর্দশা, দারিদ্র্য। (বিপ) **সোমনস্স**। = **দোম্মন**। ⇒ **মনস্স, জরামরণ**।

দোলা (স্ত্রী) দোলা, দোলী, দোল, ডুলি, ঝুলি, পালকি, দোলন, যাহার উপর বসিয়া দোলে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া দোল খাওয়া হয়, যতদূর দূরত্ব পর্যন্ত দোলা হইয়াছে, দোলনা, (হাঁটিবার কালে) সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি। ২ ডোল, ধান্যাদি রাখিবার পাত্র।

দোলায়তি (ক্রি) দোলা, দোলানো, এদিক ওদিক নড়া বা নড়ানো, দোদুল্যমান হওয়া, হেলিয়া দুলিয়া চলা। (অতীতে) **দোলায়ি**।

দোবচস্‌স—অদম্যতা, অবাধ্যতা, অশিক্ষণীয়তা, দুশ্চরিত্র, কলহপ্রিয়তা, বিবাদপ্রিয়তা, খিটখিটে ভাব। (সংযুক্ত নিকায়) **দোবচস্‌স করণা ধম্মা**।

দোবচস্‌সতা (স্ত্রী) অদমতা, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি, আদেশ লঙ্ঘন, অবিচলনীয় স্থিরতা, দুর্দান্ত ভাব, অনমনীয়তা।

দোবচস্‌সিয = **দোবচস্‌স**। ⇒ **দোবচস্‌স**।

দোবারিক (পুং) দৌবারিক, দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল, দ্বারবান। জাতকে দৌবারিকরূপে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যথা—**উপজোতিয, ভগুকুচ্ছি**।

দোবিল (বিণ) ফলোৎপাদন-ক্রিয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, স্ফুটনোন্মুখ, পুষ্পিত, উন্নতির পথে অগ্রসর।

দোস (পুং) ১ দোষ, পাপ, অপরাধ, অনিষ্ট, কুকর্ম, নিন্দা, কলঙ্ক, নিয়মের অন্যথাভাব, ত্রুটি, ন্যূনতা, অত্যাচার, হানি, ক্ষতি, অপচার, নৈতিক অবনতি, বিকৃতি, পচন, পচা বস্তু, উৎকোচ প্রদান বা গ্রহণ, (ভাষা-সম্পর্কে) অপকৃষ্টকরণ, খুঁত, দুরবস্থা, বৈকল্য, অভাব, অপূর্ণতা, দুশ্চরিত্র, নীতিভ্রষ্টতা, দূষিত অবস্থা, অসাধু অবস্থা, নীতিহীন অবস্থা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **খেত্তদোস**। (ধর্মপদ) **তিণদোস**। (থেরগাথা) **বিসদোস**। (সূত্রনিপাত) **সেহদোস**। (বিশুদ্ধিমার্গ) চতুর্বিধ "**কসিণদোসা**"; বিহার নির্মাণ করা সম্বন্ধে ১৮ প্রকার দোষ (অনুপযোগী বা অনুচিত বিষয়)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সব্বদোস বিরহিত**—সর্বপ্রকার দোষমুক্ত। ২ ক্রোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বদ্-ইচ্ছা, অসৎ অভিপ্রায়, দুষ্টামি, পাপাচার, নষ্টামি, হিংসা, ঘৃণা, অপকারেচ্ছা, দ্বেষ, ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট, অতিশয় ঘৃণা। (যৌগিকে) "**রাগ-দোস-মোহ**" অথবা "**লোভ-দোস-মোহ**" অর্থাৎ তিন প্রকার প্রধান চরিত্র দোষ। (চূলনির্দেশ) **চিত্তস্‌স আঘাতো পটিঘাতো পটিঘো কোপো কোধো ... ব্যাপত্তি**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "**দোস**" এবং "**পটিঘ**" এর মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, যেমন—"**দোস = দুব্বলকোধ**" এবং "**পটিঘ = বলবকোধ**। (যৌগিকে) **লোভ-দোস-মোহ**(সংযুক্ত নিকায়); ইহারা "**তীণি অকুসল মূলানি**"। **রাগ দোস অবিজ্‌ঝা; রাগ দোস মান**। **দোসেন দুট্‌ঠাসে সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্‌গতিং**। নানা প্রকারে "**দোস**" প্রভেদ, যথা—(বিভঙ্গ) আট প্রকার "**পুরিস দোসা;** (সংযুক্ত নিকায়) **খিল, নীঘ, মল;** (দীর্ঘনিকায়) **অগতি** (চারি প্রকার "**অগতি-গমনানি**":—**ছন্দ, দোস, মোহ, ভয**); (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অজ্‌ঝত্তং;** "**কম্ম**" সম্পর্কেও অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; "**অরিযমগ্‌গ**" সম্বন্ধেও সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

দোসং (ক্রি-বিণ) রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকাল।

দোসকারিকা (স্ত্রী) = **দূসিযা**। ⇒ **দূসিযা**।

দোসক্‌খয (পুং) দোষক্ষয়, ক্রোধ বা দ্বেষ ক্ষয়, হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধাদির ধ্বংস সাধন। ⇒ **মোহ**। (বিণ) যে অবস্থায় হিংসা-দ্বেষাদিমূলক চিত্ত কলুষতা চিত্ত বা মন হইতে সমূলে ধ্বংস হয় আর ভবিষ্যতেও উহা পুনরায় উৎপন্ন হইবার কোন হেতু বর্তমান থাকে না।

দোসক্‌খান (ক্লী) [দোস+অক্‌খান] নিন্দা, অপবাদ, দোষারোপকরণ, কুফলের দায়িত্ব।

দোসগত (বিণ) দোষগত, দোষে প্রদুষ্ট, দোষে দূষিত, দোষযুক্ত। ⇒ **দোস, পটিঘ**।

দোসগরু (বিণ) ক্রোধপূর্ণ, অতিশয় অপরাধী, গুরুতর দোষে দোষী।

দোসগহণ (ক্লী) অত্যধিক হিংসা, হিংসার গাঢ়তা।

দোসগ্‌গি (পুং) [দোস+অগ্‌গি] ক্রোধ বা দ্বেষরূপ অগ্নি, দ্বেষাগ্নি, ক্রোধাগ্নি, অসৎ ইচ্ছারূপ অগ্নি, হিংসা বা বিদ্বেষজনক অগ্নি। (যৌগিকে) **রাগগ্‌গি দোসগ্‌গি মোহগ্‌গি**। ⇒ **মোহ**।

দোসতনুত্ত (ক্লী) দ্বেষ বা হিংসার ক্রমিক ক্ষয়সাধন। ⇒ **রাগতনুত্ত**।

দোস দোস (বিণ) দোষে দূষিত, ক্রোধে বিনষ্ট।

দোসধম্ম (পুং) দ্বেষাচার, হিংসুক স্বভাব, দ্বেষপূর্ণ স্বভাব।

দোসনিয = **দোসনীয**। ⇒ **দোসনীয**।

দোসনীয (বিণ) দোষনীয়, দুষ্ট, অপবিত্র, ঘৃণ্য, ঘৃণাব্যঞ্জক, ঘৃণার্হ, পাপী, পাপে রত, পাতকী, দূষিত বা বিকৃত হইবার যোগ্য, দূষিত, সমল, কলুষিত, কলঙ্কিত, অপরিষ্কৃত। = **দুস্‌সনীয**।

দোসনীযা ধম্মা—দ্বেষ-হিংসা উৎপন্নকারী ধর্ম (অর্থাৎ বস্তু বা চিন্তা) সমূহ।

দোসনেয্য = **দোসনীয**। ⇒ **দোসনীয**।

দোসনেয্যে—অসৎ কার্য দ্বারা। ⇒ **দুস্সনীয**।

দোসন্তর (বিণ) [দোস+অন্তর] দ্বেষান্তর, ক্রোধপোষণ করে এমন, দোষের মধ্যে গণ্য, দোষের ভিতর, মনে মনে অসদিচ্ছা পোষণ করে এমন। (বিপ) **মেত্ত-চিত্ত**। সম্ভবত পেতবত্থু অর্থকথায় "**দেসন্তর**" শব্দের পরিবর্তে "**দোসন্তর**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

দোসন্তরা মল [দোস+অন্তরা+মল] আভ্যন্তরিক ক্রোধরূপ মল, দোষযুক্ত ময়লা, ক্রোধরূপ কালিমা, ক্রোধপরায়ণতা, ক্রোধ।

দোসপরেত (বিণ) হিংসায় জর্জরিত, বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। ⇒ **পরেত**।

দোসমল—ক্রোধরূপ মল, দ্বেষরূপ মালিন্যতা, হিংসারূপ কালিমা।

দোসসঞ্ঞিত (বিণ) অসদিচ্ছা সংযুক্ত, অসৎ অভিপ্রায়ের সহিত।

দোসসম (বিণ) দ্বেষসম, ক্রোধতুল্য।

দোসসল্ল—দ্বেষরূপ শল্য, ক্রোধরূপ শেল, হিংসারূপ শল্য। ⇒ **সল্ল, অন্তোদোসসল্ল**।

দোসহেতুক (বিণ) অসৎ অভিপ্রায়ের হেতুজনক, অসদিচ্ছার কারণযুক্ত, অসৎ চরিত্রের, নীতিভ্রষ্ট, হিংসাজনক, দ্বেষজনক। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পাণাতিপাত দোসহেতুক**।

দোসা (পুং, বহুবচন) লোভ-দ্বেষ-মোহজনিত ফলাফল, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মভোগ। (বিণ) প্রকৃতবিরুদ্ধ কর্মের ফলভোগ সহকারে। (স্ত্রী) সায়াহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল, জীবনের শেষভাগ বা শেষ সময়, গোধূলি সময়, ঈষৎ অন্ধকার।

দোসাপগত (বিণ) দোষমুক্ত, অপরাধমুক্ত, অভাবমুক্ত, বৈকল্যমুক্ত।

দোসারিত (বিণ) পুনরায় বহাল করা দুষ্কর, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। (বিপ) **সোসারিত**।

দোসারোপণ (ক্লী) দোষারোপণ, দোষারোপকরণ, দোষ ধরা, দোষ দেওয়া, নিন্দাকরণ।

দোসিন (বিণ) ক্রুদ্ধ, ক্রোধ প্রকাশিত, রাগান্বিত, কুপিত।

দোসিন রত্তি—শুক্লপক্ষের রাত্রি। (বিপ) **কালপক্খ রত্তি**।

দোসিনা (স্ত্রী) (সংস্কৃত—জ্যোৎস্না) জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা, চন্দ্রের কিরণ, শোভা, পরিষ্কার বা শুভ্র রাত্রি। = **জুণ্হা**। (বি-ভা) **রমণীযা বত ভো দোসিনা রত্তি**—জ্যোৎস্না স্নাত রজনী রমণীয়া (দীর্ঘনিকায়); = **দোসাপগত রত্তি** (বুদ্ধ ঘোষের দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনা)।

দোসিনা পুন্নমাসী—পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমা রাত্রি।

দোসিনা মুখ—জ্যোৎস্নাময় রাত্রির মুখ বা প্রারম্ভ।

দোহ ১ দুগ্ধ, দুধ দোহা, দুধ দোহন। ২ (বিণ) ক্ষতিকর, অনিষ্টজনক, অহিতকর, অন্যায়।

দোহক ১ (বিণ, পুং) দোহক, যে ব্যক্তি দোহন করে। ২ (পুং) দুধ দোহার কেঁড়ে বা পাত্র।

দোহতি (ক্রি) দুধ দোহা, দুধ দোহন করা। (বর্তমানকাল, উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **দোহাম, দুহাম**। (অতীত, উত্তম পুরুষ বহুবচনে) **দুহামসে**। (অ-বিণ) **দুদ্ধ**। (ব-বিণ) **দুহে, দুযহমান**। (ক্রি-বি) **দুহিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **দুযহতি** ("**দুহস্তি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ)। ⇒ **দূহন, দোহ** (১), **দোহিন**।

দোহল (পুং, ক্লী) (সংস্কৃত—দোহদ) ১ দোহদ, ইচ্ছা, গর্ভিণীর স্পৃহা বা সাধ, গর্ভ, গর্ভলক্ষণ। ২ অপরিমিত স্পৃহা, প্রবল ইচ্ছা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধম্মিক দোহল**।

দোহলায়তি (ক্রি) (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের) প্রবল বা অপরিমিত স্পৃহা বা সাধ উৎপন্ন হওয়া।

দোহলিনী (বিণ, স্ত্রী) যেই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রবল স্পৃহা বা সাধ উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ গর্ভবতী স্ত্রীলোক। = **গব্ভিনী** (জাতক)।

দোহিন (পুং) দুগ্ধ দোহন। (বিণ) দুগ্ধ দোহনকারী, যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করে, দুগ্ধ দোহন করে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনবসেস দোহিন**।

দোহী (পুং, স্ত্রী, ক্লী) অকৃতজ্ঞ পুরুষ। (বিণ) দোহনকারী, যেই পুরুষ বা স্ত্রীলোক দুগ্ধ দোহন করে। = **দোহিন** (বিণ)।

দ্রূভ = **দুব্ভ**। ⇒ **দুব্ভ**। বিনয়ের "**অদ্রূভায**" শব্দেও "**দ্রূভ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

দ্ব—(যৌগিকে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দ) ২, দুই। = **দ্বি**।

দ্বঙ্গুল (ক্লী) [দ্বে+অঙ্গুল] দুই অঙ্গুল অথবা দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান বা অংশ, দুই ইঞ্চি। (বিণ) দুই ইঞ্চি বা দুই অঙ্গুল পরিমিত। = **দুবঙ্গল**।

দ্বঙ্গুলবুদ্ধিকা (স্ত্রী) দুই অঙ্গুল বা দুই ইঞ্চি পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টির অথবা পরিজ্ঞানের অধিকার লাভ। ⇒ **বুদ্ধিক**।

দ্বঙ্গুলি পঞ্ঞা = **দুবঙ্গুলপঞ্ঞা**। ⇒ **দুবঙ্গুলপঞ্ঞা**।

দ্বঙ্গুলিসঞ্ঞা = **দ্বঙ্গুলিপঞ্ঞা**। ⇒ **দ্বঙ্গুলিপঞ্ঞা**।

দ্বট্ঠি = **দ্বাসট্ঠি**। ⇒ **দ্বাসট্ঠি**।

দ্বত্তিক্খত্তুং = **দ্বত্তিক্খত্তুং**। ⇒ **দ্বত্তিক্খত্তুং**।

দ্বত্তিংস (বিণ) ৩২, বত্রিশ। = **বত্তিংস, দ্বত্তিংসতি**।

দ্বত্তিংস আকারা—কেশ-লোমাদি ৩২ প্রকার শরীরের আকার বা শরীরস্থ অশুচি বস্তু। ⇒ **দ্বত্তিংসতি**।

দ্বত্তিংসতি (বিণ) ৩২, বত্রিশ। = **দ্বত্তিংস**। **দ্বত্তিংস মহাপুরিস লক্খণানি**। (ধর্মপদ) **দ্বত্তিংস আকারা**—৩২ প্রকার আকার বা অশুচি।

দ্বত্তিক্খত্তুং—(ক্রি-বিণ) দুইবার অথবা তিনবার অর্থাৎ কয়েকবার।

দ্বত্তিপত্ত (ক্লী) দুই কিংবা তিন পাত্র।

দ্বন্দ (ক্লী) জোড়া, যুগল। (পুং) একত্রে বা সমষ্টিগত মিশ্রিতকরণ।

দ্বয (বিণ) ১ জোড়া, যুগ্ম, যুগল, দুইভাঁজ। (সূত্রনিপাত) **সচ্চং মুসা'তি দ্বযধম্মং।** (পেতবত্থু) **দ্বযং বিপাকং = দুবিধং** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অদ্বয।** ২ মিথ্যা, কপটী, প্রবঞ্চনাপূর্ণ। (ক্লী) দ্বিত্ব, যুগল, জোড়া। (সংযুক্ত নিকায়) **দ্বযং নিস্সিতো লোকো।** (জাতক) **গাথাদ্বয।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাসদ্বয।** (ধর্মপদ) **পদদ্বয।**

দ্বযকারিন (বিণ, পুং) ভাল-মন্দ উভয় কার্যকারী। (সংযুক্ত নিকায়) **সুচ্চরিতং দুচ্চরিতং দ্বযকারিন।**

দ্বা = দ্ব। ⇒ **দ্ব।**

দ্বাঙ্গুলরাজি (স্ত্রী) দুই অঙ্গুল বা দুই ইঞ্চি চওড়া বন্ধনী। ⇒ **দরজি** (১)।

দ্বাচত্তালীসতি (বিণ) ৪২, বিয়াল্লিশ।

দ্বাচত্তালীসা (বিণ) ৪২, বিয়াল্লিশ।

দ্বাতিংসতি (বিণ) ৩২, বত্রিশ।

দ্বাদস (বিণ) ১২, দ্বাদশ, বার। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বাদস মাসকে সংবচ্ছরো।** (সূত্রনিপাত) দ্বাদস কোটিসতানি। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বাদস যোজনানি; দ্বাদসবস্সিকা।**

দ্বানবুতি (বিণ) ৯২, বিরানব্বই। = **দ্বিনবুতি। দ্বানবুতি কপ্পানি।**

দ্বাযোজনিক (বিণ) দুই যোজনের, দুই যোজন পর্যন্ত দীর্ঘ অথবা প্রস্থ অথবা উচ্চ অথবা গভীর।

দ্বার (ক্লী) ১ (সাহিত্যে) দ্বার, দোর, দুয়ার, বহির্দ্বার, ফটক, প্রবেশদ্বার, গ্রামদ্বার, নগরদ্বার। "**দ্বার**" আভ্যন্তরিক দরজারূপে ব্যবহার হইতে পারে না (বিনয় দ্রষ্টব্য)। দরজায় আঘাত করা বা ঘা মারা অথবা ধাক্কা দেওয়া (অর্থে দীর্ঘনিকায় অর্থকথা দ্রষ্টব্য)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বারং আকোটেতি**—দুয়ার খোলা; **দ্বারং আবরতি**—দরজা বন্ধ করা; **দ্বারং পিদহতি**—দুয়ারে হুক বা তালা দিয়া বন্ধ করা; **দ্বারং থকেতি**—দুয়ার বন্ধ করা। (বিনয়) **দ্বারং অলভমান**—দুয়ার না পাইয়া অর্থাৎ বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া। (জাতক) **মহাদ্বার; চুল্লদ্বার।** (পেতবত্থু) **চতুদ্বার।** (সংযুক্ত নিকায়) **ছ দ্বার।** (জাতক) **পুবে দ্বার।** (জাতক) **পচ্ছিম দ্বার।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **উত্তর দ্বার।** (জাতক) **নগরদ্বার।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **দেবদ্বার।** (বিনয়) **গামদ্বার।** (জাতক) **ঘরদ্বার।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **গেহদ্বার।** (মধ্যম নিকায়) **অন্তেপুর দ্বার।** (সূত্রনিপাত) **কুলদ্বার।** (সংযুক্ত নিকায়) **অমতদ্বার।** ২ (চরিত্রে) মনের প্রবেশ এবং নির্গমন পথ, যেমন—ইন্দ্রিয়জ্ঞান। (বি-ভা) **ইন্দ্রিযেসু গুত্তদ্বার** (বিণ) (মনের) ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা মনোবৃত্তি-সম্বন্ধীয় গুপ্তদ্বার। ⇒ **গুত্ত।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কায-বচী দ্বার।** সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখিত ছয় দ্বার, ছয় নগর দ্বারের তুল্যার্থবাচক। বিশুদ্ধিমার্গে শরীরের নয়টি দরজার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বারকবাট (ক্লী) দ্বারের কপাট বা কবাট, দুয়ারের আবরণ, দরজা এবং জানালা।

দ্বারকোট্ঠক (ক্লী) (সংস্কৃত—দ্বার কোষ্ঠক) দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দ্বার, তোরণমার্গ, দ্বারগহ্বর অর্থাৎ দরজার উপরিস্থ কক্ষ। (জাতক) **ঘরং সত্ত-দ্বার-কোট্ঠক-পটিমণ্ডিতং**—সপ্তদ্বার সজ্জিত অট্টালিকা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দ্বারকোট্ঠকেসু আসনানি পঞ্ঞপেন্তি (পঞ্ঞপেন্তি)**—দ্বারকক্ষ সমূহে আসন বিছাইল বা পাতিল। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বহি-দ্বারকোট্ঠকা নিক্খামেত্বা**—বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া বা করাইয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **দ্বার কোট্ঠকে ঠিত বা নিসিন্ন বা**—দ্বার প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া। (মধ্যম নিকায়) "**বহিদ্বার কোট্ঠকে**" অথবা "**বহিদ্বার কোট্ঠকা**"।

দ্বারগাম (পুং) নগর দ্বারের বহির্ভাগস্থ গ্রাম, শহরতলি, নগরের উপকণ্ঠ, উপপুর। (তুলনীয়) **বহিদ্বার গাম।** (জাতক) **দ্বারগামক।**

দ্বারগামক = দ্বারগাম। ⇒ **দ্বারগাম।**

দ্বারট্ঠ (পুং) দ্বারপাল, দ্বার রক্ষক। = **দ্বারপাল।**

দ্বারতোরণ—দ্বার, তোরণমার্গ।

দ্বার পানন্তর—এই শব্দের পাঠ "**দ্বার বাত পানন্তর**"। = **দ্বারবাত পানন্তর।** ⇒ **দ্বারবাত পানন্তর।**

দ্বারপাল (পুং) দ্বারপাল, দ্বারবান, দ্বাররক্ষক। = **দ্বারট্ঠ।**

দ্বার পিদহন—দরজা বন্ধ।

দ্বারবাহা (স্ত্রী) দরজা সংলগ্ন খুঁটি, দরজার খুঁটি বা স্তম্ভ। ⇒ **বাহা** (২)।

দ্বারভত্ত—দরজার সম্মুখে ইতস্তত ছড়ানো ভাত বা খাদ্য।

দ্বারবাত পান—বাতায়নের কবাট, গবাক্ষ বা জানালার দরজা।

দ্বারবাত পানন্তর—জানালার দরজার ভিতর।

দ্বারস (বিণ) ১২, বার, দ্বাদশ। = **দ্বাদস।**

দ্বারসালা (স্ত্রী) দরজাসহ বড় ঘর, ফটকের নিকটবর্তী বড় ঘর, দরজার নিকটস্থ বৃহৎ কক্ষ, দরজার সহিত সংলগ্ন প্রকাণ্ড ঘর। ⇒ **সালা।**

দ্বারাবট্ট = দ্বারাবত্ত। ⇒ **দ্বারাবত্ত।**

দ্বারাবত্ত—দ্বিরাবর্তন, দুইবার আবর্তন, দুইবার আলোড়ন, দুইবার পরিভ্রমণ, দুইবার যাইয়া ফিরিয়া আসা, দুইবার প্রত্যাবর্তন, দুইবার গুণন, দুইটি আবরণ বা আচ্ছাদন।

দ্বারিক (বিণ) দ্বারিক, দ্বারস্থ, দ্বারসংলগ্ন, দ্বার সম্বন্ধীয়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ছ দ্বারিক তণ্হা।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কাযদ্বারিক সংবর।** (পুং) দ্বারিক, দ্বারী, দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক। = **দ্বারপাল।**

দ্বাবট্ট = দ্বারাবত্ত। ⇒ **দ্বারাবত্ত।**

দ্বাবত্ত = দ্বারাবত্ত। ⇒ **দ্বারাবত্ত।**

দ্বাবীসতি (বিণ) ২২, বাইশ।

দ্বাসট্‌ঠি (বিণ) ৬২, বাষট্টি। **দ্বাসট্‌ঠি মিচ্ছাদিট্‌ঠিযা।**

দ্বাসতং (বিণ) ২০০, দুইশত।

দ্বাসত্ততি (বিণ) ৭২, বাহাত্তর।

দ্বাসীতি (বিণ) ৮২, বিরাশি।

দ্বাহং (ক্রি-বিণ) দুইবার।

দ্বি (বিণ) দুই, একাধিক, যুগ্ম, যুগল, দুইভাঁজের, দুইভাঁজ, জোড়া। **দ্বিপদ। নাগস্‌স দ্বে দন্তা দ্বে চক্‌খূনি**—হাতির দুইটি দন্ত ও দুইটি চক্ষু। **দ্বিজ। দুবিজ। দ্বিজিবহ।** ⇒ **দুতিয, দ্বয। দ্বিধা। মাসদ্বযং। দ্বিসহস্‌স দীপ**—দুই সহস্র দ্বীপ। **দ্বীহ তীহ। দ্বিরত্ত তিরত্ত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **দ্বীসু তীসু। দ্বিক্‌খত্তুং।**

দ্বিক (বিণ) দুই, জোড়া, যুগ্ম, যুগল। ⇒ **দ্বি।**

দ্বিকুড্ড ⇒ **কুড্ডক।**

দ্বিকোটিক (বিণ) ⇒ **কোটিক** (১)।

দ্বিক্‌খত্তুং (ক্রি-বিণ) দুইবার, একাধিকবার। ⇒ **দ্বি।**

দ্বিগুণ (বিণ) দ্বিগুণ, দুইগুণ, দুই ভাঁজের, দুই ভাঁজ।

দ্বিচক্‌খু (ক্লী) দুই চক্ষু। (বিণ) দ্বিচক্ষু, দুইবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে এমন, দৃষ্টিপথে দুইবার গ্রহণ করিয়াছে বা আনিয়াছে এরূপ। ⇒ **চক্‌খু।**

দ্বিচত্তালীসতি (বিণ) ৪২, বিয়াল্লিশ।

দ্বিচত্তালীসা (বিণ) ৪২, বিয়াল্লিশ।

দ্বিচ্ছ (বিণ) ১২, বার, দ্বাদশ।

দ্বিজ (বিণ) দ্বিজ, যাহার দুইবার জন্ম হয়, দ্বিজাতীয়, দ্বিজন্মা, যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে। (পুং) ১ পক্ষী। ২ দাঁত, দন্ত। ৩ ব্রাহ্মণ। (জাতক) **দ্বিজগণ।** = **দিজ, দুবিজ।** ⇒ **দ্বি।**

দ্বিজগণ (পুং, বহুবচন) দ্বিজগণ, ব্রাহ্মণগণ। ⇒ **গণ** (খ)। = **দিজগণ।**

দ্বিজাতিন (বিণ) যাহার দুইবার জন্ম হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। (থেরগাথা অর্থকথা) **ব্রহ্মজাতিন।** ⇒ **দ্বিজ।**

দ্বিজিবহ (বিণ) যাহার দুইটি জিহ্বা আছে অর্থাৎ সর্প, সাপ। ⇒ **দ্বি।**

দ্বিতালমত্ত (বিণ) দুইটি তালগাছ প্রমাণ দীর্ঘাকার।

দ্বিত্তা (ক্রি-বিণ) দুইবারে, দুই বা তিনের মধ্যে। সম্ভবত এই শব্দটিকে "**তদ্বিত্তং**" পাঠ করাই সঙ্গত।

দ্বিধা (ক্রি-বিণ) দ্বিধা, দ্বেধা, দুইবারে, দুই অংশে, দুই প্রকারে, দুই ভাগে, দুইটি পথে বা উপায়ে, দুইটির মধ্যে। (জাতক) **দ্বিধা করোতি; দ্বিধা ছিন্দতি; দ্বিধা ভিন্দতি।** ⇒ **দ্বেধা, দ্বি, দ্বেঢক।**

দ্বিধাগত (বিণ) দ্বিধাবিভক্ত, দুইভাগে পরিণত।

দ্বিধাজাত (বিণ) দুইভাগে উৎপন্ন, দ্বিধা করে এমন, অস্বীকার করে এমন, দ্বিধা বা দুই অংশে উৎপন্ন, দ্বিধা বা দুই মতের।

দ্বিধাপথ (পুং) দ্বিধাপথা, দ্বিধাবিভক্ত পথ, দুই পথ। = **দ্বেধাপথ।**

দ্বিনবুতি (বিণ) ৯২, বিরানব্বই। = **দ্বানবুতি।**

দ্বিপ (পুং) হস্তী, হাতি।

দ্বিপঞ্চাসতি (বিণ) ৫২, বায়ান্ন।

দ্বিপঞ্চাসা (বিণ) ৫২, বায়ান্ন।

দ্বিপদ (পুং) দ্বিপদ, দ্বিপদবিশিষ্ট জীব, মানুষ। (বিণ) দ্বিপদ, দ্বিপদবিশিষ্ট, যাহার দুইখানা পা আছে। = **দিপদ।** ⇒ **পদ** (১), **দ্বি।**

দ্বিপদক = দ্বিপদ। ⇒ **দ্বিপদ।**

দ্বিপল (বিণ) ১ দুই পড়ল বা দুই ভাঁজ, দ্বিভাঁজ। ২ দুই পল পরিমাণের বা ওজনের। ⇒ **পল।**

দ্বিপিটক ধর (বিণ, পুং) দ্বিপিটকধর, যে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে ত্রিপিটকের মধ্যে যে কোন দুইটি পিটক মুখস্থ বলিতে পারে, দুইটি পিটক যাহার কণ্ঠস্থ আছে। ⇒ **পিটকধর।**

দ্বিবন্ধু (বিণ) যাহার দুইজন বন্ধু আছে। (পুং) দুই বন্ধু।

দ্বিমাসিক (বিণ) দুইমাসের, দুই মাসের পুরাতন, দুই মাস হইয়াছে এমন। = **দুমাসিক, দ্বেমাসিক।**

দ্বিরত্ত তিরত্ত—দুই বা তিন রাত্রি। ⇒ **দ্বি।**

দ্বিরাবট্ট (বিণ) ⇒ **আবট্ট** [বিণ (১)]।

দ্বিসট্‌ঠি (বিণ) ৬২, বাষট্টি।

দ্বিসত (বিণ) দ্বিশত, ২০০, দুইশত।

দ্বিসত্ততি (বিণ) ৭২, বাহাত্তর।

দ্বিসত্তরি (বিণ) ৭২, বাহাত্তর।

দ্বিসহস্‌স (বিণ) দ্বিসহস্র, ২০০০, দুই সহস্র, দুই হাজার। ⇒ **দ্বি।**

দ্বীসু তীসু (ক্রি-বিণ) দুইটি বা তিনটির মধ্যে, কয়েক জনের মধ্যে, কতিপয় লোকের মধ্যে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দীসু তীসু মনুস্‌সেসু**—কতিপয় মানুষের মধ্যে।

দ্বীহ (ক্লী) দুই দিন। (ক্রি-বিণ) দুই দিনের মধ্যে।

দ্বীহ তীহ (ক্লী) দুই অথবা তিন দিন অর্থাৎ কয়েকদিন। (দীর্ঘনিকায়) **দীহ তীহস্‌স অচ্চযেন**—দুই দিন অথবা তিন দিন থাকিয়া, কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দীহতীহচ্চযেন**—দুই তিন দিন থাকিয়া, কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া; = **কতিপাহচ্চযেন।** ⇒ **দ্বীম, তীহ।**

দ্বীহ তীহং (ক্রি-বিণ) দুই তিনদিনের মধ্যে, কতিপয় দিবসের মধ্যে, কিছুদিনের মধ্যে।

দ্বীহমত (বিণ) মৃত্যু হইয়াছে আজ দুই দিন, দুই দিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে এমন।

দ্বীহিক (বিণ) একদিন অন্তর, প্রতি দ্বিতীয় দিবস, একদিন বাদ একদিন।

দ্বীহিতিক (বিণ) (কোন অবস্থার) মধ্য দিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য, যাপন করা অথবা সময় কাটানো কষ্টকর, শেষ বা সমাপ্ত করা কষ্টসাধ্য, দুর্লভ্য, অতিকষ্টে জীবিকার্জন করিতে পারা যায় এমন। (দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়) **দুব্‌ভিক্‌খা দ্বীহিতিকা সেতট্‌ঠিকা সলাকবুত্তা** (বিনয়); (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **দুজ্জীবিকা ঈহী'তি দুক্‌খেন ঈহিতং এখ পবত্ততী'তি**।

দ্বীহেন (ক্রি-বিণ) দুই দিনের মধ্যে।

দ্বে (বিণ) ২, দুই। = **দ্বি**। (সূত্রনিপাত) **দ্বেকামা; দ্বে খিড্ডা; দ্বে গতিযো; দ্বে দানানি; দ্বে পিযা; দ্বে ফলানি; দ্বে মিত্তা; দ্বে সিনেহা;** ইত্যাদি। চূলনির্দেশে "**দ্বে**" শব্দ দ্রষ্টব্য। (পেতবত্থু) **দ্বে মাসিকো গব্‌ভো**। = **দ্বি, দুবে**। বহুবচনে:—(কর্তৃকারক ও কর্মকারকে) **দ্বে**, (পদ্যে) **দুবে**; (সম্বন্ধ পদ ও সম্প্রদানে) **দ্বিন্নং**; (করণ কারকে) **দীহি, দীভি**; (অধিকরণ কারকে) **দীসু, দুবেসু**।

দ্বে অসীতি (বিণ) ৮২, বিরাশী।

দ্বে চতুরঙ্গ—৪×২ = ৮ অর্থাৎ প্রতি ভাঁজে চারিখানা করিয়া দুই ভাঁজ, প্রতি দলে চারিজন করিয়া দুই দল। (থেরগাথা) **দ্বে চতুরঙ্গ গামিন**—(সম্মুখে ও পশ্চাতে) দুই দল চতুরঙ্গিণী (সৈন্য) সহ গমনকারী।

দ্বেজনা—দুই জন। ⇒ **জন**।

দ্বেজ্‌ঝ (ক্লী) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা, অস্বীকার, প্রতিবাদ, অসঙ্গতি। (বিণ) সন্দেহজনক, দ্বিধাবিভক্ত, দ্বিগুণ, দুইভাঁজ। (তুলনীয়) **দেজ্‌ঝ**।

দ্বেজ্‌ঝতা (স্ত্রী) বিভক্ততা, বিভাগ।

দ্বেধা (ক্রি-বিণ) দুই অংশে, দুই উপায়ে, দুই পথে, দুই ভাগে, দুই খণ্ডে।

দ্বেধা পথ (পুং) **১** দুই রাস্তার সংযোগস্থল, দ্বিধাবিভক্ত পথ। **২** সন্দেহ, অনিশ্চয়তা।

দ্বেধা ভিজ্জি (অতীত ক্রিয়া) দ্বিধা বিভক্ত হইল, কাচখানা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

দ্বেধা সির (বিণ) দ্বিখণ্ডিত শিরযুক্ত, দ্বিধা বিভক্ত মস্তকের সহিত, দ্বিধা বিভক্ত মস্তক লইয়া, দ্বিধা বিভক্ত মস্তকে। ⇒ **সির**।

দ্বে নবুতি (বিণ) ৯২, বিরানব্বই।

দ্বেপঞ্ঞাসা (বিণ) দ্বিপঞ্চাশ, ৫২, বায়ান্ন।

দ্বে পথ (পুং) দুই পথ, দ্বিধা বিভক্ত পথ, প্রান্তস্থিত পথ, দ্বিগুণ পথ, সীমান্ত পথ, দুই গ্রামের মধ্যবর্তী সীমাপথ, দুইটি ধারা, দুইটি উপায়। = **সীমান্তিক পথ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

দ্বে পিচ্ছ (বিণ) দুইটি মাত্র পুচ্ছ বা লেজের পালক আছে এমন। জাতকে বোধ হয় ইহাকে ডানার পালকরূপেও গ্রহণ করা হইয়াছে;(তুলনীয়) **হলাযুধ**। = **দেপিচ্ছ**।

দ্বে পিটিক (বিণ) যাহার দুইটি পালক আছে, দুইটি পালক আছে এমন। (তুলনীয়) **দেপিচ্ছ, দ্বেপিচ্ছ**।

দ্বেপিতিক (বিণ) যাহার দুইজন পিতা আছে, দ্বিপিতৃক।

দ্বেভাব (পুং) দ্বিভাব, দ্বিত্বতা, দ্বিগুণ অবস্থা, দ্বিগুণিতকরণ, দুই ভাঁজকরণ।

দ্বেভূমক (বিণ) দ্বিতল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বেভূমক পাসাদ**—দ্বিতল প্রাসাদ বা কুটি। ⇒ **ভূমক** (১)।

দ্বেভূমিক (বিণ) দ্বিতল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **দ্বে ভূমিক গেহ**—দ্বিতল গৃহ, দুই তলা ঘর। = **দ্বেভূমক**। ⇒ **ভূমিক**।

দ্বেমাসিক (বিণ) দুইমাসিক, দুই মাসের, যাহার বয়স বা স্থায়িত্বকাল দুই মাস হইয়াছে, দুইমাসের পুরাতন। = **দুমাসিক**।

দ্বেল্‌হক (ক্লী) সন্দেহ, অনিশ্চয়তা। (বিণ) সন্দিগ্ধ, সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন।

দ্বেল্‌হক চিত্ত—অনিশ্চিত মন, সন্দিগ্ধ চিত্ত, সংশয়াপন্ন চিত্ত।

দ্বেল্‌হক জাত (বিণ) সন্দেহজাত, সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত।

দ্বেল্‌হ পথ—দ্বিধা পথ, দুই পথ, দুই রকমের পথ, দুই দিকে যাওয়ার পথ।

দ্বেবাচিক (বিণ) মাত্র দুইটি কথা বলে অর্থাৎ "বুদ্ধ ও ধর্ম" এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করে এমন।

দ্বেবীসতি (বিণ) দ্বাবীশতি, ২২, বাইশ।

দ্বেসট্‌ঠি (বিণ) ৬২, বাষট্টি।

দ্বেসত্তরত্ত (বিণ) ২×৭ = ১৪ রাত্রি, পক্ষকাল রাত্রি, দুই সপ্তাহ, এক পক্ষ। ⇒ **সত্তরত্ত**।

ধ

ধ—ত-বর্গের চতুর্থ ব্যঞ্জন দন্তজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্তজ বর্ণ বলে।

ধংসতি (ক্রি) ধ্বংস হওয়া বা করা, পড়িয়া যাওয়া, পতিত হওয়া, বঞ্চিত হওয়া, (অপাদান কারকে) যাওয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়া। (অপাদান কারকে) **অস্মা লোকা ধংসতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (তুলনীয়) **পধংসতি, পরিধংসতি**। (করণে) **ধংসেতি**।

ধংসন (পুং ক্লী) ধ্বংসন, ধ্বংস, নাশ, হানি, পতন, উচ্ছেদ,

খণ্ডন, ধ্বংসে পরিণত করণ, বিনাশ। (বিণ) বিধ্বংসিত, খণ্ডিত, বিনষ্ট। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কুলধংসন**। ⇒ **ধংসিন**।

ধংসনতা (স্ত্রী) = **ধংসন**। ⇒ **ধংসন**।

ধংসিন (বিণ) ধ্বংসকারী, বিদূরণকারী, বিদূরণকারী, (কিছুর) উপর পড়া, সাহসী, প্রগল্‌ভ, সাহসপূর্বক সম্পাদিত, নির্লজ্জ, স্পষ্ট, খাড়া, অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর, অপমানজনক, আক্রমণাত্মক। = **পরেসংগুণং ধংসনতায ধংসিন**।

ধংসেতি (ক্রি) ধ্বংস করা, নষ্ট করা, বঞ্চিত করা, বিযুক্ত করা, দাঙ্গা করা, প্রচণ্ড আক্রমণ করা, নিরতিশয় জিদ করা, অনুরোধ করা, সাগ্রহে যাচ্ঞা করা, ভগ্ন করা, বধ করা। (অতীত) **ধংসেসি**। ⇒ **ধংসতি**।

ধঙ্ক (পুং) কাক, বায়স। = **কাক**।

ধজ (পুং) ধ্বজা, পতাকা, ধজা, নিশানা, চিহ্ন, নিদর্শন, প্রতীক, (ব্যবহারিক চীবরাদি) বাহ্যিক নিদর্শন, সঙ্কেত, প্রতিরূপ, মূর্তি, আদর্শ, ইঙ্গিত, প্রমাণ। (বিনয়) **তিত্থিয ধজ; গিহি ধজ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পন্নধজ; ধম্মধজ**। (জাতক) **ধজ পতাকা; অরহদ্ধজ**। ⇒ **পন্ন**।

ধজগ্‌গ (ক্লী) [ধজ+অগ্‌গ] ধ্বজাগ্র, পতাকার অগ্রভাগ।

ধজগ্‌গ পরিত্ত—ধ্বজাগ্র পরিত্রাণ নামক সূত্রনিপাতের একটি সূত্রবিশেষ।

ধজপতাক = **ধজপতাকা**। ⇒ **ধজপতাকা**।

ধজপতাকা (ক্লী) ধ্বজাপতাকা, ধ্বজা এবং পতাকা। বিশুদ্ধিমার্গে "**ধজপতাক**"।

ধজবদ্ধ (বিণ) ধৃত, বন্দী করা হইয়াছে এমন, বলে বা কৌশলে ধরা হইয়াছে এমন। (বিনয়) **ধজবদ্ধ চোর**। = **ধজাহট**।

ধজসম্পন্ন (বিণ) ধ্বজা সম্পন্ন। = **ধজালু**।

ধজালু (বিণ) ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত, ধ্বজা সম্পন্ন। = **ধজা সম্পন্ন** (জাতক অর্থকথা)।

ধজাহট (বিণ) যুদ্ধে বন্দী করা হইয়াছে এমন, লুণ্ঠনকারী বা চোররূপে ধৃত, ধৃত, ধরা পড়িয়াছে এমন, শরীরবর্ণ দ্বারা জয়ী। = **ধজাবদ্ধ**।

ধজাহটা = **করাণি**। ⇒ **করাণি**।

ধজিনী (বিণ, স্ত্রী) ধ্বজাধারী অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী বা সৈন্যদল। = **সেনা**।

ধঞ্ঞ (ক্লী) ১ ধান্য, ধান, শস্য, ফসল, সতুষ তণ্ডুল। বিনয়শাস্ত্রে সাত প্রকার ধান্য বা শস্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**সালি, বীহি, যব, গোধুম, কঙ্গু, বরক, কদ্রসক**। চূলনির্দেশে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখানো হইয়াছে, যেমন—**পুব্বধঞ্ঞ, অপরন্নধঞ্ঞ**। ⇒ **বীজ-বীজ**। মধ্যম নিকায়ে আবার ছয় প্রকার বলা হইয়াছে, যেমন—**সালি, বীহি, মুগ্‌গ, মাস, তিল, তণ্ডুল**। (দীর্ঘনিকায়) **আমক ধঞ্ঞ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধঞ্ঞ ধন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধনং বা ধঞ্ঞং বা; সাসপ-তেল-নিস্‌সিতং সপ্পি-মধু-তেল-ধঞ্ঞাপীহিবোহারংকত্বা**। (পেতবত্থু) **ধঞ্ঞং আকিরতি**—(ভূমি কর্ষণ করিয়া) ধান ছিটান; = **মঙ্গল করোতি** (পেতবত্থু অর্থকথা); ⇒ **মঙ্গল**। ২ (বিনয়) সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, শুভ, যাহার নিকট অপরিমিত শস্য মজুদ থাকে, ধনী, সুখী। (যৌগিকে) **ধনধঞ্ঞ**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধঞ্ঞাদিক**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধঞ্ঞ-পুঞ্ঞলক্‌খণ**—(বিণ) ধান বা শস্যও পুণ্যময় লক্ষণে ভূষিত। ⇒ **ধানিয**।

ধঞ্ঞ কোট্‌ঠাগার (ক্লী) শস্যাগার, ধান বা শস্য রাখিবার গোলা।

ধঞ্ঞধন—ধান্যরূপ ধন, ধান্য এবং ধন। ⇒ **ধঞ্ঞ** (১)।

ধঞ্ঞপিটক (ক্লী) ১ ধানের চুপড়ি, ধান রাখিবার ঝুড়ি। ⇒ **পিটক** (১)। ২ এক ঝুড়ি শস্য বা ধান, এক চুপড়িপূর্ণ শস্য বা ধান।

ধঞ্ঞমাপক (বিণ) ধান্য পরিমাপক, যে ব্যক্তি (আঢ়ী বা সেরি দ্বারা) ধান মাপে বা ওজন করে। ⇒ **মাপক**।

ধঞ্ঞমাস—ধান্য দ্বারা পরিমাপ বা ওজন করণ। ⇒ **মাস** (২খ)।

ধঞ্ঞরাসি (পুং) শস্যের স্তূপ, শস্যরাশি। ⇒ **রাসি** (১)।

ধঞ্ঞবন্ত (বিণ) = **ধঞ্ঞ** (২)। ⇒ **ধঞ্ঞ** (২)।

ধঞ্ঞ সমবাপক—বীজের শস্য, যে পরিমাণ ধান বা শস্য পুনর্বার রোপণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র রাখা হয়, বীজধান।

ধঞ্ঞাগার (ক্লী) **ধঞ্ঞকোট্‌ঠাগার**। ⇒ **ধঞ্ঞকোট্‌ঠাগার**।

ধঞ্ঞাদিক (বিণ) যাহার নিকট প্রচুর ধান্য বা শস্য আছে অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী, ধনী। ⇒ **ধঞ্ঞ** (২)।

ধত (বিণ) ১ কঠিন, দৃঢ়, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, প্রস্তুত, উৎসুক, ইচ্ছুক, সমুদ্যত, উদ্যত, তৎপর, ক্ষিপ্রহস্ত, উদ্যোগী, সন্নিহিত, সমুপস্থিত, অনায়াসসাধ্য, সহজ, কৌশলী, দক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতির, কৃতসঙ্কল্প, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্লিষ্ট। ২ মনে রাখে এমন, জ্ঞাত, মনে প্রাণে জানে এমন, মনে মনে জানে এমন, বুঝিতে পারিয়াছে এমন, হৃদয়ঙ্গমকৃত। ⇒ **ধরতি, ধারেতি**।

ধন (ক্লী) ধন, বিত্ত, ঐশ্বর্য, টাকা, সম্পত্তি, স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ, টাকাকড়ি, স্বর্ণ প্রভৃতি, গো-ধান্যাদি, বিভব। সাহিত্যে:— (দীর্ঘনিকায়) **সধন**। (চূলনির্দেশ) **ধন-যস-ইস্‌সরিয** ইত্যাদি। (থেরীগাথা) **ধন-ইস্‌সরিয**। (জাতক) **ধনং পথবিগতং করোতি**—মাটির নীচে ধন লুক্কায়িত করা বা পুতিয়া রাখা। প্রায়শ যৌগিকে:—(পেতবত্থু অর্থকথায় প্রচুর ধনের অধিকারী বলিয়া নির্দেশার্থে) **অড্‌ঢ মহদ্ধন মহাভোগ**—আঢ্য মহাধনী ও মহাভোগী। ⇒ **অড্‌ঢ, ধনধঞ্ঞ**। চরিত্রে:— (দীর্ঘনিকায়ে "**ধন**" সম্বন্ধীয় বর্ণনায়) **সত্তবিধ-অরিয-ধন**।

ধন-ইস্‌সরিয (বিণ) ধনৈশ্বর্য সম্পন্ন, ধন-ঐশ্বর্যশালী।

(ক্লী) ধনৈশ্বর্য। ⇒ **ধন**।

ধনকোট্‌ঠাগার (ক্লী) ধন ভাণ্ডার, ধনাগার, কোষাগার।

ধনক্কীত (বিণ) ধন বা মূল্য দিয়া ক্রীত, মূল্য দিয়া যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, ধন ক্রীত।

ধনক্‌খয (পুং) ধনক্ষয়, বিত্তনাশ, ধন বা সম্পত্তির পরিহানি।

ধনগ্‌গ (বিণ) ধনশ্রেষ্ঠ, সর্বধনের মধ্যে যে ধন শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ "**অরিয ধন**")। (ক্লী) ধনপ্রাচুর্য, ধনের পর্যাপ্তি।

ধনজানি (স্ত্রী) ধনের ক্ষতি, সম্পত্তির অপচয়। = **ধনস্‌স জানি; ধনহানি**। ⇒ **জানি** (১)।

ধনত্ত (ক্লী) (সংস্কৃত—ধনত্বং) ধনত্ব, ধন প্রাপ্তির দিকে বাঁকিয়া থাকা, ধন অর্জনের প্রতি ঝোঁক বা মতিগতি, ধন অর্জনের প্রতি টান।

ধনত্থদ্ধ (বিণ) ধনগৌরবে স্তব্ধ, ধনের অহঙ্কারী, ধনগর্বিত, বড়লোক ঘেঁষা ব্যক্তির মত, ধনগর্বে গর্বিত।

ধনত্থায (ক্রি-বিণ) [ধন+অত্থায] "**অত্থ**" শব্দের সম্প্রদান কারকে) ধনের জন্য, ধনের নিমিত্ত। ⇒ **অত্থ**।

ধনত্থিক (বিণ) [ধন+অত্থিক] ধনাকাঙ্ক্ষী, ধনলোভী, ধন বা সম্পত্তি বাড়াইবার ইচ্ছুক। ⇒ **অত্থিক**।

ধনথদ্ধ = **ধনত্থদ্ধ**। ⇒ **ধনত্থদ্ধ**।

ধনধঞ্ঞ (ক্লী) ধনধান্য, ধন আর ধান্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য, টাকা এবং টাকার মূল্য বা উপকারিতা। (বিণ) ধন এবং ধান্য আছে এমন, সম্পত্তিশালী, সৌভাগ্যশালী। (বি-ভা) **পহূত ধনধঞ্ঞ**। ⇒ **ধঞ্ঞ** (২)।

ধন নিক্‌খিত্ত (বিণ) ধন সংগৃহীত। ⇒ **নিক্‌খিত্ত**।

ধনপরাজয (পুং) = **ধনক্‌খয**। ⇒ **ধক্‌খয**। (বিণ) পাশা বা জুয়া খেলায় চৌখুশী দিয়া চিহ্নিত ঘরের দাম হারাইয়া পরাজিত। ⇒ **কলি**।

ধনপরিবার—ধন এবং যশ। ⇒ **পরিবার** (২)।

ধনলাভ (পুং) ধনলাভ, সম্পত্তি লাভ। = **বিত্তলাভ**। ⇒ **লাভ**।

ধনলোভ—ধনলোভ, স্বর্ণের লালসা, ধনের জন্য লোভ।

ধনলোল (পুং) ধনলোভ। = **ধনলোভ**। (বিণ) ধনলোভী, ধনাকাঙ্ক্ষী। = **ধনলোড়**।

ধনলোল্‌ (বিণ) ধনলোভী, অর্থলোভী। = **ধনলোল**। ⇒ **লোল্‌**।

ধনবন্ত (বিণ) ধনবান, ধনী, সম্পত্তিশালী, ঐশ্বর্যশালী।

ধনবন্তু (বিণ) = **ধনবন্ত**। ⇒ **ধনবন্ত**।

ধনবস্‌সাপনক (বিণ) ধনবর্ষণকারী, যে ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র হইতে ধন বর্ষণ করে। ⇒ **বস্‌সাপনক**।

ধনবা (বিণ) ধনবান, ধনশালী।

ধনবিরিয (ক্লী) ধন এবং বীর্য, ঐশ্বর্য এবং শক্তি, সম্পত্তি এবং ক্ষমতা।

ধনসঞ্চরণ (ক্লী) ধন সঞ্চয়, ধন সংগ্রহ। ⇒ **সঞ্চরণ**।

ধনহানি (স্ত্রী) ধনহানি, ধনক্ষয়, ধন অপচয়। = **ধনজানি, ধনক্‌খয, ধনস্‌সহানি**।

ধনহারক (বিণ) ধনহরণকারী, ধন লুণ্ঠনকারী। ⇒ **হারক**।

ধনহেতু (ক্রি-বিণ) ধনহেতু, ধনের জন্য, ধনের নিমিত্ত, ধনের খাতিরে।

ধনাযতি (ক্রি) ধনের পরিমাণে যে কোন বিষয়-সম্বন্ধে বিবেচনা করা, টাকার পরিমাণে ইচ্ছা উৎপন্ন করা বা আকাঙ্ক্ষা করা, টাকার পরিমাণে কার্যে চেষ্টা করা। = **কেলাযতি**। এই শব্দের পরিবর্তে "**বনাযতি**" পাঠ সম্ভবত উত্তম। ⇒ **অল্লীযতি**।

ধনাসা (স্ত্রী) ধনাশা, ধনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ধনিক (বিণ, পুং) ধনিক, ধনাঢ্য, উত্তমর্ণ, মহাজন, যার কাছে ঋণী। = **ধনিয**।

ধনিত (ক্লী) শব্দ, (অক্ষর বা বর্ণমালার মধ্যে) ঘোষবর্ণ। (বিণ) ধ্বনিত, শব্দিত, ধ্বনি দ্বারা প্রতিপাদিত, ঘোষিত।

ধনিয = **ধনিক**। ⇒ **ধনিক**।

ধনী (পুং) ধনবান লোক, ধনীলোক, মহাজন, বণিক। (বিণ) ধনী, ধনবান, ধনশালী, সম্পত্তিশালী, বিভবশালী, বিত্তশালী, ঐশ্বর্যশালী।

ধনীযতি (ক্রি) = **বনীযতি**। ⇒ **বনীযতি**।

ধনু (ক্লী) ধনু, ধনুক, যে যন্ত্র দ্বারা শর ক্ষেপণ করা হয়।

ধনুক (ক্লী) (ছোট) ধনু, (ক্ষুদ্র) ধনু।

ধনুকলাপ (ক্লী) ধনু এবং তূণীর (বা ধনুর শর রাখার ভাণ্ড বা ঝুড়ি)।

ধনুকার (পুং) ধনু প্রস্তুতকারক।

ধনুকারিক (ক্লী) একজাতীয় বৃক্ষের নামবিশেষ।

ধনুকারিণ (ক্লী) = **ধনুকারিক, ধনুপাটলি**। ⇒ **ধনুকারিক, ধনুপাটলি**।

ধনুকেতকী (পুং) কৃপণ, পেঁচ-কল বা স্ক্রূপ।

ধনুগ্‌গহ (পুং) ধনুর্ধর, তীরন্দাজ, ধনুর্ধর লোক, ধনুর্ধারী লোক, ধনু ব্যবসায়ী লোক। (বিণ) ধনুর্ধর, ধনুর্ধারী, ধনুব্যবসায়ী, যে ব্যক্তি ধনু ধারণ করে, যে ব্যক্তি ধনু বিষয়ে পরিপক্ব বা দক্ষ, যে ব্যক্তি ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ করে। জাতক এবং বিশুদ্ধিমার্গে চতুর্বিধ "**ধনগ্‌গহ**" এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

ধনুতক্কারি (স্ত্রী) ছোট জাতীয় বৃক্ষ, ছোট ছোট গাছ।

ধনুপাটলি—একজাতীয় বৃক্ষের নাম।

ধনুপ্পাদ (পুং) [ধন+উপ্পাদ] ধনোৎপত্তি, ধনার্জন। ⇒ **অপাটুভ**।

ধনুলক্‌খণ (ক্লী) ধনুর লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণীকরণ।

ধনুসিপ্প (ক্লী) ধনুশিল্প, ধনুর্বিদ্যা, ধনু হইতে তীর ছোড়ার বিদ্যা।

ধনেসিন (বিণ) [ধন+এসিন] ধন অন্বেষণকারী, ধনান্বেষী।

ধন্ত (বিণ) বংশী বা শঙ্খের ধ্বনিত শব্দ শব্দায়িত, শব্দায়িত, ঘোষিত।

ধব্বলি (অতীত ক্রিয়া) **উব্বহতি, নহরতি** শব্দের অতীত কালে অর্থ দ্রষ্টব্য।

ধম (বিণ, পুং) ধম, ধমনকারী, ভস্ত্রাচালক, অগ্নিসংযোগ কর্তা, **শব্দকারক**, যাহা বাজে বা ধ্বনিত হয়, বাদক, শিং বা শঙ্খ ইত্যাদিতে যে ব্যক্তি ফুৎকারে বাজায়। (দীর্ঘনিকায়) **সঙ্খধম**।

ধমক (বিণ, পুং) কর্মকার। = **ধম**। ⇒ **বংসবাদক, সঙ্খবাদক, সিঙ্গবাদক**।

ধমতি (ক্রি) [√ধম+অ] (শঙ্খাদি) বাজানো, শব্দ করা বা ঢোল বাজানো, (ফুৎকার করিয়া) আগুন জ্বালানো, দ্রবীভূত করা বা হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বিলীন হওয়া, উপরিভাগ দগ্ধ করা, ঝলসানো, দগ্ধ হওয়া, ধাতু দ্রব করা গলাইয়া পরিষ্কার করা। (অতীত) **ধমি**। (অ-বিণ) **ধনিত, ধন্ত;** (তুলনীয়) **উদ্ধন**। (ব-বিণ) **ধমন্ত, ধমান**। (ক্রি-বি) **ধমিত্বা, ধমন**। (করণে) **ধমেতি, ধমাপেতি**।

ধম ধমায়তি (ক্রি) ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তাড়াতাড়ি বাজানো, জোরে জোরে বা অবিরত বাজাইতে থাকা।

ধমনি (স্ত্রী) ধমনি, ধমনী, নাড়ি, শিরা।

ধমনি সংতত = ধমনিসন্থত। ⇒ **ধমনিসন্থত**।

ধমনিসন্থত (বিণ) ধমনীসংস্থিত, ধমনীতে বিকীর্ণ বা জড়িত, শিরা-উপশিরায় আচ্ছাদিত বা আবৃত, শরীরের চামড়ার উপর শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে এমন, কৃশ, কাহিল, যাহার শরীর রক্ত-মাংস ক্ষীণ হেতু কেবল নাড়িজালে পরিবেষ্টিত দেখা যায়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিম্মংস-লোহিততায সিরাজালেহি বিত্থতগত্ত**—রক্ত-মাংসহীন শিরাজালে বিস্তৃত গাত্র। ⇒ **সন্থত** (বিণ), **ধমনি**।

ধমনিসন্থত গত্ত (বিণ) যাহার শরীর রক্ত-মাংসহীন হইয়া কেবল শিরা-উপশিরায় আচ্ছাদিত। = **ধমনিসন্থত**। ⇒ **সন্থত**।

ধমাপেতি (ক্রি) বাজাইবার কারণ করা বা হওয়া, আগুন জ্বালানো, (কাহারও দ্বারা) বাজানো বা আগুন জ্বালানো। ⇒ **ধমতি, ধমেতি**।

ধমেতি (ক্রি) [√ধম+এ] যে কোন যন্ত্র বাজানো, শব্দ করা। ⇒ **ধমতি**। (অতীত) **ধমেসি**। (অ-বিণ) **ধমিত**। (ব-বিণ) **ধমেন্ত**। (করণে) **ধমাপেতি**।

ধম্ম (পুং) ১ ধর্ম, সৎকর্ম, সুকৃত কার্য, শুভাদৃষ্ট, পুণ্যকর্ম, স্বভাব, শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার, কর্তব্য, ভাব, রীতি, আচার, সত্য, স্বাভাবিক অবস্থা, নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণের বা দর্শনের পথ বা উপায়স্বরূপ বুদ্ধের শিক্ষা, গুণ, শক্তি, মনোবস্তু, মানসিক বিষয়, সাদৃশ্য, সৎকর্ম, উচিত কর্ম, বুদ্ধের উপদেশ, ধর্মগ্রন্থ সমূহ, বুদ্ধের শিক্ষা অথবা বুদ্ধ যে শিক্ষা দিয়াছেন উহার অনুরূপ আত্মচরিত্র গঠন, গঠন, সংস্থান, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, আইন, শাসনতন্ত্র। ১ক অর্থকথা আচার্যগণের বর্ণনা:—বুদ্ধঘোষ "**ধম্ম**" শব্দের অর্থে চারি প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন, যথা—(১) **গুণে(সদ্দো)**—গুণে অর্থাৎ সচ্চরিত্রে প্রযুক্ত, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **ধম্মিকো'তি ঞাযেন সমেন পবত্ততী'তি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধম্মং'তি কারণং ঞাযং;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পটিপত্তি ধম্ম;** বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় অতি প্রয়োজনবোধে এখানে পুনঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—**পরিযতি, হেতু, গুণ, নিস্সতনিজ্জীবতা;** (২) **দেসনাযং;** (৩) **পরিযত্তিযং;** (৪) **নিস্সতে (নিজ্জীবতে)**। অতএব আমরা "**ধম্ম**" অর্থে গ্রহণ করতে পারি:—ধর্ম, সত্য বা পবিত্রতা, অবস্থা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ব্যাপার। ১খ "**ধম্ম**" শব্দের প্রয়োগ এবং অর্থ:—(১) মনস্তত্ত্ব বা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে:—"মানসিকতা বা মনোবৃত্তি" যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বা বোধশক্তির মৌলিক উপাদান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ সংঘটিত অথবা প্রপঞ্চময় এই জগৎ যাহার ভিত্তিস্বরূপ। ইহাই কল্পনাশক্তির "মত, ভাব, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, মানসিক ও দৈহিক ব্যাপার হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধভাবে মানসিক ব্যাপার, অথবা সংবেদন (ইন্দ্রিয় উত্তেজক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া)" নিজস্ব বস্তু যোগায়। চক্ষু যেমন বাহ্যিক রূপ বা দৃষ্ট বস্তুর সম্পর্কে আসে মনও কাল্পনিক জগতের চিন্তাধারায় ব্যস্ত থাকে, ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা অনুভূত বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছার অবকাশে মন দ্বারা গঠিত গভীর চিন্তা বা মনের যোগ্যতা। এইরূপে "**চক্খু**" অর্থাৎ দৃষ্টির কার্যক্ষমতা "**রূপ**" এর অর্থাৎ আকৃতি বা অবয়ব সম্বন্ধের অনুরূপ, আর "**মনো**" অর্থাৎ চিন্তার মনোবৃত্তি ("**চিত্ত**" এবং "**চেতো**" ইহার সাধন উপায় অথবা যন্ত্র অথবা নির্দেশ) "**ধম্ম**" এর অর্থাৎ মনোবস্তুর অথবা মানসিক চিন্তিত বিষয়ের অথবা ভাবের অনুরূপ। অতএব ধর্ম অর্থে সাধারণত বুঝায়:—(লৌকিক ধর্মের) **কামতণ্হা, ভবতণ্হা, বিভবতণ্হা;** আর (লোকোত্তর ধর্মের) **স-উপদিসেস নিব্বান, অনুপদিসেসনিব্বান**। ⇒ **মনো**। ১খ (১) অধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী:—মানসিক ভাবসূচক অবস্থা বা সম্বন্ধ, মনোভাব, মনন, ধ্যান, ভাবনা, চিন্তাধারা, চিন্তাপদ্ধতি, অভিপ্রায়, মত, অভিমত, উদ্বেগ, মনোযোগ, চিন্তার বিষয়, ভাব, ধারণা, অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস, কল্পনা, দর্শন, পাণ্ডিত্য, যাথার্থ্য, তথ্য, সত্যতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, প্রতিষ্ঠিত নীতি, যথার্থ উক্তি, বুদ্ধের প্রত্যভিজ্ঞা (**অনুবোধি**) অর্থাৎ ধর্ম অথবা জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহা পঞ্চনিকায়ে (গ্রন্থে) বুদ্ধের দর্শনরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (নিম্নে ৩ নম্বর দ্রষ্টব্য)। [দ্রষ্টব্য:—ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতিতে বা ধারণায় বুদ্ধ জগৎ-সম্বন্ধে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাতে "**ধম্মজ ধম্মনিমিত্ত ধম্মদাযাদ** অর্থাৎ ধর্ম (আদর্শ) দ্বারা জন্ম বা উৎপন্ন, ধর্ম দ্বারা সৃষ্ট, ধর্মের উত্তরাধিকারী"—এই বিশেষ ভাষায় তিনি আরও যেন ধর্মের ছন্দময় নরত্ব আরোপ করিয়াছেন। (⇒ **ধম্মতা, নিযম**)। বুদ্ধ যে ধর্মদেশন বা ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন

উহা জাগতিক নিয়ম বা ধর্ম, অন্তর্নিহিত ধর্ম, সনাতন ধর্ম, সৃষ্টিবাদের বহির্ভূত ধর্ম। এই ধর্ম তিনি শুধু ব্যাখ্যা করেন নাই স্বয়ং জানিয়া তিনি আবিষ্কারও করিয়াছেন, অপর কেহ ইহা জানিতে এবং আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; আর মানবগোষ্ঠীর নিকট ইহা তাঁহারই বোধিজ্ঞানস্বরূপ প্রচার, জাগরণ। বুদ্ধপ্রত্যেক মহাদার্শনিক এবং (গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী) অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় ঘোষণা করিয়াছেন,—**যে পি তে অহেসুং অতীতং অদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা তে পি ধম্মং যেব সক্কত্বা** (সংযুক্ত নিকায়)। বুদ্ধ স্বয়ং এই ধর্ম, এই বিশ্ব যুক্তিবিদ্যা, এই দর্শন অথবা সত্যতার (আদর্শের) আবিষ্কার কর্তা যাহাতে যুক্তিসঙ্গত ও নৈতিক উপাদান বা মৌলিক পদার্থসমূহ দ্রবীভূত হইয়া একে পরিণত হয়। এইরূপ সত্যজ্ঞান দ্বারা অভিজ্ঞাত ব্যক্তি জ্ঞেয় বিষয় (জাগতিক জ্ঞান বা ধর্ম) প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া পূর্ণজ্ঞানী হন। এই পূর্ণজ্ঞানী পুরুষই জ্ঞানপ্রাপ্ত বা "**সম্মাসম্বুদ্ধ**" অর্থাৎ "**সো ভগবা জানং জানাতি, পস্সং পস্সতি, চক্খুভূতো, ঞাণভূতো, ধম্মভূতো, ব্রহ্মভূতো।** এতাদৃশ সত্যজ্ঞাত পুরুষ ব্রহ্মার সদৃশ নহেন, যেহেতু তিনি স্বয়ংই ব্রহ্মা এবং সত্যের শিক্ষকরূপে বিশ্বের অধিনায়ক অর্থাৎ "**বত্তা পবত্তা অত্থস্স নিন্নেতা অমতস্স দাতা ধম্মস্সামী** (সংযুক্ত নিকায়)। = **যো খো ধম্মং পস্সতি সো মং পস্সতি; যো মং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি**—(বুদ্ধ বলিতেছেন) যেই ব্যক্তি ধর্মকে দেখে বা জানে সেই ব্যক্তি আমাকেও দেখে বা জানে, আর যেই ব্যক্তি আমাকে দেখে বা জানে সেই ব্যক্তি ধর্মকেও দেখে বা জানে (সংযুক্ত নিকায়)। "**ধম্মচক্ক**" এর ভাবধারা তুলনীয়।] ষড়-ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু "**ধম্ম**", "**মনো**" এর সম্পূর্ণ অনুরূপ বস্তু—এই অর্থে:— (সংযুক্ত নিকায়) **মনসা ধম্মং বিঞ্ঞায**—মনের অনুভূতি হইতে ধর্ম বা স্বভাব বিজ্ঞাপিত হয় বা প্রকাশ পায়। (⇒ **রূপ**); = **মনো বিঞ্ঞেয্যা ধম্মা**। সম পর্যায়ের শব্দ "**অনুপস্সনা**" এতে "**ধম্মেসু ধম্মানুপস্সিন**—মনোবস্তু বা মানসিক ভাবধারার মনোবৃত্তি সাধন অর্থাৎ মনোবৃত্তির স্বভাব লক্ষ্য করণ (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) ছয় প্রকার "**তণ্হা**" (চিন্তিত বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা বা লোভ) এর মধ্যে ইহাও একটি। "**ধম্ম**" এবং "**আমিস**" এর বৈপরীত্য প্রদর্শনে আধ্যাত্মিকতা জড়বাদ বা বিষয়াসক্ততার বিরোধী:—"**ধম্মদান**"। **১খ** (২) বিষয়গত বৈষয়িক:— (প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সম্বন্ধীয়) তলদেশ বা ভিত্তিভূমি, খণ্ড, অংশ, টুকরা, একটিমাত্র বস্তু, উপাদান (= **খন্ধ**), গঠন, সংস্থান, দেহ বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, প্রপঞ্চ, (দৃশ্যমান বিশ্বে) ঘটমান বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, ব্যাপার, বিস্ময়, বস্তু, বিষয়, জগৎ, মহাজাগতিক নিয়ম। এইরূপে স্কন্ধসমূহে প্রযুক্ত হইলে:— (ধর্মপদ অর্থকথা) **বেদনাদযো তযো খন্ধা** [⇒ **খন্ধ** খ(৩)]। "**রূপ**" সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে:—(সংযুক্ত নিকায়) **রূপ বেদনা সঞ্ঞা সঙ্খারা বিঞ্ঞাণ**; = **সঙ্খারা** (দীর্ঘনিকায়)। প্রায়শ নিয়মে দেখা যায়:—**সব্বে ধম্মা অনিচ্চা; সব্বে ধম্মা দুক্খা; সব্বে ধম্মা অনত্তা**—দৃশ্যমান জগৎ এবং সর্বপ্রকার ঘটমান বিষয় দ্রুত সঞ্চারী বা বিলীয়মান; দুঃখময়; অনাত্ম (সংযুক্ত নিকায়); ⇒ **নিচ্চ**। (সংযুক্ত নিকায়) **দিট্ঠে ব ধম্মে**—প্রপঞ্চময় বা সাকার স্বভাবে অর্থাৎ এই সংসার সম্বন্ধে:— (বিনয়) **যে ধম্মা হেতুপ্পভাবা তেসং হেতু তথাগতো আহ**—যে সব সাকার স্বভাব বা ধর্ম হেতু হইতে উৎপন্ন সেই সমস্ত হেতু-সম্বন্ধে তথাগত বুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছে। (দীর্ঘনিকায়) **লোকধম্মা; উত্তরি-মনুস্স ধম্মা**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অব্ভুত ধম্মা**। (দীর্ঘনিকায়) **হস্স-খিড্ডা-রতি-ধম্মসম্পন্ন**—হর্ষ-ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ স্বভাব সম্পন্ন; **গামধম্ম**। ২ নৈতিক অনুপাতে:—**ক** বিষয়গত বা বৈষয়িক বিষয়-সম্বন্ধে:—যৌক্তিকতা, বিচারশক্তির অধিকার বা উহার যথাযথ প্রয়োগ, বিচারশক্তি, যে কোন বিষয় যাহা কারণ এবং যৌক্তিকতা অনুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ ন্যায্য গুণ বা সম্পত্তি, অভ্রান্ত অবস্থা, আদর্শ, উপযুক্ততা, ঔচিত্য, অধিকার, সমীচীনতা, ন্যায্য, সর্বগত প্রয়োগে শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা মহাজাগতিক নিয়ম, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়ে নীতিজ্ঞান-সম্বন্ধে) **যথা নামঞ্চ রূপঞ্চ অসেসং উপরুজ্ঝতি, তং তে ধম্মং ইধাঞ্ঞায অচ্ছিদুং ভববন্ধনং**। (ধর্মসঙ্গণী) **চিত্ত চেতসিকা ধম্মা**। (বিনয়) **দসধম্মবিদূ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্থ, ধম্ম, নিরুত্তি, পটিভান**—এই চতুর্বিধ "**পটিসম্ভিদা**" এর মধ্যে একটি "**ধম্ম পটিসম্ভিদা**"। সংযুক্ত নিকায়ে "**পটিচ্চ সমুপ্পাদ**" ও দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) **অনাবত্তি ধম্ম, অবিনিপাত ধম্ম, অনুপ্পাদ ধম্ম**। (সংযুক্ত নিকায়) **একো ধম্মো**—আচরণের একটিমাত্র মূলতত্ত্ব। (বিমানবত্থু) **ধম্মো ইসিনং ধজো**—সাধুতা বা সদাচার ঋষি বা জ্ঞানীর ধ্বজা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঞাতিধম্ম**—জ্ঞাতি বর্গের উপকার; **দেয্যধম্ম দান; সদ্ধম্ম**। (বিনয়) **পাপধম্ম**। (দীর্ঘনিকায়) **অট্ঠিতধম্ম; লোভধম্ম; মেথুনধম্ম**। **২খ** অধ্যাত্মীয় বা অন্তর্মুখী:—কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান, সাধুতা, পবিত্রতা, সদাচার, অভ্যাস, পুণ্য, ন্যায়, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, বাধ্যতা, কর্তব্য, বশ্যতা, সূত্র বা অবধারিত মত (তুলনীয়—"**ঠান**"), সামাজিক মতানুসারে সদাচার অর্থাৎ আদর্শ নীতি। প্রায়ই বহুবচনে:—নীতিসমূহ, মতবাদসমূহ, অবলম্বিত মতসমূহ, দৃঢ় বিশ্বাসসমূহ, ধর্ম সম্মত রীতিসমূহ, নৈতিক অভ্যাস সমূহ। (বিণ) যাহা উপযুক্ত বা সঙ্গত, সৎ, বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান, পুণ্য, সাধু, যাহা যথার্থ ধারণা বা মত গঠিত করে, ভাল, উপযুক্ত, উত্তম, ধার্মিক, মৃদু, শুভ, দয়ালু, যথার্থ, সত্য, নির্দোষ, ন্যায্য, পুণ্যবান, নিষ্পাপ, প্রকৃত, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী, অভ্রান্ত, ঠিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, প্রভুভক্ত। = **বোধিসত্ত**। (বিপ) **অধম্ম**।

সৎ অর্থে:—(দীর্ঘনিকায়) **কুসলধম্মা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সপ্পুরিসধম্মা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সমণধম্মা**। (দীর্ঘনিকায়) **ব্রাহ্মণকরণা; ধম্মানং সুকুসলো**—(এই সব) উত্তম গুণে গুণান্বিত বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **সমাহিত চিত্তে ধম্মা পাতুভবন্তি**—ধ্যানে সমাহিত বা একাগ্র নিবিষ্ট চিত্তে সত্যধর্ম বা যথার্থ দৃষ্টিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মেসু পটিট্ঠিতো; অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি**—অনাবিষ্কৃত ধর্ম (বিষয়) সমূহে দর্শন লাভ হইয়াছে, যে বিষয় পূর্বে কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই সেই বিষয়ে দর্শনের চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। পাপ অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **আবরণীয়া ধম্মা**। (বিনয়) **পাপকা ধম্মা**। (দীর্ঘনিকায়) **অকুসলা ধম্মা**। (সংযুক্ত নিকায়) **লোভধম্ম; দোসধম্ম; মোহধম্ম**। (দীর্ঘনিকায়) **দুক্খবিপাকা বোদনীয়া সংকিলেসিকা পোনাব্ভবিকা**। বিবিধ অর্থে:—(বিনয়) **গম্ভীরা দুদ্দসা** ইত্যাদি। ধার্মিক অর্থে:—(থেরগাথা) **অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগ্গতিং**—অধর্ম বা পাপ (সত্ত্বগণকে) নরকে নিয়া যায় আর ধর্ম বা সদাচার (সত্ত্বগণকে) স্বর্গলোকে পৌছাইয়া দেয় অর্থাৎ পাপীলোক নরকে গমন করে আর পুণ্যবান ব্যক্তি স্বর্গে গমন করেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কল্যাণধম্ম**। **"চক্কবত্তিন ধম্ম"** সম্বন্ধে **"চক্কবত্তিন ধম্ম"** শব্দে দ্রষ্টব্য। **"বুদ্ধ"** সম্বন্ধে:—**ধম্মেন চক্কং বত্তেমি**। (করণ কারক ক্রি-বিণ) **ধম্মেন**। (অধিকরণ কারকে) **ধম্মে**। (পেতবত্থু) **ধম্মং চরতি**—ধার্মিকরূপে জীবনযাপন করা। ⇒ **ধম্মচরিয়া**। ৩ ধর্ম অর্থাৎ ধর্মসম্মত বা নৈতিক দর্শন বা পাণ্ডিত্য, প্রাজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিদ্যা, যেই সত্য সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধ আলাপে ভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যাহা সঙ্কলনকারীগণ কর্তৃক পঞ্চপিটকে সংগৃহ করা হইয়াছে [অর্থাৎ (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ধম্মবিনযং সঙ্গাযন্তেহি ধম্ম সঙ্গাহকেহি একতো কত্বা;** (তুলনীয়) **মযং ধম্মঞ্চ বিনযঞ্চ সঙ্গাযাম** (বিনয়)], (ধর্মের গম্ভীরার্থ সম্বন্ধে ২ নম্বরের বর্ণনা অনুরূপ), বিনয়ের নিয়মসমূহ, ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়-সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ। **"ধম্ম"** বা ধর্ম অর্থে **"অভিধম্ম"** এর বিপরীত (কারণ **"ধম্ম"** অর্থ বাহ্যিক আচার বা নিয়ম শৃঙ্খলা" আর **"অভিধম্ম"** অর্থ "আধ্যাত্মিক গবেষণা")। ৩ক **"ধম্ম"** এবং **"বিনয"** সম্বন্ধে **"ধম্ম-বিনয"** শব্দে দ্রষ্টব্য। ৩খ **"বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ"** সম্বন্ধে **"বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘ"** শব্দ দ্রষ্টব্য। ৩গ বিভিন্ন গুণে ও সাধারণ কথায় ধর্মের স্বভাব:—বিশেষ ভাষায় কতকগুলি বিশিষ্ট উদাহরণ—(দীর্ঘনিকায়) **ধম্মং দেসেতি আদি-কল্যাণং মজ্ঝে-কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং** ইত্যাদি—প্রারম্ভে কল্যাণপ্রদ মধ্যে কল্যাণপ্রদ পর্যাবসানে বা অন্তিমে কল্যাণপ্রদ ধর্মের উপদেশ দিয়া থাকেন, যেমন—**স্বাক্খাত, সন্দিট্ঠিক, অকালিক, এহিপস্সিক** ইত্যাদি। (সংযুক্ত নিকায়) **মহাধম্ম; অরিযধম্ম**। (সূত্রনিপাত) **সম্মাধম্ম**। এতদ্ব্যতীত বিনয়পিটকে **"ধম্ম"** সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ধর্ম পর্বতের সু-উচ্চ শিখরস্থ গৌরবময় প্রাসাদতুল্য"। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে,—"ধর্ম শীলময় তীর দ্বারা পরিবেষ্টিত শান্ত শীতল জলে পরিপূর্ণ সরোবরের ন্যায়"। ধর্মে অবস্থিতিকাল ও বাধ্যকা সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে আরও বলা হইয়াছে,—**"সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি"**। যে কেহ ধর্মপূজা বা ধর্মানুসরণ করে সেই ব্যক্তি মহা পুরস্কার বা সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে, এতদর্থে বলা হইয়াছে—(সংযুক্ত নিকায়) **দিযো লোকে সকো পুত্তো পিযো লোকে সকো পতি, ততো পিযতরা ... ধম্মস্স মগগনা;** (বিপ) **ধম্মে অগারব** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে—"ধর্ম বা সদ্ধর্মকে নিন্দা বা তুচ্ছ করিলে উহার শাস্তিস্বরূপ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ **"উপেন্তি রোরুবং ঘোরং"**। বিভিন্ন প্রকার অর্থে বিশেষ ভাষায়:—সত্য দর্শন করা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতিতে জানা অথবা লাভ করা [= **"ধম্মং অনুবোধতি"** অথবা **"বিন্দতি"** (দীর্ঘনিকায়)]; ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা, সত্য-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। নীতিশাস্ত্র ও দর্শন-সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধানের আলাপে:—(বিনয়) **ধম্মং দেসেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধম্মং কথেতি**। (বিনয়) **ধম্মং ভাসতি; ধম্মং ভণতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মং পকাসেতি**। ধর্ম বা ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মং সুণাতি**। ধর্ম-সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা অর্থে:—**"ধম্মং পরিযাপুণাতি"** অথবা **"ধম্মং পরিযত্তি"** (সংযুক্ত নিকায়)। ৮ ধর্ম স্মৃতিপথে রাখা অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মং ধারেতি** (শ্রবণ, ধারণ, পালনাদি ধর্মশ্রবণের আনুসাঙ্গিক পঞ্চ স্তর বর্ণনার জন্য)—(ধর্মবিষয়ে) ধ্যান বা ভাবনা করা। ধর্মশিক্ষা অর্থে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মং বিচিণাতি**। শিষ্যত্ব প্রাপ্তি-সম্বন্ধে ধর্মে প্রবেশ অর্থে:—(পেতবত্থু) **ধম্মং সরণং গচ্ছতি**। (বিমানবত্থু) **ধম্মং সরণত্থং উপেহি**। ৩ঘ **"ধম্ম"** এবং **"অনুধম্ম"** সম্বন্ধে **"ধম্মানুধম্ম"** শব্দ দেখুন। ৪ (বিণ) **ক** ধর্মীয়, ধর্ম-সম্বন্ধীয়। (যৌগিকে) **ধম্মকথা**। **খ** ধনু আছে এমন। ⇒ **দল্হধম্ম, যক্খ** (৪গ)।

ধম্ম-ওরস—ধর্ম- ঔরস অর্থাৎ ধর্ম শ্রবণে রমিত ও আগত। ⇒ **ধম্মজ**।

ধম্মকথা (স্ত্রী) ধর্মকথা, ধর্মীয় কথা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথা, নৈতিক বা নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা, ধর্মবিষয়ে ভাষণ বা বক্তৃতা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলাপ, নীতিকথা, ধর্মোপদেশ, যুক্তিযুক্ত বাক্য কথন।

ধম্মকথিক (বিণ) ধর্মকথিক, যিনি আদর্শ বা নীতি-সম্বন্ধে উপদেশ দেন, যিনি নীতিশাস্ত্রের সমস্যা বা কঠিন বিষয় সমূহ-সম্বন্ধে আলাপ করেন অথবা সমাধান করেন, যিনি ধর্মবিষয় আবৃতি করেন বা উপদেশ দেন, যোগ্যবাদী,

ধম্মদাযাদ (বিণ) ধর্মের উত্তরাধিকারী, আধ্যাত্মিক বিষয়ে উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক গবেষণামূলক উন্নতিসাধন করে উহার ফল সে ব্যক্তিই লাভ করে, যে ব্যক্তি শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধন করে সে ব্যক্তিই উহার ফলস্বরূপ ক্রমোন্নতিতে মার্গফলাদি লাভ করিয়া অর্হৎ হইতে পারেন--ইহাই ধর্মদায়াদ বা ধর্মের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি)। (বিপ) **আমিসদাযাদ**। ⇒ **ধম্মজ**।

ধম্মদীপ (পুং) অর্হত্ব, অর্হত্বফল প্রাপ্তি, ধর্ম-সম্বন্ধে দৃঢ়ভিত্তি বা গোড়াপত্তন। (যৌগিকে) **অত্তদীপ ধম্মদীপ** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **দীপ** (২)। (বিণ) ধর্মের মধ্যে যিনি শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাগুণে প্রদীপতুল্য, ধর্মের আদর্শকে যিনি ভিত্তিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ধম্মদেসনা (স্ত্রী) নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ, ধর্মোপদেশ, ধর্মের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাপুস্তক, ধর্মবিষয়ে ভাষণ দিয়া শ্রোতাগণকে রমিতকরণ বা ধর্মাচরণে উৎসাহিতকরণ, ধর্ম-সম্বন্ধে ভাষণ বা বক্তৃতা। (জাতক) **অধম্ম দেসনাগামিনী আপত্তি**। (বিনয়) **সঙ্ঘাদিসেস**। ⇒ **দেসনা, পদ** (৪)।

ধম্মদেসিন (বিণ) ধর্মবিদ্বেষী, ধর্মনিন্দুক, ধর্মদ্রোহী, ধর্ম অপছন্দকারী, যে ব্যক্তি ধর্মকে অবজ্ঞা করে। ⇒ **দেস্‌সিন**।

ধম্মদেস্‌সী (বিণ) = **ধম্মদেসিন**। ⇒ **ধম্মদেসিন**।

ধম্মধজ (পুং) ধর্মধ্বজ, ধর্মের ধ্বজাস্বরূপ নিদর্শন, ধর্মের ধ্বজা। = **সুভাসিত ধজ**। (বিণ) ধর্মধ্বজী, ধর্মের ধ্বজাধারী, যে ব্যক্তি ধর্মের ধ্বজা বা নিদর্শন ধারণ করে, যেই ব্যক্তি বাস্তবিক ধার্মিক নয় অথচ লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত ও গণনীয় হইবার নিমিত্ত এরূপ বেশ ভাবভঙ্গী বা কথোপকথন করে যে লোকেরা প্রভাবিত হইয়া তাহাকে ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত করে বা জানে, ধর্মের নিদর্শন আছে এমন।

ধম্মধর (বিণ) ধর্মধর, ধর্মধারী, ধর্মবিষয় যাহার কণ্ঠস্থ আছে, যে ব্যক্তি ধর্মবিষয় অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারে। (যৌগিকে) **ধম্মধর বিনযধর** (বিনয়)।

ধম্মধর বিনযধর (বিণ) ধর্ম এবং বিনয় (অর্থাৎ সূত্রপিটক এবং বিনয় পিটক) যাহার কণ্ঠস্থ আছে অথবা অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারে, ধর্মজ্ঞাত।

ধম্মধর বহুস্‌সুত (বিণ) ধর্মজ্ঞ এবং বহুশ্রুত। = **ধম্মধর বিনযধর**।

ধম্মধাতু (স্ত্রী) মানসিক বিষয়বস্তু যাহা অপরিবর্তনীয় বা অক্ষয় উপাদান বলিয়া বিবেচিত, ধর্ম-সম্বন্ধীয় বা ধর্মের চরম মূলতত্ত্ব, প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রকৃতি, মহাজাগতিক নিয়মধারা, প্রাকৃতিক নীতি, মনের অবস্থা, মানসিক অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২ক)।

ধম্মধারণ—ধর্মধারণ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

ধম্মননন্দি—ধর্মে তৃপ্তি, ধর্মে সন্তুষ্টি। ⇒ **নন্দি**।

ধম্মনাটক—ধর্মনাটক, একশ্রেণীর নর্তকীগণ যাহাদের কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে।

ধম্মনি (পুং) বড় ইঁদুর এবং সাপ অথবা ইঁদুরের ন্যায় সাপ। এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়েই দৃষ্ট হয়, সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথায় ইহাকে "অধিকরণ কারকে" গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অর্থ করা হইয়াছে,—"শুষ্কভূমিস্থ অরণ্যে" অর্থাৎ "**অরঞ্ঞে থলে**"।

ধম্মনিম্মিত (বিণ) ধর্মমতে বা ধর্মের নিয়মানুসারে নির্মিত। = **ধম্মজ**।

ধম্মনিযাম (পুং) আদর্শ নীতির অনুরূপ নিয়ম বা সুশৃঙ্খলা, ধর্মনীতির অন্তর্গত শাসন বা আদেশ, ধর্মনীতি, ধর্মনিয়ন্ত্রণ, ধর্মের নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনয়ন। = **ধম্মতা**।

ধম্মনিযামক (পুং) যিনি ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন, ধর্মনিয়ামক, ধর্মের কর্ণাধার, ধর্মনিরূপক, ধর্মের নিয়মকর্তা, ধর্মনিয়ন্তা।

ধম্মনিযামতা (স্ত্রী) সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত বিষয়, নিশ্চয়তা, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে অথবা কার্য এবং কারণের সুশৃঙ্খলা।

ধম্মনিসাম্ভ (বিণ, পুং) ধর্মপালনে যত্নশীল, ধর্মরক্ষণে নিরীক্ষণকারী বা মনোযোগী। ⇒ **নিসম্ভি**। (স্ত্রী) তদ্ভাবতদ্গত অবস্থা, ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকতা, ধর্মবিষয়ে একাগ্রতা, ধর্মরক্ষণে মনোযোগিতা (careful attention or observation in doctrine)।

ধম্মনেত্তি (স্ত্রী) ১ = **ধম্মনিযাম**। ⇒ **ধম্মনিযাম**। (তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত মহাবস্তু) **ধর্মনেত্রী**। ২ ধর্মের উপদেষ্টা ⇒ **নেত্তি**।

ধম্মনুয [ধম্ম + অনুয] ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের প্রধান ঝোঁক বা প্রবণতা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অনুমান।

ধম্মপজ্জোত (পুং) ধর্মপ্রদ্যোত, ধর্মালোক, ধর্মের রশ্মি, ধর্মপ্রদীপ বা ধর্মরূপ প্রদীপ। ⇒ **পজ্জোত**।

ধম্মপটিসন্থার (পুং) ধর্মবন্ধু, ধর্মের প্রতিষ্ঠাধিকার, ধর্ম-সম্বন্ধীয় গুণ-মর্যাদা। ⇒ **পটিসন্থার**।

ধম্মপটিসম্ভিদা (স্ত্রী) ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিতর্কের বিষয়সমূহ, শব্দের কারণ এবং অবস্থা-সম্বন্ধীয় অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধীয় বর্ণনা। ⇒ **পরিসম্ভিদা**। (বিণ) ধর্মে গঠিত, ধর্মে নিযুক্ত, ধর্মকার্যে রত, ধর্মনিয়মে গঠিত, ধর্মে স্থিত বা স্থাপিত, (প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা জগতের যুক্তিসঙ্গত নীতি সমূহে ভিত্তি করিয়া) সহজাত বা স্বাভাবিক গুণ আছে এমন, প্রাকৃতিক স্বভাবশীলী, প্রকৃতিগত (পালিভাষায় যাহাকে "**গত, ঠিত**" বলা হয়) অর্থাৎ "**সঙ্খার**" সমূহ সম্বন্ধে যেমন "**খযধম্ম, খযব্যযধম্ম, বিরাগধম্ম, নিরোধধম্ম**"। ⇒ **ধম্ম** [২ (২ক)]।

ধম্মপন্নাকার (পুং) ধর্মের বর্তমান সামঞ্জস্য বা ঐক্য।

ধম্মপদ (ক্লী) ১ ধর্মপদ, নীতিকথার পঙক্তি বা শ্লোক, ধর্মস্তবক, নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে এরূপ বাক্য, ধর্মের অংশবিশেষ। = **ধম্ম**। **দীর্ঘনিকায়ে** শেষোক্ত অর্থ "ধর্মের অংশ" চতুর্বিধ, যথা—অনভিজ্ঝা, অব্যাপদ, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি। নীতিকথায় উদাহরণ:— (সংযুক্তি নিকায়) **দানা চ খো ধম্মপদং ব সেয্যো; ধম্মপদেসু ছন্দো**। (সূত্রনিপাত) **ধম্মপদে সুদেসিতে = নিব্বানধম্মস্স পদত্তা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); **নিব্বানধম্ম সুদেসিতে; = নিব্বান**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একং ধম্মপদং**। ⇒ **পদ** (৩খ)। ২ সূত্রপিটকের মধ্যে খুদ্দক নিকায়স্থ একটি গ্রন্থের নামবিশেষ।

ধম্মপরিচ্চাগ—আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ত্যাগ, আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক ত্যাগ। ⇒ **পরিচ্চাগ** (১)।

ধম্মপরিযত্তি—ধর্মপ্রাপ্তি অথবা ধর্মানুসারে সম্পাদিত কার্য, (সাধারণ অর্থে) ধর্ম সম্বন্ধীয় সংগ্রহ বা বিন্যাস। নব অঙ্গের সহিত সম্বন্ধ সম্পর্কে "**নবঙ্গ**" শব্দ দেখুন।

ধম্ম পরিযায (পুং) ধর্ম পর্যায়, ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিচার-মূলক অনুসন্ধান, ধর্মবিষয়ে যুক্তিমূলক প্রবন্ধ, (নীতি সম্বন্ধীয় বিষয়ে অথবা মূলবচনে) ধর্ম-বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ অথবা একটি চরণ বা পঙক্তি অথবা একটি গাথা বা শ্লোক, সচরাচর যে কোন একটি ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যা। ⇒ **পরিযায** (৪)। সূত্রনিপাতে গাথাকে বলা হইয়াছে "**ধম্ম পরিযায**"। এইরূপে "**ধম্মপরিযায**" প্রায়ই স্বতন্ত্র একটি নামবিশেষে পাওয়া যায়, যেমন— (দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মজাল**—অদ্ভুত জাল; **ধম্মাদাসো ধম্মপরিযায**—নিয়ম বা শাসন-সম্বন্ধীয় দর্পণস্বরূপ ধর্মপর্যায়ে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোকসল্লহরণ ধম্ম-পরিযায**—শোকরূপ শল্য উৎপাটক ধর্মপর্যায়। (সংযুক্ত নিকায়) **আদিত্ত পরিযায ধম্মপরিযায**—অস্ত্র চিকিৎসকের উত্তপ্ত রক্তবর্ণ ছুরিকা। (মধ্যম নিকায়) **লোমহংসন ধম্মপরিযায**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মতা ধম্মপরিযায**—ধর্মতা বা স্বভাবগত ধর্মপর্যায়ে।

ধম্মপবত্তি (ক্লী) ধর্মবিষয়।

ধম্মপস্সিত (বিণ) যেই ধর্ম প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, যাঁহার ধর্মদর্শন করা হইয়াছে, ধর্মদর্শন হইয়াছে এমন। = **ধম্মফস্সিত, ধম্মফুস্সিত**।

ধম্মপাযক (বিণ) ধর্মপায়ী বা ধর্মরস পানকারী। ⇒ **ধম্মপীতিন**।

ধম্মপাল (পুং) ১ ধর্মরক্ষক, শাসনের বা ধর্মের অভিভাবক। ২ এক ব্যক্তির নামবিশেষ।

ধম্মপিবং—ধর্মরূপ পানীয়। (তুলনীয়) **ধম্মপীতি**।

ধম্মপিবন্ত (বিণ) = **ধম্মপাযক**। ⇒ **ধম্মপাযক**।

ধম্মপীতি (স্ত্রী) ধর্মপ্রীতি, ধর্মে আন্তরিক আনন্দ বা সন্তুষ্টি, ধর্মরূপ রস পানের মিষ্টতা। = **ধম্মপাযকো ধম্মং পিবন্তো'তি অত্থো** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

ধম্মপীতিন (বিণ) ধর্মপালনে প্রীতি অনুভবকারী, ধর্ম বা ধর্মরূপ পানীয়, সত্যবিষয়ে প্রীতিজনক, ধর্মরস পানকারী। উদাহরণস্বরূপ:—**ধম্মপাযকো; ধম্মং পিবন্তো**। ⇒ **পীতিন**।

ধম্মপীতিরস (পুং) ধর্মে বা ধর্মের প্রতি প্রীতিজনক রস। ⇒ **রস** (৫)।

ধম্মপুত্ত (পুং) ধর্মের দ্বারা যে পুত্র লাভ হয় অর্থাৎ সমজ্ঞানী সমবাদী শিষ্য, ধর্মপুত্র, ধর্মশ্রবণে যে ব্যক্তি ধর্মগুরুর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্মের চরম পর্যায়-ভুক্ত হন।

ধম্মপূজা (স্ত্রী) ধর্মপূজা, শীলাদি পালন-ধর্মদেশনা-আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক গবেষণা। = **ধম্মদান**।

ধম্মপ্পমাণ (ক্লী) ধর্মপ্রমাণ অর্থাৎ ধর্মশিক্ষা দ্বারা পরিমাণ বুঝা, ধর্ম যার প্রমাণ, ধর্ম যার সাক্ষী। (বিণ) ধর্ম যার প্রমাণ বা সাক্ষীস্বরূপ, ধর্মপ্রমাণিত, ধর্মসাক্ষী করিয়া উক্ত বা অনুষ্ঠিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধম্মপ্পমাণিকানি জাতিসতানি**।

ধম্মফস্সিত (বিণ) ধর্মলব্ধ, ধর্মপ্রাপ্ত। = **ধম্মপস্সিত, ধম্মফুস্সিত**। ⇒ **ফস্সিত**।

ধম্মফুস্সিত (বিণ) ধর্মের যথাস্থানে উপনীত। = **ধম্মপস্সিত, ধম্মফস্সিত**।

ধম্মভণ্ডাগারিক (বিণ, পুং) ধর্মভাণ্ডাগারিক, ধর্মের কোষাধ্যক্ষ অর্থাৎ ত্রিপিটক শাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। থেরগাথা বর্ণনায় আনন্দ স্থবিরকে ধর্মভাণ্ডাগারিক বলা হইয়াছে।

ধম্মভূত (বিণ) ধর্মভূত, ধার্মিক, ধর্মশীল, যাঁহার দেহ-বাক্য-মন সত্য বা পবিত্রময়। **দীর্ঘনিকায়** বর্ণনায় "**বুদ্ধ**"। (বি-ভা) **(ভগবা) চক্খুভূত ধম্মভূত ব্রহ্মভূত** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (তুলনীয়) **চক্খু**।

ধম্মভেরি (স্ত্রী) ধর্মভেরি, ধর্মের ঢোল বা দামামা।

ধম্মমগ্গ (ক্লী) ধর্মের মার্গ, সত্যতার উপায়, ধর্ম বা সত্য লাভের পথ।

ধম্মমচ্ছরিয (ক্লী) ধর্মমাৎসর্য, বিচারহীন ধর্মান্ধতা, ধর্মের জন্য স্বার্থপরতা। ⇒ **পঞ্চমচ্ছরিয, মচ্ছরিয, ধম্ম**।

ধম্মময (বিণ) ধর্মময়, ধর্মদ্বারা নির্মিত, ধার্মিক, যেখানে অধর্মের সংস্রব নাই, ধর্ম আছে এমন, ধর্মে পরিপূর্ণ, সাক্ষাৎ ধর্ম, মূর্তিমান ধর্ম। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মপাসাদ**। ⇒ **ময** (২)।

ধম্মমামক (বিণ) ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, শ্রদ্ধার সহিত ধর্মপালনে রত। ⇒ **মামক**।

ধম্মযক্খ (পুং) পুণ্যবান বা ধার্মিক যক্ষ, এক যক্ষের

নামবিশেষ।

ধম্মযন্ত (ক্লী) ধর্মরূপ যন্ত্র।

ধম্মযাগ—আধ্যাত্মিক দান অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহায়তা। = **ধম্মদান**। ⇒ **যাগ** (২)।

ধম্মযান (ক্লী) ধর্মযান, ধর্মরূপ যান, ধর্মরূপ গাড়ি বা নৌকা (অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ), ধর্মনৌকা, ধর্মগাড়ী। ⇒ **ব্রহ্মযান, যান** (২)।

ধম্মযূপ (পুং) ধর্মযূপ, ধর্মস্তম্ভ। ⇒ **যূপ** (১)।

ধম্মযোগ (বিণ) যে ব্যক্তি ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, যে ব্যক্তি ধর্মপালনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। ⇒ **যোগ** (৪)।

ধম্মরক্খ (বিণ) ধর্মের দ্বারা রক্ষিত, পবিত্রতা বা সদাচার দ্বারা রক্ষিত, সত্যনিষ্ঠ হইয়া বা সত্যদ্বারা রক্ষিত। ⇒ **রক্খ**।

ধম্মরক্খিত (বিণ) ধর্মরক্ষিত, ধর্মের আশ্রিত, ধর্মদ্বারা রক্ষিত। (পুং) এক ব্যক্তির নামবিশেষ।

ধম্মরত (বিণ) ধর্মে রত, ধর্মপ্রিয়, পুণ্যর্জনে ব্যস্ত। (তুলনীয়) **ধম্ম (গতা) রতি** (থেরগাথা)।

ধম্মরতি (স্ত্রী) পুণ্যার্জনে বা পুণ্যকার্যে সন্তুষ্টি।

ধম্মরস (পুং) ধর্মরস, ধর্মরূপ রস বা স্বাদ, ধর্মবিষয়ে ইচ্ছা বা আগ্রহ। (তুলনীয়) **ধম্মপীতি**। ⇒ **রস** (৫)।

ধম্মরাগ (পুং) ধর্মকার্যে উৎসাহ। ⇒ **রাগ** (২)।

ধম্মরাজ (পুং) ধর্মরাজ। = **ধম্মরাজা**।

ধম্মরাজা (পুং) ধর্মরাজ, ধর্মরাজা, ধর্মের রাজা বা অধিপতি, যিনি ধর্ম বা পবিত্রতা ও সৎনীতির আচরণ দ্বারা জনমানবকে শাসন করেন অর্থাৎ বুদ্ধ; যিনি জন্মজন্মান্তরে "দশপারমী দস-উপপারমী দস পরমার্থ পারী—এই ত্রিংশ পারমিতা পূর্ণ করিবার পর ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উরু বেলার (গয়ার) বোধিদ্রুম মূলে সাধনার পূর্ণতা লাভে এক নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিয়া প্রবর্তন করিয়াছেন তিনিই ধর্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধ। ⇒ **রাজা** (১ক), **পারমিতা**। দীর্ঘনিকায়ে চক্রবর্তী রাজাকেও ধর্মরাজ বলা হইয়াছে; ⇒ **চক্কবত্তি**। দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**ধম্মেন রজ্জং লভিত্বা রাজাজাতো'তি**—যিনি (বিনা অস্ত্রে) ধর্মের প্রভাব দ্বারা রাজ্য জয় করিয়া রাজা হন।

ধম্মলব্ধ (বিণ) ধর্মলব্ধ, ধর্মের দ্বারা লব্ধ, ধর্মগুণে প্রাপ্ত, যিনি ধর্ম লাভ করিয়াছেন, সাধু, ধার্মিক, ধর্মপ্রাপ্ত, ধর্মলাভী। (সূত্রনিপাত) **ধম্মলদ্ধা ভোগা**—শঠতা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত সদ্ব্যবসা বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত ভোগসম্পত্তি।

ধম্মবর (পুং) শ্রেষ্ঠ ধর্ম, উত্তম ধর্ম, অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। (বিণ) উত্তম আদর্শের। ⇒ **বর** (বিণ)।

ধম্মবাদিন (বিণ) ধর্মবাদী, যে ন্যায়সঙ্গত কথা বলে, যে ঠিক কথা বলে, সত্যবাদী, যে ধর্ম সম্বন্ধীয় অথবা যথাধর্ম কথা বলে, সত্যধর্ম প্রচারকারী, সত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা বা উপদেশ প্রদানকারী, সত্যের তত্ত্ব প্রকাশক। ⇒ **বাদিন**। (বিনয়) **ধম্মবাদিন বিনয়বাদিন**। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মবাদিন গোতম**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নব-লোকুত্তর-ধম্ম সন্নিস্সিতং কত্বা বদতি**।

ধম্মবাদিন বিনয়বাদিন (বিণ) যিনি সূত্রপিটক ও বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু শিক্ষা ও কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করেন। (বিনয়) **ধম্ম চ বিনয চ পরিযত্ত**। (দীর্ঘনিকায়) **অযং ধম্ম অযং বিনয ইদং সত্থু সাসনং**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্ম-বিনযে অস্সাস**।

ধম্মবাদী (বিণ) = **ধম্মবাদিন**। ⇒ **ধম্মবাদিন**।

ধম্মবিচয (পুং) ধর্মবিচার, ধর্মবিষয়ে তত্ত্ব অনুসন্ধান, (ন্যায়) ধর্ম-সম্বন্ধীয় তদন্ত বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা। ⇒ **বিচয, সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

ধম্মবিচয সম্বোজ্ঝঙ্গ (পুং) ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচাররূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের উপাদান বা অঙ্গ, ধর্মবিষয়ে তদন্ত বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষারূপ সম্বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ। ⇒ **সম্বোজ্ঝঙ্গ**।

ধম্মবিতক্ক—সত্যতা-সম্বন্ধীর বিচার বিতর্ক বা চিন্তা (অর্থাৎ "ইহা সত্য? অথবা কি উহা সত্য?—এইরূপে সত্য নির্ধারণে মানসিক চিন্তা), সত্য-সম্বন্ধে মনের দ্বিধা ভাব।

ধম্মবিদূ (বিণ) ধর্মবিদ, ধর্মজ্ঞ, যে ব্যক্তি ধর্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানে অথবা ধর্মবিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ধর্মের স্বরূপ নিজে অনুভব করিয়া অপরকেও উহা শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধর্মবিষয়ে যিনি অনুভবে অভিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞানে অভিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞানে জ্ঞাত।

ধম্মবিনয (পুং) ধর্মবিনয়, বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মবিনয়, বুদ্ধকর্তৃক প্রদত্ত সম্পূর্ণ শিক্ষা বা উপদেশ, জ্ঞান এবং সুশৃঙ্খলা, ধর্মোপদেশ এবং শাসন যাহা সূত্র এবং বিনয় পিটক নাম দুই মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে। ⇒ **বিনয** (৪)। এইরূপে "**ভিক্খূ সুত্তন্তিকা বিনযধরা ধম্ম-কথিকা**—ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা সূত্রপিটকের বিষয়বস্তু শিক্ষা করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন তাঁহারা "**সুত্তন্তিকা**" বা সূত্রান্তিকা, আর যাঁহারা বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু শিক্ষা করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং উহা আচরণেও রত রহিয়াছেন তাঁহারা "**বিনয়ধর**", আর সেই সূত্র বিনয়—উভয় পিটক শিক্ষায় শিক্ষিত ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অপরকে ধর্মোপদেশ দিয়া থাকেন তাঁহারা "**ধম্মকথিক**" বা ধর্মকথিক। "**ধম্ম**" এবং "**বিনয**" এর যৌগিক ব্যবহারে:—(সংযুক্ত নিকায়) **যো'হং এবং স্বাক্খাতে ধম্মবিনযে পব্বজিতো; ভিক্খু ন এবরূপিং কথং হোতি:—ন ত্বং ইমং ধম্ম-বিনযং আজানাসি, অহং ইমং ধম্ম-বিনযং আজানামি** ইত্যাদি। বিভিন্ন যৌগিক

শব্দে:—**ধম্মধর ধম্মবিনয**—সূত্রপিটক এবং বিনয় পিটক যাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। **ধম্মবাদিন বিনয়বাদিন**।

ধম্মবিনিচ্চয (পুং) ধর্ম-সম্বন্ধীয় মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত, সত্য বিষয়ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা বিবেচনা।

ধম্মবিহারিন (বিণ) ধর্মানুচারী, ধর্মের নিয়মানুসারে আত্ম পরিচালনা করিয়া জীবনধারণ করে এমন।

ধম্মবিহারী (বিণ) = **ধম্মবিহারিন**। ⇒ **ধম্মবিহারিন**।

ধম্মসংবিভাগ (পুং) ধর্মসংবিভাগ, ধর্ম বা পুণ্য বণ্টন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বস্তুদান। (বিণ) **আমিস সংবিভাগ**।

ধম্মসঙ্খ (পুং) ধর্মভেরি, ধর্মের জয়ঢাক। ⇒ **সঙ্খ** (১)।

ধম্মসঙ্গাহক (পুং) ধর্মসংগ্রাহক, ধর্মসংগ্রহকারক, ধর্মগ্রন্থ সঙ্কলনকারক।

ধম্মসঙ্গীতি (স্ত্রী) ধর্ম-সম্বন্ধীয় সঙ্গীতি, ধর্মবিষয় আলোচনা ও মীমাংসার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আহ্বানকৃত ধর্মসভা, ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি, বৌদ্ধভিক্ষুগণের আহুত ধর্মসভা। ত্রিপিটকে প্রক্ষিপ্ত মতের ভুলত্রুটি নির্ধারণ ও সংশোধনের জন্য মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সমাবেশে যে এক একবার সম্পূর্ণ ত্রিপিটক আবৃত্তি করা হয় উহাই ধর্ম সঙ্গায়ণ বা সঙ্গীতি নামে কথিত হয়। = **মহাসঙ্গীতি**।

ধম্মসঞ্ঞা—ধর্মসংজ্ঞা, সত্য-সম্বন্ধীয় চিন্তা বা ভাবনা, ধর্মে বিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ।

ধম্মসন্ততি (স্ত্রী) স্বভাবের বা অবস্থার ধারাবাহিকতা, গুণ বা অবস্থার স্থিতিকাল বা নিরবচ্ছিন্নতা। ⇒ **সন্ততি** (১)।

ধম্মসন্থার—ধর্মকে স্বাগত জানানো। ⇒ **সন্থার** (২)।

ধম্মসভা (স্ত্রী) ১ ধর্মবিষয়ক সভা, ধর্মসভা, ধর্ম সম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা। (তুলনীয়) **ধম্মসঙ্গীতি**। ২ কোন প্রতিষ্ঠান অথবা গৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র ভজনালয়।

ধম্মসময (পুং) ১ ধ্যানের মাধ্যমে ধর্ম উপলব্ধি করার সময় অথবা মার্গফলাদি লাভের সময়। ⇒ **ধম্মাভিসময**। ২ ধর্মসভায় ধর্মবিষয়ে ভাষণ শ্রবণের সময়।

ধম্মসমাদান (ক্লী) ধর্ম বা পুণ্য অর্জন। মধ্যম নিকায়ে ইহার চতুর্বিধ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

ধম্মসমাধি (পুং) = **সমথ**। ⇒ **সমথ, সমাধি** (১)।

ধম্মসম্মত (বিণ) ধর্মসম্মত, যথাধর্ম চিন্তিত, ন্যায়পরতার সহিত চিন্তিত। ⇒ **সম্মত** (২)।

ধম্মসরণ (ক্লী) সত্য বা আদর্শ নীতিতে বিশ্বাস রাখা, একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করা, একমাত্র ধর্মের আশ্রয়ে থাকা, সত্যের উপর নির্ভর করা, ধর্মে বিশ্বাস, ধর্মে অবলম্বন।

ধম্মসবন (ক্লী) ধর্মশ্রবণ, ধর্মসভায় আলোচ্য বিষয় শ্রবণ, ধর্মবিষয়ের ব্যাখ্যা বা ভাষণ শ্রবণ। ⇒ **সবন** (১খ)।

ধম্মসবন মণ্ডপ (পুং) ধর্মশ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে নির্মিত মণ্ডপ বা বড় ঘর (হল)। ⇒ **মণ্ডপ**।

ধম্মসাকচ্ছ (পুং) ধর্মালাপ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা। ⇒ **ধম্মসাকচ্ছা**।

ধম্মসাকচ্ছা (স্ত্রী) ধর্ম-সম্বন্ধে আলাপ, ধর্ম-সম্বন্ধে বিচার, ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক বা বাদানুবাদ। ⇒ **ধম্মসাকচ্ছ**।

ধম্মসার—ধর্মের সার বা সারবস্তু, ধর্মের প্রকৃতস্বরূপ বা সারতত্ত্ব।

ধম্মসারথি—ধর্মসারথি, ধর্মের প্রবর্তক বা পরিচালক। **পুরিসদম্ম সারথি**—দমিত বা বিনীত পুরুষগণের সারথি বা পরিচালক।

ধম্মসারিন (বিণ) ধর্ম অনুসরণকারী, ধর্মের নিয়ম পালনকারী।

ধম্মসালা (স্ত্রী) ধর্মশালা, ধর্মসভার বড় ঘর বা হলঘর।

ধম্মসীসক (বিণ) ধর্মশীর্ষক, ধর্মকে সর্বপুরোভাগে রাখিয়া ধর্মের পূজারী, সবকিছু পশ্চাতে রাখিয়া পবিত্রতা ও সদাচার রক্ষাকারী। ⇒ **সীসক**।

ধম্মাসুধম্মতা (স্ত্রী) ধর্মের সৎগুণতা, ধর্মের উৎকৃষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতা।

ধম্মসেনা (স্ত্রী) ধর্ম-সম্বন্ধীয় বা ধর্মের সেনাপতি, ধর্মসেনাপতি। = **ধম্মসেনাপতি**।

ধম্মসেনাপতি (পুং) ধর্মসেনাপতি, বুদ্ধের শিষ্যের মধ্যে যিনি ধর্মগুণে সর্বপ্রধান। বুদ্ধের শিষ্যগণের মধ্যে সারিপুত্র মহাস্থবির ছিলেন ধর্মসেনাপতি।

ধম্মসোণ্ড (বিণ) ধর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষী, ধর্মশ্রবণের ইচ্ছুক, ধর্মপ্রিয়, ধর্মে তুষ্ট, ধর্মানুসন্ধিৎসু, ন্যায়বিচারকারী, ধর্মশৌণ্ড, ধর্মাপিপাসু, ধর্মাভিলাষী। (পুং) ব্যক্তির নামবিশেষ।

ধম্মসোণ্ডতা (স্ত্রী) ধর্মশৌণ্ডতা, ধর্মপিপাসা, **ধর্মার্জনের** আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপ্রিয়তা, ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকতা, ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা, ধর্মের অভিলাষ, আইন শৃঙ্খলার প্রতি অথবা সুনীতির প্রতি ঐকান্তিকতা। ⇒ **সোণ্ড**।

ধম্মসোত (ক্লী) ধর্ম শ্রবণের কর্ণ, ধর্মের প্রতি কর্ণপাত, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যায় বা ভাষণে কর্ণপাত, ধর্মশ্রবণের উপযুক্ত কান। ⇒ **সোত** (১)।

ধম্মস্সামি (পুং) ধর্মের সর্বাধিকারী কর্তা, ধর্মস্বামী, ধর্মের স্বামী, কায়-বাক্য-মনে ধর্মময় ধর্মের কর্তা। এই শব্দটি কিন্তু সম্বোধন পদে ব্যবহৃত।

ধম্মস্সামী (পুং) = **ধম্মস্সামি**। ⇒ **ধম্মস্সামি**।

ধম্মাদাস (পুং) [ধম্ম+আদাস] ধর্মের দর্পণ, ধর্মরূপ

দর্পণ।

ধম্মাদাসো পরিযায—নিয়মশৃঙ্খলা বা শাসন-সম্বন্ধীয় দর্পণ। ⇒ **ধম্মপরিযায**।

ধম্মাধার (পুং) ধর্মাধার, ধর্মের আধার, ধর্মভাণ্ডার।

ধম্মাধিকরণ (ক্লী) [ধম্ম+অধিকরণ] ধর্মাধিকরণ, ধর্মবিচার, ন্যায়বিচার, বিচারাসন, বিচারালয়, ধর্মবিষয়ে একটি পদ বা বাক্য। (বিণ) ধর্মের আশ্রয়ে আছে এমন।

ধম্মাধিপ (পুং) ধর্মের কর্তা, ধর্মরাজ, ধর্মরাজা, ধর্মাধিপতি। **ধম্মস্সামি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মাধিপ অনুধম্মচারিন**।

ধম্মাধিপতি (পুং) ধর্মের অধিপতি বা কর্তা। = **ধম্মাধিপ, ধম্মস্সামি**। (বিণ) উপদেষ্টা বা শিক্ষকরূপে ধর্মে মনোযোগ দেয় এমন।

ধম্মাধিপতেয্য (ক্লী) ধর্মে কর্তৃত্ব বা আধিপত্য, ধর্মশাসনে আধিপত্যকরণ, ধর্মময় শাসনে স্বয়ং ধর্ম অধিগত বা অনুভব করিয়া ধর্মে আধিপত্যকরণ। ⇒ **আধিপতেয্য**।

ধম্মানং সুকুসলো (বিণ) উত্তম গুণে গুণান্বিত বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত, ধর্মগুণে ভূষিত বা সুদক্ষ। ⇒ **ধম্ম** (২খ)।

ধম্মানুধম্ম (পুং) [ধম্ম+অনুধম্ম] ধর্মানুধর্ম, ন্যায়পরতা, ধর্মানুক্রম, ধর্মের সাদৃশ্য।

ধম্মানুধম্ম পটিপত্তি—ধর্ম-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নিয়ম সমূহ পর্যন্তও আচরণ বা রক্ষা করিয়া চলন। ⇒ **পটিপত্তি**।

ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন—যিনি ধর্মানুধর্মের তুল্যে উপনীত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি ধ্যান ও সংযমের মাধ্যমে ঠিক ধর্মের অনুরূপ হইতে পারিয়াছেন অথবা যিনি পূর্ণজ্ঞানী হইয়াছে। ইহা পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞানের ঊর্ধ্বতম পঞ্চ স্তর, যথা—১ **ধম্মং সুণাতি**, ২ **ধম্মং পরিযা পুণাতি**, ৩ **ধম্মং ধারেতি**, ৪ **ধম্মস্স অত্থং উপপরিক্খতি**, ৫ **ধম্ম-অনুধম্মং পটিপজ্জতি**। ইহার আরও অনুক্রম শ্রেণী আছে, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **বহুস্সুত, ধম্মধর, ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন**; (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মকথিক, ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন, দিট্ঠধম্ম নিব্বান পত্ত**; (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অত্থং অঞ্ঞায, ধম্মং অঞ্ঞায, ধম্মানুধম্ম পটিপন্ন**।

ধম্মানুবত্তন (ক্লী) [ধম্ম+অনুবত্তন] ধর্মানুষ্ঠান। ⇒ **অনুবত্তন**।

ধম্মানুবত্তিন (বিণ) = **ধম্মানুবত্তী**। ⇒ **ধম্মানুবত্তী**।

ধম্মানুবত্তী (বিণ) ধর্মানুবর্তী, যিনি যথাধর্ম কাজ করেন, ন্যায়বান, ন্যায়পর। (তুলনীয়) **ধম্মানুসারিন**।

ধম্মানুসারিন (বিণ) যিনি ধার্মিক জীবন যাপন করেন, ধার্মিক জীবন-যাপন সম্বন্ধীয়। (তুলনীয়) **ধম্মানুবত্তী**।

ধম্মানুসারী (বিণ) = **ধম্মানুসারিন**। ⇒ **ধম্মানুসারিন**।

ধম্মানুস্সতি (স্ত্রী) ধর্ম-সম্বন্ধীয় স্মৃতি, ধর্মগুণের উপর মনোযোগিতা। ⇒ **বুদ্ধানুস্সতি, অনুস্সতি**।

ধম্মানুয (পুং) [ধম্ম+অনুয] ধর্ম-সম্বন্ধে তর্কশাস্ত্র সম্মত বা যৌক্তিক সমাধান, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস-সম্বন্ধীয় প্রবণতা বা ঝোঁক, ধর্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অনুমানসমূহ।

ধম্মাভিসময (পুং) [ধম্ম+অভিসময] ধর্মাভিসময়, ধর্মজ্ঞান লাভ হইবার সময়, ধর্মবোধ বা সত্যজ্ঞান লাভ হইবার সময়, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবার সময়, ধর্মে অবস্থান্তর বা পরিবর্তন ঘটিবার সময়, ধর্মবিষয়ে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ, ধর্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আয়ত্তকরণ, ধর্মেতে প্রায় অবস্থান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ অভিরমিত বা অতিরমিত অবস্থা; (কোন কোন স্থানে ইহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে:—) প্রায়শ কৃতকর্ম, পুনঃপুন সংঘটিত ধর্ম। তুলনীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদান—ধর্মাভিসময়। ⇒ **অভিসময**। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **ধম্মাভিসময ধম্মচক্খুপটিলাভ**।

ধম্মামত (ক্লী) ধর্মামৃত, ধর্মরূপ অমৃত, ধর্মরূপ সুধা, ধর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা নির্বাণ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মামত মেঘেন লোকং অভিতপ্পযন্তো**।

ধম্মাযতন (ক্লী) ধর্মায়তন, ধর্মরূপ আয়তন বা স্থান, আদর্শ বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ের আয়তন ক্ষেত্র অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে যে বিষয় গ্রহণ করিয়া পুণ্যার্জন করা যায়। ⇒ **আযতন** (৩)।

ধম্মারম্মণ (ক্লী) ধর্মরমণ, ধর্মালম্বন, অবধারিত বিষয়বস্তু, ধর্মের আলম্বন বা অবলম্বন অর্থাৎ যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া পুণ্যার্জন করা যায়, ধর্ম বা পুণ্যার্জনের বিষয়বস্তু। ⇒ **আরম্মণ** (৩)।

ধম্মারাম—ধর্মারাম, ধর্মে আরাম, ধর্মে আনন্দ লাভ (অর্থাৎ যিনি ধর্মে আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছেন অথবা ধর্ম যাঁহার আনন্দের বিষয়বস্তু বা ভিত্তিভূমি)। **ধম্মারাম ধম্মরত**।

ধম্মারাম ধম্মরত ⇒ **আরাম** (পুং)।

ধম্মালপন (ক্লী) [ধম্ম+আলপন] ধর্মালাপন, উপযুক্ত ভাষণে সম্বোধন, যোগ্যরূপে ও যথানিয়মে সম্ভাষণ (যেমন—ভন্তে ভগবান ! আয়ুষ্মান সারিপুত্র ! ইত্যাদি)।

ধম্মাসন (ক্লী) ধর্মাসন, ধর্মকথিক ভিক্ষু যে আসনে বসিয়া ধর্মবিষয় ভাষণ করেন, ধর্মদেশনাকারীর বসিবার আসন, সিংহাসন, ধর্মগুরুর বসিবার স্থান; (সাধরণ কথায়) বিচারাসন, বিচারকের বসিবার স্থান।

ধম্মিক (বিণ) ধার্মিক, ন্যায্য, ন্যায়, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বান, ন্যায়পর, পুণ্যবান, নিষ্পাপ, বিধিসঙ্গত, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বিধিসিদ্ধ, আইনসঙ্গত, উপযুক্ত, ধর্ম বা নিয়ম অনুযায়ী, যথাযোগ্য, ন্যায্য বলিয়া সমর্থিত, অনুমতিপ্রাপ্ত,

অকৃত্রিম, আসল, ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ, আইন সম্মত, যথার্থ, বিধান অনুযায়ী, বিনয়শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, সচ্চরিত্রের, মান্য, সম্মানাস্পদ, মাননীয়, ঠিক। ধার্মিক রাজার গুণ-সম্বন্ধে:—(দীর্ঘনিকায়) **রাজা চক্কবত্তী ধম্মিকো ধম্মরাজা**। বুদ্ধঘোষের দীর্ঘনিকায় অর্থকথা বর্ণনায়:—**ধম্মং চরতী'তি ধম্মিক; ধম্মেন চরতী'তি ধম্মিক; ঞায়েন সমেন পবত্ততী'তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মিক কথা; ধম্মিকাহার; ধম্মিকা দেবা; অধম্মিকা অসুরা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধম্মিক** দোহল্; **ধম্মিক লাভ = সুদ্ধলাভ, মনোহর লাভ**।

ধম্মিকথা = **ধম্মীকথা**। ⇒ **ধম্মীকথা**।

ধম্মিক দোহল্—ধর্ম-সম্বন্ধে প্রবল ইচ্ছা, পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **দোহল্, ধম্মিক**।

ধম্মিক লাভ—ন্যায্য লাভ, বিধিসঙ্গত প্রাপ্তি। = **সুদ্ধলাভ, মনোহর লাভ**। ⇒ **ধম্মিক**।

ধম্মিক বাদ (পুং) ধার্মিক কথা, ধর্মকথা, সদালাপ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথাবার্তা, ধর্মালাপ, ধর্মালোচনা। ⇒ **বাদ** (১)।

ধম্মিকা কথা (স্ত্রী) ধার্মিকের আলাপ, পুণ্যবানের কথা, নীতিসঙ্গত বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথা, ধর্মকথা। ⇒ **ধম্মিকবাদ, ধম্মিক**।

ধম্মিকা দেবা—ধার্মিক বা পুণ্যবান দেবগণ। (বিপ) **অধম্মিকা অসুরা, ধম্মিক**।

ধম্মিকা রাজা (পুং) ধার্মিক রাজা, ন্যায়পরায়ণ রাজা। ⇒ **রাজা** (১ঘ)।

ধম্মিকাহার (ক্লী) [ধম্মিক+আহার] ধর্ম বা বিধিসঙ্গত নিয়মে লব্ধ আহার। ⇒ **ধম্মিক**।

ধম্মিন (বিণ) ১ ধনু আছে এমন (অর্থাৎ ধনুর্ধর)। = **ধম্ম** [৪ (২)]। ⇒ **দল্হধম্মিন**। ২ প্রকৃতি বা গুণযুক্ত, প্রবণ, বাধ্য, দায়ী, অধীন, নিহিত, রচিত, স্বভাবগত, অভ্যস্ত, (কিছুর মত) কার্য করে এমন (যেমন—**ধম্মিন ধম্ম**) ইত্যাদি, যথা—(দীর্ঘনিকায়) **উপ্পাদ-বযধম্মিন; (অঙ্গুত্তর নিকায়) মরণধম্মিন = মরণধম্ম; (পেতবত্থু) পাপধম্মিন**।

ধম্মিয (বিণ) ধর্মীয়, ধর্মানুযায়ী, যথাধর্ম, ন্যায়পরতার সহিত।

ধম্মিয লাভ—ধর্মানুযায়ী লাভ, ধর্মীয় বা যথাধর্ম প্রাপ্তি, ধর্মসঙ্গত লাভ।

ধম্মিল (পুং) (স্ত্রীলোকের) চুলে পাটকরা বা বিনুনি করা চুল, চুলের জটা বা গেরো।

ধম্মী (বিণ) ধর্ম-সম্বন্ধীয়, ধার্মিক।

ধম্মীকথা (স্ত্রী) ধর্মীয় কথা, ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলাপ। ⇒ **ধম্মকথা**। (করণ ও অপাদান কারকে) **ধম্মিযা কথায (সন্দস্সেতি সমাদপেতি সমুত্তেজেতি সংপহংসেতি)**। = **ধম্মিকথা**।

ধম্মুপোসথ—ধর্ম-সম্বন্ধীয় যে উপোসথ পালন করা হয়, ধর্মপালনের জন্য নির্দিষ্ট উপবাসের দিন (যেমন—অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা দিবসে গৃহকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শীল পালন ও ভাবনাদি করিবার জন্য অষ্টশীল গ্রহণ করিয়া উপাসক-উপাসিকাগণ দিবা বার ঘটিকার পর হইতে পরদিন অরুণোদয় সময়কাল পর্যন্ত আহার না করিয়া উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন)।

ধম্মে (অধিকরণ কারকে ক্রি-বিণ) মান্যভাবে, মাননীয় বা পূজ্যরূপে, নীচ নয় এমনভাবে, মহামান্যরূপে, সম্মান-প্রদরূপে। ⇒ **ধম্ম** [২(২খ)]।

ধম্মেঞাণ (ক্লী) ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কুশল-অকুশল-অব্যাকৃত ধর্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান বা জানা। ⇒ **ঞাণ**।

ধম্মেন (করণকারক, ক্রি-বিণ) বিচার সহকারে, ধর্মত, ঠিকভাবে, যুক্তিযুক্তভাবে, সত্যভাবে, ন্যায়ত, যথার্থত, উপযুক্তভাবে, সঙ্গতরূপে। = **কারণেন ঞায়েন বা** (বিমানবত্থু অর্থকথা); (পেতবত্থু অর্থকথা) **যুত্তেনেব কারণেন; অনুরূপ কারণেন**। (বিপ) **অধম্মেন**। = **সমেন**।

ধম্মেন সমেন—ধর্মানুরূপে, বিধিসঙ্গতভাবে, ধার্মিক ব্রহ্মচারীগণের আচরিত নিয়মের তুল্যানুরূপে।

ধম্মোক্কা (স্ত্রী) [ধম্ম+উক্কা] ধর্মরূপ উল্কা বা উল্কাপিণ্ড, ধর্মের বা সাধুতার মশালস্বরূপ জ্ঞানালোক। ⇒ **উক্কা** (১)।

ধম্মোজ (পুং) [ধম্ম+ওজ] ধর্মের বা সদাচার-সম্বন্ধীয় নির্যাস বা সারভাগ, সদাচারের সারাংশ।

ধম্মোট্ঠিত (বিণ) ধর্মে স্থিত। ধর্মেস্থিত, যেমন—**ঠিত চরন্তো নিসিন্ন সযান**।

ধম্মোসধ—ধর্মরূপ ঔষধ।

ধযতি (ক্রি) চোষা, দুগ্ধ চুষিয়া পান করা, শোষণ করা, টানিয়া লওয়া, স্তন্য পান করা, মুখ দিয়া টানা। ⇒ **ধাতি**। (অ-বিণ) **ধাত**। (করণে) **ধাপযতি**।

ধর (বিণ) ধরে এরূপ, ধারণ করে এরূপ, বহন করে এরূপ, মনে রাখে এমন, পরিধান করে এমন, রাখে এমন, মনের মধ্যে রাখে বা ধারণ করে এমন, ধারিত, জ্ঞাত, পরিধেয়, রক্ষিত। (বি-ভা) **ধম্মধর; বিনযধর; মাতিকাধর**। (সূত্রনিপাত) **জটাজিনধর**। ⇒ **ধার**।

ধরণ (ক্লী) এক আউন্সের প্রায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ ওজন ধারণ করণ। (বিণ) ধরে এমন, ধারণ করে এমন, বহন করে এমন। = **ধর**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সুবণ্ণস্স পঞ্চদস ধরণনিক্খ**—পনরটি স্বর্ণমুদ্রা ধারণ করে এরূপ।

ধরণিরুহ(পুং) ধরণীরুহ, মহীরুহ, পৃথিবীতে বা জমিতে উৎপন্ন বৃক্ষ। = **মহীরুহ, ধরণীরুহ**। ⇒ **রুহ**।

ধরণী (স্ত্রী) ধরণী, পৃথিবী, বহনকরণ অর্থাৎ গর্ভধারণকারিণী। সূত্রনিপাতে গাভী সম্বন্ধে:—**গো ধরণিযো পবেনিযো = গো গবভিনিযো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

ধরণীরুহ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। = **ধরণিরুহ**।

ধরতি (ক্রি) [√ধর+অ] ধরা, স্থায়ী হওয়া, থাকা, টিকিয়া থাকা, টিকা, দীর্ঘস্থায়ী হওয়া, জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, বাস করা, জীবনধারণ করা, শেষ না করা, বর্ধিত করা, যুক্ত করা, ক্রমাগত চালানো, পুনরায় আরম্ভ করা, বিস্তার করা, বজায় থাকা, অবস্থান করা, অধ্যবসায়ী হওয়া, গ্রহণ করা, পোষণ করা, দমন করা, দখল করা, অধিকারে বা আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বদ্ধ করা, ধারণ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কার্য করা, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিতভাবে থাকা, অভিন্ন বা অবশীকৃত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, বহন করা(অর্থাৎ গর্ভধারণ করা), সহ্য করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, বহন করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা, উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকা, অবস্থিত থাকা, ভার বহন করা, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, (লেখার খাতায়) অন্য পাতায় যোগ করা, পরিধান করা, পরা, দেখানো, ব্যবহারে জীর্ণ করা, জীর্ণ করা, নষ্ট করা, ধরিয়া থাকা, প্রতিপালন করা, ভরণপোষণ করা, সাহায্য করা, ক্ষতিপূরণ করা বা দেওয়া, পৃষ্ঠপোষণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, ঠেস দেওয়া; সাহস দেওয়া, মনে রাখা, মনের মধ্যে ধারণ করা, অন্তরের সহিত জানা, বাহির করিয়া ধরা, মনের মধ্যে গ্রহণ করা, স্মৃতিতে রাখা। (অতীত) **ধরি**। (অ-বিণ) **ধত**। (ব-বিণ) **ধরন্ত, ধরমান, ধরেয্য**। (করণে) **ধারেতি**।

ধরমান (বিণ) অবস্থান করে এমন, স্থিত আছে এমন, স্থায়ী হয় এরূপ। ⇒ **ধরতি**। (জাতক) **ধরমানে যেব সুরিযো**—সূর্য যখন ঊর্ধ্ব আকাশে স্থিত হয় তখন পর্যন্ত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভগবতো ধরমান কালে**।

ধরমানক—বর্তমান। **ধরমানক বুদ্ধং উপসঙ্কমন্তেন বিয**—(বুদ্ধ এখনও জীবিত আছেন মনে করিয়া) বর্তমান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হওয়ার ন্যায়।

ধরা (স্ত্রী) ধরা, পৃথিবী, মেদিনী, মেদ, গর্ভাশয়, নাড়ি, জরায়ু।

ধরিযমান (বিণ) ধরিতেছে এমন, ধারণ করিতেছে এরূপ। ⇒ **ধারেতি**।

ধরেয্য (বিণ) ধরে বা ধারণ করে এমন, নির্ধারিত, নির্দিষ্ট। ⇒ **ধরতি**। (থেরীগাথা) **ধরেয্য দিবস**।

ধরেয্য দিবস—কুমারী কন্যার বিবাহের নির্ধারিত দিন। = **বিবাহ**। ⇒ **ধরেয্য**।

ধব (পুং) ১ সংস্কৃত—ধব = মধুরত্বচ, হলায়ুধ) বৃক্ষবিশেষ। ২ পতি, স্ত্রীলোকের স্বামী। (থেরগাথা অর্থকথা) **ধব বুচ্চতি সামিকো তদ অভাবা বিধবা মতপতিকা'তি অত্থো**। ৩ ধূর্ত, মনুষ্য।

ধবল (বিণ) ধবল, শ্বেত, সাদা, শুভ্র, শুক্লবর্ণের, পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।⇒ **ধাবতি, ধোবতি**।(পুং) শুক্লবর্ণ, কর্পূরবিশেষ, শ্বেতকুষ্ঠ, শ্বেতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ।

ধবলতা (স্ত্রী) ধবলতা, শুক্লবর্ণবিশিষ্টতা। ⇒ **ধবল** (পুং)।

ধাত (বিণ) সন্তুষ্টকৃত, তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, খাওয়াইয়াছে এমন, পরিতুষ্ট, শান্তকৃত। = **সুহিত, তিত্ত, সুখিত**। ⇒ **ধযতি**।

ধাততা (স্ত্রী) সম্পূর্ণতা, পরিতৃপ্ততা, পরিতুষ্টতা, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তোষের বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণপরিশোধ।

ধাতা বিধাতা (পুং) বিশ্বকর্মা। ⇒ **বিধাতর**।

ধাতিচেল (ক্লী) শিশুর আচ্ছাদনবস্ত্র অর্থাৎ কাঁথা, ন্যাকড়া, গামছা, তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতি, শিশুদের রুমাল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গামছা।

ধাতী (স্ত্রী) ধাত্রী, প্রসবিত্রী, মাতা, যে স্ত্রীলোক মাতৃবৎ লালন-পালন করে, মাতাভিন্ন যে স্ত্রীলোক শিশুকে স্তন্যপান করায়, ধাই-মা, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী পরিচারিকা, পালনকর্ত্রী, যে ধাই মাই দেয়। (যৌগিকে) **ধাতিচেল**।

ধাতু (স্ত্রী) ১ শারীরিক ধাতু বা উপাদান অর্থাৎ যে উপাদান বস্তু দ্বারা রূপ বা শরীর গঠিত হয়। এই উপাদান চতুর্বিধ, যথা—**পথবী ধাতু** (মাটি বা মৃত্তিকা), **আপো ধাতু** (জল), **তেজোধাতু**(উত্তাপ বা অগ্নি), **বাযোধাতু**(বায়ু)। এই চতুর্বিধ ধাতুকে "**চত্তারো মহাভুতানি**"ও বলা হয়। সংযুক্ত নিকায়ের এক স্থানে পঞ্চবিধ "**ধাতু**" সম্বন্ধেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**পথবী ধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু, আকাসধাতু**(বোম বা শূন্যতা)। সংযুক্ত নিকায়ের অন্যত্র ছয় প্রকার "**ধাতু**" সম্বন্ধেও উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**পথবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু, বাযোধাতু, আকাসধাতু, বিঞ্ঞাণধাতু** (বিজ্ঞানরূপ উপাদান)। ২ **ক** প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থা, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, বিশেষগুণ, গুণ, স্বত্ব, স্বামিত্ব,

বিন্যাস, প্রবণতা, মেজাজ, হস্তান্তরিতকরণ, প্রদান, প্রয়োগ, উৎপাদক, অন্যতম কারণ, প্রতিনিধি, আড়তদার, স্বতন্ত্র দ্রব্য, স্বতন্ত্র দফা বা বিষয়, গঠন, আকার, আকৃতি, বহিরঙ্গ, আদর্শ, ছাঁচ, শিষ্টাচার, প্রচলিত প্রথা বা আচার, সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, প্রণালী, সামাজিক পদ, আদি, মূল, মৌলিক তথ্য, মূলতত্ত্ব, মূলনীতি, মৌলিক বিষয় বা শক্তি, মনোবৃত্তি, মৌলিক উপাদান, মূলবিষয়, উপাদান। এই অর্থে "**ধাতু**" শব্দের যৌগিক শব্দ, প্রয়োগ ও বর্ণনা সমস্তই "**খন্ধ**" শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে শারীরিক উপাদান ও উৎপাদকরূপে "**খন্ধ**" এবং "**আয়তন**" এর সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। চূলনির্দেশে "**ধাতু**" শব্দ দ্রষ্টব্য। এতাদৃশ উপাদানই জীবের (**খন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তন লোক**) এই "**লোক**" বা অস্তিত্ব সমূহের মধ্যে যে কোন একটি গঠন করে (চূলনির্দেশে দ্রষ্টব্য)। (যৌগিকে) **কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু** অর্থাৎ কামভূমির অথবা রূপভূমির অথবা অরূপভূমির উপাদান বা সম্পত্তি অনুসারে যার যেমন গতি বা অবস্থান্তর প্রাপ্তির স্থান (চূলনির্দেশে দ্রষ্টব্য)। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকধাতু; নিব্বান ধাতু**। এতৎসম্পর্কীয় "**অমতধাতু, ভূধাতু**" (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ঠপিতায (থপিতায) ধাতুয়া**—যখন শারীরিক উপাদান অর্থাৎ জীবনীশক্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **বর্ণধাতু**। **খ** ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপাদানসমূহ অর্থাৎ "চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন"—ছয় প্রকার "**বাহিরানি আয়তনানি**" এবং "রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম"--ছয় প্রকার "**অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি**" সম্বন্ধীয় বিষয়। উহাদের মধ্যে "**সোতধাতু**" (দীর্ঘনিকায়); (সংযুক্ত নিকায়) **দিব্বসোতধাতু;** (বিভঙ্গ) **চক্খুধাতু; মনোধাতু; মনোবিঞ্ঞাণধাতু**। **গ** বিভিন্ন অর্থে:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনেক ধাতু;** (বিভঙ্গ) **অকুসল ধাতু;** (সংযুক্ত নিকায়) **অবিজ্জা ধাতু; আভাধাতু; আরম্ভধাতু; ঠিতি ধাতু; ধম্মধাতু; নেক্খম্মধাতু;** (দীর্ঘনিকায়) **নিস্সরণিয়া ধাতুযো**—নিঃসরণীয় উপাদান; সংযুক্ত নিকায়ে "**অনিচ্চা**" এবং "**নিরোধ**" শব্দ দ্রষ্টব্য। **ঘ** স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনায়:—**কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধধাতু**। (সংযুক্ত নিকায়) **আভাধাতু, সুভধাতু** ইত্যাদি সপ্তবিধ ধাতু। পটিসম্ভিদামার্গে ১৮ প্রকার ধাতুর বর্ণনা দৃষ্ট হয়, যথা—চক্ষু-শ্রোতাদি ৬ প্রকার; রূপ-শব্দাদি ৬ প্রকার এবং চক্ষুবিজ্ঞান-শ্রোতবিজ্ঞানাদি ৬ প্রকার—এই ১৮ প্রকার ধাতু। ⇒ **ধাতুকুসলতা**। ৩ শারীরিক রস, শারীরিক অনুরাগ, শারীরিক প্রীতি, শারীরিক পীড়া, শারীরিক প্রকৃতি। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ধাতুসমতা**। ৪ ধাতু, শরীরাবশিষ্ট, শব বা মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিবার পর ভস্ম না হইয়া অবশিষ্ট থাকে। জগতে মহাপুরুষের মহাপ্রয়ানে বা পরিনির্বাণ লাভে শবদাহ ক্রিয়ার পর অস্থি, দন্ত ইত্যাদি যাহা কিছু ভস্ম না হইয়া দেহাবশিষ্ট থাকে উহাকে ধাতু বলা হয়। যেমন লোকগুরু মহামানব ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভে শবদাহ ক্রিয়ার পর অস্থিধাতু এবং দন্তধাতুরূপে দেহাবশিষ্ট ধাতুসমূহ শ্রদ্ধাবান ভক্তগণের পূজার নিমিত্ত জগতে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধের ঐ দেহাবশিষ্ট ধাতুসমূহের উপর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব পাক-ভারতের তথা বহির্ভারতের উপাসক উপাসিকাগণ-কর্তৃক অনন্তকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে। উহাকে ধাতুমন্দির বলা হয়। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সরীরধাতু**। (দাঠাবংস) **দসনধাতু**। (অধিকরণ কারকে) **ধাতুসো**। (সংযুক্ত নিকায়ে) **সত্তা সত্তেহি সদ্ধিং সংসন্দন্তি** ইত্যাদি।

ধাতুক (বিণ) স্বাভাবিক অবস্থার, স্বভাবগত, যার যেমন প্রকৃতি তেমন অবস্থার, প্রকৃতি অনুযায়ী; (সাধারণ অর্থে) বন্ধুত্বভাবে। (জাতক) **কিলিট্ঠ ধাতুক; সমধাতুক; বধির ধাতুক; পণ্ডুরোগ ধাতুক; ধুত্তিক ধাতুক; বামনক ধাতুক; মুদ্ধাধাতুক; আবাট ধাতুক**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অনত্তমন ধাতুক**।

ধাতুকথা (স্ত্রী) উপাদান-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বা বর্ণনা, অভিধর্মের তৃতীয় গ্রন্থের নামবিশেষ।

ধাতুক ধম্ম—স্বভাব অনুরূপ কার্য। ⇒ **ধাতুক**।

ধাতুকুচ্ছি (স্ত্রী) গর্ভ, গর্ভাশয়, পেট, জরায়ু, গহ্বর।

ধাতুকুসল (বিণ) ধাতুকুশল, ধাতুক্রিয়া বিষয়ে দক্ষ, উপাদান সমূহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ।

ধাতুকুসলতা (স্ত্রী) আঠার প্রকার ধাতু বা উপাদান-সম্বন্ধে দক্ষতা বা পারদর্শিতা অথবা অভিজ্ঞতা, উপাদানজ্ঞানে দক্ষতা, "মাটি-জল-অগ্নি-বায়ু"—এই চতুর্বিধ মহাধাতু বা মহাভূতরূপকে পৃথক পৃথক দর্শনে বৃদ্ধিসম্পন্নতা। ১৮ প্রকার ধাতু, যথা—**চক্খুধাতু, সোতধাতু, ঘাণধাতু, জিব্হাধাতু, কায়ধাতু, মনোধাতু, রূপধাতু, সদ্দধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, ফোট্ঠব্বধাতু, ধম্মধাতু, চক্খুবিঞ্ঞাণধাতু, সোতবিঞ্ঞাণ ধাতু, ঘাণবিঞ্ঞাণ ধাতু, জিব্হাবিঞ্ঞাণধাতু, কায়বিঞ্ঞাণ ধাতু, মনোবিঞ্ঞাণ ধাতু**। ⇒ **ধাতু** (২ঘ)।

ধাতুগব্ভ—বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের শরীরাবশিষ্ট ধাতু রাখিবার মন্দির। = **থূপ, ধাতুচেতিয**।

ধাতুঘর (ক্লী) ধাতুঘর, ধাতুমন্দির, বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষগণের শরীরাবশিষ্ট যে ঘরে রাখিয়া পূজার্চনা করা হয়।

ধাতুচেতিয (ক্লী) ধাতুচৈত্য, ধাতুমন্দির। পূজা ও বন্দনাদির জন্য যেই স্থানে বুদ্ধের দেহাবশিষ্ট ধাতু নিধান করিয়া উহার উপর মন্দির বা স্তূপ নির্মাণ করা হয় উহাকে ধাতুমন্দির বা ধাতুচৈত্য বলা হয়। = **ধাতুঘর**। ⇒

চেতিয।

ধাতু নানত্ত (ক্লী) জড়জগতের প্রকৃতি বা উপাদান সমূহের অসাদৃশ্য, সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধীয় প্রভেদ বা বিভিন্নতা।

ধাতুমঞ্জুসা (স্ত্রী) ধাতুমঞ্জুষা, ধাতু রাখিবার পাত্র অর্থাৎ বুদ্ধের দেহাবশিষ্ট অস্থি ও দন্তধাতু যে পাত্রে রাখা হয়। ⇒ **করণ্ড**।

ধাতুমন্দির—যে মন্দিরে ধাতু স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়, ধাতু স্থাপনের বা নিধানের পবিত্র স্থান বা মন্দির অথবা বেদী। = **ধাতুচেতিয**। ⇒ **ধাতু** (৪), **মন্দির**।

ধাতুয = **ধাতুর**। ⇒ **ধাতুর**।

ধাতুর (বিণ) ধাতুযুক্ত। = **ধাতুয**। (মধ্যম নিকায়) **ছ ধাতুর পুরিস**—ছয় প্রকার ধাতু বা উপাদান দ্বারা গঠিত বা পরিপূর্ণ ব্যক্তি। ⇒ **ধাতু**।

ধাতুলোক—জড়জগৎ, যত্র উপাদানে গঠিত বস্তুর উৎপত্তি বিরাজমান, ধাতু-সম্বন্ধীয় জগৎ। ইহা "**আয়তনলোক, খন্ধলোক**" শব্দের সহিতও ব্যবহৃত হয়। ⇒ **ধাতু**।

ধাতুবিভঙ্গ (পুং) অস্থিধাতু বিভাগ। ⇒ **বিভঙ্গ**।

ধাতুবিভাগ (পুং) ধাতু বিভাগ, ধাতুবণ্টন, অস্থিধাতু বণ্টন। ভগবান বুদ্ধের শ্মশান হইতে সংগৃহীত তাঁহার দেহাবশিষ্ট অস্থি ও দন্ত ধাতুসমূহ দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম আটভাগে বিভক্ত করিয়া আটজন রাজাকে দিয়াছিলেন। ⇒ **বিভাগ**।

ধাতুসমতা (স্ত্রী) ধাতুসাম্যতা, মাটি-জল-তাপ-বায়ু অর্থাৎ যেই যেই উপাদানে শরীর গঠিত হয় সেই সেই উপাদান সমূহের সমতা বা সাম্যতা। ⇒ **ধাতু** (৩)।

ধান (বিণ) ধারণ করিবার মত অথবা ধারণ করে এমন। (মধ্যম নিকায়) **এহি কণ্টক ধান**—এইটি কণ্টকধারী অথবা ইহাতে কণ্টক আছে। (তুলনীয়) **আধান, কণ্টক**। (ক্লী) আধার, ধান, পাত্র, স্থালী, পুষ্পমূল, নিধান, স্থান। (ধর্মপদ) **সক্কার ধান**।

ধানিয (বিণ) ধনী, সম্পত্তিশালী, ধনবান, যাহার যথেষ্ট ঐশ্বর্য আছে। (জাতক) **পহুতধন ধানিয;** (বর্মাজাতকে) **ধানিয ধারিতং**। (ক্লী) ধন, ঐশ্বর্য, বিভব, প্রাচুর্য, সম্পদা, সৌভাগ্য।

ধানী (স্ত্রী) আসন, স্থান। = **ঠান**। (মধ্যম নিকায়) **রাজধানী**।

ধাপযতি (ক্রি) চুষা, শোষণ করায়, স্তন্য পান করায়। ⇒ **ধযতি**।

ধার (বিণ) ধারী, ধারণকারী, বহনকারী, যে ব্যক্তি ধারণ করে, যাহার নিকট আছে, পরিধানকারী। (দীর্ঘনিকায়) **উদক-রহদো সীতবারি ধার**। (মধ্যম নিকায়) **উভতোধার**। (সূত্রনিপাত) **উক্কাধার; অন্তিম দেহধার**। = **ধারী**। ⇒ **ধারিন**।

ধারক (বিণ) ১ ধারক, ধারণকারী, যে ব্যক্তি ধারণ করে। = **ধার, ধারী**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সম্পত্তিং ধারক**। ২ জ্ঞাত, যে ব্যক্তি জানে বা স্মরণ রাখে। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধারকজাতিক**।

ধারকজাতিক (বিণ) স্মৃতিজাতীয়, যাহা জানিবার, মনে রাখিবার মত, যে ব্যক্তি জানে বা স্মরণ রাখে। ⇒ **ধারক**।

ধারণ (ক্লী) ১ ধারণ, গ্রহণ, অবলম্বন, পরিধান। (দীর্ঘনিকায়) **মালাধারণ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চীবরধারণ**। ২ রক্ষণ, সেবন, নিবারণ, সংবরণ, সহন। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **আয়ুধারণ ভোজন**। ৩ বহন, স্থাপন, স্মরণ, মনে রাখা। (মধ্যম নিকায়) **ধম্মধারণ**।

ধারণক (বিণ, পুং) ১ ঋণী, খাতক। ⇒ **ধারেতি** (৪)। ২ স্মৃতিসাধক, স্মৃতি সাধনাকারী।

ধারণতা (স্ত্রী) ১ পরিধান, পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত অবস্থা। = **ধারণ** ২ মনোযোগিতা, একাগ্রতা। = **ধারণ**।

ধারণা (স্ত্রী) ১ ধারণা, স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি, স্মৃতি, স্মরণ। ২ ধরিত্রী, পৃথিবী। (তুলনীয়) **ধরণী**।

ধারা (স্ত্রী) ১ ধারা, দ্রব দ্রব্যের নিরন্তর ক্ষরণ, বৃষ্টি, অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ, জলস্রোত, প্রবাহ, প্রচণ্ড ও প্রচুর প্রবাহ, নদী, ঘটনাপ্রবাহ, মত ধারা ইত্যাদি, স্রোতে গা ভাসানো, সকলে যেরূপ করে বা ভাবে সেইরূপ করা বা ভাবা, স্রোত, প্রাচুর্য, সহজে ভাবপ্রকাশ, জোয়ার, বৃষ্টিপাত, পশলা। (দীর্ঘনিকায়) **সম্মাধারা; উদকস্স ধারা**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **উদকধারা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **হিঙ্গুলিক ধারা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অস্সুধারা**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **বস্সধারা**। ২ অস্ত্র বা খড়্গের ধার। (বিণ) তীক্ষ্ণধার আছে এমন। (জাতক) **খুরধারা**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **সুখুম ধারা**। (জাতক) **একতো ধারা; উভতো ধারা; অসিধারা; সত্থধারা**।

ধারিন (বিণ) ধারণকারী, পরিধানকারী, রক্ষাকারী। (বি-ভা) **অন্তিম দেহধারিন** (সংযুক্ত নিকায়)। (জাতক) **বিরূপ বেসধারিন**—বিরূপ বা বিবর্ণ বেশধারী।

ধারিনী (স্ত্রী) ধারণকারিণী। = **ধারিন**। (পেতবত্থু) **কাসিকুত্তমধারিনী**— কাশীতে প্রস্তুত উত্তম বস্ত্র পরিধানকারিণী।

ধারী (বিণ) = **ধার**। ⇒ **ধার**।

ধারেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি অপর সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়, উপদেষ্টা, শিক্ষক। (তুলনীয়) **ধারণক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সোতা সাবেতা উগ্গহেতা ধারেতর**।

ধারেতি (ক্রি) [√ধর+এ] ১ গ্রহণ করা, পোষণ করা, ধারণ করা, বহন করা, সহ্য করা, প্রসব করা, উৎপাদন করা, পছন্দ করা, আচরণ করা, প্রদান করা, যুক্ত থাকা,

উপযুক্ত হওয়া, চাপ দেওয়া, সম্বন্ধযুক্ত থাকা, অবস্থিত থাকা, ভার বহন করা, স্বমতের স্বপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, দেহভঙ্গি করা, কোন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকার করা, লাভ করা, (লেখা-সম্বন্ধে) অন্য পাতায় যোগ করা, পরিধান করা, পরা, দেখানো, ব্যবহারে ক্ষয় করা, জীর্ণ করা, নষ্ট করা, আনয়ন করা, দেওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **ছবদুস্সানি ধারেতি; তেলপজ্জোতং ধারেতি; ছত্তং ধারেতি**—(একজনের মস্তকোপরি অপর জনে) ছত্র ধারণ করা; **দেহং ধারেতি**--দেহ ধারণ করা; **অন্তিমং দেহং ধারেতি**—শেষ বা অন্তিম দেহ ধারণ করা। (জাতক) **পদুমং ধারেতি**। (পেতবত্থু) **বন্নং ধারেতি = বন্নং বহসি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তস্স কহাপণং দণ্ডং ধারেতি**—তাহার উপর কহাপণ বা টাকার জরিমানা ধার্য করা। ২ দমন করা, দখল করা, পুনরায় দখল করা, অধিকারে বা আধিপত্যে রাখা, আবদ্ধ করা, বন্ধ করা, রক্ষা করা, সম্মান করা, সম্পাদন করা, অনুষ্ঠান করা, উঠিয়া পড়িয়া লাগা, অবিরত যত্নবান হইয়া কাজ করা, ক্রমাগত চালানো, বিবেচনা করা, সংলগ্ন হইয়া থাকা, স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, অদমিতভাবে থাকা, অভিন্ন বা অবশীকৃত হইয়া থাকা, লাগিয়া থাকা, অধিকার লাভ করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া। (বিনয়) **কযং ধারেথ**—তুমি কিরূপে গুরুত্ব (বা তাৎপর্য অথবা গর্ভাবস্থা) চাপিয়া রাখিলে অথবা গোপন করিলে? (ধর্মপদ) **কোধং ধারেতি**—ক্রোধ দমন বা সংবরণ করা। ৩ মনে রাখা, স্মরণ রাখা, মনে মনে জানা বা জ্ঞাত থাকা, জ্ঞাত হওয়া, বুঝিতে পারা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মং ধারেতি**—ধর্মবিষয় জানা বা বুঝিতে পারা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **তিপিটকং বুদ্ধবচনং ধারেতি**--বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটকশাস্ত্র জানা বা স্মরণ রাখা। (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি) **ধম্মং সুণাতি, ভণতি, ধারেতি**—ধর্ম শ্রবণ করায়, ভাষণ করে এবং স্মরণ রাখে। (তুলনীয়) **উপধারেতি**। দ্বিত্ব করণকারকে:—প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা অর্থাৎ বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা করা, কিছুর জন্য গ্রহণ করা, বিবেচনা করা, মনে করা, বলা, ডাকা, আহ্বান করা। "আহ্বান করা" অর্থে:—(বিনয়) **উপাসকং মং ধারেতু ভগবা**—ভগবান! আমাকে উপাসক শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। (দীর্ঘনিকায়) **অত্থজালং'তি পি নং ধারেহি**—আপনি ইহাকে "অর্থজাল" বলিয়া বলুন; **যথা পঞ্ঞহং ভগবা ব্যাকরোতি তথা নং ধারেয্যাসি**—ভগবান যেইরূপ বলিয়াছেন তুমি তাহা বিশ্বাস কর; **যথা নো (অত্থং) গোতমো ব্যাকরিস্সতি তথা নং ধারেস্সাম**। (সূত্রনিপাত) **এবং মং ধারেহি অধিমুত্ত চিত্তং**—আমার চিত্তবিমুক্তি লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে কর; **উপলক্খেহি**। ৪ ভর্তি করা, প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া, অধিকার দেওয়া, (সত্য বলিয়া) স্বীকার করা, (কোন যুক্তি) মানিয়া লওয়া, সঙ্কুলান হওয়া, আঁটা, ধরা, দেওয়া, যোগ দেওয়া, বাদ দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, বিবেচনা করা, কিছু ছাড়িয়া দেওয়া, তুলিয়া লওয়া, (কোন বিষয়ে) সপ্রমাণ করা বা সমর্থন করা, ঋণী থাকা, বাধ্য হওয়া, ধারা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ন কস্স কিঞ্চি ধারেতি**—কাহারও কিছু ধারে না অর্থাৎ কাহারও নিকট ঋণী নহে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অত্থং ধারেতি**। ⇒ **ধরতি**। (অতীত) **ধারেসি**। (অ-বিণ) **ধত, ধারিত**। (ব-বিণ) **ধারেন্ত**। (ক্রি-বি) **ধারেত্বা**। (তুম) **ধারেতু**।

ধারেতু (তুম) ধরিতে, ধারণ করিতে, গ্রহণ করিতে, বহন করিতে; (অনুরোধ জ্ঞাপন অর্থে:—) ধারণ করুন, গ্রহণ করুন, পরিধান করুন। ⇒ **ধারেতি**। (পুং) বাহক, যে ব্যক্তি ধারণ করে, যে ব্যক্তি পরিধান করে।

ধারেয্য (ক্লী) নীত হওয়ার উৎসব অর্থাৎ বিবাহ.উৎসব, বিবাহ। (তুলনীয়) **ধরেয্য**। (কিন্তু সাহিত্যে **"বারেয্য"** শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (থেরগাথা অর্থকথায়) **ধারেয্য = বিবাহ**।

ধারেহি (ক্রি, পঞ্চমী) ধারণ কর, ধর, গ্রহণ করা। = **পধারেহি**।

ধাব (ক্লী) দৌড়ানো, দৌড়াদৌড়ির পাল্লা। = **ধাবন**।

ধাবতি (ক্রি) [√ধাব+অ] ১ দৌড়ানো, পলায়ন করা, সরিয়া পড়া, বিস্তৃত হওয়া, প্রবাহিত হওয়া, বংশানুগত হওয়া, উঠিয়া আসা, প্রতিযোগিতা করা, সম্মুখীন হওয়া, নির্গত হওয়া, পুঁজাদি পড়া, দৌড় দেওয়ানো, **ঢালা**, তাড়াতাড়ি করা, নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করা, চলা, চলিতে থাকা, জোর করিয়া প্রবেশ করান, ঢোকান, পরিচালনা করা, (দর-সম্বন্ধে) গড়পড়তায় হওয়া, কথায় বা লেখায় প্রচলিত থাকা, দৌড়িয়া পলাইয়া যাওয়া, বহা, দ্রব হওয়া, গলা, গলিয়া যাওয়া, চলাচল হওয়া, লম্বমান হওয়া, ঝুলিয়া পড়া, জোয়ার হওয়া, প্লাবিত করা বা হওয়া, তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া যাওয়া, দৌড়াইয়া চলিয়া যাওয়া। = **পলাযতি**। (বিপ) **গচ্ছতি**। (তুলনীয়) **ধারা, ধুনাতি**। ২ (জল প্রবাহিত করিয়া) পরিষ্কার করা। = **ধোবতি**। (তুলনীয়) ধবল, ধারা(২)। (অতীত) **ধাবি**। (অ-বিণ) **ধাবিত**। (ব-বিণ) **ধাবন্ত**। (ক্রি-বি) **ধাবিয, ধাবিত্বা**।

ধাবখে রবখে = রব। ⇒ **রব**।

ধাবন (ক্লী) ধাবন, দৌড়ানো, পলায়ন, বেগে গমন, দ্রুত গতিতে গমন, লম্ফ সহকারে বা লাফ দিয়া দৌড়ানো।

ধাবিন = পধাবিন। ⇒ **পধাবিন**।

ধাবী (বিণ) যে দৌড়ায়, যে দ্রুত গমন করে।

ধারে রবখে = রব। ⇒ **রব**।

ধি ১ (অব্যয়) ধিক, নিন্দা, ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা, বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ, ধিক্কার, গালাগালিব্যঞ্জক শব্দ, ছি ছি লজ্জা, দুঃখের বিষয়। = **ধী**। "**ধীতং**" শব্দের পরিবর্তে সংযুক্ত নিকায়ে পাঠ দৃষ্ট হয় "**ধী তং**"। (ধর্মপদ) **ধী = গরহামি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **হং ধী;** কিন্তু সাহিত্যে "**হং দি**" শব্দ দৃষ্ট হয়। ব্যঞ্জন সন্ধিতে "**র**" আগম হইয়া "ধী+র+অথু = **ধীরথু**"; (সূত্রনিপাত) **ধীরথু জীবিতং;** (জাতক) **ধীরথু জাতিযা**। ২ (স্ত্রী) প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মতি, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা। = **পঞ্ঞা** (অর্থকথা); **ধী বুচ্চতি পঞ্ঞা**। = **ধীর** (মহানির্দেশ)।

ধিক্কত (বিণ) ধিক্কৃত, ধিক শব্দ প্রয়োগপূর্বক যাহাকে কেহ ভর্ৎসনা করিয়াছে, নিন্দিত, ভর্ৎসিত, অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অতিশয় নিন্দিত, যাহাকে গালাগালি দেওয়া হইয়াছে, যাহার অপযশ করা হইয়াছে।

ধিক্কিত (বিণ) ধিক্কৃত, ধিক্কারকৃত, ভর্ৎসিত, ভর্ৎসনাকৃত, নিন্দিত, তিরস্কৃত, দণ্ডিত, অকর্মণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত। = **ধিক্কত, গরহিত** (জাতক অর্থকথা)। জাতক অর্থকথায় "**ধীর**" শব্দের বর্ণনায় সমান অর্থবাচক শব্দ "**ধিক্কিত পাপ**" (মহানির্দেশ)। (তুলনীয়) **ধি** (২)।

ধিক্কিত পাপ—অতিশয় ঘৃণিত পাপ বা কুকর্ম। ⇒ **ধিক্কিত**।

ধিতি (স্ত্রী) ধৃতি, ধারণ, উদ্ধার, সার, ধৈর্য, স্থিতি, **ইচ্ছা**, সন্তোষ, সুখ, যাগ, সর্বত্রপ্রীতি, উৎসাহ, শক্তি, তেজ, কর্মশক্তি, সাহস, বীরত্ব, দৃঢ় স্বভাব বা চরিত্র, সাহসিকতা, **অটলতা**, দৃঢ়তা, সঙ্কল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা। (ধর্মসঙ্গণী) **ধিতিথাম**। "জ্ঞান বা প্রজ্ঞা" এর সমান অর্থবাচক শব্দ "**ধিতি**"; (তুলনীয়) **জুতি; জুতিমন্ত**। চূলনির্দেশে "**ধিতি**" শব্দের বর্ণনায় "**ধিতিসম্পন্ন**" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ⇒ **ধি** (২)।

ধিতিমন্ত (বিণ) ধৃতমান, ধৈর্যশীল, উদ্যমশীল, বলবান, প্রাণবন্ত, প্রাণবান, সাহসী, নির্ভীক, কঠিন, দৃঢ়, স্থির, স্থিরসঙ্কল্প, দৃঢ়সঙ্কল্প, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরনিশ্চয়, অটল, জ্ঞানী। (তুলনীয়) **ধিতি**। ⇒ **জুতিমন্ত**।

ধিতিসম্পন্ন (বিণ) দৃঢ়তা সম্পন্ন, ধৈর্যসম্পন্ন, ধৃতিসম্পন্ন। ⇒ **ধিতি**।

ধিযতি (ক্রি) = **ধীযতি**। ⇒ **ধীযতি**।

ধিরথু [ধি+অথু] লজ্জা পাইতে দাও, লজ্জিত করা, ধিক্কার দাও।

ধী ১ = **ধি**। ⇒ **ধি** (১)। ২ (স্ত্রী) = **ধি**। ⇒ **ধি** (২)।

ধীতর (স্ত্রী) = **ধীতা**। ⇒ **ধীতা**।

ধীতরক্কম (বিণ) যে ব্যক্তি কন্যার আকাঙ্ক্ষা করে, কন্যা প্রাপ্তির ইচ্ছুক। = **ধীতু অত্থায বিচরতি** (জাতক অর্থকথা)। **ধীতুকামা**।

ধীতরধীতা (স্ত্রী) কন্যার কন্যা, নাতিনী, পৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রপৌত্রী, নাতিনীর কন্যা। = **নত্তুধীতা**।

ধীতলিকা (স্ত্রী) পুত্তলিকা, ছেলেদের খেলার পুতুল। (বিনয়) **দারুধীতলিকা**। = **ধীতিকা**।

ধীতা (স্ত্রী) কন্যা, মেয়ে। = **কঞ্ঞা**।

ধীতাক্কম = **ধীতরক্কম**। ⇒ **ধীতরক্কম**।

ধীতিকা (স্ত্রী) = **ধীতলিকা**। ⇒ **ধীতলিকা**।

ধীতুকামা (বিণ) কন্যার জন্য আকাঙ্ক্ষী। = **ধীতরক্কম**।

ধীতুপতি (পুং) কন্যার পতি, জামাতা।

ধীতুমত্তিন (বিণ) কন্যাসদৃশ, কন্যার তুল্য।

ধীন = **অধীন**। ⇒ **অধীন**।

ধীমন্ত (বিণ) ধীমান, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান, অভিজ্ঞ।

ধীযতি (ক্রি) [√ধা+ঈ+য] ধারণ করা, দমিত হওয়া, জাত হওয়া, জন্ম দেওয়া, গর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া, স্থানান্তরে নীত হওয়া। (অতীত) **ধীযি**। (ব-বিণ) **ধীযমান**।

ধীর (বিণ) ধীর, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট শোক প্রভৃতিতে অত্যন্ত অভিভূত হয় না, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট শোক প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে, ধৈর্যশীল, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, যাহার স্বভাব চঞ্চল বা উদ্ধত নয়, গম্ভীর, যাহার সহসা বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে না, যাহার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, স্থিরোন্নতচিত্ত, স্থির, যে ব্যক্তি সবিশেষ না বুঝিয়া সহসা কোন কার্য করে না, শান্ত, বিনীত, নম্র, মনোহর, স্থিত, অক্ষত, সমর্থ, সারবান, নিত্য, ধ্রুবক, অপরিবর্তনীয়, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, অবিরত, দৃঢ়, কঠিন, স্থিরসঙ্কল্প, আত্মবিশ্বাসী, সচ্চরিত্রের, ধর্মজ্ঞানের অধিকারী, (বর্ণনায়) অর্হৎ। (সংযুক্ত নিকায়) **লোক পরিযাযং অঞ্ঞায নিব্বুতা ধীরো**। (সূত্রনিপাত) **নিব্বন্তি ধীরা; বিপ্পমুত্ত মুত্তো দিট্ঠিগতেহি ধীরো**। (বিপ) **বাল**। **ধীরো সব্বগন্থ পমোচনো**। = **জুতিমন্ত, পণ্ডিত**।

ধীরধম্মা—জ্ঞানীর ধর্ম দ্বারা, পণ্ডিতের আচার বা স্বভাব দ্বারা। = **তেজুস্সদেহি অরিযমগগ ধম্মেহি**।

ধীরূপসেবনা (স্ত্রী) [ধীর+উপসেবনা] জ্ঞানীর সেবা, পণ্ডিতের সেবা, যাঁহার দ্বারা ইহ-পারত্রিক মঙ্গল সূচিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাদৃশ জ্ঞানীব্যক্তির সেবা। (বিপ) **বালুপসেবনা**।

ধীবর (পুং) ধীবর, কৈবর্ত। মৎস্য ধরা এবং মৎস্য বিক্রয় করা যেই জাতির ব্যবসায় সেই জাতিকে ধীবর বলা হয়।

ধুত (বিণ) ১ ধুত, ধৃত, কম্পিত, বিচলিত। (দাঠাবংস) **বাতধুত**। = **ধৃত**। ২ (সাহিত্যে) নাড়া দিয়াছে এরূপ, (অর্থকথা বর্ণনায়) "**কিলেস**" অর্থাৎ পাপ প্রবণতায় (ইচ্ছায়) অথবা "**বার**" প্রবণতায় নাড়া দিয়াছে এমন,

"**নীরবণ**" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধায় নাড়া দিয়াছে অথবা কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে এরূপ। ⇒ **ধুনাতি**। এই শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিনয়ের একটি পাঠের পুনরাবৃত্তিতে এই শব্দটি বিশেষণরূপে ব্যবহার হইয়াছে, তখন ইহার অর্থ হইয়াছে:—অতিশয় যত্নবান, ধর্মভীরু অথবা অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ; (বিপ) **কোসজ্জ**—অলস। দীর্ঘনিকায়ে এই শব্দটি "দুঃখ"-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। **ধুতধম্ম** (প্রথমত ভিক্ষুদের পক্ষে, দ্বিতীয়ত গৃহীদের পক্ষে) জীবনের যত্নশীল বা ধর্মভীরু উপায়।

ধুতকথা (স্ত্রী) ধুতাঙ্গের ব্রত-সম্বন্ধীয় কথা বা আলাপ। ⇒ **ধুতঙ্গ**।

ধুতকিলেস (বিণ) যাঁহার ক্লেশসমূহ বিধৌত হইয়াছে। ⇒ **ধোন**।

ধুতঙ্গ (ক্লী) [ধুত+অঙ্গ] ধুতঙ্গ বা ধুতাঙ্গ, ভিক্ষুর অতিরিক্ত আচার বা নিয়মনিষ্ঠতা, নিয়মের অতিরিক্ত কঠোর ব্রত। ⇒ **ধুত** (২)। "**ধুতঙ্গ**" ১৩ প্রকার, যথা—**একাসনিক ধুতঙ্গ, তিচীবরিক ধুতঙ্গ, পিণ্ডপাতিক ধুতঙ্গ**, ইত্যাদি। ১৩টি "**ধুতঙ্গ**" বিনয় পিটকের সহিত সংযুক্ত নহে, বিশেষভাবে বিশুদ্ধিমার্গেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিনয়ের প্রতি গৌরব করিয়া এবং উৎসাহিত হইয়া বিনয়ের অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠতা রক্ষার জন্য বুদ্ধের সময়কালে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ কেহ একটি "**ধুতঙ্গ**" ব্রত, কেহ কেহ দুইটি "**ধুতঙ্গ**" ব্রত কেহ কেহ সম্পূর্ণ ১৩টি "**ধুতঙ্গ**" ব্রত সারাজীবনের জন্য গ্রহণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র মহাকাশ্যপ মহাস্থবির জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একসঙ্গে ১৩টি ধুতাঙ্গব্রত পালন করিয়াছিলেন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **ধুতকথা; ধুতচোর**।

ধুতচোর (পুং) যেই ধুতাঙ্গব্রতধারী ভিক্ষু রীতিমত ধুতাঙ্গব্রত পালন করেন না।

ধুতত্ত (ক্লী) ব্যবহারে বা আচরণে বিশেষ নিয়মানুবর্তী অথবা অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার অবস্থা (অর্থাৎ নগ্ন হওয়ার অবস্থা)।

ধুতধম্ম (ক্লী) জীবনের সন্দিগ্ধ পথ বা উপায়, জীবনের ধর্মভীরু অথবা অতি যত্নশীল (প্রথমত ভিক্ষুর পক্ষে, দ্বিতীয়ত গৃহীর পক্ষে)। ⇒ **ধুত** (২)।

ধুতধর (বিণ, পুং) ধুতাঙ্গব্রত পালনকারী, যেই ভিক্ষু ধুতাঙ্গব্রত পালন করেন, অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠতায় মনোযোগপ্রদানকারী। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **আরঞ্ঞক ধুতধর ঝাযিন**।

ধুতবত—ধুতাঙ্গব্রত, ধুতাঙ্গের নিয়মপালন।

ধুতবাদ (বিণ) পুনঃপুন উক্তি দ্বারা যেই ভিক্ষু অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠতা মনোমধ্যে নিবদ্ধ করেন, ধুতাঙ্গবাদ, ধুতাঙ্গবাদী, ব্যবহারে বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা ব্যাখ্যাত, অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠতা বর্ণিত। = **অঞ্ঞেঞ্ঞ ধুতঙ্গেন ওবদতি অনুসাসতি**। ⇒ **ধুত**।

ধুতবাদিন (বিণ) = **ধুতবাদ**। ⇒ **ধুতবাদ**।

ধুতবাদী (বিণ) ধুতাঙ্গবাদী। = **ধুতবাদিন**।

ধুত্ত (পুং) ১ ধূর্তলোক, দুরাত্মা, পাজি, দুর্জন, শঠ, বদমাশ লোক, কৌতুকপ্রিয় লোক, প্রতারণা, প্রতারক, দুষ্ট ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অসাধু বা অসৎ জীবন-যাপন করে। তিন প্রকার ধূর্তলোক, যথা—**অক্খধুত্ত, ইত্থিধুত্ত সুরাধুত্ত**। ২ রাহাজান (দস্যু), ডাকাত। ৩ (বিণ) দুষ্ট, প্রতারণাকারী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, কপটাচারী, শঠ, দুর্জন, প্রতারক। (থেরগাথা অর্থকথা) **ধুত্তপুরিস; ধুত্তকিলেস**।

ধুত্তক = **ধুত্ত**। ⇒ **ধুত্ত**।

ধুত্তকিলেস—পাজিক্লেশ, প্রতারণাকারী ক্লেশ। ⇒ **ধুত্ত**।

ধুত্তপুরিস (পুং) ধূর্তপুরুষ, দুষ্টলোক, দুর্জন ব্যক্তি, শঠ ব্যক্তি। ⇒ **ধুত্ত**।

ধুত্তি (স্ত্রী) দুষ্টা স্ত্রীলোক, শঠ স্ত্রীলোক। (জাতক) **ধুত্তিব্রাহ্মণী**। ⇒ **ধুত্ত**।

ধুত্তিক ধাতুক (বিণ) ধূর্ত স্বভাবের, দুষ্ট বা শঠ প্রকৃতির। ⇒ **ধাতুক**।

ধুত্তিকা (স্ত্রী) = **ধুত্তি**। ⇒ **ধুত্তি**। (বিনয়) **ধুত্তিকা ছিন্নিকা**।

ধুত্তী (স্ত্রী) = **ধুত্তি**। ⇒ **ধুত্তি**।

ধুনক (বিণ) ধুনান, যে কম্পিত করে, যে নষ্ট করিয়া ফেলে, যে বর্জন করে। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কিলেস ধুনক**।

ধুনন (ক্লী) ধুনন, চালান, নাড়াচাড়া, কম্পন, বিচলিত হওয়া।

ধুনাতি (ক্রি) [√ধু+না] ঝাড়ে বাছে, ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া, নাড়া, নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা, স্বরের কম্পন তোলা, হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলা, উপর দিকে নিক্ষেপ করা, তোলাপাড়া করা, আন্দোলিত করা বা হওয়া, নিক্ষিপ্ত হওয়া, অস্থির হওয়া, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া ফেলা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **মুচ্চনো সেনং ধুনাতি**। (থেরগাথা এবং থেরীগাথা) **ধুনাতি পাপকে ধম্মে দুমপত্তং ব মালুতো**। (জাতক) **হত্থে ধুনিংসু**—তাহাদের হাত মোচড়াইয়া গেল। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) "**ধুনন্তি**" শব্দের পরিবর্তে "**ধুমন্তি**" শব্দটি ছাপার ভুল। (অতীত) **ধুনি, অধোসি;** (সূত্রনিপাত) **মিচ্ছাদিট্ঠিং অধোসি = মিচ্ছাদিট্ঠিং পজহি**। (অ-বিণ) **ধুত, ধূত**। (ব-বিণ) **ধুনন্ত**। (ভ-বিণ)

ধুনিতব্ব। (ক্রি-বি) **ধুনিত্বা**।

ধুনিত্বা (ক্রি-বি) ঝাড়িয়া বাছিয়া। ⇒ **ধুনাতি**।

ধুব্বলি (অতীত ক্রিয়া) = ("**অব্বহতি**" ক্রিয়ার কাল অতীত কাল) **অব্বহি**। = **অব্বুল্‌হি**।

ধুম—এই শব্দটি "**ধুমকটচ্ছুক**" শব্দে ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং ইহার অর্থ হয়:—যাহার হাতে কাঠ দ্বারা তৈয়ারি অথবা কাঠের চামচ আছে।

ধুর (পুং, ক্লী) ১ যোয়াল, একটি যোয়ালে বাঁধা একজোড়া ষাঁড়, বিধিবদ্ধ নিয়ম, ধুর, শৃঙ্খল, যুগ্ম, জোড়া, দাসত্বের চিহ্ন, দাসত্ব, বাঁক, দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড, যষ্টি, পরিমাণবিশেষ, মাপিবার যন্ত্রবিশেষ, গাড়ির বম বা দণ্ড, স্তম্ভদণ্ড, শকটদণ্ড। (জাতক) **পুরিম সকটধুর**। ২ (চরিত্রে) ধুর, ভার, বোঝা, কষ্টদায়ক বিষয় বা বস্তু, মুখ্য প্রসঙ্গ, জাহাজ বোঝাই দ্রব্য বা জাহাজের ধারণশক্তি, গানের ধুয়া, বোঝাই মাল, বোঝাই, যাহা মনকে ক্লিষ্ট করে, ক্লেশকর বিষয়, চিন্তা, ভাবনা, রক্ষার্থ অর্পিত ব্যক্তি বা বস্তু, কার্যভার, তত্ত্বাবধান, উপদেশাদি, ব্যয়, মূল্য, অভিযোগ, আক্রমণ, রক্ষণ, বন্দুকে ভরিবার জন্য আবশ্যক বারুদাদি, কর্ম, কার্য, উপাসনাপদ্ধতি, উপাসনা, পূজা, পূজাপদ্ধতি, কার্যালয়, কার্যস্থান, বিশেষ ব্যবহার, দায়, দায়িত্ব। (সূত্রনিপাত) **বহন্তো পোরিসং ধুরং**—মানুষের দায়িত্ব বা বোঝা বহনে নিযুক্ত; = **পুরিসানুচ্ছবিকা ভারা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (সূত্রনিপাত) **অসমধুর**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সমধুর; দ্বেধুরানি**—দুই প্রকার ধুর অর্থাৎ দুই প্রকার মুখ্য প্রসঙ্গ বা কার্যভার, যথা—**গন্থধুর, বিপস্‌সনা ধুর**। জাতকে তিনপ্রকার "**ধুর**" এর বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**সদ্ধাধুর, সীলধুর, পঞ্ঞাধুর**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **ধুরং নিক্‌খিপতি**—ভার ত্যাগ করা, কার্যভার বা দায়িত্ব ত্যাগ করা, বোঝা নামাইয়া রাখা, কাঁধের যোয়াল লইয়া ফেলা। ⇒ **ধুরনিক্‌খেপ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিক্‌খিত্ত ধুর**। ৩ যে কিছুর সম্মুখভাগ, প্রথম, সম্মুখ, অগ্রভাগ, উপর বা শেষ অংশ, শীর্ষভাগ, শকটের অগ্রভাগ, অক্ষদণ্ড; (চরিত্রে) অধীশ্বর, নেতা, সর্দার, পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী লোক, দলপতি, অধিনায়ক, পরিচালকের পদ বা স্থান। (জাতক) **নাবায ধুর; ধুরবাত**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **একং ধুরং নীহরতি**—শীর্ষভাগ বা প্রধান অংশটি রদ করা, একটির উপর অংশ উঠাইয়া ফেলা। ৪ প্রান্তসীমা, আদি অথবা অন্ত সীমা, প্রারম্ভ বা শেষ সীমা। (জাতক) **যাবধুর সোপনা; ধুরসোপনং কত্বা**—শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সোপান বা স্তর নির্মাণ করিয়া; **মগ্গধুরে ঠত্বা**—রাস্তার শেষ প্রান্তে অথবা অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; = **মগ্গন্তরে ঠত্বা** (বর্মাজাতকের টীকা)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **ধুরগেহস্‌স দ্বারে**—গ্রামের শেষ সীমার গৃহদ্বারে (অর্থাৎ প্রথম ঘর অথবা শেষ প্রান্তের ঘর)। (বিণ) সর্বোত্তম, প্রধানতম, শীর্ষস্থানীয়, নিকটস্থ, সম্মুখস্থ।

ধুরগাম (পুং) সমীপবর্তী গ্রাম, সন্নিহিত গ্রাম; (সাহিত্যে) কোন দিকে যাইতে হইলে প্রথমে যে গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

ধুরতা (স্ত্রী) (যৌগিকে) **অনিক্‌খিত্তধুরতা**—অদম্য স্থিতির অবস্থা, অবিচলিত সহনশক্তির অথবা সহিষ্ণুতার অবস্থা। (বিভঙ্গ) **অনিক্‌খিত্ত ধুরতা ধুর সম্পগ্গাহ**। (বিপ) **নিক্‌খিত্ত ধুরতা**।

ধুর ধোরয্‌হ (বিণ) যেই বৃষভকে যোয়ালে জোতা হইয়াছে। = **বিরিযং মে ধুর ধোরয্‌হং** (সূত্রনিপাত)।

ধুরনিক্‌খেপ (পুং) কার্যভার অথবা দায়িত্ব ত্যাগ, যোয়াল খুলিয়া ফেলা, কার্য বা দায়িত্বভার ত্যাগ। ⇒ **নিক্‌খেপ**।

ধুরন্ধর (বিণ) ধুরন্ধর, কার্যভার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এমন, যুগ্য, ভারবাহক, বহনকারী, কোনও বিষয়ের ভার দিলে অনায়াসে যেই ব্যক্তি উহা সম্পন্ন করিতে পারে, কার্যদক্ষ, কর্মনিপুণ, যাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা আছে, বাহন, অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ।

ধুরভত্ত (ক্লী) নিয়মিতরূপে প্রদত্ত অন্ন বা আহার, কোনও ভিক্ষুসভায় এক পক্ষের নায়করূপে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুকে যে আহার দান দেওয়া হয়, অন্যান্যদের নেতারূপে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুর অন্ন বা আহারীয় বস্তু অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ খাদ্য। (তুলনীয়) **ধুবভত্ত**। এই শব্দটি "**ধুবভত্ত**" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ⇒ **ভত্ত**।

ধুরযোত্ত (ক্লী) ১ যোয়ালের জোতে বন্ধন অর্থাৎ ষাঁড়ের কাঁধে যোয়াল বাঁধা। ২ ধুরে বা যোয়ালে বন্ধন করিবার দড়ি। ⇒ **যোত্ত**।

ধুরবন্ত (বিণ) কার্যভার বা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এমন, যাহার কাঁধে যোয়াল আছে অথবা যে যোয়াল বহন করে, সহিষ্ণু, অক্রোধন, অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, স্থায়ী। = **চেতসিক-বিরিয-বসেন অনিক্‌খিত্ত ধুর** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **ধুর** (২)।

ধুরবহন (ক্লী) ধুর বা বোঝা বহন, যোয়াল বহন, কার্যভার বা দায়িত্ব বহন। (তুলনীয়) **ধোরয্‌হ**।

ধুরবাত—সম্মুখভাগের বায়ু বা বাতাস। ⇒ **ধুর** (২)।

ধুরবিহার (পুং) সমীপবর্তী বিহার বা ভিক্ষু আরাম। (তুলনীয়) **ধুরগাম**।

ধুর সম্পগ্গাহ (পুং) বিনা প্রমাণে ভারী বোঝা বহনে স্বীকার। (বিপ) **ধুরনিক্‌খেপ**।

ধুরসোপান ⇒ **সোপান**।

ধুরস্‌সহ (বিণ) যোয়াল কাঁধে ধারণে সহিষ্ণু, দায়িত্ব পালনে ধৈর্যশীল। (তুলনীয়) **ধুরতা**।

ধুব (বিণ) ধ্রুব, নিত্য, অক্ষয়, নিশ্চিত, দৃঢ়, স্থির, অবশ্য, দৃঢ়বদ্ধ, ধ্রুবক, অপরিবর্তনশীল, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, অবিরত, স্থায়ী, সুষম, ব্যবস্থানুযায়ী, স্থায়ীরূপে ব্যবস্থাপিত, ঠিক, কালানুবর্তী, সম্পূর্ণ, স্থিরীকৃত, সুদৃঢ়, নিঃসন্দেহ, (ঘটিতে) বাধ্য, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, কোন, যে কোন, নিরাপদ। = **নিচ্চ**। (জাতক) **ধুব সস্সতং মরণং**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন তা নদিযো ধুবসলিলা; ধুবফল**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **মরণং অপস্সন্তো ধুব**। = **থাবর** (১)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অধুবং জীবিতং ধুবং মরণং**। (ক্লী) স্থায়িত্ব, অপরিবর্তনীয়তা, দৃঢ়তা, স্থিরতা, নিশ্চলতা। বর্ণনায় সমান অর্থবাচক শব্দ "**নিব্বাণ**"; ⇒ **ধুবগামিন**।

ধুবং(ক্রি-বিণ) অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকরূপে, অবিরত, সর্বদা, বিধিপূর্বক, যথাবিধি, নিয়মিতরূপে, অনুক্ষণ, চিরকাল, নিশ্চয়ই, নিশ্চিতরূপে।

ধুবকালং (ক্রি-বিণ) সর্বদা, সতত। = **নিচ্চং**।

ধুবগামিন (বিণ) চির নিত্য বা নির্বাণগামী, স্থায়িত্বের দিকে পরিচালিত করা হয় এমন। (সংযুক্ত নিকায়) **ধুবগামিন মগ্গ**।

ধুবচোলা (স্ত্রী) স্ত্রীলোকের নিত্য পরিধেয় বস্ত্র।

ধুবট্ঠানিয (বিণ) (জুতা-সম্বন্ধে) ধ্রুব স্থানীয় অর্থাৎ টেকসই এবং বেশিদিন টিকে এমন।

ধুবধম্ম—ধ্রুবধর্ম, যে ধর্ম স্থির বা অপরিবর্তনশীল, যিনি ধর্মের দৃঢ়বদ্ধ অবস্থায় বা যথার্থ অবস্থায় পৌছাইয়াছেন।

ধুব নহান (ক্লী) নিত্য স্নান, প্রত্যহ বা প্রাত্যহিক স্নান, রীতিমত স্নান। ⇒ **নহান**।

ধুবপঞ্ঞত্ত (বিণ) নিত্য বা নিশ্চিত প্রজ্ঞাপ্ত, স্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট (আসন)।

ধুবফল (ক্লী) ধ্রুবফল, নিশ্চিত ফল, যাহার ফল নিশ্চই পাওয়া যায়। ⇒ **ধুব**।

ধুবভত্ত (ক্লী) ধ্রুব বা নিত্য প্রদত্ত আহার, রীতিমত বা নিয়মিত আহার প্রদান। = **ধুরভত্ত** ⇒ **ভত্ত**।

ধুবভত্তিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি নিত্য বা নিয়মিত আহার প্রদান করে, নিত্য যাহার খাদ্যবস্তু দেওয়া হয়, (চাকরের ন্যায়) যাহার নিয়মিত পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতে হয়, নিত্য উপদেষ্টারূপে যাহাকে নিযুক্ত থাকিতে হয়, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করার কাজ করে। = **নিচ্চভত্তিক**। (থেরগাথা অর্থকথায়) **ভত্তিকতা**।

ধুবযাগু—নিয়মিত যাগু প্রদান, নিয়মিত যাগু পরিবেশন বা বণ্টন।

ধুবলোহিতা (বিণ, স্ত্রী) যেই স্ত্রীলোকের শোণিত নিশ্চল বা স্তম্ভিত অথবা চলাচল করে না।

ধুবসস্সত (বিণ) নিশ্চিত এবং বিশ্বাসযোগ্য, নিঃসন্দেহ এবং নির্ভরযোগ্য।

ধুবস্সব (বিণ) (যেই স্ত্রীলোকের) সর্বদা ঋতু ক্ষরিত হয় অথবা ঋতুস্রাব হয়, অবিরত বা নিত্য প্রবাহমান।

ধূত (বিণ) ধূত, কম্পিত, ভর্ৎসিত, নিরস্ত, ত্যক্ত, তর্কিত। = **ধাতু**।

ধূতঙ্গ = **ধুতঙ্গ** ⇒ **ধুতঙ্গ**।

ধূতঙ্গকথা = **ধুতঙ্গকথা**। ⇒ **ধুতঙ্গকথা**।

ধূতঙ্গচোর = **ধুতঙ্গচোর**। ⇒ **ধূতঙ্গচোর**।

ধূপ (পুং) ধূপ, ধূপ-ধূনাদির গন্ধ, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (জাতক) **গন্ধধূপ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গন্ধ-পুপ্ফ-ধূপ; ধূপং দদাতি**—(ঘরে বা কামড়ায়) ধূপের গন্ধ দেওয়া; সময় সময় ব্যবহৃত শব্দ দৃষ্ট হয় "**ধূমং দদাতি**"—ধূপ দেওয়া।

ধূপন (ক্লী) ধূপন, ধূপ দ্বারা সুগন্ধিকরণ, তাপন, সুবাসিতকরণ, সুগন্ধ বিতরণকরণ, (তরকারি-সম্বন্ধে) মসলাদি দ্বারা সুস্বাদুকরণ। (পেতবত্থু) **সাসপধূপন**।

ধূপযতি = **ধূপাযতি**। ⇒ **ধূপাযতি**।

ধূপাযতি (ক্রি) ধূপ দেওয়া, ধূপের গন্ধে সুবাসিত করা, ধোঁয়া দেওয়া, শোধিত করা, সুবাসিত করা, সুরভি বা সুগন্ধিযুক্ত করা, সুগন্ধ করা, ধোঁয়া বিকীর্ণ করা। (সংযুক্ত নিকায়) **ধূপাযিত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সীলগন্ধেন লোকং ধূপাযতি**। (অতীত) **ধূপাযি**। (অ-বিণ) **ধূপাযিত, ধূপিত**। (ব-বিণ) **ধূপাযন্ত**।

ধূপাযিত (বিণ) ধূপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সুগন্ধিময় করা হইয়াছে এরূপ, সুবাসিত, ধূমময় করা হইয়াছে এমন। ⇒ **ধূপাযতি**। = **ধূপিত**।

ধূপিত (বিণ) সুবাসিত, ধূপ দ্বারা সুগন্ধিকৃত। = **ধূপাযিত**। (তুলনীয়) **পধূপিত**। ⇒ **ধূপাযতি**। (বিমানবত্থু) **তেলধূপিত**।

ধূম (পুং) ধূম, ধোঁয়া, (বিনয়ে) ঔষধের সুগন্ধি। (মধ্যম নিকায়) **ধূমং কত্তা**। (জাতক) **তুম্হাকং ধূমকালে**—তোমার ধূমাকারে পরিণত হইবার সময় অর্থাৎ শ্মশানে যখন তোমার শবদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। (বিমানবত্থু অর্থকথা) "**গন্ধ পুপ্ফধূম**" এখানে "**ধূপ**" শব্দের পরিবর্তে "**ধূম**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। (ধর্মপদ অর্থকথা) **একধূম**—একটি ধূমপিণ্ড। পেতবত্থু অর্থকথায় "**বিধূম**" শব্দের বর্ণনায় "**মিচ্ছা-বিতক্কধূম**"; ⇒ **বিধূম**।

ধূমকালিক (বিণ) ব্যক্তিবিশেষের ধূমাকার হওয়ার সময় পর্যন্ত অর্থাৎ শ্মশানে শবদাহ কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ⇒ **ধূমকালে**।

ধূমকালে—ধূমাকারে পরিণত হইবার সময় অর্থাৎ যখন শ্মশানে শবদাহ কার্য সম্পন্ন হয়। ⇒ **ধূম**।

ধূমকেতু (পুং) ধূমকেতু, অগ্নি, জ্যোতিষ্ক পদার্থবিশেষ, কেতুগ্রহ, উৎপাতবিশেষ, ধূমযুক্ত গ্রহবিশেষ। (বর্ণনায়) **ধূমসিখ**।

ধূমজাল (ক্লী) ধূমজাল, ধূম্রজাল, ধূমপিণ্ড, ধূমপুঞ্জ, ধূমস্তূপ, ধূমরাশি।

ধূমনেত্ত (ক্লী) ধূমনেত্র, ধূম নির্গমন পথ, ধূমাচ্ছন্ন বুক, ধূমনালিকা (ইহা একপ্রকার নালিকা বা নল। ইহা আগুনে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া শ্বাসের সহিত উহার ধূম টানিয়া লইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধূমন্ধ (বিণ) ধূমে অন্ধ অর্থাৎ পুঞ্জীভূত ধূম দ্বারা কিছু দেখা যায় না এমন, ধোঁয়া দ্বারা অন্ধ।

ধূমযতি (ক্রি) = **ধূমাযতি**। ⇒ **ধূমাযতি**।

ধূমসিখ (পুং) অগ্নি (বর্ণনায়—অগ্নি, সাহিত্যে—ধূমশিখা

যাহা শিখাকারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া থাকে)। = **ধূমকেতু, ধূমসিখা**।

ধূমসিখা (স্ত্রী) ধূমশিখা, ধোঁয়ার শীষ। = **ধূমসিখ**। ⇒ **সিখা**।

ধূমসিখিন = ধূমসিখ। ⇒ **ধূমসিখ**।

ধূমায়তি (ক্রি) ধূমায়িত করা, ধূম দ্বারা শুষ্ক করা, ধোঁয়া দেওয়া, ধূমপান করা, ধোঁয়া দিয়া (মশা মাছি প্রভৃতি) দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা, ধিকি ধিকি পোড়া, ধূমায়িত হওয়া, মেঘাচ্ছন্ন হওয়া অথবা ধোঁয়ায় অন্ধকার হওয়া, ধোঁয়াটে হওয়া। ⇒ **ধূপায়তি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পরিদয্হতি ধূমায়তি হদযং**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খিনি মে ধূমায়তি**—আমার চক্ষু দুইটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছু দেখিতেছি না। (অতীত) **ধূমায়ি**। (অ-বিণ) **ধূমায়িত**।

ধূমায়না (স্ত্রী) ধূমায়িতকরণ, ধূমপান, ধিকি ধিকি পোড়ানো।

ধূমায়িত (বিণ) ধূমায়িত, ধূম্বকৃত, ধূমে আচ্ছন্ন। ⇒ **ধূমায়তি**।

ধূমায়িতত্ত (ক্লী) ধূমাচ্ছন্নকরণ, তমসাচ্ছন্নকরণ, তমসাচ্ছন্নতা, মেঘাচ্ছন্নতা, ধূমাকারকরণ, ধূমাকার হওয়া, ধূমের ন্যায় হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **ধূমায়িতত্ত তিমিরায়িতত্তং**।

ধূলি (স্ত্রী) ধূলি, ধূলী, ধুলা, পাংশু, রেণু, ময়লা।

ধূসর (বিণ) ধূসর, ধুলাবিশিষ্ট, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট, পাংশুটে।

ধেনু (স্ত্রী) ধেনু, গাভী, সবৎসা গো, নবপ্রসূতা গাভী। (জাতক) **মিগধেনু**।

ধেনুপ (পুং) গোশিশু, দুগ্ধপায়ী গোশাবক, গরুর দুগ্ধ চোষণ বা স্তন্যপান, গরুর বাছুর দুধ চুষিয়া পান করে এমন অবস্থা। = **ধেনুং পিবন্তো** (সূত্রনিপাত)। ⇒ **প** (৬)।

ধেয্য (বিণ) ১ ধেয়, ধ্যানের যোগ্য, স্মরণীয়, চিন্তনীয়, রাষ্ট্রগত, জ্ঞেয়, গ্রহণীয়, রাজ্যগত, দেশের, রাজার অধিকারের, ক্ষমতার অধীন, শাসনের অন্তর্গত, কর্তৃত্বের অন্তর্গত, প্রভাবের অন্তর্গত। (জাতক) **অনঞ্ঞং ধেয্য**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কম্মধেয্য**। (সংযুক্ত নিকায়) **মচ্চুধেয্য • = মচ্চু এত্থ ধিযতি** (থেরগাথা অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মারধেয্য**। ২ রাখা হইয়াছে এমন, আরোপিত, নির্দিষ্ট। (ধর্মসঙ্গণী) **নামধেয্য**। ⇒ **দহতি** (১)।

ধোত (বিণ) ধৌত, পরিষ্কৃত, সাদা ধবধবে, শুভ্র, ধোয়া, শাণিত, মার্জিত, যাহা দ্বারা ক্ষালন করা হইয়াছে, ক্ষালিত, যাহা জলসেক দ্বারা শোধন করা হইয়াছে, শোধিত, জলাদি দ্বারা যাহার মলাপনয়ন করা হইয়াছে। ⇒ **ধোবতি**। (জাতক) **ধোতসঙ্খ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধোতবত্থ; ধোতহত্থ**।

ধোতপাণি—ধৌতপাণি, ধৌতহস্ত, পরিষ্কার হাত। = **ধোতহত্থ**।

ধোতবত্থ—ধৌতবস্ত্র, পরিষ্কৃত বস্ত্র। ⇒ **ধোত**।

ধোতসঙ্খ—শুভ্র বা সাদা ধবধবে শঙ্খ। ⇒ **ধোত**।

ধোতহত্থ—পরিষ্কৃত হস্ত, পরিষ্কার হাত। = **ধোতপাণি**। ⇒ **ধোত**।

ধোন (বিণ) ১ জ্ঞানী, পণ্ডিত, পরিশুদ্ধ, শোধনকৃত, শোধিত, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, পবিত্র। = **ধুতকিলেস** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **ধেনসাখ**। (মহানির্দেশ) **ধোনাবুচ্চতি পঞ্ঞা** ইত্যাদি। ২ (পুং, বহুবচন) ভিক্ষুদের চতুরপ্রত্যয় (যথা—**চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন, ভেসজ্জ**)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধোনা বুচ্চতি চত্তারো পচ্চযা;** (টীকায়) **ধোবনা**।

ধোনসাখ (বিণ) পরিষ্কৃত বা সুন্দর শাখাযুক্ত। = **পত্থটসাখ** (জাতক অর্থকথা)। ⇒ **ধোন** (১)।

ধোপতি (ক্রি) ধৌত করা, ধুইয়া ফেলা, পরিষ্কার করা। (পঞ্চমী) **ধোপেত্থ, ধোবয**। (অ-বিণ) **ধোপেয্য, ধোবেয্য**। (করণে) **ধোপেতি**।

ধোপন (ক্লী) ১ মৃত ব্যক্তির অস্থিসমূহ আনুষ্ঠানিক ধৌত করণ অথবা উৎসব করিয়া ধৌত করণ। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **অট্ঠি ধোবন**। ২ অস্ত্রচিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষতস্থান বা ঘা ধৌতকরণ। ৩ (জাতকে) **বংসধোপন**। ⇒ **বংসধোপন**।

ধোপেতি (ক্রি) = **ধোপতি**। ⇒ **ধোপতি**।

ধোরক = থেরক। ⇒ **থেরক**। **ধোরকানি বত্থানি**।

ধোরয্হ (বিণ) বোঝা বহনে সমর্থবান, যোয়াল বহনে সমর্থ। (পুং) বোঝাবহনকারী পশু। (দীর্ঘনিকায়) **পুরিস ধোরয্হ**—ধুরে বা বিধিবদ্ধ নিয়মে চলার লোক।

ধোরয্হবত (ক্লী) ধুরবাহী ব্রত, নিয়ম রক্ষার ব্রত, বোঝা টানার অভ্যাস, বোঝাবাহী পশুর অবস্থা, মজুরগিরি, বিরক্তিকর খাটুনি।

ধোরয্হসীল (বিণ) ধুর বা নিয়ম পালনকারী, বোঝা বা যোয়াল টানায় অভ্যস্ত, সহনশীল, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল। = **ধুরবহন সীলতায ধোরয্হসীল** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

ধোরয্হসীলিন = ধোরয্হসীল। ⇒ **ধোরয্হসীল**। = **ধুর-বহনক-আচারেন সম্পন্ন** (জাতক অর্থকথা)।

ধোরেয্য (বিণ) যোয়াল বহনকারী, যোয়াল বহনে অভ্যস্ত, বোঝা বহন করে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কম্মধোরেয্য**।

ধোব (বিণ) ধৌত, পরিষ্কৃত। (ক্লী) ধৌতকরণ, পরিষ্কার করণ।

ধোবতি (ক্রি) [√ধোব+অ] ধৌত করা, ধোওয়া, জল দিয়া পরিষ্কার করা, পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, কাচা, প্লাবিত করা, পবিত্র করা, শোধন করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা। (সূত্রনিপাত) **ভাজনানি ধোবতি**। (অতীত) **ধোবি**। (অ-বিণ) **ধোত, ধোবিত**। (ব-বিণ) **ধোবন্ত**। (ভ-বিণ) **ধোবিতব্ব**। (ক্রি-বি) **ধোবিত্বা, ধোবিয;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পত্তং ধোবিত্বা**। (তুম) **ধোবিতুং**। ⇒ **ধোপতি, ধোপেতি**।

ধোবন (ক্লী) ধৌতকরণ। (সংযুক্ত নিকায়) **ভণ্ড ধোবন; পাদানং ধোবন**। (জাতক) **হত্থধোবন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **হত্থপাদ ধোবন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **পাদধোবন**। (চরিত্রে) **অরিযং** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। (বিণ) = **ধোন**। ⇒ **ধোন**।

ধোবিতুং (তুম) ধৌত করিতে। = **ফোসিতুং**। ⇒ **ধোবতি**। (বিণ) প্রত্যক্ষরূপে বা অবিলম্বে পূর্বস্থিত বা পূর্ববর্তী।

ন

ন—ত-বর্গের পঞ্চম ব্যঞ্জন দন্ত্যজ ঘোষ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত, এইজন্য ইহাকে দন্ত্যজ বর্ণ বলে। ১ (অতিরিক্ত জোরের সহিত উচ্চারিত অব্যয়রূপে অথবা উপসর্গরূপে অথবা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দবিশেষ, তুলনামূলক অনির্দিষ্ট ভাবের সহিত সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া "ন" শব্দের অর্থ হয়, যথা—) সেইরূপই, ঠিক সেইরূপ, এইরূপ, ঈদৃশ, যেন, যেমন। ⇒ **চন, চনং**। (জাতক অর্থকথা) **এত্থ ন-কারো উপমানে**। "**নং**" শব্দরূপে (তুলনীয়—**চন, চনং**):—(বিনয়) **কত্থং নং= কত্থং নু?** (জাতক অর্থকথা) **এত্থ একো ন-কারো পুচ্ছনত্থো হোতি**। সম্ভবত সূত্রনিপাতে "**কত্থচি নং**"; বর্মাগ্রন্থে "**কত্থ চি ন**"; কিন্তু খুদ্দকপাঠ অর্থকথায় "**এতং**"। ⇒ **ন** (৩), **নু, ননু**। ২ (ক্রি-বিণ) না অর্থে:— না, নিষেধ। = **মা** (৩৬)। চূলনির্দেশে—**পটিক্‌খেপ;** খুদ্দকনিপাত অর্থকথায়—**পটিসেধে**। **ক** সন্ধিযুক্ত শব্দে:—ন+অত্থি = **নত্থি**, ন+এতং = **নেতং** ইত্যাদি। আবার ন+অহং = **নাহং;** ন+অপি = **নাপি** ইত্যাদি। কোন কোন সময়ে সন্ধিযুক্ত শব্দে "**ন**" এর পর "**য**" আগম হয়, যথা—ন+ইদং = **নযিদং;** ন+ইধ = **নযিধ;** ন+ইমং = **নযিমং**। "ন" শব্দ দ্বিত্বরূপে ব্যবহারে:—(জাতক) **ন কিঞ্চিন**। **খ** বিযোজক বা বিচ্ছিন্ন কারক উপাদান বাক্যে:—(জাতক) **ন ন** অর্থাৎ "ইহাও নহে উহাও নহে, এমন ও নহে তেমনও নহে"; প্রশ্নে:—**করোতি ন করোতি**—করিবে অথবা করিবে না? একই অর্থে "**মা**" শব্দ তুলনীয়। "**পি**" (**অপি**) শব্দ সংযোগে:—(সংযুক্ত নিকায়) **ন-নাপি** অর্থাৎ এইটিও না ঐটিও নহে (না অর্থে)। **গ** বাক্যরচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই অস্বীকার সূচক ও বিপরীতার্থক কথা দ্বারা "**ন**" শব্দ জোর দেয়, যেমন—(জাতক) **নাপি** (উপরে দ্রষ্টব্য); **নেব**। (দীর্ঘনিকায়) **নেব ন; নবে ন পন**। (জাতক) **ন খো; ন চ। ন তাব = ন খো** (বিমানবত্থু)। প্রশ্নে:—(পেতবত্থু অর্থকথা) **ন নু;** (সূত্রনিপাত) **ন নো;** (ধর্মপদ) **ন হি;** (সূত্রনিপাত) **ন হি জাতু;** ⇒ **নু, নূ (নূন), নো**। **ঘ** "না" অর্থে শরাদি শব্দের আদিতে "ন" যোগ হইলে "**ন**" এর স্বরূপ "**অন**" হয়, যথা—অন+অস্তা = **অনন্তা;** আর ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে "**ন**" যোগ হইলে "**ন**" এর স্বরূপ "**অ**" হয়, যথা—অ+যুক্ত = **অযুক্ত**। তদ্রূপ **নচির = অচির**—শীঘ্র; **নপ্পরূপ; নেক = অনেক;** ন+অত্থি = **নত্থি; নত্থিক**। ৩ "ন" সর্বনাম পদ ও প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়। (কর্মকারক একবচনে) **নং;** ইহা "**এনং**" শব্দ হইতে গৃহীত; = **তং**। (কর্তৃকারক ও কর্মকারক, বহুবচনে) **নে**। (সম্প্রদান কারক ও সম্বন্ধপদ, বহুবচনে) **নেসং**। (তুলনীয়) **নব** (২)। ⇒ **এন**।

নং—সেই, এই, এইটিকে, তাহাকে, উহাকে, সেইটি, সেইটিকে। ⇒ **ন** (১,৩)।

নং জাতমত্তং যেব—তাহার জন্ম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। ⇒ **মত্ত** (১৬)।

ন কচ = ন কদাচন। ⇒ **ন কদাচন**।

ন কত্থচি ⇒ **কত্থচি ন কত্থচি**।

ন কদাচন ⇒ **কদ** (ক্রি-বিণ)।

ন কদাচি ⇒ **কদাচি** (৪)।

ন কপ্পিয ⇒ **কপ্পিয** (২)।

ন কাচি—কোন স্ত্রীলোক নহে। ⇒ **ক** (২)।

ন কিঞ্চি ⇒ **কিঞ্চি**।

ন কিঞ্চি ন—সমস্ত, প্রত্যেক বস্তু। ⇒ **ন** (১ক)।

ন কির—নিশ্চয় নহে, নিশ্চিত নহে। ⇒ **কির** (ক)।

ন কুতো—কোন স্থান হইতে নহে, কোথা হইতেও নহে। ⇒ **কুতো**।

নকুল (পুং) নকুল, নেউল, বেজি।

ন কুহিঞ্চি—কোন স্থানে নহে, কোন স্থলে নহে, কুত্রাপি নহে, কোথাও নহে, কোন বস্তুতে নহে। (সূত্রনিপাত) **নত্থি তণ্হা কুহিঞ্চি লোকে**—এই সংসারে কোন বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা নাই।

ন কোচি—কেহ নহে, কোন ব্যক্তি নহে। ⇒ **ক** (২)।

ন কোচি কিঞ্চি—মোটেই না, আদৌ না, একেবারে না।

নক্‌খত্ত (ক্লী) নক্ষত্র, তারকা, নক্ষত্রপুঞ্জ, জ্যোতিষ গণনার অশ্বিন্যাদি তারকামণ্ডলের প্রত্যেকটি, নূতন মাসের আগমনে উৎসব, উৎসব বা সম্মানজ্ঞাপক অনুষ্ঠান, মাসের নাম। ২৭ প্রকার নক্ষত্র, যথা—**অস্‌সযুজ** (সংস্কৃত—অশ্বিনী), **ভরণী, কত্তিকা, রোহিণী, মগসিরং** (সংস্কৃত—মার্গশির্ষ), **অদ্দা** (সংস্কৃত—আর্দ্রা), **পুনব্বসু, ফুস্‌স** (সংস্কৃত—পুষ্য), **অসিলেসা** (সংস্কৃত—অশ্লেসা), **মঘা, পুব্বফগ্গুনী** (সংস্কৃত—পূর্বফল্গুনী), **উত্তরফগ্গুনী, হত্থ, চিত্তা** (সংস্কৃত—চিত্রা), **সাতি** (সংস্কৃত—স্বাতী), **বিসাখ, অনুরাধা, জেট্‌ঠা, মূলং, পুব্ব আসালহ** (সংস্কৃত—পূর্বাষাঢ়া), **উত্তর-আসালহ** (সংস্কৃত-উত্তরাষাঢ়া), **সবণ, ধনিট্‌ঠা, সতভিসজ** (সংস্কৃত—সতভিষা); **পুব্ব-ভদ্দপদা, উত্তর-ভদ্দপদা, রেবতী**। কিন্তু মহানির্দেশে ২৮ প্রকার নক্ষত্রের (**অট্‌ঠবীসতি নক্‌খত্তানি**) কথা বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহাতে "**অগ্গহায়নী**" (সংস্কৃত—অগ্রহায়নী) নক্ষত্রও গণনা করা হইয়াছে। এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে "**আসালহ, উত্তরাসালহ, কত্তিকা, রোহিনী**" নক্ষত্রগুলি অন্যান্য নক্ষত্রগুলি অপেক্ষা অতিপ্রিয় ও প্রয়োজনীয়। (মহানির্দেশ) **নক্‌খত্তং আদিসতি**—নক্ষত্র দেখিয়া ভবিষ্যৎ বা ভাবীফল গণিয়া বলা যায়, নক্ষত্র দেখিয়া ঠিকুজি (জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী) প্রস্তুত করা যায়। (জাতক) **নক্‌খত্তং ওলোকেতি**—নক্ষত্র দেখা বা নক্ষত্রমন্ত্র আবৃত্তি বা গণনা করা; **নক্‌খত্তং ঘোসেতি**—নূতন মাসের নাম বা আগমন ঘোষণা করা এবং উহাতে

সম্মানসূচক উৎসব অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা; **নক্খত্তং ঘুট্ঠং**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নক্খত্তং সজ্ঞুট্ঠং**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নক্খত্তং ঘোসিতং**। (জাতক) **নক্খত্তকীলং কীলতি**—নক্ষত্রপূজার উৎসব অনুষ্ঠান করা; **নক্খত্ত-ঘোসিতং**—শেষে নক্ষত্রপূজার উৎসব অনুষ্ঠান। **নক্খত্ত** (একবচনে) —নক্ষত্রপুঞ্জ, তারাগণের সমষ্টি; **চন্দো নক্খত্ত পরিবারিতো; নক্খত্তানি** (বহুবচনে)—নক্ষত্রসমূহ; (থেরগাথা) **নক্খত্তানং মুখং চন্দো**—রাত্রিকালে আলোক প্রদানে চন্দ্র তারাগণের প্রমুখ বা প্রধান। কিন্তু সূত্রনিপাত অর্থকথা বর্ণনায় "**চন্দযোগবসেন 'অজ্জ কত্তিকা, অজ্জ রোহিনী'তি পঞ্ঞাণতো আলোক কারণতো সোমনভাবতো চ নক্খত্তানং মুখং চন্দো'তি বুত্তো**। (দীর্ঘনিকায়) **নক্খত্তানং পথগমনং বা উল্লঙ্ঘগমনং**—নক্ষত্রগণের ঠিক অথবা ভুল গতি বা গমনপথ অর্থাৎ তারা বা গ্রহ সমূহের সোজা আরোহণ কার্য অথবা ভিন্নপথে (বিপথে) গমন। (থেরীগাথা) **নক্খত্তানি নমস্সন্তা বালা**।

নক্খত্তকীল = **নক্খত্তকীলন**। ⇒ **নক্খত্তকীলন**।

নক্খত্তকীলন (ক্লী) = **নক্খত্তকীলা**। ⇒ **নক্খত্তকীলা**।

নক্খত্তকীলনা (স্ত্রী) [নক্খত্ত+কীলনা] নক্ষত্রের গুণকীর্তন, নক্ষত্র পূজায় যথাবিধি অনুষ্ঠান, নক্ষত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা সম্মানসূচক অনুষ্ঠান, নক্ষত্রপূজা। = **নক্খত্তকীলা**।

নক্খত্তকীলা (স্ত্রী) কোন কোন বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ প্রকাশ বা উদয় হওয়ায় আনুষ্ঠানিক উৎসবের উদ্‌যাপন, আনন্দকরণ, ছুটি উপভোগকরণ। = **নক্খত্তকীলনা**।

নক্খত্তগ্‌গাহ—(অসুর কর্তৃক) নক্ষত্র বা গ্রহ গ্রাস, গ্রহের অদৃশ্যতা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথায়) **নক্খত্ত স-অঙ্গারকাদি গহ সমাযোগ**। ⇒ **গাহ**।

নক্খত্তপথ—নক্ষত্রের গতিপথ অর্থাৎ নৈশ বা রাত্রিকালীন আকাশ, নক্ষত্রপথ, আকাশ, নক্ষত্রসমূহের গমনাগমন পথ।

নক্খত্তপদ—নক্ষত্রপুঞ্জ, খ্যাতনামা লোকের সমাবেশ। ⇒ **পদ** (৩ক)।

নক্খত্তপাঠক (পুং) জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, দৈবজ্ঞ।

নক্খত্তপীলন (ক্লী) (কোষ্ঠী গণনায় মৃত্যুর লক্ষণস্বরূপ) নক্ষত্র বা গ্রহ পতন বা তমসাচ্ছন্নতা অর্থাৎ জন্মকোষ্ঠীতে মৃত্যুর গ্রহদোষ অথবা গ্রহদোষে মৃত্যু ফাঁরা আছে এমন অবস্থা, নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষতি (অর্থাৎ সমাবরণ বা গুপ্তভাব)। ⇒ **পীলন**।

নক্খত্তমালা (স্ত্রী) ১ নক্ষত্রমালা বা কণ্ঠহার অর্থাৎ ২৭টি মুক্তা দ্বারা গ্রথিত হার। ⇒ **নক্খত্ত**। ২ নক্ষত্রমালা, নক্ষত্ররাজি, নক্ষত্রপুঞ্জ। ⇒ **মালা**।

নক্খত্তযোগ (পুং) নক্ষত্রযোগ, গ্রহসমূহের সংযোগ বা মিলন, দুই জ্যোতিষ্কের সান্নিধ্য, জ্যোতিষ বিদ্যা, কোষ্ঠী গণনা, কোষ্ঠী গণনায় দুইটি বা ততোধিক নক্ষত্রের বা গ্রহের সান্নিধ্য, (জ্যোতিষ মতে) অদ্ভুত বা অসাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জ। (জাতক) **ধন-বস্‌সা-পনক নক্খত্তযোগ**—ধনবর্ষণ করাইবার উপযোগী নক্ষত্রযোগ। ⇒ **যোগ** (২)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নক্খত্তযোগ তিথিকরণ; নক্খত্তযোগং ওলোকেতি**—কোষ্ঠী গণনায় নক্ষত্র-গ্রহাদি গণনা করা। (পেতবত্থু) **নক্খত্তযোগং উগ্গণ্হাতি**—জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা করা।

নক্খত্তরাজ (পুং) = **নক্খত্তরাজা**। ⇒ **নক্খত্তরাজা**।

নক্খত্তরাজা (পুং) নক্ষত্ররাজা, নক্ষত্ররাজ, গ্রহরাজ, চন্দ্র।

নক্খত্তলক্খণ (ক্লী) নক্ষত্রলক্ষণ, নক্ষত্ররূপ চিহ্ন, নক্ষত্রের চিহ্ন। ⇒ **লক্খণ** (১)।

নক্খত্তবিজ্জ (বিণ) নক্ষত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, নক্ষত্রবিজ্ঞ, নক্ষত্র-সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন। ⇒ **বিজ্জ**।

ন কুচি—কোথাও নহে, কোন স্থানেও নহে, যে কোন স্থলেও নহে, কুত্রাপি নহে। (সূত্রনিপাত) **যস্‌স নত্থি উপমা কুচি**—যাঁহার (অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের) সদৃশ বা উপমা দিবার যোগ্য কোথাও নাই। ⇒ **কুচি**।

নখ (পুং,ক্লী) (হস্তপদস্থ আঙ্গুলের) নখ, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ উপাস্থিবিশেষ, থাবা বা জন্তুর নখর। (সূত্রনিপাত) **ন অঙ্গুলিহি নখেহি বা**। (জাতক) **পঞ্চনখা সত্তা**—(হস্ত বা পদের) পাঁচটি নখ আছে এমন সত্ত্ব বা প্রাণী। (তুলনীয়) **তচ (পঞ্চ তচকং)**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দসনখ সমোধান**—একত্রে ১০টি আঙ্গুল লাগাইয়া বা প্রয়োগ করিয়া।

নখক (বিণ) নখযুক্ত, থাবা বা নখরের ন্যায় আছে এমন, থাবা বা নখর চিহ্নিত। (বিনয়) **হত্থিনখক**। ⇒ **হত্থিনখক**।

নখচ্ছেদন (ক্লী) নখচ্ছেদন, নখকাটা, নখ কাটিয়া ছোটকরণ, নখকর্তন।

নখপঞ্জর (পুং, ক্লী) ১ নখপঞ্জর অর্থাৎ গঠন, আধার, শরীর, কাঠাম, কঙ্কাল, মনোভাব। ⇒ **পঞ্জর**। ২ জন্তুর থাবা বা নখর।

নখসা (স্ত্রী) নখের এক প্রকার রোগ, নখের কোণা উঠিয়া পাকিতে থাকা বা পুঁজযুক্ত হওয়া এবম্বিধ রোগবিশেষ, নখকুনি। = **রখসা**।

নখিন (বিণ) যাহার নখ আছে, যাহার থাবা আছে, যাহার নখর আছে। = **নখী**। (জাতক) **তম্বনখিন**।

নখী (বিণ) যাহার নখর বা থাবা আছে। = **নখিন**।

ন খো—নিশ্চয়ই নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ঠিক তাহা নহে, সত্যত উহা নহে, নিশ্চিত উহা নহে। ⇒ **খো, খ, ন** (২গ)।

ন খো পন—নিশ্চয়ই নয়। ⇒ **পন** (১)।

নগ (পুং) "**ন+গচ্ছতি**" অর্থাৎ গমন করে না বা স্থাবর অর্থে) নগ, পাহাড়, পর্বত। (চূলনির্দেশ) **নগস্‌স পস্‌সে আসীন** (বুদ্ধসম্বন্ধে)। (থেরগাথা) **নগবিবর**। (পেতবত্থু

অর্থকথা) **নগ মুদ্ধনি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নগ-অন্তরে**।

নগন্তরে [নগ+অন্তরে] পর্বত বা পঞ্চ শৈলের অভ্যন্তরে। রাজগৃহ নামক স্থানের পঞ্চশৈল বা পঞ্চপর্বতের নাম, যথা—বেভার পর্বত, পাণ্ডব পর্বত, বৈপুল্য পর্বত, গিজ্ঝকূট পর্বত, ঋষিগিলি পর্বত। ⇒ **নগ**।

নগমুদ্ধনি—পর্বতশিখর অর্থাৎ "**সিনেরু**" বা সুমেরু পর্বত। ⇒ **নগ**।

নগর (ক্লী) নগর, শহর, রাজধানী। (বিনয়) **নগরবন্ধন**। (জাতক) **দেবনগর**। (দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে) **কায়স্স অধিবচনং। পচ্চন্তিম নগর**। (ধর্মপদ) **অট্ঠিনং নগর**। (সূত্রনিপাত) **ভোগনগর**। (জাতক) **কপিলবত্থু নগর**। (দীপবংস) **নগরপুর**। (তুলনীয়) **নাগর**।

নগরক (ক্লী) ছোট শহর।

নগর কথা—নগর-সম্বন্ধীয় গল্পগুজব।

নগরগুত্তিক (পুং) নগরপাল, নগররক্ষক, শহরের প্রধান পাহারাদার, নগর কোতোয়াল, নগরাধ্যক্ষ, মহানাগরিক, নগররক্ষীদের তত্ত্বাবধায়ক। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ধম্মনগরে নগরগুত্তিক**।

নগরদ্বার (ক্লী) নগরদ্বার, নগর বা শহরে প্রবেশ দ্বার। ⇒ **দ্বার** (১)।

নগরপুর—নগরস্থ বসতিস্থান। ⇒ **নগর**।

নগরবন্ধন = নিগম। ⇒ **নিগম**।

নগরবড়্ঢকী (পুং) নগর নির্মাণকারক। ⇒ **বড়্ঢকী**।

নগরবর (বিণ) (রাজগৃহ-সম্বন্ধে) নগরশ্রেষ্ঠ। (ক্লী) প্রধান শহর, প্রধান নগর। = **উত্তমনগর**। ⇒ **বর** (বিণ)।

নগরবাসী (বিণ, পুং) নগরবাসী, নগরের অধিবাসী, নগরে বাসকারী, শহরবাসী।

নগরবীথি—নগরের পথ, শহরের রাস্তা, শহরের মধ্যস্থ গমনাগমন মার্গ।

নগর সোধক (বিণ, পুং) নগরশোধক, শহর পরিষ্কারক, শহরের ঝাড়ুদার।

নগর সোভণা (স্ত্রী) বেশ্যা, শহরের বেশ্যা। = **নগর সোভিনী, নগরসোভনা**।

নগরসোভনা = নগরসোভিনী। ⇒ **নগরসোভিনী**।

নগরসোভনী = নগরসোভিনী। ⇒ **নগরসোভিনী**।

নগরসোভিণী = নগরসোভিনী। ⇒ **নগরসোভিনী**।

নগরসোভিনী (স্ত্রী) নগর বা শহরের সুন্দরী স্ত্রীলোক, শহরের বেশ্যা। = **নগরসোভণা**। (জাতক, পেবত্থু অর্থকথা) **নগরসোভনী সুলসা**।

নগরী (স্ত্রী) নগরী, শহর।

নগরূপকারিকা—পাকা দেয়ালে পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত শহর।

নগরূপম (বিণ) নগর উপমেয় অর্থাৎ নগর রক্ষার জন্য যেইরূপ দুর্গের প্রয়োজন চিত্তকে রক্ষা করিবার জন্যও তাদৃশ দুর্গরূপ সংযমতার প্রয়োজন।

নগবিবর—গিরিগুহা, পর্বতস্থ গর্ত বা ছিদ্র। ⇒ **নগ**।

নগ্গ (বিণ) নগ্ন, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। = **নিচ্চোল**। (পুং) নগ্নপুরুষ, উলঙ্গ ব্যক্তি।

নগ্গচরিযা (স্ত্রী) নগ্নচর্যা, নগ্নতা, উলঙ্গ থাকার স্বভাব।

নগ্গত্ত (ক্লী) নগ্নত্ব, নগ্নতা, বিবস্ত্র বা উলঙ্গ অবস্থা। = **নগ্গিয**।

নগ্গভোগ—যাহার পরিভোগ্য বস্তুসমূহের নগ্ন বা খোলা অবস্থা অর্থাৎ চতুরপ্রত্যয়ের জন্য গৃহীর উপর নির্ভরকারী সন্ন্যাসী বা ঋষি।

নগ্গভোগ (পুং) নগ্নতা ব্যতীত যাহার অধিকারে আর অন্য কিছু নাই অর্থাৎ নগ্নসন্ন্যাসী, দিগম্বর সন্ন্যাসী।

নগ্গসমণ (পুং) নগ্নসন্ন্যাসী, উলঙ্গ সন্ন্যাসী।

নগ্গা (বিণ, স্ত্রী) নগ্না। (স্ত্রী) নগ্না স্ত্রীলোক। = **নগ্গিযা**।

নগ্গিয—উলঙ্গ অবস্থা, নগ্নতা।

নগ্গিযা (বিণ, স্ত্রী) নগ্না, বিবস্ত্রা, আচ্ছাদনহীনা, উলঙ্গা। = **নগ্গা**।

নঙ্গল (ক্লী) নাঙ্গল, লাঙ্গল, কৃষিযন্ত্রবিশেষ। (সূত্রনিপাত) **যুগ-নঙ্গল**। = **সীর**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুন নঙ্গল**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **অয নঙ্গল**।

নঙ্গল ঈসা (স্ত্রী) লাঙ্গলের ঈষ (এখানে সংযুক্ত নিকায়ে হস্তীশুঁড়কে লাঙ্গলের ঈষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে)। = **ঈসা**।

নঙ্গলকট্ঠকরণ (ক্লী) হলকর্ষণ, লাঙ্গল দিয়া কর্ষণকরণ।

নঙ্গলফাল (পুং) লাঙ্গলের ফাল।

নঙ্গলসীসা (স্ত্রী) = **লঙ্গল ঈসা**। ⇒ **লঙ্গল ঈসা**।

নঙ্গলিন (বিণ, পুং) হলকর্ষণকারী, লাঙ্গল দিয়া কর্ষণকারী। (থেরগাথা) **মুখনঙ্গলিন**।

নঙ্গুট্ঠ (ক্লী) লাঙ্গুল, লেজ। যেমন—বৃষভের **লেজ**, হস্তীর লেজ, চিতাবাঘের **লেজ**, হরিণের **লেজ**, মাছের **লেজ**; **সূচিনঙ্গুট্ঠ**। = **নঙ্গুল**।

নঙ্গুল (ক্লী) লাঙ্গুল, লেজ। **গো নঙ্গুল**—গরুর **লেজ**। = **নঙ্গুট্ঠ**।

ন চ—না হইলে, কিন্তু নহে, যদি না, যদি না হয়, তাহা না হইলে (অর্থাৎ উহা না হইলে এইটি), এমন কোন। ⇒ **চ** (২খ), **ন** (২গ)।

ন চিত্তমত্তম্পি [ন+চিত্তমত্তং+পি] (এখানে চিত্তের উৎপত্তিক্ষণকে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে) এমনকি একটিমাত্র চিত্তক্ষণও নহে।

ন চির (বিণ) শীঘ্র, সত্বর, দ্রুত। (সম্বন্ধপদে) **ন চিরস্স এব**।

ন চিরস্সং (ক্রি-বিণ) তাড়াতাড়ি, শীঘ্র শীঘ্র, অতিসত্বর, অতি দ্রুত, বিলম্ব না করিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া।

ন চিরস্স এব = ন চিরস্সেব। ⇒ **ন চিরস্সেব**।

ন চিরস্সেব [ন+চিরস্স+এব] অতি শীঘ্র, শীঘ্র শীঘ্র, অনতিবিলম্বে, অল্প সময়ের মধ্যে, সহসা, অল্পদিন

বা অল্পকাল পরে। ⇒ **চিরস্‌সং, ন চির, ন চিরস্‌সং।**

নচ্চ (ক্লী) নাচ, নৃত্য, নাচন, নর্তন, অঙ্গভঙ্গি।

নচ্চক (পুং) নর্তক, যে নৃত্য করে, নৃত্য করা যাহার ব্যবসায়, অভিনেতা, নট। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নট নচ্চক।**

নচ্চকী (স্ত্রী) নর্তকী, যে স্ত্রীলোক নৃত্য করে, নটী, অভিনেত্রী।

নচ্চগীত—নাচ-গান, নৃত্য এবং গীত।

নচ্চগীত বাদিত—নাচ-গীত-বাদ্যবাজনা। (বিমানবত্থু) **নচ্চগীতে বাদিতে।**

নচ্চট্ঠান (ক্লী) নৃত্যস্থান, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যশালা, রঙ্গালয়, নাচের জায়গা।

নচ্চতি (ক্রি) [√নট্+য] নাচা, নাচ করা, নৃত্য করা, অঙ্গভঙ্গি করা, অভিনয় করা। = **নটতি।** (অতীত) **নচ্চি।** (অ-বিণ) **নচ্চেন্তো।** (ব-বিণ) **নচ্চন্ত।** (ভবিষ্যৎ) **নচ্চিস্‌সতি।** (ক্রি-বি) **নচ্চিত্বা।** (তুম্) **নচ্চিতুং।** (করণে) **নচ্চেতি, নচ্চাপেতি।**

নচ্চন (ক্লী) নৃত্য, নর্তন, নাচ।

নচ্চাপেতি (ক্রি) নাচায়, নৃত্য করায়, নাচ করায়, অভিনয় করায়। ⇒ **নচ্চতি।**

নচ্চাসন (বিণ) [ন+অতি+আসন্ন] দূরে, নিকটে নহে এমন, অতি নিকটেও নহে অতি দূরেও নহে এমন। = **নাতিদূর।**

নচ্চেতি (ক্রি) = **নচ্চতি।** ⇒ **নচ্চতি।**

নচ্ছন্ন (বিণ) [ন+ছন্ন] অপ্রচ্ছন্দ, বিশ্রী, কুৎসিত, কলঙ্কিত, অননুকূল, অপরিষ্কার, অনুপযোগী, অযোগ্য, অনাচ্ছন্ন, নগ্ন।

ন জাতু—আদৌ না, মোটেই না, কখনও না। (তুলনীয়) **সাধু।** (বিনয়) **মা জাতু।** (সূত্রনিপাত) **নো চে হি জাতু।** (জাতক) **ন জাতুচ্চ; ন জাতু চ।** ⇒ **জাতু।**

ন জাতু চ = **ন জাতু।** ⇒ **ন জাতু।**

ন জাতুচ্চ = **ন জাতু।** ⇒ **ন জাতু।**

নজ্‌জুহ—একজাতীয় মুরগি বা মোরগ।

নট (পুং) নট, নর্তক, যে নাটকের অভিনয় করে, অভিনেতা, অনুকরণ প্রিয়তা, অনুকরণ প্রবণতা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নটধীতা; নটকরক; নটকীলা।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নটনচ্চক।** (তুলনীয়) **নটক, নাটক।**

নটক (পুং) = **নট।** ⇒ **নট।**

নটকরক—নৃত্য করা এবং অভিনয় করা যার ব্যবসায়। ⇒ **নট।**

নটকীলা—নৃত্য এবং অভিনয়রূপ ক্রীড়া অর্থাৎ নৃত্য করা এবং অভিনয় করা। ⇒ **নট।**

নটতি (ক্রি) নাচা, নৃত্য করা, অভিনয় করা। = **নচ্চতি।**

নটধীতা (স্ত্রী) নটকন্যা। ⇒ **নট।**

নটনচ্চক (পুং) নট এবং নর্তক, অভিনেতা এবং নৃত্যকারক। ⇒ **নট, নচ্চক।**

নটসমজ্জা (স্ত্রী) গানের আসর, থিয়েটারের হল, প্রেক্ষা, প্রেক্ষাগৃহ, মেলায় প্রদর্শনী। = **পেক্‌খা** (৩)।

নটিকা (স্ত্রী) নটের স্ত্রী, নর্তকী, নটী, নটিনী, অভিনেত্রী, নৃত্যকারিণী, বেশ্যা।

নট্ট (ক্লী) নাচ, নৃত্য, অভিনয়।

নট্টক (পুং) = **নট।** ⇒ **নট।**

নট্ঠ (বিণ) নষ্ট, বিনষ্ট, নষ্টকৃত, অধিকারভ্রষ্ট, বিনাশপ্রাপ্ত, হৃত, অপব্যয়কৃত, বিচ্ছিন্ন, ক্ষয়প্রাপ্ত, বিধ্বংসিত, ভগ্ন। ⇒ **নস্‌সতি।**

নট্ঠন (ক্লী) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়।

নট্ঠাযতি (পুং) দেউলিয়া ব্যক্তি, হৃতসর্বস্ব ব্যক্তি। (বিণ) দেউলিয়া, নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব, নিঃসম্বল, ঋণ পরিশোধে অসমর্থ।

নট্যরস—নাট্যরস, নাটকীয় (উত্তম) রস, নাটক-সম্বন্ধীয় ভাবাবেগ বা ভাবপ্রবণতা। ⇒ **রস** (৬)।

নত (বিণ) নত, প্রণত, বিনীত, আনত, কুটিল, ঈষৎ বক্র, বাঁকা, প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, ইচ্ছুক, প্রবণ, বাকানো। ⇒ **নমতি।**

ন তাব—এই পর্যন্ত না, কেবল তাহা নহে, এই অধিক। = **ন খো।** ⇒ **তাব** (৪)।

নতি (স্ত্রী) নতি, নমস্কার, প্রণাম, নুইয়া থাকা, নমন, নম্রতা, সবিনয় প্রার্থনা, ঈষৎ বক্রতা, আকর্ষণ, ঝোঁক বা টান, প্রবণতা, কুটিলতা, মনের গতি, বক্রতা বা বাঁক, অনুরাগ, ইচ্ছা, অবনমন।

নত্ত (ক্লী) রাত্রি। (কর্মকারকে) **নত্তং।**

নত্তং (ক্রি-বিণ) রাত্রিতে, রাত্রিকালে। ⇒ **নত্ত, রত্ত** (২খ)।

নত্তক (পুং) নর্তক। = **নট।** (ক্লী) = **নট্ট।** ⇒ **নট্ট।**

নত্তন (ক্লী) নর্তন, নাচ। = **নট্ট।**

নত্তমহং [নত্তং+অহং] দিনের বেলায় এবং রাত্রিকালে, দিবাভাগে এবং রাত্রিতে, দিবরাত্রিতে। (চূলনির্দেশ) **রত্তমহং।** (তুলনীয়) **অহোরত্তং।** ⇒ **নত্তং।**

নত্তমাল (পুং) করন্দ নামক বৃক্ষবিশেষ।

নত্তর (পুং) নাতি, পৌত্র, দৌহিত্র। (সম্বন্ধপদে) **নত্তু।** কর্তৃকারকে) **নত্তা।**

নত্তা (পুং) নাতি। = **নত্তর।**

নত্তু = **নত্তর।** ⇒ **নত্তর।**

নত্তুধীতা (স্ত্রী) ১ নাতিনী, পৌত্রী, দৌহিত্রী। ২ প্রপৌত্রী, নাতির বা নাতিনীর কন্যা। = **ধীতর ধীতা।**

নত্থি [ন+অত্থি] নাই, না, বর্তমান নাই।

নত্থি অঞ্ঞট্ঠানং—গত্যন্তর নাই, আর অন্য কিছু নাই, অন্য কোন উপায় নাই, অনন্যোপায়। ⇒ **ঠান** (৩গ)।

নত্থিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি "নত্থি" অথবা কিছু নাই বলিয়া বলে বা মত প্রচার করে অর্থাৎ নাস্তিক, সন্দেহবাদী, ধ্বংসবাদে বিশ্বাসী।

নত্থিকদিট্‌ঠি—ধ্বংসবাদে বিশ্বাস, কিছু নাই বলিয়া বিশ্বাস, নাস্তিকবাদ, প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মত, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ। = **মিচ্ছাদিট্‌ঠি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

নত্থিকবাদ—ধ্বংসবাদ অর্থাৎ যেই ধ্বংসবাদী মত বা ধর্ম প্রচার করা হয়, যেই অসত্য মতবাদ প্রচার করা হয়। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নত্থিকবাদ মিচ্ছাদিট্‌ঠিক**।

নত্থিকবাদী (বিণ, পুং) ধ্বংসবাদী, অসত্য মতবাদী, মিথ্যাধর্মবাদী, মিথ্যাদৃষ্টি মত বা ধর্ম প্রচারকারী।

নত্থি কিঞ্চি ⇒ **কিঞ্চি**।

নত্থিতা (স্ত্রী) = **নত্থিভাব**। ⇒ **নত্থিভাব**।

নত্থিভাব (পুং) অভাব, নাই বলিয়া ধারণা, যেই মতবাদ সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়, সন্ত্রাসবাদ, চরম বিপ্লববাদ, অস্তিত্ব নাই বলিয়া ধারণা বা মত, অস্তিত্বহীনতা।

নত্থু (স্ত্রী) নাক, নাসিকা।

নত্থুকম্ম (ক্লী) নাকের মধ্য দিয়া সহনীয় গরম তৈল ইত্যাদি প্রবেশ করাইয়া নাকের চিকিৎসা। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তেলং যোজেত্বা নত্থুকম্মকরণং**।

নত্থুকরণী (স্ত্রী) নাক মুছিবার ছোট হাতরুমাল, ছোট হাতগামছা।

ন ত্বেব—তাহা না হইলে, তদ্ব্যতীত, তাহা ছাড়া।

ন দট্‌ঠা (বিণ) দেখে নাই এমন, দেখা যায় নাই এমন, অদৃষ্ট, অদৃশ্য। = **অদট্‌ঠা**।

নদতি (ক্রি) [√নদ+অ] গর্জন করা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, চিৎকার করা, রব করা, উচ্চ শব্দ করা। (তুলনীয়) **ওনদতি**। ⇒ **নদী, নাদ**। (সূত্রনিপাত) **নদং নদতি; সীহনদং নদতি**। (অতীত) **নদি, অনাদিসুং**। (অ-বিণ) **নদিত**। (ব-বিণ) **নদন্ত**। (ক্রি-বি) **নদিত্বা**। (করণে) **নদাপেতি**।

নদন (ক্লী) গর্জন, চিৎকার, রব। (জাতক) **সীহনাদ নদন**।

নদাপেতি (ক্রি) গর্জন করানো, চিৎকার করানো। ⇒ **নদতি**।

ন দিট্‌ঠপুব্ব (বিণ) পূর্বে দেখে নাই বা পূর্বে কেহ দেখে নাই এমন। ⇒ **পুব্ব** (বিণ)।

নদিত (ক্লী) গর্জন, উচ্চশব্দ, চিৎকার। (বিন) গর্জিত, উচ্চশব্দকৃত। ⇒ **নদতি**।

নদী (স্ত্রী) নদী, স্রোতস্বিনী, তটিনী। (তুলনীয়) **নদতি**। (বহুবচনে) **নদিযো**। (দীর্ঘনিকায়) **অচিরবতী নদী**। (সম্বন্ধপদ একবচনে) **নদিযা**। (করণ কারক একবচনে) **নদিযা**। (কর্তৃকারক বহুবচনে) **নদিযো, নজ্জো, নজ্জাযো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন তা নদিযো ধুব-সলিলা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মহানজ্জো**। (সম্বন্ধপদ বহুবচনে) **নদীনং**। (বিনয়) **নদীনং সাগরো মুখং**।

নদীকচ্ছ (ক্লী) নদীর জলময় তলদেশ। (বিপ) **পব্বতকচ্ছ**। ⇒ **কচ্ছ** (১)।

নদীকুঞ্জ—নদীর তীরস্থ উপত্যকা, নদীরতীরস্থ গিরিসঙ্কট।

নদীকূল (ক্লী) নদীর কূল, নদীতট, নদীর তীর।

নদীগব্‌ভে—নদীগর্ভে, নদীর মধ্যে বা অভ্যন্তরে। ⇒ **গব্‌ভে**।

নদীতীর = **নদীকূল**। ⇒ **নদীকূল**।

নদীতর কূপক—নদীর তীরস্থ কূপ বা গর্ত।

নদীদুগ্‌গ (ক্লী) নদীর যেই স্থান দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না, নদী থাকায় দুর্গম স্থান, নদীরূপ দুর্গ।

নদীমুখ (ক্লী) নদীর মুখ, নদীর মোহন, নদীর সাগরসঙ্গম।

নদীবিদুগ্‌গ (ক্লী) = **নদীদুগ্‌গ**। ⇒ **নদীদুগ্‌গ**।

নদ্ধ (বিণ) আবদ্ধ, সংযুক্ত, বাধ্য, বাধিত, বদ্ধ, সংযত, দৃঢ়, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, পরিধিত, পরিহিত, মোড়া, ভাঁজ করা, (কিছুর সহিত) জড়িত। (জাতক) **নদ্ধ রথবরত্তং**। (বুদ্ধবংশ) **চম্মনদ্ধ**। (মহাবংশ) **নদ্ধ পঞ্চাযুধ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যুগনদ্ধ**। (তুলনীয়) **ওনদ্ধ, বিনদ্ধ, সন্নদ্ধ**। ⇒ **নয্‌হতি**।

নদ্ধ পঞ্চাযুধ—পঞ্চবিধ অস্ত্রেশস্ত্রে সংবদ্ধ বা সজ্জিত। ⇒ **নদ্ধ**।

নদ্ধি (স্ত্রী) চামড়ার পাতলা ফালি।

ননন্দরা (স্ত্রী) = **ননন্দা**। ⇒ **ননন্দা**।

ননন্দা (স্ত্রী) ননদ, ননদিনী, ননদী, ননন্দা, ননন্দ, ননান্দা, ননান্দ, পতির ভগ্নি, স্বামীর ভগিনী। = **সামিকস্‌স ভগিনী**।

ননিকাম (বিণ) [ন+নিকাম = অনিকাম] অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর, অপ্রীতিকর। (ধর্মপদ) **ননিকাম সেয্যা**।

ননিকাম সেয্যা—অস্বচ্ছন্দ বা আরামহীন শয্যা। ⇒ **ননিকাম**।

ন নু ১ (হাঁ অর্থে) নিশ্চয়ভাবে, নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়ই। ইহা গভীর বিশ্বাস বা সম্ভাবনা-সূচক শব্দ। (তুলনীয়) **ন** (১)। ২ (ক্রি-বিণ) ("না" অর্থে) তাহা নহে কি? সেইরূপ নহে কি? ইহা নহে কি? ⇒ **ন** (২গ)।

ন নু খো—(তুমি) নয় কি? (তুমি) না কি? তাহা হইলে কি? তাহা হইলে ইহা কি? (সমশ্রেণীর অর্থবাচক শব্দ:—) **কিং নু খো, এবং নু খো, কথং নু খো;** ⇒ **কিং**।

ন নো—নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই না। = **নো ন**। ⇒ **ন** (২গ)।

নন্তক (ক্লী) ফালি, খণ্ড, টুকরা, কণা, চীর, ছিন্নবস্ত্রখণ্ড, জীর্ণবস্ত্র, ব্যবহারের অযোগ্য বস্ত্র। (জাতকে) **জিন্নপিলোতিক;** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **খণ্ডভূতা পিলোতিকা;** (বিমানবত্থু অর্থকথায় কেবল) **পিলোতিক**। (জাতক) **নন্তকবাসিন**।

নন্তক বাসিন (বিণ, পুং) জীর্ণ বা ময়লা বস্ত্র পরিধানকারী। (সাহিত্যে) **নন্তিক বাসিন**। ⇒ **নন্তক**।

নন্তিক বাসিন (বিণ, পুং) জীর্ণ বস্ত্র ধারণকারী। = **নন্তকবাসিন**।

নন্দ ১ (বিণ) আনন্দদায়ক। এই শব্দটি পেতবত্থু অর্থকথায় হয়ত হর্ষ-বিস্ময়াদিসূচক ভাব প্রকাশে অথবা সম্বোধন পদে "প্রিয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে প্রথমটির বর্ণনানুসারে সম্ভবত "ন নু" অথবা "নু ন" অথবা "নূ ন" অথবা "হন্দ" সম্বন্ধীয় শব্দ "নন্দ"। ২ = নূন। ⇒ নূন।

নন্দক (বিণ) আনন্দদায়ক, সন্তোষজনক, প্রীতিপূর্ণ।

নন্দতি (ক্রি) [√নন্দ+অ] সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দিত হওয়া, উৎফুল্ল হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, গৌরবান্বিত হওয়া। (তুলনীয়) **আনন্দতি**। (পঞ্চমী) **নন্দয**। (অতীত) **নন্দি**। (অ-বিণ) **নন্দিত**। (ব-বিণ) **নন্দযন্তো, নন্দমান**। (ভ-বিণ) **নন্দিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নন্দিত্বা**। (করণে) **নন্দেতি**।

নন্দন (ক্লী) আনন্দ, সুখ, আনন্দোৎসব, স্বর্গের নন্দন কানন, দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান।

নন্দনা (স্ত্রী) আনন্দ, সুখ, সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দোৎসব, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোমোহন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দজনক বস্তু।

নন্দয (আদেশ বা অনুমতি অর্থে) সন্তুষ্ট কর, তৃপ্ত কর। = **তোসেহি**। ⇒ **নন্দতি**।

নন্দি (স্ত্রী) **১** সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোমোহন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আনন্দজনক বস্তু, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ, সুখ, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু, উল্লাস, আহ্লাদ, আনন্দের কারণ, আসক্তি, তীব্র আকাঙ্ক্ষা। (সংযুক্ত নিকায়) **আহারে নন্দি**। = **উপাদান**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামনন্দি; ভবনন্দি; দিট্ঠিনন্দি**। (জাতক) **ধম্মনন্দি**। (সূত্রনিপাত) **নন্দিনিবেসন**। = **তণ্হা**। মিলিন্দ প্রশ্নে এই শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "তন্দি"। ২ সঙ্গীত যন্ত্রবিশেষ, যথা—জয়ঢোল। = **বিজযভেরি**। (তুলনীয়) **আনন্দি**। ৩ = **নন্ধি**। ⇒ **নন্ধি**।

নন্দিং জহ = **নন্দিজহ**। ⇒ **নন্দিজহ**।

নন্দি আবট = **নন্দিযাবট**। ⇒ **নন্দিযাবট**।

নন্দি উপসেচন (ক্লী) আনন্দ বর্ষণ, তৃপ্তিজনক বস্তুতে উপসিক্ত, আনন্দ আস্বাদন বা উপভোগ। (বিণ) আনন্দ বর্ষিত, আনন্দ উপভোগ করে এমন। (নেত্তি) **নন্দি উপসেচন রাগসল্ল**—আসক্তিরূপ শল্যবিদ্ধ হইয়া আনন্দ পায় এমন অর্থাৎ আসক্তিরূপ শূলে বিদ্ধ হইতে থাকিলেও উহাতে আমোদ পায়। (তুলনীয়) **মংস-সূপসেচন ওদন**।

নন্দিকা (বিণ, স্ত্রী) আনন্দদায়িকা, সন্তোষবিধানকারিণী। (জাতক) **নন্দিকা খিড্ডা; = অভিনন্দনা** (জাতক অর্থকথা)।

নন্দিকা খিড্ডা—আনন্দজনক ক্রীড়া।

নন্দিক্খয (পুং) আসক্তিক্ষয়, তীব্র আকাঙ্ক্ষার নিরবশেষ ধ্বংস, আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি, আমোদ আহ্লাদের নির্মূলতা।

নন্দিজহ (বিণ) আসক্তি পরিত্যক্ত, সুখ বা আমোদ আহ্লাদ পরিত্যক্ত। (সূত্রনিপাত) **নন্দিজহ ওকঞ্জহ; নন্দিজহ কপ্পঞ্জহ**।

নন্দিত্থ (অতীত ক্রিয়া) সন্তুষ্ট হইল, আনন্দিত হইল। ⇒ **আনন্দতি**।

নন্দিন (বিণ) আমোদপ্রিয়, আনন্দদায়ক, সুখজনক, উল্লাসজনক, তৃপ্তিকর। (সংযুক্ত নিকায়) **নন্দিন বেদনা**।

নন্দি নিবেসন (ক্লী) **১** আমোদ আহ্লাদে সংলগ্ন থাকার অবস্থা, দৃষ্টিতে জড়াইয়া রাখা অথবা সংলগ্ন থাকার অবস্থা অর্থাৎ কোনমতে স্থিরনিশ্চয়তা। (তুলনীয়) **নিবিসসবাদিন**। = **তণ্হা**। ⇒ **নিবেসন** (২)। ২ থাকার ইচ্ছা, গৃহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **নন্দি**।

নন্দি পরিক্খীণ (বিণ) (অর্হৎ-সম্বন্ধে) যাঁহার আসক্তিরূপ আমোদ আহ্লাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, (অর্থকথা বর্ণনায়) যিনি পুনর্জন্ম বিমুক্ত হইয়াছেন। যেমন—(ধর্মপদ অর্থকথা) **তিসু ভবেসু পরিক্খীণ তণ্হা**।

নন্দিভব—ভবাসক্তি, সংসারে পুনরুৎপত্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ভবসুখের প্রতি আসক্তি, আমোদপ্রিয়তা, সুখের অস্তিত্ব।

নন্দিমুখী (বিণ, স্ত্রী) আনন্দমুখী, যার মুখ প্রফুল্ল দেখায়; (রাত্রি-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়) উপোথের শেষভাগে। (বিনয়) **নন্দিমুখী রত্তি**।

নন্দিয—একজাতীয় মৃগ। ⇒ **মিগ** (২)।

নন্দিযাবট (বিণ) অনুকূলভাবে ঘূর্ণিত বা পরিবর্তিত, অর্থাৎ ঘুরিয়া ঠিক স্থানে আসা; ⇒ **দক্খিণাবত্ত**। শুভলক্ষণযুক্ত, আশাদায়ক, অনুকূল, ভাল, শুভ, উপযুক্ত, ধার্মিক, সম্পূর্ণ, যথেষ্ট, দয়ালু, নির্দোষ, যথার্থ, অনেক, বলবৎ, মৃদু, স্বাস্থ্যকর। এই শব্দটি সর্বদা "নয" শব্দের গুণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় (নেত্তি)।

নন্দিরাগ (পুং) সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা, অনুগ্রহ, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, কাম, কামপ্রবৃত্তি, লোভ, লিপ্সা, কামনা, ইন্দ্রিয়সুখে আনন্দ, সহজে উত্তেজনাশীল উল্লাস, আমোদ উৎসাহ, প্রগাঢ় আসক্তি। এই শব্দটি "তণ্হা" শব্দের গুণ-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। (বি-ভা) **নন্দিরাগ সহগত তণ্হা** (মহাবস্তু); (বিনয়) **নন্দীরাগ সহগত তণ্হা**।

নন্দিসংযোজন (ক্লী) আসক্তির বন্ধন, যে কিছুতে আমোদপ্রিয় হওয়ার সংযোজন বা সংলগ্নতা, তৃষ্ণাতে বা বাসনায় আবদ্ধ থাকার নিগড় বা শৃঙ্খল।

নন্দিসমুদয—তৃষ্ণার মূল বা হেতু, আসক্তির কারণ।

নন্দী—আমোদ, সুখ, আরাম, উপভোগ, উপভোগ্য বস্তু। ⇒ **কামচ্ছন্দ**।

নন্দুপসেবনা (স্ত্রী) [নন্দ+উপসেবনা] অনুগ্রহ প্রার্থনা, প্রশংসা পাইবার চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সন্ধান, আনন্দ বা আমোদ অন্বেষণ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা।

নন্দেতি (ক্রি) আনন্দিত করা, সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত করা, উল্লাসিত করা, উৎফুল্ল করা, গৌরবান্বিত করা। = **তোসেতি**। ⇒ **নন্দতি**।

নদ্ধ (বিণ) আবদ্ধ, সংযুক্ত, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, বদ্ধ। = **নদ্ধ**।

⇒ **যুগবদ্ধ**।

নদ্ধতি (ক্রি) [√নধ+ং+অ] ভাঁজ করা, গুটানো, জড়ানো, মোড়া, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, বন্ধন করা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, আচ্ছন্ন করা, লুক্কায়িত করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, কঠিন কাজ করা বা হওয়া, কাজ করিতে বাধ্য করা। ⇒ **অপিলন্ধতি, উপনন্ধতি, ওনন্ধতি, পরিযোনন্ধতি, বিনন্ধতি**। (অতীত) **নদ্ধি**। (অ-বিণ) **নদ্ধ**। (ক্রি-বি) **নদ্ধিত্বা**।

নদ্ধি ১ (স্ত্রী) নাপিতের চামাটি, বুকপেটি, চামড়ার লম্বা সরুফালি, চামড়ার পাতলা ফালি। = **নদ্ধি**। (জাতক) **রথস্স চম্মং চ নদ্ধিং চ**। (ধর্মপদ) **নদ্ধিবরত্ত**। ২ (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **নদ্ধতি**।

ন পচ্ছাভত্তিক= খলুপচ্ছাভত্তিক। ⇒ **খলুপচ্ছাভত্তিক**।

ন পত্থিয (বিণ) যে ব্যক্তি নিজের জন্য অভিলাষিত বা ঈপ্সিত নহে, যে ব্যক্তি প্রার্থনাকারী নহে। **অপত্থযিতব্বং**।

নপুংসক (পুং, ক্লী) নপুংসক, খোজা, ছিন্নমুষ্ক, হিজরে, ক্লীব, কাপুরুষ, স্ত্রীলোকও নহে পুরুষও নহে এমন ব্যক্তি। (ব্যাকরণে) ক্লীবলিঙ্গ। ⇒ **ন** (২ঘ)।

নপুংসক লিঙ্গ (ক্লী) নপুংসক লিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, স্ত্রীজাতীয়ও নহে পুরুষজাতীয়ও নহে এরূপ অবস্থার চিহ্ন। ⇒ **লিঙ্গ** (২)।

নপ্পরূপ (বিণ) [ন+অপ্প+রূপ] প্রচুর, যথেষ্ট, অতি সুন্দর।

নপ্পহোতি (ক্রি) অপর্যাপ্ত হওয়া, সমর্থ হওয়া। ⇒ **পহোতি** (২)। (অতীত) **নপ্পহোসি**।

নব্‌ভো—চক্রের নাভি। = **নাভিযো**।

নভ (পুং, ক্লী) নভ, আকাশ, কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা, বাষ্প, ভাপ, বৃথা অহঙ্কার। = **আকাস**। (সূত্রনিপাত) **নভসি গম**। (করণ কারকে) **নভসা**। যৌগিক শব্দে "**নভো**" শব্দের ব্যবহার হয় যেমন "**নভোগত**"।

নভসিগম (বিণ) (চন্দ্র সম্বন্ধে) আকাশপথে গমন করে এমন। = **অঘসিগম**।

নভান্তরাল (ক্লী) [নভ+অন্তরাল] আকাশের অন্তরাল বা আড়াল, অতি উর্ধ্বে অদৃশ্য অবস্থা।

নভোগত (বিণ) [নভ+গত] আকাশে আছে এমন, আকাশে উঠিয়াছে অথবা উর্ধ্বে গিয়াছে এমন।

নম (অব্যয়) নমঃ, নম, নমস্কার, ত্যাগ, রোদন; (Rhys Davids কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে ইহার অর্থ গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন:—) আনুগত্য স্বীকার, পূজা, সম্মান, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধানিবেদন, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। = **নমো**।

নমক্কার (পুং) নমস্কার, প্রণাম, নতিকরণ, আনুগত্য স্বীকার, পূজা, সম্মান, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধানিবেদন, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, শির নতকরণ।

ন মঞ্ঞে (ক্রি-বিণ) নিশ্চয়ই নহে, আমি (তাহা) মনে করি না, (উহা) আমার মনে হয় না। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ন মঞ্ঞে পুঞ্ঞং বা রাজা**। ⇒ **মঞ্ঞে**।

নমতক (ক্লী) বস্ত্রখণ্ড, এক টুকরা কাপড়। (তুলনীয়) **নন্তক**। (বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়) **মতকং'তি সখকবেধনকং (=বেঠনকং) পিলোতিকখণ্ডং**। (বিনয়ে) **সখক; নমতকং ধারেতি**।

নমতি (ক্রি) [√নম+অ] নমস্কার করা, শির নত করা, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা, বাকানো, প্রয়োগ করা, বক্র হওয়া, নোয়া, বাধ্য করা, সম্মান করা, সংযত করা, দমিত করা। (সূত্রনিপাত) **চিত্তং নমতি**। (অতীত) **নমি; চিত্তং নমি**। (অ-বিণ) **নত**। (ব-বিণ) **নমন্ত**। (ভ-বিণ) **নমিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নমিত্বা, নমন**। (করণে) **নামেতি, নমেতি**।

নমন ১ (ক্লী) (দর্শন শাস্ত্রে বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যায় "**নাম**" শব্দ হইতে "**নমন**" এবং "**রূপ**" শব্দ হইতে "**রূপন**" শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে) নামকরণ, নাম প্রদান (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। ⇒ **নাম** (২)। ২ (ক্রি-বি) নমস্কার করিয়া। = **নমিত্বা**। ⇒ **নমতি**।

নমনলক্খণ (ক্লী) দমিত লক্ষণ, বিনীত ভাব। ⇒ **নাম** (১)।

নমনা (স্ত্রী) ঝোঁক, টান, মনের গতি, বাঁক বা বক্রতা, প্রয়োগ, প্রযোজ্য বস্তু, দরখাস্ত, আবেদনপত্র, আবেদন, ব্যবহার, অধ্যবসায়, প্রযত্ন, মনোনিবেশ, শ্রমশীলতা, শ্রমশিল্প।

নমস্সতি (ক্রি) [√নমস+অ] সম্মান প্রদর্শন করা, অভ্যর্থনা করা, নমস্কার করা, সম্মান করা, পূজা করা পদোন্নতি করা, মহিমান্বিত করা, আনুগত্য স্বীকার করা, শ্রদ্ধা করা, মান্য করা, ভক্তি করা। (সূত্রনিপাত) **পঞ্জলিক নমস্সতি; অঞ্জলিং কত্বা নমস্সতি**। (অতীত) **নমস্সি; (বহুবচনে) নমস্সিংসু**। (অ-বিণ) **নমস্সিত**। (ব-বিণ) **নমস্সং, নমস্সন্ত**, (সাধারণত) **নমস্সমান, নমস্সনিয**—শ্রদ্ধাস্পদ। (সপ্তমী, ব-বিণ) **নমস্সেয্য**; (উত্তমপুরুষ বহুবচনে) **নমস্সেমু**। (ক্রি-বি) **নমস্সিত্বা, নমস্সিয**। (তুম) **নমস্সিতুং**।

নমস্সন (ক্লী) শ্রদ্ধা, ভক্তি, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, পূজা, অর্চনা, আরাধনা।

নমস্সনা (স্ত্রী) **নমস্সন**। ⇒ **নমস্সন**।

নমস্সনিয (বিণ) নমস্কারের যোগ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়। ⇒ **নমস্সতি**।

নমস্সা (স্ত্রী) = **নমস্সন**। ⇒ **নমস্সন**।

নমস্সিযা (স্ত্রী) = **নমস্সন**। ⇒ **নমস্সন**।

নমিত (বিণ) নমিত, প্রণমিত, যাহাকে নোয়ান হইয়াছে, বক্রীকৃত, নত, প্রশান্ত, কিছু করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইচ্ছুক, চরিত্রের বা আচরণের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশক, সমর্থ,

কর্মক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন, নত। ⇒ **নমেতি**। (জাতক) **পব্বজ্জায নমিত চিত্ত**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ফলভার নমিত**।

নমুচি (পুং) পাপরাজা, মার, ধ্বংসকারী মার, মৃত্যুরাজ বা মৃত্যু। ⇒ **কণ্হপক্খ** (২)।

ন মে অত্থো—আমার কোন প্রয়োজন নাই।

নমেতি (ক্রি) নোয়া, নমিত হওয়া, ব্যবহার করা, চালনা করা, চালানো, বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো। ⇒ **নমতি**। ধর্মপদে কিন্তু ব্যবহৃত শব্দ "**নমযতি**"। "**নমেতি**" শব্দের পরিবর্তে "**নামেতি**" শব্দের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু সূত্রনিপাতে যেই "**নামেস্তি**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে উহা "**ন আপেস্তি**" অর্থের সহিত সমন্ধযুক্ত। (জাতকে) **নামেতি**; (অ-বিণ) **নমিত**।

নমো (অব্যয়) নম, নমঃ, নমস্কার, আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, আরাধনা, উপাসনা, ত্যাগ, বোদন। (Rhys Davids কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ দিয়াছেন:—) আনুগত্য স্বীকার, পূজা, সম্মান, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় (বৌদ্ধরা উপাসনায়, ধর্মগ্রন্থ পাঠে কিংবা লেখায় ইত্যাদি যে কোন শুভকার্যে "**নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা-সম্বুদ্ধস্স**" তিনবার আবৃত্তিতে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কার্যারম্ভ করিয়া থাকেন।

নম্মদা (স্ত্রী) নর্মদা নদী (ইহা উত্তর ভারতীয় একটি নদী)।

নয (পুং) (চরিত্রে) পথ, রাস্তা, উপায়, প্রণালী, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, পদ্ধতি, রীতি, বিন্যাস, নকশা, অভিসন্ধি, মতলব, অভিপ্রায়, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, অনুমতি, ফল, সিদ্ধান্ত, উপপত্তি, নয়, উপদেশ, নীতি, যথার্থ সিদ্ধান্ত, যথার্থ অনুমান, ঠিক বিচার, প্রকৃত সম্প্রাপ্তি, উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ, অর্থ, ভাব, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, বিচারশক্তি, মত, বিশ্বাস, ধারণা; (ব্যাকরণে) মর্ম, সঙ্কল্প, ব্যবহার, চালচলন, অন্যের প্রতি ব্যবহার, পরিচালন, পথপ্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, ব্যবস্থা। (চূলনির্দেশ) **নযহেতু**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নযাদি নয পবত্ত**—ইহা এবং পরবর্তী বিষয় লইয়া কাজ করা। (জাতক) **তি আদিনা নযেন**—এইরূপ এবং একইরূপে এবং এইরূপ আরও। (করণকারকে) **নযেন**। (বিণ) প্রধান, মুখ্য।

নযং নেতি—সিদ্ধান্তে নিয়া যায় বা পৌঁছাইয়া দেয়, প্রকৃত সমাপ্তিতে বা সিদ্ধান্তে প্রয়োগ করে, বিচারে উপনীত হয়, নির্দিষ্ট বা সুষ্ঠু রীতিতে কাজ সম্পন্ন করা হয়। (জাতক) **অনযং নযতি দুম্মেধো**—দুষ্ট লোক অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া অথবা ভ্রান্ত ধারণায় ভুল পথে প্রবেশ করে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নযং অনুমিনাতি**।

নযতি (ক্রি) [√নি+অ] নিয়া যাওয়া, পৌঁছাইয়া দেওয়া, পথ প্রদর্শন করা, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, পথ দেখানো, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, উপদেশ দেওয়া, শাসন করা, শিক্ষিত করা, চালানো, পরিচালনা করা, নির্বাহ করা, পথে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রক্ষা করা, সঞ্চালিত করা, ব্যবহার করা। = **নেতি**। (অতীত) **নযি**। (কর্মবাচ্যে) **নিয্যতি**।

নযন (ক্লী) নয়ন, চক্ষু, নেত্র, লোচন, পথ দেখাইয়া নিয়া যায় অর্থে নয়ন। = **নেত্ত, চক্খু**। (বহুবচনে) **নযনানি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **নেত্তানি নযনানি**। (বিণ) বহন করে এমন। **নযনাবুধ**।

নযনাবুধ (পুং) [নযন+আবুধ] যাহার চক্ষু অস্ত্রস্বরূপ অর্থাৎ যমরাজ।

নযহেতু—অনুমিতির মাধ্যমে, উপপত্তির বা উৎপত্তির কারণে, ফলহেতু, সিদ্ধান্তবশত। = **নযেন**।

নযিদং [ন+ইদং] ইহা নয়, এখন নয়, এই সময়ে নয়।

নযেন (ক্রি-বিণ) একই পথে বা উপায়ে, অনুরূপে, সমানভাবে, মত, সেইমত, তদনুসারে। (জাতক) **আগত নযেন; পুরিম নযেন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্তুনযেন**। = **নযহেতু**। ⇒ **নয**।

ন যেভুয্যেন—যাহা সচরাচর হয় না, সাধারণত যাহা ঘটে না, সচরাচর বা মোটেই যাহা হয় না। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাপি যেভুয্যেন রুদিতেন কাচি অত্থ-সিদ্ধি**। ⇒ **যেভুয্যেন** (২)।

নযেব [ন+এব] এই পর্যন্ত না, এখনও না।

নয্হতি (ক্রি) [√নহ+য] বন্ধন করা, সংযুক্ত করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইনমতে বাঁধা, পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, বিকৃত অর্থ করা, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, গুটানো, ভাঁজ করা, মোড়া, ঢাকা। ⇒ **উপনয্হতি, পিলন্ধতি, ওনয্হতি, উন্নহনা, পিলয্হতি**। (অতীত) **নয্হি**। (অ-বিণ) **নদ্ধ**; ⇒ **নদ্ধি, নাহ**। (ব-বিণ) নয্হন। (ক্রি-বি) **নয্হিত্বা**।

নয্হন (ক্লী) বন্ধন, বন্ধীকরণ, বন্ধী, সংযোগ, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক, পদশৃঙ্খল, নিগড়।

নর (পুং) নর, মনুষ্য, পুরুষ; (কবিতার বর্ণনায়) সাহসী পুরুষ, বলবান লোক, শক্তিবান পুরুষ, বীর পুরুষ। (বহুবচনে) **নরা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নরতি নেতী'তি নরো পুরিসো** অর্থাৎ প্রধান বা মুখ্য লোক।

নরক (পুং, ক্লী) ১ নরক, নিরয়, দুঃখভোগের স্থান, দুর্গতি স্থান, প্রেতলোক। (সদ্ধম্মোপাযন) **সংসার ঘোর নরক**। ⇒ **নিরয**। ২ গর্ত, গভীর গর্ত, কূপ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নরকাবাট**।

নরকগ্গি (পুং) নরকাগ্নি, নরকের অগ্নি।

নরকসত্ত (পুং) নরকে যন্ত্রণাভোগী সত্ত্ব বা জীব। = **নিরযসত্ত**। ⇒ **সত্ত** (পুং)।

নরকাবাট—নরককুণ্ড, নরকের গভীর গর্ত। ⇒ **নরক** (২)।

নরতি = **নযতি**। ⇒ **নযতি**।

নরদ (ক্লী) সুগন্ধি প্রলেপবিশেষ, মলমবিশেষ।

নরদেব (পুং) নরদেব, রাজা, মানুষের মধ্যে রাজা। =

নরিন্দ, জনবসভ।

নরদেব যক্‌খ = **জনবসভ যক্‌খ**। ⇒ **জনবসভ যক্‌খ**।

নরনারী (বহুবচন শব্দ) নর এবং নারী, মানব এবং মানবী, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক। = **নরনারীগণ**। ⇒ **গণ** (খ)।

নরপুঙ্গব (বিণ, পুং) নরপুঙ্গব, নরশ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে যিনি প্রধান বা গুণশ্রেষ্ঠ। ⇒ **পুঙ্গব**।

নর-বর-দম্ম সারথি (পুং) দমিত মনুষ্যগণের (অর্থাৎ শ্রাবকসঙ্ঘের) শ্রেষ্ঠ সারথি। ⇒ **দম্ম**।

নরবিরিয—মানুষিক বল, মানবিক শক্তি। ⇒ **বিরিয**।

নরবীর (বিণ, পুং) নরবীর, নরশ্রেষ্ঠ, বীর, যোদ্ধা, মানুষের মধ্য প্রধান বা গুণ প্রধান, নরের মধ্যে দক্ষ বা বিখ্যাত অর্থাৎ বুদ্ধ। (থেরগাথা) **নরবীর কত**। ⇒ **বীর**।

নরবীর কত (বিণ) নরবীর বা নরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক কৃত, মানুষের দক্ষতা বা জ্ঞান দ্বারা করা হইয়াছে এমন। ⇒ **নরবীর**।

নরসীহ (বিণ, পুং) নরসিংহ, মানবশ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে সিংহ সদৃশ অর্থাৎ বুদ্ধ।

নরা (পুং, বহুবচন) মানুষেরা, জনগণ, জনসমূহ। ⇒ **নর**।

নরাধম (বিণ, পুং) নরাধম, নরের মধ্যে অধম, মানুষের মধ্যে হয়, যাহার স্বভাব আচার ও চরিত্র নিতান্ত মন্দ বা হীন, নীচাশয়, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট। (পুং) দুষ্টলোক, হীন প্রকৃতির লোক, পাপিষ্ঠ লোক।

নরাসভ (বিণ, পুং) "মানুষের মধ্যে বৃষভ সদৃশ" অর্থাৎ নরাসভ, নরশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যপ্রধান, মানুষের প্রভু, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, নরপ্রধান অর্থাৎ বুদ্ধ। = **নরোত্তম**।

নরিন্দ (পুং) নরেন্দ্র, রাজা। = **নরদেব**।

নরীবরগণ ⇒ **বর** (বিণ)।

নরোত্তম (বিণ) [নর+উত্তম] নরোত্তম, নরশ্রেষ্ঠ, মনাবশ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। = **নরাসভ, পুরিসোত্তম**।

নল (পুং) নল, শর, খাগড়া, চোঙ্গা, বাঁশ। = **নল**।

নলক (পুং) = **নল্‌ক**। ⇒ **নল্‌ক**।

নলকলাপ = **নল্‌কলাপ**। ⇒ **নল্‌কলাপ**।

নলকলাপী = **নল্‌কলাপী**। ⇒ **নল্‌কলাপী**।

নলকার = **নল্‌কার**। ⇒ **নল্‌কার**।

নলগ্‌গি (পুং) [নল+অগগি] নলাগ্নি, বেণু পোড়ানো অগ্নি, নল বা খাগড়া দ্বারা জ্বালিত অগ্নি, নল বা খাগড়াজাতীয় তৃণের অগ্নি। = **নল্‌গি**।

নলদণ্ডক = **নল্‌দণ্ডক**। ⇒ **নল্‌দণ্ডক**।

নলময = **নল্‌ময**। ⇒ **নল্‌ময**।

নলমীণা = **নল্‌মীণা**। ⇒ **নল্‌মীণা**।

নলবন = **নল্‌বন**। ⇒ **নল্‌বন**।

নলসন্নিভ = **নল্‌সন্নিভ**। ⇒ **নল্‌সন্নিভ**।

নলসেতু = **নল্‌সেতু**। ⇒ **নল্‌সেতু**।

নলাগার = **নল্‌াগার**। ⇒ **নল্‌াগার**।

নলাট (পুং, ক্লী) ললাট, কপাল। (জাতক) **নলাটেন মচ্চুং আদায**—মৃত্যুরাজ মাথার সম্মুখদিকের অথবা ললাটের উপরিস্থ কেশগুচ্ছ ধরিয়া।

নলাটন্ত—ললাটের পার্শ্ব।

নলাটমণ্ডল—ললাটমণ্ডল, কপালের চারিদিক।

নলাটিকা (স্ত্রী) ললাটিকা, কপাল-সম্বন্ধীয় ভ্রূভঙ্গি, তীব্রদৃষ্টি। (বিনয়) **নলাটিকং দেতি**—তীব্র দৃষ্টি দেওয়া।

নলিনী (স্ত্রী) নলিনী, পদ্মসমূহ, পদ্মপুকুর, যে স্থানে প্রচুর পদ্ম জন্মে। = **নলি্নিং**।

নল্ (পুং) নল, শর, খাগড়া, চোঙ্গা। = **নল**। (জাতক) **নল্‌ব ছিন্নো**। ⇒ **নাল্, নাল়ী, নালি্কা**।

নল্‌ক (পুং) নল, চুঙ্গী। = **নল, বংসনলক**।

নল্‌কলাপ (পুং) নল বা খাগড়ার আঁটি বা গোছা, নলখাগড়ার বাণ্ডিল।

নল্‌কলাপী (স্ত্রী) = **নল্‌কলাপ**। ⇒ **নল্‌কলাপ**।

নল্‌কার (বিণ, পুং) চুপড়ি বা ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, যে ব্যক্তি নলখাগড়া দ্বারা চুপড়ি ইত্যাদি নানা কিছু তৈয়ার করে। (দীর্ঘনিকায়) **নল্‌কার পেসকার কুম্ভকার**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নল্‌কার বিলীবকার**।

নল্‌গ্‌গি (পুং) নলখাগড়ায় জ্বলিত অগ্নি। = **নলগ্‌গি**। (জাতক) **নলগ্‌গি বণ্ণং পব্বতং**।

নল্‌দণ্ডক (ক্লী) নলখাগড়ার তীর বা শরদণ্ড।

নল্‌পিন—জলজন্তু, জলে বাসকারী জন্তু।

নল্‌ময (বিণ) নলময়, নলখাগড়াময়, নল খাগড়ায় প্রস্তুত, খাগড়া দ্বারা প্রস্তুত।

নল্‌মীণ (পুং) চিংড়ি মাছ।

নল্‌বন (ক্লী) নলবন, নল খাগড়ার বন, খাগড়া বন, কেবল খাগড়াময় জঙ্গল।

নল্‌সন্নিভ (বিণ) খাগড়ার বর্ণ সদৃশ, খাগড়ার ন্যায়। (জাতক অর্থকথা) **নল্‌-পুপ্ফ-বণ্ণ রুক্‌খসুনখ**।

নল্‌সেতু—নলখাগড়ার সেতু, খাগড়ার পুল বা সাঁকো।

নলাগার (ক্লী) নল খাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা। (জাতক) **নলাগার তিণাগার**।

নলাতমণ্ডল (ক্লী) ললাটমণ্ডল, কপালমণ্ডল, সমস্ত গোলাকার কপাল। ⇒ **মণ্ডল** (৩)।

নলিনিং—সরোবর, পুকুর, তরাগ। = **নলিনী**।

নব (বিণ) **১** ৯, নয়, নব। (সম্প্রদানকারক ও সম্বন্ধপদে) **নবন্নং**। (করণকারক ও অপাদান কারকে) **নবহি**। (অধিকরণ কারকে) **নবসু**। "**নব**" শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ:—**ক নবভূমকপাসাদ**—নয়তলা অট্টালিকা বা উচ্চপ্রাসাদ। ইহাকে তাড়াতাড়ি উচ্চারণে বলা হয় "**সত্তভূমক পাসাদ**"। (জাতক) **নব হিরঞ্ঞ কোটিহি**—নয়কোটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নব যোজন**। **খ নবঙ্গ বুদ্ধসাসন**—নয় প্রকার অঙ্গযুক্ত বুদ্ধশাসন অর্থাৎ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ শৃঙ্খলায় ও পদ্ধতিতে নয় ভাগে

বিভক্ত, যথা—(মধ্যম নিকায়) **সুত্তং গেয্যং ব্যাকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অব্‌ভুতধম্মং, বেদল্লং**। (তুলনীয়) **ছলঙ্গ**। (খুদ্দকপাঠ) **নব সত্তাবাসা**। (সূত্রনিপাত) **নবসোতা; নবদ্বারা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নবমুখা**। (চূলনির্দেশ) **নব বিতক্কা**। **গ** নয়দিবসের সপ্তাহের একটি খসড়া যাহা বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় দৃষ্ট হয়, যথা—**নবুতি বস্‌স সতসহস্‌স আয়ুকা**—নব্বই শতসহস্র বৎসর আয়ুপ্রমাণের (অর্থাৎ দেবায়ুপরিমিত)। (তুলনীয়) **নবুতি**। **২ক** নূতন, নব, তাজা, আধুনিক, অনভ্যস্ত, অভিনব, অদ্ভুদ, অদৃষ্টপূর্ব, অজ্ঞাতপূর্ব, নূতন ও সবল, বিগতক্লান্তি, অব্যবহৃত, সুস্থ, টাটকা, সদ্য, সতেজ, অবিস্মৃত, অ-লবণাক্ত, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, পরিষ্কার, খাঁটি, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, পবিত্র, নিষ্পাপ, ধোপদুরস্ত, এবড়ো থেবড়ো প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, অভ্যাসের, ঘৃণিত পীড়া হইতে মুক্ত, সম্প্রতি, ইদানীং, অধুনাপ্রাপ্ত, সম্প্রতি অভ্যস্ত। (বিপ) **পুব্ব, পুরাণ**। **খ** কচি, অল্পবয়স্ক, তরুণ, যুবা, অনভিজ্ঞ, চারা, নবীন, নূতনভাবে আরব্ধ, শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ, যে ব্যক্তি কোন কার্যে দক্ষ নহে, নব-দীক্ষিত। (বিনয়) **নবা ভিক্‌খূ**—নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণ। (সংযুক্ত নিকায়) **নব অচির পব্বজিত**। (সূত্রনিপাত) **গোতমো নবো পব্বজায**—গৌতম নূতনভাবে প্রব্রজিত হইয়া অর্থাৎ অদ্ভুত জীবনের শিক্ষার্থী।

নবক (বিণ পুং) নবাগত, তরুণ, কচি, অল্পবয়স্ক, যুবা, অনভিজ্ঞ, জোয়ান, চারা, নবীন, নবদীক্ষিত ভিক্ষু, শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ, যে ব্যক্তি কোন কার্যে দক্ষ নহে। (জাতক) **সঙ্ঘনবক**। (তুলনীয়) **নবকতর**। (ক্লী) নয়টির সমবায়, নয়জনের একটি দল।

নবকতর (বিণ) বয়সে ছোট, কনিষ্ঠতর, বয়সে সকলের ছোট। (বিপ) **থেরতর**। = **নবতর**।

নবকভিক্‌খু (পুং) নবভিক্ষু, ছোট ভিক্ষু, নব দীক্ষিত ভিক্ষু। = **নবভিক্‌খু**। (বিপ) **থেরভিক্‌খু**। ⇒ **থের, থেরভিক্‌খু**।

নবকম্ম (ক্লী) নবকর্ম, নূতন কাজ, নূতন নির্মিত শিল্পকার্য, নূতন নির্মাণ শিল্পকার্য, জীর্ণ সংস্কারে নূতন করার কাজ, সংশোধন করিয়া নূতন করার কাজ, নূতনভাবে তৈয়ারি কার্য, নয়াকাজ, নূতন করার কাজ, জীর্ণ সংস্কারকরণ, সংশোধনকরণ, মেরামতকরণ, ক্ষতিপূরকাকরণ, জোড়াতালি দেওয়ার কার্য, জোড়াতালি দিয়া সংস্কার করণ, টুকরা লইয়া তৈয়ার করার কার্য। (বিপ) **পুরাণ কম্ম**। **নবকম্মং করোতি**—নূতন কার্য করা, নয়ারূপে মেরামত করা।

নবকম্মিক (বিণ) নবকর্মিক, যে ব্যক্তি মেরামতের কাজ করে, যে ব্যক্তি জীর্ণ সংস্কার করে অথবা সংশোধন করে, যে ব্যক্তি নূতনভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, নূতনকর্মী, ভিক্ষুদের মধ্যে যে ভিক্ষু বয়সে ছোট, নবদীক্ষিত, নূতন দীক্ষাপ্রাপ্ত, নূতন প্রব্রজিত, নির্মাণে অভিজ্ঞ বা নিপুণ, মেরামত কার্যে দক্ষ, নির্মাণকারী। (তুলনীয়) **বড়ঢকি**।

নবঘত—সদ্যঘৃত, টাটকা ঘী, নূতন প্রস্তুত ঘৃত। = **নবসপ্পি**।

নবঙ্গ (বিণ) [নব+অঙ্গ] নবাঙ্গ, নয় প্রকার অঙ্গযুক্ত, নয় ভাগে বিভক্ত, নয় প্রকার অঙ্গ সম্পন্ন, নববিধ অঙ্গবিশিষ্ট।

নবঙ্গবুদ্ধসাসন = নবঙ্গ সত্থুসাসন। ⇒ **নবঙ্গ সত্থুসাসন**।

নবঙ্গ সত্থুসাসন—শাস্তা বা বুদ্ধের শাসন নয় প্রকার অঙ্গযুক্ত অর্থাৎ নয় ভাগে বিভক্ত। = **নব** (১খ)। ⇒ **গাথা**।

নবছদ্দক—নূতন ধরনের চাঁদা, নূতনভাবে প্রদত্ত বস্তু।

নবট্‌ঠ (বিণ) [নব+অট্‌ঠ] নব এবং অষ্ট, নয় এবং আট অর্থাৎ আট এবং নয়।

নবতর (বিণ) নবতর, নবদীক্ষিত, নূতন প্রব্রজিত, নবাগত, নূতন উপসম্পদা প্রাপ্ত, ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট অথবা ভিক্ষুবয়সে কনিষ্ঠ। (পুং) কনিষ্ঠ ভিক্ষু। = **নবকতর**।

নবতরুণ (বিণ) নবতরুণ, নূতন বা অল্পবয়স্ক যুবক। (বিপ) **পুরাণ তরুণ**। ⇒ **নব** (২খ)।

নবদ্বারা (ক্লী) নবদ্বার, নয় প্রকার দরজা। চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহস্থ এই নব দ্বার। = **নবমুখা, নবসোতা**।

নবনবুতি (বিণ) ৯৯, নিরানব্বই।

নবনীত (ক্লী) নবনীত, নবনী, ননী, মাখন। (তুলনীয়) **গোরস**। = **নোনীত**। ⇒ **পঞ্চগোরস**।

নবপণ্ণ (ক্লী) নবপর্ণ, নূতনপাতা, নূতনভাবে মুকুলিত পত্র। (বিপ) **পুরাণপণ্ণ**।

নবপায (বিণ) [নব+পায] নূতনভাবে যাত্রা শুরু করে এমন, নূতনভাবে আরম্ভ করে এমন, যাহা নূতনভাবে করা হয়। ⇒ **পায**।

নব-পুরাণ কম্ম (ক্লী) নূতন এবং পুরাতন কার্য, অপরিপক্ব এবং পরিপক্ব কর্ম।

নববন্ধন (ক্লী) নববন্ধন, নূতনভাবে বন্ধন। (বিপ) **পুরাণবন্ধন**।

নবভিক্‌খু (পুং) নবভিক্ষু, নূতন ভিক্ষু, নবদীক্ষিত বা প্রব্রজিত ভিক্ষু, নূতন উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু, ছোট বা সর্বকনিষ্ঠ ভিক্ষু। ভিক্ষু হওয়ার পর দশ বৎসরের অন্তর্গত ভিক্ষুকে সাধারণত নব ভিক্ষু বলা হয় অর্থাৎ উপসম্পদা লাভের পর যাঁহাদের দশ বৎসর ভিক্ষু বয়স পূর্ণ হয় নাই তাঁহাদিগকে সাধারণত নবভিক্ষু বলা হয়। = **নবকভিক্‌খু**। (বিপ) **থেরভিক্‌খু**।

নবভূমক (বিণ) নয়তল উচ্চ। **নবভূমক পাসাদ**—নয়তলবিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা বা প্রাসাদ। ⇒ **নব** (১ক)।

নবম (বিণ) নবম, নয় সংখ্যায় পূরক, ৯ম।

নবমুখা (বিণ) ১ নূতন মুখের। ২ (ক্লী) দেহস্থ নববিধ মুখ। চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহস্থ এই নবদ্বার বা মুখ। = **নবদ্বার, নবসোতা**।

নবমী (স্ত্রী) নবমী তিথি, চন্দ্রের নবম কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়া বা কার্যকলাপ দ্বারা উদ্ভূত তিথি। (বিণ) (তিথি-সম্বন্ধে) নবমী।

নবলোকুত্তরা ধম্মা ⇒ **লোকুত্তর** (২)।

নববট্‌ঠ (বিণ) নববর্ষিত, নূতনভাবে অথবা সর্বপ্রথম বৃষ্টিপাত হইয়াছে এমন। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নববট্‌ঠ ভূমি**। ⇒ **বট্‌ঠ**।

নববত্থ (ক্লী) নূতন বা মূল্যবান বস্ত্র। (বিপ) **পুব্ববত্থ**।

নববিতক্কা—নয়প্রকার বিতর্ক ভাবনা। চূলনির্দেশ গ্রন্থে বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নববিলীন (ক্লী) "গোসপ্পি" অর্থাৎ সদ্য পরিপক্ব বা প্রস্তুত গব্যঘৃত। ⇒ **বিলীন** (২)।

নব সত্তাবাসা—সত্ত্বগণের অবস্থা অনুরূপ আবাস স্থান (অর্থাৎ শরীরী, অশরীরী, সংজ্ঞাযুক্ত, অসংজ্ঞাযুক্ত ইত্যাদি ভেদে নয় সত্ত্বের বা জীবের নয় প্রকার আবাসভূমি)। খুদ্দকপাঠে উল্লেখিত "**নবসত্তাবাসা**", যথা—**১মনুস্সা, দেবা, বিনিপাতিকা, ২ ব্রহ্মকায়িকদেবা, ৩ আভস্সরা, ৪ সুভকিণ্হা, ৫ অসঞ্ঞসত্তা, ৬ আকাসনঞ্চায়তন-উপগা, ৭ বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন-উপগা, ৮ আকিঞ্চঞ্ঞায়তন-উপগা, ৯ নেবসঞ্ঞানা সঞ্ঞায়তন-উপগা**। ⇒ **নব**।

নবসপ্পি = **নবঘত**। ⇒ **নবঘত**।

নবসলিল—সদ্য আনীত জল। (বিপ) **পুরাণসলিল**।

নবসোতা (ক্লী, বহুবচন) দেহস্থ নয় প্রকার স্রোত বা ক্ষরিত হইবার প্রধান পথ। = **নবদ্বারা, নবমুখা**।

নবাতিলা (ক্লী, বহুবচন) ক্ষেত্রে উৎপন্ন নূতন তিল সমূহ। ⇒ **তিল**।

ন বা পন—কেবল তাহাই নহে, হউক অথবা না হউক। (পেতবত্থু) **মনুস্সেন ন বা পন অমনুস্সেন**—মনুষ্যের দ্বারা হউক অথবা না হয় অমনুষ্যের দ্বারা হউক।

নবিয (বিণ) প্রশংসনীয়, প্রশংসার্হ।

ন বিয মঞ্ঞে ⇒ **বিয** (২)।

নবুতি (বিণ) ৯০, নব্বই।

নবুতিয (বিণ) নব্বই (টাকা) মূল্যের, নব্বই বৎসরের প্রাচীন। (তুলনীয়) **নবুতিক**।

ন সক্খা খেপন—তাহা হইলে ইহা বা উহা সম্ভব নহে কি? ⇒ **খো**।

ন সস্সত (বিণ) শাশ্বত নহে এমন, চিরস্থায়ী নহে এমন, পরিবর্তনশীল। ⇒ **অনবট্‌ঠিত চিত্ত**।

ন সুকরং ⇒ **সুকর**।

ন সুতপুব্বং—অশ্রুতপূর্ব, যাহা পূর্বে কেহ কখনও শুনে নাই, যে বিষয় পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই।

ন সূপহত (বিণ) ⇒ **উপহত**।

নস্সতি (ক্রি) [√নস্+অ] নাশ করা, জীবন হারানো, অকালে শেষ হওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া বা করা, অধিকার ভ্রষ্ট হওয়া, হারাইয়া ফেলা, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া, অপব্যয়িত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, ধ্বংস করা বা হওয়া, ভগ্ন হওয়া, বধিত করা, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, অবসানে পর্যবসিত হওয়া। ⇒ **পনস্সতি**। (সূত্রনিপাত) **ন হি নস্সতি কস্সচি কম্মং**। (অতীত, একবচনে) **নস্সি**; (নিষেধার্থে) **মা নস্সি**; (বহুবচনে) **নস্সিংসু**; **চক্খুনি নস্সিংসু**—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অকৃতকার্য বা ন্যূন হইল; (একবচনে) **নস্সং** (নিষেধার্থে); (বহুবচনে) **অনস্সাম** (নিষেধার্থে)। (অ-বিণ) **নট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **নস্সন্ত**। (ভবিষ্যতে) **নস্সি সতি**; (অবস্থা বুঝাইলে) **নস্সিস্স**। (ক্রি-বি) **নস্সিত্বা**। (করণে) **নাসেতি**।

নস্সন (ক্লী) নাশনকার্য, উচ্ছেদন, বিলোপন, অন্তর্ধান, তিরোধান, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, হারানো, অপচয়, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাজয়, পরাভব।

নস্সন ধম্ম (বিণ) যাহার অকালে শেষ হওয়ার অথবা জীবন হারাইবার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত।

নস্সরতি (ক্রি) [ন+সরতি] স্মরণ না থাকা, স্মরণ করিতে না পারা, ভুলিয়া যাওয়া, ভুল হওয়া। = **সমুট্‌ঠস্সতি**।

নহত্বা = **নহাত্বা**। ⇒ **নহাত্বা**।

নহাত (বিণ) স্নাত, স্নান করিয়াছে এমন। ⇒ **নহাযতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নহাত কিলেসতা**।

নহাতক (বিণ) স্নাত, স্নাতক, স্নান করিয়াছে এমন, শিক্ষা সমাপ্ত, (যে ব্রাহ্মণ) শিক্ষা সমাপন করিয়াছে; (বৌদ্ধমতে) জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত, জ্ঞানপ্রাপ্ত (ধর্মপদ অর্থকথায়—"**চতুসচ্চ বুদ্ধতায বুদ্ধ**"), সর্বপাপ বিধৌত)।

নহাত কিলেসতা—নৈতিক ক্লেশ বা কলঙ্ক বিধৌত, নৈতিক দোষ বিধৌত। ⇒ **নহাত**।

নহাত্বা (ক্রি-বি) স্নান করিয়া, অবগাহন করিয়া। ⇒ **নহাযতি**।

নহাত্বা ঠিত (বিণ) স্নান করিয়া স্থিত, পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া স্থিত, জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করিয়া স্থিত। ⇒ **ঠিত,নহাতক**।

নহান (ক্লী) নহান, স্নান, জলে অবগাহন, আনন্দের জন্য অথবা সাঁতার কাটিবার জন্য সমুদ্রাদিতে অবগাহন। (বিনয়) **ধুব নহান**।

নহান উপকরণ (ক্লী) স্নানের উপকরণ, স্নানের জন্য সাবানাদি আবশ্যক দ্রব্য।

নহানকাল (পুং) স্নানের সময়।

নহানকোট্‌ঠক—স্নানাগার। = **উদককোট্‌ঠক**।

নহানগরুক (বিণ) স্নানপ্রিয়, নিত্য স্নানে অভ্যস্ত। ⇒ **গরুক** (গ)।

নহানচুণ্ণ (ক্লী) স্নানচূর্ণ, স্নানের সাবান ইত্যাদি দ্রব্য। = **নহানিযচুণ্ণ**।

নহানতিত্থ—স্নানের ঘাট, স্নানতীর্থ, নদী বা পুকুরের যে স্থানে সকলে স্নান করিতে আসে।

নহানিয (ক্লী) স্নানচূর্ণ, স্নানের জন্য ব্যবহৃত সাবান ইত্যাদি দ্রব্য। = **নহানিযচুণ্ণ**। (বিণ) স্নানের জন্য ব্যবহৃত বা আবশ্যকীয়।

নহানিযচুণ্ণ (ক্লী) স্নানচূর্ণ, সাবানের ব্যবহৃত স্নানচূর্ণ। =

নহানচুন্ন, নহানিয। ⇒ **চুন্ন, মত্তিকাচুন্ন**।

নহানিযপিণ্ডি (স্ত্রী) স্নানের সময় ব্যবহারের জন্য সুগন্ধি সাবানের গোলক বা ঢেলা, সুগন্ধি গোলাকার সাবান। ⇒ **পিণ্ডি**।

নহাপক (পুং) নাপিত, স্নান করাইবার ভৃত্য। = **যে নহাপেন্তি**; (পেতবত্থু অর্থকথায়) **কপ্পক**। (তুলনীয়) **নহাপিত**।

নহাপন (ক্লী) স্নানকার্য, ধৌতকরণ, ধোবনকর্ম। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **উচ্ছাদন নহাপন; উদকদান নহাপন**।

নহাপিত (পুং) নাপিত, নরসুন্দর, স্নান করাইবার চাকর। নাপিত নীচজাতি। নাপিত বা নরসুন্দরের কর্তব্যকর্ম মানুষের কেশচ্ছেদন করিয়া মানুষকে স্নান করাইয়া ইত্যাদি কার্য করিয়া মানুষকে সুন্দর করা, তদ্ধেতু "**নহাপিত**" শব্দ হইতে "**নাপিত**" শব্দের উৎপত্তি। ⇒ **নহাপক, কপ্পক**। (বিনয়) **নহাপিতপুব্ব**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নহাপিতসালা**। (বি) স্নাত, স্নান করিয়াছে এমন। ⇒ **নহাপেতি**।

নহাপিতপুব্ব—যে ব্যক্তি পূর্বে নাপিত ছিল বা নাপিতের কার্য করিত। ⇒ **নহাপিত**।

নহাপিতসালা—নাপিতের দোকান। ⇒ **নহাপিত**।

নহাপেতি (ক্রি) [√নহ+আপে] স্নান করানো, জল দ্বারা ধৌত করানো। ⇒ **নহাযতি**। (অতীত) **নহাপেসি**। (অ-বিণ) **নহাপিত**। (ব-বিণ) **নহাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **নহাপেত্বা**।

নহামিন (বিণ, পুং) নাপিত, নীচজাতীয় লোক। = **কপ্পকজাতিক**। ⇒ **নহাপিত**।

নহাযতি (ক্রি) [√নহা+য] স্নান করা, ধৌত করা, পুণ্যস্নান সম্পাদন করা (বিনয় বর্ণনায় "ধর্মশিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিপূর্ণতায় অর্থাৎ অর্হত্বফল প্রাপ্তিতে অথবা শিক্ষা সমাপ্তিতে)। (অতীত) **নহাযি**। (অ-বিণ) **নহাত**। (ব-বিণ) **নহাযন্ত, নহাযমান**। (ভ-বিণ) **নহাযন, নহাযিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নহাযিত্বা, নহত্বা, নহাত্বা**। (তুম) **নহাযিতুং**। (করণে) **নহাপেতি**।

নহাযন (ক্লী) স্নান, ধৌতকরণ। (বিণ) স্নান করিবার, স্নান করা কর্তব্য। ⇒ **নহাযতি**।

নহারু (পুং) পেশীবন্ধ, পেশী বা অস্থির বন্ধনী, কণ্ডরা, শরীরস্থ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিরানিচয়, পেশীতন্তু, মাংসপেশী। শরীরের শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যানুসারে "**নহারু**" জাতীয় বস্তু "**মংস**" (অর্থাৎ মাংস বা নরম মাংস) এবং "**অট্ঠি**" (অর্থাৎ অস্থি) এর মধ্যেই থাকে যাহা "**ছবি, চম্ম, মংস, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জ**"রূপে অনুক্রমে দৃষ্ট হয় (বিনয়, জাতক)।(জাতক) **নহারুদুব্বল**।(সূত্রনিপাত) **অট্ঠি-নহারু**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অট্ঠি-চম্ম-নহারু; চম্ম-মংস-নহারু**।

নহারুদল (পুং, ক্লী) স্নায়ুসমূহ, শিরা-উপশিরা, স্নায়ুখণ্ড। = **নহারুদদ্দুল**। ⇒ **দদ্দুল**।

নহারুদদল্ল = **নহারুদল**। ⇒ **নহারুদল**।

নহারুদদ্দুল—শিরা বা স্নায়ু এবং মাংসপেশী।= **নহারুদল**। ⇒ **দদ্দুল**।

নহারুদুব্বল (বিণ) স্নায়ুদুর্বল, পেশীবন্ধনী বা শিরা দুর্বল। ⇒ **নহারু**।

ন হি—মোটেই না, নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই না। ⇒ **ন** (২গ)।

ন হি জাতু = **ন হি**। ⇒ **ন হি**।

নহুত (ক্লী) একের পিঠে আটাইশটি শূন্য বসাইলে যত সংখ্যা হয় উহাকে বলা হয় এক নহুত, দশ সহস্র অযুত, অগণিত সংখ্যা, অসংখ্য সংখ্যা।

ন হেতং—প্রকৃতপক্ষে তাহার নয়। ⇒ **হেতং**।

না—না। এই শব্দটি সর্বদা "না" অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ⇒ **মা** (ঙ)।

নাক (পুং) [ন (নাই) অক (অসুখ) যেখানে, বহুব্রী] স্বর্গ, আকাশ, সুখময় স্থান।

নাগ (পুং) ১ সর্প, সর্পরাজ। নাগরাজগণ (সর্পরাজগণ) মহা ঋদ্ধিবান (দৈবশক্তি সম্পন্ন)। ইহারা নিম্নশ্রেণীর দেবতাদের ন্যায় দৈবশক্তি প্রদর্শনে নানাবিধ অলৌকিক কার্য দ্বারা বন্ধুভাবে পৃথিবীস্থ জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে আর শত্রুভাবে অনিষ্ট সাধনও করিতে পারে—যেমন নাগ আর গরুড়ের মধ্যে শত্রুতা পোষিত হয় (দীর্ঘনিকায়)।(বুদ্ধবংস) **দীঘাযুকা মহিদ্ধিকা নাগা**। **২ক** নাগ, হস্তী, হাতি, মহাশক্তিশালী হস্তী, রাজ্যের মঙ্গলহস্তী।(যৌগিকে) **হত্থি-নাগ** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মহানাগ**। **খ** মহাপুরুষ, সৎপুরুষ। বর্ণনায় মহাঋদ্ধি ও মহাগুণসম্পন্ন বুদ্ধকে এবং তাঁহার অর্হত শিষ্যগণকেও গুণহেতু "**হত্থিনাগ**" সদৃশ "**নাগ**" বলা হইয়াছে। **অগুং ন করোতি নাগো**—নাগ কাহারও অনিষ্ট করে না বলিয়া নির্দোষ। ৩ নাগবৃক্ষ, নাগেশ্বর গাছ। ইহার কাঠ লৌহের ন্যায় শক্ত বলিয়া ইহাকে নাগবৃক্ষ বলা হয়, ইহার লালবর্ণের অনেক ফুল ফোটে। ইহাকে সংস্কৃতে বলা হয় "নাগকেশর"। **নাগরুক্খ, নাগপুপ্ফ, নাগলতা** এই যৌগিক শব্দগুলিও দেখুন।

নাগদন্ত (ক্লী) নাগদন্ত, গজদন্ত, হাতির দাঁত, গজদন্ত দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্য, দেয়ালে লাগানো গজদন্তের খোঁটা বা লুক অথবা পিন। ⇒ **দন্ত**।

নাগদন্তক (ক্লী) = **নাগদন্ত**। ⇒ **নাগদন্ত**।

নাগনাটক—সর্পের নাটক, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরূপে সর্পগণ।

নাগনাসূরু (স্ত্রী) হাতির শুঁড়ের ন্যায় যেই স্ত্রীলোকের উরুদ্বয়।

নাগপুপ্ফ (ক্লী) নাগপুষ্প, নাগেশ্বর ফুল, নাগকেশর বৃক্ষের ফুল।

নাগবল (ক্লী) নাগবল, হস্তির ন্যায় শক্তি। (বিণ) যাহার নিকট হস্তির ন্যায় শক্তি আছে।

নাগবলা (স্ত্রী) নাগলতা, পানের লতাগাছ, লতার ন্যায় একজাতীয় ছোট গাছ। = **নাগলতা**।

নাগভবন (ক্লী) নাগভবন, সর্পরাজের অধিকৃত দেশ, নাগপুর, সর্পগণের দেশ, নাগজগত, নাগরাজার রাজ্য, নাগগণের বাসভূমি, নাগলোক। ⇒ **ভবন**।

নাগমাণবক (পুং) সর্পজাতীয় যুবক, ছোট বা অল্পবয়স্ক পুরুষজাতীয় সর্প, সর্পের শিশু বা পুরুষজাতীয় ছেলে, তরুণবয়সের সর্প, অল্পবয়সের সর্প।

নাগমাণবিকা (স্ত্রী) নাগকুমারী, সর্পকন্যা, নাগিনী, সর্পিণী, তরুণী সর্পিণী, তরুণ বয়সের সর্পিণী, অল্পবয়সের সর্পিণী।

নাগযোনি (স্ত্রী) নাগকুল, নাগকুলে উৎপত্তি, সর্পকুলে জন্মগ্রহণ। বিশুদ্ধিমার্গে ইহাকে চারি প্রকারে দেখানো হইয়াছে, যথা—**১ নিরয নাগযোনি, ২ পসু নাগযোনি, ৩ পিসাচ নাগযোনি, ৪ পেত নাগযোনি**। ⇒ **যোনি** (২)।

নাগর (বিণ, পুং) নাগরিক, নগরের অধিবাসী। (পুং) নগরবাসী লোক। ⇒ **নাগরিক**।

নাগরাজ (পুং) নাগরাজ, সর্পরাজ, সর্পের রাজা।

নাগরাজা (পুং) = **নাগরাজ**। ⇒ **নাগরাজ**।

নাগরিক (বিণ, পুং) নাগরিক, নগরের অধিবাসী, সভ্য, শিষ্ট, ভব্য, ভদ্র, শিষ্টাচার সম্পন্ন, সুশীল, বিনীত, নগরবাসী, নগর-সম্বন্ধীয়। (পুং) নগরবাসী লোক। ⇒ **নাগর**।

নাগরুক্খ (পুং) নাগবৃক্ষ, নাগেশ্বর গাছ, নাগকেশর গাছ। ⇒ **সাযন** (২), **রুক্খ**।

নাগলতা (স্ত্রী) **১** পানগাছ, পানের লতা। **২** লৌহের ন্যায় শক্ত কাঠের গাছ।

নাগলতা দন্তকট্ঠ—পানের লতার দন্তমর্জন বা দাঁতন।

নাগলোক (পুং) নাগলোক, নাগজগৎ, সর্পগণ যেই জগতে বাস করে, সর্পস্থান, সর্পগণের বসতি স্থান, সর্পজগৎ, সর্পলোক, সর্পগণের আবাস স্থান।

নাগবত্ত (ক্লী) সর্পের অভ্যাস বা রীতিসমূহ।

নাগবত্তিক (বিণ) সর্পরীতির, সর্পের ন্যায়, অভ্যাসকারী, সর্পের ন্যায় অভ্যস্ত।

নাগবন (ক্লী) **১** নাগবন অর্থাৎ যেই বনে হস্তির দল বাস করে, হস্তিগণের আবাসস্থান। **২** নাগেশ্বর বৃক্ষের বন।

নাগবনিক (বিণ) যেই বনে বা অরণ্যে হস্তী থাকে তৎসম্বন্ধীয় অর্থাৎ হস্তীশিকারী, হস্তীব্যবসায়ী। ⇒ **বনিক**।

নাগবল্লী (স্ত্রী) পানের লতাগাছ, পানগাছ, পানের লতা। = **নাগলতা** (১)।

নাগবীথি (স্ত্রী) হস্তী চলাচলের পথ, যেই পথে হস্তী আসাযাওয়া করে। ⇒ **বীথি** (১খ)।

নাগসিরিবহযনো ⇒ **সিরিবহযনো**।

নাগহত ১ (বিণ) হস্তী দমনকারী, হস্তীচালক, হস্তীশিকারী, নাগ বা হস্তী হত্যাকারী, যে ব্যক্তি হস্তী হত্যা করে। ⇒ **হত**। **২** অর্হৎগণের পরিচালনাকারী, যিনি দমিত ও অদমিত পুরুষগণের সারথি অর্থাৎ বুদ্ধ।

নাগাপলোকিত (বিণ) (সংস্কৃত—নাগাবলোকিত) হস্তির ন্যায় (সর্বশরীর ঘুরাইয়া) অবলোকন বা দর্শন করিয়াছে এমন। বুদ্ধগণের ৩২ প্রকার লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি লক্ষণমাত্র।

নাটক (পুং) নর্তক বা নর্তকী, অভিনয়ের অভিনেতা, নাটকের অভিনেতা। (ক্লী) নাটক, অভিনয়, মূক অভিনয়, পুতুলনাচ, অভিনয় গ্রন্থ, যাত্রা-থিয়েটারের বই, দৃশ্যকাব্য।

নাটকিত্থী (স্ত্রী) নর্তকী, অভিনেত্রী। = **নাটিকা**।

নাটিকা (স্ত্রী) = **নাটকিত্থী**। ⇒ **নাটকিত্থী**।

নাণকিত্তি ⇒ **অনমতগ্গ**।

নাতপুত্ত (পুং) জৈনধর্মের প্রবর্তক। = **নিগণ্ঠ নাতপুত্ত**।

নাতিদূর [ন+অতি+দূর] = **নচ্চাসন্ন**। ⇒ **নচ্চাসন্ন**।

নাতিবেলং—অসময়, সময়াতিক্রান্ত, বিলম্ব, গৌণ।

নাথ (পুং) নাথ, প্রভু, কর্তা, পতি, স্বামী, রক্ষাকর্তা, আশ্রয়দাতা, সহায়, ত্রাণকর্তা, সাহায্যকারক। (ধর্মপদ) **অত্তা হি অত্তনো নাথো**। (সূত্রনিপাত) **লোকনাথ**। (জাতক) **নাথানাথা**। (তুলনীয়) **নাদতি**।

নাথানাথা (পুং, বহুবচন) [নাথা+অনাথা] আশ্রয়দাতাগণ এবং আশ্রিতগণ, ধনী এবং দরিদ্রগণ। ⇒ **নাথ**।

নাদ (পুং) নাদ, ধ্বনি, গর্জন, **উচ্চশব্দ, মহাশব্দ**, চিৎকার। (তুলনীয়) **পনাদ**।

নাদতি (ক্রি) প্রয়োজন হওয়া, অভাব অনুভব করা। (জাতক অর্থকথায়) **উপতপ্পতি, মিলাযতি**। সম্ভবত **"নলো ব ছিন্নো"** বিষয়ে চিন্তা। ⇒ **নাথ**।

নাদি (স্ত্রী) উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, বজ্রধ্বনি। = **নাদ**।

নান = **নানত্ত**। ⇒ **নানত্ত**।

নানগ্গ = **নানাগ্গ**। ⇒ **নানাগ্গ**।

নানচিত্তকা (বিণ, স্ত্রী) নানাবর্ণের চিত্রবিচিত্র।

নানচিত্র = **নানচিত্তকা**। ⇒ **নানচিত্তকা**। = **বানচিত্র**।

নানতা (স্ত্রী) = **নানত্ত**। ⇒ **নানত্ত**।

নানত্ত (পুং, ক্লী) প্রভেদ, বিভিন্নতা, অসাদৃশ্য, বহুবিধত্ব, বৈলক্ষণ্য, বৈষম্য, প্রকার, রকম, জলসা, অনেক সংখ্যা, নানা প্রকারত্ব, বহ্বাকারত্ব, হতবুদ্ধিতা, চিত্তবিক্ষেপ, উন্মত্ততা, চিত্তবিক্ষেপকারী বস্তু। (বিপ) **একত্ত**। **"নানত্তা"** সম্বন্ধীয় প্রভেদ বর্ণনা, যথা—**ধাতুনানত্ত, ফস্সনানত্ত, বেদনানানত্ত, সঞ্ঞানানত্ত, সঙ্কপ্পনানত্ত, ছন্দনানত্ত, পরিলাহনানত্ত, পরিযেসনা নানত্ত, লাভনানত্ত** (দীর্ঘনিকায়)। পরিসন্তিদামার্গে **"সমাপত্তিনানত্ত, বিহারনানত্ত"**ও দৃষ্ট হয়। (বিণ) নিরর্থক, অনর্থক, এলোমেলো, শৃঙ্খলাহীন। = **নিরত্থক**।

নানত্তকথা—এলোমেলো কথা, বিশৃঙ্খল কথা, জল্পনা, মিথ্যাগল্প, জল্পক। = **নিরত্থক কথা** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

নানত্তকায (বিণ) বিভিন্নঅবস্থার বিভিন্ন শরীরধারী। (বিপ) **একত্তকায**। বিভিন্ন শরীরধারী, যেমন—**মনুস্সা, দেবা, বিনিপাতিকা** ইত্যাদি। ⇒ **নবসত্তাবাসা**।

নানত্ততা (স্ত্রী) (মনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে) প্রভেদ, বিভিন্নতা, অসাদৃশ্য। = **নানত্ত**। বিভঙ্গগ্রন্থে সপ্তবিধ বিভিন্নতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—**আরম্মণ নানত্ততা, মনসিকার নানত্ততা, ছন্দনানত্ততা, পনিধনানত্ততা, অধিমোক্খ নানত্ততা, অভিনীহার নানত্ততা, পঞ্ঞা নানত্ততা**।

নানত্তসঞ্ঞা (স্ত্রী) বিভিন্ন সংজ্ঞা, অসাদৃশ্য আত্মজ্ঞান বা চেতনা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভেদ, বহুবিধ চেতনা, আত্মজ্ঞানের অসাদৃশ্য, চেতনার প্রভেদ, প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিন্নতা। ⇒ **সঞ্ঞা** (৩), **নানত্ত**।

নানত্তসঞ্ঞিন (বিণ) যাহার নিকট বিভিন্ন চেতনার পরিবর্তন ঘটে অথবা বহুচেতনার উৎপত্তি হয়, চেতনাবহুল, বিভিন্নরূপ আত্ম-চেতন বা সচেতন, প্রভেদজনক সংজ্ঞা বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এমনম, অসামঞ্জস্যভাবে পরিজ্ঞাত বা জ্ঞাত, নিজের মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি আছে এমন, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বা সংজ্ঞাযুক্ত। (বিপ) **একত্তসঞ্ঞিন**। ⇒ **সঞ্ঞিন**।

নানপ্পকার = **নানাপ্পকার**। ⇒ **নানপ্পকার**।

নানা ১ (অব্যয়, ক্রি-বিণ) বিভিন্ন প্রকারে, পৃথক পৃথকরূপে, অসদৃশভাবে, বিভিন্নরূপে, নানাভাবে। ২ (বিণ) নানা, নানা প্রকার, অনেক প্রকার, অনেক, বহু, বিভিন্ন প্রকার, একাধিক, কতিপয়, সর্বপ্রকার। যৌগিকে সংক্ষেপে দ্রুত কথনে:—**নানপ্পকার = নানাপ্পকার; নানগ্গ = নানাগ্গ**। ৩ (ক্রি-বি) বিভিন্ন দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে ও বাঁয়ে উভয়দিকে। = **ন একং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা); (মহানির্দেশ) **বিবিধং অঞ্ঞোঞ্ঞং পুথু ন একং**।

নানাকরণ (ক্লী) নানাকরণ, বিভিন্নতা, প্রভেদ, অসাদৃশ্য, অনৈক্য, পার্থক্য, মতানৈক্য, বিতর্ক। (বিনয়) **সঙ্ঘ নানাকরণ**।

নানাগোত্ত (বিণ) নানাগোত্রের, নানা বংশজাত, বিভিন্ন গোত্রীয়, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের, সর্বপ্রকার কুলের বা বংশের। ⇒ **গোত্ত**।

নানাগ্গ (বিণ) [নানা+অগ্গ] নানবিধ অগ্রস্থানীয়, বিভিন্ন প্রকারের শ্রেষ্ঠ, নানাস্থানীয় প্রধান প্রধান, নানাজাতীয় শ্রেষ্ঠ। (জাতক) **নানাগ্গরস**। ⇒ **নানা** (২), **নানাগ্গভোজন**।

নানাগ্গ দিব্বভোজন—নানাবিধ অগ্রসে পরিপূর্ণ দিব্যভোজন। ⇒ **নানাগ্গভোজন**।

নানাগ্গভোজন—নানাবিধ অগ্র বা শ্রেষ্ঠ ভোজন (অর্থাৎ ভোজন বা আহার দাতা আহার বা খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া নিজে পরিভোগ করিবার পূর্বে প্রথমে বা সর্বাগ্রে অপরকে যেই ভোজন দান দেয় উহা অগ্র বা শ্রেষ্ঠ ভোজন দান)। ⇒ **নানাগ্গরস**।

নানাগ্গরস—নানাবিধ অগ্ররস, বিভিন্ন প্রকার অগ্ররস। এখানে রস অর্থে স্বাদনীয় বস্তু বা সুখাদ্য, নিজে পরিভোগ করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে দান দেওয়া অর্থে অগ্ররস। ⇒ **নানাগ্গভোজন**।

নানাচিত্ত (ক্লী) নানবিধ চিত্ত, বিভিন্ন প্রকার মন বা মনের অবস্থা, নানাভাবে উৎপন্ন মনোভাব, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনে চিত্তের বা মনের বিভিন্নভাবে উৎপত্তি। (বিণ) বিশৃঙ্খল মনোভাবের, অস্থির চিত্তের, বিশৃঙ্খল মনের, বিভিন্ন মনোভাবের, বিভিন্নরূপে মনের ভাব পরিবর্তনের।

নানাজচ্চ (বিণ) নানা প্রকারে জাত, নানাজাতীয়, বিভিন্ন গোত্রীয়, ভিন্ন ভিন্ন বংশের, অনেক জাতিবিষয়ক, বহুপ্রকারের।

নানাজন (পুং) নানাজন, নানাবিধ, প্রাণী, নানা প্রকারের লোক। (মহানির্দেশে) **পুথুজ্জন**। (চূলনির্দেশে) **খত্তিযা ব্রাহ্মণা বেস্সা সুদ্দা গহট্ঠা পব্বজিতা দেবা মনুস্সা**। ⇒ **জন**।

নানাতিত্থিয (বিণ) নানা তিথীয়, বিভিন্ন ধর্মের, নানাধর্মের, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বা মতের।

নানাধিমুত্তিকতা (স্ত্রী) মুক্তি-সম্বন্ধে নানামত, ভিন্ন ভিন্ন পন্থী লোক, মতের অসামঞ্জস্যতা বা প্রভেদ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়।

নানাপ্পকার (বিণ) [নানা+পকার] নানাপ্রকার, বিভিন্ন প্রকার, বহুবিধ, বিবিধ, অনেক সংখ্যক, বহুপ্রকার, নানাবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়। ⇒ **নানা** (২)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বত্থু নানাপ্পকার**—নানা প্রকার গল্প। (জাতক) **নানাপ্পকারা সকুণা; নানাপ্পকারানি ফলানি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নানাপ্পকারা আবুধা**।

নানারত্ত (বিণ) নানাবর্ণের, বিবিধ বর্ণের, নানা রঙের, বহু বর্ণবিশিষ্ট।

নানারস (বহুবচন) নানাবিধ স্বাদনীয় রস, বহুবিধ সুখাদ্য।

নানাবণ্ণ (পুং) নানাবর্ণ, নানাজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী, নানা প্রকার, নানাসম্প্রদায়, নানাশ্রেণী। (বিণ) নানাবর্ণের, নানাশ্রেণীর, নানাজাতীয়, নানা সম্প্রদায়ের। ⇒ **বণ্ণ** (৮)।

নানাবাদ (ক্লী) নানাবাদ, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন দৃষ্টি, নানা ধর্মমত। (বিণ) বিভিন্ন মতের বা মতবাদের, নানা দৃষ্টির বা ধর্মের।

নানাবিধ (বিণ) নানাবিধ, নানারূপ, বিবিধ, নানা প্রকার, একাধিক, কতিপয়, বিভিন্ন, অনেক। ⇒ **বিধ** (১)।

নানাবিধচিত্ত (বিণ) নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র। = **নেকচিত্ত**।

নানাবিরাগ ⇒ **বিরাগ** (২)।

নানাবুধা (বহুবচন) [নানা+আবুধা] নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, বিধি অস্ত্রশস্ত্র।

নানা সংবাসক (বিণ) নানা দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত, পৃথক পৃথক দলভুক্ত, নানা স্থানে বা দেশে অবস্থানকারী। (বিপ) **সমানসংবাসক**।

নানাসকত্তং (ক্লী) ⇒ **আস** (২)।

নাপরং (ক্লী) [ন+অপরং] অধিক কিছু নহে, অন্য কেহ বা কিছু নহে।

নাপি [ন+অপি] না হইলেও, যদি না। ⇒ **ন** (২খ, গ)।

নাভি (স্ত্রী) ১ নাভি বা (শরীরের) মধ্যস্থল (অর্থাৎ ব্রহ্মার যেই নাভি হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছে)। ২ চক্রের নাভি বা মধ্যস্থল। (বহুবচনে) **নভ্যো, নব্‌ভো** (সিংহলীগ্রন্থ); = **নাভিযো**।

নাভিযো—("**নাভি**" শব্দের কর্তৃকারক বহুবচন) চক্রের নাভিসমূহ। ⇒ **নাভি** (২)।

নাম (ক্লী) ১ সরল অর্থে:—নাম, আখ্যা, খ্যাতি, যে শব্দ দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করা যায়, সংজ্ঞা বা আখ্যাবাচক শব্দ। = **নামধেয্য**। (বিনয়ে) "**নাম**" দ্বিবিধ, যথা—**হীননাম, উক্কট্ঠনাম**। বিশুদ্ধিমার্গে "**নাম**" অর্থে "**নমনলক্‌খণ**"। (বিণ) নাম দেওয়া হইয়াছে অথবা নামকরণ করা হইয়াছে এমন। ২ বিশেষ অর্থে:—অভৌতিক বিষয় যাহা আত্মজ্ঞান বা চেতনা, চিত্ত, মন, মনোবস্তু, মনের বিষয়, বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ববোধ। "**নাম**" অধিবিদ্যক বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় যাহা "**রূপ**" বা ভৌতিকবস্তুর বিপরীত। "**নাম**" অদৃশ্যরূপে চারি মহাভৌতিক দেহের জীবনীশক্তি বা চেতনা। ইহা ব্যতীত ভোতিক "**রূপ**" নিষ্ক্রিয় অচল। চারি "**অরূপিনোক্‌খন্ধা**" বা অভৌতিক বিষয়ের সমবায়ের "**নাম**" বলা হয়। চারি "**অরূপিনোক্‌খন্ধা**", যথা—**বেদনা, সঞ্ঞা, সঙ্খার, বিঞ্ঞাণ**। এই চতুর্বিষয়ের সমষ্টিকে এক কথায় "**মন**" বা "**চিত্ত**" ও বলা হয়। ⇒ **নাম-রূপ**। ৩ কারকনির্দেশ:—(কর্তৃকারকে) **নামং**। (কর্মকারকে) **নামং**, (প্রাচীন নিয়মের ব্যবহারে) **নাম**। "**নামং**" অর্থে:— (পেতবত্থু অর্থকথা) **নামং লিখি**—নাম লিখিল বা লিখিয়াছিল। (সূত্রনিপাত) **নামং করোতি**—নাম দেওয়া বা রাখা। (চূলনির্দেশ) **ন এতং নামং মাতরা কতং** (ভগবানের নাম দেওয়া বা রাখা সম্বন্ধে)। (জাতক) **নামং গণ্‌হাতি**—নাম ধরিয়া ডাকা, পর পর নাম করা বা গণনা করা; (বর্মা পেতবত্থু অর্থকথা) **নামতো গণ্‌হাতি**। "**নাম**" অর্থে:—নাম দ্বারা, নামে। **অনোম নাম**—"**অনোম**" নামে (ডাকা)। (জাতক) **কো নাম এস**—এইটি কি নামে পরিচিত? অথবা ইহার নাম কি? **নামেন নিগ্রোধমিগরাজা নাম; কিং সদ্দো নাম এস? কা নাম ত্বং? এবং নাম;** ⇒ **কিন্নাম**। (ক্রি-বিণ) ঠিকরূপে, প্রায়, ঠিক, মাত্র, বাস্তবিক, নামমাত্র, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য, নিশ্চয়রূপে, নিশ্চয়ই। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাম দেথ**—ঠিকরূপে দাও। (যৌগিকে) প্রশ্নবোধক সর্বনাম পদের সহিত অর্থ হয়:—এখন, এইক্ষণে, তাহা হইলে। (জাতক) **কিং নাম? কথং নাম?** (খুদ্দকপাঠ) **একং নাম কিং?** প্রশ্নবোধক বুঝাইলে অর্থ হয়:—আদৌ না, মোটেই না, নিশ্চয়ই নয়। অন্যান্য পদের সহিত আরও গুরুত্বপূর্ণ বুঝাইলে:—**পি নাম** = **অপি নাম** (বিনয়)। (বিনয়) **সেয্যথা পি নাম**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নামকারো**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অপ্পেব নাম** = **অপি এব নাম; অপি নাম; এব নাম; নাম তাব**। (করণকারকে) **নামেন**—নাম দ্বারা, নাম ধরিয়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পেতবত্থু'তি নামেন**। (মহাবস্তু) **সিরীসবত্থু নামেন**।

নামক (বিণ) ১ নামক, নামধারী। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কণ্‌হ নামক**। ২ "কেবল নামে আছে এরূপ" অর্থাৎ নামমাত্র, (নাম শব্দরূপ) কথামাত্র, বাজে কথামাত্র, অসম্ভব বলিয়া উপহাসনীয়।

নামকম্ম (ক্লী) নামকরণ, নাম দেওয়ার বা রাখার কার্য, নাম, উপাধি বা আখ্যা প্রদানের কার্য। ⇒ **নামকরণ**।

নামকরণ (ক্লী) নামকরণ, নাম প্রদান, সংস্কারবিশেষ, বিধিপূর্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা। ⇒ **নামকম্ম**।

নামকরণমঙ্গলং (ক্লী) শিশুর নামকরণের মঙ্গলোৎসব। ⇒ **মঙ্গল** (ক্লী)।

নামকায—নাম এবং দেহ। = **নামরূপ**। ⇒ **রূপ** [৪খ(৩)]।

নামগহণ (ক্লী) নামগ্রহণ, নাম ধরা, নাম ধরিয়া আহ্বান করা বা ডাকা, নামপ্রাপ্তি। (জাতক) **নামগহণ দিবস**—নাম গ্রহণের দিন।

নামগোত্ত—নাম এবং গোত্র, কুল, বংশ, পূর্বপুরুষগণ, জাতি, বংশাবলী। (সংযুক্ত নিকায়) **নামগোত্তং ন জীরতি**। (চূলনির্দেশ) **মাতা পেত্তিকং নামগোত্তং**। ⇒ **গোত্ত**।

নামতাব—নিশ্চয়রূপে, বাস্তবিকই। = **অপ্প এব নাম**।

নামধেয (ক্লী) নামধেয়, নাম, সংজ্ঞা, আখ্যাবাচক শব্দ। (বিণ) নামক, নামপ্রাপ্ত, নাম প্রদত্ত। = **নামধেয্য**।

নামধেয্য (ক্লী) নামধেয়, নামবাচক শব্দ অর্থাৎ যে নামে আহ্বান করা হয়। যেমন—**ফুস্‌সো, তিস্‌সো** ইত্যাদি নাম ধরিয়া ডাকা হয়। = **নাম, নামধেয**। (বিণ) নামক, নাম রাখা হইয়াছে এমন। = **নামধেয** (বিণ)। **ফুস্‌সো নামধেয্য**—ফুস্‌স নামক ব্যক্তি। ⇒ **ধেয্য**।

নামপদ (ক্লী) (ব্যাকরণে) বিশেষ্য পদ। ⇒ **পদ**।

নামমত্তং—নামমাত্র, নামই কেবল। ⇒ **মত্ত** (১খ)।

নামরূপ (ক্লী) নামরূপ, মন এবং শরীর (মন এবং শরীরের সজীবতা সম্বন্ধ বা গঠন), ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিতা, জীব, সত্ত্ব বা প্রাণী। = **নামকায**। ⇒ **নাম, রূপ** [৪খ(৩)], **পটিচ্চ-সমুপ্পাদ**। "**রূপ**" চারি মহাভৌতিক জড় পদার্থ বা দেহ, আর "**নাম**" সেই দেহ মধ্যস্থ জাগ্রত বা চেতন ভাব। "**নাম**" এবং "**রূপ**" এই দুইটি পরস্পর হইতে অভিন্ন, ইহাদের মধ্যে একের অভাবে অপরটি অকর্মণ্য বা নিশ্চল। "**রূপ**" "**নাম**" এর আগার বা আশ্রয় স্থল। "**নাম**" ব্যতীত "**রূপ**" যেমন অচেতন বা মৃত তেমন "**রূপ**" ব্যতীত "**নাম**"ও আশ্রয়হীন নিরাশ্রয়; এতদুভয়ের

সংযোগ বা সহ অবস্থানই জীব বা সত্ত্ব নামে আখ্যাপ্রাপ্ত। বিদর্শন ভাবনায় "**নাম-রূপ**" এর প্রত্যক্ষ দর্শনজ্ঞান লাভ হইলে সাধক নিজের মধ্যে " আমিত্বের স্বরূপ বা আত্মা" খুঁজে পায় না, তখন সাধক "অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা"—এই ত্রিলক্ষণের কোন একটি অনুসরণে ক্রমে সাধনার উন্নতিতে মার্গফলাদি লাভ করিয়া অর্হৎ হইয়া থাকেন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অঞ্ঞমঞ্ঞ উপনিস্সিতা এতে ধম্মা, একতো ব উপ্পজ্জন্তি।** (সংযুক্ত নিকায়) **যত্থ নামং চ রূপং চ অসেসং উপরুজ্ঝতি তং তে ধম্মং ইধ'ঞ্ঞায অচ্ছিদুং ভববন্ধনং।** (চূলনির্দেশ) **নাম = চত্তারো অরূপিনো খন্ধা।** '(ধর্মপদ অর্থকথা) **বেদনাদীনং চতুন্নং রূপকখন্ধস্স চা'তি পঞ্চন্নং খন্ধানং বসেন পবত্তং নামরূপং।** (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নাম-রূপ-দুকে নামকরণখেন (নামকরণট্ঠেন) নামখেন (নামট্ঠেন) নমনখেন (নমনট্ঠেন) চ নামং রূপ্পনখেন (রূপ্পনট্ঠেন) রূপং।** (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হা নাম-রূপে, নাম-রূপস্মিং অসজ্জমান, নাম-রূপস্স অবক্কন্তি; তণ্হা নাম-রূপস্স আরম্মণ।** (দীর্ঘনিকায়) "**পটিচ্চসমুপ্পাদ**" নীতিতে "**নাম-রূপ**"কে "**বিঞ্ঞাণ**" বা বিজ্ঞানের হেতুঘটিত (অবস্থান্তর) বলা হইয়াছে, আর বলা হইয়াছে "**সল্লায়তন**" বা ষড়ায়তনের কারণভূত। (সূত্রনিপাত) **নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সা।** মহানির্দেশে ইহার বিশদ বিবরণও দ্রষ্টব্য। "**নাম-রূপ**" এর তুল্যার্থবাচক শব্দ "**নামকায**"।

নামসিদ্ধিক (বিণ) যে ব্যক্তি "নাম দ্বারা সৌভাগ্য হয় বা চলে" বলিয়া মনে করে, যে ব্যক্তি "নাম দ্বারা সিদ্ধ হয় অথবা সাফল্য লাভ হয়" বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ⇒ **সিদ্ধিক**।

নামেতি (ক্রি) বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা, বশ্যতা স্বীকার করা বা করান, ব্যবহার করা, চালান। ⇒ **নমতি, নমেতি**। (অতীত) **নামেসি**। (অ-বিণ) **নামিত**। (ক্রি-বি) **নামেত্বা**।

নামেন (ক্রি-বিণ) নাম ধরিয়া (ডাকা), নামে, নাম দ্বারা। ⇒ **নাম** (৩)।

নায়ক (পুং) নায়ক, উপদেষ্টা, প্রধান ব্যক্তি, পথ প্রদর্শক, অগ্রগামী, দলপতি, অধ্যক্ষ, নেতা, অধিনায়ক, গ্রন্থের প্রধান পুরুষ চরিত্র, সেনাপতি, হারের মধ্যস্থ মণি, প্রণয়ী, স্বামী, প্রভু, শাসনকর্তা, ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি, প্রধান ধর্মযাজক, পার্লামেন্টের অভিজাত সম্প্রদায়ের সভ্য, গাইড বা পথ নির্দেশ পুস্তক, শিক্ষক, অধিকারী, কোন কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, (বর্ণনায়) বুদ্ধ। (সূত্রনিপাত) **লোকনায়ক**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **তিলোকস্স নায়ক**। (জাতক) **বল নায়কা**—দলের সর্দারগণ বা দলপতিগণ।

নায়িকা (স্ত্রী) নায়িকা, প্রণয়িণী স্ত্রী, কোন গ্রন্থের প্রধান স্ত্রীচরিত্র, পরিচালিকা স্ত্রীলোক।

নারঙ্গ (পুং) নারঙ্গ, নারঙ্গা, নারঙ্গালেবুর গাছ।

নারাচ (পুং) লৌহ অর্গল, লৌহ নির্মিত হুড়কা, লৌহ অস্ত্র, লৌহশর বা বর্শা, লৌহ বল্লম।

নারাচবলয—লৌহবলয়, লৌহনির্মিত মণ্ডল বা বন্ধনী। (মহাবংশ অর্থকথা) **বট্টিত (বত্তিত) অস্সনারাচ পাস**—গোল চক্রাকারের ফাঁস বা পাশ।

নারী (স্ত্রী) নারী, স্ত্রীলোক, রমণী। (জাতক) **নারীগণ**। = **ইত্থি**। (বহুবচনে) **নারিযো, নরিযো**। (যৌগিকে) **নরনারী**।

নারীবরগণ—সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নারিগণ, অতিশয় লাবণ্যময়ী নারীগণের জনতা বা সমাবেশ। ⇒ **বর** (বিণ)।

নাল = নাল। ⇒ **নাল**।

নালং (অব্যয়, ক্রি-বিণ) [ন+অলং] অপ্রচুর, অপর্যাপ্ত, যথেষ্ট নহে, অনুপযোগী, অনুচিত, কিছুই না, কিছুই নহে, কিছু নহে, আদৌ না, মোটেই না। (বিপ) **অলং**।

নালং থুতুং ⇒ অলং (২)।

নালপন = নালপন। ⇒ **নালপন**।

নালমরিযা (বিণ) [ন+অলমরিয়া] নৈতিক গুণবিশিষ্ট নহে এমন, আদৌ ভাল নহে এমন, অসম্পূর্ণ জ্ঞানী, লোকোত্তর জ্ঞানে পরিপক্ব নহে এমন, লোকোত্তর জ্ঞানলাভী নহে এমন, নীচ, হীন, নীচকুলজাত। ⇒ **অলমরিযা**।

নালবন = নালবন। ⇒ **নালবন**।

নালি (স্ত্রী) পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ (অর্থাৎ ধান্যাদি মাপিবার আঢ়ি, সেরী, আধসেরী ইত্যাদি)। = **মহাতুম্ব**।

নালিক পব্ব = নালিক পব্ব। ⇒ **নালিক পব্ব**।

নালিমত্ত—এক নালিমাত্র। = **নালিমত্ত**।

নাল (পুং, ক্লী) শূন্যগর্ভ বোঁটা, ফাঁপা ডাঁটা, বৃন্ত, নল, চুঙ্গী, চোঙ্গ, (বর্ণনায়) পদ্মের নাল বা ডাঁটা, জলপদ্ম। ⇒ **নালিকা, নালী**।

নালপন = নালবন। ⇒ **নালবন**।

নালবন (ক্লী) পদ্মবন। ⇒ **নাল**।

নালসেতু (পুং) বঁশের সেতু বা সাঁকো।

নালি (স্ত্রী) ১ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ। = **নালি**। ২ নল, চুঙ্গী, নালা, চোঙ্গক। = **নালী**। ⇒ **নাল**।

নালিক পব্ব (ক্লী) নলের গেরো বা গিরা, নল খাগড়ার গাঁইট বা গিরা।

নালিকা (স্ত্রী) নালিকা, নালি, ডাঁটা, বোতল, তীর, শরযষ্টি, স্তম্ভদণ্ড, গাড়ির বম বা দণ্ড, সুড়ঙ্গ পথ, খনির প্রবেশ দ্বার, গাড়ির চাকার হাতল, নল, চুঙ্গী, চোঙ্গ, হস্তির কর্ণ বিদ্ধ করিবার অস্ত্রবিশেষ, কিছু ধরিবার বেলন বা নলাকার বস্তু, ক্ষুদ্র পরিমাপক আধার বা ভাজন (=**নালি**)। (বিনয়) **সূচিনালিকা**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)

ভেসজ্জ নালিকা। (জাতক) **তণ্ডুলনালিকা; অড্‌ঢ নালিকামত্ত**। (তুলনীয়) **পনালিকা**।

নালিকা গব্‌ভ—নলাকৃতি (লম্বা সরু ভিতর) কক্ষ বা শয়নকক্ষ।

নালিকাযন্ত (ক্লী) ঘড়ি, সময় পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ। প্রাচীনকালে যখন ঘড়ি ছিল না সেই সময় রৌদ্রে খুঁটি দাঁড় করিয়া উহার ছায়া দর্শনে সময় নির্ণয় করা হইত। এইরূপে সময় নির্ণয় করার যন্ত্রকে বলা হইত "নালিকাযন্ত্র"।

নালিকের (পুং) নারিকেল গাছ। (ক্লী) নারিকেল বা নারিকেল ফল।

নালিকেরিক (বিণ) নারিকেল ফল বা গাছ-সম্বন্ধীয়, নারিকেলের বা নারিকেল গাছের।

নালিকোদন [নালিক+ওদন] এক নালি পরিমিত ভাত বা অন্ন। ⇒ **নালি**।

নালিপট্ট (পুং) ১ = **নালিপত্ত**। ⇒ **নালিপত্ত**। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নযুক্ত কাপড়। ⇒ **পট্ট** (৩)।

নালিপত্ত (পুং) মাথার টুপি, পাগড়ি, মস্তকাবরণ।

নালিমত্ত (বিণ) এক নালিমাত্র, এক নালি পরিমিত, এক নালি ওজনের পরিমাণমাত্র। ⇒ **নালি**।

নালী (স্ত্রী) ১ নালি, চুঙ্গী, চোঙ্গ, ফাঁপা বা শূন্যগর্ভ ডাঁটা বা বোঁটা, নল। = **নাল**। ২ পরিমাপক পাত্র বা ভাজন। = **নালি**। (জাতক) **সুবণ্ণনালী; তণ্ডুলনালী; কণ্ডনালী**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **তেলনালী**। (তুলনীয়) **পনালী**।

নাবকঙ্খতি (ক্রি) [ন+অবকঙ্খতি] আশা না করা, আকাঙ্ক্ষা না করা, ইচ্ছা না করা। = **ন পত্থেতি**। ⇒ **অবকঙ্খতি**।

নাববুজ্‌ঝতি (ক্রি) [ন+অববুজ্‌ঝতি] জ্ঞাত না হওয়া, বুঝিতে না পারা, উপলব্ধি করিতে অথবা অনুভব করিতে না পারা। ⇒ **অনবুজ্‌ঝতি**।

নাববোধতি (ক্রি) [ন+অববোধতি] হৃদয়ঙ্গম না করা, না বুঝা, উপলব্ধি বা অনুভব করিতে না পারা। ⇒ **নাববুজ্‌ঝতি, অববোধতি**।

নাবা (স্ত্রী) নৌকা, জাহাজ। (সংযুক্ত নিকায়) **একরুক্‌খিকা নাবা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সামুদ্দিকা নাবা**। = **পোত**। **সত্তে নেতী'তি নাবা'তি বুচ্চতি**। = **দোণি** (যাহা ১০০ হাত লম্বা)।

নাবাতিত্থ (ক্লী) সামুদ্রিক বন্দর, নদী বন্দর, সমুদ্রের বা নদীর যেখানে নৌকা কিংবা জাহাজ থাকে অথবা দূর হইতে আসিয়া থামে, খেয়াঘাট, খেয়া নৌকা, পারের নৌকা। ⇒ **তীত্থ**।

নাবাযধুর—জাহাজের অগ্রমাস্তুলের পূর্ববর্তী জাহাজতল। ⇒ **ধুর** (২)।

নাবাযিক (পুং) নাবিক, খালাসী, বাণিজ্যপোতাধিকারী।

নাবাসঙ্ঘাট (পুং) কাঠের নৌকা বা ভেলা। ⇒ **সঙ্ঘাট** (১)।

নাবাসঞ্চর (পুং) জাহাজের ব্যবসায়, জাহাজের বাণিজ্য, জাহাজে করিয়া মাল আমদানী ও রপ্তানী এবং যাতায়াত, বন্দর।

নাবাসঞ্চরণ = নাবাসঞ্চর। ⇒ **নাবাসঞ্চর**।

নাবালকনক (ক্লী) নৌকা বা জাহাজের নঙ্গল। ⇒ **লকনক**।

নাবিক (পুং) ১ নাবিক, কর্ণধার, মাঝি। ২ খেয়াঘাটের মাঝি। (জাতকে) **অবরিয-পিতা**।

নাবিকী (স্ত্রী) পাটুনী, খেয়াঘাটে যে স্ত্রীলোক পার করাইয়া দেয়।

নাবুতিক (বিণ) ৯০ বৎসরের বয়স্ক, যাহার বয়স নব্বই বৎসর হইয়াছে। (জাতক) **নবুতিকা ইত্থি**।

নাস (পুং) নাশ, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, পলায়ন, অদর্শন, উচ্ছেদ, লয়। = **বিনাস**। (তুলনীয়) **পনস্‌সতি**।

নাসতি (ক্রি) নাশ করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, বিনাশ করা।

নাসন (ক্লী) নাশন, বিনাশ, উচ্ছেদন, বিলোপন, বধ, হত্যা, বর্জন, পরিত্যাগ, বিতাড়ন, নির্বাসন. মৃত্যু, ধ্বংস।

নাসনন্তিক (বিণ) [নাসন+অন্তিক] বিতাড়নের শাস্তিপ্রাপ্ত অর্থাৎ যেই ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়নের বা বহিষ্কৃত করিবার শাস্তিবিধান করা হইয়াছে।

নাসপুট = নাসাপুট। ⇒ **নাসাপুট**।

নাসসোত (পুং, ক্লী) ⇒ **সোত** (২খ)।

নাসা (স্ত্রী) ১ নাসা, নাক, নাসিকা। ২ (হাতির) শুঁড়। (জাতক) **নাগনাসা উরু = নাগনাসূরু**।

নাসাপুট (পুং, ক্লী) নাসাপুট, নাসাপথ, নাসারন্ধ্র, নাসিকার ছিদ্র, নাসিকাগ্রের বহির্দেশ। (বিশুদ্ধিমার্গে) **নাসপুট**। ⇒ **পুট** (৩)।

নাসারজ্জু (স্ত্রী) (গরু, মহিষ প্রভৃতির) নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বন্ধন করা হয়, নাসিকারজ্জু, (চলতি ভাষায়) নাফা দেওয়া দড়ি।

নাসাবত—নাসাবত, নাকের বাতাস (অর্থাৎ সর্পাদি ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করিয়া যেই তপ্ত প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করে)।

নাসিক (বিণ) নাসিকা-সম্বন্ধীয়, অনুনাসিক।

নাসিকসোত—নাক অথবা নাসারন্ধ্র (মূলে—"গন্ধানুভূতি")।

নাসিকা (স্ত্রী) নাসিকা, নাক, নাসা। = **নাসা** (১)।

নাসিতক (বিণ) (ভিক্ষু-সম্বন্ধে) বহিষ্কৃত, বিতাড়িত, বর্জিত, অধিকারচ্যুত, বিদূরিত।

নাসেতি (ক্রি) [√নস্+এ] ১ ধ্বংস করা, নাশ করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, হত্যা করা বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, লুণ্ঠন করা, লুঠ করা, বলপূর্বক গ্রহণ

করা, কাড়িয়া লওয়া, খারাপ করা, অনিষ্ট করা, পণ্ড করা, বিগড়াইয়া দেওয়া, বিনাশ করা। ⇒ **নসসতি, বিনাসেতি**। ২ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, ক্ষতিপূরণ করা, বহিষ্কার করা, তাড়াইয়া দেওয়া, নির্বাসিত করা। (অতীত) **নাসেসি**। (অ–বিণ) **নাসিত**। (ব–বিণ) **নাসেন্ত**। (ভ–বিণ) **নাসেতব্ব**। (ক্রি–বি) **নাসেত্বা**।

নাসসু [ন+অসসু] না, নয়, নহে। ⇒ **সু** (৩)।

নাহ (ক্লী) আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জা, রণপোত ইত্যাদিকে আবৃত করিবার জন্য ব্যবহৃত লৌহপাত, সাঁজোয়া। (জাতক) **সব্ব নাহ সন্নদ্ধ**। (তুলনীয়) **ওনাহ**।

নাহোসি (অতীত ক্রিয়া) [ন+অহোসি] ছিল না।

নি (উপসর্গ পদ) ১ ক্রিয়ার গতি–সম্বন্ধে বুঝায় অর্থাৎ নিম্নদিকে। নি+চ = **নিচ;** নি+ধা = **নিধা;** নি+কিপ = **নিক্‌খিপ;** নি+গুহ = **নিগুহ;** নি+চি = **নিচি;** নি+পদ = **নিপদ;** নি+সদ = **নিসদ**। (বিপ) **অভি, উদ**। ২ সর্বদা নিম্নদিকস্থ লক্ষ্যবস্তুকে নির্দেশ করে অর্থাৎ তলায় বা অন্তিম বিষয়। নি+রত্ত = **নিরত্ত;** নি+মন্ত = **নিমন্ত;** নি+যুজ = **নিযুজ;** নি+বেদ = **নিবেদ;** নি+সেব = **নিসেব**। ৩ পূর্বাবস্থায় বা পূর্ব অধিকারীর নিকট ফিরিয়া আসা–সম্বন্ধে বুঝায় অর্থাৎ পশ্চাদ্দিক। নি+বত্ত = **নিবত্ত**। ⇒ **নিস**।

নিক = **নীক**। ⇒ **নীক**।

নিকচ্চ ⇒ **নিকতি**।

নিকট (ক্লী) নিকট, সামীপ্য, সমীপস্থ স্থান, প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া। (বিণ) অদূর, ঘনিষ্ঠ, অদূরবর্তী, নিকটস্থ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, অন্তরঙ্গ, ঠিক সোজা।

নিকট্‌ঠ (বিণ) আনীত, নিকৃষ্ট, ভেজাল মিশ্রিত, নীচ, অধম, নিম্ন, অনুন্নত, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র। (ক্লী) একজাতীয় পুদ্‌গল বা ব্যক্তিবিশেষ যাহার অবস্থা (ন–কায+ন–চিত্ত অর্থাৎ) কায়াও নাই চিত্তও নাই। (অধিকরণ কারকে) **নিকট্‌ঠে**।

নিকট্‌ঠচিত্ত (বিণ) = **নিহীনচিত্ত**। ⇒ **নিহীনচিত্ত**।

নিকট্‌ঠে (ক্রি–বিণ) নিকটে, সমীপে, কাছে, সন্তিকে। = **সমীপে**। ⇒ **নিকট্‌ঠ**।

নিকড়্‌ঢাপিত (বিণ) টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে এমন, টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **নিচ্ছুদ্দ**।

নিকঢাপিত = **নিকড়্‌ঢাপিত**। ⇒ **নিকড়্‌ঢাপিত**।

নিকম্মিক (বিণ) চতুষ্কোণের অন্তর্গত, গোপনীয়, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট, নির্জন, নিভৃত, গুপ্ত, গুঢ়, চাপা। (তুলনীয়) **চতুক্কণ্ণ**। (ক্রি–বিণ) নির্জন অবস্থায় বা গোপনভাবে।

নিকত (বিণ) প্রতারিত, বঞ্চিত, যাহাকে ঠকানো হইয়াছে। (মধ্যম নিকায়) **নিকত বঞ্চিত পলদ্ধ**। (সংযুক্ত নিকায়ে) **নিকত বঞ্চিত পলুদ্ধ**। ⇒ **নিকরোতি**।

নিকতি (স্ত্রী) ছল, ছলনা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, কপটতা, শঠতা, ধূর্ততা, প্রতারণা। = **পটিরূপকেন বঞ্চনং** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা); **নিরাসং করণং** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (পেতবত্থু) **নিকতিবচন;** (পেতবত্থু অর্থকথায়) **পটিরূপ–দস্‌সনেন পরেসং বিকারো**। (করণ কারকে) **নিকতিযা, নিকত্যা, নিকচ্চ**। (তুলনীয়) **নেকতিক**।

নিকতিক (বিণ) ১ = **নিগ্‌গতিক**। ⇒ **নিগ্‌গতিক**। ২ প্রবঞ্চক, প্রতারক।

নিকন্ত (বিণ) কর্তিত, কাটিয়া বিনষ্ট বা ভূমিসাৎ করা হইয়াছে এমন। মধ্যম নিকায়ে মাংসহীন অস্থি–সম্বন্ধে "**অবনিকন্ত**" শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ⇒ **নিকন্তিক**।

নিকন্ততি (ক্রি) [নি+√কন্ত+অ] কাটিয়া ভূমিসাৎ করা, খরচ কমানো, কাটিয়া ফেলা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিট্‌ঠিমংসানি নিকন্ততি**—পৃষ্ঠমাংস কাটিয়া ফেলে। সিংহলী গ্রন্থে "**উক্কন্ততি**" শব্দের পরিবর্তে "**নিকন্ততি**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (অতীত) **নিকন্তি**। (অ–বিণ) **নিকন্ত**। (ক্রি–বি) **নিকন্তিত্বা**।

নিকন্তি (স্ত্রী) তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, (কিছুর জন্য) স্পৃহা, ইচ্ছা, ঔৎসুক্য। (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **নিকন্ততি**।

নিকর (পুং) নিকর, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক সমবায়, সাধারণ লোক, জনসাধারণ। (দাঠাবংস) **জাতিপুপ্ফ নিকর**।

নিকরণা (স্ত্রী) = **নিকতি**। ⇒ **নিকতি**।

নিকরোতি (ক্রি) অবনমিত করা, কমানো, অবনত করা, হীনাবস্থায় আনা, প্রতারণা করা, ভ্রান্ত করা, ফাঁকি দেওয়া, হতাশ করা, শঠামি করা, ধূর্তামি করা, প্রবঞ্চনা করা, কপটতা করা, ছল করা, ছলনা করা। (অ–বিণ) **নিকত**। (ব–বিণ) **নিকুব্বেথ = বঞ্চেয্য**।

নিকস (পুং) নিকষ, নিকস, কষ্টিপাথর, সুবর্ণরজতাদির পরীক্ষাস্থান, শাণ বা শাণপাথর। (দাঠাবংসে) **নিকসোপল**।

নিকসোপল (পুং) = **নিকস**। ⇒ **নিকস**।

নিকসাব (বিণ) অপবিত্রতা বা অবিশুদ্ধতা হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, বিশুদ্ধ। (বিপ) **অনিক্কসাব**।

নিকাম (পুং) ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু, স্পৃহা, সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, অনুগ্রহ, মনোনয়ন, প্রশংসাবাদ, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক। ⇒ **ননিকাম**।

নিকামকার—এই শব্দটি থেরগাথায় "**ন কামকার**" শব্দের পরিবর্তে Dr. Kern কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সমর্থিত হয় নাই। সূত্রনিপাত অর্থকথায় ৩৫১নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

নিকামনা (স্ত্রী) বলবতী ইচ্ছা, অনুরোধ, বাঞ্ছিত বস্তু। = **নিকন্তি**।

নিকামলাভিন (বিণ) সন্তোষপ্রাপ্ত, সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, তৃপ্তিলাভী, যাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, অনুগ্রহ লাভী।

নিকামলাভী (বিণ) যে ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে কিছু লাভ করিয়াছে।

নিকামেতি (ক্রি) [নি+√কাম+এ] প্রার্থনা করা, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, অনুনয় বিনয় করা, ইচ্ছা করা, অনুরোধ করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। (অতীত) **নিকামেসি**। (অ-বিণ) **নিকামিত**। (ব-বিণ) **নিকামেন্ত, নিকামযমান, নিকামযৎ;** (তুলনীয়) **নিকন্ত, নিকন্তি**।

নিকায (পুং) নিকায়, দল, সম্প্রদায়, এক মতের ব্যক্তিবর্গের সমবায়, সম্মেলন, একমতালম্বী জনতা, শ্রেণী। ১ সাধারণ অর্থে:—**একনিকায**—একদল, এক শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। (সংযুক্ত নিকায়) **তিরচ্ছান নিকায**—পশুরাজ্য বা পশুদল। (দীর্ঘনিকায়) **দেবনিকায**—দেব সম্মেলন, দেব সম্প্রদায়। (সংযুক্ত নিকায়) **সত্ত নিকায**—প্রাণীজগত, জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি, প্রান্তবস্ত এক শ্রেণীর প্রাণী। (মধ্যম নিকায়) **তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তম্হি নিকাযে**—সেই সেই সত্ত্বগণের সেই সেই শ্রেণীতে অর্থাৎ প্রতি শ্রেণীভুক্ত সর্বপ্রকার প্রাণীর। ২ বিশেষ অর্থে:—বৌদ্ধ সূত্রসংগ্রহ যেমন সূত্রান্তপিটকের পঞ্চবিভাগ, যথা—দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। (ধর্মপদ অর্থকথা) **ধম্মাসনং আরুয্হ পঞ্চহি নিকাযেহি অথঞ্চ কারণঞ্চ আকড্ঢিত্বা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **পঞ্চহি নিকাযেহি**—পঞ্চনিকায় কণ্ঠস্থ করিয়া। **পিটক** শব্দে বর্ণনা দ্রষ্টব্য। (তুলনীয়) **নেকাযিক**।

নিকার (ক্লী) চাকরের কাজ, আফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সজ্জিত ভোজন-বাসনাদি, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, উপাসনাকালে ব্যবহারার্থ রচিত সঙ্গীত, সরকারী কাজ, কৃত্যক, বিনয়, নম্রতা।

নিকার পকার = **নিপচ্চাকার**। ⇒ **নিপচ্চাকার**।

নিকাস (পুং) ১ প্রতিবেশিত্ব, প্রতিবেশ, পাড়া। ২ আকার, হাবভাব, চেহারা, আবির্ভাব, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, সাধারণ সমীপে আত্মপ্রকাশ, উপস্থিতি, বাহ্য আড়ম্বর। (বিণ) একই চেহারার, একই আকারের, একই সাদৃশ্যের, একই রূপের বা মতের। (জাতক) **নিকাস অবকাস**।

নিকাস অবকাস = **নিকাস**। ⇒ **নিকাস** (বিণ)।

নিকাসিন (বিণ) "উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, বিখ্যাত", সদৃশ, অনুরূপ, মত, তুল্য। (জাতক) **অগ্গি-নিকাসিনা সুরিযেন**।

নিকিট্ঠ (বিণ) নিকৃষ্ট, নীচ, হীন, নিম্ন, অনুন্নত, অধম, অপকৃষ্ট, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট।

নিকিণ (বিণ) "নীচে কিছুর মধ্যে ফেলিয়া রাখে এমন", গোপনভাবে আছে এমন, লুক্কায়িতভাবে আছে এরূপ, শরণ বা আশ্রয় পাইয়াছে এমন, ত্রাণপ্রাপ্ত, রক্ষাপ্রাপ্ত, লুক্কায়িত, আশ্রয়প্রাপ্ত।

নিকির (ক্লী) নিকর, নিধি, রত্ন, সুবর্ণাদি মূল্যবান দ্রব্য (?)।

নিকীলিত (বিণ) খেলায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন।

নিকীলিতাবিন (বিণ) ক্রীড়াসক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, আমোদপ্রিয়, কিছু লইয়া ক্রীড়া করে অথবা আদর বা সোহাগ করে এমন।

নিকুজ্জ (বিণ) = **নিক্কুজ্জ, নিকুজ্জিত**। ⇒ **নিক্কুজ্জ, নিকুজ্জিত**।

নিকুজ্জতি (ক্রি) [নি+√কুজ্জ+অ] কিছুর উপর নুইয়ে পড়া বা ঝুঁকিয়া পড়া অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংযুক্ত থাকা, বোঝা চাপানো। (সাহিত্যে) **নিক্কুজ্জতি**। (তুলনীয়) **নিকুজ্জ, নিক্কুজ্জ**। ⇒ **কুজ্জ, নিক্কুজ্জতি**।

নিকুজ্জিত (বিণ) = **নিক্কুজ্জিত**। ⇒ **নিক্কুজ্জিত**।

নিকুঞ্জ (পুং, ক্লী) নিকুঞ্জ, উদ্যানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার স্থান, লতাগৃহ বা লতা দ্বারা প্রস্তুত গৃহ,উপত্যকা, গিরিসঙ্কট, নিম্নস্থ সরুস্থান, বনজঙ্গল, ঝোপ।

নিকূজতি (ক্রি) [নি+√কূজ+অ] ১ কূজন করা, কিচকিচ শব্দ করা, গলা কাঁপাইয়া বা গলা ছাড়িয়া আনন্দে গান করা। (থেরগাথা) **নিকূজং**। ২ টঙ্কার শব্দ করানো, টঙ্কার ধ্বনি করা, খস খস শব্দ হওয়া, ঝন ঝন শব্দ হওয়া বা করানো। (অতীত) **নিকূজি**। (অ-বিণ) **নিকূজিত;** (তুলনীয়) **অভিনিকূজিত**। (ব-বিণ) **নিকূজমান**।

নিকূজিত (বিণ) কূজিত, যে স্থানে কিচমিচ শব্দ করে বা আনন্দে গান করে। ⇒ **নিকূজিত**।

নিকূট—কোণ, নিভৃত কোণ, চরম দূরবর্তী স্থান, শীর্ষবিন্দু, চরমসীমা, পরাকাষ্ঠা, কোন বস্তুর সর্বোচ্চভাগ, শৃঙ্গ, শিখর, আগা, অগ্রভাগ, মস্তক, চূড়া। **অরহত্ত নিকূট;** (সাধারণতঃ) **অরহত্তেন কূটং**।

নিকূল = **বিকূল**। ⇒ **বিকূল**।

নিকেত (ক্লী) নিকেত, নিকেতন, গৃহ, আলয়, আবাস। = **আলয**। (পুং) সাথীলোক, সঙ্গীলোক, সঙ্ঘ, সমিতি, পরিমেল, সম্মেলন, (চিন্তা-সম্বন্ধীয়) যোগ।

নিকেতচারক (বিণ) গৃহচালক, যে ব্যক্তি গৃহ পরিচালনার কার্যভার গ্রহণ করে। ⇒ **চারক**।

নিকেতন (ক্লী) = **নিকেত**। ⇒ **নিকেত**।

নিকেতবন্ত (বিণ) (কাহারও সহিত) সঙ্গলাভে উৎসাহী, (কিছুর সহিত) সংযুক্ত থাকিতে উৎসাহী। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **কম্ম নিকেতবন্ত**।

নিকেতবাসিন (বিণ) গৃহবাসী, গৃহী, গৃহস্থ, গৃহে বাসকারী, সঙ্ঘপ্রিয়, সঙ্গীসহ থাকিতে চায় এমন।

নিকেতবাসী = **নিকেতবাসিন**। ⇒ **নিকেতবাসিন**।

নিকেতসযন = **নিকেতবাসিন**। ⇒ **নিকেতবাসিন**।

নিকেতসারিন (বিণ) গৃহবাসী, গৃহী, সঙ্গীপ্রিয়, চিহ্ন বা ধ্বজা অনুসরণকারী, যে যাহাতে সংযুক্ত আছে তদনুরূপ কার্যকারী, যেই ব্যক্তি যেই ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সেই ধর্ম সম্প্রদায়ের মত অনুসরণকারী বা পালনকারী।

নিকেতিন (বিণ, পুং) যাহার বাসস্থান বা থাকিবার ঘর আছে এমন, গৃহবাসী, যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে আছে, ঘরে বা গৃহে বাসকারী, গৃহী। (সূত্রনিপাত) **কোসলেসু নিকেতিন**।

নিকেতিনী (বিণ, স্ত্রী) গৃহবাসিনী, গৃহিণী, গৃহে বাসকারিণী। ⇒ **নিকেতিন**। (জাতক) **দুম-সাখা-নিকেতিনী**।

নিক্কঙ্খ (বিণ) [নিস+কঙ্খ] অত্যন্ত বিশ্বাসী, সাহসী, সুনিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, নির্ভীক, ভয়হীন, নিরাশঙ্ক। = **নিস্সংসয**।

নিক্কঙ্খা (স্ত্রী) সন্দেহহীনতা, ভয়হীনতা, নির্ভীকতা, বিশ্বাস, বিশ্বাস্য অবস্থা, নিঃশঙ্কতা, সুনিশ্চয়। (তুলনীয়) **নিব্বিচিকিচ্ছা**।

নিক্কড়্ঢতি (ক্রি) [নি+√কড়্ঢ+অ] অগ্রাহ্য করা, পাশ না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বা হঠাৎ বলিয়া ফেলা, টানিয়া বহির করা, বহিষ্কৃত করা, তাড়াইয়া দেওয়া, নির্বাসিত করা, বহিষ্কার করা, ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা। (অতীত) **নিক্কড়্ঢি**। (অ-বিণ) **নিক্কড়্ঢিত**। (ভ-বিণ) **নিক্কড়্ঢিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিক্কড়্ঢিত্বা**,. **নিক্কড়্ঢিয**। (করণে) **নিক্কড়্ঢাপেতি**।

নিক্কড়্ঢনা (স্ত্রী) নিক্ষেপ, বহিষ্কার, বহিষ্করণ, দূরীভূতকরণ, বমন, পাশ না করণ, অগ্রাহ্যকরণ, ফেলিয়া দিবার অবস্থা অথবা রাখিয়া দিবার অবস্থা, বিদূরণ, টানিয়া বাহির করণ, নির্বাসন, অগ্রাহ্যকরণ। = **নিদ্ধমনা**।

নিক্কড়্ঢাপেতি (ক্রি) = **নিক্কড়্ঢতি**। ⇒ **নিক্কড়্ঢতি**।

নিক্কড়্ঢিত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, বহিষ্কৃত, নির্বাসিত, অগ্রাহ্যকৃত, বিদূরিত। ⇒ **নিক্কড়্ঢতি**। (জাতক) **গেহা নিক্কড়্ঢিত**—গৃহ হইতে বহিষ্কৃত।

নিক্কণ্টক (বিণ) নিষ্কণ্টক, কণ্টকহীন, কণ্টকরহিত, নিরাপদ, শত্রুহীন। (তুলনীয়) **অকণ্টক**।

নিক্কদ্দম (বিণ) কর্দমহীন, কাদাহীন, (যে জল) ঘোলাটে নহে, অনাবিল, অকৃষ্ঠ, অজস্র, নির্মল, অপবিত্রতামুক্ত অর্থাৎ পবিত্র। ⇒ **অনাবিল**।

নিক্কন্তিত্বা (ক্রি-বি) কাটিয়া, কর্তন করিয়া, ছিঁড়িয়া, বিদীর্ণ করিয়া। = **ছিন্দিত্বা**। ⇒ **উক্কন্ততি**, **ছিন্দতি**।

নিক্কম (পুং) চেষ্টা, উদ্যোগ, উদাম, স্থিতি, সহিষ্ণুতা, সহনশক্তি, বল, সামর্থ, শক্তি, শক্তির উৎস, কোন দলের সংখ্যা, শক্তি বা পরিমাণ, দৃঢ়তা, কঠিনতা, দুর্ভেদ্যতা, আতিশয্য, বৈধতা, ন্যায্যতা। এই শব্দের সাধারণ অর্থ—"চলিয়া যাওয়া অথবা নিষ্ক্রমণ"; (তুলনীয়) **নিক্খমতি**, **নেক্খম্ম**। = **বিরিয** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিক্কম আরম্ভ**। (বিণ) সমর্থবান, সহ্যবান, সহনশীলী, স্বয়ং উদামশীল। (সংযুক্ত নিকায়) **তিব্ব নিক্কম**। (সূত্রনিপাত) **দঢ় নিক্কম**। চুলনির্দেশে **"পধান বা"** শব্দেও তুল্যার্থ দ্রষ্টব্য। (সূত্রনিপাত) **সচ্চনিক্কম**।

নিক্কমতি (ক্রি) নিষ্ক্রমণ করা, বাহির হইয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া; (চরিত্রে) লোভের পিছনে কিংবা দুর্ভাগ্যের পিছনে অথবা সংসারের পিছনে ধাবিত হওয়া বা (আত্ম) সমর্পণ করা (অর্থাৎ লোভী হওয়া, অমঙ্গলজনক কার্য করা এবং সংসারমোহে ডুবিয়া থাকা), **"কাম"** বা আসক্তি মুক্ত হওয়া, যথাযথ উদ্যম এবং শক্তি প্রদর্শন করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিক্কমতি আরভতি**।

নিক্কয—নিষ্ক্রিয়, ক্রয় বন্ধ করণ, পুনরায় ক্রয়। (তুলনীয়) **নিক্কিণাতি**।

নিক্করুণ (বিণ) নিষ্করুণ, নির্দয়, দয়াহীন, অদয়ালু, নির্মম, নিষ্ঠুর, করুণাহীন, হৃদয়হীন, সহানুভূতিহীন, অনুকম্পাহীন। = **সত্তানং অনত্থকাম**। ⇒ **নিস** (২), **নেত্তিস**।

নিক্করুণতা (স্ত্রী) = **নিক্করুণা**। ⇒ **নিক্করুণা**।

নিক্করুণা (স্ত্রী) নিষ্করুণা, করুণাহীনতা, হৃদয়হীনতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, অনুকম্পা বা দয়াহীনতা।

নিক্কসাব (বিণ) কষায় বা ময়লারহিত, দোষমুক্ত, অপবিত্রামুক্ত, পবিত্র, নির্দোষ। = **নিকসাব**।

নিক্কাম (বিণ) নিষ্কাম, কামনারহিত, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই এমন, নিস্পৃহ, নিষ্কর্মা, অনাকাঙ্ক্ষী, আবেগহীন, নির্লোভ, অনাসক্ত। = **অকাম**, **অকামকামিন**, **পহীনকাম**। (তুলনীয়) **নিক্কামিন**।

নিক্কামিন (বিণ) কামনারহিত। = **নিক্কাম**, **কতনিক্খমন**।

নিক্কারণ (বিণ) কারণ ব্যতীত, হেতুহীন, ভিত্তিহীন।

নিক্কারণা (ক্রি-বিণ) বিণা কারণে, বিনা হেতুতে, বিনা উদ্দেশ্যে, নিঃস্বার্থপরতায়, নিঃস্বার্থতায়, নিঃস্বার্থতা হইতে। ⇒ **কারণট্ঠা**। (বিপ) **কারণট্ঠ**।

নিক্কারুণিক (বিণ) নির্দয়, নির্মম, দয়াহীন। = **নিক্করুণ**। (তুলনীয়) **নিগ্‌গতিক**।

নিক্কাস (বুদ্ধঘোষের মতে এই শব্দটি **"ইক্কাস"** শব্দের পরিবর্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে)। = **ইক্কাস**। ⇒ **ইক্কাস**।

নিক্কিণাতি (ক্রি) পুনরায় ক্রয় করা, পুনরুদ্ধার করা, ক্ষতিপূরণ করা, বন্ধক উদ্ধার করা বা খালাস করা, দায় মুক্ত করা, টাকা দিয়া বন্দিদশা হইতে মুক্ত করা, উদ্ধার করা, পুনর্বার কেনা।

নিক্কিণ (বিণ) বিস্তৃত, বিকীর্ণ, প্রকাশিত, খোলামেলা, সামনে ছড়ান; (খাওয়া জন্য) প্রস্তুত, তৈয়ারি। = **ঠপিত** (**থপিত**)।

নিক্কিত (ভুল শব্দ, ইহার পরিবর্তে "**নিক্খিত্ত**" শব্দ শুদ্ধ) = **নিক্খিত্ত**। ⇒ **নিক্খিত্ত**।

নিক্কিয়—নিষ্ক্রিয়, ক্রয় বন্ধ করণ, পুনরায় ক্রয়। (তুলনীয়) **নিক্কিণাতি**।

নিক্কিলেস (বি) ক্লেশহীন, নীতিভ্রষ্টতা হইতে বিমুক্ত, নির্মল, পবিত্র, ধার্মিক, অকলঙ্ক, নৈতিক কলঙ্কমুক্ত, বিশুদ্ধ। = **অনাবিল, নিরাম**। ⇒ **কিলেস**।

নিক্কিলেস যোগ = **নিরামগন্ধ**। ⇒ **নিরামগন্ধ**।

নিক্কুজ্জ (বি) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, মাথা অগ্রবর্তী করিয়াছে অথবা সামনের দিকে ঝুঁকিয়াছে এমন, একজনের দিকে মুখ ঝুঁকাইয়াছে এমন, উল্টাইয়া গিয়াছে অথবা বিপর্যস্ত হইয়াছে এমন, ব্যর্থ বা বাতিল হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত, বর্জিত, ছাড়িয়া দিয়াছে অথবা ছাড়িয়া আসিয়াছে এমন। (বিপ) **উক্কুজ্জ**। ⇒ **নিক্কুজ্জতি**।

নিক্কুজ্জতি (ক্রি) [নি+√কুজ্+অ] উল্টাইয়া যাওয়া, বিপর্যস্ত করা বা হওয়া, বিপর্যস্তভাবে উল্টাইয়া যাওয়া, উল্টাইয়া ফেলা, উল্টাইয়া দেওয়া, ব্যর্থ করা, বাতিল করা, মেজাজ নষ্ট করা, হজমশক্তি নষ্ট করা, পরিপাক-শক্তি নষ্ট হওয়া। = **নিক্কুজ্জেতি, নিকুজ্জতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পত্তং নিক্কুজ্জতি**। (অতীত) **নিক্কুজ্জি**। (অ-বিণ) **নিক্কুজ্জিত**। (করণে) **নিক্কুজ্জেতি**।

নিক্কুজ্জিত (বিণ) সম্মুখদিকে মুখ ঝুঁকাইয়াছে এমন, ওলটপালট হইয়াছে এমন, উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিপর্যস্ত, উল্টাইয়া গিয়াছে এমন, উপর পাতিত বা উৎপাতিত হইয়াছে এমন, ব্যর্থ, বাতিল, অগ্রাহ্যকৃত, হোঁচট খাইয়া প্রায় পড়ে পড়ে হইয়াছে এমন। = **অধোমুখ-ঠপিত**। ⇒ **নিক্কুজ্জতি, নিক্কুজ্জেতি**।

নিক্কুজ্জেতি (ক্রি) [নি+√কুজ্+এ] ওলটপালট করা, উল্টাইয়া দেওয়া, উল্টাইয়া ফেলা। = **নিক্কুজ্জতি**। (অতীত) **নিক্কুজ্জেসি**। (অ-বিণ) **নিক্কুজ্জিত**। (ক্রি-বি) **নিক্কুজ্জেত্বা, নিক্কুজ্জিয**।

নিক্কুহ (বিণ) প্রবঞ্চনাহীন, প্রতারণা বা চাতুরীরহিত, অকপটী, মিথ্যা নহে এরূপ অর্থাৎ সত্য।

নিক্কোধ (বিণ) ক্রোধহীন, ক্রোধমুক্ত।

নিক্খ (পুং, ক্লী) নিষ্ক, মুদ্রা, মোহর, দিনার, বত্রিশ রতি স্বর্ণ, ১০০ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ, সুবর্ণ অলঙ্কার, কণ্ঠভূষণ, বক্ষোভূষণ, চারিমাষা, ষোল কাহন, গলার বা বক্ষের অলঙ্কার, আংটি, স্বর্ণ পরিমাপক, ১৫টি সুবর্ণের (গিনির?) সমান ওজন। (সংযুক্ত নিকায়) **সুবন্নস্স পঞ্চদস-ধরণং নিক্খং'তি বদন্তি; সুবন্ন নিক্খ; সিঙ্গি নিক্খ**। সিংহলী গ্রন্থে "**নিক্খ**" শব্দের পরিবর্তে "**নেক্খ**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। (জাতক) **সুবন্ননিক্খ সতং**—শতস্বর্ণমুদ্রা; **সুবন্ননিক্খ সহস্সং**। ⇒ **নেক্খ**।

নিক্খচয (পুং, ক্লী) স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহকারী লোক। ⇒ **চয**।

নিক্খন (পুং, ক্লী) নিষ্ক, স্বর্ণমুদ্রা। = **নিক্খ**।

নিক্খন্ত (বিণ) ১ নিষ্ক্রান্ত, নির্গত, বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, চলিয়া গিয়াছে এমন, প্রস্থান করিয়াছে এমন, মৃত, বহির্গত, পরিত্যক্ত, বাহির হইয়া, বহির্গমন করিয়া, ত্যাগ করিয়া; (চরিত্রে) পিছনে ফেলিয়া বা ছাড়িয়া আসিয়া, বাধামুক্ত, পদত্যাগ করিয়া, মুক্ত, দাবি ত্যাগ করিয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **অগারস্মা অনাগারিয়ং নিক্খন্ত**। (সূত্রনিপাত) **কপিলবত্থুম্হা নিক্খন্ত লোকনাযকো**। (জাতক) "**নিক্খামিত ভিক্খা, নিক্খিত্তভিক্খা**" শব্দের ভাবার্থে "**নিক্খন্তভিক্খা**"; সম্ভবত বর্ণনানুসারে "**নিবদ্ধভিক্খা**"। চরিত্রে সমান অর্থবাচক শব্দ "**নিক্কাম**"। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বহিনিক্খন্ত**। ২ উদ্ধৃত, বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা বাহির করা হইয়াছে এমন। (জাতক) **নিক্খন্তদাঠা**। ⇒ **নিক্খমতি, উদ্ধট**।

নিক্খন্তভিক্খা = **নিক্খামিত ভিক্খা**। ⇒ **নিক্খামিত ভিক্খা**।

নিক্খম (পুং) নিষ্ক্রমণ, বহির্গমন, বাহির হইয়া আসা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নাসিকায নিক্খম মল**।

নিক্খমতি (ক্রি) [নি+√কম+অ] নিষ্ক্রান্ত হওয়া, নিষ্ক্রমণ করা, বহির্গমন করা, নির্গত হওয়া, বাহিরে যাওয়া, বাহির হইয়া যাওয়া বা আসা, চলিয়া যাওয়া, গৃহত্যাগ করা, গার্হস্থ্যধর্ম বা সংসার ত্যাগ করা, অসদিচ্ছা ত্যাগ করা, (কিছুর ভিতর হইতে) বাহির হওয়া। **অগারা নিক্খমতি**। (তুলনীয়) **অভিনিক্খমতি**। (বিপ) **পবিসতি**। ⇒ **নিস** (১)। সাহিত্যে:—সাধারণত প্রায়ই "**বহি**" শব্দের সহিত সংযোগে ব্যবহারে—(দীর্ঘনিকায়) **মাতুকুচ্ছিস্মা বহি নিক্খমতি**; (জাতক) **মাতুকুচ্ছিতো বহি নিক্খমতি**। চরিত্রে:—(সংযুক্ত নিকায়) **আরব্ভতি নিক্খমতি**; (জাতক) **অগারা নিক্খমতি; মহাভিনিক্খমং নিক্খমতি**—সংসার ত্যাগ করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণে বাহির হয়। ⇒ **নিক্কমতি, নেক্খম্ম**। (পঞ্চমী) **নিক্খম**। (অতীত) **নিক্খমি**। (অ-বিণ) **নিক্খন্ত**। (ব-বিণ) **নিক্খমন্ত** (জাতক) **মুখতো নিক্খমন্তো**। (ভবিষ্যত) **নিক্খমিস্সতি**। (ভ-বিণ) **নিক্খমিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিক্খমিত্বা, নিক্খম্ম**; (জাতক) **নিক্খমিত্বা, পব্বজিস্সামি; গামতো নিক্খম্ম**। (তুম) **নিক্খমিতুং**। (করণে) **নিক্খমেতি, নিক্খামেতি**।

নিক্খমন (ক্লী) নিষ্ক্রমণ, বহির্গমন, চলিয়া যাওয়া (বিপ—**পবেসন**); (চরিত্র) সংসার ত্যাগ। = **নিক্খম**।

নিক্খমনীয (পুং) একটি মাসের নাম। আষাঢ় মাসে কুমার সিদ্ধার্থ (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ) গৃহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই মাসের নাম রাখা হইয়াছে "**নিক্খমনীয মাস**" (নিষ্ক্রমণীয় মাস)।

নিক্খমেতি (ক্রি) = **নিক্খামেতি**। ⇒ **নিক্খামেতি**।

নিক্‌খয (বিণ) ক্ষয়ের অধীন, ধ্বংসের অন্তর্গত, বিনাশমুখী। (তুলনীয়) **নিখীণ**।

নিক্‌খস = নিক্‌খন। ⇒ **নিক্‌খন**।

নিক্‌খামিত ভিক্‌খা—পিণ্ডচর্যায় বা আহার ভিক্ষায় বাহির হইয়া লব্ধ ভিক্ষা।

নিক্‌খামেতি (ক্রি) বাহির করা বা প্রসব করা, বাহির করিয়া দেওয়া, চলিয়া যাইতে দেওয়া। ⇒ **নিক্‌খমতি**। (অতীত) **নিক্‌খামেসি**। (অ-বিণ) **নিক্‌খামিত;** (জাতক) **নিক্‌খামিত নিচ্ছুদ্ধ**। (ব-বিণ) **নিক্‌খামেন্ত**। (ক্রি-বি) **নিক্‌খামেত্বা**।

নিক্‌খিত্ত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, ন্যস্ত, নামাইয়া রাখা হইয়াছে এমন, কিছুর ভেতরে রাখা হইয়াছে এমন, বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিন্যস্ত, খচিত। ⇒ **নিক্‌খিপতি**। (দীর্ঘনিকায়) **মণি-রতনং বত্থে নিক্‌খিত্ত**—বস্ত্রে মনিরত্ন বসানো বা খচিত। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অগ্গনিক্‌খিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধননিক্‌খিত্ত**। সিংহলী গ্রন্থে "**নিক্‌খিত্ত**" শব্দের পরিবর্তে "**নিক্কিত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়, কিন্তু "**নিক্কিত**" শব্দটি ভুল।

নিক্‌খিত্তক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণের কার্যে প্রায় অগ্রসর হইয়াছে। (দীপবংস) **অগ্গনিক্‌খিত্তক থের**—যেই থের ভিক্ষু সত্যতার মৌলিক ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি মার্গফল লাভ করিতে পারিয়াছেন।

নিক্‌খিত্তদণ্ড (বিণ) বিনা অস্ত্রে, বিনাদণ্ডে, অস্ত্র বা দণ্ড না ধরিয়া। (তুলনীয়) **দণ্ড**।

নিক্‌খিত্ত ধুর (বিণ) কাঁধে যোয়ালজোতা হইতে মুক্ত, যোয়ালমুক্ত, ভারমুক্ত, কার্যভার বা দায়িত্ব পরিত্যক্ত। ⇒ **ধুর** (১)।

নিক্‌খিত্ত ধুরতা (স্ত্রী) চরিত্রের দর্বলতা, অসহিষ্ণুতা। = **পমাদ**। (বিপ) **অনিক্‌খিত্তধুরতা**।

নিক্‌খিত্তভার (পুং) নিক্ষিপ্ত ভার। (বিণ) ভারমুক্ত, ভার বা দায়িত্ব পরিত্যক্ত, বোঝা পরিত্যক্ত। = **পন্নভার**।

নিক্‌খিত্তভিক্‌খা—যেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বাসি অথবা এঁটো বলিয়া গৃহস্থ বা দাসী কর্তৃক ফেলিয়া দিতে নেওয়া হয় উহা ভিক্ষারূপে গ্রহণ।

নিক্‌খিত্তিক্‌খণ (ক্লী) [নিক্‌খিত্ত+ইক্‌খণ] ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ার সময়, যেই ক্ষণে বা মুহূর্তে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে সেইক্ষণ বা সেই মুহূর্ত।

নিক্‌খিপ—নিক্ষেপ, ফেলিয়া দেওয়া। ⇒ **নি** (১)।

নিক্‌খিপতি (ক্রি) [নি+√খিপ+অ] ১ ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা, যত্ন করিয়া রাখা, (ডিম) পারা, নামাইয়া রাখা। (পুণ্ণগল পঞ্ঞত্তি) **অণ্ডং নিক্‌খিপতি**। ২ একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া, তুলিয়া রাখা, নিক্ষেপ করা, ছুড়িয়া ফেলা, (তীর) ছোঁড়া, ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া। (বিনয়) **পত্তচীবরং নিক্‌খিপতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দণ্ডং নিক্‌খিপতি**—দণ্ড বা অস্ত্র ত্যাগ করা; ⇒ **দণ্ড**। (মহাবংস) **ধনুসরং নিক্‌খিপতি**। ৩ পরিত্যাগ করা, অপসারিত করা, বিবেচনার যোগ্য না করা, (নিজকে) মুক্ত করা, ত্যাগ করা। (পেতবত্থু) **দেহং নিক্‌খিপতি**—(নিজকে) দেহমুক্ত করা। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **বিত্থার-দেসনং নিক্‌খিপতি**। ৪ দায়িত্ব দেওয়া, স্থাপন করা, রাখা, জমা করা, গচ্ছিত করা, বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া, রক্ষা করা, উদ্ধার করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, মিতব্যয়ী হওয়া। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সহস্‌স থবিকং নিক্‌খিপতি**। (তুলনীয়) **অভিনিক্‌খিপতি**। (অতীত) **নিক্‌খিপি;** (দীর্ঘনিকায়) **ভগবতো সরীরং নিক্‌খিপি**। (সপ্তমী, ব-বিণ) **নিক্‌খিপেয্য**। (অ-বিণ) **নিক্‌খিত্ত**। (ব-বিণ) **নিক্‌খিপন্ত**। (ভবিষ্যত) **নিক্‌খিপিস্‌সতি;** (দীর্ঘনিকায়) **সমুস্‌সয়ং নিক্‌খিপিস্‌সতি**। (ভ-বিণ) **নিক্‌খিপিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিক্‌খিপিত্বা;** (মধ্যম নিকায়) **চিত্তং নিক্‌খিপিত্বা**। (করণে) **নিক্‌খিপাপেতি**।

নিক্‌খিপাপেতি (ক্রি) রাখিয়া দেওয়ানো, রাখিয়া দিবার কারণ হওয়া, রাখিয়া দিতে আদেশ করা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গোসীসটঠিং নিক্‌খিপাপেতি**। ⇒ **নিক্‌খিপতি**।

নিক্‌খেপ (পুং) নিক্ষেপ, ন্যাস, গচ্ছিতকরণ, স্থাপন, ত্যাগ, ক্ষেপণ, সংক্ষেপ, চিকিৎসা। ⇒ **মাতিকা**। (ব্যাকরণে) **পদনিক্‌খেপ**। (বিনয়) **পাদুকানং নিক্‌খেপ**। (জাতক) **ধুর নিক্‌খেপ; সরীরং নিক্‌খেপং কারেসি**—দেহ নিক্ষেপ বা ত্যাগ করিল; = **চুতি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **সরীর নিক্‌খেপ**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **সুত্ত নিক্‌খেপ**। ⇒ **মাতিকানিক্‌খেপ**।

নিক্‌খেপকণ্ড— পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। ⇒ **মাতিকানিক্‌খেপ**।

নিক্‌খেপন (ক্লী) = **নিক্‌খেপ**। ⇒ **নিক্‌খেপ**। (সংযুক্ত নিকায়) **ভারনিক্‌খেপন**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দেহনিক্‌খেপন**।

নিখণতি (ক্রি) [নি+√খন+অ] খনন করা, গোর দেওয়া, সমাহিত করা, মাটি দিয়া আচ্ছাদিত করা, ভূগর্ভে লুক্কাইয়া রাখা, স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত করা, গোপন করা, উত্তোলন করা, ছিদ্র করা, নির্মাণ করা, উন্নত করা, স্থাপন করা। (বিনয়) **চক্‌খুং নিখণতি**—আবরিত করা। (অতীত) **নিখণি**। (অ-বিণ) **নিখাত**। (ব-বিণ) **নিখণন্ত**। (ক্রি-বি) **নিখণিত্বা**।

নিখাত (বিণ) ১ খনিত, (গর্ত) খনন করিয়া বাহির করিয়াছে এমন, (মৃতদেহ) কবরস্থ বা সমাহিত করা হইয়াছে এরূপ। ২ ছিদ্রকৃত, নির্মিত, উত্তোলিত, (খুঁটি) স্থাপিত বা প্রোথিত, উন্নত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নগর দ্বারে নিখাত ইন্দখীল**। ⇒ **নিখণাহি, অনিখাত**।

নিখাতখাণু—উপরানো বৃক্ষকাণ্ড, যে গাছের গুঁড়ি

শিকড়সমেত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ⇒ **খাণু**।

নিখাদতি (ক্রি) বাটালি দ্বারা খোদা বা কাটা। ⇒ **নিখাদন**। (তুলনীয়) **খাদতি**।

নিখাদন (ক্লী) ধারাল যন্ত্র বা বাটালি। "**খাদন**" শব্দের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

নিখিল (বিণ) নিখিল, সমুদয়, সম্পূর্ণ, অখণ্ড। (দাঠাবংস) **নিখিল লোক; সকল লোক**।

নিখীণ (বিণ) [নিস+খীণ] হৃত, বিনষ্ট, হারানো গিয়াছে এমন।

নিখীণপত্ত (বিণ) পালকহীন, ডানাহীন।

নিগ—ধর্মসঙ্গণী অর্থকথার বাক্যে এই শব্দটি প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, যেমন—"**গবয-গোকণ্ণ-নিগ-আদীনং**", এখানে "**মিগ**" শব্দের পরিবর্তে "**নিগ**" শব্দটি ভুল ছাপানো হইয়াছে।

নিগচ্ছতি (ক্রি) [নি+√গম+অ] সহ্য করা, অধীন হওয়া, অনুভব করা, ভোগ করা, কিছুতে নিমগ্ন হওয়া বা তলাইয়া যাওয়া, কিছুতে আসা বা ঘটিয়া উঠা, প্রবেশ করা, সংঘটন করা, ভারাক্রান্ত করা, আবদ্ধ করা। = **নিরজ্জতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **দুক্খং নিগচ্ছতি**—দুঃখ বা শাস্তিভোগ করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বন্ধনং নিগচ্ছতি**—বন্ধনে আবদ্ধ করা বা হওয়া। (ধর্মপদ) **দুক্খং নিগচ্ছতি = দুক্খং বিন্দতি, দুক্খং পটিলভতি (পতিলাভ)** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (চূলনির্দেশ) **মরণং মরণমত্তম্পি দুক্খং নিগচ্ছতি**। (অতীত) **নিগচ্ছি, নিগচ্ছিট্ঠ = পাপুণি**।

নিগণ্ঠ (পুং) নির্গ্রন্থ, জৈন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, জৈনধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। (তুলনীয়) **জটিল**। (বিনয়) **নিগণ্ঠ নাতপুত্ত; সীহসেনাপতি নিগণ্ঠ সাবকো**। (সংযুক্ত নিকায়) **নিগণ্ঠভিক্খা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিগণ্ঠ উপোসথ**। (বিনয়) **নিগণ্ঠসাবক; নিগণ্ঠ দসহি অসদ্ধম্মেহি সমন্নাগত**। (উদান) **জটিলা-নিগণ্ঠা-অচেলা একসতা পরিব্বজকা**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিগণ্ঠ নাম সমণজাতি**।

নিগণ্ঠ উপোসথ—নির্গ্রন্থ উপোসথ পালন। নির্গ্রন্থ বা জৈন নামে প্রসিদ্ধ একশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে। তাহারা তাহাদের শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকে যে পূর্বদিকে একশত যোজনের মধ্যে কোন প্রাণীকে হত্যা করিবে না, পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণদিকেও একশত যোজনের মধ্যে কোন প্রাণীকে হত্যা করিবে না। এইরূপে সে কোন কোন প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশের উপদেশ দিয়া থাকে এবং কোন কোন প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ না করিবারও উপদেশ দিয়া থাকে। ঈদৃশ যে উপোসথ শীলধারী উপাসক শীল আংশিকভাবে পালন করে তাহার উপোসথকে নির্গ্রন্থ উপোসথ বলা হয়। ⇒ **উপোসথ**।

নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (পুং) জৈনধর্মের প্রবর্তক। ⇒ **নিগণ্ঠ**।

নিগণ্ঠভিক্খা—জৈনধর্মের মতানুসারে জৈন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা। ⇒ **নিগণ্ঠ**।

নিগণ্ঠসাবক (পুং) নির্গ্রন্থশ্রাবক, জৈন সন্ন্যাসী। ⇒ **নিগণ্ঠ**।

নিগণ্ঠিগব্ভ—নির্গ্রন্থ বা জৈন সন্ন্যাসিনীর গর্ভ। ⇒ **নিগণ্ঠ**।

নিগণ্ঠী (স্ত্রী) নির্গ্রন্থ বা জৈনসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী। ⇒ **নিগণ্ঠ**।

নিগতি (স্ত্রী) [নি+গতি] অদৃষ্ট, নিয়তি, দশা, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, সুস্থ অবস্থা, ব্যবহার, চালচলন, আচরণ, অন্যের প্রতি ব্যবহার। (তুলনীয়) **নিগ্গতিক**। ⇒ **নিযতি**।

নিগম (পুং) নিগম, হট্ট, হাট, রাজপ্রতিনিধির কার্যস্থান, ছোটশহর (অর্থাৎ যে স্থানে থানা, বিচারালয়, উচ্চবিদ্যালয়, ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি থাকায় নিত্য জনসমাগম হইয়া থাকে), যে স্থানে শহরের বাজার বসে। (বিপ) **জনপদ**। ⇒ **গাম**। (বিনয়) **নিগমসীমা; নিগমকথা; সেতকন্নিক নিগম; নিগম সামন্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসিতঞ্জন নিগম**। (তুলনীয়) **নেগম, নগর**।

নিগম কথা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা। ⇒ **নিগম**।

নিগমধানী (স্ত্রী) নিগম স্থান। ⇒ **ধানী, রাজধানী, নিগম**।

নিগমসামন্ত (বিণ) ছোট শহরের সমীপবর্তী বা উপকণ্ঠবাসী। ⇒ **নিগম**।

নিগমসীমা (স্ত্রী) ছোট শহরের সীমা। ⇒ **নিগম**।

নিগমন (ক্লী) শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, নিপত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ, ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত, বিশদীকরণ, উদাহরণ, চিত্র, উদ্ধৃতি, উদ্ধৃত মূল্য, বাজার দর, চলিত দর। সম্ভবত পেতবত্থু অর্থকথায় "**নিযম**" শব্দের পরিবর্তে "**নিগমন**" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**নিগমন**" পরিবর্তে "**পট্ঠ**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

নিগমন বচন—উদ্ধৃতির কথা, উদ্ধৃত মূল্য-সম্বন্ধে কথা, বাজার দর বা চলিত দর-সম্বন্ধে কথা।

নিগল্ (পুং, ক্লী) নিগড়, লৌহনির্মিত পদবন্ধনী, বেড়ী, লৌহশৃঙ্খল, হস্তীর পদবন্ধনী। জাতক "বালা বা বলয়" অর্থেও "**নিগল্**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

নিগাল্হিক = নিগাল্হিত। ⇒ **নিগাল্হিত**।

নিগাল্হিত (বিণ) নিমগ্ন, গভীর মনোযোগের সহিত, (কিছুতে) ডুবিয়া গিয়াছে এমন, অভিভূত, নিযুক্ত। (থেরগাথা) **গূথকূপে নিগাল্হিত**। = **অজ্ঝোগার**। ⇒ **গাল্হ**।

নিগহ = নিগগত। ⇒ **নিগগত**।

নিগুহ—গোপন, লুকানো। ⇒ **নি** (১)।

নিগূল্হ (বিণ) নিগূঢ়, সংবৃত, গুপ্ত, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, অপ্রকাশিত, আচ্ছাদিত, আলিঙ্গিত, দুর্বোধ্য, তিরোহিত।

(ক্লী) সারমর্ম, তাৎপর্য।

নিগূহতি (ক্রি) [নি+√গূহ+অ] আবৃত করা, ঢাকিয়া রাখা, গোপন করা, লুক্কাইয়া রাখা, লুক্কায়িত করা, নিরাপদ স্থানে রাখা। = **পরিগূহতি, গুযহতি**। (অতীত) **নিগূহি**। (অ-বিণ) **নিগূহিত, নিগূল্হ**। (ক্রি-বি) **নিগূহিত্বা**।

নিগূহন (ক্লী) গোপন, লুকানো, অপ্রকাশ।

নিগ্‌গচ্ছতি (ক্রি) [নিস+√গম+অ] বাহিরে যাওয়া, বহির্গমন করা, নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া, চলিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, অগ্রসর হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, চলা, ক্রমাগত করিতে থাকা, নির্গত হওয়া, মোকদ্দমা চালান। = **নিরজ্জতি**। (অতীত) **নিগ্‌গচ্ছি**। (অ-বিণ) **নিগ্‌গত**। (ক্রি-বি) **নিগ্‌গচ্ছা**।

নিগ্‌গণ্ঠি (বিণ) (তলোয়ার-সম্বন্ধে কথিত) গ্রন্থিমুক্ত, সংযোগহীন, বন্ধনহীন, কঠিন সমস্যারহিত। ⇒ **নিঘণ্ডু**।

নিগ্‌গণ্হাতি (ক্রি) [নি+√গহ+ণ্হা] ১ দমন করা, বশীভূত করা, বশে আনা, বদ্ধ করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া। (বিপ) **পগ্‌গণ্হাতি**। ২ তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা, শাসন করা, নিন্দা করা। ৩ তত্ত্বাবধান না করা, ভার বহন না করা, সমর্থন না করা, সাহস না দেওয়া, অনুৎসাহিত করা, অনুকম্পা না করা। ⇒ **পগ্‌গণ্হাতি** (২)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **মুসাবাদেন নিগ্‌গণ্হাতি**। (তুলনীয়) **অভিনিগ্‌গণ্হাতি**। (অতীত) **নিগ্‌গণ্হি**। (অ-বিণ) **নিগ্‌গহিত**। (ব-বিণ) **নিগ্‌গণ্হন্ত**। (ক্রি-বি) **নিগ্‌গয্হ, নিগ্‌গণ্হিত্বা**।

নিগ্‌গত (বিণ) ১ নির্গত, অপগত, নিঃসৃত, কোনও একটি ঘটনা বা কাজ হইতে (অপাদান কারকে)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দহতো নিগ্‌গতা নদী**—হ্রদ হইতে নির্গত বা প্রবাহিত নদী। ২ পূর্ব হইতে নির্ধারিত, ভাগ্য কর্তৃক নির্দিষ্ট, চূড়ান্ত, নিঃস্ব, সাংঘাতিক, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়, হতভাগ্য, অভাগা। (তুলনীয়) **নিগ্‌গতিক, নিগ্‌গমন**। ⇒ **নিয, নিযত**।

নিগ্‌গতকম্ম (ক্লী) শাস্তি। = **নিস্‌সযকম্ম**।

নিগ্‌গতিক (বিণ) যে ব্যক্তি (নরকাদি আপায়ে) হীনগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, (অদৃষ্ট-সম্বন্ধে) হতভাগ্য, মন্দ, কু, নিকৃষ্ট, অভাগা, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, শোচনীয়। (তুলনীয়) **নিকতিক, নিক্কারুণিক**।

নিগ্‌গম (পুং) নির্গম, অপগম, বাহির হওয়া, শেষ, অবসান, সমাপ্তি, সিদ্ধান্ত, অনুমান, বিচার, নিষ্পত্তি, সর্বশেষ অংশ, বিয়োগ, উপপাদন, প্রতিপালন, অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত, বাটা, ব্যাজ।

নিগ্‌গমন (ক্লী) ১ নির্গমন, নিঃসরণ, বাহির হওয়া, চলিয়া যাওয়া। ২ পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্তি, অনুমান, বিষয়, নিষ্পত্তি, উত্তর, অদৃষ্ট, নিয়তি, চরমফল, মৃত্যু, দৈব ঘটনা, ফল, বিচার, প্রভাব, গুরুত্ব। (সন্ধস্মোপায়ন) **দুনিগ্‌গমন**।

নিগ্‌গয্হতি (ক্রি) [নি+√গয্হ+অ] গৃহীত হওয়া(?), নিন্দিত হওয়া, ভর্ৎসিত হওয়া, তিরস্কৃত হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তং দুক্‌খেন নিগ্‌গয্হতি**।

নিগ্‌গয্হ-বাদিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি নিন্দা বা ভর্ৎসনা করিয়া কথা বলে, নিন্দুক, নিন্দাকারী, ভর্ৎসনাকারী, রাগ বা বিরক্তি প্রকাশকারী। = **নিগ্‌গয্হবাদী**।

নিগ্‌গয্হবাদী (বিণ) **নিগ্‌গয্হ-বাদিন**। ⇒ **নিগ্‌গয্হ-বাদিন**।

নিগ্‌গলতি = **নিগ্‌গিলতি**। ⇒ **নিগ্‌গিলতি**।

নিগ্‌গহ (পুং) ১ নিগ্রহ, তাড়না, প্রহার, নিরাকরণ, শাসন, বন্ধন, যাতনা, বিড়ম্বনা, নিবারণ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, সংযম, নিন্দা, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপত্তি, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, লজ্জা, কলঙ্ক, আত্মনিয়ন্ত্রণ। (বিপ) **পগ্‌গহ** (২)। ২ খণ্ডন বা খণ্ডন প্রণালী।

নিগ্‌গহণ (বিণ) যাহার অর্জিত বিষয় বা সম্পত্তি নাই, দরিদ্র, নিঃস্ব। = **নিরাহার** (জাতক টীকা)।

নিগ্‌গহণতা (স্ত্রী) সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। (বিপ) **পগ্‌গহণতা**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চিত্তস্‌স নিগ্‌গহণতা**।

নিগ্‌গহীত (বিণ) নিগৃহীত, নির্যাতিত, ধৃত, বশীকৃত, শাসিত, পরাভূত, সংযমী, সংযত, ভাবপ্রবণ বা শৃঙ্খল নয় এমন, নিন্দিত, ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, বাধাপ্রদত্ত, সতর্ককৃত, দমিত, পরীক্ষিত। (ক্লী) নিগৃহীত শব্দ "ং"।

নিগ্‌গহেতব্ব (ভ-বিণ) নিন্দা করিবার বা ভর্ৎসনা উপযুক্ত, তিরস্কারের যোগ্য, বাধা দেওয়া উচিত, পরীক্ষা করা কর্তব্য, দমন করা অথবা সতর্ক করা কর্তব্য।

নিগ্‌গাহক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করে, দমনকারী, শাসনকারী, উৎপীড়ক, উৎপীড়নকারী, অত্যাচারী, অত্যাচারকারী, প্রজাপীড়নকারী, পীড়নকারী, উপদ্রবকারী। = **বাধক, বলিসাধক**। (যৌগিকে) **নিগ্‌গাহক ঘাতক**।

নিগ্‌গিলতি (ক্রি) [নি+√গিল+অ] গিলিয়া ফেলা, গলাধঃকরণ করা। (বিপ) **উগ্‌গিলতি**।

নিগ্‌গুণ (বিণ) নির্গুণ, গুণহীন, যাহার সৎগুণ নাই, অসৎ, দুষ্ট।

নিগ্‌গুণ্ডী (স্ত্রী) (সংস্কৃত—নির্গুণ্ডী) ঔষধে ব্যবহৃত একজাতীয় গুল্ম বা গাছড়া। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিগ্‌গুণ্ডী ফল**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **নিগ্‌গুণ্ডীপুপ্ফ**।

নিগ্‌গুম্ব (বিণ) (সংস্কৃত—নির্গুল্ম) জঙ্গলহীন অথবা গুল্মহীন, পরিষ্কার।

নিগ্‌ঘাতন (ক্লী) (সংস্কৃত—নির্ঘাতন) বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু, বধ, হত্যা, নির্মূলকরণ, উচ্ছেদন বা উচ্ছেদ সাধন। = **বিনাসন, নিঘাতন**। (সূত্রনিপাত) **তণ্‌হা নিগ্‌ঘাতন**।

নিগ্‌ঘোস (পুং) নির্ঘোষ, উৎকট শব্দ, গভীর বা গম্ভীর

ধ্বনি, গম্ভীর শব্দ, শব্দ, স্বর, কথা, কথাবার্তা, যশ, জনরব, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, বাক্যকথন, প্রকাশ, উচ্চারণ, কথিতবাক্য, প্রচার, ঘোষণা, ঘোষণাপত্র, ইস্তাহার, তিরস্কার বাক্য, ভর্ৎসনা বাক্য, অপমানসূচক কথা, লজ্জার কথা, কলঙ্ক বা নিন্দাবাক্য, নিন্দাবাদ, দোষারোপ। (বিণ) **শব্দহীন, নিস্তব্ধ, নীরব, শান্ত**। = **অপ্পসদ্দ, অপ্পনিগ্‌ঘোস**।

নিগ্রোধ (পুং) নিগ্রোধ বৃক্ষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ, বটগাছ, মহামহীরুহ অশ্বত্থ বা নিগ্রোধ বৃক্ষ।

নিগ্রোধকখন্ধজ (বিণ) অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন। ⇒ **খন্ধ** (১গ)।

নিগ্রোধপক্ক (ক্লী) অশ্বত্থবৃক্ষের পক্বফল, বটবৃক্ষের পাকাফল।

নিগ্রোধপত্ত—অশ্বত্থবৃক্ষের পত্র, বটপাতা, অশ্বত্থপত্র। ⇒ **পত্ত** (১খ)।

নিগ্রোধ পরিমণ্ডল (বিণ) শাখা-প্রশাখা সহকারে অশ্বত্থবৃক্ষের পরিমণ্ডলাকার বা গোলাকার। (ক্লী) শাখাপ্রশাখা সহ অশ্বত্থবৃক্ষের গোলাকারত্ব।

নিগ্রোধরুক্খ (ক্লী) অশ্বত্থতরু। = **নিগ্রোধ**।

নিঘ ১ (পুং) প্রচণ্ড কোপ বা ক্রোধ, তীব্র লালসা, প্রকোপ, প্রাবল্য, রীতি, কম্পন, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, ধৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। কেবলমাত্র মূলে আছে:—**রাগোনিঘো, দোসোনিঘো, মোহোনিঘো**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **রাগাদিঙ্গঘ বিরহিত** (⇒ "**ঙ্গঘ**")। = **অনীঘ** (জাতক), **নিদুক্খ** (জাতক অর্থকথা)। ২ (ক্লী) বধ, হত্যা, ধ্বংস, বিনাশ। = **মরণ সম্পাপন** (থেরগাথা অর্থকথা)।

নিঘংস (পুং) ঘর্ষণ, মর্দন, বাধা, সঙ্কট, বিদ্রূপ, পরিহাস, সঙ্ঘর্ষ, ক্রোধ, ঘর্ষণজনিত ক্ষত, মালিশ, লেপন।

নিঘংসতি (ক্রি) [নি+√ঘংস+অ] **১** ঘর্ষণ করা, ঘসড়ানো, খুব ঘর্ষণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা উত্তপ্ত করা, বিরক্ত হওয়া অথবা ক্রোধান্বিত হওয়া, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষত করা বা হওয়া, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা, চড়ানো, ঘর্ষিত হওয়া, ঘসড়াইয়া চলা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। ২ মুছিয়া ফেলা, পরষ্কার করা বা হওয়া, পালিশ করা বা হওয়া, মসৃণ ও চিক্কণ করা বা হওয়া, সুন্দর ও সভ্য করা, সুরুচিসম্পন্ন করা, বিশুদ্ধ করা। (অতীত) **নিঘংসতি**। (অ-বিণ) **নিঘংসিত**। (ক্রি-বি) **নিঘংসিত্বা**।

নিঘংসন (ক্লী) = **নিঘংস**। ⇒ **নিঘংস**।

নিঘণ্ডু (পুং) নির্ঘণ্টু, অভিধান গ্রন্থ, কোনও ভাষায় অথবা পুস্তকে ব্যবহৃত শব্দ সংগ্রহ, (কাহারও দ্বারা ব্যবহৃত) শব্দ সংখ্যা, টীকা, ব্যাখ্যা। সাধারণত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সম্পাদনায় প্রস্তুত সূত্র বা ধারা, যেমন—(দীর্ঘনিকায়) **সনিঘণ্ডু কেটুভানং ... পদকো** (⇒ "**কেটুভ**")।

নিঘাত (পুং) নিঘাত, আঘাত, দমন, সংযম, নিবারণ, গোপন, চাপিয়া রাখা, ধ্বংসকরণ, বধ বা হত্যাকরণ। (তুলনীয়) **নিঘাতি**।

নিঘাতন (ক্লী) = **নিগ্‌ঘাতন**। ⇒ **নিগ্‌ঘাতন**।

নিঘাতি [নি+ঘাতি] হত্যাকরণ, বধকরণ, বিনষ্টকরণ, বিনাশ অবস্থা, ধ্বংসাবস্থা, হতাবস্থা, পরাজয়, ক্ষয়, অপচয়, হানি, নাশ, ক্ষতি, যাহা নষ্ট হয়, পরাভব, হারানো। (বিপ) **উগ্‌ঘাতি**। (তুলনীয়) **নিঘাত**।

নিঙ্গ = **নীক**। ⇒ **নীক**।

নিচয (পুং) নিচয়, সমূহ, রাশিকরণ, স্তূপীকৃতকরণ, সংগ্রহ, সঞ্চয়, রাশি, সংগৃহীত, পদার্থ নিচয়, খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্যসম্ভার, ধন, সম্পদ, সৌভাগ্য। (বিনয়) **নিচয সন্নিধি**। ⇒ **নেচযিক**।

নিচয সন্নিধি—একত্রিত বা পুঞ্জীভূত সংগ্রহ, খাদ্যসম্ভারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণকরণ।

নিচি—স্তূপীকৃতকরণ, রাশিকৃতকরণ। ⇒ **নি** (১)।

নিচিত (বিণ) রাশিকৃত, স্তূপীকৃত, সঞ্চিত, সংগৃহীত, পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিণত, পুরাপুরি, পর্যাপ্ত, সর্বাঙ্গ সুন্দর, ঘন পুরু, মোটা, জনাকীর্ণ, নিবিড়, ঘিঞ্জি, অন্তরঙ্গ, যথেষ্ট, প্রচুর, গাঢ়, গভীর, নিরেট, অবিরত, একত্রিত। ⇒ **নিচিনাতি**। (থেরীগাথা) **নিচিত কেস**—ঘন কেশ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **উস্‌সন্ন উপরূপরি নিচিত** (নরক-সম্বন্ধে)।

নিচিনাতি (ক্রি) [নি+√চিন+অ] রাশি করা, সঞ্চয় করা, স্তূপীত করা, স্তূপ করা, সংগ্রহ করা। (অ-বিণ) **নিচিত**। ⇒ **নিচিত**।

নিচুল (সংস্কৃত—নিচুল) উদ্ভিদ, চারাগাছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, গুল্ম (হিজল গাছ, বেতস বা বেতগাছ)।

নিচুল কেসর (ক্লী) হিজল গাছের তন্তু বা সূক্ষ্মসূত্র, বেতস বা বেতের সূক্ষ্মসূত্র। ⇒ **কেসর, নিচুল**।

নিচ্চ (বিণ) নিত্য, শাশ্বত, ধ্রুবক, অপরিবর্তনীয়, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, অবিরত, দৃঢ়, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংযুক্ত, স্থায়ী, চিরস্থায়ী, প্রাত্যহিক, যাহার আদিও নাই অন্তও নাই এমন, যাহা সর্বকালে বিদ্যমান থাকে এমন, যাহার বৈপরীত্য বা অন্যথাভাব (কস্মিংকালেও) ঘটে না এমন, যাহার ব্যতিক্রমে প্রত্যবায় আছে এমন। একই অর্থবাচক শবনিচয়, যথা—**নিচ্চ, ধুব, সস্‌সত, অবিপরিণাম ধম্ম** (দীর্ঘনিকায়)।

নিচ্চং (ক্রি-বিণ) নিত্যরূপে, শাশ্বতরূপে, অবিরতভাবে, চিরস্থায়ীরূপে, অনন্তরূপে, অপরিবর্তনীয়ভাবে, ধ্রুবভাবে, অবিচলিতভাবে, বিশ্বস্তভাবে, সর্বদা, সতত, প্রত্যহ। = **সদা, ধুবকালং**।

নিচ্চকালং (ক্রি-বিণ) সতত, সর্বদা, সদা, অবিরত। = **নিচ্চকালে**।

নিচ্চকালে (ক্রি-বিণ) সর্বদা। = **নিচ্চকালং, কালে, সদাকালে**।

নিচ্চগ্‌গিন (বিণ) [নিচ্চ+অগ্‌গিন] আগুনের দিকে অবিরত অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা অথবা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকাইয়া থাকা অর্থাৎ সতর্ক, পর্যবেক্ষণশীল, সাবধান, মনোযোগী, যত্নশীল, যত্নসাধ্য, অভিনিবিষ্ট, চটপটে। ⇒ **অগ্‌গিনী**।

নিচ্চগ্‌গিনী = **নিচ্চগ্‌গিনি**। ⇒ **নিচ্চগ্‌গিনি**।

নিচ্চতা (স্ত্রী) নিত্যতা, শাশ্বত অবস্থা, নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা, অনবচ্ছেদ, স্থায়িত্ব, অপরিবর্তনীয়তা, ধ্রুবতা।

নিচ্চত্ত (ক্লী) = **নিচ্চতা**। ⇒ **নিচ্চতা**।

নিচ্চদান (ক্লী) নিত্যদান, অবিরত দান, চিরস্থায়ী দান।

নিচ্চপসত্থ (বিণ) নিত্য প্রশংসিত। = **সদত্থুত**।

নিচ্চফলূপপন্না (বিণ, স্ত্রী) নিত্য ফলপ্রদানকারিণী বা ফলদায়িনী। ⇒ **ফল** (১)।

নিচ্চভত্ত (ক্লী) (ভিক্ষুদের জন্য) নিত্য বা অবিরত খাদ্য সরবরাহ, প্রতিদিন অন্ন দিয়া যে আহার দান করা হয়। ⇒ **পক্‌খিক** [বিণ (১)]।

নিচ্চভত্তিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি নিত্য আহার্য দানে আনন্দ উপভোগ করে, যে ব্যক্তি দানস্বরূপ নিত্য খাদ্য সরবরাহে আনন্দ পায়। = **ধুবভত্তিক**।

নিচ্চম্ম (বিণ) নিচর্ম, চর্মহীন, চর্ম বা ছাল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, বেত্রাঘাতে চর্ম তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। (জাতক) **নিচ্চম্মং করোতি**—বেত্রাঘাতে চর্ম তুলিয়া ফেলা।

নিচ্চম্মগাবী (স্ত্রী) চর্মহীন গাভী (ইহা বিশেষ পরিচয়ের জন্য ব্যবহৃত শব্দ)।

নিচ্চল (বিণ) নিশ্চল, নিষ্পন্দ, গতিশূন্য, চলচ্ছক্তিহীন, অচল, গতিহীন, স্থির, স্থাবর। = **অচল**, **আনেঞ্জ** (বিণ)। ⇒ **নিস** (২)।

নিচ্চসঞ্ঞা (স্ত্রী) নিত্যসংজ্ঞা, শাশ্বত বলিয়া জ্ঞান, অবিচলিত বা অপরিবর্তনীয় বলিয়া জানা।

নিচ্চসঞ্ঞি (বিণ, পুং) নিত্যসংজ্ঞী, যে শাশ্বত বলিয়া জানে, যে বক্তি নিত্য বা অপরিবর্তনীয় বলিয়া জানে।

নিচ্চসীল (ক্লী) নিত্য শীলপালন, অবিরত শীলপালন, নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র রক্ষণ।

নিচ্চিত্তক (বিণ) চিত্তহীন, চিন্তাহীন, ভাবনাহীন।

নিচ্চোল (বিণ) বিবস্ত্র, নগ্ন, উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। = **নগ্গ**। ⇒ **নিস** (২)।

নিচ্ছন্দ (বিণ) [নিস+ছন্দ] ছন্দহীন, ইচ্ছাহীন, উত্তেজনাহীন, ছন্দরহিত। অনিচ্ছুক।

নিচ্ছয (পুং) প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদচিহ্ন, সঙ্কল্প, বিচার নিষ্পত্তি, শেষ, অটলতা, দোষপ্রমাণ, দণ্ডাজ্ঞা, ভ্রমনিরাকরণ, দৃঢ়বিশ্বাস, নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সমাধান, ব্যাখ্যা, নির্ণয়, প্রস্তাব, সঙ্কল্পিত বিষয়, বিশ্লেষণ, স্থিরতা। = "**অধিমোক্‌খ**" এবং ইহার "**পচ্চট্‌ঠান**" (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)। ⇒ **বিনিচ্ছয**।

নিচ্ছয়মিত্ত—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বন্ধু।

নিচ্ছরণ (ক্লী) নিঃসরণ, বহির্গমন, বাহিরে প্রেরণ, নির্গমন, নিঃসৃত পদার্থ, বিস্তৃতি, প্রসারণ, বৃদ্ধি, প্রসারিত বস্তু।

নিচ্ছরতি (ক্রি) [নি+√চর+অ] নিঃসরিত হওয়া, নির্গত হওয়া, বাহির হওয়া, ক্ষরিত হওয়া, বাহির হইয়া যাওয়া, বাহির হইতে থাকা, নিঃসৃত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, ফাঁপিয়া উঠা, জন্মানো, উত্থিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বাহির হইয়া আসা, কোন বিশেষভাবে প্রকাশ হওয়া, শব্দ প্রকাশ পাওয়া। ⇒ **নিস** (১)। **দেবসদ্দ নিচ্ছরতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সধা নিচ্ছরন্তি**। (অতীত) **নিচ্ছরি**। (অ-বিণ) **নিচ্ছরিত**। (ক্রি-বি) **নিচ্ছরিত্বা**। (করণে) **নিচ্ছারেতি**।

নিচ্ছাত (বিণ) [নিস+ছাত] ক্ষুধার্ত নহে এমন, অনীস্পিত, সন্তুষ্ট, অনাকাঙ্ক্ষী, অনাসক্ত, বিতৃষ্ণ, তৃষ্ণারহিত, বলবতী স্পৃহারহিত। "**নিব্বুত**" অথবা "**পরিনিব্বুত**" শব্দের সহিত যৌগিকে অর্হৎ-সম্বন্ধে বর্ণনায়:—(সংযুক্ত নিকায়ে) **তণ্‌হং অব্বুয্‌হ; বেদনানং খযা;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীতিভূত;** (সূত্রানপাতে) **অনিচ্ছা; এসনানং খযা;** (থেরীগাথায়) **অব্বুল্‌হং সল্ল**। বর্ণনায়:—(পটিসম্ভিদামার্গ) **নেক্‌খম্মেন কামচ্ছন্দতো নিচ্ছাত; অরহত্ত মগ্‌গেন সব্বকিলেসেহি নিচ্ছতা মুচ্চতি**।

নিচ্ছাদেতি (ক্রি) = **নিচ্ছোদেতি**। ⇒ **নিচ্ছোদেতি**।

নিচ্ছারেতি (ক্রি) বাহির করা, নিঃসারিত করা, নিঃসৃত করা, যাইতে দেওয়া, মুক্তি পাওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, বিকীর্ণ করা, নির্গত করা, নিঃসরণ করা, উচ্চারণ করা, কথা বলা, প্রকাশ করা। (জাতক) **মধুরস্‌সরং নিচ্ছারেতি**—মধুরস্বরে বলে প্রকাশ করে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **গরহং নিচ্ছারেতি**। (দাঠাবংস) **বাচং নিচ্ছারেতি**—বাক্য ভাষণ করে অর্থাৎ কথা বলে। ⇒ **নিচ্ছরতি**। (অতীত) **নিচ্ছারেসি**। (অ-বিণ) **নিচ্ছারিত**। (ক্রি-বি) **নিচ্ছারেত্বা**।

নিচ্ছিত (বিণ) নিশ্চিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিধারিত, নির্ণীত, নিঃসন্দিগ্ধ, প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মায় এমন। ⇒ **নিচ্ছিনাতি**।

নিচ্ছিনাতি (ক্রি) [নি+√ছি+না] সীমাবদ্ধ করা, স্থিরীকৃত করা, সুনির্দিষ্ট করা, চিন্তা করা, ধারণা করা, গণনায় আনা, গভীর চিন্তা করা, অনুসন্ধান করা, নিশ্চয় করা, নিরূপণ করা। (অতীত) **নিচ্ছিনি**। (অ-বিণ) **নিচ্ছিত**। (ক্রি-বি) **নিচ্ছিনিত্বা, নিচ্ছেয্য, বিনিচ্ছিনিত্বা**, (Kern এর অর্থকথায়) **বিনিচ্ছেয**।

নিচ্ছুদ্ধ (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। (বর্ণনায়) **নিব্বাপিত**। বর্মাগ্রন্থে একই অর্থে "**নিকঢাপিত**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। = **নিক্‌খামিত** (⇒

নিক্খামেতি), নিব্বাপিত (⇒ নিব্বাপেতি)। ⇒ **নিচ্ছুভতি**।

নিচ্ছুভতি (ক্রি) নিক্ষেপ করা, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, হঠাৎ কহিয়া ফেলা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা। = **নীহরতি, নিচ্ছুরাতি**। (অ-বিণ) **নিচ্ছুদ্ধ**।

নিচ্ছুভন (ক্লী) নিক্ষেপকরণ, নিক্ষেপণ, অগ্রাহ্যকরণ, নির্গতকরণ, নিঃসারিতকরণ, হঠাৎ কথন, নিক্ষেপ, দূরীভূত করণ, বমন, বহিষ্করণ, নির্বাসিত হওন, জাতিভ্রষ্ট হওন, সমাজচ্যুত হওন।

নিচ্ছুরাতি (ক্রি) = **নিচ্ছুভতি**। ⇒ **নিচ্ছুভতি**।

নিচ্ছেদেতি (ক্রি) কাটিয়া ফেলা। **নিচ্ছেদেতী'তি বাহায বা রুক্খে বা পরহতি**। (তুলনীয়) **নিচ্ছোদেতি, নিচ্ছুভতি**।

নিচ্ছোটেতি = **নিচ্ছোদেতি**। ⇒ **নিচ্ছোদেতি**।

নিচ্ছোদেতি (ক্রি) বিচলিত করা, ইতস্তত নিক্ষেপ করা। (বি-ভা) **ওধুনাতি নিধুনাতি নিচ্ছোদেতি** (সংযুক্ত নিকায়)। = **নিচ্ছারেতি**।

নিচ্ছোরেতি (ক্রি) = **নিচ্ছোদেতি**। ⇒ **নিচ্ছোদেতি**।

নিজ (বিণ) নিজ, আপন, স্বীয়, স্বাভাবিক, নিত্য। = **নিয**।

নিজদেস (পুং) নিজ দেশ, আপন দেশ।

নিজন (ক্লী) ধৌতকরণ, পরিষ্কার করণ।

নিজনসম্বাধবন—জনহীন নিবিড় বন, জনশূন্য গভীর অরণ্য। ⇒ **সম্বাধ** [১(বিণ)]।

নিজিগিংসতি (ক্রি) গভীর আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করা, (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ করা। = **মগ্গেতি, পরিযেসতি**।

নিজিগিংসনতা (স্ত্রী) (অপরের জিনিসের প্রতি) লোভ, লোলুপতা, গৃধ্নুতা। = **মগ্গন, মগ্গনা**। (তুলনীয়) **জিগিংসনতা**।

নিজিগিংসিতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি গভীর আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করে, লোভী, লোলুপ, সর্ব্যসী, লুণ্ঠনকারী, অর্থগৃধ্ন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **লাভং নিজিগিংসিতর**।

নিজিগীংসনতা (স্ত্রী) **জিগিংসনতা, নিজিগিংসনতা**। ⇒ **জিগিংসনতা, নিজিগিংসনতা**।

নিজ্জট (বিণ) [নিস+জট] উদ্ধৃত, উদ্ধারকৃত, মুক্ত, প্রকাশ্য, অনাবদ্ধ, জটাহীন।

নিজ্জন (ক্লী) = **নিজন**। ⇒ **নিজন**। (বিণ) নির্জন, জনহীন, জনশূন্য, বিরল।

নিজ্জর (বিণ) অজর, অক্ষয়, বার্ধক্যহীনতা, বার্ধক্যতামুক্ত; (বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের অভিধানমতে) নির্জর, অজর, বার্ধক্যহীনতা, বার্ধক্যতামুক্ত, জরারহিত, অক্ষয়; (কিন্তু Rhys Davids এর অভিধানমতে) ক্ষয়মুখী, বিলুপ্ত, বিধ্বংসিত, নির্মূল। (পুং) (বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের অভিধানমতে) দেবত্ব, দেবতা, দেব বা দেবী। এখানে দুই অভিধানের দুই বিপরীত মত দৃষ্ট হয়, কিন্তু নিম্নোক্ত শব্দগুলি দৃষ্টে মনে হয় Rhys Davids-এর অভিধানের মতই গ্রহণীয়।

নিজ্জরা (স্ত্রী) অবনতি, হ্রাস, পচন, ক্ষয়, বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু। (পটিসম্ভিদামার্গ) **দসা নিজ্জরা বখুনি**।

নিজ্জরেতি (ক্রি) [নি+√জর+এ] ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, লোপ করা, নির্মূল করা, ত্যাগ করার কারণ হওয়া অর্থাৎ ত্যাগ করান, প্রস্থান করিবার কারণ হওয়া অর্থাৎ প্রস্থান করান। (অতীত) **নিজ্জরেসি**। (থেরীগাথায় ভবিষ্যৎকালে) **নিজ্জরেস্সামি জীরাপেস্সামি, বিনাপেস্সামি** (থেরগাথা অর্থকথা)।

নিজ্জালেতি (ক্রি) অগ্নিশিখা নির্বাপিত করা, নির্বাপিত করা, ধ্বংস করা, নিবাইয়া ফেলা। (জাতক) **অগ্গিং নিজ্জালেতি**।

নিজ্জির্ণ (বিণ) বিধ্বংসিত, বিনষ্ট, পরাভূত, ব্যয়িত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত, সম্পূর্ণকৃত, সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত, সমাপ্ত, মৃত। = **বেদনাক্খযা সব্বং দুক্খং নিজ্জিণ্ণ ভবিস্সতি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)।

নিজ্জিত (বিণ) অপরাজিত, অপরাস্ত, বিজিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিজ্জিত কম্মসূরা; নিজ্জিত বিজিতসঙ্গাম**।

নিজ্জিব্হ (বিণ) জিহ্বাহীন, জিহ্বা নাই এমন। (পুং) বন্য মোরগ।

নিজ্জীব (বিণ) নির্জীব, জীবনহীন, অবসন্ন, অচেতন।

নিজ্জীবত (বিণ) = **নিজ্জীব**। ⇒ **নিজ্জীব**।

নিজ্ঝত্ত (বিণ) তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, নিঃসন্দেহে, বিশ্বস্ত, পরিশোধিত, পরিশোধকৃত, শান্তকৃত, সান্ত্বনা প্রদত্ত, ঠাণ্ডাকৃত। = **খমাপিত, নিজ্ঝাপিত**। ⇒ **পটিনিজ্ঝত্ত, নিজ্ঝাপেতি**।

নিজ্ঝত্তি (স্ত্রী) দোষ প্রমাণ, দণ্ডাজ্ঞা, ভ্রম নিরাকরণ, দৃঢ় বিশ্বাস, ধীশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, বাস্তবে পরিণতি, উপলব্ধি, আদায়করণ, অনুকূল মেজাজ, উপযোগী বিন্যাস, সুবিধাজনক প্রয়োগ বা প্রবণতা, পরিতোষ, তৃপ্তি, সন্তোষের বিষয় বা বস্তু, ক্ষতিপূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, ঋণপরিশোধ।

নিজ্ঝত্তিবল (ক্লী) দৃঢ় বিশ্বাস। জ্ঞানীর বল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। জ্ঞানীরা আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। (বিপ) **উজ্ঝত্তিবল**। ⇒ **বল** (১খ)।

নিজ্ঝপন = **নিজ্ঝাপন**। ⇒ **নিজ্ঝাপন**।

নিজ্ঝান (ক্লী) ১ বুদ্ধি, ধীশক্তি, জ্ঞান, বোধ, ঠিক অনুভব, আপোস, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান, বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি, অস্তিত্ববোধ, বোধশক্তি, অন্তর্ভুক্ত অথবা অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা, অনুগ্রহ, সাহায্য, অনুকম্পা, দয়া, দান, উপকার, ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি, প্রসাদ, চরিতার্থতা সাধন, প্রশ্রয়দান, পাপের জন্য দণ্ডের ক্ষমা, অমিতাচার,

সন্তোষ, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, অভিলাষ, স্পৃহা, ইচ্ছা, প্রশংসাবাদ, মনোনয়ন, উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দজনক বস্তু। = **নিজ্ঝাপন। নিজ্ঝানং খমতি**—সন্তুষ্ট হওয়া, আনন্দ পাওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দিট্ঠি নিজ্ঝানক্খন্তি**—অনুধ্যানে বা দূর কল্পনায় সন্তুষ্টি। (তুলনীয়) **উপনিজ্ঝান**। ২ ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মহাযুদ্ধের আরম্ভ।

নিজ্ঝাপন (ক্লী) অনুকূল মেজাজ, উপকারমূলক প্রয়োগ, সুবিধাজনক বিন্যাস, উপকারজনক প্রবণতা, সদয়তা, প্রসাদ, চরিতার্থতা সাধন, প্রশ্রয় দান, পাপের জন্য দণ্ডের ক্ষমা, অমিতাচার। (জাতক) **নিজ্ঝাপনং করোতি = খমাপেতি** (জাতক অর্থকথা)। সাহিত্যে ইহার পাঠ "**নিজ্ঝাপন**"।

নিজ্ঝাপয (বিণ) প্রবোধপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, ভিন্নতাপ্রাপ্ত, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এমন।

নিজ্ঝাপিত (বিণ) **নিজ্ঝত্ত**। ⇒ **নিজ্ঝত্ত, নিজ্ঝাপেতি**।

নিজ্ঝাপেতি (ক্রি) প্রসন্ন মনে ইচ্ছার সহিত করা, কাহারও স্নেহ বা প্রীতি লাভ করা, কাহারও অনুগ্রহ লাভ করা, অনুকূলে কাজ করিতে অথবা উপকার করিতে ইচ্ছা করা, লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া। (অ-বিণ) **নিজ্ঝাপিত**।

নিজ্ঝাম (বিণ) জ্বলিয়া যাইতেছে এমন, বিনষ্ট হইতেছে এমন। (ক্লী) জ্বলন্ত অগ্নি, বিনষ্ট বস্তু। (নেত্তিতে) **পটিপদা**।

নিজ্ঝামতণ্হ (বিণ) তৃষ্ণায় বিদগ্ধ হইতেছে এমন, অতিশয় পিপাসার্ত।

নিজ্ঝামতণ্হিক (বিণ, পুং) (শ্রেণী হিসাবে প্রেত সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে) = **নিজ্ঝামতণ্হ**। ⇒ **নিজ্ঝামতণ্হ**।

নিজ্ঝায়তি (ক্রি) [নি+√জা+য] ১ ধ্যান করা, বিবেচনা করা, সঙ্কল্প করা, চিন্তা করা, মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করা, প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত করা বা হওয়া, (কাজ বা ফল-সম্পর্কে) অধিকারী হওয়া, প্রমাণ করা, প্রকাশ করা, মনোযোগের সহিত চিন্তা করা, ভাবা, মনে হওয়া, অভিপ্রায় করা, কল্পনা করা, বিচার করা, বিশ্বাস করা, মতলব করা। (সংযুক্ত নিকায়) **নিজ্ঝায়তি পস্সতি**; (তুলনীয়) **জানাতি**। (মধ্যম নিকায়) **ঝায়তি নিজ্ঝায়তি অপজ্ঝায়তি**। (তুলনীয়) **উপঝায়তি**। ২ (দুঃখে) জর্জরিত হওয়া, (দুঃখে) বিনষ্ট হওয়া বা গ্রাস করা, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া, (দুঃখাগ্নিতে) দগ্ধ হওয়া, বিরক্ত করা বা হওয়া, ক্ষয় করা বা পাওয়া। (অতীত) **নিজ্ঝায়ি**। (অ-বিণ) **নিজ্ঝায়িত**।

নিজ্ঝায়ন (ক্লী) জ্বলিতেছে এরূপ অবস্থা, বিনাশ, ধ্বংস, ক্ষয়, অপচয়, ক্ষয়কাশ, ব্যয়, শিল্পজাত বস্তুর ব্যবহার; (চরিত্রে) মনস্তাপ, মর্মপীড়া। (তুলনীয়) **নিজ্ঝান** (২)।

নিট্ঠ (বিণ) নিষ্ঠ, অনুরক্ত, আসক্ত, আশ্রিত, নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অধীন, অপ্রধান, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, ব্যগ্র, দৃঢ়সঙ্কল্প। (সংযুক্ত নিকায়) **অচ্চন্তনিট্ঠ**। (মহানির্দেশ) **রূপনিট্ঠ**।

নিট্ঠংগত = নিট্ঠঙ্গত। ⇒ **নিট্ঠঙ্গত**।

নিট্ঠঙ্গত (বিণ) [নিট্ঠং+গত] পূর্ণতালাভী, যিনি (জ্ঞানের) পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। = **পব্বজিতানং অরহত্তং পত্ত**।

নিট্ঠপিত = নিট্ঠাপিত। ⇒ **নিট্ঠাপিত**।

নিট্ঠা (স্ত্রী) ১ নিষ্ঠা, ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, ভিত্তিস্থাপন, বৃত্তি প্রদান, অব্যাহত আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। = **সমিদ্ধি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, অভিপ্রায়, সীমা, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরমফল, অবসান, সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য, অনুমান, নিষ্পত্তি, বিচার, সর্বশেষ অংশ, পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, উচ্চতা, উন্নত ভূভাগ, উচ্চপ্রদেশ, চূড়া, পাহাড়, পর্বতশৃঙ্গ, পদের ঊর্ধ্বতা, উন্নতি, অগ্রভাগ, উপরিভাগ, সর্বোচ্চ পরিমাণ, চরমসীমা, পদার্থ, সামগ্রী, বস্তু, জ্ঞেয় বা জ্ঞায়মান বিষয়। (মধ্যম নিকায়) **নিট্ঠং গচ্ছতি**—শেষ সীমায় আসা; (চরিত্রে) পূর্ণতায় পৌঁছা, পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করা, অথবা বিশ্বাসে বা শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হওয়া।

নিট্ঠাযতি (ক্রি) [নি+√ঠা+অ] সমাপ্ত হওয়া, শেষ হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, সমাপিত হওয়া, সম্পাদিত হওয়া। (অতীত) **নিট্ঠাসি**। (অ-বিণ) **নিট্ঠিত**। (করণে) **নিট্ঠাপেতি**।

নিট্ঠান (ক্লী) শেষ, সমাপ্তি, পূর্ণাবস্থা, সমাপন, সম্পাদন, নির্বাহ, কৃতি বা কৃত্য, কৃতিত্ব, সম্পন্ন কার্য। = **অবসায**। (তুলনীয়) **সন্নিট্ঠান**।

নিট্ঠাপিত (বিণ) সমাপ্ত, সম্পাদিত, সমাপিত, সম্পন্ন, কৃত। ⇒ **নিট্ঠাপেতি**।

নিট্ঠাপেতি (ক্রি) সম্পাদন করা, শেষ করা, সমাপন করা, সফল করা, সম্পন্ন করা, সম্পূর্ণ করা, তৈয়ারি করা, সমাধা করা, প্রস্তুত করা, উপযুক্ত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা। ⇒ **নিট্ঠাতি**। (তুলনীয়) **পরিনিট্ঠাপেতি**। (অতীত) **নিট্ঠাপেসি**। (অ-বিণ) **নিট্ঠাপিত**। (ব-বিণ) **নিট্ঠাপেত্ত**। (ক্রি-বি) **নিট্ঠাপেত্বা**।

নিট্ঠিত (বিণ) সমাপ্ত, তৈয়ারি, প্রস্তুত, সমাধানকৃত, সমাপিত, সম্পাদিত। ⇒ **নিট্ঠাতি**। (দীর্ঘ নিকায়) **ভত্তং নিট্ঠিত**—ভোজন প্রস্তুত, আহার কার্য সমাপ্ত। (তুলনীয়) **পরিনিট্ঠিত**।

নিট্ঠুন = নিখুনন। ⇒ **নিখুনন**।

নিট্ঠুভতি (ক্রি) [নি+√ঠুভ+অ] নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা, থু

করিয়া ফেলা, থু থু ফেলা, শ্লেষ্মা নির্গত করা বা হওয়া, কাশিয়া কফ তুলিয়া ফেলা। (তুলনীয়) **ওট্ঠুভিত**। (অতীত) **নিট্ঠুভি**। (অ-বিণ) **নিট্ঠুভিত**। (ক্রি-বি) **নিট্ঠুভিত্বা, নিট্ঠুহিত্বা, নুট্ঠুহিত্বা**।

নিট্ঠুভন (ক্লী) নিষ্ঠীবন, থুথু, থুথু ফেলা। = **খেল**।

নিট্ঠুভামি—আমি থু করিয়া ফেলি অথবা থুথু ফেলি। ⇒ **বিহামি**।

নিট্ঠুর (বিণ) নিষ্ঠুর, নিঠুর, নির্দয়, কঠিন, নিশ্চল। = **নিট্ঠুরিন**।

নিট্ঠুরিন (বিণ) নিষ্ঠুর, নির্দয়, কঠিন, নিশ্চল, কঠোর, কটু, রুক্ষ, অসভ্য, অভদ্র, উগ্র, প্রচণ্ড, কর্কশ। = **নিট্ঠুর**।

নিট্ঠুরিয (ক্লী) কটুতা, কর্কশতা, কঠোরতা, অশ্লীলতা, নিষ্ঠুরতা, শ্রুতিকটুতা, দুর্বোধ্যতা, নির্দয়তা, রূঢ়তা, দুঃসাধ্যতা, অন্যায়পরতা, কঠিনতা, রুক্ষতা, অভদ্রতা, উগ্রতা, অসভ্যতা।

নিট্ঠুরিয কম্ম (ক্লী) নিষ্ঠুর কার্য। = **নিট্ঠুরিয**।

নিট্ঠুবন = **নিট্ঠুভন**। ⇒ **নিট্ঠুভন**।

নিট্ঠুহতি (ক্রি) = **নিট্ঠুভতি**। ⇒ **নিট্ঠুভতি**।

নিঠুন = **নিট্ঠুভন**। ⇒ **নিট্ঠুভন**।

নিড্ড (ক্লী) নীড়, কুলায়, পাখির বাসা, বিশ্রাম স্থান। = **নিড্ঢ**।

নিড্ডাত (বিণ) আগাছা কাটিয়া বা ঘাস নিড়াইয়া পরিষ্কৃত। = **নিণ্হাত**। ⇒ **নিড্ডাযতি**।

নিড্ডাযতি (ক্রি) আগাছা সাফ করা, ঘাস নিড়ানো, আগাছা ঘাস ইত্যাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা। (দীর্ঘনিকায়) **নিড্ডাযিত নিড্ডাযতি**। (অ-বিণ) **নিড্ডাত**। (করণে) **নিড্ডেতি, নিড্ডাপেতি**।

নিড্ডাপেতি (ক্রি) আগাছা পরিষ্কার করানো, ঘাস নিড়াইয়া ফেলানো, মাটি খনন করাইয়া সমূলে আগাছা ও ঘাস উঠাইয়া ফেলানো। ⇒ **নিড্ডাযতি**।

নিড্ডেতি (ক্রি) [নি√ডি+এ] আগাছা সাফ করা, ঘাস নিড়ানো। **নিড্ডাযতি**। (অতীত) **নিড্ডেসি**।

নিড্ঢ (ক্লী) নীড়, কুলায়, স্থান, বিশ্রাম স্থান, আসন। = **নীল, নিড্ড**।

নিণ্য (পুং) নির্ণয়, নিশ্চয়, অবধারণ, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদ-চিহ্ন।

নিণ্হাত (বিণ) পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধকৃত, পবিত্রকৃত, শোধিত।

নিণ্হাত পাপক (বিণ) নিষ্পাপ, পাপহীন।

নিতণ্হ (বিণ) নিতৃষ্ণ, তৃষ্ণাবিমুক্ত, তৃষ্ণারহিত, অনাকাঙ্ক্ষী, নিরাকাঙ্ক্ষিত, বিতৃষ্ণ, তৃষ্ণামুক্ত। = **নিত্তণ্হ**। ⇒ **নিব্বান** (২)।

নিতণ্হভাব—তৃষ্ণামুক্ত অবস্থা, বিতৃষ্ণ অবস্থা, তৃষ্ণারহিত অবস্থা, নিরাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা। ⇒ **নিতণ্হ**।

নিতম্ব (পুং) নিতম্ব, কটিদেশের নিম্নভাগ, স্ত্রীলোকের পাছা, কটি, পর্বতের পার্শ্বদেশ, তট, স্কন্ধ, জলস্রোতের কৃত খাত।

নিতম্মতি (ক্রি) অন্ধকার হওয়া, নিঃশেষিত হওয়া, ব্যয়িত হওয়া, ক্লান্ত হওয়া, দুর্বল হওয়া, মূর্ছিত হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, বিবর্ণ হওয়া, দুঃখে পতিত হওয়া, চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। = **অতিকিলমতি** (জাতক অর্থকথা)।

নিতালেতি (ক্রি) [নি+√তাড়+এ] আঘাত দ্বারা ভূমিসাৎ করা, আঘাত করা, মারা, ধাক্কা দেওয়া, অভিভূত করা, আকুল করা, মনে উদয় হওয়া।

নিতিণ্ণ = **নিত্তিণ্ণ**। ⇒ **নিত্তিণ্ণ**।

নিত্তণ্হ (বিণ) নিরাকাঙ্ক্ষিত, অনাকাঙ্ক্ষী, তৃষ্ণাহীন, বিতৃষ্ণ, বীততৃষ্ণ, তৃষ্ণামুক্ত। = **নিতণ্হ, নিরাসত্তিন, নিরাসয, নিরাস**। ⇒ **নিস** (২)।

নিত্তণ্হতা (স্ত্রী) তৃষ্ণাবিমুক্ততা, তৃষ্ণাবিরহিত অবস্থা, অনাসক্তি, অনাকাঙ্ক্ষা।

নিত্তদ্দন (ক্লী) নিস্তব্ধতা, নীরবতা, স্পন্দনরহিত অবস্থা, অবশানুতা, ইন্দ্রিয়-বৈকল্য, পক্ষাঘাত, উদ্যমহীনতা, আড়ষ্টতা, জরতা। (দীর্ঘনিকায়) **জিব্হা নিত্তদ্দন**। = **নিবদ্ধন**। "**নিত্তদ্দন**" শব্দের পরিবর্তে উত্তম শব্দ হইতেছে "**নিখ্খদ্দন**"।

নিত্তারেতি (ক্রি) = **নিখারেতি**।

নিত্তিণ (বিণ) তৃণহীন, যে স্থানে ঘাস নাই।

নিত্তিণ্ণ (বিণ) উত্তীর্ণ, পার হইয়াছে এমন, বিজিত, জয় করিয়াছে এমন। (তুলনীয়) **নিখ্খরতি**। (দীর্ঘনিকায়) **নিত্তিণ্ণ-ওঘ**।

নিত্তিণ্ণোঘ (বিণ) [নিত্তিণ্ণ+ওঘ] প্লাবন উত্তীর্ণ। ⇒ **নিত্তিণ্ণ**।

নিত্তুদন (ক্লী) [নিস+তুদন] বেধনকরণ, অঙ্কুশে বিদ্ধকরণ, সূচি বা সূচ্যগ্র দ্বারা বিদ্ধকরণ, অনুতাপকরণ, যাতনা বা বিষম ক্লেশ ভোগ করণ, বিদ্ধকরণ, বিদীর্ণকরণ, মর্মস্পর্শকরণ, ছিদ্র করা, ভেদকরণ, রহস্য ভেদকরণ, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করণ। (সাহিত্যে) **নিত্তুদ্দন**।

নিত্তুদ্দন = **নিত্তুদন**। ⇒ **নিত্তুদন**।

নিত্তেজ (বিণ) নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নির্জীব, শক্তিহীন, তেজহীন, কর্মশক্তিহীন, ক্ষমতাহীন, নির্বাপিত, হেয়, অপমানিত, হীনপদস্থ, লজ্জিত। (জাতক) **নিত্তেজং করোতি**—লজ্জিত করা বা লজ্জায় আরক্তিম হওয়া; **লজ্জাপেতি নিত্তেজ**।

নিখ্খদ্দন (ক্লী) = **নিত্তদ্দন**। ⇒ **নিত্তদ্দন**।

নিখ্খণতি (ক্রি) বিলাপ করা, ক্রন্দন করা, আর্তনাদ করা,

কষ্ট পাওয়া। (তুলনীয়) **নিখুন**।

নিখনতি (ক্রি) = **নিখণতি**। ⇒ **নিখণতি**।

নিখনন (ক্লী) বিলাপকরণ, ক্রন্দনকরণ, আর্তনাদকরণ, কষ্টভোগকরণ।

নিখরণ (ক্লী) ১ উত্তীর্ণ অবস্থা, পার হইয়াছে এরূপ অবস্থা, অতিক্রম করণ, জয়করণ, শেষকরণ, সমাপ্তকরণ, সমাপন করণ। (সংযুক্ত নিকায়) **ওঘস্স নিখরণ**। (জাতক) **লোক নিখরণ**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **ভবনিখরণ; তিলোক নিখরণ**। ২ বিকীর্ণকরণ অথবা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এরূপ অবস্থা, স্থগিত রাখা, বহনকরণ, ধারণকরণ, রাখিয়া দিয়াছে এরূপ অবস্থা, সহ্যকরণ, পোষণকরণ, আচরণকরণ। (বোঝা-সম্বন্ধে) **ভারস্স নিখরণ;** (তুলনীয়) **নিক্খেপ** (সংযুক্ত নিকায়)। = **নিদ্ধরণ**।

নিখরতি (ক্রি) [নি+√থর+অ] অতিক্রম করা, পার হইয়া যাওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, পিছনে ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাওয়া। (দীর্ঘনিকায়) **কন্তারং নিখরতি**। (অতীত) **নিখরি**। (অ-বিণ) **নিত্তিণ, নিখরিত**। (ক্রি-বি) **নিখরিত্বা**। (করণে) **নিত্তারেতি, নিখারেতি**।

নিখার (পুং, ক্লী) উপেক্ষা করণ, পার হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, ছাড়িয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থা, উদ্ধার, মুক্তি, টাকা প্রদান, প্রদত্ত অর্থ, ঋণ মোচন, ঋণ হইতে মুক্তি লাভ, পুনরায় প্রাপ্তির রসিদ, নিস্তার, ত্রাণ, দায় হইতে মুক্তি, উপায়, কার্যসিদ্ধির হেতু, পার হওয়া, নির্গমন, সিদ্ধি, নিস্তরণ। **নিখারবত্তুতি**—নির্দোষ বলিয়া ঘোষিত হওয়া, কর মুক্ত হওয়া অথবা অর্থদণ্ড হইতে মুক্ত হওয়া। = **নেখার**।

নিখারেতি (ক্রি) কিছুর ভিতর দিয়া আনা, কিছুর ভিতরে করিয়া আনা, সহায়তা করা, সাহায্য করা, সম্পূর্ণ করা, শেষ করা, সমাপন করা, সমাপ্ত করা, সম্পন্ন করা। ⇒ **নিখরতি**। (অতীত) **নিখারেসি**। (অ-বিণ) **নিখারিত**। (ক্রি-বি) **নিখারেত্বা**।

নিখুন (ক্লী) ১ = **নিখনন**। ⇒ **নিখনন**। ২ নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অমঙ্গলেচ্ছা, অভিশাপ, অমঙ্গলজনক বস্তু। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিখুনং করোতি**—গালাগালি দেওয়া, অপযশ করা, অভিশাপ দেওয়া।

নিখুনতি (ক্রি) **নিখনতি**। ⇒ **নিখনতি**।

নিখুনাতি (ক্রি) [নি+√খু+না] = **নিখুনতি**। ⇒ **নিখুনতি**। (অতীত) **নিখুনি**। (ব-বিণ) **নিখুনন্ত**। (ক্রি-বি) **নিখুনিত্বা**।

নিখুরিয (ক্লী) = **নিট্ঠুরিয**। ⇒ **নিট্ঠুরিয**।

নিদস্সতি (ক্রি) = **নিরস্সতি**। ⇒ **নিরস্সতি**।

নিদস্সন (ক্লী) নিদর্শন, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, চিহ্ন, প্রমাণ, আদর্শ, অপরকে সতর্ককরণার্থে কাহাকেও দণ্ড প্রদান, সতর্কীকরণ, পূর্বদৃষ্টান্ত, নজির, সাক্ষ্য, তুলনা দ্বারা নির্ণয়, তুলনা, (ব্যাকরণে) একটি বিশেষ্যর ব্যাখ্যা বা সম্প্রসাণরূপে ব্যবহৃত অপর একটি বিশেষ প্রয়োগ বা উহার প্রয়োগ, বস্তুর বা ব্যক্তির গুণ বা ধর্ম, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ, বিশেষণ পদের তুলনামূলক রূপ, বিশেষ গুণ, লক্ষণ, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশিচিহ্ন, স্বাক্ষর, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, মেষ-বৃষাদি রাশি, নির্দিষ্ট সময়, নিরূপিত কাল, অবধি, সীমা, বিদ্যালয় ও আদালত ইত্যাদির কার্যকাল, পদ, নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নীল নিদস্সন, পীত নিদস্সন** ইত্যাদি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পুচ্ছনাকার নিদস্সন; পচ্চক্খভূতং নিদস্সনং**—প্রত্যক্ষীভূত লক্ষণ বা চিহ্ন।

নিদস্সন বচন—তুলনামূলক কথা। ⇒ **নিদস্সেতি**।

নিদস্সিত (বিণ) নির্দেশিত, নিরূপিত, ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যাকৃত, নির্ধারিত, সঠিক স্থিরকৃত, নির্ভুলভাবে বর্ণিত, নামপ্রদত্ত। ⇒ **নিদস্সেতি**।

নিদস্সেতি (ক্রি) [নি+√দিস+এ] নির্দেশ করা, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, সীমা নিরূপণ করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া, জ্ঞাত করা, প্রমাণ করা, আজ্ঞা দেওয়া, বলা, অবধারণ করা, উল্লেখ করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিদস্সেতব্ব বচন**—কথা ভুল না হওয়া অথবা নির্ভুলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া। = **নিদস্সন বচন**। (অতীত) **নিদস্সেসি**। (অ-বিণ) **নিদস্সতি**। (ভ-বিণ) **নিদস্সিতব্ব, নিদস্সেতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিদস্সেত্বা, নিদস্সিয**।

নিদহতি (ক্রি) [নি+√দহ+অ] স্থাপন করা, জমা করা, গচ্ছিত রাখা, ভূগর্ভে ধন লুক্কাইয়া রাখা, পুতিয়া রাখা, ত্যাগ করা, লুক্কাইয়িত করা, গোপন করা, রাখিয়া দেওয়া, একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া, রাশিকৃত করা বা হওয়া, জমানো, সংখ্যায় বা পরিমাণে বাড়ানো বা বেশি হওয়া, সঞ্চয় করা, গুপ্তভাবে মজুত করা। (বিনয়) **চীবরং নিদহতি**। ⇒ **নিদাহক, নিধান, নিধি, উপনিধায**। (অতীত) **নিদহি**। (অ-বিণ) **নিদহিত, নিহিত**। (ভবিষ্যৎ) **নিধেস্সতি**। (ক্রি-বি) **নিদহিত্বা, নিধায;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধনধঞ্ঞং নিদহিত্বা;** (ধর্মপদ) **দণ্ডং নিধায**। (কর্মবাচ্যে) **নিধীয়তি**। (করণে) **নিধেতি, নিধাপেতি**।

নিদাঘ (পুং) নিদাঘ, গ্রীষ্মকাল, শুষ্কতা, অনাবৃষ্টি, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম, গরম।

নিদাঘকাল—গ্রীষ্মকাল, গরমের সময়, গরমের দিন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুইমাস। = **নিদাঘ সময়**।

নিদাঘসময = **নিদাঘকাল**। ⇒ **নিদাঘকাল**।

নিদান (ক্লী) নিদান, আদি কারণ, উৎপত্তি স্থান, উৎস, আরম্ভ, প্রথম উৎপত্তি, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, যুক্তি, উদ্দেশ্য, মূলকারণ, নীতি ইত্যাদি যাহার জন্য লোকে প্রচেষ্টা করে অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা, ভিত্তি, উপলক্ষ, সুযোগ, সুবিধা, ঘটনা, নিমিত্তার্থক ঘটনা, প্রয়োজন, উল্লেখ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, হেতুবাদ, হেতু, প্রমাণ, যুক্তি, সঙ্গতি, ছল, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার, প্রসঙ্গ, (ভিত্তি, মূল, বুনিয়াদ, প্রধান উপাদান, মূলসূত্র অর্থাৎ কারণ, হেতু ও যুক্তি অর্থে:—) ধর্ম, মতবাদ, তত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্রের সত্যবিশেষ, শিক্ষা, উপদেশ। = **পটিচ্চ সমুপ্পাদ**। (ধর্মসঙ্গণী) **দুক্খনিদান**। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **নিদান পঠনকুসল**। (বিণ) নেহাৎ, একান্ত, আবিষ্কৃত, কারণভূত, সম্পর্কিত, উৎপত্তিজনক, মূলভূত, হেতুভূত। (সূত্রনিপাত) **ইতো নিদানতো; কুতো নিদানতো? উপধিনিদান; ইচ্ছা নিদান**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিমানানি রাজাগহ নিদান**—রাজগৃহ সম্পর্কিত বিমানসমূহ।

নিদানং (ক্রি-বিণ) উপায়ে, সাহায্যে, জন্যে, মারফত, ফলে, বশত, কারণে।

নিদান কথা (স্ত্রী) (গ্রন্থের) মুখবন্ধ বা ভূমিকা, উপক্রমণিকা।

নিদান পঠনকুসল—আইনকুশল—আইনজ্ঞের বিচার। ⇒ **নিদান**।

নিদাহক (বিণ) যে ভিক্ষু চীবরাদি রাখে বা জমা রাখে, যাহার উপর চীবরভাণ্ড রক্ষা করার ভার ন্যস্ত থাকে।

নিদুক্খ (বিণ) নির্দুঃখ, দুঃখহীন, আরামদায়ক, সহজ, শান্ত। = **অকসির, অনিঘ, অনীঘ, অনীঘ নিরাস, অনীঘ ছিন্ন সংসয**।

নিদ্দ (ক্লী) (মহানির্দেশে "**কায**" সম্বন্ধে বর্ণনায়) গর্ত, গুহা।

নিদ্দং—নিদ্রা। ⇒ **নিদ্দা**।

নিদ্দন্ত = **নিদ্দা**। ⇒ **নিদ্দা**। (তুলনীয়) **সুপিনন্ত**।

নিদ্দন্ন = **নিদ্দন্ত**। ⇒ **নিদ্দন্ত**।

নিদ্দয (বিণ) নির্দয়, নিষ্ঠুর, দয়াহীন, হৃদয়হীন, নির্মম।

নিদ্দর (বিণ) নির্ভয়, সাহসী, ভয়হীন, দৈহিক বেদনহীন, দারুণ মনস্তাপরহিত। (ধর্মপদ অর্থকথা) **রাগদরথং অভাবেন নিদ্দর**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **কিলেস-পরিলাহাভাবেন নিদ্দর**।

নিদ্দস = **নিদ্দেস**। ⇒ **নিদ্দেস** (১)।

নিদ্দহে (ক্রি) রাখে, জমা রাখে, নিহিত করে, নিধান করিয়া রাখে, পুতিয়া রাখে।

নিদ্দা (স্ত্রী) নিদ্রা, ঘুম, নিমীলন, আলস্য। (বিপ) **জাগরিয**। (বিনয়) **নিদ্দং (নিদ্দা?) ওক্কমতি**—ঘুমাইয়া পড়া। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিদ্দং উপগচ্ছতি**—ঘুমাইয়া পড়া।

নিদ্দাক্খম—নিদ্রাক্ষয়, ঘুম হইতে জাগিয়া ওঠা, সচেতন থাকা, সজাগ হওয়া বা থাকা, জাগ্রত হওয়া। ⇒ **জগ্গতি**।

নিদ্দান (ক্লী) কাটিয়া ফেলা, কাস্তে দ্বারা (তৃণাদি) ছেদন, কর্তন, ধ্বংসকরণ। = **ছেদন, লুনন, উপ্পাটন**। (তুলনীয়) **নিড্ডাযতি**।

নিদ্দাযতি (ক্রি) ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া। (অতীত) **নিদ্দাযি**। (অ-বিণ) **নিদ্দাযিত**। (ব-বিণ) **নিদ্দাযন্ত**। (ক্রি-বি) **নিদ্দাযিত্বা**।

নিদ্দাযন (ক্লী) নিদ্রিত অবস্থা, ঘুমন্ত অবস্থা।

নিদ্দাযিতর (পুং) নিদ্রিত ব্যক্তি, ঘুমন্ত লোক।

নিদ্দারাম (বিণ) নিদ্রাপ্রিয়, কুড়ে, অলস, জড়, ঢিলা, মন্থর গতির। **নিদ্দারাম কম্মারাম ভস্সরত**।

নিদ্দারামতা (স্ত্রী) নিদ্রাপ্রিয়তা, নিদ্রালুতা, অলসতা, কুড়েমি, জড়তা, মন্থর গতিতা। **নিদ্দারামতা কম্মারামতা ভস্সরতা**।

নিদ্দালু (বিণ) নিদ্রালু, ঘুম পাইতেছে এমন, নিদ্রাশীল, অলস, জড়, ঢিলা, কুড়ে, নিদ্রালু স্বভাব আছে এমন।

নিদ্দাসীলিন—নিদ্রাশীল, নিদ্রালু, অলস, নিষ্ক্রিয়। = **নিদ্দালু**। ⇒ **সীলিন**।

নিদ্দাসীলী = **নিদ্দাসীলিন**। ⇒ **নিদ্দাসীলিন**।

নিদ্দিট্ঠ (বিণ) নির্দিষ্ট, নিরূপিত, উল্লিখিত, কথিত, আঙ্গুল ইত্যাদি দ্বারা প্রদর্শিত, উপদিষ্ট, বর্ণিত, আদিষ্ট। ⇒ **নিদ্দিসতি**।

নিদ্দিসতি (ক্রি) [নি+√দিস+অ] নির্দেশ করা, অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, সীমা নিরূপণ করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, পৃথক করা, স্বতন্ত্র করা, প্রকাশ, নাম করা, বর্ণনা করা, অভিপ্রায় করা, সঙ্কল্প করা, অর্থ প্রকাশ করা, সূচনা করা, উল্লেখ করা, ভাব ব্যক্ত করা। (অতীত) **নিদ্দিসি**। (অ-বিণ) **নিদ্দিট্ঠ**। (ভ-বিণ) **নিদ্দিসিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিদ্দিসিত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **নিদ্দিসীযতি**।

নিদ্দিস্সতি (ক্রি) = **নিদ্দিসতি**। ⇒ **নিদ্দিসতি**।

নিদ্দুক্খ (বিণ) নির্দুঃখ, দুঃখমুক্ত, দুঃখহীন, সুষ্ঠু, সুখী, দোষমুক্ত, পাপমুক্ত, বেদনামুক্ত, দুঃস্থতামুক্ত। "**অনিঘ, মারিস**" এর বর্ণনায়ও "**নিদ্দুক্খ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **মারিস**।

নিদ্দেস (পুং) ১ নির্দেশ, বর্ণনা, প্রকার, রকম, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠতা, আজ্ঞা, নিরূপন, কথন, প্রদর্শন, অবধারণ, উল্লেখ, ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ বা ধর্ম, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, বিশেষণ।

(পেতবত্থু অর্থকথা) **উত্তট্ঠ নিদ্দেস**। (দীর্ঘনিকায়) **নিদ্দেস বত্থু**। ২ বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাপুস্তক, প্রশ্ন এবং উত্তররূপে বিশ্লেষণ-সম্বন্ধীয় অর্থ বা ব্যাখ্যা, বিশেষ ব্যাখ্যা, অর্থ, অনুবাদ, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বা সমালোচনা। (বিনয়) **সনিদ্দেস**। ৩ (সারিপুত্রের প্রতি অরোপিত) একটি পুরাতন ব্যাখ্যাপুস্তকের নামবিশেষ যাহা সূত্রনিপাতের একটি অংশ (অর্থাৎ যাহা মহানির্দেশে বিশেষ ব্যাখ্যাকৃত **"অট্ঠকবগ্গ, পরায়ন-বগ্গ"** এবং সংক্ষেপে পরিশিষ্টরূপে **"খগ্গবিসাণ সুত্ত"**। যাহা চূলনির্দেশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), **"খুদ্দকনিকায"** এর সহিত সংযুক্ত ধর্মসম্মত একটি সাহিত্যের নামবিশেষ।

নিদ্দেসবত্থু (ক্লী) শ্রেষ্ঠতার বিষয়, প্রশংসার বিষয়। ⇒ **নিদ্দেস** (১)।

নিদ্দোসে (বিণ) ১ নির্দোষ, নিরপরাধ, ত্রুটিহীন, দোষরহিত, অপরাধশূন্য, স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল, পবিত্র, অকলুষিত। ⇒ **নিস** (২)। = **বিরজ**। ২ দ্বেষশূন্য, দ্বেষমুক্ত, ক্রোধমুক্ত।

নিদ্ধন (বিণ) নির্ধন, ধনহীন, দরিদ্র, যাহার নিকট ধনসম্পত্তি নাই, ধনশূন্য।

নিদ্ধন্ত (বিণ) ছাড়িয়া দিয়াছে অথবা বাতাসে বহিয়া লইয়া গিয়াছে এমন, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে এমন, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধকৃত, সংশোধিত, পবিত্রকৃত, অপসারিত, তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিদ্ধন্ত জাতরূপ**—বিশুদ্ধ বা সংশোধিত স্বর্ণ; (তুলনীয়) **নিদ্ধোত**। (সূত্রনিপাত) **নিদ্ধন্ত কসাব-মোহ; নিদ্ধন্ত কসাব-মোহ বিজহতি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (ধর্মপদ) **নিদ্ধন্ত মল**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **মলানং নীহটতায**। = **বন্ত, পহীন**। (অর্থকথা বর্ণনায়) **সিনিরুদ্ধতা**; (বর্মাগ্রন্থে) **সিনিদ্ধ-অন্ত**। ⇒ **নিদ্ধমতি**।

নিদ্ধমতি (ক্রি) [নি+√ধম+অ] ছাড়িয়া দেওয়া, ত্যাগ করা, বাতাস চালাইয়া পরিষ্কার করা, নিক্ষেপ করা, প্রক্ষেপ করা, দূর করা, বহিষ্কার করা, অধিকারচ্যুত করা, ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া, উচ্ছেদ করা, রহিত করা, স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা, ফেলিয়া দেওয়া, পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা, নির্মল করা, পরিষ্কৃত করা, পবিত্র করা, শোধন করা, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। ⇒ **নিস, নিদ্ধাপেতি, নিদ্ধমন, নিদ্ধোবতি**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কারণ্ডবং নিদ্ধমতি**। (সূত্রনিপাত) **নিদ্ধমিত্বা পাপিচ্ছ; মলং নিদ্ধমতি = মলং পজহতি** (মহানির্দেশ)। (অতীত) **নিদ্ধমি**। (অ-বিণ) **নিদ্ধন্ত**। (ক্রি-বি) **নিদ্ধমিত্বা**।

নিদ্ধমন (ক্লী) পয়োনালী, নর্দমা, জলনিষ্কাশন, জল নির্গমন প্রণালী, নিষ্কাশিত পদার্থ, খাল, নল, নিক্ষেপ, দূরীভূত করণ, বহিষ্করণ, বমন। (বিনয়) **উদক নিদ্ধমন; ধোবিতুং**।

নিদ্ধমনা (স্ত্রী) নিক্ষেপকরণ, ফেলিয়া দেওয়া, অগ্রাহ্য করণ, পাস না করণ, নির্গত করণ, নিঃসারিত করণ, হঠাৎ বলিয়া ফেলা, নিক্ষেপ, দূরীভূত করণ, বহিষ্করণ, বমন, বিতারণ, নির্বাসন। = **নিদ্ধড়না** (জাতক অর্থকথা)।

নিদ্ধরণ (ক্লী) = **নিখরণ**। ⇒ **নিখরণ** (২) (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কুটুম্ব-ভারস্স নিদ্ধরণ সমত্থা**—গৃহস্থালীর বোঝা বহনে সমর্থ। ⇒ **নিদ্ধারণ**।

নিদ্ধাপযে = **নিদ্ধামসে**। ⇒ **নিদ্ধামসে**।

নিদ্ধাপিত (বিণ) নিক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দিয়াছে এমন, অগ্রাহ্যকৃত, পাস করে নাই এমন, নির্গত, নিঃসারিত, অকস্মাৎ কথিত। জাতকে **"নিব্বাপিত"** শব্দের পরিবর্তেও **"নিদ্ধাপিত"** শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ⇒ **নিদ্ধাপেতি**।

নিদ্ধাপেতি (ক্রি) নিক্ষেপ করা, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা, তাড়াইয়া দেওয়া, বহিষ্কৃত করা, বহিষ্কার করা, নির্বাসিত করা। (অতীত) **নিদ্ধাপেসি**; (প্রথম পুরুষ বহুবচনে) **নিদ্ধাপযিংসু**। (অ-বিণ) **নিদ্ধাপিত**।

নিদ্ধামসে = **নিদ্ধাপেতি**। ⇒ **নিদ্ধাপেতি**।

নিদ্ধারণ (ক্লী) নির্ধারণ, নির্ণয়, সবিস্তার বিবরণী।

নিদ্ধারেতি (ক্রি) [নি+√ধার+এ] বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা, সবিস্তারে বর্ণনা করা। (অতীত) **নিদ্ধারেসি**। (অ-বিণ) **নিদ্ধারিত**। (ক্রি-বি) **নিদ্ধারেত্বা**।

নিদ্ধুনন (ক্লী) কম্পন, কম্পিতকরণ, নাড়া, আঘাত।

নিদ্ধুনাতি (ক্রি) [নি+√ধু+না] নাড়া দেওয়া, নড়া, কম্পিত করা বা হওয়া, বিচলিত করা, অস্থির করা, ভীত করা, দুর্বল করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ওধুনাতি নিদ্ধুনাতি**। = **ওধুনাতি**। (অতীত) **নিদ্ধুনি**। (অ-বিণ) **নিদ্ধুত**। (ক্রি-বি) **নিদ্ধুনিত্বা**।

নিদ্ধুনিয(?) (ক্লী) কপটতা, ভান, ভণ্ডামি। = **মক্খ**।

নিদ্ধূপন (বিণ) সুগন্ধিযুক্ত করা হয় নাই এমন, ধূপ দ্বারা সুবাসিত করা হয় নাই এরূপ। (জাতক) **নিদ্ধূপন উদক**।

নিদ্ধোত (বিণ) ধৌত, বিধৌত, শোধিত, পরিষ্কৃত, ধারালো, নির্মল, পবিত্র, প্লাবিত। **নিদ্ধোত রূপিয**। (তুলনীয়) **নিদ্ধন্ত**। ⇒ **নিদ্ধোবতি**।

নিদ্ধোবতি (ক্রি) ধুইয়া ফেলা, ধৌত করা, প্লাবিত করা, শোধন করা, বিশুদ্ধ করা, পরিষ্কার করা, পবিত্র করা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **জাতরূপং নিদ্ধোবতি**। (অতীত) **নিদ্ধোবি**। (অ-বিণ) **নিদ্ধোত**।

নিধা—রক্ষণ, রাখা, স্থাপন। ⇒ **নি** (১)।

নিধান (ক্লী) নিধান, গচ্ছিত বস্তু, (ব্যাঙ্কে টাকা) আমানত,

অগ্রিম জমা, গুপ্তধন, গোপনে (ধন) জমা রাখা, আধার, পাত্র, শয়ন, স্থালী, যত্ন, রক্ষা, অভিভাবকত্ব, মিল, ঐক্য, সমানুপাত, মাটিতে বা ভূগর্ভে পুতিয়া রাখা, (ধন) গাড়িয়া রাখা, প্রোথিতকরণ। (জাতক) **নিধি নিধান**।(পেতবত্থু অর্থকথা) **উদক-দান-নীহরণ নিধান; নিধানগত ধন; নিধানং নিধেস্সামি**—ধন সঞ্চিত করিব অথবা পুতিয়া রাখিব।(ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নিধানকৃত্য**। ⇒ **নিদহতি**।

নিধানকৃত্য (বিণ) সঞ্চয়ে সমর্থ। ⇒ **নিধান**।

নিধানগত ধন—নিধানকৃত ধন, ভূগর্ভে প্রোথিত ধন, সঞ্চিত অর্থ। ⇒ **নিধান**।

নিধানবন্ত (বিণ) যাহার আধার বা পাত্র আছে, পাত্র প্রস্তুতকারী, প্রয়োনজনীয় বা মূল্যবান ধন সঞ্চয়কারী। = **হদযে নিধাতব্ব-যুত্তবাচ** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

নিধাপেতি (ক্রি) ভূগর্ভে ধন **লুক্কায়িত** করানো, ধন নিধান করানো। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভোগে নিধাপেতি**। ⇒ **নিদহতি**। (অতীত) **নিধাপেসি**। (অ-বিণ) **নিধাপিত**।

নিধায (ক্রি-বি) ত্যাগ করিয়া, জমা রাখিয়া, পুতিয়া রাখিয়া, ভূগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া, নিধান করিয়া। ⇒ **নিদহতি**।

নিধি (পুং) ১ নিধি, ধন, গুপ্তধন, আধার, স্থালী, পাত্র। (সূত্রনিপাত) **ব্রহ্মনিধি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **নিধীয়তী'তি নিধি; অচোরাহরণো নিধি**—যে সম্পত্তি চোরে হরণ করিতে পারে না অর্থাৎ জ্ঞান বা পুণ্য সম্পত্তি। ২ পরিধান করণ, ঢিলা অঙ্গরাখা, ছদ্মবেশ, ছল, আচ্ছাদন। (জাতকে) **বাকচীর নিবাসনং**। (তুলনীয়) **সন্নিধি**।

নিধি উদ্ধরণ মন্ত (ক্লী) গুপ্তধন উদ্ধার করিবার যাদুমন্ত্র। ⇒ **মন্ত** (৩)।

নিধিকুম্ভি (স্ত্রী) = **নিধিকুম্ভী**। ⇒ **নিধিকুম্ভী**।

নিধিকুম্ভী (স্ত্রী) গুপ্তধন রাখার পাত্র, যে পাত্রের মধ্যে গুপ্তধন রাখা হয় অর্থাৎ গুপ্তধন, নিধিকুম্ভ।

নিধিনিধান—ভূগর্ভে ধন প্রোথিতকরণ, ধন লুক্কায়িত করণ, সংগৃহীত ধন, ধন সঞ্চিত করণ। ⇒ **নিধান**।

নিধিমুখ—চমৎকার অর্থ অর্থাৎ প্রচুর সঞ্চিত ধন, নিধিকুম্ভের মুখ।

নিধীয়তি (ক্রি) = **নিদহতি**। ⇒ **নিদহতি**।

নিধুনাতি (ক্রি) = **নিদ্ধুনাতি**। ⇒ **নিদ্ধুনাতি**।

নিধুর = **নীধুর**। ⇒ **নীধুর**।

নিধেতি (ক্রি) নিধান করা, পুতিয়া রাখা, জমা রাখা, গোপন করা, লুক্কাইয়া রাখা, রাখিয়া দেওয়া। = **নিদহতি**। (অতীত) **নিধেসি**।

নিধেস্সতি (ক্রি) পুতিয়া রাখিবে, নিধান করিবে, গোপন করিবে, জমা রাখিবে। ⇒ **নিদহতি**।

নিনাদ = **নিন্নাদ**। ⇒ **নিন্নাদ**।

নিনামিন (বিণ) অনুত্তোলিত, অনুদ্ধারকৃত। (বিপ) **উনামিন**।

নিন্দতি (ক্রি) [√নিন্দ+অ] নিন্দা করা, দোষারোপ করা, দোষ ধরা, ভর্ৎসনা করা, হতাদর করা, অপদস্থ করা, অপমান করা। ⇒ **নিন্দা**। (অতীত) **নিন্দি**। (অ-বিণ) **নিন্দিত**; (তুলনীয়) **নিন্দিয, নিন্দনীয**। (ব-বিণ) **নিন্দিত্তু**। (ভ-বিণ) **নিন্দিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিন্দিত্বা**। (তুম্) **নিন্দিতুং**।

নিন্দন (ক্লী) নিন্দাকরণ, দোষদর্শন, দোষারোপকরণ, গালাগালি, অপযশকরণ। ⇒ **নিন্দা**।

নিন্দনীয (বিণ) নিন্দনীয়, অখ্যাতিকর, দূষণীয়। = **নিন্দিয**। ⇒ **নিন্দতি, নিন্দিত**।

নিন্দা (স্ত্রী) নিন্দা, নিন্দন, কুৎসা, অপবাদ, নিন্দাবাদ, দোষারোপ, কুফলের দায়িত্ব, দোষদর্শন, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অপমান, লজ্জা, কলঙ্ক, ছিদ্রান্বেষণ, দোষ, ত্রুটি, খুঁত, অপরাধ, লজ্জার কারণ।(সূত্রনিপাত) **নিন্দা পসংসা**। (যৌগিকে) **নিন্দিতব্ব**। ⇒ **লোকধম্ম**।

নিন্দা পসংসা—নিন্দা এবং প্রশংসা।

নিন্দাবচন (ক্লী) নিন্দাবাক্য, নিন্দাবাদ, নিন্দাসূচক বাক্য।

নিন্দিত (বিণ) নিন্দিত, গর্হিত, অপবাদিত, নীচ, দূষিত, নিন্দনীয়, নির্দাহ, ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, যাহাতে অপযশ বা গালাগালি দেওয়া যায় এমন, দোষযুক্ত, অসম্পূর্ণ। ⇒ **নিন্দতি**।

নিন্দিতব্ব (ভ-বিণ) নিন্দার যোগ্য, কুৎসার যোগ্য, তিরস্কারের যোগ্য। ⇒ **নিন্দতি**।

নিন্দিয (বিণ) নিন্দার্হ, নিন্দনীয়, দোষপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। = **নিন্দনীয**। ⇒ **নিন্দিত, নিন্দতি**। পেতবত্থু অর্থকথায় **"পি নিন্দিযা"** শব্দকে পাঠ করিতে হয় **"পীণিতিন্দিযা"**।

নিন্ন (বিণ) ১ নিম্ন, গভীর, নীচ, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, ডোবা, নিম্নদিকে ক্রমশয় ঢালু, নীচে পতিত। = **নিন্নত**। (বিপ) **উন্ন**। (জাতক) **নিন্নমগগ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিন্ন ভূমিভাগ; নিন্নট্ঠান**। ২ (বর্ণনায়) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে অথবা টান হইয়াছে এরূপ, নত, অবনত, নমিত, আনত, রত, প্রবর্তিত, চালিত বা পরিচালিত, আদিষ্ট, অগ্রগামী, উদ্দেশ্য করিয়া অথবা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে এমন, লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছে এমন, চেষ্টিত, (কিছুতে) প্রবাহমান, অবাধ।একই বর্ণনায় গ্রথিত শব্দে:—**তচ্চরিত তব্বহুল তগ্গরুক তন্নিন্ন তপ্পোণ তন্নব্ভার তদাধিমুত্ত** (**"তদাধিমুত্ত"** এর পরিবর্তে **"অনুপুব্বনিন্ন, নিব্বাননিন্ন, বিবেকনিন্ন"** ইত্যাদিতেও প্রভেদ করা যায়)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সমুদ্দো অনুপুব্বনিন্ন** ইত্যাদি; **বিবেকনিন্ন**। (মধ্যম নিকায়) **নিব্বাননিন্ন; সমুদ্দনিন্ন গঙ্গা**—গঙ্গানদী সমুদ্রের দিকে প্রবাহমান। (জাতক) **নেক্খম্মনিন্ন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **সমাধিনিন্ন**। ৩ (ক্রি-বিণ) নিম্নদিকে,

নিম্নে, নীচের দিকে। (মধ্যম নিকায়) **নিন্নং পবত্ততি**—নিম্নদিকে প্রবর্তিত বা প্রবাহিত হয়। ৪ (ক্লী) নিম্নভূমি, নীচ জমি, সমতল। সাধারণত যেই জায়গায় বন্যার জল হয় অথবা প্রায় সময় জল জমা থাকে উহাকে বুঝায়। (বিপ) **থল**। (সূত্রনিপাত) **মহামেঘো নিন্নং পূরয়ন্তো। = পল্লল। মেঘো নিন্নং পূরেতি।** (পেতবত্থু) **মেঘো নিন্নং পরিপূরয়ন্তো।**

নিন্নগ (বিণ) **নিন্নগত**। ⇒ **নিন্নগত**।

নিন্নগত (বিণ) নিম্নগত, নিম্নদিকে প্রবাহিত, নিম্নগা, অধোগামী, নিম্নগামী, নীচের দিকে ধাবিত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিন্নগত উদক**।

নিন্নগা (বিণ, স্ত্রী) নিম্নগা, নিম্নগামিনী, অধোগামিনী, নীচের দিকে প্রবাহমানা। = **নিন্নগত**।

নিন্নত (বিণ) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে অথবা টান হইয়াছে এমন, (কিছুতে) ঝোঁক বা টান হইয়াছে এমন, নত, নমিত, প্রবণ, নিম্ন, নীচ। = **নিন্ন**। (বিপ) **উন্নত**। ⇒ **নিন্নতা**।

নিন্নতত্তা (স্ত্রী) উদ্দেশ্য, লক্ষ্য(?)।

নিন্নতা (স্ত্রী) নিম্নতা, প্রবণতা, নতি, ইচ্ছা, অনুরাগ, অবনমন, নমন, ঝোঁক, টান।

নিন্নপদেস—নিম্নপ্রদেশ, নীচস্থান, নীচ জায়গা।= **নিন্নভূমি**। (বিপ) **উন্নতপদেস, উচ্চপদেস**।

নিন্নভূমি—নিম্নভূমি, নীচভূমি, জলতল।= **উক্কুল**। (বিপ) **উচ্চভূমি**। ⇒ **থল**।

নিন্নমান (বিণ) নিম্নমান, নীচ, হীন, নীচ শ্রেণীর, অধম। = **দীন**।

নিন্নহাত = নিণ্হাত। ⇒ **নিণ্হাত**।

নিন্নাদ (পুং) নিনাদ, ধ্বনি, শব্দ, গর্জন, স্বর-মাধুর্য, সঙ্গীত, সুতান, সুস্বর, স্বর, সুর। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিন্নাদ সদ্দ**।

নিন্নাদ সদ্দ—নিনাদ শব্দ, গর্জন শব্দ।

নিন্নাদিন = নিন্নাদী। ⇒ **নিন্নাদী**।

নিন্নাদী (বিণ) (উচ্চ) শব্দ করে এমন, সুন্দর সুর বা স্বর আছে এমন, সুন্দর স্বরে অনুনাদিত বা প্রতিধ্বনিকারী। (তুলনীয়) "**অট্ঠঙ্গব্রহ্মস্সর**" এবং "**বিন্দু**"।

নিন্নামিন (বিণ) নিম্নদিকবর্তী, নিম্নগামী, নামিয়া আসে অথবা অবতরণ করে এমন, ক্রমনিম্ন, ঢালু, নিম্নদিকে বাঁকানো বা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন, অবনমিত, নীচের দিকে নামানো হয় এমন। (বিপ) **উন্নামিন**।

নিন্নামেতি (ক্রি) [নি+√নম+এ] নামিয়া আসা, নুইয়া পড়া, ঝুঁকিয়া পড়া, প্রসারিত করা, বাহির করা। (দীর্ঘনিকায়) **জিহ্বং নিন্নামেতি = জিহ্বং নীহরতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। (অতীত) **নিন্নামেসি**। (অ-বিণ) **নিন্নামিত**। (ক্রি-বি) **নিন্নামেত্বা**।

নিন্নীত (বিণ) নির্ণীত, অবধারিত, স্থিরকৃত, পরিচালিত, চালিত, পরিস্রুত, নর্দমা দিয়া (জল) নিষ্কাশিত, বিশুদ্ধকৃত, শোধিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ময়লাহীন স্বর্ণ সম্বন্ধে:—**নিন্নীত কসাব**—শোধিত রং করা অথবা বিশুদ্ধভাবে রং করা। ⇒ **নিন্নেতি**।

নিন্নুন্নত (বিণ) [নিন্ন+উন্নত] নীচ এবং উচ্চ অর্থাৎ নীচস্থান এবং উচ্চস্থান। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিন্নুন্নত দেসভাগ**।

নিন্নেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি নিম্নদিকে চালিত করে অথবা প্রলোভিত করে, যে ব্যক্তি হস্তান্তর করে অথবা বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি কোন কিছু হইতে উদ্ধার পায়, আনয়নকারী, প্রদানকারী। (সাধারণত বিশেষ ভাষায়) **অত্থস্স নিন্নেতর**—মঙ্গল আনয়নকারী।

নিন্নেতি (ক্রি) নিম্নদিকে চালিত করা, চালাইয়া লইয়া যাওয়া, জল সেচিয়া ফেলা, শুষ্ক করা, পরিস্রুত করা, নর্দমা দিয়া জল নিকাশ করা, ক্রমে ক্রমে নির্গত হওয়া। (অতীত) **নিন্নেসি**। (অ-বিণ) **নিন্নীত**।

নিন্নেতু (পুং) যে ব্যক্তি মীমাংসা করে, যে ব্যক্তি নিষ্পত্তি করে, যে ব্যক্তি সমাধান করে, যে ব্যক্তি স্থির করে অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে ব্যক্তি নীচের দিকে পরিচালিত করে।

নিন্হাত = নিণ্হাত। ⇒ **নিণ্হাত**।

নিপ = নীপ। ⇒ **নীপ**।

নিপক (বিণ) অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, কৌশলী, নিপুণ, চতুর, দক্ষ, বুদ্ধিশালী, দক্ষতা সহকারে সম্পাদিত, পরিণামদর্শী, মিতব্যয়ী, প্রবীণ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, জ্ঞানপূর্ণ, সবিবেচিত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিপক ঝাযিন**। = **জতিমা**।

নিপক্ক = নিপ্পক। ⇒ **নিপ্পক**।

নিপচ্চ (ক্রি-বি) ভূলুণ্ঠিত হইয়া, পতিত হইয়া, নত হইয়া, মাথা নত করিয়া, নমস্কার করিয়া। ⇒ **নপততি**।

নিপচ্চাকার (পুং) বশ্যতা, নীচতা, অনুবর্তিতা, নম্রতা, বিনীতভাব, চাকরের কাজ, অফিসের কাজ, সেবা, পরিচর্যা, উপকার, ব্যবহার, সৈনিকের কর্তব্যকর্ম, অন্যের নিমিত্ত কর্ম, ধর্মকর্ম, পূজা, সম্মান, মনোযোগ প্রদর্শন, সম্পর্ক, বিষয়, কোন বিশেষত্ব, পক্ষপাতিত্ব।

নিপচ্চবাদিন (বিণ) পীড়াদায়ক বা অপকারী কথা বলে এমন। = **দাযকং নিপাতেত্বা অপ্পিযবচনানি বত্তা** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

নিপজ্জতি (ক্রি) [নি+√পদ+য] ১ শয়ন করা, শুইয়া থাকা, ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, শয়ান থাকা, থাকা, অবস্থিত থাকা, বাস করা, চাপা, অধিকারে থাকা, (আইন অনুসারে) সমর্থনীয় হওয়া। ২ ফলপ্রদ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া। ⇒ **নিস** (১)। (তুলনীয়) **অভিনিপ্পজ্জতি**। (অতীত) **নিপজ্জি**। (অ-বিণ) **নিপন্ন**। (ব-বিণ) **নিপজ্জন্তু**। (ক্রি-বি) **নিপজ্জিত্বা, নিপজ্জিয, নিপজ্জ**; (জাতক) **নিপজ্জট্ঠানে চঙ্কম**। (করণে) **নিপজ্জাপেতি**।

নিপজ্জন (ক্লী) শয়ন, ঘুমানো, বসতিকরণ, অবস্থান।

নিপজ্জাপেতি (ক্রি) শয়ন করানো, শোয়ানো, শায়িত করা, স্থাপন করানো, রাখানো, দৃঢ়রূপে স্থাপন করানো, ভূমিশায়ী করানো, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখানো, সাজানো, প্রস্তুত করানো, বিস্তৃত করানো, শান্ত করানো, প্রশমিত করানো, পণ করানো, বাজী রাখানো, (ডিম্ব) প্রসব করানো, প্রয়োগ করানো, (কর) ধার্য বা নির্ধারিত করানো, অভিযুক্ত করানো, নির্দেশ করানো, উপস্থিত করানো, জমা করানো, গচ্ছিত রাখানো। (ক্রি-বি) **নিপজ্জাপেত্বা;** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিপজ্জাপেত্বা রক্খাপেথ।** ⇒ **নিপজ্জতি।**

নিপততি (ক্রি) [নি+√পত+অ] ১ পতিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, অধঃপতিত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া, খালি হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ক্রমশ ক্ষয় হওয়া, দুর্বল হওয়া, জন্ম লওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, ঘটনাক্রমে আসা বা উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া, অবস্থান্তরে উপনীত হওয়া, পাপে বা ভ্রমে পতিত হওয়া, হতাশ হওয়া, ঘটা, বেগে ধাবিত হওয়া, অনবধানতার সহিত উচ্চারিত হওয়া, সাগ্রহে আরম্ভ করা, নামা, অবতরণ করা, ক্রমনিম্ন হওয়া, বংশ হইতে উদ্ভূত হওয়া, আক্রমণ করা, নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া। (বিনয়) **ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপততি**—ভগবানের পদদেশে বা পদতলে সে মস্তক অবনত করে। (জাতক) **নিপ্পতিস্সামি = নিক্খমিস্সামি** (জাতক অর্থকথা)। (তুলনীয়) **নিপ্পততি।** ২ একত্রে আনয়ন করা, সমবেত হওয়া, মিলিত হওয়া, একত্র আহ্বান করা। (তুলনীয়) **অভিনিপততি।** (অতীত) **নিপতি।** (অ-বিণ) **নিপতিত।** (ক্রি-বি) **নিপতিত্বা।** (বর্তমান কর্তৃবাচ্যে) **নিপতামসে।** (করণে) **নিপাতেতি।**

নিপতামসে (ক্রি) চল আমরা একত্রিত হই, একত্রে বা একসঙ্গে আনয়ন করি, আমরা সমবেত হই(?), চল আমরা সংগ্রহ করি, একত্রিত করি, উৎসর্গ করি, সমর্পণ করি, কাহারও নামে দানীয় বস্তু উৎসর্গ করি। "**নিপদামসে**" শব্দের পরিবর্তে শুদ্ধ পাঠ "**নিপতামসে**"। ⇒ **নিপদামসে, নিপততি** (২)।

নিপতিত (বিণ) নিপতিত, পড়িয়া গিয়াছে এমন। ⇒ **নিপততি।**

নিপদ (ক্লী) নীচে পতন, নিপতন, পড়িয়া যাওয়া। ⇒ **নি** (১)।

নিপদামসে—জাতকের এই শব্দটি শুদ্ধ পাঠ নহে। যদি ইহার "**নিপ্ফদামসে**" পাঠ না হয়, তাহা হইলে ইহার পরিবর্তে "**নিপতামসে**" পাঠই শুদ্ধ। (জাতক অর্থকথায়) **নিকারপকার (= নিপচ্চকারা?) উপসগ্গা (উপসজ্জ?) দামসে (দা)'তি অত্থো।** বুদ্ধঘোষ জনগণের প্রচলিত প্রথায় উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু "**নি**" দ্বিতীয় স্থানস্থ (রূপান্তরিত) ক্রিয়ার অঙ্গ কখনও হয় না বলিয়া "নি+প+√দামসে" হইতে পারে না (⇒ **নি**)। (তুলনীয়) **নিপতামসে।** ⇒ **নিপততি।**

নিপন্ন (বিণ) শায়িত। ⇒ **নিপজ্জতি।** (জাতক) **নিপন্নকালে**—যখন (সে) ঘুমাইল বা নিদ্রিত হইল। পেতবত্থু অর্থকথায় এই শব্দের বানান "**নিপ্পন্ন**"; (বিপ) **নিকুজ্জ।** ⇒ **নিপজ্জতি।**

নিপন্নক (বিণ) = **নিপন্ন।** ⇒ **নিপন্ন।**

নিপন্নকালে ⇒ **নিপন্ন।**

নিপলাবিত (বিণ) (সাহিত্যে—**নিপলাবিত**) জলে প্লাবিত, জলে নিক্ষিপ্ত, সন্তরণের পরিমিত জল হইয়াছে এমন, জলে নিমজ্জিত।

নিপলাবিতং ⇒ **বিপলাবিত।**

নিপাক (বিণ) সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত বা প্রকাশিত, সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিকশিত বা প্রকাশিত, সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী অথবা পূর্ণ শক্তিতে।

নিপাত (পুং) ১ নিপাত, নিপাতন, মৃত্যু, বিনাশ, উচ্ছেদ, পতন, অধঃপতন। (ধর্মপদ) **উদকবিন্দু নিপাত।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিট্ঠিনিপাত।** (পেতবত্থু অর্থকথা) **অসনিপাত।** ২ অবতরণ, অবরোহণ, ক্রমনিম্ন ভূমি, নিম্নগামী পথ, জন্ম, উৎপত্তি, বংশ, অতর্কিত আক্রমণ। ৩ ব্যাকরণের (**অসসু, মা, বো, তং, চ** প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষণ, সংযুক্ত অব্যয় এবং হর্ষবিস্ময়াদি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত) অব্যয় শব্দ। ৪ পুস্তকের বিভাগ বা পরিচ্ছেদ। (তুলনীয়) **বিনিপাত, সন্নিপাত।**

নিপাতক (বিণ) (পুস্তক-সম্বন্ধে) খণ্ডে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ⇒ **নিপাত** (৪)।

নিপাতন (ক্লী) ১ কিছুর উপর পতন, নিপাতন, চিৎপাত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, নীচে ফেলিয়া দেওয়া, আঘাত, বিনাশন, উন্মূলন, বধ, প্রক্ষেপণ, ফেলিয়া দেওয়া; (ব্যাকরণে) নিয়মের বৈপরীত্য, পদসিদ্ধ করিবার সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে উহার ব্যতিক্রম করিয়া পদসাধন। ২ শয়নে গমন, বিছানায় বা শয্যায় গমন। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পচ্ছানিপাতন।** (তুলনীয়) **নিপাতিন।**

নিপাতিন (বিণ) ১ নীচে পড়িয়া যাইতেছে এমন, অধঃপতন হইতেছে বা ঘটিতেছে এমন, উড়িয়া নীচে অবতরণ করিয়াছে এমন, উৎপতিত, হঠাৎ সংঘটিত। (ধর্মপদ) **যত্থ কাম নিপাতিন চিত্তং = যত্থ যত্থ ইচ্ছতি তত্থ তত্থেব নিপততি** (ধর্মপদ অর্থকথা)। ২ শয়নে বা শয্যায় গমন করিতেছে এমন। (দীর্ঘনিকায়) **পচ্ছানিপাতিন।** (তুলনীয়) **অভিনিপাতিন।**

নিপাতী (বিণ) যে ব্যক্তি কিছুর উপর পতিত হয়, শায়িন, শয়নকারী, শয্যায় গমনকারী, শয়নে গমনকারী।

নিপাতেতি (ক্রি) [নি+√পত+এ] পড়িতে দেওয়া, (কিছুর মধ্যে) ফেলিয়া দেওয়া, ফেলানো, পাতিত করা, অহিত

করা, অপকার করা, ক্ষতি করা, অনিষ্ট করা, নষ্ট করা, বিরক্ত করা; (চরিত্রে) কিছুর উপর ফেলা, অপরাধের অভিযোগ করা, ভারার্পণ করা, খরচ লেখ। ⇒ **নিপততি**। (মধ্যম নিকায়) **অযোকটাহে নিপাতেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভূমিযং নিপাতেতি**। (অতীত) **নিপাতেসি**। (অ-বিণ) **নিপাতিত**। (ব-বিণ) **নিপাতেন্ত**। (ক্রি-বি) **নিপাতেত্বা**।

নিপাতিত (বিণ) নিপাতিত, অধোনীত, যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, পাতিত, বিনাশিত, অনিয়মে সাধিত, পচা, দূষিত, অসাধু, নীতিহীন, মন্দ, অসৎ, অমঙ্গল বা দুর্ভাগ্যসূচক, অনিষ্টকর, দুষ্ট, পাপী, ক্ষতিকারক। (বিনয়) **চণ্ডনিপাতিত**। (সাহিত্যে) **নিপ্পাতিত, নিস্ফাতিত**। ⇒ **নিপাতেতি**।

নিপান (ক্লী) জলাভূমি অথবা (জন্তুর জল ও খাদ্যাদি রাখিবার) ঢাকনাহীন লম্বা পাত্রবিশেষ।

নিপালেতি (ক্রি) [নি (উপসর্গ) + পালেতি] = **পালেতি**। ⇒ **পালেতি**।

নিপুণ (বিণ) নিপুণ, দক্ষ, পটু, সমর্থ, চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষতাসহকারে সম্পাদিত, সম্পাদিত, সিদ্ধ, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুন্দর, সূক্ষ্ম, উত্তম, আড়ম্বরবিশিষ্ট, জাঁকাল, পরিষ্কৃত, ধূর্ত, কূট, অন্তর্দর্শী, (বর্ণনায়, সংজ্ঞানিরূপণে বা ব্যাখ্যান বিষয়ে) শক্ত বা দুরূহ, দুর্বোধ্য, জটিল, নিগূঢ়। = **নিপুণ গম্ভীর ধম্ম**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পণ্ডিত নিপুণ**। (মধ্যম নিকায়) **ধম্মনিপুণ**। = **গম্ভীর দুদ্দস** ইত্যাদি (চূলনির্দেশ)। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অরিযসচ্চেসু কুসলনিপুণ**। (তুলনীয়) **অভিনিপুণ**।

নিপ্পকার (বিণ) [নিস+পকার] স্বাদহীন, সুগন্ধহীন, আস্বাদ নাই এমন, ফলপ্রদ নয় এমন, অনাবশ্যক।

নিপ্পক্ক (বিণ) [নিস+পক্ক] ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রবিষ্ট, অনুপ্রবিষ্ট, জলীয় দ্রব্যে সিক্ত করা হইয়াছে এমন, সিদ্ধ, ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন, অত্যন্ত উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন, ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা হইয়াছে এমন, ফুটাইয়াছে এমন, সিদ্ধকৃত, পক্ব, পাক করা হইয়াছে এমন।

নিপ্পচ্চ (বিণ) সংঘটিত, বেগে নির্গত, দৌড়িয়া আগত। ⇒ **নিপ্পততি**।

নিপ্পজ্জতি (ক্রি) উৎপাদিত হওয়া, জন্মানো, সম্পাদিত হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, গুণান্বিত হওয়া, সুশিক্ষিত হওয়া, সুসভ্য হওয়া, বেগে নির্গত হওয়া, তাড়াতাড়ি বা হঠাৎ লাফ দেওয়া, উদ্গত বা উত্থিত হওয়া, বাহির হওয়া, পাকা বা পাকানো, ফলদায়ক হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া। = **উপকপ্পতি; ফলং ইজ্ঝতি নিপ্পজ্জতি**। (তুলনীয়) **অভিনিপ্পজ্জতি**। ⇒ **নিস্ফাদেতি, নিস্ফত্তি** ইত্যাদি। (অ-বিণ) **নিস্ফন্ন**।

নিপ্পঞ্ঞ (বিণ) নিষ্প্রভ, মায়াহীন, নির্ভুল, আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অথবা পারলৌকিক উন্নতিতে বাধামুক্ত বা বাধাহীন, বদ্ধসংস্কাররহিত, আবেশহীন, ভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত, অপবিত্রতা মুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, পরিব্যাপ্তি বা বাহুল্যতা হইতে মুক্ত। (ধর্মপদ) **তথাগত নিপ্পঞ্চ**। ⇒ **পপঞ্চ** (২)।

নিপ্পঞ্চারাম (বিণ) অপেক্ষা করে না এমন, বিলম্ব করে না এমন অর্থাৎ যখনকার কাজ তখনই সম্পাদন করা হয় এরূপ।

নিপ্পভ (বিণ) নিষ্প্রভ, প্রভাশূন্য, নিস্তেজ, মলিন, ঔজ্জ্বল্যহীন, দীপ্তিহীন, খ্যাতিহীন, যশহীন, ঝাড়হীন, দীপাধারশূন্য, উজ্জ্বলতাহীন, অনুজ্জ্বল, শোভাহীন, জাঁকজমকহীন, শ্রীহীন, গৌরবহীন।

নিপ্পরিযায (বিণ) ১ স্বাতন্ত্র্যহীন, পার্থক্যহীন, বিভেদহীন, ভেদাভেদ না করিয়া, অনৈক্য না হইয়া, মতানৈক্য না হইয়া অর্থাৎ মিলিয়া মিশিয়া, বিতর্কবিনা, বিতর্ক ব্যতীত, প্রধান্য বা শ্রেষ্ঠতা ব্যতীত, প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, কৈফিয়ত বা প্রমাণ ছাড়া, বিক্ষোভ ছাড়া, সামরিক শক্তি প্রদর্শন ব্যতীত, শোভাযাত্রা ইত্যাদির মারফত জনমত দ্বারা অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ব্যতীত, প্রতিপাদন ব্যতীত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নিপ্পরিযাযেন**—রূপকযুক্তভাবে অথবা আদর্শস্থানীয়ভাবে নহে; **নিপ্পরিযায দেসনা**। ২ অপরিবর্তনীয়, নিত্য, স্থির, অপরিবর্তিত।

নিপ্পরিযাযতো = **নিপ্পরিযাযেন**। ⇒ **নিপ্পরিযাযেন**।

নিপ্পঞ্ঞ (বিণ) জ্ঞানহীন, নির্বোধ, অজ্ঞ, মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূঢ়, অজ্ঞতাসূচক, অবিবেচনাসূচক, দুষ্প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাহীন, হাস্যাস্পদ। = **দুম্মতি, দিরসঞ্ঞু, অপ্পঞ্ঞ, নিপ্পঞ্ঞ, দুপ্পঞ্ঞ**।

নিপ্পততি (ক্রি) [নিস+পততি] ঘটা, বিবাদ করা, বেগে বা দৌড়াইয়া বাহির হওয়া, বেগে আসা, (কিছু হইতে) বাহির হওয়া। = **নিক্খমতি** (জাতক অর্থকথা), **নিপততি** (?)। (ক্রি-বি) **নিপ্পচ্চ**।

নিপ্পত্ত (বিণ) ১ পক্ষহীন, ডানাহীন, পাখাহীন, (পক্ষীর) উৎপাটিত পক্ষ। ২ পত্রহীন, পালকহীন। = **পতিতপত্তা**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **নিপ্পত্ত পুপ্ফ**। ধর্মসঙ্গণীতে "**নিপ্পত্ত**" এর স্থানে পাঠ হইয়াছে "**নিব্বত্ত**"।

নিপ্পত্তি = **নিস্ফত্তি**। ⇒ **নিস্ফত্তি**।

নিপ্পদা (?)—সংযুক্ত নিকায়ে "**নিপ্পদা**" ভুল শব্দ, ইহার পাঠ হইবে "**নিস্ফদা**"। ⇒ **নিস্ফদা**।

নিপ্পদেস (বিণ) নিপ্রদেশ অর্থাৎ সমস্ত অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কোন অংশ আর বাকি নাই এরূপ, কোন অংশ বাদ দেওয়া হয় নাই এরূপ; (করণ ও অপাদান কারকে) = বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদা করিয়া (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা)।

নিপ্পন্ন = **নিপন্ন, নিস্ফন্ন**। ⇒ **নিপ্পন্ন, নিস্ফন্ন**।

নিপ্পপঞ্চ (বিণ) নিষ্প্রপঞ্চ, মায়াহীন, নির্ভুল, আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অথবা পারলৌকিক উন্নতিতে বাধামুক্ত বা বাধাহীন, বদ্ধসংস্কাররহিত, আবেশহীন, ভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত, অপবিত্রতা মুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, পরিব্যাপ্তি বা বাহুল্যতা হইতে মুক্ত। (ধর্মপদ) **তথাগত নিপ্পপঞ্চ**। ⇒ **পপঞ্চ** (২)।

নিপ্পপঞ্চারাম (বিণ) অপেক্ষা করে না এমন, বিলম্ব করে না এমন অর্থাৎ যখনকার কাজ তখনই সম্পাদন করা হয় এরূপ।

নিপ্পভ (বিণ) নিষ্প্রভ, প্রভাশূন্য, নিস্তেজ, মলিন, ঔজ্জ্বল্যহীন, দীপ্তিহীন, খ্যাতিহীন, যশহীন, ঝাড়হীন, দীপাধারশূন্য, উজ্জ্বলতাহীন, অনুজ্জ্বল, শোভাহীন, জাঁকজমকহীন, শ্রীহীন, গৌরবহীন।

নিপ্পরিযায (বিণ) ১ স্বাতন্ত্র্যহীন, পার্থক্যহীন, বিভেদহীন, ভেদাভেদ না করিয়া, অনৈক্য না হইয়া, মতানৈক্য না হইয়া অর্থাৎ মিলিয়া মিশিয়া, বিতর্কবিনা, বিতর্ক ব্যতীত, প্রধান্য বা শ্রেষ্ঠতা ব্যতীত, প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, কৈফিয়ত বা প্রমাণ ছাড়া, বিক্ষোভ ছাড়া, সামরিক শক্তি প্রদর্শন ব্যতীত, শোভাযাত্রা ইত্যাদির মারফত জনমত দ্বারা অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ব্যতীত, প্রতিপাদন ব্যতীত। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নিপ্পরিযাযেন**—রূপকযুক্তভাবে অথবা আদর্শস্থানীয়ভাবে নহে; **নিপ্পরিযায দেসনা**। ২ অপরিবর্তনীয়, নিত্য, স্থির, অপরিবর্তিত।

নিপ্পরিযাযতো = **নিপ্পরিযাযেন**। ⇒ **নিপ্পরিযাযেন**।

নিপ্পরিযাযেন = **পরিযাযেন**। ⇒ **পরিযাযেন, নিপ্পরিযায**।

নিপ্পলাপ(বিণ)[নিস+পলাপ]নিষ্প্রলাপ,বাক্যব্যয় ব্যতীত, বৃথা কথা না বলিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে, অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া, কথা না বলিয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অপলাপ নিপ্পলাপ; নিপ্পলাপ পলাস**।

নিপ্পলিবোধ (বিণ) [নিস+পলিবোধ] বাধাব্যতীত, বিঘ্ন ব্যতীত, প্রতিবন্ধক ছাড়া, খোলা, বাধামুক্ত, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ।

নিপ্পাতিত = **নিপাতিত**। ⇒ **নিপাতিত**।

নিপ্পাদেতি (ক্রি) = **নিস্ফাদেতি**। ⇒ **নিস্ফাদেতি**।

নিপ্পাপ (বিণ) [নিস+পাপ] নিষ্পাপ, (যাহার বা যাহাতে) পাপ নাই এমন, নির্দোষ, নিরপরাধ, পাপমুক্ত।

নিপ্পিতিক (বিণ) পিতৃহীন, অপ্রকৃত, কৃত্রিম, জারজ। (পুং) জারজ সন্তান।

নিপ্পিপাস(বিণ)[নিস+পিপাস]পিপাসাহীন, অনাকাঙ্ক্ষী, বিতৃষ্ণ, অনিচ্ছুক, নিস্পৃহ, তৃষ্ণারহিত।

নিপ্পীতিক (বিণ) ১ প্রীতিহীন (অর্থাৎ তৃতীয় ধ্যানের অঙ্গ "প্রীতি" বিরহিত বা বিগত চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়াছে এমন)। ২ স্নেহবঞ্চিত, পালিত (সন্তান ইত্যাদি)। = **অপ্পীতিক**। (বিপ) **সপ্পীতিক**। ⇒ **নিপ্পিতিক**।

নিপ্পীলন (ক্লী) নিপীড়ন, ক্লেশদান, অভিবাদন, পদাদি সেবা, মর্দন, পীড়াপীড়ি, নিংড়ানো, নিষ্পেষণ, নিষ্পীড়ন, প্রহার, আঘাত, তীব্র মানসিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য, বিপদ। (তুলনীয়) **অভিনিপ্পীলনা**।

নিপ্পীলেতি(ক্রি)[নি+√পীল্+এ]নিষ্পেষণ করা, নিংড়ানো, টাকা ইত্যাদির জন্য কাহাকেও চাপ দেওয়া, চেপে ঠাসা, কষ্টেসৃষ্টে চালানো, ঠেলিয়া যাওয়া, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, জেদ করা, আলিঙ্গন করা, পীড়ন করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অত্যন্ত জরুরি হওয়া, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে (কাজে, ভ্রমণে ইত্যাদিতে) অগ্রসর হওয়া, পিটাইয়া পেরেক বসানো, দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করা, সপ্রমাণ করা, সমর্থন করা, চূড়ান্তভাবে স্থির করা, চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, তাগিদ করা। (তুলনীয়) **অভিনিপ্পীলেতি**। (অতীত) **নিপ্পীলেসি**। (অ-বিণ) **নিপ্পীলিত**।(ব-বিণ) **নিপ্পীলিযমান**।(ক্রি-বি) **নিপ্পীলেত্বা**। (কর্মবাচ্যে) **নিপ্পীলিযতি**।

নিপ্পীলিত (বিণ) নিপীলিত। ⇒ **নিপ্পীলেতি**।

নিপ্পীলিযমান (বিণ) উৎসাহিত হইয়া, উত্তেজিত হইয়া, তাগিদ পাইয়া, উৎসাহের সহিত, তাগিদের সহিত। ⇒ **নিপ্পীলেতি**।

নিপ্পুরিস (বিণ) ১ জনশূন্য, জনমানবহীন, মানুষ নাই এমন। ⇒ **নিস** (২)। ২ পুরুষহীন, কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা মীমাংসিত বা স্থিরকৃত, কেবল স্ত্রীলোকদের (স্ত্রীদেবতা বা স্ত্রী জাতীয় বাদ্যকরদের) দ্বারা সম্পাদিত বা কার্যে পরিণত। (তুলনীয়) **নিপ্পুরুষেন নাটকেন** (মহাবস্তু); **নিপ্পুরুষেন তূরিযেন** (অবদান শতক)।

নিপ্পেসিক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি ইন্দ্রজালের কার্য করে, যে ব্যক্তি ভেল্কি দেখায়, যে ব্যক্তি ভোজবাজি দেখায়, বাজিকর। = **নিপ্পেসো সীলং এতেসং'তি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

নিপ্পেসিকতা(স্ত্রী) ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, ভোজবাজি, চালাকি, ফাঁকিবাজি।

নিপ্পোটেতি (ক্রি) = **নিচ্ছোদেতি**। ⇒ **নিচ্ছোদেতি**।

নিপ্পোঠন = **নিপ্পোথন**। ⇒ **নিপ্পোথন**।

নিপ্পোথন (ক্লী) প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন, নিষ্পেষণ, নিংড়ানো, পেষণ, নিপীড়ন, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, ধ্বংস, বিনাশকরণ, উচ্ছেদকরণ, নষ্টকরণ, হত্যা, বধ, নাড়া, কম্পন।

নিপ্ফজ্জতি (ক্রি) [নি+√পদ+য] উৎপাদিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, দেওয়া, বাড়ানো, তাড়াতাড়ি অথবা হঠাৎ লাফ দেওয়া, বেগে নির্গত হওয়া, ছোটা, উদ্গত হওয়া, উত্থিত হওয়া, বাহির হওয়া, ফলদায়ক হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া।= **নিপ্পজ্জতি**। (অতীত) **নিপ্পজ্জি**। (অ-বিণ) **নিপ্ফন্ন**। (ব-বিণ) **নিপ্ফজ্জমান**। (ক্রি-বি) **নিপ্ফজ্জিত্বা**।

নিপ্ফজ্জন (ক্লী) পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর, কার্যপ্রণালী, প্রক্রিয়া, মামলার রীতি বা ধারা, ফলাফল, সুবিধা, যথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর, লাভ, সমাপ্তি, কার্যসাধন, কার্যসম্পাদন, কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, ভূমিখণ্ড, ক্ষুদ্র ভূখণ্ড, ষড়যন্ত্র, কূটমন্ত্রণা, গল্পাদিতে ঘটনা সমাবেশ, জরিপের নকশা। ⇒ **নিপ্ফত্তি**।

নিপ্ফত্তি (ক্রি) = **নিপ্পত্তি**। ⇒ **নিপ্পত্তি**।

নিপ্ফত্তি (স্ত্রী) পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর, পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, পরোৎকর্ষ, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, প্রান্তভাগ, শেষ, সমাপ্তি, সীমা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মৃত্যু, চরম ফল, কর্মফল, ফলাফল, সুবিধা, যথার্থ, দর্শকের ভাবান্তর, লাভ, পূর্ণাবস্থা, সমাপন, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, (অভিনয়) সম্পাদন। (জাতক) **সিপ্পনিপ্ফত্তি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **সিপ্পনিপ্ফত্তি**। (তুলনীয়) **অভিনিপ্ফত্তি**। ⇒ **নিপ্ফজ্জন**।

নিপ্ফত্তিক (বিণ) ফল আছে এমন, পরিণাম আছে এমন। (জাতক) **এবং নিপ্ফত্তিক**--এইরূপ ফলের বা পরিণামের।

নিপ্ফদা (বিণ) ফলপ্রদ, পূর্ণতাদায়ক।

নিপ্ফদামসে (কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া) চল আমরা করি, স্থাপন করি, বসাই, সন্নিবেশ করি, আবদ্ধ করি, খচিত করি,

আরোপ করি, রোপণ করি, নির্দেশ করি, (সময়) ঠিক করি, নিযুক্ত করি, (দৃষ্টান্ত) প্রদর্শন করি, টুকিয়া রাখি, সুর সংযোগ করি, বিস্তার করি, সুশোভিত করি, লেলাইয়া দিই, জমাই, দিই, প্রস্তুত করি।

নিস্ফন্ন (বিণ) নিষ্পন্ন, সিদ্ধ, সম্পন্ন, সমাপ্ত, জাত, নির্বৃত্ত, সম্পাদিত, গুণান্বিত, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সম্পূর্ণরূপে গুণপ্রাপ্ত বা জ্ঞানপ্রাপ্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **নিস্ফন্ন (নিপ্পন্ন) সোভিন।** (জাতক) **নিস্ফন্ন সিপ্প।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিস্ফন্ন সস্‌সে।** (তুলনীয়) **অভিনিস্ফন্ন; পরিনিস্ফন্ন।** ⇒ **নিপ্পজ্জতি, নিস্ফজ্জতি।**

নিস্ফন্ন সিপ্প (বিণ) শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী। ⇒ **নিস্ফন্ন।**

নিস্ফল (বিণ) নিষ্ফল, বিফল, ফলহীন, নিরর্থক, অনর্থক, বৃথা, কোন ফল নাই এমন। ⇒ **নিস** (২)।

নিস্ফলসী = নিস্ফলিত। ⇒ **নিস্ফলিত।**

নিস্ফলিত (বিণ) ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এমন, বিদীর্ণ করা হইয়াছে এমন, বিদীর্ণ। (জাতকে) **নিস্ফলসী = নিক্‌খন্তা।**

নিস্ফাণিতত্ত (ক্লী) চিনি কিংবা গুড় দেওয়া হয় নাই এরূপ অবস্থা।

নিস্ফাতিত = নিপাতিত। ⇒ **নিপাতিত।**

নিস্ফাদক (বিণ) উৎপাদিত, সম্পাদিত, সমাপ্ত, ফলযুক্ত, যে ব্যক্তি উৎপন্ন করে, উৎপাদনকারী, নিষ্পাদক, নিষ্পত্তিকারক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **সুখ নিস্ফাদকং পুঞ্ঞং।**

নিস্ফাদন (ক্লী) উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম, রচনা, সম্পাদন, সম্পাদিত কার্য, শেষকরণ, নিষ্পাদন।

নিস্ফাদর (বিণ) উৎপাদনকারী, যে ব্যক্তি উৎপন্ন করে, যে ব্যক্তি লাভ করে, লাভী।

নিস্ফাদা (বিণ) = **নিস্ফাদর।** ⇒ **নিস্ফাদর।** এই শব্দটি কর্তৃকারক "**নিপ্পদা**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ করা হয়। ⇒ **নিপ্পদা।**

নিস্ফাদিকা ⇒ **নিস্ফাদিতা।**

নিস্ফাদিত (বিণ) উৎপাদিত, উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ। ⇒ **নিস্ফাদিতর, নিস্ফাদেতি।**

নিস্ফাদিতর (বিণ, পুং) উৎপাদনকারী, যে ব্যক্তি সম্পাদন করে। = **নিস্ফাদিত, নিস্ফাদক।**

নিস্ফাদিতা (স্ত্রী) উৎপাদনকারিণী স্ত্রীলোক। ⇒ **নিস্ফাদিতর।** পেতবত্থু অর্থকথায় "**সা নিস্ফাদিকা**" শব্দের পরিবর্তে "**সা (সো?) নিস্ফাদিতা**" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নিস্ফাদেতি (ক্রি) [নি+√পদ+এ] প্রসব করা, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, সম্পাদন করা, শেষ করা, সফল করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, অভিনয় করা, যন্ত্রবাদন করা। (তুলনীয়) **অভিনিস্ফাদেতি।** ⇒ **নিপ্পজ্জতি।** (জাতক) **লাভসক্কারং নিস্ফাদেতি।** (অতীত) **নিস্ফাদেসি।** (অ-বিণ) **নিস্ফাদিত।** (ব-বিণ) **নিস্ফাদেত্ত।** (ভ-বিণ) **নিস্ফাদেতব্ব।** (ক্রি-বি) **নিস্ফাদেত্বা।**

নিস্ফাদেতু (পুং) উৎপাদনকারী লোক, প্রয়োজক ব্যক্তি, যে ব্যক্তি উৎপাদিত করে।

নিস্ফোটন (ক্লী) প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ড বা শাস্তি দান, নিয়মিত কম্পন বা স্পন্দন। = **নিপ্পোথন।**

নিস্ফোটেতি (ক্রি) [নি+√ফুট+এ] আঘাতে পঙ্গু করিয়া দেওয়া, হারানো, দমন করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পেষণ করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও অথবা কোন বিষয়ে প্রবেশ করা, চাপিয়া ফেলা, লুক্কাইয়া রাখা, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা, নিঃশ্বাস বন্ধ করা, আদর চুম্বনাদিতে অভিভূত করা, দম বন্ধ হইয়া আসা, সম্পূর্ণ আবৃত করা। (অতীত) **নিস্ফোটেসি।** (অ-বিণ) **নিস্ফোটিত।** (ব-বিণ) **নিস্ফোটেত্ত।** (ক্রি-বি) **নিস্ফোটেত্বা।**

নিফুটিত (বিণ) = **ফুটিত।** ⇒ **ফুটিত** (২)।

নিবদ্ধ (বিণ) ১ নিবদ্ধ, পরিহিত, নিয়মিত, গ্রথিত, রচিত, নিবেশিত, আশ্রিত, স্থিরকৃত, অপরিবর্তনীয়, দৃঢ়বদ্ধ, স্থির, নিশ্চিত, বিশ্বাসযোগ্য, নিঃসন্দেহ, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, ব্যবস্থানুযায়ী, সুষম, স্থায়ীরূপে ব্যবস্থাপিত, ঠিক, কালানুবর্তী, সম্পূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, ধ্রুবক, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, অবিরত, দৃঢ়। ২ জিজ্ঞাসিত, নিমন্ত্রিত, অনুসন্ধিৎসু, অনুমতি পাইতে চায় এমন, চায় এমন, অনুরোধ করে এমন, পোষিত, জিদ করে এমন, নিপীড়িত, ভিড় ঠেলিয়া যায় এমন, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে কাজে অগ্রসর হয় এমন, উৎসাহিত, উত্তেজিত, তাগিদ করে এমন, চাপ দেয় এমন। ৩ (অ-বিণ) অনুরুদ্ধ, নিরতিশয় জিদ করে এমন, অনুরোধ জানায় এমন, সাগ্রহে যাচ্ঞা করে এমন। (জাতক) **ভত্তবেতন নিবদ্ধ।** ⇒ **নিবদ্ধতি।**

নিবদ্ধং (ক্রি-বিণ) অবিরতভাবে, সর্বদা, অবিরামভাবে, ক্রমাগত, অনুক্ষণ, চিরকাল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিবদ্ধং বসনক।**

নিবদ্ধচারিকা—নির্দিষ্ট ভ্রমণ অথবা তীর্থ ভ্রমণ, নিয়মিত বা ব্যবস্থানুযায়ী ভ্রমণ অথবা তীর্থ পর্যটন। ⇒ **নিবদ্ধ, চারিকা।**

নিবদ্ধভিক্‌খা—ভিক্ষায় অথবা পরদত্ত পিণ্ড ভোজনে (পক্ক অন্নে) জীবনধারণের দৃঢ়তা।

নিবদ্ধবসনক (বিণ) বাসকারী, চির অধিকারী, স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী, অবস্থানকারী, অধিকারী। = **নিবাসিক।** ⇒ **আবাসিক, বসনক।**

নিবন্ধ (পুং) নিবন্ধ, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অঙ্গীকার, খত, প্রতিজ্ঞাপত্র, পুস্তকের মলাট, আইনের বন্ধন, অর্গলাদি

সংবাধক দ্রব্য, সাগ্রহ প্রার্থনা, সনির্বন্ধ অনুরোধ, আসক্তি, যোগ, ক্রোক, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, সময়ের ব্যাপ্তি, স্থিরীকরণ, রচনা, প্রণয়ন, গ্রন্থ, প্রস্তাব, বৃত্তি, কালবিশেষ দেয় বস্তু, নিয়ম, ব্যবস্থা, গান, অবস্থিতি, ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা, অনবচ্ছেদ, বেতার অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করিবার জন্য ঘোষকের মন্তব্য, চিত্রনাট্য, অধ্যবসায়। (তুলনীয়) **বিনিবন্ধ**। (করণকারকে) **নিবন্ধং**।

নিবন্ধং (ক্রি-বিণ) অবিরামভাবে, ক্রমাগত। = **নিবন্ধং**। এই শব্দটি "**নিবন্ধং**" শব্দের পরিবর্তে প্রায়শ ভুল বানান করা হইয়া থাকে। ⇒ **নিবন্ধ**।

নিবন্ধতি (ক্রি) [নি+√বন্ধ+অ] ১ বন্ধন করা, (বই ইত্যাদি) বাঁধানো, কাজ করিতে বাধ্য করা, কঠিন করা বা হওয়া, সংযত করা, আইন মতে বাঁধা। ২ মিশ্রিত করা বা হওয়া, সম্মিলিত করা, স্থাপন করা, লাগানো, প্রয়োগ করা, নিয়োগ করা, আবেদন করা, দরখাস্ত করা, ব্যবহার করা, মনোনিবেশ করা, প্রযোজ্য হওয়া, উপযুক্ত করা বা হওয়া, খাটা, প্রস্তুত করা, সংগ্রহ করা, সজ্জিত করা। (জাতক) **যাগুভত্তং নিবন্ধতি**। ৩ নিংড়ানো, পেষণ করা, চাপ দেওয়া, জিদ করা, আলিঙ্গন করা, পীড়ন করা, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অত্যন্ত জরুরি হওয়া, ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া, তাড়াতাড়ি করা, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে (কাজে ও ভ্রমণে) অগ্রসর হওয়া, চাপা, সামনে অগ্রসর হওয়া, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, তাগিদ করা, নিরতিশয় জিদ করা, অনুরোধ করা, সাগ্রহে যাচঞা করা। (অতীত) **নিবন্ধি**। (অ-বিণ) **নিবন্ধ**। (ক্রি-বি) **নিবন্ধিত্বা**।

নিবন্ধন (ক্লী) নিবন্ধন, গ্রন্থি, বন্ধন, বন্ধনী, সংযোগ, অর্গলাদি সংবাধক বস্তু, পুস্তকের মলাট, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞাপত্র, খত, তমসুক। = **নিবন্ধ, নিত্তন্ধন**। (বিণ) আবদ্ধ, সংলগ্ন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিগড়াবদ্ধ, আসক্ত। (সূত্রনিপাত) **কম্মনিবন্ধন**—কর্ম-নিবন্ধন, কর্মদ্বারা আবদ্ধ অবস্থা।

নিবোধতি (ক্রি) [নি+√বোধ+অ] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, মনোযোগ দেওয়া, (কোন বিষয়ে) অবহিত পরিদর্শন করা, সতর্ক পাহারা দেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা, দৃষ্টি রাখা, লওয়া, ধরা, গ্রহণ করা, বাছিয়া লওয়া, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, সহ্য করা, পান করা, ভক্ষণ করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোন সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণ করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা বা হওয়া। = **গণ্হাতি**। (করণে) **নিবোধেতি**।

নিবোধেতি (ক্রি) জাগরিত করা বা হওয়া, জাগা, আগ্রত হওয়া, জাগানো। ⇒ **নিবোধতি**।

নিব্বঙ্ক (বিণ) বঙ্ক বা বাঁকা নহে এমন, অবক্র, সোজা, সরল।

নিব্বজ্জেতি (ক্রি) ফেলিয়া রাখা, ছুঁড়িয়া ফেলা, না করা, বাদ দেওয়া, বর্জন করা, দূরে থাকা, পরিহার করা, এড়ানো বা এড়াইয়া চলা, রহিত করা, বাদ দিয়া করা।

নিব্বট্ট (বিণ) বীজমুক্ত, পুনরুৎপত্তির বীজ বা হেতু বিনষ্ট হইয়াছে এমন।

নিব্বট্টেতি (ক্রি) [নি+√বট+এ] নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, অপসারিত করা, তুলিয়া ফেলা, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (অতীত) **নিব্বট্টেসি**। (অ-বিণ) **নিব্বট্টিত**। (ক্রি-বি) **নিব্বট্টেত্বা**।

নিব্বত্ত (বিণ) নিবর্ত, উৎপন্ন, উৎপন্নশীল, আবির্ভূত, প্রসূত, জীবিত আছে বা থাকে এমন, বর্তমান আছে এমন, অস্তিত্ব বজায় আছে থাকে এমন, পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে এমন। ⇒ **নিব্বত্ততি**। (বিনয়) **নিব্বত্ত বীজং ফলং**—উৎপন্নশীল বীজ এবং ফল। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিরযে নিব্বত্ত; পেতযোনিযং নিব্বত্ত; পুব্বে নিব্বত্ত ঠানতো পট্ঠায**। (মিন্দি প্রশ্ন) **কম্মনিব্বত্ত; হেতুনিব্বত্ত; উতুনিব্বত্ত**। (তুলনীয়) **অভিনিব্বত্ত**।

নিব্বত্তক (বিণ) নিবর্তক, নিবর্তনকারী, প্রসূত, একগুঁয়ে নয় এমন, বশ্য, আনিয়া দেয় এমন, নমনীয়, পুনঃপুন জন্মগ্রহণকারী, আবির্ভূত, উৎপাদিত, উৎপন্ন। ⇒ **নিব্বত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ফল নিব্বত্তকং কুসলকম্মং = সুখনিব্বত্তক**।

নিব্বত্ততি (ক্রি) [নি+√বত+অ] উৎপাদিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, জন্ম হওয়া, ফলদায়ক হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, দৃষ্টিপথে উপস্থিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, উদ্গত হওয়া, উত্থিত হওয়া, বেগে নির্গত হওয়া, ছোটা, (কিছু হইতে) বাহির হইয়া আসা, হওয়া, ঘটা, পরিণত হওয়া, সত্ত্বের মধ্যে আসা অথবা সত্ত্বরূপে উৎপন্ন হওয়া, পুনর্জন্ম হওয়া, জীবিত থাকা, থাকা। ⇒ **নিস** (১)। (তুলনীয়) **অভিনিব্বত্ততি**। (পেতবত্থু) **নিব্বত্ততে। = জাযতি, উপ্পজ্জতি**। (অতীত) **নিব্বত্তি; (পেতবত্থু অর্থকথা) অবীচিমহি নিব্বত্তি; পেতেসু নিব্বত্তি; অমচ্চকুলে নিব্বত্তি**। (অ-বিণ) **নিব্বত্ত**। (ব-বিণ) **নিব্বত্তন্ত**। (ক্রি-বি) **নিব্বত্তিত্বা;** (জাতক) **কপিযোনিযং নিব্বত্তিত্বা**। (করণে) **নিব্বত্তেতি, নিব্বত্তাপেতি**।

নিব্বত্তন (ক্লী) ১ নিবর্তন, প্রত্যাবর্তন, জন্ম, পুনর্জন্ম, উৎপন্ন দ্রব্য, রচনা, কার্য, কর্ম, উৎপাদন, বাহির হইয়াছে এরূপ অবস্থা, বাড়ন্ত বা বর্ধিত অবস্থা, অস্তিত্ব, জীবন, প্রাণী, জীব, জীবনীশক্তি, সঞ্জীবতা, জীবনকাল, আয়ু, শক্তি, প্রাণপ্রবণতা, প্রাণের চঞ্চলতা, সজীব প্রাণী বা

বস্তু, জীবনচরিত, মানুষের জীবনধারণের অবস্থা, জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা, প্রাণীজগৎ, প্রিয়বস্তু, জীবন্ত বিষয় বা আদর্শ। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দেবলোকে নিব্বত্তনরহ**—দেবলোকে উৎপন্ন হওয়ার উপযুক্ত। ২ ফিরাইয়া আনা, নিবারণকরণ, প্রত্যাবর্তন।

নিব্বত্তনক (বিণ) ১ উৎপন্ন, দৃষ্টিপথে আগত, আবির্ভূত, উদ্গত, নিষ্ক্রান্ত, বাড়ন্ত, বর্ধমান। = **নিব্বত্তক**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অক্খিদলেসু নিব্বত্তনক পীলিকা**। ২ কর্মদ্বারা যাহার পুনর্জন্ম নির্দিষ্ট, যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য, যাহাকে নিশ্চিত পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে এমন, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার পন্থী। (জাতক) **নিব্বত্তনক সগ্গে**।

নিব্বত্তবীজ (বিণ) যেই বীজ নিবর্তিত হইয়াছে, যেই বীজ ঝরিয়া পড়িয়াছে, যেই বীজ নীচে পড়িয়াছে। (ক্লী) নিবর্তিত বীজ, ঝরিয়া পড়া বীজ, নীচে পতিত বীজ (এই কারণ হইতে "উপযুক্ত খাদ্য" হয়)।

নিব্বত্তভাব—পুনর্জন্ম গ্রহণের অবস্থা। ⇒ **ভাব** (১)।

নিব্বত্তাপন (ক্লী) পুনরুৎপত্তি, পুনরুৎপাদন, সংজনন, পুনঃপ্রদর্শন, অনুলিপি।

নিব্বত্তাপেতি (ক্রি) পুনর্জন্মের কারণ করা। ⇒ **নিব্বত্ততি, নিব্বত্তেতি**।

নিব্বত্তি (স্ত্রী) ১ পুনর্জন্ম, উৎপন্ন দ্রব্য, রচনা, কার্য কর্ম, গঠন, সংস্থান, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা, মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ, নিয়মতন্ত্র, শাসনতন্ত্র। = **নিব্বত্তন**। (তুলনীয়) **অভিনিব্বত্তি**। ২ প্রথম উৎপত্তি, আরম্ভ, কারণ, মূল, ব্যুৎপত্তি, জন্ম, গোড়াপত্তন, আদি কারণ।

নিব্বত্তিত (বিণ) উৎপাদিত, কৃত, প্রসূত। = **কত**। ⇒ **নিব্বত্তেতি**।

নিব্বত্তিন (বিণ) উদ্গত, উত্থিত, উৎপন্ন, উৎপাদিত, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে অথবা হইবে এমন, কর্ম দ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য অথবা পুনর্জন্মের অধীন।

নিব্বত্তিময (বিণ) প্রথম উৎপত্তি হইতে অথবা গোড়াপত্তন হইতে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তদনুরূপ ঘটিতেছে এরূপ, পুনঃপুন জন্মগ্রহণকারী। ⇒ **মনোময, নিব্বত্তি** (২), **ময**।

নিব্বত্তেতি (ক্রি) [নি+√বত+এ] উৎপাদন করা, হাজির করা, দেওয়া, বাড়ানো, প্রসব করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (কোন পেশা) চালানো, সম্পাদন করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, সম্পন্ন করা, সমাধা করা, প্রকাশ করা, যে কোন জিনিস হারানো গিয়াছে বলিয়া জানা (= **জানাতি**)। ⇒ **নিব্বত্ততি**। (তুলনীয়) **অভিনিব্বত্তেতি**। (জাতক) **ঝানাভিঞ্ঞং নিব্বত্তেতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ঝানানি নিব্বত্তেন্তি**। (অতীত) **নিব্বত্তেসি**। (অ-বিণ) **নিব্বত্তিত**। (ব-বিণ) **নিব্বত্তেত্ত**। (ভ-বিণ) **নিব্বত্তেতব্ব**। (করণে) **নিব্বত্তাপেতি**।

নিব্বন (বিণ) ১ [নিস+বন] বন বা জঙ্গলহীন, নির্বন, অরণ্যানীহীন, অরণ্যহীন, বড় বন নাই এমন, বনহীন, কাষ্ঠহীন। ২ তীব্র আকাঙ্ক্ষাহীন, অনাসক্ত। (সূত্রনিপাত) **নিক্কামো নিব্বনো**। (বহুবচনে) **নিব্বনা** (ধর্মপদ)। বিমানবত্থু "**নিব্বন**" শব্দের পরিবর্তে উত্তম পাঠ "**নিব্বান**"; (বি-ভা) **বনা নিব্বানং আগতং** (অঙ্গুত্তর নিকায়); (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **নিত্তণ্হভাবং নিব্বানমেব উপগতং**। ⇒ **নিব্বান** (১), **বন** (২)।

নিব্বনথ (বিণ) নির্লোভ, তীব্র আকাঙ্ক্ষাহীন, অনাসক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, বিতৃষ্ণ, কামপ্রবৃত্তিহীন, নিস্পৃহ, কামনারহিত। = **নিব্বন** (২)। (সংযুক্ত নিকায়) **সোঽহং বনে নিব্বনথো বিসল্লো**। ⇒ **বনথ**।

নিব্বসন (বিণ) নির্বসন, বস্ত্রহীন, পরিত্যক্তবসন, নগ্ন।

নিব্বহতি (ক্রি) টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা, বাড়ানো, বৃদ্ধি করা, অত্যুক্তি করা, বাহির করা, টানিয়া বাহির করা। (জাতক) **অসিং নিব্বহতি; জিব্হং নিব্বহতি = জিব্হং বলিসেন নিব্বহতি**। ⇒ **নিব্বাহতি, নিব্বাহাপেতি**।

নিব্বাতি (ক্রি) [নি+√বা+অ] ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া, শান্ত হওয়া, উদাসীন হইয়া পড়া, উদাসীন হওয়া, আবেগহীন হওয়া, নির্লিপ্ত হওয়া, নিবিয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া। (সূত্রনিপাত) **নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো = বিজ্ঝায়ন্তি**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **যথাযং পদীপো নিব্বুতো এবং নিব্বন্তি; কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিক্খূ? = "রাগং" ইত্যাদি "নিব্বাপেতি"** (চূলনিদ্দেশ)। (জাতক) **পাষাসং নিব্বাতি**। ⇒ **বিজ্ঝায়তি, পরিনিব্বাতি**। (অতীত) **নিব্বায়ি**। (অ-বিণ) **নিব্বুত**। (ব-বিণ) **নিব্বায়ন্ত**। (ক্রি-বি) **নিব্বায়িত্বা**। (তুম) **নিব্বাতুং**। (করণে) **নিব্বাপেতি**।

নিব্বাতুং (তুম) = **নিব্বায়িতুং**। ⇒ **নিব্বায়িতুং, নিব্বাতি**।

নিব্বান (পুং, ক্লী) নির্বাণ, সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তি, সুখ-দুঃখের উপশম, নিবৃত্তি, অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা, ভবিষ্যৎ জন্মের জন্য অনুৎপাদিত অবস্থা, যেই অবস্থায় অস্তিত্বের উপাদানপুঞ্জের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তৃষ্ণার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নির্বাণ, সর্বপ্রকার আসক্তির ক্ষয় নির্বাণ, "**রাগ-দোস-মোহ**" এর ক্ষয় নির্বাণ, নিষ্পাপ এবং সদ্ধর্মানুরূপ "**কামতণ্হা-ভবতণ্হা-বিভবতণ্হা**" এর নিবৃত্তিসুখ নির্বাণ, মোক্ষ, অস্তগমন, নিবিয়া যাওয়া, নির্বাপণ, বৌদ্ধদর্শনের চরম সীমা বা অবস্থা নির্বাণ, পুনর্জন্ম নিরোধ অবস্থা নির্বাণ, নাশ, ক্ষয়, শান্তি, বিরাম, শান্ত অবস্থা, তৃষ্ণার নিবৃত্তি নির্বাণ, শীতলতা, অনুত্তেজিত ভাব, উদাসীনতা, (অগ্নি) নির্বাপণ, বন্ধন মোচন, স্বাধীনতা, (নিবৃত্তি অর্থে) পরম সুখ নির্বাণ; (করণ

কারকে এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে) বিলোপ বা বিলোপ সাধন। = **অমতৎপদ**। নির্বাণ-সম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যাখ্যা এবং অর্থ:—১ শব্দরূপ ও ধাতুপ্রকরণ:—"নির+√বা" (ফুৎকার দেওয়া অথবা বাতাস বহা); (তুলনীয় বৌদ্ধসংস্কৃত—নির্বাণ) নির্বাণ—এই শব্দটি পূর্বে বৈদিকযুগেও প্রায় প্রচলিত ছিল (⇒ **নিব্বাপেতি**)। সুতরাং সেই পূর্বের অত্যাধিক জনপ্রিয় শব্দ "নির+√বা" = নির্বাণ (নির্বাপণ) এবং বৌদ্ধ পালির "**নি+√ব্র**" = **নিব্বান** (নির্বাপণ)—এই দুই শব্দের প্রয়োগের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য দেখি না। প্রাচীন সাহিত্যসমূহেও "বাতাস এবং অগ্নিশিখা" সম্পর্কে আমরা একই নির্বাপণের সম্বন্ধ দেখিতে পাই, কিন্তু অধিকাংশ প্রচলিত রূপক বা অলঙ্কার দ্বারা এবং যাহাতে নির্বাণের সম্পূর্ণ ভাব পরিচালিত হয় তদ্দ্বারাও নির্বাপণের অন্য অর্থে বাতাস বহা অপেক্ষা আগুন নিভানের ব্যাখ্যাই অধিকতর প্রকাশ পায়, আর প্রাচীন বৈদিক নির্বাণ নীতিতে বরং নির্বাণ অর্থ নির্বাপণ অপেক্ষা অগ্নি প্রজ্বালনে প্রবৃত্তি জন্মায়। "অগ্নি নির্বাপণ" অর্থে "অগ্নিকে আচ্ছাদিত করা অথবা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকার জন্য ইন্ধন না যোগানো অথবা অগ্নি উৎপাদন বন্ধ করা"। এইরূপে পালিশাস্ত্রে শব্দরূপ বা ধাতুরূপ অনুসারে "√ব্র (আচ্ছাদন করা)" প্রধান ধাতু-সম্বন্ধ, কিন্তু "√বা (বাতাস বহা)" ধাতু নহে। "**নিব্বুত**" শব্দ-সম্বন্ধে ইহাই অতি পরিষ্কার বা নির্ভুল প্রমাণ। ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় বিষয়ে—"নিস+√বা" (⇒ **বাযতি**) দ্বারা কেবল "গন্ধ প্রবাহিত হয় না" সম্বন্ধে অর্থ বুঝায়, ইহার দ্বারা "নিঃশেষ বা ক্ষয়" অর্থ কখনও বুঝায় না। হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে স্থানীয় অর্থকথা আচার্যগণ নিজেরা (**বাত**) বায়ুপ্রবাহিত হওয়ার ন্যায় অন্য কোন কিছুর দ্বারা "**নিব্বান**" শব্দের বর্ণনা কখনও চিন্তা করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা সর্বদা "নিস+√বন" (⇒ **নিব্বন**) ধাতুরূপেই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের "**নিব্বান**" সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এখানে "নিব্বান" শব্দের অর্থ:—**ক**) (জনপ্রিয় অর্থ) প্রদীপ নিভিয়া যাওয়া অথবা প্রদীপের অগ্নিশিখা নিভিয়া যাওয়া। **খ**) স্বাস্থ্য অর্থাৎ শারীরিক কুশল অবস্থা বা সুস্থতা (সম্ভবত—প্রথমে, জ্বর ভাব-অস্থিরতা সারিয়া যাওয়া)। **গ**) (বৌদ্ধ মতানুসারে) মনের "**রাগ** (লোভ ভাব), **দোস** (দ্বেষ বা অসৎ ইচ্ছা), **মোহ** (মূঢ়তা)"—এই তিনটি বিষয় নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়া যাহাতে পুনরায় কখনও উৎপন্ন হইতে না পারে। **ঘ**) আধ্যাত্মিক বিষয়ে কুশল বা উন্নতি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মুক্তি, সিদ্ধি এবং শান্তি, পরিত্রাণ, সুখ। ২ নির্দিষ্ট সময়ের নিহিতার্থ বা প্রয়োজনীয়তা এবং মানসিক ক্ষমতা-সম্বন্ধে:—**ক**) "**নিব্বান**" একপ্রকার বিশুদ্ধরূপে ও অদ্বিতীয়ভাবে নৈতিক অবস্থা যাহাতে এই মনুষ্যজন্মে নৈতিক বা নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অভ্যাস দ্বারা, অনুশীলন বা ধ্যান দ্বারা এবং পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পৌঁছিতে পারা যায়। তদ্ধেতু ইহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত নহে। নির্বাণে পৌঁছার প্রধান এবং আবশ্যক পথ আর্য-অষ্টাঙ্গিমার্গ, আর সর্বপ্রকার মত প্রকাশ বা বর্ণনা যাহাতে লোভ-দ্বেষ-মোহ ও ব্যবহারিক রীতি বা অভ্যাসগত বিভ্রম বা মায়া হইতে বন্ধন মোচন বা স্বাধীনতা উপলব্ধির ব্যবস্থা করা যায়; কাল্পনিক বা মনঃকল্পিত চিন্তাধারায় তাহা পারা যায় না। "নির্বাণ-সম্বন্ধে কাহারও হৃদয়ে উপলব্ধ হইয়াছে" ইহা কাল্পনিক পরিমাপক দ্বারা পরিমাণ করিতে যাওয়া ভুল নীতি বা ভুল ধারণা। F. Heiler নামক গ্রন্থে "Die buddhistische Versenkung" (মূনছেন ১৯২২) এতে মূল সাহিত্যের অংশসহ "নির্বাণ" শব্দের জ্ঞানপূর্ণ সুন্দর বিচার (আলোচনা) পাওয়া যায়। নির্বাণ অনবদ্যের বা অনির্বচনীয়ের অননুবাদিত বর্ণনা, বুদ্ধের নিজ ভাষায়ও যাহার প্রতিশব্দ নাই এবং যাহা বিচারশক্তির নির্দিষ্ট অর্থেও শাস্ত্র যুক্তিবিদ্যায় গ্রহণ করা যায় না; ইহা নামহীন এবং অনস্বীকার্য বা বিতর্কের অতীত (তুলনীয়—অগ্নিশিখা নির্বাপণ যাহা দৃশ্যমান অবস্থা হইতে অদৃশ্য অবস্থায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না আর যাহার সঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করাও যায় না)। এইরূপে অর্হৎ সেই একই অপ্রমাণ (যাহার ঊর্ধ্ব-অধঃ, দীর্ঘ-প্রস্থ, বিস্তৃতি ইত্যাদি কোনরূপ পরিমাণ নাই) অবস্থার মধ্যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন, যেমন—(সূত্রনিপাত) "**অত্থঙ্গতস্স ন পমাণং অত্থি ... যেন নং রজ্জু; তং তস্স নত্থি**"। একই অর্থে "**অচ্ছী যথা বাত-বেগেন খিত্তো অত্থং পলেতি, ন উপেতি সঙ্খং; এবং মুনী নামকাযা বিমুত্তো অত্থং পলেতি, ন উপেতি সঙ্খং**"। যাহা হউক, ইহা একটি বাস্তবতা, এবং ইহার বিশিষ্ট (গঠন ও প্রভাবের দিক দিয়া) মুখবয়ব বা আকার বর্ণনা করা যায় আর পার্থিব ভাষার পর্যায়ে এবং স্থানরূপে (আমাদের ব্যবস্থা অনুসারে সময় এবং মনোবৃত্তির বা মানসিক শক্তির জটিল ধারণা বর্ণনা করিবার ইহা একটি উপায়স্বরূপ) অর্থ গ্রহণ করা যায়; অর্থাৎ যেমন—**অচ্ছুতং ঠানং, পারং, অমতং পদং, অমত** (এবং "**নিব্বান**") ধাতু। ইহা মনঃকল্পিত ও পণ্ডিতযোগ্য দৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী সময়ের অর্থাৎ অভিধর্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয়কৃতপ্রবণতা, যাহাতে যথার্থ দিক (অর্থাৎ নির্বাণদর্শন একটি নির্দিষ্ট অবস্থা অথবা অস্তিত্বের পরিবেশ) অথবা নেতিবাচক দিক (অর্থাৎ নির্বাণদর্শন একটি সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের অবস্থা) স্বতঃস্ফূর্ত ধারণায় অবিমিশ্রিত বিষয় উত্তরোত্তর বিকাশ পাইয়াছে। তত্রাচ (প্রাণবন্ত বা উচ্ছ্বসিত মঙ্গল বাদে) আদি বৌদ্ধদের নিকট (Rhys Davids-এর Early Buddhism) ইহার ভাবপ্রবণ মূল্য শান্তি এবং স্থিরতা, পূর্ণাঙ্গ নির্লিপ্ততা বা সম্পূর্ণ আবেগহীনতা এবং পরমসুখ"—এর মধ্যে একটি। P. Otto (Das Heilige etc 1917) এর শব্দে Heiler গ্রন্থে নির্বাণ-সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে,—"কেবল নির্বাণের ধারণা এবং নির্বাণের অনুভূতি দ্বারা নির্বাণ কিছু কিছু

নেতিবাচক, কিন্তু বহুল পরিমাণে অবধারিত বা সুনির্দিষ্ট আকারে নির্বাণ প্রকৃত বিষয়"। Rhys Davids-এর ভাষায় বলা হইয়াছে,—"প্রশংসাবাদ দ্বারা অক্ষর বা বাক্যপঙ্‌ক্তিগুলি পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু পালিগ্রন্থের গদ্যের এবং পদ্যের অতি সুন্দর সুন্দর রচনাগুলির অধিকাংশই প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ যদ্দ্বারা মনের অবস্থার উপর উদারতা আসে এবং মনুষ্যাবস্থায় বৌদ্ধবিশ্বাস বা ধর্ম অনুসারে (জ্ঞানের) পূর্ণতা সাধিত হয়। অনেকগুলি আদর করা নাম এবং ছন্দময় গুণবাচক সংজ্ঞা বা উপাধিতে রচনাগুলি ভরপুর। ইহাদের প্রত্যেকটি সমার্থবাচক শব্দ নহে বলিয়া এই নানাদিক যুক্ত (নির্বাণ) ধারণার এক বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মর্মস্পর্শীভাবে ভাব প্রকাশক, যথা—আশ্রয় বন্দর, শীতল গুহা, জল-প্লাবনের মধ্যস্থ দ্বীপ, পরম সুখের স্থান, বন্ধন মোচন, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা প্রদান, মুক্তি প্রদান, নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা, শ্রেষ্ঠ অবস্থা, মনুষ্যজ্ঞানের অতীত অবস্থা, লোকোত্তর অবস্থা, অনাসৃষ্টির অবস্থা, শান্ত অবস্থা, আরামের আলয়, প্রশান্তি, দুঃখের নিরবশেষ পরিসমাপ্তি বা অবসান, সর্বপ্রকার পাপরূপ রোগের ঔষধ, অকম্পন অবস্থা, চিরস্থির অবস্থা, অমৃত, সুধা, অভৌতিক বা অশরীরী অবস্থা, অবিনশ্বর বা অক্ষয় অবস্থা, চিরস্থায়ী অবস্থা, দূরতর উপকূল, অসীমত্ব বা অনন্তত্ব, উদ্যম দ্বারা লব্ধ পরম সুখ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ, অনির্বচনীয় অবস্থা, নিরাসক্তি, নিষ্পাপ বা পবিত্র নগর ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার। সম্ভবত বৌদ্ধ সাহিত্যে শব্দটি প্রায়শ গুণযুক্ত অর্হত্ব অবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাকে বহিঃপ্রকাশের জন্য নির্বাণ বা নির্বাপণ [অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়পরায়ণতা (বা কামুকতা বা ভোগাসক্তি), বিদ্বেষ (বা শত্রুতা) এবং মূঢ়তা—এই ত্রিবিধ পাপে হৃদয়ের দগ্ধীভূত অগ্নি নির্বাপণ (সংযুক্ত নিকায়, Early Buddhism)] আখ্যা দেওয়া হইয়াছে"। আর Heiler গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে,—"যদিও নির্বাণ প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত, সর্বপ্রকার মতের অস্বীকার বাক্য সত্ত্বেও নির্বাণ 'সনাতন পরিত্রাণ বা মুক্তি' যাহা সারা জগতের ধার্মিক হৃদয় পাইতে ইচ্ছা করেন"। চলিত কথায় যাহাকে "অগ্নি নির্বাপণ" বলা হয় ইহার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে "মনের উত্তেজনারূপ অগ্নির (**রাগ অগ্গি**) আর পুনর্জন্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তিরূপ অগ্নির বিনাশ সাধন। যদি কোন ব্যক্তি সংসার-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে ঔদাস্য বা নিরপেক্ষতার অবস্থা অর্জন করিতে পারেন তবে তাহা তাঁহাকে পুনর্জন্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তির দিকে নিবে, অবশেষে তাঁহার নিজ শুভমুহূর্তে তাঁহাকে নিশ্চিত চরম নির্বাপণে (**পরিনিব্বান**) পৌঁছাইয়া দিবে। জল দ্বারা অগ্নি নিভানো যায় অথবা ইন্ধনের অভাবে অগ্নি আপনা-আপনি নিভিয়া যায়। কিন্তু নির্বাণ নামক নৈতিক অবস্থা কেবল নিজের মধ্যেই উৎপন্ন হইতে পারে। সেইজন্য পূর্বেকার সাহিত্য সমূহে "অগ্নি চলিয়া গেল" কিংবা "অগ্নি নির্বাপিত হইল" তুলনা করা হইয়াছে। "**নিব্বান**" শব্দটি ব্যবহার না হইলেও শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটি পূর্বেকার গ্রন্থসমূহের দুই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে ইতস্তত দৃষ্ট হয় (জাতক, মিলিন্দ প্রশ্ন, সূত্রনিপাত অর্থকথা, সদ্ধম্মোপায়ন গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য)। পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটির জন্য দ্রষ্টব্য:—(মধ্যম নিকায়) **অগ্‌গি অনাহারো নিব্বুতো**—ইন্ধনের অভাবে অগ্নি চলিয়া গেল বা নির্বাপিত হইল। (সূত্রনিপাত) **অকিঞ্চনং অনাদনং এতং দীপং অনাপরং নিব্বানং ইতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতো সাদানেসু অনাদানো; অগ্‌গিক্‌খন্ধো পুরিমস্‌স উপাদানস্‌স পরিযাদানা অঞ্ঞস্‌স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বায়েয্য**—পূর্বের উপাদানরূপ ইন্ধন জ্বলিয়া শেষ হইলে অন্য ইন্ধন না পাইয়া অনাহারে অগ্নি চলিয়া যায় (নিভিয়া যায়); **স-উপাদানো দেবানং ইন্দো ন পরিনিব্বায়তি**—উপাদানের সহিত (অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ ইন্ধন আছে বলিয়া) দেবরাজ ইন্দ্র চলিয়া যান না (পরিনির্বাপিত হন না)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পারগূ সব্বধম্মানং অনুপাদায নিব্বুতো; পারগতো ঝাযী অনুপাদায নিব্বুতো**—পরপারে উপস্থিত (অর্থাৎ অর্হত্বফল প্রাপ্ত) ধ্যানী পুরুষ অনাসক্ত নির্বাপিত (অর্থাৎ পুনর্জন্মে উৎপত্তির কারণ রহিত হইয়া বাস করেন)। (জাতক) **দাবগ্‌গি নিব্বানং**—দাবাগ্নির বহির্গমন (বা নির্বাপণ)। (মধ্যম নিকায়) **অগ্‌গি নিব্বায়েয্য**—অগ্নি চলিয়া যাউক (বা নির্বাপিত হউক)। (মিলিন্দপ্রশ্ন) **অগ্‌গিক্‌খন্ধো নিব্বুতো হোতি**—মহাগ্নি বিলুপ্ত বা অন্তর্হিত হইয়াছে (অর্থাৎ নির্বাপিত হইয়াছে)। (সূত্রনিপাত) **নিব্বুতো গিনি**—আমার অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। অগ্নি প্রশমিত বা নির্বাপণ করার (চলিয়া যাওয়ার) শীতলতা (**সীত**), আর যিনি শীতলতার অবস্থা অর্জন করিয়াছে উহাকে বলা "**সীতিভূত**" বা শীতলতা প্রাপ্ত। (বিনয়) **সীতিভুতো'স্মি নিব্বুতো; সীতিভূতো নিরূপধি**--(অগ্নি প্রজ্বলিত রাখার) ইন্ধনহীন শীতলতা প্রাপ্ত। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতিভূতো** (তুলনীয়—**নিচ্ছাত**)। (থেরগাথা অর্থকথা) **অনুপাদানা দীপ'চ্চি বিয নিব্বুতা**—ইন্ধন বা তৈলহীন দীপশিখার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছেন অথবা চলিয়া গিয়াছেন এমন। (সূত্রনিপাত) **নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো**—জ্ঞানীগণ দীপশিখার ন্যায় নিভিয়া যান। ইহা উৎপাটিত সলিতা অথবা তৈলাভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ফুৎকারে নিভাইয়া দেওয়ার সহিত নহে। (তুলনীয়) **বত্তিং (বট্টিং) পটিচ্চ তেলপদীপো জালেয্য** (সংযুক্ত নিকায়)। (থেরীগাথা) **পদীপস্‌স এব নিব্বানং বিমোক্‌খো অহু চেতসো**। শলিতা উৎপাটিত হওয়ায় উহার অভাব বর্ণনায় বলা হইয়াছে:—**বত্তিং (বট্টিং) ওকস্‌সযামি = দীপবত্তিং (দীপবট্টিং) আকড্‌ঢেমি** (থেরগাথা অর্থকথা); Pischel এর Leben & Lehre des Buddha, Mrs Rhys Davids-এর Buddhism, Neumenn-এর Leider গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই বিষয়টি তুলনীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **পজ্‌জোতস্‌স এব নিব্বানং**—প্রদীপাগ্নি চলিয়া যাওয়ার ন্যায় নির্বাণ। খ) অনন্তর পুনর্জন্ম অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার (**কাম, কিলেস,**

আসব, রাগ, ইত্যাদির) ফল, সেই অন্যায্য আকাঙ্ক্ষার বিলোপ সাধনাই পুনর্জন্ম এবং পুনর্জন্মের কারণ হইতে মুক্তি ও পরিত্রাণের দিকে নীত করে। এখানে উহার সম্বন্ধগুলি প্রদত্ত হইতেছে:—(১) নৈতিক বোধে "**ইন্ধন**" (তুলনীয়--**ক। অগ্গি**), (২)। উদ্দেশ্য সম্পাদন (উদাহরণস্বরূপ—শীতলতা = শান্তি), (৩)। উপলব্ধির স্থান (হৃদয়), (৪)। কার্যসাধনের উপায় (মার্গ বা পথ), (৫)। বিঘ্ন অপসারণ। অর্থাৎ—(১) **ইন্ধন** = দুঃখ এবং পুনর্জন্মের কারণ:—**আসাব** (সুরামত্ততা)। (সংযুক্ত নিকায়) **খীণাসবা জুতিমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা**—যাঁহারা অনাসক্ত জ্ঞানীপুরুষ তাঁহারা সংসারে (জীবিত অবস্থায়ও) পরিনির্বাপিত (যেহেতু তাঁহারা আসক্তিরূপ ইন্ধনহীন)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সাবকা আসবানং খযা বিহরন্তি; কোধং পহত্থান-পরিনিব্বিংসু অনাসবা**—অনাসক্ত ব্যক্তিরা ক্রোধ বর্জন করিয়া সম্পূর্ণরূপে শান্ত বা পরিনির্বাপিত হইয়াছিলেন। (সূত্রনিপাত) **আসবখীণো দন্তো পরিনিব্বুতো**। (ধর্মপদ) **সগ্গং সুগতিনো যন্তি, পরিনিব্বন্তি অনাসবা**—সুন্দর স্থানে গমনকারীগণ (অর্থাৎ স্বর্গগামীরা) স্বর্গে গমন করেন, কিন্তু অনাসক্ত ব্যক্তিরা (নির্বাণে) নির্বাপিত হইয়া থাকেন; **নিব্বানং অধিমুত্তানং অখঙ্গচ্ছতি আসবা; আসবানং খযা ভিক্খু নিচ্ছাতো পরিনিব্বুতো**। (থেরগাথা) **বিমুত্তি-কুসুম-সঞ্ছন্নো পরিনিব্বিস্সতি অনাসবো**। (সূত্রনিপাত) **কামা** (তীব্র আকাঙ্ক্ষাসমূহ) **নিক্কামো নিব্বনো নাগো। কিলেস (নিব্বান)**—অধর্ম বা পাপ অথবা বদস্বভাব (অবশ্য কোন কোন অর্থকথা মতে)। (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিলেস-নিব্বানস্সাপি (নিব্বানস্স+অপি) অনুপাদা পরিনিব্বানস্সাপি সন্তিকে; উপাদানং অভাবেন অনুপাদিযিত্বা কিলেস-নিব্বানেন নিব্বুতা। নিব্বিদা**--মোহমুক্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং একন্তনিব্বিদায বিরাগায** ইত্যাদি **সংবত্ততি**। (সূত্রনিপাত) **নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামে সিক্খে নিব্বানং অত্তনো**। (সংযুক্ত নিকায়) **রাগবিরাগো নিরোধো নিব্বানং; দেসেন্তো বিরজং ধম্মং নিব্বানং অকুতোভযং। যো রাগক্খযো (দোসক্খযো মোহক্খযো ...)**। (সংযুক্ত নিকায়) **ইদং বুচ্চতি নিব্বানং; ইদং বুচ্চতি অমতং**। (সূত্রনিপাত) **ছন্দরাগ বিনোদনং নিব্বানপদং অচ্চুতং**। (উদান) **কুসলো বা জহতি পাপকং রাগ-দোস-মোহক্খযা পরিনিব্বুতো**। (বিমানবত্থু) **যেখ পজহন্তি কামরাগং ভবরাগানুসযঞ্চ পহায পরিনিব্বানগতা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বন সব্বসংযোজন-অতীতং বনা নিব্বানং আগতং**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **নিক্খন্তং বানতো'তি নিব্বানং**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তণ্হা-সঙ্খাত বান ভাবতো নিব্বানং**। (২) উদ্দেশ্য সম্পাদন:—**খেম**—শান্তি। **আতাপী ভিক্খু নিব্বানায ভব্বো অনুত্তরস্স যোগক্খেমস্স অধিগমায**। (জাতক) **অজরং অমরং খেমং পরিযেস্সামি নিব্বুতিং। অচল**—অচল, স্থির, অনালোড়িত। (বিমানবত্থু) **পত্তো অচলট্ঠানং। অচ্চুত**—স্থির, অপরিবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **পত্থযং অচ্চুতং পদং**। (সূত্রনিপাত) **ছন্দরাগ-বিনোদনং নিব্বানপদং অচ্চুতং। নেক্খম্ম**—নিষ্ক্রমণ, পরিহার, নিরপেক্ষতা। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **বনা নিব্বানং আগতং কামেহি নেক্খম্মরতং। পারগূ**—পারদর্শী, বিজয়ী। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পারগূ সব্ব ধম্মানং অনুপাদায নিব্বুতো** (তুলনীয়--অঙ্গুত্তর নিকায়ে "**তিণ্ণো পারগতো**")। **সন্তিপদ**—শান্তি, উদ্বেগহীনতা। (সূত্রনিপাত) **সন্তী'তি নিব্বুতিং ঞত্বা**। (ধর্মপদ) **সন্তিমগ্গং এব ব্রূহয নিব্বানং সুগতেন দেসিতং = অচল** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। **সমথ**—উপশম, শান্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্বসঙ্খারসমথো নিব্বানং। সেখি**—মঙ্গল, শুভ। (সূত্রনিপাত) **সচ্চেন সুবত্থি হোতু নিব্বানং**। (৩) উপলব্ধির স্থান বা হৃদয়:--**ক**) অত্তা—হৃদয়, হৃদপিণ্ড, স্বয়ং, নিজ। (সূত্রনিপাত) **অভিনিব্বুত-অত্তো; ঠিতত্তো**--পুনঃপুন সংঘটিত, (অর্থাৎ) **পরিনিব্বুতো ঠিতত্তো; দন্তো পরিনিব্বুতো ঠিতত্তো। খ) চিত্ত**--হৃদয়, হৃদয়পিণ্ড, অন্তর, অন্তঃকরণ, চিত্ত। সূত্রনিপাতের "**অভিনিব্বুতো**" এর পরিবর্তে সূত্রনিপাত অর্থকথায় "**অপরিডয্হমান-চিত্তো**"। **গ) হৃদয**—হৃদয়, হৃদপিণ্ড, অন্তর, অন্তঃকরণ। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং হৃদযস্মিং ওপিয**। (জাতক) **মাতুহৃদযং নিব্বাযতে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিব্বাপেহি মে হৃদয পরিলাহং**—আমার হৃদয়ের দাহ বা অন্তর্দাহ প্রশমিত কর। **ঘ) মনো**--মন, প্রবৃত্তি, স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া, অভিরুচি। (জাতক) **মনো নিব্বাযি তাবদে**। (বিমানবত্থু) **দিস্বা মনো মে পসীদি**। (৪) কার্যসাধনের উপায়:— **ধীর**—জ্ঞানী ব্যক্তি। (সংযুক্ত নিকায়) **লোকপরিযাযং অঞ্ঞাায নিব্বুতা ধীরা তিণ্ণা** ইত্যাদি। (সূত্রনিপাত) **নিব্বন্তি ধীরা ...; সব্বাভিভূ ধীরো সব্বগন্থ-প্পমোচনো। অনিচ্চ** (অনিত্য বা ক্ষণস্থায়িত্ব) এর সম্বন্ধে প্রত্যভিজ্ঞা (স্বীকার বা পুনরায় জানা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনিচ্চ সঞ্ঞী ভিক্খু পাপুণাতি দিট্ঠেব ধম্মে নিব্বানং। পঞ্ঞা**—প্রজ্ঞা, বিশেষ বিভাজনীয় জ্ঞান। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং এব-অজ্ঝাগমুং সপঞ্ঞা; ন-অভিরতো পঞ্ঞা**। "**পণ্ডিত**" এবং "**নিপক**" শব্দের সহিত:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অনুপুব্বেন নিব্বানং অধিগচ্ছন্তি পণ্ডিতা; নিপকা অসেসং পরিনিব্বন্তি**। "**বিজ্জা**" শব্দের সহিত:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভিক্খু পণিহিতেন চিত্তেন অবিজ্জং ভেচ্ছতি বিজ্জং উপাদেস্সতি নিব্বানং সচ্ছিকরিস্সতি**—ভিক্ষু শুদ্ধচিত্তে (ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়) অবিদ্যা ধ্বংস করিবে, বিদ্যা বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন করিবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবে; **ইধ-অঞ্ঞাায পরিনিব্বাতি অনাসবো**। (বিভঙ্গ) **সব্ব-আসবে পরিঞ্ঞাায পরিনিব্বন্তি অনাসবা**। (৫) **গন্থ**—নিগড়, বন্ধন।

(সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং অধিগন্তব্বং সব্ব-গন্থ-পমোচনং। গব্ভসেয্য**—পুনর্জন্ম। (বিমানবত্থু) **ন তে পুনং উপেস্সি গব্ভসেযং, পরিনিব্বানগতা হি সীতিভূতা। নীবরণ**—বাধা, প্রতিবন্ধক। (সংযুক্ত নিকায়) **পঞ্চ নীবরণানি অনিব্বান-সংবত্তনিকা। পুনব্ভ**—পুনর্জন্ম। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বাপেহি মহারাগং মা ডয্হিত্থো পুনপ্পুনং।** (সূত্রনিপাত) **বিভবঞ্চ ভবঞ্চ বিপ্পহায বুসিতবা খীণপুনব্ভবো স ভিক্খু।** (সংযুক্ত নিকায়) **ভব-নিরোধ নিব্বানং। সঙ্খারা**—জীবনের মূলসূত্র বা তত্ত্ব। (সংযুক্ত নিকায়) **সব্ব-সঙ্খার-সমথো নিব্বানং। নিব্বান = সব্ব সঙ্খারা খযিসস্তি** (অঙ্গুত্তর নিকায়)। **সংযোজনানি**--বন্ধনসমূহ, নিগড়সমূহ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সব্ব-সংযোজনাতীতং বনা নিব্বানং আগতং; সংযোজনানি পহায নিব্বানং সচ্ছিকরিস্সতি।** (সংযুক্ত নিকায়) **সংযোজনানং পরিক্খযা অন্তরা-পরিনিব্বাযী হোতি।** ৩ **নিব্বান:**—ইহার নৈতিক গুরুত্ব এবং সাধারণ বা প্রচলিত গুণ বর্ণনা। **ক) "নিব্বান" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা। নিব্বানস্সেব সন্তিকে**—নির্বাণের নিকটে, নির্বাণ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। (সংযুক্ত নিকায়) **যস্স এতাদিসং যানং ... স এতেন যানেন নিব্বানস্সেব সন্তিকে**—এই ধর্মরূপ যান (রথ) দ্বারা নিশ্চিত নির্বাণে পৌছান যায়। **"চতূহি ধম্মেহি সমন্নাগতো, যথা— সীল, ইন্দ্রিযগুত্তদ্বারতা, ভোজনমত্তঞ্ঞুতা, জাগরিযা"**—এর মধ্যে যে কোন একটি পালনে **"অভব্বো পরিহানায নিব্বানস্সেব সন্তিকে**—নির্বাণ মুক্তির সমীপবর্তীর পরিহানি অসম্ভব" (অঙ্গুত্তর নিকায়); = **অপ্পমাদ গুরু নিব্বানস্সেব সন্তিকে = অপ্পমাদরত নিব্বানস্সেব সন্তিকে। খ)** নির্বাণের দিকে পদক্ষেপ এবং নির্বাণে গমনের উপায়। (সূত্রনিপাত) **"নিব্বান-সচ্ছি কিরিযা** (নির্বাণ সাক্ষাৎ দর্শন অথবা নির্বাণ লাভ) **মঙ্গলং উত্তমং"** এবং ইহা **"তপো, ব্রহ্মচরিযা, অরিযসচ্চানদস্সনং"** এর দ্বারা অর্জন করিতে হয়। **ব্রহ্মচরিয** (ব্রহ্মচর্য বা মুনির ন্যায় জীবন যাপন) **নিব্বানপরাযনা** (নির্বাণ পরায়ণ)—(সংযুক্ত নিকায়)। মনের **"নিব্বিদা, বিরাগো, বিমুত্তি"** অবস্থাকে **"নিব্বান-ওগধা"** বলা হয়। (তুলনীয়) **নিব্বানোগধগামিনং ব্রাহ্মণ।** (সংযুক্ত নিকায়) **"নিব্বিদা বিরাগো বিমুত্তি বিমুত্তস্মিং বিমুত্তং ইতি ঞাণং হোতি, খীণাজাতি** ইত্যাদি অর্থাৎ আর মোটেই জন্ম সম্ভব নহে"--এই সূত্র দ্বারাও সন্তুষ্টির অবস্থাসমূহ আলোচনা করা হইয়াছে। **ধম্ম**—নির্বাণ দর্শনের পথ বা উপায়স্বরূপ বুদ্ধের শিক্ষা। (সূত্রনিপাত) **ধম্মাবরং অদেসযি নিব্বানগামিং পরমং হিতায।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অহং সাবকানং ধম্মং দেসেমি সত্তানং বিসুদ্ধিযা নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিযায।** (সংযুক্ত নিকায়) **পুব্বে ধম্মট্ঠিতি-ঞাণং পচ্ছা নিব্বানে ঞাণং'তি। মগ্গ**—আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা উপায় (**অরিয মগ্গ**) গ্রহণে নৈতিক ও সৎ জীবনের অভ্যাসসমূহ। (সংযুক্ত নিকায়) **সচে অক্খি অক্কম্মেন কোচি কুচি ন জীযতি নিব্বানস্স হি সো মগ্গো।** (দীর্ঘনিকায়) **একাযনো অযং মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিযা ... নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিযায।** (বিভঙ্গ) **ভাবযিত্বা সুচিমগ্গং নিব্বানোগধ-গামিনং...।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **আদিম্হি সীলং দস্সেয, মজ্ঝে মগ্গং ভাবযে, পরিযোসানম্হি নিব্বানং...। নিব্বান-গমনং মগ্গং:**—(সংযুক্ত নিকায়) **তত্থ মে নিরতো মনো**—নির্বাণ মার্গে আমার মন নিরত হয় বা আনন্দ পায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বান গামিনী পটিপদা**—মুক্তি পাওয়া বা নির্বাণে যাওয়ার পথ। **গ)** নির্বাণের সন্ধান বা ঐকান্তিক প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল:—(মধ্যম নিকায়) **আরোগ্য-পরমা লাভা নিব্বানং-পরমং সুখং, অট্ঠঙ্গিকো চ মগ্গানং খেমং অমতগামিনং**—আরোগ্য পরম লাভ এবং নির্বাণ পরম সুখ, কেবল আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই পরম শান্তিময় নির্বাণের পথ; (তুলনীয়) আরোগ্য বা সুস্থতা পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ (ধর্মপদ অর্থকথা); (একইরূপে) **খন্তী পরম তপো তিতিক্খা, নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা** (দীর্ঘনিকায়)। (ধর্মপদ) **নিব্বানং পরমং সুখং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ঝানং উপসম্পজ্জ ওক্কমনায নিব্বানস্স; কটুবিয কতো ভিক্খু... আরকা হোতি নিব্বানা।** (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং অজ্ঝগমুং সপঞ্ঞা।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দেবলোকঞ্চতে যন্তি অনুপুব্বেন নিব্বানং অধিগচ্ছন্তি পণ্ডিতা।** (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানং অভিকঙ্খতি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বানং অভিপস্সতি।** (সূত্রনিপাত) **তিন-কথঙ্কথো বিসল্লো নিব্বানাভিরতো।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ভিক্খু ভব্বো অনুত্তরং সীতিভাবং সচ্ছিকাতুং পণীতাধিমুত্তো হোতি নিব্বনাভিরতো চ।** (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বানাভিরতো সব্বদুক্খা পমুচ্চতি; নিব্বানোগধং ব্রহ্মচরিযং বুস্সতি নিব্বান-পরাযনং নিব্বান-পরিযোসানং।** (বোধিসত্ত্ব জাতক) **নিব্বানং গবেসন্তো চরামি।** সচ্চরিত্রজনক সর্বপ্রকার উপায়, যুক্তিযুক্ত এবং জ্ঞানপূর্ণ সর্বপ্রকার আদর্শনীতি একটিমাত্র চরম লক্ষ্য **"নিব্বান"**-এ নীত করে। ইহাই বৈষম্যভাবে বারংবার বা অভ্যাসমতো বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় বিমানবত্থুতে বিশেষ ভাষায় বলা হইয়াছে:—**নিব্বাননিন্ন, নিব্বানপোণ, নিব্বানপব্ভার।** (সংযুক্ত নিকায়) **সদ্ধহানো অরহতং ধম্মং নিব্বান পত্তিযা সুস্সূসা লভতে পঞ্ঞং অপ্পমত্তো; গোতমো নিব্বান পটিসংযুত্তায ধম্মিযা কথায ভিক্খূ সন্দস্সেতি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিব্বানং পরিযেসতি; নিব্বান পরিযোসানা সব্বে ধম্মা; নিব্বানপোণং মে মানসং ভবিস্সতি, সংযোজনা পহানং গচ্ছন্তি; ওধুনিত্বা মলং সব্বং পত্বা নিব্বানসম্পদং মুচ্চতি সব্ব-**

দুক্খেহি, সা হোতি সব্ব সম্পদা। (সূত্রনিপাত) **নিব্বিজ্ঝা সব্বসো কামে সিক্খে নিব্বানং অত্তনো।** **ঘ) "নিব্বান"** সম্বন্ধে কতকগুলি উপাধি বা গুণবাচক সংজ্ঞা:—(অঙ্গুত্তর নিকায়) **অকুতোভযং; অচ্ছুতং।** (সংযুক্ত নিকায়) **অচ্ছুতং পদং (চরেয্য আদিত্তসীসো ব পথযং অচ্ছুতং পদং) অচল।** (বিমানবত্থু) **পত্তা তে অচলট্ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অমতং।** (মধ্যম নিকায়) **ভগবা অত্থস্স নিন্নেতা অমতস্স দাতা।** (বিমানবত্থু) **অপাপুরন্তো অমতস্স দ্বারং।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **অমতরস।** (বিমানবত্থু) **অমতোগধ মগগ = নিব্বান গামিনী পটিপদা।** (সূত্রনিপাত) **অমোস ধম্মং।** (সংযুক্ত নিকায়) **খেমং অপ্পটিভযং।** (থেরীগাথা) **খেমট্ঠানে বিমুত্তা তে পত্ত তে অচলং সুখং।** (মধ্যম নিকায়) **খেমট্ঠানে বিমুত্তা তে পত্ত তে অচলং সুখং অমতগামিনং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যোগক্খেমং অনুত্তরং।** (বিমানবত্থু) **তণ্হাক্খয।** (সংযুক্ত নিকায়) **ঠানং দুদ্দসং = সব্বসঙ্খার সমথো। ধুবং।** (কথাবত্থু) **নিচ্চং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নেক্খম্মং।** (সংযুক্ত নিকায়) **নেক্খম্মং দট্ঠু খেমতো ... নিব্বানং অভিপস্সন্তো।** (বিমানবত্থু) **সব্ব-গন্থ পমোচনং**— সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। **সব্বদুক্খ পমোচনং। যথাভুতং।** (সংযুক্ত নিকায়) **যথাভূতং বচনং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যথাসুখং।** (সূত্রনিপাত) **(ছন্দ) রাগ বিনোদনং।** (সংযুক্ত নিকায়) **রাগক্খয (দোসক্খয, মোহক্খয) = রাগবিনযো (দোসবিনযো, মোহবিনযো)।** (বিমানবত্থু) **সন্তি = ছন্দরাগ-বিরত্তো ভিক্খু পঞ্ঞাবা অজ্ঝগা অমতং সন্তিং নিব্বানপদং অচ্ছুতং।** (সূত্রনিপাত)। (ধর্মপদ) **সন্তিমগগং এব ব্রূয্হ নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সন্দিট্ঠিকং অকালিকং** ইত্যাদি। **সমো।** (সংযুক্ত নিকায়) **সমো ভূমিভাগো রমণীযো।** (কথাবত্থু) **সস্সতং।** (সূত্রনিপাত) **সুবখি। ঙ)** সংসারে অর্থাৎ ইহজীবনে অর্জনীয় বা জ্ঞাতব্য যদি ইহা **"দিট্ঠেব ধম্মে"** সুসম্পন্ন হয়:-**দিট্ঠ-ধম্ম-নিব্বান পত্ত। চ)** জীবনের হেতুসমূহকে ধ্বংস করা-সম্বন্ধে বর্ণনা:— (সংযুক্ত নিকায়) **তণ্হায বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি।** (বিনয়) **সব্ব-সঙ্খার-সমথো।** (সূত্রনিপাত) **অকিঞ্চনং অনাদানং এতং দীপং অনাপরং নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি জরামচ্চু পরিক্খযং।** (সংযুক্ত নিকায়) **ভবনিরোধো নিব্বানং'তি; রাগক্খযো (দোসক্খযো, মোহক্খযো) নিব্বানং'তি।** (চূলনির্দেশে আদর্শস্বরূপ এবং পুনঃপুন সংঘটিত ব্যাখ্যায়) **বিরাগো নিরোধো নিব্বানং; ⇒ বন** এবং তুলনীয় (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **তণ্হা-সঙ্খাত-বানাভাবতো নিব্বানং।** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **নিক্খন্তং বানতো'তি নিব্বানং।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **কিলেসনিব্বানস্সাপি অনুপাদা পরিনিব্বানস্সাপি সন্তিকে যেব। ছ) "নিব্বান"** পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ এবং যাহা **"সংবত্তনি"** এরূপ অবস্থার পরিবাহী। নিম্নোক্ত বিশেষ ভাষা অর্থকথায় এবং প্রায়শ প্রাচীন ব্যবহৃত একটি বিশেষ ভাষা। ইহা সর্বপ্রকার উচ্চতম উপায় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, ইহা সৎস্বভাব এবং ধ্যান দ্বারা লাভ বা প্রাপ্তি, ইহাকে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির চরম লক্ষ্যবস্তু এবং জীবনের বা জীবগঠনের গুণান্বিত দর্শনও বলা যায়। ইহা দুইভাবে দেখানো হইয়াছে, যথা— **("মজ্ঝিমা পটিপদা"** সম্বন্ধে বিনয়ে এবং **"সত্ত বোজ্ঝঙ্গা"** সম্বন্ধে সংযুক্ত নিকায়ে সহজ নিয়মে বলা হইয়াছে, যেমন—) **উপসমায অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি,** (দীর্ঘনিকায়ে অস্বীকার বা না-সূচক বাক্যে রজকাকারে বলা হইয়াছে, যেমন—) **একন্ত-নিব্বিদায বিরাগায নিরোধায উপসমায অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি; "ব্রহ্মচরিযং"** সম্বন্ধে, (না-সূচক বাক্যে) **সুখল্লিকানুযোগা,** (পুনশ্চ না-সূচক বাক্যে) **অব্যাকতং।** (সংযুক্ত নিকায়) **ব্রহ্মচরিযা; সত্ত বোজ্ঝঙ্গা, সতিপট্ঠানা, ইদ্ধিপাদা, অরিযমগগ;** (তুলনীয়) **নিব্বান সংবত্তনিক; উপেক্খাসম্বোজ্ঝঙ্গ** (সংযুক্ত নিকায়)। **"তমে"** সম্বন্ধে "না" সূচক বাক্যে চূলনির্দেশে দ্রষ্টব্য। **জ) "রাগ"** (ভাবাবেগ, লোভ) শব্দ **"নিব্বান"** শব্দের বিপরীত। **"নিব্বান"** শব্দ প্রায়শ যৌগিকে, যথা—**বিরাগ নিরোধ নিব্বান।** এইরূপে প্রায়ই সমার্থক হইয়া সংযুক্ত নিকায়ে, বিনয়ে, অঙ্গুত্তর নিকায়ে ব্যবহার হইয়াছে, যেমন— **ধম্মানং অগগং অক্খাযতি, মদনিম্মদনো পিপাসবিনযো আলয-সমুগ্ঘাতো বট্ট পচ্ছেদো তণ্হক্খযো বিরাগো নিরোধ নিব্বানং।** (এইরূপে সংযুক্ত নিকায়ে) **সুগতং পযিরুপাসতি দেসেন্তং বিরজং ধম্মং নিব্বানং অকুতোভযং। ঝ)** বিভিন্নভাবে গুণ বর্ণনায় এবং সাদৃশ্যে:—(দীর্ঘনিকায়) **সুব্বাভি-জাতিকো সমানো অরুণ্হং অসুব্বং নিব্বানং অভিজযতি।** (বিনয়) **অনিচ্চা সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'নত্তা চ সঙ্খাতা, নিব্বানঞ্চেব পঞ্ঞত্তি অনত্তা ইতি নিচ্ছযা।** "অনিচ্চ" এবং **"অনত্তা"** সম্বন্ধে **"নিব্বান"** এর সহিত সম্পর্ক সংযুক্ত নিকায়ে দ্রষ্টব্য। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **দুক্খতো চ সুখতো নিব্বানং সমনুপস্সতি।** প্রদীপ-সম্বন্ধে তুলনায় সংযুক্ত নিকায় দ্রষ্টব্য = দীর্ঘনিকায় (থেরগাথা) **পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো চেতসো অহু;** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো** হোতি চেতসো। (সূত্রনিপাত) তে খীণবীজা অবিরুলিহ্ ছন্দা নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।

নিব্বানগম (বিণ) নির্বাণে নিয়া যায় এমন। = **নিব্বান গমন।**

নিব্বানগমন (বিণ) নির্বাণগামী, নির্বাণে নিয়া যায় এমন, নির্বাণে গমন করিবার উপযুক্ত। **নিব্বানগমন মগগ। নিব্বানগমন ধম্ম।**

নিব্বানগরুক (বিণ) নির্বাণ ধর্ম গৌরবের, নির্বাণধর্ম পালনীয়। ⇒ **গরুক** (গ)।

নিব্বান গামিনী (বিণ) নির্বাণে গমন করিবার উপযোগী, (যেই পথে চলিলে) নির্বাণে পৌঁছানো যায় বা গমন করা যায় এমন।

নিব্বানগামিনী পটিপদা (স্ত্রী) নির্বাণে গমন করার পথ বা উপায়, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ⇒ **অরিয অট্‌ঠাঙ্গিক মগ্‌গ, নিব্বান** (৩ঘ)।

নিব্বানগোচর (বিণ) নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার অঙ্গীভূত, নির্বাণের অংশভূত। ⇒ **গোচর**।

নিব্বানধাতু (স্ত্রী) নির্বাণের পরিবেশ বা ক্ষেত্র, নির্বাণরূপ রাজ্য, নির্বাণের অবস্থা, নির্বাপিত অবস্থা। ইহা দুই প্রকার, যথা— **স-উপাদিসেস নিব্বানধাতু, অনুপাদিসেস** (অথবা "**নিরুপাদিসেস**") **নিব্বান ধাতু**। প্রায়ই বিশেষ ভাষায়:—(বিনয়) **অনুপাদিসেসায় নিব্বান-ধাতুয়া পরিনিব্বায়তে;** (তুলনীয়) **রাগ-বিনয়ো নিব্বান-ধাতুয়া অধিবচনং** (সংযুক্ত নিকায়)। ⇒ **পরিনিব্বায়িন, ধাতু** (২ক)।

নিব্বাননিন্ন (বিণ) নির্বাণকেন্দ্রের অভিমুখী, নির্বাণ পরায়ণ, নির্বাণ লাভে চেষ্টিত। সমার্থবাচক শব্দ:—**নিব্বাননিন্ন, নিব্বানপোণ, নিব্বানপব্‌ভার**। ⇒ **নিন্ন** (২), **নিব্বান** (৩গ)।

নিব্বান পটিসঞ্‌ঞুত (বিণ) নির্বাণ-সম্বন্ধীয়, নির্বাণ সম্পর্কীয়। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বান পটিসঞ্‌ঞুত ধম্মিকথা**।

নিব্বানপত্ত (বিণ) নির্বাণপ্রাপ্ত, নির্বাণ লাভ করিয়াছে এমন। ⇒ **নিব্বান** (৩ঙ)।

নিব্বানপত্তি (স্ত্রী) নির্বাণপ্রাপ্তি, নির্বাণ লাভ।

নিব্বানপদ—নির্বাণরূপ পদ, নির্বাণরূপ অবস্থা বা স্তর, নির্বাণরূপ স্থান বা ক্ষেত্র। ⇒ **পদ** (৩)।

নিব্বান পরায়ন (বিণ) নির্বাণ পরায়ণ, নির্বাণ লাভে তৎপর, নিবৃত্তিমূলক নির্বাণরূপ রস আস্বাদনে রত, নির্বাণরত, নির্বাণের দিকে চালিত, নির্বাণে অনুরক্ত। = **অমতপরায়ন**। ⇒ **পরায়ন** [বিণ(১)]।

নিব্বান পরিযোসান (বিণ) নির্বাণে পরিসমাপ্ত, চরম লক্ষ্যস্থল নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন।

নিব্বানপোণ (বিণ) নির্বাণে নিয়া যায় এমন। ⇒ **পোণ** [বিণ(২)]।

নিব্বানভিরত (বিণ) [নিব্বান+অভিরত] নির্বাণপ্রিয়, নির্বাণ প্রাপ্তিতে নিরত, নির্বাণ সুখে সুখী। (সূত্রনিপাত) **বিসল্ল নিব্বানভিরত**। ⇒ **অভিরত**।

নিব্বান মনস (বিণ) নির্বাণ লাভের ইচ্ছুক, নির্বাণের হেতু মনোযোগ আছে এমন। ⇒ **মনস**।

নিব্বানরসাবিনী (বিণ, স্ত্রী) নির্বাণরূপ রস প্রদানকারিণী। = **অমতারসা**।

নিব্বান সংবত্তনিক (বিণ) নির্বাণের সহায়ক, নির্বাণ লাভে সাহায্য করে এমন। (তুলনীয়) **নিব্বান** (৩ছ)।

নিব্বান সচ্ছি কিরিয়া (স্ত্রী) নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণ, নির্বাণ সাক্ষাৎদর্শন, নির্বাণপ্রাপ্তি, নির্বাণ লাভ, নির্বাণের উপলব্ধি। ইহা "**ঞাণ**" এর সহিত অভিন্ন এবং উচ্চ আদর্শে সংগঠিত। (তুলনীয়) **নিব্বান** (৩খ)।

নিব্বানসঞ্‌ঞা (স্ত্রী) নির্বাণ সংজ্ঞা, নির্বাণ-সম্বন্ধে উপলব্ধি, নির্বাণের প্রত্যক্ষারূপ অনুভব।

নিব্বানসন্তিকে—নির্বাণ সমক্ষে, নির্বাণের অতি নিকটে। ⇒ **সন্তিকে**।

নিব্বানসম্পত্তি (স্ত্রী) নির্বাণ সম্পত্তি, নির্বাণজনিত পরম সুখ, নির্বাণের পরম সুখ, নির্বাণের কৃতকার্যপূর্ণ লাভ বা প্রাপ্তি, নির্বাণ সুখ, নিবৃত্তিজনক সর্বপ্রকার উপশম সুখ। ⇒ **সম্পত্তি** (১)।

নিব্বান সম্পদা (স্ত্রী) নির্বাণ প্রাপ্তির চরম বা পরম সুখ।

নিব্বানে ঞাণ— নির্বাণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, প্রকৃতি ও নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ সম্বন্ধে জানা। ⇒ **নিব্বান, ঞাণ**।

নিব্বানোগধ (বিণ) [নিব্বান+ওগধ] (**ব্রহ্মচরিয়া** সম্বন্ধীয়) সম্পূর্ণরূপে নির্বাণে যুক্ত। = **নিব্বান পরায়ন**। (তুলনীয়) **অমতোগধ**। ⇒ **ওগধ, নিব্বান** (৩খ)।

নিব্বাপন (ক্লী) নির্বাপণ, শান্তিকরণ, নিভাইয়া দেওয়া, নিভাইবার উপায়, শীতলতা, নির্বাণ, বিনাশ, লোপ, প্রশমন, উপশম, প্রশান্তি, শান্তি, ধ্বংস, দমন। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং পরিডয্‌হতি:—নিব্বাপনং ব্রূহি**— উত্তাপের উপশম। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **চেলস্স নিব্বাপনায় ছদ্দং করোতি**—জ্বলন্ত চীবরের আগুন নিভাইতে চেষ্টা করে। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ঝাযমানো নিব্বাপনং অলভমানো; পরিল্‌াহ নিব্বাপন**।

নিব্বাপিত (বিণ) নির্বাপিত, নিভানো হইয়াছে এমন, নাশিত, উপশমিত, দমিত, বিলুপ্ত, প্রশমিত। = **নিচ্ছুদ্ধ**। ⇒ **নিব্বাপেতি**।

নিব্বাপেতি (ক্রি) [নি+√বা+এ] ১ নিভায়, নিভাইয়া দেওয়া, নির্বাপিত করানো, শীতল করানো, ধ্বংস করানো, প্রশান্ত করানো, প্রশমিত করানো, বন্ধ করানো, ঠাণ্ডা করানো, বিনষ্ট করানো, দমন করানো। (সংযুক্ত নিকায়) **মহারাগং নিব্বাপেতি; রাগ'গ্‌গিং নিব্বাপেতি; নিব্বাপেত্বা অগ্‌গিং নিপকা পরিনিব্বন্তি;** (তুলনীয়) **অগ্‌গিং নিজ্জালেতি** (জাতক)। (পেতবত্থু) **বারিনা বিয ওসিঞ্চং সব্বং দরং নিব্বাপয়ে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অগ্‌গিক্‌খন্ধং মহামেঘো অভিপ্পবস্‌সিত্বা নিব্বাপেতি; নিব্বাপেহি মে হদয-পরিল্‌াহং; মেঘো উণ্‌হং নিব্বাপেতি**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **ভবদুক্‌খ'গ্‌গিং নিব্বাপেতি**। ⇒ **নিব্বাতি**। ২ নির্মল করানো, পরিষ্কার করান, পবিত্র করানো, শোধন করানো। (বিশুদ্ধিমার্গ) **চিত্তং নিব্বাপেতি**—চিত্ত পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করায়। (অতীত) **নিব্বাপেসি**। (অ-বিণ) **নিব্বাপিত**। ⇒ **নিব্বাপন**। (ব-বিণ) **নিব্বাপেন্ত**। (ক্রি-বি) **নিব্বাপেত্বা**।

নিব্বাযতি (ক্রি) [নি+√বা+য] ১ নিভিয়া যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া, শীতল হওয়া, শেষ হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, শেষ করা, আচ্ছাদিত হওয়া, (অগ্নি) চলিয়া যাওয়া, বাঁচিবার কারণ শেষ হওয়া অর্থাৎ আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু হওয়া, অস্তিত্ব ধ্বংস হওয়া। এই শব্দটি সর্বদা অগ্নি, তাপ, প্রজ্বলন, সংবেদন, ভাবাবেগ, উত্তেজনার অবস্থা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। ⇒ **নিব্বান** (২ক)। (সংযুক্ত নিকায়) **অগ্‌গিক্‌খন্ধং পুরিমস্‌স চ উপাদানস্‌স পুরিযাদানা অঞ্‌ঞস্‌স চ অনুপাহারা অনাহারো নিব্বাযেয্য;** (বিপ) **জালেয্য;** তদ্রূপ "**তেলং**" এবং "**বট্টিং**" **(বত্তিং) পটিচ্চ তেলপ্পদীপো নিব্বাযতি।** (মধ্যম নিকায়) **সচে তে পুরতো সো অগ্‌গি নিব্বাযেয্য জানেয্যাসি ত্বং, অযং ... অগ্‌গি নিব্বুতো।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **পপটিকা নিব্বাযতি।** (জাতক) **অগ্‌গি উদকে তিণুক্কা বিয নিব্বাযতি; মাতুহদযং নিব্বাযতি।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অগ্‌গি উপাদান-সঙ্খযা নিব্বাযতি।** ২ (প্রদীপাগ্নি) চলিয়া যাওয়া। (বিশুদ্ধিমার্গ) **দীপা নিব্বাযিংসু**—প্রদীপগুলি (অথবা প্রদীপগুলির অগ্নি) চলিয়া গেল। (থেরগাথা অর্থকথা) **দীপচ্চি নিব্বাযি** (চলিয়া গেল) **নিরাসনা।** (তুলনীয়) **নিব্বুত, নিব্বাপেতি, নিব্বাপন।** ⇒ **নিব্বাতি, পরিনিব্বাযতি।** (অতীত) **নিব্বাযি;** (জাতক) **মনো নিব্বাযি**—মন ঠাণ্ডা হইল; **অগ্‌গি উদকে নিব্বাযি**—জলে অগ্নি নিভিয়া গেল। (তুম) **নিব্বাযিতুং, নিব্বাতুং।**

নিব্বাযিতুং (তুম) নির্বাপিত করিতে, বাঁচিবার কারণ শেষ করিতে অর্থাৎ আয়ু ক্ষয় করিতে। ⇒ **নিব্বাযতি।**

নিব্বাযিন = পরিনিব্বাযিন। ⇒ **পরিনিব্বাযিন।**

নিব্বাহন (ক্লী) স্থানান্তর করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি, মোচন, প্রতিবন্ধক, দূরীকরণ, জাহাজ ছাড়িবার অনুমতিপত্র, খাঁটি লাভ, পরিষ্করণ, সাবাড়, আশ্রয়, উপায়, আশ্রয় স্থান, রক্ষার স্থান, রক্ষার উপায়, বাহিরে যাইবার পথ। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিব্বাহন মগ্‌গ।** (বিণ) স্থানান্তরিত বা স্থানান্তর করে এরূপ, অপসারণ করে এরূপ, প্রতিবন্ধক দূরীকরণ করে এরূপ, রক্ষাকারী, অনিষ্ট নিবারক, মুক্তিসাধক, মুক্তিদায়ক।

নিব্বাহতি (ক্রি) বাহিরের দিকে চালিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, সম্পন্ন করা, মুক্ত করা, ত্রাণ করা, রক্ষা করা, বাঁচানো, উদ্ধার করা, সঞ্চয়ার্থ রাখা, সঞ্চয় করা, অপসারণ করা, নড়ানো, সরাইয়া ফেলা, তুলিয়া লওয়া, কর্মচ্যুত করা, পদচ্যুত করা, প্রস্থান করা, ঘর বদল করা। (করণে) **নিব্বাহাপেতি।**

নিব্বাহাপেতি (ক্রি) বাহির করাইয়া লওয়া, নির্বাহ করানো, (গাড়ীর) বোঝাই খালাস করানো, ভারমুক্ত করানো। (বিনয়) **হিরঞ্‌ঞং নিব্বাহাপেতি।** ⇒ **নিব্বাহতি, নিব্বাহন, নিব্বুযহতি।**

নিব্বিকপ্প (বিণ) নির্বিকল্প, বিকল্পরহিত, বস্তু-সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রাথমিক জ্ঞান বিষয়ক, বিশেষ-বিশেষণতা সম্বন্ধশূন্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা ভেদ রহিত, অভ্রান্ত। (ক্লী) অখণ্ড জ্ঞান, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বিভেদ, প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠতা, বিভাজ্যজ্ঞান, বিশিষ্ট জ্ঞান।

নিব্বিকার (বিণ) নির্বিকার, বিকারশূন্য, অবিকৃত, অপরিবর্তিত, স্থিরসঙ্কল্প, স্থির, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, দৃঢ়, অটল, অচল, দৃঢ়সঙ্কল্প, স্থিরবুদ্ধি, অধ্যবসায়ী। (পেতবথু অর্থকথা) **নিব্বিকার নিচ্চ।**

নিব্বিচিকিচ্ছা (বিণ, স্ত্রী) নিঃসন্দেহ, সন্দেহহীন, নিশ্চিত, বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য। = **নিক্কঙ্খা, একংসিকা।** (স্ত্রী) নিশ্চয়তা, প্রতিভূ, জামিন, জামানত, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, নিঃসন্দেহ। = **নিব্বেচিকিচ্ছা।**

নিব্বিজ্জ (ক্রি-বি) বিরক্ত হইয়া, হতাশ হইয়া। ⇒ **নিব্বিজ্জতি।**

নিব্বিজ্জতি (ক্রি) [নি+√বিজ+য] নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, নিরুৎসাহ হওয়া, বিরক্ত হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, অপ্রবৃত্তি জন্মানো। (অতীত) **নিব্বিজ্জি।** (অ-বিণ) **নিব্বিন্ন।** (ক্রি-বি) **নিব্বিজ্জিত্বা, নিব্বিজ্জ।**

নিব্বিজ্‌ঝতি (ক্রি) [নি+√বিধ+য] বিদ্ধ করা, ছিদ্র করা, ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, মর্ম স্পর্শ করা, মোহিত করা, রহস্য ভেদ করা, গুপ্ত বিষয়ে প্রবেশ করা, অগ্রাহ্য করা, বলপূর্বক প্রবেশ করা, এফোঁড় ওফোঁড় বেঁধা, আঘাত করা, ক্ষত করা, আহত করা। (সংযুক্ত নিকায়) **নিব্বিজ্‌ঝতি পদালেতি।** (সদ্ধম্মোপাযনে) **পতোদেহি।** (অতীত) **নিব্বিজ্‌ঝি।** (অ-বিণ) **নিব্বিদ্ধ।** (ক্রি-বি) **নিব্বিজ্‌ঝিত্বা, নিব্বিজ্‌ঝ; = পটিবিজ্‌ঝিত্বা।**

নিব্বিট্‌ঠ (বিণ) লব্ধ, অর্জিত, প্রাপ্ত। ⇒ **নিব্বিসতি।**

নিব্বিন্ন (বিণ) নির্বিণ্ণ, অনুতপ্ত, গ্লানিযুক্ত, দুঃখিত, বিরক্তিকর, হতাশ, নিরাশ, নিরুৎসাহিত, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। = **বিরত্ত।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিব্বিন্ন হদয।** (বিমানবথু অর্থকথা) **নিব্বিন্ন রূপ।** (পেতবথু অর্থকথা) **তত্থবাসেন নিব্বিন্ন-মানসো**—তথায় বাস করিয়া হতাশ বা বিরক্তিকর মনোভাবাপন্ন। ⇒ **নিব্বিজ্জতি, নিব্বিন্দতি।**

নিব্বিন্নরূপ (বিণ) বিরক্ত, বিরক্তিকর। = **নিব্বিন্ন।**

নিব্বিদা (স্ত্রী) মোহমুক্তি, মোহ হইতে মুক্তি, ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তি, অত্যন্ত বিরূপ ভাব, বিরক্তিকর ব্যক্তি বা বস্তু, বিরাগ, অত্যন্ত ঘৃণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, সংসার জীবনে বিরক্তি, নির্বেদ, একঘেয়েমি, স্বাবমাননা, আপনাকে ধিক্কার দেওয়া, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, অনুতাপ, ওদাস্য, উপেক্ষা, নিরপেক্ষতা, অপক্ষপাতিতা, অপ্রয়োজনীয়তা। "**নিব্বান**" লাভের পক্ষে "**নিব্বান**" এর প্রারম্ভিক ও সাপেক্ষ অবস্থার অবস্থা। ⇒ **নিব্বান** (২খ)। "**নিব্বান**" ধারা মতে "**বিরাগ, বিমুত্তি, নিব্বান**" এর সহিত একত্রে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, যেমন—

(দীর্ঘনিকায়) **এতং একন্ত-নিব্বিদায বিরাগায নিরোধায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্তর্তি**—ইহা সম্যক্‌ভাবে বা সম্পূর্ণরূপে (সংসারের প্রতি) ঔদাসীন্যতায়, আবেগহীনতায়, (অহমিকার) ধ্বংসে, জ্ঞানের পূর্ণতায় নির্বাণে নীত করে। অন্য সম্পর্কে:—(বিনয়) **নিব্বিদায চিত্তং সণ্ঠাসি**। (তুলনীয়) **অভিনিব্বিদা**।

নিব্বিদা ঞাণ—নির্বেদ জ্ঞান, বৈরাগ্য জ্ঞান, সংসারাসক্তির প্রতি বিরক্তি জ্ঞান। ⇒ **ঞাণ**।

নিব্বিদায—ঔদাসীন্যতায়, বৈরাগ্যের জন্য। ⇒ **নিব্বিদা**।

নিব্বিদ্ধ (বিণ) বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। ১ (জাতকে অসুর-সম্বন্ধে বিশেষ ভাষায়) **নিব্বিদ্ধ পিঙ্গল**—বিরাগজনকভাবে অথবা ঘৃণিতভাবে রক্ত (চক্ষু সহকারে) (সম্ভবত ইহা সমার্থবাচক শব্দ "**নিব্বিদ্ধ**"?)। ২ রাস্তা সম্বন্ধে:—(জাতক) ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এরূপ অর্থাৎ প্রায়শ যাতায়াত করার দরুন রাস্তার অবস্থা অথবা যেই রাস্তা দিয়া লোকের অধিক গমনাগমন আছে উহার অবস্থা; "**বীথি**" বা পথ-সম্বন্ধে যেমন আছে "বাজারের পথ"; বিপরীত অর্থবাচক শব্দ "**অনিব্বিদ্ধ-রচ্ছ**" অর্থাৎ দুই দিকে অনুমুক্ত রাস্তা যাহাতে গাড়ি চলাচল করে না। ⇒ **নিব্বিজ্‌ঝতি**।

নিব্বিদ্ধ বীথি—পথ, রাস্তা। = **পথদ্ধি**।

নিব্বিদ্ধ বীথিয—উন্মুক্ত পথ, খোলা রাস্তা। (বিপ) **অনিব্বিদ্ধ-রচ্ছ**। = **পথদ্ধিযো**। ⇒ **নিব্বিদ্ধ**।

নিব্বিন্দতি (ক্রি) [নি+√বিদ+ঃ+অ] ক্লান্তি অনুভব করা, অবসন্ন হইয়া পড়া, ক্লিষ্ট হইয়া পড়া, ত্যক্ত হওয়া, অপ্রবৃত্তি জন্মানো, অসন্তুষ্ট হওয়া, বিরক্ত হইয়া পড়া, অতিরিক্ত হইয়া পড়া, পরিতৃপ্ত হওয়া, পরিতুষ্ট হওয়া, (কিছু হইতে) ফিরিয়া থাকা বা বিপরীত হওয়া। এই শব্দের দুইটি ধাতু, যথা—১ √বিদ, ২ √বিন্দ। এখন ১ √বিদ ধাতু। (অতীত) **নিব্বিন্দি**। (অ-বিণ) **নিব্বিণ্ণ**। (ব-বিণ) **নিব্বিদে**, (বর্মাগ্রন্থে) **নিব্বিজ্জে**; = **নিব্বিন্দেয্য** (জাতক অর্থকথা)। (ক্রি-বি) **নিব্বিজ্জিত্বা** (জাতক), **নিব্বিজ্জ** (সূত্রনিপাত); = **নিব্বিজ্জাপেম** (সংযুক্ত নিকায়), **নিব্বিজ্জ পক্কমেয্য** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ২ √বিন্দ ধাতু। বর্তমানকালে "**নিব্বিন্দতি**" ইত্যাদি সাধারণত "**বিরজ্জতি**" এবং "**বিমুচ্চতি**" শব্দের সহিত যৌগিকে ব্যবহৃত হয়; (তুলনীয়) **নিব্বান** (৩খ)। (ব-বিণ) **নিব্বিন্দং** (সংযুক্ত নিকায়); (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিব্বিন্দ-মানস**। (ক্রি-বি) **নিব্বিন্দিত্বা, নিব্বিন্দিয;** (জাতকে) **নিব্বিন্দিযকারিন**। ⇒ **নিব্বিদা**।

নিব্বিন্দায = **নিব্বিদায**। ⇒ **নিব্বিদায**।

নিব্বিরিয (বিণ) হীনবীর্য, শক্তিহীন, অনুৎসাহী, অলস, কুড়ে, দুর্বল। = **অলস, কুসীত**।

নিব্বিবর (বিণ) বিবরহীন, গর্তহীন, ছিদ্রহীন, ফাটলহীন, নির্ভুল, কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা ত্রুটি নাই এরূপ। = **অতীব সঙ্গত**।

নিব্বিস (ক্লী) শ্রমিকের বেতন, পারিশ্রমিক, উপার্জন। (বিণ) নির্বিষ, বিষহীন, (দাঁতে) বিষ নাই এমন।

নিব্বিসঙ্ক (বিণ) নির্বিশঙ্ক, আশঙ্কাবিহীন, নির্ভীক, ভয়হীন, নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ, সন্দেহহীন, নিঃসন্দেহ, ইতস্তত করে না এমন অর্থাৎ ইতস্তত না করিয়া, অকুতোভয়।

নিব্বিসতি (ক্রি) [নি+√বিস+অ] অনুসন্ধান করা, (কিছুতে) প্রবেশ করা, উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, উপযুক্ত হওয়া, লাভ করা, অব্যাহতি পাওয়া, খুঁজিয়া পাওয়া, দেখিতে পাওয়া, অনুভব করা, অভিজ্ঞতা দ্বারা অথবা পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হওয়া, যোগানো, সিদ্ধান্ত করা, সুখভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, উপভোগ করা। ⇒ **নিব্বিস**। (অতীত) **নিব্বিসি**। (অ-বিণ) **নিব্বিট্‌ঠ**। (ব-বিণ) **নিব্বিসন্তু**।

নিব্বিসয (বিণ) স্থিতিহীন, যাহার বাসভূমি নাই এমন, আবাসহীন, বাসস্থানহীন, বহিষ্কৃত, নির্বাসিত, মন হইতে দূরীভূত, বিতাড়িত।

নিব্বিসেবন (বিণ) নিজের অনুকূলে নহে এমন, নিজে কঠোর, নিজে ক্ষমাশীল, নিজে আশ্রয়দাতা, স্বার্থত্যাগী, বিনম্র, বিনীত, বশংবদ, গৃহপালিত, পোষা, পোষ্য, বশীভূত, নীরস, বিস্বাদ, নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, ভদ্র, মৃদু সুশীল, নম্র, শান্তিকর। (জাতক) **দমেত্বা নিব্বিসেবনং কত্বা**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চিত্তং উজুং অকুটিলং নিব্বিসেবনং করোতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিব্বিসেবন ভব** = **জিতিন্দ্রিয**।

নিব্বিসেবন ভব (বিণ) = **জিতিন্দ্রিয**। ⇒ **জিতিন্দ্রিয, নিব্বিসেবন**।

নিব্বিসেস (বিণ) নির্বিশেষ, অভিন্ন, ভেদরহিত, সাধারণ প্রাথমিক (নির্বিশেষ জ্ঞান), সদৃশ, তুল্য, সম, পার্থক্যহীন, সমান, বিভেদহীন, স্বাতন্ত্র্যরহিত।

নিব্বীজক (বিণ) নির্বীজ, বীজহীন, বীজ নষ্ট হইয়াছে এমন। ⇒ **নিল্লচ্ছিত**।

নিব্বুজ্‌ঝতি (ক্রি) [নি+√যুধ+অ] মল্লযুদ্ধ করা, কুস্তি করা, প্রতিযোগিতা করা, ধ্বস্তাধ্বস্তি করা, মুষ্টিযুদ্ধ করা। (অতীত) **নিব্বুজ্‌ঝি**। (অ-বিণ) **নিব্বুদ্ধ**।

নিব্বুত (বিণ) ১ (সাহিত্যে) (অগ্নি) নির্বাপিত, শীতলকৃত, ঠাণ্ডা হইয়াছে এরূপ, শান্তকৃত, প্রশান্তকৃত, প্রশমিত, বিনষ্টকৃত। (মধ্যম নিকায়) **অগ্‌গি অনাহারো নিব্বুতো**। (সূত্রনিপাত) **গিনি নিব্বুতো = মগ্‌গ-সলিল-সেকেন নিব্বুতো** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (জাতক) **অনিব্বুতে পাযাসে**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **অগ্‌গিক্‌খন্ধ নিব্বুতো; মহামেঘেন নিব্বুতং পথবিং**। (থেরগাথা অর্থকথা) **অনুপাদানা দীপ'চ্চী নিব্বুতো**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **পদীপো নিব্বুতো**। ⇒ **গিনি**। ২ (চরিত্রে) ইচ্ছা বিরহিত,

অনাকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষাহীন (এই শব্দটি সর্বদা "**নিচ্ছাত**" এবং "**সীতিভূত**" শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়), শান্তকৃত, মিটানো হইয়াছে এমন, তৃপ্ত, সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল। "**সীতিভূত, নিচ্ছাত**" শব্দের সহিত যৌগিকে:—(বিনয়, মধ্যম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীতিভূত নিব্বুত, নিচ্ছাত নিব্বুত**। (বি-ভা) **অনুপাদায নিব্বুত**। অন্যান্য সম্পর্কে:—(সংযুক্ত নিকায়) **অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতো সাদানেসু অনাদানো; অএঞ্ঞায নিব্বুতা ধীরা; তদঙ্গ নিব্বুত; এজানুগো অনেজস্স নিব্বুতস্স অনিব্বুতো**। (সূত্রনিপাত) **বীততণ্হো নিব্বুতো**। (ধর্মপদ) **তিণ্ণ-সোক পরিদ্দবো নিব্বুতো**। (জাতক) **রাগ'গ্গিম্হি নিব্বুতো; নিব্বুতো মাতা-পিতা-নারী**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিব্বুত-বেয্যাকরণেন**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **উপাদানানং অভাবেন কিলেস-নিব্বানেন নিব্বুতো**। ⇒ **অভিনিব্বুত, পরিনিব্বুত**।

নিব্বুত পিণ্ড (ক্লী) শীতল শরীর, শৈথিল্য প্রাপ্ত দেহ, নির্বাপিত দেহ (মৃত দেহ), ঠাণ্ডা ভোজ্য বস্তু। ⇒ **পিণ্ড** (২)।

নিব্বুতি (স্ত্রী) শান্তি, উৎপাতহীন অবস্থা, সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তি, পরম ও চরম সুখ, সৌভাগ্য, সুখ, উপশম, শীতলতা, নবশক্তি বিধান, নবশক্তি প্রাপ্তি, নির্বাণ, নির্বাপণ, বিনাশ, লোপ, বিরাম। (জাতক) **খেমং পরিযেস্সামি নিব্বুতিং**। (সূত্রনিপাত) **নিক্কামিনো নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা; সন্তী'তি নিব্বুতিং ঞত্বা**। (পেতবত্থু) **নিব্বুতিং নাধিগচ্ছামি** (= ক্ষুৎপিপাসা নির্বাপণ)। (খুদ্দকপাঠ) **নিব্বুতিং পটিপ্পস্সদ্ধ-কিলেসদরথ**।

নিব্বুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ। = **মল্লযুদ্ধ**।

নিব্বুয্হতি (ক্রি) বাহির হইবার পথ প্রদর্শিত হওয়া, (কিছুর দিকে) চালিত হওয়া অথবা লইয়া যাওয়া; (কিছুর) বাহিরে লইয়া যাওয়া (= রক্ষা পাওয়া, উদ্ধার পাওয়া, মুক্ত হওয়া—সংযুক্ত নিকায়)। (থেরীগাথা) **সুসানং নিব্বুয্হতি = উপনীয়তি** (থেরগাথা অর্থকথা)।

নিব্বুসিতত্তং ⇒ **নিব্বুসিতত্তা**।

নিব্বুসিতত্তা (নিব্বুসিতত্তং?) (স্ত্রী) স্থানচ্যুত মন অথবা বিচলিত মন, চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, অস্বস্তি।

নিব্বেচিকিচ্ছা (স্ত্রী) নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, নিঃসন্দেহ, সন্দেহহীনতা। = **নিব্বিচিকিচ্ছা** (স্ত্রী)। (বিপ) **সবিচিকিচ্ছা**।

নিব্বেজনিয—এই শব্দটি সংযুক্ত নিকায়ে দৃষ্ট হয়, সম্ভবত ইহার পাঠ হইবে "**নিব্বেঠনিয**"। ⇒ **নিব্বেঠনিয**।

নিব্বেঠন (ক্লী) (দড়ির) পাক খুলিয়া যাওয়ার অবস্থা; (চরিত্রে) ব্যাখ্যা, অর্থ, কৈফিয়ত।

নিব্বেঠনিয (বিণ) প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য, নাকচ বা অগ্রাহ্য করার উপযুক্ত, কৌশলে পরিহার করার যোগ্য, পলায়ন যোগ্য, চাতুরী করিয়া এড়াইয়া যাওয়ার যোগ্য।

নিব্বেঠিত (বিণ) ব্যাখ্যাত, বর্ণিত, অর্থ করা হইয়াছে এমন, স্পষ্ট করা হইয়াছে এমন, বোধগম্য করা হইয়াছে এমন, জট খোলা হইয়াছে এমন, পাক খোলা হইয়াছে এরূপ, সমাধানকৃত, সুতা ছাড়ানো হইয়াছে এমন। ⇒ **নিব্বেঠেতি**।

নিব্বেঠেতি (ক্রি) [নি+√বেঠ+এ] ১ জট খোলা, (দড়ির) পাক খোলা, ব্যাখ্যা করা, সমাধান করা, অর্থ করা, বর্ণনা করা, সুতা ছাড়ানো, (সূতা ইত্যাদির) জট খুলিয়া যাওয়া, পেঁচ খুলিয়া যাওয়া বা খোলা, অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, বাধাহীন করা, বোধগম্য করা। (ব-বিণ) **নিব্বেঠিযমান** (দীর্ঘনিকায়), **নিব্বেধিযমান** (বর্মা দীর্ঘনিকায়), (পেতবত্থু) **নিব্বেঠেন্ত = নিবেঠীযমান** (পেতবত্থু অর্থকথা), (বর্মা পেতবত্থু অর্থকথায়) **নিব্বেধীযমান**। ২ অস্বীকার করা, অসত্য বলিয়া প্রতিবাদ করা, (কিছু হইতে) বঞ্চিত করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা। (ভ-বিণ) **নিব্বেঠেতব্ব** (দীর্ঘনিকায়) = **অপনেতব্ব** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা), (বর্মা সংযুক্ত নিকায়ে) **নিব্বেধেতব্ব**। ৩ ছলনাময় বা পরিহাসজনক উত্তর দেওয়া। (অতীত) **নিব্বেঠেসি**। (অ-বিণ) **নিব্বেঠিতা**। (ক্রি-বি) **নিব্বেঠেত্বা**। ⇒ **নিব্বেজনিয**।

নিব্বেদিকা পঞ্ঞা = **নিব্বেধিকাপঞ্ঞা**। ⇒ **নিব্বেধিকাপঞ্ঞা, নিব্বেধক**।

নিব্বেধ (পুং) প্রবেশ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি, পরিজ্ঞান। (বিণ) তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, বিচক্ষণ, বিদ্ধকারী, বিদারক, মর্মভেদী, তীব্র, সম্যক অনুসন্ধানকারী, তদন্তকারী, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, তীক্ষ্ণ, প্রখর, উগ্র, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সরল, সতর্ক, ধূর্ত, খাড়া, আকস্মিক। (বি-ভা) **নিব্বেধভাগীয**।

নিব্বেধক (বিণ) বিদ্ধকারী, বিদারক, মর্মভেদী, তীব্র, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, প্রখর, কর্কশ, ব্যগ্র, সুনির্দিষ্ট, সতর্ক, ধূর্ত, আকস্মিক, সরল, খাড়া, প্রভেদক, স্বতন্ত্র, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। (দীর্ঘনিকায়) **নিব্বেদিকা পঞ্ঞা**। (চূলনির্দেশ) **নিব্বেদিকা তিক্খ পঞ্ঞা**।

নিব্বেধক পঞ্ঞ (বিণ) তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, যাহার জ্ঞান বা প্রজ্ঞা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ⇒ **নিব্বেধক, পঞ্ঞ**।

নিব্বেধভাগীয (বিণ) যাহা ভেদ করিতে পারা যায় এমন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন গুণের অংশ আছে এমন, যাহার সমাধান করা যায় এমন, নির্বেধভাগী, সুবোধ্য, যাহা জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারা যায় এমন। এই শব্দটি "**সমাধি, সঞ্ঞা**" ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়,

যেমন—**নিব্বেধভাগীয় সমাধি; নিব্বেধভাগীয় সঞ্ঞা**। "**কূসলমূলানি**" সম্বন্ধে:—**নিব্বেধভাগীয় কুসলমূলানি**।(নেত্তি বর্ণনায়) "**লোভক্খন্ধসস**" ইত্যাদি "**নিব্বিজ্ঝানানি**"। **নিব্বেধগামিনী (পঞ্ঞা)**। বৌদ্ধ সংস্কৃত শব্দ:—"নির্বেধভাগীয়" এবং "নির্বেদভাগীয়" এর সহিত তুলনীয়। ⇒ **নিব্বেধ**।

নিব্বেধিকপঞ্ঞ **নিব্বেধকপঞ্ঞ**। ⇒ **নিব্বেধকপঞ্ঞ**।

নিব্বেধিকা (স্ত্রী) মর্মভেদী বিষয়, ব্যগ্রভাব, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, কর্কশ লোক, ধূর্ত লোক।⇒ **নিব্বেধক**।

নিব্বেমতিক (বিণ) অনৈক্য না হইয়া, বিবাদ না করিয়া, একমতের সহিত, ঐক্যতার সহিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, একমত, সর্বসম্মত।

নিব্ব্যগ্ঘ (বিণ) বাঘশূন্য, যে বনে বাঘ নাই এমন, যেখানে বাঘ নাই এমন। = **নিব্যগ্ঘ**।

নিব্ভচ্চেতি (ক্রি) ভয় দেখানো, সঙ্কেত করা, ঘটিতে পারে বলিয়া বোধ বা অনুমান হওয়া, অবজ্ঞা করা, হেয় জ্ঞান করা, গালাগালি করা, অপযশ করা।

নিব্ভয (বিণ) নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, ভয়হীন, নির্ভীক, সাহসী, সাহসিক, ভয় বা বিপদমুক্ত। ⇒ **নিস** (২)।

নিব্ভজতি (ক্রি) পাক দেওয়া, পেঁচ লাগানো, পাকানো, জড়ানো, বাঁকাইয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া, পাকাইয়া এক হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, ঘুরানো, বাঁকানো, বক্র হওয়া, দিক পরিবর্তন করা, প্রয়োগ করা, নোয়া, নত করা বা হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা বা করানো, ফেরত দেওয়া বা ফিরাইয়া দেওয়া, (ঘরিতে) দম দেওয়া, বদল করা, ঘেরা, আবর্তিত হওয়া, ঘুরা, পাক লাগা, আঁকিয়া বাঁকিয়া যাওয়া, নিজে আকুঞ্চিত হওয়া, বক্র হওয়া, মোচড়াইয়া যাওয়া। (তুলনীয়) **বিনিব্ভুজতি**।

নিব্ভোগ (বিণ) আমোদে বঞ্চিত, সুখ হইতে বঞ্চিত, উপভোগে বঞ্চিত, পরিত্যক্ত, অনুর্বর, জনহীন, অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন। (তুলনীয়) **বিনিব্ভোগ**। (পুং, ক্লী) বক্রতা, পরিবর্তন, বক্ররেখা, নত অবস্থা, আকুঞ্চন, (শরীর ও মুখের) বিকৃতি। (জাতক) **ওট্ঠনিব্ভোগ**।

নিব্যগ্ঘ (বিণ) [নিস+ব্যগ্ঘ] বাঘ হইতে মুক্ত, ব্যাঘ্রমুক্ত, বাঘ নাই এমন, নির্ব্যাঘ্র। = **নিব্ব্যগ্ঘ**।

নিভ (বিণ) নিভ, তুল্য, সদৃশ, মত, ন্যায়, সম, সমান, অনুরূপ। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বণ্ণনিভ**।

নিভতা (স্ত্রী) সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি, অপচ্ছায়া, বাহ্যসাদৃশ্য, হ্রবভাব, আকার, চেহারা।

নিভা (স্ত্রী) নিভা, প্রভা, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, শোভা, জাঁকজমক, চটক, শ্রী, গৌরব, আলোক, উজ্জ্বল পদার্থ, কান্তি, আলোকের উৎস বা কারণ, চিত্রের আলোকিত অংশ, দিব্যালোক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক আলোক, জ্ঞানালোক, বিদ্যাজ্যোতি, জ্ঞান, দর্শনশক্তি, ঔজ্জ্বল্য, খ্যাতি, যশ, ঝাড়, দীপাধার। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিভাতি দিপ্পতী'তি নিভা**।

নিভাতি (ক্রি) [নি+√ভা+অ] আলো দেওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, কিরণ দেওয়া, দীপ্তিমান হওয়া, শ্রেষ্ঠ হওয়া, দেদীপ্যমান করা। = **দিপ্পতি**। (অতীত) **নিভাসি**।

নিভাসবণ্ণা (বিণ, স্ত্রী) দৃশ্যমান রূপবিশিষ্ট, দৃশ্যমান বর্ণ বা আকারবিশিষ্ট। = **দিস্সমান সরীর** (জাতক অর্থকথা)।

নিমংস (বিণ) মাংসহীন অর্থাৎ অস্থিচর্মসার। ⇒ **নিস** (২)।

নিমজ্ঝিম (বিণ) মধ্যম।

নিমন্ত—(কাহাকেও কিছু) বলা বা কহা। ⇒ **নি** (২)।

নিমন্তক (বিণ, পুং) নিমন্ত্রণকারী, আহ্বায়ক, আহ্বানকারী।

নিমন্তন (ক্লী) নিমন্ত্রণ, কোন স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান, কর্মবিশেষের অনুরোধে নির্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রদান, ভোজনার্থ আহ্বান, আহ্বান, মিনতি, অনুরোধ।

নিমন্তনিক (বিণ) লোভজনক, চিত্তাকর্ষক। (ক্লী) মধ্যম নিকায়ের এক "**সুত্তান্ত**" বা সূত্রের নামবিশেষ।

নিমন্তযতি (ক্রি) [নি+√মন্ত+অয] নিমন্ত্রণ করা, নিমন্ত্রিত হওয়া। = **নিমন্তেতি**।

নিমন্তিত (বিণ) নিমন্ত্রিত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন। = **আমন্তিত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ভত্তেন নিমন্তিত**—ভোজনের বা আহারের জন্য নিমন্ত্রিত। ⇒ **নিমন্তেতি**।

নিমন্তেতি (ক্রি) [নি+√মন্ত+এ] নিমন্ত্রণ করা, জিজ্ঞাসা করা, আকর্ষণ করা, সংবাদ প্রেরণ করা, নাম করা, নাম ধরিয়া ডাকা, ডাকিয়া আনা, আসিবার জন্য অনুরোধ করা, ঘুম হইতে জাগানো, প্রার্থনা করা, চিৎকার করা, অল্পক্ষণের জন্য কোন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, মিষ্ট কথায় ভুলানো, খোশামুদি করা, তুষ্ট করা, তলব করা, (ক্ষমতাসহ) আহ্বান করা, ডাকা, একত্র করা। (তুলনীয়) **অভিনিমন্তেতি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পানীযেন নিমন্তেতি**—পানীয় পানের জন্য নিমন্ত্রণ করা বা আহ্বান করা। (অতীত) **নিমন্তেসি, নিমন্তযি;** (সূত্রনিপাত) **আসনেন নিমন্তযি**—(তাহাকে) আসন দিয়া বসিতে বলিল; (বহুবচনে) **নিমন্তযিংসু** (ধর্মপদ অর্থকথা)। (অ-বিণ) **নিমন্তিত**। (ব-বিণ) **নিমন্তেন্ত**। (ক্রি-বি) **নিমন্তেত্বা, নিমন্তিয**।

নিমিত্ত (ক্লী) ১ নিমিত্ত, চিহ্ন, সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইশারা, নিদর্শন, প্রমাণ, শুভাশুভ লক্ষণ, পূর্বলক্ষণ, অলৌকিক ঘটনা, রোগের লক্ষণ, রাশি-চিহ্ন, মেষ-বৃষাদি রাশি, প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, স্বাক্ষর, কুলক্ষণ, অশুভ চিহ্ন, পূর্বনিদর্শন। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নিমিত্ত সত্থং—**

পূর্বলক্ষণ অসি। (জাতক) **চতুরো নিমিত্তে নাদ্দসং।** (মিলিন্দ প্রশ্ন) **পুব্ব-নিমিত্ত।** ২ বাহ্যিক আকৃতি বা চেহারা, দৃশ্যমান চিহ্ন, চিহ্ন, খ্যাতি, নামের চিহ্ন, লক্ষ্য, সীমা, উদ্দেশ্য, বিশেষ গুণ, লক্ষণ, বস্তুর বা ব্যক্তির ধর্ম বা গুণ, প্রপঞ্চ, প্রতীকরূপে কল্পিত দ্রব্য, (দৃশ্যমান বিশ্বে) ঘটমান বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, দৃশ্যমান আকার, দৃশ্যমান বস্তুর ছায়ারূপ, ব্যাপার, বিস্ময় (বিপরীত অস্তিত্ব বা উপাদান)। ধ্যান-সম্বন্ধীয় "মানসিক বা মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত আলোক, বর্ণ, মহিমা, মনোদর্পণের প্রতিবিম্ব ইত্যাদি" প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং প্রতিমূর্তি দর্শন (বিশুদ্ধিমার্গ)। সবিস্তারে বলা হইয়াছে, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **ওলারিক; পসাদনিয;** (দীর্ঘনিকায়) **পচ্চবেক্খন নিমিত্ত;** (পটিসম্ভিদামার্গ) **বহিদ্ধা-সঙ্খারা নিমিত্ত;** (মধ্যম নিকায়) **বালনিমিত্ত** (বিপ—**পণ্ডিত নিমিত্ত**); (দীর্ঘনিকায়) **মুখনিমিত্ত** (=মুখ); (সংযুক্ত নিকায়) **রূপনিমিত্ত, সদ্দনিমিত্ত** ইত্যাদি; (দীর্ঘনিকায়) **সমথনিমিত্ত; সমাধিনিমিত্ত** ইত্যাদি; (সংযুক্ত নিকায়) **সুভনিমিত্ত** (এবং "**অসুভনিমিত্ত**")। (বিনয়) **নিমিত্তং গণ্হাতি**—কোন বস্তুকে ভাবনার বা ধ্যানের বস্তুরূপে গ্রহণ করা, প্রতিবিম্বাকারে কোন প্রসঙ্গ বা বস্তুকে মনের মধ্যে ধরিয়া রাখা। (সংযুক্ত নিকায়) **নিমিত্তং উগ্গণ্হাতি।** মধ্যম নিকায়ের বর্ণনার সমার্থবাচক বিষয় মানসিক পঞ্চমূর্তি। ধর্মসঙ্গণী বর্ণনার সমার্থবাচক বিষয় "**আকার**"। ⇒ **নিমিত্তগাহিন, অনিমিত্ত।** (সংযুক্ত নিকায়) **নিমিত্তং পরিবজ্জেতি**—আকারগত বস্তু পরিত্যাগ করা, নিমিত্ত ত্যাগ করা। ৩ দৃশ্যমান চিহ্ন বা বস্তু, লক্ষ্যবস্তু। (জাতক) **নিমিত্তং করোতি**—লক্ষ্যবস্তুর আকারাদি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লওয়া, চিহ্নিত করা, লক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ করা। ৪ (স্ত্রীলোকের) যৌনচিহ্ন বা যোনিদেশ (তুলনীয়—**লক্খণ**)। (বিনয়) "**নিমিত্ত**" এবং "**অনিমিত্ত**" গালাগালিতে প্রযুক্ত শব্দ। ⇒ "**কাট**" এবং "**কোটচিকা**"। ৫ কারণ, ভিত্তি, মূলহেতু, যুক্তি, অবস্থা, কড়ার, শর্ত, সঙ্গতি, প্রমাণ, হেতু, হেতুবাদ, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, নিরপেক্ষ সত্য, বিচার। (করণ কারকে) **নিমিত্তেন;** (কর্মকারকে) **নিমিত্তং**। (বিণ) কারণ দ্বারা বা কারণঘটিত, সম্পর্কীয়, যুক্তিসঙ্গত, উদ্দেশ্যমূলক, নির্দেশিত, আরোপিত, উল্লেখিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মরণনিমিত্তং রোদনং।**

নিমিত্তং (ক্রি-বিণ) কোন হেতুতে, কোন কারণে, সাহায্যে, উপায়ে, মারফতে। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জাতি নিমিত্তং; কিং নিমিত্তং? = কিস্স হেতু? যং নিমিত্তং = যতো নিদানং।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **গহিত নিমিত্তেন**—গৃহীত উপায় দ্বারা (কিন্তু ধর্মসঙ্গণীর অর্থকথার অনুবাদে পাঠ হইয়াছে "গৃহীত উপায় অনুসারে")। ⇒ **নিমিত্ত** (৫)।

নিমিত্তকম্ম (ক্লী) পূর্বলক্ষণ, পূর্বনিদর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী, অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসু ভাব, কৌতূহলী অবস্থা, পরোক্ষে ইঙ্গিত বা সঙ্কেত। = **নিমিত্ত।**

নিমিত্তকারণ = নিমিত্তগাহিন। ⇒ **নিমিত্তগাহিন।**

নিমিত্তগাহিন (বিণ) চিহ্ন বা লক্ষণ গ্রহণকারী, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাবশত আকর্ষিত বা মুগ্ধ, বাহ্যিক লক্ষণে প্রলোভিত বা বিপথে চালিত, সাধারণ আকৃতি গ্রহণ করিয়া প্রবিষ্ট বা প্রলুব্ধ, চিহ্ন বা লক্ষণ গৃহীত।

নিমিত্তগাহী = নিমিত্তগাহিন। ⇒ **নিমিত্তগাহিন।**

নিমিত্তপাঠক (পুং) ভবিষ্যদ্বক্তা, যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে।

নিমিত্তানুসারিন (বিণ) বাহ্যিক চিহ্ন বা লক্ষণ অনুসরণকারী। = **নিমিত্তগাহিন।**

নিমিত্তেন = নিমিত্তং। ⇒ **নিমিত্তং, নিমিত্ত** (৫)।

নিমিনাতি (ক্রি) [নি+√মা+না] চারিদিকে ঘুরানো, পরিবর্তন করা বা হওয়া, বিনিময় করা, একটির বদলে অন্যটি গ্রহণ করা বা রাখা, বিলাইয়া দেওয়া, বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য করা, বদলাইয়া লওয়া, বদল করা। (অতীত) **নিমিনি,** (Rhys Davids-এর অভিধানে) **নিম্মিনি**। (পঞ্চমী) **নিমিনা = পরিবত্তেহি** (জাতক অর্থকথা)। (বর্তমান, উত্তম পুরুষ, বহুবচনে) **নিমিম্হসে।** (অ-বিণ) **নিমিনিত।** (ব-বিণ) **নিমিনেয্য।** (ভবিষ্যৎ) **নিমিস্সতি;** (জাতক) **দেবতাহি নিরযং নিমিস্সতি।** (ক্রি-বি) **নিমিনিত্বা।**

নিমিনি (অতীত ক্রিয়া) ⇒ **নিমিনাতি।**

নিমিস (পুং) নিমিষ, নিমেষ, পলক, চক্ষুনিমীলন, চক্ষুর নিমিষ, চক্ষুর পলক ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ, সামান্যক্ষণ, সূক্ষ্মকাল পরিমাণবিশেষ। = **নিমেস।**

নিমিসতা (স্ত্রী) = **নিমিস।** ⇒ **নিমিস।**

নিমিসতি (ক্রি) [নি+√মিস+অ] ১ চক্ষু মিটমিট করা, দেখিয়াও না দেখার ভান করা, চোখ টিপিয়া ইশারা করা, চক্ষু পিটপিট বা মিটমিট করা। (জাতক) **উম্মিসতি নিমিসতি।** (তুলনীয়) **নিমিসতা।** ২ চোখ বন্ধ করা, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা। (বিপ) **উম্মিসতি।** (অতীত) **নিমিসি।** (ব-বিণ) **নিমিসন্ত।**

নিমীলতি (ক্রি) চোখ মিটমিট করা, চক্ষু মুদ্রিত করা, চক্ষু বন্ধ করা, চোখ বোঁজা বা বুজা। (বিপ) **উম্মীলতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খিনি নিম্মীলিতুং না সক্কা।** = **নিম্মীলতি।** (অতীত) **নিমীলি।** (করণে) **নিমীলেতি।**

নিমীলন (পুং, ক্লী) নিমীলন, চক্ষু মিটমিট করণ, চক্ষু মুদ্রিত করণ, চোখ বোঁজা বা বুজা, অপ্রকাশ, সঙ্কোচকরণ, মরণ, মোহ, চক্ষু বন্ধকরণ।

নিমীলেতি (ক্রি) = **নিমীলতি।** ⇒ **নিমীলতি।** (বিপ) **উম্মীলেতি।** (ধর্মপদ অর্থকথা) **অক্খিনী নিমীলেত্বা পরলোকং গচ্ছতি।** (বিশুদ্ধিমার্গ) **অক্খিনি নিমীলেতি।** (অতীত) **নিমীলেসি।** (অ-বিণ) **নিমীলিত।** (ক্রি-বি) **নিমীলেত্বা।**

নিমুগ্‌গ (বিণ) নিমজ্জিত, ডুবিয়া গিয়াছে এমন, ডুব দিয়াছে এমন, (কিছুতে) পতিত, নিমগ্ন, মগ্ন, নিযুক্ত, অভিভূত। (বিনয়) **গূথকূপে নিমুগ্‌গ**। (জাতক) **গূথকললে নিমুগ্‌গ**। ⇒ **নিমুজ্জতি**।

নিমুজ্জতি (ক্রি) [নি+√মুজ্জ+অ] ডুবিয়া যাওয়া, পতিত হওয়া, তলায় পড়া, মগ্ন করা বা হওয়া, অস্ত যাওয়া, অভিভূত করা বা হওয়া, গর্ত বা তরল পদার্থের মধ্যে জোর করিয়া কিছু প্রবেশ করানো, অস্ত্র প্রবেশ করানো, জোর করিয়া কোনও অবস্থায় পতিত করা, হঠাৎ প্রবেশ করা, ডুব দেওয়া, নিমগ্ন করা বা হওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া, বেগে ধাবিত হওয়া, প্রবল বেগে বিপদে পতিত হওয়া, কমিয়া যাওয়া, দমিয়া যাওয়া, অবসন্ন হওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, খনন করা, অর্থ বিনিয়োগ করিয়া লাভবান না হওয়া, দেনা হ্রাস করা, দেনা মিটানো, ডোবা, জলমগ্ন হওয়া, নিম্নাভিমুখে পতিত হওয়া, কোন বিষয়ে গভীররূপে প্রবেশ করা, নিযুক্ত করা। (জাতক) **কামকললে নিমুজ্জতি**। (অতীত) **নিমুজ্জি;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **উদকে নিমুজ্জি**। (অ-বিণ) **নিমুগ্‌গ**। (ক্রি-বি) **নিমুজ্জিত্বা**। (তুম) **নিমুজ্জিতং**। (করণে) **নিমুজ্জেতি, নিমুজ্জাপেতি**।

নিমুজ্জন (ক্লী) নিমজ্জন, ডুবিয়া যাওয়া, অবগাহন, ডুবাইয়া দেওয়া, কিয়ৎক্ষণ জলমগ্ন করণ, জলে ডোবানো, মস্তক অবনত করণ, ডুব দেওয়া, আনন্দের নিমিত্ত অথবা সাঁতার কাটিবার জন্য সমুদ্রাদিতে অবগাহন। = **নিমুজ্জা**।

নিমুজ্জা (স্ত্রী) নিমজ্জন, অভিভূত বা নিমগ্ন অবস্থা, ডুবিয়া যাওয়া, ডুবাইয়া দেওয়া, অবগাহন, জলে ডুবা। (যৌগিকে) **উম্মুজ্জ নিমুজ্জা করোতি। উম্মজ্জনিমুজ্জা**। ⇒ **উম্মুজ্জা, উম্মুজ্জন**।

নিমুজ্জাপেতি (ক্রি) ডুবাইয়া দিবার কারণ হওয়া, উবাইয়া দেওয়ানো, নিমজ্জিত করানো, জলমগ্ন করানো, জলে ডুবাইয়া বধ করানো, পরাজিত করানো, অভিভূত করানো, জলে ডুবাইয়া মারা। (জাতক) **নাবং নিমুজ্জাপেতি**-- নৌকা ডুবাইয়া দেওয়াইল। ⇒ **নিমুজ্জতি**।

নিমুজ্জেতি = **নিমুজ্জতি**। ⇒ **নিমুজ্জতি**।

নিমেস (পুং) = **নিমিস**। ⇒ **নিমিস**।

নিমোক্‌খ = **বিমোক্‌খ**। ⇒ **বিমোক্‌খ**।

নিম্ব (পুং) নিম্ব, নিম্বক, নিমগাছ। (বিনয়) **নিম্বকোস; নিম্বকসাব**। (বিমানবত্থু) **নিম্বমুটঠি**। (ধর্মসঙ্গণী অর্থকথা) **নিম্বপণ্ণ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিম্বপলাস**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিম্বরুক্খস্‌স দণ্ডেন কতসূল**।

নিম্বকসট (পুং) তিক্ত বা বিস্বাদ নিমরস। = **কসট** (৪)।

নিম্বপণ্ণ (ক্লী) নিমপাতা, নিমপত্র, নিমগাছের পাতা। ⇒ **নিম্ব, পণ্ণ** (১)।

নিম্বমুটঠি—একমুষ্ঠি নিমপাতা। ⇒ **নিম্ব**।

নিম্মংস (বিণ) মাংসহীন, মাংস নাই এমন, যাহার শরীরে মাংস নাই অর্থাৎ অস্থিচর্মসার।

নিম্মক্‌খ (বিণ) অস্মিতাহীন, আত্মশ্লাঘা নাই এমন, যাহা মিথ্যা নয়, সত্য, অনিন্দিত, খ্যাতিযুক্ত, অপবাদ ব্যতীত। (তুলনীয়) **মক্‌খ** (সূত্রনিপাত)।

নিম্মক্‌খিক (বিণ) মক্ষিকারহিত, নির্মক্ষিক, যেখানে মক্ষিকাও নাই এমন, একেবারে নিরালা, মক্ষিকাহীন।

নিম্মজ্জন (ক্লী) ১ নিষ্পেষণ, নিষ্পীড়ন। ২ (**নিম্মিঞ্জন?**) একপ্রকার খৈল বা খইল (বিমানবত্থু)। (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **নিম্মজ্জনি তিলপিঞ্ঞাক**। (পেতবত্থুতে) **নিম্মিঞ্জন;** (বর্মা পেতবত্থুতে) **নিম্মজ্জনি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দোণিনিম্মজ্জন**।

নিম্মজ্জনি = **তিলপিঞ্ঞাক**। ⇒ **তিলপিঞ্ঞাক, নিম্মজ্জন**।

নিম্মথতি (ক্রি) [নি+√মথ+অ] দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, নিষ্পেষণ করা, নিংড়ানো, টাকা ইত্যাদির জন্য কাহাকেও চাপ দেওয়া, চেপে ঠাসা, কষ্টে সৃষ্টে চালানো, ঠেলিয়া যাওয়া, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, ভাঙ্গা বা ভাঙ্গিয়া ফেলা, বধ করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও কোন বিষয়ে প্রবেশ করা। (তুলনীয়) **অভিমত্থতি**। (অতীত) **নিম্মথি**। (অ-বিণ) **নিম্মথিত**। (ক্রি-বি) **নিম্মথিত্বা**। (করণে) **নিম্মথেতি**।

নিম্মথন (ক্লী) নিংড়ানো, পেষণকরণ, দমনকরণ, ভঙ্গকরণ, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশকরণ, প্রবল চাপ, ঘনভিড়। (বিশুদ্ধিমার্গ) **সত্তুনিম্মথন**।

নিম্মথেতি (ক্রি) = **নিম্মথতি**। ⇒ **নিম্মথতি**।

নিম্মদতি (ক্রি) = **নিম্মদ্দেতি**। ⇒ **নিম্মদ্দেতি**।

নিম্মদন (ক্লী) স্পর্শকরণ, অনুভূতি, স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, সামান্য পরিমাণ, পরীক্ষা, কষ্টিপাথর, তুলির রেখা, মনোভাব, সামান্য কথন, ঈষৎ উল্লেখ, প্রবল চাপ, ঘন ভিড়, দমনকরণ, পেষণ, নিংড়ানো, ভঙ্গকরণ, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশকরণ, পরাজিত করণ, বশীভূতকরণ, শান্তকরণ, নরমকরণ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **মদ-নিম্মদন**। = **নিম্মদ্দন**।

নিম্মদয (বিণ) দমনীয়, নিবারণীয়, সংযত, সংযমিত, চাপিয়া রাখিতে হয় এমন।

নিম্মদ্দন (ক্লী) মর্দনকরণ, দলনকরণ, চূর্ণন, স্পর্শকরণ, ভঙ্গকরণ, পেষণ। = **নিম্মদন**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ন বাতো হত্থ-গহণং বা নিম্মদ্দনং উপেতি**—হস্তধারণ অথবা স্পর্শ করিতে বাতাসও পৌঁছায় না অর্থাৎ বায়ুও যার স্পর্শ পায় না।

নিম্মদ্দেতি (ক্রি) = **নিম্মাদেতি**। ⇒ **নিম্মাদেতি**।

নিম্মনুস্‌স (বিণ) মনুষ্যশূন্য, জনমানবহীন, যেখানে মানুষ নাই অথবা মানুষের বসতি নাই, মনুষ্যরহিত, মানুষের অনুপস্থিতি।

নিম্মন্থতি (ক্রি) [নি+√মন্থ+অ] = **নিম্মথতি**। ⇒ **নিম্মথতি**।

নিম্মল (বিণ) নির্মল, পরিষ্কৃত, নির্দোষ, সরল, পবিত্র, ময়লা বা দাগহীন অপবিত্র নহে এমন।

নিম্মাণ (ক্রি) নির্মাণ, গঠন, রচনা, প্রস্তুতকরণ, সার, সামঞ্জস্য, সৃষ্টি, পরিচ্ছেদ, সৃষ্টবস্তু, উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম। = **নিম্মান**।

নিম্মাত-পিতিক (বিণ) = **নিম্মাতা-পিতিক**। ⇒ **নিম্মাতা-পিতিক**।

নিম্মাতা-পিতিক (বিণ) যাহার মাতাপিতা নাই, অনাথ, মাতাপিতৃহীন।

নিম্মাতর (বিণ, পুং) নির্মাণকারী, প্রস্তুতকারক, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারক, গৃহনির্মাণকারী, গৃহনির্মাতা, স্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা, স্রষ্টা। সূত্র বা ধারা মতে:—(দীর্ঘনিকায়) **ব্রহ্মা ... কত্তা ... নিম্মাতা**।

নিম্মাতিক (বিণ) মাতৃহীন, মাতা নাই এমন।

নিম্মাতু (পুং) নির্মাণকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, গৃহনির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা। = **নিম্মাতর**।

নিম্মাদেতি (ক্রি) পরাজয় করা, দমন করা, বশীভূত করা, আর্দ্র করা, নরম করা, শান্ত করা, অপমান করা, অবনমিত করা, অবনত করা, হীনাবস্থায় আনা অথবা হীনাবস্থা করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা, নিংড়ানো, পোষণ করা, সঙ্কুচিত হইয়া কোথাও বা কোন বিষয়ে প্রবেশ করা। = **নিম্মদ্দেতি** (দীর্ঘনিকায়) = **নিম্মদতি নিম্মানে করোতি** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

নিম্মান (ক্লী) পরিমাণ করণ, নির্ধারণ, নির্ধারিত করণ, মাপা, বিন্যাসকরণ, পরিমিত করণ, চিহ্নিতকরণ, বিভাগকরণ, বণ্টনকরণ, নির্দিষ্টকরণ, অতিক্রমকরণ, উৎপাদন, প্রদর্শন, উৎপন্ন দ্রব্য, ফল, কর্ম, রচনা, সৃষ্টি, সৃষ্ট বস্তু, কার্য, শরীর ও মনের পরিশ্রম, চেষ্টা, কৃতবস্তু, পরিশ্রমের ফল, ছুঁচের কাজ, বুনাট, বৃত্তি, রোজগারের কাজ, বই, সঙ্গীত বিষয়ক রচনা ইত্যাদি। (মধ্যম নিকায়) **ইস্সর-নিম্মান-হেতু**—ঈশ্বর কর্তৃক কারণ ঘটিত ফল। (বিণ) নিরহঙ্কারী, মানহীন, নীচ, নম্র, বিনীত। = **নিম্মাণ**।

নিম্মান-রতি দেবা—নির্মাণরতি নামক পঞ্চম স্থানীয় স্বর্গের দেবগণ। ⇒ **নিম্মিত**।

নিম্মানিযতি (ক্রি) হীনপদস্থ হওয়া, অপমানিত হওয়া, হেয় হওয়া, বিদ্রূপের পাত্র হওয়া, ব্যঙ্গের পাত্র হওয়া, উপহাসের পাত্র হওয়া, উপহাস্য হওয়া, হাস্যাস্পদ হওয়া।

নিম্মিঞ্জন = **নিম্মজ্জন**। ⇒ **নিম্মজ্জন** (২)।

নিম্মিণাতি (ক্রি) [নি+√মি+না] নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা, জন্মানো, উৎপাদন করা, উৎপন্ন করা, পদবিযুক্ত করা, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা, গঠন করা, উপযোগী করা, হাজির করা, দেওয়া, বাড়ানো। = **নিম্মিনাতি**। (অতীত) **নিম্মিণি**। (অ-বিণ) **নিম্মিত**। (ব-বিণ) **নিম্মিণন্ত**। (ক্রি-বি) **নিম্মিণিত্বা, নিম্মায**।

নিম্মিত (বিণ) নির্মিত, গঠিত, রচিত, প্রস্তুত, (ভাষা সম্পর্কে) সযত্নে বিবেচিত, একরূপ, ঠিক ঠিক, ছন্দে বন্ধ বা ছন্দবদ্ধ, ব্যয়িত, গোছানো, পরিকল্পনা অনুযায়ী (পথ, বাগান প্রভৃতি) বিস্তৃত বা বর্ধিত অথবা সজ্জিত, নকশাকৃত, অভিসন্ধিকৃত, মনে মনে অঙ্কিত; (ঋদ্ধি বা দৈবশক্তি বলে) সৃষ্ট, জমকাল, গৌরবান্বিত, মর্যাদাবিশিষ্ট। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **ইদ্ধিযা পি নিম্মিত; সুনিম্মিত দেবপুত্ত**—সুনিম্মিত নামক দেবপুত্র; **পরিনিম্মিত-বসবত্তী দেবা**—পরিনির্মিত-বশবর্তী নামক ষষ্ঠ স্থানীয় স্বর্গের দেবগণ; (সাহিত্যে) "অপর কর্তৃক রচিত বা নির্মিত" কিন্তু ইঁহারা মহাশক্তিধারী (বিমানবত্থু অর্থকথা)। "**কামলোক**" এর মধ্যে পঞ্চম অথবা তৃতীয় স্থানের (**কামূপপত্তিযো**) একটি; তিন প্রকার "**কামূপপত্তিযো**" স্থান, যথা—**পচ্চুপট্ঠিত-কামা, নিম্মানরতি-কামা** (অথবা "**নিম্মিতরতি-কামা**"), **পরনিম্মিত-বসবত্তী-কামা;** পঞ্চপ্রকার, যথা—**তাবতিংস-কামা, যাম-কামা, তুসিত-কামা, নিম্মানরতি-কামা, পরনিম্মিত-বসবত্তী-কামা**। (জাতক) **কাযো নেব দেবনিম্মিত ন ব্রহ্মনিম্মিত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **মারেন নিম্মিতং বুদ্ধরূপং**। বিমানবত্থু অর্থকথা বর্ণনায় সমার্থবাচক—**মিতংগচ্ছতি বারণো**। ⇒ **অভিনিম্মিত, নিম্মিনাতি**।

নিম্মিনাতি (ক্রি) পরিমাণ করা, পরিমাপ করা, মাপা, বিন্যাস করা, পরিমিত করা, চিহ্নিত করা, বিভাগ করা, বণ্টন করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, এক পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া, সমতুল বা একরূপ হওয়া, গঠন করা, নির্মাণ করা, রচনা করা, উপযোগী করা, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা, গাঁথিয়া তোলা, উদ্ভাবিত করা, সঙ্কলন করা, গঠিত করা, শিক্ষা দেওয়া, বিন্যাস করা, আকার ধারণ করা, ঋদ্ধিশক্তিতে তৈয়ার করা, সৃষ্টি করা, সুবিন্যস্ত করা, মীমাংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা, স্থির করা, মুদ্রাঙ্কর বিন্যাস করা, হাজির করা, উৎপাদন করা, দেওয়া, বাড়ানো, ব্যয় করা, পরিকল্পনা অনুযায়ী (পথ, বাগান প্রভৃতি) বিস্তৃত করা, বর্ধিত করা বা সজ্জিত করা, টাকা খাটানো, গোছানো, নকশা করা, অভিসন্ধি করা, মনে মনে অঙ্কন করা। ⇒ **নিম্মাত্তর, নিম্মান**। (তুলনীয়) **অভিনিম্মিনাতি**। = **নিম্মিণাতি**। (অতীত) **নিম্মিনি**। (অ-বিণ) **নিম্মিত**। (ক্রি-বি) **নিম্মিনিত্বা, নিম্মায**।

নিম্মিনি (অতীত ক্রি) ⇒ **নিম্মিনাতি**। = **নিমিনি**।

নিম্মীলতি (ক্রি) = **নিমীলতি**। ⇒ **নিমীলতি**।

নিম্মীলেতি (ক্রি) = **নিমীলতি**। ⇒ **নিমীলতি**।

নিম্মুজ্জা = **নিমুজ্জা**। ⇒ **নিমুজ্জা**।

নিম্মূল (বিণ) নির্মূল, ছিন্নমূল, অমূলক, বিলুপ্ত, মূলহীন।

নিস্মোক (পুং) নির্মোক, সাপের খোলস, সাপের খসিয়া পড়া চর্ম।

নিয (বিণ) নিজ, স্বীয়, আপন।= **নিজ, সক**। (সূত্রনিপাত) **নিয়পুত্ত = ওরসপুত্ত** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিয়স্স কম্ম**।

নিযক (বিণ) = **নিয**। ⇒ **নিয**।

নিযত (বিণ) নিয়ত, দমিত, সংযত, শাসিত, বশীকৃত, অনতিক্রম্য, স্থির, স্থিরকৃত, অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী, অবিচ্ছিন্ন, নিয়মযুক্ত, অবিশ্রান্ত, নিত্য, সর্বদা, নিশ্চিত, বিশ্বাসযোগ্য, নিঃসন্দেহ, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, অপরিবর্তনীয়, ধ্রুবক, অবিচলিত, বিশ্বস্ত, নিয়মিত, অবিরত, দৃঢ়, (ঘটিতে) বাধ্য, নির্ভরযোগ্য, সুনিশ্চিত, নির্দিষ্ট, কোন, যে কোন, সীমাবদ্ধ, আবদ্ধ, বাধ্যগত, বাধ্য, অপ্রতিভ, প্রয়োজনীয়। (দীর্ঘনিকায়) **নিযত সম্বোধিপরায়না**। সূত্রনিপাতে উল্লেখিত "**নিযত**" শব্দের সমার্থবাচক শব্দ "**অরিযমগ্গেন নিযামপ্পত্ত**" (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ধর্মপদে উল্লেখিত "**নিযত**" শব্দের সমার্থবাচক শব্দ "**চতুমগ্গ নিযমেন নিযামপত্ত**" (ধর্মপদ অর্থকথা)। (জাতক) **নিযত বোধিযা**। (ধর্মসঙ্গণী) **মিচ্ছত্ত নিযত** ইত্যাদি। **নিযত মিচ্ছাদিট্ঠি**।

নিযতগতি—যাহার অদৃষ্ট (কর্ম) বা লক্ষ্যস্থান নির্দিষ্ট করা আছে, যাহার গমন স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। ইহা "**সুগতি**" সম্বন্ধীয় শব্দ। ⇒ **গতিক** (৩)।

নিযতি (স্ত্রী) নিয়তি, কর্মানুসারে জন্মান্তরীণ শুভাশুভ গতি বা পরিণাম, অদৃষ্ট, চরম ফল, মৃত্যু, দৈব ঘটনা, অত্যাবশ্যকতা, আবশ্যকতা, দরিদ্রতা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভাব, ভবিতব্য।

নিযপুত্ত (পুং) নিজ পুত্র, নিজের ঔরসজাত পুত্র। = **ওরসপুত্ত**। ⇒ **নিয**।

নিযম (পুং) ১ সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাধা, অবরোধ, বাধ্যতা, বিপন্নাবস্থা, বিব্রত ভাব, অপ্রতিভ বা সঙ্কোচ অবস্থা, শিক্ষা, আত্মদমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **যমনিযম**। ২ নিয়ম, বিধি, ব্যবস্থা, অবধারণ, ধারা, নিরোধ, দমন, পাপপ্রবৃত্তি, নিবৃত্তির জন্য ইন্দ্রিয়বর্গের দমন, ধর্মানুষ্ঠান, ব্রত-উপবাসাদি, শুচিতা সন্তোষ তপস্যা অধ্যয়ন এবং ধর্মাচরণে বা নিবৃত্তি-সুখ নির্বাণে প্রণিধান, সূত্র, লক্ষণ, বন্ধন, নির্দিষ্টতা, যথার্থতা, স্পষ্টতা, সীমা-নির্দেশকতা, স্থিরতা, নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণ প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, সীমানির্ধারণ বা সীমাবদ্ধাবস্থা, অসামর্থ, মেয়াদ, তামাদির কাল। (ধর্মপদ অর্থকথা) **চতুমগ্গনিযম; চতুমগ্গনিযাম**। (সূত্রনিপাত অর্থকথায়) **নিযাম**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অযং নিযম সংসারেন অত্থি**—সংসারে এই নিয়ম (বিধি) অথবা প্রয়োজনীয়তা আছে। (করণকারকে) **নিযমেন**। (অপাদান কারকে) **নিযমতো**। ৩ প্রাকৃতিক নিয়ম, স্বাভাবিক বিধি বা আইন, স্বভাবসিদ্ধ প্রথা, মহাজাগতিক নীতি। অথকথার নিয়মে ইহা পাঁচ প্রকার, যথা—**উতুনিযম, বীজনিযম, কম্মনিযম, চিত্তনিযম, ধম্মনিযম** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)।

নিযমন (ক্লী) স্থিরকরণ, সুদৃঢ়করণ, নির্ধারণ, যোজনা, স্থাপন, কোনও কিছু বসানো, খচিতকরণ, অস্তগমন, যে দৃশ্যে বা পরিবেশে গল্প ইত্যাদি ঘটে, নাট্য-প্রদর্শনীর পোশাকাদি, চুনবালির পলস্তারায় জমাট-বাঁধানো, রত্নাদি বসাইবার কাঠামবিশেষ, সংজ্ঞা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **লক্খনিযমন**—আলোচনা বা বিদ্রূপ ইত্যাদির লক্ষ্যপাত্র, লক্ষ্যবস্তুর প্রতি লক্ষ্য অথবা চাঁদমারির লক্ষ্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **বিসেসত্থ নিযমন**।

নিযমেতি (ক্রি) [নি+√যম+এ] দৃঢ় করা, সংলগ্ন করা, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আবদ্ধ করা, তারিখ নির্ধারণ করা, দাম বা মূল্য স্থির করা, স্থায়ীভাবে থাকা, দৃঢ় হওয়া, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, আদেশ করা, আধিপত্য করা, দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া, নায়ক হওয়া, অর্জন করিতে সমর্থ হওয়া, দমন করা, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, সীমা নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা, সঠিক স্থির করা, সবিস্তারে অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া, উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা, দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করা, সংযুক্ত করা, বন্ধন করা, বাধিত করা, বাধ্য করা, সমান ফল করা। (অতীত) **নিযমেসি**। (অ-বিণ) **নিযমিত** (⇒ **অনিযমিত**)। (ক্রি-বি) **নিযমেত্বা**।

নিযমেন (ক্রি-বিণ) আবশ্যকরূপে, অবশ্যাম্ভাবীরূপে, অপরিহার্যভাবে, অত্যাবশ্যকতাবশত, আবশ্যকতাবশত, দরিদ্রতাবশত, অভাববশত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যবশত, ভবিতব্যবশত। ⇒ **নিযম** (২)।

নিযস্স-কম্ম (ক্লী) নিজ কার্য, স্বীয় কর্ম, আপন কাজ। এই শব্দের প্রকৃত পাঠ "**নিযস্সকম্ম**"।= **নিগ্গতকম্ম**। ⇒ **নিয**।

নিযাতেতি = **নিয্যাদেতি**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নিযাদেতি = **নিয্যাদেতি**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নিযাম (পুং) নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, স্থিরকৃত ধারা বা পদ্ধতি, স্থিরক্রম, সুদৃঢ় শৃঙ্খলা, ব্যবস্থানুক্রম, নিয়মিত প্রণালী বা আকার, কালানুবর্তী রীতি, উপায়, পথ, সমাপ্তির অভিপ্রায় বা লক্ষ্যপথ; (বর্ণনায়) মুক্তির পথ, সম্যক পথ, যথার্থ উপায় (**সম্মত্ত নিযম**), প্রণালী, শৃঙ্খলা, ক্রম, ধারা, প্রকার, পদ্ধতি, রীতি, বিন্যাস, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, চলিত নিয়ম। (সূত্রনিপাত) **নিযামদস্সিন = সম্মত্ত-নিযামভূতস্স মগ্গস্স দস্সাবিন** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। (মহানির্দেশ) **নিযাম অবক্কন্তি**। (চূলনির্দেশে) **নিযাম = চত্তারো মগ্গা**। (পটিসম্ভিদামার্গ) **সম্মত্তনিযাম ওক্কমতি**।

নিযামক (বিণ) (কোন বিষয়ে বা বিষয়-সম্বন্ধে) নিশ্চিত,

(কিছুতে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমন, অগ্রগামী হইয়াছে অথবা প্রলোভিত করিয়াছে এমন, সমাপ্ত হইয়াছে এরূপ। (দীর্ঘনিকায়) **ধম্মনিযামক পটিপদা**। (তুলনীয়) **নিয়মতা**। (পুং) নিয়ামক, কর্ণধার, নাবিক, কাণ্ডারী, জাহাজের কাপ্তান বা কর্ণধার, অধিনায়ক, সেনাপতি, পোতনায়ক, নিয়ন্তা, নিরূপক, নিয়মকর্তা, গতি পরিচালক, গতি নিয়ামক। ⇒ **নিয়্যামক**।

নিযামতা (স্ত্রী) মীমাংসিত অবস্থা, স্থিরকৃত অবস্থা, অবধারিত বিষয়, দৃঢ়ভাব, শান্তভাব, নিশ্চয়তা, সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত বিষয়, যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, প্রতিভূ, জামিন, জামানত, নির্দিষ্ট বা সুদৃঢ় করা হইয়াছে এরূপ বিষয়। = **নিযাম**। (সংযুক্ত নিকায়) **ধম্মনিযামতা ধম্মট্‌ঠিততা**। (জাতক) **সদ্ধম্মস্‌স নিযামতা**--সদ্ধর্মের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, সত্যধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস। (কথাবত্থু) **অচ্চন্তনিযামতা**—চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস।

নিযামদস্‌সিন (বিণ) মুক্তির পথ সন্ধানী, সম্যক পথ অন্বেষণকারী, যথার্থ উপায় অনুসরণকারী। (পুং) মহাপুরুষ, অর্হৎ। ⇒ **নিযাম**।

নিযামদস্‌সী = **নিযামদস্‌সিন**। ⇒ **নিযামদস্‌সিন**।

নিযামেতি (ক্রি) দমন করা, সংযত করা, বাধা দেওয়া, শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পরিচালিত করা, প্রভুত্ব করা, বিধিসমূহ পরিচালনা করা, পথ প্রদর্শন করা, উপদেশ দেওয়া, শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষিত করা। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নাবং নিযামেতি**।

নিযামেন (ক্রি-বিণ) এই পথে, এই উপায়ে, নীতিক্রমে, উপায়ক্রমে, অনুক্রমে, অনুসারে, অনুরূপে, অনুযায়ী। (জাতক) **সুত নিযামেন**—যেইরূপ শুনিয়াছে সেইরূপে।

নিযুজ্জ—নির্দিষ্ট, নিয়োগ। ⇒ **নি** (২)।

নিযুজ্জতি (ক্রি) উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া, ঠিক হওয়া, উচিত হওয়া, সুবিধাজনক হওয়া, (চলতি কথায়) বেশ ভাল হওয়া, গৃহীত হওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুগমন করা, উত্তরাধিকারী হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া, ফলদায়ক হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, পরিণত হওয়া, শেষ হওয়া, ঘটা, সংঘটিত হওয়া। = **উপকপ্পতি**।

নিযুঞ্জতি (ক্রি) [নি+√যুজ+অ] (কোন বিষয়ে) নিযুক্ত করা বা থাকা, ব্যস্ত থাকা, প্রবৃত্ত হওয়া, অঙ্গীকার করা অথবা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা, যুদ্ধ করা, আকর্ষণ করা, বিবাহ করিতে অস্বীকার করা। (অতীত) **নিযুঞ্জি**। (অ-বিণ) **নিযুত্ত**। (করণে) **নিযোজেতি**।

নিযুত্ত (বিণ) নিযুক্ত, কার্যে নিযুক্ত, নিয়োগ করা হইয়াছে এমন, প্রবর্তিত, ভর্তি, অঙ্গীকৃত, বাগদত্ত, সংসক্ত, ব্যাপৃত, ব্যস্ত, অবিকৃত, আদিষ্ট, আজ্ঞাপ্রাপ্ত, প্রবৃত্ত, নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, কোন পদে নিযুক্ত, (যাহাকে) কার্যভার দেওয়া হইয়াছে এমন, যে জাহাজ যুদ্ধার্থে সজ্জিত করা হইয়াছে, বিন্যস্ত, পরিচালিত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জনপদে নিযুত্ত; দানাধিকারে নিযুত্ত; দানে নিযুত্ত**। ⇒ **নিযুঞ্জতি**।

নিযুত্তক = **নিযুত্ত**। ⇒ **নিযুত্ত**।

নিযোগ (পুং) নিয়োগ, শাসন, আজ্ঞা, প্রেরণ, ভারার্পণ, মনোযোগ দান, নিযুক্তকরণ, প্রবৃত্তি, নিশ্চয়, অধিকার, ক্রম, সুশৃঙ্খলা, বিন্যাস, নিয়ম, পদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা, সুশাসনের ব্যবস্থা, আদেশ, লিখিত নির্দেশ, বর্ণ, শ্রেণী, সমাজ, সম্প্রদায়, ক্রয় করিবার নির্দেশ, ধর্মসম্প্রদায়, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, রকম, প্রকার, (ক্ষুদ্রতম জাতি হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তম জাতি হইতে ক্ষুদ্রতর) সমশ্রেণীর প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সমবায়, আধিপত্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, দখল, অত্যাবশ্যকতা, আবশ্যকতা, দরিদ্রতা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভাব, ভবিতব্য। (অপাদান কারকে) **নিযোগা**—ঠিক কথায় বলিতে গেলে (ধর্মসঙ্গণী)।

নিযোগা ⇒ **নিযোগ**।

নিযোজন (ক্লী) নিয়োজন, নিযুক্তকরণ, আদেশকরণ, প্রেরণ, প্রবর্তন, চাপা, দেওয়া, সামনে অগ্রসর হওন, সনির্বন্ধ অনুরোধ করণ, উৎসাহ প্রদান, উত্তেজিত করণ, নিয়ম প্রবর্তন, শাসন প্রবর্তন, ধর্মসম্প্রদায় গঠন, শৃঙ্খলাকরণ, ভারার্পণ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করণ, সমর্পণ, খারাপ কাজ করণ।

নিযোজিত (বিণ) নিয়োজিত, যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এমন, নিযুক্ত, বহাল, প্রবর্তিত, আজ্ঞাপ্রাপ্ত, প্রেরিত, অধিকৃত, প্রতিনিধি স্থানীয়, আদর্শস্থানীয়। ⇒ **নিযোজেতি**।

নিযোজেতি (ক্রি) [নি+√যুজ+এ] চাপা, চাপা দেওয়া, সামনে অগ্রসর হওয়া, সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, উৎসাহিত করা, উত্তেজিত করা, তাগিদ করা বা দেওয়া, সমর্পণ করা, ভারার্পণ করা, খারাপ কাজ করা, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা। ⇒ **নিযুঞ্জতি**। (অতীত) **নিযোজেসি**। (অ-বিণ) **নিযোজিত**। (ব-বিণ) **নিযোজেত্ত**। (ক্রি-বি) **নিযোজেত্বা**।

নিয্যতি (ক্রি) চালিত হওয়া, আদিষ্ট হওয়া, অগ্রগামী হওয়া, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শিত হওয়া, পথ প্রদর্শিত হওয়া, উপদিষ্ট হওয়া, শাসিত হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, পরিচালিত হওয়া, নির্বাহ হওয়া, পথে সঙ্গে গমন করিয়া রক্ষিত হওয়া, নিয়া যাওয়া, নীত হওয়া, সঞ্চালিত হওয়া, ব্যবহৃত হওয়া, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া, ভার বাহিত হওয়া, দেহভঙ্গি হওয়া, কোন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া, বহিয়া লইয়া যাওয়া, বলপূর্বক অধিকৃত হওয়া, লাভ হওয়া, (বহি সম্বন্ধে) অন্য কলমে বা পাতায় যোগ হওয়া। = **নীয়তি**। ⇒ **নয়তি**।

নিয্যত্ত (ক্লী) পলায়ন, ভুল, বহির্গমন পথ।

নিয়্যমোযোগ্‌গা—উপযুক্ত শিক্ষা অধিগত হইলেও, উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও।

নিয্যাত (বিণ) = **নিয্যাদিত**। ⇒ **নিয্যাদিত, নিয্যাতি**।

নিয্যাতন (ক্লী) প্রত্যাগমন, প্রত্যর্পণ, পরিশোধ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদান, ফিরিয়া আসা, লাভালাভ, ফল, সরকারী বিবৃতি, বিবরণী, ফেরত, পুনঃকৃত, পুনরায় ঘটিত ইত্যাদি, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া, পুনরাধিকারে যাওয়া, নির্বাচন করণ, রক্ষার্থ প্রদান, কার্যভার অর্পণ, তত্ত্বাবধানে দেওয়া, ফেরত দেওয়া, উৎসর্গ, সমর্পণ, উৎসর্গ লিপি। (জাতক) **সক-রট্‌ঠ নিয্যাতন**।

নিয্যাতনে (বিণ) অবিরত চালাইয়া নেয় এমন। ⇒ **যততি** (২)।

নিয্যাতযাতি = **নিয্যাদেতি**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নিয্যাতর (বিণ, পুং) পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী, অধিনায়ক, পথনির্দেশক। (পুং) সংবাদপত্রের মুখ্য প্রবন্ধ, প্রধান প্রবন্ধ, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক, গাইড বা পথনির্দেশক পুস্তক, পথ প্রদর্শক লোক, পথপ্রদর্শক।

নিয্যাতি (ক্রি) [নি+√যা+অ] নির্মূল হওয়া, নির্বাপিত হওয়া, বহির্গত হওয়া (বর্ণনায়—**"সংসার"** ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া)। (সংযুক্ত নিকায়) **নিয্যন্তি ধীরা লোকম্‌হা**। ⇒ **নিয্যান, নিয্যানিক**। (অতীত) **নিয্যাসি;** (বহুবচনে) **নিয্যিংসু**। (অ-বিণ) **নিয্যাত**। (ভবিষ্যতে) **নিয্যস্সতি**।

নিয্যাতিত = **নিয্যাদিত**। ⇒ **নিয্যাদিত**।

নিয্যাতৃ (পুং) যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বহির্গত হন অথবা অভিনিষ্ক্রমণ করেন, পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী লোক, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক। = **নিয্যাতর** (পুং)।

নিয্যাতেতি (ক্রি) [নি+√যত+এ] = **নিয্যাদেতি**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নিয্যাদিত (বিণ) (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, স্থিরকৃত, হস্তান্তরকৃত, নির্দিষ্ট, আরোপিত, প্রদত্ত, অর্পিত, দেওয়া হইয়াছে এমন, উৎসর্গিত, উৎসর্গকৃত, সমর্পিত, কোন ব্যক্তির নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গকৃত, উপহার প্রদত্ত। (পেতবত্থু অর্থকথা) **ধননিয্যাদিত**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নিয্যাদেতি (ক্রি) [নি+√যদ+এ] (ফিরাইয়া) দেওয়া, ভারার্পণ করা, পরিত্যাগ করা, (অংশ) ভাগ করিয়া দেওয়া, স্থির করা, হস্তান্তর করা, নির্দিষ্ট করা, আরোপ করা, উৎসর্গ করা, সমর্পণ করা, কোন ব্যক্তির নামে গ্রন্থাদি উৎসর্গ করা, কোনও জিনিসের জাতি বা নাম অথবা চিহ্ন জ্ঞাপন করা, সূচিত করা, উপহার দেওয়া, প্রদর্শন করা, উপস্থাপিত করা, লক্ষ্য করা, প্রদান করা, বিবেচনা করিতে দেওয়া, পরিচয় করিয়া দেওয়া, দান দেওয়া, দক্ষিণা দেওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **নিয্যাত যামি** (বর্তমান, উত্তমপুরুষ, একবচনে); **সামীকানং গাবো নিয্যাদেতি**। (তুলনীয়) **পটিযাদেতি, পটিযাদিত**। (অতীত) **নিয্যাদেসি (= সম্পটিচ্ছাপেসি), অদাসি;** (বহুবচনে) **নিয্যাতযিংসু, নিযাতযিংসু** (পেতবত্থু) = **অদংসু** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অ-বিণ) **নিয্যাতিত, নিয্যাদিত**। (ক্রি-বি) **নিয্যাতেত্বা, নিয্যাদেত্বা;** (পেতবত্থু অর্থকথা) **বিহারং নীযাদেত্বা (নীয্যাদেত্বা)** = **উদ্দিস্‌সতি, দদাতি**।

নিয্যান (ক্লী) ১ বহির্গমন, নির্গমন, নির্মূলন, নির্বাপণ, প্রস্থান, মৃত্যু, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ, ব্যতিক্রম। = **নিগ্গমন** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা)। ২ বাহিরে যাইবার পথ, নির্গমন পথ, মুক্তি, মোচন, স্বত্ব ত্যাগ, (ফিল্ম) প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দান, মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, স্বাধীনতা। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মগ্গ-সচ্চং ভাবেত্তো লোকম্‌হা নিয্যাতি**। (তুলনীয়) **নিয্যানিক**।

নিয্যানিক (বিণ) সংসারত্যাগী, মুক্তিকামী, স্বাস্থ্যকর, হিতকর, উপকারী, পাপমুক্ত, পবিত্র, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ, রক্ষাকারী, অনিষ্ট নিবারক, মিতব্যয়ী, মুক্তিসাধক, মুক্তিদায়ক, লাভজনক, মঙ্গলকর, হিতকর।

নিয্যাম (পুং) = **নিয্যামক**। ⇒ **নিয্যামক**।

নিয্যামক (পুং) কর্ণধার, জাহাজ পরিচালক, পথ প্রদর্শক, বিমানচালক, মাঝি, প্রভু, শিক্ষক, অধিনায়ক, অধিকারী, নেতা, তরুণ ভদ্রলোক, নিয়োগকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিশেষ, বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ বা নায়ক, শাসক, কোন কার্যে বা বিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি, নাবিক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক। (জাতক) **থল নিয্যামক**। ⇒ **নিযামক**।

নিয্যাস (পুং) নির্যাস, ক্বাথ, আঠা, বৃক্ষনির্যাস, গাছের ক্ষরিত রস, ধুনা, রজন। (বিশুদ্ধিমার্গ) **"নিয্যাসরুক্‌খ"** ইহা অষ্টবিধ বৃক্ষের মধ্যে একটি; **পগ্গঘরিত নিয্যাসরুক্‌খ**। (তুলনীয়) **নিবাযাস**।

নিয্যাসরুক্‌খ (পুং) ধূপগাছ, ধুনাগাছ, যেই গাছ হইতে রজন উৎপন্ন হয় সেই গাছ। ⇒ **রুক্‌খ, নিয্যাস**।

নিয্যূহ (পুং) (সংস্কৃত—নির্যূহ) (মন্দিরাদির) চূড়া, ক্ষুদ্র বুরুজ, কামান রাখিবার ঘূর্ণায়মান মঞ্চবিশেষ, শৃঙ্গ, মন্দিরাদির অগ্রভাগ, দ্বার, কপাট, প্রবেশ পথ, প্রবেশের উপায়। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **পাসাদনিয্যূহ**।

নিরঙ্করোতি (ক্রি) [নি+আ+√কর+ও] বর্জন করা, ত্যাগ করা, পরিশোধ করিতে অস্বীকার করা, অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা, (কোন বিষয়ে) সামান্য চিন্তা করা, ঘৃণা করা, উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা, ফেলিয়া দেওয়া বা রাখা, ধ্বংস করা, নাশ করা, বিধ্বস্ত করা, দরিদ্র করা, সর্বস্বান্ত করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা। = **নিরাকরোতি**। (অতীত) **নিরঙ্করি, নিরাকরি**। (অ-বিণ) **নিরঙ্কত, নিরাকত**। (ক্রি-বি) **নিরঙ্কত্বা, নিরাকত্বা, নিরঙ্করে, নিরাকরে;** পেতবত্থু অর্থকথায়

উল্লিখিত "**নিরাকরে**" এর সমার্থবাচক শব্দ "**ছড্ডেতি পজহতি**"।

নিরগ্‌গল (বিণ) অর্গলহীন, বাধামুক্ত, অপ্রতিরুদ্ধ, অবাধ, খোলা, ফলপ্রচুর, মুক্ত, উন্মুক্ত, স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত, নির্মূল, মূলহীন, অনিয়ন্ত্রিত, শিথিল, আক্ষরিক নহে এমন, অনাক্ষরিক, তেজস্বী, হঠকারী, অশ্লীল, লৌকিকতা বা শিষ্টাচার বর্জিত, স্বতঃপ্রবৃত্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, ব্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত নয় এমন, সাবকাশ, খালি, বিযুক্ত, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, বদান্য, সবল, স্বতন্ত্র।

নিরগ্‌গল্ = **নিরগ্‌গল**। ⇒ **নিরগ্‌গল**।

নিরগ্‌গিক (বিণ) নিরগ্নি, অগ্নিহীন, অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত অনুষ্ঠান বর্জিত, অগ্নিরহিত, অগ্নি বিনা, অগ্নি ব্যতীত। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিরগ্‌গিক ওকাস**।

নিরজ্জতি (ক্রি) অগ্রাহ্য হওয়া, পাস না হওয়া, নাকচ করা, নির্গত হওয়া, নিঃসারিত হওয়া, অকস্মাৎ বলিয়া ফেলা, বহিষ্কৃত হওয়া, বিতাড়িত হওয়া, নির্বাসিত হওয়া, খোয়ানো, হারানো, বঞ্চিত হওয়া, নষ্ট করা বা হওয়া, অপব্যয় করা বা হওয়া, হারাইয়া ফেলা, হারাইয়া যাওয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা বা হওয়া, অপব্যয়গ্রস্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অকৃতকার্য হওয়া। (জাতক) **নিরজ্জতি রট্‌ঠা**। (বর্মা জাতকে) **নিরঝতি**; (অর্থকথায়) **নিগচ্ছতি**; **নিগ্‌গচ্ছতি**। (অতীত) **নিরজ্জি**; (থেরীগাথা) **নিরজ্জি'হং** = **ন জানিমহং** (থেরগাথা অর্থকথা)।

নিরত (বিণ) নিরত, আসক্ত, অনুরক্ত, ব্যাপৃত, নিযুক্ত, প্রিয়, সংলগ্ন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দুচ্চরিত নিরত**; **হিতকরণ নিরত**।

নিরন্ত (বিণ) অননুমিত, অনুমিত বা কাল্পনিক নহে এমন, অকল্পিত, অকপট, পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যানকৃত, অগ্রাহ্যকৃত, মুক্ত, অপসারিত, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়াছে এমন, অবলীলাক্রমে রচিত, আত্মাহীন, আত্মাবাদহীন, আত্মাবাদের দৃষ্টি বিরহিত, অনাত্মাবাদী, অসারবাদী, সংলগ্ন, আসক্ত, অনুরক্ত। (বিপ) **অন্তজ্জহ**। অর্হৎগণের "**অন্ত**" যেমন নাই তেমন "**নিরন্ত**"ও নাই; কল্পনা, অনুমান, কপটতা, আসক্তি অথবা সংলগ্নতা ইত্যাদি যেমন নাই তেমন ত্যাগ করিবারও কিছু অবশিষ্ট থাকে না; সর্বপ্রকার কাল্পনিক মতবাদ হইতে অর্হৎগণের চিত্ত সম্পূর্ণ মুক্ত। ⇒ **নি** (২)।

নিরত্থ (বিণ) নিরর্থক, ব্যর্থ, নিষ্প্রয়োজন, অর্থশূন্য, বৃথা, অনর্থক, অনাবশ্যক, অকর্মণ্য, ফলপ্রদ নয় এমন, অদক্ষ, বিচক্ষণ নয় এমন, ব্যুৎপন্ন নহে এমন, নিষ্ফল, দাম্ভিক, গর্বিত, জাঁকাল, অসার, অবাস্তব, ভিত্তিহীন, অহেতুক, অমূলক, মিথ্যা। (বিপ) **সাত্থ**। ⇒ **নিস** (২)। বিশেষ্য কিন্তু ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষণরূপে, যেমন—**নিরত্থা পরিদেবনা** (সূত্রনিপাত)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিরত্থ ভাব**।

নিরত্থক (বিণ) নিরর্থক, অর্থহীন, বাজে। = **নিরত্থ**, **নানত্ত** (বিণ)।

নিরত্থকং (ক্রি-বিণ) বৃথায়, অনর্থকরূপে, অসম্মানিত ভাবে, অশ্রদ্ধাভাবে।

নিরত্থক কথা—নিরর্থক কথা, অনর্থক কথা, বাজে কথা, অর্থহীন বা মূল্যহীন কথা, অকেজো কথা, অকার্যকর কথা, মিথ্যা গল্প। **নানত্ত কথা**।

নিরত্থভাব—অনাবশ্যকতা, অকর্মণ্যতা, ফলপ্রদ নহে এরূপ অবস্থা, নিষ্ফল অবস্থা। ⇒ **নিরত্থ**।

নিরত্থিকা (স্ত্রী) নিষ্প্রয়োজনীয়তা, অনাবশ্যকতা। = **নিরত্থভাব**।

নিরন্তর (বিণ) নিরন্তর, ঘন, নিবিড়, নিরবকাশ, নিচ্ছিদ্র, নিরবচ্ছিন্ন, অবিরত, অনবরত, অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, সংযুক্ত, বাধারহিত, অবাধ, ক্রমিক, অবকাশ ব্যতীত, অবিরাম, অপ্রতিহত।

নিরন্তরং (ক্রি-বিণ) অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকরূপে, ক্রমাশয়, সর্বদা, অবিরামভাবে, অপ্রতিহতরূপে, অবিরত, প্রত্যক্ষরূপে, তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে, এখনই। = **সততং**।

নিরপরাধ (বিণ) নিরপরাধ, নির্দোষ, অপরাধহীন, দোষরহিত, নিষ্পাপ, নিরীহ, ক্ষতিকর নয় এমন, বোকার মতো সরল।

নিরপেক্‌খ (বিণ) নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূন্য, উদাসীন, স্বার্থশূন্য, নিঃস্বার্থ, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভালো না মন্দ, অনাবিষ্ট, অমনোযোগী, উপহাস্য, তাচ্ছিল্যপূর্ণ, অবজ্ঞাপূর্ণ, সংশয়হীন, ফল-সম্বন্ধে উদাসীন, হঠকারী, অবিবেকী, অনবহিত, অসাবধান। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিরপেক্‌খ জীবিতং**।

নিরপেক্‌খক = **নিরপেক্‌খ**। ⇒ **নিরপেক্‌খ**।

নিরব্বুদ (পুং) বৃহৎ সংখ্যা। (ক্লী) একটি নরকের নামবিশেষ। (বর্ণনায়) **সেয্যথা পি বীসতি অব্বুদা নিরযা এবং একো নিরব্বুদো নিরযো**। (জাতক অর্থকথা) **বীসতি অব্বুদানি একং নিরব্বুদং**। (বিণ) দুঃখমুক্ত, আব (অর্থাৎ শরীরের যে কোন স্থানে উৎপন্ন ও বর্ধিত মাংসপিণ্ড) মুক্ত, স্বাস্থ্যপ্রদ, সুস্থ, সতেজ, নবকে অর্বুদ সদৃশ। ⇒ **অব্বুদ**।

নিরয (পুং) নিরয়, নরক, মৃত্যুর পর পরলোকে যেখানে পাপকর্মের ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়, চারি অপায়ের মধ্য পাপকর্মের শাস্তি ভোগের সর্বাপেক্ষা হীনতম স্থান বা স্তর। চারি "**অপায**" বা দুঃখভূমি, যথা—অসুর, প্রেত, তির্যক, নরক। "**অবীচি মহানিরয, কাকোল, খুরধার, ধুম-রোরুব, পতাপন, পদুম, রোরুব, সঙ্ঘাত, সঞ্জীব, সতপোরিস, সত্তিসূল** ইত্যাদি বহু নরকের নাম বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পেতবত্থু অর্থকথায় ধর্মপালের জনপ্রিয় বর্ণনায়:—**নত্থি এত্থ অযো অযো সুখং'তি**—এখানে সুখ মোটেই নাই; বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**নত্থি এত্থ অস্সাদ-সঞ্ঞিতো অযো**—এখানে নবশক্তি বিধান বা খাদ্য-পানীয় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক

বিশেষণপূর্ণ ভীষণ "**নিরয**" বা নরক আছে, যথা—**কটুক, ঘোর, দারুণ, ভয়ানক, মহাভিতাপ, সত্তুস্সদ** ইত্যাদি। **পেতবত্থু, পঞ্চগতি-দীপন, সদ্ধম্মোপায়ন** নামক গ্রন্থসমূহে চারি "**অপায**" সম্বন্ধীয় বিশেষ বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সংযুক্ত নিকায়ে ১০ প্রকার "**নিরয**" সম্বন্ধে এবং মধ্যম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, সূত্রনিপাত, চূলনির্দেশ, বিমানবত্থু (**রেবতী**), পেতবত্থু ও ধর্মপদ অর্থকথায়ও "**নিরয**" সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ধৃত:—(বিনয়) **অপায দুগ্গতি বিনিপাত নিরয; যো খো সদ্দং ভিন্দতি কপ্পং নিরযম্হি পচ্চতি।** (দীর্ঘনিকায়) **নিরয তিরচ্ছানযোনি।** দীর্ঘনিকায়ে "**নিরিয সত্তে**" এর পরিবর্তে "**নিরয সত্তে**" পাঠ শুদ্ধ। (সূত্র-নিপাত) **পতন্তি সত্তা নিরযং অবংসিরা।** (থেরগাথা) **অধম্মো নিরযং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগ্গতিং।** ⇒ **নেরযিক।**

নিরযগামিন (বিণ, পুং) = **নিরযগামী।** ⇒ **নিরগামী।**

নিরযগামী (বিণ, পুং) নিরযগামী, নরকগামী, নিরয়গামিন, পাপভাগী। (সূত্রনিপাত) **নিরযগামী (নিরযগামিন) মগ্গ।**

নিরযদুক্খ (ক্লী) নরকদুঃখ, নরকযন্ত্রণা।

নিরয নাগযোনি (স্ত্রী) নরকে বা মহানরকে উৎপত্তি। ⇒ **নাগযোনি।**

নিরযপাল (পুং) নরকপাল, নরকরক্ষী, যমদূত, নরকের তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক।

নিরযভয (ক্লী) নরকের ভয়, নরকযন্ত্রণার ভয়।

নিরযভযভীত (বিণ) নরকের ভয়ে ভীত, নরকযন্ত্রণার ভয়ে ভীত। ⇒ **ভীত।**

নিরয সংবত্তনিক (বিণ) নরকের সহায়ক, নরকের দিকে সংবর্তনকারী, নরকে নিয়া যায় এমন।

নিরযসত্ত (পুং) = **নরকসত্ত।** ⇒ **নরকসত্ত।**

নিরবসেস (বিণ) নিরবশেষ, নিঃশেষ, সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত, নিরবশিষ্ট, অবশিষ্ট বা বাকি কিছু নাই এরূপ, সম্পূর্ণ, একেবারে, সমাপ্ত, সমেত, অন্তর্ভুক্ত করিয়া।

নিরসন (বিণ) নিরশন, অনশন, ভোজন ব্যতীত, আহার ছাড়া, দরিদ্র, খাবার নাই অথবা অনশনে আছে এমন। (ক্লী) অনাহার।

নিরস্সতি (ক্রি) নিরসন করা, পরিত্যাগ করা, মুক্ত হওয়া, তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলা, সরানো, ক্রমে রচনা করা, নিক্ষেপ করা, হনন করা, অবজ্ঞা করা, নিষ্কাশন করা, ঘৃণা করা, উপেক্ষা করা, তাচ্ছিল্য করা। "**নিদস্সতি**" শব্দের পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**নিরস্সতি**"। (অ-বিণ) **নিরত্ত।**

নিরস্সাদ (বিণ) [নিস+অস্সাদ] আস্বাদবিহীন, নীরস, বিস্বাদ, পানসে, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ, তেজহীন, নিস্তেজ, নিষ্কর্মা, কাজ নাই এমন, শ্রমবিহীন, কার্যের ভার নাই এমন, স্থূলবুদ্ধি, ভোঁতা, অনুভূতিহীন, বিষণ্ন, নিরানন্দ, মেঘাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, মন্থর, স্ফূর্তিহীন। (তুলনীয়) **নিরাসাদ।**

নিরাকরোতি (ক্রি) = **নিরঙ্করোতি।** ⇒ **নিরঙ্করোতি।**

নিরাকুল (বিণ) নিরাকুল, আকুল নহে এমন, এলোমেলো অথবা বিশৃঙ্খল নহে এমন, বিহ্বল নহে এমন, (মানসিকভাবে) গুলাইয়া গুলাইয়া যায় না এমন, পার্থক্য বুঝিতে পারে এমন, নির্বিঘ্ন, শান্ত, অনালোড়িত, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, স্পষ্ট, জাজ্জ্বল্যমান, প্রখর, সহজে শ্রবণযোগ্য, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, সহজে বোধগম্য, সহজবোধ্য, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সুনিশ্চিত, নিখরচা, অবিমিশ্র, নির্বিবাদ, পক্ষপাতশূন্য, ঋণশূন্য, অবিব্রত, পূর্ণ, মুক্ত, উন্মুক্ত, বাধাহীন, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, স্থির, নিস্তব্ধ, অবিচলিত, প্রশান্ত।

নিরাতঙ্ক (বিণ) নিরাতঙ্ক, নির্ভয়, রোগের ভয়মুক্ত, নীরোগ, রোগহীন, স্বাস্থ্যবান, সুস্থ, সতেজ।

নিরাদীনব (বিণ) [নিস+আদীনব] দোষবিমুক্ত, বিপদ দ্বারা বেষ্টিত নহে এমন, বিপদগ্রস্ত নহে এমন, অবিপন্ন, বিপন্ন নহে এমন।

নিরাম (বিণ) স্বাস্থ্যবান, সুস্থ, সতেজ, ভ্রষ্ট নহে এমন, নীতিহীন নহে এমন, পাপহীন, নিষ্পাপ, ধার্মিক, ধর্মশীল, সৎ, সাধু, পবিত্র, সতী, ন্যায়পর। (সূত্রনিপাত) **নিরাম গন্ধ।** = **নিক্কিলেস** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

নিরাম গন্ধ—পবিত্র গন্ধ, সততার বা সাধুতার সুখ্যাতি, ধার্মিকের সুযশ। = **নিক্কিলেসযোগ** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)। ⇒ **নিরাম।**

নিরাময (বিণ) নিরাময়, নীরোগ, স্বাস্থ্যবান, সুস্থ, সতেজ, সৎ, সাধু, ন্যায়পর, নিষ্পাপ, পবিত্র, নির্দোষ। ⇒ **নিরাতঙ্ক, নিরাম।**

নিরামিস (বিণ) ১ নিরামিষ, মাছ-মাংসাদি আমিষরহিত, ইন্দ্রিয় সুখজনক ইচ্ছারহিত, কামনাবাসনা রহিত, উপকরণরহিত, উপাদানহীন, মালমশলাহীন, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ। ⇒ **সামিস** (২)। (ক্লী) নিরামিষ ভোজন। ২ পবিত্র, নির্দোষ, আধ্যাত্মিক, আত্মিক, অশরীরী, অপার্থিব, পারলৌকিক, পরমার্থিক, পবিত্র বস্তুবিষয়ক। (বিপ) **সামিস**—সশরীরী।

নিরারম্ভ (বিণ) (যজ্ঞে) পশুহত্যা ব্যতীত, পশুবলিবিহীন (যজ্ঞ)।

নিরালম্ব (বিণ) নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, অবলম্বনরহিত, অপ্রমাণিক, অসমর্থিত, অহেতুক, অমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিরালম্ব আকাস।**

নিরালয (বিণ) নিরালয়, অনালয়, আলয়হীন, গৃহহীন, নিরাসক্ত, বাসনারহিত, ইচ্ছামুক্ত, উদাসীন, অমনোযোগী, গৃহশূন্য, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। = **অনিকেত।** এই শব্দটি ধর্মপদ অর্থকথায় "**অপ্পোস্সুক**" শব্দের বর্ণনার ন্যায়।

নিরালয়তা (স্ত্রী) নিরালয়তা, গৃহশূন্যতা, আশ্রয়হীনতা, নিরাশ্রয় অবস্থা।

নিরাস (বিণ) নিরাশ, হতাশ, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, অনাসক্ত, ইচ্ছারহিত, ক্ষুধারহিত, প্রবৃত্তিহীন, আগ্রহশূন্য, অনাকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষারহিত। = **নিস্তণ্হ**। ⇒ **অমম, নিরাসংস**।

নিরাসংস (বিণ) ইচ্ছারহিত, বাসনাহীন, নিস্পৃহ, আশারহিত। = **নিরাস, নিতণ্হ**। ধর্মপদে "**নিরাসাস = নিরাসংস**"। চূলনির্দেশে "**নিরাসয**" শব্দের পরিবর্তে "**নিরাসংস**" পাঠ হইয়াছে।

নিরাসঙ্ক (বিণ) নিরাশঙ্ক, নিঃসন্দেহ, সন্দিগ্ধ নহে এমন, নিঃসন্দেহজনক, নিঃসন্দেহব্যঞ্জক, বিশ্বাসী, সন্দেহপ্রবণ নহে এমন, সন্দেহরহিত, নির্ভয়, নির্ভীক, সন্দেহশূন্য, অমঙ্গলের আশঙ্কাহীন, দ্বিধাগ্রস্ত।

নিরাসঙ্কতা (স্ত্রী) নিরাশঙ্কতা, নিঃসন্দেহ অবস্থা, নির্ভীকতা, অমঙ্গলের আশঙ্কাহীন অবস্থা, দ্বিধাহীন অবস্থা।

নিরাসত্তিন (বিণ) (যে কোন কিছুর প্রতি) অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অসংলগ্ন। = **নিস্তণ্হ**।

নিরাসয (বিণ) (বাহ্যিক) সমর্থনহীন, (বাহ্যিক) বিষয়ে বিশ্বাসহীন, (পাপজনক) প্রবণতা বা ইচ্ছারহিত। = **নিস্তণ্হ**।

নিরাসব (বিণ) সুরামত্ততারহিত, মাতলামিরহিত, অতিশয় উত্তেজনাহীন অথবা উল্লাসহীন, অকলুষিত, নিষ্পাপ, পাপরহিত, পবিত্র, বিশুদ্ধ।

নিরাসস = **নিরাসয**। ⇒ **নিরাসয**।

নিরাসাদ (বিণ) স্বাদহীন, স্বাদরহিত, সুখ-উপভোগের বশীভূত নহে এমন। (তুলনীয়) **নিরস্সাদ**।

নিরাসাস = **নিরাসংস**। ⇒ **নিরাসংস**।

নিরাহার (বিণ) নিরাহার, অনাহার, অনশন, যাহার নিকট আহারের কিছুই নাই এমন, খাদ্যহীন, না খাইয়া, উপবাস থাকিয়া, আহার ছাড়া, ভোজন ব্যতীত। = **নিগ্গহণ**।

নিরিঞ্জন (বিণ) অকম্পিত, অচল, দৃঢ়, স্থির, দৃঢ়বদ্ধ, অপরিবর্তনশীল, ধ্রুব। = **অচল; আনেঞ্জ**।

নিরিন্ধন (বিণ) [নিস+ইন্ধন] ইন্ধনহীন, জ্বালানি কাষ্ঠহীন। (থেরগাথা অর্থকথা) **নিরিন্ধন অগ্গি**। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিরিন্ধন জাতবেদ**। ⇒ **জাতবেদ**।

নিরীহ (বিণ) [নির+ঈহ] নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, যে ব্যক্তি কখনও অনধিকার চর্চা করে না, যে ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ বিবাদ করে না, শান্তপ্রকৃতির, তৎপরতাহীন, কার্যদক্ষতা-হীন, ক্ষিপ্রকারিতাবিহীন, নিষ্ক্রিয়, অলস, জড়, নিশ্চল, নিস্পন্দ, গতিশূন্য, মনের বেগ বা উত্তেজনাহীন, আবেগ-রহিত, ঝোঁক বা টান নাই এমন, তাড়নাহীন, শক্তিহীন, দুর্বল।

নিরীহক = **নিরীহ**। ⇒ **নিরীহ**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নিরীহক নিজ্জীবত**।

নিরুজ্ঝতি (ক্রি) [নি+√রুধ+য] শেষ করা বা হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, ত্যাগ করা, ভঙ্গ করা বা হওয়া, রহস্য ভেদ করা, দ্রব করা বা হওয়া, দ্রবীভূত হওয়া, গলিয়া যাওয়া, নিরুদ্ধ হওয়া, বন্ধ হইয়া যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, লোপ পাওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, মরা, মরিয়া যাওয়া, (আলো, শব্দাদি-সম্বন্ধে) ক্ষীণ হইয়া আসা। (সংযুক্ত নিকায়) **অপরিসেসং নিরুজ্ঝতি**। (অতীত) **নিরুজ্ঝি**। (অ-বিণ) **নিরুদ্ধ**। (তুলনীয়) **নিরোধ**। (ক্রি-বি) **নিরুজ্ঝিত্বা**।

নিরুত্তর (বিণ) নিরুত্তর, উত্তরশূন্য, উত্তর দানে অসমর্থ, অতি উন্নত চরিত্র বা আদর্শ-সম্পর্কীয়, উদারচেতা, (যাঁহার চেয়ে) শ্রেষ্ঠ কেহ নাই এমন, অদ্বিতীয়, শ্রেষ্ঠ।

নিরুত্তি (স্ত্রী) নিরুক্তি, নিরুক্ত, বৈদিক অভিধান, ব্যাকরণের নিপাতন, নির্বচন, নিঃশেষে কথন, প্রকৃতি প্রত্যাদি অবয়বার্থ কথন দ্বারা সমুদিতার্থের বোধন, নির্ণয়, ভাষা, শব্দ রচনা ধারা, বাগ্‌বিন্যাস প্রণালী, ভাব-প্রকাশ প্রণালী, মানবজাতির ভাষা, ভাষাবিদ্যা, বেদাঙ্গের একটি গ্রন্থবিশেষ (ষড়ঙ্গ গ্রন্থও দ্রষ্টব্য) যাহাতে শব্দ-ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত বিশদ ব্যাখ্যা-উচ্চারণ-উপভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা-বর্ণনা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। (বিনয়) **পব্বজিতা ... সকায নিরুত্তিযা বুদ্ধবচনং দূসেন্তি**। (দীর্ঘনিকায়) **লোকনিরুত্তি**। (মধ্যম নিকায়) **জনপদ নিরুত্তি**। (সংযুক্ত নিকায়) **তযো নিরুত্তি পথা**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিরুত্তি পটিসম্ভিদা**। (ধর্মপদ) **নিরুত্তি পদকোবিদ = নিরুত্তিযঞ্চ সেসপদেসু চা'তি চতূসু পি পটিসম্ভিদাসু ছেকো'তি অত্থো**—পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রাদেশিক অথবা আদিম ভাষায় নিপুণ (ধর্মপদ অর্থকথা)।

নিরুত্তি পটিসম্ভিদা (স্ত্রী) প্রাদেশিক ভাষার অথবা ভাষাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার জ্ঞান, শব্দের সংজ্ঞা বা বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগরূপ গুণের বা ধর্মের অত্যধিক পরিমাণ। ⇒ **পটিসম্ভিদা, নিরুত্তি**।

নিরুত্তিপদকোবিদ (বিণ) নিরুত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ⇒ **নিরুত্তি**।

নিরুদক (বিণ) জলশূন্য, জলহীন, নিরুদক, নির্জলা, শুষ্ক, জল নাই এমন।

নিরুদক কন্তার—শুষ্ক বনভূমি, মরুভূমি, জলহীন বনভূমি। ⇒ **কন্তার**।

নিরুদক খীর (ক্লী) জল ছাড়া ক্ষীর অর্থাৎ যে দুধে বা ক্ষীরে জল মিশ্রিত করা হয় নাই। ⇒ **খীর**।

নিরুদ্ধ (বিণ) বহিষ্কৃত, নিরুদ্ধ, বিতাড়িত, নির্বাসিত, বিনষ্ট, ভগ্ন, বিধ্বংসিত, সমাপ্ত, ক্ষান্ত, পরিত্যক্ত, পরিবর্জিত, অদৃশ্য, অন্তর্হিত, লোপপ্রাপ্ত, বিলুপ্ত। ⇒

নিরুজ্ঝতি, নিরুদ্ধতি।

নিরুদ্ধতি (ক্রি) = **নিরুজ্ঝতি।** ⇒ **নিরুজ্ঝতি।** (তুলনীয়) ⇒ **নিরুদ্ধ, নিরোধ, নিরোধেতি।** (অ-বিণ) **নিরুদ্ধ।**

নিরুপকার (বিণ) অনুপকারী, অকর্মণ্য, অনাবশ্যক, ফলপ্রদ নয় এমন।

নিরুপক্কিলেস (বিণ) উপক্লেশ বা উপদ্রবরহিত, নিরুপদ্রব। = **নিরুপধি।**

নিরুপঘাত (বিণ) অনাহত, অক্ষত, পীড়া দেওয়া হয় নাই এমন, আঘাত করা বা ব্যথা দেওয়া হয় নাই এমন, ক্ষতি করা হয় নাই এমন, অপকার বা অহিত করা হয় নাই এমন, নষ্ট করা হয় নাই এমন, বিরক্ত করা হয় নাই এমন, যাহার উন্নতি বাধা দেওয়া হয় নাই এমন, যাহার অবনতি ঘটান হয় নাই এমন।

নিরুপতাপ (বিণ) অগ্নিতে জ্বালাইয়া বিরক্ত বা হয়রান করা হয় নাই এমন, দুঃখ দিয়া অথবা অপকার করিয়া উৎপীড়িত করা হয় নাই এমন, অনুৎপীড়িত, অনুপদ্রুত।

নিরুপদ্দব (বিণ) নিরুপদ্রব, নিষ্কণ্টক, উপদ্রববিহীন, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ রহিত অথবা উহার কারণহীন, দৈবদুর্বিপাকরহিত, দুর্ঘটনারহিত, নির্দোষ, নিরীহ, অক্ষত, সৌভাগ্যবান, ভাগ্যবান, দক্ষ, নিপুণ, সুষ্ঠু, সুখী, উপযুক্ত, অনুকূল, নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, অসাবধান, অসতর্ক, নিঃসন্দেহ। = **সোত্থি।**

নিরুপদ্দবেন (ক্রি-বিণ) নিরুপদ্রবে, নিরুৎপাতে। = **অনুপদ্দবেন।**

নিরুপধি (বিণ) অনুরাগমুক্ত, আসক্তি বিমুক্ত, অনাকাঙ্ক্ষী, বীততৃষ্ণ, বাসনাহীন, মনের উত্তেজনা রহিত, ভাবাবেগ রহিত, দমিত, দান্ত, সংযত, অনাসক্ত, নিরাসক্ত। (সংযুক্ত নিকায়) **বিপ্পমুত্ত নিরুপধি।** (অঙ্গুত্তর নিকায়) **সীতিভূত নিরুপধি।** (বর্ণনায়) **নিদ্দুক্খ। নিরুপক্কিলেস।** গাথায় বা পদ্যে ইহার পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ "**নিরূপধি**"।

নিরুপম (বিণ) নিরুপম, অতুলনীয়, অনুপম, অতুল্য, তুলনাহীন, যার উপমা দেওয়া যায় না এমন। = **অতিতুল।**

নিরুপদিসেস (বিণ) **অনুপাদিসেস।** ⇒ **অনুপাদিসেস।**

নিরুপাদিসেস নিব্বান— অনাসক্ত অর্হৎগণের দেহত্যাগের পর পুনর্জন্ম রহিত অবস্থা। অর্হৎগণ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত কেবল উপেক্ষাজনিত চিত্তসন্ততির সহিত সংসারে অবস্থান করিয়া থাকেন, নামস্কন্ধের সুখ-দুঃখজনিত কোনরূপ অনুভূতি গ্রহণে তাঁহারা বিরক্ত হন অর্থাৎ বিরত থাকেন। তদ্ধেতু তাঁহারা শান্ত, দমিত, অনাসক্ত ও বীততৃষ্ণ। দেহত্যাগের পর তাঁহাদের রূপস্কন্ধ (ভৌতিক দেহ) ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া পুনর্জন্মের আর কোন হেতু বর্তমান থাকে না অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। এই অবস্থার নামই "**নিরুপাদিসেস নিব্বান**" অর্থাৎ পুনর্বার শরীর ধারণের অবস্থা হইতে চিরমুক্ত।

নিরুপাদিসেস নিব্বান ধাতু—অর্হৎগণের দেহত্যাগে পরিনির্বাপিত অবস্থা অথবা পরিনির্বাণ প্রাপ্তির অবস্থা। = **নিরুপাদিসেস নিব্বান, নিব্বান ধাতু, অনুপাদিসেস নিব্বান ধাতু।**

নিরুপাদিসেস পরিনিব্বান = **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান।** ⇒ **অনুপাদিসেস পরিনিব্বান।**

নিরুম্ভতি (ক্রি) দমন করা, সংযত করা, নিবারণ করা, চাপিয়া রাখা, গোপন করা, মৌন থাকা, তুষ্ণীভাব ধারণ করা, নিস্তব্ধতা রক্ষা করা, চুপচাপ থাকা, শান্ত থাকা। ⇒ **সন্নিরুম্ভতি।** (ক্রি-বি) **নিরুম্ভিত্বা** (সিংহলী জাতকে), **নিরুম্ভিহিত্বা** (জাতক); (তুলনীয়) **সন্নিরুম্ভিত্বা।**

নিরুল্হ (বিণ) বর্ধিত, উন্নত, উৎপাদিত, উত্থিত, উদীয়মান, বর্ধিষ্ণু, সাধারণ, প্রচলিত, প্রথানুযায়ী, চিরপ্রচলিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সচরাচর দৃষ্ট, সুলভ, ইতর, নিকৃষ্ট, সস্তা, বাজে।

নিরুস্সাস (বিণ) রুদ্ধশ্বাস, মৃত, দম বন্ধ হইয়া আসে এমন।

নিরুস্সুক্ক (বিণ) নিরুৎসাহ, উৎসাহহীন, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উদ্বেগশূন্য, উদাসীন, অসাবধান, স্বার্থশূন্য, নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী, সাধারণ শ্রেণীর, না ভালো না মন্দ, নির্লিপ্ত।

নিরূপধি = **নিরুপধি।** ⇒ **নিরুপধি।**

নিরোগ (বিণ) নীরোগ, রোগহীন, সুস্থ। = **নীরোগ।**

নিরোজ (বিণ) [নিস+ওজ] নীরস, বিস্বাদ, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ, নিস্তেজ, তেজহীন, শুষ্ক, শীর্ণ, পানসে। = **ইরিণ।**

নিরোধ (পুং) নিরোধ, বেষ্টন, অবরোধ, বিনাশ, প্রতিরোধ, বারণ, ক্ষতি, নিগৃহ, বিরাম, নিবৃত্তি, অবসান, চরম ও পরম সত্য, নিরুদ্ধভাব, নিরুদ্ধ অবস্থা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্দয় ব্যবহার, উপদ্রব, নিবারণ, দমন, গোপন, ধ্বংস, মৃত্যু, (ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা চেতনা এবং অনুভূতি বা উপলব্ধি:—সাধারণত যাহাকে "**সঙ্খারা**" বা সংস্কার বলা হয় উহার) সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন। বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায়:—**নি-সদ্দো অভাবং, রোধ-সদ্দো চ চারকং দীপেতি;** এখানে "**ন**" শব্দ অনেক ক্ষেত্রে "**নিব্বান**" এবং "**পরিনিব্বান**" শব্দের তুল্যার্থবোধক; ইহাকে এমন কি যতদূর সম্ভব জীবোৎপত্তির হেতুর সক্রিয়তা বিনাশের চরম বা দৃঢ় বর্ণনাও বলা যায়; তদ্ধেতু ধারা অনুসারে "**নিব্বান**" শব্দের সহিত বারংবার যৌগিকে ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন—(সংযুক্ত নিকায়) **সব্ব-সঙ্খারা-সমথো ... বিরাগো নিরোধ নিব্বানং।** সংযুক্ত নিকায়ে "**নিব্বিদা**" শব্দের সহিতও যৌগিকে "**নিরোধ**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (বিপ) **সমুদয়;** চূলনির্দেশে "**সঙ্খারা**" বিষয়-সম্বন্ধীয় ধারায়:—**যং কিঞ্চি সমুদয়-ধম্মং সব্বং তং নিরোধধম্মং।** = **আসবানং পরিক্খয়।** =

কিলেস নিরোধ (থেরগাথা অর্থকথা)। = **নিরোধে যে বিমুচ্চন্তি তে জনা মচ্চুহাযিনো** (সূত্রনিপাত)। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জীবিতস্‌স নিরোধ**। (দীর্ঘনিকায়) **অনুপুব্ব নিরোধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অভিসঞ্ঞা নিরোধ**। (সংযুক্ত নিকায়) **অসেস বিরাগ নিরোধ; উপাদান নিরোধ**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামনিরোধ**। (সংযুক্ত নিকায়) **জাতিনিরোধ**। (দীর্ঘনিকায়) **তণ্‌হা নিরোধ; দুক্খনিরোধ**। (সংযুক্ত নিকায়) **নন্দিনিরোধ; ভবনিরোধ** = **নিব্বান**। (দীর্ঘনিকায়) **সক্কায নিরোধ; সঞ্ঞা বেদযিত নিরোধ**।

নিরোধ তণ্‌হা—নিরুদ্ধ হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ⇒ **তণ্‌হা, নিরোধ**।

নিরোধতি (ক্রি) নিরোধ হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ⇒ **নিস** (১)।

নিরোধ ধম্ম (বিণ) নিরোধ হইবার অধীন, নিরোধ হওয়ার স্বভাবযুক্ত, ধ্বংসের অধীন, বিধ্বংসী স্বভাবের, বিনাশযোগ্য, নিরোধ ধর্মীয়। (দীর্ঘনিকায়) **যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিরোধ ধম্মং**—যে কোন হেতুভূত বা অস্তিত্বপ্রাপ্ত বস্তুকে নিশ্চিতরূপে ধ্বংসে পরিণত হইতে হয়। ⇒ **ধম্ম** [২ (২ক)]।

নিরোধ ধম্মতা (স্ত্রী) নিরোধধর্মীয় অবস্থা, ধ্বংসের অধীনতা, বিধ্বংসী স্বভাব।

নিরোধ ধাতু (স্ত্রী) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসসাধনের উপাদান বা অবস্থা, ত্রিবিধ ধাতুর মধ্যে একটি, নিরোধের অবস্থা, নিরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা। ত্রিবিধ ধাতু, যথা—**রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধধাতু**। ⇒ **ধাতু** (২ঘ)।

নিরোধ সঞ্ঞা (স্ত্রী) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসসাধনের বেদন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, নিরোধ অবস্থার উপলব্ধি।

নিরোধ সমাপত্তি—বুদ্ধায়ত্ত লোকোত্তর সমাপত্তি ধ্যানের নাম সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ। তৎপূর্বে আট প্রকার সমাপত্তি ধ্যানের প্রচলন ছিল। এই আট প্রকার সমাপত্তির প্রভাবে সাময়িক চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ ও মুক্তির ক্ষণিক আস্বাদ অনুভব সম্ভব হলেও ইহাদের স্বরূপ ও আলম্বন হচ্ছে—ভব অর্থাৎ লৌকীয়, নির্বাণ নহে। লোকীয় সমাপত্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্পর্কে মনস্কার সক্রিয় থাকে; কিন্তু নবম সমাপত্তি সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধ্যানে মনস্কার নিষ্ক্রিয়। বাহ্য দৃষ্টিতে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ নিমগ্ন ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য নেই। মৃত ব্যক্তির কায়-ক্রিয়া, বাকক্রিয়া ও চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ আয়ু সংস্কার পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাম ছিন্নভিন্ন হয়। সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপন্ন ব্যক্তির কায়-ক্রিয়া, বাকক্রিয়া ও চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ ও নিস্তব্ধ হয় বটে; কিন্তু আয়ু সংস্কার পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাম অনাবিল থাকে। ইহাই মৃত ব্যক্তি ও নিরোধ সমাপত্তি সমাহিত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য। নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানের স্বরূপ ও আলম্বন হচ্ছে নির্বাণ, ভব বা লৌকিক নহে। ইহার নিমগ্ন কাল সাধকের অধিষ্ঠানানুযায়ী নির্ধারিত হয় এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ ইত্যাদি। মার্গফল ব্যতীত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করা যায়, কিন্তু নিরোধ সমাপত্তি আর্যমার্গ ও কালের সমন্বয় ছাড়া লাভ করা যায় না। ইহা সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পূর্বে এই দেহমনে বিমুক্তিরসের আস্বাদন, নির্বাণশান্তি অনুভব, অমৃতের আভাস পাওয়া—এই নিরোধ সমাপত্তিই তার প্রকৃষ্ট স্থল। সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে সমাহিত হওয়ার কালে প্রথমত বাক্‌ক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ। অতঃপর কায়ক্রিয়া বা কায়বিন্যাস নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ হয়। সর্বশেষে মনঃক্রিয়া বা মনস্কার নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সেই ধ্যান হইতে উঠিবার সময় প্রথমত মনঃক্রিয়া সঞ্চালিত হয়। মধ্যে কায়ক্রিয়া বা কায়বিন্যাস সঞ্চারিত হয়। অতঃপর বাকক্রিয়া উজ্জীবিত হয়।

নিরোধানুপস্‌সিন (বিণ, পুং) নিরোধ বা নিবৃত্তি-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনকারী। ⇒ **অনিচ্চ**।

নিরোধিক (বিণ) ভঙ্গুর, বিধ্বংসী, বিনষ্ট, বাধাপ্রাপ্ত, বিঘ্নিত, প্রতিরুদ্ধ। **পঞ্ঞানিরোধিক**।

নিরোধেঞাণ—নিরোধ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, নিবৃত্তিতে জ্ঞান, বিনাশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ভঙ্গতায় জ্ঞান। ⇒ **দুক্খনিরোধে ঞাণ**।

নিরোধেতি (ক্রি) [নি+√রুধ+এ] উৎপীড়ন করা, অত্যাচার করা, পীড়ন করা, পীড়া দেওয়া, দমন করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, বধ করা, রহস্য ভেদ করা, দ্রব করা, দ্রবীভূত করা, গলিয়া যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, চূর্ণ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়া, লোপ করা, নির্মূল করা। (বর্ণনায়) **পস্‌সদ্ধেতি**। (অতীত) **নিরোধেসি**। (অ-বিণ) **নিরোধিত**। (ক্রি-বি) **নিরোধেত্বা**।

নিলঞ্ছক (বিণ, পুং) = **নিল্লঞ্ছক**। ⇒ **নিল্লঞ্ছক**।

নিলয (পুং) নিলয়, গৃহ, বাসস্থান, আধার, বন্যপশুর বাসস্থান বা আবাসগুহা, পাখির বাসা, কুলায়, বসতিস্থান, আলয়, আবাসস্থান, ঘর।

নিলিচ্ছিত = **নিল্লচ্ছিত**। ⇒ **নিল্লচ্ছিত**।

নিলীন (বিণ) উপবিষ্ট, বসা, গুপ্ত, অজ্ঞাত, দাঁড়ে বসানো, নিলীন, নিহিত, নিমগ্ন, অবস্থিত, বিলীন, লুক্কায়িত, অপেক্ষমান হইয়া পড়িয়া থাকে এমন। ⇒ **নিলীযতি**।

নিলীযতি (ক্রি) [নি+√লী+য] গোপন করা, নিরাপদ স্থানে রাখা, লুক্কায়িতভাবে থাকা, আত্মগোপন করা, গুপ্তভাবে অবস্থান করা, ওৎ পাতিয়া থাকা, বসা (বর্ণনায় "লুক্কাইয়া থাকার উদ্দেশ্যে"), স্থির করা বা হওয়া, স্থাপন করা, মীমাংসা করা, ঠিক বিন্যাস করা, শান্ত করা বা হওয়া, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, স্থায়ী হওয়া, নীচে পতিত হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনাপাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা, অবতরণ করা, (পক্ষী-সম্বন্ধে) উড়িয়া আসিয়া বসা। (অতীত) **নিলীযি**। (অ-বিণ) **নিলীন**। (ক্রি-বি) **নিলীযিত্বা**। (করণে) **নিলীযাপেতি**।

নিলীযন (ক্লী) লুক্কাইবার স্থান। = **নিলীযনট্ঠান**।

নিলীযনট্ঠান (ক্লী) আত্মগোপন করিবার স্থান। = **নিলীযন, নিলেনক**।

নিলীযাপেতি (ক্রি) গোপন করানো, নিরাপদ স্থানে রক্ষা করানো, লুক্কায়িত করানো। ⇒ **নিলীযতি**।

নিলুঞ্চিত = নিল্লচ্ছিত। ⇒ **নিল্লচ্ছিত**।

নিলেনক (ক্লী) লুক্কাইয়া থাকার স্থান, গোপন স্থান, লুক্কাইবার স্থান, যে স্থানে বসতি করিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, আশ্রয়, আশ্রয়স্থান, রক্ষার স্থান, উপায়, রক্ষার উপায়। "**নিল্লেনক**" শব্দের পরিবর্তে এই পাঠ দৃষ্ট হয়। বর্ণনায় "**নিলীযনট্ঠান**"।

নিলোলুপ (বিণ) নির্লোলুপ, অলোলুপ, অগৃধ্নু, লোভহীন, নির্লোভ। = **নিল্লোলুপ**। ⇒ **অলোল**।

নিল্লচ্ছিত (বিণ) ছিন্নমুষ্ক, মুষ্কচ্ছেদন করা হইয়াছে এমন, খোজা, পুরুষত্বহীন। (জাতকে) **নিলিচ্ছিত;** (জাতক টীকায়) **নিলুঞ্চিত**। (জাতক বর্ণনায়) **বচ্ছককাল নিব্বীজকো কতো, উদ্ধটবীজো**। ⇒ **নিল্লচ্ছেতি**।

নিল্লচ্ছেতি (ক্রি) (পুরুষত্বের চিহ্ন বা গুণ হইতে) বিযুক্ত করা, (পুরুষত্ব হইতে) বঞ্চিত করা, মুষ্কচ্ছেদন করা। = **পুরিসভাবস্স লচ্ছন-ভূতানি বীজকানি নিল্লচ্ছেসি নীহরি** (থেরগাথা অর্থকথা)। ⇒ **নিল্লঞ্ছক, নিল্লচ্ছিত**। (অ-বিণ) **নিল্লচ্ছিত**।

নিল্লজ্জ (বিণ) [নিস+লজ্জ] নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া।

নিল্লঞ্ছক (বিণ, পুং) মুষ্কচ্ছেদনকারী, যে ব্যক্তি পশ্বাদির মুষ্কচ্ছেদন করিয়া চিহ্নিত করে অথবা পুরুষত্ব বীজ হইতে বঞ্চিত করে। জাতকে এই শব্দের বানান হইয়াছে "**তিলঞ্ছক**"। (জাতক) **তসূলাদি-অঙ্ককরণেন লঞ্ছকা চ লক্খণকারকা'তি অত্থো**। (তুলনীয়) **নিল্লচ্ছিত**।

নিল্লপ (বিণ) [নিস+লপ] প্রবঞ্চনারহিত, চাতুরীহীন, অকপট, অপবাদহীন, নিরপবাদ, অনিন্দিত, খ্যাতিযুক্ত।

নিল্লালেতি = নিল্লালেতি। ⇒ **নিল্লালেতি**।

নিল্লালেতি (ক্রি) উপরদিকে এবং নীচের দিকে (জিহ্বা) নাড়া বা আলোড়ন করা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জিব্হং নিল্লোলেতি**। (অ-বিণ) **নিল্লালিত;** (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **নিল্লালিত জিব্হা**।

নিল্লেক (বিণ) [নিস+লেখ] নখাঘাত ব্যতীত, আঁচড় ছাড়া, ছড় বা দাগহীন, সাহসের পরিচয় বা প্রমাণ ছাড়া, যেখান হইতে দৌড় আরম্ভ হয় উহার চিহ্ন ব্যতীত, ধারহীন, ভোঁতা, অস্ত্রের প্রান্তহীন, অস্ত্রের ধার ব্যতীত, অস্ত্রের তীক্ষ্নতা ব্যতীত (?)। বিনয়ে "**জন্তাঘর**" সম্বন্ধেও "**নিল্লেক**" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

নিল্লেনক = নিলেনক। ⇒ **নিলেনক**।

নিল্লেলতি = নিল্লালেতি। ⇒ **নিল্লালেতি**।

নিল্লেহক (বিণ) পছন্দ করে এমন, পছন্দকৃত, অভিরুচিমত, পছন্দকারী, মনোমত।

নিল্লোকন (বিণ) সতর্ক, মনোযোগী, সম্পূর্ণ জাগ্রত, সাবধানে রক্ষিত, যত্নশীল, যত্নসাধ্য। (জাতক) **নিল্লোকন সীল**।

নিল্লোকেতি (ক্রি) অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, মনোযোগ দেওয়া বা করা, অবধান করা, পালন করা, মন্তব্য প্রকাশ করা, জাগরিত থাকা, অপেক্ষা করা, অপেক্ষা করিয়া থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাহারা দেওয়া, সতর্কভাবে দেখা, মনোযোগপূর্বক দেখা, সম্মুখে রাখা, নজরে রাখা, চৌকি দেওয়া, রক্ষা করা।

নিল্লোপ (পুং) দস্যুবৃত্তি, লুঠ, লুণ্ঠন, লুণ্ঠিত দ্রব্য। (মহানির্দেশ) **নিল্লোপং হরতি**।

নিল্লোভ (বিণ) নির্লোভ, লোভহীন। = **নিল্লোলুপ**।

নিল্লোলুপ (বিণ) = **নিল্লোলুপ্প**। ⇒ **নিল্লোলুপ্প**।

নিল্লোলুপ্প (বিণ) [নিস+লোলুপ্প] নির্লোভ, বাসনাহীন, লোভহীন, অনাকাঙ্ক্ষী, বীততৃষ্ণ। **নিত্তণ্হ** (চূলনির্দেশ)।

নিল্লোলেতি = নিল্লালেতি। ⇒ **নিল্লালেতি**।

নিল্লোলেতি = নিল্লালেতি। ⇒ **নিল্লালেতি**।

নিবত্ত (বিণ) নিরুদ্ধ, রুদ্ধ, বদ্ধ, প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন, নিবারিত, দমিত, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত, (কিছু হইতে না কোন স্থান হইতে) ফিরিয়া গিয়াছে এমন, পরিত্যক্ত, বর্জিত, বঞ্চিত, ব্যতীত, পিছের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। (বিনয়) **নিবত্ত বীজ**। ⇒ **নিবত্ততি, নি** (৩)।

নিবত্ততি (ক্রি) [নি+√বত+অ] ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন করা, প্রত্যাবর্তন করা, (বীপ—**গচ্ছতি**), (কিছু বা কোন স্থান হইতে) চলিয়া যাওয়া অথবা ফিরিয়া যাওয়া, পিছনে পড়িয়া থাকা, স্থগিত করা বা রাখা, আটক করা, বাঁধিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, অপেক্ষা করা, রক্ষা করা, নিবারণ করা, পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, পলায়ন করা, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্হিত হওয়া, তিরোহিত হওয়া, লোপ পাওয়া, বিনষ্ট হওয়া। (অতীত) **নিবত্তি**। (অ-বিণ) **নিবত্ত**। (ব-বিণ) **নিবত্তন্ত**। (তুম) **নিবত্তিতুং**। (ক্রি-বি) **নিবত্তিত্বা, নিবত্তিয**। (করণে) **নিবত্তেতি, নিবত্তাপেতি**।

নিবত্তন (ক্লী) ১ নিবর্তন, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন, ঘূর্ণন, ফিরানো, রাস্তার মোড়, পশ্চাদপসরণ, ঠিক পথ হইতে বিপথে গমন, কূপযন্ত্রে নির্মাণ-কৌশল, (কিছু হইতে) ফিরিয়া যাওয়া বা প্রত্যাগমন, পরিত্যাগ, ত্যাগ, বর্জন, পশ্চাতে পড়িয়া থাকা, বাধা, প্রতিবন্ধ, নিবারণ, স্থিতি, গমনে বিরতি। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাপতো নিবত্তন**। ২ বাঁক, বক্ররেখা, আনতবস্তু, খিলান।

নিবত্তবীজ = নিব্বত্তবীজ। ⇒ **নিব্বত্তবীজ**।

নিবত্তি (স্ত্রী) প্রত্যাবর্তন, পুনরাগমন, প্রত্যাগমন, ফিরানো। = **নিবত্তন**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **গতি নিবত্তন**—যাওয়া এবং আসা, গমনাগমন।

নিবত্তেতি (ক্রি) [নি+√বত+এ] পশ্চাদ্দিকে চালাইয়া নেওয়া, (কিছু হইতে) ফিরা বা ফিরিয়া আসা, ফিরাইয়া আনা, পরিবর্তিত করা, অন্য ধর্মে দীক্ষিত করা, নিয়োগ করা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, নিবৃত্ত করা বা হওয়া, থাকা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, শেষ হওয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া আসা। ⇒ **নিবত্ততি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পাপতো নিবত্তেতি**—পাপ হইতে ফিরাইয়া আনা। (তুলনীয়) **উপনিবত্তেতি, পটিনিবত্তেতি, বিনিবত্তেতি**। (অতীত) **নিবত্তেসি**। (অ-বিণ) **নিবত্তিত**। (ব-বিণ) **নিবত্তেত্ত**। (ক্রি-বি) **নিবত্তেত্বা**।

নিবত্তাপেতি (ক্রি) ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া, প্রত্যাবর্তন করানো, ফিরাইয়া আনানো, ফেরত পাঠানো, পরিশোধ করানো, পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা, (কাহারও) পুনরধিকারে যাওয়া, সরকারী দাবীর উত্তরে বর্ণনা করানো, নির্বাচন করানো। ⇒ **নিবত্ততি, নিবত্তেতি**।

নিবত্থ (বিণ) বস্ত্র পরিহিত, পোশাক পরিহিত, আচ্ছাদিত। (জাতক) **সুনিবত্থ; সাটকং নিবত্থ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **দিব্ববত্থ নিবত্থ**। ⇒ **নিবাসেতি**।

নিবপতি (ক্রি) রাশি করা, পুঞ্জীভূত করা, স্তূপীকৃত করা, সঞ্চয় করা, বপন করা, বীজ বপন করা, বোনা, ছড়ানো, (খাদ্য) ফেলিয়া দেওয়া। (অ-বিণ) **নিবুত্ত**।

নিবর = নীধুর। ⇒ **নীধুর**।

নিবরণ = বিবরণ। ⇒ **বিবরণ**।

নিবরতি (ক্রি) এই শব্দটি কেবল করণকারকে ব্যবহৃত হয়। = **নিবারেতি**। ⇒ **নিবারেতি**। (অ-বিণ) **নিবুত**।

নিবসতি (ক্রি) [নি+√বস+অ] জীবিত থাকা, বাঁচিয়া থাকা, টিকা, থাকা, বাস করা, জীবন ধারণ করা, পুষ্ট হওয়া, ব্যয় করা, অতিবাহিত করা, (কোন কিছু) অনুসারে চলা বা কার্য করা, অধিকার করা, অবস্থিতি করা, অল্পকালের জন্য বাস করা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা, বিশ্বাস করা, স্থগিত করা বা রাখা, আটক করা, ধরিয়া রাখা, ঠেকো দেওয়া, খাড়া রাখা, রক্ষা করা, নিবারণ করা। (অতীত) **নিবসি**। (অ-বিণ) **নিবুত্থ**; (তুলনীয়) **নিবাসন**(২), **নিবাসিন**। (ব-বিণ) **নিবসন্ত**। (ক্রি-বি) **নিবসিত্বা**। (করণে) **নিবাসেতি, নিবাসাপেতি**।

নিবহ (পুং) [নি+√বহ] নিবহ, সমূহ, সকল, সমুদয়, পরিমাণ, মাত্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা, বহুসংখ্যা, বহুত্ব, জনতা, বহুলোক–সমবায়, জনসাধারণ, সাধারণ লোক, রাশি, স্তূপ বা স্তূপাকার, ধ্বংসস্তূপ।

নিবাত (বিণ) নিবাত, সন্নদ্ধ, নির্বাত, দৃঢ়, বাতাসহীন, বাতাস হইতে রক্ষিত বা আশ্রিত, বাতাস হইতে গোপনকৃত বা নিরাপদ। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নিবাত কূটাগার; নিবাত রহদ**। (থেরগাথা) **নিবাত কুটিকা**। (থেরীগাথা) **নিবাত পাসাদ**। (ক্লী) **১** প্রশান্তি, সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প অবস্থা। (বিপ) **পবাত**। **২** সরলতা, মৃদুতা, কোমলতা, সাদাসিদে ভাব, নম্রতা, বাধ্যতা, বশ্যতা, অনুবর্তিতা, ভদ্রতা, শান্তভাব, সুশীলতা, অগভীরতা, অনুন্নততা, নীচতা, নিম্নতা, স্বল্পতা, অল্পমূল্যতা, বিনীতভাব, সস্তা অবস্থা, অধমভাব বা অবস্থা। = **নীচবত্তন** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা), **নিবাতবুত্তি** (অঙ্গুত্তর নিকায়), **নীচবুত্তি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

নিবাতক (ক্লী) আশ্রয়স্থান, লুক্কাইয়া থাকার স্থান, পলায়নের স্থান, গোপন স্থান, আত্মগোপন করার অবসর বা সুবিধা।

নিবাতবুত্তি = নিবাত। ⇒ **নিবাত** (২)।

নিবাতবুত্তী (বিণ) আজ্ঞাবহ, কর্তব্যপরায়ণ, বাধ্য, বশীভূত, নীচ, নম্র, বিনীত।

নিবাপ (পুং) নিবাপ, মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দান, দান, শ্রাদ্ধ তর্পণ পিণ্ডদানাদি, (ভোজন করাইবার নিমিত্ত) খাদ্য প্রদান, পশুর (তৃণাদি) খাদ্য, টোপ, প্রলোভন, ভোজনের নিমিত্ত খাদ্য দান, উপঢৌকন, প্রকৃতিদত্ত গুণ, অংশ, খণ্ড, বিভাগ, পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ, স্ত্রীধন, যৌতুক, কাহারও ভাগ্য, (সৈনিক বা নাবিকের দৈনিক) খোরাক, রসদ, নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ। (মধ্যম নিকায়) **নিবাপসুত্ত**। অংশ সম্বন্ধে **"নিবাপ"** শব্দের ব্যবহার ধর্মপদ অর্থকথায় দ্রষ্টব্য। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **দিগুণং নিবাপং পচিত্বা**—দ্বিগুণ অংশ (খাদ্য) রন্ধন করিয়া। (তুলনীয়) **নেবাপিক**।

নিবাপং—ভোজন প্রদান, খাদ্যদান, রোপণ, বপন, বুনন, সঞ্চয়করণ, রাশীকরণ। ⇒ **নিবাপতি, নিবাপ**।

নিবাপ তিণ—খাইবার তৃণ, যে ঘাস খাওয়া হয়।

নিবাপপুটঠ (বিণ) শস্যের দানায় পুষ্ট, ধান্য বা কণিকা খাওয়ানো হয় এমন, শস্য খাওয়ানো হয় এমন। = **কুণ্ড কাদিনা সূকরভত্তেন পুটঠো** (ধর্মপদ অর্থকথা)।

নিবাপভোজন—প্রদত্ত ভোজন বা খাদ্য, ভোজন করানো।

নিবাযাস(?)—বৃক্ষের ক্ষরিত কাদা বা রস। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় **"ইক্কাস"**। ⇒ **নিয্যাস**।

নিবারণ (ক্লী) নিবারণ, নিষেধ, বারণ, মানা, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিরোধ, অসম্মতি, অস্বীকার, নিরাপদে রক্ষণ, সতর্কীকরণ, ফিরাইয়া রাখা। = **আবরণ রক্খণগোপন** (চূলনির্দেশ)।

নিবারয (বিণ) নিবার্য, প্রতিরোধ করার যোগ্য। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **দুন্নিবারয**।

নিবারিত (বিণ) নিবারিত, বারিত, প্রতিহত, নিষিদ্ধ। = **আবট**। (বিপ) **অনাবট**। ⇒ **নিবারেতি**।

নিবারিয (বিণ) নিবারিত, নিষিদ্ধ বা নিষেধ করার যোগ্য, বাধা দিবার যোগ্য, নিবার্য, প্রতিরোধ্য, নিবারণীয়, বাধাজনক, নিরোধক, নিবারক, (ব্যাধির) প্রতিষেধক।

নিবারেতর (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে, যে ব্যক্তি প্রবেশের অনুমতি দেয় না। (বিপ) **পবেসেতর**। ⇒ **নিবারেতু**।

নিবারেতি (ক্রি) [নি+√বর+এ] রোধ করা, বদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, মন্থর করা, ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুক্কায়িত

করা, গোপন করা, আশ্রয় দেওয়া, কিছুদূর যাওয়া বা ভ্রমণ করা, আর্থিক দিক দিয়া রক্ষা করা, ডিমে বসা, যথেষ্ট হওয়া, অন্তর্ভুক্ত করা, বাধা দেওয়া, নিবারণ করা, ফিরাইয়া রাখা, নিষেধ করা, ফিরাইয়া ধরা, দমন করা, সংযত করা, দিতে বা লইতে অমত করা, "না" বলা, পূর্বে সাবধান করা, আগে জানানো, সতর্ক করা। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তং নিবারেয্য; যতো মনো নিবারয়ে।** (ধর্মপদ) **পাপচিত্তং নিবারয়ে।** (অতীত) **নিবারেসি।** (অ-বিণ) **নিবারিত।** (ক্রি-বি) **নিবারেত্বা।**

নিবারেতু (পুং) যে ব্যক্তি নিষেধ করে, যে ব্যক্তি বাধা দেয়, যে ব্যক্তি নিবারণ করে, নিবারক, নিষেধক। ⇒ **নিবারেতর।**

নিবাস (পুং) নিবাস, গৃহ, বাসস্থান, বাস, অবস্থান, বাসভূমি, বিশ্রাম স্থান, বাড়ি, বিরাম স্থান, থামিবার জায়গা, আশ্রয় স্থান, শরণস্থান, রক্ষা পাইবার স্থান। (জাতক) **নিবাসং কপ্পেতি**—বাসা লওয়া, আশ্রয় করা, বাস করা, অবস্থান করা। সাধারণত বিশেষ ভাষায়—**"পুব্বে-নিবাসং অনুস্সরতি"**—পূর্বজন্মে কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল তৎসম্বন্ধে জানা বা স্মরণ করিতে পারা অর্থাৎ পূর্বজন্মের কথা বলিতে পারা যাহাকে জাতিস্মর জ্ঞান বলা হয় (দীর্ঘনিকায়)। **পুব্বে-নিবাসং বেদি।** (দীর্ঘনিকায়) **পুব্বে-নিবাসং পটিসংযুত্তা ধম্মিকথা; পুব্বে-নিবাসানুস্সতি-ঞাণ।** (তুলনীয়) **নেবাসিক।**

নিবাসকরো = **নেবাসিক।** ⇒ **নেবাসিক।**

নিবাসগুম্ব (পুং) গ্রামের মধ্যস্থ ঝোপ, পাড়ার বা বাসস্থান সমূহের আশপাশস্থ ঝোপ বা জঙ্গল। = **বসনগুম্ব।** ⇒ **গুম্ব।**

নিবাসটঠান (ক্লী) নিবাসস্থান, বসতি স্থান, আবাসস্থান, বাসাবাড়ি।

নিবাসন (ক্লী) ১ অন্তর্বাস, অধোবাস, পরিচ্ছদ, বস্ত্র পরিধান রীতি, বস্ত্র। (বিপ) **পারুপন** (বিনয়)। (জাতক) **মনাপ নিবাসন।** (বিণ) পরিহিত, পরিধান করিয়াছে এমন। (পেতবত্থু অর্থকথা) **পিলোতিকক খন্ধ নিবাসন**—ছিন্ন বা জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত। ২ নিবাস স্থান, বাসস্থান, বসতবাড়ি, বাসাবাড়ি।

নিবাসনটঠান (ক্লী) নিবাসস্থান, বাসস্থান। = **নিবাসন** (২), **নিবাসটঠান।** ⇒ **ঠান** (২খ)।

নিবাস পরিব্বয—নিবাস বা আবাস খরচ, অস্থায়ী বাসস্থানের জন্য ব্যয়, বাসাবাড়ির খরচ। ⇒ **পরিব্বয** (২)।

নিবাসভূমি (স্ত্রী) বাসস্থান। **নিবাসটঠান, নিবাসনটঠান।**

নিবাসবেতন (ক্লী) ঘরের ভাড়া বা কেরেয়া, ঘরভাড়া, বাসাবাড়ির ভাড়া। ⇒ **বেতন, পরিচ্ছিন্দতি** (২)।

নিবাসিক (বিণ) নিবাসী, বাসিন্দা, বাসকারী। = **নিবাসী, নিবদ্ধ-বসনক** (জাতক অর্থকথা)।

নিবাসিন (বিণ) **নিবাসী।** ⇒ **নিবাসী।** (পুং) নিবাসী লোক, বাসকারী লোক।

নিবাসী = **নিবাসিক, নিবাসিন।** ⇒ **নিবাসিক, নিবাসিন।**

নিবাসেতি (ক্রি) [নি+√বস+এ] বস্ত্র পরিধান করা, পোশাকপরিচ্ছদ ধারণ করা, অন্তর্বাস পরিধান করা, (চীবর) পরা, কাপড় পরা। ⇒ **নিবসতি।** (বি-ভা) **পুব্বন্তু সমযং নিবাসেত্বা পত্ত-চীবরং আদায** (এখানে ইহার অর্থ বুঝাইতেছে যে ভিক্ষু বহির্গমনের নিমিত্ত চীবর দ্বারা তাঁহার সর্বশরীর অর্থাৎ গলার নীচে হইতে জানু পর্যন্ত আচ্ছাদিত করা) (দীর্ঘনিকায়)। (অতীত) **নিবাসেসি।** (অ-বিণ) **নিবাসিত, নিবাসিত্থ।** (ব-বিণ) **নিবাসেস্তু।** (ভবিষ্যৎ) **নিবাসেস্সতি পারুপিস্সতি** (পেতবত্থু অর্থকথা); = **পারুপামি।** ⇒ **পারুপতি)।** (ক্রি-বি) **নিবাসেত্বা।** (তুম) **নিবাসেতুং।** (করণে) **নিবাসাপেতি।**

নিবাসাপেতি (ক্রি) বস্ত্র পরানো, বস্ত্র পরিধানের কারণ হওয়া, বস্ত্র পরিধানের জন্য আদিষ্ট হওয়া। ⇒ **নিবসতি, নিবাসেতি।**

নিবাসেত্ব ঠিত (বিণ) বস্ত্র বা চীবর পরিধান করিয়া স্থিত অথবা দাঁড়াইয়াছে এমন। ⇒ **ঠিত।**

নিবিচিকিচ্ছ (বিণ) সন্দেহমুক্ত, নিঃসন্দেহ। **বিতিণ্ণকঙ্খ।**

নিবিচিকিচ্ছা (স্ত্রী) **নিব্বিচিকিচ্ছা।** ⇒ **নিব্বিচিকিচ্ছা।**

নিবিজ্ঝ (বিণ) = **বিনিবিজ্ঝ।** ⇒ **বিনিবিজ্ঝ।**

নিবিট্ঠ (বিণ) নিবিষ্ট, প্রবিষ্ট, প্রাপ্ত, মনোযোগী, স্থির, স্থিরকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ়, বিধিবদ্ধ, উৎসর্গীকৃত, অনুরক্ত, সুদৃঢ়, নিশ্চিত, বিশ্বাসযোগ্য, সন্দেহশূন্য, নিঃসন্দেহ, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, কিছু করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ⇒ **নিবিসতি।** **সত্ত অন্নীন ইত্যাদি** (চূলনির্দেশ)। (সূত্রনিপাত) **রুচিযা নিবিট্ঠ; সচ্চেসু নিবিট্ঠ।** (জাতক) **অধম্মস্মিং নিবিট্ঠ।** (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিবিট্ঠ গাম।** (দীর্ঘনিকায়ে রাস্তা-সম্বন্ধে) **সুনিবিট্ঠ মগগ** সুন্দররূপে নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত রাস্তা; **দুন্নিবিট্ঠ মগগ** খারাপভাবে নির্মিত রাস্তা। (তুলনীয়) **অভিনিবিট্ঠ।**

নিবিট্ঠ গাম—গঠিত গ্রাম, প্রতিষ্ঠিত গ্রাম। ⇒ **নিবিট্ঠ।**

নিবিট্ঠ চিত্ত (বিণ) নিবিষ্ট চিত্ত, একাগ্রচিত্ত। (ক্লী) মনোযোগ, অভিনিবিষ্ট মন।

নিবিসতি (ক্রি) [নি+√বিস+অ] স্থির করা বা হওয়া, স্থাপন করা, মীমাংসা করা, ঠিকরূপে বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, শান্ত করা বা হওয়া, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা বা হওয়া, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, বসতি স্থাপন করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পতিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, সন্ধি করা, দেনাপাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা, প্রবেশ করা, যোগ দেওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া, আরম্ভ করা, ভর্তি করা,

তালিকাভুক্ত করা, লেখা, ভিতরে যাওয়া, অংশভূত হওয়া, (রঙ্গমঞ্চে) প্রবেশ করানো হউক, দৃঢ় করা, বিধিবদ্ধ করা, স্থাপিত করা, প্রতিষ্ঠা করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা, বন্ধ করা বা হওয়া, রুদ্ধ করা, বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা, রুদ্ধগতি করা, দমন করা, নিবৃত্ত হওয়া, থামা, অল্পকাল থাকা বা বাস করা, যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা। (জাতক) **যস্মিং মনো নিবিস্‌সতি**। (অতীত) **নিবিসি**। (অ-বিণ) **নিবিট্‌ঠ, নিবিস্‌স**।(করণে) **নিবেসেতি**।

নিবিস্‌সবাদ (বিণ) অভ্রান্ত বিশ্বাসের সহিত কোন মত বা মতবাদ প্রকাশক। = **নিবিস্‌স বাদিন**। ⇒ **বাদ** [১(বিণ)]।

নিবিস্‌সবাদিন (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে অথবা নিশ্চিতরূপে কথা বলে, যেন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে অথবা নিশ্চিত হইয়াছে এরূপভাবে যে ব্যক্তি কথা বলে, অভ্রান্ত বিশ্বাসের সহিত কোন মত বা মতবাদ প্রকাশক। অভ্রান্ত বিশ্বাস-সম্বন্ধে:--(মহানির্দেশ) **সস্‌সতো লোকো ইধমেব সচ্চং, মোঘমঞ্ঞং**ति। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **জানামি পস্‌সামি তথেব এতং**ति।

নিবিস্‌সবাদী = **নিবিস্‌সবাদিন**। ⇒ **নিবিস্‌সবাদিন**।

নিবুত (বিণ) বেষ্টিত, বলয়িত, রুদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত, আটককৃত, মন্থরকৃত, (বস্ত্রের অথবা বস্ত্রের ন্যায় অন্য কিছুর) মুড়ি বা প্রান্তভাগ বন্ধন করিয়া সেলাই করা হইয়াছে এমন, আচ্ছাদিত, আবৃত, লুক্কায়িত, মোড়া হইয়াছে এমন।⇒ **নিবরতি**। (সূত্রনিপাত) **তমোনিবুত**। চূলনির্দেশে উল্লেখিত "**নিবুত**" শব্দের অর্থে "**ওফুট, পটিচ্ছন্ন, পটিকুজ্জিত**। সূত্রনিপাত অর্থকথায় উল্লেখিত "**নিবুত**" শব্দের অর্থে "**পরিযোনদ্ধ**"।

নিবুত্ত (বিণ) ১ নাম ধরিয়া ডাকা হইয়াছে এমন, ডাকিয়া আনা হইয়াছে এমন, নাম করা হইয়াছে অথবা নাম দেওয়া হইয়াছে এমন, যাহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাকে ঘুম হইতে জাগানো হইয়াছে, যে ব্যক্তি অল্পক্ষণের জন্য কোন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, প্রকাশিত, বর্ণিত, উল্লেখিত, চিৎকার করিয়া বলিয়াছে এমন, প্রার্থিত। ((পেতবত্থু অর্থকথা) **দসবস্‌সসতানি বস্‌স-সহস্‌সং নিবুত্ত হোতি**। ২ কাঁচি দ্বারা ছাঁটিয়াছে এমন, মুণ্ডিত, ক্ষৌরকর্মকৃত, পরিষ্কৃত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকৃত। (সূত্রনিপাত) **নিবুত্ত কেস = অপগত কেস, ওহারিত কেস-মস্‌সু**। ৩ বপিত, বোনিত, ছড়ানো, (আহার) প্রদত্ত, দত্ত, অর্পিত, উপহার প্রদত্ত, পূজিত, প্রস্তাবিত। ⇒ **নিবপতি**।

নিবুত্ত কেস (বিণ) মস্তকের কেশ মুণ্ডিত, মাথা কামানো হইয়াছে এমন, কেশচ্ছেদন করা হইয়াছে এমন। ⇒ **নিবুত্ত** (২)।

নিবুত্থ (বিণ) বাসকৃত, অধিকৃত, অবস্থিত, বাস করিয়া এমন। ⇒ **সন্নিবুত্থ, নিবসতি**।

নিবেঠ—মিলিন্দ প্রশ্নে "**পঞ্ঞে দুন্নিবেঠ**"। ⇒ **দুন্নিবেঠ**।

নিবেঠন = **বিনিবেঠন**। ⇒ **বিনিবেঠন**।

নিবেঠেতি = **নিব্বেঠেতি**। ⇒ **নিব্বেঠেতি**।

নিবেদ—নিবেদন, কাহারও উদ্দেশ্যে কথন অথবা লেখন, প্রয়োগ। ⇒ **নি** (২)।

নিবেদক (বিণ) নিবেদক, নিবেদনকারী, ঘোষণাকারী, প্রচারক, জ্ঞাপনকারী, বর্ণনাকারী, সম্পর্কীয়, সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন, উপদেশের ছলে তিরস্কার করে এমন, সতর্ক করিয়া দেয় এমন।

নিবেদতি (ক্রি) নিবেদন করা। (সম্প্রদানে) **নিবেদেতি**।

নিবেদন (ক্লী) নিবেদন, আবেদন, জানানো, সমর্পণ, বর্ণন, প্রকাশ্যে কথন, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষিত সংবাদ, বিজ্ঞাপন, বার্তা, সংবাদ, জ্ঞান, অভিযোগ, বিবরণী, গুজব, জনশ্রুতি, শব্দ, আওয়াজ, খ্যাতি।

নিবেদিত (বিণ) নিবেদিত, বিনয় সহকারে কথিত, জ্ঞাপিত, সমর্পিত, দত্ত, প্রদত্ত, সূচিত। ⇒ **নিবেদেতি**।

নিবেদেতি (ক্রি) [নি+√বিদ+এ] নিবেদন করা, জানানো, বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে উপস্থিত হওয়া, সংবাদপত্রে খবর দেওয়া, প্রচার করা, সংবাদপত্রের জন্য বক্তৃতা শুনিয়া লেখা, (কাহারও সম্বন্ধে) অভিযোগ করা, জ্ঞাপন করা, ঘোষণা করা, কাহারও উপস্থিতি বা আগমন ঘোষণা করা, সংবাদাদি প্রদান করা, সংক্রমিত হওয়া, পত্র ব্যবহার করা, সংবাদাদি আদান প্রদান করা, সংলগ্ন থাকা, বলা, সংখ্যা করা, গণনা করা, সংবাদ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বোঝা, বোধগম্য হওয়া, আদেশ করা, স্থির করা, চেনা, বিশেষ কাজে প্রেরণ করা, ফলপ্রদ হওয়া, বিবরণ দেওয়া। ⇒ **নিবেদতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **অত্তানং নিবেদেতি**—নিজেকে প্রকাশ করা। (অতীত) **নিবেদেসি**। (অ-বিণ) **নিবেদিত**। (ক্রি-বি) **নিবেদেত্বা, নিবেদিয**।

নিবেস (পুং) ১ নিবেশ, প্রবেশ, উপবেশন, ভর্তি, উচ্চ পৃষ্ঠদেশ সমন্বিত হাতলযুক্ত লম্বা কাঠের আসন, বাধা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক, বিরাম, স্থাপনা, স্থিরতা, বসতি, বাসস্থান, ঘর, বাড়ি। = **নিবেসনানি কচ্ছন্তরানি** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। ২ = **নিবেসন**। ⇒ **নিবেসন**। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠি নিবেস = ইদং সচ্ছাভিনিবেস-সঙ্খাতানি দিট্‌ঠি-নিবেসনানি** (সূত্রনিপাত অর্থকথা)।

নিবেসতি (ক্রি) বাস করা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, প্রবেশ করা, স্থাপন করা, স্থাপিত হওয়া, নির্মাণ করা, স্থির করা। ⇒ **নিবেসেতি**। (অ-বিণ) **নিবেসিত**। (করণে) **নিবেসেতি**।

নিবেসন (ক্লী) ১ নিবেশন, গৃহ, স্থান, বাসস্থান, নগর, উপবেশন, প্রবেশ, স্থাপন, স্থিরীকরণ, ভবাসন, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা, উপনিবেশ, নিষ্পত্তি, নিধান, পরিশোধ, সংক্রমণ। = **নিবেস** (১)। (জাতক) **নিবেসনট্‌ঠান**। ২ (চরিত্রে) সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, মীমাংসা, প্রশান্তি, ঋণ পরিশোধ, অবধারণ, স্থিত করানো অথবা তলায় বসানো, বিন্যাসকরণ, অটলতা, সমাপ্তকরণ, সমাপণ, আসক্তি, যোগ, ক্রোক, সংলগ্ন বস্তু, বন্ধুত্ব, জড়াইয়া থাকার অবস্থা, দৃঢ়রূপে সংলগ্ন অবস্থা। (সূত্রনিপাত) **দিট্‌ঠি নিবেসন; নন্দিনিবেসন**। ⇒ **নিবেস**।

নিবেসনট্‌ঠান (ক্লী) নিবেশনস্থান, বসতিস্থান, বাসস্থান। ⇒ **নিবেসন** (১)।

নিবেসনা (স্ত্রী) = **নিবেসন**। ⇒ **নিবেসন** (২)।

নিবেসিত (বিণ) নিবেশিত, স্থিরকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, অঙ্কিত, নকশাকৃত, পরিকল্পিত, স্থাপিত, বিন্যস্ত, প্রবেশিত, প্রবিষ্ট, সংক্রামিত, নির্মিত, সজ্জিত, বন্দোবস্তকৃত, শ্রেণীবদ্ধ। = **সুমাপিত**। ⇒ **নিবেসতি, নিবেসেতি**।

নিবেসেতি (ক্রি) [নি+√বিস+এ] প্রবেশের কারণ হওয়া, দৃঢ় করা বা হওয়া, বিধিবদ্ধ করা, স্থাপিত করা, প্রতিষ্ঠা করা, আইনানুসারে প্রমাণ করা, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থাপন করা, নির্মাণ করা, ভিত্তি স্থাপন করা, আরম্ভ করা, উৎপাদন করা, উৎপত্তি করা, সংলগ্ন করা, আবদ্ধ করা, দাম বা মূল্য ঠিক করা বা হওয়া, তারিখ স্থির করা বা হওয়া, স্থায়ীভাবে থাকা, কঠিন হওয়া, জমিয়া যাওয়া, সংস্থাপিত করা, নির্ভর করা, (কিছুতে) প্রতিষ্ঠিত করা, মীমাংসা করা, ঠিকরূপে বিন্যাস করা, নিষ্পত্তি করা, স্থিত করা বা তলায় বসানো, জমানো, অবধারিত করা, শেষ করা, ঋণ পরিশোধ করা, শোধ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, থিতিয়া পড়া, নীচে পতিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া, বাসস্থান ঠিক করা, শান্ত হওয়া, সন্ধি করা, দেনাপাওনা চুকানো, হিসাব ঠিক করা, উপদেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, উৎসাহ দেওয়া, প্রণোদিত করা, অনুনয় করা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, অনুনয়-বিনয় করা, পক্ষ সমর্থন করা, প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করা, প্রবর্তন করা, দোষ স্বীকার করা বা অস্বীকার করা, (আইনে) বিবাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষে অভিযোগাদির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে উত্তর দেওয়া, উপদেশছলে তিরস্কার করা, সতর্ক করা, স্মরণ করাইয়া দেওয়া, শ্রেণীবদ্ধ করা, সাজানো, বন্দোবস্ত করা। ⇒ **নিবেসতি**। (ধর্মপদ) **অত্তানং নিবেসেতি; ব্রহ্মচরিযে নিবেসেতি**। (থেরীগাথা) **মনং নিবেসেতি**। (পেতবত্থু) **সংযমে নিবেসযি**। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **গামং নিবেসেতি**। (অতীত) **নিবেসেসি**। (অ-বিণ) **নিবেসিত**। (ক্রি-বি) **নিবেসেত্বা**।

নিব্যগ্‌ঘ (বিণ) [নিস+ব্যগ্‌ঘ] বাঘ হইতে মুক্ত, ব্যাঘ্রমুক্ত, বাঘ নাই এমন, নির্ব্যাঘ্র। = **নিব্ব্যগ্‌ঘ**।

নিস (উপসর্গ) ১ ক্রিয়ার নির্দেশ-সম্বন্ধে বুঝায় অর্থাৎ বাহিরে, (ইহা হইতে) দূরে, বিপরীত, ব্যতীত, সমাপ্তি, শেষ, সমাধান, সমাধানে কার্য ত্যাগ। = নিস+ক্ষমতি = **নিক্খমতি;** নিস+চরতি = **নিচ্চরতি;** নিস+দমতি = **নিদ্ধমতি;** নিস+পজ্জতি = **নিপ্পজ্জতি;** নিস+বত্ততি = **নিব্বত্ততি;** নিস+হরতি = **নীহরতি;** নিস+রোধতি = **নিরোধতি**। ২ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ বুঝায় "নাই অথবা অভাব", যেমন—নিস+চোল = **নিচ্চোল;** নিস+তণ্হ = **নিত্তণ্হ;** নিস+পুরিস = **নিপ্পুরিস;** নিস+ফল = **নিস্ফল;** নিস+চল = **নিচ্চল;** নিস+করুণ = **নিক্করুণ;** নিস+দোস = **নিদ্দোস;** নিস+মংস = **নিমংস;** নিস+সংসয = **নিসংসয;** নিস+রথ = **নিরথ;** নিস+ভয = **নিব্ভয**। বুদ্ধঘোষ "**নিস**" অর্থবাচক শব্দে "নি" গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—**নি-সদ্দো অভাবং দীপেতি** (বিশুদ্ধিমার্গ)। ⇒ **নি**।

নিসংসয (বিণ) নিঃসংশয়, দ্বিধারহিত, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ। = **নিস্‌সংসয**। ⇒ **নিস** (২)।

নিসগ্‌গ (পুং) উদ্‌গিরণকরণ, প্রচারকরণ, দানকরণ, স্থাপনকরণ, রক্ষাকরণ, স্বাভাবিক অবস্থা, স্বভাব, প্রকৃতি, নগ্নতা। = **নিস্‌সগ্‌গ**। (তুলনীয়) **নিসট্‌ঠ**।

নিসঙ্খিতি (স্ত্রী) (পাপ এবং পুণ্যের) জমা বা আমানত, রাশীকরণ, রাশি, সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগৃহীত বস্তু, (কর্মের) ফল বা ফলাফল। = **অভিসঙ্খারা** (মহানির্দেশ)।

নিসজ্জ (ক্রি-বি) বসিয়া, উপবেশন করিয়া। ⇒ **নিসীদতি**।

নিসজ্জা (স্ত্রী) বসা, উপবেশন, বসিবার সুযোগ বা সুবিধা, আসন। (পেতবত্থু) **সেয্যনিসজ্জ**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নিসজ্জাদি পটিক্‌খেপট্‌ঠান; পল্লঙ্কা-ভুজনাদি-লক্‌খণা নিসজ্জা**। (তুলনীয়) **নেসজ্জিক**।

নিসজ্জেতি (ক্রি) ব্যয় করা, নষ্ট করা, উড়াইয়া দেওয়া, অতিবাহিত করা, যাপন করা, টাকা খরচ করা, দান করা, স্থাপন করা, রাখা, দেওয়া, প্রদান করা, স্বীকার করা, অনুমতি করা, সমর্পণ করা, যোগানো, অর্পণ করা, ঔষধ খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া, প্রতিদান করা, ন্যায্য হিসাবে স্বীকার করা, কথা দেওয়া, সংবাদ জানানো, আদেশ দেওয়া, কারণ হওয়া, উৎপাদন করা, চাপে খুলিয়া যাওয়া, সামনাসামনি থাকা, ত্যাগ করা। পেতবত্থু অর্থকথায় "**দানুপকরণা নিসজ্জেসি**" এর পরিবর্তে সুন্দর পাঠ "**দানুপ্‌করণানি সজ্জেসি**"। ⇒ **নিস্‌সজ্জতি**।

নিসট্‌ঠ (বিণ) পরিত্যক্ত, ব্যয়িত, হারানো, নষ্ট, বিনষ্ট। (তুলনীয়) **নিসজ্জেতি, নিসগ্‌গ**।

নিসদ (পুং) ১ শাণপাথর, যে পাথরে ক্ষুর ইত্যাদি অস্ত্র ধার দেওয়া হয়। বিনয় বর্ণনায় বলা হইয়াছে—পেষণযন্ত্রের বা যাঁতার দুইটি পাথরের মধ্যে নীচের পাথরটিকে বলা হয় "**নিসদ**" এবং উপরের পাথরটিকে বলা হয় "**নিসদপোত**"। ২ বসা, উপবেশন। = **নিসজ্জা**। ⇒ **নি** (১)।

নিসদপুত্ত = **নিসদপোত**। ⇒ **নিসদপোত**।

নিসদপোত (পুং) শাণপাথর। পেষণযন্ত্রের বা যাঁতার দুইটি পাথরের মধ্যে উপরের পাথরটিকে বলা হয় "**নিসদপোত**" এবং নীচেরটিকে বলা হয় "**নিসদ**"। ⇒ **নিসদ**। = **পোত** (৪)। "**নিসদপোত**" পাঠ বিশুদ্ধিমার্গে দৃষ্ট হয়, কিন্তু খুদ্দকপাঠে "**নিসদপোত**" এর পরিবর্তে পাঠ হইয়াছে "**নিসদপুত্ত**"। (তুলনীয়) **আনিসদ**।

নিসদা (স্ত্রী) = **নিসদ**। ⇒ **নিসদ**।

নিসদ্দ (বিণ) নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, শব্দহীন, নিবিড়। ⇒ **নিস** (২)।

নিসন্তি (স্ত্রী) যত্নসহকারে মনোযোগ, যত্নশীল নিরীক্ষণ। **ধম্মনিসন্তি**। (দীপবংস) **নিসন্তিকার**। (তুলনীয়) **নিসম্ম, নিমেতি**।

নিসন্তিকার (বিণ, পুং) যত্নসাধ্য মনোযোগী, যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণকারী। ⇒ **নিসন্তি**।

নিসভ (পুং) ঋষভ, জননেতা, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, (সংযুক্ত নিকায় বর্ণনায়) বুদ্ধ। = **ইসি নিসভ** (বিমানবত্থু)।

নিসম্ম (বিণ) বিবেকী, বিচারশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন, সত্যমূলক। (ক্রি-বিণ) বিবেচনার সহিত, সহানুভূতির সহিত, যত্নসহকারে, সাবধানতার সহিত। (ক্রি-বি) বিবেচনা করিয়া, বিচার করিয়া, যত্ন করিয়া, সাবধানতা রক্ষা করিয়া, সহানুভূতি দেখাইয়া, মনোযোগী হইয়া, পর্যবেক্ষণ করিয়া। = **সুত্বা**। (তুলনীয়) **নিসম্ভি**। (বি-ভা) **নিসম্মকারিন**। ⇒ **নিসামেতি**।

নিসম্মকারিন (বিণ) সহানুভূতিশীল, যে ব্যক্তি বিবেচনার সহিত কাজ করে, সহানুভূতিসম্পন্ন। ⇒ **নিসম্ম**।

নিসম্মকারী (বিণ) = **নিসম্মকারিন**। ⇒ **নিসম্মকারিন**।

নিসম্মকিরিযায--বিবেচনার সহিত কাজ করিয়া, সহানুভূতির সহিত কাজ করিয়া। ⇒ **নিসম্ম**।

নিসা (স্ত্রী) নিশা, রাত্রি। ⇒ **নিসিথ**। (অধিকরণ কারকে) **নিসে** (বিমানবত্থু); (বিমানবত্থু অর্থকথায়) **নিসতি, নিসি = রত্তিযং**; (মিলিন্দ প্রশ্নে) **নিসায; নিসাযং**।

নিসাকর (পুং) নিশাকর, চন্দ্র। = **নিসানাথ**।

নিসানাথ (পুং) নিশানাথ, চন্দ্র। = **নিসাকর**।

নিসাণ (পুং) শাণপাথর। = **নিসদ** (১)।

নিসাতক—এই শব্দটি জাতকের "**কোকনিসাতক**" শব্দে যৌগিকে দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ—একজাতীয় বন্য জন্তু, কিন্তু এই অর্থ পরিষ্কার নহে। ইহার শব্দগত অর্থে সংস্কৃত শব্দ "নিশাতয়তি" (আঘাত করা, পাতিত করা অর্থে) শব্দের সমতুল্যই হইয়া থাকে। Kern. Toev. গ্রন্থে "কোক" শব্দ দ্রষ্টব্য। প্রমাণে "**নিসাদ**" শব্দ হইতেই "**কোকনিসাদক**" শব্দের উৎপত্তি। ⇒ **নিসাদ**।

নিসাদ (পুং) নিষাদ, চণ্ডাল, ব্যাধ, দস্যু, ডাকাইত। = **নেসাদ**।

নিসাদিক (বিণ) শুইয়া থাকার যোগ্য, বিশ্রামের উপযোগী। (বিনয়) **গোনিসাদিক**।

নিসাদিন (বিণ) শুইয়া থাকে এমন, শুইয়া রহিয়াছে এমন।

নিসাদী (বিণ) = **নিসাদিন**। ⇒ **নিসাদিন**।

নিসান (ক্লী) ক্ষুর-ছুরি ইত্যাদি ধার দেওয়ার পাথর, শাণপাথর। = **নিসদ** (১)।

নিসামক (বিণ) পর্যবেক্ষণশীল, মনোযোগী, পর্যবেক্ষণকারী, অভিনিবিষ্ট, মনোযোগের সহিত শ্রবণকারী, যত্নশীল, যত্নসাধ্য, সাবধান। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **ধম্মানং নিসামক**।

নিসামেতি (ক্রি) [নি+√সাম+এ] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, মনোযোগ করা বা দেওয়া, শ্রবণ করা, কর্ণপাত করা, মানিয়া চলা, অবলোকন করা, লক্ষ্য করা, অবধান করা, পালন করা, মন সম্বন্ধে সতর্ক থাকা বা হওয়া। (ধর্মপদ অর্থকথা) **নিসামেতি উপধানেতি**। (পঞ্চমী) **নিসামযথ** (পেতবত্থু); (তুলনীয়) **নিসম্ভি, নিসম্ম**। (অতীত) **নিসামেসি**। (অ-বিণ) **নিসামিত**। (ব-বিণ) **নিসামেন্ত**। (ক্রি-বি) **নিসামেত্বা**।

নিসার (বিণ) (বৃক্ষ-সম্বন্ধে) রসপূর্ণ অথবা সারপূর্ণ, চমৎকার; (বৃক্ষ-সম্বন্ধে) বলবান, বলিষ্ঠ, শক্ত। = **নিরতিসয-সারস্স নিসিট্ঠ সারস্স রুক্খস্স** (বিমানবত্থু অর্থকথা)।

নিসিঞ্চতি (ক্রি) [নি+সিঞ্চতি] উপরে ছিটানো, উপর দিয়া ছিটানো।

নিসিত (বিণ) নিশিত, শাণিত, ধারাল, সূক্ষ্মাগ্র, তীক্ষ্ণ, ধার দেওয়া হইয়াছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **আবুধজাত পীত নিসিত** (?)।

নিসিন্ন (বিণ) উপবিষ্ট, বসিয়াছে এমন। "**নিসিন্ন**" প্রায়শ "**তিট্ঠ** (দাঁড়ানো), **চরং** (পদচারণা বা ভ্রমণ), **সযং** (শয়ন)" শব্দের সহিত যৌগিকে এবং অর্থ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (সূত্রনিপাত)। ⇒ **নিসীদতি**।

নিসিন্নক (বিণ) = **নিসিন্ন**। ⇒ **নিসিন্ন**।

নিসিবে ⇒ **নিসীথ**।

নিসীথ (পুং) নিশীথ, অর্ধরাত্রি, মধ্যরাত্রি, নিশীথকাল, রাত্রি। (থেরগাথা) **অগগি যথা পজ্জালিতো নিসীথে**। (বর্মাগ্রন্থে—"**নিসিবে**", থেরগাথার অন্যত্রও "**নিসীথে**" শব্দের পরিবর্তে "**নিসিবে**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, বর্মাজাতক গ্রন্থেও "**নিসিবে**" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। = **রত্তিভাগ** (থেরগাথা অর্থকথা)।

নিসীদতি (ক্রি) [নি+√সদ+অ] বসা, বসিয়া পড়া, বসিয়া থাকা, বিশ্রাম করা, থাকা, দাঁড়ে বসা, ডিমে তা দেওয়া, ডিমে বসা, সরকারী কার্যে বসা, পরনে ঠিক হওয়া, ছবি তোলার জন্য বসা, আসীন হওয়া, উপবিষ্ট হওয়া, বাস করা। (তুলনীয়) **অভিনিসীদতি, সন্নিসীদতি**। (অতীত) **নিসীদি**; (বহুবচনে) **নিসীদিংসু, নিসীদিসুং**। (অ-বিণ) **নিসিন্ন**। (ব-বিণ) **নিসীদেয্য**। (ভ-বিণ) **নিসীদিতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিসীদিত্বা, নিসীদিয, নিসজ্জ, নিসীদিত্বান**। (করণে) **নিসীদাপেতি**।

নিসীদন (ক্লী) উপবেশন, বিশ্রাম, বিরাম, বসিবার সুযোগ, বসিবার প্রয়োজন, বসিবার আসন বা মাদুর। (বিনয়) **নিসীদনেন বিপ্পবসতি**। (সংযুক্ত নিকায়) **নিসীদনং গণ্হাতি**। (বিনয়) **নিসীদন পচ্চত্থরণ**—বসিবার জন্য আসন বা মাদুর।

নিসীদনট্ঠান (ক্লী) বসিবার স্থান।

নিসীদনপল্লঙ্ক—বসিবার পালঙ্ক বা কেদারা (চেয়ার), সিংহাসন, বসিবার চৌকি, বসিবার আসন বা পীড়ি।

নিসীদাপন (ক্লী) বসানো, উপবেশন করানো, বসিবার কারণকরণ।

নিসীদাপেতি (ক্রি) বসিবার কারণ করা বা হওয়া, বসাইয়া দেওয়া, বসানো, উপবেশন করানো, বসিতে বলা। ⇒ **নিসীদতি**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **আসনে নিসীদাপেতি**। (অতীত) **নিসীদাপেসি**। (অ-বিণ) **নিসীদাপিত**। (ক্রি-বি) **নিসীদাপেত্বা**।

নিসুম্ভতি (ক্রি) আঘাতের দ্বারা ভূমিসাৎ করা। = **পাতেতি**।

নিসূদন (ক্লী) [নি+√সূদ] ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ, ভঙ্গকরণ,

বধকরণ, হত্যাকরণ।

নিসেধ (পুং) নিষেধ, নিবারণ, বারণ, তিরস্কার, কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার বিধি, প্রতিবিরোধ, মদ্যপান নিবারণ, দমনকরণ, সংযতকরণ, বাধা প্রদান। (সংযুক্ত নিকায়) **হিরি নিসেধ**। ⇒ **নিসেধেতি**।

নিসেধক (বিণ) নিষেধক, বারণকারী, তিরস্কারকারী, বাধা প্রদানকারী, দমনকারী, যে ব্যক্তি নিষেধ করে।

নিসেধন (ক্লী) = **নিসেধ**। ⇒ **নিসেধ**।

নিসেধনতা (স্ত্রী) অসম্মতি, অস্বীকার, দিতে বা লইতে অমতকরণ, "না" করণ, নিষেধ, নিবারণ।

নিসেধেতি (ক্রি) [নি+√সিধ+এ] নিষেধ করা, নিবারণ করা, বাধা দেওয়া, দমন করা, সংযত করা, রক্ষা করা। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **নিরযূপপত্তিং নিসেধেতি**। (অতীত) **নিসেধেসি**। (অ-বিণ) **নিসেধিত**। (ব-বিণ) **নিসেধেন্ত**। (পঞ্চমী) **নিসেধ**। (ভ-বিণ) **নিসেধেতব্ব**। (ক্রি-বি) **নিসেধেত্বা, নিসেধিয**। (তুলনীয়) **নিসেধ**।

নিসেব (বিণ) শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধাপরায়ণ, উৎসর্গীকৃত, উৎসর্গিত, অনুরক্ত। ⇒ **নি** (২)।

নিসেবতি (ক্রি) [নি+√সেব+অ] যাওয়া, আশ্রয় লওয়া, অবলম্বন করা, প্রয়োগ করা, পুনঃপুন করা, নিত্য করা, (পেশা) চালানো, সম্প্রদান করা, ব্যবহার করা, অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, কোন কার্য করা, কৌশল করা, চালাকি করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো, তুষ্ট করা, প্রশ্রয় দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, সংযত না করা, আসক্ত হওয়া, অনুগমন করা, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, অর্থ বোঝা, অনুশীলন করা, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, মেলামেশা করা, মনে মনে যুক্ত করা। = **করোতি** (পেতবত্থু অর্থকথা)। (অতীত) **নিসেবি**। (অ-বিণ) **নিসেবিত**। (ক্রি-বি) **নিসেবিত্বা**।

নিসেবন (ক্লী) নিষেবণ, সেবা, শুশ্রূষা, উপভোগ, অভ্যস্তকরণ, নিত্যকরণ, অভ্যাসকরণ, উপভোগকরণ, অনুসরণকরণ, পশ্চাদ্‌গমনকরণ।

নিসেবনা (স্ত্রী) = **নিসেবন**। ⇒ **নিসেবন**।

নিসেবর (বিণ) সেবিত, সেবাকৃত, সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন।

নিসেবিত (বিণ) নিষেবিত, সেবিত, অনুসৃত, উপযুক্ত, অভ্যস্ত, পুনঃপুন কৃত, নিত্যকৃত, উপভোগ করিয়াছে এমন, আসক্ত, অসংযত, প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অনুমতিপ্রাপ্ত, ব্যবহৃত। ⇒ **নিসেবতি**।

নিস্‌সংসয (বিণ) সংশয়শূন্য, নিঃসন্দেহ। = **নিসংসয**। (ক্রি-বিণ) সন্দেহহীনভাবে, নিঃসন্দেহভাবে, নিঃসংশয়রূপে।

নিস্‌সক্ক (ক্লী) (কিছু হইতে) বহির্গমন, অপাদান কারকের একটি নাম।

নিস্‌সক্কন (ক্লী) বহির্গমন, লত্যইয়া বহির্গমন, অলক্ষিতে বহির্গমন, ধীরে ধীরে বা বুকে হাঁটিয়া বহির্গমন। (দীর্ঘনিকায়) **বিলার নিস্‌সক্কন**। = **নিক্‌খমন** (দীর্ঘনিকায়ের বর্মা টীকা)।

নিস্‌সগ্‌গ (পুং) পরিত্যাগ, ত্যাগ, বর্জন। = **নিসগ্‌গ**।

নিস্‌সগ্‌গিয (বিণ) পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, বর্জিত, যাহা অগ্রাহ্য করা উচিত অথবা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

নিস্‌সঙ্গ (বিণ) [নিস+সঙ্গ] অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অননুরক্ত, অস্বার্থপর, নিঃস্বার্থ, খোলা, অবাধ, অপ্রতিরুদ্ধ, নিরপেক্ষ।

নিস্‌সঙ্গতা (স্ত্রী) নিঃস্বার্থতা, নিরপেক্ষতা।

নিস্‌সজতি = **নিস্‌সজ্জতি**। ⇒ **নিস্‌সজ্জতি**।

নিস্‌সজ্জতি (ক্রি) [নি+√সজ+অ] ত্যাগ করা, বর্জন করা, বন্ধন মোচন করা, মুক্ত করা, ছাড়িয়া দেওয়া, শিথিল করা, হাতে তুলিয়া দেওয়া, হাতে হাতে দেওয়া, গচ্ছিত করা, গচ্ছিত করিয়া দেওয়া, হস্তান্তর করা, দেওয়া, দান দেওয়া, প্রদান করা, হাতের উপর তুলিয়া দেওয়া, সমর্পণ করা, অর্পণ করা, প্রবাহিত করা, ঢালা, নিক্ষেপ করা। (অতীত) **নিস্‌সজ্জি**। (অ-বিণ) **নিস্‌সট্‌ঠ, নিসট্‌ঠ**। (ক্রি-বি) **নিস্‌সজ্জ, নিসজ্জ, নিস্‌সজ্জিত্বা**; (তুলনীয়) **নিস্‌সগ্‌গিয, পটিনিস্‌সগ্‌গিয**।

নিস্‌সট (বিণ) (কিছু হইতে) বাহির হইয়া আসিয়াছে এমন, অগ্রাহ্যকৃত, নাকচ করা হইয়াছে এমন, প্রত্যাখ্যানকৃত, বন্ধন মোচন করা হইয়াছে এমন, শিথিল করা হইয়াছে এমন, মুক্ত, অনাবদ্ধ, অনাবিষ্ট, অনবরুদ্ধ, (কিছুর ভিতর হইতে) পলায়ন করিয়াছে এমন, প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন, লোকসমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে এমন, উড়িয়া গিয়াছে এমন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ভবনিস্‌সট**। (তুলনীয়) **অভিনিস্‌সট**। ⇒ **নিস্‌সিত, নিস্‌সরণ, নিস্‌সরতি**।

নিস্‌সট্‌ঠ (বিণ) বিদায়ী, বরখাস্তকৃত, পদচ্যুত, প্রত্যাখ্যানকৃত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, বর্জিত, হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা হস্তান্তর করা হইয়াছে এমন, স্বীকৃত, মানিয়া লইয়াছে এমন, দিতে রাজি হইয়াছে এমন, অধিকার দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রদত্ত, অর্পিত, সমর্পিত, দত্ত, ছাড়িয়া আসিয়াছে এমন। (বিনয়) **নিস্‌সট্‌ঠ চীবর**। ⇒ **নিস্‌সজ্জতি, নিসট্‌ঠ, পটিনিস্‌সট্‌ঠ**।

নিস্‌সতে (নিজীবতে)—মহাজাগতিক (নির্জীব) নীতি। ⇒ **ধম্ম** (১ক)।

নিস্‌সত্ত (বিণ) অনাত্মা, আত্মাশূন্য, আত্মাহীন, দয়া ইত্যাদি নাই এমন, ক্ষমতাহীন, অসার, সারহীন, দুর্বল, প্রপঞ্চময়, অবাস্তব, কল্পিত, কল্পনাপ্রসূত।

নিস্‌সত্ততা (স্ত্রী) অসারতা, অবাস্তবতা, অস্তিত্বহীনতা, উদরান্নরহিত অবস্থা, সারাংশের অভাব।

নিস্‌সত্ত-নিজ্জীবতা—সত্ত্বও নহে জীবও নহে এমন অবস্থা অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থার বিপরীত অদ্ভুত বা অসাধারণ অবস্থা, কিছু নাই বা নহে এরূপ অবস্থা, নির্জীব বা অধ্যাত্ম অস্তিত্ব। ⇒ **ধম্ম** (১ক)।

নিস্‌সদ্দ (বিণ) [নিস+সদ্দ] নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নীরব, শব্দহীন, মৌনী, বাকশূন্য, নির্বাক, অনুচ্চারিত, প্রশান্ত,

স্থির।

নিস্‌সন্তাপ (বিণ) [নিস+সন্তাপ] সন্তাপরহিত, শোকরহিত, দুঃখহীন, দুঃখকষ্টরহিত, অনুৎপীড়িত, উৎপীড়নহীন, ব্যথাহীন, আত্মসংযম।

নিস্‌সন্দ (পুং) ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পতন, ভারমোচন, নির্বাহ, অভিযোগ হইতে মুক্তি, কার্যমুক্তি, কর্মচ্যুতি, ক্ষরণ, স্রাব, নিঃসরণ, বহিঃপ্রবাহ, প্রবাহ, সন্তানসন্ততি, উৎপন্ন বস্তু, লাভ, প্রচার, সংস্করণ, বিচার্য বিষয়, সমস্যা, ফলাফল, ফল, পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, উত্তর, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়। (জাতক) **সরীর নিস্‌সন্দ**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **পুঞ্ঞ-কম্মস্‌স নিস্‌সন্দ ফল**।

নিস্‌সম (ক্লী) [নি+সম] চেষ্টা, উদ্যম, লক্ষ্য, উদ্যোগ।

নিস্‌সয (পুং) নিশ্রয়, যাহার উপর নির্ভর করা হয় তাহা, ভরণপোষণ, রক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, পক্ষসমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু, ভার বহনকারী ব্যক্তি, পালন, রক্ষাকারী লোক, ছাড়পত্র, আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া দেশের শিল্পাদি রক্ষাব্যবস্থা, সাহায্য, সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিকার, বাড়ির চাকর, প্রদত্ত টাকা বা সম্পত্তি, জন্মগত মানসিক গুণ, প্রতিভা, অর্পিত পদার্থ, উপায়, আবশ্যক দ্রব্য, অভাব, সরবরাহ, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, ভিত্তি, ভিত্তিস্থাপন, বৃত্তিপ্রদান। ভিক্ষুদের চারিটি উপায় বা সংস্থান, যথা—(বিনয়) **পিণ্ডিয়ালোপ-ভোজনং, পংসুকূল-চীবরং, রুক্খমূল-সেনাসনং, পূতিমুত্ত-ভেসজ্জং**। মহানির্দেশে "**নিস্‌সয**" দুই প্রকার, যথা—**তণ্হানিস্‌সয, দিট্‌ঠিনিস্‌সয**। (সূত্রনিপাত) **নিস্‌সয়ং করোতি**—নির্ভর করা, বিশ্বাস করা, ভিত্তি করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়া। (তুলনীয়) **নিস্‌সায, নিস্‌সিত**।

নিস্‌সয-কম্ম (ক্লী) সহায়তা প্রদান, সাহায্যকরণ, (যাজ্ঞকীয়) কার্যের সহায়তা বা রক্ষণ। = = **নিযস্‌স কম্ম**।

নিস্‌সয়তা (স্ত্রী) অধীনতা, মুখাপেক্ষী অবস্থা, নির্ভরশীলতা, মুখাপেক্ষিতা, আস্থাস্থাপন, নির্ভরজনক বস্তু, দরকার, দাবি, উপায়।

নিস্‌সয়তি (ক্রি) [নি+√সি+য] (কিছুর উপর) ভার করা, ভিত্তি করা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করা, আনত হওয়া, হেলান দেওয়া, হেলা বা হেলিয়া যাওয়া, অবনত হওয়া, নির্ভর করা, বিশ্বাস করা, পশ্চাদ্ধাবন করা, অন্বেষণ করা, চালানো, ন্যস্ত করা, কার্যভার দেওয়া, প্রত্যয় হওয়া, আগ্রহভরে আশা করা, (মনে মনে) যুক্ত করা, মেলামেশা করা। (সূত্রনিপাত) **সীলব্বতং নিস্‌সয়তি**। (বিমানবত্থু অর্থকথা) **কতপুঞ্ঞঞং নিস্‌সয়তি**। (অতীত) **নিস্‌সযি**। (অ-বিণ) **নিস্‌সিত**। (ক্রি-বি) **নিস্‌সায**। (কর্মকারকে) **নিস্‌সীয়তি**।

নিস্‌সয়সম্পন্ন (বিণ) (কিছুতে) কাহারও শক্তি দেখায় এমন, (কোন বিষয়ে বা ভিত্তিতে) কেহ শক্তি প্রদর্শন করে এমন।

নিস্‌সরণ (ক্লী) নিঃসরণ, বহির্গমন, নির্গত হওয়া, মৃত্যু, মুক্তি, নির্গমণ, নির্বাপণ, নির্মূল হওয়া, প্রস্থান, নির্দিষ্ট পথ বা নীতি হইতে অপসরণ, ব্যতিক্রম, ফল, পরিণাম, বহিঃপ্রবাহ, প্রবাহ, সন্তানসন্ততি, উৎপন্ন বস্তু, লাভ, প্রচার, সংস্করণ, বিচার্যবিষয়, সমস্যা, ফলাফল, পলায়ন, ভুল, বহির্গমনের পথ, পরিণাম, শেষফল, সিদ্ধান্ত, হিসাবে প্রাপ্ত বিষয়, উত্তর, ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে অথবা ছাড়িয়া আসিয়াছে এরূপ অবস্থা, (সংসার হইতে) বহির্গমন বা নিষ্ক্রমণ, (সংসারধর্ম হইতে) পলায়ন। (সংযুক্ত নিকায়) **চতুন্নং ধাতূনং নিস্‌সরণং**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **কামানং নিস্‌সরণং**। (মধ্যম নিকায়) **উত্তরিং নিস্‌সরণং**। (তুলনীয়) **নিস্‌সট, নিস্‌সরণীয**।

নিস্‌সরণদস্‌সিন (বিণ, পুং) পরিণামদর্শী জ্ঞানী, যে ব্যক্তি ফলাফল বা ফল-সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ, ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানসম্পন্ন, যিনি মুক্তির পথ দর্শন বা লাভ করিয়াছেন।

নিস্‌সরণপঞ্ঞ (বিণ) = **নিস্‌সরণদস্‌সিন**। ⇒ **নিস্‌সরণদস্‌সিন**।

নিস্‌সরণীয (বিণ) মুক্তি সম্বন্ধীয়, স্বাধীনতা সম্বন্ধীয়, বিপদ হইতে পরিত্রাণ সম্বন্ধীয়, মুক্তির দিকে নীত বা পরিচালিত, মুক্ত হইতে সমর্থ। ⇒ **নিস্‌সরতি**। তিন প্রকার "**নিস্‌সরণীয ধাতুযো**" (মুক্তির উপাদানসমূহ), যথা—**নেক্‌খম** (তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তি), **আরুপ্প** (রূপ ও অরূপ ব্রহ্মলোকের অস্তিত্বভাব হইতে মুক্তি), **নিরোধ** (সর্বপ্রকার অস্তিত্বভাব হইতে মুক্তি; ইহার বিস্তৃত বর্ণনায়—"**কামানং নিস্‌সরণীয নেক্‌খম্মং, রূপানং নিস্‌সরণীয আরুপ্পং, যং কিঞ্চি ভূতং সঙ্খতং নিস্‌সরণীয নিরোধো**")। পাঁচ প্রকার "**নিস্‌সরণীয ধম্মা**", যথা—**কাম-নিস্‌সনীয-ধম্ম** (কাম বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে পলায়ন বা দূরে অবস্থান), **ব্যাপদ-নিস্‌সরণীয-ধম্ম, বিহেসা-নিস্‌সরণীয-ধম্ম, রূপ-নিস্‌সরণীয-ধম্ম, সক্কায-নিস্‌সরণীয-ধম্ম**। কিন্তু বিনয় এবং দীর্ঘনিকায়ে "**নিস্‌সরণীয**" শব্দের বানান প্রায়ই "**নিস্‌সারণীয**"রূপে দৃষ্ট হয়, যেমন—**পঞ্চ নিস্‌সারণীয-ধম্মা**।

নিস্‌সরতি (ক্রি) [নি+√সর+অ] প্রস্থান করা, মরিয়া যাওয়া, রওনা হওয়া, (অপ্রচলিত) বিচ্ছিন্ন করা, (কিছুর ভিতর হইতে) পলায়ন করা বা সরিয়া পড়া, নিজেকে মুক্ত করা, এড়ানো, এড়াইয়া চলা, অতিক্রম করা, মুক্ত হওয়া, বন্ধন মুক্ত হওয়া, স্বাধীন হওয়া, নিঃসারিত হওয়া, নিষ্কাশিত হওয়া, নির্গত হওয়া। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **যস্‌মা অত্থি লোকে নিস্‌সরণং তস্‌মা সত্তা লোকম্হা নিস্‌সরন্তি**। (অতীত) **নিস্‌সরি**। (অ-বিণ) **নিস্‌সট**। (ব-বিণ) **নিস্‌সরণীয**। (ক্রি-বি) **নিস্‌সরিত্বা**। (তুলনীয়) **নিস্‌সরণ, পটিনিস্‌সরণ**।

নিস্‌সায (ক্রি-বি) (কিছুর উপর) নির্ভর করিয়া। = **উপনিস্‌সায, আরম্মনং আলম্বনং করিত্বা**। ⇒

নিস্সযতি। (অব্যয়, ক্রি-বিণ) ১ সমীপে, কাছে, নিকটে, অতি নিকটে। (জাতক) **পাসাণপিট্ঠং নিস্সায়; পদুমসরং নিস্সায়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **বাহানিস্সায়; তং নিস্সায়**—তাহার সহিত বা সঙ্গে। ২ উপায়ে, কৌশলে, কাহারও সহায়তায়, কাহারও সমর্থনে বা পৃষ্ঠপোষকতায়, একদিক হইতে অন্যদিকে, বরাবর ভিতর দিয়া, জন্যে, কারণে, উদ্দেশ্যে, ভাবে, হইয়া, ছলে, রূপে, জন্য, কোন স্থান হইয়া, সাহায্যে, মারফত। (জাতক) **রাজানং নিস্সায়**—রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বা সাহায্যে; **তুম্হে নিস্সায়**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **কায়ং নিস্সায়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যে নিস্সায়= যেসং হেতু; নদীনিস্সায়**—নদীর তীর বরাবর, নদীর তীর ধরিয়া। ৩ এই হেতু, এই কারণে, কোন হেতুতে বা কারণে, নিমিত্ত, জন্যে, খাতিরে। (জাতক) **অম্হে নিস্সায়; ধনং নিস্সায়; মং নিস্সায়**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **কিং নিস্সায়? ন মং নিস্সায়; তং নিস্সায়**। (তুলনীয়) **নিস্সয, নিস্সিত**।

নিস্সার (বিণ) [নিস+সার] নীরস, শুষ্ক, শীর্ণ, অবাস্তব, অসার, মজ্জাহীন, নিঃসার, কল্পিত, দুর্বল, নির্গুণ, অকর্মন্য, নিরুদ্যম। ⇒ **অসার**।

নিস্সারজ্জ (বিণ) লজ্জাশীলতাহীন, আত্মসন্দেহরহিত, নম্রতাহীন, নিজ শক্তি বা ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী, নম্র নহে এমন, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, আত্মসন্দেহী নহে এমন, নির্ভীক, অকুতোভয়, লজ্জাশীল নহে এমন, অতি বিশ্বাসী, সাহসী, সুনিশ্চিত। (জাতক) **নিস্সারজ্জ নিব্ভয**।

নিস্সারণ (ক্লী) নিঃসারণ, নির্বাসন, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন, বহির্গমন, বিতাড়ন। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **ওসারণ-নিস্সারণ-পটিসারণ**।

নিস্সারণীয = নিস্সরণীয়। ⇒ **নিস্সরণীয়**।

নিস্সিত (বিণ) আশ্রিত, নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী, অধীন, অপ্রধান, নিঃসৃত, নির্গত, ঝুলানো বা লটকানো আছে এমন, ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে এমন, উঁচুতে লাগানো বা সংলগ্ন করা হইয়াছে এমন, আটকানো আছে এমন, ছবি ইত্যাদি দিয়া দেওয়াল সজ্জিত করা হইয়াছে এমন, লম্বিতভাবে আছে অথবা লম্বিত হইয়াছে এমন, লম্বমান করা হইয়াছে এমন, দোলায়মান করা হইয়াছে এমন, মন্দগতি করা হইয়াছে এমন, সহায়তায় জীবন্ত, মারফতে জীবিত, সাহায্যে ক্ষিপ্র, সাহায্যে সতেজ, বাস করে বা করিয়াছে এমন, অধিকৃত, আসক্ত, সংলগ্ন, অনুরক্ত, ধারণ করে এমন, ধারিত, ভারবাহী বা ভার বহনকৃত, সহ্যকৃত, ভরণপোষণ প্রদত্ত, প্রতিপালিত, পরিচালিত, সাহায্যকৃত, পৃষ্ঠপোষণ করা হইয়াছে এমন, সপ্রমাণকৃত, সপ্রমাণিত, সমর্থিত, ঠেস দেওয়া হইয়াছে এমন, সাহস প্রদত্ত, নির্ভর করিয়া আছে এমন, বিশ্বাসকৃত, বিশ্বাস্য, স্থাপিত হইয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নির্মিত হইয়া, ভিত্তি স্থাপন করিয়া, আরম্ভ করিয়া, উৎপাদন করিয়া, দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হইয়া, দৃঢ় হইয়া বসিয়া, শিকড় চালাইয়া, দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া, মনে মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া, উন্মূলিত হইয়া, কিছুতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ⇒ **নিস্সযতি**। (সংযুক্তনিকায়) **দ্বয়ং নিস্সিত**। (ধর্মপদ) **রাগনিস্সিত**। (পেতবত্থু) **সোকং হৃদয়নিস্সিতং**—হৃদয়াশ্রিত বা হৃদয়নিঃসৃত শোক; **পঠবিনিস্সিত**—পৃথিবী হইতে নিঃসৃত অর্থাৎ পৃথিবী ধারণ করে এমন। (নেত্তি) **নিস্সিতচিত্ত**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **মাননিস্সিত**। এই শব্দটি প্রায়ই অব্যয় পদে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—সাহায্যে, মারফত, কোন হেতুতে বা কারণে, এই দিক হইতে অন্যদিকে, বরাবর ভিতর দিয়া, জন্যে, কারণে। (বর্ণনায়) **কিং নিস্সিত**—কোন কারণে? কিজন্যে? **তং নিস্সিত**—এই কারণ, এই বা সেই হেতুতে, সেই জন্য, সেই কারণে, অতএব।

নিস্সিতক (বিণ) সংলগ্ন, সংযুক্ত। (পুং) সমর্থক লোক, সমর্থনকারী ব্যক্তি, পৃষ্ঠপোষক, প্রতিপালক, রক্ষক, পক্ষভুক্ত লোক, যে ব্যক্তি সাহায্য করে অথবা পৃষ্ঠপোষণ করে, ছাত্র, শিষ্য, অন্তেবাসিক।

নিস্সিতত্ত (ক্লী) পরমুখাপেক্ষিতা বা নির্ভরশীলতা অর্থাৎ বিরোধ, প্রতিবন্ধকতা, অতি নিকটে আছে এমন অবস্থা, অতি ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা, নিকটসম্বন্ধ, কার্পণ্য। (তুলনীয়) **সন্নিস্সিতত্ত**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **পত্থ নিস্সিতত্ত**।

নিস্সিরিক (বিণ) [নিস+সিরী] শ্রীহীন, বিশ্রী, হতভাগ্য, অভাগা, নিঃস্ব, দুঃস্থ, ঘৃণ্য, বেচারী, শোচনীয়, প্রভাহীন, নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল, উজ্জ্বলতাহীন, শোভাহীন, চটকরহিত, গৌরবহীন, জাঁকজমকহীন, সাফল্যরহিত, সৌভাগ্যহীন, উন্নতিহীন। (জাতক) **নিস্সিরীক আজীবিক; নিস্সিরীক রাজভবন**। = **নিস্সিরীক**।

নিস্সিরিক কালকণ্নি (বিণ) বিশ্রী অশুভ, নিতান্ত অমঙ্গল। = **অপুঞ্ঞ**।

নিস্সিরীক (বিণ) ১ শ্রীহীন, বিশ্রী, প্রভাহীন, অনুজ্জ্বল, দীপ্তিহীন, গৌরবহীন। ২ ভাগ্যহীন, অশুভ। = **নিস্সিরিক, অলক্খিক**।

নিস্সীম (বিণ) [নিস+সীম] সীমাবহির্ভূস্থ, সীমার বাহিরের, সীমার বহির্ভূত, সীমার বহির্ভাগস্থ। (বিনয়) **নিস্সীমট্ঠ; নিস্সীযং গন্ত্ত; নিস্সীমে ঠিতো**।

নিস্সীমং (ক্রি-বিণ) সীমার বাহিরে। ⇒ **সীমা**।

নিস্সুত (বিণ) উড়িয়া গিয়াছে এমন, উড়িয়া পলায়ন করিয়াছে এমন, অদৃশ্য হইয়াছে এমন, অন্তর্হিত, তিরোহিত, বিনষ্ট, লোপপ্রাপ্ত।

নিস্সেণী (স্ত্রী) অধিরোহণী, সিঁড়ি, মই, আরোহণী, ক্রমোন্নতি, সিঁড়ির থাক বা পদক্ষেপসমূহ।

নিস্সেস (বিণ) নিঃশেষ, সম্পূর্ণ, সকল, সমগ্র, অবিভক্ত, সমুদয়, সমস্ত, পুরা, আস্ত, ত্রুটিহীন।

নিস্সেসং (ক্রি-বিণ) একেবারে, সম্পূর্ণরূপে, সমগ্রভাবে, পরিপাটিরূপে।

নিস্সোক (বিণ) শোকরহিত, বিলাপহীন, দুঃখহীন।

নিহত (বিণ) নিহত, হত, বিনাশিত, বিনষ্টকৃত, স্থিরকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, ভঙ্গকৃত, বিধ্বংসিত, বিষণ্ন, ভগ্নোৎসাহ, নীচ, নম্র, বিনীত, অবনমিত, অবনত, হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। (জাতক)

নিহতভোগ। ⇒ **নিহনতি**।

নিহতভোগ—যাহার ঐশ্বর্য বিনষ্ট হইয়াছে এমন। ⇒ **নিহত**।

নিহতমান (বিণ) হতমান, দর্পচূর্ণিত, যাহার মান বা অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে এমন। = **অপনীত মান**। ⇒ **নিহনতি**।

নিহনতি (ক্রি) [নি+√হন+অ] হত্যা করা, হনন করা, বধ করা, বিনষ্ট করা, অবনমিত করা, অবনত করা, হীনাবস্থা করা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা, ভঙ্গ করা। (অতীত) **নিহনি**। (অ-বিণ) **নিহত**। (ক্রি-বি) **নিহনিত্বা**।

নিহরতি = **নীহরতি**। ⇒ **নীহরতি**।

নিহিত (বিণ) নিহিত, অর্পিত, স্থাপিত, কৃত, গুপ্ত, নিক্ষিপ্ত, রক্ষিত, কিছুর মধ্যে রাখা হইয়াছে এমন, স্থিরীকৃত, অবধারিত, অটল, শান্ত, মীমাংসিত, প্রযুক্ত, মনোনিবিষ্ট, ব্যবহৃত, প্রেথিত, পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, অস্বীকৃত। এই শব্দটি প্রায়ই অব্যয় পদে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয়:—ব্যতীত, বিনা, ছাড়া। (দীর্ঘনিকায়) **নিহিতদণ্ড**—লাঠি ছাড়া; **নিহিত সত্থ**—তলোয়ারাদি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যক্ত বা ব্যতীত, অস্ত্রবিনা; **নিহিত পচ্চামিত্ত**। (পেতবত্থু) **সুনিহিত**।(পেতবত্থুঅর্থকথা) **ভস্মনিহিত**—ভস্মের মধ্যে নিহিত বা নিক্ষিপ্ত। ⇒ **নিদহতি**।

নিহিত দণ্ড (বিণ) দণ্ড কিংবা অস্ত্র ব্যবহার করে না এমন, দণ্ড ব্যতীত, দণ্ড বা অস্ত্র পরিত্যক্ত। = **দণ্ডং নিক্খিপতি** (অঙ্গুত্তরনিকায়)। ⇒ **নিহিত, দণ্ড** (৪)।

নিহিত পচ্চামিত্ত (বিণ) শত্রু পরিত্যক্ত। ⇒ **নিহিত**।

নিহিত সত্থ (বিণ) অস্ত্র পরিত্যক্ত। = **নিহিতদণ্ড**। ⇒ **নিহিত**।

নিহীন (বিণ) অধিকারভ্রষ্ট, হারানো, বিনাশপ্রাপ্ত, নষ্ট, অপব্যয়িত, বিচ্ছিন্ন, হীনপদস্থ, পদচ্যুত, অপমানিত, অপদস্থ, নিম্ন, নীচ, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, ভগ্নোদ্যম, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, পাপিষ্ঠ, দুর্বল, নিকৃষ্ট, জঘন্য, হীন, অনুদার, ক্ষুদ্র, অল্পমূল্য, ছোট, অল্প, সামান্য, অপ্রবল, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, অনর্থক। (পেতবত্থু অর্থকথা) **জাতিনিহীন**। (বিপ) **সেয্য**। ⇒ **নিহীয়তি**।

নিহীনকম্ম (ক্লী) হীনকর্ম, পাপকার্য। (বিণ) পাপপূর্ণ, পাপে রত, পাপী, পাতকী, দুষ্ট, অপবিত্র, হীনকার্যের।

নিহীনচিত্ত (ক্লী) নীচ মন, মৃদু মন, চিত্তের বিনীত ভাব বা অবস্থা। (বিণ) নীচমনা, হীন প্রবৃত্তির, হীনচেতা, যাহার নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি এমন। = **দীন**।

নিহীনজচ্চ (বিণ) হীনকুল জাত, নীচবংশোদ্ভব। = **হীনজচ্চ**।

নিহীনজাতিক (বিণ) নীচজাতীয়, হীনকুলজাত। = **নিহীনজচ্চ**।

নিহীনতা (স্ত্রী) হীনতা, নীচতা, নিম্নতা, অনুদারতা, অনুন্নতা, নিকৃষ্ট অবস্থা, অধম অবস্থা, অগভীরতা, সরলতা, সাদাসিদে ভাব, সস্তাবস্থা, মৃদুতা, কোমলতা, ভগ্নোদ্যমের অবস্থা, বিষণ্নতা, স্বল্পতা, স্বল্পমূল্যতা, বিনীতভাব, নম্রতা, জঘন্যতা।

নিহীনত্থ (বিণ) সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে বা হারাইয়াছে এমন, ঐশ্বর্য বা সম্পত্তি হারা, দরিদ্র, নিঃস্ব, দুঃস্থ, দুরবস্থাপন্ন।

নিহীনপঞ্ঞ (বিণ) হীনজ্ঞান সম্পন্ন, অল্পজ্ঞানী, মূর্খ। = **পরিত্তপঞ্ঞ**।

নিহীনসেবিন (বিণ) **নিহীনসেবী**। ⇒ **নিহীনসেবী**।

নিহীনসেবী (বিণ) কুসঙ্গীর সঙ্গকারী, পাপ অনুসরণকারী, প্রবৃত্তি জঘন্যকার্যে লিপ্ত, হীন ব্যবসায়ী, হীন আচরণকারী।

নিহীয়তি (ক্রি) [নি+√হা+ঈ+য] ক্ষয় পাইতে থাকা, কমিয়া যাওয়া, ধ্বংস হওয়া, ধ্বংস হইয়া আসা, নাশ হওয়া, উচ্ছেদ হইয়া আসা, পরিত্যক্ত হওয়া, সমর্পিত হওয়া, বিরত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, নষ্ট হওয়া, বধিত হওয়া, ভঙ্গ হওয়া। = **বিনাসং পাপুণাতি**। (অতীত) **নিহীযি**। (অ-বিণ) **নিহীন**। (ব-বিণ) **নিহীযমান**।

নিহুহুঙ্ক (বিণ) নির্হুঙ্কারকারী, হুঙ্কার শব্দে বিশ্বাস করে না এমন, "হুম হুম" এই অবজ্ঞাসূচক শব্দে বিশ্বাস করে না এমন, যে ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে না, যে ব্যক্তি "হুম হুম" অথবা "হুং হুং" শব্দ করে না, শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী, সদ্কুলোদ্ভব, মৃদু, সুশীল, নম্র। ⇒ **হুহুঙ্ক, হুহুঙ্কার**।

নীক—একজাতীয় মৃগ অথবা শূকর। জাতকে এই শব্দের পরিবর্তে "**নিক, নিঙ্গ**" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নীঘ (পুং) দুঃখ, কষ্ট, দুর্বিপাক, যন্ত্রণা, গোলমাল, বিশৃঙ্খল অবস্থা, লজ্জা, অপ্রতিভ অবস্থা, স্থৈর্যচ্যুতি, ভ্রমবশত এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলিয়া গ্রহণ। = **নিঘ** (১)।

নীচ (বিণ) নীচ, হীন, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র, বামন, নিম্ন অর্থাৎ নীচের দিকে গতিশীল, অনুন্নত, অধম, অগভীর, সরল, সাদাসিদে, সস্তা, মৃদু, কোমল, অনুদার, ভগ্নোদ্যত, বিষণ্ন, স্বল্প, স্বল্পমূল্য, বিনীত, নম্র, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, নিম্নতর, গৌণ। (বিপ) **উচ্চ** (উচ্চ, উপর) **অভি, উদ**। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **নীচং করোতি**—হীনপদস্থ করা, পদচ্যুত করা, অপমান করা, অপদস্থ করা। ⇒ **নি** (১)।

নীচকুল (ক্লী) নীচকুল, নীচজাতি, নীচবংশ। (বিপ) **উচ্চাকুল**।

নীচকুলীন (বিণ) নীচবংশীয়, নীচবংশজাত, নীচকুলোদ্ভব, যাহার নীচকুলে জন্ম হইয়াছে এমন, নীচবংশোদ্ভব, বংশে হীন, জাতিতে হীন।

নীচকুলীনতা (স্ত্রী) নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ অবস্থা।

নীচচিত্ত (ক্লী) নীচচিত্ত, ক্ষুদ্রমন, ছোট অন্তর বা হৃদয়। (বিণ) যাহার মন ছোট, হীনচিত্তের।

নীচচিত্ততা (স্ত্রী) হীনমনতা, অন্তর বা হৃদয় ছোট এরূপ অবস্থা, মনের অনুদার ভাব, মনের নীচতা বা ক্ষুদ্রতা, মনের নিকৃষ্ট ভাব।

নীচট্‌ঠানীয (বিণ) নীচস্থানীয়, নিম্নশ্রেণীর। ⇒ **ঠানিয**।

নীচপঠিক (ক্লী) নীচ পীড়ি বা কাষ্ঠাসন।

নীচমন = নীচচিত্ত। ⇒ **নীচচিত্ত**।

নীচলামক = ওণত। ⇒ **ওণত, লামক**।

নীচবত্তন = নিবাত। ⇒ **নিবাত** (২)।

নীচবত্থুক (বিণ) নীচে সংস্থিতি আছে এমন, নীচে ভিত্তি বা জমি আছে এমন। ⇒ **বত্থুক** (১)।

নীচবুত্তি = নিবাত। ⇒ **নিবাত** (২)।

নীচসেয্য (ক্লী) নীচশয্যা, নীচ বিছানা। (বিপ) **উচ্চাসন**।

নীচাকুলা (বিণ, স্ত্রী) নীচবংশীয়, অকুলীন। = **চণ্ডাল**।

নীচাসন (ক্লী) নীচাসন, যেই আসন অপেক্ষাকৃত নীচ।

নীচেয্য (বিণ) অপেক্ষাকৃত নীচ, নিম্নতর, নিকৃষ্টতর, অধস্তন, গৌণ, বরং নীচ বা ক্ষুদ্র, কিয়ৎ পরিমাণে অথবা অধিকতর নীচ।

নীত (বিণ) নীত, লইয়া যাওয়া হইয়াছে এমন, গৃহীত, যাপিত, পথ দেখাইয়া নিয়াছে এমন, শিক্ষিত, শাসিত, উপদিষ্ট, চালিত, আদিষ্ট, প্রলোভিত, নিশ্চিত, নিরূপিত, সিদ্ধান্তকৃত, অনুমিত। ⇒ **নেতি**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **নীতত্থ**। (জাতক) **কামনীত**। (সদ্ধম্মোপায়ন) **দুন্নীত**। (তুলনীয়) **বিনীত**।

নীতত্থ (পুং) [নীত+অত্থ] প্রাথমিক শব্দবোধ, মৌলিক সংখ্যা, প্রাকৃতিক অর্থ অর্থাৎ প্রাথমিক অনুমিত ভাব। (বিপ) **নেয্যত্থ**। ⇒ **নীত, অত্থ**।

নীতি (স্ত্রী) নীতি, হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র, রীতি, সংবিধান, নিয়ম, নয়, সূত্র, আইন, বিধি, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যবহার সংহিতা, রাজাদেশ, রাজবিধি, প্রাচীন বিধি, পরিচালন, অনুবর্তন, উপদেশ, অভ্যাস, পুনঃপুন ব্যবহার, সম্পাদিত কার্য, সাধন, প্রণালী, পদ্ধতি, চলিত নিয়ম, পথ প্রদর্শন, সেনাপতিত্ব, আচরণ, ব্যবস্থা; (বর্ণনায়) যথার্থ বা সম্যক আচরণ, উপযুক্ততা, ঔচিত্য, অধিকার, সমীচীনতা, ন্যায্যতা, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, রাজনৈতিকতা, রাজনীতিজ্ঞতা। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নীতিমঙ্গল; নীতিসত্থ; নীতিচিন্তক; নীতিনয; নীতিকুসল**। মিলিন্দ প্রশ্নে "ন্যায়দর্শনের" অর্থেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

নীতিকুসল (বিণ) নীতিজ্ঞ, জীব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে অধিবিদ্য বা পণ্ডিত। ⇒ **নীতি**।

নীতিচিন্তক (বিণ) নীতি প্রবর্তনকারী, আইন প্রণয়নকারী, সংবিধান রচনাকারী। ⇒ **চিন্তক, নীতি**।

নীতিনয (ক্লী) রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ সমাজ, রাষ্ট্র, সংবিধান, আইন, নিয়ম, সূত্র, বিধি, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যবহার সংহিতা, রাজাদেশ, রাজবিধি, প্রাচীন বিধি, যে নীতি পালনে নির্বাণ পৌছাইয়া দেয়। ⇒ **নীতি**।

নীতি মঙ্গল (ক্লী) কাণ্ডজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, বিধি.পালন। ⇒ **নীতি**।

নীতিসত্থ—রাজনীতিবিদ্যার জ্ঞান, শাসন প্রণালী-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। = **খত্তবিজ্জা, খত্তধম্ম**। ⇒ **নীতি**।

নীধ [নু+ঋ+ইধ অথবা নু+ব+ইধ] তাহা না হইলে এখন। (বিপ) **নু ইধ**। ⇒ **নু**।

নীধুর (?)—বলয়, বালা বা মল। = **বলয**। (বর্মজাতকে) **নিবর**। একই অর্থে "**নীযুর**" শব্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। ইহার প্রাকৃত শব্দ "নেউর", পালি শব্দ "**নূপুর**"।

নীপ (পুং) কদমবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ। (বিণ) নিম্নস্থিত, নিম্নস্থ, গভীর।

নীভত (বিণ) বাহির করিয়া আনিয়াছে এমন।

নীযতি (ক্রি) নীত হওয়া, লইয়া যাওয়া, চালিত হওয়া, বহন করিয়া লইয়া যাওয়া, পথ প্রদর্শিত হওয়া, উপদিষ্ট হওয়া, শাসিত হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, যাওয়া, নির্বাণে নিয়া যায় অথবা পৌছাইয়া দেয়, অগ্রসর হওয়া, স্থানান্তর হওয়া। (সংযুক্ত নিকায়) **চিত্তে ন নীযতি লোকো**। (ব-বিণ) **নীযমান**। সূত্রনিপাতে এই শব্দের বানান "**নিয্যতি**" রূপেও দৃষ্ট হয়। = **বহীযতি, যাযতি**। (পঞ্চমী) **নীযামসে**। ⇒ **নিয্যতি, নেতি**।

নীযাতি (ক্রি) [নি+√যা+অ] নিয়া যায়, নেয়। = **নিয্যাতি**।

নীযাদিত = নিয্যাদিত। ⇒ **নিয্যাদিত, নীযাদেতি**।

নীযাদেতি = নিয্যাদেতি। ⇒ **নিয্যাদেতি**। (অ-বিণ) **নীযাদিত, নীয্যাদিত**।

নীযানিক = নিয্যানিক। ⇒ **নিয্যানিক**। (অঙ্গুত্তর নিকায়) **অরিয়া দিট্‌ঠি নীযাতি তক্করস্‌স সম্মা-দুক্‌খ-খযায়াতি নীযানিক**।

নীযামসে (পঞ্চমী, ক্রিয়া) চল আমরা লই বা গ্রহণ করি। = **নযিস্‌সাম**। ⇒ **নীযতি**।

নীযুর = নীধুর। ⇒ **নীধুর**।

নীয্যাদিত = নীযাদিত। ⇒ **নীযাদিত**।

নীয্যাদেতি (ক্রি) = **নিয্যাদেতি**। ⇒ **নিয্যাদেতি**।

নীর (ক্লী) নীর, জল, রস।

নীরজ (বিণ) [নিস+রজ] ১ ভাবাবেগ মুক্ত, প্রবল ইচ্ছরহিত। ২ নীরজ, জলজ, জলজাত।

নীরব (বিণ) [নিস+রব] নীরব, নিষ্টশব্দ, নিস্তব্ধ, বাক্যরহিত, শব্দহীন, মৌনী, বাকশূন্য, শব্দ অনুচ্চারিত, প্রশান্ত। (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা) **তুণ্হী নীরব**।

নীরস (বিণ) [নিস+রস] নীরস, শুষ্ক, রসহীন, শীর্ণ, বিস্বাদ, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ, তেজহীন, নিস্তেজ, পরিম্লান, ক্ষয়প্রাপ্ত, কুণ্ঠিত, পানসে।

নীরুজ (বিণ) [নিস+রুজ] = **নীরোগ**। ⇒ **নীরোগ**।

নীরোগ (বিণ) নীরোগ, সুস্থ, ব্যাধিহীন, রোগমুক্ত, ভাল, অনাহত, পীড়া বা ব্যথারহিত।

নীল (বিণ) নীলবর্ণযুক্ত, গাঢ় নীলবর্ণ, নীল বর্ণ, নীল, নীলবর্ণের, কাল-নীলবর্ণ বিশিষ্ট, নীল-সবুজবর্ণ বিশিষ্ট। দশ "**কসিণ**" এর মধ্যে "**নীল, পীত, লোহিত, ওদাত**" বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ⇒ **কসিণ**। বুদ্ধের চক্ষু

সম্বন্ধে ষড়বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—**নীল, পীতক, লোহিতক, কণ্হ, ওদাত** (চূলনির্দেশে "**চক্খুমা**" শব্দে দ্রষ্টব্য)। (থেরগাথা অর্থকথা) **মহানীল পদুম**—বড় নীলপদ্ম। (পুং) নীলবর্ণ।

নীলক (বিণ) = **নীল**। ⇒ **নীল**।

নীলকসিণ (ক্লী) ধ্যান বা ভাবনায় আরম্মণ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত গোলাকার বস্তুর নীলবর্ণ বিশিষ্ট উপরিভাগ, **নীলকৃৎস্ন**।

নীলগীব (পুং) ময়ূর, যাহার গ্রীবাদেশ বা গলা গাঢ় নীলবর্ণ। (সূত্রনিপাত অর্থকথা) **মণি-দণ্ড সদিসায গীবায নীলং'তি**। ⇒ **নীলমণি**।

নীলপদুম (ক্লী) নীলপদ্ম, নীল উৎপল। ⇒ **পদুম** (১)।

নীলপুপ্ফী (স্ত্রী) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম যাহার ফুলসমূহ নীলবর্ণ বিশিষ্ট, নীলবর্ণ ফুলের গাছ, যেসব ছোট ছোট গাছে নীলরঙের ফুল ফোটে।

নীলবীজক (ক্লী) একজাতীয় জলজ গাছ যাহার বীজগুলি নীলবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ শামলা গাছ, জলজ উদ্ভিদ।

নীলবড [নীল+অবভ] নীল আকাশ, কালো মেঘ, নীলবর্ণ অভ্র বা মেঘ, নীলবর্ণ আকাশ। = **নীলমেঘ**। ⇒ **অবভ**।

নীলবভবণ্ণ (পুং, ক্লী) [নীল+অবভ+বণ্ণ] নীল আকাশের ন্যায় রং, ঘন মেঘ সদৃশ বর্ণ, মেঘবর্ণ। (বিণ) নীল আকাশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মেঘ সদৃশ বর্ণের। ⇒ **বণ্ণ** (১)।

নীলভমু (স্ত্রী) নীলবর্ণের ভ্রূ। ⇒ **ভমু**।

নীলভিজাতি—কৃষ্ণ (অ-ভাগা) জন্ম। (তুলনীয়) **কণ্হভিজাতি**।

নীলমক্খিকা (স্ত্রী) নীলবর্ণের মক্ষিকা, নীলবর্ণের মাছি। ⇒ **মক্খিকা**।

নীলমঞ্চপরাযন (বিণ) মৃত্যুপরায়ণ অথবা শ্মশানে নীত হইতেছে এমন, কবরস্থ হইতেছে এমন। ⇒ **মঞ্চ, মঞ্চপরাযন, পরাযন** [বিণ(২)]।

নীলমণি (পুং) নীলমণি, নীলবর্ণ পাথর, **ইন্দ্রনীল** মণি বা পাথর, **নীলকান্ত** মণি, **নীলবর্ণ** মণি। ⇒ **মণি** (১), **নীলগীব**।

নীলমেঘ—নীলবর্ণের মেঘ। = **নীলবড**। ⇒ **অবভ**।

নীলবণ্ণ (বিণ) নীলবর্ণ, নীলরঙের, নীলবর্ণের, নীলবর্ণবিশিষ্ট (সমুদ্র ও আকাশ-সম্বন্ধীয় বর্ণনায়)। (পুং) নীলরং। ⇒ **পঞ্চবণ্ণ**।

নীলবনরাজি (স্ত্রী) নীলবর্ণের পর্বতশ্রেণী। ⇒ **রাজি** (১)।

নীলবল্লী (স্ত্রী) নীলবর্ণের লতা যাহা ঔষধরূপ ব্যবহারে আসে।

নীলসপ্প (পুং) নীল-সবুজবর্ণের সর্প।

নীলিনী (স্ত্রী) = **নীলী**। ⇒ **নীলী**।

নীলিয—চুলের নীলবর্ণ কলপ বা রং। (জাতক অর্থকথা) **নীলিযক**।

নীলিযক = **নীলিয**। ⇒ **নীলিয**।

নীলী (স্ত্রী) নীলী, নীলগাছ, নীলীর ন্যায় বর্ণ, একজাতীয় নীলবর্ণ কাল ভ্রমর, নেত্ররোগবিশেষ।

নীলুপ্পল (ক্লী) নীলোৎপল, নীলপদ্ম, নীলবর্ণের শাপলা। = **কুবলয**।

নীলোপ্পল [নীল+উপ্পল] নীলোৎপল, নীলবর্ণের উৎপল বা পদ্ম। ⇒ **পদুম**।

নীল (পুং, ক্লী) নীড়, পাখির বাসা, কুলায়, আশ্রয়স্থান। (তুলনীয়) **নীড়পচ্ছি**। ⇒ **নিড়**।

নীলজ (বিণ) নীড়ে যে জন্মে অর্থাৎ পক্ষী।

নীলপচ্ছি—পক্ষীপিঞ্জর, পাখি পুষিবার খাঁচা।

নীবরণ (ক্লী) বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, প্রতিরোধ, (মনের উন্নতির পথে) বাধা বা প্রতিবন্ধক। "**পঞ্চ নীবরণানি**" অথবা "**পঞ্চ আবরণানি**", যথা—**কামচ্ছন্দ নীবরণ (আবরণ)**—ইন্দ্রিয় সুখজনিত বিঘ্ন, **(অভিজ্ঝা) ব্যাপাদ নীবরণ (আবরণ)**—হিংসা-বিদ্বেষজনিত বিঘ্ন, **থিন-মিদ্ধ নীবরণ (আবরণ)**—মন ও শরীরের নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তাজনিত বিঘ্ন, **উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ নীবরণ (আবরণ)**—ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য (সর্ববিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ) জনিত বিঘ্ন, **বিচিকিচ্ছা নীবরণ (আবরণ)**—সন্দিহান অবস্থায় ইতস্তত ভাবজনিত বিঘ্ন। (কর্মকারক বহুবচনে) **নীবরণে**।

নীবরণ কবাট—"**নীবরণ**"রূপ কবাট। = **কপাটক**। ⇒ **নীবরণ**।

নীবরণিয (বিণ) বিঘ্নজনক, প্রতিবন্ধকজনক, প্রতিরোধ-জনক, বাধাজনক।

নীবার (পুং) নীবার, তৃণধান্য, উড়িধান্য, (পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথায়) কাঁকন ধান্য।

নীবারযাগু—নীবার চাউলের প্রস্তুত যাগু। ⇒ **নীবার**।

নীহট (বিণ) নিক্ষিপ্ত, অপসারিত, সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। ⇒ **নীহরতি**।

নীহটতা (স্ত্রী) নিক্ষেপ, দূরীভূতকরণ, বহিষ্করণ, বমন, স্থানান্তরিত করিবার কার্য, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, পদচ্যুতি। (ধর্মপদ অর্থকথা) **মলানং নীহটতা**—অপবিত্রতার বিনাশসাধন অথবা ময়লা দূরীভূতকরণ।

নীহরণ (ক্লী) লইয়া যাওয়া, সরানো, অপসারণ, স্থান পরিবর্তন, কর্ম হইতে বিদায়।

নীহরতি (ক্রি) [নি+√হর+অ] লইয়া যাওয়া, নিয়া যাওয়া, হরণ করা, তাড়াইয়া দেওয়া, বিতাড়িত হওয়া, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, বাহির করিয়া দেওয়া, টানিয়া লম্বা করা, বিস্তৃত করা বা হওয়া, প্রসারিত করা বা হওয়া, বাড়ানো, অগ্রাহ্য করা, পাস না করা, নির্গত করা, নিঃসারিত করা, স্থানান্তর করা, হঠাৎ বলিয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা, বাহির করা, উঠাইয়া ফেলা। ⇒ **নিস** (১)। (অতীত) **নীহরি**; (পেতবত্থু অর্থকথা) **গোহতো তং নীহরি**। (অ-বিণ) **নীহট**। (ব-বিণ)

নীহরন্ত। (ভ-বিণ) **নীহরিতব্য**; (বিপ) **পবেসেতব্ব**। (ক্রি-বি) **নীহরিত্বা**। (করণে) **নীহরাপেতি**।

নীহরাপেতি (ক্রি) ফেলিয়া দেওয়া, নিক্ষিপ্ত হওয়া, প্রক্ষিপ্ত হওয়া, দূরীভূত হওয়া, বহিষ্কৃত হওয়া, অধিকারচ্যুত হওয়া, উচ্ছেদ হওয়া, রহিত হওয়া, স্নান ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়া। ⇒ **নীহরতি**।

নীহার (পুং) নিক্ষেপ, দূরীভূতকরণ, বহিষ্করণ, বমন, সম্পন্নকরণ, বহন করিয়া নেওয়া, রীতি, ধারা, কার্যের ধারা, আচার, আচরণ, প্রকার, রাস্তা, পথ, চলার বা ভ্রমণের অবস্থা, ভ্রমণকাল, দিক, পদ্ধতি, দূরত্ব, ব্যবধান, প্রণালী, উপায়, অভিপ্রায়, উন্নতি। (বিনয়) **নীহারভত্ত**।

নীহারক (বিণ, পুং) যে ব্যক্তি বহন করিয়া নিয়া যায় অথবা লইয়া যায়, বহনকারী।

নীহারভত্ত—নিয়া আসা ভাত বা অন্ন, লইয়া আসা খাদ্যভোজ্য। (বিনয়ে) **নীহারভত্ত**। (সংযুক্ত নিকায়ে) **নীহারক পিণ্ডপাত**। ⇒ **নীহারক, নীহার**।

নীহুহুঙ্ক = **নিহুহুঙ্ক**। ⇒ **নিহুহুঙ্ক**।

নু (অব্যয়, হাঁ-সূচক অনির্দিষ্ট অর্থে:—) এরূপস্থলে, অতঃপর, তাহা হইলে, তবে, কিন্তু, সুতরাং, এরূপ হইলে। ১ (ক্রি-বিণ) কি? প্রশ্নসূচক সর্বনাম পদের সহিত যৌগিকে "**খো**" শব্দ আগম হইয়া:—(জাতক) **কিং নু খো? কচ্চি নু খো;** "**কচ্চিদ নু**" এর পরিবর্তে "**কচ্চিন নু**"? (বিনয়) **কযং নু (খো)?** (পেতবত্থু অর্থকথা) **কত্থ?** ইত্যাদি। ২ বিনয়-জাতক-সূত্রনিপাত ইত্যাদি গ্রন্থে প্রশ্নসূচক বাক্যের অংশরূপেও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আর "ন" শব্দের সহিত যৌগিকে:—"**ন নু**" (ইহা বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়), যেমন—(বিনয়) **ন নু ত্বং বুড্ঢো বীসতিবস্সো'সী'তি?** (শব্দ-সম্বন্ধে) জোরের সহিত অথবা ঝোঁকের সহিত উচ্চারিত বা দ্বিধাকৃত (ইতস্তত) অন্যান্য অব্যয়রূপে ব্যবহৃত অথবা উপসর্গরূপে বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অল্পাক্ষর শব্দ বিশেষের সহিত যৌগিকে, যেমন—(বিনয়) **অপি নু**? (বিমানবত্থু) **ন ইধ?** (বিপ) **নীধ?** (বিমানবত্থু) অথবা সন্ধিবিচ্ছেদে "**নু+ব+ইধ**" অথবা "**নু+খ্বু+ইধ**" (দীর্ঘনিকায়)। (তুলনীয়) ন (১), নূ ন, নো।

নু ইধ—তাহা হইলে এখন? কিন্তু এখন? (বিপ) **নীধ?** (দীর্ঘনিকায়)। ⇒ **নু**।

নু খো (ক্রি-বিণ) সত্যই কি? প্রকৃতপক্ষে তাহাই নাকি? বাস্তবিক কি ইহাই?

নুট্ঠুভতি (ক্রি) = **নিট্ঠুভতি**। ⇒ **নিট্ঠুভতি**। (অতীত) **নুট্ঠভি**।

নুদ (বিণ) বিদূরিত, বহিষ্কৃত, বিনাশক, বিতাড়িত, নির্বাসিত। = **বিদ্ধংসেন**। (সূত্রনিপাত) **তমোনুদ**।

নুদক = **নুদ**। ⇒ **নুদ**।

নুদতি (ক্রি) [√নুদ+অ] তাড়াইয়া দেওয়া, বহিষ্কার করা, বহিষ্কৃত হওয়া, মারিতে যাওয়া, বিতাড়িত করা, তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, নির্বাসিত করা, প্রত্যাখ্যান করা, অগ্রাহ্য করা, নাকচ করা, ধাক্কা দেওয়া, জিদ করা, ঠেলিয়া দেওয়া, তাড়না করা, চালিত করা, উত্তেজিত করা, প্রবর্তিত করা, ভাসাইয়া নেওয়া। (তুলনীয়) **অপনুদতি, পনুদতি, বিনুদতি**। (অতীত) **নুদি**। (অ-বিণ) **নুন্ন, নুন্ন**। (ক্রি-বি) **নুদিত্বা**।

নুন্ন = **নুন্ন**। ⇒ **নুন্ন**।

নু ন = **নূন**। ⇒ **নূন**।

নুন্ন (বিণ) বিতাড়িত, বহিষ্কৃত, অপসারিত, স্থানান্তরিত, ধাক্কা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ঠেলিয়া দেওয়া অথবা ঠেলা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। = **খেত্ত**। (তুলনীয়) **পনুন্ন**। ⇒ **নুদতি**।

নূতন (বিণ) নূতন, নবীন, সদ্য, টাটকা, নয়া, নব। (তুলনীয়) **নূন**।

নূদক = **নুদক**। ⇒ **নুদক**।

নূন (অব্যয়) ১ হাঁ-সূচক দ্বিধা ভাব বা ইতস্তত অর্থে:—তবে কি তাই? তাহা হইলে কি ইহাই অথবা এরূপ? কিন্তু, অতঃপর, সুতরাং, এরূপ হইলে, আমি কি? ইত্যাদি। "**যং**" সর্বনাম পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনায়:—**যং নূন**—যদি তাহাই হয়, আমি কি? আমাকে (করিতে) দাও। (সূত্রনিপাত) **যং নূনাহং পুচ্ছেয্যং**—আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে দাও, আমি প্রশ্ন করিব। (পেতবত্থু অর্থকথা) **যং নূনাহং ইমস্স অবস্সযো ভবেয্যং**—আমাকে তাহাকে সাহায্য করিতে দাও। ⇒ "**নু**"। ২ হাঁ-সূচক অর্থে:—নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে, বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে, জোর দিবার জন্য, বিস্ময়-বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে, নিশ্চয়ই। (সূত্রনিপাত) **আপি নূন পজহেয্যং**। (পেতবত্থু অর্থকথায়) **নূন**। সাহিত্যে পাঠ "**নন্দ**"।

নূপুর (ক্লী) নূপুর, প্রসিদ্ধ চরণভূষণ, নেপুর, পায়ের একপ্রকার অলঙ্কার, মল, পাঁইজোর। = **নীধুর**।

নে—সেই, তাহাদিগকে, উহাদিগকে। = **তে**। (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা) **তে মনুস্সে**। = **নেসং**। ⇒ **ন** (৩)।

নেক (বিণ) [ন+এক] বহু, অধিক, অনেক, কতিপয়, একাধিক। = **অনেক**। (বিমানবত্থু) **নেকচিত্ত**। ⇒ **ন** (২ঘ)।

নেকচিত্ত (বিণ) চিত্রবিচিত্র, নানাবর্ণের, নানা রঙে বা বর্ণে রঞ্জিত। = **নানাবিধ চিত্ত, অনেকচিত্ত**। ⇒ **নেক**।

নেকতিক (পুং) প্রতারণা, প্রতারক। (বিণ) প্রবঞ্চনাপূর্ণ, কপটী, ছলপূর্ণ, ছলনাময়, প্রতারণাময়, শঠতাপূর্ণ, অসৎ, দুষ্ট।

নেকাকার (বিণ) নানাবিধ, বিবিধ, বিভিন্ন, অনেক, কতিপয়, একাধিক, নানাপ্রকার।

নেকাযিক (বিণ) ধর্মগ্রন্থের পঞ্চ সংগ্রহের মধ্যে ভাষিত পদ্য, চারি (অথবা পঞ্চ) নিকায়ের (গ্রন্থের) মধ্যে ভাষিত কবিতা বা শ্লোক (মিলিন্দ প্রশ্ন), ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধীয়।

নেক্খ (ক্লী) ১ বড় স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, স্বর্ণালঙ্কার, কোন একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা। (ধর্মপদ অর্থকথা) **জম্বোনদ নিক্খ**।

২ স্বর্ণ পরিমাপক ওজন। = **নিক্‌খ**।

নেক্‌খম্ম (ক্লী) নিষ্ক্রমণ, অস্বীকৃতি, অস্বীকার, সংসার ত্যাগ, স্বত্বত্যাগ, গৃহত্যাগ, আবেগহীনতা, ইন্দ্রিয়সুখ নিরপেক্ষতা, কামনা বাসনা হইতে মুক্তি, প্রবল আকাঙ্ক্ষাহীনতা, নির্লোভতা, লোভহীনতা, নিস্পৃহতা, স্পৃহাহীনতা, আত্মোৎসর্গ, নিজ-ত্যাগ স্বীকার, নিবৃত্তিসুখ নির্বান। = **খেম, নিব্বান**। (বিনয়) **নেক্‌খম্মে আনিসংস**। (সূত্রনিপাত) **নেক্‌খম্মং দট্‌ঠুকামতো**। (মিলিন্দ প্রশ্ন) **নেক্‌খম্মং অভিনিক্‌খন্ত**।

নেক্‌খম্মকামা—সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ বা বর্জন। (তুলনীয়) **কামানং নিস্‌সরণং যদ-ইদং নেক্‌খম্মং**। ⇒ **নেক্‌খম্ম**।

নেক্‌খম্মধাতু (স্ত্রী) ইন্দ্রিয় সুখে নিরপেক্ষতার অবকাশ বা উপাদান, নৈষ্কম্য অবস্থা, নিষ্ক্রমণের অবস্থা। ⇒ **ধাতু** (২গ)।

নেক্‌খম্ম নিন্ন (বিণ) নিষ্ক্রমণের জন্য ঝোঁক হইয়াছে এমন, পবিত্র ধার্মিক জীবন যাপনের প্রতি টান আছে এমন, সম্পূর্ণরূপে ধর্মময় জীবনের সহিত যুক্ত, নৈষ্কম্যে বা সংসার ত্যাগের প্রতি ঝোঁক বা টান হইয়াছে এমন। ⇒ **নিন্ন** (২)।

নেক্‌খম্ম পরিগ্‌গহ—নৈষ্কম্য অর্জন, নিষ্ক্রমণের ব্রত পালন। ⇒ **পরিগ্‌গহ** (২)।

নেক্‌খম্মভিরত (বিণ) [নেক্‌খম্ম+অভিরত] নিষ্ক্রমণে রত, নৈষ্কম্যাভিরত, নিষ্ক্রমণপ্রিয়, সংসার ত্যাগে রমিত। ⇒ **অভিরত**।

নেক্‌খম্ম বিতক্ক (পুং) = **নেক্‌খম্মসংকপ্প**। ⇒ **নেক্‌খম্মসংকপ্প**।

নেক্‌খম্মসংকপ্প (পুং) নিজের ত্যাগস্বীকারের চিন্তা, সংসারধর্ম ত্যাগের সঙ্কল্প, নিষ্ক্রমণের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প, নৈষ্কম্য অভিলাষ।

নেক্‌খম্মসিত (বিণ) = **নেক্‌খম্মনিন্ন**। ⇒ **নেক্‌খম্মনিন্ন**। (বিপ) **গেহসিত**।

নেক্‌খম্মসুখ (ক্লী) নৈষ্কম্যসুখ, ধর্মময় জীবনের সুখ, অর্হত্ত্বফলজনিত সুখ।

নেক্‌খম্মাধিমুত্ত (বিণ) স্বীয় ত্যাগস্বীকারের প্রতি ঝোঁক বা টান আছে এমন, নিষ্ক্রমণ দ্বারা সংসার ধর্ম হইতে মুক্ত, নৈষ্কম্যাধিমুক্ত। বিনয় বর্ণনায় "অর্হত্ত্বের অন্যপ্রকার পঞ্চ আদর্শের সহিত আত্মোৎসর্গের প্রতি টান"। সেই পঞ্চ প্রকার আদর্শ, যথা—**পবিবেক, অব্যাপজ্ঝ, উপাদানক্‌খয, তণ্‌হাক্‌খয, অসম্মোহ**।

নেগম (বিণ) নগরবাসী, ছোট শহরের অধিবাসী বা বাসিন্দা, ক্ষুদ্র শহর সম্বন্ধীয়, ছোট শহরবাসী। (পুং) নাগরিকগণের প্রতিনিধি সভা, পৌরসভা। (যৌগিকে) **নেগমজানপদা** (বহুবচনে)—নগরবাসীগণ এবং দেশবাসীগণ (সংযুক্ত নিকায়)।

নেচযিক (বিণ) ধনী, সম্পত্তিশালী, ঐশ্বর্যশালী, আঢ্য, ধনবান।

নেত্তব্ব (ভ-বিণ) নেওয়ার উপযুক্ত, নিবার যোগ্য, নেওয়া উচিত বা কর্তব্য। ⇒ **নেতি**।

নেতর (পুং) পথ প্রদর্শক, অগ্রগামী, সংবাদপত্রের মুখ্য প্রবন্ধ, প্রধানপ্রবন্ধ, দলপতি, নেতা, অধিনায়ক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক বা গাইড, অগ্রগামী দূত, ভাবী-লক্ষণ। = **বিনেতর**।

নেতা (পুং) নেতা, দলপতি, সর্দার। ⇒ **নেতর**।

নেতি (ক্রি) ১ [√নী+এ] নেওয়া, লইয়া যাওয়া। ২ [নি+অ] পথ দেখানো, চালিত করা, আদেশ করা, অগ্রগামী হওয়া, প্রলোভিত করা, অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করা, পথ প্রদর্শন করা, উপদেশ দেওয়া, শাসন করা, শিক্ষিত করা, চালানো, পরিচালনা করা, নির্বাহ করা, পথে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রক্ষা করা, সঞ্চালিত করা, ব্যবহার করা, সরানো, নিয়া যাওয়া, নেওয়া, লইয়া যাওয়া, বহন করিয়া নেওয়া, লওয়া, গ্রহণ করা, ধরা, বাছিয়া লওয়া, আনয়ন করা, আনা, মনোনীত করা, প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা, বুঝিতে পারা, বিবেচনা করা, প্রয়োজন হওয়া, দরকার করা, বিমোহিত করা, বন্দী করা, দখল করা, সম্মত হওয়া, বোধ করা, অধিকারভুক্ত করা, কাড়িয়া লওয়া, হরণ করা, বাদ দেওয়া, বাহির করা, সরানো, অপসারিত করা, সহ্য করা, ভক্ষণ করা, পান করা, শরীরে গ্রহণ করা, (কোন সংক্রামক রোগ দ্বারা) আক্রান্ত হওয়া, সম্পাদন করা, ধারণা করা, গ্রাহক হওয়া, অতিক্রম করা, উদ্ধৃত করা; (চরিত্রে) সমাপ্ত করিয়া দেওয়া, জ্ঞাত হওয়া, বুঝিতে পারা, গ্রহণ করা। (তুলনীয়) **নয, নীতি, নেত্ত** ইত্যাদি, **আনেতি, উপনেতি, পটিনেতি, বিনেতি**। (জাতক) **নযং নেতি**—সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিয়া দেওয়া (অর্থাৎ যবনিকা পতন)। (পঞ্চমী) **নয, নেহি**, (পদ্যে) **নযাহি**; ⇒ **পটিনেতি**। (অতীত) **নযি, নেসি**। (অ-বিণ) **নীত**। (ব-বিণ) **নেত্ত, নযে**। (ভবিষ্যত) **নেস্‌সামি**। (ভ-বিণ) **নেতব্ব, নেয্য**; (ধর্মপদ অর্থকথা) **বিনিচ্ছিনেয্য**—যুক্তি বা কারণ দর্শানো। (ক্রি-বি) **নেত্বা**। (তুম) **নেতুং, নেতবে**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নেতুং কাম**। (কর্মবাচ্যে) **নীযতি**।

নেতু (পুং) নেতৃ, দলপতি, অধিনায়ক, পথপ্রদর্শক, অগ্রগামী লোক।

নেতুকাম (বিণ) নিতে ইচ্ছুক, নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক, লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষী।

নেত্ত (ক্লী) ১ নেত্র, চক্ষু, নয়ন। = **নযন, চক্‌খু**। ২ পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, পথনির্দেশক পুস্তক বা গাইড। ৩ প্রেরক, চালাক, রক্ষক, প্রাপক, প্রবর্তক, নায়ক, পরিচালন, অনুবর্তন, উপদেশ, যে কোন কিছু যদ্দ্বারা শিক্ষা লাভ হয়, ব্যবস্থাপক, নেতা। (সংযুক্তনিকায়) **সারথি নেত্তানি গহেত্বা**—সারথি লাগাম বা বলগা ধরিয়া।

নেত্ততপ্পণ—নেত্রতর্পণ, চক্ষু ধৌত করণ, চক্ষু ধৌত করিবার একপ্রকার জলীয় ঔষধ।

নেত্ততারা (স্ত্রী) নেত্রতারা, চক্ষুর তারা বা মণি।

নেত্তি (স্ত্রী) ১ তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জলের নল, পয়ঃপ্রণালী। ২ পথপ্রদর্শক, নায়ক, নেতা, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপক, উপদেষ্টা, সেনাদল হইতে সংগৃহার্থ নিয়োজিত সৈন্য, গাইড বা পথনির্দেশক পুস্তক, ভরণপোষণ, রক্ষণ, ঠেস, আশ্রয়, অবলম্বন, সাহায্য, ভারবহন, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষণ, ভারবহনকারী অথবা পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তি বা বস্তু। = **নেত্তিক** (২)। উদাহরণস্বরূপ:—**আহার নেত্তি পভব; ভবনেত্তি; নেত্তিচ্ছিন্ন ভিক্‌খু = অরহন্ত**। (তুলনীয়) **ধম্মনেত্তি, ভবনেত্তি**।

নেত্তিংস—তলোয়ার, তরবারি। (জাতক) **নেত্তিংস-বরধারিন**। (জাতক অর্থকথা) **নেত্তিংসা বুচ্চতি খগ্গা**। জাতক অর্থকথায় "**নেত্তিংস**" শব্দের বিশেষণে বলা হইয়াছে "**নিক্কন্তন**", আরও বলা হইয়াছে "**খগ্গস্স নামং**"।

নেত্তিক (বিণ) উপদেষ্টা আছে এমন, নায়ক আছে এমন, অগ্রগামী হইয়া পথ প্রদর্শনকারী আছে এমন। (মধ্যম নিকায়) **ভগবং নেত্তিক ধম্ম**। (পুং) ১ পূর্তকার্য বা জলসেচনের জন্য পয়ঃপ্রণালী, যে ব্যক্তি জলসেচনের জন্য জলের নল কিংবা পয়ঃপ্রণালী (নালা) প্রস্তুত করে। = **উদকং নেতি নেত্তিকা**। ২ (চরিত্রে) যদ্দ্বারা খাদ্য বা জল পাওয়া যায়। (তুলনীয়) **নেত্তি**।

নেত্তিচ্ছিন্ন (বিণ) পুনর্জন্মের প্রতি যাঁহার আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে এমন, সংসারের প্রতি যাঁহার আকাঙ্ক্ষার বন্ধন হইয়াছে এমন, অনাসক্ত, অনাকাঙ্ক্ষী, যাঁহার নিকট আর উপদেষ্টার অথবা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন নাই এমন। **নেত্তিহীন ভিক্‌খু = অরহন্ত**। ⇒ **নেত্তি, উচ্ছিন্ন-নেত্তিক**।

নেত্তিপভব—নেতৃত্বের প্রভাব, নেতৃত্বের কারণ, পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ, সমর্থনের হেতু।

নেত্থার = নিত্থার। ⇒ **নিত্থার, নিত্থরতি**। (বি-ভা) **নেত্থারং বত্ততি**—এইরূপভাবে সুষ্ঠু ব্যবহার করে যেন নিন্দা বা দোষমুক্ত থাকিতে পারা যায় (বিনয়)। বিনয়ে বুদ্ধঘোষের বর্ণনা—"**নিত্থরন্তানং এতং তি নেত্থারং যেন সক্কা নিস্সারণা নিত্থরিতুং তং অট্ঠারস-বিধং সম্মাবত্তুং বত্তন্তী তি অত্থো**।

নেত্বা (ক্রি-বি) নিয়া, লইয়া, লইয়া যাইয়া। ⇒ **নেতি**।

নেপক্ক (ক্লী) পরিণামদর্শিতা, বিজ্ঞতা, মিতব্যয়িতা, প্রভেদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচনা, প্রভেদচিহ্ন, মনোযোগিতা, সাবধানতা, সতর্কতা, যত্নশীলতা, যত্নসাধ্যতা। = **পঞ্ঞা**। (সংযুক্ত নিকায়) **সতিনেপক্ক**।

নেপুঞ্ঞ (ক্লী) বিচক্ষণতা, নিপুণতা, চতুরতা, দক্ষতা, দক্ষতা সহকারে সম্পাদন, বুদ্ধিসম্পন্নতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা লব্ধ বস্তু বা মনের ভাব, নৈপুণ্য।

নেম (পুং) ধার, প্রান্ত, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা, বিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের তীক্ষ্ণাগ্র, হুল, মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু, বিন্দু, পূর্ণচ্ছেদ, মুহূর্ত, সামান্য ব্যাপার, একটি বা একমাত্র বস্তু, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, একটি বাক্য, আলোচ্য বিষয়, স্বর, পদ, ক্রম, অবস্থা, বিশেষ লক্ষণ, বিশেষত্ব, অন্তরীপ, দশমিক-চিহ্ন, মূল, শিকড়, তলদেশ, ভিত্তি, আদি, আরম্ভ, আদিকারণ, আদিপুরুষ, মূল শব্দ। (সংযুক্তনিকায়) **গম্ভীর নেম**—(বিণ) (মাটির নীচে) গভীর তলদেশে গত মূল বা শিকড় দ্বারা, দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির সহিত বা ভিত্তি দ্বারা।

নেমন্তণিক (বিণ) যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ দ্বারা অথবা নিমন্ত্রণের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে।

নেমি (স্ত্রী) গাড়ির চাকার পরিধি, নেমি, পরিধি, চাকার প্রান্তভাগ, ধার, প্রান্ত, অস্ত্রের ধার, তীক্ষ্ণতা, চাকার উন্নত বেড়, কিনারা। (তুলনীয়) **নেম**। (বিশুদ্ধিমার্গ) **জরা-মরণ নেমি**—বার্ধক্যতা এবং মৃত্যুর প্রান্ত যাহা "**ভবরথ**" বা অস্তিত্বরূপ রথের সংসাররূপ চক্র-সম্বন্ধে বুঝায়।

নেমিক্‌ = নেমিয। ⇒ **নেমিয**।

নেমিত্ত (পুং) দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী, গণক। = **নেমিত্তিক**।

নেমিত্তক = নেমিত্তিক। ⇒ **নেমিত্তিক**।

নেমিত্তিক (পুং) দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা। = **নেমিত্ত**।

নেমিত্তিকতা (স্ত্রী) = **নিমিত্তকম্ম**। ⇒ **নিমিত্তকম্ম**।

নেমিন্ধর (পুং) একটি পর্বতের নামবিশেষ।

নেমিয (বিণ) নেমি আছে এমন, পরিধিযুক্ত।

নেমিবট্টি (স্ত্রী) নেমির প্রান্ত, পরিধির ধার বা কিনারা। = **নেমি**। ⇒ **বট্টি** (৩)।

নেয্য (বিণ) নেওয়া কর্তব্য, চালিত হওয়া উচিত, আদিষ্ট হওয়ার উপযুক্ত, অগ্রগামী হওয়া উচিত, প্রলোভিত হওয়ার যোগ্য, পথ প্রদর্শিত হওয়া উচিত, স্বমতের সপক্ষে রাখিতে সফল হওয়া উচিত, বহিয়া লইয়া যাওয়া কর্তব্য, কোন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া উচিত; (চরিত্রে) শিক্ষিত হওয়া উচিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত, জ্ঞাত হওয়া বা জানা কর্তব্য, পরিচালিত হওয়ার উপযুক্ত, অনুমিত হওয়ার যোগ্য, সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা উচিত, অনুভূত হওয়ার উপযুক্ত, বুঝিতে পারা উচিত, হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত, উপলব্ধি হওয়া উচিত। ⇒ **নেতি**।

নেয্যত্থ (পুং) [নেয্য+অত্থ] সিদ্ধান্তকৃত অর্থ, যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, অপ্রধান বা গৌণ অর্থ, অনুমিত অর্থ। (বিপ) **নীতত্থ**। ⇒ **নীত, অত্থ**।

নেরঞ্জরম্পতি [নেরঞ্জরং+পতি] বিশুদ্ধিতার অভিমুখে বা দিকে।

নেরযিক (বিণ, পুং) নারকী, পাপিষ্ঠ, নরকে উৎপন্ন, নরকে উৎপন্ন হইবার যোগ্য, নরকে যাওয়ার যোগ্য, নরকবাসের যোগ্য, নরকস্থ, নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য যাহার ভাগ্য নিরন্ত্রিত, নরক বা প্রেতলোক সম্বন্ধীয়। (বিনয়) **নেরযিক সত্ত**—নরকবাসী, নরকস্থ প্রাণী; **আপায়িকো নেরযিকো কপ্পট্ঠো। বেদনং বেদিযতি সেয্যথা পি সত্তা নেরযিকা**। (মহানির্দেশ) **নেরযিক**

গতি। (জাতক) **নেরযিকা সত্তা**। (পেতবত্থু অর্থকথা) **নেরযিক ভাব**।

নেরযিকা সত্তা—নরকস্থ প্রাণীগণ, নরকবাসী জীবসমূহ। ⇒ **নেরযিক**।

নেরু (পুং) সর্বাপেক্ষা উচ্চ এক পর্বতের নাম। ⇒ **মেরু**।

নেরুত্ত (বিণ, পুং) শব্দ শব্দরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, শব্দের প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ, ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানবিদ।

নেল = **নেল্**। ⇒ **নেল্**।

নেলগ্‌গ = **নেলঙ্গ**। ⇒ **নেলঙ্গ**।

নেলঙ্গ = **নেলঙ্গ**। ⇒ **নেলঙ্গ**।

নেল্ (বিণ) ১ নির্দোষ, নিষ্পাপ, অনিন্দ্য, নির্দোষ, অনিন্দিত, অকলঙ্ক, ত্রুটিহীন, নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, নিরীহ, ক্ষতিকারক নহে এমন, দয়ালু, কৃপালু, অননিষ্টকারী, সৎকুলোদ্ভব, ভদ্র, মৃদু, শান্ত, সুশীল, শান্তিকর, নম্র, সদয়, কৃপাময়, কৃপাবান, ক্ষমাশীল, অনপকারী। দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা বর্ণনায়:—**এলং বুচ্চতি দোসো; ন অস্‌সা** (অর্থাৎ **বাচায**) **এলং'তি নেলা; নিদ্দোসা'তি অত্থো**। "**নেলগো সেতপচ্ছাদো'তি" এত্থ বুত্ত নেলং বিয**। = **নিদ্দোস** (বিমানবত্থু অর্থকথা)। (তুলনীয়) **লাঙ্গল, নঙ্গল, তুলা, তূল** ইত্যাদি। ২ (কিছু সন্দেহজনক অর্থ:—) পরিষ্কার, নির্মল, খাঁটি, অমিশ্রিত, নির্ভুল, ত্রুটিহীন, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্পাপ, অব্যবহৃত, ধোপদস্ত, এবড়ো থেবড়ো, প্রান্তযুক্ত নয় এমন, সুগঠিত, কায়দামত, পরিষ্কার অভ্যাসের, ঘৃণাজনিত পীড়া হইতে মুক্ত। বড় বিড়াল-সম্বন্ধে:—(জাতক) **মহা বিলারা নেলমুখলং বুচ্চতি**; পক্ষান্তরে হস্তিশাবক অর্থাৎ কিছুটা শারকের ন্যায় পশুশাবককে বলা হয়:—**তরুণা ভিক্কচ্ছাপমুখলং**।

নেলঙ্গ (বিণ) [নেড়+অঙ্গ] নির্দোষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, অংশসমূহ ঠিক আছে এমন, (রথ বা গাড়ি সম্বন্ধে) = ঠিকভাবে চলিতেছে এমন (সংযুক্ত নিকায়)। (সাহিত্যে) **নেলগ্‌গ, নেলঙ্গ**।

নেলপতী (স্ত্রী) ("**বাচা**" সম্বন্ধীয়) দয়ালু, কৃপালু, সৎকুলোদ্ভব, ভদ্র, শান্ত, সুশীল, মৃদু, নম্র, শান্তিকর। (জাতক অর্থকথায়) **ন এলপতি এলপাত-রহিতা মধুরা**।

নেলবতী (স্ত্রী) = **নেলপতী**। ⇒ **নেলপতী**।

নেব (অব্যয়) (ন এব) নিশ্চয় নয়, সে সবের জন্য নয়, না বা নয়। **নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা**। ⇒ **ন** (২গ)।

নেব ন—এইটিও নয় ওটিও নয়। ⇒ **ন** (২গ)।

নেব ন পন = **নেব ন**। ⇒ **নেব ন**।

নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা (স্ত্রী) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যেই অবস্থায় বেদন (অথবা সংজ্ঞা অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি) নাই অথবা বেদন নাই তাহাও নহে, এমন একটি অবস্থা যেই অবস্থায় যেই অবস্থায় চেতনা (বা আত্মজ্ঞান) আছে এমনও নহে কিংবা আত্মজ্ঞান (বা চেতনা) নাই এমনও নহে। (যৌগিকে) **নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা-আয়তন**—নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞার স্তর বা অবস্থাবিশেষ (ইহা অরূপ ব্রহ্মলোকের **উর্ধ্বতম** ৪র্থ স্তর বা অবস্থা এবং সমাপত্তি ধ্যানের মধ্যে ৮ম সমাপত্তি ধ্যান অবস্থা)। ⇒ **সঞ্ঞা** (৩), **নেব**।

নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞায়তন (ক্লী) নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন (স্তর বা অবস্থা)। ⇒ **নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা**। চেতনা বা আত্মজ্ঞান আছে এমনও নহে কিংবা আত্মজ্ঞান বা চেতনা নাই এমনও নাই—এইরূপ অবস্থার সত্ত্বগণের স্থান বা স্তর, এবং ইহা "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা" নামক অরূপভূমির উর্ধ্বতম অবস্থা বা স্থান।

নেবসঞ্ঞী-নাসঞ্ঞিন (বিণ, পুং) সজ্ঞানও নহে অজ্ঞানও নহে এমন, চেতনা বা আত্মজ্ঞান আছেও নাইও এমন, সচেতনও নহে অচেতনও নহে এমন, সংজ্ঞা নাই এবং নাই নহে এমন, সংজ্ঞা আছেও নাইও এমন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা নামক অরূপ ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বতম ৪র্থ স্তরের বা অবস্থার অধিবাসী বা বাসিন্দা (সত্ত্বগণ)। ⇒ **নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞা, সঞ্ঞিন**।

নেবাপিক (বিণ, পুং) হরিণের খাদ্যদাতা, যে ব্যক্তি হরিণকে খাদ্য প্রদান করে বা খাওয়ায়।

নেবাসিক (বিণ, পুং) নিবাসী, বাসিন্দা, অবস্থানকারী, বাসকারী, অধিবাসী, স্থানীয়, প্রাদেশিক। (তুলনীয়) **নেচযিক**। (অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা) **নেবাসিকো'তি নিবাসকরো**।

নেসং [ন+এসং] = **নে**। ⇒ **নে**।

নেসজ্জিক (বিণ) (ঋদ্ধিদের অভ্যাসগত প্রথা বা নীতি-অনুসারে) উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে এমন, কেবল বসিয়া থাকে এমন।

নেসজ্জিকঙ্গ [নেসজ্জিক+অঙ্গ] (দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা) কেবল বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো। ইহা ১৩টি ধুতাঙ্গের মধ্যে একটি। ⇒ **ধুতাঙ্গ**।

নেসাদ (পুং) নিষাদ, ব্যাধ, শিকারী, চণ্ডাল, ধীবর, কিরাত। (বিনয়) **নেসাদ বেণ রথকার**। (সংযুক্ত নিকায়) **নেসাদকুল**।

নেসাদকুল (ক্লী) নিষাদকুল, ব্যাধবংশ, শিকারীজাতি। ⇒ **নেসাদ**।

নো (অব্যয়) ১ (হাঁ-সূচক এবং জোর দিয়া বলা বা উচ্চারণ করা অর্থে:—) নিশ্চয়ই, বাস্তবিকই, প্রকৃতপক্ষেই, কিন্তু, সুতরাং, অতঃপর, এইরূপ হইলে, এইরূপ স্থলে, তাহা হইলে, তবে। = **নু**। (তুলনীয়) **ন** (১)। (জাতক) **অপি নো = অপি নু = নিপাতমত্তং**। ২ (না বা অস্বীকারসূচক এবং বিপরীতার্থক বোধে) না একটি না আর একটি, এবং না, কিন্তু না, নিশ্চয়ই নয়, বস্তুত নয়, প্রকৃতপক্ষে নয়। **ক)** না বা অস্বীকারসূচক বাক্যে:—(উত্তর প্রদানকালে) **নো হি এতং**—নিশ্চয়ই এইরূপ নয় অথবা ইহা নয় (বিনয়)। (দীর্ঘনিকায়) **নো হি ইদং; নো চ খো**—বস্তুত নিশ্চয়ই নয়। জোর দিতে বা গুরুত্ব

আরোপ করিতে প্রায়ই "ন" যোগ হয়, যেমন—**নো ন**—মোটেই না, আদৌ না। (সূত্রনিপাত) **ন নো = অবধারণে** (খুদ্দকপাঠ অর্থকথা)। (সূত্রনিপাতে বিকল্পরূপে) **ন হি নো**—না (একটিও) না আর (একটি)। **ন নো ... ন**—না (একটিও) না আর (একটি)। **খ)** (বিচ্ছিন্নকারক প্রশ্নে "অথবা নয়" অর্থে:—) **এবং হোতি বা ... নো বা**—এইরূপই (ইহাই) কি অথবা নহে কি? (দীর্ঘনিকায়)। (দীর্ঘনিকায়) **কচ্চি .. নো**—এইরূপই কি অথবা নহে কি? **নু খো ... নো উদাহু**—তাহাই না কি অথবা নহে কি? **গ) নো চে**—যদি না। ৩ সর্বনাম পদের সম্বন্ধপদ সম্প্রদানকারক ও কর্মকারক উত্তম পুরুষ বহুবচনে) "আমরা" শব্দের অর্থেও "নো" শব্দ ব্যবহৃত হয়। = **অম্হাকং**। (তুলনীয়) **ন** (৩)। ⇒ **বয়ং**।

নো চ খো ⇒ **নো** (২ক)।

নো চ বত রে বত্তব্বে ⇒ **রে**।

নো চে ১ যদি না। (বিপ) **সচে**। ⇒ **নো** (২গ)। ২ আমি আশা করি না অথবা আমার আশা নাই।

নো চে হি জাতু = **ন জাতু**। ⇒ **ন জাতু**।

নোদেতি (ক্রি) = **বিনোদেতি**। ⇒ **বিনোদেতি**।

নো ন—মোটেই না, আদৌ না বা নয়। ⇒ **নো** (২ক)।

নোনীত (ক্লী) নবনীত, সদ্য মাখন। = **নবনীত**।

নোনীত পিণ্ড (ক্লী) নবনীত বা মাখনের গোলক। ⇒ **পিণ্ড** (১)।

নোপেতি (ক্রি) [ন+উপেতি] পৌঁছায় না, পৌঁছিতে পারা যায় না, নাগাল প্রায়, প্রাপ্ত হয় না, দেওয়া যায় না। ⇒ **সক্খা, উপেতি**।

নো ভবং (পুং) প্রভু আপনি।

ন্যাস (পুং) বন্ধক, ঋণ লওয়ার জন্য গচ্ছিত সম্পত্তি, বন্ধক রাখা জিনিস, দাবা খেলার বোড়ে।

নহাত = **নহাত**। ⇒ **নহাত**।

নহান = **নহান**। ⇒ **নহান**।

নহারু = **নহারু**। ⇒ **নহারু**।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

পালি-বাংলা অভিধান সংকলক, জ্ঞানতাপস শান্তরক্ষিত মহাস্থবির একটি বহুশ্রুত নন্দিত সাংঘিক নাম। তাঁর জন্ম হয় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত বৌদ্ধ অধ্যুষিত বিনাজুরী গ্রামে ১৯০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরে। তাঁর পিতা কালীদাস বড়ুয়া ছিলেন একজন সাধনাসিদ্ধ পুণ্যপুরুষ। মাতা অনুকুমারী ছিলেন ধর্মপরায়না বিদূষী মহিলা। পারিবারিক ঐতিহ্যই মহাস্থবিরের শৈশব-শিক্ষার মূল ভিত্তি। তিনি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে অবস্থান করেন। ১৯৩১ সালে ঐতিহাসিক মহামুনি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী শাক্যমুনি বিহারের বুদ্ধসীমায় পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের উপ্যাধ্যায়ত্বে তাঁর উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন হয়।

তিনি ১৯৪৮ সালে শ্রীলংকার প্রখ্যাত পানাদূর পরিবেণে অধ্যক্ষ অতুলসেন মহাথের-র সান্নিধ্যে প্রায় এক বছর পালি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে সঙ্গীতিকারক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে পরবর্তী দুই বছর উঃ নারদ সেয়াদ-র নিকট পট্ঠান অধ্যয়ন করেন। 'নেত্তিপ্রকরণ', 'প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষা', 'বৌদ্ধ সাধনানীতি'সহ তাঁর প্রকাশিত আটটি গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত পঁচিশটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

পালি-বাংলা অভিধানটি তাঁর পালি সাহিত্য সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল।